CSSSC

RECORD NO.	CSS 55
TITLE	জনযুদ্ধ [Janayuddha]
PERIODICITY	Weekly
PLACE(S) OF PUBLICATION	Calcutta.
EDITOR(S)	Bankim Mukherjee
CONDITION	Brittle
COLOUR	B & W. Coloured illustrations.
SIZE	10" x 14.5"
VOLUMES IN RECORD	Vol. 1-3 (1942-1945 A.D.).

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৪২ ; ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ | দাম এক আনা

বাংলার চাষী-মজুর ভাই-বোনেরা !

জাপানী বোমার জবাব দাও

খুনে ডাকাতদের রুখিবার জন্য শক্ত মুঠায় হাতুড়ি ও কাস্তে উঁচাও

শয়তান ঘাতকদের ধ্বংস কর

চট্টগ্রাম ও আসামের উপর দিয়া জাপানী বোমার হামলা শুরু হইয়াছে। দস্যুরা নিরীহ নাগরিকদের উপর গুলি বর্ষণ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের শুকনা মাটি আজ আমাদেরই দেশের ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গা

তাহাদের মা-বোনেদের কান্না আজ বাংলার আকাশে-বাতাসে

আমাদের মা-বোনদের চোখের জল কে মুছাইবে ? আমরা, বাংলার চাষী-মজুর !

আমাদের ভাইয়েদের রক্তের প্রতিশোধ কে নিবে ? আমরা, বাংলার জনসাধারণ !

যারা বোমার ভয়ে কাজ ছাড়িয়া পালায় তারা জাপানীর ফাঁদেই পা দেয় !

বাংলার চাষী-মজুর, বাংলার বীর নর-নারী বোমার ভয়ে পালায় না। শয়তান দস্যুরা ভাবিয়াছে বোমার ভয়ে চাষী-মজুররা কল-কারখানা ও জমি ছাড়িয়া পালাইবে, দেশের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বিকল হইয়া পড়িবে, তখন দস্যুরা অতি সহজেই আমাদের দেশের মাটি কাড়িয়া লইতে পারিবে, আমাদের ধনদৌলৎ লুঠ করিতে পারিবে, আমাদের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎ নষ্ট করিতে পারিবে। দস্যু ও তাহার দালালদের এই স্বপ্ন আমরা চুরমার করিয়া দিব, দস্যুর শয়তানির মোক্ষম জবাব দিব।

সোভিয়েট ভাইদের মরদপণা আমাদের সামনে ! চীনা ভাইদের শিক্ষা আমাদের সামনে !

লক্ষ লক্ষ বোমা ফেলিয়াও হিটলারী ডাকাতরা মস্কো ও লেনিনগ্রাড শহরের মজুরদের এক চুলও সরাইতে পারে নাই। তাহারা অটলভাবে কারখানার মধ্যে থাকিয়া দেশরক্ষার লড়াইয়ে যোগদান দিতেছে। হাজার হাজার জাপানী বোমায় চুংকিং শহর ছারখার করিলেও বীর চীনা জনসাধারণ নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া আজও দেশকে বাঁচাইতেছে।

আমরাও দিকে দিকে মস্কো ও চুংকিং গড়িয়া তুলিব

বস্তী, কারখানা, মহল্লা মহল্লায় এ-আর-পি, রক্ষীদল ও আগুন নেভানো দল গড়ো !

দলে দলে ফৌজে যোগ দাও ! লড়াইয়ের কারখানায় কারখানায় উৎপাদন বাড়াও !

খাদ্য-শস্য বেশী করিয়া ফলাও ! জাপানী আসিলে সরাইয়া ফেলো !

ভাই-বোনেরা ! এদেশের সরকার আজও এ যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে নামিতে পারিল না, সে মূর্খের মত আজও আমাদের জাপ-বিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ বা গতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আজও সে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের বন্ধুতা সাধন করিল না, আজও সে হুকুমের জোরেই সব কিছু করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে।

সরকারের এই মূর্খতাও আমরাই ভাঙ্গিব

আমাদের একতাবদ্ধ আন্দোলনে আমরা দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্ত করিব, ফৌজের সহিত দেশবাসীর বন্ধুতা স্থাপন করিব, মজুরের মাগ্গী ভাতা ও ভাল আশ্রয়স্থল আদায় করিব, কৃষকের খাজনার ভার কমাইব, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম করিয়া দেশবাসীর জন্য অস্ত্র আদায় করিব।

দিকে দিকে জাপ-প্রতিরোধের আগুন জ্বালিব ! ভাইয়েদের রক্তের প্রতিশোধ নিব !

যুদ্ধের গতি

বিমান যুদ্ধে সোভিয়েট

হিটলারের বসন্ত অভিযান রূপকথায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া জার্ম্মাণ দস্যুরা চুপচাপ আছে, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি জার্ম্মাণ বিমান বহর ফিন বিমান বাহিনীর সাথে একযোগে মুরমান্স্ক অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে বোমা ফেলিয়াছে। উত্তরদিকের সমুদ্র পথে বাহিরের জগতের সাথে সোভিয়েটের যে যোগাযোগ আছে, তাহা নষ্ট করাই জার্ম্মাণ ডাকাতদের লক্ষ্য ছিল। দেড় মাসের মধ্যে পাঁচ পাঁচবার তাহারা মুরমান্স্কের উপর ভীষণভাবে বোমা ফেলিয়াছে। এই বিমান যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করিয়া রেডষ্টার পত্রিকায় কমরেড ঝ্ডানভ (Yhdanov) লিখিয়াছেন—"মুরমান্স্ক ফ্রন্টের বসন্তকালীন প্রচণ্ড বিমান যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে সোভিয়েট বিমানচালকরাই জয়লাভ করিয়াছে।"

সোভিয়েটের সঙ্গে দুনিয়ার অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কার্য্যকারিতা ব্যর্থ করিবার জন্য হিটলার মুরমান্স্কের এই বিমান যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাবী গ্রীষ্ম অভিযানের এই শোচনীয় নমুনা ঐক্যবদ্ধ জাতিগুলিকে আরও সাহসী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রীষ্ম অভিযানের জন্য হিটলার যতই প্রস্তুত হউক এক ভয়ঙ্কর যোগাযোগ এবার তাহার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠিতেছে।

সোভিয়েটের ট্যাঙ্ক প্রাচুর্য্য

শুধু বিমান প্রাচুর্য্যই নয়, ট্যাঙ্ক তৈরীও সোভিয়েটে প্রচুর হইতেছে। ট্যাঙ্ক শিল্পের সহকারী মন্ত্রী কোরেগলিয়াড বলিয়াছেন—"১৯৪২ সালে জার্ম্মাণীকে হারাইতে হইলে যে পরিমাণ ট্যাঙ্ক দরকার, আজ আমরা তাহা সরবাহ করিতে পারি। ছয় মাস আগে আমরা যে ট্যাঙ্ক তৈরী করিতাম আজ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী ট্যাঙ্ক তৈরী হইতেছে। রাশিয়ার একেবারে ভিতরের দিকে নতুন ট্যাঙ্কের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক ট্যাঙ্কের কারখানা উঠাইয়া আনিয়া নতুন করিয়া পত্তন করিয়াছি—তাহাতে আগের চেয়ে অনেক বেশী ট্যাঙ্ক তৈরী হইতেছে।

ষ্টালিন বলিয়াছেন, ১৯৪২ সালেই হিটলারকে পরাজিত করিতে হইবে। আজিকার এই সব ঘটনাবলী ষ্টালিনের কথারই প্রতিধ্বনি।

মিত্রশক্তির কুচকাওয়াজ

বিশ্ববাসীর কাছে এক বেতার বক্তৃতায় চার্চ্চিল বলিয়াছেন—"সম্পূর্ণ ও শেষ জয়ের দিকে আমরা আগাইয়া চলিয়াছি।...রুশ সেনাবাহিনী আজ অনেক বেশী শক্তিশালী, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত...তাদের সাহসের অন্ত নাই। হিটলারকে আজ ইহার সামনে দাঁড়াইতে হইবে।...আজ ইউরোপ আক্রমণ করিবার ও দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে।...বৃটিশ জাতির এই জঙ্গী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব আমি অভিনন্দিত করি।...আজ আমার কোনই সন্দেহ নাই বৃটিশ ও আমেরিকা একযোগে জাপানীর ক্ষমতা চূর্ণ করিবে। ইউরোপে হিটলার পিছু হটিবার অল্পদিনের মাঝেই জাপান শেষ হইয়া যাইবে।"

ইংলণ্ডের বিমানমন্ত্রী স্যার আর্কিবল্ড্ সিনক্লেয়ার ও বলিয়াছেন—যুদ্ধের গতি নির্ণয়ের ক্ষমতা জার্ম্মাণীর হাত হইতে এখন মিত্রশক্তির হাতে সরিয়া যাইতেছে। লর্ড হালিফাক্সের মুখেও আশার বাণী—"মিত্রশক্তির পালা এবার আসিতেছে, নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করিবে"।

পৌনে তিন বৎসর পর মহাযুদ্ধের স্রোত এই সর্ব্বপ্রথম চক্রশক্তির বিরুদ্ধে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সোভিয়েটের প্রচণ্ড আঘাত সামলাইতে না সামলাইতেই মিত্রশক্তির আঘাত তাহাদের উপর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। চক্রশক্তিকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য আজ এখনই চাই ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র।

চক্রশক্তির দুইটি পরাজয়

ইংরেজ সৈন্য মাদাগাস্কার দখল করিয়া হিটলারের উপর টেক্কা দিয়াছে। ভিসি সরকারকে খুব শক্তভাবে মুঠার মধ্যে আনিয়া হিটলার ভাবিতেছিল, এবার ফরাসী নৌবহর এবং উপনিবেশ হাতে লইয়া মধ্য প্রাচ্যে নূতন অভিযান চালাইবে। কিন্তু সে আশা সফল করা এখন তাহার পক্ষে শক্ত হইয়া পড়িল। সেবার ক্রীট দখল করিয়া জার্ম্মানী বৃটিশ নৌবহরকে যেমন অকেজো করিয়া দিয়াছিল, এবার মাদাগাস্কার দখল করিয়া বৃটেনও জার্ম্মান এবং ফরাসী নৌবহরকে সেই রকম অকেজো করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

এদিকে আমেরিকার নৌবাহিনী দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌশক্তিকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্বে জাপানীরা যে অভিযানকারী নৌবহর মজুদ করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়াছে। এই যুদ্ধটি ঘটিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্ব প্রবাল সমুদ্রে। এই যুদ্ধে জাপানের নয়খানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়াছে, ইহাদ্বারা তাহার আরও অনেক রকমের ক্ষতি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির হাতে জাপানের এই প্রথম পরাজয়।

ওদিকে খোদ জাপানের টোকিও ও অন্যান্য সহরে বোমা পড়ার বিস্তৃত খবর বাহির হইয়াছে। আমেরিকার বোমারু বিমানই আক্রমণ চালাইয়াছিল। প্রায় তিন চার হাজার জাপানী মারা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে দুই দিন পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিয়াছিল। ইহাতে জাপানী ফাসিষ্টদের মনে ভয় সৃষ্টি হইয়াছে।

চীনাবাহিনীর অভিযান

জাপানী ফৌজ মান্দালয় ও মেমিও দখল করিবার পর শানরাজ্যে চীনা বাহিনীকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু চীনা বাহিনী জাপানীদের ব্যূহ ভেদ করিয়া মান্দালয়ের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে এবং মেমিও আবার দখল করিয়াছে। জাপানী ফৌজের যে অংশ চীনের প্রান্তে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও এখন পাল্টা আক্রমণের ঝাপ্টা সহ্য করিতে হইতেছে। খাস চীনের মধ্যে সাংহাই, নান্‌কিং, হাংচাউ প্রভৃতি বড় বড় জাপ অধিকৃত সহরে চীনা গরিলাদের মুহুর্মুহু অভিযান চমক সৃষ্টি করিয়াছে।

বাংলার দুয়ারে

এদিকে আকিয়াব দখল করিবার পর জাপানী দস্যুরা চট্টগ্রাম এবং আসামে বোমা ফেলিতে সুরু করিয়াছে। জাপানী আক্রমণ বাংলার পক্ষে আজ আর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা নয়, ইহা আজ নিষ্ঠুর বাস্তব।

কিন্তু জাপান যখন বাংলার দিকে অগ্রসর হইতেছে, দুনিয়ার ঘটনাস্রোত তখন উল্টাপথে মোড় ফিরিয়াছে। সোভিয়েটের সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই মিলিত জাতি সমূহের পাল্টা চাপে চক্রশক্তিবর্গ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাদের দিন ফুরাইবার আর বেশী দেরী নাই। কিন্তু তবু অন্তিমকালে মরণ কামড় দিতে তাহারা ছাড়িবে না। সেই মরণ কামড় ব্যর্থ করিবার জন্য মিলিত জাতি সমূহকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার প্রধান উপায়—ইউরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলা এবং দ্বিতীয় উপায়—ভারতবাসীকে জাতীয় গভর্ণমেন্ট দেওয়া। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে মিলিত পাল্টা অভিযানের সময় আসিয়াছে। ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রন্ট ও ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন সেই পাল্টা অভিযানের পথ সহজ করিয়া তুলিবে।

ট্রামশ্রমিকের জয়

২রা মে শনিবারে যে শ্রমিককে বরখাস্ত করার জন্য ট্রাম শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল—সেই শ্রমিককে গত ৮ই মে শুক্রবারে কোম্পানী আবার কাজে লইতে বাধ্য হইয়াছে। ট্রামশ্রমিকের একতার জয় হইয়াছে! কিন্তু ট্রামশ্রমিকদের খেয়াল রাখিতে হইবে—এই জয়েই যেন তাহাদের মাথা ঘুরিয়া না যায়—আজ বাংলার উপর জাপ-আক্রমণের দিনে জাপানী দস্যুদের রুখিবার জন্য যে একতা দরকার তাহা করিতে পারিলে শুধু জাপানী শয়তানেরাই হটিবে এমন নয়—ট্রামশ্রমিকের অন্যান্য দাবীও পূরণ করা যাইবে।

আলোচনা

(৮ পৃষ্ঠার পর)

হইবে। নিরপেক্ষতা বা নিষ্ক্রিয়তা আজ জাপানীদের হাতে আমাদের মৃত্যুই ডাকিয়া আনিবে।

দেশবাসীর কর্ত্তব্য একতা প্রতিষ্ঠা

সত্য বটে জাতীয় গবর্ণমেণ্টই জাতির সমস্ত শক্তি ও পূর্ণ সহযোগিতা যুদ্ধের মধ্যে টানিতে পারে। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তো দানরূপে মিলিবে না, আমাদেরই উহা অধিকার করিতে হইবে। আমরা যদি আজ মুসলমানদের দুর্ব্বলতার প্রতি অসহিষ্ণু হই কিংবা মুসলিম লীগ কিছুই নয় বলিয়া মিথ্যা আস্ফালনে সন্তুষ্ট থাকি তবে আমাদের ক্রন্দন ও তর্জ্জনই সার হইবে। মুসলমানরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচারের সত্যই ভয় করিতেছে এবং তাহার জন্য প্রকৃতই মুসলীম লীগ তাহাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহাদের সন্দেহ দূর কর—প্রত্যেক এক ভাষাভাষী প্রদেশকে স্বাধীনতার পর ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিয়া মুসলিম লীগ তথা মুসলিম জনগণকে যুদ্ধের স্বপক্ষে ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীর স্বপক্ষে স্বেচ্ছায় টানিয়া আনো। তাহাতে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী অনিবার্য্য হইবে, সমস্ত দেশে জাপ-প্রতিরোধ প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সন্দেহ দূর করিয়া প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করিবে।

সম্পাদকীয়

চট্টগ্রামের পর

বাংলার আকাশে ছিল কালবৈশাখী। আজ জাপানী ডাকাতের হিংস্র নিষ্ঠুরতায় বাংলার মাটিতেও কালবৈশাখী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

জাপানী বোমারুর প্রথম আক্রমণ হইয়াছে চট্টগ্রাম শহরের উপর। বোমা ফেলার পর জাপানী বিমানগুলি মেসিনগান হইতেও গুলি বর্ষণ করে। ক্ষতির পরিমাণ অল্পই, বে-সামরিক অধিবাসী কয়েকজন হতাহত হইয়াছেন। নিরীহ বাঙ্গালী নাগরিকদের হত্যা করিয়াই বাংলার উপর জাপানী হামলা সুরু হইল। টোকিও বা বার্লিন রেডিও'র ছেলেভুলানো প্রচারে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা ভাবিতেছিলেন—না: জাপানীরা আমাদের কোন ক্ষতি করিবে না, শুধু ব্রিটিশেরই ক্ষতি করিবে—প্রথম জাপানী আক্রমণের এই কঠোর বাস্তবতা হইতে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিবে, আশা করি।

যে আক্রমণ চট্টগ্রামে প্রথম আসিয়াছে, সে আক্রমণ আজ যে কোন সময়ে বাংলার যে কোন অঞ্চলে দেখা দিতে পারে। বর্ম্মার যুদ্ধ প্রায় শেষ হইল, বাংলার কাছাকাছি বিমান ষ্টেশনও জাপান অনেক পাইল, এমন ভাবে হাল্কা হইয়া প্রথমে বাংলার শিল্প অঞ্চল, ঘাঁটিগুলি ও মফঃস্বল শহরের উপর হাওয়াই আক্রমণ এবং পরে সসৈন্য অভিযানের চেষ্টা করাই খুব সম্ভব জাপানের আশু লক্ষ্য হইবে। আজ চট্টগ্রামে বোমা পড়িয়াছে, কাল কলিকাতা, আসানসোল, রাণীগঞ্জ বা ঢাকায় পড়িতে পারে।

যে বিপদ অনিশ্চিত ছিল তাহার ভীষণতা আজ নিশ্চিত হইয়া সামনে আসিয়াছে, ক্রমশঃ সে ভীষণতা বাড়িবে বই কমিবে না। কঠোর পরীক্ষার জন্য কঠোর বিচার ও ততোধিক কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়কেই আজ পুরানো সংস্কার ভুলিয়া কাজে নামিতে হইবে, বিপদকে যাহাতে কার্য্যকরীভাবে রোধ করা যায় তাহার বাস্তব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বোমার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় আবার একটা আতঙ্কের হিড়িক পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রথম দিকের আতঙ্কেই বহু স্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লোক পলাইয়াছে। এখন আবার আরও বেশী পলাইতে আরম্ভ করিবে এবং তাহার মধ্যে মজুর কৃষক বাদ পড়িবে না। মজুরেরা পালানো মানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, উৎপাদন হ্রাস। কৃষকেরা পালানো বা সামরিক আদেশে অপসারিত হওয়া মানে শস্য উৎপাদন হ্রাস, আর উৎপাদন হ্রাস মানে একদিকে সৈন্যবাহিনীর সরঞ্জামের ঘাটতি, অন্যদিকে সাধারণ মানুষেরও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। তাহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও দুর্ব্বল হইবে।

গবর্ণমেণ্টও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর ১০ই তারিখের বক্তৃতায় বাংলার গবর্ণর বলিয়াছেন: "এখন গুজব-রটনাকারীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিবে।...আমাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোই শত্রুর পরম কামনা। কারণ আতঙ্কের ফলে লোকের চেষ্টা শিথিল হয় এবং চেষ্টা শিথিল হইলে যুদ্ধের উৎপাদনও কম হয়। তাহার ফলে, যাহারা আমাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় তাহাদিগকে প্রতিরোধ, আক্রমণ ও ধ্বংস করার শক্তি কমিয়া যায়।"

এই আতঙ্ক দূর করিয়া দেশবাসীকে শত্রু-প্রতিরোধে উদ্দীপিত করা এবং তাহাদিগকে কার্য্যকরীভাবে দেশরক্ষায় টানিয়া আনাই আমাদের এই মুহূর্ত্তের সব চেয়ে জরুরী দরকার। কিন্তু শুধু মুরুব্বিয়ানা বুলি কপচাইয়া বা যাহা করা হইয়াছে খুব করা হইয়াছে এই ধরণের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখাইয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত করা যায় না। গবর্ণর সাহেবও তাঁহার বক্তৃতায় মানিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "জিতিবার সঙ্কল্প যতদিন শুধু কথার মালা হইয়া থাকিবে ততদিন তাহা সঙ্কল্পই নহে।"

কিন্তু এই রকম সুন্দর সুন্দর কথার পরও গবর্ণর সাহেব বা আমলাতন্ত্রের কাছ হইতে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে গালভরা কথা ছাড়া এমন কোন প্রকৃত কার্য্যকরী পন্থা পাওয়া যাইতেছে না যাহা সত্যই দেশবাসীকে উদ্দীপিত করিতে পারে এবং তাহাদের সকল সামর্থ্যকে শত্রু-প্রতিরোধের কাজে লাগাইতে পারে। বরং, আমরা নাগরিকদের নিরপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়াছি, এই ধরণের আত্ম-সন্তোষই লাট সাহেবের বক্তৃতায় ভরিয়া আছে।

অথচ তার তিন দিন আগে বড়লাট সাহেব দিল্লীর বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "জনরক্ষা বাহিনীগুলিতে ওয়ার্ডেন, ফায়ার ওয়াচার, ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্সওয়ালা প্রমুখ সমস্ত রকম সাহায্যকারীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে। সিভিক গার্ড, হোম গার্ড ও পাইওনিয়ার বাহিনীতে লোকের প্রয়োজন। সৈন্যদের ক্যাণ্টিন চালাইবার জন্য, অফিসের জন্য, হাসপাতালের জন্য স্ত্রীলোক প্রয়োজন।..."

সত্য কথা! আমাদের নাগরিক রক্ষার আয়োজনে পর্য্যন্ত লোকের এই তীব্র অভাব অনুভব হয় কেন? আমাদের দেশে কি লোক নাই? আতঙ্কের হিড়িকে দলে দলে মজুর ও অন্যান্য নাগরিক পলাইয়া গিয়া সামরিক উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটায় কেন? আমাদের মজুরেরা কি কাজ চায় না, বিপদের সামনে কখনও দাঁড়ায় নাই?

এই অভাবের কারণ আমলাতন্ত্রের নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে, তাহাকেই আজ সাহসের সহিত দূর করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করায় কোন লজ্জা নাই যে, দেশের বেশীর ভাগ লোক এখনও ফাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। কথার ঢাক পিটাইয়া, কিংবা লাট-বেলাটের মুরুব্বিয়ানা বক্তৃতা ছাপাইয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত তো করা যায়ই না, বরং উহা তাহাদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। যুদ্ধে জনগণকে টানিয়া আনিবার যাহারা প্রকৃত ও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এম্‌নিতেই তাহাদের মুস্কিলের অন্ত নাই, এই ধরণের আমলাতান্ত্রিক মুরুব্বিয়ানা ও আত্ম-সন্তুষ্টি সেই মুস্কিলকে বাড়াইয়াই দেয়।

আজ বাংলা দেশের নরনারী মৃত্যুর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তবুও তাহাদের এই নিশ্চেষ্টতা ও বিহ্বলতা কেন? এই বাংলার বিপ্লবী যৌবনই দেশের জন্য কত বিপদকে তুচ্ছ করিয়াছে, অবহেলায় নির্য্যাতন ও ফাঁসীর সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বাংলার চাষী মজুর শত অত্যাচার, শত পরাজয় সত্ত্বেও নিজেদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বার বার বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে। এই বাংলার নরনারীই স্বাধীনতা সংগ্রামের শিখাকে সারা ভারতে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে।

প্রাণহীন আমলাতন্ত্রকে তাহারা কোনদিন বিশ্বাস করে নাই, এবং বর্ত্তমানেও আমলাতন্ত্র এমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখায় নাই যাহাতে লোকের বিশ্বাস বাড়িতে পারে। জনসাধারণকে তাই আমলাতন্ত্র উদ্দীপিত করিতে পারে না।

জনসাধারণকে উদ্দীপিত করিতে পারে তাহারাই যাহারা জনগণের মধ্যে জনগণের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করিয়া জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, যাহারা আজ জনগণের স্বার্থের বিবেচনায়ই এ যুদ্ধকে দেশরক্ষার পবিত্র যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অথচ স্থবির আমলাতন্ত্রের নিরেট মূর্খতা যাহাদিগকে আজও কারাগারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর নয়তো বিধিনিষেধের বেড়াজালে গতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই মূর্খতা ভাঙ্গো, কারণ জনসাধারণের আতঙ্ক এই ফাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামকারীরাই দূর করিতে পারে। মজুরের পালানো যদি বন্ধ করিতে হয় তো মজুর নেতাদের ছাড়ো! মজুর সাধারণ বাস্তব সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে তাহাদিগকে নেতা বলিয়া চিনিয়া লইয়াছে, আজ শুধু তাহারাই মজুরদের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ও উজ্জ্বল তাহাকে জাগাইতে পারে, উৎপাদন চালানোই নয় উৎপাদন বাড়াইতেও পারে। কৃষককে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করিতে হইলে কৃষক নেতাদের ছাড়ো, তাহাদের বিধি নিষেধ দূর কর, কারণ কৃষকেরা তাহাদিগকে দুঃখের দরদী বলিয়া জানে ও সেজন্য তাহাদের কথায় আনন্দে বিপদের সামনে অগ্রসর হয়। নিজেদেরই বিপদ ইহা দেখা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য লোকে দলে দলে জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয় না; ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্ত কর, জনগণ তাহাদিগকে জাতীয় যোদ্ধা বলিয়া জানে, তাহাদের কথায় দলে দলে জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিবে। দুর্ধর্ষ শত্রুকে রুখিতে হইলে যেখানে যেখানে সৈন্যদল ছাউনী ফেলিতেছে বা লড়িতেছে সেখানে সেখানে অধিবাসীদের সঙ্গে তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন; জনযুদ্ধকামী বন্দীদের মুক্ত কর, জনগণ ও সৈন্যদলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের (liaison) অধিকার তাহাদের দাও, তাহারা সমস্ত মানুষকে সক্রিয় সহযোগে টানিয়া আনিবে।

আমলাতন্ত্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিরাট গণ-আন্দোলন আমাদেরই গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার চাপে বন্দীদের মুক্ত করিয়া জনগণের মনে যুদ্ধের প্রতি মমতা ও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হাজারে হাজারে মিটিং ও মিছিল কর, লক্ষ লক্ষ লোকের সহি সংগ্রহ করিয়া বন্দীদের মুক্তি দাবী কর, প্রভাবশালী নাগরিকদের ধরিয়া শাসন ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রাম, দরখাস্ত ও ডেপুটেশন কর, কাগজে, ইস্তাহারে তুমুল আওয়াজ তোল। এই বিরাট প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ফাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, আর এই সচল কর্ম্মব্যস্ততার মধ্য দিয়া জনগণের আতঙ্কও দূর হইবে, তাহারা যুদ্ধের স্বপক্ষে অন্যান্য কাজে কর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে।

চট্টগ্রাম লড়িবে

(নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ)

চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই খবরের কাগজ পড়িলাম—পর পর দুই দিন সহরের উপর জাপানী-দস্যুদের বোমা পড়িয়াছে। বিস্তৃত খবর কিছু এখনও বাহির হয় নাই কিন্তু খবরটী পড়িবার সাথে সাথে চট্টগ্রামবাসীদের অবস্থাটা ছবির মত মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।.........

চট্টগ্রাম সহরে যখন আমি যাই তখন প্রথমেই নজরে পড়ে নির্জ্জন রাস্তা এবং রাস্তার দুধারে অসংখ্য খালি বাড়ী। সঙ্গীরা বলিলেন, বোমার ভয়ে আগে হইতেই লোক পালাইয়াছে। পথেই দেখিলাম গাড়ী ভর্ত্তি করিয়া লোক সরিতেছে। যাহারা আছে তাহাদেরও জীবিকার পথ বন্ধ। কিন্তু বোমার আঘাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা আছে? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সহরের লোক সে বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না, তাহারা নাকি ধরিয়াই লইয়াছেন যে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাকি লোক সহর ছাড়িবে। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—'দেখুন মশাই, সাহেব পাড়ায় কয়েকটী ভাল শ্লিট ট্রেঞ্চ আছে কিন্তু সাধারণ লোক তাহাতে ঢুকিতে পায় না।' দিনে বা রাত্রে কোথাও কোন এ, আর, পি, কর্ম্মীকে দেখিলাম না। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাছে শুনিলাম তাঁহাদের কেহ কেহ এ, আর, পিতে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ নাকি বলিয়াছেন 'আর কেন? লোকজনও পলাইয়া গেল, আর এ, আর, পি নিয়া কি হইবে? কিই বা আমরা করিতে পারি।'.........

হতাশার ভাব গ্রামের কৃষকদের মধ্যে কি মর্ম্মান্তিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে পথে পথে তাহার দুই একটী অভিজ্ঞতা হইল। দুপুর বেলা মাঠের পথে অনেকদূর হাঁটিয়া এক গাছ তলায় বিশ্রাম করিতেছি। কৃষকেরা ঐ পথে বাজারে যাতায়াত করে। আমাদের ভদ্রলোকের বেশ দেখিয়া একজন মুসলমান কৃষক ঐখানে থামিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু, যুদ্ধের খবর কি? আমি বলিলাম—আমেরিকার বোমারু জাহাজ জাপানের ওপর বোমা ফেলিয়াছে। কৃষকটী উত্তর দিলেন—'তবেত মুস্কিল, আমরা ভাবিতেছিলাম এবার জাপানের হাতে বৃটীশরাজ খতম হইবে, কিন্তু আমেরিকা আসিয়া আবার উৎপাত আরম্ভ করিল?' আমি বলিলাম, কিন্তু বৃটীশরাজ খতম করিয়া জাপানীরাজ কায়েম হইলে আমাদের লাভ কি? উত্তরে কৃষকটী জিজ্ঞাসা করিলেন জাপান যে সব দেশ দখল করিয়াছে সে সব দেশে তাহারা কি অত্যাচার করিতেছে? আমি তখন চীনে, কোরিয়ায়, মালয়ে ও বর্ম্মায় জাপানী অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিলাম। ইতিমধ্যে সেস্থানে ১২ জন কৃষক জমিয়া গিয়াছিল। তাহারা তখন সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন—তবে আমাদের কি হইবে বাবু, আমরা কেমন করিয়া আমাদের ধন, প্রাণ, মান ইজ্জত বাঁচাইব? সরকার আমাদের হাতে অস্ত্র দেয় নাই, লাঠি ছাড়া আমাদের কিছুই নাই। আমি তখন তাঁহাদের বলিলাম—তোমরা গ্রামে গ্রামে একতাবদ্ধ হও, ভলান্টিয়ার দল তৈরী কর, নিজেদের একতার জোরে দেশরক্ষার ব্যবস্থা কর। তোমরা যদি একতাবদ্ধ হও তবে এদেশের সৈন্য, এদেশের অস্ত্রশস্ত্র সবই তোমাদের হাতে আসিতে পারে, জাপানীদের হাত হইতে কাড়িয়াও লইতে পার। ইতিমধ্যে সেখানে বিরাট জনতা জমিয়া গিয়াছে। জনসভায় বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই। সেস্থান হইতে তখন সরিয়া পড়িলাম। জনতাও প্রশ্ন করিতে করিতে অনেকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিল।.........

ট্রেণের মধ্যে কয়েকজন লোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে। তাহারা সকলে চট্টগ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী। একজন বলিল—জাপানী ঢুকিলে মেয়েমানুষের ইজ্জত যে কেমন করিয়া বাঁচাইব শুধু তাহাই ভাবিতেছি। ইহাদের মধ্যে একটী বাঙ্গালী শ্রমিক ছিল, সে কোন সময় কুষ্টিয়ায় কাপড় কলে কাজ করিত। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—কোন ভয় নাই, শোন নাই সূর্য্য সেনের দলের কথা? তারা এখন জেলে, সেখান হইতেই খবর পাঠাইয়াছে এযুদ্ধে তাহারা নামিবে। তাহারা একবার ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র লুঠ করিয়াছিল। জাপানী একবার ঢুকিবার চেষ্টা করিলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দলের লোকেরা প্রথম রাঙ্গার পাহাড়তলী হইতে ধলঘাট পর্য্যন্ত স্বদেশী গবর্ণমেণ্ট তৈরী করিয়া জাপানীদের বাধা দিবে। বুঝিলাম জনগণ আমলাতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আস্থা আছে দেশসেবকদের প্রতি।.........

শুনিলাম কোন এক গ্রামের কয়েকজন কৃষক কোন কোন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর কাছে যাইয়া বলিয়াছিল—আপনাদের তো অস্ত্রশস্ত্র আছে নিশ্চয়ই, আপনারা তো যুদ্ধ করিবেন, দিন্ না অন্ততঃ আমাদের দু চারটা পিস্তল, যাহাতে জাপানী দস্যুরা দেশে ঢুকিলে আমরা একেবারে অসহায় ভাবে মারা না পড়ি।.........

যে যে অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের কিছু না কিছু সংগঠন আছে সেইখানেই জনগণের দেশাত্মবোধ বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং তাহা তাহাদের মনে দেশরক্ষার উৎসাহ সৃষ্টি করিতেছে। শুনিলাম এক জায়গায় এক আধা প্রকাশ্য সভায় কয়েকজন পঞ্চম-বাহিনী পন্থী নাকি পিস্তল দেখাইয়া বলিয়াছিল, আমাদের নেতা জাপানীদের সাথে আসিতেছেন, এমন সময় কমিউনিষ্টরা যদি জাপানীদের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল পাকাইতে চেষ্টা করে এই পিস্তল দিয়া তাহাদের শিক্ষা দিব। গ্রামের একজন কৃষক এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া বলিলেন—এই পাপিষ্ঠেরা যদি কখনও আমাদের সাম্‌নে পড়ে উহাদের পিস্তল কাড়িয়া লইয়াই উহাদের মাথা গুড়া করিয়া দিব। বুঝিলাম বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ অবিনশ্বর। সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন এবং কংগ্রেসের নিশ্চেষ্টতার ভিতর দিয়াও তাহা বাঁচিয়া আছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আহ্বানে তাহা যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করিতেছে।......

কিন্তু চট্টগ্রামে এই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই স্বাধীন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করিতে পারে না। অধিকাংশ কর্ম্মী হয় অন্তরীণে আবদ্ধ অথবা গোয়েন্দা-বাহিনীর রোষদৃষ্টি আজও তাঁহাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে। তবুও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জনগণের কাছে যাইয়া বুঝাইতেছেন—'এদেশ আমাদের দেশ, জাপানী দস্যুদের রুখিয়া দেশ রক্ষা কর। একতাবদ্ধ হও, স্বাধীনতার যুদ্ধে মরিবার জন্য প্রস্তুত হও।' তাঁহাদের আহ্বানে গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদল তৈরী হইতেছে।.........

একটি স্বেচ্ছাসেবকদলের সভা দেখিলাম। ঠিক যে দেখিলাম তাহা নয়, অন্তরালে থাকিয়া সভার কথাবার্ত্তা শুনিলাম। স্বেচ্ছাসেবকেরা সকলেই গ্রাম্য কৃষক। উহার মধ্যে একজন প্রথমে 'জনযুদ্ধের' সম্পাদকীয় পড়িয়া সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তাহার পর সকলকেই আহ্বান করিলেন—ভলান্টিয়ার দলে নাম লিখাও, সমুদ্রতীরে রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে হইবে। গ্রামের সকল পুরুষেই নাম দিয়াছে কেবল একটি বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে নাম দিতে অস্বীকার করে। সকলে মিলিয়া তখন তাহাকে বলে—'তুমি আমাদের গ্রামের কলঙ্ক, তোমার মত লোক আমাদের মধ্যে থাকিলে জাপানী আসিয়া আমাদের মেয়েদের বে-ইজ্জত করিতে সক্ষম হইবে।' শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধটি নাম দিতে বাধ্য হইয়াছিল। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান একত্রেই নাম লিখাইতেছিল।.........

কোন এক গ্রামে কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরী করিবার প্রস্তাব লইয়া গ্রামের জমিদার বাবুর নিকট উপস্থিত হন। জমিদার বাবুটি অতীতে কৃষকসমিতিওয়ালাদের অনেক রকমে নাজেহাল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবার তাঁহার এক উকিল ভাই বর্ম্মা হইতে আসিয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিলেন—কৃষকসমিতিকে ভলান্টিয়ার গড়িতে দিও না, বরং দারোগা বাবুকে খবর দিয়া দাও। জমিদার বাবুটি দারোগার কাছে গেলে দারোগাবাবু তাঁহাকে বলিলেন—"মশাই, কৃষক সমিতিকে ক্ষ্যাপাইবেন না, লুঠতরাজ হইলে ঠেকাইবে কে?" জমিদার বাবু বলিলেন—"কেন, আপনারা আছেন।" দারোগা বাবু জবাব দিলেন—"আমাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই মরিয়াছেন। দেশবাসীকে বাঁচাইতে কৃষকসমিতির ভলান্টিয়ার দলই পারিবে, আমরা পারিব না।" জমিদার বাবুর মুখ তখন ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বাড়ী আসিয়া হাঁক ডাক ছাড়িয়া বলিলেন—"ভাইয়ের ওকালতি বুদ্ধি এবার আমাকে মারিল। কোথায় গেল স্বরাজীরা, ডাক তাহাদের, ভলান্টিয়ার দল তৈরী করুক, যত টাকা লাগে আমি দিব।".........

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি তখন চট্টগ্রাম জেলার নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। বক্তৃতার প্রভাবে অসহায় লোকের মনে উদ্দীপনা জাগিতেছে। কোন এক গ্রামের একটি কৃষক বলিল—এমন বক্তৃতা আর কখনও শুনি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বক্তৃতা শুনিয়া কি বুঝিলে?' সে উত্তর দিল—'বুঝিলাম আমাদের দেশ আমাদেরই রক্ষা করিতে হইবে, সরকারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, অবিলম্বে ভলান্টিয়ার দল তৈরী করিয়া ধন প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' অন্য এক গ্রামে মুসলমান চাষীরা তখন চাঁদা তুলিবার আয়োজন করিতেছে, বঙ্কিম বাবুকে আনিয়া সভা করিতে চায়। দেখিলাম বঙ্কিম বাবুর বক্তৃতার নামে গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সহরের কমিউনিষ্ট মহিলা কর্ম্মীরাও গ্রামে গ্রামে প্রচার সফরে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের আহ্বানে গ্রামের অবগুণ্ঠনবতী মহিলারাও ভলান্টিয়ার দল তৈরী করিয়া আত্মরক্ষার কাজে উৎসাহ দেখাইতেছেন।......

ফিরিবার পথে ষ্টীমারের মধ্যে একটি বাঙ্গালী সৈন্যের সাথে আলাপ হইল। সে ছুটিতে আসিয়াছিল এখন ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা কি শিখিতেছ এবং কি করিতে পারিবে? সে তখন দেশাত্মবোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"আমরা যুদ্ধের জন্য সমস্ত রকম শিক্ষাই গ্রহণ করিতেছি। আমাদের দেশের জন্য আমরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া লড়িব।".........

চট্টগ্রাম হইতে এই অভিজ্ঞতা লইয়া আসিলাম যে দেশাত্মবোধ বাঙ্গালীর জাতীয়গুণ, কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রচার এবং সংগঠন জনগণের মধ্যে সেই দেশাত্মবোধকেই জাগাইয়া তুলিতেছে। সামান্য প্রচারের ফলেই জনগণের মধ্যে যে চেতনা আসিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীরা এবং অন্তরীনেরা মুক্ত হইলে চট্টগ্রামের জনগণ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের অন্ধনীতি আজও সে পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

নাৎসি সৈন্যদলে ভাঙ্গন

হিটলারের পায়ের তলার মাটি সরিয়া যাইতেছে। নাৎসী অধিকৃত দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। মে দিবসে কমরেড ষ্টালিনের বাণীতে তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। হিটলারের স্বর তাই ক্ষীণ ও হতাশায় ভরা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় বন্দী হিটলারী সেনারা নাৎসী প্রভাবমুক্ত হইতেছে। বন্দীশালায় বন্দীদের সম্মেলন হইতেছে। হিটলারের পরাজয় বেশী দূরে নয়।

হাঙ্গারীয় বন্দীদের আবেদন

[সোভিয়েট বন্দীশালায় কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত হাঙ্গারীয় বন্দী সম্মেলনে ৪৩ জন প্রতিনিধি এই আবেদনটি হাঙ্গারীবাসীদের নিকট পাঠাইয়াছেন।]

হাঙ্গারীয় ভাই-বোন, সহকর্ম্মী ফৌজবাহিনী! সোভিয়েট বন্দীশালা হইতে আপনাদের নিকট আমরা এই আবেদন পাঠাইতেছি। আমাদের শাসক-দল জোর করিয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে নামাইয়াছে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তো আমাদের কোন ঝগড়া, কোন গোলমাল নাই।...

আমরা নাৎসীদের দাস

আজ হিটলার ও তার অনুচর হর্থি (হাঙ্গারীর ফাসিষ্ট ডিক্টেটার) এই লুণ্ঠনকারী যুদ্ধে আমাদের টানিয়া নামাইয়াছে। তাহার সাথে জুটিয়াছে রুমানিয়ার বড় বড় জমিদার। এই জমিদাররাই রুমানিয়ার জনগণের উপর জুলুম চালায়। হর্থি বর্দোসির গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীরই তালে নাচে। হিটলারের হুকুমে বর্দোসিকে প্রধান মন্ত্রী করা হইয়াছে। হাঙ্গারীর বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদ, ফৌজের বড় কর্ত্তা জেনারেল ওয়ার্টকে হিটলারেরই হুকুমে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাঙ্গারীতে আমরা হাঙ্গারীবাসীরা যে সুবিধা ভোগ করি, হাঙ্গারীতে জার্ম্মানরা সংখ্যায় কম হইলেও তাহার চাইতে অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করে হিটলারের হুকুমে।

জার্ম্মানরা আমাদের দেশকে লুট করিতেছে। হাঙ্গারীর কল-কারখানা ও খনির উপর জার্ম্মাণরা প্রভুত্ব করিতেছে। হাঙ্গারীর রেলপথ তাহারা দখল করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মানরা আমাদের গ্রামের আর্থিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়াছে। হাঙ্গারীর কৃষককে তাহারা দাসে পরিণত করিয়াছে। হাঙ্গারীর ফসল জার্ম্মানীতে চালান যায়, আর হাঙ্গারীর নরনারী, শিশু না খাইয়া মরে।

কে আমাদের সোনার দেশ হিটলারী জার্ম্মানীর উপনিবেশে পরিণত করিল? আমাদের হাঙ্গারী মাতৃভূমিকে কে জার্ম্মানদের কাছে বিক্রি করিল? কে এই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক?

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এক শোচনীয় দুর্ঘটনা

এই বিশ্বাসঘাতক—নরহন্তা হর্থি। এই হর্থিই একদিন হাঙ্গারীতে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই হর্থিই হাজার হাজার মজুর কৃষকের রক্তে হাত লাল করিয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতক—নরহন্তা বর্দোসি, হিটলারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা। এই বর্দোসিই কাউণ্ট টেলেকিকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছে—আর তাহার মৃতদেহের উপর দিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। হর্থি আর বর্দোসির রাজত্বে শুধু বন্দীশালা, সামরিক আইন, আর দলে দলে ফাঁসী ও হত্যা।

আমাদের হাঙ্গারীবাসীদের তরফ হইতে সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে লড়িয়া আমাদের নিজেদের উপরই আমরা হাঙ্গারীর প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা বাড়াইতেছি; ইহার ফলে আমাদের মাতৃভূমির কণ্ঠে জার্ম্মাণ দাসত্বের শিকলই পরাইতেছি।

(৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রুমানিয়া বন্দীর মধ্যেও

[১ম ব্যাটালিয়ান ৮৫তম পদাতিক রেজিমেণ্টের ১ম রুমানীয় ডিভিসনের বন্দী কমাণ্ডার মেজর বন্‌কেশ মারকুর বিবৃতি হইতে]

(সোভিয়েটের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে ১ম ডিভিসনে শুধু একজন লোকেরই উৎসাহ আছে। তিনি ডিভিসন জেনারেল সুরসোটেস্কু। আইরন ক্রশ পাইবার স্বপ্নে তিনি বিভোর।......

রুমানীয় সৈনিকরা লড়িতে চায় না। তাহারা বাড়ী ফিরিবার জন্য আকুল। অফিসারদের ধারণা আমাদের অধিকাংশ বাহিনীই যুদ্ধে অপারগ।......

ফরাসী বন্দীর চিঠি

[এই চিঠিখানা লিখিয়াছেন রাশিয়ার ফরাসী লিজিয়নের ২য় কোম্পানীর করপোরাল জাঁ বেরণী। চিঠিখানা ফ্রান্সের হিটলারের একজন প্রধান অনুচর জাক্ দোরিওর নিকট লেখা।]

আমি এতদিন ছিলাম আপনার অনুগত সৈনিক ও সমর্থক। আজ আমি রাশিয়ায় বন্দী। স্বেচ্ছায় আমি রাশিয়ার পক্ষে আসিয়াছি। জার্ম্মাণ নাৎসীদের চক্রান্ত সাধনের জন্য রাশিয়ার শুভ্র তুষার আমার নিজ রক্তে লাল করিয়া তুলিতে চাই না।

সমস্ত লিজিয়ন সৈনিকদের মতই বলশেভিক-বাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' চালাইবার জন্যই আমি রাশিয়ায় আসিয়াছিলাম। আমি ছিলাম একজন সাধারণ সৈনিক। আপনার প্রচারক খুব পরিশ্রম করিয়া আমার উপর সফল প্রচার চালাইয়াছিল। তাহারা আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল যে, বলশেভিকবাদ সমস্ত ইউরোপ—ফ্রান্সকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ফরাসী দেশপ্রেমিক হিসাবে আমার কর্ত্তব্য বলশেভিকবাদের হাত হইতে 'মুক্তি-দাতাদের' আসনে স্থান করিয়া নেওয়া।

আপনারা বলিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক লিজিয়ন বাহিনীতে যোগ দিয়া ফ্রান্সের স্বার্থে এক মহান কাজ আমি করিতেছি। আমি আপনার ও আপনার অনুচরদের সেই কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আজ এইখানে রাশিয়ায় বসিয়া আপনার প্রচারের প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝিতে পারিতেছি।

এখানে আমার যে সব অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আমার ক্রোধ ও ঘৃণাই জন্মিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যে সব জার্ম্মান এখানে আসিয়াছে ও আমাদের সাথে করিয়া আনিয়াছে—তাহারা 'মুক্তির' জন্য আসে নাই, আসিয়াছে লুঠতরাজের জন্য। আমি দেখিয়াছি রুশীয় কৃষকদের সাথে তাহারা কেমন ব্যবহার করিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম তাহারা জ্বালাইয়া দিয়াছে, পঙ্গপালের মত ফসল ও গৃহপালিত পশু গ্রাস করিয়াছে, অরক্ষিত রুশীয় নারীদের ধর্ষণ করিয়াছে—তাহাদের হত্যা করিয়াছে। আমি দেখিয়াছি রুশীয় জনগণ কি ভাবে এই মুক্তিদাতাদের গ্রহণ করিয়াছে। যে স্থানের ভিতর দিয়াই আমরা চলিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি রুশীয় জনগণের চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা ও গর্ব্বিত বিতৃষ্ণা।

ফ্রান্স ও সিরিয়ার সহসৈনিকরা জানে যে আমি একজন বীর সৈনিক। কিন্তু এই রাশিয়ায় চোখে আমার ঘুম ছিল না, রাত্রে আমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতাম। ঘৃণায় জ্বলন্ত আঁখিগুলি আমার মনে বিভীষিকা জন্মাইত। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে প্রতিটি শব্দধ্বনিতে আমি চমকাইয়া উঠিতাম। ভাবিতাম, ঐ বুঝি গরিলাবাহিনী আসিতেছে প্রতিশোধ লইতে। তারপর বিনিদ্র রজনী শেষে ঠাণ্ডা ও ক্ষুধায় হাড়ে কাঁপুনী ধরিত; ভোরবেলায় আবার জার্ম্মাণরা যন্ত্রচালিতের মত তাড়াইয়া নিয়া চলিত সোভিয়েট বুলেট ও গোলা-বৃষ্টির মাঝে।

দিনের পর দিন বহুদিন কাটিয়া গেল এমনি করিয়া। তারপর আসিল রাশিয়ার প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেদিন সাহসী নাৎসীসেনার দল পালাইল 'রণক্ষেত্রের পরিধি বাড়াইতে'। তাহাদের পলায়নের পথ শেষ আগলাইতে রহিয়া গেলাম আমরা লিজিয়ন বাহিনী। সেইদিন আমি আমার মনস্থির করিলাম। দ্বিধাহীন চিত্তে, আমার ফরাসী-দেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত জার্ম্মান অস্ত্র ত্যাগ করিলাম। রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।

যেদিন আমি রাশিয়ানদের পক্ষে আসিলাম সেদিন দেখিলাম যুদ্ধবন্দীদের প্রতি বলশেভিক অত্যাচার সম্বন্ধে আপনার প্রচার কত মিথ্যা ও কত কুৎসিত। এই জেহাদের ভিতর দিয়া কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার মাঝে খাঁটি সত্য উপলব্ধি করিলাম। এই অগ্নিপরীক্ষায় মসিয়ে দোরিও, আমি দেখিলাম, আপনি একজন ফরাসী বিশ্বাসঘাতক।

তাই মসিয়ে দোরিও আমি আপনাকে জানান প্রয়োজন মনে করি যে, এখন হইতে স্বাধীন ফ্রান্সের পতাকাবাহী জেনারেল দ্যগলকে আমার নেতা ও সমস্ত ফরাসী জনগণের নেতা বলিয়া মনে করি। ফরাসী লিজিয়নের আমার সমস্ত কমরেডকে আমি আহ্বান করিতেছি: আমাদের রক্তে রঞ্জিত জার্ম্মান অস্ত্র ত্যাগ করুন। রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করুন। জেনারেল দ্যগলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিন।

সমস্ত কমরেডের প্রতি

জনযুদ্ধ প্রচারে আপনার দায়িত্ব

কমরেডদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক জনযুদ্ধের চাহিদা যথেষ্টই আসছে, কিন্তু জেলায় জেলায় ও কেন্দ্রে কেন্দ্রে এর উপযুক্ত সংগঠন এখনও গড়ে ওঠেনি। নিজস্ব সাপ্তাহিক কাগজ পাওয়ার সস্তা উত্তেজনায় মেতে আমরা যদি এর মধ্যে দিয়ে নিজেদের রাজনীতি ও সংগঠনকে মজবুত করে নেবার কাজে অবহেলা করি তাহলে আগের দিনের ভুলই আমরা পুনরাবৃত্তি করব, আবার যেদিন কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন বর্ত্তমানের মত দুর্ব্বল সংগঠন নিয়েই মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকব।

পত্রিকার রাজনীতি

আমাদের পত্রিকার এই মুহূর্ত্তের একমাত্র রাজনীতি কি? তা হচ্ছে ফাশিষ্ট দস্যুদের আসন্ন আক্রমণ থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্যে দেশের সমস্ত নরনারীকে ভয়হীন প্রতিরোধে উদ্দীপিত করা, পৃথিবীব্যাপী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সবল হস্তে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

আগের দিনে আমাদের সাহিত্য আমাদের দুর্ব্বল অবস্থার জন্যে আত্মরক্ষা ও আত্মশিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে রাজনীতি পূরণ করবার সময় আজ আমাদের নেই, জাপানী দস্যুদের আক্রমণের বজ্র এখনই আমাদের দেশের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। কাজেই আজকে আমাদের পত্রিকাকে আর বর্ম হলে চলবে না, তাকে হতে হবে আক্রমণের ধারালো তলোয়ার—যা সবলে পথ কেটে জনতার মধ্যে পৌঁছবে, তাদেরকে শত্রুর বুক লক্ষ্য করে ছুটবার দুর্দ্দম আগ্রহ ও দুর্ব্বার বেগ এনে দেবে।

আমাদের অপূর্ণতা

আজ আমাদের পত্রিকা তথা রাজনীতি এই আক্রমণমূলক উত্তেজনার (এজিটেশন) রূপ নিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংগঠনের পূর্ণ প্রকাশ আজও অবরুদ্ধ, আমাদের নেতারা আজও কারাগারে, আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান দিনে সংগঠন ও রাজনীতির মধ্যে এই পরস্পর-বিরোধই আমাদের প্রধান সংগঠনগত অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতা দূর করতেই হবে। আমাদের সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে—প্রকাশ্যে অগ্রসর হবার পরিধিকে যাতে আমরা সবলে বাড়িয়ে যেতে পারি, তার মত ক'রে এই পরিবর্ত্তন-কালের (ট্রানজিশন পিরিয়ড) উপযোগীভাবে আমাদের সংগঠনকে চালাতে হবে। এবং পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে তাকে প্রতি মুহূর্ত্তে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

আগের দিনের মত কেন্দ্র ও মফঃস্বলে পরস্পর সংযোগের জন্যে এক মাস দু মাস বসে থাকলে চলবে না, এই সাপ্তাহিকের মধ্যে দিয়ে যতখানি সম্ভব সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা বার করতে হবে।

আরও মনে রাখতে হবে যে, এজিটেশনের বাহন যে কাগজ তাকে এজিটেশন করেই চালু রাখতে হয় ও অগ্রসর করতে হয়। কাজেই কাগজ বিক্রী, রিপোর্টিং, কাগজকে আরও জনপ্রিয় করা, কাগজের মধ্যে দিয়ে নতুন সমর্থক যোগাড় করা ও তাদের কাজে লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক কমরেডকে নিয়ম করে নিতে হবে এবং প্রাণপণে নিয়মমতে কাজ করতে হবে। এইজন্যে আমরা নীচে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিলাম—যেগুলি প্রত্যেক এলাকার কমরেডরা এখনি পালন করবার ব্যবস্থা করবেন।

রিপোর্টার নিযুক্ত কর

প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক জায়গা থেকে আন্দোলনের তাজা ও জীবন্ত খবর না পেলে কাগজের আন্দোলন কখনও জীবন্ত হয় না। প্রত্যেক জেলার প্রধান শহরে কমরেডরা এখনি একজন করে বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল কমরেডকে ঠিক ক'রে দেবেন যিনি কাগজের সাপ্তাহিক রিপোর্টার হবেন। এই রিপোর্টার নিযুক্ত হয়েই আমাদের অফিসে নাম ঠিকানা ইত্যাদি সহ খবর দিন যে তিনি নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাবেন। প্রধান শহরের মত মফঃস্বলের অন্যান্য বড় কেন্দ্রেও এরকম একজন করে রিপোর্টার নিযুক্ত হওয়া চাই।

রিপোর্ট কি রকম হবে

প্রথম প্রয়োজন সাপ্তাহিক নিউজ লেটার। জেলার প্রধান প্রধান রাজনীতিক ঘটনা, আন্দোলনের খবর, আমাদের কাজ ও সংগঠন কি ভাবে চলছে এ সম্বন্ধে প্রত্যেক সপ্তাহে ঘটনাবহুল নিউজ লেটার রিপোর্টার পাঠাবেন। রাজনীতিক বিশ্লেষণ বা পার্টি সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি তাতে চাই না, ঘটনা ও তথ্যেরই প্রয়োজন। এ ছাড়া এক বা দু সপ্তাহ অন্তর রাজনীতিক চিঠি পাঠাতে হবে—তাতে জেলার রাজনীতিক অবস্থা বিচার, গবর্ণমেন্ট, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের ভাবগতিক ও কর্ম্মতৎপরতা, আমাদের রাজনীতি লোকে কি ভাবে গ্রহণ করছে ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা থাকবে। এই দুই রকম চিঠি ছাড়া জেলার মধ্যে কোন বিশেষ আন্দোলন চলতে থাকলে বা বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে সে সম্বন্ধে বিশেষ রিপোর্ট বা ফিচার আর্টিকেল পাঠাতে হবে। কমরেডরা সকলে মিলে প্রত্যেক সপ্তাহের কাগজের আলোচনা, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে কাগজ পড়ে কি বলছে, কাটতি কাদের মধ্যে ও কি রকম বাড়ছে, না বাড়লে কেন বাড়ছে না এই সম্বন্ধে মতামতও রিপোর্টার মারফৎ পাঠাবেন। মফঃস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকেও এই রকম চিঠি ও রিপোর্ট চাই।

আমাদের কেন্দ্রীয় ইংরেজী অর্গ্যানও শীঘ্র বার হবার সম্ভাবনা—এখন থেকে এই রকম রিপোর্টিং সংগঠন তৈরী থাকলে ইংরেজী অর্গ্যানেরও সুবিধা হবে।

বিক্রী

জেলার কমরেডরা জেলার প্রধান শহরে এবং মফঃস্বলে যেখানে কাগজ বিক্রী হবার সম্ভাবনা

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাঙ্গারীয় বন্দীদের আবেদন

(৫ পৃষ্ঠার পর)

…নাৎসী অনুচরেরা বলে, হিটলারের সাহায্যে হাঙ্গারী গত যুদ্ধে হৃতরাজ্যগুলি ফিরিয়া পাইবে। ইহা সত্য নয়—মিথ্যা মরীচিকা। একথা সকলেই জানে, হাঙ্গারী কিছুতো পায়ই নাই, উপরন্তু স্বাধীনতা হারাইয়াছে—হিটলালের জমিদারিতে পরিণত হইয়াছে।…

হাঙ্গারীবাসী লড়িবে, কিন্তু হিটলারের জয়ের জন্য নয়; যে কোন প্রকারে হিটলারকে পরাজয় করাই হইবে তাহার উদ্দেশ্য। হিটলারের পরাজয়ে, হর্থি-বর্দোসির ঘৃণ্য গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ ঘনাইয়া আনিবে, বিস্তৃত গণতন্ত্র গঠনে সাহায্য হইবে। ইহার ফলে খাঁটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, বিধ্বস্ত হাঙ্গারীতে মুক্তি ও শান্তি ফিরিয়া আসিবে, পূর্ণ স্বাধীনতা সুদৃঢ় হইবে।

লাল ফৌজ আমাদের সহায়

স্বাধীন হাঙ্গারীকে ফিরিয়া পাইতে হইলে, সমস্ত মুক্তিপূজারী জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রীতি পাইতে হইলে সবার আগে চাই হিটলারের পরাজয়। স্বাধীন ও সুখী হাঙ্গারীর জন্য আমাদের সংগ্রামে আমরা সমর্থন পাইব নাৎসী অধিকৃত দেশসমুহের সমস্ত জনগণের। গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের সমর্থন করিবে। মহান সোভিয়েট জনগণ ও বীর লাল ফৌজ আমাদের এ সংগ্রামে পরম সহায়।

প্রতিশোধের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আমরা যদি আজও হিটলারের পক্ষে যুদ্ধ চালাইয়া যাই, আমাদের হাঙ্গারীবাসীদের সামনে এক কঠিন অবস্থা আসিবে। দুনিয়ার সমস্ত জাতি সে দিন ন্যায়তঃ আমাদের হিটলারের শয়তানীর ভাগী করিবে।

হাঙ্গারীবাসী জনগণের মুখ খুলিবার দিন আজ আসিয়াছে। হাঙ্গারীবাসীর শক্তিশালী কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত হউক! দাবী কর—এখনই যুদ্ধের শেষ চাই, হাঙ্গারীর সৈন্য এখনই তুলিয়া লও!

সোভিয়েটের পক্ষে চলো

হাঙ্গরীয় ফৌজবাহিনী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জার্ম্মাণ প্রভু ও তাহাদের ভাড়াটিয়া অনুচরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ফৌজ কমিটি গঠন কর। লাল ফৌজ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন কর। কোম্পানী, ব্যাটালিয়ান এবং রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট অস্ত্র হাতে সোভিয়েটের পক্ষে এসো! হাঙ্গারীর জনগণের পরম শত্রু—নাৎসী ও তাহাদের হাঙ্গরীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরাইয়া ধরো!

রংরুটদল! সেনা ভর্ত্তির ঘাঁটিতে হাজিরা দিও না!

মজুর ভাই সব! বুডাপেষ্ট, জেপেল ও অন্যান্য স্থানের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা বিকল করিয়া দাও। ফৌজ ও অস্ত্রবাহী ট্রেন থামাইয়া দাও।

কৃষক ভাই! জার্ম্মাণ লুণ্ঠনকারী ও তাদের অনুচর হর্থি-বর্দোসিকে এক টুকরা মাংসও দিও না।

হিটলার ও তাহার গুণ্ডারদল ধ্বংস হউক! হাঙ্গারীবাসী ভাই-বোন, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও নূতন হাঙ্গারীর জন্য সংগ্রামে আগাইয়া চলো!

আলোচনা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনের যে প্রস্তাবগুলি ভারত সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে ভারত সচিব আমেরি বলেন, "ঘটনার নিছক ভ্রান্ত বর্ণনার উপর অথবা অসমর্থিত গুজবের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত এই সব প্রস্তাব দ্বারা ভারত ও ব্রহ্মদেশে সামরিক ও বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপের বেপরোয়া সমালোচনা করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ও সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই ঐ সব প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল…।" মৌলানা আজাদ এই কথার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, "প্রস্তাবে যে কয়টি কথা বলা হইয়াছে সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও বিশ্বস্তসূত্র হইতে সংগৃহীত ক্রূর সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহা রচিত।"

ফৌজ ও জনসাধারণ।

সেদিন কানপুরে কয়েকজন নাগরিককে হত্যা করিবার অভিযোগে তিনজন গোরা সৈনিকের যাবজ্জীবন সাজা হইয়াছে। ইহার আগে বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে সৈন্যদের সঙ্গে সহরবাসীদের কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ আসিয়াছে। আমেরি বা আজাদ কাহার কথা কতখানি ঠিক সে বিচার না করিয়াও এ কথা বলা যায় যে, অনেক স্থানে সৈন্যদিগকে শহর ও গ্রামবাসীরা এখন ও কিছু ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে। সন্দেহ সত্য বা মিথ্যা তাহা লইয়া ঝগড়া করিয়া লাভ নাই, সরকার ও দেশবাসী উভয়ের কাছেই জরুরী প্রশ্ন হইতেছে সৈন্য ও দেশবাসীর মধ্যে পূর্ণ সদ্ভাব ও সহযোগিতা কিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফাসিষ্ট দুশমনদের সর্ব্বগ্রাসী-যুদ্ধ রুখিবার জন্য শুধু সৈন্যদলও যথেষ্ট নয়, দেশবাসীর বেসামরিক উৎসাহও যথেষ্ট নয়। সৈন্যরা যদি দেশবাসীর কাছে সকল রকম সাহায্য ও সহযোগিতা পায়, আবার দেশবাসী যদি সৈন্যদলকে তাহাদেরই স্বার্থের রক্ষক বলিয়া দেখিতে পায় তবে বে-সামরিক অধিবাসী ও সৈন্যদল পরস্পর মিলিয়া এমন প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে যাহার সামনে জাপানী অভিযান চুরমার হইয়া যাইবে। একদিকে সোভিয়েট ও চীনের সাফল্যের ইতিহাস, অন্যদিকে মালয়, জাভা ও ব্রহ্মদেশে দ্রুত পশ্চাদ্বর্ত্তনের প্রয়োজন ইহাই প্রমাণ করে যে সামরিক ও বে-সামরিক সমগ্র জাতি এক হইয়া না লড়িলে জিতিবার কোনই আশা নেই, এবং এক হইয়া লড়িলে জিত হইবেই।

জাপানী আক্রমণ যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বড় ও জরুরী **সামরিক** প্রয়োজন এই জনসাধারণ ও সৈন্যদলের মধ্যে সংযোগ সাধন, কারণ যুদ্ধের জয়-পরাজয় ইহার উপরই নির্ভর করিতেছে। শুধু গোরা সৈন্যই নয়, ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গেও বাংলার গ্রামবাসী জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন করা রীতিমত চেষ্টা ও দক্ষতার ব্যাপার—কারণ ভারতীয় সৈন্য প্রায় সবই পাঞ্জাব, ইউ পি বা অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। না তাহারা এদেশের লোকেদের ভাষা, চালচলন ইত্যাদি জানে, না এদেশের অধিবাসীরা তাহাদের কথা, ধরণ-ধারণ বুঝিতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারীরা এই সংযোগ ভালরূপে সাধন করিতে পারে না, একথা বুঝিয়া লইলেই মঙ্গল যে আমলাতান্ত্রিক প্রচারপদ্ধতি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দরবার ইত্যাদিতে সাধারণ লোক বিশেষ উৎসাহিত হয় না।

সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা কর

যে সব দেশপ্রেমিককে নিজেদের সুখে দুঃখে দরদী হিসাবে পাইয়াছে, যাহাদিগকে নিজেদের অধিকার লাভের সংগ্রামের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লড়িতে দেখিয়াছে—সাধারণ মানুষ তাহাদিগকেই বিশ্বাস করে, তাহাদের কথায় দুঃখ বরণ করিতেও প্রস্তুত হয়। সৈন্যদল ও জনসাধারণ দুইই সাধারণ মানুষ হইতে আসিয়াছে—তাহাদের মধ্যে যোগ সাধন করিতে পারে এই দেশপ্রেমিকরাই। জাপ-বিরোধী স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এরূপ দেশপ্রেমিকের ভারতে আজ অভাব নাই, তাঁহারা প্রদেশে প্রদেশে মজুরদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে শত বাধা সত্ত্বেও জাপ-বিরোধী উদ্দীপনা জাগাইতেছেন। জেল বা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যেও এমন অনেকে রহিয়াছেন যাঁহারা বাহির হইলে এই কাজ আরও ভালভাবে করিতে পারেন। আজ সরকারের সবচেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য এখনই প্রত্যেক সৈন্যদলের সঙ্গে এইরূপ দেশপ্রেমিক দ্বারা গঠিত সংযোগবাহিনী (liasion army) গড়িয়া তোলা এবং তাঁহাদিগকে অধিকার দেওয়া যাহাতে বে-সামরিক অধিবাসীর অভিযোগ তাঁহারা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দূর করিতে পারেন, সৈন্যদের কথা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে পারেন, সৈন্য ও জনসাধারণে মেলামেশা বাড়াইয়া সাধারণকে বুঝাইতে পারেন যে সৈন্যদল তাহাদের রক্ষক এবং সৈন্যদের বুঝাইতে পারেন তাহারা জনসাধারণের সেবক। পাঞ্জাব ও বাংলা দেশের কৃষক, ছাত্র ও মজুর কর্মীদের দ্বারা গঠিত এরূপ একটী বাহিনী পাঞ্জাবী সেনা ও বাঙ্গালী নাগরিকের মধ্যে কত সহজে সদ্ভাব ও সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারে, কত সহজেই উভয়কেই জাপ-বিরোধী স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে! প্রয়োজন শুধু এই সব কর্ম্মীকে কারামুক্তি বা চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা দেওয়া ও সংযোগ সাধনের অধিকার দেওয়া।

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ যে দিন সমস্ত বাংলা তাহার সদ্য হারাণো প্রিয়তম জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেছিল, সেদিনই বাংলার বুকের উপর জাপানী ঘাতকের আঘাত প্রথম নামিল। একদিন জাপানী দস্যুদের চাটুকার কবি নোগুচি রবীন্দ্রনাথকেও নিজের মত মনে করিবার স্পর্দ্ধায় ফাসিজমের দলে টানিতে চাহিয়াছিল। সেদিন বাংলার রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীর হইয়া তেজের সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে নোগুচিকে তাহার জবাব দিয়াছিলেন, ভারত তথা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে ফাসিজমের রক্তাক্ত অভিশাপকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঘাতকের অস্ত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আজ রবীন্দ্রনাথের তেজ ও দৃঢ়তা লইয়াই সমস্ত বাংলা আবার এই জাপানী দস্যুদের জবাব দিবে, ক্ষমাহীন, প্রার্থনাহীন সংগ্রামের আগুনে ফাসিজমকে ভস্মসাৎ করিবে।

গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

দেশবাসীর এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়োজন মিলিলে তবেই প্রতিরোধ নিশ্চিত হয়, দেশবাসীর মনেও আবার নূতন করিয়া সাহস, ভরসা ও সংগ্রামের আগ্রহ জাগে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টা এখনও আমাদের দেশের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগাইতে পারিল না, যেখানে দ্বিধা ও সন্দেহ আছে তাহাকেও দূর করিতে পারিল না। আমেরিকার ফরেন পলিসি অ্যাসোসিয়েশনের একটী বর্ণনায় প্রকাশ যে, জাপ আক্রমণ কাছে আসার পর হইতে ভারতে প্রত্যেক মাসে এক লক্ষ লোক সৈন্যদলে ঢুকিবার দরখাস্ত করিতেছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সরঞ্জামের অভাবে পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোককে ভর্ত্তি করিতে পারিতেছে না। অথচ সরঞ্জাম বাড়াইবারও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। ঐ বর্ণনাতেই প্রকাশ যে, "ভারতের প্রকৃত শিল্পশক্তি এখনও যুদ্ধে নিযুক্ত (mobilised) হয় নাই, ভারতের ইস্পাত উৎপাদন সমস্ত পৃথিবীর একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। যদিও ভারতীয় নৌবহরের লোক বাড়িয়াছে তবুও ভারতীয় বন্দর ও তীরভূমি রক্ষার ভার ব্রিটিশ নৌবহর ও সম্মিলিত জাতিগুলির যুদ্ধ জাহাজকেই বহিতে হয়।"

চটকলে উৎপাদন হ্রাস

যেখানে উৎপাদন এত কম সেখানে প্রাণপণে উৎপাদন বাড়ানোই প্রয়োজন এবং তাহার জন্য প্রয়োজন মজুরদের মজুরি বাড়ানো, বোমা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য তাহাদের ভাল আশ্রয়-ব্যবস্থা করা। ভারতের মজুর ভীরু নয়, ফাসিষ্টদের তাহারা ঘৃণা করে কিন্তু তাহার জরুরী প্রয়োজন ও জীবনের নিরাপত্তা অবহেলা করিলে সে সফলভাবে জাপানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করিবে কিরূপে? কিন্তু ব্রিটিশ ধনিকদের উৎপাদন বাড়ানো বা মজুরদের দাবী মিটাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করার বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। বাংলার চটকল মালিক সমিতি সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে উৎপাদন কমাইয়া হপ্তায় ৬০ ঘণ্টার স্থানে ৫৪ ঘণ্টা কাজ হইবে এবং শতকরা দশটী তাঁত বন্ধ থাকিবে। কোথায় উৎপাদন বাড়াইবে, না তার বদলে উৎপাদন কমানো হইতেছে। ইহাতে মজুরদের মাসে প্রায় তিন দিনের মজুরি কাটা যাইবে—কিন্তু চটকল মালিকরা মাসিক এক টাকা ভাতার বদলে তিন টাকা কাবিয়া দিয়া মনে করিতেছেন যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতেছেন। জিনিষ পত্রের দাম দুগুণ, তিনগুণ বাড়িয়াছে, অথচ মজুরদের মোট আমদানী কমিলই—এদিকে গবর্ণমেণ্টের অর্ডারে চটকল মালিকরা গত আড়াই বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। যখন জাপানী বোমার আক্রমণ সত্য সত্যই নামিল, এবং যখন মজুরদের খুশী রাখার উপরই তাহাদের কাজ ছাড়িয়া পালানো বন্ধ করা অনেকখানি নির্ভর

করিতেছে, ঠিক এই সময় চটকলের মালিকদের এই সিদ্ধান্ত জাপানী মতলবেরই সাহায্য করিবে। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীও যুদ্ধের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছেন। ট্রামের কর্ম্মচারীদের বোমার আতঙ্কের মধ্যেও কাজে লাগিয়া থাকা সরকার হইতে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, ট্রাম শ্রমিকেরাও জনযুদ্ধের খাতিরে সমস্ত বিপদ মাথায় লইয়াই ট্রাম চালাইবে ঘোষণা করিয়াছে, ষ্ট্রাইক তাড়াতাড়ি মিটাইয়া লইয়াছে—তবুও কোম্পানী তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি, বোনাস প্রভৃতির ন্যায্য দাবী আজও পূরণ করিল না, সরকার ও কোম্পানীর উপর কোনরূপ চাপ আনিতেছে না। ইহারা কবে বুঝিবে যে এইরূপ মনোভাবই যুদ্ধে সমস্ত মানুষকে টানিবার পথে প্রধান বাধা।

কারখানা বাঁচাও এবং বাড়াও

পোড়া মাটির নীতি লইয়া খুব হৈ চৈ হইতেছে। দেশের কল-কারখানা যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে তাহা সকলেই চায়। কিন্তু যে সামান্য শিল্পও আমাদের আছে তাহা ধ্বংস করিলে ভারত লড়িবে কি দিয়া? শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিলে শত্রুর চাইতেও আমাদেরই ক্ষতি বেশী—শত্রুর হাত হইতে শিল্প বাঁচাইতে হইবে, অথচ সেগুলিকে দেশের ভিতরের দিকে সরাইয়া চালু করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, দেশের ভিতরের দিকে নূতন নূতন শিল্প বসাইতে হইবে—তবেই আমরা জাপানী ইস্পাতের বদলে ইস্পাত হানিতে পারিব। বাংলা তথা ভারতের মজুর নিজেদের হাতে করিয়া কলকারখানা সরাইতে প্রস্তুত আছে, দূর প্রদেশে গিয়া উৎপাদন চালু রাখিয়া ও বাড়াইয়া জাপানী দস্যুদের রুখিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছে। সরকার ও মালিকদের চোখ খুলিবে কি?

খাদ্য-বস্ত্রের নিশ্চয়তা চাই

জাপানী আক্রমণের নিকটতা আবার আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে। মানুষকে কাজের স্থানে ঠেকাইয়া রাখিতে হইলে একটা বড় দরকার তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া। বাংলা সরকার বিপদের সময়ে চাহিদা মিটাইবার জন্য কয়েক লক্ষ জোড়া কাপড় কিনিয়া রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা সুবিবেচনার কথা। কেরোসিন পাওয়া যায় না, উহার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এখনি দরকার। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে প্রয়োজনের সময়ে উহা সত্যই অভাব-গ্রস্তদের কাছে পৌঁছায়, লাভকারীরা মারিয়া না দেয়। সরকারের সালকিয়ার লবণ গোলা হইতে লবণ লইয়া গিয়া কেহ গোপনে বিক্রয় করিতেছে, সরকারই এ খবর দিয়াছেন। এরূপ যাহাতে না ঘটে তাহার কড়া ব্যবস্থা করিতে হইবে ও অন্যায়-কারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হইবে।

বাংলায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট

শত্রুর শক্তিকে অবহেলা করা যোদ্ধার পদ্ধতি নয়। আজ জাপানী-ফাসিজমের সহজ বিজয়লব্ধ হিংস্র শক্তি বাংলার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমস্ত বাঙ্গালীর সুদৃঢ় ঐক্য ও প্রাণান্ত পরিশ্রমই শুধু তাহাকে রোধ করিতে পারে। বাঙ্গালীকে সেই ঐক্য ও পরিশ্রমে জাগরিত ও সংগঠিত করিবার জন্য এখনই বাংলায় প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন, কারণ তাহাই জাতি-ধর্ম্ম-দল নির্ব্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীকে মরণ-সংগ্রামে মাতাইতে পারে। ফজলুল হক গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার গবর্ণমেণ্ট জাতীয় গবর্ণমেণ্ট—অথচ সেই গবর্ণমেণ্টই এতদিনেও আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দী-দেরও মুক্ত করিতে পারিল না। যদি বন্দীদের মুক্ত করিতে হয়, যদি জনগণকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাণান্ত প্রতিরোধে নামাইতে হয় তো বাংলায় কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু সভা, কৃষক-প্রজা প্রভৃতি সমস্ত দলকে মিলাইয়া জাপানী-প্রতিরোধের ভিত্তিতে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহা সমস্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীকে জাগাইয়া একদিকে জাপানী দুশমনকে প্রতিরোধ করিবে অন্যদিকে সফল প্রতিরোধের পথে আমলাতন্ত্রের নির্ব্বুদ্ধিতার সমস্ত বাধা চুরমার করিয়া দিবে। বাঙ্গালী একত্র হইয়া তাহাই দাবী করুক।

জাপ-বিরোধী নাটিকা চাই

পুরস্কার ১০৲ টাকা

বাংলায় জাপ অভিযান আসন্ন। বাংলার সহরে গ্রামে সর্ব্বত্র সমগ্র জনসাধারণকে আজ বিপুলভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইবে জাপানী ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য। জননাটিকা এই কাজে বিরাট সহায়।

বাংলার দেশপ্রেমিক লেখকদের এবং বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের কর্ম্মীদের আমরা আহ্বান করিতেছি এইরূপ একখানি ছোট জনসাধারণের উপযোগী নাটিকা লিখিতে। নাটিকাখানি এইরূপ হওয়া চাই।

(১) যেন উন্মুক্ত স্থানে অভিনীত হইতে পারে—দৃশ্যপটাদি বা খুব বেশী—পোষাকের প্রয়োজন না হয়। কতকটা যাত্রা ধরণের হইবে। (২) ভাষা খুব সহজ হওয়া চাই যাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণও সহজেই বুঝিতে পারে। (৩) বিষয়বস্তু এমন হওয়া চাই যাহাতে তীব্র জাপ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়া উঠে ও জনসাধারণের মধ্যে জাপানকে রুখিবার দৃঢ়তা জন্মায়। (৪) নাটিকাটি ছোট হওয়া চাই যেন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার ভিতরই অভিনয় শেষ হয়।

কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৩১শে মের ভিতর "জনযুদ্ধ" অফিসে নাটিকাটি পাঠাইতে হইবে। যাঁহার লেখা মনোনীত হইবে তাঁহার উৎসাহবৃদ্ধির জন্য দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। নাটিকাটি বিচার করিবেন :—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রোঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার।

সরকারী যুদ্ধায়োজনে সাহায্য

জাপানী আক্রমণের কঠোর বাস্তবতার সামনে দেশবাসীরও কঠোর জরুরী কর্ত্তব্য আছে। যখন জাপানী বোমা আগুন ছড়াইতেছে কিংবা জাপানী অভিযান দেখা দিয়াছে তখন আর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া স্বাধীন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে কেহই বাঁচে না। এখন যেখানেই গবর্ণ-মেণ্টের সমরপ্রচেষ্টা জাপানী দস্যুকে আঘাত করে বা জনগণকে বাঁচায় সেখানেই জনগণকে আগাইয়া আসিয়া সেই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে হইবে, সে প্রচেষ্টাকে নিজেদের করিয়া লইতে

(২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনযুদ্ধ প্রচারে আপনার দায়িত্ব

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সেখানে একজন পাকা কমরেড বা সিমপ্যাথাই-জারকে এজেণ্ট নিযুক্ত করে কাগজের অফিসে জানাবেন। এই এজেণ্টের দায়িত্বশীলতা, হিসাব রাখার অভ্যাস, অপব্যয় না করা, কাগজের জন্য উৎসাহ ইত্যাদি গুণ চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানের কমরেডদের ঠিক করে নিতে হবে কত কাগজ তাঁরা চালাবেন এবং সে হিসাবে যে রকম করে হোক এক মাসের চার সংখ্যা কাগজের দাম সংগ্রহ করে অগ্রিম অফিসে পাঠাবেন। সব মাসে লিটারেচর ফাণ্ড মজুদ রাখতে হবে। আমরা আর এক মাস সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে যে সব জেলা এক মাসের দাম অগ্রিম জমা না দেবেন এবং মাস ফুরানোর এক হপ্তার মধ্যে আবার এক মাসের দাম না পাঠাবেন তাঁদের কাছে আর কাগজ পাঠানো হবে না। মনে রাখতে হবে আগের দিনের চেয়েও ভালভাবে সাহিত্য তহবিল গঠন করাই বর্ত্তমান দিনের প্রয়োজন।

জেলার কমরেডদের প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর চেক করতে হবে ঠিকমত আদায় হচ্ছে কি না, কাগজের বিক্রী বাড়ছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ প্রচারের জন্যে স্কোয়াড বার করতে হবে, মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে জনযুদ্ধের গান গেয়ে, বক্তৃতা দিয়ে জনযুদ্ধ কাগজ ও জনযুদ্ধের রাজনীতি লোকের মধ্যে ছড়াতে হবে, নতুন নতুন প্রচার পদ্ধতি ও ফন্দী ফিকির বার করতে হবে। মনে রাখতে হবে কাগজ বিক্রীর দায়িত্ব শুধু এজেণ্টের নয়, এর দায়িত্ব স্থানীয় প্রত্যেকটী কমরেডের। যে কমরেড কাগজের প্রচারে গাফিলতি করবেন তাঁর জবাবদিহি করতে হবে।

পাঠক চক্র

কাগজ শুধু আমাদের রাজনীতি প্রচারকই নয়, এর প্রচারের মধ্যে দিয়েই আমরা লোকের ভেতরে আমাদের সংগঠনকে বাড়িয়ে তুলব, লোককে আমাদের নিকট সংস্পর্শে টেনে এনে তাদের কমরেডে পরিণত করব। সে জন্যে প্রত্যেক জায়গায় নতুন নতুন ক্রেতা ও পাঠক বার করতে হবে এবং তিন, চার বা তারও বেশী পাঠককে একত্র করে পাঠক চক্র গড়তে হবে। এই সব চক্রের প্রথম সাংগঠনিক কাজ হবে একত্রে কাগজের সমালোচনা লিখে পাঠানো, সংবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করে পাঠানো, কাগজে চিঠি বা অন্য লেখা পাঠানো, কাগজ উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া। তারপর তাঁদের দ্বিতীয় সংগঠন কাজে নামাতে হবে, তাঁদের দিয়েই নতুন নতুন ক্রেতা বার করা, নতুন পাঠকচক্র বসানো, ছোট ছোট স্কোয়াড গড়ে কাগজের পক্ষে ও কাগজের আন্দোলনের পক্ষে প্রচার করা, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত রকম আন্দোলনে অংশ নেওয়া ইত্যাদি। এরকম শৃঙ্খলাযুক্তভাবে সংগঠন কাজে আকৃষ্ট হলে পাঠকরা ক্রমেই সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবেন এবং সংগঠন দিকে দিকে বেড়ে উঠবে।

ভালো করে ভেবে দেখলে প্রত্যেক এলাকার অবস্থা হিসাবে কাগজের মধ্যে দিয়েই সংগঠনকে বাড়িয়ে তুলবার অনেক উপায় বার করা যায়। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, চরম বিপদের এই দিনে সংগঠনের কোন একটা বিশেষ ধরণই চিরস্থায়ী নয়। জাপানী দস্যুকে প্রতিরোধে আমরা যত সফল হব আইনত অধিকারের দিকে ততই আমরা বাড়ব, আবার জাপানীরা যদি দেশ দখল করতে থাকে তো অধিকৃত এলাকায় কঠোর বে-আইনী অবস্থার মধ্যেই আমাদের ফাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম চালাতে হবে। ঘটনা এমন দ্রুতগতিতে চলেছে যে আজ এক একটা দিন একটা গোটা বছরের মত। তাই যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন অবস্থার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা } শনিবার, ২৩শে মে, ১৯৪২ ; ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ } দাম এক আনা

জার্ম্মান সৈনিকদের কাছে

লাল ফৌজের ইস্তাহার

[লাল ফৌজের নিম্নলিখিত ইস্তাহারটা জার্ম্মান সৈন্যদের মধ্যে সম্প্রতি খুব ছড়ানো হয়েছে।]

থামো! হে জার্ম্মান সৈনিক, দু মিনিট দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনে যাও। হিটলারের হয়ে যদি তুমি অস্ত্র ধর তো তোমার মৃত্যু অবধারিত। হিটলারী ফৌজের ধ্বংস নিশ্চিত। ২রা অক্টোবরে তোমাদের নেতার ঘোষনা মনে পড়ে? হিটলার সেদিন বলেছিল: "সৈনিকগন! এই সাড়ে তিন মাসের চেষ্টায় আমরা অবশেষে এমন অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছি যাতে শেষ বিরাট আঘাত আমরা হানতে পারব, শীতের আগেই আমাদের শত্রুকে চুরমার করে দিতে পারব। বৎসরের শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম আজই আরম্ভ হল।"

ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছিল। সে মিথ্যা কথা বলেছিল। ধোকা দিয়ে সে তোমাদের এই চরম দুর্ভাগ্যের যুদ্ধে টেনে এনেছে। তোমাকে ও তোমাদের কমরেডদেরকে ধোকা দিয়েই সে এক "চূড়ান্ত সংগ্রাম" থেকে আর চূড়ান্ত সংগ্রাম নিয়ে চলেছে!

জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ অংশকে সে এক বিরাট কবরের মধ্যে সমাহিত করেছে। আজ সেই হিটলারই প্রলাপ বকছে যে পিছু হটে আসা পলায়ন নয়, পরাজয় নয়—সে শুধু রণ-কৌশল, তার সেনাপতিরা আগে থাকতেই তা ভেবে রেখেছিল।

কিন্তু তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, তোমার কমরেডদের কাহিনী থেকে তুমি জান যে লাল ফৌজ জার্মান বাহিনীর পর বাহিনীকে ধ্বংস করে চলেছে। তুমি জান যে বরফে জমে যাওয়া বা নিহত জার্মানের সংখ্যা প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার দেশে এমন একটী পরিবারও থাকবেনা যেখানে মৃত্যুর কান্না উঠছেনা—তাও তুমি জান।

হিটলারের উর্দ্দিতে তুমি কোথাও নিরাপদ নও। তোমাদের ফৌজের বহু পিছনেও ফৌজের গাড়ী লাইন থেকে পড়ে যায়, সাঁকো উড়ে যায়। যুদ্ধের পর তুমি যখন "বিশ্রাম" করছ তখনও আমাদের গরিলারা তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোর ব্যবস্থা করে।

এই গরিলারা আমাদের দেশের লোকের রক্তের প্রতিশোধ নিচ্ছে। তারা সর্ব্বত্র আছে, অথচ তাদের কোথাও খুঁজে পাবে না। যা-কিছু বিভীষিকা হিটলার তৈরী করাচ্ছে তার প্রত্যেকটী প্রতিশোধ এরা নেয়। লাল ফৌজের গুলি থেকে তুমি যদি বা বাঁচো, তুষার থেকে তুমি বাঁচবে না, পোকামাকড়ে তোমাকে আক্রমণ করবে, জ্বরবিকার তোমাকে শেষ করে দেবে। লাইন থেকে যদি বাঁচো, হাত-গ্রেনেড তোমাকে উড়িয়ে দেবে।

মৃত্যু তোমাকে সর্ব্বত্র ঘিরে আছে কারণ সারা পৃথিবীর সামনে হিটলার জার্ম্মাণ নামকে লজ্জায় ডুবিয়ে দিয়েছে, সে জার্মাণ জনগণকে সকলের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করেছে। তাদের শান্তিময় কাজ থেকে ছিনিয়ে এনে এই দস্যু-যুদ্ধে সে তাদের ঠেলে দিয়েছে।

জার্মাণ সৈনিক, নিজের ব্যবস্থা কর, তোমার তরুণ জীবনকে বাঁচাও। তোমার সমস্ত জীবন এখনও তোমার সামনে। আমাদের কথা শোনো, আমরা তোমাকে ভাল পরামর্শই দিচ্ছি।

বিশেষ ক'রে, যুদ্ধের প্রত্যেকটী গতিবিধির সময় তোমার অফিসারদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থেকো। নিজের দলের পিছনে পড়ে থাক, রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকো, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দাও। লাল ফৌজের প্রত্যেকটী ইস্তাহারের সঙ্গে যে পাস লাগানো থাকে তা রুশ অধিবাসীদের কাছে দেখাও। নাৎসি গোয়েন্দা ও তোমার অফিসারদের হাত থেকে অধিবাসীরা তোমাকে লুকিয়ে রাখবে, আগে পাঠিয়ে দিতে সাহায্য করবে।

তোমার বিশ্বাসী কমরেডদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া কর। লালফৌজ যখন আক্রমণ করবে তখন তোমাদের পরিখা থেকে যেন একটী গুলিও কেউ না ছোড়ে তার ব্যবস্থা কর। দল বেঁধে লাল-ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ কর। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে।

সংবাদ বা নিরাপত্তা বিভাগ, যেখানেই তুমি থাক না—আত্মরক্ষা কি অভিযান কি ব্যূহের পিছনে বিশ্রাম, যারই সময় হোক না, তুমি নিশ্চয়ই পালা-নোর সুযোগ যোগাড় করতে পারবে। বুদ্ধিমান ছেলে নিজেকে বাঁচাতে জানে।

যদি মোটরবাহিনীর সঙ্গে থাক তো ইঞ্জিন বিগড়ে দাও। পেট্রোল ট্যাঙ্কে একটু চিনি মিশিয়ে দিলেই কাজ খতম। প্যানজার বিগড়ে গেলে, গাড়ীর ইঞ্জিন চলতে না চাইলে অফিসার কি করবে? পেট্রোল ট্যাঙ্কে চিনি থাকলে কোন বিমানই উড়বে না।

যাই কর, পাসশুদ্ধ লালফৌজের ইস্তাহার একটা জোগাড় কর। যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় সোভিয়েট ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ কর তো ভাইয়ের মত আদরে তোমাকে গ্রহণ করা হবে। তোমার জীবন বাঁচবে। এই হতভাগ্য যুদ্ধ শেষ হলে তুমি নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারবে।

জার্মাণ সৈনিক, এই পরামর্শই আমরা দিলাম। সময় থাকতে তার সুযোগ নাও।

যুদ্ধের গতি

লালফৌজের কৌশলী আক্রমণ

থার্কভকে কেন্দ্র করিয়া নাৎসীরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে নূতন গ্রীষ্ম অভিযানের তোড়জোড় করিতেছিল। বিশ লক্ষ নূতন সৈন্য, অপরিমিত রণসম্ভার এবং বহু সহস্র ট্যাঙ্ক লইয়া রুশরণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে আঘাত হানিবার জন্য নাৎসীরা তাহাদের আয়োজন সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিল। টিমোশেঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে এইখানেই আগেভাগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণের বেগ একেবারে অদম্য—নাৎসী ফৌজ আক্রমণের শুরুতেই তাহাদের সুরক্ষিত ব্যূহ, কংক্রিটে গড়া দুর্গশ্রেণী, কলের কামানের সারি, শত শত ট্যাঙ্ক এবং সহস্র সহস্র সৈনিক হারাইয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইল। থার্কভের সম্মুখের বহু জনপদ মুক্ত হইয়াছে। লালফৌজের কামানের গোলা থার্কভের বুকের উপর জার্মাণ বাহিনীর মধ্যে বিপর্য্যয় বাধাইয়াছে। নূতন নাৎসী অভিযান শুরু হইবার পূর্ব্বেই ভীষণ চোট্ পাইল। মধ্য রণক্ষেত্রে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

ট্যাঙ্ক যুদ্ধে লালসেনার জয়

জার্মাণ বাহিনীর প্রথম অভিযানের সময়ে ট্যাঙ্কের অভাব ছিল লালফৌজের মারাত্মক দুর্বলতা। গত কয়েক মাসে সমগ্র দেশ একপ্রাণ হইয়া ট্যাঙ্কের সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। আজ লালফৌজ ট্যাঙ্কবাহিনীতেও জার্মাণীর কাছে হটে না। এই বৎসরের প্রথম বড়ো ট্যাঙ্ক যুদ্ধে লালসেনার সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে। থার্কভযুদ্ধ সম্বন্ধে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বাহিনীর সেনাপতি প্রাভ্দা কাগজে খবর দিয়াছেন, "সমগ্র যুদ্ধভূমি শত্রুদের বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কের কবরস্থানের মতো দেখাইতেছিল।" এই ট্যাঙ্ক যুদ্ধে সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনীর সহায়কারী লালবিমান বহরের কৃতিত্বও কম নয়। যুদ্ধভূমির মাত্র একটী অংশেই লালবিমান বহর সত্তরটা জার্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে!

নাৎসীদের গ্রীষ্ম "অভিযান"

সমগ্র শীতকাল ও তাহার পরের গত কয়েক মাস নাৎসী সৈন্যবাহিনী বারবার লালফৌজের হাতে মার খাইয়াছে। লেনিনগ্রাড ও মস্কোর দরজায় লক্ষ লক্ষ জার্মাণ সৈন্যের কবরে নাৎসীবাহিনী তাহাদের বিফলতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেবাষ্টপুলের ধারেও ৭৫ হাজার জার্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। এই পরাজয়ের শোধ লইবার জন্য এতদিন হিট্লার ও জার্মাণ হাইকমাণ্ড গ্রীষ্ম অভিযানের তোড়জোড় করিতেছিল। ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে কার্চ্চ অঞ্চলে এই অভিযানের প্রথম পর্ব শুরু হইয়াছে। জার্মাণ হাইকমাণ্ড একটা অন্ততঃ ছোটখাট জয়লাভ করিয়া তাহাকেই রঙচঙ্ দিয়া দেখাইতে চায়। নতুবা পুরা জোরে অভিযান শুরু হইবার সময়ে জার্মাণ বাহিনীর উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস থাকিবে না। কার্চ্চের আক্রমণ ইহারই মহড়া। জার্মাণ বাহিনী কার্চ্চ জয় ঘোষণা করিয়া লাফাইতেছে। ইহাতে লাফাইবার কিছুই নাই। প্রথমতঃ জার্মাণরা এখনও কার্চ্চ উপদ্বীপ জয় করে নাই। আবার এ অঞ্চলে লালফৌজের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কার্চ্চ জয় হইলেও ককেসাস অঞ্চল দখলের কোনই আশা নাই। মাঝে পাঁচ মাইল বিস্তৃত জলরাশি, তারপর কৃষ্ণসাগরে জার্মাণীর কোনও নৌবহর নাই—সেখানে লালনৌবহরের একছত্র প্রতাপ। অপর পক্ষে উড়োজাহাজে করিয়া সৈন্য নামাইয়া ককেশাশ অঞ্চল দখল করা দুরাশা। কারণ, রুশদেশ ক্রীট দ্বীপ নয় এবং লালফৌজে ও অন্য যে কোনও মিত্র দেশের ফৌজে অনেক তফাৎ। শুধু তাই নয়। লালফৌজ অপরদিকে জার্মাণ বাহিনীর গ্রীষ্ম অভিযানের মর্মস্থল থার্কভে মোক্ষম আঘাত হানিয়া সমগ্র অভিযানেরই মেরুদণ্ড দুর্বল করিয়া দিয়াছে। মুরমান্স্ক হইতে টাগানরোগ্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রণক্ষেত্রে আজও লালফৌজই আগাইয়া আঘাত করিতেছে এবং জার্মাণবাহিনী পিছাইতেছে। লালফৌজের অগ্রগতিতে নাৎসী বাহিনীর গ্রীষ্ম অভিযানের হম্বি তম্বি বে-মানান হইয়া পড়িয়াছে। দুই শত মাইল ফ্রন্ট জুড়িয়া রণক্ষেত্রে থার্কভ অঞ্চলে জার্মাণবাহিনীর মর্মস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে লালফৌজ আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপে নূতন ফ্রন্ট

জার্মাণীর গ্রীষ্ম অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম ইউরোপে নূতন ফ্রন্ট সৃষ্টির প্রয়োজন ও দাবী জোরদার হইয়া উঠিয়াছে। বিলাত হইতে রক্ষী-জাহাজের হেফাজতে রুশিয়ার রণসম্ভার যাইতেছে ইহা সত্য। বিলাতের বিমানবহর জার্মাণী ও জার্মাণ অধিকৃত এলাকায় যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে ইহাও সত্য। কিন্তু নাৎসী-ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য আরও বেশী কিছু দরকার। পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই। জার্মাণীকে দুই দিক হইতে টিপিয়া ধরা চাই। আজ শুধু ইংলণ্ডেই নয়, আমেরিকার জনমতও এই দ্বিতীয় ফ্রন্টের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৩ সালে নয়, ১৯৪২ সালেই নাৎসী জার্মাণীর পরাজয় চাই—তাহারই জন্য পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী আজ সকল গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের মিলিত দাবী হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মের লড়াই

লাসিয়ো অঞ্চলে জাপানী আক্রমণের সফলতার দরুণ ব্রহ্মের বৃটীশ ফৌজের যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। বৃটীশ ফৌজ জাপানীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবার সঙ্কট কাটাইয়া নিরাপদ এলাকায় পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের লড়াই শেষ হয় নাই। চীন সৈন্যদল জাপানের ব্রহ্মজয় শেষ হইতে দেয় নাই। চীনা ফৌজ শুধু চীনের নিজস্ব এলাকায় জাপানী ফৌজের উপর চমকপ্রদ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই। ব্রহ্মদেশে জাপানীদের জয়লাভের মূলেও পরম বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। মেমিও দখল করিয়া তাহারা মান্দালয় পর্য্যন্ত হানা দেয়। তাহাদের আক্রমণের জন্য টেঙ্গুয়েন ও লুংলিঙের দুইটী জাপবাহিনী মিলিতে পারিতেছে না চীনা বাহিনীর আক্রমণে সহস্র সহস্র হতাহত পিছনে ফেলিয়া শেষোক্ত বাহিনী আবার সাল্উইন নদীর পশ্চিম পারে পলাইয়া আসিয়াছে।

ব্রহ্ম যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে চীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বিশ্বমুক্তির সংগ্রামের এক গুরুতর সঙ্কট আসিতেছে। সেই সঙ্কটের গুরুত্বের অনুপাতেই সাহসী চীনাবাহিনী মরিয়া হইয়া লড়িতেছে এবং জাপানী ফৌজ ব্রহ্মে সম্পূর্ণ বিজয়লাভের দরজায় আসিয়াও বারবার মার খাইয়া পিছাইতেছে।

এখন চীনের প্রতি-আক্রমণে ভারতের দিক হইতে সাহায্য করিতে পারার উপরই প্রাচ্যের রণক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। ফৌজ বাঁচাইয়া হঠিয়া আসার সার্থকতা আছে, কিন্তু যদি তাহা প্রতি-আক্রমণে পরিণত হয় তবেই জিতিতে পারা যায়। ভারত হইতেই জাপানের উপর আক্রমণ-অভিযান আরম্ভ করিতে হইবে। এবং রাজনীতিক অধিকার দিয়া ভারতবাসীকে শক্তিমান ও উৎসাহিত করিতে পারিলে ভারত হইতেই প্রতি-আক্রমণের অধিকাংশ মাল মশলা সংগ্রহ করা মোটেই শক্ত নয়।

ট্রাম শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

ট্রাম শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট আবার সুরু করিয়াছে। ঐদিনই ট্রাম কোম্পানী নিজের স্বপক্ষে এক দীর্ঘ বিবৃতি বাহির করিয়াছেন। শ্রমিকেরা বলে যে এতবড় দীর্ঘ বিবৃতি খণ্ডন করিয়া আর একটী বিবৃতি দিবার সুযোগ শ্রমিকদের নাই। তবু শ্রমিকেরা জনসাধারণকে সংক্ষেপে এই কথা জানাইয়া দিতে চাহিতেছে যে বহুদিনের নানা অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা "কোম্পানী বিবেচনা করিবেন" এই কথার উপর ভরসা রাখিতে পারিতেছে না। শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবী যাহা এখনি পাইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইল: (১) এক মাসের "প্রিভিলেজ" ছুটি ও ১৫ দিনের ক্যাসুয়াল লিভ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা। (২) চাকুরীর স্থিরতার সম্পর্কে নিশ্চয়তা ও যাহাদের জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের কাজ দেওয়া। (৩) শতকরা ২৫ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি। (৪) বিমাণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। (৫) তিন মাসের যুদ্ধ বোনাস—। বৎসরের পর বৎসর কোম্পানী যথেষ্ট লাভ করিয়া আসিতেছে। এখন এই দুর্দিনেও ট্রামের শ্রমিকেরা সহরে থাকিবে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সাহায্য করিবে বলিয়া যখন প্রতিশ্রুত তখন এই সকল দাবী সম্পর্কে শ্রমিকেরা কোম্পানীর কোন অস্পষ্ট কথায় ভরসা করিতে পারিতেছে না।

সম্পাদকীয়

অশান্তি দূর কর!

বাংলা দেশের উপর জাপানী বোমার আক্রমণ সুরু হওয়ায় বাংলার প্রত্যেকটী শিল্প অঞ্চলের বিপদ প্রত্যক্ষ হইয়া আসিল। ইহা হইতে আবার একটা নূতন আতঙ্ক উঠিতে পারে, সহরবাসী সহর ছাড়িয়া পলাইতে পারে, মজুরেরা কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। শ্রমিকের সংখ্যা কমিলে সামরিক ও বে-সামরিক উৎপাদন কমিয়া যাইবে, তাহাতে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ ব্যবস্থার ক্ষতি হইবে। কাজেই এখন মজুরদিগকে শান্ত ও নির্ভয় করিয়া উৎপাদন যাহাতে ঠিক থাকে তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ঠিক এই বিপদ ও স্থানত্যাগ সমস্তার সময়েই বাংলা দেশের কয়েকটী প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিকেরা মজুরদিগকে আরও অশান্ত করিবার পথই গ্রহণ করিলেন। প্রথম, বাংলার চটকল মালিক সমিতি স্থির করিয়াছেন যে ১৭ই মে হইতে বাংলার সমস্ত চটকলে হপ্তায় ৬০ ঘণ্টার বদলে ৫৪ ঘণ্টা করিয়া কাজ হইবে, এবং তাহা ছাড়া শতকরা দশটী তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার সামান্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ মজুররা হপ্তায় যে চার আনা খোরাকী পাইত তাহা বার আনা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

চটকলের মজুরি প্রায় সবই ফুরণ হিসাবে—যত উৎপাদন তত মজুরি। সুতরাং হপ্তায় ৬ ঘণ্টা কাজ কমিয়া গেলে মজুরদের রোজগার যথেষ্ট কমিবে। ষাট ঘণ্টা হপ্তায় মজুরদের গড়পড়তা আয় হইত দশ টাকা অর্থাৎ প্রতি ছ ঘণ্টায় এক টাকা, নূতন অবস্থায় হপ্তায় তাহাদের ছ ঘণ্টা অর্থাৎ এক টাকা কমিল। চার আনার খোরাকী বারো আনা করিলেও এই নূতন ব্যবস্থায় মজুর হপ্তায় আট আনা রোজগার হারাইল। যুদ্ধের পর হইতে জিনিষপত্রের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে (শুধু গত এক বছরের কথাই ধরিলে খাদ্যশস্যের দামের ইনডেক্স নং ফেব্রুয়ারী ১৯৪১এ ছিল ৯৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৪২এ তাহা ১১৪তে উঠিয়াছে; ডাল ছিল ৯০, তাহা ১২২এ উঠিয়াছে, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ১৫৮ হইতে ২১৭তে উঠিয়াছে)—অথচ অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাংলা দেশের চটকলগুলিতে যুদ্ধের এই ৩৪ মাসের মধ্যে মজুরির হার এক পয়সাও বাড়ে নাই—অতি কষ্টে হপ্তায় চার আনা খোরাকী অর্থাৎ ২½% বৃদ্ধি দিয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এখন আবার তাহাতেও কাট পড়িল। অথচ ভারতবর্ষের যে কোন কারবারে, যেমন সুতাকল, রেলওয়ে, লোহা কারখানা ইত্যাদিতে মজুরদিগকে ইহার চাইতে অনেক বেশী মাগ্গিভাতা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে সুতাকল মজুররা মোট ১৮%, কানপুর ১৬, আহমেদাবাদে ৭½, নাগপুরে ৮, কইম্বাটুরে ১২½ ইত্যাদি মাগ্গি ভাতা পাইয়াছে।

চটকলগুলির অবস্থা যদি খারাপ হইত তবু কথা ছিল। বজবজের চটকলগুলির কথাই ধরা যাক। বজবজ মিল ১৯৪১ সালে শতকরা ২৭½ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। তাহাদের এক শত টাকার শেয়ারের দাম এখন ৩২৭ টাকা! ক্যালেডোনিয়ান মিলের লভ্যাংশ শতকরা ২৫ টাকা, তাহাদের এক শো টাকার শেয়ারের দাম আজ ৩৭০৲! লোথিয়ান, চিভিয়ট, ওরিএণ্ট প্রত্যেকটী মিল শতকরা ১২৲ লাভ দিয়াছে। কাজের ঘণ্টা কমানোর সিদ্ধান্তের পরই চটকল মালিক সমিতি গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রায় সাড়ে আট কোটী থলের নূতন অর্ডার পাইয়াছে।

যেখানে মিলগুলির এইরূপ স্বচ্ছল অবস্থা সেখানে যুদ্ধের এই দুর্মূল্যের বাজারেও মজুরদের মজুরির হার এক পয়সাও বাড়িল না। শুধু তাহ নয়, শতকরা দশটা তাঁত ও রাত্রের শিফট বন্ধ রাখার মানে এই সময়ে বহু সহস্র মজুরের ছাঁটাই। বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়ন বলিয়াছেন ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার মজুরের কাজ যাইবে।

মালিকদের মনোভাব একই ধরনের। যুদ্ধে আমরা হারি বা জিতি সেদিকে উহাদের লক্ষ্য নাই, যুদ্ধটা তাহাদের কাছে আজও লাভ করিবার উপায় মাত্র। সরকার বার বার পোড়ামাটির কথা বলিতেছেন, তাহার অর্থ শত্রুর আক্রমণ আজ প্রায় নিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা যদি দেশের সমস্ত শ্রেণীর শক্তি একত্র করিয়া জাপানীদের রুখিতে না পারি তো আমাদের কল-কারখানাগুলিকে শত্রুর হাতে পড়িবার ভয়ে ধ্বংসও করিতে হইতে পারে। কিন্তু এই সব ধনিকরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা ভাবিয়া লোককে যুদ্ধের স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার পথে, উৎপাদন চালাইবার ও বাড়াইবার পথে বাধাই সৃষ্টি করিতেছে। (বর্ত্তমানে আতঙ্কের হিড়িকে মজুরদের এখানে ঠেকাইয়া রাখা এমনিই খুব শক্ত ব্যাপার। ব্রিটিশ ধনিকদেরই মুখপত্র "ক্যাপিটাল" ১৬ই এপ্রিল তারিখে চটকলের সমস্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "...কিন্তু বর্ত্তমানের প্রধান মুস্কিল হইল মজুরের অভাব। মজুরদের স্থানত্যাগ গত দু এক হপ্তায় বাড়িয়াই গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। অনেক মিলে যন্ত্রপাতি বেকার পড়িয়া আছে।..."

এক মাস আগেই এই অবস্থা ছিল, এখন বোমা পড়ার সম্ভাবনা আরও নিশ্চিত হওয়ায় স্থানত্যাগের সমস্যা বাড়িবেই। যাহারা বেকার হইল শুধু তাহারাই যাইবে না, অন্যেরাও যাইতে পারে। এমন দিনে মজুরদের ন্যায্য আর্থিক দাবী ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে দাবী সহানুভূতির সহিত পূরণ করিয়া তাহাদের মনে ভরসা দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ইউনিয়ন প্রভৃতির বিশ্বস্ত নেতাদের প্রচারের সমস্ত সুযোগ দিয়া তাহাদের রাজনীতিক বল ও বুদ্ধি দিতে সাহায্য করিতে হইবে তবেই সমস্ত মজুর দুর্ভাবনাহীন হইয়া জনযুদ্ধে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে।)

মালিকদের মনোবৃত্তি ঘটনার দ্রুতগতির সামনে, যে বিরাট সমস্যায় দেশ ও সরকার পড়িয়াছে তাহার সামনে কত তুচ্ছ ও নগণ্য। কাল জাপানী আসিয়া তাহাদের কারখানায় বোমা ফেলিয়া লাভের সমস্ত ভবিষ্যতই নষ্ট করিয়া দিতে পারে, সরকারের হুকুমে কাল হয়তো নিজের হাতেই তাহাদের কারখানা ধ্বংস করিতে হইতে পারে। কিন্তু তবুও তাহারা এক মুহূর্ত্তও লাভের লোভ ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। কারখানা যাক তাও ভাল, এমন কি জাপানী আসিয়া দখল করুক তাহাও ভাল, তবুও প্রাণ থাকিতে সেই কারখানাকে যাহারা গড়িয়াছে ও চালাইতেছে সেই মজুরদের ন্যায্য দাবীও কিছুতেই পূরণ করিব না—ইহাই যেন তাহাদের মনোভাব। এরূপ মনোভাবে যুদ্ধেরই ক্ষতি হইতেছে, মজুরেরা এই যুদ্ধকে নিজেদের বলিয়া ভাবিতে বাধা পাইতেছে—তাহাতেও মালিকদের ভ্রূক্ষেপ নাই। চেম্বারলেন, দালাদিয়ের ও পেঁত্যার মত ইহারাও এই ফাসিষ্ট বিরোধী মুক্তি-যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন শত্রু।

কিন্তু ভারত সরকার তথা বাংলা সরকারের প্রীতি যদি সেই চেম্বারলেনী পন্থাকেই অব্যাহত থাকিতে দেয় তো এই যুদ্ধে জয় হইবে কিরূপে, জাপানীদের ঠেকানো যাইবে কিরূপে? এবং আজ চটকল ও ট্রামে অশান্তি না মিটিলে, মজুররা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে বা অসন্তুষ্ট থাকিলে, উহা যদি অন্য কারখানায়ও ছড়াইয়া পড়ে তবে সামরিক উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিবে। প্রকৃত বিপদের সময় (যখন উৎসাহিত হইলে মজুররা দ্বিগুণ তিনগুণ উৎপাদন করিয়া জাপানীদের রুখিতে পারিত) বিশৃঙ্খলা ঘটিলে দেশের সামরিক শক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহা কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারা যায় না।

এ অবস্থার জন্য মালিকরাই দায়ী। সরকার যদি যুদ্ধে জয় চান তো তাঁহাদের অগ্রসর হইয়া মালিকদিগকে বাধ্য করিতে হইবে মজুরদের দাবী মিটাইবার জন্য। আমরা আশা করি বাংলা সরকার চটকল ও ট্রামের এই ব্যাপারে মালিকদের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন না।

মজুরদের কর্ত্তব্য নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে আরও জোরালো করিয়া নির্ভয়ে যুদ্ধের স্বপক্ষে অগ্রসর হওয়া। বোমা পড়ুক, আক্রমণ আসুক, মজুর তাহার কাজে অটল থাকিবে, প্রয়োজন হইলে দেশের যে কোন স্থানে গিয়া সে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিবে, অবসর সময়ে এ-আর-পি, রক্ষীদল প্রভৃতিতে যোগ দিয়া দেশরক্ষায় সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে লাভের লোভে মালিকের যুদ্ধ-বিরোধী স্বার্থপরতাও তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে। উৎপাদন চালু রাখিতে ও বাড়াইতে হইলে তাহার শরীরের শক্তি অটুট থাকা দরকার চাই, মাগ্গি ভাতা চাই, মনের নিশ্চিন্ততা দরকার তাই স্ত্রীপুত্রকে দেশে পাঠাইবার জন্য বোনাস ও ছুটি চাই, জীবিত থাকা দরকার তাই ভাল শেল্টার প্রভৃতি চাই। শুধু চাহিলেই ইহা পাওয়া যাইতেছে না, তাই প্রত্যেক মজুরকে ইউনিয়নের মধ্যে আসিতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির চাপে ও দেশবাসীর জাগ্রত সহানুভূতিতে দাবী আদায়ের সংগ্রাম করিতে হইবে অথচ মিটমাটের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে—কারণ যুদ্ধের উৎপাদন তাহারা বাড়াইতেই চাহে, কমাইতে চাহে না।

আন্দোলন ও সংগঠন

চট্টগ্রামে ও আসামে জাপানী বোমার হামলা সুরু হওয়ার পর হইতে বাংলার দিকে দিকে জাপ দস্যুদের রুখিবার চেষ্টা আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, ছাত্র, যুবক, কৃষক-মজুর ও জনসাধারণ সমবেত ভাবে দেশরক্ষার কাজে আগাইয়া আসিতেছে।

রংপুরে—জেলাছাত্র ফেডারেশন, জেলা কৃষক সমিতি ও জেলা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে গত ১১ই মে এক দীর্ঘ সাইকেল শোভাযাত্রা কংগ্রেস অফিস হইতে বিকালে বাহির হইয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় ২০০ শত জন সাইকেল আরোহী ছিলেন—এবং তাদের সঙ্গে ছিল ফাসিষ্ট বিরোধী পোষ্টার, জাতীয় পতাকা ও রক্ত পতাকা। সকলশ্রেণীর জনসাধারণ এই শোভা-যাত্রায় যোগ দেয়। আগের দিন রবিবারে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে রবীন্দ্র শ্রদ্ধাবাসর অনুষ্ঠিত হয়। কবির উদ্দেশ্যে সভার জনগণ শপথ গ্রহণ করে "হে বিপ্লবী কবি। আমরা তোমার সাধনাকে, তোমার স্বপ্নকে ফাসিষ্ট বর্ব্বরদের পায়ে দলে যেতে দেব না, তোমাদের সৃষ্ট সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা ল'ড়ব···আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হব না।" চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর শুধু সঙ্গীত ও আবৃত্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো অসম্পূর্ণ হইবে মনে করিয়া ছাত্র ও সমবেত জনসাধারণ মৃত কবির স্মরণার্থে শোভাযাত্রা বাহির করে।

নবদ্বীপের ছাত্রফেডারেশন একটী ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচারকদল গঠন করিতেছে। গত ৭ই মে স্থানীয় কৃষক সমিতির সহযোগীতায় এই দল বিভিন্ন গ্রামে যায় এবং ছোট ছোট সভা করে। ছাত্র ও কৃষককর্মীরা এই সভায় বক্তৃতা করেন, জনরক্ষা ফৌজ তৈয়ারী করার প্রয়োজনীয়তা বুঝান। ফলে ঐ অঞ্চলের গ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—জনগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইতেছে।

ফরিদপুর শহরে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এ পর্য্যন্ত ১৫টী ছাত্রের প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষাশেষ হইয়াছে। আবার নূতন একদলের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রদের একটী প্রচারকদল (প্রোপাগাণ্ডা স্কোয়াড) গত দুই সপ্তাহ যাবৎ ফরিদপুর শহর ও তার চারিপাশে ৯।১০ মাইল দূর পর্য্যন্ত গ্রামে জাপ-বিরোধী প্রচার চালাইয়া জনসাধারণকে যুদ্ধ সম্পর্কে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতেছে। এ যাবৎ তাহারা পাঁচ সহস্রাধিক গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। ৯ই মে শনিবার রাজবাড়ী টাউনহলে গোয়ালন্দ মহাকুমা ছাত্র ফেডারেশন ও কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় ফাসি-বিরোধী সভা হইয়াছে। ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তারাপদ লাহিড়ী এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় কেন্দ্রীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী, ফাসিষ্ট-বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি ও ফাসিষ্ট-বিরোধী জনসভা করিবার অবাধ অধিকারের দাবী জানাইয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়।

কিশোরগঞ্জে—১লা মে হইতে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে, কবিরদ্দিবাজার, জঙ্গলবাড়ী ও নীলগঞ্জে ফাসিষ্ট-বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কৃষককর্ম্মী জগদীশ ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী, ওয়ালিনেওয়াজ, সিরাজুল ইস্‌লাম, আব্দুল জব্বর (ছাত্রকর্ম্মী) প্রভৃতি এই সকল সভায় জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া জনগণের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছেন।

জামালপুর মহকুমার কৃষক ও ছাত্র কর্ম্মীদের উদ্যোগে ফাসিষ্ট-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিলের জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে ফাসিষ্ট-বিরোধী জনসভার অধিবেশন হয়। পরে ১লা ও ২রা মে তারিখে সেরপুরে দুইটী বিরাট জনসভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। আশে পাশের গ্রাম হইতে অসংখ্য কৃষক এই সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করে। জামালপুর, সরিষা-বাড়ী, লালতাবাড়ী প্রভৃতি যায়গায় অনুরূপ সভা এবং শোভাযাত্রা হয়। স্থানীয় কংগ্রেস ও কৃষক কর্ম্মীগণের নেতৃত্বে এখানে একটী জনরক্ষা ফৌজ গঠিত হইয়াছে এবং ছোট ছোট বৈঠকের দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে জাপ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করা হইতেছে।

লৌহজঙ্গে—থানা ফাসিষ্ট-বিরোধী সম্মেলন আগামী ২৮শে মে মাওয়া গ্রামে হইবে। নেত্রকোনার কৃষকনেতা কৃষকনেতা আব্দুল হান্নান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আজিকার সভা ও সম্মেলনে শুধু বক্তৃতা দিলে ও শুনিলে চলিবে না—কি কাজ করা হইয়াছে এবং কি করা হইবে তাহার হিসাব না করিলে জাপানী দস্যুদের ঠেকানো সহজ হইবে না।

কালিয়া (যশোর) ২৮শে এপ্রিল কালিয়া গ্রামে ফাসি-বিরোধী জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র দাস এম-বি সভায় সভা-পতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা ফাসিষ্ট-বর্ব্বরতার নিন্দা করিয়া ও তাহা রুখিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। জনরক্ষা ফৌজ গঠন করার জন্য আহ্বান করা হয় এবং ফাসিষ্ট-বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়।

হবিগঞ্জে—সকল দলের সহযোগীতায় হবিগঞ্জে একটী শক্তিশালী জনরক্ষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব উকিল মহাশয় এবং সহ সভাপতি হইয়াছেন মোঃ আবদর রহমান এম, এল, এ, এবং গিরীন্দ্রনন্দন দাস চৌধুরী ও গোপেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত চালনার জন্য এই কমিটীর তিনটী শাখা কমিটি হইয়াছে। একটী প্রচার কমিটি ইহার কাজ—আক্রমণকারী শক্তি বিরুদ্ধে এই মহাকুমার জনরক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সভা, শোভাযাত্রা ও পোষ্টার প্রচার, দ্বিতীয়, জনরক্ষাবাহিনী কমিটি, তাহার কাজ হইবে—জাতি বর্ণ নির্বিশেষে রক্ষিবাহিনী গঠন, এবং দেশরক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা; তৃতীয়—অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কমিটি—ইহার কাজ হইবে—বিপদকালে সহরের এবং গ্রামাঞ্চলের জীবন প্রণালী যাহাতে অব্যাহত রাখা যায় তাহার ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক অঞ্চল যাহাতে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে তাহার জন্য সংগঠন-মূলক কাজ করা।

ইহার আগে এপ্রিল মাসে হবিগঞ্জে জেলা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী সভাপতি হইয়াছিলেন এবং নিখিল ভারত কৃষক সভার যুগ্ম সম্পাদক কমরেড মনসুর হাবিব সভা উদ্বোধন করেন এবং পরের দিন এক মহিলা সভায় কমরেড মণিকুন্তলা সেন সভাপতিত্ব করেন। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে বুঝাইয়া জনগণকে জাপানী দস্যুদের রুখিবার প্রয়োজনীয়তা বোঝান—দেশরক্ষার পথে যে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাইবে তাহার সুস্পষ্ট ছবি জনগণের সামনে উপস্থিত করেন। কমরেড মণিকুন্তলা সেন জাপানে নারীদের প্রতি যে অত্যাচার করা হয় তাহার বিবরণ দেন। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ফাসিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটি, কৃষক সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বেলঘরিয়াতে ২৪ পরগণা জেলা জনরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিন সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী সভাপতিত্ব করেন। গোপাল হালদার, বীরেন ব্যানার্জ্জী, প্রভাস রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। জনরক্ষা কমিটি গঠন, ফাসিষ্ট-বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি ও কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেন্টের দাবী জানাইয়া সভায় প্রস্তাব পাস হয়।

বজবজে (২৪ পরগণা) ১৪ই মে বজবজ ষ্টার ময়দানে বিরাট জাপ-বিরোধী জনসভা হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের আট হাজার শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণ দলে দলে এই সভায় যোগদান করে। কমরেড সাকিনা বেগম সভার নেতৃত্ব করেন এবং কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, শিবনাথ ব্যানার্জ্জী, প্রভাস রায়, ছাত্রনেতা দেবকুমার রায় ও স্থানীয় শ্রমিক কর্ম্মী আবুল হোসেন মোল্লা, শাহআলম, সাদেশ আলি, উপেন মিস্ত্রি ও শচীন দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

(১) ফাসিষ্ট জাপানকে রুখিবার জন্য একটী জনরক্ষা কমিটি গঠন, (২) ফাসিষ্ট-বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি কর, (৩) জিনিষ পত্রের দাম বাঁধিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দোকানদারগণ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করায় তাহার জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব (৪) জুট মিল এসোসিয়েশান শতকরা দশখানা তাঁত বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিলে এই দুর্দ্দিনে বহু শ্রমিকেরা বেকার হইয়া যাইবে। সেজন্য কাজের ঘণ্টা কমাইয়া মজুর

(৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোন এক কারখানায়

মজুররা ফাসিষ্ট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছে

কলম্বো, ভিজগাপট্টম ও কোকনদে জাপানী বিমানের আক্রমণের খবর এসেছে। ভারতের উপর শত্রুর আক্রমণ আর জল্পনা কল্পনার বিষয় নয়। চারিদিকেই একটা থমথমে ভাব।

মজুরদের প্রিয় নেতারা গণ-আন্দোলন-ভীত সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ। ফলে সুপরিচালনের অভাবে এই কারখানার মজুরদের মধ্যেও আতঙ্কের ছোঁয়াচ লেগেছে। "জাপান তো এসে গেল, বিমান আক্রমণ তো হবেই, এ অবস্থায় কি করা যায়?" এটাই মজুরদের মধ্যে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

১০ই এপ্রিল শুক্রবার। সকাল ৮টায় মজুররা কারখানায় ঢুকেছে। এমন সময় হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল—"এখনই তিন মাসের অগ্রিম বেতন ও ছুটি চাই। নইলে কেউ কাজ করোনা।" চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কারখানার সমস্ত ডিপার্টের প্রায় ১৫ হাজার মজুর অবস্থান ধর্ম্মঘট করে বসল।—"এখনই তিন মাসের অগ্রিম বেতন ও ছুটি চাই।"

কিন্তু মজুররা সবাই তো অচেতন নয়। তাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট চেতনায় সজাগ মজুরও ছিল। হঠাৎ এই ব্যপার ঘটায় তারা বুঝতে পারলে যে উক্ত দাবীর মানে তিন মাসের জন্য কারখানার কাজ বন্ধ রাখা। তাতে দেশের শত্রু ফাসিষ্ট জাপানী লাভবান হবে। ভারতের মজুর, কৃষক ও সমগ্র জনসাধারণের গলায় ফাসিষ্ট গোলামীর শেকল পরিয়ে দেবার সুবিধা হবে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য মজুর ও জনসাধারণের এতদিনের লড়াই সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

কমিউনিষ্ট শ্রমিকেরা বুঝল যে এই আচম্‌কা ষ্ট্রাইকের পেছনে নিশ্চই কোন ফাসিষ্ট চক্রান্তকারী রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তারা মজুরদের বোঝাতে লাগল—"তিন মাসের ছুটী আমাদের দাবী নয়। এভাবে কারখানা বন্ধ রেখে আমরা যদি যুদ্ধের মাল তৈরী বন্ধ রাখি তবে তাতে জাপানী শত্রু আমাদের দেশ দখল করতে সুবিধা পাবে। বিমান আক্রমণের ভয়ে কারখানা ছেড়ে চলে গেলে আমাদের রুজি-রোজগারও বন্ধ হবে আর জাপানী শত্রুরাও আমাদের ঘর বাড়ী লুঠ করবার সুবিধা পাবে। তবে কারখানায় কাজ করেও যাতে আমাদের জীবন বাঁচে তার জন্য আমরা বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার উপযোগী কংক্রিটের তৈরী আশ্রয় স্থল চাই। যুদ্ধের মালপত্র তৈরীর ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য আমরা যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারি তার জন্য মাগ্‌গী ভাতা চাই। তারই জন্য আমাদের লড়তে হবে।"

একথা শুনে কেউ কেউ বলল—"এরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও কোম্পানীর দালাল, এদের কথা শুনো না! জাপান এসে ভারতকে স্বাধীনতা দেবে!" ভীড়ের মধ্যে কোন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে কমিউনিষ্ট শ্রমিকেরা লাঞ্ছিতও হতে লাগল। ধাক্কাধাক্কি, চড় চাপটা পড়ল। তবুও কমিউনিষ্ট শ্রমিকেরা দমেনি। এমন সময় কারখানা থেকে মজুরদের হু হু করে বার করে নিয়ে আসার চেষ্টা হল। কমিউনিষ্ট মজুররা ফটকের সামনে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে রুখে দাঁড়াল।

কমিউনিষ্ট শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচারের ফলে সাধারণ শ্রমিকরা তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। কারণ এই কমিউনিষ্ট শ্রমিকের নেতৃত্বেই মজুররা আন্দোলন করে একবার মাগ্‌গী ভাতা আদায় করে ও তারপর ইন্‌ক্রিমেণ্ট ও সার্ভিস ইন্‌ক্রিমেণ্টও আদায় করেছিল। সাধারণ মজুরেরা তাই কমিউনিষ্ট শ্রমিকদের তাদের নেতা বলে জানে ও মানে। তারা কোম্পানী বা গভর্ণমেণ্টের দালাল হতে পারে না—এ বিশ্বাস সাধারণ শ্রমিকদের আছে। তাই মজুরদের বুঝতে কষ্ট হয়নি এই ফাসিষ্ট চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র। ফলে কমিউনিষ্ট শ্রমিকদের পরামর্শ অনুযায়ী সকলে প্রায় ১০ টার সময় কাজে যোগ দিল।

আন্দোলন ও সংগঠন

(৪ পৃষ্ঠার পর)

ছাটাই বন্ধ করিবার, শতকরা ২৫ টাকা মাগ্‌গী ভাতা, ৫ টাকা যুদ্ধ ভাতা ও বিমান আক্রমণের প্রতিরোধে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল দাবী সম্বলিত প্রস্তাব।

বসিরহাট মহকুমা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জনরক্ষা কমিটি ও জাতীয় রক্ষিবাহিনী গঠিত হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবক দলে ৬০০ লোক যোগদান করিয়াছে।

আলিপুর মহকুমায় বাখরা, বাওয়ালী ও পাক-পাড়া অঞ্চলের কর্ম্মীদের সাথে জাপ আক্রমণ ও জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সুহৃদসমিতির প্রভাস রায়, বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও সাম্যবাদী কবি সরোজ দত্ত, কংগ্রেস কর্ম্মী পীযুষ চ্যাটার্জ্জী ও ছাত্রনেতা দেবকুমার রায় এই আলোচনায় যোগদান করেন। এই অঞ্চলে জনরক্ষা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

গার্ডেনরীচ ও মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে জাপ-বিরোধী ও জনরক্ষা আন্দোলন বিশেষ জোরের সহিত চলিতেছে। স্থানীয় দর্জ্জিসঙ্ঘ বিশেষ অগ্রণী হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের রায়না থানার পাষণ্ডা, কামারগড়, বড়বৈনান ও রামবাটী গ্রামে ফাসিষ্ট বিরোধী জনসভা যথাক্রমে ৭, ৮, ৯, ১১ মে তারিখে হইয়া গিয়াছে। কমরেড অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, ভুজঙ্গভূষণ সেন প্রভৃতি জাপানী আক্রমণের স্বরূপ, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা ও ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী জনগণকে বুঝাইয়া দেন। এই সভাগুলির ফলে জনগণের নিষ্ক্রিয়তা দূর হইতেছে—জনযুদ্ধ জনগণের প্রিয় হইতেছে।

হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছে। ইহারা শিবপুর, বালী, আন্দুল ও খুরুটে কাজ করিবে। এই বাহিনী ৮ নং ওয়ার্ড জনরক্ষা বাহিনীর সহিত একযোগে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছে এবং জাপ-বিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইতেছে।

হাওড়ায় জেলা সুহৃদ সম্মেলন ১৬ই মে শনি-বার হাওড়া টাউন হলে কমরেড আবদুর রেজ্জাক খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি ছিল এবং ২০০০ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও অধ্যাপক শশধর মুখোপাধ্যায় ও শৈল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জী রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন এবং কমরেড শিবনাথ ব্যানার্জ্জী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এম, এল, এ জাপ-বিরোধীতার প্রয়োজন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। কমরেড কমলা চ্যাটার্জ্জী ও গোপাল হালদারের বক্তৃতার পর সভাপতি এই জনযুদ্ধে জাপ-দস্যুদের রুখিবার সম্পর্কে বাংলার জনগণের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন। সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, সোমেন চন্দ ও মোহিনী মণ্ডলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কার্য্যকরী সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ, জনযুদ্ধের প্রয়োজনে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ, আশ্রয় ব্যবস্থা ও সংগঠনের পূর্ণ অধিকার, কৃষকের ঋণ ও বকেয়া খাজনা মকুব, অনাবাদী জমিতে চাষের ব্যবস্থা, ফাসিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে জনগণের হাতে অস্ত্র দান, সশস্ত্র দেশরক্ষী বাহিনী ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করার প্রস্তাব পাশ করা হয়। সম্মেলনে ফাসিষ্ট-বিরোধী পোষ্টার ও ছবি প্রদর্শনী হয়। কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায়ও কর্ম্মী বিশ্বনাথ বাবু কাজের অবসরে এই সকল পোষ্টার ও ছবি আঁকিয়া দেন।

নাজিরগঞ্জে ১৫ই মে স্থানীয় কৃষকদের এক বৈঠকে জনরক্ষা সমিতি ৩০ জন কৃষককে লইয়া গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র ফাসিষ্ট বিরোধিতা দেখা যাইতেছে।

জনযুদ্ধের পথে বাধা

এদেশের আমলাতন্ত্র এখনও জনগণের মধ্যে নামিয়া আসে নাই বলিয়া এই জনযুদ্ধ এখনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল না। যে সকল কৃষক, ছাত্র ও কংগ্রেসকর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ও শহরে শহরে এই যুদ্ধকে জনপ্রিয় করিবার জন্য, জাপানী ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য জনগণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে—নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্র এখনো তাহা ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছে না।

বীরভূম জেলার ভক্তনিধিপুর অঞ্চলে ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলন করিবার জন্য গত মাসে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অনুমতি চাওয়া হইলেও আজ এ পর্য্যন্ত অনুমতি মিলে নাই। পরন্তু গোয়েন্দা

(৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমস্ত কমরেডদের প্রতি

জাপ-বিরোধী মেলা

সত্য বটে গত দেড় মাসে আমরা প্রত্যেক জেলায় ফাসিষ্ট বিরোধী তথা জাপ বিরোধী সম্মেলন ও সভা করেছি, অনেক জায়গায় দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী প্রচার ও করেছি, কিন্তু বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রচার খুবই সামান্ত। একদিকে কংগ্রেস ও লীগের নিক্রিয়তা এবং অসহযোগ লোকের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে যে জাপানীদের রোখা যাবেনা, অন্তদিকে আমাদের জাপ-বিরোধী সংগঠন, প্রচার ও আন্দোলনে পর্য্যন্ত বাধা দিয়ে এবং জনগণকে সৈন্যদলের বন্ধুতায় টেনে আনবার চেষ্টা না করে গবর্ণমেণ্টও লোকের ব্রিটিশ বিদ্বেষই বাড়াচ্ছে, জাপানীর মতলবই হাসিল করছে। তবুও যেখানে আমাদের আন্দোলন পৌছতে পেরেছে সেখানে আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। কিন্তু কতটুকু বা আমরা পৌছতে পেরেছি।

প্রথম কাজ জাপবিরোধী প্রচার

আজ এক মুহূর্ত্ত ও অবকাশ নেই। লোকের মনে জাপবিরোধী দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলাই এই মুহূর্ত্তের সব চেয়ে বড় কাজ। জাপ-বিরোধী প্রচারকে আমাদের এখনই সকল দিকে, সকল পদ্ধতিতে বহুগুণে তীব্র ও ব্যাপক করে তুলতে হবে যাতে আমাদের সমস্ত নরনারী এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে অগ্রসর হয়, "আমাদের দেশ, আমাদের ভিটামাটি, আমাদের ধনপ্রাণ, আমাদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য আমরাই সর্ব্বস্বপণে জাপানী দস্যুদের রুখব।" আমাদের সংগঠন কাজ করার খুব সামান্ত অধিকারই পেয়েছে, আগের দিনের চেয়েও অনেক কম পেয়েছে। তবুও সেই সংগঠন দিয়েই আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী বিরাটভাবে দেশের বেশীর ভাগ লোককে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একত্র করতে পারব কিনা তারই ওপরে আমাদের সংগঠনের অস্তিত্ব ও নাম, আমাদের দেশের জীবন ও মরণ আজ নির্ভর করছে।

আমাদের অভিজ্ঞ ও ক্যাডারেরা আজও বন্দী বা গতিরুদ্ধ। তবুও প্রকাশ্য ময়দানে আমাদের যা-কিছু ক্যাডার আছে তার সবখানিকে নিঃশেষে এই কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। অল্প-অভিজ্ঞ ক্যাডার নিয়ে অথচ-অল্প সময়ের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় মানুষকে জড়ো করতে হলে, ব্যাপক অথচ তীব্র উত্তেজনা জাগাতে হলে জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়নে ইউনিয়নে জাপ-বিরোধী মেলা বা র‍্যালি করুন।

জাপ-বিরোধী মেলার শ্লোগান

এইরকম মেলার প্রচার হবে এই ধরনের রাজনীতিক শ্লোগানের উপর, যেমন: জাপানী ডাকাতরা আমাদের গোলাম বানাতে আসছে, সকলের সর্ব্বস্বপণ চেষ্টায় তাকে রুখতে হবে! কি ক'রে? দেশের সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ ক'রে! একতার মধ্যে দিয়েই আমরা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে পারব, একতার মধ্য দিয়েই আমরা জাপানীকে ঠেকাতে পারব! উঠ, জাগো, মাতৃভুমি রক্ষার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াও! আমাদের ভারতকে কেউ হারাতে পারবে না! চীনের ভাইরা আর তাদের জাতীয় একতা আমাদের পিছনে! সোভিয়েট রুশ আমাদের নেতা! পৃথিবীর জনগণ আমাদের সঙ্গে! লড়লে আমরা জিতব, পৃথিবীর মধ্যে আমাদের স্বাধীন আসন বিরাট করেই গড়ব! না লড়লে ফাসিষ্টদের গোলামী কপালে জুটবে! বেছে নাও কি নেবে, গোলামির বেড়ী, না শহিদের অমরতা! অগ্রসর হও, স্বাধীন দুনিয়ায় স্বাধীন ভারতের দিকে!

মেলার আয়োজন ও সংগঠন।

মেলার জায়গা ঠিক ক'রে মেলার এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ আগে থেকে ছোট ছোট দল বেঁধে সংগঠক ও প্রচারকদের পাঠাতে হবে আশে পাশের গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্যে। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের জড়ো ক'রে জানাবে মেলা কোথায় ও কবে হবে, কতদিন চলবে, মেলার উদ্দেশ্য কি, তার প্রোগ্রাম কি (সভা, জন-নাটক, অভিনয়, গান ছবি ও পোষ্টার প্রদর্শনী, এ-আর-পি প্রদর্শনী, ব্যায়াম কসরৎ ও কুচকাওয়াজ গোরিলা যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শনী ইত্যাদি)। সঙ্গে সঙ্গে "জনযুদ্ধ" কাগজ প্রচার করবে, পড়ে শুনাবে তার গ্রাহক ও পাঠক চক্র গঠন করবে। প্রচারকদল যেখানে যাবে সেখানেই গ্রামবাসীদের থেকে মেলার জন্যে ডেলিগেট নির্ব্বাচন করাবে এবং তাদের নাম-ধাম জেলা অফিসে জানাবে। যাতে দলবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করে গ্রামবাসীরা মেলায় আসে তার ব্যবস্থা করবে। মেলার খরচের জন্যে চাল ডাল ও চাঁদা তুলবে। এ ছাড়া সকলকে বলবে চাল-চিড়া বেঁধে মেলায় আসতে, কারণ মেলা দু তিন দিন চলবে অত লোককে খাওয়ানোর হ্যাঙ্গাম করতে অন্য কাজ পণ্ড হবে। সকলকে সাধ্যমত পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসতে ও বলতে হবে, বই কাগজ ইত্যাদি বিক্রী হবে।

এদিকে জেলা কেন্দ্রকে মেলার অন্য অয়োজন প্রস্তুত করতে হবে। তালিম দিয়ে কয়েকটি ছোট দলকে জাপ-বিরোধী ও স্বদেশী গান রীতিমত অভ্যাস করিয়ে রাখতে হবে—গ্রামের চলতি কোন গানকে এ কাজে লাগাতে পারলে ভাল হয়। জাপ-বিরোধী ছোট একটা নাটিকা (যা এক ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় করা যায়) লিখে নিয়ে, একটা দল গড়ে যাত্রার মত ক'রে তালিম দিয়ে রাখতে হবে এবং তার পোশাক-আশাক ও আসবাবপত্র জোগাড় করে রাখতে হবে। গ্রামে যে কবির লড়াই হয় সেই রকম কবি ধরে তাদের যদি জাপ-বিরোধী কবিতা তৈরী করিয়ে প্রস্তুত করা যায় খুব ভাল। ছবি পোষ্টার ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে কে তা বোঝাবে, কি ভাবে বোঝাবে সব ঠিক করে রাখতে হবে। গরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়ে গরিলা যুদ্ধের কৌশল অভিনয় ও ব্যাখ্যা করবার জন্যে একজন শিক্ষক ও তার ছোট একটী দল রিহার্শাল দিয়ে তৈরী রাখতে হবে।

(৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আন্দোলন ও সংগঠন

(৫ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশের চর এনকোয়ারীতে আসিয়া স্থানীয় কর্ম্মীদের বলিয়া গিয়াছে যে যেহেতু এই সম্মেলন কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন কৃষকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই সকল কৃষক এতকাল কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আশ্রয় দিয়াছে সেইজন্য এখানে ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলনের অধিকার তো দেওয়া যাইতেই পারে না, পরন্তু এই লোকগুলিকে কি করিয়া জব্দ করা যায় তাহাই আকারে ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ভারত রক্ষা আইনের এক মামলায় ঐ অঞ্চলে কৃষক কর্ম্মী ও নেতা কমরেড সুধীর সাহা, মহোদরী ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড আদিত্যকুমার পাল, গোবিন্দ মণ্ডল প্রভৃতি আবদ্ধ। ইহারাই কেবল ঐ অঞ্চলের কৃষক, ছাত্র, জনসাধারণকে এই জনযুদ্ধে উৎসাহিত করিতে পারেন—জাপানকে রুখিবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু আজিকার দিনে ইহাদের আটকাইয়া রাখার কি কুফল ফলিতে পারে তাহা আমলাতন্ত্রের বুদ্ধিতে আসিতেছে না।

কৃষকদের মধ্যে—হাওড়া জেলায় আমতা থানার পাশে ২ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমি লইয়া কেতুয়ার মাঠ অবস্থিত। এই মাঠের ধানের উপর এক লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করে। মাঠের জলনিকাশের পাকা বন্দোবস্ত না থাকায় অতিবৃষ্টির ফলে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার জল গড়াইয়া আসিয়া কেতুয়ার মাঠ প্রায় প্রতি বৎসরই ডুবিয়া যায়। কৃষকের আন্দোলনের ফলে হাওড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় খাল ১৯৩৯ সালে সামান্য সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কার বিশেষ কাজের হয় নাই—তাই ভালভাবে সংস্কারের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ খাল সংস্কারের জন্য ট্যাক্স আদায় করা হয়। কৃষকেরা আশা করিয়াছিল যে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসেই খাল আবার সংস্কার করা হইবে। কিন্তু আজও এই কার্য্য আরম্ভ না হওয়ায় কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সরকার বেশী ফসল উৎপাদনের কথা বলিতেছে—টাকা পয়সা খরচ করিয়া মন্ত্রীদের দ্বারা সভা সমিতিও করিতেছে—কিন্তু যাহারা নিজ হইতেই এই যুদ্ধে ফসল বাড়াইতে কৃতসঙ্কল্প তাহাদের কোন সাহায্য করা হইতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফসল আকাশ হইতে পড়ে না বা ইস্তাহার ছাড়িলেও পড়ে না—ফসলের জন্য জমির সুবন্দোবস্ত চাই—কৃষকের বীজ ধান চাই, ঋণ মকুব চাই, জলনিকাশের ব্যবস্থা চাই। ফাসিষ্ট-বিরোধী কৃষকদের হাতে এগুলি থাকিলে ফসল বাড়াইবার কথা তাহাদের বলিয়া দিতে হয় না।

আলোচনা

রুজভেল্ট স্বাধীনতা দিবে!

ভারতে রুজভেল্টের প্রতিনিধি কর্ণেল জনসন বলিয়াছেন তিনি রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্যই আমেরিকা যাইতেছেন। যাত্রার আগে তিনি দুইবার পণ্ডিত নেহেরুর সহিত দেখা করিয়াছেন। ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের সহকারী গ্রেহাম স্প্রাই রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করিয়া ক্রিপস্-কংগ্রেস আলোচনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জানাইয়াছেন। মার্কিণ শিল্প-মিশনের অধ্যক্ষ ডাঃ গ্রেডি গান্ধীজির সহিত ওয়ার্দ্ধা গিয়া দেখা করিয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনায় কংগ্রেস নেতৃ মহলে এবং দেশের মধ্যে অনেকের মনে আবার আশা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে যে, রুজভেল্টের চাপে হয়তো ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের কথা আবার ভাবিয়া দেখিতে বাধ্য হইবে।

তাই কংগ্রেস ও লীগের চাপ

তাই কংগ্রেস নেতৃত্বের পুরাণো চাপ দেওয়ার রাজনীতি আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আশা—"আমাদের ক্ষমতা না দিলে তোমাদের যুদ্ধ আমরা বানচাল করিয়া দিতে পারি"—এই ধরণের চাপ আনিতে পারিলে রুজভেল্ট হয়তো একটা রফা করিয়া দিবেন, নেতৃবৃন্দ গাছে না উঠিয়াই এক কাঁদি পাইবেন। স্বয়ং গান্ধীজি বোম্বাইয়ে ১৪ই তারিখে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন, "কাজেই সব চেষ্টা বিফল হইয়াছে দেখিলে আমি জনসাধারণকে তাহাদের সম্পত্তি ধ্বংস করিতে নিবৃত্ত হইতে বলিব।" অর্থাৎ আপোষ কর তো কর, নহিলে আমরা সম্পত্তি ধ্বংস করিব না, জাপানীর হাতে যায় যাক। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, সরকারী এ-আর-পিতে কিছুতেই যোগ দেওয়া যাইবে না। নেহেরুকে তো ঠাণ্ডা করাই গিয়াছে, এখন রাজাজির বিনা সর্ত্তে স্বদেশ-রক্ষা ও লীগের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব পাছে চাপ-নীতির জোর কমাইয়া দেয় সেজন্য অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও কেরলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি তাড়াতাড়ি রাজাজির প্রস্তাবের নিন্দা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, রাজাজির কোন সমর্থনই নাই!

মুসলিম লীগও কংগ্রেসের চাপ-নীতিই অনুসরণ করিতেছে। বড় বড় লীগ নেতারা কেন্দ্রে কেন্দ্রে "স্বাধীন" অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রবহীন ন্যাশনাল গার্ড ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করিয়া ফিরিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রত্যহ খবর বাহির হইতেছে। এই বাহিনী প্রকৃতই গঠিত হোক বা না হোক (আমরা খবর পাইয়াছি চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর স্থানীয় লীগ কর্ত্তৃপক্ষকে নাকি আর শহরে দেখা যায় নাই) ইহার অর্থ গবর্ণমেণ্টকে বোঝানো যে আমরা এখনও সহযোগিতা করিতেছি না।

নিরপেক্ষতা জাপানীরই পক্ষে

যদিও বাহির হইতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে নিজেরা সম্পূর্ণ একমত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা হইলেও একথা আজ সকলেই জানে যে নেতৃমহলে মতদ্বৈধতা যথেষ্ট প্রবল। এক-দল মনে করেন এত দেরীতে জাপানীদের বাধা দিয়া কিছু ফল হইবে না, কাজেই যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাক যাহাতে জাপানী যদি আসে তো তাহার সহিত একটা আপোষ হইতে পারে। সুখের কথা এই কাপুরুষ ও দাসসুলভ মনোভাব নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছোট অংশেরই। বৃহত্তর অংশ জাপ-বিরোধী,

জাপ-বিরোধী মেলা

(৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্যায়াম কসরতের কোন দলকে কসরৎ দেখানোর জন্যে নিমন্ত্রন করতে হবে। গবর্ণমেণ্ট এ-আর-পির কাছে একজন ভাল শিক্ষক চেয়ে পাঠাতে হবে যে এসে মেলায় এ-আর-পি সম্বন্ধে দেখাবে ও শেখাবে। গবর্ণমেণ্ট থেকে না পেলে নিজেদের ভেতর থেকেই এ-আর-পি শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজনকে নিয়ে এ-আর-পি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় কোন ছাউনি থাকলে সেখানকার অফিসার ও সৈন্যদের জেলার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ও বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রন করা উচিত।

বক্তা অল্প, কিন্তু শিক্ষিত

আগে থাকতে দু বা তিনজন বক্তা (তার বেশী নয়, সকলেরই বক্তৃতা দিতে হবে এটা খুব ভাল নয়, তাতে লোকে বিরক্তই হয়) ঠিক করে তাদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা বক্তৃতা বিস্তারিত লিখে তৈরী করে ও তালিম দিয়ে দিতে হবে—এমনভাবে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, এক একজন এক এক বিষয়ে বলে। যে সবচেয়ে ভাল বলে তার বিষয় হ'ল "মাতৃভূমিকে রক্ষা কর"—কেন ও কিভাবে ইত্যাদি। আর একজনের বিষয়—"সোভিয়েট পৃথিবীর জনগণের নেতা"—তার বিশ্ব-মুক্তির উদ্দেশ্য, আমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্তকে তারা হিটলার থেকে বাঁচাচ্ছে, গ্রীষ্ম অভিযানের জয়-পরাজয়ের উপর কি রকম করে পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করছে ইত্যাদি। আর একজন বলবে "চীন-ভারতবাসী ভাই ভাই" চীনারা কি রকম আমাদের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষা করছে, তাদের এতদিনের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের শিক্ষা, এ শক্তি তারা কোথায় পেল—সম্মিলিত ফ্রণ্ট থেকে! যা চীনারা পেরেছে, আমরাও পারব ইত্যাদি। আর একজন বক্তা বলবেন "জাতীয় যুদ্ধের জন্যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট"—কি জন্যে দরকার, কি করে আসবে। জাপানীদের বিরুদ্ধে এখনি হাত না তুলে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আশায় বসে থাকলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আসবে না, আসবে জাপানী দস্যু। আমাদের একতা গড়ব, জাপানীদের রুখব, আমাদের রক্ত ঢালব, প্রাণ বলি দেব—তাতেই পৃথিবীর সম্মিলিত জাতি-গুলির চেতনা আমাদের পক্ষে আরও জাগ্রত হবে, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজেদের শক্তিও বাড়বে। ভারতের পক্ষে আক্রমণ প্রতিরোধ পৃথিবীর সম্মিলিত জাতিগুলির নিজেদেরই প্রয়োজন। ভারতের বীর নরনারী নিজের দেশ রক্ষা করুক—জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তারা পাবেই—নিজেদের বর্দ্ধিত শক্তিতে তা আসবে, সম্মিলিত জাতির জনগণের ভ্রাতৃত্বমূলক হস্তক্ষেপে তা আসবে ইত্যাদি।

ফাসিষ্টবিরোধী বন্দীমুক্তি আন্দোলন মেলার একটা অঙ্গ হবে। জেলার প্রধান প্রধান বন্দীদের পরিচয় সকলকে জানাতে হবে, বন্দীমুক্তির গণ-দরখাস্তের জন্য সই তুলতে হবে, ডেপুটেশন নির্ব্বাচন করে মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মেলার সময় দল বেঁধে গান গেয়ে "জনযুদ্ধ" কাগজ সবার মধ্যে প্রচার করতে হবে, তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। যে সব ইউনিয়নে ও গ্রামে "জনযুদ্ধ" পৌছায়নি, ডেলিগেটদের মধ্যে থেকে সেইসব জায়গার জন্যে জনযুদ্ধের এজেণ্ট ও রিপোর্টার ঠিক করতে হবে।

জনরক্ষী প্রতিষ্ঠানের নেতাদের এনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রয়োজন সম্বন্ধে, জনগণকে অস্ত্র দেওয়ার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়াতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাছা বাছা লোক নিয়ে কুচকাওয়াজ, পাহারা দেওয়া ইত্যাদির মহড়া দিতে হবে। যে সব গ্রামবাসী স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইবে, তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে পরে তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক রূপে সংগঠিত করতে হবে।

প্রচারের মধ্যে দিয়ে সংগঠন

মেলাটা যেন শুধু দুদিনের হৈ চৈ আর তারপর যেমন তেমন না হয়। মেলার মধ্যেই বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে সেই সেই ইউনিয়নে এইরকম মেলা বসাবার জন্যে প্রতিনিধি নিয়ে সংগঠন কমিটি বানাতে হবে। "জনযুদ্ধ" কাগজের জন্যে, যে সংগঠনের তরফ থেকে মেলা হচ্ছে তার জন্যে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্যে মেলার মধ্যেই পয়সা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগঠন কমিটি আর জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তোলা—এই হ'ল জাপ-বিরোধী সংগঠনের প্রথম ধাপ—এ না করতে পারলে মেলার পরিশ্রমই বৃথা।

মেলার ২ দিন পরে জেলার কোন নেতৃস্থানীয় কমরেড ও সংগঠকরা একত্রে বসে আলোচনা করবে মেলা কতখানি সফল হ'ল, কতখানি বিফল হল, ভবিষ্যৎ ইউনিয়নের মেলায় সফলতা বাড়াতে কি কি ত্রুটী সংশোধন করতে হবে ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে আরও মেলার প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়ে প্রয়োজনমত ভাগ করে নিয়ে পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে যেতে হবে—একটা মেলা সংগঠনের গায়ের ব্যথা মেটাবার জন্যে ফুরসৎ নেবার সময় আজ নেই!

এমনি করে সংগঠিত ভাবে জাপ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এজিটেশনের সমস্ত ক্যাডারকে ঢেলে দিতে হবে। জনসাধারণ ভীরু বা মূর্খ বা দাস মনোভাবাপন্ন নয়; আমাদের বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ সংযোগ দিয়েই তাদের গতিশীল করতে পারলে চলার পথে নতুন নতুন মানুষ এসে আমাদের শক্তি বাড়াবে, জাপানীদের আমরা রুখতে পারব।

ব্রিটেনের উপর চাপ দিবার পদ্ধতি হিসাবেই সামরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই নীতির ফলে নিরপেক্ষতাকামী কাপুরুষদের হাতেই তাঁহারা ধরা পড়িতেছেন কারণ দুর্দ্ধর্ষ জাপানী আক্রমণ ঠেকাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সামরিক শক্তির সহিত দেশবাসীর সমস্ত শক্তি একত্র হইয়া তাহাকে আঘাত করা প্রয়োজন। তাহা করিতে না পারিলে জাপানী সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সামনে শুধু গবর্ণমেণ্টের সামরিক প্রচেষ্টাও দাঁড়াইতে পারিবে না, আবার শুধু দেশবাসীর বে-সামরিক প্রতিরোধও দাঁড়াইতে পারিবে না।

কংগ্রেসকে ফিরাইতেই হইবে

কংগ্রেসকে এই পথ হইতে আমাদেরই ফিরাইতে হইবে। ভারতের মানুষের স্বাধীনতার আশা ও আকাঙ্খাকে কংগ্রেসই প্রতিফলিত করে, কংগ্রেস ও লীগ মিলিয়া ডাক দিলে ভারতের প্রত্যেকটী মানুষ লড়াইয়ে নামিয়া আসিবে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যে কংগ্রেসের ৬০ বছরের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, সে কংগ্রেস কখনই নূতন দাসত্বের পথ ধরিতে পারে না। ধীর সহিষ্ণু-ভাবে আমাদের সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ও দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে, আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় সহযোগিতা হইতে আরম্ভ করিয়া জাপ-বিরোধী প্রত্যেকটী যুদ্ধ ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহাদিগকে যুক্ত করিতে হইবে।

সত্য বটে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় খুব বেশী সহযোগিতা করিবার পথ গবর্ণমেন্ট আজও খুলিয়া দেয় নাই, দেশবাসীর উৎসাহ বাড়াইবারও বেশী কিছু ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা তো আমাদেরই করিতে হইবে। না দিলে আমরা অন্য পক্ষে যাইব, এই ভয় দেখাইয়া নয়। এ যুদ্ধে আমাদের উপযুক্ত অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা, দাবী ও আন্দোলনের দ্বারা আমরা আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করাইতে পারিব, তাহাদের সামরিক প্রয়োজনই ক্রমশঃ তাহাদিগকে ইহা দেখিতে ও মানিতে বাধ্য করিবে, এবং সম্মিলিত দেশগুলির স্বাধীনতাকামী নরনারীর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ তাহাতে সাহায্য করিবে।

জনশক্তির জয়

জনমতের চাপ গত সপ্তাহে সংবাদপত্রগুলির উপর হইতে আমলাতান্ত্রিক অধীনতার ভার কিছু পরিমাণ কমাইতে পারিয়াছে। সরকার প্রেস এডভাইসরি কমিটিগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়াই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ফাসিষ্ট বিরোধী বন্দীমুক্তি সম্বন্ধেও দেশবাসীর আন্দোলনের চাপ সরকারের সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়া কিছু ফল সৃষ্টি করিয়াছে। বহু ছাত্র-কর্ম্মী দিল্লী কনভেনশন্ উপলক্ষ্যে মুক্তি পাইয়াছেন। বাংলা সরকারই এ বিষয়ে সবচেয়ে পিছনে—তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত মাত্র তিনজনের—প্রশান্ত সান্যাল, অবনী লাহিড়ী ও কনক দাস গুপ্তার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন—তাও মাত্র এক মাসের জন্য। অবশ্য বাংলার ছাত্রদের প্রিয়তম নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জিও স্বাধীনতা পাইয়াছেন। আশা করা যায় অন্য ছাত্র কর্ম্মীরাও অল্পদিনের মধ্যে বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত হইবেন এবং এক মাসের প্রত্যাহার বরাবরের প্রত্যাহারেই পরিণত হইবে।

এখনি বন্দীদের মুক্ত কর

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই মুক্তি কিছুই নয়। এখনও প্রায় ২৫০০ ফাসিষ্ট-বিরোধী কারারুদ্ধ বা গতিরুদ্ধ, তাঁহারা জনগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে জনগণ যুদ্ধে উৎসাহিত হইবে কিরূপে? বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে যাঁহারা আজও বন্দী বা গতিরুদ্ধ আছেন তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আজ একান্ত জরুরী। জাপানীরা কালেয়া হইতে আসামের দিকে যাইতে পারে, আবার আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামের দিকেও অভিযান করিতে পারে। যাহাই হোক না কেন, চট্টগ্রামবাসীদের যে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য—এ অবস্থায় এই সব বন্দী ও গতিরুদ্ধরা যদি জেলার মধ্যে চলা-ফেরা ও প্রচার করিবার অবাধ অধিকার পান তো বিপদের বিরুদ্ধে চট্টলবাসীদিগকে প্রস্তুত করিতে পারেন। আর যদি কখনও দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে জাপানীদের অধিকারে আসে তো সেই অধিকৃত দেশের মধ্য হইতে গুপ্তভাবে থাকিয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইঁহারা ছাড়া আর কে চালাইবে? আজ ইঁহাদিগকে চলাফেরার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে ইঁহারা সেদিনের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে পারেন। অথচ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহা তো দিতেছেনই না, উপরন্তু শোনা গেল স্থানীয় গোয়েন্দারা এখনও কমিউনিষ্টদের গুপ্ত কেন্দ্রের খোঁজেই সময় নষ্ট করিতেছে। খুলনাতেও ফাসিষ্ট-বিরোধী মিটিং প্রভৃতি সুরু হইবার পর হইতে মিটিং নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি জাপ-বিরোধী কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে সেখানে ব্রিটিশ বিদ্বেষ তথা জাপ-অনুকূল মনোভাবেরই যে সহায় হইবে এ বুদ্ধিও কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ঘটে নাই?

খাদ্যশস্যের জন্য কৃষকের দাবী মানো

আতঙ্ক ও দ্বিধা ছাড়াইয়া দেশবাসীকে যুদ্ধের দিকে টানিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন তাহাদের ও তাহাদের প্রিয় নেতাদের মুক্তি ও স্বাধীন চলাফেরা। দ্বিতীয় প্রয়োজন, আপদের সময় তাহারা খাদ্য পাইবে তাহার গ্যারাণ্টি দেওয়া। ভাইজাগ ও কোকনদে বোমা পড়ার শিক্ষা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে, তিন চার দিন শহরে কোন খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। ইহার জন্য দরকার এক নম্বর, শহরে খাদ্য দ্রব্য মজুত করিয়া রাখা। দু নম্বর, চাষী যাহাতে বেশী খাদ্য-শস্য ফলায় তাহার ব্যবস্থা করা। নলিনী সরকার কয়েকজন বড়লোককে লইয়া ফিরপোর হোটেলে ভূরিভোজনের পর বক্তৃতা দিলে শস্য ফলিবেনা, তাহার জন্য কৃষককে উৎসাহিত করিতে হইবে, তাহাকে ভাল বীজ ও টাকা দিতে হইবে, খাদ্যশস্য ফলাইলে জমির খাজনা মাফ করিতে হইবে, তাহার দেনার দায় অন্ততঃ বর্ত্তমানের মত বাতিল করিয়া তাহার সহযোগিতা টানিয়া আনিতে হইবে।

কমরেড ব্রাউডারের মুক্তি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি কমরেড আর্লব্রাউডার পাসপোর্ট সংক্রান্ত এক অভিযোগের অজুহাতে ১৪ মাস আগে ৪ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার দণ্ড মকুব করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। মার্কিণ সরকার এই সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট বিশ্বাস করেন যে··· এই সময়ে ব্রাউডারকে মুক্তি দেওয়ায়···জাতীয় ঐক্য বাড়াইবার সাহায্য হইবে এবং যদি কাহারও মনে সন্দেহ থাকে যে ব্রাউডারের কেসে এইরূপ অস্বাভা-বিক রকম লম্বা সাজা তাঁহার রাজনীতিক মতকে নিগৃহীত করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছিল, তো সেই সন্দেহও দূর হইবে।"

কমরেড ব্রাউডার মার্কিণ শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয় নেতা, কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালেরও বিখ্যাত কর্ম্মী। তাঁহার মুক্তিতে ফাসিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধে মার্কিণ শ্রমিক শ্রেণীর উৎসাহ ও সংগ্রাম যে বহুগুণ বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মুক্তি পাইয়া তিনি বলি-য়াছেন, "যাঁহারা আমার মুক্তিতে আগ্রহশীল ছিলেন, আমার মুক্তি উপলক্ষ্যে আমার মতই তাঁহারাও আমাদের সেনাপতির নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করিবার চেষ্টাকে আরও তীব্র করিবেন ইহাই আমি আশা করি।"

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট নেতারা ফাসিষ্টবিরোধী-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সহায় হইলেও তাঁহাদের অধিকাংশই আজও হয় কারারুদ্ধ বা গতিরুদ্ধ আর নয়তো তাঁহাদের খোজে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ঘুরিতেছে। ইঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে জনযুদ্ধে যোগ দিবার সুযোগ ভারত গবর্ণমেণ্ট আজও দেন নাই। রুজভেল্টের উদাহরণেও তাঁহাদের চোখ খুলিবে না কি?

সিভিক গার্ড

তৃতীয় প্রয়োজন দেশের মধ্যে শান্তি থাকিবে ইহার ভরসা দেওয়া এবং শান্তিরক্ষা ও দেশরক্ষার কাজে জনগণের প্রকৃত সহযোগিতা অর্জ্জন করা।

শহরে শান্তিরক্ষার জন্য সিভিক গার্ড হইয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি সিভিক গার্ড সংস্কার সম্বন্ধে এক লম্বা বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু সিভিক গার্ডদের মাসে ছ'টাকা ভাতা ছাড়া আর কোন সংস্কারই উহাতে দেখা গেল না। সিভিক গার্ড ব্যবস্থা তখনই সফল হইবে যখন দেশপ্রেমিক জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য উহাতে যোগ দিবে। উহাতে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তবেই জনসাধারণ উহাকে নিজেদের মনে করিয়া যোগ দিতে পারে। বর্ত্তমান সিভিক গার্ড প্রায় পুলিশেরই একটী ডিপার্টমেণ্ট এবং আমাদের দেশে পুলিশকে লোকে ভয়ের চোখেই দেখে। এই সিভিক গার্ড যদি কর্পোরেশন প্রভৃতি জনপ্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া যায় তবেই লোকে উহাকে আপন বলিয়া ভাবিতে পারিবে, দলে দলে উহাতে যোগ দিবে এবং উহা প্রকৃত শহররক্ষী বাহিনীতে পরিণত হইবে। নহিলে, যে পুলিশবাহিনী আজ ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধীর পিছনেই তাহার সময়ের একটা বড় অংশ অপব্যয় করিতেছে সেই পুলিসবাহিনীর তাঁবেদার সিভিক গার্ডে কোন প্রকৃত দেশ প্রেমিকই ঢুকিতে চাহিবেনা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—
সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | শনিবার, ৩০শে মে, ১৯৪২ ; ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ | প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

চট্টগ্রামে ৫০০০ স্বেচ্ছাসৈনিক তৈয়ার

জাপানীকে রুখিবার জন্য তাহারা অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষা চায়

"চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপেষু"

মহাশয়,

গত ১৩ই মে হইতে ১৫ই মের মধ্যে পটিয়া, বোয়ালখালি রুইয়া, হাটহাজারি, ফটিকছড়ি ও সীতাকুণ্ড থানার গ্রাম রক্ষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী-গুলির কয়েকটী সমাবেশে প্রায় ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক একত্র হন। তাঁহারা প্রস্তাব আকারে যে সব জিনিষ করিয়াছেন আমরা সেগুলি আপনার কাছে উপস্থিত করিতেছি।

সেজন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র দিবার জন্য এই কনফারেন্স গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিতেছে। সেচ্ছাসেবকেরা যেহেতু জনসাধাণেরই রক্ষীদল সেইহেতু তাহারা দূর দেশ বা প্রদেশ হইতে আগত সৈন্যদের অপেক্ষাও অনেক বেশী উদ্দীপনা ও স্বার্থত্যাগের সহিত দেশের জন্য লড়িতে ও মরিতে পারিবে।

২। প্রত্যেক থানায় কয়েকজন সামরিক বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে যুদ্ধবিদ্যায়, বিশেষতঃ গরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত করাইবার জন্য এই কনফারেন্স গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

৩। সমস্ত ফাসিষ্টবিরোধী বন্দী বিশেষতঃ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদিগকে এখনই মুক্তি দিবার জন্য এই সভা বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। এই বন্দীদের মুক্তি জনগণকে শুধু জাপ-প্রতিরোধে উদ্দীপিতই করিবে না, উহাতে শ্রেষ্ঠ ফাসিষ্টবিরোধী নেতাদের পরিচালনার সুযোগও তাহারা পাইবে;

৪। ব্রিটেনের গৃহরক্ষী দলের মত এখানকার গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জন্য অর্থ-বরাদ্দের ও উর্দ্দীর ব্যবস্থা করিতে এই কনফারেন্স গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

৫। শহরে বিমান আক্রমণ ঠেকাইবার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে গ্রামেও সেইরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে এই সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১। জাপানী সৈন্যর কাছে আসায় এবং এই জেলার উপকূলে বোমাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় আমাদের দেশের উপর জাপানীদের বর্ব্বর ও দস্যুসুলভ অভিসন্ধি পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। এবং জাপানী আক্রমণ রুখিবার জন্য এই জেলার গুরুত্ব সকলেরই চোখে পড়িতেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের এই সমাবেশ গবর্ণমেণ্ট ফৌজের দায়িত্ব জানে। তবুও উপরোক্ত অবস্থার বিবেচনায় এই সমাবেশ খুব তীব্ররূপেই অনুভব করিতেছে যে, শত্রুর অভিসন্ধি নষ্ট করিবার জন্য আমাদিগের অস্ত্র পাওয়া প্রয়োজন।

চট্টগ্রামে এখনও প্রায় একশো কম্যুনিষ্ট গতিরুদ্ধ

জাপানীকে রুখিতে দেশকে ইহারাই জাগাইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি দেশের অংশ জাপানীদের দখলে যায় তো শুধু ইহারাই অধিকৃত এলাকায় জাপানীকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে।

কৈফিয়ৎ তলব কর, সরকার আজও ইহাদের স্বাধীনতা দেয়না কেন?

বন্দীরাও আমাদের পিছনে

ঢাকা জেল হইতে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য মামলার বন্দী কমরেড গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী ও প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের সংবাদে চট্টগ্রামের কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কাছে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—

"চট্টগ্রামের জনসাধারণের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। স্থির প্রতিজ্ঞায় অটল হইয়া দাঁড়ান। চট্টগ্রামের জনগণই জাপানী ঘাতকদের মারিয়া হটাইবে।"

জাপ-প্রতিরোধের জন্য বন্দীদের এখনি মুক্ত কর

যুদ্ধের গতি

দুটী জার্মান অভিযানের তুলনা

গত বছর জুনমাসে নাৎসী ফৌজের রুশ অভিযান শুরু হয়। দুই হাজার মাইল যুদ্ধক্ষেত্রে সমান চাপ রাখিয়া তখন নাৎসীরা আগাইয়াছিল। এ বছর মে মাসে এগারো মাস পরে জার্মান বাহিনীর দ্বিতীয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। এ অভিযান ও আগের অভিযানে আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন জার্মান বাহিনীর মনে অজেয় আত্মবিশ্বাস ছিল, আজ জার্মান বাহিনী জয়লাভের ভরসা করে না। তখন সেনাপতিমণ্ডলী হিটলারের প্রতি ভক্তিতে গদগদ ছিল, ইতিমধ্যে এক একটী করিয়া বহু সেনাপতি হিটলারের রোষভাজন হইয়াছে। তখন জার্মান অভিযানের পিছনে মজুত যুদ্ধসামগ্রী ও সৈন্যদল ছিল প্রচুর, আজ মজুত ভাণ্ডার শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন দুই হাজার মাইল যুদ্ধক্ষেত্রে নাৎসী অভিযান সমান ভাবে দুর্দ্দম চাপ সৃষ্টি করিয়া আগাইয়াছিল, আজ অভিযানের শুরুতে ক্যারেলিয়ায়, ইল্‌মেন্‌ হ্রদের ধারে, থার্কভে জার্মান বাহিনী না আগাইয়া লালফৌজের চোটের মুখে পড়িয়াছে।

জার্মান অভিযানের লক্ষ্য

নাৎসীদের নূতন অভিযানের একটা প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ককেশাস্‌ অঞ্চল। তাহার জন্য সব চাইতে বড়ো দরকার ইউক্রেণের রেলপথ হাতে রাখা। তবেই ককেশাসের দিকে আগানো সম্ভব। কিন্তু এই লক্ষ্যের বড়ো বাধা হইতেছে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর থার্কভ আক্রমণ। এই আক্রমণ নষ্ট না করিয়া জার্মান ফৌজ ককেশাসের দিকে যাইতে পারে না। তাই এই আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য একদিকে যেমন সাম্‌নাসাম্‌নি থার্কভের যুদ্ধক্ষেত্রে মরণপণ যুদ্ধ হইতেছে, তেমনিই অন্যদিকে রষ্টভ-টাগানরোগ রেলপথ ও আজভ উপসাগরের কুল ধরিয়া আগাইবার মহড়া করিয়া জার্মান ফৌজ আশা করিতেছে যে ইহাতে থার্কভের উপর লালফৌজের চাপ কমিবে।

কার্চ উপদ্বীপ পরিত্যাগ

লালফৌজ কার্চ উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছে এই দ্বিতীয় বার। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধের গতি বড়ো কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে না। ক্রিমিয়ার জার্মান বাহিনীর পিছনে দুর্ভেদ্য বন্দর সেবাষ্টপুল রহিয়া গিয়াছে। ককেশাস্‌ ও কার্চের মধ্যে পাঁচ মাইল জলরাশি রহিয়াছে, কৃষ্ণসাগরে টহলদার লাল নৌবহর রহিয়াছে, ককেশাসে বিমানবাহী ফৌজকে রুখিবার যোগ্য সামরিক আয়োজন রহিয়াছে। উপরন্তু থার্কভে অর্থাৎ নূতন জার্মান অভিযানের মর্ম্মস্থানে লালফৌজের আক্রমণ সমানে চলিয়াছে। জার্মান অভিযান সুরু হইবার পূর্ব্বেই লাল বিমান-বহর জার্মানীর গোলাবারুদের সর্ব্বাপেক্ষা বড়ো ভাণ্ডার উড়াইয়া দিয়াছে। জার্মান ফৌজের ট্যাঙ্কের বড়াই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, থার্কভের আক্রমণ দ্বারা গত বছরের অভিযানের বিদ্যুৎগতি কাড়িয়া লইয়াছে। থার্কভের আক্রমণ কমাইবার জন্ত জার্মান বাহিনী মরিয়া হইয়া ইজুম বেরভেঙ্কোভো অঞ্চলে রুশ বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়াছে।

গণতন্ত্রের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র

লালফৌজের বিপদ কম নয়। ত্রস্ত হইবার কারণ না থাকিলেও বসিয়া থাকিবার সময় নাই। আজ বহু গণতান্ত্রিক দেশের শাসকদের মধ্যে সময় লইবার একটা মনোভাব দেখা যায়। আজ রুশ রণক্ষেত্রই দুনিয়ার গণতন্ত্রের প্রধান রণক্ষেত্র। এখানকার সঙ্কট সকলের সঙ্কট। এখানকার সঙ্কট দূর করিবার জন্ত আগাইয়া আঘাত করিবার দায়িত্ব প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা শাসকবর্গকে আজ কিছুতেই দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে না। তাই লণ্ডন শহরের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ৫০ হাজার লোকের মিলিত কণ্ঠে একই দাবী বাজিয়া উঠিয়াছে, "পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই।"

বিলাতে ৫০ হাজার লোকের দাবী

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই!

২৪শে মে লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে কমিউনিষ্টেদের এক শোভাযাত্রায় প্রায় ৫০ হাজার লোক যোগ দেয়! স্কোয়ারে এত বড় সভা যাত্রা আর কোন দিন হয় নাই। সভায় দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে সমর্থিত হয়।

পার্লিয়ামেন্টের কমিউনিষ্ট প্রতিনিধি গ্যালাচার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: আমাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে বৃটেনের উপর আক্রমণ শুরু হইতে পারে। রাশিয়া ও অধিকৃত দেশ সমুহে নাৎসীরা যদি সাংঘাতিক ভাবে লিপ্ত হইয়াও আমাদের আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমরাও নিশ্চয়ই ইউরোপ আক্রমণ করিতে পারি। ইহাই আক্রমণের উপযুক্ত সময়।

চীন-ব্রহ্ম ফ্রণ্টে

ফাসিষ্টদের অভিযান আজ সর্বস্বপণ করিয়া আগাইতেছে। রুশরণক্ষেত্রে ককেশাসের উপর নাৎসীদের নজর। তাই ইউরোপের জনগণ লক্ষকণ্ঠে দাবী করিতেছে, "দ্বিতীয় ফ্রণ্ট পত্তন করিয়া রুশের সঙ্কট দূর কর, ফাসিষ্টদের ধ্বংস কর।" অপরদিকে জাপান চীনের সাথে বাহিরের যোগাযোগ নষ্ট করিয়া চীনকে একাকী ধ্বংস করিবার জন্য ক্রমেই আগাইতেছে। চীনাবাহিনী কাথা হইতে সরিয়া আসিয়াছে। কাথা—ভামো—টাঙ্গুয়ে দিয়া চীনের ভিতর যে আর একটি পথ গিয়াছে, কাথা সেই পথে যাইবার ব্রহ্মের শেষ রেল ষ্টেশন। এই পথটিও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। ওদিকে ব্রহ্মের শান রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বে কেংটাং সহরের দিকে জাপানীরা ইন্দোচীন ও শ্যাম হইতে আগাইরা আসিতেছে। ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ তিন দিক হইতেই জাপানীরা চীনের দিকে চাপ দিতেছে। এইভাবে জাপানীরা চীনাবাহিনীকে বৃটিশ বাহিনীর সহিত যোগাযোগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পিষিয়া মারিতে চায়, চীনকে কোণঠাসা করিয়া পরাজিত করিতে চায়। কিন্তু এইভাবে চারিদিক হইতে চাপের মধ্যে পড়িয়াও চীনা ফৌজ সাহসের সহিত লড়িতেছে। উত্তর ব্রহ্মের চীনপথের শেষ রেল ষ্টেশন মিচিনায় চীনা ফৌজ আক্রমণ চালাইয়াছে। এদিকে পর পর কয়েকদিন বৃটিশ বিমান বহর আকিয়াবে বোমা ফেলিয়া জাপানীদের ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আকিয়াবের নিকটে মায়ু নদীতে বোমা ফেলিয়া কয়েকখানি ষ্টীমার ও নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে।

বৃটিশ কমিউনিষ্টপার্টি ও ভারতবর্ষ

গত ২৫শে মে লণ্ডনে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ভারত সম্পর্কে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। (১) সম্মিলিত জাতিগুলির সহযোগে ভারতের জনগণ যাহাতে আত্মরক্ষার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সহিত অবিলম্বে মিটমাটের আলোচনা শুরু করিয়া দাও, (২) সমস্ত ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি কর, ভারতীয় শিল্পের উপর সর্ব্বপ্রকার বাধাবন্ধক তুলিয়া লও ও সকল রকমে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় জনগণকে সংগঠিত হইতে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য কর। তাহা ছাড়া ১৯৪২ সালের মধ্যেই জিতিবার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা ও ডেলি ওয়ার্কার কাগজের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার দাবীও জানানো হয়। ডেলি ওয়ার্কারের একজন ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কমরেড উইলিয়ম রাস্‌ট বক্তৃতায় বলেন যে এই নিষেধাজ্ঞা যে উঠিবেই তাহা এখন দেখা যাইতেছে।

ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই

শুধু মিচিনা বা আকিয়াবে বোমা ফেলিয়াই জাপানীদের হারানো যাইবে না। ব্রহ্মের দুরবস্থার কথা বলিতে গিয়া ওয়াভেল খোলাখুলিই বলিয়াছেন—"বর্ষাকাল পর্য্যন্ত আমরা উত্তর ব্রহ্ম ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু জাপানীরা চীনা ব্যূহ ভেদ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। আমাদের সৈন্যেরা একটুও বিশ্রাম না করিয়া মাসের পর মাস লড়াই করিয়াছে।" কিন্তু তবু ব্রহ্ম ছাড়িয়া আসিতে হইল কেন? ওয়াভেলই তাহার উত্তর দিয়াছেন—"নতুন মাল মসলা তাহারা কমই পাইয়াছিল, সুখ সুবিধাও কম ছিল" এবং সব চাইতে বড় কথা ছিল, "সর্ব্বদাই আমাদের সৈন্যদের পিছনে শত্রুভাবাপন্ন বর্ম্মীদের লাগিবার সম্ভাবনা ছিলো।"

আজ যখন শত্রু আসাম ও বাংলার দিকে হাত বাড়াইয়াছে তখনও কি ব্রহ্মের এই শিক্ষা গভর্ণমেণ্টের চোখ খুলিবে না? জাপানকে ঠেকাইতে হইলে চাই জনগণের পূর্ণ সমর্থন, সেজন্য চাই জনগণের প্রিয় নেতাদের মুক্তি। ভারতের ধনবল ও জনবল পূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়া জাপানকে রুখিবার জন্য চাই লোকপ্রিয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। আজ ভারতের ধনবল একত্র করিতে পারিলে আমরা জাপানী আক্রমণ রুখিয়া নিজেরাতো বাঁচিবই উপরন্তু ইরাণ ও ককেশাসের পথে রুশকে এবং আসামের পথে চীনকে সাহায্য করিতে পারি। তাই আজ ভারতকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। প্রতিবেশী চীন ও রুশকে রীতিমত সাহায্য করিতে পারে একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত ভারতের জনগণ। তাই আজ ভারতকে বাঁচাইবার জন্য, সমস্ত দুনিয়ার শত্রু ফাসিষ্টদের ধ্বংসের জন্য ধ্বনি তুলিতে হইবে—"ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই!" "ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই।"

সম্পাদকীয়

হোম গার্ড বা গৃহরক্ষী দল

বাংলার প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত পল্লী অঞ্চলে গৃহরক্ষী দল (হোম গার্ডস্‌) গঠন করা হইবে। উহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষায় সাহায্য করা। তাহা ছাড়া শত্রু অবতরণের সন্ধান রাখা, কোন স্থান হইতে লোক অপসরণ করা হইলে তাহাদের আশ্রয় ও সুবিধার ব্যবস্থা করা, সঙ্কট সময়ে জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়েও উহাদের দায়িত্ব থাকিবে। উহারা মাহিনা পাইবে না এবং সরকারী শাসনবিভাগীয় কর্ম্মচারিদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। স্থানীয় বে-সরকারী হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্য হইতে দুইজন প্রভাবশালী লোক লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়ন বা এলাকায় গৃহরক্ষী দলের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হইবে। এবং ২৫ জন বা তাহারও বেশী লোক লইয়া দল গঠনের ভার ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হইবে। তাহাদের হাতে বর্ত্তমানে লাঠি দেওয়া হইবে এবং বন্দুকের লাইসেন্স তাহারা যাতে সহজে পায় তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

ইহার পর খবরের কাজে প্রকাশ যে, ভারত সরকার নাকি গ্রামে গ্রামে এইরূপ রক্ষীদল গড়িবার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়াছে। ভারত সরকারের মতে গ্রামের জমিদার বা মাতব্বরদের অধীনে এইরূপ দল গঠন করা উচিত। যেখানে সম্ভব সেখানে এই দলের কোন কোন সভ্যকে বন্দুক দেওয়া যাইবে এবং লাইসেন্স পাওয়ার বিধিনিষেধও কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ করিয়া দেওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের সমুদ্র উপকূল খুব বিস্তীর্ণ। তাহার উপর বাংলা তথা সমস্ত পূর্ব্ব-ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র বঙ্গোপসাগরে বর্ত্তমানে জাপানীদের যথেষ্ট প্রভুত্ব। এই অবস্থায় উপকূলের যে কোন নির্জ্জন, অরক্ষিত বা অল্প রক্ষিত অঞ্চলে জাপানীরা সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করিতে পারে। ভারত সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল ভারতরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে মাস দেড়েক আগে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, আমাদের ফৌজের পক্ষে এই বিস্তীর্ণ উপকূলের সব জায়গায় পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই জাপানীদের পক্ষে বাংলার কোন কোন স্থানে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। ব্রহ্ম ও মালয়ে দেশের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া (ইনফিল্‌ট্রেশন) তাহারা যথেষ্ট দক্ষতাও দেখাইয়াছে, সুতরাং সেই পদ্ধতিই হয়তো তাহারা বাংলার ক্ষেত্রেও কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিবে।

এইরূপে কিংবা বিমান হইতে শত্রু দেশের মধ্যে নামিতে পারিলে বা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলে তাহারা আমাদের ফৌজকে পিছন হইতে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইতে পারে, দরকারী সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি নষ্ট করিতে পারে, লোকের ফসল ও ধনদৌলত কাড়িয়া লইতে পারে এবং তাহা ছাড়া দেশের মধ্যে বড় রকমের আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ অবতরণে বাধা দেওয়া, দেশের মধ্যে যাহারা বিভীষণের কাজ করিতেছে তাহারা যাহাতে ইহাদের সাহায্য না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, তাহারা বেশীদূর অগ্রসর হইবার আগেই আমাদের ফৌজ যাহাতে খবর পাইয়া তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা এ সব খুবই দরকার।

একে তো আমাদের এই বিরাট দেশ, তাহার উপর সরকারই বলিতেছেন যে আমাদের সামরিক আয়োজন যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় ফৌজের লোকেরা এরূপ অবতরণের খবর রাখিবে বা তাহাদের প্রাথমিক অবতরণের বাধা দিবে ইহা আশা করাই অন্যায়। দেশ আমাদের, দেশ জাপানীর হাতে গেলে আমাদের ফসল, ধনদৌলৎ যাইবে। কাজেই জাপানীকে বাধা দিবার জন্য আমাদের মত জনসাধারণকেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং ফৌজের সঙ্গে যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে হইবে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের গৃহরক্ষীদলই শত্রু অবতরণের বিরুদ্ধে পাহারা দিতে পারে, বিভীষণ বাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিতে পারে এবং ছোটখাট শত্রুদলের সঙ্গে লড়িতে পারে।

উপকূল অঞ্চল ছাড়া দেশের ভিতরে সর্ব্বত্রই এরূপ গৃহরক্ষী দলের যথেষ্ট প্রয়োজন। এক তো জাপানীরা আসিলে দেশের ভিতরে অনেক বিশৃঙ্খলা, লুঠতরাজ ইত্যাদি ঘটিতে পারে—তাহা বন্ধ করিবার জন্ত তখন সামরিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ গৃহরক্ষী দলই তখন দেশের লোককে রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান দিনের সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে শুধু ফৌজ শত্রুকে ঠেকাইতে পারে না, দেশের লোকের নিরস্ত্র এবং এবং যেখানেই সম্ভব সশস্ত্র সাহায্য পাইলে তবেই আমাদের ফৌজ দুর্ধর্ষ শত্রুকে রুখিতে পারে। এই কাজেও গৃহরক্ষী দল অগ্রণী হইতে পারে। এবং শত্রু কোন অংশ অধিকার করিলে ইহারাই তাহার ভিতরে থাকিয়া চোরাগোপ্তা গরিলা লড়াই চালাইতে পারে।

সহজেই বুঝা যায় যে গৃহরক্ষী দলের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কঠিন, এমন কি ফৌজের সিপাহীর চাইতেও কঠিন কারণ সিপাহীর হাতে নানা রকমের অস্ত্র আছে, গৃহরক্ষীর হাতে সামান্য অস্ত্র থাকিবে। এ অবস্থায় কিছু কিছু খয়েরখাঁ বা জো-হুকুমকে লইয়া গৃহরক্ষী দল গড়িলে তাহা যে কোন কাজেই আসিবে না তাহা বলা বাহুল্য। রক্ষীদল সফলভাবে দেশরক্ষায় সাহায্য করিতে পারিবে কি না তাহা নির্ভর করে প্রথমতঃ গ্রামবাসীরা নিজের ইচ্ছায় ও দেশরক্ষা করার আগ্রহে ইহাতে দলে দলে যোগ দেওয়ার উপর। দ্বিতীয়তঃ ইহার কাজের সময় সমস্ত গ্রামবাসীর সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি ইহারা পায় কিনা তাহার উপরও নির্ভর করে, কারণ সমস্ত গ্রামবাসীর সমর্থন না পাইলে সামান্য ২৫ জন গৃহরক্ষী তাহাদের অল্প অস্ত্র লইয়া লুঠ তরাজই বা কিরূপে রুখিবে, আর ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত জাপানীদের সঙ্গেই বা কিরূপে লড়িবে। কাজেই গৃহরক্ষী দল এমন ভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে সমস্ত গ্রামবাসী উহাকে নিজের জিনিষ বলিয়া ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে। সরকার সহরে বহুদিন হইল সিভিক গার্ড করিয়াছে, কিন্তু উহা এখনও জনপ্রিয় হইতে পারিল না তাহার প্রধান কারণ উহা পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, উহার উপর জনমতের কর্ত্তৃত্ব ও সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অভিজ্ঞতার পরও মন্ত্রীমণ্ডলী সরকারী মনোনয়ন ও শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃত্বের উপরই গৃহরক্ষী দল গঠনের সিদ্ধান্ত করিল ইহা খুবই আশ্চর্য্য। ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছে, গৃহরক্ষী দল গ্রামের জমিদার ও মাতব্বরদের অধীনে থাকিবে—তাহা আরও অদ্ভুত। দেশের সাধারণ চাষী ও গৃহস্থ নিজের ঘরবাড়ী ও দেশ বাঁচাইবার আগ্রহে ইহাতে যোগ দিলে তবেই এই গৃহরক্ষী দল তাহার কঠিন কর্ত্তব্য করিতে পারিবে—জমিদার ও মাতব্বরেরা সাধারণতঃ মোড়লি করিয়াই দিন কাটান, ঐরূপ কঠিন পরিশ্রম ও সাহস তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের সাধারণ চাষী ও গৃহস্থরা জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচারের ভুক্তভোগী। যে দলের উপর জমিদার প্রভৃতির মোড়লি সে দলে চাষী স্বেচ্ছায় যোগও দিবে না, তাহাকে বিশ্বাসও করিতে পারিবে না। ইহাতে গৃহরক্ষী দলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রস্তাবও খুবই ত্রুটীপূর্ণ। কিন্তু তবুও গ্রাম অঞ্চলে বলিয়া গৃহরক্ষী দলের লোকদিগকে শহরের চাইতে অনেক বেশী জনসাধারণের নিকট সংস্পর্শে আসিতে হইবে, তাই উহার উপর গ্রামবাসীর প্রভাব পড়িবে। দ্বিতীয় খানিকটা বে-সরকারী কমিটির কথা রহিয়াছে বলিয়া উহার ভিতর দিয়াও গ্রামবাসী কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। তৃতীয়, রক্ষীদল আপাততঃ মাহিনা বা ভাতা পাইবে না বলিয়া, যাহারা দেশরক্ষা ও দেশপ্রেমের আগ্রহে ইহাতে আসিতেছে তাহারা ছাড়া বাজে লোক খুব বেশী ইহাতে আসিতে চাহিবে না। সুতরাং গ্রামবাসী দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে এই রক্ষাদল গঠনে আগাইয়া আসিতে হইবে এবং চেষ্টা করিলে ক্রমে ক্রমে তাহারা ইহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা ইহাতে ঢুকিলে ইহা সিভিক গার্ডের মত দেশের লোকের উপর সর্দ্দারি বা গোয়েন্দাগিরির যন্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে না, উহা প্রকৃতই দেশরক্ষা ও জনসাধারণের সুবিধা বিধানের অস্ত্র হইবে।

কিন্তু ইহার জন্য জনসাধারণকে সজাগভাবে সর্ব্বদা চাপ দিতে হইবে। প্রতি জেলায় নেতৃস্থানীয় কমরেডরা স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করুন এবং যাহাতে উপযুক্ত দেশসেবীকে কমিটিতে লওয়া হয় ও ক্যাপ্টেন মনোনয়ন করা হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। ইউনিয়নে ইউনিয়নে সভা করিয়া জনসাধারণের কাছ হইতেই কমিটি মেম্বর, ক্যাপ্টেন ও রক্ষী সকলকেই নির্ব্বাচিত করুন ও কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গ্রামবাসীদের সহি সহ সেই সব নাম উপস্থিত করুন। রক্ষীদের সকলের জন্যই সড়কি, তলোয়ার ও বন্দুকের দাবী করুন! রক্ষীদলের কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাত হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে আনিবার জন্য আন্দোলন করুন, গণ-দরখাস্ত পাঠান ডেপুটেশন পাঠান।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভুলিলে চলিবে না, কারণ উহারাই জনগণের মিলিত চেষ্টায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক রক্ষীদল গঠনের সূচনা। লীগ, কংগ্রেস, কৃষকসভা, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া যে সব স্বেচ্ছাসেবক দল তৈয়ারী হইয়াছে বা হইবে তাহাদের ভালভাবে কাজ করান, যেখানে তাহারা রাজী হইবে সেখানে সরকারী রক্ষীদলের সঙ্গে সহযোগিতা করুন,—পরে ক্রমশঃ এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও সরকারী রক্ষীদল মিলিয়া প্রকৃত গৃহরক্ষী বাহিনী গড়িয়া উঠিবে।

পাটনায় আমরা প্রথম জনযুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করলাম। তখন পর্য্যন্ত আমাদের সংশয় ও সন্দেহের শেষ নেই—বিরামহীন বিতর্ক চলেছে জনযুদ্ধের নীতি নিয়ে। তারপর পাঁচমাস কেটে গেল; ছাত্রবন্ধুদের নতুন জীবন নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন ইতিহাস রচনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাজের বাস্তব স্পর্শে নীতি স্পষ্ট হয়ে এলো। তারপর দিল্লীর এই ছাত্র সমাবেশ—এখানে পাটনার সেই বুদ্ধিচাঞ্চল্যের বদলে দেখলাম ছাত্রবন্ধুদের মুখে প্রতিরোধের অনমনীয় সংকল্প ও জনযুদ্ধে অবিচলিত বিশ্বাস। পাটনায় দেখেছি ছাত্রদের মধ্যে বিহ্বলতার চিহ্ন, দিল্লীতে দেখলাম এই বিহ্বলতার অবসানে যুদ্ধজয়ের এক আত্মবিশ্বাসী পূর্ণ পরিকল্পনা। বাকসর্বস্ব চিন্তা বাদ দিয়ে প্রতিরোধ-আয়োজন সব থেকে বড় হয়ে দেখা দিল।

ভারতবর্ষের স্থলপথ ও সমুদ্রপথে জাপানের নিষ্ঠুর অভিযান সুরু হয়ে গিয়েছে। জাপানী অভিযান আমাদের দেশবাসীর কাছে বাস্তব মুর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। চট্টগ্রামে শত শত ভারতবাসী তাদের শুধু ঘরবাড়ীই হারায়নি, সেইসঙ্গে তাদের শত শত প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। তাই এই দিল্লী সম্মেলন আমাদের বাস্তব শিক্ষা দিয়েছে, বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা দূর করে দিয়েছে। সম্মেলন দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে—আজ আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সম্মান জাপানীদের হাতে বিপন্ন হ'তে, আমাদের মাটি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতি জাপানীদের হাতে বিনষ্ট হ'তে আমরা দেব না। আজ সমস্ত দেশ জুড়ে ঐক্য আনতে হবে। সমগ্র দেশ এক হয়ে শত্রুর কবর রচনা করবে।

দিল্লী ছাত্র সমাবেশে এবার সব থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিষয় হ'লো, সদ্যমুক্ত ছাত্রনেতাদের একত্র সমাগম, যাঁরা মুক্তি পেয়ে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং নতুন ও পুরাতন কর্ম্মীদের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই মুক্তির পেছনে রয়েছে প্রবল জনমত ও আন্দোলন। সম্মেলনের কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র নেতাদের মুক্তির সংবাদ সংবাদপত্রের মারফৎ আমরা জানতে পারি। কিন্তু বাংলা সরকার শেষ পর্য্যন্তও এ সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক, অথচ সম্মেলনের আর দেরী নেই। কলকাতা ও মফঃস্বলের ছাত্র-কর্ম্মীদের মধ্যে তাই দেখা গেল কিছুটা বিষাদ, কিন্তু তারা না দমে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করল—ছাত্রনেতাদের আমরা চাই-ই। তাই সহরের পাড়ায় পাড়ায় পল্লীর ঘরে ঘরে ছাত্রকর্ম্মীরা নেতাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে হাজার হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগল। সর্ব্বত্র সভাসমিতি শোভাযাত্রার ভেতর দিয়ে আওয়াজ উঠল—"ছাত্রনেতাদের ছেড়ে দাও।" জেলাতেও ছাত্রকর্ম্মীরা জনসাধারনের কাজ থেকে স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রচার করেছিলেন; সভা ও মিছিলে দাবী ধ্বনিত হয়েছে; পাড়ায় পাড়ায় গণনাট্যের মধ্য দিয়ে জনমতের সৃষ্টি হয়েছে।

১৫ই দিল্লীতে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ১৩ই সন্ধ্যায় কলকাতার ছাত্ররা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বন্দীমুক্তি কন্‌ভেন্‌শনে নেতাদের

বাংলার ছাত্র আন্দোলনের স্রষ্টা বিশ্বনাথ মুখার্জী।

> বজ্র কণ্ঠে তোল আওয়াজ
> রুখবো দস্যুদলকে আজ
> দেবেনা জাপানী উড়োজাহাজ
> ভারতে ছুড়ে স্বরাজ।

মুক্তির তীব্র দাবী জানান। সভার শেষে সহসা দেখা গেল—কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতাকে, যাদের আমরা গত দুবছর আন্দোলনের পুরোভাগে পাইনি। দেখা গেল বাংলার ছাত্র আন্দোলনের স্রষ্টা বিশ্বনাথ মুখার্জ্জীকে; গগণবিদারীধ্বনি উৎসাহ ও প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিল্লী যাওয়া স্থির হয়ে গেল। আন্দোলনের সাফল্য আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ়তর করে তুলল।

আমরা যেদিন দিল্লী পৌছলাম সেদিনই সন্ধ্যায় স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে নিঃ ভাঃ ছাত্র কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হয়। স্বামীজির তেজোদৃপ্ত অভিভাষণের মধ্যে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়সংকল্প ফুটে উঠেছিল তা' সমবেত সকলকেই উদ্দীপিত করে তোলে। সভামঞ্চে পাঞ্জাবের সোহনসিং জোষ এম, এল, এ, ডাঃ আশ্রফ, সজ্জাদ জাহির, বি, পি, এল, বেদী রজনীপ্যাটেল প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রদেশের সদ্যমুক্ত ছাত্রনেতাগণের এরূপ একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোন ছাত্রসম্মেলনে দেখা যায়নি।

পরের দিনই সকালে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভা বসলো। আলোচিত প্রস্তাবগুলি দুপুর ও সন্ধ্যার সাধারণ সভায় গৃহীত হলো। দীর্ঘবক্তৃতার দিন আর নেই; এবার চাই আসল কাজ। প্রস্তাবের তীক্ষ্ণ ও বিশদ নির্দ্দেশ এবার প্রত্যেক ছাত্রকর্ম্মির কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট।

সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাব ছিল স্বাধীনতার এই জনযুদ্ধ ও আমাদের কর্ত্তব্য। এতে আমাদের রাজনৈতিক নীতি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাপানী দস্যুদের বাধা দেবার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আজ অপরিহার্য্য; জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনের ভেতর দিয়েই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ তাই ছাত্রদের কর্ত্তব্য—ভারতের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সভ্যতা ও

দিল্লী ছাত্র কনভেনসন

পাটনায় সৈনি[illegible]কল্প, দিল্লীতে যু[illegible]ন

আন্দোলনের চাপে-মুক্ত [illegible]হিত ছাত্রদলের জয়যাত্রা

এবার আমরা বন্দুক [illegible]নের মুখে কথা বলব

(শঙ্ক[illegible])

স্বাধীনতার শত্রু জাপানকে প্রতিহত করা; [illegible] মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করবো, এছাড়া এই মুহূর্ত্তে করার মত বহুকাজ আমাদের সামনে রয়েছে। আজ সৈন্যদলের সঙ্গে জনসাধারণে[illegible] সংযোগ সাহচর্য্য স্থাপনের জন্য ও সৈন্যদের মধ্যে গভীর দেশপ্রেম জাগাবার জন্য ছাত্রদের বাহি[illegible] গঠন করতে হবে। সৈন্যদলে সর্ব্বসাধারণের প্রবে[illegible] ধিকার ও সেনাবাহিনীকে গণতান্ত্রিক সংগঠ[illegible] পরিণত করার দাবী জানিয়ে জনমত গড়ে তুল[illegible] হবে। এ, আর, পি সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়ে[illegible] এ, আর, পি দেশরক্ষার একটী প্রধান জরুরী অঙ্গ[illegible] ছাত্রদের কাজ শুধু জনসাধারণকে এ-আর-পি সম্ব[illegible] সচেতন করাই নয়। প্রত্যেককে আজ এ, আ[illegible] পিতে যোগ দিতে হবে এবং একে এমনভা[illegible] গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান করে তুলতে হবে, যাতে ক[illegible] এর গা থেকে পুরানো আমলাতান্ত্রিক খোলস খু[illegible] পড়ে যায়। অত্যন্ত পটু এবং উদ্যমশীল এ-আর-[illegible] কর্ম্মীরাই একমাত্র যে সামরিক জনসাধারণের আত[illegible] নিরসন করতে পারে; আর এ কাজ একমাত্র দেশ[illegible] প্রেমিক কর্ম্মীদের দ্বারাই সম্ভব। এই সম্মেলনে বন্দীমুক্তির দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। আর একটী প্রস্তাব নেওয়া হয় ছাত্রদের যুদ্ধকালী[illegible] দাবী সম্বন্ধে। এই প্রস্তাবে বর্ত্তমান লোকাপসারণে[illegible] বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কগ্রস্ত নীতির বদলে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা[illegible] দাবী জানানো হয়। আরো বলা হয় যে:—

গ্রন্থাগারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; এ[illegible] বিজ্ঞানশিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে। রাজনৈতি[illegible] শিক্ষার ক্লাস খোলার জন্যে ও দাবী জানানো হয়[illegible] এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগর[illegible] আসবে। ছাত্রদের এ, আর, পি, শিক্ষা দিতে হবে এবং ছাত্রীদের প্রাথমিক শুশ্রূষা শিক্ষার ব্যব[illegible] করতে হবে। সংগঠন বিষয়ক প্রস্তাবে বহু ছা[illegible] ফেডারেশন কোটা (প্রাপ্য চাঁদা) ও রিপোর্ট দাখি[illegible] শৈথিল্যের পরিচয় দেওয়ায় তাদের তীব্র সমালোচ[illegible] করা হয়। আজকের দিনে সংগঠনের শৃংখলা [illegible] দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাবে জোর দেও[illegible] হয়। সংগঠনিক প্রস্তাবটীর সম্মেলনের বিশে[illegible] গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।

প্রস্তাবগুলির উপর যে সব বক্তৃতা দেওয়া হ[illegible] সেগুলি সহজ সাধাসিধে হওয়ায়, বক্তৃতাগুলি খু[illegible] চমকপ্রদ হতে পারে নি। বক্তৃতায় পরিষ্কা[illegible] সোজা, জোরাল কথা ছিল—কেমনভাবে আ[illegible] সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সংগঠনে[illegible] সমস্যাকে কী ভাবে দ্রুত সমাধান করতে হবে

[illegible]ত কর্ম্মীরাও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মুক্ত [illegible]দীরা যখন এক এক করে বলতে উঠলেন, মণ্ডপে সহস্র হাতের করতালি দ্বারা সমস্ত [illegible]ই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লো। সংগঠনবিষয়ক [illegible]র যে তেমন উৎসাহপূর্ণ আলোচনা হয় নি, [illegible]ত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈঠকী আলোচনার [illegible] ও সম্মেলনের এই প্রস্তাবের আলোচনা অনেক [illegible]র্ণ হত।

[illegible]রপর সোমেন চন্দের মৃত্যুর একটি শোকসূচক [illegible] গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, সোমেনের হত্যাকারীরাই হচ্ছে জাপানী গুপ্তঘাতকের [illegible]ই সব দেশদ্রোহীদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান [illegible] হবে। দিল্লীসম্মেলনে যারা সভার কাজে [illegible]ষ্টি করতে চেয়েছিল, তারা দিল্লী ফরোয়ার্ড [illegible] কয়েকজন মুষ্টিমের অনুচর মাত্র। তারা [illegible] বাধা দিতে চেষ্টা করে ও চীৎকার করে [illegible]ল সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের [illegible]র বলিষ্ঠ হাত তাদের দ্রুত রণে ভঙ্গ [illegible]র সাহায্য করে। দেশের যারা শত্রুতা [illegible] আমরা তাদের জবাব দিতে এতটুকু [illegible]ও নই।

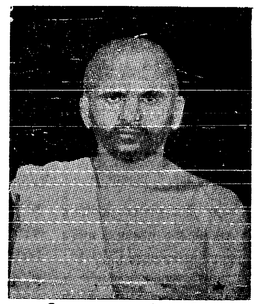

[illegible]ই মে সকালে এ, আর, পি, প্রদর্শনী হ'ল। [illegible] ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শনীতে "উদ্ধারকার্য্য" [illegible] সকলকে চমৎকৃত করেন। বাংলার [illegible]নিধিরা "ষ্টিরাপ পাম্প" সাহায্যে অগ্নি-[illegible]ন উদ্ধারকার্য্য ও প্রাথমিক শুশ্রূষার কৌশল [illegible]। তাঁরা আগে থেকে খুব তৈরী না [illegible] প্রদর্শনী মন্দ হয় নি। প্রস্তুত না হয়ে [illegible] জন্য বাংলার প্রতিনিধিদের অপরাধ ক্ষমা [illegible]যায় না। কারণ, আজ আমাদের প্রত্যেক [illegible]মনপ্রাণ দিয়ে অভ্যাস করতে হবে। উদ্যমের [illegible] আমাদের আন্দোলনকে দুর্বল করবে। [illegible]ল বিভিন্ন শিবিরে ঘুরে বেড়িয়ে প্রতিনিধিরা [illegible] পরিচয় করেন ও বিশদভাবে স্থানীয় সমস্যা [illegible]দি নিয়ে আলোচনা চালান। পরের দিন [illegible]স্কৃতিবাসর অনুষ্ঠিত হ'লো, সেটাই হচ্ছে [illegible]নের সমাপ্তি অধিবেশন। প্রত্যেক প্রদেশ [illegible] জাতীয় প্রতিরোধের গান সমবেত কণ্ঠে [illegible] হয়। বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা সুভাষ [illegible]াধ্যায়ের "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" নামে যে [illegible] করেন সেটাই শ্রেষ্ঠ গান বলে বিবেচিত হয়। [illegible] ও পাঞ্জাবের ছাত্রকর্ম্মীরা গননাট্য অভিনয় [illegible]। সম্মেলনে চিত্রপ্রদর্শনীর ও ব্যবস্থা হয়। [illegible]বচেয়ে আমরা উত্তেজনা পেলাম যখন শুনলাম পাঞ্জাব ছাত্র ফেডারেশন লাহোরে গরিলা স্কুল খুলছে। সামরিক অফিসাররা এখানে শিক্ষা দেবেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাটনা ও দিল্লী সম্মেলনের মধ্যে প্রভেদ এইখানে স্পষ্ঠ হয়ে উঠলো। আর কথা নয়, এবার আমরা বন্দুক আর কামানের মুখে কথা বলবো। যারা একদিন আমাদের কথার তুবড়ি বলে এসেছে, তারা দেখুক সৈনিক আমরাই।

ট্রেনে আসতে আমরা সমস্ত কামরা গান ও বক্তৃতায় মুখর করে তুলেছিলাম। আমাদের পথ জনগণের পথ। তাই আমাদের বক্তৃতায় একজন সাধারণ যাত্রী এত উল্লসিত হয়েছিলেন যে, শেষে তিনিই উত্তেজিত হয়ে সহযাত্রীদের বললেন, জাপান স্বাধীনতার শত্রু; তাকে আমরা রুখবোই। সমস্ত ট্রেন তখন এক আশ্চর্য্য চেতনায় দীপ্ত। আমরা দেখলাম জাতীয় নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও দেশে প্রতিরোধের শক্তি জাগছে। আমরা দ্বিগুণ আত্ম-বিশ্বাস পেলাম গণশক্তির উদ্বোধনে। আমরা জয়ী হবোই।

ট্রাম শ্রমিকের জন্য

ট্রাম শ্রমিকদের আবার জয় হইল। আমরা তাহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

কি পাইলাম, কি দাবী রহিয়াছে

এইবারকার জয়ের সম্পূর্ণ অর্থটা হয়ত শ্রমিক ভাইরাও এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য জয় যে হইয়াছে তাহা তাহারা দেখিতেছেন—যেমন, প্রথমত ২৩শে তারিখেই তাঁহাদের ৫ জন ভাই আবার কাজ পাইয়াছেন, কেহ তাহা আটকাইতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, এবারকার মাহিয়ানার তারিখেই তাঁহারা সকলে দু'মাসের মত টাকা আরও পাইবেন—সে টাকাটা 'অগ্রিম' বলিয়া ধরা হইবে, না 'বোনাস' বলিয়া ধরা হইবে, তাহা বিচার করিবেন বাংলার সরকার। তারপর, তাঁহাদের এক লাভ, সকলের মাসে ৫৲ টাকা করিয়া 'মাগ্‌গী ভাতা', এবং আর এক লাভ সকলের 'প্রভিডেণ্ড ফণ্ড' পাওয়া আর কোম্পানিরও সেই ফণ্ডে তাহাদের মতোই টাকা জমা দেওয়া। এই দুইটি দাবী কোম্পানি আগেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল—এবার আর ঐ প্রশ্ন নাই; সরকারের বিচারে তাহাও নিশ্চয়ই পাশ হইবে। অন্যান্য দাবীগুলিও সবই এবার সরকারের বিচারে উঠিবে:—

১ মাসের প্রিভিলেজ লীভ, ১৫ দিনের ক্যাজুয়েল লীভ, ও সিক্ লীভের কথা; (৪) বেতন বৃদ্ধি ও 'গ্রেডের' কথা, (৫) চাকরি পাকা করার কথা, (৬) বিমান আক্রমণের জন্য আশ্রয়স্থল (shelter), পাকা বাসস্থল প্রভৃতির কথা। (৭) নিম্ন-মজুরদের উর্দ্দি, জুতা প্রভৃতির কথা, (৮) হরতালের দিনের বেতনের কথা—সব কথারই এই সরকারী মধ্যস্থতায় বিচার হইবে। সেই বিচারের ফল কোম্পানি মানিয়া লইতে বাধ্য—কোম্পানির আর টালবাহানা করিবারও পথ থাকিবে না। ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষে জয় তাই একেবারে পরিস্কার।

ভারতের কৃষক আন্দোলনের স্রষ্টা স্বামী সহজানন্দ।

> আজ যদি আমরা জাপানীদের এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়াইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করি তাহা হইলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব।
> —স্বামী সহজানন্দ।

শক্তি কোথায়? সংগঠনে

বুঝা দরকার—ট্রামশ্রমিকেরা জয়লাভ করিতে পারিল কেন? সহজেই ইহা বুঝিতে পারি—নিজেরা তাঁহার শক্তি রাখেন বলিয়া। সেই শক্তি তাঁহাদের কোথায়?—নিজেদের একতায়, নিজেদের সংগঠনে, নিজেদের ইউনিয়নের কর্ম্মতৎপরতায়। এই কথাটি মনে রাখা দরকার—ইউনিয়ন তাঁহাদের, তাঁহারাও ইউনিয়নের; তাঁহারাই আবার কলিকাতা ট্রাম ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের হাত-পা মন-প্রাণ।

ট্রামওয়ে ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের ইতিহাস

কলিকাতা ট্রামওয়ার্কর্স ইউনিয়ন-এর ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস—ইউনিয়নের শ্রমিকেরা তাহাতে গর্ব বোধ করেন। ট্রাম কারখানার শ্রমিকেরা জানেন—সে ইউনিয়ন তাঁহাদের কি দিয়াছে, কি করিয়াছে। কোম্পানি স্বীকার করে না,—তাহাতে ইউনিয়ন ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সরকার সেই ইউনিয়নের উপর বিরূপ—তাহাতেও ইউনিয়নের কর্ম্মীরা ভয় পায় নাই। আজও আমাদের ইউ-নিয়নের সেক্রেটারি ইস্‌মাইল ভাই বিনা বিচারে বন্দী; পরবর্ত্তী সেক্রেটারি গোপাল আচার্য তেমনি বন্দী; ভাইস-প্রেসিডেন্ট সোমনাথ লাহিড়ী কলিকাতা হইতে বিতাড়িত;—পূর্ণেন্দু দত্ত রায়, সুধীর ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর গাঙ্গুলী, নরেন সেন, কুমুদ সরকার, পুলিন ব্যানার্জি, সুনির্মল সেন, কল্পনা দত্ত, সুধাংশু দাসগুপ্ত, প্রেমাংশু দাসগুপ্ত, কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চতুর আলী—সবাই হয় বিতাড়িত, নয় জেলে। তবু কলিকাতা ট্রাম ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন হটে নাই—এমন বীরত্বের ইতিহাস, এমন সাহসের ইতিহাস,—ভারতবর্ষের আর কয়টি ইউনিয়নের আছে?

এই কথা জানেন ট্রামের কারখানার শ্রমিক ভাইরা, আর এই কথা বুঝিয়াছেন ট্রামের ড্রাইভার

ও কন্ডাক্টর ভাইরা। বুঝিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারাও আজ কারখানার ভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন মাস তিনেক যাবৎ এই ট্রাম ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের মধ্যে ড্রাইভার ও কন্ডাক্টররাও প্রায় সকলে সং-গঠিত হইয়াছেন, অনেক দুঃখে, অনেক অভিজ্ঞতায় তাঁহারা এই কথা বুঝিয়াছেন—ইউনিয়ন ছাড়া শ্রমিকের শক্তি নাই, কলিকাতা ট্রাম ওয়ার্কর্স ইউ-নিয়ন ছাড়া কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকের হইয়া কেহ লড়িবে না, লড়িবার মত সাহসও রাখে না।

ট্রাম শ্রমিকদের দুর্দ্দশা

এমনিই ত তাঁহাদের অনেক রকমের অভাব ছিল। তাহার উপর যুদ্ধের জন্য দুঃখের বহর তাঁহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছিল, যুদ্ধ ঘরের দুয়ারে আসিতে লাগিল কিন্তু মালিকের তাহাতেও যেন চেতনা নাই—শ্রমিকদের শুধু জরুরী চাকুরে বলিয়া জোর করিয়া খাটাইতেই তাহারা ব্যস্ত। বাজারে জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে—শ্রমিকেরা কি খাইবে কি পরিবে তাহার ঠিকানা নাই। মাথার উপর বোমা পড়িবার আশঙ্কা—শ্রমিকরা কি করিয়া মাথা বাঁচাইবে, স্ত্রী-পুত্রকে গ্রামে পাঠাইবে, তাহার ব্যবস্থা নাই। শ্রমিক খাটিতে খাটিতে অসুস্থ হইয়া পড়ে—কিন্তু কিছুতেই 'সীক্ লীভের' সুবিধা মিলে না। অভাব-অসন্তোষের কথা তুলিলেই নানা ছুতায় তাহাকে জবাব দেওয়া হয়—তাহারা যেন 'জরুরী চাকুরে' বলিয়া কোম্পানির কেনা গোলাম অথচ এই ট্রাম শ্রমিকেরাই আজ কলিকাতার প্রধান ভরসা, তাহারা বরাবর ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তাহারাই জাপানী শত্রুদের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গত 'মে ডে'তে এই সংকল্পই তাহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাহাতে কলিকাতার লোকদের চোখ খোলে, কিন্তু কোম্পানীর চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, ফলে ট্রাম শ্রমিক কন্ডাক্টার ১০৪ এর জবাব হইল ২রা মে—আর সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইল ট্রাম শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।

ধর্ম্মঘটের ধারা

লেবর কমিশনার মিষ্টার হিউজের প্রতিশ্রুতিতে সেবারের ধর্মঘট বন্ধ হয়—শ্রমিকদের পক্ষে কথাবার্ত্তা চালাইবার ভার থাকে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির উপর। কথাবার্তা যাহা হয়—তাহা কখনো হয় ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাতেই কখনো বা হয় একেবারে সকল ট্রাম শ্রমিকের সভায়, আর ধর্মঘট যখন বন্ধ করা হয়, বন্ধ করা হয় সকল শ্রমিকের সভায় তাহাদের মত লইয়া। তবু (এই প্রথম ধর্মঘটে একটু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছিল—শ্রমিকদের ষ্ট্রাইক কমিটি গড়া হয় নাই, ছিল পূর্ব্বেকার প্রতিনিধি সভা (Executive Committee), উহাতে সকল সেক্সনের লোকই ৪ জন করিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রতিনিধিরা সেক্সানের সকলের সঙ্গে সমান পরিচয় রাখিতে পারেন নাই, তাই সেক্সানের মধ্যে দাবী-দাওয়া, ন্যূনতম দাবী ও লড়াইয়ের কায়দা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।) তাহারা কেহ ভাবিতেছিল কিছু টাকা আদায় করিতে পারিলেই হইল; কেহ মনে করিতেছিল প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাটা এখন না তুলিলেই মারা যাইবে; কেহ ভাবিতেছিল বোনাস চাই; চাকুরীর গ্রেড চাই; কেহবা আবার ছিল গ্রেডের বিরোধী। (ইউনিয়নের তরফ হইতে মেমোরেণ্ডামে শ্রমিকদের দাবী ইতিপূর্ব্বেই লেবর কমিশনারের কাছে করা হইয়াছিল —কিন্তু অনেক শ্রমিক তাহার মর্মও জানিতেন না। (এই সব ত্রুটীর জন্য প্রথম ধর্মঘট শেষ হইলে ইউনিয়নের শত্রুরা ও ট্রামশ্রমিকের শত্রুরা নানা মিথ্যা প্রচারের সুযোগ পায়। তাহারা বলিতে থাকে লেবর কমিশনার ও ট্রাম শ্রমিকের প্রতিনিধি খুব টাকা মারিয়াছে—তাই ধর্মঘট বন্ধ করিয়াছে।)

দ্বিতীয় ধর্ম্মঘটের কারণ

তাই ১৪ দিন পরে যখন (১৯শে তারিখের রাত্রিতে ট্রাম শ্রমিকদের সভায় কমরেড্ বঙ্কিম মুখার্জি লেবর কমিশনারের বিবৃতি শুনাইতে থাকেন তখন শ্রমিকদের তাহা শুনিবার ইচ্ছাও ছিল না, বুঝিবার ইচ্ছাও দেখা গেল না।) তাঁহারা বুঝিতে চাহিলেন না যে সকলের ৫৲ টাকা 'মাগ্গী ভাতা' মিলিবে, সকলের প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইবে, আর তাহাতে কোম্পানীও আবার সমানে টাকা দিবে। 'যে দাবী পাই নাই, তাহা এখনি কেন পাই নাই' —ইহাই হইল তাহাদের বড় প্রশ্ন।

নোটীশ

"জনযুদ্ধ" এখন হইতে প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইবে। আগামী সংখ্যা ৬ই জুন শনিবারে বাহির না হইয়া ১০ই জুন বুধবারে বাহির হইবে।

আলো নাই, ছাদে অন্ধকার, এখানে ওখানে জটলা চলিতেছে। তথাকথিত এক ইউনিয়নের দালাল বলিতেছে, 'অমুক আমাদের দাবী মিটাইবে।' অন্য দালাল বলিতেছে, 'রাখ তার কথা—সে কি পারে?—পারে অমুক সাহেব।' যাহারা অসন্তুষ্ট তাহারা তখনো জানিতেন না অন্য দুই ইউনিয়ন তাহাদের যাহাই বলুক ইতিপূর্ব্বেই লেবর কমিশনারের নিকট সময় দিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই অসন্তুষ্ট শ্রমিকেরাও তবু বারে বারে মানিতেছিল—'ইউনিয়ন ভালো, ইউনিয়নকে ছাড়িতে পারি না'। (এমনি গোলমালের মধ্যে স্থির হইল না কিছুই। তখন প্রতিনিধি-সভা বসিল। তাহাদের নিজস্ব মতামত যাহাই হউক, তাঁহারা বুঝিলেন লেবর কমিশনরকে আর সময় দিতে সকলে রাজী হইবে না—ধর্মঘটই হইবে। কমরেড্ মুখার্জি বলিয়াছিলেন—"এক দিনের মত অপেক্ষা করুন—আর আপনারাই লেবর কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, দেখুন তিনি কি পর্য্যন্ত করিয়াছেন।" সে কথাও গৃহীত হইল না।)

(অতএব ধর্মঘট ঘোষিত হইল। অন্য দুই ইউনিয়ন লেবর কমিশনারের কথায় রাজী ছিল। অতএব ধর্মঘট ঘোষণা করিল শুধু ট্রাম ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যরা। ধর্মঘটের সম্পূর্ণ সার্থকতায় প্রমাণ হইল এই ইউনিয়নের মেম্বররা সংখ্যায় কত আর তাহাদের প্রভাব কতটা।)

ইউনিয়ন কর্মীদের অসুবিধা কি কি?

(কিন্তু প্রশ্ন হইবে—ইউনিয়নের নেতা বঙ্কিম বঙ্কিম মুখার্জ্জি ও ইউনিয়নের কর্মীরা কেন ১৯শে তারিখের সভায় শ্রমিক সাধারণকে বুঝাইতে পারেন নাই? ইহার কয়েকটি কারণ পূর্বেই একবার বলা হইয়াছে—(১) প্রতিনিধি সভার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের যোগাযোগের অভাব ছিল, তাহা ছাড়াও কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে মনে রাখা দরকার। (২) এই যোগাযোগ রক্ষা করিবার মত ইউনিয়নের কর্মী ছিল না—আমাদের ২০ জন কর্মী আজ পুলিশের জুলুমে জেলে বা কলিকাতা হইতে বহিস্কৃত। (৩) পুলিশের অনুমতি না পাইয়া ইউনিয়ন এই সময়ে শ্রমিকদের সাধারণ সভা ডাকিয়াও বুঝাইতে পারে নাই—অথচ দালালদের প্রচার চলিয়াছিল পুরাপুরি (৫) সেই প্রচারে ইন্ধন জোগাইতেছিল বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক শক্তি ও দল—যাঁহারা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি ও সাম্যবাদীদের ফাসিষ্ট-বিরোধী প্রচারে অসুবিধায় পড়িয়াছে। যে করিয়া হউক তাঁহারা চাহেন সাম্যবাদী কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইতে। (৫) ইহাদের বিষ যে সেদিন কার্যকরী হইল তাহার কারণ—কমরেড মুখার্জ্জির সঙ্গে ও ইউনিয়ন-কর্ম্মীদের সঙ্গে ড্রাইভার ও কন্ডাক্টার ভাইদের পরিচয় পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই, মাত্র মাস তিনেক ইহাঁরা এই ইউনিয়নের মধ্যে আসিয়াছেন।) ইহার ইতিহাস তাঁহারা ভালো করিয়া জানেন না;—জানেন না ইহার কর্মীদের—আদর্শ যাহাদের সমস্ত দুনিয়ায় শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা করিবার; পথ যাহাদের শ্রমিক সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শ্রমিককে সংগঠিত করার; আর জীবনে পুঁজি যাহাদের—লাঞ্ছনা, অপমান, জেল, নির্বাসন ও নির্যাতন, কোম্পানির বা ধনিকতন্ত্রের কৃপা নয়—রূপার উপর দিয়া তাহাদের পথ তৈয়ারী হয় নাই—বিপ্লবের বন্ধুর পথে তাহাদের যাত্রা।

মীমাংসা কিরূপে হইল

(দ্বিতীয় ধর্মঘটের একদিন যাইতে না যাইতেই ইউনিয়ানের শ্রমিক ভাইরা এই ইউনিয়ন-কর্মী ও নেতাদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য তত ক্ষণ কম্‌রেড্ বঙ্কিম মুখার্জি ও গোপাল হালদার লেবর কমিশনার হিউজ ও অর্থসচিব ডাক্তার শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ও প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া স্থির করিয়া আসেনঃ—(১) ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য শ্রমিকদের উপর কোনো জুলুম হইবে না এবং (২) পুলিশের হাতে ইহা ভাঙ্গবার আদেশও দেওয়া হইবে না। অন্যদিকে, নকল শ্রমিক দরদীদের আনাগোনা কম চলে নাই—উকিল, ব্যারিষ্টার ডাক্তার সব ট্রামশ্রমিকের নামে ছুটিয়াছিলেন—কেহ লেবর কমিশনারের কাছে, কেহ মন্ত্রিদের কাছে, কেহ শুধু খবরের কাগজে, কেহবা চেনাপরিচিত ট্রামশ্রমিকদের নিকট। তবু কিন্তু শ্রমিক ও তাঁহাদের প্রতিনিধিরা ২১শে তারিখে রাত্রিতে কম্‌রেড্ মুখার্জিকেই আবার আলোচনা চালাইতে বলেন তখন ২২শে তারিখে সকাল বেলা মন্ত্রিদের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়।) প্রত্যেক সেক্সন হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি এই জন্য নির্বাচিত হন; তাহারা দাবী গুলি লিখিয়া লন, আলোচনা করেন, পরে কম্‌রেড্

আলোচনা

আমেরি ও লিনলিথগোর স্বপ্ন

গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, রুজভেল্ট হয়তো ভারতের সঙ্গে আপোষের জন্য চার্চিলের উপর চাপ দিবেন এই আশায় কংগ্রেস নেতৃমহলেও চাপ দিবার রাজনীতি আবার প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এ সপ্তাহে সেই চাপেরই উল্টা চাপ আসিয়াছে ভারতের শাসক মহল হইতে। ভারতসচিব আমেরি ২৪শে মে বেতার বক্তৃতায় উপযাচক হইয়া দুনিয়ার সকলকে (এবং বোধ হয় বিশেষ করিয়া রুজভেল্টকে) শুনাইয়াছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহনের কাজ করিয়া আসিয়াছে।" হংকং, সিঙ্গাপুর ও মালয় গিয়াছে "তাহার কারণ এই নয় যে সে সব দেশের জনগণের রাজভক্তিতে কোন অভাব ঘটিয়াছিল, কিংবা আমাদের শাসকেরা দক্ষতা বা সহানুভূতির কোন অভাব দেখাইয়াছিলেন।" পাছে ইহাতেও ভালো মানুষ রুজভেল্ট কংগ্রেসের কথায় ভুলেন সেজন্য ষ্টেটস্‌ম্যানের নয়া দিল্লীস্থ বিশেষ প্রতিনিধি ২৩শে মে জানাইয়াছেন যে, ক্রিপসের আলোচনা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু বড়লাট সাহেব ভারতীয়-দিগকে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দেন নাই। বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নাকি আরও দু'একজন ভারতীয় জো-হুকুমদের লইবার ব্যবস্থা হইবে। প্রদেশে অবশ্য পুরাণো মন্ত্রীত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ফিরানো হইবে না, তবে সেখানেও গবর্ণরের সঙ্গে বে-সরকারী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর সঙ্গে বুঝা পড়া করিয়া তাহাদের পূর্ণ উদ্যম ও শক্তি যুদ্ধে লাগাইবার ব্যবস্থা কর—এই বলিয়া ব্রিটিশ ও আমেরিকান জনগণের মধ্যে দাবী ক্রমশঃই বাড়িতেছে। তাহাদিগকে ভুল বুঝানোর জন্যই এই সব বক্তৃতা ও জল্পনা কল্পনা যে, সব ঠিক আছে, আমরা ভারতবাসীকে ক্ষমতা দিতেছি ইত্যাদি। দেশের লোকের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীর বিরুদ্ধে এইরূপ তামাসা করিলে এবং সব ঠিক আছে বলিয়া নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াইলে ভারতবাসীকে আরও বিরূপ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পথ সরল না হইয়া শক্তই হইবে এ খেয়ালও আমাদের অনড় আমলাতন্ত্রের মনে আসে না!

কংগ্রেস নেতৃত্বের স্বপ্ন

আর এই নমুনা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় নেতারা ভাবিতেছেন যে, ব্রিটিশ আমেরিকান জনগণের নিজস্ব এই জনযুদ্ধ আমরা কড়ে আঙ্গুল দিয়াও ছুঁইব না, চাপ দিয়া আমলাতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আপোষ করিয়া লইব। পণ্ডিত নেহরু পর্য্যন্ত অন্য নেতাদের সুরে সুর মিলাইয়া ২২শে মে বলিয়াছেন, "আমাদের পক্ষ হইতে মিঃ চার্চিলের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য আমরা আমেরিকাকে অনুরোধ করিব না। কিন্তু আমেরিকা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিষয়ে চেষ্টা করে তাহা হইলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ তোমরা "স্বতঃপ্রবৃত্ত" হইয়া কিছু কর, ইহাই নেহরুজীর অনুরোধ।

বিপদের দিনের জন্যই তো কংগ্রেস

কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ জাপ-বিরোধী সত্য। কিন্তু জনশক্তিতে তাঁহাদের ভরসা নাই। এই যুদ্ধে যতটুকু যোগ দিবার সুযোগ আছে তাহাই ব্যবহার করিয়া এবং নিজের সংগঠিত শক্তিতে লড়াই করিয়া জনগণ যে আক্রমণকারীকে রুখিতে পারে, আবার ক্রমশঃই যুদ্ধের উপর নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে সে দৃষ্টি তাঁহাদের নাই। ইহার বদলে চুপ করিয়া বসিয়া চাপ দিবার নীতি গ্রহণ করায়, যাহারা জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে চাহে না তাহাদেরই সাহায্য হইতেছে। তাহারা চায় যে, দেশের লোক নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারাক, বিপদের সামনে দেশ বা কংগ্রেস কিছু করিতে পারিবে না এইরূপ হতাশা ও পরাজয়ের ভাবনা ভাবুক, তাহা হইলে কেহই জাপানীদের বাধা দিবে না, জাপানীদের জয়ের পথ পরিষ্কার হইবে। আজ নেহরুজী নিজেই জাপানী বিপদ সম্বন্ধে বলিতেছেন, **"কংগ্রেসের পক্ষে হয়তো এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে,** কিন্তু কংগ্রেস যদি উহা না পারে তো ঐ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মত ভারতে আর কোন দলই নাই।" সমস্ত ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষের শক্তি ও সংগ্রামে যে কংগ্রেস, সেই কংগ্রেস জাতির চরম বিপদের দিনে হয়তো জাতিকে ফেলিয়াই থাকিবে, জাপানী আক্রমণকারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস আগাইয়া যাইবে না—এই কথাই আজ জাতি তাহার সাহসী নেতার মুখে শুনিল। ভারত আক্রমণে জাপানী দস্যুদের উৎসাহিত করার পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল কথা আর কি হইতে পারে?

পণ্ডিতজী কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন যে রুশিয়া ও ভারতবর্ষই আজ নূতন পৃথিবী রচনা করিবে। রুশিয়া তো তাহার বুকের রক্ত ঢালিয়া পৃথিবীর স্বাধীনতা গড়িতেছে, রুশবাসী আজ অকাতরে মৃত্যুবরণ করিতেছে যাহাতে পৃথিবীর মানুষ জীবন পাইতে পারে। কিন্তু ভারত কি শুধু কথার মালা গাঁথিয়াই পৃথিবী গড়িবে? ফাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে যদি আমরা যোগই না দিই, জীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের নির্ব্বুদ্ধিতার সামান্য বাধাই যদি ভারতকে অচল করিয়া দেয় তো ভারত নতুন পৃথিবী গড়িবে কিরূপে?

লীগ বা রাজাজি নয়, জাপানী আমাদের শত্রু

পণ্ডিতজী বলেন, "শ্লোগান লইয়া চেঁচামেচি করার দিন চলিয়া গিয়াছে।" কিন্তু রাজাজি যখন জাপানীকে রুখিবার জন্য জাতীয় ঐক্যের অন্ততঃ খানিকটা কার্য্যকরী ও আন্তরিক চেষ্টা করেন তখন নেহরুজী বার বার খালি শ্লোগানেরই আবৃত্তি করেন, "আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা লইয়া ভারত ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব।" এই শ্লোগানে ভুলিয়া সহজ কথাটা তাঁহার মাথায় আসে না যে, আমরা যদি এখন ব্যবচ্ছেদ হইতে দিব কি দিবনা এই লইয়া নিজেদের মধ্যেই, নেহরু, রাজাজি ও লীগের মধ্যেই মারামারি করিতে থাকি তো জাপানীরা আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভারতের কোন কোন প্রদেশকে দখল করিয়া গায়ের জোরে ভারত হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিবে। তাহার চাইতে আজ আমাদের আপন ভাই ভারতের বিভিন্ন জাতিগুলিকে ইচ্ছামত আলাদা থাকিবার অধিকার দিয়া আমরা যদি তাহাদিগকে জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নামাইতে পারি তো তাহাই হাজার গুণে ভাল নয় কি? যাহারা নিজের দেশকে নূতন গোলামি হইতে বাঁচাইবার জন্য এক হইয়া লড়িতে পারে না, তাহারা আবার পরস্পরের খুঁত ধরে কোন্ লজ্জায়!

কংগ্রেস প্রস্তাব হইতেই জাপ বিরোধিতা

নেহরুজী এ কথা ঠিক বলিয়াছেন যে, বিপদের সামনে কংগ্রেস না দাঁড়াইলে আর কোন দলই দেশকে তেমন করিয়া জাগাইতে পারিবে না। দেশের লোকই কংগ্রেসকে গড়িয়াছে, উহাকে তাহারা স্বাধীনতার প্রধান অস্ত্র মনে করে। তাই

বঙ্কিম মুখার্জি ও কম্‌রেড্ উপধ্যায়কে লইয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহারা যান। আড়াই ঘণ্টা আলোচনার পর বর্ত্তমানের এই ব্যবস্থা স্থির করা হয়—সরকারই মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহন করিবেন। কিন্তু কোম্পানি তাহাতে রাজি হইবে কি? লেবার কমিশনার হিউজ্ সাহেব কোম্পানির এজেণ্ট মিষ্টার পার্সেলের নিকট ছুটিলেন—তাহাকে লইয়া মন্ত্রিদের কাছে আসিলেন। তিনি ও সরকারের হাতে মীমাংসার ভার দিতে স্বীকৃত হন। ততক্ষণে ইউনিয়ন অফিসে কম্‌রেড্ বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা শেষ আলোচনা করিতেছেন। তখনো তাহাদের সকলের নিজদের দাবী সংবন্ধে পরিস্কার ধারনা নাই, দেখা গেল। ঠিক হইল (সন্ধ্যা ৬টায় ট্রাম শ্রমিকদের সভা হইবে। মন্ত্রীরা তাহাতে আসিবেন সেখানেই সকল শ্রমিকের নিকট এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

সেই সভায় মন্ত্রীদের আলোচনা ও আশ্বাস, সমস্ত শ্রমিকই শুনিয়াছেন—প্রত্যক্ষই বুঝিয়াছেন, হয়ত এবার সত্যই ট্রাম-শ্রমিকের অসন্তোষ দূর করিবার মত একটা পথ হইল)

এখন চাই ঐক্য ও সংগঠন

কিন্তু মীমাংসার পথ হইয়াছে বটে—লড়াই শেষ হয় নাই। জয় হইয়াছে বটে; কিন্তু ট্রাম-শ্রমিকের জয় সম্পূর্ণ হইতে এখনো দেরী আছে। আমাদের তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিতে হইবে যেন ইউনিয়ন প্রত্যেকটি দাবী ন্যায্য বলিয়া সরকারকে স্বীকার করাইয়া লইতে পারে—তাহার জন্য চাই প্রত্যেক শ্রমিকের সাহায্য—ইউনিয়নের চেষ্টায় প্রত্যেক শ্রমিকের দৃঢ় একতা আর ইউনিয়ন ও সংগঠনকে আরও শক্ত করিয়া তোলা। ট্রামের শ্রমিক কলিকাতায় জনগণকে দেখাইয়াছে শ্রমিকের একতা, শ্রমিকের আন্দোলন, শ্রমিকের পথ কেমন করিয়া ধনিক ও আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ন্যায্য দাবী আদায় করিয়া লয়, শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে যাহারা ইতঃস্তত করে কেমন করিয়া তাহাদের সরাইয়া আগাইয়া যাইতে হয়; ট্রাম-শ্রমিকই বাংলাকে দেখাইবে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে কেমন করিয়া সাহসের সঙ্গে লড়িতে হয়। সাবাস ট্রামের শ্রমিক, সাবাস!

JANAYUDDHA Regd. No. C. 2836

প্রধানতঃ কংগ্রেস প্রস্তাব প্রচারের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশময় জাপ-বিরোধিতা জাগাইতে হইবে। রংপুরের একজন কৃষক কমরেড জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভব। কেন নয়? কংগ্রেস প্রস্তাবে বলিয়াছে যে আক্রমণকারীর কাছে আমরা মাথা নোয়াইব না, তাহার সহিত অসহযোগ করিব। আজ আক্রমণকারী জাপানের কাছে আমরা মাথা নোয়াইব না, তাহাকে সকল শক্তি দিয়া রুখিব এই কথা আমরা কংগ্রেসের তরফ হইতেই জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেশময় জাপ-বিরোধিতা জাগাইয়া তুলিব। জনরক্ষীবাহিনী প্রভৃতি কংগ্রেস অনুমোদিত আত্মরক্ষার সংগঠন গড়িয়া এই বিরোধিতাকে আমরা খানিকটা সংগঠিত রূপও দিতে পারিব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীন প্রচারকার্য্য, সৈন্যদলের সঙ্গে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ইত্যাদি গড়িয়া তুলিয়া জাপ-বিরোধিতাকে আমরা আরও সংগঠিত করিব। যেদিন জাপানী আক্রমণ আসিবে সেদিন তাহার অত্যাচারের সামনে জনগণ হিংসা অহিংসায় ভেদ করিবে না, যে-সব নেতা প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাঁহারাও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিবে না। আজ আমরা জনগণকে যতখানি জাপ-বিরোধী করিতে পারিব, তাহাদিগকে যত বিরাট সংখ্যায় জাপানী প্রতিরোধের সরকারী ও বে-সরকারী সংগঠনে টানিয়া আনিতে পারিব তাহার উপরই আমাদের সফলতা নির্ভর করিবে।

সরকারী বাধা দূর কর

জনগণকে উদ্দীপিত করা, টানিয়া আনা ও সংগঠিত করায় সরকারের নীতি আজও কিছু কিছু বাধা জন্মাইতেছে সত্য। তাহারা ফাসিষ্টবিরোধী বন্দীদের আজও মুক্ত করিল না। তাহার উপর বাংলা দেশে সরকারী অনুমতি ছাড়া সভা নিষেধ করার হুকুম জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রচার ও আন্দোলনে যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। এক তো পঁচিশ দিন হাঁটিয়া তবে অনুমতি পাওয়া যায়, তাও বহু জায়গায় মিলে না—যেমন সেদিন মুর্শিদাবাদের মালিহাটিতে ফাসিষ্টবিরোধী কৃষক সভার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যখন লণ্ডনে, যেখানে প্রায়ই বিমান হানা হয়, সেখানে ৫০ হাজার লোক ট্রাফালগার স্কোয়ারে বিরাট সভা করিয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্ট দাবী করে তখন কলিকাতায় কর্ত্তৃপক্ষ বিমান হানার আতঙ্কের নামেও কখনও কখনও সভা বন্ধ করিয়া দেন!

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এই অন্ধ নীতি আমাদেরই দূর করাইতে হইবে, কংগ্রেস নেতাদের মত শুধু ঘরে বসিয়া চোখের জল ফেলিলে চলিবে না যে, আমাদের কিছু করিতে দেয় না, আমরা কি করি। কর্ত্তৃপক্ষকে অনুমতির জন্য বার বার চাপিয়া ধর, লোকের কাছ হইতে গণদরখাস্ত তুলিয়া পাঠাও, বার বার ডেপুটেশন পাঠাও, কাগজে কাগজে আওয়াজ তোল, লোকশক্তির জোরে অনুমতি আদায় কর। গবর্ণমেণ্টের সামরিক প্রয়োজনই তাহাকে লোকের কথা শুনিতে ক্রমশঃ বাধ্য করিবে।

জনশক্তি জাগাইতেছে

জনশক্তি ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালোরে শ্রমিকদের যে ষ্ট্রাইক চলিতেছিল তাহাতে শ্রমিকের দাবী পূরণ হইয়াছে, সমস্ত বরখাস্ত শ্রমিক কাজে বহাল হইয়াছে। কলিকাতায় ট্রামের বাহাদুর মজুর ভায়েরা দ্বিতীয়বার ধর্ম্মঘটে তাহাদের অধিকাংশ দাবী পাইয়াছে। আগের ধর্ম্মঘটে কতকগুলি দাবী পাইলেও তাহাদের প্রধান দুইটী দাবী যথা কর্ম্মচ্যুত চারজন শ্রমিককে কাজে লওয়া এবং দুই মাসের বেতন বোনাস দেওয়া ইহা পূরণ হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় মিটমাট করিতে তাহারা যথেষ্ট উৎসুক বলিয়া প্রথম বার আপোষ আলোচনার জন্য ষ্ট্রাইক উঠাইয়া লইয়াছিল। উপরোক্ত দাবী না মিটায় আবার ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ট্রামের ইতিহাসে এরূপ পূর্ণ ধর্ম্মঘট বড় দেখা যায় নাই। সুখের বিষয় মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যস্থতায় ধর্ম্মঘট তিন দিনে মিটিয়া গিয়াছে।

কমরেডদের প্রতি

ইংরেজি-সাপ্তাহিক

আমাদের কেন্দ্রীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক খুব শীঘ্রই বার হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক মাসের দাম জমা এবং এজেণ্ট ও রিপোর্টারের ব্যবস্থা না করলে কোন জেলাই কাগজ পাবে না। জনযুদ্ধের ৩য় সংখ্যায় "জনযুদ্ধ প্রচারে আপনার দায়িত্ব" নামে যে নির্দ্দেশ বার হয়েছিল—সেই নির্দ্দেশমত ব্যবস্থা এই ইংরেজি কাগজের জন্যে ও করতে হবে। খুবই লজ্জার কথা যে, প্রায় কোন জেলাই আজ ও উপযুক্ত এজেণ্ট ও রিপোর্টার নিযুক্ত করার কথা জানাননি কিংবা এক মাসের অগ্রিম দাম ও জমা করেননি। আমরা আবার সব কমরেডকে সাবধান করে দিচ্ছি যে সংগঠনের এই ঢিলেমি ও শৃঙ্খলাহীনতা আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে আগের মতই পঙ্গু করে রেখে দেবে এবং আমাদের রাজনীতি যতই বিপ্লবী হ'ক তা এই ঢিলা সংগঠনের উপর দাঁড়াতে পারবেনা। সংগঠন শক্ত না করে আন্দোলনের উত্তেজনায় গাভাসালে গত দু বছরের মত তাতে আমাদের শক্তি ক্ষয়ই হবে।

পনের দিনের মধ্যে সমস্ত জেলা ও মফস্বল কেন্দ্রে জনযুদ্ধের জন্য ঐ লেখার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। এবং সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে এখনই অর্গ্যানের জন্যেও সাহিত্য তহবিল, বিক্রী ও রিপোর্টের বন্দোবস্ত ইত্যাদি তৈরী করে আমাদের অফিসে খবর দেওয়া চাই। এই সামান্য সংগঠন ও যদি আমরা পনের দিনে না করতে পারি তো জাপানীদের সঙ্গে লড়বার কল্পনা আমাদের কল্পনাই থেকে যাবে।

চটকল মালিকের বানানো কথা

কিন্তু বাংলার চটকল কর্ত্তৃপক্ষ এখনও বাঁকিয়া আছেন। তাঁহাদের সভাপতি ওয়াকার কাজের ঘণ্টা হ্রাস ও তাঁত বন্ধ রাখার সাফাই গাহিতে গিয়া এক উল্টাপাল্টা বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিতেছেন যে মজুত মাল বাড়িতে থাকায় উৎপাদন হ্রাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছিল—তাই এই হুকুম। আবার বলিতেছেন যে মজুরের অভাবে ঐ সব তাঁতে কাজই চলিতেছিল না, এখন বন্ধ রাখায় কোন মজুরই বেকার হইবে না। যদি কাজ চলিতেই ছিল না, তো এখন বন্ধ রাখিলে কমিবে কিরূপে? মজুরের ক্ষতি হইবে না ইহা বানানো কথা, যথেষ্ট মজুর বেকার হইবে। তাহার উপর মজুরীও কমিল। মাসে রোজগার মাত্র ত্রিশ টাকা ধরিলেও নূতন ৫৪ ঘণ্টা ব্যবস্থায় মজুরের হপ্তায় বারো আনা মারা যাইবে, সে জায়গায় তাহার খোরাকী হপ্তায় মাত্র আট আনা বাড়ানো হইয়াছে। এই আতঙ্ক ও দুর্মূল্যের দিনে চটকল কর্ত্তৃপক্ষের এই অপব্যবস্থার প্রতীকারের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ষ্ট্রাইকের অধিকার ছাড়িব না

ভারত সরকার শ্রমিক-ধনিক বিরোধে সালিশ বিচার সকলকে মানিতেই হইবে এই বলিয়া এক আইন জারি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শ্রমিক একেই বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত, তাহার উপর শেষ অস্ত্ররূপে ষ্ট্রাইক করিয়া নিজের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার যে সামান্য প্রাথমিক অধিকার তাহার ছিল তাহাও এই আইনে কাটা পড়িল। যুদ্ধের দিনে যখন মজুরকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখিলে যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছায় সে উৎপাদন বাড়াইতে প্রস্তুত সে সময় এই আইন যুদ্ধ উৎপাদনের ক্ষতিই করিবে। তাহা সরকার ও শ্রমিক কেহই চাহে না। আশা করি সরকার এই আইন প্রয়োগ করা ক্ষান্ত রাখিবেন।

চট্টগ্রামে ৫০০০ সৈনিক তৈয়ার

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমরা আপনার কাছে সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি যে, উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে এখনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাহাতে জনগণের আশঙ্কা দূর হয় এবং সময় চলিয়া যাইবার আগেই তাহারা বর্ত্তমান হতাশার ভাব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে। ইতি—

[চট্টগ্রাম জনসাধারণের পক্ষ হইতে সাত জন নেতৃস্থানীয় ফাসিষ্টবিরোধী কর্ম্মী কমরেড যশোদা চক্রবর্ত্তী, সুচারু সেন, রণধীর দাসগুপ্ত (অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভূতপূর্ব্ব বন্দী), সারদা শীল (জেলা কৃষক সভার সম্পাদক), শান্তি সেন, নির্ম্মল দত্ত ও সিকন্দর হুসেন (জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি)—ইঁহারা এই পত্র লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারা পাঁচশো জন গরিলা যোদ্ধা দিতে পারেন কিনা। তাঁহারা বলেন পাঁচ হাজার যোদ্ধা তাঁহারা সহজেই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে কয়েকদিন পরে আবার দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।]

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা | বুধবার, ১০ই জুন, ১৯৪২ ; ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ | প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

কমরেডদের প্রতি

সোভিয়েট দিবস

২২শে জুন সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হবে। রক্ত ও আগুনের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েটবাসীরা মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করেছে, বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েটের সাথে জনযুদ্ধে দৃঢ়পদে অগ্রসর হবার সংকল্প ঐ দিন আবার আমরা নতুন করে গ্রহণ করব। ঐদিন বাংলার সর্ব্বত্র জনসভা, মিছিল ও বৃহত্তম জনসমাবেশ করে সোভিয়েট দিবস আমরা উদ্‌যাপন করব। সমস্ত শ্রেণীর জনগণকে আমরা সোভিয়েট সমর্থনে টেনে আনব।

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঐ দিনের সভা সমিতির আয়োজন করুন, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিকে ঐদিনে জনসমাবেশের পুরোভাগে স্থাপন করুন। যে কোন দল, যে কোন শ্রেণী সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিতে যোগদানে প্রস্তুত তাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধভাবে ২২শে জুনের সমাবেশের ভেতর টেনে আনুন।

২২শে জুনের বক্তৃতার মধ্যে প্রতি সভায় বা প্রতি জনসমাবেশে নিম্নলিখিত ধরণের প্রস্তাব পাশ করুন :—

"এই সভা সোভিয়েট রাশিয়ার বীর লালফৌজ ও বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্য ফাসিষ্ট দস্যুদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়া যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, এই সভা তার পরিপূর্ণ জয় কামনা করে। এই সভার মতে মিত্র শক্তিবর্গের উচিত অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলে ১৯৪২ সালেই যাতে ফাসিষ্ট শক্তির পরাজয় হয় তার ব্যবস্থা করা। এই সভা বিশ্বাস করে আমাদের ভারতবর্ষে জাপানী দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেই আমরা সোভিয়েটকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারি।"

ঐদিনের বক্তৃতা ও শ্লোগানের মধ্যে এই প্রস্তাবের মর্ম্ম ফুটিয়ে তুলুন। সরকারের যুদ্ধব্যবস্থায় সহযোগিতা করা না করা সম্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের আভাষ যেন সেদিনকার কোন প্রস্তাব, বক্তৃতা বা শ্লোগানের ভেতর না থাকে। কারণ সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি শুধু আমাদের সংগঠন নয়, তাতে সকল দলের লোক থাকতে পারেন কাজেই ঐ রকম তর্ক তুললে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির ভেতর অনর্থক ভেদ সৃষ্টি হতে পারে।

সোভিয়েট সংখ্যা জনযুদ্ধ

১৬ পৃষ্ঠা—দাম দু আনা

১৭ই জুনের "জনযুদ্ধ" হবে বিশেষ সোভিয়েট সংখ্যা। তাতে সোভিয়েট সম্বন্ধে, লালফৌজ সম্বন্ধে, দেশে দেশে জনযুদ্ধ সম্বন্ধে, আমাদের দেশে ফাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম সম্বন্ধে ভালো ভালো লেখকের অনেক লেখা থাকবে। সোভিয়েটের জীবন ও যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক ছবিও থাকবে। তা ছাড়া আমাদের সাপ্তাহিক যা-কিছু তাও থাকবে। এখন থেকেই তৎপর হোন!

আমরা সোভিয়েটকে সমর্থন করি, ফাসিষ্টদের পরাজয় চাই, এবং এদেশে জাপানকে রুখেই আমরা সোভিয়েটের লক্ষ্য সাধনে কার্য্যতঃ সাহায্য করতে পারি—এই শ্লোগানই হবে ২২শে জুনের মূল শ্লোগান।

বন্দীমুক্তির প্রশ্নে কমিউনিষ্টরা বাদ?

বাংলা মন্ত্রীমণ্ডলী রাজবন্দীদের মুক্তি প্রশ্ন বিচার করবার জন্যে ট্রাইবিউন্যাল নিযুক্ত করেছেন। সেই ট্রাইবিউন্যাল যে-সব রাজবন্দীর মুক্তির কথা বিবেচনা করবেন তাঁদের কাছে একটা করে প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছেন বা পাঠাচ্ছেন। কমিউনিষ্ট রাজবন্দীদের অধিকাংশই বর্ত্তমানে মেদিনীপুর সেন্‌ট্রাল জেলে আছেন। সেখান থেকে তাঁদের অন্যতম কমরেড স্বতীশ ব্যানার্জি তাঁর বাবার কাছে ২২শে মে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে অন্য কথার মধ্যে ট্রাইবুন্যাল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের কাছে এখনও পর্য্যন্ত কোনও representation (প্রতিনিধিত্ব) চাওয়া হয়নি। বোধ হয় চাওয়া হবেও না, কেননা অন্য সকলের কাছ থেকেই চাওয়া হয়েছে।"

কমিউনিষ্টদের কাছে representation (প্রতিনিধিত্ব) না চাইলেই তার মানে হবে যে কমিউনিষ্টদের মুক্তির কথা বিবেচনা করা হবে না। এ কথা সত্য হ'লে খুবই আশঙ্কা ও আশ্চর্য্যের বিষয়। যে-কমিউনিষ্টরা ফাসিষ্ট বিরোধিতায় অগ্রনী তারা মুক্তি না পেলে পাবে কে? আমরা মন্ত্রীমণ্ডলী ও সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

কমিউনিষ্ট বন্দীদের নামও যাতে ট্রাইবিউনালের কাছে যায় সেই দাবী করে সর্ব্বত্র সভা ও আন্দোলন করুন, মন্ত্রীমণ্ডলী ও ট্রাইবিউনালের কাছে মত, জানান, আন্দোলনের বিবরণ আমাদের ও অন্য কাগজে পাঠান।

যুদ্ধের গতি

বসন্ত অভিযানের দুর্দ্দশা

সোভিয়েটের পাল্টা আক্রমণের সামনে হিটলারের বসন্ত অভিযান গোড়াতেই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সেনাপতি টিমোশেঙ্কোর চালের কাছে জার্ম্মান সেনাপতি ভন বকের চাল ব্যর্থ হইয়াছে।

ককেশাস আক্রমণের উদ্দেশ্যে রষ্টোভ অঞ্চলে জার্ম্মানরা গোপনে খুব তোড়জোড় করিতেছিল। ৩০ ডিভিসন সৈন্য, ৬টি ট্যাঙ্ক ডিভিসন ও বহু বিমান এই অঞ্চলে জড় করা হইয়াছিল। এই আক্রমণের চাপ কমাইয়া ভিন্ন দিকে দৃষ্টি ঘুরাইবার জন্য টিমোশেঙ্কো খারকোভ অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। টিমোশেঙ্কোর এই চালে ভন বক মহা মুস্কিলে পড়ে। বাধ্য হইয়া তাহাকে ইজুম-বারভেনকোভোর দিকে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে হয়। রষ্টোভ অঞ্চলের আক্রমণ চেষ্টা ফাঁসিয়া যায়। অথচ এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়াও জার্ম্মাণরা মোটেই সুবিধা করিতে পারে না; কিন্তু ক্ষতি হয় প্রচুর। জার্ম্মানীর ৯৫ হাজার সৈন্য মারা গিয়াছে, ৫৪০ খানা ট্যাঙ্ক ও ২০০ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। সোভিয়েটের খোয়া গিয়াছে ৭৫ হাজার সৈন্য, ৩০০ ট্যাঙ্ক ও ১২৪ খানা বিমান। গোটা মে মাসের হিসাবে দেখা যায় সোভিয়েট বিমানের উপর টেক্কা দিতে গিয়া জার্ম্মানীর ১৩৬৬ খানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে, আর সোভিয়েটের খোয়া গিয়াছে মাত্র ৪৭৯ খানা। লালফৌজের কর্ণেল টোলচেনভ বলিয়াছেন—তাদের জঘন্য কাজের জন্য নাৎসীরা যথেষ্ট মুল্য দিতেছে, তবুতো শাস্তির পুরা বোঝা এখনও আসেই নাই।

জার্ম্মানীর বসন্ত অভিযানের ফল সম্বন্ধে "রয়টার" বলিতেছেন:—(১) সোভিয়েট যে জার্ম্মানীর উপরও চাল দিতে পারে তাহা প্রমাণিত হইল। (২) জার্ম্মানীর ভীষণ আক্রমণও সোভিয়েট আজ ঠেকাইতে পারে। জার্ম্মানীর প্যাঞ্জার বাহিনীকেও সোভিয়েট রুখিতে পারে। ট্যাঙ্ক ঠেকানোর কাজে সোভিয়েট আজ ওস্তাদ। সোভিয়েট বিমানের সামনে জার্ম্মানীর ব্লিৎসক্রিগ নীতি শেষ হইয়াছে।

বসন্ত অভিযানের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হিটলার হিমসিম খাইয়া ছুটিয়া গিয়াছে ফিনল্যাণ্ডের ম্যানারহিমের কাছে। হয়তো ফিনল্যাণ্ডের অবস্থাও সুবিধা নয়।

হিটলার কাহিল হইয়াছে কিন্তু হারে নাই। মরিয়া হইয়া জার্ম্মান ফৌজ শেষ চেষ্টা দেখিবেই। তাই এই বছরই হিটলারকে ঘায়েল করিবার জন্য এখনই ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই।

দ্বিতীয় বিমান ফ্রন্ট

ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার জন্য আমেরিকা ও বিলাতের হাজার হাজার জনসাধারণের মিলিত দাবীকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এড়াইতে পারে নাই। জনশক্তির প্রথম জয় হইয়াছে। জার্ম্মানীর রাইন ও রুঢ় অঞ্চলের বিখ্যাত সহর কলোন ও এসেনের উপর এক হাজার বৃটিশ বোমারু বিমান পর পর আক্রমণ চালাইয়াছে। এক সাথে হাজার বিমানের আক্রমণ যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম।

রুঢ় ও রাইন অঞ্চলে জার্ম্মানীর কলকারখানা, লোহা-কয়লার জন্য বিখ্যাত। যুদ্ধশিল্পের এই ঘাঁটি আক্রমণে জার্ম্মানীর যথেষ্ট ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। এক কলোনেই ২০ হাজার লোক মারা গিয়াছে, ৫০ হাজার জখম হইয়াছে ও এক লাখ লোক কলোন ছাড়িয়া পালাইয়াছে। হিটলারের জার্ম্মানীও আজ আর দুর্ভেদ্য নয়।

কিন্তু শুধু দ্বিতীয় বিমান ফ্রণ্ট খুলিলেই জার্ম্মানীকে হারান যাইবে না। জার্ম্মানীও এক সময় দিনের পর দিন ইংলণ্ডের উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল, মাণ্টায় আজও চালাইতেছে কিন্তু তাহাতে হিটলার যুদ্ধে জিতিতে পারে নাই। বিমান হানার সাথে চাই ইউরোপে ফৌজ নামাইয়া আক্রমণ চালানো।

জনশক্তির চাপে বিমানহানা সুরু হইয়াছে, জনশক্তির আরও প্রবল চাপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা কঠিন নয়।

মরু সীমান্তে

কয়েক মাস পর ইতালী ও জার্ম্মান ফৌজ আবার আফ্রিকার মরুভূমিতে আক্রমণ চালাইয়াছে। বসন্ত অভিযানের বিরাট পরিকল্পনারই ইহা একটা অংশ।

কিন্তু মরুসীমান্তের এই বসন্ত অভিযানেও ফাসিষ্ট বাহিনী আর আঁটিয়া উঠিতেছে না। এই যুদ্ধে এখনকার লক্ষ্য ছিল তোব্রুক। তোব্রুক দখলের জন্য ফাসিষ্ট ফৌজ গাজালা হইতে বীর হাকিম পর্য্যন্ত আক্রমণ চালায়। তোব্রুক হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে-পশ্চিমে নাইটসব্রিজের পাঁচদিন প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধের পর ফাসিষ্ট সেনাপতি রোমেল পিছু হাটিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর বিখ্যাত সেনাপতি ক্রুগয়েল ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়াছে।

চীনে

চীনকে ঘায়েল করিবার জন্য জাপানী ফাসিষ্টরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সমুদ্রকূলের চিকিয়াং প্রদেশেই জাপানীরা খুব জোর দিয়াছে। জাপানের টোকিও ও অন্যান্য সহরে বোমা পড়ার ফলে জাপানীরা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই চিকিয়াং প্রদেশের বিমানঘাটি হইতেই জাপানকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। তাই চিকিয়াং দখলের জন্য বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে। বিষ গ্যাসের বোমা ও কামানের গোলা ছুড়িয়া প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাপানী ফৌজ চিকিয়াংএর রাজধানী কিনোয়া দখল করিয়াছে। কিন্তু এজন্য জাপানীদের চার হাজার সৈন্য খোয়াইতে হইয়াছে।

এবার টোকিয়োতে বোমা ফেলার বিমানঘাঁটি চুসিয়েন দখলের জন্য যুদ্ধ চলিতেছে। বীর চীনা ফৌজ প্রাণপণে বাধা দিতেছে। হয়তো চুসিয়েনও দখল হইবে। কিন্তু গোটা চিকিয়াং প্রদেশ দখল করা সোজা নয়। চীনা গরিলা বাহিনীর কাছে জাপানকে হয়রাণ হইতেই হইবে।

এদিকে ব্রহ্মচীন সীমান্তের সান রাজ্যে টিনসাং ও কেংটাং সহর জাপানীদের দখলে গিয়াছে, ফলে চুংকিং-এর দিকে চাপ দিবার কাজ সহজ হইয়া আসিল।

ভারতের দুয়ারে

বৃটিশ ফৌজ বর্ম্মা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। বর্ম্মার যুদ্ধ শেষ হইল। জাপানী ফৌজ এবার ভারতের দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছে। আসাম সীমান্তের ২০ মাইলের ভিতর হোমালিন নামক জায়গায় জাপানীরা ঘাঁটি গাড়িয়াছে। হোমালিন মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল হইতে ৬৫ মাইল দূরে।

ওদিকে আকিয়াব-চট্টগ্রাম জিলার সীমান্তে বনজঙ্গলের ভিতরও নাকি বর্ম্মী থাকিনদের সহযোগে কিছু কিছু জাপানী ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

দুই দিক দিয়াই বাংলা-আসাম জাপানী ফৌজের নাগালের ভিতর আসিয়া পড়িল। আক্রমণও হয়ত আর বেশী দুরে নয়।

একথা ঠিক বৃটিশও আমেরিকান বিমান বহর আকিয়াবে ও চিন্দুইন উপত্যকায় বার বার বোমা ফেলিয়া বাংলা ও আসাম সীমান্তের জাপানী ঘাঁটিতে ঘা দিতেছে। ইহাও আশার কথা যে কিছুদিন আগে যুদ্ধের বহু মাল মসলা ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং প্রধান সেনাপতি ওয়াভেলের মতে কলিকাতা ও সিংহল আজ সিঙ্গাপুর হইতে অনেক বেশী সুরক্ষিত।

কিন্তু জাপানী ফৌজকে রুখিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট নয়। সেনাপতি আলেকজাণ্ডার বর্ম্মার অভিজ্ঞতার কথায় বলিয়াছেন—বর্ম্মার শতকরা ১০ জন ছিল সংঘবদ্ধভাবে জাপানী দলে, তারা জাপানকে পথঘাট দেখাইয়া সাহায্য করিয়াছে। শতকরা দশ জন যদিও বৃটিশে পক্ষে ছিল কিন্তু তারা আদৌ সংঘবদ্ধ ছিল না; আর বাকী ৮০ জনই যুদ্ধ চাইত না।

তাই বর্ম্মা জাপানীকে রুখিতে পারিল না। এ যুদ্ধে যে জনশক্তির উৎসাহ, আন্তরিক সমর্থন ও সরাসরি যোগ চাই সে কথা কোন সেনাপতিই অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু ভারতের কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ কোথায়? —৭।৬।৪২

আলোচনা

(৭ পৃষ্ঠার পর)

সত্বেও পূর্ণ নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই, জাপপ্রতিরোধের কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু দমননীতি যত বাড়িবে, উহা আজাদ-নেহ্রু প্রমুখ প্রকৃত জাপ-বিরোধীকে ততই গান্ধীজির পথে ঠেলিয়া দিবে। তাহার সূচনাও দেখা যাইতেছে। তাই গান্ধীজি জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা যতই ঘনীভূত হইতেছে ততই আক্রমণাত্মক হইয়া দাবী করিতেছেন ভারত হইতে বিদেশী ফৌজ হঠাইয়া লও! যিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিনে তাহার পোষকতা করিয়াছেন এবং সকল রকমে গণ-শক্তি ও গণ-সংগ্রামকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন তিনিই আজ জনযুদ্ধের দিনে সাহসী হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিতে পারিতেছেন যে, এই জনযুদ্ধের আমি নৈতিক সমর্থনও করি না এবং এখন আমি "ব্যাপক" আন্দোলন আরম্ভ করিব, তাহাতে জাপানীদের সুবিধা হইলে নাচার।

সরকারের নীতি যাহাই হোক, জাপানী দাসত্বের দুরাশঙ্কা হইতে দেশকে বাঁচাইতেই হইবে। নেহ্রু-আজাদের মত বেশীর ভাগ দেশ প্রেমিকই জাপানী গোলামি রুখিতে চায়, তাহাদিগকে আমাদের জড়ো করিতে হইবে। সংযম ও সাহসের সঙ্গে তাহাদের বুঝাইতে হইবে, জনরক্ষী বাহিনীতে তাহাদের সক্রিয় করিতে হইবে, যেখানেই সম্ভব আত্মরক্ষার যুদ্ধ ব্যবস্থায় তাহাদের সহযোগ করাইতে হইবে, নিরলস প্রচারও কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে জাপ-বিরোধী সংগ্রামে আনিতে হইবে!

সম্পাদকীয়

কৃষক সভার ডাক

নিখিল ভারত কিষাণ সভার ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। বিহার প্রদেশের মধ্যে বিহটা গ্রামে হাজার হাজার কৃষক এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ অসংখ্য গুরুতর সমস্যা সারা বাংলার কৃষকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঠিক এই সময় নিখিল ভারত কিষাণ সভার সম্মেলন সে সমস্ত সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের নির্দ্দেশ দিয়া ভারতীয় কৃষকদের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

বর্ম্মা মুলুকের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। জাপানী দস্যুরা ইন্দোচীন, মালয় ও বর্ম্মা দখল করিয়া চীনের উপর আরও জোরে হামলা আরম্ভ করিয়াছে। এই বিদেশী দস্যুরা এখন ভারত আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত। সিংহলে, মাদ্রাজে, চট্টগ্রামে, আসামে দু একবার বোমা ফেলিয়া জাপানী দস্যুরা প্রমাণ করিয়াছে তাহাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে নহে, ভারত তথা বাংলার মজুর কৃষক ও সর্ব্বসাধারণের বিরুদ্ধে তাহারা মারণ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।

এ অবস্থায় ভারতবাসী কি করিবে? ভারত সরকার এ দেশের **জনগণকে** যুদ্ধে পরিচালিত করিবার পথ গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শুধু সরকারের সাথে দরকষাকষি এবং নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছে। নিখিল ভারত কিষাণ সভা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় না থাকিয়া কৃষকদিগকে ডাক দিয়া বলিয়াছে—**শত্রুকে রুখিবার জন্য প্রস্তুত হও।**

জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যবস্থা ভালভাবে করিবার জন্য জায়গায় জায়গায় স্থানীয় লোকদের সরাইয়া দেওয়া জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে শুধু যে যুদ্ধেরই সুবিধা তাহা নয়। তাহাতে সেই এলাকার লোকেরা যুদ্ধের খুনোখারাপি হইতেও বাঁচিবে। মালয় ও বর্ম্মায় জাপানীরা আসিয়া স্থানীয় লোকের সাইকেল, নৌকা প্রভৃতির সাহায্যেই যুদ্ধে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, জিতিতে পারিয়াছিল। কাজেই এবার যাহাতে দেশের যানবাহন জাপানী ডাকাতদের হাতে পড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাও খুব দরকার। জাপানী দস্যুদের রোখা কৃষকদের নিজের কাজ। তাই বিহটা কৃষক সম্মেলন কৃষকদের ডাক দিয়া বলিয়াছে সরকারের এই লোক সরানো ও যানবাহন ছাড়িয়া দেওয়ার কথা মানিয়া লও।

কিন্তু দেশরক্ষার যুদ্ধে কৃষক যেমন তাহার কর্ত্তব্য করিতে প্রস্তুত, সরকার এবং দেশের জমিদার, মহাজন প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীরও সেইরূপ নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে করা দরকার। তবেই সকলের মিলিত চেষ্টায় জাপানী দুশমনকে সফলভাবে বাধা দেওয়া যায়। লোক ও যানবাহন সরানোতে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে গোলমাল ও অনিশ্চয়তা আসিবে। তাই বিহটা সম্মেলন সরকারের কাছে দাবী করিয়াছে এই গোলমাল ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে।

বাংলার উর্ব্বর জমিজমা বাংলার সমুদ্রকুলে। ধানের ক্ষেত জনশূন্য যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা সৈন্যশিবিরে পরিণত হইলে ফসল বাড়াইবার কি হইবে? যে সব মাঝিমাল্লা এবং জেলেমালোরা সমুদ্রকুলে বেগার হইয়া পড়িবে তাহারা কি করিবে? ক্ষেতখামার এবং বাস্তভিটা ছাড়িয়া দরিয়াকুলের কৃষকেরা কোথায় যাইয়া ঘর বাঁধিবে, কি করিবে এবং কি খাইবে? তাহাদের যে মেহনতে এতদিন বাংলার হাটবাজার ধনধান্যে পূর্ণ হইত সে মেহনত কি যুদ্ধের সময় কোন কাজে লাগিবে না? অপসারিত লোকেরা যে সব জায়গায় গিয়া ভিড় জমাইবে সে সব জায়গায় অভাব অনটন কেমন করিয়া দুর করা যাইবে? দরিয়ায় নৌকা চলিবে না, ক্ষেতে ফসল জমিবে না, হাটবাজার ধনশূন্য হইবে—জাতীয় অর্থনীতিতে এইরকম গোলমাল বাধিলে ক'দিন আমাদের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা থাকিবে?

যুদ্ধের ঘনঘটাই এই মুস্কিল আনিয়াছে। এই মুস্কিলের আসান করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। বিহটা কৃষক সম্মেলন তাই দাবী করিয়াছে এমন ব্যবস্থা সরকার করুন যাহাতে দেশের লাখ লাখ কৃষক কোমর সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি সে ব্যবস্থা না হয় তবে দেশের অর্থনীতিতে এমন ভাঙ্গন ধরিবে যে সৈন্যদের লড়িতে হইবে জনহীন সঙ্গতিহীন কবরখানায় দাঁড়াইয়া।

এবারকার যুদ্ধ এক নূতন কায়দার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মীমাংসা দু একদিনে হইবে না। এ যুদ্ধে শুধু সৈন্যরাই লড়ে না। এ যুদ্ধে শুধু গোলাগুলিই যথেষ্ট নয়, দেশের চাষবাস, দেশের হাটবাজার এবং দেশের কলকারখানা লইয়া যে অর্থ নৈতিক জীবন তাহারই যোগ্যতার উপর এ যুদ্ধের জয়পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে। সেই যোগ্যতা বাড়াইতে হইবে। তাই কৃষক সম্মেলন সরকারের কাছে দাবী করিয়াছে—যাহাদের জমি হইতে অপসারিত করিবে তাহাদের নতুন জায়গায় জমি দাও, ঘর বাঁধিবার টাকা দাও, যাহাদের নৌকা লইয়া যাইবে তাহাদের নৌকার দাম দাও, তাহাদের যে পরিমাণ আয় নষ্ট হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ দাও।

সহায়হীন, সম্বলহীন অপসারিত কৃষক ও বেকার মাঝিমাল্লা এবং জেলেমালোদের ভার দেশের কৃষকেরাই লইবে। কিন্তু সরকারের কাছে আমাদের দাবী—কৃষকদিগকে বোঝা হইতে নিষ্কৃতি দাও। যুদ্ধের সময়ও জমিদার মহাজনদের পাওনাগণ্ডা অক্ষয় হইয়া থাকিবে ইহা চলিতে পারে না। মান্ধাতার আমল হইতে গোমস্তা ও পাইকদিগের যে উৎপীড়ন চলিয়া আসিতেছে আজ আর তাহা জীয়াইয়া রাখিবার কোনই অর্থ হয় না। যুদ্ধের সময়ও আদালত, বাকি খাজনা এবং বাকী দেনার জন্য ডিক্রি দিবে ইহা চলিতেই পারে না। যুদ্ধের এত ওলটপালটের মধ্যে শুধু কি জমিদার মহাজনেরাই কায়েমী স্বার্থের ঢিপির উপরে উদ্ভিদের মত শিকড় গাড়িয়া অনড় হইয়া বসিয়া থাকিবে? অসম্ভব। কৃষকদিগকে আজ এই মামুলী বোঝা হইতে নিস্কৃতি দিতেই হইবে। সে নিস্কৃতি যাহাতে তাহারা পায় তাহা আজ সমগ্র দেশবাসীকে দেখিতে হইবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন জমির কোন খাজনা নাই এই ঘোষণা জারী করিয়া নিঃসম্বল কৃষকদিগকে সঙ্গতির সন্ধান দিতে হইবে। নিরাপদ স্থানে আসিয়া অপসারিত স্থানে কৃষকেরা যাহাতে জমি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দেশে যে দুর্ভিক্ষ ঘনাইয়া আসিতেছে কৃষক সম্মেলন সেদিকেও সরকার ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন কৃষকদিগকে ডাক দিয়া বলিয়াছে খাবার ফসল বাড়াও। সরকারও এই আন্দোলন দেশে উঠাইয়াছেন। কিন্তু কৃষক সম্মেলন সরকারের মত শুধু **ফসল বাড়াও** বলিয়া হাঁক ছাড়িয়াই কাজ শেষ করে নাই। গরীব কৃষকেরা কি করিয়া ফসল বাড়াইবে? জমি কোথায় পাইবে? বীজ-ধান কোথায় পাইবে? অতিরিক্ত চাষের জন্য অতিরিক্ত লাঙ্গল বলদ কোথা হইতে জুটিবে? যাহাদের জমাজমি নাই, দিনমজুরী করিয়া খায় এমন বহু চাষী জমি, বীজ এবং লাঙ্গল বলদ পাইলে ফসল বাড়াইতে পারে। বিহটা কৃষক সম্মেলন দাবী করিয়াছে —সরকারকে এই সবের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষক সম্মেলন ভারতের কৃষকদিগকে বলিয়াছে—**জাপানী শত্রুকে রুখিবার জন্য প্রস্তুত হও, যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের সাথে সদ্ভাব স্থাপন কর, দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষার জন্য হোমগার্ড বা গৃহরক্ষী দল তৈরী কর, ফসল বাড়াও, দুর্ভিক্ষ ও সঙ্কটের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সমবায় সমিতি গড়িয়া দেশের চাষবাস, হাটবাজার ও কারিগরের কাজ চালু রাখো।** সারা দেশের তরফ হইতে সরকারের কাছে এই সম্মেলন দাবী করিয়াছে—কৃষকদের হাতে অস্ত্র দাও, কৃষকনেতা ও কৃষককর্ম্মীদের মুক্তি দাও, ফসল বাড়াইবার জন্য কৃষকদের হাতে জমি দাও, টাকা দাও।

এই সমস্ত দাবী পূরণ করিতে হইলে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের কৃষকেরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে আমাদের দেশের স্বাধীনতা, আমাদের ঘরবাড়ী এবং আমাদেরই জমিজমার জন্য আমরা যুদ্ধে নামিতেছি। কিন্তু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আপনাআপনি আসিবে না। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের মধ্যে একতা ছাড়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। কৃষক সম্মেলন তাই ভারতের কৃষকদিগকে ডাক দিয়া বলিয়াছে—অগ্রণী হইয়া কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একতার জন্য আন্দোলন কর, কংগ্রেস এবং লীগ যাহাতে একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে তাহার জন্য সচেষ্ট হও।

বিহটা কৃষক সম্মেলন এই ভাবে শুধু কৃষকদিগকে নহে সমগ্র জাতিকে সুস্পষ্ট কাজের পথ দেখাইয়াছে। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মত নিখিল ভারত কিষাণ সভা দেশের কাছে সত্যকার স্বাধীনতার কর্ম্মধারা উপস্থিত করিয়াছে। তাহারা শুধু সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত নাই। তাহারা সত্যকার দেশপ্রেমিকের মত কাজে নামিয়াছে, জাপানী শত্রুকে রুখিবার জন্য সারা দেশের জনমত তাহারা তৈরী করিতেছে, সংগঠন স্থাপন করিয়া দেশরক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভের কর্ম্মপন্থায় সর্ব্বসাধারণকে পরিচালিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

বিহটা কৃষক সম্মেলনের আওয়াজ আজ বাংলার কৃষকদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করুক, বাংলার কৃষক সমিতির পতাকাতলে সমবেত হইয়া সোভিয়েট ও চীনের বীর জনগণের মত স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে ও নিতে অগ্রসর হউক।

বিহ্‌টায় নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গয়ার সম্মেলনের পর এত বড় কৃষক সমাবেশ আর হয় নাই। ভারতের একপ্রান্ত আসাম হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অন্য প্রান্ত পাঞ্জাব হইতে অন্ধ্র প্রদেশের কৃষক প্রতিনিধিরা বিহ্‌টা আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষকের বক্তব্য সমবেত কণ্ঠে জানাইয়া গিয়াছেন এবং বিহারের প্রত্যেক জেলা হইতে সমাগত লক্ষাধিক কৃষকেরা পরম উৎসাহে তাহা শুনিয়াছে, অনুমোদন করিয়াছে ও জাপ-বিরোধী যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে।

কৃষকেরা যে জাপানীর বিরুদ্ধে, ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িবে তাহা নাগপুরেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। তবু এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরাই মাত্র গ্রহণ করেন, তখনো কোন সম্মেলনের সামনে এই প্রস্তাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ হয় নাই। বিহ্‌টাতে তাই সমস্যা ছিল নেতাদের নেতৃত্বের বিষয় নয়—কৃষকেরা এই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কি না তাহাই। এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য কৃষক আন্দোলনের যাহারা বিরুদ্ধবাদী, আজ যাহারা পরোক্ষ ভাবে জাপ আক্রমণের সাহায্য করিতেছে—তাহারা রব তুলিয়া ছিল—"নাগপুর প্রস্তাব উঠাইয়া লও"। তাহারা ঠিকই বুঝিয়াছিল যে নাগপুরে কৃষক নেতারা পরিস্কার ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে দেশরক্ষার জন্য সোভিয়েট চীন ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সহযোগে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে—এই যুদ্ধে জনগণের চেষ্টায় জয়লাভের মধ্যেই জনগণের স্বার্থ বজায় রহিয়াছে। বিহ্‌টায় যাইবার সময় তাই কৃষক জনসাধারণের কথাই ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিলাম।

বিহারের অন্যান্য গ্রামের মত বিহ্‌টা—একটা সাধারণ গ্রাম বলিলেও চলে—পার্থক্য শুধু একটা রেলষ্টেশন ও চিনির কল। গ্রামের মধ্য দিয়া বড় রাস্তা গিয়াছে তাহারই পাশে আম ও মহুয়ার একটা বাগানের মধ্যে একটী গ্রাম্য স্কুল ঘরে হইয়াছিল প্রতিনিধিদের থাকিবার যায়গা আর বাগানের মাঝে মাঝে তাঁবু খাটাইয়া সমাগত কৃষকদের ও নেতাদের আশ্রয় ব্যবস্থা। এবং এই বাগানের বাইরে এক বিরাট প্রান্তরে সম্মেলনের স্থান ঘেরা হইয়াছিল।

বিহ্‌টা ষ্টেশনে পৌছিতে প্রথমে চোখে পড়িল কৃষকের লাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ঘুরিয়া ফিরিয়া জনযুদ্ধের স্লোগানগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচয় করাইয়া দিতেছে—রেলগাড়ীর যাত্রীদের মধ্যে ইহা উৎসাহ সঞ্চার করিতেছে। শুনিলাম প্রত্যেক ট্রেনেই ইহারা উপস্থিত হইয়া এই ভাবে জাপবিরোধী চেতনা যাত্রীসাধারণের মধ্যে জাগাইয়া দেয়। গাড়ী চলিয়া গেলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনায় আমরা প্রতিনিধিদের আশ্রয় স্থলের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল অভ্যর্থনা সমিতির ঘর। গ্রামের একটা খামার বাড়ীতেই এই ঘর পাওয়া গিয়াছে। একদিকে মাল বোঝাই গাড়ী এবং তাহারই পাশে কয়েকটী বলদ বিশ্রাম করিতেছে। অন্যদিকে দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে তৈয়ারী করার চিহ্ন গুলিকে মুছিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই

সম্মেলনের একাংশ

তাহার পাশে টেবিল চেয়ার লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি বসিয়া গিয়াছেন। আমরা সহরবাসী, অধিকাংশ সময়েই সভাসমিতি বা সম্মেলনে কংগ্রেসের সুসজ্জিত ব্যবস্থা দেখিতেই অভ্যস্ত; কিন্তু এখানে এই সরল অনাড়ম্বর ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, মনে হইল সত্যই কৃষক সম্মেলনে আসিয়াছি, এখানে আসিয়া কৃষকদের মনেরই পরিচয় মিলিবে। বাক সর্ব্বস্ব, অস্থির মতি ও ভীত উচ্চস্তরের জীব এখানে থাকিবে না।

প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গেই মিলিল। প্রতিনিধিদের থাকিবার যায়গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের আরামের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন। জানিলাম যে স্থির হইয়াছে বিহারের যাবতীয় স্বেচ্ছাসেবক, কৃষক কর্ম্মী ও ছাত্রকর্ম্মীরা নিজেরাই সম্মেলনের কয়দিনের জন্য তাহাদের নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা তাহারা তো সঙ্গে করিয়া আনিবেনই বরং আমরা যাহারা প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশ হইতে আসিতেছি—তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও তাঁহারাই করিবেন। কংগ্রেসের সম্মেলনে বহু টাকা দিয়াও যে আরাম পাওয়া পাওয়া যায় না বিহারের কৃষকেরা বিনা পয়সাতেই তাহা যোগাইয়াছে। এই সরল আতিথেয়তা এক কৃষকেই সম্ভব—এবং বিহারের কৃষক কর্ম্মীরা ভবিষ্যত সভা সমিতি ও সম্মেলন সম্পর্কে একটা আদর্শ স্থাপন করিলেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটী স্বেচ্ছাসেবক, অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেকটী কর্ম্মী, প্রতিনিধি ও সমাগত দর্শকদের যেরূপ সেবা করিয়াছেন তাহা

<u>নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন</u>

প্রত্যেকটি[...] সমিতিকে কৃষক ফৌজের[...]র পরিণত কর

সর্ব্বস্ব পণে জাপ-আক্রমণ[...] করিবার তীব্র কামনাই জাতীয় একতা ও জ[...]র প্রতিষ্ঠা করিবে ঃ

অনেক দিন মনে থাকিবে। এই সকল কর্ম্মীদের ম[...] একজনকে আমার পাঠকরা চিনিতে পারে[...] ইনি ডাক্তার রাধাকিষণ। গয়া জেলায় বকাস্ত[...] আন্দোলনের সময় ইহাকে জমিদারের লোকে[...] পেটে ছুরি মারিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া চ[...] যায়। আহতাবস্থার ইহার একটী ছবিও ন্যাশন[...] ফ্রণ্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি ও বিহা[...] অন্যতম কৃষকনেতা কার্য্যানন্দ শর্ম্মা অক্লান্ত পরিশ্র[...] হাসিমুখে স্বেচ্ছাসেবকদের যেভাবে চালিত করি[...] ছেন গয়ার সম্মেলনের তুলনায় তাহা পরিস্কার [...] কথাই বুঝাইয়া দিতেছিল যে আমাদের ব[...] বিহারে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে—অনেক ভাল [...] কর্ম্মী পাইয়াছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালাইব[...] মত প্রতিষ্ঠাও যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। সম্মেলন[...] প্রত্যেকটী কাজের মধ্যে এই জিনিষটাই বার [...] নজরে আসিতেছিল এবং তাহাতে বিশেষ আন[...] বোধ করিতেছিলাম। ২৯শে তারিখের সন্ধ্যাবেল[...] সভাপতি ইন্দুলালজীর ঘরের সামনে এক[...] মহুয়া গাছের তলায় নিখিল ভারত কৃষক সমিতি[...] বৈঠক বসিল। ছেঁড়া হাতকাটা সার্ট ও ছেঁ[...] পায়জামা পরিহিত ইন্দুলালকে কৃষক ফৌজে[...] সেনাপতি রূপে কল্পনা করিতে ভালই লাগিতেছিল[...] তিনিও তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় অচঞ্চল কণ্ঠে বলি[...] গেলেন ঃ প্রত্যেকটী কৃষক সমিতিকে কৃষক ফৌজে[...] শিবিরে পরিণত কর। জমির জন্য—জীবনধারণে[...] জন্য কৃষকেরা জান্ দিয়া কৃষক সমিতি গড়ি[...] তুলিয়াছে—কৃষকেরাই জান্ দিয়া জাপানী দস্যুদে[...] ঠেকাইবে—দেশের একতা আনিবে—দেশে[...] স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে। নাগপুরে আমরা [...]

[...]ব গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাতে কেবল আমাদের [...] ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু তারপরে বাংলা ও আসামে [...] পড়িতে সুরু হইয়াছে, জাপ প্রতিরোধের [...] কার্য্যকরী ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করিতে [...]। ইন্দুলালজীর এই কথা ভারতের প্রত্যেকটী [...]র মনের কথা। এই সভায় ঠিক হইল—[...]রের পীড়ন নীতি, স্থানত্যাগ (evacuation) [...]তি বিষয়ে প্রস্তাব, রুশ ও চীনের বীরত্বের প্রশংসা [...] বন্ধুত্ব জ্ঞাপক প্রতিনিধি দল পাঠাইবার [...] ও নাগপুর সিদ্ধান্তকে সম্মেলনের কাছে [...] করাইয়া নতুন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক প্রস্তাবের [...] করা।

অথচ এই সভার সম্পর্কে কলিকাতার ও [...]রের কতগুলি দৈনিক কাগজে খবর বাহির [...]ছে শুনিলাম যে স্বামীজীও সাম্যবাদীদের মধ্যে [...] হইয়াছে। পাটনার সার্চ্চলাইট পত্রিকায়ও [...] বিবরণ দেখা গেল যে কোন এক মথুরা প্রসাদ [...]বামীজীর 'দলাদলির' নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া [...]জীর' কৃষক সমিতি ত্যাগ করিয়াছেন। [...] অফিসের ফাইলে তাহার পদত্যাগপত্রে দেখা [...] যে তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ [...]তে চান বলিয়া বিদায় লইতেছেন। কৃষক [...]দোলনের যাহারা বিরোধীতা করিয়া আসিয়াছে [...]রা তাহাদের ভাল করিয়া চেনে—সুতরাং এই [...]র ভাঁওতায় আমরা কৌতুকবোধ করিলাম। [...]লাইটের আরো কুকীর্ত্তির কথা পরে জানাইতেছি। ৩০শে তারিখে সকালবেলায় কমরেড বঙ্কিম [...]র্জ্জী কংগ্রেস পতাকা, ইন্দুলাল জী রক্তপতাকা

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তেজাসিং স্বতন্ত্র এম-এল-এ (পাঞ্জাব), পি, সি, যোশী, খুশহাল খাঁ (সীমান্ত প্রদেশ), ইন্দুলা[...] যমুনালাল কার্জ্জী এম-এল-এ ও স্বামী সহজানন্দ

কমিউনিষ্টদের নেতা পি, সি, জোশী

কৃষকের কাছে কমিউনিষ্টের প্রতিজ্ঞা ও আহ্বান

নিখিল ভারত কিষান সম্মেলনে কমরেড পূরন চাঁদ জোশী শুনাইয়াছেন ঃ—

ভারতের কমিউনিষ্টদের তরফ হইতে নিখিল ভারত কিষান সভার এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

দেশব্যাপী নিখিল ভারত কিষান সভা গড়িবার কাজে আমরা যথেষ্ট খাটিয়াছি; আমরা কমিউনিষ্টরা ইহা পরম গৌরব বলিয়াই মনে করি। কৃষকরা তাহাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আমাদের দিয়াছে। শত শত কৃষক যুবক আমাদের দলে আসিয়াছে। কৃষকরা ও তাহাদের মহান নেতা স্বামী সহজানন্দ আমাদের কমিউনিষ্টদের উপর যে বৈপ্লবিক বিশ্বাস রাখিয়াছেন আমরা তাহাতে শক্ত থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ভারতের সামনে যে কঠিন দিন আসিতেছে এই দিনে যে সব কৃষক যুবক আমাদের দলে যোগ দিয়াছে, তাহারা ভারতের কৃষকের কাজে প্রাণপাত করিবে—আমরা এই কথা দিতেছি।

আমাদের দেশেও আজ অন্য দেশের মতই সব চেয়ে বড় বিপদ আসিতেছে—ফাসিষ্ট গোলামীর বিপদ। আমাদের মাতৃভূমি আজ মহাবিপদের সামনে পড়িয়াছে। আমাদের সবকিছু প্রিয় জিনিষ রক্ষা করিতে হইলে ও আমাদের সব আশা পূরন করিতে হইলে আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ ও সকল সম্বল দিতে হইবে।

জাপ আক্রমণকারী ধ্বংস হউক! ভারতের জনসাধারণের ভিতর একজন কমিউনিষ্টও বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমিতে তাহাদের ঢুকিতে দিবে না।

আমাদের এই মহাজাতির প্রত্যেকটি সন্তানের পবিত্র কর্ত্তব্য জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা কমিউনিষ্টরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করিতেছি।

জাতীয় প্রতিরোধ শুধু মুখের কথা থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ না আমরা সবাই মিলিত হই এবং সমস্ত বড় পার্টি, সমস্ত দেশ প্রেমিক সংগঠনকে এক

কৃষকের শোভাযাত্রা

বিরাট মিলিত জাতীয় ফ্রণ্টের ভিতর না আনিতে পারি। এই রকমের মিলিত ফ্রণ্টই ভারতের ৪০ কোটি মানুষের দুর্ভেদ্য শক্তির পরিচায়ক হইবে। জাতীয় প্রতিরোধের জন্য এইরূপ জাতীয় ঐক্য গড়িবার কাজে আমরা কমিউনিষ্টরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করিতেছি।

আসুন আমরা জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলি, আসুন জাতীয় একতা গড়ি। আমাদের জনসাধারণের এই বিরাট মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আমরা নিশ্চয়ই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইব।

লাল স্বেচ্ছাসেবক জাপ-বিরোধী গান গাহিতেছে

নিজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয় জনসাধারণ দুনিয়ার অন্যান্য মুক্তিপ্রিয় জাতিগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দুনিয়ার ফাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে লড়িবে। ইহাতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে পারিব, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন পৃথিবীতে স্বাধীন ভারতও আমরা লাভ করিব।

কৃষক ভাই সব! আমরা কমিউনিষ্টরা বর্ত্তমান অবস্থা এই ভাবেই দেখিতেছি। আমরা ইহাই করিতে চাই। আমাদের এই প্রাচীন জাতি যাহাতে বাঁচে ও স্বাধীন হয় সেইজন্যই আমরা ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়িব। আমরা সামনে থাকিয়া লড়িব, একটুকুও পিছু হটিব না, যাতে পিছনের দিকে আমাদের জনসাধারণের একতা বাড়িয়াই চলে। আমরা গর্ব্ব অনুভব করি যে, আজ হাজার হাজার মজুর, কৃষক এবং দেশপ্রেমিক যুবক আমাদের সাথে একমত ও জাপানী ডাকাতদের বিরুদ্ধে আগাইয়া চলিতে প্রস্তুত। আমাদের অনেক দেশপ্রেমিক আজও অসহায় ও নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের এই দুর্ব্বল আওয়াজ যদি আজ তাহাদের কাছে না পৌছায়, আমাদের রক্তে ও জাপানী আক্রমণের অপমান ও বীভৎসতায় তাহাদের প্রকৃত দেশপ্রেমিকের পথে টানিয়া আনিবে—ফাসিষ্ট গোলামীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের পথে টানিয়া আনিবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

ট্রাম শ্রমিকের চিঠি

প্রিয় কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি,

দ্বিতীয় ট্রাম ষ্ট্রাইকের শেষে ২৫শে মে তারিখের যুগান্তরে আপনার বিবৃতিতে আপনি লিখিয়াছেন যে, "এই ধর্ম্মঘটে মীমাংসার সমস্ত গৌরব মন্ত্রিবর্গ ও লেবর কমিশনারেরই প্রাপ্য।" মন্ত্রিবর্গ ও লেবর কমিশনার ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ দিই, কিন্তু মীমাংসার গৌরব ট্রামের শ্রমিকদেরও প্রাপ্য নয় কি? ইহার আগেও বহুবার ট্রাম শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ কোম্পানী ও গবর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে, কিন্তু তখন তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। তাহার কারণ ছিল যে, তখন ট্রাম শ্রমিকের একতা ও সংগঠন দুর্ব্বল ছিল, বিশেষ করিয়া ট্রাফিকের ভাইয়েরা তখনও ইউনিয়নে একত্র শ্রমিকদের দাবীর পিছনে একতার জোর বাড়াইতে পারেন নাই। সেজন্য তখন আমাদের দাবী ন্যায্য হইলেও কেহ তাহাতে কান দেয় নাই। এবার ট্রামের সমস্ত ডিপার্টের সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নে একত্র হইয়াছিলেন। একত্র হইয়া তাঁহারা প্রথম ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। একত্রে তাহা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, আবার একত্রেই দ্বিতীয় ধর্ম্মঘটও করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ধর্ম্মঘট সিদ্ধান্ত করিবার আগে আপনি আরও একদিন সময় চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে আরও একদিন আলোচনা চালাইতে পারিলে বিনা ধর্ম্মঘটেই হয়তো বাকী প্রধান দাবীগুলি পাওয়া যাইবে। হয়তো পাওয়া যাইত, এবং আমার মনে হয় আপনাকে আর একদিন সময় দেওয়াই আমাদের উচিত ছিল! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রমিকেরা লেবর কমিশনারের কথা মত ১৪ দিনের জন্য একবার ষ্ট্রাইক স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তাহার পরেও যখন তাঁহারা দেখিলেন যে বাকী পাঁচজন কর্ম্মচ্যুত ভাইকে কাজে লওয়া এবং বোনাস এই দুটী প্রধান দাবীরই মীমাংসা হয় নাই, তখন যদি তাঁহারা ধৈর্য হারাইয়া সময় দিতে না চান তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু এটা বড় কথা নয়। অল্পসংখ্যক শ্রমিকের মত ছিল যে পরের দিন ধর্ম্মঘট করা উচিত নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ যখন পরদিন ধর্ম্মঘট করা স্থির করিলেন তখন যাঁহাদের আপত্তি ছিল তাঁহারাও সকলের সঙ্গে এক হইয়া দাঁড়াইলেন। আপনি এবং ইউনিয়নের অন্যান্য নেতারাও ধর্ম্মঘট স্থগিতের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করা স্থির করিলেন তখন নেতারাও চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আপনারাও শ্রমিকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং যাহাতে তাড়াতাড়ি শ্রমিকদের দাবী মিটানো হয় তাহার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মঘট মীমাংসার ইহাই সবচেয়ে বড় কথা। মতে হউক অমতে হউক ট্রামের সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত শ্রমিক এবং তাহাদের নেতারা সকলে এক হইয়া নিজেদের সঙ্ঘশক্তির উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা জিতিয়াছেন। বাহিরের ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি অনেক নেতাই এই সময়ে গোলমাল বাধাইবার জন্য আপনার বিরুদ্ধে, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমাদের কানে কানে ফিস ফিস করিয়া অনেক বিষ ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন জাপানী দালাল। ট্রাম শ্রমিকদের দাবীর জন্য তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন না, কি করিয়া এই ষ্ট্রাইককে উস্কাইয়া গবর্ণমেণ্টকে বিপদগ্রস্ত করা যায়, জনসাধারণকে অসুবিধায় ফেলা যায় এবং একটা হৈ চৈ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া আসন্ন জাপানী আক্রমণের বিপদের কথা লোককে ভুলাইয়া দেওয়া যায় ইহাই তাঁহাদের মতলব ছিল। কিন্তু ট্রামের শ্রমিক আমরা ভুলিতে পারি নাই যে গত দশ বৎসর ধরিয়া সুখে দুঃখে আমাদের ইউনিয়নকে আমরাই গড়িয়া তুলিয়াছি। আমরা ভুলিতে পারি নাই যে আমাদের প্রিয়তম নেতা কমরেড ইসমাইল, চতুর আলি, গোপাল আচার্য্য, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি আজ আমাদেরই জন্য হয় জেলে বন্ধ, নয় দেশ হইতে বিতাড়িত। এই সব নেতা ও এই ইউনিয়নকে আমরা ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই দালালেরা আমাদের একতা ভাঙ্গিতে পারে নাই। তাই আমরা জিতিয়াছি। মন্ত্রীমণ্ডলী ও কমিশনার সাহেবের সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু মীমাংসার গৌরব ট্রামের শ্রমিকদেরই সব চেয়ে বেশী।

দ্বিতীয়, আপনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে শ্রমিক ও ধনিক বিরোধে গবর্ণমেণ্টের সালিসী মানিয়া লইতে সকলেই বাধ্য থাকিবে—এই নীতি ট্রাম ধর্ম্মঘটে বাংলা গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইলেন। এবং "এই বিজয়ের জন্য" আপনি সরকার ও ট্রাম কর্ম্মচারীদের অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান ট্রাম ধর্ম্মঘটে সালিশী মানা শ্রমিকদের পক্ষে ঠিকই, কারণ তাহাদের প্রধান দাবীগুলি আগেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এখন বাকীগুলির সালিশ-বিচারে আপত্তি নাই। কিন্তু নীতি হিসাবে প্রত্যেক শ্রমিক মালিক বিরোধে সালিশের বিচার শ্রমিকদের মানিতেই হইবে এই আইন ভাল নয়। কারণ তাহাতে আমাদের ষ্ট্রাইকের অধিকারই হাতছাড়া হইয়া যায়। অবশ্য আজ জাপানী দস্যুকে রুখিবার জন্য সকল রকম চেষ্টা আমরা করিতেছি ও করিব। এখন যুদ্ধের প্রধান সরঞ্জাম শিল্প-উৎপাদন যাহাতে বন্ধ না থাকে, বরং বাড়ে তাহার চেষ্টা করা আমাদের নিজেদের স্বার্থ। সেজন্য প্রত্যেকটী বিরোধ যাহাতে ষ্ট্রাইক না হইয়া সালিশে নিষ্পত্তি হয় তাহার প্রাণপণ চেষ্টা আমরা করিবই। বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট তাড়াতাড়ি মিটানো আমাদের এই কথার আন্তরিকতার প্রমাণ। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত আমাদের ইউনিয়নকে মালিকদের মানিয়া লইতেই হইবে এ আইন হইল না, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত নেতারা ছাড়া পাইলেন না, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের সভা-মিছিল করিবার অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। এ অবস্থায় আমাদের ন্যায্য দাবী মানাইবার জন্য যে চাপ আনা প্রয়োজন তাহা আমরা কোথায় পাইব? সুতরাং মিটমাটের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দাবী পূরণ না হইলে ধর্ম্মঘটই আমাদের একমাত্র ও শেষ অস্ত্র ছিল। তাহা আমরা ছাড়িব কিরূপে? জাপানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা ... হইয়াছি, আরও অগ্রসর হইব, আমাদের ... শক্তি দিয়া শত্রুকে রুখিব। কিন্তু নিজেদের অ... বিসর্জ্জন দিয়া সে শক্তি আসিবে না, অ... অর্জ্জন করিয়াই সে শক্তি আসিবে। তাই ... আশা করি সরকার এই আইন কাজে লাগাইবে...

আশা করি আমার চিঠির জবাব দিবেন। ই...

একজন ট্রাম ...

বঙ্কিম মুখার্জ্জির জবাব

উপরে যে চিঠি ছাপা হইল এইরূপ অনেক চিঠি আমি পাইয়াছি। ট্রামের শ্রমিক ভাইয়ে... অন্যান্য কমরেডরা তাহা লিখিয়াছেন। এই ... গুলির জন্য আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

উপরে ছাপা চিঠির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক... ট্রামের শ্রমিকদের একতা ছাড়া কোন মীমাং... যে হইতে পারিত না এবং ভবিষ্যতেও ... পারিবে না একথা তো আমি রোজই প্র... মিটিংয়েই বলিয়াছি। যুগান্তরের বিবৃতিতে ঐ... আবার উল্লেখ করি নাই এইজন্য যে, একথা ... সকলেই জানে, উহা ধরা কথা।

আমি এখনও মনে করি যে, তখন আর এক... সময় দিলে ধর্ম্মঘট না করিয়াই মীমাংসা হইত, ... সময় দেওয়া উচিত ছিল। কারণ শ্রমিকের এ... শুধু ষ্ট্রাইকেই প্রমাণ হয় না, একতাবদ্ধভাবে ... আমরা ষ্ট্রাইক স্থগিত রাখিতে পারি আবার প্রয়ো... হইলেই চালাইতে পারি তো সে একতা ... একতা। যেখানে শ্রমিকরা ভাল সংগঠিত হ... পারেন নাই, সেখানেও তাঁহারা হঠাৎ এক ... ষ্ট্রাইক করিতে পারেন। কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভ... ষ্ট্রাইক প্রয়োজন মত উঠানো ও চালানোতে প... হয় যে তাঁহারা শুধু একত্রই হন নাই, তাঁহ... নিজেদের সংগঠনকেও মজবুত করিয়াছেন, শৃঙ্খ... বদ্ধ সৈন্যদলের মত তাহাকে চালাইতেছেন।

অবশ্য শ্রমিকেরা সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্ত ক... পর তাঁহাদের সাহায্য করিতে আমি বাধ্য, কা... শ্রমিক ভাইয়েরা ভুল করিলেও নেতা ও ইউনিয়ন... তাঁহাদের মধ্যেই থাকিতে হইবে ও সাহায্য করি... হইবে। সেই হিসাবে আমি ও এক্সিকিউটি... কমিটি তখন মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছি। এ... শ্রমিকেরা ও নেতারা মতামত সত্ত্বেও সকলেই এ... লড়িয়াছেন বলিয়া যে জিত হইয়াছে তা... নিঃসন্দেহ।

সালিশ বিচারের আইন সম্বন্ধে আমার ভু... হইয়াছিল। ট্রামের ক্ষেত্রে ঐ বিচার আমরা অবশ্য... মানিব। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সালিশ বাধ্যতামূল... না করা হইলেই ভাল ইহা আমি বুঝিতেছি। বিশে... করিয়া আমাদের ইউনিয়ন মানা, নেতাদের মুক্তি... সভা-মিছিলের স্বাধীনতা না হওয়া পর্য্যন্ত সরকা... এই আইন প্রয়োগ করিবেন না আশা করি।

ট্রাম শ্রমিকেরা আমাকে তাঁহাদের নেতার মধ্যে... একজন মনে করেন। কিন্তু উপরিলিখিত শ্রমি... কমরেডের চিঠি হইতে আমি শিখিলাম যে শ্রমিকদের... মধ্যেই আমার চাইতে অনেক ভাল নেতা রহিয়াছেন... তাঁহাদের কাছ হইতে বর্ত্তমান নেতারা যথেষ্ট... শিখিতে পারিবেন। শ্রমিকদের মধ্য হইতে এইরূপ... সমস্ত নেতা আগাইয়া আসিয়া যখন ইউনিয়নের... সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন তখন ট্রাম ইউনিয়নের... শক্তিকে কেহই রুখিতে পারিবে না।

আমি আশা করি ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিষয়ে... শ্রমিক ভাইয়েরা এইরূপ চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের... মতামত জানাইবেন এবং ইউনিয়নের সভায়ও... নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের কথা খুলিয়া বলিবেন। ... পরস্পরের সমালোচনার মধ্য দিয়া শেখা প্রত্যেক... কর্ম্মীর কাজ। ইতি—

—বঙ্কিম মুখার্জ্জি

আলোচনা

ব্রিটিশ জনগণের চাপ

ফ্যাসিজম-বিরোধী যুদ্ধকে প্রাণপণে তীব্র করার পথে বিলাতে শাসকশ্রেণীর রক্ষণশীল অংশ এখনও টালবাহানা করিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে লণ্ডনে ট্রাফালগার স্কোয়ারে অসংখ্য মানুষ জমা হইয়া দাবী করিয়াছে ইয়োরোপে আরও জায়গায় হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ কর। জনযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার দাবী সেখানে আজ এত ব্যাপক ও প্রচণ্ড যে, জার্মানীর উপর হাজার বিমানের হামলা আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা বিষয়েও বোধ হয় আর বেশী টালবাহানা করা যাইবে না।

জনযুদ্ধে জিতের পক্ষে শুধু দ্বিতীয় ফ্রণ্টও যথেষ্ট নয়, জিতিতে হইলে ভারতের মত বিরাট দেশের সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষকেও তাহাদের স্ব-ইচ্ছায় ও প্রাণপণ আগ্রহে যুদ্ধের মধ্যে টানিতে হইবে—এ কথার উপরও আজ বিলাতের জনসাধারণ জোর দিতে শিখিতেছে। তাই দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আওয়াজ উঠাইয়াছে, "স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ভারতকে স্বাধীনতা দাও।" "হিন্দু" কাগজের খবর যে, এই দাবী আর শুধু জনকয়েক ভারতহিতৈষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বহু ফ্যাক্টরী-প্রতিষ্ঠান ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়াছে এবং প্রত্যেক শহরের বড় বড় রাস্তায় এই দাবীর হাজার হাজার পোষ্টার মারিয়া দেওয়া হইতেছে।

সাম্রাজ্যের অধিকারের উপরই রক্ষণশীলতার ভিত্তি। তাই ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর রক্ষণশীল অংশ আজ এই দাবীতে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে ভারত ঠিক আছে, স্বাধীনতা দিবার প্রয়োজন নাই ইত্যাদি। ভারতসচিব আমেরি ৩০শে মে এক মোলাকাতে গত পাঁচ মাসে ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার মুখরোচক বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন, "সৈন্য সংগ্রহ, গোলাবারুদ ও অস্ত্রনির্ম্মাণ, সরবরাহ এবং শাসন-কার্য্য পরিচালনা অতি সুসমঞ্জসভাবে চলিয়াছে, উহাতে কোন বাধা নাই, কোন সঙ্কোচ নাই। ভারতরক্ষা এইসব জিনিষের উপরই নির্ভর করে, ভারতের রাজনীতিক সমস্যার মিটমাট হইল বা না হইল তাহার উপর নির্ভর করে না।"

রক্ষণশীলতার আবরণ ফাঁস

কিন্তু যুদ্ধের কঠোর বাস্তবতা কাহাকেও রেহাই দেয় না। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে যুদ্ধ-সরঞ্জাম উৎপাদনে সাহায্য পাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদই মার্কিণ হইতে গ্রেডি কমিটির শিল্প-বিশেষজ্ঞদের ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেই কমিটির পূর্ণ রিপোর্ট ভারত সরকার ভারতের ব্যবসায়ীদিগকে বা জন-সাধারণকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন নাই, শুধু তাহার একটী দুর্বোধ্য চুম্বক প্রকাশ করিয়াছেন। যতটুকু বুঝা যায় তাহাতেই গ্রেডি রিপোর্ট দেখাইয়া দিয়াছে যে, আমেরির উক্তি আত্মসন্তুষ্টির মরীচিকা মাত্র। কমিটি বলিয়াছে যে ভারতের সৈন্যসংখ্যা আরও অনেক বাড়ানো দরকার—"ভারতে যে পরিমাণে একটা দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল গড়িয়া উঠিবে সেই পরিমাণে যুদ্ধ জেতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি চূড়ান্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবে।" আর উৎপাদন সম্বন্ধে কমিটি আমেরির দাবীকে প্রায় হাসিয়াই উড়াইয়া বলিয়াছে, "ভারতে যে-সব ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সাহায্যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম উৎপন্ন হইতেছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে টুকিটাকি দোকান (জবিং শপ্‌স) মাত্র।" উৎপাদন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন দরকার এবং বড় রকমের উৎপাদন প্রণালী (ম্যাস প্রডাকশন) করিতেই হইবে।

মার্কিণ কমিটি ও ভারত সরকার

সঙ্গে সঙ্গে কমিটির রায় হইতে দেখা গিয়াছে যে ভারতীয় মজুর উপযুক্ত সুবিধা পাইলে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সমস্ত উৎপাদনই করিতে পারে। ভারতের মজুরদের সুদক্ষতা ও চমৎকার ভাবী কর্ম্ম-ক্ষমতা দেখিয়া কমিটি মুগ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় কারিগরের হাত ভালই খেলে। কাজের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হইলে এবং চাকরীর স্থায়িত্ব থাকিলে ভারতের মজুর পরিশ্রমী এবং তাহার উপর ভরসা করা যায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যই রক্ষণশীলতার ঘাঁটি। আমেরির সুরে সুর মিলাইয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে স্যর হোমি মোদি এই রিপোর্ট সম্বন্ধে যাহা করিতে পারিবেন (এবং তাহার চেয়েও বেশী যাহা করিতে পারিবেন না) বলিয়া জানাইয়াছেন তাহাতে মার্কিণ সাংবাদিকরা অভিযোগ করেন যে, মোদি সাহেব নাকি বাস্তবিকপক্ষে কমিটির সবকটী দরকারী পরামর্শই নাকচ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মোদি সাহেবের মনোভাব পরাজয়ের মনোভাব। মোদি সাহেব উহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেও নাকি তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই!

গোলামি মনোভাব

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হোক, আমরা উলুখড় তাহাতে মন্তব্য নাই করিলাম। কিন্তু একটা জিনিষ না দেখাইয়া পারিলাম না। মার্কিণ-মিশন যখন ভারতীয় মজুরদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন তখন "ভারতীয়" মোদি সাহেব উৎপাদন ব্যবস্থা কেন আমুল পরিবর্ত্তন করা যায় না তাহার একটা কারণরূপে বলিয়াছেন যে, "ভারতীয় মজুর বিলাতের মজুরের মত শিক্ষিতও নয়, সংঘবদ্ধও নয়, সুতরাং বিলাতের মত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাহায্যে মজুর-দের এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।"

মোদি সাহেব ভারতসরকারের চাকর। তিনি হয়তো এই যুদ্ধকে তাঁহার মনিবদেরই যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাই বোধ হয় তিনি ভাবিয়া পান না যে ভারতের মজুর যুদ্ধের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতে কেন রাজী হইবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিই বা তাহাদের কিরূপে রাজী করাইতে পারিবে!

জনযুদ্ধের মনোভাব

কিন্তু ভারতের মজুর কাহারও গোলাম নয়। তাহারা এই যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়াই মনে করে, যুদ্ধে জিতিবার জন্য উৎপাদন বাড়াইবার সকল রকম চেষ্টা করা তাহারা দরকার মনে করে। তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যেখানে হোক যাইতে প্রস্তুত, প্রয়োজন হইলে নিজেদের হাতে করিয়া যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত। এই উৎপাদন বাড়ানোর পথে রক্ষণশীলতার যে সমস্ত দাবী তাহা দূর কর ইহাই শুধু তাহারা চায়। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে তাহাদের শক্তি অটুট থাকা প্রয়োজন তাই তাহারা মাগগি ভাতা চায়, মনের ভরসা প্রয়োজন তাই তাহারা তাহাদের ইউনিয়নকে মানিয়া লওয়া, চাকরীর স্থায়িত্ব ও পরিবারকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার খরচা ও ব্যবস্থা চায়, প্রাণে বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন তাই তাহারা বিমান আক্রমণ হইতে বাঁচিবার ভালো ব্যবস্থা চায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাহাদের প্রয়োজন মত স্থানে যাইতে অনায়াসে রাজী করাইতে পারে, শুধু যদি তাহাদের এই কাজ সফলভাবে করিবার জন্য প্রচার ও সংগঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাই তাহারা চায় ইউনিয়নকে মানিয়া লও, বন্দী শ্রমিক কর্ম্মীদের মুক্ত কর, যাহাদের গতিরুদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা দাও, সভা-মিছিল করিবার অবাধ অধিকার দাও, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী প্রচারের সমস্ত বাধা দূর কর। বাধা সত্ত্বেও ইউনিয়নগুলি ও মজুরেরা যতটুকু সম্ভব প্রাণপণে করিতেছে। বাধা দূর না করিয়া মজুর ও ইউনিয়নকে দোষ দিলে বাধা আরও বাড়িয়াই যায়।

দমনের তীব্রতা

দুঃখের হইলেও একথা সত্য যে এদেশের বেশীর ভাগ লোক এ যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও উৎসাহিত হয় নাই। তাহা করিতে হইলে তাহাদের খণ্ড খণ্ড দাবাকে মানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার দিয়া দেশের বিরাট জাতীয়তাকে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী জাতীয়তায় পরিণত করিতে হইবে। অন্যপক্ষে বাধা বা দমননীতি তাহাদিগকে যুদ্ধের বিরোধীই করিয়া তুলিবে। কিন্তু কিছুদিন হইতে মনে হইতেছে সরকার যেন স্থির করিয়া লইয়াছেন যে দমননীতিই যুদ্ধকে আগাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ, আই, সি, সি, অফিসে খানাতল্লাস, ন্যাশনাল হেরাল্ডের জামিন দাবী, ইউ-পিতে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তার সম্প্রতি হইয়াছে। ৩১শে মে হইতে ৬ই জুন এই ৭ দিনের মধ্যে কাগজের মোটামুটি হিসাবে বাংলা দেশেই মোট ২২টী খানাতল্লাসী, ২৬ জন গ্রেপ্তার, ১ জন দণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারে ও আন্দোলনে যাহারা অগ্রণী তাহাদের উপরেও গত সপ্তাহে দমন ঘনীভূত হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন অফিস সার্চ হইয়াছে, তিনজন ছাত্র কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, ঢাকায় জনযুদ্ধের কর্ম্মী জিতেন ঘোষকে ডেটিনিউ করা হইয়াছে, "জনযুদ্ধ" পত্রিকার উপর সরকারের সাবধানী পরোয়ানা জারি হইয়াছে।

দমননীতি জাপ-প্রীতিই বাড়ায়

সম্প্রতি ভারত সরকারের নির্দ্দেশে কয়েক জন ছাত্র কর্ম্মীর মুক্তিতে বাংলার পুলিশ বোধ হয় শান্তি-ভঙ্গের ভয় করিতেছে, তাই তাহারা গত সপ্তাহ হইতে "শান্তিরক্ষার" আগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে! কিন্তু ভারত সরকারের বোঝা ও বোঝানো উচিত যে দমননীতিতে যুদ্ধের সাহায্য হয় না, বরং এই নীতির ফলে যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জাপানীর পথ করিতেছে তাহাদেরই সুবিধা হয়। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজি প্রমুখ যাঁহারা হঠাৎ যুদ্ধে নিরপেক্ষতার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা ব্রিটিশ-বিদ্বেষের আক্রোশে জাপানী আক্রমণের নিশ্চয় আশঙ্কার সামনেও দেশবাসীকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করিয়া চুপ করিয়া নিরপেক্ষ বসিয়া থাকিতে বলেন। তাহাতে জাপানীরই দেশ দখল করার সুবিধা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতা গান্ধীজির এই অসহ-যোগিতারই বিরোধিতা করিতেছিলেন, জাপ-প্রতিরোধে দেশকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। তাই এলাহাবাদ এ, আই, সি, সি, এত টানা হেঁচড়া

(২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

TIGHT BINDING

নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন

(৫ পৃষ্ঠার পর)

উত্তোলন করেন। এবং সন্ধ্যাবেলায় সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হইল। আম্রকাননের ভিতর দিয়া পায়ে চলা পথে যখন সম্মেলনের ময়দানে যাইতেছিলাম তখন বার বার মনে পড়িতেছিল পলাশীর আম্রবনের কথা—যেখানে একদিন কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের চেষ্টায় ভারতের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল। ভাবিতেছিলাম বিহারের আম্রকাননের আসে পাশে সম্মিলিত অগণিত কৃষকের বুকে কি সেদিনকার সেই দুঃসহ ক্ষত আজ তীব্র বেদনায় মোচড়াইয়া উঠিবে—আজ কি এই আম্রবন কাঁপাইয়া লক্ষাধিক কৃষকের কণ্ঠস্বর ফাসিষ্ট লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে—লক্ষাধিক কৃষকের যুদ্ধযাত্রায় দৃঢ় পদধ্বনি কাপুরুষ, দেশদ্রোহী ও জনগণের শক্তিতে অবিশ্বাসীদের পায়ের তলার মাটিকে সরাইয়া দিবে? এমনি একটী উন্মুখ প্রতীক্ষা লইয়া সম্মেলনে গেলাম। কাতারে কাতারে লোক বসিয়া গিয়াছে—মাইক্রোফোনের সামনে লাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গাইয়ের দল অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গাহিতেছে এবং সমবেত কৃষক তাহাদের সঙ্গে গলা মিশাইয়া গান ধরিয়াছে। ফাসিষ্ট জাপানবিরোধী জনযুদ্ধ সম্পর্কীয় অনেক গান তাহারা গাহিল—কৃষকেরা সমান উৎসাহে গলা ছাড়িয়া সে গানে যোগ দিল। মনে মনে ভরসা পাইতে লাগিলাম। এর পর প্রবল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে স্বামীজী বিদায়ী সভাপতির বক্তব্য বলিলেন। স্বামীজী বিহারের কৃষকের অবিসম্বাদী নেতা—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সোশ্যালিষ্টরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যে তাঁহাকে সে আসন হইতে এক তিলও হটাইতে পারেন নাই তাহা এখানে বলিয়া লক্ষ্য করিলাম। ইহার পর স্বামীজীর বিশস্ত অনুগামী ও বিহারের অন্যতম কৃষক নেতা পণ্ডিত যদুনন্দন শর্ম্মা অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সকলকে অভিনন্দন জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, যে কৃষকেরা জমির স্বত্ব লইয়া এতদিন জমিদারের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, সরকারের লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে—সেই কৃষক জাপানীকে কিছুতেই এদেশের এক ইঞ্চি জমিও দখল করিতে দিবে না। ঘন ঘন করতালির দ্বারা এই অভিমত সমর্থিত হইল। ইহার পর নির্ব্বাচিত সভাপতি ইন্দুলাল যাগ্নিক তাঁহার ভাষণ দিলেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন রাস্তা সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে কৃষকেরা বেশী ফসল তৈরী করিবে—দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিবে—জান্ দিয়া জাপানকে ঠেকাইবে। তাই তাহাদিগকে ঋণভার হইতে মুক্ত কর। জমি দাও, কাজ দাও, বাকী বকেয়া বন্ধ কর—আর দাও অস্ত্র। অস্ত্র যদি না দিতে পার অস্ত্র আইনকে আলগা কর যাহাতে কৃষকেরা নিজেদের সম্বলেই—অস্ত্র যোগাড় করিবে এবং জাতীয় একতা ও এই অস্ত্র সহযোগে জাপানকে মারিয়া তাড়াইবে। ইন্দুলালজীর বক্তৃতায় বার বার করতালি পড়িতেছিল।

ইহার পর নাগপুর প্রস্তাবকে মঞ্জুর করানোর পালা আসে। এই প্রস্তাবের পক্ষে লক্ষীনারায়ণ রঙ্গের বক্তৃতার পর বঙ্কিম মুখার্জ্জীর বক্তৃতা সুরু হইতেই কতগুলি লোক সম্মেলনের একপাশে গোলমাল সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। সম্মেলনের প্রারম্ভেই দেখি যে কিছু লোক লাল ঝাণ্ডা, কংগ্রেস পতাকা ও পোষ্টার লইয়া "নাগপুর প্রস্তাব উঠাইয়া লও—এযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এখানে এক পয়সাও একটী ভাইকে দিও না—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে সম্মেলনে যায় এবং বিহার প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের নামে প্রকাশিত এক ইস্তাহার বিলি করিতে থাকে। তাহাদের পোষ্টারে তিন রঙা ছাপাই ভারতবর্ষের ছবিতে সিংহলের উপর পা দিয়া শুভাষবাবু দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার পিছনে উদ্যত সূর্য্য এবং উপরে হিন্দীতে লেখা আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ (স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবি হোক) আর ইংরাজীতে লেখা আছে Subhas Bose is our liberator. (সুভাষ বসু আমাদের মুক্তিদাতা)। ইহারা বর্ত্তমানে কৃষক সভার কেহ নহে—ভারতবর্ষের অন্যান্য সংগঠনে যেমন পাত্তা না পাইয়া কতকগুলি কাগুজে দল করিয়াছে, কৃষক আন্দোলনেও সেইরূপ করিতেছে—কিন্তু কৃষকদের কাছেও পাত্তা না পাইয়া তাহারা আসিয়াছে সম্মেলনের কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে। প্রথমে ইহাদিগকে সম্মেলনের একপাশে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা গোলমাল করিতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিবে কি করিয়া—আর চুপ করিয়া যদি বসিয়া থাকে তাহা হইলে সার্চ্চলাইট কাগজ লিখিবে কি? তাই তাহারা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতার সময় গোলমাল শুরু করিল এবং শেষ পর্য্যন্ত মানভূম জেলা কৃষক সমিতির সহকারী সম্পাদক সৌরেন মজুমদারকে পেটে আঘাত করিয়া অজ্ঞান করিল। এই খবরে সমবেত কৃষকেরা যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে স্বামীজী কৃষকদের শান্ত না করিলে কৃষকেরা উহাদিগকে মারিয়া শেষ করিত। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে আজ একদল লোক স্বাদেশিকতার আবরণে আমাদের দেশরক্ষার লড়াই পণ্ড করিতে চেষ্টা করিতেছে; ইহারা কাহারা? ইহারা ভারতের সেই সকল লোকেদেরই ভাড়াটিয়া চর—যে সকল লোক একদিন শক্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করিয়া ভারতের অগণিত জনগণকে শোষণ করিয়াছে। আজ যখন উহারা দেখিতেছে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্ব্বল, এবং শ্রমিক কৃষকেরা জনযুদ্ধের পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া নতুন শাসন ব্যবস্থা রচনা করিতে চলিয়াছে—যেখানে উহাদের শোষণ ব্যবস্থা চিরকালের জন্য খতম হইবে স্বতন্ত্র তাই এই মোসাহেব শোষণকারীর দল নূতন প্রভুর জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বেশী দুর্ব্বল হইলে পাছে ক্ষমতা জনগণের হাতে চলিয়া যায় এই ভয়ে তাহারা এখনি শক্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করিতে চায়। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ইহাদের সহিতেছে না—তাই আজ চিরকালের পদসেবীদের মুখে একই সঙ্গে বৃটিশ বিদ্বেষ ও জাপ-প্রীতির কথা এত শোনা যাইতেছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে সোভিয়েটের নেতৃত্বে বৃটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের নতি স্বীকার মানেই দুনিয়ার জনগণের প্রথম জয়সূচনা। এখন যদি দেশে দেশে জনগণ দেশরক্ষার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল জাতি আর মাথা তুলিতে পারিবে না।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীই সেদিনকার শ্রেষ্ঠ বক্তা। সমবেত জনসাধারণের অসংখ্য আনন্দধ্বনিতে তাহা বোঝা যাইতেছিল। তেজাসিং এর বক্তৃতার পর স্বামীজী বক্তৃতা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লককে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে তিনি তাহাদিগকে সভায় আসিতে, শুনিতে, এমন কি বলিতে দিতেও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু তাহারা যে ব্যবহার সুরু করিয়াছে তাহা ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে। কৃষকেরা গান্ধীবাদীর মত অহিংস নয়—প্রয়োজন বোধে তাহারা ফসলনাশকারী জীবজন্তুদের মারিয়া তাড়ায়—এখানেও তাহাই হইবে। তিনি বলেন "এখন সুভাষবাবুর নামে মাতামাতি করিয়া লাভ নাই—কেহ কেহ বলেন যে তিনি মুক্তিদাতা না হইয়া জেলর (jailor) ও তো হইতে পারেন"। স্বামীজীর বক্তৃতার পর এই দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

৩১শে তারিখে সকালবেলায় সার্চ্চলাইট কাগজে পড়িলাম, "গণ্ডগোলের মধ্যে কৃষকসভা পণ্ড হইয়াছে—মারামারি হইয়াছে"—হতাহতের একটা লম্বা ফর্দ্দ! কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। সার্চ্চলাইট কাগজ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আশীর্ব্বাদ বহন করে আর গান্ধীজির প্রিয় শিষ্য বিরলার টাকায় নাকি প্রাণধারণ করে। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার নাই।

সকালে বিহারের ছাত্রফেডারেশনের একটী সভা হইয়া গেল—সেখানে ইন্দুলাল, বঙ্কিম, তেজাসিং স্বতন্ত্র প্রভৃতি নেতারা ছাত্রদিগকে জনযুদ্ধের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, গ্রামে গ্রামে কৃষক সভার সহযোগে জনরক্ষা বাহিনী গঠনের কথা নির্দ্দেশ করিলেন। এদিন দেখা গেল চারিদিকে কৃষকেরা ছোট ছোট জটলা পাকাইয়া উৎসাহের সঙ্গে নতুন নীতির আলোচনা করিতেছে।

সন্ধ্যায় সম্মেলনের প্রারম্ভে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের পক্ষ হইতে পুরণচাঁদ জোশী কৃষক সম্মেলনকে যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহা পড়া হইল। তারপর সরকারের দমননীতি বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে পাঞ্জাবের সরলা দেবী বক্তৃতা করিলেন। ফাসিষ্ট বিরোধী কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতাদের ছাড়িয়া না দিয়া সরকার জনযুদ্ধের পথে কি বিঘ্ন ঘটাইতেছে তাহা প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় ইনি বর্ণনা করিলেন। ইহার বক্তৃতা অত্যন্ত সরল ও জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই দিনেই বর্ত্তমান যুদ্ধে কৃষকদের কর্ত্তব্য সম্পর্কিত প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অধ্যাপক রঙ্গ উত্থাপন করেন ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী সমর্থন করেন। এদিনও বঙ্কিমবাবু তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মীতায় বিহারের কৃষকদের মনোহরণ করিয়াছেন এবং শুধু তাহাই নয় অধ্যাপক রঙ্গের সঙ্গে জনযুদ্ধওয়ালাদের মতানৈক্য হইয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল অধ্যাপক রঙ্গ বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতার পর তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া সকলকে দেখাইলেন কৃষকনেতারা একযোগে চলিতেছেন।

নাগপুর হইতে এইভাবে বিহ্টা জাপ-প্রতিরোধের পথে দীর্ঘ এক ধাপ আগাইয়া চলিল—বিহ্টা হইতে ট্রেণে ফিরিবার পথে রাত্রিতে যতবার তন্দ্রা আসিতেছিল ততবার কেবল লক্ষাধিক কৃষকের রণোল্লাস ও যুদ্ধযাত্রায় লক্ষাধিক পায়ের শব্দ আমাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল—ধপ্, ধপ্, ধপ্, ধপ্। এমনি করিয়া যদি ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারী আগাইয়া চলে তো সে জনতরঙ্গ কে রোধ করিবে?

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সোভিয়েট সংখ্যা] সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ [দাম দুই আনা

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা } বুধবার, ১৭ই জুন, ১৯৪২ ; ২রা আষাঢ়, ১৩৪৯ { প্রতি সংখ্যা এক আনা বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸/০

মজুরের জবাব

(রুশ কবি মায়াকোভ্স্কি)

উত্তর দক্ষিণ, পূব আর পশ্চিম থেকে
মজুরেরা জবাব দিক শুধু সেই ভাষায়,
যে-ভাষা ফ্যাশিষ্ট কুকুরেরা বুঝবে—
আগুন আর তলোয়ারের ঘায়,
তীক্ষ্ণধার সঙ্গীনের মর্ম্মান্ত খোঁচায়।

ফ্যাশিষ্ট বিচ্ছুকে পিষে মার

সোভিয়েট সুহৃদের গান

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরদেশ লোভে যারা অন্ধ
সোভিয়েট ভাঙে তার দন্ত;
সামনে পিছনে প্রতিবন্ধ
দিকে দিকে দুর্জ্জয় স্তম্ভ।

শীত গেল, যায় যে বসন্ত—
বিজয়ের নেই দর্শন তো!
নিরাপদ নয় এ দিগন্ত—
নাৎসির বুকে হৃৎকম্প ॥

শৃঙ্খলে বাঁধে যে, সে ঘৃণ্য—
আমাদের নিশানায় মুক্তি;
থাকে যদি শত্রুর চিহ্ন
শোষণের হবে পুনরুক্তি।

সব দেশ দেখে আশ্চর্য্য—
লাল পল্টন হানে বজ্র!
দস্যুর নেই এগুনোর জো,
গরিলার চালে হতভম্ব ॥

যুগোশ্লাভ গরিলার গান

ফ্যাশিষ্ট দস্যু হুশিয়ার!
বুকে তোর বিঁধবে গুলি
আমাদের গরিলার।
যত পর্ব্বতশিখর
ঝড়ো মেঘে ঘিরব মোরা
করবরে দুস্তর।
এলো সেই দিন
আমরা আবার সবে হবই স্বাধীন,
মহাসাগরের মত বাধা-বন্ধহীন।
সেদিন দাঁড়াবি যদি এসে
পথ রুখে ঘাতকের বেশে,
মহাদুঃখ, মহামৃত্যু মাঝে
হোতে হবে তোদের বিলীন।

বিশ্ব মুক্তির যুদ্ধ

পৃথিবীর দলিত জাতিগুলি আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছে। আমাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়া তাহাদের সাহায্য করিব এবং পরে তাহাদের আপন দেশে আপন ইচ্ছামত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জীবন যাপন করিতে দিব। তাহা করিতে হইলে জার্মাণ যুদ্ধযন্ত্রের জীবনকে আমাদের ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতে হইবে।

—ষ্টালিন

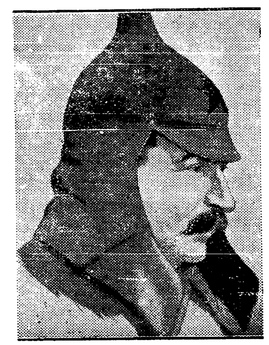

ষ্টালিন

আন্দোলন ও সংগঠন

মেদিনীপুরে জাপবিরোধী সম্মেলন

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে তমলুক মহাকুমার পূর্ব্বনথা গ্রামে জিলা জাপ বিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫।২০ হাজার কৃষক সভায় যোগ দেয়। সদর, ঘাটাল ও তমলুক মহকুমার প্রত্যেকটি থানা হইতে শত শত কৃষক শোভাযাত্রা করিয়া আসে। এক হাজার কৃষক ভলান্টিয়ার সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা করে। কমরেড জগদীশ পট্টনায়ক পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীযুক্তা অনুপমা পট্টনায়ক ও স্থানীয় কমরেডরা গরিলা ও জনযুদ্ধের গান করেন। এই সম্মেলনের ফলে জিলায় বিপুল উৎসাহ দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় সরকারের তরফ হইতে সম্মেলনে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড কৃঞ্জবিহারী পট্টনায়ককে সম্মেলনের আগেই গ্রেফতার করা হয়।

ফরিদপুর জিলা সম্মেলন

রাজবাড়ীর অন্তর্গত কোঁড়কদি গ্রামে কমরেড শিবশঙ্কর মিত্রের সভাপতিত্বে জিলা ফাসিষ্টবিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ২।৩ হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেয়। 'কমরেড ধর হাতিয়ার' গানটি গাহিবার পর সভা সুরু হয়। কমরেড তারাপদ লাহিড়ী, সচ্চিদানন্দ দাসগুপ্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, আব্দুল রসিদ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। কমরেড শিব মিত্র গরিলা কৌশল শিখাইয়া দেন। এই সম্মেলনের ফলে জাপানকে রুখিবার জন্য দৃঢ়তা দেখা দিয়াছে।

সখিপুরার—মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মৌঃ রহমানের সভাপতিত্বেও এক জাপবিরোধী সভা হইয়া গিয়াছে।

বরিশাল

গত মে মাসে বরিশাল জিলার বিভিন্ন স্থানে ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১৩ই ও ১৪ই মে **উজীরপুর** গ্রামে কমরেড সত্যেন দাস গুপ্তের সভাপতিত্বে সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রায় ২ হাজার জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। ১৭ই মে কমরেড যুঁইফুল বসুর সভানেতৃত্বে **গৈলা** গ্রামে এক সম্মেলন হয়। প্রায় ৭ শত লোক যোগ দেয়। ১৯শে মে **মুলাদি** গ্রামে সম্মেলন হয়। এখানে প্রায় ২ হাজার লোক সমবেত হয়। ২০শে মে **কাউরিয়া** গ্রামে মৌলভী আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে এক বিরাট সম্মেলন হয়। উপস্থিত লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। ২৩শে ও ২৪শে মে **পটুয়াখালি** সহরে কমরেড সতী গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে ফাসিষ্টবিরোধী সভা হয়।

দিনাজপুর

জিলার বিভিন্ন স্থানে জাপবিরোধী সভা ও সমাবেশ হইতেছে। গত ৩রা মে কোতোয়ালী থানার **চকরামপুর**, ৫ই ইটাহার থানার **গোয়ালপাড়ায়**, ৬ই মে কুশমতি থানার **সরলাতে**, ১০ই মে ফুলবাড়ী থানার **লালপুরডাঙ্গায়**, ১৬ই মে কোতোয়ালী থানার **নসীপুরে**, ১৭ই মে বিরল থানার **মহুচোষা** গ্রামে সভা হইয়া গিয়াছে। কমরেড গুরুদাস তালুকদার, শচীন্দু চক্রবর্ত্তী, বিমল মুস্তাফী, বরদা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কৃষক কর্ম্মীগণ এই সমস্ত সভায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকটি সভায় প্রায় ৩ হাজার করিয়া কৃষক উপস্থিত ছিল। মহিলা কর্ম্মী কমরেড আশালতা চক্রবর্ত্তীও বিভিন্ন স্থানে প্রচারে বাহির হইয়াছেন।

হুগলী

কমরেড হামিদুল হকের সভাপতিত্বে নূতন বগা গ্রামে **বলাগড়থানা** ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় দুই হাজার কৃষক সমবেত হয়। কমরেড মোহন দাস, মনোরঞ্জন হাজরা, তুষার চ্যাটার্জ্জি, বিজয় মোদক প্রভৃতি কৃষক নেতাগণ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের সাথে একটি সুন্দর পোষ্টার প্রদর্শনীও করা হয়।

শ্রীরামপুর সহরকে আটটি সেক্টরে ভাগ করিয়া জনরক্ষা বাহিনী গড়িয়া উঠিতেছে। এক নম্বর সেক্টরে দুই শত জন যুবক বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

বর্দ্ধমান—জিলার বিভিন্ন স্থানে ফাসিষ্টবিরোধী সভা, প্রচার ও জনরক্ষী বাহিনী গঠন করা হইতেছে। রায়না থানার আদমপুর, রায়না, সহজপুর, মুগুরা, আড়ুই, রামবাটি, বড়চৈনান প্রভৃতি গ্রামে সভা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সভায়ই ৪।৫ শত কৃষক উপস্থিত হয়।

বাঁকুড়া

স্থানীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে গত মে মাসে জেলার বিভিন্ন গ্রামে ১৩টি ফাসিষ্ট বিরোধী সভা হইয়া গিয়াছে। বড়জোড়া থানার বাথানবেড়া গ্রামে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই স্থনে একটি গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত একশতের উপর ভলান্টিয়ার ইহাতে যোগ দিয়াছে। একটি জাতীয় সঙ্গীত সমিতিও খোলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুর সহরেও প্রায় একশত ভলান্টিয়ার লইয়া একটি রক্ষী বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সম্মেলন

গত ৩১শে মে স্থানীয় লোকদান ময়দানে মহকুমা জনরক্ষা সম্মেলনের এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জিলার বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত এম, এল, সি মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। কুমিল্লার কৃষক নেতা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ, দেওয়ান মুস্তাফা আলী, এম, এল, এ প্রভৃতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৪ শত কৃষক, ছাত্র ও যুবক প্রতিনিধি, ৩ শত মহিলা ও ৫ হাজার জনসাধারণ সম্মেলনে যোগ দেয়। বহু ফাসিষ্ট বিরোধী পোষ্টার ও শ্লোগান দ্বারা প্যাণ্ডেলটি সাজান হয়। শ্রীযুক্ত উমেশ বণিক, কমরেড ললিত বর্ম্মণ, অমূল্য কাঞ্চন দত্তরায়, মৌলভী আবদুল রহমান খাঁ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনের ফলে মহকুমায় জাপানীদের রুখিবার জন্য বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

খুলনা

গত ৩১ মে স্থানীয় গান্ধী পার্কে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কমরেড অশোক মিত্রের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। ইহার সাথে জনযুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনীও হয়। বর্ম্মা হইতে আগত অধ্যাপক আফতাব উদ্দিন সেখ বর্ম্মায় জাপানীদের জুলুমের কথা বলেন। সভায় প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিল।

পঞ্চমবাহিনীর আক্রমণ

গত ২৪শে মে **সেনহাটি** গ্রামে স্থানীয় প্রবীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভা ও প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী হয়। কমরেড প্রমথ ভৌমিক, সন্তোষ ঘোষ, সুহাস সরকার, ব্রহ্ম প্রত্যাগত অধ্যাপক আফতাব উদ্দিন সভায় বক্তৃতা দেন। স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মীরা এই ফাসিষ্ট বিরোধী সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। তাহারা লাঠি, হাণ্টার ও ছোরা ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠা করে না। কিন্তু ফাসিষ্ট বিরোধী কর্ম্মীরা যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য্যের সাথে সভা চালাইয়া যান।

কাঁচড়াপাড়ায় মজুর আন্দোলন

গত ২০শে মে স্থানীয় রেল কারখানায় বহু মজুর সংঘবদ্ধভাবে ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে উপস্থিত হইয়া অগ্রিম বেতন দাবী করে। দুই মাস আগে জেনারেল ম্যানেজারের এক সার্কুলারে বলা হয় যে মজুরদের পরিবার সরাইবার জন্য এক মাসের বেতন ধার হিসাবে দেওয়া হইবে কিন্তু আজও সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় মজুররা আন্দোলন চালাইতেছে। আজ মজুরদের এই সামান্য দাবীও যদি মানিয়া লওয়া না হয় তাহা হইলে মজুররা জাপানীদের রুখিবে কি করিয়া? আমরা এবিষয়ে এখনই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মেয়েরাও ফাসিষ্টদের রুখিবে

দিনাজপুর—গত ১০ই মে ফুলবাড়ী থানার লালপুর ডাঙ্গায় হারুণা বিবির সভানেতৃত্বে কৃষক মেয়েদের একটি সভা হয়। সভায় ২০০ কৃষক মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। জিলার বিখ্যাত মহিলা নেত্রী কমরেড আশা চক্রবর্ত্তী জাপানীদের রুখিবার জন্য কৃষকমেয়েদের একজোট হইতে বলেন। একটি কৃষক মেয়ে-বাহিনী গঠন করা ঠিক হয়। কৃষক মেয়েদের ভিতর বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ—গত ১লা জুন **সেরপুর** টাউনে ফাসিষ্ট বিরোধী মহিলা সংগঠন সমিতির উদ্যোগে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী কমরেড মণিকুন্তলা সেনের সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা সভা হয়। সভায় ৪ শত হিন্দু মুসলমান মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, লাঠি-ছোরা শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ও একটি নারী আত্মরক্ষী-বাহিনী গঠন করা হয়।

ফরিদপুর—গত ৩রা জুন রামভদ্রপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্রীযুক্তা সুরবালা সেনের সভানেত্রীত্বে এক মহিলা সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কুমারী বীণাপানি দে ও শান্তি সেন চীন ও সোভিয়েট নারীর আদর্শ, ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভা শেষে স্থানীয় মহিলা সমিতি গঠিত হয়।

বরিশাল—গত ২৪শে মে পটুয়াখালী সহরে কমরেড যুঁইফুল বসুর সভানেত্রীত্বে একটি ফাসিষ্ট বিরোধী মহিলা সম্মেলন হয়। সভায় প্রায় ৩ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সবাই ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

আন্দোলনে বাধা

বাংলার সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে যখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে জাপ-বিরোধী চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছেন, তখন বাংলার অনেক জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীরা পুরাণো আমলাতান্ত্রিক নীতিতে এই আন্দোলনে বাধা জন্মাইতেছেন। আজ যখন শত্রু দুয়ারে হানা দিয়াছে তখনও ইহাদের চোখ খুলিতেছে না।

রংপুর জিলার খবরে জানা যায় স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীরা নানা অছিলায় সভাসমিতির পথে বাধা জন্মাইতেছেন। রংপুর সহরে রক্ষীদলের কাজ চালানও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় মুলাটোল শাখার দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

দিনাজপুর জিলাতেও কৃষক কর্ম্মীরা সভায় যোগদানের অনুমতি পাইতেছেন না। সহরে জনরক্ষী বাহিনীর কুচকাওয়াজের অনুমতি পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমরা বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার এখনই প্রতিকার দাবী করিতেছি।

ফাসিষ্টদের আসল চেহারা

আব্দুল হালিম

জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা সোভিয়েট রাশিয়ার উপর হামলা করিয়াছে, গোটা ইউরোপ দেশ দখল করিয়া নিয়াছে। জাপানী ফাসিষ্টরা চীন দেশের উপর হামলা করিয়াছে, ফিলিপাইন, জাভা, বর্ম্মা, মালয় দখল করিয়া নিয়াছে। আমাদের সোনার বাংলা, সোনার ভারতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

এই বর্ব্বর ফাসিষ্টরা কাহারা? কেমন তাহাদের রাজত্ব? কেনই বা তাহারা দুনিয়ার দেশে দেশে হামলা করিতেছে?

সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিষ্টরা

এক সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া, দুনিয়ার আর আর সব দেশেতেই ধনী-বড়লোকের রাজত্ব। বড় বড় ব্যবসাদার ও রাজা-মহারাজা মিলিয়াই দেশ শাসন করে। ইহারাই নিজের মুনাফার স্বার্থে আইন-কানুন করে, সিপাই-ফৌজ রাখে। চাষী মজুরের মেহনতের কড়ি লুটিয়া নিয়া নিজেদের পেট ভরায়। এই সব রাজা-মালিকরা গোটা দুনিয়াটাকে নিজেদের ভিতর ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া নিয়াছে, দুনিয়ার উপর নিজেদের রাজ কায়েম করিয়াছে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ধনী বড়লোকের রাজত্ব চিরকাল সুখে যায় না। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যেও গোলমাল হয়, দুনিয়ার লুঠের ভাগ নিয়া নিজেদের ভিতর ঝগড়া বাধে। তার উপর, আবার এই জুলুমবাজীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য চাষী মজুররাও মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, দল বাঁধে, আন্দোলন চালায়। রাজা-মালিকের রাজত্বে ফাটল ধরে। তখন এই সব রাজা মালিক মরিয়া হইয়া উঠে। নিজের সুখের লুঠের রাজত্ব বজায় রাখিবার জন্য পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপিয়া উঠে। তখন এই সব ধনী বড়লোকদের ভিতর সব চেয়ে দাঙ্গাবাজ, গুণ্ডা ও শয়তানরা মিলিয়া খুনী গুণ্ডারাজ কায়েম করে। তাহারা দেশের সমস্ত স্বাধীনতা কাড়িয়া নেয়। চাষী মজুর আন্দোলনের গলা টিপিয়া মারে। দেশের ভিতর সব রকম জুলুম অত্যাচারের বান ডাকে। কথায় কথায় গুলি আর জেলখানা। জনসাধারণের রক্তে দেশের পথঘাট ভিজাইয়া দেয়। চাষী মজুরের শোষণ হাজার গুণ বাড়িয়া যায়। গোলামির শিকল আরও শক্ত হয়। যারা এই সব রাজত্ব চালায়, সেই গুণ্ডা ধনিরাই ফাসিষ্ট। তাহাদের রাজত্বই ফাসিষ্ট রাজত্ব। এমনি ফাসিষ্ট রাজই জার্ম্মাণী, ইটালী আর জাপানে কায়েম হইয়াছে।

ফাসিষ্টরাজের রাজনীতিক জুলুম

এইবারকার যুদ্ধ লাগিবার আগে এক জার্ম্মাণীতেই ফাসিষ্ট রাজত্বের তিন বছরের ভিতর চার হাজারের উপর চাষী মজুর কর্ম্মীকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, সওয়া দুই লাখ কর্ম্মীকে মারপিঠ করিয়া জখম করা হইয়াছে, আর সওয়া তিন লাখ লোককে জেলখানায় কয়েদ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া গোপনে যে কত লোককে খুন জখম করা হইয়াছে, তার তো কোন হিসাবই নাই। চাষী মজুরের কত বড় বড় নেতাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলান হইয়াছে, তাদের পরিবারের উপর পশুর মত জুলুম জবরদস্তি চালান হইয়াছে। ইহাতো গেল যুদ্ধের আগের কথা। যুদ্ধের পরে যে জুলুম হইয়াছে তাহার কোন লেখাজোখা নাই।

মানুষে যাহা করিতে পারে না, সেই রকম বর্ব্বর জুলুম ও অত্যাচার করিতে ফাসিষ্ট গুণ্ডাদের এতটুকুও আটকায় না। "জার্ম্মাণীর ফাসিষ্ট পশুরা স্ত্রীর সামনে স্বামীকে মারপিট করিয়া, সমস্ত শরীরে জখম করিয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া দেয়। ছেলেকে পুড়াইয়া মারিয়া সেই ছাই পার্শেলে করিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেয়। পুরুষকে খোজা বানাইয়া দেয়। কর্ম্মীদের ধরিয়া ধরিয়া নিয়া জুলুম কামরায় আটক করে, তাহাদের শরীরে ইনজেকশন করিয়া বিষ ঢুকাইয়া দেয়। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া ফেলে, চোখ উপড়াইয়া ফেলে, হাত পা বাঁধিয়া জোর করিয়া গলায় জল ঢালিয়া দেয়, লোহা পুড়াইয়া ছ্যাঁকা দিয়া গায়ে ফাসিষ্ট চিহ্ন আঁকিয়া দেয়।"

(ডিমিট্রভ)

শুধুই কি তাই? কর্ম্মীদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া দেয়, আত্মীয়স্বজনের জীবন পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। মেয়েদের ধরিয়া বেইজ্জৎ করে। জেলখানায় আটক বাচ্চা বন্দীদের উপরও সিপাইরা বেইজ্জত করিতে ছাড়ে না। ইহাই বর্ব্বর ফাসিষ্টদের চেহারা, সব ফাসিষ্ট দেশেই এই একই অবস্থা।

ফাসিষ্ট রাজত্বে এই সব জুলুমের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। সভা-শোভাযাত্রা করিবার অধিকার নাই। ইস্তাহার বাহির করা চলে না। চাষী মজুরের সমিতি গড়িবার অধিকার নাই, চাষী-মজুর আন্দোলনের টুঁ শব্দটি করিবার উপায় নাই। ফাসিষ্ট সরকারের যে কোন হুকুম মাথা পাতিয়া নিতে হইবে—প্রতিবাদ করিলেই জেলখানার দরজা খোলা, তার উপর জুলুম ও অত্যাচার।

১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের ভিতর জাপানী ফাসিষ্টরা ৫০ হাজার কর্ম্মীকে জেলে পুরিয়াছে। ইহার ভিতর কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক সবাই আছে। এই সব গ্রেফতারের খবর জাপানী ফাসিষ্টরা কাগজে ছাপিতে দেয় না। লোকে জানিতেও পারে না কে গ্রেপ্তার হইল। ইহাদের বিচার হয় গোপনে, বিচারের খবরও কাগজে বাহির করা বে-আইনী। এই ৫০ হাজার ছাড়া আরও যে কত লোককে কয়েদ করা হইয়াছে তাহা বাহির করা শক্ত। দেশে চোর-ডাকাত সায়েস্তা করা ফাসিষ্ট সরকারের কাজ নয়, কেমন করিয়া চাষীমজুরদের দমন করিবে তাহাই তাহাদের একমাত্র চিন্তা। জাপানী দেশের আইনে, "দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের" জন্য কোন সমিতি গড়িলে তার ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

চাষীমজুর কর্ম্মীদের জীবন যে শুধু জাপানী ফাসিষ্ট সরকারের কাছেই বিপন্ন, তাই নয়। যেখানে জাপানী ফাসিষ্ট সরকারের পুলিশ, কর্ম্মীদের কোন খোঁজ পায় না বা আইনের জালে ফেলিতে পারে না সেখানে আছে ফাসিষ্ট গুণ্ডার দল। দেশের যত খুনী, বদমাইস, গুণ্ডা আছে—তাহাদের নিয়া জাপানী ফাসিষ্টরা একটা দল খুলিয়াছে—সেই দলের নাম "কাল ড্রাগন দল"। এই কাল দলের কাজ যে কোন লোকের উপর সন্দেহ হইবে তাহার পিছনে লাগা, এই দলের কাজ সেই কর্ম্মীকে গোপনে খুন করা, জখম করা, তার বাড়ী লুঠ করা, বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া, তার আত্মীয় স্বজনের উপর জুলুম করা, মেয়েদের বেইজ্জৎ করা—এই সবই হইল এই ফাসিষ্ট ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদলের নিত্য কাজ। ইহাদের এই অরাজক জুলুমে সরকারী পুলিশ কোন হাত দেয় না, বরং গোপনে সায় দেয়। এই কাল ড্রাগন দলই চীনে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়াতে শত শত গোপন খুন করিয়াছে। এই কাল দলই ফিলিপাইন, যাভা, মালয়, ব্রহ্মে ফাসিষ্ট গুপ্তচরের কাজ করিয়াছে, দেশের ভিতর বিভীষণ বাহিনী তৈরী করিয়াছে, ফাসিষ্ট ফৌজ আসিবার পথ খোলসা করিয়াছে। ইহাই ফাসিষ্টদের রাজনীতির চেহারা।

আর্থিক শোষণ

একদিক দিয়া ফাসিষ্টরা যেমন দেশের রাজনীতিক জীবন একেবারে পঙ্গু করিয়া দেয়, তেমনি চাষী মজুরের উপর শোষণও শতগুণ বাড়াইয়া দেয়। রাজা-মালিকের লাভের কড়ি যোগাইতে চাষী-মজুরের শেষ রক্তটুকুও নিঃশেষ হয়।

জাপানে আজও মান্ধাতার আমলের জমিদারী প্রথা চাষীর গলায় বোঝা হইয়া চাপিয়া আছে। আজও রাজা-জমিদার-মহাজনে মিলিয়া জাপানী চাষীকে চুষিয়া খায়। আজ জাপানের আট আনা চাষীরই মাত্র সাড়ে তিন বিঘা জমি, চার আনা চাষীর ছ' সাত বিঘা জমি আর বাকী চার আনা মাত্র ধনী চাষী। খাজনা দেনার দায়ে গরীব চাষী মহাজনের দুয়ারে বাঁধা পড়ে। শতকরা ৮০ জন চাষীই দেনায় ডুবিয়া আছে। মাথাপিছু দেনা বারশ' টাকারও বেশী। তাই চাষীর ছেলে না খাইয়া মরে, কোন প্রতিকার নাই। বছর বছর ৪ লাখ ৬০ হাজার জাপানী শিশু খাবার অভাবে মারা যায়। জাপানী শিক্ষামন্ত্রী নিজের মুখে স্বীকার করিয়াছে, আড়াই লাখ স্কুলের ছাত্রের দুবেলা ভাত জুটে না। অথচ জাপানে চাল কম হয় না। কিন্তু সে চাল সব কিনিয়া নেয় জমিদার আর সরকার। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, দেশের মানুষ না খাইয়া মরে, ঘাসপাতা খায়, ছেলেমেয়ে বেচে, মেয়েরা বেশ্যা হয়, আর ফাসিষ্ট সরকার চড়া দরে চাল বেচিয়া মুনাফা করে, বিদেশের বাজারে সস্তায় বেচিয়া বাজার দখল করে। ফাসিষ্ট পশুরা এমনি করিয়াই মানুষের মরা দেহের উপর দিয়া লাভের কড়ি গুণে।

মালিকরা মজুরদের ১২।১৪ ঘণ্টা খাটাইয়া নেয়, অল্প পয়সায় মেয়েদের গরু-ভেড়ার মত কিনিয়া ইচ্ছামত কারখানায় খাটাইয়া নেয়। ছোট ছেলেদের পর্য্যন্ত কারখানায় দিনরাত খাটাইতে

কুণ্ঠা করে না। এমনি করিয়া মজুরের ঘাম-রক্তে হাজার রকমের মাল তৈরী হয়, দেশ বিদেশে চালান যায়। মালিকের মুনাফা বাড়ে। জাপানী পুলিসের হিসাবে দেখা যায় বছরে আড়াই শ' বিধবা জাপানী মা অভাবের জ্বালায় ছেলেমেয়েকে নিজ হাতে খুন করিয়া নিজে আত্মহত্যা করে। ফাসিষ্ট শোষণের কি নিষ্ঠুর জ্বালা!

অনেকে ভাবে জাপানীরা আমাদের দেশে সস্তায় সাইকেল বেচে, কাপড় বেচে, খেলনা বেচে। জাপান কত উন্নত—কত সুন্দর দেশ। কিন্তু এই সস্তা জিনিষের পিছনে যে কত চাষী, কত কুলী মজুরের বুকের রক্ত জমিয়া আছে—কত চাষীমজুরের মেয়ের বুকফাটা কান্না জমা হইয়া আছে, জাপানী পিশাচ ধনিক জমিদারের কত জুলুম অত্যাচারের বর্ব্বর কাহিনী জড়িত আছে আমাদের দেশের জাপানী ভক্তরা সে খোঁজ রাখে কি?

ফাসিষ্টরা বুঝে শুধু মুনাফা আর মুনাফা। এক ফোঁটা জলের জন্য জাপানে খুনাখুনী হইয়া যায়, ফাসিষ্ট সরকার দাঁড়াইয়া দেখে, পুলিশ দিয়া চাষীদের লাঠিপেটা করে তবু জলের ব্যবস্থা করে না। একটা গাঁয়ে জলের অভাবে ৩ হাজার চাষী দাঙ্গাহাঙ্গামা করিল। সরকার জলের ব্যবস্থা তো করিলই না উপরন্তু ৩০০ পুলিশ পাঠাইয়া চাষীদের উপর লাঠি চালাইল। ইহাতে জেলার খনির মালিক খনির বিষাক্ত জল নদীর ভিতর ঢালিয়া ফেলিয়া শত শত চাষীর জীবন বিপন্ন করিল—কোন প্রতিকার নাই। আশিও খনির মালিক ঠিক এমনি ভাবেই তিনটি জেলার ১ লাখ চাষীর জলে বিষ ঢালিয়া দিতে এতটুকুও দ্বিধা করিল না। ফাসিষ্টরা এমনি পশু!

সামাজিক গোলামি

ফাসিষ্ট পশুরা মেয়েদের মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। মেয়েদের ইজ্জৎ নিয়া তারা ছিনিমিনি খেলে। জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা বলে মেয়েদের একমাত্র কাজ ছেলের জন্ম দেওয়া, আর হাঁড়িকুঁড়ি ঠেলা। পৃথিবীর আলো হাওয়া তাদের জন্য নয়। জাপানী ফাসিষ্ট রাজত্বে গরু-ভেড়ার মত মেয়ে বিক্রি হামেশাই চলে। গরীব চাষী খাইতে পায় না, খাজনা-দেনা-ট্যাক্সের দায় মিটাইতে পারে না—তাই নিজের আদরের মেয়েকে জমিদার-মালিকের বাড়ীতে দাসী বাঁদী হিসাবে বিক্রি করে—বেশ্যার কাছে বেচিয়া দেয়। বাপ-মায়ের কলিজা ফাটিয়া যায়—তবু দাঁড়াইয়া দেখে মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে। আওমোরি, মিয়াগী, আকিটা, ফুকুসিমা—এই চারিটি জেলা জাপানের খুব গরীব জেলা। এখানকার ৪৫ লাখ লোকের ভিতর ১৯৩৪ সালের ৫০ হাজারেরও উপর মেয়েকে অভাবে পড়িয়া বিক্রি করা হইয়াছে। জাপানী সরকারের আইনে মেয়ে বেচাকেনায় কোন বাধা নাই।

জাপানী ফাসিষ্টরা চীনদেশের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটা দখল করিবার জন্য যে ফৌজ পাঠাইয়াছিল—তাহাদের স্ফূর্ত্তি লুটিবার জন্য ফাসিষ্টরা জাপান দেশে হইতে ১৯৩২ সালে ৪২ হাজার জাপানী চাষীর অবিবাহিত মেয়েকে পাঠাইয়া বেশ্যাপাড়া তৈরী করিয়া দিয়াছিল। ফাসিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার এমনি চেহারা।

যুদ্ধের পাণ্ডা

ফাসিষ্ট দেশের বড় বড় কলকারখানা ও ব্যাঙ্কের মালিক ব্যবসাদারেরা মুনাফার জন্য নিজ দেশের সমাজে এই জুলুমবাজী রাজত্ব চালাইয়া ও চাষী মজুরের রক্ত নিংড়াইয়া নিয়াই খুশী থাকিতে পারে না। মুনাফার লোভে তাহারা অন্য দেশ লুটিয়া নিতে চায়। কিন্তু আজ দুনিয়ার সব দেশ (সোভিয়েট রাশিয়া বাদে) ধনিক-বনিক, রাজা-মালিকেরা-সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মাঝে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া নিয়াছে। কেউ তো আর ইচ্ছায় এই লাভের রাজত্ব ছাড়িয়া দিবে না। তাই ফাসিষ্ট রাজা-মালিকরা ফৌজ আর হাতিয়ারের জোরে অন্য দেশ কাড়িয়া নেবার জন্য আগাইয়া আসে। তাই ফাসিষ্টরাই দুনিয়ায় যুদ্ধ বাধাইবার কাজে আগে পা বাড়ায়। দুনিয়ার দেশে দেশে বোমা ফেলিয়া হাজার হাজার ঘরবাড়ী পুড়াইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়, দুনিয়ায় রক্তগঙ্গা বহায়। লাখ লাখ মানুষকে বোমার ঘায়ে, গুলির মুখে উড়াইয়া দেয়।

জাপ-বিরোধী জন-নাট্য চাই
পুরস্কার ত্রিশ টাকা

আমরা ইতিপুর্ব্বে জাপ-বিরোধী জন-নাট্যের জন্য ১০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলাম—কিন্তু এ যাবৎ যে সকল নাটিকা আমাদের হাতে পৌছিয়াছে—তাহা আশানুরূপ নয়। তাই আমরা ৩১শে মে'র পরিবর্ত্তে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত লেখা পাঠাইবার সময় বাড়াইয়া সকল দেশ প্রেমিক লেখকদের আবার আহ্বান করিতেছি। আমাদের দুই জন বন্ধু এই কার্য্যের জন্য আরো কুড়ি টাকা দেওয়াতে পুরস্কারের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হইল।

স: জ

এমনি করিয়াই ইটালীর ফাসিষ্টরা আবিসিনিয়ার উপর হামলা করিয়াছিল, এখনি করিয়াই জাপানী ফাসিষ্টরা চীনের উপর হামলা করিয়াছে। এমনি করিয়াই জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা ইউরোপের মানুষের গলায় শিকল পরাইয়াছে ও চাষীমজুরের সোভিয়েট রাজ রাশিয়ার উপর হামলা করিয়াছে। এই জন্যই আজ জাপানী ফাসিষ্টরা বর্ম্মা-মালয় দখল করিয়া ভারতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

দুনিয়ার ফাসিষ্টদের আজ এক লক্ষ্য: গোটা দুনিয়াটাকে জুলুম করিয়া ধনী রাজা-মালিকদের লুঠের মাল হিসাবে দখল করা। চাষী মজুরের শেষ সম্বলটুকুও লুঠিয়া নিয়া ধনীর গোলাম করা। দেশে দেশে জুলুমবাজী গুণ্ডারাজ কায়েম করা—সমাজে দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব অনটনের হাহাকার সৃষ্টি করা। সবরকম স্বাধীনতার টুঁটি চাপিয়া ধরা, খুন-জখম-গুণ্ডামীর অরাজকতা চালু করা, মেয়েদের বেইজ্জৎ করা। ইহাই ফাসিষ্ট গোলামির ফল। জাপানী ফাসিষ্টদের বোমারু হাওয়াই জাহাজ আমাদের সোনার বাংলা, সোনার ভারতের জন্য, মৃত্যু, রক্ত, ধ্বংস ও লুঠ লইয়া আসিতেছে, আর আনিতেছে বর্ব্বর গোলামির শিকল।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদে সোভিয়েট রাশিয়া

সেকাল		একাল
শিক্ষা:—		
শতকরা-৮০ জন অশিক্ষিত	...	সবাই শিক্ষিত
প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ৭৮ লাখ	...	সাড়ে তিন কোটি
শিক্ষক—৯৩ হাজার	...	১০ লাখ
কলেজ—৯১	...	৭১৬
কলেজের ছাত্র ১ লাখ ২২ হাজার	...	৬ লাখ ২০ হাজার
খবরের কাগজ—৮৫৯	...	৮,৫৫০
তার গ্রাহক—২৭ লাখ	...	৪ কোটি ৭৫ লাখ
লাইব্রেরী খুবই কম	...	৭০ হাজার
স্বাস্থ্য:—		
ডাক্তার—১৯,৭৮৫	...	১ লাখ ৩২ হাজার
হাঁসপাতালে রুগীর স্থান ১ লাখ ৭৫ হাজার	...	৮ লাখ ৪০ হাজার
শিশুঘর ও মাতৃঘর—৯	...	৪,৩৮৪
শিশুঘরে শিশুর স্থান খুব কম	...	৪০ লাখ
স্বাস্থ্য নিবাসে ভ্রমণে যাইত বছরে—৩ হাজার লোক	...	৮০ হাজার যায় ভ্রমণে ২০ লাখ স্বাস্থ্যের জন্য
খেলাধুলা:—		
সংঘবদ্ধ বন্দোবস্ত ছিল না	...	৩০ হাজার ক্লাব ১ কোটি মেয়ে পুরুষ তার মেম্বর, ৫টি খেলাধুলার কলেজ, ৩ হাজার তার ছাত্র শিশু ক্লাব—৮৬৪ শিশু পার্ক—১৭০
আমোদ-প্রমোদ:—		
থিয়েটার—১৫৩	...	৮২৫ ৩০০ ভ্রাম্যমান থিয়েটার, তার ১০ হাজার নট-নটী শিশুথিয়েটার ১৩১
সিনেমা—১৪১২	...	৩০ হাজার (১৯ হাজার গ্রামে)
গানবাজনার ক্লাব—২২২	...	৯৫,৬০০ (৫৬ হাজার গ্রামে) থিয়েটারের স্কুল ৪৩ তার ছাত্র ৪ হাজার

সোভিয়েট দেশের জনসাধারণ ফাসিষ্টদের রুখিতেছে। চীনের জনসাধারণ ফাসিষ্টদের রুখিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনসাধারণ ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতের সমস্ত মানুষ একজোট হইয়া দুনিয়ার জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ফাসিষ্ট পশুদের রুখিবে। ভারত কাহারও গোলাম থাকিবে না। দুনিয়ার কোন দেশের ধনিক বণিকের লুঠের মাল বনিবে না। ভারতের জনসাধারণ স্বাধীন দুনিয়ার স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গড়িবে।

সোভিয়েট সুহৃৎ আন্দোলন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত বছর ২২শে জুন তারিখে যখন হঠাৎ হিট্‌লারের হুকুমে নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করল, তখন কেমন করে সোভিয়েটকে সাহায্য করা যায়, এই হল আমাদের প্রধান চিন্তা। চিরকাল বড়লোকরা যাদের দাবিয়ে রেখেছে আর জীবনে যা কিছু ভালো তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, সেই চাষী মজুরের দল সোভিয়েট দেশে নতুন সভ্যতার ইমারৎ মজবুৎ করে গড়ে তুল্‌ছে দেখে মালিকদের যে গাত্রদাহ হবে তা স্বাভাবিক। তাই বহুদিন থেকেই সোভিয়েট ধ্বংসের স্বপ্ন তারা দেখে এসেছে, হিট্‌লারকে এই কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছে। এর আগে হিট্‌লার তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারে নি; লালফৌজের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নামার দুঃসাহস হিটলারের তখনও হয়নি। গত বছর পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করে উদ্ধত হিট্‌লার বুঝল যে সারা দুনিয়ায় তার জয়ধ্বজা ওড়াতে হলে সোভিয়েটকে ধ্বংস না করলেই নয়। এ আশাও ছিল যে ব্রিটেন আর আমেরিকা এ কাজে বাধা দেবে না, বরং সাহায্য করবে। তাই হঠাৎ একদিন সোভিয়েট সীমান্তে দেড় হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে জলে, স্থলে, আকাশে এমন যুদ্ধ বাধল, যার তুলনা ইতিহাসে নেই। অবশ্য ব্রিটেন-আমেরিকার সাহায্য সম্বন্ধে হিট্‌লারের আশা পূর্ণ হয়নি।

আমাদের সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠল তখন সোভিয়েটকে সাহায্য করার চিন্তা। দুনিয়ার চাষী-মজুর জানে সোভিয়েট তার বন্ধু, সোভিয়েট দেশ তারই দেশ, সেখানে মালিক-মজুর, জমিদার-চাষী সম্পর্ক গিয়ে সব মানুষ মানুষের অধিকার পেয়েছে। শুধু চাষী-মজুর নয়, নানা দেশের কবি, শিল্পী, লেখক, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, সোভিয়েটের কর্ম্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়েছে, যারা ছিল গরীব, তুচ্ছ, হেয়, তাদের মধ্যে প্রাণের নতুন স্পন্দন দেখে মুগ্ধ হয়েছে। আর সকল দেশে যারা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তারা সাম্যবাদী হোক বা না হোক অন্তত এটা পরিস্কার বুঝেছে যে জগতে মাত্র একটা রাষ্ট্র আছে যা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার সত্যই মানে বলে সকলের মুক্তির জন্য সব রকমের সাহায্য করতে তৈরী; স্পেনে, চীনে এর প্রমাণ স্পষ্টই পাওয়া গেছে।

প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে আরম্ভ

সোভিয়েট সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। সোভিয়েট দেশে যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণও এদেশে পাওয়া শক্ত। অনেক ভালো বই সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু সরকারী নেকনজরের দরুণ সেগুলো প্রায় এদেশে পৌছায় না। এ অবস্থায় সোভিয়েটের প্রতি অনেকেরই যে অহেতুক বিদ্বেষ আছে, তা দূর করা শক্ত হয়। আজকের দুনিয়াতে সোভিয়েটের স্থান সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যও ভালো করে চালানো যায় না। সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা কি শিক্ষা, কি উদ্দীপনা পেতে পারি, তা সবাইকে বোঝানো যায় না। সোভিয়েটকে সাহায্য করতে পারলে আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনও কতকটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে, তা অনেকে ধরতে পারেন না।

সোভিয়েটকে ছেড়ে আমরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারব ভেবে আমরা কয়েকজন দেশের সর্ব্বত্র 'সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি' গঠন করার চেষ্টায় লাগি। নাৎসি আক্রমণের প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কা যখন চলছিল, তখন অনেকে আমাদের এ চেষ্টা নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। হয়তো আমাদের এ কর্ত্তাভজার দেশে হিট্‌লার-মুসোলিনির ভক্তের অভাব নেই। নিজেদের তাগদ কম বলে সবচেয়ে দুর্দ্দান্ত যে গুণ্ডা, তাকেও সমীহ করার লোক অনেকে এদেশে আছেন। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বললেন যে জার্মানীর কাছে বলশেভিকরা দাঁড়াতেই পারবে না, তবে তারা এখন একটু ভগবানের নাম করে দেখতে পারে ফল হয় কি না। কিছুদিন ভদ্রসমাজের মনোভাব এমন ছিল যে দমে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সোভিয়েটের মৈত্রী স্থাপন হলেও এখানকার সরকার সোভিয়েট পক্ষীয় প্রচার-কার্য্য সহজে বরদাস্ত করতে রাজী হয়নি। সুখের বিষয় উদ্যোগীরা দমে না গিয়ে কাজ করে চললেন। অধিকাংশ সাংবাদিক আশ্বাস দিলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি তাঁরা ছাপবেন। আর ক্রমেই সোভিয়েটের সতেজ প্রতিরোধ দেখে অনেকের চোখ ফুটতে লাগল।

শ্রমিক ও ছাত্রেরাই প্রেরণা দিল

২১শে জুলাই তারিখে কলকাতার টাউনহলে 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়েছিল। সব শ্রেণীর লোকই সভায় যোগ দিয়েছিল, সত্যেন মজুমদার ছিলেন সভাপতি। বহুদিন বাদে সহরের রাস্তা দিয়ে শ্রমিক ও ছাত্রদের বড় বড় মিছিল বেরিয়েছিল, তারা আসায় সভাস্থলে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এই সভায় স্থির হয় যে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি গঠন করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হবে। কমিটির কর্ণধার হলেন ডক্টর ভূপেন দত্ত, আর সম্পাদক হলেন হীরেন মুখার্জি ও স্নেহাংশু আচার্য্য। কমিটিতে ছিলেন দেশের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অধ্যাপনা, রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি সর্ব্বস্তরের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে ঐক্যসূত্র ছিল সোভিয়েটের প্রতি সম্প্রীতি আর সোভিয়েট সভ্যতা যে পৃথিবীতে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে এই বিশ্বাস।

বাংলার মনীষিদের সমর্থন

ইতিমধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, যামিনী রায় প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতি-নায়কদের স্বাক্ষর নিয়ে একটা বিবৃতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েট সভ্যতার তাৎপর্য্য আর যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে সোভিয়েটকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি এঁরা দেশকে জানান। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই বিবৃতি নিয়ে সাড়া পড়ে যায়।

তারপর সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দুতে ছোট বড় বই আর ইস্তাহার বার করা হয়েছে! ইংরেজীতে যে প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়েছিল, দেশের নানা ভাষায় তার অনুবাদ (সম্পূর্ণ ও আংশিক) বেরিয়েছে। লেখকরা সবাই পুরোপুরি মার্কস্‌বাদী না হলেও সোভিয়েটের বন্ধু; এঁদের একত্র করাই সমিতির সাফল্য। সোভিয়েটে এ দেশ থেকে যে টাকা পাঠানো হয়েছে, তার প্রথম কিস্তি গিয়েছিল সমিতির সভ্য চিরঞ্জীলাল শ্রফের মারফৎ। তারপর নানা উপলক্ষে আরও কিছু টাকা গিয়েছে, মলোটভ্‌ আর মাইস্কির কাছে তার পাঠানো হয়েছে—কিন্তু এ সব নিয়ে কাগজ গরম করার চেয়ে সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালানোই আমরা বেশী জরুরী মনে করে এসেছি। এতে যে কিছু কুৎসা আমাদের শুন্‌তে হয় নি তা নয়; কিন্তু যাঁরা "perspective" "dynamism," "Soviet aid" সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিয়ে কাগজে নাম জাহির করেই খুসী, তাঁদের কুৎসায় সমিতির ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় নি।

নিখিল ভারত কন্‌ফারেন্স

নভেম্বর মাসে কমিটির উদ্যোগে নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃৎ সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান করা হয়। ৭ই থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অনেক জায়গায় সভাসমিতি হয়, শোভাযাত্রা আর পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। কন্‌ফারেন্স হয় ১৬ই তারিখে, পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিখার উদ্দীনের নেতৃত্বে। কন্‌ফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সার রাধাকৃষ্ণন্‌, অধ্যাপক কোশাম্বি, অধ্যাপক কে, টি, শাহ্‌, অধ্যাপক ধ্যানচাঁদ প্রভৃতির বাণী পাঠ করা হয়। সম্মেলনের সাফল্য হয়েছিল আশাতিরিক্ত; সোভিয়েটকে উদ্দেশ্য করে যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা ছাড়া আর একটী প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের দেশের কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য সাহায্য চেয়ে সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ (তখন মস্কোয় ব্রিটিশ রাজদূত) এবং হাউস্‌ অফ লর্ডস্‌ ও কমন্সের কয়েকজন প্রগতিবাদী সভ্যের কাছে তার পাঠানো হয়। এ তারগুলির মাশুল যথারীতি দেওয়া হলেও যথাস্থানে পৌছেছিল কি না জানা নেই। অন্তত কারুর কাছেই কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

কন্‌ফারেন্সে সারা দেশে সমিতির কাজ চালাবার জন্য একটী কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল। কয়েটী প্রদেশে এবং সিংহলে সমিতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখনও সব প্রদেশে সমিতি গড়ে ওঠে নি বলে প্রধান কাজ প্রাদেশিক ভিত্তিতেই হচ্ছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই অল্‌ ইণ্ডিয়া কমিটির কাজও আশানুরূপ চল্‌বে।

বাংলা দেশে সমিতির সম্পাদক হন্‌ জ্যোতি বসু। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই কিছু কিছু কাজ হচ্ছে ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রংপুর,

লাল ফৌজ

শিবশঙ্কর মিত্র

যে আলোড়ন ও আন্দোলনের মাঝে লালফৌজ জন্ম লইয়াছিল, তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সৈন্যদলকে এমনভাবে জন্ম লইতে দেখা যায় নাই। এযাবৎ কাল রাজা বা রাষ্ট্র তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অবসর সময়ে ঘরে বসিয়া সৈন্যদলদের গড়িয়া আসিয়াছেন। কিন্তু লালফৌজের জন্ম-ইতিহাস অন্যরূপ। রুশদেশে তখন চাষীমজুরের দল বিপ্লব ঘোষণা করিয়াছে। একদিকে রুশ-সম্রাট জারের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে; অন্যদিকে ধনিক-বণিকের রাষ্ট্রের চাষী-মজুরের বিপ্লবকে দমন করিবার জন্য রুশদেশে দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছে। এই যুদ্ধ ও বিপ্লবের সংঘাতে লালফৌজ জন্মগ্রহণ করে। সেই রুশ-বিপ্লবের অবসানে যখন নূতনতর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই সমাজের প্রহরী স্বরূপ এবং আগত বিশ্ব-বিপ্লবের যোদ্ধারূপে লালফৌজ রহিয়া গিয়াছিল।

"লালফৌজের ২৪ বার্ষিকী যখন হচ্ছে, রুশিয়ায় যুদ্ধ তখন ৮ মাস চলেছে। এই যুদ্ধ লালফৌজের সেনানী ও সৈন্যকে শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী করেছে এবং সর্ব্বকালের ইতিহাসে তার কীর্ত্তিকে অমর করে রেখেছে।" —ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল

প্রথম দিকে এই অভিনবরূপে জন্মলব্ধ সৈন্যদলের শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি ধারণা করিতে পারে নাই বা ইচ্ছা করিয়া ইহাকে অবহেলা করিয়া আসিতেছিল। লালফৌজের মূল শক্তি বড় কামান বা বড় অস্ত্র নহে। মাত্র অস্ত্রের হিসাব করিয়া যদি ইহার শক্তিকে বিচার করিতে বলা যায়, তবে হয় তো এতদিনে নাৎসী শক্তির জয় অনিবার্য্য ছিল। বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার বা জার্ম্মাণীর কত অস্ত্র-শক্তি আছে তাহা সঠিক অনুমান করা দায়।

"লালফৌজের পতাকায়ই পৃথিবীর সভ্যতার জয়যাত্রা।" —মার্কিণ সেনাপতি ম্যাকআর্থার

তবে বড় বড় লেখকেরা এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহা হইতে দেখা যায় তখন রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর অস্ত্র সংখ্যা বা অস্ত্র বানাইবার ক্ষমতা প্রায় সমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সে জার্ম্মাণী আর নাই। সে আজ সারা ইয়োরোপকে পদদলিত করিয়া ইহার গোটা সমর শক্তিকে জড় করিয়াছে। নরওয়ে, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, পোলাণ্ড, চেক, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীক, ইতালি, স্পেন এবং সর্ব্বোপরি ফরাসী দেশের অস্ত্রশস্ত্র তাহার হাতে। এত বড় সংহত শক্তি মরিয়া হইয়া লড়িয়াও সোভিয়েট রাশিয়াকে ঘায়েল করিতে পারিল না, শুধু তাহাই নহে, লালফৌজের পাল্টা আক্রমণে নাৎসী শক্তি আজ পশ্চাতমুখী হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

ভরোশিলভ

লালফৌজের মূল শক্তির কথা জানা থাকিলে ইহা অনিবার্য্য বলিয়াই মনে হইবে। (১) যতই না অস্ত্র, যতই না কামান, বন্দুক, উড়োজাহাজ বানাইয়া তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আনো, তোমাকে সে যান্ত্রিক অস্ত্রকে চালনা করিবার জন্য রক্তে মাংসে গড়া মানুষকেই নিয়োজিত করিতে হইবে! এই মানুষের মনের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে মূল্য দিতে হইবেই। গত মহাযুদ্ধে যখন জার্ম্মাণ সৈন্যদল ফরাসী দেশ হইতে পিছু হটিতে বাধ্য হইল, তখন,

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"রুশ ফৌজ নইলে আমরা আজ কোথায় থাকতাম?" —ইংলণ্ডের সেনাপতি গাফ্

ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়াখালী—এই কটা জেলার সঙ্গে প্রাদেশিক সমিতির নিয়মিত সংযোগ আছে। যশোর, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়াতেও জেলা সমিতি গঠিত হয়েছে। কলকাতা শহরে আবার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব্ব এলাকায় কাজের সুবিধার জন্য আলাদা কমিটি আছে।

সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচার ছাড়া গত ছ মাস ধরে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে নানা জেলায় ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এই সম্পর্কে হুগলী, খুলনা ও অন্যান্য জেলায় আমাদের কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। সরকারী দমননীতির ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা ঘটে ছিল যে ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করার কোন সংস্থাই ছিল না—সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি ছাড়া আর সমিতি সরকারের বিরাগভাজন হয়েই চলেছে। আপাত দৃষ্টিতে সমিতির পক্ষে ফাশিষ্ট বিরোধী সম্মেলন করা যদি কারও কাছে অযৌক্তিক লাগে তো স্মরণ করতে হয় যে এখন পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যাতে ফাসিষ্টদের বিষদাঁত ভাঙ্তে পারলেই সোভিয়েটকে সব চেয়ে সাহায্য করা যায়।

টিমোশেঙ্কো

সকলকে সমিতির মধ্যে আনো

সমিতির কাজ আর প্রভাব আজ তাই সুদূর বিস্তারী হয়ে পড়ছে। খানিকটা এর ফলেই দেখা গেছে যে যাঁদের রাজনৈতিক চেতনা খুবই জাগ্রত, তাঁরাই কেবল সমিতির কাজে লেগে আছেন—অনেকে শুধু নামে কমিটিতে আছেন, কাজে তাঁদের বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতিকে খুব ব্যাপক করে গড়া হয়েছে—যাঁরা সাধারণত রাজনীতির ধার ধারেন না, কিন্তু সোভিয়েটের সাফল্য সম্বন্ধে জোর গলায় বাহবা দিতে সঙ্কোচ করেন না, তাঁদেরই তাই আজ এগিয়ে আসতে হবে। যারা ট্রেড্ ইউনিয়ন বা কৃষক সমিতি বা ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী, শুধু তাঁরাই যদি সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির কর্ম্মী হন্ তো তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। সকলেই অবশ্য কর্ম্মী নন্, সভাসমিতি অনেকের ধাতে সয় না, বিপ্লবী আওয়াজ তোলা অনেকের স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁরা অনেকেই সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই আজ ফ্যাসিজমের ছোবল থেকে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টায় সাধ্যানুযায়ী লাগতে চাইছেন। আমাদের সমিতি যেন তাঁদের অবহেলা করে শুধু পাকা সাম্য-বাদী কর্ম্মীদের উপর নির্ভর না করে। যে ব্যাপক সমর্থন সমিতি প্রথম থেকে পেয়েছে, তাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই আজ প্রধান কর্ত্তব্য।

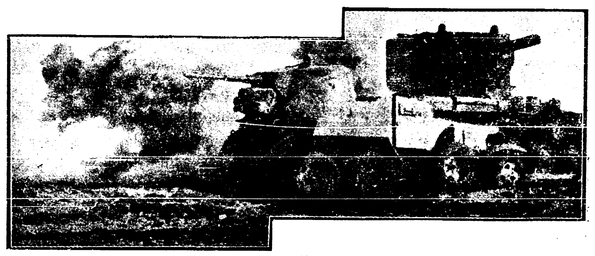

লাল ফৌজের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী

সোভিয়েট মজুর ও কল-কারখানা

সিরাজুল ইসলাম

ভিয়েট দেশের মজুর দুনিয়ার সব দেশের চেয়ে সুখী। মালিকের মুনাফা বাড়াইবার য়ার মজুরকে আর গায়ের রক্ত জল করিয়া হয় না। চাষী মজুর মিলিয়া যা কিছু রে, কোন জুলুমবাজই আর আজ তা কাড়িয়া ারে না। সব কিছুর উপর আজ চাষী অধিকার। তার উপর দেশের আইন-বিধি-ব্যবস্থা—সবই তো চাষী মজুর সরকারের তাই আজ রাশিয়ার মজুরের কোন ভয়-নাই।

জারের আমলে

চ, পঁচিশ বছর আগে, জারের আমলে মজুরের অবস্থা কি ভীষণ ছিল! ঠিক র দেশের মজুরেরই মত। কলকারখানা লিকের সম্পত্তি। লাখ লাখ টাকা মুনাফার মালিকেরা মজুরদের জানোয়ারের মত নিত। দিন বার চোদ্দ ঘণ্টা খাটুনীতো ছিল। ছোট বাচ্চাদের আর মেয়েদের রিয়া খাটান হইত। মজুরের সুবিধার জন্য কানুনের কোন বালাই ছিল না। আর তাতে দুবেলা খাবার জোটানই দায় ছিল। মজুরদের মজুরী ছিল মাসে সাত আট রুবল কারিগরদের বড় জোর ৩০।৩৫ রুবল। আস্তাবলের মত ঘরে থাকিতে হইত। নাই, চিকিৎসা নাই। এমনি করিয়াই সে মজুরের রক্তে মালিকের বনিয়াদ গড়িয়া ছিল।

সে দিন আর নাই

মজুর নিজ হাতের শক্ত মুঠি দিয়া রাজা-মালিকের মুঠের রাজত্ব চুরমার করিয়া দিয়াছে। এ চাষী ছিল তার সহায়। চাষী মজুর মিলিয়া মাঝে রাশিয়ায় এক নতুন জমানা গড়িয়া ছে। যে যেমন খাটো, তেমনি খাও। না খাবার নাই। এই সেখানকার কানুন। বাচ্চা, স্কুলের ছাত্র, বুড়া ও রুগীদের কথা লাদা।

জারের আমলে মালিকেরা বুঝিত শুধু মুনাফা, রাজা-জমিদার বুঝিত শোষণ জুলুম। তাই ধনদৌলত বাড়াইবার প্রয়োজন তাদের ছিল মুনাফা পাইলেই হইল। তাই সে আমলে ভরসা ছিল মান্ধাতার আমলের চাষ-আবাদ। খানা ছিল খুবই কম। বারো আনা ই কৃষি ছিল একমাত্র সম্বল। ফলে দেশের ছিল খুবই কম। সে আয়েরও আবার বারো যাইত রাজা-জমিদার-মালিকের পেটে। জ দেশের আয় বাড়িয়াছে ছ' গুণ। সে সে চাষী মজুরেরই ভাগে।

সেরা কলকারখানা

শিয়ার আজ শত শত কলকারখানা। সে কত ছোট ছোট গ্রামে আজ কত বড় বড় সহর। লোহা-লক্কড়, ইস্পাত, বিজলীর কারখানা, কলকব্জা, জাহাজ-রেলের কারখানা হইতে সুরু করিয়া জামা, কাপড়, জুতা নিত্য ব্যবহারের জিনিষের কারখানা কোন কিছুরই আজ আর অভাব নাই। আগেকার দিনে রাশিয়ার কারখানায় যেখানে খাটিত এক কোটি মজুর, আজ সেখানে খাটে তিন কোটি।

দুনিয়ার সব চেয়ে পিছাইয়া পড়া রাশিয়া আজ কলকারখানায় ইউরোপে সবার আগে। এমন কি দুনিয়ার মাঝে শুধু আমেরিকার পরই রাশিয়ার স্থান। আগের দিনে কলের লাঙল ও কৃষি যন্ত্রপাতি তো রাশিয়ায় ছিলই না, আজ এই সব যন্ত্রপাতি তৈরীতে দুনিয়ায় রাশিয়ার প্রথম স্থান। বিজলীও পয়দা হয় আজ জারের আমলের চেয়ে বিশ গুণ বেশী। সোনাতে ইউরোপে প্রথম ও দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থান রাশিয়ার। তেল, কয়লা, লোহা, তামা, এলুমিনিয়ামেও দুনিয়াতে রাশিয়ার স্থান বেশ উঁচুতে।

জারের আমলে রেলপথ ছিল ৩৬ হাজার মাইল, আজ সেখানে ৫৪ হাজার মাইল। ষ্টীমার পথ ৪৭ হাজার মাইলের স্থানে আজ ৮৩ হাজার মাইল হইয়াছে। উড়ো জাহাজ চলে ৭১ হাজার মাইল পথ।

কাপড়-জুতা তৈরীও আজ কত বাড়িয়া গিয়াছে। জারের আমলে কাপড় তৈরী হইত ২৪১ কোটি গজ, আজ হয় ৩৮০ কোটি গজ। লিনেন (তুলা) কাপড় যেখানে হইত ১৩ কোটি গজ, আজ সেখানে তৈরী হয় ৩০ কোটি গজ। কাপড়ের কলের কাজে আবার মেয়েরাই ওস্তাদ। কাপড় কলের মজুরের দশ আনাই মেয়ে!

সে আমলে কলে জুতা তৈরী হইত মাত্র ৮৩ লাখ জোড়া, আর আজ ১৯ কোটি জোড়া জুতা তৈরী হয়—আগের চেয়ে ২৩ গুণ বেশী। একটা বড় জুতার কারখানা—লেনিনগ্রাদের স্কোরোখোদ কারখানাতেই তো ৪ কোটি জুতা তৈরী হয়, জারের আমলের সব কারখানার মোট জুতার পাঁচ গুণ। সব জিনিষেরই আজ এমনি উন্নতি। তাই তো আজ সোভিয়েটের জনসাধারণের জুতা-জামা, কাপড়-চোপড়ের অভাব নাই।

সর্ব্বহারা আজ সর্ব্বজয়ী

জারের আমলের সর্ব্বহারা মজুর আজ সব কিছু পাইয়াছে। মজুর আজ জানে নিজের মেহনতে সে যা পয়দা করে—তার মালিক সমস্ত জনসাধারণ; লুঠিয়া নিবার কেউ আজ আর নাই। তাই কারখানায় কারখানায় মজুররা নানা ফন্দি ফিকির খাটাইয়া অল্প সময়ে বেশী মাল তৈরীর কায়দা বাহির করে। ষ্টাখানোভ নামে কয়লার খাদের একজন মজুর প্রথম এই কায়দা বাহির করে। তাই এই সব ওস্তাদ মজুরদের সবাই ষ্টাখানোভ বলে। কারখানায় কারখানায় এই ষ্টাখানোভ আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ষ্টাখানোভদের মজুররা খুব ভালোবাসে আর সম্মান করে। পুরুষই হউক আর মেয়েই হউক উন্নতির সব পথই মজুরদের খোলা। কারখানার ম্যানেজার, চালক হইতে সুরু করিয়া দেশ শাসনের কাজেও তাদের খোলা দরজা।

কাপড়ের কলে প্রথম ষ্টাখানোভ আন্দোলন সুরু করে দুইটি মেয়ে। তাদের দুজনেরই নাম ভিনোগ্রাদোভা। একবারে তারা ২৮৫টা কলের তাঁত চালাইতে পারে। তাদের একজন আজ সোভিয়েটের সব চেয়ে বড় আইন সভার মেম্বর, আর একজন প্রাদেশিক আইন সভার মেম্বর। কাপড় কলের আর একটি ষ্টাখানোভ মেয়ে শাখারোভা, ১৯ বছর তার বয়স। এই বয়সেই সে একটা কাপড়ের কলের সহকারী পরিচালিকা। শুধু তাই নয়, বড় আইন সভারও সে মেম্বর। ৫৫ বছরের একটি বুড়ী, নাম গোনোবোবলেভা। জারের আমলে সে ছিল নেহাৎ অশিক্ষিতা। আজ সেই বুড়ীও ষ্টাখানোভ। কিরোভ কাপড়ের মিলের সে আজ পরিচালিকা, আর বড় আইন সভার মেম্বরও সে। স্মেতানীন ছিল স্কোরোখোদ জুতার কারখানার একজন সাধারণ মজুর। এই কারখানায় ৭ ঘণ্টার শিফ্টে তৈরী হইত ৬৮০ জোড়া জুতা। ষ্টাখানোভ স্মেতানীন ঐ সময়ে তৈরী করে ২২০০ জোড়া জুতা। মজুররা তাকে খুব বড় সম্মান দেয়। সাধারণ মজুর স্মেতানীন আজ এই কারখানার পরিচালক, বড় আইন সভার মেম্বর ও একজন সহকারী মন্ত্রী। সর্ব্বহারা মজুর আজ শাসনমন্ত্রী! সোভিয়েটে এমনি ব্যবস্থা।

সাধারণ মজুরকেও আর চিরকাল সাধারণ ভাবেই কাটাতে হয় না। যে কোন সাধারণ মজুর ইচ্ছা করিলে কারিগরি শিক্ষা নিতে পারে। প্রত্যেক কারখানায়ই কারিগরি স্কুল আছে। ১৯৩৬ সালে ভারী শিল্পের মজুরদের ভিতর দশ আনা মজুরই কারিগরি শিক্ষা নিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সাড়ে তিন লাখ মজুর যুবক কারখানার কারিগরি স্কুলে পড়িয়াছে আর ৩ লাখ ৮৫ হাজার জন কারিগরি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। ভারী শিল্পের ৫ হাজার কারিগর বড় বড় কারখানা, খনি প্রভৃতির ম্যানেজার, বড়কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছে। সোভিয়েটের কারখানা আজ মজুররাই চালায়।

সুখী মজুর

রাশিয়ার মজুরদের সে ১২।১৪ ঘণ্টা খাটুনীও আজ আর নাই। দিনে মাত্র ৭ ঘণ্টা খাটুনী। আর মজুরীও অনেক গুণ বাড়িয়াছে। ৭।৮ রুবলের স্থানে আজ মজুরের মাসিক মজুরী আড়াই শ' তিন শ' রুবল। দুনিয়ার অন্য দেশে মজুরের মজুরী কাটাই হয় আর সোভিয়েট মজুরের বছর বছর শতকরা ১০।১৫ রুবল মজুরী বাড়িয়াই চলে। ষ্টাখানোভ মজুররা তো মাসে প্রায় হাজার রুবল রোজগার করে।

মজুরী বৃদ্ধি ছাড়াও সোভিয়েট মজুরের আরো বহু রকমের সুবিধা আছে। বছরে দুই সপ্তাহ হইতে একমাস পুরা বেতনে ছুটি। ছ'বছরের উপর কাজ করিলে অসুখ বিসুখের সময় পুরা বেতনে ছুটি। ছ' বছরের কম কাজ করিলে কিছু কম বেতনে ছুটি। প্রসূতী মায়েদেরও আর ভাবনা নাই। প্রসবের জন্য দুই মাসের পুরা বেতনে ছুটি। বুড়া হইলে আর সোভিয়েট মজুরকে খাটিতে হয় না। শেষ জীবন আরামে কাটাইতে পারে। ৬০ বছরের পুরুষ ও ৫৫ বছরের মেয়েরা পেন্‌সন্ পায়: পুরুষেরা ২৫ বছর ও মেয়েরা ২০ বছর কাজ করিলেও পেন্‌সন পায়। স্বামী মারা গেলে ঘরকন্নার কাজে নিযুক্ত বিধবারাও পেন্‌সন পায়।

তা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের হাতে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রামঘর আছে, ছুটির দিনে মজুরেরা সেখানে কাটাইয়া আসে। ইহার উপর শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা তো আছেই। আর আছে লাইব্রেরী, রেডিও, টকি, থিয়েটার, ক্লাব, খেলাধুলা। তাইতো সোভিয়েট মজুর দুনিয়ার সব মজুরের চেয়ে সুখী।

ইউক্রেনের লোকেরা রুখে দাঁড়িয়েছে

ইউক্রেন নাট্যকার কর্ণিচুক

[ইউক্রেন সোভিয়েট দেশের একটী প্রদেশ। এর খানিকটা এখন হিটলারী ফৌজের দখলে।]

জার্মান অধিকৃত ইউক্রেনে কতকগুলি চাষীকে জার্মাণ সৈন্তেরা একদিন ধরে নিয়ে এল একটা ষ্টেশনের ধারে। এই চাষীরা ছিল প্রতিভূ (অর্থাৎ এদের বন্দী করে রেখে জার্মাণরা গ্রামের লোকের কাছে কোন কিছু দাবী করবে, না পেলে এই বন্দীদের গুলি ক'রে মারবে)। সেনানায়কের ঘর থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এল। তার ছড়ি দিয়ে একজন বুড়ো চাষীকে এক খোঁচা দিয়ে খিঁচিয়ে বল্লে, "শূয়োরের বাচ্চা।"

সে জার্মাণ ভাষায় তার নীচু অফিসারকে কি বল্লে। নীচু অফিসার তাকে সেলাম করল। তারপর বন্দী চাষীদের দিকে ফিরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ কথায় বল্লে "তোমরা আমাদের এত গরু, ভেড়া, শূওরের মাংস, ডিম, মুরগী ও নস্ত দেবে। যদি না দাও কাল তোমাদের গুলি করে মারব।"

চাষীরা চুপ করে রইল। দেখে অফিসার ভাবল তারা বুঝি তার ধমকের মানে বোঝেনি। বল্লে "তোমরা বুঝতে পারছ না? দাঁড়াও বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

একজন সৈন্তের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে সেটাকে চাষীদের দিকে তাক করে ধরল, তারপরে বন্দুকের ঘোড়া টিপে বল্লে "কাল এই বন্দুক তোমাদের উপর দুড়ুম দুড়ুম···"

সারা গায়ে ধুলোমাখা এক চাষী শান্তভাবে জবাব দিল, "কাল কেন আজই গুলি কর—কারণ তোমরা কিচ্ছু পাবে না, সবই তো তোমরা নিয়ে নিয়েছ।"

অফিসার চাষীটির কাছে এসে হাত তুলে তাকে মারতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আশে পাশের গাঁয়ে ঘন্টাগুলো বাজতে আরম্ভ করল (বাংলা দেশে শাঁখ বাজার মত)। দেখা গেল গ্রাম থেকে জার্মাণ সৈন্তের ছোট ছুটো দল ষ্টেশনের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। চারিদিকে সবুজ ক্ষেতের মধ্যে হঠাৎ অসংখ্য কালো মাথা জেগে উঠেছে। সেই সব কালো মাথা চারিদিক দিয়ে ষ্টেশনটাকে বেড়ে ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। তারা হ'ল ইউক্রেনের বিদ্রোহী চাষী। বন্দুক, তলোয়ার, কাস্তে, কুড়ুল যা পেয়েছে তাই নিয়েই তারা ছুটে এসেছে।

জার্মাণরা দৌড়ালো ট্রেণের দিকে, কিন্তু ড্রাইভার কেউ সেখানে নেই, তার ওপরে ইঞ্জিনের আগুনের বাক্সগুলো গরিলারা কখন নিভিয়ে দিয়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে ঘণ্টা তখন আরও জোরে সকলকে ডাকছে। দূরের আওয়াজ তখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে "মার, মার, খুনেদের মেরে ফেল!"

চাষীদের বেড় ক্রমেই নিকটে আসছিল। জার্মাণরা কলের বন্দুক চালাতে শুরু করল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাষীরা তবুও আরও কাছে আসতে লাগল, ষ্টেশনকে একেবারে ঘিরে ফেল্ল।

সূর্য্য যখন অস্ত গেল তখন একটী জার্মাণও বেঁচে নেই।

আমাদের শক্তিশালী দেশের মধ্যে এই পাগলা কুকুরেরা মাংস পাবে না, গম পাবে না, চিনি পাবে না, পাবে মৃত্যু।

মহান্ ষ্টালিনের নাম অন্তরে নিয়ে আমরা লড়ব। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের ইজ্জত, আমাদের দেশের জন্যে এই যে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ আমরা জিতব।

আগুনে সরবৎ

সোভিয়েট রাশিয়ার ককেশাস দেশে বুড়া কজলভ চমৎকার শরবৎ তৈরী করে। রাজধানী মস্কোর শরবতের কারখানায় তাকে ম্যানেজার করা হইল।

এদিকে জার্ম্মাণরা সোভিয়েটের উপর হামলা করিল। কারখানার কাজের কিন্তু কমতি নাই। একদিন সোভিয়েট মন্ত্রীর দপ্তরে কজলভের ডাক পড়িল। নতুন রকমের সরবৎ চাই। দিনরাত খাটিয়া কজলভ নতুন শরবৎ তৈরীর কায়দা [illegible] করিল।

জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা তখন রাজধানী মস্কোর [illegible] ছুটিয়া আসিতেছে। মস্কোর পথে পথে ল[illegible] বাঁধ (ব্যারিকেড্) তৈরী হইল। মস্কোর [illegible] প্রতিজ্ঞা করিল জান্ কবুল। তবু দুষমণকে [illegible] দিব না। পুরুষ মজুররা বেশীর ভাগই ল[illegible] চলিল। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম [illegible] কারখানায় কারখানায় পুরুষের কাজে মে[illegible] নামিল।

শরবতের কারখানা বুড়ো কজলভ আর মে[illegible] চালায়। এবার নতুন সরবৎ তৈরী সুরু [illegible] বোতল দেখিতে আগের মতই, ঠিক যেন [illegible] শরবৎ। কিন্তু ভিতরে ভরা পেট্রোল! এ[illegible] বোতল ছুঁড়িয়া মারিলেই হয়, জর্ম্মাণদের [illegible] আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আগুনে শরবৎ।

দিন নাই, রাত নাই। মেয়েরা আগুনে [illegible] তৈরী করিয়া চলিয়াছে। একজনও কা[illegible] ছাড়িয়া যায় না। ভিড় করিয়া রাতে কারখান[illegible] ঘুমাইয়া পড়ে। তিন গুণ চার গুণ মাল [illegible] হইতে লাগিল।

অক্টোবর বিপ্লব উৎসবের দিন আ[illegible] এবারকার উৎসবের বড় কথা—ফাসিষ্টদের ঘা[illegible] কয়। ফাসিষ্টদের ঘায়েলের জন্য শরবৎ কারখ[illegible] মেয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রেলগাড়ী বো[illegible] করিয়া হাজার হাজার বোতল আগুনে শরবৎ [illegible] পাঠাইল যুদ্ধের ময়দানে।

বন, নালা, ময়দান, বরফের পথ কাটিয়া হিট[illegible] ট্যাঙ্ক আসে। আর চারিদিক দিয়া [illegible] সোভিয়েট গরিলাদের আগুনে বোতল। হিট[illegible] ট্যাঙ্ক পুড়িয়া ছাই হয়। কারখানায় ব[illegible] মেয়েদের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে। বুড়ো কজ[illegible] আর মেয়েরা সোভিয়েটের বড় সম্মান পায়।

বীর সোভিয়েট মেয়ে

সোভিয়েট মেয়েরা প্রাণ দেয় তবু নাৎসী[illegible] গোলামী মানিয়া লয় না। চাষীর মেয়ে কজি[illegible] লোভা। জান দিয়া সোভিয়েট দেশকে বা[illegible] ভালবাসে। তাদের ছোট শহরটা জার্ম্মাণ [illegible] দখল করিয়া নিল। নাৎসী পশুরা জোর ক[illegible] সম্মান আদায় করিতে চায়। কজিয়ালোভার উ[illegible] হুকুম হইল, নাৎসী ফৌজের বড় কর্ত্তাদের সগ[illegible] সভায় নাৎসী বর্ব্বরদের গুণগান করিতে হই[illegible] মুখে সে একটি কথাও বলিল না। কিন্তু ঘৃণায় [illegible] চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

সভার উৎসব শুরু হইয়াছে। সভায় লোক [illegible] ভর্ত্তি। চারিদিকে জার্ম্মাণ ফৌজ পাহারা। কজি[illegible] লোভাকে ধরিয়া আনা হইল। কজিয়ালোভা মা[illegible] উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। নাৎসী পশুদের কাছে [illegible]থা নীচু করিবে? অসম্ভব! স্পষ্ট গলায় প্রাণপণে [illegible]কার করিয়া সে শুরু করিল—"কমরেড, ভাই-[illegible] গোলামীর শিকল গলায় পরিও না। ধ্বংস [illegible] জার্ম্মাণ পশুদের। লাল ফৌজ আমাদের [illegible]" সোভিয়েট বাসিন্দাদের মনে বিজলী [illegible]ল। তারা প্রতিজ্ঞা করিল—জার্ম্মাণ পশুদের [illegible]খিবে। সভায় হট্টগোল পড়িল। এক শো [illegible] ফৌজের মাথা ফাটিল। কিন্তু বর্ব্বর জার্ম্মাণরা [illegible]। কজিয়ালোভাকে তারা পাকড়াও করিয়া [illegible] গুলির মুখে উড়াইয়া দিল।

[illegible]জিয়ালোভা মরিয়াছে। তার কথা মনে [illegible]সোভিয়েট চাষীরা ফাসিষ্ট ডাকাতদের আজ [illegible] সাথে রুখিতেছে। কজিয়ালোভার মরণ [illegible]বে না।

সোভিয়েটের মেয়েরা রাইফেল চালানো শিখিতেছে

ফাসিষ্ট-বিরো[illegible] দেশে দেশে জনসাধারণ [illegible]করিয়া লড়ে

বাংলার মানুষও জাপা[illegible] এমনি ভাবেই রুখিবে

[illegible]রাসী বন্দী-বীর

[illegible]রাসী দেশের শাসনকর্ত্তারা নিমকহারামি [illegible] নিজেদের মাতৃভূমিকে হিটলারী ডাকাতদের [illegible] বিকাইয়া দেয়। কিন্তু দেশ গোলাম বনিলেও [illegible] মানুষ গোলাম বনে নাই। কমিউনিষ্টদের [illegible] ফরাসী মেয়ে-পুরুষেরা আজ জার্মান নাৎসী-[illegible] হিংস্র অত্যাচারকে রুখিতেছে। লক্ষ লক্ষ [illegible]ক নাৎসীরা জামিনরূপে বন্দী করিয়া রাখিয়া[illegible]। বাহিরে কোথাও নাৎসী গুণ্ডাদের সঙ্গে [illegible]র লড়াই বাধিলে নাৎসীরা এই নাচার বন্দীদের [illegible] বাছিয়া খুন করে। বন্দীরা জেলের মধ্যে [illegible] তাহারা তো বাহিরে লড়িতে যায় নাই। [illegible]র লোকের সঙ্গে পারিয়া না উঠিয়া কুকুরেরও [illegible] নাৎসীরা এই হাত-পা-বাঁধা বন্দীদের উপরই [illegible]হিংসা নেয়। কিন্তু জামিনস্বরূপ এই বন্দীরা [illegible] একটুও ঘাবড়ান না। দেশের লোককে [illegible] মানা তো করেনই না, বরং সুবিধা পাইলেই [illegible]দের ধ্বংস করিতে উৎসাহ দেন। এবং তাহার [illegible]সিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেন। ফরাসী বন্দীরা [illegible] জন্য কি সাহসে মৃত্যুর সামনে বুক ফুলাইয়া [illegible] তাহারই একটী সত্য ঘটনা নীচে দেওয়া [illegible] একজন বন্দী জেল হইতে পলাইয়া আসিয়া [illegible]বরণ দিয়াছেন।

[illegible]শে অক্টোবর নাঁতে শহরে একজন জার্মান [illegible] নিহত হয়। অমনি জার্মানদের হুকুম হইল [illegible]৪০০ মাইল দূরের বন্দীশালা হইতে বাছিয়া [illegible] বন্দীদের খুন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে [illegible]। বিভীষণ 'ফরাসী' সরকার কেনা গোলামের [illegible] তাড়াতাড়ি কয়েকজন ফরাসী বন্দীর নাম [illegible] দিয়া নাৎসী কর্ত্তাদের তুষ্ট করিলেন।

যে বন্দী জেলকে ফাঁকি দিয়া আসিতে পারিয়া[illegible]ন তিনি তখন সেখানে ছিলেন। তিনি লিখিতেছেন: যে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার ছায়া সেদিন সমস্ত বন্দীশালায়। জানা গিয়াছিল ১৯ নং ব্যারাক থেকেই বেশীর ভাগ বন্দীকে গুলি করিয়া মারিতে লওয়া হইবে। সেদিন দুপুরে ১৯নং ব্যারাকের বন্দীরা প্রফুল্ল মনে খাইতে বসিলেন। প্লুমার্শ, যিনি আগের দিন ছিলেন একটা মজুর কাউন্সিলের প্রধান (কমিউনিষ্ট) তাঁর বাড়ী থেকে একটি মাছ আসিয়াছিল, তাই তিনি রাঁধিলেন। আইন সভার কমিউনিষ্ট সভ্য মিশেল তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। লম্বা-চৌড়া তিমবো ঠিক করিলেন যে সব খাবার একদিনেই খাইয়া লইবেন।

এমন সময় নাৎসী সৈনেরা আসিয়া ব্যারাকে ঢুকিল। ১৬ জনের নাম তাহারা ডাকিয়া গেল, তার মধ্যে প্লুমার্শ, মিশেল, তিমবো সকলেই। তাঁদের লইয়া যাইবার পর আমরা মাত্র ছয়জন ব্যারাকে বাকী রহিলাম। আমরা নীরেব পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলাম—যেন মরুদ্বীপের আশ্রয়হীন নাবিক।

সৈন্যরা অন্য ব্যারাকেও গেল। ১০ নং থেকে ১৭ বছরের বাচ্ছা গিমকোকেও তারা নিল, হাসপাতাল হইতে অসুস্থ গাদে'ৎকেও তারা ছাড়িল না—যদিও বেচারীর তখন চলিবার ক্ষমতাও নাই। সদ্য বিবাহিত একজন ছাত্র-বন্দীর মুক্তির হুকুম ঠিক তখনই পৌছিয়াছিল, কিন্তু তাহাকেও ছাড়িল না। মোট ২৭ জন বন্দীকে তাহারা লইল।

তিনটার সময় বন্দীদের হাত পিছন দিকে বাঁধিয়া একে একে লরীতে উঠান হইল। মৃত্যুর বন্দীরা লরীর উপর হইতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন—আমরা ব্যারাকের বন্দীরাও তাহাতে যোগ দিলাম। লরী যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন ৪০০ বন্দী একত্রে দাঁড়াইয়া গাহিতেছে "নাগরিকগণ, হাতিয়ার লও।"

পরের দিন একজন সিপাহীর কাছে আমরা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনিলাম। লরীগুলিকে ন' মাইল দূরে একটা বালির গর্ত্তের কাছে লওয়া হয়। বন্দীরা সারা রাস্তায় গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিলেন, নগরের লোকেরা তাঁহাদের সম্মানে মাথার টুপি নামাইয়াছিল। বধ্যভূমিতে পোঁতা কাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ন'জন করিয়া বন্দীকে গুলি করা হয়। বাচ্ছা গিমাকো সে সময় অজ্ঞান হইয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায়ই তাহাকে গুলি করা হয়।

হত্যার পরদিন শহরের লোকদের কাছে সেই বালির গর্ত্ত তীর্থক্ষেত্রের মত পুণ্যময় হইয়া উঠিল। খুঁটিগুলি তখনও খাড়া ছিল, বালিতে ছিল কাল কাল রক্তের দাগ। রবিবারের মধ্যে লাইনের পর লাইনে প্রায় পাঁচ হাজার লোক সেখান দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিল। সাতাশটী খুঁটির চারিপাশে স্তূপাকারে ফুল জমিয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ফুল দিয়াছে ও যাহারা তীর্থযাত্রা করিয়াছে তাহাদের খুঁজিয়া শাস্তি দিবার জন্য জার্মানরা চেষ্টা করিল, কিন্তু খুঁজিয়া কাহাকে বাহির করিবে? সেই অঞ্চলের সমস্ত লোককেই তো তাহা হইলে ধরিতে হয়।

ফাসিষ্ট শাসনকর্ত্তাই নিহত

হিটলারের প্রিয় শিষ্য হেড্রিক ছিল জার্মান গোয়েন্দা পুলিশের সবচেয়ে বড় কর্ত্তা। এক সময়ে সে চুরির অভিযোগেও ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু ডাকাত সর্দ্দার হিটলারের কাছে চোর, ডাকাত, খুনেদেরই আদর। জার্মানী এবং অধিকৃত দেশের লোকের উপর জানোয়ারের মত অত্যাচার করায় হেড্রিক ছিল ওস্তাদ। সে পোল্যাণ্ডে ৮২ হাজার পোল স্ত্রী ও পুরুষকে হত্যা করিয়াছে, যুগোস্লাভিয়ায় ৬০ হাজার লোককে খুন করিয়াছে। তাই হিটলার তাহাকে আদর করিয়া চেকদের দেশ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার শাসনকর্ত্তা করিয়া দিয়াছিল। এক মাসের মধ্যেই সে সেখানে ৩৩৬ জন চেককে গুলি করিয়া মারে ও ১৩০৮ জনকে বন্দী করে।

জনগণ এর জবাব দিবে

৩রা জুনের মস্কো রেডিও জানাইয়াছে যে ইউরোপে নাৎসী-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিশোধে ফাসিষ্টরা আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে।

যেদিন হইতে চেকদের দেশ হিটলারের দখলে আসে সেদিন হইতেই চেকরা তলে তলে হিটলারী জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সোভিয়েট যুদ্ধে নামিবার পর হইতে তাহারা নূতন প্রেরণা পায়। জার্মান ফৌজের ট্রেন উড়াইয়া দেওয়া হয়, পুল ভাঙ্গা, কারখানায় অস্ত্র তৈরীতে বিঘ্ন ঘটানো সেখানে আজ নিত্যকার ব্যাপার।

কসাই হেড্রিকের জুলুমও তাহারা বরদাস্ত করে নাই। ২৭শে মে জার্মানীর কয়েকজন বড় বড় অফিসারকে সঙ্গে লইয়া হেড্রিক মোটরে প্রাগ শহর হইতে বাহিরে যাইতেছিল। তাহার যাওয়ার পথের খবর কাহাকেও বলা হয় নাই, তবুও চেক দেশপ্রেমিকরা তাহার খোঁজ বাহির করে। শহরের অদূরে দুজন চেক বীর লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, হেড্রিকের গাড়ী আসিবামাত্র একজন গাড়ীর কাছে একটী বোমা ছোড়ে এবং অপরজন গুলি করিয়া হেড্রিককে আহত করে। পরে একজন দৌড়িয়া ও অন্যজন সাইকেলে করিয়া পালায়।

আঘাতের চোটে এক সপ্তাহের মধ্যে কসাই হেড্রিক মারা গিয়াছে। আঘাতকারীর সামান্য একটু খোঁজ দিলেই প্রায় দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ফাসিষ্টরা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু চেকরা তাহাদের দেশপ্রেমিক বীরদের ভালবাসে, কোটী টাকার লোভেও কেহ একটী কথাও বলে নাই। এখন ফাসিষ্টরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত প্রাগ শহরের নিরপরাধ মেয়ে পুরুষকে ধরিয়া ধরিয়া গুলি করিয়া মারিয়াছে। দশদিনের মধ্যে প্রায় চারশো নিরীহ লোককে তাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহার মধ্যে একজন ৬০ বছরের বুড়ো পাদ্রী, তাঁর ৫৭ বছরের বুড়ী স্ত্রী এবং এইরকম আরও অনেক।

কিন্তু তবুও তাহারা আঘাতকারীকে ধরিতে পারে নাই। অসংখ্য মা, মেয়ে ও শিশুসন্তানের রক্ত ও চোখের জলের এই নির্ভীক প্রতিশোধ নিয়াছেন যে বীর চেক দেশপ্রেমিকরা, আমরা তাঁহাদের জয় গাই। ফাসিষ্ট খুনেরা আজ প্রতি পদে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিবে, এই আক্রমণ তাহাই প্রমাণ করে।

TIGHT BINDING

সোভিয়েট চাষী ও চাষ-আবাদ

সুশ্রী প্রধান

বিপ্লবের আগে ও পরে

পঁচিশ বছর আগে রাশিয়া দেশটা আমাদের দেশেরই মত ছিল। সেখানে রাজা-মহারাজা ছিল, জমিদার মহাজন ছিল। জুলুম-জবরদস্তি ছিল। খাজনা-দেনা-ট্যাক্সের দায়ে চাষী উজাড় হইয়া যাইত।

বেশীর ভাগ জমিই ছিল রাজা-জমিদারের দখলে। ২৮ হাজার জমিদার মিলিয়া ৫০ কোটি বিঘা জমি ভোগ করিত। তার ভিতর ১৫ লাখ বিঘাই ছিল সম্রাট জারের হাতে। আর এক কোটি কৃষক পরিবার সকলে মিলিয়া মাত্র ৬০ কোটি বিঘা জমি ভোগ করিত।

ফরাসী যুবকদের লড়াই

ফরাসী সরকারের বিভীষণ নেতা পেঁতার জয় গাহিবার জন্যই ২৫শে তারিখে পারী শহরে শান্ত-শিষ্ট যুবকদের এক সভা ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মান ডাকাতদের অত্যাচার এই শান্তশিষ্টদেরও এত নাজেহাল করিয়া তুলিয়াছে যে সভাস্থলেই তাহারা গণ্ডগোল আরম্ভ করে। পুলিশ কয়েক-জনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাহাতেও যুবকেরা দমে না। তাহারা দল বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া চলে। কাতর লাঁত্যা পাড়ায় পুলিশ তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহারাও শক্ত জবাব দেয়, রাস্তায় দস্তুরমত যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অনেকে আহত হয়, বহু যুবক গ্রেপ্তার হয়।

গ্রেপ্তার, মৃত্যু বা আঘাত আজ আর বিদ্রোহকে চাপিতে পারিতেছে না।

পারীর বাহাদুর মজুর

ফরাসী রাজধানী পারী শহরে ফাসিষ্টদের লুঠ-তরাজ ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষেরা প্রায় খাইতেই পায় না। মজুরদের লাইন বাঁধিয়া দোকানের সামনে ভিখারীর মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, কখনও কিছু মেলে কখনও তাও না। ৩১শে মে তারিখে একটা দোকানের সামনে মজুরেরা আর এই জুলুম বরদাস্ত করিতে চাহে নাই। তাহারা দোকান ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে এবং খাবার জিনিষ সমস্ত বাহিরে জমায়েৎ লোকের কাছে ছুড়িয়া দেয়। পুলিশ আসিয়া গুলি চালায়, কিন্তু মজুরেরাও গুলির মুখেই জবাব দেয়। দুজন পুলিশ মারা পড়ে, আরও কয়েকজন ঘায়েল হয়।

হিটলারের নিজের দেশে

জার্মানীর মজুর চাষীরাও হিটলারী শয়তানির বিরুদ্ধে ক্রমেই জাগিতেছে। অবশ্য সে সব খবর চাপিয়া রাখা হয়। তবুও সেদিন খবর পাওয়া গিয়াছে যে মাত্র গত তিন হপ্তার মধ্যে হিটলার বিরোধী আন্দোলন করিবার জন্য ৩০ জন জার্মাণীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে। মানহিমে ১৪ জন জার্মান কমিউনিষ্টকে খুন করা হইয়াছে। যুদ্ধের উৎপাদনে বাধা দিবার অভিযোগে হ্যামবুর্গে ৩ জনের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে হিটলারের পায়ের তলে মাটি সরিতেছে।

এই চাষীদের ভিতর দশ আনি (শতকরা ৬৫ জন) লোকই ছিল গরীব। গরীব চাষীদের মধ্যে ন' আনি লোকের (৩৪) লাঙল ছিল না, সাত আনি লোকের (৩০) চাষ করিবার ঘোড়া ছিল না। তিন আনি লোকের এক ফোঁটা জমিও ছিল না।

মান্ধাতার আমলের কাঠের লাঙল ও মরা ঘোড়া দিয়া চাষআবাদ হইত। না ছিল জমিতে সার, না জলসেচ, না ভাল বীজ। তাই ফসলও ফলিত কম।

রাশিয়ার চাষী এ জুলুম জবরদস্তি মুখ বুজিয়া সহিতে রাজী হইল না। পঁচিশ বছর আগে, গত-বারকার মহাযুদ্ধের সময় মজুর চাষী মিলিয়া বিপ্লব করিল। সম্রাট ও রাজা-মহারাজার সরকার ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। চাষী মজুর রাজ কায়েম করিল। এই সরকারেরই নাম সোভিয়েট সরকার।

সোভিয়েট রাজ কায়েম হইবার সাথে সাথেই রাজা জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের ভিতর বিলি করিয়া দেওয়া হইল। রাজা জমিদারদের দেড়শ কোটি বিঘা জমি কৃষকেরা পাইল। চাষীদের ঘাড়ে যত দেনা ছিল (প্রায় ১৩০ কোটি রুবল) সব দেনা মকুব হইল। বছর বছর চাষীরা যে ৫০ কোটি রুবল খাজনা দিত রাজ-জমিদারদের, তাহা হইতে চাষীরা রেহাই পাইল।

এইবার শুরু হইল চাষ-আবাদের উন্নতি; চাষীর জীবনের উন্নতি।

কলে চাষ-আবাদ

সোভিয়েট রাশিয়ার যে কোন একটা গ্রামে যাও, দেখিবে সেই মান্ধাতার আমল আর নাই! সে কাঠের হালও নাই, সে মরা ঘোড়াও নাই। চাষ-আবাদের সব নতুন ব্যবস্থা। চাষ-আবাদের বেশীর ভাগই হয় কলে। আগাছা নিড়ানো, হাল দেওয়া, মই দেওয়া, বীজ বোনা, খেতে জল দেওয়া, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই—সব কাজই এখন মোটরের কলে হয়। ফসল আনা নেওয়ার জন্যও আজকাল গরু-ঘোড়ার গাড়ী বেশী ব্যবহার হয় না। সেজন্য আছে বড় বড় মোটর গাড়ী।

এই সব এক একটা কলের যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ীর দাম তো বড় সোজা নয়। চাষীরা নি[illegible] অত দামে অত সব যন্ত্রপাতি কিনিবে কেমন ক[illegible] তাই সোভিয়েট সরকার জিলায় জিলায় [illegible] কলের অফিস খুলিয়া দিয়াছে। মোট সাড়ে [illegible] হাজার এমনি অফিস আছে। এই সব সর[illegible] কলের অফিস হইতেই কৃষকদের দামী দামী ক[illegible] লাঙল ও নানা রকমের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা [illegible] ১৯৩৮ সালে গোটা রাশিয়ায় চাষীদের খা[illegible] মোট ৪ লাখ কলের লাঙল, ১ লাখ ৩০ হা[illegible] ফসলকাটা কল, ১ লাখের উপর ফসল মাড়াই [illegible] আর ১ লাখ ৬০ হাজার বড় বড় মালটানা মো[illegible] গাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে। এ ছাড়া লাখ [illegible] ছোটখাট যন্ত্রপাতি তো আছেই।

এই সব কলের যন্ত্রপাতিতে চাষ আবাদের [illegible] সুবিধা। মেহনৎ কম, লোকও লাগে কম, কা[illegible] বেশী হয়। এক একটা কলের লাঙলে ঘণ্টায় [illegible] বিঘা জমি চাষ হইয়া যায়। একটা ফসল ক[illegible] কলে ঘণ্টায় ১৫ বিঘা জমির ফসল কাটা [illegible] একটা খামারের দুইজন কলের চালক মিলিয়া [illegible] প্রায় দু হাজার বিঘা জমিতে বীজ বুনিয়া[illegible] একটা খামারের একজন কৃষক দুইটা কল একস[illegible] জুড়িয়া ফসল কাটার মাসে মোট ১৮ হাজার [illegible] জমির ফসল কাটিয়াছে। আর একটা খাম[illegible] একজন কৃষক কলের সাহায্যে একমাসে ১১ হা[illegible] বিঘা জমির ফসল কাটিয়াছে ও সেই সাথে [illegible] ১ লাখ মণ ফসল ঝাড়িয়াছে।

কলের চাষে সোভিয়েট চাষীর আজ কি [illegible] সুবিধা। আবার চাষ-আবাদের যাতে সব র[illegible] উন্নতি হয়, জমিতে যাতে ফসল বেশী পয়দা [illegible] ফসল ওজনে বাড়ে—এই সব উন্নতির জন্য ৯[illegible] কৃষি-পণ্ডিত সমিতি আছে আর ছোট বড় [illegible] ২০ হাজার পরীক্ষা ঘর আছে। এইসব কা[illegible] মোট ১৪ হাজার কৃষি-পণ্ডিত দিনরাত [illegible] ঘামাইতেছে আর শস্যের নানারকম পরীক্ষা ক[illegible] তেছে। তাই আজ সোভিয়েটের মাঠে ফসল [illegible] প্রচুর।

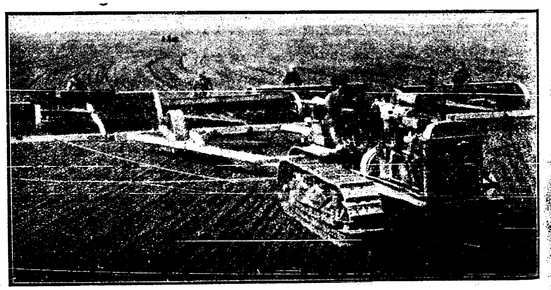

জারের আমলে বিঘায় এক মণ দেড় মণ ফ[illegible] হইত, আজ সেখানে ফসল ফলে দশ মণ বার ম[illegible] আজকাল বিঘায় আগের চেয়ে আট দশ গুণ [illegible] ফসল পয়দা হয়। গোটা রাশিয়ায় আগে [illegible]

সোভিয়েট জমিতে কলের লাঙলে চাষ

লাল ফৌজ

(৬ পৃষ্ঠার পর)

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়কেরা হীনতম সন্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তখন জার্ম্মাণ সেনাপতি লুডেনড্রফ বলিলেন, এই হীনতম সন্ধি তোমরা করিও না, আমার সৈন্যদলকে যদি রাইন নদীর পূর্ব্ব পারে জার্ম্মাণদেশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হয়, তবে তাহারা আপন দেশের মাটি রক্ষা করিবার জন্য দ্বিগুণতর ভাবে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধের আসল কথা হইল অস্ত্র নহে, আসল কথা হইল, রক্তে মাংসে গড়া সৈন্যদলে মনের প্রেরণা। তবু তো তখন জার্ম্মাণ সৈন্যদলেরা এমন কোন আশা ও নিদর্শন পাইয়াছিল না যে, সে মাটি একান্ত তাহারই; সে মাটির বুকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে ফসল জন্মাইবে সে ফসল একান্ত তাহারই। তবু জার্ম্মান সৈন্যদলের মনে আপন দেশের মাটির প্রতি যে সামান্য মমতা ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সেনাপতি লুডেনড্রফ শক্তিশালী মিত্রশক্তিকে রুখিতে সাহসী হইয়াছিলেন। আর আজ লাল-ফৌজের প্রতিটি নরনারী জানে, এ দেশ একান্ত তাহার; তাহার ঘর্ম্মসিক্ত ইউক্রেণের মাটির বুকে যে ফসল দেখা দিবে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার কোন শোষক শ্রেণী সে দেশে আজ নাই। এই আপন দেশ, আপন সমাজ, এই একান্ত আপন গৃহকে রক্ষা করিবার যে প্রেরণা লালফৌজের পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাই আজ তাহাকে জার্ম্মাণদস্যু অপেক্ষা দ্বিগুণতর শক্তিশালী করিয়াছে; (২) যান্ত্রিক যুগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরা যুদ্ধের খেলা খেলিতে গিয়া আপন জালে জড়াইয়াছে। যন্ত্র আজ যুদ্ধকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধ চালাইতে হইলে কামান, বন্দুক, বোমা, ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, জাহাজ প্রভৃতি হাজার রকমের অস্ত্রকে আজ অনর্গল চালাইতে হইবে। ইহার অর্থ, বর্ত্তমান যুদ্ধে সৈন্য অপেক্ষা শ্রমিকের উপরই বেশী নির্ভর করিতে হইতেছে। একখানি ট্যাঙ্ক চালাইতে দুইটি সৈন্যের আবশ্যক কিন্তু সেই ট্যাঙ্ককে মেরামত করাইবার জন্য বা অকেজো হইলে তাহার স্থানে নূতন ট্যাঙ্ক দিয়া অবিলম্বে পূরণ করিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৭০ জন শ্রমিককে সর্ব্বক্ষণ রণাঙ্গণের পশ্চাতে কারখানায় কাজ করিতে হয়। অনুরূপ ভাবে একখানি উড়োজাহাজকে কাজে রাখিবার জন্য পশ্চাতে ১২৫ জন শ্রমিককে অনবরত কাজ করিয়া যাইতে হয়। তাই সৈন্য আজ একান্তভাবে শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল। শ্রমিক কলের হাতল না চালাইলে সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই লালফৌজের

> "লালফৌজ যে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ দেখিয়েছে এবং রুশিয়ার সমস্ত জনগণ তাকে যে সমর্থন দিয়েছে তার ফলেই আজ জার্মান আক্রমণ-কারীরা পিছন ফিরতে বাধ্য হয়েছে এবং তার ফলেই আমাদের দেশ নাৎসি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে।" —ইংলণ্ডের মন্ত্রী ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স

শক্তির দ্বিতীয় উৎস। শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রে শ্রমিকেরা লালফৌজকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে ক্ষয়, ক্ষতি ও নিদারুণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে অগ্রনী হইবে, তাহা কেমন করিয়া নাৎসী নায়কেরা তাহাদের দেশে শোষিত শ্রমিকের নিকট হইতে আশা করিতে পারে! যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হইবে, ততই এই প্রভেদ পরিস্কার হইয়া আসিবে। আজ খারখভের রণাঙ্গণে লালফৌজ যে প্রচণ্ড ট্যাঙ্কশক্তি জমা করিয়াছে, নাৎসীরা সারা ইয়োরোপ হইতে ট্যাঙ্ক কুড়াইয়া আনিয়াও তাহার সমকক্ষ যে হইতে পারিতেছে না, তাহার মূল কারণ, লাল-ফৌজের পশ্চাতে রাশিয়ার শ্রমিকেরা অক্লান্ত ও অবিরাম পরিশ্রম করিয়া অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে।

(৩) প্রতি দেশেই ধনিক-বণিকেরা তাহার স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যদল গড়িয়া তোলে। শ্রমিকের ও কৃষকের গৃহ হইতেই সৈন্য যোগাড় করিয়া প্রভুর স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তাহার স্কন্ধে বন্দুক তুলিয়া দেওয়া হয়। সেখানে সৈন্য ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রভু ও দাসের। কিন্তু সোভিয়েট দেশের রাষ্ট্রের চালক ও নায়ক শ্রমিক-কৃষকেরাই। একান্ত চাষী মজুরের স্বার্থেই তাহারা রাষ্ট্র চালনা করে। কাজেই লালফৌজ জানে যে, আজ সে প্রভুর জন্য নহে, সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থের জন্য সে মরিতে চলিয়াছে। চাষী-মজুরের রাজ্যকে চাষী মজুররাই রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। জনসাধারণ ও সৈন্যদলে এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধই লালফৌজের শক্তির তৃতীয় উৎস।

(৪) সর্ব্বোপরি তাহার শক্তির মুল কারণ, সে জানে যে আজ এক আন্তর্জ্জাতিক মহান আদর্শের জন্য সে লড়িতেছে। যে কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা সে নিজের দেশে স্থাপিত করিয়াছে, তাহাকেই শুধু রক্ষা করিবার জন্য নহে, সেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা অন্য দেশেও কায়েম করিবার জন্য সে আজ অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্যদলে যুদ্ধবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাহাদের মনে নিকৃষ্ট জাতি-বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হয়। কিন্তু লালফৌজের মনে এই বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ ও শ্রমিক কৃষকের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি জাগাইয়া তোলা হয়। লালফৌজ জানে, বিশ্বের শ্রমিক কৃষকের মুক্তির জন্য সে লড়িতেছে। "আমাদের ফৌজের সেনারা কাঠের পুতুল নয়। তারা সচেতন মানুষ, তারা জানে তারা কোথায় এবং কেন লড়িতেছে। যে ফৌজ জানে, তারা কিসের জন্য লড়িতেছে, সে ফৌজ দুর্ভেদ্য। তাইতো আমাদের দুনিয়ার মাঝে সেরা ফৌজ হইবার মত সব অবস্থাই আমাদের লালফৌজের আছে।" ষ্টালিনই একথা বলিয়াছেন।

ফসল ফলিত বছরে মোট দেড়শ' দুশ' মণ, আজ ফসল ফলে সওয়া তিনশ' মণ। আগের চেয়ে মোট দুগুণ বেশী ফসল আজ পয়দা হয়। ফসলের যেমন উন্নতি, অন্যদিকেও তেমনি উন্নতি হইয়াছে। সোভিয়েটের এক একটা গরু দশ সের হইতে আধ মণ দুধ দেয়। রাশিয়ার ভিতর একটা সেরা গরু আছে—দিনে সে ১ মণ দুধ দেয়। তাইতো সোভিয়েট চাষী দুধে-ভাতে সুখী।

পঞ্চায়েতী খামার

সোভিয়েটের চাষীরা আজ আর আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করে না। হালফ্যাশানের কলের চাষ করিতে হইলে চাই একসাথে হাজার হাজার বিঘা জমি। তাই চাষীরা যার যার জমি, হাল-বলদ-ঘোড়া, চাষের যন্ত্রপাতি সব একত্র করিয়া পঞ্চায়েতী খামার গড়িয়া তুলিয়াছে। জমি-জমা সব পঞ্চায়েতী সম্পত্তি। চাষও হয় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায়। একটা গ্রামের সব চাষী পরিবার মিলিয়া পঞ্চায়েতী খামার গড়ে। সবাই মিলিয়া বৈঠক করিয়া কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, খামার চালাইবার জন্য কমিটি বানায়। সবাই মিলিয়া পঞ্চায়েতী খামারে খাটে। কাজের সময় ও কাজের ধরণ বুঝিয়া মোট ফসলের ভাগ পায়, তার উপর আবার খামারে মুনাফার ভাগে নগদ টাকা পায়। গোটা রাশিয়ায় এক কোটি চাষী পরিবার মিলিয়া আড়াই লাখ এমনি পঞ্চায়েতী খামার বানাইয়াছে।

ইউক্রেন প্রদেশের একটা খুব বড় পঞ্চায়েতী খামারের কথা ধরা যাক। এই খামারে ৬৭৪টি কৃষক পরিবার আছে, ইহার ভিতর ৫১৮টি পরিবার আগে খুবই গরীব ছিল। এই খামারে মোট জমি আছে ৯০ হাজার বিঘা। ৪০ হাজার বিঘা জমিতে শস্য হয়, সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমিতে কার-খানার সরবরাহের জন্য তুলা প্রভৃতি হয়। ইহা ছাড়া শাক-সব্জি, ফল-মূলের জমি আছে। জমিতে সোডা, খার, নানারকমের দামী সার ব্যবহার করা হয়।

এই খামারে আটশ' গরু, সাড়ে চারশ' ঘোড়া, সাড়ে তিনশ' শূকর, সাত হাজার ভেড়া আছে। দুধ, মাখন, পশম, মাংস প্রভৃতি বিক্রি করিয়া অনেক মুনাফা হয় এই খামারের। ১৯৩৮ সালে এই খামারের মোট আয় হইয়াছে ৩৩ লাখ রুবল।

এই খামারে ৮টা কলের ইন্‌জিন আর ৯টা মালটানা বড় মোটর গাড়ী আছে। এই খামারে অনেক কল-চালক, কৃষি-পণ্ডিত, কারিগর, মিস্ত্রি আছে। একজন পশুবিদ্যার পণ্ডিত ও একজন পশু ডাক্তারও আছে। কাজের হিসাব বুঝিয়া এই খামারের মেম্বররা অনেক ফসল আর টাকা পায়। প্রায় সব কৃষক পরিবারই এক বছরে একশ' দেড়শ' মণ শস্য আর সাত হাজার রুবল পায়। প্রায় সব খামারেই কৃষকদের এমনি আয়।

এক একটা গ্রাম আজকাল এক একটা সহরের মত। এই খামারে অনেক বড় বড় পাকা ইমারৎ আছে। প্রত্যেক কৃষক পরিবারের পাকা বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে বিজলী বাতি ও ভাল আসবাব-পত্র। এই খামারের ৩ হাজার মেম্বরের সাইকেল আছে। এখানকার সবাই লেখাপড়া জানে। এখানে কয়েকটা স্কুল আছে, কয়েকটা ক্লাবঘর (বিশ্রাম ও আড্ডাখানা), একটা ভাল লাইব্রেরী (কেতাব ঘর), টকি ঘর, একটা বেতার ঘর আছে। হাঁসপাতাল, মায়েদের প্রসবঘর, কোলের ছেলেদের জন্য শিশুঘরও আছে।

প্রায় সব পঞ্চায়েতী খামারেই এই অবস্থা। নাপিতখানা, ধোপাখানা, পঞ্চায়েতী হোটেল, পঞ্চায়েতী স্নানঘর প্রায় সব খামারেই আছে। মেয়েদের আজকাল আর সংসারে ঘরকন্নার কাজে দাসীর মত থাকিতে হয় না। মেয়েরাও পুরুষের মত স্বাধীনভাবে খাটে, রোজগার করে, সবকিছু ভোগ করে।

তাইতো শুধু ভাত-কাপড়েই নয়, লেখাপড়ায়, স্বাস্থ্যে, আমোদে আনন্দে সোভিয়েট রাশিয়ার চাষী সব দেশের চাষীর চেয়ে সুখী।

সোভিয়েট সভ্যতা ও সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এমন একদিন ছিল এই পৃথিবীতে যখন মানুষ বলতে শেখেনি, 'এ মাটি আমার, এ জমি তোমার, আমি প্রভু, তুমি দাস'। আমাদের সভ্যতার সেই যে শিশুকাল তখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল না, সুতরাং তাদের মধ্যে হিংসা ছিল না, দ্বন্দ্ব ছিল না। একত্রে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তখন বসবাস করতে বাধ্য হোত। প্রকৃতিই তখন মানুষের কাছে বড়ো সমস্যা। ঝড় হোত, বৃষ্টি হোত, মেঘ ডাকত, গাছের ফলমুল খেয়ে বেঁচে থাকা চলতো। প্রকৃতিই তাই ছিল তার কাছে রহস্য, সমস্ত শক্তির উৎস। এই প্রকৃতিকে জয় করা যায় কি কোরে? কি কোরে বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-আলো-বাতাস নিজেদের আয়ত্তে আনা যায়, কি কোরে নিজেরাই ফল ও ফসল ফলানো যায় গাছে ও মাটিতে, এই ছিল মানুষের কাছে এক বিরাট ও বিষম সমস্যা। মানুষের প্রথম বিরোধ তাই সুরু হোলো প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নয়। জীবনের জন্যে তীর-ধনুক-পাথরের ফলক নিয়ে বল্কল পরে মানুষ তাই দল বেঁধে প্রথম যুদ্ধে নামল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। খররৌদ্রের দিনে বহুদূরের গাছপালা লোকজন যেমন কালো কালো রেখার মতো অস্পষ্ট দেখায়, তেমনি আজ যদি আমরা হাজার হাজার বছর পিছনে পৃথিবীর প্রথম যুগের সেই মানুষদের দিকে চেয়ে দেখি তাহোলে দেখতে পাব ঐরকম অস্পষ্ট কালো কালো মানুষ যেন দলবেঁধে গান গেয়ে চলেছে হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে, প্রকৃতিকে জয় করতে। তারা তখন উৎসাহ পাবার জন্যে দলবেঁধে গান গাইত, নাচতো, এমন কি তাদের সেই আদিম অস্ত্র দিয়ে পাহাড়ের পায়ে, গাছের ছালে নানারকম জন্তুজানোয়ারের বা তাদের নাচগানের হিজিবিজি ছবিও আঁকতো। এই গান, এই নাচ, এই ছবি, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যুদ্ধে মানুষকে জয়ের প্রেরণা যোগানো—এই ছিল মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ।

মিস্ত্রী যেমন ভিৎ তৈরী কোরে ইঁট গেঁথে গেঁথে তালার পর তালা তুলে এক বিরাট ইমারৎ গড়ে তোলে, তেমনি মানুষও যুগের পর যুগ 'জীবনের' এই বনিয়াদের উপর নিজেদের আবেগ, আবেশ, অনুভূতি, বেদনা ও আনন্দ দিয়ে সংস্কৃতির এক বিশাল ইমারৎ গড়ে তুলেছে। সেই প্রাথমিক সংঘ ও গোষ্ঠি সমাজের পর একে একে কতো রকমের সমাজ ব্যবস্থা এসেছে, কতো সংগ্রাম ও কতো বিরোধের মধ্য দিয়ে, বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ ধাপে ধাপে প্রকৃতিকে জয় করেছে। কিন্তু এই জয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ মানুষ ভোগ করতে পারে না কেন? কারণ দলবেঁধে মানুষ আর বাস করে না, ভোগ করে না জীবনকে। নানাদলে বা নানাশ্রেণীতে মানুষ ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক এক শ্রেণীর এক এক স্বার্থ, জীবনের জন্যে এক শ্রেণী একভাবে আর এক শ্রেণী আর একভাবে সংগ্রাম করছে। কেউ ক্রীতদাস কেউ প্রভু, কেউ প্রজা কেউ ভূস্বামী, কেউ মালিক কেউ মজুর। এইভাবে দেখা গেল যে মানুষেরই সমবেত চেষ্টায় ও প্রয়োজনবোধে সমাজের বাইরের কাঠামোটার ওপর বিজ্ঞান নানা রঙ দিয়ে চুণকাম করছে, আর ভিতরটা হোচ্ছে ফাঁকা। বিজ্ঞানের হাতিয়ার দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, আলো-জল-বাতাস-বিদ্যুৎ মানুষের আয়ত্তে আসছে, কিন্তু আর এক-দিকে মানুষের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা ক্রমেই এই সবের ভোগ থেকে বঞ্চিত হোচ্ছে। ভোগ ও অধিকারের, শাসন ও বিলাসের ক্ষমতা যারা পাচ্ছে তাদের সংখ্যা যত কমছে, বঞ্চিত ও শোষিতের সংখ্যা ততই বাড়ছে। অর্থাৎ শ্রম কোরে যারা ইমারৎ গড়ছে, মানুষের জীবন থেকে তারাই ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই আজকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শুধু একটা বিরাট ইমারৎ-ই আছে, ফাঁকা ও শূন্য, মনে হবে পোড়ো অট্টালিকা, মুষ্টিমেয় ধনিক ও মালিকের হিংসা, বিদ্বেষ, হল্লা ও বীভৎস-তার গোঙানি শুধু তার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। জনগণের মিলিত কণ্ঠের কাকলি নেই সেখানে, নেই তার মধ্যে যন্ত্রের প্রভু মানুষের আনন্দ গান, আছে মানুষের প্রভু যন্ত্রের প্রাণহীন একঘেয়েমি ও অবসাদ, যা মৃত্যুর মতো হিম ও নিস্পন্দ। কিন্তু সকল মানুষের শ্রম ও জীবন দিয়ে গড়া এই ইমারৎকে আমরা জনমুখর করতে পারি, প্রাণের সাড়ায়, জীবনের নাচগানে, ছন্দে-সুরে তাকে ভরিয়ে দিতে পারি, যদি যারা শ্রম করে তাদের দিতে পারি ন্যায্য ভোগের অধিকার এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে ছিনিয়ে নিতে পারি মুষ্টিমেয় স্বার্থপর মুনাফালোভী মালিকদের কবল থেকে। সেদিন আর অভাব থাকবে না, মানুষে মানুষে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধবে না, সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ উন্নত বিজ্ঞানের নানা-রকম শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে আবার একত্রে পা মিলিয়ে অভিযান করবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, আবার সব মানুষ একসঙ্গে নাচবে, গান গাইবে, ছবি আঁকবে, কাব্য লিখবে, সাহিত্য সৃষ্টি করবে, সংস্কৃতি গড়বে। এই নাচ, এই গান, এই ছবি, এই কাব্য, নানা দেশের নানা মানুষ একে নানারূপে প্রকাশ করবে, কিন্তু তার প্রাণের সুর থাকবে এক—সে সুর মিলনের, প্রীতির, শান্তির, মুক্তির, অবসরের ও প্রাচুর্য্যের, অর্থাৎ এক কথায় সমাজতন্ত্রের। যাত্রা ও থিয়েটারে যেমন নানা যন্ত্রী নানা যন্ত্র নিয়ে ঐক্যতান বাজায়, তেমনি তখন পৃথিবীর নানা মানুষ লক্ষ কণ্ঠে এক অদ্ভুত সুন্দর ঐক্যতান তুলবে। কোটি কণ্ঠ, হাজার ভঙ্গী, কিন্তু সুর এক। সে সুর সাম্যের ও মুক্তির, অভাব ও দুঃখ জয়ের, বিশ্ব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোটি মানুষের বৈজ্ঞানিক অভি-যানের। তাকেই বলে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

এই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি পৃথিবীর মধ্যে আজ একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে, কারণ মানুষ সেখানে পেয়েছে শ্রেণীর শিকল থেকে মুক্তি, শ্রমের ও ভোগের সমান অধিকার। গায়কের কণ্ঠ, শিল্পীর তুলি, ভাস্করের বাটালি, সিনেমা ও থিয়েটারের অভিনেতা, সাহিত্যিকের কলম সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনো 'শ্রেণীর' শাসন মানে না, একমাত্র মানুষের শাসন ছাড়া। তারা স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নয়। তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে কেউ শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে না। তাই বিশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের নানা দেশের নানা জাতের মধ্যে তাদের নিজের গান, নিজেদের শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা সব নুতন রূপে ফুলের মতো ফুটে উঠছে, নানা গন্ধে, নানা বর্ণে। পুরাণো লোকসঙ্গীত, যাত্রাগান, শিল্প নুতন রূপ পাচ্ছে। চাষী মাঠে গান গাইছে, রচনা করছে, শ্রমিক করছে কারখানায়। তাদের অবসর আছে, অভাব নেই, তাদের গবর্ণ-মেণ্ট তাদের জীবনের ভার নিয়েছে, তাই তারাই হোচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের গায়ক, সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাদের নানাভাবে উৎসাহ দেয়, প্রেরণা যোগায়। তাদের সংঘ আছে, দেশবিদেশে বেড়াবার সুযোগ আছে, জীবনধারণের দুশ্চিন্তা নেই। তারা নিজেরা মানুষের মতো বেঁচে আছে বোলেই সকলকেই মানুষের মতো বেঁচে থাকার প্রেরণা দিতে পারে। তারা নিরাশা বা মৃত্যুর, অভাবের ও দুঃখের গান গায় না, তারা গায় জীবনের জয়গান, মুক্ত মানুষ, বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বন্দনা গান। তাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ নেই বোলেই আজ সেখানকার চাষী ও মজুর মানুষ ও শিল্পীর সম্মান পেয়েছে, সংস্কৃতির স্রষ্টা হয়েছে। সিনেমা বা থিয়েটারের হলে বসো, ছবি দেখো, গান শোনো, সাহিত্য পড়ো, এমন কি নুতন নুতন ঘরবাড়ী, অট্টালিকা, বিশ্রামাগার, ক্লাব, সেনেটোরিয়াম, খেলার মাঠের ষ্টেডিয়ামের দিকে পর্য্যন্ত চেয়ে দেখো—দেখতে পাবে এক নুতন ভঙ্গীতে নুতন রূপ সবখানেই ফুটে উঠেছে, মনে হবে তোমার আমার একলার জন্যে নয় বা একলার দ্বারা নয়, সকলের জন্যে এবং সকলের চেষ্টায়, শ্রম ও অনুভূতি দ্বারা। মধ্য এশিয়ার শিল্পী ও গায়কের ভাষা ও ভঙ্গী এক রকম, উক্রেইনের আর এক রকম উরাল ও ভল্‌গা অঞ্চলের আর এক রকম, সাইবেরিয়া ও মেরু অঞ্চলের আরও এক রকম। কিছু কান পাতলে শোনা যাবে সুর এক—নুতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনের সুর, নুতন নির্ম্মাণের ও জীবনের নূতন জয়যাত্রার সুর। এতো সুন্দর ও জীবন্ত সোভিয়েট সংস্কৃতি, সত্যিকার মানুষের প্রাণের স্পর্শে মুখর ও বেগবান।

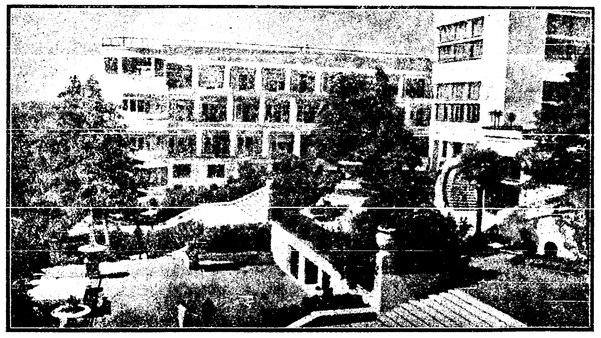

এই সুন্দর সংস্কৃতিকেই আজ ফাসিষ্ট কসাই ও ঘাতকের দল নির্ব্বিচারে ধ্বংস করছে। এই সব শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক ও অভিনেতাদের তারা পশুর মতো হত্যা করছে। প্রাণ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যা গড়ে তুলেছে তা যে তাদের কাছে কত প্রিয়, কতো আপনার তা তারাই জানে। তাই আজ সোভিয়েটের শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা সকলেই সৈনিক, সকলেই যোদ্ধা, সকলেই শপথ করেছে প্রাণ দিয়েও ফাসিষ্ট দানবের ধ্বংস করবে এবং আবার নুতন কোরে গড়ে তুলবে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। পৃথিবীর মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, যারা মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, তাঁদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে চায়, তারাও আজ এই শপথ করতে নিশ্চয়ই ভুলবে না।

কৃষ্ণ সমুদ্রের ধারে সোভিয়েট মজুরদের স্বাস্থ্যনিবাস

জনযুদ্ধের নেতা সোভিয়েট

সকল জাতির শ্রদ্ধা ও সমর্থন

যুগোস্লাভ

…যুগোস্লাভ জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিবার জন্য ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ-কারীরা হাজার হাজার জামিনস্বরূপ বন্দীকে হত্যা করে, শিশু, স্ত্রীলোক এবং বুড়ো মানুষদেরও গুলি করিয়া মারে। যুগোস্লাভিয়ার সমস্ত শহর ও গ্রামে জার্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়া বর্ব্বরের মত ভয় দেখাইয়াছে যে, "একটী জার্মাণসৈন্যের মৃত্যুর বদলে ১০০ জন সার্বকে (যুগোস্লাভিয়ার লোক) গুলি করিয়া মারা হইবে।"

কিন্তু যে লোকেরা নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে তাহাদের সঙ্গে ফাসিষ্ট বর্ব্বরেরা পারিবে না। আমাদের গরিলা বাহিনীগুলি পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া লড়িতেছে এবং সমস্ত জনসাধারণ তাহাদিগকে সকল রকমে সাহায্য করিতেছে, নিজেদের সামান্য খাদ্য তাহাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইতেছে, ভুট্টা রুটী তাহাদের কাছে পৌছাইয়া দিতেছে। তাহারা জার্মাণসৈন্যের কাছ হইতেই অস্ত্র কাড়িয়া লয়।…

যুগোস্লাভিয়ার নরনারী সোভিয়েটের জনগণের কাছে বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতায় হাত বাড়াইতেছে। সোভিয়েট দেশের হে স্বাধীন জনগণ! আমরা তোমাদের সঙ্গে। ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে, হিটলারের দস্যুদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে এক—**রাদুল ষ্টিয়েন্‌স্কি**, সার্বিয়ান কবি ও লেখক।

ফরাসী

…এবং কাল একলা আমি রেড স্কোয়ারের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। ফরাসী দেশের লেখক, যাহাদের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ তাহাদের তরফ হইতে, আর হিউগো, স্তেনদাল, বালজাক, ভলতেয়ার, রুসো, মলিয়ের, কর্ণেই, রাবেলে, মঁতেইন—আমাদের দেশের অতীতের সেই সব বড় বড় শিক্ষকদের তরফ হইতে আমি কাল রেড স্কোয়ারে দাঁড়াইয়াছিলাম একলা। তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা আমার নাই, ওখানে আমার উপস্থিত থাকা ছাড়া তাঁহাদের নামে কথা বলিবার কোন অধিকারও আমার ছিল না। তবুও একলা সেই স্কোয়ারের মধ্যে অস্ফুট কানে কানে বলিলাম :

"ষ্টালিন, আমরা তোমার সঙ্গে!"

—**জাঁ-রিশার ব্লক**, ফরাসী লেখক, এখন সোভিয়েটে আছেন।

চেক

…হিটলার চেকোস্লোভাকিয়াকে লুণ্ঠন করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত, সংস্কৃতিগত বিকাশের সুযোগ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। চেক বিশ্ব-বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, থিয়েটারগুলিকে জার্ম্মাণীর কায়দায় বদলানো হইয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের মনীষা যে সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা লাইব্রেরী হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি আন্দোলনে আমি যথেষ্ট খাটিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে আমি ভালই জানি অন্য অন্য পদানত জাতিগুলিকে ফ্যাশিজম কি দিয়াছে। ফ্যাশিজম তাহাদিগকে দিয়াছে লুণ্ঠন, সংস্কৃতি-ধ্বংস এবং প্রগতিশীল সব কিছুর উপরই পীড়ন; ফ্যাশিজম তাহাদের অন্ধকারের আবর্জনাগুলিকে, প্রত্যেক জাতির উচ্ছিষ্টগুলিকে উৎসাহিত করিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি তাহার নীতিগত শত্রুতার হিটলার বড়াই করে। উদাহরণস্বরূপ, হিটলার গর্ব্ব করে যে সে কখনও কিছু পড়ে না। ফ্যাশি-জমের বর্ব্বর, পশু প্রকৃতির ইহাই বিশেষত্ব।

সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর দস্যুর মত আক্রমণ করিয়া হিটলার তাহার এতদিনের অমানু-ষিকতা ও জঘন্যতাকেও হার মানাইয়াছে। ইহা তাহার সব চেয়ে জঘন্য অপরাধ।

—**জেড নেজেডলি**, চেক অধ্যাপক।

এস্তোনিয়ান

সোশ্যালিষ্ট জাতিসমূহের বিরাট পরিবারের মধ্যে আমরা এস্তোনিয়াবাসীরা সমান অংশীদার। দেশ-রক্ষার এই মহান্ যুদ্ধে আমরা সকলেই আমাদের পুন্য কর্ত্তব্য পালন করিব। এস্তোনিয়ায় প্রতেকটী মজুর ও কৃষক, প্রত্যেকটী বুদ্ধিজীবি অটলভাবে আপন আপন স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। হিটলারের অভিসন্ধি আমরা ব্যর্থ করিব, ন্যায় ও সত্য আমাদের পক্ষে! —**প্রফেসর নুট**, টালিন শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

ইটালিয়ান

সমস্ত দুনিয়ার লোকের কাছে ইটালির নামে আজ ছি-ছি পড়িয়া গিয়াছে। যে ইটালিয়ান জনগণ বিদেশী দাসত্ব, বিশেষ করিয়া জার্মাণ দাসত্ব হইতে মুক্তির সংগ্রামে কত রক্ত ঢালিয়াছে, গারিবল্ডির পতাকার নীচে যাহারা আমেরিকায়, গ্রীসে, ফ্রান্সে অন্য অন্য জাতির স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছে—সেই ইটালীয়িনরা আজ হিটলার ফ্যাশিজমের পায়ের তলে।

ইটালির হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ কারাগারে, বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবিরে কিংবা অভিশপ্ত দ্বীপের নির্ব্বাসনে দুঃসহ জীবনের দিন যাপিতেছেন।…

…দান্তে, মিচেলেঞ্জেলো, ব্রুণো, গ্যালিলিও—এই সব মহান ইটালিয়ানের নাম বর্ত্তমান ইটালি প্রায়ই ভুলিয়াই গিয়াছে। যে বর্ব্বররা আজ সে দেশের শাসক তাদের কাছে এই নামের কোন "প্রয়োজন" নেই। ১৯২২ সালে ইটালিতে প্রকাশিত বই, সংবাদপত্র ও পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২২ হাজার, ১৯৩৫ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫ হাজার।…ফাসিষ্ট ইটালির প্রতি ১৬০০ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র একজন বই পড়ায় পয়সা খরচ করে।

যুদ্ধ যতই বিস্তৃত হইতেছে জনগণের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও কষ্ট ততই বাড়িতেছে। সীজারের ব্যঙ্গচিত্র মুসোলিনি আর তার কুচক্রীরা দেশকে বিপর্য্যয়ের পথে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আমার দেশের জনগণের দোষ নাই। আমার দেশবাসী এই যুদ্ধ চাহে নাই ও চাহে না। বিশেষ করিয়া ফাসিষ্টদের সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের তাহারা খুবই বিপক্ষে। —**গিওভানি জারমানেতো**, ইটালিয়ান নেতা।

জার্মাণ

…জার্ম্মাণ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিটলার সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করিয়াছে। জার্ম্মাণ মজুর, চাষী ও বুদ্ধিজীবিরা সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করে এবং তাহার সহিত শান্তিতে থাকিতে চায়। সোভিয়েট জনগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীকে রুখিবার কাজে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই উপায়েই আমি জার্ম্মাণীর মুক্তি-সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিব, ফাসিষ্ট অত্যাচারীদের কবল হইতে আমার প্রিয় জার্ম্মাণ জনগণকে উদ্ধার করার কাজ ইহাতেই সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হইবে। ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আমি আমার আপন জার্ম্মাণ জনগণের প্রতি কর্ত্তব্যই পূরণ করি-তেছি।—**উইলি ব্রেডেল**, জার্ম্মাণ লেখক বর্ত্তমানে সোভিয়েটে আছেন।

বাঙ্গালী

…কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদা-পন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন; তথাপি সোভিয়েটে অন্ততঃ আমাদের শুভকামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যেদিন তাহার বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।—**আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়** প্রমুখ বাংলার মনীষিবৃন্দ।

মুক্ত কমরেডদের বিবৃতি

কমরেড আবদুল হালিম, ধরণী গোস্বামী, রণেন সেন, মহম্মদ ইসমাইল, গোপেন চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন সেন, গোপাল আচার্য্য, প্রমোদ দাসগুপ্ত, আবদুল মোমিন, স্মৃতিশ ব্যানার্জি, শৈলেন মুখার্জি ও অপূর্ব্ব মুখার্জি এই ১২ জন কমিউনিষ্ট রাজবন্দী সম্প্রতি মুক্তি পাইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

আমরা কয়েকজন কমিউনিষ্ট রাজবন্দী মুক্তি পাওয়ার পর হইতে অনেকে বর্ত্তমান যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই আমরা সংক্ষেপে তাহার জবাব দিতেছি। আমরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে সম্মিলিত জাতিগুলির যুদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ। ভারতের জনগণ আপন শক্তিতে এই যুদ্ধে যোগ দিয়া ও ইহাতে জয়লাভ করিয়াই নিজেদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে একমত যে, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নহিলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সফল জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্ট বিদেশী বলিয়া ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নয় বলিয়া ইহার বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত নয়—কংগ্রেস নেতৃত্বের এই কথা আমরা স্বীকার করি না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় মনে করেন যে, ভারতকে শুধু সামরিক চেষ্টায়ই রক্ষা করা সম্ভব, জনসাধারণ শুধু সরকারকে ব্যস্ত না করিলেই হইল। আমরা এরূপ মনে করি না। ভারতের মাটিতে সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ গড়া প্রয়োজন এবং তাহার জন্য জাতির বিশ্বস্ত নেতাদের সহযোগিতায় এমন এক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা দরকার যাহাতে দেশের সমস্ত নরনারী ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে উদ্দীপিত হয়। আমরা ভরসা করি শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যেদিন আমাদের দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠন, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও লীগ এক হইয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষায় অগ্রসর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও ভরসা করি যে, পৃথিবীর সম্মিলিত জাতিগুলি ভারতীয় জনগণের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন পাইবার জন্য শীঘ্রই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতের দাবী মিটাইতে বাধ্য করাইবে। কিন্তু শুধু তাহাদের আশায় বসিয়া থাকিলে কিংবা ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় প্রধান শত্রু আক্রমণকারী জাপানকে প্রতিরোধে অবহেলা করিলে—নূতন দাসত্বই আমাদের ভাগ্যে জুটিবে।

আজ আমাদের দেশের সামনে নূতন দাসত্বের চরম বিপদ উপস্থিত। এ অবস্থায় আমরা মনে করি যে দেশের রাজনীতিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, এমন কি বর্ত্তমান সরকারের অধিকারের মধ্যেই বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া জাপানী দস্যুদের রুখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মহান্ কর্ত্তব্য। আমরা কমিউনিষ্টরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এইরূপ সহযোগিতা করিতেছি ও করিব। আমরা শুধু চাই যে সম্মানজনকভাবে ও সফলভাবে আমাদিগকে তাহা করিবার সুযোগ দেওয়া হোক।

আজ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের, বিশেষ করিয়া সমস্ত কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্তি এখনই প্রয়োজন, জনগণের সভা-মিছিল ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন, জনগণের আর্থিক দুর্দ্দশার প্রতীকার প্রয়োজন, ফৌজ ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ ও সম্প্রাতি স্থাপনের ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের পক্ষে ফৌজে যোগ দেওয়া ও তাহার সহিত সহযোগিতা করা, যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের উপযোগী ভাবে শিল্প ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রাণপণে সাহায্য করা, অদম্য মনোভাব লইয়া জাপ-প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই দুই ধরণের প্রয়োজন পূরণ করিবার কাজেই আমাদের যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি আমাদের ১২ জন রাজবন্দী ও প্রায় ৫০ জন গতিরুদ্ধ ছাত্রকে স্বাধীনতা দিয়া সরকার মনোভাব পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পরিবর্ত্তন খুবই সামান্য। আজও আমাদের প্রায় সাত, আট শত কমরেড বিভিন্ন জেলায় সরকারী আদেশে গতিরুদ্ধ আছেন, আরও প্রায় বিশজন কমরেড এখনও রাজবন্দী আছেন। আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি আজও স্বাধীনতা পাইলেন না। তাহা ছাড়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য মামলার এমন বন্দীরা এখনও জেলে যাঁহারা আমাদেরই মত ফাসিষ্ট বিরোধী বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বাংলায় বিনা বিচারে অনেক বন্দী এখনও আটক রহিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের মুক্তি না হইলে এবং দমননীতি প্রত্যাহৃত না হইলে যুদ্ধ প্রচেষ্টায়ই ব্যাঘাত জন্মে একথা সরকার বুঝিবেন কি? আমাদের মুক্তির মধ্য দিয়া সত্যই যদি সরকারের মনোভাবে কোন পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে, আমরা আশা করি সকলকে মুক্তি দিয়া সরকার সেই পরিবর্ত্তনকে সার্থক করিবেন।

নিরাশ্রয়ের পত্র

(কোন এক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত)

ঢোল শুনিয়া পথে দাঁড়াইলাম, কিসের ঢোল? ভারতরক্ষা আইনের ৪৯ ধারার নোটীশ : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া দিতে হইবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ছুটিয়া আসিলাম; প্রথমেই চিন্তা করিলাম—রুগ্ন বালককে লইয়া কি করিব? তাহাকে কোথায় লইয়া যাইব? তারপর বাড়ীর জিনিষপত্র—পনর বিশমণ ধান, দুইটা বলদ, কিছু বাঁশ, কাঠ, বেত, একবার বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিয়া দেখিলাম, এতদিন যে সকল জিনিষকে কোন দাম দেই নাই, আজ তাহার প্রত্যেকটী মূল্যবান বলিয়া মনে হইল, যুদ্ধের বাজারে কোথায় পাইব এইসব ছোটখাট জিনিষ?

কোথায় যাইব? স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, যুদ্ধের দুর্দ্দিনে কে আমাদের স্থান দিবে, কে আমাদের খাওয়াইবে, কে আমাদের কাজ দিবে? ভাবিতে ভাবিতে ২৪ ঘণ্টার ৫।৭ ঘণ্টা কাটিয়া গেল আর দেরী নয়, জিনিষপত্র বাঁধিতে লাগিলাম, ধান ও বলদ জলের দরে বেচিয়া দিলাম।

কিন্তু কিভাবে যাইব? জিনিষপত্রই বা সরাইব কি ভাবে? যান বাহনের ত কোন ব্যবস্থাই নাই। তাইত, গ্রামের অন্যান্য লোক কি করিবে? পাড়ার খবর লইতে বাহির হইলাম।

মিস্ত্রিদের বাড়ীতে তখন মিটিং বসিয়াছে। একজন কৃষকনেতা সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন—যুদ্ধের দরকারেই গ্রাম ত্যাগের যখন হুকুম হইয়াছে তখন তাহা মানিতে হইবে। ফৌজের যুদ্ধ করিবার সুবিধার জন্যই জায়গা খালি করা দরকার। ভালভাবে যুদ্ধ না করিতে পারিলে ফৌজ জাপানীকে ঠেকাইবে কিরূপে? আর জাপানী ডাকাতদেরই যদি না রোখা যায় তো আমাদের জমিজমা থাকিবে কোথায়, সবই ত জাপানীরা লুটিয়া লইবে।

বুঝিলাম, মানিলামও। কিন্তু আপাততঃ আমরা কি করি, কি খাই, কোথায় থাকি? নেতা বলিলেন আমাদের হাকিমের কাছে যাওয়া দরকার। সকলে রাজী হইলাম। তখনই কমিটি করা হইল। তাহারা হাকিমের নিকট দাবী রাখিল (১) আমরা স্থানত্যাগের বিরোধী নই, আমরা সৈন্যদের সাহায্য করিতে চাই, কিন্তু স্থানত্যাগের সময় সাতদিন বাড়াইয়া দেওয়া হোক। (২) জিনিষপত্র সরাইবার যাবতীয় খরচ অগ্রিম দেওয়া ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা হোক। (৩) আমাদের চলিয়া যাওয়ার সময়ের মধ্যেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্য উপযুক্ত খেসারত দেওয়া হোক। (৪) আমাদের মধ্যে যাহাদের কোথাও কোন ঠাঁই নাই তাহাদের জন্য সরকারী খরচায় আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক। (৫) আমাদের অন্য কোথাও বসবাসের জমি দেওয়া হোক, কৃষকদিগকে চাষের জমি দেওয়া হোক। নহিলে তাহাদের বাৎসরিক আয়ের হিসাবে মাসে মাসে ভাতা দেওয়া হোক। (৬) যে সমস্ত জমি বা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট লইতেছে তাহার খাজনা, টেক্স গবর্ণমেণ্ট দিক। আমাদের পুরাণো দেনা বাতিল করা হোক।

হাকিমের নিকট হইতে কমিটীর সভ্যরা যখন ফিরিল তখন আমাদের স্থানত্যাগের আর মাত্র ৮ ঘণ্টা বাকী। কমিটীর কাছ হইতে আমরা জানিলাম গভর্ণমেণ্ট দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

তারপর আমরা হুকুম মানিবার জন্য তৈরী হইলাম। রুগ্ন বাপ, স্ত্রীপুত্র ও শিশু-সন্তান লইয়া একটা বিরাট লটবহর সহ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। তিনখানা গ্রাম ছাড়াইবার পর সন্ধ্যা নামিল, আমরা খোলা ময়দানে রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি কৃষকসভার সেই লোকটী একদল ভলাণ্টিয়ার সহ আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহারা আমাদের লইয়া এক সভা করিল। তাহারা আশেপাশে অন্যান্য গ্রামগুলিতে যাইয়া আমাদের জন্য আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহারা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিল "যাহারা আজ গ্রাম ত্যাগ করিতেছে, তাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছে, তাহারা জাপানী দস্যুকে রুখিবার জন্য সৈন্যদের স্থান করিয়া দিতেছে। আজ আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিলে আমরা স্থানত্যাগের জন্য আরো ভাল ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কিন্তু আফশোষে লাভ নাই। আমলাতন্ত্র যাহা করিতে অক্ষম, **জনসাধারণকে তাহা করিতে হইবে, নিরাশ্রয়ের সেবা করিতে হইবে,** চাষীকে চাষী না রাখিলে রাখিবে কে?

নিরাশ্রয় হইয়াও সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম—"যে জাপানী শত্রুর জন্য আজ ভিটামাটী ছাড়িলাম, তাহাকে ক্ষমা করিব না। জাপানী দস্যুকে রুখিবই।"

যুদ্ধ ও আলোচনা

[বিঃ দ্রঃ—এবার স্থানাভাবে আলোচনা সংক্ষেপ করিতে হইল, 'যুদ্ধের গতি' এবং 'সম্পাদকীয় প্রবন্ধও' বাদ দিতে হইল। পাঠকগণ ত্রুটী মাফ করিবেন।—ইতি, সম্পাদক]

যুদ্ধ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নাৎসিরা এইবার সমস্ত শক্তিতে গ্রীষ্ম অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। রুশ রণক্ষেত্রের দুই হাজার মাইল ধরিয়া প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়ই তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরে **ইলমেন হ্রদের ধারে** মাত্র তিন দিনের যুদ্ধে হাজার নাৎসি ঘায়েল হইয়াছে। **লেলিনগ্রাডে** সোভিয়েট আগাইবার চেষ্টা করিতেছে। **কালিনিন** অঞ্চলে একটা বড় সহরের দখল লইয়া প্রত্যেকটী রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধ হইতেছে। **ব্রিয়ান্স্ক** অঞ্চলে জার্মাণ ও হাঙ্গেরিয়ানরা কয়েকটী জায়গায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তবে আগাইতে পারে নাই। দক্ষিণে **খার্কোভ** এলাকায় নাৎসিরা আবার প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করিয়াছে। একদম দক্ষিণে ক্রাইমিয়ার বন্দর **সেবাস্তপোল** দখল করিবার জন্য নাৎসিরা মরিয়া হইয়া বার বার হামলা চালাইতেছে, সেবাস্তপোলর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এদিকে সোভিয়েট সাইবেরিয়ায় কামচাটকা উপদ্বীপের ঠিক সামনে মার্কিণ অধিকৃত এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ অংশে জাপানী সৈন্য নামিবার খবর আসিয়াছে। ঐ দিকে মার্কিণের ডাচ হারবার নামক বন্দরের উপরও জাপানী হাওয়াই আক্রমণ ঘটিয়াছে। মনে হইতেছে সোভিয়েটের কাছাকাছি এই সব জায়গা দখল কিংবা অকেজো করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া জাপান সোভিয়েট সাইবেরিয়া আক্রমণেরই তোড়জোড় করিতেছে।

পুরাদমে অভিযান আরম্ভ করিয়াও নাৎসীরা অগ্রসর হইতে পারে নাই, ক্রাইমিয়া ছাড়া সব ক্ষেত্রেই সোভিয়েট তাহাদের ঠেকাইয়াছে, কয়েক স্থানে সোভিয়েট ফৌজই অগ্রসর হইয়াছে। জাপানীর যদি সাইবেরিয়া আক্রমণের দুর্ব্বুদ্ধি হয়, সেখানেও সোভিয়েট পূর্ব্ব বাহিনী তাহাকে ঠেকাইতে পারিবে।

কিন্তু তবুও সোভিয়েটের মুস্কিল বড় কম নয়। নাৎসী শক্তির পুরা ধাক্কা তাহাকে প্রায়ই একলাই সামলাইতে হইতেছে। এই সময়ে ইউরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র খুলিলে সোভিয়েট আরও জোরের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিবে। সমস্ত ইউরোপের শক্তি ও সম্পদ লইয়াই নাৎসী বাহিনীর দুর্ধর্ষতা, তাহাকেও সোভিয়েট আজ একলাই প্রায় নিশ্চল করিয়া আনিয়াছে। এখন ইয়োরোপের অন্য অংশ হইতে আক্রমণে নাৎসীবাহিনী অন্ততঃ খানিকটাও বিভক্ত হইলে, সোভিয়েটের বীর লালফৌজের তীব্র আক্রমণের সামনে হিটলারী দস্যুবাহিনী আর দাঁড়াইতে পারিবে না, ১৯৪২ সালেই হিটলারী পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্ব্ব আরম্ভ হইবে।

নূতন চুক্তিতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে এই সপ্তাহের ইঙ্গ-সোভিয়েট ও মার্কিণ-সোভিয়েট চুক্তিতে। আমরা গত সপ্তাহে বলিয়াছিলাম যে জনশক্তির চাপ বাড়িতেছে, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা বিষয়ে আর টালবাহানা করা যাইবে না। সে কথা সত্য প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। সোভিয়েট এবং ব্রিটেন ও মার্কিণ পবর্ণমেণ্টের মধ্যে ১৯৪২ সালেই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্বন্ধে বোঝাপড়া হইয়াছে, মার্কিণ হইতে আরো বেশী যুদ্ধের উপকরণ যাহাতে সোভিয়েট পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনটী জাতিই যাহাতে এক হইয়া হিটলার ফ্যাসিজম ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত আপোষহীন লড়াই লড়িতে পারে এবং যুদ্ধের পরে যাহাতে কেহ কোন দেশকে দখল করিতে না পারে বরং ভবিষ্যৎ ফাসিষ্ট আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় এক সঙ্গে কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে খোলা চুক্তি হইয়াছে (১৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

জনযুদ্ধে সোভিয়েটের নেতৃত্ব তথা পৃথিবীর জনগণের নেতৃত্ব যে ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এই চুক্তি দুইটীই তাহার প্রমাণ। যে চার্চিল ও রুজভেণ্ট সোভিয়েটের উপর ফাসিষ্ট হামলার দিন সোভিয়েটকে সহানুভূতি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের প্রতি ও সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রতি বিষ উদ্গারণ করিয়া সেই সহানুভূতির সমস্ত ধারই প্রায় ভোঁতা করিয়া দিয়াছিলেন আজ সেই চার্চিল রুজভেণ্টকেই শুধু প্রাণপণে সোভিয়েট সাহায্যে আগাইয়া আসিতে হইতেছে তাহাই নয়, যুদ্ধের পরে ইয়োরোপ গড়িবার জন্যও সোভিয়েটের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধে তাঁহারা পরদেশ দখল করিতে পারিবেন না এই বলিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে হইতেছে।

চুক্তি জনযুদ্ধের হাতিয়ার

এই চুক্তি ইয়োরোপ ও পৃথিবীর জনগণের হাতে একটী অস্ত্র—যুদ্ধের উপরে ও তাহার ভবিষ্যতের উপরে জনগণের কর্তৃত্ব আনিবার জন্য। এই চুক্তির উদ্দেশ্য যে দিকে যুদ্ধকে তাহারা যত পরিচালিত করিতে পারিবে, যুদ্ধের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ার পথ ততই বন্ধ হইবে। আমাদের দেশে অনেক বাক্যবীর বলেন সোভিয়েট তো শুধু নিজের স্বার্থে লড়িতেছে, পৃথিবীর মুক্তির জন্য তাহার চেষ্টা কই, আমাদের স্বাধীনতার কথা বলে না কেন, এই চুক্তির মধ্যে আমাদের তথা এশিয়াবাসীর স্বাধীনতার কথা কই, সোভিয়েট যুদ্ধের নেতা হইল কোথায়।

লম্বাচোড়া ঘোষণা দিয়া যুদ্ধকে জনযুদ্ধ করা যায় না, হিটলারকে হারানো যায় না, যুদ্ধের নেতৃত্বও অর্জ্জন করা যায় না। আজিকার দিনে ফ্যাসিজম দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শত্রু। ফ্যাশিজমকে যে যতখানি শক্তি দিয়া রুখিতে পারিবে, পৃথিবীর স্বাধীনতাকে সে ততখানি অগ্রসর করাইতে পারিবে, যুদ্ধকে জনযুদ্ধের পথে চালনা করা ও তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করাও ইহার উপরই নির্ভর করিবে। অপরাজেয় নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েটবাসী রক্ত ও মৃত্যুর প্রাত্যহিক প্রচণ্ডতার মধ্যে দাঁড়াইয়া লড়িতেছে, তাহার অপরাজেয় গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতেছে। তাই ক্রমেই পৃথিবী তাহাকে হিটলার বিরোধী যুদ্ধের নেতা মানিতেছে, যুদ্ধের ভবিষ্যতের উপরও সোভিয়েট নেতৃত্বের সম্ভাবনা নিশ্চয় হইতেছে। বৃটেন ও মার্কিণে জনসাধারণ যুদ্ধক্ষেত্রে ও কারখানায় প্রাণ দিয়া যুঝিতেছে। তাই যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে তাহাদের দাবী ক্রমশঃ সরকার মানিতে বাধ্য হইতেছে। সোভিয়েটের সঙ্গে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের বোঝাপড়া ও চুক্তি জনযুদ্ধে জনশক্তির প্রথম জয়।

জনযুদ্ধে লড়িয়াই স্বাধীনতা

চুক্তির মধ্যে কোন্ কথা রহিল আর কোন্ কথা রহিল না তাহা দিয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে না। যুদ্ধ জয়ে কাহারা অগ্রসর হইল, যুদ্ধের নেতৃত্ব ও পরিচালনা কাহার হাতে আসিল তাহার উপরই নির্ভর করিবে চুক্তির অর্থ কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, জনযুদ্ধের ভাবে না সাম্রাজ্যবাদের ভাবে। জনগণ যদি নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধে অগ্রসর হয় তো কর্তৃত্ব জনগণের হাতেই আসিবে, কারণ মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ আজ জনগণের হাতে বন্দী।

সোভিয়েট বা বৃটিশ জনগণ আসিয়া আমাদের গোঁফের উপর স্বাধীনতার খেজুর তুলিয়া দিতে পারে না। ফাসিষ্ট বিরোধী যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে আমরাও যদি আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রম করি—সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নয়, সত্যকার স্বাধীনতার উদ্দেশ্য লইয়াই যদি আমরা এই যুদ্ধে যোগ দিই, তবে বৃটিশ-মার্কিণ জনগণের মতই আমরাও আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। তাহাতে সোভিয়েটবাসী সাহায্য করিবে, চীনবাসী সাহায্য করিবে, বৃটিশ, মার্কিণ সম্মিলিত সমস্ত জাতি সাহায্য করিবে।

গান্ধী ও গান্ধীভক্ত "সোশ্যালিষ্ট"

কিন্তু আমাদের দেশের নেতারা ঠিক উল্টা পথটাই ধরিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার "সোশ্যালিষ্ট" শিষ্য নরেন দেও, লোহিয়া-মেহের আলি পর্য্যন্ত সবাই সুর তুলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা না পাইলে এ যুদ্ধকে আমরা কড়ে আঙ্গুল দিয়াও ছুঁইতে পারি না! আজ নেহ্রু আজাদের চাইতেও এই সব তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট গান্ধীপন্থার বেশী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। জনযুদ্ধের দিনে যুদ্ধের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া শুধু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করিলে জাপানীদেরই সাহায্য হইবে এ কথা আজাদ নেহ্রুর মনে এখনও কিছু কিছু উঠিতেছে। তাই গান্ধীজি তাঁহার নূতন "আন্দোলনের" প্ল্যানে চট করিয়া ইঁহাদিগকে রাজী করাইতে পারিতেছেন না, এখনও ওয়ার্দ্ধায় আলোচনাই চলিতেছে, মতৈক্যের বিশেষ আভাস পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু মেহের আলি প্রমুখ সোশ্যালিষ্ট বীরপুঙ্গব আগে হইতেই গান্ধী আন্দোলনের সংবাদ ও জয় ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন (ইহা বোধ হয় ভুলাভাইয়ের অনুগ্রহে মেয়র গদি পাওয়ার প্রতিদান!)। তবে আমরা ভরসা রাখি যে দেশবাসীর সুস্থ দেশপ্রেম জাপানী দস্যুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজন ভুলিতে পারিবে না, নিজেদের অধিকারকে দেশরক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়াই অর্জ্জন করিবে।

মরিয়াও না মরে!

এদিকে সরকারী প্রচেষ্টা গান্ধীজির অনলে ইন্ধন জোগাইতেছে। দেশের মধ্যে দলননীতি চলিতেছে। এমন কি, যেখানে সরকারী নীতিতে কিছু পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে সেখানেও তাহা হয়তো অন্য উপায়ে ব্যর্থ হইতেছে। বাংলায় ১২ জন কমিউনিষ্ট রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইল ভাল কথা, কিন্তু বাকী রাজবন্দীদের কিংবা যে সাত আটশো কমিউনিষ্ট আজও জেলায় জেলায় গতিরুদ্ধ তাহাদের মুক্তি এখনও হইল না, চট্টগ্রাম প্রভৃতি মামলার বন্দীরা এখনও মুক্তি পাইল না, মরণাপন্ন অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আনন্দ গুপ্তকে জেলেই রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপর জেলায় জেলায় ফাশিষ্টবিরোধীদের ধরপাকড় নূতন করিয়া আরম্ভ হইল, সভাসমিতির স্বাধীনতা আজও রুদ্ধ থাকিল। পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যই যে ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে তাহা বাংলার আমলাতন্ত্রের মাথায় আসিবে কবে?

ডাঃ গ্রেডি আমেরিকায় যাইয়া সাংবাদিকদের বলিয়াছেন, "রাশিয়ার পরেই ভারত-ব্রহ্ম-চীন যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুত্ব, অষ্ট্রেলিয়ার চাইতেও ইহার গুরুত্ব বেশী।" ওদিকে চারিদিক হইতে জাপানী আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত চীন আজ ভারত হইতে যুদ্ধ-উপকরণ সরবরাহের ভরসায়ই আছে, সম্প্রতিই চীন হইতে ভারতে ২½ কোটী টাকার সরঞ্জামের অর্ডার আসিয়াছে। তবুও ভারত গবর্ণমেণ্ট শুধু মালিকদের "লাভের লোভ" এবং মজুরদের "বেকার অবস্থার" সাহায্যেই "যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে উদ্দীপিত" করিবেন ভাবিতেছেন (ষ্টেট্সম্যানের বিশেষ প্রতিনিধির পত্র, ৯ই জুন)! এইরূপ আয়োজনের দ্বারা নিজের মনকে ঠকানো যাইতে পারে, কিন্তু ফাশিষ্টদের সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ রুখিবার জন্য আরও অনেক বেশী চেষ্টা প্রয়োজন। (১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

JANAYUDDHA Regd. No. C. 2836

সোভিয়েট-বৃটিশ চুক্তি

এক বছরেই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

[বৃটিশ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে কমরেড মলোটভ লণ্ডন ও আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। সোভিয়েট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সাথে এবং সোভিয়েট ও আমেরিকার সাথে ইতিহাস বিখ্যাত চুক্তি করিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন। উভয় দেশের গভর্ণমেণ্টের সাথে আলোচনার ফলে, ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার ব্যাপারে বৃটিশ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের সাথে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন।

হাজার হাজার কণ্ঠে জনগণ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার যে দাবী তুলিয়াছিল, আজ তাহা সফল হইল। জনগণের প্রথম জয় হইল। ১৯৪২ সালেই জার্ম্মাণ ফাসিজমের পরাজয় নিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

আজিকার এই বিশ্বব্যাপী ফাসিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েটের নূতন ভূমিকা আর কাহারও অস্বীকার করার উপায় নাই। লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম অমোঘ শক্তিতে এবং বিশ্বজনগণের চেতনা ও প্রবল চাপে এই বিশ্ব জনযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে আজ বৃটিশ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টকেও স্বীকার করিতে হইতেছে। সোভিয়েট-বৃটিশ ও সোভিয়েট-মার্কিণ চুক্তি তাহারই সূচনা। তাই আজ কানাডা সোভিয়েটের সাথে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। তাই মেক্সিকোর গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাজনীতিক ও সামরিক মিশনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছে। আজ তাই বিলাতের মন্ত্রী মিঃ ইডেনকে বলিতে হয়—গ্রেটবৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া, কি আমাদের পক্ষে, কি আমাদের মিত্রশক্তির পক্ষে, ইউরোপের নিরপত্তা ও স্থায়িত্ব আসিতেই পারে না। তাই সোভিয়েটকে যথাশক্তি সামরিক সাহায্য দিবার চুক্তি করিয়া আমেরিকার গভর্ণমেণ্টকে বলিতে হয়—"আমরা যত বিরাট সাহায্যই সোভিয়েটকে দিই না কেন, আমাদের সাধারণ শত্রু দমনে সোভিয়েট ফৌজ যে বিপুল ও মহান কাজ চালাইতেছে, তাহার তুলনায় ইহা অতি সামান্য।"

আজ আর যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী ভার্সাই সন্ধির প্রশ্ন নাই। আজ আর সাম্রাজ্যবাদীদের ভিতর দুনিয়া ভাগ বাঁটোয়ারার প্রশ্ন নাই। বৃটিশ-সোভিয়েট চুক্তিতে যুদ্ধের পরে ইউরোপের নব বিধানে সোভিয়েটের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও রাজ্যজয় নীতি ত্যাগ ও অন্য রাষ্ট্রের ভিতরকার ব্যাপারে হাত না দিবার নীতি স্বীকার করিয়া বৃটিশ ও তাহার মিত্রশক্তি স্বাধীন ইউরোপেরই গ্যারাণ্টি দিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে ও বিশ্বজনগণের সহযোগিতায় আজিকার এই জনযুদ্ধে ফাসিজমের পরাজয় ও বিশ্বমানবের মুক্তি সুনিশ্চিত। ১৯৪২ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে সোণার অক্ষরে লেখা থাকিবে।

চুক্তির মর্ম্ম

১। সোভিয়েট ইউনিয়ান ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে যে মিতালি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বলে উভয়পক্ষে, জার্ম্মাণী ও ইউরোপ আক্রমণে তার সহচর রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পরকে সামরিক ও অন্য সব রকমের সাহায্য দিবে।

২। হিটলারী গভর্ণমেণ্ট বা জার্ম্মাণীর যে কোন গভর্ণমেন্ট যাহারা আক্রমণের সমস্ত মনোভাব পরিস্কারভাবে ছাড়িবে না, তাহাদের সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন পক্ষই সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবে না। অথবা জার্ম্মাণী বা তাহার সহিত ইউরোপ আক্রমণে জড়িত কোন রাষ্ট্রের সাথেই উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধবিরতি বা সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না।

৩। (ক) এই মনোভাবাপন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথেও উভয় পক্ষ মিলিতে ইচ্ছা করে যাহাতে এক সাথে মিলিয়া যুদ্ধের পরে শান্তিরক্ষা ও আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য মিলিত প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়।

(খ) এই প্রস্তাব গ্রহণ না হওয়া পর্য্যন্ত, যুদ্ধবিরতির পর যাহাতে জার্ম্মাণী বা তাহার সাথে ইউরোপ আক্রমণে জড়িত অন্যান্য রাষ্ট্র পুনরায় আক্রমণ না করিতে পারে বা শান্তিভঙ্গ না করিতে পারে সেজন্য উভয় পক্ষে যথাশক্তি সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪। যুদ্ধের পরে জার্ম্মাণী কিংবা ৩ (খ) ধারায় উল্লিখিত কোন রাষ্ট্র, স্বাক্ষরকারী কোন পক্ষকে আক্রমণ করার ফলে যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তাহা হইলে অপর পক্ষ তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত পক্ষকে নিজ সাধ্যমত সমস্ত সামরিক ও অন্যান্য রকমে সমর্থন ও সাহায্য করিবে। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মতিক্রমে, ৩ (ক) ধারা গ্রহণ করায় এই চুক্তি বাতিল হইল বলিয়া না মনে করা পর্য্যন্ত এই ধারা বলবৎ থাকিবে। ঐসব প্রস্তাব না গৃহীত হইলে এই ধারা ২০ বৎসর ও তাহার পর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে যদি না ৮নং ধারামতে কোন পক্ষে ইহা বাতিল করে।

৫। পরস্পরের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার পর উভয় পক্ষই ইউরোপে আর্থিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্দপূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করিবে। এই বিষয়ে তাহারা মিলিত জাতি সমূহের স্বার্থও গণ্য করিবে এবং এই দুইটি নীতি অনুযায়ী কাজ করিবে—নিজেরা রাজ্য বাড়াইবে না ও অন্য রাষ্ট্রের ভিতরকার ব্যাপারে হাত দিবে না।

৬। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে উভয়পক্ষ পরস্পর পরস্পরকে যথাসম্ভব সমস্ত রকম আর্থিক সাহায্য করিবে।

[সংবাদটি এইখানে কাটা ছিল]

কোন পক্ষ এই চুক্তি বাতিল হইবার লিখিত নোটিশ দিবার পর বার মাস পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে। ২৬শে মে, ১৯৪২।

সোভিয়েট আমেরিকান চুক্তি

এই চুক্তির সব সর্ত্তগুলি পাওয়া যায় নাই। আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে :—

আগেকার ঋণদান চুক্তির বদলে এই নূতন চুক্তি করা হইল। রাশিয়াকে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে সাহায্য দিবার জন্য আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা আবার স্বীকার করা হইতেছে। ইহার পরিবর্ত্তে সোভিয়েটের পক্ষে যতখানি সম্ভব, তাহাই দিবে।

ঋণদান চুক্তির শেষ সমাধান এমন হইবে যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের বাধা না হয়, যাহাতে উৎপাদন বাড়ে, লোকে কাজ পায়, জিনিষপত্রের বিনিময় ও ব্যবহার যাহাতে বাড়ে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করা হয়, অতলান্তিক সনদে বর্ণিত আর্থিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েট ও ক্যানাডা

গত ১২ই জুন লণ্ডনে ক্যানাডা ও সোভিয়েটের মধ্যে সরাসরি রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার এক চুক্তি হইয়াছে। উভয় দেশে দূত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চুক্তি ঐ দিন হইতেই চালু হইবে।

সোভিয়েট ও মেক্সিকো

মেক্সিকোর দেশরক্ষা বিভাগের অনুরোধে মার্কিণের সোভিয়েট দৌত্য দপ্তর হইতে একটী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মিশন (দল) মেক্সিকো যাত্রা করিয়াছে। মার্কিণস্থ সোভিয়েট সামরিক সহযোগী এই মিশনের নেতা। এই নিমন্ত্রণের কারণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

চুক্তি সম্বন্ধে মলোটফ

"গ্রেট-বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার পরস্পর সম্বন্ধের ইতিহাসে এই চুক্তি এক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা। এই চুক্তি শুধু গ্রেটবৃটেন ও সোভিয়েট দেশের জনসাধারণের কাছেই প্রয়োজন নয়। অন্যান্য দেশের জনসাধারণের কাছেও ইহা অতি প্রয়োজনীয়। জার্ম্মাণ ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের অভিজ্ঞতা যে সব জাতির আছে কিংবা যাহাদের স্বাধীনতা ও সম্মান অত্যাচারী, নিপীড়ক হিটলারী দস্যুদলের দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে বা এখনও বিপন্ন হইতে পারে—তাহারা সবাই এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদনে আনন্দ প্রকাশ করিবে।

হিটলার ও তাহার ইউরোপের রক্ত-কলঙ্কিত দস্যুবৃত্তির সহচরেরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে বুঝিবে, আজ তাহাদের বিপক্ষ দলের মিলিত শক্তি কত কেন্দ্রীভূত ও সুদৃঢ় হইল। আমাদের পক্ষে, আমাদের জনসাধারণের পক্ষে, আমাদের মিলিত আদর্শের পক্ষে ইহা ভালই হইল।

সোভিয়েট জনসাধারণ এই চুক্তি অত্যন্ত সন্তোষের সাথেই গ্রহণ করিবে। সোভিয়েট দেশে লালফৌজ তাহাদের মহান নেতা ও সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক ষ্টালিনের নেতৃত্বে জার্ম্মাণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাইতেছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের আছে যে, সেদিন দূরে নয় যেদিন আমাদের ন্যায় আদর্শের পরিপূর্ণ জয় হইবে। যে চুক্তি আজ স্বাক্ষরিত হইল, তাহাতে আমাদের জয়ের পথই প্রশস্ত হইল, আমাদের উভয় জাতির বিপুল ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হইল।"

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

গান্ধীজির নীতি জাপানীরই পথ করিয়া দেয়। আমলাতন্ত্রের কল্পনাহীনতাও যুদ্ধজয়ে বিশেষ সাহায্য করে না। ইহার বদলে যুদ্ধের ভার জনসাধারণকে নিজের হাতেই লইতে হইবে। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া জাপ-প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ১৫।৬।৪২

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা } বুধবার, ২৪শে জুন, ১৯৪২ ; ৯ই আষাঢ়, ১৩৪৯ { প্রতি সংখ্যা এক আনা বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০

সোভিয়েট পরিষদে মলোটফের রিপোর্ট

চুক্তি অনুমোদিত

গত ১৮ই জুন সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতি মণ্ডলীর বৈঠকে ব্রিটেনের সহিত সোভিয়েটের নূতন চুক্তি অনুমোদিত হয়। সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী কমরেড মলোটফ তথায় এক বিবৃতি দিয়া বলেন :

লণ্ডন ও ওয়াশিংটন দুই জায়গায়ই ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার কথা সযত্নে বিবেচনা করা হয় এবং সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়! "সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে ইহা কত জরুরি তাহা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। ইহাতে হিটলারের সামনে এক অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হইবে। সম্মিলিত জাতিগুলির আঘাতের প্রচণ্ডতা জার্মাণরা নিজেদের পিঠেই অনুভব করিবে।"

তিনি বলেন যে জার্মাণ সাবমেরিণ ও বিমানের দৌরাত্ম্যে সোভিয়েটে সরবরাহ আনানো দায়। মুরমান্স্ক ও আর্কেঞ্জেলের পথে অনেক সরঞ্জাম ডুবিয়া গিয়াছে। তবুও ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে সমরোপকরণ সরবরাহ কমে নাই, বাড়িয়াছে।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িল এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন অপূর্ব্বরূপে দৃঢ়তর হইল। ইহাদের মধ্যে বৃটেন ও আমেরিকা—যাহারা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে আমাদের সাহায্য করিতেছে—সর্ব্বাগ্রগণ্য।

যুদ্ধের বার্ষিক দিনে

কালিনিনের বক্তৃতা

সোভিয়েটের উপর নাৎসি আক্রমণের প্রথম বার্ষিকী দিনে সোভিয়েটের উচ্চতম শাসন পরিষদের সভাপতি কমরেড কালিনিন সরকারী সংবাদপত্র ইজভেষ্টিয়াতে লিখিয়াছেন :

সোভিয়েটের জনগণ এখন সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে এবং জয়লাভে নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম এখন আমাদের হাতে। জার্মাণদের বহু বিজ্ঞাপিত বসন্ত অভিযান কাজে পরিণত হয় নাই এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখন আর সারা রণাঙ্গন জুড়িয়া আক্রমণ করিবার ক্ষমতা জার্মাণীর নাই। শত্রুর হাত হইতে আক্রমণের উদ্যোগ আমরা ছিনাইয়া লইয়াছি এবং তাহাদের গোড়ার সাফল্য রোধ করিয়াছি।

হিটলার এখন শুধু স্থানীয় সাফল্যেরই আশা করিতে পারে। ১২ মাস আগে জার্মাণ সৈন্যদলের যে অবস্থা ছিল, আজ আর তাহা নাই। তাহাদের নৈতিক বল কমিয়া গিয়াছে। জার্মাণ বাহিণী এখন আর অখণ্ড বাহিনী নয়, তাহা আজ জোড়াতালি দেওয়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হিটলারের মিত্রপক্ষ আজ হিটলারের কাছে অত্যাবশ্যক, কারণ রিজার্ভ জার্মাণ সৈন্যদল ক্রমাগত শেষ হইয়া আসিতেছে।

বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইতেছে বলিয়াও কালিনিন মত প্রকাশ করেন।

ফাসিষ্টরাই ইহাতে খুশী হইবে

খুলনা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সম্পাদক নির্ম্মল দাস লিখিয়াছেন যে, ২২সে জুন খুলনা জেলার বিভিন্ন থানায় সোভিয়েট দিবসের সভা করিবার জন্য অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। আনন্দবাজারের খবরে প্রকাশ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েট দিবস উপলক্ষে ৬টী সভার এবং ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ এলাকায় ৫টী ফ্যাশিষ্ট বিরোধী সভার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দেন নাই।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এই সব ম্যাজিষ্ট্রেটের মনিবের মনিব বড়লাট, প্রধান মন্ত্রী চার্চিল প্রভৃতি যখন বড় গলায় সোভিয়েটের গুণগান করিতেছেন, স্বয়ং মন্ত্রী মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন কলিকাতায় সোভিয়েট দিবসে সভাপতিত্ব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের সামান্য চাকর ম্যাজিষ্ট্রেট বোধ হয় ভাবিয়াছেন যে, সোভিয়েট দিবস পালন করিয়া সোভিয়েটের বীরত্বের কথা শুনাইলে সাম্রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট দুটীর এই কাজে নাৎসিরাই খুশী হইবে। সভা-সমিতি বন্ধ করিবার বে-পরোয়া ক্ষমতা পাইয়াই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার করিতে পারিতেছেন—তাঁহাদের হাত হইতে এই ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া দরকার।

সভা-মিছিলের অবাধ অধিকার আদায় কর

যুদ্ধের গতি

সোভিয়েট সীমান্তে

ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার আয়োজন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, জার্ম্মাণী ততই মরিয়া হইয়া সোভিয়েট সীমান্তে লড়িতেছে। ফাসিষ্ট ফৌজ সব চেয়ে বেশী জোর দিয়াছে ক্রিমিয়ার উপর। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার আগেই তাহারা এই ফ্রন্টে একটা সুরাহা করিতে চায়। তাহাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য সেবাষ্টোপোল অধিকার। তাই জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন ম্যানস্‌টিন প্রচণ্ড শক্তি লইয়া সেবাষ্টোপোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সমস্ত রিজার্ভ এমন কি পথ-ঘাট নির্ম্মানকারী সৈন্তদেরও নামাইয়াছে। প্রথমে হাওয়াই আক্রমণ চালাইয়া শহরের প্রতিরোধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু লাল ফৌজের হাওয়াই শক্তির কাছে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার পর সুরু হয় ঢেউয়ের পর ঢেউ তুমুল ট্যাঙ্ক আক্রমণ। কিন্তু ইহাতেও বীর লাল ফৌজের প্রতিরোধ ভাঙ্গা সম্ভব হয় নাই। এইবার ম্যানস্‌টিন ট্যাঙ্ক ও বড় কামান লইয়া সহরের উত্তর দিক হইতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। সোভিয়েট ফৌজও ইহার প্রচণ্ড উত্তর দিতেছে। ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণীকে তিন ডিভিশন সৈন্য (প্রায় ৬০ হাজার) খোয়াইতে হইয়াছে ও প্রচুর ট্যাঙ্ক ও বিমান ধ্বংস হইয়াছে। শুধু এক দিনেই লালফৌজ জার্ম্মাণীর এক রেজিমেণ্ট সৈন্য, ২০টি ট্যাঙ্ক ও ১০টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে। এখনও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। অবস্থা যে গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু লালফৌজ এবার অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্মোলেন্‌স্কের দিকে নূতন ভাবে পাল্টা আক্রমণ সুরু করা হইয়াছে। মস্কোর ২৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ব্রিয়ান্‌স্কের দিকে একটি ঘাঁটি দখল করা হইয়াছে। এখানে ৬টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে ও ৮০০ জার্ম্মাণ সৈন্য মারা গিয়াছে। কালিনিন অঞ্চলে ২ দিনের যুদ্ধে লালফৌজ জার্ম্মাণীর ১৫ শত সৈন্য নিহত করিয়াছে। লেনিনগ্রাডের দিকেও লাল গরিলারা ২ হাজার জার্ম্মাণ ফৌজ ঘায়েল করিয়াছে। খার্কোভেও তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ৬০।৭০ বার ট্যাঙ্ক আক্রমণকে লালফৌজ বীরত্বের সাথে বাধা দিয়াছে। শুধু একটি আক্রমণেই জার্ম্মাণীর ৫০ খানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

চীনে

টোকিওর উপর বোমা ফেলিবার ঘাঁটি মনে করিয়া চিকিয়াং ও কিয়াংসি প্রদেশে জাপানীরা প্রবলভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে। তাহাদের লক্ষ্য এই দুইটি প্রদেশের রেলপথ, রাস্তা, বড় বড় সহর ও বিমান ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া নিজেদের নিরাপদ করা। ইহাতে পিছনের স্থান সুরক্ষিত হইবে, খাস জাপানকে বোমার ভয় হইতে বাঁচানো হইবে এবং সাইবেরিয়া আক্রমণের পথ সহজ হইবে। কিন্তু এখনও জাপানীদের আশা পূর্ণ হয় নাই। কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী নানচাং সহর চীনা ফৌজ অবরোধ করিয়াছে। অনেক জাপানী সৈন্য ঘায়েল হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। অবশ্য নানচাংএর শেষ খবর জানা যায় নাই।

প্রবল যুদ্ধের পর চিকিয়াং-কিয়াংশি সীমান্তের ৪০ মাইল পশ্চিমে রাস্তা ও রেলপথের কেন্দ্র সাংগিয়াও সহর চীনা ফৌজ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানীদের অবশ্য ইহার জন্য ৮ হাজার সৈন্য খোয়াইতে হইয়াছে। কিন্তু রেলপথের উপর জাপানীরা এখনও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। রেলপথের অনেক অংশ চীনা ফৌজ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, কতক অংশ এখনও চীনাদের হাতে। রেলপথের উপর বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া জাপানীরা চিকিয়াং প্রদেশে চুসিয়েন-এর দিকে পিছু হটিতেছে ও কিয়াংশি প্রদেশে নানচাং-এর দিকে সরিয়া যাইতেছে। এদিকে চুসিয়েনএর ২৬ মাইল পশ্চিমে চাংশান ও আরও ১০টি সহর চীনারা আবার দখল করিয়াছে। চিকিয়াং-কিয়াংশি প্রদেশের যুদ্ধে চীনা ফৌজরা জাপানীদের পিছনে ও পাশে অনবরত আঘাত করার ফলে জাপানীরা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

নোটিশ

টাকাকড়ি-চিঠিপত্র সব সময়েই ম্যানেজার "জনযুদ্ধ" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

মরু সীমান্তে

তব্রুকের পতন হইয়াছে। অবশ্য অবস্থা গত নভেম্বর মাসের মতই হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এবার সুবিধা হইতেছে যে বৃটিশের যথেষ্ট ফৌজ মরুভূমিতে বর্ত্তমান।

ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার আগেই সোভিয়েট, চীন ও মরু সীমান্তে ফাসিষ্টরা চরম আঘাত হানিতে চায়। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার সাথে সাথেই যে সর্ব্বত্র বিপুল আকারে যুদ্ধ সুরু হইবে ও ফাসিষ্টরা মরিয়া হইয়া লড়িবে সন্দেহ নাই। হয়তো ঐ একই সময়ে জাপান ভারতের উপরও হামলা সুরু করিবে। আমাদের আজ এখন হইতেই সেজন্য তৈরী হওয়া প্রয়োজন। ২১।৬।৪২

দা-কুড়ালেও জাপানী ঘায়েল

চীনের ক্যাণ্টন সহরের উত্তরের একটা গ্রাম টাংকোচুন। জাপানী সার্জ্জেণ্ট হোরি ১৩ জন ফৌজ নিয়া গ্রাম চড়াও করিল। গ্রামে বুড়া আর বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেউ নাই। জাপানী ফৌজ তার নিয়মমত লুঠপাঠ চালাইতে লাগিল। বারোটা মুর্গি কাড়িয়া আনিল, একজন বুড়িকে গুলি করিয়া মারিল, পথে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছিল, এক গুলিতে তাকেও সাবাড় করিল। দশ জন বুড়া আর একটি ১৬ বছরের বালককে তাহারা ধরিয়া আনিল। হুকুম হইল, থাকিবার একটা ভাল ঘর চাই, ভাল খাবার চাই। বালক চেন সানের উপর সব কাজ হাঁসিল করিবার জন্য কড়া হুকুম হইল। বুড়াদের হুকুম হইল, মেয়ে মানুষ চাই। রাগে, ঘৃণায় বালকের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। মুখে একটি কথাও না বলিয়া চেন সান হুকুম তামিল করিতে চলিল। পোলাও মাংস রাঁধা হইল, মদ দেওয়া হইল, ভরপেট খাইয়া জাপানী ফৌজেরা বালকের উপর ভারী খুশী হইল। মেয়ে আনিয়া দিতে পারিল না বলিয়া বুড়া দশজনের কড়া সাজা হইল। বালক চেন সানের আর সহ্য হয় না, মাথায় খুন চাপে—এই পশুদের সায়েস্তা করা চাই-ই।

সন্ধ্যাছেলা হইতে চেন সানের কাজের শেষ নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেন পাঁচটি ছেলে যোগাড় করিয়াছে। তারা চেনের চেয়েও ছোট। বালক হইলে কি হয়, জাপানীদের গোলামি জীবন থাকিতেও তাহারা সহিবে না। জাপানী শয়তানদের তাহারা সায়েস্তা করিবে। হাতিয়ার তো নাই। উপায়? নাই বা থাকিল বন্দুক-পিস্তল, কোদাল-কুড়াল তো আছে। তিনটা কুড়াল, একটা মোটা লাঠি, একটা শাবল ও একটা বড় দা যোগাড় হইল, তাই নিয়াই ছয় জন বালক লড়িতে চলিল। ওদিকে জাপানীদের ১৪ জন ফৌজ, ২টা কলের কামান, ১২টা পিস্তল, ২৮টা হাত বোমা। ছোকরাগুলি কি পাগল? জাপানের গোলামি তাহাদের পাগল করিয়াছে, কাঁচা রক্তে আগুন জ্বালাইয়াছে।

দুপুর রাত। জাপানীরা ভরপেট খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বুড়া আর বাচ্চা ছাড়াতো গ্রামে আর কেউ নাই। ভয় কি। তবু দুই জন সান্ত্রী পাহারা থাকিল। তাহাদেরও চোখে ঘুম।

পা টিপিয়া টিপিয়া চেন সবার আগে আগে চলিল। সান্ত্রীর নাক ডাকিতেছে। এই সুযোগ! দা নিয়া চেন ঝাঁপাইয়া পড়িল সান্ত্রীর উপর। ও-দিকে আর পাঁচজন কুড়াল শাবল দিয়া আর একটা সান্ত্রীকে সাবাড় করিল। কলের কামান আর সান্ত্রীর পিস্তল এবার বালকের হাতে। এইবার তাহারা কামান দাগিল আর পিস্তল ছুঁড়িল। সার্জ্জেন হোরি আর ১৩ জন ফৌজকে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইল না। নিমন্ত্রণ ভাল রকমই হইল। জাপানের গুলিতে জাপানী ডাকাতদের ঘায়েল করা হইল। চেন সান সামান্য জখম হইয়াছিল। তবু বালকের মনে আনন্দ আর ধরে না। বালক চীনারাও দা-কুড়াল নিয়াই এমনি ভাবে জাপানী ফাসিষ্টদের রুখিতেছে।

(৮ পাতার শেষাংশ)

স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ জনগণের হাতেই আসিবে এই গ্যারাণ্টি আগে হইতে পাওয়া গেলে তবেই এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ—তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানিতে হয়, এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। কিন্তু জনযুদ্ধ সেরূপে হয় না, আপনাআপনি জনগণের হাতে কোন দিনই ক্ষমতা আসে না, সচেতন চেষ্টা ও সংগ্রামেই তাহা লাভ করিতে হয়। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ এই হিসাবে যে এ যুদ্ধে জয়লাভ করা অর্থাৎ ফাসিজমকে ধ্বংস করা জনগণের স্বার্থের অনুকূলে। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ এই হিসাবে যে জনগণ নিজের স্বার্থের অনুকূলেই এ যুদ্ধ জিতিতে পারে, যদি তাহারা সচেতন ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। যদি তাহারা সচেতন ভাবে চেষ্টা করে তো যুদ্ধের গতিপথের মধ্য দিয়াই এই যুদ্ধের কর্ত্তৃত্ব এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব তাহারা নিজের হাতেই আনিতে পারে—সেই হিসাবে ইহা জনযুদ্ধ। আমরা এই যুদ্ধের এক বছরেও আমাদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলাম না তাহার কারণ আমাদের নেতারা জনগণকে এই যুদ্ধ হইতে দূরে রাখিয়াছেন এবং জনগণকে বাদ দিয়াই বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদের কাছ হইতে ক্ষমতা উপহার পাইবেন এই আশায় একটা বিরাট প্রাচীন জাতিকে ক্লীব করিয়া রাখিয়াছেন। আর চীনের জনসাধারণ, ব্রিটেনের জনসাধারণ এই যুদ্ধে ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া তাহাদের চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উপর, দেশের ভবিষ্যতের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভাব বাড়িতেছে, এমন কি আমাদের দাবীতেও তাহারা আজ অনেক সাহায্য করিতে পারিতেছে। ভারতের মানুষকেও কেহ যুদ্ধ হইতে ঠেকাইতে পারিবে না, প্রতিদিনকার ক্রমজাগ্রত চেতনায় সে আক্রমণ-কারীকে রুখিবার জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক প্রত্যেকটী নেতাকেও তাহারা সঙ্গে আসিতে বাধ্য করিবে। ২১-৬-৪২

সম্পাদকীয়

পাট চাষীর বিপদ

এ বছরের মত চাষীর পাট বোনা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টির জলের সঙ্গে সঙ্গে চারাগাছগুলি বড় হইয়া উঠিতেছে। তাহার সাথে সাথে বাংলায় চাষীর বুকে আশা বাড়িতেছে: এবার পাট বেচিয়া গত বারের দুঃখ ঘুচাইব। গত বছর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাটের দর খুব উঠিয়াছিল, ইহার আগে এরূপ উঠিতে বড় দেখা যায় নাই। অথচ সে বার সরকার মাত্র সওয়া পাঁচ আনা জমিতে পাট বুনিবার হুকুম দেওয়ায় চড়া দামের লাভ কৃষক ঘরে বিশেষ তুলিতে পারে নাই। এবারে সরকার সাড়ে দশ আনা জমিতে পাট বুনিবার অনুমতি দিয়াছে। তাই চাষী ভাবিতেছে গত বারের লোকসান এবার পোষাইয়া লইবে।

চাষীর আশায় সায় দিতে পারিলে আমরাও খুশী হইতাম। কিন্তু আসল ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে চাষীর আশা বুঝিবা বিফলই হয়। শুধু বিফল নয়, এবার অবস্থা বোধ হয় গত বারের চাইতেও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। সে কথা চাষীর এখনই জানা দরকার। এবং জানিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগা দরকার।

সরকারী হিসাব মতে দেখা যায় যে, গত বছর বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া মোট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল প্রায় ৫৪ লক্ষ গাঁট (এক এক গাঁটের ওজন প্রায় পাঁচ মণ)। এ বছর বাংলায় গত বছরের ডবল জমিতে পাট চাষ হইবে, সেই মতেই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে আশা করা যায় যে, এ বছর বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া মোট পাটের ফসল হইবে প্রায় এক কোটী গাঁট।

এখন এই এক কোটী গাঁট পাটের এ বছর চাহিদা থাকিলে তবেই চাষী উপযুক্ত দাম পাইবে, তাহার আশা পূর্ণ হইবে। আর বাজারে চাহিদা যদি না থাকে তো দর হু হু করিয়া পড়িয়া যাইবে। চাষীর পাট হয় ঘরেই পচিবে আর নয় তো জলের দরে বেচিতে হইবে।

পাটের চাহিদা হয় এদেশের কলে তাহা হইতে চট প্রস্তুত করিবার জন্য। কলের মালিকেরা আবার প্রস্তুত চটের খানিকটা মাত্র এদেশে বিক্রয় করিতে পারে, বাকীটা তাহাদিগকে বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়। সুতরাং বিদেশে রপ্তানী করিতে না পারিলে চট কম বিক্রয় হইবে। কলের মালিকেরা নিজেদের লাভের লোভেই চট তৈরী করে, কাহারও উপকার করিবার জন্য নয়। কাজেই চট কম বিক্রয় হইলে তাহারা কলে চট তৈরী কমাইয়া দিবে। চট তৈরী কমিলে চাষীর পাটের চাহিদাও কমিবে, চাষীর পাট বিক্রয় হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু কাঁচা পাটও সরাসরি বিদেশে চালান যায়। চালান দিতে না না পারিলে সেই পাটও বিক্রয় হইবে না, পাটের চাহিদা আরও কমিবে।

এই বিপদই আজ চাষীর সামনে। জাপানী ডাকাতদের দুশমনিই বাংলার চাষীকে এই বিপদের মুখে ফেলিতেছে। জাপানী দস্যুদের যুদ্ধজাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, ভারত মহাসাগরের অন্য দিকেও তাহারা হানা দিতেছে। মিত্র পক্ষের অনেকগুলি জাহাজ তাহারা মারিয়াছে। জাহাজ যাতায়াতে এই বাধা সৃষ্টি হওয়াও বিদেশে পাট চালান একদম কমিয়া গিয়াছে। চটকলের মালিকেরা অমনি নিজেদের লাভে কিছু ঘাটতি পড়িবে দেখিয়া চটকলে কাজের সময় হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৫৪ ঘণ্টা করিয়া দিয়াছে এবং শতকরা দশটী তাঁতের কাজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে চট উৎপাদন অনেক কমিল। তাহার ফলে বহু মজুর বেকার হইল, সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদাও অনেক কমিল। কিন্তু মজুর বা চাষীর কষ্টের কথা মালিকরা ভাবা প্রয়োজন মনে করে নাই; নিজেদের টাকার কথাই তাহারা শুধু দেখিয়াছে!

মিলগুলি যদি এখানকার মত ৫৪ ঘণ্টা করিয়া চলে তবে এই বছরে তাহাদের মাত্র ৬৪ লক্ষ গাঁট পাটের প্রয়োজন হইবে। কাজেই এবার যে এক কোটী গাঁট পাট উৎপন্ন হইবে তাহার প্রায় অর্দ্ধেকেরই কোন চাহিদা থাকিবে না। শুধু তাই নয়। চালান এইরূপ কম থাকিলে মিল মালিকেরা চট তৈরী আরও কমাইয়া দিতে পারে বলিয়া এখন হইতেই গাহিতে সুরু করিয়াছে। তাহাতে পাটের চাহিদা আরও কমিবে। বাংলার পাট চাষী ও পাটকল মজুরের সামনে ঘোর দুর্দ্দিন।

পাট চাষী কি করিবে? হিসাব হইতে দেখা গেল <u>এবার গড়পড়তা প্রত্যেক চাষীর অর্দ্ধেক পাট বিক্রয় হইবার আশা নাই, এবং তাহার ফলে যাহা বিক্রয় হইবে তাহাও খুব অল্প দরে।</u> একে তো যুদ্ধের বাজারে চাষীর নিত্য ব্যবহারের সব জিনিষ অগ্নিমুল্য। তাহার উপর পাট হইতে আমদানীর আশা যদি না থাকে তো চাষী করিবে কি?

চুপ করিয়া বসিয়া নসীবের দোহাই দিলে কোন দিনই ভুখা পেট ভরে না চাষীকেই আগাইয়া আসিয়া নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তিতে এই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ সামনের বারেও যাহাতে এইরূপ দুরবস্থা না ঘটে তাহার জন্য চাষীকে এখন হইতে নিজেই চেষ্টা করিতে হইবে। সামনের বার হইতে পাটের জমি কমাইয়া ধান, ডাল, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য ফসল ফলাইবার জমি বাড়াইতে হইবে। তাহাতে বিদেশে রপ্তানির অভাব হইতে তো বাঁচিবেই। তাহা ছাড়া জাপানী ডাকাতদের হামলা যত নিকটে আসিবে, তাহাদিগকে রুখিবার প্রয়োজনে রেলগাড়ীগুলিও বেশীর ভাগ সৈন্য ও যুদ্ধের সরঞ্জাম চালানোতেই জোড়া থাকিবে। পাটের চাহিদা থাকিলেও তাহা কারখানায় পৌছাইয়া দিবার গাড়ী বড় পাওয়া যাইবে না, কাজেই কারখানাওয়ালারা পাট কম খরিদ করিবে। খাদ্য ফসল ফলাইলে চাষী অন্ততঃ এই দুঃখ হইতে বাঁচিবে, নিজের খাওয়ার সংস্থান হাতেই থাকিবে, আর মালগাড়ী না থাকিলেও সে ধান-চাল কাছাকাছির বাজারে নিজেই বিক্রীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। আর আমাদের দেশের ফৌজেরও খাবারের অভাব থাকিবে না। সেইজন্য সব চাষীকেই আজ খাদ্য ফসল বাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

এবার পাটচাষীদের এই মুস্কিলের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যথেষ্ট। গতবারের মত সওয়া পাঁচ আনা জমিতে পাট বুনিলে কৃষককে এত মুস্কিলে পড়িতে হইত না, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের হুকুমই এবার চাষীকে বেশী জমিতে পাট বুনিতে উৎসাহ দিয়াছে। কাজেই ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে। এবং উপায়ও বিশেষ শক্ত নয়। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপানী জাহাজবাহিনী খানিকটা ঘায়েল হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানীর সুরাহা কিছুটা আশা করা যাইতে পারে। সে আশা এখনই ফলুক বা দেরীতে ফলুক, যে চটকলগুলি আমাদের চাষীর পাট ও আমাদের মজুরের মেহনতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার লাভে পেট ফুলাইয়াছে তাহাদের উপরই আজ গবর্ণমেণ্ট চাপ দিক। তাহাদের গুদামে জায়গার অভাব নাই। তাহাদের শ্রেণীরই মুখপত্র "ক্যাপিট্যাল" কাগজ স্বীকার করিয়াছে যে মিলগুলি আগের দিনে তাহাদের সাধারণ তৈরী মাল ছাড়াও ২ কোটী ৭০ লক্ষ মণ পর্য্যন্ত পাট গুদামে রাখিয়াছে। আমরা আগে দেখিয়াছি যে এবারে ৩৬ লক্ষ গাঁট অর্থাৎ প্রায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ মণ পাটেরই চাহিদা নাই আন্দাজ করা যাইতেছে। পাটকলওয়ালারা এই পাটের মাল তৈয়ারী করিয়া অনায়াসে নিজেদের গুদামে মজুত রাখিতে পারে, এই মালের পরও তাহাদের গুদামে অর্দ্ধেক জায়গা খালি পড়িয়া থাকিবে। তাহাতে সকল দিক দিয়া সুবিধা—মজুরের মজুরী থাকিবে, চাষীর পাট উচিত দামে বিক্রয় হইবে, দেশের মধ্যে টাকা পয়সা থাকায় দেশের সব কল-কারবার চলিতে থাকিবে। **গবর্ণমেণ্টের দরকার এখনই আইন করিয়া এ বিষয়ে চটকলের মালিকদিগকে বাধ্য করা!** এবং মালিকরা যাহাতে কম-পক্ষে দশ টাকা দরে পাট খরিদ করে সেজন্য পাটের সবচেয়ে কম দাম দশ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া। এক একটা চটকলের মজুত তহবিলে লক্ষ হইতে কোটী টাকা পর্য্যন্ত জমিয়া পচিতেছে, আজ সেই টাকা খরচ করিয়া উৎপাদন চালু রাখার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। তাহাতে তাহাদেরও লাভের আশা, কারণ যে মুহূর্ত্তে জাহাজ যাতায়াতে একটু সুরাহা হইবে অমনি তাহারা মজুত মাল চালান করিয়া মোটা মুনাফা পাইতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, চাষীর দুঃখ বুঝিয়া সরকারকে অন্ততঃ যুদ্ধের সময়ের মত খাজনা ও দেনার দায় হইতে চাষীকে রেহাই দেওয়া দরকার। চাষীর পাট ঘরে পচিবে অথচ জমিদার ও মহাজনের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইবে ইহা কিরূপে চলিতে পারে? প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব বলিয়াছেন যে জমিদারী প্রথা উঠানোর বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই কিছু করিতাম কিন্তু যুদ্ধের দিনে তো আর কিছু করা যায় না। চাষী এরূপ স্তোকবাক্যে আর ভুলিবে না। দুই বছর হইয়া গেল ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়া গিয়াছে আজও তাহার কিছু করা হইল না, এখন আবার যুদ্ধের দোহাই। যুদ্ধের সময়ই তো জমিদারের পরগাছা প্রভুত্ব শেষ করিয়া দিয়া চাষীকে জমির মালিক বানাইবার সবচেয়ে ভাল সময়। আজ যদি চাষী নিজের জমির পুরা মালিক হয়, খাজনা ও দেনার বোঝা ফেলিয়া মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তো দেশের মাটির প্রতি তাহার যে মমতা তাহা শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। সে প্রতি আঙ্গুল জমির জন্য জাপানী ডাকাতদের বিরুদ্ধে জীবনপণ করিয়া লড়িবে। তবেই তো আমরা এই যুদ্ধে জিতিতে পারিব।

চাষীর সামনে পাট ফসলের সমস্যা, চাষীর সামনে জাপানী দুশমণের আক্রমণের সমস্যা। দুই সমস্যা দূর করিতে হইলেই চাষীকে নিজের শক্তিতে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দশের শক্তিতেই চাষীর শক্তি। তাই সমস্ত চাষীকে আজ কৃষক সমিতির লাল পতাকার নীচে আসিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এক হইতে হইবে। সমিতির সংঘশক্তিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করাইতে হইবে যাহাতে সে পাট সমস্যা ও খাজনা-দেনা সমস্যার ব্যবস্থা করে। সংঘশক্তিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে যাহাতে চাষীরা আক্রমণকারী জাপানী লুঠেরাদের সোনার বাংলা হইতে মারিয়া হঠাইতে পারে। সকলে কৃষক সমিতির সভ্য হইয়া একজোটে আওয়াজ তুলিতে হইবে: "চট তৈরী চালু রাখিতে মালিকদের বাধ্য কর," "পাটের দর দশ টাকা চাই", "যুদ্ধের দুর্দ্দিনে খাজনা নাই," "জমির দখল চাষীকে দাও", "জাপানীকে চাষীরাই রুখিবে।"

আন্দোলন ও সংগঠন

সুরমা ভ্যালী ও আসাম—আসামে বোমা পড়ার পর ঐ অঞ্চলে বেসামরিক জনরক্ষার ব্যবস্থা আজ একেবারেই জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় এতদঞ্চলের জনগণ জনরক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীহট্টে আমাদের কর্ম্মীদের চেষ্টায় জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটী জেলা জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন আসাম ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মাননীয় বসন্তকুমার দাস। স্থানীয় মুসলিম লীগ সাংগঠনিক ভাবে এই কমিটিতে যোগদান না করিলেও সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিবেন এই আশা দিয়াছেন। এই জেলার প্রত্যেকটী মহকুমার জনরক্ষা কমিটি তৈয়ার হইয়াছে এবং তিনটী মহাকুমা কমিটিতে মুসলীম লীগ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, ছাত্রফেডারেশন ও কৃষকসভা জনরক্ষা কমিটিতে একত্র কাজ করিতে সঙ্কল্প করায় গ্রামে গ্রামে, থানায় থানায়, পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইতেছে। **শিলচরে** কাছাড় জেলা জনরক্ষা সমিতিতে মুশ্লীম লীগ যোগদান করিয়াছেন। এই জেলায় গ্রাম ও চা বাগান অঞ্চলে কমিটি তৈরী হইয়াছে—এবং চা বাগান ইউনিয়নের আমাদের কর্ম্মীরাই উদ্যোগী হইয়াছেন। জনরক্ষা কমিটির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে জনরক্ষা ফৌজও তৈরী হইয়াছে। সমস্ত সুরমা ভ্যালীতে তাহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা দুই হাজারের উপর। ইহা ছাড়া মহিলাবাহিনীও আছে। রক্ষীবাহিনী কুচকাওয়াজ করা ছাড়া, সরকারী শিক্ষকের নিকট হইতে এ-আর-পি প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রভৃতি শিখিয়া লইয়া বাড়ী বাড়ী লোককে শিখাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে ইহারা জাপ বিরোধী শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বাজারে মহাজনদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে দর নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনও করিতেছে। অনেক যায়গায় মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। সহরের রক্ষীবাহিনী নিরাশ্রয়দের রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে এবং অন্য সময়ে গান গাহিয়া, অভিনয় করিয়া জাপবিরোধী মনোভাব প্রচার করিতেছে।

তেজপুরে কমরেড রমেশ শর্ম্মা ও স্থানীয় যুবকদের নেতৃত্বে মাজগ্রাম ও পর্ব্বতীয়াগ্রামে জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। মাজগ্রামে ৩০শে মে শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্ম্মা এম, এল, এ'র সভাপতিত্বে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের সভা হয়। কমরেড বিষ্ণু বরা এই সভায় আসামের অতীত বীরত্বের কথা কৃষকদের স্মরণ করাইয়া জাপবিরোধী আন্দোলনে অগ্রসর হইতে বলেন। জনযুদ্ধকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে হইলে যে কৃষকের দাবী দাওয়া, ঋণ মকুব, বাকী খাজনা আদায় বন্ধ, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ফাসিষ্ট বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আন্দোলন করা দরকার এ কথাও তিনি বুঝাইয়া দেন। **জোড়হাটে** মাজুলী গড়মুর সত্রে ও তরাজানে কংগ্রেস ও ছাত্র কর্ম্মীদের চেষ্টায় জনরক্ষীবাহিনী তৈয়ারী হইয়াছে।

গোলাঘাটে কৃষকনেতা কমরেড ধীরেন দত্ত ছাত্রকর্ম্মীদের সহযোগে কৃষকদিগের মধ্যে সংগঠন করিতেছেন। **শিবসাগর ও ডিব্রুগড়ে** ফাসিষ্ট-জাপান বিরোধী প্রচার কার্য্য রীতিমতভাবে সুরু হইয়া গিয়াছে। কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের লইয়া জনরক্ষাবাহিনী গড়িয়া উঠিতেছে। আসাম হইতে বহিষ্কৃত কমিউনিষ্টকর্ম্মী পবিত্র রায় ও নীলমণি বড় ঠাকুরের উপর হইতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার দাবী করিয়া আন্দোলন চলিতেছে।

আসাম ও সুরমা ভ্যালীকে হয়তো জাপানী আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে হইবে সুতরাং এখানকার কর্ম্মীদের আর একমুহূর্ত্ত বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, শুধু সভা সমিতি করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না—জাপানীকে রুখিবার মত সংগঠন তৈয়ারী করিবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ঢাকা—৭ই জুন নারায়ণগঞ্জে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা দেশরক্ষা ছাত্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। জিলায় বিভিন্ন মহকুমা হইতে প্রায় তিন শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে সমবেত হয় এবং প্রায় চার হাজার সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ যোগদান করে। এই সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়ার দাবী জানানো হয় এবং অবিলম্বে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা ছাত্র ফেডারেশন রাজবন্দী মুক্তির দাবীতে ৭০০০ লোকের সহি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ময়মনসিং—জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য্য বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চলিতেছে। **নেত্রকোণাতে** কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, ছাত্রফেডারেশন ও কৃষক-মজুরদের সমিতির এক মিলিত সভা হয় এবং একটী মিলিত জনরক্ষীবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। টাউনের নিকট বালীগ্রামে ১৫০ জনের এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈয়ার হইয়াছে। **সুসঙ্গ** এলাকায় পাহাড়ী হাজং সম্প্রদায়ের কৃষক কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড করিয়া জন-বিরোধী প্রচার চালাইতেছে। **কিশোরগঞ্জে** ফাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হইতেছে। ২রা ও ৩রা জুন বামুনকচুরী ও রঘুনন্দনপুরে বড় বড় কৃষক সমবেশ হইয়াছে এবং ২০০ শত মহিলার এক বৈঠকে পোষ্টার যোগে বক্তৃতা হইয়াছে। ফাসিষ্ট বিরোধী কর্ম্মী কমরেড সুধীন রায়, আলতাব আলী, পুলিন বক্সী, শশীণ চক্রবর্ত্তী, হারাণ সেন, জলধর পাল, পবিত্র রায়, নিখিল চৌধুরী ও ভূপেন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কর্ম্মীদের প্রকাশ্যে অবাধে কাজ করিতে দিবার দাবী জানাইয়া কমরেড জগদীশ ভট্টাচার্য্য (জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক), কৃষক সভার সম্পাদক সিরাজুল ইস্‌লাম ও ওয়ালীনেওয়াজ (সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সম্পাদক) এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন এবং তাহার কপি বাংলার প্রধান মন্ত্রী এবং ময়মনসিং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ—বহরমপুরে ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীরা জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া, মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা দিয়া জনযুদ্ধের কার্য্যকারিতা লোককে বুঝাইয়াছেন। সৈদাবাদে ছাত্রফেডারেশনের প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। ডাঙ্গাপাড়া, বাঁটীগ্রাম ও হাসানপুর অঞ্চলে রক্ষীদল গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মে মাসে কাঁন্দী মহকুমার অন্তর্গত বাগোড় গ্রামে একই সঙ্গে সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলন ও জাপ-বিরোধী কৃষক সমাবেশ হইয়াছিল। তাহার ফলে পাঁচগ্রাম, বাগোড়, মাসিহাটী, কেদার চাঁদপুর, গোকর্ণ ও কলাবাগে কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছে। ছাত্রফেডারেশন লাহোর গরিলা ট্রেণিং ক্যাম্পে জেলা হইতে তিন জনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে বহরমপুর সহরের ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে যথেষ্ঠ সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

হুগলীতে—৭ই জুন জেলা শ্রমিক সমাবেশ **তেলিনীপাড়ায়** হইয়াছে। এখানে ৫ হাজার শ্রমিক সমবেত হয় ও ফাসিষ্ট জাপানকে রুখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ১২ই জুন জাহের গ্রামে দ্বারবাসিণী ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন হয়। কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক এই সম্মেলনে যোগদান করে। ১৪ই জুন **মাহেশে** জেলা শ্রমিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এখানেও প্রায় ২০০০ শ্রমিক সমবেত হয় এবং সাকিনা বেগম সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। জেলার ছাত্রফেডারেশন জননাট্য অভিনয় করিয়া কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছেন।

জনযুদ্ধের পথে বাধা

মেদিনীপুর হইতে আমাদের জনযুদ্ধের এজেণ্ট জানাইয়াছেন যে মেদিনীপুরে পুলিশের হঠাৎ জনযুদ্ধ ভীতিপ্রবল হইয়াছে। আমাদের এজেণ্টের ঘর সন্ধান করিয়া প্রায় ৯০ খানি জনযুদ্ধ লইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য কৃষকের বাড়ী সন্ধান করিতে যাইয়া অনুরূপ কার্য্য করিয়াছে। ইহাতে যে জাপানীদেরই পরোক্ষে সাহায্য হয়—একথা নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্র কবে বুঝিবে?

কর্পোরেশনের শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখ

কর্পোরেশন ওয়াকার্স ইউনিয়নের সভানেত্রী বেগম সাকিনা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে কর্পোরেশনের শ্রমিকদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া টালা ট্যাঙ্কের শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে নগরবাসীর অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কর্পোরেশনের শ্রমিকেরা এই সহরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। অথচ এমন দুর্দ্দিনে দুর্ম্মূল্যতার অনুপাতে তাহাদের মজুরা কম রাখা হইয়াছে—উপযুক্ত পরিমাণে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হয় নাই, চাকুরির কোন স্থায়িত্ব নাই। এবং বিমান আক্রমণে তাহাদের বাঁচিবার আশ্রয় নাই। এই অবস্থায় এই সকল দাবী মানিয়া লইয়া অবিলম্বে উহাদের সন্তুষ্ট করা দরকার নতুবা যদি অবস্থা খারাপের দিকে যায় তাহা হইলে ইউনিয়ন দায়ী হইবে না। ইউনিয়ন ইতিমধ্যে কর্পোরেশন ও গবর্ণমেণ্টকে এই সকল দাবীর কথা জানাইয়াছে এবং যাহাতে কোন অবাঞ্চনীয় ঘটনা না ঘটে তাহার চেষ্টা করিতেছে। কর্পোরেশনের শ্রমিকরা বিপদের সময় তাহাদের কাজ ঠিকমত চালাইয়া তাহাদের দায়িত্ব পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ তৈয়ারী আছে। সেই কারণে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সহরবাসীর চাপে আদায় করানো এখনই কর্ত্তব্য।

রংপুর প্রস্তুত হইতেছে

সিরাজুল ইস্‌লাম

কৃষকের আপন প্রচেষ্টা

আসামের গায়ে লাগালাগি রংপুর জেলা। এই অঞ্চলের কৃষকরা বড় বড় ধনুক তৈয়ারী করিতেছে। ফলা-লাগান তীর লইয়া তাহারা কলাগাছের উপর ধনুক ব্যবহারের অভ্যাস করিতেছে। লক্ষ্য বস্তুকে যাহাতে এক তীরে বিদ্ধ করা যায় তাহার জন্য কৃষকরা নিয়মিত অভ্যাস করিতেছে। আর এক অঞ্চলে সংবাদ পাওয়া গেল, চাষীরা তাহাদের বাড়ীতে যে সব পুরানো তলোয়ার আছে তাহা শান দিয়া ধারাল করিতেছে।

আর একটি অঞ্চলের কৃষকদের প্রশ্ন করিলে তাহারা বলে, আমরা প্রস্তুত হইতেছি। কি করিতেছ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের বাঁশ কাটিতে লাগান হইয়াছে, লাঠি তৈয়ারী হইতেছে।

অর্থাৎ এক কথায় তাহারা বুঝিয়াছে, জাপানী আক্রমণকে তাহাদের নিজেদেরই রুখিতে হইবে। তাহার জন্য তাহাদের নিজেদেরই তৈয়ারী হইতে হইবে। যাহা তাহাদের আছে তাহা লইয়াই গ্রাম রক্ষা, দেশ রক্ষার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

কৃষক রমণীরাও পিছাইয়া নাই। ফুল গাছ অঞ্চলের মেয়েরা **নিজেরাই** একটী মেয়েদের সভা করিয়াছে। তাহাতে তাহারা আলোচনা করিয়াছে, কি ভাবে তাহাদের নিজের চেষ্টায় জাপ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। বদরগঞ্জের মহিলারাও বেশ পাকা-পোক্ত একটী কর্মীদল গড়িয়া প্রতিদিন বন্দরের ও গ্রামের মেয়েদের মধ্যে জাপ-বিরোধী প্রচার চালাইতেছে, জাপ-আক্রমণ রুখিতে হইলে তাহাদের কি করিতে হইবে তাহার পথ বাহির করিতেছে।

বহু জায়গায় কৃষকরা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা আপন প্রচেষ্টায় ভলাণ্টিয়ার দল প্রস্তুত করিতেছে। জনযুদ্ধ পত্রিকা হইতে স্লোগান বাছিয়া লইয়া দলে দলে প্রচার করিতেছে।

আরো একটী বড় কথা, স্থানে স্থানে গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা একসঙ্গে কমিটি তৈয়ারী করিয়া ভলাণ্টিয়ারের জন্য নাম সংগ্রহ করিতেছে। কৃষক সমিতির লোকই হউক, মুস্‌লিম লীগের লোকই হউক, আর যে কোন দলের লোক হউক গ্রামের মধ্যে নিজেদের দলাদলিকে আপাততঃ বন্ধ করিয়া গ্রাম-রক্ষা ও জাপ-আক্রমণকে বাধা দেওয়ার কাজে তাহারা সকলে একতাবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা করিতেছে।

এই গেল, এক দিককার কথা। যেখানে কোন সংগঠনকারী কমরেড এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানেও যে গ্রামের লোক বিপদের কথা ভাবিতে শিখিতেছে, উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিতেছে—তাহারই ছবি এইটী। কৃষকের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা মানুষকে যে কঠোরভাবে রাজনীতিক শিক্ষা দেয়—ইহা তাহারই নমুনা। কিন্তু আপনা-আপনি গড়ে-ওঠা আন্দোলনই সব নয়।

সংগঠনের নমুনা

রংপুর সহর বাংলার জেলাগুলির কাছে একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছে। এই সহরের মত এত পরিপূর্ণ ঐক্য কমিটী জন-রক্ষার ব্যাপারে আর কোথাও দেখা যায় নাই। সহরের সমস্ত রকমের লোক, সব ধরণের প্রতিষ্ঠান একটী মাত্র জন[illegible] কমিটিতে আজ সংঘবদ্ধ। এই কমিটিতে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, কৃষক সমিতি, মুস্‌লিম লীগ, অপরাপর জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, এমন কি কর্ত্তৃপক্ষও একত্রই আছেন। প্রকৃত প্রত্যক্ষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এই কমিটির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। এমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একতাবদ্ধ অভিযান আর কোথাও দেখা যায় না। এই জন-রক্ষা কমিটিই সহরের সমস্ত ব্যাপারে পরিচালনার ভার ক্রমশই অধিকার করিতেছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তই সর্ব্বসাধারণের কাছে চরম সিদ্ধান্ত, এমন কি কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থাকিলেও এই কমিটীর কাজে সাহায্যের দিকে ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে। কমিটীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পাড়ার ভলাণ্টিয়ারের দল ড্রিল ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে করিতেছে। পল্লী অঞ্চলের এই ড্রিলের সম্পর্কে প্রবাদ হইয়া গিয়াছে, 'সহরে গরিলা দল প্যারেড করিতেছে, স্লোগান দিতেছে।' কর্ত্তৃপক্ষের একটী অংশের কিছুটা বাধা বা নিরপেক্ষ ভাব জন-রক্ষা কমিটির সুকৌশলী পরিচালনায় ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই এই সর্ব্বদলীয় জন-রক্ষা কমিটী সহর-রক্ষার কাজে, জাপ-বিরোধী আয়োজনের ক্ষেত্রে সমগ্র সহরটির নেতা হইয়া উঠিবে এবং তাহা পল্লী অঞ্চলে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার করিবে, সমগ্র জেলার জাপ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগঠনকে বিদ্যুৎ গতিতে বাড়াইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

সিংগীমারী-কাঁঠালবাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলি হইতে তিনশত ভলাণ্টিয়ার নিয়মিতভাবে লাঠি কাঁধে লইয়া যখন ধীর-পদ-বিক্ষেপে গ্রামের পর গ্রামের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যায় তখন কৃষকদের ভিতর কি দারুণ উৎসাহেরই না সঞ্চার করে। প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবকের মুখে জন-রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের বীরত্বপূর্ণ ছবি ফুটিয়া উঠে। এই অঞ্চলের ক্যাপ্টেনরা যখন লাঠির সাহায্যে ড্রিল ও মার্চ্চ করার পদ্ধতি শিখায়, তখন সমগ্র অঞ্চলে বীর বাঙ্গালী কৃষকের স্বাধীনতা লাভের কামনা সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠে। ভেলাবাড়ীতে পাঁচ সহস্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক স্থানীয় কর্মীদলের উদ্যোগে সমবেত হইয়া জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা জানাইল। সমগ্র অঞ্চলটী জাপ-বিরোধী কেল্লায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। 'একতার বলে জাপানকে রুখিব' ধ্বনির মধ্যে কৃষকের বীরদর্পে বাংলার জমি কাঁপিয়া উঠিল। "সোণার বাংলা কাদের? আমাদের। রক্ষা করিবে কে? আমরা, কৃষক, মজুর-জনসাধারণ"—এই ধ্বনিতে তিস্তার চাষী সমগ্র এলাকার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে একতার পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে।

সংগঠন আরো উন্নত করিতে হইবে

ছাত্র, কৃষক, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—জনসাধারণ একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়াছে দস্যু-জাপানীর লুণ্ঠনের মতলবকে চূর্ণ করিবার পথে। কিন্তু এত দ্রুত-বর্দ্ধমান আন্দোলনের পিছনে কাহাদের দৃঢ়-হস্তের সংগঠন? গরীব চাষী ও বিপ্লবী কমরেডদের অদম্য কর্মপ্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইতেছে। দুই দিন অনাহারে থাকিয়াও যখন একজন কৃষক-কমরেডকে কর্মীগ্রুপে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সংগঠনের সমস্যা আলোচনায় ধীর, স্থির দেখা যায়, তখন সত্যই মানুষের বুকে এই দৃঢ় আশার সঞ্চার হয় যে, বাংলা জাপ-দস্যুর অত্যাচারের কবলে ডুবিয়া যাইবে না, বাংলাকে বাংলার মানুষ রক্ষা করিবেই।

তবুও বলিতে হইবে, আমাদের সংগঠন-কার্য্যে এখনও যথেষ্ঠ গাফিলতি রহিয়া গিয়াছে। কর্মী-গ্রুপের কঠোর শৃংখলা এখনও কমরেডদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই। এখনও কর্মীরা পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে সংগঠন মজবুত না থাকিলে শুধু আন্দোলনের জোয়ারে জাপ-অত্যাচারকে রুখিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। রুশ ও চীনের কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের সংগঠন-কায়দা এখনও সাধারণ কর্মীরা বুঝিয়া উঠেন নাই। কর্মী-গ্রুপের আলোচনা সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ও সেই সিদ্ধান্তের প্রতি কঠোর শৃঙ্খলার নিষ্ঠা—যে একমাত্র বিজয়লাভের উপায়—একথা আমাদের কর্মীদের দ্রুতগতিতে বুঝিতে হইবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জোর আন্দোলন গড়িয়া তোলার আত্ম-প্রসাদ আমাদের ছাড়িতে হইবে। সংগঠন যে আন্দোলনের মূল এবং সংগঠনই যে একমাত্র সঠিক পথে আন্দোলনকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে—ইহা আজ বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রত্যেক স্থানে দৃঢ়-বিপ্লবী কর্মীদের ছোট ছোট দলই স্থানীয় আন্দোলনকে পরিচালনা করিবে। তাহারাই জনসাধারণকে এই জনযুদ্ধের সহজ সরল রাজনীতি বুঝাইয়া দিবে। ইহারাই জনরক্ষা-ফৌজের স্বেচ্ছাসেবকদের রাজনীতি জ্ঞান দিয়া সংগ্রামের পথে জীবন-মরণ অভিযানের আগ্রহ সৃষ্টি করিবে।

এই দিকে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অগ্রসর হওয়ারও প্রমাণ মিলিতেছে। শুধু ভলাণ্টিয়ারদের নাম লিখাইলেই যে কাজের শেষ নয় তাহা আজ কর্মীরা বুঝিতেছে। প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্র খুলিয়া ভলাণ্টিয়ারদের হাজিরা লইবার প্রথা সুরু হইয়াছে। এই ভাবে ভলাণ্টিয়ারদের সমবেত করিয়া ছোট ছোট রাজনৈতিক-শিক্ষার ক্লাস, ডাক্তারদের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কর্মী-দল একসঙ্গে চিন্তা করিয়া স্থানীয় জনরক্ষা কমিটী, স্বেচ্ছাসেবক দল ও রাজনীতি প্রচার প্রভৃতি যাবতীয় কাজের সিদ্ধান্ত করিবার কার্য্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে। জাপ-বিরোধী প্রচার যাহাতে শুধু মৌখিক হৈ চৈ এ পরিণত না হয়, তাহার জন্য দৃঢ় ভিত্তিতে কর্মীদের সংগঠন করিতেই হইবে। কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে, আন্দোলনের তরঙ্গ প্রতিদিনই নাচিয়া নাচিয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরণের কাজগুলিকে যদি শৃংখলার সহিত ঐক্যবদ্ধ ও সংহত না করা হয় তাহা হইলে আমরা সফল হইতে পারিব না। এই কথাটি আজ অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যেকটী কর্মীকে সংগ্রামের প্রেরণা ও জাপ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্যোগকে দৃঢ় ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। তবেই কর্মীদের অদম্য প্রয়াস জাপ-বিরোধী এ সংগ্রাম আন্দোলনকে বাংলা তথা সারা ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিজয় লাভের পথে টানিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। রংপুর সেই পথই আজ বাছিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতেছে।

আরো ভাল এ-আর-পি চাই

চট্টগ্রামে ও আসামে বোমা পড়িবার পর এবং বর্মার যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে, বাংলায় বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ এ-আর-পি সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতন হইবার প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেশী। ইহা খুব আশার কথা যে, জনসাধারণের সাথে এ-আর-পির ঘনিষ্ঠ সহযোগের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ২৭টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সব কমিটিতে আমরা আশা করি জনসাধারণ এ বিষয়ে আরও উৎসাহ দেখাইবেন। যুবকরা দলে দলে এ-আর-পিতে যোগ দিয়া ইহাকে প্রকৃত জন-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন।

কলিকাতার এ-আর-পি ব্যবস্থায় আজও অনেক ত্রুটী রহিয়াছে। প্রবল বিমান আক্রমণকে জুঝিবার জন্য আরও বিস্তৃত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

তাহার উপর যে সব কর্ম্মী এ-আর-পিতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদেরও নানা অভাব অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও অন্যের সেবা করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দাবী অবিলম্বে মিটান প্রয়োজন।

আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার প্রতিকার দাবী করিতেছি।

(১) এক একটি পোষ্ট এলাকায় ১২।১৩ জনের বেশী ওয়ার্ডেন নাই, কোথাও আরও কম। প্রবল বিমান আক্রমণের সাথে তাল ফেলিয়া চলা এই অল্প কয়েক জনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ওয়ার্ডেনের সংখ্যা আরও বাড়ান দরকার।

(১) ওয়ার্ডেনদের নিযুক্ত করার সময় দেখা হয় না যে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেছেন তাঁহারা সত্য সত্যই ফাসিষ্ট বিরোধী কি না। ওয়ার্ডেনদের কাজ বিপজ্জনক ও দায়িত্ব পূর্ণ। বিপদের দিনে যাঁহারা দৃঢ় পদে টিকিয়া থাকিবেন সেইরকম দেশ হিতৈষী ও ফাসিষ্ট বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদেরই এই পদে বহাল করা উচিত।

(৩) বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। খোলা গড়খাই-গুলি তো সবই অকেজো হইয়া উঠিল। আগাছায় ও বর্ষার জলে ইহা কোন ব্যবহারেই লাগিবে না। গড়খাইগুলি শক্ত আবরণে ঢাকিবার বন্দোবস্ত চাই। জল ঢুকিলে জল সরাইবার যন্ত্রপাতি ও লোকজন চাই। গড়খাইগুলি নিয়মিত পরিস্কার রাখিবার ব্যবস্থা চাই। আরও বেশী পরিমাণে ঢাকা আশ্রয় চাই।

(৪) বস্তিগুলির অবস্থা আরো খারাপ। এখানে না আছে যথেষ্ট আশ্রয়, না আছে আগুন নিভাইবার জন্য যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও ঢাকা আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইলেও তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। বস্তিতে এখনই যথেষ্ট পরিমাণে এই দুইটি ব্যবস্থা চাই। বস্তির লোকের মধ্যে খুব সহানুভূতি পূর্ণ ভাবে আরও জোর প্রচার চালাইয়া তাহাদের চেতনা বাড়ানো দরকার এবং বালির বস্তা, বালি প্রভৃতি তাহাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার।

(৫) আগুন নিভাইবার ও জলের ব্যবস্থাও বাড়াইতে হইবে। বাড়ীর ছাদ হইতে আগুন লক্ষ্য করিবার কি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা সকলকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করা দরকার।

(৬) লোকের মন হইতে ভয় দুর করিবার জন্য ঘরে ঘরে যাইয়া অবিশ্রাম প্রচার চালানো দরকার।

(৭) এ-আর-পি কর্ম্মীরা যে বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন সে হিসাবে তাঁহাদের বেতন কম। বেতন বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ অভিযোগ শোনা যায় যে কর্ম্মীরা ঠিক সময়মত বেতন পান না। মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে বেতন দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ।

কমরেডদের প্রতি

গতিরুদ্ধ কমরেডদের নাম এখনই চাই

প্রত্যেক জেলার যত কমরেড এখনও বিনা বিচারে বন্দী, দণ্ডিত বা ভারতরক্ষা আইনের আদেশে কোনো না কোনো রকমে গতিরুদ্ধ (restricted) আছেন তাঁদের সকলের নামের লিষ্ট এখনই চাই। এই বিজ্ঞাপন পড়বামাত্র প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা একত্রে বসে নামের লিষ্ট তৈরী করুন এবং প্রত্যেকের নামের পাশে লিখে দিন তাঁর ওপর কি অর্ডার আছে, কবে অর্ডার জারি হয়েছে, কার হুকুমে জারি হয়েছে ইত্যাদি। সকলের নাম বা প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ যদি জানা নাও থাকে তবুও যতটা জানা যায় তাই লিখে এখনি পাঠিয়ে দিন, পরে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও নাম বা খবর পাঠাতে থাকবেন। যাঁদের ওপর অর্ডার জারি হতে পারেনি, অথচ অর্ডার আছে বলে মনে হয় তাঁদের নামও পাঠাতে হবে। নাম প্রভৃতি যা পাঠাবেন তার একটা কপি নিজেদের কাছেও রেখে দেবেন। কমরেডদের স্বাধীনতার দাবী পেশ করবার জন্যেই এই সব নাম এখনি প্রয়োজন। লিষ্টগুলি পাঠাতে হবে জনযুদ্ধ সম্পাদকের নামে, অন্য কোন নামে নয়।

ইংরেজী সাপ্তাহিক

"People's War" নামে আমাদের কেন্দ্রীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক বোম্বে থেকে প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা বার হবে খুব সম্ভব ১লা জুলাই, অবশ্য কিছু দেরীও হতে পারে। দাম হবে প্রতি সংখ্যা দু' আনা। যিনি এক মাসের দাম অগ্রিম জমা দেবেন এবং প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে আবার এক মাসের জমা দিতে থাকবেন, শুধু তাঁকেই এজেন্সি দেওয়া হবে। বিভিন্ন সহর ও এলাকা থেকে যাঁরা এই সর্ত্তে এজেণ্ট হতে চান তাঁরা এখনি তাঁদের নাম, ঠিকানা, রেল ষ্টেশন, ডাকঘর ও কত কপি চান তা জনযুদ্ধ অফিসে জানান। টাকা এখানে পাঠাতে হবে না, পাকা খবর পেলে টাকা পাঠানোর ঠিকানা আমরা জানাব, সেখানেই টাকা পাঠাবেন।

এ-আর-পি কর্ম্মীদের অভিযোগ

দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকজন এ, আর, পি কর্ম্মী তাঁহাদের অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও অবিলম্বে এই দাবী পুরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

চিঠির সারমর্ম্ম: আলিপুর ডিপোতে আমরা ৪।৫ মাস যাবত ফাষ্ট এইড পার্টিতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা ডিউটিতে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে কাজ করিতে-ছিলাম। গত ২৯শে মে আমাদের উপর মৌখিক আদেশ জারী হয় ২৪ ঘন্টাই ডিউটিতে থাকিতে হইবে ও ডিপোতেই খাবার ব্যবস্থা হইবে এবং ঐ বাবদে মাসিক ১০৲ টাকা, বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে। আমরা সবাই স্থানীয় লোক, ২৪ ঘণ্টা থাকিতে হইলে যথেষ্ট পারিবারিক অসুবিধা হইবে—তাই আমাদের বেতন ৪৫৲ টাকা করা হউক। বাড়ীতে যাইয়া খাইবার জন্য সময় দেওয়া হউক। এই বিষয়ে আমরা উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছি কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ১লা জুন আমাদের ৪০।৪৫ জন কর্ম্মীকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত কাজে নেওয়া হয় নাই। আমরা এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনযুদ্ধ পড়বার ও পড়াবার কায়দা

বার বার বলা সত্ত্বেও খুব কম জেলা বা কমরেডই নিয়মিতভাবে প্রতি সংখ্যা জনযুদ্ধের সমালোচনা পাঠাচ্ছেন। এ ত্রুটি এখনই শুধরে নিন। যা সমালোচনা আসছে তাও প্রধানতঃ ভাষা বা ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে,—বিভিন্ন বিষয়ে জনযুদ্ধের রাজ-নীতিক বিশ্লেষণ ও নির্দ্দেশ ঠিক হচ্ছে কি না, লোকের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বা হবে, সে সব সম্বন্ধে কেউই কিছু লেখেন না।

ভাষার অনুযোগ আমরা বুঝছি, কিন্তু এত অল্প জায়গার মধ্যে সবগুলি জিনিষই যদি সাধারণ মজুর ও কৃষকের বোধগম্য হয় তো প্রতি সংখ্যায় দু'একটী বিষয় ছাড়া কিছু লেখা যায় না। তাই জনযুদ্ধ কি ভাবে ভাগ করে পড়তে ও পড়াতে হবে তা আমরা এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এর সবচেয়ে দরকারী জিনিষ হল "আলোচনা"—সেটা শুধু যাঁদের কিছু রাজনীতিক জ্ঞান ও শিক্ষা আছে তাঁদের মত করে লেখা। তাতে সপ্তাহের সমস্ত প্রধান ঘটনাকে কেমন করে আমাদের রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে তা আমাদের ক্যাডাররা বুঝতে পারবেন এবং তাকেই তারা সহজ করে নিজেদের বক্তৃতা, বৈঠক, পাঠকচক্র, হ্যাণ্ডবিল, স্থানীয় কাগজ প্রভৃতি মারফৎ প্রচার করবেন। তারপরে "সম্পাদকীয়"—একটা বিশেষ জরুরি সমস্যায় আমাদের কি করতে হবে সে সম্বন্ধে সকলের বোধ্য ভাবে তাতে লেখা থাকবে। "যুদ্ধের গতি"ও যতদুর সম্ভব সাধারণ বোধ্য ভাবেই থাকবে। আন্দোলন ও সংগঠনের খবর মাসে দুবার আন্দাজ দেওয়া হবে। প্রবন্ধ যদি কিছু থাকে তো তার ভাষা হবে বিষয় হিসাবে ও কাদের জন্য লেখা হয়েছে সে হিসাবে। "কমরেডদের প্রতি" যা কিছু লেখা থাকবে তা ক্যাডারদের প্রতি কাজের নির্দ্দেশ—পড়বামাত্র প্রতিপালন করতে হবে।

ভাল রিপোর্ট ভাল এজিটেশন

আন্দোলন ও সংগঠনের খবর প্রতি সপ্তাহে থাকে না বলে অনেকে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু নিজেদের এলাকার কাজের বা কোন ব্যাপারের ভাল রিপোর্ট বা সাপ্তাহিক নিউজ লেটার ও পলিটিক্যাল লেটার লিখে পাঠাবার পরিশ্রম করতে আজও কেউ পেরে উঠলেন না। আমরা কি আকাশ থেকে আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করে দেব? যাঁরা দয়া করে পাঠান, তাঁরাও দৈনিক কাগজে পাঠানো ব্যাগারঠেলা রিপোর্ট অর্থাৎ অমুক সভা হ'ল, তমুক বক্তৃতা করলেন, অত লোক হ'ল এই পাঠিয়েই ভাবলেন খুব করেছি।

প্রত্যেক সপ্তাহে নিউজ লেটার ও পলিটিক্যাল লেটার পাঠানোর কাজে আর অবহেলা করবেন না। ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখতে পারুন বা না পারুন রিপোর্টে তত্ত্ব বাদ দিয়ে তথ্য ও ঘটনা যত বেশী পারেন দিন, এখান থেকে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া হবে। চাষী ও মজুরদের নিজেদের লেখা খবর, মন্তব্য, প্রবন্ধ, আদরে নেওয়া হবে।

আলোচনা

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা স্বীকার করিতেই যেখানে চার্চিল-রুজভেল্টের এক বছর লাগিল, সেখানে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে সত্য সত্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আরও কতদিন লাগিবে কে জানে। ইঙ্গ-মার্কিণ নায়করা এখনও বক্তৃতা এবং আলোচনাই করিতেছেন, কিন্তু হিটলার বসিয়া নাই। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার চুক্তির কথা শুনিবার পর হইতেই হিটলারী ফৌজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহার আগেই নিজেদের অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য। ক্ষতির পরোয়া না করিয়া বার বার আক্রমণে তাহারা সেবাস্তপোলের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে, কানাডার সমুদ্র পর্য্যন্ত তাহাদের সাবমেরিণ আক্রমণে বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়াছে, আফ্রিকায় মাত্র তিন সপ্তাহের যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীকে আবার সোল্লুমের কাছাকাছি হঠিয়া আসিতে হইয়াছে, তব্রুকের পতন হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সমরনীতি যদি হিটলারের মত দ্রুতগতিতে চলিতে না পারে তো হিটলারকে হারাণো যাইবে কিরূপে?

সোভিয়েট ও চীনের বিপদ

গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে মিত্রশক্তি দ্বিতীয় ফ্রন্টের জন্য 'নড়িয়া-চড়িয়া উঠিবার আগে হয়ত ফাসিষ্ট শক্তিই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া বসিবে। এলিউশিয়ন দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা আরও অগ্রসর হইয়াছে। তাহার উপর যে রকম দ্রুতগতিতে জাপানীরা চীনকে চারিদিক দিয়া আক্রমণ করিয়া ঘিরিয়া ধরিতেছে তাহাতে মনে হইতেছে চীনের প্রতিরোধ কোন রকমে আধা-নিশ্চল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়া তাহারা সাইবেরিয়ার দিকে ছুটিতে চায়। এই সোভিয়েট ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব দেশের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ তো কাটিয়াই গিয়াছে, এবং এখন সোভিয়েট আর চীনকে কি সাহায্য পাঠাইতে পারে?

চীনের অবস্থা সত্যই সঙ্কটজনক। এশিয়ার রণক্ষেত্রে চীনের সংগ্রাম যদি স্তিমিত হইয়া আসে তো জাপানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ের আশা কোথায়? তাই চীন আজ বারবার সকল রকম সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছে, যাহাতে তাহার অদম্য প্রতিরোধ এশিয়াকে রক্ষা করিতে পারে। এখানেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চীনের বিপদ বুঝিয়া তাহাকে সকল রকম সাহায্য দিবার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাজের সময় তাহা কতখানি সার্থক হইতেছে? ৩রা জুন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন বলিয়াছেন যে, চীনকে যথাসম্ভব সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম আমরা দিতেছি এবং আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে চীনকে পাঁচ কোটী পাউণ্ড ধার দিতেছি। যুদ্ধ সরঞ্জাম এখন শুধু উড়োজাহাজে করিয়াই চীনে পাঠানো যায়, কাজেই তাহার পরিমাণ আর কত হইবে? আর যেখানে ব্রিটেনের মাত্র এক সপ্তাহের যুদ্ধের খরচ প্রায় সাড়ে আট কোটী পাউণ্ড সেখানে পাঁচ কোটী পাউণ্ড সাহায্য চীনকে কতখানি শক্তি দিতে পারে?

এশিয়ায়ও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো

আজ অন্ততঃ জমিতে একা চীনই দুর্দ্ধর্ষ জাপানের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্ত বোঝা বহিতেছে। ইয়োরোপে যেমন জার্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট প্রয়োজন, তেমনই চীনকে সাহায্য করিতে হইলে **এশিয়ায় দ্বিতীয় ফ্রণ্ট প্রয়োজন।** তাহাতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জাপান কর্ত্তৃক দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার আশঙ্কাও কমিবে। এবং **ভারত হইতে ব্রহ্মের উপর আক্রমণ করাই এই দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সব-চেয়ে সম্ভব ও সুবিধাজনক পদ্ধতি।**

রক্ষণশীল রাজনীতির আওতায় প্রতিপালিত ব্রিটিশ সমরনীতিও রক্ষণশীল। তাই শত্রুদের আক্রমণে পার্শ্বদেশ বিপন্ন হইলেই গোঁড়া নিয়ম অনুসারে নিরাপদ স্থানে পিছু হঠিয়া আসাই তাঁহাদের প্রায় একমাত্র সমরনীতি—অন্ততঃ এত-দিনের যুদ্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু বড় দেখা যায় নাই। আজ এই নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে না পারিলে এ যুদ্ধ জেতা যাইবে না। এবং তাহা তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। কবে আমরা একেবারে সর্ব্বশক্তিমান হইয়া তখন আক্রমণ করিব এই ভাবিয়া ইতিমধ্যে যদি আমরা অনবরত পিছু হঠিতেই থাকি তো শত্রুর শক্তি বাড়িয়াই যাইতে থাকিবে, কাজে কাজেই আমাদের শক্তিও কখনই আর পুরা হইয়া উঠিবে না। তাই আজ আগু বাড়িয়া জাপানকে ব্রহ্মদেশে আক্রমণ করিতে হইবে। জাহাজের অভাবের মুস্কিলও ইহাতে নাই, কারণ যে স্থলপথে আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি সেই স্থলপথেই আমরা আগাইতেও পারি।

অবশ্য আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া জাপানীরাই ভারতকে আক্রমণ করিতে পারে। দু হপ্তা আগেই তাহাদের ইম্ফল হইতে মাত্র ৬৫ মাইল দুরে পৌঁছিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর ১৯শে জুনের "নিউইয়র্ক টাইম্স" পত্রিকা বলিয়াছে, "এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, জাপান অবধারিতভাবে ভারত অভিযান করিবেই।" যুগান্তরের বিশেষ সংবাদদাতাও বর্ম্মায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জাপানী সৈন্য সমাবেশের রিপোর্ট দিয়াছেন। মোট কথা জাপানই আক্রমণ করুক বা আমরাই আক্রমণ করি, জাপানের বিরুদ্ধে এখনই নূতন ও তুমুল যুদ্ধ বাধাইতে না পারিলে এশিয়ার যুদ্ধের অবস্থা খারাপই হইবে।

ভারতেই এই ফ্রণ্টের ভিত্তি

অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্যই ভারতকে শীঘ্রই প্রাণান্ত সংগ্রামে নামিতে হইবে। তাহার জন্য ভারতে যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা যাহাতে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যায় তাহার উপায় করিতে হয়। বিশেষ করিয়া ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিলে ব্রিটেন ও মার্কিণ হইতে ভারতে সরঞ্জাম পাওয়া আরও কঠিন হইবে। অল্প যে সময় হাতে আছে তাহার মধ্যে ভারতকে এশিয়ার যুদ্ধোৎপাদনের ঘাঁটিতে পরিণত করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা প্রয়োজন, তবেই আমরা জাপানকে হটাইতে পারিব।

কিন্তু সে চেষ্টা কোথায়? গ্রেডি কমিটি ইঙ্গ-মার্কিণ ধনিক স্বার্থের খাতিরেই বোধ হয় ভারতে বিমান ও জাহাজ নির্ম্মাণের প্রয়োজন উল্লেখ করে নাই, অথচ বিমান ও জাহাজের আশায় অন্যের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে ভারত কতখানি যুদ্ধ চালাইতে পারিবে? কিন্তু ভারত সরকার আবার গ্রেডি কমিটিকেও হার মানাইয়াছে। তাহাদের উৎপাদন নীতি এতদিন ছিল ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের ঘোষিত নীতি এবং সেই নীতির প্রধান কথা ছিল পূর্ব্ব ফ্রণ্টের জন্য যুদ্ধের উৎপাদন প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় হইবে, ভারত প্রধানতঃ কাঁচা মাল সরবরাহ করিবে। সেই নীতির ব্যর্থতা আমরা দেখিয়াছি। আজ দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া নিজেদের বিপদ সামলাইতেই ব্যস্ত। অথচ ভারত সরকারের নীতিতে যুদ্ধের প্রথম আড়াই বছরের বহুমুল্য সময় ভারতের পক্ষে এক রকম অপব্যয়ই হইল, কোন রকম মুল শিল্প ও নূতন কল-কারখানা সময় থাকিতে আমদানী করিয়া বসানো হইল না, তাহার ফলে আজ যখন জাপানী আক্রমণ সত্যই ভারতের উপর নামিল তখনও আমরা প্রধান প্রধান সরঞ্জামের অভাবে নিজের দেশে বড় সৈন্যদল গড়িতে পারিতেছি না, জাপানকে পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিতেছি না, চীনকে দুঃখের দিনে সাহায্য করিতে পারিতেছি না।

আওয়াজ নয়, ইস্পাত চাই

ইহাতেও কর্ত্তৃপক্ষের টনক বিশেষ নড়িয়াছে মনে হয় না। তাঁহারা শাসনপরিষদের কয়েকজন সভ্যকেই আবার আর একটী কমিটিতে বসাইয়া খুব আওয়াজ করিতেছেন, কিন্তু কাজের বেলায় বর্ত্তমান শিল্পের মধ্য হইতেই অল্পস্বল্প উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া আর কোনো পন্থা বাহির করিতে পারেন নাই। আসল প্রয়োজন ইস্পাত প্রভৃতি মুল উৎপাদন বাড়ানো, যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা সৃষ্টি করা—যাহাতে বাহিরের সঙ্গে যোগ না থাকিলেও ভারত নিজের চেষ্টায়ই বহুদিন লড়াই চালাইতে পারে। ভারতে মাত্র ১০ লক্ষ টন মত ইস্পাত হয়, উহা পৃথিবীর একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। সরকার উহাকে আরও তিন লক্ষ টন বাড়াইবে স্থির করিয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কলকারখানা দিয়া যতটুকু হয় ততটুকুই। তিন লক্ষ টন তো সমুদ্রে শিশির বিন্দু। প্রয়োজন নূতন নূতন ব্ল্যাষ্ট ফার্ণেস, বেসিমার কনভার্টার ও ওপ্ন্ হার্থ বসাইয়া ইস্পাত উৎপাদন দুগুণ, তিনগুণ বাড়ানো। যন্ত্রপাতির কারখানাও বিশেষ কিছু নাই, অজুহাত বোধ হয় যুদ্ধের দিনে যন্ত্রপাতি কিরূপে আনিব? সেদিন শোনা গেল জাহাজে করিয়া বহু সৈন্য ও মাল আসিয়াছে। সৈন্য না আনিয়া যন্ত্রপাতি, ফার্ণেস আনিলেই হয়। সরঞ্জাম ও অস্ত্র না থাকিলে সৈন্য আসিয়া কি করিবে? আর সরঞ্জাম থাকিলে এখানকার লোক হইতেই তো যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছে বে-সামরিক উৎপাদন কাটিয়া সামরিক উৎপাদন বাড়াইবে; ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাহাতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু এখানে সরকার মালিকদের বাধ্য

করিতে নারাজ, লাভের লোভেই তাহাদের উৎপাদন চলে ও চলিবে. সরকার বলিয়াছে। আজকার সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে লাভের আশায় যে উৎপাদন তাহা দিয়া যুদ্ধে জেতা যায় না নিশ্চয়। ইহার অর্থ সরকার প্রকারান্তরে যুদ্ধ চালাইতে নিজের অক্ষমতাই স্বীকার করিয়াছে। সরকার যুদ্ধে নিশ্চয়ই জিতিতে চায়, তবুও এই অক্ষমতা কেন? কারণ ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর মধ্যে রক্ষণশীলদের প্রভাব এখনও কম নয়, বিশেষ করিয়া সাম্রাজ্য-নীতি সম্বন্ধে। তাই ভারতের সঙ্গে রাজনীতিক নিষ্পত্তি করিতে, তাহারা নারাজ, এবং সেইজন্যই ভারতের মালিককে তাহারা লাভের লোভ ছাড়া আর কিছুর জন্য উদ্দীপিত করিতে পারে না। অবশ্য ব্রিটিশ জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান চাপ সাম্রাজ্যনীতিকে ক্রমেই আক্রমণ করিতেছে, তাই এতদিন কট্টর থাকিবার পর সম্প্রতি ক্রিপ্‌স সাহেবকে একটু সুর নামাইয়া ভারত সম্বন্ধে বলিতে হইয়াছে, "আমি একথা অবশ্য গভীর আন্তরিকতার সহিত বলিতে পারি যে, আমরা এখনও আগের মতই কোন একটা মীমাংসার আশা রাখি।" ভারতের স্বপক্ষে ব্রিটেনে প্রচারকার্য্য বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইণ্ডিয়া লীগ সম্প্রতি এক সপ্তাহ প্রবল প্রচারের প্রোগ্রাম লইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি যুদ্ধ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত বসিয়া থাকি বা জাপানী অধিকারের জন্য হতাশভাবে অপেক্ষা করি তো ব্রিটিশ জনসাধারণের হাজার চেষ্টায়ও আমাদের কিছু হইতে পারে না।

গান্ধীজি কোন্ পথে?

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী কিছু করিতে নারাজ। গান্ধীজি তো বর্ত্তমানে যুদ্ধের বিরোধিতাই করিতেছিলেন। ১৬ই মে বোম্বাইয়ে প্রশ্নোত্তরে তিনি পোড়ামাটি নীতি সম্বন্ধে সাফ বলিয়াছিলেন যে "সব চেষ্টা বিফল হইয়াছে দেখিলে আমি জনসাধারণকে তাহাদের সম্পত্তি ধ্বংসের কাজ হইতে নিরস্ত হইতে বলিব।" তাহার পর এই নীতির তীব্র প্রতিবাদে এবং বোধ হয় নেহরু-আজাদের চাপে গত সংখ্যা হরিজনে তিনি লিখিয়াছেন "জাপানীদিগকে খাদ্য বা আশ্রয় দেওয়া হইবেনা এবং তাহাদের সঙ্গে কেহ কোন সম্পর্ক রাখিবে না।... তাহারা যে বন্ধুভাবে আসিবে এ ধারণা কুসংস্কার। আক্রমণকারী কোন দলই এরূপ করে না। তাহারা জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিবে। তাহারা জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া সমস্ত জিনিষ আদায় করিতে চেষ্টা করিবে।" গান্ধীজির এই নূতন কথা তাঁহার আসল মনোভাবের সঙ্গে কতখানি খাপ খায় বলা শক্ত, কারণ গান্ধীজির অনেক বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে গোপনে যে প্রচার চালাইতেছেন তাহাতে তাঁহারা বলিতেছেন যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করা উচিত নয়। ব্রিটিশরা যুদ্ধে হারিয়া পলাইলে আমরাই দেশের অধিকারী হইব, আমরা দেশের অধিকারী হইলে জাপানীরা কেন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিবে, তাহারা তো শুধু ব্রিটিশের সঙ্গে লড়িতে চায়—ইত্যাদি! গান্ধীজি যখন বার বার বলেন যে, আমাদের কপালে যাহাই হউক, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য এখনই এদেশ ত্যাগ করুক তখন স্বভাবতঃই মনে হয় গান্ধীজিও জাপানীদের সঙ্গে অন্ততঃ একটা মিটমাটের আশাই পোষণ করেন।

রাজাজি ইহার উচিত জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে যত ইঞ্চি জমি ব্রিটিশ ছাড়িবে তার প্রত্যেক ইঞ্চি জাপানী দখল করিবে। কোরিয়া হইতে চীনা[illegible] যখন হটিয়া আসিল তখন আস্তে আস্তে কোরিয়ার [illegible] জাপানেরই একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা হইল। [illegible]ত ব্রহ্মেও তাহারা সুদৃঢ় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অবশ্য বিশ্বাসঘাতকদের লইয়া তাহারা একটা নামকেওয়াস্তে শাসন ব্যবস্থা চালু করিতে পারে, কিন্তু তাহা আরও ভাল করিয়া শোষণ করিবারই জন্য।

গান্ধীজি ও ফরওয়ার্ড ব্লক

গান্ধীজির ও তার চেলাদের মনে এই আশা এবং ইহার জন্য তাঁহারা যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে চান, এমন কি ইহার বিরোধিতাও করিতে চান। এক্সিস রেডিও হইতে সুভাষ বসুর নামে প্রচার করা হয় যে, জাপানীরা আমাদের দেশ আমাদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে চায়, ব্রিটিশের দফা শেষ করিয়া তাহারা আমাদের কাছে সামান্য কিছু বাণিজ্যের সুবিধা পাইলেই এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অতএব জাপানীর সাহায্যে ব্রিটিশকে হারাইয়া দেশ স্বাধীন করিতে দোষ কি? গান্ধীজির চেলারা যদিও শেষের কথাটা বলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মনোভাব এক্সিস প্রচারের বাকী সবটার সঙ্গে অনুকূল নয় কি? সম্প্রতি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা [illegible]ত্ত-মজুমদার গান্ধীজির সহিত দেখা করিয়া আসিয়া গদগদভাবে বলিয়াছেন যে, "মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলি তাঁহার দেশবাসীর মনে এক নূতন আশা ও আশ্বাসের ভাব উদ্রেক করিয়াছে।" তিনি এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে এবার খুব সম্ভব বাংলার সরকারী কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকী কংগ্রেসের মধ্যে মিলন হইবে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের যাঁহাদের উপর শৃঙ্খলা-মুলক বিধান লওয়া হইয়াছিল তাঁহাদের মাফ করা হইবে। গান্ধীজির মনের হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে ইহা তাহার আরেকটী ইঙ্গিত।

মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল কার্য্য দ্বারা কোন প্রকারে আক্রমণকারীর সাহায্য হইতে পারে সেরূপ কোন কাজই আমি আরম্ভ করিতে চাহি না।" পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র এসিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিলে একটা অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে।" এই দুটাই খাঁটী কথা। কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য ভারত হইতে এখনই সরাইয়া লইতে হইবে, কিংবা পোড়ামাটির আমরা বিরোধিতা করিব —গান্ধীজির এই ধরণের কথা প্রকারান্তরে জাপানের আধিপত্য বিস্তারেই সাহায্য করে। গান্ধীজির এই মত নেহরু ও আজাদ কিরূপে সমর্থন করেন?

গান্ধীজি নূতন "আন্দোলন" সুরু করিবার ধমক দিতেছেন, নেহরুও ক্রমেই তাঁহার সঙ্গে একমত হইতেছেন। আন্দোলন কি লইয়া, কেন ও কিরূপে হইবে তাহা কেহই এখনও প্রকাশ করেন নাই, কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু মত দেওয়া শক্ত। আজিকার দিনে যে-কোন আন্দোলনকে এই কথা দিয়া বিচার করিতে হইবে যে, উহাতে জাপানী আক্রমণ রুখিবার সাহায্য হইবে, না তাহাতে বাধা সৃষ্টি হইবে। যদি ব্রিটিশ-আমেরিকান সৈন্য অপসারণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন হয় তাহাতে জাপানীরই সুবিধা হইবে, সুতরাং কোনো দেশপ্রেমিকই এরূপ আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারেন না।

সরকারী নীতি

এদিকে সরকারী নীতি অনেক দিক দিয়া গান্ধীজির উত্তেজনারই খোরাক জোগাইতেছে এবং নেহরু প্রভৃতির মত জাপ-বিরোধীকেও গান্ধীজির দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে। লোককে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে হইলে তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করিয়া তাহাদের শক্তি ও ভরসা দেওয়া দরকার। কিন্তু সরকার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মূল্য ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া হুকুমের পর হুকুম জারি হইল, কিন্তু হুকুম মানা হইল কি না তাহার ব্যবস্থা করে কে? পুলিশ দমননীতি চালাইতে পারে, সমস্ত বাংলায় সভা-মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা মানা হইল কি না দেখিয়া বেড়াইতে পারে, এমন কি ফাসিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মীদেরও গ্রেপ্তার করিতে পারে, কিন্তু দোকানদারদের নিয়ন্ত্রিত দামে সকলকে জিনিষ বেচিতেই হইবে এ হুকুম আজও মানাইতে পারিল না। ফলে জনগণের অসন্তোষ লুঠ-তরাজের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। মাণিকপুর সাঁকরাইল অঞ্চলে শ্রমিকরা দোকান লুঠ করিয়াছে, মেদিনীপুরের ভগবানপুরে ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা ধানের গোলা লুঠ করিয়াছে, নদীয়ার গোপালনগরে দিনদুপুরে ধান লুঠ হইয়াছে। যাহারা সামরিক প্রয়োজনে জমি-বাড়ী নৌকা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে তাহাদের দাবীও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা নাকি তাড়াতাড়ি মিটাইতেছে না, ক্ষতি-পূরণের পরিমাণও এই নিরাশ্রয়দের মনঃপূত হইতেছে না। কিছুদিন আগে কয়েক হাজার এইরূপ নিরাশ্রয় লোক কলিকাতায় হাঁটিয়া আসিয়া মন্ত্রীদের কাছে দুঃখ নিবেদন করে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের পুরা দাবী মিটিল না। এইরূপ অসন্তুষ্ট জনসাধারণই যে গান্ধীজির উত্তেজনা ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনে খোরাক যোগাইবে সে বুদ্ধি সরকারেরও হইতেছে না, মন্ত্রীমণ্ডলীরও হইতেছে না। তাঁহারা হয়তো মনে করেন চোখ রাঙ্গাইলেই সব ঠিক হইবে, তাই ঢাকার নবাব বাহাদুর সম্প্রতি ট্রামওয়ে ও অন্যান্য মজুরদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন খবরদার, ষ্ট্রাইক করিও না, ষ্ট্রাইক আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু ট্রামের মজুরদের বাকী দাবী মিটাইবার জন্য যে সালিশী বসাইবার প্রতিশ্রুতি তাঁহারা দিয়াছিলেন তাহার কি হইল সে কথা বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

জনযুদ্ধ কি?

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিরপেক্ষতা এবং সরকারী নিশ্চলতা, এই দুটীকেই জনসাধারণেরই নিজের চেষ্টায় দুর করিতে হইবে। সত্য বটে আমাদের দেশের অধিকার আমাদের হাতে আসিলে আমরা আরও ভালভাবে জাপানীকে রুখিতে পারি, কিন্তু ফাসিষ্ট দস্যু-অভিযানের এই মহাযুদ্ধের দিনে জনগণ এই যুদ্ধ লড়িয়া, ফাসিষ্ট আক্রমণকারীকে রুখিয়া, সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অর্জ্জন করিতে পারে। নেহরুজি এবং তাঁহার পোঁ ধরিয়া আরও অনেকে চীৎকার করিতেছেন এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ হইল কিরূপে? যদি তাঁহারা জনযুদ্ধ বলিতে ইহাই মনে করেন যে, যুদ্ধে যোগ দিবার আগে হইতেই যুদ্ধের কর্ত্তৃত্ব জনগণের হাতে চলিয়া যাইতে হইবে, যদি তাঁহারা মনে করেন যে ক্ষমতার অধিকারীরা

(২ পাতায় দেখুন)

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | বুধবার, ১লা জুলাই, ১৯৪২ ; ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৯ | প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৶০

জনযুদ্ধের ছড়া

নিবারণচন্দ্র পণ্ডিত

[ময়মনসিংহ জেলার লতিফাবাদ ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সেক্রেটারী নিবারণচন্দ্র পণ্ডিত এই ছড়াটি কৃষক সভা হইতে ছাপাইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন। এইরূপ গ্রাম্য ছড়া, কবির গান, যাত্রা প্রভৃতির ভিতর দিয়াই জনযুদ্ধ সত্য সত্য সমস্ত জনসাধারণকে মাতাইতে পারিবে। অন্য জেলাও যাহাতে ইহার প্রচার হয় এবং অন্যান্য জেলাও যাহাতে জনসাধারণের নিজস্ব ভঙ্গীতে এরূপ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন তাই আমরা আনন্দের সহিত ইহা ছাপাইলাম। ইতি—সম্পাদক]

শুনেন ভাই, বলে যাই, শুনেন দিয়া মন,
জাপানী দস্যুদের কথা করিব বর্ণন ॥
দস্যু এল দেশে মারবে পিষে লুটে নিবে ধন,
থাকবে না আর মান ইজ্জত ভাই হারাব জীবন ॥
উপায় না করিলে, বোমা ফেলে, কিম্বা গুলি দিয়া,
মারবে তারা, মরব মোরা নিরস্ত্র হইয়া ॥
যেমন সিঙ্গাপুরে, অস্ত্রের জোরে নিরস্ত্র জনারে,
ধনপ্রাণ সহিতে তাদের পুড়াইয়া মারে ॥
কত মেয়ে ছেলে, দলে দলে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া,
রাস্তাঘাটে মরিতেছে ভাই দিশেহারা হইয়া ॥
দেখুন জিজ্ঞাস্ করে, রেঙ্গুন ছেড়ে এসেছে যাহারা,
স্বচক্ষেতে হত্যালীলা দেখিয়াছে তাহারা ॥
কত ঘাটে মাঠে, বোমার চোটে কৃষক রমণী,
পতি পুত্রের খোঁজ না পেয়ে ভ্রমে একাকিনী ॥
হয়ে সঙ্গীহীনা, উন্মনা যে দিকে চোখ যায়,
দিশেহারা হয়ে তারা, দৌড়িয়া পালায় ॥
এমন নিদান সময়, কে দেয় আশ্রয়, কে হবে কার সাথী
কে দিবে কার অন্নজল (ভাই) কই পোহাবে রাতি ॥
বান্ধব কোথা পাবে, কে সুধাবে, কে দিবে উত্তর,
মান ইজ্জত ভাই কিসে র'বে কে রাখে খবর ॥
দারুণ হাহাকারে, ঘরে ঘরে উঠছে কান্না রোল,
(আবার) যুদ্ধের দরুণ হাট বাজারে হচ্ছে গণ্ডগোল ॥
লবণ পাওয়া যায় না, মাল আসেনা দোকানীরা বলে,
(আর) কেরোসিন তৈলের বাতি জ্বলে কি না জলে ॥
মূল্য ঠিক থাকে না, দু'চার আনা রোজই বাড়ে দাম,
চতুর্দ্দিকে লুটের বহর চল্‌ছে অবিরাম ॥
এমন দারুণ কালে, সবে মিলে হিন্দু মুসলমান,
না করিলে উপায় বিহিত বাঁচবে না পরাণ ॥
যুদ্ধের রব উঠিল, জাপানী এ'ল চট্টগ্রাম সহরে,
বোমা ফেলে গ্রামবাসীদের কতই মানুষ মারে ॥
তারা সহর ছেড়ে, এক কিনারে, আছিল সবাই,
চাষী মজুর দীন দরিদ্র আমাদের মা ভাই ॥
আছে কাগজ ভ'রে, দেখুন পড়ে জাপানীদের কাণ্ড,
কি প্রকারে সাংহাই সহর করল লণ্ডভণ্ড ॥
১৯৩৭ সনে, হঠাৎ চীনে হানা দেয় জাপান;
নানকিং সহরে উড়ে হাজার হাজার বিমান ॥
চলে গুলী বর্ষণ, লোম হর্ষণ, কামানের শব্দ,
অকস্মাৎ আক্রমণে চীনবাসীরা স্তব্ধ ॥
তাদের হাতিয়ার নাই, শুনেন ভাই, নিরস্ত্র সব ছিল,
লক্ষ লক্ষ চীনবাসী পুড়িয়া মরিল ॥
করে শ্মশান ভূমি, নীচে নামি, দুর্দ্দান্ত জাপান,
ঘাঁটি করে, ক্রমে পরে চালায় অভিযান ॥
সৈন্য গ্রামে যায়, যারে পায় করে অত্যাচার,
মেয়েদের উপরে করে পশু ব্যবহার ॥
ধরে দিন দুপুরে, মেয়েদেরে, যথা যারে পায়,
ইচ্ছামত পৈশাচিক অত্যাচার চালায় ॥
একটী কমেণ্ডারে, শুনেন পরে, কিবা করেছিল,
সাংহাই সহরে এক বাড়ীতে ঢুকিল ॥
তথা ছিল যারা, অমনি তারা যে যেখানে পারে,
পালাইয়া গেল তারা, জাপানীদের ভরে ॥
একটি ঘরের বধু, রইল শুধু, কোলে তার ছেলে,
পালাইতে না পারিল, কোলের শিশু ফেলে ॥
রইল লুকাইয়া, ঘরে যাইয়া, ঘরের এক কিনারে,
এমন সময় কমেণ্ডার ঢুকিল সেই ঘরে ॥
গিয়া সাপুটিয়া, বেহুস হইয়া বধূটীকে ধরে,
ভয় পাইয়া কোলের শিশু কান্দে উচ্চৈস্বরে ॥
শিশুর ক্রন্দনেতে, হইল তাতে, অসুবিধা তার,
কোল থেকে ছিনাইয়া মারিল আছাড় ॥
শিশু আঘাত পেয়ে, আবার গিয়ে উঠতে চায় কোলে,
বারে বারে কমেণ্ডারে ছিনাইয়া ফেলে ॥
শেষে রাগের ভরে, শিশুটিরে গলাতে ধরিয়া,
হত্যা করে বিছানাতে লেপ চাপা দিয়া ॥
পরে নির্ব্বিবাদে, মনসাধে, করে অত্যাচার,
কাজ সারিয়া, বাহির হইয়া আস্‌ল কমেণ্ডার ॥
চলে অবিরত, এইমত নিষ্ঠুর কাহিনী,
স্বামীর সামনে স্ত্রীকে কত করছে টানাটানি ॥
কভু লেংটা করে, রাস্তার ধারে মেয়েদেরে নিয়া,
গাছে গাছে কেশে বেঁধে রাখছে ঝুলাইয়া ॥
চীনের একটি গ্রামে, চাও নামে বৃদ্ধা এক রমণী,
সেই প্রথমে, জেহাদ মানে, রুখিতে জাপানী ॥
একদিন অতর্কিতে, তার বাড়ীতে জাপানী আসিয়া,
মেয়েকে ধরিয়া নিল, ঘর দিল পুড়াইয়া ॥
নিয়ে রাস্তার উপর, একটির পর একটি করিয়া,
অত্যাচার চালাইল সকলে মিলিয়া ॥
মেয়ে মারা গেল, চেয়ে রইল বৃদ্ধা সে জননী,
প্রাণের বেদন, করি গোপন, চক্ষের মুছে পানি ॥

(৮ পাতায় দেখুন)

যুদ্ধের গতি

সেবাস্তোপোলে তুমুল যুদ্ধ

চার সপ্তাহ হইল সেবাস্তোপোলে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণরা স্বীকার করিয়াছে "যুদ্ধের ইতিহাসে এতবড় যুদ্ধ বা এতবড় ঘটনার সাথে কোন যুদ্ধেরই" তুলনা হয় না। জার্ম্মাণী মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড শক্তি নিয়া সেবাস্তোপোল আক্রমণ করিয়াছে। এক হাজার হাওয়াই জাহাজ, ১০ ডিভিশন সৈন্য, শত শত ট্যাঙ্ক ও আগে কখন ব্যবহার হয় নাই এমনি সব ভারী কামান (২৪ ইঞ্চি) নিয়া জার্ম্মাণরা লড়িতেছে। জুন মাসের প্রথম ৮ দিনেই জার্ম্মাণরা সেবাস্তোপোলের উপর ৯ হাজার বোমা ফেলিয়াছে। কোন কোন দিন ৮ শত বোমা ফেলা হইয়াছে। একদিন তো এক হাজারবার হাওয়াই আক্রমণ করা হইয়াছিল। সেবাস্তোপোল বন্দরের সমস্ত অঞ্চলই জার্ম্মাণ ফৌজের কামান ও সব রকম অস্ত্রশস্ত্রের পাল্লার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। এই তুমুল আক্রমণেও বীর লাল ফৌজ ঘাবড়ায় নাই। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য তাহারা অদ্ভুত বীরত্বের সাথে জান-প্রাণ দিয়া লড়িতেছে ও শত্রুকে প্রচণ্ড পাল্টা আঘাত হানিতেছে। গত ২৪শে জুন একদিনের যুদ্ধেই লাল ফৌজ ৩ ব্যাটেলিয়ান জার্ম্মাণ ফৌজ ধ্বংস করিয়াছে। গত চার সপ্তাহে ৫০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য, ২০০ শত ট্যাঙ্ক ও শত শত বিমান এই সীমান্তে ঘায়েল হইয়াছে। জার্ম্মাণরা তাই রিজার্ভ সৈন্য আমদানী করিতেছে। রুমানিয় ডিভিশন আনা হইয়াছে। এখানে-ওখানে ইতালিয় সৈন্যদেরও দেখা যাইতেছে। ইহা হইতেই জার্ম্মাণীর ফৌজ ক্ষয়ের হিসাব বোঝা যায়। দক্ষিণ দিক হইতে জার্ম্মাণরা বন্দরে ঢুকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু লালফৌজ তাহাদের হটাইয়া দেয়। শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড কামানের গোলা ও হাওয়াই বোমার আক্রমণের ভিতর দিয়াই যুদ্ধ জাহাজে করিয়া ইয়ালটাতে লাল সেনা নামানো হইয়াছে। ইহার ফলে জার্ম্মাণ ঘাঁটি সিমফারোপোল হইতে সেবাস্তোপোলে জার্ম্মাণ সৈন্যের যোগাযোগের পথ আটকানোর সুবিধা হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণরা সব চেয়ে বেশী চাপ দিয়াছে বন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। এই দিক হইতে তাহারা তুমুল আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করে। এই ফাঁক ক্রমশঃ বড় করিয়া বন্দরে ঢুকিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই স্থানে বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে। এখানেও লালফৌজ শত্রুর প্রথম ধাক্কা হটাইয়া দিয়াছে। অবশ্য অবস্থা এখনও খুবই কঠিন। তব্রুক পতনের দুঃসংবাদের মাঝে সেবাস্তোপোল রক্ষার জন্য লাল ফৌজের অসীম বীরত্বপূর্ণ এই যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

খারকভ অঞ্চলের যুদ্ধও আবার প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। গত ১০ই জুন যখন আক্রমণ সুরু হয় তখন এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন বকের অধীনে ৩০ ডিভিশন সৈন্য ছিল। তা ছাড়া ঐ পরিমাণ রিজার্ভ সৈন্যও ছিল। এবার ভন বক তুমুলভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। সোভিয়েট ফৌজও পাল্টা জবাব দিতেছে। একটি অঞ্চলে ৩১ বার হাওয়াই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ৫১ খানা বিমান ঘায়েল হয়। গত ২৫শে জুন জার্ম্মাণীর বাছাই করা ২ ডিভিশন প্যাঞ্জার বাহিনী ও ৪০০ শত হাওয়াই জাহাজের এক আক্রমণ লাল ফৌজ প্রতিহত করে। ৫০টি শত্রু বিমান ঘায়েল হয়। ঐ দিন খারকভের আর একটি অঞ্চলে লাল ফৌজ শত্রুর ৮৯টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ও ৪০০ শত মোটর লরি ধ্বংস করে। ৬টি গুলিগোলার গুদাম ও একটা মাল ট্রেণ উড়াইয়া দেয়।

খারকভের ৮৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কুপিয়ানস্ক নামে রেল জংসনে জার্ম্মাণরা শত শত ট্যাঙ্ক ও হাওয়াই জাহাজ নিয়া আক্রমণ চালায়। তুমুল যুদ্ধের পর, শত্রুর অজস্র ক্ষতি করিয়া লাল ফৌজ এই সহর ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অঞ্চলের অবস্থা এখনও কঠিন।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার সম্ভাবনায় হিটলার মরিয়া হইয়া সোভিয়েট সীমান্তে আক্রমণ চালাইতেছে। বীর লাল ফৌজ একা এই হিংস্র শত্রুকে রুখিতেছে। আজ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলে না। সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাসের ভাগ্য আজ সোভিয়েট সীমান্তে নির্ণীত হইতেছে।

মিশরের যুদ্ধ সুরু

তব্রুক পতনের পর লিবিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। রোমেলের সেনা বাহিনী এবার মিশর অভিযান সুরু করিয়াছে। মরু রেলপথ বরাবর তাহারা মিশর সীমান্তের ভিতরে আগাইয়া আসিয়াছে। পথে বহু দুর পর্য্যন্ত বৃটিশ বাহিনীর সহিত তাহাদের লড়িতে হয় নাই। প্রায় বিনা বাধায় রোমেল-বাহিনী মিশরের দিকে আগাইয়াছে। মিশরের ভিতর মার্শামাত্রুর ১৫ মাইল পশ্চিমে তাহারা আসিয়া পৌছিয়াছে। এইখানে অবশ্য বৃটিশ বাহিনী তাহাদের বাধা দিতেছে। ওদিকে সুয়েজ খালেও শত্রু বিমান হানা দিয়াছে। জার্ম্মাণ ফৌজ মিশরের ভিতর দিয়া সুয়েজ খালের দিকে আগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণীর লক্ষ্য সেবাস্তোপোল দখল করিয়া এক বাহু নিকট প্রাচ্যের দিকে আগাইয়া দেওয়া, আর এক বাহু সুয়েজের দিক দিয়া আগাইয়া আসিয়া এই বাহুর সহিত মিলিত করা। তুরস্কের ভাবগতিকও বিশেষ সুবিধা মনে হইতেছে না। জার্ম্মাণ চাপ তুরস্কের উপর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আঙ্কারা বিচারে অত্যধিক শাস্তি ও সোভিয়েট দুতাবাসের সবাই পরিবারসহ মস্কো যাত্রা—এ সবই আশঙ্কার কথা।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, তব্রুকের পতন হইল কেন, লিবিয়ার যুদ্ধ শেষ হইল কেন? এই প্রশ্নই আজ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্যদের ভিতর দেখা দিয়াছে। ইহা নিয়া একটা আলোচনাও হইবে। বিলাতের "সমর সমালোচক" লিবিয়ার যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময় অনেক প্রচারই করিয়াছিলেন, কিন্তু সবই আজ মিথ্যা প্রমাণিত হইল। এই প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের মনে শুধু অবিশ্বাসই সৃষ্টি করা হয়। আজ বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হওয়াই উচিত।

লিবিয়ার যুদ্ধে মরু জনসাধারণের মনোভাব কি ছিল, আমরা জানি না। এই জনযুদ্ধে মরু জনগণকে নামাইবার কি চেষ্টা করা হইয়াছিল? এ কথা সত্য, অল্প লোকের বাসভূমি মরুভূমিতে জনসাধারণ খুব বড় একটা ভূমিকা নেয় না, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় আরব মরুভূমিতে কর্ণেল লরেন্সের উদ্যম যথেষ্ট সফল হইয়াছিল। আরব গরিলা বাহিনীর যুদ্ধ সেদিন এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজ আফ্রিকার মরুভূমিতে সে বিষয়ে কি চেষ্টা করা হইয়াছে? ওদিকে মিশরের জাতীয় সরকার যুদ্ধে নিরপেক্ষ। মিশরীয় জনসাধারণকে এই জনযুদ্ধে নামাইবার জন্যই বা কি চেষ্টা করা হইতেছে? আসন্ন মিশরের যুদ্ধে মিশরীয় জনসাধারণ মনে প্রাণে যোগ না দিলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল নয়। পিছনের দিকে তব্রুক, সামনের সেবাস্তোপোলের দিকে তাকাইয়াও কি কোন শিক্ষা হইবে না?

চীনের যুদ্ধ

জাপানীরা চিকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথটির জন্য খুব লড়িতেছে। কিন্তু এখনও ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। নানচাং হইতে পূর্ব্ব দিকের যে শেষ ঘাঁটিতে জাপানীরা পৌছিয়াছিল, সেই কোয়েকি সহর আবার চীনারা দখল করিয়াছে। এই রেল ষ্টেশনটি দখল করার ফলে রেলপথ দখলের পথে জাপানীদের বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইল। কোয়েকির ৩০ মাইল পুবে শানযাওতে জাপানীদের পশ্চিমমুখী অভিযানও চীনা ফৌজ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ওদিকে খাস নানচাং সহরের চারিদিক হইতে চীনা ফৌজ আগাইয়া আসিতেছে রাজধানী দখল করিবার জন্য।

রেলপথের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সান-ইয়াৎ-সেনের পুত্র চীন-আইন সভার সভাপতি ডাঃ সান-ফো বলিয়াছেন "কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চিকিয়াং, কিয়াংসি ও কোয়াংটাং প্রদেশে জাপানীরা বহু সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়া যে প্রবল যুদ্ধ চালাইতেছে তাহার লক্ষ্য হইল, হাংকার্ড-নানচাং রেলপথ দখল করা। ইহা সফল হইলে তাহারা হাংকার্ড-ক্যানটন রেলপথের সাথে যোগ রাখিতে পারিবে। এইভাবে তাহারা উত্তরে মাঞ্চুরিয়া ও দক্ষিণে ইন্দোচীন ও সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যোগাযোগ রাখিতে চেষ্টা করিবে।"

জাপানীরা চীনে এই সুরাহা করিয়া নিতে পারিলে যেমন তাহারা সাইবিরিয়া আক্রমণ করিবার জন্য ও তেমনি ভারত আক্রমণের জন্য পিছনের ঘাঁটি শক্ত রাখিতে পারিবে। স্থলপথে সৈন্য ও মাল যোগানেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। চীন জাপানীদের রুখিতেছে সত্য, কিন্তু চীনের আজ এইমুহূর্ত্তে প্রয়োজন কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান।

ব্রহ্মের পথ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। লাসার ভিতর দিয়া পথ করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহা সুখবর। কিন্তু সান-ফো'র মতে "বর্ষা শেষ হইলেই বর্মা পুনর্দখলের জন্য যুদ্ধ সুরু করা প্রয়োজন।" ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার আগেই জাপান শেষ আঘাত হানিতে চাহিতেছে। জাপানকে ভারতের দরজায় রুখিবার জন্যও চীনকে এখনই বেশী পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাঠান দরকার।

১৯৪২ সালেই ফাসিষ্টদের চরম আঘাত হানিবার জন্য আজ এখনই, ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই, চীনকে অস্ত্র দেওয়া চাই, বর্মা অভিযানের ব্যবস্থা চাই। ২৮।৬।৪২

দকীয়

শুধু দর বাঁধাই যথেষ্ঠ নয়

লিকাতা ও শহরতলীতে সরকার চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ১লা হইতে দোকানীদের মোটা চাউল খুচরা প্রতি মণ ছ' টাকা চার আনা ঝারি ধরণের চাল ছ' টাকা বারো আনা হিসাবে বিক্রয় করিতে হইবে হইয়াছে। কলিকাতা ও শহরতলীতে এই হুকুম চালু হইবার পর খি মফঃস্বলেও কর্ত্তৃপক্ষ খুব সম্ভব দর বাঁধিয়া দিতে থাকিবেন।

বাঁধিয়া দেওয়া বাংলা সরকারের এই প্রথম নয়। চিনি, লবণ, সিন, কয়লা প্রভৃতি অনেক জিনিষের দর তাঁহারা বাঁধিয়া দিয়াছেন ইহা কথা। কিন্তু বাঁধা দরে দোকান হইতে জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় ? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। এক মজুর কমরেড নিজের তা হইতে বলিলেন: সেদিন এক কয়লার দোকানে গেলাম। দোকানে কয়লার পাহাড় সামনেই পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। বলিলাম ণ কয়লা দিন। দোকানী আগে আমার চেহারাটা দেখিয়া লইলেন, বলিলেন "কয়লা নাই।" বলিলাম, "সামনেই এত কয়লা, নাই কি ?" দোকানী বলিলেন "ওসব বিক্রী হয়ে গেছে।" ক্ষুণ্নমনে কোথায় ভাবিতে ভাবিতে দোকানের সামনেই মিনিট পাঁচেক পায়চারি করিলাম। পরে দোকানী ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন এক টাকা দশ আনা মণ কয়লা দিতে পারি। আমরা ডিপো থেকে কম দাম লিখে অথচ আসলে দাম দিয়ে কয়লা আনতে বাধ্য হই, এখন আপনাদের কাছে সরকারী বিক্রী করতে গেলে তো লোকসান হয়। কি করি বলুন?"

ক্যাশ মেমো চাহিলে দোকানী দিবে না। সাক্ষ্য-সাবুদ সহ লোক পাঠাইয়া দামে বিক্রয়ের অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করিতে পারি বটে। কিন্তু থাকিলে দোকানী হয়তো কয়লা দিবেই না। আর কারখানার টাইম বহিয়া যায়, তাহার উপর বাড়ীতে অসুখ, ঔষধ আনিতে হইবে, বাজার করিতে হইবে এখন থানা পুলিশ করিতে গেলে আমার লোকসান পোবাইবে কে?

এই জন্যই, সরকার দর বাঁধিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু সে দর কেহ বড় একটা মানে না। কিন্তু ছোট দোকানীদের চাইতেও পাইকারদের বজ্জাতি আরও বেশী। তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই বাঁধা দামের চাইতে বেশী দাম না পাইলে মাল বিক্রয়ই করে না। অনেক ছোট দোকানী সরকারী হুকুমকে ভয় করে বেশী দরে মাল বেচিতে সাহস করে না। অথচ লোকসান করিয়া তো তাহারা মাল বেচিতে পারে না। তাই মাল তাহারা আনেই না। সুতরাং খরিদ্দাররা মালই পায় না। কেরোসিন তেল তো প্রায় পাওয়াই যায় না। চিনি এক পোয়ার বেশী বড় কেহ বিক্রয় করিতে চাহে না, তাও সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এমনি লবণ প্রভৃতি অনেক জিনিষ সম্বন্ধে।

এখন ভয়ের কথা ইহাই যে, চালের দর বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে চালেরও এই অবস্থা না হয়। যদি দশ দোকান ঘুরিয়া আধ সের চাল সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যহ চাল সংগ্রহ করা ছাড়া লোকে তো আর কোন কাজই করিতে পারে না। সরকার কলিকাতা শহরে তিন চারটী খুচরা দোকান খুলিয়া খুব ঢাক পিটাইতেছেন। কিন্তু কলিকাতার প্রায় বিশ লক্ষ লোকের জন্য একশোটী দোকান হইলেও তাহা শুধু তামাসারই কথা হইবে না কি?

ইহার উপায় কি? উপায় সরকার ও জনসাধারণ দু'জনের মিলিত চেষ্টার উপরই নির্ভর করে। প্রথমতঃ সরকার শুধু খুচরা দোকান খুলিয়া গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিতেছেন। প্রথম সায়েস্তা করা দরকার পাইকারদের, কারণ তাহারা ঠিক দামে জিনিষ ছাড়িলে ছোট দোকানীরা বেশীদিন গণ্ডগোল করিবে না। তাহার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক অঞ্চলে সরকারকে বড় বড় গুদামে ও অন্যান্য মাল জমা করিয়া পাইকারের মতই দোকানীদের বিক্রয় করিতে হইবে, যাহাতে দোকানীরা উচিত লাভ রাখিয়াও সরকারী বাঁধা দামে বেচিতে পারে। সরকার কিছুদিন এইরূপ করিলেই পাইকাররা টিট হইবে, ঠিক দামে বেচিতে বাধ্য হইবে। এই কাজ শুধু সরকারই পারে, সাধারণ লোকেরা র না, কারণ পাইকারের সঙ্গে তাহাদের লেনদেন নাই। দ্বিতীয়তঃ জিনিষ ওয়া যায় না তাহার আর একটা কারণ মালগাড়ীর অভাব, ইহার ব্যবস্থাও কারকেই করিতে হইবে।

আর খুচরা দোকানদারদের সরকার ও জনসাধারণ দুজনে মিলিয়া ঠিক রাখিবে। প্রথমতঃ সরকার নিজের তরফ হইতে প্রত্যেক বাজারে ও অন্যান্য অঞ্চলে কিছু কিছু করিয়া খুচরা দোকান খুলিবে। সঙ্গে সঙ্গে আইন করিয়া কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়াও এইরূপ দোকান খুলাইবে। আর মজুর অঞ্চলের জন্য প্রত্যেক কারখানার মালিককে বাধ্য করিতে হইবে যাহাতে নিজ নিজ কারখানার মজুরদের কাছে বাঁধা দামে জিনিষ বিক্রী করিবার জন্য তাহারা দোকান খোলে। কোন কোন কারখানায় মজুরদের চাপে মালিকরা এরূপ করিয়াছে। সব কারখানায় এরূপ হইবে না কেন?

দ্বিতীয়তঃ নিজ নিজ এলাকার দোকানীদের ঠিক রাখিবার জন্য সেই এলাকার জনসাধারণকেও চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক পাড়ার জনরক্ষী দলের ইহা একটা জরুরি কাজ। তাহারা নিজ এলাকার দোকানীদের শান্ত ও বিনীতভাবে বুঝাইবেন এবং তাহার মাল কেনার খাতা দেখিয়া সে পাইকারের কাছে যে দরে মাল কিনিয়াছে সেই হিসাবে মাল বেচিতে বাধ্য করিবেন। যদি দোকানী না শোনে তো পাড়ার লোককে বলিয়া দোকান বয়কট করাইলে দোকানী কথা শুনিবার পথ পাইবে না। কিন্তু পাইকার যদি তাহার কাছে বেশী দর লইয়া থাকে তাহা হইলে সে তো বাঁধা দরে দিতে পারিবে না। কাজেই এইরূপ চাপে পড়িয়া সে তাহার পড়তা হিসাবে ন্যায্য দামে দিতে বাধ্য হইবে বটে, কিন্তু পাইকারকে সরকারী পাইকারী দোকান খুলিয়া টিট না করিলে বাঁধা দরে মাল পাওয়া যাইবে না।

আন্দোলন ছাড়া জনসাধারণের আর কি হাতিয়ার আছে? জনরক্ষী বাহিনী গড়ো এবং সরকার হইতে পাইকারী ও খুচরা দোকান এবং মিল ও মিউনিসিপ্যালিটী হইতে খাদ্যদ্রব্য বেচিবার ব্যবস্থা দাবী কর।

যুদ্ধের দিনে খাজনা নাই?

মুন্সীগঞ্জ হইতে কমরেড অনিল মুখার্জি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "যুদ্ধের দিনে খাজনা নাই" এই আওয়াজ তুলিলে সকল শ্রেণী মিলিয়া জাপানীকে রুখিবার কাজে ভেদ সৃষ্টি হইবে না কি? এ কথা ঠিক, যুদ্ধের সময় গ্রামের মধ্যে জমিদার, তালুকদার, কৃষক, ক্ষেতমজুর সকলকে এক হইয়া জাপানী আক্রমণকারীকে রুখিতে হইবে এবং দেশের স্বাধীনতা পাইতে হইবে। এ সময়ে আমরা এমন কোন দাবী তুলিনা, যাহা বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর কিছুটা ছাড়িয়া সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া সমাধান করিতে পারেনা। সেই হিসাবে "জমিদারি প্রথা এখনই উঠাইয়া দাও"—যুদ্ধের দিনে এই দাবী লইয়াও এখনই লড়াই আরম্ভ করিনা। কারণ, এই দাবী পরস্পর সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া মিটে না, এই দাবী মিটাইতে হইলে কৃষকের ছোট ছোট দাবীর লড়াইগুলিকে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে একটী সাধারণ সংগ্রামে পরিণত করিতে হয়। এবং তাহাতে শত্রুকে রুখিবার সাধারণ সংগ্রামের বদলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই একটী সাধারণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। এখন কৃষক দাবী করিবে যাহারা জাপানীর দলে যাইয়া বিভীষণ হইবে, তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও।

এখন কৃষকের সেই সমস্ত দাবী মিটানো চাই, যেগুলি পাইলে কৃষক এখনি সকল শক্তি দিয়া জাপানীকে রুখিতে পারে, অথচ যে দাবীর সংগ্রাম সেই দাবী পাইলেই শেষ হয়, বৃহত্তর সাধারণ সংগ্রামে পরিণত হয় না। সেইজন্যই এবার বিহটা কৃষক সম্মেলনের প্রস্তাবে এখনিকার দাবীরূপে এরূপ কোন সাধারণ দাবী উপস্থিত হয় নাই। বিহটা দাবী করিয়াছে, যুদ্ধের সময় কৃষকের বাকী খাজনা ও দেনা মকুব করা হোক, জমি নিলাম প্রভৃতি স্থগিত থাক। যেখানে বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইয়াছে সেখানে খাজনা ও দেনা আদায় বন্ধ থাক এবং যে সব নূতন জমিতে কৃষক খাদ্যফসল চাষ করিতে রাজী হইবে তাহার খাজনা তো ছাড়িতেই হইবে উপরন্তু চাষের জন্য বীজ, যন্ত্রপাতি ও টাকা দিতে হইবে। এইগুলি না পাইলে কৃষক যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ফসলও ফলাইতে পারে না, জাপানীর বিরুদ্ধে সকল রকমে লড়িবার সামর্থ্য ও উৎসাহ পায় না।

যাহারা কৃষকের এই দাবী মানিবে না, তাহারা জাপানীকে রোখা হোক ইহা চাহে না। কাজেই এই সব দাবীর জন্য লড়াই করিয়া কৃষক জাপানীর বিরুদ্ধে লড়াইকেই শক্তিশালী করিবে। তবে কৃষক সব সময়েই মিটমাটের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, ন্যায্য দাবী পূরণ হইলেই লড়াই তুলিয়া লইবে।

আমরা এ বিষয়ে মতামত দিবার জন্য অন্য কমরেডদেরও অনুরোধ করিতেছি।

বহুদিন কল্‌কাতায় সোভিয়েট-সুহৃদ্‌ সমিতির পক্ষ থেকে তেমন জম্‌কালো মিটিং হয় নি। তাই সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আমাদের এই খেদ দূর করার একটা বড় সুযোগ এল। ঐ সময় সারা দেশে সর্ব্বত্র সমিতির পক্ষ থেকে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশেষ করে কল্‌কাতায় এমন একটা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হল, যার কথা বহুদিন সবায়ের মনে থাকবে।

চব্বিশে জুন তারিখে কল্‌কাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে যে সভা হয়েছিল, তার কথা সত্যিই বহুদিন মনে থাকবে—শুধু যারা এর উদ্যোগ-আয়োজন করেছিল, তাদেরই যে মনে থাকবে, তা নয়; এ সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারাও কেউই সহজে এ সভার কথা নিশ্চয়ই ভুলবে না।

একুশ তারিখ থেকে শহরের নানা জায়গায় মিটিং হচ্ছিল, মজ্‌দুর আর ছাত্রদের অনেক মিছিল যাচ্ছিল। সোভিয়েটের জয়গানে রাস্তাঘাট মুখরিত করে তুল্‌ছিল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় আমাদের নেতা ছিলেন বহুমানভাজন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন গোপাল হালদার। হাততালির তোয়াক্কা না রেখে সারাজীবন মজুর-চাষী আন্দোলন নিয়ে ডক্টর দত্ত মেতে আছেন, সোভিয়েটের প্রথম অবস্থায় স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা তিনি দেখে এসেছেন, এই সরল, সজীব, সদাপ্রফুল্ল, সর্ব্বজনপ্রিয় মানুষটীকে পেলে জমে না এমন মিটিং নেই। সেদিনের সভা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

বাইশ তারিখে দক্ষিণ কল্‌কাতায় সভা হল হাজরা পার্কে। বাংলায় সোভিয়েট সুহৃদ্‌ সমিতির সম্পাদক জ্যোতি বসু ছিলেন সভাপতি। বিশেষ করে ছাত্র বন্ধুদের উৎসাহে সভায় জনসমাগম হয়েছিল খুব। ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স এ সভায় অনেকে ছিলেন; তবে সেদিন তাঁদের উদ্যোগে মধ্য কল্‌কাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা ছিল বলে তাঁরা ওখান থেকে মিছিল করে নিজেদের মূল সভায় এসে মিলিত হন। সোভিয়েট দেশকে সব চেয়ে ভালো বোঝে আমাদের দেশের শ্রমিক আর কৃষক, তারাই সোভিয়েট দেশকে সবার চেয়ে বেশী আপনার বলে মনে করে। তাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় যে খুবই উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, তা মাত্র স্বাভাবিক।

চব্বিশ তারিখ, বুধবারে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রধান সম্মেলন হয়েছিল। ঐ দিন বিকাল তিনটার সময় একটী চিত্র প্রদর্শনী খোলা হয়—সেখানে ছিল সোভিয়েট সম্বন্ধে অনেক ছবি আর স্পেনের ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময়কার কয়েকটা চমৎকার 'পোষ্টার'।

সন্ধ্যায় সভা সুরু হবার অনেক আগেই সভাস্থল একেবারে ভরে যায়। সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইনি এখন বাংলার অর্থ সচিব, আর হিন্দুমহাসভার একজন প্রধান নায়ক। এঁর মত লোক যে সোভিয়েট-সুহৃদ্‌ সমিতির অনুষ্ঠিত সভার নেতৃত্ব করেছেন, তার অর্থ হল এই যে আজ সোভিয়েটের অতুল বীর্য্য দেখে সকলেই মুগ্ধ, সোভিয়েটের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ ছিল, সাম্যবাদকে যাঁরা প্রায় অচল বলে মনে করতেন, তাঁদেরও মন স্পর্শ করেছে বিপুল নাৎসি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে সোভিয়েটের অসমসাহসিক প্রতিরোধ, তাঁহারাও আজ নিজেদের সোভিয়েট বন্ধু বলে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন না।

সভাপতির উপস্থিত হতে কিছু দেরী হয়েছিল। বিরাট জনতা অবিচলিত থেকে অপেক্ষা করেছিল। সভা আরম্ভ হবার কিছু পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে একটা প্রকাণ্ড মিছিল এসে পৌছাল। এতে ছিলেন ট্রামওয়ে ইউনিয়ন আর কর্পোরেশন ইউ-

কলিকাতায় সোভিয়েট দিবস

সোভিয়েট জনগণের [illegible] দেশের গ্রামে গ্রামে সহরে সহ[illegible] কর

এদেশের লোক [illegible]পানীকে রুখিবে

([illegible])

কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সভার একাংশ

নিয়নের বহু শ্রমিক, তা ছাড়া অন্য অনেক শ্রমিক ও ছাত্র এতে যোগ দিয়েছিলেন। মিছিলের সাম্‌নে দু'খানা গাড়ী থেকে সোভিয়েটের রক্ত পতাকা উড়্‌ছিল; মিছিলের মধ্যেও রক্তপতাকার অভাব ছিল না। "সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ", "লাল ঝাণ্ডাকী জয়"—আনন্দে, উদ্দীপনায় যে আওয়াজ উঠ্‌ছিল, তা যেন সবাইকে মাতিয়ে তুল্‌ল। এক ভদ্রলোক তো বলে উঠলেন, "তোমাদের ঐ সোভিয়েট সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানি না, কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে আমারও গলা মিলিয়ে মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে।"

ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে যখন মিছিল ঢুক্‌ল, তখন "ন স্থানম্‌ তিল ধারণম্‌"। কোনক্রমে দোতালার বারান্দায় তারা কষ্টেসৃষ্টে জায়গা করে নিল। লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা ভালো ছিল, তাই হলের বা[illegible] বহুলোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আর গান শুনেছিলেন।

এ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্যই ছিল গান—গানের [illegible] গান, আর এমন গান যা সবাইকে মাতিয়ে তোলে[illegible] সভা আরম্ভ হল 'জনগণ মন অধিনায়ক', রবীন্দ্রনাথে[র] এই দেশবিখ্যাত গানের সঙ্গে। আমরা ভারতবা[সী] তাই সোভিয়েটকে অভিনন্দন করার জন্য সমবে[ত] হয়ে সভা আমরা সুরু করলাম জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে।

সভাপতিকে আসন গ্রহণ করতে বলার সম[য়] হীরেন মুখার্জি সোভিয়েট সুহৃদ্‌ সমিতির কাজ সম্ব[ন্ধে] সংক্ষেপে একটা বিবরণ দিলেন। সমিতি গড়া[র] সময় প্রথমে কত অসুবিধা হয়েছিল, অনেকে ক[illegible] হেসেছিলেন, লড়াইয়ে সোভিয়েট হেরে ভূত হ[য়ে] যাবে এই আশায় আমাদের দেশের কত ভদ্রলোক[illegible]

[illegible] হয়েছিলেন, সমিতির শীঘ্রই আর কোন [illegible]করবে না এই 'আশ্বাস' দিয়েছিলেন। কিন্তু [illegible]া অগ্রাহ্য করে সমিতি গড়া হয়; শ্রমিক, [illegible] ছাত্রেরা স্বভাবতই সোভিয়েটের বন্ধু, তাঁরা [প্র]থমে সোৎসাহে কাজে লাগলেন, আর [illegible] লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক [illegible] সাহায্য করলেন। বাংলা দেশে সমিতির [illegible] নানা জায়গায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন [illegible]—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সোভি-[য়েটের যা]রা বন্ধু, তারা সবাই ফ্যাসিজমের শত্রু।

[এর] পর গান হল—"সোভিয়েট ভূমি বিশ্বশ্রমিক [illegible]" এটা ইংরাজী থেকে অনুবাদ, সুরও বিদেশী! [illegible] একত্র অনেকে গাইলেন, সবাই উপভোগ [illegible]।

[সভা]পতির অভিভাষণে সব চেয়ে লক্ষ্য করার [illegible] এই যে মন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ বাবু [illegible]লেন যে, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির [illegible] যথাসম্ভব শীঘ্র করার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা [করছেন]। আজকের যুদ্ধে সত্যই লড়ছে সোভিয়েট, [বিক্র]মে লড়ছে, সারা দেশকে জাগিয়ে, দৃঢ় [illegible] করে লড়ছে। আর লড়ছে চীন, বছরের [illegible] শত বাধা অতিক্রম করে লড়ে চলেছে। [সোভি]য়েটের যারা বন্ধু, বিশ্বের প্রগতি যাদের কাম্য, [তারা] আজ সোভিয়েটের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা [নি]য়ে লড়বে। আমাদের জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করে [illegible], জীবনপণ করে লড়বে। কিন্তু লড়তে হলে [চা]ই হাতিয়ার, চাই প্রকৃত নেতৃত্ব। তাই ফ্যাশিষ্ট [বি]রোধী কর্ম্মিদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য তিনি যে [য]থাসাধ্য চেষ্টা করছেন ও করবেন, এ আশ্বাস [শ্য]ামাপ্রসাদ বাবু আমাদের দিলেন।

এর পর গান হল—"জাগ্‌রে মজ্‌দুর, জাগ্‌রে কষাণ"। গায়ক বিনয় রায়ের কণ্ঠে ছিল তেজ ও [মা]ধুর্য্যের সংমিশ্রণ। বিরাট জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে [illegible]ল। মজ্‌দুরদের মধ্যে অনেকের কাছে এ গান [পরি]চিত; তারা বিনয়বাবুর সঙ্গে গলা মিলালেন, [illegible] অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হল।

[illegible] গানের পর সোভিয়েটকে অভিবাদন জানিয়ে [প্রস্তা]ব উপস্থাপিত করলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। [শা]রিক অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার [illegible] অভাব হয় নি। প্রস্তাব সমর্থন করলেন [ট্রাম]ওয়ে শ্রমিকদের অবিসম্বাদী নেতা, সদ্য কারামুক্ত [মহম্ম]দ ইস্‌মাইল। জনতা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা [illegible]াল, আর সরল হিন্দুস্থানীতে সোভিয়েটের [illegible] জাদৃপ্ত প্রতিরোধের কথা তিনি বললেন। [আ]মাদের তা থেকে কি শিক্ষা নিতে হবে তা তিনি [বু]ঝালেন।

এবার যে গানটী হল, সেটি বিহারের একজন কৃষক রচনা করেছেন। সম্প্রতি বিহ্‌টায় নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলনে এ গান অদ্ভুত উৎসাহ জাগিয়েছিল। এর কথা ছিল যতদূর সহজ হতে পারে তাই; আর এর সুর ছিল সবারই পরিচিত। গোম্‌ড়ামুখ ভদ্রলোকদের সভায় এগান শুনে অনেকে হয়তো নাক সিঁট্‌কাতেন, কিন্তু সেদিন সম্মেলনে এ গান শুনে যেন আনন্দ ও উদ্দীপনা সংক্রামক হয়ে উঠল। কেউ গায়কদের সঙ্গে সুর মিলাবার চেষ্টা করলেন, হাত নাড়িয়ে, তুড়ি দিয়ে, পা ঠুকে গানের সঙ্গে সবাই যেন আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেললেন।

এর পর বক্তৃতা করলেন বাংলার ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক শঙ্কর রায় চৌধুরী। সভার আয়োজনে ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা খুবই পরিশ্রম করেছিলেন; শঙ্কর রায় চৌধুরীর বক্তৃতাও সুশোভন হয়েছিল। এ বক্তৃতার পর আবার গান হল—ছাত্রকবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ"। এ গানও সবাই আপনার করে নিল, একসাথে গাইল—

"এ দেশ কাড়তে যে-ই আসুক,
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক,
তৈরী এখানে কড়া চাবুক,
চল্‌ছে কুচ-কাওয়াজ।"

শেষ বক্তৃতা দিলেন বঙ্কিম মুখার্জি। বঙ্কিমবাবুর গুণকীর্ত্তন করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ভরসা এই যে সারা বাংলা আজ জানে যে জনযুদ্ধে দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করার কাজে বঙ্কিমবাবুর জুড়ি কোথাও নেই। জনতা সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুন্‌ল। একজন একটা বিষয়ে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে উঠে বিড়ম্বিত হয়ে গেল, ভাষা ও যুক্তির বন্যায় যেন কোথায় তলিয়ে গেল। সোভিয়েট সম্বন্ধে সব দেশের ভদ্রশ্রেণীর অজ্ঞ প্রতিকূলতার কথা তুলে, নিছক জাতীয়তাবাদীদের অন্ধতার আলোচনা করে বঙ্কিম বাবু যখন বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে আজকের দুনিয়াতে সোভিয়েটের অবদান আর সোভিয়েটের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের কথা বললেন, তখন রুষ্ট সিংহের মত তাঁর মূর্ত্তি দেখে সোভিয়েটের অতি বড় শত্রুও তড়কে যেত—সেদিনের সভায় সবাই শুধু মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে গেল। পরে আবার ভেবেছি, বক্তৃতায় দোষ ছিল, অতি অভিনয়ের ভাব ছিল, যুক্তি সম্পূর্ণ হচ্ছিল না—কিন্তু অমন বক্তৃতার পর এসব কথা মনে রাখার সময় বা ইচ্ছা হবে কার?

সভা সাঙ্গ হবার আগে গান হল—"বড়্‌ চলো কিষাণ ধীর, বড়্‌ চলো মজুর বীর।" মূল গায়েন হলেন বিনয়বাবু। সবাই মেতে উঠল। আবার হলের পিছন দিকে দুটী দল গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়ে এল, মঞ্চের সাম্‌নে এসে গায়কগায়িকাদের সঙ্গে যোগ দিল। বোধ হয় অতবড় জনতার মধ্যে কেউ ছিল না যে গান শুনে ও সঙ্গে সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল না।

শেষ গান হল—'ইণ্টার ন্যাশনাল'। দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের হচ্ছে এ গান; দুনিয়ার সব প্রধান ভাষাতেই তাই এর অনুবাদ আছে। বাংলা অনুবাদটী গাওয়া হল, অনুবাদ করেছেন মোহিত ব্যানার্জি। এবার মূল গায়েন হলেন মোহিতবাবু, আর সাম্যবাদীদের যিনি বহুদিন ধরে নেতৃত্ব করছেন, সেই গোপেন চক্রবর্ত্তী। প্রথমে বলে দেওয়া হল যে সোভিয়েটের জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক গান। সবাই তাই দাঁড়িয়ে এ গানের সম্মান করল। মঞ্চের সাম্‌নে রক্তপতাকা নিয়ে দু'জন এগিয়ে এল; যারা এ গানের সুর জান্‌ত, তারা সবাই যোগ দিল।

বিপুল উল্লাসের মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। বহুদিন এমন মিটিং কল্‌কাতায় হয় নি। এই হ'ল সবার মত। ফিরবার সময় ছাত্রেরা দলে দলে সভায় যে সব গান গাওয়া হয়েছিল, সেগুলি গাইতে গাইতে গেল—সবাই গানের সুর মনে মনে গুন্‌গুন্‌ করতে লাগলাম। এমন আনন্দ বহুকাল কোন মিটিংএ গিয়ে পাওয়া যায় নি।

সোভিয়েট সুহৃদ্‌ সমিতি কয়েকদিন যদি শুধু আনন্দে গদগদ হয়ে থাকে তো দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু কেবল গদগদ হলে চল্‌বে না; কাজ অপেক্ষা করছে, সময় করবে না।

কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সভার আর একাংশ

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি

আসফ আলির জবাবে পি, সি, জোশী

[কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মিঃ আসফ আলি ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট নাকি বিপ্লবের নীতি ত্যাগ করিয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জয় হইয়াছে, ভারতের কোনই লাভ হয় নাই। উহার জবাবে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের নেতা কমরেড পি, সি, জোশী নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।]

দাস মনোভাবের বিকৃত চক্ষু দিয়া দেখিলে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি "সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জয়" বলিয়া মনে হইবে। পরাজিত মনোভাবে-দুষ্ট ব্যক্তিরাই এই চুক্তির পরিষ্কার কথাগুলির ভিতর সন্দেহ ও ভীতি দেখিতে পাইবেন। আমি মিঃ আসফ আলিকে পরিষ্কার জানাইতে চাই, আমরা কমিউনিষ্টরা এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিগুলির আদর্শের পথে আর একটি বিজয়স্তম্ভ ও হিটলার দস্যুদলের সমাধির উপর আর এক চাপ মাটি বলিয়া মনে করি। এ যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ, সমস্ত জনগণের মুক্তিযুদ্ধ, জনসাধারণের মিলিত শক্তিই যে ইহাতে মুক্তি আদায় করিবে, আমাদের এই বিশ্লেষণ মিথ্যা হওয়া দূরে থাক, এই ইতিহাস বিখ্যাত চুক্তির ফলে তাহার সত্যতাই প্রমাণিত হইল।

২৬শে মে তারিখের ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি বৃটিশ ও সোভিয়েটের ভিতর আগের চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক ও সামরিক ঘনিষ্ঠতা এবং পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করিতেছে। ইহা ১৯৪২ সালে হিটলারের বিরুদ্ধে পশ্চিমে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার গ্যারাণ্টি দিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মুক্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রগতিশীল অংশ নিরন্তর কি এই দাবীই তোলে নাই? নভেম্বর বক্তৃতায় ষ্টালিন কি খোলাখুলি বলেন নাই, প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট একলা লড়িতেছে ও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার প্রয়োজন কত বেশী? এ কথা কে না জানে যে বৃটেন ও আমেরিকার শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এই দাবী পূরণের পথে বাধা জন্মাইতেছিল। যে চুক্তি হিটলারের দ্রুত পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় ও ১৯৪২ সালে সোভিয়েটের জয় ও শক্তি নিশ্চিত করে—তাহা কখনই "সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জয়" বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা জনগণের কূটনীতি ও জন-কৌশলের জয়ই সূচিত করে।

কিন্তু আসফ আলি হয়তো বলিবেন, ঘনিষ্ঠ আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা ও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ষ্টালিন নিশ্চয় পাইবেন, কিন্তু তাহার বদলে বিপ্লবকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ইউরোপ ও এসিয়ায় সোভিয়েটের বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে আসফ আলির নব জাগ্রত উৎসাহ আশার কথা সন্দেহ নাই। তিনি নিশ্চিত থাকুন, এই চুক্তি সই করিয়া সোভিয়েট তাহার বিপ্লবী আদর্শ এক বিন্দুও ত্যাগ করে নাই। অবশ্য আসফ আলি যদি মনে করিয়া থাকেন যে "যুদ্ধের পরে ইউরোপে প্রাধান্য" করাই ষ্টালিনের বিপ্লবী কর্ম্মসূচীর অঙ্গ, তাহা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ ভুল করিয়াছেন। "অস্ত্রের জোরে ইউরোপকে বলশেভিক করিবার" জন্য সোভিয়েট চেষ্টা করিতেছে হিটলারের এই মিথ্যা প্রচারের উত্তরে মস্কো রেডিওতে লজোভ্স্কি যাহা বলিয়াছেন, মিঃ আসফ আলিকে তাহা স্মরণ করিতে বলি। লজোভ্স্কি বলিয়াছেন:

"সঙ্গীনের মুখে কমিউনিজম চালান দেওয়া সোভিয়েটের কেহ সম্ভবও মনে করে না, উচিতও মনে করে না। কিস্‌লিং, মুসার্ট, লাভালেরা জার্ম্মাণ ফাসিজমেরই বিশেষত্ব। জার্ম্মাণ ফাসিজম তাহাদের এইসব হাতের পুতুল গভর্ণমেণ্ট মারফৎ সেই সব দেশের জনসাধারণের স্বাধীন মত পদদলিত করে আর জনগণের ত্রিমুখী ঘৃণা ডাকিয়া আনে...... হিটলারই জনবিধ্বংসী শাসন চালান দেয়। ইংলণ্ড, সোভিয়েট ও ইউরোপের জনসাধারণ "জার্ম্মাণীর তৈরী" এই সব ঘৃণ্য মাল চালান দেওয়ার শেষ করিতে যাইতেছে। **তখন জনসাধারণ নিজের ভাগ্য নিজের হাতেই নিবে।**"

মনে হয়, পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ হইতে আসফ আলি সোভিয়েটের বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। সোভিয়েটের নেতারা বিপ্লব চালান দেওয়ায় বিশ্বাস করেন না কিংবা যুদ্ধের পরে ইউরোপ বা এসিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতেও চাহেন না। যুদ্ধ জয়ের জন্য ও ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য তাঁহারা বিশ্বব্যাপী জন-ঐক্য চাহেন। তাঁহারা জানেন, ইহার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হইয়া পারে না যখন ইউরোপের (এবং এসিয়ারও) জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিবে। ইউরোপ এবং এসিয়ার দাস জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিবার জন্য আগাইয়া গেলে সোভিয়েট তাহাতে খুসীই হবে। অন্য দেশের শাসকশ্রেণীর বেলায় অবশ্য ইহা খাটিবে বলা যায় না। গত মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবের ইতিহাসের রক্তাক্ত পাতায় তাহারই সাক্ষ্য মিলে। যে সব দেশের জনগণ বিপ্লবে নামিয়াছিল, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদই তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। তাই সোভিয়েটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরকারী অপর পক্ষ যখন দুইটী নীতি অঙ্গীকার করে যে, "নিজের রাজ্য বাড়াইবে না ও অন্য রাষ্ট্রের ভিতরকার ব্যাপারে হাত দিবে না," তখন আমরা কমিউনিষ্টরা ইহা সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জয় মনে করি না, পরাজয়ই মনে করি।

ইউরোপের সম্বন্ধে না হয় ইহা ঠিক, কিন্তু ভারতের বেলায়? এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট কি "আতলান্তিক সনদের সর্ত্ত মানিয়া" নিতেছে না এবং "সাম্রাজ্যের ভিতরকার ব্যাপারের অংশ হিসাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর ভারতকে ঠেলিয়া দিতেছে না?" এই ব্যাপারেও আসফ আলির সন্দেহ-ভীতি অমূলক। আতলান্তিক সনদের ব্যাপারে সোভিয়েট কোন নূতন নীতি গ্রহণ করে নাই। অনেক দিন আগেই—১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই সোভিয়েট যে নীতি সমর্থন করিয়াছিল, এই চুক্তিতে তাহারই আবার সমর্থন করা হইল। তখন, শান্তির বন্দোবস্তের ভিত্তি হিসাবে ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্টের ঘোষণার **নীতি** সোভিয়েট গ্রহণ করিয়া নিয়াছিল। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে মিত্রশক্তিবর্গের সম্মেলনে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সোভিয়েট দূত মেইস্কি যাহা বলিয়াছিলেন, আসফ আলিকে তাহা স্মরণ করিতে বলি। মেই বলিয়াছিলেন:

"প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও সীমানার অক্ষু এবং আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নিজ সামাজি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের অধিকার সোভিয়েট স্ব করিবে। জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা জনগণের উপর আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিধান চাপাই দেওয়ার নীতি সোভিয়েট চিরকালই নিন্দা করি আসিয়াছে। চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের ঘোষণার মূ নীতি সোভিয়েট স্বীকার করিয়া নিয়াছে। বর্ত্তমা আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে এই নীতির বিশে প্রয়োজনীয়তা আছে। এই নীতি ঠিকমত কা খাটাইবার ব্যাপারে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও জনগণে যথেষ্ট সমর্থন আছে।"

উপরের এই পরিষ্কার নীতি হইতে সোভিয়ে এক তিলও নড়ে নাই। অপর পক্ষে, হিটলা তাহার ক্ষীয়মান শক্তি লইয়া মরিয়া হইয়া শেষ চে করিতে যখন উদ্যত সেই সময় দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবা নিশ্চয়তা থাকায় এই চুক্তি, উপরোক্ত আদর্শ ক্র কার্য্যে পরিণত হইবার পথই খোলাসা করিয়া দেয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঠিক পথে চলিতেছে কিন আসফ আলির সেই দ্বিধা-সন্দেহের সমালোচন আমার উদ্দেশ্য নয়। এই চুক্তিতে তাঁহার কল্পনা প্রসূত হতাশা, ভীতি ও সন্দেহের মূলে রহিয়াছে আমাদের জনগণের শক্তি ও একতার উপর তাঁহা বিশ্বাসের অভাব। ইহা খুব আনন্দের কথা যে আসফ আলি আর মনে করেন না যে চার্চ্চিল এমন কি রুজভেল্টের নিকট হইতে দান হিসাবে স্বাধীনতা আসিবে। কিন্তু ষ্টালিনও আমাদে স্বাধীনতা দিতে পারেন না! জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইবার জন্য, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নিখি ভারতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য, আমাদে ভারতীয় জনসাধারণকেই এক হইয়া কোমর বাঁধিয় দাঁড়াইতে হইবে। নিপীড়িত জাতি যখন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নিজ দেশ রক্ষার জন্য ও নি ভাগ্য নিজের হাতে নিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, ষ্টালি ও সোভিয়েট জনগণ তখনই তাহাদের প্রতি মৈত্রী ভাব জানাইয়াছে। অতীতে কাজের ভিতর দিয়া তাহারা ইহা দেখাইয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহা তাহারা করিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় জনগণেরও সন্দেহ-ভীতিতে "গণ্ডীব ও আটক" থাকিবার কোন্ হেতু নাই। আমাদে "বাস্তববাদী" হইতে হইবে, জনগণের ঐক্যের শক্তি ও তাহাদের দেশপ্রেমের অফুরন্ত সম্পদে বিশ্বাসী হইতে হইবে। চার্চ্চিল, আমেরি ও তাহাদে ভারতীয় সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের দেশরক্ষা কাজে, মিলিত জাতিপুঞ্জের **জনসাধারণে** সহযোগিতায় স্বাধীনতালাভের কাজে এই গণশক্তি কাজে নামাইতে হইবে।

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি একটা জিনিষ প্রমাণ করিয়াছে: বৃটেনের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণে ক্রমবর্দ্ধমান একতা ও শক্তি প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা ভাঙ্গিতে পারে। ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি একটী বিষয় আমাদের শিক্ষা দেয়: আমরা যদি মিলিত জাতিসমূহের জনসাধারণের সহযোগে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা ও স্বাধীনতালাভের পবিত্র কাজে আমাদের মহান্ জনসাধারণকে ও বিরাট জাতীয় দলগুলিকে এক করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা বৃটিশ জনগণের মতই প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা ভাঙ্গিতে পারি। এই প্রতিক্রিয়াশীলরাই আমাদের "কোণঠাসা ও গণ্ডীবদ্ধ" করিয়া রাখিয়াছে। ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তিতে সন্দেহ-দ্বিধার কোন স্থান নাই। ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রতিরোধের পথে এই চুক্তি আশার আলো জ্বালিয়াছে। এই পথেই আমাদের স্বাধীনতা।

আলোচনা

চার্চিল ও রুজভেল্টের আলোচনার শেষে দুজনে মিলিয়া বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, "...আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সামরিক পরামর্শদাতাদের মধ্যে আগামী যুদ্ধায়োজন (অপারেশন্‌স) সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এইটুকু বলা যায় যে, আয়োজন রুশিয়ার উপর জার্ম্মাণ আক্রমণের শক্তিকে খানিকটা অন্যদিকে টানিবে।" খুব ভাল কথা। কিন্তু কত শীঘ্র ও কিরূপ দক্ষতার সহিত এই আয়োজন হইবে এখন তাহাই জরুরি প্রশ্ন।

২১শে জুন ক্যালিনিন লিখিয়াছেন যে সমস্ত রণাঙ্গন জুড়িয়া আক্রমণ করিবার ক্ষমতা আর হিটলারের নাই, সে শুধু স্থানীয় সাফল্যেরই আশা করিতে পারে। তাহার জন্যও হিটলারকে আজ তাহার মিত্রশক্তিদের উপর ভরসা করিতে হয়, এতই তাহার শক্তি ক্ষয় হইতেছে। অন্যদিকে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম এখন সোভিয়েটের হাতে।

পাল্টা আক্রমণ কখন সম্ভব

ইহার অর্থ এই নয় যে, অস্ত্রেশস্ত্রে সোভিয়েট এখনই হিটলারের সমান বা তাহার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, কিংবা সোভিয়েট এখনই হিটলারকে আক্রমণ করিয়া হঠাইতে পারে—কারণ তাহা হইলে ক্যালিনিন হিটলারের স্থানীয় সাফল্যের সম্ভাবনার কথা বলিতেন না। এইজন্যই বর্ত্তমান সোভিয়েট সমরনীতি হইল যতদূর সম্ভব কঠোরভাবে হিংস্র শত্রুকে বাধা দিয়া তিলে তিলে তাহার শক্তি ও রিজার্ভকে ক্ষয় করিয়া আনা—যাহাতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া শত্রুর শক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিতে পারিলেই, সোভিয়েট প্রবল পাল্টা আক্রমণ করিয়া নাৎসি বাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারে। বসন্ত গিয়া গ্রীষ্ম আসিল, এখনই যদি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খোলা হয় তো এ বৎসর পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হইয়া আসিবে। এইজন্য চার্চিল রুজভেল্টের আয়োজন কত শীঘ্র আরম্ভ হয় সে কথা জরুরি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুধু তাই নয়। হিটলারও বসিয়া নাই। আমরা গতবার জাপান কর্ত্তৃক সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার যে আশঙ্কার কথা বলিয়াছিলাম, চীনের বিশেষ প্রভাবশালী এবং ওয়াকিফহাল পত্রিকা "তা কুং পাও" সম্প্রতি তাহাই বলিয়াছে। তাহার মতে "প্রশান্ত মহাসাগরে রুশিয়াকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য আমেরিকা ও বৃটেনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।" ইহাতে বিপন্ন চীনেরও যথেষ্ট সাহায্য হইবে। ব্রিটিশ ও চীন গবর্ণমেণ্ট মিলিয়া ভারত হইতে তিব্বতের লাসার ভিতর দিয়া চীনে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের রাস্তা তৈরী করিবার অনুমতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব আশার খবর।

গলদ দূর করিলে তবে জয়

সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সাফল্য শুধু চুক্তি বা রাস্তার উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের পিছনে যে রাজনীতি, সমরনীতি ও উৎপাদননীতি থাকিবে তাহার উপরই জয়-পরাজয় নির্ভর করিবে। ব্রিটিশ নায়কেরা আজ পর্য্যন্ত যে নীতিতে যুদ্ধ চালাইয়াছেন তাহাতে কোথাও জয় হয় নাই, সুতরাং আজ যদি বৃটিশ পরিচালকগণ নির্ম্মমভাবে নিজেদের গলদ বাহির করিয়া যুদ্ধের পদ্ধতিকে ঢালিয়া সাজিতে পারেন তবেই জয় নিশ্চিত হইবে।

কিন্তু নিজেদের যে কিছু গলদ হইয়াছে সে অনুভূতি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে বড় বেশী দেখা যাইতেছে না। লিবিয়ার যুদ্ধে এত তাড়াতাড়ি এতখানি হটিয়া আসিতে হইল কেন, মিশরের যুদ্ধে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না হয় এইসব দেখিবার জন্য সকল রকম আত্ম-সন্তুষ্টি ত্যাগ করিয়া সমস্ত জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা দরকার। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সে ভাব কোথায়? ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশিত ওয়াশিংটনের ২৫শে জুনের খবর যে, চার্চিল সাহেব নাকি প্যাসিফিক কাউন্সিলের বক্তৃতায় "সমগ্রভাবে যুদ্ধ সম্বন্ধে ভরসা ও আশাপূর্ণ বিবরণ দেন, মিশরের ভাগ্য সম্বন্ধে সমস্ত দুর্ভাবনাও নাকি তিনি শান্ত করেন।"

দেখিয়াও দেখে না!

লিবিয়ার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য জেনারেল স্মাটস দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণদের কাছে যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে তিনিও সমালোচনার উপর কটাক্ষপাতই করিয়াছেন। তাহার পর ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি সাত হাজার রিক্রুটের জন্য ডাক দিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষতি হয়তো আপাততঃ সাত হাজার হইলেই মিটিবে, কিন্তু যুদ্ধে জিতিতে হইলে আরও অনেক লক্ষ সৈন্য চাই এবং নিয়মিত, অব্যাহত ও বর্দ্ধমান ভাবে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম চাই। ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক আণ্ডার-সেক্রেটারী ম্যাকমিলান ২৪শে জুন হাউস অব্ কমন্সে বলেন, "আমাদের সরবরাহের উৎস মুখে আরও বাধা পড়িবার আশঙ্কা উঠিয়াছে। সমস্ত দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কলোনিগুলির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো দরকার।" কিন্তু তাঁহাদের কলোনি নীতি তাঁহাদিগকে এমনই অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, কলোনির উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টায় রবার ও শস্য—এই কৃষিগত উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার মনে আসে নাই।

গলদ এইখানেই। ম্যাকমিলানের মতে "কলোনিগুলি গরীব কারণ তাহারা চার পাঁচশো বছর পিছনে পড়িয়া আছে।" শস্য উৎপাদন বাড়াইয়াই কি এই পিছনে পড়া বন্ধ করা যাইবে? কলোনিগুলি যদি অস্ত্র ও যন্ত্র উৎপাদনের কারখানায় পরিণত না হয় তো "যানবাহনই যখন প্রধান উদ্বেগের কারণ" তখন সে উদ্বেগ মিটিবে কিরূপে? নিখিল ভারত ম্যানুফ্যাকচারার্স সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্বেশরাইয়া বলিয়াছেন, "ভারী শিল্পের অর্ডার হইতে ভারতীয় শিল্পগুলি বাদ পড়িয়াছে এবং সম্প্রতি ভারত সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা হইতে ইস্পাত আনানোর ব্যবস্থা করিতেছে।" যানবাহনের অভাবের দিনে ইহাতে যুদ্ধ চলিবে কি?

ঐক্য বিনা স্বাধীনতা কোথায়?

গলদ দূর করা সম্বন্ধে ব্রিটিশ নায়করা কিছু বলিতেছেন না আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নায়করাও ঠিক অনুরূপ ভাবেই নিজেদের গলদ সম্বন্ধে উদাসীন। গান্ধীজি ব্রিটিশকে স্বাধীনতা দিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু দান হিসাবে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না একথা গান্ধীজি অনেক সময়েই স্বীকার করিয়াছেন। এই যুদ্ধে যোগ দিয়া ইহাতে সমগ্র জাতির সর্ব্বশক্তি লাগাইলে এই যুদ্ধের মধ্য হইতেই আমরা স্বাধীনতার ক্ষমতা পাইতে পারিব একথা তিনি মানেন না। যদি নাও মানেন, ইহা তো মানিতে হইবে যে, স্বাধীনতা যখন দান হিসাবে পাওয়া যায় না তখন সমস্ত জাতির শক্তি স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে একত্র না হইলে স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু স্বাধীনতা মানেই ভবিষ্যৎ শাসনক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগ তাহাদের প্রয়োজনায় অংশ পাইবে এই ভরসা দিয়া সকলকে একত্র না করিতে পারিলে, সকলে শুধু স্বাধীনতা নামে একটা কল্পিত জিনিষের জন্য লড়িতে এক হয় না। আজ মুসলমানেরা যখন কংগ্রেসের একতার মধ্যে নাই তখন তাহাদিগকে ইহার মধ্যে আনিতে না পারিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয় শক্তি কোথায় হইবে? কাজেই মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনমত ভরসা দিয়া তাহাদের এক করিতে হইবে। নিজেদের একতার গলদ যদি আমরা নিজেরা দূর করিতে না পারি তাহা হইলে তো বিপক্ষের কাছে আমরা হারই মানিলাম।

কিন্তু গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হার মানিতেছেন, অথচ বিনা পরিশ্রমে জিতিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া গান্ধীজি বলিতেছেন, "ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, তৃতীয় পক্ষ এখানে কখনও প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হইতে দিবে না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হইলেই এই দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইবে।" কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হইবে কিরূপে যদি তাহার আগে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বাধীনতার দাবীর জন্য চেষ্টা না করে? স্বাধীনতার জন্যই ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্যের জন্য স্বাধীনতা চাহিলে তো দান হিসাবে স্বাধীনতা আসিবে এই কথাই ভাবিতে হয়।

জনগণই ঐক্য গড়িতেছে

নেতারা যেখানে ঐক্য হইতে পারে না বলিয়া দেশবাসীকে আরও হতাশায় ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছেন সেখানে আসন্ন জাপানী আক্রমণের বিপদের সামনে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের ঐক্য কাজের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রাম জেলায় কৃষক সভা ও ছাত্রফেডারেশনের জনরক্ষী বাহিনীতে হিন্দু মুসলমান দুইই যোগ দিতেছে, লীগও উহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে। নোয়াখালি, যেখানে ভূতপূর্ব্ব হক সুরাবর্দি মন্ত্রীমণ্ডলী এককালে দুহাতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়াছিল—সেখানে প্রাণের ভয়ে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান এক হইয়াছে। আমাদের সম্পাদক যখন সেখানে যান তখন দশ হাজার মুসলমান আসিয়া তাঁহার কাছে নিজেদের দুর্দশা

(৮ পাতায় দেখুন)

(১ম পাতার শেষাংশ)

তখন ভেবে চিন্তে, কাঁদতে কাঁদতে গ্রামে গ্রামে গিয়া
আদি অন্ত, সব বৃত্তান্ত, কইলো বুঝাইয়া ॥
দারুণ অত্যাচারে, ঘরে ঘরে, জেহাদ করে সবে,
সবাই বলে, দলে দলে, দস্যু রুখতে হবে ॥
অস্ত্র যোগাড় কর, শত্রু মার, চোখের মুছ পানি,
গ্রামে গ্রামে গড়ে তুল, গরিলা বাহিনী ॥
করে জেহাদ তারা, পাড়া পাড়া, যুবকদেরে নিয়া,
গরিলা বাহিনার শক্তি চল্‌লো বাড়াইয়া ॥
ক্রমে পঞ্চ বৎসর, হ'ল অন্তর, আজো আছে চীন,
বাঁচার মত বেঁচে আছে কাটিছে দুর্দ্দিন ॥
শুনেন ভারতবাসী, গরীব চাষী হিন্দু মুসলমান ;
দ্বারেতে দিয়াছে হানা, দুর্দ্দান্ত জাপান ॥
কেন ঘুমে র'লে, চক্ষু মেলে, চাওরে বাঙ্গালী,
এক হয়ে আজ রুখে দাঁড়া, খুলে চোখের ঠুলি ॥
ছাড়ি ভেদাভেদ, করি জেদ, দেশবাসী বাঁচাতে,
দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হইবে মিলিতে ॥
কৃষক সভা পক্ষ হতে, সাদরেতে করছে আবাহন,
হিন্দুসভা, লীগ, কংগ্রেস যত প্রতিষ্ঠান ॥
আসুন মিলে সবে, সমভাবে মুক্তির কারণ,
মুষ্টিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই জীবন করি পণ ॥
(আর) বিদেশীরে, আসতে ঘরে মীরজাফরের দল,
আর যেন না পারে কভু করিতে কৌশল ॥
মোরা বেশ বুঝেছি, স্বাদ পেয়েছি, বিদেশী শাসন,
২০০শ বৎসর ভারতবাসী হয়ে পরাধীন ॥
কত দেশের ছেলে, মরছে জেলে, ফাঁসি গেছে কত,
৫০ বৎসর ধরে সংগ্রাম করছে অবিরত ॥
আজি মুক্তি পেতে, পারি যাতে মুক্তি করে ভাই,
চীনের আদর্শ নিয়ে রুখিয়া দাঁড়াই ॥
নইলে রক্ষা নাই, দেখতে পাই ঘটবে বিপর্য্যয়,
ধন প্রাণ ইজ্জত রক্ষা হইবে সংশয় ॥
হচ্ছে কানা ঘুষা, এক দুরাশা দস্যুচরদের মুখে,
জাপানীরা ভারতবাসীকে রাখবে বড় সুখে ॥
দিবে স্বাধীন করে, ভারতেরে জাপান উপকারী,
জন প্রতি আনিয়া দিবে সুন্দর সুন্দর নারী ॥
দিবে মোটর গাড়ী, বাড়ী বাড়ী জিনিষ সস্তা দামে,
স্বরাজ ভরিয়া রাখবে গুদামে গুদামে ॥
যখন যে চাহিবে, তারে করবে অকাতরে দান,
স্বরাজদাতা ভারত বন্ধু আসতেছে জাপান ॥
আবার কেহ বলে, জাপান এলে মন্দ হইত না,
পুরাতন প্রভুতে আর রুচি ধরে না ॥
নব্য নূতনেতে, দেখতে শুনতে রুচি লাগে ভাল,
(তবু) পুরাণা প্রভুটি একবার বদল ত হইল ॥
হলে মনিব বদল, জাপানী কল, আসলে বাংলার বুকে,
গোলাম হয়ে তবু কদিন কাটতে পারে সুখে ॥
হয়ে জাপান জ্ঞাতি, তার সুখ্যাতি চৌদিকে রটায়,
এমন বহু বাবু লোক আছেন এই বাংলায় ॥
কত দর দালানে, চার দোকানে করছে কানাকানি,
তাঁরাই হইয়াছেন বাংলার পঞ্চম বাহিনী ॥
আছে দস্যুচর, বহুতর, বলে নিবারণ,
সরকারের হউক তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ ॥
মোদের কৃষক ভাই, বলে যাই শুনেন দিয়া মন,
আর একটি কথা সবে রাখিবেন স্মরণ ॥
যত কৃষক মিলে, দলে দলে, হিন্দু মুসলমান,
আপনাদের গ্রামবাসীকে আপনারা বাঁচান ॥
গড়ে রক্ষীদল, দিবেন টহল সকলে মিলিয়া,
ধন প্রাণ গ্রামবাসীদের কে নিবে হরিয়া ॥
ঐক্যে শক্তি পাবেন, ল'ড়ে যাবেন, পাবেন হাতিয়ার
বিরাট শক্তি, আছে একটী পিছে আপনার ॥
আজি এই পর্য্যন্ত, বলে ক্ষান্ত, ছড়া দিলাম ইতি
বিপ্লব মোদের বেঁচে থাকুক, বাঁচুক সমিতি
কবিতা সাঙ্গ হল, আওয়াজ তুলো, না, না, না,
ফেসিষ্ট দস্যুকে দেশে ঢুকতে দিব না ॥

জেলায় জেলায় সোভিয়েট দিবস

রংপুরে—উৎসাহের সহিত সোভিয়েট দিবস পালিত হইয়াছে। সভায় উপস্থিত কৃষকের প্রদত্ত এক পয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া সোভিয়েট সাহায্য ফণ্ডে এক পাউণ্ড এক শিলিং পাঠানো হইয়াছে। আন্দুল, কাঁচড়াপাড়া, আলমবাজার, রাজসাহী, বগুড়া মুন্সীগঞ্জ, নওগাঁ, সিউড়ী, যশোর, বর্দ্ধমানের রায়না, ফরিদপুরের ভোজেশ্বর বন্দর সখিপুরা, রামভদ্রপুর ও মেদিনীপুরে তম্‌লুকে সোভিয়েট দিবস উদযাপিত হইয়াছে। খুলনাতে শেষমুহুর্ত্তে—সভা করিবার আদেশ পাওয়াতে খুলনা সহরে সগুমুক্ত কমিউনিষ্ট কমরেড ধরণী গোস্বামীর সভাপতিত্বে এবং নৈহাটীতে কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতায় সোভিয়েট দিবস পালিত হইয়াছে।

গোপালগঞ্জ মহাকুমা ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০০০ কৃষক ও জনসাধারণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সগুমুক্ত কমিউনিষ্ট নেতা আব্দুল মোমিন সভাপতি হন ও বিখ্যাত ছাত্রনেতা অমিয় দাসগুপ্ত জনগণকে ফ্যাসিবিরোধী কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া বক্তৃতা দেন।

সোভিয়েট দিবসে বাধা

গৌরীপুরের সোভিয়েট দিবস সভায় পুলিশ আসিয়া সভা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু পরোয়ানা দেখাইতে না পারায় সভার উদ্যোক্তারা এই বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

হুগলী জেলায় সোভিয়েট দিবস পালনের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবার পর শেষ মুহূর্ত্তে—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দেন নাই। অগত্যা পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা জেলার কর্ম্মীরা সোভিয়েট দিবসের তাৎপর্য্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন।

রাজসাহীতে কমরেড গোপাল সরখেল ও শুভ্রাংশু মৈত্রকে সোভিয়েট দিবস সভায় বক্তৃতা করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

মুর্শিদাবাদে সোভিয়েট দিবসের সভা নবাব বাহাদুরের কর্ম্মচারীরা গুণ্ডা লাগাইয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। সভাটী নবাব বাহাদুরের আস্তাবলের গেটের পাশে হইবার কথা ছিল।

জনযুদ্ধের পথে বাধা

কাছাড়ে—উধারবন্ধে ফাশিবিরোধী কর্ম্মিরা সভা সমিতি করিবার অনুমতি পাইতেছেন না। কাছাড় জেলা ছাত্র ফেডারেশনের ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের জন্য ৭ই জুন তারিখে আদেশ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সে অনুমতি পরে প্রত্যাহার করেন।

বি এ্যাণ্ড এ রেল-শ্রমিক সম্মেলন

কাঁচড়াপাড়ায় আয়োজন

বর্ত্তমান যুদ্ধে রেল-শ্রমিকের স্থান সৈন্যদের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে রেল ব্যবস্থাকে উন্নতিলাভ করিতে সুযোগ দেয় নাই, এই কারণেই আমরা দেখিতেছি, আমাদের রেলওয়ে যুদ্ধের সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় রেলের শ্রমিকরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া রেলওয়ের সকল প্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করে, একমাত্র তাহা হইলেই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি।

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধে

এক বছরের হিসাব নিকাশ

	জার্মানীর ক্ষতি	সোভিয়েটের ক্ষতি
হত, আহত ও নিখোঁজ সৈন্য	১ কোটি	৪৫ লক্ষ
কামান	৩০,৫০০	২২ হাজার
ট্যাঙ্ক	২৪ হাজার	১৫ হাজার
উড়ো জাহাজ	২২ হাজার	৯ হাজার

যুদ্ধ জয়ের জন্য রেলওয়ের প্রত্যেকটী অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে বি এ্যাণ্ড এ রেলের শ্রমিকরা জুলাই মাসের মাঝামাঝি কাঁচড়াপাড়ায় এক সম্মেলনে মিলিত হইবে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ই, বি, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং এ, বি, রেলরোড শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকটী শাখা। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রত্যেক রেল-শ্রমিক কমরেডকে নিম্নলিখিত কাজগুলি এখনই করিতে হইবে :—

(ক) প্রত্যেক রেল-শ্রমিক এলাকায় ফাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের যুগের এই সম্মেলনের প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। প্রত্যেক এলাকায় সভা-সমিতিতে রেল-শ্রমিকদের দাবী গঠন করিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক রেল-শ্রমিক এলাকায় সম্মেলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

(গ) প্রত্যেক শাখা-ইউনিয়নকে সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি দল নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

আওয়াজ তুলিতে হইবে

এ এ্যাণ্ড বি রেলের সকল ইউনিয়ন এবং সকল শ্রমিককে লইয়া আমরা **একটিমাত্র ইউনিয়ন চাই!**

(৭ পাতার শেষাংশ)

বর্ণনা করেন এবং একত্রে লড়িবার সঙ্কল্প জানান। গতবার আমাদের সুরমাভ্যালির রিপোর্টে দেখিয়াছি শ্রীহট্ট জেলায় আমাদের কমরেডদের চেষ্টায় কংগ্রেসের উদ্যোগে যে জনরক্ষা বাহিনী গঠিত হইয়াছে তাহাতেও মুসলিম লীগও সহযোগিতা করিতেছে। শিলচরেও প্রথমে লীগ বাহির হইতে সহযোগিতা করিতেছিল, কিন্তু জাপানী শত্রুর আতঙ্ক নিকটতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংগঠনের মধ্যেই যোগ দিয়াছে, হিন্দুসভা প্রভৃতিও আছে। নেতারা যখন নিরপেক্ষতার ভাণে জাপানী ও ইংরাজের মধ্যে দর কসাকসি করিতেছেন তখন ফ্যাশিষ্ট দস্যুর ভয়াবহ আতঙ্ক জনসাধারণ নিজেদের জীবন দিয়া অনুভব করিতেছে, তাই তাহারা ভেদাভেদ ভুলিয়া শত্রুকে রুখিবার কাজে নিকটতর হইতেছে। জনসাধারণের এই বাস্তব দৃষ্টিই ঐক্যকে গড়িয়া তুলিবে, যে সব নেতা প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাহাদিগকেও ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া নিবে। ২৮।৬।৪২

২নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা | বুধবার, ৮ই জুলাই, ১৯৪২ ; ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৯ | প্রতি সংখ্যা এক আনা, বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

চীনের প্রতিজ্ঞা আমাদেরও

চীনের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই স্মরণীয় দিন।

তার অনেক দিন আগে চীনের উপরে জাপানা ডাকাতদের হামলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু চীন জাতির মধ্যে তখন ঐক্য নেই। ধনিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে চীনের নেতা চিয়াং কাইশেক তখন চীনের চাষী-মজুর ও নেতাদের নেতা কমিউনিষ্ট পার্টিকে আক্রমণ করতেই ব্যস্ত, তার জন্যে বিদেশী শত্রুদের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেই চলেছেন। যখন দেশের গরীবদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর তিনি চালাচ্ছেন তলোয়ারের চোট, তখন বিদেশী দুশমনদের তিনি শান্ত করবার চেষ্টা করছেন আপোষ আলোচনা ও পরাজয় স্বীকারের পথে। চীন জাতির মধ্যে এই ঘরোয়া ঝগড়া আর আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এই আপোষের মনোভাব জাপানীকেই শক্তিশালী করছে, জাপান বিনা বাধায় চীনের একটার পর আর একটা প্রদেশকে গোলামির শিকলে বাঁধছে।

প্রাচীর ঘেরা ওয়ানপিং শহরের সামনে হাজার বছরের পুরাণো শ্বেত পাথরের পুল। জাপানী সৈন্যদল চীনের স্বর্ণভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে এসে সেই পুলের সামনে কুচকাওয়াজ করছে। নতুন জায়গা দখল করার আগে প্রত্যেক বারই তারা একটা না একটা বাহানা তুলেছে। তেম্‌নি ৭ই জুলাই তারা বাহানা তুলল যে তাদের একজন সৈন্যকে নাকি ওয়ানপিং শহরের চীনা সৈন্যরা ধরে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আসলে সে সৈন্যটী তখন আমোদ করতে গিয়েছিল বেশ্যালয়ে, দু ঘণ্টা পরেই সে নিজের দলে ফিরে আসে। কিন্তু বাহানা বাহা নাই, সত্যের তাতে দরকার কি? তারা দাবী করল ওয়ানপিংয়ের চীনা সৈন্যদলকে জাপানীদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং শহর জাপানীদের দখল করতে দিতে হবে।

এ পর্য্যন্ত ঘটনায় কোন নতুনত্ব নেই। জাপানীরা চীনের বহু জায়গায় আগে এরকম দাবী করেছে এবং চিয়াং কাই শেক গবর্ণমেণ্ট ও তার ফৌজ তাদের দাবী মেনে নিয়েছে। কিন্তু নতুনত্ব হ'ল এইখানেই যে ওয়ানপিংয়ের চীনা ফৌজ নীরবে তাদের দাবী মেনে নিল না। জাপানীরা নতুন সৈন্য আনাল, কামান আনাল, শহরে গোলা দাগতে আরম্ভ করল। চীনা সৈন্যেরাও তাদের বড় বড় তলোয়ার হাতে শহর প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে নগর রক্ষার জন্যে প্রাণ দিতে লাগল।

ওয়ানপিংয়ের দরজায় এসে জাপানী ডাকাতের দল চীনা সরকারী কর্ম্মচারীর আপোষের মিষ্টি ভাষায় এবার আর আপ্যায়িত হ'ল না। চীনা ফৌজের সাধারণ সৈনিকের ধারালো তলোয়ারের ঘায়ে তারা জবাব পেল। কূটনীতির জবাব এ নয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের সাধারণ মানুষের ঐক্য বদ্ধ জবাবের এ হ'ল সূচনা।

অপ্রস্তুত চীন সূচনাতেই জাপানীকে ঠেকাতে পারে নি, পরাজয়ের পর পরাজয় তারা সয়েছে, জাপানীকে রুখবার লড়াই আজও তাদের শেষ হয়নি কিন্তু আঘাতের বেদনায় বিবর্ণ চীন বিদেশী আক্রমণের গরলের মধ্যে থেকেই তাদের একতার অমৃত সঞ্চয় করেছে। ধনিক স্বার্থ এবং ব্রিটিশ মার্কিণ বণিক স্বার্থের চাপে তার ভিতরকার ঐক্যের মধ্যেই মাঝে মাঝে অনেক কঠিন আঘাত এসেছে। কিন্তু দেশবাসীর অটল স্বদেশপ্রেম তার ঐক্যকে করেছে মৃত্যুঞ্জয়ী, তার দুর্ব্বল হাতে এনে দিয়েছে অসীম শক্তি, তার প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞাকে করেছে দুর্বার। তাই বিরাট শক্তিমান ব্রিটিশ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদও আজ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে চীন আজ অম্লান গৌরবে পাঁচ বছর ধরে জাপানকে প্রতিরোধ করছে।

এই প্রতিরোধ আমাদেরও প্রতিজ্ঞা। আজ ৭ই জুলাই ঐক্যবদ্ধ চীন জাতিকে, আর তার দেশরক্ষার সংগ্রামকে আমরা অভিনন্দিত করি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি—হে চীনের ভাই-বোনেরা, ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী এই বিশ্বযুদ্ধে আমরা তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের উদাহরণ নিয়ে আমাদের ঐক্যও আমরা গড়ব, জাপানকে রুখব, ফ্যাশিজমকে নিকাশ করব!

যুদ্ধের গতি

সেবাস্তোপোলের শিক্ষা

লালফৌজ সেবাস্তোপোল ত্যাগ করিয়াছে। আগুন, ছাই, পোড়ামাটি ও বিধ্বস্ত নগরীর মাঝে হিটলারী ফৌজ প্রবেশ করিয়াছে। এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ নয়, সুদীর্ঘ আট মাস ধরিয়া সেবাস্তোপোল অবরোধ করিয়া জার্ম্মাণবাহিনী ইহার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। ৫ লাখ সৈন্য, অসংখ্য ট্যাঙ্ক, বিরাট কামানের অবিরাম গোলা বর্ষণও অনবরত শত শত হাওয়াই জাহাজের বোমা ফেলিয়া জার্ম্মাণফৌজ সেবাস্তোপোলের প্রতিটি জমিখণ্ড, প্রতিটি ঘরবাড়ী ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ২১শে মে পর্য্যন্ত দিনে ১০।১২ বার করিয়া হাওয়াই আক্রমণ চলিয়াছে কিন্তু তার পর হইতে শুরু হয় বন্যার স্রোতের মত হাওয়াই বোমা বর্ষণ। হাওয়াই আক্রমণের হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ধ্বনি করিবারও আর দরকার হইত না এমন দীর্ঘ সময় ধরিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চলে। রাশিয়ার যুদ্ধে এত দীর্ঘ সময় সাংঘাতিক বিমান আক্রমণ এই প্রথম।

অবরুদ্ধ নগরীতে আট মাসের এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মাঝে সেবাস্তোপোলের বীর জনসাধারণ ও লালফৌজ যে অদ্ভুত সাহস দেখাইয়াছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা খুব কমই মিলে। প্রতি কাঠা জমি, প্রতিটি সড়ক, নগরীর প্রতিটি অংশের জন্য তাহারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া লড়িয়াছে। বিনা যুদ্ধে এক কাঠা জমিও ছাড়িব না—এই ছিল তাদের পণ। ঢেউয়ের পর ঢেউ জার্ম্মাণ ফৌজ আসিয়াছে, সমস্ত রিজার্ভ সৈন্য, ইতালীয়-হাঙ্গারীয় সৈন্য তাহারা এই যুদ্ধে নামাইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত লালফৌজের পাঁচ গুণ জার্ম্মাণ সৈন্য সেবাস্তোপোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া তবু লালফৌজ জুঝিয়াছে। সোভিয়েট সরকার সেবাস্তোপোলের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর হাতে বন্দুক আর হাত বোমা দিয়াছে। জনসাধারণ এক হইয়া লালফৌজের সাথে একযোগে নগরীরক্ষায় লড়িয়াছে। দুনিয়ার জনসাধারণকে তাহারা দেখাইয়াছে ফাসিষ্ট-বিরোধী এই জনযুদ্ধে কেমন করিয়া লড়িতে হয়।

অবশেষে যখন নগরীর শেষ দিন ঘনাইয়া আসিল, তখন এই যুদ্ধক্ষেত্রে লালফৌজের প্রধান সেনাপতি উমাসেভ হুকুম দিলেন, যত পার জার্ম্মাণ-ফৌজ মার। সেবাস্তোপোল ছাড়িবার আগে এক লাখ জার্ম্মাণফৌজ ধ্বংস করা চাই। সেনাপতির এ আদেশ সেবাস্তোপোলবাসীরা রাখিয়াছে। আক্রমণের তিনটি বড় ঢেউএ জার্ম্মাণফৌজকে হারাইতে হইয়াছে ১৬ হাজার, ৪৫ হাজার ও ৫০ হাজার সৈন্যকে, মোট এক লাখেরও উপর। ইহা ছাড়া শেষ আঘাতের মাঝে আরও শত শত জার্ম্মাণফৌজ জনবাহিনীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহা ছাড়া হাওয়াই জাহাজ, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, মোটর লরি, গোলা-বারুদ, মাল মসলাও তাহাদের প্রচুর খোয়াইতে হইয়াছে। এই বিরাট মৃতদেহের স্তূপ ও যুদ্ধের হাতিয়ারের এই বিপুল ক্ষতির ভিতর দিয়া জার্ম্মানফৌজকে পোড়া নগরীতে ঢুকিতে হইয়াছে।

সেবাস্তোপোল গিয়াছে কিন্তু সেবাস্তোপোলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই জনযুদ্ধের পথে উজ্জ্বল আলো। দেশে দেশে জনসাধারণের প্রাণে ইহা প্রেরণা জাগাইবে, ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার কাজে উৎসাহ দিবে। সেবাস্তোপোলের ইতিহাস লেখা হইয়াছে রক্ত ও আগুনের অক্ষরে। ফাসিষ্টবিরোধী জনযুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষায় রত জনসাধারণকে পথ দেখাইয়াছে সেবাস্তোপোল। সেবাস্তোপোলের পথই প্রকৃত জনযুদ্ধের পথ, এই শিক্ষাই সেবাস্তোপোল দিয়াছে।

গ্রীষ্ম অভিযান

মরিয়া হিটলারের গ্রীষ্ম অভিযান এইবার পুরা দমে সুরু হইল। কুর্স্ক, বাইলগোরোদ ও ভলচান্স্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণ ফৌজ নূতন করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন বক একবার যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্ত, আবার অন্যপ্রান্তে দ্রুত আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট লাইনের দুর্ব্বল স্থান খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। কুর্স্ক, বাইলগোরোদ ও ভলচান্স্কে তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জার্ম্মানী রিজার্ভ ট্যাঙ্কবাহিনী আমদানী করিতেছে। প্রায় দুই হাজার ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নামান হইয়াছে বা মোতায়েন রাখা হইয়াছে। ডিভিসনের পর ডিভিসন সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে। শত শত বোমারু ও জঙ্গী বিমান পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য করিতেছে।

পাঁচদিন তুমুল যুদ্ধের পর কুর্স্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণ ফৌজ প্রচুর মালমসলা ফেলিয়া রাখিয়া আগের স্থানে পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক-বাহিনী কোন কোন ক্ষেত্রে জার্ম্মাণবাহিনীকে হটাইয়া অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। জার্ম্মানী চাহিয়াছিল হাওয়াই জাহাজে সোভিয়েটের উপর টেক্কা দিতে, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য কুর্স্ক-ভলচান্স্কের সীমান্ত এখনও অস্থায়ী। কোন কোন গ্রাম দিনে চার পাঁচ বার হাত বদল হইতেছে। যুদ্ধের অবস্থা এখনও কঠিন। কিন্তু জার্ম্মানীর ক্ষতি হইতেছে যথেষ্ট। একটি অঞ্চলে ২২ হাজার জার্ম্মাণ মৃতদেহ গুণিতে পারা গিয়াছে, জখমের সংখ্যা হয়তো ইহার ডবল।

তোব্রুকের কৈফিয়ৎ

বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট সভায় তোব্রুক পতনের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ট্যাঙ্ক, হাওয়াই জাহাজ, গোলন্দাজবাহিনী সমস্ত দিক দিয়াই বৃটিশ বাহিনী শত্রুর অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। শত্রুর ৫ খানা ট্যাঙ্কের স্থানে বৃটিশের ছিল ৭ খানা, গোলন্দাজবাহিনী শত্রুর ৫টির স্থানে বৃটিশের ছিল ৯টি। আর বৃটিশের ছিল সব চেয়ে আধুনিক কায়দার ভারী কামান। তোব্রুক পতনের আগের চার্চ্চিল সেনাপতি অচিনলেকের নিকট হইতে যে তার পাইয়াছিলেন তাহাতে বলা হয়, "তোব্রুকে যথেষ্ট রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে, রক্ষা ব্যবস্থা ভাল অবস্থায় আছে, ফৌজের ৯০ দিনের রসদ মজুদ।" তবু মাত্র দুই দিনে তোব্রুকের পতন হইল। লিবিয়ার যুদ্ধ শেষ হইল। মোট ৫০ হাজার বৃটিশ ফৌজ ও প্রচুর যুদ্ধের মাল মসলা খোয়াইতে হইল।

যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাইয়া চার্চ্চিল বলিয়াছেন, ১৩ই জুন পর্য্যন্ত যুদ্ধ সমানে সমানে চলিয়াছে। হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখা দিল ১৩ই জুন। ঐ দিন সকালে বৃটিশের ছিল ৩০০ ট্যাঙ্ক, দিনভর যুদ্ধের পর সন্ধ্যায় ৭০ খানার বেশী ট্যাঙ্ক থাকিল না। ২৩০ খানা ট্যাঙ্কই একদিনে খোয়াইতে হইল, অথচ সে পরিমাণে শত্রুর বিশেষ ক্ষতি হইল না। ফলে রোমেলবাহিনী এই দিন হইতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু কেন এমন হইল? উত্তরে চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "সে দিনের যুদ্ধে কি হইয়াছিল আমি জানি না। সাংঘাতিক বিপাক ও যুদ্ধের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাচক্রই ইহার জন্য দায়ী কি না সভা তাহার বিচার করিবেন। দৈব দুর্ব্বিপাক ও ঘটনা-চক্রের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া চার্চ্চিল নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইবে না। গলদ কোথায় তাহা আজ পরিষ্কার স্বীকার করিয়া তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও সে আমলের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি লইয়া যে ফাসিষ্টবিরোধী জনযুদ্ধে জেতা যায় না—এই সত্য আজ সুস্পষ্ট। তোব্রুক ও লিবিয়ার ইতিহাস তাহারই উদাহরণ।

মিশরের যুদ্ধ

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের ৭০ মাইল পশ্চিমে এল আলামেনে রোমেল বাহিনী বৃটিশ ফৌজের উপর প্রবল আক্রমন চালাইয়াছে। সমুদ্র ও পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী ৪০ মাইল লম্বা বোতলাকৃতি অঞ্চলে এই বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে। রোমেলের উদ্দেশ্য বোতলের এই গলা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়া। ৪।৫ দিন যুদ্ধের পর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই. বৃটিশ ফৌজ প্রাণপণে বাধা দিতেছে। আক্রমণের ঝাঁজ এখনও রোমেলেরই হাতে। কামানের দিক দিয়া জার্ম্মানফৌজ শক্তিশালী। তাহা সত্বেও বৃটীশ ফৌজের আক্রমণে কতকগুলি শত্রুর ট্যাঙ্ক ঘায়েল হয়, ৪০টি কামান দখল করা হয় ও কয়েক শত শত্রু ফৌজ বন্দী করা হয়। এখনও অবস্থা খুবই সঙ্গীন এবং ২।১ দিনের ভিতরই চরম মীমাংসা হইয়া যাইবে। ওদিকে মিশর মন্ত্রীসভা এখনও নিরপেক্ষ। ফাসিষ্টদের ধাপ্পাবাজী বেতারের প্রচার খুব চলিতেছে। মিশরের সৈনিকেরা নাকি লড়িতে চাহিতেছে। কিন্তু সমস্ত জাতি তাহা চায় না। মিশরীয় জনগণকে এই জনযুদ্ধে নামাইবার কি চেষ্টা হইতেছে? ৫।৭।৪২

সম্পাদকীয়

কমিউনিষ্টরা ও আমলাতন্ত্র

বাংলা সরকার সম্প্রতি মুক্ত কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে একটী প্রেস-নোট বাহির করিয়াছেন। ঐ প্রেস নোট হইতে সাধারণের মনে কি ধারণা জন্মিতে পারে, তাহার নমুনা ঐ একই দিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সংবাদটীর অনুবাদ এবং তারপরের দিন 'যুগান্তরের' সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে আন্দাজ করা যায়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১লা জুন লিখিতেছেন, "যাঁহাদের সম্পর্কে এই আদেশ (অর্থাৎ মুক্তির আদেশ—জঃ সঃ) দেওয়া হইতেছে, জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের যে উদ্দেশ্য, ঠিক সেই উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই তাঁহারা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাহিয়াছেন অথবা তাঁহাদের পক্ষ হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি **এই সর্ত্তে** আদেশ জারী করা হইতেছে যে, তাহারা ইহার ফলে উপকৃত হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতা পূর্ণ সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবেন।......"

'যুগান্তর' পত্রিকা ২রা জুন সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "কম্যুনিষ্টদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লইবার বা তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা (কম্যুনিষ্টরা) "পূর্ণভাবে" "প্রকাশ্যভাবে" এবং "বিনাসর্ত্তে" গবর্ণমেণ্টকে সমর পরিচালনায় সাহায্য করিবেন, **এই চুক্তিতেই** তাঁহাদের মুক্তির সুযোগ দেওয়া হইতেছে..."

"সর্ত্ত" ও "চুক্তি" কথা দুইটীর প্রয়োগ হইতে সাধারণভাবে ইহাই বুঝা যায় যে কম্যুনিষ্টরা জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন এই সর্ত্তেই মুক্তি পাইয়াছেন। মুক্তি পাইবার পুর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে বা তাঁহাদের মুখপাত্রদের সঙ্গে এই মর্ম্মে চুক্তিও হইয়াছে।

আমরা বলিতে পারি যে কম্যুনিষ্টরা এরূপ কোনও সর্ত্ত করিয়া বা চুক্তি করিয়া মুক্তিলাভ করেন নাই। গত সাত আট মাস ধরিয়া ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্টরা ফাসিষ্ট আক্রমণ রুখিবার জন্য সকল ফাসিবাদবিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া আসিতেছেন। শতসহস্র সভামণ্ডপ হইতে সরকারের কারাগারে বন্দী ও আটক শত শত ফাসিবাদবিরোধী বন্দীদের মুক্তির জন্য দাবী উঠিয়াছে। জেলের ভিতরে ও বাহিরে কম্যুনিষ্টগণ এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারও ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন বলিয়া দাবী করেন, তাই তাঁহার কাছে জনসাধারণের পক্ষ হইতে কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য দাবী করা হইয়াছে। জেলের ভিতরকার বন্দীগণ ফাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিবার জন্য মুক্তির দাবী করিয়াছেন।

আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি যেখানে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের কারাগারে বন্ধ রাখিয়া ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামেরই ক্ষতি করিয়াছে বা করিতেছে, সেখানেই কমিউনিষ্টরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং বন্দীদের মুক্তি দিলে কিরূপে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর হইতে পারে সেকথা সরকারের কাছেও উপস্থিত করিয়াছে, দেশবাসীর কাছেও উপস্থিত করিয়াছে। জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট নামে আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের লম্বা-চওড়া আওয়াজ সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের কোন আগ্রহ নাই, তাহারা উহার সহিত কোন সম্বন্ধও রাখে না। কমিউনিষ্টরা যুদ্ধকে সরকারের চোখে নয়, জনগণের দৃষ্টি দিয়া বিচার করে এবং যেখানে সরকারী যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিলে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম বলশালী হয়, জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, জাপানী প্রতিরোধ দৃঢ়তর হয় সেখানে তাহারা নিঃসঙ্কোচে জনগণকে সেই প্রচেষ্টার মধ্যে লইয়া আসে। আবার যদি কোন প্রচেষ্টা গণ-স্বার্থের পরিপন্থী হয়, কমিউনিষ্টরা নির্ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এবং ইহা বিচার করিবার ভারও কমিউনিষ্টরা নিজেদের হাতেই রাখে, কাহারও সহিত কোন চুক্তি করিয়া তাহারা জেল হইতে বাহির হয় নাই, হইবেও না।

যে আমলাতন্ত্রের অনেকেই আজও পুরাতন নীতিরই জের টানিয়া চলিতেছে তাহাদের কাছে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন রকম সহযোগিতা করা মানেই তাহাদের ভাড়াটিয়ার কাজ করা—যেমন রায়বাদীরা করিতেছে। আমরা কিন্তু জানি যে সরকারের ভাড়াটিয়ারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও দেশের লোককে জনযুদ্ধের কাজে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করিতে পারে না। সরকারী লরীতে মাগনা-পাওয়া লাউডস্পাকার লইয়া কোনও কোনও রাজনীতিক দলকে প্রচার করিতে দেখিয়াছি এবং লক্ষ্য করিয়াছি তাহাদের রাজনীতিক সুর কিরূপে নামিয়াছে ও জনসাধারণ কিরূপে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

আমলাতন্ত্রকে আমরা একথা পরিষ্কারই বলিয়াছি এবং আজও বলিতেছি যে কমিউনিষ্টরা ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম করিতেছে আমলাতন্ত্রের স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে। আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা বা হুমকি কিছুরই তাহারা পরোয়া করে না, নির্ভীকভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম করিয়া যায়। এবং তাহা করে বলিয়াই যেখানে সরকারী বা রায়বাদী প্রচার যুদ্ধ সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে খুব সামান্য উৎসাহই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে সেখানে কমিউনিষ্টরা অভূতপূর্ব্বভাবে জনগণকে যুদ্ধের স্বপক্ষে সক্রিয় করিতে পারিয়াছে।

বৃটীশ সরকার বর্ত্তমান যুদ্ধে ফাসিবাদ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ যুবকগণ এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বিভিন্ন ফ্রণ্টে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেছে। ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দাঁতে দাঁত চাপিয়া পরিশ্রম করিতেছে। তবুও ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর মধ্যে গোলমালের মনোভাব ও কারিকুরী যে নাই তাহা নহে। লিবিয়ার পরাজয়ের উপর তর্কবিতর্কে বিলাতের পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে কিছু কিছু নালিশের ইঙ্গিত আছে। ভারত সরকারও এই যুদ্ধে চক্রশক্তির পরাজয়ে বদ্ধপরিকর। তবুও লড়াই চালাইবার নীতি লইয়া ভারত সরকারের মধ্যেও মতভেদ আছে। কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মুক্তি আজিকার দিনে যুদ্ধ জয়ের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তবুও শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট নেতারা আজও জেলে, তবু আজও ফাসিবাদ-বিরোধী সভা ও শোভাযাত্রার উপরও নিষেধাজ্ঞা আছে, তবু আজও যুদ্ধজয়ের উপযোগী কর্ম্মপদ্ধতির কথা জোর দিয়া বলিলে অনেক জায়গায় কর্ত্তৃ-পক্ষের ক্রোধের সঞ্চার হয়। ভারত সরকারের নীতি তবু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনের দিক দিয়া যতখানি অগ্রসর, বাংলা সরকার তাহাও নহে। এখানে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা সামনেই আছে, এবারে বহুস্থানে সোভিয়েট দিবস পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রকোপ আবার নূতন করিয়া বাড়িয়াছে। বাংলা সরকারের ব্যবহারে আজও অতীতের প্রকোপই বেশী, পুরাণো দমননীতির জের আজও চলিতেছে, জনযুদ্ধের যুগেও গণআন্দোলনের সম্বন্ধে ভুতের ভয় বুরোক্রাসীকে আতঙ্কিত করিতেছে।

কিন্তু পুরাতনের জের টানিবার আর সময় নাই। নাৎসীবাহিনী লিবিয়া দখল করিয়া মিশরের স্বর্ণভূমির উপর দিয়া আগাইতেছে। সেবাষ্টপুলের গৌরবময় প্রতিরোধের পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। জাপানী দস্যুরা ব্রহ্ম দখল করিয়া চীনের জনগণের উপর আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। আজ হুমকির জোরেই কাজ চালাইব ভাবিলে ফ্যাশিজমেরই সাহায্য হইবে। আজ সরকারের শাসকপরিবার হইতে পুরাণো আমলাতন্ত্রী মনোভাবকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। আজ দেশের সকল স্তর হইতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকলরকমেরই পঞ্চমবাহিনীর মুখোস খুলিয়া দিতে হইবে। আজ চুপ চাপ বসিয়া থাকিবার সময় নাই, যাহা হইতেছে তাহা যথেষ্ট মনে করিলেও চলিবে না, কারণ বিভিন্ন রণক্ষেত্রের পরাজয় হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। সময় অল্প, কাজ অনেক। সমগ্র দেশবাসীকে জনযুদ্ধের কাজে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। সমগ্র দেশবাসীকে এক সম্মিলিত বাহিনী হিসাবে সংগঠিত করিতে হইবে। সমগ্র দেশবাসীকে একত্র করিয়া ফাসিবাদী দস্যুর আক্রমণকে বজ্রপ্রহারে ধ্বংস করিতে হইবে।

তাই চাই সকল ফাসিবাদবিরোধীদের মুক্তি, তাই চাই সকল ফাসিবাদ-বিরোধীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট বন্দীদের আশু মুক্তি। আজও নিষেধাজ্ঞা ও ওয়ারেণ্টের জন্য বহু কম্যুনিষ্ট নেতা গোপনে অবস্থান করিতেছেন, আজও অন্তরীণ হইয়া ও নিষেধাজ্ঞায় জর্জর হইয়া শত শত কম্যুনিষ্ট কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিতেছেন না, আজও সভাসমিতি শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞার জন্য ফাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে জনগণকে বিপুলভাবে নামান যাইতেছে না। রুশিয়া, চীন ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে ফাসিবাদবিরোধী শহীদদের প্রাণদান আমরা বিফল হইতে দিব না। শুধু আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়া মুক্তি আসিবে না। উহার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে মুক্তি আন্দোলনকে এত ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে একজনও ফাসিবাদবিরোধী যেন কারাগারে না থাকে এবং বাহিরে ফাসিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের উপর একটীও নিষেধাজ্ঞা না থাকে। আগামী ১৪ই জুলাই এন্, এম্, জোশীর আবেদন মত দেশময় সভা শোভাযাত্রা করিয়া আমরা এই আওয়াজই তুলিব, সকল ফাসিবাদবিরোধী বন্দীদের মুক্তি এখনি চাই, সভা মিছিলের অবাধ অধিকার চাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃ[illegible]সম্মেলনের আহ্বান

নানাজেলার নান[illegible]চট্টগ্রামের জবাব

(বি[illegible]ষ)

সম্মেলনের একটা দিক আছে, আমাদের মতো লেখকদের কাছে যার আবেদন খুব বেশী। সেটা হোচ্ছে উৎসব ও আড়ম্বরের দিক। হাজার হাজার কৃষকের সমাবেশ, ড্রাম ও বিউগলের বাজনা, গান ও নানা রকমের আওয়াজ, কর্ম্মী ও নেতাদের মিলন, দলবেঁধে খাওয়া এবং সারবেঁধে ঘুম—মনে হয় যেন একই তীর্থের সহযাত্রী সব, কয়েকদিনের জন্যে পথের মধ্যে মিলিত হয়েছি। এবারে ডোমারে (রংপুর) যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয়েছিল তাতে এসবই ছিল, ছিল না শুধু আগেকার মতো মানসিক অবস্থা। তাই সম্মেলনের বাইরের শোভাটার দিকে ভারাক্রান্ত মন বেশী ঝুঁকতে চায়নি, ভিতরের প্রত্যেকটি কৃষককর্ম্মীর ও কৃষকের পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের মনের পরিচয় পাবার জন্যে। যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝেছি যে 'দুনিয়ার চাষীমজুর এক হও' আওয়াজ যা এতদিন শুনে এসেছি তা শুধু আওয়াজই নয়, অত্যন্ত সহজ ঐতিহাসিক সত্য। বাংলার কৃষকেরা এ-কথা যে ভালভাবেই বুঝেছে ডোমারে তার প্রমাণ পেয়েছি। কৃষকদের মুখ থেকেই দেশী সরল ভাষায় শুনেছি এ-কথা আজ কতখানি সত্য, বিশেষ কোরে আজ যখন দুনিয়ার চাষী মজুরের চরম পরীক্ষার জন্যে ডাক পড়েছে।

এ-যুদ্ধ বাংলার কৃষকদেরও

২৭শে জুন শনিবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন জেলার কৃষকপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিষয়-নির্বাচনী সভার বৈঠক বসল। বৈঠকে যে মূল নিবন্ধ পাঠ করা হোলো তাতে বলা হোলো জার্ম্মান্ ফ্যাশিষ্টরা কৃষক শ্রমিকের একমাত্র স্বাধীন দেশ সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করার পর এ-যুদ্ধ দুনিয়ার চাষীমজুরের ও জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ কোরে, জাপান যুদ্ধে নামার পর, মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করার পর, চট্টগ্রামে ও আসামে বোমা ফেলার পর, এবং লিবিয়া ও মিশরের যুদ্ধে জার্ম্মান্ ফ্যাশিষ্টদের অগ্রগতির ফলে এ-যুদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। বাংলার কৃষক আজ তাই থিয়েটারের দর্শকের মতো দূর থেকে এ-যুদ্ধের অভিনয় দেখতে পারে না, কারণ তাদেরই কাঁধের উপর দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। বাংলার শতকরা ৮০ জন হোলো চাষী, যারা কুঁড়েঘরে থাকে, হাল চষে' খায়, যাদের মা বোন স্ত্রী ছেলেমেয়ের মতো অসহায় আর কেউ নেই। তাই ক্ষতি হবে তাদেরই বেশী, মরতে হবে তাদেরই বেশী, ঘরবাড়ী পুড়বে তাদেরই বেশী, মেয়েদের উপর অত্যাচার হবে তাদেরই বেশী। এদেশে আর ক'জন ধনিক ও ক'টা জমিদার আছে? তাদের মুখ চেয়ে বসে' থাকলে চলবে কেন? মালিক-মহাজন-জমিদার, এদের দলে টেনে নামাতে তো হবেই, একবার নয়, একশ' বার, হাজারবার বলতে হবে, 'দেশকে বাঁচাও, জন্মভূমিকে বাঁচাও'। কিন্তু কারা আগুবাড়িয়ে এই চেষ্টা করবে, এই গুরুদায়িত্ব পালন করবে? বাংলার মজুর ও চাষী, বাংলার জনসাধারণ। বাংলার চাষী জানে তারা একা লড়বে না, তাদেরই সঙ্গে লড়ছে সোভিয়েটের দুর্দ্দান্ত চাষীমজুর, বৃটেন ও আমেরিকার দলবদ্ধ চাষীমজুর, চীনের একরোখা চাষীমজুর। কিসের ভয় তাদের? কিসের ক্ষতি? যারা নিঃস্ব, যারা সর্ব্বস্বান্ত, যারা শোষিত, তারা আবার নূতন কোরে হারাবে কি? এই লড়াইয়ে যদি তাদের জয় হয় তা হোলে তারা একটা জিনিষই হারাতে পারে, এবং সেটা হোচ্ছে তাদের হাতে-পায়ে যে পরাধীনতার শিকল বাঁধা আছে সেই শিকল।

জনযুদ্ধে কৃষকের দাবী

তাই ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের প্রতিরোধ কোরে এ-যুদ্ধে যাতে জয়ী হওয়া যায় তার জন্যে কৃষকদের দাবী হোলো:—(১) জাতীয় ঐক্য; (২) জাতীয় সরকার; (৩) সমবায় ভাণ্ডার ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ; (৪) বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে খাজনা ও ঋণ মুলতুবী রাখা, বিনা খাজনায় নূতন জমি বিলি করা, এবং চাষের জন্যে বীজ ও সারের বিনামূল্যে ব্যবস্থা করা; (৬) জনরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা ফৌজ গড়তে দেওয়া। মোটামুটি এই দাবীগুলিই বাংলার কৃষকেরা এক বাক্যে জানিয়েছে। তারা এও বুঝেছে যে আজ বাংলার প্রত্যেকটী গ্রামকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হোতে হবে। তারজন্যে কুটীর শিল্পগুলিকে আবার নূতন কোরে গড়তে হবে। একটি গ্রামের লোকের যা যা দরকার তা যাতে সেই গ্রাম থেকেই সরবরাহ হোতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি গ্রামের কামারশালাগুলিকেও এমনভাবে গড়তে হবে যাতে প্রকৃত আক্রমণের পর সেগুলিকে ছোট ছোট অস্ত্র তৈরীর কেন্দ্র করা যায় গ্রামের গেরিলাযোদ্ধাদের জন্যে। গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা সমিতির কাজ হবে স্থানীয় জমিদার-মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে বিরোধগুলি মিটিয়ে দেওয়া, যাতে কোনো একটা বড়ো রকমের সংঘর্ষ বেঁধে গিয়ে ঘরের ও বাইরের শত্রুর পথ সহজ না হয়ে যায়। এ-ছাড়া সেনাবিভাগের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া এবং জনরক্ষা ফৌজ গঠন করাও হবে জনরক্ষা সমিতির কাজ।

ফ্যাশিষ্টদস্যু আগে, জমিদার পরে

এই সব দাবীদাওয়ার বিবরণ দেওয়ার পর আলোচনা আরম্ভ হোলো। বগুড়ার একজন প্রতিনিধি বেশ জোর গলায় বললেন যে, কৃষক সম্মেলনে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জমিদারী-প্রথার ধ্বংসের জন্যে নূতন কোরে সংকল্প গ্রহণ করা। যে-কোনো অবস্থাতেই হোক্, আমাদের অর্থাৎ কৃষকদের সংগ্রামের লক্ষ্য হবে জমিদারী-প্রথা ধ্বংস করা। বৃটিশ থাক বা জাপানী আসুক, যাই হোক না কেন, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণ কৃষকরা এক মুহূর্ত্তও ভুলবে না, তাদের আগে ধ্বংস করা দরকার। বগুড়ার কমরেডটি এতদূর চটে গিয়েছিলেন যে অন্যান্য প্রতিনিধিরা যে কৃষকদেরই প্রতিনিধি সে কথা ভুলে গিয়ে তিনি বললেন, "আপনারা ভুলতে পারেন, কিন্তু আমরা চাষীরা জমিদার-মহাজনদের ভুলতে পারি না।" যশোহর ও খুলনার দু'জন বন্ধু উঠে বলেন, "এখানে সকলে[illegible] আপনার কম্‌রেড, জমিদার-মহাজন কেউ নেই[illegible]" এবং এতে তিনি তাঁর হঠোক্তির জন্যে দুঃখ প্রকা[illegible] করেন। যাই হোক্, সমস্যাটি বুঝিয়ে দিলে[illegible] কম্‌রেড প্রেসিডেণ্ট। জমিদারী-প্রথার চাইতে[illegible] জাপানী ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণের সমস্যা আজ অনে[illegible] বেশী গুরুতর ও জরুরী। ফ্যাশিষ্টরা যদি আ[illegible] এ-দেশ দখল করতে পারে তা হোলে জরাজীর্ণ এ[illegible] জমিদারী-প্রথাকে তারা আবার নূতনভাবে শ[illegible] কোরে কায়েম করবে, যেমন করেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্য[illegible] বাদ দেড় শতাব্দী আগে। কৃষকরা জমিদার[illegible] মহাজনদের ভোলেনি, আজও তারা যা আদায় ক[illegible] একান্ত দরকার তা আদায়ও করবে, কিন্তু জমিদারী[illegible] প্রথা উচ্ছেদ করার জন্যে আজই একটা বিরাট[illegible] আন্দোলন তারা সুরু করবে না, কারণ তাতে আ[illegible] জাতীয় একতার ভিত্তি শিথিল হবে, প্রতিরোধে[illegible] শক্তি দুর্ব্বল হবে এবং শত্রুর তাতে সুবিধা হবে[illegible] সেই গৃহবিরোধের সুযোগ নিয়ে শত্রু অন্দরমহলে[illegible] ঢুকে বসে থাকবে, যেমন প্রথম ঢুকেছিল চীনে[illegible] পাচটি প্রদেশে। আজ যদি কৃষকরা এক হ[illegible] প্রতিরোধ করতে পারে শত্রুকে, তাহোলে লক্ষ লক্ষ[illegible] কৃষকের সেই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্যে কয়েকটা[illegible] জমিদার ও পুরাণো জমিদারী-প্রথা যে কোথা[illegible] মিলিয়ে যাবে তার ঠিকানা থাকবে না।

বগুড়ার বন্ধুটি বোধ হয় বুঝেছিলেন। কার[illegible] তিনি আর কোনো প্রশ্ন করেন নি। তারপর[illegible] নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের পাকিস্থান প্রস্তাব[illegible] সমর্থন করা হয় এবং হোম গার্ড সম্বন্ধে বিতর্ক হয়[illegible] সভার কাজ পরদিন সকাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

পরদিন সকালে সভার কাজ আরম্ভ হোলো[illegible] প্রথমে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কম্‌রেড রণধীর দাসগু[illegible] (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ভূতপূর্ব্ব আসামী) তাঁর জেলার সাধারণ অবস্থা ও কাজকর্ম্মের বিবর[illegible] দিলেন। সুন্দর ছবির মতো জাপানী বোমা-বিধ্বস্ত[illegible] চট্টগ্রাম চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দেখলাম[illegible] সব জেলার প্রতিনিধিরা তন্ময় হয়ে শুনছেন[illegible] অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের রিপোর্ট শুনলাম[illegible] সর্ব্বত্রই জনরক্ষা সমিতি ও ফৌজ গঠন করা হোচ্ছে[illegible] কিন্তু সমস্যা প্রায় সব জেলারই এক। মুস্লিম লী[illegible] ও কংগ্রেসের অসহযোগিতা, মহকুমা হাকিম ও[illegible] জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের শাসানি ও বিরোধিতা স[illegible] জেলাতেই এখনও যথেষ্ট রয়েছে। মনে হোলো[illegible] সকলেই যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বিশে[illegible] কোরে নির্ব্বুদ্ধি আমলাতন্ত্রের একগুঁয়েমির জন্যে[illegible] অবশ্য বিশ্বাস তাঁদের আছে, তবুও যেন একটু[illegible] হতাশার ভাব নজরে পড়ল। কি আর করা যা[illegible] এদের নিয়ে, এই উন্মাদ সিভিলিয়ানগোষ্ঠীকে নিয়ে[illegible]রেট লোহার মাথার উপর সোনার হ্যাট্ পরে' [illegible]দের কর্ত্তৃত্ব করার সখ এখনও মিটল না। [illegible]শের চেয়ে সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্ছে কঞ্চি দড়ো।

[illegible] এর মধ্যে 'লাল পতাকা' উত্তোলনের জন্যে [illegible]মাদের ডাক পড়ল। কম্‌রেড গোপেন চক্রবর্ত্তী [illegible]াকা তুললেন। জলপাইগুড়ীর স্কুলের ছোট [illegible]ট ছাত্ররা ড্রাম ও বিউগল্ বাজিয়ে অভিনন্দন [illegible]লান। হঠাৎ মনে হোলো যেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible]ড়িয়ে আছি। আকাশে ঘন মেঘ জমেছে।

তারপর আবার আমাদের বিষয়-নির্ব্বাচনী [illegible]র বৈঠক বসল। বৈঠকে রিপোর্ট শুনতে [illegible]তে ভাবছিলাম চট্টগ্রামের কথা। মনে হচ্ছিল [illegible] সব জেলার সব সমস্যা ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছে [illegible]গ্রাম।

[illegible]ট্টগ্রামের জবাব

এ-যুদ্ধের পরিচয় চট্টগ্রাম পেয়েছে, তার বীভৎস [illegible]টাও দেখেছে। ঝল্‌সানো মানুষ, মৃত মানুষ, [illegible]লাঙ্গ মানুষের স্তূপ তারা দেখেছে, আর্ত্তনাদ [illegible] শুনেছে। প্রথমে সকলে হকচকিয়ে গিয়েছিল, [illegible] চমকটা কয়েকদিনেই কেটে গেল এবং ভয়ও [illegible] হোলো আমাদের কর্ম্মীদের নির্ভীক চেষ্টায়। [illegible]ামের ইতিহাস ভয়ের ইতিহাস নয়, জয়ের [illegible]হাস, বীরত্বের ইতিহাস। বাংলার বীর নেতা [illegible]াম। যারা সহর ছেড়ে গিয়েছিল আবার তারা [illegible] ফিরে এল, বললে, 'যাব কোথায়, বাপচোদ্দ-[illegible]ষের ভিটে কেন ছাড়ব? থাকব এখানে, [illegible] জাপ-দস্যুদের।' জনসাধারণের একতাবদ্ধ [illegible]র চাপে পুলিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট্ ও জেলা [illegible]জিষ্ট্রেট আলাদা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জনরক্ষা ফৌজ [illegible] অনুমোদন করলেন এবং বললেন, আত্মরক্ষার [illegible]সমিতির জন্যে কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। [illegible]তাই নয়, আরও অনেক ব্যাপার ঘটল যা আগে [illegible]া করা যায়নি। একবার একটা জোর গুজব [illegible] যে মগরা (আরকানিজ্) আসছে চট্টগ্রামে। [illegible] সঙ্গে এপারের পাতিয়া, পরাইকোরা, ধলঘাট, [illegible]হাজারী প্রভৃতি গ্রাম থেকে প্রায় ৪০০০ লোক [illegible]য়ে এল ঘর থেকে, খোন্তা-কুড়ুল-দা যার যা [illegible] তাই নিয়ে। মেয়েরাও ঘরে বসে থাকেনি। [illegible] সেই সব গ্রামের জমিদারদের গৃহের সামনে [illegible] হাজার হাজার গলা থেকে জোর আওয়াজ [illegible]া, 'বন্দুক দাও, বন্দুক চাই'—তখন জমিদাররা [illegible]র বন্দুকও বার কোরে তাদের হাতে দিলেন। [illegible]া কোরে নয়, প্রাণের দায়ে, বাঁচার জন্যে। [illegible]ার বুঝলেন, কেউ যদি তাঁকে বাঁচাতে পারে [illegible]রাই পারবে, তারাই ভরসা। কোথায় রইল [illegible]ারী, আর বকেয়া খাজনা? জমিদারের চোখের সামনে তখন শুধু অসংখ্য বেয়নেট, বোমারু বিমান, কামান-বন্দুক এবং ক্ষিপ্ত, সংঘবদ্ধ জনতা, তাদের উদ্যত লাঠি ও হাতিয়ার।

এমন একটা দৃষ্টান্ত নয়, আরও আছে। মগু ও কক্সবাজারের মধ্যে একটা জায়গায় আদালত উঠে গেল। কৃষকেরা নিরুপায় হয়ে খাজনা বন্ধ করলে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ মেটাবার জন্যে তারা নিজেরাই 'পিপ্‌লস্ কোর্ট' (জনসাধারণের আদালত) স্থাপন করল। জমিদার বেগতিক দেখে তাদের বললেন, "দেখো, তোমরাও বাঁচ, আমাদেরও বাঁচাও, বিপদ তো সকলেরই, কারও একার নয়।" কৃষকরা রাজী হোলো, তারা তাই চাইছিল। সুতরাং কিছুটা খাজনা তারা জমিদারদের দেওয়া সাব্যস্ত করল।

বগুড়ার সেই বন্ধুটি এবং আরও অনেক বন্ধুর জবাব দিল চট্টগ্রাম। শুধু জমিদার-মহাজন, হাকিম-ম্যাজিষ্ট্রেটের নয়, আরও অনেক বাধা দূর করছে চট্টগ্রাম। একটা থানার মধ্যে একটি গ্রাম। সমুদ্র কূল থেকে খুব কাছে। জাপানীরা সমুদ্র দিয়ে এসে এইখানেই উঠবে, সকলের ধারণা। তাই সেখানে আজ হিন্দু-মুসলমান্ সমস্যা নেই। মুস্লিম-লীগের কর্ম্মীরা জনরক্ষা সমিতি ও ফৌজ একসঙ্গে গড়ছে। এই জনরক্ষা ফৌজকে ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়েছে। তারা রাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তোলে, বোঝায়, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখায়, বক্তা তৈরী করে। পোষ্টারে ছবি এঁকে কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বুঝিয়ে দেয়। প্রতিরোধের গান গায়, অভিনয় করে এমনকি স্কুলের ছেলেমেয়েদের ক্লাস পর্য্যন্ত করে। সমবায় ভাণ্ডারও তারা গড়ছে, এবং গ্রামটিকে যাতে অন্যের উপর নির্ভর না করতে হয় তারও ব্যবস্থা হোচ্ছে।

অদ্ভুত চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীরা, যাঁরা আজও জেলে আছেন, এবং দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে ব্যাকুল দিন কাটাচ্ছেন, তাঁরা এ-ইতিহাস শুনলে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করবেন। তাঁদের আহ্বান চট্টগ্রাম শুনেছে। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং-এর মতো নির্ভীক যোদ্ধাদের কি চট্টগ্রাম ভুলতে পারে? তাঁরা থাকলে আজ চট্টগ্রামের জনসাধারণ শত্রুর সামনে ইস্পাতের প্রাচীর নিশ্চয়ই গড়ে তুলত। তাই বিপন্ন চট্টগ্রাম, বিপন্ন বাংলা, আজ তাঁদের ফিরিয়ে আনতে চাইছে বন্দীশিবির থেকে।

কৃষক-মজুর-ছাত্র পা মেলাও

২৮শে ও ২৯শে জুন আমাদের সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হোলো বিকালে। ভীষণ বৃষ্টি ও দুর্য্যোগ। পনেরো বিশ হাজার কৃষকের মধ্যে কেউ ফিরে যায়নি। ৪০-৪৫-৬০ মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে, লাঠিতে হাড়িকুড়ি চাল-ডাল বেঁধে কৃষকরা এসেছে, ১০০-২০০-৩০০ কোরে দলে দলে, বদরগঞ্জ, ফুলবাড়ী, ঠাকুরগাঁ, মিরগঞ্জ, নৌহাল্‌সি, রংপুর সদর, বড়ভিটা, সুন্দরদীঘী, রমগঞ্জ, তপধন প্রভৃতি গ্রাম থেকে। 'জাপানকে রুখতে হবে' আওয়াজে ডোমার সরগরম হয়ে উঠল। বিপুল উৎসাহে ছাত্রকর্ম্মীরা দেখলাম সেদিন এক হয়ে মিশে গিয়েছেন কৃষকদের সঙ্গে। অনেক ছাত্র কৃষকদের সঙ্গে নদী সাঁতরে পার হয়ে, পায়ে হেঁটে বহু গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রচার করতে করতে এসেছে, ক্লান্তির কোনো চিহ্নও নেই। মুখে মুখে গ্রাম্য সুরে প্রতিরোধের গান ও আওয়াজ। বক্তৃতা ও প্রস্তাব গৃহীত হোলো দু'দিনের অধিবেশনে, নানা আওয়াজের ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যে। উপরের বর্ষার মেঘ থমকে রইল। বজ্রের আওয়াজকেও ছাপিয়ে গেল হাজার হাজার কণ্ঠের আওয়াজ—**'জাপানকে রুখতে হবে।'**

মুশলধারে বৃষ্টি নামল। চাবুকের মত ঝাপ্‌টা। কমরেড প্রেসিডেণ্ট তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, পাশের টিনের শেডে আশ্রয় নিতে। কেউ গেল, কেউ গেল না। মাঠের মাঝখানে শত শত ছাতির সামিয়ানার তলায় অধিকাংশই দাঁড়িয়ে রইল। আমরা সকলে গান গাইতে আরম্ভ করলাম মঞ্চ থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম আওয়াজও তুলছিলাম। দেখলাম, অনেক প্রবীণ কমরেড নেতার উপরের কাঠিন্য সেদিন খসে' পড়েছে। কেউ নানা রকম মুখভঙ্গী কোরে আওয়াজ তুলছেন, এবং যাঁদের দেখলে সঙ্গীতের সঙ্গে শত্রুতা আছে বোলে মনে হয় তাঁরাও 'রোকে হিন্দুকা জনতা হো' বাংলা সুরে গাইতে আরম্ভ করেছেন। সম্মিলিত জনতার প্রতিরোধের সুর ও আওয়াজে সাময়িক দুর্য্যোগ কেটে গেল। সম্মেলনের কাজ আবার আরম্ভ হোলো। এই শেষ অধিবেশন।

ট্রেনে ফিরছি ২৯শে জুন রাতে। থার্ড ক্লাসের ভিড়ের মধ্যে দলা পাকিয়ে বসে' আছি এক কোণে। বাইরে ঘন কালো মেঘ, ভীষণ বৃষ্টি, ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ, বিদ্যুতের আলো ও আওয়াজ। মনে পড়ছিল আমার কয়েকজন কৃষকের কথা। খাঁটি কৃষকের মুখ থেকে শুনেছি। রংপুর জেলার কৃষক। একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা ভাই, যখন কোন লোক বলে জাপানীরা অত্যাচার করবে না, ভাল খেতে পরতে দেবে, তখন কি তাদের জবাব দাও?" সে বললে, "অত দূর দেশ থেকে তারা আসছে, তাদের মা বোনকে তারা দেশে রেখে এসেছে, কিন্তু খিদে তো আর তারা দেশে রেখে আসেনি ভাই!" খাঁটি চাষীর জবাব। আর একজনকে বললাম, "শুনছ তো ভাই! সৈন্যেরাই ঠেকাতে পারছে না, তোমরা ঠেকাবে কি কোরে?" সে বললে, "তারা তো আর নিজের দেশ ঠেকাচ্ছে না। আমার মতো কয়েক হাজার সৈন্য থাক দেখি, ঐ জাপানীদের ফুটবলের মতো নেদেই নিতাম।"

ট্রেণের কামরায় বাংলার কৃষকের মুখের এই কথা বার বার মনে হচ্ছিল। তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, "তারা তো আর দেশে খিদে রেখে আসেনি" — ফুটবলের মতো জাপানীদের নেদেই নিতাম।"

বাইরের ঝড় বৃষ্টি বজ্র কখন থেমে গেছে জানিনা।

TIGHT BINDING

বাংলার চটকলশ্রমিকদের সংগঠন

অগ্রগামী চটকল শ্রমিক

বাংলার তিন লাখ চটকল শ্রমিক বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের মেরুদণ্ড। যখন চটকল শ্রমিক জাগিয়া উঠে, তখন আবার সারা বাংলার শ্রমিক আন্দোলন আশা-আকাঙ্খায় নূতন জীবন পায়। কেবল শ্রমিক আন্দোলনই যে জীবন পায় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯২০-২১ সালে চটকল শ্রমিক ব্যাপকভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে কলিকাতার লক্ষ লোকের সমাবেশে চটকল শ্রমিকই ছিল সবার আগে। ১৯২০, ১৯২৯ এবং ১৯৩৭ সালে চটকল শ্রমিক তিন তিনবার সাধারণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এবং মিল মালিকদিগকে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিয়াছে। তিন লাখ চটকল শ্রমিক যখন বজ্রমুষ্টি উপরে উঠাইয়া আওয়াজ করে, তখন অত্যাচারী পিছাইয়া যায়, জনগণ সাহস পায়, দেশে রাজনৈতিক জাগরণের বন্যা বহিয়া যায়। আজ জনযুদ্ধের যুগে আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাগরণ আসিতেছে।

দুর্ব্বলতা কোথায়?

চটকল শ্রমিক বারবার বাহাদুরীর সঙ্গে তাহাদের দাবীর জন্য লড়িয়াছে। কিন্তু এতসব লড়ায়ের ফলেও তাহাদের মধ্যে লড়ায়ের যোগ্য হাতিয়ার—মজবুত ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে নাই। চটকল শ্রমিকদের সংগঠনের বাধা অনেকগুলি। এক নম্বর বাধা, চটকলগুলি নদীর দুই ধারে ৪০।৫০ মাইল জুড়িয়া আছে। দু' নম্বর বাধা, চটকল শ্রমিকরা এক ভাষাভাষী বা এক প্রদেশের লোক নয়। তিন নম্বর বাধা, মিল মালিকদের ইউনিয়ন বিরোধিতা ও দমননীতি। সব শেষ বাধা, বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক নেতাদের মধ্যে দূরদৃষ্টি ও সদ্ভাবের অভাব এবং চটকল শ্রমিকদের প্রয়োজনের চাইতে ব্যক্তিগত নেতৃত্বকে বড়ো করিয়া দেখা। এইসব কারণে চটকল শ্রমিকগণ বারবার লড়াই করিলেও তাহাদের মজবুত সংগঠন গড়িয়া উঠে নাই। ১৯২৯ সালের বিখ্যাত বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ১৯২৯-১৯৩৪ সালের দমননীতির আঘাতে কমজোর হইয়া যায় এবং ১৯৩৪ সালে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। এই ১৯৩৪ সালেই সংগঠনহীন ও নেতৃত্বহীন চটকল শ্রমিকরা মালিকদের কাছে ভয়ানকভাবে হারিয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পাওয়া বোনাসের শেষ অংশটুকুও এই সময় কাটা যায়। কিন্তু তবুও চটকল শ্রমিকরা মরে নাই। ১৯৩৭ সালের ভোটে তাহারা মালিক ও সরকারের খয়েরখাঁদের হারাইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সব কয়টী প্রার্থীকেই জয়ী করে। এই ১৯৩৭ সালেই তাহারা সাধারণ ধর্ম্মঘট করে এবং মালিকদের অহঙ্কার ধূলায় মিলাইয়া দেয়। আবার এই ১৯৩৭ সালেই কালকাতার দেশবন্ধু পার্কে লক্ষাধিক শ্রমিকের সমাবেশে তাহারাই ছিল অগ্রণী।

কেন্দ্রীয় সংগঠন চাই

এত বড় জয়, এত বড় বড় সভা ও সমাবেশ সত্ত্বেও এবারও শক্ত কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিল না। এইবার সব চাইতে বড় বাধা হইল নেতাদের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাসের অভাব। চটকল শ্রমিকগণও নেতাদের পাকা ও মজবুত কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গঠনে বাধ্য করিতে পারে নাই। তাই জোরদার স্থানীয় ইউনিয়ন হইয়াছে এবং বহু স্থানীয় ইউনিয়নে পাঁচ দশ হাজার সভ্য হইয়াছে। কিন্তু একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হয় নাই, অপর দিকে তেমনই প্রতি কারখানায় মিল-কমিটি এবং জঙ্গী ও অগ্রণী শ্রমিকদের সংগঠন হয় নাই। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন থাকিলে তবেই তিন লাখ শ্রমিক একটি পলিসি লইয়া একসঙ্গে চলিতে পারে। তবেই তো তাহাদের জোর। অপরদিকে প্রত্যেক কারখানায় ও ডিপার্টমেণ্টে শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত অগ্রণীদের লইয়া মিল কমিটি ও ডিপার্টমেণ্ট কমিটি থাকিলে এবং জঙ্গী শ্রমিকদের সংগঠন থাকিলে তবেই প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকদের রোজকার অভাব-অভিযোগের লড়াই চলিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের পলিসিও চটপট কাজে ফলান যায়।

সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের যুগ

১৯৩৯ সালে লড়াই আসিল, সভা-সমিতি, মিছিল প্রভৃতি করিবার অধিকার প্রায় লোপ পাইল। শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কার চলিতে লাগিল। এই যুগেই জিনিষপত্র মাগ্‌গী হইয়াছে, কিন্তু শ্রমিকগণ উপযুক্ত মাগ্‌গী-ভাতা পায় নাই। অথচ চটকল মালিকরা ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত বেশ লাভ কামাইয়াছে। প্রত্যেক কারখানার ডিপার্টমেণ্টাল কমিটি ও মিল কমিটি এবং জঙ্গী মজুরদের সংগঠন এবং অপরদিকে সকল চটকল শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ও একটি পলিসি না থাকায় এই যুগে চটকল শ্রমিকরা পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে।

জনযুদ্ধে মুনাফালোভী মালিকের বাধা

তারপর সোভিয়েট দেশের উপর নাৎসী জার্ম্মাণীর হাম্‌লা এবং এদিকে জাপানের আক্রমণ সুরু হইয়াছে। জনযুদ্ধের যুগে শ্রমিকদের, বিশেষ করিয়া চটকল শ্রমিকদের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু তবুও চটকল শ্রমিকের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থা বাড়িতেছে, দুর্দ্দশার জন্য তাহারা তত তাড়াতাড়ি জনযুদ্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। জাপানী আক্রমণে বাইরের দরিয়ায় জাহাজ চলাচল এবং চটের চালান বন্ধ হইয়াছে। তাই চটকলের মালিকরা তাঁহাদের ক্ষতির বোঝা পুরাপুরি শ্রমিকদের কাঁধেই চাপাইলেন। লাভের সময় মালিক, লোকসানের ভাগী শ্রমিক—এ নীতি অনেকদিনের পুরাণো নীতি। কিন্তু এ যুগে সে নীতি চলিতে পারে না। চটকল শ্রমিকদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঠেলিয়া দেওয়া চলিতে পারে না। তাহাদিগকে যুদ্ধের পক্ষে আনিয়া জনযুদ্ধের বাহাদুর সৈনিক করিয়া তুলিতে হইবে। তাই তাহারা নিম্নলিখিত দাবী লইয়া আওয়াজ উঠাইতেছে,—

যুদ্ধ জয়ের দাবী

১। শ্রমিক ছাঁটাই চলিবে না, তাঁত বন্ধ ক[…] চলিবে না, পরিশ্রমের ঘণ্টা কমাও

২। ঘণ্টা কমানোর জন্য শ্রমিকদের [...] কমানো চলিবে না

৩। চাকুরী পাকা হওয়া চাই

৪। মিল-কমিটি ও ইউনিয়ন মানিয়া লই[...] হইবে

৫। মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি চাই

৬। রীতিমত এ, আর, পি চাই, পাকা চা[...] দেওয়া আশ্রয়, এ, আর, পি গার্ড, সকলের জন্য শি[...] হাওয়াই জাহাজ মারা কামান

৭। প্রত্যেক কারখানায় ও এলাকায় মজু[...] খাবার চাই

৮। প্রত্যেক মহাল্লায় টিউবওয়েল চাই

৯। কারখানা এলাকায় ইউনিয়নগুলির স[...] পরামর্শ করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা চাই

১০। নিকটবর্ত্তী গ্রামে শ্রমিকলাইনগুলি[...] ছড়াইয়া দিতে হইবে

১১। শ্রমিকদের রক্ষীদলগুলির জন্য লড়াই[...] শিক্ষা ও হাতিয়ার চাই

১২। সকল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শ্রমিক-নেতা[...] রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই এবং সভা-সমি[...] শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার চাই।

জনযুদ্ধের হাতিয়ার সংগঠন

এই সব দাবী কেমন করিয়া আদায় হইবে[...] ইহা আদায়ের জন্য দুইটী জিনিষ দরকার। প্র[...] চাই তিন লাখ চটকল শ্রমিকের নিজেদের মজ[...] সংগঠন। তাহার পর চাই সমগ্র গণতান্ত্রিক জ[...] সাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ। ত[...] সরকারকে দিয়া এমন একটী ব্যাপক আর্থিক প[...] কল্পনা গ্রহণ করানো যাইবে যাহা জনযুদ্ধের সফল[...] জন্য অপরিহার্য্য, যাহা গৃহীত হইলে প্রত্যেক পূর্ণব[...] লোক কাজ পাইবে ও জীবিকার সংস্থান করি[...] পারিবে, যাহা হইলে চটকল শ্রমিকদের দাবী[...] হইবে।

তাই চাই সংগঠন। তিন লাখ চটকল শ্রমিক[...] একটী পলিসি লইয়া একসঙ্গে পা মিলাইয়া চালাই[...] জন্য কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন চাই। প্রত্যেক ছোট এলা[...] কাজের সুবিধার জন্য এক বা একাধিক মিল ল[...] শাখা-ইউনিয়ন চাই। প্রত্যেক মিলে সকল শ্রমি[...] দের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া মিল-কমিটি চা[...] যে মিল-কমিটি এক একটি মিলের বিশেষ অব[...] মধ্যে সকল শ্রমিকের অভাব-অভিযোগের [...] লড়িবে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে সেখানকার প্র[...] দিনের খুঁটিনাটী অভাব-অভিযোগ লইয়া লড়ি[...] জন্য নির্ব্বাচিত ডিপার্টমেণ্টাল কমিটি চাই। প্রত্যে[...] মিল-কমিটির অধীনে ভলাণ্টিয়ার দল চাই। এইভা[...] সমস্ত চটকলের কেন্দ্রীয় সংগঠন হইতে আ[...] করিয়া প্রতিটী কারখানার প্রত্যেক ডিপার্ট[...] পর্য্যন্ত সংগঠন করিতে পারিলে তবেই সত্যিকা[...] জোরদার সংগঠন হইবে, চটকল শ্রমিক ত[...] তাহাদের দাবী আদায় করিতে পারিবে এবং জ[...] যুদ্ধের রাস্তায় জনগণের অগ্রগামী বাহিনী হিসা[...] সকলকে পথ দেখাইতে পারিবে।

আলোচনা

পার্লামেণ্টে অনাস্থা প্রস্তাব

বিলাতের পার্লামেণ্টে লিবিয়ার পরাজয় লইয়া তর্কযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। চার্চিল-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব অনেক ভোটে বাতিল হইয়া গিয়াছে। চার্চিল-গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে সমালোচনায় দুইটী ধারা দেখা যায়। একটী প্রতিক্রিয়ার ধারা। তাহার উদ্দেশ্য, চার্চিল-গভর্ণমেণ্টকে পিছনে টানা; যুদ্ধের প্রতিটী পরাজয়কে নিয়া তাহারা প্রতিক্রিয়াকেই পুষ্ট করিতে চায়। এবারকার অনাস্থা প্রস্তাব তাহাদের তরফ হইতেই আসিয়াছিল। এই দল এমন কথাও এবার তর্ক-বিতর্কে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, রাজবংশের একজন লোককে প্রধান সেনাপতি করা হোক। ইহাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ-জয় বলিয়া মনে হয় না। শাসকশ্রেণীর লোক হইয়াও চার্চিল অনেকটা অগ্রগামী বলিয়া ইহারা চার্চিলের বিরুদ্ধে খাপ্পা। চার্চিলের নীতির আর এক দিক দিয়াও সমালোচনা হইয়া থাকে। সেই দিক হইতেছে জনসাধারণের দিক, যুদ্ধজয়ের দিক। এই দিক হইতে চার্চিলের কাছে দাবী আসে এবং অনুযোগ উঠে তিনি অগ্রগামী বলিয়া নয়, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগামী নন বলিয়াই। যেমন বিলাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন ঠাঁসা করিবার দাবী, উৎপাদনের বিরুদ্ধে ধনীদের সব রকম ফন্দীফিকির বন্ধ করিবার দাবী, নাৎসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী। চার্চিল-সরকার আজও যথেষ্ট অগ্রগামী হন নাই বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা কখন কখন অগ্রগামীর মুখোস পরিয়া তাঁহার নীতির সমালোচনা করে। পার্লামেণ্টের এবারকার তর্কে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বলিতে উঠিয়া বেভান সাহেব বলেন যে, বিলাতের ফৌজে উচ্চপদ দিবার ব্যাপারে উচ্চ-নীচ শ্রেণীর বিচারই হয় মাপকাঠী। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে মাইকেল ডানবারের মতো বীর যিনি দেড়লক্ষ সৈন্য পরিচালনা করিয়া স্পেনের গণতন্ত্রের পক্ষে এব্রোর যুদ্ধে জিতিয়াছিলেন, তিনি ব্রিটিশ-ফৌজে এখনও একজন সার্জেণ্ট মাত্র। উপহাস করিয়া বেভান সাহেব বলিয়াছেন যে সেনাপতি রোমেল ব্রিটিশ-ফৌজে থাকিলে আজও সার্জেণ্ট থাকিয়া যাইত। একথা ঠিক যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি আরও অগ্রগামী হওয়া দরকার, তাহা হইলে সম্মিলিত নীতির জয় আগাইয়া আসিবে এবং হাল্‌ফিল প্রতিক্রিয়াশীলরা অগ্রগামীর মুখোস পরিয়া চার্চিল সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিতও করিতে পারিবে না।

ভারতে প্রতিক্রিয়ার জের

তবু তো বিলাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি অনেক বেশী পরিমাণে জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের ব্যাপারে আজও পর্য্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। আজ সম্মিলিত জাতির পক্ষে সঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর। লিবিয়া দখল করিয়া রোমেলের বাহিনী আলেক্সান্ড্রিয়ার কাছে পৌঁছিয়াছে। আট মাস গৌরবময় প্রতিরোধের পর সেবাস্তোপোলের পতন হইয়াছে, তুরস্ক সরকার জার্ম্মাণীর দিকে কিছুটা বেশী ঝুঁকিয়াছে। আজ মিশর আক্রান্ত হইয়াছে, আরব ও ইরাক অদূর ভবিষ্যতে আক্রান্ত হইবে না, বলা যায় না। এইজন্য ভারতের জনবল ও উৎপাদন লড়াইয়ের জন্য নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিতেছে। অপর দিকে ভারতের উপর জাপানী আক্রমণ কবে যে সুরু হইবে কেহ বলিতে পারে না। জাপানী ফৌজ বর্ম্মায় ওৎ পাতিয়া আছে।

তাই ভারতে এই সময়ে এমন সরকার চাই, যার উপর দেশবাসী সকলের বিশ্বাস হইবে, যার ডাকে দেশবাসী একমন-একপ্রাণ হইয়া জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং মরণপণ করিয়াও ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। অর্থাৎ এই সময়ে দেশরক্ষার জন্য দেশবাসীর আস্থাভাজন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। এই কথা বুঝিয়াই বিলাতের গ্লাসগো অঞ্চলের শ্রমিকসঙ্ঘ ভারত সচিব আমেরীর কাছে অনুরোধ জানান যে, ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পুনরায় কথা চালানো হোক। আমেরী সাহেব তাহাতে জবাব দেন যে, ভারতীয় নেতাদের যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা হইলে বড়লাট সাহেব তাহা শুনিবার জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত! পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য গর্ডন ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করেন যে গভর্ণমেণ্ট নিজেরা কিছু চেষ্টা করিতেছেন কিনা, তখন আমেরী সাহেব জবাব দেন যে তাঁহারা কিছুই করিতেছেন না।

বড়লাটের নূতন কাউন্সিল

সম্প্রতি বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্য-সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে উহা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হইয়া উঠে নাই। কারণ উহাতে দেশবাসীর আস্থাভাজন নেতারা নাই। কংগ্রেস বা মুসলীম লীগের তো নয়ই, এমন কি লিবারেল নেতাদের মধ্যে সাপ্রু বা জয়াকরের মতো গণ্যমান্য কেহ নয়। এমন কয়েকটী ব্যক্তিকে এই কাউন্সিলের সভ্য করা হইয়াছে। দেশরক্ষার মূলভার কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফের উপরই আছে। তবে মাত্র রিক্রুটমেণ্ট ও ন্যাশন্যাল সার্ভিস য়্যাক্টের ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়া একটি দেশরক্ষার পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং একজন ভারতীয় স্যার ফিরোজ খাঁ নুন্‌কে এই পদে বহাল করা হইয়াছে। লড়াইয়ের সময়কার যানবাহনাদির ভার দেওয়া হইয়াছে ইউরোপীয় বণিকস্বার্থের প্রতিনিধি বেন্‌থল সাহেবের উপর। ভারতীয় বণিক্ সংঘের সভাপতি মিঃ সেতলাবাদ বলিতেছেন যে সার্ বেন্‌থল এমন একটী সম্প্রদায়ের লোক যাদের স্বার্থ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের হুবহু বিরোধী। সাধারণভাবে তিনি নূতন সম্প্রসারিত কাউন্সিলকে জাতীয় না বলিয়া জাতীয় স্বার্থের মোটের উপর বিরোধী বলিয়া মনে করেন। এই তো হইল ভারতীয় বণিকসংঘের মুখপাত্রের কথা। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা সাধারণভাবে সম্প্রসারিত কাউন্সিলের কিছু স্বস্তিবাদ করিয়া তাঁহাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিতেছেন, "ইহা আশা করা চলে না যে এই নূতন কাউন্সিল রাজনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টি করিবে। আরও বেশী মাত্রায় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল না বলিয়া এবং জনগণের উপর আরও বেশী প্রত্যক্ষ প্রভাবশালী নেতাদের ইহাতে আনা গেল না বলিয়া লোকে নিরাশ হইবে।"

আজ সম্মিলিত জাতির ঘোর সঙ্কট। ভারতবর্ষের লোকেদের উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা জয়লাভের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। তাই এদেশে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা বাড়িল কিন্তু তাহা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হইয়া উঠিল না। এই নূতন কাউন্সিলে কংগ্রেস নাই, মুসলীম লীগ নাই এবং ইহার উপর এমন কি ভারতীয় বণিক্ সংঘেরও আস্থা নাই।

বন্দীমুক্তি ও সভার অধিকার

ভারতে জনসাধারণের পূর্ণ আস্থাভাজন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নাই। এদিকে জাপানী আক্রমণ তাই বলিয়া অপেক্ষা করিবে না। তাই অন্ততঃপক্ষে জনসাধারণকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিবার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা চাই। সারা দেশময় ফাসিষ্টবিরোধীরা বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্টগণ জনসাধারণকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করিতেছে। তাহাদের কাজের জন্য অন্ততঃপক্ষে সভা ও মিছিলের অবাধ অধিকার চাই। সম্মিলিত জাতির যুদ্ধজয়ের খাতিরে এটুকু একেবারে অপরিহার্য্য। শুধু সভাসমিতি ও মিছিলের অধিকারই নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহারা জনগণকে জাপবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে এমন সব ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দী, আটকবন্দী ও অন্তরীণ নেতাদের এক্ষণি মুক্তি দেওয়া চাই! নতুবা জনসাধারণকে সচেতন করিবে কে, সংঘবদ্ধ করিবেই বা কে? ভারত সরকার আজও কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের ছাড়েন নাই। আজও গ্রেপ্তারী পরোয়াণা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় নাই বলিয়া বহু কম্যুনিষ্ট নেতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। সভা ও মিছিলের অধিকার না থাকায় ফাসিষ্ট-বিরোধী আন্দোলন ও সংগঠন প্রতি পদে বাধা পাইতেছে। অথচ এক মুহূর্ত্ত দেরী করিবার সময় নাই। এক্ষণি সব ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের ছাড়িয়া না দিলে এবং সভা ও মিছিলের অবাধ অধিকার না দিলে সর্ব্বনাশ ঠেকান যাইবে না। কিন্তু সকল বন্দীদের মুক্তি এবং সভা ও মিছিলের অবাধ অধিকার দূরের কথা, আবার নূতন করিয়া নিষেধাজ্ঞার হিড়িক আসিয়াছে। ২৪ পরগণায় বড়ো বড়ো সভা ও মিছিল করিয়া ফাসিষ্ট-বিরোধীরা যখন জনসাধারণের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব ও প্রতিরোধের দৃঢ়সংকল্প জাগাইতেছিল, তখন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুকুম দিলেন যে বিনা অনুমতিতে সভা ও মিছিল, এমন কি প্রচারকদের স্কোয়াড বাহির করাও চলিবে না। অনুমতিও চাহিলে মেলে না, এবং অনেক সময় দিয়াও ফিরাইয়া লওয়া হয়। রংপুরে ডোমার কৃষক সম্মেলনে পনর-বিশ হাজার কৃষক সংকল্প নিয়াছে যে জাপানকে রুখিতেই হইবে। ঠিক ইহারই পরে গাইবান্ধা ও রংপুর শহরে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার-সম্মেলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বাংলাদেশে তিন মাস প্রচার করিয়া কম্যুনিষ্টরা ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষপাতী মনোভাব যে অনেকখানি ঘুরাইয়া দিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তবু বাংলাদেশে সরকার প্রেস-নোটে সদ্যমুক্ত কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে এক পরোক্ষ হুম্‌কী দিয়াছেন। সম্মিলিত জাতির ফাসিবাদ-বিরোধিতা আদর্শ কি ভারত সরকারের বা বাংলা সরকারেরও আদর্শ নয়? জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কি দেশবাসীকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করিতে হইবে না? কম্যুনিষ্টরা কি দেশের মধ্যে সবার চাইতে একনিষ্ঠ ফাসিষ্ট বিরোধী নয়? তবে মুস্কিলটা কোথায়? বৃটীশগবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে দুই ধারার প্রভাব আছে, বিলাতের ক্ষেত্রে জনগণের ফাসিবাদবিরোধিতাই প্রবলতর, ভারতের ক্ষেত্রে মনে হয় প্রতিক্রিয়ারই পাল্লা ভারী। আমাদেরই উপর আজ দায়িত্ব আসিয়াছে যে সম্মিলিত জাতির ফাসিবাদ

(৮ পাতায় দেখুন)

আন্দোলন ও সংগঠন

গৌরীপুরে সোভিয়েট দিবস

গত ২২শে জুন গৌরীপুর জলট্যাঙ্ক ময়দানে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সোভিয়েট দিবসে এক জনসভা হয়। জনসভায় ৩ হাজার শ্রমিক যোগদান করেন। লেবার পার্টিও এই সভায় যোগ দেয়। স্থানীয় পুলিস সভায় বাধা দিবার চেষ্টা করে কিন্তু শ্রমিকগণ একটুকুও বিচলিত না হইয়া স্থির চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত সভায় থাকেন। সভা শেষে প্রায় এক হাজার মজুরও ছাত্রের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমস্ত গৌরীপুর ভ্রমণ করিয়া ইউনিয়ান অফিসে আসে। এই সভার ফলে শ্রমিকদের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

নৈহাটিতে

গত ২৫শে জুন নৈহাটি হইতে কমরেড রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটি স্কোয়াড পার্শ্বের গ্রামে প্রচারের জন্য যায়। সমস্ত দিন জাপ-বিরোধী প্রচারের পর বৈকালে একটি সভা হয়। সভায় ৩০০ কৃষক যোগদান করেন। কমরেডগুহ জাপানী ফাসিবাদের স্বরূপ ও আমরা কি করিয়া জাপানীদের রুখিতে পারি তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। ইহার ফলে কৃষকদের ভিতর উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

জগদ্দলে

গত ২৮শে জুন প্রায় ৪০ জন শ্রমিক ও ছাত্রের একটি স্কোয়াড জগদ্দলে প্রচারের জন্য যায়। স্থানীয় পুলিসের বাধা সত্ত্বেও সভা ও শোভাযাত্রা হয়। ইহাতে মজুরদের ভিতর পুনরায় উৎসাহ জাগিয়াছে।

আন্দোলনে বাধা

নৈহাটি হইতে জগদ্দল—সমস্ত এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করিয়া ঢোল দেওয়া হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া সভা ও শোভাযাত্রা করা যাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এলাকায় জাপবিরোধী প্রচারের জন্য অনুমতি চাহিয়াও উত্তর পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আলমবাজারে

মজুর কর্ম্মী কমরেড রাম খেলানের নেতৃত্বে আলমবাজার অঞ্চলে কয়েকটি ফাসিস্টবিরোধী সভা হয়। ঐ সব সভায় ফাসিস্টদের রুখিবার কাজে মজুর শ্রেণীর দায়িত্ব ও ইউনিয়ান গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝান হয়। হটাৎ গত ৮ই জুন সহকারী পুলিশ সাহেব কমরেড রামখেলানকে ডাকাইয়া লইয়া শাসাইয়া দেন—ফাসিস্ট-বিরোধী সভা কর ও জাপানীদের রুখিবার জন্য প্রস্তুত হও, ভাল কথা—কিন্তু লাল ঝাণ্ডার জয় বলিলে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঐদিন মিলে কাজ কামাই হওয়ার জন্য সার্টিফিকেট চাহিলে পুলিস সাহেব লিখিয়া দেন—"কয়েক দিন আগের একটি বক্তৃতায় ফাসিস্টবিরোধী বিষয়ের সহিত মজুর ইউনিয়ানের বিষয় মিশাইয়া ফেলার জন্য রামখেলানকে সাবধান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সরকারী হুকুমে ডাকিয়া আনা হইয়াছে।" মজুর ইউনিয়ান গঠন বে-আইনী নয়। তা ছাড়া ফাসিস্টদের রুখিতে হইলেও মজুরদের একজোট হওয়া দরকার, ইউনিয়ান গঠন করা দরকার সে কথাও কি স্থানীয় আমলাতন্ত্রের বুদ্ধিতে কুলায় না?

যশোর

১৯শে জুন ছাত্রকর্ম্মীদের সভায় ডাঃ ভূপেন দত্ত সোভিয়েট সংস্কৃতি বিষয়ে বলেন। ২৪শে জুন ছাত্র, মহিলা ও কৃষক কর্ম্মীদের সহযোগে তিনটী শোভাযাত্রা সহরের বড় বড় রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং শেষে জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা অনিলাদেবীর সভাপতিত্বে সভা হয়। বিভিন্ন প্রচারক দল পাড়ায় পাড়ায় এ, আর, পি ও জনরক্ষা সমিতি গঠন সম্বন্ধে নিয়মিত প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন। এ, আর, পি স্বেচ্ছাসেবকদের এক সভায় কমরেড সুকুমার মিত্র তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

জেলার সদরে এ, আর, পি ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন রহিয়াছে। এ, আর, পি'র কর্ত্তৃত্ব এমন লোকেদের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে যাহারা এই কার্য্য যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না,—অথবা যুদ্ধ সম্পর্কে যাহারা এখনো সহযোগিতার ভাব অবলম্বন করে নাই। এই সকল কারণে এখানকার এ, আর, পি এখনও নির্ভর যোগ্য হইল না—কিন্তু এদিকে সরকারের খেয়াল কোথায়?

বনগ্রামে—৫ই জুলাই অধ্যাপক গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে বনগ্রাম মহাকুমা কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আবহাওয়া দুর্য্যোগপূর্ণ থাকিলেও প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়। আগের দিন মহাকুমা ছাত্র সম্মেলনও হইয়া গিয়াছে। কৃষক সম্মেলনে যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ওয়ালিয়ার রহমান এম, এল, এ কর্ত্তৃক উদ্বোধন করা হয় এবং কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, সুকুমার মিত্র, সাধন গুপ্ত ও স্থানীয় কর্ম্মী সুধীররঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রাদেশিক সম্মেলনের বিভিন্নপ্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনের কাজ পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পুলিশ সম্মেলনের কয়েকদিন আগে ওখানকার বিশিষ্টকর্ম্মী অজিত গাঙ্গুলী, কৃষক সমিতির সম্পাদক কৃষ্ণ মুখার্জ্জী, কৃষককর্ম্মী শান্তিসুধা ব্যানার্জ্জী ও কয়েকটী কৃষককর্ম্মীর নামে ওয়ারেণ্ট জারী করে ও এই সকল কর্ম্মীকে সম্মেলনের আয়োজনের কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য করে। তবু কৃষকেরা সাহসের সঙ্গে ২০।২৫ মাইল দূর হইতে এই সভায় যে ভাবে হাজির হইয়াছে তাহাতে বনগাঁর তরুণকর্ম্মীরা সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পুলিশের এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া কমরেড সুধীপ্রধান এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার পরে সভার কার্য্য শেষ হয়।

(৭ পাতার পর)

বিরোধিতার নিশান ধরিয়া আমরা আগাইব, প্রতিক্রিয়াকে ব্যর্থ করিব এবং জনমতের জোরে হালফিল বন্দীদের মুক্ত করিয়া ও সভা শোভাযাত্রার অবাধ অধিকার আদায় করিয়া জাপ আক্রমণ প্রতিরোধের কাজে অগ্রণী হইব। তাই এন, এম্, জোশীর আহ্বান মত একই দিনে ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে এই আওয়াজ উঠাইতে হইবে,—ফাসিষ্ট আক্রমণ রুখিবার জন্য সকল ফাসিষ্টবিরোধী বন্দীর মুক্তি চাই, সভাও মিছিলের অবাধ অধিকার চাই।

যুদ্ধকালীন উৎপাদন ও শ্রমিকের দাবী

জুলাই মাসেই সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া এক বৈঠক হইবে। আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে যুদ্ধজয়ের জন্য সারাদেশে একটী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চাই। ওয়াগণের অব্যবস্থা, কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থা, মুল্যনিয়ন্ত্রণের কার্য্যকারীতার অভাব, ফসল বাড়াইবার কার্য্যকরী প্লানের অভাব দুর করিতে হইবে শ্রমিকদের জীবিকা ও জীবনরক্ষার আরও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই যুদ্ধে জিতিতে পারা যাইবে। প্রস্তাবিত বৈঠকে একটী সর্বব্যাপী ও কার্য্যকরী প্লান লওয়া হইবে বলিয়া আমরা দাবী করি। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্কে কয়েকটী দাবী পুরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক শ্রমিককে কাজ দিতে হইবে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উৎপাদনের প্লান করা প্রয়োজন—আজিকার দিনে উৎপাদনের বহু গুণ প্রসারের প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহা খুবই সম্ভব! যতদিন পর্য্যন্ত সকলকে কাজ দেওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন বেকারদের ভাতার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মুল্য বৃদ্ধিও মজুরীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান চাই। তাই এক্ষণি প্রয়োজন মুল্যবৃদ্ধির অনুপাতে মাগ্‌গীভাতা এবং পরে নির্দ্দিষ্ট দরে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সরকারী দোকান খোলা দরকার। যুদ্ধের যুগে শ্রমিকদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং সংঘবদ্ধভাবে তাহা পাওয়াও সম্ভব নয়, তাই আজ শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলিকে মানিয়া লইতে হইবে এবং উৎপাদনের ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শ লইয়া চলিতে হইবে। শ্রমিক অঞ্চলে এ-আর-পির রীতিমত বন্দোবস্ত, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক এ-আর-পি ও আত্মরক্ষা শিক্ষা, শ্রমিক লাইনগুলিকে নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দেওয়া, —এই দাবীগুলি পূরণ করা দরকার। এই বৈঠকের আগেই এই দাবীগুলির পক্ষে জনমতকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। নতুবা শুধু বৈঠকে বিশেষ ফল না হওয়াই সম্ভব।

জাতীয় ঐক্য ও জাপ-প্রতিরোধ

আজ ফাসিষ্ট আক্রমণ রুখিবার জন্য তিনটী প্রয়োজন দেশবাসীর সামনে আসিয়াছে। প্রথম, সব ফাসিষ্টবিরোধী বন্দীদের মুক্তি ও ফাসিষ্টবিরোধী শোভাযাত্রার অবাধ অধিকার। দ্বিতীয়, দেশরক্ষার জন্য দেশের আস্থাভাজন নেতাদের লইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়, যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী একটী কার্য্যকরী আর্থিক পরিকল্পনা। ইহাই হইতেছে ফাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জনগণের রাস্তা। ভারত সরকার আজও পর্য্যন্ত এই রাস্তায় আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হইলে প্রতিক্রিয়ায় পাল্লা আর ভারী থাকিতে পারে না। তবেই জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে, সমগ্রভাবে সম্মিলিত জাতির জয়ের আশা করা চলে। সরকারী মহল আজও ঐক্যের নামে আতঙ্কিত, অনেকে আবার সমগ্র কংগ্রেসকেই পঞ্চমবাহিনী বলিয়া মনে করেন। এম, এন্, রায় প্রভৃতি কিছু লোক আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়া চলিতে পারিলেই বাঁচেন। সম্প্রতি জিন্নার কাছে এক চিঠিতে কংগ্রেসকে কোনঠাঁসা করিবার জন্য এম, এন, রায় জিন্নার সাহায্য চাহিয়াছেন। যেন কংগ্রেসকে একেবারে বাদ দিয়া জাপ-প্রতিরোধ সম্ভব। সোজা কথা বলা চলে যে কংগ্রেসের মতো জনগণের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া চলার অর্থ হইল ফাসিষ্ট প্রতিরোধের চাইতে কংগ্রেসবিরোধিতাকেই বড়ো করিয়া দেখা। দেশের জনসাধারণকে যাহারা পঞ্চমবাহিনী মনে করে, একমাত্র তাহারাই একথা ভাবে এবং এই ভাবিয়া চলে। তাহাদের পথ সম্মিলিত জাতির পরাজয়ের পথ। তাই কংগ্রেসকে বাদ দিয়া নহে, কংগ্রেস ও লীগের মিলনের ভিত্তিতেই অর্থাৎ ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গড়িতে হইবে। শীঘ্রই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইতেছে। তাহার মুল কাজই হইবে এই ভাবে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনে অগ্রসর হওয়া। আজ কংগ্রেসের নেতাদের সাম্‌নে এই দায়িত্বই সব চাইতে বড় দায়িত্ব। যদি জনগণের ফাসিষ্ট-বিরোধিতার প্রভাবে কংগ্রেস নেতাদের এই পথে আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়ার জড় নষ্ট করা সম্ভব হইবে, সম্মিলিত জাতির জয় হইবে, আমরাও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব।

…নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

—জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক—

সম্পাদক—বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | বুধবার, ১৫ই জুলাই, ১৯৪২ ; ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৯ | প্রতি সংখ্যা এক আনা; বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০

ব্রিটিশ জনগণের দাবী

ভারতে বন্দীমুক্তি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই

বিলাতে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, লণ্ডনের কিংসওয়ে হলে আহূত এক বিরাট জনসভায় তাহার বিশেষ সাফল্য দেখা গিয়াছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকার করিবার জন্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রিটেন অবিলম্বে এক আপোষ মীমাংসা করুক—এই মর্ম্মে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। পার্লামেণ্টের সদস্য স্লোয়ান, ইণ্ডিয়া লীগের কৃষ্ণ মেনন, কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় সমস্ত ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক ও দেশ প্রেমিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

গৃহীত প্রস্তাবটীর মর্ম্মে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে এখনি আবার নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ করা ব্রিটেনের জনসাধারণ চান কিনা এই প্রশ্ন করিয়া সারা বিলাতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যালট ভোট লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুধু লণ্ডন শহরকেই ৭২ ভাগে ভাগ করিয়া এক লক্ষ ব্যালট কাগজ জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। সভায় ঐ ব্যালটের প্রাথমিক ফল ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, প্রায় সব লোকই আলোচনা সুরু করিবার পক্ষে মত দিয়াছে।

ভারতের জনসাধারণ যদি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পথে সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া নিজ শক্তিতে এই যুদ্ধকে নিজেদের করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে তো ব্রিটিশ জনসাধারণের দাবী আরও শক্তিশালী হইবে, ভারতের স্বাধীনতাকে কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

জাপ বোমার প্রথম শিকার

কমরেড গোলাম শরীফ্

৮ই মে জাপানী হাওয়াই জাহাজ চট্টগ্রামে বোমা ফেলিয়াছিল। সেই জাপ-বোমার আগুণে কমরেড গোলাম শরীফের মৃত্যু হইয়াছে।

কমরেড গোলাম শরীফ ডকের মজুর ছিলেন। চট্টগ্রাম ডক মজদুর ইউনিয়ন গঠনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার কোন এক স্থানে শ্রমিকের কাজ করিতে গিয়া জাপানী বোমারু হাওয়াই জাহাজের হামলায় আরো অনেকের সহিত তিনি নিহত হন। আমাদের কমরেড গোলাম শরীফ আর অন্যান্য মজুর ভাইয়েদের উপর দিয়াই বাংলায় ফাশিষ্ট দস্যুদের আক্রমণ সুরু হইল। এই মৃত্যু আমাদের প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞাকে আরও শক্ত করিবে। কমরেড শরীফ ও প্রত্যেকটী মজুর ভাইয়ের মৃত্যুর আমরা প্রতিশোধ নিব।

কমরেড কিশোরী

১৮ই জুন জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কিশোরী রায় যখন ডোমার সম্মেলনে মিছিল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন তিনি সর্পাঘাতে মারা গিয়াছেন। সুন্দরদিঘী গ্রামের এক কৃষকের ঘরে তাঁহার জন্ম। কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়া কমরেড কিশোরী কমিউনিষ্ট কর্ম্মীতে পরিণত হন। সাধারণ কৃষক কমরেডদের ভিতর কিশোরীর মত মার্ক্সবাদের জ্ঞান খুব কমই দেখা যায়। নিরলস কর্ম্মের ভিতর দিয়া কিশোরী সমগ্র অঞ্চলের কৃষকদের আসল নেতা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া দুই হাজার কৃষক সমস্ত দিন-রাত ধরিয়া বিভিন্ন গ্রাম হইতে ফুলের মালা লইয়া তাঁহাকে শেষবারের জন্য দেখিতে আসিয়াছিল। এবারকার প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপটী তাঁহারই নামে "কিশোরী নগর" আখ্যা পাইয়াছিল।

কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে ফ্রান্স

দুনিয়ার ফাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের নেতা সোভিয়েট। ফ্রান্সেও ফাসিস্ট বিরোধী জন-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ইমপিরিয়াল পলিসি গ্রুপ মোটেই কমিউনিস্ট সমর্থক নয়। তাহাদেরও মেমোরাণ্ডা অফ ইনফরমেশনে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, অধিকৃত ফ্রান্সে অশেষ জুলুম ও নির্য্যাতন সহিয়াও কমিউনিস্টরা সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণের ভিতর আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম হইতেই ফ্রান্সে কমিউনিষ্টরা গোপন কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর কমিউনিষ্টদের উপর নিপীড়নের মাত্রা চরমে উঠে কিন্তু তখন কমিউনিষ্টরা গোপন ভাবে যথেষ্ট সংঘবদ্ধ হইয়াছে। আজ প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বহু ছাপাখানা ও সাইক্লো যন্ত্র বসান হইয়াছে, স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতারা বেতার প্রেরক ও সংবাদ গ্রহণ যন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর গোপন গ্রুপ গঠন বিষয়ে তাহারা দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। দোকানে, হোটেলে সারি বাধা জনতার ভিতর গোপন প্রচার চমৎকারভাবে চলিতেছে। কমিউনিষ্টদের খবরের কাগজ, স্থানীয় পত্রিকা, কারখানার ইস্তাহার, পুস্তিকা প্রভৃতি দেশের সর্ব্বত্র প্রচুরভাবে গোপনে বিলি হইতেছে। প্যারী ও ও স্যাঁতাতিয়েঁ সহর হইতেছে তাহাদের বড় ঘাটি। ছয় সপ্তাহে ১২,৮৫০ জন কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বটে কিন্তু বিখ্যাত নেতাই ধরা পড়ে নাই, কাজও বন্ধ হয় নাই।

যুদ্ধের গতি

সোভিয়েট সীমান্তে কঠিন অবস্থা

সোভিয়েট সীমান্তে হিটলারী গ্রীষ্ম অভিযানের প্রবল চাপ এইবার সুরু হইয়াছে। পনের দিন হইল কুর্স্ক-এ প্রথম অভিযান সুরু হয়। আজ দুই শত মাইলেরও অধিক স্থান জুড়িয়া কুর্স্ক-ভোরোনেজ-রোশোস-খার্কভ অঞ্চলের ভিতর প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে ভোরোনেজ হইতে রোশোস পর্য্যন্ত দেড় শত মাইল জুড়িয়া সমস্ত লাইনে দশ লাখ ফৌজ জীবন মরণ যুদ্ধে নামিয়াছে।

অজস্র ট্যাঙ্ক, বিমান, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য খোয়াইয়া ও হাজার হাজার নূতন ফৌজ আমদানী করিয়া জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন বক ও ভন ক্লিষ্ট বিপুলভাবে আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। কয়েক দিনের ভিতর জার্ম্মাণ ফৌজ ১০০ মাইল আগাইয়া আসিয়াছে। কয়েকদিন আগে ভোরোনেজের ৬০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমের ষ্টারিই ওসকোল সহর ছাড়িয়া আসিতে লাল ফৌজ বাধ্য হইয়াছে। পিছনে ওসকোল নদী ও পাশে জার্ম্মাণ ফৌজের আক্রমণের মুখ থাকায় সহরটি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জার্ম্মাণ ফৌজ অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। ওদিকে ভরোনেজের ১১০ মাইল দক্ষিণে মস্কো-রষ্টোভ রেলপথের উপর রোশোম সহরের উপরও জার্ম্মাণরা প্রবল চাপ দেওয়ার ফলে দুই দিন ব্যাপী অবিরাম তুমুল যুদ্ধের পর লাল ফৌজ সহরটি ছাড়িয়া আসিয়া নূতন স্থানে ঘাঁটি গাড়িতে বাধ্য হয়। রোশোস সহর জার্ম্মাণদের হাতে আসার ফলে মস্কো-রষ্টোভ রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে রোশোসেরও ৪৫ মাইল দক্ষিণে কানটেমিরোভকার নিকটে ও তাহারও দক্ষিণে লিসিচানস্কের দিকে। কানটেমিরোভকা ছোট স্থান হইলেও রেলপথের উপর বলিয়া ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। ভরোনেজের দক্ষিণে প্রায় গোটা রেলপথটাই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ভরোনেজেও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। বীর কশাকদের বহু ইতিহাস জড়িত ডন নদীর পশ্চিম পারে লাল ফৌজ প্রাণপণে জার্ম্মাণ ফৌজকে বাধা দিতেছে। বহুবার নদী পার হইবার চেষ্টা লাল ফৌজ ব্যর্থ করিয়া দেয় ও শত্রুর যথেষ্ট সৈন্য মারা যায়। কিন্তু হাজার হাজার নূতন সৈন্য আমদানি করিয়া ভরোনেজের কোন কোন স্থানে জার্ম্মাণ ফৌজ ডন নদী পার হইয়া পূর্ব্ব পারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অবশ্য ভন ক্লিষ্টের চতুর্থ বাহিনীকে লাল ফৌজ এখনও রুখিতেছে, তাহাদের নদী পার হইতে দিতেছে না। তবু একথা সত্য ভরোনেজের অবস্থা এখনও সঙ্কটপূর্ণ।

এই অঞ্চলের যুদ্ধে জার্ম্মানফৌজ যতদুর আগাইয়া আসিয়াছে ও যতগুলি স্থান দখল করিয়াছে—তাহার বিস্তৃতি খুব বেশী নয়, কিন্তু সামরিক দিক দিয়া ইহার মুল্য যথেষ্ট। এই অঞ্চলের গুরুত্ব হইতেছে, মস্কো-রস্টোভের প্রধান রেলপথ। এই রেলপথ উত্তর ও দক্ষিণে ভরোনেজের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই রেলপথের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক রেলপথবহুল ও ইহার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে রেলপথ কম। জার্ম্মাণ ফৌজের উদ্দেশ্য টিমোশেঙ্কো-বাহিনীকে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ঠেলিয়া দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের রেলপথের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা যাহাতে লালফৌজ দ্রুত চলাচলের সুযোগ না পায় ও যুদ্ধের মাল মসলার যোগান না পায়। পশ্চিম রাশিয়ার রেলপথের বিশেষত্ব হইতেছে ইহা মাকড়সার জালের মত মস্কোকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে। পাশাপাশি তিনটি প্রধান রেলপথ দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। শীতকালে জার্ম্মাণরা শুধু পশ্চিমের দিককার একটি পথ দখল করিয়াছিল, বাকী দুইটি রেলপথ ছিল লালফৌজের অধিকারে। বর্ত্তমানে ওসকোল দখল হওয়ায় আর একটি পথ জার্ম্মাণদের হাতে গেল এবং রোশোল দখল হওয়ায় তৃতীয় পথটিও বিচ্ছিন্ন হইল। অবশ্য ষ্টালিনগ্রাদের দিকে চতুর্থ পথটি এখনও লালফৌজের দখলে। তিনটি পথ বিপন্ন হওয়ায় লালফৌজের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে সত্য কিন্তু একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে না কারণ সোভিয়েটের মাল মসলা, অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি এক স্থানে কেন্দ্রীভুত নয়। পশ্চিম সাইবিরিয়ার উরালস্ এবং চেলিয়াবিনস্ক্, উভা কুইবিশেভ প্রভৃতি স্থানের সহিত টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর যোগাযোগ এখনও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সমস্ত শীতকালে রেলপথ-বিহীন অঞ্চলে যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্র মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। খারকভের দিকে টিমোশেঙ্কোর আক্রমণ ও সেবাস্তোপোলের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলেই জার্ম্মাণফৌজের অভিযানকে দুই মাস ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল। এবং এই দুই মাসে লালফৌজ অন্যদিকে প্রস্তুত হইবার কিছু সুযোগ পাইয়াছে।

কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্য যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী

সাহায্যের আবেদন

মুর্শিদাবাদ জেলার আন্দামান প্রত্যাগত কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্য অদ্য প্রায় ২ বৎসর হইতে যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণের অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

সনৎ রাহা
"পোঃ—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

আজ এই ভরোনেজ রশোল সীমান্তে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও লালফৌজের বিমানবাহিনী নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের নাৎসী বিমানঘাটিগুলির উপর হানা দিয়াছে। ফলে নাৎসীদের ৩০ খানা জঙ্গীবিমান ধ্বংস হইয়াছে ও ২৭ খানা ঘায়েল হইয়াছে, একটি বিমান-আশ্রয় ও একটি বোমার গুদাম ধ্বংস হইয়াছে। মুরমানস্কের দিকে নাৎসিরা যে নতুন অভিযানের আয়োজন করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেই এই আক্রমণ।

শুধু ইহাই নয়, নরওয়ের উত্তরে বারেণ্টস সাগরে সোভিয়েট সাবমেরিণের টরপেডোর ঘায়ে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত ও সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জাহাজ "তিরপিজ" যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই যুদ্ধ-জাহাজ ৪০ হাজার টন ও বহু শক্তিশালী আধুনিক কামানে সুসজ্জিত।

ইহা সোভিয়েট বিমানবহর ও নৌবহরের শক্তি ও সাফল্যেরই পরিচয় দেয়, কিন্তু তবু একথা ভুলিলে চলিবে না দক্ষিণ সীমান্তে মস্কো-রষ্টোভের প্রধান রেলপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অবস্থা খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা মনে রাখা দরকার এই সীমান্তের যুদ্ধের গতি সুদূর প্রসারী। আজ এই রেলপথ কাটিয়া যাওয়ায় মস্কো বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, রষ্টোভের দিকে অভিযানের পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছে, ফলে ককেশাস বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ককেশাস বিপন্ন হওয়ার অর্থ ইরাক, ইরান ও সমস্ত নিকট প্রাচ্য বিপন্ন হওয়া ও সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষ বিপন্ন হওয়া। তাই আজ এই সীমান্তের যুদ্ধ ভারত রক্ষারও যুদ্ধ। আজ এই মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন হিটলারকে চরম আঘাত হানা—শুধু সোভিয়েটকে বাঁচাইবার জন্য নয়, ফাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য, সমস্ত পৃথিবীকে বাঁচাইবার জন্য। তাই আজ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা চাই।

মিশরের যুদ্ধ

এল আলামেনে আসিয়া রোমেল বাহিনীর গতিরোধ হইয়াছে। কয়েকদিন যুদ্ধের অবস্থা উভয় দিকেই শান্ত আকার ধারণ করে। কেবল মাত্র বিমান আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন রকম তৎপরতা দেখা যায় নাই। গত ১০ই জুলাই বৃটিশবাহিনী এল আলামেনের উত্তর দিকে আক্রমণ করে এবং ঐদিনেই রেলপথ ধরিয়া ৫ মাইল পশ্চিমে আগাইয়া যায়। দুই হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হয় ও শত্রুর অনেক ক্ষতি হয়।

গত কয়েক দিনের ভিতর এক দফায় নাৎসী বাহিনীর প্রায় ২ হাজার মোটর গাড়ীর উপরও আর এক দফায় ৫ শত মোটর গাড়ীর উপর ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ চালায়, ফলে অনেক গাড়ী ধ্বংস হয়। গত ১০ দিনে এল আলামেনের দক্ষিণ পশ্চিমে, এল ডাব্বায় ও উত্তরের অন্যান্য বন্দরে বৃটিশ বিমান যথেষ্ট আক্রমণ চালাইয়াছে। তোব্রুকের উপরও বিমানহানা দেওয়া হইতেছে।

অবশ্য রোমেল বাহিণীও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সমুদ্র উপকুল ঘেঁষিয়া এল আলামেন বরাবর আসিয়া সোজা দক্ষিণ পর্য্যন্ত এক দৃঢ় লাইন তাহারা গড়িয়া তুলিতেছে। জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান বাহিনী দিন-রাত খাটিয়া এই লাইনে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র বসাইতেছে। এদিকে শোনা যাইতেছে গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া হইতে ক্রীট ও লিবিয়ার জন্য নাকি যথেষ্ট জার্ম্মাণ ফৌজ আসিতেছে ও ক্রীটকে সুদৃঢ় করা হইতেছে। রোমেলও নাকি হিটলারের সহিত সাক্ষাতের জন্য রওনা হইয়াছেন।

যাহাই হউক ওদিকে ককেশাস বিপন্ন, এদিকে রোমেলের তোড় জোড়—ইহার সবই নিকটপ্রাচ্য ও ভারতের দিকে আক্রমণের ইঙ্গিত দিতেছে।

চীন সীমান্তে

চীনের যুদ্ধে আমেরিকার বিমানবহর জাপানীদের ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ১লা জুলাই হইতে কয়েক দিন ধরিয়া ক্যাণ্টন, হাংকাউ, নানচাং প্রভৃতি স্থানে আমেরিকান বিমানবহর হানা দিয়া জাপানদের প্রচুর ক্ষতি করিতেছে। ওদিকে চীনা ফৌজ আবার কয়েকটি স্থান জাপানীদের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। লিনচোয়ানের ৫০ মাইল দক্ষিণে নানচেং সহর চীনা ফৌজ পুনরায় দখল করিয়াছে। পোইয়াং হ্রদের তীরে পোইয়াং সহরও চীনাদের হাতে আসিয়াছে। কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী নানচাং এখনও জাপানীদের দখলে আছে সত্য কিন্তু নানচাং এর দক্ষিণে একটি জাপ বাহিনী রেলপথের পশ্চিমে আগাইতে চেষ্টা করে, চীনা বাহিনী তিন দিন যুদ্ধের পর তাহাদের হটাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু জাপানীদের চাপ এই অঞ্চলে আজও যথেষ্ট। অসীম বীরত্বের সাথে চীনা ফৌজ জাপানীদের লড়িতেছে, জাপানীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ বৃটিশ বাহিনীর প্রয়োজন আগাইয়া যাইয়া ব্রহ্মে আক্রমণ সুরু করা। একথা সত্য ব্রহ্মে নানাস্থানে বিমান হানা দেওয়া হইতেছে কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়, আজ ফৌজ নিয়া অভিযান সুরু করা প্রয়োজন। ওদিকে নিকটপ্রাচ্য ও এদিকে ব্রহ্মের দিকে ভারতের অভিমুখে আক্রমণ সুরু হইবার আগেই ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ও ব্রহ্মে অভিযান আজ এই মুহূর্ত্তের প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য

বাইশ বছর ধরিয়া গান্ধিজী প্রচার করিয়াছেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া ভারতের মুক্তি হইতে পারে না। আজ হঠাৎ তিনি ডিগ্‌বাজী খাইয়া বলিতেছেন যে ভারতের মুক্তি হইবার আগে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য হইতে পারে না। তাঁহার মতে "তৃতীয় পক্ষ এখানে কখনও প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হইতে দিবে না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ভারতে বৃটীশ প্রভুত্বের অবসান হইলেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইবে।"

জাতীয় ঐক্য ছাড়া পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আসিতে পারে না একথা দেশের সকল লোক মানে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই দেশের কোণে কোণে কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দেশপ্রেমিক গত ২২ বছর কাল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই জাতীয় ঐক্যের কথাই দেশবাসীর মনে আশা-ভরসা জাগাইয়াছে এবং দেশে নব জাগরণ আনিয়াছে। আমরা সকলে ভরসা করি যে এই জাতীয় ঐক্যেরই শক্তিতে ভারতে স্বেচ্ছাতন্ত্রের শেষ হইবে।

আজ হঠাৎ গান্ধিজী সেই ঐক্যের পথ ছাড়িয়া বলিলেন যে আগে স্বাধীনতা পরে হিন্দু-মুসলমান একতা। অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যের জোরে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার ভরসা আর গান্ধিজীর নাই। তাই তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমর্থকদের মুখ চাহিয়া বলিতেছেন যে বৃটীশরাজ ভারত হইতে পাত্‌তাড়ি গুটাইয়া নিক। যেন কথার জোরে বা আবেদনের তাগিদে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে পারে।

জাতীয় ঐক্য ছাড়া পথ নাই। ২২ বছর ধরিয়া আমরা যাহা বলিয়াছি এবং শিখিয়াছি, আজ আরও জোর করিয়া তাহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। কারণ আজ দেশের দরজায় ফাসিষ্টদের দস্যু আক্রমণ হানা দিয়াছে। যেমন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা হইতে মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন আমরা স্বীকার করিয়াছি, তেমনই আজ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন। আজ অবস্থা যেরূপ গুরুতর তাহাতে পাকাপোক্ত জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দেরী হইলে চলিবে না। জাতীয় ঐক্যের সমগ্র শক্তি দিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অজেয় ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের জোরেই ফাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পথে সকল আমলাতান্ত্রিক বাধা নষ্ট করিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের উপর দাঁড়াইয়াই আজ দেশরক্ষার উপযোগী করিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

অথচ গান্ধিজী জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে নিরাশ, তৃতীয় পক্ষ এদেশে জাতীয় ঐক্যের প্রতি নারাজ, মুসলিম লীগ পাকিস্থান দাবী পূরণ করা ছাড়া ঐক্য ও জাতীয় সংগ্রামের রাস্তায় আসিতে রাজী নয়। কেন এই অবস্থা? এত বড়ো বড়ো আন্দোলন কি তবে বৃথাই গেল? সহস্র সহস্র কর্ম্মীদের কারাবরণ, শত শত শহীদের প্রাণদান, ৪০ কোটী ভারতবাসীর স্বাধীনতার লক্ষ্য কি তবে সবই বৃথা?

বৃথা নয়। দেশবাসীর ত্যাগ বৃথা হয় নাই, জাতীয় ঐক্যের সাধনা বৃথা হয় নাই, বার বার দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন বৃথা হয় নাই। জাতীয় আন্দোলন সমগ্র দেশে নূতন আশা আকাঙ্খা জাগাইয়াছে। তাহারই ফলে দেশের মধ্যে প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র ভাষাভাষী জাতির মধ্যে এক নূতন জাগরণ আসিয়াছে। জানিবার, বুঝিবার, শিখিবার, উন্নতি করিবার আকুল আগ্রহে দেশের সব চাইতে পশ্চাদপদ জাতিগুলিও আগাইয়া আসিতেছে। উন্নত হইবার তাগিদে একই প্রাদেশিক বা ভৌগোলিক এলাকার একই ভাষাভাষী লোকেরা একত্র হইয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। সমস্ত ভারতের সমগ্র জনগণের গতি স্বাধীনতার দিকে। স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চাহিদা মিশাইয়া আছে। তাই স্বাধীনতার আন্দোলন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপদ সকল জাতি, সকল প্রদেশ আগাইয়া আসিতেছে। উন্নত বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাতীর সঙ্গে আগাইয়া আসিতেছে উৎকল, বিহার ও বেলুচীস্থান। কেহই পিছনে থাকিবে না, কেহই নিপীড়িত থাকিবে না, কেহই অনুন্নত থাকিবে না। প্রত্যেকটী ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি নিজের ভাষায় শিখিতে চায় এবং ভাবিতে চায়,—কারণ নিজের ভাষা ছাড়া উন্নত শিক্ষা ভাবনা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটী ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি নিজেদের এলাকায় নিজেদের রাজনৈতিক সত্বাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, কারণ তাহারা শিল্প, কৃষি, শিক্ষা সবদিক দিয়া উন্নতি চায়। তাই আমরা দেখি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলির মধ্যে পৃথকভাবেও এক জাগরণ আসিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দৃঢ় আকাঙ্খায় সেই জাগরণের প্রকাশ।

এই পৃথক পৃথক ভাষাভাষী জাতিগুলির জাগরণ কি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়? আদপেই না। প্রত্যেক ভাষাভাষী জাতির উন্নতির লক্ষ্যকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যে ঠাঁই দিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক ন্যাশন্যালিটীকে (ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি-প্রদেশগুলিকে) উন্নতির পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। তাহারা চাহিলে তাহাদের পৃথক হইবার দাবীও পূর্ণ করিতে হইবে। তবেই ভারতের সকল জাতির দাবী পুরণের বনিয়াদের উপর জাতীয় ঐক্যের পাকা ইমারত গড়িয়া উঠিতে পারিবে। তবেই জাতীয় ঐক্যের আঘাতে স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান করা সম্ভব হইবে। আর আজ দুরন্ত ফাসিষ্ট আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে জরুরী।

আজ গান্ধিজী এবং কংগ্রেস নেতাদের বেশীর ভাগ অখণ্ড হিন্দুস্থানের কথা ভাবিয়া স্বাধীনতায় জলাঞ্জলী দিতেছেন। অপর পক্ষে লীগ নেতারা ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ড খণ্ড করিবার দাবী তুলিয়া সমস্ত ব্যাপারটীকে ঘোরালো করিয়া তুলিতেছেন। একমাত্র **কম্যুনিষ্টগণই** অবস্থার উপযোগী সমাধান চিন্তা করিয়াছেন। আমরা বলিতেছি যে অখণ্ড হিন্দুস্থান নয়, পাকিস্থানও নয়। আমরা বলিতেছি যে খণ্ডিত হিন্দুস্থানও নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ কোনও জাতির উপর পীড়নও নয়। স্বাধীনভারতে প্রত্যেক পৃথক ভাষাভাষী ভিন্ন জাতির উন্নতি ও আত্মপ্রসারের পূর্ণ সুযোগ থাকিবে, এমন কি পৃথক হইবার অধিকারও থাকিবে। কিন্তু এই জাতির ভিত্তি পৃথক ধর্ম্ম নহে। বাঙালী একটী জাতি, যেমন মারাঠী, পাঞ্জাবী, পাঠান প্রভৃতি পৃথক পৃথক জাতি। এক ভাষা, একত্র একই সীমানায় বাস, একত্র একই এলাকায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরস্পর নিকট সম্পর্ক, এই গুলিকে ভিত্তি করিয়াই পৃথকত্ব। তবে ইহাতে পাকিস্থান-বাসীদের ঘাবড়াইবার কিছু নাই। সকল বাঙালী একটী জাতি হইলে, বাংলার পৃথক হইবার অধিকার রহিল। বাংলায় মুসলমান সংখ্যা বেশী, তাই মুসলমান হিসাবে সংখ্যাধিক্য এখানে অটুট। তেমনই সিন্দুতে, পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বেলুচিস্থানে। অপরদিকে অখণ্ড ভারতের উপাসকদেরও ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। একতাবদ্ধ ভারতের হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বুকের রক্ত ঢালিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে, একত্র সংগ্রামের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কে তুচ্ছ সন্দেহ, ক্ষুদ্র ভেদ এবং বিষাক্ত ঈর্ষা দুর হইয়া যাইবে, স্বাধীনতার জন্য সত্যকার সংগ্রাম জাতীয় ঐক্যকে হাজার গুণ, লক্ষগুণ দৃঢ় করিয়া তুলিবে। ভারত স্বাধীন হইলে তখন অধিকার থাকা সত্ত্বেও পৃথক ভাষাভাষী প্রদেশ ও জাতিগুলি খুব সম্ভবতঃ পৃথক হইতে চাহিবে না। একত্র সংগ্রামের রক্তের বন্ধন, একত্র থাকার অর্থনৈতিক সুবিধা, একত্র থাকার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সকল পৃথক ভাষাভাষী জাতিই একত্র থাকিবে। সোভিয়েট রুশিয়ায় বিভিন্ন জাতিগুলি অধিকার থাকা সত্ত্বেও এইসব কারণেই পৃথক হয় নাই। তাই জাতীয় ঐক্য ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে সকল দেশপ্রেমিকের একত্র হওয়া সম্ভব এবং আজকার সঙ্কট মুহূর্ত্তে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আজ সর্ব্বপ্রথম চাই, দেশের দুইটী জনগণমান্য প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য। এই ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের সিংহদ্বার। ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস ও লীগ ডাক দিলে সারা দেশের প্রতিটী মানুষ সাড়া দিবে। তবেই দেশরক্ষার জন্য দেশের আস্থাভাজন নেতাদের লইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। তবেই ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর মরণপণ প্রতিরোধের সম্মুখে সকল বাধাবন্ধক চূর্ণ হইয়া যাইবে, জাপানের দস্যু আক্রমণকে বজ্রপ্রহারে চুরমার করা যাইবে, জাগ্রত ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

জাপানকে রোখা চাই ! চীন-ভারত ভাই ভাই !

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

১৯৩৭…৭ই জুলাই…ঐক্যবদ্ধ চীন উঠে দাঁড়ালো

বহু প্রতিকূলতা ভেঙে' চীনের ঐক্যবদ্ধ জনগণ চিয়াং-এর নেতৃত্বে জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। চীনে এই জাতীয় ঐক্যের পেছনে ছাত্রদের দান সবার মনে থাকবে। তারা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত প্রতিরোধের বাণী বহন করেছে। তারা দেশে জাগরণ এনেছে, জন শিক্ষার প্রচার করেছে ; চীনের চেহারা তারা বদ্‌লে দিয়েছে। কুসংস্কার আর অশিক্ষায় একদিন জরাগ্রস্ত চীন নতুন জীবন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পিকিংয়ে ছাত্রদের ওপর একদিন জাতীয় সরকার গুলি পর্য্যন্ত চালিয়েছেন, কিন্তু তাদের মুখের ধ্বনি থামেনি, 'জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে এক হও।' আজ তাই এই সংকট সময়ে ভারতের ছাত্র সম্প্রদায়কেও চীনের পথ নিতে হবে। তার জন্যেই দেখলাম, ৭ই জুলাই চীন দিবস পালনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে দারুণ দুর্যোগ সত্বেও ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রত্যেকটি কথায় শ্রোতাদের উৎকর্ণ আগ্রহ। কলিকাতাবাসীরা চীনের প্রতি কতখানি ভ্রাতৃভাবাপন্ন এই সভায় তার পরিচয় পাওয়া গেল।

রাস্তায় রাস্তায় পোষ্টার, হাতে হাতে ইস্তাহার

৭ই জুলাই সকালে রাস্তার পাশে দেওয়াল ও রেলিং পোষ্টারে লাল হ'য়ে আছে। বড় বড় হরফে লেখা : 'জাপবিরোধী ঐক্য দিবস'। রাস্তার লোকের কাছে চীনের নাম এখন অত্যন্ত চেনা। আজ ত' জাপানের বিরুদ্ধে চীন একা নয়। আজ চীন-ভারত ভাই ভাই। এই চীনেই এশিয়ার কাছ থেকে ফাসিষ্টশক্তি প্রথম বাধা পায়। লোকের মুখে এখন আর নির্বিকার ভাব নেই। জাপানী আক্রমণ তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে হঠাৎ মিটিং…ছাত্ররা কী বলে প্রথমটা ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে! টাকা খেয়েছে নাকি? সন্দেহ ভেঙে যায়…এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। একতাই অস্ত্র! জাতীয় ঐক্য চাই…জাতীয় সরকার গঠন করো। হাতে হাতে ছাত্ররা ইস্তাহার ছড়ায়।…সভার এক কোণ থেকে চাপা বাক্যালাপ শোনা যায়…'রাজত্ব হাত করার আগে জাপান মিষ্টি কথা ত' বলবেই…একবার গদি পেলে যে কে সেই।'

একদল ছাত্র বেরিয়েছে প্রচারের জন্যে, একদল টাকার যোগাড়ে ; একদল প্রোগ্রাম ঠিক করতে ব্যস্ত, অন্যদলের ওপর হলের এবং প্রাচীর চিত্রের ভার পড়লো। যে যার কাজ করছে…৭ই জুলাই সভার সাফল্যে সমস্ত কাজের সাফল্য বোঝা যাবে।

তুমুল বৃষ্টি, তবু সভায় লোকে লোকারণ্য

বিকেলের দিকে আস্তে আস্তে লোক জমতে সুরু করেছে। বৃষ্টি থামে না। সকলেই ভাবলাম, মিটিং নির্ঘাত পণ্ড হবে। চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়নি তখনও। দোষ যারই হোক, ফলে চিত্র-প্রদর্শনী আরম্ভ হ'তে দেরী হ'লো। কিন্তু ছবি দেখিয়ে কিছুটা দোষ ঢাকা গেল ; কারণ, যে দেখেছে সেই মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছে। প্রদর্শনীতে জাপানী নৃশংসতার ৮টি ফটো ছিল ; তা ছাড়া চীনে ভাষায় ২টি ও রুশভাষায় ২টি প্রাচীরচিত্র ছিল। রঙে ও আঁচড়ে ছবিগুলো অপূর্ব্ব ছিল। যে দেখেছে তারই মনে ফাসিষ্টদের বর্বরতা জলন্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে প্রদর্শনীর স্থান ভ'রে গেল, ভিতরে গিয়ে দেখি তিল ধারণের জায়গা নেই। হঠাৎ সভাকে সচকিত ক'রে উঠলো : 'চীন ভারত ভাই ভাই' 'কংগ্রেস্ লীগ এক হও', 'জাতীয় সরকার গঠন করো', 'জাপানকে রুখতে হবে'। আওয়াজ উঠলো : 'কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করো'। সমস্ত হল এ আওয়াজে কেঁপে উঠলো। তারপরই সভার কাজ আরম্ভ হ'লো।

সভামঞ্চের ওপর চীন-ভারতের পতাকা উড়ছিল

সভাপতি হলেন ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী। সভাপতির মঞ্চের ওপরে চীনের ও ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছিল। অদ্ভুত সেই দৃশ্য! যে দেশ দু'টির জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে জাপানের রণভেরী বাজছে, তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আজ সংকল্প নিচ্ছে ভ্রাতৃত্বের, 'অপহরণকারীকে রুখবো'। প্রথমে গান হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি'। ভারতের যে কবি সব থেকে গভীর ভাবে ফাসিজমকে ঘৃণা করেছেন, যিনি আজ বেঁচে থাকলে আমাদের জাতির শক্তি হাজারগুণ বাড়তে পারতো, তাঁর এই দেশপ্রেমিক সঙ্গীত সকলের মর্ম স্পর্শ করলো। মনে হ'লো আমরা রবীন্দ্রনাথকে হারাইনি ; তাঁর কণ্ঠ তাঁর গানের মধ্য দিয়ে, তাঁর পথনির্দেশ তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের চালিত করছে।

বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণ বেশী

বাংলার ছাত্রদের পক্ষ থেকে কমরেড প্রশান্ত সান্যাল স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। চীনের প্রাণান্ত প্রতিরোধের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন, চীন জাপানকে শিক্ষা দিতে পেরেছে কারণ তার জনশক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে লড়াই করছে। চীন জানে, জাপানের হাতে পরাজয়ের অর্থ চরম দাসত্ব। তাই আজ সর্বস্ব পণ ক'রে চীনের বিপ্লবী জনসাধারণ জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভারতবর্ষেও আজ জাতীয় ঐক্য দরকার ; সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে, তা হ'লে দেশের ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির কাছে জাপানী দস্যুর দল দাঁড়াতে পারবে না! তারপর কমরেড সান্যাল ভারতীয় ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন। এর পর ডাঃ পাও ইংরেজিতে ও মিঃ সেং চৈনিক ভাষায় বক্তৃতা দেন। তাঁরা আজকের দিনে চীন ও ভারতের ঐক্যের গুরুত্বের কথা বলেন। এর পর ছাত্রনেতা কমরেড অজিত ভট্টাচার্য বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের আহূত এই সভার আজ একটা বিশেষ অর্থ আছে। চীনের ছাত্রসমাজ বন্দুকের গুলি উপেক্ষা ক'রে জাতীয় ঐক্যের ধ্বনি তুলেছিল। তারা নিজেদের খুন দিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতের জাতীয় নেতারা আজও নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদে ব্যস্ত ; আজও তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের কাছে হাত পাতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের তরুণদের আজ এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্ররা সব কিছু আত্মোৎসর্গের জন্য দৃঢ়সংকল্প। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর অভিভাষণে বলেন, চীন যে জাপানের বিরুদ্ধে এই রকম শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে, তার কারণ সেখানে প্রত্যেকটা লোক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। ভারতবর্ষে জাপবিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলবার জন্য দরকার জাতীয় সরকার। আজ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই জাপবিরোধী ফ্রন্ট শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে।

স্বদেশী গান, স্বদেশী পালা :

সেদিন শ্রোতাদের মাতিয়েছিলেন কমরেড বিনয় রায়। গান যে কীভাবে জনজাগরণ আনতে পারে জনযুদ্ধের যুগে বিনয় রায়ই তা দেখিয়ে দিলেন। সেদিনকার গান শুনে স্বদেশী যুগের কথা মনে হ'লো। অসহযোগের সেই যুগে স্বদেশী গান মুখে মুখে ছড়িয়েছিলো ; সন্ত্রাসবাদী বাংলায়ও এই সব গান এককালে জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপর কয়েক বছর অন্তত বাংলা ভাষায় স্বদেশী গানে প্রায় ভাঁটা পড়েছিলো। জনযুদ্ধের আহ্বান আবার যখন আমাদের দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে জনজাগরণ আনলো, তখন দেখলাম দু'চারটে গান তৈরি হ'তে লাগলো। কিন্তু এসব গান ছড়িয়ে পড়তে পারলো না ; তার কারণ, কথায়ও সুরে এগুলি সার্বজনীন হ'লো না। ঠিক এমনি সময় কমরেড বিনয় রায় এমন গান লিখলেন ও এমন সুর দিলেন যা শুনে মনে হ'ল, প্রত্যেকের জন্যে এ গান সহজ ; গ্রাম্য সুর, কথাগুলি শ্লোগানের মত মনে বেঁধে। ইনষ্টিট্যুটে যখন গানগুলি গাওয়া হ'লো, দেখা গেল অরসিকেরও মুখ নড়ছে, পায়ে তাল পড়ছে। শ্রোতাদের সারির মধ্য দিয়ে দুটো গানের দল যখন প্রদক্ষিণ করছিল, তখন প্রত্যেক শ্রোতার মুখে দারুণ উত্তেজনা, চোখের সামনে যেন স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ। 'সাবাস চীনা ভাই' গানটি শ্রোতাদের অনুরোধে বিনয়বাবুকে দুবার গাইতে হলো। এই গান যদি গ্রামে গ্রামে ছড়ায় তাহ'লে তার প্রচারমূল্য একশো বক্তৃতার সমান হবে। বিনয়বাবুর গানের পর একটি নতুন ধরণের প্রোগ্রাম হয়—'রবীন্দ্রনাথ-নোগুচি' কথোপকথন। এটি রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচির পত্রাবলী অবলম্বন ক'রে লেখা হ'য়েছিল—কিছু কিছু অংশ বাছাই ক'রে ; তারপর 'জাপানকে রুখতে হবে' নাটিকাটি অভিনীত হয়। দৃশ্য ও প্রচ্ছদের জন্য নাটিকাটির মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। এগুলি চমৎকার হয়েছিল। নাটকের গোড়ার দিকে কয়েকটি চরিত্রের মুখ দিয়ে যখন জনযুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তখন হলের একাংশ থেকে ঘন ঘন করতালি পড়ছিল। অথচ আশ্চর্য, শেষের দিকে যখন জাপ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলা হ'চ্ছিল তাঁদের অনেককেই আবার হাততালি দিতে দেখা গেল। নাটিকাটির সাফল্য এই ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়। পাহারাদার গেরিলার গানটি লিখেছিলেন ও গেয়েছিলেন কমরেড বিনয় রায়। সুর ও ভাষা সুন্দর হয়েছিল। এককথায় সেদিনকার সভা স্বদেশী গান ও স্বদেশী পালায় মাত ক'রে দিয়েছিল। সভা শেষ হবার পর রাস্তায় একদল বলতে বলতে যাচ্ছিল : 'আমাদের বড় বড় নেতারা আগে যদি ঠিক এমনি ক'রে বলতেন…।' আমরা সেদিন বাড়ী ফেরার পথে সমস্ত ট্রাম গান গাইতে গাইতে গিয়েছি : হৈ হৈ হৈ…জাপান ঐ আসে রে'ধর হাতিয়ার।'

লাহোরে গরিলা শিক্ষা শিবির

(করুণা মুখার্জির রিপোর্ট হইতে)

আয়োজন

ভারতে জাপ আক্রমণ আসন্ন। জনসাধারণ জাপানী ফাসিস্টদের রুখিতে চায়। কিন্তু তাহাদের হাতিয়ার নাই, শিক্ষা নাই। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন উদ্যোগী হইলেন একদল যুবককে গরিলা যুদ্ধের কায়দা শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন সামনে আগাইয়া আসিলেন। গরিলা শিবির গড়িবার ঝুঁকি তাঁহারা নিলেন।

উদ্যোগ আয়োজন ও সমস্ত কাজ চালাইবার জন্য ১১টি সাব কমিটি গঠন করা হইল : (১) কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য সামরিক সাব কমিটি (২) শিবিরের মালপত্র যোগাইবার জন্য যোগানদারী কমিটি (৩) খাইবার জিনিষ রন্ধন ব্যবস্থা, বাসন-কোষণ প্রভৃতির জন্য রসদ কমিটি (৪) প্রচার কমিটি (৫) অর্থ তুলিবার জন্য কমিটি (৬) হিসাব রক্ষক কমিটি (৭) খরচ মঞ্জুরী কমিটি (৮) বিভিন্ন কমিটির যোগসূত্র রাখিবার জন্য যোগাযোগ কমিটি (৯) শিবিরের লাইব্রেরী, পাঠচক্র, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজনৈতিক কমিটি (১০) ফাসিষ্টবিরোধী নাটিকা, গান, কবিতা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবার জন্য সংস্কৃতি কমিটি ও (১১) শিক্ষার্থী-গ্রহণ কমিটি। এইভাবে উদ্যোক্তারা কাজে নামিলেন।

কিন্তু কাজের পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা দেখা দিল। সাধারণ লোকের ভিতর উৎসাহের অভাব, কোন কোন রাজনৈতিক দলের বিরোধীতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন কোন অংশের বিদ্রূপ, প্রেসের সহযোগিতার অভাব, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য প্রভৃতি তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে ফেলিল। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষও বিরুদ্ধ প্রচার সুরু করিলেন। বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়রা প্রথমে আশা দিয়া পরে নির্ব্বিবাদে হাত গুটাইয়া নিলেন। একমাত্র ফার্মান কলেজের অধ্যক্ষ ৭০ বছরের বৃদ্ধ ডাঃ দত্ত অর্থ, লোকজন প্রভৃতি দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহায্য করিলেন (কিছুদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে)। এদিকে সময় কম। তাড়াহুড়া করিয়া আপ্রাণ পরিশ্রমে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইল। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন। অবশেষে শিবির উদ্বোধনের দিন আসিল।

উদ্বোধন

লাহোর সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে রাবীনদীর খালের ধারে ফার্মান ক্রিশ্চান কলেজের বিরাট মাঠ। এই উন্মুক্ত মাঠে বড় বড় 'শিশু' গাছের ছায়াতলে ৩৬টি তাঁবু পড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তিনশত যুবক এই ছাউনীতে মিলিত হইলেন। গরিলা যুদ্ধের কায়দা শিখিয়া আর দশজনকে শিখাইবেন, জাপ দস্যুদের রুখিবেন ইহাই তাঁহাদের পণ।

১লা জুন বৈকালে শিবিরের উদ্বোধন হইল। কমরেড রজনী প্যাটেল পতাকা উত্তোলন করিলেন। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর তিন শত গরিলা কুচ-কাওয়াজ করিয়া পতাকা অভিবাদন করিলেন। কলেজ হলে উদ্বোধনী সভা হইল। কমরেড রজনী প্যাটেল, রণধীর সিং ঘোশ প্রভৃতি বক্তৃতা দিলেন। সভা শেষে দু'টি নাটিকা অভিনীত হইল ও অনেক-গুলি গান হইল। বাংলার ১৬ জন প্রতিনিধি গাহিলেন, 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ।'

শিক্ষা

২রা জুন হইতে শিক্ষা সুরু হইল। শিবির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইল। কমিটিতে থাকিলেন—প্রধান কমাণ্ডার, দ্বিতীয় কমাণ্ডার, এডজুটাণ্ট, কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল ও রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থাপক। ইঁহারা সবাই ছাত্র। কাজের সুবিধার জন্য সরকারী সামরিক ষ্টাফ অফিসার একজনকে এই কমিটিতে নেওয়া হইল। তাঁহার ব্যবহার খুবই অমায়িক ছিল।

সমস্ত শিক্ষার্থী একজন প্রধান কমাণ্ডারের অধীনে একটি ব্যাটালিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ব্যাটা-লিয়ানটিকে 'এ' ও 'বি' এই দুইটি কোম্পানীতে ভাগ করা হইল। কোম্পানী থাকিল কোম্পানী কমাণ্ডারের অধীনে, ইহাদের সহায়ক থাকিলেন দ্বিতীয় কমাণ্ডার (সার্জেণ্ট মেজর)। কোম্পানী কমাণ্ডাররা প্রধান কমাণ্ডারের অধীনে থাকিলেন। প্রত্যেক কোম্পানীকে তিনটি প্লেটুনে ভাগ করা হইল। এক একটি প্লেটুন থাকিল একজন প্লেটুন কমাণ্ডারের অধীনে। প্লেটুন কমাণ্ডারদের নির্দ্দেশ দিতেন কোম্পানী কমাণ্ডার বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সার্জেন্ট মেজর। এক একটি প্লেটুনকে ভাগ করা হইল তিনটি সেকৃসনে। সেকৃসনের অধিনায়ক থাকিলেন সেকৃসন কমাণ্ডার। একটি সেকৃসন কম-পক্ষে ১০ জনকে লইয়া গঠিত হইল। প্রকৃতপক্ষে সেকৃসনে ১৬ জনই থাকিলেন।

এইবার শিক্ষা সুরু হইল। ভোর বেলা হইতে সুরু করিয়া রাত দুপুর পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত কর্ম্মসূচি নেওয়া হইল। এইভাবে দিনের কাজ চলিল : ভোর ৪-৩০- শয্যা ত্যাগ। ৪-৩০টা হইতে ৫-৩০ হাত মুখ ধোয়া ইত্যাদি। ৫-৩০—৫-৪৫-চা খাওয়া। ৬টা হইতে ৯-৩০ তাঁবু খাটান, বেয়নেট চালনা, রাইফেল শিক্ষা, ময়দানের রণ কৌশল শিক্ষা প্রভৃতি। ৯-৩০—১০- ঠাণ্ডা সরবৎ পান। ১০-১১- বিশ্রাম ও স্নান (বিশ্রাম প্রায়ই হইয়া উঠিত না, কারণ অতিরিক্ত বক্তৃতা বা অন্য শিক্ষা থাকিত)। ১১-১২ সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা। দুপুর ১২টা হইতে ১-৩০টা আহার। ১-৩০—২-৩০ বিশ্রাম। ২-৩০—৪- রাজনৈতিক বক্তৃতা। ৪—৫ জলখাবার। ৫—৬-১৫ এ, আর, পি। ৬-১৫—৭-৩০ প্রাথমিক চিকিৎসা। রাত্রি ৭-৪৫—৮-৪৫ আহার। ৮-৪৫—৯-৪৫ সংস্কৃতি। ১০—নিদ্রা। [রাত্রি ১০টা হইতে ১২ রাত্রের সামরিক কাজ।]

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে হাতে কলমে শিখান হইল : রাইফেল ছোঁড়া, বেয়নেট চালনা, যুদ্ধের ময়দানে চলাফেরার কৌশল, রাত্রে চলাফেরার কৌশল, গুলি ছোঁড়ার বিভিন্ন কৌশল, ব্লক হাউস তৈরী, ট্যাঙ্ক ধ্বংস প্রভৃতি।

সামরিক বিভাগের সৈনিকরা দেখাইলেন : সেতু নির্ম্মাণ, সেতু ধ্বংস, ট্যাঙ্ক ধ্বংস, হাল্কা মেসিন গান, টমিগান, রিভলভার, রাইফেল-বোমা, হাত-বোমা, ট্রেঞ্চমর্টার, ব্যারিকেড তৈরী প্রভৃতি।

ম্যাপ-রিডিং, ট্যাঙ্ক, কামুফ্লাজ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইল।

এই সব সামরিক শিক্ষা ছাড়াও ছিল রাজনৈতিক বিষয়ের বক্তৃতা। রাত্রে আহারের পর বসিত সংস্কৃতি বৈঠক। ফাসিষ্টবিরোধী গণসঙ্গীত, কবিতা, নাটক প্রভৃতি ছিল ইহার কর্ম্মসূচী।

এইভাবে এগার দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তিন শত যুবক জাপানী-দের রুখিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া গরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক কায়দার কিয়দংশ শিখিয়া ১২ই জুন শিবিরের কাজ শেষ করিলেন।

ত্রুটি কোথায় ?

ত্রুটির বিষয় বিবেচনার আগে প্রথমেই মনে রাখা দরকার উদ্যোক্তারা ছিলেন ছাত্র ও সামরিক শিবির পরিচালনার অভিজ্ঞতা কাহারই ছিল না। তবু সুখের বিষয় ত্রুটি-বিচ্যুতিতে হতাশ না হইয়া তাঁহারা নিজেদের ক্রুত শোধরাইয়া নিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় ছিল যাহা তাঁহাদের নিজেদের হাতের বাহিরে। সামরিক ও এ, আর, পি বিভাগ কি কি শিখাইবেন, তাঁহাদের প্রতিদিনের রুটীন কি ইহা আগে হইতে জানিতে না পারায় শিবিরের সাধারণ রুটীন চালানো খুবই শক্ত হইয়াছিল।

ভবিষ্যতে অন্য কোন শিবির খুলিতে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া কয়েকটি বিশেষ ত্রুটির উল্লেখ করা হইল। সবার আগে চোখে পড়ে সাম-রিক শিক্ষার ত্রুটির কথা। আজ জনযুদ্ধের যুগে গরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখাই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং ইহার জন্যই শিবির খোলা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। একথা সত্য রাত্রির আঁধারে ঘুরিবার কৌশল, সেতু ধ্বংস, ট্যাঙ্ক ধ্বংস, পথ আটকানো, বেয়নেট চালনা প্রভৃতি শিখানো হইয়াছে কিন্তু তাহা যৎসামান্য। গরিলা নীতি অপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে কুচকাওয়াজ প্রভৃতি ব্যাপারে। সামরিক বিজ্ঞানের বক্তৃতার ভিতরও গরিলা নীতির কোন স্থান ছিল না। একমাত্র মুক্ত রাজবন্দী কমরেড ইকবাল সিং এই বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয়তঃ অল্প পাল্লায় রাইফেল ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ও প্রত্যেককে মাত্র ৩৫ রাউণ্ড গুলি দেওয়া হইয়াছে। কমপক্ষে ১০০ রাউণ্ড গুলি ও দূর পাল্লার শিক্ষা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ ট্যাঙ্ক, মেসিন গান, টমিগান প্রভৃতি অস্ত্রের কলকব্জা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় ইহার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। চতুর্থতঃ, হাত-বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক তৈরী সম্বন্ধেও শিক্ষা দরকার। এই সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজন সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

আরও কয়েকটি বিষয়ে পরিচালকবর্গের নজর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ রাজনৈতিক শিক্ষার দিক দিয়া একটি সুপরিকল্পিত বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতির বিষয়ে আরও ভাল নাটিকা, গণসঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি হইলে ভাল হইত। তৃতীয়তঃ, চিকিৎসা বিভাগে একজন মেডি-ক্যাল ছাত্র ও সামান্য ঔষধ পত্র থাকায় যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। উপযুক্ত ঔষধ পত্র, একজন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, অনুসন্ধান কমিটির বন্দোবস্ত ভাল ছিল না। পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থী বাছাই করিবার সময় নজর রাখা প্রয়োজন যাহাতে কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অদম্য উৎসাহী যুবকরা যোগ দেন। সবার শেষে বলা দরকার, এত অল্প সময়ের ভিতর শিক্ষা হওয়া কঠিন। তাড়াহুড়া করার ফলে ভালভাবে কিছু শিখা সম্ভব হয় না। দেড় মাস, অন্ততঃ এক মাসের কমে শিক্ষা শিবির চলা উচিত নয়।

এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও শিবির সফল হইয়াছে। যত গণ্ডীবদ্ধই হউক তবু গরিলা যুদ্ধ শিখিবার চেষ্টা এই প্রথম সুরু হইল। বিভিন্ন স্থানে আজ আরও শিবির গড়িয়া উঠুক। পূর্ব্ব হইতেই সামরিক কর্ত্তৃ-পক্ষ, এ, আর, পি, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতির সাথে পরিষ্কার আলোচনা করিয়া একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী গরিলা শিক্ষা শিবির গড়া হউক। জনরক্ষাবাহিনী এই সব শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করুক। দেরী করিবার আজ আর সময় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটী কয়েক মাস আগে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট, ব্রিটেন, আমেরিকা ও চীনের মধ্যে চুক্তির ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে পৃথিবীর সব দেশের লোক প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এখন শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের আশু ও জরুরী কর্ত্তব্য হিটলারী জার্মাণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করা—এই কথা বলিবার পর তাঁহারা বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ফাসিষ্টদের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্ব খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। মিত্রপক্ষের সৈন্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য লিবিয়াতে জিতিতেছে। কিন্তু ফাসিষ্টদের একেবারে ধ্বংস করিতে হইলে ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আরও অনেক বেশী লড়াই লড়িতে হইবে, সম্ভবতঃ আমাদের দেশের কাছেই লড়িতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য এই যুদ্ধের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র দেশবাসীকে সংযুক্ত করা দরকার। দেশের প্রত্যেকটী সম্প্রদায়কে যুদ্ধ জয়ের জন্য চরম প্রচেষ্টা করিতে হইবে। যুদ্ধ-জয়ের পথে প্রত্যেকটী বাধাকে চূর্ণ করিতেই হইবে।

মালের উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রাণখোলা, ষোল আনা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার চালকশক্তি হইবে শ্রমিক। শ্রমিকরাই যুদ্ধ-ব্যবস্থাকে চোখে চোখে রাখিবে। শ্রমিকদের সজাগ দৃষ্টিই যুদ্ধ-পরিচালনার গ্যারাণ্টি। যুদ্ধের জন্য যতদূর সম্ভব বেশী মাল প্রস্তুত করিবে এই শ্রমিকরাই।

শ্রমিকরা কাউন্সিল ও ফাক্টরী কমিটী বানাইবে। এই কমিটীগুলি এমন সব ব্যবস্থা ও উপায় করিবে যাহাতে শ্রমের অপচয় না হয়, শ্রমিকদিগকে পরিপূর্ণ-ভাবে কাজে লাগানো যায় ও শ্রম-শক্তির প্রসার হয়। এইসব ব্যবস্থায় কাজ করিলে শিল্প-কারখানায় সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হইবে।

ট্রেড ইউনিয়ন গুলিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। শ্রমিক-ইউনিয়ন গুলির বিস্তার চাই। সমস্ত প্রকারের শ্রমিককে ইউনিয়নের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে। বেতনের হার উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা সন্তোষজনক করিতে হইবে। ফুরণের রেট কমাইয়া বা অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকদের বেতন কমানর সব মতলব বন্ধ করিতে হইবে। এই সব বন্দোবস্ত না করিলে শ্রমিকদের উৎসাহ জাগিবে না। তাহা না হইলে তাহারা প্রাণ দিয়া কাজ করিবে কিরূপে? উৎপাদন বাড়িবে কেন?

তবেই তো শ্রমিকরা বুঝিবে যে, তাদের ত্যাগ স্বীকার, তাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম শোষকদের লাভের জন্য বা মালিকদের ঘৃণ্য লোভের জন্য নহে। তবেই শ্রমিকদের নিকট হইতে ষোলআনা স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। যুদ্ধের সুযোগ লইয়া মালিকদের লাভ করার মতলব বন্ধ করিতেই হইবে। যুদ্ধের সময় মিল-কর্ত্তৃপক্ষ নানা ফন্দি ফিকিরের সাহায্যে মোটা লাভ করিতে থাকে। নিজ সংগঠনের মারফৎ যাহাতে শ্রমিকেরা মালিকের এই সমস্ত লাভের কৌশল বন্ধ করিয়া দিতে পারে, সে ক্ষমতা শ্রমিকদের চাই।

যে সমস্ত মুলধন অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে, যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কাজে না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, সে সমস্তই সরকারকে যুদ্ধ-শিল্পের কাজে লাগাইতে হইবে। যে সমস্ত কারখানা ও যন্ত্রপাতি কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে সে সব গুলিকেই যুদ্ধের মাল প্রস্তুত করিবার জন্য লইতে হইবে। বিলাসিতার সামগ্রী তৈয়ারী করা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে আজ চরম পরীক্ষা। শ্রমশক্তি ও মুলধনের অপচয় বন্ধ করাই আজ যথেষ্ট নয়। আধুনিক যুদ্ধে সর্ব্ব প্রকারের শক্তিকে সকল দিক হইতে সংগৃহীত ও সংহত করিতে হয়। আইনতঃ অ-ইউরোপীয় শ্রমিকরা অনেকগুলি কাজ করিতে পায় না। [অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার নেটিভদের বহু কাজ করার অধিকারই নাই—অনেক যায়গায় তাহাদের প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না।] আজ এই বাধা-নিষেধ উঠাইয়া দিতে হইবে। নতুবা দেশের সর্ব-শক্তি সংহত করা অসম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বেশীর ভাগই এই 'অস্পৃশ্যদের' মধ্যে পড়ে। তাহারা নানা বাধা-নিষেধের শিকলে বাঁধা। সব রকমের কাজে এই সমস্ত শ্রমিকদের অবাধ অধিকার দিতে হইবে। জাতি ও গায়ের রং এর সব কিছু বাধা নিষেধ, পচা ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্থক্য-প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান—এই সব পক্ষপাতিত্ব ও ব্যবহারের তারতম্য একেবারে তুলিয়া দাও! পার্টির দাবী—আফ্রিকার শ্রমিকদের ও ভারতীয় শ্রমিকদের—গায়ের বর্ণ তাহাদের যাহাই হউক—সকলকেই শিল্প কারখানার সমস্ত শাখায় যন্ত্রপাতির কাজ, মিস্ত্রীর কাজ, উঁচু ধরণের বুদ্ধির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখাইতে হইবে। সব রকমের কাজে সমস্ত শ্রমিকের অধিকার দিতে হইবে।

লড়াইএর ফ্রণ্ট

শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না। কারখানার মাল—যুদ্ধের সরঞ্জাম শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে। শিল্পের ফ্রণ্টে যেমন মানুষের অফুরন্ত শ্রমশক্তির প্রয়োজন, লড়াইএর ফ্রণ্টে, যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাহার প্রয়োজন কম নয়। বিশ্ব যুদ্ধের সাধারণ কর্তব্যের দায়িত্ব দক্ষিণ আফ্রিকাকে পালন করিতে হইলে এ দেশের লোককে হাজার হাজার ফৌজে ভর্ত্তি হইতে হইবে। একটী বিরাট পণ্টন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকার যুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার প্রকাণ্ড দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে। কারণ তাহারা অধীন দেশের জনগণের মধ্য হইতে—উপনিবেশিক দেশের অধিবাসীদের ভিতর হইতে অতীতে বিরাট সশস্ত্র ফৌজে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সেই ভুলই আবার তাহারা করিতেছে। ইহার ফলও সেইজন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হইতে পারে। ঠিক সোভিয়েট রাশিয়ার মত সমস্ত জনসাধারণ যদি সশস্ত্র হইয়া জনযুদ্ধে লড়াই করে তবেই জয়লাভ সম্ভব। কমিউনিষ্ট পার্টি জোরের সঙ্গে দাবী করিতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে একটী প্রকৃত সশস্ত্র জাতীয় ফৌজ গড়িতে হইবে। এই ফৌজে কি ইউরোপীয় কি অ-ইউরোপীয় সমস্ত সম্প্রদায়ের লোককেই লইতে হইবে—সকলকেই অস্ত্রে শস্ত্রে পূর্ণরূপে সুসজ্জিত করিতে হইবে।

জাতি ধর্ম্ম বর্ণ-নির্বিশেষে বিপদ ও ত্যাগ স্বীকারের ভিত্তিতে সৈন্যদের বেতন ও কাজের সমান ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় ফৌজ গঠন করা যায়। ইউরোপীয় সৈন্যদের একরকম বেতন আর নেটীভ-দের অন্যরকম বেতন—এ ব্যবস্থা রাখা চলিবে না। সৈন্যদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য একেবারে ঘুচাইয়া দিতে হইবে। যেমন বিপদ, তেমনি বেতনের সঙ্গে জাতি বা বর্ণের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না।

যারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে, ফ্রণ্টে কাজ করিতেছে তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য সমানভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফ্রণ্ট হইতে সরান হইলে, যুদ্ধের লাইন ভাঙ্গিয়া দিলে উপযুক্ত চাকুরী ও পেন্-সনের নীতি সমানভাবেই কাজে লাগাইতে হইবে।

জয়ের জন্য একতা

দেশের মধ্যে বৃহত্তম একতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুদ্ধে জিতিবার জন্য যুদ্ধ-জয়ের দৃঢ়-একাগ্রতা সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই একতা ও যুদ্ধ-জয়ের অদম্য প্রেরণার জন্য জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকারের পরিমাপে উপযুক্ত মুল্য দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া, ভবিষ্যতের প্রগতিশীল সাম্যমুলক সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী করিয়াই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে। জনসাধারণকে যুদ্ধ-জয়ের জন্য অসীম স্বার্থত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যেন সেই ত্যাগের উপযোগী হয়।

জিনিষের দাম বাঁধিয়া দিয়া, মুল্য-নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণের জন্য মানুষের উপযুক্ত জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনগণের জীবন রক্ষা করিতে হইবে। মুলধনীদের অতি লাভের পথ বন্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের সুযোগে লাভ করার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধের খরচ যাহারা সক্ষম তাহাদেরই বেশী করিয়া বহন করিতে হইবে। গরীব মজুরের ঘাড়ে যুদ্ধের খরচ চাপাইলে চলিবে না। ধনীদের উপর বেশী করিয়া বোঝা চাপাইতে হইবে। ইহা যুদ্ধের আশু দাবী।

একটী কথা অত্যন্ত জরুরী। নাৎসীদের পক্ষে যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের নিষ্ঠুর হস্তে দমন না করিলে এত সব ব্যবস্থার কোন ফলই হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সব শক্তিশালী পঞ্চমবাহিনী সংগঠন কাজ চালাইতেছে, তাহারা সুবিধা পাইলেই, দেশকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে, দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। এই সব পঞ্চমবাহিনীর সংগঠনকে অবাধে কাজ করিতে দিলে, যুদ্ধ-জয়ের জন্য উপরে যে সব উপায়ের কথা বলা হইল তাহার কোন মূল্যই থাকিবে না। এই সবের বিরুদ্ধে এখুনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ভিতরে এই ধরণের পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ যাহারা করিতেছে সরকার তাহাদের তাড়াইতেছে, তাহাদের সাজা দিতেছে। ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু ইহার দ্বারা মূলে আঘাত করা হইতেছে না। ফাসিষ্টপক্ষীয় সংগঠনের নেতারা নির্বিবাদে কাজ চালাইতেছে। তাহারা প্রাণ খুলিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা দিতেছে, দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে, গোপনে ও কৌশলে যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছে। এই সব দেশদ্রোহির বিষাক্ত নখদন্ত কাটিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা অপরাপর দেশের মত দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চাতেও ছুরিকাঘাত পড়িবে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাঁচাইতে হইলে এই সব পঞ্চমবাহিনীর নেতাকে দৃঢ়হস্তে দমন করিতে হইবে।

জাতীয় ঐক্যের পথে সব চেয়ে বড় বাধা অ-ইউরোপীয় জনসাধারণের পরাধীনতা। গণতান্ত্রিক অধিকার নাই, ব্যক্তি স্বাধীনতা নাই—তাই জন-সাধারণ এই যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম। যুদ্ধ জয়ের জন্য সমস্ত জনতাকে পরিপূর্ণ উৎসাহে সংঘবদ্ধ করিতে হইলে নেটীভ ও অ-ইউরোপীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা বাড়াইয়া দিতে হইবে। তবেই জনসাধারণ একতাবদ্ধ হইয়া পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধের কাজে লাগিয়া যাইবে। (শেষাংশ ৭ পাতায় দ্রষ্টব্য)

আলোচনা

হিটলারের অভিযান

হিটলারী জার্ম্মাণীর দস্যু সেনাদল কয়েকটি স্থানে ডন নদী অতিক্রম করিয়াছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধের পর সোভিয়েট সৈন্য রসোশ পরিত্যাগ করিয়াছে। এই রসোশ সহর মস্কো রষ্টোভ রেলওয়ের উপর অবস্থিত। হিটলারের লক্ষ্য রষ্টোভ সহর অতিক্রম করিয়া ককেশাসে প্রবেশ করা এবং ককেশাস দখল করিয়া মধ্য প্রাচ্যে প্রবেশ করা। মধ্য প্রাচ্যে আসিয়া জাপানের সাথে একযোগে ভারত আক্রমণ করাই তাহার পরিকল্পনা। বাংলার সীমান্তে ব্রহ্মদেশে জাপানের সৈন্য মজুদ রহিয়াছে। হিটলার এখন মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়া ভারতের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্য পাঠাইতে চায়। কিন্তু সোভিয়েটের বীর জনগণ ডন নদীর তীরে তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ রুষ সৈন্যের প্রবল প্রতিরোধে জার্ম্মানবাহিনীর অগ্রগতি বাধা পাইতেছে বটে কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে রাশি রাশি জার্ম্মাণ মৃতদেহের উপর দিয়া হিটলার বাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে অত্যন্ত দ্রুত ককেশাসের দিকে অগ্রসর হইতে। সোভিয়েট সৈন্য জীবন মরণ যুদ্ধ করিয়া অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে তাহাদের ঠেকাইতেছে। ভারতের দ্বারে আসিবার পথ রোধ করিয়া সোভিয়েট সৈন্য জার্ম্মানদস্যুদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। ডন নদীর অববাহিকায় এই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে তাহা ভারতেরই যুদ্ধ।

কংগ্রেসের গবেষণা

কিন্তু ভারত কোথায়? ককেশাসের পথে যখন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভাগ্যরচনা হইতেছে তখন ভারতবাসীর জাতীয় কংগ্রেস কি লইয়া গবেষণা করিতেছে? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দিনের পর দিন গান্ধীজীর প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতেছে। ফাসিষ্ট দস্যুদের আক্রমণ ভারতবাসী কি ভাবে রোধ করিবে সে সমস্যা এই আলোচনায় স্থান পায় নাই, কি কি সর্ত্তে ইংরেজ সৈন্যদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বলিব এবং তাহারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের সর্ত্ত মানিয়া না লইলে কখন কি ভাবে "সংগ্রাম" আরম্ভ করিব সেই আলোচনাতেই ভারতীয় মহাজাতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মশগুল হইয়া আছেন। ওয়ার্কিং কমিটি ইতিমধ্যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্য সরকার যে সব জায়গায় লোক এবং যানবাহনের অপসরণের হুকুম দিয়াছেন সে সব স্থানের জনগণ যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পায় তাহা হইলে আইন অমান্য করিয়া "সংগ্রাম" করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহাদের নির্দ্দেশে এক সর্ত্ত আছে যে "সংগ্রাম" আরম্ভ করিবার আগে আপোষ নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টা দেখিয়া লইতে হইবে। বৃটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য কোন্ সর্ত্তে কি সংগ্রাম আরম্ভ হইবে তাহার নির্দ্দেশ এখনও আসে নাই। কাজেই আমরা জানি না কি রকম "সংগ্রাম" তাঁহারা আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে "সংগ্রাম" করিবার একটা ধ্বনি উঠিয়াছে; এ কায়দা আজ নুতন নয়। গান্ধীবাদী সংগ্রামের দৌড় কত তাহা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন যুদ্ধের সময় বৃটেনকে বিব্রত করা অহিংসা নীতির পরিপন্থী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখন সেই নীতি অনুসরণ করিয়া গণসংগ্রাম পণ্ড করিয়াছে এবং ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রহসন চালাইয়া রাজনৈতিক অচল অবস্থা চালু রাখিয়া আসিয়াছে। গান্ধীজী আজ সে নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফাসিষ্ট দস্যুরা যখন ভারতের দ্বারে প্রবেশ করিবার জন্য রক্তস্রোতে দুনিয়া প্লাবিত করিতেছে এবং সোভিয়েট, চীন, বৃটেন এবং আমেরিকার সশস্ত্র জনগণ যখন সেই রক্তস্রোতের মধ্যে দাঁড়াইয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিতেছে, ঠিক সেইটিই হইল গান্ধীজীর শুভ মুহূর্ত্ত বৃটেনকে বিব্রত না করার নীতি পরিত্যাগ করিয়া তথাকথিত "সংগ্রাম" করিবার অথবা সংগ্রামের ভয় দেখাইয়া ইংরেজ সৈন্য অপসারিত করিবার!

গান্ধীজীর পরিকল্পিত "সংগ্রাম" আরম্ভ করিবার অর্থ ফাসিষ্ট সৈন্যদের ভারত প্রবেশের পথ সুগম করা। কোন রকম আত্মপ্রতারণা না করিয়া স্পষ্টভাবে স্বীকার করা ভালো যে এ "সংগ্রাম" স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বৃটিশ প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে ফাসিষ্ট জার্ম্মানী ও ফাসিষ্ট জাপানের প্রভুত্ব স্থাপন করা। ইংরেজ সৈন্য অপসারণের জন্যই হউক আর লোক এবং যান বাহন অপসারণের ক্ষতিপূরণের জন্যই হউক—**যে সংগ্রাম ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি না করিয়া ফাসিষ্ট বিরোধী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাকে স্বাধী-নতার সংগ্রাম মনে করা চরম আত্ম-প্রতারণা** এবং জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। কংগ্রেস বা অন্য যে কোন দল যে কোন পথই অবলম্বন করুক না কেন, আজ এই একটি সত্য দিয়াই তাহার মুল্য যাচাই করিতে হইবে—উহা কি ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতেছে, না ফাসিষ্টদের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করিতেছে?

নেহেরুর অসহায়তা

এই কষ্টি পাথরে গান্ধী সংগ্রামের স্বরূপ বিচার করিতে যাইয়া পাণ্ডিত নেহেরু অসহায়ভাবে নিজের রাজনৈতিক দৈন্যের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ৯ই জুলাই তারিখে ওয়ার্দ্ধার বৈদেশিক সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা বিপদ সঙ্কুল হইতে পারে, কিন্তু পক্ষা-ন্তরে আদৌ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করা আরও বিপদ সঙ্কুল, যাহা কম বিপজ্জনক আমাদিগকে তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে।" চমৎকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব! চারিদিকেই বিপদ, দেখ কোন্ সুড়ঙ্গে বিপদ কম, সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ কর! পরাধীন জাতির প্রতি পথ নির্দ্দেশের ইহা এক উজ্জ্বল নিদর্শন বটে! পণ্ডিতজী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা। আজ তিনি দেশবাসীকে একথা বলিতে অক্ষম যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হও। না, একথা আজ আর নেহেরু বলিতে পারেন না, কারণ তাহা করিতে হইলে অতীতের আপোষ-নীতির ঐতিহ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। জাপান ও জার্ম্মাণীর প্রতিরোধ করা এবং সেই প্রতি-রোধের জন্য সরকারের আমলাতান্ত্রিক বাধাকে পরাস্ত করা আপোষ পন্থীদের মতে একটা অসম্ভব কাজ। বরং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" করিলে হয় তো জাপান ও জার্ম্মাণীর শুভদৃষ্টি লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর এই আস্থায় পণ্ডিতজীর মন সুস্থ হইতে পারে নাই, তাই সংগ্রামের স্বপক্ষে তিনি ভিন্ন মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—"বৃটেনের প্রতি বশ্যতার মনোভাব জাপানের প্রতি বশ্যতার মনোভাব আনয়ন করিবে।" সুতরাং বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরম্ভ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনো-ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। গান্ধীজীর এ মন্ত্রে আপত্তি নাই, যে মন্ত্রই উচ্চারণ কর এক পথে একই দেবতার ফুল লইয়া আসিলেই হইল।

"বৃটেনের প্রতি বশ্যতার মনোভাব জাপানের প্রতি বশ্যতার মনোভাব আনয়ন করিবে"—কি চমৎকার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ! যেন সমগ্র জাতি আজ হঠাৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, যেন আমাদের জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন ঐতিহ্যই নাই, যেন যাহাকে হাতের কাছে পাই তাহার সাথে কলহ করিয়া যুদ্ধের উপযুক্ত মেজাজ তৈরী করিয়া না লইলে সকলেই জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বসিবে। পণ্ডিত নেহেরুর রাজ-নৈতিক বিচার বুদ্ধি আজ গান্ধীবাদের মোহে এত আচ্ছন্ন যে জনগণের প্রতি তাঁহার আস্থা নাই, রুষ এবং চীনের আদর্শে জনগণ কতখানি অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা তিনি দেখিতে অক্ষম। সমস্ত রকম প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও জনগণ দেশের নানাস্থানে যে ফাসিষ্টবিরোধী আন্দোলন করিতেছে কংগ্রেসের নেতৃত্ব পাইলে যে তাহা সারা দেশ ব্যাপী জন অভিযানে পরিণত হইতে পারে, পণ্ডিতজী তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। রাজনৈতিক সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিব্রত হইয়া তিনি "কম বিপজ্জনক" রাস্তা খুঁজিতেছেন, তাই একথা তিনি বুঝিতে অক্ষম যে কিছু না করার কথাই আজ ওঠে না, বরং ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পথই প্রতিরোধ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ আর সে পথ না ধরিয়া "সংগ্রামে"র নামে প্রতি-রোধের বিরুদ্ধ পথ ধরার অর্থ ফাসিষ্টদের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের জাতীয় মুক্তি চিররুদ্ধ করিবার পথ।

রাজাজীর কংগ্রেস ত্যাগ

নেহেরুর মনে কেন এই রাজনৈতিক দৈন্য? ফাসিষ্ট আক্রমণের সন্ধিক্ষণে আমরা কি করিব এই সমস্যা লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে কেন এই রাজনৈতিক সঙ্কট? কেন আজ প্রতিরোধের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিবার অছিলা খুজিতে হয়? কারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজ কংগ্রেসেরই ঐতিহ্য বর্জ্জন করিতে বসিয়াছে। যুদ্ধের আগে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ও বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি-সমুহের সাথে প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করাই ভারতীয় স্বাধীনতার জাতীয় পথ। স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের উপায়। রাজাজী আজ অকম্পিত কণ্ঠে সেই মহান ঐতিহ্যের বাণী প্রচার করিতেছেন বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। রাজাজী কংগ্রেসের ঐতিহ্য বহন করিয়া কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন কিন্তু ফাসিষ্টপন্থী সুভাষের মত তিনি পাণ্টা কংগ্রেসের সুর তোলেন নাই। সত্যকার জাতীয়তাবাদী এবং দৃঢ় স্বদেশপ্রেমিকের মত তিনি বলিয়াছেন—কংগ্রেস

(৮ পাতায় দ্রষ্টব্য)

(৬ পাতার শেষাংশ)

ফাসিষ্ট চক্রশক্তির বিরোধী এই যুদ্ধে কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সমস্ত দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের শ্রমিক ও অপরাপর শ্রেণীর সমস্ত লোককেই ফাসিষ্ট আক্রমণের জরুরী অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। তবেই ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পথে যে সব শ্রেণী ও সম্প্রদায় গত সংকীর্ণ স্বার্থ ও মর্জ্জি বাধা সৃষ্টি করিতেছে তাহা সমস্তই চূর্ণ হইয়া পড়িবে। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল শক্তির জোয়ার বহিবে। সমগ্র দেশ একতাবদ্ধভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে যুদ্ধ-জয়ের জন্য এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে, আমাদের সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করে তাহা দেখিবার দায়িত্ব জনসাধারণের। জনসাধারণের শক্তিতেই এ দায়িত্ব পূরণ করিতে হইবে।

আন্দোলন ও সংগঠন

জনরক্ষা বাহিনীর কাজ

মুন্সিগঞ্জ মহাকুমায় কতগুলি বাজারে কৃষক সমিতির তরফ হইতে কেরসিন তৈল ও লবণ বিক্রির ভার নেওয়া হইয়াছে। কৃষক সমিতি যাহাতে এজেণ্টদের নিকট হইতে কেরসিন ও লবণ পায় সেজন্য মহাকুমা হাকিম সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াছেন। কৃষক সমিতির নিকট হইতে তেল ও লবণ ঠিক দরে পাওয়ায় জনসাধারণের কাছে কৃষক সমিতি প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। খাস মুন্সিগঞ্জ সহরে জনরক্ষা সমিতির চেষ্টায় সমস্ত দোকানদাররা মিলিয়া কেরসিন ও লবণের জন্য একটী সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়াছে। এখানে যাহাতে জিনিষ চড়া দরে না বিক্রয় হয় তাহার উপর নজর রাখিবার জন্য জনরক্ষা ফৌজের চার জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক পাহারা দেয়। ফলে প্রত্যেকেই বাঁধাদরে তেল ও লবণ পাইতেছে এবং জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভাণ্ডারের লভ্যাংশ দোকানদারই ভাগ করিয়া লয় কিন্তু আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই তেল ও লবণ বিক্রির লাভ জনরক্ষা ফৌজের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

চট্টগ্রামে জনরক্ষাবাহিনী রাত্রির অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া গ্রাম পাহারা দেয়, পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, ভবিষ্যতে কাপড়ের অভাব মোচন করিবার জন্য তাঁত চালায় এবং খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচার করে ও জাপানী আক্রমণের স্বরূপ বোঝায়।

কিন্তু এই চট্টগ্রামে ও অন্যান্য যায়গায় সরকারি গৃহরক্ষী দলের মধ্যে এইসব ফৌজের স্থান হইতেছে না। চট্টগ্রামের কর্ম্মীরা জানাইতেছেন যে প্রধান মন্ত্রীর পরিকল্পনানুযায়ী যে গৃহরক্ষীদল হইয়াছে—তাহাতে কমিউনিষ্ট, কৃষক সমিতির লোক বা যাহারা "রাইফেল চাই" বলিয়া আওয়াজ তোলে তাদের সর্ব্বপ্রকারে সরকারী গৃহরক্ষীদল হইতে দূরে রাখিবার কথা হইতেছে। খুলনার শোভনা ইউনিয়ন কৃষক কমিটিও জানাইতেছেন যে গৃহরক্ষীদল গঠনে কৃষক সমিতিকে দূরে রাখিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা মনোনীত মেম্বরদের দ্বারা গৃহরক্ষীদল গঠন করিতে গিয়া তাহারা অকারণ কৃষকদিগকে জনযুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী করিয়া তুলিতেছে। শুধু মহকুমা হাকিম, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা দারোগাবাবু, জমিদার ও গাঁতিদারদের দিয়া এই যুদ্ধকে জনপ্রিয় করা যায় না!—জনসাধারণকে মাতানো যায় না এ বুদ্ধি সরকারের মাথায় জোর করিয়া ঢোকানো দরকার। জাপানী আক্রমণের সামনে সরকার টাল বাহানা করিতে পারে কিন্তু জনসাধারণ তাহা পারে না। একতার জোরে সরকারের এই সর্ব্বনাশি-নীতিকে রোধ করিতেই হইবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের জাপ-বিরোধী প্রচার বাহিনী ২৬শে জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছায় এবং পূর্ব্ব কার্য্য তালিকা অনুযায়ী কালিকচ্ছে এক জনসমাবেশ করে। এই সমাবেশে জাপ বিরোধী বক্তৃতা, গান ও জন নাট্যের ব্যবস্থা ছিল। বরুড়া ও বিজরা বাজারেও অনুরূপ জাপ-বিরোধী মেলার অনুষ্ঠান হয় এবং দশ-বারো মাইল দূর হইতে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজারের উপর কৃষক লাল পতাকা হস্তে জাপবিরোধী ধ্বনি করিতে করিতে সভায় আসে ও কুচ কাওয়াজ করে। এই সকল সমাবেশের ফলে এই জেলার জনসাধারণের মধ্যে যখন জাপ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া আসিতেছিল—তখন আমলাতন্ত্রের মূঢ় নীতি ফাসিষ্ট বিরোধী কর্ম্মীদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া এই যুদ্ধকে জনসাধারণের প্রিয় করিতে বাধা দিয়াছে ও পরোক্ষে আক্রমণকারীদের সাহায্য করিতেছে। ২৮শে জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের জাপ-বিরোধী প্রচারক দলের নেতৃত্বে ফাসি বিরোধী ছাত্র দিবস অনুষ্ঠানের একটা বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। ১০।১৫ মাইল দূর হইতে দলে দলে কৃষক ও জনসাধারণ এই সমাবেশে যোগদান করিতে আসিতেছিল। এমন অবস্থায় বেলা ১০টার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাসিবিরোধী ও জাপ-বিরোধী অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য্যকে গ্রেফতার করিয়া হাজতে পাঠানো হয়। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আগত বিরাট জনতা কর্ত্তৃপক্ষের এই আচরণের দরুণ ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়া যায়। এই একই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস ও কৃষক কর্ম্মী কমরেড অপূর্ব্বকাঞ্চন দত্ত রায়ের বাসা খানাতল্লাসী হয়। কৃষক সমিতির অফিস সম্পাদক বিশিষ্ট কৃষক কর্ম্মী ফণি মজুমদার ও ছাত্রনেতা ধীরেন্দ্র লাহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং জামিনে খালাস দিতেও আপত্তি হয়। জাপ-বিরোধী ছাত্র প্রচার বাহিনীর সভা সমিতিতে যোগ দেওয়ার অপরাধেই নাকি তাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে।

আমরা জানিতে পারিয়াছি যে গত তিন চার মাস ধরিয়া আমাদের কৃষক ও ছাত্র কর্ম্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে জাপ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে।

হাওড়ায় গেরিলা শিক্ষা শিবির

২৫শে জুলাই উদ্বোধন

আগামী ২৫শে জুলাই হইতে ১ সপ্তাহ ধরিয়া জেলার বিভিন্ন অংশের কর্ম্মীদের গেরিলা যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিবার জন্য ডোমজুড়ে একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হইতেছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ নেতা কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাতে যোগ দিয়া শিক্ষা গ্রহণের জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকা হইতে মজুর, কৃষক ও ছাত্র কর্ম্মীদের আহ্বান করা যাইতেছে।

(৭ পাতার শেষাংশ)

বর্জ্জন করিও না, কংগ্রেস শুধু একটি মতের প্ল্যাটফরম্ নহে, কংগ্রেসকে স্বমতে আনয়ন কর।

গান্ধীবাদীর ভেদনীতি

রাজাজীর মতের সাথে কমিউনিষ্ঠ পন্থার মুলগত মিল আছে। ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার পথেই ভারতের মুক্তি আসিবে। জনগণকে সে পথে আনিবার জন্য ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট পাইতে হইবে। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য স্থাপনই ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পথ। আমলাতন্ত্র আজ জনগণকে এই পথ হইতে দুরে সরাইয়া রাখিতেছে। ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্যই আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিতে সক্ষম। লোক এবং যান বাহন অপসারণের জন্য জনগণ ক্ষতিপুরণ পাইতেছে না, জনগণের হাতে অস্ত্র মিলিতেছে না, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না আসায় জনগণ বুঝিতে পারিতেছে না যে এ যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। কংগ্রেসের ঐক্য, কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য, সেই ঐক্যের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে চেতনা ও সংগঠন বিস্তার—এই পথেই আমলাতন্ত্রের সমস্ত অবিচার এবং অনাচার দূর হইবে, জনগণ তাহাদের অধিকার পাইবে, ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষমতা পাইব। কিন্তু গান্ধীবাদী নেতারা এই পথ ছাড়িয়া "সংগ্রামের" নামে ভেদের পথ ধরিয়াছেন।

গান্ধীবাদীরা কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে নারাজ। যাহারা সেই ঐক্যের বাণী প্রচার করিতেছে তাহাদের কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ফাসিষ্টবিরোধী প্রতিরোধের জন্য যাহারা প্রচার ও সংগঠন বিস্তার করিতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠিয়াছে। ঐক্যের বিরুদ্ধে চরম ভেদের পথ অবলম্বন করিয়া গান্ধীবাদীরা "সংগ্রাম" আরম্ভ করিবার ধ্বনি উঠাইয়াছেন। ইহা কি সত্যই সংগ্রাম? রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা শিশু তাহারাও বুঝে যে ভেদের পথে সংগ্রাম হয় না, সংগ্রাম যাহারা সত্যসত্যই চায় তাহাদের পথ ঐক্যের পথ, ভেদের পথ নয়। ভেদের পথে "সংগ্রামের" ভয় দেখাইয়া সরকারের উপর আপোষের জন্য চাপ দেওয়াই চলে, সত্যকার সংগ্রাম হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ যতই বিপন্ন হউক চাপের ভয়ে তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে না। ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টএর দাবীই হউক আর লোক অপসারণ এবং যানবাহনের ক্ষতিপূরণের দাবী হউক—"সংগ্রামের" ভয় দেখাইয়া চাপ দিয়া দাবী আদায় করিবার চেষ্টা নিষ্ফল নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর মাত্র। এ পথে কোন দাবীই মিলিবে না।

গান্ধী পন্থায় "সংগ্রাম" করার অর্থ ফাসিষ্ট আক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণ করা, "সংগ্রামের" ভয় দেখাইয়া চাপ দেওয়ার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেওয়া। ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও সংগঠনের পথই একমাত্র পথ যাহা ভারত ও বৃটেনের জনগণের সমবেত শক্তি সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় জনগণের দাবীও আদায় করিতে পারে, ফাসিষ্ট আক্রমণও রোধ করিতে পারে।

গান্ধীবাদী নেতারা কেন এ পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন? কেন তাঁহারা ঐক্যের কথা ছাড়িয়া ভেদের পথ ধরিয়া 'সংগ্রাম' 'সংগ্রাম' করিতেছেন? কারণ ঐক্যের প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই, প্রতিরোধের ক্ষমতায় তাঁহারা সন্দিহান। হয় চাপ দিয়া সরকারের কাছ হইতে কিছু আদায় কর অথবা ফাসিষ্টদের শুভ দৃষ্টি অর্জ্জন করিয়া তাহাদের সাথে আপোষের ক্ষেত্র তৈরী কর, হয় বৃটেন আপোষ করুক নতুবা ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ করিব—এই পথই তাঁহারা অনুসরণ করিতেছেন। কংগ্রেস নেতারা কেহ সজ্ঞানে কেহ অজ্ঞানে এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় "সংগ্রামে"র নামে আত্ম সমর্পণের ব্যবস্থা করিতেছেন। ভেদ সৃষ্টি ছাড়া এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না তাই তাঁহারা ঐক্যের পথ বর্জ্জন করিয়াছেন, তাই কংগ্রেস-লীগের ঐক্যে তাঁহারা ভরসা রাখেন না, তাই তাঁহারা কংগ্রেসের ঐক্যও চূর্ণ করিতে উদ্যত।

যে কোন স্বদেশ প্রেমিক এই ভেদ, আত্মপ্রতারণা ও আত্ম সমর্পণের নীতি ঘৃণার সাথে বর্জ্জন করিবেন। জাতীয় দাবী, জনগণের দাবী এবং ফাসিষ্ট আক্রমণের প্রতিরোধ—এ সমস্ত একই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত, ঐক্যের পথেই এ সমস্যার সমাধান।

কংগ্রেসের ঐক্য চাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, জনগণের সংগঠন চাই। এই পথে জাতীয় দাবী, জনগণের দাবী ও ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সফল হইবে। এই পথই স্বাধীনতার পথ; "কম বিপজ্জনক" রাস্তা আবিষ্কার করিবার মোহ ছাড়িয়া স্বাধীনতার এই নিশ্চিত পথ অবলম্বন করিতে হইবে। ১২।৭।৪২

১৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
বুধবার, ২২শে জুলাই, ১৯৪২ ; ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।।৵০

গত কাল কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকদের তৃতীয় ষ্ট্রাইক শেষ হইল। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—এইবারের ষ্ট্রাইকের দাবী নিশ্চয়ই পূরণ করাইবেন।

বাংলার মাটিতে জাপ-দস্যুদের কবর খুঁড়িবার কঠিন প্রতিজ্ঞা বাংলার মজুররাই গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা দিন রাত পরিশ্রম করিবে। মালের উৎপাদন বাড়াইবে। দেশের ভিতর বিপদের সময়েও রেল, ট্রাম, বাস চালাইবে। কিন্তু তাহার জন্য তাহাদের পেট পুরিয়া খাইতে দিতে হইবে, প্রয়োজন মত বিশ্রাম লইতে দিতে হইবে। ধনী কোম্পানীগুলির সেদিকে খেয়াল কোথায়? দেশের বিপদ তাহাদের কাছে তামাসার জিনিস। তাহা না হইলে বাংলার রাজধানীর বুকে বসিয়া ট্রাম কোম্পানীর এত জিদ ও জুলুম কেন?

দিন কুড়ি আগে কোম্পানী রাজাবাজার ডিপোর বার জন শ্রমিককে ওভার টাইম কাজ করিবার নির্দ্দেশ দেয়। সাধারণভাবে তাহারা সকাল সাড়ে ছয়টা হইতে বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত কাজ করে! তাহার উপর আরো কয়েক ঘণ্টা তাহাদের খাটিতে হইবে। হ্যাঁ, জনযুদ্ধের স্বার্থে তাহারা তো বেশী কাজ করিতে কখনই নারাজ নয়। কিন্তু তাহারা চাহিল মাঝখানে খাওয়া দাওয়া করিবার জন্য কিছু সময়ের ছুটী! কিন্তু মজুর খাইল কিনা তাহাতে কোম্পানীর কি আইসে যায়? শ্রমিকদের খাওয়ার ছুটী দেওয়া হইবে না—জোর গলায় আদেশ হইল। শ্রমিকেরা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল : না খাইয়া আমরা বেশী মেহনত করিব কিরূপে? কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়ে না! হুকুম হইল : বারজনের সাস্‌পেণ্ড। এগার জনকে কয়েকদিন একটু বিশেষ হয়রাণ করিয়া পুনরায় কাজে লাগান হইল, বেশ একটু কড়া শাসানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিল। কিন্তু ৭২৭ নং ড্রাইভারের এমনিতে রেহাই নাই। কারণ সে ইউনিয়নের বড় পাণ্ডা। কারণ সে জনযুদ্ধের জয়লাভের প্রতি বেশী সচেতন। তাহাকে সাস্‌পেণ্ড করা হইল। প্রতি দিনই তাহাকে আশা দেওয়া হয়—কাজ পাইবে কাল। পনর দিন এই খেলাই চলিল।

ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় লেবর কমিশনারের কাছে সমস্ত জানাইলেন। মজুরদের এই অভিযোগে লেবর অফিসের যেন গা-ই লাগে না! সহকারী কমিশনার মুরশেদী (ইনি পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিলেন) ১৭ দিনের মধ্যেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই বেলা তখন দুইটা। ৭২৭ নং ড্রাইভারকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইল। কোন কারণ পর্য্যন্ত দেখাইবার প্রয়োজন হইল না। কোম্পানীর একটী শুষ্ক কথায় শ্রমিকের চাকরী গেল। ডিপোর সমস্ত শ্রমিকের দেহ এই অন্যায়ের প্রতিবাদের আগুণে জ্বলিয়া উঠিল। কোম্পানী সত্যই বেশী কাজ চায়, না শ্রমিকদের উপর জবরদস্তির অধিকার কায়েম রাখিতে চায়? শুধু কি এই একটী মাত্র অন্যায়ে তাহাদের বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে? না। গত দুই বার স্ট্রাইক হইয়াছে। দ্বিতীয় স্ট্রাইক ২৩শে মে যখন মিটিয়া যায় তখন স্থির হইয়াছিল : শ্রমিক ও কোম্পানীর মধ্যে সরকার মধ্যস্থতা করিয়া শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, চাকরী পাকা করার কথা, বিমান আক্রমণের জন্য আশ্রয় স্থল, উর্দ্দি-জুতার ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবী পূরণের পূর্ণ দায়িত্ব লইবে। সরকারের হস্তক্ষেপে ফলস্বরূপ একটী ঘোষণা শীঘ্রই বাহির হইবে। সরকারের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোম্পানী শ্রমিকদের কোন প্রকার জুলুম করিতে পারিবে না—কাহাকেও বরখাস্ত করিতে পারিবে না।

ট্রাম ধর্ম্মঘট মিটিল

কিন্তু প্রায় দেড় মাসের মধ্যে কোন ফয়সালা তো বাহির হইলই না, উপরন্তু মিটমাটের সর্ত্ত খেলাপ করিয়া কোম্পানী ৭২৭ নং ড্রাইভার এবং আরও কয়েকজনকে জবাব দিল। ১৭ই জুলাইএর বরখাস্তে শ্রমিকদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। সারা কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক সহরের ডিপো হইতে গাড়ী বাহির করিল না—সমগ্র শহর নিস্তব্ধ। শ্রমিক তাহার একমাত্র ভরসা জনসাধারণের ন্যায় বিচারের কাছে আবেদন জানাইল। কোম্পানীর ষড়যন্ত্র লোক চক্ষে প্রকাশ করিয়া দিল। কর্ত্তৃপক্ষ যে জাপানী শত্রুকে ভুলিয়া, জনসাধারণের সুবিধার কথা ভুলিয়া শ্রমিকদের লইয়াই পড়িয়াছে—তাহা দিবালোকে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে পুলিশ ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস তল্লাশ করিয়া ইউনিয়নের প্রতি টুকরা কাগজও লইয়া গেল। কোন শ্রমিকের কি অভিযোগ, কবে ডিসমিস হইয়াছে, কোন কাজ করে—কিছুই আর জানিবার উপায় রহিল না। অফিসের সব খাতাপত্র পুলিশের দখলে। ইউনিয়নের সংগঠনকারী কমরেডরা ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হইতে লাগিলেন। কমরেড শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, পুলিন পাল, রবী গুহ, পুরুষোত্তম সিংহ, হরেন পাল ইত্যাদি বহু কর্মী গ্রেপ্তার হইলেন। বেলগাছিয়ার ৩০৯ নং ড্রাইভার, এসপ্লানেডের ২ জন ড্রাইভার এবং আরো কয়েকজন শ্রমিক গ্রেপ্তার হইলেন। কমরেড ইসমাইল ও গোপাল আচার্য্যের নামে ওয়ারেণ্ট দুইটী সারা কলিকাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ষ্ট্রাইকের প্রথম দিন রাত্রে লেবার কমিশনারকে ফোন করা হইল। তাঁহারা বলিয়া দিলেন কিছুই করিবেন না। মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ সাফ জবাব দিলেন। নবাব সাহেব তো দেখাই করিলেন না। পরদিন প্রাতে ইসমাইল ও গোপাল বহু শ্রমিককে সঙ্গে করিয়া প্রধান মন্ত্রীর কাছে গেলেন। প্রধান মন্ত্রী খুব আশ্বাস দিলেন, মিটমাট করিয়া দিব। হক সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইতে না হইতে পুলিশ-গোয়েন্দা ইসমাইল ও আচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিতে চাহিল। হক সাহেব বলিলেন,—উহাদের ধরিতে পাইবে না, বেলা ৩টার সময় উহারা আমার কাছে আসিবে ষ্ট্রাইকের দাবী-দাওয়া লইয়া। পুলিশ বোকা বনিয়া গেল। আবার বাড়ী ফিরিতেই তাহারা গ্রেপ্তার হইল—থানায় গেল। এবারও হক সাহেব জোর করিয়া ছাড়াইলেন। কিন্তু হক সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময়ও চলিয়া গেল। শ্রমিকদের জড় করিয়া ষ্ট্রাইক সম্পর্কে আলোচনা করার অবসরও মিলিল না। কোম্পানীর দৌরাত্ম্য ও পুলিশের চুনোপুঁটিদের এই অতি উৎসাহের দরুণ শ্রমিকদের, শ্রমিক নেতাদের ও প্রধান মন্ত্রীর অমূল্য সময় অযথাই নষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার জনসাধারণের অসুবিধা বাড়িয়াই চলিল। মিটমাটের চেষ্টায় তাহারা প্রতিপদে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। এই নির্বোধ মনোভাবের শেষ হইবে কবে? ফাসিষ্ট আক্রমণের বিভীষিকাও তাহাদের সদ্‌জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারিতেছে না।

সন্ধ্যা বেলায় হক সাহেব লিখিতভাবে দাবীগুলি চাহিলেন। রাত্রিতে শ্রমিকরা সমবেত হইয়া দাবীর মেমরেণ্ডাম লিখিল। রাত্রি ১১টার পর হকসাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইল। প্রধান মন্ত্রী সত্যই পুলিশ চুনোপুঁটীদের এবার কিছু ভদ্রতা শিখাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর সম্মান তাহারা রাখিতে শেখে নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রমিকদের উপর শুধু উৎপীড়ন করিলে অবস্থা আরো সঙ্গীন ছাড়া ভাল হইতে পারে না। পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পাইয়া শ্রমিকরা কাজে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হক সাহেব, কোম্পানী, লেবার কমিশনার ও পুলিশ কমিশনারের সহিত এক কনফারেন্সে দাবী তুলিবেন এবং সেখানেই দাবী পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রেপ্তার করা কমরেড ও শ্রমিকদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইউনিয়ন অফিসের কাগজপত্র পুলিশ ফেরৎ দিবে। ৭২৭ নং ড্রাইভারকে কাজ দেওয়া হইবে। পূর্ববারের প্রতিশ্রুতি মত সরকারী ঘোষণা শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রমিকরা ষ্ট্রাইক না করিয়া ইউনিয়নের মারফৎ মিটমাটের অপেক্ষা করিলেই ভাল করিত। কিন্তু কোম্পানীর তরফ হইতে বরাবর প্ররোচনা পাইয়া শ্রমিকরা সহ্যের সীমা ছাড়িয়াছিল। কোম্পানীর জুলুম শ্রমিকদের সংঘশক্তি ও সংগঠনের শৃংখলার মধ্য দিয়া এক মুহূর্ত্তে ধুলিসাৎ করা যায়। ট্রাম শ্রমিককে তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতে হইবে।

যুদ্ধের গতি

ডন সীমান্তে

তিন সপ্তাহ হইল জার্ম্মাণ ফৌজ ৮০ ডিভিশন যান্ত্রিক ও পদাতিক বাহিনী, ৪ হাজার ট্যাঙ্ক, ৩ ৩ হাজার বিমান নিয়া ডন সীমান্তের দুই শ' মাইল যায়গা জুড়িয়া প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালাইতেছে। অন্যান্য সীমান্ত হইতে মজুদ ফৌজ আমদানী করিয়া জার্ম্মাণরা ডন সীমান্তের যুদ্ধে নামাইতেছে। ফ্রান্স হইতেও বহু সৈন্য উঠাইয়া ডনে নিয়া আসিয়াছে। তাহারা সব চেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে ডন নদীর তীরে রেল, রাস্তা ও যোগাযোগের বিখ্যাত কেন্দ্র ভরোনেজ শহরের উপর। ভরোনেজ দখলের জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সাঁড়াশির আকারে উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে ভরোনেজকে ঘিরিয়া পিষিয়া ফেলাই তাহাদের লক্ষ্য। শত শত ট্যাঙ্ক ও হাজার হাজার সৈন্য নিয়া অজস্র ক্ষতি সহিয়াও জার্ম্মাণরা ডন পার হইয়া পূর্ব্ব পারে আসিতেছে। রক্তে ডন নদীর জল লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণরা খুব শীঘ্র ভরোনেজ দখল করিবে ভাবিয়াছিল। সেই হিসাবে তাহারা অনেক দিন আগেই ভরোনেজ দখলের দাবী করিয়াছিল। তাহাদের সে প্ল্যান ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। লালফৌজ অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে নাৎসীদের রুখিতেছে। ভরোনেজ সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া জার্ম্মাণদের তেজ কমিয়া আসিতেছে। ভরোনেজের উত্তরে তাহারা আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে না; লালফৌজ তাহাদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মাণরা এই স্থানে আত্মরক্ষার জন্য পথ ঘাট তৈরী করিতেছে ও ব্যূহ রচনা করিতেছে। শহরের উত্তর দিক দিয়া ডন নদীর পশ্চিম পারেই প্রবল ভাবে লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের রুখিতেছে। শহরের দক্ষিণ দিকে জার্ম্মাণরা ডন নদীর পূব পারে ঘাঁটি গড়িতে কতকটা সফল হইয়াছে এবং এই অঞ্চলের অবস্থা অনেকটা সংগীন হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু বীর লালফৌজ এই স্থান হইতেও জার্ম্মাণদের হটাইয়া ডন পার করিয়া দিয়াছে এবং ডনের পশ্চিম পারে প্রবল যুদ্ধ চালাইতেছে। এই স্থানে জার্ম্মাণদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মাণ ফৌজের মৃতদেহে রণক্ষেত্র ভরিয়া উঠিয়াছে। বহু সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ২২২ নং জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ২০২ নং বাহিনী হটিয়া গিয়াছে। এক ডিভিসন সৈন্যের অবস্থা কাহিল হইয়াছে। একটি হাতাহাতি যুদ্ধে একটি গোটা জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ান ধ্বংস হইয়াছে। ভরোনেজের দক্ষিণে লাল ফৌজের এই পাল্টা আক্রমণে জার্ম্মাণরা দুইটি গ্রাম ছাড়িয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভরোনেজের যুদ্ধে লালফৌজ যে বীরত্ব ও সাহস দেখাইতেছে, বিপক্ষের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও যে ভাবে লড়িতেছে, ভরোনেজ দখল হইবার শেষ মুহূর্ত্তে যে ভাবে জার্ম্মাণদের রুখিয়াছে ও পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে, ইতিহাসে তাহার খুবই কম তুলনা মেলে। কিন্তু ভরোনেজের বিপদ আজও কাটে নাই। অবস্থা এখনও যথেষ্ট কঠিন।

ভরোনেজের অবস্থা কতকটা ভাল হইলেও ডন সীমান্তের দক্ষিণ দিকের অবস্থা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। লালফৌজ কানটেমিরোভকা, লিসিচানস্ক ও মিলেরোভো শহর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এইবার মিলেরোভোর দক্ষিণপূর্ব্ব ও সোজা দক্ষিণে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ইহারই ৪০ মাইল দক্ষিণে ডনের বিখ্যাত শহর ও রেল ষ্টেশন কামেনস্ক। জার্ম্মাণ বিমানবহর এইদিকে আগাইবার পথে গ্রাম ও সহরের উপর বোমা ফেলিতেছে, কোথাও কোথাও লালফৌজের পিছনে প্যারাসুট বাহিনীও নামাইতেছে। কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধার ভিতরও লালফৌজ জার্ম্মাণদের অনেক ক্ষতি করিতেছে। এই অঞ্চলে একদিন একটি লালফৌজ বাহিনী ১৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই যুদ্ধে ১২০০ নাৎসী সৈন্য মারা গিয়াছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃই জটিল ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

জার্ম্মাণ ফৌজ চাহিতেছে ষ্টালিনগ্রাড ও রোষ্টোভের দিকে দুইটি বাহু বাড়াইয়া দিতে। ইহাই হইবে ককেশাসে ঢুকিবার পথ খোলসা করা। ফলে ককেশাস আজ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ডনের দক্ষিণ অঞ্চলের কয়লা, লোহা, কারখানা-প্রধান জেলাগুলি বিপন্ন।

ওদিকে আবার ব্রিয়ানস্ক ও কালিনিন অঞ্চলেও দপ্ করিয়া যুদ্ধের বিরাট আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কালিনিনে জার্ম্মাণদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে এবং তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

সোভিয়েট সীমান্তের যুদ্ধ আজ এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আজ ডন নদীর তীরে নির্ণয় হইতেছে। ভবিষ্যৎ নিশ্চিত সন্দেহ নাই। লজোভস্কি বলিয়াছেন—"যুদ্ধের প্রথম স্তরে জার্ম্মাণরা আগাইয়াছিল, দ্বিতীয় স্তরে আমরা আগাইয়াছিলাম, আজ তৃতীয় স্তরে জার্ম্মাণরা আগাইতেছে কিন্তু চতুর্থ স্তরে জার্ম্মাণরা নিশ্চয়ই ঘায়েল হইবে। এই চতুর্থ স্তরকে আগাইয়া আনাই আজ সব চেয়ে প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার জন্য চাই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একেবারে নীরব। জনগণের প্রবল চাপে এ নীরবতা ভাঙ্গিতে হইবে—ইউরোপে দ্বিতায় ফ্রণ্ট খুলিয়া ককেশাসের দুয়ারেই ফাসিজমের সমাধি রচনা করিতে হইবে।

মিশর সীমান্তে

এল আলামিনের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বৃটিশ বাহিনীর নূতন অধিকার করা টেল-এল-ইসা এলেকার কয়েকটি টিলায়। আল-আলামিনের দক্ষিণে মধ্য রণাঙ্গনে সমুদ্র হইতে দশ বার মাইল দূরে পুবে পশ্চিমে খাড়া রিউওয়েই সেপ টিলা। এই টিলা দখল করিবার জন্য জার্ম্মাণরা প্রাণপণে লড়িতেছে। ১৭ই জুলাই সারা রাত ধরিয়া ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলে। লরি বোঝাই করিয়া পদাতিক বাহিনীও জার্ম্মাণরা আমদানী করে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তাহারা টিলা দখল করিতে পারে নাই। ভারতীয় ফৌজরা এই টিলা রক্ষা করিতেছে। উত্তর দিকের যুদ্ধে অবশ্য বৃটিশ বাহিনী কিছু হটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে জাহাজ বোঝাই হইয়া রোমেল বাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ আসিতেছে। মধ্য রণাঙ্গনে উভয় পক্ষেরই বিমান তৎপরতা বাড়িয়াছে। রাস্তায় যথেষ্ট জার্ম্মাণ ও ইতালীয় সৈন্যবোঝাই লরি দেখা যাইতেছে। মিশরের যুদ্ধের অবস্থা এখনও অনিশ্চিত। শত্রু যে সুয়েজের দিকে আগাইবার জন্য চরম আঘাত হানিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চীন সীমান্তে

চীনের সহিত বাহিরের সমস্ত যোগাযোগ কাটিয়া দিবার জন্য জাপানীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। উত্তর চীনের যে পথটি সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এখনও যোগাযোগ রাখিয়াছে জাপানীরা ঐ পথের উপর আক্রমণ চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। সুইয়ুয়ান প্রদেশের পাওটাও সহর হইতে দক্ষিণে জাপানীরা হানা দিয়া আগাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু চীনারা তাহাদের হটাইয়া দিয়াছে।

চিকিয়াং, কিয়াংসি ও হুনান প্রদেশে চীনা ফৌজ জাপানীদের যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিয়াংসি প্রদেশে শানযাও ও হানযেন শহর চীনারা আবার দখল করিয়াছে—জাপানীরা ওয়েনচাওতে পলাইয়া গিয়াছে। চীনারা এখানেও পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। তবু মনে রাখা দরকার এই সব প্রদেশের বেশীর ভাগ এলেকাই জাপানীদের হাতে এবং জাপানীরা চীনের সহিত বাহিরের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া চীনকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত। চীনের ভাগ্য ও ভারতের ভাগ্য আজ এক সাথে গাঁথা। তাই জাপানকে রুখিবার জন্য আজ এই মুহূর্ত্তেই চীনকে সাহায্য করা চাই। ১৯-৭-৪২

গরিলাদের হাতিয়ার

প্রায়ই প্রশ্ন উঠে, সোভিয়েট গরিলারা হাতিয়ার পায় কোথায়? চারিদিকে শত্রু ঘিরিয়া আছে, সোভিয়েট ঘাঁটি বহু দূরে, বিচ্ছিন্ন গরিলা দল। হাতিয়ার যোগাড়ের উপায় কি? ভোরোনোভের এই ঘটনাই তাহার উত্তর দিবে।

ভোরোনোভ ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার একটি কৃষি-পঞ্চায়েতের বলশেভিক পার্টির সংগঠক। ভোরোনোভ যখন প্রথম গরিলা দল গড়ে তখন তাহার ছিল মাত্র একটা রাইফেল ও হাত বোমা। লাল ফৌজ বাহিনী যখন তাহাদের গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নিকট হইতে তখন সে এই হাতিয়ারগুলি যোগাড় করে। তাহার দলের বেশীর ভাগ লোকের হাতে ছিল শুধু ছোট কুড়াল।

এই গরিলাদলের টহলদার একদিন খবর দিল, কোন একটি গ্রামে একটি জার্ম্মাণ যান্ত্রিক বাহিনী আসিবে। জার্ম্মাণরা সেই গ্রামে আসিয়া পেট্রোল না পাওয়া পর্য্যন্ত রাত কাটাইবে ঠিক করিল। গরিলারা গোপনে গ্রামের দিকে ছুটিল। রাতের অন্ধকারের আড়ালে ভেরোনোভ ও তাহার এক সঙ্গী জার্ম্মাণ শান্ত্রীদের নিহত করিল। আর সেই সুযোগে গ্রামের দুই দিক হইতে গরিলারা গ্রামে ঢুকিয়া আচমকা জার্ম্মাণদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুড়াল দিয়াই ট্যাঙ্ক চালক ও মোটর সাইকেল চালকদের সাবাড় করিল। জার্ম্মাণরা পালাইবার পথ পাইল না। তিনটি ট্যাঙ্ক অবশ্য গুলি ছুঁড়িল কিন্তু হাত বোমা দিয়াই গরিলারা তাহাদের ঠাণ্ডা করিল। গরিলারা তারপর একটি মেশিনগান দখল করিয়া জার্ম্মাণদের উপর গুলি চালাইল। ৪০ জন জার্ম্মাণ মারা গেল। সমস্ত হাতিয়ার নিয়া গরিলাদল জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া পড়িল। এমনি করিয়াই গরিলারা হাতিয়ার পায়।

সাধারণতঃ নতুন গঠিত গরিলা দল ছোট ছোট জার্ম্মাণ দলকে আক্রমণ করিয়া হাতিয়ার যোগাড় করা সুরু করে। হয়ত একটি জার্ম্মাণ টহলদারী দল কিংবা সংবাদবাহকদল হয় তাহাদের প্রথম শিকার। শত্রু যদি কোন গ্রামে রাত কাটায় তো গোপনে শান্ত্রীকে ঘায়েল করিয়া কাজ সুরু হয়। ইহাতে কয়েকটা রাইফেল, হাত বোমা, হয়ত ছোট মেশিনগানও শিকার করা যায়।

এই ভাবে সুরু করিয়া পরে শত্রুর একটা বড় দলের উপরও হামলা করা চলে। তখন আরও ডজনখানেক রাইফেল, অনেক গোলাগুলি যোগাড় করা চলে। এই ভাবে গরিলাদের হাতিয়ার বাড়িতে থাকে।

ঝিটোমির অঞ্চলের একটা গরিলাদলের ঘটনা ধরা যাক। এই দলের নেতা ছিল একজন কৃষি-পণ্ডিত। কয়েকদিনের ভিতরই তাহারা একটা গ্রামে কয়েকটি ছোট ছোট জার্ম্মাণ দলকে ঘিরিয়া হাতিয়ার কাড়িয়া নিল। এই হাতিয়ার দিয়া এবার তাহারা বড় শিকারে হাত দিল। একটা জার্ম্মাণ সরবরাহ বাহিনীর উপর তাহারা হামলা করিয়া ৪৮টি সৈন্য মারিয়া ফেলিল, ২২টি সরবরাহ গাড়ি, ৯টি মোটর সাইকেল ও একটি মোটর গাড়ি (৪ জন অফিসার সহ) ধ্বংস করিল। ইহার ফলে তাহাদের হাতে আসিল, ৩০টি রাইফেল, ৮টি অটোমেটিক রাইফেল, ২টি সাব মেশিনগান, ১টি মাইন ছোঁড়া যন্ত্র ও ৮টি মাইন এবং ৮ হাজার রাউণ্ড গুলি। এই ভাবেই সোভিয়েট গরিলারা হাতিয়ার যোগাড় করে।

সম্পাদকীয়

নেতাদের পথে মুক্তি নাই

১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার সার র্ম এইরূপ:—কংগ্রেস এতদিন যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে বিব্রত না করিবার ষ্টা করিয়া আসিয়াছে। তাহার আশা ছিল যে ইহার ফলে ব্রিটেন ভারতকে মতা ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জনধারণের বিদ্বেষ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, তাহাদের জাপানী-প্রীতিও বাড়িতেছে। ংগ্রেস এই বিদ্বেষ দূর করিয়া ব্রিটেনের সহিত একত্রে পৃথিবীর স্বাধীনতার ন্য লড়িতে চাহে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে ভারতবর্ষকে আগে স্বাধীনতা ওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ আধিপত্য থাকার ফলে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মস্যারও সমাধান করিতে পারিতেছে না, কারণ ব্রিটিশ চলিয়া গেলে তবেই ারতের বিভিন্ন দল ও উপদলের লোক আপোষে নিজেদের সমস্যা মিটাইতে ারে। তাই কংগ্রেস প্রস্তাব করিতেছে যে ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন লিয়া দেওয়া হোক। ব্রিটিশ শাসন চলিয়া গেলে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও ম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল লোকেরা অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট কায়েম করিয়া পরে গণরিষদ ডাকিয়া ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিবেন। যুদ্ধে ংগ্রেস ক্ষতি করিতে চায় না, তাই ব্রিটিশ শাসন সরিলেও ভারতরক্ষার জন্য বা নকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতে মিত্রশক্তির সৈন্যদলকে থাকিতে তে কংগ্রেসের আপত্তি নাই। এবং ব্রিটিশ শাসন যদি ভাল মনে (উইথ ড উইল) সরানো হয় তাহা হইলে ভারতে সুস্থির অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট কায়েম ইবে ও সেই গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষায় তথা চীনের সাহায্যে মিত্রশক্তির সহযোগিতা রিবে। কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রস্তাব যদি ব্রিটেন না মানে তাহা হইলে ংগ্রেস তাহার সমস্ত অহিংস শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এক াপক সংগ্রাম আরম্ভ করিবে এবং মহাত্মা গান্ধী সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবেন।

উপরের এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতে ব্রিটিশ অধিকার শেষ াক ইহা দাবী করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন নতুনত্ব নাই। ভারতবর্ষের স্ত লোক এই দাবী আগেও সমর্থন করিয়াছে, আজও করিবে এবং সেই সাবে কংগ্রেস এই দাবী আগেও উঠাইয়াছে, আজও উঠাইতেছে। খুব উচিত বী। আমরা সকলেই এই দাবী সমর্থন করি। এবং যাহার যতটুকু ক্ষমতা াহা দিয়া এই দাবী আদায়ের চেষ্টা করি।

কিন্তু এ কথা সকলেই মানিবে যে দাবী করিলেই দাবী পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ শাসকরা যে কংগ্রেসের দাবীতে তাহাদের শাসন গুটাইয়া লইবে না াহা ওয়ার্কিং কমিটিও জানে, দেশের লোকেও জানে। সুতরাং কংগ্রেস স্তাবের পরামর্শ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, ভারতরক্ষা বা চীনকে সাহায্য করিবার ন্য প্রতিশ্রুতি ইহার কোনটীই কাজে পরিণত হইবে না, কারণ স্বাধীনতা াইলে তবে কংগ্রেস এগুলি করিতে প্রস্তুত।

এ অবস্থায় বাস্তব কাজের দিক হইতে কংগ্রেস প্রস্তাবের অর্থ কি দাঁড়ায়? র্থ এই দাঁড়ায় যে, যেহেতু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত হইতে সরিতেছে না সেই তু বর্ত্তমানে কংগ্রেস জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা করিবার চেষ্টা রিবেনা, লোকের জাপানীপ্রীতি বাড়িলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে না, নকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবে না, ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ম্প্রদায়ের মধ্যে একতা গড়িবার চেষ্টা করিবে না। কারণ কংগ্রেসের মতে টিশ শাসন থাকিতে ইহার কোনটাই করা সম্ভব নয়। শুধু ইহাই নয়। ংগ্রেসের অসহযোগিতা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ তাহার নিজের স্বার্থের খাতিরে নিজের মরিক শক্তির সাহায্যে কিছু কিছু জাপানীকে বাধা দিতে ও চীনকে সাহায্য রিতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে। এতদিন কংগ্রেসের নীতি ছিল সেই চেষ্টায় র্ণমেণ্টকে বিব্রত না করা। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব নিয়াছে তাহার র্থ ইহাই দাঁড়াইল যে, ব্রিটেন যখন শাসন গুটাইতে প্রস্তুত নয় তখন কংগ্রেস র্ত্তমানে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এই সামরিক ষ্টার মধ্যেও ব্রিটেনকে বিব্রত করিবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিপ্লবীরা নিজের শের গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের জন্যই চেষ্টা করে। বর্ত্তমান ফাশিজম-বিরোধী যুদ্ধকে যাহারা এখনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া মনে করে সুতরাং এ যুদ্ধে টিশ ও অন্যান্য জনগণের সম্বন্ধ দেখিতে পায় না, শুধু গবর্ণমেণ্টেরই যুদ্ধ বলিয়া ন করে স্বভাবতঃই তাহারা চাহিবে এই যুদ্ধে ব্রিটিশের তথা মিত্রশক্তির হার াক। অর্থাৎ সোভিয়েটের এবং চীনেরও হার হোক—কারণ মিত্রশক্তি রিলে তবেই ব্রিটিশও হারিবে।

ভূতপূর্ব্ব ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা মিঃ দত্ত মজুমদার এ যুদ্ধকে আজও সাম্রাজ্যবাদীই মনে করেন। এবং সেইজন্যই কংগ্রেস প্রস্তাবে যেখানে বলা হইয়াছে যে স্বাধীনতা পাইলে কংগ্রেস যুদ্ধে মিত্রশক্তির সাহায্য করিবে—তাহাতে তিনি এক বিবৃতি দিয়া আপত্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ ভারত তো এ যুদ্ধে নিরপেক্ষও থাকিতে পারে, কিংবা ফাশিষ্টদের পক্ষেও যাইতে পারে ইহাই হয়তো তিনি ভাবিতেছেন। কিন্তু এহেন দত্ত মজুমদার, যিনি এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী মনে করেন এবং কাজেই ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তির পরাজয় চান, তিনিও ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা এ যুদ্ধে মিত্রজাতিগুলির পরাজয় চায় তাহারা মনে করিতেছে যে ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবে তাহাদের উদ্দেশ্যই সফল হইবে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের কাজের দিক দিয়া অর্থ ও ফল কি দাঁড়াইবে তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। দত্ত মজুমদারের উৎসাহ আমাদের সিদ্ধান্ত যে ঠিক তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

এ যুদ্ধে মিত্রজাতিগুলির হার হোক ইহা সকলের চেয়ে বেশী চায় জার্মাণ ও জাপানী ফাশিষ্টরা, হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর দলেরা। তাহারা ইহাও জানে যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিবে না। সুতরাং কংগ্রেস প্রস্তাবের আসল অর্থ দত্ত মজুমদারের চাইতেও ভালভাবে তাহারা বুঝিতে পারিবে। তাহারা বুঝিবে যে বর্ত্তমানে কংগ্রেস ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে এক করিয়া জাপানীকে রুখিবার চেষ্টা করিবে না, চীনকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবে না, উপরন্তু ব্রিটেনকে বিব্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ভারত আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা ইহাই চায়, সুতরাং ইহাতে তাহারা ভারত আক্রমণেই উৎসাহিত হইবে।

অবশ্য নেতাদের অক্ষমতা হইতে অবস্থা যতটা কালো মনে হয় আসলে উহা সেরূপ দাঁড়াইতে পারে না। দেশবাসী জনসাধারণ তথা দেশসেবী সাধারণ কংগ্রেসকর্ম্মীর দেশপ্রেম আসন্ন জাপানী দুশমনের আক্রমণের সামনে কংগ্রেসকে কখনই এরূপ নির্লিপ্ত থাকিতে বা উল্টা পথে চলিতে দিবে না। বিপদ ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের অক্ষমতা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ আত্মরক্ষার তাগিদেই একত্র হইতেছে ও হইতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের প্রস্তাবে চিরকালের মতই সংগ্রামটা গৌণ। তাছাড়া ভুল রাজনীতির পথে জনসাধারণকে নেতারা কতখানি টানিতে পারেন তাহাও আমরা জানি, কারণ বর্ত্তমান দিনে ভারতবাসীর রাজনীতিক চেতনা আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়াছে। গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধাপ্পায় জনসাধারণ মোটেই ভুলে নাই তাহা হইতেই ইহা দেখা গিয়াছে। আসলে কংগ্রেস নেতাদের এই প্রস্তাব প্রধানতঃ ব্যাপক সংগ্রামের ভয় দেখাইয়া আপোষ করাইবারই চাপ। বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জনই বেশী। কিন্তু নূতন দাসত্বের চরম ভয়ের দিনে গর্জ্জনও জনসাধারণকে তাহাদের আশু কর্ত্তব্য ভুলাইয়া দিবে—সেই হিসাবে নেতাদের গর্জ্জন ক্ষতিকর।

নেতারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে হার মানিয়াছেন। বলিয়াছেন যে এই যুদ্ধে যোগ দিবার পথে যে-সব বাধা আছে তাহা আমরা দূর করিতে পারিব না, জাতীয় ঐক্যের পথে সাম্রাজ্যবাদের বাধাও আমরা দূর করিতে পারিব না। নেতারা যাহা করিতে পারিলেন না জনসাধারণকে, কংগ্রেসের কর্ম্মী-সাধারণকেই তাহা করিতে হইবে। তাহার পথ কি? প্রথমতঃ আক্রমণকারীকে রুখিবার চেষ্টা করিতে হইবে এ কথা কংগ্রেস অস্বীকার করিতে পারে নাই। সুতরাং কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম্ম হইতেই যেখানে সম্ভব সেখানেই আমাদের জাপ-বিরোধিতা প্রচার করিতে হইবে ও আত্মরক্ষার সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের আর্থিক দাবী, যুদ্ধায়োজনের দাবী প্রভৃতির জন্য লড়াইয়ের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করিতে হইবে। বিপদ যেমন কাছে আসিতেছে, আত্মরক্ষা ও জনরক্ষা সংগঠনে ততই হিন্দু-মুসলমান বেশী একত্র হইতেছে; উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। বিপদ আরও নিকটে আসিলে তখন বর্ত্তমান প্রচার ও সংগঠনের বনিয়াদে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনতার একতাবদ্ধ ও সামরিক প্রতিরোধ সহজেই গড়া যাইবে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতারাও তাহার বাহিরে যাইতে পারিবেন না।

সাম্রাজ্যবাদ তথা ভারতীয় আমলাতন্ত্রের বুদ্ধিহীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধজয়ের জন্য জনতাকে সংগঠিত করার পথে বাধা জন্মাইতেছে, ফাসিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মীদের ছাড়িতেছে না, নূতন গ্রেপ্তার করিতেছে, সভা-মিছিল বন্ধ করিয়া দিতেছে, জনগনের দাবী মিটাইতে অনেক সময় টালবাহানা করিতেছে। কিন্তু যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া সে সব জুটিবে না, শুধু জাপানীদের ডাকিয়া আনা হইবে। যুদ্ধের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করিবার জন্যই তাহাদের ন্যায্য দাবীর আন্দোলন করিতে হইবে। কংগ্রেস নেতারা এতদিন পরে লোক ও যানবাহন সরানো ইত্যাদির মুস্কিলের জন্য লড়িবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যুদ্ধকে শক্তিশালী করিবার জন্য অনেক আগেই জনগণের এই সব অসন্তোষ লইয়া আন্দোলন করিয়াছি এবং বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট তাহার অনেক দাবীই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন সেই সব লোকের মধ্যে জাপ-বিরোধী চেতনা জাগানো অনেক বেশী সহজ এবং এখন সেখানে যুদ্ধের কাজেই তাহাদিগকে সংগঠিত করিতে হইবে। জনযুদ্ধে নিজেদের শক্তিতে যোগ দিবার ইহাই পথ, ব্রিটিশের উপর রাগ করিয়া জাপানীর দিকে পিছন দিয়া দাঁড়ানো ইহার পথ নয়।

নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি দিবস

বর্দ্ধমানে—রাজ পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে রাজবন্দী মুক্তি দিবস পালিত হইয়াছে। কমরেড শচিনন্দন অধিকারী সভাপতিত্ব করেন এবং নিখিল ভারত কৃষাণ সভার যুগ্ম সম্পাদক মনসুর হবিব বক্তৃতা করেন। সভা শেষে একটা শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন ধ্বনি ও জাপ-বিরোধী গান গাহিতে গাহিতে প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া কংগ্রেস অফিসের সামনে আসিয়া শেষ হয়।

খুলনায়—গান্ধীপার্কে জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও টেক্‌সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস পালিত হয়। এই সভা সম্বন্ধে স্থানীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল। সভার রাজবন্দীদের বিনাসর্ত্তে মুক্তি, কর্ম্মীদের উপর নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমতায়—খেলার মাঠে এই দিবস উপলক্ষে মিটিং হয়। খলিয়া, গাজিপুর, আমতা ও ঘোসালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ শত কৃষক শোভাযাত্রা করিয়া উপস্থিত হয়। ফাশিষ্ট বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি চাই—এই ধ্বনির সাথে তাহারা চাল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির সরবরাহ ঠিক রাখা ও দাম কমানোর দাবী করিয়া ধ্বনি করিতে থাকে। কৃষকেরা তাহাদের দাবীর কথা জানাইবার জন্য সার্কেল অফিসারের বাড়ীতে যায় এবং তাহাকে না পাইয়া আমতা থানায় হাজির হয়। থানার দারোগাবাবু বাকি মিছিলটীকে বে-আইনী বলিয়া চোখরাঙান ও গ্রেফ্‌তারের ভয় দেখান। তাহাতে জেলা কৃষক সমিতির সহঃ সম্পাদক কার্ত্তিক সেনাপতি কৃষকগণের দাবীর কথা তাহাকে জানান এবং আর একজন কৃষক বলেন যে কৃষকের এমনি দুরবস্থা হইয়াছে যে দারোগাবাবু গ্রেপ্তার করিলে বরং তাহারা খাইয়া বাচিবে। ইহার পর কৃষকেরা সভাস্থানে সমবেত হইলে কমরেড কার্ত্তিক সেনাপতি ও অনন্ত মাঝি জাপানকে রুখিবার জন্য ফাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা কৃষকদের বুঝাইয়া দেন। সভাভঙ্গের পর কৃষকেরা দামোদর নদীর খেয়াড়ীকে ধন্যবাদ দেয়। এই খেয়াড়ী সভায় আগত প্রায় ২০০ কৃষককে বিনা পয়সায় নদী পারাপার করিয়া দিয়াছিল।

কুড়িগ্রাম—রাজবন্দী মুক্তি দিবসে সকালে প্রভাত ফেরী বাহির হর। বিকালে দুর গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে লাঠিধারী কৃষক ভলাণ্টিয়ার মার্চ্চ করিয়া, গান গাহিয়া ও নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে করিতে সহরে আসে এবং সহর ভ্রমণ করে। পরে কমরেড রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে একটা সভা হয়।

পাবনা—জেলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক বন্দী দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। সাহিত্যিক সুধীন্দ্র সকারের সভাপতিত্বে টাউন হলে সভা হয় ও ছাত্রকর্ম্মী প্রশান্ত রায়, দীনেশ রায়, জীতেন মজুমদার প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন।

মানভূমের—ঝরিয়া ও কয়কেন্দে রাজনৈতিক বন্দীদিবস পালিত হইয়াছে। ঝরিয়াতে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ডিফেন্স বিগ্রেড সকালে একটা বন্দীমুক্তি স্কোয়াড বাহির করেন এবং বিকালে ছাত্র, কৃষক ও মজুরদের স্কোয়াড বাহির হয়। পরে তিলক ময়দানে সভা হয় ও ঝরিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রভাতকুমার বসু সভাপতিত্ব করেন। সুশীল দাসগুপ্ত, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও পূর্ণেন্দু মজুমদার বক্তৃতা করেন।

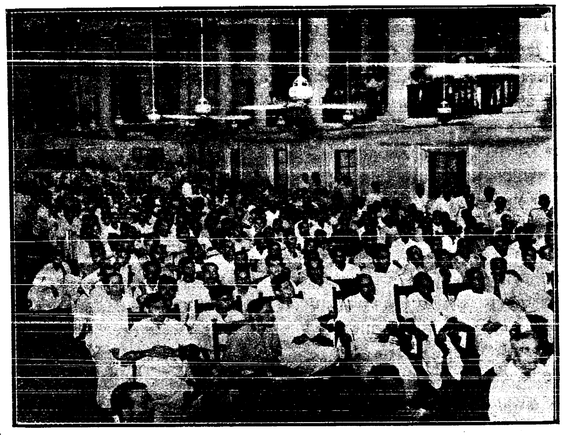

নওগাঁ—নিখিল আসাম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে নওগাঁতে রাজনৈতিক বন্দী দিবস পালিত হয়।

ফাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্ত কর
তাহারাই জা[পানকে] রুখিবে

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, [ছা]ত্র ফেডারেশনের ও কমিউনিষ্টদের তরফ হইতে নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি দিবস পাল[ন]া করা হইয়াছিল—তাহা বাংলার সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে। বাংলায় অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা[য়] এই দিন শুধু এই কথাই দেশবাসী দাবী করিয়াছে যে জাপানীকে রুখিবার জন্য দেশ-প্রেমি[ক]দের মুক্ত কর, যাহারা চলা-ফেরার অবাধ স্বাধীনতা পায় নাই—তাহাদের সেই স্বাধীনতা ফিরাইয়া দা[ও], তাহারাই জনগণকে জাপ-বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে সুপরিচালিত করিবে—ফাসিবাদকে দুনিয়া[ছাড়া] করিবে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে সভার একাংশ

কলিকাতায় রাজবন্দী মুক্তিদিবস—কম্যুনিষ্ট, এল-পি, বি-পি-টিউ-সি, বি-পি-কে-এস ও বি-পি-এস-এফের সমবেত চেষ্টায় কলিকাতায় রাজবন্দীমুক্তি দিবস পালিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া একটা কার্য্যসূচী রচনা করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এই কার্য্যের পৌরহিত্য করিবার জন্য আহ্বান করা স্থির করেন। ইহাদের পক্ষ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে যান এবং কংগ্রেসের সহযোগীতা ও কিরণবাবুকে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানান। কিন্তু কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় তাহাতে রাজী হন নাই। বাংলা দেশের কংগ্রেস কমিটি ভারতের তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সন্তানদের মুক্তি আন্দোলনে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইল না।

কিন্তু সুখের বিষয় যে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছে জনসাধারণ সেই পরিমাণে আগাইয়া আসিতেছে। তাই ১২ই তারিখে দেখা গেল বাংলার মজুর, কৃষক ও ছাত্রদের চেষ্টায় সারা সহর পোষ্টারে পোষ্টারে ছাইয়া গেছে—চারিদিকে সকাল হইতেই প্রচার চলিতেছে যাহাতে বৈকালের সভা ও শোভাযাত্রা সফল হয়।

বিকালে সমবেত শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্কোয়া[রে] আসিয়া সমবেত হইল—নানারকম ফাসি-বিরো[ধী] ধ্বনি করিতে করিতে ও গান গাহিতে গাহিতে এ[ই] দীর্ঘ শোভাযাত্রা কলিকাতার কয়েকটী প্রধান প্রধা[ন] রাস্তা অতিক্রম করিয়া সভাস্থল ইউনিভারসি[টি] ইনষ্টিট্যুট-এ আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভাযা[ত্রা] আসিবার আগেই হলটী কলিকাতার জনসাধার[ণে] ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছিল এবং শেষে একেবা[রে] বোঝাই হইয়া গেল এবং মাইক্রোফোন কাজ ন[া] করিলেও বহুলোক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। মৌলবী নওশের আ[লি] সভাপতিত্ব করেন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া নন্দলাল বোস (এল, পি) এক প্রস্তা[ব] উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কমরে[ড] বঙ্কিম মুখার্জ্জী, বিভূতি ব্যানার্জ্জী, রনেন ব্যানার্জ্জ[ী] প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বক্তাই জাপানকে রুখিবার জন্য দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তির প্রয়ো[জ]নীয়তা সকলকে বিশদভাবে বোঝান। কমরে[ড] বিনয় রায় বক্তৃতার মাঝে মাঝে ফাসি-বিরোধী জন[-] সঙ্গীত গাহিয়া সমবেত জনসাধারণকে মাতাইয়া তোলেন এবং ইনটারন্যাশনাল (বিশ্ব শ্রমিকের জাতীয় গান) গাওয়ার পর সভা শেষ হয়।

২৪ পরগণায়—২৪ পরগণা মজদুর সভা, [গ]ার্ডেনরীচ চটকল মজদুর ইউনিয়ন ও মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ ইউনিয়ের মেটিয়াবুরুজস্থ কেন্দ্রীয় [অ]ফিসে কমরেড এম, এ, কারকীর সভাপতিত্বে [র]াজবন্দীমুক্তি দিবস পালিত হয়। বদরতলায়, [ফ]তেপুর ও মমরাজপুরেও অনুরূপ সভা হয় এবং [এ]ই সকল স্থানে কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, ফজলুল [হ]ক, আনোয়ার হোসেন, মুরারী দেশমুখ ও প্রভাস [র]ায় প্রভৃতি জেলার নেতৃস্থানীয় কর্ম্মিরা রাজবন্দীদের [মু]ক্তি দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন।

জলপাইগুড়ি—ছাত্র ফেডারেশন ও কৃষক [স]মিতির চেষ্টায় স্থানীয় আর্য্য নাট্য সমাজ প্রাঙ্গণে [এ]ক সভা করিয়া বন্দীমুক্তি দিবস প্রতিপালন [ক]রেন।

[ব]ন্দীমুক্তি দিবসে সরকারী বাধা

ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচুড়া ও রংপুর সদরে [ফ]াসিষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস [প]ালন করিবার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। [ব]রিশালে ১১ই জুলাই তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের [হ]ুকুম না পাওয়াতে ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক [প]ালিটিক্যাল সেক্রেটারীর কাছে বিবরণ জানাইয়া [...]ার করেন। ১২ই জুলাই কমরেড অধীর চক্রবর্ত্তী [ও] সিতাংশু মজুমদারের নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন [এ]কটী ডেপুটেশন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন [কি]ন্তু অনুমতি পাওয়া যায় না। তখন তাহারা [এ]ইসব ব্যাপার জানাইয়া প্রধান মন্ত্রীকে জরুরী চিঠি [প]াঠাইয়াছেন। এবং ১৪ই তারিখে বরিশালের সমস্ত [ছা]ত্র এই সরকারী নীতির প্রতিবাদে হরতাল করে।

রংপুরের সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি ও ফাসিষ্ট [বি]রোধী কর্ম্মীসঙ্ঘ জেলা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াও [পা]য় নাই। পরে গৌতম লাহিড়ী ব্যক্তিগতভাবে [অ]নুমতি চান—কিন্তু তাহাও মঞ্জুর হয় না—কিন্তু [১২]ই তারিখে শেষ পর্য্যন্ত বহু লোক সমবেত হইয়া [এ]ক সভা করে। পুলিশ ও দারোগা আসিয়া এই [স]ভা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে [আ]রো ভীড় বাড়িয়া যায় দেখিয়া পুলিশেরা সভাস্থল [ত্য]াগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সভায় কমরেড [গৌ]তম লাহিড়ী বক্তৃতা করেন। পরের দিন [গৌ]তম লাহিড়ীকে পুলিশ সাহেব ডাকাইয়া কৈফিয়ৎ [দা]বী করিয়াছেন। অন্যথায় জেলে পাঠাইবেন [ব]লিয়াছেন।

আন্দোলন ও সংগঠন

মুর্শিদাবাদ—জেলার বিভিন্ন মহাকুমায় জাপ-বিরোধী জনরক্ষা সমিতি ও ফৌজ গঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে গুড়ো, লালগোলা, ভগবানগোলা ও যশোরী গ্রামে কর্ম্মীগণ সভা করেন এবং মালীহাটি, গোকর্ণ, বাগোর, ভগবানগোলা, চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রামে ফৌজ বাহিনী তৈয়ারী হইয়াছে।

বরিশালে—সদ্যমুক্ত কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড নিরঞ্জন সেন বরিশাল জেলায় ভাণ্ডকাটি, বানরীপাড়া ও সদরে জাপ-বিরোধী প্রচারের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। উজিরপুরে বরিশাল জেলা কৃষক সম্মেলনের উদ্বোধনও করেন। বানরীপাড়ার সভায় বিখ্যাত ছাত্রনেতা কমরেড অমিয় দাসগুপ্ত তাহার সঙ্গে যোগ দেন।

ঢাকা—গত ৫ই ও ৬ই জুলাই কমরেড আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ সহরে ঢাকা জেলা জাপ-বিরোধী শ্রমিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কমরেড গোপেন চক্রবর্ত্তী সভা উদ্বোধন করেন। প্রবল বর্ষাপাত, ঢাকা সহরে দাঙ্গার হাঙ্গামা সত্ত্বেও সম্মেলনে পাঁচ হাজার থেকে ৮০০০ লোক সমাগম হয়। নেতৃদ্বয় এবং অন্যান্য বক্তাগণ সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী গণসংগ্রামে ভারতবাসীর দায়িত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সভার শেষে বঙ্গীয় ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে একটি উপভোগ্য জননাট্যের অভিনয় হয়। উল্লেখ যোগ্য এই যে শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টাতেই এই সম্মেলন হইয়াছে। চাঁদা দিবার ব্যাপারে তাঁহাদের উৎসাহ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল।

খুলনা—খুলনা জেলা সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কন্‌ভেনসন্ সম্পর্কে যে সকল কম্যুনিষ্ট ছাত্র ও কৃষককর্ম্মী গ্রেপ্তার হন, গত ৮ই জুলাই তাঁহাদের মধ্যে কমরেড অশোক মিত্র, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, পীযুষ কর, পুলিন পিপ্‌লাই ও প্রেমেন্দু দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলনের প্রচারার্থে সভা করিবার জন্য জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক, কমরেড সন্তোষ ঘোষ ও কমরেড অরবিন্দ গুহ গ্রেপ্তার হন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সন্তোষ ঘোষ ও অরবিন্দ গুহের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু প্রমথ ভৌমিকের মামলা নাকি প্রত্যাহৃত হইবে না। সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করিবার অপরাধে তাঁহার নামে আর এক দফা মামলা চলিতেছে।

সোণারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)—গত ২৯শে জুন বৈদ্যেরবাজার প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে আব্দুল মজিদ সাহেবের সভাপতিত্বে পাঁচ শতাধিক লোকের এক জাপ-বিরোধী সভা হয়। কমরেড জিতেন চক্রবর্ত্তী, কমরেড ধরণী রায় ও কলিকাতার শ্রমিক কর্ম্মী কমরেড মদন দাস বক্তৃতা করেন।

৩০শে জুন সোণার গাঁয়ের বিখ্যাত বানাম গ্রামের কালীবাড়ীর ময়দানে স্থানীয় নেতা মৌলবী মুস্‌লেউদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের বহু শ্রমিক ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে বহু হিন্দু-মুসলমান সভায় সমবেত হন। কমরেড জিতেন চক্রবর্ত্তী, কমরেড ধরণী রায় বর্ত্তমান যুদ্ধে জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা কমরেড আব্দুল হালিম তাঁহার বক্তৃতায় হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার দিক্‌টা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

ফরিদপুর—গত ১লা জুলাই মোল্লাকান্দি গ্রামে এক বিরাট মোস্লেম জনসভার অধিবেশন হয়। পাড়ার বিভিন্ন ঘর হইতে প্রায় ৮।৯ শত লোক সভায় যোগদান করেন। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং কৃষককর্ম্মি মৌলবী খন্দকার আনোয়ারল হক সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ গ্রামে গ্রামে জাপ-বিরোধী ফৌজ গঠন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয়ের বিশদ বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সভার প্রস্তাবমত সভাপতির নেতৃত্বে দস্তখত করিয়া শতাধিক কৃষক প্রথম ফরিদপুর কৃষাণ ব্রিগেড (1st Faridpur Kishan Brigade) গঠন করিয়াছে। সভাস্থ সকলেই কিছুতে জাপানী দস্যুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

জলপাইগুড়ি—২রা জুলাই স্থানীয় আর্য্য নাট্য সমাজ গৃহে একটী জাপ-বিরোধী জনসভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কমরেড অবনী লাহিড়ী ও নিখিল ভারত কৃষক সভার যুগ্ম সম্পাদক কমরেড মনসুর হবিব এই সভায় বক্তৃতা করেন এবং এই যুদ্ধ পরিচালনায় কৃষক ছাত্র ও জনসাধারণের অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান জানান। কমরেড মনসুর এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতার যুক্তিবত্তায় উদ্দীপিত হইয়াছে।

নওগাঁ (রাজসাহী)—৯ই জুলাই স্থানীয় লাইব্রেরী হলে গিরিজামোহন সান্ন্যালের সভাপতিত্বে জাপ-বিরোধী সভা হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ভূ-পর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস জাপ-অত্যাচারের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং কমরেড গোপাল সরখেল যুদ্ধকে জনগণের পরিচালনায় অবিলম্বে আনিবার যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দেন।

জন যুদ্ধের নোটীশ

টাকা কড়ি ও চিঠি পত্র ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

প্রতি সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে টাকা না আসিলে সেই সংখ্যার কাগজ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মফস্বল এজেণ্টরা তিন সপ্তাহের দাম অগ্রিম জমা রাখিবেন এবং মাস ফুরাইলেই আবার ঐ পরিমাণ জমা রাখিবেন।

কোন সংখ্যা বেশী লইতে হইলে আগে জানাইতে হইবে এবং সেই পরিমাণ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া মাসের হিসাব ঠিক করিয়া লইবেন।

কমরেডদের প্রতি

জনরক্ষাবাহিনীর কাজ

নাম সংগ্রহ

'জাপানকে রুখতে হবে'—শ্লোগানটী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত—সকলেরই ভিতর ঘর-বাড়ী জমি জাপ-দস্যুদের হাত হইতে বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই বাড়িতেছে। দেশকে অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে, এ কথা আজ বহু যুবক প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতেছে। আমাদের দেশে বহুবার স্বাধীনতার লড়াই হইয়াছে বহু মজুর, চাষী, নর-নারী স্বাধীনতার সংগ্রামে চরম স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। দেশের আনাচে কানাচে, গ্রামে ও শহরে দেশপ্রেমের বীজ ছড়াইয়া আছে। তাই, আজ দেশের ঘোরতর বিপদের দিনে যুবক-বৃদ্ধ সকলেই দেশ ভক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যেখানেই যান না কেন, কিছু কিছু লোক সর্বস্ব পণ করিয়া লড়িতে প্রস্তুত এ প্রমাণ স্বচক্ষে পাইবেন। বাংলার সর্বত্রই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হইতে উৎসুক। শহরে, পল্লীতে সব জায়গাতেই বহু লোক জনরক্ষা বাহিনীতে নাম লিখাইতেছে। আমাদের কর্মীদের প্রচেষ্টায় এ পর্য্যন্ত কত ভলান্টিয়ার সংগৃহীত হইয়াছে তাহার হিসাব দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। সব জেলার রিপোর্ট ঠিকভাবে পাওয়া যায় নাই। ১৪টী জেলার হিসাবে দেখা যায়, মোট ২৮,৮০৫ জন লোক জনরক্ষাবাহিনীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। অপর ১৪টী জেলার হিসাব লইলে ইহার সংখ্যা ৬০ হাজারের উপর নিশ্চয়ই হইবে। চট্টগ্রাম—১০,০০০ এর উপর, রংপুর—৪৫০০, দিনাজপুর—৪,০০০, জলপাইগুড়ি—২৫০০, ময়মনসিং—৭৫০, সিলেট—১১৯০, নদীয়া—৮২৫, খুলনা—১৪০ (নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক), যশোহর—১৮৫০ (৬৫০—নিয়মিত), ২৪ পরগণা—১,০০০, হাওড়া—১,০০০, হুগলী—৫০০, পাবনা—২৫০, মুর্শিদাবাদ—৩০০। এই মোট ২৮,৮০৫। ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর ও বর্দ্ধমান জানাইয়াছেন,—জনরক্ষা বাহিনীতে বহু স্বেচ্ছাসেবক নাম লিখাইয়াছেন, কাজ চলিতেছে। কিন্তু সংগৃহীত ভলান্টিয়ারের সংখ্যা এই জেলাগুলি এখনও পাঠান নাই। কলিকাতাতেও শ্রমিক, নারী ও ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত বাহিনী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাঁহারা কাজ করিতেছেন। সঠিক সংখ্যা এখনও হাতে আসে নাই। মেদিনীপুর জানাইয়াছে ৯টী কৃষক-কেন্দ্রে ৯টী কৃষক-ফৌজ (কিষাণ-গার্ড) তৈয়ারী হইয়াছে। ইহাদের নিয়মিত কর্মরত বাহিনী বলা যায়। বগুড়া, বীরভূম, নোয়াখালী, বাঁকুড়া ও ত্রিপুরা জেলায় ভলান্টিয়ার সংগ্রহ সুরু হইয়াছে। এ রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

মোট কথা, নাম-সংগ্রহ সর্বত্রই চলিতেছে। খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটী গ্রামে বাহিনীর জন্য ভলান্টিয়ার পাওয়া যাইতেছে। এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, **আজপর্য্যন্ত** সব জায়গার হিসাব লইলে দেখা যাইবে, জনরক্ষা বাহিনীতে প্রায় এক লক্ষ নাম সারা বাংলায় সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কাজের ধারা

যাঁহারা নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেশরক্ষার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উৎসাহ অবর্ণনীয়। এই এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের উদ্যম ও প্রেরণা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইলে সারা বাংলার চেহারা বদলাইয়া যায়। ইঁহারা সকলেই যতক্ষণ প্রয়োজন কাজ করিতে প্রস্তুত। সমস্ত ভলান্টিয়ারের কর্মস্পৃহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কাজের আগুণে গালাইলে এক বিপুল শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। নিয়মিত কাজের মধ্যে বাঁধিলে এই সব শ্রেষ্ঠ কমরেড আরো বহু লোক জোগাড় করিতে পারেন যাঁহারা প্রতিদিন কিছুটা সময় বাহিনীর কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে আগাইয়া আসিবেন। এইভাবে আমরা বাংলাদেশে আজই দশ লক্ষ কর্মী পাইতে পারি। কিন্তু আমরা কিভাবে অগ্রসর হইতেছি? গত তিনমাস ধরিয়া আমরা বাহিনীর কাজের শুধু প্রথম স্তরেই রহিয়া গিয়াছি। নাম সংগ্রহের পরের ধাপে উঠিতে বড়ই দেরী করিতেছি। যেখানে আরো উপরে উঠিতে পারিয়াছি সেখানেও সংগঠনের কায়দা অতি প্রাচীন। যে যে অঞ্চলে কর্মীর উৎসাহ অত্যন্ত বেশী সেখানে বড় জোর মাঝে মাঝে লাঠি লইয়া প্যারেড হইতেছে। তাহার বেশী নয়। জনরক্ষা বাহিনীর কাজ ঠিক বাহিনীর মত হইতেছে না। কাজ হইতেছে অতিশয় অগোছালোভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও কোনও স্থানের কাজের কথা উল্লেখ করা ভাল। চট্টগ্রাম জেলায় সব চেয়ে ভাল কাজ চলিতেছে। জেলার মধ্যে সাতটী স্থানে শিবির খোলা হইয়াছিল। নিয়ম করা হইয়াছিল যে, শিবিরে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়মিতভাবে হাজিরা দিবেন। কাগজ পড়া, প্যারেড করা ও রাজনীতি আলোচনা করার জন্য সময় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল যে এলাকা হইতে লোক অপসারণ করা হইতেছে তাহাদের সাহায্যের জন্য দল বাঁধিয়া পাঠান হইতেছে। সমস্ত জেলার ভলান্টিয়ারদের এক জায়গায় সমবেত করিয়া একটী সম্মেলনও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও শিবিরগুলির কাজে শৃংখলা আসে নাই। বাহিনীর কাজ চলিতেছে এলো মেলো ভাবে। ২৪ পরগণা ও নোয়াখালীর বহু জায়গায় লোক অপসারণের কাজে বহু শত স্বেচ্ছাসেবক নিরলস পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু নিয়মিত বাহিনী গঠন ও বাহিনীগুলিকে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। নারায়ণগঞ্জের ভলান্টিয়ারগণ সম্মেলন বা সভা হইলে দলে দলে জমা হইয়া শৃংখলার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু নিয়মিত দৈনিক কাজের কোনও ব্যবস্থা করা হইতেছে না। রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার কোন কোন এলাকায় বাহিনীর অফিসে স্বেচ্ছাসেবকরা সপ্তাহে দুইবার হাজিরা দিতেছে এবং প্যারেড শিখিতেছে। খুব কম জায়গাতেই রাজনীতি আলোচনার প্রথা চালু করা হইয়াছে। তবে প্যারেড ও ড্রিল প্রত্যেক জেলার অনেক জায়গাতেই হইতেছে। প্যারেডের কোনও নির্দ্দিষ্ট ধারা নাই। বহু স্থানে আমাদের জনরক্ষা বাহিনীই লোক অপসারণ প্রভৃতির সময় জন-সাধারণের বিশেষ সাহায্য করিতেছে। যাহারা বর্মা বা সমুদ্র এলাকা হইতে নিজেদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে তাহাদের খাওয়ান ও অন্যান্য ব্যবস্থার কাজ আমাদের ভলান্টিয়াররা করিতেছে।

প্রাথমিক প্রয়োজন: এইভাবের বিশৃংখল ও অনিয়মিত কাজের ভিতর দিয়া কি জনরক্ষা বাহিনী তাহার গুরু দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে? শুধু বুক ভরা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণভরা উৎসাহই তো সব নয়। সেই উৎসাহ ও কর্মোদ্যমকে সুশৃংখল-ভাবে সংগঠনের কায়দায় পরিচালিত করিতে পারিলে তবেই জাপ-দস্যুর বীভৎস অত্যাচার হইতে দেশকে বাঁচাইয়া স্বাধীনতার পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব। দেশের সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করিয়া প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব সহজ নয়। দুর্বলের মনে বল দিতে হইলে, দেশের মধ্যে নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব কাটাইয়া তুলিতে হইলে—ছড়ানো ভলান্টিয়ারদের সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনীতে পরিণত করিয়া দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের মধ্য দিয়া সারা দেশময় বীরত্বের আবহাওয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। বাহিনীর প্রত্যেকটী কর্মীকে প্রাথমিক রাজনীতি বুঝিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রত্যেকটী কাজের রাজনীতি ও কৌশ[ল] আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা দেশের ভিতরক[ার] স্বাধীনতার স্পৃহাকে আমরা বিক্ষিপ্ত করি[য়া] রাখিব। তাই, আমাদের কাছে এমন রিপোর্[ট] আসে যাহা পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কোন এ[ক] জেলায় পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে[র] নামে কৌশলে জাপ-সমর্থক পোষ্টার বাহির করি[য়া]ছিল। জনরক্ষা বাহিনীর একজন সাধারণ ভলান্টি[য়ার] সেই পোষ্টার পড়িয়া অতিশয় উৎসাহিত হই[য়া] পড়িয়াছিল। পরে অবশ্য, সে এই পোষ্টারের ধোঁ[কা] ধরিতে পারিয়াছিল। ফাশিষ্টরাও যে গরম ভাষা[য়] ভারতের স্বাধীনতার বুলি আওড়ায় এবং তাহা[র] সাহায্যে লোকের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা কমাইবা[র] চেষ্টা করে, এই টুকু প্রাথমিক রাজনীতি জ্ঞান [...] সরল মন স্বেচ্ছাসেবককে এখনও শিখান হয় নাই[,] কত বড় লজ্জার কথা!

নিয়মিত কাজ ও শৃংখলা

আমাদের বাহিনী **সম্মিলিত** জনরক্ষা বাহি[নী] —দেশ রক্ষার ফৌজ। আমাদের পথ, কংগ্রেস-লী[গ] কৃষক সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশ[ন] ইত্যাদির হিন্দু মুসলমান সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা[য়] জাতীয় একতার পথ। আমাদের কাজ—দেশব্যা[পী] প্রচণ্ড জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। উদ্দে[শ্য] সমগ্র দেশ ঘরবাড়ী জমিজমা অত্যাচারী দস্যুর হা[ত] হইতে রক্ষা করা। এই পথেই সব রকমের বা[ধা] চূর্ণ করিয়া স্বাধীনতার বিজয় গৌরব অর্জন করি[তে] হইবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের। নিয়মি[ত] অসম্ভব পরিশ্রম ইহার জন্য দরকার।

ছোট ছোট বাহিনী: প্রত্যেক এলাকা[য়] সহরের পাড়ায় বা বস্তিতে, গ্রামে বা পাশাপাশি [...] তিনটী গ্রামে যে সব স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গিয়া[ছে] তাহাদের ২০ জনকে লইয়া এক একটী বাহি[নী] গড়িতে হইবে। এই এক একটী সেকৃশনের এক[জন] করিয়া ক্যাপ্টেন বা দলপতি থাকিবেন। ভলান্টিয়া[র] সংগ্রহের কাজ কিভাবে সুরু করিতে হইবে[?] প্রত্যেক এলাকায় কংগ্রেস, লীগ, কৃষক সমিতি[,] ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদি সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এক[যোগে] ভাবে সম্মিলিত জনরক্ষা কমিটি গড়িতে হইবে[।] এই সর্বদলীয় জনরক্ষা সমিতির অধীনে একটী মিলি[ত] স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করিতে হইবে। যেখা[নে] প্রথমেই মিলিতভাবে একটী বাহিনীতে সমস্ত দলে[র] উদ্যোগকে একত্রিত করা সম্ভব হইবে না, সেখা[নে] কৃষক ফৌজ, ছাত্র ফৌজ, লীগ-ফৌজ, নারী-ফৌ[জ] প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক বাহি[নী] স্থানীয় জনরক্ষা কমিটির অধীনে জনরক্ষার যাবতী[য়] কাজ সম্মিলিতভাবে চালাইবে। কিন্তু সর্বত্র[ই] আমাদের লক্ষ্য হইবে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মিলি[ত] প্রচেষ্টায় প্রত্যেক অঞ্চলে একটী মাত্র সম্মিলিত জন[-] রক্ষা বাহিনী গড়িয়া তোলা। প্রত্যেক অঞ্চ[লে] বাহিনীর একটী করিয়া অফিস থাকিবে। হয় পৃথ[ক] বাহিনীর অফিস, আর না হয়, জনরক্ষা কমিটি[র] অফিসেই।

নিয়ম ও শৃংখলা: দৈনিক সম্ভব না হইলে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন নিয়মিত হাজিরার ব্যব[স্থা] করিতে হইবে। কোন ভলান্টিয়ারই অনুপস্থি[ত] থাকিতে পারিবে না। হাজিরার পর স্থানীয় উন্ন[ত] কমরেডরা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত ক্লাস করিবেন[।] প্রত্যেকের কাজের ভাগ করা হইবে। কাজে[র] হিসাব লইতে হইবে। যে কাজে ফাঁকি দিবে[,] তাহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিতে হইবে[।] দেশের কাজে, স্বাধীনতার গৌরবময় কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সকলের সামনে লজ্জা দিতে হইবে[।] যাহারা দেশের স্বাধীনতার ফৌজের লোক তাহা[রা] হইবে সকলের আদর্শ। তাহাদের শৃংখলাবদ্ধ [...]

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

আলোচনা

সঙ্গীন অবস্থা

১৫ই জুলাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিলাতের শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র টাইম্‌স পত্রিকা লিখিয়াছে, "ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্ম্মানীর শক্তির এক অংশকে কার্য্যকরীভাবে অন্যদিকে টানিবার জন্য কোন চেষ্টা আরম্ভ করিবার আগেই জার্মানী রাশিয়াকে খতম করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সেইরূপ জাপানও সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া চেষ্টা করিতেছে যে মিত্রশক্তিরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবার আগেই সে চীনের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া দিবে।"

বৃটেনের জনগণ তাহাদের শাসকশ্রেণীর কাছে এই উপলব্ধিই দাবী করিতেছিল। আজ সোভিয়েট ও চীনের রণক্ষেত্রে অবস্থা এমনই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ধনিকশ্রেণীর মুখপত্রও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু শুধু স্বীকার করিলেই কোন লাভ হয় না। জার্মানী ও জাপানের উপরোক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধে জিতিতে হইলে এখনি দুটী জিনিষ দরকার। প্রথম, ইউরোপে এখনি হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা এবং বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সোভিয়েটকে সাহায্য করা। দ্বিতীয়, চীনকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে ব্রহ্ম আক্রমণ করিয়া এশিয়াতেও জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা এবং যেহেতু ভারতের সর্ব্বশক্তি না লাগাইলে এ চেষ্টা সফল হয় না সেহেতু ভারতের জনসাধারণের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী মিটাইয়া তাহাদের সমস্ত উৎসাহ ও শক্তিকে যুদ্ধের পিছনে টানিয়া আনা। ব্রিটিশ জনসাধারণ ইহাও বুঝিতেছে; তাই ট্রাফালগার স্কোয়ারের সমাবেশ, লণ্ডনে ভারত সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে যে ব্রিটিশ জনগণের ভিতর দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা ও ভারতের সঙ্গে আপোষ করার দাবী ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ব্যবস্থা কৈ?

ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, কাজে বিশেষ কিছু করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ সোভিয়েট মহল হইতে পর্য্যন্ত অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার বিশেষ তাগিদ আসিতেছে। সোভিয়েটের এই দারুণ সঙ্কটের সময় ব্রিটেনের উৎপাদন-মন্ত্রী অলিভার লিট্‌লটন গত ১৮ই জুলাই অন্ডারশটে এক বক্তৃতায় সোভিয়েটকে ব্রিটেন আজ পর্য্যন্ত যে সাহায্য দিতে পারিয়াছে তাহারই এক গদগদ বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে "সোভিয়েটের উপর হিটলারের আঘাত এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই ভীষণ আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের মিত্রশক্তির (সোভিয়েটের) বীরত্ব-পূর্ণ প্রতিরোধ আমরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে শুধু দেখিয়াই যাইতে পারি।" অর্থাৎ আমাদের যাহা করিবার তাহা করিয়াছি, এখন সোভিয়েটের প্রতিরোধে আমরা শুধু হাততালি দিবার দর্শক। যুদ্ধ বাধিবার ঠিক আগে পর্য্যন্ত লিট্‌লটন জার্মান মেটাল-গেশেলশাফ্টের (জার্মান ধাতু কোম্পানীর) ডিরেক্টর ও ইঙ্গ-জার্মান ধনিক সহযোগিতার বড় মুখপাত্র ছিলেন। এরকম উৎপাদন মন্ত্রীর মুখে এরকম কথা আশ্চর্য্য নয়।

ব্রিটিশ ও মিত্রজাতির জনগণের পক্ষ হইতে এ যুদ্ধে সোভিয়েট ও চীনকে সাহায্যের জন্য ব্রিটেনের তরফ হইতে আরও অনেক প্রচণ্ড শক্তি নিয়োগ করিবার যে দাবী উঠিয়াছে, গত সপ্তাহে সেই দাবীকে আগে হইতে চাপা দিবার জন্য যুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারের যথেষ্ট জোর দেখা যায়। মস্কো হইতে খবর আসিয়াছিল যে বর্ত্তমান আক্রমণে হিটলার ফ্রান্সে অবস্থিত জার্মান সৈন্যদেরও রুশ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতেছে। লণ্ডন এ সংবাদ অস্বীকার করিতে পারে নাই কিন্তু তাড়াতাড়ি ওজর তুলিয়াছে যে তাই বলিয়া ফ্রান্সে যে জার্মান সৈন্যের সংখ্যা কমিয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

সব ঠিক হ্যায়!

উৎপাদন বাড়ানো ও ভাল করিবার উপরই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট তথা যুদ্ধজয়ের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। বার বার পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ উৎপাদন নীতির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তুলিয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য উৎপাদন সম্বন্ধে ১৪ই জুলাই হইতে বিলাতের পার্লামেণ্টে দুইদিন ধরিয়া বৈঠক হয়। কিন্তু বিতর্কের মধ্যে নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াবার চেষ্টা ছাড়া সরকার পক্ষ হইতে আর কিছুই পাওয়া গেল না। উৎপাদন মন্ত্রী লিট্‌লটন বলেন "বৃটিশ উড়ো-জাহাজশিল্প পৃথিবীর সেরা এবং সেরাই থাকিবে, কামান প্রভৃতি সম্বন্ধে জার্মানদের কাছে আমাদের কিছু ভয় পাইবার নাই, ঠিক রকম ট্যাঙ্কই আমাদের আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক মতই তৈরী হইবে, ট্যাঙ্কের গুলি ছুড়িবার শক্তিও প্রয়োজনের অনুরূপ।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই, উৎপাদনের পরিমাণ বেশ ভালই চলিয়াছে" এবং এইরূপ আরও অনেক মুরুব্বিজনোচিত উক্তি। লজ্জা মন্ত্রীপুঙ্গব না পাইলেও ব্রিটিশ জনগণ পাইবে, কারণ তাহারা ভাবিবে সবই যখন ঠিক আছে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের নিরাপদ স্থানে পিছু হঠিবার রণনীতি কেন বারবার গ্রহণ করিতে হয়, এবং বছর খানেকের মধ্যে সোভিয়েটকে মাত্র ২ হাজার ট্যাঙ্ক পাঠাইয়া (রয়টারের কৃপায় এটা এদেশে বিশ হাজার বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল) তবুও তাহারি অজুহাতে অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের দুর্ব্বলতা কেন ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়।

প্রতিক্রিয়ার নূতন বেশ

প্রতিক্রিয়াশীল মত আবার নূতন বেশে আসরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৫৩ বছর আগে ফ্রান্সের নিপীড়িত জনগণ শাসকশ্রেণীর কারাগার বাস্তিলকে চূরমার করিয়া সারা পৃথিবীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়াছিল। এবার তাহাদের সেই গৌরবময় তিথিতে ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী জনতাকে ডাকিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রী ইডেন বলিয়াছেন যে ফ্রান্সের লোকেরা যেন বিশ্বাস না করে যে আমরা তাহাদের সাগরপারের উপনিবেশগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে চাই। আমরা ফ্রান্সকে বড় শক্তি (গ্রেট পাওয়ার) রূপেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। ইহা শুধু আমাদের যুদ্ধের লক্ষ্য নয়, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠনের দিক হইতে ইহা কাজের কথাও বটে। অর্থাৎ ইডেনের মতে কলোনির গোলামদের মালিক ফ্রান্সকে মালিক হিসাবেই তিনি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে চান। স্বাধীনতার পুণ্য তিথিতে ফ্রান্সের নিপীড়িত জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত করিবার মত বাণীই বটে। কিংবা ইহা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে টেক্কা দিবার জন্য ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি আশ্বাস? পোলাণ্ডের বিলাতস্থিত গবর্ণমেণ্ট শোনা গেল যুদ্ধের পরে বর্দ্ধিত পোলিশ তীরভূমির জন্য দুশো বাণিজ্য জাহাজের ভাবনায় এখনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ইডেনের ফ্রান্স সম্বন্ধে উক্তির সহিত ইহার নীতিগত কোন সম্বন্ধ আছে কি?

ব্রহ্মের বীর গবর্ণর ডর্ম্যান স্মিথ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন নাই, ব্রহ্ম যখন যায় যায় তখন ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ব্রহ্মকে উদ্ধার করিবার জন্যই বোধ হয়। এখানে আসিয়াই ওয়াভেল, আলেকজাণ্ডার, ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি সকলের মুখে থাবড়া দিয়া গুরুতর আত্মপ্রসাদে তিনি ঘোষণা করিয়া-

(৮ পাতায় দেখুন)

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সুনিয়ন্ত্রিত কাজের ধারা দেখিয়া জনসাধারণ উৎসাহ পাইবে। আমাদের কাজ সফল করার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষা-শিবির: অফিসে বা অন্যত্র সমস্ত ভলান্টিয়ারদের নিয়মিত পড়াশোনার ক্লাস বসিবে। বাহিনীর প্রত্যেকটী লোকের রাজ-নীতি ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান বাড়াইতেই হইবে। কি কি শিখাইতে হইবে? (১) সরল ভাষায় প্রাথমিক রাজনীতি (জনযুদ্ধ পত্রিকার প্রবন্ধ, জনযুদ্ধ সম্বন্ধে নানা বই প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইবে) (২) বেশী না পারিলে অন্ততঃ জেলার ভূগোল, জেলার ও প্রদেশের রাস্তাঘাট, নদনদী, রেল, ষ্টীমার রাস্তা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার জ্ঞান (৩) চীন, সোভিয়েট প্রভৃতি দেশের জন ফৌজের লড়ায়ের ইতিহাস (৪) গরিলা কৌশলের মোটা-মুটি ধারণা (৫) প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান (স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্য লইতে হইবে) (৬) এ, আর, পি, সম্বন্ধে শিক্ষা (৭) কেন্দ্রে কেন্দ্রে শিবির খুলিয়া প্রাথমিক সামরিক জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে (লাহোরে যে সব কমরেড শিখিয়া আসিয়াছেন তাহাদের সাহায্য লইতে হইবে)। (৮) পোষ্টার লেখা, শ্লোগান দেওয়া ইত্যাদি প্রত্যেককে শিখাইতে হইবে। (৯) জাপ-বিরোধী প্রচারের বক্তৃতা শিখাইতে হইবে। দেশের রাজনীতি সম্পর্কে মোটামুটী জ্ঞান, জনযুদ্ধ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং জনযুদ্ধে জিতিবার অদম্য প্রেরণা—এইগুলি ছাড়া কেহই জনরক্ষা ফৌজের কর্মী হইতে পারেন না।

দৈনন্দিন কাজ: প্রত্যহ সম্ভব না হইলে সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন এক জায়গায় সকলকে সমবেত হইতে হইবে। এক একটী ছোট বাহিনীর ক্যাপ্টেনের কথা মত কাজ করিতে শেখার অভ্যাস অর্জন করিতে হইবে। একশত ভলান্টিয়ারকে একটী মাঠে টানিয়া আনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রিল ও প্যারেড করাইবার প্রয়োজন নাই। (বিভিন্ন স্থানে খুব প্যারেড চলিতেছে, অথচ ফল কিছুই হইতেছে না। ফুলবাড়ী অঞ্চলের এক মাঠে এক সঙ্গে এক শত হিন্দু মুসলমান সাঁওতাল ভলান্টিয়ারকে মফিজ মিঞা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্লোপ আর্মস্, লাই ডাউন, ফায়ার ইত্যাদি অর্ডার দিতেছেন। কিন্তু তাহারা সকলে নিয়মিত রাজনীতি চর্চ্চা, গ্রামে গ্রামে প্রচার ইত্যাদি কিছুই করিতেছেন না। উলিপুরেও এক সঙ্গে প্রায় ৯০ জন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাইট্ টার্ণ, লেফ্‌ট্ টার্ণ আর মার্ক টাইম করিতেছে। আর একটী অঞ্চলে একটী যুবক হিহি গলায় এক, দু, তিন বামে ঘ্রো,......ইত্যাদি করাইতেছেন। শুধু এই ধরণের একঘেয়ে ও নীরস প্যারেডে বাহিনীর মধ্যে প্রেরণা জাগে না, রাজনীতির বালাই থাকে না, কাজ অগ্রসর হয় না। নিয়মিত প্যারেড একটু আধটু করিতে হইবে—কিন্তু সর্বত্র একই রকমের অর্ডার দিতে হইবে, মাত্র কয়েকটী অর্ডার যাহা আমাদের কাজে লাগিবে। (শিবশঙ্কর মিত্রের প্রবন্ধটী দেখুন)। ভলান্টিয়ারদের লইয়া খেলাধুলা, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দৌড়-মার্চ্চ, সাঁতার ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

এ সব ছাড়া প্রত্যেককে নিয়মিত কিছু না কিছু কাজ করিতে হইবে। কেহ গ্রাম বা পাড়া পাহারা দেওয়ার ব্যাচে, কেহ জাপ-বিরোধী প্রচারের ব্যাচে, কেহ চাঁদা-আদায়ের ব্যাচে, কেহ কাগজ বিক্রয়ের—পোষ্টার লেখার ব্যাচে আবার কেহ বা সভা-সমিতি মিছিল ইত্যাদির সংগঠনের দলে কাজ করিবে। কেহ বা লোক অপসারণের কাজে, নিরাশ্রয়দের খাওয়ান ইত্যাদির ব্যবস্থার কাজে নিযুক্ত থাকিবে।

ভলান্টিয়ারদের নাম-সংগ্রহ হইতে বাহিনী গঠন, রাজনীতি শিক্ষা হইতে জনসাধারণের ভিতর প্রচার, দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া নিয়ম ও সংগঠন-কায়দা শিক্ষা—এইভাবেই জনরক্ষা বাহিনী স্থানীয় জনসাধারণের আপনার প্রিয় জিনিষ হইয়া উঠিবে। কাজ ও শৃংখলার মধ্য দিয়াই এই জনরক্ষা ফৌজ সারা বাংলার চোখের মণি হইয়া দাঁড়াইবে। সমগ্র জনসাধারণ ফৌজের কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। জনরক্ষা বাহিনীর আদর্শ জনসাধারণের আদর্শে পরিণত হইবে। সমগ্র দেশ এক হইয়া সব রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবে, জাপ-দস্যুদের রুখিবে এবং দেশকে স্বাধীন করিবে!

(৭ পাতার পর)

ছিলেন, ব্রহ্মে একটীও কুইসলিং নাই। এই বীরকে সমাদরে বিলাতে লওয়া হইয়াছে এবং তিনি সেখানে পুরাদমে অনুরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। এ সংবাদও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

চীন ও বৃটেন

যুদ্ধের নির্ম্মম বাস্তব ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণের চোখ আজ যেমন ব্যাপকভাবে খুলিয়া দিতেছে এমন আর কোন দিন খোলে নাই। ইহাকে চাপা দিবার জন্য বিলাতে প্রতিক্রিয়ার প্রচারও ভারত সম্বন্ধেই সব চেয়ে মুখর। চীনের সঙ্গে তুলনা করিলেই ইহার উগ্রতা সহজে ধরা পড়ে। এশিয়াতে যুদ্ধের বেগ প্রধানতঃ চীনকেই সামলাইতে হইতেছে, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছে যে, ভারতের অধীনতা দুর হইয়া ভারতের সর্ব্বশক্তি চীনের সাহায্যে না লাগিলে চীনের বিপদ মিটিতে পারে না। তাই চীনের 'তা কুং পাও' পত্রিকা ১১ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছে। তারপর ১৪ই জুলাই 'কুওসিন কুং পাও' পত্র বৃটিশ রাজনীতিকদের পরামর্শ দিয়াছে ভারতনীতি বদলাইয়া ভারতের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য। তারপর ১৭ই জুলাই চুংকিংয়ের চায়না টাইম্‌স পত্র বলিয়াছে যে, মিত্রজাতিগুলির কর্ত্তব্য বৃটেনকে তাহার নীতি পরিবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং ভারতকেও তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলা।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রেস ও তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত মার্কিণ প্রেস ঠিক উল্টা সুরই ধরিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পর্য্যন্ত। ব্রিটিশ-মার্কিণ জনসাধারণের কাছে এই প্রচারই চলিতেছে যে ভারতে কোন সমস্যাই নাই! সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মধ্যে এখনই আরও দমননীতি প্রয়োগের কথা উঠিতেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পর দিল্লীর শাসকমহলের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের দিল্লীস্থ বিশেষ প্রতিনিধি ১৫ই জুলাই খবর দিয়াছেন, "এই অবস্থায় আইন-অমান্যের দুরাশঙ্কার বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃঢ় প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।"

শক্তি দেখাও ফ্যাশিষ্টকে

দৃঢ় প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা দরকার জার্ম্মাণ নাৎসি ও জাপানী ফ্যাশিষ্ট দস্যুদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে। দৃঢ়তার পিছনে শক্তি ও ন্যায় আছে কিনা তাহার পরীক্ষা ফ্যাশিষ্টদের প্রতিরোধেই প্রমাণ হইতে পারে, পৃথিবীর ভবিষ্যতও তাহাতেই নিশ্চিত হইতে পারে। এবং সে শক্তি আসে জাতীয় অসন্তোষের কণ্ঠ রোধ করিয়া নয়, যাহা করিয়াছি তাহা যথেষ্ট এই মিথ্যা আত্মপ্রসাদেও নয়। যুদ্ধে ভারতবাসীর সফল সাহায্যের পথে তাহাদের দাবী না মিটাইবার যাহা কিছু বাধা তাহা নিঃসঙ্কোচে দূর করিয়াই এ শক্তি আসিতে পারে।

কিন্তু এখানকার আমলাতন্ত্র আজও ভাবিতেছে যে, তাহাদের বিজ্ঞতার উপর আর কোন কথাই চলিতে পারে না, এবং পুরানো হুকুমের কায়দায়ই তাহারা যুদ্ধ ফতে করিবে। এমন কি যাহা আজ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের স্বপক্ষে যায়, অনেক জায়গার কর্তৃপক্ষ তাহারও পর্য্যন্ত বিরোধিতা করিতেছে। ইহারা নিজেরা তো জনসাধারণকে যুদ্ধের স্বপক্ষে আজও টানিতে পারিল না। কিন্তু যাহারা হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ও জাপ-বিরোধী চেতনা জাগাইতেছে তাহাদের কাজেও বাধা দিবার মূঢ়তা ইহাদের কবে দূর হইবে? আজও সভা-মিছিলের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিয়াছে, এমন কি বহু স্থানে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সভারও অনুমতি পাওয়া যায় না। ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারও বন্ধ হয় নাই।

কাহারা বেশী কাজের?

আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীরা অনেক সময় ভাবেন যে, যুদ্ধের সাহায্য মানে (অবশ্য নিজেদের বেলায় নয়, অপরের বেলায়) নিজেদের দুঃখ কষ্টের বা অভাবের কথা তুলিও না, নির্ব্বিচার ও বিনা প্রতিবাদে বড় হইতে ছোট কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যে-জিনিষকেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বলিবেন তাহাকেই সেলাম করিয়া সমর্থন কর। বরানগর পুলিশের এক কর্ম্মচারী সেদিন রামখেলাওন নামে আলমবাজারের এক চটকল মজুরকে ডাকিয়া ধমক দিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রচার কর, কিন্তু নিজেদের দুঃখের কথা বা ইউনিয়নের কথা বল কেন? মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকজন কমিউনিষ্ট বন্দীদের সম্বন্ধে যে সরকারী কর্ম্মচারী ধমকানি প্রেস নোট ছাপাইয়াছেন তাঁহার মনোভাবটাও অনুরূপ। এ সম্বন্ধে আমাদের মত দিয়া গোয়েন্দা-শাসিত আমলাতন্ত্রের নজরে নাই পড়িলাম। কিন্তু 'রাজার জাত' ষ্টেট্‌সম্যানের ঐ সম্বন্ধে মন্তব্যটা পড়িলেও আমলাতন্ত্রের কিছু উপকার হইতে পারে তাই তাহার খানিকটা তুলিয়া দিতেছি। ষ্টেট্‌সম্যান কমিউনিষ্টদের প্রতি প্রেস নোটের হুমকি সম্বন্ধে ১৩ই জুলাই লিখিয়াছে, "প্রেস নোট লেখকের মাথায় ইহা একেবারেই ঢোকে না যে, তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের ঐকান্তিকতা যতখানি সন্দেহ করিতে পারেন, তাঁহার ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে কমিউনিষ্টরা তাহার চেয়েও বেশী সন্দেহ করিতে পারে। যাহারা নবজীবনের জন্য, ফ্যাশিজমকে পরাস্ত করিবার জন্য এবং নূতন আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই যুদ্ধকে এক পুণ্য-যুদ্ধ বলিয়া মনে করে তাহাদের কাছে যুদ্ধের প্রতি একজন সরকারী কর্ম্মচারীর উৎসাহের রূপ সন্দেহজনক। যুদ্ধটা বিপ্লবের কাজ করিয়া মিলিত জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে—সরকারী কর্ম্মচারীর দৃষ্টিতে ইহা না আসিতে পারে, তাঁহার কাছে ইহা রুটিনের ব্যাপার হইতে পারে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ: দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ যখন বাধিয়াছে তখন লড়িতে হইবে কারণ দেশপ্রেম তো আছে, ভুল হোক বা ঠিক হোক নিজের দেশের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত; কিন্তু আসল করণীয় হইতেছে পরিবর্ত্তনকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া, এবং ইহা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমরা জার্ম্মাণ ও জাপানীদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করিয়া চালাইয়া যাইতে পারি নাই।......নোট লেখকের মনে এ কথাও একবারও উদয় হয় না যে, যে-কাজ (বন্দীমুক্তি—জঃ সঃ) বহুদিন আগেই করা উচিত ছিল, এই নোটের ফলে তাহা করিবার পরও তাহার সমস্ত শ্রী নষ্ট হইতেছে এবং যে-সব লোক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নোট লেখকের চাইতে সম্ভবতঃ বেশী কাজেই লাগিবে তাহাদের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হইতেছে।"

আগামী সংখ্যায় বার হবে
প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রস্তাব

আত্ম-সন্তুষ্টি বনাম অভিমান

কঠোর বর্ত্তমান আত্মপ্রসাদ বা স্পর্দ্ধার সময় নয়। আমলাতন্ত্রের করিবার অনেক কিছু আছে। বাজারে জিনিষ পত্র যা-খুশী দামে বিক্রয় হইতেছে, এতদিনেও তাহা আয়ত্বে আনা গেল না। বহু জিনিষ পাওয়াই যায় না, তাহার আজও ব্যবস্থা হইল না। চাল কম পড়িবে জানা গেল, কিন্তু ১৯৪৩এর শেষ দিকের আগে তাহার সুরাহা হইতে পারে না বলিয়া বড় আমলা নলিনী সরকার খালাস! মফঃস্বলের পাট চালান দিবার ওয়াগন না পাইলে পাটের কারবার তথা চাষীর সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া পাট ব্যবসায়ী সমিতি জানাইয়াছে। আগষ্ট মাস হইতে আলুরও দুর্ভিক্ষ লাগিবে। এ সবের ব্যবস্থা কই? বস্ত্রশিল্পের পরামর্শদাতা মণ্ডলী কাপড়ের দাম বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, ওদিকে ভারতের কাপড় তুর্কীতে চালান যাইতেছে। এদিকেই বা কে নজর দেয়? যেখানে কর্ম্মচারীরা ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী আন্দোলন ও কর্ম্মীদের পিছনে সময়ের অপব্যয় করিতেছেন সেখানে তাঁহারা এদিকে সময় লাগাইতে পারেন। এই সব সমস্যার সমাধান হইলে তবেই জনগণের মধ্যে ফ্যাশিষ্ট-প্রতিরোধ দৃঢ়তর হইবে।

আমাদের জাতীয় নেতাদের মধ্যেও অভিমান ও আপন আপন বিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদ। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার কোন চেষ্টা নাই, মুসলমান ভাইদের আশ্বস্ত করিয়া ঐক্যে টানিবার চেষ্টা নাই, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই খালাস। যেন জাপানী দস্যুরা আসিলে দোষ দেখাইয়াই আমরা বাঁচিব! ব্রিটিশ কিছু দিতেছে না, সুতরাং যুদ্ধের বিরুদ্ধেই আমরা লড়িব, কারণ না দিলে আমরা কি করিতে পারি? এখানেও ঐ একই মনোভাব। কিন্তু চীন যদি মরে কিংবা জাপানী দুশমন আসিয়া ঘরে হানা দেয়, তখন ব্রিটিশ দেয় নাই বলিয়াই কি আমরা চীনকে বাঁচাইতে পারিব, না নিজেরা বাঁচিতে পারিব?

জনগণ দুইই ভাঙ্গিবে

দুদিকের আত্ম-সন্তুষ্টি ও নিবুদ্ধিতাকে জনগণই চূর্ণ করিবে যেখানেই যে-কোন যুদ্ধ-ব্যবস্থা জনগণকে রক্ষা করে বা জাপানী শত্রুকে আঘাত করে তাহাতেই জনগণ যোগ দিবে—যেমন ফৌজ, এ-আর-পি, উৎপাদন বৃদ্ধি, অপসারণ, শত্রুকে না দেওয়া ইত্যাদি—কারণ ইহাতে তাহাদেরই লাভ। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-ব্যবস্থার নামে কোন ব্যবস্থা যদি জনগণকেই আঘাত করে, কিংবা কোন ভাল ব্যবস্থা দুর্নীতিতে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের ক্ষতি করে তবে জনগণ সেই ব্যবস্থাও সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। ইহাতে যুদ্ধ জয়ের পথই সুগম হইবে। এবং এই পথেই যুদ্ধের সংগঠনে জনগণের কর্ত্তৃত্ব আসিবে, সম্মিলিত জাতির জনসাধারণও আমাদিগকে তাহাদের যুদ্ধের সাথীরূপে পাইয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাহাদের দাবীর শক্তি আমাদের শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

ষ্টালিনের তিনটী বক্তৃতা

যুদ্ধের পর ষ্টালিন যে-সব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই এদেশে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই, উপরন্তু রয়টার অনেকগুলি বক্তৃতাকে বিশেষরূপে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে কোন কোন স্থানে অর্থই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ হিটলার আক্রমণের পর ষ্টালিনের বক্তৃতাগুলিই জনযুদ্ধের নীতি ও সংগ্রাম-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতেছে।

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া ষ্টালিনের তিনটি প্রয়োজনীয় বক্তৃতার পূর্ণ প্রামাণিক সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছি। উহা কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইবে। অল্প সংখ্যা ছাপা হইবে। যিনি চান জনযুদ্ধ অফিসে দাম অগ্রিম পাঠাইয়া এখনি অর্ডার বুক করুন। দাম হইবে তিন আনা।

দুই মাসের ক্ষতির হিসাব

(১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই)

হত, আহত ও নিখোঁজ	জার্ম্মানী	সোভিয়েট
সৈন্য	৯ লাখ	৩ লাখ ৯৯ হাজার
কামান	২ হাজার	১৯০৫
ট্যাঙ্ক	২ হাজার ৯ শ	৯৪০
বিমান	৩ হাজার	১৩৫৪

সোভিয়েটকে সাহায্য

লিবিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টের আলোচনায় চার্চিল বক্তৃতাকালে সোভিয়েটকে ট্যাঙ্ক সাহায্যের যে সংখ্যা বলিয়াছিলেন, এদেশের সমস্ত কাগজে তাহা **বিশ হাজার** বলিয়া প্রকাশিত হয়।

বিলাতের উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী লিট্‌লটনের ১৮ই জুলাইয়ের বক্তৃতায় পাকাপাকি জানা গিয়াছে যে, রাশিয়াকে ট্যাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে **দুই হাজার**!

১৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
বুধবার, ২৯শে জুলাই, ১৯৪২ ; ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

কমিউনিষ্টরা ও কংগ্রেস

পি, সি, জোশী

[ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হবার আগে এই প্রবন্ধ লেখা হয়। যে অন্যায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারতের প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মানুষ প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করেছে তাই রদ করার পর আমলাতান্ত্রিক মহল যেন কমিউনিষ্টদের বিশেষ অনুগ্রহ করেছে এইরকম ঢাক পেটাচ্ছে এবং আরও স্পর্দ্ধার সঙ্গে আশা প্রকাশ করছে যে, ভাড়াটে রায় পন্থীদের মত কমিউনিষ্টরাও এবার কংগ্রেসের বাইরে এসে জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের সাফাই গাইবে। আর এই আমলাতান্ত্রিক কারসাজির পোঁ ধরে "স্বদেশী" কাগজগুলি, মায় জহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত কাপুরুষের মত ইঙ্গিত করছেন যে, কমিউনিষ্টরা নিশ্চয়ই সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কুৎসা-রটনাকারী এই দুই পক্ষই এই প্রবন্ধ থেকে তাঁদের জবাব পাবেন এবং দেশের দেশপ্রেমিক জনসাধারণও এর থেকে দেশরক্ষার সংগ্রামে তাঁদের কর্ত্তব্য বুঝতে পারবেন। —সম্পাদক]

সরকারী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংবাদপত্রগুলি চীৎকার করছে: "ওয়ার্দ্ধা প্রস্তাব গৃহীত হলে কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে লড়বে, কমিউনিষ্টরা কংগ্রেস ছেড়ে দেবে" ইত্যাদি। নয়া দিল্লী সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। এক উন্মত্ত ও দাম্ভিক বক্তৃতায় সার ফিরোজ খাঁ নুন তাঁর মত জো-হুকুম চাটুকার ছাড়া আর সকলকেই "পুরোমাত্রায় ফাশিষ্ট" বলে অভিহিত করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে কমিউনিষ্টরা 'ভাল ছেলের' দলে থাকবে।

তাঁদের মতলব বোঝা খুব সহজ। আমাদের জাতির সংগঠিত শক্তি যে কংগ্রেস, তাকে আমলাতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করতে চায়। আমলাতন্ত্র জনগণের ভয়ে আতঙ্কিত। তারা ভারতবাসীকে বাদ দিয়ে ভারত রক্ষা করতে চায়। তারা ভাবছে যে কংগ্রেসকে আক্রমণ ক'রে, কংগ্রেসের একতা নষ্ট ক'রে ভারতের জনগণের মেরুদণ্ড তারা ভাঙ্গবে। কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্টে একত্রিত হবার জন্যে দেশের প্রত্যেকটী আত্মান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে তারা ডাক দিচ্ছে। এই উন্মাদ নীতিই আজ সফল দেশরক্ষায় বাধা জন্মাছে, প্রত্যক্ষভাবে জাপানীদের সাহায্য করছে। তাদের নিজেদের অপরাধ ঢাকবার জন্যই আজ তারা আমাদের দেশবাসীর ও দেশপ্রেমিক সংগঠনের কুৎসা রটনা করতে চায়।

আমলাতন্ত্রের অভিলাষ পূর্ণ হবে না। আমরা কংগ্রেসের বাইরে যাব না। আমরা জনসাধারণেরই, দেশের বিরাট জাতীয় সংগঠনের মধ্যে থাকার অধিকার আমাদের জন্মগত। কংগ্রেসী জনগণকে জরুরী দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে আমরা প্রাণপণে কাজ করব। আজ আমরা সফল না হতে পারি, কিন্তু আগামী দিনে সমস্ত জাতি আমাদের পথ ধরবে। এ, আই, সি, সি-তে কি ভোট হ'ল না হ'ল তাতে আসে যায় না। দেশপ্রেম জাগানোর সময়ের শেষ নাই, মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে দেশপ্রেমিকদের যদি আমরা শেষ মুহূর্ত্তেও একতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি তো তার যথেষ্ট মূল্য আছে। ভারতীয় জাতির অস্তিত্বের সংগ্রামই আজ আমরা শুরু করছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের বোঝা মাথায় নিয়েই আমাদের আরম্ভ করতে হচ্ছে। জাপানী বর্ব্বরদের হানার সামনে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় একতা চাই। সমস্ত দেশপ্রেমিককে এক হতে হবে, আমাদের প্রিয়তম ও অমূল্য সংস্থানগুলিকে বাঁচানোর জন্য এক হতে হবে। আর এই দেশপ্রেমিক একতাকেই, যে-একতা এখন পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে তাকেই, আমলাতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করতে চায়। তাদের মতলব আমরা পূর্ণ হতে দেব না। কংগ্রেসের একতা রক্ষার জন্য আমরা লড়ব, তাকে আমরা আরও বিস্তীর্ণ করে তুলব, সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করব—যাতে আমলাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব শেষ হয়, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম হয়।

আর অন্য প্রান্তে রয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁরা বলেছেন—কমিউনিষ্টরা "কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে", তাদের কংগ্রেস ছাড়তে হবে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে "শাস্তিবিধানের" ব্যবস্থা ঝুলছে। এই অন্ধ ও নির্বোধ নীতিতে শুধু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রেরই সাহায্য হয়। এই সোজা কথাটা কি কংগ্রেস নেতৃত্ব দেখতে পান না? সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা দূরে থাক, তাঁরা বর্ত্তমান ঐক্যকেও বিচ্ছিন্ন করতে চান। জাতীয় ইতিহাসের এই চরম সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করা বা তার শক্তিকে এতটুকুও দুর্ব্বল করার অর্থ—দেশবাসীকে হাত-পা বেঁধে অকর্ম্মণ্য আমলাতন্ত্রের হাতেই সঁপে দেওয়া, দেশবাসীকে জাপানীর হাতে তুলে দেওয়া। জাতির শত্রুরা ঠিক এই জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে। ফিরোজ খাঁ নুন আমাদের কংগ্রেস থেকে বার হয়ে আসবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন; কংগ্রেস নেতারাও ঠিক সেই দিকেই আমাদের খোঁচাচ্ছেন। আজ এই মুহূর্ত্তের প্রয়োজন কংগ্রেসের মধ্যে বেশী, আরও বেশী ঐক্য—জাতির মধ্যে অধিকতর ঐক্য। অগ্রসর জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতির কাছে এই একতা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই। অথচ তার বদলে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশবাসীকে দিচ্ছেন—দেশের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তি থেকে কংগ্রেসের উত্তরোত্তর বিচ্ছেদ, বর্দ্ধমান জাতীয় অনৈক্য ও ভেদ।

এই আত্মঘাতী নীতিতে আমরা প্ররোচিত হব না। কংগ্রেসে ঐক্যের জন্যে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্যে আমরা লড়ব। সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করে ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্যে ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করবার জন্যে আমরা লড়ব। আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের তথাকথিত "সংগ্রামের" বিরোধিতা করি ঠিক এই জন্যেই যে তাতে অনৈক্য ও বিচ্ছেদ বর্দ্ধিত হয়, প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং আসন্ন জাপানী আক্রমণের সামনে লোককে শক্তিহীন ও সম্বলহীন করে রাখে। এই "সংগ্রামে" স্বাধীনতা **আসবে না**, আসবে জাপানীরা।

কংগ্রেসের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করার বিরাট কর্ত্তব্য আজ আমাদের তরুণ স্কন্ধের উপর এসে পড়েছে। অন্যপক্ষে জাতীয় নেতৃত্বের নীতি এই ঐতিহ্যকেই গুঁড়ো করে ধূলোয় উড়িয়ে দিতে চায়। তাই আমরা পরম আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলেছি। একটী কমিউনিষ্টকে বার করে দিলে তার জায়গায় কংগ্রেসের ভেতর থেকেই চারটী কমিউনিষ্ট দাঁড়িয়ে উঠবে। দেশপ্রেমিকের পক্ষে অন্য কোন পথ নাই। জাতীয় প্রতিরোধ ও জাতীয় ঐক্য ছাড়া আমাদের জাতির পক্ষেও অন্য কোন পথ নাই। সার্বজনীন ঐক্যই আজ দেশপ্রেমের চূড়ান্ত দাবী। ভারতের প্রতিটী ছেলে-মেয়ের সাধারণ উত্তরাধিকার হ'ল জ্বলন্ত দেশপ্রেম—সেই দেশপ্রেমের ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যেই আমরা দাঁড়িয়েছি। চীনের যে কমিউনিষ্টরা জাপ-প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য দাবী করছিল, তাদের বিরুদ্ধেই চিয়াং কাইশেক বিরাট আক্রমণ চালিয়েছিলেন। দেশদ্রোহী বলে, প্ররোচক বলে, কমিউনিষ্টদের নিন্দায় দেশ ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টদেরই জয় হয়েছিল, তারা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিল। আজ চীন জাতি এশিয়ার সমস্ত জাতিকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে; চীনা কমিউনিষ্টরা শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বলে অভিনন্দিত হচ্ছে। আমাদের চীনা কমরেডদের শিক্ষা আমরা, ভারতীয় কমিউনিষ্টরা শিখেছি। দশ বছরের অশান্তি ও গৃহযুদ্ধের পর সমস্ত চীনা দেশপ্রেমিক যা শিখেছিলেন, প্রত্যেক ভারতীয় দেশপ্রেমিক যাতে এখনই তা শিখতে পারেন তার জন্যে আমরা অবিরাম ও অক্লান্ত চেষ্টা করব। সেই দশ বছরে আর কারও সুবিধা হয়নি, শুধু জাপানদেরই সুবিধা হয়েছিল; তেমনি পরের পাঁচ বছর আর সকলেরই সুবিধা হয়েছে, শুধু জাপানীদেরই হয়নি। তাই আজ আমাদের আবেদন ও আহ্বান: **জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য; জাতীয় ঐক্যের পথে জাতীয় মুক্তি।**

কংগ্রেসে ঐক্যের জন্য কম্যুনিষ্টরা লড়বে

যুদ্ধের গতি

ককেসাসের দরজায়

সোভিয়েট সীমান্তের যুদ্ধ আজ সব চেয়ে কঠিন অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শত্রু মরিয়া হইয়া তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া আঘাত হানিয়াছে। জার্ম্মাণ নাৎসী বাহিনী অজস্র ক্ষতি সহিয়াও ককেসাসে ঢুকিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে পিতৃভূমি বিপন্ন।

ডন কসাক দেশের রাজধানী ও ককেসাস প্রবেশের দুয়ার রষ্টোভ নগরীর উপকণ্ঠে জার্ম্মাণ ফৌজ আসিয়া পৌছিয়াছে। নগরী প্রান্তে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। গত সপ্তাহে মিলোরোভো শহর দখল করিয়া জার্ম্মাণরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুব দিকে দ্রুত আগাইতে চেষ্টা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণে কামেন্‌স্ক দখল করা ও দক্ষিণ পুবে ভোরোশি-লোভগ্রাডকে ঘিরিয়া ফেলিয়া, এই স্থানে অবস্থিত টিমোশেঙ্কো বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চাপিয়া মারা। এইভাবে একটি প্রধান লালফৌজ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া সহজে রষ্টোভ ও ষ্টালিনগ্রাড দখল করা। কিন্তু জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন বকের এই চাল ব্যর্থ করিয়া টিমোশেঙ্কো আগেই ভোরোশিলোভগ্রাড হইতে বাহিনী সরাইয়া নিয়া যান—তাঁহার উদ্দেশ্য মুল বাহিনীকে অটুট রাখিয়া নূতন ও সুবিধাজনক স্থান হইতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা। ভন বকের এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সোভিয়েটের বিপদ এখনও বাড়িয়া চলিয়াছে। নাৎসীরা ৬ লাখ ফৌজ, ২ হাজার ট্যাঙ্ক শত শত বিমান ও ছোট বড় কামান লইয়া দক্ষিণ ডনের দিকে দ্রুত আগাইয়া রষ্টোভ অভিমুখে আসিতেছে। মিলোরোভো ও ভোরোশিলভগ্রাড হইতে আসিয়া দুইটি জার্ম্মাণ বাহিনী রষ্টোভের উত্তরে মিলিত হইয়াছে এবং আর একটি জার্ম্মাণ বাহিনী টাগানরোগের পূর্ব্বে আজব সাগরের উপকূলে প্রস্তুত হইয়া আছে। সংখ্যায় অনেক বেশী ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনী নিয়া জার্ম্মাণ ফৌজ রষ্টোভ আক্রমণ করিয়াছে। লাল ফৌজ অপূর্ব্ব বীরত্বে লড়িতেছে। একটি স্থানে বীর লাল ফৌজের শেষ সৈনিকটি পর্য্যন্ত মৃত্যু বরণ করার পর তবেই জার্ম্মাণরা ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। অপর একটি অংশেও প্রবল যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। অবশ্য লাল ফৌজের চেয়ে অনেক গুণ বেশী জার্ম্মাণ ফৌজকে প্রাণ দিতে হইতেছে।

রষ্টোভের ১২৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, রষ্টোভ-ষ্টালিনগ্রাডের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে ডন নদীর উত্তর পারে সিমলিয়ানস্কায়া সহরে জার্ম্মাণরা ডন পার হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বিমানের সাহায্যে নতুন নতুন শত্রু ফৌজ এখানে আসিয়া পৌছিতেছে। বিচ্ছিন্ন দুই একটা শত্রু বাহিনী অবশ্য ডনের দক্ষিণ তীরে আসিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু লাল ফৌজ শত্রুকে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে।

সিমলিয়ানস্কায়াতে ডন পার হইতে পারিলে, আর নদী পার না হইয়াই জার্ম্মাণরা সোজা ষ্টালিন-গ্রাডের দিকে যাইতে পারে। উপরন্তু এই স্থান হইতে তাহারা মস্কো-ষ্টালিনগ্রাড ককেসাসের রেল-পথটিও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে এবং সোজা দক্ষিণে ককেসাসের দিকে আগাইবারও সুবিধা হয়। তাই এই স্থানে ডন পার হইবার জন্য জার্ম্মাণদের এই বিপুল প্রচেষ্টা।

শত্রু ককেসাসে ঢুকিবার মুখে। কিন্তু শুধু রষ্টোভ দখল করিতে পারিলেই ককেসাস দখল করা যাইবে না। ষ্টালিনগ্রাড এখনও অটুট, পিছনে ভরোনেজে লাল পতাকা আজও উড়িতেছে। ভরোনেজ এলাকায় অধিকাংশ স্থানেই শত্রুকে ডনের অপর পারে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহারা এপারে আছে তাহাদের উপরও প্রবল চাপ দেওয়া হইতেছে। বহুস্থান পুনরায় লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে। এই মাসে শুধু এই ভরোনেজ এলাকায়ই হাঙ্গারী-রুমাণী ও জার্ম্মানীর মোট ১ লাখ সৈন্য মারা গিয়াছে। এই এলাকার একটি অংশে শুধু কামানের গোলায় দুই সপ্তাহে ১০ হাজার জার্ম্মাণ ফৌজ নিহত হইয়াছে।

লেনিনগ্রাদ এলাকায় ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্যে লাল ফৌজ একটি জার্ম্মাণ ঘাঁটি দখল করে, ১৬টি ব্লক ধ্বংস করে, বহু সৈন্য বন্দী করে ও যুদ্ধের মাল হাত করে। এখানে একটি জার্ম্মাণ বাহিনীর মাত্র ১৫জন জীবিত থাকে। ওরলভ এলাকায় লাল গরিলা বাহিনী ১০টি ট্রেণ ধ্বংস করে, শত শত জার্ম্মাণ নিহত হয় ও প্রচুর যুদ্ধের মাল হাত করা হয়।

ওদিকে খাস জার্ম্মাণীর কনিসবুর্গ সহরের উপর লাল বিমান বাহিনী দুই দিন বোমা ফেলিয়া আসিয়াছে। সহরে বহু স্থানে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও অনেক কলকারখানার ক্ষতি হইয়াছে।

তবু মনে রাখিতে হইবে সোভিয়েট পিতৃভুমি আজ বিপন্ন। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়া ডনের শস্য শ্যামল ভূমির সোভিয়েট কৃষকরা কামানের গোলার মুখে অসীম বিপদ বরণ করিয়াও ফসল কাটিতেছে। শত্রুকে একটি দানাও তাহারা দিবে না। ওদিকে লাল ফৌজ বুকের রক্ত দিয়া প্রতি ইঞ্চি সোভিয়েট ভূমির জন্য লড়িতেছে, ককেসাসে তাহারা শত্রুকে ঢুকিতে দিবে না। কিন্তু মিত্রশক্তি আজও দূরে দাঁড়াইয়া—দ্বিতীয় ফ্রন্টের আগুণ এখনো জ্বলিল না। দুনিয়ার জনসাধারণ এক বাক্যে আওয়াজ তুলিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে হিটলারকে চরম আঘাত হান, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল। ২৬।৭।৪২

জাপ-বিরোধী ছাত্র জাঠা

সরোজ হাজরা

দিল্লী ছাত্র সম্মেলনের নির্দ্দেশ—জাপ দস্যুদের রুখিবার জন্য সারা দেশময় দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিতে হইবে। বাংলায় ফিরিয়াই আমরা প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন হইতে স্থির করিলাম, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলে না। চট্টগ্রামে বোমা পড়িয়াছে, বাংলার পূর্ব্ব দুয়ার বিপন্ন। পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচার বাহিনী পাঠান ঠিক হইল। ২রা জুন আমরা নয় জন ছাত্র চট্টগ্রামের দিকে রওনা হইলাম।

৩রা জুন: দুপুর রাতে ঝড় বাদলের মাঝে চট্টগ্রাম ষ্টেশনে পৌছিলাম। চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সেকেন্দর হোসেন ও আরও কয়েকজন ছাত্র ও কৃষক কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। গভীর রাত্রে নির্জ্জন পাহাড়ী পথে গাহিতে গাহিতে চলিলাম—"রাইফেল চেপে ধর সৈনিক, তুলে ধর বেয়নেট ধারালো।"

খরন্দীপের জনসভাঃ কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার বক্তৃতা করিতেছেন।

কাট্টুলী গ্রামে—জেলা জনরক্ষা সমিতি, কৃষক সমিতি ও ছাত্রফেডারেশনের নেতারা ১০ দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করিয়াছিলেন। সেই অনুযায়ী আমরা কাট্টুলী গ্রামের দিকে রওনা হইলাম। পথের মাঝে দু একটি গ্রামে ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলাম। কাট্টুলীর স্কুল-হলে পৌছিয়া দেখি এক হাজারেরও উপর ছাত্র ও কৃষক জমায়েৎ হইয়াছেন। পৌছিবা-মাত্র ধ্বনি উঠিল—জাপানকে রুখতে হবে। প্রথমে বক্তৃতা, তারপর জনসংগীত, জননাট্য ও শেষে প্রাচীর চিত্র দেখান হইল। সভার পর কৃষক কর্ম্মী-গণের এক ঘরোয়া বৈঠক করা হইল। আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল হইল।

৬ই জুন—**চট্টগ্রাম সহরে:** লোকাপসরণের জন্য শহরের অনুষ্ঠান সফল হইবে কিনা এ বিষয়ে সবারই সন্দেহ ছিল। কিন্তু সভা আরম্ভ হইলে দেখিলাম যাত্রামোহন হল প্রায় ভরিয়া গিয়াছে—অধিকাংশই এ, আর, পি ও সামরিক কর্ম্মচারী। মুশ্লিম শ্রোতাদের বিশেষ উৎসাহিত দেখিলাম। এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া চাঁদা তোলা হইল। একজন বৃদ্ধ একটি টাকা দিয়া বলিলেন—আমার ৫২ বছর বয়সের মধ্যে মনে হচ্ছে আপনারাই ঠিক পথ ধরেছেন।

৭ই জুন—**শ্রীপুর খরন্দীপে:** সকাল সাড়ে আটটায় গোমদণ্ডি ষ্টেশনে পৌছিতেই দেখি, ৪ মাইল দূরের কদুরখিল গ্রাম হইতে বর্শা হাতে দুইশত গ্রামরক্ষী ফৌজ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। তাঁহাদের সাথে **কদূরখিল** গ্রামরক্ষী শিবিরে যাইয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সভায় জনসংগীত প্রাচীর-পত্র দেখান ও বক্তৃতা শেষ করিরা হাঁটাপথে খরন্দীপে রওনা হইলাম। (শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

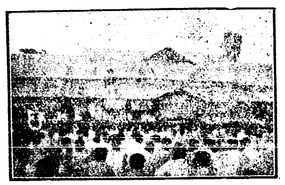

ধলঘাটের জনসভা।

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক অরাজকতা দূর কর!

জিনিষপত্রের দর দিন দিনই চড়িতেছে। চাউল, চিনি, লবণ, দেশলাই, ড় প্রভৃতি যে সব জিনিষ না হইলে লোকের এক মুহূর্ত্তও চলে না সে সব ষের দাম এত বেশী যে গরীব মানুষ চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছে। দুর্য্যোগ মিটাইবার জন্য সরকার পণ্যের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু ক্ষেত্রে তাহা কোনই কাজে আসিতেছে না। মোটা ও মাঝারী চাউলের এতদিন যথাক্রমে ৫৵০ ও ৬।০ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু এই সেদিনও গেল কলেজ ষ্ট্রীটে মাঝারী চাউল ৮।০ ও ৮॥০ দরে বিক্রয় হইতেছে। র সকল জায়গা হইতেই এই রকম খবর আসিতেছে। চিনি অনেক সের প্রতি ॥০ দিয়াও পাওয়া যায় না। চারিদিক হইতে অভিযোগ তেছে দেশলাই একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। দেশলাই কিনিতে গেলে অনেক ানদার বলিয়া দেয় বিড়ি না কিনিলে দেশলাই বেচিব না। মফঃস্বলের ক স্থানেই কেরসীন তেল একেবারে অমিল। চড়া দর এবং দুষ্প্রাপ্যতার দেশবাসীর ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে।

যুদ্ধের ফলে বিদেশের আমদানী রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে তাই অনেক জিনিষ নতেই ঘাটতি পড়িবে ইহা জানা কথা। কিন্তু সেসব জিনিষের উৎপাদন াইবার ব্যবস্থা কই? সব জিনিষই যে উৎপাদনের অভাবে মিলিতেছে না াও সত্য নয়। ৩০শে জুন সিম্‌লা হইতে এক সরকারী প্রেসনোটে হইয়াছে যে "বর্ত্তমান মাসের ২০শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন কারখানায় চিনির পরিমাণ ৪,২৪,০০০ টন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা মনে করা যে, কারখানাগুলির মজুত চিনির সহিত চিনি বিক্রেতাদের চিনি যোগ লে আগামী বৎসর বাজারে চিনি আমদানী হওয়া পর্য্যন্ত দেশে চিনির প্রয়োজন আছে তাহা সম্পূর্ণ মিটিয়া যাইবে।" অথচ বাজারে এখনই পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া যায় তাহাতে দোকানীর মর্জ্জিমত দাম আনিতে হয়। গভর্ণমেণ্টের হিসাব অনুসারে বাঙ্গলায় যে ধান চাউল ছ তাহাতে বাংলার প্রয়োজন মিটাইয়াও নাকি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে , কিন্তু তবুও চাউল দুষ্প্রাপ্য, বাঁধা দামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চাউলের চড়িতেছে। দেশে কাপড়ের কলের অভাব নাই। রয়টারের ১৭ই খের খবরে প্রকাশ যে এই দারুণ গোলযোগের মধ্যেও ভারত হইতে লক্ষ তুর্ক-পাউণ্ড মুল্যের কাপড় তুরস্কে রপ্তানী হইয়াছে এবং শীঘ্রই আরো কোটী তুর্ক-পাউণ্ড মুল্যের চামড়া, সুতা ও বস্ত্রাদি তুরস্কে যাইবে। অথচ দেশে আমদানির অভাবে কাপড়ের দাম সাংঘাতিক ভাবে বাড়িয়াছে, ীব মানুষের পক্ষে লজ্জানিবারণ করাই আজ দুষ্কর।

কাজেই পণ্যের অভাব ঘটিয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আসল কথা শবাসীর ভালোর দিকে নজর রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে না। কাতায় মজুত লবণের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে অথচ রেলপথে বা াজযোগে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ আনাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। চিনি, ড় প্রভৃতি আম্‌দানি করিবার জন্য ওয়াগন পাওয়া দুষ্কর অথচ রেল কোম্পানী র প্রতিকারের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছে না। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন পরস্পর বিরোধী তেমনই সামঞ্জস্যহীন। মোটা এবং ারী চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়া বাংলা সরকারের প্রচার দপ্তর হইতে ানি এবং পণ্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের দপ্তর হইতে আর একখানি ইস্তাহার র হইয়াছে। প্রচার বিভাগের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে মোটা এবং ারী চাউলের খুচরা দর যথাক্রমে ৬৵০ ও ৭।০; কিন্তু পণ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের হারে লেখা হইয়াছে যে উহা হইল পাইকারী দর, খুচরা দর মোটা ও ারী চাউলের যথাক্রমে ৭।০ ও ৭৵০। এখন দোকানী বা কোন্ দামে বে আর ক্রেতাই বা কোন্ দামটিকে আসল দাম বলিবে? ইহা ত হইল লাতন্ত্রের বিভাগীয় অরাজকতার একটি নিদর্শন। এবার আর একটি র্শন দেখা যাক্। সরিষার তৈলের সরকারী বাঁধা দাম সের প্রতি ॥০ কিন্তু কাতার বহু অঞ্চলে উহা নয়আনা সের দরে বিক্রী হইতেছে। ইহার ণ জিজ্ঞাসা করিলে কলের মালিকেরা বলে যে সরিষার দাম প্রতি মণ ৬৲ তে বাড়িয়া ৮৲ ও ৮।০ হইয়াছে, সরিষার দাম না বাঁধিয়া শুধু সরিষার লের দাম বাঁধিয়া দিলে চলিবে কেন? আশ্চর্য্য এই যে, অর্থনীতির এই ার কথাটা পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তাদের মাথায় খেলে নাই। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি উদাহরণ দেশলাই। আগেই বলা হইয়াছে যে দেশলাই পাওয়াই দুষ্কর, যদি বা পাওয়া যায় ত, ৫০ কাঠির বাক্স তিন পয়সা এবং ৮০ র বাক্স চার পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। আমদানী বাড়াইবার ব্যবস্থা না া শুধু দাম বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তামাসা ছাড়া আর কি! দোকানীরা যে তাহারা কোম্পানীগুলির এজেন্টের কাছ হইতে দেশলাই কেনে, ণ্টের কাছ হইতে মাল পাওয়া যাইতেছে না, যাহা পাওয়া যাইতেছে র জন্য গ্রোস্ প্রতি বার আনা হইতে পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত বেশী দিয়া তে হয়। এই দামে কিনিয়া সরকারী নির্দ্দিষ্ট দামে বেচিলে নাকি লাভ না তাই তাহারা হয় দেশলাই কেনা বন্ধ করিয়াছে অথবা বেশী দামে বেচিতে বাধ্য হইতেছে। দেশলাইয়ের উৎপাদন এবং সরবরাহের জন্য কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে কিনা এবং পাইকারী ও খুচরা দামের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি না ইহা কি সরকারের পণ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ দেখে না? দাম বাঁধিয়া ইস্তাহার বাহির করিলেই দাম বাঁধিবার কাজ শেষ হইয়া গেল নাকি?

মুল্যনিয়ন্ত্রণের গোলযোগ দূর করিবার জন্য সরকার কয়েকটি দোকান খুলিয়াছেন। কিন্তু সে সব দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়াও অনেক সময় শুনিতে হয়—আজ আর মাল নাই, আজ জিনিষ পাওয়া যাইবে না। সরকারী দোকানেও কি উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা নাই?

আমলাতন্ত্রের বিভাগীয় অব্যবস্থা ছাড়াও মারাত্মক অনাচার চলিতেছে। দেশে মড়ক লাগিলে শ্মশানের জীবগুলির মধ্যে যেমন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায় তেমনি যুদ্ধ সঙ্কটে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা লুটিবার উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। সরকারের নির্দ্দিষ্ট মুল্যে তাহাদের খাই মেটে না তাই বেশী দামে জিনিষ বেচিবার জন্য তাহারা এক কায়দা বাহির করিয়াছে। মাল দেখিয়া গুদামজাত করিয়া গুদামে লুকাইয়া রাখিয়া তাহারা খরিদ্দারদের বলে মাল নাই। অভাবের তাড়নায় অনেক পীড়াপীড়ি করিলে দোকানী বেশী দাম লইয়া মাল দেয় কিন্তু কোন ভাউচার দেয় না। হাওড়া জেলার কর্ত্তৃপক্ষ লুকানো চাউল বাহির করিবার জন্য কয়েকজন পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দুই দিনে ৩৩ হাজার মণ চাউল আবিষ্কার করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রিত মুল্যের মাঝারী ও মোটা চাউল নাকি প্রচুর পরিমাণে প্রদেশের বাহিরে বে-আইনীভাবে রপ্তানী করা হইতেছে। কলিকাতা, হাওড়া ও মফঃস্বলের বহুস্থান হইতে অনেক লুকানো মাল ধরা পড়িয়াছে কিন্তু তবু লোভী ব্যবসায়ীদের এই দুষ্কৃতি বন্ধ হইতেছে না কেন? প্রথমতঃ লুকানো মাল ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা নাই, পুলিশের গোয়েন্দারা কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ব্যস্ত, দোকানীদের চোরাইমাল আবিষ্কার করে কে? দ্বিতীয়তঃ ধরা পড়িলে দোকানীদের সাধারণতঃ ৮—১০৲ জরিমানা হয়, ইহাতে তাহারা ভয় খায় না, বে-আইনীভাবে মাল বেচিয়া জরিমানার অনেক বেশী তাহারা উঠাইয়া লইতে পারে। এখন এই অরাজকতা ও অনাসৃষ্টির হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার পথ কি? প্রথমতঃ সরকারের পণ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে ঢিলামী, অসামঞ্জস্য ও অরাজকতা দূর করিতে হইবে। মুল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগ সময় থাকিতে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া অবস্থা যখন চরমে ওঠে তখন তাড়াহুড়া করিয়া একটা নোটিশ জারী করেন, তাহার মূলে কোন পরিকল্পনা বা সামঞ্জস্য থাকে না; এই তামাসা ছাড়িতে হইবে। মুল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের অপদার্থ কর্ম্মচারীদের সরাইয়া তাহার স্থানে এমন যোগ্য কর্ম্মচারী বসাইতে হইবে যাহারা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া মুল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধজনিত মহামারীর সুযোগে যাহারা বে-আইনীভাবে মুনাফা লুটিবার তালে আছে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ উৎপাদন, সরবরাহ এবং বণ্টনের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইবে। রেল কোম্পানী যাহাতে মাল চলাচলের জন্য ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক। দেশের সর্ব্বসাধারণ সমবায় পদ্ধতিতে জিনিষ কিনিয়া মজুত করিয়া যাহাতে ন্যায্য মুল্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য সাহায্য করা হউক। চট্টগ্রাম জেলার স্থানে স্থানে গ্রামবাসীরা নিজ চেষ্টায় এই সমবায় সমিতি খুলিয়াছে কিন্তু সরকারের সাহায্য ব্যতীত এই প্রচেষ্টা ব্যাপকও হইবে না, সফলও হইবে না। গ্রামের দশজন মিলিয়া নিজেদের চেষ্টায় একটা সমবায় সমিতি খুলিতে পারে কিন্তু সমবায় সমিতি এত মূলধন কোথায় পাইবে যাহা দিয়া একটা গ্রামের সমস্ত লোকের আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ মজুত করিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ সমবায় সমিতি মাল কিনিবে কেমন করিয়া? উহা পাইবে কোথায়? তৃতীয়তঃ মাল যদি বা পায় ওয়াগনের অভাবে তাহা আনিবে কেমন করিয়া? সরকারের তরফ হইতে সমবায় সমিতিকে মূলধন সরবরাহ করা হউক, বিভিন্ন কারখানার সাথে বন্দোবস্ত করিয়া সমবায় সমিতিকে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক এবং সমবায় সমিতি যাহাতে ওয়াগনের বিশেষ সুবিধা পায় রেল কোম্পানিকে তদনুযায়ী নির্দ্দেশ দেওয়া হউক।

আমলাতন্ত্রের মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া জনসাধারণকে নিজ চেষ্টায় সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা দিকে দিকে বালির বাঁধের মত খসিয়া পড়িতেছে। জিনিষের দর হু হু করিয়া চড়িতেছে। অভাব ও দুর্ভিক্ষ মৃত্যুর কালো ছায়া বিস্তার করিতে উদ্যত। নিশ্চেষ্টতা বর্জন করিয়া প্রত্যেক গ্রামবাসী ও প্রত্যেক সহরবাসীকে সজাগ হইতে হইবে। দেশের সর্ব্বত্র মুল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলন করা হউক এবং এই সমস্ত সম্মেলনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র সমবায় সমিতি খুলিতে হইবে, সমবায় সমিতি তৈরী করিয়া সরকারের নিকট হইতে মাল কিনিবার সুযোগ সুবিধা আদায় করিতে হইবে। প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সভা ডাকিয়া অন্যায় ভাবে দর বাড়ানো এবং মাল লুকানোর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। জনরক্ষা কমিটি ও জনরক্ষা ফৌজ একাজে অগ্রণী হইলে অনেক সুফল লাভ করিবার আশা আছে। এই সমস্যা সর্ব্বসাধারণের, এই দায়িত্বও সর্ব্বসাধারণের। সমাধানের জন্য যোগ্যভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে ফললাভ সুনিশ্চিত। অবিলম্বে ইহার জন্য দেশের সর্ব্বত্র সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইলে জনগণ এই অর্থ নৈতিক অরাজকতা হইতে বাঁচিতে পারিবে।

লণ্ডনের জবরদস্ত আওয়াজ

[কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ও ভারতের মুক্তির দাবী বিলাতে ক্রমেই অদম্য হইয়া উঠিতেছে। ২৪শে মে লণ্ডন ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে বিরাট সভার খবর আমরা আগে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাই নাই। কিন্তু তাহার ২ মাস আগে ২৯শে মার্চ্চ ট্রাফালগার স্কোয়ারে ঐ দাবীর উপরেই যে বিরাট জনসমাবেশ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত খবর নীচে দিলাম। উহা পড়িলেই বুঝা যাইবে এই দাবী কত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং কত বিভিন্ন দলের লোক উহাকে সমর্থন করিতেছেন।—সম্পাদক, জনযুদ্ধ।]

সভায় লোক হয়েছিল ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার। প্রবীণ ট্রেডইউনিয়ন নেতা বেন টিলেট বল্লেন যে, তাঁর ষাট বছরের অভিজ্ঞতায় এই ধরণের সভায় এত লোক কখনো দেখেননি। জনতা এমনি বিরাট যে স্কোয়ার ছাড়িয়ে, ফুটপাথগুলি ছাপিয়ে আশপাশের বাড়ীগুলির সিঁড়ি, পাঁচিল ও রেলিং পর্য্যন্ত ভরে গিয়েছিল। শুধু কথায়ই নয়, সভার লোকসংখ্যা ও উৎসাহ এমন চমৎকার হয়েছিল যে সভাস্থলেই ৩২০০ পাউণ্ড চাঁদা ওঠে! বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, সংবাদপত্র সমিতি, কনজারভেটিভ, লিবারল, লেবর ও কমিউনিষ্ট পার্টি—সমস্ত দল ও সংগঠনের লোকই বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির লণ্ডন জেলা কমিটি যে সমাবেশের উদ্যোগ করেছিল সমস্ত লণ্ডন তাতে এসে যোগ দিয়েছিল।

ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড দৈনিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ফ্রাঙ্ক ওয়েনের সভাপতি হবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি রাজার আইনে সভায় আসতে পারেন নি, কারণ অল্পক্ষণ আগেই তাঁকে সৈন্যদলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে (বিলাতে আজও সৈন্যদের পক্ষে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ!)। পার্লামেণ্টের লিবারল সভ্য টি, এল, হোরাবিন সভাপতি হয়ে ফ্রাঙ্ক ওয়েনের চিঠি পড়ে শোনালেন। তিনি লিখেছিলেন: "১৯৪২ সালেই যদি আমরা জিততে না পারি তো ১৯৪৩এ জয় আসিবে না—১৯৪৬ হয়ে যাওয়াই বেশী সম্ভব।" লেবর এম, পি, ডাঃ হ্যাডেন গেষ্ট বল্লেন, "এই বছরেই জয় চাই।...অতএব আক্রমণ কর, আক্রমণ কর, আক্রমণ কর।"

অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন কনজারভেটিভ এম, পি, ডি রবার্টসন, সাণ্ডে এক্সপ্রেসের সম্পাদক জন গর্ডন, সমবায় উৎপাদন ফেডারেশনের জে, জে, ওর্লি, লেবর এম, পি, জে, জে, ডেভিডসন, বিল্ডিং ইউনিয়নের আর, জি, গসলিং ইত্যাদি। কৃষ্ণ মেনন যখন ভারতের স্বাধীনতার দাবী করছিলেন তখন মুহুর্মুহু হাততালি পড়ছিল।

কয়েকজন বীর ও বীরাঙ্গনার ছোট ছোট বক্তৃতা ছিল সভার বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে একজন ছিলেন নার্স—যিনি বিমান আক্রমণে একটা হাত নষ্ট হওয়ার পরও নিজের কাজ করে গিয়েছিলেন। একটা ট্যাঙ্ক কারখানার মেয়ে একজন—তাঁর স্বামী লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে—তিনি বল্লেন, "ব্রিটেনের সব মেয়েই বীরাঙ্গনা। ফ্যাশিজমের উপর এই বছরই যদি আমরা জিততে পারি তো তার জন্যে কোন আত্মত্যাগেরই আমরা পরোয়া করব না।" আর একজন রেল শ্রমিক, গত বিমান হানার সময় অপূর্ব্ব সাহস দেখানোয় তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। একজন চীনা জাহাজী (তাঁর ভাই লড়ছে চীনে এইট্থ রুট আর্মিতে, তিনি নিজে শত্রুর টর্পেডো [illegible] আঘাত থেকে একবার বেঁচে এসেছেন) ব[illegible] ২০ হাজার চীনা জাহাজী প্রয়োজনীয় সামগ্রী নি[illegible] আসছে বিলাতে, যাতে ইয়োরোপে দ্বিতীয় [illegible] তাড়াতাড়ি খোলা যায়। জয়ের জন্যে তাঁরা [illegible] কিছু করবেন।

লণ্ডন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা টেড ব্রা[illegible] বল্লেন, "আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় কথা [illegible] কোথায়, কখন ও কি ভাবে আমরা চূড়ান্ত আ[illegible] হানব। ১৯৪২ই হ'ল চূড়ান্ত বছর, গ্রীষ্মকাল [illegible] সময়, স্থান হ'ল ইয়োরোপ। হিটলারই যে প্র[illegible] শত্রু এ বিষয়ে চার্চিল ও ষ্টালিন এক মত। লিবি[illegible] সুদূর প্রাচ্য, প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক যুদ্ধ[illegible] প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু প্রধান আক্রমণ হা[illegible] হবে জমির ওপর, ইয়োরোপে। নেলসন ও মাল[illegible] সাফল্যের রহস্য ছিল উদ্যোগ, আক্রমণের মনো[illegible] ও সীমাহীন স্পর্দ্ধা। আমরা গবর্ণমেণ্টের ক[illegible] দাবী করি তাঁরা ব্রিটিশ জনগণের যোগ্য [illegible] তাদের উপযুক্ত সাহস, সংগ্রামশীলতা ও নে[illegible] দেখান।

ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ৫০ হাজার সভ্য

বিলাতে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লড়াইয়ে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি সকলের আগে। ইহার জন্য তাহারা যে অক্লান্ত আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে তাহাতে বিলাতের শ্রমিকদের মধ্যে রক্ষণশীল লেবর পার্টি নেতৃবৃন্দের অপ-প্রভাব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দলে দলে মজুরেরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতেছে। লেবর পার্টি প্রভৃতির অনেক কর্ম্মীও কমিউনিষ্ট পার্টিতে আসিয়া নাম লিখাইতেছেন। ১৯৪০ সালে পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট আক্রমণের পর পার্টি "পশ্চিমে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো" বলিয়া বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৯৪১ এর শেষাশেষি পার্টির সভ্য সংখ্যা ২৫ হাজারে দাঁড়ায়। ইহা সবে আরম্ভ। ১৯৪২ এর জানুয়ারী মাসে পার্টির জন্য সভ্য ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক তিন মাসব্যাপী আন্দোলনের প্রোগ্রাম লওয়া হয়। উহাতে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া যায়। তিন মাসের মধ্যে ২৫ হাজার নূতন সভ্য পার্টিতে যোগ দেয়, ফলে পার্টির সভ্য সংখ্যা ৫০ হাজারের ও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কয়েকটি কেন্দ্রে যে নূতন মেম্বর হয় তাহার সংখ্যা এইরূপ: লণ্ডন—৭২৫০, মিডল্যাণ্ডস—৩৪৮৬, ল্যাঙ্কাশায়ার—৩১৭৪, স্কটল্যাণ্ড—২৯৫০, দঃ পূঃ মিডল্যাণ্ডস—১০০০, দঃ ওয়েলস—৯২০, দঃ ইয়র্ক—৮০২ ইত্যাদি। ৪০ হাজার পাউণ্ড অর্থের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা ছাপাইয়া ৪৯ হাজার পাউণ্ড উঠে। পার্টির পত্রিকা ডেলি ওয়ার্কার এখনও নিষিদ্ধ। অন্য সমস্ত পত্রিকার চাহিদা অসম্ভব বাড়িয়াছে, দোকানে দোকানে ভিড় জমিয়া যায়। লেবর মান্থলি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১৯৩৯ এ ছিল ৮০০০, ১৯৪১ এর শেষে দাঁড়ায় ৩০ হাজার। সমস্ত দেশ ভরিয়া শত শত লেবর মান্থলি পাঠক-চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগের সাপ্তাহিক পত্র "চ্যালেঞ্জ" এখন বিলাতের সমস্ত যুব-সংগঠনের সম্মিলিত মুখপত্রে পরিণত হইয়াছে ও সম্মিলিত সম্পাদক সঙ্ঘের পরিচালনায় বাহির হইতেছে।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি আজ বিরাট গণ-পার্টিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও অগ্রগতির ইহা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। তাহাদের পক্ষে ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সর্ব্বপ্রথম একটী মার্ক্সবাদী পার্টি ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর হাতিয়ার হইয়া দাঁড়াইল। সমস্ত কারখানা, শিল্প ও ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়-সম্পর্ক যুক্ত এই পার্টি এখন বিলাতের শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, হিটলারকে চূড়ান্ত আঘাত হানিতে পারিবে।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বহুদিনব্যাপী, মীরাট মামলায় উভয় পার্টির সভ্যদের সম্মিলিত নিগ্রহ ভোগ এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উভয় পার্টির বহুদিনব্যাপী সম্মিলিত সংগ্রাম—এই সম্বন্ধ ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে নিবিড় করিয়াছে। আমাদের দেশেও আমরা আমাদের পার্টিকে বৃটিশ পার্টির মতই দ্রুত বিস্তীর্ণ করিয়া তুলিব, সম্মিলিত সংগ্রামে ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করিব।

দেশে দেশে কম্[illegible] পার্টির নেতৃত্বে
ফ্যাশিজমের বিরু[illegible]ের আমরণ সংগ্রাম
ভারতবাসীও তাহ[illegible]র পাশে দাঁড়াইবে

অষ্ট্রেলিয়া[illegible]দের মিছিল

যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজ

যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজ জেনারেল মিহেলোভিচের [illegible]তৃত্বে বসনিয়া, হার্জোগভনিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও [illegible]লমেটিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফাসিষ্ট বাহিনীর [illegible] লড়িতেছে। ১৭টি ইতালীয় ডিভিশন, [illegible]গেরিয়া ও হাঙ্গেরীর সৈন্যদলের সাহায্যে ইহাদের [illegible]ক্রমণ করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মুক্তি ফৌজ [illegible]সিষ্টদের একটি বাহিনী নিশ্চিহ্ন করিয়াছে ও [illegible] শত সৈনিক বন্দী করিয়াছে। বিদ্রোহী সৈন্যের [illegible]খ্যা এক লক্ষেরও বেশী এবং দেশের ভিতরে [illegible]নেক জায়গা প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই অধিকারে। [illegible]ানতঃ কমিউনিষ্ট প্রেরণায়ই ইহারা অনুপ্রাণিত।

গ্রীক গরিলা দল

গ্রীসে গরিলা দল ফাসিষ্ট ফৌজদের গ[illegible] উল্টাইয়া দিতেছে, কলকারখানা ভাঙ্গিয়া দিতে[illegible] প্রতিপদে ফাসিষ্টদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া[illegible] ফাসিষ্ট কুকুরেরা মরিয়া হইয়া কিরকী জে[illegible] ১৩০ জনকে হত্যা করিয়াছে, জুনের প্রথম সপ্ত[illegible] তিন শত জনকে আটক করিয়াছে। স্বাধীন গ্র[illegible] ফৌজদলে যোগ দিবার জন্য যাহারা বাহিরে পলা[illegible] গিয়াছে, তাহাদের পরিবারদের উপর অমানু[illegible] জুলুম করা হইতেছে, তবু আন্দোলন বাড়ি[illegible] চলিয়াছে।

ইংলণ্ডে অবস্থিত গ্রীক নাবিক ইউনি[illegible] স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিতেছে। ইতিমধ্যে[illegible] তাহারা এক হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়াছে[illegible] ইংলণ্ডে অবস্থিত গ্রীক প্রধান মন্ত্রী সুদেরো[illegible] স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল শ্রেণীকে যোগ দি[illegible] আহ্বান করিয়াছেন। আগেকার গ্রীক গবর্ণমেণ্[illegible] যে সব প্রচ্ছন্ন ফাসিষ্ট পক্ষপাতী ও শ্রমিক-বিরো[illegible] মন্ত্রী ছিল তাহাদের বরখাস্ত করা হইয়াছে।

"বীর পারী" — মরিস থোরে

গত ১১ই মার্চ্চ পারীকমিউন দিবসে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মরিস থোরের একটী প্রবন্ধ "রেডিও ফ্রান্স" নামে গুপ্ত বেতার ঘাঁটি হইতে প্রচারিত হয়। তাহার শেষ অংশ এইরূপ :—

পারী! সাহসী, নির্ভীক পারী! বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে বিন্দুমাত্র তাহার শিথিলতা নাই। দুর্ভেদ্য পারীকমিউনের আদর্শ পারী জনগণকে প্রেরণা জোগায়, লালফৌজের বিজয় তাহাদের সাহায্য করে, উৎসাহ দেয়। বৃটিশ জনগণের দৃঢ়তা, আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান, তাহাদের উৎসাহিত করে। প্রতিটি দিন যায়, আর হিটলারী ঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাড়িয়া চলে। পারী ও তার সহরতলীর কারখানায় বন্দী মজুরদের জার্ম্মাণদের জন্য জোর করিয়া খাটান হয়, কিন্তু তারা কারখানা বিনাশের কাজে আগাইয়া চলিয়াছে। রেল মজুর, বেকার মজুর ও নারীরা শোভাযাত্রা বাহির করিতে সুরু করিয়াছে; তাহাদের সাথে যোগ দিতেছে দোকানদার, সরকারী কর্ম্মচারী ও বুদ্ধিজীবিরা। আমাদের পিতৃভূমির উপর হিটলারী গুণ্ডারা যে পৈশাচিক কাজ করিয়াছে, তাহার প্রতিফলে তাহাদের প্রাণ দিতে হইতেছে, আমাদের দেশপ্রেমিকরা প্রায়ই তাহাদের গুলি করিয়া মারিতেছে।

পারীর মজুররাই ১৯৩৪ সালের ৯ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী ফাসিজমের প্রথম আঘাত রুখিবার পথ দেখাইয়াছিল। আজ তাহারাই সংগ্রামের শীর্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফরাসী জনসাধারণকে মিলিত করিবার জন্য তাহারা উৎসাহের সাথে সংগ্রাম করিতেছে। ফরাসী দেশের মুক্তির জন্য এই মহা সংগ্রামে ফরাসী জনসাধারণকে তাহারা সংগঠিত করিতেছে, তাহাদের সমাবেশ করিতেছে।

পারী আজও খাঁটি আছে। তার আদর্শ সে ভুলে নাই। তার নৌকায় লেখা: ঢেউ-এ দোলে, তবু নৌকা ডুবে না। এই পারী-নৌকা, কমিউনের গর্ব্বিত নৌকা, মাঝির অক্লান্ত চেষ্টায় হিটলার-মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত বন্দরে শীঘ্রই নোঙর করিবে। ১৮ই মার্চ্চ আমাদের গৌরবময় পিতৃপুরুষ পারী কমিউনার্ডদের স্মৃতিতে—ডিমিট্রভের ভাষায় আমরা কমিউনিষ্টরা বলশেভিক দৃঢ়তার সাথে প্রতিজ্ঞা করি: "দুনিয়ার মজুরের পিতৃভূমি, সোশালিজমের মহান ভূমিকে আরও দৃঢ়তার সাথে সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী করিব। জনসাধারণকে আন্তর্জ্জাতিক মজুর ঐক্যের আদর্শে শিক্ষিত করিব। মজুর আন্তর্জ্জাতিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সোভিয়েটের দুর্ভেদ্য স্বদেশপ্রেম। আমরা এই আন্তর্জ্জাতিকতার পতাকা সুদৃঢ় হাতে ক্রমশঃ উচ্চে তুলিব। আমরা বিশ্বের দেশে দেশে পারীকমিউনের অমর আদর্শ জয়ের জন্য, মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্টালিনের মহান আদর্শের জয়ের জন্য মজুর ও সংগ্রামশীলদের নিরন্তর ঐক্যবদ্ধ করিব।"

পোল্যাণ্ডে লড়াই

পোল্যাণ্ড জার্ম্মাণ ফাসিষ্টদের নিঃশেষ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পোলিশ গরিলা দল লুবলিন সহরে স্থানীয় গেষ্টাপো পুলিশের কর্ত্তা ওয়াল্ড ও অপর ৫০ জন ফাসিষ্ট পুলিশকে হত্যা করিয়াছে। পিয়োতোরকাউ-এর নিকটে এক বনে গরিলারা জিলা গেষ্টাপোর কর্ত্তা ও তিন জন পুলিশকে হত্যা করিয়াছে ও ৬ জনকে জখম করিয়াছে। সিয়েডলাইস সহরেও ৬ জন পুলিশকে হত্যা করা হইয়াছে।

জাপানী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে

কোরিয়াতে বিদ্রোহ

জাপানী ফাসিষ্টদের পায়ের তলা হইতে মাটি [illegible]রিয়া যাইতেছে। জাপ শৃঙ্খলিত কোরিয়া মাথা [illegible]লিতেছে। জাপ দাসত্বের শিকল ভাঙ্গিবার জন্য [illegible]রিয়াবাসী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গত ১৭ই জুন স্বাধীনতাকামী কোরিয়ানরা এক [illegible]াট বিদ্রোহ করিয়া এক হাজার জাপানী ফাসিষ্টকে [illegible]্যা করে ও তাহাদের সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে। [illegible]ও সহরে পুলিশ ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়, ২২খানি [illegible]ান ও জাপানীদের ৬৮ খানা বাড়ী ধ্বংস করা [illegible]। ইহার আগেও গত ২রা ফেব্রুয়ারী ৪ দিন [illegible]য়া বিদ্রোহ হইয়াছিল। জাপ-ফাসিষ্টরা দুর্ভেদ্য [illegible] জনগণের বজ্রমুষ্টি তাহাদের নিঃশেষ করিবে।

ফিলিপিনে গরিলা বাহিনী

জাপানীরা ফিলিপাইন দখল করিয়াছে সত্য কিন্তু [illegible]লিপাইনবাসীরা জাপ-দাসত্ব মাথা পাতিয়া নেয় [illegible]। তাহারা গরিলা বাহিনী গঠন করিয়া [illegible]ানীদের রুখিতেছে। ফিলিপিনো নারীরা পর্য্যন্ত [illegible]ানী ফৌজের উপর গুলি চালাইতেছে। [illegible]ানীরা স্বীকার করিয়াছে, ফিলিপাইনের দ্বিতীয় [illegible]ী সেবুর নাগরিকরা গরিলা যুদ্ধ চালাইয়াছে।

থাইরা জাপানীদের রুখিবে

থাইবাসীরা বলে, 'থাই' মানে স্বাধীন। থাই-বাসীরা কখনো জাপ অধীনতা মানিয়া নিবে না। তাই তাহারা জাপানকে রুখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রবাসী থাইরা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য স্বাধীন থাই আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। আমেরিকা প্রবাসী থাইরা মিত্রশক্তির সঙ্গে মিলিয়া জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য একটা সৈনিক বাহিনীও গড়িয়া তুলিয়াছে।

আমেরিকায় থাই মন্ত্রী থাইবাসীদের উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "জাপানী শত্রুর কাজে লাগিতে পারে, এমন সব কিছুই ধ্বংস কর। শস্য পুড়াইয়া দাও, ঘর বাড়ী, যন্ত্রপাতি পুড়াইয়া দাও। গরু ঘোড়া হত্যা কর। শত্রু আমাদের পিঠে ছুরি বসাইয়াছে। প্রতিশোধ নাও, শত্রুর পিঠে ছুরি বসাও। নিজ মিত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে মৃত্যু বরণ কর।"

ফ্রান্সের গরিলা

হিটলারী দাসত্বের বিরুদ্ধে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি গোপনে অতি সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। গত মে-জুন মাসের ছয় সপ্তাহের ভিতর অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়াও আট শতের উপর ইস্তাহার, প্রচারপত্র প্রভৃতি বিলি করা হইয়াছে। শুধু দেশব্যাপী প্রচারই নয়, ফরাসী দেশে ফাসিজমকে রুখিবার আন্দোলন নূতন স্তরে আসিয়া পৌছাইয়াছে। **সর্ব্বত্র সশস্ত্র গরিলা-বাহিনী গড়িয়া উঠিতেছে।** আজ আর শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, সংগ্রাম সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নিতেছে। ফরাসী গরিলারা নাৎসী সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করিতেছে, নাৎসীদের হাতিয়ার কাড়িয়া নিতেছে। ব্রেতোঁর কৃষকরা নাৎসীদের পেট্রোলের গাড়ীর চাকার টায়ার ছুরি দিয়া কাটিয়া পেট্রোল গাড়ী ধ্বংস করিয়াছে, তাহারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কাটিয়া দিয়াছে। এমনিভাবে গরিলারা নানারকম ধ্বংসমুলক কাজ চালাইয়া নাৎসীদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

নাঁতে শহরে ফাসিষ্টদের একটা অফিস গরিলারা বোমার ঘায় উড়াইয়া দিয়াছে। পারীর উপকণ্ঠে বনেই-সিউর-মার্ণ-এ একটা বড় কারখানা গরিলারা আগুণ দিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে, ইহাতে লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। শয়তান ফাসিষ্টরাও গরিলার গুলিতে প্রাণ দিতেছে। ফাসিষ্ট পত্রিকা 'ক্রি দ্য পপলে'র সম্পাদক ক্রেমেৎকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। পারীর ফাসিষ্ট সরকারী উকীল ডিজন একটা পার্শেল খুলিবার সময় বোমায় আহত হইয়াছে।

ফাসিষ্ট পুলিশের নজর থাকা সত্ত্বেও মার্সাইতে ১৪ই জুলাই বাস্তিল দিবস পালিত হইয়াছে। গোপন সংগঠনের নির্দ্দেশে ঠিক সময়ে জনতা ফাসিষ্ট-বিরোধী ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির করে। পুলিসের গুলিতে ৪ জন মারা যায়, ৬ জন জখম হয় কিন্তু ফাসিজমকে রুখিবার প্রতিজ্ঞা নিয়া জনসাধারণ ঘরে ফিরে।

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রস্তাব

১। "খাবার ফসল বাড়াও"

সরকার কৃষকদিগকে খাবার ফসল বাড়াইতে বলিতেছেন। ইহা সুখের বিষয়। কৃষক সভা অনেক পূর্ব্ব হইতেই এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পাকালা সম্মেলনে ১৯৪১ সালে নিখিল ভারত কৃষক সভা এই বিষয়ে প্রস্তাবও গ্রহণ করে। তাহার পরে যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় খাবার ফসল বাড়ানো আরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ চলাচল আজ কমিয়াছে; কাজেই আমাদের পাট, তুলা, তৈল বীজ প্রভৃতি বিদেশে বিক্রি করিবার পথ নাই। সুতরাং পাট চাষ করিয়া লাভ নাই। এদিকে বর্ম্মা আজ জাপানের হাতে; তাই রেঙ্গুনের চাল আর আমাদের দেশে আসিবে না। আমাদের চালেরও অভাব হইবে। এই অবস্থায় পাটের জমিতে ধানের চাষ বাড়ানো দরকার। কিন্তু এসব কথা কৃষককে এখনও সরকার বুঝাইতে পারেন নাই; আর খাবার ফসল বাড়াইবার পথে কৃষকের যে সব সুবিধা চাই সে সব সুবিধাও সরকার করিয়া দেন নাই। এইজন্য সরকারের অবিলম্বে নিম্নরূপ নীতি গ্রহণ করা উচিত ঃ—

১। সমস্ত বাকী বকেয়া খাজনা ও ঋণ, কৃষি-ঋণ, অন্যান্য অত্যাচার-মূলক আদায় সরকারী ঘোষণার দ্বারা এখন স্থগিত রাখা (মরেটোরিয়াম) হউক।

২। খাবার ফসল যাহাতে সকলে পাইতে পারে তাহার জন্য

(ক) ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে মোট ফসলের হিসাব লওয়া হউক।

(খ) মোট প্রয়োজনের হিসাব লওয়া হউক।

(গ) খাবার ফসলের নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

(ঘ) হাটে বাজারে যাহাতে ঠিক দরে চাষের ও চাষীর প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায় তাহার জন্য ঐসব জিনিষ আমদানির ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) গ্রামে বা হাটে-বাজারে জনরক্ষা সমিতি ও জনসাধারণের সহযোগে সমবায় ভাণ্ডার বা দোকান পত্র খোলা হউক।

৩। সরকারী খাস বা জমিদারদের হাতে চাষের উপযোগী যে সব পতিত জমি আছে তাহাতে আপাততঃ বিনা খাজনায় কৃষকদের চাষ করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

৪। সেচের ব্যবস্থা (খাল, পুকুর বা কূপ খনন করিয়া) বাড়ানো হউক এবং ক্যানাল অঞ্চলের ক্যানাল-কর কমানো হউক।

৫। অপারগ কৃষকদের খাজনার হার কমানো, খাজনা আদায়, দেনা-পাওনা আপাততঃ বন্ধ রাখা হউক। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য খাজনা মাফ দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হউক।

৬। সরকার হইতে বীজ, সার, চাষের বলদ, লাঙ্গল, খোরাক ইত্যাদি বিনা সুদে বা নাম মাত্র সুদে দেওয়া হউক। যেখানে বেশী সুদে এইরূপ ধার সরকার দিয়াছেন সেখানে ঐ সুদ কমানো হউক।

৭। কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরি বাঁধিয়া দেওয়া হউক এবং তাহাদের কাজের ব্যবস্থা করা হউক।

৮। ভাগ চাষী বা বর্গা চাষীদের বাড়ানো ফসলের বাড়তি ভাগ দেওয়া হউক।

সরকারের মনে রাখা দরকার যে নিজেরা খাইতে পরিতে না পাইলে কৃষক ফসল বাড়াইতে উৎসাহ পাইবে না। এই জন্য উপরে লিখিত সুবিধা সুযোগের প্রতিশ্রুতি কৃষককে দেওয়া দরকার।

"ফসল বাড়াও" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সভা এই সব দাবী আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিবে; এবং এইজন্য গ্রামে গ্রামে থানায় থানায় সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতি করিবে, সর্ব্বসাধারণের সহিযুক্ত দরখাস্ত দ্বারা ও ডেপুটেশনের দ্বারা সরকারকে ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবে।

২। জনরক্ষী বাহিনী ও হোমগার্ড

কৃষক সভার তরফ হইতে আমরা আমাদের দেশে বিলাতের মত হোমগার্ড বা গৃহরক্ষীদল গঠনের দাবী করিয়াছিলাম। সরকার কিছু না করায় আমরা সকল দল লইয়া জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে জনরক্ষী বাহিনী গঠন করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করি। অনেক খানেই জনরক্ষী বাহিনী এইরূপে গঠিত হইয়াছে। এইসব আন্দোলনের ফলে, সরকারও সম্প্রতি হোম গার্ড বা গৃহরক্ষী দল গঠনের সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পিত হোম গার্ড কিন্তু বিলাতের হোম গার্ডের মত হইতেছে না, অনেকটা তাঁহাদের সিভিক গার্ডএর আদর্শেই ইহা গঠিত হইতেছে। আমাদের দেশে যে হোম গার্ড হইতেছে তাহাতে জনসাধারণের উদ্যোগ অধিকার কিছুই নাই, ইহা অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতই আর একটী নতুন নামের সরকারী প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে হোমগার্ড প্রথম জনসাধারণই গঠন করেন ও পরে বিলাতের সরকার তাহা মানিয়া লন; তাহাদের হাতে হাতিয়ার দেন; তাহাদের রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দেন। ফলে বিলাতের হোম গার্ড রীতিমত যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের গৃহরক্ষী দলকেও ঐরূপে গঠিত, অস্ত্র সজ্জিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। সরকারের পরিকল্পনায় এখনও ঐরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের সরকারকে ঐরূপ ব্যবস্থা মানাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা ও আন্দোলন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কৃষক সভা দাবী করিতেছে যে

১। গৃহরক্ষীদল গঠন ও পরিচালনার ভার জনসাধারণের হাতে দিতে হইবে; সরকারী কর্ম্মচারীদের উহাতে অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা দরকার। গৃহরক্ষীদলের পরিচালক কমিটী যথা সম্ভব জনপ্রতিনিধিদের লইয়া গঠন করা হউক। এবং ক্যাপ্টেন, ভাইসক্যাপ্টেন প্রভৃতি জনসেবকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা হউক। অসাধারণ অবস্থা ব্যতিরেকে গৃহরক্ষী-দলের উপর পুলিশের কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়া জনগণের কর্ত্তৃত্ব রাখাই প্রয়োজন।

২। বিলাতের মত আমাদের দেশের গৃহরক্ষীদলের হাতে হাতিয়ার দিতে হইবে।

৩। গৃহরক্ষী-দলের সামরিক শিক্ষা ও গরিলা যুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষক সভার নির্দ্দেশ এই যে (১) স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অবিলম্বে উপরে লিখিত দাবীর ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে হইবে; (২) ঐরূপ দাবী জানাইয়া জনসাধারণের তরফ হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে; (৩) যেখানে বর্ত্তমান অবস্থাতেও জনসাধারণের অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইবে সেখানে জনসাধারণ ও জনরক্ষী-বাহিনী গৃহরক্ষী-দলে বা হোমগার্ডে যোগদান করিবেন; (৪) যেখানে গৃহরক্ষিদলে জনসাধারণের অধিকার নাই সেখানে জনরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষীবাহিনীকে আরও সফল করিয়া তুলিতে হইবে, এবং গৃহরক্ষীদলকে বিলাতের হোমগার্ডের মত গঠিত করিবার জন্য দাবী ও আন্দোলন চালাইতে হইবে।

সব সময়েই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের খাঁটী হোমগার্ড বা গৃহরক্ষীদলের প্রয়োজন আছে, কাজেই বর্ত্তমান গৃহরক্ষীদলের ব্যবস্থাকেও ব্যাহত করিব না, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাইব।

৩। 'লোক সরানো' ও শত্রুকে 'না-দেওয়ার' নীতি

যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক সময়ে জনসাধারণকে ঘরবাড়ী, জমি জমা ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে হয়; কোথাও কোথাও শত্রুর হাত হইতে জিনিষপত্র যথা নৌকা, সাইকেল, প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য আগেই সরাইয়া লইতে হয়—এই কথা কৃষক সভা স্বীকার করে এবং মনে করে যে এইরূপ ব্যবস্থায় জনসাধারণের ক্ষতি যাহাতে না হয় যুদ্ধের প্রয়োজনেই সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্ত্তব্য।

জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় সরকার হইতে 'লো[illegible] সরানো' ও শত্রুকে 'না-দেওয়ার' এই নীতি বাংলা দে[illegible] অনেক স্থানেই প্রয়োগ করিতেছেন। প্রথমে কোন কে[illegible] এলাকায় জনসাধারণকে ২৪ ঘণ্টার নোটীশে স্থানত্যাগের আ[illegible] দেওয়া হয়, অথচ জনসাধারণের ক্ষতিপূরণ বা যাতায়া[illegible] ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই সব ব্যবস্থার পিছনে সরকা[illegible] কোনও নির্দ্দিষ্ট plan বা পরিকল্পনা ছিল না। জনসাধার[illegible] চাপে ও কৃষক সভার আন্দোলনে সম্প্রতি সরকার এই স[illegible] ব্যাপারে একটী নূতন নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু জে[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ঐ সব ঘোষণাকে পুরাপুরি ভাবে কা[illegible] লাগাইতেছেন না। ইহার ফলে ঐ সব এলাকায় কৃষক[illegible] বিশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে, সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্প[illegible] সাধারণের মনে তিক্ততা ও বিক্ষোভ জন্মিতেছে। ইহা[illegible] ভারতের যুদ্ধ ও দেশরক্ষা ব্যাপারে বাধারই সৃষ্টি হইতে পা[illegible] কৃষকসভা 'লোক-সরানো' ব্যাপারে তাই নিম্নরূপ ব্যবস্থার দা[illegible] করিতেছে—

১। সরকারের 'লোক-সরানো' ব্যাপারে ঘোষণা[illegible] অবিলম্বে পুরাপুরি কাজে লাগানো হউক।

২। সরকারি ঘোষণাটীর ত্রুটি নিম্নলিখিত ভাবে দূর ক[illegible] হউক ঃ—

(ক) "লোক-সরানোর" অন্ততঃ দশদিন পূর্ব্বে নোটীশ দে[illegible] চাই।

(খ) "লোক-সরানোর' সময়ে বা তাহার আগেই ক্ষতিপূ[illegible] প্রভৃতি সমস্ত দাবী মিটাইয়া দিতে হইবে।

(গ) যে সব জমির মালিক নিজেই কৃষক তাহাদের পূ[illegible] ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ঘ) যে সব জমি ভাগ চাষী, জমা-অগ্রিম চাষী বা [illegible] চাষীরা চাষ করেন সেই সব জমির ফসলের অর্দ্ধেক মূল্য ঐ [illegible] চাষীকে দিতে হইবে। যেখানে ঐ সব চাষীরা এখনও [illegible] আরম্ভ করিতে পারেন নাই সেখানে পূর্ব্বের বৎসরের ফস[illegible] উপর ক্ষতিপূরণের হিসাব করিতে হইবে।

(ঙ) মজুরদের জন প্রতি ১২॥০ টাকা মজুরী ও ৭॥০ টা[illegible] হিসাবে খোরাকী, মোট ২০৲ টাকা, একুনে ১২০ টাকা ক[illegible] প্রত্যেককে "লোক-সরানোর" আগেই দিতে হইবে।

(চ) ক্ষতিপূরণ, সম্পত্তিরমূল্য, আয় প্রভৃতি নির্দ্ধার[illegible] জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি ও সরকারি কর্ম্মচারীদের ল[illegible] সর্ব্বত্র একটী করিয়া ট্রাইব্যুনাল বা তদন্ত পঞ্চায়েৎ গঠন করি[illegible] হইবে।

৩। জনসাধারণের রিলিফের জন্য জনরক্ষা কমিটী, কৃ[illegible] সভা, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা[illegible] সহিত সরকারের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। ৪। লো[illegible] সরানোর জন্য যথোপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা সরকারকে করি[illegible] হইবে।

'লোক-সরানোর' মতই সরকারের "না-দেওয়ার" নীতি[illegible] (Denial policy) অনেক সময় জনসাধারণের বিশেষ অস[illegible] হইতেছে—ইহাতেও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নী[illegible] প্রয়োগ বিধি অবিলম্বে নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করা দরকা[illegible]

১। নৌকা, রিক্‌সা প্রভৃতি যান-বাহন হইতে যাহা[illegible] জীবিকানির্ব্বাহ হয় সেই সব রিক্‌সাওয়ালা বা দাঁড়ি মাঝি[illegible] কমপক্ষে ছয়মাসের আয়ের তুল্য ক্ষতিপূরণ (compensatio[illegible] দেওয়া হউক এবং নৌকা, রিক্‌সা প্রভৃতি যানবাহনের মালিক[illegible] মাসে মাসে ভাড়া (rent) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

২। সাইকেল প্রভৃতির মালিককে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দে[illegible] হউক।

৩। নিকটস্থ কোন সুবিধাজনক স্থানে নৌকা প্রভৃ[illegible] জমা দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং উহা সরানোর খরচ দে[illegible] হউক।

৪। নৌকা, সাইকেল প্রভৃতির ক্ষতিপূরণের ও ভা[illegible] নির্দ্ধারণের জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি ও সরকারী কর্ম্মচারী[illegible] দের লইয়া সর্ব্বত্র এক-একটী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হউক।

৫। স্থানীয় জীবনযাত্রা চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজন[illegible] সংখ্যক নৌকা জনরক্ষা কমিটীর তত্ত্বাবধানে রাখা হউক।

৬। জনরক্ষা কমিটী, কৃষক সমিতি, কংগ্রেস, মুসলিম লী[illegible] প্রভৃতির সহযোগিতায় এই 'না-দেওয়ার' নীতি পরিচালন[illegible] ব্যবস্থা করা হউক।

আলোচনা

সোভিয়েট পিতৃভূমি বিপন্ন

শুক্রবার মস্কো বেতার সোভিয়েট জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে, "আমাদের পিতৃভূমি আজ বিপন্ন।…আমরা সমস্ত দেশপ্রেমিককে বুক পাতিয়া শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।" ককেসাসের যুদ্ধে জার্ম্মান দস্যু হিটলার তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য তাহারা কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই পিছু পা হইতেছে না। এদিকে রোজই খবর পাওয়া যাইতেছে, হিটলারের সাগরেদ জাপানী দস্যুরা সাইবেরিয়া আক্রমণের জন্য তৈয়ার হইতেছে। মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে বিপুল জাপ-সৈন্য সমাবেশ করিয়া তাহারা আক্রমণের উপযুক্ত মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

দুনিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন

ককেসাসের যুদ্ধে কেবল সোভিয়েটের জনসাধারণের পিতৃভূমি বিপন্ন হয় নাই, দুনিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে, বৃটেন ও আমেরিকার জনসাধারণ তাহা ক্রমশঃ বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। এইজন্যই ইউরোপে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করার দাবী আজ আর কেবল কম্যুনিষ্টদের দাবী নয়—জনসাধারণের দাবীতে পরিণত হইয়াছে। গত ২৩শে জুলাই আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরে ৬০ হাজার নরনারী একত্র হইয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিতে অনুরোধ জানায়। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমিক সংঘ সি, আই, ও এই সভা আহ্বান করে। তাহা ছাড়া, নিউইয়র্কের ১০ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিমূলক এক কমিটি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানায়, "ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি কেবল সম্মিলিত জাতির জন্য নয়, আমেরিকার নিরপত্তার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজন।"

কেবল আমেরিকায় নয়, বিলাতেও বড় বড় জনসভায় এই দাবী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ব্লাকপুল সহরে কয়লার খনির শ্রমিক ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবী জানানো হয় এবং উহার জন্য যে কোন ব্যবস্থা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারে ইলেকট্রিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে বলা হয় যে গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা এখনই কার্য্যে পরিণত করা হোক। এমন কি, অস্ত্র তৈরী কারখানার শ্রমিকরাও প্রধান মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়া ঐ দাবীর উপর জোর দেয়।

দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির ইহাই সময়

ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ আওয়াজ তুলিয়াছে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির ইহাই সময়। কিন্তু যাহাদের উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার তাহাদের মতিগতি একেবারেই দুর্বোধ্য। শীঘ্র রণাঙ্গণ সৃষ্টির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আমেরিকা হিটলার-অধিকৃত দেশে "শান্তি" রক্ষার জন্য এখন হইতেই ১০ লক্ষ সৈন্য তৈরী করিতেছে, তাহাদের অফিসারদের 'বেসামরিক শাসনকার্য্যের' শিক্ষা দিতেছে। বিলাতে পার্লামেণ্টের অধিবেশন গ্রীষ্মকালের জন্য ছুটি দেওয়া হইতেছে। শ্রমিক সদস্য মিঃ বিভান দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি সম্পর্কে জনমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের সামরিক মতিগতি জানিতে চাহেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন গোপন অধিবেশনেও রাজী হয় না।

প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব যুদ্ধোদ্যমের শত্রু

সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধররা জনমত উপেক্ষা করাতে হিটলারী দস্যুদেরই সুবিধা হইতেছে। হিটলার এই বৎসরের মধ্যে দুনিয়া জয় করার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, আর আমাদের রাষ্ট্র ধুরন্ধররা এখনও ১৯৪৩ সালের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহারা আজও যুদ্ধ জয়ের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছেন না, দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইতে সুযোগ দিতেছেন না। আমেরিকার সেনেটর মিড সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেন, "আমরা এসিয়া, হিটলার-অধিকৃত ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিরাট গণশক্তিকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্তরিকতা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব, নতুবা নয়।" সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরা এই সহজ সত্যটিকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধজয়ের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা ছাড়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেউলিয়া জাতীয় নেতৃত্ব "সংগ্রামের" প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরদেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আজ দেশ ও বিদেশের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশের সংগঠিত জাতীয় শক্তিকে "চ্যালেঞ্জ" করিবার জন্য তৈরী হইতেছে। তাহারা আমলাতন্ত্রের গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে; দেশের মধ্যে একটা "কংগ্রেস-বিরোধী" দল গড়িবার কথাও চিন্তা করিতেছে। একদিকে বিলাত ও আমেরিকার রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি এবং অপরদিকে স্যার ফিরোজখাঁ নুন প্রভৃতি আমলাতন্ত্রের সমর্থকগণ ভারতের এতদিনের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনকে জগতের সামনে বিকৃত করিয়া দেখাইবার সাহস পাইতেছে। বৃটিশ শাসকবর্গ জাতীয় নেতৃত্বের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিবার কথা চিন্তা না করিয়া আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বে দুই মত

আমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই আমরা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা নিজেদের হাতে পাইতেছি না। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব জাতীয় ঐক্যের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যেও আজ দুই মত দেখা যাইতেছে। গত ১৪ই জুলাই সাংবাদিকগণ গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আপোষ আলোচনা সুরু করিবেন—এমন আশা আপনি রাখেন কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, "বৃটিশ সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবে আপোষ আলোচনার কোন সুযোগ নাই।" অথচ, ইহার ছয় দিন পরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদকে ঐ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "ভারতের স্বাধীনতালাভের অধিকারের প্রশ্নে নিশ্চয়ই আপোষ আলোচনার কোন সুযোগ নাই।…কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ না থাকিবার কোন কারণ নাই।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৌলানা আজাদ আপোষের দুয়ার বন্ধ করিতে রাজী নন। কলিকাতার একখানা দৈনিকে এমন সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে যে, গান্ধীজী এখনই "সংগ্রাম" সুরু করিতে চাহেন, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু ও আজাদ গবর্ণমেণ্টকে আরও কিছুদিন সময় দিতে চাহেন।

অন্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও দেউলিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব

একদিকে অন্ধ সাম্রাজ্যবাদ আমলাতন্ত্র আকড়াইয়া পড়িয়া আছে, আজও ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি দিতে অনিচ্ছুক, আজও ফাসিষ্ট-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করিতে ব্যস্ত, আজও দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির ব্যাপারে উদাসীন; অপরদিকে, দেউলিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের জনসাধারণকে দুনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, দেশের স্বাধীনতা শক্তিকে টুকরা টুকরা করিতেছে, জনশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া বিদেশী শত্রুর মুখাপেক্ষী হইতেছে। দেশের জনসাধারণের পক্ষে ইহার ফল হইতেছে মারাত্মক। জাপানী দস্যুরা সীমান্তে হাজির হইয়াছে, অথচ কি আর্থিক, কি সামরিক সকল ব্যাপারেই অব্যবস্থা। কি উৎপাদন ব্যাপারে, কি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কি লোকাপসারণ ও অন্যান্য ব্যাপারে—কোথাও সুনিয়ন্ত্রিত কোন প্ল্যান নাই। শ্রমিকরা উপযুক্ত মাগগীভাতা পাইতেছে না, কৃষকরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাইতেছে না, যুদ্ধে জয়লাভের জন্য উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহ পাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট চটকল পরিচালনায় কয়লা ও বিদ্যুৎ বাঁচাইবার জন্য মালিকদের সহিত বৈঠক করিতেছে, অথচ চটকল বন্ধ হইলে চটকল শ্রমিকদের কি হইবে সে সম্পর্কে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিতেছে না। মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হুকুমজারী করিতেছে, অথচ জনরক্ষা কমিটিগুলিকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করিতেছে না, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেছে না।

জনগণ নিজের পথেই চলিবে

কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহার নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছে। তাহা হইল, ফাসিষ্ট দস্যুদের প্রতিরোধের পথ, আমলাতন্ত্রের বাধা চুরমার করার পথ। চটকলের শ্রমিকরা তাহাদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গঠনের জন্য বজবজ, হাওড়া ও অন্যান্য এলাকায় সভাসমিতি করিতেছে, রেলওয়ে শ্রমিকরা মাগগীভাতা দাবী করিয়া আন্দোলন করিতেছে, লক্ষ্ণৌয়ে ই, আই, রেলের লোকো কারখানার শ্রমিকরা ঐ দাবীর উপর ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ঢাকা জেলায় নারায়ণগঞ্জ সুতাকলের শ্রমিকরা এক বিরাট সম্মেলন করিয়া নিজেদের দাবী পেশ করিয়াছে, তাহারা শক্তিশালী জেলা সুতাকল শ্রমিক সমিতি গঠন করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইতেছে এবং অনেকস্থানে উহা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এবং সমবায় ভাণ্ডার গঠনে সমর্থ হইতেছে। গ্রামে ও সহরে জনসাধারণ ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া অসংখ্য সভাসমিতি করিতেছে। জনগণ নিশ্চিতভাবে ফাসিষ্ট-বিরোধী জাতীয় একতা গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

এই বইগুলি পড়ুন

সম্প্রতি ইংরাজী ও বাংলায় কতকগুলি ভাল বই বেরিয়েছে। আমাদের ক্যাডারদের এই বইগুলি পড়া দরকার। কয়েকখানার নাম নীচে দিলাম। প্রায় সবগুলোই ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সীতে পাওয়া যাবে। এখুনি প্রত্যেক জেলার কমরেডদের বই-কেনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। —সম্পাদক জনযুদ্ধ।

1. Communist Manifesto
2. Civil War in France
3. How the Soviet State is Run —Pat Sloan
4. Dialectical Materialism—Stalin
5. China Calling—Hiren Mukherji
6. Europe Against Hitler—R. P. Dutt
7. স্বাধীনতার শত্রু জাপান—হীরেন মুখার্জী
8. সভ্যতা ও ফ্যাসিজম—বুদ্ধদেব বসু
9. জাপানী শাসনের আসল রূপ—বিজন রায়
10. ফ্যাসিজম ও নারী—প্রতিভা বসু
11. দেশরক্ষায় চীনা নারী—রাণী চক্রবর্ত্তী
12. সোভিয়েট মধ্যপ্রাচ্যের নারী—রাণী চক্রবর্ত্তী
13. ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ—বিনয় ঘোষ
14. কৃষি ভারতের নগ্নরূপ—সুধীপ্রধান
15. গরিলাবাহিনী হইতে জনবাহিনী—(রণেশ দাসগুপ্ত, ফ্যাসিবিরোধী কর্ম্ম-পরিষদ, ৫০ নং প্রসন্ন পোদ্দার লেন, ঢাকা)
16. U. S. S. R Speaks for itself—Vol. I (Agra Socialist lit. Publishing, Agra)
17. War of Liberation—Speeches of Stalin, Molotov, Kalinin & Maisky
18. The Red Army—Ivor Montague
19. জনযুদ্ধের গান

JANAYUDDHA Regd. No. C. 2836

আন্দোলন ও সংগঠন

বন্দীমুক্তি দিবস

গত সংখ্যায় প্রকাশিত স্থান ছাড়াও বাংলা ও আসামের নিম্নলিখিত স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া হাজার হাজার মজুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক, নারী একযোগে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়াছে।

আসামে—সুনামগঞ্জ বিভাগীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে **সুনামগঞ্জ** সহরে, গোলাঘাট জিলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে **গোলাঘাটে** ও করিমগঞ্জ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে **করিমগঞ্জে** সভা ও শোভাযাত্রা হয়।

বাংলায়—চট্টগ্রাম সহরে চট্টগ্রাম ছাত্র ফেডারেশন; কৃষক সভা ও করদাতা সমিতির উদ্যোগে বিরাট সভা হয়। সভাপতি ছিলেন মিঃ খাস্তগীর, বার-এট-ল। ভূতপূর্ব্ব পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁন বাহাদুর আবদুল সত্তার বন্দীমুক্তি দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

চব্বিশ পরগণা জেলার **মেটিয়াবুরুজে** মজদুর সভা, গার্ডেনরীচ চটকল মজদুর ইউনিয়ান এবং মেটাল ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়নের অফিসে সভা হয়। গার্ডেনরীচ অঞ্চলে **বদরতলা** ইউনিয়ন অফিসে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীশিবপদ নস্করের সভাপতিত্বে সভা হয়। **ফতেপুরে** গার্ডেন-রীচ যুব সমিতির অফিসে সভা হয়। ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার **মমরাজপুরে** ও একটি সভা হয়।

ফরিদপুর জেলার নলিয়া, সোন্দা ও রামভদ্রপুর গ্রামে, **মেদিনীপুর** জেলার পাঁচকুড়া, পিংলা ও তমলুকের বিভিন্ন স্থানে, **মুর্শিদাবাদ** জিলার বহরমপুর সহরে ও যশহরী গ্রামে এবং **জলপাইগুড়ি** জিলার সদরেও সভা হয়।

আন্দোলনে বাধা

বীরভূম—জিলা কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও জিলা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে বন্দীদিবস পালনের অন্য জিলা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি চাওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি তো দেনই না, উপরন্তু সভা শোভাযাত্রা করিলে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া শাসাইয়া দেন।

কর্ত্তৃপক্ষের কড়া মনোভাব এইখানেই শেষ হয় নাই। বীরভূম জিলা কৃষক সম্মেলনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলে তিনি এমন কতকগুলি সর্ত্ত দেন যাহা প্রকৃতপক্ষে সম্মেলন না করিতে দিবার অছিলা তো বটেই উপরন্তু সমস্ত আন্দোলন দমন করিবার চরম প্রতিক্রিয়াশীল চেষ্টা। শর্ত্তগুলি এইরূপ: (১) এমন কোন বিষয় আলোচনা করা চলিবে না, যাহার ফলে জমিদার ও কৃষক এবং মজুর ও মালিকের ভিতর ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব জন্মে। (২) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিয়া কোন রাজনৈতিক আলোচনা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগে এমন আলোচনা চলিবে না। (৩) প্রাইভেট ফৌজ (জনরক্ষী দল) গঠন বিষয়ে এবং অস্ত্র চাওয়ার বিষয়ে কিছু বলা চলিবে না। (৪) পুলিশের সমালোচনা চলিবে না। (৫) সমস্ত বক্তার নাম পুলিস সাহেবকে জানাইতে হইবে এবং সম্মেলনের তারিখ বদলাইলে আবার নূতন দরখাস্ত করিতে হইবে।

আজ যখন জাপ-আক্রমণ আসন্ন, তখন জাপ-দস্যুদের রুখিবার জন্য বন্দীমুক্তি, জনরক্ষী দল গঠন, হাতিয়ার চাওয়া প্রভৃতি কি করিয়া যে স্থানীয় আমলাতন্ত্রের মাথা গরম করিয়া দেয় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এইসব আমলাতন্ত্রই কি দেশে ফাসিষ্ট দস্যুদের আসিবার পথ খোলসা করিয়া দিতেছে না? আমরা এ বিষয়ে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও এখনই প্রতিকার দাবী করিতেছি।

নারায়ণগঞ্জে—নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে নরসিংদি বন্দরে 'যুদ্ধ ও জনসাধারণের' কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গত ১২ জুলাই এক সভা হয়। ঢাকা জিলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সতীশ পাকড়াশী এই সভায় বক্তৃতা দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের এক আদেশে তাঁহাকে জানান হয় তিনি কোন সভায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। ফাশিষ্ট বিরোধী গণ ও আন্দোলন গড়িয়া জাপানকে রুখিবার কাজে ইহাতে বাধা সৃষ্টি করাই হইল।

জলপাইগুড়ি—গত ২১শে জুলাই জলপাইগুড়ির কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড শচীন্দ্রনাথ দাস গুপ্তকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে। তিনি এতদিন গোপনে কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে যখন নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া গেল তখনও তাঁহাকে প্রকাশ্য কাজের সুযোগ দিতে স্থানীয় পুলিসের আপত্তি কেন? জলপাইগুড়ির জনসাধারণ এখনই তাঁহার মুক্তির দাবী করেন। আমরা এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(২ পাতার শেষাংশ)

দেখি, সভা বসিবার আগে খরন্দ্বীপ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইউনিফরম পরা ও লাঠি-বর্শা হাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করিতেছেন। তাহার পর আশে পাশের ও দূরের গ্রাম হইতে লাল পতাকা ও ছাত্র পতাকা হাতে অনেক শোভাযাত্রা সভায় আসিয়া মিলিত হইল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত যামিনী বসু সভার সভাপতিত্ব করিলেন। আজিকার অনুষ্ঠান বেশ প্রভাব বিস্তার করিল।

৮ই জুন—**ধলঘাট:** বাংলার স্বাধীনতা ইতিহাসের অপূর্ব্ব স্মৃতি-বিজড়িত ধলঘাট দৃঢ়ভাবে জাপানীদের রুখিবে। তাহারই পরিচয় পাইলাম সভায়। নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রায় দেড় হাজার জনতার সামনে আমাদের বক্তৃতা, জননাট্য, জনসংগীত ও প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী হইল।

৯ই জুন—**কাঞ্চনা:** নদী পথে কাঞ্চনা ঘাটে পৌঁছিবামাত্রই নদীর দু পার হইতে ছাত্র ও যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাইয়া বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিলেন—জাপানকে রুখতে হবে। বিকালে স্কুল প্রাঙ্গণে স্থানীয় প্রধান কংগ্রেস নেতার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হইল। ছাত্র, যুবক, কৃষক ও নারীর দুই হাজার জনতার সামনে আমাদের প্রোগ্রাম সুরু করিলাম। মহিলা, ছাত্র ও উপস্থিত জনতার পক্ষ হইতে বহু হিন্দু মুসলমান সভায় বক্তৃতা দিলেন। সভার শেষে কর্ম্মীদের একটি ঘরোয়া বৈঠকও হইল।

১১ই জুন—**ফতেয়াবাদ:** এখানেও স্থানীয় স্কুল-মাঠে ও জমিদার শ্রীযুক্ত নীরোদ পালের সভাপতিত্বে জনসভায় আমাদের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই ও ১৩ই জুন—**রোসেনগিরি:** এইখানকার সভার আগে ড্রাম বিউগিল সহকারে এক শোভাযাত্রা সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া স্কুল ময়দানে আসিয়া মিলিত হয় ও একজন প্রভাবশালী মুশ্লিম নেতার সভাপতিত্বে সভা হয়। আটশত জনতার সামনে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রায় সাতশত লোকের এক সভায় আমাদের অনুষ্ঠান হয়।

১৪ই জুন—**সীতাকুণ্ড:** এখানকার সভা প্রধানতঃ আমাদেরই উদ্যোগী হইয়া করিতে হইয়াছে। এখানে শতকরা ৯৬ জনই মুসলমান। আমরা জনযুদ্ধের গান গাহিয়া সহর ঘুরিয়া সভাস্থলে আসি। আমাদের এই প্রচারে বহু লোক দলে দলে সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মুশ্লিম লীগের নেতা আবদুল বারী সভায় সভাপতিত্ব করেন। আমাদের অনুষ্ঠানে জনতার ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দেয়।

১৫ই জুন—**দুর্গাপুর:** এইখানে আসিয়াই আমরা প্রথম বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখীন হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হইয়াছে আমরা গভর্ণমেণ্টের দালাল এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সভায় আসিবই না। পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত সভার অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন। আমরা কিন্তু মোটেই হাল ছাড়ি নাই। প্রায় এক হাজার জনতার সামনে জাপানকে রুখিবার জন্য দৃঢ়কণ্ঠে আবেদন জানাইলাম। জনতার সন্দেহ কাটিয়া গেল। হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—জাপানকে রুখতে হবে।

চট্টগ্রামে প্রচারের শেষ দিনের অভিজ্ঞতা জনগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হাজারগুণ বাড়াইয়া দিল। ১৫ দিন চট্টগ্রাম ঘুরিয়া ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, কৃষক, মধ্যবিত্ত, পুরুষ, নারী, হিন্দু, মুসলমান শত শত জনসাধারণের সাথে মিশিয়া বুঝিলাম চট্টগ্রাম অতীত ঐতিহ্য ভুলে নাই—প্রাণ দিয়াও তাহারা জাপানীকে রুখিবে। [ক্রমশঃ]

কমরেড ম্যানেজারের নোটীশ

(১) কমপক্ষে ১৫ কপি কাগজ নিলেই এজেন্সি কমিশন পাইবেন।

(২) কমিশনের হার ২৫ পারসেণ্ট; অর্থাৎ টাকায় চার আনা।

(৩) যাহারা ডাকে অর্থাৎ পোষ্টাফিস মারফৎ কাগজ নিবেন তাহারা কমপক্ষে ১৬ খানা কাগজ নিলেই কমিশন পাইবেন। এই কমিশনের হার ৬½ পার্সেণ্ট অর্থাৎ টাকায় এক আনা। আমরা এজেণ্টদের রেলওয়ে পার্সেলে কাগজ লইতে অনুরোধ করিতেছি। কেননা রেলওয়ে পার্সেলে আমাদের খরচ কম লাগে, এজেণ্টরাও ২৫ পার্সেণ্ট কমিশন পান এবং কাগজ পৌঁছায়ও আগে।

(৪) প্রত্যেক এজেণ্টকে পুরা তিন সপ্তাহের দাম (এই হিসাবে কমিশন বাদ দেওয়া চলিবে না) অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে।

(৫) টাকা ফুরাইবার আগেই শেষ সপ্তাহেই টাকা পাঠাইবেন। নতুবা কাগজ পাইবেন না।

(৬) টাকা পাঠাইবার সময় খেয়াল রাখিতে হইবে—যে তাহা যেন সোমবারের মধ্যেই অফিসে পৌছায়।

(৭) টাকা না পাঠাইয়া শুধু অনুরোধ জানাইলে কাগজ দেওয়া সম্ভব হইবে না।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
বুধবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৪২; ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

পার্টি বৈধ হওয়ায় জনগণের উৎসব

জাপ-প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প

যেদিন খবর পাওয়া গেল কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হয়েছে সেই দিনই পার্টির বাংলা ও কলিকাতা কমিটি কলিকাতার আশে পাশের জেলার কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে স্থির করলে ১লা আগষ্ট কলিকাতায় শোভাযাত্রা দ্বারা এই ঘটনাকে স্মরণীয় করতে হবে।

উৎসবের আয়োজন

দুই একদিনের মধ্যে বাংলা কমিটি, কলিকাতা কমিটি, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রতিনিধিরা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার জন্য এগুল। প্রথমে জোর প্রচার করা চাই, তার পরে সভা শোভাযাত্রার স্থান ঠিক করা চাই, মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা চাই, স্বেচ্ছাসেবক চাই, অর্থ চাই, পোষ্টার, ফেষ্টুন, গান ও ব্যাণ্ড চাই। তাই দলে দলে লোক ঠিক করে তাদের আবার এক একজন নেতা করে দিয়ে কাজ দিয়ে দেওয়া হ'ল।

ছাপানো ইস্তাহার ও পোষ্টার এ'ল—ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলা ভাষায়। কোন জেলা কত হাজার নেবে—কলিকাতার কোন অঞ্চল কত নেবে, ছাত্র কমরেডরা কত নেবেন, তাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট ছাপাতে পারা যায় নি। তাই কমরেডদের ইস্তাহার ও পোষ্টার বিলি করার প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তাল রাখতে পারা গেল না।

পার্টি অফিসের পাশের ঘরে চলছে—হাতে লেখার পোষ্টার ও ফেষ্টুন তৈরীর কাজ। ফাসি বিরোধী শিল্পীসঙ্ঘের ও সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির অনেকে এসে একাজে হাত দিয়েছেন—কারণ তারা জানেন যে কম্যুনিষ্টদের থেকে ফাসিজমের প্রবল শত্রু আর কেউ নেই। এদের সঙ্গে ছিল ছাত্র ভলেণ্টিয়ার। নানা ধ্বনি সম্বলিত অসংখ্য পোষ্টার এখানে তৈরী হ'ল। তার পাশের ঘরে সেলাইয়ে ব্যস্ত মেয়েরা। এটা সাধারণ সেলাইএর কাজ নয়—এরা করছে—ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি, কলিকাতা কমিটি, ছাত্র কমিটির নাম লেখা ফেষ্টুন সেলাই—সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। একটা কাজের মত কাজ পেয়েছে। মেয়েদের হাতের সুঁই এবার সার্থক হতে চলেছে, এর পরে তাদের এই সুঁইয়ে জাপ-বিরোধী ভারতের জাতীয় সেনার, গরিলার রণসাজ সেলাই করতে হবে। এ কেবল তারই সূচনা।

নিচের তলায় রোজ সকালে চলছে কমরেড বিনয়ের গান শেখানোর পালা; জনযুদ্ধের গান, শ্রমিকের আন্তর্জাতিক সংগীত কলিকাতার রাস্তার উপর হাজার হাজার জনসাধারণকে দিয়ে গাওয়াতেই হবে। হিন্দি, উর্দ্দু, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় আন্তর্জাতিক সংগীত না গাইলে গাইয়ে দলের যে কোন মূল্যই থাকবে না পার্টির কাছে।

র‍্যালী ও শোভাযাত্রা

১লা আগষ্ট। সারাদিন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে—বিকালের দিকে একটু বেশী। ভাবতে ভাবতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এলাম। কাতারে কাতারে লোক জমে গেছে; মাঝে মাঝে জনযুদ্ধের গান হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছেন। পোষ্টারে, ফেষ্টুনে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। কিছু পরে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন কমরেড মোমিন। তিনি বল্লেন: দুনিয়ার শোষিত জনগণের রক্তে লাল এই পতাকা সার্থক ভাবে বয়ে এসেছে দেশে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি। এই পতাকার নিচে দুনিয়ার শোষিত জনসাধারণ মুক্তি পাবে—বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হবে।

এর পরে সুরু হল—শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী রক্ত পতাকা কাঁধে নিয়ে যাত্রা সুরু করলেন। দীর্ঘ শোভাযাত্রা ওয়েলিংটনের মোড় থেকে কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে ব্যাণ্ডপার্টি, সামনে সাইকেল, মোটর; এর পাশে পাশে ভলেনটিয়াররা "কংগ্রেস নেতাদের কাছে কমিউনিষ্টদের খোলা চিঠি"—ইস্তাহারটী বিলি করছে। গান, শ্লোগান ও ব্যাণ্ডে সমস্ত শোভাযাত্রা সজীব হয়ে উঠেছে, জাপবিরোধী ট্রাম ওয়ার্কার্স্, ছাত্র, দক্ষিণ কলিকাতার শ্রমিক ও ছাত্র, হুগলী, চব্বিশ পরগণার দল, উত্তর কলিকাতার ছাত্র, জলকলের মেথর ও ইলেকট্রিকের শ্রমিক, নৈহাটী ও কাঁচড়াপাড়া জুট ও রেল মজুর, আলমবাজার, বেলঘরিয়া, মেটিয়াবুরুজের সূতাকলের মজুর, বস্তীর ও অন্যান্য মেয়েদের দল, ২৫ জন রেড সার্ট—আরো অনেক। এরা ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে কলেজ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড ঘুরে টাউন হলে ৬-২৫ মিনিটে পৌছালো। হলের ভিতরে ঢুকে পার্টির জনসভা দেখতে পাবে না এটা তারা মেনে নিতে পাচ্ছিল না। ২০ হাজার লোকের উদ্দাম গতি রোখা হলের ভলেণ্টিয়ারদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। মাইক থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আদেশ এল "এত লোক এসেছেন এটা আনন্দের কথা—কিন্তু জায়গা যখন নেই তখন দরজা জানালা না ভেঙ্গে যে যেখানে আছেন শান্তভাবে বসে পড়ুন।" প্রত্যেক দলের ক্যাপটেনরা এই আদেশ নিয়ে নিজ নিজ দলকে বসিয়ে দিল, উপর-নিচের তলা এবং সমস্ত প্রাঙ্গণ ও বাইরের রাস্তা মানুষে মানুষে ছেয়ে গেল। এদেরই একপাশে কতগুলি সৈন্যও দেখা গেল।

সভাপতির বক্তৃতামঞ্চের পিছনে লালঝাণ্ডা ও জাতীয় পতাকা পাশাপাশি রাখা হয়েছিল। হলের থাম পোষ্টার ও রুশসেনাপতিদের ছবি দিয়ে সাজানো ছিল—সভাপতির টেবিলের সামনে লেনিন ষ্টালিনের ছবিও রাখা হয়েছিল। পেছনে ছিল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির ফেষ্টুন।

ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ও ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই

শ্লোগানের মাঝে মাঝে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী উঠছে। রাস্তার পথিক ও বাড়ীর বাসিন্দারা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে এবং ইস্তাহারটী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। হুগলীর কমরেডরা বল্লেন যে পথে একদল অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য তাদের ফেষ্টুন পড়ে দৃঢ় মুষ্টিতে ফাসিবিরোধী অভিনন্দন জানিয়েছে। কলিকাতার উপরেই শোভাযাত্রার আশে পাশে অনেক সৈন্য ও চীনা ভাই চলতে চলতে লাগলো সমর্থন জানিয়ে। মিলিটারী লরী আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতাকে শোভাযাত্রার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

টাউনহলে প্রধান শোভাযাত্রা আসার অনেক আগেই তিলধারণের বায়গা ছিল না। ১৩ হাজার লোকের শোভাযাত্রা এর পর এলে কোথায় যে তাদের জায়গা দেওয়া হবে এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। শোভাযাত্রা আসার আগে বজবজের শ্রমিক কৃষক ও কলিকাতার সহরের অধিবাসীরা হলটা দখল করেছিল, কারণ জায়গা পাবে না বলে তারা আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে নিয়েছিল। এদিকে হাওড়ার এক হাজার কৃষক হলের বাইরে তাদের সুযোগ্য কমাণ্ডার কমরেড বিমল মান্নার নেতৃত্বে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল—বড় শোভাযাত্রা না এলে তারা ঢুকবে না স্থির করেছিল। ২৯টী শাখাদল নিয়ে বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল। প্রত্যেক দল নিজ নিজ ফেষ্টুন, ফ্ল্যাগ ও পোষ্টার নিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে আসছিল। তারা ছিল কলিকাতার

প্রথমে কমরেড বিনয় রায় তাঁর গাইয়ে দল নিয়ে বাংলায় 'আন্তর্জাতিক' গাইলেন। কমরেড আবদুর রেজ্জাক খাঁর প্রস্তাবে ও কমরেড রসুল সাহেবের সমর্থনে কমরেড রাহুল সংকৃত্যায়ণ আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। প্রথমে কম্যুনিষ্ট নেতা এন, কে, কৃষ্ণান মালাবার কমিটির তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলা ও মালবার যে একসঙ্গে ফাশিজমকে রুখবে তার দৃঢ় সংকল্প জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এরপরে কমিউনিষ্ট ছাত্রদের পক্ষ থেকে কমরেড রমেন ব্যানার্জ্জী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের অবদানের কথা উল্লেখ করে জানালেন যে জাপান চীনা ছাত্রদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে, তাকে ভারতের ছাত্ররা সমুচিত শিক্ষা দেবে। তারপর তিনি ভারতের রাষ্ট্র নেতাদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বল্লেন যে তাঁরা যেন ফাশিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব করে ছাত্রসম্প্রদায়কে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার সুযোগ দেন।

এর পর কমরেড ইয়াকুব, রহমান, মিশিরজী, জহুর ও আবুল হোসেন—ট্রাম, করপোরেশন, জুট প্রভৃতির শ্রমিক কমরেডরা একের পর এক বাংলা, উর্দ্দু ও হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন। ইয়াকুব বল্লেন যে ফ্যাশিজমকে রুখে, সাম্রাজ্যবাদের অবসান

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের গতি

এক পাও পিছু হঠা নয়

"পিতৃভূমির আহ্বান: এক পাও পিছু হটা নয়। সমগ্র জাতির আহ্বান: এক পাও পিছু হটা নয়। ষ্টালিনের আহ্বান: এক পাও পিছু হটা নয়।" সোভিয়েট সরকারী মুখপত্র "ইজভেস্‌টিয়া" কাগজে এই কথা বলা হইয়াছে। ষ্টালিনের আদেশ, "প্রতিটি সৈনিক ও অফিসারকে বিজয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমরণ দাঁড়াইয়া লড়িতে হইবে।' লালফৌজের মুখপত্র "রেড ষ্টার' পত্রিকায় বলা হইয়াছে, "আজ আমাদের শুধু একটি রণধ্বনি, দাঁড়াইয়া মরিব, তবু এক পাও পিছু হটিব না।" আর এক পাও পিছু হটা নয়—ইহাই বর্ত্তমান সপ্তাহে সোভিয়েট যুদ্ধের নূতন গতি। লজোভ্‌স্কি কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, সোভিয়েট যুদ্ধের তৃতীয় স্তর চলিতেছে এখন জার্ম্মানরা আগাইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই চতুর্থ স্তর আসিবে যখন আমাদের পাল্টা আক্রমণ সুরু হইবে। বর্ত্তমান সপ্তাহের এই তৃতীয় স্তর শেষ করিয়া চতুর্থ স্তর সুরু করিবারই রণধ্বনি দেওয়া হইয়াছে।

আমরা গত সপ্তাহে বলিয়াছিলাম, টিমোশেঙ্কো তাঁহার মূল বাহিনীকে অটুট রাখিয়া নূতন ও সুবিধাজনক স্থান হইতে প্রতিরোধ করিবার জন্যই সাময়িকভাবে পিছু হটিতেছেন। এই নীতি অনুযায়ী লাল ফৌজ রষ্টোভ পরিত্যাগ করিয়াছে। সৈন্য সরাইবার জন্য ও সময় নিবার জন্য যে পরিমাণ প্রতিরোধ প্রয়োজন ছিল রষ্টোভে তাহাই করা হইয়াছে। এ জন্য অসীম বীরত্বের সাথে লাল ফৌজ লড়িয়াছে। এক হাজারেরও উপর ট্যাঙ্ক ও শত শত বিমান ও ভারী কামান নিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে জার্ম্মাণরা রষ্টোভ আক্রমণ করে। কিন্তু লাল ফৌজ শত্রুর এই অধিকতর শক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়া রোখে। কোন কোন অংশে এই প্রতিরোধের মাঝে লাল ফৌজের কোন কোন বাহিনীর শেষ মানুষটি পর্য্যন্ত প্রাণ দেয়। কিন্তু ইহার বিনিময়ে লাল ফৌজ বাহিনীরা নূতন স্থানে আসিতে সক্ষম হইতেছে। রষ্টোভ হইতে পিছু হটিয়া আসিবার পরই সামরিক কৌশলপূর্ণ পিছু হটার স্তর শেষ হইল—এইবার প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের পালা।

হিটলার তাই আপ্রাণ গতিতে তুমুল যুদ্ধ চালাইয়া চরম আঘাত হানিতে চাহিতেছে। ডন অঞ্চলের ২৩ হাজার বর্গ মাইলের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি স্থানেই যুদ্ধের সমস্ত প্রচণ্ডতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। রষ্টোভের ১০ মাইল দক্ষিণে বাটাইস্ক, ডন বাঁকের মাঝখানে ষ্টালিনগ্রাডের ১৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সিমলিয়ানস্কায়া ও ষ্টালিনগ্রাডের ৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে ডনের পশ্চিম পারে ক্লেটসকায়াতে সব চেয়ে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ক্লেটসকায়াতে ৩০ হইতে ৫০ মাইল সীমান্তে জার্ম্মাণ পদাতিক, অশ্বারোহী, ট্যাঙ্ক গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনী বিপুল বেগে যুদ্ধ চালাইয়া ডন নদীর ডান দিকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া শত্রু ঘাঁটি গাড়িতে চাহিতেছে। তাহা হইলেই পরবর্ত্তী আক্রমণের পথ সহজ হয়। কিন্তু লালফৌজ জার্ম্মাণদের এ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য পাল্টা আঘাত হানিতেছে। লাল বিমান বহর জার্ম্মাণদের ঘাঁটির উপর অজস্র বোমা বর্ষণ করিতেছে। দক্ষিণ ডনের যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর জার্ম্মাণরা এই প্রথম সব চেয়ে বেশী প্রতিরোধ পাইতেছে। একটি রুশ বাহিনী পর পর ১৬টি আক্রমণ ঠেকাইয়া দেড় হাজার জার্ম্মাণকে নিহত করিয়াছে ও একশ গাড়ী যুদ্ধের মসলা দখল করিয়াছে। একটি লাল ট্যাঙ্ক বাহিনী ১১৩ নং জার্ম্মাণ বাহিনীকে কয়েক মাইল হঠাইয়া দিয়াছে।

সিমিলিয়ানস্কায়াতেও লাল ফৌজ দৃঢ় ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে, ফলে জার্ম্মাণদের গতি কতকটা রোধ হইয়াছে। কয়েকবার কয়েকটি জার্ম্মাণ অটোমেটিক রাইফেল ও ট্রেঞ্চ মর্টার বাহিনী ডন পার হয় কিন্তু কয়েকবারই লাল ফৌজ তাহাদের নিশ্চিহ্ন করে। শুধু একটি স্থানে জার্ম্মাণরা সেতু বাঁধিতে সমর্থ হয় বটে কিন্তু এখানেও লাল ফৌজ তাহাদের গতি রোধ করে।

বাটাইস্ক অঞ্চলে তিন দিকে জার্ম্মাণ আক্রমণ সুরু হইয়াছে—দক্ষিণ পশ্চিমে টাগানরোগ উপ-সাগরের দিকে, দক্ষিণে জেজা নদীর দিকে, দক্ষিণ পূর্ব্বে রষ্টোভ ষ্টালিনগ্রাড রেলপথের দিকে। বহু রুমানীয় ও হাঙ্গারীয় সৈন্য জার্ম্মাণরা এই সীমান্তে আমদানী করিয়াছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা লাল ফৌজের একটি ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় অবশ্য জার্ম্মাণদের এগার শত সৈন্য মারা যায় ও ১৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়।

ভোরোনেজে এখনও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণরা এখানে ফিনিশ সৈন্য আমদানী করিতেছে। কিন্তু তবুও আঁটিয়া উঠিতেছে না। বহু স্থান লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে।

সোভিয়েট যুদ্ধ আজ এক মহাসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ওদিকে মিশর সীমান্তে বৃটিশ বাহিনী উত্তর দিকে খানিকটা পিছু হটিয়াছে। জার্ম্মাণ বোমারু বিমান আলেকজান্দ্রিয়া, কাইরো ও সুয়েজ অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করিতেছে। রোমেল বাহিনী দ্রুত সুয়েজের দিকে আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিবে। চীন সীমান্তেও নাকি জাপানীরা সৈন্য, সামন্ত, মাল মসলা যথেষ্ট পরিমাণে উত্তর দিকে লইয়া চলিয়াছে। সাইবেরিয়া আক্রমণ হয়ত আসন্ন।

বৃটিশ বিমান জার্ম্মাণীর হামবুর্গ, ডুসেলডর্ফ প্রভৃতি সহরে যথেষ্ট বোমাবর্ষণ করিতেছে, অধিকৃত ফ্রান্স, হল্যাণ্ডেও বোমা ফেলিতেছে কিন্তু এখনও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইল না। বৃটীশ কর্ত্তারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্বন্ধে গোপনতার দোহাই দিয়া চাপিয়া যাইতেছেন। ক্রিপ্‌স্ বলিয়াছেন তাঁহাদের নাকি ফ্রণ্ট খোলার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আর কত দেরী? বিশ্বের জনগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বিশ হাজার মজুর, ছাত্র, নারী, জনসাধারণ এক কণ্ঠে দাবী করিয়াছে—দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল। ২।৮।৪২

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন ক'রব; রহমান জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, হিন্দু-মুসলমান একতার কথা বল্লেন এবং কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য বিশেষ করে বল্লেন। এই সময় জনতার মধ্যে রব উঠলো কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মুফ্‌ফর আহ্‌মদকে অবাধে চলা ফেরার স্বাধীনতা দাও, কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসি-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি দাও। মিশির ও জহুর যুদ্ধ জয়ের জন্য শ্রমিকদের দাবী মেটানো, খাদ্য দ্রব্যের অভাব মোচন ও দাম নিয়ন্ত্রণের দাবী জানালেন। মিশিরজী বল্লেন যে বেআইনী অবস্থাতে পার্টি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়েছে এখনও লড়বে কারণ এ পার্টি জনগণের পার্টি। এর পরে মাইক থেকে কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী এই শ্লোগান-গুলি দিলেন: এ দেশ আমাদের, দেশ রক্ষায় প্রস্তুত হও। জাপানী আক্রমণ আসন্ন, জাপানীকে রুখতে হবে, রুখতে হলে ঐক্য চাই, জাপানী রুখে স্বাধীন হও। কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করা জনগণের জয়, কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্ত কর। এর পরে পার্টিবক্তৃতা সুরু হল। বক্তৃতা করলেন কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী, ডাঃ রণেন সেন ও বঙ্কিম মুখার্জী। কমরেড সরোজ মুখার্জীর বল্লেন যে পার্টি বৈধ হওয়া সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহ নয়, জনগণের জয়, পার্টি গত ১৬ বছর ধরে আইনী বেআইনী সব অবস্থাতেই জনগণের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে—আজো পার্টির নীতি: শ্রমিক, কৃষক, জনসাধারণের স্বার্থে ফাসিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভের ভিতর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ফাসিজম-বিরোধী সংগ্রাম ছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের অন্য কোন পথ জাতির কাছে নাই। পার্টির পথ জনগণের পথ। কমরেড রনেণ সেন বল্লেন: আমরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম করব এবং ফাসিজমের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি ক'রব। পার্টি আমলাতন্ত্রকে আপ্যায়িত করবে না, জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধ শক্তিকে চূর্ণ করবে—বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনীতি জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে; এই রাজনীতির আমরা বিরোধী, কিন্তু কংগ্রেস আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি, এই ভিত্তিকে দৃঢ় করে কংগ্রেস-লীগ একতার দ্বারা জাতীয় একতা প্রসারিত করব। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বল্লেন আমাদের দেশের যা কিছু মহৎ, যা কিছু উচ্চ তাকে আমরাই বহন করে চলব; জাপানীকে রুখে স্বাধীন হতে হবে। এই যুদ্ধই ভারতের জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধ।

সভাপতি কমরেড রাহুলজী বিহারের পার্টি ও কৃষকদের পক্ষ থেকে বাংলা কমিটিকে অভিনন্দিত করলেন এবং বল্লেন যে জনগণের চাপে কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হয়েছে, কিন্তু সব কমিউনিষ্ট এখনো ছাড়া পাননি। সকলেই জানে কমিউনিষ্টদের থেকে ফাসিজমের বড় শত্রু আর কেহ নেই। ফাশিজমকে ধ্বংস করার জন্য জাতীয় ঐক্য, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই। এই ঐক্য গড়ার জন্য আমরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবনা, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করব। এ মুক্তি যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত।

এর পর বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন মজমদার সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠে বলেন যে বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এখনো সব কমিউনিষ্টরা ছাড়া পান নি, এখনো অনেকে গতিরুদ্ধ। পার্টি বৈধ হয়েছে বলে শ্রমিক কৃষকের তথা কথিত একদল নেতারা যে পার্টির নামে কুৎসা রটনা করছেন আজ এই বিরাট সভায় তাদের একজনের মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। তারা আজ এখানে দাঁড়িয়ে শুনে গেলে পারতেন, কমিউনিষ্টরা অত্যন্ত সরল, দৃঢ় ও নির্ভিক ভাবে তাদের জাতীয় কর্ত্তব্যের কথা ঘোষনা করলেন—কঠিন দায়িত্ব পালনে তাদের সংকল্প জানালেন। এর পরে জাপ-বিরোধী সংগীতের পর সভার কার্য্য শেষ হ'ল।

৬ই আগষ্ট জাতীয় দাবী দিবস

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি, সি, যোশী সমস্ত কমিউনিষ্টদিগকে জাতীয় দাবী সমর্থনের জন্য আগামী ৬ই আগষ্ট সর্ব্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই দিন সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া "কমিউনিষ্টরা ও কংগ্রেস" (গত সংখ্যায় "জনযুদ্ধ") প্রবন্ধ ও "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট ভারতের কমিউনিষ্টদের খোলা চিঠি" অনুযায়ী সর্ব্বত্র জাতীয় দাবী প্রচার করুন। রিপোর্ট জনযুদ্ধ অফিসে পাঠান।

সম্পাদকীয়

কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী কর

ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল।

১৫ বৎসর আগে জাতীয় সংগ্রামের ভিতর দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হইয়াছিল। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আগুয়ান্ হইয়া চলিয়াছে। সরকারের দমন নীতি তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, সুবিধাবাদীদের কুৎসা রটনায় তাহার শক্তি হ্রাস পায় নাই, ভয়ে কিংবা লোভে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা কখনও স্বাধীনতার পতাকার অসম্মান করে নাই, শত্রুর আক্রমণ যখন যেখানে সবচেয়ে তীব্র এবং মারাত্মক, কমিউনিষ্টরা তখন সেইখানে আগু হইয়া মাথা বাড়াইয়া দিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে মুক্তি-সংগ্রাম চলিতেছে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে বীর শহিদেরা আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ, তাহারই ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যখনই নৈরাশ্য, অবসাদ ও অনিশ্চয়তার কালো ছায়া বিস্তৃত হয়, তখনই কমিউনিষ্টরা মার্ক্সবাদের পতাকার নীচে বিপ্লবী স্বদেশ প্রেমের আলোক জ্বালিয়া অগ্রসর হইয়া চলে এবং সকলকে পথ দেখায়।

তাই সাম্রাজ্যবাদ শুরুতেই এই পার্টিকে তাহার প্রধান শত্রু বলিয়া চিনিতে পারে। ১৯২৭ সালে পার্টির গোড়া পত্তন হয়, ১৯২৯ সালে আরম্ভ হয় দমন এবং নির্য্যাতন। পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সেই সময় বিখ্যাত মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখনও সরকারীভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই, কিন্তু দমননীতির চাপে কমিউ-নিষ্টরা তখন হইতেই আইন-শৃঙ্খলার প্রহরীদিগকে ফাঁকি দিয়া গুপ্তভাবে পার্টি সংগঠন পরিচালনা করিতে আরম্ভ করে। নির্য্যাতন করিয়া কমিউনিজম ধ্বংস করা যায় না; বিশ্বের ইতিহাসে বার বার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, ভারতের ইতিহাসেও সেই সত্য প্রকট হইয়া উঠিল। ১৯২৯ হইতে ১৯৩৪ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন, জাতীয় সংগ্রাম, কৃষকের জাগরণ ও ছাত্র সমাজের প্রগতিশীল অভিযানের মধ্য হইতে বাছা বাছা কর্ম্মী আসিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি বাড়াইল। আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির রণধ্বনি উঠিল স্বাধীনতার জন্য আপোষবিহীন, বিরামবিহীন সংগ্রাম চাই। সাম্রাজ্যবাদ বুঝিতে পারিল তাহার শত্রু বাড়িতেছে, তাই ১৯৩৪ সালে সরকারী ঘোষণা বাহির হইল—কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করা, কমিউনিষ্ট পার্টিতে কাজ করা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নামে প্রচার কিংবা আন্দোলন করা আইনতঃ নিষিদ্ধ।

তাহার পর ঘটনাবহুল আটটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই আট বৎসরের মধ্যে দেশে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে; দৃঢ়তায়, বিপুলতায় ও গভীরতায় উহা শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে পা দিয়াছে। যে কমিউনিষ্ট পার্টি এতদিন সমাজতন্ত্রবাদে অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের একটী ছোট গোষ্ঠী ছিল, তাহাও এই আট বৎসরে দমননীতির আঘাতের মধ্য দিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় কঠোর নিষ্পেষণেও সে শক্তি নষ্ট হয় নাই। এই আট বৎসর শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্য হইতে অবিশ্রান্তভাবে দাবী উঠিয়াছে—কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর। এই সময় এ দাবী শুধু কমিউনিষ্টদের দাবী ছিল না, এ দাবী ছিল জনগণের সর্ব্বসাধারণের দাবী। রাস্তার মিছিলে, সম্মেলনের মণ্ডপে, সংগঠনের প্রচারপত্রে, সকল স্থানেই এই দাবী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণধ্বনি আকারে দেখা দিয়াছিল। কমিউনিষ্ট পার্টিকে আইন সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইল, কারণ জনগণ বুঝিল যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সাম্রাজ্যবাদ জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদের জাতীয় দাসত্ব চিরস্থায়ী করিতে চাহিতেছে।

আট বৎসর পরে আজ কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইহা জনগনেরই জয়লাভ।

কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা কেন তুলিয়া লওয়া হইল? পার্টি কি তাহার অতীতের গৌরবময় পথ ছাড়িয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদের সাথে সন্ধি করিয়াছে? কমিউনিষ্ট পার্টি কি জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছে? যে কমিউনিষ্ট পার্টি এতদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ছিল সে কি আজ স্বাধীনতার শত্রুদের শিবিরে যোগ দিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ উঠিত না, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির এই অধিকার লাভে যাহারা সুখী হইতে পারে নাই, তাহারা জনগণের মন বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ প্রশ্ন তুলিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা, কারণ কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মপন্থা তাহাদের সুবিধাবাদের পথে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, রাজনীতিক্ষেত্রে জনগণের সম্মুখে তাহাদের মুখোষ খুলিয়া দিয়া ভণ্ডামির চেষ্টা পণ্ড করিয়া দেয়। কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, সুবিধাবাদীদের কুৎসা রটনাও তেমনি ভাবেই ব্যর্থ হইবে। বৈধভাবে কাজ করিবার যে অধিকার কংগ্রেসের আছে, কমিউনিষ্টরা তাহারই একাংশ মাত্র লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়াছে, জনগণের কাছে তাহারা উপহাসের পাত্র। তবু যে প্রশ্ন তাহারা তুলিয়াছে তাহার উত্তর আছে।

জাপানের দস্যু সৈন্যবাহিনী বর্ম্মার সীমান্তে ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। জার্ম্মাণ দস্যু বাহিনী ককেসাসের ভিতর দিয়া প্রাচ্যে আসিবার জন্য মরণপণ যুদ্ধ করিতেছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার একমাত্র রাস্তা ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা, জনগণের শক্তি বাড়াইবার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা। ফাসিষ্ট দস্যুদের আক্রমণ রোধ করিয়া সোভিয়েট ও চীন শুধু নিজেদের নহে, ভারতের স্বাধীনতার পথও সুগম করিতেছে। ফাসিষ্ট আক্রমণে ইংলণ্ডের জনগণও বুঝিতে পারিয়াছে ভারতের স্বাধীনতার উপর ইংলণ্ডের স্বাধীনতা নির্ভর করে। তাই ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য যুদ্ধের পথে ভারতের যে কোন পার্টি ভারতীয় জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে, দুনিয়ার সকল দেশের জনগণ তাহার গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ দিবে। তাই ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর—এ দাবী শুধু ভারতবাসীর নহে, ইহা বিশ্বের জনগণের দাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সাম্রাজ্য-বাদের পক্ষে সে দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের এক বিষম সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। জনগণের শক্তি ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ জনগণ হইতে বহুদুরে, জনগণের আস্থা ও সমর্থন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদ অনুভব করিয়াছে যে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া জনগণকে যুদ্ধের জন্য সমবেত করা অসম্ভব। সাম্রাজ্যবাদ তাই কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু তবু কমিউনিষ্ট বন্দীদিগকে এক কালে মুক্তি দিতে চাহে নাই, কারণ সাম্রাজ্যবাদ ইহাও বুঝে যে কমিউনিষ্টদের শক্তি বাড়ানোর মানেই জনগণের শক্তি বাড়ানো। তাই আপাততঃ পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়া সব দেশের জনগণকে শান্ত করিয়াছে, কিন্তু শত শত কর্ম্মীর উপর এখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখিয়া দিয়াছে। সভা-মিছিলের অধিকারও বন্ধ রাখিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই উপলক্ষে চাপ দিয়া কমিউনিষ্টদের নিকট হইতে রায়পন্থীদের মত বশ্যতা আদায় করা। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—আমরা জনগণকে বর্জ্জন করিব না, কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদীদের শিবিরে যোগদান করিব না, ভারতবাসীর জাতীয় স্বার্থেই ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিব। সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত হইবে না।

এই লক্ষ্য লইয়া কমিউনিষ্ট পার্টি আজ অনমনীয় ভাবে অগ্রসর হইবে। নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাওয়ায় আজ পার্টির কর্ম্মীদের দায়িত্ব শতগুণে বাড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্য, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য, জাতীয় ঐক্যের জন্য কমিউনিষ্টদিগকে আজ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিরাট জাতিকে ফাসিষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কাজে সফলতা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পার্টির গণভিত্তি বাড়াইতে হইবে, পার্টিকে সমগ্র শোষিত জনগণের পার্টিতে পরিণত করিতে হইবে। এ কাজ অবসর সময়ের কাজ নহে, ইহার জন্য প্রত্যেক কর্ম্মীকে ২৪ ঘণ্টা পার্টির কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, মৃত্যু বরণ করিবার জন্য দিবারাত্র প্রস্তুত থাকিবে হইবে। ষ্টালিনের পার্টি আজ যে শক্তি ও বীরত্ব লইয়া পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সামরিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করিতেছে, ভারতের কমিউনিষ্টদিগকে সাহসে, বীরত্বে ও আত্মত্যাগে তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে। কমিউনিষ্টদের লালপতাকা, সোভিয়েট, চীন ও ইউরোপের পদানত দেশসমুহের লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে, ভারতে যেন সে পতাকার অসম্মান না হয়। পনের বৎসর পর আজই প্রথম সুযোগ আসিয়াছে ভারতের পার্টিকে লেনিন এবং ষ্টালিনের পার্টিতে পরিণত করিবার। এই সুযোগ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে জাতির ভাগ্য পরীক্ষার স্থানে পার্টিকে জনগণের পুরোভাগে স্থাপন করিতে হইবে।

নারী-আন্দোলন

বাংলার নারী আজ আর ঘরের কোণে অসহায়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া নাই। বাংলার নারী মাথা তুলিতেছে, ফাসিষ্ট-বিরোধী চেতনায় জাগিয়া উঠিতেছে। জাপানের গোলামি তাহারা মাথা পাতিয়া নিবে না। জাপ-দস্যুদের রুখিবার জন্য তাহারাও সংঘবদ্ধ হইতেছে।

নোয়াখালি—চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর, বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী জেলা নোয়াখালীতে জাপ আক্রমণের বিপদ বাড়িয়া উঠিয়াছে। নোয়াখালীর নারী সমাজ এই আসন্ন বিপদের চেতনায় জাগিয়া উঠিয়াছেন। জাপানকে রুখিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইতেছেন।

গত ১৭ই জুলাই বাংলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট মহিলা নেত্রী কমরেড মণিকুন্তলা সেনের সভানেত্রীত্বে চৌমুহনীতে নোয়াখালী জিলা ফাসিষ্ট-বিরোধী মহিলা সম্মেলন হয়। জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এক হাজারের উপর মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুমতি মজুমদার অভিভাষণে জাপানী-ফাসিষ্টদের বর্ব্বরতার কথা উল্লেখ করেন ও নারী সমাজকে সংঘবদ্ধ হইয়া জাপানীদের রুখিতে বলেন। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে চীন ও রুশ নারীর বীরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহাদেরই মত আমাদেরও আত্মরক্ষায় দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, গ্রামে গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করিতে হইবে। কংগ্রেস-লীগ একতা, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, বন্দী মুক্তি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত সভ্যাগণকে লইয়া **চৌমুহনী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি** গঠিত হয়—সুমতি মজুমদার, ফুল্লনলিনী সেন, সবিতা মজুমদার, হাসি বসু, সাবিত্রী দেবী, নীহারকণা দাস, ফুল্লনলিনী সাহা, রেণুকা মজুমদার (আহ্বায়িকা)।

কংগ্রেস মহিলা সাবকমিটি—গত ১৭ই জুলাই শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী দেবীর সভানেত্রীত্বে নিম্নলিখিত সভ্যাগণকে লইয়া নোয়াখালি জিলা কংগ্রেস মহিলা সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে—গিরিজাসুন্দরী মজুমদার, কিরণবালা রায়, হাস্যময়ী বসু, রেণুকা মজুমদার, সুশীলাবালা মিত্র, নীলু সুর, সীমা ভরদ্বাজ, কিরণবালা দেবী, তরুবালা রায়, জ্যোতিবালা দেবী (আহ্বায়িকা)।

দিনাজপুর—গত ১২ই জুলাই সহরের কালীতলা মহল্লায় জিলা কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় ও জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে একটি মহিলা ফার্স্ট এইড শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে আর্য্যপুস্তকাগার গৃহে ২৬ জন মহিলা লইয়া উক্ত কেন্দ্রের প্রাথমিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রতি রবিবার অধিবেশন হইবে।

মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ অফিসার ডাঃ অমলেন্দু চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানেও আর একটি মহিলা ফার্স্ট-এইড কেন্দ্র কংগ্রেস প্রাঙ্গণে খোলা হইয়াছে। সহরে মহিলাদের ভিতর বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু সভাসমিতিই নয় সংগঠনের দিকেও তাঁহারা মন দিয়াছেন।

মাদারীপুর—মাদারীপুরের মহিলারাও জাপ-বিরোধী চেতনায় জাগিয়া উঠিয়াছেন, সংঘবদ্ধ হইতেছেন। বহু বিশিষ্টা মহিলার উপস্থিতিতে মাদারীপুর আদালত পাড়ায় মহিলাদের একটি সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত মহিলাদের লইয়া একটি মহিলা রক্ষা সমিতি গঠিত হয়—শ্রীযুক্তা সুখদা সেন গুপ্তা (সভানেত্রী), সুহাসিনী ঘোষ (সহ-সভানেত্রী), লাবণ্যপ্রভা মুখার্জ্জী (সহ সভানেত্রী), মলিনা বিশ্বাস (সম্পাদিকা), ইন্দুবালা চ্যাটার্জ্জী (যুগ্ম সম্পাদিকা), স্নেহলতা ঘোষ (কোষাধ্যক্ষা), অমিয়া রায় চৌধুরী, বিজলী গুহ, নীহার ঘোষ, আশালতা ঘোষ, সাধনা বোস।

সুনামগঞ্জ—শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ সহরের উপকণ্ঠে জগন্নাথপুর গ্রামে গত ১৭ই জুলাই শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা জনরক্ষা বাহিনী গঠনের সভা হয়। শ্রীযুক্তা সুষমা পুরকায়স্থ জনরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তৎসম্পর্কে কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

জনযুদ্ধ পাঠিকা চক্র—নোয়াখালি জিলার ধলিয়া হইতে 'জনযুদ্ধ পাঠিকা চক্রের' সম্পাদিকা বেলা কর জানাইয়াছেন :—আমরা 'জনযুদ্ধের' নিয়মিত পাঠিকা। সমগ্র দুনিয়ার ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে "জনযুদ্ধ" যে পথ দেখাচ্ছে, উহাই ঠিক পথ। বাংলার তথা ভারতের নরনারী সে পথে এগিয়ে চলুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

[ময়মনসিংহ জিলার ভুলসোমার শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না ব্রহ্ম, জলি ব্রহ্ম ও সরোজ সরকার, ধলিয়া জনযুদ্ধ পাঠিকা চক্রের বেলা কর ও অন্যান্য স্থানের অনেক মহিলা কর্ম্মী আমাদের জানিয়েছেন, নারী আন্দোলন সম্পর্কে 'জনযুদ্ধে' নিয়মিত খবর লিখতে, নারী আন্দোলনের ধারা, নারীদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। তাঁদের এই সব প্রস্তাবে আমরা খুবই খুসী হয়েছি। আমরা আশা করি বিভিন্ন জিলার নারী কর্ম্মীরা এইভাবে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে 'জনযুদ্ধকে' সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করবেন।

এই সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার, বিভিন্ন সংখ্যা জনযুদ্ধে আমরা রুশিয়ার নারী গরিলাদের কাহিনী ও বাংলার নারী আন্দোলনের খবর দিয়েছি। বিভিন্ন জিলার নারী কর্ম্মীরা যদি নারী আন্দোলনের নিয়মিত খবর পাঠান, নারী সমস্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ, প্রস্তাব প্রভৃতি পাঠান তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।—জনযুদ্ধ সম্পাদক।]

বাংলার দিকে দিকে কৃষক, ছাত্র ও শিল্পীদের

প্রবল জাপ-বিরোধী আন্দোলন

জাপ-বিরোধী ছাত্র জাঠা

সরোজ হাজরা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার আমরা চলিলাম **নোয়াখালি**। মুহুরিগঞ্জ ষ্টেশনে আমরা পৌছিলে নোয়াখালি জিলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি, ছাত্র ও কৃষক কর্ম্মীগণ সহ শোভাযাত্রা সহকারে আমাদের অভ্যর্থনা করেন।

১৬ই জুন—**জয়পুর** : ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে জয়পুর গ্রামে স্থানীয় স্কুল মাঠে আজ সভা হয়। ভয় ছিল, বুঝি বা লোক কম হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আট শত কৃষক, ছাত্র ও মহিলা সভায় উপস্থিত হইলেন। চীনের পতাকা, ছাত্র ও রক্ত পতাকা তোলা হইল। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার পর জনসংগীত, জননাট্য ও প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী হইল। নোয়াখালির প্রথম দিন সফল হইল।

১৭ই জুন—**দারোগাহাট ও আমজাদহাট** : জয়পুর হইতে ১৬ মাইল দূরে আমজাদহাটে যাইবার পথে দারোগাহাটে প্রায় দুই শত কৃষকের এক সভায় আমরা বক্তৃতা দিলাম। আমজাদহাটে যাইয়া দেখি দেড় হাজার লোক জমায়েৎ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান জমিল না। লোকে মনে করিয়াছিল কোন তামাসা হইবে। দুঃখিত হইলাম, কিন্তু আমরা দমিলাম না, বুঝিলাম প্রচারের অনেক ঝুঁকি এখনও আমাদের মাথায়।

১৮ই জুন—**ফুলগাজি** : আমজাদহাটের বিষাদ কাটিল যখন ঢুকিলাম ফুলগাজি সহরে। স্থানীয় ছাত্র কর্ম্মীরা শোভাযাত্রা করিয়া আমাদের লইয়া যান। বিকালে হাইস্কুল ময়দানে সভা বসে। প্রায় সাত শত লোকের সামনে আমাদের অনুষ্ঠান হয়। সভাপতি ছিলেন মুশ্লিম লীগ কর্ম্মী খাজা আহম্মদ।

১৯শে জুন—**ধলিয়া** : ফেণী ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল হাঁটিয়া আমরা ধলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। প্রায় ৮ শত লোকের সামনে স্থানীয় স্কুল-প্রাঙ্গনে আমাদের অনুষ্ঠান হয়। মহিলারা উদ্বোধন সংগীত গাহিবার সময় কয়েকজন মৌলভী আপত্তি তোলেন ও সামান্য গোলমাল হয় কিন্তু সুখের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা শান্তভাবেই সভায় যোগ দেন।

২০শে জুন—**বসুরহাট** : হাঁটাপথে ও নৌকায় ধলিয়া হইতে ১১ মাইল দূরে বসুরহাটে আমরা উপস্থিত হই। সদ্য মুক্ত ছাত্রনেতা কমরেড মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য ছাত্র কর্ম্মীরা বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে আমাদের অভ্যর্থনা করেন। বিকালে সভার আগে ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া স্কুল মাঠে হাজির হয়। স্থানীয় এম, এল, এ এবং প্রভাবশালী কৃষক-প্রজা নেতা খান আমানুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে প্রায় ৩ হাজার হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট সভা হয়। জনসংগীত ও জননাট্য সবাই খুবই উৎসাহের সাথে শোনেন। আজকার অনুষ্ঠান খুবই সফল হয়।

পিপল্‌স্ ওআর স্কোয়াড

কলিকাতা—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র "পিপলস্ ওয়ার" বিক্রি ও প্রচারের জন্য গত ১৭ই জুলাই ছাত্রদের একটি স্কোয়াড বাহির হয়। কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তায় এই স্কোয়াড ঘুরিয়া আসে। স্কোয়াডের ধ্বনি ছিল : কিনুন কিনুন "পিপল্‌স্ ওয়ার"। পড়ুন পড়ুন "পি. ও."। জাপানকে রুখতে হবে, রুখবে কে ?—জনগণ ; জনগণের পত্রিকা "পি. ও."! কিনুন, কিনুন ইত্যাদি। ইহাতে রাস্তায় রাস্তায় বেশ ভিড় জমে। নানা লোকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। ৪৬ খানা কাগজ দেখিতে দেখিতে বিক্রি হইয়া যায়, অনেকে স্থায়ী গ্রাহক হইবার ইচ্ছা জানান।

বরিশাল—গত ২৪শে জুলাই স্থানীয় কমিউনিষ্ট ছাত্র ও কৃষক কর্ম্মীদের উদ্যোগে "পিপল্‌স ওয়ার" স্কোয়াড বাহির হয়। ইহাতে সহরে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ও উৎসাহ দেখা দেয়।

২১শে ও ২২শে জুন—**চৌমুহনী** : নৌকায় ২০ মাইল চলিয়া ২১শে জুন আমরা চৌমুহনী সহরে পৌছি। এইদিন আমরা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কোয়াড বাহির করিয়া পরদিন 'সোভিয়েট দিবস' পালনের প্রচার করি। ২২শে জুন বিকালে স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গনে আড়াই হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ সাহা। বহুদূর হইতে কৃষকরা সভায় যোগ দিতে আসেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, প্রায় ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া শোভাযাত্রা সহকারে বহু মহিলা সভায় উপস্থিত হন। সাফল্যের সাথে আজিকার সভা ও অনুষ্ঠান সারিয়া আমরা নোয়াখালি ভ্রমণ শেষ করি।

এইবার আমাদের **ত্রিপুরা** জিলায় যাইবার পালা।

২৩শে ও ২৪শে জুন—**বড়ুরা** : ২৩শে সন্ধ্যায় ত্রিপুরা জিলার লালমাই ষ্টেশনে পৌছিলাম। প্রায় তিন শত সুসংবদ্ধ কৃষক স্বেচ্ছাসেবক আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়া, আঁকাবাঁকা ৭ মাইল পথ ধরিয়া, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে আমরা জনসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বড়ুরা গ্রামের দিকে চলিলাম। কৃষকদের বাড়ীতেই আমাদের থাকিবার স্থান হইল। এইবার আমরা প্রকৃতই জনগণের মাঝে ডুবিয়া গেলাম। এখানে কৃষক কর্ম্মীদের অতুলনীয় প্রভাব ও জনপ্রিয়তা। এখানকার সাধারণ চাষী হইতে দোকানদার সবারই ভিতর রাজনৈতিক চেতনা দেখিলাম।

২৪শে জুন বিকালে এক বিরাট মাঠে সভার আয়োজন হইল। দুপুর হইতেই ৮।১০ মাইল দূর হইতে কৃষকরা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া সভায় উপস্থিত হইতে লাগিল। সভার আগে ৫টি ইউনিয়ানের সাড়ে তিন শত স্বেচ্ছাসৈনিক তিনটি ব্যাণ্ড দল সহ আমাদের "গার্ড অফ অনার" দেয় ও লাঠি সহযোগে বিভিন্ন কুচকাওয়াজ করে। এই অঞ্চলের বিশেষ প্রভাবশালী মুশ্লিম নেতা মৌঃ আব্দুল বারির সভাপতিত্বে সাড়ে তিন হাজার কৃষক ও মধ্যবিত্তের এক বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ছাত্র ও কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে আমাদের দুইটি মানপত্র দেওয়া হয়। অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সাথে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

২৫শে জুন—**গালিমপুর** : এখানেও কৃষক সমিতির অপূর্ব্ব প্রভাব ও জনপ্রিয়তা। এখানেও আড়াই শত স্বেচ্ছাসৈনিক আমাদের "গার্ড অফ অনার" দেয় ও কুচকাওয়াজ দেখায়। অনুষ্ঠানে প্রায় তিন হাজার কৃষক উপস্থিত হয়।

২৭শে জুন—**কালীকচ্ছ** : এই গ্রামটি ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু। এইখানেই প্রথম আমরা অধিকাংশ হিন্দু মধ্যবিত্তদের সমাবেশে আমাদের অনুষ্ঠান করি। অনবরত বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রায় এক হাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত করুণা নন্দী।

২৮শে জুন—**ব্রাহ্মণবাড়িয়া** : এইখানেই ছিল আমাদের ত্রিপুরা ভ্রমণের শেষ স্থান। স্থানীয় ছাত্র কর্ম্মীরা অশেষ পরিশ্রম করিয়া সভার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। হটাৎ সকালে থানা হইতে স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ললিত বর্ম্মণকে ডাকাইয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক আদেশে জানান হইল সভার অনুমতি প্রত্যাহার করা হইয়াছে। শুধু এইখানেই শেষ নয়, আমাদের প্রচার জাঠার বিখ্যাত বক্তা কমরেড অরুণ ভট্টাচার্য্যকে বেলা ১টায় পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। অনুষ্ঠান আর হইল না। স্থানীয় ছাত্রকর্ম্মীগণ অদ্ভুত তৎপরতার সাথে আধ ঘণ্টার মাঝেই সহরের সর্ব্বত্র অরুণের গ্রেপ্তার ও সভা বন্ধের পোষ্টারে ছাইয়া ফেলিলেন। বিকালে বহু লোক সভাস্থলে আসিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

এতদিন আমরা দেখিয়াছি জনগণের মাঝে বিপুল উৎসাহ, জাপানকে রুখিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমরা উৎসাহ যোগাইতে যাইয়া নিজেরাও অনুপ্রাণিত হইয়াছি। বিশেষ একটা বাধা কোথাও পাই নাই। আজ দেখিলাম, জাপানকে রুখিবার পথে প্রচণ্ড বাধা আছে। নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্র আজও অতীতের জীর্ণ আসনে বসিয়া পথ রোধ করিতেছে।

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আবেদন

ফাসিষ্ট-আক্রমণের মুখে বিপন্ন স্বদেশের রক্ষাকার্য্যে যে সকল বাঙ্গালী লেখক ও শিল্পী তাঁহাদের সৃজনীশক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আমরা তাঁহাদের পরিপূর্ণ-সহযোগিতা কামনা করিতেছি। তাঁহারা যেন ফাসিষ্ট-বিরোধী গল্প, কবিতা, গান, নাটিকা, প্রবন্ধ, ছবি, কার্টুন প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া সংগঠনগত আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকা, সাহিত্য-সঙ্ঘ প্রভৃতিকেও আমরা সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছি। প্রেরিত রচনাদি মনোনয়ন ও প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করিতেছি।

বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক।

ফাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ

১।১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালীঘাট।

কৃষক সম্মেলন

বরিশাল—গত ৮ই ও ৯ই জুলাই উজিরপুরে বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে বরিশাল জিলা কৃষক সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় ৫ হাজার কৃষক ও জিলার বিভিন্ন স্থানের একশত জন কৃষক-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন এবং কমরেড নিরঞ্জন সেন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। প্রবল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সভাপতির অভিভাষণ শুনিবার জন্য কৃষকরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে থাকে। কমরেড মোমিন তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান যুদ্ধ ও কৃষকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী, বন্দীমুক্তি, সভা-শোভাযাত্রার স্বাধীনতা, কৃষক সমস্যার আশু প্রতিকার, জনরক্ষী বাহিনী গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিলা ছাত্র ব্রিগেড সম্মেলনে জননাট্য অভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া ১৯৪২-৪৩ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় :—সভাপতি পরিষদ—মুকুল সেন, হাছান আলি মোল্লা ও ডাঃ নলিনী দাস। সাধারণ সম্পাদক—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। সংগঠন সম্পাদক—সতী গাঙুলী, সভ্য—মৈজুদ্দীন, মাধব দত্ত, মানিক সেন প্রভৃতি।

হুগলী—গত ১৯শে জুলাই চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কৃষ্ণরামপুর গ্রামে হুগলী জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ধরণী গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫ হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। ফাসিষ্টবিরোধী জনসংগীত ও প্রাচীর চিত্রের ফলে জাপানী শাসনের নমুনা, যুদ্ধের স্বরূপ, ভারতবাসীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি কৃষকরা সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারেন। যুদ্ধ, কৃষকদাবী ও জিলা কৃষক সমিতির কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে তিনটি মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায়, অজিত বসু, মনোরঞ্জন হাজরা প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আর একটি প্রস্তাবে জেলার কর্ম্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। জলপাইগুড়ি জিলার কৃষক কর্ম্মী কমরেড কিশোরী রায়ের সর্পাঘাতে মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। ইউরোপে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার দাবী করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মস্কো বেতার শুনুন

মস্কো বেতারে হিন্দী ও পাঞ্জাবীতে বলা সুরু হইয়াছে। প্রতিদিন ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ৮-৩০ মিঃ, ২৫·৩৫ মিটারে বলা হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ও হিন্দীতে রাত্রি ৯ টায়।

বেশ ভালই শোনা যায়। আশে পাশের ষ্টেশন হইতে কিছু গোলমাল হয় বটে। কিন্তু সে সমস্ত ছাপাইয়া মস্কো হইতে ভারতীয় প্রচারকের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠে। তিনি ধীরে ধীরে বলেন ও ভালই বলেন।

মস্কো বেতার শুনিবার পর, দয়া করিয়া মস্কোতে একখানা চিঠি লিখুন। ঠিকানা—রেডিও সেণ্টার মস্কো, মস্কোসিটি, ইউ, এস, এস, আর। চিঠিতে এই বিষয়গুলি বিস্তৃত জানান : যে স্থান হইতে শুনিয়াছেন সেই গ্রাম বা সহরের নাম, কখন ও কোন তারিখে শুনিয়াছেন, কেমন শোনা গিয়াছে। সহজে বুঝিবার জন্য সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুও উল্লেখ করুন, আপনার মন্তব্যও লিখুন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দিল্লীতে একখানি চিঠি লিখুন, তাঁহারা যেন মস্কোর হিন্দী ও পাঞ্জাবী সংবাদ ভারতে রিলে করেন। এক্সিস বেতারের মিথ্যা প্রচার প্রতিরোধ করার জন্য সোভিয়েট-জার্ম্মাণ ফ্রন্টের এই সংবাদ যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা লিখুন।

আপনার বন্ধুদের মস্কো বেতার শুনিতে বলুন। সবাইকে উপরের ব্যবস্থা অনুযায়ী মস্কো ও দিল্লীতে চিঠি লিখিতে বলুন। আপনার বন্ধুর রেডিও থাকিলে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া **মস্কো শ্রোতা-গ্রুপ** গঠন করুন। সমস্ত স্বদেশপ্রেমিকদের ইহাতে যোগ দিতে টানিয়া আনুন। মজুর এলাকায় চা-ওয়ালার দোকানে রেডিও থাকিলে, তাহাকে মস্কো ধরিতে বলুন ও মজুরদের সেখানে জড় করুন।

পুস্তক সমালোচনা

এ যুদ্ধ আমাদের ঃ লেখক সুশীলকুমার বসু।

কমরেড সুশীল বসু এই বইখানার ভিতর কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানির পঞ্চম পৃষ্ঠায় "আমাদের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্নের" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—"ফ্যাসিবিরোধী বিশ্বসংগ্রামের সহিত ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত বলিয়াই এই সংগ্রামকে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।" বর্ত্তমান বিশ্বসংগ্রামের শ্রেণীগত বিশ্লেষণদ্বারা তিনি এই তথ্যের যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম বইখানির ৪৬ পৃষ্ঠায় নিম্ন উক্তির মধ্যে রহিয়াছে ঃ—

"এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু, বর্ত্তমানে ইহা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নহে। ইহার এক পক্ষ চাহিতেছে পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে এবং বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিতে…আর অন্যপক্ষে রহিয়াছে সোভিয়েটের নেতৃত্বে পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণ। তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে বিশ্বের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতা।"

কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সঠিক মর্ম্মব্যাখ্যা করিবার এই প্রশংসনীয় চেষ্টা সত্ত্বেও কমরেড সুশীলবসু সফল হইতে পারেন নাই। এ যুদ্ধ কেন আমাদের যুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অতিমাত্রায় আন্তর্জ্জাতিকতার আশ্রয় লইয়াছেন এবং ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ সৃষ্টি করা আমাদের কর্ত্তব্য কেন তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি মারাত্মক বিচ্যুতির উপকণ্ঠে পৌছিয়াছেন। "যে পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আমরা সরাইতে চাহিতেছি, সেই পথ বাহিয়া আরও শক্তিশালী, আরও নির্ম্মম কঠোর প্রভু আসিয়া হাজির না হয়," "আমরা যদি মুক্তি পাইবার জন্য বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে সেই ভুল মুক্তি সংগ্রামের ফলে আমাদের মুক্তি আসিবে না…তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে আমরা মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত ফ্যাশিবাদের কবলে পতিত হইলাম"—এই সমস্ত কথায় ভিতর ভুলধারণা সৃষ্টির বীজ রহিয়াছে। যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে এইভাবে মুক্ত হওয়া যায়! তাহাও যে যায় না অর্থাৎ ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করা ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন হইতে মুক্তিলাভ হয় না এই কথাই দেখানো দরকার ছিল। 'ফ্যাসিবাদ আরও খারাপ সুতরাং বর্ত্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কলহ করা স্থগিত রাখিতে হইবে।' এই কথা রায়বাদীরাই বলে, এ নীতি হইল জনগণকে ফ্যাসিবাদের ভয় দেখাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার পথে টানিয়া আনিবার পদ্ধতি। "ভারতের মুক্তি বিশ্বমুক্তির অন্তর্ভুক্ত" এবং "নিষ্ক্রিয়তা বাঁচিবার উপায় নহে" এই দুই পরিচ্ছেদের ভিতর লেখক ফরওয়ার্ডব্লকী মোহ দূর করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উদ্ধৃত উক্তির মত রায়বাদী শ্লোগান দ্বারা সে চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে। লেখকের উচিত ছিল "সাম্রাজ্যবাদ", "ফ্যাসিবাদ", "স্বাধীনতা" প্রভৃতি আইডিয়াগুলিকে কয়েকটি ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়বস্তু করিয়া তাহাদের তুলনামূলক বস্তুবিচারের রাস্তা না ধরিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ফাসিষ্টদের অভিযান এবং তাহার বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় যুদ্ধের দিকটা আরও উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরা। ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই আসিয়াছেন। "ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধই মুক্তিযুদ্ধ"—৭৮ পৃষ্ঠার এই কথাটিকেই আরও খোলসা করিয়া ধরা উচিত ছিল, অর্থাৎ এক্সিস শক্তিবর্গ যে নির্লিপ্তভাবে সোভিয়েট বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে না, তাহারা ভারতবর্ষ দখল করিতে আসিতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই যে আজিকার একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম এই দিকটা লেখকের সমস্ত ব্যাখ্যা ও বর্ণনার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই প্রতি পরিচ্ছেদে 'সাম্রাজ্যবাদ', 'ফ্যাসিজম', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক আইডিয়ার তুলনামূলক বস্তুবিচার। ফলে বইখানি জনগণের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টির অস্ত্র না হইয়া আত্মদ্বন্দ্ব নিরসনের যুক্তিমালায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই যুক্তিমালাও জনগণকে বুঝাইবার মত সহজ রাস্তা না ধরিয়া সন্দিগ্ধমনা দার্শনিকের ঘুর প্যাঁচের রাস্তা লইয়াছে।

"যুদ্ধ কি ভাবে শেষ হইবে"—এই পরিচ্ছেদটি বইখানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিচ্ছেদ। যুদ্ধ শেষে ইউরোপের দেশে দেশে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে সোসালিষ্ট সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য এই ধারণার পরিচয় দিয়া লেখক মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। এই ধারণা কমরেড ষ্টালিনের কোন বক্তৃতায়ই নাই, এ ধারণা কিং হলের নিউজ লেটার কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইয়াছিল। লেখক ষ্টালিনের বক্তৃতা হইতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত না লইয়া কিং হল হইতে লইয়াছেন। ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মার্ক্সীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে এ কথার কোন সমর্থন মিলে না। ফাসিষ্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের ঐক্য প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েটের প্রচেষ্টা। যুদ্ধের শেষে সোসালিষ্ট বিপ্লবের পথ সুগম হইতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু আজিকার সমস্যা ইউরোপে সোসালিষ্ট বিপ্লব নহে, আজিকার সমস্যা দেশে দেশে ফাশিষ্টবিরোধী গণতান্ত্রিক ঐক্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই যুদ্ধ শেষ হইলে জার্ম্মাণীতে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা হইবেই একথা যেমন অবাস্তব তেমনই ভেদ প্ররোচক। সোসালিষ্ট বিপ্লবের ধ্বনি তোলা ফাসিষ্ট বিরোধী ঐক্য স্থাপনের পদ্ধতি নহে।

সমস্তটা পড়িয়া বুঝা যায় যে লেখক ভালভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া বইখানি লেখেন নাই এবং ইহা জনগণের মধ্যে জনযুদ্ধের প্রেরণা সৃষ্টি করিবার কাজে বিশেষ আসিবে না, বরং পাঠকদের দৃষ্টি অতিদূরে অনেক অবান্তর তর্কের ভিতর লইয়া যাইবে। অবিশ্বাসী মনের সন্দেহ দুর না করিয়া আরও মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়াইবে। অবশ্য বইখানিতে কমিউনিষ্ট পন্থা অনুযায়ী বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কীয় অনেক ভালো কথাই আছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে 'এ যুদ্ধ আমাদের' নামক বই লিখিবার পক্ষে ঐটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। স্থানাভাবের অজুহাতও নাই, কারণ বইটী সুদীর্ঘ ১০৯ পৃষ্ঠার। এই রকম গুরুতর বিষয়ে তাড়াতাড়ি যেমন তেমন বই লেখার অপেক্ষা না লেখাই ভাল।

কমরেড অনন্তর সাহায্যে

বহরমপুরের কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্য কয়েক বছর ধরে যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী। অর্থের অভাবে চিকিৎসা ও পথ্য পাচ্ছেন না। প্রত্যেক কমরেড তাঁকে কিছু কিছু সাহায্য করুন। নিম্নলিখিত চাঁদার আমরা প্রাপ্তি স্বীকার করছি ঃ গুপ্ত—২৸০, মা ও বোন—১০৲, অনিল—২৲। সাহায্য জনযুদ্ধ অফিসে কিংবা "সনৎ রাহা, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ"—এই ঠিকানায় পাঠাবেন।

(৫ পৃষ্ঠার পর)

বুঝিলাম, জনগণকে স্বদেশপ্রেমে আরও জাগাইয়া তুলিয়া সংঘবদ্ধ করিতে না পারিলে, মিলিত জনগণের বিপুল চাপ না দিতে পারিলে জনযুদ্ধের পথে এ বাধা চূর্ণ করা যাইবে না।

ফাসিষ্টবিরোধী কমিউনিষ্ট ছাত্র নেতা আমাদের প্রিয় কমরেড অরুণকে কারা প্রাচীরের অন্তরালে রাখিয়াই আমাদের ত্রিপুরা ভ্রমণ শেষ করিতে হইল।

ইহার পর আমরা ময়মনসিংহ ও ঢাকায় যাই। এখানেও হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক, ছাত্র, যুবক, নর-নারীর সামনে আমাদের অনুষ্ঠান হয়। জনসংগীত, জননাট্য, বক্তৃতা, প্রাচীর চিত্র প্রদর্শনী হয়। হাজার হাজার লোকের ভিতর জাপানকে রুখিবার চেতনা জাগে। এই প্রথম ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হইলেও এবং শত ত্রুটির মধ্যেও আমাদের প্রচার জাঠার কাজ সফল হইয়াছে।

ছাত্র কমরেডদের প্রতি

সংগঠনই আন্দোলনের শক্তি

প্রশান্ত সান্যাল ও রমেন ব্যানার্জ্জি

গত কয়েকমাস ধরে আমাদের প্রদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে নূতন স্পন্দন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা খুবই আনন্দের কথা! কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কিছু নেই। ১৯৩৮ সালেও আন্দোলনের এমনি জোয়ার এসেছিল, কিন্তু ১৯৩৯ সালে যখন ভাটা পড়ল তখন দেখা গেল অনেক জলই নেমে গেছে। কেন এমন হয়েছিল? কারণ সেদিন আমরা শক্তিশালী উপযুক্ত সংগঠন গড়তে পারিনি। সেজন্য আমাদের অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে।

অতীতের সেই অভিজ্ঞতা মনে রেখে আজকার জনযুদ্ধের এই বিপ্লবী যুগে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ ছাত্র আন্দোলনের যে নূতন ঢেউ উঠেছে তাকে ঠিক পথে চালিত করা ও সংঘবদ্ধ করাই প্রধান কাজ। সেজন্য চাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতৃত্ব। আমাদের কাজ আজ এত বেশী, ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে আমরা চাই, প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহকুমায়, এমন কি প্রতিটি গ্রামে এই রকম দক্ষকর্ম্মী ও নেতা গড়ে উঠুক। কিন্তু নেতা হঠাৎ গজাবে না। আন্দোলনের ভেতর থেকেই নেতা গড়ে তুলতে হবে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাদেশিক ছাত্র নেতৃত্ব নিম্নলিখিত দুটি প্রধান কাজে হাত দিয়েছেন।

(১) আগষ্ট মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই একটী প্রাদেশিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, দু সপ্তাহ ধরে শিক্ষা চলবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে তিনটি বিভাগ থাকবে—(ক) রাজনীতিক-সাংগঠনিক। (খ) জাপ বিরোধী প্রচার ও প্রচারবাহিনী সংগঠন। (গ) স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠন। প্রত্যেক জেলা থেকে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে অভিজ্ঞ কর্ম্মী আসবেন। শিক্ষার্থীদের দু বেলা খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা আমরাই করছি। যাতায়াতের ভাড়া এবং হাতখরচ শিক্ষার্থীদের। প্রত্যেকের আট আনা ভর্ত্তি ফি। (বিস্তৃত বিবরণ প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশপত্রে দেখুন।)

(২) প্রাদেশিক সাপ্তাহিক মুখপত্র—

দু' সপ্তাহ শিক্ষা নিলেই আমাদের কাজ ফুরিয়ে যাবে না। এই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের এবং সাধারণভাবে প্রত্যেকটি জেলাকে নিয়মিতভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া, হিসাব নেওয়া এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তোলা বিশেষ দরকার। সে জন্য চাই একটি মুখপত্র। এই পত্রিকাটি "ছাত্র অভিযানের" মত হবে না। এর দৃষ্টি থাকবে প্রধানতঃ সংগঠনের সমস্যাগুলোর দিকে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার এবং ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং সেই অভিজ্ঞতা ও নীতির সামঞ্জস্য সাধন—এই হবে পত্রিকাটির কাজ। প্রথমে আমরা অত্যন্ত অল্প সংখ্যায়, ক্ষুদ্র কলেবরে (৪—৬ পৃঃ) এবং অল্পদামে (এক পয়সা বা দু পয়সা) বের করবার চেষ্টা করব।

একথা বলাই বাহুল্য যে প্রত্যেকটি জেলা যদি নিয়মিতভাবে তাঁদের কাজ, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্ট না করেন তাহলে মুখপত্র বের করা যায় না। এ বিষয়ে দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে বিভিন্ন জিলা গত ছ' মাসে প্রাদেশিক কেন্দ্রে যে যোগাযোগ রেখেছেন বা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তা আদৌ আশাজনক নয়। আজ এই জনযুদ্ধের যুগে এ অবস্থা আর একটা দিনও চলতে পারে না। এতে মুখপত্রও বের করা যাবে না। আপনারা সত্যিই প্রাদেশিক মুখপত্র চান কিনা তার প্রমাণ হবে এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আপনারা রিপোর্ট পাঠান কি না। যদি আমরা দেখি এই সপ্তাহ থেকে নিয়মিত রিপোর্ট আসছে, তাহলেই কাগজ বের হবে। যে সব জেলা কাগজ বের হবার আগে ও পরে নিয়মিত সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাবেন না, তাঁদের টাকা জমা থাকলেও কাগজ পাঠান হবে না এবং মেম্বরশিপ বই ছাপবার অনুমতি সেই সব জিলা থেকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতিকে করা হবে।

আমরা আশা করি যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র বাংলাদেশের ছাত্রকর্ম্মী এবং নেতারা সংগঠনের প্রতি এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবেন না। বিপ্লবী অভিনন্দন।

আলোচনা

জাপানী দ্বিতীয় ফ্রন্ট

১লা আগষ্ট লণ্ডনের খবর ঃ চুংকিংয়ের সামরিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে যে, জাপান অতি শীঘ্র সোভিয়েটকে আক্রমণ করিবে বলিয়াই চীনে তাহার যুদ্ধের কোনই তোড়জোড় দেখা যাইতেছে না। এমন কি তাঁহারা আন্দাজ পর্য্যন্ত করিতেছেন যে, ১৬ই আগষ্ট নাগাৎ সোভিয়েট-জাপান সংঘর্ষ সুরু হইবে। ৩০শে জুলাই চুংকিংয়ের সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন, মে মাস হইতে জাপানীরা টিয়েণ্টসিন-পুকো রেল ধরিয়া ক্রমাগত উত্তরে সৈন্য চালান করিয়াছে। শুধু হোনান প্রদেশ হইতেই চল্লিশ হাজার জাপানী সৈন্যকে সরাইয়া লইয়া মাঞ্চুরিয়া পাঠানো হইয়াছে। যে সব জাপানী উড়োজাহাজ সম্প্রতি চীনে চিকিয়াং অভিযানে লাগানো হইয়াছিল, এক মাস আগে সেগুলিকে সব মাঞ্চুরিয়ার মুকডেনে পাঠানো হইয়াছে। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় বর্ত্তমানে প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য ও এক হাজার বিমান জমা করিয়াছে মনে হইতেছে। তাছাড়া কোরিয়ার দুই ডিভিসন সৈন্যকে যে-কোন মুহূর্ত্তে ব্লাডিভষ্টক আক্রমণ করিবার জন্য হুকুনে তৈরী রাখা হইয়াছে। মার্কিণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্প্রতি অধিকৃত এলিউশিয়ন দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা দশ হাজারেরও বেশী সৈন্য নামাইয়াছে।

মার্কিণস্থ নিউজিল্যাণ্ড দূত ওয়াল্টার ন্যাশ বলেন যে, "উপযুক্ত সময় বুঝিবামাত্র জাপানীরা সোভিয়েটকে আক্রমণ করিবে।" বিলাতের ইয়র্কশায়ার পোষ্ট পত্র ২৮শে জুলাই লিখিয়াছে যে জাপানীরা রুশিয়ার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য ওত পাতিয়া আছে, এবং যেই রুশিয়া আরও চাপে পড়িবে অমনি জাপান আক্রমণ করিবে ইহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এদিকে সমস্ত ইয়োরোপের শক্তি নিংড়াইয়া আনিয়া মরিয়া হিটলার সোভিয়েটের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইতেছে। কিছুদুর পিছু হটিয়া এখন লাল ফৌজ স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। এবার সোভিয়েট বাহিনী খুবই সম্ভব হিটলারের অগ্রগতিকে বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু অগ্রগতি বন্ধ করিতে পারিলেও যতক্ষণ হিটলার সমস্ত শক্তি এদিকে নিয়োগ করিতে পারিবে ততক্ষণ বড় রকমের পাল্টা-অভিযান তথা জয়লাভ সম্ভব নয়। তাহার উপর জাপান যদি পিছন হইতে আঘাত করে তো সোভিয়েটের বিপদ যথেষ্ট।

সোভিয়েটের বিপদে নিজেদেরও বিপদ বুঝিয়া সমস্ত মিত্র দেশের জনসাধারণের মধ্যে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তারা কংগ্রেস অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গ্যানাইজেশন (মার্কিণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) মারফৎ রুজভেল্টের কাছে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার অস্ত্র-বারুদ কারখানার পঞ্চাশ হাজার মজুরের তরফ হইতে এই দাবী উঠিয়াছে, লণ্ডনের গোলাগুলি কারখানার হাজার হাজার স্ত্রী-শ্রমিক দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য সকল শক্তি নিয়োগের প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছেন।

বাক্যবীরগণ

কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও সমর নায়কেরা এখনও বক্তৃতা দিয়া ও নিজেদের গুণ নিজেরা গাহিয়াই বাজিমাৎ করিবেন ভাবিতেছেন। লেবর মন্ত্রী বেভিন তো, যাহারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাহিতেছে তাহাদের গালাগালিই দিয়াছেন, বলিয়াছেন "যুদ্ধ জয়ের ইহাই একমাত্র পথ নয়।" একমাত্র পথটী তবে কি তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুইজন সেনাপতি তাহা দেখাইয়াছেন। বোমা বর্ষণের কর্ত্তা স্যর আর্থার হ্যারিস ২৮শে এক বিরাট বক্তৃতায় জার্ম্মাণদিগকে শাসাইয়াছেন যে, বোমা ফেলিয়াই আমরা তোমাদের শেষ করিব। শুধু বোমা ফেলিয়া কোন দেশের যুদ্ধ ব্যবস্থায় যদি বিশেষ গণ্ডগোল আনা যাইত, তাহা হইলে প্রায় তিন বছর ধরিয়া উপর্য্যুপরি জার্ম্মাণ বিমান হানায় বিলাত এতদিন কাহিল হইয়া আসিত। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। কিছুদিন আগে লণ্ডনের খবরে জানা যায় যে গত শীতকালে বিলাতের কভেন্ট্রিতে খুব প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এক পক্ষের মধ্যেই সেখানকার ৮০ হাজার মজুরের ৭৭ হাজারই আবার কাজ সুরু করিয়া দিতে পারিয়াছিল। তা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর উপর কতই বা বিমান আক্রমণ হইয়াছে?

বিমান কর্ত্তার সঙ্গে পাছে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যান তাই নৌ-কর্ত্তা আলেকজাণ্ডার সাহেব ৩১শে জুলাই তাড়াতাড়ি বলিয়াছেন তাঁহারাও বড় কম নহেন, "শুধু বিসমার্ক জাহাজ ডুবানোই, জমিতে একটা বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করার সমান কাজ, কিন্তু পৃথিবী ইহার গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিল না!" নাৎসিরা আর্করয়াল ও হুড ডুবাইয়াছে, জাপানীরা প্রিন্স অব্ ওয়েলস ও রিপাল্‌স্ ডুবাইয়াছে—তাহারা তো তাহা হইলে দুটী করিয়া বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছে ধরিতে হইবে!

প্রতিক্রিয়ার মরণ-আক্ষেপ

জনযুদ্ধে নিজেদের মত ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দিকে জনগণ যতই দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে, জরাজীর্ণ রক্ষণশীলতা ততই নিজেদের শিথিল কামড়কে শক্ত করিবার জন্য ও জনগণকে ভুল বুঝাইবার জন্য শেষ প্রাণপণ চেষ্টায় তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি লর্ড সভা সম্প্রতি ভারতে ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অতি মাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে, লর্ডের পর লর্ড আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন যে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ভারত সম্পর্কে প্রস্তাবে ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকবচ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমেরিকা, বিলাত ও ভারতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতের স্বাধীনতার দাবীর বিরুদ্ধে অর্দ্ধ-সত্য ও অসত্য জোর প্রচার চলিয়াছে। আমেরিকায় ভারত-স্বাধীনতার দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ক্রিপস কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে এক বিকৃত বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, গান্ধীজি ভারতে মিত্র সেনাদল থাকা চান না, গান্ধীজী বলিয়াছেন ব্রিটিশ চলিয়া গেলে জাপানীরা ভারতে নাও আসিতে পারে ইত্যাদি। এই বলিয়া ক্রিপ্‌স আমেরিকা ও ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী মানা মানে যুদ্ধে জাপানীদের কাছে হারা। আমেরিও উহারই-প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অথচ কংগ্রেস প্রস্তাব পরিষ্কার বলিয়াছে যে, স্বাধীনতা পাইলে ভারত মিত্রশক্তির সৈন্যদের সহযোগিতায় অস্ত্র দিয়াই জাপানকে রুখিবে। মিথ্যা প্রচারের আর অন্ত নাই, এমন কি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস দাবীর বিরোধী —বিলাতের "স্পেক্টেটর" পত্রিকা এই মন্তব্য করিয়াছে। মার্কিণের "ওয়াশিংটন ষ্টার" লিখিয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতে ব্রিটিশ রাজের বড় সমর্থক!

আমলাতন্ত্র বনাম ভারতবাসী

একদিকে জনসাধারণকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা, অন্যদিকে কংগ্রেসকে ভয় দেখানো। ক্রিপ্‌স বলিয়াছেন, আমাদের কর্ত্তব্য "জাপানীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযানের ভিত্তিরূপে ভারতকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হইবে, তার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা দরকার তা আমরা নির্ভয়ে লইব।" আমেরি বলিয়াছেন এখন গবর্ণমেন্টের ভার আমরা ছাড়িয়া দিলে যুদ্ধের সর্ব্বনাশ হইবে।

যুদ্ধের ভার তো আজ প্রায় তিন বছর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হাতেই আছে—এবং যে-ভাবে তাঁহারা এই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাহার পরেই তো আজ পূর্ব্বে জাপানী দংষ্ট্রা ভারতের উপর উদ্যত হইয়াছে, পশ্চিমেও হিটলারের মুখব্যাদান দেখা যাইতেছে। পশ্চিমে সোভিয়েটই হিটলারকে ভারতে আসিবার পথ হইতে ঠেকাইতেছে, পূর্ব্বে চীনই এতদিন জাপানকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। এখানকার স্থানীয় আমলাতন্ত্রের যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতার চাইতে ভারতীয়দের যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতা কম কোথায়? ২রা আগষ্ট বর্ম্মা-প্রত্যাগত একজন ব্রিটিশ সৈন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একটী ছোট্ট চিঠিতে লিখিয়াছেন, "বর্ম্মায় আমার অভিজ্ঞতা হইল যে, আমরা ১৯৪২ সালের যুদ্ধে ১৯১৭ সালের অস্ত্র লইয়া ১৮০০ সালের কায়দায় লড়িতেছি।" ভারতবাসী পরিচালন-ক্ষমতা পাইলে ইহার চেয়ে অনেক ভালভাবেই যুদ্ধ চালাইতে পারিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতবাসীকে প্রাণান্ত প্রতিরোধে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উদ্দীপিত করিতে পারিবে। তবেই ভারত "জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের ভিত্তিরূপে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল থাকিবে।"

একতাই প্রতিরোধের শক্তি

চাহিয়া আমাদের দাবী পাওয়া যাইবে না বলিয়া তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আমরাও কি নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিব না, নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডাকিয়া আনিব? কংগ্রেস নেতৃত্ব তথাকথিত সংগ্রামের সঙ্কল্প করিয়া সেই ব্যবস্থাই করিতেছেন। "সংগ্রাম" করিয়া আমাদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরা যদি আজ জেলে গিয়া বসিয়া থাকেন তো এই আমলাতন্ত্রের হাতেই দেশবাসীকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে, মালয় ও ব্রহ্মদেশের মত অবস্থা আমাদের ভাগ্যে জুটিবে। আজ সমস্ত ভারতীয় জাতি যদি চীন জাতির মত ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, তাহার সমস্ত নেতা যদি আজ জাপানী প্রতিরোধের ঐক্যে সমস্ত দেশবাসীকে দৃঢ়-সংবদ্ধ করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতে পারেন, তবেই আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ হইতেও আমরা মুক্ত হইতে পারিব, জাপানীকেও রুখিতে পারিব, সমস্ত মিত্রজাতির জনগণের সক্রিয় সমর্থনও লাভ করিতে পারিব।

জিন্নার ইঙ্গিতে সাড়া দাও!

সমস্ত জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠাই এই মুহূর্ত্তের চরম দাবী, অথচ কংগ্রেস নেতৃত্ব ঐক্যের জন্য এতটুকুও চেষ্টা করিতেছেন না, স্বাধীনতা পাইলে তবে ঐক্য হইবে বলিয়া লোককে ভুল বুঝাইতেছেন—যেন ঐক্য বিনাই স্বাধীনতা পাওয়া যায়! গান্ধীজি বলিয়াছেন ব্রিটিশ চলিয়া গেলে তারপর ভারতের বিভিন্ন দল এক মত হইয়া সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে। ইহার জবাবে জিন্না সাহেব ৩১শে জুলাইয়ের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "এখনই সেই এক মত হওয়ার বাধা কি? ব্রিটিশ থাকা পর্য্যন্ত কোনরূপে এক মত হওয়া যায় না ইহা ছেলেমানুষি কথা।… মিঃ গান্ধী শুধু মুসলমানদের দাবী অস্বীকারই করেন নাই, তিনি মুসলমানদের জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ না করিয়াই একটী আন্দোলন সুরু করিতে যাইতেছেন—যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যেমন করিয়া হোক পাকিস্তানের দাবীর আলোচনা বন্ধ করা, তথা ঐ দাবী ধ্বংস করার মত অবস্থা সৃষ্টি করা।"

মিঃ জিন্নার শেষ কথাটী ঠিক নয় সত্য—কিন্তু এখনই একমত অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হইবার যে ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন—সেই ইঙ্গিতকে হাত বাড়াইয়া আমরা গ্রহণ করিব না কেন? এ, আই, সি, সির আগামী অধিবেশনে নিষ্ফল ও আত্মহত্যাকারী সংগ্রামের তুমুল তর্ক না তুলিয়া জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার মহান্ সঙ্কল্প গৃহীত হোক। জগৎনারায়ণ লালের ক্ষতিকর "অখণ্ড ভারত" প্রস্তাব যদি এই অধিবেশনে বর্জ্জন করা হয় এবং লীগের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ভারতের মুসলিম সমাজ ইঙ্গিত পাইবে যে, কংগ্রেস সত্য সত্যই মুসলমানদের ন্যায্য দাবী মানিয়া সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চায়। ভারতের মুসলমানেরাও হিন্দুদের মত সমানভাবেই স্বাধীনতাকামী—এই নূতন ইঙ্গিতের ভিত্তিতে দুই সম্প্রদায় যদি নিকটতর হয় তো পরে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি উদীয়মান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে ভারতে দৃঢ়তম ও বিস্তীর্ণতম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—কি জাপানী দস্যু, কি আমলাতন্ত্র উভয়ের বিপক্ষেই আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। ২।৮।৪২

Regd. No. C. 2836

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি। সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বন্ধনের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ বার বার ভারতকে ভাষা দিয়াছে। ভারতের জাতীয়তার উপর ইলিনর র‍্যাথবোনের উদ্ধত উক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুশয্যা হইতেও রবীন্দ্রনাথের তীব্র উত্তর ধ্বনিত হইয়াছিল,…"১৯৩১ সালে দুশো বছর বৃটিশ শাসনের পরও ভারতের শতকরা মাত্র একজন ইংরেজী জানে, অথচ সোভিয়েট রুশে ১৯৩২ সালে, মাত্র ১৫ বছর সোভিয়েট শাসনের পর তার শতকরা ৯৮ জন ছেলেমেয়ে শিক্ষিত। যে ব্রিটিশ দুশো বছর ধ'রে আমাদের দেশের টাকার সিন্দুক আগলে বসে আছে এবং আমাদের সম্পদ শোষণ করছে, সে আমাদের গরীব জনগণের জন্যে কি করেছে? চোখ মেলে দেখ, লোকে অনশনক্লিষ্ট দেহ নিয়ে রুটীর জন্য কাঁদছে। আমি দেখেছি গ্রামের মেয়েরা কয়েক ফোঁটা খাবার জলের জন্য কাদা খুঁড়ে তুলছে।"…

এই মহা প্রাচীন জাতির পুরাতন ঐতিহ্যের মধ্যেই তিনি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রেরণা খুঁজিয়াছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই তিনি আশা ও ভরসায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাই যে-সোভিয়েট পৃথিবীর ভবিষ্যতকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে তাহাকে তিনি আনন্দে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন রাশিয়ায় "যা দেখছি আশ্চর্য্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।"

ভবিষ্যতের উপর ভরসা ছিল বলিয়া জাতীয় কুসংস্কারকে তিনি নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন, কবি হইয়াও বিজ্ঞানকে সমর্থন করিয়াছেন। মরিচা ধরা অহিংসা নীতির সমর্থনে বিহার ভূমিকম্পকে জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গান্ধীজি যখন লোকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্ব্বলতাকে টানিবার চেষ্টা করিলেন, তখন একা রবীন্দ্রনাথই নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

মানুষের ভবিষ্যৎকে প্রগতি বলিয়াই তিনি জানিতেন, তাই প্রতিক্রিয়াকে তিনি নির্ভয়ে বার বার আঘাত করিয়াছেন। যে ফ্যাশিজম পৃথিবীকে অতীত প্রতিক্রিয়ার অন্ধকারে অবলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন; আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের পক্ষ লইয়া ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ ও জাপানী ফাসিজমের রক্তাক্ত অভিশাপকে তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

আজ ফাসিজমের করালতা রবীন্দ্রনাথের বাংলার উপর কালো ছায়া মেলিয়াছে। জাপানী ফাসিষ্টদের, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ধ্বংস করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাংলাকে আমরা বাঁচাইব—তাঁহার মৃত্যুদিনে ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

৯ই আগষ্ট মাগ্‌গী ভাতা দিবস

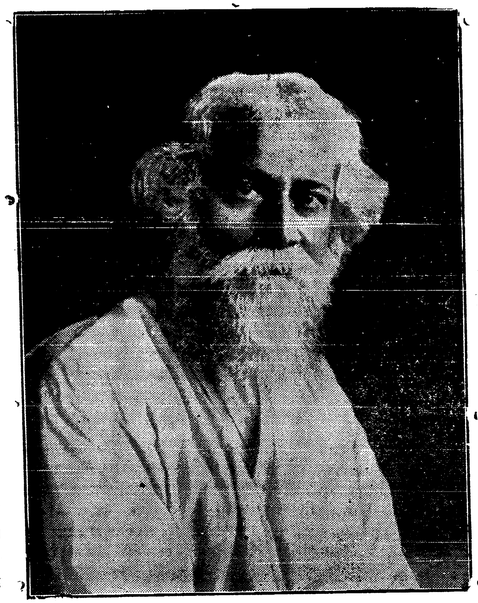

নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ান কংগ্রেস আগামী ৯ই আগষ্ট মাগ্‌গী ভাতা দিবস পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মজুর ভাইরা নিজ ইউনিয়ান এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া মাগ্‌গী ভাতার দাবী তুলুন। সভার রিপোর্ট জনযুদ্ধ অফিসে পাঠান।

জাপানী ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ

ফ্যাশিষ্ট কবি নোগুচির জবাবে

…পশ্চিম থেকে শেখা সব রকম মারণ-পদ্ধতি নিয়ে জাপান চীন মানবতার ওপর লুণ্ঠনকারী যুদ্ধে নেমেছে। সহস্র যুক্তি দিয়েও এ ঘটনা মুছে ফেলা যায় না। যা কিছু নৈতিক ভিত্তির ওপর সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, জাপান এতে তারই ওপর আঘাত হেনেছে।

অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির মাঝেও মানুষ সমাজের মূল নৈতিক কাঠামোর ওপর আস্থা রেখেছে। তাই আপনি (নোগুচি) যখন বলেন, "এসিয়া মহাদেশে নতুন মহান বিশ্ব রচনার জন্যে অবশ্যম্ভাবী পথের কথা, তা যত ভয়াবহই সে পথ হোক", তখন তার অর্থ হয়, এশিয়ার জন্য চীনকে বাঁচানোর উপায় হ'ল চীনের নারী আর শিশুর ওপর বোমা ফেলা, প্রাচীন দেবমন্দির আর বিশ্ববিদ্যালয় কলুষিত করা। প্রাচ্য মাঝে মাঝে বিপথগামী হয়েছে বটে, কিন্তু আপনি বিশ্বমানবের ওপর যে পথ আরোপ করছেন, সে পথ প্রাচ্যেও প্রযুক্ত নয়ই, পশুর ভেতরও অবশ্যম্ভাবী নয়। আপনার মানস এসিয়া গড়ে উঠছে আকাশচুম্বী নরমুণ্ড সৌধের উপর। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি এসিয়ার বাণীতে আস্থাশীল। কিন্তু আমিতো কদাচ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে, এসিয়ার বাণী এক হয়ে উঠবে এমন কাজের সাথে যা পৈশাচিক নরহন্তাপটু তৈমুরলঙ্গের অন্তরে আনন্দোল্লাস জাগায়।…আপনার চিঠিতে "এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য" এই নীতি দাঁড় করিয়েছেন রাজনীতিক বঞ্চনার যন্ত্র হিসেবে।…যে বৃহত্তর মানবতা রাজনীতিক মার্কা ও বিভাগের উর্দ্ধে আমাদের এক করে দেয়—তার সাথে আপনার এ নীতির কোন সম্পর্কই নেই। সেদিন টোকিওর জনৈক রাজনীতিকের এক বিবৃতি পড়ে হাসিই পেলো। তিনি লিখেছেন, "উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণেই" জার্ম্মানী ও ইটালীর সাথে জাপানের সামরিক চুক্তি হয়েছে, "তার পেছনে কোন ঐহিক উদ্দেশ্য নেই।" বেশ কথা। কিন্তু দুঃখ হোলো, যে সামরিক দম্ভ আধ্যাত্মিক বাহাদুরীর কোঠায় উঠেছে, সেই বিশেষ মনোভাব ধ্বনিত হচ্ছে শিল্পী ও ভাবুকদের কণ্ঠে।…

জাপানের গরীবদের বাঁচাবার কথা আপনি বলেছেন। বলেছেন তাদের নীরব ত্যাগের কথা, তাদের ক্লেশের কথা। এই সকরুণ ত্যাগের সুযোগ নিয়ে চালানো হচ্ছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার, আক্রমণ করা হচ্ছে প্রতিবেশীর ঘর-দোর। মানুষের মহান সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে অমানুষিক উদ্দেশ্যে। আর এই নিয়ে গর্ব্ব। আমি তো আপনার দেশের মানুষকে চিনি। স্বেচ্ছায় তারা চীনের নরনারীকে সংঘবদ্ধভাবে অহিফেনের নেশায় বিষিয়ে তুলবে, একথা বিশ্বাস করতেও ঘৃণা বোধ করি। আর ইতিমধ্যে চীনে জাপানী সভ্যতার বাহকরা চীন জনসাধারণের ওপর তাদের পণ্য চালাতে ব্যস্ত; তারা বেঁধে ফেলছে চীনের জনমানবকে মানব-কলুষতার সংঘে। চীন ও মাঞ্চুকুওতে জোর জবরদস্তি করে অহিফেনের বিষ ছড়ানোর প্রমাণ আছে অনিন্দনীয় মহলে। কিন্তু জাপান থেকে কোন প্রতিবাদ নেই। তাদের কবিদের দিক থেকেও নয়।…আপনার দেশের মানুষের জন্য আমি নিদারুণ ব্যথা পাই। আপনার পত্র আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত দিয়েছে। জানি, একদিন আপনাদের জনসাধারণ মোহমুক্ত হবে। নিজ দেশের সমরনায়করা নিজ হাতে তাদের যে সভ্যতা বিধ্বস্ত কোরে দিলো শতাব্দির শ্রম দিয়ে, জনসাধারণকেই সেদিন সে ধ্বংস স্তুপ পরিষ্কার করতে হবে। সেদিন তারা বুঝবে, পাশবিক তীক্ষ্ণতার সাথে জাপানের অন্তরের শৌর্য্যের যে বিনাশ হচ্ছে তার তুলনায় চীনের ওপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কত তুচ্ছ। চীন অজেয়। চিয়াং-কাই-শেকের নির্ভীক নেতৃত্বে চীনের সভ্যতা অতুলনীয় সম্পদ প্রকাশ করছে। চীনের জনগণের অভূতপূর্ব্ব ঐক্য, তাদের অশেষ ঐকান্তিকতা চীনে নবযুগ সৃষ্টি করছে। অপ্রস্তুত চীন জনসাধারণের ওপর চেপে বসেছে বিরাট সমর-যন্ত্র। তবু চীন দাঁড়িয়ে আছে। তার পূর্ণ চেতন অন্তরাত্মাকে কোন সামরিক পরাজয়ই কখনো ধ্বংস করতে পারবে না। জাপানী সামরিক নীতি পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণ। তারই সামনে চীন দাঁড়িয়েছে। এতে প্রকাশ পেয়েছে চীনের চিরন্তন উন্নত নৈতিক চরিত্র। আজ আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী ভাল করে বুঝছি, উদারচেতা জাপানী ভাবুক ওকাকুরা কেন উল্লাসের সাথে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। **চীন মহান।**

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এস, এ
বুধবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪২ ; ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

কংগ্রেসের ও নেতাদের স্বাধীনতা চাই

কংগ্রেস-লীগ আপোষের জন্য, সফলভাবে জাপানকে রুখবার জন্য

সত্যাগ্রহ নয়, একতার জন্য লড়ো

ভারতবাসীর প্রিয়তম জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি সবাই আজ কারাগারে। আমাদের দেশের লোকের আশা, আকাঙ্খা, সংগ্রাম ও ষাট বছরের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি যে কংগ্রেস—তা আজ সরকারী আইনে অধিকাংশ প্রদেশে নিষিদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজিত জনতার ওপর গুলি চলেছে, লাঠি চলেছে।

দেশের দুর্দ্দিন আরও ঘনিয়ে এল। জাপানী ফাসিষ্ট দস্যুরা দেশের দরজায় এসে তলোয়ার শাণাচ্ছে। নেতাদের গ্রেপ্তারে দেশময় যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হবে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা যে রকম ঘনীভূত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আশঙ্খা করা যাচ্ছে; তাতে জাপানীরা দেশ আক্রমণ করতে আরও উৎসাহিত হবে। বর্ম্মার নেতা ডাঃ বা-ম প্রভৃতির স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে অগ্রাহ্য করে, তাঁদের গ্রেপ্তার করে জাপানীদের ঠেকানো যায়নি, বরং তারি ফলে বর্ম্মীদের নৌকায় চড়ে জাপানীরা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়েছে।

কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় কথা—আমাদের দেশের নেতারা ডাঃ বা-ম'দের মত নয়। আমাদের নেতারা ফাশিজমকে ঘৃণা করেন, দেশকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, আমাদের দেশের ক্ষমতা আমাদের দাও—সমস্ত শক্তি দিয়ে, সশস্ত্র শক্তি দিয়ে আমরা জাপানকে রুখব, ফাসিষ্ট-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধে মিত্র জাতিগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াব। কংগ্রেস সভাপতির শেষ বক্তৃতায়ও এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, কিছু করবার আগে আপোষের শেষ চেষ্টা আমি করে দেখব; চীন, রুশ ও আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আমি আবেদন করব, আমাদের দেশরক্ষার অধিকার আমাদের দেবার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তোমরা বাধ্য কর—আমরা এ যুদ্ধে তোমাদের সমস্ত জাতির সাথী হতে চাই!

আমলাতন্ত্র আপোষ চায় না। যতদিন ভারতে থাকব, সমস্ত কায়েমী স্বার্থ নিয়ে অটল হয়ে থাকব এই তার কামনা—তাতে জাপানী এগিয়ে এল কিনা সেদিকে তার দৃকপাত নেই। কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্য এই কামনার পথে বড় বাধা, তাই রায়পন্থী থেকে—আরম্ভ করে রাজারাজড়া পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সমস্ত শক্তিগুলোকে সে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্র করছে। তাই জাপানকে যদিও সে আজও দমন করতে পারল না, কিন্তু কংগ্রেসকে দমন করতে তার কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী নেই।

আর এই আমলাতন্ত্রের হাতেই কংগ্রেস নেতারা দেশকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন এমন এক সময়ে, যখন ফ্যাশিষ্ট দাসত্বের বিভীষিকা দেশের ওপর রক্তাক্ত হাত বাড়িয়েছে। দেশের প্রত্যেকটী লোক যখন এই বিপদে তার প্রিয়তম নেতাদের খুঁজছে—তখন তথাকথিত "সংগ্রামের" প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে তাঁরা জেলের মধ্যে গিয়ে দায়িত্ব এড়ালেন! ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফ্যাশিজমকে রুখতে যখন সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সাধন ক'রে দেশবাসীর সম্মিলিত শক্তিতে যখন জাপানকে সফলভাবে রুখবার জন্যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করতে হবে—তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বল্লেন, ঐক্য পরে হবে এখন বিনা ঐক্যেই "সংগ্রাম" কর। এবং তারপর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে গিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করলেন!

নেতাদের এই সংগ্রাম, সংগ্রাম নয়—কারণ এতে দেশের লোকের একতা বাড়ে না, এতে স্বাধীনতার জন্য জাপানীকে রুখতে দেশের লোকের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হয় না, কংগ্রেসে যতটুকু ঐক্য ও শক্তি সঞ্চিত হয়েছে তাও এতে ছিন্ন ভিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়। তাতে একদিকে আমলাতন্ত্রের মুঠিই শক্ত হয়। অন্যদিকে দেশ আক্রমণ করতে জাপানী উৎসাহিত হয়।

জাতীয় নেতারা জেলে থাকা মানে কংগ্রেস-লীগ আপোষ হ'ল না, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হ'ল না, দেশ রক্ষার জন্যে সফল জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠল না। সমস্ত জাতির কপালে এই দুর্দৈব আমরা ঘটতে দেব না। জাতীয় নেতাদের ছাড়িয়ে আনতেই হবে। ঐক্যের প্রয়োজন তাঁদের বোঝাতেই হবে। ঐক্যের জোরে আমলাতন্ত্রকে হটিয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। ঐক্যের জোরে জাপানীকে রুখতেই হবে।

দেশবাসীকে আজ সম্মিলিতভাবে সরকারের কাছে দাবী করতে হবে, আমাদের নেতাদের এখনি মুক্ত কর, কংগ্রেসের সঙ্গে এখুনি আপোষের ব্যবস্থা কর। এই দাবীকে দেশময় এমন প্রচণ্ড ও অনিবার্য্য করে তুলতে হবে যে সরকার মেটাতে বাধ্য হয়।

কেমন করে? সরকারের এই কাজে উত্তেজিত হয়ে আমরা যদি তথাকথিত "সংগ্রামের" পথ ধরি তাতে দেশ বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে, দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে পরস্পর সংঘাত লাগবে, যে সামান্য একতা গড়ে উঠেছে তাও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। তাতে আমলাতান্ত্রিক নীতিরই জয় হবে, তাতে জাপানী দস্যুই এগিয়ে আসবে।

দেশ আমাদের, ব্রিটিশের নয়। আমাদের দেশকে আমাদেরই জাপানী আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে। নেতাদের ছাড়িয়ে আনা সেই কাজের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই আসবে।

(শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

(১লা আগষ্ট কলিকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টি সমাবেশে টাউন হলে সভার দৃশ্য)

যুদ্ধের গতি

গভীর সংকটের মাঝে

ককেশাসে

উত্তর ককেশাসে জার্ম্মাণদের গতি রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। জার্ম্মাণেরা ক্রাইমিয়া হইতে তাহাদের প্রায় সমস্ত বিমান বহর ককেশাসে আমদানী করিয়া এখানেই জোর চাপ দিতেছে। আগে যেখানে একখানা ছ খানা বিমান ৫।১০ মিনিট করিয়া লড়িত, এখন সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে জার্ম্মাণ বিমান আসিয়া ৪০।৪৫ মিনিট করিয়া লড়িতেছে। শত্রু নূতন নূতন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতেছে। লাল ফৌজের পোষাক পরা জার্ম্মাণ সৈন্য লাল ফৌজের ভিতর ঢুকাইয়া গোলমাল বাধাইয়া আক্রমণের পথ সহজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শুধু জার্ম্মাণ ফৌজে আর কুলাইতেছে না, ইতালীয়, রুমানীয় ও হাঙ্গারীয় সৈন্য ককেশাসে আমদানি করিতেছে।

উত্তর ককেশাসের এই যুদ্ধে জার্ম্মাণদের বিরাট আক্রমণ চলিয়াছে অর্দ্ধবৃত্তাকারে। ডান দিকে আজব সাগরের তীর হইতে আর বাম দিকে ভরোশিলভস্ক হইয়া আরমাভীরের দিকে এই আক্রমণ চলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাড-ক্রাসনোডার রেল-পথের বেলায়াগ্নিনা হইতে লাল ফৌজ সরিয়া আরমাভীরের দিকে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। আরমাভীর উত্তর ককেশাসের চতুর্থ বড় সহর ও রষ্টোভ বাকু রেল পথের উপর সামরিক কৌশলপূর্ণ স্থান। আরমাভীরে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। রষ্টোভের ৫০ মাইল দক্ষিণে কুশ্চেভস্কায়া; ইহার দক্ষিণেও বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে। শস্য ও তেল পূর্ণ কিউবান অঞ্চলের ভিতরে জার্ম্মাণরা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রাসনোডার প্রদেশের গোটা পশ্চিম দিকটাই বিপন্ন। ইহারই সাথে বিপন্ন কৃষ্ণসাগরের কূলে বড় বন্দর নভোরিসিস্ক ও আর একটি ছোট বন্দর তুয়াপ্‌স। উত্তর ককেশাসের অবস্থা খুবই সঙ্গীন সন্দেহ নাই।

ষ্টালিন গ্রাদ

ওদিকে ষ্টালিনগ্রাদের বিপদও বাড়িয়াছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সিমলিয়ানস্কায়া হইতে লালফৌজ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের দক্ষিণে কোটেলনিকোভোতে লালফৌজ জার্ম্মাণদের তুমুল বাধা দিতেছে কিন্তু উত্তরের একটি অংশে জার্ম্মাণরা আগাইতে সমর্থ হয়। অবশ্য লালফৌজ তাহাদের আর আগাইতে দেয় না। ষ্টালিনগ্রাদের পশ্চিমে ক্লেটশকায়াতে লাল ফৌজ একটি জনবহুল স্থান দখল করিয়াছে ও পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

লালফৌজ দৃঢ়ভাবে ভরোনেজ রক্ষা করিতেছে ও নূতন নূতন কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছে এবং ডনের পশ্চিম পারে কয়েকটি গ্রামে জার্ম্মাণ বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

অন্যান্য অঞ্চলের ভিতর মস্কোর উত্তর পশ্চিমে রেজেভে লাল ফৌজ এখনও পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। লেনিনগ্রাদের দিকে জার্ম্মাণরা আবার বিরাট আকারে বিমান আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফল হয় নাই।

জার্ম্মাণরা ককেশাসে আগাইতেছে বটে কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের মুল্য দিতে হইতেছে প্রচুর। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এক দক্ষিণ অঞ্চলেই জার্ম্মাণদের কমপক্ষে ৬০ হাজার সৈন্য মারা গিয়াছে ও তাহাদের মোট জখম হইয়াছে ১ লাখ ৮০ হাজার। বিমান খোয়া গিয়াছে ২৮৬ খানা। ইহার পর শুধু ৫ই আগষ্টেই একটি অঞ্চলে লাল বিমান বহর জার্ম্মাণদের ৫০টি ট্যাঙ্ক, ৫টি সশস্ত্র গাড়ী, ৪ শত সৈন্য ও রসদ বোঝাই লরি ও ৬০টি গোলাগুলির গাড়ী ধ্বংস করিয়াছে।

লাল গরিলা

জার্ম্মাণরা আগাইতেছে কিন্তু তাহাদের পিছনে হাজার হাজার লাল গরিলা গড়িয়া উঠিতেছে। তাহারা রেজিমেন্ট, ব্রিগ্রেড, এমন কি ডিভিশনে পর্য্যন্ত সংঘবদ্ধ হইতেছে। লাল প্যারাশুট বাহিনী গরিলাদের সাহায্য করিতেছে। অনেক স্থানে গোটা জেলাই গরিলারা জার্ম্মাণ দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত করিতেছে। গত দশ মাসে গরিলারা ১ লাখ জার্ম্মাণসেনা নিহত করিয়াছে, ২১০টা ট্যাঙ্ক, ১৪৯টা বিমান ও আড়াই হাজার লরি ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তো সামান্য অংশ মাত্র। ইহা ছাড়া আরও যে কত প্রচুর ধ্বংসের কাজ চালানো হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। একটা জার্ম্মাণবাহিনী ১০০ খানা ট্যাঙ্ক নিয়া যুদ্ধে নামে, তাহার ৭০ টাই গরিলারা ধ্বংস করে। লেনিনগ্রাদের গরিলারা ৩ জন জার্ম্মান সেনাপতি, ১১০ জন কর্ণেল, ৭০০ অফিসার, ২০ হাজার সৈন্য ও ২০০ পুলিশের গুপ্তচর নিহত করিয়াছে। জার্ম্মাণ অধিকৃত বড় সহরেও লাল গরিলারা জোর কাজ চালাইতেছে। ওরেলে একটা হোটেল উড়াইয়া দিয়া ১৫০ জন জার্ম্মাণকে হত্যা করিয়াছে। খার্কভে তাহারা একটা জার্ম্মান ডিভিসনাল ষ্টাফ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। তাহার ভিতর কমাণ্ডার জেনারেল ব্রাউনও মারা গিয়াছে।

লাল ফৌজ ও লাল গরিলাদের এই অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব ও মরণ পণ লড়াই এবং জার্ম্মাণ ফৌজের প্রচুর ক্ষতি স্মরণ করাইয়া দেয়, জার্ম্মাণ বাহিনীর পতন অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাও কঠোর সত্য, আজ সাময়িকভাবে নাৎসীরা আগাইতেছে, তাহাদের গতিরোধ করা যায় নাই। ককেশাস শত্রুর কবলে যাইতেছে।

ওদিকে সুযোগ বুঝিয়া জাপানীরা উত্তরে ফৌজ ও বিমান সন্নিবেশ করিতেছে। এক হাজার বিমান নাকি আমদানি করা হইয়াছে। হয়ত সাইবিরিয়া আক্রমণও আসন্ন।

কিন্তু মিত্রশক্তিপুঞ্জের রক্ষণশীল অংশ এখনও গড়িমসি করিতেছেন। সোভিয়েট জনগণ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার জন্য প্রবল দাবী করিতেছে, বিশ্বের দেশে দেশে ফাসিষ্ট বিরোধী জনগণ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট দাবী করিতেছে। মস্কোতে রাজদূতেরা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আলোচনার জন্য মিলিত হইতেছেন। কিন্তু বৃটিশ-আমেরিকান শাসকদল নীরব। ৯।৮।৪২

(১ম পাতার শেষাংশ)

তার প্রস্তুতি হ'ল একতা—আরও একতা—জাপানীকে রুখবার জন্যে, নেতাদের ছাড়াবার জন্যে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অর্জ্জন করার জন্যে,। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সমস্ত দলকে মিলিয়ে ঐক্য কমিটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর। লীগের সমর্থকদের ধর, কংগ্রেসের সমর্থকদের ধর, হিন্দু সভা, কৃষক সমিতি শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন সবাইকে ধর। বলঃ এস আমরা এক হই এখুনি একটি দাবীতে—কংগ্রেস লীগ একতার জন্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! সকলে মিলে জাপানকে রুখবার জন্যে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! কোনো দেশপ্রেমিক—তা সে যে দলেরই হোক এই দমননীতি কখনই সমর্থন করবে না। এই দাবীর ভিত্তিতেই আমাদের একতার আন্দোলন দিকে দিকে আরম্ভ হোক। যেখানেই সম্ভব সেখানেই এই দাবীতে সভা, মিছিল কর—সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে এর ভিতর টেনে নিয়ে এস। স্থানীয় লীগ, কংগ্রেস কর্ম্মী প্রভৃতিকে একতার মধ্যে এনে তাদের দিয়েই তার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর চাপ দাও যাতে পরস্পরের আপোষ ও মিটমাটে তারা অগ্রসর হন। মনে রাখতে হবে যে সত্যাগ্রহ করে নেতাদের মুক্তি আসবেনা, আবার শুধু নেতাদের ছেড়ে দাও বলে আন্দোলন করলেও তাঁরা মুক্ত হবেন না। মুক্তি আজ নির্ভর করছে দেশের মধ্যে। বিভিন্ন অংশের পরস্পরের আপোষ ও একতার মনোভাব কতখানি গড়ে উঠল, তার উপর, এর পেছনে দেশের লোকের কতখানি শক্তি সঞ্চিত হ'ল তার উপর। নেতা ও কংগ্রেসের উপর দমননীতি এখন দেশের লোককে চঞ্চল করে তুলবে—সেই চঞ্চলতাকে তীব্র আন্দোলনে টেনে এনে বিস্তার্ণ ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে স্বাধীনতার জন্য ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে একতা ও পরস্পর আপোষের কর্ম্মপরায়ণতার মধ্যেই দমননীতির প্রতিকার নিহিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের মুষ্টি শিথিল ক'রে দেশবাসীর কর্ত্তৃত্বে দেশরক্ষার যুদ্ধে সাফল্যও নিহিত রয়েছে।

(কমিউনিষ্ট পার্টি সমাবেশে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লাল ঝাণ্ডা অভিবাদন)

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা কোন্ পথে

স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতির ভাগ্য পরিচালনার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি সরল সত্য স্থানলাভ করিয়াছে। ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য কংগ্রেস দেশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে চায়; সোভিয়েট রুশিয়া, চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দেশসমূহ ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে যে গৌরবময় সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছে কংগ্রেস সেই সংগ্রামে ভারতবর্ষকে ফাসিষ্টবিরোধী পক্ষের সহযোগী করিতে চায়; ভারতবাসী যাহাতে অবিলম্বে স্বাধীন এবং শক্তিমান হইয়া বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য কংগ্রেস জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চায়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের এই অংশে স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর আন্তরিক ইচ্ছা মুর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসীকে অবিলম্বে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দিতে হইবে, এই দাবীই আজ সমগ্র ভারতের সম্মিলিত দাবী। শুধু ভারতবাসী নহে, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও চীন প্রভৃতি দেশের জনগণ আজ এই দাবীকে তাহাদের অন্যতম মুখ্য দাবীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ফাসিষ্টদের পরাস্ত করিবার জন্য ইউরোপে চাই অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট এবং ভারতে চাই অবিলম্বে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট—এই রণধ্বনি আজ ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের কংগ্রেসের দাবী আজ আর শুধু ভারতের দাবী নহে, সমগ্র দুনিয়ার দাবী, কারণ ভারতের ভাগ্য আর দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ভাগ্য আজ একই যুদ্ধের ভিতর দিয়া একই ভাবে মীমাংসিত হইতে চলিয়াছে। যে ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে দুনিয়া লড়িতেছে, সেই ফাসিষ্ট দস্যুই আসিতেছে ভারতকে শৃঙ্খলিত করিতে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খুলিয়া সম্মিলিত জাতিবর্গের দুর্ব্বলতা বাড়াইতেছে, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই ভারতবাসীকে শৃঙ্খলিত রাখায় ফাসিষ্ট দস্যুদের শক্তি বাড়িতেছে। **ভারত ও বিশ্বের সম্মিলিত জাতিবর্গের সম্মুখে আজ একই শত্রু, একই লক্ষ্য, একই পন্থা।** জাপানী ও জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা আমাদের স্বাধীনতার শত্রু, এই শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য জাতির শক্তি নিযুক্ত করা এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পন্থা, আমাদের লক্ষ্য স্বাধীন দুনিয়ার মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ।

কিন্তু গান্ধীবাদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ওয়ার্কিং কমিটি আজ কংগ্রেসকে তথা জাতিকে সঠিক নির্দ্দেশ দিতে গিয়া শোচনীয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে জাতীয় ঐক্যের কথা নাই, সম্মিলিত জাতিবর্গের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন সৃষ্টির কথা নাই, ফাসিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য দেশের শক্তি প্রস্তুত করিবার কথা নাই। অবিলম্বে ব্যাপক গণআন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে ইহাই ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ। এ পথ কি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইবার পথ, না বিদেশী আম্‌লাতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইবার পথ? এ পথ কি সোভিয়েট ও চীনকে জয়লাভে সাহায্য করিবার পথ না জার্ম্মাণী ও জাপানের অভিযানকে সফল করিবার পথ? এ পথ কি ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার পথ না ভারতের পায়ে জাপান ও জার্ম্মাণীর ফাসিষ্ট শৃঙ্খল পরাইবার পথ?

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"চীন ও রাশিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিরোধ ক্ষমতা যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য কমিটি উদ্বিগ্ন।" কিন্তু একথা কে না বুঝিবে যে কংগ্রেসের তথাকথিত "ব্যাপক গণআন্দোলনের" অর্থ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়লাভের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জাতীয় শক্তি নিযুক্ত করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খুলিয়া সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়লাভের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে, তখন আমাদের জাতীয় নেতারা আহ্বান করিতেছেন "জাতীয় সংগ্রামের" নামে সম্মিলিত জাতিসমূহের বিরুদ্ধে ভারতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে। এ পথ অবলম্বন করার অর্থ জার্ম্মাণী ও জাপানের অগ্রগতি সহজ ও সুগম করিয়া তোলা, এ পথ অবলম্বন করার অর্থ ফাসিষ্ট অভিযানের জন্য ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া, পথ অবলম্বন করার অর্থ আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি উৎপাটিত করা। কংগ্রেস যদি বিশ্বাস করে যে ফাসিষ্ট দস্যুদের পরাজয়ের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বাধীনতা আসিবে, কংগ্রেস যদি বিশ্বাস করে যে এ যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিবর্গের জয়লাভ ব্যতীত ভারত শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারে না, কংগ্রেস যদি বিশ্বাস করে যে মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া জগতের স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের যে ভাগ্য পরীক্ষা হইতেছে ভারতের ভাগ্য তাহার ফলাফল এড়াইয়া যাইতে পারে না তাহা হইলে কংগ্রেসকে একথাও স্বীকার করিতেই হইবে যে গান্ধীজী বর্ণিত তথাকথিত সংগ্রামের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আসিবে না, আসিবে আরও দাসত্ব আরও শৃঙ্খল। ইহাই কি জাতীয় নেতৃত্বের নির্দ্দেশ? এই দেউলিয়া নির্দ্দেশের অপেক্ষায়ই কি মহান্ ভারতীয় জাতি আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কুচকাওয়াজ করিতেছে? এই শোচনীয় নেতৃত্বকেই কি ভারত আজ অপরিহার্য্য ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইবে?

নিশ্চয়ই নয়। নেতাদের চক্ষে যে পথ কুয়াসাচ্ছন্ন জনগণের সহজ দৃষ্টি সে পথ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির "সংগ্রামের" প্রস্তাব কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিলে আমাদের দেশের ভাগ্যে কি জুটিবে তাহার লক্ষণ আমরা এখনই দেখিতে পাইতেছি। আম্‌লাতন্ত্রের শক্তি বাড়িতেছে। কংগ্রেসকে দশের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য আম্‌লাতন্ত্রের পক্ষ হইতে জোর চেষ্টা চলিতেছে, ভেদ ও দমননীতির যন্ত্র সজোরে চালু হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের জনগণের সাথে ভারতের বিচ্ছেদ বাড়িয়াছে। এই তথাকথিত "সংগ্রামের" পরিণাম কি হইবে? আমাদের জাতির শক্তি কমিবে, শত্রুর শক্তি বাড়িবে। এই তথাকথিত "সংগ্রামের" পিছনে জাতীয় একতা নাই, নেতৃত্বের মধ্যেও নিবিড় ঐক্য নাই, দুনিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণের সমর্থন হইতে ইহা বঞ্চিত। এ পথে আমাদের জয়লাভ হইতে পারে না, এ পথে আসিবে শোচনীয় বিপর্য্যয়।

সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দিবে না, কিংবা আমাদের "সংগ্রামের" নাম শুনিয়া এক দৌড়ে এ দেশ ছাড়িয়া পলাইবে না। সম্মিলিত জাতিবর্গও এক কথায় উহা সাম্রাজ্যবাদের কাছ হইতে আদায় করিয়া দিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের মতি গতিতে বিরক্ত হইয়া আমরা যদি যুদ্ধের বিরোধিতা করি তাহার ফলে ফাসিষ্ট জাপান ও ফাসিষ্ট জার্ম্মাণী আমাদের প্রতি কৃপাশীল হইয়া উঠিবে না। যুদ্ধের ভিতর দিয়া প্রতিরোধের ভিতর দিয়া বিশ্বের জনগণ সম্মিলিত জাতিবর্গের মধ্যে নিবিড় ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছে এবং এক সঙ্গে সকল দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে। এই পথই আমাদের পথ। কমিউনিষ্ট পার্টি এই পথেই ভারতীয় জনগণকে আহ্বান করিতেছে। এই পথেই আমরা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইব। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইতে হইলে আগে চাই জাতীয় ঐক্য, আগে চাই যুদ্ধব্যবস্থার ভিতর দিয়া সম্মিলিত জাতিবর্গের জনগণের সাথে সহযোগীতা স্থাপন। কংগ্রেস আজ অগ্রণী হইয়া জাতীয় ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করুক, এই সম্মেলনে ভারতের সমস্ত জাতি, সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ দাবী নির্দ্দিষ্ট হউক এবং জনগণের যুদ্ধব্যবস্থার জন্য সম্মিলিত আয়োজন হউক। এই ঐক্য অবিলম্বে সম্মিলিত জাতি সমূহের অন্তর্গত জনগণের সক্রিয় সমর্থন পাইবে, এই ঐক্যের চাপে আমরা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিব। ওয়ার্দ্ধা প্রস্তাব গৃহিত হইবার পূর্ব্বে অবস্থা আমাদের যতটা অনুকুল ছিল আজ আর ততটা অনুকুল নাই, কিন্তু ঘটনাবলীর গতি এখনও আমাদের আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই। জনগণের সহজবুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রেরণা আমাদের সাহায্য করিবে। প্রত্যেক স্বদেশভক্ত, প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মী আমাদের স্বজাতিকে আসন্ন বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিতে উদ্যোগী হউন। তথা কথিত "সংগ্রামের" পরিবর্ত্তে 'জাতীয় একতা'র রণধ্বনি লইয়া অগ্রসর হউন। যুদ্ধের জন্য জাতীয় শক্তি সমবেত করুন, দুনিয়ার প্রগতিশীল জনগণের দিকে ঐক্যের হাত বাড়ান।

আমরা বিশ্বাস করি যে এই ঐক্যের অস্ত্রেই আমাদের জয়লাভ হইবে, কারণ এই অস্ত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্র দুর্ব্বল হইবে, যে সমস্ত শক্তি আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাহারা সবল হইবে। এই অস্ত্র জনগণের শক্তি বাড়াইবে, জাতীয় নেতাদের মনে আত্ম বিশ্বাস সৃষ্টি করিবে। ৬ই আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে ভারতের নানাস্থানে জনগণ এই অস্ত্র গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব পাইলে সমগ্র জাতি এই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দুর্দ্ধর্ব এবং অজেয় হইয়া উঠিবে। **স্বদেশ রক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য চাই।**

মেয়েরাও আগে চলে

চট্টগ্রাম—দেড় বৎসর হইল চট্টগ্রাম জেলায় নারী সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় পাঠ চক্র চালানো, প্রতি ১৫ দিনে বিভিন্ন পাড়া কমিটিতে শিল্প কার্য্য শিক্ষা দেওয়া, পাড়া কমিটির বৈঠকে সপ্তাহান্তে একদিন শিশু পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, এ, আর, পি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নয়াপাড়া, কদুরখীল, ধলঘাট, ছনহরা, সাতখানিয়া, ভাটিখাইন, বরমা, ফতেয়াবাদ, ধোরলা প্রভৃতি গ্রামে এই সমিতি নারীকর্ম্মীদল গঠন করিয়া জাপবিরোধী প্রচার, স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন, জনরক্ষা ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ নিপুণভাবেই করিতেছে। 'পাথেয়', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি কয়েকখানি হাতেলেখা পত্রিকাও প্রচারের জন্য বাহির করা হইয়াছে। গ্রাম সমিতি ও পাড়া সমিতি গঠিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে নারী আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। চট্টগ্রামের নারীরা জাপানীদের রুখিবে।

রংপুর—বদরগঞ্জের নারী কর্ম্মীদের চেষ্টায় গত ১৭ই জুলাই একটি নারী সভা হইয়া গিয়াছে। মজুর মেয়ে সমেত প্রায় দেড়শত মেয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতি সুশীলা রায়, রেখা রায়, সরলা রায় ও লিলি কুণ্ডু বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদের কর্ত্তব্য, নারী আত্মরক্ষা সমিতি ও বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় নারী কর্ম্মীগণ দুপুর বেলায় দল বাঁধিয়া পাড়ায় পাড়ায় ও মজুর বস্তিতে, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা লইয়া আলোচনা করেন, পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রচার করেন। বন্দীমুক্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহেও তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন।

খুলনা—সাতক্ষীরা মহকুমার **রসুলপুরে** নারীদের ভিতর যথেষ্ট চেতনা দেখা দিয়াছে। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতেছেন। মুস্লিম নারীদেরই উৎসাহ বেশী। এখানে একটি নারী আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তছমিয়া খাতুন এই সমিতির সম্পাদিকা।

ময়মনসিংহ—গত ২১শে জুলাই স্থানীয় রাধাসুন্দরী স্কুলে কমরেড মণিকুন্তলা সেনের সভানেত্রীত্বে মহিলাদের একটি বৈঠক হয়। মহিলাদের আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের বিষয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। একটি মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি গঠন করা ঠিক হয়।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী রমণী দাস

হবিগঞ্জ মহকুমার বিশিষ্ট কর্ম্মী ও বহুলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড রমণী দাস উত্তর হবিগঞ্জে কাজে রত থাকিবার সময় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ১০ দিন ভুগিবার পর গত ২৮শে জুলাই মারা যান। কমরেড রমণীর মৃত্যুতে কৃষক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কমরেডকে আমরা হারাইলাম। জাপবিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের আরও দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করিলেই রমণীর প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করা হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস

ঢাকা—কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়ার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই মজুর, ছাত্র ও জনসাধারণের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। ২রা আগষ্ট বৈকালে ঢাকা সহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও জনসভা হয়। ইহার আগে দুই দিন ধরিয়া সহরের সর্ব্বত্র ৩০টি প্রচার সভা করা হয়। ২রা আগষ্ট বিকাল ৪টার সময় সহরের বিভিন্ন পাড়া, ঢাকা কটন মিল, রেলওয়ে, সাধনা ঔষধালয়, হোসিয়ারী এবং উত্তর প্রান্ত ও বুড়ীগঙ্গার অপর পারের গ্রাম সমুহ হইতে মজুর, কৃষক, ছাত্র ও জনসাধারণ ভিক্টোরিয়া পার্কে আসিয়া সমবেত হয়। এখান হইতে বিভিন্ন ফাসিষ্ট বিরোধী ও জাতীয় দাবী মুলক ধ্বনি করিতে করিতে বহু পোষ্টার ও ফেষ্টুন সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। এত বড় শোভাযাত্রা বহু বৎসর ঢাকায় হয় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসাদে নির্জ্জীব সহর জাগিয়া উঠে। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা করোনেশন পার্কে পৌছায়। পার্কটি প্রায় ভরিয়া যায়। কমিউনিষ্ট পার্টির ঢাকা জিলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'আন্তর্জ্জাতিক' গানের পর সভার কাজ সুরু হয়। কমরেড রণেশ দাসগুপ্ত, অজিত রায়, কালিপদ গাঙ্গুলী, ফণীন্দ্র গুহ ও সভাপতি কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, জাতীয় ঐক্য, জাতীয়দাবী, বন্দীমুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নারায়ণগঞ্জ—কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হওয়ার সংবাদ সহরে প্রচারিত হওয়া মাত্র স্থানীয় ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক কর্ম্মীদের এক সম্মিলিত স্কোয়াড সমস্ত সহর গরিলা গান ও বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে ঘুরিয়া আসে। সহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কমরেড শান্ত ব্যানার্জ্জী ও আরো অনেকে বক্তৃতা দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নীতি বুঝাইয়া দেন।

ইহার পর গত ২রা আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস পালিত হয়। ঐ দিন ভোরে ব্যাণ্ড পার্টি সহ প্রভাত ফেরী বাহির হয়। বিকাল ঢাকেশ্বরী মিলের প্রায় ৪ হাজার মজুর ব্যাণ্ড সহকারে এক শোভাযাত্রা বাহির করে। হোশিয়ারী মিলের মজুর ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরাও এক শোভাযাত্রা করিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়া এক বিরাট জনসভায় সমবেত হয়। বাংলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আবদুল হালিম সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন বক্তা জাতীয় দাবী, জাতীয় ঐক্য, বন্দীমুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহার আগে এতবড় সভা এখানে আর হয় নাই।

মুন্সীগঞ্জ—পার্টি বৈধ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে এখানে ও অন্যান্য গ্রামের শোভাযাত্রা বাহির হয়। ইহার পর ২রা আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস পালিত হয়। এই দিন টঙ্গীবাড়ী, সোনারং, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে ব্যাণ্ড সহ শোভাযাত্রা আসিয়া সহরে উপস্থিত হয়। বিকালে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় খেলার মাঠে এক জনসভায় সমবেত হয়। কমরেড অনিল মুখার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় জনসঙ্গীত গাওয়া হয় ও কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হয়। স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

দিকে দিকে আন্দোল…ংগঠন ও সংগ্রাম

জাপানীকে রুখি… আমলাতন্ত্রের বাধা …হবে

ময়মনসিংহে সম্মেলনের ঢেউ

গত ১৯শে ও ২০শে জুলাই নেত্রকোণা সহরে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, নারী সম্মেলন ও ফাসিবিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

১৮ই জুলাই সদর, কিশোরগঞ্জ, বারহাট্টা, হেলুচ্চা, বাংলা, বালি, সুসঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় সাত শত কৃষক ভলাণ্টিয়ার সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুসঙ্গ হইতে তিন শত হাজং পুরুষ ও নারী ভলাণ্টিয়ার ৩০ মাইল পথ হাটিয়া আসেন। বিকালে প্রায় এক হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা হয়। ১৯শে তারিখ সকালের শোভাযাত্রায় প্রায় দুই হাজার লোক যোগ দেয়। ৮।৩০ মিনিটে মহকুমা ছাত্র সম্মেলন আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জ্যোতি বসু। কমরেড মণিকুন্তলা সেন, ভূপেশ গুপ্ত, ছাত্রদের পক্ষ হইতে মনা দাস, নিশীথ দত্ত বক্তৃতা দেন। সভায় প্রায় ৪।৫ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। বিকালে কুমিল্লার বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড ইয়াকুবের সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন সুরু হয়। বহুদূর দূরান্তের গ্রাম হইতে বহু কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে আসে। প্রায় ১০।১২ হাজার কৃষক সভায় যোগ দেয়। জিলা কৃষক সমিতির সভাপতি পরিষদের অন্যতম সদস্য কমরেড জহিরুদ্দীন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। কমরেড মনিকুন্তলা সেন, মণি সিংহ, সুনির্ম্মল সেন, ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী, সিরাজুল ইসলাম, আবুল হান্নান, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, লীগ-কর্ম্মী আকবর আলী বক্তৃতা দেন। কৃষক দাবী, পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, বন্দীমুক্তি, জনরক্ষা বাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলন শেষ হইবার পর জারীগান, গণসঙ্গীত ও পোষ্টার প্রদর্শনীর বক্তৃতা হয়।

২০শে জুলাই সকালে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে ফাসিষ্টবিরোধী সম্মেলন সুরু হয়। সুদীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা ধরিয়া শত শত লোক আগ্রহচিত্তে কমরেড মুখার্জ্জির বক্তৃতা শোনে। ২১শে জুলাই বিকালে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সম্মেলনের ফলে সমস্ত জিলায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কর্ম্মীদের ভিতর উৎসাহের বান ডাকিয়াছে। ময়মনসিংহ জাপানীদের রুখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বদরগঞ্জ (রংপুর)—পার্টি বৈধ হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা হর্ণ ও পোষ্টার সহ স্কোয়াড বাহির করিয়া সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া আসে। পরদিন বিকালে বহু মহিলা, কৃষক ও ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং কমরেড গোপাল দের সভাপতিত্বে সভা হয়। এই উপলক্ষে **মধুপুর** গ্রামেও কৃষকরা খুব উৎসাহের সাথে এক সভা করে।

আন্দোলনে বাধা

বীরভূম—জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড কালিপদ বশিষ্ঠ এতদিন গোপনে কাজ করিতেছিলেন, পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠিবার পর সম্প্রতি তিনি প্রকাশ্যে আসেন। আসিবামাত্র পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

রংপুর—কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর রংপুর জিলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড শিবদাস লাহিড়ী সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর গোপনে কাজ করিবার পর গত ৪ঠা আগষ্ট প্রকাশ্যভাবে কাজে নামেন। সন্ধ্যা বেলায় যখন তিনি কংগ্রেস প্রাঙ্গনে আলোচনায় রত ছিলেন তখন স্থানীয় পুলিস তাঁহাকে গ্রেফতার করে ও জামিন পর্য্যন্ত দেয় না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবে কমিউনিষ্টদের আটক করিয়া ফাসিষ্ট বিরোধী কাজে বাধা জন্মাইতেছেন। কমিউনিষ্টরা যখন দেশব্যাপী জনগণকে ফাসিষ্টবিরোধী চেতনায় জাগ্রত করিতে ব্যস্ত, স্থানীয় আমলাতন্ত্র তখন প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি করিয়া প্রতিরোধ শক্তি দুর্ব্বল করিতেছে। আমরা এখনই কমরেড লাহিড়ীর মুক্তি দাবী করিতেছি।

কুড়িগ্রাম—গত ৩০শে জুলাই কুড়িগ্রাম মহকুমা হাকিম স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড মনীশ রায়, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য ও হারাণ চৌধুরীকে বিনা অনুমতিতে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস পালনের জন্য কেন দণ্ডিত করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটীশ জারী করিয়াছেন। ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য বন্দীমুক্তিদিবস পালন করিতে হাকিম সাহেবের এই উগ্রতা কেন? এই কুড়িগ্রামেরই **কাঁঠালবাড়ী** বন্দরে জনরক্ষা সমিতি গড়িবার জন্য একটা সভা ডাকা হয়। সভায় ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বররাও থাকিবেন কথা দিয়াছিলেন কিন্তু, হঠাৎ দারোগাবাবু পুলিস ও বহু চৌকিদার লইয়া সভায় উপস্থিত হন ও সভা হইতে দেন না। ফলে জনরক্ষা কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ফাসিষ্টবিরোধী সভা সমিতি করা, জনরক্ষা কমিটি গড়া প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় আমলাতন্ত্র যে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন সে বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার আশু প্রতিকার দাবী করিতেছি।

বরিশাল—গত ২৬শে জুলাই জিলা কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে অতিরিক্ত মুনাফা বিরোধী দিবস পালনের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুমতি চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। ফলে কোন সভা করা সম্ভব হয় নাই।

বাঁকুড়া—গত ১৯শে জুলাই ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড অজিত সিংহ ও সম্পাদক কমরেড শিশির মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এবং বাঁকুড়া শ্রমিক সংঘের অফিসে পুলিস খানাতল্লাস করে। ইহার ৫.৬ দিন আগে কমরেড উদয়ভানু ঘোষ নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাশী হয়। কোথাও কোন আপত্তিকর কাগজ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ অযথা ফাসিষ্টবিরোধী কর্ম্মীদের হয়রাণ করিয়া তাহাদের কাজে বাধা জন্মাইতেছেন।

অতি লাভের বিরুদ্ধে

রাজসাহী—গত ২৬শে জুলাই জেলা কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে অতিরিক্ত মুনাফা বিরোধী দিবস পালিত হয়। এই সভায় স্থানীয় জনসাধারণ, মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ও অনেক প্রবীন জননায়ক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন সর্ব্বজনমান্য প্রবীন জননায়ক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী। খাদ্য-দ্রব্যের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি বিশদ আলোচনার পর গৃহীত হয়ঃ—

(১) জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় একটি কনট্রোলিং কমিটি গঠন করিতে হইবে। (২) কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, রাজসাহী এসোশিয়েসন, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে ও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিবে। (৩) লবণ, তেল, চিনি, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের কারবারী মহাজন ও ছোট ছোট দোকানদারদের বিনা খরচায় এই কমিটির নিকট নাম রেজিষ্ট্রি করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রি ছাড়া অন্য কোন দোকানদার এই সব জিনিষ বেচিতে পারিবে না। (৪) বর্ত্তমানে ও আগে এই সব জিনিষ কি পরিমাণ ব্যবহার হইয়াছে তাহার হিসাব সব দোকানদারকে রেজিষ্ট্রির সময় দিতে হইবে। ইহার অনুপাতে বড় মহাজনদের দিয়া মাল আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) মাল আমদানী হইলে মহাজনরা মালের পরিমাণ কমিটির নিকট রেকর্ড করাইবে। ছোট মহাজনরা কমিটির নিকট হইতে কুপন লইয়া তবেই মাল কিনিবে। (৬) প্রতি সপ্তাহে কমিটি মাল চেক করিবে। মাল নিয়মিত আমদানীর ব্যবস্থা কমিটি করিবে। (৭) এই পরিকল্পনা চালুর জন্য কমিটি একটি জনরক্ষা বাহিনী গঠন করিবে। (৮) কোন কেস হইলে কমিটির প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় তদন্ত করিতে হইবে।

ইহার পর মুসলিম লীগ, মহোমেডান এসোশিয়েসন, হিন্দু মহাসভা, ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড, ট্রেভার্স এসোশিয়েশন, ছোট ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া একটি জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়।

শ্রীহট্ট—গত ২৬শে জুলাই **হবিগঞ্জ** সহরে ও **সায়েস্তাগঞ্জে** অতিরিক্ত মুনাফা বিরোধী দিবস পালিত হইয়াছে। সায়েস্তাগঞ্জে ডাঃ মাতাবুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে সভা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুহের প্রায় পাঁচশত কৃষক সভায় উপস্থিত হয়। দ্রব্যমুল্য সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী নীতির নিন্দা করিয়া ও সরকারকে কার্য্যকরী নীতি গ্রহণ করার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে ব্যবসায়ীদের অন্যায় মুনাফার লোভ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি নজর দিতে অনুরোধ করা হয়।

জলপাইগুড়ি—দার্জ্জিলিং জেলার ফাসিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মী কমরেড চারু মজুমদারকে জলপাইগুড়িতে গত ৩রা এপ্রিল গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরে বিচারে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু গত ৪ঠা জুলাই পুলিস তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করে। তাঁহার নিকট নাকি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "জাপানকে রুখতে হবে" নামক সার্কুলার ও অন্য একটি ফাসিষ্ট বিরোধী সার্কুলার পাওয়া যায়। ফাসিষ্ট বিরোধী পুস্তিকা রাখাও কি স্থানীয় আমলাতন্ত্রের চোখে অপরাধ? আমরা কমরেড মজুমদারের মুক্তি দাবী করিতেছি।

ক্ষুধিতের অভিযান

চট্টগ্রাম—অতি লোভী পাইকাররা চাউল গুদাম জাত করিয়া রাখিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য দুর্মুল্য ও দুষ্প্রাপ্য। গ্রামে গ্রামে হাহাকার। গত ১৩ই জুলাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধিত কৃষক চট্টগ্রাম সহরে টাউন হলে আসিয়া জমায়েত হয় ও জিলা জনরক্ষা সমিতির সভাপতি আবুল মনসুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। কমরেড রণধীর দাস গুপ্ত, পুর্ণেন্দু দস্তিদার; ননী সেন প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সরকারী খরচে পাইকারী দোকান খোলা, লোভী মজুদকারীদের চাউলের বস্তা বাজেয়াপ্ত করিয়া উচিত মুল্যে বিক্রী করিবার জন্য জনরক্ষা সমিতির নিকট গচ্ছিত রাখার দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। ইহার পর প্রায় চার হাজার কৃষক আদালত প্রাঙ্গণে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে উপস্থিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। ক্ষুধার্ত্ত জনতা যখন বিক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিতেছিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ডাকিয়া দাবীপূরণের আশ্বাস দেন।

২৪ পরগণা—নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র না পাওয়ায় সোণারপুর থানার অন্তর্গত **কোদালিয়া** অঞ্চলের ক্ষুধিত জনসাধারণ সেখানকার হাট লুঠ করিবার উপক্রম করিলে স্থানীয় কর্ম্মীদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় জনতা শান্ত হয়। ইহার পর জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস রায় ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া মুল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গণ দরখাস্ত পেশ করেন। ইহার ফলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই অঞ্চলে আসিয়া দোকানদার ও জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। বর্ত্তমানে মূল্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মীরা প্রাচীর পত্র বাহির করিয়া নিয়ন্ত্রিত মুল্য তালিকা সরবরাহ করিতেছেন।

রংপুর—জিনিষপত্র দুর্মুল্য ও দুষ্প্রাপ্য। ক্ষুধিত জনতা মরিয়া হইয়া চণ্ডড়ার হাট ও ছিনাই হাটে দোকান লুঠ করে। খবর পাইয়া **কাঁঠালবাড়ী হাটের** কৃষক সমিতি ক্ষুধিত কৃষকদের ঠিক পথে চালিত করিবার জন্য আগাইয়া আসে। তাহারা নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক হাটে ভলাণ্টিয়ার মার্চ করাইয়া পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রন ও অতি মুনাফা বিরোধী ধ্বনি করিতেছে ও প্রচার করিতেছে, কৃষকদের ও দোকানদারদের বুঝাইতেছে। ফলে দোকানদাররা দর নামাইতে বাধ্য হইয়াছে। ক্ষুধিত জনতা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া দাবী আদায়ের পথ পাইয়াছে।

নওগাঁ (রাজসাহী)—মহাদেবপুর থানায় গত তিন বৎসর দৈবদুর্ব্বিপাকে আবাদ হয় নাই, বৃষ্টি অভাবে আউস ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিছন অভাবে আমনও বোনা সম্ভব হইবে না, বকেয়া খাজনা বাড়িয়া চলিয়াছে, কৃষি ঋণ কৃষকদের হাতে আসে নাই—এই সমস্ত অবস্থার প্রতিকার দাবী করিয়া ১নং হাতুর ইউনিয়ানের অন্তর্গত ১০টি গ্রামের একশত কৃষক নওগাঁ মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি গণ দরখাস্ত পেশ করে।

যশোহর—জেলা কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেসান, মহমেডান এসোশিয়েসান, মোক্তার বার এসোশিয়েসান প্রভৃতির উদ্যোগে অতিরিক্ত মুনাফা দিবস পালিত হয়। সকালে এই সম্পর্কে নানা শ্লোগান সহ দুইটি স্কোয়াড বাহির হয়। বিকালে স্থানীয় নেতা প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা হয়। বক্তা ছিলেন, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমরেডদের প্রতি

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণ পার্টিতে পরিণত কর

জাতীয় প্রতিরোধের পথে—আসন্ন জাপানী আক্রমণের প্রাক্কালে জাতীয় প্রতিরোধের সংগঠন চাই। তাহার জন্য জাতীয় ঐক্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় ঐক্যের জোরেই দেশরক্ষার উপযোগী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কংগ্রেসের মধ্যে আমাদের এতদিনের কাজের মূল কথা হইতেছে এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। আজ জাতীয় প্রতিরোধের জন্য সেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে দৃঢ়পদে আগাইতে হইবে। সর্ব ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, এইজন্যই প্রত্যেকটী স্থানীয় এলাকায় সর্বসাধারণের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে রক্ষীবাহিনী গড়িয়া তোলা আমাদের দায়িত্ব, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মজবুত সংগঠন গড়িয়া তোলাও আজ এই জাতীয় প্রতিরোধ ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজেরই অন্তর্গত। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় প্রতিরোধের মজবুত বনিয়াদ গড়িবার জন্য আমরা বাংলাদেশে তিনমাসের (১৫ই আগষ্ট হইতে ১৫ই নভেম্বর) কাজের সংকল্প-গ্রহণ করিতেছি,

তিন লক্ষ কৃষকসভার সভ্য করিব
এক লক্ষ শিক্ষিত ভলাণ্টিয়ারের রক্ষীদল গঠন করিব
পঞ্চাশ হাজার ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য করিব
ত্রিশ হাজার ছাত্র সভার সভ্য করিব
পঁচিশ হাজার টাকার পার্টি-তহবিল তুলিব

জাতীয় প্রতিরোধের কাজে আমাদের ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠী হইবে এই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করা।

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য পার্টি—উপযুক্ত পথপ্রদর্শক ও সংগঠক ছাড়া জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রতিরোধ হয় না। আমাদের বনেদী জাতীয় নেতারা আজ প্রতিরোধের সম্ভাবনায় সন্দিহীন, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পরাঙ্মুখ এবং নিজেদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। অপরদিকে আজও শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবুও জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বনিয়াদ স্থাপন করিবার জন্য আমরাই সর্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছি। জাতীয় প্রতিরোধের সফলতার বিষয়ে নিজেরা নিঃসন্দেহ হইয়া আমরাই সমগ্র দেশবাসীকে আশা ভরসা দিতেছি এবং জাতীয় প্রতিরোধের জন্য দেশের সকল সংগঠন ও সকল লোককে এথনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। আজ আমাদের যেমন একদিকে জাতীয় প্রতি-রোধের জন্য প্রচার ও সংগঠনের কাজে আগাইতে হইবে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করিয়া আমাদের কাজ সফল করিবার যোগ্য হাতিয়ার গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই আগামী তিনমাসের মধ্যে আমাদের সংকল্প,—

বাংলাদেশে দুই হাজার নূতন পার্টি-সভ্য চাই

গণপার্টির সম্ভাবনা—আজ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণ-পার্টিতে পরিণত করিবার বাস্তব অবস্থা আমাদের সামনে উপস্থিত। গণপার্টি গঠন করিবার জন্য দুটী জিনিষ দরকার,—প্রথম দরকার হইতেছে প্রসারশীল গণ-আন্দোলন এবং দ্বিতীয় দরকার হইতেছে পার্টির নূতন সভ্যদের জন্য রীতিমত পার্টি-শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ দেশে গণ-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার হইতেছে। দেশের লোক আত্মরক্ষার কাজে এবং জাতীয় প্রতিরোধ সংগঠনে সর্বত্রই আজ আমাদিগকেই সামনে দেখিতেছে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে আমরাই আজ পতাকাবাহী অগ্রণী। জাতির ঘোর সঙ্কটের মধ্যে জাতীয় প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বত্রই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা সর্ব্বস্বপণ করিয়া আগাইয়া আসিতেছে,—মরদ শ্রমিক, সাহসী কৃষক, আত্মত্যাগী ছাত্রযুবক এবং স্বাধীনতার জন্য মরণপণ মেয়েরা অগ্রণী হইতেছে। জাতীয় প্রতিরোধের একমাত্র রাস্তায় কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছে। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কম্যুনিষ্ট পার্টির পতাকা লক্ষ্য করিয়াই চলিতে চাহিতেছে। আজ তাহাদিগকে ন্যূনতম কম্যুনিষ্ট শিক্ষা দিয়া পার্টিতে টানা যায়, পার্টিকে শাখাপ্রশাখায় বিস্তীর্ণ গণপার্টিতে পরিণত করা যায়।

বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির দৃষ্টান্ত—এই ১৯৪২ সালেরই প্রথম তিনমাসে বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি পঁচিশ হাজার নূতন সভ্য করিয়া পার্টির সভ্য সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইয়াছে। "১৯৪২ সালের মধ্যে জয়লাভ চাই"—এই শ্লোগানের উপর জাতীয় প্রতিরোধের আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে অগ্রণী হইয়া বৃটেনের পার্টি দেশের বেশীর ভাগ লোকের আস্থা অর্জন করিয়াছে, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে এবং জঙ্গী শ্রমিকদের জাগাইতে পারিয়াছে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে রীতিমত পার্টি-শিক্ষার কাজ সম্পন্ন করিয়া বৃটেনের পার্টি তিনমাসে ২৫,০০০ নূতন সভ্য করিয়া গণ-পার্টির রূপ নিয়াছে, ৪০ হাজার পাউণ্ড (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা) অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করিবার পথে আগাইতেছে। তাই আজ কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী বৃটেনের জনসাধারণের আন্তরিক দাবী হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ লড়ায়ের ফ্রণ্টে, গৃহরক্ষী বাহিনীতে এবং কারথানায় কারখানায় কম্যুনিষ্টদেরই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী বলিয়া সকলে শ্রদ্ধা করে।

আমাদের সফলতা-ও সুনিশ্চিত—আমরাও এদেশে পার্টিকে গণ-পার্টিতে পরিণত করিতে পারি। জাতীয় প্রতিরোধ সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে। জাতীয় ঐক্যের নিষ্ঠাবান পতাকাবাহী বলিয়া আজ দেশের লোক আমাদের শ্রদ্ধা করে। যেখানেই আমরা কাজ করি সেখানেই জনগণ আমাদের আহ্বানে আগাইয়া আসে এবং আমাদের প্রদর্শিত পথে অকুণ্ঠিতভাবে চলে। আজ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আমাদের পার্টির দিকে চাহিয়াই দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া উঠিতেছে এবং মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হইতেছে। আজ তাহাদিগকে পার্টির মধ্যে আনিয়া পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করিতে হইবে,—তবেই জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনে সফলতা আসিবে। তবেই জাতীয় প্রতিরোধের সংগঠনে অগ্রগামী পতাকাবাহী হইয়া আমরা সফলতার পথে আগাইতে পারিব, তবেই ব্যাপকতম জাতীয় ঐক্যের আঘাতে সকল বাধাবন্ধক চুরমার করিয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিব।

দুইটী কাজের কথা—এইজন্য দুটী কাজ করিতে হইবে। প্রথম, আমাদের নূতন কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে শৃংখলার সহিত কাজ করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। আজ আন্দোলনের মধ্যে মরদ শ্রমিক, সাহসী কৃষক, দেশব্রতী ছাত্র-যুবক এবং দেশের জন্য সর্বস্বপণ মেয়েরা আগাইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক এলাকায়,—গ্রামাঞ্চলে, পল্লীতে পল্লীতে এবং সহরের মহল্লায় ও কারথানায় অগ্রনী কর্মীদের গ্রুপ গড়িতে হইবে। এই সব গ্রুপগুলিকে নিজ নিজ অঞ্চলের কাজ প্লান করিয়া সম্পন্ন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। সংঘবদ্ধভাবে প্লান মত কাজ করা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সফলতা আনিয়া দেয়,—এইভাবে কাজের শিক্ষাই হইতেছে কম্যুনিষ্ট শিক্ষার বনিয়াদ। দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্ট হইবার জন্য কতক পরিমাণ কম্যুনিষ্ট চেতনা চাই। সেইজন্য রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক পার্টি ইউনিটকেই নিজ নিজ এলাকার অগ্রনী কর্মীদের গ্রুপে সংগঠিত করিয়া ন্যূনতম কম্যুনিষ্ট চেতনায় শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংঘবদ্ধভাবে শৃংখলার সহিত কাজ করিবার অভ্যাস ও ন্যূনতম কম্যুনিষ্ট চেতনা,—এই দুইটী হইলেই প্রত্যেক সাহসী অগ্রণী কর্মী (শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক মেয়ে ও পুরুষ) কম্যুনিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। এইভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শ্রমিক, কৃষক, যুবক সহস্র সহস্র অগ্রনী কর্মীদের পার্টিতে আনিয়া গণ-পার্টি সৃষ্টি করিতে হইবে।

পার্টি-শিক্ষার মশলা—পার্টি-শিক্ষার অন্তর্গত ন্যূনতম কম্যুনিষ্ট চেতনার জন্য কি কি শিখাইতে হইবে? প্রথমতঃ কংগ্রেস, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের মোটামুটী ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সূচনা ও ক্রমো-পরিণতির ইতিহাস, তৃতীয়তঃ ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রোগ্রাম ও নিয়মাবলীর মূলকথা, চতুর্থতঃ জনযুদ্ধের যুগে কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যক্রম। এই বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটি হইতে শিক্ষা-মালা পাঠান হইবে কিন্তু তাহার জন্য কোনও ইউনিট যেন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকে। রজনী পাম দত্তের পুস্তিকাগুলি, 'ফরওয়ার্ড টু ফ্রীডম' এবং কেন্দ্রীয় কমিটার পার্টি-চিঠিগুলি অবলম্বন করিয়া সর্বত্র এক্ষুণি শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে।

কি ভাবে কাজ করিতে হইবে—১। প্রত্যেক ইউনিটের এলাকায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক মেয়ে ও পুরুষ অগ্রণীদের (মিলিট্যাণ্ট) লিষ্ট কর। ২। অগ্রণীদের গ্রেড্ (কার্য্য ক্ষমতার স্তরভাগ) স্থির করিয়া বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত কর। প্রত্যেক গ্রুপকে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে অর্থাৎ কংগ্রেস, রক্ষীবাহিনী, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, ছাত্র-সমিতি, এ-আর-পি প্রভৃতিতে প্লান মত কাজ করিতে শিখাও। ৪। উপরোক্ত কাজের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেকটী গ্রুপকে ন্যূনতম রাজনৈতিক শিক্ষা ও কম্যুনিষ্ট চেতনায় শিক্ষিত কর।

সংকল্প পূর্ণ করা চাই—আমাদের সংকল্পিত কাজের ভাগ করিয়া প্রত্যেক জেলার দায়িত্ব স্থির করিয়া শীঘ্রই সার্কুলার পাঠান হইবে। ফাসিষ্ট আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য জাতীয় প্রতিরোধের সংগঠন শুধু প্রচার করিলেই হইবে না। আমাদের কাজকে ভাব বিলাসের ক্ষেত্র হইতে বাস্তবমুখী করিতে হইবে। প্রত্যেকটী সাহসী অগ্রণী কর্মীকে পার্টির মধ্যে আনিতেই হইবে। জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য চাই, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আজ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করা চাই। অতীতে আমরা সংগঠনের দিকে না চাহিয়া শত শত উৎসাহী ক্যাডার হারাইয়াছি। তাই সফল আন্দোলনের উপযোগী অবস্থাতেও সংগঠনের অভাবে আগাইতে পারি নাই। অতীতের ভুলত্রুটীর পুনরাবৃত্তি করিলে চলিবে না। আজ জাতির সামনে বৃহত্তম সঙ্কট। জাতীয় ঐক্য সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পথ। সংঘবদ্ধ কার্য্যপদ্ধতি ছাড়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়াই আজ আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। আজ রুশিয়া ও চীনের রণক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্য্যোগের দিনে বিশ্বজননেতা ষ্টালিনের যোগ্য অনুগামী হইবার জন্য আমরা সংকল্প গ্রহণ করিতেছি। আমরা জানি, বাংলার কম্যুনিষ্টগণ এই সংকল্প পূর্ণ করিবেই করিবে।

(অতিলাভের বিরুদ্ধে—৫ পৃষ্ঠার পর)

ওয়ালিয়র রহমান এম, এল, এ, মুশ্লিম লীগ জনরক্ষা কমিটির সভ্য আব্দুল হাই, মোক্তার বারের সম্পাদক প্রফুল্ল বসু, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সুনীল দত্ত ও কমরেড সুকুমার মিত্র।

কয়লার খাদ অঞ্চলে : ঝরিয়া—অতিরিক্ত মুনাফা বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন একটি স্কোয়াড বাহির করিয়া বিভিন্ন মহল্লা ঘুরিয়া আসে। রাস্তার কোণে কোণে ১০টি সভা হয়। মজুররা প্রত্যেকটি সভায় ধ্বনি দেয়—মুনাফা লেনা বন্ধ করো! মুনাফা লেনা জনতাকা ভুথ রাখনা! প্রভৃতি। সন্ধ্যায় কমরেড পি, মজুমদারের সভাপতিত্বে তিলক ভবনে কৃষক, মজুর, কংগ্রেসী ও ছাত্রদের এক সভা হয়। সরকারী দোকান খুলিবার ও জনতার স্বার্থে দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। **কিরকেন্দে** চাতাতার বাজারেও একটি সভা হয়। মজদুর সংঘের অফিস হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। সভাপতি ছিলেন তিলকধারী সিং। **কাতরাসে** ছাত্র ফেডারেশন একটি স্কোয়াড বাহির করিয়া বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সমস্ত মহল্লা ঘুরিয়া আসে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

বুলেটীন নং ১—১৯৪২-৪৩

[এথন হইতে কৃষক সভার বুলেটিন মাঝে মাঝে বাহির করা হইবে—সঃ জঃ]

জলপাইগুড়ির সাফল্য

জলপাইগুড়ির কৃষক ভাইরা জোতদারদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার সাথে সাথে কৃষকদের নিজস্ব দাবী লইয়া আজ নতুন করিয়া আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি এই আন্দোলন অনেকথানি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনার নিম্নলিখিত আদেশ দিয়াছেন: "১। কতিপয় জোতদার আধিয়ারদের ধান কর্জ্জা দিতে খুসীমত অস্বীকার করিতেছে, ইহা আমার গোচরে আসিয়াছে। ভবিষ্যতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ধান কর্জ্জা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে জোতদার-দের পর্য্যাপ্ত ধান পুঁজি রাখা হইবে। ২। অন্যায় রকম অতিরিক্ত হারে সুদ আদায়ের প্রতিও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কোনক্রমে সুদের হার শতকরা পঁচিশের বেশী হইতে পারিবে না। এবং অন্য সকল রকম বাজে আদায় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ৩। এই আদেশ অমান্য করিলে শাস্তিস্বরূপ জমি ফেরং লওয়া এবং ইজারা চুক্তি রদ করা হইবে। সকল অভিযোগ সার্কেল অফিসার বা মহকুমা হাকিমের নিকট করিতে হইবে।" স্বাক্ষর—ডাব্লিউ, জি, পামার ডেপুটী কমিশনার জলপাইগুড়ি।

যদিও এই আদেশের ৩য় দফা সবস্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে না তথাপি সমস্ত জেলায় যতদূর সম্ভব এইরূপ আদেশ আদায় এবং তাহারই ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইবার জন্য কমরেডদের অনুরোধ করা যাইতেছে।

খুলনার পথ নির্দ্দেশ

খুলনার তেভাগা আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। জোতদার ও জমিদারদের পরাজয় হইয়াছে। খুলনা আমাদের কি শিক্ষা দেয়? খুলনার শিক্ষা বড় কম শিক্ষা নয়। এতদিন আমরা আধিয়ার, বর্গাদার ও ভাগচাষীদের যে আন্দোলন চালাইয়াছি তাহা মোটামুটীভাবে জোতদারদের অতিরিক্ত জুলুমের, যথা বাজে আদায়, দোনা সুদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছি, কিন্তু খুলনার ঘাট ভোগ ইউনিয়নের কৃষক ভাইরা আজ আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা আত্মরক্ষা মূলক আন্দোলন হইতে আক্রমণমূলক আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহারা অর্দ্ধেক ভাগের স্থানে ভাগ চাষীর জন্য তিন ভাগের দুই ভাগ আদায় করিয়াছেন।

বীরভূম জেলা কৃষক সম্মেলন

বিগত ২৬শে জানুয়ারী বীরভূম জেলার চাঁদপুর গ্রামে বীরভূম জেলা কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বর্ষার কারণে সম্মেলনে জনসমাবেশ বিশেষ হইতে পারে নাই বটে কিন্তু জেলার ৩০।৪০ জন কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। ইঁহারা কর্ম্মীর বিভাগ, নতুন অবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে কিভাবে কাজ করিবেন এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। কমরেড সরোজ মুখার্জ্জি ও মনসুর হবিবের উপস্থিতিতে এই আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। বীরভূমের আন্দোলনকে তিনটী কেন্দ্রে ভাগ করা হয়, সদর (সিউড়ী), রামপুর হাট ও বোলপুর এলাকা। বীরভূমে অনেকদিন আন্দোলনে ঢিলা পড়িয়াছিল। পুরান অনেক কর্ম্মী আজ বিদায় লইয়াছেন বটে কিন্তু নতুন এবং উৎসাহী একদল কর্ম্মী আজ বীরভূমের আন্দোলনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়াছেন। বীরভূম সদর সহরে এতদিন আমাদের বিশেষ শক্তি ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে বেশ একটু কর্ম্ম প্রেরণা দেখা দিয়াছে।

জেলা সমিতিদের প্রতি

কমরেডস্, নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক বুলেটীনের জন্য প্রত্যেক ইংরাজি মাসের ৮ই ও ২০শে তারিখের মধ্যে খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। ইহা কমরেড ঘোশী ও স্বামী সহজানন্দের সম্মিলিত নির্দ্দেশ।

(অতি লাভের বিরুদ্ধে—৬ পাতার পর)

বসিরহাট মহকুমাতেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে মহকুমা হাকিমের নিকট এক গণদরথাস্ত পেশ করা হয় ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সভা করা হয়; ফলে জিনিষপত্র কিছু সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে।

ফরিদপুর—ভোজেশ্বর বাজারে কমরেড পণ্ডিত মণ্ডলের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত মুনাফা বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভা হয়। কমরেড রোহিনী ভট্টচার্য্য, শান্তি সেন, তারকচন্দ্র প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

হাওড়ায়—খাদ্যসংকটের প্রতিকার কল্পে কমিউনিষ্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ হইতে আগামী ১৬ই আগষ্ট রবিবার বৈকালে হাওড়া জেলা খাদ্যসংকট সম্মেলন ডাকা হইয়াছে। সৈয়দ নওসের আলি এম, এল, এ সাহেব এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন এবং কমরেড মনসুর হবির সভা উদ্বোধন করিবেন। কমরেডদের থেয়াল রাখিতে হইবে যে সকল শ্রেণীর লোক যেন এই সম্মেলনের থবর পায় এবং যোগদান করিতে পারে।

বাহির হইল! বাহির হইল!

জনযুদ্ধে

ষ্টালিনের বক্তৃতা

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হইতে পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়াছে। সুরু হইয়াছে ফাসিষ্ট বিরোধী বিশ্ব জনযুদ্ধ। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে পড়ুন, বিশ্ব জনযুদ্ধের নেতা ষ্টালিনের এই পাঁচটী বক্তৃতা: (১) ৩রা জুলাই, ১৯৪১ (২) ৬ই নভেম্বর (৩) ৭ই নভেম্বর (৪) ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ (৫) ১লা মে ১৯৪২। মস্কো হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি হইতে গৃহীত প্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ বক্তৃতা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা জি, অধিকারীর ভুমিকা সহ।

আমরা আগে ইহার দাম তিন আনা ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে আরও দুটী বক্তৃতা যোগ করায় দাম বাড়াইতে হইল।

দাম মাত্র চার আনা।

প্রাপ্তিস্থান—'জনযুদ্ধ' কার্য্যালয়;
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহরক্ষা

গৃহরক্ষার জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্টতম প্রয়োজন, পৃথিবীর আশা-ভরসার স্থল। যিনি পরিবার প্রতিপালন করেন, তিনিই ত সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাঁহার অভাবে গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু সেই প্রতিপালকের স্থানে জীবন বীমা সংসার প্রতিপালনের দুরূহ ভার গ্রহণ করে। ধ্বংসের হাত হইতে সংসার রক্ষা পায়—জাতীয় জীবনের শক্তি অব্যাহত থাকে।

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমাপত্র দিতে পারে—
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, লিঃ।
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

জাপানকে রুখতে হবে!

জাপান আজ আমাদের মাতৃভূমির দুয়ারে হানা দিয়েছে। এখন আমাদের একমাত্র ভাবনা দেশমাতাকে কি ভাবে শত্রুর আক্রমণ হতে বাঁচান যায়। 'আমাদের হাতে হাতিয়ার নেই' বলে চেঁচালে আর নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত বসে থাকলে আমাদের চলবে না। আমাদের প্রিয়তম মাতৃভূমিকে জাপানের হাত থেকে বাঁচাতে হলে দেশের লোকশক্তি, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি অর্থাৎ সমগ্র শক্তি ইহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে। অন্ন ও বস্ত্রের জোগাড় সর্ব্বাগ্রে চাই। যেমন খাদ্যশস্য বাড়াতে হবে তেমনি দেশের শিল্পও গড়ে তুলতে হবে। আমরা এই সংকল্প নিয়েই ইনল্যাণ্ড এজেণ্টস এর মারফৎ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সময় থাকতে আপনার হাতে পৌছে দেওয়ার ভার নিয়েছি। ইনল্যাণ্ড এজেণ্টস এর কাছে আপনারা সম্প্রতি পাবেন:—

১। যাবতীয় দেশী সুতো, যথা:—মিলের, তাঁতের, গেঞ্জির ও সেলাইয়ের।
২। সকল রকম দেশী বোতাম, যথা:—ঝিনুকের, হাড়ের ও শিংএর।
৩। গীতাঞ্জলী প্রোডাক্টস্ (তাঁতের ধুতি, সাড়ী)।

দেশী মিলগুলো যখন এই আন্তর্জাতিক দুর্য্যোগে কাপড়ের চাহিদা মিটাতে পারছে না, তখন দেশবাসীর অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা অবিলম্বে কতক পরিমাণে এই অভাব পূরণের চেষ্টা করেছি। আমাদের নূতন তাঁতঘর শান্তিপুরে প্রস্তুত বিভিন্ন ডিজাইনের তাঁতের ধুতি, সাড়ী এথনই বাজারে মজুত আছে। জিনিষগুলি উৎকৃষ্ট ও মার্জ্জিতরুচির।

এই ঠিকানায় থবরাথবর করুন:—
ইনল্যাণ্ড এজেণ্টস,
উইণ্ডসর হাউস—বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: কলিকাতা ৭১৮৪ টেলিগ্রাম: "গীতাঞ্জলী"

যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য বিলাতী ঔষধ এদেশে একমাত্র প্রস্তুতকারক ঃ—
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

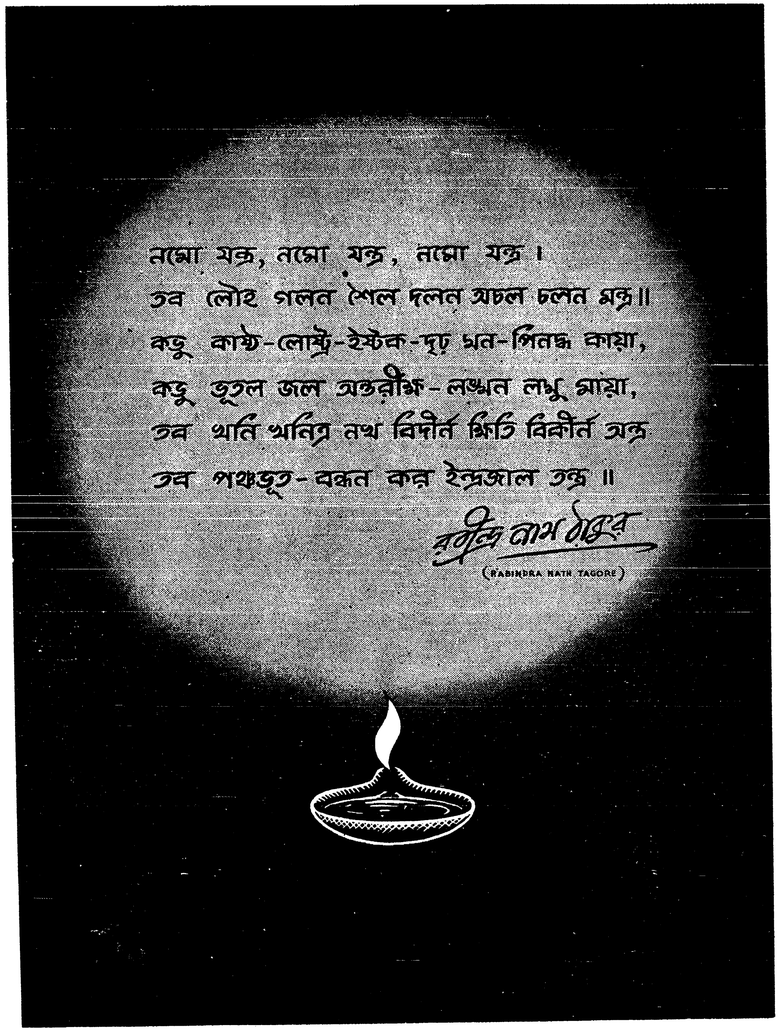

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকিতে
তাঁর অমর প্রতিভার প্রতি
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত।

আলোচনা

অগ্নি পরীক্ষা

৭ই আগষ্ট মস্কো রেডিও সোভিয়েট দেশবাসীকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিতেছে, "বিপদের দিনে রাশিয়ানরা শিশুর মত কাঁদে না। তাহারা আজ অগ্নি পরীক্ষার জন্য তৈরী হইয়াছে।"

ককেসাসের রণক্ষেত্রের দিকে সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতা কামীদের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী নর নারীর সামনে আজ অগ্নি পরীক্ষা উপস্থিত। তাই, বৃটিশ ও মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদের ধমকানি সত্ত্বেও ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলার দাবী আজ জনসাধারণের দাবী। 'হিন্দু' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা জানাইতেছেন, "লণ্ডনের দেয়ালে এক্ষণে 'যুদ্ধের জয়লাভের জন্য' এই কথার পরিবর্ত্তে 'এখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল' এই কথা লেখা হইতেছে।...জনগণের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।" প্রতিদিন বিলাত ও আমেরিকার শ্রমিকরা দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী জানাইয়া সভাসমিতি করিতেছে। সোভিয়েট দেশেও এই আন্দোলন সংবাদপত্র ও সামরিক নেতাদের সমর্থন পাইতেছে। 'রেডষ্টার' পত্রিকায় জেনারেল শিলোভস্কি লিখিতেছেন, "দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে ক্ষতি যতই হোক, সে ক্ষতি স্বীকারে লাভই হইবে।"

হিটলার ইতিমধ্যেই ফ্রান্স প্রভৃতি এলাকা হইতে বহু সৈন্য সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ সংবাদ অবিশ্বাস করার কারণ নাই। শিলোভস্কি বলিতেছেন, "দ্বিতীয় রণাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য বাস্তবিকই তাহার (হিটলারের) যথেষ্ঠ রিজার্ভ সৈন্য আছে কি না সন্দেহ। এরূপ সন্দেহ মনে আসে যে সে রুশিয়ায় দ্রুত জয়লাভ করিবার ও মিত্রশক্তিবর্গকে একে একে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে বাধা কোথায়?

বৃটিশ ও মার্কিণ নায়কদের নিষ্ক্রিয়তাই হিটলারকে ভরসা দিতেছে। বিলাত ও আমেরিকায় প্রতিক্রিয়া-শক্তিকে মাথা তুলিতে সুযোগ দিতেছে। পঞ্চমবাহিনী সম্পর্কে কুখ্যাত বৃটিশ মহিলা লেডী এষ্টর আজও বিলাতের বুকে দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যভাবে বলিতে সাহস করিতেছে, "রাশিয়ানরা আমাদের জন্য লড়িতেছে না, তাহাদের নিজেদের জন্যই লড়িতেছে।"

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির রাজনৈতিক গুরুত্ব অন্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখিতে পায় না, জনগণ দেখিতে পায়। জনসাধারণ জানে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির ফলে দুনিয়ার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ জাগিবে, সোভিয়েট সৈন্যদের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা দেখা দিবে। বিলাত ও আমেরিকায় শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদনে অদম্য উদ্যম ও প্রেরণা আসিবে, হিটলার অধিকৃত দেশগুলিতে প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক নরনারী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে; স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণের জয় নিশ্চিত হইবে।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্র—ভারতে?

কিন্তু জনগণ যে পথে চলিতে চাহে, সে পথে বাধা দিবার জন্য প্রতিক্রিয়া-শক্তি শেষ চেষ্টা করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদ জাপান বা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আজও দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিতে না পারিলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে তাহার একটুও দেরী হইল না! ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব আজ কারারুদ্ধ, কংগ্রেস কর্ম্মীরা আজ দমননীতির মুখোমুখি, অর্ডিনান্স 'অস্ত্রে' আজ সরকারী অস্ত্রাগার গরম। ভারতের এই জাতীয় সংকট কেবল ভারতের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে নাই, সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে। জাতীয় নেতৃত্বের উপর আমলাতন্ত্রের এই আক্রমণ সারা দুনিয়ার জনগণের আশা আকাঙ্খাকে আঘাত করিয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ ভারতের জাতীয় দাবী সমর্থন করে। আমেরিকার শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন সি, আই, ও এবং নাবিক সমিতি ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া প্রস্তাব করিয়াছে, "ভারতের সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী আমরা সমর্থন করি। ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে একত্রিত করার জন্য উহা একান্ত প্রয়োজন।" তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিবার জন্যও মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানায়। নিউ ইয়র্কে এক জনসভায় বিখ্যাত চীনা লেখক লিন উ টাং বলেন, "আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ যেমন স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভব করিত, সমগ্র ভারত ও তেমন ভাবে উহার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে; স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হাল জাতিসমূহকে 'স্বাধীনতার জন্য লড়িতে' বলিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভারতবাসীদের বলিতে পারেন না, স্বাধীনতার জন্য লড়িও না।" চুংকিংএর খবরে প্রকাশ, সেখানকার প্রত্যেকটি নরনারী ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে এবং ভারত ও বৃটেনের মধ্যে আপোষ কামনা করে। বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকা গবর্ণমেণ্টকে আপোষ করিবার পরামর্শ দেয়। সোভিয়েটের বৈজ্ঞানিকরাও যুদ্ধে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

ভেদ সৃষ্টিকারীদের সাময়িক জয়

কিন্তু আমলাতন্ত্র জনগণের দাবী উপেক্ষা করিয়াছে, জাতীয় ঐক্য চুরমার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব তাহাদের "সংগ্রাম" নীতি দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে 'সংগ্রামের' প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতীয় ঐক্যের উপর নির্ভর না করিয়া জুয়াড়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। গত ১লা আগষ্ট পণ্ডিত নেহরু এলাহাবাদে এক বক্তৃতায় বলেন, "আমরা যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে জাপানের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার জন্য বৃটেন রহিবে।" বোম্বাই অধিবেশনে মৌলানা আজাদ বলেন, "সম্মিলিত রাষ্ট্র যদি আমাদের (আপোষ) চেষ্টায় সাড়া না দেয় তাঁহা হইলে ক্ষতি হইবে তাহাদেরই, আমাদের নয়।" গান্ধীজী তাঁহার সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "হয় আমরা জয়ী হইব, নতুবা ধ্বংস হইব।"

ইহা জুয়াড়ীর শেষ চাল। এই দেশ আমাদের, এই দেশ রক্ষাও আমাদেরই করিতে হইবে—আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব বর্ত্তমান যুদ্ধকে এই দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা স্বাধীনতার পথ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

কংগ্রেসী নেতাদের 'সংগ্রাম' ভেদ সৃষ্টিকারীদের উৎসাহিত করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার পাণ্ডা সাভারকর বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক ঐক্যস্থাপন সম্ভবও নহে, প্রয়োজনও নহে—গান্ধীজী এতদিন পরে ইহা উপলব্ধি করায় আনন্দিত হইয়াছি।" তিনিও সর্ত্তাধীনে 'সংগ্রামে' যোগদান করিতে রাজী আছেন। পঞ্চমবাহিনী সন্দেহে বে-আইনী ঘোষিত ফরোয়ার্ড ব্লকের ভূতপূর্ব্ব পাণ্ডা দত্ত মজুমদার সাহেবও অন্ধকার বিবর হইতে সহসা মাথা তুলিতে সাহসী হইয়াছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস হইতে বিতাড়নের জন্য আব্দার করিতে সুরু করিয়াছেন। অপর দিকে, শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিকারী রায়বাদীরা গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে ভেদ-সৃষ্টিকারীরা প্রবল হইতেছে।

আমলাতন্ত্রের আত্মসন্তুষ্টি

জাতীয় ঐক্যকে আক্রমণ করিতে যাইয়া আমলাতন্ত্র জাহির করিয়াছে, "আজ ভারতে যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেণ্ট আছে, এমন আর কোনদিন ছিল না।" অথচ ভারতের নরনারী আজ এই জাতীয় সংকটে যেমন পদে পদে বিড়ম্বিত, এমন আর কোনদিন দেখা যায় নাই। কি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে, কি উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে, কি উৎপাদন ব্যাপারে—কোন ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্র কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। পণ্যমূল্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি রংপুরে কয়েকটি হাটে হাঙ্গামা হইয়াছে। আমলাতন্ত্র তৎপর হইয়া দলে দলে কৃষকদের গ্রেপ্তার করিয়াছে। মাগগী ভাতা না বাড়িবার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতেছে। শ্বেতাঙ্গ বণিকগোষ্ঠী এক বিবৃতিতে মজুরদের 'ঠাণ্ডা' করিবার জন্য সরকারের সহিত একজোট হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। বহুদিন আন্দোলন করার পর উদ্বাস্তুদের দাবী আংশিকভাবে স্বীকৃত হইলেও অনেকস্থানে কার্য্যতঃ তাহার ফল দেখা যাইতেছে না।

আমলাতন্ত্রের তৎপরতা বাড়িয়াছে ফাসিষ্ট-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করায়। রংপুরে ফাসিষ্ট-বিরোধী সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে, ফাসিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হইতেছে। বরিশালে ফাসিষ্ট-বিরোধী শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ময়মনসিংহে ফাসিষ্ট-বিরোধী কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হইতেছে। গতিরুদ্ধ ও কারারুদ্ধ কর্ম্মীদের আজও মুক্তি দেওয়া হইতেছে না।

স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ কর!

আমাদের জাতীয় জীবনে এতবড় সংকট আর কোনদিন আসে নাই। আমাদের এতদিনের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের যাহা কিছু উজ্জ্বল সম্পদ, আমরা তাহা বহন করি। স্বাধীনতার পতাকা বহন করিবার গুরুদায়িত্ব আজ আমাদের উপর ন্যস্ত, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশের কোটি কোটি নরনারীর আশা আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার গৌরব আমাদের। আমাদের পথ ফাসিষ্ট আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার পথ, আমরা জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য জাতীয় ঐক্য চাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই। গত ১লা আগষ্ট টাউনহলের জনসমাবেশ প্রমাণ করিয়াছে জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোলার ক্ষমতা আমাদের আছে। জাতীয় নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হওয়ায় আমাদের সেই দায়িত্ব কমে নাই, বাড়িয়াছে। আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিককে, প্রত্যেক কম্যুনিষ্টকে জাতীয় ঐক্য গড়িবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। পরাজয়ের মনোভাব নয়, শৈথিল্য নয়, ভাববিলাস নয়—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সুশৃংখল সৈনিকের মত অগ্রসর হও, ভেদ-সৃষ্টিকারীদের হাত হইতে মাতৃভূমিকে বাঁচাও।

(১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এই চিঠি যখন আপনাদের হাতে পৌছিবে, তখন ঘটনাবলী অনেক আগাইয়া যাইবে। হয়ত তখন আপনারা অনেক বড় সমস্যার ভিতর পড়িবেন। সাধারণ পথ খুব স্পষ্টঃ ফাসিজমের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জনসমাবেশ; রাজনীতিক মত নির্ব্বিশেষে সমস্ত ফাসিষ্টবিরোধীদের সাথে কার্য্যক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগীতা, বর্ত্তমান শাসকদল যতদিন ফাসিজমকে রুখিবে ও যুক্তফ্রণ্টে থাকিবে, ততদিন ইহাদের কোন কাজই আমাদের এই পথ হইতে বিচ্যুত করিবে না; কারণ এ পথ শুধু বিশ্বফ্রণ্টের জনগণের স্বার্থেই নয়, ভারতের জনগণের স্বার্থেও। বিশ্বফ্রণ্টের জনগণের ভাগ্য আর ভারতবাসীর ভাগ্য আলাদা নয়। **ভারতের স্বাধীনতার পথ ফাসিজমের বিরুদ্ধে কার্য্যকরীভাবে লড়িবার ভিতর দিয়াই।** আজ এই মহা সঙ্কটের সামনে, আক্রমণ বা রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার ঝোঁকের মুখে, আপনারা অগ্রনী রাজনীতিক ভূমিকায় নামিতে পারেন। জনপ্রতিরোধের শক্তিকে সমবেত করিতে পারেন। প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের প্রতীক হিসাবে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতে পারেন। মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ ও গণসংগঠনে অগ্রনী হইতে পারেন। এই সমসংগ্রামে সমস্ত দেশের আমাদের কমরেডদের আদর্শ আপনাদের অনুপ্রাণিত করিবে। আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুণ।

রজনী পাম দত্ত।

রজনী পাম দত্তের চিঠি

ভারতের কমিউনিষ্টদের প্রতি বৃটিশ কমুনিষ্ট নেতা

প্রিয় কমরেডগণ,

আপনারা এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন, আপনাদের উপর বিরাট দায়িত্ব পড়িয়াছে। এমন দিনে আপনাদের আমার অভিনন্দন জানাইবার সুযোগ পাওয়ায় আমি আনন্দিত।

আপনাদের খুবই সামান্য সংবাদ পাই। তবু তাহারই উপর নির্ভর করিয়া খুব মনোযোগ ও সহানুভূতির সাথে আপনাদের সংগ্রাম লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের ধারণা হইয়াছে আপনারা সঠিক পথ বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসকদের যাহাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, ভারতীয় জনসাধারণের মূল স্বার্থেই মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধে কার্য্যকরী সাহায্য করিবার প্রয়োজনীয় নীতি আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যে নীতি আপনারা নিয়াছিলেন তাহার ক্ষুদ্র সংবাদে এখানে বেশ ভাল ধারণা জন্মিয়াছে।

সকলকে সমবেত কর

এলাহাবাদে নিতান্ত অসন্তোষজনক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, কোনরূপ অগ্রগামী নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা ও জাতীয় ফ্রণ্ট দুর্ব্বল হইবার বিপদ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জাতীয় শিবিরে আমরা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে চাই না। বামপন্থী ও যাঁহারা এই সঙ্কট সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাদের উপর বিরাট দায়িত্ব উপস্থিত। যথাসম্ভব কার্য্যকরীভাবে জাপানকে রুখিবার জন্য সংগঠন গড়িতে হইবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেসী জনসাধারণের ভিতরকার দ্বিধাগ্রস্তদের আগাইবার জন্য টানিতে হইবে। নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদ (ইহা সর্ব্বদাই ফাসিজমের যন্ত্র), নিষ্ক্রিয়তা বা যুদ্ধে উদাসীনতা (যেন দুইটি বিদেশী ফৌজে যুদ্ধ)—ইহা সবই ভেদনীতি এবং ইহার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এই সমস্তর জন্যই সর্ব্বতোভাবে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতীয় দাবী

ক্রিপ্‌স্ আলোচনার সময় আমরা বিলাতে কংগ্রেসের সাধারণ দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছি। ভারত রক্ষার জন্য জাতীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট, যাহারা শত্রুকে রুখিবার জন্য বৃটেনের সহযোগীতা করিতে প্রস্তুত ও বৃটিশ জঙ্গীলাটকে মানিয়া নিতেছে এই দাবী এবং ১৯৪০ সালে আগষ্টমাসের পুনরাবৃত্তি সূচক প্রস্তাব প্রত্যাহার, এ সবই আমরা সমর্থন করিয়াছি। এক জনের পর একজন আলাদাভাবে ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করা ও ফলে ভুল বোঝা, এ নীতি ত্যাগ করিয়া মিলিতভাবে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী পেশ করিবার জন্য মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িবার কাজে আরও অনেক বেশী কিছু করা উচিত ছিল। যাহা হউক, ইহা বিস্তারিত কৌশলের প্রশ্ন। কিন্তু পরবর্ত্তী এলাহাবাদ প্রস্তাবের নিষ্ক্রিয় শান্তি নীতি গ্রহণ এখানে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে ও সহানুভূতি কমাইয়া দিয়াছে। আমরা এখানে, অবশ্য, আমাদের প্রচার-আন্দোলনে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ভিতরকার সমস্যায় হাত দিতেছি না। আমরা সমস্ত জোর দিয়াছি, ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দাও যাহাতে মিলিত জাতিসমূহের সাথে একযোগে ভারতবাসীরা ভারত রক্ষা করিতে পারে।

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের কম্যুনিষ্টদের তার

আমেরিকার কমিউনিষ্টদের প্রতি

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড পি, সি, যোশী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড আর্ল ব্রাউডারের নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—

বৈধ পার্টি আমেরিকার কমরেডদের অভিনন্দন জানাইতেছে। মালয় ও ব্রহ্মের শিক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ছাড়া সফলতার সাথে ভারত রক্ষা অসম্ভব। এই স্লোগানে আমরা গণপ্রচার চালাইতেছি : সর্ব্বতোমুখী জাতীয় প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় ঐক্য চাই, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের যুক্ত দাবীর জন্য এখনই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই। আপনারা দেশব্যাপী প্রচার সুরু করুন, আপনাদের দেশের রাষ্ট্রপতিকে চাপ দিন তিনি যেন হস্তক্ষেপ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের সাথে আলোচনা চালাইতে বলেন, ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া নিতে ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে বলেন।

গান্ধিজীর নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদ ব্যতিক্রম মাত্র। নেহেরু ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃত্ব বিশ্বের গণতন্ত্রের প্রকৃষ্টতম ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ ফাসিষ্ট বিরোধী। তাঁহারা ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মিলিত ভারতীয় প্রতিরোধ চালাইতে প্রস্তুত। আপনাদের দেশের জনসাধারণকে অনুভব করান, ভারতের ভাগ্যের উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। আমরা এক সাথে লড়িয়া মুক্ত জনগণের ভ্রাতৃত্ব গড়িব এবং তাহা এখনই সুরু করিব।

বৃটিশ কমিউনিষ্টদের প্রতি

কমরেড যোশী নিম্নলিখিত তারটি পাঠাইয়াছেন গ্রেট বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড হ্যারী পলিটের নিকট :—

বৈধ পার্টি বৃটিশ কমরেডদের অভিনন্দন জানাইতেছে। স্বাধীনতাকামী মানবের জীবনে এক গভীর সংকট উপস্থিত। আমাদের নীতি : জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য। বর্ম্মা, মালয় সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের ফলে আমাদের স্বদেশ প্রেমিকেরা আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ করিতে প্ররোচিত হইতেছেন। আপনাদের কর্ত্তব্য আপনাদের গভর্ণমেণ্টকে চাপ দেওয়া যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সাথে আলোচনা চালায়। ভিত্তি হইবে, ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া নেওয়া এবং সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের কর্ত্তব্য জাতীয় নেতৃত্বকে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য, বৃটেনের সাথে মিটমাটের জন্য ও ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য টানিয়া আনা। আমরা জানি আপনাদের কাজ আপনারা করিয়া যাইতেছেন। আমরাও আমাদের কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনাদের প্রচার শতগুণ বাড়াইয়া তুলুন। আমরা এ স্রোত নিশ্চয় ঘুরাইব এবং আমরা দুইটি দেশের বৃহৎ জনগণ ফাসিষ্ট বিরোধী মুক্তি ফ্রণ্টে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একত্র হইব।

চীনের গরিলা শিল্প

আই, এপস্টিন

(চীন হইতে বিশেষ তার)

কোয়েইলিন, ১৯ই জুন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীন দখলের জন্য চিকিয়াং, কিয়াংশি, কোয়াংতাং প্রদেশে বড় রকমের যুদ্ধ চলিতেছে। এই সব জায়গার বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে জাপান ৬০০ মাইলের পাল্লার ভিতর পড়ে। এই সীমান্তের যুদ্ধে মাল যোগানোর জন্য জাপানের কামানের গোলার ভিতরে থাকিয়া গরিলা শিল্প সমবায় কাজ চালাইতেছে। সমস্ত চীনে আড়াই হাজার শিল্প আছে। এখানকার শিল্প সমবায়ের মালিক সমবায় মজুররাই, তাহারাই কাজ চালায়। রাইফেল, বুলেট, কম্বল, হাত বোমা ও অন্যান্য যুদ্ধের মাল ইহারা তৈরী করে। তা ছাড়া ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্রের মেরামতি কাজও তাহারা করে।

চিকিয়াং-কিয়াংশি সীমান্তে ১ লাখ ৬০ হাজারের উপর জাপানী সৈন্য বিমান ও গোলন্দাজবাহিনীতে সুসজ্জিত হইয়া আক্রমণ চালাইতেছে (গোটা বৃটিশ মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্ম্মা দখলের জন্য জাপানীদের ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য লাগিয়াছিল)। এই বিরাট শত্রুসৈন্যের সামনে সীমান্তের প্রথম লাইনের সমবায় কারখানাগুলির ধরা পড়ার ভয় খুবই বেশী। শত্রু ইহাদের এলাকায় আসিয়া পড়িলে ইহারা খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি উঠাইয়া নিয়া পাহাড়ে চলিয়া যায় এবং সম্ভব হইলেই যুদ্ধ সীমান্তের নিকটেই আবার কারখানা বসায়, কারণ সীমান্তের চীন সৈনিকদের মাল যোগান চাই। গত সপ্তাহে চিকিয়াং-এ এমনিভাবে ১২টা সমবায় শত্রু আগমনে চলিয়া যাইয়া দক্ষিণ কিয়াংসির পাহাড়ে আবার ঘাঁটি বসায়, একটুও ক্ষতি হয় নাই।

কাগজ শিল্পের বেশ উন্নতি হইয়াছে। সৈনিকদের প্রাচীর পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশকদের কাগজও এই শিল্প সমবায় যোগাইতেছে। চিকিংয়াং-এর সমবায় হইতে সমুদ্রতীরের হাজার মাইল দূরের কোয়েইয়াংএ পর্য্যন্ত কাগজ সরবরাহ করা হইতেছে। কাগজ শিল্প শীঘ্রই কুটির শিল্পের পর্য্যায় হইতে উন্নত হইবে। মজুরদের শ্রম সময়ও কমিয়াছে এবং এই প্রথম শিক্ষা ও সামাজিক মঙ্গলের কাজে অর্থ ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অষ্টম রুট আর্মির (লাল ফৌজ) পরিচালনায় উত্তর চীনের সমবায়গুলি শত্রুকে রুখিবার কাজে খুব কার্য্যকরী হইতেছে। ৫০ হাজার সুসজ্জিত শত্রু সৈন্য মধ্যহোপেই নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য আক্রমণ চালাইতেছে। ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এখানকার সমবায়ের মজুররা ভূঁইমাইন তৈরী করিতেছে, আবার মাইন পাতার জন্য গরিলাদের সাহায্যও করিতেছে।

এই সব শিল্প সমবায়গুলি যেমন শিল্পের উন্নতি করিতেছে, তেমনি কৃষিরও উন্নতি করিতেছে। ইয়াংসির প্রবেশমুখ ইচাং জাপানীদের হাতে, মধ্য চীনের ধান উৎপাদনের এলাকাগুলিতেও জাপানীরা আগাইতেছে। চীনের ধানের সঙ্কট আসন্ন। এই বিপদের দিনে শিল্প সমবায়গুলি নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র ও চাষ আবাদের নূতন পন্থা বাহির করিতেছে। ইহার ফলে উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বাড়িয়াছে, অথচ খরচা কমিয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ। সমবায় হইতে ভাল সারও তৈরী হইতেছে। কাজেই সার আমদানী বন্ধ হওয়ায় কোন ক্ষতি হইতেছে না।

বিখ্যাত লেখক এডগার স্নো গত সপ্তাহে চুংকিং-এ আসায় গরিলা শিল্পের আরও উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। [এ, এল, এন]

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

বুধবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪২ ; ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা

বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০

সম্পাদকীয়

দমননীতি রদ করাও !

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার এবং দেশব্যাপী দমননীতি ও উত্তেজনা-বিস্তারের খবর পাবামাত্র কংগ্রেসের ও নেতাদের স্বাধীনতা দাবী ক'রে আমরা গত সংখ্যা জনযুদ্ধের প্রথম পাতায় লিখেছিলাম যে, এই ঘটনায় লোকের যুদ্ধ-বিরোধী অসন্তোষই বাড়বে, দেশরক্ষার ভীষণ ক্ষতি হবে। আমরা আরও লিখেছিলাম যে যখন কংগ্রেস নেতারা আপোষের অর্থাৎ জাতীয় দাবী শান্তিজনক ভাবে নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টা করছিলেন—সেই সময়েই কংগ্রেসের উপর দমননীতি সুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে রায়পন্থী চুনোপুঁটি থেকে আরম্ভ ক'রে রাজারাজড়া পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সব শক্তিগুলোকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক করবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল—কারণ আমলাতন্ত্র আপোষ চায় না।

এ সব কথা খুবই ঠিক। কিন্তু তারপরে আমরা লিখেছিলাম যে, এহেন আমলাতন্ত্রের হাতে দেশকে ছেড়ে দিয়ে "সংগ্রামের" প্রস্তাব গ্রহন ক'রে জেলের মধ্যে গিয়ে নেতারা দায়িত্ব এড়ালেন। এ কথার সবটা ঠিক নয়—কারণ সংগ্রামের প্রস্তাব নেতারা গ্রহণ করে ছিলেন বটে, কিন্তু সংগ্রাম তাঁরা আরম্ভ করেন নি। বরং সংগ্রাম সুরু না ক'রে নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টা তাঁরা দেখছিলেন—এমন সময় আমলাতন্ত্রের অতর্কিত গ্রেপ্তার আরম্ভ হ'ল। কাজেই জেলে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁদের নয়, তাঁরা তখনও এমন কিছু করেন নি যাতে জেলে গিয়ে দায়িত্ব এড়াচ্ছেন বলা যায়। বরং জেলে যাওয়ার মত হঠাৎ কিছু না ক'রে নিষ্পত্তির প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করছিলেন। আমলাতান্ত্রিক দমননীতিই হঠাৎ তাঁদের সরিয়ে দিল, নিষ্পত্তির চেষ্টা সুরু হতে দিল না।

এ, আই, সি, সি, অধিবেশনের শেষ দিকে কংগ্রেস-লীগ আলোচনা ও আপোষের আশাও জাগছিল। আবদুল লতিফ সাহেবের প্রশ্নের জবাবে মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহ্‌রু পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই কংগ্রেস খোলা মন নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছে। তাঁরা এও বলেছিলেন যে, জগৎনারায়ণ লালের 'অখণ্ড ভারত' প্রস্তাব তাতে প্রতিবন্ধক হবে না ; কোন প্রদেশকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ধরে রাখতে চায় না—ওয়ার্কিং কমিটির এই নীতি জগৎনারায়ণের প্রস্তাব সত্ত্বেও অটুট আছে। এতে লতিফ সাহেব আশান্বিত হয়েছিলেন, লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের ঐক্য স্থাপনের আলোচনা হয়তো সুরু হ'ত। কিন্তু অতর্কিত গ্রেপ্তার এতেও বাদ সাধল, কংগ্রেস-লীগ একতার চেষ্টা সুরু হতে দিল না।

কাজেই জাতীয় নিষ্পত্তি ও কংগ্রেস-লীগ একতা প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমলাতান্ত্রিক নীতির। এবং হঠাৎ দমননীতি চলতে আরম্ভ করাতেই দেশের মধ্যে উত্তেজনার স্রোত বইল, নেতৃত্বহীন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ অসংগঠিত তাণ্ডব ও অরাজকতার ক্ষতিকর পথ ধরল।

আমলাতন্ত্রের তাঁবেদাররা তাই তাড়াতাড়ি কংগ্রেসকে গাল দিয়ে দমননীতির সমর্থন করছেন। ভাড়াটে রায়পন্থীরা বলছেন দমননীতি নেওয়া অনিবার্য্য। সিকান্দর হায়াৎ বলছেন, কংগ্রেস দেশের প্রতি কাপুরুষের মত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতাদের হাত যখন বন্ধ তখন এই সব শকুনি পরম সাহসে এগিয়ে এসেছে তার মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্যে !

দমননীতিতে লোকে উত্তেজিত হয়ে পাগলের মত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের সর্ব্বনাশকর পথে চলেছে। এবং এই অরাজকতার দিকে তারা যতই এগুচ্ছে দমনের কঠোরতাও ততই বাড়ছে, সম্পূর্ণ নিষ্ফলভাবে লোকে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। এতেও কি জনসাধারণ বুঝবে না যে, নিজেদের পায়ে তারা নিজেরাই কুড়ুল মারছে !

আমলাতন্ত্র নিষ্পত্তি চায় না, কংগ্রেস-লীগ একতার বাধা সৃষ্টি করে, নেতাদের গ্রেপ্তার করে। লোকে উত্তেজিত হয়, ধ্বংসের তাণ্ডবে অগ্রসর হয়। তখন তারই বিরুদ্ধে আরও দমননীতি চলে। তাতে জনগণের শক্তি নষ্ট হয়, জাতির একতা নষ্ট নয়। শক্তিহীন মানুষের নিষ্ফল উত্তেজনায় নেতাদের মুক্তি আদায় করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

কেন আমরা এই উত্তেজনার ফাঁদে পা দেব ? কেন আমরা নিষ্ফল ধ্বংসলীলায় মেতে আমাদের শক্তি ও একতাকে আক্রান্ত হতে দেব ?

কংগ্রেসও এরকম কিছু করতে বলেনি। এখন যে তাণ্ডব চলছে তা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্যে বা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম নয়—এ শুধু উত্তেজনা ও হতাশার উন্মত্ত আক্রোশ। এতে জনগণ তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, শুধু দমনের চোটে তাদের শক্তি ছিন্নভিন্ন, নিস্তেজ ও নিঃশেষ হয়ে যাবে—এবং তখন সেই ব্যর্থতায় তারা জাপানী দাসত্বের আশঙ্কাকেও নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করবে।

সুতরাং কমিউনিষ্টদের আজ প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে, সমস্ত শক্তি দিয়ে বুঝতে হবে যাতে হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে নেতাদের মুক্তিদাবী করে। যাতে জনগণ প্ররোচনা বা উত্তেজনার বশীভূত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাণ্ডবে নিজেদের ধ্বংস না করে। জাতীয় একতা ও জাতীয় আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যে আক্রমণ এসেছে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের লড়তে হবে। তার জন্যে আমাদের দুটী কাজ করতে হবে : (১) দমননীতির বিরুদ্ধে উত্তেজনা যাতে বিশৃঙ্খল ধ্বংসলীলায় পরিণত না হয় তার জন্যে আমাদের সমস্ত সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তা না পারলে দমননীতিই আরও বাড়বে। এই উত্তেজনাকে এমনভাবে ফেরাতে হবে যাতে লোকের শক্তি বাড়ে এবং নিষ্পত্তির জন্যে সংগঠিতভাবে লোকে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেয়। (২) কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট গড়বার জন্যে যে চেষ্টা চলেছে তাকে আমাদের ব্যর্থ করতে হবে। তার উপায় হ'ল দেশের সমস্ত পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে কংগ্রেসের জাতীয় দাবীর সমর্থনে একত্র করা, কংগ্রেস ও লীগের একতা গড়ে তোলা। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে সবাইকে একত্র করা, কংগ্রেসের সঙ্গে নিষ্পত্তির জন্যে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া।

আমরা কমিউনিষ্টরা বরাবর বলেছি যে দেশরক্ষার ও স্বাধীনতা লাভের উপায় হচ্ছে দেশকে একতাবদ্ধ ক'রে, কংগ্রেস-লীগ একতা প্রতিষ্ঠা ক'রে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করা। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একতা ও জনশক্তির উপর না দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতার পথে চল্লেন। এর চূড়ান্ত হ'ল বোম্বাইতে গান্ধীজির আত্মঘাতী নির্দ্দেশ যে, জাতীয় দাবী পূরণের জন্য ব্যাপক অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। তাতে আমলাতন্ত্রের হাতেই আমরা চলে যেতাম, জাতীয় শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হত। এই "সংগ্রাম" সুরু করলে শেষ পর্য্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধ্বংসলীলা ও অরাজকতার ওপরই ভরসা করতে হত। যাই হোক, শেষ মুহূর্ত্তে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিষ্পত্তির জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, এমন সময় দমননীতির আঘাত এল।

এই চরম ও কঠিন মুহূর্ত্তে, আমরা কি করতে পারি বলে চুপ ক'রে বসে থাকলে কিংবা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দোষ দেখালে সঙ্কট কাটবে না। আবার, ভুল হোক বা ঠিক হোক জনতা যখন লড়ছে তখন তাদের লড়াইয়েই আমাদের

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিন গ্রাদে প্রতিরোধ

ষ্টালিনগ্রাদে পৌঁছিবার জন্ত জার্ম্মাণেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অজস্র সৈন্ত ও যুদ্ধের মাল মসলা ক্ষয় করিয়াও তাহারা মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। কোটেলনিকভে ১৪ দিন হইল জীবন মরণ যুদ্ধ চলিতেছে কিন্তু জার্ম্মাণরা আর আগাইতে পারে নাই। ডনের বাক পার হইয়া ষ্টালিন গ্রাদ পৌঁছিবার জন্য ২০ দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাহারা সফল হয় নাই। এই দুই দিক দিয়া ষ্টালিনগ্রাদে পৌঁছিবার পথেই অসম্ভব বিঘ্নের মাঝেও লালফৌজ অসীম বীরত্বের সাথে জার্ম্মাণদের রুখিতেছে।

কয়েক দিন হয় কোটেলনিকভের উত্তর পূর্ব্বের যুদ্ধ চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে। কয়েকটি জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান ডিভিশন সোভিয়েট ঘাঁটির ভিতর ঢুকিয়া পড়ে ও তুমুল যুদ্ধ চলে। জার্ম্মাণরা ঢেউয়ের পর ঢেউ ট্যাঙ্ক আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি মর্টার প্রভৃতি বিপুলভাবে বাধা দেয় ও পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে জার্ম্মাণরা হটিতে বাধ্য হয় ও একটি রুমানিয়ান বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়। রেড ষ্টার পত্রিকায় বলা হইয়াছে এ অঞ্চলে পাহাড়ে পর্ব্বতে অগণিত জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ানদের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। রেডষ্টার পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে, আপাততঃ এখানে জার্ম্মাণদের গতিরোধ করা হইয়াছে। অবশ্য হুঁসিয়ার থাকা উচিত আবার ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা। ক্লেটসকায়া অঞ্চলেও যথেষ্ট পরিমাণে যান্ত্রিক বাহিনী লইয়া জার্ম্মাণরা আক্রমণ করে। লালফৌজ তাহাদের প্রতিরোধ করে। ক্লেটসকায়ার দক্ষিণে জার্ম্মাণরা নদীর কাছে খানিকটা আগাইতে সমর্থ হয় বটে কিন্তু লাল ফৌজ প্রায় ৭০০ জার্ম্মাণকে ঘিরিয়া নিশ্চিহ্ন করে ও শত্রুর দুইটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে।

ভরোনেজে পাল্টা আক্রমণ

ভরোনেজ অঞ্চলে লাল ফৌজ দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে ও প্রবলভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। সুইডিশ কাগজের বার্লিন প্রতিনিধিরা বলিতেছে যে ভোরোনেজ ও রেজেভ অঞ্চলে যথেষ্ট অসুবিধার কথা জার্ম্মাণরা স্বীকার করিতেছে। ভোরোনেজে বীর লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের সমস্ত পরিকল্পনা ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণরা প্ল্যান বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা চাহিয়াছিল ভোরোনেজের ভিতর দিয়া পুব দিকে সোজা মস্কোর দিকে যাইয়া এক ঘায়েই যুদ্ধ খতম করিবে। কয়েকদিন অবশ্য মনে হইয়াছিল ভরোনেজ বুঝি গেল, কিন্তু প্রবল বাধা বিঘ্নের মাঝে দেয়ালে পিঠ দিয়া লালফৌজ জার্ম্মাণদের রুখিয়াছে। গত কয়েক দিনে ডনের মধ্য ভাগে ভরোনেজে জার্ম্মাণরা কয়েকটি স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। বহু জার্ম্মাণ বন্দী হইয়াছে ও অনেক রসদ লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে। ভরোনেজের উত্তরে লাল ফৌজ পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে, নদী পার হইয়াও লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের ঘাঁটি আক্রমণ করিতেছে।

ককেশাসের দিকে

দক্ষিণ দিকে ককেশাস অঞ্চলে অবশ্য জার্ম্মাণরা আরও আগাইয়া আসিয়াছে। আরমাভীর ও তাহার পুবের চেরকাস্ক হইতে আরও পুবে লাল ফৌজ সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ক্রাসনোদার বাকু রেলপথে কাসপিয়ান সাগরের দিকে চেরকাস্কের ৫০ মাইল পুবে ও গ্রোজনী তেল খনির ১৮০ মাইল দূরে মিনারালনিভোদীতে যুদ্ধ চলিতেছে। কাসপিয়ানের দিকে জার্ম্মাণরা আগাইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত কিউবান অঞ্চল জার্ম্মাণরা দখল করিতে পারে নাই। মধ্য কিউবানে লাল ফৌজ প্রবলভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে। ক্রাসনোদারের উত্তর পশ্চিমে জার্ম্মাণরা কিউবান নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু লাল ফৌজ প্রবলভাবে বাধা দিতেছে। প্রথম প্রথম একবার জার্ম্মাণরা নদী পার হইতে গেলে লাল ফৌজ এক হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত করে। ইহার পর একস্থানে জার্ম্মাণরা নদী পার হইতে সমর্থ হয় বটে; কিন্তু লাল ফৌজ তাহাদের নিশ্চিহ্ন করে ও একই সময়ে সোভিয়েট গোলন্দাজ ও বিমান বহর নদীর উত্তর পারে জার্ম্মাণদের বিপুলভাবে আক্রমণ করে। ক্রাসনোদার অঞ্চলের অন্য একটি স্থানে জার্ম্মাণরা শক্তিশালী ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী লইয়া লাল ফৌজের আত্মরক্ষার ঘাটি আক্রমণ করে বটে, কিন্তু তাহাদের হটাইয়া দেওয়া হয় ও তিনশত জার্ম্মাণ নিহত হয়। এই অঞ্চলের অন্য একটি স্থানে অবশ্য লাল ফৌজ পিছু হটে। মাইকপ তৈলখনি অঞ্চলে কয়েকটি সামরিক কৌশলপূর্ণ পাহাড়ে লাল ফৌজ এখনও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইতেছে।

জার্ম্মাণরা দ্রুত গ্রোজনি তৈলখনি ও কাসপিয়ানের দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। ওদিকে নভোরিসিস্ক বন্দরও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ককেশাস পাহাড়ের কোলে যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণ ফৌজের পিছনে লাল ফৌজ এখনও রহিয়া গিয়াছে এবং বাধা সৃষ্টি করিতেছে বটে কিন্তু বিপদ আজও প্রবল। ককেশাসে শত্রুর গতিরোধ করা যায় নাই। কিন্তু মিত্রশক্তি কোথায়?

মিত্রশক্তি কোথায়?

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর রোড্‌সের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে। গ্রীসের উপর বিমান হানা দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণ অধিকৃত ইউরোপেও বোমা ফেলা হইতেছে। ওদিকে আমেরিকান বিমান বহর চীনের নানচাং হাংকাউ প্রভৃতি সহরে জাপানী ঘাটির উপর বোমা ফেলিয়াছে। ফরাসী ইন্দোচীনের হাইকং-এ ও বোমা ফেলা হইয়াছে। বর্ম্মার উপরও বোমা ফেলা হইতেছে। ওদিকে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উপরও বিমান হানা দেওয়া হইতেছে নিউগিনির পূর্ব্বে সলোমোন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান নৌবহর নামিতে সমর্থ হইয়াছে। জাপানীরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আমেরিকানরা ঘাটি আগলাইতে পারিয়াছে।

এই সব আক্রমণ ফাসিষ্ট শক্তিকে দুর্ব্বল করিবে সন্দেহ নাই কিন্তু ফাসিষ্ট শক্তির নেতা জার্ম্মাণ বাহিনীকে এখনই চরম আঘাত হানিতে না পারিলে ফাসিষ্টদের বিনাশ করা যাইবে না। সে জন্যে চাই ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া আঘাত দেওয়া। আজিকার দিনে ইহাই সব চেয়ে বড় সমর কৌশল। মিত্রশক্তির সে দিকে নজর কোথায়?

কাইয়ূর কমরেডদের বাঁচাও

নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি, সি, যোশী ও কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ই, এম, সঙ্করননম্বুদিরিপাদ, এম, এল, এ নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছেন ঃ—

মাদ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া জেলার চার জন কৃষক ভলান্টিয়ারকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে একজন পুলিস কনেষ্টবলকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আরও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাহার বয়স ১৫ বছরের কম থাকায় জজ তাহার মামলা শিশু আইন অনুযায়ী হুকুমের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের আপীলে এক পক্ষ আগে এই সব দণ্ড বহাল রাখা হইয়াছে।

জনসাধারণের মনে ইহাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া চার জন তরুণ স্বদেশ প্রেমিকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া অজস্র সভা করা হইয়াছে। মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রায় সমস্ত আইন সভার সদস্যই ইহাদের বাঁচাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই দাবীর সমর্থনে বহু টেলিগ্রাম ও চিঠি আসিতেছে।

ঠিক ৫ মাস আগে মালাবারে এমনি এক অবস্থা হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট কমরেড গোপালনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কেরালার বিরাট গণআন্দোলন ও সমস্ত ভারতের জনমতের সমর্থন সেদিন কমরেড গোপালনকে ফাঁসির মঞ্চ হইতে বাঁচাইয়াছিল। গভর্ণর মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

এবারও মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়ার জেলাগুলিতে ঠিক তেমনি বিপুল গণ আন্দোলন করা হইতেছে। কেরালার কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা গঠিত গোপালন-রক্ষা-কমিটি এই কেসেরও ভার নিয়াছেন। গভর্ণরের নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠান হইতেছে। প্রাভিকাউন্সিলে আপীলেরও ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহাদের মুক্তির জন্য গণ দরখাস্তে সহি নেওয়াও হইতেছে।

এই চারজন কমরেডের মূল্যবান জীবন বাঁচাইবার এই সর্ব্বজনীন দাবী আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছি ও সমগ্র জাতির নিকট আবেদন করিতেছি তাঁহাদের মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করুন। আমরা নিশ্চিত, তাঁহাদের মুক্তিতে জাপ বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদের এক করিবার কাজ শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। শুধু তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড রহিতই নয়, আমরা তাঁহাদের মুক্তি দাবী করিতেছি। শত্রুকে রুখিবার কাজ শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহাদের চাই।

সর্ব্বত্র সভা করুন! মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট চিঠি লিখুন ও টেলিগ্রাম পাঠান। নয়াদিল্লীর হোম ডিপার্টমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে লিখুন। আপনাদের কাজের উপরই এই চার জন তরুণ স্বদেশ প্রেমিকের জীবন নির্ভর করিতেছে।

কাইয়ূর কমরেডদের বাঁচাও!

জনরক্ষার কাজে

কাছাড়ে জনরক্ষা সম্মেলন—গত ২৬শে জুলাই আসাম ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মাননীয় বসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে কাছাড় জেলা জনরক্ষা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কাছাড়ের গ্রাম ও সহর অঞ্চলের ২৮টি বেসামরিক জনরক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। কংগ্রেস, কৃষক সমিতি, মজুর ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি গণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও রাজনীতি সম্পর্কশূন্য বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় এত লোক সমাগম হয় যে তিল ধারণের স্থান ছিল না। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। রায় বাহাদুর হেম দত্ত মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। সভায় বিশিষ্ট চা-মালিক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী এম, এল, এ, কমরেড চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—(১) সভাসমিতির অধিকার (২) জেলার খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা (৩) পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ (৪) ফসল বৃদ্ধি ও ফসল বাঁচানো (৫) শিক্ষাসংকট (৬) জনরক্ষা বাহিনী (৭) জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট (৮) চা বাগানে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

বালাগঞ্জ থানা (শ্রীহট্ট) সম্মেলন—বালাগঞ্জ থানায় মাননীয় বসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে থানা জনরক্ষা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। থানায় ইতিমধ্যেই ২০টি সার্কেল ও ৩০টি গ্রাম্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি রায় বাহাদুর সতীশ দত্ত, শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মৌলভী মুজুম্মল আলী, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী এম, এল, এ ও কমরেড চিত্তরঞ্জন দাস বক্তৃতা করেন।

শ্রীহট্টে জনরক্ষা বাহিনী—শ্রীহট্ট সহরে বিভিন্ন মহল্লা জনরক্ষা কমিটির অধীনে ৫০০ জনরক্ষা ভলান্টিয়ার গৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিতর ২৫০ জন ফৌজ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কুচকাওয়াজ, এ, আর, পি, প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নিনির্ব্বাপন কৌশল, লাঠি ছোরা ইত্যাদি শিক্ষা করে। সপ্তাহে একদিন বিভিন্ন বিষয়ে রাজনীতিক আলোচনাও করা হয়।

হস্তীশুণ্ডে (বরিশাল) জনরক্ষা সম্মেলন—গত ১লা আগষ্ট কমরেড বিনোদ মজুমদারের নেতৃত্বে ও কৃষক কর্ম্মীগণের সহযোগিতায় এক বিরাট জনরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এক শতেরও উপর লাঠিধারী কৃষক ভলান্টিয়ার সহ প্রায় দেড় হাজার জনসাধারণ সম্মেলনে যোগ দেয়। বরিশালের বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড হীরালাল দাসগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড শিশির গুপ্ত, জ্যোতি দাসগুপ্ত, শোভা সেন, যুঁইফুল বোস, মনোরমা বোস, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি জনরক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সবাই জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইবার জন্য আন্দোলন সুরু করার আবেদন জানান।

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) সম্মেলন—গত ২রা আগষ্ট বোয়ালখালি থানা জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে সারোয়াতলী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে থানা খাদ্য সংকট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কানুনগোপাড়া স্যর আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মাখন লাল নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। থানার বিভিন্ন অংশ হইতে জনরক্ষা ফৌজের ভলান্টিয়ারগণ মিছিল করিয়া সম্মেলনে আসিয়া যোগ দেয়। জিলা জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার, থানা জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড নির্ম্মলদত্ত, আবদুস সবুর, সুলতান আমেদ, সত্যব্রত চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। অবিলম্বে অতিলোভী পাইকারদের শাস্তি দেওয়া, থানায় থানায় সরকারী পাইকারী দোকান হাটেবাজারে সরকারী খুচরা দোকান, গ্রামে গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীহট্ট জনরক্ষা ধর্ম্মগোলা—এই জিলার নবিগঞ্জ থানা জনরক্ষা কমিটির সংগঠক কমরেড মনীষ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় দুইটি ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সায়েস্তাগঞ্জে জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্রীনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে জনরক্ষা কমিটি ৩০টি গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার পরিবারের ভিতর কার্ড প্রথায় লবন ও কেরোসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে জনসাধারণ জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিবার জন্য খুব উৎসাহ দেখাইতেছে।

২৪ পরগণায় জনরক্ষা কমিটি—বসিরহাট মহকুমায় স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত বিথারী বয়ারঘাটা ইউনিয়নে হাকিমপুর, বালতি, চিতুরি, নবাৎকাটি, নিত্যানন্দ কাটি, খলসী, আমুদিয়া এবং বিথারী গ্রামে জনরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা বাহিনী গঠিত হইয়াছে। জনরক্ষা কমিটির সংগঠক কমরেড মহাব্বুর রহমান খাঁ এ বিষয়ে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যারাকপুর মহকুমার ভাটপাড়া গ্রামে শ্রীশম্ভু ঘোষকে সম্পাদক ও শ্রীবঙ্কিম চ্যাটার্জিকে সংগঠন সম্পাদক করিয়া একটি অস্থায়ী জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। বহু যুবক জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতেছে। জিলার বিশিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দেবকুমার রায় জনরক্ষা কমিটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কমিটির এক সভায় একটি বক্তৃতা দেন।

আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত **শিবরামপুরে** শ্রীনকুল দাসকে সভাপতি ও সুশীল হালদারকে সম্পাদক এবং সতীশ নস্করকে অধিনায়ক করিয়া একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বজবজ থানার বজবজ, অভিরামপুর, নিশ্চিন্তপুর, আচিপুর ও চিত্রগঞ্জে শ্রীসুধীর মজুমদারকে সভাপতি ও শ্রীসন্তোষ কর্ম্মকারকে সম্পাদক করিয়া একটি জনরক্ষা কমিটি ও বাহিনী গঠিত হইয়াছে। বাহিনীর ভলান্টিয়াররা নিয়মিত ড্রিল, প্যারেড ও লাঠি শিক্ষা করিতেছে।

ব্যারাকপুর মহকুমায় **হালিসহরে** ও একটি জনরক্ষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে,।

রায়না (বর্দ্ধমান)—কমরেড কালীপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে রায়না জনরক্ষা কমিটি ও বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

আন্দুল (হাওড়া)—স্থানীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় আন্দুল ইউনিয়ান জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভ্য সংখ্যা দুই শতেরও উপর। এ, আর, পি, ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বাহিনী হইতে ছোট ছোট স্কোয়াড বাহির করিয়া ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচারও চালানো হইতেছে।

ত্রিপুরায় জনরক্ষী শিক্ষা শিবির—ত্রিপুরা জিলার চান্দিনা, লাকসাম ও কচুয়া থানায় প্রায় আড়াই হাজার জনরক্ষা বাহিনীর ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সব ভলান্টিয়ারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি জনরক্ষা বাহিনী শিক্ষা শিবির খোলা হয়। মোট ২৪ জন শিক্ষার্থী যোগ দেয়, তাহার ভিতর ২২ জনই কৃষক। ১৬ দিন শিক্ষা চলে। চাষ আবাদের সময়ও একযোগে ১৬ দিন আবদ্ধ থাকিয়া শিক্ষা নিতে কৃষকরা এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে না। গাঁয়ের কৃষকরাই ইহাদের খাবার ব্যবস্থা করে। দিন ৬ ঘণ্টা করিয়া যুদ্ধের নীতি, গরিলা কৌশল, ড্রিল প্রভৃতি শিখানো হয়।

হাওড়ায় গরিলা শিক্ষা শিবির—গত ২৫শে জুলাই ডোমজুড় গ্রামে বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে গরিলা শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে একটি জনসভা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন জেলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সমর মুখার্জ্জী। যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র ও লাহোর গরিলা শিক্ষা শিবির প্রত্যাগত কমরেড করুণা মুখার্জ্জী সভায় বক্তৃতা দেন।

চককাশী, মাণিকপুর, আন্দুল, নাজিরগঞ্জ সালকিয়া, ডোমজুড় প্রভৃতি এলাকা হইতে ২৫ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগ দেন। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী ও ছাত্র নেতা রমেন ব্যানার্জ্জী রাজনীতিক শিক্ষার ক্লাস নেন। কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র, করুণা মুখার্জ্জী, বিমল মান্না ও বিভূতি মুখার্জ্জী যুদ্ধ বিদ্যার কৌশল ও গরিলা কৌশল শিক্ষা দেন। শিবির সফলতার সাথে শেষ হইয়াছে।

কার্টিপাড়ায় (খুলনা) গরিলা শিক্ষা—কমরেড শিবশঙ্কর মিত্রের নেতৃত্বে গরিলা শিক্ষার উদ্বোধন হইবার পর হইতে কমরেড বিভূতি মিত্রের পরিচালনায় এখানে এবং পাশ্ববর্ত্তী অঞ্চলে গরিলা যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কমরেড কমরিন মিত্রের পরিচালনায় একদিন রাজনীতিক ক্লাস করা হয়। সম্প্রতি বড়খোলায় শিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছে। গরিলা কৌশল শিক্ষাপ্রচারের জন্য পল্লী অঞ্চলে স্কোয়াড বাহির করা হয়।

দিকে দিকে জাতী অর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা

কলিকাতা—গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় দাবী দিবস পালিত হইয়াছে। রাস্তার কোণে কোণে সভা, স্কোয়াড, মিছিল ও পার্কে পার্কে জনসভা হইয়াছে। শত শত ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ দাবী করিয়াছে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই, কংগ্রেস-লীগ একতা চাই। **উত্তর কলিকাতায়** সকালে একটি স্কোয়াড বাহির হয় ও বিকালে কমরেড ভূপেশ গুপ্তের সভাপতিত্বে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে একটি জনসভা হয়। সভায় কমরেড আবদুল রেজ্জাক খাঁ, কনক দাসগুপ্তা, অরুণ দাসগুপ্ত, ক্ষিতীশ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। **মধ্য কলিকাতায়** কমরেড কুমুদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে একটি সভা হয়। সভায় বক্তৃতা দেন কমরেড কমলা চ্যাটার্জি, শান্তি সরকার, পরিমল দাস, ভোলানাথ দাস, অজিত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। **পূর্ব্ব কলিকাতায়** সর্ব্বত্র বাংলা, হিন্দী ও উর্দ্দুতে পোষ্টার দেওয়া হয়। শিয়ালদহ অঞ্চলে স্কোয়াড বাহির হইয়া ৬টি বস্তি মিটিং ও পথ-সভা করে। ইণ্টালী অঞ্চলে স্কোয়াড বাহির হইয়া ৬টি পথ-সভা করে। বিকালে বেলিয়াঘাটার রাসমণি বাজারে এক জনসভা হয়। সভায় বহু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। **দক্ষিণ কলিকাতায়** ৪টি পথ-সভা হয় ও কয়েকটি শোভাযাত্রা হাজরা পার্কের সভায় আসিয়া মিলিত হয়। কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড রণেন সেন সভাপতিত্ব করেন। কমিউনিষ্ট ছাত্র নেতা প্রশান্ত সান্যাল বক্তৃতা দেন।

ময়মনসিংহ—বিশেষ আড়ম্বরের সহিত জাতীয় দিবস পালিত হইয়াছে। সকালে কয়েকটি স্কোয়াড বাহির হইয়া সভার ঘোষণা ও জাতীয় দাবী প্রচার করে। বিকালে কৃষক সমিতির অফিস হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমস্ত ময়মনসিংহ সহর ঘুরিয়া বিপিন পার্কের সভায় মিলিত হয়। সভায় ৫ শতেরও উপর লোক উপস্থিত ছিল। জিলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মণী সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড সুনির্ম্মল সেন, আলতাব আলি, নিখিল চৌধুরী, মহাদেব সান্যাল বক্তৃতা করেন। 'ওয়ার্কিং কমিটির নিকট কমিউনিষ্টদের খোলা চিঠি' সভায় পড়া হয় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে জাতীয় দাবী গৃহীত হয়।

নারায়ণগঞ্জ—জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষ্যে চাষাড়া ময়দানে কমরেড বারীন দত্তের সভাপতিত্বে তিনশত লোকের এক জনসভা হয়। কমরেড শান্তি ব্যানার্জি, ধরণী রায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভা শেষে ছাত্র, কৃষক ও মজুর কর্ম্মীদের স্কোয়াড বাহির হয় ও বিভিন্ন স্থানে পথ সভা করা হয়। জাতীয় দাবীর সমর্থনে জনসাধারণের ভিতর বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছে।

২৪ পরগণা—জাতীয় দাবী দিবসে কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটি ও বজবজ চটকল মজদুর ইউনিয়ানের মিলিত উদ্যোগে বজবজ ষ্টার ময়দানে একটি সভা হয়। স্থানীয় মজুর কর্ম্মী কমরেড আবুল হোসেন মোল্লা সভাপতিত্ব করেন। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুল মোমিন ও কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী বক্তৃতা দেন। ৬ শতেরও উপর মজুর ও জনসাধারণ সভায় উপস্থিত ছিল।

এইদিন গার্ডেনরীচ মেটাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস্ ইউনিয়ান অফিসে গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ এবং আই, জি, এন, আর এর মজুরদের এক সভা হয়। তারপর মেটিয়াবুরুজ চটকল মজদুর ইউনিয়ান অফিসে ক্লাইভ এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান চটকলের মজুরদের সভা হয়। দুইটি সভাতেই মজুর নেতা কমরেড ফারুকী সভাপতিত্ব করেন ও কমরেড প্রভাস রায়, গুরুদাস পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সর্ব্বত্র মজুররা একযোগে জাতীয় দাবী সমর্থন করে।

দিনাজপুর—৪ঠা আগষ্ট তিনটি স্কোয়াড বাহির হইয়া জাতীয় দাবী দিবসের জন্য সহরের সর্ব্বত্র প্রচার চালায়। ৬ই আগষ্ট বিকালে স্থানীয় কংগ্রেস ময়দানে জাতীয় পতাকা ও রক্ত পতাকার নীচে কমরেড গুরুদাস তালুকদারের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। সভায় কমরেড সুশীল সেন, বিমল মুস্তাফী ও বরদা চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা দেন। সভায় প্রায় ৫ শত হিন্দু মুসলমান, ছাত্র, যুবক ও কংগ্রেসসেবী উপস্থিত ছিলেন। যথেষ্ট সংখ্যক 'কমিউনিষ্টদের খোলা চিঠি' বিলি করা হয়। একবাক্যে সবাই জাতীয় দাবী সমর্থন করেন।

রাজসাহী—৪ঠা আগষ্ট হইতে প্রত্যহ সান্ধ্য ফেরী বাহির করিয়া জাতীয় দাবী প্রচার করা হয়। ৬ই আগষ্ট বিকালে স্থানীয় ভুবনমোহন পার্ক হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর ঘুরিয়া আসিয়া পার্কে জনসভায় মিলিত হয়। কমরেড সুনীল চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমিউনিষ্ট নেতা অবনী লাহিড়ী জাতীয় দাবী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন। কমরেড শুভ্রাংশু মৈত্র কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হওয়ার বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

রংপুর—গাইবান্ধা সহরে জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। বিকালে স্থানীয় পার্কে এক জনসভা হয়। সভায় ৪০।৫০ জন মহিলা ও ৫০০ ছাত্র, যুবক, কৃষক ও নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন রংপুর জিলার বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী। ছাত্র নেতা কমরেড নির্ম্মল বর্ম্মণ, কৃষক কর্ম্মী কমরেড গণেশ ধর, পূর্ণেন্দু পাল বক্তৃতা দেন।

কুড়িগ্রাম—সহরে জাতীয় দাবী দিবসে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। ছিনাই, কাঠাল বাড়ী, তিস্তা, লালমণির হাট প্রভৃতি এলাকা হইতে দলে দলে কৃষকরা জাতীয় দাবী মুলক ধ্বনি করিতে করিতে এই সমাবেশে আসিয়া যোগ দেয়। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় সভা করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু কমরেড মনীশ রায়, অমর লাহিড়ী, সূর্য্য বিশ্বাস বসন্ত চক্রবর্ত্তী, কালীপদ দেব প্রভৃতির নেতৃত্বে কৃষকগণ মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হইয়া পণ্যমুল্য সংক্রান্ত দাবী পেশ করে। দাবী বিবেচিত হইবে বলিয়া হাকিম আশ্বাস দেন।

যশোহর—জাতীয় দাবী দিবসে **পাঁজিয়ায়** একটি মিছিল বাহির হইয়া সমস্ত রাস্তা ঘুরিয়া আসিয়া একটি জনসভায় মিলিত হয়। স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী মুন্সী গহর আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড সুশীল বসু বক্তৃতা দেন। প্রবল বৃষ্টির ভিতরও প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত ছিল।

কালিয়ায়—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে জাতীয় দাবী দিবসে একটি জনসভা হয়। কমরেড ননী দাসগুপ্ত, প্রতাপ দাসগুপ্ত, অসীম দাসগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভায় সকলেই জাতীয় দাবী সমর্থন করেন।

বহরমপুর—জাতীয় দাবী দিবসে সকালে একটি স্কোয়াড বাহির হইয়া প্রচার কার্য্য চালায়। বিকালে কৃষক সভার অফিস হইতে জাতীয় পতাকা ও রক্ত পতাকা সহকারে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া হরিবাবুর বাঁধাঘাটে এক বিরাট জনসভায় সমবেত হয়। কমরেড সনৎ রাহা সভাপতিত্ব করেন। কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা দেন। 'কমিউনিষ্ট পার্টির খোলা চিঠি' যথেষ্ট বিলি করা হয়। সভায় জাতীয় দাবী সকলেই সমর্থন করেন।

ফরিদপুর—জাতীয় দাবী দিবসে স্থানীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি অফিসে কমরেড বিজয় বসুর সভাপতিত্বে সভা হয়। কমরেড নৃপেন রায় বক্তৃতা দেন। ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও সহরের বিভিন্ন অংশের কর্ম্মীরা উপস্থিত ছিলেন। **রামভদ্রপুর**-জাতীয় দাবী দিবসে জনরক্ষা সমিতি ও মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে শৈলেন দের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভার আগে পুরুষ ও মেয়েদের এক মিছিল কৃষক অঞ্চল ঘুরিয়া সভায় আসে। তারক চন্দ, শান্তি সেন প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

মানভূম—জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষ্যে **পুরুলিয়ায়** কমরেড অশোক চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। মানভূম জিলা কৃষক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মিহির চট্টোপাধ্যায়, কমরেড সুশীল দাসগুপ্ত, সমর রায় ও সুবোধ রায় বক্তৃতা দেন।

ঝরিয়াতে—ছাত্রদের একটি প্রচার বাহিনী সকালে ও বিকালে প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরে ও ছোট ছোট পথ-সভা করে। সন্ধ্যায় তিলক ভবনে কমরেড সুবোধ দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। কাতরাস হইতে ছাত্রদের একটি দল সাইকেল শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া সভায় যোগ দেয়। করকেন্দ হইতে মজুর ও কৃষক কর্ম্মীরাও সভায় আসেন। কমরেড সুবোধ দত্ত, পূর্ণেন্দু মজুমদার, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। জাতীয় দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীহট্ট—গত ৩রা আগষ্ট সদ্যমুক্ত কমরেড বীরেশ মিশ্রের সভাপতিত্বে শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব লইয়া বিস্তৃত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন:—(১) সমস্ত উপায়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের বাধা দিতে হইবে। (২) কার্য্যকরী প্রতিরোধের জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। (৩) জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ফাসিষ্টদের রুখিবে। (৪) ইহার জন্য মিলিত জাতিসমুহের পাশে ভারতবাসীর দাঁড়ান প্রয়োজন। (৫) বিশ্বমুক্তির যুদ্ধে ভারতও মুক্ত হইবে।

ঢাকা—জাতীয় দাবী দিবসে কমরেড নলীন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে করোনেশন পার্কে এক জনসভা হয়। কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত ও অজিত রায় বক্তৃতা দেন। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দাবী করিয়া এবং জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে ও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার প্রায় এক হাজার লোক মিলিতভাবে এই দাবী সমর্থন করে।

বরিশাল—জাতীয় দাবী দিবসে স্থানীয় টাউন হলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। গত কয়েক বৎসরের ভিতর বরিশালে এত বড় সভা আর হয় নাই। টাউন হলে তিল ধারণের স্থানও থাকে না। সভার আগে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড নীরেন ঘোষ, কৃষক সমিতির কমরেড হীরালাল দাসগুপ্ত ও হানে আলী মোল্লা, ছাত্র ফেডারেশনের কমরেড বাণী ব্যানার্জী, অধীর চক্রবর্ত্তী, মহিলা সমিতির যুঁইফুল বোস ও অনুন্নত সংঘের মহেন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি জাতীয় দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

যশোহর—কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে, জিলা কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও জনরক্ষা সমিতির সহযোগে বিপুলভাবে জাতীয় দাবী দিবস পালিত হয়। সকালে প্রভাতফেরী বাহির হইয়া প্রচার চালায়। বিকালে প্রায় পাঁচশত লোকের এক শোভাযাত্রা জাতীয় দাবী সম্পর্কিত ধ্বনি করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া ট্রেডিং ব্যাঙ্ক ময়দানে এক সভায় সমবেত হয়। কমরেড রঞ্জনকুমার মিত্র সভাপতিত্ব করেন। কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, সুকুমার মিত্র, সুবোধ রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বগুড়া—কমরেড শৈলেন খাঁর সভাপতিত্বে জেলা ছাত্র ফেডারেশন অফিসে জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষ্যে সভা হয় ও জাতীয় দাবী সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)—কমরেড রাজকুমার আইনের সভাপতিত্বে জাতীয় দাবী দিবসে জনসভা হয়। বালী, বাংলা ও মালনী হইতে কৃষকগণ দলে দলে সভায় যোগ দেয়। প্রায় ৫০০ লোক সভায় উপস্থিত হয়। কমরেড তারক রায়, ক্ষিতীশ সরকার, আব্দুল হান্নান জাতীয় দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা দেন।

বাঁকুড়া—জাতীয় দাবী দিবসে প্রায় পাঁচশত মজুর, ছাত্র ও জনসাধারণের এক সভা হয়। প্রফেসার দেবনিশান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিপুল উৎসাহের সাথে জাতীয় দাবী সমর্থিত হয়।

শিলচর—কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে স্থানীয় আর, ডি, আই হলে জাতীয় দাবী দিবসে সভা হয়। জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড পরেশ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী বিশ্বনাথ তেলীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা হয়। কমরেড দ্বিজেন সেন, মতিলাল জায়গীরদার প্রভৃতি জাতায় দাবী সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

আন্দোলনে বাধা

ময়মনসিংহ—জাতীয় দাবী দিবসের দিন এই জিলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা আলতাব আলী সভাস্থলেই গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল তিনি গোপনে থাকিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দিন তিনি প্রকাশ্যভাবে সভায় বক্তৃতা দেন। তাঁহাকে জামিনও দেওয়া হয় না। ইহার কয়েকদিন আগে কমরেড নিখিল চৌধুরী প্রকাশ্যে আসিলে পর তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

দিনাজপুর—ফুলবাড়ী থানার বিশিষ্ট কৃষক কর্ম্মী কমরেড ভবেশ রায়, বিনোদ সরকার, উপেন রায় ও আরও দুইজনের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ডোমার অধিবেশনে ইহাদেরই নেতৃত্বে একটি কৃষক ভলাণ্টিয়ার দল মার্চ্চ করিয়া যায় এবং ইহারাই ঐ অভিযানের আবেদন পত্র হাটে হাটে বিলি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ—জাতীয় দাবী দিবস উপলক্ষ্যে লালবাগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভা আরম্ভ হইবার কিছু আগে এই সভা বে-আইনী ঘোষণা করা হয় ফলে সভা হইতে পারে নাই।

২৪ পরগণা—জাতীয় দাবী দিবস পালনের জন্য **গৌরীপুরে** মজুরদের এক সভা ডাকা হয়। বিকালে সভার কিছু আগে পুলিস সভাস্থল ঘিরিয়া থাকে। মিল ছুটির পর হাজার হাজার মজুর সভাস্থলে আসে কিন্তু পুলিশের বাধায় সভা হয় না। **কাঁচড়াপাড়া** সিটি বাজার ময়দানে জাতীয় দাবী দিবসে একটি মজুর সভা হয়। কমরেড তারকদাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভা সুরু হইবার পর স্থানীয় পুলিস অফিসার বিনা অনুমতিতে সভা করিতে দিতে রাজী হন না ও সভা ভাঙ্গিয়া দেন।

রংপুর—গত ২রা আগষ্ট কুড়িগ্রাম মহকুমার **বড়বাড়ী হাটে** ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নাদের হোসেনের আহ্বানে এক সভা হয়। মহকুমা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সম্পাদক কমরেড বসন্ত চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে একটি বিরাট ভলাণ্টিয়ার দল এই সভায় যোগ দিতে আসে। এমন সময় থানার দারোগা আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন।

ফরিদপুর—মাদারীপুরে বন্দীমুক্তি দিবস পালনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এতদিন স্থানীয় এস, ডি, ও, সভাসমিতির অনুমতি নিজেই দিতেন। গত ৫ই আগষ্ট হুকুম হইয়াছে এখন হইতে কোন সভা করিতে হইলে স্থানীয় দারোগার রিপোর্টসহ এস, ডি, ও, মারফৎ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। ফলে প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সভাই বন্ধ হইল।

কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও জিলায় জিলায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে। ফাসিষ্টবিরোধী সভা ও শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না, সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার চাই।

রাজাপুল—নিকটস্থ গ্রামের তিন মাইলের ভিতর ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা সন্ধ্যাবেলায় টর্চ হাতে জাতীয় দাবীমুলক ধ্বনি করিতে করিতে ঘুরিয়া আসে। টর্চ শোভাযাত্রায় বিরাট উৎসাহের সঞ্চার হয়। কমরেড কেদারনাথ বড়ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। সভায় জাতীয় দাবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস

চট্টগ্রাম—গত ৪ঠা আগষ্ট স্থানীয় যাত্রামোহন হলে কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির উদ্যোগে কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস পালিত হয়। যে সমস্ত কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মী এতদিন ভারতরক্ষা আইনের বিধি-নিষেধের ফলে অন্তরীণে ও আত্মগোপনে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জিলা কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড হিমাংশুবিমল মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জিলা কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড রণধীর দাসগুপ্ত সদ্যমুক্ত কমিউনিষ্টদের অভিনন্দন জানান। কমরেড মনোরঞ্জন সেন, কমনীয় দাসগুপ্ত, কল্পতরু সেন, সুধাংশু দত্ত, মৌলভী এমদাদুল ইসলাম, কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রভৃতি কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শ, কর্ম্মপন্থা, জাতীয় দাবী প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। প্রায় পাঁচশত লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

রায়না (বর্দ্ধমান)—গত ১লা আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস পালিত হয়। বিকাল ৫টায় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ কর্ম্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থানীয় হাটতলায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। বাংলা তথা ভারতের সমস্ত কমিউনিষ্ট ও ফাসিষ্টবিরোধী কর্ম্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া, সত্বর পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ দাবী করিয়া ও কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া কমরেড কালীপদ মণ্ডল কয়েকটি প্রস্তাব উথাপন করেন। প্রবল উৎসাহের সাথে প্রস্তাবগুলি পাশ হয়।

(৬ পাতার শেষাংশ)

যোড়হাট (আসাম)—যোড়হাট জিলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি শিক্ষা শিবির খোলা হয় ও চার দিন ধরিয়া শিক্ষা চলে। ছাত্র প্রচারকদল গোলাঘাট ও শিবসাগরে ফাসিবিরোধী প্রচার কার্য্য চালান। গত ২৬শে জুলাই শ্রীযুক্ত নীলাম্বর ফুকনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। প্রফেসার টি, এন, শর্ম্মা, এস, এন, ভারতী, কমরেড কীর্ত্তি বরদলৈ, যোগেন সাইকিয়া প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভায় ছাত্র প্রচারকদের উদ্দেশ্য সমর্থন করা হয়।

সরিষাবাড়ীতে (ময়মনসিংহ) ভুখ মিছিল—গত ৬ই আগষ্ট স্থানীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪০০ কৃষকের এক ভুখ মিছিল অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়। কৃষক সমিতির সভাপতি সভাপতি কমরেড শান্তি রায় ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাহা এই মিছিলের নেতা হিসাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে দেখা করেন। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের ভুখা কৃষকদের সাহায্য দাবী করা হয়। দুঃখের বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ কিছু শুনিতে রাজী হন নাই।

বরিশাল—মুলাদী এবং হিজলা থানায় কাউড়িয়া ও মুলাদী বন্দরে প্রতি হাটবারে জাপ বিরোধী স্কোয়াড বাহির হয়। মুলাদী বন্দরে ২১ জন ছাত্র লইয়া একটি প্রচার জাঠা গঠিত হইয়াছে। কাউড়িয়া বন্দরে কেরোসিন পাওয়া যায় না, কোথাও গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত মুল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায় না। কমিউনিষ্ট কর্ম্মী বিজয় চ্যাটার্জী, মহম্মদ হোসেন, সফি আমেদ প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামরক্ষী দল গঠন করিয়া ও গণ-দরখাস্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা ডাকিয়া ইহার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন।

পয়লা আগষ্টের শিক্ষা

সন্তোষ মুখার্জ্জি

গত ১লা আগষ্ট কলিকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে পঁচিশ হাজারের যে জনসমাবেশ হইয়াছিল তাহার সংগঠন ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে কমরেডদের শিখিবার বহু কিছু আছে। সেইজন্য সংক্ষেপে দোষ ত্রুটীগুলির আলোচনা প্রয়োজন। যাহাতে আমরা ভবিষ্যতের মিছিল, সভা, শোভাযাত্রাগুলি আরো সুশৃংখলভাবে সংগঠিত করিতে পারি সে বিষয়ে সকলকে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আয়োজন পর্ব্ব

এই বিরাট জনসমাবেশ করিবার জন্য আমরা ছয় সাত দিন সময় পাইয়াছিলাম। প্রথমেই প্রত্যেক অঞ্চলের সংগঠনকারীদের মিটিংএ প্রচার ও সংগঠনের প্রোগ্রাম লওয়া হইয়াছিল। পোষ্টার, ফেষ্টুন ইত্যাদি প্রস্তুত করায় ভারপ্রাপ্ত কমরেড যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক এলাকায় প্রচার করিবার কাজে কিছুটা গাফিলতি দেখা গিয়াছিল। ৩১শে জুলাই তারিখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অঞ্চলগুলির প্রচার ও সংগঠনের কর্ম্মীরা কোনরূপ রিপোর্ট দেন নাই। যাঁহাদের উপর যোগাযোগ রক্ষার ভার ছিল তাঁহারা প্রতিদিন এলাকার ভারপ্রাপ্তদের কাছ হইতে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন নাই। ফলে প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে পরবর্ত্তী দিনের প্রোগ্রাম অদলবদল করার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দুতে অনেক ইস্তেহার ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু বহু অঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক হাণ্ডবিল দেওয়া যাইতে পারে নাই—হাণ্ডবিল বিতরণের রিপোর্টও লওয়া হয় নাই। পূর্ব্বদিন ছাত্র ও দক্ষিণ কলিকাতা ছাড়া আরো বিভাগের বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়াই গেল না। ছাত্ররা তিনটী কলেজে বড় বড় সভা করিয়াছিল—তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে ইস্তেহার পায় নাই। অঞ্চলে অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালী করা হয় নাই। মাত্র একদিন স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্রীয় র‍্যালী করা হইয়াছিল।

মিছিলের দলগুলি সংগঠন

পতাকা উত্তোলনের সময় পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ দল সংগঠিত মিছিল আনিতে পারিয়াছিলেন? বেলঘরিয়া আলমবাজারের সূতাকল ও চটকল মজদুর (১৫০), ছাত্রদের দল (২৫০), নোনাপুকুর ট্রামশ্রমিক ৫০০ বিড়ি ও অন্যান্য মজুরের দল (১৫০), হাওড়া ট্রাম মজুর (১০০), বড়বাজার সোভিয়েট বন্ধু সমিতি ও বিবিধ মজুরের দল (১০০), কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী, জগদ্দল প্রভৃতি অঞ্চলের রেল ও চটকলের মজুর (৫৫০), ঐ অঞ্চলের লালফৌজ (৩০), বস্তী ও অন্যান্য মেয়েদের দল (৪০), মেটিয়াবুরুজের সূতাকল-ইঞ্জিনিয়ারীং মজুর (৪০০), রাজাবাজার ট্রাম মজুর (৪০০), পার্কসার্কাস ট্রাম মজুর (১৫০), দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণের দল (২,০০০), জয়ইঞ্জিনীয়ারীং এবং মজুর সাইকেল আরোহী (৮০), উত্তর কলিকাতার ট্রাম, টালা পাম্পীং, ইলেকট্রিক, ধাঙ্গড় ও জুটপ্রেস মজুর ও ছাত্রের দল (৭০০), নারকেলডাঙ্গা চটকল মজুরদের দল (১০০), ইণ্টালীর ম্যাকফার্লান ও ছোট খাট শিল্পের মজুর (১০০)। এছাড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা এবং পূর্ব্ব কলিকাতার সাধারণ মিছিলগুলিও এখানে যোগ দিয়াছিল। এইভাবে সংগঠিত শোভাযাত্রার লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৮০০০। ইহাদের উদ্যোগেই প্রধান শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সুদূর বজবজ হইতে চার হাজারের উপর চটকল মজুর, পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের কৃষক এবং বহু মেয়ে মজুর-কৃষক শোভাযাত্রা করিয়া টাউনহলে উপস্থিত হইয়াছিল—বহুদূর হইতে আসার জন্য সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহারা পতাকা উত্তোলনের জায়গায় যাইতে পারে নাই। হাওড়া থেকেও কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রের এক বিরাট মিছিল টাউনহলে উপস্থিত হইয়াছিল। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়ঃ যতক্ষণ পর্যান্ত এই সমস্ত মিছিল নিজ নিজ নেতাদের পরিচালনায় পৃথক পৃথক আসিতেছিল, ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেকটীই বেশ সুশৃংখল ছিল এবং শ্লোগানগুলিও ঠিক নিয়মিতভাবে দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাহার পর যখন মিলিত শোভাযাত্রা বাহির হইল তখন শোভাযাত্রার সংগঠন আর সুশৃংখল রহিল না। সংগঠিত আট হাজারের সহিত আরো চার পাঁচ হাজার জনসাধারণ শোভাযাত্রায় আসিয়া যোগ দিল। দলে দলে বিভক্ত হইয়া মিছিলগুলি মার্চ করা সত্ত্বেও, তিনজন সাইকেলারোহী কমরেড যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সমগ্র শোভাযাত্রাটীর অভিযান ও শ্লোগান দেওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়াছিল। শ্লোগানের ফর্দ্দ করিয়া অনেকের হাতেই কপি দেওয়া হইয়াছিল তথাপি শ্লোগান দেওয়ার বেবন্দোবস্ত যে-কোন লোকের চোখে ধরা পড়িয়াছে। প্রধান প্রধান শ্লোগান বাদ পড়িতেছিল—শ্লোগানের আওয়াজ স্পষ্ট হইয়া জনসাধারণ ও দর্শকদের কাণে পৌছায় নাই। দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রার ভিতর ২৯টী বিভিন্ন মিছিল ছিল কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোন সুশৃংখল যোগাযোগ ছিল না। মধ্যে মধ্যে বহু জায়গায় ফাঁক দেখা যাইতেছিল। পোষ্টার ও প্ল্যাকার্ড বহন করার ভিতরেও কোন পদ্ধতি ছিল না। প্রধান প্রধান শ্লোগানের পোষ্টার নিয়মিতভাবে সাজাইয়া প্রদর্শনী করা হয় নাই।

মূল ত্রুটী ও শিক্ষা

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠন ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষা—এই দুইটী বিষয়ে ঘোরতর ত্রুটী দেখা গিয়াছে। সমস্ত অঞ্চলের ভলেণ্টিয়াররা পূর্ব্ব হইতে র‍্যালীতে আসিয়া জি, ও, সির নির্দ্দেশ গ্রহণ করে নাই বা তাহার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের ভারপ্রাপ্ত কমরেডরা বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য জি, ও, সির পক্ষে খুব তাড়াতাড়ি অর্ডার দিয়া কাজ করান সম্ভব হইতেছিল না। এমন কি সংযোগ রক্ষার কাজে গোলমাল হওয়ায় অপর কমরেডদের হস্তক্ষেপে জি, ও, সির কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। কমিউনিষ্ট পার্টির জি, ও, সি ও কমরেডদের মধ্যে কথাকাটাকাটির অশোভন ব্যাপার জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। অপর দিকে এই সংযোগের অভাবে টাউনহলেও বিরাট গোলমাল দেখা গেল—হল-ব্যবস্থার জন্য যে কমরেডদের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা হাওড়ার মিছিলকারীদের এক আদেশ দিতেছেন আবার জি, ও, সি আরেক আদেশ দিতেছেন। লালফৌজ ও কমিউনিষ্ট আর্মির যোগ্যতার প্রধান কথা—নিয়মিত সুশৃংখল সংযোগ ব্যবস্থা এবং নেতাগোছের কমরেডদের অতি শান্ত ও ধীর ব্যবহার, সেইজন্য তো তাঁহারা জনসাধারণের নেতা—অতিশয় শান্ত, ধীর অথচ দৃঢ় ও কঠোর। স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠন ও তাহাদের সুযোগ্য পরিচালনাই আজ আমাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। নিয়মিত ভলাণ্টিয়ার দলের অভাবেই উপযুক্ত কমাণ্ডার প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও আমরা শোভাযাত্রা ও মিটীং ইত্যাদি সুশৃংখলায় পরিচালিত করিতে পারিতেছি না। কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলে রেগুলার ভলেণ্টিয়ার দল গঠন করিতেই হইবে, নতুবা আমরা কোন অনুষ্ঠানই পার্টির সুনামের সঙ্গে তাল রাখিয়া সম্পন্ন করিতে পারিব না। অতএব এই দিকে আজ আমাদের প্রধান শ্লোগান, ভলেণ্টিয়ার সংগঠন চাইঃ শ্রমিক-ছাত্র-জনসাধারণের রেগুলার ফৌজ আমাদের গড়িতেই হইবে। সংগঠন ও শৃংখলা বলশেভিকদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া থাকা চাই। ফটো তোলার ব্যবস্থাও খুব খারাপ ছিল, যিনি ফটোগ্রাফার তিনি জনতাকে ছাড়িয়া নেতা ও মঞ্চের ফটো তুলিতেই উৎসাহী ছিলেন।

সভা ও বক্তৃতা

টাউন হলের সভায় প্রায় ২৫০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। সভায় গান, শ্লোগান ও বক্তৃতা খুব সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রত্যেক বক্তা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু সমালোচনা-পত্র হইতে একথা পরিষ্কার বুঝা গেল যে,—সভায় প্রত্যেকটী শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হইতে এক একজন বক্তা আহ্বান করা উচিত ছিল। বঙ্গীয় কৃষকসভা, বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও মহিলাদের পক্ষ হইতে অন্ততঃ এক একজন বক্তা বক্তৃতা দিলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত। বক্তৃতাগুলির সমালোচনা এখানে দেওয়া হইল না—তবে মোটামুটী শ্রমিক বক্তাদের বক্তৃতাগুলি মন্দ হয় নাই, দুই একজনের খুব ভালই হইয়াছিল। অপরাপর কর্ম্মীদের বক্তৃতায় খুব আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। জনসাধারণ ও সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে যে প্রবল উৎসাহ এই সমাবেশে লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহার মূলে সংগঠনের জোর অপেক্ষা সাধারণ রাজনৈতিক প্রেরণাই বেশী ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক আনন্দ ও উদ্যমের জোয়ার আসিয়াছিল তাহা যদি প্রকৃত সংগঠনের কায়দার উপযুক্ত সাহায্য পাইত তাহা হইলে এই জনসমাবেশ আরো বিপ্লবোজ্জ্বল গৌরব অর্জন করিতে পারিত। জনগণের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিরই আছে তাহা আরো উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

ফাসিষ্টবিরোধী প্রচার, সভা ও শোভাযাত্রা

বর্দ্ধমানে—গত ৫ই আগষ্ট স্থানীয় বংশগোপাল টাউন হলে এক বিরাট ফাসি বিরোধী সভা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ সভায় উপস্থিত ছিল। বাংলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ফাসিষ্টরের স্বরূপ, ফাসিষ্টদের রুখিবার প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় দাবী প্রভৃতি সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। কয়েকটি যুবক গোলমালের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থকাম হয়। সভার আগে ও শেষে রায়না ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাণ্ড সহ শোভাযাত্রা হয়।

কাপাসডাঙ্গা (নদীয়া)—গত ২৪শে জুলাই মহম্মদ এলাহী বক্সের সভাপতিত্বে এক ফাসিবিরোধী সভা হয়। এক হাজারেরও উপর কৃষক সভায় উপস্থিত ছিল। কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড পূর্ণ পাল, অমৃতেন্দু মুখার্জী, ফজলু হোসেন প্রভৃতি জাপানীকে রুখিবার জন্য আবেদন জানান। সভায় আখের দর ও জনরক্ষা বাহিনী গঠনের বিষয়ও আলোচিত হয়।

২৪ পরগণা—গত দুই সপ্তাহে বজ বজ চিত্রগঞ্জ বাজারে, রাজাবাগান রাজাহাটে, মেটিয়াবুরুজ কারবালা ময়দানে, মহেশতলা থানার শিবরামপুরে ও বসিরহাট মহকুমার লবঙ্গ গ্রামে ফাসি বিরোধী ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সভা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সভায়ই পাঁচশত হইতে এক হাজার মজুর যোগ দেয়। সভায় মুসলমান মজুরদের সংখ্যাই বেশী হয়। কমরেড আবদুল মোমিন, নিত্যানন্দ চৌধুরী, শাহ আলম, ফারুকী, প্রভাস রায় প্রভৃতি বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন।

বাঁকুড়া—গত ২৬শে জুলাই তিলুড়ী গ্রামে হাই স্কুল প্রাঙ্গনে কমরেড প্রমথ ঘোষের সভাপতিত্বে তিলুড়ী থানা জাপ বিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও বহুদূর হইতে দলে দলে কৃষকরা আসিয়া উপস্থিত হয়। অধ্যাপক নীহার সরকার, কমরেড বীরেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, কৃষকের ঋণ ও বাকী খাজনা মকুব প্রভৃতির দাবী করা হয়।

চট্টগ্রাম—গত ৩রা আগষ্ট ধলঘাট ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র প্রচারদলের উদ্যোগে 'পতেঙ্গার প্রতিশোধ' নামে একটি জাপ বিরোধী জননাটক অভিনীত হয় ও ফাসিবিরোধী প্রাচার পত্র প্রদর্শনী হয়। কমরেড লক্ষ্মণ দে, নির্ম্মল দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

শিক্ষা শিবিরের পথে প্রচার—কলিকাতায় ছাত্র ফেডারেশনের শিক্ষা শিবিরে যোগ দিবার জন্য শ্রীহট্ট হইতে ৪ জন ছাত্রকর্ম্মী আসিবার পথে রেল ও ষ্টীমারে জাপ বিরোধী প্রচারকার্য্য চালান। বৈঠকী আলোচনা, জনসংগীত প্রভৃতি সকলকে উৎসাহিত করে। একটি রেল জংসনে নিকটস্থ ফুটবল মাঠ হইতে বহু লোক এই প্রচার শুনিবার জন্য জমা হয়।

(৫এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আলোচনা

মিত্রশক্তি কোথায়?

১৫ই আগষ্ট 'রয়টারের' মস্কোস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেনঃ "গত ২০ দিন যাবৎ তাহারা (জার্ম্মানরা) ডন নদীর বাঁকে প্রবেশ করিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না, ...ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষর হইবার পর এই ৮০ দিন লাল ফৌজ যে ভাবে লড়িয়াছে তাহা উপলব্ধি করা বিশেষভাবে দরকার। * * * সামরিক দিক দিয়া এবং কূটনীতির দিক দিয়াও এটা একটা জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণ, মিত্রশক্তি সময় থাকিতে সুপরিকল্পিতভাবে সাহায্যে অগ্রসর হইবে, রাশিয়ার জনগণ আজ যেমন ইহার প্রত্যাশা করিতেছে এমন আর কোনদিন করে নাই।" কিন্তু মিত্রশক্তি কোথায়? জনমত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করার পক্ষে, দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করার মত বাস্তব অবস্থাও বর্ত্তমান, অথচ রাষ্ট্র নায়কগণ সেদিকে কোন উৎসাহ দেখাইতে নারাজ। বিলাতের প্রচার বিভাগের অন্যতম কর্ত্তা স্যার মংকটন সম্প্রতি বলেনঃ "দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজন সম্পর্কে বিলাতের রাজনৈতিক মহলে কোন দ্বিমত নাই।" বিলাতে অবস্থিত মার্কিনসৈন্যদের মধ্যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির আকাঙ্খা যে কত প্রবল, মার্কিন মেজর জেনারেল মার্ক ওয়েন ক্লার্কের মন্তব্য হইতে তাহা পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে, তিনি সম্প্রতি একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেনঃ "লোকে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির কথা বলিতেছে, কেবলমাত্র একথাই বলিতে পারি যে, তাহা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। আমরা আক্রমণ করার সময় আমাদের "গোপন কাজে নিযুক্ত" মিত্রশক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিব।"

স্বাধীনতাকামী জনগণ প্রস্তুত

মেজর জেনারেল "গোপন কাজে নিযুক্ত" মিত্রশক্তি বলিতে হিটলারী শাসনে নির্য্যাতিত জনগণের কথাই বলিয়াছেন। দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য আজ তাহারা প্রস্তুত। সম্প্রতি মঃ জেকুই নামক একজন ফরাশী দোকানদার হিটলার অধিকৃত ফ্রান্স হইতে পালাইয়া আসিয়া সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে বলেনঃ "ফরাশীদেশের শতকরা ৯০ জন নরনারী মিত্রশক্তির ফ্রান্সে অবতরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অবতরণ করিবার সময় মিত্রশক্তির প্রত্যেককে তিনটি করিয়া রাইফেল সঙ্গে লইতে হইবে, যাহাতে দুইজন ফরাশীকে দুইটি রাইফেল দিতে পারে। * * * মিত্রশক্তি অবতরণ করিলেই ফ্রান্সে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।" একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ফ্রান্সের সাহসী নরনারী মিত্রশক্তির অবতরণের অপেক্ষায় বসিয়া নাই। ষ্টকহল্মের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মান অধিকৃত ফ্রান্সের রেলে এবং কলকারখানায় ধ্বংসমূলক কাজের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। একটি রেল সংঘর্ষেই বহু জার্ম্মাণ সৈন্য এবং ৬৩ খানা ট্যাঙ্কের গাড়ী ধ্বংশ হইয়াছে। আর একটি স্থানে শতাধিক জার্ম্মান সৈন্য মারা গিয়াছে এবং বহু সৈন্য আহত হইয়াছে। প্যারিসের উত্তর অঞ্চলে রেলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, ল্যাম্পের কারখানায় আগুন ধরানো হইয়াছে, রং ও মোটরের কারখানা ভস্মীভূত করা হইয়াছে। একখানা গোলাগুলী ভরা জার্ম্মান গাড়ী উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল ফ্রান্সে নয়, হল্যাণ্ডের রটারডাম সহরেও সেখানকার বীর গরিলারা সম্প্রতি রাত্রির অন্ধকারে একখানা জার্ম্মান-সৈন্যবাহী গাড়ী আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের ধরাইয়া দিবার জন্য লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। এমন কি, হিটলারের পদলেহী ফরাসী সরকারও সর্ব্বদা বিপ্লবের ভয়ে শঙ্কিত। লাভাল সম্প্রতি 'বিপ্লব' দমনের জন্য বহু অতিরিক্ত পুলিশ আমদানী করিয়াছে। জার্ম্মান সৈন্যদের হত্যা করার জন্য একদিনে ৯৩ জন বীর শহীদের প্রাণ হরণ করা হইয়াছে।

প্রতিক্রিয়ার দুর্গে অচল অবস্থা

একদিকে সোভিয়েটের লাল পল্টন, অপরদিকে জার্ম্মান অধিকৃত দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ হিটলারী দস্যুকে প্রাণপণে আঘাত হানিতেছে। 'বিলাতের টাইমস' পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন, "ব্রায়ান্স ও বেলজিরামে জার্ম্মানীর মাত্র ২৫ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য এবং তিন ডিভিসন 'প্যাঞ্জার' সৈন্য আছে" হিটলার তাহার সমস্ত শক্তি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে। অথচ, এখনও বিলাতের অন্যতম মন্ত্রী লিট্‌লটন সাহেব বলিতেছেন, "৮০ দিন—আরো ৮০ দিন।" এমন কি "টাইমস" পত্রিকা পর্য্যন্ত অনেকটা অধৈর্য্য হইয়া মন্তব্য করিয়াছেনঃ "শেষ লক্ষ্যের উপর আস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সম্ভাবনা এতটা অন্ধকার দেখিতে পাইলে নিরাশাচ্ছন্ন না হইয়া উপায় থাকে না।"

একদিকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলায় ব্যর্থতা, অপরদিকে ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে অক্ষমতা—এই দুইটি বিরাট রাজনৈতিক ব্যর্থতা বিলাতের জনগণের মধ্যে অবসাদ আনিয়া দিতেছে। সম্প্রতি লণ্ডন সহরের একটি উপ-নির্ব্বাচনে জনসাধারণের এই অবসাদ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভোটদাতার সংখ্যা ৪৩ হাজার, তন্মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ভোটদাতা নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ইহা বর্ত্তমান অচল অবস্থার ফল—ইহা প্রতিক্রিয়া-শক্তির জয়ের সূচনা। জাপানী ও জার্ম্মান দস্যুর হাতে পদে পদে পরাজয়, জনগণের ফাসিষ্ট-বিরোধী একতার পথে পদে পদে বাধা—বিলাতের জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও অবসাদ সৃষ্টি করিতেছে।

দেশপ্রেমের উপর হাত দিও না!

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রতিক্রিয়া-শক্তির আক্রমণ এই অচল অবস্থারই ফল। যে প্রতিক্রিয়াশক্তি ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টিতে বাধা দিয়া বিলাতের জনশক্তিকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা করিতেছে, জনগণের আক্রমণের আকাঙ্খাকে চুরমার করিয়া হিটলারী দস্যুর সুবিধা করিয়া দিতেছে, ভারতেও সেই প্রতিক্রিয়া শক্তিই স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর দেশপ্রেমের উপর আক্রমণ করিয়া জাপানী দস্যুর জন্য পথ করিয়া দিতেছে। জাপানী দস্যুকে রুখিবার একমাত্র হাতিয়ার আমাদের দেশপ্রেম; আর সেই দেশপ্রেমের প্রতীক আমাদের জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেস দমিত হইলে জাপানীকে রুখিবে কে? দেশপ্রেমে অন্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারী জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু করিয়াছে, তাহা স্বাধীনতার "সংগ্রাম" নয়, অন্ধ প্রতিক্রিয়া। ইহা কেবল স্বাধীনতার শত্রুকে খুশী করে, তাহার ষড়যন্ত্রকে সফল করে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত নরনারী অন্ধ নয়, স্বাধীনতার পথও তাহাদের নিকট অস্পষ্ট নয়। তাই দেশনেতাদের গ্রেপ্তারে দেশের কোণে কোণে যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হইতেছে তাহার মধ্যে একটি সুর খুব স্পষ্ট—ভারতের দেশপ্রেমকে নিশ্চিহ্ন করা চলিবে না, দেশপ্রেমের উপর হইতে হাত সরাও! জাতি বর্ণ দল নির্ব্বিশেষে জনগণ দাবী করিয়াছে, কংগ্রেসকে আইনী কর! জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাও! জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাও।

কংগ্রেস "সংগ্রাম" আরম্ভ না করিতেই গবর্ণমেণ্ট দমননীতি সুরু করিয়াছে—ইহাতে বিস্মিত হইয়া সীমান্তের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা আব্দুল গফুর খাঁ বলিয়াছেন "কংগ্রেস কখনও সরকারকে বিব্রত করিতে চাহে নাই, আমরা স্বাধীন অংশীদাররূপে সম্মিলিত জাতিসমূহের বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে চাহি। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ভুল ধারণা করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সরকারকে আক্রমণকারী হিসাবে নিন্দা করিয়া ভারতীয় বণিক সমিতি বলিয়াছেঃ "গান্ধীজী নিজেও সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি কোনমতেই চরম পত্র দিবেন না। বিপদ এড়াইবার জন্য অকৃত্রিম অনুরোধই শুধু জানান হইবে। ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার সুরু করিয়া সরকার যদি সংকট আগাইয়া লইয়া না আসিতেন তাহা হইলে উভয় পক্ষই একটা সম্মানজনক মীমাংসায় পৌছিতে পারিত।

মীমাংসার পক্ষে জনমত

স্কুল-কলেজ, কর্পোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটী, কৃষক-সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি ও দোকানদার শ্রেণী দেশের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান, হিন্দুমহাসভা, লীগ প্রভৃতি অকংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই দমননীতিকে নিন্দা করিয়াছে। লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার সাদিলাল বলিয়াছেন "এবার যে সকল গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাতে রাজনীতিক অবস্থার আদৌ উন্নতি হইবে না।" জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে জাতীয় মীমাংসার পক্ষে জনমত প্রবল হইতেছে। দেশের প্রধান প্রধান জাতীয়তা-বাদী পত্রিকাগুলি জাতীয় মীমাংসার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছেন। বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়া অবিলম্বে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। লীগ নেতা মিঃ এ, আর, সিদ্দিকী সম্পাদিত পত্রিকা বলিতেছেঃ "কংগ্রেস ও লীগ অপেক্ষা দেশ বড়।" এমন কি ভারতের মেট্রোপলিটন পর্য্যন্ত আপোষ মীমাংসার জন্য অবিলম্বে দেশের সত্যিকারের নেতাদের লইয়া এক সম্মেলন ডাকিতে বলিতেছেন। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্য বলিতেছে, "ভারতের সেবক হিসাবে ভিন্ন এদেশে থাকা এবং কাজ করার আমাদের কোন নৈতিক অধিকার নাই।" কেবল ভারতে নয়, বিদেশেও ভারতের জাতীয় শক্তির উপর এই ব্যবস্থা এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানেও ভারতের জাতীয় দাবী জনগণের সমর্থন লাভ করিতেছে, জাতীয় মীমাংসার পক্ষে জনমত দেখা যাইতেছে। চুংকিং এর বিখ্যাত পত্রিকা 'তা কুং পাও' লিখিতেছেনঃ "মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং ভারতে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাতের সংবাদে এখানে সকলে বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের সংগ্রাম উভয়ের উদ্দেশ্য এক, আমাদের উহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হওয়ার কারণ নাই।" আপোষ মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইয়া চীনা রাজনীতিক দপ্তরের ডিরেকটর মিঃ সিয়াং বলিতেছেনঃ "এত বিলম্বেও আমি আশা করি ভারতের অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে কোন একটা পথ আবিষ্কৃত হইবে। চীনের যদি কিছু করিতে হয়, চীন আনন্দে তাহা করিবে।" আমেরিকার রেডিও বক্তাদের মতে, 'অবস্থা আর খারাপ হইতে না দিয়া আপোষ মীমাংসার জন্য কিছু করা বিশেষ দরকার।' আমেরিকান কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতীয় সংকটের সন্তোষজনক অবসানের জন্য আমেরিকার শ্রমিকদিগকে মার্কিণ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার যুদ্ধ কাউন্সিলেও ভারতীয় সমস্যার আলোচনা হইয়াছে।

অগ্রসর হও!

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে জনগণ ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেছে। অবিলম্বে কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জন নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট লাভের জন্য জনসমাবেশ জনগণকে অন্ধ "সংগ্রাম" ও অরাজকতার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে, জনগণকে সত্যিকারের মুক্তি-পথের সন্ধান দিবে। এই ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে জনগণই নায়ক, জনগণকেই অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিক্রিয়ার বাধা চুরমার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। কলকারখানার মজুর, ক্ষেতখামারের চাষী, স্কুল কলেজের ছাত্র, ব্যবসায়ী ও দোকানদার প্রতিদিন প্রতিমূহূর্ত্তে যে লক্ষ বাধার সম্মুখীন হইতেছে—তাহার প্রতিকার জাতীয় গবর্ণমেণ্ট। তাই, গত ৬ই আগষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির আহ্বানে সারা ভারতের জনগণ সভা ও জনসমাবেশে দাবী করিয়াছে—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই! তাহারা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য দাবী করিয়াছে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দাবী করিয়াছে। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। একদিকে "অরাজকতার" অন্ধ গলি হইতে উন্মত্ত জনগণকে ফিরাইতে হইবে, অপরদিকে সংগঠিত গণশক্তির জোরে জাতীয় দাবী আদায় করিতে হইবে, জাতীয় নেতাদের মুক্তি আদায় করিতে হইবে।

JANAYUDDHA Regd. No. C. 2368

চটকল মজুর, আগে বাড়ো !

[আবহুল মোমিন]

সরকারী ইনডেকস্ নম্বর মতই দেখা যায়, অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা তিনশো ভাগ অর্থাৎ তিনগুণ বাড়িয়াছে, এক টাকার জিনিষ তিন টাকা হইয়াছে।

সংঘবদ্ধ মজুরের চাপে পড়িয়া বোম্বাইয়ের মিল মালিক সমিতি মজুরদের মাগ্গীভাতার দাবী আংশিকভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। জীবন ধারণের খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগ্গীভাতা বাড়িবে,বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের "রাংনেকর কমিটি" ১৯৪০ সালেই এই সুপারিশ করে, মালিক সমিতি টালবাহানা করিয়া ভাতা বাড়ানো এতদিন এড়াইতেছিল। কিন্তু মজুরদের একতার সামনে তাহারা হার মানিল, এখন তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, জীবন ধারণের খরচ শতকরা ৮৩ ভাগ বাড়িলেও তাহারা সেই অনুপাতে ভাতা বাড়াইবে। জীবন ধারণের খরচ ৮৪ ভাগ বাড়িলে একজন মজুর মাসে ১৮৷৷৹ পর্য্যন্ত মাগ্গী ভাতা পাইবে। মালিক সমিতি অবশ্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে জীবন ধারণের খরচ কম বাড়িয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ বোম্বাইয়ের প্রত্যেকটি কাপড়ের কলের মজুর গড়ে প্রায় ১৬ টাকা করিয়া ভাতা পাইতেছে।

কেবল বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মজুর নয়, ভারতের রেলের মজুর ও নিজেদের সংগঠনের জোরে মাগ্গী ভাতা বাড়াইয়া লইয়াছে। অবশ্য রেলের মুনাফার তুলনায় এবং জীবন ধারণের খরচ বাড়ার তুলনায় উহা খুবই সামান্য। কিন্তু আজ প্রত্যেক রেল মজুর **কমপক্ষে** মাসিক ৭ টাকা মাগ্গী ভাতা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কাপড়ের কলের মজুররাও টাকায় চার আনা মাগ্গী ভাতা আদায় করিয়াছে।

বাংলার তিনলক্ষ চটকল মজুর কোথায়? আজ তাহারাই সব চেয়ে শোষিত, বঞ্চিত, নির্য্যাতিত। তাহাদের সংঘ শক্তি দুর্ব্বল। তাই চটকলের মালিকগোষ্ঠী আজ ও তাহাদের চোখ রাঙ্গাইতে সাহস করে, মাসিক মাত্র তিনটাকা মাগ্গী ভাতা দিয়া চুপচাপ থাকিতে সাহস করে, হাজার হাজার মজুরকে কল হইতে বেকসুর বাহির করিয়া দিতে ও ভয় পায় না। বাংলার চটকল মজুর চিরদিন এমন ছিল না। তাহারা বরাবরই নিজেদের স্বার্থের জন্য নিজেদের শক্তির উপর ভরসা রাখিত, দেশের স্বার্থের জন্য সংগ্রামে সকলের আগে পা ফেলিত। আজ আমলাতন্ত্র ও মুনাফা লোভী মালিকের আক্রমণে আত্মরক্ষার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

জাপানী দস্যু আমাদের দুয়ারে, আমলাতন্ত্র আমাদের বুকের উপর চাপিয়া আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুঃখ দুর্দ্দশায় ভরপুর। এই অবস্থায় চটকল মজুরকে নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে, দেশকে বাঁচাইতে হইবে, আমলাতন্ত্রের আক্রমণকে রুখিতে হইবে, মুনাফালোভীদের অনিচ্ছুক হাত হইতে বাঁচিবার রসদ ছিনাইয়া লইতে হইবে। এ কাজে অপেক্ষা করা যায় না। চটকল মজুরকে বাঁচিতেই হইবে। দেশের এই সংকটে তিন লক্ষ চটকল মজুর ঐক্যবদ্ধ হইলে তাহাই হইবে আমাদের জাতীয় একতার প্রাণশক্তি, আমাদের জাতীয় সংগঠন কংগ্রেস ও লীগের মিলনের আদর্শ, আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তিন লক্ষ চটকল মজুরের সংগঠিত শক্তিই বিপ্লবী বাংলার মেরুদণ্ড।

কোথাও একটি জনসভা করিয়া, কোথায় একখানা গণদরখাস্ত করিয়া বসিয়া থাকার সময় নাই। আন্দোলনের ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তারজন্য প্রত্যেক চটকল এলাকায় শাখা ইউনিয়ন চাই। শাখা ইউনিয়ন গড়িবার জন্য আজই অগ্রসর হও: প্রত্যেক কলে ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রচারকার্য্য চালাও, সভাসমিতি কর; মিলের সাহসী মজুরদের লইয়া প্রতিনিধিত্বমূলক মিল কমিটি গঠন কর, প্রত্যেক ডিপার্টের মজুরকে ঐ কমিটিতে টানিতে চেষ্টা কর; এক বা একাধিক মিল কমিটির সভ্যদের লইয়া অস্থায়ী এলাকা ইউনিয়ন কমিটি গঠন কর এবং তাহার পক্ষ হইতে ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহের কাজ তুমুলভাবে সুরু কর। ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহের আন্দোলনে আওয়াজ তোল:

জীবন ধারণের খরচ বাড়ার সমান অনুপাতে মাগ্গী ভাতা চাই!

প্রত্যেকটি চটকল মজুরের চাকুরীর স্থায়িত্ব চাই!

ইউনিয়ন ও মিল কমিটি মানিয়া লওয়া চাই!

জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ জাতীয় একতা চাই!

স্বামী সহজানন্দের নির্দ্দেশ

১লা সেপ্টেম্বর কিষাণ দিবস পালন করুন। ঐ দিনের আওয়াজ: দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, তার জন্য জাতীয় একতা ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি। অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ, বাকী খাজনা, ঋণ ও সার্টিফিকেট জারী বন্ধ কর!

কমিউনিষ্ট দমন চলেছেই

বিখ্যাত **কমিউনিষ্ট** নেতা আবদুল্লা রসুল গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত ১১ই আগষ্ট ময়মনসিংএর পুলিশ কৃষক-সভার নেতা কমরেড আবদুল্লা রসুলকে অকস্মাৎ ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারায় গ্রেপ্তার করেছে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হওয়ার পরই কমরেড রসুল কলকাতায় আসেন—কলকাতায় দশ বার দিন প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতি করেছেন—টাউন হলের সভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন। কলকাতার পুলিশ বাংলার পুলিশের হেড অফিসের নথিপত্র খুজে তাঁকে ধরার মত কিছু পায় নি। কিন্তু ময়মনসিংহ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ধরা হল—অজুহাত ১৯৪০ সালে আহ্‌মেদাবাদের কোন মামলায় নাকি তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছিল।

ময়মনসিংহের কমিউনিষ্ট নেতা নগেন সরকারকেও কোন এক ফ্যাসিজম-বিরোধী সভায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কমরেড আলতাব আলিকে এখনো জামিন দেওয়া হয় নি।

রংপুর জেলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা অবনী বাগচী ও শিবদাস লাহিড়ীকেও সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বীরভূমের কমিউনিষ্ট নেতা কালীপদ বশিষ্টকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই ধরণের গ্রেপ্তার বেশ অবাধেই চলছে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করার পরও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযান চালানোর ভিতর দিয়ে গবর্ণমেণ্টের মতলব বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে নামেমাত্র বৈধ করে গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর কাছে ঢাক পিটাচ্ছেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি কাজ করার স্বাধীনতা পেয়েছে; অথচ কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চলাফেরার স্বাধীনতা কোথায়? এ অসঙ্গতির অর্থ কি? শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের জনগণও ভারতের আমলাতন্ত্রের কাছে এর জবাব চায়।

নোটীশ

প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্টের আবেদন

মফঃস্বল হইতে যে সব কমরেড কলিকাতায় পার্টির কাজে আসেন তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া ২৪৯।ডি বহুবাজার ষ্ট্রীটে পার্টির মহিলা ফ্রন্টের অফিসে মহিলা আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে কমরেড মনিকুন্তলা সেনের কাছে খবরাখবর আদান প্রদান করিয়া যান বা মফঃস্বল হইতে পত্র লেখেন।

অফিসের সময়—বৈকাল ৪টা—৬টা।

সম্পাদকীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যেতে হবে—এ ভাবলেও মারাত্মক ভুল হবে। কারণ তাতে জনতাকে হাড়িকাঠে তুলে দিতেই সাহায্য করা হবে। আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তিতে এর মধ্যে হস্তক্ষেপ ক'রে প্ররোচনাকারীদের তফাৎ করে দিতে হবে, মজুর, কৃষক ও জনগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হিংসায় না মাতে তার ব্যবস্থা করতে হবে, জনগণের ক্রোধ ও জাতীয় ভাবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিবাদের পথে চালাতে হবে।

তাই **মজুর ভাইয়েদের কাছে** কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন, দমননীতির ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাঁরা জাতির রক্ষাকারীরূপে এগিয়ে আসুন। রাস্তায়, বস্তিতে, ঘরে, নেতাদের মুক্তির দাবী সকলকে বোঝান। বাধা না থাকলে প্রকাশ্য সভায় সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের প্রতিবাদ জানান। নেতাদের মুক্তির ও নিষ্পত্তির দাবী করুন। এ সময়ে কোন প্রতিবাদ-ধর্ম্মঘট করতে আমরা বলছি না, কারণ তাতে উত্তেজনাকারীরা প্রশ্রয় পাবে। গুণ্ডামীর প্রশ্রয় দেবেন না, কারণ তাতে আমাদের শত্রুদের উদ্দেশ্যই সফল হয়

গ্রামের লোক ও চাষী ভায়েদের কাছে আবেদন, স্থানীয় সকলকে বোঝান—নেতাদের মুক্তির দাবীতে সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। গুণ্ডামি ও ধ্বংস কার্য্য বন্ধ করার জন্যে সকলে চেষ্টা করুন। —কংগ্রেসের সকলকে এর মধ্যে আনুন, কারণ ধ্বংসকার্য্য ও দমননীতি চলতে থাকলে আমাদেরই শক্তি নষ্ট হবে, নেতাদের মুক্তি আসবে না। সভার বিরুদ্ধে বাধা না থাকলে সভা করে দমননীতির প্রতিবাদ করুন—কংগ্রেস কর্ম্মীদের বোঝান যে এখন নিষেধাজ্ঞা অমান্যের আন্দোলন করলে অরাজকতাই প্রশ্রয় পাবে।

ছাত্রদের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন উত্তেজনার শীকার না হন, অরাজকতা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, যারা আমাদের একতা ও শক্তি উস্কানি দিয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে তাদের ষড়যন্ত্র বিফল করেন। হিন্দু মুসলমান ছাত্রকে এক ক'রে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দমননীতি প্রত্যাহারের দাবী করুন—তাতে আমরা নিশ্চয়ই সফল হব।

মুসলিম লীগের সভ্য ও সমর্থকদের কাছে আবেদন, এই ধ্বংসলীলায় দেশের সবাইয়েরই ক্ষতি হচ্ছে—আসুন আপনারাও আমাদের সঙ্গে মিলে এর বিরুদ্ধে সকলকে বোঝান। দমননীতির ফলেই উত্তেজনা এসেছে, দমননীতি চলতে থাকলে উত্তেজনা থামানো আরও মুস্কিল হবে—আসুন আপনারাও আমাদের সঙ্গে মিলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দমননীতির প্রতিবাদ করুন। দেশের এত বড় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস লুপ্ত হয়ে যাক তা আপনারা কখনই চান না, লীগ ও কংগ্রেস একতার যে চেষ্টা সুরু হয়েছিল তা বন্ধ হয়ে যাক তাও আপনারা নিশ্চয়ই চান না—আসুন আপনারাও আমাদের সঙ্গে মিলে দাবী করুন, **দমননীতি রদ কর, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাও, কংগ্রেসের ও লীগের সঙ্গে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা কর।**

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অজিতকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৩৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
বুধবার, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪২ ; ৯ই ভাদ্র, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷৹, ষান্মাসিক ১৷৵৹

পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ কর !

পি, সি, জোশী

পুলিশ জুলুমের এক হপ্তা কেটে গেছে। পুলিশ স্বস্তির সঙ্গে বলছে, "সব গণ্ডগোল শেষ"। ভারতসচিবের দপ্তর সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে," সারা ভারতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্বে আছে।" আমলাতন্ত্রের শিবিরে এম্‌নি ধারা।

দেশভক্তদের ক্রোধ ও উত্তেজনা বেড়ে উঠেছে। "আমরা তৈরী ছিলাম না তাই। আচ্ছা, দাঁড়াও এই তো সবে সুরু, দেখে নেব গবর্ণমেণ্ট কেমন করে চালায়।" এমনি ধারা গরম মেজাজে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক শ্লোগানের মধ্যে সব থেকে ভীষণ গুলোই বেছে নিয়ে আসছেন। অচল অবস্থা সৃষ্টি কর! গবর্ণমেণ্ট যন্ত্র অনড় ক'রে দাও! কি ক'রে? সরকারী যন্ত্রের মধ্যে উৎপাদন আর যোগাযোগ এ দুটোই আসল, এ দুটোকেই নষ্ট কর। উৎপাদন বন্ধ কর, যাতায়াত আর খবরাখবরের যোগাযোগ ছিন্ন করে দাও। তাতে সৈন্যরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবে, গবর্ণমেণ্ট অচল হয়ে পড়বে।

উত্তেজিত দেশভক্ত এম্‌নি ভাবেই বলেন। তিনি শুধু এই কথাটা ভুলে যান যে আক্রমণকারী আজ দরজায় হানা দিয়েছে, সে কারও জন্যে দেরী করবে না। দেশভক্তের প্রেরণা আসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা থেকে এবং তার পরে তাঁর উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখে দুটো মরীচিকা—"এবার আমরা তাড়াতাড়ি মারব আর তাড়াতাড়ি জিতব।" এই উত্তেজনার আবহাওয়ায় বুদ্ধি যায় ঘুলিয়ে, বুদ্ধির জায়গা জুড়ে বসে আবেগের মাতলামি।

পুলিশী বিভীষিকায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা আরও তীব্র হয়েছে, বিচারবুদ্ধিশূন্য আবেগের জ্বর আরও জোরে ছুটেছে। মনের ভাবটা হল, "যেমন ক'রে হোক এই গবর্ণমেণ্ট নিকাশ কর।" জাতীয় আন্দোলনের নেতারা নেই। কংগ্রেসী দেশভক্তদের বাকী অংশ এখন সংঘর্ষের একদম ভিতরে, অথচ তাঁদের যারা ভিত্তি তাদের সঙ্গে যোগ কেটে গেছে কারণ তাদের একত্র করার সময় পাওয়া যায়নি। তাঁদের যাঁরা মাথা তাঁরাও নেই, সরকার সরিয়ে দিয়েছে। কাজেই এই দেশভক্তদের স্বাভাবিক ও অন্ধ প্রতিক্রিয়াই হ'ল আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে।

এই বিচারবুদ্ধিশূন্য উত্তেজনার মধ্যে পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা তৎপর হয়ে উঠে অজ্ঞ ও সরলবিশ্বাসীদের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে জাপানের দিকে—বলছে সে আমাদের "বন্ধু", "মুক্তিদাতা।" টোকিও আর বার্লিন রেডিও দিনরাত্রি চলেছে, গোছা গোছা হাণ্ডবিল বেরুচ্ছে, তাতে এই প্রতিশ্রুতি জাপান ও অক্ষ শক্তি ভারতকে সাহায্য করবে। পঞ্চমবাহিনী নিজের হীন উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এমন আঘাতের কথা বলে যাতে তার মনিবের সুবিধা হয়। তারা যে আঘাতের কথা বলে তাতে মনে হয় ব্রিটিশের লাগছে, কিন্তু আসলে তাতে দেশরক্ষার ব্যবস্থাই দুর্ব্বল ও অচল হয় এবং ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীর জন্যে ভারতের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। যে বোসপন্থীরা ভেদসৃষ্টিকারী বলে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীর ঘৃণার পাত্র ছিল তারাই আজ আনন্দে দেখেছে যে তাদের কাজ তো অর্দ্ধেক করে দেওয়া হয়েছে।

এই সব কাজের ফলে ভারতকে আক্রমণকারীর সামনে নতজানু বসিয়ে দেওয়া হয়। আজ ষ্ট্রাইক করালে বা উৎপাদন বন্ধ করালে কার লাভ? তাতে জাতীয় সরকারের জন্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ পড়ে না, জাপানীর সামনে আমাদেরই দেশরক্ষা অচল হয়ে পড়ে। যোগাযোগ বন্ধ করিয়ে দিলে কি ফল হবে? তাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মালমশলা যেতে পারবে না, সৈন্যেরা নড়তে পারবে না। তাতে আমাদের নিজেদের ছাড়া কার ক্ষতি হয়, আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আর কি ধ্বংস হয়? ডাকতার কাটলে গবর্ণমেণ্টের হয়তো কয়েকদিন একটু ব্যাঘাত হয়, কিন্তু জাপানীর অনেক বেশী সুবিধা হয়, সে মূল্যবান সময় পায়।

দেশরক্ষার প্রত্যেকটা ব্যবস্থাকে নষ্ট করা—হাত পা বেঁধে দেশকে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরের পায়ে ঠেলে দেওয়া—বর্ত্তমান সংঘর্ষের ফল হয় এই। এ আঘাত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতার **জন্য নয়, তাড়াতাড়ি জাপানীকে সাহায্য করবার জন্য।**

সত্যাগ্রহ আর অচল অবস্থা-সৃষ্টি—এই দুই কথা শুনে শুনে যে-দেশভক্ত মানুষ হয়েছে তার কাছে এই সব অস্ত্রই মনে হয় "জাতীয় অস্ত্র"। কিন্তু পঞ্চমবাহিনী ঠিক এইগুলিই চায় এবং এর জন্যে ব্যস্তভাবে চেষ্টা করছে। নেতৃত্বহীন হয়ে, দেশের অন্য সমস্ত দেশশ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে অল্প-সংখ্যক অগ্রণী কংগ্রেস কর্ম্মী রয়েছেন তাঁরা পুলিশের কাজে আরও উত্তেজিত হন এবং সহজেই দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীর কবলে চলে যান।

প্রত্যেক সুস্থির ও বুদ্ধিসম্পন্ন দেশভক্তকে আজ এই কথাই বুঝতে হবে। লোকের তীব্র বিক্ষোভকে পঞ্চমবাহিনী তার কাজের ভিত্তিরূপে অপব্যবহার করছে; বিক্ষোভকে তারা এমন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে নিচ্ছে যাতে দেশের রাজনৈতিক জীবনই নষ্ট হয়ে যাবে, পুলিশ-রাজ আরও শক্ত হবে; বিক্ষোভকে তারা এমন দিকে টানছে যাতে দেশরক্ষার ব্যবস্থাই নষ্ট হয় ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর সুবিধা হয়। এর পর বাকী থাকবে শুধু ছিন্নভিন্ন ও ক্ষমতাহীন জাতি যা অসহায়ভাবে জাপানীর অপেক্ষা করবে।

যা চলেছে তা স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি নয়, তা হচ্ছে আত্মধ্বংসের ব্যবস্থা। বৃটিশ আমলাতন্ত্র যোগাচ্ছে উত্তেজনা, জাপানী দালালেরা তাকে সংগঠিত করছে এবং রাগে ও মোহে অসংখ্য দেশভক্ত হচ্ছে তার শীকার।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও উজ্জ্বলতম সভ্যতা থেকে যে বিরাট জাতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে তা এ পথে যেতে পারেনা, যাবেনা। বিশ্বাসঘাতকতা তার পতাকাকে কলঙ্কিত করবে তা হতে পারেনা, হবেনা।

আমাদের যে গৌরবময় জাতীয় আন্দোলন ফ্যাসিজমকে রুখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য যাকে আমরা গড়ে তুলেছি তার এই জঘন্য পঞ্চমবাহিনীর হাতে যাওয়ার পথ আমরা কেমন করে আটকাতে পারি? এই গুপ্তচরের দলকে তফাৎ করে সকলের কাছে কি করে খুলে ধরতে পারি? কারণ তা আমাদের করতেই হবে, নইলে আমাদের জাতির শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটবে।

কোন কিছু করবার আগে **প্রত্যেক দেশভক্তকে ভাবতে শেখাও।** তাকে বুঝতে হবে আসল ব্যাপার কি। ধীরভাবে, অটলভাবে, বিনীতভাবে তাকে বোঝাও। আত্মহত্যার পথ থেকে দেশভক্তকে যখনই ফেরানো যায় তখনই ভাল।

শান্তি বজায় রাখ, উত্তেজনাসৃষ্টিকারী পুলিশ থেকে লোককে সরিয়ে রাখ। পুলিশের একটা লাঠি পঞ্চমবাহিনীতে বহু নতুন রিক্রুট এনে দেয়, একটা গুলি চালনা শত শত লোককে পঞ্চমবাহিনীর সাহায্যে ঠেলে দেয়। পঞ্চমবাহিনী গুণ্ডার সর্দ্দার, তারা লোকের রক্তে ব্যবসা করছে, তাদের আলাদা করে দাও। পুলিশ ক্ষেপলে তবেই ভ্রান্ত দেশভক্ত পঞ্চমবাহিনীর এজেণ্টে পরিণত হয়। শান্তি বজায় রাখতে পারলে, পুলিশের উত্তেজনা থেকে লোককে দূরে রাখতে পারলে পঞ্চমবাহিনীর শীকার হাতছাড়া হয়ে যাবে, সে মরবে।

লোকের মধ্যে এই ভাব জাগাও যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের মানে কখনো এ হতে পারে না যে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে। উৎপাদন ও যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করা স্বাধীনতার পথ নয়, জাপানীকে ডেকে আনার পথ।

জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন আরও তীব্র কর। যে বলবে ঐক্য অসম্ভব সে জিন্নার চেয়ে আমেরিকেই বেশী ভালবাসে। তা হ'তে পারে না। জাতীয় ঐক্য ছেড়ে স্বাধীনতার জন্যে অন্য কোন সহজ রাস্তার চেষ্টা করা মানে জাতীয় বিপর্য্যয় ডেকে আনা। জাতীয় নেতাদের মুক্তি, দেশরক্ষা, জাতীয় সরকার ইত্যাদির জন্যে **প্রকৃত** জাতীয় সংগ্রামের উপায় হল ঐক্যের জন্যে স্বার্থহীন ভাবে অবিরাম চেষ্টা করা। তাকে পুলিশ বন্ধ করতে পারে না, তার ওপরে পঞ্চমবাহিনী কারবার গোছাতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদী শাসক তাকে ঠেকাতে পারে না।

জাতীয় গৌরব ও জাতীয় মুক্তির এই পথ। অন্য যে কোন পথ মানে বর্ত্তমানে ব্রিটিশের জুতোর নীচে ছটফট করা যাতে ভবিষ্যতে জাপানীর জুতো চাটতে পারা যায়।

যুদ্ধের গতি

দ্বিতীয় ফ্রন্টের পূর্ব্বাভাষ ?

দুনিয়ার ফাসিষ্ট বিরোধী জনগণের কণ্ঠে আজ একটি রণধ্বনি—ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার লাখ লাখ মজুর ও জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে দাবী জানাইতেছে, দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোল। ১৯৪২ সালেই হিটলারকে ঘায়েল কর। হিটলারী ফৌজ অশেষ ক্ষতি সহিয়াও ককেশাসের ভিতরে ঢুকিতেছে, ষ্টালিনগ্রাদকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, আগামী শীতের আগের যুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত করিতে চাহিতেছে। জাপান সাইবিরিয়ার সীমান্তে ফৌজ, বিমান, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম জমা করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সোভিয়েটের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বীর লাল ফৌজ বুকের রক্ত দিয়া একা নাৎসীদের রুখিতেছে, সোভিয়েটের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, দুনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। এ অবস্থায় দুনিয়ার জন সাধারণ আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে রাজী নয়। তাই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার দাবী আজ দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শাসক শক্তির রক্ষণশীল অংশ তবু টালবাহানা করিতেছে। চেম্বারলেনের ভূত আজও শাসক শ্রেণীর মাথায় ভর করিয়া আছে। কিন্তু জনসাধারণের দাবী আর চোখ বুজিয়া এড়ান যায় না। তাই চার্চ্চিল ছুটিয়াছিলেন ষ্টালিনের কাছে। তাই মস্কোতে মিত্রশক্তির সেনাপতিদের সোভিয়েট সেনাপতিদের সাথে আলোচনা করিতে হইয়াছে।

ইহার পরই গত ১৯শে তারিখ শেষ রাত্রির অন্ধকারে ফ্রান্সের উপকূলে এক বিরাট কমাণ্ডো আক্রমণ চালানো হইল। এত বড় কমাণ্ডো আক্রমণ ইহাই প্রথম। বৃটিশ, কানাডিয়ান, আমেরিকান ও স্বাধীন ফরাসী সৈনিকেরা ফরাসী দেশের উপকূলে বিখ্যাত দিয়েপ বন্দরের নিকটস্থ অঞ্চলের দিকে রওনা হইল। যুদ্ধ জাহাজে করিয়া তাহারা ইংলিস চ্যানেল পার হইল। শত শত বিমান ছাতার মত তাহাদের পাহারা দিয়া চলিল। বৃটিশ বিমান বহর, আমেরিকান ও কানাডিয়ান বিমান বহর, নিউজিল্যাণ্ড, পোল, চেক, নরওয়েজিয়ান, বেলজিয়ান বিমানও চলিল। ট্যাঙ্ক বাহী জাহাজও চলিল। ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের সময় ফরাসী উপকূলের ছয়টি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিত্রশক্তির মিলিত বাহিনী হামলা সুরু করিল। ৯ ঘণ্টা যুদ্ধের পর মিত্র বাহিনী ফিরিল।

যুদ্ধ যে প্রবল হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণদের ৯১ খানা বিমান ধ্বংস হয় ও আরও প্রায় ১০০ খানা বিমান জখম হয়। মিত্রপক্ষের ৯৮ খানা বিমান খোয়া যায়। জার্ম্মাণদের দুইটি উপকূল রক্ষী গোলন্দাজ বহর ধ্বংস করা হয়। একটি বেতার ঘাঁটি নষ্ট করা হয় ও দুইটি জার্ম্মাণ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হয়। অনেক শত্রু সৈন্য বন্দী করা হয়। অবশ্য মিত্রপক্ষের ক্ষতিও কম হয় নাই। সব ট্যাঙ্ক ফিরাইয়া আনা যায় নাই, অনেকগুলি ধ্বংস করিয়া আসিতে হইয়াছে।

ইহা কি দ্বিতীয় ফ্রন্টের পূর্ব্বাভাষ ? , সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, আগের চেয়ে অনেক বড় আকারে একটা আক্রমণের পরিক্ষা করা। শত্রুর উপকূল নাকি খুবই সুরক্ষিত, ইহা পরীক্ষা করা দরকার ছিল, তা ছাড়া উপকূল ব্যাটারী ও বেতার ঘাঁটিতে ধ্বংস করা এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের আক্রমণাত্মক নীতির মিলিত উদ্দেশ্যের অতি আবশ্যকীয় অংশ হিসাবেই এই পর্য্যবেক্ষণকারী আক্রমণ চালান হইয়াছিল। ফরাসীদের উদ্দেশ্যে এক বেতারে বলা হইয়াছে, "ফরাসীদেশের জনগণের নিকট হইতে যখন সক্রিয় সহযোগিতার দরকার হইবে তখন আমরা জানাইব। আমরা অঙ্গীকার করিয়াছি এবং সে অঙ্গীকার আমরা রাখিব। ফ্রান্সের মুক্তির দিন সন্নিকট।"

ইহা খুব আশার কথা সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে একটা বড় রকমের আক্রমণ বা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ইঙ্গিত হয়তো ইহার ভিতর খুজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। আমেরিকার কাগজওয়ালারা অনেকেই বলিতেছে যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার ইহা নাকি ড্রেস রিহার্সেল বা মহড়া। কিন্তু আবার 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' বলিয়াছে যাহারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য তোতাপাখার মত বুলি কপচাইতেছে তাহারা এইবার ঠাণ্ডা হইবে। ইহা কি শুধু দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবী আপাততঃ ধামাচাপা দিবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র ? যাহাদের ঘাড়ে আজও চেম্বারলেনী ভূত আছে তাহারা যে ধামাচাপা দিবার অনেক চেষ্টাই করিবে, অনেক টালবাহানাই করিবে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। দিয়েপ আক্রমণ তাই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পূর্ব্বাভাষ—একথা জোর করিয়া নিশ্চয়ই বলা চলে না।

অথচ এই আক্রমণের ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, ইউরোপের উপকূলে সৈন্য নামানো কঠিন নয়। একজন নৌবহর অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "এই আক্রমণে প্রমাণিত হইল যে উপযুক্ত বিমানের আড়াল থাকিলে অনেক সংখ্যক জাহাজ শত্রুর উপকূলের কয়েক মাইলের ভিতর রাখা যায়। শত্রুর উপকূল রক্ষার যত ব্যবস্থাই থাক না কেন।" ইহাও বোঝা গেল যে পশ্চিম ইউরোপে হিটলারের বিশেষ শক্তিশালী কোন বাহিনী নাই। তাই আজ আর দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খোলার কোন অজুহাত নাই।

কিন্তু তবু চার্চ্চিল-ষ্টালিন আলোচনার পর চার্চ্চিলের বিবৃতি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পক্ষে আশাজনক নয়। মস্কো যাত্রা সম্বন্ধে চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "আমার বক্তব্য বলার" প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাই যদি সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে চার্চ্চিলকে বক্তব্য বলার জন্য ষ্টালিনের নিকট ছুটিতে হয় কেন ? সোভিয়েটের 'ইজভেস্তিয়া' ও 'প্রাভদা' পত্রিকায় বলা হইয়াছে, লাল ফৌজ একলা লড়িয়া শত্রু ধ্বংসের জন্য "মিত্রশক্তিকে সময় দিতেছে"। সময় নিবার জন্যই কি চার্চ্চিল মস্কো ছুটিয়াছিলেন ? তাহা ছাড়া আলোচনার সময় যে সব সেনানায়ক মস্কোতে উপস্থিত ছিলেন তাহার ভিতর ভারতের ওয়াভেল, মধ্যপ্রাচ্যের বিমান বহরের অধিনায়ক, মিশরে আমেরিকান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় মধ্যপ্রাচ্য আলোচনার একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তবে কি, ককেশাস যুদ্ধের ফলে যাহাতে প্রাচ্য বিপন্ন না হয় সেইজন্য বস্তু প্রাচ্যের উপর বর্ত্তমানে জোর দেওয়াও এখনকার মত সময় নিয়া অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার একটা আশা দেওয়া—ইহাই মিত্রশক্তির বর্ত্তমান নীতি ?

ককেশাসের গতিরোধ হয় নাই

কিন্তু শত্রু মরিয়া হইয়া ককেশাসের ভিতর ঢুকিতেছে এবং ষ্টালিনগ্রাদ দখলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। হিটলার আর মুহূর্ত্তও দেরী করিতে চায় না। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার সময় দিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই তাহার নাই। গত দুই মাসে হিটলার পশ্চিম ইউরোপ হইতে ২২ ডিভিসন সৈন্য ও দুই ডিভিসন ট্যাঙ্ক বহর এবং ইটালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি হইতে ৭০ ডিভিসন সৈন্য ককেশাস ও ষ্টালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রে আনিয়াছে। তিন মাসে তাহাদের ১২ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য হতাহত এবং ৩৩৯০ ট্যাঙ্ক, ৪০০০ কামান ও বিমান খোয়া গিয়াছে—তবুও তাহারা মরিয়া হইয়া আগাইতেছে।

ককেশাসের বিখ্যাত রেল ষ্টেশন ক্রাসনোদার হইতে লাল ফৌজ সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ককেশাসের মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন, চারিদিকে সংখ্যায় বেশী জার্ম্মাণ বাহিনী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, এই অবস্থায় লাল ফৌজ ক্রাসনোদারে দুই সপ্তাহ জুঝিবার পর সরিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া উপায় ছিল না। কৃষ্ণসাগরের বন্দর নভোরিসিস্ক এবার আরও বেশী বিপন্ন হইল। তবু ক্রাসনোদারের দক্ষিণে লাল ফৌজ প্রাণপণে লড়িতেছে, যতক্ষণ সম্ভব কৃষ্ণসাগরের উপকূলের দিকে শত্রুকে আগাইতে না দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ওদিকে ক্রাসনোদারের পূর্ব্বে পিয়াটিগোরস্ক অঞ্চলেও লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের বাধা দিতেছে যাহাতে শত্রু গ্রোজনী তৈল খনি ও কাসপিয়ান হ্রদের দিকে আগাইতে না পারে। দ্রুত চলমান কশাক বাহিনী বহু স্থানে জার্ম্মাণদের হয়রাণ করিতেছে ও তাহাদের অগ্রগতির পক্ষে বাধা জন্মাইতেছে। ককেশাস পর্ব্বতমালার উত্তর অংশে সোভিয়েট মূল বাহিনী ঘাঁটি গড়িয়া যুদ্ধ চালাইতেছে। ককেশাস বাহিনী ইহাদের সাহায্য করিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদের দিকে চরম যুদ্ধ

হিটলার এইবার সব চেয়ে বেশী জোর দিয়াছে ষ্টালিনগ্রাদের জন্য। ষ্টালিনগ্রাদ ও ভলগা অঞ্চল খুব দ্রুত দখল করিতে পারিলে ইউরোপের পূর্ব্ব সীমান্তে হিটলার মনোযোগ দিতে পারে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার আগেই আঘাত হানিতে পারে। তাই এবার ষ্টালিনগ্রাদের জন্য হিটলার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় এক মাস হইল দুই হাজার ট্যাঙ্ক, ঐ পরিমাণ বিমান, ৩০ ডিভিশন জার্ম্মাণ, হাঙ্গেরীয়, ইতালীয় ও রুমানীয় সৈন্য লইয়া হিটলার বিপুল বিক্রমে ষ্টালিনগ্রাদের দিকে দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। এক বাহু চলিয়াছে পশ্চিম দিক হইতে, আর এক বাহু দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে। গত তিন দিন হইল কোটেলনিকোভের উত্তর-পূর্ব্বে বিরাট যুদ্ধে জার্ম্মাণরা নূতন নূতন সৈন্য, ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান আমদানি করিতেছে। লাল ফৌজের "রেড ষ্টার" পত্রিকা বলিতেছে, এই মাসে গোটা ককেশাসের শত শত বিরাট খণ্ড যুদ্ধের চেয়েও এ যুদ্ধ সাঙ্ঘাতিক আকার নিয়াছে। লাল ফৌজ অসীম বীরত্বের সাথে শত্রুকে রুখিতেছে। ডন বাঁকে এখনও শত্রু নদীর পশ্চিম পারেই আছে। কোন কোন অংশে অবশ্য পূর্ব্ব পারে জার্ম্মাণরা আসিতেছে কিন্তু সে জন্য তাহাদের অজস্র ক্ষতি সহিতে হইতেছে। ক্ষতির দিকে শত্রুর নজর নাই, লক্ষ্য তাহার ষ্টালিনগ্রাদ। নিজ বুকের রক্ত দিয়াও লাল ফৌজ অটল, ষ্টালিনগ্রাদকে রক্ষা করিতেই হইবে।

২৩-৮-৪২

সম্পাদকীয়

মুশ্লিম লীগের সভ্য ও সমর্থকদের প্রতি

২০শে আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রস্তাব পাশ করিয়া তাহার শেষে বলিয়াছেন :—"সম্মিলিত জাতিগুলি বার বার ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃথিবীর ছোট ছোট জাতিগুলিকে স্বাধীনতা পাওয়াইয়া দিবে ও উহা রক্ষা করিবে। এই কথা অনুসারে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের দশ কোটী মুসলমানের দাবীর প্রতি সম্মিলিত জাতিগুলিকে এখনি নজর দিতে অনুরোধ করিতেছে। ভারতের মুসলমানদের দাবী—যে যে এলাকা তাহাদের স্বদেশ এবং যেখানে তাহারা লোক সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ সেই সেই এলাকায় তাহাদের স্বাধীন (সার্বভৌম) রাষ্ট্র গঠন করিতে দেওয়া হোক।......

"মুসলিম ভারতের ঐ দাবী যদি পরিষ্কার মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মুসলিম লীগ সমান মর্য্যাদার ভিত্তিতে যে কোন প্রস্তাব বিচার করিতে বা যে কোন দলের সহিত আলোচনা করিতে আগের মতই এখনও প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হইবে ভারতে একটী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা—যাহাতে ভারতরক্ষার জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি (রিসোর্সেস) সংহত করা যায়।"...

যে কোন দলের সহিত লীগ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে এ কথার ঠিক অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হইলে জিন্না সাহেব কিছু বলিতে রাজী হন না। তিনি বলেন যে, আমরা চাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এখনি পাকিস্তানের দাবী মানিবার ঘোষণা করুক, তখন আমরা সম্মিলিত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট কায়েম করার জন্য যে কোন দলের প্রস্তাব আলোচনা করিব।

লীগের এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন নূতন কথা নাই, তাঁহাদের পুরানো কথাই আবার বলিয়াছেন। লীগ নেতৃত্ব ও কংগ্রেস নেতৃত্ব দুইয়ের কেহই জনসাধারণের শক্তিতে বিশ্বাসী নন। আমাদের দেশ, আমরা জনসাধারণই উহার রক্ষায় একত্রে আগাইয়া আসিব এবং আমরা হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগের মিলিত পতাকার নীচে দেশরক্ষায় অগ্রসর হইলে আমলাতন্ত্রের বাধাও ভাঙ্গিতে পারিব, নিজেদের মধ্যে যে মিটমাটের অভাব আছে তাহাও দূর করিতে পারিব। দেশ রক্ষায় একসঙ্গে অগ্রসর হইলে পাকিস্তান দাবীর মধ্যে যেটুকু উচিত অংশ আছে কংগ্রেসকে তাহা মানানো যাইবে, আবার সকলের সম্মিলিত জাতীয় সরকার ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবীও ব্রিটিশের কাছ হইতে আদায় করা যাইবে। কারণ আমাদের একতাবদ্ধ শক্তিকে ব্রিটিশ গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবে। আবার একতাবদ্ধ শক্তিতে স্বাধীনতা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে কংগ্রেসও মুসলমানদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব বলিতেছেন আগে আমাকে স্বাধীনতা দাও, তবে আমি দেশরক্ষায় অগ্রসর হইতে পারিব। লীগ নেতৃত্ব বলিতেছেন আগে আমাকে পাকিস্তান দাও তবে আমি এক হইয়া ফাসিষ্ট আক্রমণ ঠেকাইবার কথা ভাবিব। যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হয় তো কংগ্রেস নেতৃত্ব বলিতেছেন "সংগ্রাম"—তাহাতে জাপানীর সুবিধা হয় তো নাচার ! যদি পাকিস্তান না দেওয়া হয় তো লীগ নেতৃত্ব বলিতেছেন নন-কো-অপারেশন—তাহাতে জাপানী আগাইয়া আসে তো কি করিব !

উভয়েই সোজাসুজি কিংবা ঘুরাইয়া স্বীকার করিতেছেন যে আমলাতন্ত্র আমাদের দেশকে বাঁচাইতে পারে না। উভয়েই স্বীকার করিতেছেন যে দেশরক্ষায় ভারতের জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে হইবে, সকল দলের মিলিত সরকার কায়েম করিয়া প্রাণপণে দেশরক্ষার জন্য লড়িতে হইবে—তবেই ফাসিষ্ট আক্রমণ পরাস্ত করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু উভয়েই দূরে সরিয়া থাকা ও পরস্পরের মধ্যে বিরোধের যে নীতি গ্রহণ করিতেছেন তাহার ফল হইতেছে কি ? ফল হইতেছে মাত্র এই যে, জাতীয় সরকার কায়েম করার দাবী আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিনা, এবং সেজন্য দেশরক্ষার সমস্ত ভার ও সমস্ত ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিয়া যাইতেছে। আমলাতন্ত্র দেশকে বাঁচাইতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ দাবী উপস্থিত করিতেছেন, অথচ যে-ভাবে তাঁহারা চলিতেছেন তাহাতে আমলাতন্ত্রের অধিকারই আরও চাপিয়া বসিতেছে ! আর আমাদের অনৈক্য, অক্ষমতা ও এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশকে আক্রমণ করিতে জাপানী দস্যুই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব 'সংগ্রাম' ঘোষণা করিবার আগে ব্রিটিশের সঙ্গে নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টা করিবেন এ কথা বোম্বাই এ-আই-সি-সিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছিল। লীগের সঙ্গে পাকিস্তান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে কংগ্রেস আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে, এবং জগতনারায়ণের 'অখণ্ড ভারত' প্রস্তাব সত্বেও কংগ্রেস কখনই কোন প্রদেশকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিবে না ইহাও কংগ্রেস সভাপতি ঐ সময়ে পরিষ্কার প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং জাতীয় সরকার সম্বন্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে নিষ্পত্তি এবং দেশরক্ষার জন্য লীগের সঙ্গে আপোষ ও ঐক্যস্থাপন—দুই দিক দিয়াই কংগ্রেস অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

এই চেষ্টা আরম্ভ হইবার আগেই আমলাতন্ত্রের আঘাত আসিল। তাহারা কংগ্রেস নেতাদের জেলে বন্ধ করিল, কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিল। এবং ইহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে জনগণের বিক্ষোভ যে ক্ষতিকর অসংগঠিত তাণ্ডব ও অরাজকতার পথ ধরিয়াছে তাহাকে কঠোরভাবে দমন করাই আমলাতন্ত্র জাপানীকে রুখিবার শ্রেষ্ঠ পথ স্থির করিল। আমলাতন্ত্রের কাজের ফলেই জাতীয় নিষ্পত্তিও হইতে পারিল না, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য আলোচনার পথও বন্ধ হইল। আমলাতন্ত্র জাতীয় নিষ্পত্তিও চায় না, কংগ্রেস-লীগ একতাও চায় না—কারণ উহাতে দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের শক্তি বৃদ্ধি হয়, আমলাতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থ টলমল করিয়া উঠে।

দেশের এই চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তে লীগের উপর নূতন দায়িত্ব আসিয়াছে। কংগ্রেস নেতাদের হঠাৎ গ্রেপ্তার করায় জাতীয় ঐক্য ও নিষ্পত্তির যে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে আজ দেশের দ্বিতীয় প্রধান সংগঠন লীগকেই আগাইয়া আসিয়া সেই পথ খুলিতে হইবে। যেমন একা কংগ্রেসের পক্ষে জাতীয় স্বাধীনতা আদায় করা বা সফলভাবে দেশরক্ষা করা শক্ত, একা লীগের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অসম্ভব। কংগ্রেস-লীগ মিলিলে তবেই দেশরক্ষা নিশ্চয়। লীগের পক্ষে আজ কংগ্রেসকে গালি দিয়া বা ব্রিটিশের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে জাপানী দস্যু ছাড়িবে না। সুতরাং লীগকেই আগাইয়া আসিয়া কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিতে হইবে ও তাঁহাদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নেতাদের গ্রেপ্তারের বিক্ষোভে যে অরাজকতা ও অগ্নিকাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে এবং যে দমননীতি বিস্তৃত হইতেছে তাহাও লীগ চুপ করিয়া দেখিতে পারে না। দমননীতিতে দেশের বৃহত্তর অংশ ও প্রধান সংগঠন কংগ্রেস যদি নিস্তেজ হইয়া যায় তো তাহার প্রতিক্রিয়ায় দেশের বেশীর ভাগ লোক জাপানী দুশমনেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। তখন লীগ যদি সরকারের অনুগ্রহে কিছু ক্ষমতাও পায় তো তাহা দিয়াও সে জাপানীর বিরুদ্ধে দেশরক্ষা করিতে পারিবে না। এবং ভারতবর্ষ ফ্যাশিষ্টদের গোলাম হইলে মুসলমানরাও তাহা হইতে বাদ পড়িবে না। মালয়, সিঙ্গাপুর ও জাভায় অসংখ্য মুসলমানের ভাগ্যে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। লীগ কখনও ভারতে তাহার পুনরাবৃত্তি চাহিতে পারে না। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকে রুখিবার জন্য কংগ্রেসের যেমন দায়িত্ব আছে, লীগেরও নিশ্চয়ই তেমনি দায়িত্ব আছে। বরং কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর লীগের দায়িত্বই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ভারতের নরনারীর সংগঠিত শক্তির দ্বিতীয় সংগঠনের মুখের দিকে হিন্দু মুসলমান সকলেই আজ তাকাইয়া আছে।

লীগ এই দায়িত্ব পালন করিবে কি ? এই প্রশ্নের জবাব ভারতের জনসাধারণের হাতে, বিশেষ করিয়া মুশ্লিম জনসাধারণের হাতে। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবার দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন—কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারকে শাসাইয়াই এখনকার মত অবসর লইয়াছেন। কিন্তু দেশের অবসর কোথায় ? বর্ষার পরই হয়তো জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইবে, হিটলার বাহিনীও ওদিকে ভারতের পথে আসিবার জন্য মরিয়া লড়াই লড়িতেছে। নেতারা কালক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া তাহারা তো কালক্ষেপ করিবে না। এখনি দেশে দমননীতি রদ করাইতে হইবে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিতে হইবে, লাগ-কংগ্রেস আলোচনা ও বুঝাপড়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন বর্ত্তমান অরাজকতা ও অশান্তি চলিতেছে ততদিন ইহার সুযোগে পঞ্চমবাহিনীর গুপ্তচরেরা মিথ্যা কংগ্রেসের নাম লইয়া দেশপ্রেমিক সাজিতেছে। কংগ্রেস নেতারা বন্ধ থাকিলে ইহাদেরই পোয়াবারো। কংগ্রেস নেতারা ছাড়া পাইলে বর্ত্তমান অশান্তি থামিবে কারণ কংগ্রেস নেতারা কখনই এরূপ অরাজকতা চান না, ইহা জনসাধারণের উত্তেজনার বিক্ষোভ মাত্র।

আমরা কমিউনিষ্টরা এবং আরও অনেকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল চেষ্টায় দমননীতি রদ করাইতে চেষ্টা করিতেছি, কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য চেষ্টা করিতেছি, অরাজকতাও শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। আজ মুশ্লিম জনসাধারণকেও আমাদের সকলের এই চেষ্টায় যোগ দিতে হইবে। কলিকাতায় মুশ্লিম ছাত্র-ফেডারেশন প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সঙ্গে মিলিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছে, বগুড়ায় মুশ্লিম লীগ এই দাবীতে সকলের সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরও অনেক স্থান হইতে এইরূপ খবর আসিতেছে। ইহাই পথ। মুশ্লিম জনসাধারণকে এই পথে আগাইয়া আসিয়া মুশ্লিম লীগ নেতৃত্বের উপর চাপ দিতে হইবে—কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী কর, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আলোচনা সুরু কর। লীগ নেতৃত্ব প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারা আলোচনার প্রস্তুত আছেন। এখন তাঁহাদিগকে চাপিয়া ধরিতে হইবে যে, কংগ্রেস তো জেলে, আপনারাই আলোচনায় অগ্রসর হোন, মিটমাটের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। পাকিস্তান ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে পাকিস্তানের বদলে জাপানীস্তানই পাওয়া যাইবে, কিন্তু সাহস করিয়া ঐক্য ও দেশরক্ষার পথে অগ্রসর হইলে সমগ্র দেশবাসীর সমর্থনে পাকিস্তানের প্রকৃত সারবস্তু নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে বিপ্লবী মজুরের জয়যাত্রা

বিলাতে

বিলাতের জনসাধারণ ১৯৪২ সালেই হিটলারী দস্যুদের ধ্বংস করিতে চায়। যুদ্ধে জয়লাভ করার পথে যে সকল বাধা আছে বিলাতের মজুররা তাহা দূর করায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহারাই '১৯৪২ সালে যুদ্ধে জয়লাভ করার' আন্দোলনে অগ্রনী হইতেছে।

'শপ ষ্টুয়ার্ড আন্দোলন'

যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান ও জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণের কাজে উৎসাহ সৃষ্টির প্রধান নায়ক হইল 'শপ-ষ্টুয়ার্ড' [কারখানা কমিটি] আন্দোলন। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শপ-ষ্টুয়ার্ডদের জাতীয় পরিষদ ১০ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে, ইহাদের সকলেই যুদ্ধশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক।

এই 'শপ ষ্টুয়ার্ড' আন্দোলন আরম্ভ হয় গত প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা কারখানার কোন একটি বিভাগ বা বৃত্তির (craft) শ্রমিকদের লইয়া গঠিত না। [যেমন কেবল তাঁতি বা স্পীনার], সকল বিভাগের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কারখানার শ্রমিকরা প্রকাশ্য সভায় কারখানা-ষ্টুয়ার্ডদের নির্ব্বাচন করে। বিভিন্ন কারখানা ষ্টুয়ার্ডদের প্রতিনিধি লইয়া জেলা ষ্টুয়ার্ড কমিটি গঠিত হয় এবং জেলা কমিটির প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদ নির্ব্বাচন করে।

গত অক্টোবর মাসে শপ ষ্টুয়ার্ডদের জাতীয় পরিষদ এক সম্মেলনে উৎপাদনে ব্যবস্থার দুর্নীতি দূর করার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রায় ৩০০ যুদ্ধ শিল্পের ১২৩৭ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) সমস্ত যুদ্ধ শিল্পে শ্রমিক-মালিক উৎপাদন-বোর্ড গঠন করা হোক, (২) মিউনিকপন্থী যুদ্ধমন্ত্রী মার্গেশনকে বিতাড়িত করা হোক, (৩) বিমান উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী মুরব্রাবেজনকে তাড়ানো হোক, (৪) ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করা হোক। বৃটিশ সরকার অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম তিনটি দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যেক অস্ত্র কারখানায় শ্রমিক-মালিক মিলিত বোর্ড গঠন করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টই অগ্রনী হইয়া উহা গঠন করিকে বাধ্য হইয়াছে। এই বোর্ড উৎপাদন ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে, শপ ষ্টুয়ার্ডরা অনেক সময় সরাসরিও উৎপাদন ব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির মেমোরেণ্ডাম

উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী উপলব্ধি করে বিলাতের জঙ্গী শ্রমিকদের পার্টি —কম্যুনিষ্ট পার্টি। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক মেমোরাণ্ডামে বলেন, গবর্ণমেণ্টের কোন কেন্দ্রীয় প্ল্যান এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব না থাকায় উৎপাদনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর হইতেছে না। বহু কারখানা কাজের অভাবে শ্রমিকদের বেকার রাখিতেছে, কারখানাগুলির মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা চলিতেছে, যানবাহনের ব্যবস্থার সহিত উৎপাদন ব্যবস্থার যোগাযোগ থাকিতেছে না, এক নমুনার মাল তৈরীর ব্যবস্থা সম্ভব হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট 'সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার' ক্ষমতা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল মজুরদের উপরই খাটানো হইতেছে, মালিকদের উপর খাটানো হইতেছে না। নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অবিলম্বে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করে কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহার জন্য জনসাধারণকে চাপ দিতে বলেন : (ক) খনি, যানবাহন, বিমান কারখানা, জাহাজ-শিল্প প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হোক [ইহা সর্ব্বাঙ্গীন রাষ্ট্রীয় করণের প্রোগ্রাম নয়] ; (খ) যুদ্ধের জন্য উৎপাদনের প্ল্যান করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠন করা হোক ; (গ) প্রত্যেক কারখানায় মালিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন ও শপ ষ্টুয়ার্ডদের সহিত সহযোগিতা করিয়া যুক্ত উৎপাদন কমিটি গঠন করিতে বাধ্য করা হোক ; (ঘ) যানবাহন, কয়লা এবং ইস্পাত সম্পর্কে খরচ বাঁচানো, সর্ব্বোচ্চ মুল্য নির্দ্ধারণ, পুনর্বণ্টন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হোক ; সকলের সমান হারে ক্ষতি স্বীকার করার নীতির ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা হোক, তাহাদের জীবন ধারণের সাধারণ ব্যবস্থা ঠিক রাখা হোক, কাজ ঠিক করার ব্যাপারে শ্রেণী বিচার করার নীতি ত্যাগ করা হোক, শ্রমিকদের ট্রেনিংএর ভাল ব্যবস্থা করা হোক, শিল্প নিপুণদের পুরাপুরি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হোক ; (চ) মেয়ে মজুরদের পুরুষদের সমান হারে মজুরী দেওয়া হোক, ভাল ট্রেনিং দেওয়া হোক এবং নার্সারী, খাবার হোটেল প্রভৃতির সুব্যবস্থা করা হোক, (ছ) বর্ত্তমান মজুরীর হার বাড়াইয়া দেশের সমস্ত শ্রমিকের জন্য একটী সাধারণ মজুরী-হার নির্দ্ধারণ করা হোক।

পার্লামেণ্টে কম্যুনিষ্ট নেতার বক্তৃতা

উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি না আনিলে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয় এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টা ভিন্ন উৎপাদনই ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়—কম্যুনিষ্ট পার্টি ইহাই বিশ্বাস করেন। তাই কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড গ্যালেকার পার্লামেণ্টে উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রীর বক্তৃতার সমালোচনায় বলেন :

"উৎপাদন সমস্যাটা আসলে কি ? আপনারা যদি ছোট একদল উপরওয়ালা উৎপাদনকারীর উপর ভরসা করেন, আপনাদের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি কখনো সম্ভব হইবে না। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে আপনাদিগকে শিল্পে নিযুক্ত সাধারণ জনগণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তাহারাই হইল উৎপাদনের উৎসাহ-উদ্যমের উৎস। আপারা কি তাহাদের 'মধ্যে প্রেরণা জাগাইয়া তাহাদিগকে টানিয়া আনিতে চাহেন ? আপনারা মালয় ও সিঙ্গাপুরে তাহা করেন নাই, এদেশ আপনারা ইহা করিবেন কি ? গত কয়েক সপ্তাহে শপ ষ্টুয়ার্ডদের প্রায় ২০টি ডেপুটেশন এখানে আসিয়াছে। এখানে একজন সদস্য বলিলেন একটি কারখানা এক বছরে মাত্র আটটি বিমান তৈরী করিয়াছে। এখানে একদল ডেপুটেশন কাগজপত্র আনিয়া দেখাইয়াছেন যে এক বছরে তাহারা একটি বিমান তৈরী করিতে পারে নাই। ঐ কাগজপত্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছেই আছে।

"শাসক শ্রেণী জনগণকে তাহাদের গোলাম মনে করে। তাহারা যুদ্ধের পরেও তাহাদের গোলাম রাখিতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু সে দিন আর আসিবে না।

"কারখানার বড় কর্ত্তাদের ও বিদায় লইতে হইবে। কারখানার পরিচালকরা আজ শিক্ষিত ও অনিপুন সকল শ্রমিক জনগণের উপর আধিপত্য করে। এভাবে তাহাদের উৎসাহিত করা যায় না। তাহাদিগকে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সুযোগ দিতে হইবে, যতই তাহাদিগকে সেদিকে উৎসাহ দেওয়া যাইবে, ততই তাহারা বুঝিতে পারিবে তাহারাও সংগ্রাম করিতেছে। ততই আর কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকার এবং অন্যান্য অভিযোগ শুনা যাইবে না।

"আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জনগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলি। যে ব্যক্তি জনগণকে বিশ্বাস করে না, তাহার পতন হোক। এমন ব্যক্তি আজিকার এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের অন্ধকারে কোনো আলোর সন্ধান পাইবে না। জনগণকে সামনে টানিয়া আনুন, তবেই তাহাদের মধ্যে সাড়া পাইবেন।"

বিলাতের মজুর আজ সামনে আগাইয়া আসিতেছে।

আমেরিকায়

যুদ্ধ জয়ের জন্য সব চেয়ে আগে দরকার জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় ঐক্যের প্রাণ শক্তি হইল মজুরের একতা। আমেরিকা মজুরের একতা গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে বিলাতের মজুরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমেরিকার দুইটি বিরাট শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি লইয়া 'শ্রমিক যুদ্ধ জয় বোর্ড' গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ড এখন আমেরিকার এক কোটি সংগঠিত শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

সি, আই, ও এবং এ, এফ, এল

আমেরিকার শ্রমিক সংগঠন দুইটির নাম 'কমিটি অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গেনাইজেশন' (সি, আই, ও) এবং আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার [এ, এফ, এল]। সি, আই, ও, মজুরদের প্রগতিশীল এবং সংগ্রামশীল সংগঠন এবং এ, এফ, এল, ছিল প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠন। কিন্তু আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন সমগ্রভাবে শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় সংগঠনের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্খা তীব্র হয়। ১৯৩৯ সালে আমেরিকার কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আল ব্রাউডার বলেন, আমরা একথা বল্‌তে পারি যে শ্রমিকদের ঐক্য, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐক্যই হইল যে কোন প্রকৃত এবং কার্য্যকরী জাতীয় ঐক্যের মেরুদণ্ড। এ, এফ, এল, এবং সি, আই, ওর শ্রমিকরা যখন আজকার দিনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে একমত, যখন তারা একরকমভাবেই চিন্তা করছে, তখন তাহাদিগকে একত্র কাজ করার উপায় ও বের করতে হবে। একত্র কাজ করে ঐক্যের সকল শত্রু বিনাশ করতে হবে ; এই বিপদের দিনে শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় জীবনে এক বিরাট শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।"

হিটলার সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করার পর সোভিয়েটকে সাহায্য করার আকাঙ্খার মধ্যদিয়া শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য আগ্রহ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে উভয় সংগঠনের জাতীয় কন্‌ভেসনে সোভিয়েটকে সাহায্য করার সরকারী নীতি সমর্থিত হয়। তারপর ৭ই ডিসেম্বর জাপানী দস্যু পার্ল হারবারে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যুদ্ধ জয় বোর্ডে মিলিত হয়। এই মিলনের ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট যে সাহায্য করেন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে শ্রমিক শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে।

যুদ্ধ জয়ের দাবী ও সংগঠন

'শ্রমিক যুদ্ধ-জয় বোর্ডের' জন্য সি, আই, ও যে সকল দাবী স্থির করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দাবী গুলি অন্যতম :—(১) উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সবকিছু করা দরকার ; (২) যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের মনের অবস্থা সব সময় উন্নত করা দরকার, তাহাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা ঠিক রাখা দরকার, শ্রমিক আন্দোলনের স্থিতি ও প্রসারের প্রতি নজর রাখা দরকার। শ্রমিকদের ইউনিয়নের স্থায়িত্ব বজায় রাখিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে ; (৩) এমনভাবে ট্যাক্স ধরা দরকার যাহাতে সকলের উপর ন্যায্য ট্যাক্স পড়ে, জিনিষপত্রের মুল্য নিয়ন্ত্রণ করা, সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, এক শিল্পকে অন্য শিল্পে রূপান্তরিত করায় যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাহার প্রতিকার দরকার ; (৪) সংগঠিত শ্রমিককে দেশের শাসন ব্যাপারে অধিকার দিতে হইবে।

আমেরিকার ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দূর করিতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট 'যুদ্ধ উৎপাদন বোর্ড' নামে একটি নূতন সংগঠন গড়িয়া তাহার মারফৎ শ্রমিক মালিক ও গভর্ণমেণ্টের একযোগে কাজ করার পথ তৈরী করিয়াছেন। এই বোর্ড যাহাতে কেবল উপরের কর্ত্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া কারখানায় কারখানায় ও গঠিত হয় শ্রমিকরা তাহার জন্য চাপ দিতেছে। ইতিমধ্যেই সি, আই, ওর শাখা ইলেকট্রিক, রেডিও মেসিন কারখানা ইউনিয়নের শ্রমিকরা মালিকদিগকে শ্রমিক প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত কমিটি গঠন করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহার ফলে উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। আমেরিকার মজুর মালিক ও সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া, তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছে। ইহাই যুদ্ধজয়ে বিপ্লবী মজুরের পথ।

ইওজে ডিয়াজের মৃত্যুতে

ডলরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া)

ইওজে ডিয়াজ আর বেঁচে নেই। বলতে কষ্ট হচ্ছে, কমরেড, কিন্তু চিন্তা করতে আরো ব্যথা লাগছে। আমাদের বন্ধু, আমাদের প্রিয়তম নেতা, সহৃদয় কমরেড আমাদের ত্যাগ করে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছেন। স্পেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ইওজে ডিয়াজ আজ নেই। পরাজিত স্পেনের পতাকার উপর আজ কালো ছায়া পড়েছে। স্পেন তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো। ডিয়াজের মৃত্যুতে কেবল স্পেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়নি ; স্পেনের সমগ্র জনগণ আজ দুঃখ ও ব্যাথায় অভিভূত। ইওজে ডিয়াজ নিজের সব কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে স্পেনের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে কেবল কম্যুনিষ্ট পার্টি তার সেরা নেতাকে হারায়নি, ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রাম তার একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিককে হারিয়েছে। ইতালীয়-জার্ম্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব পূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যে হৃদয় ছিল অগ্রণী, আজ তা স্পন্দনহীন। জনসেনাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে যিনি ছিলেন সবার আগে তিনি আজ নেই। যে সুদৃঢ়চেতা নায়ক সংকটের দিনে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র মাদ্রিদের জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাদের আত্ম-বিশ্বাসের আগুনে প্রজ্বলিত করেছিলেন, প্রিয় মাদ্রিদ নগরী রক্ষার যুদ্ধকে যিনি চিরস্মরণীয় করেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

স্পেন আজ এক বিরাট কারাগার। অনাড়ম্বর-জীবন এই জনগণের সন্তানের মৃত্যুর খবর যখন সেখানে পৌছবে, আমাদের জনগণ দুঃখে মাথা নোয়াবে। বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা লোক চিনতে শিখেছে। স্পেনের মুক্তির দিন যেদিন আসবে ইওজে ডিয়াজকে আমরা সেদিন তাদের মধ্যে পাবো না। সে বিজয়ের দিনে স্পেনের জনগণ তাঁর দরদী ও উদাত্ত কণ্ঠের ডাক শুনতে পাবে না। ইওজে ডিয়াজ অন্যান্যের সাথে সেদিনের সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ করতে পাবেন না। বিশ্বাসঘাতক ও ঘাতকদের নির্ম্মম শাস্তি বিধান করতে পাবেন না।

ইওজে ডিয়াজ ছিলেন একজন মজুর, সাধারণ ঘরের বিনয়ী ছেলে। নিজের কর্ম্মধারা ও জীবন-ধারার মধ্য দিয়ে তিনি শ্রেণী ও দেশের মুখ অম্লান রেখেছেন। আঠারো বছর বয়সেই তিনি নিজের ট্রেড ইউনিয়নে নেতার আসন লাভ করেন। তাঁর ইউনিয়নের নাম ছিল "অরোরা", সেভিল সহরের রুটিওয়ালাদের ইউনিয়ন। প্রাইমো-ডি-রিভেরা যখন স্পেনের ডিক্টেটর, ইওজে ডিয়াজ তখন তার ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালান। তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে এমন সাজা দেওয়া হয় যা কেবল নামজাদা "আর্‌লমোর" পক্ষেই কয়েদী শ্রমিকদের দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু নির্য্যাতন বা কারাদণ্ড কোনটাই এই তরুণ মজুরের সংকল্পকে টলাতে পারেনি। এই তরুণ মজুরই একদিন স্পেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ উজ্জ্বল কর্‌লেন, স্পেনের একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার ভূমিকা গ্রহণ কর্‌লেন। সক্রিয় সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসেন। ১৯৩২ সালে প্রতিক্রিয়া-শক্তি যখন পার্টি সংগঠনকে চুরমার করে দিচ্ছে সে দুর্দ্দিনে, সেভিল কংগ্রেসে, তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

ইওজে ডিয়াজ স্পেনের সর্ব্বহারা শ্রমিকদের অবস্থার সহিত গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী হিসাবে তিনি সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য আনার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি উহাকে সব চেয়ে বড় অস্ত্র মনে কর্‌তেন। ইওজে ডিয়াজ রাজনীতি ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা ছিলেন না। ক্রমবর্দ্ধমান ফ্যাসিজম ও ফ্যাসিজমমুখী প্রতিক্রিয়া-শক্তির বিরুদ্ধে কেবল যে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের প্রয়োজনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তা নয়। সকলের শত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি সমুহের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেন।

"পপুলার ফ্রণ্টের" পতাকার নীচে গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহকে ঐক্যবদ্ধ করায় ইওজে ডিয়াজই ছিলেন চালনী শক্তি। তাঁর প্রচেষ্টায়ই "পপুলার ফ্রণ্ট" গঠিত হয়, একথা বলাও অত্যুক্তি নয়। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রণ্ট অস্ত্র গড়ে তুলবার পথে অনেক বাধা ও মত বিরোধ দেখা দেয় এবং তাঁর দৃঢ়তার জন্যই তা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। বাধা যখন কেউ দুর্লঙ্ঘ্য মনে করতেন, তিনি আমাদের তখন শেখাতেন কিভাবে তা অতিক্রম করতে হয়, কি ভাবে সব সময় আসল লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট খাট ব্যাপারগুলি পাশে ঠেলে রাখতে হয়।

কি পার্লামেণ্টে, কি জনসভায় ইওজে ডিয়াজ সব সময়ই ফ্যাসিজমের আক্রমণ সম্ভাবনার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি জনগণের স্বাধীনতার শত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের পথ জনগণকে দেখাতেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর বিরাট কৃতিত্ব সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দের আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তা হওয়া অশ্চর্য্য নয়। ইওজে ডিয়াজ ছিলেন জনগণের রক্ত মাংসে গড়া। আমাদের দেশের বীর জনগণ কেবল নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নয়, দস্যুদের আক্রমণ হতে সকল দেশের জনগণের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম করে। আজ সেই বর্ব্বর দস্যু স্পেনকে শ্মশানে পরিণত করার পর সারা ইউরোপে রক্তের গঙ্গা বহাচ্ছে।

ফ্যাসিষ্ট মিলিটারী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ইওজে ডিয়াজ জনগণকে জানিয়ে দেন যে এটা সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, এটা ইতালীয় জার্ম্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। ফ্যালাঙ্গিষ্টদের সাহায্যে তারা স্পেনকে গোলাম করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই প্রয়োজন ছিল, কেবল ফ্যাসিষ্ট বিরোধী শক্তি নয়, সমস্ত স্বাধীনতা প্রিয় স্পেনীয় দেশপ্রেমিককে ঐক্য বদ্ধ করার। ইওজে ডিয়াজ শাসন কর্তৃপক্ষকে অনবরত সংগ্রামের এমন পথই দেখাতেন যে পথে জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল, তিনি সৈন্যদল গঠন, যুদ্ধ-শিল্প গঠন এবং সংগ্রামে দেশের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার কথাই বলতেন। দুঃখের বিষয় সব সময় তাঁর পরামর্শ সময় মত গ্রহণ করা হতো না। জনগণ বুঝতো যে পার্টির নীতি নির্ভুল, পার্টির সব চেয়ে সত্যিকারের প্রতিনিধির নির্দ্দেশও নির্ভুল। তারা ইওজে ডিয়াজকে ভালবাসতো, তাঁর উপর অসীম বিশ্বাস রাখতো।

মাদ্রিদ সহর রক্ষার যুদ্ধের সাথে ইওজে ডিয়াজের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পঞ্চমবাহিনীর বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য মাদ্রিদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে! ইওজে ডিয়াজ পূর্ব্বে বহুবার এই পঞ্চমবাহিনীর স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে স্পেন আজ এক বিরাট বন্দীশালা। গণতন্ত্রী স্পেনের পতনের পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা থেকে বুঝা যায়, ইওজে ডিয়াজের রাজনীতিক জ্ঞান কত গভীর ছিল। দিনের পর দিন তিনি বলিতেন স্পেনের পরাজয় একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হবে না। উহা সমগ্র দুনিয়ার উপর হিটলার জার্ম্মাণীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের সূচনা হবে। ফ্রান্সের জনগণকে সাবধান করতে যেয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, "মাদ্রিদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার লড়াই চল্‌ছে।" ফ্রান্সের পতনের বহু পূর্ব্ব থেকেই ফ্রান্সের শাসকগণ যদি ফ্যাসিজমের নিকট আত্মসমর্পণের নীতি গ্রহণ না করতো তবে স্পেনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে ফ্রান্স নিজেকে রক্ষা করতে পারতো, নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারতো। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে সকল অভিজ্ঞতা ইওজে ডিয়াজকে এই বিশ্বাসই দেয় যে একমাত্র জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উৎসুক সকল নর-নারীর ঘনিষ্ঠ একতার জোরে আক্রমণকারীকে পরাজিত করা যায়, ফ্যাসিজমের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা যায়। ইওজে ডিয়াজ সর্ব্বদা স্পেনের কথা ভাবতেন, তাঁর প্রিয়তম স্পেনীয় জনগণের কথা ভাবতেন। ইওজে ডিয়াজ খুব কঠিন রোগে ভুগ্‌ছিলেন। তাঁর উপর তিনবার কঠিন অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। সোভিয়েট দেশে সোভিয়েট জনগণের মধ্যে, তাদের সংগঠন ও নেতাদের মধ্যে, তাদের বিপুল ভালবাসার মধ্যে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি প্রভূত সেবা যত্নের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় ; শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও কমরেডকে বাঁচাবার জন্য সোভিয়েটের বৈজ্ঞানিকরা যা কিছু সম্ভব সব করেছেন। ইওজে ডিয়াজের মধ্যে সোভিয়েট জনগণ এবং তাদের নেতারা বীর স্পেনীয় জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিকে পেয়েছিলেন। কমরেড ষ্টালিনের চমৎকার নেতৃত্বে সোভিয়েট নরনারী এবং লাল পল্টন যে বিরাট লড়াই লড়ছে তার মধ্যে, হিটলারের পরাজয়ের মধ্যে, ইওজে ডিয়াজ স্পেনের মুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি একথাই বলতেন যে, স্পেনের জনগণ লাল পল্টনের হাতে মুক্তি লাভের আশায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। স্পেনের জনগণের ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য, ব্যাপক জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংগ্রাম গড়ে তোলা। আমাদের মহান নেতা আমাদের দেশ ও পার্টির কাছে এই সংকল্পই রেখে গেছেন। ইওজে ডিয়াজ নেই, কিন্তু শত্রুকে আঘাত করায় তাঁর যে উৎসাহ ও দৃঢ়তা ছিল, যা তিনি আমাদের মধ্যে জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন—তা বেঁচে আছে। তাঁর কীর্ত্তি বেঁচে আছে, ফ্যাসিষ্ট নির্য্যাতন সত্ত্বেও স্পেনের মহান কমুনিষ্ট পার্টি বেঁচে আছে।

ইওজে ডিয়াজ ! যে পার্টি তুমি গড়েছিলে, স্পেনের অভ্যন্তরে আজ সে নির্ভীকভাবে লড়ছে—প্রতিরোধের আগুণ জালিয়ে রাখছে। স্পেনের স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে সে তোমার শেষ ইচ্ছাকে সফল করবে। যে স্পেনের জন্যে তুমি জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত দিয়েছো তাকে স্বাধীন করা হবে।

[লেবার মন্থলি, মে, ১৯৪২]

কৃষক বুলেটিং নং ২

বঙ্গীয় কৃষক সভার নির্দ্দেশ

বাংলাদেশের কৃষক সমিতি ও কৃষককর্ম্মীদের নিকটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিতেছে। এখানে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা হইল :

(১) ডোমার সম্মেলনের পরে কৃষক সভা জিলা সমিতিদের এক নির্দেশ পত্র দেয় (১ নং) উহাতে প্রত্যেক জিলা সমিতিকে প্রতি মাসে একটি করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে বলা হয় সেই রিপোর্টে তাহাদের জানাইবার কথা থাকে—(ক) তাহারা পূর্ব মাসে কত নূতন সভ্য করিয়াছেন ; (খ) কত নূতন ইউনিয়ন কৃষক সমিতি গঠন করিয়াছেন ; (গ) কত নূতন স্বেচ্ছাসেবক বা জনরক্ষীবাহিনী তৈয়ারী করিয়াছেন, (ঘ) জনরক্ষা সমিতি কত স্থাপন করিয়াছেন বা কিরূপ চালাইতেছেন ; (ঙ) এবং কাজ কিরূপে করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় মাত্র ৭টি জিলা কৃষক সমিতি ছাড়া কেহই এই নির্দেশ পালন করেন নাই, অনুরূপ রিপোর্টও দেন নাই। এই শোচনীয় অবস্থায় আজ বঃ প্রাঃ কৃষক সভা সকল ইউনিয়ন ও মহকুমা কৃষক সমিতিদের নির্দেশ দিতেছে যে, (ক) তাহারা অবিলম্বে সরাসরি বঃ প্রাঃ কৃঃ সভার নিকটে ঐরূপ 'পাক্ষিক (মাসিক নহে) রিপোর্ট' দাখিল করিবেন—ঐ সব তথ্য তাহাতে জানাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের ঠিকানা দিবেন ; (খ) প্রত্যেকে নিজ নিজ জিলা কৃষক সমিতিকেও ঐরূপ রিপোর্ট যথারীতি আমাদের নিকট পাঠাইবার জন্য চাপ দিবেন।

এই সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাঃ কৃষক সভা জিলা কৃষক সমিতিদের জানাইতেছে যে—তাহাদের এইরূপ শিথিলতা এই সময়ে আর ক্ষমা করা চলিবে না। (২) প্রত্যেক জিলা কৃষক সমিতি ও তাহার অধীন মহকুমা ও ইউনিয়ন কৃষক সমিতি অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন যে, বাংলাদেশে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্বেই আমরা ৩ লক্ষ কৃষক সভার সভ্য ও ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিব, স্থির করিয়াছি। প্রত্যেক জিলার জন্যও তদনুযায়ী সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। ইহা পালন করার দায়িত্ব কৃষক সমিতির প্রত্যেক শাখার—প্রত্যেক কর্মীর, এমন কি, প্রায় প্রত্যেক সভ্যের। আমরা বেশ জানি, এখন বর্ষাকাল, কৃষকদের হাতে এখনো কিছুদিন কাজ থাকিবে ; কর্মীদেরও চলাফেরা এ সময়ে কষ্টকর। কিন্তু সময় আমাদের বড় কম, একটি দিনও দেরী করা চলিবে না। চলাফেরা দুই দিন পরেই সহজ হইবে, তখন কৃষকদের প্রচুর অবসর থাকিবে। এখন হইতে কাজ আরম্ভ করিলেই তখনকার সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। প্রত্যেক জিলা সমিতিকে আজ মেম্বরশিপের রসিদ বই ছাপাইবার ক্ষমতা দেওয়া আছে। অবিলম্বে সেই সব রসিদ বই ছাপা হওয়া চাই ও প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির নিকট বিলি হওয়া চাই। কারণ কৃষক-কর্মীরাও মেম্বর সংগ্রহ ও অন্যান্য কর্তব্য কাজে এখনি বাহির হইয়া পড়িবেন। কর্মীদের এইজন্য দুই তিন জনের এক-একটি স্কোয়াড বা ভ্রাম্যমান্ দল গঠন করিতে হইবে। সমস্ত জিলাকে ভাগ করিয়া, এক-এক স্কোয়াডের আবার এলেকা ঠিক করিয়া দিতে হইবে, কাজের টাইম্-টেবল বাঁধিয়া দিতে হইবে, সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদের কাজের হিসাব লইতে হইবে। দলগুলিও কাজ বুঝিয়া লইয়া বাহির হইবেন, বৈঠকে-বৈঠকে গিয়া বসিবেন, ধৈর্য্যের সহিত আলাপ আলোচনায় কৃষকদের আমাদের মতবাদ বুঝাইবেন, আমাদের কার্য্যধারা স্পষ্ট করিয়া দিবেন, তাহার মধ্যে কৃষকদের টানিয়া আনিবেন। এইজন্যই তাহাদের কৃষক-সভার মেম্বর করিবেন, স্বেচ্ছাসৈনিক দলে লইবেন, নূতন ইউনিয়ন সমিতি গঠন করিবেন, কাজ বুঝাইয়া দিবেন, কাজ বুঝিয়া লইবেন এবং তাহা দেখিয়া আবার এইসব নূতন মেম্বরদের মধ্যে যাহারা উদ্যোগী তাহাদের দিয়া আরও নূতন মেম্বর করাইবেন, নূতন স্বেচ্ছাসৈনিক করাইবেন, নূতন ইউনিয়ন সমিতি তৈয়ারী করাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিবেন—জনরক্ষা সমিতি গঠিত না হইলে যাহাতে তাহার কাজ যেন আগে চলে। উহার-মারফতে স্বেচ্ছাসৈনিক বা জনরক্ষীদল যেন গঠিত হয়। জনরক্ষা সমিতিকে সর্ব্বরকমে এই সঙ্কটময় সময়ের দায়িত্বভার লইতে হইবে। পণ্যমূল্য নির্ধারণে উহাকে আগাইয়া আসিতে হইবে, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি উহার দ্বারা স্থাপন ও চালনা করিতে হইবে, সমস্ত গ্রামকে এইভাবে স্ব-সম্পূর্ণ করিতে হইবে। জনরক্ষা সমিতিকে দিয়াও একাজ করাইবে বিশেষ করিয়া স্থানীয় কৃষক সমিতি ও কৃষক কর্ম্মীরা। তাই চাই সর্ব্বত্র কৃষক সমিতি, সর্ব্বত্র কৃষক-কর্ম্মী, কৃষক সদস্য স্বেচ্ছাসৈনিক।

আজ ঘরে-বাইরে যে সঙ্কট তাহার গুরুত্ব যদি কৃষক সমিতি ও কৃষক কর্ম্মীরা উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কৃষক সমিতির কাজে এই শিথিলতা দেখা যাইত না। আর আজও যদি কেউ এই গুরুত্ব না বুঝেন, তবে তাহার থাকা আর না থাকা সমান।

আন্দোলনে বাধা

বনগ্রামে আন্দোলনে বাধা

বনগ্রাম হইতে আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন : যশোহর জিলার বনগ্রামে প্রায় দুই মাস আগে স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীগণ মহকুমা হাকিমের মৌখিক অনুমতি লইয়া ডুমা ইউনিয়নের ঝিকড়া গ্রামে এক সভা করেন। পুলিসের তরফ হইতে অনেককে ঐ সভায় হোমগার্ড তালিকাভুক্ত করা হয়। ইহাতে অনেকের ভিতর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কিন্তু কৃষক কর্ম্মীগণ হোমগার্ডের উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়ায় আতঙ্ক কমিয়া আসে। কিন্তু খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার এক মাস পরে কমরেড অজিত গাঙ্গুলী ও অন্য চার জন কৃষক কর্ম্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হয়। গত ১৮ই আগষ্ট কমরেড কানাই বিশ্বাস ও শান্তিসুধা ব্যানার্জী এজলাসে আত্মসমর্পণ করেন। কমরেড গাঙ্গুলীকে জামিন দেওয়া হয়, কিন্তু কমরেড কানাই ও শান্তি জামিন পান নাই। উপরন্তু কমরেড কানাই বিশ্বাসের বাড়ীর গরু, লাঙ্গল, প্রভৃতি ক্রোক করা হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতেও নাকি তালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ফলে তাঁহার মা ও স্ত্রী অসহায় অবস্থায় বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কমরেড সূর্য্যকান্ত মণ্ডল মহকুমা সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কয়েক দিন হইল তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী সত্য হইলে খুবই আশঙ্কার বিষয়। ফ্যাসিষ্টবিরোধী কর্ম্মীদের এই গ্রেপ্তার ও হায়রাণির ফলে শত্রুকে রুখিবার কাজে বাধাই দেওয়া হইবে। আমরা এ বিষয়ে যশোহর জিলা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অবিলম্বে ইহার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ও প্রতিবিধান হওয়া দরকার।

উড়িষ্যায় কমিউনিষ্ট দমন

কমিউনিষ্টপার্টির উপর হইতে যখন নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিষ্ট রাজবন্দীদের অনেকেই যখন ছাড়া পাইয়াছেন, উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট তখন কমিউনিষ্টদের আটক করা সুরু করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উড়িষ্যা প্রাদেশিক ছাত্র ফেড়ারেশনের সেক্রেটারী কমরেড বৈদ্যনাথ রথ, প্রাদেশিক কৃষক সভার সেক্রেটারী কমরেড রামকৃষ্ণ পতি, কমরেড রামপতি মিশ্র প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতাদের ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা মতে আটক করা হইয়াছে। উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের এই দমন নীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি ও কমরেডদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছি।

কমরেড বিশ্বনাথ তেলী

কাছাড়ের অন্যতম বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড বিশ্বনাথ তেলী প্রায় এক মাস রোগ ভোগের পর মারা গিয়াছেন।

কমরেড তেলী অরুণাবন্ধ চা-বাগানে প্রথম মজুর ধর্ম্মঘটের সময় মজুর আন্দোলনে নামেন ও সেই সময় কমিউনিষ্টদের সংস্পর্শে আসিয়া কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে তিনি মজুর ও কৃষকদের ভিতর অক্লান্ত-ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। মৃত কমরেডের প্রতি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে আমরা সম্মান জানাইতেছি।

কমরেডদের প্রতি

রিপোর্ট লেখার নিয়ম

ইহা খুব সুখের বিষয় যে অনেক জিলা হইতেই আজকাল বিভিন্ন সংবাদের রিপোর্ট আসিতেছে। কিন্তু সব জিলাই নিয়মিত রিপোর্ট পাঠান না। কখনও বা কোন রিপোর্ট এমন সময় আসিয়া পৌঁছে যখন তাহার ছাপিবার মূল্য আর থাকে না। ইহা মনে রাখা দরকার যে রিপোর্ট হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপানো সম্ভব নয়। বিশেষ জরুরী বিষয় বা বিশেষ দিবসের রিপোর্ট ঘটনা ঘটিবার সাথে সাথেই পাঠান দরকার। কোন কোন সময় দেখা যায় একই সংবাদ প্রথমে একজন পাঠাইলেন, পরে অন্য কমরেড তাহার বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাইলেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদটি ছাপা হইবার পর আর বিস্তৃত রিপোর্ট ছাপা সম্ভব হয় না। কাজেই বিশেষ কোন ঘটনার সংবাদ দায়িত্বশীল কমরেড নিজে প্রথমেই বিস্তৃত লিখিয়া পাঠাইবেন। ইহা গেল রিপোর্ট পাঠান সম্পর্কে।

কিন্তু রিপোর্ট লিখিবার কায়দা এখনও সবাই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ যে সব সংবাদ পাঠান হয় তাহা গতানুগতিক, দৈনিক কাগজের সংবাদের মত। কোথায় কবে সভা হইল এবং কে কে বক্তৃতা দিলেন তাহার বিস্তৃত লিষ্ট। শুধু এই ধরণের সংবাদ আমরা চাই না। আমরা চাই, দেশব্যাপী যে ফাসিষ্ট-বিরোধী গণআন্দোলন চলিতেছে, জনগণের মনে যে ফাসিষ্ট-বিরোধী চেতনা জাগিতেছে ও তাহা দৃঢ় সংগঠনের রূপ নিতেছে, তাহারই জীবন্ত রিপোর্ট। আপনার গ্রামে, ইউনিয়নে, সহরে বা জিলায় যে সভা, শোভাযাত্রা বা বিশেষ দিবস পালিত হইল, তাহাতে বিশেষত্ব কি ছিল জানান। সভার আগে কোন স্কোয়াড বাহির করা হইয়াছে কি? কি কি পোষ্টার বা হ্যাণ্ডবিল দিয়াছেন, তাহাতে কোন বিশেষত্ব ছিল কি? বিলি করার কোন বিশেষত্ব ছিল কি? কোন পথ-সভা হইয়াছে? বা প্রচারের অন্য কোন বিশেষত্ব ছিল? নাটক, ছড়া, কবিগান, জনসঙ্গীত, পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল কি? সভা-শোভাযাত্রায় কত লোক ছিল? সঠিক সংখ্যা জানান। কোন শ্রেণীর লোক ছিল? ছাত্র, যুবক, মজুর, কৃষক, হিন্দু, মুসলমান, মেয়ে কতজন ছিল? অন্য কোন দলের লোক ছিল কি? কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন কি? কংগ্রেস, লীগ বা অন্য কোন দলের? কোন বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল কি? পুলিস বা অন্য কোন দলের নিকট হইতে? কি কি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। গোটা রিপোর্টে মশলা বেশী থাকিবে অথচ লম্বা হইবে না। ইহা গেল সভা শোভাযাত্রার রিপোর্ট সম্বন্ধে।

সংগঠনের দিক দিয়া কি করা হইতেছে তাহারও বিস্তৃত রিপোর্ট চাই। জনরক্ষাবাহিনী বা অন্য কোন ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হইয়াছে কি? তাহার সঠিক সভ্য সংখ্যা কত? নিয়মিত কাজ করে কতজন? কি কি কাজ করা হয়? শিক্ষা-শিবিরের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? তাহার বিস্তৃত রিপোর্ট। এই সব বাহিনীতে অন্য কোন দল যোগ দিয়াছে কি? অন্য সবার এ বিষয়ে মতামত কি? পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কার্য্যকরী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে কি? কি ধরণের?

নূতন কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী গণপার্টি গঠনের দিকে কি করা হইতেছে? কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্রফেডারেশন, নারী সমিতিতে কিরূপ মেম্বর করা হইতেছে? ভলান্টিয়ার কত হইতেছে? রাজনীতিক শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ইহার বিস্তৃত রিপোর্ট চাই। বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট আলাদা ভাবে দিতে হইবে। একই স্লিপের ভিতর সব মিশাইয়া দিলে চলিবে না। অবশ্য বিভিন্ন স্লিপ একই খামে দিলেই চলিবে। মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে আলাদা রিপোর্ট দিতে হইবে : (১) ফাসিষ্ট-বিরোধী সভা, শোভাযাত্রা, প্রচার (২) সম্মেলন (৩) জনরক্ষা সংগঠন (৪) শিক্ষা-শিবির (৫) নারী আন্দোলন (৬) ছাত্র আন্দোলন (৭) কৃষক সমিতির বিশেষ কোন খবর (৮) বিশেষ কোন দিবস পালনের খবর ইত্যাদি। কৃষক সমিতির খবরের এক কপি প্রাদেশিক কৃষক সভার আফিসে পাঠাইতে হইবে।

বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া চাই একতা আন্দোলনের খবর। কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ একতা, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন—ইহার জন্য যে সব একতা বৈঠক, একতা সভা-শোভাযাত্রা, সম্মেলন হইবে তাহার বিস্তৃত রিপোর্ট চাই। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন দলের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কি বাধা হইতেছে তাহা জানান চাই।

আলোচনা

চার্চ্চিল-ষ্টালিন সাক্ষাৎকার

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের সহিত সোভিয়েট-নেতা কমরেড ষ্টালিনের এক 'ঐতিহাসিক' সাক্ষাৎকার হইয়াছে। গত ১২ই আগষ্ট হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চারদিন ব্যাপী আলোচনার পর তাঁহারা এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেন, "হিটলার জার্ম্মানী এবং তাহার ইউরোপীয় সাকরেদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।" আলোচনার সময় আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ হ্যারিম্যান উপস্থিত ছিলেন, তাহা ছাড়া আমেরিকা ও বিলাতের কয়েক জন সমর নায়কও সাহায্য করেন। সমগ্র পৃথিবী যখন হিটলারের বিরুদ্ধে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টির দাবী করিতেছে—সেই মুহূর্ত্তে এই সাক্ষাৎকার জনগণের প্রাণে আশার সঞ্চার করে, সকলেই মনে করে, এবার দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি পাকাপাকি ভাবে স্থির হইয়া গেল। গত মে মাসে কমরেড মলোটভ্ বিলাতে আসিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্পর্কে বৃটিশের সহিত এক নূতন চুক্তি করেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎকার স্বভাবতঃই অনেক রকম গবেষণার বিষয় হয়।

কিন্তু সত্যসত্যই কি ইহা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ? এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলা না গেলেও ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনো দ্বিতীয় রণাঙ্গণসৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। রয়টারের লণ্ডনস্থ কূটনৈতিক সংবাদদাতা এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সমালোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "আক্রমণ (দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি) ঠিক সময়ে হওয়া দরকার, আগেও নয় পরেও নয়। * * * দক্ষিণ রাশিয়ার অবস্থা সঙ্গীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটা গৌণ আক্রমণ এবং ইহার লক্ষ্যও সীমাবদ্ধ। জার্ম্মানরা তাহাদের সৈন্যদলের একটা সামান্য অংশ মাত্র এই যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে, রাশিয়ানদের মূল সৈন্য এখনও অটুট আছে।" অথচ সোভিয়েট পত্রিকা সমূহের সুর ঠিক ইহার বিপরীত। 'প্রাভদা' এবং 'ইস্ভেস্তিয়া' পাঠক-বর্গকে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়াছে, "লাল পল্টন গত দুই বৎসর যাবৎ একা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে এবং মিত্রশক্তিকে শত্রু নিধনের জন্য শক্তি সংগ্রহ করার সুযোগ দিতেছে।" আমেরিকার প্রতিনিধি হ্যারিমান সাহেবও তাঁহার বিবৃতিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে যুদ্ধের বর্ত্তমান সময়কে একটা চরম মুহূর্ত্ত বলা চলে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ সংবাদ হইতে অনুমান হয়, মিত্রশক্তি মধ্যপ্রাচ্যে এবং ককেশাস সীমান্তে হিটলারকে বাধা দিবার পরিকল্পনা করিতেছে। জেনারেল ওয়াভেল এবং মধ্য প্রাচ্যের সমরকর্ত্তাদের আলোচনায় যোগদান, মিশরে আমেরিকার বিরাট এক সৈন্যদলের উপস্থিতি এবং অন্যান্য ঘটনার সমাবেশ ইহারই আভাষ দেয়। সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি আপাততঃ স্থগিত রাখার জন্যই জনমতকে এই সকল ভাঁওতায় সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের উপকূলে ডিয়েপে বিলাত হইতে যে "কম্যাণ্ডো" অভিযান পাঠানো হয়, তাহাও এই জনমতকে সন্তুষ্ট করারই চেষ্টা। 'কম্যাণ্ডো' অভিযানে বিলাতের জনসাধারণের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্ম্মপরিষদ মন্তব্য করিয়াছেন, "এই অভিযানকে আমরা আরো ব্যাপক অভিযানের সূচনা বলিয়া মনে করি।" আমেরিকার দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পক্ষে জনমত যে কত প্রবল সম্প্রতি এক ভোট গ্রহণের মধ্যে তাহা বুঝা যায়। এই ভোট গ্রহণে দেখা যায়, শতকরা ৬১ জন দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পক্ষে ভোট দেয় এবং মনে করে, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা 'খুব বেশী'। কিন্তু রণক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য জনগণ যাহাতে আওয়াজ না তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহাদের ভাঁওতা দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। চার্চ্চিল-ষ্টালিন সাক্ষাৎকারের পর 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' স্পষ্টতঃই বলিয়াছে, "ইহার পর আর দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের জন্য চেঁচানোর কারণ থাকিবে না।"

ভারতের গুরুত্ব

ককেশাসের যুদ্ধে মিত্রশক্তি যদি সত্য সত্যই সোভিয়েটকে সাহায্য করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করিতে হইবে। ককেশাসের যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ, হিটলার দস্যু ককেসাসের যুদ্ধে জিতিতে পারিলে সপ্তাহের মধ্যে ভারতের সীমান্তে আসিয়া হাজির হইবে। একদিকে জাপানী দস্যু ব্রহ্মদেশ দখল করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তে ঘাঁটি করিয়াছে, অপর দিকে হিটলার দস্যু উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ আজ ফ্যাসিষ্ট দস্যুর দুই বাহুর বেষ্টনে শৃঙ্খলিত হইতে চলিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতার আসনে যাহারা 'প্রতিষ্ঠিত তাহারা ভারতের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। আজও কুখ্যাত চেম্বারলেনপন্থী আমেরী সাহেবের হাতে ভারতের ভাগ্য বিড়ম্বিত হইতেছে। যাহারা ইউরোপের ১২টি দেশের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, হিটলারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছে, ভারতের ব্যাপারে আজো তাঁহাদের প্রাধান্য ও তাহাদের দুষ্ট হস্তক্ষেপ আমাদিগকে ফ্যাসিষ্ট কবলে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা কি ফ্যাসিষ্টদের হাতেই চলিয়া যাইব? আমাদের এত দিনের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা কি আজ ব্যর্থ হইয়া যাইবে? আমাদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সব চেয়ে বড় সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যে স্বাধীনতার পতাকা বহন করে তাহার নীচে ভারতের কোটি কোটি স্বাধীনতাকামী জনগণ সংগঠিত এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহারা কি আজ দেশকে ফ্যাশিষ্ট গোলামী হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না? তাহারা কি আমেরী কোম্পানীর কারসাজির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জনগণের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে না? জনগণের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী অভিযান সফল করিয়া তুলিতে পারিবে না?

স্বাধীনতার হাতিয়ার—ঐক্য

জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের হাতিয়ার ঐক্য। ফাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য গড়িয়া তোলাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ। এই পথে প্রথম বাধা আমলাতন্ত্র, আমলাতন্ত্র জনগণের ঐক্যকে ভয় করে, জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ভয় করে, দেশপ্রেমকে সহ্য করিতে পারে না। তাই ভারতের জনগণের ঐক্যের উপর প্রথম আক্রমণ আসিয়াছে—আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে, আমেরী কোম্পনীর নিকট হইতে। জনগণের ঐক্যের পথে দ্বিতীয় বাধা, আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের অন্ধ-নীতি, আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব মুসলিম-লীগের সহিত একতা স্থাপনের পথে না যাইয়া বোম্বাইয়ে 'সংগ্রামের' প্রস্তাব গ্রহণ করেন, ইহা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করায়ই সাহায্য করিয়াছে। এই সময় দেশের জনসাধারণ আশা করিতেছিল—মুসলিম লীগই দেশকে জাতীয় ঐক্যের পথ দেখাইবে। তাই শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী লীগের বোম্বাই অধিবেশনের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে বলেন, "দেশকে অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দরকার দ্রুত দেশপ্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করা।" হায়দরাবাদের বিশিষ্ট লীগ-নেতা ডাঃ লতিফ্ রাজাজীর সহিত একমত হইয়া বলেন, মিঃ জিন্নার উচিৎ কংগ্রেসের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলা এবং কংগ্রেসের সহযোগিতায় সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠন করা। বাংলার মুসলিম ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি মিঃ জিন্নাকে কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইবার জন্য অনুরোধ করেন। দেশের বহু সভাসমিতিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লীগ নেতৃত্বের ব্যর্থতা

কিন্তু বোম্বাইয়ে লীগ নেতৃত্ব ভারতের জনগণের সেই আশা-আকাঙ্খাকে ব্যর্থ করিয়াছে। লীগ নেতৃত্ব ভারতের জনগণকে স্বাধীনতার পথ দেখাইতে পারে নাই। বোম্বাই অধিবেশনে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লীগের আগেকার প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু আমাদের দেশ ত আর আগেকার অবস্থায় বসিয়া নাই। ভারতের কোটি কোটি মুসলমান দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নীরব দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা এই অবস্থার অবসানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবেই। তাই লীগ প্রস্তাবের সমালোচনা শেষে বাংলার লীগ মুখপত্র 'মর্নিং নিউজ' ঘোষণা করিয়াছেন, "পরবর্ত্তী অধ্যায়—আপোষ আলোচনা।" 'বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকা লীগ প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহিত আপোষ-আলোচনার ক্ষীণ আশা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে, "গবর্ণমেণ্ট যদি আপোষ চায়, তাহাদের কর্ত্তব্য অবিলম্বে মিঃ গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া।"

জনগণের পথে

দেশের দুইটি জাতির সংগঠনের নেতৃত্ব জনগণকে ঐক্যের পথ দেখাইতে পারে নাই, জনগণকে স্বাধীনতার নিশ্চিত পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই, আমলাতন্ত্রের আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। কিন্তু জনগণ বসিয়া থাকিবে না। আজ জনগণকেই আগাইয়া আসিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—জাতীয় ঐক্যের জন্য সর্ব্বত্র সভাসমিতি ও সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে, সম্মেলন আহ্বান করিয়া কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মিদের সম্মিলিত করিতে হইবে, জাতীয় নেতাদের মুক্তি আদায় করিতে হইবে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দেশের মধ্যে এই ঐক্য গড়িয়া তোলার পথ 'অরাজকতা' সৃষ্টি করা নয়, 'গুণ্ডামীকে' প্রশ্রয় দেওয়া নয়, ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার শক্তিকে পঙ্গু করার পথ নয়। আমাদের পথ জনরক্ষা কমিটি ও ফৌজ গড়ার পথ, হাতিয়ার আদায় করার পথ এবং শ্রমিক ও কৃষকের বাঁচিবার মত দাবী আদায় করার পথ এবং সকলের উপরে এখনই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি আদায় করিয়া ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করার পথ।

পিপলস্ ওয়ারের

দশ হাজার টাকা কই?

১লা সেপ্টেম্বরের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। পিপলস্ ওয়ার কাগজের তহবিলের জন্যে আপনার বা আপনার ইউনিটের দেয় পূর্ণ হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে এখুনি প্রাণপণে লেগে যান, আপনার ইউনিটের সমস্ত কমরেডদের উৎসাহিত করুন, ৫ দিনের মধ্যে যেমন করে হোক আপনাদের দেয় টাকা তুলে দিন।

মোট টাকার তুলনায় এবার মফঃস্বল জেলাগুলির উপর খুব সামান্য টাকাই দেয় বলে ধার্য্য করা হয়েছে। সুতরাং এই সামান্য টাকা তুলতে না পারলে কোন ওজরই সে কলঙ্ককে ঢাকতে পারবে না, সে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি হবার অনুপযুক্ত প্রমাণিত হবে। তবে আমাদের ভরসা আছে যে প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক ইউনিট, প্রত্যেক মেম্বর ও প্রত্যেক দরদী তাঁদের দেয় টাকার চেয়ে বেশীই তুলে পাঠাবেন। তাতেই বলশেভিকের পরিচয় হবে।

যাঁরা সোজাসুজি পিপলস্ ওয়ার অফিসে টাকা পাঠাচ্ছেন বা পাঠিয়েছেন, তাঁরা এখুনি আমাদের প্রাদেশিক অফিসে লিখে পাঠান কবে কত টাকা পাঠিয়েছেন। এটা জানা খুব দরকার, কারণ আমরা বুঝতে পারছি না ইউনিটগুলি দেয় পূর্ণ করছেন কিনা।

এই সব কমরেড মুক্ত

নিম্নলিখিত কমরেডদের উপর যে সমস্ত ওয়ারেণ্ট বা নিষেধাজ্ঞা ছিল অথবা এঁদের মধ্যে যাঁদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলছিল, বাংলা গভর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে সে সব প্রত্যাহৃত হয়েছে। এঁরা এখন সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে কাজ করতে পারেন। এই নামগুলি ছাড়া কোন জেলায় আরও যদি কোন কমরেড থাকেন যাঁর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি উঠতে বাকী আছে তো তাঁদের নাম, নিষেধাজ্ঞার বিবরণ ও তারিখ, কে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন ইত্যাদি সম্পূর্ণ খবর এখনি পার্টির প্রাদেশিক অফিসে জানান।

কলিকাতা—১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ২। সোমনাথ লাহিড়ী ৩। ভবানী সেন গুপ্ত ৪। পুর্ণেন্দু কুমার দত্ত রায় ৫। সুধীর ভট্টাচার্য্য ৬। চন্দ্রমা প্রসাদ সিং ৭। তিলকধারী সিং ৮। চতুর আলী ৯। মহম্মদ হারিস ১০। গোবর্ধন দাস ১১। তুষার চাটার্জ্জী ১২। বিজয় মোদক ১৩। কমল চাটার্জ্জী ১৪। ধীরেন্দ্র ধর ১৫। হৃষিকেশ ব্যানার্জ্জী।

বাখরগঞ্জ—১। মাধব চন্দ্র দত্ত বনিক ২। কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ৩। প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী ৪। রাজ্যেশ্বর সেন ৫। জুড়ন গাঙ্গুলী ৬। সুনীল কুণ্ডগ্রামী ৭। বলাই বোস ৮। প্রেমাংশু দাস গুপ্ত ৯। দেবেন্দ্র বিজয় সেন গুপ্ত ১০। নরেন্দ্র সেন ১১। অমৃত নাগ ১২। সুধাংশু দাস গুপ্ত ১৩। জ্যোতি দাস গুপ্ত ১৪। সুকুমার সেন ১৫। রাধিকা কর ১৬। ধীরেন ভট্টাচার্য্য ১৭। কেশব চাটার্জ্জী ১৮। সুধীর সেন ১৯। সুরেশ গাঙ্গুলী ২০। সুভাষ সিঞ্চন রায় ২১। হীরামোহন চাটার্জ্জী ২২। শান্তি সেন।

চট্টগ্রাম—১। শরদিন্দু ভট্টাচার্জ্জী ২। মনোরঞ্জন সেন ৩। অনিল বিহারী বিশ্বাস ৪। নীরোদ দাস গুপ্ত ৫। সুবিনয় দত্ত ৬। কল্পনা দত্ত ৭। অনঙ্গ মোহন সেন ৮। বিভূতি দাস ৯। চিত্তপ্রিয় দাস ১০। রবি দত্ত ১১। পরেশ দাস ১২। মীর আহমদ ১৩। হরি রাখাল দত্ত ১৪। অমর সেন ১৫। অরবিন্দ দত্ত ১৬। বীরেন্দ্র চৌধুরী ১৭। শচীন দে ১৮। বেনী চৌধুরী ১৯। সুধাংশু দাস ২০। শিব চরণ দাস ২১। কালীপদ দে ২২। পরেশ সেন ২৩। যোগেশ চক্রবর্ত্তী ২৪। বঙ্কিম সেন ২৫। সুবোধ রায় ২৬। কল্পতরু সেন গুপ্ত ২৭। বিজয়হরি দত্ত ২৮। শান্তি ছক্রবর্ত্তী ২৯। রত্নেশ্বর শীল ৩০। শরদিন্দু দস্তিদার ৩১। সুধাংশু দত্ত ৩২। কিরণসেন ৩৩। সুশীল দে।

ঢাকা—১। অমুল্য সেনগুপ্ত ২। গুরুদাস রায় ৩। অমরেন্দ্র গাঙ্গুলী ৪। গোপাল বসাক ৫। শৈলেশ নাগ (নেপাল নাগ) ৬। সতীশ পাকড়াশী ৭। প্রবোধ গুপ্ত ৮। সত্যেন সেন ৯। সুবোধ সেন ১০। প্রশান্ত সেন ১১। বিনয় দাস ১২। সমর ঘোষ ১৩ প্রমথ নন্দী ১৪। সিতাংশু সরকার ১৫। ভূপেশ গাঙ্গুলী ১৬। অনিল মুখার্জী ১৭। অভয় চাটার্জ্জী ১৮। পরিমল মিত্র ১৯। সুশীল চক্রবর্ত্তী ২০। শান্তি সোম ২১। নৃপেন চাটার্জ্জী।

দিনাজপুর—১। সুশীল সেন ২। বিভূতি গুহ ৩। নরেশ চক্রবর্ত্তী ৪। কালীপদ সরকার ৫। রূপনারায়ণ রায় ৬। ডাঃ গণেন্দ্র সরকার ৭। কৃষ্ণদাস মহাবতা ৮। জানমহম্মদ ৯। হাজী মহম্মদ দানেশ ১০। গুরুদাস তালুকদার ১১। জনার্দ্দন ভট্টাচার্জ্জী ১২। অজিত রায় ১৩। সুধীর সমাজপতি ১৪। বসন্ত চাটার্জ্জী।

ফরিদপুর—সুরেন্দ্র দত্ত ২। বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী ৩। কুমুদ সরকার ৪। ননী সেনগুপ্ত ৫। বীরেশ্বর ভট্টাচার্জ্জী। ৬। সুশীল দাসগুপ্ত ৭। বিমল রাহা ৮। জীবন দে ৯। হরিপদ বোস ১০। শৈলেন দে ১১। রোহিণী ভট্টাচার্জ্জী ১২। শশাংক ব্যানার্জ্জী ১৩। যোগেশ চক্রবর্ত্তী ১৪। অনুকুল চাটার্জ্জী ১৫। কার্ত্তিক দাস। ১৬। সমর সিংহ ১৭। শ্যামেন্দ্র ভট্টাচার্জ্জী ১৮। হীরেন রায় ১৯। হরিদাস ব্যানার্জ্জী ২০। বগলা গুহ রায়।

হুগলী—১। চিত্ত দত্ত ২। সুশীতল রায় চৌধুরী ৩। শিশির গাঙ্গুলী ৪। দীনেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৫। বঙ্কিম রক্ষীত ৬। প্রমথ দত্ত ৭। দাশরথি ভাদুড়ী ৮। সন্তোষ ভড় ৯। আনন্দ পাল ১০। উমেশ নন্দী ১১। হামিদুল হক ১২। পরিতোষ চাটার্জ্জী ১৩। মহীতোষ নন্দী ১৪। গোপাল দাস ১৫। নির্ম্মল ভট্টাচার্জ্জী ১৬। সুধাংশু মুখার্জ্জী ১৭। তারাপদ ঘোষ ১৮। তিনকড়ি মুখার্জ্জী ১৯। তুষার চাটার্জ্জী ২০। বিজয় মোদক ২১। কমল চাটার্জ্জী ২২। গোবর্ধন দাস

যশোহর—১। দিব্যেন্দু মজুমদার ২। ননী দাসগুপ্ত ৩। জগৎবন্ধু বোস ৪। অনিল সিংহ ৫। সুশীল ব্যানার্জ্জী ৬। অমল সেন ৭। কালীপদ মুখার্জ্জী ৮। ভূপেন বিশ্বাস ৯। অজিত গাঙ্গুলী ১০। কৃষ্ণ মুখার্জ্জী ১১। শান্তিসুধা ব্যানার্জ্জী।

খুলনা—১। রবীন্দ্র মুখার্জ্জী ২। প্রমথ ভৌমিক ৩। বীরেন্দ্র পাল ৪। বিষ্ণুদাস চাটার্জ্জী ৫। মণীন্দ্র বোস ৬। সুনীল ঘোষ।

ময়মনসিং—১। পরিমল ভট্টাচার্জ্জী ২। সুনির্ম্মল সেন। ৩। সুধীন রায় ৪। পুলিন বক্সী ৫। আলতাফ্‌ আলী ৬। নিখিল চৌধুরী ৭। ভূপেন ভট্টাচার্জ্জী ৮। শশীন চক্রবর্ত্তী। ৯। জলধর পাল ১০। নগেন সরকার ১১। হারাণ সেন ১২। বল্লভী বক্সী ১৩। শচীন হোম ১৪। জ্যোতিষ রায় ১৫। সুধাংশু বোস ১৬। মণি বাগচী ১৭। রবি মজুমদার ১৮। সত্যব্রত ভট্টাচার্জ্জী ১৯। প্রমথ গুপ্ত ২০। সুবোধ বল ২১। ক্ষিতীশ সরকার ২২। রবি নিয়োগী ২৩। জিতেন সেন ২৪। আশু দত্ত ২৫। বীরেশ নাগ ২৬। ললিত সরকার ২৭। অমরেশ চৌধুরী ২৮। বিনোদ রায় ২৯। প্রফুল্ল সেন ৩০। সুধীন্দ্র মজুমদার ৩১। রবীন্দ্র সেন ৩২। অজিত রায় ৩৩। ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী ৩৪। যতীন কর ৩৫। ওয়ালী নেওয়াজ ৩৬। মণীন্দ্র চৌধুরী ৩৭। ক্ষিতীশ রায় ৩৮। হেমন্ত ভট্টাচার্জ্জী ৩৯। হীরেন্দ্র ভট্টাচার্জ্জী ৪০। তেজেশ নাগ ৪১। বেণী সোম ৪২। সত্য বাগচী ৪৩। মোহনলাল সাহা ৪৪। নারায়ণ বিশ্বাস ৪৫। যতীন বোস।

নদীয়া—১। মনোরঞ্জন দাস গুপ্ত ২। মন্মথ সরকার।

নোয়াখালী—১। সুজাতআলী মজুমদার ২। মনোরঞ্জন সেন ৩। ভগবান বিশ্বাস।

রাজসাহী—১। সত্যেন্দ্র রায় ২। সন্তোষ ভট্টাচার্জ্জী ৩। নগেন দাস।

জলপাইগুড়ী—১। শচীন দাসগুপ্ত ২। নরেশ চক্রবর্ত্তী ৩। পরিমল মিত্র ৪। গোবিন্দ কুণ্ডু ৫। পরেশ মিত্র ৬। অমিয় মিত্র ৭। অবনী তলাপাত্র ৮। সত্যেন্দ্র মজুমদার ৯। প্রমোদ চক্রবর্ত্তী ১০। সুধীন মৈত্র ১১। অনিল মুখার্জ্জী।

দার্জ্জিলিং—১। চারু মজুমদার।

ত্রিপুরা—১। মহম্মদ ইয়াকুব ২। ললিত বর্ম্মণ ৩। কান্তি সেন ৪। সুবোধ মুখার্জ্জী ৫। ফণীভূষণ মজুমদার ৬। অমূল্য দত্ত রায় ৭। বিমলাংশু মজুমদার ৮। অরুণ ভট্টাচার্জ্জী।

বীরভূম—১। কালীপদ বশিষ্ঠ ২। সুরেশ পাল ৩। সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ৪। অমর সরকার ৫। সত্যবালা দেবী ৬। উমাশঙ্কর কোঙার ৭। সমধীশ রায় ৮। হরেন খাঙ্গাড় ৯। ধরণী রায়।

বর্দ্ধমান—১। বিনয় চৌধুরী ২। হরেকৃষ্ণ কোঙার ৩। বিপদবারণ রায়।

মেদিনীপুর—১। ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ ২। বংশীধর সামন্ত ৩। বিষ্ণুপদ জানা ৪। শ্রীপদ আচার্য্য ৫। ভূপাল পাণ্ডা ৬। আদিনাথ দাস ৭। কুঞ্জবিহারী পট্টনায়ক ৮। রবীন্দ্র মিত্র ৯। বনবিহারী মাঝী ১০। ভারতচন্দ্র জানা।

রংপুর—১। শচীন ঘোষ ২। বিজয় রায় ৩। অবনী বাগচী ৪। সুধীর মুখার্জ্জী ৫। মণিকৃষ্ণ সেন ৬। রবি লাহিড়ী ৭। রথীন্দ্র গাঙ্গুলী ৮। নৃপেন ঘোষ ৯। শচীন রায় ১০। আবদুল মুকসেদ ১১। শিবদাস লাহিড়ী ১২। বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৩। ধীরেন সেন ১৪। কালীপদ দে ১৫। মিহির মুখার্জ্জী ১৬। অমৃত লাল মুখার্জ্জী ১৭। মহেন্দ্র চন্দ ১৮। কামাখ্যা ভৌমিক ১৯। মণি সান্যাল ২০। হর বর্ম্মণ ২১। সিতাংশু সেন ২২। অমর লাহিড়ী ২৩। কিশোরী রায় ২৪। যোগেশ সরকার ২৫। আব্বাস আলী ২৬। পরেশ মজুমদার ২৭। অভয় বর্ম্মণ ২৮। বিজয় নিয়োগী ২৯। বিমল ভৌমিক ৩০। ধর্ম্মনারায়ণ শর্ম্মা ৩১। অধীর সেন ৩২। গোলাম আজিজ ৩৩। কালাচাঁদ বর্ম্মণ ৩৪। দীনেশ লাহিড়ী ৩৫। মণ্টু মজুমদার ৩৬। তরঙ্গ বর্ম্মণ ৩৭। অনিল দেব ৩৮। জীবন দেব ৩৯। সুশীল সেন ৪০। হরচন্দ্র সরকার ৪১। অধিরেন্দু সেন ৪২। কৃষ্ণ বর্ম্মণ।

নূতন পুস্তিকা বার হ'ল

পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত

লেখক : ডাঃ জি, অধিকারী

জাতীয় আন্দোলনকে নির্য্যাতন ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য প্রাণপণ সংগ্রামই আপনার এখন প্রতি মুহূর্ত্তের সবচেয়ে জরুরি কাজ। সেই কাজে আপনাকে যথাসম্ভব সাহায্য করবে ব'লে আমরা শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিকের লেখা এই পুস্তিকা তাড়াতাড়ি বার করেছি। আপনার এলাকার একজনও কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মীকে যেন এই বই পড়াতে ও বোঝাতে বাকী না রাখেন। অল্প সংখ্যা ছাপা হয়েছে, এখনি অর্ডার দিন। ডাক মাশুল সহ অগ্রিম দাম পাঠান।

দাম মাত্র দু পয়সা

প্রাপ্তিস্থান : জনযুদ্ধ কার্য্যালয়

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

—কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র—
বুধবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ; ১২ই ভাদ্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

একতাই সংগ্রাম

সোমনাথ লাহিড়ী

তিন সপ্তাহের প্রচণ্ড দমননীতির পর আমলাতন্ত্র বলছে অবস্থা "উন্নত" হয়েছে। যে দেশপ্রেমিকরা কংগ্রেস পতাকার নীচে দেশরক্ষায় লড়বে প্রতিজ্ঞা করেছিল তারাই আজ রেল, ডাক, উৎপাদন প্রভৃতি দেশরক্ষার চিহ্নটুকুও মুছিয়ে দিতে ব্যস্ত। দেশপ্রেমিক নেতাদের বদলে পঞ্চমবাহিনী আজ জনতার বিক্ষোভের সুযোগ নিচ্ছে, যেখানে আন্দোলন দমিতও হয়েছে সেখানেও হতাশা ও নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় বহু দেশপ্রেমিক জাপানীর দিন গুণছে। পঞ্চমবাহিনীও ব্যস্ত হয়ে আছে জাপানী কাছে এলেই এই বিক্ষোভকে কাজে লাগাবে। অবস্থার উন্নতিই বটে!

আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর আক্রমণই দেশের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব ধ্বংস করছে, জাপানী আক্রমণকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। ভারতের মধ্যে দেশরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত, সেই ব্যবস্থার মালিকদের ওপর বেশীরভাগ দেশবাসীর আজ এমন রাগ যে হাতে পেলে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। জাপানীর পক্ষে আক্রমণ করার এর চেয়ে ভাল সময় আর কি হতে পারে? শীতের মধ্যে সাইবেরিয়ায় তারা যাবেনা, সুতরাং ভারতের ওপর হামলাই তাদের করতে হবে—কারণ ফ্যাসিষ্ট বাহিনী বসে থাকতে পারে না।

এখানকার অবস্থা দেখে মনে হয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষও সেই রকমই ভাবছেন। আক্রমণের আশঙ্কায় লোকজনকে তাড়াতাড়ি উদ্বাস্তু করার ক্ষমতা সম্প্রতি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়াতে এই দুর্ভাবনাই ঘনীভূত হচ্ছে। কলকাতায় গত এক হপ্তার মধ্যে দুবার সাইরেন বেজেছে (অবশ্য কিছু হয়নি), মফঃস্বলে কি হয়েছে তা মফঃস্বলবাসীরাই জানেন। অদূর ভবিষ্যতে আক্রমণের আশঙ্কা করা আতঙ্কসৃষ্টি মোটেই নয়, বরং সেটাকে প্রায় নিশ্চিত বলে জেনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রাণপণ পরিশ্রমে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশবাসীর এই মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য।

অথচ গত হপ্তায় উপুরি উপুরি দুবার যখন সাইরেন বাজলো তখন আমরা প্রত্যেকে দেখলাম কি ভয়ঙ্কর, কি শোচনীয় অবস্থা। সাইরেনটা যেন তামাসা এমনি নির্লিপ্তভাবে রাস্তার লোক রোজকার মতই পথ দিয়ে চলেছে, বহু জায়গায় বাসগুলো পর্য্যন্ত থামেনি—আত্মরক্ষার জন্যে শেণ্টারের মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা তো কেউ ভাবছেই না! যদি একটা বোমাও সত্যি পড়ত তো কি হ'ত ভাবলে গা শিউরে ওঠে। দু বছরের এ, আর, পি সংগঠন এবং তার পিছনে দেশের অজস্র টাকা সত্ত্বেও এ, আর, পি সংগঠন পথের লোককে তাদের নিজেদের ভালোর মামুলি কথাটাই আজও বুঝিয়ে উঠতে পারল না। প্রকৃত আক্রমণের বিশৃঙ্খলা ও বিভীষিকার দিন তারা করবে কি? আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত অপদার্থতার এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর কি হতে পারে?

কিন্তু আমলাতন্ত্র চুলোয় যাওয়াচ্ছে বলে আমরা চুলোয় যাব কেন? আমাদের জীবন, আমাদের দেশ আমলাতন্ত্র বাঁচাতে পারে না, আমরাই বাঁচাতে পারি। ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের প্রচণ্ডতার কাছে "প্রবলপ্রতাপ" ব্রিটিশ "সিংহই" বার বার দ্রুত পিছু হঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। সেই প্রচণ্ড আক্রমণকে দেশের মাটিতে প্রতিরোধ করা কিংবা তার নিষ্ঠুর ও নির্ব্বিচার হাওয়াই হামলা থেকে আমাদের প্রাণ বাঁচানো নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ নয়। সামরিক উৎপাদন, ফৌজ চলাচল, খবরের আদান প্রদান প্রভৃতির যা কিছু জিনিষ আছে ও তৈরী হচ্ছে এবং হাওয়াই হামলা থেকে আত্মরক্ষার যেটুকু যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, রসদ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে ও হচ্ছে তা আপাততঃ অচল বা নষ্ট ক'রে দিয়ে আবার রাতারাতি সেগুলোকে গড়ে নিয়ে জাপানীর মত দুর্ধর্ষ শত্রুকে আমরা নিশ্চয়ই ঠেকাতে পারিনে। যা মৌজুদ আছে তা যদি আমরা রাখতে ও চালাতে পারি এবং আমলাতন্ত্রের বাধা সত্ত্বেও নিজেদের শক্তিতে তাকে যদি আমরা প্রচণ্ড রকম বাড়াতে পারি তবেই আমরা জিতব।

অথচ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার এবং দেশবাসীর রক্তপাতের "প্রতিহিংসায়" যে "সংগ্রাম" চলছে, কোথাও দমিত হয়ে আবার নতুন কোথাও জেগে উঠছে তার লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়াচ্ছে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার এই মৌজুদ জিনিষগুলোকে নষ্ট করা বা অচল করা। তাতে আমরাই আমাদের জীবন ও দেশকে নষ্ট করছি বা অচল করছি—জাপানী দুশমনকে সচল করছি।

প্রতিরোধের অস্ত্রকে পঙ্গু করা নয়, তাকে বাঁচানো এবং আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছুক হাতে থেকে তাকে বাড়ানোর ব্যবস্থা নিজেদের শক্তিকে কেড়ে নিয়ে আসা—যাতে দেশরক্ষার জন্যে আমরা সফলভাবে লড়তে পারি—তাই হ'ল বর্ত্তমানের একমাত্র সংগ্রাম। তার পথ ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ দাবীর পিছনে সমস্ত জনতাকে দিয়ে আন্দোলন করানো। ঐক্য মানে শুধু উপরে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা নয়। ঐক্য মানে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক এলাকায় আত্মরক্ষার আয়োজনে হিন্দু, মুসলমান সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা ও ঐক্যবদ্ধ দাবী। সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা আজ এমনই কাহিল যে, যেখানেই ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ যুদ্ধ-ব্যবস্থা ধ্বংস করবার পথে না গিয়ে তাকে বাড়ানোর জন্যে একত্র হয়েছে এবং তারি জন্যে একত্র দাবী পেশ করেছে—সেখানে সাম্রাজ্যবাদ তাদের দাবী দিতে বাধ্য হয়েছে। উদ্বাস্তু ও যানবাহন সরানো সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান একত্রে দাবী করেছে, হাজারে হাজারে এসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে জমা হয়েছে, অথচ সত্যাগ্রহ ক'রে সামরিক ব্যবস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করেনি। ফলে বাংলা দেশে আমরা সব প্রদেশের চেয়ে বেশী সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পেরেছি। মজুররা যুদ্ধের জন্যে স্বেচ্ছায় বেশী খেটেছে অথচ সবাই মিলে মাগ্‌গী ভাতার দাবীতে অটল থেকে দিনের পর দিন সভা মিছিল প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে লড়েছে। ফলে অনেক পরিমাণ মাগ্‌গি ভাতা তারা আদায় করেছে, বাকীটাও শীঘ্রই করতে পারবে। ছাত্ররা অসমসাহসে সামরিক কাজে অংশ দাবী করেছে, প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও লড়ছে, আজ বহু বিষয়ে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাদের সাহায্যপ্রার্থী। ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ কামউনিষ্ট বন্দীদের মুক্তির দাবীতে প্রচণ্ড আন্দোলন করেছে, আজ তার ফলে বহু বন্দীকেই তারা ছাড়াতে পেরেছে। আত্মরক্ষায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে কংগ্রেস, শ্রমিক, লীগ প্রভৃতির সম্মিলিত জনরক্ষাবাহিনী কাজ করেছে, দাবী করেছে, অধিকাংশ দাবী গবর্ণমেণ্ট মানতে বাধ্য হয়েছে; অন্যদিকে কলকাতায় একতাবদ্ধ জনরক্ষাবাহিনী হয়নি—তাতে কাজও বিশেষ কিছু হয়নি, গবর্ণমেণ্টকেও দাবী মানানো যায়নি।

এই সব দাবী আমরা পেয়েছি, পাচ্ছি। জাতীয় সরকার, নেতাদের মুক্তি এই সব দাবী আমরা পাইনি, পাচ্ছিনে। কারণ দেশরক্ষার জন্য লড়তে লড়তে এ সব দাবী আমরা করিনি, সমস্ত জাতির দাবী হিসাবে যে বিরাট জাতীয় ঐক্যের চাপ এর পিছনে প্রয়োজন ছিল তাও আমরা করিনি। অন্য পক্ষে আমাদের "সংগ্রামের" ব্যবহারিক ফল হয়েছে দেশরক্ষার যা-কিছু আছে তাও অচল করা। তাই দাবী তো আমরা আদায় করতে পারছিনা, উপরন্তু পঞ্চমবাহিনীর ও জাপানীর কাজ সহজ করে দিচ্ছি।

যে একতা ও আন্দোলন উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে জাতীয় সরকার আদায় করার জন্যে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী একতা ও আন্দোলন নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তাই আমাদের করতে হবে। আজকের দিনে **একতাই সংগ্রাম।** উপরে নেতাদের মিল হ'তে যত দেরীই হোক নীচের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে দেশরক্ষার প্রকৃত প্রত্যেকটী আয়োজনের মধ্যে একত্র করে যেতে হবে, দেশরক্ষার জন্যে জাতীয় সরকারের দাবীতে একত্র করে যেতে হবে। সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপ উপরেও একতা ঘটাবে, সাম্রাজ্যবাদকেও দাবী মানাতে বাধ্য করাবে।

যুদ্ধের গতি

মধ্যরণাঙ্গন

সোভিয়েট মধ্যরণাঙ্গনে জেনারেল জুকোভের কৌশলপূর্ণ নেতৃত্বে সোভিয়েট-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ২৭শে আগষ্ট তারিখের সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো ঘোষণা করিয়াছে যে "আমাদের ফৌজ মধ্যরণাঙ্গনে ও কালিনিন ফ্রণ্টে আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ হইতে আক্রমণমূলক সংগ্রাম সুরু করিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহভেদ করিয়াছে। প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে মস্কোর ১২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে রেজেভ-ঘাট্স্ক-ভাইয়াজমার দিকে সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করে। লাল ফৌজের প্রচণ্ড আঘাতে আক্রমণের প্রথম দিনগুলিতেই ৭৫ মাইল ব্যাপী ফ্রণ্টে জার্ম্মাণ আত্মরক্ষার ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। রেজেভের রাজপথে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট আক্রমণের ঘায়ে ১৬১, ৩৪২, ১৩২৯ ও ২৫৬ সংখ্যক জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী, ১৪, ৩৬ সংখ্যক মেকানিক ট্যাঙ্ক ডিভিসন ৩৩২৮, ১৮৩, ৭৮ পদাতিক বাহিনীর সাংঘাতিক ক্ষতি করিয়াছে। ২০ আগষ্ট পর্য্যন্ত সোভিয়েট বাহিনী ৬১০ খানি বসতিপূর্ণ জনপদ উদ্ধার করিয়াছে। রেজেভের ২০ মাইল পূর্ব্বে জুবাসষ্টোভ ও কারমানোভো সহরও সোভিয়েট ফৌজ দখল করিয়াছে। একটি অসম্পূর্ণ হিসাবে সোভিয়েট বাহিনী যে সব যুদ্ধ সামগ্রী হস্তগত করিয়াছে এখানে তাহার একটি হিসাব দেওয়া গেল। ২৫০ ট্যাঙ্ক, ৭৫৭ কামান, ৫৬৭ মর্টার, ১২০ মেশিনগান, ১২১ অটোমেটিকস্, ১,১১০ রাইফেল, ১১;৯০০ মাইন, ২,৩১১,৭৫০ বারুদের গুলী। ইহা ছাড়াও ৩২৪৭৩ সেল, ৬৫ রেডিয়ো মেশিন, ২২২০ লরী, ৯৫৯ মোটর সাইকেল, ১৯৫৯ বাই-সিকেল, ৫২ ট্র্যাক্টর কার, ৩৭ ফিল্ডকিচেন, ৩৪০ মালগাড়ী, ৭৫ বারুদ ও অন্যান্য ডাম্প হস্তগত করিয়াছে। সোভিয়েট স্থল ও বিমান বাহিনী ৩২৪ ট্যাঙ্ক ৩৪৩ কামান, ১৪০ মর্টার, ৩৪৮ মেশিনগান ২৪০০ লরী, ৬৯০ মালগাড়ী নষ্ট করিয়াছে। বিমান যুদ্ধে ও বিমানধ্বংসী কামানের সাহায্যে ২৫২টি শত্রু বিমান ভূপতিত করা হইয়াছে এবং ৫৯০টি উড়োজাহাজ এরোড্রোমে হয় ধ্বংস হইয়াছে না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৪৫,০০০ জার্ম্মাণ আফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে। সোভিয়েট কমিউনিকে ঘোষণা করা হইয়াছে যে "জার্ম্মাণ ডিভিসনের লোক-বলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া এবং তাহার রণসম্ভার ধ্বংস ও হস্তগত করিয়া আমাদের ফৌজ ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে। জেনারেল জুকোভ ও জেনারেল কোনিয়েভ জার্ম্মাণ ফ্রণ্টের ব্যূহভেদের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর ক্রমাগত পশ্চাদগমনে একশ্রেণীর দোদুল্য চিত্ত লোকের মনে হতাশা ও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, রেজেভ অঞ্চলে সোভিয়েট সাফল্যে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিবে। যাহারা মনে করিত সোভিয়েটের আক্রমণ ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে, এই জয় তাহাদের সন্দেহ নিরসন করিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড কালিনিন বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মাণীর বড় রকম আক্রমণ চালাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। হিটলার আর কোন বড় রকম আক্রমণ চালাইতে পারিবেন না। জার্ম্মাণী এখন যে রকম আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইবে তদ্দ্বারা কিছুটা স্থানীয় সাফল্য অর্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য সোভিয়েটের যথেষ্ট শক্তি মজুদ আছে, বর্ত্তমানের সোভিয়েট সাফল্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া রয়টারের প্রতিনিধি বলিতেছেন "বাস্তবিক রেড আর্মি মধ্যরণাঙ্গনে একটি বড় রকম জয়লাভ করিয়াছে। ইহাকে একটি বড় রকম সাফল্য বলিয়া মানিতে হইবে, কেন না গত শীতকাল হইতে জার্ম্মাণী এই স্থান সুরক্ষিত করিয়া একটি পাকা ও স্থায়ী আত্মরক্ষার ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ ও গুপ্ত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও মজুত সৈন্যের সমাবেশের জন্যই সোভিয়েট সাফল্য লাভ করিয়াছে। কালুগা ও রেজেভ এলাকায়ও সোভিয়েট সৈন্যগণ স্থানীয় জয়লাভ করিয়াছে।

সোভিয়েট আক্রমণের পিছনে কি কৌশল ও রণনীতি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা বলিতেছেন "সমস্ত সোভিয়েট মন্তব্যকারীগণ বলিতেছেন যে এই বছরেই চূড়ান্ত আক্রমণ সুরু হইবে। ষ্টালিনের ৪,০০০,০০০ হইতে ৫,০০০,০০০ সৈন্য মজুদ আছে যাহা তিনি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবেন। ইহা ছাড়াও গত শীতকাল হইতে দশ লক্ষ নূতন সৈন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। মার্শাল ভরোশিলোভ ও বুদেনী এই বাহিনী সংগঠন করিয়াছেন।

৩০শে তারিখের খবরে প্রকাশ যে মধ্যরণাঙ্গনে, রেজেভের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রত্যেক রাস্তায় ও বাড়ী বাড়ী যুদ্ধ চলিতেছে, গত তিন দিনে লাল ফৌজ ১০ খানা গ্রাম উদ্ধার করিয়াছে। হাজার হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে ও প্রচুর যুদ্ধ সামগ্রী রাশিয়ানরা হস্তগত করিয়াছে। লেলিনগ্রাড অঞ্চলেও গত পাঁচ দিনে সোভিয়েট সৈন্যরা জার্ম্মাণ সৈন্যদের পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং একটি শত্রু ব্যাটালিয়ান নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে ও বহু সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। সোভিয়েট স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনী লেলিনগ্রাডফ্রণ্টে জার্ম্মাণ নৌ-শক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। হিটলার মস্কো শহর আক্রমণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিল মধ্য রণাঙ্গনের প্রচণ্ড সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বিলাতী পত্রিকাগুলি মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন যে মধ্য-রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সাফল্য হইতে মনে হয়—ডন, ভল্গা ও ককেশাসের দিকে জার্ম্মাণীর সফলতা সত্ত্বেও ভরেনেজ হইতে উত্তরের সমস্ত ফ্রণ্টের আক্রমণ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব সোভিয়েটের হাতেই রহিয়াছে। ১৯৪১ সনের সোভিয়েট আক্রমণের সাথে ১৯৪২ সনের আক্রমণের এখানেই যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাড ফ্রণ্ট—দক্ষিণ রণাঙ্গণে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক উৎপাদনের শহর ষ্টালিনগ্রাডের আত্মরক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছে। মস্কোর প্রতিরোধের মত উহাকেও সোভিয়েট সৈন্য ও অধিবাসীরা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতেছে। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রাশিয়ানরা ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মানীর ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে এবং এমন কি স্থানে স্থানে তাহারা পাল্টা আক্রমণও আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ঘটনাবলী হইতে মনে হয় ইহাদের সাথে গত শীতকালের সাদৃশ্য রহিয়াছে। তখন ডন নদীর তীরে ও মস্কোর অদুরে জার্ম্মাণ ফাসিষ্ট বাহিনীর গতিরোধ করা হইয়াছিল। এখন ষ্টালিনগ্রাড মস্কোর স্থান দখল করিয়াছে। ফনবকের প্যানজার বাহিনী বিমান ও মোটর বাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ডন অতিক্রম করিতেছে। তাহারা ষ্টালিনগ্রাড মস্কোর রেলপথের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে যেখানে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে তাহা ষ্টালিনগ্রাড হইতে একদিনের পথ। ২৯শে আগষ্ট সোভিয়েট জঙ্গী বিমানের বাধায় যুদ্ধের সামগ্রী ধ্বংস করিতে অসমর্থ হইয়া জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী ষ্টালিনগ্রাডের বাসিন্দা অঞ্চলে রটারডম মডেলে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল। সোভিয়েট সৈন্যরা জার্ম্মাণ সৈন্যের ষ্টালিনগ্রাড প্রবেশে প্রবল বাধা দিতেছে। সোভিয়েট কমিউনিকের খবরে প্রকাশ যে সোভিয়েট ফৌজ প্যানজার বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর পশ্চিমের একটি অংশে জার্ম্মাণদের হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোটেলনীকোভের উত্তর-পূর্ব্বে সোভিয়েট সৈন্যরা একটি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাড যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া 'প্রভদার' সংবাদদাতা বলিতেছেন "সোভিয়েট লাইনের ভিতরে হাজার হাজার জার্ম্মাণ সৈন্যের মৃতদেহ পচিতেছে এবং সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। কোন কোন অংশে জার্ম্মাণদের শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে এবং যুদ্ধের সরবরাহ ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরা এখনো যে কোন রকমে ভলগা পৌছাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সোভিয়েট প্রতিরোধ শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং যে সব নূতন নূতন জার্ম্মাণ সৈন্য আমদানী হইতেছে তাহারা প্রবল পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হইতেছে।

ককেশাসের যুদ্ধঃ

ককেশাসের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ককেশাস ফ্রণ্টের উভয় পার্শ্বে টেক নামক দ্রুত পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত ক্রাসনোডোর ও প্রোথলাডনায়ার দক্ষিণে পাহাড়ের সরুপথে লড়াই চলিতেছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সংবাদে বলা হইয়াছে ক্রাসনোডোর দক্ষিণে একটি পার্ব্বত্যপথের মোড়ে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সমস্ত জার্ম্মাণ আক্রমণ হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একেবারে দক্ষিণে পূর্ব্ব ককেশাস ফ্রণ্টে প্রোথলাডনায়ার দক্ষিণে একটি জনপদ হইতে জার্ম্মাণদের হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানটি রুমানিয়ান সৈন্যরা দখল করিয়াছিল। কুবান এলাকায়ও রাশিয়ান প্রতিরোধশক্তি বাড়িতেছে। জার্ম্মাণরা সেখানে কৃষ্ণসাগরের নোভোরসিক ও টৌয়াপস্ বন্দরে প্রবেশ করার পথে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। ক্রাস্নোডারের দক্ষিণে একটি উঁচু স্থানের জন্য লড়াইএ জার্ম্মাণ রেজিমেণ্টেকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট নৌসেনারা আর এক স্থানে বহু জার্ম্মাণ সৈন্য বধ করিয়াছে।

(৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলমালের একটি সন্তোষজনক মিটমাট হয় এবং যাহাতে অবস্থা আরো খারাপের দিকে না যায় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও দেশের বিশ্বস্ত নেতাদের লইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ঐক্য সম্ভব—ঐক্য সম্ভব। দেশ ঐক্য চায়, জনগণ ঐক্য চায়। ঐক্যের দিকে জনমত ধীরে ধীরে তৈরী হইয়া উঠিতেছে। আজ কমিউনিষ্টদের কর্ত্তব্য হইতেছে লীগ ও কংগ্রেসের ঐক্য সফল করিয়া তোলার জন্য জনগণের মধ্যে প্রচার চালান। আমরা ঐক্যে বিশ্বাস করি ও কংগ্রেস-লীগের ঐক্য সম্ভব করিয়া ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের জনগণের দুয়ারে পৌছিতে হইবে। মুসলীম লীগের প্রত্যেক সদস্যের কাছে আমাদের প্রোগ্রাম পৌছাইয়া দিতে হইবে, তবেই আমাদের নীতি সফল হইবে।

সম্পাদকীয়

ঐক্যের পথে অগ্রসর হও

জনগণ "সংগ্রামের" নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আপাততঃ সে সংগ্রামে ভাটা পড়িয়াছে কিন্তু এখনও তাহার শিকড় নষ্ট হয় নাই। অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এখনও তলে তলে চেষ্টা চলিতেছে।

এক শ্রেণীর লোকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে কমিউনিষ্টরা এই সংগ্রামে যোগ দেয় না কেন? তবে কি তাহারা সরকারের দালাল হইল? আমরা যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য সফল সংগ্রামের পথ ধরিলাম তখন কমিউনিষ্টরা তাহার বিরোধিতা কেন করিতেছে? আবার কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন কমিউনিষ্টরা যোগদান না করার জন্যই সংগ্রাম বিফল হইতে বসিল, এখনও কি তাহারা সংগ্রামে যোগ দিয়া সফলতার জন্য লড়িবে না? এ বিশ্বাস আস্তে আস্তে জাগিতেছে যে কমিউনিষ্টরা সত্য সত্যই সরকারের দালাল নয়, কংগ্রের সাথে তাহাদের একটা মতবিরোধ আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবে? কংগ্রেস নেতারা ধ্বনি উঠাইয়াছেন কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়াছে, কংগ্রেস হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেওয়া হউক।

এই রকম ধরণের আক্রমণে কমিউনিষ্টরা ভীত হইবে না, অনমনীয় ভাবে, সাহসের সঙ্গে তাহারা তাহাদের ঐক্যের নীতি লইয়া অগ্রসর হইবে। তাহারা জানে যে আজ রেলের লাইন উপড়াইয়া কিংবা ট্রাম গাড়ী জ্বালাইয়া দেশ স্বাধীন করা যাইবে না। তাহারা জানে যে ফাসিষ্ট জাপান ও ফাসিষ্ট জার্ম্মাণী সমবেত-ভাবে ভারত আক্রমণ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। আজ হউক কাল হউক তাহারা আমাদের দেশ আক্রমণ করিবে। আজ যদি দেশময় ধর্ম্মঘট করিয়া কিংবা অরাজকতা চালাইয়া দেশ রক্ষার ব্যবস্থা অচল করি তবে তাহার ফলে আমাদের জাতীয় দাসত্ব দূর হইবে না, বরং ফাসিষ্ট দস্যুদের শৃঙ্খলে আমরা সহজেই শৃঙ্খলিত হইব। তাই আজ যাহা সংগ্রাম নামে পরিচিত তাহা সত্য সত্যই স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তাহা জাতিকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবার উপায়। সংগ্রামের নামে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই আমলাতন্ত্রের দমননীতিকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং তাহাই ফাসিষ্ট চক্রান্তকারীদের মনে আশা ও আনন্দ বাড়াইয়াছে। কমিউনিষ্টরা স্বদেশপ্রেমিক বলিয়াই এই অরাজকতাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে নাই, কমিউনিষ্টরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্যই আওয়াজ তুলিয়াছে—এই অরাজকতা বন্ধ করো, স্বদেশের আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠার রাস্তা ধর।

কিন্তু যে ভাবনা দেশবাসীকে বিশেষতঃ কংগ্রেসসেবীদের পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইতেছে একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন :—কংগ্রেস এবং লীগের একতা কি করিয়া সম্ভব এবং সম্ভব হইলেও তাহা দ্বারা কি ভাবে জাতীয় গবর্ণমেন্ট আসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর না বুঝিতে পারিয়াই তাহারা ভাবিতেছে,—লাইন উপড়াইয়া, ট্রাম জ্বালাইয়া, ধর্ম্মঘট চালাইয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা পণ্ড না করিলে কিছুই হইবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী দাসত্বের বেদনায় অস্থির হইয়া নিজের মাথায় শৃঙ্খলের আঘাত করিয়া ভাবিতেছে ইহাই বুঝি শৃঙ্খল মোচনের পন্থা!

যে ভাষা জনগণ সহজে বুঝে সেই ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথ স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধ পথ নয়, উহাই স্বাধীনতা পাইবার সঠিক পথ এবং স্বদেশের আত্মরক্ষার পথ। যে অরাজকতা সৃষ্টির পথে বিভ্রান্ত স্বদেশ-প্রেমিকেরা ছুটিয়াছেন তাহা স্বাধীনতা কিংবা আত্মরক্ষার পথ নয় তাহা আমাদের মহান ভারতীয় জাতির আত্মহত্যার পথ, জাপানী দস্যুদের কাছে জাতির আত্মসমর্পণের পথ। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথ অনুসরণ করা মানে স্বাধীনতার পথ এড়াইয়া চলা নয়, ভেদমূলক অরাজকতা বন্ধ করিয়া সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার পথ ধরা। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য আজ নিশ্চই সম্ভব, তাহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কিছুই সম্ভব নয়। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য স্থাপিত হইলে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আমরা নিশ্চয়ই পাইব, জাতীয় ঐক্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারালো অস্ত্র।

এ-আই-সি-সির অধিবেশনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিই এই সাক্ষ্য দেয় যে কংগ্রেস একতার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এ-আই-সি-সির প্রস্তাব কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। মুস্লীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি যদিও কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছে এবং বিভেদের সমস্ত দোষ কংগ্রেসের উপরই আরোপ করিয়াছে তথাপি উহার মধ্যেও স্থান পাইয়াছে ঐক্যের জন্য আপোষ মীমাংসার সূত্র। ঐক্যের পথ রুদ্ধ নয়, ঐক্যের সম্ভাবনাই আমলাতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, আমলাতন্ত্রের দমননীতিই ঐক্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লীগ পন্থীদের পত্রিকাতেও ঐক্য এবং আপোষের দাবী ধ্বনিত হইতেছে। ধনিক মহলেও এই ধারণা বাড়িয়া উঠিতেছে যে অরাজকতার ফলে দেশ কংগ্রেসের প্রভাব হইতে সরিয়া গিয়া পঞ্চম বাহিনীর হাতে পড়িতেছে। নিখিল ভারতীয় বণিক সমিতিতেও কথা উঠিয়াছে যে কমিউনিষ্টরা যে বিপদ সম্পর্কে এ-আই-সি-সিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল তাহাই আজ ঘটিতেছে। শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা ক্রমশঃই জাগিতেছে যে এই সময় অরাজকতা সৃষ্টি করিবার অর্থ বিদেশী আক্রমণকারীদের পথ পরিষ্কার করা। অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইলেই যে ইংরেজরা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে না বরং দমননীতি আরও শক্ত হইবে সে কথা একটু একটু করিয়া দেশপ্রেমিকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই ঐক্যের পথ আজ দুর্গম হইলেও উহা অগম্য নয়, বিশেষতঃ আমাদের মহান লক্ষ্যে পৌছিবার উহাই একমাত্র পথ।

কিন্তু ঐক্য চাই বলিয়া শুধু আওয়াজ তুলিলেই ঐক্য আসিবে না। সাম্রাজ্যবাদের আমলারাও বলিয়া থাকেন, অরাজকতা বন্ধ কর, একতা স্থাপন কর, সবই পাইবে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কথায় ঐক্য না বাড়িয়া ভেদ বাড়িয়াছে, অরাজকতা বন্ধ না হইয়া আরও জনপ্রিয় হইয়াছে। ভেদ এবং অরাজকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা করে; কিন্তু আমরা জাতির অংশ, আমরা তৃতীয় পক্ষ নই, আমরা স্বদেশপ্রেমিকদের শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। কাজেই ঐক্য চাই, অরাজকতা বন্ধ কর বলিয়া শুধু আত্মরক্ষার যুক্তি বিস্তার করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া অসীম ধৈর্য্য ও অসীম আত্মত্যাগের সাহায্যে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোলা।

আমরাই জেলায় জেলায় ডিফেন্স কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী করিয়াছি। কংগ্রেস ও লীগের কর্ম্মী তাহার মধ্যে একতাবদ্ধ হইয়াছে। আমরাই জেলায় জেলায় খাদ্যসঙ্কটের সমাধানের জন্য সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছি, যেখানেই আমরা দরদ দিয়া খাটিয়াছি সেখানেই সফল হইয়াছি। ঐক্যের জোরে আমরা বহুক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের দাবী আদায় করিয়াছি, শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা পাইয়াছি, কমিউনিষ্টপার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা রদ করাইয়াছি। আজ কংগ্রেস-লীগ আপোষের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি-দাবী লইয়া অগ্রসর হইলে আমরা নিশ্চয়ই সফল হইব। দেশবাসী সকলের সাধারণ দুর্য্যোগ একতার সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরী করিয়া রাখিয়াছে; সাম্রাজ্যবাদেরও এত শক্তি নাই যে একতাবদ্ধ ভারতীয় জাতির দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ আজ যতই বড় গলা করিয়া বলুক—তোমাদের দাবী পুরণ করা হইবে না, একতাবদ্ধ শক্তির কাছে তাহাকে মাথা নত করিতেই হইবে।

সুতরাং প্রত্যেক স্বদেশ প্রেমিককে একতার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে। তর্কের মধ্যে আজ যাহার মীমাংসা হইতেছে না কর্ম্মক্ষেত্র তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক জিলায় কংগ্রেস নেতা ও লীগের নেতাদের আহ্বান করিয়া সম্মিলিত বৈঠকে বসিয়া একতার সূত্র স্থির করিবার জন্য তাহাদিগকে বলুন—আসুন সচেষ্টভাবে আমরা আমাদের ভেদ দুর করিয়া আমাদের জাতীয় দাবী আদায় করি। কংগ্রেস ও লীগের কর্ম্মীদের লইয়া বৈঠক করুন, বৈঠকে তাহাদের কাছে আবেদন করুন—কংগ্রেস এবং লীগ এই উভয় প্রতিষ্ঠানই মীমাংসার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, আসুন আমরা সচেষ্টভাবে একতার পথ বাহির করি এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ধরিয়া বলি ঐক্যবদ্ধভাবে দমননীতির রদ দাবী করিতে এবং আপোষ মীমাংসার রাস্তা পরিষ্কার করিতে। প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক সহরে ইউনিটি স্কোয়াড্ বাহির করুন। কংগ্রেস লীগ ঐক্য চাই, ঐক্য হইলেই দাবী মিলিবে, ঐক্যের পথই স্বাধীনতার পথ, অরাজকতা মানে আত্মহত্যা—এই সমস্ত শ্লোগানের পোষ্টার লইয়া ইউনিটি স্কোয়াড্ গ্রাম ও সহর প্রদক্ষিণ করুক। যেখানেই সম্ভব সভা সমিতি করিয়া এই বাণী প্রচার করিতে হইবে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা চালু থাকিলে সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠাইয়া সভার অনুমতি চাহিয়া লইতে হইবে। অনুমতি লইবার সময় কোন রকম সর্ত্ত কিংবা অঙ্গীকার করিবে না, দাবী করিবে ঐক্যের জন্য বিনা সর্ত্তে সভা করিবার অধিকার চাই। আমাদের শ্লোগান জনপ্রিয় হইতে বাধ্য, কারণ উহার ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির অন্তরের কথা ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের শ্লোগান দিয়া পঞ্চমবাহিনীর শ্লোগান ডুবাইয়া দিতে হইবে, সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে বিপুলভাবে আমাদের শ্লোগানের প্রতিধ্বনি উঠাইতে হইবে। যে যে বিষয়ের ভিতর জনগণের যন্ত্রণা চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে সেই সেই বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে সমবেত করুন। খাদ্য সঙ্কট, মুল্য নিয়ন্ত্রণ, উদ্বাস্তুদের সমস্যা, জনগণের ধনপ্রাণ রক্ষা এই সমস্ত বিষয় লইয়া জন-সম্মেলন, জন জমায়েত, প্রতিনিধিমুলক সভা যেখানে যাহা সম্ভব তাহাই করুন। এই সব অনুষ্ঠানে সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লোকদিগকে ডাকুন এবং এইভাবে কার্য্যক্ষেত্রে হাতে কলমে ঐক্য গড়িয়া তুলুন।

জনগণ জানে কোথায় আঘাত, কোথায় বেদনা, তাই যখনই সেই আঘাত ও সেই বেদনা দুর করিবার জন্য একতার আহ্বান তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করাইতে পারিবেন তখনই একতা সফল হইবে। সাহসের সাথে আওয়াজ তুলুন—অরাজকতা সৃষ্টির পথ আত্মহত্যার পথ, একতার পথে অগ্রসর হও।

ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচার

ফরিদপুরে সম্মেলন—গত ১৬ই আগষ্ট ফরিদপুরের ডিঙ্গামাণিক গ্রামে ফাসিষ্ট বিরোধী সম্মেলন ও কর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দুপুরে বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ভলাণ্টিয়াররা এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া হাট, বাজার প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া নাটমন্দিরে উপস্থিত হয়। পরে বিকালে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া প্রায় এক হাজার লোকের এক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড নৃপেন গোস্বামী। পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড রণজিৎ রায় ও সম্মেলন উদ্বোধন করেন কমরেড মাখন কর। কমরেড শান্তি সেন, জীবন দে প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় নেতাদের মুক্তি, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন, ফাসিষ্ট বিরোধী সংগঠন ও প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বরিশালে প্রচার বাহিনী—বরিশাল জিলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি প্রচার বাহিনী গত দুই মাস ধরিয়া জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে। কমরেড মুটু ব্যানার্জি এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। গত ১০ই জুন হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত গৌরনদী অঞ্চলে বাহিনী প্রচার চালায়। এই অঞ্চলের ১৪টি গ্রামের প্রায় দশ হাজারেরও উপর লোকের কাছে পোষ্টার প্রদর্শনী, জনসংগীত, জননাট্য অভিনয় ও বক্তৃতা সহকারে প্রচার চালানো হয়। রহমতপুর, গৈলা, মাহিলাড়া, বাটাজোড় এবং শোলকে প্রধানতঃ মধ্যবিত্তরাই উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বত্রই কিছু কিছু মহিলাও যোগ দিয়াছিলেন। গৈলায় একশত ও মাহিলাড়ায় প্রায় দুইশত মহিলা যোগ দেন। ছাত্র ও কৃষকদের ভিতরও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। টরকীতে ৮০০, গৌরনদীতে ১২০০, বান্ধাবাড়ীতে ৫০০০, বাকালে ৪০০ কৃষক যোগ দেয়।

বান্ধাবাড়ীতে গোপালগঞ্জ মহকুমা কৃষক সম্মেলনে এই বাহিনী যোগ দেয় ও সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করে। যশুরকাটিতে প্রায় ৫০০ লোকের এক সভায় এই বাহিনী সোভিয়েট দিবস পালন করে। ছাত্র প্রচারবাহিনীর কাজ যথেষ্ট সফল হইয়াছে। নানা স্থানে সামান্য বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ছাত্র প্রচারকদের উৎসাহিত করিয়াছে। সর্ব্বত্র জাপ বিরোধী চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে।

কুষ্ঠিয়ায় 'জনযুদ্ধ' ছড়া—কুষ্ঠিয়ার মজুর কমরেডরা 'জনযুদ্ধে' যে ছড়া বাহির হইয়াছিল তাহা ছাপাইয়া বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে বিক্রি করিতেছে এবং গান গাহিয়া প্রচার করিতেছে। ইতিমধ্যেই দুই হাজারের উপর ছড়া বিক্রি হইয়াছে।

নওগায় জনযুদ্ধ স্কোয়াড

গত ২রা আগষ্ট রাজসাহী জিলার নওগাঁ সহরে কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি 'জনযুদ্ধ' স্কোয়াড বাহির হয়। ১৫ জন ছাত্র ও কৃষক কর্ম্মীর এই স্কোয়াড জনসংগীত গাহিতে গাহিতে জনযুদ্ধের পোষ্টার সহ সহর প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের শ্লোগান ছিল: জনযুদ্ধ কিনুন, জনযুদ্ধ পড়ুন ইত্যাদি।

পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন

শান্তিপুর—শান্তিপুর হইতে এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বহু চাউল নৌকাযোগে কলিকাতায় চালান দেয়। দ্বিতীয় চালান লইয়া যাইবার সময় শান্তিপুরের জনরক্ষী বাহিনীর ভলাণ্টিয়ারগণ নৌকা আটক করে এবং ইহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে ও ব্যবসায়ীকেও যথেষ্ট অনুরোধ করে। সরকার হইতে কোনরূপ হস্তক্ষেপের আগেই উক্ত ব্যবসায়ী সমস্ত চাউল নিয়ন্ত্রিত মুল্যেরও কম দামে শান্তিপুরেই বিক্রয় করিতে রাজী হয় এবং ভলাণ্টিয়ারদের উদ্যোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত চাউল খরিদ্দারদের মধ্যে বিক্রী হইয়া যায়। সমস্ত জনসাধারণ বুঝিতে পারে আজিকার এই খাদ্য সংকটে জনরক্ষাবাহিনীকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন কত বেশী।

সিঙ্গে কামালপুর (হুগলী)—হুগলী জেলার সিঙ্গে কামালপুর ইউনিয়ানে সরকার কর্ত্তৃক মজুদ ধান চালের হিসাব লওয়ার ফলে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একজন মহাজন ১৬ খানি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া প্রায় ৩০০ মণ ধান রাত্রিকালে অন্যত্র সরাইবার চেষ্টা করে। গ্রামের ধান অন্যত্র চালান দিলে চাষীকে অনাহারে থাকিতে হইবে বুঝিয়া সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া অতিলোভী মহাজনকে ধান চালান না দিবার জন্য অনুরোধ করে এবং সরকারের নিকটও আবেদন করে। জনসাধারণের চাপে পড়িয়া মহাজন ধান চালান দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

বহরমপুর—খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় ও অনেক দোকান বন্ধ থাকায় প্রায় দুই তিন শত লোকের এক ক্ষুধিত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া দোকানগুলির দিকে অভিযান করে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড সনৎ রাহা, শৈলেন রায় প্রভৃতি জনতাকে শান্ত করেন। পরে ইহাদের এক সভায় উক্ত কমরেডরা তাহাদের বুঝাইয়া বলেন, দোকানপাট লুঠ করার ফলে সবারই ক্ষতি হইবে। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ ও অতিলোভী ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করার জন্য চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও জনরক্ষা কমিটি গঠন। ইহার ফলে ঐ স্থানেই একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ভলাণ্টিয়াররা ন্যায্য মুল্যে দ্রব্যাদি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

কাটিপাড়া (খুলনা)—প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় সদর মহকুমা হাকিমের নিকট দরখাস্ত করায় জিনিষপত্রের দর নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কেরোসিন, দিয়াশালাই ও চিনি মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। সেইজন্য আবার আর একটি গণদরখাস্ত করিয়া দাবী করা হয়। সরকারের তরফ হইতে একটি দোকানে জিনিষপত্র সরবরাহ করা হউক। শুধু সরকারের মুখের দিকে না চাহিয়া গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছে। গ্রামবাসীর তরফ হইতে কমরেড কমরিণ মিত্র এই সংগঠনের ভার নিয়াছেন।

দিকে দিকে [illegible]লন ও সংগঠন

জাতীয় ঐক্য চাই! জিনি[illegible] বাঁধো! ভলাণ্টিয়ার গড়ো!

দিনাজপুরে ভলাণ্টিয়ার অভিযান

খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ধান উঠিতে এখনও প্রায় তিন মাস বাকী। ধান করজা পাওয়াও কঠিন। গরীব কৃষকেরা তো প্রায় অনাহারেই দিন কাটাইতেছে। দিনাজপুর জিলার দক্ষিণ পশ্চিম রিজিয়নের ইটাহার, বংশীহারী, কুশমুণ্ডী ও কালিয়াগঞ্জ থানার কৃষক সমিতির তরফ হইতে সরকারের নিকট অতিলোভী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গণদরখাস্ত করা হয় কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। তখন কৃষক সমিতি হইতে স্থির হয়, গণদরখাস্তের সাথে হাটে হাটে ভলাণ্টিয়ার অভিযান করিয়া ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করিতে হইবে এবং জনগণকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রচার চালাইতে হইবে।

গত ২রা আগষ্ট তারিখে কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি ও জীবন দের নেতৃত্বে প্রায় একশত লাঠিধারী ভলাণ্টিয়ার শান্তিপূর্ণভাবে ও সুশৃঙ্খলার সাথে **পতিরাজ হাটে** অভিযান করে। বিভিন্ন জাপ-বিরোধী ধ্বনি ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের শ্লোগান সহকারে ভলাণ্টিয়াররা সমস্ত হাট ঘুরে। ফলে আশে পাশের বহু গ্রামের ভিতর ভলাণ্টিয়ার গঠনের সাড়া পড়িয়া যায়।

গত ৩রা আগষ্ট **দুর্লভপুর** ইউনিয়ান কৃষক ভলাণ্টিয়ারদের সভা হয়। কমরেড হুপা সাঁওতাল সভাপতিত্ব করেন। পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় শিক্ষক কমরেড ভবেন্দ্র সরকার। কৃষক কমরেড ঘনশ্যাম, বসন্ত চ্যাটার্জি প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়া পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ জাপানকে রুখিবার প্রয়োজনীয়তা ও ভলাণ্টিয়ারদল গঠন সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। ভলাণ্টিয়ার দল গঠনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

গত ৭ই আগষ্ট সভা হয় **গোয়ালপাড়ায়**। প্রায় তিন শত সাঁওতাল ভলাণ্টিয়ার ও কৃষক এই সভায় উপস্থিত হয়। সভাপতিত্ব করেন থারা সাঁওতাল। কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জী ও জীবন দে

(পরের কলমের নিচে দেখুন)

বক্তৃতা দেন। সভার আগে ও পরে সাঁওতাল ভলাণ্টিয়াররা মাদল ও নাগরা বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করে।

উপরোক্ত সমস্ত সভায় ঠিক হয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের সরকারী হেড কোয়ার্টার রায়গঞ্জ সহরে একটি ভলাণ্টিয়ার অভিযান করা হইবে। ১০ই আগষ্ট দিন ধার্য্য করা হয়। ১০ই সকাল হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়। একে বৃষ্টি তার উপর চাষ আবাদের কাজ পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও প্রায় দুই শত ভলাণ্টিয়ার পতাকা ও পোষ্টার নিয়া বিভিন্ন জাপবিরোধী ও পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ দাবীর ধ্বনি সহকারে প্রায় ৩০ মাইল পথ শোভাযাত্রা করিয়া **রায়গঞ্জ** সহরে উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে সমস্ত গ্রামগুলি ভলাণ্টিয়ার অভিযানের ফলে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়। প্রথমে স্থানীয় জমিদারের নিকট জনরক্ষা সমিতি বিষয়ে আলাপ করিলে তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। পরে সার্কেল অফিসারের নিকট ডেপুটেশন পাঠান হয়।

গত ১৪ই আগষ্ট **পরিধা** হাটে ভলাণ্টিয়ারদের সভা হয়। কমরেড খেদুরাম সভাপতিত্ব করেন। সভায় পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, কংগ্রেস-লীগ একতা, জাতীয় দাবী প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৬ই আগষ্ট ভলাণ্টিয়াররা হাটে অভিযান করে।

দিনাজপুর জিলার এ অঞ্চলে সর্ব্বত্রই জনরক্ষা ভলাণ্টিয়ার গঠনের বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কাইয়ূর কমরেডদের বাঁচাও

গত ১৪ই আগষ্ট খুলনা জেলা কৃষক সমিতি, খুলনা টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান, রাজনৈতিক বন্দী. সাহায্য সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে মাদ্রাজ সরকারের গভর্ণর ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের নিকট চারিটি পৃথক টেলিগ্রাম করিয়া কাইয়ূর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চারিজন কমরেডের প্রাণদণ্ড রদ করিয়া কৃষকদের ভিতর ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচারের জন্য মুক্তির আবেদন করা হইয়াছে।

অন্যান্য জিলার কমরেডরা এ বিষয়ে অগ্রসর হউন।

কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস

কৃষ্ণনগর—গত ৮ই আগষ্ট পার্টি দিবস উপলক্ষে জিলা পার্টি কমিটির উদ্যোগে সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। অবিরাম বৃষ্টি সত্ত্বেও বহু ছাত্র, কৃষক ও ভলাণ্টিয়ারদের দুইটি শোভাযাত্রা বহু পোষ্টার, ফেষ্টুন সহযোগে বিভিন্ন ফাসিষ্টবিরোধী ধ্বনি করিতে করিতে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া টাউন হলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কমরেড সুশীল চ্যাটার্জি ও অমিয় দাসগুপ্ত বক্তৃতা দেন।

দর্শনা—গত ৮ই আগষ্ট দর্শনাতেও পার্টি দিবস পালিত হয়। দর্শনা মিলের মজুর ও আশে পাশের গ্রামের বহু কৃষক সভায় যোগ দেয়। কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ ফজলু হোসেন, হানিফ সেখ, কালু মণ্ডল, গোপী বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

পাবনা—পার্টি দিবস উপলক্ষ্যে সহরে সভা ও শোভাযাত্রা হয়। কমরেড সুদর্শন চক্রবর্ত্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী অভিনন্দিত

সাতকানিয়া—সদ্যমুক্ত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড ব্রজেন দাসকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য অবিরাম বৃষ্টি সত্ত্বেও দুপুর বেলায় কমরেড আবদুচ্ছালিমের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিকালে শ্রীযুক্ত সুরেশ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় কৃষক, ছাত্র ও যুবকদের এক বড় সভা হয়। বিভিন্ন কমরেড অভিনন্দন সূচক বক্তৃতা দেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমরেড দাস এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

মহিলা ফ্রণ্টকে শক্তিশালী কর

[গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতার কমিউনিষ্ট মেয়েদের নিকট "নারী আন্দোলন" সম্বন্ধে ভারতের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড জি. অধিকারীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম—কনক দাস গুপ্তা]

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির একমাত্র বাংলাদেশের শাখায়ই বহুসংখ্যক মহিলা সভ্যা আছেন এবং এ থেকেই বাংলাদেশের পার্টির তথা আন্দোলনের শক্তি প্রমাণিত হয়। কারণ কোনো আন্দোলনকেই "প্রকৃত আন্দোলন" বলা যায় না যতক্ষণ না তার মাঝে মেয়েরা উপযুক্ত অংশ গ্রহণ ক'রতে পারেন। তাই কেবলমাত্র যখন মেয়েরা ছেলেদের সাথে সমান তালে পা রেখে আন্দোলনের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন তখনই আন্দোলনের পরিণত অবস্থা প্রমাণিত হয়।

কংগ্রেস আন্দোলনের সুরুতে মেয়েরা এক রকম আসেননি ব'ললেই চলে, কিন্তু আন্দোলনের বিস্তারের সাথে সাথে বহুসংখ্যক মেয়েরা এর মাঝে যোগ দিয়েছেন। ঠিক সেই রকম, কমিউনিষ্ট পার্টির সূচনায় মেয়েরা এর মাঝে ছিলেন না ব'ললেই চলে, কিন্তু আজ যখন পার্টি তার পরিণত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন এখানে আমরা অনেক মেয়েকেই দেখতে পাই, এবং যখন আমরা পার্টির মাঝে অনেক মেয়েকে দেখতে পেলাম একমাত্র তখনই পার্টির মহত্ব ও পরিণত অবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেল, কারণ কমিউনিষ্ট আন্দোলন জনগণের আন্দোলন. এ আন্দোলন কোন একটা বিশেষ শ্রেণী বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এ আন্দোলন প্রত্যেকটা শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়া চাই এবং মেয়েরা আজও আমাদের সমাজে একটা শোষিত সম্প্রদায় হিসাবেই পরিগণিত হচ্ছে।

প্রত্যেকটা আন্দোলনেরই রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আছে এবং কোনো একটা বিশেষ মতবাদের উপরই সে আন্দোলন গ'ড়ে ওঠে। একথা মহিলা আন্দোলনের পক্ষেও প্রযোজ্য। অনেকে হয়তো প্রশ্ন ক'রতে পারেন যে আমাদের আসল যে দাবী—অর্থাৎ স্বাধীনতা ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার দাবী—সেতো সবারই এক, তবে আর মেয়েদের জন্য আলাদা আন্দোলনের দরকার কি? কিন্তু দরকার আছে, কারণ মেয়েদের কতকগুলি দাবীদাওয়া আছে, অভাব অভিযোগ আছে—যা মেয়েদের পক্ষে স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিই আলাদা ক'রে মহিলা আন্দোলন গ'ড়ে তুলবার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত শোষিত জনগণের পার্টি এবং মানুষের দ্বারা মানুষ শোষণ শুরু হবার প্রারম্ভে প্রথম শোষিত শ্রেণী হিসাবে মেয়েরাই পুরুষের দ্বারা শোষিত হ'তে থাকে।

আমাদের দেশে আজ যদিও অনেক মেয়েই আন্দোলনের মাঝে এগিয়ে এসেছেন তবুও তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য এবং আজও পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ মেয়েই পিছনে পড়ে আছেন। তাই যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য তাঁদের পিছিয়ে পড়া মা বোনদের সামনে টেনে আনা।

মজুর শ্রেণীই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র এবং সে কথা মজুর শ্রেণীর মেয়েদের পক্ষেও সত্য। মজুর শ্রেণীর মেয়েরা যে শুধু ঘর সংসার করে তা নয়, তারা পুরুষ মজুরদের মত শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে উৎপাদনের এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে ও স্বতঃই সংগ্রামশীল ও সুসংগঠিত হ'য়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে বিরাট মজুর ধর্ম্মঘটের সময় পাঁচ শতেরও বেশী মেয়ে মজুর সেই ধর্ম্মঘটে অংশ নিয়েছিল। ১৯৪০ সালে বোম্বাইয়ে মাগ্‌গী ভাতা ধর্ম্মঘটের সময় মেয়ে মজুররা যে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য। এখনও শোলাপুর প্রভৃতি জায়গায় কয়েকজন মজুর মেয়ে খুবই বীরত্বের সাথে কাজ ক'রছে।

এই রকম মধ্যবিত্ত ও কিষাণ শ্রেণীর মেয়েদের মাঝেও আন্দোলনের ঢেউ জেগে উঠেছে। কিন্তু এ সমস্তই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন মাত্র, এখনও পর্য্যন্ত পার্টির তরফ থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনকে সুসংগঠিত করা ও মহিলা সাধারণের মাঝে বিস্তার করার কোনোই বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি। এ কাজের ভার আমাদের মহিলা কমরেডদেরই গ্রহণ ক'রতে হবে। তাদের প্রথম কাজ, এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনের মাঝ থেকে উৎসাহী ও কর্ম্মঠ মেয়েদের নিয়ে আন্দোলন সম্বন্ধে শিক্ষিত ক'রে তোলা ও ক্রমশই মহিলা সাধারণের মাঝে আন্দোলনকে বিস্তার করা।

জাতির অর্দ্ধাংশ পিছিয়ে থাকলে জাতীয় আন্দোলন সফল হ'তে পারে না।

☞ 'ষ্টালিনের বক্তৃতা' সব বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা কমিটী

বরিশাল—গত ১৬ই জুন স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাসের সভানেতৃত্বে বরিশালের বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সভা হয়। স্নেহলতা দাসকে সভানেত্রী ও শান্তিসুধা ঘোষ এবং যুঁইফুল বসুকে যুগ্ম সম্পাদিকা করিয়া ১৭ জন মহিলা লইয়া একটি আত্মরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মোট ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা ইহাতে যোগ দিয়াছেন। সহরের ৬টি কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ও চরকা কাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একটি কেন্দ্রে লাঠি ও ছোরা খেলাও শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত ১২ জন ছাত্রী প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন।

গৈলা, পটুয়াখালি, বাউকাঠি, কীর্ত্তিপাশা, রূপশী, কেওড়া প্রভৃতি স্থানে আত্মরক্ষা কমিটির কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গৈলাতে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা যোগ দিয়াছেন। আত্মরক্ষা কমিটিগুলি রাজনীতিক আলোচনা ও পাঠচক্রের বন্দোবস্তও করিতেছে।

কমরেড গৌরীশঙ্কর মিত্রের স্মৃতি-দিবস

গত ২৫শে আগষ্ট ট্রামওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম কর্ম্মী কমরেড গৌরীশঙ্কর মিত্রের স্মৃতি দিবস তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং কম্যুনিষ্টদলের কয়েকজন সদস্য একত্রে উদযাপিত করেন। কমরেড গৌরীশঙ্কর ১৯৩৮ সালে সাম্যবাদী দলে যোগ দিয়া ট্রামওয়ে-শ্রমিক ইউনিয়নের বেলগাছিয়া শাখায় যোগদান করিয়া অক্লান্তভাবে ইউনিয়নের কার্য্য করিতেছিলেন। এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৪০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনুষ্ঠানের প্রথমে তাঁহারই ভ্রাতা কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র তাঁহার জীবনী আলোচনা করিবার পর কমরেড নিরঞ্জন সেন কম্যুনিষ্ট দলের পক্ষ হইতে কমরেড গৌরীশঙ্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেডদের প্রতি

স্থায়ী গ্রাহকে জনযুদ্ধের স্থায়িত্ব

প্রচার বাড়ানোর বদলে ১ মাসের মধ্যে

১০০০ গ্রাহক করুন

আমাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' দিনের পর দিন জনপ্রিয় হচ্ছে এবং এর চাহিদাও বেড়ে চলেছে। কমরেডদের কাছ হতে অনবরত তাগাদা আসছে এর প্রচার সংখ্যা বাড়াতে। কিন্তু কোন কাগজের প্রচার সংখ্যা বাড়াতে হলেই চাই যথেষ্ট নগদ টাকা। আমাদের কাগজের বিক্রি প্রায় ১০,০০০ অথচ আপনারা খুবই আশ্চর্য্য হবেন যে এর ভিতর গ্রাহক সংখ্যা মাত্র ২৫০ শত। ২৫০ শত স্থায়ী গ্রাহকের টাকার উপর নির্ভর করে আমরা কিছুতেই কাগজের প্রচার সংখ্যা বাড়াতে পারি না। কমরেডরা কাগজের বিক্রি বাড়াতে চাচ্ছেন অথচ স্থায়ী গ্রাহক করার দিকে নজর দিচ্ছেন না, এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? আমাদের কাগজের প্রচার সংখ্যা বর্ত্তমানে আর না বাড়িয়ে, নগদ বিক্রির পরিবর্ত্তে স্থায়ী গ্রাহক করার আওয়াজ তুলতে হবে। কাগজের সংখ্যা বাড়াতে হলে সব চেয়ে এ দিকেই প্রথম নজর দিতে হবে। কারণ নগদ টাকা হাতে যথেষ্ট না আসলে কোন কিছুই করা যাবে না। যুদ্ধের দরুণ বাজারে কাগজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, যদিও বা বহু পরিশ্রমে কাগজ যোগাড় করা গেল, তখনি দরকার টাকার। সে নগদ টাকা আসবে কোথা থেকে? আমাদের তো আর জমানো টাকা নাই এবং একত্র বেশী টাকা পেতে হলে চাই গ্রাহক সংখ্যা বাড়ান। এজেন্সী বিক্রয়ের সংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর না দিয়ে কমরেডদের এই দিকেই আজ জোর দিতে হবে।

আমাদের পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-কে আজ বাড়াতে হবে। মনে রাখবেন, কাগজ শুধু আমাদের রাজনীতি প্রচারকই নয়, এর প্রচার ও স্থায়িত্বের মধ্য দিয়েই আমরা লোকের ভেতরে আমাদের সংগঠনকে বাড়িয়ে তুলব, লোককে আমাদের নিকট সংস্পর্শে টেনে এনে তাদের কমরেডে পরিণত করব। তাই আজকের অস্থায়ী ক্রেতার পরিবর্ত্তে তাকে স্থায়ী গ্রাহক করতে পারলে অনেক দিক দিয়ে আমরা লাভবান হব। আমাদের এজেণ্ট কমরেডদের সময় বেঁচে যাবে, তিনি সেই সময় সংগঠনের দিকে মন দিতে পারবেন এবং যাকে স্থায়ী গ্রাহক করা গেল তাঁকেও 'জন যুদ্ধের' ভিতর দিয়ে পার্টির খুব নিকটে টেনে আনবার সুযোগ হবে। সুতরাং জেলা কমিটিদেরকে আজ ঠিক করতে হবে—প্রত্যেক কমরেডকে 'জনযুদ্ধে'র নগদ ক্রেতার ভেতর থেকে অন্ততঃ ১ জন করে স্থায়ী গ্রাহক করতে হবে—১ মাসের ভেতরে সেই অনুপাতে গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো চাই—১ মাসের ভেতরে 'জনযুদ্ধের' ম্যানেজারের নামে যেন সেই অনুপাতে টাকা' এসে পৌছায়।

আমরা জেলার প্রত্যেক কমরেডকে এ বিষয় সজাগ হতে অনুরোধ করছি। প্রত্যেক ইউনিটকে, প্রত্যেক সভ্যকে এ বিষয় অবহিত হতে হবে। জেলা কমিটির কাজ হবে ১লা অক্টোবরের ভিতরে এ তাগিদ সম্পূর্ণ করা। এ সম্পূর্ণ না করে প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ কমরেডরা দিলে কোন কিছু ফল হবে না। আমাদের ভিতর প্রত্যেক সভ্যকে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে, যিনি না পারবেন, তিনি বলশেভিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারেন নি, ইহাই মনে করে নিতে হবে।

দ্রঃ—কাগজের যান্মাষিক চাঁদা ১।৵০ বার্ষিক চাঁদা ৩।০—ছয় মাসের কমে কোন গ্রাহক করা হয় না।

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি

ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য লড়িতেছে

[গ্রেট বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা কমরেড রজনী পাম দত্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা পিপলস ওয়ারের কাছে ১৪ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন।]

আজিকার এই গভীর সংকটে ভারত ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপরই বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতে সংকট ও সংঘাতের ফলে বৃটিশ গণতান্ত্রিক মত গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছে। আপনাদের পত্রিকার (পিপলস ওয়ার) সম্পাদক কিছু লিখিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। আজ ভারত ও বৃটেনের পারস্পরিক সম্বন্ধের ইতিহাসে এক গভীর ও বিষাদপূর্ণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। আপনাদের আমন্ত্রণের সুযোগে এই সংকট সময়ে ভারতবাসীর নিকট এই বাণী পাঠাইতেছি। বৃটেনের মজুর-শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক মতবাদের যে অংশ ভারতের স্বাধীনতা চায়, ফাসিজমের বিরুদ্ধে মিলিত জয়লাভ কামনা করে এবং ইহারই ভিত্তিতে বর্ত্তমান সংকট সমাধানে সচেষ্ট, এ বাণী তাহাদেরই তরফ হইতে পাঠাইতেছি। যাঁহারা গণসংগ্রামকে মুক্তির দিকে চালাইতে চান, যুদ্ধের এই গভীর সংকট মুহূর্ত্তে তাঁহাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বজয়ের জন্য ফাসিষ্ট চক্রশক্তির চরম প্রচেষ্টাকে রুখিতেই হইবে। সোভিয়েট ও চীনের জনগণের বিরুদ্ধে ফাসিষ্টরা ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়োগ করিতেছে; ভারত ও সাইবিরিয়ার বিপদ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। দ্রুত সামরিক জয়ের ভিতর দিয়া তাহারা দুনিয়া অধিকার করিতে চায়। তাহারা সমস্ত স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চায়, সকল দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খা ধুলিসাৎ করিতে চায়। তাহারা চায় সোশ্যালিজম ধ্বংস করিতে এবং সমস্ত মজুর শ্রেণীকে অশেষ দাসত্ব ও বর্ব্বরতার শিকলে বাঁধিয়া রাখিতে।

সমস্ত জনসাধারণ ও স্বাধীনতাকামীর একতাই কেবল এই বিপদ রুখিতে পারে। ফাসিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভের সাথেই ভারতের স্বাধীনতা জড়িত। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতাদের মত, কংগ্রেসের প্রস্তাব, নেহরু ও অন্য সকলের বক্তৃতা, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ফাসিষ্টবিরোধী কার্য্যকলাপ—এ সবই তাহার প্রমাণ।

ভারতবাসীর আস্থাশীল ও তাহাদের নেতাদের দ্বারা গঠিত দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর দাবী। ফাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। এই গভর্ণমেণ্ট মিলিত জাতিসমূহের মিত্ররূপে কাজ করিবে ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মিলিত জাতিসমূহের সর্ব্বোচ্চ সামরিক কর্তৃত্ব মানিয়া নিবে। ভারতের সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের এই রাজনৈতিক দাবী আমরা বুঝি ও সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

অনেক একনিষ্ঠ ভারতীয় দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও ফাসিষ্ট-বিরোধী আজ এক মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন, তাহা আমরা বুঝি। ভারতের বর্ত্তমান শাসকরা তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করায় একটি পথ ছাড়া সামনে অন্য কোন পথ তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না। সে পথ ভারতে বিভেদ ও সংঘর্ষই আনিয়া দেয়। আমরা মনে করি ইহা ভুল পথ, ইহাতে ফাসিষ্টদের সুবিধাই হয়। ভারতের মুক্তি ও ফাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বের জয়লাভের কাজে ইহা আত্মহত্যারই সামিল।

আজ যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃটিশ ও ভারতের জনগণের এবং বিশ্বের জনগণের সবচেয়ে বেশী একতা, তখন সংঘর্ষমূলক কাজ ও নীতি গ্রহণ করায় আমরা খুবই দুঃখিত। ফাসিষ্ট-বিরোধীদলের বিভেদের সুযোগেই ফাসিজম জয়লাভ করে। এই সংগ্রামে বৃটিশ ও ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ এক। তাই সহযোগিতার সমসূত্র পাওয়া যাইবে এবং পাইতেই হইবে।

সর্ব্বোপরি আমরা বুঝি বৃটেনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর কত বড় দায়িত্ব আছে। আমাদের ভারতীয় বন্ধু ও কমরেডদের সহযোগে এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। ভারতের দেশপ্রেমিকরা যেমন জাতীয় আন্দোলনের কর্ম্মধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহার সমাধানে সাহায্য করিবেন, আমরাও ঠিক তেমনি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া আমাদের গভর্ণমেণ্টের পলিসির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহার সমাধানের চেষ্টা করিব।

এই কঠিন ও বিষাদময় সংকট ও তাহার ফলে যে অশুভ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও সমাধানের পথ নিশ্চয়ই পাইতে হইবে, যাহাতে ফাসিজমকে পরাজিত করার জন্য মিলিত জাতিসমূহের বিরাট মৈত্রীতে মহান ভারতীয় জাতির স্বাধীন ও সম্মানজনক সহযোগিতা পাওয়া যায় ও ভারত বৃটিশ জনগণের উভয়ের স্বার্থেই ইহা প্রয়োজন।

ভারতবাসী নিশ্চিত থাকিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য বৃটিশ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদীদের শক্তিশালী অংশ ক্রমশঃই চাপ দিতেছে। বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির ৫০ হাজার সভ্য কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে ২৫শে মে তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রচার চালাইতেছে। সে প্রস্তাব ছিল: "আমাদের এই সমসংগ্রামে ৪০ কোটি ভারতবাসীর সহযোগিতা পাইতে হইলে মিলিত জাতিসমূহের সমান অংশীদার হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া নিতে হইবে। ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে সমসংগ্রামে ভারতের স্বার্থে ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী কিঞ্চিৎ ক্ষমতা সংকোচ ছাড়া জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।"

বৃটেনের সর্ব্বত্র সভা-শোভাযাত্রায় এই দাবী উৎসাহের সাথে সমর্থিত হইয়াছে। ২৫শে ও ২৬শে জুলাই ট্রাফালগার স্কোয়ারে লণ্ডনবাসীর বিরাট সমাবেশে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবীর সাথে ভারতের দাবী যুক্তভাবে সমর্থিত হইয়াছে। গত ৯ই আগষ্ট তারিখেও গ্লাসগোতে ২৫ হাজার লোকের এক সভায় আমি বক্তৃতা দিয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি জনগণের বিপুল সহানুভূতি আছে, ভারতের দাবীর জন্য যথেষ্ট সমর্থন আছে, এ বিষয়ে কোন ভুল নাই। ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের একটী অংশের অহিংস নীতি ও তোষণ নীতি সম্বন্ধে এখানে যথেষ্ট প্রচার হওয়ার ফলে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে সত্য কিন্তু জনগণের সমর্থন নষ্ট হয় নাই।

আমাদের ভারতীয় পার্টি ও তাহার মুখপত্র বৈধ হওয়ায় আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ইহা পার্টির গণপ্রভাব ও শক্তির পরিচয় বলিয়াই মনে করি। আমাদের ভারতীয় ভ্রাতৃ-পার্টির পিছনে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমরা বিশ্বাস করি, ফাসিজমের পরাজয়ের জন্য ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও মিলিত জাতি-সমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতীয় পার্টি বর্ত্তমান সংকটে বৃহৎ রাজনৈতিক কর্ত্তব্য, দেশপ্রেমিকতার কাজে বিজ্ঞ নেতৃত্ব ও কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণে অগ্রসর হইবে। আমরা বৃটেনের সহ-পার্টিও প্রতিশ্রুতি দিতেছি, ভারতের ন্যায্য জাতীয় দাবীর জন্য বৃটিশ জনমতের সমর্থন লাভ করিতে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া চেষ্টা করিব। ফাসিষ্ট আক্রমণ সশস্ত্রভাবে রুখিবার জন্য মিলিত জাতিসমূহের মিত্র হিসাবে একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত ভারতের সমস্ত দলের ও নেতাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল লোকায়ত্ব গভর্ণমেণ্ট যাহাতে শীঘ্রই গঠন করা হয় সেজন্য পুনরায় আলোচনা চালাইবার জন্যও আমরা চাপ দিব। ইহারই ভিত্তিতে আমরা বর্ত্তমান সমাধানের চেষ্টা করিব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের উভয় দেশের জনগণের স্বার্থে, বিশ্বমুক্তির স্বার্থে আজ ইহার প্রয়োজন খুবই বেশী।

আলোচনা

সোভিয়েটের পাণ্টা আক্রমণ

ইউরোপে এখনও দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা হয় নাই। জার্ম্মাণ দস্যুদের সমস্ত আঘাত রুষিয়ার জনগণ এখনও একাকী রুখিতেছে। সোভিয়েটের বীর জনগণ ষ্টালিনগ্রাড্‌কে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত রক্ষা করিতেছে। উত্তর অঞ্চলের রণাঙ্গণে সোভিয়েট পাণ্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া জার্ম্মান সেনাবাহিনীকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪২ সালেই যুদ্ধের ঘটনাবলীর গতি ফিরাইবে ইহাই হইল সোভিয়েটবাসীর সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিয়া সোভিয়েট দূত মেইস্কী বলিয়াছেন—সোভিয়েট ইউনিয়ানে আমরা অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়া চলিতেছি, তাহা সত্ত্বেও দেশ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের মত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও তাহার নেতা ষ্টালিনের পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। আমরা অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিতেছি এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তবু আমাদের চূড়ান্ত জয়লাভ যে সুনিশ্চিত সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই।

ডেলি ওয়ার্কারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য ফাসিষ্ট-বিরোধীদের অনেক মাস অক্লান্ত চেষ্টা, প্রচার, তীব্র প্রতিবাদ সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার পর হোম সেক্রেটারী ২৬শে আগষ্ট ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কারের' নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। গত বছর ১৭ই জানুয়ারী ডিফেন্স-রেগুলেশন অনুসারে—এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল। কিছু দিন আগেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই কথা বলা হইয়াছিল যে ডেলি ওয়ার্কারের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা কিছুতেই প্রত্যাহার করা হইবে না, কিন্তু ইংলণ্ডের জনমত আজ জয়ী হইয়াছে। ইংলণ্ডের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া ফাসিষ্ট-বিরোধী জনযুদ্ধের ফ্রণ্টকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৃটিশ জনগণকে ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন করিয়াছে। ভারতবর্ষেও যাহাতে ভারতের অধিবাসীরা সাফল্যের সাথে জাপানী ফাসিজমকে রুখিতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবী মানিয়া নিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ জানাইয়া আন্দোলন করিতেছে। 'ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের জন্য বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি অগ্রণী হইয়াছে। ২৭শে তারিখের খবরে প্রকাশ যে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিট্ মিঃ চার্চ্চিলের কাছে একটি পত্রে কংগ্রেস নেতাগণের সাথে ও সকল শ্রেণীর রাজ-নৈতিক নেতাদের সাথে কোন প্রকার প্রাথমিক সর্ত্ত উপস্থাপিত না করিয়াই নিষ্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। হ্যারিপলিট কয়েকটি দাবী উপস্থিত করিয়াছেন: "ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া, সম্মিলিত জাতি সমূহের একত্রে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যাহারা সশস্ত্র-আক্রমণ চালাইবে তাহার জন্য সমস্ত রকম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়মাবলী গঠন, আপোষে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে সেই রকম সংখ্যক সব প্রধান প্রধান দলের প্রতিনিধিদের এই জাতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগদানের অধিকার থাকিবে, কিন্তু কোন দলের পক্ষে গবর্ণমেণ্টে যোগ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে অচল করিয়া দিবার ভিটো থাকিবে না। সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষ হইতে অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি মৈত্রী-চুক্তি হইবে, ভারতে উচ্চ ওয়ার-কমিশন থাকিবে। সম্মিলিত জাতি-সমূহের ও ভারতের হাই কমাণ্ডের হাতে সম্পূর্ণ সামরিক কর্তৃত্বের সুবিধা দিতে হইবে। ওয়ার কাউন্সিল ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট, চীন ও ভারতের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠন করিতে হইবে এবং ভারতীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিবেন।..." এই সময়ে ডেলি ওয়ার্কারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় প্রমাণ হইল যে ব্রিটিশ জনগণ আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার উপর আঘাত হানিয়া জয়ের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল।

ভারতে অরাজকতার অবস্থা

বাংলাদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশের অনেক স্থানে জাতীয়তা-বাদী পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে সরকার যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদে এই পন্থা অনুসৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলী এ বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াছেন যে সংবাদপত্রের অধিকার যাহাতে খর্ব্ব না হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকও অনুরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। ইহার ফলে সংবাদপত্রসমূহ আবার প্রকাশিত হইল। দমননীতির ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল সংবাদ পত্র প্রকাশের স্বাধীনতা তাহা নিরসন করিবার কাজে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে। অনিশ্চয়তা, অলীক গুজব এবং উত্তেজনা চারিদিকে যে অশান্তি ও অরাজকতা বাড়াইতেছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া তাহা দূর করা অসম্ভব।

সরকারী দমন-নীতি

২৭শে তারিখে বিহার গবর্ণমেণ্ট এক প্রেসনোটে ঘোষণা করিয়াছেন যে যদি কোন গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী রেললাইন কেহ উঠাইয়া ফেলে তাহা হইলে গ্রামের লোকদের সেই লাইন পুনরায় স্থাপন করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা করা হইবে।

২৮শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৪২ সালের "পাই-কারী জরিমানা অর্ডিন্যান্স" বলে উড়িষ্যার লাটসাহেব বালেশ্বর জেলার ১২খানি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৬০০০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। কটক জেলার চারিখানা গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৫০০০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। এই চারিখানা গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের জরিমানা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। দমননীতি ব্যাপারে সরকার যে সামগ্রিক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য সংকটের সমস্যায় গবর্ণমেণ্ট যদি এই সর্ব্বগ্রাসী নীতি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে লোকের দুরবস্থার অনেক প্রতিকার হইত ও জাপানী ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতি-রোধ ক্ষমতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইত।

খাদ্য সঙ্কটের অবস্থা

দেশব্যাপী অরাজকতার ফলে খাদ্যসঙ্কটের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে। চাউল, চিনি এবং নুন আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কোনই কাজে আসিতেছে না। রেল লাইন স্থানে স্থানে অচল হওয়ায় আমদানি রপ্তানির স্বাভাবিক গতি বন্ধ। অরাজকতা সৃষ্টি দ্বারা আমলাতন্ত্র আহত হইতেছে না, আহত হইতেছে দেশের জনগণ। গণআন্দোলনের প্রভাবে সরকার শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু ঘোষণা করিয়াছেন যে চিনি, নুন প্রভৃতি কয়েকটি পণ্যের ছাড়পত্র সম্পর্কে কড়াকড়ি কমাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার ফলে চিনি, নুন প্রভৃতি আরও বেশী পাওয়া যাইবে। কিন্তু কথা এই যে এই রকম ধরণের আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থা অতীতে বিফল হইয়াছে। এক একবার এক একটা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, অবার তাহা বদলাইয়া অন্য ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে, কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হইয়া আরও অবনতি ঘটিতেছে। সরকারী প্রেস নোটএ এবারও বলা হইয়াছে যে দেশে চিনি যথেষ্ট আছে, কেবল আমদানি রপ্তানির অসুবিধার জন্য লোকে উহা পাইতেছে না। কিন্তু আমদানি রপ্তানির অসুবিধা কেন হয়? মুনাফাখোরেরা মুনাফার জন্য ইচ্ছামত আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকে, কিন্তু জনগণের প্রয়োজনে আমদানি-রপ্তানির এত সঙ্কট কেন হয় তাহার কারণ মুনাফাখোরদের আধিপত্য এবং মুনাফাখোরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য আমলতন্ত্রের উদ্যোগের অভাব। জন-গণের ঐক্যদ্বারা সংকট সমাধান করিতে হইবে, জনগণের ঐক্য-দ্বারা আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা দূর করিতে হইবে, জনগণের প্রচেষ্টা দ্বারা পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বস্থানে ঐক্য স্থাপনের ইহা একটি জীবন্ত ভিত্তি

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনগণ ক্রমশঃ ফাসিজমের ভয়াবহ রূপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ফাসিবিরোধী জনযুদ্ধের ফ্রণ্টে ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনসাধারণ হিটলারী আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য তাহাদের নিজেদের দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া সোভিয়েটকে সাহায্য করিতে বাধ্য করিতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়ার জন-গণের স্বার্থে ভারতের জনসাধারণের ঐক্য বাস্তব প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। চীন জাপানকে রুখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও বিশেষ করিয়া জাপানী ফাসিজমের কুমতলবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণকেও ঐক্যকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন ঐক্য কিভাবে সম্ভব হইবে? একদিকে এই প্রশ্ন, অন্যদিকে যুক্তি হইতেছে কংগ্রেস তো সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে, এই সংগ্রামে যোগদিলেই স্বাধীনতা মিলিবে। শেষোক্ত যুক্তি যে কত ভ্রান্ত তাহা আমরা বারবার ঘোষণা করিয়াছি। ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব তাহা আমরা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে ঐক্য হইলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যে সম্ভাব্য হইয়া উঠিবে সে কথাও আমরা কমিউনিষ্টরা ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু আপনা হইতেই ঐক্য আসিবে না। আমাদের দেশের জনগণকে আমাদের নির্ভুল নীতি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার ধারণা কি, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইলে কিভাবে জাপানী ফাসিজমকে রুখিয়া স্বাধীনতা দিকে আগাইয়া যাইব তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা শুধু যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতেছে না, তাহার ফলে আমাদের আত্মরক্ষার যে অস্ত্র তাহা সম্পূর্ণভাবে নিস্তেজ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে হইলে ডিফেন্সের দৃষ্টি ভঙ্গিতেই আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নকে বিচার করিতে হইবে। আমলাতন্ত্র একদিকে দমননীতি চালাইতে থাকিবে এবং অপর দিকে কংগ্রেস-জনতা রাষ্ট্রকে আঘাত দিয়া দেশের পরাধীনতার পথকেই সুগম করিয়া দিবে এরূপ নীতি দীর্ঘদিন চলিতে পারে না। আমাদের এক্ষুনিই ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের সমস্যার সমাধান করিবার জন্য যুগপৎ মুসলীম লীগের সাধারণ-সদস্যদের কাছে যাইতে হইবে ও আমলাতন্ত্রের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে কংগ্রেস ও আমলাতন্ত্র উভয়ের নীতিই মারাত্মক। মুসলীম লীগের সদস্যের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান অবস্থার অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছেন। কংগ্রেস-লীগে একটা নিষ্পত্তি হউক তাহা অনেকেই কামনা করেন। ডাঃ আব্দুল লতীফ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐক্য যে সম্ভব তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ২৮শে আগষ্ট মাদ্রাজ মুসলীম লীগের সম্পাদক মিঃ আব্দুল লতীফ ফারুকীও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রতি জোর দিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে রাজা-গোপাল আচারিয়ার মত যেমন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা লীগের সাথে ঐক্যে বিশ্বাসী তেমনি মুসলীম লীগের ভিতর একদল নেতা আছেন যাঁহারা কংগ্রেস-লীগ ঐক্য কামনা করেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলীম লীগ পার্টির সেক্রেটারী ও অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মিঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন মুসলীম লীগ কাউন্সিলের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি ঘোষণাবাণী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমগ্র জগৎ লীগের সিদ্ধান্তের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়াছিল কিন্তু লীগ প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে হতাশ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে লীগের হাতে বর্ত্তমান অবস্থার চাবি ছিল এবং লীগ জগতের ইতিহাসে গৌরবজনক ও সম্মানকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিত। লীগের প্রস্তাবের সমালোচনা করার পর তিনি লীগের সমস্ত সদস্যদের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে যেন তাঁহারা বর্ত্তমান সাংঘাতিক অবস্থা বিচার করিয়া দেখেন এবং একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেন, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র মুসলমানদের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পড়িয়াছে।...শুধু যে মুসলীম লীগের মধ্যে কয়েক জন সদস্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে। পক্ষান্তরে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও কলকারখানার মালিক-গণও বর্ত্তমান অবস্থার অবসানঘটাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৭শে আগষ্ট ভারতীয় যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের মালিকগণ (ইণ্ডাসট্রিয়াল ও কমার্সিয়াল কনশার্ণস্) এক যুগ্ম সম্মেলনে এক বিরাট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা

(২-এর পাতায় দ্রষ্টব্য)

কৃষকসভার নির্দ্দেশ

বাংলা দেশের কৃষক সভা আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বেই ৩ লক্ষ মেম্বর ও প্রায় ১ লক্ষ ভলাণ্টিয়ার তৈয়ারী করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জিলায় তাহা হইলে কত করিয়া কৃষক সভ্য ও কৃষক ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করা দরকার তাহাও আমরা সেই সঙ্গে স্থির করিয়াছি—জিলা কৃষক সমিতিগুলি তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

কৃষকসভার নূতন দায়িত্ব

এই মেম্বর করা ও ভলাণ্টিয়ার তৈরী করার কাজ আমরা বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করি। ইহা এখনি করা দরকার এবং ইহা এখনকারই কাজ। কেন তাহা কৃষক কর্ম্মীদের বুঝা কঠিন নয়। নূতন মেম্বর যে মাসে মাসেই করিয়া যাওয়া উচিৎ তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা বরাবরের কথা। কিন্তু আজ দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে কৃষক সভার উপর অনেক বেশী দায়িত্ব, অনেক বেশী কর্ত্তব্য আসিয়া পড়িতেছে। আজিকার দিনে কৃষক সভা শুধু মাত্র কৃষকের শ্রেণীগত দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবেনা, আজ কৃষক সভা আগাইয়া আসিবে জাতীয় জন-সমাবেশের মধ্যে—তাহার অন্যতম প্রধান সংগঠন হিসাবে। দেশে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। আজ কংগ্রেস বে-আইনী। দেশকে সে কিভাবে চালিত করিবে, চালিত করিবার কি সুযোগ পাইবে তাহা বলা কঠিন। অথচ জাতির এমন সংকট সময় আর আসে নাই, হয়ত আগামী তিন মাসেই তাহা সব চেয়ে ভয়ানক হইবে। জাপান দুয়ারে বসিয়া আছে, বর্ষা শেষ হইবার জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে। জার্ম্মাণ ককেশাসের মধ্য দিয়া পথ করিতেছে—সেও চাহিবে হাত বাড়াইয়া জাপানের নাগাল পাইতে। তাহা হইলে ইহারা দুই জনে ভারতবর্ষকে ঘিরিয়া ধরিবে। এ দিকে জাতির আত্মরক্ষার আয়োজন অতি সামান্য। সেই চেষ্টা যাহাও বা হইতেছিল তাহাও আমলাতন্ত্রের মূর্খতায় বিনষ্ট হইতেছে। দেশবাসী উল্টা বেঁকিয়া যাইতেছে, রাগের মাথায় তাহারা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে যে কংগ্রেসও তাহাদের জাপান ও জার্ম্মানকে ঠেকাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছে। অথচ এই কথা বুঝাইয়া দিবে কংগ্রেসের আজ এই সাধ্যও নাই। কারণ কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। এই গুরুতর অবস্থায় কে জাতিকে আত্মরক্ষার পথে চালিত করিবে? তাহার জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইবে? কংগ্রেস না থাকাতে এই দায়িত্ব পড়িয়াছে দেশের জনপ্রতিষ্ঠানের উপর; তেমন জনপ্রতিষ্ঠান আছে মাত্র দুইটী—মজুর সভা ও আমাদের কৃষক সভা। আমাদের দেশের শতকরা সত্তর জনই কৃষক, তাই এই বিষয়ে কৃষক সভার দায়িত্বই বেশী। সেই দায়িত্ব আত্মরক্ষা ও জাতীয় সরকার স্থাপন করা। উহা পালন করিতে হইলে কৃষক সভাকে অবিলম্বে আরও বেশী করিয়া জনগণের বস্তু হইতে হইবে, আরও বেশী করিয়া জনসৈনিক তৈরী করিতে হইবে। এইরূপে জন ভিত্তি আরও প্রশস্ত, আরও মজবুৎ না হইলে কৃষক সভা এই মুহূর্ত্তে তাহার জাতীয় দাবী পালন করিতে পারিবে না, আর এই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ তিন মাস সময়ও নাই। তাই ৬ কোটী বাঙ্গালীর দেশে আমরা চাহিয়াছি অন্ততঃ তিনলক্ষ কৃষক সভ্য ও একলক্ষ কৃষক ভলাণ্টিয়ার।

মেম্বর ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহের মানে

এই মেম্বর ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহের কাজ একটা মামুলী জিনিষ নয় তাহা কৃষক কর্মিদের বুঝা দরকার। মেম্বর সংগ্রহ করিতে হইলেই কৃষক ভাইদের বুঝাইতে হইবে—কি অবস্থা তাহাদের সম্মুখে আর এই অবস্থায় তাঁহাদের দায়িত্ব কত বড়। মেম্বর সংগ্রহের আসল অর্থ এই কথা বুঝানো, ভালো করিয়া বুঝানো বার বার বুঝানো। আর তাহা বুঝাইতে পারিলে তবেই তাহারা ভলাণ্টিয়ার হইবেন; দেশের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিতে থাকিবেন। ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহের অর্থ জাতীয় কর্ত্তব্যে উদ্যোগী কৃষকদের নিয়োজিত করা, তাহাদের কাজ দেওয়া। কাজ না দিয়া শুধু খাতায় নাম লিখিলে ভলাণ্টিয়ার হয় না। কাজ না দিলে ভলাণ্টিয়ারও দুই দিনেই বিরক্ত হইয়া উঠে। কৃষক সমিতির মেম্বর ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিবে। এ কাজ কেবলমাত্র রসিদ বই ও চাঁদা আদায়ের কাজ নয়। এই উপলক্ষ্যে কৃষক সভাকে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে পরিচিত করিতে হইবে এবং জনযুদ্ধে কৃষক সভার শ্লোগান গুলিকে জনগণের ভাষা দিয়া উহা সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে।

কিরূপে মেম্বর ও ভলাণ্টিয়ার করিতে হইবে

মেম্বর ও ভলাণ্টিয়ার কিরূপে আমরা সংগ্রহ করিব অনেকেই তাহা জানেন; জানিয়াও প্রশ্ন করেন। উহার সহজ পথ নাই—পথ বরাবরের। প্রথমত প্রত্যেক জিলা-সমিতি তাহাদের জেলা বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করুন। কর্মিরা কে কোন এলাকার ভার লইবেন তাহা ঠিক করিয়া দিন—সেখানে কর্মিদের পাঠান, গ্রামে গ্রামে পুরানো মেম্বরদের প্রথম সভা করুন। যেখানে কমিটি নাই সেখানে তাঁহাদের কমিটি গঠন করিয়া দিন। তাঁহাদিগকে এই সময়কার কাজের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিন, তাঁহাদের কৃষক সভা যে কত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিন। এবং তাঁহাদিগকেই আবার এই মেম্বর করার ও ভলাণ্টিয়ার করার কাজে উদ্যোগী করুন। দ্বিতীয়তঃ জেলা হইতে ছোট ছোট ইস্তেহার ছাপান। তাহাতে কৃষক ভাইদের বলুন—আত্মরক্ষার কথা, জাতীয় সরকারের কথা, জাতীয় ঐক্যের কথা। তাঁহাদিগকে মেম্বর হইবার জন্য ও ভলাণ্টিয়ার হইবার জন্য ডাক দিন, সংক্ষেপে তাঁহাদের কাজের কথা বুঝাইয়া দিন। যথা—(ক) জনরক্ষা, (খ) গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যের হিসাব লওয়া, (গ) খাদ্য সংগ্রহ, (ঘ) অতিরিক্ত মুনাফাবিরোধী আন্দোলন, (ঙ) সমবায় ভাণ্ডার খোলা ইত্যাদি। এইসবের জন্য হিন্দু মুসলমান জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন, কৃষক, সকলকে লইয়া দিনের পর দিন বৈঠক, সভা সমিতি, দরখাস্ত, দরবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। ইহাতে সত্যই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য দেখা দিবে, জাতীয় ঐক্য গঠিত হইবে। এই সব কথা ইস্তাহারে বলিবেন—শ্লোগানের মত বড় বড় পোষ্টারে লিখিবেন। তৃতীয়তঃ নিজ নিজ কমিটিতে কৃষক সভার ডোমার সম্মেলন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে আলোচনা করিয়া দুই তিন জন কর্মির এক একটা দলের উপর কাজের ভার দিন। প্রতি ১৫ দিনের রিপোর্ট চাই এবং নূতন চাঁদাও চাই—ইহার ব্যতিক্রম চলিবে না। এইজন্যই প্রত্যেক ইউনিয়ন মহকুমা ও জিলা-সমিতির অফিসকে ঠিক মত চালু রাখিতে হইবে। বিভিন্ন জেলার কোটা প্রাদেশিক অফিস হইতে চিঠি মারফৎ জানিবেন।

একজন কমিউনিষ্টও গতিরুদ্ধ থাকিলে চলিবেনা

নৃপেন চক্রবর্ত্তী ও পাঁচু ভাদুড়ীর স্বাধীনতা চাই

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সোমনাথ লাহিড়ী)

গত সংখ্যায় আমরা জানাইয়াছিলাম যে বাংলা গবর্ণমেণ্টের আদেশে বিভিন্ন জিলায় প্রায় তিনশো কমিউনিষ্টের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। জনমতের চাপই অনিচ্ছুক আমলাতন্ত্রকে ইহাতে বাধ্য করিয়াছে।

কিন্তু আমলাতন্ত্র দমননীতিকেই প্রায় একমাত্র নীতি বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই জাপানকে দমন করিতে না পারিলেও জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে তাহার কসুর নাই। কমিউনিষ্টদের মুক্তি দিতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাধ্য হইলেও তাহার মধ্যে যতজনকে বিভিন্ন বাহানা তুলিয়া আটকাইয়া রাখা যায়, মুক্তিতে যত টালবাহানা করা যায়, ততই যেন আমলাতন্ত্র আনন্দিত হয়। এই নির্ব্বোধেরা বুঝেনা বা বুঝিতে চাহে না যে তাহাতে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি দেশের লোকের বিতৃষ্ণাই বাড়িয়া উঠে, যুদ্ধে বার বার পরাজয়ের সম্ভাবনাকেই আরও নিশ্চিত করিয়া তোলে।

আমাদের পার্টির বহু কর্ম্মী এখনও গতিরুদ্ধ বা গোপন থাকিতে বাধ্য হইতেছেন, কারণ আমলা-তন্ত্র সব নিষেধাজ্ঞা আজও রদ করিলনা। আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তী হিজলি জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন এই অজুহাতে আমলাতন্ত্র তাঁহাদের স্বাধীনতা দিতে রাজী নয়। তাহারা বুঝেনা যে আজিকার দিনে এইরূপ অসমসাহসী ও কৌশলী লোকেরই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। তাহারাই জাপ-প্রতিরোধের মত কঠিন কাজে দেশবাসীকে মাতাইতে ও সংগঠিত করিতে পারে—হুকুমের অধিকারে স্ফীত সরকারী আমলা তাহা তো পারেইনা, বরং দেশবাসীকে আরও বিরোধী করিয়া তোলে।

জেলা কমরেডদের মুক্তির জন্য বাংলা সরকার হইতে হুকুম হইল, কিন্তু মূর্খ ও অবিবেচক আমলাতন্ত্র খোঁচ রাখিয়া দিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ছাড়া হইবে কিনা তাহা সিদ্ধান্তের ভার জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চিকে দড় হইতেই হইবে, তাই অধিকাংশ জেলা কর্ত্তৃপক্ষই এই মুক্তির আদেশকে বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাপানকে রুখিবার কাজে লোককে সংগঠিত করিবার সময় জেলা কর্ত্তৃপক্ষের টিকি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কমিউনিষ্টদের মুক্তি আটকাইতে তাহাদের কি উৎসাহ! রংপুর জেলার কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সরকারে বাজে রিপোর্ট প্রভৃতি পাঠাইয়া রংপুরের কমরেডদের মুক্তি যাহাতে না দিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। অন্যান্য অনেক জেলাও হয়তো এই পথই ধরিবার চেষ্টা করিবে, কারণ আমলাতান্ত্রিক অসারতা ও অপদার্থতা দমননীতির ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়, উহাই তাহার অক্ষমতা ঢাকিবার অস্ত্র।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বাংলা সরকারের আদেশ সত্ত্বেও মুক্তি আসিবে না। এখনি যে সব নেতৃস্থানীয় ও সুযোগ্য কমরেড বাহিরে আছেন তাঁহারা জেলা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বার বার দেখা করিয়া, চাপ দিয়া আদেশ বাহির করিয়া আনুন। আপত্তি করিলে আমাদের অফিসে ও বাংলা গভর্ণ-মেণ্টের দপ্তরে জানান। শহরের প্রভাবশালী লোকের ডেপুটেশন লইয়া আবার কর্ত্তৃপক্ষকে ধরুন। গণ-দরখাস্ত, সভা, মিছিল ও গণ-ডেপু-টেশনের ব্যবস্থা করুন। তুমুল আন্দোলন তুলুন—"আমাদের নেতা পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে ছাড়তে হবে—সব জেলার প্রত্যেক কমরেডের উপর আদেশ এখনি বাতিল করতে হবে।" আন্দোলনের জোরে কমরেডদের আমরা নিশ্চয়ই ছাড়াইয়া আনিতে পারিব।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা; মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ; ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।•, ষাণ্মাসিক ১৸৶•

ট্রাম মজুর সাবধান

মহম্মদ ইসমাইল

কলিকাতার ট্রামে আবার গুরুতর বিপদ আসিবার উপক্রম হইতেছে।

প্রায় দেড় মাস আগে গবর্ণমেণ্টের লিখিত প্রতিশ্রুতি পাইয়া ট্রাম মজুররা তাহাদের তৃতীয় ধর্ম্মঘট উঠাইয়া লইয়া নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। শ্রমিকদের মত কোম্পানী ও গভর্ণমেণ্টেরও যদি সমান দায়িত্বজ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তখন যে-সব দাবী গভর্ণমেণ্ট মানিয়াছিল তাহা আর কোনো বদল না করিয়া সে দিন হইতেই পুরাপুরি চালু হইত এবং বাকী দাবীগুলিও দিন সাতেকের মধ্যে বিচার করিয়া শ্রমিকের স্বপক্ষে রায় দেওয়া হইত।

কিন্তু প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যেও গবর্ণমেণ্টের অপদার্থ ও কুড়ে আমলাতন্ত্র কোম্পানীকে মানাইতে পারিল না। অথচ ভাল করিতে পারুক বা না পারুক, মজুরের দাবী কমাইবার চেষ্টাতে তাহাদের আলস্য নাই। আমলাতন্ত্রের পাকা ফয়সালা এখনও বাহির হয় নাই বটে, কিন্তু লেবর কমিশনারের সহিত আলাপ-আলোচনায় মনে হইতেছে যে-সব দাবী আগে হইতে সরকার মানিয়াছে তাহার মধ্যেও নূতন ফেকড়া ঢুকাইবার চেষ্টা চলিতেছে। সেগুলি কি তাহার কয়েকটী আমরা নীচে লিখিতেছি :—

(১) **বোনাস :** জানুয়ারী মাসে কোম্পানী একমাসের মাহিনা ধার হিসাবে দেয় এবং পরে দুমাসের মাহিনা অগ্রিম হিসাবে দেয়। শেষ দুমাসের অগ্রিম এখন ঐ ভাবেই থাকিবে, মাহিনা হইতে কাটা হইবে না ইহা ভাল কথা। কিন্তু জানুয়ারী মাসের টাকাটা ধারের রসিদ সই করাইয়া লইয়া ধার হিসাবে দেওয়া হয় এবং মাস দুই ধরিয়া মাহিনা হইতে তাহার কিছু কিছু কাটিয়াও লওয়া হইয়াছে। এখন অতিলোভী কোম্পানীর চাপে লেবর কমিশনার বলিতেছেন—ও যা কাটা হইয়াছে তাহা আর ফেরৎ দেওয়া যায় না, তাহাতে হিসাব করিতে অনেক হ্যাঙ্গাম, ও তো সামান্য টাকা ইত্যাদি! তিন চার টাকা লাভখোর কোম্পানী বা ট্যাক্সখোর সরকারের কাছে সামান্য হইতে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের কাছে তাহা কয়েকদিনের খোরাকী। হিসাবে যদি মুশকিল হয় তো কোম্পানী কিছু খরচ করিয়া নূতন কেরাণী লাগাক। আর সরকারের যদি কোম্পানীর প্রতি এত দরদ হইয়া থাকে তো সরকারই না হয় নিজের খরচে কয়েকজন কেরাণী লাগাইয়া দিক। মোট কথা যাহা কাটা হইয়াছে তাহার পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত ফেরৎ দিতে হইবে এবং ধারের যে রসিদ নেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। জুলাই মাসে সরকারী ফয়সালায় এই কথা পরিষ্কার লেখা ছিল, এখন কোম্পানীর খাতিরে সরকারকে আমরা কথার খেলাফ করিতে দিব না।

(২) **ছুটী**—সরকারী ফয়সালায় ট্রাফিক ডিপার্টের সব লোকের ছুটীর নিয়ম দেওয়া হইয়াছিল। শ্রমিকেরা এতদিন কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার, পয়েণ্টসম্যান ফ্ল্যাগম্যান ও পি, ডব্লু—সবাইকেই ট্রাফিকের লোক বলিয়া জানিত, কোম্পা-নীও তাহাই বলিত এবং সেই হিসাবেই ঐ ফয়সালা সকলে মানিয়াছিল। এখন ফ্যাঁকড়া তোলার চেষ্টা হইতেছে যে কণ্ডাক্টার, ড্রাইভার ছাড়া আর কেহই ট্রাফিকের ছুটীর সুবিধা পাইবে না। ইহা শুধু কথার অন্যায় খেলাফই নয়, ইহা ট্রাফিকের বিভিন্ন অংশের মজুরদের মধ্যে ভেদ ও ঝগড়া বাধাইবার কারসাজি। গবর্ণমেণ্ট যেন কোম্পানীর এই ফাঁদে পা না দেয় কারণ তাহাতে অশান্তি ঘটিবে। পয়েণ্টসম্যান, ফ্ল্যাগম্যান, পি, ডব্লু কাহারও ছুটীর দাবীই আমরা কিছু-তেই ছাড়িব না। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্ট-মেণ্টের ক্যাজুয়াল লীভ নাই, তাহাও দিতে হইবে।

(৩) **পি, ডব্লু, ডির শ্রমিক**—কোম্পানীর ষড়যন্ত্রে লেবার কমিশনার বাহানা তুলিতেছেন যে, পি, ডব্লুর মজুররা ঠিকে মজুর, কাজেই তাহারা প্রভিডেণ্ড ফণ্ড পাইবেনা, ছুটী পাইবেনা, উর্দী পাইবে না ইত্যাদি। ইহার চেয়ে মিথ্যা কথা আর কিছু হইতে পারেনা।। তাহারা যদি ঠিকেই হয় তো তাহাদের লাল ব্যাজ পরানো হইয়াছে কেন এবং সরকার ও কোম্পানী হইতে শাসানো হইয়াছে কেন যে কাজ ছাড়িয়া গেলে সাজা হইবে? তা ছাড়া তাহাদের গ্রেড সিষ্টেমও বহুদিন হইতে কায়েম আছে—ঠিকে মজুরের কোথাও কেহ গ্রেড দেখিয়াছে? এ সব বাহানা চলিবে না, পি, ডব্লুকে সমান সুবিধা দিতে হইবে।

ইহা ছাড়া গ্র্যাচুয়িটী, ডিসমিসের রুল, মজুরী বৃদ্ধি, শর্ট ক্যাশে ডিসচার্জ করা চলিবে না ইত্যাদি আমাদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায্য, প্রত্যেকটী আমাদের দিতে হইবে। বর্ত্তমান অশান্তির দিনে কোম্পা-নীর কয়েকটা গাড়ী জ্বলিয়া সামান্য টাকার ক্ষতি হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মজুরদের প্রাণ হাতে করিয়া প্রতিদিন কাজ করিতে হইতেছে, পাথর ও ছোরার আঘাতে কেহ কেহ আহত হইয়াছে। তবুও জাপানী দুশমনের বিরুদ্ধে দেশকে প্রস্তুত রাখার কর্ত্তব্য মনে রাখিয়া মজুরেরা কাজ করিতেছে। এখন তাহাদের আরও অসন্তুষ্ট করিলে বর্ত্তমান গণ্ডগোলকেই বাড়ানো হইবে, জাপানী দুশমনের সাহায্য হইবে—সরকার ও মালিককে আমরা এ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছি।

মজুরদিগকেও হঠাৎ কিছু না করিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে এইরূপ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সময়েও কোম্পানী মজুরদের দাবীর প্রাণপণ বিরোধিতা করিয়া কেন মজুরদের ক্ষেপাই-বার চেষ্টা করিতেছে। গতবারে লোককে জবাব না দেওয়া সম্বন্ধে সরকারী প্রতি-শ্রুতির খেলাফ করিয়া কোম্পানীই ষ্ট্রাইক উস্কাইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল অপ্রস্তুত-ভাবে মজুরদের ষ্ট্রাইক বাধাইয়া তারপর পুলিশের সাহায্যে মজুরদের ইউনিয়নের শক্তিকে দমনের জাঁতায় পিষিয়া মারিবে। সেবার কোম্পানী পারে নাই তাহার প্রথম কারণ মজুরেরা ঠিক সময়মত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ষ্ট্রাইক উঠাইয়া লইয়া দমননীতিকে পরাস্ত করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় কারণ ফজলুল হক সাহেব মজুরদের দাবী ও ষ্ট্রাইক সম্পূর্ণ ন্যায্য দেখিয়া তাহা সমর্থন করিয়া-ছিলেন।

সেবার ব্যর্থ হইয়া মুনাফাখোর কোম্পানী বর্ত্তমান দিনের অশান্তির মধ্যে আবার সুযোগ পাইয়াছে। আজ দেশের মধ্যে দমননীতির রাজত্বই চলিয়াছে। নেতাদের গ্রেপ্তারে পাগল হইয়া বুদ্ধিহীন জনতা এখানে সেখানে যতই অরাজকতা ও অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া নিজেদেরই দেশ-রক্ষার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতেছে, দমন-নীতিও ততই বে-পরোয়া হইবার অজুহাত পাইতেছে, বে-পরোয়া লাঠি ও গুলি চলিতেছে। জনতা যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না, উল্টা দমননীতি ও আমলাতন্ত্রের হাতেই তাহারা মার খাইয়া খামোখা নিজেদের ধ্বংস করিতেছে।

ট্রাম কোম্পানীর মালিকরা আজ ভাবিতেছে যে এই সময়ে ট্রাম মজুরদের দাবী প্রভৃতি ঠুকরাইয়া দিয়া ট্রামের শ্রমিকদের যদি এখনই ষ্ট্রাইকে উস্কানো যায় তাহা হইলে বর্ত্তমানের একচ্ছত্র দমন-নীতিকে তাহার বিরুদ্ধে অনায়াসে প্রয়োগ করা যাইবে। যে লাঠি ও গুলিতে জনতা মার খাইতেছে তাহা দিয়াই ট্রাম শ্রমিক-দেরও চিরকালের মত ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়া যাইবে।

মালিকদের এই ফাঁদে ট্রাম মজুররা কখনই পা দিবে না। জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান সংগঠনের একতা আজও হয় নাই বলিয়াই জনসাধারণ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিতেছে না। উল্টা দমননীতি কায়েম হইতেছে। ঠিক তেমনই আজ ট্রামের মজুররা অন্য সমস্ত এসেন্সিয়াল সার্ভিসের (যেমন বিজলী, কর্পোরেশন, গ্যাস ইত্যাদি) মজুরদের তাহাদের সঙ্গে একত্র করিবার আগে যদি ষ্ট্রাইক করিতে যায় তো দাবী তো তাহারা পাইবেই না, উপরন্তু খামোখা মার খাইয়া নিজেদের শক্তি নষ্ট করিবে।

আজ ট্রাম মজুরদের, তথা সমস্ত এসেন্সিয়াল সার্ভিসের মজুরদের দাবী আদায়ের একমাত্র অস্ত্র তাহাদের সকলের একতা, তাহাদের সকলের একতাবদ্ধ আন্দোলন। এখনি গ্যাস, বিজলী, কর্পো-রেশন সমস্ত মজুরদের মধ্যে আমাদের ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস, লীগ সব মতের মজুরদের এক দাবী ও আন্দোলনে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত দাবী আমরা নিশ্চয়ই পাইব। ২০শে তারিখে যাহাতে ঐ সমস্ত শিল্পের মজুর প্রতিনিধিদের বৈঠক হয় তাহার জন্য এখন হইতে প্রত্যেক ট্রাম মজুরের চেষ্টা করিতে হইবে।

জননাট্যের পুরস্কার

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন মুখার্জ্জি ও গোপাল হালদার—এই তিনজন পরীক্ষকের সর্ব্বসম্মত অভিমত অনুসারে আমরা জানাচ্ছি যে জননাট্য রচনায় আহ্বানে যত নাটিকা আমাদের কাছে এসেছে তার মধ্যে **বনস্পতি গুপ্ত** লিখিত **"দেশরক্ষার ডাক"** নাটিকাটিই শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। ঐ নাটিকাটি আমরা শীঘ্রই ছাপিয়ে বার করছি। —সম্পাদক, জনযুদ্ধ। ১।৯।৪২

পার্টি নেতা হারিস

সোমনাথ লাহিড়ী

১৯৩৮ সালের কোন এক মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড পি, সি, জোশীর সঙ্গে কলিকাতায় কৃষক সভা অফিসের একধারে বসে একটা বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছিলাম। খবর এল কয়েকজন উর্দ্দুওয়ালা মজুর কমরেড জোশীর কাছে একটা বিশেষ জরুরী কথা বলতে চান। "মজুর কমরেড? আচ্ছা আসতে বলুন"—জোশী বল্লেন। পাঁচ সাত জন উর্দ্দুওয়ালা কমরেড, তাদের নেতা এক বেঁটেখাটো, বলিষ্ঠ দেহ, ২২।২৩ বছরের যুবক। তারই নাম মহম্মদ হারিস।

জোশীর কাছে এসে বসে কিছুমাত্র ভূমিকা না করেই সোজা হারিস জিজ্ঞাসা করল, "কমরেড, হমারী পার্টি ক্যা বিলায়েৎসে আয়ী হ্যায়?" প্রশ্নের উদ্দেশ্য না বুঝতে পেরে জোশী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, এ প্রশ্ন কেন?"

তখন বাঁধন খুলে গেল। এক সঙ্গে সবাই বলতে লাগল, পার্টি বিলাতের নয় তো পার্টির পরচা বেরোয় ইংরেজীতে কেন? আমাদের হিন্দুস্তানের পার্টির হিন্দী-উর্দ্দু কাগজ কৈ, হিন্দী-উর্দ্দু সাহিত্য কই, মজুরের বুলি হিন্দী-উর্দ্দুতে পার্টি তার রাজনীতিকে ভাষা দেয়না কেন?

এবং তারা প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছাড়ল—পি, সি, জোশীকে কথা দিতে হল ছ মাসের মধ্যে উর্দ্দু-হিন্দী পার্টি পত্রিকা বার করবার প্রাণপণ চেষ্টা হবে। অবশ্য পার্টি-সংগঠনের দুর্ব্বলতায় ছ-মাসে সে কথা রাখা যায়নি। ছ মাসের বদলে প্রায় ২ বছর, ৬ মাস পরে প্রথম উর্দ্দু-হিন্দীতে পার্টির পত্রিকা "কমিউনিষ্ট" প্রকাশিত হল।

যে-দিন পার্টির উর্দ্দু পত্রিকা বার হল তখন আর হারিস সাধারণ র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল কর্ম্মী নয়। কলকাতা ও শিল্প অঞ্চল থেকে পুলিশের জবরদস্তি হুকুম তাকে বার করে দিয়েছে—কিন্তু কমিউনিষ্ট কি সরকারী হুকুমের ভয়ে তার কাজ, তার মজুরদের ছেড়ে পালায়? হারিস তখন সরকারী নিষেধকে বানচাল করে কলকাতা অঞ্চলেই গা-ঢাকা দিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে, দমননীতিকে তুচ্ছ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোপন কায়দায়ই মজুরদের সংগঠিত করছে। নিজের যোগ্যতা ও কৃতিত্বে সে তখন কলকাতা পার্টির একজন লীডার, কলকাতা জেলা কমিটির দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, শ্রেষ্ঠ মজুর-কমরেড। পার্টির প্রথম উর্দ্দু অর্গ্যান দেখে তার কি উৎসাহ! লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে ঘুরে একাই সে প্রায় ৫০ কপি বিক্রী করে ফেল্ল।

পার্টি-রাজনীতি পড়বার, শিখবার এবং তাকে নির্ভূল ও মর্ম্মস্পর্শীভাবে প্রচার করবার কি অসীম আগ্রহ ছিল হারিসের। মজুরের ছেলে, নিজে মজুর, কাজেই মজুর আন্দোলনে অগ্রণী হওয়া তার কাছে এসেছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু রাজনীতি শেখা ও প্রচার করার এই আগ্রহ ও অক্লান্ত চেষ্টাই তাকে করেছিল মজুরদের নেতা, কমিউনিষ্ট।

পার্টির কেন্দ্রীয় উর্দ্দু সাপ্তাহিক "কৌমী জঙ্গ" যেদিন বিরাট বারো পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে বার হল সেদিন তাতে সূচিত হল হারিসেরই জয়—মজুরদের মধ্যে মজুরদের ভাষায় রাজনীতি প্রচার করার জন্যে যে অক্লান্ত চেষ্টা ও সংগ্রাম সে করেছিল তারই জয়।

"কৌমী জঙ্গ" নিয়ে দেশরক্ষার জঙ্গের ময়দানে ভাল করে নামতে পারবার আগেই নিষ্ঠুর মৃত্যু কমরেড হারিসকে ছিনিয়ে নিল। কয়বছরের আধ-পেটা খাওয়া ও গোপন সংগঠনের কঠোর পরিশ্রম তার প্রতিশোধ নিল। আমাদের সকলের নেতা কমরেড হারিসের মৃত্যুতে আমরা রক্ত পতাকাকে অবনমিত করছি। আবার পরক্ষণেই সেই পতাকাকে দৃঢ় হাতে উর্দ্ধে তুলে ধরে কঠোর প্রতিজ্ঞায় অগ্রসর হচ্ছি—হারিসের মত মজুরদের পার্টিকে আমরা এমন শক্ত করে গড়ে তুলব যেন আক্রমণকারী ফাসিষ্ট দস্যুকে আমরা চূর্ণ করতে পারি।

(কমরেড মহম্মদ হারিসের মৃতদেহ)

হারিসের স্মৃতিরক্ষায় পাঁচশো টাকা চাই

গত ২রা সেপ্টেম্বর বাংলা পার্টির শ্রেষ্ঠ মজুর কমরেড মুহম্মদ আবুল হারিসের মৃত্যুতে সামান্য কয়েক ঘণ্টার খবরেই প্রায় দুশো পার্টি কমরেড জড়ো হয়ে সুদূর বাগমারি গোরস্থানে শবানুগমন করেন। তাতে হারিস কত জনপ্রিয় ছিলেন তাই প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু এই প্রমাণকে চিরস্থায়ী করতে হবে, আদর্শ মজুর কমরেডের স্মৃতি যাতে বরাবর সকলকে অনুপ্রাণিত করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্যে আমরা **"হারিস স্মৃতিভাণ্ডার" নামে পাঁচশো টাকার একটী তহবিল খুলছি।** সমস্ত কমরেড ও দরদী অল্পদিনের মধ্যে এই পাঁচশো টাকা তুলে দিন। পরে ঐ পাঁচশো টাকা এমন কোন জিনিষে ব্যবহার করা হবে যাতে হারিসের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেটা বরাবর বজায় থাকে অথচ পার্টিরও কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে। কি জিনিষে ঐ টাকা লাগানো হবে তা পরে জানাব। যাঁরা চাঁদা পাঠাবেন তাঁরা হারিস স্মৃতি তহবিলে টাকা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করে দেবেন। ইতি—সোমনাথ লাহিড়ী (কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে), মুজফ্ফর আহমদ (বাংলা কমিটির পক্ষে), কুমুদ বিশ্বাস (কলিকাতা কমিটির পক্ষে)।

পাছে আমরা ভুলে যাই

মুজফ্ফর আহ্মদ

২রা সেপ্টেম্বর, বুধবার আমাদের বড় আদরের কমরেড মুহম্মদ হারিসকে আমরা বাগমারীর কবরস্তানে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। দীর্ঘকালের ছাড়াছাড়ির পরে সকল কমরেডের সাথে মিলিত হওয়ার বড় আশা নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন কমরেড হারিসকে পেলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, দুরন্ত টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী এবং প্রায় অজ্ঞান। রোগের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো কয়েকদিন, কিন্তু, ধরে তাকে রাখতে পারা গেল না কিছুতেই।

হারিস যে আমাদের মধ্যে আসবে না একথা ভাবতেও প্রাণে লাগে, তবে কথাটা নিষ্ঠুর সত্য। ২২।২৩ বছর বয়সের একটি বিড়ির মজুরকে মজুররা এতটুকুও দ্বিধা না ক'রে যে নেতৃত্বে বরণ ক'রে নিল, কমিউনিষ্ট পার্টিতে সে যে হয়ে উঠলো সকলের প্রিয় পাত্র, এমন কি কলকাতা জিলা কমিটির মেম্বর পর্য্যন্ত যে সে হলো, সে তো কম কথা নয়। হারিস ছিল জন্ম-বিপ্লবী, কমিউনিষ্টদের সংস্রবে এসে তার বৈপ্লবিক প্রেরণা বেড়ে যায়। উর্দ্দু লেখা-পড়া সে নিজের চেষ্টাতেই শিখেছিল। রাজনীতির কঠিন কথাও বোঝালে সে বুঝতো এবং অন্যকে বোঝাতে পারতো। স্বাধীনভাবে সে মতামতও ব্যক্ত করতে পারতো। তার জানার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। প্রিয়দর্শন না হয়েও সে প্রিয়পাত্র হয়েছিল সকলের। যার সংস্রবে সে এসেছে তার মনেই সে দাগ কেটে গেছে। হারিসকে ভোলা কঠিন।

হারিসই পার্টির পরিচয়

মহম্মদ ইসমাইল

আমার দোস্ত, আমার কমরেড হারিস! বিড়ির কারখানায় সে মজুরী করত। ধনবাদী দাসত্ব ও দিনমজুরির কঠোর অভিজ্ঞতা তাকে শ্রেণী-সংগ্রামের পথে টেনে আনে, বিড়ি-মজুরদের অধিকার রক্ষার জন্যে ইউনিয়ন গঠন করতে সে অগ্রণী হয়। কলকাতার দশহাজার মজুরকে একতাবদ্ধ করবে এই ছিল তার পণ এবং প্রথম চেষ্টাতেই নিজের কারখানার চারশো মজুরের সবাইকে ইউনিয়নের মেম্বর করে ফেলে।

সেই ১৯৩৫ সালেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। লেখাপড়ার মধ্যে শুধু কোনো রকমে উর্দ্দু পড়তেই সে জানত, কিন্তু তাইতেই রাজনীতি পড়বার ও বোঝাবার কি গভীর আগ্রহ তার দেখলাম। ক্রমে ক্রমে রাজনীতি জ্ঞান তার বাড়ল, সংগঠনের জ্ঞানও বাড়ল। নিজের শিল্পের স্বল্প পরিসর ছাড়িয়ে সব মজুরদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজন সে বুঝল—চটকল, গ্যাস প্রভৃতির মজুরদের মধ্যেও হারিস নেতা হয়ে দাঁড়াল। অসংখ্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কাজেও সে অগ্রণী হল।

রাজনীতি ও সংগঠন জ্ঞানের এম্নি ধারা বিকাশের মধ্যে দিয়ে হারিস যেদিন কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হওয়ার অধিকার পেল সেদিন হারিসের কি আনন্দ—যেন জীবনের সব চেয়ে বড় সম্মান সে পেয়েছে। তাই সে কাজে ও কথায় প্রতিদিন বলত "পার্টিই আমার জীবন, পার্টির জন্যেই আমার জীবন।"

পার্টির কাজেই এই তরুণ মজুর তার জীবন দিয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নির্য্যাতনের মধ্যেও

(৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

একতার পথ বন্ধ নয়

ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী স্বাধীনতা চায়। এই ভারতেরই ১০ কোটি মুসলমান চায় পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই দাবী করিয়াছে বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, উভয়েই ঘোষণা করিয়াছে আমরা জাপান ও জার্ম্মাণীর আক্রমণ হইতে আমাদের দেশ রক্ষা করিব, আমাদের দেশে কোন ফাসিষ্ট দস্যুকে প্রবেশ করিতে দিব না। কংগ্রেস চায় না যে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর মুসলমানদের সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিবে কিংবা ইংরেজ রাজত্বের পরিবর্ত্তে তাহাদের উপর হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। মুসলিম লীগ ত একথা বলে না যে ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা ভিটো দিয়া বন্ধ করিবে কিংবা হিন্দুদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য মুসলমানদিগকে বিদেশীর তাঁবেদার করিয়া রাখিবে। ২০শে আগষ্ট তারিখে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে 'মুসলিম লীগ যে কেবলমাত্র পাকিস্থান এবং মুসলমানদের স্বাধীনতা চায় তাহা ঠিক নহে, মুসলিম লাগ হিন্দুস্থান এবং হিন্দুদেরও স্বাধীনতা চায়।' কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এতকাল যে ব্যবধান ছিল আজ তাহা কমিয়া আসিয়াছে, ভেদাভেদের জঞ্জাল ঠেলিয়া আজ তাহাদের ঐক্যের ভিত্তিই ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ভেদের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া স্বদেশপ্রেমিকেরা যদি ঐক্যের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহা হইলে জাতির এই সঙ্কটতম মুহূর্ত্তে ঐক্যই বিজয়ী হইবে।

কিন্তু তবু কংগ্রেস-লীগ একতার সম্ভাবনায় স্বদেশপ্রেমিকদের ভরসা নাই। দেশের ভিতর দিয়া একটা উত্তেজনার ঝড় বহিয়া যাইতেছে। অশান্তি, অরাজকতা ও ধ্বংসনীতির দিকে কংগ্রেসভক্ত জনগণের মন ঝুকিয়া রহিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে দেশের দশকোটি মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে কোন্ পথে, কেমন করিয়া আমরা পাকিস্থান পাইব। কংগ্রেস নেতারা বলিয়া দিয়াছেন—একতা এখন সম্ভব নয়, সংগ্রাম কর। মুসলিম লীগের নেতারা বলিয়া দিয়াছেন—একতা যখন সম্ভব হইল না, সংগ্রাম হইতে নির্লিপ্ত থাক। আমাদের স্বদেশবাসীর দুইটা বৃহৎ গণপ্রতিষ্ঠান সর্ব্বনাশা দুর্য্যোগের মধ্যে পরস্পর হইতে দূরে রহিয়াছে, আর তাহার সুফল ভোগ করিতেছে বিদেশীরা, যাহারা আমাদের শাসন করিতে চায়, শোষণ করিতে চায়, দমন করিতে চায়। আমলাতন্ত্র এই সুযোগে দমননীতির তীব্র আঘাতে জাতির শক্তি ধ্বংস করিতেছে, জাপানী ও জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা এই সুযোগে ভারত আক্রমণ করিবার জন্য পায়তাড়া ভাজিতেছে। তাই একতা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন আজ আর প্রশ্ন নয়। একতা চাই এবং তাহা সম্ভব করিতেই হইবে। প্রশ্ন এই কি ভাবে, কোন্ পথে একতা সফল করিব? একতার আবশ্যকতা আজিকার মত এত জরুরী আগে কখনও হয় নাই, একতার সম্ভাবনাও আজিকার মত এত নিকটবর্ত্তী আগে কখনও ছিল না।

মুসলীম লীগ আপোষ মীমাংসার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছে যুদ্ধকালে ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন দলের সহিত সমান অধিকার লইয়া আলাপ-আলোচনায় প্রস্তুত আছে। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান কিনা, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা, মুসলমানরা স্বতন্ত্র 'জাতি' কিনা এসব প্রশ্ন আর মোটেই বাস্তব নয়। কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ কোন প্রতিষ্ঠানই আজ এইসব প্রশ্ন লইয়া দরকষাকষি করিতে চাহে না। অরাজকতা-সৃষ্টি বন্ধ করিতে হইবে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে, বৃটেনের নিকট হইতে জাতীয় সরকার আদায় করিতে হইবে। এই সমস্যাই আজ আর সকল সমস্যাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে। এই দাবীর কাছে আজ আর কোন দাবীই সমান পর্য্যায়ে উঠিতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা কারাগারে অবরুদ্ধ। কংগ্রেসকর্ম্মীরা অরাজকতা সৃষ্টির উত্তেজনায় উন্মত্ত। মুসলিম লীগ দেশব্যাপী ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সচেষ্টভাবে একতার জন্য অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত। এইভাবে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অচল অবস্থা ভাঙ্গিতে হইবে। এই অচল অবস্থা ভাঙ্গিলেই একতার পথের শেষ কালি নির্ম্মূল হইবে, আমাদের ৪০ কোটি স্বজাতি এবং তাহার মধ্যে ১০ কোটি মুসলমান প্রতিবেশী স্বাধীনতার জন্য শক্তিলাভ করিবে।

মুসলীম লীগের মধ্যে এই চেতনা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। হায়দ্রাবাদের ডাঃ আব্দুল লতিফ বলিয়াছেন—"কংগ্রেস এক্ষণে পটভূমিকা হইতে বিদায় লইয়াছে, দেশে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ অতঃপর কোন্ পথের অনুসরণ করিবে? প্রত্যেকেই সে কথা চিন্তা করিতেছে। মুসলিম লীগ কি এখনও সংযোগ স্থলে দাঁড়াইয়া সুযোগের অন্বেষণ করিবে অথবা গঠনমূলক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিনষ্ট খ্যাতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবে?" মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবদুল লতিফ ফারুকী বলিয়াছেন—"কায়েদে আজম ও মিঃ গান্ধী এই দুইজন মহান্ নেতাকে একত্রিত করার জন্য মিঃ রাজাগোপালাচারীর মত বিশিষ্ট নেতাগণ আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। কেবলমাত্র এই দুইজন নেতাই সম্মিলিত ভাবে দেশের মঙ্গলসাধন এবং এই পবিত্র ভূমিকে লজ্জাস্কর অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন।" কাউন্সিল অব্ ষ্টেটে মুসলীম লীগ পার্টির সেক্রেটারী মহম্মদ হুসেন বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে যে অশান্তি ও অরাজকতা চলিতেছে লীগ তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না, লীগ অগ্রসর হইলেই কংগ্রেসের সাথে আপোষ সম্ভব হইবে, কারণ কংগ্রেস আপোষের জন্য প্রস্তুত।

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্স এর এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—ভারতরক্ষার জন্য মুসলমান ধনিক বণিকেরা এমন এক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চায় যাহা জনসাধারণের ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে যে অশান্তি ও অরাজকতার হাওয়া বহিতেছে তাহা দূর করিবার জন্য এই সভা সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছে দমননীতি বন্ধ করিয়া আপোষ মীমাংসার জন্য সকল দলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে।

যেদিন প্রথম কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় সেইদিনই কমিউনিষ্ট পার্টি আওয়াজ উঠায়—কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, অশান্তি ও অরাজকতার পরিবর্ত্তে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য চাই। দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। আজ আমাদের সেই আওয়াজ দেশের সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠানের রণধ্বনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যেও এই দাবী স্থানলাভ করিতেছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা কারারুদ্ধ, তাই কংগ্রেস কোন উদ্যোগী পন্থা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কংগ্রেস কর্ম্মীরা অন্ধের মত অরাজকতা সৃষ্টির রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন, দেশরক্ষার ব্যবস্থার প্রতি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা লইয়া ধ্বংসকর কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। আজ এই সময় কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের আমরা পাইতে চাই আমাদেরই মধ্যে যাহাতে একতার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে সর্ব্বনাশের রাস্তা হইতে অন্ধ জনসাধারণ প্রতিনিবৃত্ত হয়, যাহাতে আমলাতন্ত্রের দমননীতিকে পরাস্ত করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের দরজা উন্মুক্ত করা যায়।

তাই আজ এই সময়ে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হওয়া জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া আজ কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইতে পারে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জল হইলে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি সহজ হইবে, দমন-নীতি ও অরাজকতাও বন্ধ হইবে। কংগ্রেস এবং লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই আজ একতার খুব কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে, দেশের ও দুনিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা আজ তাহাদিগকে আরও কাছে টানিয়া আনিতেছে। সুতরাং মিঃ জিন্নাকে আজ অগ্রণী হইয়া গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বাংলার লীগ নেতারাও এই প্রস্তাবের যথার্থতা স্বীকার করেন, কংগ্রেস নেতাদেরও ইহা স্বীকার করিতে হইবে। লীগ কর্ম্মীদের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার অনুমোদন করেন। কংগ্রেস কর্ম্মীদেরও চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে একতার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে মিঃ জিন্না ও লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মনে একতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থা দেখা দেয়। দেশের প্রত্যেক জায়গায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে আওয়াজ উঠুক, জাতীয় ঐক্যের জন্য গান্ধী ও জিন্নার মুলাকাত চাই। লীগের কর্ম্মীদিগকেও এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। লীগ আপোষ মীমাংসার জন্য যে কোন দলের সঙ্গে সমান অধিকার লইয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রস্তুত, কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে প্রস্তুত থাকিলেই কি ঐক্য মিলিবে? অরাজকতা দূর হইবে? ১০ কোটি মুসলমানের স্বায়ত্বশাসন মিলিবে? এই প্রশ্নই আজ মুসলমান স্বদেশপ্রেমিকদের সক্রিয় করিয়া তুলুক। দেশের সকল দল, সকল প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে আওয়াজ উঠান **গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ চাই**, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য, অরাজকতা বন্ধ করিবার জন্য, দমননীতি ব্যর্থ করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। এই আন্দোলনই আজ সত্যকার সংগ্রাম। এই আন্দোলনই আজ সত্যকার বিপ্লবী পন্থা। এই আন্দোলনই আজ আমাদের শক্তিশালী করিবে, দমননীতি ব্যর্থ করিবে, দেশরক্ষার ব্যবস্থায় শক্তিসঞ্চার করিবে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের রাস্তা সুগম করিবে।

বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা আজ উন্মত্তের মত জাতির আত্মহত্যার পথে ছুটিয়াছেন। আর একমাস কিংবা দুই মাসের মধ্যে জাপানের ভারত অভিযান আরম্ভ হইতে পারে। সেই দুর্য্যোগের জন্য আজ আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু যাহারা স্বাধীনতার সেবক তাহারাই যদি আজ বিভ্রান্তভাবে দেশরক্ষার উপস্থিত সম্পদগুলিও ধ্বংস করিতে থাকেন তবে তাহার অর্থ হইবে নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনা। আজ ভ্রান্ত পথ হইতে অবিলম্বে ফিরিতেই হইবে। বিলম্বে বিপদ বাড়িবে। গান্ধী এবং জিন্নার মধ্যে যাহাতে অবিলম্বে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার ফলে যাহাতে একতার পাকা ভিত্তি স্থাপিত হয় সেজন্য কংগ্রেস কর্ম্মী ও লীগ কর্ম্মীদের মধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইক। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই সুদৃঢ় জাতীয় একতার ভিত্তি গড়িয়া উঠুক।

ক্ষুধিতের অভিযান

কুষ্টিয়া (নদীয়া)—কুষ্টিয়া সহর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে তামার পয়সার একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। পয়সার অভাবে বাজারে কেনা বেচার দারুণ অসুবিধা হইতেছে। সম্প্রতি চার পয়সার নিচে কেনা বেচা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চাষী, মজুর, গরীব জনসাধারণ ও ছোট দোকানদারেরাই অসুবিধা ভোগ করিতেছে সব চেয়ে বেশী। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর নেতৃত্বে ছোট দোকানদার, মজুর ও সাধারণ লোকদের এক শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করে এবং অবিলম্বে এই অসুবিধা প্রতিকারের এক দাবী জানায়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই অসুবিধা দুর করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

হাওড়া—হাওড়া জেলায় দারুণ খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে "হাওড়া জেলা খাদ্য সঙ্কট সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে বাধা ছিল অনেক—প্রথমতঃ এইরূপ রাজনৈতিক হট্টগোলের সময় এরকম প্রকাশ্য সম্মেলনে গণ্ডগোলের আশঙ্কা ছিল, দ্বিতীয়তঃ প্ররোচনাকারীর দল এই সম্মেলন ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ছিল, তৃতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট এত বড় একটা সঙ্কট সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে একত্র করিয়া সকল বাধাই কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে। সমস্ত শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোকদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন প্রচার করিয়া তাহারা জনগণকে একত্রিত করিয়াছে। সম্মেলন হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্মারক-লিপি প্রেরণ করা হয় এবং উহাতে দাবী করা হয় যে (১) বাহির হইতে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করা হউক (২) গভর্ণমেণ্ট হইতে বিভিন্ন স্থানে আড়ত খোলা হউক ও নিয়ন্ত্রিত দরে নির্দ্দিষ্ট দোকানগুলিতে তাহা সরবরাহ করা হউক (৩) জনরক্ষা কমিটি-গুলিকে সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিবার ভার দেওয়া হউক (৪) অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য চাষীর বাকী খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হউক ও উত্তম বীজ ও ক্ষার বিতরণ করা হউক।

বরিশাল—বরিশাল জিলায় গত কয়েক দিন যাবৎ চাউল সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। সরকারী আদেশে বরিশাল জিলা হইতে বহু হাজার মণ চাউল বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। ফলে জিলার ভিতর চাউলের অভাব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জিলা কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালটীর চেয়ার-ম্যান শ্রীযুত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে মুস্লীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কৃষক সমিতি এবং ছাত্র ফেডারেশনের এক সভা ডাকা হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঝাউতলা, কালীবাড়ী জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে বরিশালের সমস্ত জনরক্ষা কমিটির একটি যুক্ত সভা গত ২১শে আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ম্যাজীষ্ট্রেটের কাছে অবিলম্বে এই চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার এবং যাহাতে অন্য জিলা হইতে চাউল আমদানী করা হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐক্যের পথে

কুষ্টিয়া (নদীয়া)—গত ২৬শে আগষ্ট স্থানীয় যতীন্দ্রমোহন হলে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৭০০।৮০০ শত হিন্দু ও মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান কর্ম্মী মৌঃ রেজন আলী খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড ধীরেন দাসগুপ্ত, পুর্ণচন্দ্র পাল, দুর্গাপদ সরকার ও নদীয়া জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড সুশীল চট্টোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করেন। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য এবং সেই ভিত্তিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রংপুর—গত ২৩শে আগষ্ট রংপুর মিউনিসি-প্যাল প্রাঙ্গণে জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী জানাইতে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত চেষ্টায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালটির ভাইস-চেয়ারম্যান মৌঃ মহতাবউদ্দীন খাঁ সাহেব সভার সভাপতিত্ব করেন। এই সভার বিশেষত্ব ছিল বহু লীগ পন্থী মুসলমানদের সভায় উপস্থিতি। সভায় ৫০০০ হাজারের উপর লোক সমাগম হইয়াছিল। "হিন্দু-মুসলমান এক হও", "জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই" "কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই" "অরাজকতার পথ-দাসত্বের পথ" ইত্যাদি শ্লোগান সভায় দেওয়া হয়। কমরেড সুধীর মুখার্জ্জী ও কমরেড শচীন ঘোষ সভায় কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আবেদন জানাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। দারুণ উৎসাহের ভিতর সভার কার্য্য শেষ হয়।

আন্দোলনে বাধা

নওগাঁ (রাজসাহী)—মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড গোপাল সরখেল নওগা সহরে একটি জাপ-বিরোধী সভার অনুষ্ঠানের অনুমতি চাহিলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে সে অনুমতি পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু কমরেড গোপাল সরখেলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিত কোন সভাতে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। জনগণের প্রতি আমলাতন্ত্রের এত অবিশ্বাস যে জাপ-বিরোধী মিটিংএর জন্যও স্থানে স্থানে অনুমতি পাওয়া যায় না। আমলাতন্ত্রের এই ব্যবহারে তাহারাই উৎসাহিত হয় যাহারা জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য দিন গুণিতেছে।

খুলনা—গতকল্য ৩১শে আগষ্ট সোমবার জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি ও বিখ্যাত ফাসিষ্ট বিরোধী কর্ম্মী কমরেড পিযুষ কর ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ১৭ই আগষ্ট বাগেরহাটের ছাত্রকর্ম্মী কমরেড ধীরেন দাস ও কমরেড দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ইহারা সকলেই খুলনা জেলায় উৎসাহের সহিত ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইতেন। কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত জামীন দেওয়া হয় নাই।

(৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

পাবনা—পাবনা কলেজে গত ২০শে আগষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা মিলিত হইয়া এক সভা করেন। সভায় উভয় সম্প্রদায়ের বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বহু ছাত্র সভায় বক্তৃতা করেন এবং সভায় এই সম্পর্কে কয়েকটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

কমরেড আনন্দ গুপ্তের মুক্তি চাই

দমদম জেলে কমরেড আনন্দগুপ্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দারুণ হাঁপানি ব্যাধিতে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ঢাকা জেলের মেডিক্যাল অফিসার মেজর ফিশার তাহার মুক্তির জন্য সরকারের কাছে লিখিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষও নাকি অনুরূপ মত দিয়াছেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র এখনও নীরব।

কমরেড আনন্দ গুপ্তকে গত দেড় মাসের ভিতর ৩০।৩৫ বার মর্ফিয়া ইনজেকসন দেওয়া হইয়াছে। অত্যধিক মর্ফিয়া ইনজেকসনে তাহার অবস্থা এখন খুবই খারাপ—দিনের প্রায় সময়ই তাহাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাইতে হয়। দমদম জেলের মেডিক্যাল অফিসার মিঃ সেন আনন্দের বিষয় সরকারকে জানাইয়াছেন। ডাক্তারদের এ সব সুপারিশও মৃত্যুশয্যাশায়ী আনন্দ গুপ্তের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়!

কমরেড আনন্দ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত আসামীদের অন্যতম। জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেমের পুরস্কার স্বরূপ ১৫ বৎসর বয়সে সে পাইয়াছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আন্দামানে বসিয়া পড়াশুনার ভিতর সে কমিউনিষ্ট হয়। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সে সম্পূর্ণ আস্থাবান। ঢাকা জেল হইতে আমাদের দণ্ডিত কমরেডরা জাপানী আক্রমণকে বাধা দেওয়ার জন্য দেশবাসীর নিকট যে আবেদন পাঠাইয়াছে সে-ও ঐ আবেদনের একজন স্বাক্ষরকারী। কমরেড আনন্দের মতবাদ সরকার ভাল করিয়াই জানে। তথাপীও তাহার মুক্তি নাই! আমলাতন্ত্রের এই অনমনীয়তা জাপানী দস্যুকে রুখিতে সাহায্য করিবে না কি?

আনন্দের মাতা তাঁহার অসুস্থ পুত্রের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করিয়াছেন। আনন্দ তাহার মোট দণ্ডের ১৩ বৎসর কাটাইয়াছে। জেলকোডের সাধারণ নিয়মানুসারে তাহার মুক্তির আর এক বৎসর বাকী। আমলাতন্ত্রের বিরোধীতাকে অগ্রাহ্য করিয়া পীড়িত এই দেশ-প্রেমিককে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা কি মন্ত্রীমণ্ডলীর নাই?

কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী আনন্দ, জাপানী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লড়িতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আনন্দ আজও জেলে মৃত্যুর সাথে বোঝা পড়া করিতেছে। আমলাতন্ত্র অবিচলিত থাকিতে পারে—আমরা পারি না।

তাই আজ সর্ব্বত্র আওয়াজ তুলিতে হইবে—কমরেড আনন্দ গুপ্তের মুক্তি চাই।

এই "সংগ্রাম"

এম, কে, কৃষ্ণণ

স্বাধীনতার সংগ্রাম না আত্মহত্যা?

১। জনৈক ছাত্র-দেশপ্রেমিক লিখেছেন—"আমি স্বীকার করি ব্যক্তিগত হিংসা এবং অসংঘবদ্ধ সংগ্রামে কোন ফল হবে না। সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে, আপনারা এগিয়ে এসে আন্দোলনকে কেন সংগঠিত করছেন না? আপনারা চেষ্টা করলে এটা সমগ্র জাতির গণ-সংগ্রামে পরিণত হবে।

উত্তর: এই সংগ্রাম যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম এবং এর ফলে আমাদের স্বাধীনতা মিলিবে একথা আপনি প্রথমেই ধরে নিয়েছেন। আপনার এর মতে একমাত্র দুর্ব্বলতা হোচ্ছে সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব। তাই আপনি আমাদের অনুরোধ করছেন আমরা এসে এই আন্দোলনকে সংগঠন করে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করি।

"আন্দোলনকে সংগঠিত করুন"—কার্য্যতঃ, এর অর্থ কি দাঁড়ায়? এর অর্থ যুদ্ধের উৎপাদন ও অন্যান্য উৎপাদন বন্ধ করার আয়োজন করতে আপনি আমাদের বলছেন; যান-বাহন চলাচল ও আদান প্রদানের সমস্ত উপায়কে অচল ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করতে আপনি আমাদের বলছেন। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সব ধ্বংসের কাজ চলেছে তাকে আরও দ্রুত ও কার্য্যকরীভাবে সুসম্পন্ন করাই হবে "সংগ্রাম" সংগঠনের আসল অর্থ।

এর ফল কি দাঁড়াবে? সমস্ত উৎপাদন বন্ধ, যানবাহন ও আদান প্রদান বন্ধ—এতে বৃটিশের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না, অথচ জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আঘাত করার নামে যে কাজ করা হচ্ছে তাতে আমাদের প্রতিরোধ শক্তিরই মূলে আঘাত করা হোচ্ছে। জাতির স্বাধীনতা লাভের নামে যা করা হচ্ছে তার ফলে ফাশিষ্ট-অভিযানের মুখে ভারতের দুর্গদ্বার উন্মুক্ত কোরে দেওয়া হচ্ছে।

এই সব কাজকে "পরিচালনা" কোরে এর নেতৃত্ব করার অর্থ, আজ যে ভাবে ধ্বংসের কাজ চলেছে তার চেয়েও দ্রুত ও কার্য্যকরী ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে জাপানী-দালালের কাজ করা। এর অর্থ দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা। এর অর্থ আরো সুষ্ঠুভাবে জাতির প্রতিরোধ-শক্তি ক্ষয় করা, এর অর্থ জাতির দ্রুত আত্মহত্যার ব্যবস্থা করা, নিজের হাতে নিজের গলা কাটার আয়োজন করা। এই পথে গেলে এই সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতার-গণ-আন্দোলনে পরিণত হবে না—হবে জাতির আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ-শক্তির বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম।

আসলে, এই আন্দোলনের ফলে আমরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবো না—এই সংগ্রাম আমাদের অবিলম্বে এক শোষণের কবল হোতে অন্য শোষণের হাতে ঠেলে দেবে। কার্য্যতঃ এই সংগ্রামের অর্থ—বৃটিশের হাত থেকে তাড়াতাড়ি জাপানীর হাতে চলে যাওয়া।

তাই, "এই সংগ্রামকে সুসংহত করুন" এ হচ্ছে আসলে হিটলার ও টোজোর বুলি। সেই জন্য বার্লিন ও টোকিয়ো রেডিও অক্লান্তভাবে আমাদের এ ধ্বংসমূলক কাজই আরো দ্রুত, আরো কার্য্যকরীভাবে করতে বলছে। 'সংবদ্ধভাবে জনসাধারণের সাহায্যে' জাতির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করার কথা ফাশিষ্ট ডাকাতদের বুলি ছাড়া আর কার বুলি হোতে পারে? জাতিকে বর্ত্তমান ও ভাবী দস্যুর বিরুদ্ধে শক্তিশালী করার ভেতর দিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে, এইই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ। দেশ-প্রেমিকেরা ভালো করে জাপানীকে রুখবার জন্য আজ "সংগ্রাম" চালাচ্ছেন। এ হচ্ছে কংগ্রেসের অভিমত। কিন্তু আমাদের জাতির আত্মরক্ষার যতটুকু সম্বল আছে তা যে কাজের ফলে ব্যাহত হোচ্ছে তাতে সমস্ত শোষকের হাত থেকে আমরা কেমন করে মুক্তি পাবো, বিশেষ কোরে জাপান যখন আমাদের দরজায় অপেক্ষা করছে? বর্ত্তমান আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পথ ধ'রে আপনি আরো উন্নত ও কার্য্যকরী দেশরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন না। "বর্ত্তমান দেশরক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, এর দ্বারা আত্মরক্ষা চলতে পারে না। আমরা সত্বর আরও সুব্যবস্থা চাই, তা না হোলে আমরা এক প্রভুর হাত থেকে অন্য প্রভুর হাতে চলে যাবো"—এ হচ্ছে দেশ-প্রেমিকের যুক্তি। আর তিনি করছেন কি? তিনি দেশরক্ষার জন্য এখনো যে সব কার্য্যকরী হাতিয়ার আছে তা-ও নষ্ট করছেন। এ কেমনতর যুক্তি? এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যই বা কোথায়?

কাজেই প্রত্যেক স্থির-বুদ্ধি দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য নয় এই সংগ্রামকে "সংগঠিত" করা, (কারণ তার ফলে আন্দোলন-পদ্ধতির রূপ পরিবর্ত্তিত হবে না, শুধু মাত্রা বৃদ্ধি পাবে) তাদের কর্ত্তব্য একে থামানো, এবং কি বৃটিশ, কি জাপানী সমস্ত শোষকের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য সত্যকার সংগ্রাম আবার আরম্ভ করা। এই সংগ্রাম হচ্ছে ভারতের জাতীয় ঐক্যের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বর্ত্তমান শোষকদের বিরুদ্ধেও জাতিকে শক্তিশালী করে, আবার যে শোষক আমাদের দেশে হামলা করবার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধেও দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করে। এই সংগ্রামের জন্যই এখন অবিলম্বে নেতৃত্ব ও সংগঠন প্রয়োজন। আমরা কমিউনিষ্টরা এই চেষ্টাই করছি।

কার সঙ্গে কার লড়াই?

২। জনৈক গুজরাটী দেশপ্রেমিক লিখেছেন—"পুলিশ বিভীষিকার রাজ্য কায়েম করেছে। গভর্ণমেণ্ট নরম হওয়া তো দূরের কথা জনগণের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। এই বিভীষিকা থামাবার একমাত্র উপায় এর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা। এইভাবে আপনারা, কম্যুনিষ্টরা আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারেন।"

উত্তর—"নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি"। কিন্তু কি উপায়ে? গুজরাটী দেশ-প্রেমিকের প্রশ্ন থেকেই বর্ত্তমান সংগ্রামের আসল রূপ সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "গভর্ণমেণ্ট নরম হওয়া দূরে থাক্ জনগণের উপর নির্ম্মম নিপীড়ন চালাচ্ছে।" ঠিক কথা। আজকের আন্দোলনের জন্যে আপনি যা-যা করছেন তাতে পুলিশই জনগণকে বিনাশ ক'রে দেবার সুযোগ পাচ্ছে, আপনার কাজের ফলে পুলিশেরই সাহায্য হচ্ছে। এই আন্দোলন তীব্রতর করার অর্থ পুলিশকে জব্দ করা নয়, বরং পুলিশী নিপীড়নকে আরও বাড়িয়ে তোলা। যতই টেলিফোনের তার কাটবেন, পুলিশ থানা ও চৌকি পোড়াবেন, রেল লাইন উপড়ে ফেলবেন আর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবেন ততই আপনার কাজের সঙ্গে সাধারণ গুণ্ডা ও পঞ্চম-বাহিনীর কাজের কোন পার্থক্য থাকবে না—ততই পুলিশও আপনাকে অবাধে দমন করবার সুযোগ পাবে। আপনারা এমন কাজ করছেন যার ফল সমগ্র জাতিকে ভুগতে হচ্ছে; যা সমগ্র দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে। পুলিশ এতে আপনাকে জনসাধারণের অন্যান্য অংশ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে পঞ্চম-বাহিনী নাম দিয়ে ধ্বংস করতে পারছে—আর জনসাধারণ আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ছে। আপনারা যা করছেন তার মানে হাত-বাঁধা অবস্থায় পুলিশের লাঠির কাছে মাথা নুইয়ে দেওয়ার সামিল। কাজেই, এটা আসলে দেশ-প্রেমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশের আন্দোলনে পরিণত হোচ্ছে। এ পথে জাতীয় সরকার আসবে না; আসবে দেশের উপর জঙ্গী আইন।

এ পথে যতই আপনি পা বাড়াবেন পুলিশ ততই আপনার মাথায় চেপে বসবে—আপনি তাকে কিছুতেই জব্দ করতে পারবেন না। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক জীবন পুলিশের দ্বারা নিঃশেষ হচ্ছে, জাতীয়-বিভেদ ও অরাজকতা দ্রুত বাড়ছে, এবং কোন প্রকার ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিবাদ করাও অসম্ভব হোয়ে পড়ছে। পুলিশের লাঠি আর ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে যতই সংগ্রাম চলবে, পুলিশী-জুলুম বন্ধ করার জন্য যতই সংগ্রাম চলতে থাকবে, পুলিশের লাঠি ততই মাথায় পড়বে আর ১৪৪ ধারার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হবে সামরিক-আইন—বর্ত্তমান পন্থা এই সর্ব্বনেশে আবর্ত্তে জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই আন্দোলন যতদিন চলবে ততদিন নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য অসম্ভব। কোন দল বিশেষের আন্দোলনে পুলিশই শুধু অগ্রণী দেশপ্রেমিকদের উজাড় করবার এবং জাতির মধ্যে বিভেদ ও নীতিভ্রষ্টতা আনবার সুযোগ পাবে। কার্য্যতঃ "বর্ত্তমান সংগ্রামকে" তীব্রতর করার দ্বারা পুলিশী অত্যাচার বন্ধ হবে না, বরং তাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। পুলিশী-অত্যাচার বন্ধ করার উপায়,—যে কাজের ফলে পুলিশ অত্যাচার করার সুবিধা পাচ্ছে, দেশ দুর্ব্বল হচ্ছে তা বন্ধ করা। একটি মাত্র উপায়ে আমরা আমলাতান্ত্রিক দমন নীতি থামাতে পারি, সে পথ জাতীয় ঐক্যের জন্য চেষ্টা। এই হাতিয়ারটি পুলিশ জনগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে অসমর্থ। এই একটি মাত্র অস্ত্র আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন। একে পুলিশ জঙ্গী-আইন কায়েম করার জন্য ব্যবহার করতে পারে না। এই হচ্ছে একটি মাত্র হাতিয়ার যার বলে আমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শোষকদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি-শালী কোরে তুলবো।

আজ সামরিক-আইন, কাল জাপানীদের অধীনতা এই-ই বর্ত্তমান আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আমাদের পথে, কমিউনিষ্ট-পথে, জাতীয় ঐক্য গঠনের পথেই পুলিশী অত্যাচার বন্ধ হতে পারে,—এ পথে আজই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে সব শোষকদের হাত থেকে মুক্তি এনে দিবে।

এই সংগ্রামে ঐক্য আসে না কেবল বিভেদ বাড়ে।

৩। একজন কংগ্রেস সেবক লিখেছেন—"সংগ্রাম সুরু হওয়ার আগে ঐক্যের কথা বলা চলতো। আজ যখন কংগ্রেসের আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর নেই, আর জিন্না সাহেব যখন ঐক্য চান না, তখন কেন আপনারা সমস্ত শক্তি আন্দোলনে ঢেলে দিচ্ছেন না?

আমরা আন্দোলনে যোগদান করছি না তার কারণ অত্যন্ত সহজ। কারণ নেতাদের সদিচ্ছা সত্বেও এই আন্দোলন আমাদের জনগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সাহায্য করছে না, বরং তাদের বিভেদকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। দেশ আমাদের সকলেরই। যে দলভুক্ত হউক না কেন দেশ প্রেমিক মাত্রেরই চিন্তা হচ্ছে কেমন করে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষা করা যায়। ফাশিষ্ট-দস্যুরা যখন আজ দুয়ারে হানা দিচ্ছে তখন যে আন্দোলন কার্য্যতঃ সমগ্র জাতির রাজনৈতিক জীবন ও নৈতিক বিশ্বাস বিপন্ন করে, যে আন্দোলন জনগণের উপর পুলিশী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে সে আন্দোলন কখনো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, সে আন্দোলন শুধু বিভেদ সৃষ্টি করবে, আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করবে। যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমস্ত উৎপাদন শিল্পের সাধারণ ধর্ম্মঘট, রেলপথ বিচ্ছিন্ন করা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা—যে আন্দোলনের আঘাত দেশের সকলের উপর এসে পড়ে, সে আন্দোলন যদি দেশের কোন এক অংশ চালায় তবে অন্যান্য অংশ তাতে বড় আকৃষ্ট হয় না, বরং অন্যান্য অংশ তার থেকে আরও দূরে সরে যায়। এর সহজ অর্থ জাতীয় আত্ম-হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে?

মতবাদের দিক থেকে এ সংগ্রাম জাতীয় ঐক্য গড়বার সহজ পন্থা হিসাবে বা তার পরিবর্ত্তে আরম্ভ করা হোয়েছে। কার্য্যতঃ এর ফলে আরও জাতীয় বিচ্ছেদ ঘটছে—জাতীয় মুক্তির পরিবর্ত্তে জাতীয় আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে।

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা জাতীয় ঐক্য পাবো না, জাতীয় বিভেদই লাভ করব। জাতীয় সরকার পাবো না, পাবো জঙ্গী আইন। সমস্ত শোষকের কবল থেকে মুক্তি পাবো না—আমরা এক শোষকের হাত থেকে অন্য শোষকেক কবলে শৃঙ্খলিত হবো।

সত্যকার সংগ্রামের বিনাশ নেই।

৪। বোম্বাইএর একজন দেশপ্রেমিক আমাদের বলছেন—"কম্যুনিষ্টরা আমাদের পরিত্যাগ করে গেছে তাই আন্দোলন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

আমাদের দেশে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন যদি মুক্তি আনবার উপযুক্ত আসল আন্দোলনই হয় তবে কমিউনিষ্ট পার্টি যোগ না দিলেও সে আন্দোলন কখনো থেমে যেতে পারে না, কংগ্রেসের শক্তির সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তির তুলনা করুন। আন্দোলন যদি এমন হয়, যার ফলে জাতি ঐক্যবদ্ধ ও দেশ স্বাধীন হোতে পারে তবে প্রত্যহ নতুন নতুন দেশ প্রেমিক আন্দোলনে যোগ দেবেন। কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলনে যোগ-দান না করলেও আন্দোলন বিনষ্ট হবে না, বরং কমিউনিষ্ট পার্টিই ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে।

আন্দোলন বিনষ্ট হওয়ার কারণ—আন্দোলনের রূপের মধ্যে, তার অন্তর্নিহিত বস্তুর মধ্যেই নিহিত আছে। আন্দোলনের স্রোতে ভাটা পড়ার ঠিক কারণ; এর আসল-উদ্দেশ্য হোচ্ছে আমলাতন্ত্র ও পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি আর জনগণের শক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল করা। আন্দোলনের তেজ কমে আসছে তার ঠিক কারণ বেশী সংখ্যক দেশ-প্রেমিক আন্দোলনে যোগ-দান করছেন না, বরং তার ঠিক উল্টাটাই ঘটছে।

জনসাধারণের জন্ত—দেশের জন্য

৫। বোম্বাইএর জনৈক কংগ্রেস সেবক লিখেছেন: "আমরা জানি আপনাদের জনযুদ্ধের নীতির জন্ত আপনারা আমাদের সংগ্রামে যোগ দিতে নারাজ। আমরা জানি আপনারা রাশিয়ার সমস্তা নিয়েই মত্ত। আপনারা নিরপেক্ষ থেকে কংগ্রেসকে সাধারণ ধর্ম্মঘটের আয়োজন করার সুযোগ দিন না কেন?

এই দেশপ্রেমিক ভাবছেন আমরা কমিউনিষ্টরা বুঝি জনযুদ্ধের মন্ত্র আওড়েই রাশিয়াকে সাহায্য করছি। আসলে কিন্তু তা নয়। আমাদের জনযুদ্ধের নীতিই হোচ্ছে একমাত্র নীতি যা আমাদের জাতিকে, আমাদের দেশের লোককে বৃটিশ আমলাতন্ত্র ও জাপানী দস্যুর কবল হোতে বাঁচাতে পারে। আমরা বলি:—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করার অর্থ, এ দেশ জয় করতে ও আমাদের জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্য জাপানীকে সাহায্য করা। এতে বৃটিশ শাসন ভেঙ্গে পড়তে পারে কিন্তু সেটা আমাদের মাথার উপরই ভেঙ্গে পড়বে এবং ততক্ষণে জাপানী জোয়াল আমাদের কাঁধে চেপে বসবে। আবার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিরপেক্ষ থাকার অর্থ অক্ষম বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাতে দেশরক্ষার ভার যেমন আছে তেমনি অক্ষুণ্ণ রাখা। তার মানে বৃটিশের হাত থেকে জাপানীদের হাতে গিয়ে পড়া—অর্থাৎ আমাদের মালয়ের দশা ঘটবে। সমস্ত শোষকের হাত থেকে আজ মুক্তি লাভের উপায় হোচ্ছে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করা এবং যুদ্ধের ভার জনসাধারণের হাতে নিবার জন্ত তাদের সুসংঘবদ্ধ কোরে তোলা। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ কারণ এর মধ্য দিয়ে জাতি মুক্তি লাভ করতে পারবে। এই যুদ্ধের বাইরে থাকলে জনসাধারণের ভাগ্যে জুটবে ফাশিষ্ট-দাসত্ব।

আমরা আজ সাধারণ ধর্ম্মঘট চাই না, কারণ উৎপাদন শিল্পে সাধারণ ধর্ম্মঘট আজ আমাদের জাতীয় সরকার এনে তো দেবেই না বরং জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার ব্যবস্থা আরো পণ্ড করে দেবে—ফলে বৃটিশের পরিবর্ত্তে আসবে জাপানী প্রভু। প্রভু মাত্রেরই কর্ত্তৃত্ব থেকে মুক্তি নয়—বৃটিশ প্রভুর পরিবর্ত্তে জাপানী প্রভুর অভ্যুদয় হবে। আজকের দিনে উৎপাদনশিল্পে সাধারণ ধর্ম্মঘটের এ-ই সরল অর্থ।

এই অবস্থায় আমরা কেমন করে নিরপেক্ষ থাকতে পারি? বিপথগামী দেশ প্রেমিকের দল যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার প্রতি নিরপেক্ষ থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ এর প্রকৃত অর্থ জাপানী দস্যুদের পরোক্ষ সাহায্য।

"এই সংগ্রাম সাময়িকভাবে রাশিয়ার ক্ষতি করছে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আনতে সাহায্য করছে। সুতরাং আপনারা কমিউনিষ্টরা কেন নিরপেক্ষ থাকছেন না?" কংগ্রেস সেবকের যুক্তির ধারাটা অনেকটা এই ধরণের। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে এই সংগ্রাম এই জাতিরই গলা কাটছে। স্বল্পায়াসে জাপানকে এ দেশ জয় করতে সাহায্য করছে। রাশিয়াকে সাহায্য দানের প্রশ্ন নয়, আমাদের সামনে প্রশ্ন কি করে আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখব। সর্ব্বনাশ থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হোলে, আমাদের এ আন্দোলন থামাতে হবে এবং একমাত্র সেই পথ গ্রহণ করতে হবে যে পথ আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে সাহায্য করবে, সঙ্গে সঙ্গে জাপানী দস্যুদেরও ঠেকাতে সাহায্য করবে—এ পথ জাতীয় ঐক্যের পথ। এই হচ্ছে আজকের দিনে শুধু কম্যুনিষ্টদের একার নয় প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকের একান্ত জরুরী বর্ত্তব্য। রাশিয়ার আত্মরক্ষা বনাম ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়। রাশিয়া আজ হিটলারী সেনার অগ্রগতিকে ককেসাসে আটকে রেখে আমাদেরই যুদ্ধ চালাচ্ছে—আমাদের মাতৃভূমি থেকে নাৎসী বর্ব্বরদের দূরে রাখছে। অন্য দেশ যখন ফাশিষ্টদের হাত থেকে সীমান্ত রক্ষা করছে তখন আমরা আমাদের দেশ রক্ষার ব্যবস্থা দ্রুত-গতিতে ও ভীষণভাবে ব্যাহত করছি।

তাড়াতাড়ি জয় কিন্তু কার জন্য?

৬। একজন ছাত্র লিখেছেন: "জনগণ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়তে উৎসুক, গবর্ণমেণ্টও নিঃসঙ্গ ও পঙ্গু—এক্ষেত্রে আপনারা যদি কংগ্রেসকে সাহায্য করেন তবে আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হবে ও অতি তাড়াতাড়ি জয়লাভ করা যাবে।"

এ ধরণের আন্দোলন আমাদের ব্রিটিশের কবল থেকে দূরে নিতে পারছে না, পরন্তু জাপানীদের কবলে ঠেলে দিচ্ছে।

আমেরীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশতঃ (অবশ্য এটা নিশ্চয় সমর্থন যোগ্য) আপনারা এমন কাজ করছেন যা জাতিকে আমেরীর হাত থেকে টোজোর হাতে ঠেলে দিচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট নিঃসঙ্গ ও অসহায় হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সেটা আপনাদের কাজের ফলে নয়। গভর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করেছে তার ফলে সেই নিঃসঙ্গ হচ্ছে ও তার নগ্নরূপ সমগ্র জাতির কাছে ধরা পড়ছে। কিন্তু আপনার ধ্বংসের কাজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করা দূরে থাক বরং আরও বিভেদ আরও শক্তিক্ষয়, জাতিকে আরও দুর্ব্বল ও পুলিশকে আরও জোরদার করছে। গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃই সহায়হীন হয়ে পড়ছে, কিন্তু আপনারা যে পথে চলেছেন তাতে গভর্ণমেণ্টকে তার দুরবস্থা থেকে বাঁচানই হচ্ছে। আপনারা যা যা করছেন তাতে গবর্ণমেণ্ট বিপদ থেকে বাঁচবারই এক বিরাট সুযোগ পাচ্ছে, জাতির উপর জঙ্গীআইন চাপাতেও সাহস করছে, জাতির রাষ্ট্রজীবনকে নীতিভ্রষ্ট করতে পারছে। দুনিয়ার লোকের সামনে ভারতীয় জনগণের দেশপ্রেমকে "পঞ্চম বাহিনী সুলভ" মনোভাব বলে চিত্রিত করতে পারছে।

ভারতের ভাগ্যে যদি জয় আসন্ন হয়, (সে আমাদের দেশবাসীর জয়লাভ—ভারতের উপর টোজোর জয় নয়) তবে এই কার্য্যকলাপ সত্ত্বেও সে জয় অবশ্যম্ভাবী। সে জয় আসবে আমাদের দেশ-প্রেমিক নেতাদের চেষ্টায়। তাঁরাই আজ জাতির সমূহ বিপদের কথা বুঝতে পারছেন। তাঁরাই আজ জাতির দেশরক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে এবং জাতীয় আত্মরক্ষার ভিত্তিতে ঐক্য আনতে চান। আর আপনারা আজ যা করছেন তাতে দেশরক্ষার যে সাম্প্রতিক ব্যবস্থা আছে তাও বিনষ্ট হচ্ছে। আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়েই জয় আসবে—নিদারুণ সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্কটের আগুনে পুড়ে সে ঐক্যকে জয়যুক্ত করবে। বিভেদ-প্রসূ কাজ সত্ত্বেও সেই ঐক্য গড়ে তোলা হচ্ছে। সে বিজয় আসবে সংযুক্ত রাষ্ট্রের জনগণের চেষ্টায়। তারা বুঝতে পারছে যে ভারতীয় জনগণকে মুক্তি দিলেই চক্রশক্তির উপর সকলেরই জয়লাভ সম্ভব—আজ আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে যা করছেন তা ভারতীয় দেশপ্রেমকে "পঞ্চম বাহিনীসুলভ" মনোভাবের সাথে সম পর্য্যায় ভুক্ত করছে।

ব্রিটিশ বিতাড়নের নামে আপনারা নিজের কণ্ঠচ্ছেদ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এতে হয়ত আশু জয়লাভ ঘটবে সত্য, কিন্তু এজন্যে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না। সে জয় হবে ভারতীয় জাতির উপর টোজোর জয়। আর এক দিকে কম্যুনিষ্টদের পথ, জাতীয় ঐক্যের পথ। এই পথই সমস্ত জাতিকে সকল শোষকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করছে এবং আমেরী ও টোজোর দুজনের ওপরেই আমাদের জয়লাভ তাড়াতাড়ি সম্ভব করে তুলছে। একটা পথ ব্রিটিশের হাত থেকে জাতীয় মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—আমেরী ও টোজোর উভয়েরই উপর আমাদের জাতিকে জয়ী করছে, অন্যপথ বৃটিশের হাত থেকে জাপানী হাতে নিয়ে ভারতীয় জাতির উপর টোজোর আশু জয়লাভ সম্ভব করছে। অবিলম্বে মুক্তি, না অবিলম্বে মনিব বদল—এর মধ্যে কোনটা আপনাদের পছন্দ কোনটা আপনারা বেছে নেবেন?

এ দুটি পথই এখানে যথাক্রমে দুই গতিমুখে চলার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

(৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রংপুর—রংপুর জেলার বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড শিবদাস লাহিড়ী ও অবনী বাগচী ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচার কার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সরকারী দমননীতির হাত হইতে রেহাই পাইলেন না। জেলার কর্ত্তৃপক্ষ কমরেড লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া জামীন পর্য্যন্ত দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এবং কমরেড বাগচিকে জামীনে মুক্ত করিয়া রংপুর সহরের ভিতর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন ইহা ছাড়া জিলার কর্ত্তৃপক্ষ জাপ-বিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইবার পথে নানা প্রকার বাধা দিতে কসুর করিতেছেন না। রংপুর জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীগণ কি এসব বুঝিতেছেন না যে তাঁহাদের কার্য্য কলাপ পঞ্চম বাহিনীকেই সাহায্য করিতেছে!

যশোহর—১লা সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত কৃষক দিবস উপলক্ষ্যে যশোহর জেলার নানা স্থানে কৃষক সভার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১০ দিন আগে দরখাস্ত করিয়াও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে সর্ব্বত্র সভা করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল তাহারও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য জনমত গঠন করার পথে আমলাতন্ত্র এইভাবে যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে জাতীয় ঐক্যের জোরেই তাহা ব্যর্থ করা সম্ভব।

সেরপুর টাউন (ময়মনসিংহ)—কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একটি মহিলা আত্ম-রক্ষা কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। তখন হইতেই কমিটির তরফ থেকে প্রচার মুলক কাজ চলিতেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষাদান ও সাপ্তাহিক আলোচনা বৈঠকও করা হইতেছে। বর্ত্তমানে আত্ম-রক্ষা সপ্তাহ পালনে আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হয়। সাধারণ একটি মহিলা সভা করিতে চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট কতগুলি সর্ত্তাধীনে অনুমতি দিয়াছেন। মহিলাগণ ঐ সব সর্ত্তে সভা করিতে নারাজ। তাই সভা করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। আত্ম-রক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সাধারণ সভার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করার অর্থ কি?

আলোচনা

চক্রশক্তির-আবেষ্টনী

"বর্ষা শেষ হইয়া আসিল। এখন জাপানের পক্ষে ভারত আক্রমণ করা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে। এজন্যই সমর-কুশল ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" অমৃতবাজার পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থিত সংবাদদাতা ৪ঠা সেপ্টেম্বরের তারে এই সংবাদ জানাইতেছেন, তিনি আরও জানাইতেছেন যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমর পরিষদের বৈঠকে বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত ভারতের সম্বন্ধের কথা নাকি বিশেষভাবেই আলোচিত হইয়াছে। এসোসিয়েটেড প্রেস বোম্বাই হইতে খবর দিতেছেন যে ওয়াশিংটনের কর্ত্তামহল এইরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে জাপানীগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের গুরুতর আশঙ্কা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহারা এখনও মনে করেন যে, ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্য কতক জাপ-সৈন্যের অপসারণ চীনাদের সাম্প্রতিক সাফল্যের আংশিক কারণ। জাপানের মন্ত্রিসভায় সম্প্রতি যে রদবদল হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে চুংকিংয়ের সংবাদপত্রগুলি বলিতেছেন, "জাপানের সমরকর্ত্তারা যে একটা বড় রকমের কিছু শুরু করিবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ।"

যাহারা মনে করিতেছেন জাপানী আক্রমণ এখনো আসন্ন হয় নাই, এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহারা সতর্ক হইবেন কি? তাঁহারা কি জানেন না যে, এই যুদ্ধে ফাসিষ্ট-দস্যুরা হয় দুনিয়ার সকল দেশ গ্রাস করিবে, নতুবা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের কবর তৈরী হইবে? টোকিওর ভূতপূর্ব্ব মার্কিন দূত মিঃ জোসেফ গুরুপ ৩০শে আগষ্ট এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "তাহারা (জাপানী দস্যুরা) যখন এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল তখন ব্যর্থতার প্রশ্নকে মনে স্থান দেয় নাই, ফিরিয়া যাওয়ার পথ তাহারা রাখে নাই।" সত্য সত্যই ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের ফিরিবার পথ নাই।

অপর সীমান্তে হিটলারী দস্যুদলও অগ্রসর হইতেছে। রোমেল পুনরায় মিশরের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, ভন বকের সৈন্যদল ককেশাসের পথে অগ্রসর হইতেছে, মিঃ চার্চ্চিল নিজে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, পারস্য ও ইরাকের জন্য একটি যুক্ত সামরিক নেতৃত্ব গঠন করা হইয়াছে। মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা, পারস্যের প্রধান মন্ত্রী এবং ইরাকের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নুরী সম্প্রতি বৃটেনের সহিত বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা সম্পর্কে নূতন করিয়া ঘোষণা বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। বেলজিয়ামের প্রধান মন্ত্রী স্পীয়ারলটের বিবৃতি হইতে জানা যায়, আমেরিকা আফ্রিকার রণক্ষেত্রে প্রচুর সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণ করিতেছে। প্রত্যেকটি ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে, মধ্যপ্রাচ্যে এক ব্যাপক ও প্রচণ্ড নাৎসী আক্রমণ আসন্ন।

বিলম্ব কেন?

এতদিন যে জাপানী বা হিটলারী দস্যু ভারত আক্রমণ করার সুযোগ পায় নাই তাহার কারণ সোভিয়েট ও চীনের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের অতুলনীয় সংগ্রাম। তাহারাই টোজো ও হিটলারের 'টাইম-টেবিল' উল্টাইয়া দিয়াছে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর 'রেডষ্টার' পত্রিকা বলিতেছে, ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে যে যুদ্ধ চলিতেছে, কি তীব্রতা, কি লোকবল, কি অস্ত্রশস্ত্র সকল দিক দিয়াই ইহা অতীতের সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া যায়। ঐ তারিখে চুংকিংয়ের খবরে প্রকাশ, চীনারা ক্যাণ্টনের দিকে অগ্রসর হওয়ায় জাপানীরা আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। সোভিয়েট ও চীনের সাহসী যোদ্ধারা আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়িতেছে, আমাদের তৈরী হওয়ার সুযোগ দিতেছে।

কিন্তু তাহাতে নিশ্চিত হওয়ার কিছু নাই। শত্রু নির্ম্মম এবং প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন। সোভিয়েট ও চীনের জনগণ যাহাতে এই বৎসরের মধ্যেই তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে তাহার জন্য দরকার মিত্রশক্তির সমবেত আঘাত। বৃটেন ও আমেরিকা আজও তাহাদের সমগ্র শক্তি যুদ্ধ জয়ের জন্য সন্নিবেশিত করে নাই, শত্রুকে চরম আঘাত দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয় নাই। সোভিয়েটের বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ইলিয়া এরেনবুর্গ সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "বৃটেন ও আমেরিকার আক্রমণ-আকাঙ্খা পরিতৃপ্তি খুজিতেছে। অধিকৃত দেশসমূহের জনগণ অপেক্ষা করিতেছে। প্যারিশ, ক্রোসিয়ার পাহাড় এবং পোল্যাণ্ডের জঙ্গল, সকল স্থানই আজ জার্ম্মাণদের পক্ষে বিপজ্জনক। জনগণ জার্ম্মাণদের রক্ত চায়। সমগ্র দুনিয়ার চিত্ত জার্ম্মাণ রক্ত পিপাসু। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেকটি নরনারী বলিতেছে ইহাই আক্রমণের সময়। চীনের নরনারী আজ জাপানের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপক ও সম্মিলিত শক্তিতে আক্রমণ দাবী করিতেছে। চীনের সরকারী মুখপাত্র ডাঃ কিয়াং সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট বলেন, "ব্রহ্মদেশে আক্রমণ আরম্ভ করা আমি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, যত শীঘ্র তাহা হয় ততই ভাল। চীনা মন্ত্রীসভার রাজনীতিক বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সিয়াং বলেন, চক্রশক্তির দ্রুত পরাজয় ঘটিবার পক্ষে উহা প্রয়োজন। কায়রো ভ্রমণকালে মার্কিন নেতা উইল্‌কি সাহেব ও স্বীকার করিয়াছেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি দেখিতে চায়।"

চেম্বারলেনের ভূত

কিন্তু শাসকশ্রেণীর ঘাড়ে এখনও চেম্বারলেনের ভূত চাপিয়া আছে, তাহারা যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের জন্য এখনও সমস্ত শক্তি একত্র করিতে পারিতেছে না। বৃটেনের যুদ্ধ চতুর্থ বৎসরে পদার্পন করা উপলক্ষে বিলাতের নিউজ ক্রনিকেল পত্রিকা বলিতেছে, "এই চতুর্থ বৎসরে আমাদের গর্ব্ব বা অতিরিক্ত ভরসা করার কিছু নাই। মিত্রশক্তিকে দুর্জয় করিতে হইলে দুইটি জিনিষ করা দরকার: সম্মিলিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং উৎপাদন ও সমর কৌশলের সামঞ্জস্য।" অথচ, আমাদের জঙ্গীলাটসাহেব ঐ দিবসেই তাঁহার সুদীর্ঘ বেতার বক্তৃতায় বলিতেছেন, "ঘরের সমস্যা ও কলহ লইয়া মত্ত রাজনীতিক নেতা, উশৃংখল স্কুলের ছাত্র, দায়িত্বজ্ঞানহীন অনিষ্টকারী, অজ্ঞ গুণ্ডাদল—ইহাদের কাজ নয় ভারতকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবে তাহার সুশৃংখল সৈন্যগণ"। ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার! যে সকল দেশপ্রেমিক ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছে—জঙ্গীলাট তাঁহাদের প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন। বক্তৃতার ফাঁকে চেম্বারলনী ছাতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

নির্লজ্জ!

মালয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাঁত ভাঙ্গার পরও ওয়াভেল সাহেবের এই উক্তি—নির্লজ্জ। ব্রহ্ম ও মালয়ের শিক্ষা,—কেবল সৈন্যদল লইয়া দেশরক্ষা করা যায় না, দেশরক্ষার জন্য চাই দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ সৈন্যরা। তাই, ভারতে অবস্থিত সাধারণ সৈন্যরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য দাবী জানাইতেছে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে জনগণের সহযোগিতা দাবী করিতেছে। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় একজন সৈন্য লিখিতেছেন, "ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করা দরকার। কি ভাবে উহা স্থাপন করা যায় তাহা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে দেখিতে হইবে। কিন্তু যাহারা রাজনীতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাহারা জানে যে উহা সকলের জন্মগত অধিকার, কাহারও দান করার জিনিষ নয়।"—আমাদের রাজনীতিক নেতারা ঘরের সমস্যা ও কলহ লইয়া মত্ত বলিয়া জঙ্গীলাট আত্মপ্রসাদ করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের জাতীয় দাবী সম্পর্কে সমগ্র দেশে যে ঐক্য মত রহিয়াছে তাহার সম্পর্কে তাঁহার জবাব কি? সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতেও বলা হয় যে, ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতীয় জনগণের আস্থাও নাই, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যও নাই। কংগ্রেস, সপ্রু সম্মেলন, লিবারেল ফেডারেশন, মুসলিম লীগ—প্রত্যেক সংগঠন হইতেই এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দেশপ্রেমিকদের ক্ষিপ্ত করিয়াছে কে? আমেরী কোম্পানী। ওয়াভেল সাহেব উশৃংখল ছাত্রদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রদের উশৃংখলতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে কে? আমেরী কোম্পানী, যাহারা এক সময় চেম্বারলেনের দোসর হিসাবে বৃটেন ও আমেরিকার যুবকদের জার্ম্মানীর হাতে ঠেলিয়া দিতেছিল তাহারাই আজ ভারতের যুবক সম্প্রদায়কে জাপানী দস্যুদের হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, অথচ, আশ্চর্য্য এই, সম্প্রতি আমেরিকায় পৃথিবীর সমস্ত ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দেশের ছাত্রদের যে কংগ্রেস হয় তাহাতে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যুবশক্তির প্রশংসা করিয়া বলেন, "আমরা ভাবিয়া আনন্দিত হই যে সম্মিলিত জাতিসমূহের এই স্বাধীন যুবক যুবতীরাই নূতন দুনিয়ার মালিক হইবে, নূতন দুনিয়া গড়িয়া তুলিবে। বৃটিশমন্ত্রী স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ই সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জার্ম্মান যুবকদের জার্ম্মানীতে গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতের হাজার হাজার মজুর ও চাষী আজ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া নিজেদের যে বিরাট ক্ষমতাকে নষ্ট করিতেছে, ওয়াভেল সাহেবের দল তাহাদের "গুণ্ডা" বলিবেন তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু তাহাদের এই 'গুণ্ডামী'র পথে প্ররোচিত হওয়ার জন্য দায়ী কে? আমেরী কোম্পানী। যে দেশপ্রেমিক কৃষক ও মজুর ভারতবর্ষকে রক্ষা করার সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে যাহার সংগ্রাম চীনের ইতিহাসের মতই উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে বন্দুকের মুখে চুরমার করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহার জাপ-বিরোধী শক্তিকে ব্যর্থ হইতে সুযোগ দেওয়া হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র দেশপ্রেমিকদের ভয় করে; তাই, দেশপ্রেমিকদের হাতে দেশরক্ষার কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। যাহারা স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িতে উৎসুক সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র আজো তাহাদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করিতেছে। চট্টগ্রাম বন্দীরা কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বাংলার কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তী আজো মুক্তির আদেশ পায় নাই। আমলাতন্ত্র এইভাবে দেশের সংগ্রাম ক্ষমতাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে।

জাতীয় আত্মহত্যা

ফলে, দেশের হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নরনারী আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা যে পথ গ্রহণ করিয়াছে তাহা স্বাধীনতার পথ নয়—স্বাধীনতার শত্রুর পথ। ফ্যাসিষ্টদের পঞ্চমবাহিনী যাহা চাহিয়াছিল তাহাই ঘটিতেছে। একথা কল্পনা করিতেও মর্ম্মান্তিক মনে হয় যে, জাপানী দস্যু আসাম সীমান্ত হইতে যখন মাত্র ২০ মাইল দূরে আর সেই সময়ে আসামের উন্মত্ত নরনারী পাহারায় মোতায়েন সৈন্যদের আক্রমণ করিতেছে, পুল নষ্ট করিতেছে। তাহারা কার্য্যতঃ জাপানী দস্যুদেরই আমন্ত্রণ পাঠাইতেছে। ইহা আত্মহত্যার পথ, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নয়,—আমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে আত্মহত্যার পথ। আসাম সীমান্তের প্রত্যেকটি সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার সৈন্য, তাহারা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, আসামের প্রত্যেকটি সেতু, প্রত্যেকটি রেলপথ আমাদের শিরা উপশিরার মত; সমগ্র দেশের প্রাণশক্তি তাহার মধ্যে। কেবল আসাম কেন, দেশের যেখানে যে সৈন্য আছে, যেখানে যে রেলপথ, কলকারখানা আছে, যেখানে যে যুদ্ধ-ব্যবস্থা আছে—তাহা সাম্রাজ্যবাদের পরমায়ুর চিহ্ন নয়—তাহা দেশের আত্মরক্ষার শক্তিকেন্দ্র। উন্মত্ত জনতাকে আত্মহত্যার পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। লক্ষ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা, গুলি ও লাঠি চালনা, হাজার হাজার রকমের হুকুম—উন্মত্ত জনগণকে ফিরাইতে পারে না, দেশপ্রেমিকদের প্রচেষ্টা ছাড়া এই কাজ সফল হইতে পারে না।

জাতীয় নিষ্পত্তি সম্ভব

দেশ প্রেমিকদের মধ্যে জাতীয় দাবীর জন্য জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা জাতীয় নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শীঘ্রই অধিবেশন হইবে। ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জী তাহাতে এইমর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দিয়া, শুধু পরিষদের

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিনগ্রাড্

ষ্টালিনগ্রাড রণক্ষেত্রের অবস্থা আবার কিছুটা খারাপ হইয়াছে। জার্ম্মান সৈন্যেরা ষ্টালিনগ্রাড হইতে পনর মাইল দূরবর্ত্তী মিস্ক সহরের পশ্চিমে পৌছিয়াছে। সমগ্র রণক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মানী ২৫ ডিভিসন সৈন্য ও একহাজার বিমান সমবেত করিয়া আক্রমণ সুরু করিয়াছে। সোভিয়েট ফৌজ জার্ম্মান আক্রমণে প্রবল বাধা দিতেছে। মার্শাল-টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে লাল ফৌজ মৃত্যুপণ করিয়া লড়িতেছে। কালাচে ও কায়ালিস্কে মার্শাল টিমোশেঙ্কো নতুন সৈন্য পাঠাইয়াছেন। লালফৌজ কিছুটা হটিয়াছে। এখন যেমন প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতেছে এমন যুদ্ধ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

নভোরসিস্কেও খুব বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কৃষ্ণসাগর তীরে এই বন্দরের উপর জার্ম্মান আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মজদক এলাকায়ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ক্লেটস্কায়া অঞ্চলে সোভিয়েট ফৌজ প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করিতেছে।

ককেশাস

ককেশাসের দিকে জার্ম্মান অগ্রগতি আবার মাথা চাড়া দিয়াছে। জার্ম্মান ফাসিষ্ট বাহিনী প্রোখলদ্‌নায়া ও মজদ্‌ক অঞ্চলে নদী অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা গ্রোজনীর তৈল খনির দিকে পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ককেশাস অঞ্চলে লালফৌজ জার্ম্মান-অগ্রগতিতে বাধা দিতেছে। কয়েকটা সহরও সোভিয়েট ফৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। কশাকদের নেতা ক্লিনগার আবেদনে অরদ্‌জোনিকিজ সহরে ৩০০০ কশাক দেশপ্রেমিকরা ঘোষণা করিয়াছে যে "সোভিয়েট ইউনিয়নের এই "মুক্তা" সদৃশ ককেশাশকে তাহারা প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবে। ভরনেজ অঞ্চলে ডনের পশ্চিম পারেও তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে।

মধ্যরণাঙ্গন

মধ্যরণাঙ্গনের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। জার্ম্মানরা পাল্টা ট্যাঙ্ক আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। লাল ফৌজ রিজেভকে পাশে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছে। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট বিমানবাহিনী ও ট্যাঙ্ক বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

রুশ রণপোত বাল্টিক সাগরে শত্রুদের চারটি সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। লেনিনগ্রাডের সম্মুখে তীব্র বিমান যুদ্ধ হইয়াছে। জার্ম্মানরা সহরের উপর ব্যাপক আক্রমণের মতলব করিয়াছিল, কিন্তু রুশ বিমান-বহরের বাধায় তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

চীনফ্রণ্ট

চীনারা গত ছয় সপ্তাহে পূর্বচীনের কিয়াংসি ও চেকিয়াং প্রদেশে ২০ খানা গ্রাম জাপানীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। "বম টোকিয়ো" সহর কুই মিয়েন চীনাবাহিনীর দখলে আসিয়াছে এবং তাহারা টয়াংসিয়াং পুনরাধিকার করিয়াছে। কিয়াংসির টেনসুনে চীনা সৈন্যরা প্রবেশ করিয়াছে। টেনসুন কিয়াংসির রাজধানী নানচাংএর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। চীনারা সীঞ্চায়ণ হইতে উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া লিকিটান দখল করিয়াছে। দক্ষিণ চীনে কোয়াংটুঙ্গে ক্যান্টন-হ্যাংকৌ রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া উয়াংটঙ্গ দখল করিয়াছে। জাপানীরা ক্রমাগত পশ্চাতের দিকে হটিতেছে। পশ্চাদ গমনকালে জাপানী দস্যুরা চীনাদের ঘরবাড়ী সব পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছে।

চীনারা লিসুই জাপানীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। লিসুই পূর্ব্বচীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটি, এবং দক্ষিণ চেকিয়াংএর সমুদ্রতীর হইতে ইহার দূরত্ব ২০ মাইল। লিসুই হইতে টোকিয়োর উপর বিমান আক্রমণ চালান যাইতে পারে। চুইসিন সহরও চীন সৈন্যরা অধিকার করিয়াছে। চুইসীনের পরেই লিসুই পূর্ব্বচীনের দ্বিতীয় বিমান ঘাঁটি।

চীন সৈন্যরা জাপানীদের রেলের দ্বারা সিঙ্গাপুর ও সাংহাইএর যোগস্থাপন করার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। চীন বাহিনী নাময়াংএর নিকটে পৌছিয়াছে। মধ্য চেকিয়াংএ লুঙ্গায়াং, লাঙ্কি চীনাদের দখলে আসিয়াছে, ক্যান্টন হইতে ১৬ মাইল দূরে পৌছিয়াছে ও লুপো দখল করিয়াছে। একলক্ষ বিশহাজার জাপানী সৈন্য কিয়াংসি-চেকিয়াং রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে। চীনা মুখপাত্রের মতে কিয়াংসি অভিযান শেষ হইয়া আসিতেছে ও চীনারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

কমরেড হারিসের স্মরণে

[বিড়ি মজদুর আবদুর রহিমের উর্দ্দু থেকে অনুবাদ]

যে মুহূর্ত্তে কমরেড হারিস চির বিদায় গ্রহণ করলেন সেই মুহূর্ত্তটা কত অশুভ ও শোকদায়ক ছিল। কত বেদনাদায়ক ছিল সেই মুহূর্ত্ত যখন আমাদের পথ-প্রদর্শক আমাদের ছেড়ে চলে গেল। যে সময় হারিসের মত কমরেডের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল তখনই সে আমাদের ছেড়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন হারিস তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল না জানি সে সময় তার কত কষ্ট হয়েছিল।

হারিস ছিল একজন নেতা—একজন স্বভাবনেতা। প্রকৃতির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করা ছিল তার কাজ। মজুরদের শোচনীয় অবস্থার সত্যকার বিশ্লেষণ করা, তাদের অন্তরে ভরসা দেওয়া, এই ছিল তার কাজ।

হারিস ছিল যেন চিকিৎসক—সে এই রকম ওষুধ তৈরী করায় ব্যাপৃত ছিল যে ওষুধের কল্যাণে শ্রমিকদের দুর্গতি, তাদের দারিদ্র্য, তাদের অবনতি, তাদের মধ্যে যে দলাদলি ছিল সে সব দূর করার কাজে ধন্বন্তরীর কাজ করত এবং এই কাজে সে বেশ খানিকদূর এগিয়েও গিয়েছিল। মজদুরদের পক্ষে হারিসের মত পথ-প্রদর্শক ও সহানুভূতি-সম্পন্ন লোক পাওয়া মুশ্‌কিল। তার অন্তরে শ্রমিকদের প্রতি ভালবাসা এত প্রগাঢ় ছিল যে তার জন্য সে নিজের আরাম ও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। নিজের কষ্টকে কষ্ট মনে না করে শ্রমিকদের ভালর জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিল। শ্রমিকদের উন্নতির চিন্তাতেই তার রাতদিন কেটে যেত।

হারিসের মৃত্যুতে আমার মনের ভিতরে শোকের এক ঝড় বহে যাচ্ছে। একে ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই।

(কমরেড হারিস—২ পাতার শেষাংশ)

গোপন সংগঠনের কঠিন পরিশ্রমে ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় তার জুড়ি ছিল না। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর তাকে পাঠানো হ'ল ধানবাদে। সেখানে কাজ করার অনেক অসুবিধা দেখে তার সাথী আর একজন কমরেড ফিরে চলে এলেন। কিন্তু হারিস বল্লে: পার্টি আমাকে এখানে কাজ করতে বলেছে, মুস্কিল দেখে আমি যদি চলে যাই তো পার্টি-সভ্যের যোগ্যতা আমার কোথায় রইল? সে গোপনভাবে সেইখানেই কাজ করতে লাগল।

তারপর অম্‌নি ধারা ভাল কর্ম্মী ও শক্ত কমরেডের দরকার পড়ল জামশেদপুরে। একবাক্যে সবাই বল্লে হারিসকেই যেতে হবে—হারিসও দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

কিন্তু এতদিনের কষ্টে তার শরীর তখন ভেঙ্গে গেছে। তিন চার দিনের মধ্যেই সে কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হ'ল। কলকাতায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমস্ত কমরেডের দিন-রাত্রিব্যাপী অক্লান্ত শুশ্রূষা কিছুই আর তাকে বাঁচাতে পারল না।

হারিসের মত কমরেডেই কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচয়।

(আলোচনা—৭ পাতার শেষাংশ)

নিকট দায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক। ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ নোপানী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "যাহাতে সত্যিকারের অধিকার সমন্বিত প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট জননায়কদের সহিত আপোষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন।" মিঃ ভাঃ মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ও মাদ্রাজ প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক মিঃ এ, এম, আল্লাপিচাই এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "কংগ্রেস ধ্বংস হইলে দেশে বিশৃঙ্খলা আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে ভারতের শত্রুদেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না কেন, লীগ কখনও কংগ্রেসের ধ্বংস কামনা করে না। স্বাধীনতার সর্ত্তে কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিতভাবে বৃটিশের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত।" বিহারের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বলদেব সহায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল তথা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে এত বেশী মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও আপোষ আলোচনার পথ বন্ধ, উহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও বেদনাদায়ক। রাজনীতি জ্ঞান থাকিলে আবার আলোচনার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

জনগণের পথে

দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে এবং তাহারই ফলে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে ঐক্যের দিকে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। মজুরশ্রেণীই এই ঐক্যের পথ দেখাইতেছে। এই ঐক্যের জোরে তাহারা মাগগীভাতা আদায় করিতেছে, অন্যান্য অধিকার আদায় করিতেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে মজুর, মালিক ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের লইয়া যে 'প্লেনারী কনফারেন্স' গঠিত হইয়াছে, তাহা মজুরের একতারই জয়। এক্ষণে এই ভিত্তিতে যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রত্যেক কারখানায় 'কনফারেন্স' হয়, তাহার দাবী লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট দোকান খোলার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কলিকাতায় ৫০টি চাউলের দোকান খোলাও হইয়াছে। এক্ষণে দাবী করিতে হইবে, প্রত্যেক মহল্লায় একটি করিয়া দোকান খোল। চাষীকেও ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাবী করিতে হইবে "জমিদারের পতিত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের মধ্যে বিনা খাজনায় বিলি করা হোক। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই ঐ দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর উপরে নির্ভর করে আমাদের লড়িবার শক্তি। আমরা একতার জোরে এদিকে অনেকটা ফললাভ করিতে পারি।

সময় নাই, জাপানী আক্রমণ আসন্ন, দেশরক্ষার কাজ আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারে না। দেশরক্ষার কাজের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও! 'সংগ্রামের' নামে আত্মহত্যা নয়, একতার মধ্য দিয়া জাতীয় দাবী আদায় কর, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা কর, জাতীয় প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হও।

আবার নতুন পুস্তিকা বার হল!

ঐক্যের পথে মুসলিম লীগ

লেখক: বি, টি, রণদিভে

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সংগ্রামই এই মুহূর্ত্তের সবচেয়ে বড় কাজ। এই পুস্তিকা হবে তার হাতিয়ার। দাম এক আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান: জনযুদ্ধ অফিস

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা | কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র | প্রতি সংখ্যা এক আনা

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ | বুধবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২; ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৯ | বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

একতার সংগ্রামে অগ্রসর হও

পি, সি, জোশী

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে আজ একতাই সব চেয়ে বড় কথা। একেই সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর দাস আমরা, তাহার উপর ফাসিষ্ট পশুরা আসিতেছে আক্রমণ করিতে। প্রভু বদলই কি আমাদের ভাগ্যলিপি, না আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়িব? ভারতমাতার সম্মানের জন্য আমরা সংগ্রাম করি। ভারতমাতার সম্মান আজ ভারতের প্রত্যেক মা বোনের সম্মানের প্রতীক। সে সম্মান আজ প্রকৃতই বিপন্ন। আমরা লড়ি আমাদের দেশের মুক্তির জন্য। আসাম হইতে সুরু করিয়া কোচিনের উপকূল পর্য্যন্ত প্রতি গ্রামের প্রতি সহর আজ বিপন্ন। আমাদের যা কিছু কাম্য, যা কিছুই আমাদের আছে, সবই আজ বিপন্ন। তাইতো সবাইকেই আজ একজোট হইতে হইবে। এতদিনকার জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তি একতা। একতাই আমাদের প্রেরণা। একতাই আমাদের সহায়।

একতা অসম্ভব—এ কথা চীৎকার করে কে? আজীবন এবং সেদিন পর্য্যন্তও যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাকাইয়া ছিল, ভাবিয়াছিল "হৃদয়ের পরিবর্ত্তন" হইবে—এ তাহাদেরই কথা। আর বৃটিশ শাসকের মোহ ঘুচাইয়া যারা জাপানী সামরিকদের মুক্তিদাতা মনে করে, এ তাহাদেরই কথা।

একতা অসম্ভব—ইহা সাম্রাজ্যবাদের স্লোগান। ইহার উপর নির্ভর করিয়াইতো তাহারা আমাদের এতদিন দাস করিয়া রাখিয়াছে। আগের চেয়ে আজ এই স্লোগান তাহাদের অনেক বেশী দরকার। ভারতরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট না দিবার ইহাই তো ছুতা।

সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নে ক্রুদ্ধ, আসন্ন ফাসিষ্ট আক্রমণে চঞ্চল অনেক স্বদেশপ্রেমীই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে ও গভীরভাবে তর্ক করে—একতার দরকার নাই। নিজেদের হাতে দেশকে পাইবার সোজা পথ "সংগ্রাম"। তাহা হইলেই আমরা স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির সাথে একযোগে স্বাধীন মানুষ হিসাবে নিজ বুকের রক্তে দেশ রক্ষা করিতে পারিব। অথচ স্বাধীনতার "সংগ্রাম" সুরু হইয়াছে দেশ রক্ষার কাজ ধ্বংস করিয়া! ইহাতে ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না। এ পথে চলিলে আসিবে ফাসিষ্ট ভারত। সমস্ত জনগণকে এক করা দূরে থাক, এ "সংগ্রাম" সমস্ত পার্টিকেও এক করিতে পারে না। পুলিসের প্ররোচনায় অনেক স্বদেশপ্রেমিক ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলে কি দেখিতে পায় না ভারতে যখন বিদেশী আক্রমণ আসন্ন তখন ভারত রক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিলে ভারতের স্বাধীনতা আসে না? এ সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের একতা ক্রমে বাড়ানো দূরে থাক, ভাঙ্গিয়াই দিতেছে। দেয়ালের লিখন সুস্পষ্ট। এ সংগ্রামের ফলে শৃঙ্খলা আসে নাই, আসিয়াছে অরাজকতা; আত্ম-বিশ্বাস আসে নাই, আসিয়াছে সন্দেহ-দ্বিধা। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামনে আজ এক নিষ্ঠুর সমস্যা—কি করিয়া দেশ রক্ষা করিব। বৃটিশসাম্রাজ্যবাদ পথ ছাড়ে না, ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ দুয়ারে দাঁড়াইয়া। জাপানী ফাসিষ্টরা ছুটিয়া আসিতেছে দেশ লুটিতে, এমন মুহূর্ত্তে কি করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে দেশ স্বাধীন করিব? ইহার উত্তর—জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোল। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য বৃটিশ স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চাই—ভারতবাসীর একতা। ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের জন্য চাই—ভারতবাসীর একতা। পুরানো সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও আগত ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের জয়ের চাবিকাঠি আমাদের নিজেদের একতা। **ভারতের ঐক্য ফ্রণ্ট গঠনই ভারতবাসীর প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম।** ইহার ফলে আমরা আমাদের নিজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে অস্ত্র হাতে অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জাতিদের সাথে একযোগে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা করিতে পারিব, আমাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়িতে পারিব। ভারতের ঐক্যই বর্ত্তমানের সব সন্দেহ-দ্বিধা দূর করিবে, আজিকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরাজয় নিশ্চিত করিবে, আগামী দিনের ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর মরণ ঘটাইবে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধ্রুব তারা ছিল—স্বাধীনতার জন্য চাই একতা। আজ জাতীয় সত্ত্বা যখন বিপন্ন, এমন দিনে কি একথা ভুলিয়া যাইব?

অনেকে বুলি কপচায় আমরা এক হইলেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নতজানু হইবে তার প্রমাণ কি? তাহারা আজও শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত সাম্রাজ্যবাদের ছবি মনে আঁকিতেছে। তাহারা দেখিতে পায় না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। দেশের সমস্ত স্তরের লোকের নিকট হইতেই সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে, কোন স্বদেশপ্রেমিক পার্টিই আর ইহাকে সমর্থন করে না। তাহারা ভাবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসন থাকিবে দুনিয়ার উপরে। কিন্তু তাহারা দেখিতে পায় না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সে আসন খসিয়া পড়িতেছে। তাহারা মুমূর্ষু ও ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণীকে শক্তিশালী বলিয়া ভ্রম করে, নিজের দেশের ৪০ কোটি জনগণের বিরাট শক্তি তাহাদের চোখে পড়ে না। ভারতের জাতীয় ঐক্য ভারতের সাম্রাজ্যবাদীশাসনকে এক দুর্ব্বার শাঁড়াসীর চাপে চাপিয়া ধরিতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত রক্ষার জন্য মিলিত জাতিসমূহ একদিকে, আর একদিকে মিলিত ভারতের বজ্রদৃঢ় চাপ। মিলিত জাতিসমূহের সেনাদল ভারতকে পরাধীন করিতে আসে নাই, জাপানীদের রুখিতেই আসিয়াছে। মিলিত জাতিসমূহের গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ফৌজের পিছনে ভারতের জনগণের সমর্থনই চায়, প্রতিকূলতা চায় না।

মিলিত জাতি সমূহের জনগণ নিজেদেরই স্বার্থে ভারত রক্ষা চায়। এখানেই আমাদের সমস্বার্থ। কিন্তু মিলিত জাতিসমূহের জনগণের সামনে নিষ্ঠুর বাস্তবতার একটা দিক হইতেছে, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট কখন নিজ দাসত্বে শৃঙ্খলিত জনগণকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রেরণা জাগাইতে পারে না। যুদ্ধসীমান্তের সৈনিকদের সমর্থনে জনগণকে সমাবেশও করিতে পারে না। তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভারতবাসীর সামনে এই নিষ্ঠুর বাস্তবতারই আর একটা দিক, বিভক্ত জাতি জাতীয় দাবী আদায় করিতে পারে না। দেশ রক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া জাতীয় মুক্তি আনা যায় না। আমাদের স্বার্থে ইহার পরিবর্ত্তন চাই। স্বাধীনতা স্বীকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী। এই জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে কোটী কোটী ভারতবাসীকে আমরা সমাবেশ করিতে চাই। মিলিত ভারতের এই দাবী, মিলিত জাতিসমূহ কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। ইহাতে আমাদের দেশরক্ষা হইবে, আমরা স্বাধীন হইব। তাহাদের পক্ষে ইহার ফলে, ভারতের অফুরন্ত সম্পদ, ৪০ কোটী জনবল ফাসিষ্টদের পক্ষে যাইয়া ফাসিষ্টদের শক্তিশালী করিবেনা, যুদ্ধের মরণ যন্ত্রণা বাড়াইবে না। ভারত সমস্যা সম্বন্ধে মিলিত জাতিসমূহ ও তাহাদের গভর্ণমেণ্ট এই ভাবেই ভাবিতেছে। মিলিত জাতিসমূহের সমর্থনে মিলিত ভারতের এই দাবী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেমন করিয়া রুখিবে? তাহাদের পিছু হটিতেই হইবে।

জাতীয় আন্দোলনের ভিতর জাতীয় ঐক্যের নীতির জয় অনিবার্য্য। সবাই বোঝে বিদেশী স্বেচ্ছাতন্ত্র আমাদের দেশ রক্ষা করিতে পারেনা। জাপানী দস্যুরা আমাদের সকলকেই নিপীড়ন করিবে। আগের চেয়েও বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ইহাই ভিত্তি। আগের চেয়েও অনেক বেশী জরুরী আহ্বান আজ জাতীয় ঐক্যের আহ্বান। মূলসমস্যা এড়াইবার পথ নাই। সবারই এক ভাগ্য। হয় সবই জিতিব, না হয় সবই হারাইব। ভারতবাসীর জন্য কি ভারত জয় করিব, না ভারত বৃটিশের হাত হইতে জাপানের হাতে যাইবে? প্রত্যেক ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকের উপর ইহার উত্তর নির্ভর করে। আমরা এক হইলে সর্ব্বতোমুখী জয় অনিবার্য্য। দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও মুক্ত পৃথিবীতে মুক্ত ভারত অনিবার্য্য। একতা না হইলে আজ আমরা থাকিব বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায়, কাল মরিব জাপানী বুটের তলায়।

আজ জাতির এই ঘোর সংকটে ভারতের জাতীয় ঐক্যের নবযুগের নতুন উষার দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাতে সমস্ত স্বদেশপ্রেমিকের আত্মবিশ্বাস আসিবে। প্রদেশে অবশিষ্ট ক্ষমতা দিতে চাহিয়া কংগ্রেস লীগের দিকে আগাইয়াছে। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী সমর্থন করিয়া লীগ কংগ্রেসের দিকে আগাইয়াছে। কংগ্রেস-লীগ একতার প্রয়োজন সবাই স্বীকার করে। দুইটি প্রধান সংগঠনের নেতাদের অনেকেই ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের মনেই একতার আকাঙ্খা জাগিতেছে। কংগ্রেস-লীগ আপোষ আপনাআপনি হইবে না। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। লীগ নেতৃত্বের কূপমণ্ডূকতা তাঁহাদের আগাইয়া আসার পথে বাধা জন্মাইতেছে। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিককে একতার জন্য জাগাইতে আমাদের পার্টি দৃঢ়সংকল্প। সমস্ত সম্প্রদায়ের জনগণকে সমাবেশ করিবার জন্য দেশব্যাপী **গণ-ঐক্য আন্দোলন** করিতে কমিউনিষ্ট পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য আলোচনা চালাও! মিলিত জাতিদের সাথে সহযোগ চাই! ভারতের স্বায়ত্বশাসন ও মুক্তির জন্য মিলিত জাতির সমর্থন চাই! স্বাধীন ভারতে এ দেশের সমস্ত জাতির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার মিলিত ভারতের স্বীকার করা চাই! এখনই ঐক্য ও নিশ্চিত জয় চাই!

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষায় লালফৌজ

শীতের আর বেশী দেরী নাই। তাই হিটলার মরিয়া হইয়া ষ্টালিনগ্রাদের উপর চরম আঘাত হানিয়াছে। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বিমান ষ্টালিনগ্রাদের উপর অবিরাম বোমা ফেলিয়া যাইতেছে। কামানের গোলা বর্ষণেরও শেষ নাই। জার্ম্মাণরা ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে এত বেশী ফৌজ, ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান নামাইতেছে যা গত ১৫ মাসের চেয়েও অনেক বেশী। নূতন নূতন জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফৌজ যুদ্ধে যোগ দিয়া অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। এক একটি আক্রমণে জার্ম্মাণরা দুই তিন ডিভিশন সৈন্য ও তিন শ বোমারু বিমান নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ চরমে উঠিয়াছে।

কিন্তু বীর লাল ফৌজ ষ্টালিনগ্রাদের অতীত ইতিহাস ভুলে নাই। যতদিন একটি লাল ফৌজ, একটি মানুষও ষ্টালিনগ্রাদে বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন শত্রুকে তাহারা রুখিবে। সহরের প্রতি বাড়ী দুর্গে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বাড়ীর প্রতি ঘর মেসিন গান ও টম্বিগান চালকদের গোপন কুঠরীতে পরিণত হইয়াছে। সহরের প্রবেশ মুখে দুর্ভেদ্য প্রাকার তৈরী করা হইয়াছে। কাঁটা তারের বেড়া, মাইন পাতা ভুঁই, ট্যাঙ্ক মারা ফাঁদ, লুকান ট্যাঙ্ক হইতে গুলি ছোড়ার যায়গা এবং আরও হাজার রকমের বাধা তৈরী করা হইয়াছে। শত্রুর হাতে পড়িতে না পারে এইজন্য সমস্ত কলকারখানা নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ট্যাঙ্ক ও ফৌজী গাড়ী তৈরীর বিখ্যাত ষ্টালিন ট্র্যাক্টর কারখানাও সরান হইয়াছে।

অবিরাম বোমা ও কামানের গোলার মাঝে অসীম বিপদ মাথায় নিয়াও ষ্টালিনগ্রাদের বীর নরনারী দৃঢ় চিত্তে দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ট্রাম চলিতেছে, হোটেল, চা-খানা খোলা আছে। খাবার অভাব ঘটে নাই। আমেরিকার একজন সংবাদদাতা বলিতেছেন—"সেবাস্তোপোলের মত দৃঢ়তা ষ্টালিনগ্রাদবাসীর অন্তরে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা লড়িবে আর জার্ম্মাণ মৃতদেহের স্তূপ নগরীর প্রবেশমুখে প্রতিদিন স্তূপীকৃত হইয়া উঠিবে।"

লাল ফৌজের লৌহ দৃঢ়তা জার্ম্মাণরা প্রতি পদে অনুভব করিতেছে। জার্ম্মাণ ফৌজের বড় কর্ত্তারা স্বীকার করিতেছে এমন প্রচণ্ড প্রতিরোধ তাহারা আশা করে নাই। তাহারা বলে, প্রতি ঘণ্টায় বাধা বাড়িতেছে, মজুদ লাল ফৌজের নাকি 'শেষ নাই'। গরম, ধুলাবালি, টিলা, মশা মাছি সব কিছুই নাকি জার্ম্মাণদের পথ আগলাইয়াছে। তাই নাকি আগানো কঠিন হইতেছে। জার্ম্মাণরা স্বীকার করিতেছে কোথাও কোথাও তাহাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইতে হইতেছে।

সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে জার্ম্মাণদের আক্রমণ ক্রমেই বাড়িতেছে কিন্তু লাল ফৌজও পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। লাল ফৌজ যদিও এ অঞ্চলে পুরানো ঘাঁটি পুনর্দখল করিতে পারে নাই, তবু জার্ম্মাণদের আর বেশী আগাইতে দিতেছে না। পশ্চিমে অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে।

লাল ফৌজ প্রতিটি ছোট পাহাড়, প্রতিটি টিলা, প্রতিটি গিরিবর্ত্মে লড়াই চালাইতেছে। 'রেড ষ্টার' পত্রিকা বলিতেছে—'অবস্থা খুবই সংগীন'। কিন্তু লাল ফৌজের আদেশ; একটি লাল সেনার একটি বুলেট বা একটি হাত বোমা থাকা পর্য্যন্ত শত্রুকে রুখিতে হইবে। বীর লাল ফৌজ সে আদেশ রাখিতেছে।

ককেশাস সীমান্তে

বহুদিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধের পর লাল ফৌজ কৃষ্ণ সাগর কূলের বড় বন্দর ও নৌঘাঁটি নভোরিসিস্ক ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে জ্বলন্ত আগুন আর পোড়া মাটি। সমস্ত নগরী ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে বিচ্ছিন্ন নভোরিসিস্ক যে এতদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে ও নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া যাইবার জন্য সময় নিতে পারিয়াছে—ইহা লাল ফৌজের এক অসীম বীরত্বের কাহিনী। প্রতি ইঞ্চি জমি ও প্রতিটি বাড়ীর জন্য তাহারা প্রতিটি রাস্তায় লড়িয়াছে। দিন নাই, রাত নাই অবিরাম তাহারা যুঝিয়াছে। তাই শত্রুকে এতদিন ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। এবার উত্তর-পশ্চিম ককেশাস কৃষ্ণসাগরের তীর পর্য্যন্ত শত্রুর কবলে পড়িল।

কিন্তু পূর্ব্বে কাসপিয়ান সাগরের দিকে শত্রু বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না। মজদকে জার্ম্মাণদের প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। অনেকগুলি জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, আর কয়েকটি কোম্পানীর মাত্র ১০।১২ জন সেনা জীবিত আছে। অনেকগুলি জার্ম্মাণ ফৌজ ফাঁদে পড়িয়াছে। পাহাড়িয়া লাল ফৌজ বাহিনী এ অঞ্চলে আচমকা জার্ম্মাণদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। এই দক্ষিণ সীমান্তের যুদ্ধে গ্রীষ্মকাল হইতে জার্ম্মাণরা ৯৩ ডিভিশন সৈন্য খোয়াইয়াছে সত্য কিন্তু তবু এখনও মজুদ সৈন্য আমদানি করিতেছে। শত্রু আজও প্রবল। তাই মস্কো বেতার লাল ফৌজকে ডাকিয়া বলিয়াছে—"এক পাও পিছু হটিও না। মরণ পর্য্যন্ত দাঁড়াও। শত্রুর প্রতি ঘৃণায় অন্তর জ্বলিয়া উঠুক। শত্রুর কালো রক্তে নদীর জলে বান ডাকুক।"

জার্ম্মাণীতে বিমান হানা

লাল ফৌজ শুধু আত্মরক্ষারই যুদ্ধ চালাইতেছে না। খাস জার্ম্মাণীতে যাইয়া বিমান হানা দিতেছে। রাজধানী বার্লিন ও অন্যান্য সহরেও বোমা ফেলা হইতেছে। কোনিসবার্গ, বুডাপেষ্ট প্রভৃতি সহরে আগুনে বোমা ফেলা হইতেছে। লাল বিমান বহরের আধিপত্যেরই ইহা প্রমাণ। ১৩।৯।৪২

সম্পাদকীয়—[৩এর পৃষ্ঠার পর]

পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলনে কোনও চূড়ান্ত পরাজয় নাই। আজ সকল নৈরাশ্য কাটাইয়া এবং দেশবাসীকে ধ্বংসের মত্ততা হইতে ফিরাইয়া পরাজয়ের মুখ হইতে সফলতাকে ছিনাইয়া আনা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের এই প্রিয়তম দেশকে বাঁচাইতেই হইবে। জাতীয় ঐক্যের আঘাতে আমলাতন্ত্রের চাল ব্যর্থ করিতে হইবে, প্রমাণ করিতে হইবে যে চার্চ্চিলের উক্তি অসার, প্রমাণ করিতে হইবে যে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব ভারতের ব্যাপারে শেষ কথা নয়। জাতীয় ঐক্যের জোরে আমলাতন্ত্রের চাল ও জাপানী আক্রমণ দুইই ব্যর্থ করিয়া আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিব।

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

চট্টগ্রাম—কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাইবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন ও সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে মাদ্রাজ সরকারের নিকট তার পাঠান হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ২০০ লোকের সহিযুক্ত এক দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে। আরও সহি লওয়া হইতেছে। প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর সহ এক হাজার ইস্তাহার জনসাধারণের ভিতর বিলি করা হইয়াছে।

যশোহর—জিলা কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির পক্ষ হইতে মাদ্রাজ গভর্ণরের নিকট কাউয়ুর কমরেডদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্য আবেদন জানাইয়া একটি যুক্ত তার পাঠান হইয়াছে। জেলা ছাত্র ফেডারেশনও একটি পৃথক তার পাঠাইয়াছে।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর জিলা কৃষক সমিতির অধিবেশনে কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তিদাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সহিযুক্ত দরখাস্ত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছে।

ডোমার (রংপুর)—কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তির আবেদন করিয়া বহু হিন্দু-মুসলমানের সহি-যুক্ত একটি গণদরখাস্ত মাদ্রাজ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হয়।

[**কমরেডদের প্রতি**

কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও মুক্তির আবেদন জানাইয়া যে সব জিলা এখনও মাদ্রাজ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত পাঠান নাই, তাঁহারা অবিলম্বে দরখাস্ত পাঠান ও জনযুদ্ধ অফিসে এবং পিপলস ওয়ার অফিসে সংবাদ দিন।

—জঃ যুঃ সম্পাদক]

আন্দোলনে বাধা

উন্মত্ত আমলাতন্ত্র আজ দিশাহারা হইয়া অন্ধের পথ ধরিয়াছে। একদিকে উত্তেজিত জনগণের ক্রোধ, আর একদিকে আমলাতন্ত্রের উন্মত্ততা ফাসিষ্ট আক্রমণের পথই খোলসা করিয়া দিতেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে একমাত্র কমিউনিষ্টরাই স্থির মস্তিস্কে জাতিকে ফাসিবাদ ও পরাধীনতার হাত হইতে বাঁচাইবার সঠিক পথ দেখাইতেছে, জাতিকে উন্মত্ততার পথ হইতে সরাইয়া আনিয়া জাতীয় ঐক্যের ভিতর দিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া ফাসিবাদকে রুখিবার জন্য সংগঠিত করিতেছে। কিন্তু নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্র কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আটক করিয়া সে পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। বিভিন্ন জিলার নিম্নলিখিত কমরেডরা আটক হইয়াছেন বা আজও আটক আছেন। আমরা অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দাবী করিতেছি।

বহরমপুর—সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, গৌরী ভট্টাচার্য্য।

দিনাজপুর—বরদা চক্রবর্ত্তী, শচীন্দু চক্রবর্ত্তী।

জলপাইগুড়ি—মনি তলাপাত্র, গোবিন্দ কুণ্ডু, সুধীর মৈত্র, অমিয় মিত্র, পরেশ মৈত্র।

মালদহ—অনিল দে। **বর্দ্ধমান**—বিশ্বনাথ সেন।

রংপুর—গৌতম লাহিড়ী, রবি চক্রবর্ত্তী, বীরেন সিংহ

হুগলী—সন্তোষ ভড়, দীনেশ ভট্টাচার্য্য।

বীরভূম—কালীপদ বশিষ্ট (জিলা হইতে বহিষ্কার), প্রদ্যোৎ মণ্ডল, দেবী নিয়োগী।

২৪ পরগণা—গোবিন্দ দাস, যোগেশ দেব।

হাওড়া—পতিত পাবন পাঠক, কেশব ব্যানার্জ্জী।

[এই লিষ্ট ছাড়া অন্যান্য জেলায় আর যে সব কমরেড আটক বা গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের লিষ্ট অবিলম্বে 'জন যুদ্ধ' অফিসে পাঠান]

সম্পাদকীয়

চার্চিলের বক্তৃতা

বিলাতের পার্লামেণ্টে চার্চিল সাহেব ভারতের উপর বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতার উপর তর্ক-বিতর্কের শেষে আমেরী সাহেব তর্কের জবাব দিয়াছেন। চার্চিল ও আমেরি এবার দুজনেই একসুরে গাহিয়াছেন। চার্চিলের বক্তৃতায় ফাসি-বিরোধী সংগ্রামের প্রগতি-মার্কা বুলি নাই, আছে কেবল সাম্রাজ্যবাদের দখলী সত্বের পরিচিত বোল্‌চাল। চার্চিল সাহেবের বক্তৃতার সারকথা হইতেছে যে, ভারতসরকার চটপট দৃঢ়হস্তে দমননীতি চালাইয়া অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য কাজ করিয়াছেন, কংগ্রেসের এই আন্দোলনে দেশের বেশীর ভাগ লোকের সমর্থন নাই; নয়কোটী মুসলমান, জঙ্গী জাতিগুলি, তপশীলভুক্ত জাতিগুলি এবং দেশীয় রাজ্যের লোকজন লইয়া সাড়ে তেইশ কোটী ভারতবাসী বৃটিশ শাসনে খুসী; আজ পর্য্যন্ত বেশী কিছু নয় মাত্র শত পাঁচেক লোক দমননীতির চোটে প্রাণ হারাইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারতে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ক্রিপ্‌স্ সাহেবের ফরমুলাই চূড়ান্ত। বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ চার্চিলকে ধন্য ধন্য করিতেছে।

চার্চিলের বক্তৃতা হইতে প্রমাণ হয় যে বৃটিশ শাসকশ্রেণী গত তিন বছরে কিছুই শেখে নাই। নাৎসী জার্ম্মাণী ও তাহার সহচর জাপানের হাতে যুদ্ধের পর যুদ্ধে মার খাইয়াও বৃটীশ শাসকগোষ্ঠী শেখে নাই যে জনগণের সক্রিয় ও উৎসাহপূর্ণ সহযোগ ছাড়া এ যুদ্ধে জিতিবার আর কোনও পথ নাই। স্বাধীনতার দাবী আজ শুধু ভারতের সর্ব্বসাধারণের দাবীই নয়, জাপানকে হারাইবার একমাত্র রাস্তা বলিয়া ভারতের আশু স্বাধীনতা আজ সম্মিলিত জাতিবর্গের জনগণের সাধারণ দাবী। সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র সে কথা মানে না। তাই ৪০ কোটী ভারতবাসীর দাবী আজ পদদলিত। তাই দমন-নীতির তীব্র আঘাতে সারা দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিভ্রান্ত দেশভক্তগণ এবং মত্ত জনতা আজ আত্মঘাতী সংগ্রামের নেশায় মাতিয়াছে। আমলাতন্ত্রের দমন-নীতি পদে পদে এই সংগ্রামে ইন্ধন জোগাইতেছে। অনুকূল অবস্থা দেখিয়া জাপানের ডাকু সর্দ্দার তোজো ভারত আক্রমণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। বিভ্রান্ত দেশভক্তগণ ভাবিতেছে যে জাপান আসে আসুক, তবু বৃটীশের শাসন নষ্ট হওয়া চাই। আত্মরক্ষার বিষয়ে ভারত আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুর্ব্বল। দাম্ভিক আমলাতন্ত্র কিন্তু জনগণের তোয়াক্কা করে না, ভাবে ফৌজ দিয়া ফাসিবাদী আক্রমণ ঠেকাইবে। আমলাতন্ত্র জাপানের হাতে ভারতের দখল ছাড়িয়া দিবে তবুও ভারতের, জনগণের হাতে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব দিবে না। তাই চার্চিল বলিয়াছেন, ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবই চূড়ান্ত। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটীশ পাবলিককে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আশ্বাস দিয়াছেন যে ভারতের ব্যাপারে ঘাবড়াইবার কিছুই নাই।

এদেশে ভ্রান্ত দেশসেবক ও মত্ত জনগণের সংগ্রামে সারা দুনিয়ায় প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাড়িয়াছে। এতদিন বিলাতে ও অন্যান্য দেশে জনগণ আগাইতেছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা পিছাইতেছিল। এই প্রথমবার প্রতিক্রিয়াশীলরা এক কদম আগাইল। তাহারা সম্মিলিত জাতিবর্গের জনগণ ও ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর গাঁথিবার এই প্রথম সুযোগ পাইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের কৌশল ঠিক করিয়া ধাপে ধাপে আগাইয়াছে। প্রথমে তাহারা ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় বাধা দিল এবং ভারতের আশু স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য করিল। তারপর কংগ্রেস কর্ত্তৃক মীমাংসার শেষ চেষ্টা হইবার পূর্ব্বে এবং আন্দোলন শুরু করিবার পূর্ব্বেই দমন-নীতির আঘাতে সারা ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ও মত্ততা সৃষ্টি করিল। জনগণের বিক্ষোভ প্রকাশের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কঠোর আক্রমণ করিয়া শান্ত জনগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল এবং দেশবিদেশে মিথ্যা প্রচার করিতে লাগিল যে কংগ্রেস সম্মিলিত জাতিবর্গের জয়লাভের পক্ষে নাই। এই সব প্রাথমিক পালা শেষ করিয়া একমাস পরে চার্চিলের মুখ হইতে বৃটীশ সরকারের চূড়ান্ত মত ব্যক্ত হইল, ভারতকে এখন স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না।

দেশবিদেশে জনগণ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া যায় নাই। সম্মিলিত জাতিবর্গের জনগণ গত তিন বছরের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা হইতে ঠিক শিক্ষাই পাইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে শাসকশ্রেণীর উপর নির্ভর করিলে ফাসিষ্ট অভিযান ঠেকান যাইবে না। তাই তাহারা আগাইয়া আসিয়া অধিক অধিক মাত্রায় যুদ্ধের পলিসি ও পরিচালনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেছে। তাই তাহারা সকল দেশের জনগণের মুক্তিলাভের ভিত্তিতে যুদ্ধজয়ের ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছে। তাহাদের সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের জন্য তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পে অটল। ভারতের বর্ত্তমান সর্ব্বনাশা 'সংগ্রাম'কে নিন্দা করিলেও, ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা দৃঢ়মত। তবে আজ এই 'সংগ্রাম' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে দুর্ব্বল করিয়াছে। বিলাতের জনগণের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করিয়াছে। তাই চার্চিল জোর গলায় বলিতে পারিয়াছে যে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবই হইতেছে শেষ কথা।

জনমতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর এই সাময়িক জয়লাভের জন্য আমাদের দেশের আত্মঘাতী 'সংগ্রাম'ই দায়ী। আমাদের নেতৃবর্গ বর্ত্তমান যুগকে বুঝিতে পারেন নাই। যুদ্ধের ব্যাপারে আজ ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত, শুধু ইংলণ্ডের নয় সম্মিলিত জাতিবর্গের সকল দেশের সাধারণ লোক আজ যুদ্ধজয়ের জন্য ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে, মালয় ও ব্রহ্মের পরাজয়ের কালি মুখে মাখিয়া আমলাতন্ত্র আজ বৃটীশ জনমতের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া। আমাদের দেশে যদি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করি, তাহা হইলে সে দাবী অনিবার্য্য, অদম্য—কারণ জাপানকে হারাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

আমলাতন্ত্রের একমাত্র ভরসা ছিল যাহাতে ভারতে কংগ্রেস লীগ ঐক্য না হয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার জট ছাড়াইয়া জাতীয় ঐক্য গড়িবার জন্য উদ্‌যোগী হইল না। লীগ পাকিস্তান দাবীর উপর বসিয়া থাকিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারাও উদ্‌যোগী হইল না। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই ভারতের স্বাধীনতার সংকল্পে অটল, উভয়েই আমলাতন্ত্রের বিরোধী, উভয়েই স্বাধীনতাকামীর ইজ্জৎ খোয়াইয়া বড়লাটের অন্তঃসারশূন্য কাউন্সিলে বসিতে অসম্মত। অথচ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলন হইল না। কংগ্রেস ঐক্য না গড়িয়াই সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করিল, লীগ পাকিস্থান দাবী মানা হইল না বলিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইতে সরিয়া থাকিল। প্রতিক্রীয়াশীলরা ইহাই চাহিতেছিল। আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে জাতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ মিটমাটের শেষ চেষ্টা করিবার সুযোগ দিল না, কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করিবার আগেই আঘাত হানিল। অমনি সারা দেশে মত্ত তাণ্ডব শুরু হইল। আমলাতন্ত্রের দমন-নীতি ও মত্ত জনতার ধ্বংস লীলা পাল্লা দিয়া চলিল। আমলাতন্ত্রের সকল জয়ঢাকগুলিতে প্রতিক্রিয়ার প্রচারের বাজনা বাজিতে লাগিল। আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল সম্মিলিত জাতিবর্গকে বিভ্রান্ত করিয়া ভারতের আশু স্বাধীনতার দাবীর উপর বিরূপ করা, ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সংগ্রামশীল ও জনগণবরেণ্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা, ভারতে জনগণের মধ্যে অধিকতর বিভেদ সৃষ্টি করা। একমাস এই পলিসি চালু হইবার পর ১০ই সেপ্টেম্বর চার্চিল সাহেবের বক্তৃতায় জানা গেল যে আমলাতন্ত্র ভারতের জনগণকে পরাজিত করিয়া আনিয়াছে।

প্রতিক্রিয়ার জয় মানে ভারতে জনগণের ঐক্যের সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ছিন্নভিন্ন হওয়া। প্রতিক্রিয়ার জয় মানে ভারতের সত্যকার জাতীয় গবর্ণমেণ্ট না হওয়া। প্রতিক্রিয়ার জয় মানে ভারতের ভাগ্যে বৃটিশ দাসত্বের পর জাপানী দাসত্বের অনিবার্য্যতা। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার জয় হইতেই পারেনা যদি আজ আমলাতন্ত্র অন্ততঃ মুসলীম লীগকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে জড়াইতে না পারে। তাই চার্চিলের বক্তৃতায় ৯ কোটী মুসলমানের তারিফ করা হইয়াছে। কংগ্রেস সংগঠনকে কঠোর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া সাম্রাজ্যবাদ এখন ভারতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান লীগকে লোভের বশীভূত করিতে চায়। আমলাতন্ত্র ভাবিয়াছে যে ৯ কোটী মুসলমান ভারতের হিন্দুদের মতই ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল নয়। আমলাতন্ত্র ভাবিয়াছে যে দেশভক্ত মুসলমানদিগকে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বাধীনতা চিরতরে নষ্ট করিবার ফাঁদে আট্‌কান যায়। শিয়রে জাপানী আক্রমণ ঝুলিয়া রহিয়াছে, তবু আজ আমলাতন্ত্র ভারতের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ভারতের ভাগ্য লইয়া খেলিতেছে।

আমলাতন্ত্রের পথ জাপানের হাতে পরাজয়ের পথ। উন্মত্ত জনতা ও বিভ্রান্ত দেশসেবকদের "সংগ্রাম"ও একদিকে এই আমলাতন্ত্রকেই শক্তিশালী করিতেছে এবং অপর দিকে জাপানের হাতে ভারতের অধীনতার অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে। এই "সংগ্রাম" জনগণকে দুর্ব্বল করিয়াছে। জনগণের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রী ও ফাসিষ্ট আক্রমণকারী উভয়কেই শক্তিশালী করিয়াছে। দেশভক্তদের এবং জনগণকে এই উন্মত্ত তাণ্ডব হইতে ফিরাইতে হইবে, তাহাদিগকে জাতীয় ঐক্যের পথে আনিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের আঘাতেই আমরা আমলাতন্ত্রকে শায়েস্তা করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, জাতীয় ঐক্যের জোরে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মারফৎ আমরা জাপানী আক্রমণ ধ্বংস করিতে পারি। এই পথেই ভারতের জনগণের মুক্তি।

আত্মঘাতি সংগ্রামের নেশায় অত্যন্ত মূল্যবান একমাস সময় কাটিয়া গিয়াছে। সোভিয়েট রুশ ও বিপ্লবী চীনের লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণদান আমাদিগকে এই একমাস সময় দিয়াছে। তাহারাই নাৎসী ও জাপানী ডাকুদের পথ রুখিয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা চলে না। দেশভক্তদের ও ভ্রান্ত জনগণকে আত্মঘাতি সংগ্রাম হইতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের পথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমলাতন্ত্র এই সংগ্রামের সুযোগেই আজ স্বাধীনতাকামী ভারত ও সম্মিলিত জাতিবর্গের মাঝখানে বিচ্ছেদের বেড়া তুলিয়া দিতেছে এবং দেশের মধ্যে জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেছে। এই সংগ্রামের সুযোগেই জাপানের পঞ্চমবাহিনী আমাদের প্রাচীন ও গৌরবময় জন্মভূমিকে ফাসিবাদী আক্রমণের অনুকূল ক্ষেত্র করিয়া তুলিতেছে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের বিরোধী সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করিতে হইবে। শ্রমিক ও কৃষকদের আংশিক দাবী লইয়া সংগ্রামে আমরা ঐক্যের জোর প্রমাণ করিয়াছি, এখন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িতে হইবে। [২এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গ্রামে গ্রামে ভল[...] বাহিনী গড়

নেতারা[...] হও

ছাত্র-ভলান্টিয়ার শিক্ষা[...]র্য্যক্রম ও অভিজ্ঞতা

(শি[...]

আজকার যুদ্ধ আর আগের দিনের মত নাই। কেহ যদি বর্ত্তমান যুদ্ধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন, যুদ্ধটা বর্ত্তমানে সহর অপেক্ষা গ্রামেই বেশী দেখা দিতেছে। শত্রুপক্ষ অপরের শক্ত ঘাঁটি এড়াইয়া ছোট ছোট দলে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহার শাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থাকে ছিন্ন করিয়া কাজ হাসিল করিতে চায়।

আজ যদি জাপান পূর্ব্ব দিক হইতে আমাদের দেশ আক্রমণ করে তবে, গারো ও খাসিয়া পর্ব্বত হইতে ত্রিপুরার পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত এবং পরে হিমালয় হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে যুদ্ধ দেখা দিবে। আজ যুদ্ধের দামামা বাজিতেই যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সেদিন দেশব্যাপী যে হাজার গুণ বেশী বিশৃঙ্খলা ও আলোড়ন দেখা দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সে জন্য আজ এখন হইতেই চাই ভলান্টিয়ার বাহিনী। সুখের কথা, ছাত্রদল এ বিষয়ে হুঁশিয়ার।

তাই দেখি জনতা যখন বিক্ষোভে ট্রাম পুড়াইতে ব্যস্ত, ছাত্রদল তখন আসন্ন দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এ কার্য্যে নানা অসুবিধা আছে।

ভলান্টিয়ারবাহিনী গঠনের সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইতেছে, শিক্ষকের অভাব। তাহা ছাড়া অধিকাংশের মনে ভলান্টিয়ার দলের সঠিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কেও আবছায়া ও অস্পষ্ট ধারণা রহিয়াছে। এই দুই বাধাকে অতিক্রম করিবার জন্য বাঙ্গলার ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে ১১ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় একটি ভলান্টিয়ার শিক্ষা শিবির চালনা করা হয়। জাপ আক্রমণের প্রথম ঝুঁকি যে-সব জেলাগুলিকে পোহাইতে হইবে, সেই সব জেলা হইতে একজন বা দুইজন করিয়া কর্ম্মীকে এই শিবিরে আহ্বান করা হইয়াছিল। সকলের পক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই, সেইজন্য শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, যশোহর এবং ২৪ পরগণা, মাত্র এই আটটি জেলা হইতে কর্ম্মীরা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। মোট এগারজন শিক্ষার্থী আসিয়াছিলেন।

আমাদের কার্য্যক্রম

সময় আমাদের হাতে অল্প। সেই অনুযায়ী আমাদের কার্য্যক্রমকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হয়। মোটামুটি তিনটি দফায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

(১) নিতান্ত আবশ্যকীয় কুচকাওয়াজ। একটি দলকে শৃঙ্খলানুযায়ী চলিতে ফিরিতে হইলে অথবা কয়েকটি দলকে একত্রিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য হাসিল করিতে হইলে ঠিক যেটুকু কুচকাওয়াজ দরকার তাহাই কার্য্যক্রমে গ্রহণ করা হয়।

(২) ভলান্টিয়ার বাহিনীকে বর্ত্তমানে এবং অবিলম্বেই যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা হাসিল করিবার শিক্ষা দ্বিতীয় দফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) অনতিদূর ভবিষ্যতে জাপানী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই অধিকৃত অঞ্চলে এই ভলান্টিয়ার বাহিনীকে গরিলা যুদ্ধের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সেই গরিলাযুদ্ধের কিছুটা শিক্ষা তৃতীয় দফায় গ্রহণ করা হয়।

নিতান্ত আবশ্যকীয় কুচকাওয়াজ

(ক) একটি দলে ড্রিল (Squad drill)

(১) কমরেডস (আহ্বান—Squad, Section বা Comrades) ; (২) এক লাইনে বা দুই লাইনে, লাইন—বাঁধো (on parade) ; (৩) আরামে—দাঁড়াও (stand-easy) ; (৪) আরাম—হও (stand-at—ease) ; প্র—স্তুত (Atten-tion) ; (৫) ডাইনে অথবা বামে, অথবা পিছন—ঘুর (R. lft. or About—turn) ; (৬) চলবার তাল—ঠুকো (Quick Mark—Time) ; (৭) রুখো (Halt) ; (৮) আগে—চলো (Quick-March) ; (৯) জোরে—দৌড় (Double—March) ; (১০) ধীরে—চলো (Break into Quick-March) ; (১১) বামে, বা ডাইনে—চলো (Lft. or Rt.—wheel) ; (১২) পিছন—ঘুর (চলতি অবস্থায়) (Turning on move) ; (১৩) ডাইনে দেখে লাইন—সাজো (Rt. dress) ; (১৪) লাইন—ভাঙো (Breakup) ; (১৫) ছুটি—লও (Dismiss)

এই দফাগুলি শিক্ষার্থীরা শিখিবার পর, তাহাদের প্রত্যেককে এক একজন করিয়া আদেশ বা command দিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। গড়পড়তার প্রতি শিক্ষার্থী ৩।৪ দিন একটি দলকে নিজে আদেশ দিয়া ড্রিল করাইয়াছিল।

(খ) কয়েকটি দল একত্রে কার্য্য করিবার ড্রিল

(১) ডাইনে বা বামে ঘুরিয়া, লাইন—বাঁধো (change direction rt. or lt., Rt. or Lt.—Form) ;

(২) যখন ফাইলে বা সারে থাকিবে—বামে বা ডাইনে লাইন—বাঁধো (On the lt. or rt., Form—Squad)

কয়েকটি দলকে একত্রে চলাফেরা করাইতে হইলে এই দুইটি চালনা (drill) প্রত্যেক দলকে ভিন্নভাবে শিখিয়া লইতে হইবে।

প্লেটুনকে সারে দাঁড় করাইয়া :—

(৩) প্লেটুন সেকসনের ডানদিকে সারে এগিয়ে চলো। সেকসন,—ডাইনে—চলো।

(৪) সেকসন বামে লাইন—বাঁধো।

প্লেটুনকে লাইনে দাঁড় করাইয়া :—

(৫) সেকসনের কলামে চলো। সেকসন ডাইনে ঘুরে লাইন—বাঁধো।

(৬) সেকসন, বামে ঘুরে লাইন—বাঁধো।

ভলান্টিয়ারের আশু কর্ত্তব্য কার্য্য

(১) গ্রামকে রক্ষা করা বা চৌকি দেওয়া

(ক) গ্রাম রক্ষা ব্যবস্থায় গ্রামের সমস্ত জনসাধারণকেই জড়িত করিতে হইবে। আমরা জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন চৌকিদার সম্প্রদায় নহি। সবাইকে অনুভব করাইতে হইবে গ্রামের একটি গৃহ আক্রান্ত হওয়া মানে সকলেরই বিপদ। আজ এমন দুর্দ্দিন আসিয়াছে যখন আমাদের গ্রামকে নিরাপদ করিবার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী থাকিলে চলিবে না।

ইহা করিতে হইলে প্রথম আবশ্যক প্রচার। গ্রামের প্রতি গৃহে প্রচার করিয়া জানাইতে হইবে, যে-দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহাতে তোমার গ্রাম, তোমার গৃহ রক্ষা করিতে তোমাকেই কার্য্যে নামিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, গোড়া হইতেই গ্রামবাসীদের এই ব্যবস্থায় জড়িত করিবার জন্য আপদ ও বিপদকালে সারা গ্রাম যাহাতে সজাগ ও সচকিত হইয়া উঠে—তাহার জন্য কোন সাঙ্কেতিক ধ্বনির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে এইরূপ একটি পুরাণ প্রথা এখনও চলতি আছে। যখন ভূমিকম্প দেখা দেয়, তখন বিপদ জানাইবার জন্য এখনও গ্রামের মহিলারা একত্রে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠেন। যখন কোন চোর ডাকাত গ্রামে পড়িবে আমাদেরও অমনি কোন আওয়াজে সারা গ্রাসবাসীকে সজাগ করিয়া অস্ত্রপাতি লইয়া একত্রিত হইবার ব্যবস্থা ও নিয়ম করিতে হইবে। ভলান্টিয়ার দলের পক্ষে এই অস্ত্রে সজ্জিত জনতাকে একত্রিত করা ও দস্যুদের বিরুদ্ধে ঠিক মত কাজে লাগানই হইবে প্রধান কাজ।

(খ) কোন গ্রামের মোট ভলান্টিয়ার দলকে চার ভাগ করিয়া প্রতি দলকে এক এক সপ্তাহে রাত্রে পাহারা দিবার দায়িত্ব দিতে হইবে। প্রতি দলটি আবার রাত্রিকে কয়েক অংশে ভাগ করিয়া প্রতি অংশে কয়েকজনকে বিশ্রাম দিবে ও কয়েকজনকে কাজে নিয়োগ করিবে।

(গ) ভলান্টিয়ারদের একটি হেড কোয়ার্টার (শিবির) থাকিবে। কিন্তু এই হেড কোয়ার্টারটি এক এক রাত্রে এক একস্থানে থাকিবে ; ইহাতে শত্রুপক্ষ অসুবিধায় পড়িবে .এবং এই হেড কোয়ার্টার বিচ্ছিন্ন স্থানে না করিয়া প্রতিদিন এক একটি বাড়ীতে করাই শ্রেয়। ইহাতে প্রতি গ্রামবাসী আকৃষ্ট হইবে এবং আশ্বস্তও হইবে। এই শিবিরে বিশ্রামকারী ভলান্টিয়াররা একজন প্রহরী রাখিয়া বিশ্রাম লইবে।

(ঘ) ভলান্টিয়ারদের সকলকে নিজ গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রাস্তা ঘাট, আনাচ কানাচ, বাড়ী ঘর সব কিছুই নখদর্পনে রাখিতে হইবে। তাহাদের দ্বারা গ্রামের মানচিত্র আঁকাইবার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। ইহাতে রাস্তাঘাট সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে।

(ঙ) দেখা যায় প্রতি গ্রাম বা গ্রাম-কেন্দ্রে বাহির হইতে আসিবার একটি বা দুইটি পথ থাকে। বাঙ্গলা দেশে বাকি স্থানে হয় মাঠ, না হয় বিল, না হয় নদী থাকে। রক্ষীদলদের গ্রাম চৌকি দিবার সময় এই রাস্তাগুলির মাথায় প্রধান আগল দিতে হইবে। কারণ চোর ডাকাত সাধারণতঃ অন্য গ্রাম হইতেই আসে।

(চ) ভলান্টিয়ারদের নিম্নোক্ত অস্ত্রপাতি অন্ততঃ জোগাড় রাখা দরকার :—লাঠি, ছোরা, বর্শা, সড়কী, ঢাল, সাইকেল, ছোট চলতি নৌকা (বাইচের নৌকা অর্থাৎ ছিপ নৌকা হইলে ভাল হয়), টর্চ্চ, রণ-পা (লাঠির উপর পা রাখিয়া হাটিবার যন্ত্র), দড়ি প্রভৃতি। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া বন্দুকের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) লুঠ তরাজ বন্ধ করা

দিনে দিনে যে ভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে জনসাধারণ অনাহারে মরিতে বসিয়া বেপরোয়া হইয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিতে পারে। ইহার জন্য ভলান্টিয়ারদের সময় সময় এই লুঠতরাজ সামাল দিতে তৈরী থাকিতে হইবে।

(ক) এই লুঠতরাজ বন্ধ করিতে যাইয়া কখনই আমরা আক্রমণাত্মক হইব না। লাঠি পেটা করিয়া জনতার দুঃখ দৈন্যকে মেটান যায় না। অথচ লুঠ তরাজের সময় জনতা পেটের দায়ে মরিয়া হইয়া উঠে। এই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখে আমাদের প্রথম কাজ—জনতাকে যে বাড়ী বা দোকানে লুঠ হইতেছে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা। ইহা করিতে ভলান্টিয়ার দল একসারে বা দুই সারে পরস্পরে লাঠি ধরাধরি করিয়া একটি বেড়া বা প্রাচীর মত সৃষ্টি করিবে। দোকান হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ মোট জনতাকে তাহারা দুই ভাগ করিয়া দিবে। ইহা করিবার সময় ভলান্টিয়ারদের নির্ব্বিবাদে মার খাইবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু কস্মিনকালেও তাহারা যেন আক্রমণমুখী না হয়। ইহা করা সম্ভব হইলে দেখা যাইবে, জনতার উপর ভলান্টিয়ারদের খানিকটা আধিপত্য আসিয়াছে।

(খ) ইহা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যে ভাল বক্তৃতা দিতে পারে তাহাকে তখনই বক্তৃতা দিতে উঠিতে হইবে। ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখে খানিকটা নাটকীয় ধরণের বক্তৃতা শুরু করিতে হয়—হয়ত কোন একটি বিকট চীৎকার বা শব্দ করিয়া, না হয় কোন একটা চমক লাগান ভঙ্গী করিয়া জনতার প্রথম দৃষ্টি জোর করিয়া আকর্ষণ করিতে হয়। পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া থাকিলে তাঁহার এই বিশেষত্বটুকু অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়ত, জনতার এই ক্ষিপ্ত আচরণকে প্রথমেই নিন্দা না করাই ভাল। ইহাতে জনতা বক্তার দিকে আকর্ষিত হইবে। ইহার পরেই বলিতে হইবে, তাহারা এইভাবে লুঠ তরাজ করিলে লুঠের মাল কেহ পাইবে ও কেহ পাইবে না। তাহাতে অনেকেরই লোকসান। অতএব সঙ্ঘবদ্ধভাবে এমন কিছু করাই ভাল, যাহাতে সবারই মঙ্গল হয়।

তৃতীয়ত, ইহার পরই যাহার গৃহ লুঠ হইতেছে, সে খাইবে কি বলিয়া তাহার প্রতি জনতার সহানুভূতি আনিতে হইবে। অর্থাৎ গৃহ মালিকের যদি অতিরিক্ত খাবার থাকে তাহা আমরা নিশ্চয় লইব।

চতুর্থত, কিন্তু ইহার পরই বলিতে হইবে, আমরা সাধারণ চোর ডাকাত নই যে পরের জিনিষ লুঠ করা আমাদের অভ্যাস। তবে আমরা পেটের দায়ে ইহা করিতে আসিয়াছি। অতএব যাহা অতিরিক্ত মাল তাহা আমরা লইব কিন্তু তাহা ধার হিসাবে লইব এবং পরে আমাদের সুদিন যখন আসিবে তখন এই ঋণ পরিশোধ করিব।

ইহার পর ভলান্টিয়ার দল গৃহমালিককে তাহার অতিরিক্ত মাল ঋণ হিসাবে বিতরণ করিতে অনুরোধ করিবে এবং সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া রাজী করাইবে। এই ঋণের হিসাব ভলান্টিয়ারদের অবশ্য রাখিতে হইবে।

কিন্তু ইহা তো গেল প্রত্যক্ষ লুঠের বিষয়। ভলান্টিয়ারদের এই লুঠের মূল হেতুকে দূর করিতে হইবে। তাহার জন্য তাহাদের "ধর্ম্মগোলা" সৃষ্টি করিয়া তাহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে হইবে এবং ছোট কুটির শিল্প চালনা করিয়া বেকার গ্রামবাসীদের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। এই প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের সহিত আমাদের যে গভীর যোগ সৃষ্টি হইবে, তাহা ফাসিষ্ট-অনুরাগীদের কোনও উত্তেজনা মূলক বিক্ষোভ প্রদর্শনে ছিন্ন হইবার নহে।

(৩) ইভাকিউশন সমস্যা (যুদ্ধকালীন)।

বর্ত্তমানে যে ইভাকিউশন বা লোকাপসারণ দেখা দিয়াছে তাহা এক দিন শত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে যে ইভাকিউশন দেখা যাইবে তাহার তুলনায় নগণ্য। শত্রু অগ্রসর হইতে থাকিলে যেমন দিনের পর দিন গ্রামের পর গ্রামে গোলাগুলি পড়িতে থাকিবে, তখনই গ্রামকে-গ্রাম ত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ অধিবাসী উল্টা দিকে চলিতে থাকিবে। ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধে যখন সীমান্তের অধিবাসীরা লক্ষে লক্ষে পশ্চিম দিকে তল্পি তল্পা লইয়া অগ্রসর হইতেছিল তখন দেশের সৈন্যদল তাহাদের ঠেলিয়া সামনে তো যাইতেই পারে নাই, অধিকন্তু পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যে দিক হইতে জার্ম্মাণরা আসিতে ছিল সে দিকে ক্রমশই ফাঁকা ও রাস্তা পরিষ্কার হইতে লাগিল আর পশ্চিম দিকে যেখানে ফরাসী সৈন্য চলাচল করিবে সেখানে ক্রমেই লক্ষ লক্ষ লোক জমিয়া আলোড়ন ও অব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমাদের দেশেও যদি জাপানীরা আসাম পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তবে গারো ও ত্রিপুরা পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের সকল অধিবাসী দলে দলে পশ্চিমে মৈমনসিংহ ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় আসিয়া জমা হইতে থাকিবে। তেমনি বাঙ্গলা দেশ দক্ষিণ হইতে আক্রান্ত হইলেও বরিশাল, খুলনা ও ২৪ পরগণার অধিবাসী উত্তরে আসিতে থাকিবে। এই অগ্রগামী জনতাকে ঠিক মত চালিত করিবার গুরু দায়িত্ব ভলেন্টিয়ার বাহিনীর রহিয়াছে। ইহার সম্মুখে তাহাদের নিম্নোক্ত কর্ত্তব্য রহিয়াছে :—

(ক) দেশের ভৌগোলিক সংস্থান নিখুঁত ভাবে জানিতে হইবে। কোথায় কোন রাস্তা, হাট বাজার, সম্পদশালী গ্রাম বা নিরাপদ অঞ্চল রহিয়াছে তাহা জানা চাই।

(খ) জনতা যদি মাত্র একটি পথে চলিতে থাকে তবে তাহারা তো অগ্রসর হইতে পারিবেই না বরং শত্রুর বোমার আঘাতে কাতারে কাতারে মরিবে এবং ভারতীয় সৈন্যের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। অতএব আমাদের সেই জনতাকে নানা পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জনতা সহসা কথা শুনিবে না, নানা বিপদের কথা বুঝাইয়া তাহাদের অন্যান্য পথে চালিত করিতে হইবে।

(গ) পথ বাতলাইয়া দিবার সময় সে পথে কোথায় কত দূরে হাট বাজার আছে বা সম্পদশালী গ্রাম আছে যেখানে তাহাদের আশ্রয় ও খাওয়া মিলিতে পারে, তাহার সন্ধান দিতে হইবে। সম্ভব হইলে এক একটি দলের সাথে আমাদের লোক পাঠাইতে হইবে, না হইলে নক্সা আঁকিয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে দিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) দেখা যাইবে, জনতা তাহাদের মায়াবশতঃ বোঝাই বোঝাই মাল ঘাড়ে, বা গাড়ীতে বা নৌকায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে। যাহাতে তাহারা এই মালপত্র ফেলিয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সাথে লয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মাল কমাইতে পারিলে রাস্তা অথবা নৌকা হাল্কা হইবে এবং অধিক লোকের চলাচল সুবিধা হইবে এবং নিজেদেরও পরিশ্রম কম হইবে। যাহারা হাটিয়া যাইবে তাহারা গাড়ী ফেলিয়া যাহাতে বাঁকে করিয়া মালপত্র লয় তাহার জন্য চাপ দিতে হইবে।

(ঙ) কোথাও খাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে সর্ব্বাগ্রে শিশু ও স্ত্রীলোককে জোর করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা চাই।

(চ) চলতি জনতার মধ্যে সংক্রামক রোগ পীড়ার অন্ত থাকিবে না। এই সময়ে যথা সম্ভব ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা চাই। দুর্দ্দিনে হোমিওপ্যাথী ব্যবস্থাই সুবিধা হইবে।

(ছ) স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের সহিত যোগাযোগ রাখা। তাহাদের নিকট হইতে সর্ব্বসময়ে জানিতে হইবে, কোন স্থানে যুদ্ধ না বাধিবার সম্ভাবনা আছে এবং সেই দিকে জনতাকে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতে হইবে।

বর্ত্তমান ইভাকিউশন সমস্যা অনেকটা সহজ। ইহাতে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য অধিবাসীর জিনিষপত্র যাহাতে ঠিকমত স্থানে পৌছিতে পারে তাহার জন্য সাহায্য করা। আমাদের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর কর্ত্তব্য হইতেছে, যাহাতে অধিবাসীরা উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ পায় তাহার জন্য দাবী করা, সঠিক হিসাব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা এবং আন্দোলন করা।

(৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

দুর্দ্দিনে অযথা মুনাফার লোভ যে অত্যন্ত বাড়িবে তাহা স্বাভাবিক। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাকে সামাল দিতে পারিতেছেন না। কারণ সে সামাল ব্যবস্থায় গলদ রহিয়াছে। ভলান্টিয়ার বাহিনীকে স্থানীয় জননেতাদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া এই অপচেষ্টা বন্ধ করিতে হইবে। যাহারা লুকাইয়া এই মুনাফা লুঠিতেছে তাহাদের জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই কাজে ভলান্টিয়ার বাহিনী উক্ত কমিটির প্রধান সহায়ক হইবে। এই লোভীদের সন্ধান লইবার পথগুলি জানা চাই।

গরিলা যুদ্ধের শিক্ষা

অস্ত্রের অভাবে ইহার অনেক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই যুদ্ধের নীতি বুঝিবার জন্য প্রথমে নিম্নোক্ত বিষয়ে ক্লাস লওয়া হয় :—(১) যুদ্ধ ও জ[...]ণ ; (২) গরিলা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল ; (৩) বাঙলার মাটিতে গরিলা যুদ্ধ ; (৪) যুদ্ধনীতির ঐতিহাসিক ধারা ; (৫) গরিলার চোখে বাঙলার ভুগোল।

অস্ত্র না পাইলেও আমাদের অস্ত্র চালনা সম্পর্কে অনেকখানি শিক্ষা লওয়া সম্ভব। প্রথমে লাঠির সাহায্যে রাইফেল লইয়া চলাফেরা করা ও তাক্ করা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর পাথর সাহায্যে হাতবোমা নিক্ষেপ করা শেখান হয়।

খাস যুদ্ধে যেমন অস্ত্র চালনা একটা প্রধান কথা, তেমনি সে যুদ্ধের মাঝে সৈন্য চালনা করাও কম দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য নহে। সেজন্য অস্ত্র-শিক্ষা না পাইলেও সৈন্য চালনা করিতে জানিলে যুদ্ধের অর্দ্ধেক জানা হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দফা ভলান্টিয়ারদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(১) কি করিয়া গুলি করিতে ও শত্রুর গুলির মুখে শুইয়া পড়িতে হয়। (২) কি করিয়া গুলি করিতে ও শত্রুর গুলির মুখে ছড়াইয়া পড়িতে হয়। (৩) যুদ্ধের মুখে কি করিয়া এক একটি দলকে স্থান লইতে হয়। (৪) গুলির মাঝে কি করিয়া বুকে হাটিয়া অগ্রসর হইতে হয়। (৫) কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সময় কোনাকুনি গুলি করিতে হয়।

(৬) রাত্রের অন্ধকারে কি করিয়া গরিলাদল শত্রুর শিবিরের নিকটে পৌছাইয়া আচমকা আক্রমণ করিবে।

(৭) পথিমধ্যে জাপানীদলের সাথে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি ভাবে টহলদারী সৈন্যের সাহায্যে গরিলা দল লুকাইবে এবং অচকিতে তাহাদের আক্রমণ করিবে।

[এই বিষয়ে "রাত্রি অভিযান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

(৮) রাত্রের অন্ধকারে, চাঁদের আলোতে, জলের ভিতর, ধান-ক্ষেতে, বনে জঙ্গলে, রাস্তাঘাটের আড়ালে, কি ভাবে নিঃশব্দে ও গোপনে চলা ফেরা করিতে হয়।

ছাত্রদের ভলান্টিয়ার শিক্ষা-শিবিরের বিশদ বিবরণ এমন ভাবে দিবার দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে শিক্ষার্থীরা এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে নোট লইয়া গিয়াছেন, এই বিবরণ তাহারা পরিপূরক হিসাবে কার্য্য করিবে। অনেক খুটিনাটি প্রশ্নের জবাব এখানে মিলিবে। দ্বিতীয়তঃ, যে বিশাল দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে আসিতেছে, তাহার তুলনায় এমন ছোট খাট বা একটি দুইটি সামরিক শিক্ষা শিবিরের দ্বারা সে দায়িত্ব-পালন সম্ভব নহে। অনতিবিলম্বেই আমাদের প্রতি জেলায় না হউক বাঙলার এক একটি অংশে ভলান্টিয়ার শিক্ষা শিবির চালনা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই শিক্ষা শিবির খুলিবার সময় স্থানীয় কর্ম্মীরা ছাত্রদের এই কার্য্যক্রমকে আবশ্যক বোধে অদলবদল করিয়া গ্রহন করিতে পারিবেন। গোটা বাঙ্গলায় 'ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলিবার কার্য্যক্রমের একটা খসড়া ছাত্রদের চেষ্টায় তৈরী হইয়া রহিল। কর্ম্মীরা ইহাকে আরও সুষ্ঠ করিয়া লইতে পারিবেন।

এই প্রথম শিবিরের অভিজ্ঞতা হিসাবে দুই একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। এতদিন আমাদের ভলেন্টিয়ার বাহিনীর সম্বন্ধে ধারণা ৩।৪ দিনের জেলা বা প্রাদেশিক সম্মেলনকেই কেন্দ্র করিয়া ছিল। অর্থাৎ কোনমতে কয়েকজন কর্ম্মঠ লোককে একত্রিত করিয়া একটা ঝুকির মাথায় কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা ছিল। কিন্তু আজ ভলেন্টীয়ার বাহিনীর উপর বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আসিয়াছে। অতি নিকট ভবিষ্যতে এই ভলেন্টীয়ার বাহিনীর উপর বাঙ্গলার গোটা গ্রাম-কেন্দ্রের শাসন ভার আসিয়া পড়িবে, এবং তাহা অপেক্ষা আরও বড় কথা, এই বাহিনীকেই মারমুখো হইয়া জাপানী শত্রুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সংগঠন কার্য্যে যে ধরণের নেতা ও কর্ম্মী আবশ্যক তাহারা এখনও এদিকে আসিতেছেন না। দলের নেতারা মনে করিতেছেন, ভলেন্টীয়ার বাহিনী গড়িতে একটু লেফ্ট-রাইট্ করিতে বা ভাল লাফালাফি করিতে জানিলেই হইল। কিন্তু সৈন্যের বা ভলেন্টীয়ার বাহিনীর অফিসার নিয়োগের সময় এই দৈহিক গুণকে মাত্র ১০০ ভাগের ২০ ভাগ হিসাবে বিচার করা হয় ; বাকী ৮০ ভাগের জন্য তাহার নেতা হইবার গুণাবলি দেখা হয়—অর্থাৎ তাহার রাজনৈতিক চেতনা, সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখে পথ নির্দ্দেশের ক্ষমতা, অনুগামীদের বিপদের সম্মুখে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা, ভবিষ্যতের উপর স্বচ্ছ দৃষ্টি, অনুগামীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার গুণাবলি ইত্যাদি।

এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখি ছাত্রেরা তেমন শিক্ষার্থীদের বাছিয়া পাঠান নাই। তাহারা শুধু শক্ত শরীর ও খেলোয়াড় দেখিয়াই পাঠাইয়াছেন, নেতৃত্বের দায়িত্ব লইতে ইচ্ছুক অথবা সক্ষম হিসাবে বিচার করেন নাই। দ্বিতীয়ত, তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে অনভিজ্ঞ ও নিতান্ত অল্প বয়সীদের পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা আন্দোলনের সত্যকার নেতা তাহারা যদি এদিকে অগ্রণী না হন, তবে ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রকৃত দানা বাঁধিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে শিক্ষা শিবির গড়িবার সময় যেন এই কথা আমাদের মনে থাকে।

(কৃষক দিবস পালিত—৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নেত্রকোনা—কিষাণ দিবস উপলক্ষ্যে নেত্রকোনায় একটি বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দেড় হাজার লোক হইয়াছিল। স্থানীয় কমরেডগণ বর্ত্তমান সঙ্কটমুহূর্ত্তে কৃষকদের কর্ত্তব্য, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

যশোহর—নড়াইল—কৃষক দিবস উপলক্ষে নড়াইল টাউন হলে একটি জনসভা হয়। মোঃ ওয়ালিয়র রহমান এম, এল, এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমরেড সুকুমার মিত্র, কালীপদ মুখার্জ্জী ও আজহার উদ্দিন আহম্মদ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কৃষক সমিতির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দেন।

২৪ পরগণা—২৪ পরগণা জেলা ও ডায়মণ্ডহারবার কৃষক সমিতির মিলিত উদ্যোগে কৃষক দিবস উপলক্ষ্যে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৩০০০ লোক (অধিকাংশই মুসলমান জনসাধারণ) একটি শোভাযাত্রা করিয়া বিশিষ্ট কৃষককর্ম্মী কমরেড রাধাবল্লভ দাসের নেতৃত্বে তাহাদের দাবী দাওয়া জানাইবার জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে উপস্থিত হয়। তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড যতীস রায়, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শৈলেন ঘোষ, আহমদ আলী মোল্লা, আলম বারী প্রভৃতি মহকুমা হাকিমের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী, নিত্য প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানাবিধ অভাব অভিযোগ উপস্থিত করেন। মহকুমা হাকিম শীঘ্র প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

ইহা ছাড়া **ফলতা থানায় মামুদপুর** গ্রামে প্রিয়নাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কৃষক-দিবস উপলক্ষ্যে আর একটি সভা হয়। সভায় জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সত্য নারায়ণ চাটার্জ্জী, ডাঃ অশ্বিনীদেব সরকার, ইউসুফ মোল্লা প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

দিকে দিকে কৃষক-দিবস পালিত

দিনাজপুর—১লা সেপ্টেম্বর কৃষক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই জিলার বিভিন্ন স্থানে স্কোয়াড্, প্রচার সভা প্রভৃতি চলিতে থাকে :—

কাহারুল—কমরেড জান মহাম্মদ, ধীরেন ব্যানার্জ্জী ও ভূপেন ব্যানার্জ্জীর নেতৃত্বে গত ২৫শে আগষ্ট **উপরপুরিহাটে** স্কোয়াড বাহির হয় ও পরে **তারগাঁয়ে** বৈঠকী সভা হয়। ২৬শে আগষ্ট **ভাবেরহাটে** স্কোয়াড বাহির হয় ও **বংশীপুরে** বৈঠক হয়। বক্তৃতা দেন কমরেড ধরণী চ্যাটার্জি ও আরো অনেকে। ২৭শে আগষ্ট কমরেড শচীন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি স্কোয়াড বাহির হইয়া মাণিকপুর, তারগাঁও, পানিগাঁও হইয়া **ভুলিয়ারহাটে** প্রচার করে। ২৮শে আগষ্ট উপরপুরি হাটে স্কোয়াড বাহির হয় ও পরে **উপরপুরি** স্কুল মাঠে বিরাট সভা হয়। ২৯শে আগষ্ট **কাহারুল** হাটে স্কোয়াড বাহির হয় ও **হাটিয়ারী** গ্রামে সভা হয়। ৩০শে আগষ্ট **কামইর** হাটে স্কোয়াড বাহির হয়।

বোচাগঞ্জ—২৬শে আগষ্ট বিরল থানার **মঙ্গলপুরে** একটি বৈঠক হয়। ঐ দিনই **বোচাগঞ্জে** আর একটি বৈঠক হয়। **সাগরপার, শুকদেবপুর, বৈরচোনাতেও** বৈঠক হয়। ২৯শে আগষ্ট বিরল থানার **মহাতাপপুরে** বৈঠক হয়। ৩০শে আগষ্ট কমরেড গুরুদাস তালুকদারের সভাপতিত্বে **দোমহনীতে** এক বিরাট সভা হয়।

চিরিরবন্দর—কমরেড গম্ভীর সরকার ও সুধীর সমাজপতির নেতৃত্বে এই থানার **দুর্গাডাঙ্গা, খড়কাটি, দল্লা, চকপার্ব্বতীপুর, মহেশপুর** প্রভৃতি গ্রামে প্রচার বৈঠক করা হয়। গত ২৫শে আগষ্ট কমরেড জীবন দের সভাপতিত্বে দুর্গাডাঙ্গায় এক সভা হয়।

কোতয়ালী থানা—চকরামপুর, সাহেবগঞ্জহাট, রাজারামপুর প্রভৃতি গ্রামে কমরেড নরেশ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে প্রচার বৈঠক হয়।

ইটাহার—কমরেড গুরুদাস তালুকদার, বসন্ত চ্যাটার্জি ও জীবন দের নেতৃত্বে **সোনাপুর, গুণিরাজপুর** প্রভৃতি গ্রামে প্রচার সভা হয়।

দিনাজপুর—১লা সেপ্টেম্বর কৃষক দিবস উপলক্ষ্যে এক বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা হয়। দুপুরবেলা হইতে দলে দলে লাঠিধারী কৃষক ভলান্টিয়াররা দূর দূরান্তের গ্রাম হইতে আসিয়া সহরে পৌছিতে থাকে। চিরিরবন্দর, বিরল, বোচাগঞ্জ, কাহারুল, ইটাহার প্রভৃতি থানা হইতে প্রায় ২৫।৩০ মাইল দূর হইতেও কৃষকরা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রায় আড়াই হাজার কৃষক ভলান্টিয়ারের এক সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরে কমরেড বিভূতি গুহের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। সভার প্রথমে সুদীর্ঘ দুই বৎসর পর প্রকাশ্যে আসিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাওয়ায় কমরেড গুহকে অভিনন্দিত করা হয়। কমরেড শচীন্দু চক্রবর্ত্তী, সুশীল সেন, ভূপেন ব্যানার্জ্জী, নয়ান, ছাত্রদের পক্ষ হইতে কমরেড পৃথ্বীশ রায়, সুশীল চৌধুরী, মহিলাদের পক্ষ হইতে কমরেড আশা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। জাতীয় নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন, কৃষক দাবী ও কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তির দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঠাকুরগাঁও—কৃষক দিবস উপলক্ষে বালিয়াডাঙ্গী, আটওয়ারী, ঠাকুরগাঁও থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে বিভিন্ন দলে প্রায় দুই হাজার লাঠিধারী কৃষক ভলান্টিয়ার সহরে উপস্থিত হয় এবং বিকালে কমরেড দানেশ মহম্মদের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়। কমরেড গুরুদাস তালুকদার ও মহী বাগচী সভায় বক্তৃতা দেন। জাতীয় নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বর্দ্ধমান—গোবিন্দপুর হাটতলায় কৃষক দিবস পালিত হয়। কমরেড অজিত সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একটি শোভাযাত্রা "জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই", হিন্দু-মুসলমান এক হও" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে সভায় উপস্থিত হয়। বৃষ্টি থাকা সত্বেও সভায় দুই শতের বেশী কৃষক উপস্থিত ছিল এবং সভার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা সভা ত্যাগ করে নাই। কংগ্রেস ও লীগের একতার উপর জোর দিয়া এবং দেশের দারুণ দুরবস্থার হাত হইতে জনগণকে বিশেষতঃ কৃষকশ্রেণীকে রক্ষা করার দাবী জানাইয়া দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

খুলনা—কাটিপাড়ার দাসপাড়ার মাঠে কৃষক দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অমূল্যমোহন মুখার্জ্জি। কমরেড কিরণ মিত্র, তৃপ্তিমোহন তপস্বী ও সভাপতি মহাশয় সভায় বক্তৃতা দেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, বাকী খাজনা মকুব, বীজ ধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তাগণ জোর দেন। সভায় বহু কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত আলোচিত বিষয় যথাযথভাবে উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

শোভনা ইউনিয়নের কৃষক সমিতির উদ্যোগে গত ১লা সেপ্টের কৃষক দিবস প্রতিপালিত হয়। ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও ২।৩ মাইল দূর হইতে বহু কৃষক ও কৃষককর্ম্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার পূর্ব্বদিন একটি স্কোয়াড বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে ইউনিয়নের অনেকগুলি গ্রাম পরিভ্রমণ করে। কমরেড কালীপদ বর্ত্তমান সঙ্কট মুহূর্ত্তে কৃষক দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া একটি বক্তৃতা করেন।

রংপুর (ডোমার)—ডোমারে কৃষক দিবস পালিত হয়। কতিপয় লীগ কর্ম্মী ও বহু হিন্দু-মুসলমান সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড রবীন গাঙ্গুলী, গোলাম আজীজ ও পাঁচুতুরী সভায় বক্তৃতা দেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় সরকার কায়েম করা, জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে ফাসিষ্ট দস্যু রোধ করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বক্তারা পরিষ্কার করিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন।

গাইবান্ধা—কিষাণ দিবস উপলক্ষে একটি বিরাট কৃষক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ৭০০ কৃষকের সমাবেশ হইয়াছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ আবু হোসেন সরকার, এম, এল, এ, জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, পণ্য সরবরাহ ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, মাদ্রাজের কায়ুর কমরেডদের মুক্তি দাবী করিয়া সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, মোক্তার এম, এস, মোহাম্মদ, নির্ম্মল বর্ম্মন, মণিকৃষ্ণ সেন, পান্নুলাল প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

ময়মনসিংহ (কিশোরগঞ্জ)—১লা সেপ্টেম্বর কৃষক দিবস উপলক্ষে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড নগেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক-সভা হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রায় ৪ শত লাঠিধারী কৃষক ফৌজ, ব্যাণ্ডপার্টি, জনরক্ষাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দল ও কমরেড অজিত মজুমদারের নেতৃত্বে ফাসিষ্ট-বিরোধী গায়কদল ও অন্যান্য জনসাধারণও কৃষকদের সহিত সহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। 'রাইফেল চেপে ধর সৈনিক' এই গানটী শোভাযাত্রায় গাওয়া হয়। 'কংগ্রেস বৈধ কর', 'কংগ্রেস-লীগ মিলন চাই', 'জাতীয় সরকার কায়েম কর' ইত্যাদি শ্লোগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়। কৃষক ফৌজদের ভিতর মুসলমান কৃষকদের সংখ্যাই বেশী। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অনিল রক্ষিত। কমরেড নগেন সরকার ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য সভায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, লীগ-কংগ্রেসের একতার উপর বিশেষ জোর দিয়া বক্তৃতা করেন।

বাজিতপুর—বিশেষ উৎসাহের সহিত বাজিতপুরে কৃষক দিবস পালিত হয়। সভা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই কৃষক ফৌজেরা প্রচার দ্বারা কৃষকদের ভিতর সভার কথা জানাইয়া দেন। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কমরেড সুরেশ রায়। কমরেড দীনেশ বনিক লীগ কংগ্রেস একতা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী **চুরখাই** গ্রামে কিষাণ দিবস উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় জনৈক শিক্ষিত বৃদ্ধ কৃষক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু কৃষক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ও মোড়ল স্থানীয় মুসলমান কৃষক। বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড মণীন্দ্র সিংহ, জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড আলতাব আলি এবং দুইজন লীগ কর্ম্মী সভায় বক্তৃতা করেন। দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করা, কংগ্রেস লীগ ঐক্য, অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুক্তাগাছার অন্তর্গত তারাটী গ্রামে কিষান দিবস উপলক্ষ্যে এক সভা হয়। প্রারম্ভে কমরেড অবনী বল একটি জনযুদ্ধের গান গাহিবার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় একজন মুসলমান শিক্ষক। কমরেড আলতাফ আলি বর্ত্তমান আন্দোলন ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য এবং জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। (৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আলোচনা

দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী

নভোরিসিস্ক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধক্ষেত্রের মত এত তীব্র ও বৃহদায়তন লড়াই গত পনর মাসে রুশ রণক্ষেত্রের কোথাও হয় নাই, সেখানেও ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট। বুকের রক্ত ঢালিয়া রুশের সৈন্যদল নাৎসী ফৌজকে রুখিতেছে। মেইস্কি সম্প্রতি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে প্রতিদিন রুশরণক্ষেত্রে ছয়-সাত হাজার রুশসৈন্য হতাহত হইতেছে।

সম্মিলিত জাতিবর্গ বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ সভা ও মিছিল করিয়া এক্ষণি পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু বৃটীশ শাসকশ্রেণী এই ব্যাপারে টালবাহানা করিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবীদারদের প্রতি ক্রিপস্ প্রভৃতি হোমরাচোমরাদের ধমক, যুদ্ধে মন্ত্রগুপ্তির সেকেলে অজুহাত, কিছুতেই জনগণ প্রতারিত হয় নাই। তাই বৃটীশ শাসকশ্রেণী দ্বিতীয় ফ্রন্টের দিকে আগাইবার কিছু কিছু নমুনা দিয়া আসিতেছে। নাৎসী জার্ম্মানী ও অধিকৃত ইউরোপে হাজার বিমানের বোমা বর্ষণ, ডিপে অঞ্চলে সুবৃহৎ কমাণ্ডো আক্রমণ এবং সম্প্রতি চার্চিলের রাশিয়ায় যাওয়া এই সব ঘটনাগুলিই জনমতের জয় ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এইগুলি যথেষ্ট নয়। তাই বৃটীশ জনমত সত্যসত্যই দ্বিতীয় ফ্রন্ট চায়। বৃটীশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ব্ল্যাকপুল অধিবেশনে লেবার-পার্টির নেতাদের শতবাধা সত্বেও এক্ষণি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পক্ষে পনর লক্ষেরও বেশী শ্রমিক ভোট হইয়াছে।

চার্চিল সাহেব ষ্টালিনের সহিত সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "রাশিয়ার লোকেরা মনে করে না যে তাহাদের উপর চাপ কমাইবার জন্য ইংলণ্ড বা আমেরিকা সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে।" চার্চিল তাঁহার বক্তৃতার শেষ দিকে ষ্টালিনকে খুব খানিকটা প্রশংসা করিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু আজ দরকার ষ্টালিনের প্রশংসা নয়, কেবলমাত্র রুশিয়ায় গিয়া আত্মীয়তা জাহির করা নয়। আজ দরকার এক্ষুণি—একটুও দেরী না করিয়া পশ্চিম ইউরোপে নূতন ফ্রন্ট শুরু করা। সমগ্র অধিকৃত ইউরোপ আজ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য তৈরী হইতেছে, ইংলণ্ড হইতে বক্তৃতা দিয়া তাহাদের অসময়ে অভ্যুত্থান করিতে বারণ করা হইয়াছে, কিন্তু এখন আর অসময় নয়। পশ্চিম ইউরোপে নূতন ফ্রন্ট খুলিলেই সমগ্র ইউরোপে জনগনের বিপ্লবী অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে, নাৎসী জার্ম্মানীর সমর-যন্ত্র বিকল হইবে, রুশরণক্ষেত্রের উপর আজিকার অসম্ভব চাপ অচিরে কমিয়া যাইবে। প্রতিদিন রুশরণক্ষেত্রে সাত হাজার শহীদ প্রাণ দিয়া সম্মিলিত জাতিবর্গ তথা বৃটেনের স্বাধীনতা বাঁচাইতেছে। শাসকশ্রেণীকে এই মুহূর্ত্তেই বাধ্য করিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্টের দ্বারা রুশজাতিকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব আজ সম্মিলিত জাতিবর্গের বিশেষ করিয়া বৃটীশ জনগণের মহত্তম দায়িত্ব।

ভারত সম্পর্কে প্রতারণা

যে সাম্রাজ্যনীতি পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে অযথা দেরী করিতেছে, সেই একই নীতি ভারতের জনগণের জাতীয় দাবী অস্বীকার করিয়া আসিতেছে।

আমলাতন্ত্র ভারতের জনসাধারণের জাতীয় দাবী উপেক্ষা করিয়া দাসত্বে বদ্ধ জনগণের সাহায্য চায়। ভারত সম্পর্কে আমলাতন্ত্রের মূলনীতির প্রেরণা আসিতেছে সাম্রাজ্যরক্ষার ইচ্ছা হইতে, জাপানকে হারাইবার সংকল্প হইতে নয়। আমলাতন্ত্র মালয় ও ব্রহ্মের পরাজয় হইতে কিছুই শেখে নাই। তাই সম্প্রতি সেনাপতি ওয়াভেল ফৌজের ক্ষমতার বড়াই করিয়াছেন। তাই আমলাতন্ত্র জাতীয় দাবী পদদলিত করে। তাই চার্চিল সাহেব ভারত সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন যে ক্রিপসের প্রস্তাবই হইল ভারত সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা।

আমলাতন্ত্র ভারতের জাতীয় দাবী পদদলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করিয়াছে। জাতীয় ঐক্যের পথে না গিয়া এবং আত্মঘাতী সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করিয়া কংগ্রেস আমলাতন্ত্রের সুবিধাই করিয়া দিয়াছে। আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিবর্গ তথা বৃটীশ জনগণকে কংগ্রেস এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি বিরূপ করা, কংগ্রেসকে পঞ্চমবাহিনীর সমগোত্র বলিয়া প্রচার করা, ভারতের জনগণের উপর কংগ্রেস ও পূর্ণস্বাধীনতাকামীদের প্রভাবকে খর্ব করিয়া দেখানো। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য কংগ্রেস সংগঠনকে ধ্বংস করা, কঠোর হস্তে দেশব্যাপী আন্দোলনকে দমন করা, কংগ্রেস ও অন্যান্য সকল দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং মুসলিম লীগ সমেত অন্যান্য দলকে পক্ষে টানিয়া কতকটা গণভিত্তি সম্পন্ন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের হাতে ক্ষমতা না দিয়া আমলাতন্ত্র এইভাবেই ভারতরক্ষা করিতে চায়।

উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী ভারতে যেমন আমলাতন্ত্র পাকা হাতে কাজ শুরু করিল, তেমনি বিলাতে আমেরী ও ক্রিপস প্রচারের সুর ধরাইয়া দিলেন এবং বৃটীশ রেডিয়ো ও প্রেস্ প্রচার জুড়িয়া দিল। ভারত সম্পর্কে আসল খবর বিলাতী সংবাদপত্র হইতে বাদ পড়িতে লাগিল। চার্চিলের ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা আমলাতন্ত্রের পরিকল্পনার উপসংহার। চার্চিল বলিলেন যে কংগ্রেস ও তাহার আন্দোলনকে কায়দা করা গিয়াছে, কংগ্রেসের প্রতি ভারতের সাড়ে তেইশ কোটী লোক বিরক্ত (ইতিপূর্ব্বে ক্রিপস্ ভারতে আসিয়া কংগ্রেসকে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলিয়াছিলেন), ভারতে কংগ্রেসের আন্দোলনে সৈন্য সংগ্রহ আটকায় নাই এবং কংগ্রেস আন্দোলনের ফলে নিকট প্রাচ্যের ভারতীয় সৈন্যরা একটুও বিগড়ায় নাই, শেষে তিনি বলিলেন যে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। অবশেষে আসল কথাও তিনি বলিলেন—ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া-টেওয়া নয়। ক্রিপস্ যাহা বলিয়াছেন তাহাই শেষ কথা।

ভারত সম্পর্কে এই প্রচার পত্র কিন্তু বৃটিশ জনগণকে ভুলাইতে পারে নাই। তাই তাহারা কংগ্রেসের সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ও বর্ত্তমান দেশব্যাপী মত্ত তাণ্ডবের নিন্দা করিলেও এক্ষনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী করিতেছে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিয়া ভারতের সমস্যার মিটমাটের দাবীও করিতেছে। চার্চ্চিলের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তৃতায় প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাড়া কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই। পার্লামেণ্টের সভাগৃহেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে—গ্রীনউড, সরেন্সেন, ম্যাক্সটন প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ঐই বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভারতের দমননীতির ফল

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন আমলাতন্ত্র তাহার প্রতারণাময় প্রচারে সফল হয় নাই তেমনই ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাহার কার্য্যনীতি বিফল হইয়াছে। আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল, কংগ্রেসকে এক ঘরে করিয়া মুসলীম লীগ সমেত অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলে টানিতে পারিবে আশা করিয়াছিল, ভারতের জাতীয় দাবীর প্রতি জনগণের নিষ্ঠা নষ্ট করিতে পারিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু ফল কি হইয়াছে ?

ফলে কংগ্রেস একঘরে হয় নাই, অপরপক্ষে আমলাতন্ত্র আজ যেমন জনমত হইতে বিচ্ছিন্ন এমন আর কোনও দিন ছিল না। আজ চার্চ্চিলের ঘোষণা সত্বেও ক্রিপস প্রস্তাব ভারতে অচল, পূর্ণ জাতীয় দাবীর কমে আজ কেহই সন্তুষ্ট নয়।

কম্যুনিষ্ট দল বর্ত্তমান সংগ্রাম হইতে দেশবাসীকে ফিরাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কংগ্রেস নেতাদের আশু মুক্তি ও জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য এক্ষনি আলোচনা শুরু করিবার আওয়াজ তোলে। সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি আজ ভারতের সর্ব্বত্রই হইতেছে। নিখিল ভারত কৃষক সভা ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই একই দাবী আসিয়াছে। বাংলা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক হিন্দুসভা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় দাবী পুরণের আওয়াজ তুলিয়াছে। মুসলিম লীগ সরকারীভাবে দমননীতির নিন্দা করে নাই কিন্তু লীগের ভিতর হইতে জাতীয় দাবী এবং কংগ্রেসের সহযোগীতায় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল অফ ষ্টেটের লীগ পার্টির সেক্রেটারী, মাদ্রাজ প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারী প্রভৃতি কংগ্রেসের সহযোগে জাতীয় সমস্যা মিটমাটের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। লীগের মধ্যে এই জন্য এক প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়াছে। দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে বিশেষ করিয়া শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা লইয়া আলোচনায় দেশের বিশিষ্ট নেতারা যোগ দিয়াছেন। এই সভায় মুসলমান নেতাদের মধ্যে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবখস্, ছত্তারীর নওয়াব, ঢাকার নবাব বাহাদুর, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর সেকেন্দার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সকল মুখ্য ভারতীয় পার্টির সমবেত গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে।

এমন কি আজ জাতীয় দাবীর আওয়াজে কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের এক বৃহৎ অংশও সাড়া দিয়াছে। চার্চিলের বক্তৃতার 'পর ভারতীয় ক্রিশ্চানরা কলিকাতায় সভা করিয়া জাতীয়দাবী ও জাতীয় মীমাংসার আওয়াজে সাড়া দিয়াছে।

আমলাতন্ত্রের শেষ আশা লীগকে পাকড়াও করা। আমলাতন্ত্র ৯ কোটী স্বাধীনতাকামী মুসলমানের স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠায় বিশ্বাস করে না বলিয়াই এই দুরাশা করে। তাই আমেরী তাহার বক্তৃতায় বলিতে পারিয়াছে যে কংগ্রেসের সহিত আলোচনা চালান হইবে না।

আর্থিক অব্যবস্থা

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র এবং বিভ্রান্ত দেশভক্তেরা এক দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া জাপানী আক্রমণকে আহ্বান করিতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্রের সু-ব্যবস্থা করিবার অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট, ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক অসন্তোষে ইন্ধন পড়িতেছে।

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও বণ্টনের কোনও ব্যবস্থা আজও হয় নাই। ক্ষুধার জ্বালায় লোকে বহু জায়গায় লুটপাট করিতেছে। আমলাতন্ত্র লুটের অপরাধে ক্ষুধার্ত্তদের সাজা দিতে জানে, কিন্তু খাদ্য সরবরাহের ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে জানে না। খাদ্যদ্রব্য গায়েব করার জন্য ছোটখাটো দোকানদার ব্যাপারীরা অনেক জায়গায় সাজা পাইয়াছে, কিন্তু আসল পাপী বড় মুনাফাখোরদের গায়ে আচড়ও লাগে নাই। কলিকাতার মত শহরে গরিব শহরবাসীদের জন্য দয়াল সরকার বাহাদুর ৫০টী চালের দোকান খুলিয়াছেন এবং আরও ৫০টী খুলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। ২১ লক্ষ লোকের শহরে ৫০টী দোকান হইলে গড়ে এক একটী দোকানে ৪২ হাজার খরিদ্দার হয়। জনমতের চাপে সরকার এই সব নমুনার মত ব্যবস্থা করিয়াছে, আসল সুব্যবস্থা করিবার জন্য জনমত সংঘবদ্ধ না হইলে উপায় নাই। গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি বা জনরক্ষা কমিটি, শহরে মহল্লাকমিটী ও পাড়া কমিটি, শিল্প-অঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়ন ও বস্তীকমিটী গঠন করিয়া তাহাদের হাতে মজুত খাদ্যের জিম্মা ও লোকের মধ্যে বণ্টনের অধিকার আদায় করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে রেলপথে মাল চালানের অব্যবস্থার জন্য সকল শিল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, দেশের লোক দরকারী জিনিষপত্র পাইতেছে না। রেল কর্তৃপক্ষ ওয়াগণ কম বলিয়া চীৎকার করেন। আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ওয়াগণ তৈরী করার এবং ওয়াগণ একটুও না বসাইয়া রাখিয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইল না। অথচ বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য এবং যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত বেন্থল সাহেব অত্যন্ত আত্মপ্রসাদের সঙ্গে উক্তি করিয়াছেন যে "ভারতের রেলপথের কার্য্যকারীতা শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে এবং ইহা এখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ রেলপথের কার্য্যকারীতার সঙ্গে তুলনীয়।" অক্ষম আমলাতন্ত্রের এই আত্মপ্রসাদের চোটেই দেশ মারা পড়িবে।

আর্থিক অব্যবস্থার আর একটি দৃষ্টান্ত বাংলার শ্রমিকদের অবস্থা। বাংলায় বিদেশী মুনাফাখোরের দ্বারা পরিচালিত চট শিল্পে শ্রমিকরা মাত্র ৪৲ টাকা মাগ্গীভাতা পাইয়াছে। অথচ দ্রব্য মূল্য শতকরা একশত টাকারও বেশী বাড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পে কিন্তু শ্রমিকগণ শতকরা ৮২৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধির হিসাবে সাড়ে আঠারো টাকা মাগ্গীভাতা পাইয়াছে। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী শিল্প অঞ্চলে তথাকথিত এসেন্সিয়েল সার্ভিসের (যুদ্ধের জন্য জরুরী) শ্রমিকরাও উপযুক্ত মাগ্গীভাতা পাইতেছে না। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকেরা বারবার মালিকদের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া সহ্যের শেষ সীমায় আসিয়াছে। বাংলার বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকরাও উপযুক্ত মাগ্গীভাতা পাইতেছে না। আর দেরী না করিয়া এক্ষণি মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমপরিমাণে মজুরী বৃদ্ধির পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের কিন্তু এ দিকে গরজ নাই।

জনগণের পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুরবস্থার কারণ এই সব আর্থিক অব্যবস্থার এক্ষণি প্রতিকার চাই। জাপানের পঞ্চমবাহিনী জনসাধারণের দুরবস্থার মধ্যেই প্রচারের সুযোগ পাইতেছে। আমাদের হাতে সময় খুব বেশী নাই। বর্ষাশেষে শত্রু আক্রমণ কবে যে আসিবে কেহ বলিতে পারে না। ১৩।৯।৪২

ফাসিবিরোধী মজুর আন্দোলন

হাওড়া—বার্ন কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকেরা বহুদিন ধরিয়া তাহাদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্ত লড়াই করিয়া আসিতেছে। দাবীগুলি পূরণের জন্ত কারখানা কমিটি মালিক ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালায়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। তাই গত ২৫শে আগষ্ট বেলা সাড়ে বারোটার সময় তাহারা অবস্থান ধর্ম্মঘট করে—তাহাদের দাবী ছিল (১) মাহিনা বৃদ্ধি (২) নিয়ন্ত্রিত মুল্যে মাল সরবরাহের জন্ত দোকান খোলা (৩) স্থায়ী চাকুরী ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড (৪) গ্রেড সিষ্টেম (৫) ফুরন প্রথা তুলিয়া দেওয়া (৬) মাইনার পুরা হিসাব। লেবার কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপোষের আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব করেন। শ্রমিকদের প্রতিনিধি গৌর মোহন জানা, বাঁশরী নন্দী, ভজু মান্না, ইসমাইল ও ইয়াঙ শ্রমিকদের তরফ হইতে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি আদায় করিয়াছে—(১) ঘণ্টায় আরও ৭ পাই মাগ্গী ভাতা (ঘণ্টায় ৩ পাই পাইতেছিল) (২) মাহিনার পুরা হিসাব। ১ সপ্তাহের নোটীশ ছাড়া কাহাকেও বরখাস্ত করা হইবে না ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য দাবীগুলি পুরণের জন্ত শ্রমিকদের নিজস্ব ইউনিয়ন মারফৎ আলোচনা চালান হইবে। শ্রমিকেরা যুদ্ধ জয়ের জন্ত মাল তৈরী করিতে কখন নারাজ নয়, শ্রমিক স্বার্থের প্রতি মালিকদের ঔদাসীন্যই তাহাদের বাধ্য করিয়াছিল এই পথ নিতে, কিন্তু যখনই তাদের দাবী আংশিক ভাবেও পূরণ করা হইয়াছে, তখনই তাহারা আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

খিদিরপুর—গত ৭ই সেপ্টেম্বর বার্ড কোম্পানীর শ্রমিক কর্ম্মীদের এক সভা হয়। সভায় প্রায় ২০০০ শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী সমর্থন করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। আরও ২।১ জন বক্তা বক্তৃতা করার পর সভাপতি মহাশয় শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

খড়্গপুর (মেদিনীপুর)—গত ৬ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে ষ্ট্রাইক ময়দানে রেল শ্রমিকদের একটি বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০০০ হাজার শ্রমিক সভায় উপস্থিত ছিল। কমরেড জ্যোতি বসু সভায় সভাপতিত্ব করেন, কমরেড আবদার রেজ্জাক খান, পূর্ণেন্দু দত্ত রায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা দেন। কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির ও ভারতীয়দের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া রেল শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও তাহার প্রতিকারের উপর জোর দিয়া আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঢাকা—১নং ঢাকেশ্বরী মিলের ৩৫০০ শ্রমিক গত ২২শে আগষ্ট তারিখে যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহা ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রত্যাহার করা হয়। ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকগণ তাহাদের ইউনিয়ন মারফৎ যুদ্ধ বোনাসের দাবী লইয়া গত কয়েকমাস যাবতই আন্দোলন করিতেছিল এবং মিল মালিকদের সঙ্গে সে সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছিল। যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন হঠাৎ একুশজন শ্রমিক নেতাকে বরখাস্ত করিয়া তাহাদিগকে এক ঘণ্টার নোটীশে মিল এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হয়। তাহার বিরুদ্ধেই শ্রমিকগণ ষ্ট্রাইক করিতে বাধ্য হয়। লেবর অফিসার মিঃ আজাদ ও নারায়নগঞ্জের এস, ডি, ওর মধ্যস্থতায় মিল মালিক ও মজুর প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনার ফলে গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ লেবর অফিসরের উপস্থিতিতে ১নং মিলের ৩৫০০ ও ২নং মিলের ২০০০ শ্রমিকের এক মিলিত সভা হয়। কমরেড গোপাল বসাক ও নেপাল নাগ বক্তৃতা দিয়া চুক্তির সর্ত্ত বুঝাইয়া দেন এবং সাথে সাথে বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ও আলোচনা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐদিনই ষ্ট্রাইক প্রত্যাহারের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। চুক্তির সর্ত্তানুসারে ২১ জন বরখাস্ত শ্রমিকনেতাদের বরখাস্ত না করিয়া তাহাদের সসপেণ্ড রাখা হইতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে লেবার অফিসারের অনুমোদন ক্রমে সরকার হইতে এডজুডিকেটর নিযুক্ত হইয়া সব বিষয় তদন্ত করা হইবে। উহার ফলে উক্ত একুশ জন শ্রমিক যদি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হয় তবে সসপেণ্ড থাকা কালীন সময়ের জন্য অর্দ্ধেক মজুরী পাইবে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইবে। শ্রমিকদের যুদ্ধবোনাস, ইউনিয়ন মানিয়া লওয়া ও অন্যান্য দাবী সম্পর্কেও এডজুডিকেটরের সিদ্ধান্ত মিল মালিক ও শ্রমিকগণ উভয় পক্ষে মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

শ্রীরামপুর (হুগলী)—মাহেশের বেঙ্গল বেল্টিং ফ্যাক্টরীর মজুরগণ কিছুদিন হইতে ধর্ম্মঘট চালাইতেছিল। প্রথমে ধর্ম্মঘট সুরু হয় প্ররোচকদের সস্তা উত্তেজনার ফলে, কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নের চেষ্টায় মজুরদের মধ্যে মাগগী ভাতার দাবীতে আন্দোলন গড়িয়া উঠে। শ্রমিকেরা শতকরা ৫০ টাকা মাগগী ভাতা ও অন্যান্য বিষয়ের দাবী জানায়। এই দাবী পূরণ সম্পর্কে মালিকগণ এতদিন উদাসীন ছিল কিন্তু গত ৬ই সেপ্টেম্বর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরদের দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিয়াছে।

রামপুরিয়া মিলেও অনুরূপ দাবী লইয়া ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে রাত্রির কাজের জন্য টাকায় সাত আনা ও দিনের কাজের জন্য টাকায় ৬ আনা হিসাবে মাগগী ভাতা দেওয়া হইবে। এই প্রতিশ্রুতির ফলে মজুরগণ ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে কাজ করিতেছে।

হিন্দুস্থান বেল্টিং ফ্যাক্টরীর মজুরগণও মাগ্গী ভাতা ও অন্যান্য দাবী লইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর লেবর কমিশনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে ১৫ দিনের মধ্যে এ বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়া সন্তোষজনক ভাবে যাহাতে শ্রমিকদের দাবী মেটে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর শ্রমিকেরা পুনরায় কাজে যোগ দেয়।

সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের ভিতর উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু অনেক সময়ই মালিকদের অনমনীয় মনোভাবই ইহার বিঘ্ন ঘটায়। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে তাহাদের দাবী পূরণের সদিচ্ছার প্রতিশ্রুতি পাইলেই শ্রমিক ভাইরা কাজ করিতে অস্বীকার করে না—কারণ তাহারা জানে জাপানী দস্যুকে রুখিতে হইলে উৎপাদন চালু রাখিতেই হইবে।

চট্টগ্রাম—ভোজপুরে গত ৩১শে আগষ্ট চা বাগানের মজুর ও জনসাধারণের এক সভা হয়। শ্রীযুত গোবিন্দ দে সভাপতি হন এবং কমরেড কল্পতরু সেন, কমণীয় দাসগুপ্ত ও বিভূতি দাস সভায় বক্তৃতা করেন। চা বাগানের শ্রমিকদের নানাবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বক্তারা সভায় আলোচনা করেন ও প্রতিকারের জন্য চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের মারফৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইতে নির্দ্দেশ দেন।

কলিকাতা রাজাবাগানে মজুরদের জয়—রাজাবাগান কারখানার (মেটিয়াবুরুজ) মজুরেরা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, মাগ্গী ভাতা, ইনক্রিমেণ্ট ও কারখানা কমিটি মঞ্জুরের দাবী লইয়া কোম্পানীর ডকইয়ার্ডের ম্যানেজারের কাছে গণদরখাস্ত লইয়া হাজির হয়। ফলে দৈনিক ৵০ মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও **কারখানা কমিটি মঞ্জুরের** দাবী মানিয়া নেয়। ইহার পর মজুরেরা আরও ।০ আনা মাগ্গী ভাতা দাবী ও ।৵০ আনা ইনক্রিমেণ্ট দাবী করে। মালিক ১৫ দিনের সময় চায়। মজুররা কারখানা কমিটির নেতৃত্বে সভা করিয়া কোম্পানীকে সময় দিয়াছে।

জাতীয় ঐক্য চাই !

চট্টগ্রাম—গত ২১শে আগষ্ট চট্টগ্রাম টাউনহলে কমরেড হিমাংশু বিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐক্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের পূর্ব্বে কমিউনিষ্ট পার্টির চট্টগ্রাম জিলা কমিটির তরফ হইতে ৩ খানা ইস্তাহার সহরে এবং গ্রামে বিলি করা হয় ও স্কোয়াড বাহির করা হয়। সম্মেলনের প্রথমে মহাদেব দেশাইর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির জাতীয় ঐক্যের আবেদন পাঠ করা হয়। কমরেড কমনীয় দাস, মনোরঞ্জন সেন, রণধীর দাসগুপ্ত, আব্দুল ছত্তার, সুবোধ বল প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। কংগ্রেস-লীগ যুক্ত সম্মেলনের আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কাইয়ুর কমরেডদের মৃত্যুদণ্ড রহিতের ও মুক্তির দাবী করা হয়। জিলা বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোক্ষদা কানুনগো, খাঁ বাহাদুর আবদুল সত্তার, জিলা নারী সমিতির শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা চৌধুরী প্রভৃতিকে লইয়া একটি জিলা ঐক্য কমিটি গঠিত হয়।

নয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)—গত ১৯শে আগষ্ট কমরেড সারদা ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐক্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়া বিশিষ্ট লীগ কর্ম্মী মৌঃ আব্দুল হাকিম, কমরেড কমনীয় দাস প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

কুড়িগ্রাম (রংপুর)—গত ১লা সেপ্টেম্বর ঐক্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ যোগেশ রায় সভাপতিত্ব করেন। সহরের অনেক গণ্যমান্য লোকই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বহুদূর হইতে দলে দলে কৃষকরা আসিয়া যোগ দেয়। মেয়েরাও সভায় যোগ দেন। সভা ডাকিবার আগে একটি আবেদন পত্র বাহির করা হয় তাহাতে অনেক হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোক, মহিলা ও ছাত্র নাম সহি করেন। দমননীতি প্রত্যাহার, জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়া কমরেড শচীন ঘোষ, অমৃত মুখার্জী, মনীশ রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—কংগ্রেসের প্রস্তাব ও বিবৃতি এবং মুসলিম লীগের প্রস্তাব জাতীয় ঐক্য নিকটতর করিয়াছে, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে দমননীতি প্রত্যাহার ও জাতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা চালাইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন চাই। একটি জেলা ঐক্য সম্মেলন আহ্বানেরও আবেদন করা হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল
পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত
দাম দুই পয়সা
'জনযুদ্ধ' কার্য্যালয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২১শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ; ৬ই আশ্বিন, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

জেল কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন ! আণ্ডার গ্রাউণ্ড কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন !

তোমাদের মুক্ত করিব ! জাতীয় নেতাদের মুক্ত করিব !

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত প্লেনামের প্রস্তাব।

যে সব কমরেড আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ আছেন, যাঁহারা আজও গোপনে কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত প্লেনাম তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে।

কমরেড ভরদ্বাজকে আমাদের অভিনন্দন ! তিনি আমাদের পলিটব্যুরোর মেম্বর। কংগ্রেসের ভিতর কমিউনিষ্টদের তিনি পরিচালিত করিতেন। যুক্তপ্রদেশে আমাদের পার্টি তিনি গড়িয়াছিলেন। কাণপুর মজুর শ্রেণীর লাল দুর্গ তাঁহারই গড়া। আজও তিনি বেরিলি জেলে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। বেরিলি বা অন্যান্য জেলে আজও যুক্তপ্রদেশের তরুণ কমরেডরা আবদ্ধ আছেন। পার্টির প্রতি তাঁহাদের অটল আস্থা থাকা সত্বেও আমলাতন্ত্র তাঁহাদের কমিউনিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। কমরেড ভরদ্বাজের মারফৎ তাঁহাদেরও আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। বৃদ্ধ মজুর-বলশেভিক চাচা জান মহম্মদ একটি বক্তৃতার জন্য নৃশংস যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন !

কমরেড ডাঙ্গেকে অভিনন্দন ! বোম্বের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় মজুর নেতা তিনি। এসিয়ার সব চেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন, মহান গিরনি কামগার ইউনিয়নের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। কমরেড বাটলিওয়ালাকে অভিনন্দন ! তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় জাতীয় প্রচারকদের একজন। আজও ডাঙ্গে, বাটলিওয়ালা যারবেদা জেলে আটক।

কমরেড ঘাটেকে অভিনন্দন ! তিনি আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-মেম্বর ও পার্টির প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী। দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে তিনি আমাদের পার্টি গড়িয়াছেন। আজও তিনি ভেলোর জেলে। যে সব তামিল ও অন্ধ্রের কমরেডরা তাঁহার সাথে আজও আটক আছেন, কমরেড ঘাটের মারফৎ তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

কমরেড গোপালনকে অভিনন্দন ! জনগণের আন্দোলনের জোরেই তাঁহার জীবন বাঁচিয়াছে। কিন্তু আজও তিনি মুক্ত হন নাই। চারজন কাইয়ুর কমরেড ফাঁসীর প্রতিক্ষায় দাঁড়াইয়া। মাদ্রাজ গভর্ণর তাহাদের প্রাণদণ্ড রহিতের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। শেষ কথা এখন বড়লাটের হাতে। কাইয়ুর কমরেডদের অভিনন্দন ! মৃত্যু উপেক্ষাকারী বীর কাইয়ুর কমরেডদের মারফৎ মালয়ালি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী, রাজবন্দী ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড কমরেডদের অভিনন্দন !

ভারতীয় বিপ্লবীদের মহান নেতা বাবা গুরুমুখ সিং, বৃদ্ধ বাবা সোহন সিং, রুর সিং ও আরও প্রায় একশত পাঞ্জাবী কমরেড, যাঁহারা আজও কারারুদ্ধ ও বেশীর ভাগই গুজরাট জেলে আছেন, তাঁহাদেরকে অভিনন্দন !

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ও আগের দিনের অন্যান্য বীর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অভিনন্দন ! তাঁহাদের মারফৎ বাংলার শত শত কমরেডকে অভিনন্দন আজও যাঁহারা বাংলায় কারারুদ্ধ, আটক, অন্তরীন, আণ্ডার গ্রাউণ্ড কাজের কষ্ট ভোগ করিতেছেন।

ভগৎ সিং-এর সহকর্ম্মী, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী গয়াপ্রসাদ, শিব বর্ম্মা, জয়দেব কাপুর ও অন্যান্য কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন ! কারাপ্রাচীরের অন্তরালে জন-আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়াও তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের পথত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বৈপ্লবিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মুক্তির জন্য নির্ভীকভাবে লড়িবার উদ্দেশ্যে যে সব কমরেড তাঁহাদের তরুণ-জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, হৃদয়হীন, মস্তিষ্কহীন আমলাতন্ত্র যাঁহাদের আজও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, পবিত্র মাতৃভূমির রক্ষায় বুকের রক্ত দিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তবু আমলাতন্ত্র যাঁহাদের ছাড়িতে রাজী নয়, সেই সব অজানা বীরদের অভিনন্দন !

কারাপ্রাচীরের অন্তরালের কমরেডগণ ! বিদেশী সরকারের বাধা আছে বলিয়াই আজ তোমাদের আমরা আমাদের পাশে পাই নাই। কিন্তু শেষ ক্ষমতা জনগণের হাতে। এই জনগণের সাহায্যেই তোমাদের ফিরাইয়া আনিব—ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। জনগণের ভিতর তোমরা এতদিন কাজ করিয়াছ, জনগণকে পরিচালিত করিয়াছে। আজ আমাদের প্রাচীন ভূমির স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জনগণকে চালিত করিতে তোমাদের চাই-ই।

কমরেডগণ, আমাদের পার্টি হইতে, আমাদের বিপ্লবী ভ্রাতৃত্ব হইতে তোমাদের ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তোমাদের মুক্তির জন্য যখন আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতে ছিলাম, এই আন্দোলনে সহকর্ম্মী দেশপ্রেমিক ও জনসাধারণের যখন ক্রমশঃ বেশী সমর্থন পাইতেছিলাম, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট তখন তোমাদের তো ছাড়িলই না, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য জাতীয় নেতাদের সাথে আলোচনাও চালাইল না, উপরন্তু জাতীয় আন্দোলনের উপর আঘাত হানিল, জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করিল, দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করিল। দেশ আজ নতুন বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন।

তোমাদের আমরা ভুলি নাই। দেশে আজ কত কঠিন ও জটিল অবস্থা তাহা তোমাদের অনুভব করিতে বলি। সহকারী দেশপ্রেমিকদের মনে আজ হতাশার কালো ছায়া। ভিতর হইতে বিভেদ ও বাহির হইতে সন্ত্রাসের ধাক্কায় জাতীয় আন্দোলন আজ বিপন্ন। জাতীয় ভাগ্য আজ তুলাদণ্ডে ঝুলিতেছে।

নিশ্চিত থাকিও কমরেড, তোমাদের পার্টির ভিতর কোন হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব নাই। অধুনামুক্ত অনেক কমরেডকেই গত ছয় সপ্তাহে আমলাতন্ত্র গ্রেপ্তার করিয়াছে। কংগ্রেসী স্বদেশপ্রেমিকদের সাথে আরও অনেক কমরেড গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করিতেছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমাদের এই গণআন্দোলনে তোমাদের মুক্তির প্রশ্ন সম্মানজনক স্থানেই থাকিবে। আমরা নিশ্চিন্ত, আমাদের জয় হইবেই।

যদি তোমাদের মুক্তির জন্য আমরা জনগণকে একত্র করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কমরেড হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আমরা যদি সহকর্ম্মী দেশপ্রেমিকদের ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, যদি তাহাদের বুঝাইতে না পারি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য ও অনিচ্ছুক বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালাইতে বাধ্য করিবার জন্য সবাইকে এক করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আমরা জাতির অনুপযুক্ত সন্তান। তাহা হইলে এই মহান জাতির ভাগ্যে স্বাধীনতা নয়, আসিবে ফাসিজম্।

প্রতি কমিউনিষ্টের ইহাই আজ জ্বলন্ত অনুভূতি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, প্রত্যেক পার্টি মেম্বর প্রাণপণে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিব। এই গতির মোড় ঘুরাইব ! তোমাদের ফিরাইয়া আনিব। জাতীয় আন্দোলনের মাঝে উপযুক্ত স্থানে জাতীয় নেতাদের ফিরাইয়া আনিব, যাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতাকামী মিলিত জাতিদের সহযোগে জাপ আক্রমণকারীদের রুখিবার জন্য সর্ব্বদলের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমাদের সহকর্ম্মী দেশপ্রেমিকদের দৃঢ় স্বাদেশিক চেতনায় আমাদের প্রগাঢ় আস্থা আছে। আমাদের ৪০ কোটি দেশবাসীর দুর্ব্বার শক্তিতে আমাদের অটল বিশ্বাস আছে। আমাদের জয় অনিবার্য্য। আমাদের এই স্বাদেশিকতার সমাবেশে, জাতীয় একতার এই পবিত্র আন্দোলনে তোমাদের আশীষ দাও। আমাদের লাল সেলাম গ্রহণ কর।

শহীদদের উদ্দেশে লাল সেলাম !

আমাদের এই মহান জাতির বীর সন্তানরা, আমাদের পার্টির মেম্বর ও সহানুভূতিকারকগণ, যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীর গুলি তুচ্ছ করিয়া, ফাসিষ্ট দস্যুর ছুরিকা উপেক্ষা করিয়া, গুপ্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট সহিয়া অম্লান বদনে কাজ করিয়া গিয়াছেন, পার্টিপতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন, জনগণের মুক্তির জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেছি। ঢাকার কমরেড সোমেন চন্দ ফাসিষ্টদের ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন। গুপ্ত জীবনের কষ্ট ও পুলিসের নিরন্তর নির্য্যাতন কলিকাতার কমরেড হারিসের মৃত্যু আগাইয়া দিয়াছিল। বর্ত্তমান গোল মালে ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিতে যাইয়া আমেদাবাদের উমাভাই পুলিসের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমনিভাবে মজুর শ্রেণীর অনেক অজানা বীর প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের স্মৃতিতে আমরা পতাকা অবনমিত করিতেছি। নিজ শ্রেণী ও জনগণের কাজে যেসব কমরেড প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। বজ্রমুষ্ঠিতে তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লাল সেলাম জানাইতেছি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে গৌরবময় ঐতিহ্য তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, অশেষ প্রেরণা ও অসীম দৃঢ়তায় তাহাকে আমরা আগাইয়া লইয়া যাইব।

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত। চার সপ্তাহ পার হইতে চলিল মরিয়া হিটলার তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া নগরী দখল করিতে আগাইয়া আসিতেছে। শীত নামিল বলিয়া, তাহার আগে ষ্টালিনগ্রাদ দখল করিতে না পারিলে ১৯৪২ সাল হয়তো পাড়ি দেওয়া যাইবে না। ভবিষ্যতের বিভীষিকা হিটলারকে তাই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদপত্র "ইজভেস্তিয়া" বলিতেছে, "শয়তানের মত হিংস্রভাবে জার্ম্মাণরা আগাইতেছে। নিজ রক্তেই তাহাদের শ্বাসরোধ হইতেছে, হাজার হাজার মৃত জার্ম্মাণের দেহ তাহাদের পথে বাধা দিতেছে, শতশত বিধ্বস্ত জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের পাশ দিয়াই তাহারা সহরে ঢুকিতে চেষ্টা করিতেছে"। ২০ ডিভিসন পদাতিক, ২ হাজার ট্যাঙ্ক, ১ হাজারেরও উপর বিমান নিয়া জার্ম্মাণরা পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম—এই তিন দিক হইতে ষ্টালিনগ্রাদকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বিমান ও কামানের শব্দের বিরাম নাই। ষ্টালিনগ্রাদের সামনে ও সহরের উপকণ্ঠে সন্ধ্যার আঁধারে জার্ম্মাণ প্যারাসুট বাহিনী নামিতেছে। বিমান হইতে মেসিনগান নামান হইতেছে। ডন নদীর উপকূল পথ বাহিয়া শতশত জার্ম্মাণ গোলন্দাজ আগাইতেছে। সব দিক দিয়া সংখ্যায় অল্প হইলেও লাল ফৌজ অসীম বীরত্বে এই দুর্ব্বার শত্রুকে রুখিতেছে। লাল বিমান বহরের বীর চালকেরা দিনে চার পাঁচবার পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে আকাশ যুদ্ধ করিতেছে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শত্রু বেশী আগাইতে পারে নাই। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে জার্ম্মাণরা নগরীর উপকণ্ঠে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ১৭ই তারিখে শত্রু প্রবল বিক্রমে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিয়া সহরে প্রবেশ করে। কয়েকটী রাস্তায় কতকগুলি বাড়ীও জার্ম্মাণরা দখল করিয়া নিয়া ব্যারিকেড তৈরী করে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া লাল ফৌজ রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধ চালায়। দখল করা প্রতিটি বাড়ীর প্রতিটি কুঠরীতে লাল ফৌজ শত্রুকে আক্রমণ করে। যথেষ্ট ক্ষতি সহিয়া দিন শেষে জার্ম্মাণরা হটিয়া যায়। পরদিন শত্রু আবার বেশী সৈন্য লইয়া সহরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। একস্থানে অগণিত বোমা ফেলার পর সুরু হয় শতাধিক ট্যাঙ্কের বিপুল আক্রমণ। পথে পথে, দালানে দালানে হাতাহাতি সংগানের যুদ্ধ চলিতেছে। লাল ফৌজ অমিত বিক্রমে বাধা দিতেছে। একটি রাস্তার জন্য জার্ম্মাণরা ২০টি পর্য্যন্ত ট্যাঙ্ক নিয়া আক্রমণ চালাইতেছে।

লাল ফৌজ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে একটী পাহাড়ের যুদ্ধে। ষ্টালিনগ্রাদের প্রবেশমুখে ভল্গার একটি ছোট শাখা নদীর পাড় আগলাইয়া রহিয়াছে একটি সামরিক কৌশলপূর্ণ পাহাড়। গত মহাযুদ্ধের ভার্দুন রণক্ষেত্রের ফোর্ট দুমোঁর মতই ইহা বিরাট গুরুত্বপুর্ণ স্থান। ইহার উপর জার্ম্মাণরা সুরু করে চূড়ান্ত বিমান আক্রমণ। ৪৫ মিনিটে ১২৫টী মহাবিধ্বংসী বোমা ফেলা হয়। তারপর আসে ৫০টি ট্যাঙ্ক, তারপর ঝটিকা বাহিনী। টমিবন্দুক বাহিনীও ঢুকিয়া পড়ে। জার্ম্মাণরা নানা ছলের আশ্রয় নেয়। লাল ফৌজের পোষাক পরিয়া ও ট্যাঙ্কে লাল ফৌজের চিহ্ন আঁকিয়া জার্ম্মাণরা ছদ্মবেশে ঢুকিয়া যায়। লাল ফৌজ এতটুকু বিচলিত না হইয়া প্রচণ্ডভাবে আত্মরক্ষা করে ও পাল্টা আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট বোমারু বিমান যোগ্য উত্তর দেয়। ৫ ঘণ্টা মহাযুদ্ধের পর লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের হটাইয়া দেয়। পাহাড়টি আবার লাল ফৌজের হাতে আসায় এ অঞ্চলের অবস্থা অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে।

ষ্টালিনের নির্দ্দেশ : প্রতিটি ছোট পাহাড়ও পুনর্দখল করিয়া সময় নাও। এক একটি দিন সময় নিবার উপরও ষ্টালিনগ্রাদের ভাগ্য নির্ভর করিবে। লাল ফৌজ ষ্টালিনের এ নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে। পাহাড় দখলের ঐ যুদ্ধটি তাহারই প্রমাণ।

ভরোনেজে পাল্টা আক্রমণ

ষ্টালিনগ্রাদের উপর হইতে চাপ কিছুটা কমাইবার জন্য লাল ফৌজ নূতন করিয়া ভরোনেজ অঞ্চলে চারিদিক হইতে পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। উত্তর দিকে দুই দিন প্রবল যুদ্ধের পর একটি সুরক্ষিত গ্রাম লাল ফৌজ দখল করিয়াছে। দক্ষিণে লাল ফৌজ জার্ম্মাণব্যূহ ভেদ করিয়া ১৩০০ জার্ম্মাণ সেনা হত্যা করে ও একটি সুরক্ষিত স্থান দখল করে। কয়েকটি অঞ্চলে জার্ম্মাণ ও হাঙ্গারীয়ান বাহিনী আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

পূর্ব্ব ককেশাসেও পাল্টা আক্রমণ

'ইজভেস্তিয়া' বলিতেছে, "গ্রজনী তেল খনিতে ঢুকিবার জন্য জার্ম্মাণরা নদীর দক্ষিণ দক্ষিণ তীর পার হইবার চেষ্টা করিতেছিল। লাল ফৌজ এখানে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া অনেকখানি জয়লাভ করিয়াছে। ৮০০ জার্ম্মাণ সেনা নিহত হওয়ার পর আরও একটি গ্রাম লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে।" অগত্যা জার্ম্মাণরা মজদকের এই অঞ্চলে পশ্চাতের অভ্যন্তর হইতে নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। ভন ক্লিষ্টের বিখ্যাত ২৩নং প্যাঞ্জার বাহিনীও ইহার ভিতর আছে। কিন্তু এখনও তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আবার বিমান হানা

সোভিয়েট বিমান বহর আবার জার্ম্মাণীর কোনিসবার্গ, রুমানীয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট ও অন্যান্য সহর, প্লিষ্টি তৈল অঞ্চল ও পূর্ব্ব হাঙ্গারীতে বোমা ফেলিয়া আসিয়াছে। জার্ম্মাণ অধিকৃত বল্টিক উপকূল হইতে একটি সোভিয়েট সাবমেরিণ ফিরিয়া আসিয়াছে। সেখানে এই সাবমেরিণটি ১৫ হাজার টনের ট্যাঙ্কার, ২৬ হাজার টনের জাহাজ ও একটি ডেষ্ট্রয়ার ডুবাইয়া দিয়াছে।

চারিদিকে পাল্টা আঘাত হানো

বীর লাল ফৌজের প্রচণ্ড আঘাতে এক দক্ষিণ সীমান্তেই জার্ম্মাণীকে খোয়াইতে হইয়াছে : ১৩ লাখ সৈন্য, ৪ হাজার বিমান, ৪ হাজার কামান, ৩ হাজারের উপর ট্যাঙ্ক। তবু হিটলার নতুন রিজার্ভ বাহিনী আমদানী করিতেছে। শেষ শক্তি দিয়াও ষ্টালিনগ্রাদ ও ককেশাস সে দখল করিতে চায়। বিরাট সীমান্ত জুড়িয়া ১৯০ ডিভিশন জার্ম্মাণ বাহিনীকে লাল ফৌজ একা রুখিতেছে। মিত্রশক্তি আজও টালবাহানা করিতেছে। রয়টার বলিতেছে, "ষ্টালিনগ্রাদের পতন হইলে সামরিক, রাজনৈতিক, নৈতিক সব দিক দিয়াই মিত্রশক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়িবে। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার দেরী করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু রাশিয়ানরা ভল্গা পার হইয়া পিছু হটিলে আর সময়ই থাকিবে না।" তাই রয়টার বলিতেছে : চারিদিকে আঘাত হানো। ভূমধ্য সাগরে আঘাত হানো, বর্ম্মায় আক্রমণ সুরু কর। জনসাধারণ দাবী করিতেছে, ইহারই সাথে এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো।

২০।৯।৪২

কমরেডদের প্রতি

সভ্য সংগ্রহের কাজে অগ্রসর হও

পার্টির সভ্য সংগ্রহের কাজে আমরা তিন মাসের যে প্রোগ্রাম গ্রহণ করিয়াছি [১৫শ সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য], গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহার একমাস অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা শপথ করিয়াছিলাম এই তিনমাসে সারা বাংলায় :

পার্টিতে নূতন দুই হাজার সভ্য সংগ্রহ করিব!

কৃষক সভার তিন লক্ষ সভ্য করিব!

ট্রেড ইউনিয়নের পঞ্চাশ হাজার সভ্য করিব!

ছাত্র ফেডারেশনের ত্রিশ হাজার সভ্য করিব!

জনরক্ষা ভলান্টিয়ারের সংখ্যা একলক্ষ পূর্ণ করিব!

পার্টি তহবিলে পঁচিশ হাজার টাকা জমা করিব!

প্রত্যেক জেলা কমিটিকে তাহাদের কোটা জানানো হইয়াছে। আর মাত্র দুইমাস সময় আছে। এই দুই মাসের মধ্যে প্রত্যেক কমরেডকে দিনরাত পরিশ্রম করিয়া এই প্রোগ্রাম পূর্ণ করিতে হইবে। প্রত্যেক এলাকায় মিলিটাণ্টদের ছোট ছোট গ্রুপে সংগঠিত করিয়া তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের রাজনীতিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, প্রত্যেকটি মিলিটাণ্ট কর্ম্মিকে পার্টি সভ্যের স্তরে তুলিতে হইবে।

বর্ত্তমান জাতীয় সংকটে পার্টির সামনে এক গুরু দায়িত্ব উপস্থিত : জনগণকে আত্মহত্যার পথ হইতে ফিরাইয়া আনা এবং জাতীয় দাবী আদায়ের জন্য জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে তীব্র করা। ইহার জন্য প্রত্যেক কমরেডকে প্রত্যেক এলাকায় শিক্ষামূলক প্রচার কার্য্য (Explanatory Campaign), প্রচার স্কোয়াড, জাতীয় দাবীর জন্য ঐক্য প্রস্তাবে গণস্বাক্ষর গ্রহণ, প্রভৃতি কাজ সুরু করিতে হইবে, জন সাধারণের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া তাহাদিগকে ঐক্যের পথে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের পথে টানিতে হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারে, এই সকল জরুরী কাজ করিব, না পার্টির সভ্যসংগ্রহের কাজ করিব! এই ধারণা ভুল। এই মুহূর্ত্তের এই সকল জরুরী কাজের মধ্য দিয়াই আমরা দ্রুত আমাদের প্রোগ্রাম পূর্ণ করিতে পারিব। আমাদের জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের মধ্য দিয়াই আমরা ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ও ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য সংগ্রহ করিব, জনরক্ষা বাহিনীকে মজবুত করিব, পার্টির মিলিটাণ্ট কর্ম্মিদের শিক্ষিত করিয়া পার্টি সভ্যে পরিণত করিব।

মনে রাখিও, আমাদের পার্টির রাজনীতিই আজ ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু কেবল নির্ভুল রাজনীতি থাকিলেই হইবে না, যদি না আমাদের রাজনীতিকে আমরা জনসাধারণের নিকট পৌছাইতে পারি, যদি না আমরা দ্রুত জনসাধারণকে আত্মহত্যার পথ হইতে ফিরাইয়া জাতীয় ঐক্যের পথে লইয়া যাইতে পারি। পার্টির রাজনীতিকে জনসাধারণের কাছে পৌছাইবার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য দরকার—**কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণ পার্টিতে পরিণত করা। এই কাজের উপর নির্ভর করে আমাদের জাপ-বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের সাফল্য ও জাতীয় মুক্তি।**

সম্পাদকীয়

আমলাতন্ত্রের দাম্ভিকতার উত্তর দাও

উদ্ধত ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ভাষায় চার্চিল ভারতবাসীকে অপমান করিয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপর বিষোদ্গার করিতে তাঁহার এতটুকু বাধে নাই। গত ৫০ বছরের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনকে হেয় করিতে চার্চিলের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় নাই। বিশ্বব্যাপী উলঙ্গ ফাসিবাদের আক্রমণের সামনে দাঁড়াইয়া, ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের শেষ বলগা চাপিয়া ধরিয়া চার্চিল ভাবিতেছেন; দমননীতির চাবুকে ভারতবাসীকে শায়েস্তা করিয়া ভারতবাসীকে বাদ দিয়াই তিনি ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবেন। মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্ম্মার শিক্ষা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

আজ আবার তাঁহারই সুরের প্রতিধ্বনি দেখিতেছি কেন্দ্রীয় সরকারের হোম মেম্বর ম্যাক্সওয়েল সাহেব হইতে সুরু করিয়া বাংলার লাট সাহেবের কণ্ঠে পর্য্যন্ত। ম্যাক্সওয়েল সাহেব চমৎকার সাফাই গাহিয়াছেন, সব ঠিক হ্যায়, কুছ পরোয়া নাই। "প্রায় সব স্থানই আয়ত্তের ভিতর আনা গিয়াছে। মোটামুটি গোটা-দেশটায়ই শান্তি আসিয়াছে।" আর শান্তি না আসিবারই বা কারণ কি? "যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, আমাদের শক্তির উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।"

বাংলার লাটসাহেবের মুখেও ঐ একই কথা। "উচ্ছৃঙ্খল শক্তি দমনে ভীষণ ও তীব্র নীতি গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছে।" এবং "দৃঢ়ভাবে ও দ্রুত" ইহা করার ফলেই "শান্তি আসিয়াছে।"

উন্মত্ত আমলাতন্ত্র আজ দমননীতির পশু শক্তির উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, ইহাই তাহার প্রবল শক্তির চিহ্ন। দুনিয়ার অভিজ্ঞতার দিকে তাকাইবার দৃষ্টি তাহার নাই। ঝাপসা চোখে তাই ভারতের দিকে তাকাইয়া সে ভাবিতেছে, ভারতবাসীকে বাদ দিয়াই সে ভারতরক্ষা করিবে। বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধোন্মত্ত জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া সে ভাবিতেছে, এইভাবে দেশে শান্তি আনিবে।

সব কিছু ঠিক হ্যায় বলিলেই বাস্তবকে উল্টান যায় না। ছাই চাপা দিলেই আগুন ঢাকা যায় না। নির্ম্মম নিপীড়নে দেশে শান্তি আসে নাই। বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা আজও ধ্বংসমূলক কাজের পথ হইতে ফিরে নাই। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ আজও ক্রোধের আগুনে দেশরক্ষায় বাধা জন্মাইতেছে। একটি করিয়া লাঠির আঘাত, একটি করিয়া বন্দুকের গুলি দেশের জনসাধারণের মন দশগুণ তিক্ত করিয়া জাপ-প্রীতির সঞ্চার করিতেছে। ইহারই সুযোগে গুণ্ডা-বদমায়েস ও পঞ্চমবাহিনী তাহাদের কাজ হাসিল করিতেছে। মুর্খ আমলাতন্ত্র তাহা বুঝিতে পারে না। ইহার ফলে যে জাপ আক্রমণের পথ সহজ হইয়া উঠিতেছে, আপন দম্ভে আমলাতন্ত্র তাহা দেখিতে পায় না।

আমলাতন্ত্র ভাবিতেছে, কংগ্রেসের উপর আঘাত হানিয়া, কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া জনমন হইতে কংগ্রেসপ্রীতি ঘুচাইয়া দিবে। তাই চার্চিলের মুখে শুনিতে পাই, "ভারতের কংগ্রেস পার্টি সমস্ত ভারতের প্রতিনিধি নয়। ভারতের বেশীর ভাগ লোকের প্রতিনিধি নয়। হিন্দু জনসাধারণেরও প্রতিনিধি নয়। কয়েকজন ধনিক ও বণিকের স্বার্থে পুষ্ট পার্টি যন্ত্রকে ঘিরিয়া ইহা একটি রাজনৈতিক সংগঠন মাত্র"। আমলাতন্ত্রের এই আত্মবঞ্চনা ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিতে পারে না। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর পরম প্রিয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে এমনি করিয়া নস্যাৎ করিয়া দিলেই বিশ্ববাসীর চোখে ধূলি দেওয়া যায় না। ইহাতে কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে ফাসিবিরোধী মনোভাব জাগাইয়া জাপানকে রুখিবার কাজে টানা যায় না। ইহাতে ক্ষুব্ধ জনগণকে বিপথেই ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

ম্যাক্সওয়েল সাহেবও ইহারই রেশ টানিয়া দেশের সমস্ত গোলমালের দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। "নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই একটি রাজনৈতিক দল ধ্বংসমূলক কাজে নামিয়া পড়িয়াছে"। কিন্তু এ ধ্বংসমূলক কাজের গোড়ার দায়িত্ব কাহার? দেশব্যাপী যে থানা-পোষ্টাফিস পুড়িতেছে, লাইন কাটা হইতেছে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা অচল করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? দেশের ভিতর যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইন্ধন জোগাইয়াছে কে? বারুদের স্তপে অগ্নিশলাকা কে ছোঁয়াইল? আমলাতন্ত্র কি ইহার সমস্ত দায়িত্ব এড়াইতে পারে? কংগ্রেস ফাসিষ্ট দস্যুদের অস্ত্র দিয়াই রুখিতে চাহিয়াছিল। সরকারের নিকট কংগ্রেস অনুরোধ-উপরোধ জানাইয়াছিল। গান্ধীজী বড়লাট সাহেবের সাথে দেখা করিয়া আপোষের পথ খুঁজিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের তর সহে নাই। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর রাতি না পোহাইতেই গ্রেপ্তার ও দমননীতি সুরু হইল। এমনি করিয়া ক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করা যায় না। এভাবে জাপ আক্রমণ রোখা যায় না।

অথচ জাপ আক্রমণের বিপদ আজ ঘনীভূত। বাংলার লাট সাহেব বলিয়াছেন, "আমাদের মনে রাখা দরকার বর্ষাশেষে ও শীতের প্রারম্ভে বিপদ বাড়িবার সম্ভাবনা"। কিন্তু সে বিপদ ঠেকাইবার ব্যবস্থা কোথায়? উত্তেজিত জনগণকে আরও উত্তেজিত করা নয়, আর্থিক দুরবস্থায় ক্লিষ্ট জনগণের উপর দুঃসহ বোঝা চাপান নয়—ইহাতে বিপদ রোখা যাইবে না। দীর্ঘ দিন যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়াছে। লাট সাহেব বলিয়াছেন, "দুঃখের বিষয় যুদ্ধের ফলে বহুপ্রসারী দুঃখ কষ্ট আসিবেই"। আর এ দুঃখ তো তেমন কিছুই নয়। "জাপানীরা বাংলা আক্রমণ করিলে যে কষ্ট দেখা দিবে তাহার সাথে তো ইহার তুলনাই চলে না"। সত্য বটে যুদ্ধে দুঃখ অনিবার্য্য। ইহাও সত্য জাপানী গুণ্ডারা দেশে অশেষ লাঞ্ছনা ও জুলুম চালাইবে। আর্থিক কষ্টের অবধি থাকিবে না। কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহিয়া জনযুদ্ধে দেশবাসী যাহাতে আগাইয়া আসিতে পারে তাহার কি ব্যবস্থা হইতেছে? জনসাধারণ কেরোসিন পায় না, নুন পায় না। জিনিষপত্র সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা নাই। জিনিষের দরও খামখেয়ালীভাবে উঠিতেছে। অতিলোভী ব্যবসাদারদের হাত হইতে রেহাই নাই। জিনিষের দরের অনুপাতে মজুর মাগগী ভাতা পায় না। যুদ্ধের উৎপাদন বাড়াইবে কি করিয়া? খালি পেটে কাজে প্রেরণা আসিবে কি করিয়া? কৃষক বাকী খাজানা-দেনা, ডিক্রীজারীর হাত হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেনা। খাবার ফসল বাড়াইবে কি করিয়া? তাহার কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ফাসিষ্টদের ঠেকাইতে হইলে ইহার এখনই প্রতিকার চাই।

ডিনায়েল পলিসির দরকার নিশ্চয়ই আছে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হইতে লোক সরাইবার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। শত্রুর হাতে নৌকা না যায় তাহারও ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী টাকার অঙ্ক দেখাইয়া বলিয়াছেন উদ্বাস্তু ও নৌকার মালিকদের জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ জানে অঙ্কের হিসাব দেখাইলেই তাহাদের দুঃখ লাঘব করা যায় না। কিছু করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু পিতৃ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া ঘর সংসার উঠাইয়া লইয়া অজানা নতুন স্থানে নতুন করিয়া ঘর পাতিবার জন্য কতটুকু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে? উদ্বাস্তু বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? নৌকার মালিক ছাড়া দাঁড়ি মাঝিদেরই বা কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে? আর্থিক পীড়নে ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ জনগণের মনে প্রতিরোধ স্পৃহা জাগাইয়া তোলা যায় না। ফাসিষ্ট আক্রমণ রুখিতে হইলে ইহার আশু সমাধান চাই।

আমলাতন্ত্রের দাম্ভিক নীতি এ সব সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। একমাত্র জনগণের নিজের গভর্ণমেণ্ট, লোকপ্রিয় জাতীয় গভর্ণমেণ্টই সফলভাবে জাপানকে রুখিতে পারে, জনসাধারণের আর্থিক সমস্যার সুব্যবস্থা করিতে পারে, জনগণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। এ দেশ আমাদের। সোনার ভারতকে জাপানী লুণ্ঠন হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদের। দেশকে স্বাধীন করিবার ভার আমাদেরই। আমাদেরই আজ আগাইয়া আসিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের নিকট কৃপা ভিক্ষা করা নয়, ভ্রান্ত 'সংগ্রামের' নামে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া আত্মহত্যা করা নয়, অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া গুণ্ডা বদমায়েস ও পঞ্চম বাহিনীর পথ পরিষ্কার করা নয়। এ পথে স্বাধীনতা আসে না, ইহাতে প্রতিক্রিয়াশীলতারই মুঠি শক্ত হয়, পরাধীনতার শিকল দৃঢ় হয়, জাপানী দাসত্বের পথ খোলসা করা হয়। আমলাতন্ত্রের দম্ভ ভাঙ্গিতে হইলে, চার্চিল-ম্যাক্সওয়েলের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিতে হইলে, আজ চাই সমগ্র ভারতবাসীর একতা। কংগ্রেস-লীগ ও অন্য সব দলের লৌহদৃঢ় ঐক্য। প্রতিক্রিয়াশীলতা যেন একটি ভারতবাসীরও সমর্থন না পায়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি যেন কোনঠাসা হয়। কোটী কোটী ভারতবাসীর সে বিরাট ঐক্যের জোরে আমরা নেতাদের ফিরিয়া পাইব, দমননীতি ব্যাহত করিব। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। আর ৪০ কোটী ভারতবাসীর দৃঢ়প্রতিরোধের সামনে ফাসিষ্ট শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ভারত স্বাধীন হইবে। তাই আজ আওয়াজ তুলিতে হইবে : **"সংগ্রাম" নয়, একতা চাই! কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! কংগ্রেস-লীগ আপোষ চাই! জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন চাই! আমলাতন্ত্রের বাধা চূর্ণ হউক! ফাসিষ্ট দস্যু ধ্বংস হউক! স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ!**

জন ঐক্য আন্দোলন

বদরগঞ্জে সর্ব্বদল ঐক্য—রংপুর জিলার বদরগঞ্জ থানার হিন্দু-মুসলমান নরনারী দল-নির্ব্বিশেষে একতার জন্য পা বাড়াইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগ, মুশ্লিম ছাত্রলীগ, কৃষকসমিতি, সোভিয়েট সুহৃদসমিতি, ছাত্রফেডারেশন ও মহিলা সমিতির পক্ষে একটি যুক্ত ইস্তাহার বাহির করিয়া জাতীয় ঐক্যের আবেদন করা হয়। ইহাতে সমস্ত জনসাধারণের ভিতর সাড়া পড়ে। তাহার ফলে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর উপরে লিখিত সর্ব্বদলের একটি যুক্ত সভা হয়। ঐক্য সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলভী দারাজউদ্দীন মণ্ডল। সভার আগে কংগ্রেস, লীগ, কৃষকসমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা পাশাপাশি উত্তোলিত হয়। জন ঐক্যের এমন দৃশ্য বদরগঞ্জে আর কোন দিন দেখা যায় নাই। সভায় বক্তৃতা দেন, স্থানীয় প্রসিদ্ধ লীগ নেতা হায়দার আলী চৌধুরী সাহেব, কৃষক সমিতির অন্যতম সভাপতি মণিকৃষ্ণ সেন, তারা প্রসাদ রায় প্রভৃতি। দমননীতি প্রত্যাহার, নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, আত্মরক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদলের একটি যুক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়।

মুসলমান ছাত্ররা ঐক্য চায়—গত ৩০শে আগষ্ট বরিশালের **মুলাদী** থানা মুশ্লিম ছাত্র ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির সভায় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ, নেতাদের মুক্তি ও দমননীতি প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে মুশ্লিম লীগের নেতৃবৃন্দকে অগ্রনী হইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনা করিবার দাবী করা হইয়াছে।

গত ২৩শে আগষ্ট **মুন্সিগঞ্জ** সহরে মহকুমা মুসলিম ছাত্র লীগের এক সাধারণ সভা হয়। সভায় সহরের অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতায় একটি যুক্ত কর্ম্মসূচী লইয়া জাপ-বিরোধী প্রচার ও আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে দমননীতির প্রত্যাহার ও নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে জিন্না সাহেবকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য কংগ্রেসের সহিত আলোচনা চালাইতে বলা হয়!

ঐক্য প্রচারে বরিশালের ছাত্রদল—বরিশাল জিলার ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি ঐক্য প্রচার স্কোয়াড গৈলা, মাহিলাড়া, চন্দ্রহার, শোলক ও বাটাজোড় স্কুলে ছাত্রদের ঐক্য সভা করে। প্রত্যেক স্কুলেই দেড়শত হইতে দুইশত ছাত্র যোগ দেয়। সর্ব্বত্রই নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রভৃতি দাবী করা হয়।

পটিয়ায় (চট্টগ্রাম) ঐক্য সভা—গত ৬ই সেপ্টেম্বর এক বিরাট ঐক্য সভা হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদা মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটি বাণী পাঠান। সভার আগে এক সপ্তাহ ধরিয়া বিভিন্ন হাটে ও পাড়ায় ১০টি একতা স্কোয়াড বাহির করা হয়। কেলিশহর ও ধলঘাট হইতে বহু হিন্দু মুসলমান ছাত্র ও কৃষক মিছিল করিয়া আসিয়া সভায় যোগ দেয়। জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড পুর্ণেন্দু দস্তিদার, কৃষক সমিতির কমরেড সুরেন দে, ছাত্র ফেডারেশনের পতিতপাবন নন্দী, কৃষক প্রজাপার্টির মোঃ নুর আহম্মদ মাষ্টার, মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। দমননীতি প্রত্যাহার, নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতির দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম সহরে—বাংলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জীর আগমনে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত অনিল কুমার গুহ। সভায় মহিলা, হিন্দু ও মুসলমান জন সাধারণ মিলিয়া প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত হয়। ফাসিবিরোধী প্রচারপত্র, পোষ্টার ও পতাকায় যাত্রামোহন হলটি সুসজ্জিত করা হয়। কমরেড রণধীর দাসগুপ্ত ও হিমাংশু মজুমদার বক্তৃতা দিবার পর কমরেড মুখার্জী ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, পাকিস্তান সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বলেন। শত শত জনসাধারণ এই দৃঢ়মত লইয়া ঘরে ফিরে যে তথাকথিত 'সংগ্রামে স্বাধীনতা আসে না—একতাই সংগ্রাম, একতার পথেই স্বাধীনতা।

মুন্সিগঞ্জে—গত ২৩শে আগষ্ট মুন্সিগঞ্জে পিপ্‌লস এসোশিয়েশনের পক্ষ হইতে সহরবাসীদের একটি ঐক্য সভা হইয়া গিয়াছে। এই সমিতির পক্ষ হইতে জাতীয় ঐক্যের জন্য একটি আবেদন পত্রের ৫ হাজার কপি বিলি করা হইয়াছে।

কমরেড রমেশ আজও জেলে!

চোদ্দ বছরের বালক রমেশ চ্যাটার্জী সন্ত্রাসবাদী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিশোর বয়সের জন্য ফাঁসির বদলে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাটিয়া গেল। যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি চলিয়া গেল তবু আজও আমলাতন্ত্র তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল না। সাধারণ নিয়মে ১৪ বৎসরেই তাঁহার মুক্তি পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু রমেশের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম কেন?

রমেশ আন্দামানে বসিয়া কমিউনিষ্ট মতবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছেন। দেশের এই ঘোর সংকটে ফাসিবিরোধী আন্দোলন পুষ্ট করিবার জন্য **কমরেড রমেশের মুক্তি চাই।**

সারা বাংলা[illegible]ধারণের দাবী

সংগ্রাম নয়, একতা [illegible]ায্য দরে জিনিষ চাই!

নারী আন্দোলন

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রামের দ্বারে জাপানী ডাকাত দাঁড়াইয়া। হয়তো বর্ষা শেষেই বাংলার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। চাটগাঁর মেয়েরা সেদিকে সজাগ। সমস্ত নারী সমাজকে তাহারা জাগাইয়া তুলিতেছে। গত ২৩শে আগষ্ট **কধুরখীল** গ্রামে মেয়েদের এক সভা হয়। সভানেত্রী ছিলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কমরেড কল্পনা দত্ত। সভায় দমননীতি প্রত্যাহার, নেতাদের মুক্তি, জাতীয় ঐক্য, কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত, সোভিয়েট ও চীন নারীদের অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা শেষে প্রায় দুইশত মেয়ের এক শোভাযাত্রা পতাকা ও নানারকম পোষ্টার নিয়া বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া আসে। শুধু মধ্যবিত্ত মেয়েরাই নয়, কৃষক মেয়েরাও যোগ দেন। কমরেড কল্পনা দত্তকে সভানেত্রী ও পুষ্প সেনকে সম্পাদিকা করিয়া একটি জিলা নারী কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

২০শে আগষ্ট সভা হয় **গুজরা নয়াপাড়াতে।** সভানেত্রী ছিলেন কমরেড আশা দত্ত। প্রায় ৪০০ মেয়ে সভায় যোগ দেন। জাতীয় দাবীমূলক বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ হয়। আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভা শেষে জনসংগীত, আবৃত্তি, ছোরাখেলা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। তাহার পর শোভাযাত্রা বাহির হয়।

বাঁকুড়া—সহরের ৮টি পাড়ার মধ্যে ৫টি পাড়ায়ই মেয়েদের পাড়া কমিটী গঠিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা বৈঠক হইতেছে। এই পাড়া কমিটিগুলির উদ্যোগে গত ৩০শে আগষ্ট একটি সাধারণ সভা হয়। বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পোষ্টার সাহায্যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সভানেতৃত্বে ছাত্রীদেরও একটি সভা হয়। ইহাতে সমস্ত মেয়েদের ভিতরই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু সহরেই নয়, মেয়েরা গ্রামেও যাইতেছেন। তিহুড়ী গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন।

বরিশাল—গত ২৭শে আগষ্ট স্থানীয় টাউন হলে ছাত্রী সমিতির উদ্যোগে একটি ছাত্রী ও মহিলা সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫০ মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। আত্মরক্ষা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দেন।

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা)—গত ২৮শে আগষ্ট মহিলাদের এক সভা হয়। সভায় বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দমননীতি প্রত্যাহার, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আসাম—আসামের দুয়ারে জাপ দস্যুরা প্রস্তুত। আসামের মেয়েরাও প্রস্তুত হইতেছে। ছাত্রীরা আওয়াজ তুলিয়াছে, ৫০০০ মেয়ে ভলাণ্টিয়ার চাই। প্রাথমিক চিকিৎসা, এ, আর, পি, প্রভৃতির জন্য শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হইতেছে। ফাসিবিরোধী প্রচারও চলিতেছে। নিখিল আসাম ফাসিবিরোধী ছাত্রী দিবস উপলক্ষ্যে শিলং গৌহাটি, সিলেট, সুনামগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে সভা হইয়া গিয়াছে। আসামের ছাত্রীরা জাগিয়া উঠিয়াছে।

বহরমপুর—গত ৯ই সেপ্টেম্বর কমরেড প্রীতি হালদারের সভানেত্রীত্বে ছাত্রীদের এক সভা হয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয় ও মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্রী আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনরক্ষা

রংপুর—গত ৩০শে আগষ্ট পণ্যসরবরাহ ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রংপুর সহরে এক বিরাট সভা হয়। সভাপতি ছিলেন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি। আহ্বায়ক ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও সিভিল ডিফেন্স কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী। সভায় হিন্দু মুসলমান মিলিয়া প্রায় ৪ হাজার লোক উপস্থিত হয়। বহু ছোট বড় দোকানদারও উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড শচীন ঘোষ বলেন, পণ্যসরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্বন্ধে সরকার দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। সরকারের তরফ হইতে ষ্টোর খুলিতে হইবে, ন্যায্য দামে জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে। হিন্দু মুসলমান সবাই মিলিয়া জনরক্ষা কমিটি করিয়া ইহার জন্য চাপ দিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই মর্ম্মে প্রস্তাবও পাশ হয়। একটি ডেপুটেশন কমিটিও নির্ব্বাচিত হয়।

ডোমার—রংপুর জিলার ৫টি থানার আবশ্যকীয় মাল সরবরাহ হয় ডোমার বন্দর হইতে। তাই কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে ডোমার ও বোড়াগাড়ী হাটে অতি লাভের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। কিন্তু সরকারী দরে কেরোসিন ও লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা না হওয়ায় কৃষক সমিতি হইতে সরকারী দরে লবণ ও কেরোসিনের খুচরা দোকান খোলা হয়। এদিকে চাউল সংকটও দেখা দেয়, তখন মহাজনদের সহিত অনেক আলাপ আলোচনার পর কয়েক বস্তা চাউল আনিয়া বিনা লাভে বিক্রী করা হয়। পরে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ চাপে মহাজনগণও সরকারী দরে চাউল বিক্রি করিতে বাধ্য হয়। ডোমার বন্দরে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হয়।

পাঁজিয়া (যশোহর)—জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় জনসাধারণের ভিতর যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় কৃষক সমিতি ও সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতেছেন। জনসাধারণ ও দোকানদারের একটি সভায় একটি বাজার কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহাদের তত্ত্বাবধানে ন্যায্য মুল্যে জিনিষপত্রাদি বিক্রয় হইতেছে। উপযুক্ত মাল সরবরাহ করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি গণ দরখাস্ত করা হইয়াছে।

কাশীপুর (বরিশাল)—গত ২৮শে আগষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রায় পাঁচশত হিন্দু মুসলমানের এক জনসভা হয়। ন্যায্য মুল্যে মাল সরবরাহ করা ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড, জনরক্ষা কমিটি, কৃষক সমিতি প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ মাল বিতরণের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করা হয়।

আমতা (হাওড়া)—আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে আমতা ও বেতাই বন্দরে ধান চালের অভাবে লুঠতরাজের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কমরেড কেশব সরকারের নেতৃত্বে জনরক্ষা কমিটির চেষ্টার ফলে উলুবেড়িয়ার মহকুমা হাকিম এক নৌকা চাল পাঠাইয়া দেন ও তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। মেদিনীপুর হইতে চাল আনাইয়া আগের চেয়ে কম দামে বিক্রিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কেরোসিন তেলের এজেণ্ট দাস হাজরা কোং ও সারকেল কোং জনরক্ষা কমিটির উপর তেল বণ্টনের দায়িত্ব দিয়াছেন। ১২।১৪ টি ইউনিয়ানে জনরক্ষা কমিটি ফেরীওয়ালা মারফৎ ন্যায্য দামে তেল সরবরাহ করিতেছে।

বগুড়া—উপযুক্ত মূল্যে চাল বিক্রয়ের জন্য প্রায় ৫০০ কৃষকের সহিযুক্ত এক গণ-দরখাস্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দর কিছু নামিয়াছে।

• **বরিশাল**—গত ২৬শে আগষ্ট বাজারখোলা জনরক্ষাবাহিনীর ২০০ শত ভলাণ্টিয়ার মার্চ্চ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসের সামনে সমবেত হয় এবং রক্তপতাকা অভিবাদন করে। কমিউনিষ্ট ও ছাত্র-কর্ম্মীরাও আসিয়া ভলাণ্টিয়ারদের সাথে যোগ দেয় এবং রাস্তার মোড়ে একটি জনসভা হয়। প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিল। কমরেড নীরেন ঘোষ 'বর্ত্তমান সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টি কি চায়' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। সমবেত জনসাধারণ আগ্রহের সহিত কমরেড ঘোষের বক্তৃতা শোনে।

কীর্ত্তিপাশা—স্থানীয় জনরক্ষাকমিটি এই অঞ্চলের সমস্ত বাজারে ও হাটে তেল ও নূন যাহাতে জনসাধারণ পাইতে পারে তাহার জন্য টিকেট ব্যবস্থা করিয়াছে। কমরেড জুড়ান বানার্জ্জী, রাধিকা বানার্জ্জী ও গৌরাঙ্গ কুণ্ডু প্রচারে বাহির হইয়া **খাজুরা, ডুমুরিয়া, বেশাইখান, নেহালপুর, বাউইখান্দা** প্রভৃতি কৃষক অঞ্চলে জনরক্ষাবাহিনী ও কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রত্যেক বাহিনীতে ২৫ জন করিয়া ভলাণ্টিয়ার নিয়া প্যারেড শিক্ষা দেওয়ার ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে।

দিনাজপুর—গত ২৮শে আগষ্ট **ইটাহার থানায় দুর্গাপুর** গ্রামে শ্রীযুত ভূপাল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। প্রায় ৪ হাজার লোক সভায় উপস্থিত ছিল। কমরেড গুরুদাস তালুকদার, বসন্ত চাটার্জ্জী ও জীবন দে সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত ভূপাল চৌধুরীকে সভাপতি ও কমরেড বসন্ত চাটার্জ্জীকে সম্পাদক করিয়া একটি জনরক্ষাকমিটী গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষক সমিতির কর্ম্মী কমরেড ভেলু মিঞা গ্রামাঞ্চলে সফর করিয়া জনরক্ষাকমিটি ও বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইতেছেন। ইতিমধ্যেই **সোনাডাঙ্গা, গুরুদাসপুর** ও **গোবিন্দপুর** গ্রামে জনরক্ষাবাহিনী গঠিত হইয়াছে এবং ৮০ জন ভলাণ্টিয়ার হইয়াছে। 'জাপানকে রুখতে হবে' এই শ্লোগানটী কৃষক ও জনসাধারণের ভিতর বেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ)—কিছুদিন যাবত এই অঞ্চলে চাউলের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে, ফলে দলে দলে কৃষক ও মজুর ভাইরা কৃষক সমিতি অফিসে আসিয়া ইহার প্রতীকারের দাবী জানায়। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তৎপর হওয়াতে মহাজনেরা চাউল দিতে রাজী হয়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সাথে কতিপয় মুসলমান যুবক আসিয়া যোগ দেওয়াতে আন্দোলনের জোর বাড়ে। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় এখানে একটি 'টাউন-রক্ষা সমিতি' গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি সুধাংশু শেখর সেন, সহঃ সভাপতি মহম্মদ হাসেমউদ্দিন ও সম্পাদক শান্তি রায়। সাথে সাথে একটি ভলাণ্টিয়ার বাহিনীও গঠন করা হইয়াছে।

কৃষক দিবস

হাওড়া—জিলা কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির উদ্যোগে হাওড়া জিলার বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত কৃষক দিবস পালিত হয়। কৃষক সমিতির তরফ হইতে এই সম্পর্কে এক ইস্তাহার বিলি করা হয়। কৃষক কর্ম্মীগণ সেই অনুযায়ী **আমতা, ঝাঁপড়দহ, হারপ (বাগনান), গড়-মির্জ্জাপুর, আবাদা, শিয়ালডাঙ্গা, ইসলামপুর** প্রভৃতি স্থানে সভার আয়োজন করেন। প্রতি সভায় জাতীয় একতা ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তি ও কৃষকদের দাবী সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কুষ্টিয়া (নদীয়া)—খোকসা থানার জানিপুর বাজারের উপর কৃষক দিবস উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। কমরেড রসন আলি সেখ সভাপতিত্ব করেন। সরকারের দমন নীতির নিন্দা ও নেতাদের মুক্তি, আখের দাম বর্দ্ধিত মুল্যে ধরিয়া দেওয়া, মুড়াগাছা খালে কপাটী গেট তৈয়ারী, কৃষকদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও অপরাপর শ্রেণীকে কৃষকদের দাবী মানিতে অনুরোধ ও গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়ন্ত্রিত মুল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের কেন্দ্র খোলার দাবী জানাইয়া পাঁচটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড সুধীন পাল, তারাপদ সাহা, ভূপেন চাকী, অমল ঘোষাল ও সুরেশ রায় বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন।

বনগ্রাম (যশোহর)—**নূতনগ্রাম** ও **মনমোহনপুর** গ্রামে প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও কৃষক দিবস পালিত হয়। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষক-সমিতির উদ্দেশ্য ও জনরক্ষাবাহিনী গঠন সম্পর্কে সভায় বক্তৃতা হয়।

সুনামগঞ্জ (আসাম)—কৃষক দিবস পালন উপলক্ষে এখানে একটি জনসভা হয়। দলে দলে কৃষকেরা সভায় যোগ দেয়। কমরেড বিনয় চৌধুরী সভাপতি হন। কমরেড অঙ্গিরা শর্ম্মা, চন্দ্রবিনোদ দাস, রথীন্দ্র রায় ও যোগেন্দ্র শর্ম্মা সভার কৃষকদের বিভিন্ন দাবী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই দারুণ দুর্দ্দিনে খাজনা আদায় স্থগিত রাখা, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার দাবী জানাইয়া কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাগবাড়ী (পাবনা)—**সিরাজগঞ্জ** মহকুমায় বাগবাড়ী ইউনিয়নে জিলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটী জনরক্ষাকমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি জিনিষপত্র নিয়ন্ত্রিত মুল্যে সরবরাহের চেষ্টা করিতেছে। **আটঘরিয়া** ও **মাধাইনগর ইউনিয়নে** কৃষক ফৌজ দ্বারা জনরক্ষাবাহিনী গঠন করা হইয়াছে। প্রায় ৭০ জন ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়াছে। কৃষক সমস্যা সম্পর্কে প্রাচীরপত্র ও প্রাচীরচিত্র হাটে হাটে দেওয়া হইতেছে।

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও মুক্তির দাবী জানাইয়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট তার পাঠান হইয়াছে—**মুর্শিদাবাদ** জেলা কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশন, **বরিশাল** জিলা ছাত্র ফেডারেশন, **রাজাপুল** (আসাম) নাজিরা মৌবাজার রায়ত সভা, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশন, **গাইবান্ধা** কৃষক সমিতি।

চটকল মজুর এক হও

[আব্দুল মোমিন]

দেশে এক মহাসংকট দেখা দিয়াছে। কংগ্রেসী নেতারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, কংগ্রেস বে-আইনী হইয়াছে, দেশব্যাপী চরম দমন নীতি চলিয়াছে। দেশের ভিতর দাঙ্গাহাঙ্গামা, গোলমাল সুরু হইয়াছে। আর ওদিকে জাপানী ফাসিষ্ট গুণ্ডার দল আমাদের সোনার দেশ লুঠিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। আজিকার এই 'আন্দোলনে' দেশ স্বাধীনও হইবে না, অথচ জাপানী আসিয়া দেশ ছারখার করিয়া দিবে।

আজ এই দুর্দ্দিনে চটকল মজুরদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলার মজুরদের ভিতর চটকল মজুররাই সংখ্যায় বেশী ও শক্তিশালী। তাই আজ সবার আগে তাহাদেরই পা বাড়াইতে হইবে। মজুররা যেমন দেশ স্বাধীন করিতে চায় তেমনি জাপানকেও রুখিতে চায়। দেশ স্বাধীন করিবার ও জাপানকে রুখিবার জন্য আজ সবার আগে চাই জাতীয় একতা, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় সরকার। আজিকার এই আজাদী লড়াইয়ে মজুররা কলকারখানা চালু রাখিবে, বেশী মাল তৈরী করিবে। কিন্তু ভুখা পেটে মজুর কাজ করিবে কেমন করিয়া?

বাংলার চটকল মালিকের সে খেয়াল নাই। যুদ্ধের বাজারে তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে; অথচ শ্রমিকের দাবীদাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না। আজ চারিদিকে জিনিষপত্র, খাদ্যসামগ্রীর দর আগুন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হয় নাই। বহু চেষ্টার ফলে মাত্র মাসিক ৪৲ টাকা মাগগী-ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে মাসিক ১৮৷৷৹ টাকা, রেলওয়েতে ৮৷৷৹ হইতে ১০৷৷৹ টাকা, বার্ণ কোম্পানীতে ১০৲ টাকা, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড় কলে টাকায় আট আনা ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে। চটকলের মজুর কি অপরাধ করিল? তাহাদের কি পেট নাই, ছেলেপিলে নাই? চটকলের মজুরকেও মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দিতে হইবে। ইহার কমে তাহার পেট চলিতে পারে না। ইহা ছাড়া, তাহার চাকুরি পাকা করিতে হইবে। আসল বেতন টাকা প্রতি চার আনা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বোমা হইতে জীবন বাঁচাইবার জন্য পাকা ঢাকা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ-আর-পি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তিতে নলকূপ স্থাপন করিতে হইবে। সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে, জুলুম জরিমানা বন্ধ করিতে হইবে, সভা সমিতির অধিকার দিতে হইবে। এবং তাহার ইউনিয়ন ও মিল কমিটি মানিয়া লইতে হইবে।

চটকলের আড়াই লক্ষ শ্রমিক অতীতে বহু সংগ্রাম করিয়াছে, বহু ত্যাগ ও বীরত্ব দেখাইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার সংগঠন শক্তিশালী হইতে পারে নাই। আজ যদি তাহার দাবী আদায় করিতে হয় তাহা হইলে সকল রকম কূট তর্ক বাদ দিয়া তাহাদিগকে ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে, মিলে, মিলে মিল-কমিটি স্থাপন করিতে হইবে। ইউনিয়নই শ্রমিকের শক্তি। ইউনিয়নই তাহার বল, ভরসা। ইউনিয়ন ব্যতীত তাহার কোন দাবী আদায় হইতে পারে না। আজ প্রত্যেক শ্রমিককে এই কথা উপলব্ধি করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার দলাদলি বাদ দিয়া আজ তাহাকে এক হইতেই হইবে।

কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন ব্যতীত সমগ্র চটকলের শ্রমিকের জন্য একটী কেন্দ্রীয় নীতি স্থির হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার জন্য কমিউনিষ্ট নেতৃবর্গ অন্যান্য দলকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার সহিত শ্রমিকদের তরফ হইতেও চেষ্টা একান্ত দরকার। তাহাদের চেষ্টাতেই যেমন স্থানীয় ইউনিয়ন গঠিত হইতে পারে তেমনি কেন্দ্রীয় ইউনিয়নও শক্তিশালী হইতে পারে। সমস্ত শ্রমিককে আজ তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

মজুর আন্দোলন

কলিকাতা—

ব্রুকবণ্ড চা কারখানায় শ্রমিকেরা বহুদিন হইতেই নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের দরুণ দুর্ম্মূল্যতার জন্য প্রায় সব কারখানাতেই মাগ্‌গীভাতা মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু ব্রুকবণ্ড কোম্পানী এবিষয়ে একেবারে উদাসীন। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি তো করেই নাই, এমন কি এক পয়সাও মাগ্‌গীভাতা দিতে নারাজ। সঙ্ঘবদ্ধভাবে চাপ না দিলে কিছুই হইবে না জানিয়া ঐ কারখানার শ্রমিকেরা গত ১২ই সেপ্টেম্বর কমরেড গোপেন চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি ও জুড়ান গাঙ্গুলীকে সম্পাদক করিয়া এক শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে।

ষ্টীল প্রোডাক্টস কারখানার শ্রমিকেরা অন্যান্য লোহা কারখানার শ্রমিকদের মত মাগ্‌গীভাতা পাইতেছে না। অন্যান্য কারখানার শ্রমিকেরা ৭৷৷৹ টাকা বা ততোধিক ভাতা পাইতেছে, কিন্তু এই কারখানার শ্রমিকেরা মাত্র ৩৷৷৹ পায়। সংগঠনের অভাবে শ্রমিকদের উপর মালিকদের দৌরাত্ম সর্ব্বত্রই দেখা যায়—এই কারখানার শ্রমিক ভাইরা ইহা ভালভাবেই বুঝিয়াছে। তাই তাহারা গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তক্তাঘাট ময়দানে একটি সভা করিয়া কমরেড রণেন সেনকে সভাপতি ও ধীরেন মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া একটী ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে।

গ্যাস কোম্পানীর শ্রমিকেরা গত ১২ই সেপ্টেম্বর কমরেড মনোরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে রাজাবাগান ট্রাম ইউনিয়ন অফিসে একটি সভা করে। সভাতে ট্রাম কোম্পানীর কিছু শ্রমিকও উপস্থিত ছিল। এসেন্‌সিয়াল সার্ভিস শ্রমিক-সম্মেলন, শ্রমিকদের সাধারণ দাবী ও পাঁচজন বরখাস্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। সভাতে শ্রমিকনেতা কমরেড ইসমাইল মজুরদাবী সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ট্রামকণ্ডাক্টর কমরেড শর্ম্মা এবং ধীরেন মজুমদারও সভায় বক্তৃতা দেন।

কাশীপুর—গত ৯ই সেপ্টেম্বর "কাশীপুর জুট.প্রেস" শ্রমিকদের একটী সভায় ইউনিয়ন গড়িবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রত্যেক জুট প্রেস হইতে মোট ৪২ জন প্রতিনিধি মিলিয়া এক সভা করে। সভায় কমরেড রজনী মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড শৈলেন মুখার্জ্জীকে সম্পাদক করিয়া 'কাশীপুর জুটপ্রেস মজদুর ইউনিয়ন' নামে একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে।

বহরমপুর—গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কমরেড শৈলেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে সহরের রিক্সা চালকদের একটি শোভাযাত্রা হয়—প্রায় ১০০ রিক্সা জমায়েতে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের আওয়াজ ছিল 'দমন নীতি বন্ধ কর'।

সরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ)—গত ৩০শে আগষ্ট স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে এক বিরাট শ্রমিক সভা হয়। সভায় জুট, রেলওয়ে, ধাঙ্গড় ও বিড়িকারখানার শ্রমিকেরা উপস্থিত ছিল। কমরেড শান্তি রায় মজুরদের একতা ও সংগঠনের উপর জোর দিয়া একটী বক্তৃতা করেন।

চটকল শ্রমিক! আজ দেশের বিপদের কথা স্মরণ কর! তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর! দেশের শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য এক হইয়া দাঁড়াও! তোমার ইউনিয়ন গঠন কর, তাহাকে শক্তিশালী কর। বসিয়া থাকিবার দিন আর নাই—শত্রু তোমার দরজায় ঘা মারিতেছে।

ফ্যাসবিরোধী প্রচার

ঢাকা—নরসিংহদী পরগণার **মাধবদী, নরসিংদী, পাঁচদোনা ও পাকুড়িয়া** গ্রামে সম্প্রতি ৪টী ফাসিবিরোধী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সভাতেই যথেষ্ট লোক হইয়াছিল। জিলা কৃষকসমিতির সম্পাদক কমরেড সমীন হোর প্রত্যেক সভাতেই বক্তৃতা দেন। জাপ দস্যুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বক্তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ঢাকা জিলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সতীশ পাকড়াশী সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকাতে তিনি কোন সভাতেই বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। সভাগুলিতে এই অঞ্চলে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

ময়মনসিংহ— জামালপুর মহকুমার রসিদপুর গ্রামে একটি ফাসিবিরোধী সভা হইয়া গিয়াছে। সভার তিন চার দিন পূর্ব্ব হইতেই কৃষককর্ম্মী কমরেড নৈমুদ্দীন সরকারের নেতৃত্বে ছোট ছোট স্কোয়াড বাহির করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে প্রচার চালান হয়। ফলে কৃষকদের ভিতর খুব উৎসাহ দেখা যায়। সভায় প্রায় ৩৫০ কৃষক উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতি ছিলেন লাল মাহ্মুদ মণ্ডল। কমরেড প্রমথ গুপ্ত সভায় বক্তৃতা দেন। কৃষকগণ জাপানী ফাসিষ্টদের রুখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

বেলটিয়া গ্রামে কমরেড প্রমথ গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি ফাসিবিরোধী কৃষক সভা হইয়া গিয়াছে। সভার পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ৪।৫টী গ্রামে লাল পতাকা সহ স্কোয়াড বাহির হইয়া প্রচার কার্য্য চালায়। সভায় প্রায় ২০০ কৃষক উপস্থিত ছিল।

কিশোরগঞ্জের জঙ্গবাড়ীতে গত ২রা সেপ্টেম্বর একটি ফাসিবিরোধী কৃষক সভা হইয়া গিয়াছে। কৃষক ভাইরা লালনিশান লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সভায় উপস্থিত হয়। মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেব সভাপতিত্ব করেন। কিশোরগঞ্জের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা একতা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

গোলাঘাট (আসাম)—জিলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এখানে একটি ফাসিবিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন কমরেড জগন্নাথ ভট্ট। কমরেড ধীরেন দত্ত, খগেশ্বর তামূলী ও যদু সাইকিয়া সভাতে বক্তৃতা করেন। জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ফরিদপুর—ভেদেরগঞ্জ থানার সখিপুরা চরে একটি ফাসিবিরোধী কৃষক সভা হইয়া গিয়াছে। ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সভাপতি কমরেড মিনাজ্জলের সভাপতিত্বে সভা হয়। কমরেড তারকচন্দ্র চন্দ্র কৃষকদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ফাসিষ্ট বর্ব্বরতার নগ্নরূপ বিশ্লেষণ করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। এই প্রচারের ফলে এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

জনযুদ্ধ পাঠচক্র

সুসঙ্গ (ময়মনসিংহ)—টঙ্ক এলাকায় ৬৭টি জনসাধারণ মেম্বরকে লইয়া একটি জনযুদ্ধ পাঠচক্র গঠিত হইয়াছে। কমিটির কার্য্যকরী সমিতিতে ৪ জন মেম্বর ও একজন সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিয়মিত জনযুদ্ধ পড়া ও আলোচনা করা হইতেছে। মহিলা পাঠিকাচক্রও গঠিত হইয়াছে।

ডোমার (রংপুর)—৩০ জন সভ্য লইয়া একটি জনযুদ্ধ পাঠচক্র গঠিত হইয়াছে। জনযুদ্ধ পড়া. আলোচনা, জনযুদ্ধের প্রচার প্রভৃতিই ইহার কাজ।

"জনযুদ্ধের গান"-এর

দ্বিতীয় সংস্করণ

বড় করে বার হ'ল!

—দাম এক আনা—

প্রাপ্তিস্থান: ফাশিষ্টবিরোধীলেখক ও শিল্পি সংঘ
৪৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (চারতলা)

আলোচনা

আবার সেই ম্যাক্সওয়েল!

"দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলনের মধ্য দিয়া জনগণকে উত্তেজিত করার বিপদ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেও আমি এই পরিষদে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছি। অতীতে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার যুক্তিযুক্ততা এই সকল ঘটনা হইতে যথেষ্ট প্রমাণ হয়। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায়, এদেশে অরাজকতা ছড়াইয়া পড়ার বিপদ কত বেশী এবং অরাজকতা একবার ছড়াইয়া পড়িলে গুণ্ডামীর রাজত্ব কত তাড়াতাড়ি স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়। গুণ্ডামী সুপ্ত আছে এবং কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে।" ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনাকালে এই মন্তব্য করেন। ম্যাক্সওয়েল সাহেবকে দেশবাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিনে কম্যুনিষ্ট-দলনের নেতা হিসাবে দেখিয়াছে, আজ জনযুদ্ধের দিনে কংগ্রেস দলনকারীর ভূমিকায় দেখিবে তাহা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। ম্যাক্সওয়েল সাহেবের দল দেশবাসীকে গুণ্ডা হিসাবে দেখে, তাহাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে অরাজকতার সুপ্ত শক্তি হিসাবে দেখিয়া আতঙ্কিত হয়। ইহাও স্বাভাবিক। আমলাতন্ত্র দেশ শাসন করে আইনের জোরে, পুলিশ ও ফৌজের সহায়তায়। তাই, ম্যাক্সওয়েল সাহেব যখন আইন সভায় বলেন, "প্রায় সর্ব্বত্রই অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে এবং সমগ্রভাবে দেশ শান্ত আছে," তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথাও জানাইতে ভুলেন না, "হাঁ, ভবিষ্যতের যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের আছে এই আত্মবিশ্বাস আমরা রাখিতে পারি বৈ কি।"

ম্যাক্সওয়েল সাহেবের দল কংগ্রেসীনেতাদের যথাসময়ে গ্রেপ্তার করিয়া সমগ্র দেশকে যে "বাঁচাইয়াছেন" এই কথাটাও পরিষদে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। বড় লাটের কার্য্যকরী সভার সদস্য মিঃ এম, এস আনে খুব নাটকীয়ভাবে বলেন, "এই সিদ্ধান্তের [গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্তের] বিরুদ্ধে যদি ভোট দিতাম, তাহা হইলে উহা আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল হইত।" কংগ্রেসকে দমন করার কাজে আমলাতন্ত্রের উৎসাহ ও আত্মপ্রসাদের তুলনা নাই!

দুঃসাহস ও দুর্বুদ্ধি

ভারতের প্রবীন নেতা স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং ডাঃ এম, আর, জয়াকর আমলাতন্ত্রের এই আত্মপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "সমগ্র ভারতকে বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। আসল বিদ্রোহী হিসাবেও নয়, ভবিষ্যৎ বিদ্রোহী হিসাবেও নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ এই নয় যে কয়েকজন সত্যিকারের বা নকল রাজভক্তকে লইয়া কাজ করা। শাসন ব্যাপারে সত্যিকারের সমস্যা হইল, "বিদ্রোহীদের" উপর ব্যাপকভাবে দমননীতি চালাইবার আগে তাহাদিগকে নিজের পক্ষে টানিবার চেষ্টা করা।"

আমলাতন্ত্র সমগ্র স্বাধীনতাকামী ভারতকেই "বিদ্রোহী" হিসারে দেখে। এই জন্যই, এমন কি, ভারতের স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনগণের সংগঠন মুসলিম লীগকেও সে ভয় করে, কারণ, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র ভারতবর্ষের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী পূরণ করিতে অনিচ্ছুক। সম্প্রতি সাংবাদিকদের এক সভায় মিঃ জিন্না বলেন, "মুসলিম লীগ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যে সমর্থন করিতেছে না তাহার কারণ এই নয় যে তাহারা অনিচ্ছুক বা যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধী। কিন্তু জনগণ যদি দেশের শাসন ব্যাপারে তাহাদের প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারে তাহা হইলে লীগের পক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে এবং উৎসাহের সহিত যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা ও সমর্থন করা সম্ভবপর নয়।" লীগ শাসনব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা দাবী করে বলিয়াই আমলাতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত তাহাকে সমর্থকের দলে ভিড়াইতে পারে নাই। মুসলিম জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাই উহার আসল বাধা। স্বাধীনতাকামী জনগণের সংগঠন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হইতে বিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্র ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই দায়িত্ব পালন করিতেছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে ইহা কেবল তাহাদের দুঃসাহস নয়, দুর্বুদ্ধি।

বাঁচিবার পথ

আমলাতন্ত্রের এই দুঃসাহস ও দুর্বুদ্ধির ফলে মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপানী দস্যুদের গোলামীর শিকল পরিয়াছে। আমলাতন্ত্রের হাতে আমাদের ভাগ্য নিরাপদ নয় একথা মনে রাখিয়াই লীগ-নেতা মিঃ জিন্না বৃটিশ-বিরোধিতার ফল কি হইতে পারে তৎসম্পর্কে বলেন, "বিদেশী আক্রমণ আমাদের দেশ গ্রাস করিবে, তাহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর হইতে আক্রমণ করিবে। যদি তাহাই হয়, তবে এত বলিদানের মধ্য দিয়াই বা আমি কি লাভ করিলাম? আর যদি অন্যান্য দল আমার সহিত না থাকে, তাহা হইলে উহা গৃহযুদ্ধের আকার গ্রহণ করিবে।"

কিন্তু মিঃ জিন্না নিজেকে অসহায় মনে করিয়া আপশোষ করিয়াছেন। তিনি জাপানী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। জনগণের উপর ভরসা না থাকায়, দেশপ্রেমিক কংগ্রেস কর্ম্মিদের উপর আস্থা না থাকায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে ভিক্ষালাভের জন্য হাত পাতিয়া বসিয়া আছেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কংগ্রেস প্রদেশসমূহকে সমস্ত ক্ষমতা (residuary power) দিয়া মাত্র কয়েকটি ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব রাখিবার নীতি মানিয়া লইয়াছে। লীগও যুদ্ধের পরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পাইলেই সন্তুষ্ট। কংগ্রেস ও লীগের দাবী আজ এত নিকট এবং যুক্তিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য হইতেছে না, জিন্না-গান্ধী সাক্ষাৎকার হইতেছে না, তাহার কারণ এখনো জনগণকে ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করা যায় নাই, এখনও দেশপ্রেমিক হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় প্রতিরোধের গুরুত্ব এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়।

ঐক্য আন্দোলন

দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে কেবল কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিরাই অগ্রণী হয় নাই, গণসংগঠন সমূহও অগ্রণী হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীতে এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ছাত্ররা মিঃ জিন্নার নিকট ঐক্যের আবেদন জানাইয়া একখানা গণ-দাবী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহারা ৩ হাজার স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, মালাবার এবং মাদ্রাজে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীতে গণ-স্বাক্ষর সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্যেকটি কৃষকসভা, ছাত্র ফেডারেশন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আজ জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে তীব্র করিয়া তুলিতেছে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এমন কি ভারতীয় বণিক সমিতি তাহাদের এক প্রস্তাবে ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জরুরী কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তাহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার কাজে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম-বাহিনীকে ব্যর্থ কর

ঐক্য আন্দোলন দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইতেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র এবং অন্যদিকে পঞ্চমবাহিনী আমাদের ঐক্য প্রচেষ্টার পথে বাধার প্রাচীর তুলিতেছে। আমলাতন্ত্র ঐক্য আন্দোলনের কর্ম্মিদের গ্রেপ্তার করিতেছে, দেশের বহু স্থানে ঐক্য আন্দোলনের কর্ম্মীরা ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ঐক্যের পথে টানিতে যাইয়া আমলাতন্ত্রের আক্রমণের মুখে পড়িয়াছে। আমলাতন্ত্র কলিকাতা ও সহরতলীতে এবং অন্যান্য বহু স্থানে সভাসমিতির স্বাধীনতা দিতেছে না, তাহার ফলে ঐক্য-আন্দোলন গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করিতে পারিতেছে না। আমলাতন্ত্রের এই সকল বাধা পঞ্চমবাহিনীকে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ দিতেছে। পঞ্চমবাহিনীর উস্কানীতে বাংলার গ্রামে ও মফঃস্বল সহরে পোষ্টাফিস পোড়ানো, আদালতে হানা দেওয়া প্রভৃতি সুরু হইয়াছে। পঞ্চমবাহিনীর পক্ষে নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে জাহির করিয়া অজ্ঞ এবং বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের আত্মঘাতি "সংগ্রামের" পথে পরিচালিত করা সম্ভব হইতেছে।

কিন্তু পঞ্চমবাহিনীকে কেবল আমলাতন্ত্রই শিকড় গাড়িবার সুযোগ দিতেছে না। দেশের কলওয়ালা ও জমিদার শ্রেণীও সুযোগ দিতেছে। কলওয়ালারা শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতার ন্যায্য দাবী পূরণ করিতেছে না বলিয়াই পঞ্চমবাহিনীর লোক শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামের নামে ভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে। ১৯৪১ সালের ধর্ম্মঘটের হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ২ লক্ষ ৯১ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করে এবং ধর্ম্মঘট বাবদ তাহাদের ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হয়। দেশরক্ষার পক্ষে, যুদ্ধজয়ের জন্য উৎপাদনের পক্ষে এতগুলি ধর্ম্মঘট যে কত ক্ষতিকর তাহা কোন মজুরকেই আজ বুঝাইয়া বলিতে হয় না। কিন্তু মালিকদের মুনাফালোভী মনোভাবই এই সকল ধর্ম্মঘটের কারণ। আজও চটকল, সূতাকল, লোহাকল ও কর্পোরেশন শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা জীবনধারণের খরচ বৃদ্ধির অনুপাতে অতি সামান্য। ট্রাম ও ইলেকট্রিক শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে মালিকদের মনোভাব জঘন্য। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে পঞ্চমবাহিনী। ভারতের শ্রমসচিব ডাঃ আম্বেদকরও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, "সংগ্রামের" সঙ্গে যে সমস্ত ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়, তাহার মধ্যে অনেক ধর্ম্মঘটের কারণ অর্থনৈতিক। বর্ত্তমান সময়ে মজুরদের দাবী পূরণ না করার অর্থ, ঐক্য আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করা এবং মজুরদের "সংগ্রামের" পথে ঠেলিয়া দেওয়া। আমলাতন্ত্র এবং মালিক শ্রেণী ঐ আত্মঘাতি নীতিই গ্রহণ করিয়াছে।

জনগণই শক্তি-কেন্দ্র

ঐক্য আন্দোলনের পথে আমলাতন্ত্র ও পঞ্চমবাহিনীর বাধাকে চুরমার করিয়া জনগণ জাপ-প্রতিরোধের জন্য তৈরী হইতেছে। জাপানী আক্রমণ এখন যে কোন দিন সুরু হইতে পারে। চীন ও আমেরিকার রাজনীতিক মহলেরও ইহাই মত। জার্ম্মাণ ও জাপ আক্রমণকে রুখিবার শক্তি যে জনসাধারণের আছে সোভিয়েট ও চীন তাহার সাক্ষ্য দেয়। জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের নেতাদের নেতৃত্বে জাপানকে রুখিতে চায়। কংগ্রেসী জননেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ আপোষ এবং জননেতাদের লইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন—এই দাবীর উপর জনগণ যে আন্দোলন সুরু করিয়াছে তাহা ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। আজিকার দিনে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের মুখে, জনগণই আসল শক্তিকেন্দ্র। জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী। জনগণের ঐক্য আন্দোলন ব্যর্থ হইতে পারে না। ২০।৯।৪২

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর ২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে ৪৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে উঠিয়া গিয়াছে। যাবতীয় চিঠিপত্র ও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য সমিতির এই নূতন ঠিকানা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়।

কমরেড অনন্তের সাহায্যে

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্যের সাহায্যের জন্য আগের লিষ্ট ছাড়াও নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গিয়াছে:— হামিদুল হক (হুগলী) ৩৲, জনৈক বন্ধু ১০৲, জনৈক মহিলা ৫৲, বকুল দাসগুপ্ত (রংপুর) ৫৲ মোট ২৩৲ টাকা।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি
২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, ফোন বি, বি, ২০২০

Regd. No. C. 2368

"সংগ্রামের" পরিণতি কোথায় ?

[জি, অধিকারী]

"সংগ্রাম" ও গুণ্ডামী

প্রশ্ন :—সরকারী আমলাতন্ত্রের উপর আঘাত, যেমন থানা পোড়ান, অস্ত্রশস্ত্র দখল প্রভৃতি জন-আন্দোলন আপনারা কমিউনিষ্টরা অতীতে সমর্থন করিয়াছেন। আজ এই সব কাজই আপনারা গুণ্ডা-বাজী, পঞ্চমবাহিনীর কাজ প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালরা তো এই কথাই বলে। তাহাদের সাথে তবে আপনাদের তফাৎ কোথায় ?

উত্তর :—প্রথমেই সুস্পষ্ট বোঝা দরকার যে, নেতাদের গ্রেপ্তারে ন্যায্য ক্রোধের বশে জনসাধারণ যে সব কাজ করিয়াছে তাহার সমস্তই গুণ্ডামী একথা কমিউনিষ্টরা বলে নাই। এই যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ, পুলিসের উপর আক্রমণ, যানবাহন ধ্বংস, ইহা অত্যাচারী ও জুলুমবাজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধেরই বহিপ্রকাশ। কোন স্থির মস্তিষ্ক স্বদেশপ্রেমিকই ইহাকে শুধু গুণ্ডামী বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। জনগণের শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসী নেতাদের উপর আমলাতন্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতের ফলেই এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিস্ফোরণ। তিন বছর ধরিয়া যুদ্ধের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে, তার উপর গভর্ণমেণ্ট জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে নারাজ, এই হতাশা জনগণের বিক্ষোভ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

এই সব কথা মানিয়া নিয়াই কমিউনিষ্টরা প্রশ্ন করে, এই জনবিক্ষোভ কোন পথে চালানো হইতেছে? কে ইহার সুযোগ নিতেছে? এই অবস্থা বাড়িলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? কমিউনিষ্টরা এইসব কাজের প্রশংসা করে সত্য, কিন্তু কখন? যখন এইসব কাজের জন্য সমস্ত জনগণকে এক করিবার মত অনুকূল **রাজনৈতিক** অবস্থা থাকে, যখন মজুরদের সাধারণ ষ্ট্রাইক ও কৃষকদের বিদ্রোহকে সুসংবদ্ধভাবে সশস্ত্র গণবিপ্লবের স্তরে উঠাইবার মত রাজনৈতিক অবস্থা থাকে, যখন সমস্ত জনগণকে এক করিয়া ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবে নামাইবার মত অনুকূল অবস্থা থাকে, শুধু তখনই।

কমিউনিষ্টরা গণবিপ্লব লইয়া খেলে না। কমিউনিষ্টদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের এই দুর্দ্দিনে গণ-বিক্ষোভের প্রবল ঢেউকে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা যে-রূপ দিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। আমাদের নিজেদেরই যানবাহন ও দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যে গরিলা আক্রমণ চালানো হইতেছে, আমাদের নিজেদের উৎপাদনে যে ধ্বংস কার্য্য চালানো হইতেছে তাহাতে গুণ্ডা-বদমায়েসদেরই সুবিধা হয়। ফাসিষ্ট আক্রমণ-কারীদের পথ সহজ করিবার জন্য যেসব পঞ্চমবাহিনী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতের ভিতরে কাজ করিতেছে, ইহাতে তাহাদেরই সুবিধা হয়। এই অবস্থা বাড়াইয়া তুলিলে বৃটিশ শাসকের অনিচ্ছুক হাত হইতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করা যায় না, আমলাতন্ত্রের খুঁটি শক্ত করাই হয়। ইহাতে এই বিপন্ন অবস্থাকে আমাদের পক্ষে আরও বিপন্ন করিয়া তোলা হয়।

আসল ব্যাপার হইতেছে : কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে যে গণ-উত্তেজনা দেখা দিয়াছে, কমিউনিষ্টরা তাহাকে শুধু গুণ্ডা, বদমায়েস ও পঞ্চম-বাহিনীর কাজ বলিতেছে না। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই গণ উত্তেজনাকে দেশরক্ষা ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসের কাজে সংগঠিত করিয়া, গুণ্ডা, বদমায়েস ও পঞ্চমবাহিনীর কাজে স্বদেশীর আবরণ টানিবার সুযোগ দিতেছেন, তাহাদের হীন কাজের পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

থানা আক্রমণ প্রভৃতির খবর পাইয়া স্বদেশ-প্রেমিক হয়তো খুশী হইয়া ভাবেন, বিপ্লব সুরু হইয়াছে। তাঁহারা ভাবেন, আরও তার কাটা, আরও রেল তোলার কাজে ছাত্র ও কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের উৎসাহিত করিলেই বুঝি ঘৃণ্য আমলা-তন্ত্র ধ্বসিয়া পড়িবে। কংগ্রেস "সংগঠক" ভাবেন এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-বিক্ষোভের ফলে বুঝি একটা কিছু হইয়া যাইবে। আসলে কিন্তু আমলাতন্ত্র পরাজিত হইতেছে না, এই গণবিক্ষোভকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমলাতন্ত্র পশুশক্তির জোরে ইহাকেই দমন করি-তেছে। আসলে জনসাধারণের মনে অসহায় ও হতাশার ভাব জাগিতেছে ও তাহারই ফলে জাপ-প্রীতি দেখা দিতেছে, "মুক্তিদাতা" হিসাবে জাপানকে অভিনন্দন করিবার মনোভাব দেখা দিতেছে। তাই যেসব ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক বর্ত্তমান গোলমালে গৌরব বোধ করেন, ইহাকে বাড়াইয়া তুলিতে ও 'সংগঠিত' করিতে চান, তাঁহারা শুধু গুণ্ডা, বদমায়েস ও পঞ্চম-বাহিনীর পথই পরিষ্কার করিতেছেন না, পরোক্ষে আমাদের জনসাধারণের উদ্দীপনাও নষ্ট করিতেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র এইসব গণবিক্ষোভকে গুণ্ডা, বদমায়েস ও পঞ্চমবাহিনীর কাজ বলিয়া মনে করে ও যথেষ্ট পাশবিক নিপীড়নে ইহাকে দমন করিতে চায়। ইহাতে আমলাতন্ত্র আমাদের দেশে বর্ম্মার মত দুর্ভাগ্যেরই পথ করিয়া দিতেছে। যেসব ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা এইসব গোলমাল বাড়াইয়া তুলিতে ও 'সংগঠিত' করিতে চান, তাঁহারা আমলা-তন্ত্রেরই হাতে খেলিতেছেন ও দ্রুত ধ্বংসের পথ করিতেছেন।

কমিউনিষ্টদের কাছে ইহার ফল সুস্পষ্ট। তাই এই গণউত্তেজনার হাত হইতে তাহারা দেশপ্রেমিক ও জনসাধারণকে বাঁচাইতে চায়। তাই জনসাধারণকে এই সব কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়া আমাদের মহান জাতীয় আন্দোলনকে তাহারা গুণ্ডা, বদমায়েস ও জাপানী দালালদের খেলার পুতুল বনিবার দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচাইতে চায়। কমিউনিষ্টরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জাতীয় আন্দোলনকে আমলাতন্ত্র ও পুলিসের হাতে নিপীড়িত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে তাহারা দিবে না। ইহার জন্য কমিউনিষ্টদের পথ, ভ্রান্ত বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের পূজা করা নয়, স্বদেশপ্রেমিক ও জনগণকে এই সব কাজ হইতে সরাইয়া আনা, দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে জন-ঐক্য গড়িয়া তোলা।

দমননীতির বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" ?

প্রশ্ন :—আপনি বলিতেছেন, এই সংগ্রামে নিপীড়ন আসে, নিপীড়নে জনসাধারণের শক্তি নিঃশেষ হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামেই নিপীড়ন আসিবে। তাই বলিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে না লড়িবার কোন যুক্তিতো এতদিন আমাদের ছিল না। নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা যোগ দিন না কেন। তাহা হইলে সংগ্রাম ধ্বসিয়া যাইবে না, জয় লাভই হইবে।

উত্তর :—এই সংগ্রামে নিপীড়ন আসে বলিয়াই আমরা ইহার বিরোধী নই। ইহাতে আমলাতন্ত্রের উপর **আঘাত পড়ে না**, জনগণের উপর আঘাত হানিতে আমলাতন্ত্রকে সাহায্যই করে, তাই আমরা ইহার বিরোধী। এ সংগ্রাম জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তি যোগায় না বরং জাতীয় বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাপানের পথ করিয়া দেয়, তাই আমরা ইহার বিরোধী। এ সংগ্রামকে বাঁচান যায় না। ইহার বদলে দমননীতির বিরুদ্ধে পাল্টা আর একটি 'সংগ্রাম' চালাইয়াও জয় লাভ করা যায় না। দমন-নীতির বিরুদ্ধে "সংগ্রামে" যোগ দিবার জন্য আমাদের ডাকিতেছেন, তাহার অর্থ বর্ত্তমান "সংগ্রাম"কে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য যোগ দিতে ডাকিতেছেন। আমরা জানি এ পথের শেষ পরিণতি দমননীতি রোধা নয়, জনগণের উপর দমননীতি বাড়ানো।

ইহার আগের এক সংখ্যায় কমরেড কৃষ্ণন দেখাইয়াছেন, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" করিয়া জাতীয় ঐক্য গড়া যায় না। আসন্ন জাপ আক্রমণের বাস্তব বিপদ অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। দেশরক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থাও আছে তাহা ধ্বংসের আন্দোলন সমর্থন করিতে তাহারা রাজী নন। এই সংগ্রাম যতই বাড়াইয়া তোলা হইবে, কাজের ভিতর জাতীয় ঐক্য ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, কারণ জনসাধারণ ততই বুঝিতে পারিবে ইহার পরিণতি কোথায়। সর্ব্বতো-মুখী ঐক্যের ভিত্তিতেই শুধু দমননীতি রোধ করা যায়। তাই বর্ত্তমান "সংগ্রাম" বাড়াইয়া তুলিলে দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না। দমন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে একই সাথে চাই এই ধ্বংসমূলক আন্দোলন বন্ধ করা। দমন নীতির বিরুদ্ধে ও নেতাদের মুক্তির জন্য আমাদের পথ হইতেছে, এই ধ্বংসমূলক আন্দোলন বন্ধ করা ও তাহারই সাথে সকল দলকে এক করা, যাহাতে নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য আলোচনা চালানো হয়। দমননীতি রুখিবার নামে "সংগ্রামে" যোগ দেওয়ার অর্থ দমননীতি রোধা নয়, দমননীতির পথ পরিষ্কার করা, আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ও আমাদের দেশে পঞ্চম বাহিনীর পথ করিয়া দেওয়া।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত -

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ ; ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০

একমাত্র পথ

পি, সি, জোশী

এই প্রবন্ধটী লিখবার সময় আমাদের পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি ও প্রাদেশিক নেতাদের সম্মেলন শেষ হচ্ছে। ঐ সম্মেলনের মূল শ্লোগান হ'ল : জাতীয় সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার একমাত্র পথ জাতীয় ঐক্যের জন্য চেষ্টা করা। দেশের মধ্যে ঐক্য সংগঠিত ক'রে তোলাই দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—এই কথা যতজন সম্ভব দেশভক্তকে বোঝাবার ও মানাবার ভার আজ প্রত্যেক কমিউনিষ্টের উপর দেওয়া হয়েছে। সারা দেশময় একটা ব্যাপক ঐক্য-অভিযান গড়ে তুলবার জন্যে প্রতেক পার্টি ইউনিটের ডাক পড়েছে।

জাপানীরা যুদ্ধে নামায় ভারতের বিপদ যখন আশু ও প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়াল তখন থেকে দেশের প্রধান রাজনীতিক পার্টিগুলির মধ্যে শুধু আমাদের পার্টিই দেখিয়ে এসেছে যে, দেশের সামনে একমাত্র পথ হ'ল জাতীয় ঐক্য; শুধু সেই পথেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করা যাবে, সফলভাবে দেশরক্ষা করা যাবে, এবং জাতীয় যুদ্ধরূপে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাবে। আর সব পার্টি ও দেশভক্তেরা আস্তে আস্তে হলেও ক্রমশঃই নিশ্চিতরূপে আমাদের কথা বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন। এই আসন্ন একতার সম্ভাবনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ত্রস্ত হয়ে উঠল যে হয়তো তাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হতে হবে—তাই আঘাত হানল কংগ্রেসের উপর, জাতীয় আন্দো-লনের প্রধান ভিত্তির উপর। তাতে ভারতের বিপদই আরও দারুণ হ'ল, জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। আজ বিপদের গভীরতা সবাই বুঝছে। হতাশার মনোভাব ঘনীভূত হচ্ছে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে একতার আগ্রহও বাড়ছে। নয়া দিল্লীতে ঐক্যের যে চেষ্টা হ'ল তা এরই আভাষ।

হিন্দুমহাসভা উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস নেতাদের ছুঁতে দিল না, তাঁদের সঙ্গে রাজাজি বা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখা করবার অনুমতি দিল না। আর একবার প্রমাণ হ'ল যে এই গবর্ণমেণ্টের নীতিই ভারতের ঐক্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে—কারণ এই বিদেশী গবর্ণমেণ্ট টিঁকে থাকতে পারে শুধু ভারতীয় অনৈক্যেরই উপর।

কংগ্রেসের উপর গবর্ণমেণ্টের আক্রমণের পর থেকে ভারতের সব পার্টি, সমস্ত দেশভক্ত এমন এক সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়াল যেখানে তাদের সামনে মাত্র দুটী পথ : হয় সকলের ঐক্যের পথ, আর নয় সকলের ধ্বংসের পথ। ঠিক পথ দেখাবার ও ধরবার সুযোগ এল লীগের হাতে, কারণ কংগ্রেসের পর দেশের মধ্যে লীগই সবচেয়ে বড় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। লীগ ঐক্যের দিকেই মুখ ফেরালো বটে, কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হবার উদ্যোগ নিতে রাজী হল না, মোড়ে দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করাই তার পছন্দ হ'ল। হিন্দু মহাসভার নেতারা যখন ঐক্যের চেষ্টা আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা আবার এমনভাবে চল্লেন যাতে লীগ আপনিই বাদ পড়ে। কারণ, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লীগ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর কথা তুলে রাখুক—লীগকে এই অনুরোধ করা মানে লীগকে বলা যে তুমি তোমার লীগত্ব ছাড়, তোমার প্রধান দাবীই ছাড়। এরকম বল্লে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংযুক্ত বাহিনীতে লীগকে পাওয়া যায় না এবং তার অর্থ শুধু এই হয় যে, ঐক্যের দিকে না চলে অনৈক্যের গর্ত্তেই আমরা পড়ে থাকি—এবং আমাদের মাথার উপর বর্ত্তমানে থাকুক ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এবং তারপরে বাজুক জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বুটের শব্দ।

নয়া দিল্লীর ঐক্য প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে সরিয়ে রাখেন এবং হিন্দু মহাসভা লীগকে সরিয়ে রাখল—কাজেই ফল যা হবার তাই হ'ল। পড়ে রইলেন শুধু হিন্দুমহাসভা ও লিবেরাল (নরমপন্থী) দলের নেতারা বড়লাটের গদীর দিকে মুখ ক'রে—এবং তাঁরা লাটসাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তুমি কি দেবে বল, শুনে আমরা এক হবার চেষ্টা করব। যে দেশভক্তের এতটুকুও আত্মসম্মান আছে সে কখনই আমলাতন্ত্রের কাছে এমন প্রশ্নের জবাব চাইবে না, কারণ সে জানে যে আমলাতন্ত্রের একমাত্র জবাব হবে—তোমরা এক নয়, কাজেই আমরা আমাদের মত করেই চালিয়ে যাব! যদি কেউ মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদীরা এগিয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্কট সমাধান করে দেবে, তো নিরাশ হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। ভারতবর্ষ তাদের মাতৃভূমি নয়, তাদের দখল করা উপনিবেশ। ভারতীয় অনৈক্যের উপরই তাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব। আমাদের দেশের সমস্ত পার্টিকে মিলিয়ে দেশপ্রেমের ঐক্য যদি আমরা গড়তে না পারি তো তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় শক্তি আদায় করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদীদের চালেই আমরা এগোই না, যেখানে আছি সেখানেই থাকি। দেশের স্বাধীনতার নামে যে দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা চলেছে (এবং সব চেয়ে ভাবনার কথা যে শুধু পঞ্চমবাহিনীই নয়, প্রকৃত দেশভক্তেরাও আজ তাই করছে) তার প্রতি চোখ বুজে থাকলেও আমরা ঐক্য পাই না, পাই বর্ত্তমান ঐক্যের মধ্যেই আরও বিচ্ছেদ।

আমাদের পার্টি সম্পূর্ণ নতুন ধরণে ঐক্যের সমস্যাকে তুলে ধরছে। উপরে, বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা শুধু তখনই হ'তে পারে যখন নীচে জনগণের মধ্যে ঐক্য-আন্দোলন গড়ে উঠে পরিণতি লাভ করতে চলেছে। তুমি যদি শুধু তোমার নিজের পদ্ধতিতে, নিজের দাবীতে ঐক্য চাও, অন্যদের দাবী যদি অস্বীকার কর বা কোন প্রধান রাজনীতিক সংগঠনকে এড়িয়ে যাও—তাহ'লে তোমার চেষ্টা সফল হতে পারে না। ঐক্যের যত ইচ্ছাই থাকুক এরকম চেষ্টায় কখনো ঐক্য হয় না।

আমাদের পার্টি প্রত্যেক কমিউনিষ্টকে আজ জানিয়ে দিয়েছে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলাই সে যেন নিজের প্রথম ও প্রধান কাজ বলে মনে করে। সে যেন সমস্ত দেশভক্তকে অনবরত বোঝাতে থাকে যে ঐক্যের মধ্যেই সকলের মুক্তি আর ঐক্য না হলে সকলের মৃত্যু।

আজ ঐক্যের কথা বৈঠকখানার বদ্ধ আবহাওয়ায় নেতাদের বক্তৃতা, তাঁদের পরস্পর সন্দেহ, তাঁদের নিজের নিজের পদ্ধতির জিদ—এরই মধ্যে আটকে রয়েছে। আমাদের পার্টি আজ প্রত্যেক পার্টি ইউনিটকে ডাক দিয়েছে, সারা দেশময় ঐক্য আন্দোলন গড়ে তোল। বদ্ধ হাওয়া থেকে ঐক্যের বাণীকে আজ ছড়িয়ে দাও খোলা ময়দানের মধ্যে যেখানে হাজারে হাজারে জনতা ভিড় করে আসে। ঐক্যের বাণীকে আজ নিয়ে চল হাটের মধ্যে যেখানে বহু লোক একত্র হয়। ঐক্যের বাণীকে আজ পৌঁছে দাও দূর দুরান্তের গ্রামের ভিতরে যেখানে কৃষকেরা বাস করে, দেশের জীবন স্পন্দিত হয়।

যে একতার আবেদন আমাদের পার্টি করেছে তা' খুব সহজ ও সরল। আমাদের জন্মভূমি বিপন্ন। এই জন্মভূমি আমাদের সকলেরই। এই দেশ-রক্ষার পবিত্র কাজে হয় আমাদের সকলকেই একতাবদ্ধ হতে হবে, একত্রে আমাদের দাবী আদায় করতে হবে, না হয় দেশকে হারাতে হবে, বসে বসে দেখতে হবে যে একত্র এবং পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে, আমাদের দাবীগুলোর স্বপ্ন আগামী কাল আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা পড়ছে। ভারতের প্রত্যেক লোকের মহত্ব, দেশপ্রীতি ও আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির কাছে আমরা আবেদন কচ্ছি। আমাদের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে হয় তারা আমাদের রক্ষা করবে—নয় তো আমাদের মন্দগুলোই আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এই-ই আজকের একমাত্র অবস্থা।

আমাদের একতার আহ্বান শুধু মোটামুটি সকলকে নয়—প্রত্যেককেই। আমরা চাই সর্ব্ব শ্রেণীর দেশভক্তরা, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একতার পথে এগিয়ে আসুক, একতার জন্য সংগ্রাম করুক।

জাতির আত্মরক্ষার উপায়গুলি ধ্বংস করার কাজ বন্ধ ক'রবার জন্য আমরা কংগ্রেস কর্ম্মীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির বিরুদ্ধে সমুচিত ঘৃণা বশতঃ তাঁরা যে কর্ম্ম স্থান হতে বিপথে চালিত হয়েছিলেন—আমরা সেই-খানেই তাঁদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কচ্ছি। আমরা তাঁদের দেখাচ্ছি যে জাতির আত্মরক্ষার উপায়গুলিকে ধ্বংস করলে জাতির স্বাধীনতা তো আসেই না—কেবল ইংরাজ দাসত্ব হতে জাপানের দাসত্বের পথই খোলসা হয়…এ ঘটনা সহজ সত্য এবং চোখেই দেখা যায়। আমরা তাঁদের ফরোয়ার্ড ব্লকিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুরোধ করি কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন যে ফরোয়ার্ড ব্লকিষ্টরা স্বাধীনতার সৈনিক নয়, জাপানী-দের এজেণ্ট। আমরা তাঁদের এই জাতীয় সংকট থেকে উদ্ধারের পথ দেখাচ্ছি : জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য একতা, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য একতা কর। কিরূপে এই ধ্বনি আজ প্রায় সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলির মিলিত দাবীতে পরিণত হয়েছে, কি ভাবে কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় দাবী অর্জ্জন করার উপায় পাওয়া গেছে এবং কি ভাবে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপে কেবলমাত্র জাতীয় আন্দোলনকে ছিন্ন ভিন্ন করে তা' আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। যখন জাপ-আক্রমণকারীর দল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তখন দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে সস্তায় স্বাধীনতা পাওয়ার নীতিতে সকলেই সম্মত হবেন, এ কথা তাঁরা আশা করেন কি করে? "সংগ্রাম" আজ মিইয়ে পড়ছে কারণ এর মধ্যে নিজের ধ্বংসের বীজ ছিল, তা' সমস্ত ভারতবাসীকে একত্র করতে পারে নি। এমন কি সমস্ত স্বদেশীদেরও একত্র করতে পারে নি। এই অবস্থায় এই "সংগ্রাম" জাতীয় দাবী আদায় করবে কিসের জোরে ?

মুসলিম লীগের সভ্যদের কাছে আমাদের আবেদন : কংগ্রেসকে যদি নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধ্বংস হতে দাও তোমরা বৃটিশ বা জাপান, কারো হাত থেকে পাকিস্তান পাবে না। মুসলমানদের স্বদেশ বৃটিশের হাত থেকে জাপানের হাতেই হারাতে হবে। আমাদের সকলের মাতৃভূমির জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একতা কর, তোমরা যেমন একতার পথে এগিয়েছ, কংগ্রেসও তেমনি এগিয়েছে, কংগ্রেস এখন অবৈধ, কিন্তু তোমরা এখনো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পার। কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য কাজ করার অর্থ তোমাদের নিজেদেরই কাজ হাসিল করা। উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেশ করা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কেবল ভারতের বিভিন্ন জাতিগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করা যায়, একটীকে বাদ দিয়ে আর একটীর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আজকের দিনে এই উভয় দাবী অর্জ্জন করার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ এসেছে। তোমাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই আজ কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের কাজে লাগো।

স্বদেশী অথবা সাম্প্রদায়িক যে কোন প্রভাবে যে হিন্দুরা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন : ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন জাতিকে এবং মুসলমানেরা যে সব জায়গায় জাতি হিসাবে আছে, সেইসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ন্যায়ের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে, সে-ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে তুমি কিভাবে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের সংগ্রাম করবে ? তা হলে তো ভারতের অনুন্নত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর পক্ষে তা স্বাধীনতা না হয়ে প্রধান জাতির দ্বারা অত্যাচারের যন্ত্রই হবে। মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে তোমরা স্বাধীনতা পাবে না কেবল মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরেই রাখতে সমর্থ হবে। যে ক্ষেত্রে একতার দরকার সেখানে তোমরা সন্দেহের উদ্রেক করবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করলে ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, হিন্দুদের এই আশঙ্কা দূর করবার জন্য আমরা বলি যে এই অধিকার মেনে নেওয়ার ফলে আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করবার জন্য ব্যাপক যুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে উঠলে ও আগামীকাল জাপানীদের বিরুদ্ধে যুক্ত সশস্ত্র অভিযান সুরু করা গেলে ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাঁবেদার হবে না। ভারতে এমন ঐক্য গড়ে উঠবে যা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায়নি। ভারত এমনি স্বাধীন হবে, এমনি গৌরবশালী হবে যা আমরা পূর্ব্বে কখনো কল্পনাও করিনি। মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভারত দেখা দেবে। একসঙ্গে দেশরক্ষা করার পর, একসঙ্গে জয়লাভ করার পর, একই সঙ্গে আমাদের রক্ত দান করার পর আমরা কি পৃথক হয়ে যে যার গলায় ছুরি বসাবো ? কেবল সংকীর্ণ-মনা সন্দিগ্ধ লোকেরা, কেবল কাপুরুষ পরাজয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা একথা ভাবতে পারে, কারণ তারা আমাদের মহান জনগণের প্রকৃত সন্তান নয়! কোন মহৎ ব্যক্তি, কোন আত্ম-বিশ্বাসী দেশভক্ত একথা ভাববে না।

একতার এই আন্দোলনের জয় না হয়ে পারে না। অনৈক্য ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। একতায় আত্মরক্ষা সফল হয় ও জয়-গৌরব মণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করা যায়। আমাদের অনৈক্যের জন্যই কেবল বৃটিশ আমলাতন্ত্র শক্তি-শালী হতে পারে এবং এই অনৈক্যেরই সুযোগে জাপানীরা এগিয়ে আসবে।

একতার পথে আমাদের জনগণকে নিয়ে যাবার জন্য আমরা নিজেদের উৎসর্গ করছি এবং আমরা প্রত্যেক স্বদেশভক্তকে অনুরোধ কচ্ছি, প্রত্যেকটী পার্টির কাছে হাত বাড়াচ্ছি।

DIFFERENT CONTRAST.

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষায় লাল ফৌজ

সোভিয়েট পতাকা গর্ব্বের সহিত উঁচু রাখিয়া আজও ষ্টালিনগ্রাদের বীর রক্ষীদল নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে। শত্রুপক্ষের হিংস্র আক্রমণ বারে বারে প্রতিহত করিয়া লাল ফৌজ যে অতুলনীয় সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইতেছে তাহারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহকে চিরদিন স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্দীপ্ত করিবে। ষ্টালিনগ্রাদের মধ্য দিয়া ভল্‌গা তীরে পৌঁছাইবার প্রধান রাস্তা দখল করার চেষ্টায় জার্ম্মাণরা হাল্কা ও ভারি ট্যাঙ্কের সাহায্যে দানবের মত সোভিয়েট ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে,—কিন্তু সোভিয়েট সৈন্য অটলভাবে নাৎসীদের বাধা দিয়া যাইতেছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে কর্ণেল সেরলিয়েভ-এর উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে গত সপ্তাহে ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে ২৫ হাজারেরও উপর জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

লাল ফৌজের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে উত্তর পশ্চিমে জার্ম্মাণ আক্রমণ শিথিল হইয়া আসিতেছে। আঘাতের পর আঘাত হানিয়া একস্থানে জার্ম্মাণদের দেড় মাইল পিছু হটাইয়া দিয়াছে। যেখানে প্রতিটি গজের জন্য লড়াই চলিতেছে, সেখানে দেড় মাইল পরিমাণ স্থান দখলের ভিতর দিয়া সোভিয়েট রক্ষীদলের অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয়ই ফুটিয়া ওঠে। রেড আর্ম্মি অর্ডারে বলা হইয়াছে—আমাদের ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করিতেই হইবে, ভল্গা নদীর বুকের উপর জার্ম্মাণ নাৎসীদের আসিতে দিব না। লাল ফৌজ তাই মৃত্যুপণ করিয়া ষ্টালিনগ্রাদ নগরী ও ভল্গা নদীকে রক্ষা করিতেছে—শত্রু কবলিত রাজপথগুলি ধীরে ধীরে আবার হাতছাড়া হইয়া সোভিয়েট অধিকারে আসিতেছে। নাৎসীরক্ত রঞ্জিত প্রতিটি গৃহ ও প্রতিটি রাস্তায় আবার লাল পতাকা উড়িতেছে।

ভল্গা নদী বাহিয়া ষ্টালিনগ্রাদে সোভিয়েট সৈন্যের জন্য প্রতিদিনই বহু অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আসিয়া পৌঁছিতেছে। শত্রু বিমানগুলি অবিরত বাধা দিতেছে, কিন্তু কৌশলী সোভিয়েট নাবিকেরা মরণকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের নগর-রক্ষী বীর ভাইদের জন্য এই সব সমরোপকরণগুলি পৌঁছাইয়া দিতেছে—তাহারা জানে ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য তাহাদের আজ কত বড় দায়িত্ব। রয়টারের সংবাদে বলা হইতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া কোন সৈন্যদলকেই এভাবে লাল ফৌজের মত লড়িতে হয় নাই। একটা ঘটনা হইতেই ইহা বোঝা যায়। ২০০ ট্যাঙ্ক ও বহু সহস্র পদাতিক নাৎসী সৈন্য একটি রাস্তা অধিকার করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল—তাহাদের উদ্দেশ্য যে কোন রকমে শত্রুকে কাবু করিতে হইবে—যত ক্ষতিই হউক, যত লোকই ক্ষয় হউক লাল ফৌজকে হটাইয়া দিতে হইবে। জার্ম্মাণ বিমান বহর আকাশ হইতে আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিতে চাহিল। নগর-রক্ষী লাল ফৌজের যে অংশ সেই রাস্তা রক্ষা করিতেছিল, তাহারা একটুও টলিল না, কাবু হইল না, পথ ছাড়িয়া দিল না—ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রাইফেল, হাতবোমা ও পেট্রোলের বোতল দিয়া তাহারা শত্রুকে রুখিয়া দাঁড়াইল। দিনের শেষে দেখা গেল বারটা জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে এবং ৪২ খানা ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্য রাস্তাটা হাতছাড়া হইতে দেয় নাই।

ষ্টালিনগ্রাদের মহাযুদ্ধ গত ১ মাস ধরিয়া অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। গত সপ্তাহে যুদ্ধের যে অবস্থা ছিল, আজ আর সোভিয়েট সৈন্য সে অবস্থায় নাই, আজ ষ্টালিনগ্রাদরক্ষী লাল ফৌজের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু বিপদ কাটে নাই। জার্ম্মাণ সৈন্যেরা মরিয়া হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চায়, ষ্টালিনগ্রাদ নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভল্গা পার হওয়া চাই। তাহারা জানে শীতের আগে ভল্গায় না পৌঁছিতে পারিলে তাহাদের নূতন রক্ষাব্যূহ গড়া যাইবে না, ষ্টালিনগ্রাদে যুদ্ধের যত ক্ষতি সবই হয়ত বৃথা যাইবে। জার্ম্মাণদের এই উদ্দেশ্য সোভিয়েটের কাছে অজানা নাই, তাই মার্শাল টিমোশেঙ্কো সর্ব্বত্র প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ফলে জার্ম্মাণ সৈন্য আজ নিজেদের রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সোভিয়েট আক্রমণের টাল সামলাইতে পারিতেছে না।

জার্ম্মাণীর ভিতরও আজ সন্দেহ জাগিয়াছে ষ্টালিনগ্রাদ অধিকার করা যাইবে কিনা। ষ্টক্‌হলমের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন সুর ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা এখন বলিতেছে ষ্টালিনগ্রাদের সামরিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই। ভল্গার তীরে যাহা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান সব কিছু দখল করা হইয়াছে। সহর অধিকার করা শুধু ইজ্জতের প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর দিকে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সোভিয়েট নৌ-সৈন্যের কৃতিত্বও কম নয়। তাহারা গান বোটের সাহায্যে জার্ম্মাণ আক্রমণ ভোঁতা করিয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয় একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ দখলও করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদ ট্যাঙ্ক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা নগর রক্ষায় যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহাও অতুলনীয়। বহুক্ষেত্রে তাহারা আক্রমণোন্মুখী জার্ম্মাণ সৈন্যের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের বাধা দিয়াছে, যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। একটি ঘটনায় তাহা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—জার্ম্মাণ পানজার সৈন্যের একটি দল বড় একটি কারখানা ও শ্রমিকদের আবাসে ঢুকিয়া পড়িতে চেষ্টা করে—শ্রমিকদের ভিতর সাড়া পড়িয়া যায়। অস্ত্র হাতে তাহারা সোভিয়েট ট্যাঙ্কে করিয়া জার্ম্মাণদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ চালাইতে থাকে ও ইতিমধ্যে লাল ফৌজ আসিয়া তাহাদের সাথে যোগ দেয়—জার্ম্মাণ সৈন্য আর আগাইতে পারে নাই।

নারী-শ্রমিকেরাও বসিয়া নাই—তাহারা তাহাদের স্বামীর রাইফেলে গুলি ভরিয়া দিতেছে, জার্ম্মাণ গুলি ও বোমাকে উপেক্ষা করিয়া নগর রক্ষায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ছোট ছোট মেয়ের দল আহতের শুশ্রূষা করিতেছে। সর্ব্বত্র কর্ম্মচাঞ্চল্য, নগররক্ষায় দৃঢ়পণ, দুর্জ্জয় প্রতিরোধ। সহরতলীর সর্ব্বত্র বেরিকেড তোলা হইয়াছে,—নগরের ভিতরও সর্ব্বত্র বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, এমন কি নগরের শ্রেষ্ঠ রাস্তা লেনিনষ্ট্রিটের বহুস্থানেই বেরিকেড তোলা হইয়াছে। ষ্টালিনের নির্দ্দেশ 'প্রতিটি গজের জন্য মরণপণ করিয়া লড়াই কর—শত্রুকে নির্ম্মূল করিয়া দাও। পাল্টা আক্রমণে তাদের ব্যতিব্যস্ত কর, ষ্টালিনগ্রাদকে রক্ষা কর'। সোভিয়েট নগররক্ষীদল তাই আজ সিংহবিক্রমে হিটলারের দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, সোভিয়েট সৈন্য আজ একক ইউরোপের ফাসিষ্ট দৈত্যকে রুখিতেছে।

সোভিয়েটের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচারক কমরেড আলেকজাণ্ড্রোভ বলিয়াছেন, "সোভিয়েট ফৌজ নিজ দেশ রক্ষা ও বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের স্বার্থে একাই লড়িতেছে। মিত্র পক্ষীয়দের সামরিক কাজের দ্বারা শত্রু ফৌজকে পশ্চিমে আকর্ষণ করা হইতেছে না। বরং শত্রু পশ্চিম হইতে আনিয়া সমস্ত শক্তি লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে।" যুদ্ধের এমন সঙ্কটে মিত্রশক্তি আজও নীরব। বিশ্বের জনগণের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া উইল্কি বলিয়াছেন, "এ যুদ্ধ জয়ের জন্য সবচেয়ে বড় কার্য্যকরী সাহায্য আমরা কি করিতে পারি? অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইতেছে সব চেয়ে বড় সাহায্য।',

২৭।৯।৪২

[আলোচনা—৭এর পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অধিকার স্বীকৃত হইলে লীগ আপোষ করিবে, এই কথা ঘোষণা করায় একতার বাস্তব ভিত্তি তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব আজ জেলে, লীগ নেতৃত্ব নিজে আগাইয়া আসিতেছে না বলিয়া নেতাদের চাপ দিবার জন্য দিকে দিকে হিন্দু মুসলমান জন সাধারণের একতার উদ্যোগ সুরু হইয়া গিয়াছে।

হক-শ্যামাপ্রসাদের ভুল

কিন্তু এই সময়ে হক-শ্যামাপ্রসাদ অচল অবস্থা দূর করিবার সংকল্প লইয়া চেষ্টা করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে এই একতা আরো অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। হিন্দু সভার নেতারা সভা সমিতি ডাকিতেছেন, বড়লাটের কাছে দৌড়াইতেছেন, কিন্তু আসলে জাতীয় একতার মূল প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেছেন, এমন কি প্রদেশগুলিতে যথেষ্ট ক্ষমতা না দিবার কথাও বলিতেছেন। ফলে একতা সৃষ্টি ও অচল অবস্থার অবসানের নামে তাঁহারা আরো গোলমাল সৃষ্টি করিতেছেন।

শ্যামাপ্রসাদের আহুত সম্মেলন কিছু করিতে পারিল না দেখিয়া হক সাহেব নিজে দিল্লীতে আর একটা সম্মেলন ডাকিবার খবর রটাইতেছেন। কিন্তু তিনি একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে একতা তৈয়ারীর ভিত্তি দিল্লী নয়—এই বাংলা দেশেই তাহা রহিয়াছে। তাঁহার মন্ত্রীত্ব ও কৃষক প্রজা-পার্টির দ্বারা এই একতা তিনি এদেশে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারেন। এখনকার জনসাধারণের এই সংকট মুহূর্ত্তের দাবী-দাওয়াগুলি আদায় করিতে সাহায্য করিয়া জনগণকে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন। বাংলায় সংকটের অবসান হয় নাই। গতবারে যতখানি জমিতে পাট উৎপাদন হইয়াছিল এবারে তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ বেশী জমিতে হইয়াছে (সরকার প্রদত্ত পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ দ্রষ্টব্য)। ফসল যদি ১৫ ভাগ না বাড়িয়াও থাকে তো জাহাজের অভাবে ও যানবাহনের যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হওয়ায় পাট চাষীর সংকট আরো বাড়িবে। হকের নিজের দলের লোকই স্বীকার করিয়াছে (আনন্দবাজার ২রা আশ্বিন) যে দাম অস্বাভাবিক রূপে কমিয়া গিয়াছে। হককে এই সমস্যা এড়াইয়া গেলে চলিবে না—দিল্লীতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া "কিছু করিতেছি" বলিয়া লোককে ফাঁকি দিয়া জনপ্রিয়তা বজায় রাখা চলিবে না। হক যদি একতা চান তাহা হইলে পাটের দর চাষীদের জন্য ১০৲ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। এ কাজ করিবার ক্ষমতা যদি তাঁহার না থাকে তো তাহা হইলে তাঁহাকে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের এই দাবীর ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করিয়া লড়িতে সাহায্য করিতে হইবে। কেবল ইহাতেই বাংলা দেশের মনের বল অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব—জাপানী আক্রমণ রুখিবার মত সাহস বজায় রাখা সম্ভব এবং ইহার ভিত্তিতে প্রকৃত ঐক্য, প্রকৃত জনঐক্য আন্দোলন সম্ভব হইবে। আজিকার এই অচল অবস্থা দূর করিবার প্রয়োজনে জনমতের সমর্থন মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। দেশরক্ষার দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনগণ বৃহত্তর ঐক্য সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং জাতীয় সরকার অর্জ্জন করিবে।

নির্ভুল পথ

শুধু নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ বা কথাবার্ত্তা চালাইয়া, এমন কি কংগ্রেস-লীগ নেতাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিলেও যথার্থ একতা গড়ে না। কারণ নেতাদের একতা আপনা হইতেই জাতীয় সরকার আনিবে না। তারজন্য কংগ্রেস ও লীগ জনসাধারণকে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন করা চাই, দেশরক্ষার জন্য সমাবেশ করা চাই। দেশরক্ষা সম্পর্কিত যে কোন সমস্যার ভিত্তিতে, দেশরক্ষার মনোভাবকে সবল করিবার জন্য, জনগণের সংগ্রাম ক্ষমতাকে বাড়াইবার জন্য একতা আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে—লীগ, হিন্দুসভা ও কংগ্রেস সেবীদের একত্র করিতে হইবে। "কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, ভারতের সাথে আপোষ কর" প্রভৃতি ধ্বনির পক্ষে লোক সমাবেশের দ্বারা এই আন্দোলন বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। একতা আন্দোলন গড়িবার মত সাধারণ দাবী দেশের মধ্যে বহু রহিয়াছে। প্রত্যেক স্থানে স্থানীয় সমস্যা বা বৃহত্তর রাজনীতিক সমস্যার ভিত্তিকে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সমর্থকদের একত্র করিতে হইবে। প্রতিদিন উহার জন্য আন্দোলন করিয়া এমন বিরাট জনসমাবেশ ও আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার পরিণতিতে কংগ্রেস-লীগ আপোষ নিশ্চিত হইবে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিত হইবে, দেশরক্ষা নিশ্চিত হইবে।

২৮।৯।৪২

বিশেষ জরুরী

ম্যানেজারের নোটিশ

কমরেড এজেণ্টদের জানান হইতেছে যে আগামী অক্টোবর মাস হইতে (জনযুদ্ধ ২৩শ সংখ্যা ৭ই অক্টোবর হইতে) এজেন্সির নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।

ইহা খুব আনন্দের কথা যে আজ এই জাতীয় মহাসঙ্কটে আমাদের পত্রিকার বিক্রি ও চাহিদা খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। "জনযুদ্ধে" নির্দ্দিষ্ট পথই যে আজ জাতির সামনে একমাত্র পথ—আমলাতন্ত্রের বাধা চূর্ণ করিবার, ফ্যাসিষ্টদের রুখিবার ও দেশকে স্বাধীন করিবার একমাত্র পথ, তাহা ক্রমশঃ দেশবাসী অনুভব করিতেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় চাহিদার অনুপাতে আমরা বাজারে কাগজ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। অতি কষ্টে যাহাও বা কাগজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাও অগ্নিমূল্য। এ অবস্থায় এজেন্সির কমিশনের বর্ত্তমান হার বজায় রাখার ফলে যথেষ্ট লোকসান হইতেছে। তাই কমিশনের হার কমান ছাড়া কোন উপায় নাই। আশা করি কমরেড এজেণ্টরা বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিচার করিয়া কমিশনের কমতি হার সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

এজেন্সির নূতন নিয়ম

আগামী অক্টোবর হইতে এজেন্সির নিম্নলিখিত নূতম নিয়ম করা হইল। এ বিষয়ে এজেণ্টদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে :

(১) এজেন্সির কমিশন শতকরা ১২॥০ টাকা হারে দেওয়া হইবে।

(২) ১০ খানা পত্রিকা নিলেই এজেন্সি দেওয়া হইবে। ইহার কমে এজেন্সি দেওয়া হইবে না।

(৩) কমরেড এজেণ্টদের বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন রেলওয়ে পার্শেলেই কাগজ কাগজ গ্রহণ করেন, পোষ্টাল পার্শেলে নয়। পোষ্টাল পার্শেলে পাঠাইবার খরচ অনেক বেশী এবং তাহা পার্টির তরফ হইতে বিশেষ লোকসান। সুতরাং কমরেড এজেণ্টরা যেন এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন।

সম্পাদকীয়

একতার আন্দোলন শক্তিশালী কর

বর্ষা শেষ হইয়া আসিল। ফাসিষ্ট আক্রমণ আসন্ন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সে দিকে হুঁশ নাই। ক্রোধে অন্ধ আমলাতন্ত্র তাহার তূণের শেষ হাতিয়ার জনসাধারণের উপর হানিয়াছে। ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যবাদ আজও তাহার পুরাণো হাতিয়ার—ভেদনীতি ও দমননীতির জোরেই দেশ শাসন করিতে চায়। দেশের দুয়ারে যে ফাসিষ্ট দস্যু দাঁড়াইয়া, সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

দমননীতির আগুণে সারা দেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপর ঘি ঢালিয়া সাম্রাজ্যবাদ আগুণ নিভাইবে ভাবিতেছে। ওদিকে ফাসিষ্ট দস্যুরা যে বেতারে পৈশাচিক উল্লাস সুরু করিয়াছে, দেশের ভিতর পঞ্চমবাহিনী যে পরমানন্দে ইহার সুযোগ নিতেছে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের নাই। প্রকৃত ফাসিষ্ট বিরোধী স্বদেশ প্রেমিকেরা যে এই আগুনের তাপে পঞ্চমবাহিনীর হাতের পুতুল হইয়া পড়িতেছে, তাহাও আমলাতন্ত্রের চোখে পড়ে না।

শুধু ইহাই নয়, দমননীতির সাথে সাথে ভেদনীতির বিষবাষ্পও ছড়ানো সুরু হইয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতাকামী কোটি কোটি জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কংগ্রেসকে কোণঠাসা করিয়া, কংগ্রেসী জনসাধারণ হইতে অন্যান্য স্বদেশপ্রেমিকেদের আলাদা করিয়া দিবার নতুন খেলাও সুরু হইয়াছে। সমস্ত জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, ৪০ কোটি ভারতবাসীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই করিয়া দিলে যে জাতীয় শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে, ফ্যাসিষ্ট দস্যুর পথ সহজ হইবে সে কথা আমলাতন্ত্রের মাথায় ঢোকে না। চার্চিল-ম্যাক্সওয়েল হইতে সুরু করিয়া তাহাদেরই পোঁ-ধরা বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ভারতীয় সদস্যদের মুখেও ঐ একই কথা। কংগ্রেসকে বাদ দাও। ভারতবাসীকে দু ভাগ কর। ভারতের ঐক্য ভাঙ্গিয়া ফেল।

ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরাও সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিবার নামে সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত—ভেদনীতিকেই পুষ্ট করিতেছেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির জালে জড়াইয়া পড়িতেছেন—তাহাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইতেছে না, প্রতিক্রিয়াশীলতাই বাঁচিবার শক্তি পাইতেছে ও ফাসিষ্ট দাসত্বের পথ সুগম হইতেছে। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা ভাবিতেছেন : জাতীয় ঐক্য অসম্ভব—বিপ্লব (?) সোজা! ভাই ভাই এক হওয়া কঠিন, কিন্তু স্বাধীন হওয়া সহজ! চার্চিল-আমেরীর ভেদনীতির কারসাজির কোন উত্তর তাঁহারা দিতে পারিতেছেন না,—তাহাদেরই ফাঁদে পা দিতেছেন, আত্মবিভেদকেই পুষ্ট করিয়া জাতীয় শক্তিকে দুর্ব্বল করিতেছেন। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা উত্তেজনার বশে বিপ্লবের মূল শক্তি—জনসাধারণের শক্তির উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। হতাশা ও ব্যর্থতার নিরাশায় তাঁহারা ভাবিতেছেন হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের একতা অসম্ভব।

ওদিকে শ্যামাপ্রসাদ, সপ্রু, ডাঃ লতিফ প্রমুখ নেতারা দেশকে আত্মহত্যার পথ হইতে সরাইয়া আনিয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনই যে প্রকৃত পথ তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত জাতীয় ঐক্য গঠনের পথে তাঁহারাও আগাইতেছেন না। তাঁহারাও সর্ব্বদলের ঐক্য চান সন্দেহ নাই, কংগ্রেস-লীগ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের নেতাদের দ্বারা গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হউক তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দেশের বিরাট অংশকে বাদ দিয়া, দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক কংগ্রেসকে বাদ দিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। তাই তাঁহারাও প্রকারান্তরে আমলাতন্ত্রের ভেদ নীতির জালেই পা বাড়াইতেছেন। এ কথা আজ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার, দেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও লীগের একতা ব্যতীত জাতীয় ঐক্য অসম্ভব। একমাত্র কংগ্রেস-লীগ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতাদের দ্বারা গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টই সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। ফাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ-সপ্রু-লতিফ প্রমুখ নেতাদেরও জনগণের শক্তিতে আস্থা নাই। তাই তাঁহারা পূর্ণ জাতীয় ঐক্যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

আজ আর সন্দেহ দ্বিধার স্থান নাই। শত্রু দুয়ারে উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসী, সমস্ত দলের সমস্ত শ্রেণীর ভারতবাসীকে আজ বিপুল ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইস্পাতের মত শক্ত এই একতার প্রাচীরে মূর্খ আমলাতন্ত্রের বাধা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ফাসিষ্ট দস্যু চূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহার উপযুক্ত অবস্থাও আজ তৈরী হইতেছে। ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই অনুভব করিতেছেন। পাকিস্তানের প্রাচীর আজ আর একতার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়। হিন্দুমহাসভা মুস্লিম লীগের সাথে আপোষ আলোচনায় রাজী, কথাবার্ত্তাও চলিতেছে। কিন্তু ইহাকে সফল করিতে হইলে অখণ্ড হিন্দুস্তানের জেদ তাঁহাদের ছাড়িতে হইবে। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সামান্য ক্ষমতা রাখিয়া বেশীর ভাগ ক্ষমতাই নতুন ভাবে গঠিত প্রদেশগুলিতে দিতে কংগ্রেস রাজী হইয়াছে। ইহাতে মুসলিম লীগের সাথে আপোষের পথ পরিষ্কার হইয়াছে। জাতীয় ঐক্যের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোন দিনই আসে নাই।

এমন দিনে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ আর মুহূর্ত্তমাত্রও দেরী করিতে রাজী নয়। তাহারা বুঝিতেছে ফাসিষ্ট আক্রমণের আর বিন্দুমাত্র বিলম্বও নাই। তাই নেতাদের মুখের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া জনসাধারণ নিজেরাই অগ্রণী হইয়া আসিতেছে। দেশব্যাপী ঐক্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে শত শত হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ ঐক্যের দাবীতে গণ দরখাস্তে নাম সহি দিতেছেন, আমেদাবাদেও ঐক্যের জন্য গণদরখাস্ত আন্দোলন সুরু হইয়াছে। এলাহাবাদের বিখ্যাত সাহিত্যিকরা গণ ঐক্যের জন্য আন্তরিক আবেদন করিয়াছেন। বাংলা দেশেও জিলায় জিলায় ঐক্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। মুস্লিম ছাত্ররা আজ জাতির এই মহাসংকটে নিজেরাই অগ্রনী হইয়া ঐক্য আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। বরিশাল ও মুন্সিগঞ্জের মুস্লিম ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্ররা জিন্না সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন, এই মুহূর্ত্তেই কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনা চালানো হউক। তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিরও দাবী করিয়াছেন। রংপুর, চট্টগ্রাম ঢাকা, ময়মনসিংহ ও অন্য অনেক জিলায় ঐক্য আন্দোলনের জন্য সভা সমিতি সুরু হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মুসলিম জনসাধারণ ও মুস্লিম লীগ কর্ম্মীরা বিপুল সাড়া দিতেছেন। একতার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কোন দিনই আসে নাই। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কখনও এ বিষয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতে পারে না।

একতার এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী নীতি—ভেদনীতি আজ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শক্ত খুঁটি, পরাধীনতার শিকল সুদৃঢ় রাখিবার হাতিয়ার—ভেদ নীতি আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভেদনীতিকে বাদ দিয়া সাম্রাজ্যবাদ বাঁচিতে পারে না। তাই ভেদনীতির বিরুদ্ধে ৪০ কোটি হিন্দু-মুসলমান নরনারীর বিপুল ঐক্য আন্দোলন পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গিবার আন্দোলন, ফাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আন্দোলন। এ আন্দোলন বর্ত্তমানের দাসত্ব শেষ করিবার ও আসন্ন ভবিষ্যতের গোলামি রুখিবার আন্দোলন। এই একতা আন্দোলনের ভিতর দিয়াই গণশক্তি দানা বাঁধিবে। ইহারই জোরে আমরা নেতাদের মুক্ত করিব, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা খসিয়া পড়িবে, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসিবে।

দেশে যে একতার আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহাকে আজ অক্লান্ত শ্রমে ও অসীম উৎসাহে আগাইয়া নিয়া যাইতে হইবে। **নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট** গঠনের ভিত্তিতে গণ দরখাস্ত করিয়া প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে ও গ্রামে প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতির নাম সহি নিতে হইবে। প্রত্যেক কংগ্রেস ও লীগ কর্ম্মীর নিকট যাইতে হইবে। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের কাছে যাইয়া ধৈর্য্য সহকারে বুঝাইয়া এই একতার আন্দোলনে তাঁহাদের টানিয়া নামাইতে হইবে। দেশের সর্ব্বত্র ঐক্য সভা ও মিছিল করিতে হইবে। সকল দলের সকল সম্প্রদায়ের কর্ম্মীদের লইয়া স্থানীয় ঐক্য কমিটি গড়িতে হইবে।

আজ এমন দেশপ্রেমিক কে আছে যে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি চায় না? কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চায় না? দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের মিলন চায় না? জাতির শ্রেষ্ঠ নেতাদের দ্বারা গঠিত প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চায় না? এমন স্বদেশপ্রেমিক একজনও নাই। তাই ঐক্য আন্দোলনের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনরক্ষা

লুঠতরাজ নয়, একতা গড়ে তোল!

ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকেরা যখন ক্রোধের উত্তেজনায় ধ্বংসমূলক কাজের আত্মঘাতি পথ ধরিয়াছেন, কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তখন অক্লান্ত শ্রমে দেশের ভিতর জন ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য বস্তু সরবরাহের জন্য আন্দোলন করিতেছে, জনরক্ষা বাহিনী গড়িয়া তুলিতেছে।

পতিরাম (বালুরঘাট)—দিনাজপুর জিলার বালুরঘাট সহরে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর উত্তেজিত জনতা যখন ধ্বংসমূলক কাজের ভিতর দিয়া এতদিনের সঞ্চিত রোষের আগুন ছড়াইতেছিল, সহরে অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছিল তখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড গম্ভীর সরকার ও ননী দাসের নেতৃত্বে পাঁচশত বুভুক্ষু হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল কৃষক শান্ত ও সুসংবদ্ধভাবে এক বিরাট ঐক্য শোভাযাত্রা করিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট যাইয়া বুভুক্ষুদের জন্য সাহায্য এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা দাবী করে। মহকুমা হাকিম সুবন্দোবস্ত করিবেন আশ্বাস দেন ও তখনই সার্কেল অফিসারকে দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট নির্দ্দেশ পাঠান। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে একদল বুভুক্ষু কৃষক প্ররোচিত হইয়া আত্রাই নদীর অপর পারে ধানের নৌকা লুঠ করিতে যাইতেছে। তখন এই শোভাযাত্রা সেখানে যাইয়া কৃষকদের শান্ত করে ও ব্যাপারীদের নিকট হইতে সাহায্য আদায় করে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর কুমারগঞ্জ থানার **রাধানগর** গ্রামে কোন এক বড় জোতদারের বাড়ীতে দুই শত বুভুক্ষু কৃষক উপস্থিত হইয়া জোতদারকে ব্যাপারীদের নিকট ধান বিক্রি করিতে নিষেধ করে ও ধান সাহায্য চায়। জোতদার দাবী অস্বীকার করিলে তাহারা গোলা লুঠ করিতে উদ্যত হয়। খবর পাইয়া কমরেড গম্ভীর সরকার ও ননী দাস কৃষকদের শান্ত করেন। কৃষকরা প্রত্যেকে দশ সের করিয়া ধান ধার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লিখিত রসিদ দেয়। জোতদার অগত্যা রাজী হয়। কৃষকরা বুঝিতে পারে, লুঠতরাজ নয়, একতাই বল।

নলিতাবাড়ী (ময়মনসিংহ)—এই অঞ্চলের ৪টি ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কৃষকরা মিলিতভাবে প্রচার স্কোয়াড বাহির করিয়া গত দুই সপ্তাহ যাবৎ প্রতি হাটে প্রচার চালাইতেছে। একদিন ৪টি কৃষক সমিতির প্রায় একশত জন হিন্দু মুসলমান কৃষক একটি স্কোয়াড বাহির করিয়া হালুয়াঘাট, বাখাইতলা, বারুয়ামারী হাটে প্রচার চালায়। তাহাদের শ্লোগান ছিল: জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ একতা চাই, ন্যায্য মূল্যে জিনিষ চাই। হাটে হাটে জনযুদ্ধের ছড়াও মোট প্রায় দেড় হাজার বিক্রি হইয়াছে।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বনকুড়া, বাগবেড় মহুয়াকুড়া, নলকুড়া, গজারীকুড়া, ধাবাপানি, ভারুগাঁও প্রভৃতি গ্রাম হইতে এক শত বুভুক্ষু কৃষক ১০ মাইল পথ শোভাযাত্রা করিয়া জামালপুরের মহকুমা হাকিমের নিকট আসিয়া দাবী পেশ করে: মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মাল সরবরাহ চাই, স্থানীয় প্রয়োজন অনুপাতে চাল মজুত রাখ, প্রতি ইউনিয়নে সরকারী দোকান খোল, পাটের দর ১০৲ টাকা চাই প্রভৃতি। কমরেড ভূপেন নাগ ও কমরেড জলধর পাল কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সখিপুরা (ফরিদপুর)—সখিপুরা ইউনিয়ন কৃষক সমিতি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভিতর প্রচার করিয়া প্রায় ৬শত কৃষকের সহিযুক্ত এক গণ দরখাস্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠায়। দাবী করা হয়: পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কর, হাটে হাটে সরকারী দোকান খোল, কৃষিজ ফসলের দাম বাঁধিয়া দাও, ভূমিহীন ও নৌকাহীনদের কাজ দাও বা অর্থ সাহায্য কর।

রামভদ্রপুর (ফরিদপুর)—নিকটবর্ত্তী ভেদেরগঞ্জ বন্দর চাউল বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। ন্যায্য মূল্যে চাউল সরবরাহ করার জন্য একদল ভলান্টিয়ার বন্দরে যাইয়া মহাজনদের নিকট দাবী করে। অনেক আলোচনার পর মহাজনরা রাজী হয় বটে কিন্তু মজুদ চাউল না থাকায় বিশেষ ফল হয় না। তখন তিন শত কৃষকের সহিযুক্ত এক গণ দরখাস্ত মহকুমা হাকিমের নিকট পাঠানো হয়। বিশ্বস্ত দোকানদারকে চাউল সরবরাহ করিতে সরকার রাজী হইয়াছে। এদিকে কৃষক সমিতি হইতে সরকারী রেটে কেরোসিন তেল বিক্রি করা হইতেছে।

বর্দ্ধমান—কেরোসিন, চিনি, চাল প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য জিনিষের জন্য সহরে সরকারী দোকান খুলিবার দাবী করিয়া প্রতি মহল্লায় সভা করা হইতেছে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গণ দরখাস্ত পেশ করা হইতেছে।

জনরক্ষী শিক্ষা শিবির

বগুড়া—গত ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে জিলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ১২ জন ছাত্র লইয়া একটি শিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছে। স্কোয়াড ড্রিল, ফার্ষ্ট এইড, এ, আর, পি, গরিলা কৌশল, বর্ত্তমান রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ১৫ দিনে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিন মাস পর্য্যন্ত এক ব্যাচে ১২ জন করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাপ দস্যুদের রুখিবার জন্য

শ্রমিকদের শক্তি বাড়াও

কলিকাতা—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান্ সেইলরস্ ইউনিয়ন ও কোয়াটার মাষ্টারস ইউনিয়নের যুক্ত প্রচেষ্টায় ভারতীয় নাবিকদের মোস্লেম ইনষ্টিটিউটে এক সাধারণ সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহম্মদ। বর্ষা বাদল সত্বেও সভায় যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে সভাপতি মহাশয় ও কমরেড ভূপেন দত্ত বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। কমরেড সুধীন প্রামানিক নাবিকদের দাবী দাওয়ার উপর একটি বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়াও কমরেড মজিবর রহমান ও ডাঃ এ, মালিক এম, এল, এ সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত সশস্ত্র বাহিনী গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা—সম্প্রতি বিড়ি ইউনিয়নের উদ্যোগে ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে বিড়ি শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভাতে বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, বেগম সাকিনা, ইসমাইল, রণেন সেন প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা দেন। নিম্নলিখিত দাবীগুলি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। (১) বিড়ি কারিগরদের দৈনিক মজুরীর হার ১/১০ করিতে হইবে। (২) বিড়িপাতার মূল্য যাহাতে ব্যবসায়ীরা খাম খেয়ালীভাবে না বাড়াইতে পারে তাহার জন্য লেবর কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করা। (৩) সরকারের আদেশানুযায়ী বাড়ী ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ কমাইতে বাড়ীওয়ালাদের বাধ্য করা।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর **জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিয়নের** ৪ জন কর্ম্মীকে হঠাৎ কারখানা হইতে সেল্‌স্ ডিপোতে বদলী করার হুকুম দেওয়া হয়। শ্রমিকরা এই হুকুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং এই হুকুম রদ করিবার দাবী জানায়। মালিকেরা রাজী না হওয়াতে ঐ দিবস হইতে অবস্থান ধর্ম্মঘট সুরু হয়। গত ২২শে সেপ্টেম্বর লেবর কমিশনারের প্রতিশ্রুতিতে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট উঠাইয়া লয়। শ্রমিকদের দাবী এডজুডিকেশনে পাঠান হইয়াছে।

রাজগঞ্জ—ন্যাশনাল জুট মিলে ৬০ খানি তাঁতে স্যাক ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারী হইত। প্রতি থান তৈয়ারীর মজুরী ছিল ১৷৵০, সম্প্রতি আদেশ জারী করা হইয়াছে যে প্রতি থানে মজুরী ১৵০ দেওয়া হইবে। ইহাতে প্রতি থানে ।৵০ মজুরী কমিয়া গেল। এই নূতন হুকুমে শ্রমিকদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে ফলে 'হপ্তা' না পাইবার মনোভাবও দেখা দিয়াছে। এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্য লেবর কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করা হইয়াছে—শ্রমিকদের দাবী—মজুরী কাটা বন্ধ করিতেই হইবে।

গত ২৩সে সেপ্টেম্বর **চেঙ্গাইল** এলাকায় চটকল শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন কমরেড আব্দুল মোমিন। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের উপর কমরেড বীরেন বানার্জ্জী, ধীরেন দে ও জীবন মাইতি বক্তৃতা করেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর **হাওড়া পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়** মজুররা এই যুদ্ধে তাহাদের দায়িত্বের কথা জানাইয়া জয়লাভের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত দাবীগুলি দিয়া মালিকদের কাছে এক গণদরখাস্ত পেষ করে: (১) ১০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা (২) টাকায় চারি আনা মাহিনা বৃদ্ধি (৩) প্রত্যেককে বার আনা সাইরেন এলাউয়েন্স (৪) বোমার হাত হইতে বাঁচিবার পাকা আশ্রয়স্থান (৫) কোম্পানীর দোকান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত।

হাওড়া বার্ণ কোম্পানীতে কিছু দিন আগে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং শ্রমিকদের দাবী আংশিকভাবে পূরণ হওয়াতে ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিক সাফল্যে কোম্পানী সুখী হইতে পারে নাই। তাই শ্রমিকদের নানা অসুবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। শনিবার পুরা কাজ করিবার এক নোটীশও দেওয়া হয়। এই নূতন হুকুমে শ্রমিক ভাইরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)—স্থানীয় চিত্তরঞ্জন কটন মিলের ফাসিবিরোধী শ্রমিক কর্ম্মী কমরেড নলিনী ভট্টাচার্য্যকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মিল কর্ত্তৃপক্ষের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ঢাকা জেলা টেকস্‌টাইল ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কমরেড ভট্টাচার্য্যকে কাজে পুনরায় নেওয়ার জন্য এক গণ দরখাস্তে শ্রমিকদের সহি নিতেছিল বলিয়া আরও ২ জন শ্রমিক কর্ম্মীকে কাজ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকরা মালিকদের এই আচরণে খুবই বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (কুমিল্লা)—গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সদ্যমুক্ত কমরেড আবদুল্লা রসুল স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকদের এক সভায় জনযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। কমরেড অমূল্য কাঞ্চন দত্তরায় শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সভায় বিশদভাবে আলোচনা করেন।

রামভদ্রপুর—১০ জন ভলান্টিয়ার লইয়া একটি গরিলা বাহিনী গঠিত হইয়াছে। তাহাদের ড্রিল, গরিলা কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ৬ জন মেয়ে লইয়া একটি **মহিলা রেড ক্রস বাহিনীও** গঠন করা হইয়াছে।

দেশপ্রেমিকের স্থান

কারাগারে নয়, জনগণের মাঝে

পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মুক্তি চাই

চেঙ্গাইল মজুরদের দাবী—গত ২০শে সেপ্টেম্বর চেঙ্গাইল এলাকার চটকল মজুরদের এক বিরাট সভায় দাবী করা হইয়াছে: কমিউনিষ্ট নেতা পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে সমস্ত মামলা তুলিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রকাশ্যে আসিয়া কাজ করিবার সুবিধা দেওয়া হউক। জাতির এই সংকটে জাতীয় ঐক্য গঠন ও ফাসিষ্টদের রুখিবার কাজে তাঁহাদের স্বাধীনতা চাই।

রাজগঞ্জ—রাজগঞ্জ ও মাণিকপুরের শ্রমিক সংগঠন কমিটির সভায় কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে মামলা তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে স্বাধীন ও প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কুষ্টিয়া—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভায় বাংলাদেশের খ্যাতনামা ও লোকপ্রিয় কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে মামলা প্রত্যাহার ও প্রকাশ্যে কাজ করিতে দিবার দাবী করা হয়।

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

রামভদ্রপুর (ফরিদপুর)—স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি ও মহিলা সমিতি কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তির দাবী জানাইয়া ৪০০ হিন্দু-মুসলমানের সহিযুক্ত এক গণদরখাস্ত মাদ্রাজ সরকারের নিকট পাঠাইয়াছে।

বগুড়া—কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও মুক্তির দাবী জানাইয়া ৫০ জন কৃষক ও ছাত্রের সহিযুক্ত এক দরখাস্ত কেন্দ্রীয় ও মাদ্রাজ সরকারের নিকট পাঠান হইয়াছে।

শচীন করের চিঠি

কমরেড শচীন কর ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর এই চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন: "কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় আমরা যে কি পরিমাণে সুখী হইয়াছি তাহা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ না পাইলেও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিবে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় জনগণেরই জয় সূচীত হইল। সকল পার্টিসভ্যকে অভিনন্দন জানাইবে। ১৯৩৭ সালে আন্দামান হইতে আমরা গান্ধিজীর মারফৎ দেশবাসীকে জানাইয়াছিলাম যে সন্ত্রাসবাদের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই। তার বহু পূর্ব্বেই আমরা অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীরা মার্ক্স্‌বাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদী হইলেও আমরা কমিউনিষ্ট।

শত্রু দরজায়। এই সর্ব্ব বৃহৎ সংকটে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরাট দায়িত্ব জাতীয় ঐক্য গঠন। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেখানে বিরাট জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস আছে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও ফাসিবাদ ধ্বংসের জন্য কোন কাজকেই অসম্ভব মনে করে না। বাংলার কমিউনিষ্টদের দায়িত্ব আরো বেশী। আসন্ন জাপ আক্রমণের প্রথম চোট পড়িবে বাংলার উপর। বাংলার নরনারী যেন ইহার উত্তর দেয়।"

১৯২৯ সালে কমরেড শচীন কর মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধরা পড়েন ও পরে জেল হইতে পলায়ন করেন। আবার ধরা পড়িয়া তাঁহার মোট সাড়ে চৌদ্দ বছরের সাজা হয়। জেলেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছেন। আজ জাতির এই সংকটে আমরা তাঁহার মুক্তি চাই।

হুগলীতে পার্টি অফিস

গত ২০শে সেপ্টেম্বর কমরেড ধরণী গোস্বামীর সভাপতিত্বে চুঁচড়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির হুগলী জিলা কমিটির অফিস উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। জিলার বিভিন্ন দিক হইতে দলে দলে কর্ম্মী এই উপলক্ষে একত্রিত হইয়া পার্টির উপর নিজেদের গভীর আস্থা জ্ঞাপন করেন। পার্টির প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড আবদুল মোমিন ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি জোরালো বক্তৃতায় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহা ছাড়া কমরেড মনিকুন্তলা সেন ও জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড কালীচরণ ঘোষ এবং কমরেড বিজয় মোদক প্রভৃতিও সভায় সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। পার্টি অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে জিলার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মীদের ভিতর খুব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

রংপুরে পার্টি দিবস

কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ করা উপলক্ষে রংপুরে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভা ও শোভাযাত্রার অনুমতি মিলে নাই। সুতরাং প্রোগ্রামের কিছু অদল বদল করিয়া অনুষ্ঠান পালিত হইয়াছে। জিলার নানা স্থান হইতে পদব্রজে ও ট্রেণে বহু কর্ম্মী সহরে আসেন। কমরেড মনিকৃষ্ণ সেন রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রায় ৩৫০ জন পার্টি কর্ম্মী পতাকা অভিবাদন করেন। জিলা কমিটির তরফ হইতে কমরেড সুধীর মুখার্জ্জী সমবেত কর্ম্মীদের পার্টি শ্লোগানগুলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন।

একতার পথে জনগণ

খুলনা—দৌলতপুর কলেজ প্রাইমারী কমিটীর উদ্যোগে এখানে একটি 'ঐক্য বাহিনী' গঠিত হইয়াছে। গত একমাস ধরিয়া এই বাহিনী সাফল্যের সহিত প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। স্থানীয় বাজারের জিনিষপত্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বগুড়া—জিলা ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রেরা ৪।৫ জনের একটি স্কোয়াড গঠন করিয়া জনসঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা ট্রেনে ট্রেনে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রচার কার্য্য চালাইতেছে।

ঢাকা—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর **মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় সোনারপুর গ্রামে** কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভাতে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিল, তাহার ভিতর ২৫০ জনের বেশী কৃষক। সভাপতি হইয়াছিলেন বেণু বেপারী। সামসুদ্দিন আমেদ ও ওয়াহেব সাহেব কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় সরকার কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড সমীন হোর কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

নারায়ণগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলীম ছাত্র লীগ যুক্তভাবে জাতীয় ঐক্যের উপর জোর দিয়া এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছে। ইস্তাহারে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠন ও ফাসিষ্ট আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার দাবী জানানো হইয়াছে।

হাসাইল গ্রামে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কৃষক সমিতি ও মুসলীম লীগের উদ্যোগে একটি সভা হয়। সভায় যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে মুসলমান কৃষকই বেশী। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জালিম মিঞা। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, কমরেড হারিশের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ, কাইয়ুর কমরেডদের মুক্তিদাবী এবং কমরেড আনন্দ গুপ্তের মুক্তির দাবী করিয়া সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমরেড সুশীল চক্রবর্ত্তী, শৈলেন পর্ব্বত, সুদর্শন চক্রবর্ত্তী ও মনোরঞ্জন চাটার্জ্জী সভায় বক্তৃতা করেন।

ময়মনসিংহ—গত ১২ই সেপ্টেম্বর ঈশ্বরগঞ্জে একটি ফাসিবিরোধী জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় পাঁচ শতেরও বেশী লোক হইয়াছিল, তন্মধ্যে কৃষকই সংখ্যায় অধিক। সভায় সভাপতি ছিলেন কমরেড নিখিল চৌধুরী। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, ফাসি-বিরোধী প্রচার ও সংগঠন, জাতীয় নেতাদের মুক্তি সম্পর্কে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য ও পবিত্রশঙ্কর রায় সভায় বক্তৃতা করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর গৌরীপুরে আর একটি ফাসি-বিরোধী সভা হয়, চার শতের বেশী লোক উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীযুত যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য। জাতীয় একতার উপর জোর দিয়া সভায় কমরেড নিখিল চৌধুরী, পবিত্রশঙ্কর রায়, ফটিক সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

আন্দোলনে বাধা

জাতির এই মহাসংকটে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া কমিউনিষ্টরা ফাসিষ্ট আক্রমণের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য অক্লান্ত শ্রম করিতেছেন। কিন্তু মূর্খ আমলাতন্ত্র কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া বাধার সৃষ্টি করিতেছে। আমরা অবিলম্বে সদ্যবন্দী এইসব কমরেডদের মুক্তি চাই।

কলিকাতা—কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিলে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর পুলিশ কমরেড হৃষি ব্যানার্জ্জীকে গ্রেপ্তার করে।

হাওড়া—কমরেড নূর হোসেন।

বর্দ্ধমান—রায়নার কমরেড বিপদবরণ রায়, পাঁচু গুহ, কালীপদ মণ্ডল।

ফরিদপুর—কমরেড ইন্দু দাস ও ধীরেন বিশ্বাস।

বীরভূম—কমরেড নরহরি দত্ত, সমাধীশ রায় (পুনরায় নিষেধাজ্ঞা)।

বরিশাল—কমরেড বিনোদ মজুমদার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—কমরেড নৃপেন (ভানু) ঘোষ।

সিলেট—নিবারণ দত্ত, রাধারঞ্জন দে, জীতেন শর্ম্মা।

খড়্গপুরে নিষেধাজ্ঞা—খড়্গপুরের সরকারী কর্ত্তারা হুকুম দিয়াছেন, ফাসিবাদ বিরোধী সভা করিতে পার কিন্তু মজুরদের দাবী বা ইউনিয়ান সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিবে না। মজুররা যদি ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ না হয়, তাহাদের দৈনন্দিন দুঃখকষ্টের কথা জানাইবার যদি সুযোগ না পায়, তাহা হইলে তাহারা ফাসিষ্টদের রুখিবে কি করিয়া, এ কথাটাও কি কর্ত্তাদের মাথায় ঢোকে না?

চার্চিলের প্রতিবাদে

বরিশাল—চার্চিলের স্পর্দ্ধিত উক্তির প্রতিবাদ জানাইতে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি সহরে বি, এম, কলেজের ছাত্রদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। চার্চিলের বক্তৃতায় তীব্র নিন্দা জানাইয়া এবং অবিলম্বে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া চার্চিলের কথার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণকে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পটুয়াখালিতে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কমরেড হীরালাল দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। উকিল, মোক্তার, ছাত্র প্রভৃতি নিয়া সভায় প্রায় ৪০০ লোক উপস্থিত ছিল। কমরেড নৃপেন সেন চার্চিলের বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

ছাত্র কমরেডদের প্রতি

জাতীয় সঙ্কটে ছাত্র আন্দোলন

এই মাসের ৫ই থেকে ১০ই পর্য্যন্ত নিঃ ভাঃ ছাঃ ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটীর যে সভা বোম্বাইতে হয়ে গেল সেখানে দুটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে—প্রথমটী National Crisis and National Defence; দ্বিতীয়টী Students in the National Crisis। প্রথম প্রস্তাবটী, ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বর্ত্তমান সঙ্কটের বিশ্লেষণ করে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করেছে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে ছাত্র আন্দোলনের উপর এই সঙ্কটের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং ফলাফল লক্ষ্য করে ছাত্রকর্ম্মীদের কর্ম্মসূচী এবং কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেছে। ছাত্রকর্ম্মীরা যদি এই মূল সূত্রটী বুঝতে পারেন—কোন নূতন অবস্থায় এবং নূতন সমস্যার সম্মুখেই বিভ্রান্ত হতে হবে না। তাই প্রত্যেকটী ছাত্রকর্ম্মী বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় ছাত্রকর্ম্মীর এই প্রস্তাব দুটী বার বার পড়া এবং বোঝান অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে একটী করে মন্তব্য প্রকাশ করবো, তা ছাড়া নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের তরফ থেকেও যে সব মন্তব্য আসবে তাও প্রচারের ব্যবস্থা করব।

প্রস্তাব দুটীর মূল বক্তব্য :—

National Crisis & National Defence প্রস্তাবে দেখান হয়েছে যে (১) বর্ত্তমান সঙ্কট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি, তাদের উদ্দেশ্য জাতীয় সরকারের দাবীকে দুর্ব্বল করবার জন্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনকেই চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দেওয়া। আমাদের জাতীয় অন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই জেহাদ। এই জেহাদ ঘোষণা করা হল ঠিক সেই সময় যখন কংগ্রেস দেশরক্ষার দায়িত্বকে জাতীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করলো, শুধু তাই নয়, এই দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে আরও খানিকটা এগিয়ে আসছিল। ভারতকে ফ্যাসীবাদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমলাতন্ত্রের এই শেষ বেপরোয়া চেষ্টা। (২) কিন্তু দমননীতির ফলে আমলাতন্ত্রের একটী উদ্দেশ্যও সফল হয় নি—সমস্ত দেশে স্বাধীনতার আকাখা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, কংগ্রেসের দাবীর প্রতিচ্ছবি মুসলিম লীগ থেকে সুরু করে সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এসেছে। কংগ্রেসকে ভারতবাসীর কাছে বেআইনী করতে গিয়ে আমলাতন্ত্রই সমস্ত দেশের চরম ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। (৩) এই অবস্থায় সমস্ত জাতির বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য—(ক) আমলাতন্ত্রের এই চরম দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সমস্ত জাতিকে কংগ্রেসের 'দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্টে'র দাবীর পিছনে মিলিত করান—(খ) জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী আন্দোলনে সমস্ত দেশসেবক প্রতিষ্ঠানকে সংহত করা। "আমলাতন্ত্রের পীড়ন-নীতি সত্ত্বেও যে ঐক্য সমস্ত দেশে গড়ে উঠেছে তাকে সক্রিয় ঐক্যে পরিণত করা। তাই জাতীয় ঐক্যই আজ জাতীয় সঙ্কটে একমাত্র উপায়। জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রামই আজ স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র বিপ্লবী পথ।" (Reso. on National Defence and National Crisis, Para 23).

দ্বিতীয় প্রস্তাবের মূল বক্তব্য (Student in the National Crisis):

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ছাত্রেরা ছাত্র হিসাবে জাতির এই সঙ্কট সময়ে কি অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাই নিয়েই বিশদ আলোচনা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে ছাত্র সমাজ ও ছাত্র আন্দোলন একটী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। আমলাতন্ত্র ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ঐক্য ও ছাত্র আন্দোলনকে ভয় পায়, তাই আন্দোলনকে পিষে মারবার জন্য আমলাতন্ত্র আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এর আগেও ছাত্র আন্দোলনকে পঙ্গু করবার জন্য D. P. I. Circular ইত্যাদির ভিতর দিয়ে আমলাতন্ত্র চাল চেলেছে, কিন্তু আন্দোলনকে পঙ্গু করা দূরে থাকুক A. I. S. F. আমলাতন্ত্রের প্রত্যেকটী চালকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ও দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের শিকড় উপড়ে ফেলবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। ছাত্র আন্দোলনের শক্তি এবং মূলধন হচ্ছে ছাত্র ঐক্য, তাই ধাপে ধাপে ছাত্র ঐক্যের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করবার জন্য আমলাতন্ত্র ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে। কি ভাবে?—(১) সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে, ফলে স্কুল কলেজের বাইরে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের মিলিত হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে।

(২) ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন উপায়ে তাদের ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে ও তারপর সাধারণ ছাত্রদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ্জ ইত্যাদি নানা প্রকার জুলুমবাজীর ভিতর দিয়ে তাদের সংহতিকে শিথিল করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৩) কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন স্কুল কলেজে সভাসমিতির ভিতর দিয়ে ছাত্রসমাজ আবার ঐক্য ও সংগঠনের পথে এগিয়ে চললো—তখন স্কুল কলেজে সভা করা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হলো [অবশ্য বাংলা দেশে ওধাপে পৌছবার আগেই চতুর্থ ধাপের আশ্রয় নেওয়া হলো]

(৪) এই তিনটী ধাপ পেরিয়ে গিয়ে ছাত্র ঐক্যের প্রতি আমলাতন্ত্র হানল তার শেষ মারণ অস্ত্র—স্কুল কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। রাজনীতি আলোচনা করা দূরে থাকুক পরস্পর দেখাশুনা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল আমলাতন্ত্র।

সমস্ত ভারতে ছাত্র আন্দোলন, তথা ছাত্রঐক্য, তথা A. I. S. F. এর মূল ভিত্তিকেই উৎপাটিত করবার জন্য এই হচ্ছে আমলাতন্ত্রের নীতি।

এই চরম অবস্থা সত্ত্বেও ছাত্রসমাজকে এই নির্লজ্জনীতির প্রত্যুত্তর দিতে হবে। ছাত্র আন্দোলনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার এ ভীতির একমাত্র জবাব—বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজকে A. I. S. F. আন্দোলনে সংগঠিত করা।

যে ভাবে আমাদের অধিকার হরণ করে ছাত্রঐক্যকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই ধাপে ধাপে আমাদের ঐক্য, সংগঠন ও আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আমাদের সে অধিকার অর্জ্জন করতে হবে। ছাত্র ঐক্যের জন্যই আমাদের আন্দোলন সুরু করতে হবে। যে পরিমাণ ঐক্য আমরা গঠন করতে পারবো ঠিক সেই পরিমাণেই আমলাতন্ত্রের হাত থেকে আমাদের অধিকার আমরা ছিনিয়ে আনতে পারবো। তাই আন্দোলনের প্রথম ধাপে আমাদের প্রথম দাবী "স্কুল কলেজ খুলতে হবে।" এই দাবীর পেছনে আমরা যদি সমস্ত ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তবে আমাদের জয় সুনিশ্চিত ও স্কুল কলেজ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে সভা সমিতি করবার অধিকারও আমরা অর্জ্জন করতে পারব ও ধীরে ধীরে আমাদের বৃহত্তর ঐক্য ও সংগঠনের ভিতর দিয়ে আমরা জাতীয় নেতাদের মুক্তি আন্দোলন ও পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার অধিকার ও শক্তি দুইই অর্জ্জন করতে পারবো। এ সংগ্রাম জাতীয় সঙ্কটে জাতিকে আসন্ন মৃত্যুর গহ্বর থেকে বাঁচানর জন্য দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন সুরু হয়েছে তারই একটা বিশিষ্ট অংশ। আমলাতন্ত্র চায় ছাত্র ঐক্যকে বিনষ্ট করতে, জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করতে—কেননা দেশের অনৈক্যই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ১৫০ বছরের বনিয়াদ। আমরা চাই ছাত্র ঐক্য গঠন করে জাতীয় ঐক্যের পথকে প্রশস্ত করতে। তাই আমরা মনে করি ছাত্র আন্দোলনের বর্ত্তমান দাবীর পেছনে আমরা দল নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী ছাত্রকেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারব।

বাংলাদেশে স্কুল কলেজগুলো একে একে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে; কলকাতায় কলেজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দাবী "স্কুল কলেজ খুলতে হবে।" প্রত্যেকটী ছাত্রকে আজ বুঝতে হবে এই দাবী সফল হবার অর্থ আমলাতন্ত্রের প্রথম পরাজয়, ছাত্র সমাজকে অনৈক্যের গহ্বরে টেনে নিয়ে আন্দোলনকে পঙ্গু করবার আমলাতান্ত্রিক নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা।

আমরা এমন কোন আন্দোলন করব না যা আমলাতন্ত্রের শক্তি যোগায় অর্থাৎ আমাদের অনৈক্য বাড়ায়। ছাত্র আন্দোলনের চাবিকাঠি হচ্ছে ঐক্য—এই ঐক্যকে ব্যাপকতর করাই হচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ছাত্রসমাজ জাতির একটী বিচ্ছিন্ন অংশ নয়, বিশিষ্ট অংশ। ছাত্রআন্দোলনের ভিতর দিয়ে যে ভাবে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি ভাবেই ছাত্র ঐক্যের ভিতর দিয়েই জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে ছাত্রসমাজের সামনে A. I. S. F নিম্নলিখিত দাবী ও কর্ম্মসূচী পেশ করেছে:—(১) স্কুল কলেজ বন্ধ করা চলবে না। (২) স্কুল কলেজের মধ্যে সভা করার অধিকার আদায় করা চাই। (৩) স্বেচ্ছাসেবকদ্বারা সুসংগঠিত সভা ও শোভাযাত্রায় বাধা চলবে না। কোন ছাত্রকে ধর্ম্মঘটের জন্য কোন রকম শাস্তি দেওয়া চলবে না।

এই সুযোগগুলির অভাব আজ ছাত্রদের প্রত্যক্ষ একতা অসম্ভব করে তুলেছে—রাজনৈতিক একতা ত' দূরের কথা। সুতরাং এই দাবীগুলো অর্জ্জন করার মধ্য দিয়েই আমরা ছাত্র ঐক্য সম্ভব করে তুলব। ছাত্র ঐক্যই আজ আমাদের একমাত্র পথ এবং আশু উদ্দেশ্য। সমস্ত প্রশ্ন এবং সমস্যাকে এই ছাত্র ঐক্যের দিক থেকে বিচার করতে হবে। ছাত্র-ঐক্য মানে আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্যকে বিফল করা, ছাত্রদের সংহতিকে নষ্ট না হতে দেওয়া। প্রশ্ন এই, ধর্ম্মঘট করব কি করব না। ধর্ম্মঘট করলে ছাত্র ঐক্য ব্যাহত হবে, না না করলে ব্যাহত হবে—এই ভাবেই বিচার করতে হবে। অন্যদিকে স্কুল কলেজ খোলার দাবীর অর্থ এই নয় যে খোলা থাকলে বা খোলাতে পারলে আমরা ক্লাশে গিয়ে বসে থাকব। ছাত্র-সাধারণই মিলিত ভাবে ভোটে স্থির করবে তারা ক্লাশে যাবে কিনা, এবং আমরা সে সিদ্ধান্তই মেনে চলব। আমাদের কাজ ছাত্রসাধারণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা, তাদের উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াও নয়—তাদের ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ায় নয়।

বঙ্গীয় ছাত্র ফ্রাকসন।

দর্শনার শ্রমিকদের দাবী

[আবদুল মোমিন]

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দর্শনা ষ্টেশনে মেসার্স কেরু এণ্ড কোম্পানীর একটি মদ চুলাই এবং চিনি তৈরীর কারখানা আছে। উক্ত কারখানায় বর্ষাকালে প্রায় ৩০০ এবং শীতকালে প্রায় ৬০০ শত শ্রমিক কাজ করে। এছাড়া কোম্পানীর অধীনে আখের চাষ হয়। তাহার ১০টী কেন্দ্রে প্রায় ২০০০ শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। কারখানার বিভিন্ন বিভাগে মেসিন চালাইবার জন্য যে সব মিস্ত্রী আছে তাহাদের বেতন অত্যন্ত কম,—মদ চুলাই বিভাগে সর্ব্বোচ্চ বেতন ৪০ টাকা এবং চিনি তৈরীর বিভাগে ৪০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ টাকা, ২।১ জন ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। কিন্তু মিস্ত্রীর সাহায্যকারীদের বেতন কোন ক্ষেত্রেই ২৫ টাকার বেশী নয়। ইহা ছাড়া খালাসী আছে। তাহাদের মাত্র ১৫ টাকা। খালাসী ও সাহায্যকারীদের সংখ্যা সব চাইতে বেশী এবং তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। যাহারা দৈনিক মজুরি করে তাহাদের চিনি বিভাগের বেতন ।৵০, মদ চুলাইএ ।১০ এবং আখের চাষে নিযুক্ত মজুরের বেতন মাত্র ।১০ আনা। সকলকেই ৯ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকেরা আবেদন নিবেদন করিয়াও বিশেষ ফল পায় নাই। যুদ্ধ আরম্ভের অনেক পরে অনেক চেষ্টার পর '৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে কোম্পানী ৫০ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা বেতন পায় তাহাদের মাথাপিছু মাসিক ১।০ মাগ্‌গী ভাতা মঞ্জুর করে। তার পরে আর কিছু বিবেচনা করিতে রাজী হয় না। শ্রমিকেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতে থাকে, ইউনিয়ন গঠন করে। কিন্তু তাহাও আমলাতন্ত্রের জুলুমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এদিকে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণ কর্ত্তৃক সোভিয়েট রুশ আক্রমণের পর যখন যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তিত হয় তখন হইতেই শ্রমিকদের ভিতর আবার নূতন উদ্যম দেখা দেয়। তাহারা বহু ফ্যাসি-বিরোধী সভাসমিতি করে এবং জাপ আক্রমণ হইতে মাতৃভূমিকে বাঁচাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ফ্যাসি-বিরোধী মিটিংগুলিতে কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণও যোগদান করিয়া শ্রমিকদের উৎসাহ দিতেন। কিন্তু শ্রমিকেরা যখন মাগ্‌গী-ভাতা দাবী করিল এবং নূতন করিয়া ইউনিয়ন গঠন করিল, তখনই তাঁহারা মহা রাগান্বিত হইলেন। শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ চাপে তাঁহারা গত জুলাই মাস হইতে ১৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত যাহাদের বেতন, তাহাদের জন্য ৪ টাকা এবং তদুর্দ্ধদের জন্য শতকরা ১০ টাকা হারে মাগ্‌গী-ভাতা মঞ্জুর করিলেন; কিন্তু ইউনিয়নের বিরোধীতা সুরু করিলেন। যাহারা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে তাহাদের কোন প্রকার ভাতা দিবার ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে—শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না দিয়া বা তাহাদের ইউনিয়নের বিরোধিতা করিয়া কি কোম্পানী ফ্যাসী-বিরোধী লড়াইয়ে জয়লাভ করিতে চান? আজকের দিনে ঐক্যই হইতেছে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন বা সংগ্রামের শক্তি। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এই কথা স্মরণ করিয়া শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতা করিতে বিরত হইবেন কি?

আলোচনা

লালফৌজ একা লড়িতেছে

ষ্টালিনগ্রাডের রণক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণের ভাগ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু লালফৌজের অমিত বিক্রমে আপাতত ষ্টালিনগ্রাড রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ষ্টকহলমের ২৬শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, "বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কো রুশিয়ার অনুকূলে শীঘ্রই ষ্টালিনগ্রাড যুদ্ধের মোড় ফিরাইতে পারিবেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে জার্ম্মাণবাহিনী রুশরক্ষী সৈন্য ও সহায়কারী সৈন্যদের মধ্যে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কিছুটা অপসারিত হইয়াছে।" কিন্তু এই কার্য্যে রুশবাহিনী গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতেছে—অসংখ্য বীর লাল সৈনিকের প্রাণ দিতে হইয়াছে—প্রচুর সমরোপকরণ ধ্বংস হইয়াছে—অনেকখানি মূল্যবান জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো লোকক্ষয়, সমরোপকরণ ক্ষয় ও ককেশাসের মত মূল্যবান দেশ ক্ষয়ের আশঙ্কা রহিয়াছে। নাৎসিরা বলিতেছে তাহারা ষ্টালিনগ্রাড দখল করিতে না পারিলে ষ্টালিনগ্রাডের পাশ কাটাইয়া আষ্ট্রাকানের দিকে ধাওয়া করিবে। রুশ-বাহিনীর সামনে যে গুরুতর বিপদ এবং সেই বিপদের সামনে দাঁড়াইয়া তাহারা যে একক লড়িয়াছে—তাহা রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা কমরেড আলেকজাণ্ড্রভের ২৬শে সেপ্টেম্বরের বিবৃতি হইতে জানা যায়।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী

রাশিয়ার জনগণ প্রত্যেকেই মনে করে যে মিত্রশক্তিবর্গ তাহাদের একলা ফেলিয়া রাখিয়াছে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মস্কো হইতে এক বিবৃতিতে বলেন যে তাঁহাকে অন্ততঃ ৫০ বার দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। রয়টারের খবরে প্রকাশ মিঃ উইল্কি আমেরিকায় ফিরিয়া একথা বলিবেন যে, সোভিয়েট জনসাধারণের নিঃসন্দেহ ধারণা যে বিপদকালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এবং তাঁহার বিবেচনায় ষ্টালিনগ্রাডের রণক্ষেত্রকে আমেরিকা ও বৃটেনের রণক্ষেত্র হিসাবেই ধরা উচিত।

দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলিবার দাবী পৃথিবীর সব জায়গা হইতে উঠিতেছে এবং এইজন্য আন্দোলনও ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা হইবে বলিয়া যে স্তোকবাক্য ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ দিতেছে, তাহার তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বিখ্যাত সমরনীতিবিশারদ ম্যাক্স ওয়ার্ণার বলিয়াছেন: "হিটলারের টাইমটেবলের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ টাইম টেবল পারিয়া উঠিবে না—পিছাইয়া পড়িবে। ১৯৪২ সালের মধ্যে যুদ্ধের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য হিটলার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। জার্ম্মাণও তাহার মিত্রশক্তির সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি শুধু এই একটী মাত্র কাজের জন্য নিয়োজিত করিয়াছে।" কিন্তু বৃটিশ শাসকবর্গ পুরাতন ধাপ্পাবাজি ও আত্মপ্রশংসার নীতিই চালাইতে যাইতেছে। ২৬শে সেপ্টেম্বর লিমিংটনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ইডেন বলিয়াছেন: "রাশিয়ায় বহু সংখ্যক ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামান তাহাদের সঙ্কটকালে পৌঁছিয়াছে।… এক দেশের সহিত আর এক দেশের সম্ভাব রক্ষা বহু জিনিষের উপর নির্ভর করে। সর্ব্বোপরি এই সম্ভাব পারস্পারিক সহানুভূতি ও আস্থার উপর নির্ভর করে, আমাদের কথায় এবং অভিপ্রায়ে যেন লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু সেজন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের আত্মবিশ্বাস।… এক্সিসকে শাস্তিদানে আমরা কৃতসংকল্প। প্রতিহিংসা দ্রুত এবং নিশ্চিত গ্রহণ করিতে হইবে। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে।" রুশ সৈন্য যখন শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিতেছে, তখন বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় রণাঙ্গণ না খুলিয়া বৃটিশ জনগণকে তাহাদের সাধু সংকল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিতেছে এবং ইহাতেও যদি জনগণ প্রতারিত না হয় তাহার জন্য ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটিশের সরকারী বেতারের মারফৎ সমুদ্র তীরবর্ত্তী ফরাসী অধিবাসীদের সরিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। এই খবর দিতে গিয়া রয়টারের সংবাদদাতাই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে এই রকম সতর্কবাণী গত ৬ মাস ধরিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা যে একেবারেই নিছক গলাবাজি তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ ফরাসী দেশের ভিতর দিয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে হইলে স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীদের সরিয়া যাইতে বলার কোন কারণ ছিল না। কারণ হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইহারাই আজ ব্যগ্রভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের অপেক্ষা করিতেছেন, দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সত্যই তাড়াতাড়ি খুলিবার ইচ্ছা থাকিলে ইঁহাদের সরিতে না বলিয়া ইঁহাদের সাহায্য পাওয়ারই চেষ্টা হইত।

বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে না, শ্রমিক শ্রেণী দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই চার্চিল গবর্ণমেণ্ট আজও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সম্বন্ধে এরূপ টালবাহানা করিতে পারিতেছে। উৎপাদন বাড়ানো ও দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে চেষ্টা করিতে লেবার পার্টি নারাজ। লেবার পার্টির সম্মেলনে এই বৎসরেই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। শ্রমিক শ্রেণীর একতা ও শক্তির উপর বিশ্বাস না রাখিয়া লেবার পার্টির নেতৃত্ব এখনো তাহাদের বুর্জ্জোয়া প্রভুদের পিছু পিছুই ছুটিয়াছেন।

ভারতে আক্রমণ আসন্ন

এদিকে ভারতে জাপ আক্রমণ নিকটতর হইতেছে। ২১শে সেপ্টেম্বরের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান বলিয়াছেন: "প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান বর্ত্তমানে কোথাও আক্রমণ চালাইতেছে না। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে সে সবেমাত্র নামিয়াছে—তাহার লক্ষ লক্ষ সেনা বসিয়া রহিয়াছে—চীনে এমন কিছু হইতেছে না যে তাহাতে বেশী সৈন্য লাগিবে। সুতরাং জাপান এখন রুশ অথবা ভারতে আক্রমণ করিবে।" লেফ্‌টন্যাণ্ট-জেনারেল, ইষ্টার্ণ আর্মির কমাণ্ডার আরুইন: ২৭শে সেপ্টেম্বর বলিতেছেন "বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টার্ণ আর্মির সৈন্যদের দুঃসময় যাইতেছে।… বর্ষা আমাদের দারুণ কষ্টের কারণ; কিন্তু উহা আমাদিগকে আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্তি দিয়াছিল।" কিন্তু সেই বর্ষা তো শেষ হয়! সাইবেরিয়ায় প্রচণ্ড শীতে আক্রমণ চালাইবার আগে যে বর্ষাশেষে ভারতের শুকনো মাটিতে আক্রমণ চালানোই জাপানীর মনঃপূত হইবে—এবং চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা এই দিকের একটা বিরাট ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ, সম্ভবতঃ ইহাই আন্দাজ করিয়া কম্যাণ্ডার আরুইন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন: "পূর্ব্ব ভারতীয় রণাঙ্গনে ভারতের ইষ্টার্ণ আর্মির উপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে. জাপানীদের আক্রমণ অভিপ্রায় যাহাতে সফল না হয় উহাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে…।"

উপযুক্ত ব্যবস্থা কোথায়?

কিন্তু ব্যবস্থা কোথায় এবং কি করা হইয়াছে? সেনাপতি আরুইন বলিয়াছেন "আক্রমণোদ্যোগ লাভ করিতে এবং সত্বর চূড়ান্ত জয়লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কাজ করিতে হইবে।" সমস্ত শক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ষ্টালিনগ্রাড, মস্কো, চুংকিং অষ্টমরুট আর্মি ও উত্তর চীনের জনগণের অতি-মানবীয় সংগ্রাম। যুদ্ধের এই চতুর্থ বৎসরে কেবল মূর্খ বা প্রতারকেরাই বলিতে পারে যে জনগণের সহায়তা ব্যতিরেকে শুধু কিছু সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যুদ্ধে জেতা যাইবে। সকলেই বোঝে যে আজ ঐ উপায়ে জেতা তো যায়ই না, এমন কি আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখাও যায় না।

অথচ এই সকল মূর্খ সেনাপতির দল ও বৃটেনের অপদার্থ শাসকশ্রেণী এই ভাবেই চিন্তা করিতেছে। যুদ্ধের ভবিষ্যত সম্পর্কে, শুধু ভারতের নয়, ইংরাজ, মার্কিন, চীন ও রাশিয়ার জনগণের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহারা অপরাধজনক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছে। ভারত হইতে তাহারা জাপানীকে আক্রমণ না করিয়া ভারতের যে সকল শক্তিই কেবল জাপ-আক্রমণকে রুখিতে পারিত, এ দেশকে রক্ষা করিতে পারিত—তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। এমন কি জেনারেল আরুইনও "দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া সৈন্যদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাহাদের এই প্রকার কাজে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহাদের সংগ্রাম যেন বিভ্রান্ত ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে—জাপানের বিরুদ্ধে নয়। আজ পর্য্যন্ত বৃটিশ সমর শক্তি যে জাপানীকে রুখিতে পারে নাই এ কথা তাহাদের স্মরণে আসে না। এই ত্রুটী স্বীকার তাহাদের নতুন কর্ম্মপ্রেরণায় মাতাইয়া তোলে না, ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সন্তুষ্ট করিয়া ভারতের সমগ্র জনসাধারণের শক্তিকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে মাতাইয়া তোলে না। ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা মাতালের মত জাতীয় আন্দোলনকে এলো পাগাড়ি আঘাত করিতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে না হইয়া, নেতাদের গ্রেফতারে উত্তেজিত ভারতের দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে ইহা যেন বিরাট সংগ্রাম হইয়া পড়িয়াছে। এবং তাহার অন্ধ প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত স্বদেশপ্রেমিকরা অরাজকতা ও ধ্বংসমূলক কাজের পথে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াই চলিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ জাপানের বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ আজও গড়িতে পারিল না। কিন্তু ভারতে সামগ্রিক দমননীতি প্রয়োগে তাহাদের দেরী নাই। এমন কি ভারতের কোন কোন জায়গায় সরকারী বিমান হইতে বিক্ষুব্ধ ও অন্ধ জনতার উপর মেসিনগানের গুলিও বর্ষিত হইয়াছে। বাংলায় শান্ত্রীদের যথেষ্ঠ গুলি চালাইতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে (আনন্দবাজার ৪ঠা আশ্বিন)। বেত্রাঘাত, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি সবই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোথাও কোন ত্রুটী রাখা হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদ পঞ্চমবাহিনীকে ধ্বংস করিতে চায়। কিন্তু একথা বোঝে না যে প্রতিটী ভারতবাসীর মৃত্যুতে বা নিষ্পেষণে ১০০টী পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি হয়। ইহা জনসাধারণের ঘৃণা যতই বাড়াইয়া তোলে—ততই পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ভিড়াইয়া জাপানী আক্রমণের পথ সহজ করিয়া দিতেছে।

পঞ্চম-বাহিনীর সুযোগ

ভারতের ভ্রান্ত স্বদেশপ্রেমিকেরা, যাঁহারা কখনই চান না যে তাঁহাদের প্রিয় স্বদেশ জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কবলিত হোক—তাঁহারাও আজ বুঝিতেছেন না যে তথাকথিত 'সংগ্রাম' আজ কি রূপ ধারণ করিতেছে। নেতাদের গ্রেফতারে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ সারা দেশে জাগিয়াছিল আজ তাহার স্থানে ব্যক্তিগত ও ছোট ছোট দলগত গুণ্ডামি ও ধ্বংসমূলক কাজ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকাতায় পোষ্ট-বক্সে বা ট্রামগাড়ীতে একটী বা দুইটী লোক আগুণ লাগাইয়া পলাইতেছে। বিভিন্ন জায়গায় দেশী বোমা ফেলা হইতেছে। ইহার কারণ হতাশা ও নৈরাশ্যের ফলে পরাজয় মনোবৃত্তির উপর গঠিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং এই অবস্থাকে কাজে লাগাইয়া পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা যানবাহন চলাচল বন্ধ ও ধ্বংসমূলক কার্য্য চালাইয়া জাপানের আসিবার পথ খোলাসা করিতেছে। তাই আজ ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য পঞ্চমবাহিনী সংগঠনের শত শত প্রচার পত্রে "এ সংগ্রাম"কে বাহবা দেওয়া হয় এবং ইহা চালাইবার পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হয়। হিটলার ও তোজোর এজেণ্ট সুভাষ বোস প্রতিদিন এই "সংগ্রামকে" উৎসাহ দিয়া থাকে। টোকিও রেডিও গান্ধীজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ জাপানী যাহা চায় বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকরা তাহাই করিয়া যাইতেছেন।

অথচ ভারতের দেশপ্রেমিকরা অক্ষম আমলাতন্ত্রের হাত হইতে দেশরক্ষার ভার নিজের হাতে আনিতে চাহিয়াছে। আর আজিকার দেশরক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে "সংগ্রামের" ফলে দেশরক্ষার সমস্ত ভার সেই অক্ষম আমলাতন্ত্রের উপরই সম্পূর্ণরূপে যাইতেছে। এ সহজ সত্যটা দেশপ্রেমিকরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

একতাই একমাত্র পথ

আমলাতন্ত্র আজ দেশের মধ্যে একেবারে একঘরে, তাহার দমননীতির প্রচণ্ডতাও তাহার প্রচণ্ড দুর্ব্বলতারই পরিচয়। কিন্তু দুর্ব্বল হইয়াও শাসন ক্ষমতা সে কিরূপে আঁকড়াইয়া থাকিতে সাহস করে, দমননীতি চালাইতে সাহস করে? বিলাতে শ্রমিক শ্রেণীর একতার অভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের প্ল্যান সে আজও তুলিয়া রাখিয়াছে। তেমনি এদেশে আমাদের অনৈক্যের সুযোগে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের নিষ্পেষণের জাঁতায় রাখিয়া দিতে পারিয়াছে, আমাদিগকে সম্মিলিত জাতির জনগণ হইতে পৃথক করিতে পারিয়াছে।

একতা অসম্ভব—একথা আমরা অবশ্য বলিতে পারি না, কেননা আমরা শাসকবর্গের চালে জড়াইয়া পড়িতে পারি না। ভারতের হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস ও লীগ আজ একতার অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে। কংগ্রেস ঘোষণায় প্রদেশগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়ার কথা স্বীকার করায় এবং লীগ প্রস্তাবে কংগ্রেসকে আগে নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিয়া তবে আলোচনা করার সর্ত্ত উঠিয়া যাওয়া, পাকিস্থানের বোঝাপড়া যুদ্ধের পরে হইবে; এখন কেবল আত্মনিয়ন্ত্রণের

[২এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জেলা শিক্ষা-শিবির

(সরোজ মুখার্জী)

সময় আর নেই। অথচ জেলার কর্মীদের যত বেশী পারা যায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নইলে, নিজের উদ্যোগে স্থানীয় কর্মীরা কাজ চালাতে পারবেন না। জেলার নেতারা যেমন প্রত্যেক অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কমরেডদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক কাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবেন, তেমনি আবার ভলান্টিয়ার-দল পরিচালনার উপযুক্ত করে কয়েকজন বাছা বাছা কমরেডকে তৈরী করে নিতে হবে। এই কাজ কি ভাবে তাড়াতাড়ি করা যায় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। তাই নীচের দৃষ্টান্তটী জেলার কমরেডদের খুবই কাজে লাগবে।

হাওড়া জেলায় ডোমজুড়ে বাংলার মধ্যে সর্ব প্রথম কর্মী-শিক্ষা শিবির খোলা হল। জেলার বিভিন্ন কর্ম-কেন্দ্র থেকে বেছে বেছে কমরেডদের শিবিরে শিক্ষা দেবার জন্য আনা হয়েছিল। ২৭ জন ছাত্রের মধ্যে ৭ জন ছাত্র, ৭ জন শ্রমিক, ১০ জন কৃষক ও অন্যান্য ৩ জন।

আয়োজন খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা হয়। নানা ধরণে ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। রাইফেল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের রাইফেল ব্যবহার করার অনুমতির কিছুটা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ে উঠ্‌লো না। যাই হোক, কি ভাবে শিক্ষা চলেছিল তা নীচের ডাইরী দেখলেই বোঝা যাবে।

প্রথম দিন ঃ স্থানীয় লোকদের জন-সমাবেশ। কমরেড আব্দুল মোমিন শিবির খুললেন। বক্তৃতাদির পর জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ সহানুভূতি পাওয়ার সুযোগ হল। সামরিক কায়দায় লাল পতাকা তোলা হল। জনযুদ্ধের গান গাওয়া হল। কমরেডদের খাকার জন্য একটী পৃথক বাড়ীর ব্যবস্থা হল। আর একটী বড় ঘরে শিবিরের প্রধান অফিস, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা হল। বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত।

দ্বিতীয় দিন ঃ ভোর ৪-৩০ টা বিউ-গিল বাজল। প্রকাণ্ড খেলার মাঠে 'ফল-ইন্' হল। কমরেড শিব শঙ্কর মিত্র সামরিক কায়দার ব্যবহারিক জিনিসগুলি বুঝিয়ে দিলেন—সাধারণভাবে গরিলার কথা বোঝালেন। ৬—৮-৩০ টা—মিলিটারী প্যারেড (শিবশঙ্কর মিত্র)। তারপর আধ ঘণ্টা টিফিন। ৯—১২ টা—ফিল্ড ক্রাফ্‌ট্ শিক্ষা (শিবশঙ্কর, প্রঃ করুণা মুখার্জী, মান্না ও বিভূতি মুখার্জী শিক্ষা দিলেন)। ১২—৩ টা—স্নান, আহার বিশ্রাম। ৩-৩০—৬ টা—'ফল ইন', "গরিলা ও জনগণ" বিষয়ে করুণা মুখার্জী বক্তৃতা দিলেন। ৬—৭—বিশ্রাম। ৭—১০ টা—গরিলা কৌশল (শিবশঙ্কর)। ১০-৩০—১২ টা—কিভাবে শত্রু শিবির ও শত্রু অস্ত্রাগার লুঠ করতে হয় তার ব্যবহারিক শিক্ষা (একটী জিনিসপত্রে সজ্জিত বাড়ী ব্যবহার করা হল)।

তৃতীয় দিন ঃ ভোরে বিউগিল ও 'ফলইন'। সারাদিনে তিনটী বক্তৃতা—প্রথম বক্তৃতা—গরিলা ও ভলান্টিয়ার সংগঠনে আমাদের কর্ত্তব্য (করুণা মুখার্জী)। অন্যান্য বক্তৃতা—পার্টির রাজনৈতিক থীসিস (রমেন ব্যানার্জী)। সন্ধ্যা ৬—৮ টা—প্রাথমিক চিকিৎসা (ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জী)। ব্যবহার শিক্ষা—বিস্ফোরক-ব্যবহার, ট্যাঙ্ক-ধ্বংসের কৌশল (বিমল মান্না)। প্রত্যেকটী ছাত্র প্রত্যেক বক্তৃতার নোট নিচ্ছিলেন।

চতুর্থ দিন ঃ ৬—৮ টা—ব্যায়াম ও কৌশল (মান্না ও বিভূতি)। ৯—১২ টা—রাইফেল প্যারেড ও ফিল্ড ক্রাফ্‌ট্। ৩—৬ টা—রুট মার্চ (২ মাইল), তারপর সাদা-জমি, মৃত-জমি, ভাঙ্গা-জমি, লুকান-কৌশল প্রভৃতি শেখান হল। ৬—৭ টা—রেলের লাইন তোলা (ফিশ-প্লেট) ও পুলের জোড়া-প্লেট ভাঙ্গা, ইত্যাদির ব্যবহারিক শিক্ষা। ৮—৯ টা—শিবির-শৃংখলা সম্পর্কে বক্তৃতা। রাত্রি তিনটায়—গরিলাদের হঠাৎ আক্রমণের মহড়া—একদল জাপানী সৈন্য সেজে শিবির ফেলল, আর একদল গরিলা সেজে জাপ-শিবির ধ্বংস করতে চলল। জাপানী গার্ড বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। গরিলাদের লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে। কমরেড গিরিশ পণ্ডিত ভোর বেলায় একজনকে পানের বোঝা নিয়ে বাজারে যেতে দেখলো। তাকে বলল, এখানে জাপানী এসেছে, আমরা কমিউনিষ্ট তাদের ক্যাম্প ধ্বংস করতে যাচ্ছি কিন্তু আমায় ধরে ফেলবে তাই তোমার পানের বোঝা আমার মাথায় দাও, আমি পার হয়ে যাই। পানওয়ালা ইতঃস্ততঃ না করেই দিয়ে দিল। গরিলা সোজা পার হয়ে গেল। অপর দিকে ৪ জন খালের জল সাঁতরে পার হচ্ছে। এক-জন কমরেড অন্যদিকে জাপ-সৈন্য অনুসরণ করছে, তিনি ১৫ মিনিট জলেই সাঁতার কাটতে লাগলেন। ওদিকে একদল জাপানীদের হোগলার তৈরী শিবিরে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে। এই সব মহড়া অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল।

পঞ্চম দিন ঃ সকালে 'মলোটভ ককটেল', 'বেয়নেট ব্যবহার', 'হাত বোমা ছোড়া' (মাটীর ২টো খুরীর মধ্যে চুণ দিয়ে জুড়ে তাকে বোমার আকারে তৈরী করে মহড়া দেওয়া হচ্ছে) ইত্যাদি হল। দুপুরে—ঐসব জিনিস সম্পর্কে থিয়োরেটি-ক্যাল জ্ঞান দান। রাত্রে—রাজনৈতিক ক্লাস (সরোজ মুখার্জী)। ভোরে—হঠাৎ আক্রমণের মহড়া।

ষষ্ঠ দিন ঃ সকালে প্রাথমিক চিকিৎসা (ডাঃ বিশ্বনাথ), তারপর—মাঠে ড্রিল—বাংলায় অর্ডার দেওয়া শেখান। দুপুরে—রাজনৈতিক শিক্ষা, অপরাহ্নে—মাঠে শিক্ষা, সন্ধ্যায়—প্রাথমিক চিকিৎসা, রাত্রে—রাজনৈতিক ক্লাস (সরোজ মুখার্জী)।

সপ্তম দিন ঃ সকালে—ছাত্রদের রিপোর্টিং ও আত্ম-সমালোচনা, উদ্যোক্তা-দের রিপোর্টিং ও সমালোচনা—প্রশ্নোত্তর। বিদায়-সমাবেশ ঃ নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে প্রকৃত বলশেভিক ক্যাপ্টেনের কাজ করতে উৎসাহিত করে বক্তৃতা হয়। প্রত্যেকটী কমরেডকে শিক্ষক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য বোঝান হল। রাজনীতি জ্ঞান, শৃংখলার অভ্যাস ও জনগণের আন্দোলন পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়। শুধু ক্যাপ্টেন হওয়া নয়, রাজনীতিক নেতা হতে হবে। কঠোর সামরিক শৃংখলা মানতে হবে ও সমস্ত কমরেডদের তা মানাতে হবে। শৃংখলা সামরিক কিন্তু মেজাজ 'মিলিটারী' হবে না, কারণ আমাদের জনগণের নেতা হতে হবে। কয়েকজন ছাত্র তাঁদের বক্তব্য বললেন। তাঁরা উৎসাহ দেখালেন। এক একজন এক একটী গরিলা ব্যাণ্ডের—ইউনিটের নেতৃত্ব করবেন আশা দিলেন। আপন এলাকার শ্রমিক ও কৃষকদের তৈরী করতে কোন আলস্য আর থাকবে না। একজন শ্রমিক ক্যাডার বললেন, এত উৎসাহ কোন দিন পাই নি। নেতাদের কাছে—শিবির থেকে যা শিখে গেলাম তা কাজের মধ্যে লাগিয়ে স্থানীয় আন্দোলন ও সংগঠনকে বাড়াবার কতই না সুযোগ পাব। হাফ-প্যাণ্ট-পরা রাজনৈতিক কর্মীরা একদল গিয়ে নৌকায় উঠ্‌লো আর একদল ট্রেন ধরতে ডবল মার্চ করে ছুটলো, এঁদের সঙ্গে আমিও ফিরে এলাম।

দমন-নীতি বিরোধী জন-সমাবেশ

হাওড়ার জনসাধারণ আত্মঘাতী "সংগ্রামের" পথ ছাড়িয়া দেশরক্ষার ভিতর দিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ় সংকল্প। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হাওড়া টাউন হলের বিরাট জনসভায় ইহারই সূচনা করিল। সরকারের বাধা কাটাইয়া, পঞ্চমবাহিনীর হীন ষড়যন্ত্র তুচ্ছ করিয়া দলে দলে কৃষক মজুর, ভলান্টিয়ার বাহিনী, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মজুর-কৃষক প্রতিনিধি দল, ছাত্র ও জনসাধারণ টাউন হলে সমবেত হইলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় সভা আরম্ভ হইল। বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুর রেজ্জাক খান সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। "ঐক্যবিহীন 'সংগ্রাম' নয়," "জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল", "কংগ্রেস-লীগকে এক কর", "জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম কর," "কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি চাই," "কংগ্রেসকে বৈধ কর" ইত্যাদি স্লোগানে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল। কমরেড সরোজ মুখার্জী স্পষ্ট ভাষায় সরকারের ভেদনীতি ও দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। কমরেড ভূপেশ গুপ্ত বর্ত্তমান "সংগ্রামের" কুফল বর্ণনা করিয়া পঞ্চমবাহিনী যে এই সংগ্রামের সুযোগে দেশকে জাপ-দস্যুদের কবলে লইয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ থাকিতে আহ্বান করেন। আব্দুল মোমিন ওজঃস্বিনী ভাষায় বলিলেন—আজ ঐক্য গড়ার পথই সংগ্রামের পথ—জনসাধারণের দৈনন্দিন দাবীতে একতার সংগ্রামকে তীব্র করিয়া তুলিতে পারিলেই বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের আত্মহত্যার পথ হইতে ফিরাইয়া আনা যাইবে, দমন নীতিকে ব্যর্থ করা সম্ভব হইবে, এই পথেই দেশ স্বাধীনতার দিকে আগাইয়া যাইবে।

হাওড়া জেলার কমিউনিষ্ট নেতা সমর মুখার্জী সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া দমন-নীতি ব্যর্থ করার প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে জনসাধারণকে দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান জানান।

তারপর সভায় দুইটী মুল প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বীরেন ব্যানার্জী মুলপ্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমরেড সন্ন্যাসী পট্টনায়ক ও চক্কাশীর একজন চটকল মজুর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম ঃ হাওড়ার জনসাধারণ সরকারের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া দেশের ঐক্যকে বিপন্ন করার পথ হইতে বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ক্ষান্ত হইতে আকুল আবেদন জানাইতেছে, তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে পা দিতে নিষেধ করিতেছে, পঞ্চমবাহিনীর ও জাপদস্যুদের সুবিধা করিয়া দেওয়ার পথ হইতে বিরত হইতে বলিতেছে। হাওড়ার জনসাধারণ দাবী জানাইতেছে, কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে, কংগ্রেসকে আইনী করিয়া দিতে হইবে এবং কংগ্রেস ও লীগের সহিত গবর্ণমেণ্টকে আবিলম্বে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। শুধু দাবী জানাইলেই হইবে না, জনসাধারণকে আপন চেষ্টায় নিজ নিজ অঞ্চলে ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে—এক প্রচণ্ড জন-ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্য অনিবার্য্য করিয়া তুলিতে হইবে।

অপর এক প্রস্তাবে কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর নাম হইতে সমস্ত গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ওয়ারেণ্ট তুলিয়া লইবার দাবী জানান হয়। হাওড়ার কমিউ-নিষ্ট কর্ম্মী কমরেড পতিত পাবন পাঠক, কেশব ব্যানার্জী, নুর হুসেনকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার দাবী জানান হয়। অন্যান্য ফাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়। ৪ জন কাইয়ূর কমরেডের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করার দাবী উপস্থিত করা হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপক কমরেড অরুণ চাটার্জী জ্বালাময়ী ভাষায় সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

হাওড়ার গেষ্টকিন কারখানা ও শালিমার প্রিণ্টিং ওয়ার্কসপের লক্-আউট জারী করার বিরুদ্ধে মালিকদের তীব্র নিন্দা করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দাবী জানাইয়া জনৈক শ্রমিক কমরেড একটী প্রস্তাব তোলেন। ইহাও গৃহীত হয়।

সভাপতি মহাশয় সভায় যেসব বিরোধী দলের লোকজন উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের বার বার আহ্বান জানান কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদে তাহাদের কিছু বলিবার আছে কিনা, কিন্তু সমস্ত লোক একবাক্যে ঘোষণা করে যে ইহাই আজকার দিনে দেশের একমাত্র পথ। শেষে কমরেড সভাপতি জোর গলায় সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদ জানান এবং জনসাধারণকে বুকের রক্ত দিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করেন।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা
সম্পাদক ঃ বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৭ই অক্টোবর, ১৯৪২ ; ২০শে আশ্বিন, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০

নূতন বিপদ

[পি, সি, জোশী]

আমাদেরই দেশবাসীর বিরুদ্ধে "সংগ্রাম"
আত্মহত্যার হাত হইতে দেশকে বাঁচাও

আদিম উন্মত্ততার সাত সপ্তাহ কাটিয়া গেল। রক্তাক্ত অশ্রুতে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছে উৎপাদন ও যানবাহন ধ্বংস স্বাধীনতার সোজা পথ নয়। ক্রোধের বশে গণহিংসার পথ ধরিলেই শাসনযন্ত্র অচল করা যায় না।

প্রাথমিক ক্রোধের জ্বালা কমিয়া আসিতেছে। লোক রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া নিতে চাহিতেছে। অরাজক গোলমাল ও সস্তায় বাজী-মাতের আবেদনে লোকে আর বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না।

প্রথম সমর্থন হারাইয়া অন্ধ দেশপ্রেমিকরা হতাশা ও ব্যর্থতায় ডুবিয়া যাইতেছেন। চরম হতাশায় পড়িয়া তাঁহারা বোমা ফাটাইবার নূতন আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। বোম্বে ও আমেদাবাদে প্রায় রোজই বোমা ফাটিতেছে। বোমা ফাটার জায়গারও বৈচিত্র্য আছে। বোম্বেতে প্রথম দিন বোমা ফাটিল, কটন এক্সচেঞ্জের জনাকীর্ণ রাস্তার উপর। দ্বিতীয় দিন বোমা ফাটিল শূন্য রেলের কামরায়। তৃতীয় দিন দাদারের একটা কারখানায়। পুনায় বোমা ফাটিল ফার্গুসান কলেজের লাইব্রেরী হলে।

আবার ঐ একই উদ্দেশ্য। উৎপাদন ও আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা অচল করা বা ধ্বংস করা। বিপ্লবী চেতনার নামে হৈচৈ সৃষ্টি করা। অচল অবস্থা ও স্বাধীনতার নামে ধ্বংসমূলক কাজ করা।

অরাজক বোমা ফাটানোর অর্থ সোজা এবং স্পষ্ট। জনসাধারণের প্রাথমিক সমর্থনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অচল অবস্থা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইয়া অন্ধ দেশপ্রেমিকরা নূতন পথ ধরিয়াছেন। জনসাধারণের ভিতর ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছেন।

কলকারখানা ও উৎপাদনের অন্যান্য কেন্দ্রে যথেষ্ট বোমা ফেলা হইতেছে, এই ভাবে উৎপাদনের কাজ হইতে মজুরদের হটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে ব্যর্থ হইলে মজুরের জীবিকার পথ ধ্বংস করা হইতেছে। অচল অবস্থা চালাইবার ইহাই নূতন নীতি। ধ্বংসমূলক কাজ ও সোজা জয়ের সস্তা আবেদনে যাহারা সাড়া দিতেছে না সেই সব কৃষক ও মজুরদের ভিতর ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি কর—আজ ইহাই তাহাদের একমাত্র রণকৌশল।

এ পথ আমাদেরই জনসাধারণের বিরুদ্ধে অরাজকতার পথ, অরাজকতা বাড়াইবার পথ। এপথে আমাদেরই জনসাধারণের জীবিকার পথ ধ্বংস করা হইতেছে, তাহাদের পথে নামান হইতেছে। অন্ধ দেশপ্রেমিকরা ভাবিতেছেন শুধু ভয় ও অনিশ্চয়তার ফলেই জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে "সংগ্রামে" নামিবে।

দেশপ্রেমিকরা ভাবিতেছেন, তাঁহারা জাতির অগ্রদূতের কাজ করিতেছেন। আসলে তাঁহারা জাতীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজই করিতেছেন। তাঁহারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, জন-সাধারণের ভীতি ও আতঙ্কের উপর ভরসা করিয়া কাজ হাসিল করিতে চাহিতেছেন। যাঁহারা নিজেদের সহচরদের রাজনৈতিক আনুগত্যের উপর বিশ্বাস রাখেন না, সহচরদের ভীতিই যাঁহাদের সহায়, তাঁহারা কেমন অগ্রদূত ?

তাঁহারা ভাবিতেছেন, জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তাঁহারা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিজেদের জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিক বলিতে তাঁহারা গর্ব্ব বোধ করেন।

আসলে তাঁহারা জাতীয় কংগ্রেসকে অপমানই করিতেছেন। জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসকে হেয় করিতেছেন। দেশের মহান জাতীয় সংগঠন ভীতি ও আতঙ্কের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নাই। জনসাধারণের আনুগত্যই ইহার শক্তি। বোমা ও বিস্ফোরকের উপর নির্ভর করিয়া দেশপ্রেমিকরা আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেস-বিরোধীদের হাতেই খেলিতেছেন।

দেশপ্রেমিকদের উন্মত্ত কাজের ফলে নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছ নিপীড়নই বাড়িতেছে, আমলাতন্ত্রের সুবিধাই হইতেছে। ইহার ফলে আমলাতন্ত্র দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টির সুযোগ পাইতেছে, নির্দ্দোষী-দের গ্রেফতার করিতেছে, জনগণের দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

এই সব ধ্বংসমূলক গোপন কাজের ফলে পঞ্চমবাহিনী, পুলিশের গুপ্তচর ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের সুবর্ণ সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার ফলে জাপানী দালালরা আমাদের উৎপাদন যন্ত্র ধ্বংসের সুযোগ পাইতেছে, দেশরক্ষা ব্যবস্থা অচল করিবার সুবিধা পাইতেছে আর ইহারই ফলে আমাদের উপর জাপানী দস্যুদের আক্রমণের পথ সহজ হইতেছে।

দেশপ্রেমিকদের নূতন অস্ত্র, বোমা ও বিস্ফোরকের ফলে একদিকে জনসাধারণের ভিতর অরাজকতা সৃষ্টি হইতেছে ও অন্যদিকে পঞ্চম-বাহিনীকে সাদর আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

"সংগ্রামের" মাঝে যে বিচ্ছিন্নতার বীজ রহিয়া গিয়াছে, আজিকার নূতন স্তরে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি ধাপ অগ্রসরের সাথে বিচ্ছিন্নতা ও অরাজকতা বাড়িয়া চলিয়াছে। "সংগ্রামের" কর্ণধাররা জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে চাহেন : কিন্তু আজ তাঁহারা জনগণের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতেছেন, আজ তাঁহারা জনগণের উপর বোমা ফেলিয়া তাহাদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করিতে-ছেন। দেউলিয়াপনা ও বিচ্ছিন্নতা আর কতদূর যাইতে পারে ?

কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিকই এ অবস্থা আর সহিতে পারেন না। বিচ্ছিন্নতা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিলে জাতিকে ধ্বংস করা হইবে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে দিলে জাতির বিরুদ্ধে সব চাইতে হীন অপরাধ করা হইবে।

জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সব দায়িত্বহীন কাজ চলিতেছে, যে কাজের ফলে জনসাধারণের দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, প্রতিরোধশক্তি ধ্বংস হইতেছে প্রত্যেক খাঁটি দেশপ্রেমিককেই ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। এই সব ধ্বংস ও অরাজকতার পথ হইতে উন্মত্ত দেশপ্রেমিকদের সরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সবার উপরে সাধারণ মানুষের কাছে যাইতে হইবে, জন সাধারণের কাছে যাইতে হইবে। তাহাদের বুঝাইতে হইবে আজ আমাদের কতখানি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বুঝাইতে হইবে আজ ভীতি ও আতঙ্কে ঘাবড়াইলে চলিবে না।

দেশের উপর অভূতপূর্ব্ব চরম রক্তাক্ত নিপীড়নের মাঝেও জনগণ দমে নাই, নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। জনগণ একতার আন্দোলনে আগাইয়া আসিতেছে। দেশব্যাপী একতার দাবী প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে ইহাতে জনসাধারণের মাঝে আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া তুলিতেছে। এ আত্মবিশ্বাস শতগুণ দৃঢ় করিতে হইবে। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চমবাহিনীকে কোণঠাসা করা যাইবে, অন্ধ দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতা ও একতার পথে টানিয়া আনা যাইবে।

ফাসিজমের বিরুদ্ধে

ঐক্যবদ্ধ অভিযান

হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের দৃঢ় সংকল্প

"ফাসিজম শুধু রণচণ্ডীর এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সর্ব্বনেশে দল নয় বা সাম্রাজ্য বণ্টনেই তার শেষ নয়। সেটা একটা মরীয়া মনোভাব। যার উৎস জীবনকে ঘৃণা, অবজ্ঞা—যার বৃদ্ধি অবিশ্রাম উত্তেজনায়, হিংসায় ও রক্তপাতে। তাই শিল্প ও সাহিত্য স্বভাবতই ধর্ম্মত সেখানে হাঁপিয়ে মরে"—ফাসিষ্টবিরোধী লেখক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৪ঠা অক্টোবরে আহুত সাহিত্যিকদের এক ঘরোয়া সভায় সঙ্ঘের সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমবেত সাহিত্যিকদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে গিয়া এই কথাগুলি বলেন। এই দিনকার সভার বৈশিষ্ট ছিল এই যে এই দিন বহু খ্যাতনামা প্রবীন ও তরুণ মুস্‌লীম সাহিত্যিক এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে সর্ব্বজনমান্য প্রবীন সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন, "বর্ত্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটকে এড়াইয়া গেলে ফাসিষ্ট-বিরোধী আন্দোলনের কোন সার্থকতা থাকে না। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ফাসিষ্ট-বিরোধী লেখকদের ও শিল্পীদের উচিত জন-সাধারণকে যথার্থ বিপদের বিষয়ে সজাগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সঙ্কটের জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার জনিত অনৈক্য বোধ আছে তাহার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করা।"

ইহার পর বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং ভারত ভূষণ অগ্রবাল দুইটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সুজাতা মুখার্জ্জীও রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

তার পর আবু রুশদ ও আয়নলুল হক খাঁ ফাশিজমের বিরুদ্ধে সর্ব্ব শ্রেণীর সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ অভিযানে তাহাদের দৃঢ় সহযোগিতার কথা ঘোষণা করিয়া বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার বলেন ঃ মানব স্বাধীনতার উপাসক মাত্রেই ফাসিষ্ট বিরোধী। যাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক, তাঁরা ফাসিষ্ট বিরোধী হইতে বাধ্য। আজ দুর্গতির দিন বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ আদর্শ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা লইয়া যদি সাহিত্যিকরা ঐক্য সাধনে অগ্রসর হন তবেই তাহাদের সৃষ্টি সার্থক হইবে।" ফাসিজমের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য দরকার এবং সেই ঐক্য যে জাতীয় মুক্তির সাহায্যে আসিবে এই কথাই বক্তৃতাগুলির মধ্য হইতে ধ্বনিত হইয়াছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্নাল, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শম্ভু সাহা, মন্মথ সান্যাল, আবদুল কাদের, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, শান্তি দেবী, অরুণ মিত্র হীরেণ মুখার্জ্জী, সুরেন্দ্র গোস্বামী, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও দেবীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতি।

নবীন যুগের রক্তিম উষার কাকলী যাঁদের কণ্ঠে বাংলার সেই প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকরা ঐক্য-বদ্ধ হইয়া আগাইয়া আসিতেছেন। ফাসিজমের কুঠার হইতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা বাঁচাইতে তাঁহারা দৃঢ় সংকল্প। বাংলায় যখন ফাসিষ্ট দস্যুদের আক্রমণ আসন্ন, জাতির সেই সংকট দিনে হিন্দু-মুসলমান ফাসিবিরোধী সাহিত্যিকদের একতাবদ্ধ এই অভিযানকে অভিনন্দন !

যুদ্ধের গতি

মরণজয়ী লাল ফৌজ

দশ সপ্তাহ পার হইয়া গেল, অসীম বীরত্বের সাথে লাল ফৌজ ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ যুদ্ধের তুলনা হয় না, এ বীরত্বের নিদর্শন মিলে না। হাজার বিমান অবিরাম বোমা ফেলিয়া যাইতেছে। হাঁসপাতাল, শিশুআগার, স্কুল, সংস্কৃতি গৃহ, লাইব্রেরি সব কিছু ধ্বসাইয়া দিতেছে। হাজার হাজার নারী ও শিশুর মৃতদেহে ষ্টালিনগ্রাদের পথ ঘাট ভরিয়া উঠিয়াছে। বীর সোভিয়েট নরনারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া লড়িতেছে। প্রতিটি নরনারী, প্রতিটি মজুর আজ হাতিয়ার হাতে ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করিতেছে। পথে পথে লড়াই চলিতেছে, ঘরে ঘরে লড়াই চলিতেছে। হাজার হাজার নরনারী ছাদে, জানালায়, বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত বোমা ছুঁড়িতেছে, বন্দুক ছুঁড়িতেছে। ধ্বংস, রক্ত, মৃত্যু ও আগুনের মাঝে বীর সোভিয়েট জনগণ ষ্টালিনগ্রাদে লড়িতেছে।

দশ লাখ দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী সৈন্য কয়েক হাজার ট্যাঙ্ক ও উড়ো জাহাজ নিয়া ষ্টালিনগ্রাদের অভিযান করিয়াছে। আরও বিশ ডিভিসন নাৎসী সৈন্য ডনের বাঁকে অপেক্ষা করিতেছে; লোক ক্ষয়ের দিকে না চাহিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে ষ্টালিনগ্রাদের উপর তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এদিকে সোভিয়েট সৈন্য ও সোভিয়েট জনগণ ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধকে, শহর রক্ষার যুদ্ধ হইতে জার্মান-সৈন্য নির্ম্মূল করিবার যুদ্ধে পরিণত করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের ঐতিহাসিক যুদ্ধে সোভিয়েট ফৌজের ইহাই রণকৌশল। সোভিয়েট নাগরিকগণকে আগেই সহর হইতে সরান হইয়াছে। যন্ত্রপাতিসহ প্রধান প্রধান কারখানা ও সুদক্ষ কারিগরদের স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদ নগরী ফাসিষ্ট সৈন্যদের মৃত্যুফাঁদে পরিণত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের বীর সেনানী ও নাগরিকরা দেহের খুন ঢালিয়া প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়িতেছে।

জার্মানরা যে সব বাড়ী দখল করিয়াছে সেখান হইতে তাহাদের তাড়াইবার জন্য রেডিণ্টসেভের অধীনে সোভিয়েট রক্ষীদলের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। জার্মানরা প্রত্যেক গৃহকে সুরক্ষিত করিয়াছে। তাহারা গাছ কাটিয়া, প্রাচীর ও বাড়ী ভাঙ্গিয়া কামান বসাইবার জন্য জায়গা করিয়াছে। রেড ষ্টারের সংবাদে প্রকাশ যে জেনারেল রেডিণ্টসেভ একটির পর একটি বাড়ী হইতে জার্মান ফাসিষ্টদের নির্ম্মূল করিতেতে—প্রত্যেক ইঞ্চি স্থান দখল করিবার জন্য নাৎসীদের অসম্ভব রকম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

একটি সোভিয়েট কমিউনিকে প্রকাশ, ষ্টালিনগ্রাদের একটি অংশে জার্ম্মাণরা বিমান দ্বারা রক্ষিত হইয়া উপর্য্যুপরি তিন বার আক্রমণ চালায়। তিন হাজার শেল ও তিন হাজার মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। এই আগুনের হল্কার মুখে সোভিয়েটরা কিছুটা হটিয়া যায় এবং সাহায্য পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু করে, কয়েক সহস্র জার্মান সৈন্য নিহত হয়। নাৎসী সৈন্যের শবে রাস্তা পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রত্যহ হাজার হাজার নাৎসী সৈন্য ষ্টালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সমবেত হইতেছে। শ্রমিক বসতি অঞ্চলে যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। প্রতিটি মিনিট কামানের গর্জ্জনে শহর কাঁপিয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট সৈন্য, সোভিয়েট রক্ষীদল, শ্রমিক, ও নাগরিকগণও নগররক্ষার প্রাণপণ লড়াই করিতেছে।

টিমোশেঙ্কো ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর পশ্চিমে পাণ্টা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে। শহরের উত্তরে একটি স্থানে রিলিফ ফৌজ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও জার্মানআত্মরক্ষার লাইন ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্য একটী সোভিয়েট-বাহিনী ক্লেটস্কায়ার নিকটে ডনের পশ্চিম তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। সমগ্র রণক্ষেত্রে ও প্রান্তরে সোভিয়েট ট্যাঙ্কের সাথে জার্মান কামানের প্রবল সংঘর্ষ বাধিয়াছে। প্রতিটি রাস্তা ও গৃহের জন্য তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কো উত্তর হইতে ষ্টালিনগ্রাদে সাহায্য পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন ও কাচালিনস্কে নদীর উপর জার্ম্মানদের প্রধান পুলের কাছে পৌছিয়াছে। নাৎসীরা সোভিয়েট অগ্রগতিকে থামাইবার জন্য ত্রিশ ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে সোভিয়েট অভিযান সফল হইলে ষ্টালিনগ্রাদের জার্ম্মান-বাহিনীর সাথে তাহাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইবে। সোভিয়েট ফৌজ ভল্গা ও ডনের মধ্যে অবস্থিত কাচালিনস্কের উপর বেশী চাপ দিতেছে। সোভিয়েট ফৌজ গত ছয় সপ্তাহ পুনরায় ইটালিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে পাণ্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে ৫০টী ট্যাঙ্কসহ এক বিরাট জার্ম্মাণবাহিনী একটি গ্রামের উপর আক্রমণ চালাইতে সঙ্কল্প করে, কিন্তু একটি মাত্র সোভিয়েট ইউনিট তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়—৯০০ জার্ম্মান সৈন্য নিহত ও ২২টি ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম।

ষ্টালিনগ্রাদের বিপদ এখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই। ষ্টালিনগ্রাদের নগররক্ষীদল চতুর্দ্দিক হইতে অবরুদ্ধ হইয়াও সোভিয়েট পতাকা উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। জেনারেল রডিনষ্টেভের অধীনে সোভিয়েট রক্ষীবাহিনী ষ্টালিনগ্রাদের রাস্তায় বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাইতেছে। সোভিয়েট সৈন্যদের অবস্থা একটু খারাপ হইলেও হতাশার কোন কারণ নেই। ষ্টালিনগ্রাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মরক্ষার লড়াই হিটলারের স্বপ্নকে চুরমার করিয়া দিয়াছে।

নাৎসীরা ষ্টালিনগ্রাদকে দুই দিকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। শহরকে ঘিরিয়া একটি ব্যূহ রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মান আক্রমণের উদ্দেশ্য ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর প্রান্ত হইতে সমস্ত সহরকে ঘিরিরা ফেলা। জার্ম্মান ব্যূহের বাহিরে টিমোশেঙ্কো উত্তর ও দক্ষিণ হইতে দুইটি আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। জার্মানগণ একটি অংশে বিমানের সাহায্যে ৩রা অক্টোবর এক মাইল ব্যাপী আক্রমণ চালাইয়াছিল।

গত বছর এই সময়ে জার্মানরা লেলিনগ্রাদ, মস্কো ও দক্ষিণের তিনটি রণক্ষেত্রে আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহারা অসম্ভব রকম ক্ষতি স্বীকার করিয়া শুধু একটি ফ্রণ্ট চালু রাখিয়াছে। প্রকাশ যে জার্মানী ও তাহার আশ্রিত দেশ সমূহের ষ্টালিনগ্রাদ ফ্রণ্ট ছাড়াও প্রত্যহ এক ডিভিসন করিয়া সৈন্য ক্ষয় হইতেছে। রাশিয়ান গরিলারা যে শত শত নাৎসী সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

রাশিয়া যখন প্রাণপণে সমস্ত জগতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছে তখনও মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর পক্ষ হইতে এখনও প্রবল বাধা আসিতেছে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল ও ভীরু নেতৃত্বের দিক হইতেও কম বাধা আসিতেছে না। ষ্টালিন স্বয়ং বলিয়াছেন, সোভিয়েটের সামনে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন আজ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আজ আমেরিকার জনগণ, বৃটেনের জনগণ তথা সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ষ্টালিনের সুরের প্রতিধ্বনি করিয়া এক কণ্ঠে দাবী করিতেছে এই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই।

৪-১০-৪২

সোভিয়েট গরিলার কথা

কয়েকদিন আগে আমার এক গরিলা দলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। এই দলটী আট মাস ধরে নাৎসীদের পিছনে লড়াই চালাচ্ছিল। লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠার মাঝামাঝিতে এসে পৌচেছে—তাঁর মুখের ছাঁদ চওড়া, পুরোদস্তুর রুষ ছাঁচের। এককালে এক পাড়াগেঁয়ে স্কুলের শিক্ষকতাই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর বাঁ গালে আড়াআড়ি ভাবে একটা গভীর বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন ছিল। জার্ম্মাণ বাহিনীর এক অফিসারের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইএ অর্জ্জিত সাঙ্ঘাতিক ছুরিকাঘাতের স্মারকচিহ্ন ছিল এটা।

আমি যখন ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর দলের লড়াইএর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনতে চাইলাম তখন প্রথমটা তিনি জবাব দিতে দু'এক মিনিট দ্বিধা করলেন।

পরে বল্লেন—"আমার মতে সংক্ষিপ্ত বিবরণের এখনও সময় আসেনি। আমাদের দল এখনও যুদ্ধক্ষম, তারা আজও লড়াই চালাচ্ছে। তবু কিছুদিন আগে আমাদের হাতে বন্দী এক জার্ম্মাণ অফিসারের কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তবে বলতে পারি যে জার্ম্মাণরা আমাদের সমূলে ধ্বংস করবার জন্য এক ডিভিসন সৈন্য ক্ষয় করতেও বোধহয় পিছুপাও হবে না।

গত পাঁচমাসে আমরা ন'টী সাঁকো উড়িয়েছি, পাঁচটী সৈন্যভর্ত্তি ট্রেন রেলচ্যুত করেছি, আটটী খাদ্যাগার ধ্বংস করেছি, তিনটী বিমান গুলি করে নামিয়েছি, পনেরোটী ট্যাঙ্ক নষ্ট করেছি, প্রচুর পরিমাণে শত্রুর অস্ত্র ও গুলীবারুদ হাত করেছি, আর সাবাড় করেছি হাজারেরও বেশী ফ্যাসিষ্টকে। এছাড়া অবশ্য একথা না বললেও চলে যে আমরা বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি। কে বলতে পারে হয়ত আসছে গ্রীষ্মে আমরা এই জয়ের প্রত্যেকটী সংখ্যাকে দ্বিগুণ করতে পারব।

গোড়ায় এই গরিলাদলে সবশুদ্ধ মোটে সত্তর জন লোক ছিল। এর কাজ ছিল শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর টেলিফোনের তার কাটা ও তাদের অবস্থিতির খোঁজখবর নেওয়া। এই খবর অবিলম্বে লালফৌজের নেতাদের জানানো হত, তাদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণই রাখা হত যোগাযোগ। এদের খাবার যোগাত আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। গরিলা যোদ্ধারা অনেকেই আগে কোন সামরিক শিক্ষা পায়নি। গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে তাদের গুলী চালানো, হাতবোমা ছোড়া আর ডিনামাইট ব্যবহার করার হাতেখড়ি হল। এ সব শেষ হলে পর তবেই তারা আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দলের সঙ্গে সত্যকারের লড়াইএর ধাক্কা সামলানোর জন্য তৈরী হল।

দলপতির মতে ঐ সময়ে গরিলাদলের সবথেকে মস্ত বাহাদুরী হল এক শত্রু যানবাহন দলের উপর হানা দেওয়া। বেশ ভালভাবেই শত্রুরা রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। গরিলাদের যদিও দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল তবুও তাঁদের আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে সফল হল।

গরিলা নেতা বল্লেন, এর পর থেকে এই দল এক মুহূর্ত্তের জন্যও লড়াই থামায়নি। আমাদের সংখ্যা কিছুদিন যেতে না যেতে তিনশ জনে দাঁড়ালো। অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে এরই মধ্যে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

এমন কি, আমাদের হাতে এখন কতগুলি ট্যাঙ্ক-মারা কামানও আছে, আর দলের অধিকাংশ যোদ্ধাই আজ অটোম্যাটিক বন্দুকে সুসজ্জিত। বাইরের দিক থেকে, আমাদের সঙ্গে ১৮১২ সালে যে সব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দল গাঁইতি, শাবল, কাস্তের সাহায্যে রুষদেশ থেকে নেপোলিয়নের বাহিনীকে হটিয়েছিল, তাদের আকাশ পাতাল তফাৎ। এমন কি আমাদের দল গোড়ায় যা ছিল আর আজ যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যেও খুব অল্পই মিল আছে।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অভিজ্ঞতা দিয়েই আমরা বর্ত্তমানের কর্ম্মপদ্ধতি ঠিক করি। ছোট ছোট শত্রুদলের উপর আচমকা হানার জায়গায় আমরা এখন গোটা শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই চালাই। লালফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে আমাদের সাফল্য লাভ অনেক সহজ হয়েছে।

তারপর গরিলা নেতা তাঁর দলের অল্প দিন আগেকার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে লাগলেন। লালফৌজ দলের অগ্রগতির পথ আগলে ছিল এক জার্ম্মাণ ঘাঁটি। তিনি সেই ঘাঁটী দখলের এই বর্ণনা দিলেন।

আমরা ঘাঁটির দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে পিছন দিক থেকে এগোতে লাগলাম। রাতের অন্ধকারে শত্রুর অবস্থিতি ও তাদের শক্তিকেন্দ্রের হদিশ জানবার জন্য চর পাঠানো হল। তারা ফিরে এসে যে বিবরণ দিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের ভিত্তিতে পরদিন সকালে আমাদের টাঙ্ক-মারা কামানের গোলন্দাজদের উপর হুকুম হল ফাসিষ্টদের ঘাঁটির উপরে গোলা চালাবার।

একেবারে পয়লা গোলাটাই লক্ষ্যভেদ করল, শত্রুও গেল ঘাবড়ে। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা আমাদের বিরুদ্ধে পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে পাঁচটি মাঝারি ট্যাঙ্ক পাঠালো। ট্যাঙ্ক-মারা কামানের গোলায় ও গোছা গোছা হাতবোমার সাহায্যে কতগুলো শত্রুর যন্ত্র ঘায়েল করে আমরা আক্রমণ সুরু করলাম। আর আগের বন্দোবস্ত অনুসারে লালফৌজের সৈন্যেরা আমাদের সাহায্য করতে লাগল।

সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমাদের একটী নূতন আমদানী দল পাশ থেকে জার্ম্মাণদের উপর আক্রমণ করবার পরই এর ফলাফল নির্দ্ধারিত হল। তিন দিক থেকে এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা বহু ক্ষতি স্বীকার করে হটতে বাধ্য হল।

এর পরে দিন কয়েকের মধ্যেই লালফৌজ এইখানে আক্রমণ প্রচণ্ডতর করে এগিয়ে যেতে সক্ষম হল।

(২১শে জুনের "মস্কো নিউজ" থেকে)

মহিলা ফ্রণ্টের নোটিশ

সমস্ত জেলাগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন নারী আন্দোলনের সমস্ত সংবাদ, রিপোর্ট প্রভৃতি প্রাদেশিক মহিলা ফ্রণ্টের অফিসে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকেই সমস্ত সংবাদ একত্র করে 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করা হবে। খরচের সুবিধার জন্য অবশ্য নারী আন্দোলনের সংবাদগুলি অন্য সংবাদের সাথে জনযুদ্ধের বার্ত্তা সম্পাদকের নিকটও পাঠাতে পারেন, কিন্তু আলাদা স্লিপে পাঠাতে হবে ও স্লিপের ওপর লিখে দিতে হবে—**মহিলা ফ্রণ্টের জন্য।**

সম্পাদকীয়

খাদ্য-সঙ্কট দূর কর

যে ভীষণ সঙ্কটে বাঙ্গালী আজ হাবুডুবু খাইতেছে, বাংলার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাংলার শ্রমিক, বাংলার কৃষক, বাংলার মধ্যবিত্ত সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন, দারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে মৃত্যুর কালো ছায়া তাহাদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। সকলেই খুঁজিতেছে বাঁচিবার পথ।

বাংলার চাষী পাট বেচিয়া সংসার প্রতিপালন করে, কিন্তু সেই পাটের দর নামিয়া যাইতেছে। মণ প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকার বেশী দাম কোন চাষী পায় না, অথচ চাউল, চিনি, নুন ও কেরোসীন দুষ্প্রাপ্য। মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন দেশে চাউলের অভাব নাই, আগামী বৎসর নাকি এক কোটি মণ চাউল বেশী হইবে সুতরাং দেশবাসী আর কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে ধৈর্য্য ধরিতে পারে। কিন্তু কঠোর বাস্তব যাহাদিগকে পীড়ন করিতেছে তাহাদের কাছে এ আশ্বাস নিষ্ঠুর উপহাস। চাউলের দর সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। চাষী তিনমণ পাট বেঁচিলে তবে একমণ চাউল কিনিতে পারে। চিনির জন্য বাংলাকে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয় কিন্তু দেশের যানবাহন এমনভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে এদেশে চিনি পাওয়া এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেরোসীন ছাড়া গরীব মানুষের চলে না, সেই কেরোসীন এখন দেশে প্রয়োজনের অর্দ্ধেক মাত্র আছে। যাহাদের আর কিছু জোটে না তাহারা 'নূন ভাত' খাইয়া জীবন ধারণ করে, নূন ভাতও আজ দুষ্প্রাপ্য।

আইন সভায় দাঁড়াইয়া মন্ত্রীরা একের পর এক ঘোষণা করিয়াছেন—'সঙ্কট বড় গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যাহা করিবার তাহা করিতেছি, যাহার উপর আমাদের হাত নাই আমরা তাহার জন্য কি করিতে পারি।' এই মন্ত্রীসভা নাকি জনগণেরই মন্ত্রীসভা এবং এই মন্ত্রীসভার মধ্যে থাকিয়া আমাদের 'দেশভক্ত' ফরওয়ার্ড ব্লক নাকি স্বজাতির স্বাধীনতার জন্যই লড়িতেছে। চাউল, তেল, কেরোসীন ও নূনের অভাবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অভাবের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে কিন্তু 'দেশগৌরব' সুভাষচন্দ্রের দল জনগণকে উত্তেজিত করিতেছে সংকট আরও বাড়াইবার জন্য। তাঁহাদের আহ্বান—'দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করো, দেশের যানবাহন নষ্ট করো', আর আইন সভায় মন্ত্রীমণ্ডলী মারফৎ তাঁহাদেরই জবাব—'যানবাহন অচল, চিনি, নূন ও কেরোসীন কেমন করিয়া সরবরাহ করিব, পাটের দামই বা কেমন করিয়া বাড়াইব?'

এদিকে দেশময় অরাজকতার মধ্যে আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থাই জনগণকে আরও জোরে আঘাত করিতেছে। পণ্যের দাম বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। বাঁধা দামে কোথাও কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। অতিলোভী পাইকারেরা চাউল চিনি ধরিয়া রাখিয়া সঙ্কটকে শতগুণে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে, আমলাতন্ত্র ইহার প্রতিকার করিতে অক্ষম। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের এত যে হাঁক ডাক তাহার সমস্ত ফাঁকিই আজ ধরা পড়িয়াছে। অনেক হিসাব করিয়া সরকার ঠিক করিয়াছেন যে এবার দশ আনা জমিতে পাট বুনিলেই পাট চাষীর অবস্থা ভালো হইবে, কিন্তু তথাপি পাটের সরবরাহ অতিরিক্ত হইয়াছে, আমদানীর অনুযায়ী চাহিদা নাই। সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া, জনগণের কণ্ঠরোধ করিয়া, দেশপ্রেমিকদের ধরিয়া জেলখানা ভর্ত্তি করিয়া, দমননীতির চাবুক চালাইয়া দেশবাসীকে সায়েস্তা করিয়া আমলাতন্ত্র পরম উৎসাহে মসনদ রক্ষা করিতে ব্যস্ত, আর এদিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাবে দেশে যে হাহাকার উঠিয়াছে সে সম্পর্কে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ—'যাহা করিবার তাহা করিতেছি, চুপ করিয়া সহ্য কর, তোমরাই গোলমাল সৃষ্টি করিয়া সংকট বাড়াইতেছ, আমরা কি করিব।' ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের 'ফসল বাড়াও' তামাসাও এই কৈফিয়তের মতই অন্তঃসারশূন্য। 'নির্য্যাতন এবং আরও নির্য্যাতন' ইহাই হইল সংকটাপন্ন জনগণের অভিযোগের প্রতি আমলাতন্ত্রের প্রত্যুত্তর।

একদিকে আমলাতন্ত্র নির্য্যাতন চালাইয়া জনগণের সংগঠন শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে, অন্যদিকে ফরওয়ার্ডব্লকপন্থী 'সংগ্রাম'-বীরগণ যানবাহন ধ্বংস করিয়া অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় শক্তির সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই দুয়ের মাঝখানে পড়িয়া অশান্ত ও উত্তেজিত দেশপ্রেমিকরা অন্ধের মত ছুটাছুটি করিতেছে আর ভাবিতেছে, অশান্তি এবং অরাজকতা ছাড়া আমাদের আর পথ নাই। সকলেই দেখিতেছে সংকট ভীষণতর হইয়া উঠিল, অভাব ও অনটন মৃত্যুদূতের মত জড়াইয়া ধরিল, শান্তি ও সম্পদের আশা অত্যন্ত দ্রুত দূরে সরিয়া চলিল। এখনও জাপানী দস্যুর আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই, অথচ দেশের অর্থনীতি এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িল, এখনই জনগণের ঘরে ঘরে মরণকান্না উঠিতে আরম্ভ করিল। চার্চিল বলিয়াছেন জাপানীদের ভারত আক্রমণের আর দেরী নাই, বাংলার লাটসাহেব আহ্বান করিয়াছেন আসন্ন আক্রমণের জন্য ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলে এক হও, কিন্তু জনগণের দুঃখ ও যন্ত্রণা দূর করিয়া দেশরক্ষার জন্য ঐক্য ও সামর্থ্য সৃষ্টি করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। জনগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে যে জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইবার আগেই আমরা সর্ব্বনাশের পথে বসিয়াছি। যে সংকট আজ গোটা দেশটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে তাহা জাপানীদেরই পথ পরিষ্কার করিতেছে, জনগণের মনে ভয় ও নৈরাশ্য বিস্তার করিয়া জাপানী শাসকদের মনে আশা ও আনন্দ সঞ্চার করিতেছে। তাই টোকিও রেডিও হইতে তাহারা নিত্য ঘোষণা করে—'এই ত চাই, অশান্তি ও অরাজকতা আরও চালাও।'

আমাদের দেশের অভাব ও অনাটন, আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, আমাদের দেশের অশান্তি ও অরাজকতা বিদেশী দস্যুদের আক্রমণের পথ তৈরী করিতেছে। সোনার বাংলার শ্মশানক্ষেত্রে শবের আমদানী দেখিয়া জাপানী শকুনেরা আনন্দে কলরব তুলিয়াছে।

এই দুর্য্যোগে জনগণকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়াছে কমিউনিষ্ট পার্টি। 'ঐক্যের পথে সংকট দূর কর' ইহাই কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান।

পাট বেচিয়া চাষী যাহাতে ন্যায্য দাম পায়, অতি লোভী ব্যবসায়ীরা যাহাতে চাউল, চিনি, নুন ও কেরোসীন ধরিয়া রাখিতে না পারে, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সকলেই যাহাতে ন্যায্য দামে প্রয়োজনীয় জিনিষ পায় তাহার জন্য সহরে সহরে এবং গ্রামে সর্ব্বসাধারণকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে। **পরাধীন জাতির প্রধান অস্ত্র একতা।** প্রত্যেক সহরে ও প্রত্যেক গ্রামে ধনী দরিদ্র সকলকে এক জমায়েতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া সংকট দূর করিতে হইবে। ব্যবসায়ীদের বলিতে হইবে—মজুদ মাল ধরিয়া রাখিও না, মজুদ মাল ধরিয়া রাখিয়া দেশের ক্ষুধার্ত্ত ভাইদের হত্যা করিও না। যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য অস্বাভাবিক দাম চায়, একতাবদ্ধ জমায়েতের সাহায্যে তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে। কংগ্রেসী, মুসলিম লীগওয়ালা, কৃষক সমিতি, ছাত্রসমিতি ও অন্যান্য সকলকে লইয়া একতাবদ্ধভাবে সরকারের কাছে দাবী করিতে হইবে—খাদ্যফসলের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা কর, আমলাতান্ত্রিক কেতাদুরস্ত আদব কায়দা ছাড়িয়া চাউল, চিনি, নুন, কেরোসীন ও কাপড়ের সরবরাহ বাড়াও। আমরা যদি একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারি, আমাদের শক্তি শতগুণে বাড়িবে, আমাদের একতার কাছে আমলাতন্ত্র পরাস্ত হইবে, অর্থ নৈতিক অরাজকতা দূর হইবে। খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্য এবং সংগঠন গড়িয়া তোলা কিছুমাত্র শক্ত নয়। সকল দল, সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক এই সমস্যার সম্মুখীন। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সার্ব্বজনীন্ জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ আমরা নষ্ট হইতে দিব না, এই সুযোগ নষ্ট করিয়া আমরা আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ বাড়াইতে দিব না। 'জাতীয় একতা' কেবল মুখের কথা নয়, 'জাতীয় একতা' কেবল মামুলী তত্ত্বকথা নয়। **সংকটের বিরুদ্ধে, সর্ব্বসাধারণের অভাব ও অনটন দূর করিবার জন্য সজীব ও সক্রিয় জাতীয় একতা আজ নিশ্চয়ই গড়িয়া তোলা যায়।** আজ দেশে এমন কি কেহ আছে যে বলিবে চাষীর জন্য পাটের দাম চাই না? আজ দেশে এমন কি কেহ আছে যে বলিবে চাউল, চিনি ও নূনের সরবরাহ চাই না? আজ দেশে এমন কি কেহ আছে যে অশান্তি ও অরাজকতা বিস্তার করিয়া মনে প্রাণে নিজেদের সর্ব্বনাশ বাড়াইতে চায়? আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য কে না শক্তিশালী ঐক্যবাহিনীতে যোগ দিতে চায়?

কমিউনিষ্ট পার্টি ঐক্যের ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই। বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির ৯০০ সদস্য এবং তাহাদের ১৮০০ সহকর্ম্মী এই ঘোষণা সফল করিবার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। বাংলার কমিউনিষ্টরাই গড়িয়া তুলিয়াছে কমপক্ষে ২৫০টি জনরক্ষা সমিতি এবং সেই সঙ্গে ১০০০০ ভলাণ্টিয়ার। এই সংগঠন গুলিই হইল আমাদের জাতীয় একতার প্রাথমিক ভিত্তি, এই সব সংগঠন যত ব্যাপক হইবে জাতীয় ঐক্য ততই বাড়িবে। বাংলার ২৭০০ কমিউনিষ্ট, ২৫০ জনরক্ষা সমিতি এবং ১০০০০ ভলাণ্টিয়ার প্রস্তুত হইতেছে জনগণের সংকট দূর করিবার জন্য জাতির শক্তি একত্র করিতে। প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে একটি করিয়া জনরক্ষা সমিতি গড়িতে হইবে, প্রত্যেক বাড়ী হইতে একজন করিয়া ভলাণ্টিয়ার আনিতে হইবে। এই সংগঠনের পিছনে সমস্ত লোক একতাবদ্ধ করিয়া এক একটি সহর ও গ্রামকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে হইবে। এই দুর্গের মধ্যে আমলাতন্ত্র অত্যাচার ও অব্যবস্থা চালাইতে সাহস করিবে না, পঞ্চমবাহিনী উৎপাত বাড়াইতে ইতস্ততঃ করিবে, ব্যবসায়ীরা অতিলাভের আশা ছাড়িয়া দিবে,—তখন দেখিতে পাইবে যানবাহনের অভিযোগ তুলিয়া চাউল চিনি নূন সরবরাহ বন্ধ হইবে না, বা মন্ত্রীরাও যাহা করিবার তাহা করিয়াছি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না।

বাঙ্গালীর ভাগ্য বাঙ্গালীকে নিজের হাতে নিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান, কমিউনিষ্ট অ-কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস ও অ-কংগ্রেসী, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকলে মিলিয়া জনরক্ষার জন্য অগ্রসর হও। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল জায়গায় সম্মেলন ডাক, আমলাতন্ত্র ও অতিলোভীদের মুখোস খুলিয়া দাও, জনরক্ষা সমিতি গড়িয়া খাদ্যদ্রব্য মজুদ কর, সকল দলের ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা মিলিয়া স্থানীয় আমলাতন্ত্রের কাছে দাবী কর—**ন্যায্য দামে প্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ হউক।**

কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্কটের বিরুদ্ধে একতা গড়িয়া তুলিলে জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী। একতার প্রতি বিশ্বাস লইয়া দুর্য্যোগ দূর করিতে অগ্রসর হও। দেশ তাহাতে শক্তিশালী হইবে। বাঙ্গালী তাহাতে সবল হইবে। **জাতীয় একতার ভিতর দিয়া সংকটকে সুযোগে পরিণত কর।**

ঐক্য আন্দোলন

হুগলীতে ঐক্য সম্মেলন—হুগলী জেলায় ঐক্য আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। পোলবা থানার অন্তর্গত হোনা-পাড়া গ্রামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামটি মুসলমান প্রধান। মুসলমানরা এ সম্মেলনে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। সভাপতি নির্ব্বাচিত হন জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌলভী আব্দুর রৌফ, এম, এ, বি, এল। অনিবার্য্য কারণে তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাসের সভা-পতিত্বে সম্মেলন সুরু হয়। রোজার দিন থাকায় লোক সমাগম কম হইলেও প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত হয়। সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। দমননীতির তীব্র নিন্দা, নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতির দাবী করিয়া প্রথম প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের দাবী করা হয়। কমরেড হামিদুল হক, সালে আদম, বিজয় মোদক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দেন। সভায় একটি জন-রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। 'পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত', 'ঐক্যের পথে মুসলিম লীগ' ও 'জনযুদ্ধ' বিক্রি হয়।

বাঁকুড়ার মুসলিম ছাত্রদের তার—বাঁকুড়ার মুসলমান ছাত্ররা লীগ নেতাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন, কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনা চালাইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হউক। বড়লাটের নিকট তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের দাবী—মুর্শিদাবাদ জিলা কৃষক সমিতি ও জিলা ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে মিঃ জিন্নার নিকট তার করিয়া আবেদন করা হইয়াছে —জাতির এই সংকটে আপনি অগ্রণী হইয়া কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপোষ করুন ও সর্ব্ব দলের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া জাতিকে রক্ষা করুন। বড়লাটের নিকট আর একটি তারে নেতাদের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

নবদ্বীপে গণদরখাস্ত—ছাত্র ফেডা-রেশনের তরফ হইতে পাড়ায় পাড়ায় ঐক্য স্কোয়াড বাহির করা হইতেছে ও সভা করা হইতেছে। নেতাদের মুক্তির দাবী করিয়া গণদরখাস্তে ৩০০ সহি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ভুখ মিছিল—গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কৃষক সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপ ও আশে-পাশের গ্রামের প্রায় একশ বন্যাপীড়িত চাষী, গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের দাবী করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রতিকারের আশ্বাস দেন। পরে এই শোভাযাত্রা টাউনহলে আসিয়া ঐক্য সভায় মিলিত হয়। কমরেড সুশীল চ্যাটার্জী, নিখিল মৈত্র ও গৌতম ভট্টাচার্য্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, দমননীতি প্রত্যাহার প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

মেহেরপুরেও প্রায় তিনশত হিন্দু-মুসলমান কৃষকের একটি সভা হয়।

নোয়াখালী—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জীর আগমনে চৌমোহনীতে একটি ঐক্য সভা হয়। সভাপতি ছিলেন কমরেড রসময় মজুমদার। সভার আগে দুইটি প্রচার স্কোয়াড বাহির হয়। কমরেড মুখার্জী বর্ত্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া দমন-নীতির তীব্র নিন্দা করেন, জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করেন ও জেলার সর্ব্বত্র একতা আন্দোলন চালাইতে বলেন।

শ্রীহট্টে গারোদের বিরাট সভা-শোভাযাত্রা—গত ১১ই সেপ্টেম্বর কমরেড দেবেন দত্তের সভাপতিত্বে গারো পাহাড়ের নিকটে শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহের সীমানায় গারো ও হাইজঙ্গ সম্প্রদায়ের এক বিরাট সভা হয়। মনমনসিংহ জেলার অনেক দূর গ্রাম হইতেও বহু লোক শোভাযাত্রা করিয়া সভায় আসিয়া যোগ দেয়। মোট প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত হন। কমরেড বরুণ রায় ও নির্ম্মল চৌধুরী বক্তৃতা দেন। দমননীতির প্রতিবাদ, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, জাতীয় ঐক্য, অরাজকতা বন্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নওগাঁও (আসাম)—মাজগাঁও অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এক বিরাট ঐক্য জনসভা হয়। সভাপতি ছিলেন কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষীর-নাথ শর্ম্মা। সভায় দমননীতির প্রতিবাদ, নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রভৃতি দাবী করা হয়।

পণ্যমূল্য ও জনরক্ষা

খাদ্য সঙ্কট দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার আশু প্রতিকার না হইলে জনসাধারণের অবস্থা আরো শোচনীয় হইবে। জাতীয় এই সঙ্কটে দেশের জনগণের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতিকার কল্পে ঐক্য, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনরক্ষা কমিটি গড়িয়া তোলার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে দেশব্যাপী বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের অরাজকতার ব্যর্থতা জনসাধারণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে।

ঢাকা—গত একমাসের মধ্যে ঢাকা সহর, গোয়ালনগর দয়াগঞ্জ, ফরিদাবাদ, নবাবপুর, দক্ষিণ মৈশণ্ডী, নীলখেত, কমল-পুর ও রাজারবাগে জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটিগুলি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জনরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়ার সংখ্যা বিশ হইতে একশত জন। দয়াগঞ্জ জনরক্ষা কমিটি করাতিকোলা, ব্রাহ্মণফিরন, ধলপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হইয়াছে। এখানকার সকলেই প্রায় মুসলমান। সর্ব্বত্রই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

মানভূম—কলদায় সরকারী দামে জিনিষ পাওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে। গোপাল-পুর, বাসুড়ি, কানপাড়া, হাতিয়ার প্রভৃতি বহু গ্রামের লোকের নিকট হইতে স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে। কায়ুর বন্দীদের মৃত্যু-দণ্ড রদ, জাতীয় ঐক্য, নেতৃগণের মুক্তি, দমননীতির প্রতিবাদ ও জাতীয় দাবীর সমর্থনের জন্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। জনরক্ষা কমিটির কাজও নূতন করিয়া চালু হইয়াছে।

২৪ পরগণা—চটকল অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যাদির দোকান খুব কম মালিকই খুলিয়াছে। কিন্তু যে সব দোকান খোলা হইয়াছে তাহার দ্বারা বরং শ্রমিকদের অসুবিধাই বেশী বাড়িয়াছে। প্রতিদিন কারখানা বন্ধ হইলে জিনিষপত্র কিনিবার জন্য শ্রমিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়। জিনিষপত্র যাহা মিলে তাহাও তাহার পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের হিসাব ধরিয়া জিনিষ বিক্রি করা হয়; কিন্তু তাহা সমগ্র পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সপ্তাহে একজন শ্রমিককে পাঁচ সেরের বেশী চাউল দেওয়া হয় না, কাজেই ইহার দ্বারা একটি ছোট পরিবারেরও প্রয়োজন মিটিতে পারে না। চাউল, আটা প্রভৃতি অত্যন্ত খারাপ ধরণের। কেরোসিনতো মিলেই না। সরকারের নির্দ্ধারিত মুল্যের অনেক বেশী আদায় করা হয়।

অবিলম্বে বেশী দোকান খোলা দরকার। জিনিষপত্রের উপযুক্ত সরবরাহ চাই। ন্যায্য মুল্যে জিনিষ চাই।

রাজসাহী—রাজসাহী জেলা কৃষক সমিতি ও জেলা ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে রাজসাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া অতিরিক্ত মুনফা-বিরোধী জনরক্ষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার বিষম নিস্ক্রিয়তা ও শৈথিল্য দেখাই-তেছে। দর বাঁধিয়া ঢোল দিয়াই সরকার কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন অথচ বাজারে প্রকাশ্যে দ্বিগুণ তিনগুণ দামে জিনিষ বিক্রয় হইতেছে।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অগ্রণী হইয়া অতিরিক্ত মুনফার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রাজসাহী সহরে বস্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম অঞ্চলে প্রাথমিক প্রচারের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি এক হাজার ইস্তাহার বিলি করিয়াছে। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, বাঁধাদরে জিনিষ সরবরাহ, ধান চাল রপ্তানী রদ দাবী করা হইয়াছে। জনরক্ষা ফৌজগঠন করিতে আবেদন করা হইয়াছে। খাদ্য সঙ্কটের সমাধান চাই শীর্ষক শতাধিক পোষ্টার সহরের জনবহুল স্থানে লটকান হয়। পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনরক্ষা ফৌজ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য বস্তি অঞ্চলে ৪০টি বৈঠক করা হয়। হিন্দু-মুসলমান নরনারীর দুই হাজার সহিযুক্ত একটি গণ দরখাস্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। মুসলিম লীগের কাছে পার্টির পক্ষ হইতে আবেদন করা হইতেছে। দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণ কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিতেছে। তথাকথিত সংগ্রাম-ওয়ালাদের বাধা অতিক্রম করিয়া পার্টি দুই হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছে।

[৫এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা চাই

দেশের এই মহাসংকটে বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তী আজও গোপনে কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। আজও সরকার তাঁহাদের উপর হইতে মামলা তুলিয়া নিল না, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিল না। দেশের মজুরদের দাবী, সমস্ত জনসাধারণের দাবী, প্রিয় নেতাদের আমাদের মধ্যে প্রকাশ্যে আসিয়া কাজ করিবার অধিকার দিতে হইবে।

কলিকাতা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর টালা পাম্পিং ষ্টেশনের শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভায় কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে মামলা প্রত্যাহার ও প্রকাশ্যে আসিয়া কাজ করিবার সুযোগ দিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের **রাজগঞ্জ** শাখার উদ্যোগে দমননীতি বিরোধীদিবসে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট মজুর সভায় কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা দাবী করা হয়।

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের **গৌরীপুর** শাখায়ও কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর **আলমবাজার** মজদুর ইউনিয়নের সভায় কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে মামলা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই মজদুর ইউনিয়নের সভায় মজুর নেতা কমরেড চক্রবর্ত্তী ও ভাদুড়ীর স্বাধীনতা দাবী করা হয়।

হাওড়া—গত ১৯শে সেপ্টেম্বর **ব্যাতাইতলায়**, ২০শে সেপ্টেম্বর **ডোমজুড়ে**, ২২শে সেপ্টেম্বর **বন্য-পাড়ায়** বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যা-হারের দাবী করা হয়।

গাইবান্ধা—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গাইবান্ধা ছাত্র ফেডারেশনের সভায় কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনগণের মাঝে ফিরাইয়া দাও

ফাসিষ্টদের হাত থেকে ইহারাই দেশরক্ষা করিবে

সরোজ বসু ও সত্য চক্রবর্ত্তী (দুজনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়), **প্রফুল্ল সান্যাল** (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর), **কালিকিঙ্কর দে, সুরেন ধর চৌধুরী ও বিমল ভট্টাচার্য্য**—প্রত্যেকে ১০ বৎসর সাজা খাটিয়াছেন। **যতীন চক্রবর্ত্তী, সত্যেন মজুমদার, প্রভাত মিত্র, নিরঞ্জন ঘোষাল, দ্বিজেন তলাপাত্র**—প্রত্যেকে ৭ বৎসর সাজা খাটিয়াছেন। **জীবন ধুপী**—৫ বৎসর খাটিয়াছেন।

দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগের পর এই বারজন যুবক আবার সিকিউরিটি বন্দী হইলেন। মেদিনিপুর ও দমদম কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবার তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, পুরাণো শাসনতন্ত্র শেষ হইয়া নূতন শাসন আসিল কিন্তু তাঁহাদের মুক্তি মিলিল না। কারাগারে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল, মেয়াদের দিন ফুরাইয়া গেল, মুক্তির দিন আসিল। তবু তাঁহাদের মুক্তি মিলিল না, আবার তাঁহারা নূতন করিয়া সিকিউরিটি বন্দী হইলেন।

সন্ত্রাসবাদের ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কমিউনিষ্ট মতে বিশ্বাসী হইলেন, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মানিয়া নিলেন। দেশের এই মহাসংকটে তাঁহারা দেশকে বাঁচাইতে প্রস্তুত, ফাসিষ্ট আক্রমণ রুখিতে প্রস্তুত, তবু তাঁহাদের মুক্তি নাই, তাঁহারা আবার রাজবন্দী হইলেন।

একদিন যাঁহারা দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুন বুকে নিয়া ফাঁসিকাঠ তুচ্ছ করিয়াছেন, লৌহকারা উপেক্ষা করিয়াছেন, কোন আত্মত্যাগেই যাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই আজিকার এই সংকটের দিনে দেশবাসী এইসব কমরেডদের ফিরাইয়া চায়, তাঁহাদের **মুক্তি চায়!**

(৪ এর পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

বাঁকুড়া—ছাত্রকর্ম্মীরা সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে জনরক্ষা সমিতি ও কৃষক সমিতি গঠন করিতেছে। বদড়া ইউনিয়নে চারটি জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে ও তাহারা গ্রামে তেল, নুন, চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছে। মালিয়াড়া কৃষক সমিতি মালিয়াড়া গ্রামে জনরক্ষা সমিতি গঠন করিয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে জিনিষপত্র পাইবার চেষ্টা করে। স্থানীয় দোকানদারগণ সহানুভূতিশীল হইলে আড়ৎদারেরা দোকানদারদের পাইকারী মূল্যে মাল দিতে অস্বীকার করিয়া বসে। কাজেই দোকানদারেরা নির্দ্ধারিত মুল্যে মাল বিক্রী করা অসম্ভব বলিয়া জানায়। জনরক্ষা সমিতি আড়ৎ-দারদের ন্যায্য দামে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য করাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দুইশত লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি গণ দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

ময়মনসিংহ—কয়েক দিন যাবৎ সুসং (ময়মনসিংহ) অঞ্চলে ধান-চাউলের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে। ফলে অভাবগ্রস্ত লোকেরা লুটতরাজ করিবার উপক্রম করে এবং কয়েকস্থানে লুঠতরাজও হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বিখ্যাত কৃষকনেতা কমরেড মণি সিংহ এবং আরও দুইজন কমরেড সেখানে গিয়াছেন। প্রত্যেক দিন অভাবগ্রস্ত লোকেরা দলে-দলে পার্টির কমরেডদের নিকট আসি-তেছে। এই সমস্ত লোকদের লইয়া কমরেডগণ মহাজনদের নিকট যাই-তেছেন এবং যাহাতে কিছু কিছু ধান চাল তাহাদের নিকট আদায় করিতে পারেন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। মহাজনদের সঙ্গে বৈঠক করার পর তাহারা কিছু কিছু ধান-চাল দিতে রাজী হইয়াছেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যাইতেছেন ও যাহাতে লুঠ-তরাজ বন্ধ হয় তাহার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছেন।

দমননীতির বিরোধে

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দ্দেশে বিভিন্ন স্থানে দমননীতি বিরোধী দিবস পালিত হইয়াছে।

২৪ পরগণা—কমিউনিষ্ট পার্টির ২৪ পরগণা জেলা কমিটি, গার্ডেনরীচ চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মিলিত উদ্যোগে কমরেড ফারুকীর সভাপতিত্বে এক সভায় দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয়, কংগ্রেস লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণ-মেণ্ট গঠন প্রভৃতি দাবী করা হয়।

বজবজ চটকল মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগেও দমননীতি বিরোধী দিবস পালিত হয়।

কলিকাতা—বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের রাজগঞ্জ শাখার উদ্যোগে দমননীতি বিরোধী দিবসে এক বিরাট মজুর সভা হয়। কমরেড আব্দুল মোমিন সভাপতিত্ব করেন। কমরেড অবনী মুখার্জী, জয়কেশ মুখার্জী, বিনয় চক্রবর্ত্তী ও সুরেশ পাল বক্তৃতা দেন। সভায় কমরেড হারিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। দমননীতির প্রতিবাদ, নেতা-দের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড মকুব ও মুক্তি, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের মুক্তি ও স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মিদের মুক্তি দাবী করা হয়।

গ্রুপমিটিং—দমননীতির বিরোধী দিবস উপলক্ষে কলিকাতার ফুলবাগান বস্তি, মোহনবাগান বস্তি, কাশিপুর ইলেক্ট্রিক ইউনিয়ন অফিস ও চিৎপুর শ্রমিক অঞ্চলে কতকগুলি গ্রুপ মিটিং হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই দমননীতির প্রতিবাদ, মজুর ঐক্য ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি জোর দিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ঢাকা—দমননীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে ঢাকায় মজুরদের ভিতর সভা হইয়া গিয়াছে। ঢাকা কটন মিলে ৩টি ও রেলওয়েতে একটি মজুর সভা হয়। কটন মিলের তিন শিফটের মজুরদের আলাদা-ভাবে ৩টী সভা হয়। ঢাকা কটন মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড সৌরীন মুখার্জী ও সৌরেন গোপ বক্তৃতা দেন। দমননীতি প্রত্যাহার, কংগ্রেস লীগ ঐক্য, জিলাব্যাপী ঐক্য আন্দোলন চালনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। রেলওয়েতেও একটি সভা হয়।

নারায়ণগঞ্জ—কমরেড মহম্মদ আব্দুল হোসেন ভূঞার সভাপতিত্বে ১নং ও ২নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে দমননীতি বিরোধী দিবস পালিত হইয়াছে। কমরেড বারীন দত্ত ও অমর গাঙ্গুলী বক্তৃতা দেন। প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক সভায় উপস্থিত হয়।

সরিষাবাড়ী— (ময়মনসিংহ)—জুটপ্রেস ইউনিয়নের উদ্যোগে দমননীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে একটি সভা হয়। সভায় তিনশত কৃষক ও মজুর উপস্থিত হয়। জাতীয় ঐক্য, দমননীতির প্রতিবাদ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

গাইবান্ধা—ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে দমননীতি বিরোধী দিবস পালিত হইয়াছে। দমননীতি প্রত্যাহার, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি দাবী করা হয়। একটি বিশেষ প্রস্তাবে কাইয়ুর কমরেড-দের মুক্তির দাবী করা হয়।

আন্দোলনে বাধা

বিভিন্ন জিলায় অনেক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর আজও বিধিনিষেধ জারী আছে, অনেককে নতুন করিয়া গ্রেপ্তার করা হইতেছে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। আমরা সকলের স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই।

খুলনা—প্রমথ ভৌমিক (দেড় বৎসর কারাদণ্ড), দেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও পীযুষ কর (৬ মাস কারাদণ্ড)।

নদীয়া—সুনীল লাহিড়ী, বিমল পাল, কৌস্তভেশ সান্যাল।

মুর্শিদাবাদ—দুর্গা সরকার, সত্য ঘোষাল, বগলা মুখার্জী, অনন্ত ভট্টাচার্য্য (যক্ষ্মায় ভুগিতেছেন), হরিলাল বসাক (সকলের উপরই নিষেধাজ্ঞা)।

ফরিদপুর কানাই কুণ্ডু (অন্তরীণ)।

বরিশাল—শান্তিপদ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ পাল, সুরেন পাল, গোপাল গাঙ্গুলী (অন্তরীণ)।

হাওড়া—অমর মুখার্জী।

আত্মরক্ষায় বাংলার নারী

আমাদের সোনার বাংলার উপর জাপানী আক্রমণ আসন্ন। তাই বাংলার নারী-সমাজ আজ জেগে উঠেছে। কারণ তারা জানে **নারী সমাজের সব চাইতে বড় শত্রু ফাসিজম্!** আর জাপানী শাসন ফাসিজমেরই নগ্ন মুর্ত্তি। গত কয়েক মাস থেকে বাংলার নারী আন্দোলন জাপানী দস্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতীয় জাপ বিরোধী এক বিশেষ শক্তি হয়ে উঠেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে সারা বাংলায় "আত্মরক্ষা সপ্তাহ" পালন করবার এক প্লান নেওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল—(ক) জেলার মহিলা সমিতিগুলিকে আত্মরক্ষার ভিত্তিতে কার্য্যকরী ক'রে তোলা, (খ) কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মরক্ষা সমিতির কেন্দ্র গড়ে তোলা, (গ) সাধারণ মেয়েদের আত্মরক্ষার কাজে সচেতন ও একতাবদ্ধ করে তোলা। এর জন্য যে প্রোগ্রাম নেওয়া হয় তার মাঝে উল্লেখ যোগ্য (১) ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য প্রপাগাণ্ডা স্কোয়াড (২) পাড়া মিটিং (৩) প্রভাত ফেরী, পোষ্টার প্রদর্শনী, জন সঙ্গীত, (৪) জননাট্য ও সম্ভব হলে মহিলাদের সাধারণ সভা ডাকা।

কলিকাতা—কলিকাতায় সব শুদ্ধ ১২টি পাড়া মিটিং হয়, ১২টি পাড়ার মধ্যে ৯টিতেই ১০ জন হ'তে ১৫ জন মহিলাকে নিয়ে একটি কোরে পাড়া কমিটি তৈরি হয়েছে। এই পাড়াগুলির মধ্যে ৬টি বস্তি পাড়া ও ৬টি মধ্যবিত্তের পাড়া। এই পাড়া কমিটিগুলির নিয়মিত কাজের প্রোগ্রাম—(১) দৈনিক প্রচার, (২) খাদ্য সমস্যা দুর করবার জন্য অর্থাৎ মূল্য নিয়ন্ত্রণ, গভর্ণমেণ্টের খরচে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাড়ায় পাড়ায় জিনিষের দোকান ইত্যাদির জন্য সহি যোগাড় করা (এ পর্য্যন্ত ৩০০০ সহি সংগৃহীত হয়েছে) (৩) নিয়মিত কমিটির মিটিং করা (৪) যেখানে যেখানে সম্ভব "জনযুদ্ধ" ও "কৌমিজং" বিক্রি করা ও তারজন্য "পাঠ-কেন্দ্র" খোলা (৫) ভলাণ্টিয়ার তৈরী করা, এ, আর, পি, ফার্ষ্ট এড ক্লাস খোলা। আত্মরক্ষা সপ্তাহের শেষে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি জন নাট্যও হয়।

বিশেষত্ব :—এই আত্মরক্ষা সপ্তাহের কাজের ভিতর দিয়ে আমরা যা কিছু লাভ করেছি তার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে (১) বাংলার মহিলা আন্দোলনের সাথে সাধারণ শ্রমিক মেয়েদের সহযোগ (২) সাধারণ মুসলমান মেয়েদের সহযোগ (৩) সাধারণ মেয়েদের মাঝে একতার প্রচেষ্টা।

মফঃস্বল :—মফঃস্বল আত্মরক্ষা মূলক কাজে সব চেয়ে অগ্রণী বরিশাল, সেরপুর, বাঁকুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চন্দন-নগর, হুগলী, চুঁচড়া ও মহেশতলা। অধিকাংশ জায়গায়ই উপরোক্ত সাধারণ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে কাজ করা হয়েছে তবে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। জেলাগুলির কাজের বিশেষত্ব এই যে এই সব জায়গায় মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা সাধারণের মধ্যে কাজ বেশ ভাল হয় কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সাধারণ কৃষক মেয়েদের মধ্যে মহিলা আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে ওঠে নি, তাই জেলার কর্ম্মীদের কৃষক মেয়েদের মাঝে তাঁদের কাজের ভিত্তি গড়ে তোলা আশু কর্ত্তব্য, কারণ তারাই হবে জেলাগুলির আন্দো-লনের অগ্রদূত।

সবার আগে মজুর শ্রেণী

কলিকাতা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর **নারিকেলডাঙ্গায় সুরা জুট মিল ও কলিকাতা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর** শ্রমিকদের এক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক কমরেড নাগা মিঞা সভায় সভাপতিত্ব করেন। চটকল মজুরদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ইউনিয়ন গঠনের আবশ্যকতা উপস্থিত শ্রমিকভাইরা সকলেই অনুভব করে, ফলে ঐ দুইটি মিলের শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন সেই সভাতে গঠিত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি হইয়াছেন কমরেড নাগা মিঞা ও সম্পাদক হইয়াছেন কমরেড যতীন চাটার্জ্জি।

রাজাবাজার গ্যাস ইউনিয়নের অফিসে কলিকাতার গ্যাস শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা হয়। প্রায় ২০০ শত শ্রমিক উপস্থিত ছিল। গ্যাস শ্রমিকদের ভিতর একজন সভাপতিত্ব করেন। কমরেড মনোরঞ্জন রায় এবং আরও কয়েকজন শ্রমিক মজুরদের ইউনিয়ন সংক্রান্ত দাবীদাওয়া নিয়া বক্তৃতা করেন। ইউনিয়নের নেতৃত্বে গ্যাস শ্রমিকদের একতাবদ্ধ শক্তিতে কোম্পানী ৫ জন বরখাস্ত শ্রমিককে কাজে নিতে বাধ্য হইয়াছে।

শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি মালিকদের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য দাবীর অনেক কিছু আদায় করিতে পারে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন, শ্রমিকদের মিলিত শক্তিই শ্রমিক আন্দোলনকে আগাইয়া দেয়—**পার্ক ষ্ট্রীটের কোডাক কোম্পানীর** মজুর মিস্ত্রী ও কেরাণীদের মিলিত সংগঠন তাহাদের দাবী আদায় করিয়া সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কোম্পানী যুদ্ধ ভাতা দিত নিম্নলিখিত হারে—(১) এক বৎসরের কম নিযুক্ত শ্রমিকদের ১আনা হিসাবে ২ টাকার বেশী নয় (২) যুদ্ধের পূর্ব্বে নিযুক্তদের টাকায় তিন আনা হিসাবে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত ৬ টাকার বেশী নয় (৩) ৬০ টাকার উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে। গত ২রা সেপ্টেম্বর সমবেতভাবে সবাই দরখাস্ত করিয়া তাহাদের দাবী জানায়—১ বৎসরের কম নিযুক্তদের যুদ্ধভাতা ৬ টাকা করা হউক, যুদ্ধের পূর্ব্বে নিযুক্তদের শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইয়া ৯ টাকা করা হউক এবং ৬০ টাকার উপরে শতকরা ১০ টাকা হিসাবেই দেওয়া হউক। সঙ্ঘবদ্ধ দরখাস্তের ফলে কোম্পানী মজুরদের অধিকাংশ দাবীই মানিয়া নিয়াছে। সকলে সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৬ টাকা হিসাবে যুদ্ধভাতা পাইবে। কোডাক কোম্পানীর মজুরদের এই আন্দোলন ও সংগঠনের ভিতর দুইজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ২৪৯ নং **বহুবাজার ষ্ট্রীটে হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর** মজুরদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ এ, বি, দত্ত সভাপতি হইয়াছিলেন। একমাসের যুদ্ধ বোনাস, ভাতা, মালিকগণ কর্ত্তৃক অযথা জরিমানা ও দুর্ব্যবহার দূর করার জন্য মালিক-শ্রমিক বোর্ড গঠন, এই দাবীগুলি সভায় প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। সভায় ইউনিয়ন সম্পাদক কমরেড অনিল চৌধুরী, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

বর্দ্ধমান—যুদ্ধের জন্য অভাব অনাটন চারিদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্দ্ধমানের ধাঙ্গড়দের ভিতর এই সমস্যা লইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ধাঙ্গড়দের সংগঠন গড়িয়া তোলে। কিছু দিনের ভিতরই সমবেতভাবে ধাঙ্গড় শ্রমিকেরা মিউনিসিপ্যালটীর চেয়ারম্যানের নিকট মাগগী-ভাতা, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ ও মিউনিসিপ্যালটী কর্ত্তৃক শ্রমিকদের জন্য দোকান খোলা—প্রধানতঃ এই তিনটী দাবী নিয়া একটি দরখাস্ত করে। ইহাতে কোন ফল না হওয়াতে তাহারা ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট সুরু করিয়া দেয়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ধাঙ্গড়দের দাবী লইয়া চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ আলোচনা চালান। তিনি যথাসম্ভব ধাঙ্গড়দের দাবী পূরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়।

৩০ টাকা বা তাহার কম বেতনের শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে মাসিক ১ টাকা করিয়া মাগগীভাতা পাইবে।

হুগলী—হুগলী চুঁচুড়ার মেথর ও ধাঙ্গড়গণ মাগগী ভাতার দাবী লইয়া গত ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট শুরু করে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাহাদের দাবী মিটাইবার জন্য আলোচনা করেন এবং মাসিক ১ টাকা মাগগী ভাতা আদায়ের প্রতিশ্রুতি পান। কিন্তু প্ররোচকদের পাল্লায় পড়িয়া মজুর ভাইরা প্রথমে কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ হতাশ না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত দুই পক্ষের সহিতই আলাপ আলোচনা চালাইয়া ১ টাকা মাগগী ভাতা ও আংশিক দাবী হিসাবে কিছু মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করেন।

ময়মনসিংহ—গত ২৮শে সেপ্টেম্বর **সরিষাবাড়ীর** গাড়োয়ান শ্রমিকদের এক সভা হয়। সভায় কমরেড সাবিত্রী রায়কে সভানেত্রী ও মোহন লাল সাহাকে সম্পাদক করিয়া একটি স্থায়ী ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। সভায় একটি প্রস্তাবে আমলাতান্ত্রিক দমন নীতির প্রতিবাদ করা হয় এবং দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কাইয়ূর কমরেডদের ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী করা হয়।

কলিকাতার শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন

পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে আমাদের মধ্যে চাই

কংগ্রেস-লীগের চুক্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই

শ্রমিকদের দাবী মান—জাপানকে রোখ

২০শে সেপ্টেম্বর মহাবোধি সোসাইটি হলে বিকালে কলিকাতার শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন ট্রামের বিখ্যাত মজুর নেতা কমরেড ইসমাইল। সভাপতি পরিষদে নির্ব্বাচিত হ'ন কমরেড চতুরালি, নাহের সিং, খেন্দু, রাধাশ্যাম ব্যানার্জি, বসির, বিভূতি ঘোষ ও বাংলার সর্ব্বপ্রিয় কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

কমরেড সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদ একটি ফাসিষ্ট বিরোধী শ্রমিক সংগীত গাইবার পর সম্মেলন সুরু হয়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির তরফ হইতে কমরেড সরোজ মুখার্জী, কলিকাতা কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড কুমুদ বিশ্বাস, ছাত্রদের তরফ হইতে কমরেড রমেন বানার্জী, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড জ্যোতি বসু, মেয়েদের পক্ষ হইতে কমরেড সাকিনা বেগম ও নাজমুন্নেসা, কৃষক সমিতির তরফ হইতে কমরেড আব্দার রেজ্জাক খাঁ ও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড সুধীন প্রামাণিক।

সভার আগে বিখ্যাত মজুর নেতা কমরেড হারিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। তার পরে বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করিলেন কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত, পূর্ণেন্দু দত্ত রায়, জাহির, ইসমাইল, আব্দুর রহমান, প্রমথ চৌধুরী, মনোরঞ্জন রায় প্রভৃতি।

প্রস্তাবে ছিলঃ (১) কংগ্রেস লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাপানীকে রুখিবার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে।

(২) দাবী সম্বলিত প্রস্তাবঃ—মাগগী ভাতা, যুদ্ধ বোনাস, এ, আর, পি, শিক্ষা, ও বোমার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ভাল আশ্রয় স্থল, বোমায় যারা আহত বা হত হইবে তাহাদের সরকারী নিয়মানুযায়ী ভাতার ব্যবস্থা, কাজ হইতে খামখেয়ালী ভাবে বরখাস্ত করা চলিবে না, লেবর কমিশনারের কাছে আপীলের অধিকার বজায় রাখিতে হইবে, ইউনিয়নকে মানিয়া লইতে হইবে। পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে হইবে। (৩) সমস্ত কলিকাতা মজুরদের যোগাযোগের জন্য নিম্নলিখিত কমরেডদের লইয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হয়ঃ বঙ্কিম মুখার্জী সাকিনা বেগম, ইসমাইল, সুধীন প্রামাণিক, রাধাশ্যাম ব্যানার্জ্জী ও প্রতি ইউনিয়নের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি।

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও তাঁহাদের মুক্তির দাবী করিয়া মাদ্রাজ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত স্থান হইতে আবেদন করা হইয়াছেঃ **রাজসাহী** জিলা কৃষক সমিতি, জিলা ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটি, **ফরিদপুর** জিলা ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি, **জলপাইগুড়ি** কৃষক সমিতি, **ময়মনসিংহ** কৃষক সমিতি, **বাঁকুড়া** কৃষক সমিতি, **বর্দ্ধমান** জেলা কংগ্রেস কমিটি, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশন, **বর্দ্ধমান জেলা মুসলিম লীগ, কুষ্টিয়া** ছাত্রফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ান ও কৃষক সমিতি।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির ১২ জন কমিশনারও তার পাঠাইয়াছেন।

মালদহ—সম্প্রতি **ইংরাজ বাজার সহরে** একটি বিড়ী কারখানার মালিক মজুরদের মজুরী কমাইয়া দেওয়াতে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে। বিড়ী ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দেখিয়া মালিক ধর্ম্মঘটীদের সর্ত্ত মানিয়া লয় এবং ধর্ম্মঘটের অবসান হয়।

ইউনিয়নের নেতৃত্বে মুনাফালোভী বিড়ীপাতার আড়ৎদারদের অত্যধিক লাভের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সফল হইয়াছে। ইউনিয়নের চেষ্টায় জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পাতার দাম কমাতে বেকার শ্রমিকগণও পুনরায় কাজ পাইয়াছে।

নারায়নগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন মিলের শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। এই ইউনিয়নটীকে নষ্ট করার জন্য কোম্পানীর দালালেরা অনেক রকম চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হয় নাই। সম্প্রতি শ্রমিকদের একটি সভায় কমরেড বারীন দত্ত ঐক্যবদ্ধশক্তি ও সংগঠনের উপর জোর দিয়া একটি বক্তৃতা করেন। সভায় ৩০০ শত শ্রমিক উপস্থিত ছিল।

হাওড়া—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড প্রমোদ বসুর সভাপতিত্বে হ্যাডফিল্ড রংকল কারখানার শ্রমিকদের এক সভা হয়। সভায় ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও জনযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমরেড বিভূতি মুখার্জ্জি, হরিসাধন মিত্র, বিমল মান্না, শ্যামসুন্দর রায় বক্তৃতা করেন। কমরেড ধীরেন মুখার্জ্জিকে সভাপতি, বিমল মান্নাকে সম্পাদক ও ১৭ জন কারখানার মজুর লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। মজুরদের দাবী :—১০ টাকা মাগগী ভাতা, হাজিরি এলাউয়েন্স, স্থায়ী চাকুরী, মজুরদের উপর জুলুম জবরদস্তি বন্ধ করা। গত ১লা অক্টোবর এই দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা করা হইয়াছে।

আলোচনা

হিটলারের আতঙ্ক

সুদীর্ঘ ১৫ মাস ধরিয়া লাল ফৌজ ইউরোপের রণক্ষেত্রে একলাই লড়িতেছে। হিটলার সমস্ত ইউরোপের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া, ধনবল, জনবল হাত করিয়া ঝাপাইয়া পড়িয়াছে সোভিয়েটের উপর। এই বিরাট শক্তির সামনে লাল ফৌজ একলা যে বীরত্বের সাথে লড়িয়াছে তা ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়। তাইতো হিটলারের সে তেজ আজ আর নাই। সে লম্প ঝম্প, গলাবাজি আজ ঠাণ্ডা হইতে চলিয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় হিটলার বলিতেছেন, "আমি দুঃখিত, ঘন ঘন আমি আসিতে পারি না।" আজ আর সপ্তাহে সপ্তাহে বক্তৃতা দিবার মত হিটলারের কিছুই নাই, সোভিয়েট প্রতিরোধের সামনে হিটলার নির্ব্বাক। ভাগ্যের দোহাই দিয়া হিটলারকে আজ কৈফিয়ৎ দিতে হয়, "১৯৪১—৪২ সালের শীতকালে জার্ম্মাণ জনগণ ও সৈনিকেরা ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়াছে। এবার বেশী খারাপ অবস্থা হইবে না।" হিটলারকে এখন খারাপ অবস্থার কথা ভাবিতে হয়, আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে হয়। নিজ ঘরের দিকে তাকাইয়াও হিটলারের সোয়াস্তি নাই। চারিদিকে ধ্বংসের বিভীষিকা। তাই উন্মত্ত হইয়া হিটলার বলিতেছেন, "ধ্বংসকারীদের চরম শাস্তি দিব" "অপরাধীদের কোন স্থান নাই।" জার্ম্মাণীর ভিতরকার এই অবস্থা রণক্ষেত্রের সৈনিককেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাই সৈনিকদের আশ্বাস দিতে হয়, "নিশ্চিত থাক গৃহ সীমান্ত তোমাদের বিপদে ফেলিবে না।" সৈনিকরা কি করিয়া প্রাণ দিবে যদি না ঘরে তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করা হয়?" ঘরে, বাইরে সর্ব্বত্র হিটলারের বিপদ আজ ঘনীভূত।

ইউরোপের দেশে দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিক বাহিনী আবার তুমুল সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। আলবেনিয়ার দেশপ্রেমিক বাহিনীও যুগোশ্লাভ বাহিনীর সাথে যোগ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। দলে দলে ছাত্ররা আলবেনিয়ার স্বাধীনতার পতাকা-তলে একত্র হইতেছে। ফাসিবাদ ধ্বংসের শক্তি মাথা তুলিয়াছে।

আজই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই

তাই হিটলার মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। শীতের আগেই ষ্টালিনগ্রাদ দখলের জন্য হিটলার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের বীর নরনারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শত্রুকে রুখিতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব্ব সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। তাই উইল্কি বলিয়াছেন, "এখানে আসিয়া দেখিয়া যাও 'জনযুদ্ধ' কাহাকে বলে"। "লাখ লাখ নারী, ৮।১০ বছরের শিশুরা পর্য্যন্ত অস্ত্রের কারখানায় কাজ করিতেছে, খামার চালাইতেছে" "ইহাই আজিকার রাশিয়া। কঠিন দীর্ঘ শীত সামনে, তবু একজন রুশও দমে নাই।" এমনি বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাঝে লাল ফৌজ একা বিশ্বের স্বাধীনতা যুদ্ধ লড়িতেছে। তাই উইল্কি চঞ্চল হইয়া বলিয়াছেন, "এই বীর মিত্রদের কি সাহায্য আমরা করিতে পারি?" "আরও ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দিতে হইবে" কিন্তু "সবচেয়ে বেশী সাহায্য হইবে, ইউরোপে বৃটেনের সহযোগে প্রকৃত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা।" "রুশ যুদ্ধ সীমান্ত, আমাদের সীমান্ত। ষ্টালিনগ্রাদে একটি নাৎসী হত্যার মানে আমাদের মারিবার জন্য প্রস্তুত একটি নাৎসীকে হত্যা করা।"

মিঃ উইল্কির এই মন্তব্যে চেম্বারলেনী ভূত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা চীৎকার সুরু করিয়াছে। চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "ভিতরের খবর যাহারা জানে, দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাহাদের আরও হুঁশিয়ার হইয়া কথা বলা উচিৎ।" এট্‌লী বলিয়াছেন, "দ্বিতীয় ফ্রণ্ট একটা বুলিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আটলাণ্টিকের যুদ্ধ, জার্ম্মানীতে বোমা বর্ষণ, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্য স্থানের যুদ্ধ" এসব কথা ভুলিলে চলিবে কেন। কিন্তু শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার দিন আজ আর নাই। ফাঁকা কথায় জনগণ আজ আর ভুলিতে চায় না। আমেরিকার উইসকনসিন ষ্টেটের মজুরদের কনভেনশনে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী করা হইয়াছে। আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' পত্রিকার গ্রাফটন লিখিয়াছেন, "বৃটিশ ও আমেরিকার জীবনে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। গণতন্ত্রেরই ইহা অংশ।" বিলাতের "টাইম্‌স্" পত্রিকা পর্য্যন্ত বলিয়াছে, "জয়লাভের আগে জার্ম্মানীকে দুই ফ্রণ্টে নামাইতেই হইবে।" ষ্টেটসম্যান পত্রিকার লণ্ডনের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "সরলভাবে বলিতে কি আমরা অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। লিটলটন ৮০ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতো পার হইয়া গেল। এমন বিপদের দিনে আমাদের নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা সাজেনা। রাশিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে যে গৌরবময় সংগ্রাম করিতেছে আমরা তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে চাই।"

> ## দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্নে ষ্টালিন
>
> **"বর্ত্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন সোভিয়েট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে।**
>
> **জার্ম্মাণ ফাসিষ্টদের প্রধান আঘাত নিজের ঘাড়ে নিয়া সোভিয়েট মিত্রশক্তিকে যেরূপ সাহায্য করিতেছে, সোভিয়েটকে মিত্রশক্তি যে সাহায্য দিয়াছে তাহা সে তুলনায় কমই কার্য্যকরী হইয়াছে।**
>
> **বিশ্বপ্রভুত্বের জন্য ফাসিষ্ট জার্ম্মাণী বা যে কোন আক্রমণ-কারী শক্তির ক্ষমতার চেয়ে জার্ম্মাণ দস্যুদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা সোভিয়েটের বেশী না হইলেও কম নয়"— ষ্টালিন।**
>
> (আমেরিকার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ষ্টালিন এই কথাগুলি বলিয়াছেন)।

ভারতের দাবী সমর্থনে বিশ্বের জনগণ

যে নীতি আজ ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে ভয় পাইতেছে, অতীতের সেই জীর্ণ নীতিই আজ ভারতে রুদ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। উদ্ধত আমেরি বার বার সেই একই জাবর কাটিতেছেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ক্যাক্সটন হলে তাঁহার বক্তৃতায় অন্যথা হয় নাই। ভারতে অছিগিরির ন্যাক্কার-জনক ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন। কংগ্রেসের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া মিথ্যা প্রচার করিতেও তাঁহার এতটুকু বাধে নাই। "কোন এক পার্টি যদি আর সবার উপরে জোর করিয়া শাসনতন্ত্র চাপায়, তাহা টিকিতে পারে না। অথচ ইহাই গান্ধী ও তাঁর সহচরদের লক্ষ্য। এ দাবী স্বীকার করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।" কংগ্রেস সম্বন্ধে এ কথা যে কতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা তাহা নূতন করিয়া বলার দরকার হয় না। কংগ্রেস চাহিয়াছিল, সর্ব্বদলের মিলিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, কংগ্রেস নিজের ডিক্টেটরী চায় নাই।

আমলাতন্ত্রের প্রচার ধুরন্ধরদের এই মিথ্যা বুলিতে আজ আর বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের চোখে ধুলি দেওয়া যায় না। আমেরিকার জনমত আজ সুস্পষ্ট কণ্ঠে ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিতেছে। "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকায় ৫৭ জন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক, আইনজীবি সাংবাদিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি এক বিরাট ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাই-সেকের নিকট আবেদন করিয়াছেন, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য নেতাদের বলুন নূতন করিয়া আলোচনা চালান হউক, যাহাতে স্বাধীন ভারতের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে আমরা মিত্রশক্তি হিসাবে পাই।" আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা মিস পার্ল বাক, বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক লুই ফিসার সবাই আজ ভারতের দাবীতে সহানুভূতি জানাইয়াছেন। এই দাবীর প্রচারে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের সভা হইয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে জনসভা হইতেছে। আমেরিকার সেনেট সভার মেম্বর মিঃ বল, পেপেড প্রভৃতিও ভারতের সাথে আপোষের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া লীগের সভাও ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী করিয়াছেন। বিলাতের ইউনিয়ন অফ ডিমোক্রাটিক কণ্ট্রোলের তরফ হইতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আপোষের আবেদন করিয়াছেন। 'ডেলি হেরাল্ড', 'নিউজ ক্রনিকেল', রেণল্ডস উইকলি' প্রভৃতি বিলাতী পত্রিকাও আপোষ চাহিতেছেন। বিলাতে ও আমেরিকার কমিউনিষ্টরা ভারতের দাবীর সমর্থনে সমস্ত জনমত জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

দমননীতি দুর্ব্বলতার চিহ্ন

বিশ্বের জনমানবের কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। তাই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ তার শেষ সম্বল ভেদনীতি ও দমননীতির আশ্রয়ে বাঁচিতে চাহিতেছে। বিশ্বব্যাপী বিরাট ভূমিকম্পে সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়া যাইতেছে, তাই হিষ্টিরিয়া রোগীর মত সে ছুটাছুটি করিতেছে, তাই আজ এই রুদ্ররোষ। ইহা তাহার সবলতার চিহ্ন নয়, ইহা তাহার দুর্ব্বলতা। মূর্খ আমলাতন্ত্র বুঝিতেছে না, গুলি, লাঠি, জেল, মেসিনগানে জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করা হইতেছে। পঞ্চম বাহিনীকে দেশপ্রেমিকতার আবরণে হীন ষড়যন্ত্রের সুযোগ দেওয়া হইতেছে, জাপানীকে আমন্ত্রণ করা হইতেছে।

পাইকারী জরিমানা করিয়া হাজার হাজার নির্দ্দোষী কৃষক, মজুর ও জনসাধারণকে নিপীড়ন করা হইতেছে। একেই লোকের আর্থিক দুর্দ্দশার অন্ত নাই, তাহার উপর গোটা ভারতবর্ষে ৩০শে সেপ্টেম্বরের ভিতর সাড়ে ছিচল্লিশ লাখ টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছে। বাংলায় জরিমানা হইয়াছে ৮৫ হাজার টাকারও উপর। ইহার ফলে অগণিত ফাসিবিরোধী জনগণকে পঞ্চম বাহিনীর হাতে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বুভুক্ষু জনসাধারণকে আত্মঘাতী নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করা হইতেছে।

আর্থিক সঙ্কটের সমাধান কোথায়?

আমলাতন্ত্র জনগণকে আর্থিক সঙ্কটের হাত হইতে বাঁচাইবার কোন পথ করিয়া দেয় না, কিন্তু জরিমানা করিয়া নিঃস্ব জনগণের কানা কড়িটি পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া নিতেছে। বাংলায় খাদ্য সমস্যা আজ চরম সঙ্কটে আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিন নাই, চিনি ও লবণ পাওয়া কঠিন, চালের দর আগুন। পরিষদে মন্ত্রী সাহেব বলিয়াছেন, "কেরোসিনের সত্যই অভাব, শতকরা ৫০ ভাগ কেরোসিন বিক্রি কমান হইয়াছে।" তবে নাকি কেরোসিন বিলির ব্যবস্থা করা হইতেছে। "চিনির অভাব নাই, অভাব যানবাহনের" আর লবণতো যথেষ্ট, দামও নাকি "অন্যায্য নয়"। আর বাংলা দেশে চালের অভাব নাকি এমন কিছু নয়, লোকে শুধু শুধুই অভাব বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে বাস্তবে এই সব কথার মূল্য কি? খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্যের কিছু-মাত্র সুরাহাও হয় নাই। কৃষকদের সুবিধার জন্য সরকার বাহাদুর সাড়ে ষোল লাখ টাকার বীজধান কিনিয়া চাষীদের ধার দিবেন। ফসল উঠিলে এক সেরে এক পোয়া করিয়া সুদ দিতে হইবে। অর্থাৎ সুদের হার শতকরা ২৫। কৃষক যেখানে খাইতে পায় না, সেখানে সাহায্যের নামে এই মহাজনী করিয়া কৃষকদের ঘাড়ে বোঝা চাপাইবার ব্যবস্থা কেন? সরকার বিনা সুদে কি বীজধান ঋণ দিতে পারিতেন না? কাপড়ের ব্যবস্থাও হাস্যকর। এতদিন ধরিয়া অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা করার পর ঘোষণা করা হইয়াছে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় যা চাহিদা, তাতে বাংলাদেশেই নাকি মোট কাপড়ের শতকরা ৯০ ভাগ লাগিবে। তাই ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ পূজার আগে গরীব জনসাধারণ সস্তায় মোটা কাপড় পাইল না। ভবিষ্যতের ভরসাও বিশেষ নাই। এ দিকে পাটের দর নাই যে কৃষক তাহাতে দুপয়সা করিয়া কোন রকমে সংসার চালাইবে। একটি সরকারী ইস্তাহারে কৃষকদের এখনই পাট বেচিতে না করা হইয়াছে। যানবাহনের ব্যবস্থার সুরাহা হইলে সরকার উপযুক্ত দামে পাট কিনিয়া নিবেন। ইতিমধ্যে কৃষকরা যেন ৫৲ টাকার কমে পাট না বেচে। পাট ধরিয়া রাখিবার জন্য কৃষকদের যে অসুবিধা হইবে, তাহার জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সরকারের এই পাট নীতি কতকটা ইজ্জত বাঁচানোর চেষ্টা মাত্র। কিন্তু ইহাতে চাষীদের বিশেষ সুবিধা হইবে না। গরীব চাষীরা ঘরে পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না, তাহা হইলে সংসার অচল হয়, খাজনা-দেনা শোধ করা যায় না। তাই ইহার সাথে চাই খাজনা-দেনা স্থগিত রাখা, যথেষ্ট পরিমাণে বিনা সুদে কৃষি ঋণ দেওয়া ও যানবাহনের সুবিধা হইলেই সরকার হইতে ১০ টাকা মণে পাট কেনার ব্যবস্থা করা।

(শেষাংশ ৮ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাত্রসংকটের পটভূমিকা

অরুণ বসু

জাতীয় সংকটকালের গত দেড় মাসে ছাত্র সাধারণের মধ্যে দেশের ইতিহাসে যে অভূতপূর্ব উত্তেজনা দেখা গিয়াছে তাহারই পটভূমিকায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বম্বেতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটীর এক জরুরী অধিবেশন হয়। সমস্ত পরিস্থিতির পুনরালোচনা, শহীদদের জন্য শোকপ্রকাশ এবং এই সংকটের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সংগ্রহ করিয়া যে শত সহস্র নূতন ছাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অভিনন্দন জানাইবার জন্য এই সভা আহূত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই সংকটকে জাতির স্বার্থের অনুকূলে দ্রুত সমাপ্তির পথে আনিবার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও বাস্তব পথ ছাত্রসমাজকে নির্দ্দেশ দেওয়া।

বম্বে, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, তামিলনাদ ও কেরালা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আগত সভ্যদের সহিত আলোচনার মধ্য দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা পাওয়া গেল তাহা রাজনৈতিক শিক্ষা।

দিল্লী সম্মেলন হইতে এই সংকটের আরম্ভ পর্য্যন্ত জাতীয় প্রতিরোধের জন্য আমাদের যে আন্দোলন তাহা হইয়াছিল কিছুটা জাতীয় পরিস্থিতি নিরপেক্ষ সাধারণভাবে। দেশব্যাপী অচল অবস্থার পটভূমিকায় জাতীয় প্রতিরোধের জন্য আমাদের জ্বলন্ত আবেদন স্বদেশ প্রেমিকদের নিকট হইতে আন্তরিক সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আমরা আরও গভীরতর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি নাই যে, আমাদের জাতীয় অনৈক্যই বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শেষ এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ও প্রধান আশা। আর জাতীয় ঐক্যই জাতীয় সমস্যাগুলিকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এবং চিরকালের জন্য সমাধান করিবার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র।

ইহার ফলে দেখা গেল জাতীয় ঐক্য বিহীন জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সংকটকে অতিক্রম করিবার শক্তি নাই। ছাত্রকর্ম্মিরা বাস্তবদিক হইতে রাজনৈতিকভাবে সংকটের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চরম সংকটের সময় যে বিশ্বাস ও সাহস লইয়া জাতীয় ঐক্যকেই একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল সেই বিশ্বাস ও সাহস লইয়া খুব অল্প কর্ম্মীই দাঁড়াইতে পারেন। তাই ওয়ার্কিং কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাবের মূলকথা হইতেছে জাতীয় ঐক্যই জাতীয় প্রতিরোধ গঠনের, স্বাধীনতা অর্জ্জনের ও সংকটকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে দ্রুত সমাধান করিবার একমাত্র পথ। সমস্ত অবস্থাকে বুঝিবার ভিত্তি হিসাবে ইহাতে আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় ঐক্য ও বৃটিশ শাসকশ্রেণীর ধীরে ধীরে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইবার ছবি সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। জাতীয় ঐক্যই যে জাতীয় সমস্যা সমাধানের দ্রুততম ও একমাত্র বাস্তব উপায় এই জ্বলন্ত বিশ্বাস ছাত্র ফেডারেশনের প্রত্যেক সভ্যের মনে উদ্দীপিত করার চেষ্টা এই প্রস্তাবে করা হইয়াছে। জাতীয় সরকার ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্যের রাজনৈতিক ভিত্তিতে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও মুস্লিমলীগপন্থী ছাত্রদের মধ্যে লৌহ দৃঢ় ঐক্যে গড়িয়া তুলিবার নির্দ্দেশ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে যে, ছাত্রদের উপর আমলাতন্ত্রের আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল—ছাত্রসাধারণকে বিভক্ত করিয়া, পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে না দিয়া ছাত্রদের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করা। এ কথাটি আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য ধরিতে না পারায় তাহার কৌশলকে ব্যর্থ করিবার কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করাও সম্ভব হয় নাই। এই সঙ্কট সময়ে যখন ছাত্রদের সহিত আলোচনা চালাইবার ও একসাথে কাজ করিবার একমাত্র ভিত্তি ছিল জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি তখন আমরা 'অবিরাম ধর্ম্মঘট' চালান হইবে কি না তাহা লইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছি। ফলে বিচ্ছিন্ন ছাত্রসাধারণ পুলিশ আক্রমণের সম্মুখে দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই কোন কর্ম্মপন্থা স্থির করা হউক তাহার মাপকাঠি হওয়া উচিত ছিল, ছাত্রঐক্য বজায় রাখা। বিশেষতঃ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ হইতে না দিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপায় রাখা।

সেইজন্য জাতীয় সঙ্কটে ছাত্র শীর্ষক দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আমলাতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ছাত্র সাধারণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করিয়া ফেলা। এই প্রধান উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার পথও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে, 'অবিরাম ধর্ম্মঘটের প্রশ্ন লইয়া নিরর্থক বিরোধকে শেষ করিতে হইবে এবং ছাত্র সাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই কথা মনে রাখিয়া স্থানীয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে এই জটীল অবস্থায় এই প্রস্তাব ছাত্রসমাজকে সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব নির্দ্দেশ দিয়াছে।

এইভাবে জাতীয় ঐক্যের পট-ভূমিকায় ছাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকের জাপানী প্রীতি নষ্ট করার মধ্য দিয়া ও বিভেদ সৃষ্টিকারী জাপানীচরদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার মধ্য দিয়া প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ফাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের দুর্গ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

—নিখিল ভারত ছাত্রকেন্দ্র।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার

ভারতের পিছনে বৃটেন ও আমেরিকা

লণ্ডন, ২৯শে সেপ্টেম্বর

আমেরিকাবাসীরাও ভারতের দাবী সমর্থন করিতেছে। এখানকার রক্ষণশীল পত্রিকা "সানডে অবজারভারে" ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা জানাইতেছেন: "এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মনে করে বৃটেনের আজ বোঝা উচিত ভারত সম্বন্ধে আমেরিকানদের ধারণা কয়েক সপ্তাহ আগে যা ছিল আজ আর তা নাই। যে সব আমেরিকান আগে এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিতেন না আজ তাঁহারা ভারত সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। বৃটিশের অসুবিধার কথা স্বীকার করা হইতেছে বটে কিন্তু ভারত সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা এখানে ভাল ধারণা সৃষ্টি করে নাই। আমেরিকানরা স্পষ্টতঃ ভারতে বৃটিশ নীতির পরিবর্ত্তন চায়। ভারতে বৃটিশের সাথে মত বিরোধের ফলে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার সমাধান সবাই চায়। বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিক সমালোচক (ইনি ১৯৪০ সাল হইতে আমেরিকায় আছেন) মাদাম তাবুই "সানডে ডেসপ্যাচ" পত্রিকায় তার করিয়াছেন, "নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা বলিয়াছেন, আমাদের মতে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা ছাড়া ভারতগভর্ণমেণ্টের অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞের কাজ হইবে ভারতের ন্যায্য দাবী মানিয়া নিয়া আপোষের চেষ্টা দেখা।"

বিলাতের দাবী

বিলাতের ধর্ম্মগুরুরাও ভারতের অবস্থায় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। বিলাতের কমনওয়েলথ গ্রুপ মিলিত জাতিসমূহের কাছে ভারতের নেতাদের সাথে সালিশী করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন। এই গ্রুপটি বিলাতের মধ্যবিত্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারাই গঠিত। মেথডিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সেক্রেটারী হিকম্যান জনসন কংগ্রেসের সাথে আপোষের জন্য কাগজে প্রচার সুরু করিয়াছেন।

জাপ ফাসিষ্টরা ভারতের দুয়ারে

জাপানী সৈন্যদের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে নানা গুজব ও বিরুদ্ধ খবর পৌছিতেছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই মনে করে বর্ষার পরে ভারত মহাসাগরই হইবে জাপানীদের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র। "ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রিকার একজন সামরিক সংবাদদাতা আমেরিকার মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, সলোমোন ও মিডওয়ে দ্বীপে জাপানীদের পরাজয়, "মালয় ও বর্ম্মায় সাফল্যের মতই আগে হইতে প্ল্যান করিয়া করা হইয়াছে।" এই যুক্তির গোড়ার কথা হইতেছে জাপানীরা এমন এক চাল দিয়াছে যেন তাহারা পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু আসলে তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে এই ফাঁকিতে মিত্রপক্ষীয় রণবহরকে ভারত মহাসাগরে কেন্দ্রীভূত হইতে না দেওয়া। সম্প্রতি যে খবর পাওয়া গিয়াছে জাপ সাবমেরিণ আটলাণ্টিকে ঘোরাঘুরি করিতেছে, ইহা ত ঐ একই চালবাজির অংশ, যাহাতে মিত্রপক্ষীয় নৌবহর বিভিন্ন সমুদ্রে ছত্রভঙ্গ হইয়া থাকে।

এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

ইউরোপ আক্রমণ করিয়া দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ সুরু না করায় এখানে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। প্রকাশ্যে উইল্কি যে বলিয়াছেন, সামরিক কর্ত্তাদের "খোঁচাইতে" হইবে, সে সম্বন্ধে "নিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকার মস্কোর সংবাদ দাতা বলিতেছেন, রাশিয়ায় যে সব মিত্রপক্ষীয় সংবাদ দাতা আছেন তাঁহারা সবাই কয়েক মাস ধরিয়া যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন, উইল্কি তাহাই বলিয়াছেন। এখানকার ভিতর সকলেই এ বিষয়ে আজও উদ্বিগ্ন।

ডেলি ওয়ার্কার ৫ লাখ চাই

বিলাতের কারখানার মজুর, খনির মজুর ও অন্যান্য অগ্রণী মজুররা পরিষ্কার বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকিতেছে। ইহার একটি বড় প্রমাণ কমিউনিষ্ট দৈনিক 'ডেইলি ওয়ার্কারের চাহিদা ৫ লাখে উঠিয়াছে কিন্তু কাগজের অভাবে ৭৫ হাজারের বেশী ছাপান যাইতেছে না। এই বছরের গোড়ায় বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজারে দাঁড়ায়। এই বছরে গত সাত মাসে একটি পুস্তকের দোকান মার্ক্সবাদী সাহিত্য ২ লাখ ৮৫ হাজার বিক্রি করিয়াছে। যুব কমিউনিষ্ট লীগের সভ্য সংখ্যা জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বরের ভিতর ২ হাজার হইতে ১৩ হাজারে উঠিয়াছে। এই সব হইতে বামপন্থী মনোভাব বৃদ্ধির সুস্পষ্ট গতি বোঝা যায়। অবশ্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী লোক ভারতের সমস্যা সমাধানে ও ইউরোপ আক্রমণের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা এতদিন একেবারে চুপচাপ ছিল।

(৭ পাতার পর)

একতার আন্দোলনে আগাও

আমলাতন্ত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে ইহার কোন ব্যবস্থাই হইবে না। জনগণকে আগাইয়া আসিতে হইবে। দেশব্যাপী এক বিরাট ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, পাটের দর, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রভৃতির দাবীতে হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ, সমস্ত দলের, সমস্ত সম্প্রদায়ের জনগণের ভিতর এক বিপুল ঐক্য আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। নিত্য প্রয়োজনের দাবীতে সমস্ত জনসাধারণ এক সাথে আসিয়া মিলিবে। আজ রেলপথ কাটিয়া মাল সরবরাহের পথ বন্ধ করিলে দেশেরই গরীব জনসাধারণ মারা পড়িবে, কারখানা বন্ধ করিলে গরীবই মাল পাইবে না, অরাজকতা সৃষ্টি করিলে ভারতবাসীই লুটতরাজের মাঝে নিঃস্ব হইবে। দেশরক্ষার ব্যবস্থা অচল করিলে বিভীষণ-মিরজাফরের দল স্বর্ণ সুযোগ পাইবে, জাপানী শিকলের ফাঁস গলায় আঁটিবে। আত্মঘাতি "সংগ্রামের" পথ দেশে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে, ৫০ বছরের জাতীয় আন্দোলন যে একতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। হতাশা ও ব্যর্থতায় "সংগ্রাম" আজ বিভেদকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিবার পথে পা দিয়াছে। "সংগ্রাম" সুরু হইয়াছে আমাদেরই ভারতবাসীর বিরুদ্ধে। বহু স্থানে কলকারখানা, ট্রেণে বোমা পড়িতেছে। "সংগ্রাম" আজ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়া চলিয়াছে। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ এই বিভেদে ভর করিয়া বাঁচিবার আশা দেখিতেছে। হিংস্র ফাসিবাদ ইহার ভিতর সাফল্যের বীজ দেখিতেছে। কিন্তু ভারতবাসী সাম্রাজ্য বাদ ও ফাসিবাদের আশা চূর্ণ করিবে।

হাজার বছরের পুরাতন এ জাতি মরিতে পারে না, অর্দ্ধশতাব্দীর গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস যে জাতির পিছনে আছে, সে জাতি আত্মহত্যা করিতে পারে না, ফাসিবাদের দাস হইতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদের জালে পা দিতে পারে না। তাই আজ দেশব্যাপী একতার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। তাই আজ দেখিতেছি মুসলমান জনসাধারণ একতার আন্দোলনে আগাইয়া আসিতেছে। বোম্বাই প্রদেশে মুসলিম লীগের খ্যাতনামা নেতারা জিন্নার নিকট কংগ্রেস-লীগ একতার আবেদন জানাইয়াছেন। বালুচিরাও জিন্নার নিকট আবেদন করিয়াছেন। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্স সরকারী পদবী ত্যাগ করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা তাঁহার দেশ হিতৈষিতারই পরিচয়। আব্দুল গফুর খাঁর বিবৃতিতে আপোষেরই মত প্রকাশ পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিল তাহাদের বোম্বাই অধিবেশনে ঘোষণা করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান জনগণের একতার ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িয়া তোলা ছাড়া বর্ত্তমান সঙ্কটে বাঁচিবার আর কোন পথ নাই। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ভারতের সর্ব্বত্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে "দমননীতি বিরোধী" দিবস পালিত হয়। তাহাতেও জাতীয় ঐক্যের দাবীই ধ্বনিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে ঘোষিত হইয়াছে, সক্রিয় ঐক্যের পথই স্বাধীনতার একমাত্র পথ। দেশব্যাপী আজ একতার অবস্থা প্রস্তুত। তীব্র গতিতে শুধু একতার আন্দোলনকে আগাইয়া নিতে হইবে। একতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যার "আলোচনায়" ২য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে ৪র্থ লাইনে, "অচল অবস্থা দৃঢ়" এর পরিবর্ত্তে "অচল অবস্থা দূর" হইবে। ৬ পৃষ্ঠায় 'জাতীয় সংকটে ছাত্র আন্দোলন' নামক লেখায় ৪র্থ কলমের ২য় প্যারাগ্রাফে ১০ম লাইনে 'প্রশ্ন এই' স্থলে 'প্রশ্ন এই নয়' হইবে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা। সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম. এল. এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৪২; ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

নূতন অবস্থা

পি, সি, জোশী

৯ই আগষ্টের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধের ঢেউ উঠিল। আন্দোলন সুরু হইল। ধ্বংসমূলক কাজের আন্দোলন হিসাবে ইহাকে বাড়িতে দেওয়া হইল, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে দেওয়া হইল। উদ্দেশ্য হইল যানবাহনে গোলযোগ সৃষ্টি করা, যুদ্ধ প্রচেষ্টা পঙ্গু করা, অচল অবস্থা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা। মনে করা হইল, সরকারী জুলুমের লিংসক্রিগের জবাবে ইহাই হইল জনগণের পাল্টা আঘাত। আশা ছিল তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাইবে।

তাড়াতাড়ি জয়লাভ হইল না। সর্দ্দার পেটেলের সাত দিনের বদলে সাত সপ্তাহ কাটিয়া গেল। "তাড়িতাড়ি ও অল্প সময়ের ভিতর" সংগ্রামের থিওরী ভুল প্রমাণিত হইল।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট। দুয়ারে যখন ফাসিষ্ট আক্রমণকারী দাঁড়াইয়া, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া তখন স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। দেশরক্ষার ব্যবস্থা যখন বিদেশীর হাতে, তখন ধ্বংসমূলক কাজের ফলে জনসাধারণের বিরুদ্ধে শুধু গণসন্ত্রাসেরই সৃষ্টি হয়।

ইহার ফলে কংগ্রেসী জনসাধারণের মাঝে হতাশা ও ব্যর্থতা বাড়িতেছে—পরাজিত সেনাবাহিনীর ইহা এক বিষাদময় দৃশ্য। অবশ্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবার ইচ্ছা নাই, কারণ অমর স্বাদেশিকতাই ইহার উৎস। নিজ অভিজ্ঞতার ফলে কংগ্রেসী জনসাধারণ বুঝিতেছে, কংগ্রেসের উপরই বেশী আঘাত পড়িতেছে কিন্তু পাল্টা আঘাতের ক্ষমতা কম এবং জয়েরও কোন আশা দেখা যাইতেছে না। ইহাতে হতাশা ও ব্যর্থতার ভাব বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই চরম ব্যর্থতায় একদল দেশপ্রেমিক বোমার আশ্রয় নিয়াছেন। ইহার সোজা অর্থ নিজেদেরই জনগণের উপর আঘাত হানা। ছাত্রদের যদি অনুরোধ করিয়া রাস্তায় রাখা না যায়, বোমা ফেলিয়া তাহাদের স্কুল কলেজ হইতে বাহির করিয়া আনো। মজুরদের যদি ষ্ট্রাইকে নামানো না যায়, ইনজিন ঘর উড়াইয়া দাও। অন্ধ দেশপ্রেম আজ এই পথে চলিয়াছে। বিদেশী সরকারের উপর তাহারা চাপ দিতে চায়। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণের উপর চাপের ভিতর দিয়াই ইহার সুরু হইয়াছে। জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়া সংগ্রামে নামানোই প্রকৃত জনসংগ্রামের ভিত্তি। কিন্তু তাহারা আজ জনগণকে ভয় দেখাইয়া সংগ্রামে নামাইতে চায়।

আর একদল ক্রমশঃ প্রকাশ্য শোভাযাত্রা ও পতাকা অভিবাদনের আন্দোলন চালাইতেছেন। ইঁহাদের বেশীর ভাগই সোজা কংগ্রেসসেবী। ধ্বংস ও অরাজকতায় তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া গতানুগতিক সত্যাগ্রহের পথে আন্দোলন চালাইতে চাহিতেছেন। ইঁহাদের ভিতর আর একটি স্পষ্ট মনোভাব দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ফরওয়ার্ডব্লকপন্থী-ধ্বংসকারী ও অরাজক-সন্ত্রাসবাদী হইতে রাজনীতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়া নিজেদের তফাৎ রাখিতে চান।

খাঁটি দেশপ্রেম আজ সবকিছু তলাইয়া দেখিতে তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই সংগ্রামের পিছনে যাঁহারা আছেন তাঁহারা যে আজ ধ্বংসকারীদের নিকট হইতে নিজেদের পার্থক্য রাখিতেছেন ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহার ফলে পঞ্চমবাহিনীদের কোণঠাসা করিবার পথই খুলিবে, দেশপ্রেমিকদের অন্ধকূপ হইতে রক্ষা করার সুবিধা হইবে।

ইহা করিবার আগে, ধ্বংসকারী ও সত্যাগ্রহীর ভিতর প্রকৃত পার্থক্য টানার সুফল পাইতে হইলে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধ্বংসকারী ও সত্যাগ্রহীর কাজের ফল আসলে একই দিকে নিয়া চলিয়াছে। সত্যাগ্রহী ধ্বংসমূলক কাজ চান না, কিন্তু তাঁহার সত্যাগ্রহের ফলে ধ্বংসকারীদের পুষ্ট হইবার মত অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে। ধ্বংসকারীরা সত্যাগ্রহীদের অবজ্ঞা করে, কিন্তু কংগ্রেস-সত্যাগ্রহের ফলে দেশপ্রেমের যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহা বন্ধ হইলে ধ্বংসকারী তাহার কাজের সাহায্যে একজন লোকও পাইত না। এই দুইটি ভাবধারা পৃথক হইলেও পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে। কারণ উভয়ের পথ ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য একই, নিম্নগামী আন্দোলনের জন্য উৎসাহ যোগানো। কারণ যে হতাশা ও ব্যর্থতা বেশীর ভাগ দেশপ্রেমিককে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা তাহারই ফল।

সত্যাগ্রহীরা আংশিকভাবে বুঝিয়াছেন ধ্বংসমূলক কাজ সংগ্রাম নয়। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই যে সত্যাগ্রহও সংগ্রাম নয়। ধ্বংস ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীরা দেশপ্রেমিক কিন্তু অন্ধের পথ ধরিয়াছেন, গুপ্ত পঞ্চমবাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছেন। 'কর অথবা মর' এই দেউলিয়া নীতিই উভয়ের প্রেরণার উৎস। তাঁহারা আজও বুঝিতে পারিতেছেন না আজ স্বাদেশিকতার একমাত্র পথ, 'এক হও ও জয়লাভ কর।'

এই নূতন অবস্থা কোন্ দিকে নিয়া চলিয়াছে? একদিকে অন্ধ দেশপ্রেমিক এবং অরাজকতা ও ধ্বংসসৃষ্টিকারীর হাতে, আর একদিকে পুলিশের হাতে জনগণের উপর সন্ত্রাস। দ্বিতীয়তঃ সত্যাগ্রহীদের হারাকিরি (আত্মহত্যা), খাঁটি কংগ্রেস সেবীর আত্মবিসর্জ্জন। ইহাতে আন্দোলনের মাঝে পঞ্চমবাহিনী একচেটিয়া সুবিধা পাইবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাংঘাতিক কিছু করিতে প্রস্তুত, মৃত্যুকে বরণ করিতেও পশ্চাৎপদ নয় এমনি সব বিক্ষুব্ধ যুবকদের পঞ্চমবাহিনী ক্রমশঃ হাত করিবে। পঞ্চমবাহিনীই বোমা আর তারকাটা যন্ত্র যোগাইবে। যেখানেই তাহারা যাইবে সেখানেই সন্ত্রাস বাড়াইয়া তুলিবে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা দ্রুত ধ্বংস করিবে, ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের পথ ততই সহজ করিয়া তুলিবে। ফাসিষ্ট ছাড়া আর কাহাদের ইহাতে সবচেয়ে বেশী সুবিধা? সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রেরই সুবিধা হইবে। জাতীয় আন্দোলনে তাহারা গোলমাল বাধাইবে, বিশ্বের সামনে ইহাকে অপদস্ত করিবে, দেশের ভিতর ইহাকে ধ্বংস করিবে।

অনেক কংগ্রেসসেবী মনে করিতেছেন, তাঁহারা যদি ধ্বংসমূলক কাজের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং সত্যাগ্রহী পন্থায় আন্দোলন চালাইয়া দলে দলে জেলে যাইয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের স্বদেশী কর্ত্তব্য পালন করা হইল, সমস্ত দায়িত্ব হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইলেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইহাতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা ধ্বংসকারীদের অবাধগতিতে কাজ করিবার সুযোগ দিয়া গেলেন এবং জনসাধারণকে পুলিশের দয়ার উপর ছাড়িয়া গেলেন। স্বেচ্ছায় জেল ভরিলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করা যায় না। ইহাতে কার্য্যতঃ একদিকে পঞ্চম বাহিনীকে ও অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশকে সাহায্য করা হয়। কংগ্রেসকর্ম্মী ছাড়া ধ্বংসমূলক কাজের হাত হইতে দেশপ্রেমিকদের কে ফিরাইবে? জনগণের নেতা কংগ্রেসকর্ম্মী ছাড়া পুলিশের হাত হইতে জনগণকে কে বাঁচাইবে? জেলে যাইয়া বসিয়া থাকা মানে দায়িত্ব এড়ান, কর্ত্তব্য পালন করা নয়।

যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী ধ্বংস ও অরাজকতার আন্দোলনে বিরক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক ভ্রাতৃত্বমূলক আবেদন: জেলে যাইও না, আমাদের সাথে জনঐক্য আন্দোলনে যোগ দাও।

নেতাদের মুক্ত কর! ধ্বংস ও অরাজকতা বন্ধ কর! পঞ্চম বাহিনীকে তফাৎ কর! জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তোল, ইহার জোরে সাম্রাজ্যবাদী শাসক জনমতের কাছে নত হইতে বাধ্য!

দেশরক্ষা ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ইহাই একমাত্র পথ।

বাংলার দাবী

এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল

"ইউরোপে এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল"—ইহা আজ বিশ্বের জনগণের দাবী। এ দাবী সাম্রাজ্যবাদ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে যে যুদ্ধের কৌশল কি হইবে তাহা শুধু সেনাপতি মণ্ডলীর অভিজ্ঞদের দপ্তরখানার গুপ্ত কথা। কিন্তু বিশ্বের জনগণ আজ সে কথা শুনিবে না। এ যুদ্ধ বিশ্বের জনগণের নিজেদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। তাই যুদ্ধের পরিচালনার ভার তাহারা সাম্রাজ্যবাদের হাতে ছাড়িয়া দিবে না। চার্চিল-এটলী দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন যতই এড়াইতে চাহেন না কেন, জনগণ দুর্নিবার শক্তি লইয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলাইতে অগ্রসর হইবে। সোভিয়েটকে তাহারা দুর্ব্বল হইতে দিবে না। ইউরোপেই তাহারা ফাসিষ্টদের চির-সমাধি দিবে।

বিশ্বের জনগণের সাথে এ যুদ্ধে যোগ দিয়া ভারতবাসীও ফাসিষ্ট দস্যুদের ধ্বংস করিয়া স্বাধীন হইতে চায়। ভারতবাসীও আজ তাই দাবী তুলিয়াছে, এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল। এই দাবীর ভিত্তিতে কলিকাতায় সভা-সমিতি সুরু হইয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর কলিকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির এক প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। কলিকাতা ও নিকটস্থ জেলাগুলির প্রায় দুইশত সোভিয়েট সুহৃদ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। প্রকাশ্য সভা সমিতি আজ বন্ধ। তাই শুধু প্রতিনিধিরাই সম্মেলন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের ভিতর দিয়া হাজার হাজার বাঙ্গালীর দাবী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন কমরেড কুতবুদ্দিন আমেদ। সোভিয়েট শহীদদের উদ্দেশ্যে ফুলের তোড়া স্থাপন করিয়া সভাপতি বলেন, "হিটলারী দস্যুরা সোভিয়েটকে আক্রমণ করিয়াছে বিশ্বের জনগণকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য। সোভিয়েট বীর শহীদেরা আত্মবলিদান করিয়াছে শুধু স্বদেশের জন্য নয় বিশ্বের নির্য্যাতিত সকল জাতির স্বাধীনতার জন্য। আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি রাখিয়া শপথ করিতেছি, ফাসিষ্ট দস্যুদের পরাজয়ের জন্য আমরাও সোভিয়েট শহীদদের মত সর্ব্বস্বপণ করিয়া লড়িব।"

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, আবদুল্লা রসুল, সুধীন প্রামাণিক প্রভৃতি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন। চারিজন ইংরেজ সৈনিক এক বাণী পাঠান। বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১২ই তারিখে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে। সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জী বলেন দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন শুধু সামরিক প্রশ্ন নয়, ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন। শাসকদলের মাঝে কেহ কেহ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে দ্বিধা করিতেছেন, কারণ তাহারা আজও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কমরেড ভূপেশ গুপ্ত বলেন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ও দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন আজ একই সাথে জড়িত। সভাপতি মহাশয় বলেন, আমাদের জাতীয় জীবন আজ বিশ্বের ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আজও মনে করে ভারতবাসীকে বাদ দিয়াই যুদ্ধে জিতিবে। কিন্তু জনগণ আজ বিশ্ব বিপ্লবের সম্মুখীন। সোভিয়েটের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মাঝেই নিপীড়িত মানবের মুক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ দ্বিতীয় রণাঙ্গণের দাবী আমাদের স্বাধীনতারই দাবী।

কলিকাতায় দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার যে আন্দোলন সুরু হইল, বাংলার সর্ব্বত্র সে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ুক, জিলায় জিলায় দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সভা-সম্মেলন সুরু হউক।

যুদ্ধের গতি

ষ্টালিনগ্রাদ ফিরাইয়

ষ্টালিনগ্রাদ সহরকে আজও সোভিয়েট সৈন্যেরা অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত রক্ষা করিতেছে। নিত্য নূতন সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন আমদানী করিয়া দূর পাল্লার কামান দাগিয়া এই সহরকে গুঁড়া করিবার জন্য হিটলার ক্ষেপিয়া গিয়াছে। অথচ এই প্রচণ্ড ও দানবীয় আক্রমণ লালফৌজ শুধু ঠেকাইয়াই রাখে নাই, উহাকে স্থানে স্থানে পিছু হটিয়া যাইতেও বাধ্য করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমমুখী ভল্গা অভিযান আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে, এমন কি নাৎসীবাহিনীকে এই দিক হইতে কিছুটা সরিয়াও যাইতে হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যের ভল্গায় পৌছা মানেই হইতেছে ষ্টালিনগ্রাদের সোভিয়েট বাহিনী ভলগার ভিতর দিয়া যে সমরোপকরণের ও নূতন সৈন্যের সাহায্য পাইতেছে সেই সরবরাহ পথ বন্ধ হইয়া যাওয়া। জার্ম্মাণ অভিযানের এই প্রচেষ্টা যদি সফল হইত, তাহা হইলে ষ্টালিনগ্রাদকে এইভাবে রক্ষা করা খুবই কষ্টকর হইত—রক্ষা করা যাইত কিনা সন্দেহ। ষ্টালিনগ্রাদ জার্ম্মাণ কবলে পড়িলে ককেশাসের বিপদও শতগুণে বাড়িয়া যাইত। তাই লালফৌজ সিংহবিক্রমে যুঝিতেছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া প্রতি গজ জমির জন্য লড়াই করিতেছে, হাজার বিমানের বেপরোয়া আক্রমণে দৃঢ় রহিয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী শক্তিকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছে।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্ম্মাণ সৈন্যদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ়তার সহিত নিয়মিত ভাবে ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের শ্রমিক অঞ্চলে নাৎসীরা দশবার আক্রমণ চালায়, সোভিয়েট-বাহিনী তাহা প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ চালায়। এক হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য ও অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের শিল্পকেন্দ্রে গত তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধ করিয়াও জার্ম্মাণরা কোন চূড়ান্ত উপসংহারে পৌছিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী একথাও জানাইয়াছে যে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকেন্দ্র সোভিয়েট বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও লালফৌজের এই সাফল্য শুধু তাহাদের রণকুশলতারই পরিচয় দেয় না—তাহাদের অসীম দৃঢ়তা, অনমনীয় মনোভাবই ইহার ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে। আর এই বিরাট প্রতিরোধ শক্তির পিছনে লালফৌজের সাথে আছে ষ্টালিনগ্রাদের বীর নাগরিকগণ। প্রতিটি নরনারী, প্রতিটি মজুর আজ হাতিয়ার হাতে ষ্টালিনগ্রাদের রক্ষায় জীবন পণ করিয়াছে, তাহাদের মনে খোদা আছে ষ্টালিনের আদেশ 'ষ্টালিনগ্রাদকে রক্ষা করিতেই হইবে।'

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যেরা ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে ১০ দিন ধরিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহে আঘাত করিয়া অবশেষে ব্যূহ ভেদ করিয়াছে এবং কয়েক স্থানে ডন নদী অতিক্রম করিয়াছে। সম্ভবতঃ ষ্টালিনগ্রাদের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাচালিনস্কের নিকট তাহারা ডন নদী পার হইয়াছে। টিমোশেঙ্কোর বাহিনী যে ডন নদী অতিক্রম করিয়া নাৎসীদের উপর পাল্টা আঘাত হানিতে পারিবে, ইহা তাহারা কল্পনা করে নাই। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণ সৈন্য ডন অতিক্রম করিয়া যখন ষ্টালিনগ্রাদ আক্রমণ করে, তখন ডনের পূর্ব্ব পারেই তাহারা আত্মরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। ডনের পশ্চিম পারেও প্রতিরোধের শক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ইহা তাহারা ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সোভিয়েট বাহিনী যখন ডনের পূর্ব্বপারের জার্ম্মাণ ব্যূহ চূর্ণ করিয়া অমিতবিক্রমে নদী পার হইয়া পশ্চিম পারে পলায়নপর জার্ম্মাণ সৈন্যদের আক্রমণ করিল, তখন ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ষ্টালিনগ্রাদগামী জার্ম্মাণ সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করাই আজ লালফৌজের লক্ষ্য হইবে।

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর অদ্ভূত অসমসাহসিকতা ও জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ৬ই অক্টোবর রাত্রে একদল জার্ম্মান সৈন্য মরিয়া হইয়া শিল্পকেন্দ্রের একটি অঞ্চলে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক নিয়া আক্রমণ চালায়, ফলে ১২টি ট্যাঙ্ক সোভিয়েট ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। লাল ফৌজ মরণ পণ করিয়া এ আক্রমণ বাধা দিতে চেষ্টা করে। হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১১টি জার্ম্মান ট্যাঙ্ক নষ্ট করিয়া ফেলা হয় এবং অগ্রগামী জার্ম্মান সৈন্য পিছু হটিতে বাধ্য হয়। আর একটি স্থানে দুইটি রাস্তা দখল করিতে গিয়া জার্ম্মানরা ক্ষতির দিকে চাহে নাই; সোভিয়েট সৈন্য তাহাদের ৪ হাজার সৈন্য মারিয়া ফেলে ও ৬০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্ম্মানরা লোকক্ষয়ের দিকে চাহিতেছে না, তাহারা লোকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। সর্ব্বত্রই তাহাদের এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট বীরগণও এই হিংস্র আক্রমণের মুখে এতটুকু শৈথিল্য দেখাইতেছে না—সোভিয়েট ভূমিকে তাহারা বর্ব্বর নাৎসী কবলিত হইতে দিবে না। ষ্টালিনগ্রাদের স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ইউনিট তাই আওয়াজ তুলিয়াছে 'যে কোন উপায়ে ষ্টালিনগ্রাদকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবই'।

ষ্টালিনগ্রাদ বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। বোমা বর্ষণে হয়ত ষ্টালিনগ্রাদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সেখানে সোভিয়েট রক্ষী-বাহিনীর যে প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পাল্টা আক্রমণ শক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে সত্যই তার তুলনা নাই। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ এক্সিস যুদ্ধ পরিকল্পনার মূলে আঘাত হানিতেছে—অন্যান্য মিত্র শক্তিকে সমরায়োজনের পর্য্যাপ্ত সময় দিয়াছে।

আজ ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণেরই যুদ্ধ—আজ লাল ফৌজ দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের হইয়াই এ যুদ্ধ চালাইতেছে। তাই আজ সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে—'দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলো, হিটলার-জার্ম্মানীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিতে প্রবৃত্ত হও, একক সোভিয়েটকে যেন আজ আর যুদ্ধ চালাইতে না হয়' ভারতবর্ষের জনগণও আজ মিলিত কণ্ঠে এই দাবী জানাইতেছে।

১১।১০।৪২

লাল গ্যেরিলা রাজ্য

কিছুদিন আগে পশ্চিম যুদ্ধ সীমান্তে এক জার্মান অধিকৃত এলাকার একেবারে মাঝামাঝি সোভিয়েট শাসিত যে বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে সেই গ্যেরিলা রাজ্যের নানা খবর পেলাম। ঐ বৈমানিক সেখানকার যোদ্ধাদের খাবার ও খবরের কাগজ সরবরাহ করবার জন্য এক বিমানযাত্রা থেকে সদ্য ফিরে আসছিলেন। জেলা সোভিয়েটের অধীনস্থ বিভিন্ন সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানই গ্যেরিলা রাজ্য শাসন করে। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌছে দেবার জন্য জঙ্গী বিমানের সহযোগিতায় সরবরাহ বিমান নিয়মিতভাবে এই রাজ্য ও আমাদের সীমান্তের মধ্যে যাতায়াত করে।

গ্যেরিলা-শাসিত ভূখণ্ডের আয়তন বড় কম নয়। এদের ঘাঁটিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জঙ্গলের মধ্যে লুকোনো কারণ সে স্থান শত্রু আক্রমণের হাত থেকে সব চেয়ে বেশী নিরাপদ। বহু গ্রামেও তাদের ঘাঁটি আছে আর একটা কেন্দ্রীয় সহরে আছে গ্যেরিলাদলের সর্ব্বোচ্চ পরিষদ।

জিলা সোভিয়েটের সভাপতি এই সহরেই থাকেন। আশে পাশের গ্রামের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনের সংযোগ আছে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য কয়েক জন কর্মচারী আছেন—এমন কি একজন 'টাইপিষ্ট' পর্য্যন্ত। সব থেকে বড় কথা একটা শক্তিশালী 'শর্ট ওয়েভ' রেডিওর সাহায্যে তিনি লাল পল্টনের একটী দলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন।

ফ্যাশিষ্ট বিমান আক্রমণের উপর্যুপরিতা ও সীমান্তে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে গ্যেরিলা সহরের (জিলা কেন্দ্রটাকে গ্যেরিলা সহর বলা হয়) জীবনযাত্রা সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্য সহরের জীবনযাত্রারই সামিল।

এই জিলাতে অনেকগুলি গ্যেরিলাদল যুদ্ধ চালাচ্ছে। এর মধ্যে 'ঠাকুরদা' ও 'এঞ্জিনীয়র' পরিচালিত দু'টা দলের খুবই নাম ডাক শোনা যায়। শান্তির সময়ে যারা ছিল যৌথ কৃষির চাষী, শিক্ষক, কৃষিবিদ্যা পারদর্শী উঁচু ক্লাসের পড়ুয়া এমন কি শত্রু এলাকায় আটকা পড়ে গেছেন এমন ঐক্যতান বাদক দলের এক পরিচালক পর্য্যন্ত—নানা রকম লোক আছেন এদের মধ্যে। গ্যেরিলা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এরা অদ্ভূত রকম শিক্ষা লাভ করেছে। সমস্ত রকম আধুনিক অস্ত্র পরিচালনা করতে এরা আজ ওস্তাদ।

সব থেকে জনপ্রিয় গ্যেরিলানেতা 'ঠাকুরদাকে' চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু তার এক ফোটো দেখেছি। অতি সাধারণ রুষ চাষীর মুখ, চোখের কোণে ধূর্ত্ততা সুস্পষ্ট, চওড়া কাঁধের ওপরে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অটোম্যাটিক্ রাইফেল ও কোমরবন্ধে এক গোছা হাত বোমা।

গ্যেরিলাদলে জনকয়েক মেয়ে আছে। বেশীর ভাগ সময়ে তারা 'স্কাউটের' কাজ করে। এই সাহসী তরুণীরা শত্রুরাজ্যে ঢুকে মূল্যবান খবর জোগাড় করে আনে, গভীর রাতে দরকারী কাজের ভার নিয়ে মাইলের পর মাইল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে, কখনও বা আক্রমণকালে বিশিষ্ট অংশও গ্রহণ করে।

বৈমানিক আমায় বললেন—গ্যেরিলাদলের কাজ বিচিত্র ধরণের। তারা শত্রুর অবস্থিতি স্থানে হানা দেয়, ছোটখাট নাৎসী ঘাঁটি নষ্ট করে, সাঁকো ও অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেয়, টেলিফোনের তার কাটে, রাস্তার মাঝে লুকিয়ে থেকে আচমকা হানা দেয় ও জার্মান সৈন্যবাহী ট্রেন ধ্বংস করে। আক্রমণকারীরা তাদের সীমান্তের পিছনে যে ক্ষতি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে তাঁরই পরিমাপে গ্যেরিলারাজ্যের কাজের ব্যাপকতা যাচাই করা যায়। আজ পর্য্যন্ত তারা এইখানে প্রায় বিশ হাজার জার্মান ধ্বংস করেছে।

মাঝে মাঝে গ্যেরিলাদের সঙ্গে জার্মান 'পিটুনী' দলের প্রচণ্ড লড়াই বাধে। বৈমানিক তাঁর নিজে দেখা এমনি একটা লড়াইএর কথা আমায় বল্লেন। কাছাকাছি এক গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে খবর পাওয়া গেল যে ১২০ জন জার্মানের এক মোটর সাইকেল দল এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যেরিলারা তাদের রুখতে তিনটী দল পাঠালো। তারা পথে ছোট একটা নদীর উপরকার এক সাঁকো নষ্ট করে পথের ধারে ঘাঁটী গেড়ে বসলো। গ্যেরিলা সেনাধ্যক্ষর আশা অনুযায়ী জার্মান মোটর সাইকেল দল সাঁকোর মুখে এসে থামল—আর তাদের নেতা এই ক্ষতি সারাবার জন্য একদল সৈন্য পাঠালো। সুযোগ বুঝে গ্যেরিলারা সুরু করল গুলী চালানো। বেকায়দায় পড়ে জার্মানরা 'টমিগান' ও 'মেসিনগান' দিয়ে প্রত্যুত্তর দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করল—জঙ্গলের নিবিড় আশ্রয়ের মধ্যে গ্যেরিলারা অক্ষত রইল। 'পিটুনী' দলের অর্দ্ধেক ভূমিশয্যা নিল, বাকী অর্দ্ধেক দিল পৃষ্ঠভঙ্গ।

এই 'জঙ্গুলে' সেনারা অস্ত্র সজ্জায় সুসজ্জিত। গোলাবারুদও তাদের আছে প্রচুর। অস্ত্রের মধ্যে তাদের আছে সাধারণ কিম্বা অটোমাটিক রাইফেল, হাতবোমা, বিস্ফোরক বোতল, ভারী বা হাল্কা 'মেশিনগান'—এমনকি পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্রের সরঞ্জামও কিছু কিছু। এসবের কিছু শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া কিছু বা সোভিয়েটেই তৈরী, নানা আঁকা বাঁকা সড়কে গ্যেরিলারাজ্যে এসে পৌঁছেছে।

বৈমানিক বল্লেন—গ্যেরিলারাজ্যে অদ্ভুত অদ্ভূত সব ব্যাপার ঘটে। একবার যখন তিনি জেলা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে রেলপথের কাছাকাছি এক গ্যেরিলাদলের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন—'আমায় কি সবটা পথ হাঁটতে হবে"? উত্তর হল "মোটেই না—আপনার জন্য আমরা সাঁজোয়া ট্রেনের বন্দোবস্ত করব"। সত্যসত্যই একটা গাড়ীওয়ালা এক সাঁজোয়া ট্রেন এসে হাজীর হল। স্থানীয় কারখানায় মজুরেরা এটা মেরামত করেছে। "এঞ্জিনীয়ার-এ'র দলে দু'টী শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া 'ট্যাঙ্ক' দেখান হয়েছিল। এর মধ্যে একটী ছিল চমৎকার নিখুঁত অন্যটী মেরামত করা হচ্ছিল।

গোরিলাদের লুটের মালের মধ্যে কিছু 'জীবন্ত' জিনিষও ছিল। বৈমানিক বল্লেন তিনি গ্যেরিলাদের হাতে বন্দী এক জার্ম্মানকে একবার লাল ফৌজের হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে এসেছিলেন।

জার্ম্মানরা বারবার তাদের এলাকা 'পরিষ্কার' করতে অর্থাৎ গোরিলা আন্দোলন নিঃশেষ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ প্রচণ্ড ক্ষতি সহ্য করে তারা গ্যেরিলারাজ্যের সীমানা সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতে পেরেছে। কিন্তু প্রতিহিংসালোলুপ লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফাসিষ্টদের পক্ষে এ একটা বিষম আতঙ্কের কারণ। গ্যেরিলা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যে রেলপথ গেছে তার সম্বন্ধে নাৎসীদের সাবধানতা থেকেই বোঝা যায় তারা কতটা ভড়কেছে। সৈন্য বা অস্ত্রবাহী ট্রেন পাঠাবার আগে এখানে হিটলারের দল 'Sapper' পাঠিয়ে প্রথমে দেখে নেয় লাইনে মাইন পাতা আছে কি না। তার পর অশ্বারোহী সৈন্যেরা আসে, তারপর সাঁজোয়া গাড়ী। সবশেষে সাঁজোয়া ট্রেন এগোতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে গুলী চালাতে চালাতে। এত করার পর তবেই তারা ট্রেন চলার পক্ষে অবস্থা সন্তোষজনক বলে মনে করে—এর পর দিন দুই তিন অবধি তারা সমস্ত যান চলাচল বন্ধ রাখে।

এ সত্ত্বেও শত্রু সৈন্য ও অস্ত্রবাহী ট্রেন কেমন করে জানি খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে!

(মস্কো নিউজ থেকে)

সম্পাদকীয়

মজুরদের সংগঠন চাই

বাংলার শিল্প অঞ্চলে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। ৯ই আগষ্টের পর কলিকাতার প্রধান প্রধান লোহা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়, হুগলী বস্ত্রশিল্পে এবং আরও কতিপয় স্থানে ধর্ম্মঘট হইয়াছে। চটকলে শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ জাগিয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা এবং তাহার আশে পাশের জায়গায় জীবন ধারণের ব্যয় প্রায় টাকায় টাকা বাড়িয়াছে। অর্থাৎ যে মজুর কিছুদিন আগে মাসিক ২০৲ মজুরী পাইত আজ তাহার সে জায়গায় ৪০৲ টাকা না হইলে চলে না। এই টাকাতেও কুলায় না। কাপড়, চিনি, চাউল, আটা প্রভৃতি অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ মেলানোই কঠিন। সরকারী দোকানের সংখ্যা এত অল্প যে তাহাতে মজুরদের চাহিদা মেটে না। এই নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের মধ্যে নানাদিক হইতে উত্তেজনা আসিতেছে। পথভ্রষ্ট বিক্ষুব্ধ স্বদেশ সেবীরা অভাবগ্রস্থ মজুরদের অসন্তোষের সুযোগ লইয়া দেশরক্ষার সমস্ত উপকরণ ধ্বংস করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনী সেই উত্তেজনার ইন্ধন যোগাইতেছে। তাহারা চায় দীর্ঘকালের জন্য দেশের সমস্ত কারখানা অকেজো করিয়া রাখিয়া জাপ-দস্যুদের আক্রমণের পথ বাধামুক্ত করিতে।

দেশরক্ষার ব্যবস্থায় মজুররা এক অতি মূল্যবান স্থান দখল করিয়া আছে। শিল্পই দেশরক্ষার প্রাণ, মজুরেরা উৎপাদনের ভিতর দিয়া স্বদেশের সেই প্রাণশক্তি সবল ও সচল করিয়া রাখিয়াছে। দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীর তাই প্রাণপণ চেষ্টা মজুরদের বিভ্রান্ত ও হস্তগত করা। শিল্পের মধ্যে বিশেষ করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ট্রাম প্রভৃতি এসেন্সিয়াল সার্ভিস দেশরক্ষার কাজে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তাই পঞ্চম বাহিনীরও নজর পড়িয়াছে এই সব দিকে। ৯ই আগষ্ট হইতে তাহারা মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে লৌহ শিল্প এবং ট্রাম, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি ও রেলওয়ে প্রভৃতি 'এসেন্সিয়াল সার্ভিস' অচল করিয়া দিবার জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিক পর্য্যন্ত অশান্ত জনতার সাথে যোগ দিয়া লক্-আউট্ বা উৎপাদন বন্ধ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। মজুরের ধর্ম্মঘটের যাহারা চিরশত্রু, যাহারা চিরদিন ধর্ম্মঘটীদের সায়েস্তা করিবার জন্য 'ব্ল্যাকলেগ' বা দালাল বাহিনী নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই আজ মজুরের দরদী সাজিয়া "ধর্ম্মঘটে" উস্কানি দিতেছে। তাহাদের লক্ষ্য অতি জঘন্য। তাহারা মজুরের দাবী পূর্ণ করিতে চায় না, তাহারা চায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা অচল করিতে।

কিন্তু যে সমস্ত মিল-মালিক দেশদ্রোহিতার এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়, তাহারাও প্রকারান্তরে দেশরক্ষার ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতেছে। যে উৎপাদন ছাড়া দেশ ফাসিষ্ট দস্যুদের কবলে যাইবে সেই উৎপাদনকে তাহারা মুনাফা সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছে। যে মজুর উৎপাদন বাড়াইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের সম্পদ গড়িয়া তুলিবে তাহাদের তাহারা শোষণে জর্জ্জরিত করিয়া উৎপাদনাবিমুখী করিয়া তুলিতেছে। জীবন ধারণের ব্যয় যেখানে বাড়িয়াছে টাকায় টাকা, সে ক্ষেত্রে তাহারা মজুরদের মাগ্গীভাতার দাবী পূরণ করিতে চাহে না। যে সব মিল মালিক দেশরক্ষার ব্যবস্থা অচল করিবার উদ্দেশ্যে মজুরদের ধর্ম্মঘট করিবার জন্য উস্কাইতেছে,—তাহারাও মজুরদের মজুরী বাড়ায় না। রেলে, চটকলে, লৌহকারখানায় এবং এসেন্সিয়াল মজুরেরা গড়পড়তা মাথাপিছু মাগ্গী ভাতা পাইয়াছে তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা। অর্থাৎ যে আগে ২০ টাকা পাইত সে এখন পায় ২৩ টাকা বা ২৫ টাকা। সামান্য কয়েকক্ষেত্রে ৩০ টাকাও পায়। কিন্তু জিনিষের দাম যে মাত্রায় বাড়িয়াছে তাহাতে ২০ টাকার জায়গায় ৪০ টাকা না হইলে কাহারও চলে না। অথচ মালিকেরা সকলেই মুনাফা লুটিতেছে দেদার। মুনাফাখোরদের মধ্যে এমন লুঠের বহর লাগিয়া গিয়াছে যে মজুর ত মজুর, দেশের আর দশজনও অতিরিক্ত দামের ভয়ে দশদিক অন্ধকার দেখে। অথচ দেশের শিল্প বাড়ে না। দেশরক্ষার সম্পদ তৈরী হয়, মজুর উৎপাদনযন্ত্রকে শোষণের চাকা হিসাবেই দেখে। কারখানা হইতে মজুরদের ছাটাই করিয়া, ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া, জঙ্গী মজুরদের উপর হামলা করিয়া, মজুরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া বিভিন্ন কারখানার মালিকেরা দেশরক্ষার সম্পদ নষ্ট করিতেছে আর ফাসিষ্ট আক্রমণের বিপদ বাড়াইতেছে। অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের সাথে যোগ দিয়া তাহারা মজুরদের উপর দেশরক্ষার সম্পদ নষ্ট করিতে উস্কায়, আবার আমলাতন্ত্রের সাথে যোগ দিয়া মজুরদের দমন করিয়া আমলাতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে।

আমলাতন্ত্র দিকে দিকে দেশরক্ষার জয়ঢাক পিটাইয়া বেড়াইতেছে কিন্তু মজুরদের সংগঠন সে বরদাস্ত করিবে না, মজুরদের দাবীর জন্য সভাসমিতি হইতে দিবে না, যে মজুর নেতারা দেশরক্ষার শক্তি বৃদ্ধির জন্য মজুরদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে তাহাদেরও ধরিয়া সে জেলে পুরিবে। শিল্পের বিস্তার করা দূরে থাকুক, মজুরদের সায়েস্তা করিয়া সে উৎপাদন ধ্বংসই করিতেছে।

দেশের সামনে এইটাই আজ সবচেয়ে বড় বিপদ। আমলাতন্ত্র দমননীতি দ্বারা মজুরদের সংগঠন ভাঙ্গিতেছে। মিলমালিকেরা মজুরের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া উৎপাদনক্ষেত্রে তাহাদের স্বদেশ সেবার দায়িত্ব অবহেলা করিতেছে। পঞ্চমবাহিনী মজুরদিগকে বিপথগামী করিয়া উৎপাদন নষ্ট করিতে চাহিতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হইবে? দেশ বৃটিশ শৃঙ্খলের সাথে জাপানী শৃঙ্খল বদলাবদলি করিবে, ফাসিষ্ট দস্যুরা সোনার ভারতকে গোরস্থানে পরিণত করিবে।

কিন্তু এই সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য সকলের আগে অগ্রসর হইবে মজুর। মজুরকে মনে রাখিতে হইবে আজ যখন তখন উৎপাদন বন্ধ করিয়া মাগ্গী ভাতা পাওয়া যায় না, বরং তাহাতে হাঙ্গামাকারীরা অরাজকতা সৃষ্টির সুবিধা পাইয়া যায়, এবং অরাজকতার ফলে আমলাতন্ত্র সুবিধা পায় মজুর সংগঠন ধ্বংস করিবার। মজুরকে মনে রাখিতে হইবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে মজুরের শক্তি বাড়ে না, মজুর ছাঁটাই রহিত হয় না, মজুরী বাড়ে না—তাহাতে ইউনিয়নের শক্তি নষ্ট হয়, মজুরের পরাজয়ের পথ পরিষ্কার হয়, ফাসিষ্ট দস্যুদের ঢুকিবার রাস্তা সাফ হয়। ১২ বৎসর ধরিয়া মজুরেরা দেশে যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কি আজ ফাসিষ্ট দস্যুদের পথ করিবার কাজে ব্যবহৃত হইবে, না মজুরদের অধিকার ও দেশের স্বাধীনতার অস্ত্র স্বরূপ থাকিবে?

বাংলার সমগ্র শিল্প অঞ্চলে আজ যে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে তাহাকে লাগাইতে হইবে দেশের স্বাধীনতা লাভের কাজে, তাহাকে লাগাইতে হইবে মজুরদের অধিকার লাভের কাজে, যে অধিকার পাইলে মজুর সবল ও সুখী হইবে, দেশের সম্পদ বাড়াইতে সে সক্ষম হইবে। এ কাজের সফলতা আসিবে কোন্ পথে? হামেশা উৎপাদন বন্ধ করার পথে নয়, হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া দুর্য্যোগ ও অরাজকতা বাড়াইবার পথে নয়, ঐক্য ও সংগঠনের পথেই সফলতা মিলিবে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই পথেই মজুরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

দেশরক্ষার সম্পদ বাড়াইবার জন্য, মজুরদের সবল ও সুখী করিবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির দাবী—মজুরদের বেতন টাকায় চারি আনা বৃদ্ধি চাই, যে মাত্রায় জীবনধারণের ব্যয় বাড়িয়াছে সেইখানে সেই মাত্রায় মাগ্গী ভাতা চাই, ইউনিয়ন মানিয়া লও, উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মজুরদের সাথে সহযোগিতা স্থাপন কর। এই দাবী পূরণের জন্য কমিউনিষ্টরা কারখানায় কারখানায় ও বস্তীতে বস্তীতে মজুরদের ঐক্য ও সংগঠন সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে।

প্রত্যেক কারখানায় ইউনিয়নকে শক্তিশালী কর। প্রত্যেকটি শ্রমিককে ইউনিয়নের সভ্য হইতে হইবে। ইউনিয়নের জোরই আজ শ্রমিকের দাবী পূরণ করিবে। ট্রামে, লোহা কারখানায় ও রেলে ইউনিয়নের জোরেই শ্রমিকেরা মাগ্গী ভাতা পাইয়াছে এবং অন্যান্য দাবী পূরণ করিয়াছে। যে ইউনিয়ন দাবী করিতে পারে যে আমার কারখানার সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য, সে ইউনিয়নের দাবী আজ মিল মালিক উপেক্ষা করিতে পারিবে না, আমলাতন্ত্রও সে ইউনিয়নের গায়ে হাত দিতে সাহস করিবে না।

প্রত্যেক কারখানায় কারখানা সমিতি বা ফ্যাক্টরী কমিটি গঠন কর। মজুরদের নিত্যকার দাবী লইয়া কারখানা সমিতি লড়িবে, উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় তাহার সন্ধান কারখানা সমিতি বাহির করিবে, মালিকদের দুর্নীতির মুখোস আলগা করিয়া কারখানা সমিতি উৎপাদন ক্ষেত্রের অনাচার ও অবিচার দূর করিবে। কারখানার সমস্ত শ্রমিক একত্র হইয়া কারখানা সমিতি গঠন করিবে এবং ইউনিয়নের সহযোগিতায় মালিক ও আমলাতন্ত্রের সাথে দাবী মিটাইবার জন্য বোঝাপড়া করিবে। হাঙ্গামাকারীদের প্রশ্রয় না দিয়া কারখানা সমিতিই শ্রমিকদের দাবী লইয়া কোম্পানীর সাথে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবে। দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন যাহাতে বাড়ে কারখানা সমিতি তাহার জন্য তদারক করিবে।

প্রত্যেক কারখানার প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে সাহসী ও সচেতন মজুরদের 'গ্রুপ' তৈরী কর। এক একটি গ্রুপ হইবে এক একটি ছোট ছোট জঙ্গী কমিটি। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত মজুরেরাই হইবে স্থানীয় মজুরদের নেতা। এই গ্রুপগুলিই ইউনিয়নকে জোরদার করিবে, কারখানা সমিতি গড়িয়া তুলিবে, মজুরদের মনেও দিনরাত ঐক্য ও সংগঠনের কথা প্রচার করিবে, তাহাদের বুঝাইবে যে উৎপাদন নষ্ট করায় আমাদের বিপদ বাড়ে, বুঝাইবে যে ঐক্য ও সংগঠনের পথে দাবী আদায় করিবার যে মহৎ সুযোগ আজ আসিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

সংকট যেমন আজ বাড়িয়াছে, সুযোগও তেমনি আজ আসিয়াছে। সংকটের ভিতর দিয়াই কমিউনিষ্ট পার্টি রেলওয়েতে, ইস্পাত কারখানায় ও এসেন্সিয়াল সার্ভিসে নূতন ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐক্য ও সংগঠনের পথে মজুরদের দাবীও অনেক ক্ষেত্রে আদায় হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি মজুরদের মধ্যে যেখানেই সবল, সেইখানেই মজুরেরা ঐক্য ও সংগঠনের রাস্তা ধরিয়া তাহাদের বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়াছে। তাই আজ কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রতি কারখানায় মজবুত করিতে হইবে। প্রত্যেক কারখানা রসাহসা ও সচেতন মজুরদের পার্টির মধ্যে আনিয়া প্রত্যেক কারখানায় ইউনিয়ন ও কারখানা সমিতিকে জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে।

এই পথে হিন্দু মজুর ও মুসলমান মজুর একত্রিত হও। ঐক্যের জোরে প্রত্যেক কারখানাকে দেশরক্ষার কেল্লায় পরিণত কর। দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীর প্রতারণায় ভুলিও না। ভেদের পথ হইতে সতর্ক হও। ভেদের বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইবার জন্য পঞ্চমবাহিনী তোমাদের আনাচে কানাচে ঘুরিতেছে। যদি আমলাতন্ত্রের হাত হইতে অধিকার আদায় করিতে চাও, যদি বৃটিশরাজের কাছ হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেশের হাতে আনিতে চাও, যদি ফাসিষ্ট গুণ্ডাদের হাম্লা ফিরাইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চাও তবে কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা তলে দাঁড়াইয়া ঐক্য ও সংগঠনের পথে অগ্রসর হও। সোভিয়েট ও চীনের বীর শহীদেরা তোমাদের আদর্শ হউক।

নোটীশ

ছাপাখানা পূজার বন্ধ থাকার জন্য আগামী ২১শে অক্টোবর বুধবার 'জনযুদ্ধ' বাহির হইবে না। পরের সংখ্যা বাহির হইবে ২৮শে অক্টোবর।

একতার পথে জনগণ

ঐক্যের পথে ডোমার—আজিকার এই সঙ্কটের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্ত রংপুর জেলার ডোমারের জনসাধারণ একতার আন্দোলনে আগাইয়া চলিয়াছেন। **মুসলমান জনসাধারণও পিছাইয়া নাই।** কায়েদ-এ-আজম জিন্নার নিকট বহু মুসলমানের সহিযুক্ত এক গণদরখাস্ত তাঁহারা পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন: দেশরক্ষার জন্ত জাতীয় সরকার গঠন করার উদ্দেশ্তে কংগ্রেসের সাথে আপোষ করুন, নেতাদের মুক্তি দাবী করুন। এই গণ দরখাস্ত আন্দোলনের ভিতর দিয়া সমস্ত মুস্লিম জনগণ জাগিয়া উঠিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি ও অন্তান্ত বহু হিন্দু মুসলমানের সহিযুক্ত একটা মিলিত প্রচারপত্রও প্রকাশ করা হইয়াছে। ডোমারবাসী সবাই এক হইয়া দাবী করিয়াছেন, নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ আপোষ চাই, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। স্কুলের ছাত্ররাও হেড মাষ্টার মহাশয়ের মারফৎ জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে গণদরখাস্ত পেশ করিয়াছে। প্রায় একশত মহিলাও ভারতসরকারের নিকট এক গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছেন।

শুধু গণদরখাস্তই নয়, কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা হাট-সভা, খুলিবৈঠক, প্রাচীর পত্র প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনসাধারণের ভিতর একতার প্রচার সুরু করিয়াছেন।

রামপুরহাটে প্রচার সভা—রামপুর হাট মহকুমার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে একতার প্রচার সুরু করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মল্লারপুর, গোয়ালা, প্রচন্দ্রপুর, কামাচী, ডেলডাহা প্রভৃতি গ্রামে ৬টি প্রচার বৈঠক হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও একতার আন্দোলন সুরু করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝান হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর সাড়া জাগিতেছে।

চট্টগ্রামে ঐক্য সভা—হাসিমপুর বাজারে গাছবাড়িয়া হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রায় তিন শত হিন্দু মুসলমান কৃষক, ছাত্র ও জনসাধারণের এক ঐক্য সভা হয়। স্থানীয় মুসলীম লীগের কর্ম্মী মৌলভী খায়ের আহম্মদ ও আহম্মদ রহমান এবং স্থানীয় অনেক কর্ম্মী বক্তৃতা দেন। সকল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন, নেতাদের মুক্তি প্রভৃতির দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চক্রশালা—গ্রামে কমরেড হিমাংশু মল্লিকের সভাপতিত্বে ছাত্রকর্ম্মীদের এক সভা হয়। সভায় বর্ত্তমান অবস্থা, ছাত্র-কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য, ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তোলা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়।

রামভদ্রপুরে ঐক্য দিবস—ফরিদপুর জিলার রামভদ্রপুরে গত ২রা অক্টোবর স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি ও মহিলা সমিতির উদ্যোগে ঐক্য দিবস পালন করা হয়। সভায় হিন্দু, মুসলমান কৃষক ও অনেক মহিলা যোগ দেন। ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক পন্থীরা সভায় গোলমাল বাধাইতে চায়। তখন স্থানীয় কর্ম্মীরা তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ভিন্ন স্থানে সভা করে। কমরেড তারক রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় দাবীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জনসাধারণের মিলিত দাবী

ন্যায্য মূল্যে জিনিষ চাই!

বাংলার জিলায় জিলায় জনসাধারণ আজ বুঝিতেছে মালপত্র উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ ও ভাল বিলি ব্যবস্থার জন্ত সব দলের হিন্দু-মুসলমান সবাইকে এক হইয়া আন্দোলন চালাইতে হইবে। নিজেদেরই গরজ করিয়া জনরক্ষা কমিটি গড়িতে হইবে। রেল লাইন তোলা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোষ্টাফিস পোড়ান—এই সব আন্দোলনে দেশেরই সর্ব্বনাশ। একতার আন্দোলনই একমাত্র পথ।

বরিশাল—বাংলা দেশের মধ্যে চালের জন্ত বিখ্যাত জেলা, অথচ আজ বরিশালেই চালের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। চালের অভাব মিটাইবার জন্ত ও অন্তান্ত মাল পত্রের ভাল সরবরাহের চেষ্টা করার জন্ত জেলার সমস্ত জনরক্ষা কমিটি-গুলির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংঘের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। শ্রীযুক্ত অবনি ঘোষ এডভোকেট ও শ্রীযুক্ত বিমল সেন শিক্ষক এই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কমিটির তরফ হইতে সরকারের নিকট দাবী করা হয় জিলায় উপযুক্ত পরিমাণ চালের বন্দোবস্ত করা হউক। এই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালানো হয়। শেষ পর্য্যন্ত সরকার প্রায় ১০ হাজার মণ চালের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কমিটির অনুরোধে বরিশাল সহরে চাল সরবরাহের জন্ত দুইটি স্থানীয় ব্যাঙ্ক চাল মজুদ করিয়াছেন। একতার জয় হইয়াছে।

সরকারের কাছে দাবী করিয়াই কমিটি চুপ করিয়া বসিয়া নাই, প্রাইস কনট্রোলারের সহযোগিতায় পাড়ায় পাড়ায় কেরোসিন বিলির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বরিশালের জনসাধারণ তাই আজ বলিতেছে, ইহাই কাজের মত কাজ।

বীরভূম জেলার মল্লারপুর, কাঠগড়া ও কামাচী ইউনিয়ন হইতে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রামপুরহাটের মহকুমা হাকিমের নিকট এক গণদরখাস্ত করা হয়। দাবী করা হয়, ন্যায্য মূল্যে ও উপযুক্ত পরিমাণে লবণ, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। ঘোড়েশ্বর থানায় কেরোসিন সরবরাহের জন্ত একজন সোল এজেণ্ট ঠিক করিতে মহকুমা হাকিম রাজী হইয়াছেন। এই আন্দোলন ভালভাবে চালাইবার জন্য মল্লারপুর ইউনিয়নের ৫টি জনরক্ষা কমিটির তরফ হইতে গত ৩রা অক্টোবর সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলনে ঠিক হয় ৮টি গ্রামের জন্য ৮টি দোকান খুলিবার দাবীতে আন্দোলন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে মহুয়াপুর গ্রামে নূতন একটি জনরক্ষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

জনরক্ষা কমিটি ছাড়াও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হইতেছে। মেহেদিনগরে ৭০ জন ও কাঠগড়ায় ৬৫ জন ভলাণ্টিয়ার লইয়া বাহিনী গঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫১০ জন ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

খুলনা জেলা কৃষক সমিতি ও জেলা ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে সদর মহকুমা হাকিমের নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মাল সরবরাহ সম্পর্কে কয়েকটি দাবী পেশ করা হয়। মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়নে সব দলের লোক লইয়া একটি করিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করার কথা হয়। কমিটি ইউনিয়নের প্রত্যেক গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাল সরবরাহ করিবার কেন্দ্র খুলিবেন। উপযুক্ত পরিমাণ মাল সরবরাহ করিবার জন্ত মহকুমা হাকিম কথা দিয়াছেন।

খুলনা সহরে তিনটি কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কেরোসিন সরবরাহের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে।

একতার সংগ্রামে বাংলার নারী

জাতীয় একতার আন্দোলনই আজ আমাদের একমাত্র সংগ্রাম। বাংলার নারী আন্দোলন এগিয়ে চ'লেছে এ সংগ্রামের পথে।

ডোমজুর, বেলকুলাই—হাওড়া জেলার ডোমজুর ও বেলকুলাই গ্রামে একতা ও আত্মরক্ষা মুলক কাজের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে যথাক্রমে ৪টী ও ২টী পাড়া মিটিং হয়েছে। মজুর ও কৃষক শ্রেণীর মেয়েদের উদ্যোগেই এই মিটিংগুলি হ'য়েছে।

ঢাকা—গত সপ্তাহে শ্রীযুক্তা ইচ্ছামতী দেবীর সভাপতিত্বে ঢাকায় ২৫০ জন মহিলার একটী ফাসি বিরোধী সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী ও চারুশীলা দেবী চীনের মেয়েদের উদাহরণ দেখিয়ে আজকের দিনে আমাদের দেশের মেয়েদের যে ফাসীবিরোধী আন্দোলন করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তা বুঝিয়ে দেন।

রাজসাহী—রাজসাহীতে মুনাফা বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে উঠছে। আগামী ১১ই অক্টোবর এখানে এক বিরাট সভার আয়োজনে মেয়েরা দলে দলে প্রচার কাজ চালাচ্ছে।

জলপাইগুড়ি—এখানে একটী মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি তৈরী হ'য়েছে। এই সমিতি প্রধাণতঃ (১) জন-সহি সংগ্রহ (২) প্রাথমিক চিকিৎসা (৩) শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা ও (৪) লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রছে।

নোয়াখালি—নোয়াখালিতে এবার মেয়েদের মধ্যে জোর প্রচার কাজ চ'লছে। এখানে মেয়েদের মাঝে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

শ্রীহট্ট—কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জীর আগমনে এখানে মেয়েদের এক সাধারণ সভা হয়। এই সভায় কমরেড মুখার্জ্জী বর্ত্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে এখানকার মহিলা আন্দোলনের বিশেষ সাহায্য করেন। এখানে ৫২ জন মেয়ে নিয়ে চারটী নারীভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী হ'য়েছে। গার্ল ষ্টুডেণ্টস্ কমিটির সভ্য সংগ্রহ ও "জনযুদ্ধ" বিক্রীর জন্য এখানকার মেয়েরা যে স্কোয়াড বের ক'রছে তা উল্লেখযোগ্য।

ডোমার—দমন নীতি প্রত্যাহার, নেতাদের মুক্তি, জাতীয় সরকার গঠন, কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রভৃতি জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে প্রায় একশত মহিলার নাম সই নিয়ে ভারত সরকারের কাছে গণ-দরখাস্ত পাঠান হয়েছে।

কারাগারে রোগশয্যায়

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী **নলিনী দাস ও সুনীল চ্যাটার্জ্জী** দম দম জেলে রোগশয্যায়। দশ বছরের উপর হইল তাঁহারা জেল খাটিতেছেন। নানা ব্যাধিতে তাঁহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহু দিন আগেই তাঁহারা সন্ত্রাসবাদী মত ত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র আজও তাঁহাদের ছাড়িতেছে না। ফাসিবিরোধী এই সাহসী বীরদের জনসাধারণ মরিতে দিবে না। তাঁহাদের আজই **মুক্তি চাই।**

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও মুক্তি দাবী করিয়া মাদ্রাজ সরকারের নিকট **বরিশাল** জিলা মহিলা সমিতি ও গার্লস ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন তার পাঠাইয়াছেন। **মেদিনীপুর** জেলার পাঁচহাজার কৃষকের সহিযুক্ত এক গণ দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে। **ময়মনসিংহ** জিলার জামালপুরের কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, বি এণ্ড এ রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন ও ধাঙড় ইউনিয়ন দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন।

বাহির হইল
সমস্ত দেশপ্রেমিকের প্রতি
একতার ডাক
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার
দাম দুই পয়সা
প্রতি ঘরে ঘরে প্রচার করুন।

রণদিভের লেখা
ঐক্যের পথে মুস্লিম লীগ /০

"জনযুদ্ধ" প্রচারবাহিনী ও পাঠচক্র

কলিকাতা—জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাব বাড়াইতে হইলে পার্টির মুখপত্রকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহার জন্ত গত ১লা অক্টোবর তারিখে মধ্য কলিকাতার ছাত্রেরা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া জনযুদ্ধ প্রচার দিবস পালন করেন। দুই তিন জন ছাত্র লইয়া গঠিত তিনটী 'স্কোয়াড' মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে ১১০টী 'জনযুদ্ধ' বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। ইহার মধ্যে আবার ১৪ জন স্থায়ী গ্রাহকও পাওয়া গিয়াছে। ক্রেতাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং ইঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও মোটামুটী জনসাধারণের মন্তব্য খুবই উৎসাহজনক। একজন বলেন 'পি, সি, যোশী কা পেপার্ হায়, দিজিয়ে একঠো।' শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক 'জনযুদ্ধের' বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একজন বাঙালী মুসলমান মজুর বলেন 'বলবেই তো, ওতে যে তোমাদের গালাগাল ক'রে খাঁটি কথা লেখা থাকে।'

স্থির হইয়াছে আগামী বারে কলিকাতার তিনটী জিলাতেই একই দিনে 'জনযুদ্ধ' দিবস পালন করা হইবে। এইবারে শুধু বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া 'জনযুদ্ধ কিনুন' বলিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে। আগামীবারে রাস্তায়, ট্রামে ও বাসে বাসে ছোট ছোট বক্তৃতা দিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মজুরদের ভিতরও জনযুদ্ধ প্রচারে উৎসাহ জাগিয়াছে। জয়া ইনজিনিয়ারিং কারখানার মজুররা আগে ১০ খানা করিয়া জনযুদ্ধ নিতেন। আজ সেখানে ৯০ খানা চলিতেছে। ২০০ কপি বিক্রির জন্য প্রচার সুরু হইয়াছে।

ফরিদপুর—কাশীয়ানী ইউনিয়নে 'প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘের' উদ্যোগে গ্রামে প্রচার বাহিনী গঠিত হইতেছে। ইতি মধ্যেই চুনা, মালা ও কাশায়ানীতে ৫ হইতে ১০ জন লইয়া পাঁচটী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। নিয়মিত ভাবে 'জনযুদ্ধ' ও অন্যান্য প্রচার পুস্তিকা লইয়া আলোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া সপ্তাহে একদিন করিয়া আহুত বৈঠকে রাজনৈতিক সমস্যা বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে আলোচনা চলে। সাহিত্য সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুধাংশু সেন সপ্তাহে এক এক দিন করিয়া বিভিন্ন প্রচার বাহিনীতে যোগ দিয়া 'জনযুদ্ধ' পড়েন ও বুঝাইয়া দেন। এইরূপ প্রচারের ফলে কৃষকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। 'জনযুদ্ধ' প্রচারের জন্য প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ হাটে বাজারে 'পোষ্টার' টাঙাইতেছেন। ইহার শ্লোগানগুলি এইরূপ "আপনি!—জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়তে চান? জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চান? ফাসিষ্ট আক্রমণ থেকে বাঁচতে চান? তা'হলে কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র 'জনযুদ্ধ' পড়ুন ও প্রচার করুন।"

মজুররা জাপানীদের রুখিবে

মজুরদের দাবী মানো

বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান সহরে চারিশতেরও উপর বিড়ী কারিগর কাজ করে। যুদ্ধের জন্য জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে কিছুদিন হইতে মজুরীর হার বাড়াইবার জন্য তাহারা আন্দোলন সুরু করে এবং মালিকদের নিকট তাহাদের দাবী পেশ করে। কিন্তু মালিকরা তাহা অগ্রাহ্য করায় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা হইতে সমস্ত বিড়ী শ্রমিকেরা প্রতি হাজার বিড়ীর জন্য ১/১০ মজুরী দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট করে। মিউনিসিপ্যালটীর ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ আজেম, ডাঃ নাজেম এবং কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, অজিত সেন, শশধর পাল প্রভৃতি স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীরা কারিগরদের পরিচালিত করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর মালিকদের সাথে আলাপ আলোচনার পর মালিকরা সমস্ত কারিগরদের ৶১০ হিসাবে মজুরী বাড়াইতে রাজী হয়, পরের দিন সকালে মজুররা কাজে যোগ দেয়।

২৯শে রাত্রে সমস্ত কারিগরদের এক সাধারণ সভা হয়। 'বর্দ্ধমান বিড়ি কারিগর সমিতি' নাম দিয়া শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ইউনিয়নের সভাপতি হইয়াছেন ডাঃ নাজেম ও সম্পাদক হইয়াছেন কমরেড শশধর পাল।

কলিকাতা—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে **গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালটীর** মেথর ও ধাঙ্গড়রা মাগগী ভাতা দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট করে। ৩ দিন ধর্ম্মঘট চলার পর মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া মাগগী ভাতা মঞ্জুর করায় ২রা অক্টোবর হইতে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে। সমবেত দাবীর ফলেই যে মাগগী ভাতা আদায় হইয়াছে ইহা শ্রমিক ভাইরা বুঝিতে পারিয়াছে।

বালীগঞ্জের ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল কোম্পানীর মজুরা গত ৫ই অক্টোবর বেলা ১টা হইতে পূজা বোনাস ও অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্ম্মঘট করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবস্থান ধর্ম্মঘটের পর কারখানা হইতে শ্রমিকদের চলিয়া যাইতে মালিকরা হুকুম দেয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহারা শান্তিপূর্ণ ভাবে কারখানা হইতে চলিয়া আসে। ইতিমধ্যে ইউনিয়নের তরফ হইতে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া লেবর কমিশনারের কাছে ফোন করা হয় এবং নাটোর পার্কে ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড প্রকৃতি মিত্রের সভাপতিত্বে মজুরদের একটি সভা হয়। সভায় প্রায় ৬০০ মজুর উপস্থিত ছিল। মজুরদের ভিতর হইতে কমরেড রহমান খাঁ এবং কমরেড অবনী সেন বক্তৃতা করেন। সভায় (১) লেবর কমিশনারের সহিত আলোচনা করার জন্য মজুরদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। (২) লেবর কমিশনার শ্রমিকদের দাবী দাওয়া মিটমাটের জন্য মধ্যস্থতা করিতে রাজী হইলে ও উহার জন্য সময় চাহিলে তাহা মঞ্জুর করা হইবে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি ঠিক করা হয় (১) ২০ দিনের বোনাস (২) টাকায় আট আনা মাগগী ভাতা (৩) টাকায় চারি আনা মাহিনা বৃদ্ধি (৪) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা (৫) এ, আর, পির পাকা ব্যবস্থা (৬) পাকা চাকুরী (৭) ৷৴০ আনা হিসাবে সাইরেন ভাতা (৮) কোন ধর্ম্মঘটকারীকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না (৯) ইউনিয়নকে মানিয়া লইতে হইবে।

পরের দিন লেবর অফিসার আসেন। ইউনিয়নের তরফ হইতে মজুরদের একটি সভা করা হয়। লেবর অফিসার ১৫ দিনের সময় চান এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর মীমাংসা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু মজুরদেরও কাজে যোগ দিতে অনুরোধ জানান। শ্রমিকদের দিক হইতে ঈদ ও পূজার পূর্ব্বে যাহাতে ২০ দিনের বোনাস পাওয়া যায় তাহার উপর জোর দেওয়া হয়। ঐদিনই বেলা বারটার সময় সমস্ত উপস্থিত মজুরা কাজে যোগ দেয় এবং তার পরের দিন কারখানায় রীতিমত কাজ চালু হইয়াছে।

কাশীপুর জুট প্রেসের মালিকরা দাবী মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ১লা অক্টোবর হইতে নিম্নলিখিত দাবীর জন্য ১৩টী প্রেসের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে। শ্রমিকদের দাবী ছিল (১) শতকরা ২৫৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা (২) প্রত্যেক মজুরের দৈনিক রেট তিন আনা করিয়া বাড়াইতে হইবে। একদিন ধর্ম্মঘট চলার পর ২টী প্রেসের মালিকরা আপোষের জন্য অনুরোধ জানায়। আলাপ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (১) দৈনিক রেট ৵০ আনার স্থলে ৶০ আনা বাড়াইতে হইবে (২) মাগ্‌গী ভাতা সম্পর্কে লেবর কমিশনারের নির্দ্দেশ উভয় পক্ষেই মানিয়া লইতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত ৯টী প্রেসের মালিকরা মানিতে রাজী হওয়ায় ২রা অক্টোবর হইতে পুনরায় কাজ সুরু হয়। পরে আরও দুটী প্রেসের শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লওয়াতে তাহারা কাজে যোগ দেয়। আশা করা যাইতেছে আরও ২টী প্রেসে শীঘ্রই কাজ সুরু হইবে। মাগ্‌গী ভাতার জন্য লেবর কমিশনারের সাথে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। কমরেড সুধীর ভট্টাচার্য্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের লইয়া লেবার কমিশনারের সাথে দেখা করিয়াছেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর **ক্রকবণ্ড কারখানার শ্রমিকদের** ইউনিয়ন অফিসে একটি সাধারণ সভা হয়। কোম্পানীর জুলুমবাজী ও শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সভায় বিশদভাবে আলোচনা হয়। ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্ম্মী কমরেড হীরালাল দাসকে অকারণে কাজ হইতে জবাব দেওয়ায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটের পর মালিকদের কুনজরে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহারা একটুও দমে নাই—তাহারা জানে তাহাদের পিছনে আছে তাহাদের ইউনিয়ন। এই কারখানায় ৫০ জন **জঙ্গী মজুর ভলাণ্টিয়ারী শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।**

বেঙ্গল বাল্‌ব ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের সম্পাদককে অযথা কর্ম্মচ্যুত করিয়া ইউনিয়নটীকে পঙ্গু করিতে মালিকগণ উদ্যত হইয়াছে। প্ররোচকদের উস্কানীতে "সংগ্রামের" মোহে পড়িয়া শ্রমিকরা কাজ হইতে হাত গুটায় নাই, অথচ লেবর কমিশনারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোম্পানী শ্রমিকদের দাবী সম্বন্ধে কিছুই করিতেছে না। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রচারই শ্রমিকদিগকে ঠিক পথ দেখাইতেছে।

দক্ষিণ কলিকাতার বুক-বাইণ্ডার ও প্রেস শ্রমিকগণও সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এবং ইউনিয়নের মারফত নিম্নলিখিত দাবী লইয়া তাহারা সকল শ্রমিকের সহিযুক্ত একটি দরখাস্ত দাখিল করিবার আয়োজন করিতেছে। মজুরদের দাবী (১) টাকায় আট আনা মাহিনা বৃদ্ধি (২) শতকরা ২৫৲ টাকা যুদ্ধ ভাতা (৩) এক মাসের মাহিনা যুদ্ধ বোনাস (৪) পাকা চাকুরীর বন্দোবস্ত (৫) এ, আর, পি ও আশ্রয় গৃহের সুব্যবস্থা।

পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা চাই

কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে আজও আমলাতন্ত্র স্বাধীনতা দিতে রাজী নয়। এই অসম সাহসী নেতারা এক বৎসর আগে সশস্ত্র শাস্ত্রী বেষ্ঠিত হিজলী জেল হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরে আসেন, আমলাতন্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে, কিন্তু তাহা তুলিয়া লইতে নারাজ। অথচ উদ্যত জাপানী আক্রমণের মুখে এই দুই অসম সাহসী ও কৌশলী কমিউনিষ্ট নেতার প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন। বহু সভা সমিতিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রামপুরহাটে (সিউড়ী), হাসিমপুরে (চট্টগ্রাম), কাঁচড়াপাড়ার (২৪ পরগণা) বিভিন্ন শ্রমিক কেন্দ্রে সভা করিয়া দাবী করা হইয়াছে আমাদের নেতা পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে আমাদের ভিতর ফিরিয়া চাই। ইহা ছাড়া **কলিকাতায়** ক্রকবণ্ড কারখানা, মডেল হোসিয়ারী কারখানা ও ষ্টীল প্রোডাক্শনের শ্রমিকদের সাধারণ সভায়ও ঐ দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। **রংপুর ফাসিবিরোধী কর্ম্মীসঙ্ঘ ও হুগলী কৃষক সমিতির** তরফ হইতে অনুরূপ দাবী জানান হইয়াছে।

ময়মনসিংহের চিঠি

এই পথেই জয়লাভ

ময়মনসিংহ জেলায় সর্ব্বত্রই তীব্র অভাব অনাটন দেখা দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে জনগণ অনাহারে দিন কাটাইতেছে। মহাজনরা চাউলের দর ইচ্ছামত বাড়াইতেছে, কোথাও কোথাও প্রতিমণ ১৪৲, ১৫৲ পর্য্যন্ত হাঁকিতেছে। অথচ পাটের দর নাই। এরূপ অবস্থায় কৃষকদের অবস্থা ভীষণ হইবে তাহা সহজে অনুমেয়। গত বৎসরের ধান তাহারা আগেই বেচিয়া ফেলিয়াছে, এখন চাউল কিনিবার টাকা নাই। কোন কোন অঞ্চলের মহাজনরা চাউল থাকা সত্ত্বেও নাই বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছে।

ক্ষুধার তাড়নায় সাধারণ লোক লতা-পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে, অস্থির হইয়া স্থানে স্থানে হাট বাজার লুট করিতেছে। সদরে ঈশ্বরগঞ্জ ও রায় বাজারের হাট লুট হইয়াছে; নেত্রকোনায়, কুমুদগঞ্জে এবং বারহাট্টায়ও চাউলের দোকান এবং নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে চাউলের নৌকা লুট হইয়াছে।

কিন্তু আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণ অন্ধভাবে দমননীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। অভাব এবং অনটনের প্রতিকারের জন্য জেলার সর্ব্বস্থান হইতেই সরকারের নিকট সাহায্য দাবী করিয়া গণদরখাস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। চাউল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও একরকম অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

জনগণের এই দুরবস্থায় সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে ভেদপন্থী “সংগ্রাম”-কারীরা। কিন্তু ময়মনসিংহে কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্য-অভিযানের কাছে ভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কমিউনিষ্টরা শুধু ঐক্যের ঘোষণাবলী দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই, তাহারা সঙ্কটের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐক্যদ্বারা সংকট সমাধান করিতেছে।

নেত্রকোনা সহরে চাউলের মুল্য ও চাউল নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা অকৃতকার্য্য হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটীর কাজের জন্য কংগ্রেস, লীগ, কৃষকসমিতি, ছাত্রফেডারেশন ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ এবং সম্মিলিত জনরক্ষা বাহিনীর ভলান্টিয়ারগণ দিনরাত পরিশ্রম করিয়া চাউলের গুদাম পাহারা দেয় এবং শতসহস্র লোকের চাউল যোগানোর ব্যবস্থা করে। আমলাতন্ত্রের কেতাদুরস্ত অফিসিয়াল হুকুমনামায় এই কমিটির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে সমস্ত বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার জন্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। গত ১২।৯।৪২ তারিখে নলিতাবাড়ী থানার এলাকাধীন তারাগঞ্জ বাজারে ঐ এলাকার তিনটি ইউনিয়ন বোর্ডের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের লইয়া পণ্যসংকট সমাধানের জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। স্থানীয় কৃষককর্ম্মী কম্রেড ভূপেন নাগ বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংকট, আর্থিক দুরবস্থা ও সরকারী পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অকর্ম্মণ্যতার বিষয় বক্তৃতা করেন। এই সভায় ৪৫ জন প্রতিনিধি লইয়া নলিতাবাড়ী, তারাগঞ্জ পণ্য সমস্যা সমাধান কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি পণ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, এই প্রস্তাবের নকল সার্কেল অফিসার হইতে শুরু করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট পর্য্যন্ত পাঠান হইয়াছে। এই কমিটি ১০০০ মণ চাউল এবং ৪০০০ মণ ধান মজুত করিয়াছে। এই কমিটির তরফ হইতে তিনটি দোকান খোলা হইয়াছে। শিল্পজাত পণ্যও যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে মজুত রাখা যায় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে।

ঐক্যের পথে সংকট সমাধানের এই রকম সফল প্রচেষ্টা শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

নেত্রকোনা সহরে ১৫।৯।৪২ তারিখে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা হয় এবং একটী সভাও হয়। স্থানীয় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সভার সভাপতিত্ব করেন। সভায় একজন ছাত্র উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে সভাপতি তাহাকে সামলাইয়া দেন। কিশোরগঞ্জ সহরে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্কুল ষ্ট্রাইক হয়। কয়েকজন উত্তেজনাকারী স্কুলের লাইব্রেরী ঘরে হানা দিতে আসিলে কমিউনিষ্ট ছাত্রগণ উত্তেজিত জনতাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। টাঙ্গাইলে অরাজকতা সৃষ্টির উত্তেজনা হ্রাস পাইয়াছে। অনেক কংগ্রেস নেতা এখন আর এটাকে কংগ্রেস আন্দোলন বলিয়া স্বীকার করেন না। মির্জাপুর গ্রামে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেসসেবীদের একটি সভা হয়। সেই সভায় একজন কমিউনিষ্ট অরাজকতার সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং ঐক্যের পথে সংকট সমাধানের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীদের আহ্বান করেন। শ্রোতাগণ ধৈর্য্য ধরিয়াই তাঁহার কথা শোনেন। স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে ধ্বংসমূলক কাজ হইতে নিবৃত্ত হইতে নির্দ্দেশ দেন। তিনি কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য আন্দোলন করিতে বলেন।

অথচ আমলাতন্ত্রের দমননীতি পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সর্ব্বত্র ১৪৪ ধারা জারী রহিয়াছে। ধরপাকড় চলিতেছে।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়াই বাড়ী বাড়ী যাইয়া ছোট বৈঠক করিয়া কমিউনিষ্ট পন্থায় জাতীয় ঐক্যের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন। অবস্থার পরিবর্ত্তন এই টুকু লক্ষ্য করা যায় যে আগে যাহারা কমিউনিষ্টদের সাথে আলোচনায় আসিতেই চাহিতেন না, এখন তাঁহাদের মধ্যে এই মনোভাব টুকু আসিয়াছে যে ‘কমিউনিষ্টরা কি বলে শোনাই যাক্’। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি এবং আপোষ আলোচনার দাবী লইয়া সর্ব্বত্র গণদরখাস্ত সহি করা হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দরখাস্ত সহি করিতেছেন। স্থানীয় ‘লীগ’ এবং ‘মহাসভা’র নেতারা কমিউনিষ্টদের এই প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস লইয়া গোড়া হইতে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছেন। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই পথেই সংকটের সমাধান হইবে। এই পথেই আমলাতন্ত্র পরাস্ত হইবে। এই পথেই দেশরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী হইবে। আজ বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভব।

পার্টি শিক্ষা শিবির

আজ এই জাতীয় সংকটের দিনে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদেরই দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। দেশকে আত্মহত্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কমিউনিষ্টরাই আগাইয়া আসিতেছে। দেশব্যাপী বিরাট ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার কাজে কমিউনিষ্টরাই অগ্রণী হইয়াছে। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে হইলে কমিউনিষ্টদের সুস্পষ্ট রাজনীতিক জ্ঞান নিতে হইবে। একদিকে যেমন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তেমনি কার্য্যক্ষেত্রের দৈনন্দিন সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট জ্ঞান নিতে হইবে। এ জন্য চাই কর্ম্মীদের স্কুল।

এ বিষয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির **কলিকাতা কমিটি** অগ্রণী হইয়াছেন। গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩ সপ্তাহ ধরিয়া পার্টির প্রাদেশিক অফিসে তাঁহারা পার্টি স্কুল চালান। কলিকাতার ২০ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী নিয়মিত স্কুলে যোগ দেন। কমরেড সরোজ মুখার্জী, কুমুদ বিশ্বাস ও ভুপেশ গুপ্তকে লইয়া একটি স্কুল কমিটি গঠন করা হয়। তাঁহারা একটি পাঠ্য-তালিকা তৈরী করেন। সেই অনুযায়ী কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, ভবানী সেন, সরোজ মুখার্জী ও ভুপেশ গুপ্ত মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদের মুলনীতি, পার্টি লাইন, পার্টি সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে মোট ১২টি বক্তৃতা দেন। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন, রণেন সেন ও ধরণী গোস্বামী মোট ৫টি বক্তৃতা দেন। কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন কমরেড মুজঃফর আহম্মদ। কমরেড মণিকুন্তলা সেন ও কণক দাসগুপ্তা বক্তৃতা দেন নারী আন্দোলন সম্বন্ধে। এ, আর, পি ও ভলাণ্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বলেন কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র, দেব ব্যানার্জ্জী ও শম্ভু বসু। পার্টি পত্রিকা সম্বন্ধে বলেন কমরেড আব্দুল হালিম ও প্রমোদ দাস গুপ্ত। রিপোর্ট লেথার নিয়ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন কমরেড নিখিল চক্রবর্ত্তী। কমরেড হীরেন মুখার্জী বলেন আজকের সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে। আমাদের কর্ত্তব্য কী এ সম্বন্ধে বিদায়ী বক্তৃতা দেন কলিকাতা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড কুমুদ বিশ্বাস। মোট ৩৩টি বক্তৃতা হয়। প্রত্যেকটি বক্তৃতা গড়ে আড়াই ঘণ্টা করিয়া চলে। শিক্ষকরা সবাই আগে হইতে নোট প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্ররাও সবাই নোট লিখিয়া নিয়াছিলেন। প্রদেশের নেতৃস্থানীয় অভিজ্ঞ কমরেডরাই বক্তৃতা দিয়াছেন। ছাত্ররা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলিতে হইবে স্কুল সফল হইয়াছে। নূতন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কলিকাতার কমরেডরা কাজে নামিয়াছেন।

দিনাজপুর—জিলায়ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা পার্টি স্কুল করিতেছেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন ধরিয়া সহরে একটি স্কুল খোলা হয়। ১৫ জন কর্ম্মী স্কুলে যোগ দেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন ধরিয়া ৩৩ জন কৃষক কেডার লইয়া ফুলবাড়ীতে আর একটি স্কুল খোলা হয়। কমরেড অবনী লাহিড়ী ও সুশীল সেন স্কুল পরিচালনা করেন। কৃষকদের জীবনে সংঘবদ্ধ শিবির জীবনের ভিতর দিয়া রাজনীতি শিক্ষা এই প্রথম।

৩৩ জন কর্ম্মীকে ৩টি দলে ভাগ করিয়া একটি দলের জন্য এক জন করিয়া ক্যাপ্টেনের উপর ভার দেওয়া হয়। কাজগুলি ৪ ভাগ করা হয়: (১) রান্না (২) ঝাট দেওয়া ও শিবির পরিষ্কার (৩) আদায় (৪) প্রচার। প্রত্যেক দলকে পালা করিয়া সব কাজ করিতে হয়। কাজ সুরু করিবার আগে প্রত্যেক দল বৈঠক করিয়া নিজেদের কাজ ভাগ করিয়া নেয় ও কাজের শেষে রাত্রে বৈঠক করিয়া কাজে রহিসাব নিকাষ করে ও সেই অনুযায়ী শিবির কমিটির কাছে ক্যাপ্টেন লিখিত রিপোর্ট দেয়। পরে ইহার উপর আবার সমালোচনা হয়। আদায়কারী দলকে প্রতিদিন নিকটের গ্রাম হইতে চাল, পাতা, খড়ি প্রভৃতি জোগাড় করিয়া আনিতে হইত। প্রচারক দলকে হাটে বা গ্রামে প্রচার করিতে যাইতে হইত। ইহা ছাড়া রাত্রে শিবির ও গ্রাম পাহারা দিবার জন্য রক্ষীদলের ব্যবস্থাও ছিল। ক্লাস হইত প্রত্যহ তিন বারে মোট ৪ ঘণ্টা, প্যারেড হইত দিনে ১ ঘণ্টা। প্রতিটি কাজ ঘড়ি ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী করা হইত।

শুধু শুষ্ক রাজনীতি শিক্ষা নয়, বাস্তব কাজের ভিতর দিয়াও শিবিরে শিক্ষা হইয়াছে। ক্ষেত থামারের সমস্ত কাজ উপেক্ষা করিয়া, সংসারের হাজার কাজ ফেলিয়া কৃষক কর্ম্মীরা ২৪ ঘণ্টা শিবিরে থাকিয়াছে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। কৃষক যুবকরাও আজ রাজনীতি শিক্ষা নিয়া বাস্তব কাজের ভিতর দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচনা

দ্বিতীয় ফ্রন্টের বিপ্লবী শ্লোগান

আমেরিকার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, “বর্ত্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রশ্ন সোভিয়েট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। জার্ম্মান ফাসিষ্টদের প্রধান আঘাত নিজের ঘাড়ে নিয়া সোভিয়েট মিত্রশক্তিকে যেরূপ সাহায্য করিতেছে, সোভিয়েটকে মিত্রশক্তি যে সাহায্য দিয়াছে তাহা সে তুলনায় কমই কার্য্যকরী হইয়াছে।” ষ্টালিনের এই কথায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসকদলের ভিতর একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বক্তা চার্চিলের মুখে শব্দ নাই। পার্লিয়ামেণ্টে তিনি বলিয়াছেন “আগে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে বর্ত্তমানে তাহার বেশী কিছু বলিবার নাই।...এই বিশেষ জরুরী অবস্থায় সদস্যরা যেন এ বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি না করেন।” ‘টাইম্‌স’ পত্রিকা বলিয়াছেন, “বড়ই অশান্তির কথা”। সত্যই শাসকশ্রেণীর কাছে ষ্টালিনের বিবৃতি বড়ই অশান্তিজনক। আজও শাসকশ্রেণীর ভিতর যাঁহারা চেম্বারলেনের পথে চলিতে চাহেন, আজও সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখিবার স্বপ্নে যাহারা বিভোর, দ্বিতীয় ফ্রন্টের নামে তাঁহাদের ভয় পাইবার কথাই বটে। ষ্টালিনের এই বিবৃতি শাসকশ্রেণীর ভিতর চেম্বারলেনী অংশকে আজ জনগণের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের মাঝে আজ চরম সংকট। শঙ্কিত চিত্তে তাই মিঃ বিভান বলিয়াছেন, ইহার ফলে “যুদ্ধের উৎপাদনে যে এক গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহা কি প্রধান মন্ত্রী বুঝিতে পারিতেছেন?” পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ ডেভিস বলিয়াছেন, “আমেরিকায় তুমুল আলোচনা সুরু হইয়াছে।” ‘নিউজ ক্রনিকেল’ প্রমুখ কাগজগুলি বলিতেছে, মিত্রশক্তিদের মাঝে একক রণনীতির অভাব দেখা যাইতেছে। ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রিকা বলিতেছে, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার ব্যাপারে সামরিক দিকটা চিন্তা করার বিষয় বটে, কিন্তু রাজনীতি যেন বাধা না দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজনীতিই সবচেয়ে বড় কথা। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা শুধু একটা সামরিক ব্যাপার নয়, ফ্রণ্ট খোলার সাথে সাথে ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, সে আগুনে ফাসিজম পুড়িয়া ছারখার হইবে, সাম্রাজ্যবাদও আর কায়েম হইয়া বসিতে পারিবে না।

ইউরোপের অধিকৃত দেশগুলিতে আজই ইহার সূচনা দেখা দিয়াছে। নরওয়ের গোটা ট্রণ্ডহিম প্রদেশে গেরিলা বাহিনী ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ফিনমার্ক প্রদেশে জার্ম্মান সেনারাই বিদ্রোহ শুরু করিয়াছে। ডেনমার্কেও স্বদেশপ্রেমিকরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে গণসমাবেশ করিতেছে, নাৎসী বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্য প্রতিরোধের রূপ নিতেছে। ফ্রান্সের জনগণও চঞ্চল। নাৎসী-দালাল ফরাসী সরকারের ভিতরও বিভেদ দেখা দিয়াছে। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার অর্থ বিপ্লবের এই বারুদের স্তুপে আগুনের কাঠি ছোঁয়ান।

তাই, দ্বিতীয় ফ্রণ্টের বিপ্লবী শ্লোগানে আজ যখন বিশ্বের জনগণ মিলিত হইতেছে, এই শ্লোগানকে ভিত্তি করিয়া যখন সাম্রাজ্যবাদের জঙ্গী অংশ কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে ষ্টালিনের এই বিবৃতি। জনগণের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। বাধাসৃষ্টিকারীদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসকশ্রেণীকে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বাধ্য করা।

উপনিবেশের স্বাধীনতার দাবী

একদিকে যেমন ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট, আর একদিকে তেমনি উপনিবেশের স্বাধীনতার দাবী ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে এই জনযুদ্ধে জিতিবার বিপ্লবী শ্লোগান। উপনিবেশ সম্বন্ধে মিঃ উইল্কির বিবৃতি তাই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের সংকট আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। উইল্কি বলিয়াছেন, “জনসাধারণের সত্যিকারের সমর্থন ছাড়া যুদ্ধে জেতা খুবই কঠিন, শান্তি স্থাপন করাতো প্রায় অসম্ভব”। জনসাধারণ তথাকথিত “গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে সন্দিহান”, “আটলাণ্টিক সনদ কথাটায়ও সন্দেহ জাগায়”। আজ “পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বলিতে হইবে, উপনিবেশিক জনগণ, যাহারা মিলিত জাতিসমূহের দিকে যোগ দিবে, তাহাদের স্বাধীন হইবার বিষয়ে সাহায্য করা বিশ্বের কর্ত্তব্য। যুদ্ধের পরে নয়, আজই এবিষয়ে মিলিত জাতিসমূহের লৌহদৃঢ় গ্যারাণ্টি চাই”। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকা ইহার সমর্থনে বলিয়াছেন, মিঃ উইল্কি ১০০ কোটি এসিয়াবাসীর যে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন, রুজভেল্ট সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না বলিলেও তাঁহারই মত ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের পুরানো আসন যাহারা আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, সেই সব বাধা সৃষ্টিকারীর দল কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে। ঐক্যবদ্ধ জনগণের দাবী আজ দুর্ব্বার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

তাই চীনের উপর হইতে বৃটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের পুরাণো মালিকানা স্বত্ব, বিশেষ অধিকারের দাবী তুলিয়া লইতে রাজী হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিরাট দাপটে যে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশের উপর অক্টোপাসের মত শোষণের শুঁড় ছড়াইয়া বসিয়াছিল, আজ সে শুঁড় খসিয়া পড়িতেছে। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের চিহ্ন চীনের উপর হইতে মুছিয়া গেল। ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবরে চীন মাঞ্চু রাজত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব করিয়া গণতান্ত্রিকতার পথে পা দেয় কিন্তু সে বিপ্লব আজও শেষ হয় নাই। চীনের এই জাতীয় দিবসে মিলিত চীনের প্রচণ্ড শক্তির সামনে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটিল। স্বাধীন চীন ফাসিষ্ট জাপানকে রুখিয়া স্বাধীন বিশ্বে উপযুক্ত আসন গ্রহণ করিবে ইহা তাহারই সূচনা। চীনের জাতীয় দিবসে ঐক্যবদ্ধ বীর চীন জনগণকে অভিনন্দন!

মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঔদ্ধত্য

সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে, ইহার জঙ্গী অংশ কোনঠাসা হইতেছে, তাই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ তার আসন বজায় রাখিবার জন্য ভারতে ভেদনীতি ও দমননীতির শেষ আশ্রয় নিতেছে। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারত সম্বন্ধে আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট। উদ্ধত আমেরি আবার চীৎকার তুলিয়াছে, “সাড়ে নয় কোটি মুসলমান, ৫ কোটি নিপীড়িত হিন্দু, এক তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজ্যের” গার্জিয়ানী তাহারা ছাড়িতে পারে না। এটলি সাহেবও ঐ একই সুর ধরিয়াছেন, “ভারতে শুধু কি জাতির বিভেদ, জীবনযাত্রায়ও কত বিভেদ, “গরুর গাড়ী হইতে রোলস্ রয়েস মোটর” পর্য্যন্ত রহিয়াছে! এই শতধা বিভক্ত জাতিকে ক্ষমতা দেওয়া যায় কেমন করিয়া? “ভারতবর্ষ ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দাও” বলিলেই তো হইবে না। বর্ত্তমান “কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টে কোন লোককে নেওয়া বা বাদ দেওয়া যাইতে পারে” কিন্তু বড়লাটের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া “সব ক্ষমতা যদি দায়িত্বহীন মন্ত্রীসভার হাতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে, কে শাসন চালাইবে। সুতরাং সে দিকে বেশীদুর যাওয়া যায় না।”

বড়লাটের কার্য্যকরী পরিষদে ১১ জন খোকার টাট দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তাঁহারা খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ভারতে “মাসে ৭০ হাজার করিয়া সৈন্য রিক্রুট” করিয়া তাঁহারা ভাবিতেছেন যুদ্ধে জিতিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, ভারতের জনসাধারণকে বাদ দিয়াই যুদ্ধ জয় করা যাইবে! শুধু তাই নয় পুরাতন স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম রাখিবার নূতন আইনও পাশ করা হইল। তাহার উপর গুলি, জেল, পাইকারী জরিমানা তো আছেই! সাম্রাজ্যবাদের এই ভেদনীতি ও দমননীতি চালু করিবার জন্য সমস্ত দায়িত্ব চাপান হইয়াছে কংগ্রেসের উপর। “গান্ধিজী তাঁহার শেষ জীবনে এমন কাজ করিয়া বসিলেন যাহাতে লোকের জীবন নাশ হইতেছে।” এত বড় মিথ্যা কথা বলিতেও এটলির বাধিল না। আঘাত যে প্রথম সরকারের দিক হইতেই আসিয়াছে, নেতাদের গ্রেপ্তার করিবার ফলে ও কংগ্রেস বে-আইনী করিবার ফলেই যে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গিয়াছে সে কথা বিশ্বের জনসাধারণ আজ বুঝিয়াছে। প্রতিদিনই আমেরিকার জনসাধারণ ভারতের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে। এটলি-আমেরির এই বক্তৃতায় বৃটিশ ও আমেরিকার জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। চীনের টাকুংপাও, সিনমিনপাও প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের দাবী সমর্থন করিয়া আপোষের জন্য আবেদন করিয়াছে।

বিশ্বের জনগণের ভারতের দাবী এইভাবে সমর্থন ব্যর্থই হইবে যদি ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকরা আজও আত্মঘাতি নীতি চালাইতে থাকেন, যদি তাঁহারা দেশরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল করেন, ফাসিবাদের পথ খোলসা করিয়া ভারতে নূতন করিয়া দাসত্বের শিকল পরাইতে চান, ফাসিবাদকে শক্তিশালী করিয়া বিশ্বের জনগণের গোলামির পথ সহজ করেন। তথাকথিত “সংগ্রামের” ফলে জাতীয় বিভেদ আজ শতগুণে বাড়িয়া চলিয়াছে, দেশবাসীর উপর বোমা পড়িতেছে, গুণ্ডামী সুরু হইয়াছে। ইহাতে এটলি-আমেরির ভেদনীতি ও দমননীতিই কায়েম হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের শিকল দৃঢ় হইতেছে, স্বাধীনতা আসিতেছে না। দেশের সামনে আজ একমাত্র পথ একতার আন্দোলন গড়িয়া তোলা। সমস্ত জাতির, সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত দলের জনসাধারণের একতাই আজ স্বাধীনতার একমাত্র পথ।

জনগণের মাঝে দাঁড়াও

হিন্দু মহাসভা উদ্যোগী হইয়া আজাদ মুস্লিম, মোমিন সম্প্রদায় প্রভৃতি দলের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত একতার আন্দোলনে নামিতেছেন না। যদিও তাঁহারা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, “আমাদের দেশের ভাগ্য আমাদের দেশের লোকেরই হাতে” তবু তাহারা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদের উপরই ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন। জনসাধারণকে “নিজ নিজ হাতে তৈরী থাকিতে” তাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন, হিন্দুমুসলমান জনগণকে একতার এক বিপুল আন্দোলনে নামাইবার চেষ্টা তাঁহাদের নাই। সময় আসিলে নাকি তাঁহারা জনগণকে ডাক দিবেন। কিন্তু সে ডাক কি রূপ নিবে তাহাও চিন্তার কথা। ব্যর্থতা ও হতাশায় তাঁহারা যেন আত্মঘাতি “সংগ্রামের” পথেই প্রকারান্তে পা না বাড়ান।

ফজলুল হক সাহেবও সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনেকের সাথে আলাপ আলোচনাও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সাম্রাজ্যবাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আমেরিকা যদি আগাইয়া আসে তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান সব চেয়ে সহজ হয়।” ফজলুল হক সাহেবও জনসাধারণের উপর ভরসা রাখেন না, মুস্লিম জনসাধারণকে প্রকৃত ঐক্যের আন্দোলনে টানিয়া আনিবার কোন প্রশ্নই তাঁহার কাছে নাই।

আজাদ মুস্লিম কনফারেন্স যথেষ্ট আগাইয়াছেন সন্দেহ নাই। পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সুস্পষ্ট মত দিয়াছেন। একই ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গঠন, অর্থনৈতিক জীবন প্রভৃতির ভিত্তিতে গঠিতে বিভিন্ন জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। আজাদ মুস্লিমের সভাপতি আল্লাবক্স সাম্রাজ্যবাদের উপর ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। জনগণের ঐক্য আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই আমলাতন্ত্র তাঁহাকে সহিতে পারিল না। ইহার আগেই তিনি দমননীতির প্রতিবাদে পদবী ত্যাগ করিয়াছেন। সিন্ধুর গভর্ণর তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। তাই শেষ পর্য্যন্ত লাটসাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করা ভারতে ইহাই প্রথম। ক্ষিপ্ত আমলাতন্ত্র আজ কাহাকেও বিন্দুমাত্র সহিতে পারে না। দমননীতি ও ভেদনীতির বিরুদ্ধে যাহারাই আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকেই সাম্রাজ্যবাদ সরাইয়া দিতে চায়।

একদিকে আঘাত হানিয়া আর একদিকে সংবাদ চাপিয়া রাখিয়া আমলাতন্ত্র মনে করে দেশকে শান্ত করা যাইবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে না দেওয়ার ফলে যে হাজার রকমের গুজব রটিতেছে, সে দিকে তাহার হুঁশ নাই। একেই তো চক্রশক্তির প্রচারে পুষ্ট হইয়া পঞ্চমবাহিনী ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের আরও বিভ্রান্ত করিয়া কাজ হাসিল করিতেছে, তাহার উপর আবার সংবাদের উপর সরকারী কড়াকড়ি। তাই নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে ও ছাপাখানার স্বাধীনতা দাবী করা হইয়াছে। অবশ্য সম্পাদকরা দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংবাদ ছাপিবেন স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সরকার হইতে কড়াকড়ি হ্রাসের কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না।

দেশের ভিতর এই যে দমননীতি, ভেদনীতি, অরাজকতা, গুণ্ডামী, পঞ্চমবাহিনীর তাণ্ডব নৃত্য— ইহার সমাধান করিবার একমাত্র পথ দেশব্যাপী বিরাট ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তোলা। একতার জোরেই আমলাতন্ত্রের বাধা দূর করিবে, ফাসিষ্টদের রুখিবার শক্তি যোগাইবে।

জেলা ছাত্র ফ্র্যাকসনের প্রতি :

৩০,০০০ সভ্য চাই

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ অধিবেশনে বাংলার পার্টির যে দুটি প্রধান রাজনৈতিক কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একটি হচ্ছে—"বাংলার ছাত্রসমাজের আস্থা ও নেতৃত্ব পুনরর্জন করা"।

কেন্দ্রীয় কমিটির এই নির্দেশ আমাদের গৌরবের বিষয়, লজ্জার কথাও বটে। আমরা যে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান শাখা বাংলা কমিটির শ্রেষ্ঠ ফ্রণ্ট—এই সত্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু গত ৫ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ-ছাত্র-আন্দোলন গড়েছিলাম আজ সংকটের মুখে তা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। লজ্জার কথা সময় থাকতে আমরা ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করতে পারিনি, সংগঠনকে মজবুত করতে পারিনি। তাই আজ এই অবস্থা। কিন্তু আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী। হতাশা অথবা আত্মসন্তুষ্টি—কোনটাই আমাদের উদ্দীপনা কমাতে পারে না। আমাদের গুরু দায়িত্ব পালন করতেই হবে, সংকটের অবসান ঘটাতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ : "ছাত্র-সমাজের আস্থা ও নেতৃত্ব পুনরর্জন কর"। কিছু দিন আগে প্রাদেশিক কমিটী নির্দেশ দিয়েছেন ছাত্র ফেডারেসনের "তিরিশ হাজার সভ্য সংগ্রহ কর"।

এই উভয় নির্দেশ একই সাথে পালনের ভিতর দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, পার্টির ছাত্রফ্রণ্টকে ছাত্রগণফ্রণ্টে পরিণত করতে হবে। তবেই সংকটের অবসান ঘটাতে পারব, বিভ্রান্ত ছাত্র-সমাজকে আত্মঘাতী পথ থেকে টেনে এনে সঠিকপথে পরিচালিত করতে পারব, লৌহ দৃঢ় সংগঠন গড়ে উঠবে। এই পথ ছাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ।

আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সর্বত্র ঐক্য বাহিনী গঠন করুন। স্কুলে, কলেজে, শহরে, গ্রামে পাড়ায় প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রচার চালান। যেখানে স্কুল কলেজ বন্ধ, সেখানে তা খোলার জন্য ছাত্রদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করুন, জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য গণস্বাক্ষর নিন, এবং সাথে সাথে ছাত্রফেডারেসনের সভ্য সংগ্রহ করুন। একটি ছাত্রও যেন বাদ না থাকে। প্রত্যেকটি কর্মীর সাথে সভ্য সংগ্রহের রসিদ বই থাকা চাই। মনে রাখতে হবে : ছাত্রফেডারেসনের সভ্য সংগ্রহের কাজ আলাদা একটি কাজ নয়, ঐক্য আন্দোলনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য আন্দোলনের সাফল্য প্রমাণিত হবে কতজন সভ্য হল তার মধ্য দিয়ে।

আর মাত্র দুমাস সময় আছে। পার্টির নির্দেশ পালন করতেই হবে। কোনো অজুহাত দেখালে চলবে না। বিপুল উদ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা করে "কোটা"র চাইতে বেশি সভ্য সংগ্রহ করতে হবে। কোন জেলার কত "কোটা" তা শীঘ্রই জানানো হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে "কোটা"র বেশি সভ্য সংগ্রহ করা চাই। তা হলেই আমরা কম্যুনিষ্ট ছাত্র, প্রকৃত বলশেভিক ও পার্টির যথার্থ কর্মী বলে পরিচয় দেবার অধিকারী হব।

মফঃস্বলের জেলাগুলি থেকে গত দেড়মাস ধরে প্রাদেশিক ছাত্রকেন্দ্রে যে-সব রিপোর্ট আসছে তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বহু স্থানে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে বহু মুসলিম ছাত্র ও নেতা স্থানীয় দাবীর আন্দোলন, দমন-নীতির প্রতিবাদ, ছাত্র ঐক্য ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ছাত্রফেডারেসন অথবা কম্যুনিষ্ট ছাত্রদের সংগে সহযোগিতা করছেন। অথচ বিভেদ শক্তির উদ্দেশ্যে গত ৬ই অক্টোবরের 'আজাদ' পত্রিকায় খারিজ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্পাদক ছাদেকুর রহমান এক বিবৃতিতে ঐক্য প্রচেষ্টার এই সব সাফল্যকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে কম্যুনিষ্টদের উপর অযথা দোষারোপ করেছেন। এর জন্য কলকাতার মুসলিম ছাত্র কমরেডরা স্বাধীন মতাবলম্বী মুসলিম ছাত্রদের সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। মফঃস্বলের জেলা ছাত্র ফ্র্যাকসনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে তাঁরা যেন এই সারকুলার পেয়েই উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে খবর অবিলম্বে 'জনযুদ্ধ' মারফৎ অথবা সোজা প্রাদেশিক ছাত্রকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।

প্রাদেশিক ছাত্র ফ্র্যাকশন

৭।১০।৪২

সোভিয়েট রাশিয়াকে অভিনন্দন !
কমরেড ষ্টালিনকে অভিনন্দন !

সোভিয়েট জনগণের উদ্দেশ্যে আমরা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। সোভিয়েট আজ যে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার উপর সমগ্র মানবতার ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। হিটলারী জার্ম্মাণীর নেতৃত্বাধীনে ফাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধিবার জন্য যুদ্ধ চালাইতেছে। তোমাদের জয়যুক্ত প্রতিরোধের ঘা খাইয়া তাহাদের বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন চুরমার হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের জনগণ তোমাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কেননা অতিমানবিক প্রতিরোধ শক্তি দিয়া তোমরা হিটলারী দস্যুদের ষ্টালিনগ্রাদের দ্বারপ্রান্তে এবং ককেশাস পর্ব্বতমালার পাদদেশে ঠেকাইয়া রাখিয়াছ বলিয়াই তাহারা আমাদের দেশের উপর আঘাত হানিবার সুযোগ পাইতেছে না।

তোমাদের দেশের যে সব বীর যোদ্ধারা সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু ফাসিষ্ট পশুদের কবলে পড়িয়া যে নির্য্যাতন, অত্যাচার ও উৎপীড়ন ভোগ করিতেছে, তাহার জন্য আমরাও তোমাদেরই মত বেদনা অনুভব করি। তোমাদের অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ যে আমাদের দেশের জনগণকে ঐ অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, সেই চেতনা তাহাদের মনে জাগ্রত করিবার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

তোমাদের এই আত্মদান শুধু তোমাদের নিজেদের সত্তা বজায় রাখিবার জন্য নয়, পশ্চিমে ইউরোপ এবং পূর্ব্বে এশিয়ায় সমগ্র জনগণের জন্য তোমরা এই ত্যাগ বরণ করিয়া নিয়াছ। তোমাদের শক্তি সংগ্রামরত সমস্ত জনগণকে শক্তি যোগাইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির অবিনাশী ঐক্য পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যেক জাতির মনে এই প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে যে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে হইলে জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। তোমাদের মরণবিজয়ী মনোবল, ফাসিজমের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং অপরাজেয় স্বদেশপ্রেম সমগ্র পৃথিবীর স্বদেশ প্রেমিকদের তোমাদের আদর্শ অনুকরণ করার প্রেরণা দিতেছে।

বিশ্ব ফাসিজমের বিরুদ্ধে এই জগদ্ব্যাপী সংঘর্ষে তোমরা আজ জগতের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বভার নিয়াছ।

ভারতরক্ষার সংগ্রামে, এক্সিস দস্যুদের বিরুদ্ধে সমগ্র মানবের আত্মরক্ষার সংগ্রামে, আমরা তোমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইতেছি। ভারত ও বিশ্বমুক্তির সংগ্রামে আমরা তোমাদের পাশেই আছি। দীর্ঘজীবি হউক লাল ফৌজ! দুনিয়ার জনবাহিনীর মধ্যে এতখানি শক্তির প্রকাশ এই প্রথম সম্ভব হইয়াছে!

দীর্ঘজীবী হউক সোভিয়েট জনগণ! পৃথিবীতে আর কোন দেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত ঐক্য সম্ভব হয় নাই!

যে মহান নেতা আজ স্বাধীনতা-প্রিয় মানবতার এই সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব করিতেছেন, অভিনন্দন জানাইতেছি সেই ষ্টালিনকে!

তোমাদেরই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরাও আগাইয়া চলিব!

জরুরী নোটিশ

পার্টির নিকটে টেলিগ্রাম পাঠাবার ঠিকানা রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। এখন থেকে শুধু JANAYUDDHA, Calcutta লিখলেই আমরা টেলিগ্রাম পাব। নামের বানানের দিকে সকলে বিশেষ নজর রাখবেন। বানান ভুল হলে টেলিগ্রাম আমাদের নিকটে পৌছবে না। আমাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র "জনযুদ্ধ"র টেলিগ্রামও এই নামেই আসবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার টেলিগ্রামও এর "কেয়ার অফ"এ পাঠানো চলবে।

সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি।

সরোজ-কনককে অভিনন্দন !

বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা আমাদের প্রিয় কমরেড সরোজ মুখার্জি ও কনক দাস গুপ্তার বিবাহের কথা ঘোষণা করছি। তাঁদের দু'জনাই পার্টির পুরাতন সভ্য ও অক্লান্তকর্মী, পার্টির কাজই তাঁদের জীবনের সব কাজ, আর, এই কাজের ভিতর দিয়েই আজ ঘটেছে তাঁদের সংযোগ। তাঁদের এই বিবাহ সত্যকারের পার্টি-বিবাহ। কমরেড সরোজ ও কনক এই মিলনের ভিতর দিয়ে পার্টির কাজে আরো বেশী প্রেরণা লাভ করুন এই শুভ ইচ্ছা আজ আমরা তাঁদের জানাচ্ছি।

মুজফ্ফর আহ্মদ
সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি,
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

আন্দোলনে বাধা

বর্দ্ধমান জেলার **রায়নায়** কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড অজিত দাশকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। **সহজপুরের** কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার, রায়নার কমরেড নন্দ দাস ও ডাঃ বিনয় নায়কের উপর স্পেশাল কনষ্টেবল হিসাবে থানায় দৈনিক হাজিরা দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। **সুনামগঞ্জের** কমরেড রাধারঞ্জন দেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। **যশোহর** বনগ্রামে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী অজিত গাঙ্গুলী, কৃষ্ণ মুখার্জী, সুধীররঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শান্তিসুধা ব্যানার্জ্জী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জাতীয় এই সংকটকে মুখ আমলাতন্ত্র ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে।

সভায় বাধা—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর **যশোহর** জিলার অভয়নগর থানার ভাটপাড়া বাজারে একটি সভার আয়োজন করা হয়। জল কাদার মধ্যে কর্ম্মীরা অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া প্রচার কার্য্য চালান কিন্তু সভার দিনে কর্ত্তৃপক্ষ জানান সেপ্টেম্বর মাসের জন্য যে সব সভার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে। শত শত কৃষক কর্ত্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালীতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

ফরিদপুর—জিলার কাসিয়ানী গ্রামে পুলিস কমরেড সুধাংশু সেনের বাসার খানাতল্লাসী করিয়া কতকগুলি ফাসিষ্ট বিরোধী পোষ্টার ও ইস্তাহার লইয়া যায়। ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য প্রচার করারও কি সরকারী বাধা আছে?

ডিব্রুগড় (আসাম)—আসাম ফাসিষ্ট দস্যুদের আক্রমণের সীমানায় পড়ে। ডিব্রুগড় ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি ফাসিবিরোধী সভা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি চাহিয়াও পাওয়া যায় না। এমন করিয়া কি ফাসিষ্ট দস্যুদের রোখা যাইবে?

এ, আর, পি, ওয়ার্ডেনদের মাগগী ভাতা চাই

আজ এই জাতীয় সংকটের দিনে এ, আর, পি কর্ম্মীদের অনেক লাঞ্ছনা, অপমান সহিতে হইতেছে। বিমান আক্রমণের দিনে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিপদ মাথায় নিয়া তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে। অথচ দুঃখের বিষয় এই এ, আর, পি ওয়ার্ডেনদেরই মাগগী ভাতার কোন ব্যবস্থা নাই। জিনিষের দর যখন বাড়িয়া গিয়াছে, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের যখন মাগগী ভাতা দেওয়া হইতেছে, তখন এ, আর, পি ওয়ার্ডেনদের বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন? আমরা এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪২ ; ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

সিন্ধুর সঙ্কট কোন দিকে ইঙ্গিত করে

[পিপল্স ওয়ারের সম্পাদকীয় হইতে]

৯ই আগষ্টে জাতির যে সংকট সুরু হইয়াছিল তাহা দিন দিন কিরূপ গুরুতর হইতেছে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সকে বরখাস্ত করার ব্যাপারে তাহা নূতন করিয়া মনে পড়ে। কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্র যে লড়াই চালাইতেছে ইহা তাহারই এক নমুনা; এই ঘটনায় কেবল এই কথাই প্রকাশ করিয়া দেয় যে আমলাতন্ত্র ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার উন্মত্ত চেষ্টায় জনগণের অধিকাংশের কাছে বেশী করিয়া অপদস্থ হইতেছে এবং জনগণকে প্রকাশ্য বিরোধিতার পথে চালনা করিতেছে।

আল্লাবক্স কংগ্রেসের লোক নহেন। তিনি কখনো কোন গণ আন্দোলনে যোগ দেন নাই। তিনি নিজে একজন নিয়মতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক। কিন্তু তিনি আজাদ মুস্লিম সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট, এই সম্মেলন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় ঐক্য গঠন করিবার চেষ্টা করে। আগষ্ট সংকটের আগে আল্লাবক্সের সঙ্গে কংগ্রেস-সভাপতির সংযোগ ছিল।

তাঁহাকে সন্দেহভাজন লোক হিসাবে গণ্য করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কারণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর আল্লাবক্স কতগুলি সত্য কথা বলিয়া এক অক্ষমনীয় অপরাধ করেন। তিনি তাঁহার পদবী পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত চার্জসিট দাখিল করেন: "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি হইল—ভারতে কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা, ভারতকে চিরকাল পরাধীন রাখা। তাহার জন্য ভারতের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়াইয়া প্রচার কার্য্যে ব্যবহার করা, জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের স্বার্থ হাসিল করা।" তিনি জাতীয় সরকার দাবী করেন এবং ঘোষণা করেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীরই আছে। এই মর্ম্মে একটি চিঠি তিনি বড়লাটকে লেখেন।

নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী, সিন্ধুর জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের নেতা ও ডিফেন্স কাউনসিলের সভ্য হিসাবে আল্লাবক্স যখন দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার দেশ ধ্বংস ও নির্য্যাতনের পথে চলিতেছে, দেশের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জনগণ-বিরোধী কার্য্যের ফলে বিপদাপন্ন হইতেছে—তখন তিনি আমলাতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

যে উন্মাদ আমলাতন্ত্র জনগণকে ধ্বংস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে—তাহা কখনো মুখোস খোলা পছন্দ করে না, সত্য কথাও বরদাস্ত করিতে পারে না। বর্ত্তমানের মন্ত্রীসভাগুলিকে ইহা কংগ্রেস বিরোধী শক্তির বীজ রূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেসের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া যখনই বিদেশী সমালোচকেরা আমলাতন্ত্রের নিন্দা করিয়াছে তখনই আল্লাবক্স প্রভৃতিদের সহযোগিতার কথা ফলাও করিয়া দেখানো হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলমান প্রধান মন্ত্রীদের পুরাপুরি সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আমেরি কোম্পানী বারম্বার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আল্লাবক্সের দ্বারা এই সমস্ত ছল চাতুরী ধরাইয়া দিবার আশঙ্কা দেখা দিল। কংগ্রেসের বিরোধী শক্তি সংগ্রহের কাজে তাঁহাকে পাওয়া গেল না; জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করিবার, কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া অপদস্ত করিবার কাজে আমলাতন্ত্র তাঁহাকে হাতিয়ার বানাইতে পারিল না। আমলাতন্ত্রের সংগঠন ও প্রচারের কার্য্যে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্বের কোন মূল্যই রহিল না। পরন্তু—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবীতে তাঁহার সমর্থন এবং আমলতন্ত্রের মুখোস তাঁহার দ্বারা খসিয়া যাওয়ার ফলে তিনি বিপদজনক ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

একটা প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী কিনা জাতীয় সরকার দাবী করিতেছেন, বিদ্রোহী কংগ্রেসকে সাহায্য করিতেছেন—ইহার চেয়ে বেশী বিপদজনক আর কি হইতে পারে, ইহা হইতে অবমাননাকর ব্যাপার আমলাতন্ত্রের কাছে আর কি হইতে পারে!

দিল্লীর স্বেচ্ছাচারী শাহান্ সা আল্লাবক্সের চিঠি হজম করিতে পারেন নাই, সিন্ধুর গভর্ণরও হজম করিতে পারেন নাই। তাই গণতান্ত্রিক নিয়ম কানুনের কোন ছলও না করিয়া অবিলম্বে আল্লাবক্সকে বরখাস্ত করা হইল।

কোন নিয়মতান্ত্রিক সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। আইন সভা আল্লাবক্সের প্রতি কোনরূপ অনাস্থা প্রকাশ করে নাই। প্রদেশের কোন সমস্যা লইয়া কোন শক্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কোন খাজা শাসন কর্ত্তার ধ্বস্তাধ্বস্তির ব্যাপারও ইহাতে ছিল না।

কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে ভারতের প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছে আল্লাবক্স তাহারই সমালোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক সৎ ভারতবাসী যাহা সত্য বলিয়া জানি ও অনুভব করি আল্লাবক্স তাহাই বলিয়াছেন।

সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি গভর্ণরের শ্রদ্ধা কত অল্প এবং বর্ত্তমানের মন্ত্রীওয়ালা প্রদেশগুলিতে কিরূপ ভূয়া "গণতন্ত্র" চলিতেছে তাহা আল্লাবক্সের বরখাস্ত করিবার ব্যাপারে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

আল্লাবক্সের বরখাস্ত করার কার্য্যে সরকারের শক্তির বদলে ভয় ও দৃঢ়তার বদলে স্নায়বিক চাঞ্চল্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আমলাতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। বাংলাতেও আমলাতান্ত্রিক নীতি সংকটের পথে দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। খবর পাওয়া গিয়াছে, হক মন্ত্রীসভার সঙ্গে গভর্ণরের মনোমালিন্য সুরু হইয়াছে। মন্ত্রীসভাকে না জানাইয়া শাসন কার্য্য চালানো হইতেছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী গভর্ণরের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এমনভাবে কাজ হইতেছে তাহাতে যেন মনে হয় মন্ত্রীসভার কোন অস্তিত্বই নাই। সকলের উপর নির্ব্বিচারে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করার ব্যাপারে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল কিন্তু গভর্ণর মন্ত্রীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সেই চিরপুরাতন খেলা। মন্ত্রীই হউক আর যেই হউক গণতন্ত্রের প্রতি ঝোঁক যদি তাহার থাকে, জনগণের সমর্থন যদি তাহার পিছনে থাকে তবে তাহাকে তাড়াও। জনগণের জোর যাহার উপর খাটে, শাসন যন্ত্রকে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত কর। তাহা হইলে শাসন কার্য্য আবার শীঘ্রই আমলাতন্ত্রের খেলাই হইবে। এই নীতি জনগণের ভয়ে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাওয়ার চিহ্ন, জনগণের সঙ্গে যাহাদের সংযোগ আছে তাহাদের প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখার পরিচয়; সমাজের কোন অংশকেও আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিয়া যে শাসকশ্রেণী ডুবিয়া মরে এ তাহারই চিহ্ন।

তাই বাংলা ও সিন্ধুতে আজ যাহা ঘটিতেছে তাহার অর্থ খুব পরিস্কার। প্রাদেশিক গভর্ণরদের এবং চিরস্থায়ী চাকুরীয়াদের উদ্ধত গোয়ার্ত্তুমীর পিছনে রহিয়াছে জনগণ-ভীতি। গভর্ণমেণ্ট যে সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বেশী করিয়া পৃথক হইয়া পড়িতেছে তাহারই হৃদকম্প।

এখন হইতে আমলাতন্ত্র তাহার চারিপাশে পদলোভী ও সর্ব্বপ্রকারের নীতিজ্ঞান রহিত জো-হুকুম প্রভু ভক্তদের জুটাইবে—আগামী কালের 'ইউ স' দের ডাকিয়া আনিবে। ইহা ছাড়া আর কেহই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে রহিবে না।

এই অবস্থায়, যাহারা হিদায়েতুল্লার মন্ত্রীসভায় যোগদান করিবেন—তাহাদের উদ্দেশ্য যতই সৎ হৌক না কেন, কর্ম্মসূচীতে যতই ভাল কথা থাকুক না কেন—তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে আমলাতন্ত্র কতগুলি নীতিজ্ঞান রহিত লোকদের সাহায্যে তাহাদিগকে খেলার পুতুল বানাইয়াছে।

সিন্ধু ও বাংলা দেশে ঘটনা যে ভাবে বাড়িয়া বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে তাহা প্রত্যেক সৎ দেশভক্ত অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

স্বাধীনতার প্রত্যেকটী চিহ্ন, প্রত্যেকটী স্বাধীন কাজ ও স্বাধীন কথাবার্ত্তাকে গলা টিপিয়া মারিতে আমলাতন্ত্র কৃতসংকল্প। অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে গণতন্ত্রের যতটুকু বাহ্যিক প্রকাশ আছে তাহা শেষ করিয়া দিয়া দেশকে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতে আমলাতন্ত্র বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই পথে তাহাকে চলিতে দেওয়ার অর্থ দেশকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেওয়া, আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার মনোবৃত্তি নষ্ট করা এবং দেশকে জাপানের হাতে উপহার দেওয়া। বাংলার মত প্রদেশ, যেখানে আক্রমণের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই বিপদ নিতান্ত গুরুতর।

অথচ এইখানেই আমলাতন্ত্রের সব চেয়ে বেশী দুর্ব্বলতা, আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিবার ইহাই ছিদ্রপথ। জনগণের অধিকার কাড়িয়া লইতে গিয়া আমলাতন্ত্র নিজের সমর্থকদের সংখ্যা কমাইয়া আনিয়াছে, ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। একের পর এক ও প্রত্যেকটী সৎ দেশপ্রেমিক তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। অধিক সংখ্যক লোকে আমলাতন্ত্রের মোহমুক্ত হইতেছে।

ইহার অর্থ : এই আগষ্টে আমলাতন্ত্র যে সংকট সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা হইতে সে উদ্ধার পায় নাই। বরং বেশী করিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। যদি সমস্ত দল একত্র হইয়া একই দাবী খাড়া করিতে পারে তো ইহাকে পরাস্ত করা যায়, ইহার অসৎ উদ্দেশ্যকে ফাঁসাইয়া দেওয়া যায় এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পথ পরিষ্কার করা যায়। জাতীয় দাবীর পিছনে এক শক্তিশালী জনঐক্য আন্দোলন গড়িয়া আমরা সরকারের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থাকে একতাবদ্ধ জনগণের বিরোধিতার সামনে দাঁড় করাইয়া দিতে পারি। আজিকার দিনে ইহাই সবচেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য।

পঞ্চমবাহিনীর ঘাড়ে একতার হাতুড়ি

হাওড়া জিলায় একতা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ও কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগে জিলার সর্ব্বত্র একতা মিছিল, সভা, স্কোয়াড ও গণদরখাস্ত সুরু হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ আজ ধ্বংস ও অরাজকতার পথ ছাড়িয়া একতার আন্দোলনে আগাইয়া আসিতেছে।

জাতীয় একতার সাফল্যের সম্ভাবনায় দেশ-দ্রোহী পঞ্চমবাহিনীর দল ভয় পাইয়া গিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে ইহাতে তাহাদের হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই তাহারা গুণ্ডামীর আশ্রয় নিয়া একতা-সভা, মিছিল আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের প্রভু জাপানী ফাসিষ্টদের কৌশল প্রয়োগ করিতেছে।

গত ২১শে অক্টোবর হাওড়া জিলার তিন চার জন কমরেডের একটি একতা ব্রিগেড প্রচারে বাহির হইয়া চককাশী এলাকা হইতে সভা করিয়া ফিরিতেছিল। ব্রিগেডের হাতে ছিল লাল পতাকা, পোষ্টার, ইস্তাহার, জনযুদ্ধ প্রভৃতি। একতার শ্লোগান ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা আসিতেছিল। বাসুদেবপুর গ্রামে ব্রিগেড আসিয়া পৌছিলে হটাৎ ২৫ জন লাঠিধারী ফরওয়ার্ডব্লকী গুণ্ডা ব্রিগেডকে আক্রমণ করে। ব্রিগেড-ভলাণ্টিয়ারদের ইস্তাহার ও পতাকা কাড়িয়া নেয়। হাতঘড়ি, চশমা ও মনিব্যাগ পর্য্যন্ত লুঠিয়া নেয়। লাঠির আঘাতে কয়েকজনকে আহত করে।

স্থানীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলটি পুষ্ট হইয়া বরাবরই কৃষক সমিতির বিরোধিতা করিয়াছে। আজ আবার জাতীয় সংকটের দিনে ইহারা দেশপ্রেমিকের মুখোস পরিয়া জনসাধারণকে "সংগ্রামে" উস্কাইতেছে ও লাঠির জোরে একতার আন্দোলন বিচ্ছিন্ন করিয়া জাপানী আক্রমণের পথ খোলসা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা একটুও ভয় না পাইয়া সেই রাত্রি হইতেই সেই এলাকায় আবার প্রচার করিতে থাকে। পঞ্চমবাহিনী কর্ত্তৃক কমিউনিষ্ট দেশপ্রেমিকদের উপর এই আক্রমণ এবং তাহা সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদের নির্ভয় প্রচার কার্য্য—ইহাতে স্থানীয় লোক একতার আন্দোলনে আরও বেশী আকৃষ্ট হয়। পরদিনই দলে দলে কৃষকরা আসিয়া সমবেত হইতে থাকে। প্রায় একশত জন হিন্দু-মুসলমান কৃষকের এক স্কোয়াড পঞ্চমবাহিনীর ঘাঁটি বাসুদেবপুর ও তাহার পাশের ৬ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে একতার প্রচার করে, ইস্তাহার বিলি করে। সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। জনগণের ঐক্যের ভয়ে দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনী তখন গা ঢাকা দেয়। জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ্যে আসিয়া দাঁড়াইবার সাহস তাহাদের নাই। জনসাধারণ তাহাদের স্বরূপ চিনিয়া ফেলিতেছে। একতা অভিযানের জয় অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধের গতি

হিটলারের স্বপ্ন চুরমার

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলারের আশা ভরসা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১৯৪২ সালে হিটলারের যে কল্পনা ছিল, ষ্টালিনগ্রাদের দুয়ারে ধাক্কা খাইয়া সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় হিটলার দাম্ভিকতার সাথে বলিয়াছিল, "আমাদের তিনটি লক্ষ্য ছিল। রাশিয়ার গম অঞ্চল কাড়িয়া নেয়া, কয়লার সমস্ত জেলা দখল করা, তেল অঞ্চলের দিকে আগানো, ধ্বংস করা অথবা যোগাযোগ নষ্ট করা। তাহার পর যানবাহনের মূল যোগসূত্র ভলগা ও ষ্টালিনগ্রাদে আক্রমণ চালানো। একবার সেখানে ঢুকিতে পারিলে আমাদের কেহ হটাইতে পারিবে না।"

ষ্টালিনগ্রাদে জার্ম্মান সেনা লাল ফৌজের কাছে যেভাবে ঘায়েল হইতেছে তাহার সামনে হিটলার আর লাল ফৌজ ধ্বংসের বুলি কপচায় না, সে এখন ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্নের লোভ দেখাইতেছে। কিন্তু নির্ম্মম সত্য বলিবার সাহস তাহার নাই। অনেক জমি হিটলার দখল করিয়াছে সত্য কিন্তু এই পোড়া জমিতে ফসল ফলাইতে হইলে তাহাকে সামরিক ঘাঁটি পাকা করিয়া শক্ত হইয়া বসিতে হইবে। ভরোনেজ ও ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জিতিতে হইবে, ভরোনেজ হইতে ডনের গতিপথ ধরিয়া ডন বাঁক পর্য্যন্ত এবং ষ্টালিনগ্রাদের ভিতর দিয়া ভলগা ধরিয়া কাসপিয়ান হ্রদে পৌছিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, গ্রজনী এবং তুয়াপ্স ও নভোরিসিস্কের ভিতরের যুদ্ধ জিতিতে হইবে। কাসপিয়ান হ্রদের উপকূলে বাকু পর্য্যন্ত তাহার দখলে থাকা চাই, বিশেষ করিয়া গ্রজনী-বাকু রেলপথ। নভোরিসিস্ক তুয়াপ্‌স্ হইয়া ককেশাসের দক্ষিণ দিয়া বাকু পর্য্যন্ত রেলপথ তাহার দখল করা দরকার। এমনি করিয়া ডন ভলগা কাসপিয়ান উপকূলের বাকু পর্য্যন্ত বিরাট দক্ষিণ ফ্রন্ট সম্পূর্ণ জয় করিতে পারিলেই গম, কয়লা, তেল পাইবার স্বপ্ন সফলের চেষ্টা হইতে পারে।

কিন্তু হিটলারের সে স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্ন হইতে চলিয়াছে। ১৯৪১—৪২ সালে হিটলার দম্ভ করিয়াছিল শীতের আগেই লাল ফৌজ নিশ্চিহ্ন করিবে। কিন্তু সেদিন রক্ত ও আগুনের অক্ষরে লাল ফৌজ নূতন ইতিহাস রচনা করিল—মস্কোর গৌরবময় ইতিহাস। হিটলারের কল্পনা চুরমার হইয়া গেল। আজও আবার লাল ফৌজ হিটলারের ১৯৪২—৪৩ সালের কল্পনা ধুলায় মিশাইয়া দিতেছে রক্ত ও আগুনের মাঝে ষ্টালিনগ্রাদের রণক্ষেত্রে: হিটলার চাহিয়াছিল, দুই তিন সপ্তাহের মাঝেই গোটা দক্ষিণ সোভিয়েট (কিউবান, উত্তর ককেশাস ও ট্রান্স-ককেশাস অঞ্চল) দখল করিয়া নিতে। কিন্তু লাল ফৌজের সামনে সে টাইমটেবল আজ চূর্ণ বিচূর্ণ। ২৮শে জুন খারকভ হইতে একদিকে ভরোনেজের বিরুদ্ধে ও আর একদিকে ডন ও ডনেজের বিরুদ্ধে হিটলার গ্রীষ্ম অভিযান সুরু করে। ২৭শে জুলাই হিটলার ডন বাঁকে পৌছে ও প্রায় ককেশাসের পর্ব্বতমালার পাদমূলে আসে। কিন্তু তারপর অগ্রগতি মন্থর হয়। ডন বাঁক হইতে ষ্টালিনগ্রাদে পৌছিতে দুই মাস সময় লাগে। মজদক ও নভোরিসিস্কে পৌছিতেও এমনি সময় লাগে। হিটলারের লক্ষ্য ছিল, গোটা কৃষ্ণ সাগর ও কাসপিয়ান হ্রদ উপকূল দখল করা। কিন্তু মজদক ও নভোরিসিস্কে যুদ্ধ আজও শেষ হইল না। ষ্টালিনগ্রাদ সহরেই তিন মাস কাটিয়া গেল। আর ইহার বিনিময়ে হিটলারকে খোয়াইতে হইল অজস্র সৈন্য ও রণসম্ভার। এই মাসের প্রথম ২০ দিনে এক মজদকেই ৩০ হাজার জার্ম্মাণ সেনা মরিয়াছে ও ৭২২ টা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। এই সময়ে নভোরিসিস্কে জার্ম্মাণদের খোয়া গিয়াছে ৪৫ হাজার সৈন্য ও ১৩৫টি ট্যাঙ্ক। ২৫শে আগষ্ট ও ১৯শে অক্টোবরের মাঝে ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষী বীর লাল ফৌজ দেড় লাখ জার্ম্মাণ ফৌজ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে ও ২,২০০ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। সোভিয়েট সভাপতি কালিনিন বলিয়াছেন, "সামরিক অভিজ্ঞদের নিকট হইতে সমস্ত খবর নিয়া জানিলাম আমাদের চেয়ে জার্ম্মাণরা অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আর আমাদের ফৌজ যে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে লড়িতেছে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামীর উহা এক গৌরবময় আদর্শ।" কালিনিন বলিয়াছেন, "প্রত্যেক সহর ও গ্রামরক্ষীর আদর্শস্থল ষ্টালিনগ্রাদের রক্ষীদল।"

ষ্টালিনগ্রাদের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের নেতৃত্ব-ভার ৩৬ বছরের যুবক মেজর জেনারেল রোডিম্‌ট্‌সেভের উপর। রোডিম্‌ট্‌সেভ স্পেন জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আন্তর্জ্জাতিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া মাদ্রিদে লড়িয়াছিলেন। ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে। ষ্টালিনগ্রাদের গার্ড বাহিনীর কমাণ্ডার তিনি। রণক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেই লালফৌজ বাহিনীকে গার্ড বাহিনীর সম্মান দেওয়া হয়। ষ্টালিনগ্রাদের একটি যুদ্ধে তাঁহার এক ডিভিসন সৈন্য জার্ম্মাণদের দুই ডিভিসন সৈন্য ও ১০০টি ট্যাঙ্ক দশ দিন ধরিয়া রোখে ও তাহার পর পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদের নিশ্চিহ্ন করে। তাঁহার রণকৌশলও নূতন ধরণের। অল্প সংখ্যক কুশলী সেনার একটি দল লইয়া তিনি অজস্র গোলাগুলি চালাইতে অভ্যস্ত। তাঁহার আর একটি কৌশল তিনি যথেষ্ট কাজে লাগাইতেছেন। ষ্টালিনগ্রাদের অনেকগুলি দালান তিনি জার্ম্মাণ সেনাদের দখল করিবার সুযোগ দেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সৈন্যরা গোপনে পাশে অপেক্ষা করে। তাহার পর চারিদিক ঘেরাও করিয়া তিনি শত্রুদের উপর আঘাত হানিয়া তাহাদের ধ্বংস করেন। এমনি করিয়া বহু জার্ম্মান ফৌজ তাঁহার বাহিনীর হাতে নির্ম্মূল হইয়াছে।

এমনি অনেক নূতন নূতন রণকৌশল ও বীরত্বের মাঝে লাল ফৌজ ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করিতেছে। গত ৫ দিনে জার্ম্মাণ সৈন্য আর আগাইতে পারে নাই। লাল ফৌজ কয়েকটি পথ পুনর্দখল করিয়াছে। কিন্তু বিপদ আজও যথেষ্ট! শীতের ভয়ে হিটলার মরিয়া হইয়া শেষ আঘাত হানিবে। কিন্তু আজও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার কথা বৃটিশ শাসকমহল ধামাচাপাই দিতেছেন। ষ্টালিনগ্রাদের দুয়ারে বীর লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের রুখিতেছে বলিয়া আমাদের পশ্চিম দুয়ার আজও রক্ষা হইতেছে। তাই আমাদেরই স্বাধীনতার জন্য যেমন প্রয়োজন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তেমনি প্রয়োজন ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট। ২৫।১০।৪২

প্রাদেশিক পার্টি স্কুল

দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা পার্টির সামনে সব চেয়ে বড় ও সব চেয়ে জরুরি কাজ। কিন্তু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সকলের আগে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তাই রাজনীতিগতভাবে সকলকে সম্পূর্ণ এক ছাঁচে ও এক অনুভূতিতে ঢালিবার জন্য পার্টি শিক্ষা বিশেষ জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে সকলের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান একত্র করিয়া শিক্ষা কেন্দ্র হইতে আমরা আরও অনেক কিছু লাভ করিতে পারি।

পার্টির বাংলা কমিটি গত ১৬ই অক্টোবর হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডদের শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় একটী শিক্ষা কেন্দ্র খোলে। বাংলা দেশের ২৬টী জেলা হইতে প্রায় ষাট জন ছাত্র এবং বিহার ও উড়িষ্যা হইতে দশ জন ছাত্র এই স্কুলে শিক্ষা পান। কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতা ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক—পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী—কমরেড পি, সি, জোশী এই স্কুল পরিচালনা করেন।

সাধারণতঃ সকাল ১১টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত এই স্কুল চলিত, তবে কোন কোন দিন আবার ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্তও চলিয়াছে। ক্লাস শেষ হইবার পর ছাত্রদিগকে জন দশেক করিয়া এক একটি দলে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং প্রাদেশিক কমিটির এক একজন নেতার সঙ্গে বসিয়া এই দলগুলি সেদিনের বক্তৃতার বিষয়, প্রশ্ন, সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত আলোচনা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দলের প্রশ্ন প্রভৃতির সারাংশ কমরেড জোশীর কাছে পাঠানো হইত—তিনি সেগুলি দেখিয়া পরের দিন তাহার মধ্যে সাধারণ ভাবে যে প্রশ্নগুলি উঠিতেছে তাহার কারণ প্রভৃতি দেখাইয়া জবাব দিতেন। ইহা ছাড়া সময় পাইলেই তিনি জেলা কমরেডদের সঙ্গে আলোচনাও করিতেন।

মহা-বিপদের দিনে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জনসাধারণকে আমাদের একতাবদ্ধ করিতে হইবে। তাহার জন্য জনসাধারণের মত করিয়াই সোজা ও পজিটিভ ভাবে আমাদের রাজনীতি তাহাদের কাছে পৌছাইতে হইবে—ইহাই প্রধান কাজ। সুতরাং বেশী দিন ধরিয়া শিক্ষা বা সাধারণ মার্ক্সবাদের শিক্ষার চাইতেও জনগণের মধ্যে এজিটেশন বা আন্দোলন চালাইবার উপযোগী শিক্ষার বেশী প্রয়োজন—এবং কাজের শিক্ষা বলিয়াই তাহা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া সকলকে কাজে পাঠানো প্রয়োজন। সেজন্য এই স্কুলের শিক্ষার বিষয় ছিল:

১। পার্টির বর্ত্তমান রাজনীতি ও সে সম্বন্ধে আমাদের প্রদেশের শক্তি ও দুর্ব্বলতা কোথায় ২। আমাদের জাতীয় নীতিকে কিভাবে প্রচার করা উচিত—প্রচার ও আন্দোলন দুই দিক হইতেই ৩। জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রচার কিভাবে যুক্ত করিতে হইবে ৪। জাতীয় সংকট—উহার গভীরতা, বিস্তৃতি, রূপ, প্রবলতা ৫। জাতীয় ঐক্য অভিযান ও ঐক্য সপ্তাহ—কেন, কিরূপে ৬। ঐক্য অভিযানের মধ্য দিয়া পার্টি গড়া—কেন্দ্রীয় কমিটির বিস্তীর্ণ অবিবেশনের সাংগঠনিক শ্লোগান—নূতন সভ্য সংগ্রহ ও অকেজোদের বহিষ্কার ৭। জাপানী যদি আসে তো ভবিষ্যত বে-আইনী অবস্থা ও ভবিষ্যত টেক।

এই স্কুল পার্টিনীতি বোঝার দিক হইতে প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান কমরেডদের কমবিস্তর একটা সাধারণ স্তরে আনিয়া দিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজনীতিকে আন্দোলনে খাটাইবার ব্যবহারিক পদ্ধতিও তাঁহাদের শিখাইয়াছে। এখন যত তাঁহারা কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন ততই পার্টিনীতিতে দখল ও বোঝা দুইই তাঁহাদের বাড়িবে, নীতিও জনগণের মধ্যে অগ্রসর হইবে। এই স্কুলের মত নিজ নিজ জেলার সমস্ত কমরেডকে এখনি শিক্ষিত করিয়া ঐক্য আন্দোলনে সমস্ত পার্টিকে নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়াই তাঁহাদের এই মুহূর্ত্তের কাজ। প্রাদেশিক কমিটিও দীর্ঘ বে-আইনী দিনের পর সমস্ত জেলার কমরেডদের সঙ্গে একত্রে বসার এই প্রথম সুযোগ পাইয়াছে, তাঁহাদের সমস্যাগুলি অনেক ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছে, ক্যাডারদিগের মূল্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করিতে পারিয়াছে, নিজেদের শক্তি ও দুর্ব্বলতা খানিকটা ধরিতে পারিয়াছে।

অল্প দিনের স্কুল হইতে যেটুকু আন্দাজ করা যায় তাহা হইতে কমরেড জোশী মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার মনে হয় বাংলা দেশের জেলা-নেতাদের এই দলটী বোধ হয় রাজনীতিগতভাবে পার্টির অন্য যে-কোন প্রদেশের জেলা নেতৃত্বের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এবং সেই রাজনীতিকে তাহারা জনগণের কাছে শ্রেষ্ঠভাবে পৌছাইয়াও দিতে পারে। কিন্তু পার্টির সাংগঠনিক শ্লোগানগুলিকে কাজে পরিণত করা, রাজনীতিক তথা সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির দৈনিক কাজগুলিকে সম্পাদন করা—এই সব দিক হইতে ইঁহাদের অন্য প্রদেশের চাইতে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়।

কমরেড জোশীর কথা আমাদের দুর্ব্বলতা দূর করিতে প্রেরণা দিবে, তাঁহার শিক্ষা তাহাতে পথ দেখাইবে। আমরা শ্রেষ্ঠ সংগঠকে পরিণত হইবই, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেক জেলা কমরেড অগ্রসর হোন।

প্রাদেশিক পার্টি স্কুলের ভিতরের ছবি

সম্পাদকীয়

একতার অভিযান আপনাকে ডাকিতেছে!

দেশের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে।

আমলাতন্ত্রের চাল শেষ হয় নাই। এখনও তাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্য দলগুলিকে মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, পৃথিবীর মানুষকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, দেশের ঐক্যকে ধ্বংস করিতেছে।

দমননীতি কমিয়া যায় নাই। উহা বাড়িতেছে, দেশের মধ্যে মোক্ষম ও স্থায়ী হইয়া চাপিয়া বসিতেছে। কংগ্রেস-বিরোধী দল গঠনের ষড়যন্ত্র যতই ফাঁসিয়া যাইতেছে, দমননীতি ততই বিস্তীর্ণ হইতেছে। আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল কংগ্রেস নেতাদের উপর। তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল অন্ধ দেশভক্ত ও উত্তেজিত জনতার উপর। এখন তাহা আরও বিস্তীর্ণ হইতেছে, যাহারাই জাতীয় দাবী সমর্থন করিতেছে, কংগ্রেস-বিরোধী দল গঠনের ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করিতেছে, দমননীতি তাহাদের মাথায়ও পড়িতেছে। কমিউনিষ্ট, মজুর, কৃষক, ছাত্রকর্ম্মী সকলের উপরই দমননীতি বাড়িয়া চলিয়াছে।

দেশভক্তদের অন্ধ উত্তেজনা শান্ত হয় নাই! দমননীতির কঠোরতায় সাময়িকভাবে নিজেদের অসহায় বোধ করিয়া কেহ কেহ নিস্তেজ ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতেছেন—সঙ্গত অথচ নিষ্ফল আক্রোশে ভাবিতেছেন ইহার চেয়ে জাপানীও ভাল। আবার কেহ কেহ ব্যর্থতার উন্মাদনায় গোপনে দেশরক্ষা ব্যবস্থা যতটুকু পারা যায় ধ্বংস করাই শ্রেষ্ঠ উপায় ভাবিতেছেন এবং স্বভাবতঃই তাহার সরঞ্জাম ও ব্যবস্থার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক প্রমুখ জাপানী চরদের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহাদেরই দেশপ্রেমের মুলধন ভাঙ্গাইয়া পঞ্চমবাহিনী আজ স্বদেশসেবক সাজিতেছে, তাঁহাদেরই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছে। যে ধ্বংসকার্য্য ঠিক জাপানীরই সাহায্য করে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছে।

একদিকে দমননীতি, অন্যদিকে পঞ্চমবাহিনী—দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া আমাদের দেশভক্তেরা, আমাদের দেশের মানুষেরা অন্ধভাবে নিজের ঘরেই আগুন জ্বালাইবেন—ইহা আপনি চুপ করিয়া দেখিতে পারেন কি?

না, দেশের কোন লোকই তাহা পারে না। নিজের ঘর, নিজের দেশকে বাঁচাইবার জন্য, দেশভক্তকে ফিরাইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও দেশরক্ষা সফল করিবার জন্য দেশের প্রত্যেকটি নরনারীই আজ আগাইয়া আসিবে। কারণ ফ্যাসিষ্টদের হারাইতে না পারিলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বই লোপ পাইবে, ফাসিষ্টদের হারাইতে পারিলে জাতি হিসাবে আমাদের স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দমননীতির কঠোরতা ও ব্যাপকতা সাম্রাজ্যবাদের চরম দুর্ব্বলতারই পরিচয়। দেশের মধ্যে আজ একটী দলও নাই যে তাহার নীতিকে সমর্থন করে। দেশের মধ্যে আজ একটি দলও নাই যে কংগ্রেসের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জাতীয় দাবীকে সমর্থন করে না।

পঞ্চমবাহিনীর কয়েকজন গুপ্তচর ছাড়া দেশের মধ্যে বোধ হয় একটী মানুষও নাই যে দেশরক্ষা করিয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চায় না। দেশের মধ্যে বোধ হয় এমন একটি মানুষও নাই যে দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস-লীগ তথা সমগ্র জাতির ঐক্য গঠন করিতে চায় না। এমন একটী দেশভক্তও নাই যে, বুঝিয়া-সুঝিয়া পঞ্চমবাহিনীর খপ্পরে পড়িতে চায়। প্রকৃত দেশভক্তদের অনেকেই ক্রমে ক্রমে ধ্বংস কার্য্যের বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। এমন একটী দেশভক্তও নাই যে ফাসিষ্ট গুপ্তচরকে ঘৃণা করে না।

ইহাই দেশবাসীর সুস্থ ও সচেতন দেশপ্রেম। ইহার উপরই জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরই আরও বিরাট জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারিবে যাহার দ্বারা আমরা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিব, ফাসিষ্টদের রুখিতে পারিব।

তাহার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিতে হইবে। অরাজকতা ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস কার্য্য থামাইতে হইবে। কংগ্রেস-লীগ একতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ কাজ কেন পারিব না? জাতীয় আন্দোলনের একতা গড়িয়াই আমরা এক পরাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার গড়িয়াছি। আজ বর্ত্তমানের পরাধীনতা দূর হয় নাই, আরও এক পরাধীনতার আশঙ্কা দেশের দুয়ারে উদ্যত হইয়া আছে। যে অস্ত্রে আমরা এতদিন লড়িয়াছি সেই একতা-অস্ত্রের শক্তি ডবল করিয়া আমরা দুই পরাধীনতার বিরুদ্ধেই জিতিতে পারিব। এক যেখানে সম্ভব হইয়াছে, দুইও সেখানে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

কিন্তু তাহার জন্য দৃঢ় চিত্তে, অদম্য ভরসায় দেশের প্রত্যেকটী মানুষকে আগাইয়া আসিতে হইবে—তবেই একতা বাড়িবে। তাই আমরা নভেম্বরের ঐক্য সপ্তাহ হইতে দেশব্যাপী ঐক্য-অভিযান আরম্ভ করিতেছি। সকলকে জড়ো করিতেছি দাবী করিবার জন্য যে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, ধ্বংসকার্য্য থামানো চাই, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশরক্ষা সফল করা চাই। কেহ কেহ বলিতেছেন দাবী করিয়া বা দরখাস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের মন টলিবে না। ঠিক কথা। কিন্তু এই ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ দাবীর অভিযান গবর্ণমেণ্টের হৃদয় বদলাইবার জন্য নয়। ইহা দেশের প্রত্যেকটী মানুষকে জাতীয় দাবীর পিছনে রাজনীতিক কর্ম্মতৎপরতায় টানিয়া আনিবার জন্য, প্রত্যেকটী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য। যাহাতে তাহাদের ঐক্যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে, যাহাতে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ দাবীর শক্তিতে দমননীতি পরাস্ত হয়, দেশভক্ত অন্ধ ধ্বংসনীতি হইতে নিরস্ত হয়, সকলের সমবেত শক্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সমস্ত বাধা ধুলায় গুঁড়াইয়া যায়, দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার সম্ভাবনা সফল হয়।

কংগ্রেস নেতারা জেলে। লীগ নেতারা ঐক্যের বিরোধী নন কিন্তু অগ্রসর হইয়া কিছু করিবেন না। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্তরে স্তরে এই ঐক্য অভিযান যদি গড়িয়া উঠে তো নেতারাও ঐক্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন, আমলাতন্ত্রও হার মানিবে। ঐক্য আমাদের আছে, ক্রমেই বাড়িতেছে। খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে, অতি লাভের বিরুদ্ধে, ভালো এ, আর, পির জন্য, ক্ষতিপূরণ ও মাগগি ভাতার জন্য দিকে দিকে জনতা একতাবদ্ধ হইতেছে—দমননীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে—জাপ-পরাধীনতার নূতন আশঙ্কা গুপ্তচর ছাড়া সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। **এই ঐক্য ও সার্ব্বজনীন মনোভাবকেই আমাদের আরও জাগাইতে হইবে,** দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনে ইহাকে বাড়াইতে ও সংগঠিত করিতে হইবে। তবেই আগুন নিভিবে, দেশরক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ও দৃঢ়তর ভরসায় আমরা অগ্রসর হইব।

দিকে দিকে একতার অভিযান

বাংলার জিলায় জিলায় জনসাধারণ আজ বুঝিতেছে একতার আন্দোলনই জাতির সামনে বাঁচিবার একমাত্র পথ। দেশব্যাপী তাই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতির দাবীতে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ একযোগে আন্দোলন সুরু করিয়াছে। সভা, সমিতি, মিছিল, স্কোয়াড, গণদরখাস্ত প্রভৃতির ভিতর দিয়া একতার আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে। জনসাধারণ আজ বুঝিতেছে এই পথেই সংকটের অবসান; এই পথেই স্বাধীনতা।

২৪ পরগণা জিলায় বজবজ এলাকায় ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে গত ১২ই অক্টোবর হিন্দু ও মুসলমানের একটি জমায়েত হয়। কমরেড আবদুল্লা রসুল জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে উদ্যোগী হইবার জন্য মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তাহার নকল মিঃ জিন্নার নিকট পাঠান হয়। এই জিলায় সমস্ত শ্রেণীর লোকের সহি সহ একটি গণদরখাস্ত ভারত সরকারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০০ শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য জনসাধারণ ইহাতে সহি করিয়াছেন।

নৈহাটী ও গৌরীপুরে পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক করিয়া একতা আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া তোলা হইতেছে। কংগ্রেস-লীগ আপোষের ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবীর আওয়াজ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই দাবী সম্বলিত গণদরখাস্তে ইতিমধ্যেই এক হাজারের উপর সহি সংগ্রহ করা হইতেছে।

সিলেট জিলায় বালিয়াচঙ্গেও একতার আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ঐ স্থানে হিন্দু-মুসলমানদের এক মিলিত সভায় কমরেড বীরেশ মিশ্র বক্তৃতা দেন। স্থানীয় লীগ নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য সকলে একত্র হইয়া একযোগে জনরক্ষার ব্যাপারে কাজ করিতে রাজী হন।

বীরভূম জিলায় নগরী মল্লারপুর ও অন্যান্য স্থানে একতার ভিত্তিতে সম্মিলিত জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি দেশের সকল শ্রেণীর জনগণকে একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সনৎ রাহা, দুর্গা সরকার ও সত্যনারায়ণ ঘোষাল প্রভৃতি কংগ্রেস-লীগ ঐক্য আন্দোলন জয়যুক্ত করিবার জন্য স্থানীয় মুসলীম লীগ নেতাদের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। খান বাহাদুর এক্রামুল হক, কাজি আলি আহম্মদ, নুরলহুদা প্রভৃতি লীগ নেতাগণ আলোচনায় যোগ দেন। এই সংকটের দিনে একতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত হন।

বর্দ্ধমান জেলার কর্ম্মীগণ গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করিতেছেন। কংগ্রেস-লীগ আপোষের পথে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করার দাবী ইহাতে আছে। ইতিমধ্যেই বহু শ্রেণীর লোক ইহাতে সহি করিয়াছেন। বহু সহিযুক্ত একখানি স্মারকপত্র বড়লাটের কাছে পাঠান হইয়াছে।

চট্টগ্রাম জেলাও পিছনে পড়িয়া নাই। **ফতেয়াবাদ** হাই স্কুলে হিন্দু-মুসলমান দ্বারা গঠিত ঐক্য কমিটির উদ্যোগে একটি সভা হয়। সভাপতি ছিলেন স্কুল শিক্ষক মহম্মদ মফিজুর রহমান। **উত্তর সামুরা** গ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও জনরক্ষা বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য মৌলবী আবদুল শোভানের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভায় হিন্দু-মুসলমান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ সহরে ধামগড়া হাটে, ও মান্দার্ত্তা হাটে জনসমাবেশ ও সভা হইয়া গিয়াছে।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার **সোনারং, আউটসাহী, হাসাইল ও বজ্রযোগিনী** গ্রামে কংগ্রেস লীগ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সভা হয়।

মালদহ জিলার বিভিন্ন গ্রামে একতার আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। **শিবগঞ্জ** গ্রামের হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া একটি জনরক্ষা কমিটি গঠন করে, তাহাদের এই মিলিত প্রচেষ্টায় ঐ অঞ্চলের জনগণের ভিতর খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সারা বাংলায় খাদ্য সংকট

সংকটের চরম

সারা বাংলা জুড়িয়া আজ এক চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। জিলায় জিলায় ধান, চাল, খাবার জিনিষের অভাবে দুর্ভিক্ষ মহামারী সুরু হইয়াছে। অনাহারে লোক মরিতেছে। অভাবের জ্বালায় লোক ছেলেমেয়ে বেচিতেছে। চারিদিক দিয়া দেশে আগুন জ্বলিয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার একটি ইউনিয়নের হিসাব নিয়া দেখা গিয়াছে, সেখানকার শতকরা ৫ জন মাত্র দুই বেলা খাইতে পায়, শতকরা ৫০ জনের একবেলা খাবার জোটে, ৩০ জনের একদিন পর একদিন খাবার মিলে, ১৫ জনের খাবার কোন নিশ্চয়তা নাই—৩।৪ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে যায়। গোটা জলপাইগুড়ি জিলায়ই প্রায় এই অবস্থা। শুধু তাই নয়, ডোমারে টাকা পয়সার অভাবে একটি কৃষক ৫ বছরের একটি ছেলে ও ৩ বছরের একটি মেয়েকে সাত টাকায় বেচিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ডোমারেই আর একটি কৃষক ১২ টাকায় নয় বছরের একটি ছেলে বিক্রি করিয়াছে। দেবীগঞ্জের নিকট চিলাই গ্রাম হইতে একজন কৃষক ডোমার বন্দরে আসিয়া বিনা পয়সায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দান করিতে চাহিতেছে। তাহাদের খাওয়াইবার সামর্থ্য তাহার নাই, যদি কোথাও অন্ততঃ একমুঠা খাবার মিলে সেই ভরসায় ছেলে মেয়েকে চিরতরে দান করিতে সে রাজী। হাজরাডাঙ্গায় একটি পরিবার দুইদিন অনাহারে থাকার পর পচা পাটপাতা ও কচু সিদ্ধ খাইয়া কলেরা রোগে পড়িয়াছে।

ফরিদপুর জিলার সখিপুরা হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, সেখানে অনাহারে ৯ জন লোক মারা গিয়াছে। ইহার ভিতর বেশীর ভাগই ৪।৫ বছরের মুসলমান মেয়ে। অনাহারের জ্বালায় ২৫ বছরের একজন মুসলমান যুবক আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমস্ত গ্রামে অসম্ভব অভাব দেখা দিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ীর সংবাদে জানা যায় একটি কৃষক তিন দিন অনাহারে থাকার পর এক জোতদারের বাড়ী খাবার জোগাড় করিবার জন্য রওনা হয়। দুর্ব্বল শরীরে পথ চলার কষ্ট সহিতে পারে না। পথের মাঝেই কৃষকটি মারা যায়। এখানকার অন্নকষ্টে এমন অবস্থা হইয়াছে যে কৃষকরা শেষ সম্বল হালের গরু, জমি, ঘটি বাটি, থালা বেচিয়াও পয়সা পাইতেছে না।

রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম, বদরগঞ্জ, নিলফামারী, ডিমলা প্রভৃতি স্থানে শতকরা ২০ জন কৃষক না খাইয়া দিন কাটাইতেছে। গ্রামে এক তোলা তামা-কাঁসার জিনিষ কাহারও ঘরে নাই। সবাই থালা বাসন বেচিতে বাধ্য হইয়াছে। ডোমার বন্দরে প্রতিদিন প্রায় একশ মণ কাঁসার বাসন বিক্রি হইতেছে ও একদিন অন্তর এক ওয়াগণ ভর্ত্তি বাসন চালান যাইতেছে।

দিনাজপুরের খবরে জানা যায়, দুনা সুদে গরু বাছুর জামিন দিয়াও ধান কর্জ্জ পাওয়া যায় না। বীজ অভাবে আলু, কলাই, সরিষাও বোনা যাইতেছে না। কাহারুল থানায় এবার মাত্র দুই আনা পরিমাণ ধান হইয়াছে। বেশীর ভাগ গ্রামেই লোকের একবেলাও খাবার জোটা দায়।

চালের দর মণপ্রতি ৭ টাকা হইতে ৯ টাকা। কোথাও ১০।১২ টাকা পর্য্যন্ত। কেরোসিন তো পাওয়াই যায় না। চিনিরও অসম্ভব দাম। লবণের দর আগুন। জলপাইগুড়িতে গ্রামে ১ টাকা সের লাল কেরোসিন, ১ টাকা সের চিনি। বাংলার সব জিলাতেই প্রায় এই অবস্থা। আট আনা, নয় আনার কম এক বোতল কেরোসিন নাই, তা ছাড়া পয়সা দিয়াও কেরোসিন পাওয়া যায় না। চিনিও আট আনা হইতে বার আনা সের সর্ব্বত্রই। অথচ পাটের দাম ৩ টাকা হইতে ৬ টাকা। ৬০ টাকার গরু ২০ টাকায় বিক্রি হয়। কাপড় চোপড়ের দাম আগের চেয়ে ৩।৪ গুণ বেশী। লজ্জা নিবারণের উপায় পর্য্যন্ত নাই।

আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে

একেই সব যায়গায় ভাল আবাদ হয় নাই, কোথাও কোথাও আবাদ একেবারে নষ্ট হইয়্যছে। তাহার উপর সব চেয়ে কঠিন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সরকারী কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার হইতে জিনিষ পত্রের যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় তাহা শুধু কাগজে কলমে, বাঁধা দরে জিনিষ পাইবার কোন কড়া নিয়ম নাই। তাহার উপর বাঁধা দর রোজই বাড়িয়া নূতন বাঁধা দর হইতেছে। মাল সরবরাহের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। যা মাল আসে, তাহারও ভাল ও ন্যায্য বিলির ব্যবস্থা নাই। লোভী পাইকাররা খুসীমত ধান চাল গুদাম জাত করিতেছে, ইচ্ছা মত মাল রপ্তানী করিতেছে। জিলার কত চাহিদা, সেই পরিমাণ মাল জিলায় রাখিবার বা জিলায় না থাকিলে অন্যস্থান হইতে আনাইবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থাই করিতেছে না। হুগলী জেলায় সরকারী হিসাবে দেখা যায় সেখানে ১ লাখ মণ চাল কম পড়িবে। অথচ লোভী মহাজনরা অন্য জিলায় ধান চালান দিতেছে। দিনাজপুরে ধান বেশী হয়। সেখান হইতে অন্য জিলায় ধান পাঠাইবার জন্য সরকারী অনুমতি নিয়া কোন কোন কোম্পানী ধান কিনিয়া চালান দেয়। কিন্তু এই সুযোগ নিয়া অনেক দালাল-মহাজন ব্যক্তিগত কারবার ফাঁদিয়া ধান রপ্তানী করিতেছে। জিলা হইতে অতিরিক্ত ধান ইহারই ফলে চালান হইয়া যাইতেছে। সরকার হইতে সুব্যবস্থা হইতেছে না।

বাংলার জিলায় জিলায় খাওয়া পরার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। লোকজন অভাব-অনটনে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, হতাশা-ব্যর্থতায় মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। কৃষকরা দোকান-পাট ও হাট লুট করিতে যাইতেছে। পঞ্চম বাহিনী ইহার সুযোগ নিয়া কৃষকদের উস্কাইয়া দিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। ঢাকা সহরে ১০টি দোকান, নারায়ণগঞ্জে ১টি ও গ্রামে বহু দোকান ও হাট লুট হয়। গত ২রা ও ৩রা অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলার রায়ের বাজার ও কালীগঞ্জ বাজারে ক্ষুধিত জনতা দোকান লুঠ করে। লোভী মহাজনরা চালের সরকারী বাঁধা-দর উপেক্ষা করিয়া ১২৲।১৩৲ মণ দর হাঁকে। শেষ পর্য্যন্ত এই দরেও চাল ছাড়িতে না চাহিয়া দোকান বন্ধ করে। ক্ষুধিত জনতা তখন উত্তেজিত হইয়া দোকান লুঠ করে। পরের ঘটনা খুব সোজা। গুলি চলে, রাম দা দিয়াও নাকি কোন কোন লোককে আঘাত করা হয়। অনেক লোক আহত হয়, কেহ কেহ মারা গিয়াছে বলিয়াও শোনা যায়। ১২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এমনি করিয়া ক্ষুধিত কৃষকের বিক্ষোভ ও অরাজকতা বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী আজ পর্য্যন্ত এই খাদ্যসংকটের কোন সমাধান করিতে পারিল না, গলাবাজি করা ছাড়া সমাধানের ব্যাপক কোন চেষ্টাও দেখা যাইতেছে না। লোভী ব্যবসায়ীদের হাতে জনসাধারণ মরিতেছে—মন্ত্রীমণ্ডলী আজও তাহাদের শায়েস্তা করিতে পারিল না। ফলে আর্থিক অরাজকতায় ইন্ধন জুটিতেছে। সরকারও ইহার কোন ব্যবস্থা করিল না। উল্টা তাহার দমননীতি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে, আর্থিক দুরবস্থা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। আর ইহারই সুযোগে পঞ্চমবাহিনী জনসাধারণকে হাট বাজার লুঠ করিতে উস্কাইতেছে, সংকটকে ঘনীভূত করিতেছে। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকরা "সংগ্রামে"র নামে রেললাইন তুলিয়া, যানবাহন ব্যবস্থা অচল করিয়া খাদ্যবস্তু চলাচলের পথ বন্ধ করিতেছে, খাদ্যসংকট আরও বাড়িতেছে। এমনি করিয়া রাজনীতিক সংকট খাদ্যসংকটকে চরম অবস্থায় আনিয়া ফেলিতেছে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের দমন ও ভেদনীতি, ভ্রান্তদেশপ্রেমিকদের "সংগ্রাম", আর পঞ্চমবাহিনীর বিভীষণ-নীতি মিলিয়া দেশকে আর্থিক ও রাজনৈতিক ধ্বংসের মাঝে টানিয়া নামাইতেছে। আর জাপানী ডাকাতরা সেই সুযোগ নিয়া আমাদের সোনার দেশ দখল করিতে আসিতেছে।

একমাত্র পথ

কিন্তু কমিউনিষ্টরা দেশকে ধ্বংস হইতে দিবে না। অরাজকতা, লুঠ-তরাজ হইতে দেশকে বাঁচাইবে। দাসত্বের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিবে। তাই প্রত্যেক জেলায় কমিউনিষ্টরা দেশের এই ঘোর সংকটে, কৃষকদের মহা বিপদের দিনে সাহসের সাথে আগাইয়া আসিয়াছে।

হাওড়া, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় হাজার হাজার লোকের একতাবদ্ধ পণ্যমূল্যনিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সমস্যা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই মিলিত কমিটি গঠিত হইয়াছে। হুগলী জেলায় আন্দোলনের ফলে সরকার হইতে কেরোসিন সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। জনরক্ষা সমিতি হইতে কেরোসিন বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে। ফরিদপুরেও কোন কোন স্থানে কেরোসিন সরবরাহের জন্য জনরক্ষা সমিতি হইতে ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু কোথাও ব্যবস্থা এখনও পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাই আরো আন্দোলন চালানো হইতেছে। ময়মনসিংহে ৩১টি স্থান হইতে প্রায় ৮ হাজার লোকের সই নিয়া গণ-দরখাস্ত পাঠানো হইয়াছে ও ১০ হাজার ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে।

জনসাধারণ বুঝিতেছে, লুঠতরাজ ও অরাজকতা ধ্বংসের পথ, বাঁচিবার পথ নয়। জনসাধারণ বুঝিতেছে আর্থিক সংকটের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে এক হইতে হইবে, দমনীতি বন্ধ করার জন্য এক হইতে হইবে, "সংগ্রাম" হইতে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ফিরাইতে হইবে। বিদেশী আমলাতন্ত্র আমাদের বাঁচাইতে পারে না, সর্ব্বদলের নেতাদের দ্বারা গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টই দেশকে বাঁচাইতে পারে। তাই আজ আর্থিক দাবীর সাথে কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দাবীতে দেশব্যাপী একতা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে।

এমনি ভাবে কমিউনিষ্টরা গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাইতেছে, জনরক্ষা কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন করিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত দলের, সমস্ত জাতির লোককে একজোট করিয়া মাল সরবরাহ, ন্যায্যমূল্য, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতির জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। সভা, মিছিল, স্কোয়াড, সম্মেলন, ভুখমিছিল, গণদরখাস্ত প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতেছে।

আন্দোলনে বাধা

দেশের এই মহা সংকটে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ ফাসিষ্ট আক্রমণ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য অক্লান্তভাবে খাটিয়া যাইতেছেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণকে গ্রেপ্তার করিতে কসুর করিতেছে না। বিভিন্ন জিলায় অনেক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর উপর আজও বিধি নিষেধ জারী আছে, অনেককে নূতন করিয়া গ্রেপ্তার করা হইতেছে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। আমরা সকলের স্বাধীনতা চাই—মুক্তি চাই।

বীরভূম—নরহরি দত্ত (৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড)।

আসাম—প্রবোধানন্দ কর, গোপেন্দ্র দেব, নিখিল মিত্র, রাজেন্দ্রকুমার নন্দী (সবাই স্বগৃহে অন্তরীণ) যজ্ঞেশ্বর দাস (গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত), আশুতোষ সেন (অন্তরীণ) নিবারণ দত্ত (সিকিউরিটি বন্দী) **ডিব্রুগড়ের** ছাত্র ফেডারেসনের অফিস পুলিশ তল্লাসী করিয়া জাপ-বিরোধী পোষ্টারগুলি লইয়া যায়।

ফরিদপুর—ধীরেন বিশ্বাস, ইন্দু দাস। **দিনাজপুর**—রূপনারায়ণ রায়, ঢোমা সিংহ। **রংপুর**—মধুসূদন মুখার্জী ক্ষৌনিশ রায় (উভয়েই অন্তরীণাবদ্ধ) অভয় বর্ম্মন। **ময়মনসিংহ**—সীতাংশু দত্ত (গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত)।

ঢাকার চিঠি

একতার জোরে খাদ্য-সঙ্কট দূর

সারা বাংলায় যে ভীষণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে ঢাকা তাহা হইতে বাদ যায় নাই। ঢাকা জিলারও আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে ধান-চালের অভাব দেখা দিল। মহাজনের ঘরে চাল মজুদ কিন্তু জনসাধারণ চাল পায় না। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহরে এবং মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিম হাটে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ৭ লাখ মণ চাল মজুদ। তবু ঢাকার লোক চাল পায় না। জাতীয় সংকটের সাথে সাথে ঢাকায় খাদ্য সংকটও ভীষণ আকার নিল। ক্ষুধিত জনসাধারণ দোকান ও চালের নৌকা লুঠ করিতে সুরু করিল। ঢাকায় ১০টি দোকান লুঠ হইল, নারায়ণগঞ্জে ১টি ও গ্রামে অনেক দোকান ও হাট লুঠ হইতে লাগিল। ইহারই সাথে আসিল দমননীতি। গরীব কৃষকরা গ্রেপ্তার হইল। সংকটের সমাধান হইল না। ক্ষোভ ও ক্রোধ বাড়িয়া চলিল।

লুঠতরাজ নয়, একতাবদ্ধ লড়াই

জাতির এই সংকটের দিনে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন লুঠতরাজে সমস্যার সমাধান হইবে না, একমাত্র একতাবদ্ধ সংঘবদ্ধ আন্দোলনই জনসাধারণকে বাঁচাইতে পারে। কমিউনিষ্টরা ঢাকা সহরের বিভিন্ন পাড়ায় ও কতকগুলি গ্রামে জনরক্ষা কমিটি গড়িয়া তুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও ব্যবসায়ীদের চাল সরবরাহ করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। ঢাকা সহরে গোয়ালনগর, নবাবপুর, দক্ষিণ মৈশণ্ডী, ফরিদাবাদ, কমলাপুর, রাজারবাগ, নীলক্ষেত, সুতারনগর, দয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে জনরক্ষা কমিটি গড়িয়া উঠে। জনরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে দেখা করিয়া চাল সমস্যা সমাধান করিবার জন্য চাপ দিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের লোহার কাঠামো বিশেষ টলিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, জনরক্ষা বাহিনীর কোন প্রতিনিধিকে তিনি চাল বেচিবার লাইসেন্স দিতে রাজী নন। একমাত্র চাল ব্যবসায়ীকেই তিনি লাইসেন্স দিতে পারেন। জনরক্ষা কমিটি বুঝিল আমলাতন্ত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকলে কাজ হইবে না। জনরক্ষা কমিটি টাকা তুলিয়া এক ব্যবসায়ীর মারফৎ চাল কিনিবার ব্যবস্থা করিল। এমনি করিয়া ঢাকা সহরে ৫ হাজার মণ চাল কিনিয়া সরকারী বাঁধা দরে বিক্রির ব্যবস্থা করা হইল। কাজ যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলে সেজন্য ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়া হইল। গোয়ালনগর, নবাবপুর, ফরিদাবাদ, কমলাপুর, রাজারবাগ, সুতারনগর ও দয়াগঞ্জে সর্ব্বসমেত প্রায় ২৫০ ভলাণ্টিয়ার কাজে নামিল। জনসাধারণ দেখিল লুঠতরাজ নয়, সংঘবদ্ধ মিলিত শক্তিই তাদের বল।

একতার জোরে সাম্প্রদায়িকতাও ভাঙ্গিল

শুধু তাই নয়, ঢাকার মত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিষাক্ত স্থানেও যে হিন্দু-মুসলমান একজোট হইয়া দাঁড়াইয়া একই স্বার্থে কাজে নামিতে পারে তাহারও প্রমাণ দিল জনরক্ষা কমিটি। ঢাকার দয়াগঞ্জ হইতেছে সব চেয়ে বেশী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় জড়িত। এই দয়াগঞ্জেই কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানের মিলিত জনরক্ষা কমিটি ও মিলিত ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ভলাণ্টিয়াররা দল বাঁধিয়া চাল আনে ও দল বাঁধিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চাল বিক্রি করে। এমনি ভাবে কাজের ভিতর দিয়া একতা দৃঢ় হইতেছে। শুধু চাল বিলিই নয় আজ ভলাণ্টিয়ার বাহিনী জাতীয় সংকট সমাধানের জন্যও কাজে নামিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভায় তাহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিবার দাবী করিয়াছে। কংগ্রেস-লীগ একতা, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতি প্রস্তাবও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।

জনরক্ষা কমিটি শুধু চাল কিনিয়া বেচিবার ব্যবস্থা করিয়াই বসিয়া নাই। ভলাণ্টিয়াররা বাড়ী বাড়ী যাইয়া খোঁজ নিতেছে কাহারা অতিলোভী পাইকার চাল মজুদ রাখিয়া লাভের ফিকির খুঁজিতেছে। তাহাদের কাছে যাইয়া অনুরোধ করিয়া, জনসাধারণের চাপ দিয়া চাল বাহির করিয়া আনিতেছে। এমনি করিয়া গেণ্ডারিয়াতে প্রায় ৩০০ মণ চাল যোগাড় করিয়া বিক্রি করা হইয়াছে। তাঁতিবাজারেও এইভাবে চাল বেচা হইয়াছে।

পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র বিফল

শহরেরই পাশে শান্তিনগরে এক মহাজন কিছু চিনি ও চাল রাতে গোপনে সরাইতেছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের কোন কোন কর্ম্মী এই চাল লুঠ করিবার জন্য জনসাধারণকে উস্কাইয়া দেয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সময় থাকিতে উপস্থিত হয় ও জনসাধারণকে ফিরাইতে সমর্থ হয়। জনসাধারণের সাহায্যে চাল আটক করা হয় ও পরের দিন মহাজনকে বাধ্য করা হয় বাঁধা-দরে চাল বেচিতে। ইহার পরে মহাজন কথা দেয় এখন হইতে বাঁধা দরে চাল বেচিবে।

গ্রামেও চাল বিক্রির জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার চালাকচর, সাগরদি প্রভৃতি জায়গায় ভয়ানক চালের অভাব দেখা দেয়। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সেখানকার ছোট দোকানদারদের সংঘবদ্ধ করিয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমা হাকিমের নিকট হইতে ২০০ মণ চাল আদায় করে। ভলাণ্টিয়ারদের তত্ত্বাবধানে সেই চাল বিক্রি করা হয়। নরসিংদি, রহিমাবাদ অঞ্চলও এইভাবে বাঁধা দরে চাল বেচা হইতেছে। গ্রামের হাটবাজারে ভলাণ্টিয়াররা লক্ষ্য রাখিতেছে যাহাতে বেশী দরে কোন লোভী মহাজন জিনিষ বেচিতে না পারে।

ঢাকা সদর মহকুমার টোক অঞ্চলে একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে ও ৫০ জন ভলাণ্টিয়ার লইয়া একটি বাহিনী গড়া হইয়াছে।

মানিকগঞ্জ মহকুমার ধামশর্‌া গ্রামে ৮ জন ক্ষুধিত কৃষক আড়তদারের কাছে চাল আদায় করিতে যায়। লোভী মহাজন চালতো দেয়ই না, উপরন্ত তাহাদের মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দেয়। একজন কৃষক গুরুতর আহত হয়। তখন বহু কৃষক উত্তেজিত হইয়া আড়তদারের আড়ত লুঠ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় লুঠতরাজ হইতে জনসাধারণকে ফিরান হয়। আহত ব্যক্তিকে আড়তদার ১৬৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। একতার এই জোর দেখিয়া কৃষকরা একটি জনরক্ষা কমিটি গঠন করে ও ৩০ জন ভলাণ্টিয়ার হয়।

এমনিভাবে ঢাকা জিলার সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে জনরক্ষা কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে, ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী হইতেছে। জনসাধারণ বুঝিতেছে একতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

একতার আন্দোলন

প্রচার বাহিনী

জনগণের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজে চট্টগ্রাম আগাইয়া চলিয়াছে। হাটহাজারীর কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এক প্রচার বাহিনী গঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই ও ১৭ই অক্টোবর ঐ বাহিনী বিভিন্ন স্থানে জননাট্য অভিনয় করিয়াছে। ১৭ই তারিখে ফটিকাগ্রামে স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে "জাপনকে রুখতে হবে" নামক নাটক অভিনীত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশত কৃষক ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিল। অভিনয় শেষে কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড কল্পতরু সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি জাপানী শাসনের স্বরূপ বুঝাইয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের দ্বারা সঙ্কট সমাধানের জন্য আবেদন জানান। বক্তৃতান্তে চাঁদা তোলা হয়।

খুলনা ছাত্র ফেডারেশনের প্রচার বাহিনী সংস্কৃতি-সম্পাদক কমরেড সুহাম সরকারের নেতৃত্বে গত ৫ই অক্টোবর তারিখে বাহির হইয়া বিভিন্ন গ্রামে পোষ্টার ও জননাট্য অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। ইতিমধ্যেই প্রচার বাহিনী আজগড়া, খালিশপুর, সেনহাটী, দৌলতপুর ফুলতলা ও মহেশ্বরপাশা ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই প্রচারের ফলে চারিদিকে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

কাইয়ুর কমরেডদের বাঁচাও

কাইয়ুর কমরেডদের প্রাণদণ্ড রহিত ও মুক্তিদাবী করিয়া বাংলাদেশের সর্ব্বত্র সভা সমিতি হইতেছে। মাদ্রাজ ও ভারত সরকারের নিকট বহু স্থান হইতে গণদরখাস্ত পাঠান হইয়াছে ও হইতেছে, তার পাঠাইয়া দণ্ড মকুব করিবার দাবী জানান হইয়াছে—ইহা ছাড়া সভা সমিতিতেও প্রস্তাব করা হইতেছে। **মুন্সীগঞ্জ** মহকুমা কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশন, **২৪ পরগণা** জিলা কৃষক সমিতির কার্য্যকরী সভা, **ময়মনসিংহের বিশয়পাশা** কৃষক সমিতি **রংপুরের কুড়িগ্রাম** সহরের শতাধিক মহিলা, ছাত্র, মুসলিম লীগের সমর্থক মুসলমান জনসাধারণ, কংগ্রেসসেবী মাদ্রাজ ও ভারত সরকারকে উক্ত দাবী জানাইয়াছে। **কাঠালবাড়ী** ও **ছিনাই** হইতে প্রায় এক হাজার কৃষকের সহিসহ একটি গণ-দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে। **ঢাকা কটন মিলের** শ্রমিকগণ একটি সাধারণ সভায়, **নদীয়া জিলায় দর্শনায়** শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের একটি সমাবেশেও ঐরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গণদরখাস্ত

জনসাধারণ ক্রমশঃই তাহাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া আদায় ও সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে জিলায় জিলায় গণদরখাস্ত আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। কুড়িগ্রামের মহিলা, দোকান কর্ম্মচারী, ছাত্র, মুস্লিম লীগ, কৃষক সমিতি প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস লীগ নিষ্পত্তি ও অবিলম্বে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য দেড় হাজার স্বাক্ষর যুক্ত এক দরখাস্ত বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকেরাও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে চারিশত স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। এই দরখাস্তে সরকারকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট ও নিলাম জারীর ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বরিশালের কলসকাঠি ও রহমতপুর গ্রামে যে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে তাহা রদ করানোর জন্য জিলা মহিলা সমিতির উদ্যোগে ২০০ স্বাক্ষরযুক্ত একটী দরখাস্ত প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আগামী ৩।৪ দিনে আরও এক দফা সহি কলিকাতায় পাঠানো হইবে।

শিক্ষা-শিবির

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সুনামগঞ্জের বেহেলী গ্রামে এক গ্যেরিলা শিক্ষা শিবির খোলা হয়। ইহাতে ১১ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। কলিকাতা গ্যেরিলা শিক্ষা শিবিরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কমরেড নির্ম্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় এখানে গ্যেরিলাদের গান ও যুদ্ধ কৌশল শিখান হয়।

গত ৮ই অক্টোবর ঠাকুরগাঁ মহকুমার বালিয়াডাঙ্গি থানায় ঐ অঞ্চলের কৃষক কর্ম্মীদের জন্য একটী পার্টি শিক্ষা শিবির খোলা হয়। আঠার জন বাছাই কর্ম্মী উহাতে যোগদান করেন। চার ঘণ্টা রাজনৈতিক শিক্ষা, দুই ঘণ্টা প্যারেড, দুই ঘণ্টা প্রচার ও এক ঘণ্টা সমালোচনা দৈনিক কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন শ্লোগান, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পার্টির নির্দ্দেশ, ঐক্য আন্দোলন, কৃষক সমিতি ও ভলাণ্টিয়ার সংগঠন, জিলা আন্দোলনের ত্রুটি, পার্টি কি, পার্টি সংগঠন, জনযুদ্ধের তাৎপর্য্য, রাজনৈতিক ভুগোল, শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজের বিকাশ—এই সব বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৯টী বক্তৃতা হয়।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে হারিপলিট

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত প্লেনাম কর্ত্তৃক বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশে প্রেরিত অভিনন্দনবাণীর উত্তর তারযোগে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

আমাদের পার্টির নিকট তথা বৃটিশ জনগণের উদ্দেশে আপনারা যে-বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য গ্রেট বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া আপনারা যে মহান সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য জানাইয়া আমরা আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদের উভয় দেশেরই জনগণের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। এই সঙ্কট সময়ে ভারতের জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্যে বৃটিশ জনগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি যাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিব। মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বাধীন ভারত যাহাতে তাহার সকল শক্তি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব, এই প্রতিশ্রুতি জানাইতেছি।

নিম্নলিখিত দাবীগুলির উপর ভিত্তি করিয়া আমরা গ্রেট বৃটেনে একটি ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করিতেছি :—(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুসারে অনতিবিলম্বে আপোষ-মীমাংসার আলোচনা সুরু করিতে হইবে। (২) মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারতের সশস্ত্র আত্মরক্ষার জন্য একটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে এবং এই অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইবে। (৩) প্রধান প্রধান সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এই গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে, এবং কী সংখ্যায় তাঁহারা যোগদান করিবেন তাহার অনুপাত পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা নির্ধারিত হইবে; কিন্তু এইরূপ কোন বিশেষ অধিকার কোন দলকেই দেওয়া হইবে না যাহার ফলে উক্ত জাতীয় গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে অসম্মতি জানাইয়া সেই দল সমগ্র পরিকল্পনাটি বানচাল করিয়া দিতে পারে।

বৃটিশ জনগণ এবং বিশেষ করিয়া বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণী আপনাদের আবেদনে সাড়া দিবে। এই দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ইতিমধ্যেই ভারতের দাবী সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন, খনি মজুর ফেডারেশন, রেলওয়ে শ্রমিক জাতীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি আমাদের দেশের কতিপয় বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন ভারতের স্বাধীনতার দাবী এবং ভারতীয় জনগণের নিজস্ব জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার অধিকার স্বীকার ও সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

হাউস অব কমন্সের আগামী অধিবেশনে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিতর্ক হইবে। পার্লামেণ্টে চার্চিল এবং আমেরির বর্ত্তমান বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ার যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে হাউস অব কমন্সের আগামী বিতর্ক সভায় বৃটেনের প্রগতিশীল অংশ সে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে সুযোগ পাইবেন। উদারনৈতিক, শ্রমিক এবং কম্যুনিষ্ট সদস্যরা বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন। ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত স্বাধীনতার ভিত্তিতে অবিলম্বে পুনরায় আলাপ আলোচনা শুরু করিবার দাবী উক্ত অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে।

আমরা স্বীকার করিতেছি, প্রচুর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতীয় জনগণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় প্রধান ও বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী ঐক্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার যে পরিকল্পনা এবং আপনাদের দাবী আদায় করিবার উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মসূচী আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সে জন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের নিজস্ব পার্টির নেতৃত্বে দৃঢ়সংকল্প হইয়া ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ এবং হতাশাসৃষ্টির নীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে এবং ভারতীয় জনগণের ন্যায্য জাতীয় দাবী আদায়ের জন্য কর্মতৎপর হইয়াছে—আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে এইজন্য আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভারত এবং বৃটেনের জনগণ একইসঙ্গে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ ও উভয় দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে ভারতের লক্ষ লক্ষ ফ্যাসিবিরোধী যোদ্ধাকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হইবে। মুক্তি যদি আমরা অর্জন করিতে পারি তাহা হইলে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে এসিয়া মহাদেশ রক্ষা, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভ এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতে সক্ষম হইব। সহকর্ম্মীর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

—হ্যারিপলিট

কম্যুনিষ্ট নেতাদের স্বাধীনতা চাই

আমলাতন্ত্র আজও কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিল না। বাংলা দেশের বহু স্থানে সভা সমিতি ও শোভাযাত্রা করিয়া জনগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা দাবী করিয়াছে। ইহারা পুরোভাগে থাকিয়া দেশের জনগণকে পরিচালনা করিবার ভার নিলে দেশের জনগণ উৎসাহিত হইবে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার প্রেরণা পাইবে।

হুগলী—চাতরায় কমরেড হামিদুল হকের সভাপতিত্বে এক জনসভায় দাবী করা হইয়াছে কমরেড ভাদুড়ী ও চক্রবর্ত্তীকে প্রকাশ্যে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হউক। **ডুমুরদহ—নিত্যানন্দপুর** ইউনিয়নের শতাধিক লোক ঐ দাবা জানাইয়া সরকারের নিকট একটি গণ-দরখাস্ত পেশ করিয়াছে। ইহা ছাড়া জিলা কৃষক সমিতির কার্য্যকরী সভা, **সিঙ্গুর, বড়া** প্রভৃতি ইউনিয়ন কৃষক সমিতি, জিলা মজদুর ইউনিয়ন সংগঠন সমিতিও সভা করিয়া ঐ দাবী জানাইয়াছে।

চট্টগ্রামের—উত্তরভুর্ষির এক জনসভায় সকল শ্রেণীর লোক মিলিয়া কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর প্রকাশ্যে কাজ করিবার অধিকার দাবী করিয়াছে। **খুলনা** জিলা কৃষক সমিতির কার্য্যকরী সভা এবং **বেলঘরিয়ার** সূতাকল মজদুর ইউনিয়নের কর্ম্মপরিষদও এই দাবী জানায়।

সুনীল চৌধুরীর মুক্তি চাই

বাংলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সুনীল চৌধুরীর পাটনার বিচারালয়ে ১ বৎসর ৮ মাস সাজা হইয়া গিয়াছে। কমরেড সুনীল ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের অক্লান্ত কর্ম্মী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে তিনি গা ঢাকা দিয়া কাজ করিতে বাধ্য হন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আমলে পার্টি গঠনে তিনি অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ১লা মে পাটনায় পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। ৫ মাস মামলা চলিবার পর তাঁহার সাজা হইয়াছে। পুলিস এই দীর্ঘদিন তাঁহাকে জামীন পর্য্যন্ত দেয় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কমিউনিষ্ট পার্টির সাহিত্য তাহার নিকট ছিল ও আর একটি অভিযোগ, কতকগুলি সরকারী টিকিট নাকি তাঁহার নিকট পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে তৃতীয় ডিভিসন কয়েদী করা হইয়াছে। চিঠিপত্র লেখার যথেষ্ট কড়াকড়ি। উকীলের পরামর্শ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিতে দেওয়া হইতেছে না।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগ পার হইয়া জনযুদ্ধের যুগ আসিল, দুনিয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু মুর্খ বিহার সরকারের কোন পরিবর্ত্তন নাই। এই মহা সংকটের দিনে যাহারা দেশকে বাঁচাইতে পারে, সেই ফাসিবিরোধী কর্ম্মীদের আটক রাখা প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম বাহিনীর কাজেরই সামিল। আমরা কমরেড সুনীল চৌধুরীর মুক্তি দাবী করি।

ভারতের দাবীতে আমেরিকার কম্যুনিষ্ট পার্টি

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে সভাপতি ফষ্টার ও সেক্রেটারী ব্রাউডার নিম্নলিখিত বাণী পাঠাইয়াছেন :—

আজ ষ্টালিনগ্রাদের রক্ষীদল ঐতিহাসিক বীরত্বের সাথে লড়িয়া সমগ্র বিশ্বকে শিখাইতেছে কেমন করিয়া স্বাধীন হইতে হয়। সমস্ত মুক্তিকামী মানুষকে শিখাইতেছে নাৎসী ফাসিবাদকে রোখা কেন প্রয়োজন, আর কেমন করিয়াই বা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে হয়। ঠিক এমনি দিনে ভারতের ভ্রাতৃপার্টির নিকট হইতে অভিনন্দন পাওয়া গৌরবের বিষয়।

জাপানী ফৌজ ও চক্রশক্তির বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ও ভারতের জাতীয় অধিকারের জন্য আপনারা সমস্ত জনশক্তিকে এক করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হিটলার ও মিকাডোর দাসত্বের বিরুদ্ধে সবাকার জাতীয় মুক্তির জন্য বিশ্বের সমস্ত জনগণ মিলিত জাতিসমূহের ভিতর একত্র হইয়া বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। চীন ও ভারতের জনগণের সৌভাগ্য যে ইতিহাসের গতি আজ তাহাদের জাতীয় মুক্তির সুযোগ ইহারই সাথে মিলিত করিয়া দিয়াছে।

ভারতের জনসাধারণ ও তাহাদের নেতারা, বৃটিশ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সমর্থনে ভারতকে রক্ষা করিতে চাহিতেছে, অধিকৃত চীন ও ইউরোপের ভাগ্য হইতে বাঁচাইতে চাহিতেছে। মিলিত জাতিসমূহের সাথে একযোগে সংগ্রামের মাঝে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর এক বিরাট দায়িত্ব উপস্থিত হইয়াছে। সঠিক নীতির জোরে কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে।

অধিকৃত ইউরোপের সমস্ত জনসাধারণের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ষ্টালিনগ্রাদ ও চীনের বীরদের আদর্শের সাথে তাহাদের আদর্শের কোন তফাৎ নাই। তেমনি আমাদের আমেরিকাবাসীদেরও বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। হিটলারী চক্রশক্তি সমস্ত বিশ্বকে দাসে পরিণত করিতে চাহিতেছে। এই শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য আমাদের ও ভারতের সমস্ত জনবল ও ধনবল এক করিয়া লড়াই করা প্রয়োজন। ইহার জন্য ভারতবর্ষ যাহাতে মিলিত জাতিসমূহের সাথে পূর্ণ ও সমান অধিকার পায় ও ইহা পাইবার পথে যে সব বাধা আছে তাহা দূর হয় সেজন্য আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া আমাদের দেশের বিরাট প্রভাব বিস্তার করিতে আমরা সাহায্য করিব।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হিটলারী চক্রশক্তি যে কেন্দ্রীভূত আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা চূর্ণ করিয়া দ্রুত জয়লাভ করা ও বৃটিশ, আমেরিকা ও সমস্ত জনগণকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আজই প্রয়োজন। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার জন্য ভারতবাসীর সহানুভূতি ও একতা চাই। ইউরোপে এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার দাবীকে শক্তিশালী করিতে হইলে ভারতবাসীর সহানুভূতি ও একতাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে।

আলোচনা

ষ্টালিনগ্রাদের ডাক

"আমরা জোর করে বাড়ীর দোতালায় ঢুকলাম, তেতলাটা এখনো জার্ম্মানরা দখল করে আছে, তারা মেসিনগান থেকে গোলাবৃষ্টি করছে, কিন্তু আমরা এক্ষুনি তাদের লাথি মেরে তাড়াবো।" —এই ভাবেই স্বাধীনতার সৈন্যরা জার্ম্মান দস্যুদের হাত হইতে ষ্টালিনগ্রাদকে রক্ষা করিতেছে, এই ভাবেই তাহারা প্রতি ইঞ্চি মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। মরণজয়ী ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষীরা এইভাবেই দুনিয়ার জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে।

"সোভিয়েট ওয়ার নিউজ" সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ষ্টালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ষ্টালিনগ্রাদে তোমাকে হয় বীর হইতে হইবে, নতুবা কাপুরুষ প্রমানিত হইতে হইবে, এছাড়া তৃতীয় কোন পর্য্যায় নাই"। ষ্টালিনগ্রাদে আজ অগ্নি পরীক্ষা। ষ্টালিনগ্রাদ আজ সমগ্র দুনিয়াকে অগ্নি পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছে। আজ দুনিয়ার প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী নর নারী নিজেকে প্রশ্ন করিতেছে "আমি কি কাপুরুষ, না ষ্টালিনগ্রাদ-পন্থী ?"

ষ্টালিনগ্রাদের পথে

ষ্টালিনগ্রাদ সমগ্র দুনিয়াকে আক্রমণাত্মক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। তাই ষ্টালিনগ্রাদের ডাকে সাড়া দিতেছে হিটলার অধিকৃত দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নর নারী। ফ্রান্সের শিল্প প্রধান সহর লিয়নের কারখানা-শ্রমিকরা হিটলারের দালালদের জুলুমবাজীর জবাবে ধর্ম্মঘট করিয়াছে, হিটলারের কারখানায় বেগার খাটিতে অস্বীকার করিতেছে। গ্রীসের গেরিল্যারা সার্ব্বিয়ান গেরিলাদের সহিত একযোগে ইতালীয় সৈন্যদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। অতিরিক্ত লোকক্ষয়ে রুমানিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতেছে। রুমানিয়া ও হাঙ্গারীর মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। কেবল হিটলার অধিকৃত দেশে নয়, জাপানী দস্যুদের অধিকৃত শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে জনসাধারণ ক্রমশঃ জাপানী শোষণের ফল উপলব্ধি করিতেছে, জাপানী দস্যুদের সহিত সহযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদের ডাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণের মধ্যেও আক্রমণের আকাঙ্খা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহারা এখনই ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র দাবী করিতেছে। চীনের বীর নরনারী ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য মিত্রশক্তিকে চাপ দিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের প্রেরণা দুনিয়ার জনগণকে যুদ্ধ জয়ের জন্য চরম সংগ্রামের দিকে টানিতেছে।

স্বাধীনতার শক্তি বাড়িতেছে

আজ যুদ্ধ জয় করা সম্ভব, স্বাধীনতার শক্তি বাড়িতেছে বলিয়াই এখনই শত্রুকে চরম আঘাত করা সম্ভব। গত ২২শে অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কমরেড কালিনিন এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সোভিয়েটের সৈন্য আজ কেবল শত্রুর সমান শক্তি সম্পন্ন নয়, অনেক দিক দিয়া বেশী শক্তিশালী।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমরা যখন জার্ম্মানদের পরাজিত করিব,—পরাজিত আমরা করিবই,—তখন সোভিয়েটের যুবকদেরই যাহা কিছু ধ্বংস হইয়াছে তাহা পুনর্গঠন করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ জগৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।" কমরেড কালিনিন বলিয়াছেন, সোভিয়েটের তুলনায় জার্ম্মানদের অনেক বেশী শক্তি ক্ষয় হইতেছে।

চীনের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংগঠন 'পিপলস্ পলিটিক্যাল কাউন্সিলের গত ২২শে অক্টোবরের বৈঠকে মার্শাল চিয়াং কাই সেক বলেন, "গত বৎসরের লড়াইয়ের মধ্য দিয়া ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে চীনের পল্টন এখন আত্মরক্ষামূলক লড়াই হইতে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।" মার্শাল চিয়াং জাপানের নিশ্চিত পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ও সমান ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার নির্নিত হইতেছে।"

এই যুদ্ধে প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বলিয়াই দুনিয়ার জনগণ যুদ্ধ জয়ের জন্য ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের প্রেরণা বিলাত ও আমেরিকার নরনারীর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবী জনপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে। বিলাতের সবচেয়ে বড় শ্রমিক ইউনিয়ন—সম্মিলিত ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়ন, খনি শ্রমিক ফেডারেশন এবং ন্যাশন্যাল রেলশ্রমিক ইউনিয়ন ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া এবং ভারতের জনসাধারণের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী স্বীকার করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। বিলাতের জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশ করিয়া 'রেনল্ডস্ নিউজ' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতীয় নেতারা যতদিন জেলে আছেন, ততদিন ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না।" তাহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিতেছে।

জনগণের আবেষ্টনে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ

বিলাতে ও ভারতে জনগণ ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা দাবী করিতেছে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছে। ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা ছাড়িতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তাহারা জনগণের চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গত লর্ড সভার বিতর্কে সহকারী ভারত সচিব ডিউক অব ডিভনসায়ার আপশোস করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, গত কয়েক মাস যাবৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে একটা চমকপ্রদ কিছু করিবার জন্য অনবরত ঘেরাও করা হইতেছে।" কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আক্রমণ ও হীন প্রচার কার্য্য ব্যর্থ হওয়ায় আমেরী এটিলী কোম্পানী নিজেদের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে গান্ধীজী মার্শাল চিয়াংএর নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা আমেরিকার 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "আপনাকে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, ভারত হইতে বৃটিশ শক্তি অপসারণের দাবী কোন প্রকারেই জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষণ শক্তি দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যপ্রসূত নহে। আপনাদের দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে আমি আমাদের দেশের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার অপরাধে অপরাধী হইব না"। আমেরী কোম্পানী প্রচার করিয়াছিল: কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিয়া জাপানকে ডাকিয়া আনিতে চায়। তাহাদের এই মিথ্যা প্রচার জনগণের কাছে ধরা পড়িয়াছে। বৃটিশ শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড সভায় আর্ল অব হাণ্টিংডন বলিয়াছেন, "মিত্র শক্তির জয়ের চাবি কাঠি ভারতবর্ষের হাতে, বৃটেনের আসল মতলব কি তাহারও পরীক্ষা হইতেছে ভারতবর্ষে। আমেরিকার মনোভাবে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাহারা একথা বুঝিতে পারিতেছে না যে বৃটেন ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমন করিয়া কি করিয়া একথা বলিতে পারে যে তাহারা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়িতেছে। চীনারা ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় আমরা মিত্রশক্তির মনোভাবকে উপেক্ষা করিতে পারি না।"

রাজাজীর বিভ্রম

"বিদ্রোহী ভারতবর্ষকে" পেছনে রাখিয়া ব্রহ্মদেশে জাপানকে প্রতি-আক্রমণ করা সম্ভব নয়, বিলাতের জনগণের এই মন্তব্যের জবাবে ডিউক অব ডিভনসায়ার বলেন, ভারতবর্ষ বিদ্রোহী একথা ভুল। তিনি এখনও বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার আর খুব বেশী উন্নতি সম্ভব নয়; ভারতে ১ কোটী সৈন্য তৈরী করা অসম্ভব। ইহা জনগণের কথা নয়, চেম্বারলেন-পন্থী পরাজয়কামীর কথা। এমেরী-ডিভনসায়ারের নেতৃত্ব কেবল ভারতের গোলামীকে বজায় রাখিতে চায় না, দুনিয়াকে গোলামীর শিকল পরাইতে চায়।

অথচ, এই শ্রেণীর নেতাদের আহ্বানেই কংগ্রেস নেতা রাজাজী এবং লীগ নেতারা আশান্বিত হন। রাজাজী গবর্ণমেণ্টের নিকট নিত্য নূতন "স্কীম" ও "প্ল্যান" পেশ করিয়া ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন। সম্প্রতি দিল্লীতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট রাজাজী বলেন, বড়লাটের হাতেই চাবিকাঠি। বড়লাট অগ্রণী হইলেই ভারতের অচল অবস্থার অবসান হইতে পারে। রাজাজী এবং লীগ নেতারা সাম্রাজ্যবাদের মুখের দিকে তাকাইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট পাইতে চাহেন, জনগণের শক্তির উপর ভরসা রাখেন না।

আজাদ মুসলিম সম্মেলনের পথ নির্দ্দেশ

আমাদের অনেকই সাম্রাজ্যবাদের শেষ অবলম্বন, একমাত্র জনগণের ঐক্য সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনা করিতে পারে, রাজাজী আজও একথা পরিস্কার উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গত ৭ই অক্টোবর আজাদ মুসলিম সম্মেলনের পক্ষ হইতে মিঃ আল্লাবক্স যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বাধীনতার সত্যিকারের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ভারতে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে; প্রত্যেক সহর, প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক মহল্লায় জাতীয় দাবীর উপর গণ সমাবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আজাদ মুসলিম সম্মেলন কংগ্রেস-লীগ একতার ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার পথ দেখাইয়াছে। দেশরক্ষার আহ্বানে, ষ্টালিন গ্রাদের আহ্বানে আজ সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি গৌহাটী জিলা ছাত্র ফেডারেশন এবং জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকদ্বয় যুক্ত ভাবে মিঃ জিন্না ও রাজাজীকে ভারতীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সিন্ধু প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়াছে, ধ্বংসমূলক কার্য্যের নিন্দা করিয়াছে। জনগণের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্খা প্রবল বলিয়াই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির দিল্লী কমিটি ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তিতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে ইতিমধ্যেই ১০ হাজার নর নারীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

"ঐক্য সপ্তাহে" ষ্টালিনগ্রাদের প্রেরণা চাই!

ভারতে আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে ধাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে, এক্ষণে ঐক্য আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তামিলনাদ, মধ্যপ্রদেশ, কোচিন, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে ঐক্য আন্দোলনের কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক করিতেছে। বাংলার বিভিন্ন জেলায় আজও গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড চলিয়াছে, ঐক্য আন্দোলনের সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধ আরোপিত হইতেছে, কলিকাতায় জনসভা আহ্বানের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, ইহা আমলাতন্ত্রের বাঁচিবার শেষ চেষ্টা।

কিন্তু ষ্টালিনগ্রাদের প্রেরণা লইয়া দেশপ্রেমিকরা ঐক্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহারা ধ্বংসমূলক কাজ হইতে ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ফিরাইয়া আনিতেছে, ফলে পঞ্চমবাহিনী কোন ঠাসা হইতেছে; অপরদিকে, মজুর, চাষী ও জনসাধারণের মধ্যে দেশরক্ষার সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া আমলাতন্ত্রকে কোনঠাসা করিতেছে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি আগামী ১লা নভেম্বর হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দেশব্যাপী "ঐক্য সপ্তাহ" পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন। ভারতের প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকটি কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী ষ্টালিনগ্রাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশরক্ষার কাজে অগ্রনী হইবে; জাপানী দস্যুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আমলাতন্ত্রের হাত হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য, দেশনেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস-লীগ একতা এবং জাতীয় প্রতিরোধের হাতিয়ার জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিবে!

পার্টি অফিস উদ্বোধন

আমাদের পার্টির প্রভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে নানা স্থানে পার্টি অফিস উদ্বোধনের সংবাদ হইতেই বুঝা যায়। গত ১৩ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জিলার পার্টি অফিস খাগড়ায় কমরেড আব্দুল হালিম উদ্বোধন করিয়াছেন। বীরভুম জিলার রামপুর হাটের স্থানীয় কমিটি অফিস মল্লারপুর বাজারে খোলা হইয়াছে। পাণিহাটীতেও গত ১২ অক্টোবর স্থানীয় পার্টি অফিস উদ্বোধন করা হয়। প্রত্যেক স্থানেই বহু চাষী ও মজুর উপস্থিত ছিলেন।

নভেম্বর সংখ্যা

আগামী ৪ঠা নভেম্বরের "জনযুদ্ধ" অনেক ছবি ও প্রবন্ধ সহ বর্দ্ধিত কলেবরে বাহির হইবে। দাম বাড়িবে না। বেশী সংখ্যা নিতে হইলে এখনই অর্ডার দিন।

দিকে দিকে শ্রমিক জাগরণ

আজকাল প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি তো দূরে থাক, উপযুক্ত ভাতাও দেওয়া হইতেছে না। ছিঁটে ফোঁটা কিছু দিয়াই মালিকের দল শ্রমিককে খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শ্রমিক তাহা শুনিবে কেন? মজুররা জান দিয়া জাপানীদের রুখিবে, সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়াও কল চালু রাখিবে, তাই তাহাদের দাবী মিটাইতে হইবে। সেইজন্য মজুররা দিকে দিকে সংঘবদ্ধ হইয়া আন্দোলন চালাইতেছে।

চটকল শ্রমিক

কিছুদিন আগে **চক্কাশীর** শ্রমিকেরা সমবেতভাবে লরেন্স মিলের মালিককে ঘেরাও করে এবং জানায় যে অবিলম্বে মাসিক ১৫৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দিতে হইবে এবং সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত জিনিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলে পূর্ব্বে যেখানে মাত্র মাথা পিছু পাঁচ সের চাউল সরবরাহ করা হইতেছিল, সেখানে এখন মাথা পিছু ষোল সের চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। লরেন্স মিলের শ্রমিকেরা বাহাদুর; তাহারা দাবী আদায় করিতে জানে। এখন তাহারা মাগ্‌গী-ভাতা আদায়ের জন্য সমবেতভাবে দরখাস্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। তাহারা একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে, ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করিয়াছে। প্রেমচাঁদ মিলেও একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে। বিরাট সভা করিয়া এই অঞ্চলের শ্রমিকেরা আমলাতন্ত্রের দমননীতির প্রতিবাদ করিয়াছে, নেতৃবর্গের মুক্তি দাবী করিয়াছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আমলাতন্ত্রের উপর চাপ দিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের জন্য তাহারা প্রচার চালাইতেছে, বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীর গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা উঠাইয়া লইবার জন্য তাহারা গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী জানাইয়াছে।

মাণিকগঞ্জ ও **রাজগঞ্জের** শ্রমিকেরাও উপরোক্ত দাবী আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দু-মুসলীম ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতির দাবী জানাইয়াছে। উভয় স্থানেই তাহারা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার জন্য মেম্বর সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। এখানেও তাহারা গণ-দরখাস্ত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। রাজগঞ্জ মিলে ব্যাণ্ডেজ কাপড়ের দর কাটিয়া দেওয়ায় শ্রমিকেরা মিলিত ভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। **ঘুসুড়ি ও শিবপুরের** শ্রমিকেরাও পিছাইয়া নাই। তাহারাও তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। **বালীর** শ্রমিকেরা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বস্তি ও গেটে প্রচার করিয়া মেম্বর সংগ্রহ করিতেছে। এখানে ইউনিয়ন অফিস হইতে কেরোসিন সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিকের ভিতর উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের জন্য ইউনিয়ন কর্ম্মীরা প্রচার ও সংগঠন চালাইতেছে।

বজবজে ৭টী মিলে ৭টী মিল কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে ইউনিয়নের সংগ্রহ হইতেছে। ক্যালেডোনিয়ান মিলে খারাপ সূতার জন্য তাঁতিদের কাজ কম হইতেছিল। তাহাতে মজুরের মজুরি কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার প্রতিবাদে কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁতিরা ম্যানেজারকে ভাল সূতা দেওয়ার জন্য মিলিতভাবে চাপ দেয়। নিরুপায় হইয়া ম্যানেজার ভাল সূতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। চিভিয়ট মিলে ৩ জন তাঁতির কাজ কম হওয়ায় তাহাদের জবাব হইয়া যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে পুনরায় ঐ একই কারণে আরও দুই জনকে জবাব দিবার সাথে সাথে সমস্ত তাঁতিরা এক সাথে ম্যানেজারকে ঘেরাও করে এবং জবাবী লোককে পুনরায় কাজে বহাল করিবার দাবী জানায়। সঙ্ঘবদ্ধ দাবীর জোরে উক্ত জবাবী লোকেরা কাজ পাইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে চাপ দিয়াই তাহারা উক্ত এলাকার বিভিন্ন মিলে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। সঙ্ঘশক্তি যতই বাড়িবে শ্রমিকের দাবীও ততই আদায় হইবে।

মেটিয়াবুরুজ, বেলিয়াঘাটা, কাদাপাড়া, আলমবাজার, জগদ্দল, গৌরীপুর ও হাজিনগরের শ্রমিকেরাও নানাভাবে আন্দোলন করিতেছে। সর্ব্বত্র দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, নেতৃবর্গের মুক্তি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী জানানো হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য প্রচার ও সহি সংগ্রহ চলিতেছে। গৌরীপুরের শ্রমিকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে আগামী মাসের ভিতরেই তাহারা সমস্ত শ্রমিককে ইউনিয়নের সভ্য করিবে। শ্রমিকদের ভিতর একতার জন্য সত্যকার আগ্রহ দেখা দিয়াছে। জগদ্দলের জঙ্গী শ্রমিকেরা সংগঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

সম্প্রতি সমগ্র চটকলের শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃবর্গ একখানি আবেদন পত্র বিলি করিয়াছেন। তাহাতে শ্রমিকের ভিতর আরও আশা ও উদ্যম দেখা দিয়াছে।

সূতাকল—পাণিহাটির বাসন্তি মিলের শ্রমিকেরা শতকরা ৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি, পূজা ও ঈদের সময় এক মাসের বেতন বোনাস দিতে হইবে বলিয়া দাবী জানাইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড় কলের শ্রমিকেরা টাকায় আট আনা মাগ্‌গী ভাতা আদায় করিয়াছে। রামপুরিয়া কাপড় কলের শ্রমিকেরাও টাকায় ।৵০ ও ।⁄০ করিয়া মাগ্‌গী ভাতার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলে কতিপয় বাহাদুর শ্রমিককে ছাঁটাই করিবার প্রতিবাদে একটি ষ্ট্রাইক হইয়াছিল। তাহাতে লেবার কমিশনার তদন্তের ভার লওয়ায় ষ্ট্রাইক উঠাইয়া লওয়া হয়। এখন তদন্ত চলিতেছে।

রেলওয়ে শ্রমিক—রেলওয়ে শ্রমিকেরা সম্প্রতি ৮৸০ হইতে ১০৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত মাগ্‌গী ভাতা পাইয়াছে। কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। সেইজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, ঢাকা, রংপুর, খুলনা, কাঁচড়াপাড়া ও চীৎপুর শাখায় কর্ম্মীগণের এক মিলিত বৈঠকে ঠিক হইয়াছে যে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা বেতন পায় তাহাদের আপাততঃ শতকরা ১০০৲ টাকা এবং তদূর্দ্ধে যাহারা ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায় তাহাদের শতকরা ৫০৲ টাকা হারে মাগ্‌গী ভাতা দিতে হইবে। আসল বেতনও শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য দাবী লইয়া একটি ইস্তাহার বিলি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রেলওয়ের উপরেই আজ যুদ্ধ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ না করিলে চলিবে কেন?

এসেন্সিয়াল সার্ভিস—ইলেক্‌ট্রিক, গ্যাস, ট্রাম, করপোরেশন ও পোর্ট কমিশনার শ্রমিকদের দাবী লইয়া লেবার কমিশনারের সাথে আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। শ্রমিকের বহুতর দাবীর মধ্যে একটি হইতেছে মাথা পিছু ১২৷৷০ টাকা করিয়া মাগ্‌গী ভাতা দিতে হইবে। লেবার কমিশনার প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলোচনা করিয়াছেন। এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। শ্রমিকের এই ন্যায্য দাবী আদায় হইবেই। শ্রমিকেরা তাহারই জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

ট্রাম কর্ম্মচারী—বর্ত্তমান সংকটের মাঝে অনেক বিপদ মাথায় নিয়াও ট্রাম কর্ম্মচারীরা কাজ চালাইয়া যাইতেছে। অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের হাতে অনেক স্থানে তাহাদের জখম হইতে হইয়াছে। গত ৮ই তারিখেও হাওড়ায় একজন কনডাক্টার আহত হন। লেবার কমিশনারের অফিস হইতে যদিও জানান হয় যে আহত ব্যক্তির ছুটির দিনের মাহিনা কাটা যাইবে না কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ট্রাম কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে সঙ্ঘবদ্ধ দাবী জানাইতেছে। ট্রাম মজুররা আজ এক হইয়া দেশকে সংকটের হাত হইতে বাঁচাইবে তাহাদের দাবী পূরণ করা চাই।

লোহা কারখানা—কিছুদিন পূর্ব্বে **হাওড়ার** বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকেরা মাথা পিছু ১০৲ টাকা করিয়া মাগগী ভাতা আদায় করিয়াছে। হাওড়ার অন্যান্য লোহা কারখানার শ্রমিকেরাও তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মালিকের উপর চাপ দিতেছে। **মেটিয়াবুরুজে** আই, জি, এন কোম্পানীর ডক ইয়ার্ডে শ্রমিকদের একটি কারখানা কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল, বেরুক কমেন্স প্রভৃতি কারখানাতেও সংগঠন কার্য্য চলিতেছে। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সম্প্রতি একটি ষ্ট্রাইক হইয়াছিল। লেবার কমিশনারের হস্তক্ষেপে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত কারখানায় শ্রমিকেরা কেবল বেতন বৃদ্ধি বা মাগগী ভাতার জন্যই লড়িতেছে না। তাহারা সর্ব্বত্র জাতীয় ঐক্য গঠন করিয়া ফাসিষ্ট দস্যুর হাত হইতে মাতৃভূমিকে বাঁচাইয়া তাহাকে স্বাধীন করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। শ্রমিক-শ্রেণীই আজ জাতির আশা ভরসা। তাহারা নিজেদের সংগঠনের ভিতর দিয়া দেশকেও স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করিয়া তুলিবে। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার দায়িত্বও আজ শ্রমিক-শ্রেণী গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের জয় হইবেই।

তামার পয়সা চাই!

তামার পয়সার দারুণ অভাব। ট্রামে উঠিয়া তিন পয়সার টিকিটের জন্য এক আনি দিলে সাধারণতঃ এক পয়সা ফিরৎ পাওয়া যায় না। অবশ্য পয়সা দিব না বলা হয় না। বলা হয় ডিপো পর্য্যন্ত চলুন, ইহার মধ্যে পয়সা কাহারও কাছে পাইলে দিব। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পয়সা পাইবার আগেই যাত্রীর গন্তব্য স্থল আসিয়া যায়, পয়সা ফেলিয়া রাখিয়াই যাত্রীকে নামিয়া যাইতে হয়। কোম্পানীর নোটিশ টাঙ্গানো আছে—"কোম্পানী পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং যাত্রীরা ঠিক পুরা ভাড়াটাই খুচরাতে দিবেন।" কিন্তু মহা শক্তিশালী বিলাতী কোম্পানীই যেখানে পয়সা জোগাড় করিতে পারিতেছে না, সেখানে যাত্রী বেচারী কিরূপে পয়সা যোগাড় করিবে সে কথা ভাবা কেহ দরকার মনে করে না। ইহা লইয়া ট্রামে প্রায়ই বচসা হয়, মারামারিও হয়, কখনো কখনো থানা পুলিশ পর্য্যন্তও গড়ায়।

বাজারে, দোকানে সর্ব্বত্র এক পয়সার জিনিষ কেনা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, কারণ খুচরা এক পয়সা বড় কেহ দিতে পারে না এবং দোকানী তাই আরও এক পয়সার জিনিষ না কিনিলে জিনিষ দিতে পারে না। যেখানে টাকা বা রেজকি ভাঙ্গানোর ব্যাপার সেখানেও খুচরার মধ্যে পয়সা পাওনা হইলেই সে পয়সার কোন জিনিষ কিনিয়া লইতে হইবে, পয়সা দোকানী দিতে পারিবে না। কাজেই এইরূপ কোন জিনিষ কিনিতে গেলেই এক পয়সা বাজে খরচ করিতেই হইবে।

শহরে যাওবা কিছু তামার পয়সা আছে, গ্রামে তাহাও নাই। আধ পয়সার চলন তো উঠিয়াই গিয়াছে। অথচ গরীব লোকদের প্রত্যহ এক পয়সা বা আধ পয়সা করিয়া জিনিষ কিনিয়াই বাঁচিতে হয়—কারণ একসঙ্গে বেশী জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সেই গরীবের সওদা আজ দুর্ঘট হইয়াছে।

কেহ বলিতেছে সরকারের কাছে তামা নাই তাই পয়সা বন্ধ। কেহ বলিতেছে যে একটী পয়সায় যতটা তামা আছে তাহার দাম এক পয়সার বেশী, তাই লোভী পুঁজিদারেরা পয়সা জমাইয়া ও গলাইয়া তামা হিসাবে বেচিয়া লাভ মারিতেছে। নানা রকমের গুজবে বাজার ছাইয়া যাইতেছে, কিন্তু সত্য কারণ বোঝাও যায় না, পয়সা আধলা পাওয়াও যায় না।

দেশের মধ্যে একটা মন্ত্রীমণ্ডলী তথা সরকার আছে। তাহাদের হাঁক ডাক যথেষ্ট আছে। সৈন্য, পুলিশ, লাঠি, জেল, গুলি সবই আছে। কিন্তু লোকের পয়সা নাই, গরীবের সওদা নাই—সে বিষয়ে মন্ত্রী, সরকার সব চুপ! অথচ পয়সার চাইতে তামার দাম বাড়ার ফলে এই সংকট যদি ঘটিয়া থাকে তো প্রত্যক্ষভাবে সরকারই ইহার জন্য দায়ী এবং টাঁকশাল-নীতি বদলাইয়াই শুধু ইহার ব্যবস্থা সম্ভব। এবং অন্য কারণে ঘটিলেও তাহার অনুসন্ধান ও প্রতীকার করার দায়িত্বও সরকারেরই।

ইহাদের মুখ চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমরা জনসাধারণই মরিব। ইহাদের নাড়া দিতে হইবে—জনগণকে একত্র হইয়া জোর গলায় ইহার ব্যবস্থা দাবী করিতে হইবে। পয়সার অভাবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান ভুগিতেছেন—সকলে মিলিয়া সভা করুন, পাড়ার প্রধান প্রধান লোক লইয়া সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠান, ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া বাট্টা-লোভী মহাজনকে খুচরা দিতে বাধ্য করান। সকলে একতাবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইয়া ব্যবস্থার ভার নিন, সরকারেরও টনক নড়িতে বাধ্য হইবে।

দেশে জাতীয় সরকার নাই, ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা জাতির হাতে নাই, তাই আজ চারিদিকে এমন বিশৃঙ্খলা। সমস্যায় সমস্যায় দেশের অর্থনীতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অথচ কোন কার্য্যকরী সমাধান নাই। অতিলোভীদের বজ্জাতিতে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে, বহু জিনিষ বাজারে পাওয়া এখনও দুর্ঘট—কিন্তু এ দুরবস্থা চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। খাদ্য-সঙ্কট, বস্ত্র-সঙ্কট, যান-বাহন সঙ্কট, কেরোসিন-সঙ্কট—চারিদিকে সঙ্কট যেন কায়েম হইয়া বসিয়াছে। আমাদের নিজেদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম করিতে পারিলে এরূপ সঙ্কট আমরা একদিনও থাকিতে দিতাম কি?

পয়সা-সঙ্কট প্রভৃতি প্রত্যেকটী সঙ্কটের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যত এক হইয়া আন্দোলন করিব জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য আমাদের একতাও ততই বাড়িবে।

২৩নং ভিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪২; ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

সোভিয়েট আদর্শে দেশরক্ষায় অগ্রসর হও

আজ নভেম্বর বিপ্লবের পঁচিশ বার্ষিক তিথিতে সোভিয়েট রুশিয়ার বীর জনগণকে আমরা অভিনন্দিত করি; অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও অমানুষিক নির্য্যাতন তুচ্ছ করিয়া তাহারা ফাসিষ্ট আক্রমণে প্রচণ্ড বাধা দিতেছে। অপরাজেয় লালফৌজ নৌ ও বিমান-বহরকে আমরা অভিনন্দিত করি; স্বাধীনতার প্রতি যে নিষ্ঠা তাহারা দেখাইয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সাহস, শৌর্য্য ও বীরত্বের তাহারা পরিচয় দিয়াছে ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। আমাদের মহান নেতা ষ্টালিনকে আমরা অভিনন্দিত করি, সোভিয়েটের বিভিন্ন জাতিগুলিকে সুদৃঢ় ঐক্যে গাঁথিয়া এমন একটী দৃঢ় সংবদ্ধ জাতি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন যে জাতি আজ আপন দেশ, আপন ভিটা ও আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতেছে।

জাতিগত অত্যাচার ও সামাজিক নিপীড়ন শেষ করিবার ডাক দিয়াছে নভেম্বর বিপ্লব। নভেম্বর বিপ্লব নতুন যুগের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। শোষণ ও জুলুমের বন্ধন হইতে বিশ্ব-মুক্তির শেষ সংগ্রামের যুগ নভেম্বর বিপ্লবই বহন করিয়া আনিয়াছে।

স্বাধীনতার বিরাটতম বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্যে আজ নভেম্বর বিপ্লবের ২৫ বার্ষিকী আসিয়াছে। স্বাধীনতার এত বড় লড়াই পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনদিন হয় নাই। নভেম্বর বিপ্লবের সৈনিকেরা ২০ বছর ধরিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে সোশালিষ্ট জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, অভাব ও জুলুম শেষ করিয়া দিয়াছে। আজ আবার সোশ্যালিষ্ট মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহারা রাইফেল কাঁধে তুলিয়া নিয়াছে। আজ ১৯১৭ সালের মতই অসীম দৃঢ়তা ও মনোবল নিয়া তাহারা দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করিতেছে, দুর্ভাগ্যের হাত হইতে দুনিয়ার জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বাঁচাইতেছে।

১৫ মাস আগে মনে হইয়াছিল দুনিয়ার জনসাধারণ বুঝি সব জায়গায় হারিয়া গেল। ফাসিষ্টদের জয়ের পর জয় হইয়া চলিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, দুনিয়ার গণতন্ত্রের আদর্শ বুঝি শেষ হইল, দুনিয়ার উপর ফাসিষ্ট দাসত্বের পথ বুঝি খোলসা হইল।

দুনিয়ার সব দেশের উপর ফাসিষ্ট আক্রমণের ভয় ছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ড, ভারত ও চীন, সকল দেশ ও মহাদেশের উপরই ফাসিষ্ট আক্রমণের কালো ছায়া পড়িয়াছিল।

সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ছিল ভীষণ বিপন্ন। একমাত্র ফাসিজমকে হারাইয়া, চক্রশক্তিকে হারাইয়া মানুষ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত।

এমন দিনে কে পথ দেখাইল? দুনিয়ার জনগণের সামনে আলোর মশাল জ্বালিল কে? দুনিয়ার উপর ফাসিষ্ট প্রভুত্ব ও দাসত্বের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল কে? বীর লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ।

১৫ মাস ধরিয়া তাহারা হিটলারী ডাকাতদের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, মৃত্যু ও নিপীড়ন তাহারা তুচ্ছ করিয়াছে। অনেক গুণ বেশী শত্রু সৈন্যকে তাহারা সাফল্যের সাথে রুখিয়াছে, অজস্র গোলাগুলির সম্মুখীন হইয়াছে।

অদ্ভুত বীরত্ব তাহারা দেখাইয়াছে। লড়াইয়ের মাঝে এমন অসম সাহসের কাজ করিয়াছে যাহা ভাবিতেও পারা যায় না। যে সব সহর রক্ষা করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল, সেই সব সহরও তাহারা রক্ষা করিয়াছে। লোকে মনে করিত জার্ম্মানরা দুর্ভেদ্য, সে মোহ তাহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্রতিপদে মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া, অজস্র ট্যাঙ্ক ও কামানের গোলা তুচ্ছ করিয়া তাহারা নাৎসী বাহিনী হঠাইয়া দিয়াছে, তাহাদের ধ্বংস করিয়াছে। রাশিয়ার মাটিতে তাহারা জার্ম্মান ফৌজ ও নাৎসী আশা আকাঙ্খার কবর খুঁড়িয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট জনসাধারণ ও লালফৌজ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, যে-জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তাহাদের লোহার মত শক্ত মনোবল হাতিয়ার দিয়া ভাঙ্গা যায় না। তাহারা দেখাইয়াছে, স্বাধীন জনগণের অদম্য ও বজ্রকঠিন একতার সামনে কোন সাংঘাতিক হাতিয়ারও কাজে লাগে না।

নাৎসীদের উপর লালফৌজের প্রতিটি আঘাত দুনিয়ার মুক্তি ও স্বাধীনতার আঘাত। লেনিনগ্রাদ ও মস্কো, ওডেসা ও সেবাস্তোপাল রক্ষায় লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ না হইলে দুনিয়ার গতি আজ কি হইত? লাল ফৌজ ষ্টালিনগ্রাদে বীরত্বের সাথে নাৎসী বাহিনীকে রুখিতে না পারিলে চক্রশক্তির পরাধীনতা হইতে ভারত এতদিন বাঁচিত কিরূপে?

১৫ মাস ধরিয়া সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ বিপুল আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া দুনিয়ার অবস্থা জনগণের পক্ষে ঘুরাইয়া দিয়াছে। আজ আর চক্রশক্তি সোজা জয়লাভের দম্ভ করিতে পারে না। আজ আর বিশ্বজয়ের কল্পনা সে করিতে পারে না। দুনিয়ার জনসাধারণের আজ আর চক্রশক্তিকে ভয় করিবার কারণ নাই। ফাসিজম দুনিয়ার মানুষের গলায় শিকল পরাইতে চায়, তাহার দুরাশা আজ সোভিয়েট চূর্ণ করিতেছে। সমস্ত মানুষের শত্রু ফাসিজম, তাহার পরাজয় ও দুনিয়ার জনসাধারণের জয় আজ নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েট অজেয়; ফাসিষ্ট জুলুমের হাত হইতে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা সেই রক্ষা করিতেছে। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দেশের জনসাধারণকে সোভিয়েট ডাক দিয়াছে। চক্রশক্তির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে সবাইকে সোভিয়েট ডাক দিয়াছে। গোটা দুনিয়ার চক্রশক্তিকে ধ্বংস করিয়া গোটা দুনিয়ার স্বাধীনতা অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষকে সোভিয়েট ডাক দিয়াছে। সমস্ত প্রকৃত মানুষকে, সমস্ত দেশকে সোভিয়েট ডাক দিয়াছে—সোভিয়েটের সঙ্গে মিলিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের পরাজিত কর।

সোভিয়েটের এই ডাকে দুনিয়ার জনসাধারণ সাড়া দিয়াছে। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে তাহারা এক হইতেছে। লালফৌজের সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া নিপীড়িত ইউরোপের জনগণ, চীন ও আমেরিকার জনগণ চক্রশক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য আবার দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে। চক্রশক্তির পরাজয় হইলে আবার যেন দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া না নেয়, সমস্ত মানুষ যেন স্বাধীন হয়, সে বিষয় তাহারা আগের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সোভিয়েট আছে বলিয়া ও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়া তাহাদের জয়লাভে তাহারা সুনিশ্চিত।

অনেক গভর্ণমেণ্ট, শাসনকর্ত্তা, রাজনীতিক ও সামরিক নেতারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে টালবাহনা করিতেছেন, সোভিয়েটকে কার্য্যকরী সাহায্য

(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নভেম্বরের পথে

লেখক—সোমনাথ লাহিড়ী

নভেম্বর বিপ্লবে রুশিয়ার মজুরশ্রেণী গরীব চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া লড়িয়াছিল। নভেম্বর বিপ্লবে তাহারা মজুর ও চাষীর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কায়েম করিয়াছিল।

কিন্তু ফাসিষ্ট ডাকাতের দল যেদিন সোভিয়েট দেশের উপর আক্রমণ করিল সেদিন শুধু মজুর-চাষীই নয়, সোভিয়েট দেশের সমস্ত শ্রেণীর প্রত্যেকটী স্ত্রী-পুরুষ দেশরক্ষায় আগাইয়া আসিল।

লেখক সমিতির সম্পাদক ফ্যাডেভ ঘোষণা করিলেন: "আমরা লেখকরা জানি, এই চূড়ান্ত লড়াইয়ে আমাদের স্থান কোথায়। আমাদের কেহ বন্দুক লইয়া লড়িবে, কেহ লেখা দিয়া দেশকে মাতাইবে। দেশরক্ষার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিব।"

পোল্যাণ্ড তো সেদিন পর্য্যন্তও সোভিয়েটের বিরোধী ছিল। মাত্র বছরখানেক আগে তাহার খানিকটা লালফৌজের সাহায্যে ফাসিষ্ট জার্ম্মাণীর হাত হইতে বাঁচিয়া সোভিয়েটে যোগ দিয়াছিল। সেই পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখিকা ওয়ান্দা ওয়াসিলিউস্কা বলিলেন: "আমি এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিলাম। স্বদেশের প্রতি আঙ্গুল জমির জন্য লালফৌজ কি বীরত্বে লড়িতেছে তাহা আমি দেখিয়াছি। শুধু স্বাধীনতার জন্যই মানুষ এমন ভাবে লড়িতে পারে।"

জার আমলে সুদুর তাজিকিস্তানের বাসিন্দাদের লোকে জংলী বলিয়া ঠাট্টা করিত। সেখানকার লেখকরা প্রস্তাব করিলেন, "রৌদ্রোজ্জ্বল তাজিকিস্তানের লেখক আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত; কমিউনিষ্ট পার্টি ও গবর্ণমেণ্টের ডাক আসিবামাত্র আমরা বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইব।"

এমনি ধারা সমস্ত প্রদেশের সব লেখকদের মধ্যে। বিজ্ঞানের যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত তাঁহারা তাঁহাদের একাডেমিতে মিলিত হইয়া দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নিলেন; কি ভাবে তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও আবিষ্কার দিয়া যুদ্ধে জিতিবার নূতন নূতন জিনিষ বাহির করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিলেন; সোভিয়েটের সমস্ত প্রধান বৈজ্ঞানিকদের নামে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে আবেদন বাহির হইল: "ফাশিজম পৃথিবীকে অন্ধকার যুগে লইয়া যাইতে চায়; বহু যুগ ধরিয়া পৃথিবীর যে উৎকর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বন্ধ করিতে চায়; যে সব প্রগতিশীল লোক মানুষ জাতির ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, তাঁহাদের সকলের শক্তি এখন এই ফাসিজমের বিরুদ্ধে একত্র করা একান্ত প্রয়োজন।"

সমস্ত থিয়েটারে দেশপ্রেমের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। সমস্ত বিখ্যাত অভিনেতা ও বহু থিয়েটার কোম্পানী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া সৈন্যদের অভিনয় দেখাইবার জন্য দল বাঁধিলেন। সৈন্য-সংগ্রহের কেন্দ্রেও অভিনয় বাদ পড়িল না। শুধু মস্কো কেন্দ্রেই মাত্র সাতদিনে অভিনেতা-দল সাড়ে চারশো জলসার ব্যবস্থা করিলেন। সিনেমা-গুলিও যুদ্ধের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইল। তাঁহাদের প্রথম সিনেমার বিষয়ই হইল জনগণকে আত্মরক্ষা শিখানো, যেমন, "ফ্ল্যাট কি ভাবে ব্ল্যাক-আউট করিতে হয়" "আগুনে বোমা ও বিষ-বোমা কি ভাবে রুখিতে হয়" ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে ফাশিষ্ট বিরোধী ভাল ভাল ফিল্ম বাহির হইল। শিল্পী এবং গায়করাও কোমর বাঁধিলেন। নূতন নূতন ধরণের যুদ্ধের পোষ্টার বাহির হইল, নূতন নূতন যুদ্ধের গান রচিত হইল। মস্কোর কেন্দ্রীয় গায়ক ক্লাবের সংগঠনে সেই সব গান লোকের মুখে মুখে।

লেনিন

"সোভিয়েটের মিত্র হইয়া আমরা ধন্য"

নভেম্বর দিবসে সোভিয়েটের প্রতি আমেরিকান জনগণের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য

সোভিয়েট বিপ্লবের ২৫ বার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিকার "সোভিয়েট যুদ্ধ-সাহায্য কমিটি" মারফৎ আমেরিকার জনসাধারণ সোভিয়েটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এক অপূর্ব্ব বাণী পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন। উহাতে ১০ লক্ষ আমেরিকানের সহি থাকিবে এবং সকলের আগে সই করিবেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মিসেস রুজভেল্ট, হ্যারি হপকিন্স, ডোন্যাল্ড উইল্‌সন, লিঅন হেণ্ডারসন, বিশপ ম্যানিংস, সি, আই, ও শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি, এ, এফ, এল শ্রমিক সংঘের সভাপতি, ষ্টিফেন আর্লি, প্রফেসার আইনষ্টাইন এবং এরূপ আরও অনেক বিখ্যাত নাগরিক। এই বাণীতে সোভিয়েট বাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা হইয়াছে:

"এই অভিনন্দন বাণীতে সই করিতে পারিয়া আমরা নিজেরাই গৌরব অনুভব করিতেছি। তোমাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধেই আমরা অস্ত্র উৎপাদন করিবার সময় পাইতেছি—যাহাতে চূড়ান্ত সাফল্যের বিজয় অভিযানে আমরা উপযুক্ত সময়ে যোগ দিতে পারি। তোমাদের মিত্ররূপে গণ্য হওয়া আমাদের আমেরিকাবাসীদের কাছে গর্ব্বের বিষয়।"

'ধর্ম্মের উপর এবং পাদ্রীদের উপর সোভিয়েট অকথ্য অত্যাচার করে'—এই কুৎসা রটাইয়া বিদেশী ধনিকরা অনুন্নত মজুরদের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে উস্কাইত। এমন কি সোভিয়েট যখন হিটলারকে রুখিয়া ব্রিটেন ও মার্কিণের স্বাধীনতা বাঁচাইতেছে তখনও মার্কিণ ধনিকরা ধর্ম্মের উপর অত্যাচারের মড়া কান্না কাঁদিয়া ব্রিটিশ-মার্কিণ জনসাধারণকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর প্রধান পাদ্রী, সোভিয়েটের যাজক-সম্প্রদায় সকলেই দেশরক্ষার লড়াইয়ে সবার সঙ্গে যোগ দিবার সঙ্কল্প খোলাখুলি প্রকাশ করিলেন।

সোভিয়েট সমাজ ও তাহার গবর্ণমেণ্ট নভেম্বর বিপ্লবেরই ফল। সেই নভেম্বর বিপ্লবের লাভ ও গৌরবকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত সোভিয়েট জাতি, তাহার প্রত্যেক স্তরের প্রতিটী মানুষ আজ একতা-বদ্ধ। মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহারা লড়িতেছে। তাহাদের শক্তি দুর্জ্জয়। একাই তাহারা হিটলার তথা সমস্ত ইয়োরোপের ফাশিষ্ট বাহিনীর শক্তিকে রুখিতেছে।

ধনবাদী দুনিয়ারও তাক লাগিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ ধনিকদের মুখপত্র লণ্ডন "টাইম্‌স" যুদ্ধ বাধার কয়েকদিন পরেই (১৪ই জুলাই, ১৯৪১) বলিতে বাধ্য হইয়াছে: "পঁচিশ বছর আগে রুশ সৈন্যের যে সহ্যশক্তি ছিল আজও তাহাই আছে; কিন্তু আজ তাহার লড়াইয়ের দক্ষতা ও উদ্যোগ অনেক বেশী, অস্ত্রশস্ত্র অনেক বেশী, কিসের জন্য লড়িতেছে তাহার অনুভূতিও অনেক বেশী। সুতরাং পচিশ বছর আগে যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মান বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল সেই রুশিয়া হইতে বর্ত্তমান রুশিয়া পৃথক, বর্ত্তমান রুশিয়ায় শক্তি ও ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তার নূতন উপাদান দেখা যাইতেছে।"

এই নূতন উপাদান, শক্তি ও একতা কোথা হইতে আসিল?

নভেম্বর বিপ্লব মজুর শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আনিয়া দিয়া এই নূতন উপাদানের বীজ বুনিয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরিয়া প্রথমে লেনিন ও পরে ষ্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েটের মানুষ নভেম্বর বিপ্লবকে আরও পূর্ণ করিয়াছে।

"...রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে পাইয়া সোভিয়েট মজুর একটী নূতন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। সে মজুর শোষণ হইতে মুক্ত, সে ধনিক ব্যবস্থা লুপ্ত করিয়াছে, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সোশ্যালিষ্ট দখল কায়েম করিয়াছে। তাই, এ রকম মজুর ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই।"

চাষীদের পরিবর্ত্তনও কম না। "এখন রুশিয়ায় আর জমিদার, জোতদার, বণিক ও সুদখোর মহাজন নাই যে চাষীদের শুষিবে। বেশীর ভাগ চাষী গৃহস্থই যৌথ-কৃষিতে যোগ দিয়াছে—সেখানে কোন ব্যক্তি মালিক নয়; সকলের সমবেত শ্রমে সেখানকার সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্রের উপর সকলের সমবেত অধিকার। এ চাষী সমস্ত শোষণমুক্ত এক নূতন ধরণের চাষী; ইতিহাসে এমন চাষী আর কখনো দেখা যায় নাই।"

বুদ্ধিজীবি শ্রেণীও নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "তার বেশীর ভাগই আসিয়াছে মজুর ও চাষীদের মধ্য হইতে। পুরানো বুদ্ধিজীবিদের মত ধনবাদের আশ্রয় ভোগী ইহারা নয়, ইহারা সোশ্যালিজমের সেবক। সোশ্যালিষ্ট সমাজের সমান অধিকারী ইহারা, মজুর ও চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া নূতন সোশ্যালিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে। এ নূতন ধরণের বুদ্ধিজীবি, ইহারা জনগণের সেবক, ইহারা সমস্ত শোষণ মুক্ত। ইতিহাস এমন ধরণের বুদ্ধিজীবি কখনো দেখে নাই।"

রুশিয়ার পুরানো শ্রেণী বিভাগ লোপ পাইয়াছে; মজুর, চাষী ও বুদ্ধিজীবির মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহা দূর হইয়াছে। রাষ্ট্র ও মানসিক অবস্থা উভয় দিক হইতেই গোটা সমাজ একতাবদ্ধ হইয়াছে।

তাহার সুচনা দেখা গেল ১৯৩৭ সালে বুখারিন রাইকভ প্রভৃতির বিচারে। ইহারা এক কালে বিপ্লবী আন্দোলনের মান্য নেতা ছিল, কিন্তু পরে ক্ষমতার লোভে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিকাইয়া দিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করিতেছিল। একদা-বিখ্যাত নেতাদের ফাঁসির সাজা দেশের সকলে অনুমোদনই করিল, দেশের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যও উঠিল না, সামান্য ব্যাপারের মত পরদিনই ইহা ভুলিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত হইল।

তাহার আরও বিকাশ দেখা গেল ১৯৩৭ এর ডিসেম্বরে নূতন শাসনতন্ত্রের নির্ব্বাচনে। নূতন আইনে প্রত্যেক লোকের ভোটের সমান অধিকার; পাদ্রী, আগের দিনের সোভিয়েট-বিরোধী, আগের দিনের জোতদার সবারই ভোটের অধিকার। তবুও ভোটের ফলে দেখা গেল কমিউনিষ্ট পার্টি ও বাহিরের লোক মিলাইয়া যে নির্ব্বাচনপ্রার্থীর তালিকা পার্টি হইতে মনোনীত হইয়াছিল, তাহার পক্ষে শতকরা সাতানব্বই জন ভোটার ভোট দিল, অর্থাৎ দেশের সাড়ে পনের আনা লোক গবর্ণমেণ্টের জন্য একই ধরণের প্রার্থী চায়। এরূপ আর কোনো দেশে আছে কি?

তাহার পূর্ণ পরিণতি দেখা গেল দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞায় ষোল আনা একতায়। তাই হিটলারের ঘুষ বা ধমকে দেশে দেশে যেখানে চেম্বারলেন, পেঁত্যা কুইসলিং, ওয়াং-চিং-উই, উ-স, সুভাষ বোস প্রভৃতির মত বিভীষণ গজিয়া উঠে, সেখানে মাইলের পর মাইল সোভিয়েট দেশ দখল করিয়াও, জানোয়ারের মত অত্যাচার করিয়াও সোভিয়েট দেশে হিটলার একটীও বিভীষণ খুঁজিয়া পায় না। যেখানে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের জনগণ গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে অনবরত আন্দোলন করে,

(শেষাংশ ১১ পাতায় দেখুন)

দাঁড়াইয়া থাকিবে। ষ্টালিনের আবেদনের লক্ষ্য হইতেছে ব্রিটেন ও আমেরিকার জনগণ। এই আবেদন ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়াছে; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইহার ফলে যে আলোড়ন দেখা দিয়াছে, তাহা মিউনিকপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিটীশ রাজনীতিকেরা এক্ষেত্রে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন কিন্তু তাঁহাদের খবরের কাগজগুলি চীৎকার শুরু করিয়াছিল। তাহারা বলিল: ইউরোপে আর একটা রণাঙ্গণ খোলার জন্য কোন রকম বোঝাপড়া হয় নাই; সমর-নীতি কখনও রাজনীতির অধীন হইতে পারে না ইত্যাদি। গত ২৬শে মে তারিখে সোভিয়েট ও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিতভাবে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সকল লোক সামরিক ও অন্যান্য রকমের অজুহাত দেখাইয়া এই একান্ত জরুরী ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে, ষ্টালিনের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি তাহাদের মুখোস উন্মোচন করিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায়, এই জরুরী দাবীর পিছনে গণশক্তির সমর্থনের প্রবলতা ষ্টালিনের দাবীকে আরও অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছে।

উহা এই যে, আমরা এখন আঘাত করিলে সবচেয়ে কম সৈন্য ক্ষয় করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব। আমেরিকান শাসক মহলের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা যে ষ্টালিনের দাবী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন এবং ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা যে উহাতে খুবই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা খুবই সুস্পষ্ট। 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকা এই জন্যই আমেরিকাকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছে যে, "আমেরিকানদের হৃদয় যেন তাহাদের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার না করে" (৭ই অক্টোবর)। অন্য কথায় বলা যায় যে, 'টাইমস' আমেরিকানদের বলিতেছে যে, রুশিয়ানদের সাহায্য করার ব্যাপারে ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হইও না, তাহাদের দাবী সমর্থনের আগেঁ সামরিক অসুবিধাগুলির দিকে নজর দিও। কিন্তু ব্রিটিশের এই সমস্ত প্রচার কার্য্য আমেরিকায় বেশী প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই। সিনেটর ক্লড্ পেপার আমেরিকায় জনমতের গতি সম্পর্কে ৭ই অক্টোবর বলেন যে, জনসাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করার পক্ষে রহিয়াছে বলিয়াই দেখা যায়।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী

সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে সব ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াপন্থী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিরোধিতা করিতেছে, তাহারা আজ, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, শুধু তাহাদের স্বদেশবাসী আমেরিকানদের সহিত নয়, আমেরিকান শাসক সম্প্রদায় হইতেও আলাদা হইয়া পড়িতেছে। এই সকল প্রতিক্রিয়াশীলরাই নানারকম ওজর দেখাইয়া প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকার অধিকাংশ জনসাধারণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সহিত একযোগে সোভিয়েটের দাবীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কারণ, জনসাধারণ আজ ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিলে শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে হইবে না, সম্মিলিত জাতিসমূহও উহার দ্বারা উপকৃত হইবে। এই জন্যই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলায় বিলম্বের অজুহাত দেখাইয়া নৈরাশ্য বা নিষ্ক্রিয়তার নীতি সমর্থন করা উচিত নয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পিছনে যে শক্তি চাপ দিতেছে, তাহার বেগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, আর যাহারা উহার বিরুদ্ধে, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত জাতির জনশক্তিগুলি ইহা হইতে প্রেরণা লাভ করুক এবং শীত বাড়িবার আগেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য প্রাণপণ চাপ দিক।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকৃত ইউরোপের সর্ব্বত্র—ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও যুগোশ্লাভিয়ায় এককালে গণ-বিপ্লবের সাড়া পড়িয়া যাইবে, হিটলারী দস্যুদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার ইঙ্গিতও চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্নে ষ্টালিন

বর্ত্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রশ্ন সোভিয়েট সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে।

জার্ম্মাণ ফাসিষ্টদের প্রধান আঘাত নিজের ঘাড়ে নিয়া সোভিয়েট মিত্র-শক্তিকে যেরূপ সাহায্য করিতেছে, সে তুলনায় সোভিয়েটের প্রতি মিত্রশক্তির সাহায্য সামান্যই কার্য্যকরী হইয়াছে।

বিশ্বপ্রভুত্বের জন্য ফাসিষ্ট জার্ম্মানী বা যে কোন আক্রমণকারী শক্তির ক্ষমতার চেয়ে জার্ম্মাণ দস্যুদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা সোভিয়েটের বেশী না হইলেও কম নয়।

আমেরিকায় প্রতিক্রিয়া

আমেরিকায় ষ্টালিনের বিবৃতির ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহার বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার শাসক মহলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ষ্টালিনের বিবৃতি সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে সোভিয়েট রুশিয়ায় সফরের ফলে মিঃ উইল্‌কি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে "খোঁচানো" দরকার। এই মন্তব্যের খুব বেশী গুরুত্ব রহিয়াছে। ওয়াশিংটনে ফিরিয়া গিয়াও মিঃ উইলকি তাঁহার আগেকার বিবৃতিই সমর্থন করিয়া বলেন যে, ষ্টালিনের দাবীর সমর্থনে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার পিছনে সমস্ত দেশের সমর-বিশেষজ্ঞদের সমর্থন রহিয়াছে এবং প্রত্যেক সামরিক অভিমতই যে একেবারে অখণ্ডনীয়, তাহা নয় (৬ই অক্টোবর)। তিনি আরও বলেন যে, সম্মিলিত জাতিসমূহ যুদ্ধ জিতিতে যাইতেছে, কিন্তু কথা হইতেছে, কি মূল্য দিয়া তাহারা উহাতে জয়লাভ করিবে? তাঁহার কথার অর্থ খুব সুস্পষ্ট:

নভেম্বর বিপ্লব

(৭ পাতার শেষাংশ)

সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা কেরেনস্কি ২৪শে অক্টোবরেই প্রথম আক্রমণ সুরু করে। তবু বলশেভিকরা রেড গার্ড, শ্রমিক ও সৈন্যদের সহায়তায় সেই আক্রমণকে বিফল করে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এই ভাবে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিজ দেশের নিপীড়িত জনসাধারণের সহায়তায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ

কিন্তু রাশিয়ার পরাজিত জমিদার ও ধনীরা চুপ করে বসে থাকেনি। বিপ্লব-বিরোধী জার-সেনাপতি ও বিদেশী ধনিকদের সহায়তায় তারা শ্রমিক কৃষকের এই সদ্যজাত সোভিয়েটের উপর আক্রমণ চালায়। এক দিকে জার্ম্মাণী ও অপর দিকে সমগ্র মিত্রশক্তি রাশিয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই সময় বলশেভিকপার্টির নেতৃত্বে রুশ জনগণের একতাপ্রসূত লাল ফৌজ যেমন এই আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, তেমনি দেশে দেশে সর্ব্বহারা দল স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ দিয়ে স্বদেশী শাসকবর্গকে রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে বাধ্য করে। ওডেসাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে নৌবহর পাঠিয়েছিল সেখানে বিদ্রোহ হয়। ইংলণ্ডে শ্রমিকরা কাউনসিল অব অ্যাকসন তৈরী করে গবর্ণমেণ্টকে আতঙ্কিত করে তোলে এবং জার্ম্মাণীতে বিপ্লব ঘটে যায়।

এমনি ভাবে দেশে ও বিদেশে শ্রমিক শ্রেণীর একতার দ্বারা রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী জয়লাভ করে।

অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য্য

কিন্তু ২৫ বছর আগে ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড (লেনিন গ্রাড) ও মস্কো শহর থেকে মানব সমাজে ও রাষ্ট্রে এই যে বিপুল আবর্ত্ত সৃষ্টি হল তা' আজো শান্ত হয়নি। এই ক'বছর ধরে সমস্ত দুনিয়ায় এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এমন কোন প্রধান ঘটনা ঘটে নি যার সঙ্গে এই আবর্ত্তের সংযোগ নেই বা যা এই নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রত্যেকটী দেশের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ঘটনা নভেম্বর বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ঘটেছে—হয় এই বিপ্লবের অনুকূলে, নয় এর প্রতিকূলে ঘটেছে। বিশেষ করে আজ সমস্ত মানব সমাজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে মানব সভ্যতা ও স্বাধীনতার ভাগ্য নিরূপণ করতে যে প্রলয়ঙ্কর বিশ্ব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে তার এক শিবিরে রয়েছে বার্লিন অন্য শিবিরে মস্কো। নভেম্বর বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবে পরিণত হতে চলেছে।

নভেম্বর বিপ্লব কোন একটী দেশের বিপ্লব নয়—সমস্ত পৃথিবীর জনগণের বিপ্লব। এই বিপ্লব বিশেষ করে রাশিয়ায় এবং রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ঘটলেও এর ভিত্তি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রসারী ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের উপর। মানব সভ্যতার বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে এই রূপের বিপ্লব ঘটতে পারে এবং বিশ্ব মানবের প্রাণপাত সংগ্রামের দ্বারাই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে।

নভেম্বর বিপ্লব মানুষের সামাজিক ইতিহাসে পূর্ণচ্ছেদ। এই বিপ্লব এত বড় যুগান্তকারী যে মানুষের সমস্ত ইতিহাসকে বলা যেতে পারে, হয় এই বিপ্লবের আগের ঘটনা, না হয় পরের। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রাক্ সভ্যতার যুগ এবং ৭ই নভেম্বর থেকে প্রকৃত সভ্যতার যুগ আরম্ভ হয়েছে। প্রায় দশ হাজার বছর আগে সভ্যতা বিকাশের পথে সমাজে বর্গভেদ বা শ্রেণী বিভাগের যে শৃঙ্খল তৈরী হয়েছিল, অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক রক্তস্রোতের পারাবার পেরিয়ে এসে দশ হাজার বছর পরে তা থেকে মুক্তিলাভের এই প্রথম সূচনা হ'ল এবং মানব সমাজের কতকাংশ মুক্তি লাভ করল। এই দিন শোষিত সর্ব্বহারা শ্রেণীর হাতে সর্ব্বপ্রথম সামাজিক কর্ত্তৃত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা এনে দিল। জার-তন্ত্র ও ধনবাদ নিঃশেষ করে পৃথিবীর একষষ্ঠাংশে শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি রচনা হ'ল। কৃষকশ্রেণী যুগযুগের সনাতন অন্ধকূপ হতে উন্নত নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল—জার শাসনে বিতাড়িত শত শত জাতিকে এনে দিল জাতীয় মুক্তি—ককেশাসের উত্তর দিককার অর্দ্ধ বর্ব্বর ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলিকে দ্রুত বিকাশের মধ্য দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল আধুনিক সভ্যতার মাঝে। রাশিয়ার বাইরের সমস্ত দুনিয়ার স্থবির ধনতন্ত্র ও ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদকে আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়ে হতচেতন করে দিল। শিল্পোন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণী দাসত্ব থেকে মুক্তির বৈপ্লবিক পদ্ধতি ও শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ এখানে দেখতে পেল। অনুন্নত দেশ ও উপনিবেশের লোকেরা জাতীয় বিপ্লবের বার্ত্তা, জাতীয় মুক্তি লাভের কলাকৌশল জানতে পারল, নিজ নিজ সমাজের ভিতরে কোন শ্রেণী কি পরিমাণে উন্নতি ও জাতীয় মুক্তির সহায়ক এবং কোন শ্রেণী শত্রু তার শিক্ষাও এ বিপ্লব থেকে গ্রহণ করতে পারল। এ ছাড়াও নভেম্বর বিপ্লবের কল্যাণে এমনি একটা সাম্রাজ্যবাদ বিমুক্ত দেশ তারা পেল যা তাদের উৎপীড়ক সাম্রাজ্যবাদের প্রবলতম শত্রু ও তাদের প্রত্যেকের জাতীয় স্বাধীনতার পরম সহায়ক

মনোবলই বোমার জবাব

মনোবলের জন্ত দেশপ্রেম জাগাও

বোমার আতঙ্ক একেবারে মাথার উপর আসিল। এখন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ও আতঙ্কের বিরুদ্ধে লোকের মনোবল খুব তাড়াতাড়ি বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে তবেই রক্ষা। নহিলে একটা বোমা পড়িবামাত্র দলে দলে লোক পালাইবে, ব্যবসায়ী পালাইবে, সমস্ত শহর বিশৃঙ্খলায় ভরিয়া যাইবে, এক রকম অরাজকতাই আরম্ভ হইবে। প্রথম বোমার আতঙ্কের সময় শহরে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহার চেয়ে শতগুণ গণ্ডগোল বাড়িবে। অথচ এতদিনে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লোকের মনোবল বিশেষ বাড়ে নাই, বরং নির্বোধ সরকারের ব্যাপক দমননীতিতে অনেক লোক জাপানীর পক্ষপাতীই হইয়া উঠিতেছে।

লোকের দেশপ্রেমই তাহাদের মনোবলের একমাত্র উৎস। সময় খুব অল্প, বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে বিরাট প্রচার ও আন্দোলন করিতে হইবে, লোকের দেশপ্রেম জাগাইতে হইবে, জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার প্রতিজ্ঞায় অটল করিতে হইবে। ইহার সর্ব্বপ্রধান উপায় বড় বড় মিছিল, মিটিং প্রভৃতিতে হাজারে হাজারে লোক টানিয়া আনা, সকলের মিলিত উৎসাহে হতাশার ভাব কাটাইয়া দেওয়া, সকলকে একতাবদ্ধ করা।

ইহাতেও নির্বোধ পুলিশ বাধা। এমন কি আগামী ৭ই নভেম্বর রুশ বিপ্লবের বার্ষিকী সভার অনুমতিও নামঞ্জুর করিয়া পুলিশ কমিশনার লিখিয়াছেন, "নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী করিলে তাহাতে কতকগুলি লোক প্রধান লক্ষ্য ভুলিয়া যাইতে পারে; ঐ প্রধান লক্ষ্য হইল এক্সিসের অনিষ্টকর শক্তিগুলির উপর জয়লাভ করা।" নভেম্বর বিপ্লবই আজ সোভিয়েট জনগণকে এমন দুর্দম শক্তি আনিয়া দিয়াছে যাহাতে এক্সিস শক্তির সবটা অনিষ্টকে সোভিয়েট এক বছরেরও উপর একাই রুখিতেছে। এবং এই ক্ষুদে পুলিশ সাহেবের মনিবের মনিব চার্চিলের পর্য্যন্ত তাহাতে তাক লাগিয়া গিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাহা হইতে লড়িবার প্রেরণা পাইতেছে। সেই নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েটের বীর সংগ্রামের আলোচনায় লোকে এক্সিসের বিরুদ্ধে লড়িবার উৎসাহ পাইবে না তো কি এই কমিশনারের জেলের হুমকিতে উৎসাহ পাইবে? ফ্যাসিষ্টরাই চায় যে লোকে সোভিয়েটের ইতিহাস ও বীরত্বের কথা শুনিতে না পাক। এই পুলিশ কমিশনার ফ্যাশিষ্টদের মনস্কামনাই পূর্ণ করিতেছেন।

সভা-মিছিলের অধিকার আমাদের এখনই আদায় করিতেই হইবে—কারণ সভা-মিছিল করিয়া লোককে জাগাইতে না পারিলে সর্ব্বনাশ হইবে। পাড়ায় পাড়ায় সভা-মিছিলের অধিকার দাবী করিয়া প্রচার করুন, বৈঠক করুন, প্রত্যেক পাড়ায় প্রভাবশালী লোক লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী, কমিশনার ও গবর্ণমেণ্টের বড় কর্ত্তাদের কাছে ডেপুটেশন পাঠান, গণ-দরখাস্ত তুলিয়া গভর্ণরের কাছে পাঠান—সারা সহরময় প্রচণ্ড আওয়াজ তুলুন,

সভা-মিছিলের অধিকার চাই!

সম্পাদকীয়

জাপানী বোমার জবাব দাও

আমাদের দেশের উপর জাপানী ফ্যাসিষ্টদের হামলা স্বরু হইয়াছে তাহাকে রুখিবে কে?

দেশের সমস্ত জোয়ান মরদ এক হইয়া আমরাই তাহাকে রুখিব।

দেশের ভাই বোনেরা!

জাপানী ডাকাতরা এবার আমাদের দেশের উপর বার বার হাওয়াই হামলা আরম্ভ করিয়াছে। ২৫শে অক্টোবর চট্টগ্রাম, ডিব্রুগড় এবং আসামের আরও কয়েকটি এলাকায় তাহারা বোমা ফেলিয়াছে। ২৬শে তারিখে তাহারা আবার উত্তর আসামে বোমা ফেলিয়াছে। মাত্র একদিন রেহাই দিয়া ২৮শে অক্টোবর ফ্যাসিষ্ট ডাকাতরা আবার আমাদের দেশে বোমা ফেলিয়াছে। এরূপ হয়তো এখন চলিতেই থাকিবে।

সাধারণতঃ সৈন্য পাঠাইয়া কোন দেশ আক্রমণ করিবার ঠিক আগে শত্রুপক্ষ বার বার সে দেশের উপর বোমার হামলা চালায়, সে দেশের সামরিক ব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার ও সে দেশের লোককে আতঙ্কিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। জাপানীর পক্ষ হইতে আমাদের দেশের উপর বারে বারে এই হাওয়াই হামলার অর্থ খুবই সম্ভব ইহাই যে,

জাপানী ফ্যাশিষ্টরা শীঘ্রই বাংলা এবং আসাম আক্রমণ করিবে

হাওয়াই হামলা তাহারই তোড়জোড়।

জাপানী আক্রমণকে আমাদের দেশে আগাইয়া আনিল কে? আগাইয়া আনিল বিদেশী আমলাতন্ত্র।

তাহারা এদেশের মানুষকে গোলামই রাখিতে চায়, এদেশের স্বাধীনতার আগ্রহকে দমনই করিতে চায়। যখন আমাদের দেশের নেতারা ঘোষণা করিলেন যে জাপানীকে রুখিবার জন্য আমরা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই এবং তাহার জন্য ব্রিটিশের সঙ্গে মিটমাটের শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব—তখন বিদেশী আমলাতন্ত্র মিটমাটের বদলে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিল, উত্তেজিত জনতার উপর লাঠি, গুলি ও পাইকারী জরিমানা চালাইল, দেশের মধ্যে পুলিশরাজ কায়েম করিল। তাহার ফলে দেশময় অরাজকতা ও ধ্বংস কার্য্য চলিতেছে, দেশভক্তেরা রাগে ও দুঃখে পাগল হইয়া জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার যাহা কিছু বন্দোবস্ত আছে (যেমন অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা, সৈন্য চলাচল ও খবরাখবরের জন্য রেল, ডাক, তার ইত্যাদি) তাহাই ধ্বংস করিতেছে। জাপানীরা দেখিতেছে এই অবস্থায় আক্রমণ করিলে তাহাদের জিতিবার পক্ষে পরম সুযোগ, তাই তাহাদের আক্রমণ আগাইয়া আসিতেছে।

দেশের বিরুদ্ধে এই অপরাধকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই আমলাতন্ত্র কয়েক মাস ধরিয়া চীৎকার করিয়া এদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র লোককে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, জাপান এদেশ আক্রমণ করিবে না! আজ তাহাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ হইল। দেশের লোককে একে তো দমননীতি দ্বারা তাহারা ক্ষেপাইতেছে, তাহার উপর এই মিথ্যা স্তোকবাক্য তাহাদের অপরাধ আরও বাড়াইল।

জাপানীর আক্রমণকে আমাদের দেশে আগাইয়া আনিল কে? আগাইয়া আনিল জাপানী দালাল পঞ্চমবাহিনী।

আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে দেশভক্ত যখন পাগল হইয়া উঠিতেছে অমনি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি জাপানী গুপ্তচরের দলেরা দেশভক্ত সাজিয়া তাহাদের আরও ক্ষেপাইতেছে। লাইন উড়াইবার, তার কাটিবার যন্ত্র তাহাদের হাতে গুজিয়া দিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিস ফিস করিয়া কানে বিষ ঢালিয়া দিতেছে—"ব্রিটিশের যুদ্ধ ব্যবস্থা ধ্বংস কর, জাপানী তো আমাদের বন্ধু, তাহারা ব্রিটিশকে হারাইয়া আমাদের স্বাধীন করিয়া দিবে—ইত্যাদি!"

একদিকে আমলাতন্ত্রের চাপ, অন্যদিকে পঞ্চম বাহিনীর চাপ; দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া আমরা কি দেশকে জাপানীর হাতে বিকাইয়া দিব?

না। আমাদের দেশকে আমরাই বাঁচাইব।

পঞ্চাশ বছর আমরা ঐক্যের হাতিয়ার লইয়া লড়িয়াছি। আজ এক পরাধীনতা থাকিতে থাকিতেই যখন আর এক জাপানী পরাধীনতার বোমা পড়িতে আরম্ভ করিল—তখন আরও সুদৃঢ় একতাই শুধু আমাদের বাঁচাইতে পারে।

আক্রমণ আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক মিনিটও অবসর নাই। আমাদের কংগ্রেস নেতাদের এখনি ছাড়াইতে হইবে, দেশভক্তদের অন্ধ ধ্বংসকার্য্য এখনি থামাইতে হইবে, কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িয়া এখনি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতে হইবে।

দিকে দিকে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে ঐক্য প্রচারক দল বাহির হইতেছে। যেমন করিয়া হোক তাহারা সমস্ত দেশকে নিশ্চয়ই এক করিবে। ব্রিটিশ ও জাপানী দাসত্ব হইতে বাঁচিবার জন্য

আপনিও ঐক্য-প্রচার দলে যোগ দিন।

বোমা হইতে দেশকে বাঁচানো

প্রত্যেক দেশভক্তের দায়িত্ব

জাপানী ফ্যাসিষ্টরা নিয়মিতভাবে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জায়গায় বোমা ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন যে কোনদিন কলিকাতায় জাপানী বোমার নিষ্ঠুর হামলা স্বরু হইতে পারে, হয়তো **কালই** কলিকাতায় বোমা পড়িতে পারে। অথচ বোমার বিরুদ্ধে কলিকাতার লোকদের আত্মরক্ষা করিবার শিক্ষা নাই বলিলেই হয়, ব্যবস্থাও যেমন-তেমন। সেদিন পুলিশ কমিশনার এক হুকুম প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন এলার্ম বাজিলে জনসাধারণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপই করে না, নিরাপদ আশ্রয়ে যাইবার কোন চেষ্টাই করে না, অথচ শত্রু বিমান সত্য সত্য দেখা গেলে তবেই এলার্ম বাজানো হয়। এবং পুলিশের মূর্খ স্বভাব মত উদ্ধত ভাবে তিনি শাসাইয়াছেন যে ভবিষ্যতে লোকে আশ্রয়ে না গেলে তাহাদের সাজা দেওয়া হইবে!

সরকার ও পুলিশ নিজেদের জয়ঢাক পিটাইতে ও দমননীতি চালাইতেই ব্যস্ত। তাহাদের প্রচারও সাধারণতঃ জনসাধারণের বিরক্তি ও বিদ্বেষই জাগায়। এই পুলিশ প্রভৃতির ভরসায় না থাকিয়া প্রত্যেক দেশভক্তকে প্রাণপণে এ, আর, পি প্রচারে অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ এ, আর, পি না শিখিলে ও তাহার সরঞ্জাম তৈরী না থাকিলে বোমায় সমস্ত সহর ছারখার হইবে। আর দেশভক্তেরা অগ্রসর হইয়া লোককে বুঝাইলে লোকও আগ্রহের সঙ্গে তাঁহাদের কথা শুনিবে ও মানিবে, কারণ তাঁহাদের উপর লোকের বিশ্বাস আছে। দেশভক্ত যদি তথাকথিত "সংগ্রামের" পক্ষপাতীও হন তবুও এ কর্ত্তব্য তাঁহাকেই করিতে হইবে। কারণ জাপানী বোমা তাঁহার দেশবাসীর মাথায়ই পড়িবে, তাহাদিগকে বাঁচানোর দায়িত্ব যে কোন দেশভক্তেরই। দেশবাসীকে বোমার মুখে ফেলিয়া বা বোমার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা না শিখাইয়া "সংগ্রাম" করিতে যাওয়া শুধু দায়িত্ব এড়ানোরই পথ।

বর্ত্তমানে কলিকাতার মত শহরে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ এ, আর, পি কর্ম্মী থাকিলে তবেই আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। অথচ বর্ত্তমানে যত কর্ম্মী আছে তাহার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অন্যান্য আয়োজনও উন্নত করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক কমিউনিষ্ট ও প্রকৃত দেশভক্তকে এখনই এ, আর, পি শিক্ষা লইতে হইবে। কমিউনিষ্টরা আত্মরক্ষা প্রচার করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক দেশভক্ত উহাতে যোগ দিন। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়াই লোককে বাঁচাইতে ও শিখাইতে অগ্রসর হইতে হইবে। জনমতকে জাগাইতে পারিলে আরও ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আদায় করা যাইবে।

এ, আর, পিতে যোগ দিন
প্রচার ও সংগঠন করুন
দেশবাসী এক হইলে এ, আর, পি কর্ত্তৃত্ব আদায় করিতে পারিবে

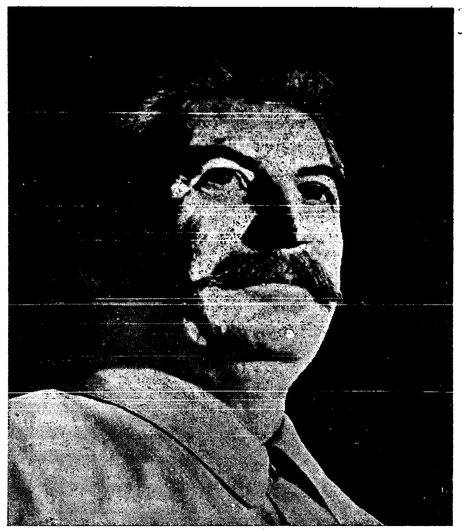

নভেম্বর বিপ্লব

নভেম্বর বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে তিনটী বিপ্লব। অতি অল্প সময়ে উপর্য্যুপরি তিনটী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া মানব সভ্যতা বিকাশের দুইটী বিস্তৃত যুগ পার হয়ে যায়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের বিফলতা, ১৯১৭ সালের মার্চ্চ বিপ্লবের অর্দ্ধ সাফল্য এবং নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ণ সাফল্য আকস্মিক সৌভাগ্য লাভ নয়।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যেই নভেম্বর বিপ্লব ঘটে। এই যুদ্ধ একদিকে রাশিয়ার শাসক শ্রেণীকে যেমন দুর্ব্বল ও জর্জ্জর করে দেয়, তেমনি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে দ্বিধা বিভক্ত করে। ফলে বিপ্লবের সময় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট দুর্ব্বল থাকায় বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করলেও সে হস্তক্ষেপ কার্য্যকরী হয় নি। অপর পক্ষে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী পর পর কয়েকটী বিপ্লব সাধন ক'রে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করে ও বণিকশ্রেণী অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী হয়, কৃষকশ্রেণীর সহায়তা ও নেতৃত্ব লাভ করতে সমর্থ হয় এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লব-বিরোধী শ্রেণীগুলিকে কোনঠাসা করে ফেলে। বিপ্লবের সন্ধিক্ষণ নির্ব্বাচনে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব যে অসামান্য উদ্যোগ ও বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তার ফলেই এত স্বল্প লোকক্ষয়ে এই বিরাট বিপ্লব দ্রুত সাফল্যে পরিণত হয়।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জার স্বেচ্ছাতন্ত্র রাশিয়ার জনগণকে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করেছিল। নানা জাতিকে চূড়ান্ত পরাধীনতায় বেঁধে রেখেছিল, এমন কি তাদের জাতীয় ভাষা পর্য্যন্ত প্রচার করতে দেয় নি। ভূদাস প্রথা লোপ পেলেও জমিদারী প্রথার অত্যাচার কৃষকদিগকে জমি থেকে উৎখাত করছিল। অথচ কলকারখানা যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়েনি—কারখানায়, রেলে ও খনিতে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিকের বেশী লাগানো সম্ভব হয়নি এবং তাদের ১৪।১৫ ঘণ্টা করে খাটিয়ে নেওয়া হ'ত। এমনি শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অসন্তোষের উপর দাঁড়িয়ে জার সাম্রাজ্যবাদ দেশের বিপ্লবী শক্তিকে বিপথে চালিত করার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে উদীয়মান জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ১৯০৪—৫ সালে যুদ্ধ বাধায় এবং বার বার জাপানের হাতে পরাজিত হতে থাকে। এই সুযোগে ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সাধারণ ধর্ম্মঘট দেখা দেয় তাই শেষে ডিসেম্বরে সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। জার বিপদ দেখে জাপানীর সঙ্গে সন্ধি করে। অপর দিকে বিপ্লবভীতু উদারনৈতিক ধনিক সম্প্রদায় জারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং কৃষকরা দৃঢ়চিত্ততার অভাব দেখায়। এ ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা জারকে সাহায্য করতে থাকে। ফরাসীদেশের ব্যাঙ্কের মালিকরা প্রচুর অর্থ সাহায্য করে এবং জার্ম্মাণীর কাইজার

ষ্টালিন

বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করবে বলে রুশ সীমান্তে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে। ফলে বিপ্লবের পরাজয় ঘটে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে: শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে অনৈক্য,(মেনশেভিক ও বলশেবিক দলের পরস্পর বিরোধী পন্থা গ্রহণ) বলশেভিকরা সশস্ত্র বিপ্লব সমর্থন করেছিল, মেনশেভিকরা বাধা দিয়েছিল। জারতন্ত্র খতম না হলে যে জমিদারী প্রথা ধ্বংস করা যায় না কৃষকরা একথা তখনও বুঝতে পারেনি, জারের প্রতি তাদের মোহ ছিল। ফলে কৃষকেরা অধিক সংখ্যায় যোগ না দেওয়াতে সৈন্যেরাও বেশী যোগ দেয়নি। কারণ সৈন্যেরা তো অধিকাংশ কৃষকের ছেলে। যে সকল উদারনৈতিক বুর্জোয়া জারের সঙ্গে আপোষ করতে চায়, কৃষকেরা তাদের দিকেই বেশী ঝুঁকেছিল।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও জারতন্ত্র

এর পরে ১৯১৪র সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে জার মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিল। কারণ জার মিত্রশক্তিবর্গের কেনা গোলাম ছিল। রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ব্যবসায় মিত্রশক্তির (ফরাসী, ইংলণ্ড ও বেলজিয়ামের) অধীনে ছিল। ধাতু কারখানার শতকরা ৭২ ভাগ ফরাসীর হাতে, কয়লার অধিকাংশ ও ৫০ ভাগ তেলের ব্যবসা বৃটিশ ও ফরাসীর হাতে ছিল। বৃটিশ ও ফরাসীর কাছ থেকে প্রচুর ঋণ নিয়ে জারের রাশিয়া ওদের অর্দ্ধ-উপনিবেশে পরিণত হয়। অপর দিকে—রুশ ধনীরা লাভের আশায় এবং বিপ্লবকে দমন করার পথ মনে করে যুদ্ধ সমর্থন করে। কাডেটরা (নিয়ম তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক-দল—উদার নৈতিক বুর্জ্জোয়া দল) মুখে মুখে যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও জারের বৈদেশিক নীতি সমর্থন করে। এবং "এসার" (সোশালিষ্ট রেভলিউশনারীদল) ও মেনশেভিক দল দেশরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে জারকে সমর্থন করতে থাকে। জারতন্ত্র ভাবে যে সে খুব শক্তিশালী হয়েছে।

আসলে জারের রাশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই ছিল না। সেকেলে কারখানার দরুণ তার শিল্প বাণিজ্য অনুন্নত ছিল—দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিল—দাসত্ব ও কৃষক-শোষনের ভিত্তির উপর এবং সামন্ত রাজা ও জমিদারই ছিল জারের প্রধান অবলম্বন। অথচ এদেরকে সকলেই চরম শত্রু বলে মনে করত। তার উপর জারের সৈন্যদল বারবার পরাজিত হতে লাগলো—জারের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়লো। বলশেভিক পার্টির অশ্রান্ত প্রচার ও যুদ্ধবিরোধী কার্য্যের ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা ঘনিয়ে এ'ল। ভয় পেয়ে জার জার্ম্মানীর সঙ্গে পৃথক ভাবে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলো—। ফলে বিদেশী ধনিকদের সাহায্যে রুশ ধনিকেরা জারকে হটিয়ে অথচ বিপ্লবকে ঠেকিয়ে "প্রাসাদ বিদ্রোহ" দ্বারা সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনগণ সে কৌশল ব্যর্থ করে দেয়—এবং ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংগ্রাম করে জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে। একেই ইতিহাসে ফেব্রুয়ারী (মার্চ্চ) বিপ্লব বলা হয়। কিন্তু এই বিপ্লবে ক্ষমতা এ'ল শেষ পর্য্যন্ত ধনিক, জমিদার শ্রেণীর হাতে, এসার ও মেনশেভিকদের সহায়তায়। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে জনগণ যে শান্তি, জমি ও রুটীর দাবী তুলেছিল—এরা সে দাবী পূরণ করেনি। উদারনৈতিক বুর্জ্জোয়াদের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর যে মোহ ছিল তা এইবার কাটে এবং তারা ক্রমে বলশেভিক নীতি গ্রহণ করতে থাকে।

লেনিন ও পার্টি-কনফারেন্স

বলশেভিক পার্টির নেতা লেনিন এত দিন বিদেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন—এই সময় (৩রা এপ্রিল) তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জ্জোয়াদের লেজুড়ে বেঁধে রাখার জন্য মেনশেভিকরা এই সময় ধ্বনি তুলেছিল: রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযুক্ত হয়নি, এদেশে কেবল বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র হতে পারে—এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও তার পার্টির উচিত অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে (বুর্জ্জোয়ার ও জমিদারদের গবর্ণমেণ্ট)—"আয়ত্বে" রাখা। লেনিন ফিরে আসার পর যে পার্টি কনফারেন্স হয়, —তাতে শ্লোগান ছিল, বুর্জ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে, জমিজমা ও কলকারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে, সমস্ত ব্যাঙ্ককে একটি ব্যাঙ্কে পরিণত করে সোভিয়েটের অধীনে আনতে হবে এবং সমাজের যাবতীয় উৎপাদন ও বিতরণের উপর সোভিয়েটের কর্ত্তৃত্ব কায়েম করতে হবে। আইনসভামূলক সাধারণতন্ত্র থেকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের সোভিয়েটমূলক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা চলবে না—সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে দিতে হবে।

এই শ্লোগানগুলির ফলে বিশ্বাসঘাতক আপোষপন্থীদের মুখোস খোলা হয়—এবং শ্রমিক, সৈন্যদল ও কৃষকেরা বলশেভিক পার্টির পতাকা তলে সমবেত হয়। ফলে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই বলশেভিকপন্থী: হয়ে পড়ে। ১০ই অক্টোবর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই

(শেষাংশ ৫ পাতায় দেখুন)

লেখক—বঙ্কিম মুখার্জী

PAGES MISSING #3-4.

নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েট নারী

বিংশ শতাব্দীর সভ্য পৃথিবীতে যদি কোথাও কোন দেশে মেয়েরা আজ পরিপূর্ণ মানুষের মর্য্যাদা নিয়ে, চিন্তায়, কাজে ও জীবনযাত্রায় একান্ত সহজ মানবতার অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে তো সে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াতেই। বহু শিক্ষিত সভ্য সমাজেও অন্তঃপুরীকাগণের অর্থহীন অসহায় চোখের দৃষ্টি এবং অক্ষম উপায়হীন নির্ভরশীলতা—এই সভ্যতার জয়ঢাক বাজায় না—তাকে উপহাসই করে থাকে। প্রতি মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি ও বিকাশের কথা নিখুঁৎ করে যিনি প্রথম চিন্তা করেছিলেন সমাজ সভ্যতাকে যাঁচাই করতে গিয়ে তিনি কষ্টিপাথর বাছাই করলেন সমাজের নারীদেরই। সভ্যতার প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি বা গোজামিল এইখানটাতেই থাকে বেমালুম চাপা দেওয়া। কিন্তু কার্ল মার্কসের সূক্ষ্মদৃষ্টিকে এ ফাঁকি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই তাঁর নির্দ্দেশ হোল—'সভ্যতার কোন স্তরে আছ জানতে যদি চাও তো খোঁজ কর মেয়েরা তোমাদের কোন পর্য্যায়ে পড়ে আছে'।

এতবড় ফরাসী বিদ্রোহ যে ফ্রান্সকে ওলট পালট করে দিল—সভ্যতার নিত্য নূতন নমুনা যেখানে সেদিনও লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে সেই পৃথিবীবিখ্যাত সভ্য ফরাসীদেশে মেয়েরা ভোট দেবার অধিকারটাই পায়নি। আশ্চর্য্য বটে! ইংলণ্ড, আমেরিকার সভ্যতার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু কাগজে পত্তরে উপায় ঘোষণা থাকলেও উপায়হীন নির্ভরশীলতা নারীদের দেহ মন ও অবস্থা থেকে আজো সেখানে লোপ পায়নি। আর ফ্যাসিষ্ট সভ্যতা তো এসব আপদ বালাই চুকিয়ে দিয়েছে এক কথাতেই। নাৎসী সর্দ্দারের কড়া শাসনে মেয়েরা ঠাঁই পেয়েছে রান্না ঘরে আর প্রসূতি গৃহে। সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয় দেশগুলিরই যখন এই অবস্থা, তখন ছোট খাট পরাধীন দেশ ও উপনিবেশ গুলোর কাছে নারীর মর্য্যাদা কত আর আশা করা যায়।

পৃথিবীব্যাপী লোভীর বঞ্চনার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষকে যদি কেউ মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে থাকে তো সে একমাত্র সোভিয়েট দিয়েছে। অসহায় অক্ষম নারীকে পরিপূর্ণ পরিণতি দিয়ে কি করে পূর্ণাঙ্গ সভ্যসমাজ গড়ে তুলতে হয় যদি কেউ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে থাকে তো তাও দিচ্ছে ঐ সোভিয়েট সমাজই। "রাঁধুনি মেয়েকেও রাষ্ট্র চালানো শিখতে হবে।"—একথা বলতে পেরেছেন লেনিন আর প্রমাণ করে দিয়েছে সোভিয়েট সমাজ। বুর্জ্জোয়া সভ্যতার মাথায় এ বুদ্ধি আসবার কথা নয়। তাই কমিউনিজম মানুষকে যা দিয়েছে, আর দিতে পারে, সে শুধু গরীবের মেয়েরই কাম্য নয়, ধনীগৃহিনীরও সমানেই কাম্য—উভয়েরই একই শৃঙ্খল থেকে একই মুক্তির রাস্তা।

সোভিয়েট দেশ এ মুক্তির ব্যবস্থা যাদুমন্ত্র দিয়ে করেনি—করেছে বিপ্লবের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। এ বিপ্লবও একদিনের চমকপ্রদ ঘটনা নয়। কঠিন গঠন ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে এই বিপ্লবকেই সম্ভব করে তুলতে হয়েছে। তারই ফলে মুক্তিকামী শৃঙ্খলিত শ্রেণীগুলি একই উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থার ভিতর দিয়ে পরস্পরে মিলিত হয়েছে। বিপ্লবের পূর্ব্বাহ্নে রুশিয়ার নারীরাও এই অভিযানে এসে যুক্ত হয়ে একে সফল করে তুলেছিলেন—তার কারণ তারা জানতেন এ বিপ্লব তাদেরও মুক্তির রাস্তা খুলে দিয়েছে। আজ তারা মুক্ত কিন্তু এ মুক্তির মূল্য বাবদ অনেক নারীকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। বিপ্লবের কোন রাজপথ তো নেই। সে রক্তাক্ত পথে বহু নারীর রক্ত মিশিয়ে দিয়ে তবেই তো তাকে সফল করতে হয়েছে। কম্যুনিজম্ সকল শোষিত শ্রেণীর ও সকল জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি স্বীকার করে। আর নভেম্বর বিপ্লব সেই মুক্তি পথের সমস্ত অন্তরায়গুলোকে নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ করে তবে রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। তাই এ বিপ্লব শৃঙ্খলিত মানবের স্মরণীয় ঘটনা।

বিপ্লব থেকে সোভিয়েট নারী জন্ম নিয়েছে, কিন্তু নারীরা তাকে সফল করে তুলবার পথে যে মূল্য দিয়েছে—তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন লেনিন নিজেই। লেনিন একথা জোর করেই বলেছিলেন—"পেট্রোগ্রাডে, মস্কোতে এবং দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক মেয়েরা বিপ্লবের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এদের বাদ দিয়ে আমরা বিপ্লবে জয়ী হতে পারতাম না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ তো নয়ই, এই আমার ধারণা। কি অসীম সাহসের সঙ্গে এরা দাঁড়িয়েছিল, আর আজও দাঁড়িয়ে আছে। কি নিদারুণ কষ্টই না এরা সহ্য করে গেছে, ধারণা করাও তো কঠিন। কিন্তু কেন তারা এ করেছিল? তারা মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়, কমিউনিজম্‌কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সোভিয়েটকে জীবন্ত করে তুলতে চায়, এই না তাদের সাহস ও সহিষ্ণুতার গোড়ার কারণ? আমাদের মজুর মেয়েরা শ্রেণী সংগ্রামে বীর সৈনিক, এতে আর সন্দেহ নেই। সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাবার তারা যোগ্য।"

কিন্তু বাইরের শৃঙ্খল কেটে গেলেই মনের শিকল ছিঁড়ে যায় না—এখানেই কঠিন সমস্যা। নারীর মুক্তি আনতে শুধু যে বিপ্লবী রুশ নারীরা বিপ্লবের দিনেই প্রাণ দিয়েছেন তা নয়। বিপ্লবের পরেও মুক্তিকে কার্য্যকরী করে তুলতে এদের মরণের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে সর্ব্বদা। মেয়েদের টেনে তুলতে মেয়েরাই যে অভূতপূর্ব্ব সংগ্রাম সেখানে করেছেন—সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচ্য দেশগুলিতে নারীদের মধ্যে জাগরণ নিয়ে আসতে তারা যে ভাবে আত্মাহুতি দিয়েছেন—সেও কম বিপ্লব নয়। মেয়েদের

লেখিকা—মণিকুন্তলা সেন

একাজ মেয়েদেরই এগিয়ে এসে করতে হবে একথা পাই ক্লারা জেটকিনের মুখে—নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন নারীরাই নেবে এ কাজের ভার। তখনি তারা পারবে স্বাধীন ভূমিতে মুক্ত মানুষের পাশে এসে মুক্ত নারী হয়ে দাঁড়াবার বিপুল আনন্দ উপভোগ করতে।

কিন্তু সমাজ গঠনের ধারাটাই পুরোপুরি না বদলে দিলে এও সম্ভব নয়—তাও পাই লেনিনের কথাতেই, "আমাদের কোটী কোটী নারীদের বাদ দিয়ে শ্রমিক রাষ্ট্রের কথা, কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা করবার কথা আমরা তো উপলব্ধি করতে পারবো না। সমান সহযোগী হবার রাস্তা কি করে তাদের সামনে খুলে দেওয়া যায়—তাই নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, উপায় খুঁজতে হবে এবং অনেক চেষ্টাই করতে হবে"।

পৃথিবীতে নারীরা এই যে সর্ব্বপ্রথম সমাজগঠনে অবিচ্ছেদ্য কার্য্যকরী ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে পারলো একথা উপলব্ধি করে ক্লারা জেটকিনই বললেন—পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট ইউনিয়নেই এই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত জনসাধারণ এবং সরকার একযোগে নারী সমস্যার সমাধান করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন এবং রীতিমত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

সোভিয়েট মেয়েরা আজ সর্ব্বক্ষেত্রে সমান ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারী বিভাগে শতকরা ৫০ জন করে রয়েছে মেয়ে, সুপ্রীম সোভিয়েট পরিচালনায় দেখা যায় মেয়ে, কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন মেয়ে; ফি বছরে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমানে 'ষ্টেথানভ' প্রাইজ পায়, লেনিন ক্রস্ পায়। বিচার বিভাগে বিচারকের আসনে মেয়ে বসে আছে। এ হিসাব সম্ভব হয়েছে—শুধু বিপ্লব দিয়ে নয়। মার্কস-লেনিনের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যাতে তাঁরা সমাজকে যাচাই করতে চেয়েছিলেন নারীর মুক্তির মানদণ্ডে, চেয়েছিলেন—রাধুনীকেও রাষ্ট্র পরিচালকের ভূমিকায় নিয়ে আসতে। স্বপ্ন সফল করেছেন লেনিন। লেনিনের পরিসমাপ্তি দিয়েছেন ষ্টালিন—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে। কম্যুনিষ্ট নারী জাগরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন—রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেটকিন, লা পাসিওনারিয়ার মতো

বিপ্লবী নেত্রী এবং অসংখ্য বিপ্লবী মেয়েরা। এই পঁচিশ বছরের সাধনার ফল নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই আজ আবার জীবনমৃত্যুর সংগ্রামেও দেখছি সোভিয়েট নারীরা কামান ছোড়ে, ট্যাংক চালায়, বিমান উড়ায়, লাল ফৌজ তৈরী করে, গরিলাবাহিনীর নেতৃত্ব করে। যতটুকু জোর দিয়ে সেখানে একদিন নারীরা মুক্তিলাভ করেছিল—আজ তার একশো গুণ জোর দিয়ে নারীরা তাদের সে মুক্তিকে আগলে রাখছে। নভেম্বর বিপ্লব—তাদের যা দিয়েছিল, তাকে তারা হারাতে পারে না। চরম অসম্মানের জীবন থেকে উঠে এসে যারা পরম সম্মানের ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পেরেছে—সে শক্ত ভূমি ছাড়লে তাদের সব দিক থেকে মৃত্যু এ তারা জানে বলেই এমন দুর্জ্জয় সাহসে তারা লড়তে পারছে। যে নাৎসী সর্দ্দার গোয়েবল্‌স্ এর মুখ থেকে নির্লজ্জ পশুর উক্তি বেরিয়ে আসে 'মেয়েরা ক্লান্ত সৈনিকের আরাম বিলাসের পাত্রী'; তার সেনাবাহিনীর হাতে সোভিয়েট মেয়েরা আত্মসমর্পন করেনা, করতে পারেনা।

নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ীবীর নারীরা আজ শুধু নিজেদের স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে না। সোভিয়েটের মাটিতে তারা লড়ছে বিশ্বের পরাধীন নারীর মুক্তির লড়াই। ফাসিষ্ট দস্যুদের তারা ধ্বংস করে বিশ্বের নারীত্বকে বাঁচাচ্ছে পৈশাচিক মৃত্যুর হাত থেকে। সোভিয়েট নারী রণক্ষেত্রে তার বীরত্ব, তার শৌর্য্য দিয়ে, আপন বুকের রক্ত দিয়ে জাগিয়ে তুলছে বিশ্বের শোষিত নারীকে। এমনি করেই নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে সোভিয়েট নারী বিশ্বের নারীকে স্বাধীনতার এক মঞ্চে সমবেত করছে। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনে আজকের নভেম্বর দিবসে সোভিয়েট নারীর এই আহ্বান।

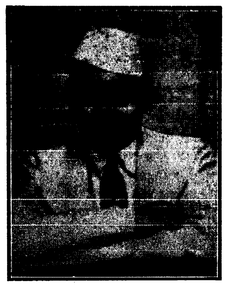

আমরা ভারতের নারীরা আজ নভেম্বর দিবসে শুধু সোভিয়েট নারীর বীরত্বগাথা স্মরণ করেই আমাদের কাজ শেষ করব না। আমাদের দেশের বুকের ওপর ফাসিষ্ট শয়তানদের মারণ বোমা পড়েছে। আসাম আর বাংলায় আগুন জ্বলেছে। আজ আমাদের দেশ, আমাদের নারীত্ব ফাসিষ্ট পশুদের বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যাবার মুখে। দেশের এমন মহাসংকটের দিনে সোভিয়েট নারীদের আদর্শ সামনে রেখে আমরাও ফাসিষ্টদের রুখব, দেশ স্বাধীন করব, যুগ যুগান্তের নারী দাসত্বের শিকল ভাঙ্গব—এই হবে আমাদের নভেম্বর দিনের প্রতিজ্ঞা।

ম্যানেজারের নোটীশ

১। **ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের** জানান হইতেছে যে, যাঁহারা প্রথম সংখ্যা হইতে "জনযুদ্ধ" নিতেছেন বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহাদের চাঁদা ফুরাইয়া গেল। আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহারা যেন পুনরায় ষাণ্মাষিক চাঁদা ১৷৵০ পাঠাইয়া দেন।

২। খুচরা বই, জনযুদ্ধ প্রভৃতি কিনিবার জন্য যাঁহারা আমাদের আফিসে ডাক টিকিট পাঠাইয়া থাকেন তাঁহাদের জানান হইতেছে যে ভবিষ্যতে মুল্যবাবদ ডাক টিকিট গ্রহণ করা হইবে না, টাকা-পয়সা পাঠাইতে হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ান জিন্দাবাদ

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ লড়াইয়ের দেড় বছর

ফ্যাসিষ্টদের বিষদাঁত ভোঁতা হচ্ছে

আজ প্রায় দেড় বৎসর ধরে হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণকে সোভিয়েট ঠেকিয়ে রেখেছে। সমগ্র ইয়োরোপ এখন হিটলারের তাঁবেদারী করছে; রসদ দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, লোকবল দিয়ে তাকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছে। সোভিয়েটের লাল ফৌজ এখনও একাই লড়ছে, সিংহবিক্রমে লড়ে চলেছে, অমানুষিক বীরত্ব দেখিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করছে।

হিটলারের বিষদাঁত এখনও চূর্ণ হয় নি। ফ্যাসিষ্টরা এতকাল লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছে; হার হলে তাদের সব মতলব বুদ্‌বুদের মত ফেঁসে যাবে বলে শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হয়ে লড়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু ফ্যাসিষ্টদের বিষদাঁত এখনও না ভাঙ্‌লেও ভোঁতা যে হয়ে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লড়াই যখন শুরু হয়, তখন হিটলার জাঁক করেছিল যে ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েটের দফা রফা হবে। গত বৎসর জুন থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত অবশ্য হিংস্র শত্রুর ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সোভিয়েটের খুবই লোকসান হয়েছিল। কিন্তু লালফৌজের বাহাদুরীতে হিটলারীদের লোকসান হয়েছিল অনেক বেশী। লালফৌজকে ভেঙ্গে দেওয়ার আশা হিটলারের কাছে আকাশকুসুম হয়ে রইল। চট্‌পট্ মস্কো দখল করে লড়াই শেষ করার মতলব মাঠে মারা গেল। মস্কো দখল করবো বলে ফ্যাসিষ্টরা যে বাগাড়ম্বর করেছিল সে দর্প চূর্ণ হল; লোলুপ নয়নে মস্কোর ছবি দেখেই হিটলারকে তুষ্ট থাকতে হল।

গত বৎসর অক্টোবর মাসের গোড়ায় হিটলার তার ক্লান্ত অনুচরদের আশ্বাস দেবার জন্য বলেছিল যে লড়াই প্রায় শেষ হয়েছে, সোভিয়েট শীঘ্রই হার মেনে নেবে। গোয়েবেল্‌স প্রভৃতি পরিষদের দল তো বহুদিন থেকে বার বার এই জাঁক করছিল। কিন্তু তাদের বেমালুম এ সব কথা হজম করে ফেল্‌তে হল, সরাসরি সুর বদ্‌লাতে হল। সব দেশের লোক বুঝ্‌ল, এমন কি জার্ম্মাণরাও বুঝ্‌তে আরম্ভ করল যে হিটলার জাঁকের কথা সোরগোল করে বলে সবাইকে ধাপ্পা দিতে ওস্তাদ, কিন্তু তার কথার দাম কিছুই নেই।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গত বৎসর সোভিয়েটের পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল। বড় বড় সেনানায়ককে বরখাস্ত করে হিটলার নিজের হাতে লড়াই চালাবার ভার নিল। রাইখেনাউ, হফমান্, ভিল্‌বের্গ, উডেট্‌স, টড্‌ট্ প্রভৃতির আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ খুবই সন্দেহজনক ভাবে আসতে লাগ্‌ল। জার্ম্মাণরা শুধু যে হটে আসতে বাধ্য হচ্ছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের কাছে ঘা খেয়ে যে তাদের বেজায় শক্তিক্ষয় হচ্ছিল, এ সংবাদ আর চাপা গেল না।

হিটলারী নির্ঘণ্ট ভেস্তে গেছে

এই বৎসরের মে মাস থেকে লড়াইয়ের তৃতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়েছে। ফ্যাসিষ্টরা যে হঠাৎ নাজেহাল হয়ে পড়বে, এ আশা অন্তত সোভিয়েট নেতারা কখনও করেন নি। ১৯৪২ সালে জার্ম্মাণ সেনা যে ১৯৪১-এর তুলনায় দুর্ব্বল, তা খুবই ঠিক; লালফৌজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে এক বৎসরের মধ্যে তাদের এক কোটী লোক হতাহত হয়েছিল, তার মধ্যে ৩৫ লক্ষ মারা গেছ্‌ল। সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি কালিনিন কিন্তু স্পষ্টই বলেছিলেন যে এত ক্ষতি সত্ত্বেও কোন কোন অঞ্চলে ফ্যাসিষ্টরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করবে, এগিয়েও আস্‌বে।

লেনিনগ্রাদ, মস্কো অঞ্চলে লালফৌজের সিংহবিক্রমের কাছে হিটলারকে হার মান্‌তে হয়েছিল। এবার হিটলার দক্ষিণে চাপ দিল, প্রাণপণ শক্তিতে আক্রমণ করল। ক্রাইমিয়ার বন্দর সেবাস্তোপোল আট মাসেরও বেশী অবরোধ সহ্য করে যে দৃঢ়তা দেখাল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। খারকভে টিমোশেঙ্কোর আক্রমণের ফলে হিটলার কিছুদিন পিছনে হট্‌তে বাধ্য হয়; কিন্তু তারপর ২৮শে জুন থেকে নূতন যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে আনিয়ে জোর লড়াই শুরু করে, ভরোনেশ্ পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়, দুমাস লড়াই চালিয়ে ডন্ আর ডনেৎস্ নদীর অঞ্চল দখল করে। আরও দক্ষিণে হিটলার রষ্টভ্ পুনরধিকার করে, নভরসিস্ক বন্দর দখল করে, গ্রজ্‌নির তেলের খনির লোভে মজ্‌ডক্ পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়, ককেশস্ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে যায়। ম্যাপ দেখলে মনে হয় যে হিটলার অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে; আর সত্যই সোভিয়েট দেশের বিপদ বড় কম নয়, এখনও সে বিপদ কাটে নি। কিন্তু সোভিয়েট যে অজেয়, তার একটা বড় প্রমাণ এই যে সময়ের যে নির্ঘণ্ট অনুসারে হিটলার সোভিয়েট ধ্বংসের মতলব করেছিল, সে নির্ঘণ্ট ভেস্তে গেছে। প্রায় তিন মাস হতে চল্‌ল ষ্টালিনগ্রাদ, নভরসিস্ক্ আর মজ্‌ডক্ অঞ্চলে হিটলার আট্‌কে গেছে; "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় আর বেশী দিন থাকা তার পক্ষে সত্যই মারাত্মক হবে।

হিটলার যদি ভল্‌গা নদী পার হতে পারে, ক্যাস্পিয়ান সাগরের কূল যদি সে দখল করে, ককেশস্ লঙ্ঘন করে বাকুর তেল যদি সে হাত করতে পারে, তো শুধু সোভিয়েটের সমূহ বিপদ নয়, সমস্ত দুনিয়ার পক্ষে তখন আস্‌বে অতি ঘোর দুর্দ্দিন। এইখানে সোভিয়েটের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ককেশস্ পার হয়ে এলে হিটলারের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের মুস্‌লিম দেশগুলি অবলীলাক্রমে জয় করে ভারতবর্ষে হানা দেওয়া ছেলেখেলার মতই সহজ হবে। তাই সত্যই আজ সোভিয়েট একা আমাদের সকলের বিপদ এড়াবার জন্য লড়াই করছে।

লেখক: হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধে

এক বছরের হিসাব নিকাশ

	জার্ম্মাণীর ক্ষতি	সোভিয়েটের ক্ষতি
হতাহত ও নিখোঁজ সৈন্য	১ কোটি	৪৫ লাখ
কামান	৩০,৫০০	২২ হাজার
ট্যাঙ্ক	২৪ হাজার	১৫ হাজার
উড়োজাহাজ	২২ হাজার	৯ হাজার

ষ্টালিনের সহর শত্রুর হাতে যেতে দেব না

কিন্তু সোভিয়েটের মতন এমন লড়াই কেউ কখনও দেখেনি, ইতিহাস এর তুলনা দেখাতে পারে না। ষ্টালিন একবার বলেছিলেন যে কম্যুনিষ্টরা হচ্ছে আলাদা ধরণের মানুষ; কথাটা যে খুবই খাঁটি তা প্রমাণ করছে ষ্টালিনগ্রাদ, কম্যুনিষ্টরা কেমন করে লড়ে তার একটা জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের দিচ্ছে। নৃশংস নাৎসি শত্রুরাও তাদের বাহবা না দিয়ে পারছে না। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে জার্ম্মাণীর একজন সামরিক মুখপাত্র বলেছিল যে দুনিয়ার আর কেউ এমন নিপুণ, এমন অটল ভাবে লড়তে জানে না, সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনুরাগ অসাধারণ, সোভিয়েট নেতাদের প্রভাব অপরিসীম। তাই দু মাস ধরে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ষ্টালিনগ্রাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

চব্বিশ বৎসর আগে ষ্টালিনগ্রাদের নাম ছিল জারিৎসিন্। তখন দেশদ্রোহী পুঁজিদারের দল বিদেশী গভর্ণমেণ্টগুলির সাহায্য নিয়ে মজুর কিষাণের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে লেগেছে। তখন জারিৎসিন্‌কে অসম্ভব অবস্থা থেকে যারা বাঁচিয়েছিল, তাদের নাম হচ্ছে ষ্টালিন, ভরোশিলভ, বুদিয়েনি, টিমোশেঙ্কো। জারিৎসিন্ রক্ষার গৌরবময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখন হচ্ছে। আজকের যোদ্ধারা বল্‌ছে, "ষ্টালিনের শহর আমরা কিছুতেই শত্রুর হাতে যেতে দেব না।"

যদি অমঙ্গলই ঘটে, যদি ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলেও বাকু পৌঁছানো হিটলারের পক্ষে স্বপ্নই থেকে যাবে। আর দক্ষিণ ককেশস অঞ্চল থেকে ভল্‌গা নদী দিয়ে মধ্য ও উত্তর রাশিয়ায় সরবরাহ পাঠানোর অসুবিধা হলেও ক্যাস্পিয়ান্ বন্দর চাপাইয়েভ মারফৎ মালপত্র পাঠানো চল্‌বে। আর ইতিমধ্যে শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের মোড় ফিরবে। অসুবিধা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

লালফৌজ এ পর্য্যন্ত পিছু হটেছে একটা বিশেষ মতলব নিয়ে। শত্রু সংখ্যায় ও উপকরণে শ্রেষ্ঠ না হলে লালফৌজ কখনও হটেনি। লালফৌজকে ঘিরে ফেলার চেষ্টায় হিটলার বার বার ব্যর্থ হয়েছে। লালফৌজের রণনীতি হচ্ছে শত্রুকে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের সময় না দেওয়া, শত্রুর ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা, নিজেদের যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করা, আর যখন শত্রু বারবার আঘাত খেয়ে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও শ্রান্ত, শিথিল, মুহ্যমান্ হয়ে পড়বে তখন তাকে চরম ঘা দিয়ে একেবারে পর্য্যুদস্ত করা। তাই ষ্টালিনগ্রাদে, ককেশাস্ অঞ্চলে শত্রুকে আটকে রেখে তার অপরিসীম ক্ষতি ঘটানো হচ্ছে; ভরোনেশ, রিজেভ, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে। জার্ম্মাণীর ক্ষমতা ক্রমেই যে কম্‌ছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ না করলে হিটলারেরই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। শীতকাল প্রায় এসে পড়ল, আর রুষদেশের শীত হিটলারের কাছে একটা বিকট আতঙ্ক। এখনও হিটলারের যে শক্তি আছে, তা মোটেই অবহেলা করার মত নয়; কিন্তু যুদ্ধজয়ের আশা ক্রমেই তার চোখে একটা মরীচিকা হয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলো

সামরিক দিক থেকে দেখলে হিটলারের হার যে সুনিশ্চিত তা বোঝা যায়। রাজনীতির দিক থেকেও বোঝা যাবে যে হিটলার যে জিতের ভরসা করছে, তা একটা আলেয়া মাত্র।

ফ্যাসিষ্টরা অভ্যাস মত মাঝে মাঝে এখনও জয়ঢাক বাজায় বটে, কিন্তু তার আওয়াজ ক্রমেই ফাঁকা হয়ে আসছে। তাদের মনে যে ভয় ঢুকেছে, তা খুবই ঠিক।

হিটলার জানে যে সোভিয়েটের শত্রু নানা দেশে; মিত্র দেশেও তার শত্রুর অভাব নেই। তাই হিটলারের মতলব ছিল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সবাইকে এককাট্টা করতে। কিন্তু গণশক্তি যে কত এগিয়েছে, তা হিটলার জানত না। তাই তাকে বারবার হার মান্‌তে হয়েছে।

সোভিয়েটকে আক্রমণ করার কিছু আগে বিলাতের পুঁজিদারদের মন ভুলানোর জন্য হেস্‌কে পাঠানো হয়েছিল; তার কোন ফল পাওয়া যায়নি। ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল লড়াই শুরু হবার দিনই পরিষ্কার বললেন যে তাঁর সরকার সোভিয়েটকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। গত বৎসর জুলাই মাসে ইংরেজ আর সোভিয়েটে সামরিক চুক্তি হল। আমেরিকার সঙ্গেও সোভিয়েটের বন্ধুতা দৃঢ় হতে লাগল।

শীতকালে বিপদে পড়ে হিটলার বার বার ব্রিটেন আর আমেরিকার কাছে

(শেষাংশ ১৮০ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

WRONG PAGINATION.

এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই
উহাই জনযুদ্ধ জয়ের পথ

ডাঃ জি, অধিকারী

লেখক

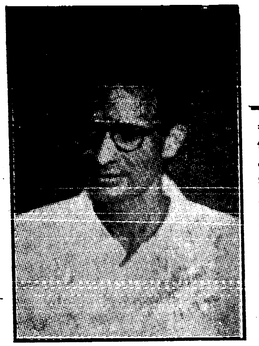

"এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল", "স্বাধীনতার ভিত্তিতে ভারতীয় অচলাবস্থার সমাধান কর"—তুনিয়ার জনসাধারণের সম্মুখে এই তুইটি প্রশ্নই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ আজ এক বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন। ভল্গা নদীর তীরে, ষ্টালিনগ্রাদে, মুক্তি ফৌজের অগ্রদূতেরা অতুলনীয় বীরত্বের সহিত হিটলারী বাহিনীর তুর্দ্দমনীয় বন্যাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। সমগ্র জগতের দৃষ্টি এখন ষ্টালিনগ্রাদের উপর নিবদ্ধ। শুধু স্বাধীনতা প্রিয় বিশ্বজনের দৃষ্টি নয়, জার্ম্মানী ও জাপানের লুব্ধ সাম্রাজ্যবাদীদেরও দৃষ্টি এখন ষ্টালিনগ্রাদের উপরে। তার কারণ, ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের ফলাফল যদি জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদের অনুকূলে যায়, তাহা হইলে সমস্ত জগতে এক ভয়ানক বিপদ দেখা দিবে। উহার ফলে, হিটলারী বাহিনীর একাংশ ছাড়া পাইয়া মধ্য প্রাচ্যে ঢুকিয়া পড়িবে এবং ভারতবর্ষকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। হিটলারী সৈন্যদলের আর একভাগ তখন গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধেও নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। যাহাতে সে একসঙ্গে সাইবেরিয়া ও ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, জাপান আজ সেই রকম সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে এইরকম বিপদ নিহিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আর একটা খুব বড় রকমের সুযোগও রহিয়াছে। ষ্টালিনের বীর সৈন্যদল হিটলারী বাহিনীকে কেবল ঠেকাইয়া রাখে নাই, তাহাদের উপর মারাত্মক আঘাতও হানিয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ভারতের জনগণকে তাহারা যথেষ্ট সময় দিতেছে। এখন কথা এই যে, আমাদের এই সময়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে, অবিলম্বে যাহাতে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, জাতীয় ঐক্য বিধান এবং ভারতরক্ষার জন্য সাময়িকভাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা এখানকার অচলাবস্থার সমাধান করিতে হইবে। ইহা হইলে তুনিয়ার হালচাল ঘুরিয়া যাইবে এবং অবস্থা সুনিশ্চিতভাবে হিটলার ও তোজোর বিপক্ষে যাইবে, এই মুক্তি যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের আয়ত্তে আসিয়া পড়িবে। ইহাই হইতেছে এই তুইটী সমস্যার গুরুত্ব ও জরুরী প্রয়োজনীয়তার মূল বিশেষত্ব।

নৈরাশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী

ভারতের স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী পূরণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ক্রমাগত অস্বীকৃতিকে ভারতের স্বদেশপ্রেমিকেরা যেরূপ অসহায়তার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতেছে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খোলাকেও তাহারা ঠিক সেইরূপ চোখেই দেখিতেছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খোলার নীতিকে জাতীয় স্বদেশপ্রেমিকরা নিজেদের দেশরক্ষার পথে ক্ষতিকর ধ্বংসমূলক উন্মাদ অভিযানের সমর্থনেযুক্তি হিসাবে দেখাইতেছে। "ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে, এমনকি, ষ্টালিনও এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছায় আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এই গবর্ণমেণ্টের সুবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া ইহাদের পঙ্গু করিয়া ফেলা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কি উপায় থাকিতে পারে?"—আজ 'সংগ্রাম-উন্মাদ" ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক আজ সাধারণতঃ এই কথাই বলিতেছে।

ভিত্তিহীন ধারণা

এইরূপ ভাবভঙ্গীর জন্ম হয় হতাশা ও পরাজিতের মনোবৃত্তির মধ্য হইতে। ইহা হতাশা, কারণ ইহার ফলে যে কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলা হইতেছে, তাহা আমাদের জাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের তাহাতে ক্ষতি হইবে না। ইহা পরাজিতের মনোবৃত্তি, কারণ যে দাসত্বপূর্ণ নিরাশার মধ্য হইতে ইহার সৃষ্টি হয়, তাহা মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদীকে অপরাজেয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রগতিশীল জনসাধারণ এবং ষ্টালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি কর্ত্তৃক পরিচালিত জনগণ এইরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। এ বিষয়ে অবশ্য বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার বিলম্ব দ্বারা এই কথাই বুঝাইতেছে যে, ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। উহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত যে সকল প্রগতিশীল লোক এই যুদ্ধকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে পরিচালিত হইতে দেখিতে চায়, তাহারা এখনও তুর্ব্বল রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার আরও একটা দিক আছে। তাহা এই যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি দিনের পর দিন ক্ষয় হইয়া চলিয়াছে এবং জনশক্তি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যেমন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে, সেইরূপ জাতীয় ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দেশে এই রকম ব্যাপার ঘটিতেছে।

সোভিয়েটের দৃষ্টান্তের প্রেরণা

প্রায় এক বৎসর আগে, নভেম্বর বিপ্লবের চতুর্ব্বিংশতম স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ষ্টালিন যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সামরিক সাফল্য ও দম্ভপূর্ণ আত্মপ্রচার সত্বেও জার্ম্মাণ সৈন্যদলের শক্তি ও মনোবল কি ভাবে হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে এবং লালফৌজের শক্তি ও ক্ষমতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বার মাসের অবস্থা দ্বারা কি এই কথারই সত্যতা প্রতিপন্ন হয় নাই? শীতকালীন অভিযানে লালফৌজ হিটলারী দস্যুদলের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, তাহার ফলে হিটলারের গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালীন অভিযানের সমগ্র পরিকল্পনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা সম্ভব হইয়াছে। বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ ষ্টালিনগ্রাদ এখনও অপরাজেয় প্রতিরোধের বিজয়-কেন্দ্রের গৌরব লইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জার্ম্মাণ সৈন্যরা এখনও ভল্গায় পৌছিতে পারে নাই এবং ককেশাস পর্ব্বতমালা এখন পর্য্যন্ত বাকুর তৈলক্ষেত্র ও হিটলারগোষ্ঠী পরস্বলোভীদের মধ্যে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টালিনগ্রাদ ও ককেশাসের সঙ্কটপূর্ণ সংগ্রাম বিশ্ববাসীদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, জন-শক্তি সম্মিলিতভাবে আঘাত হানিতে সমর্থ হওয়ার পূর্ব্বেই বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলার জন্য ফাসিষ্ট আততায়ীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

অপর পথে, ন্যায় ও স্বদেশরক্ষার জন্য স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ জনগণের মুক্তি সংগ্রাম বহুবিধ অসুবিধার মধ্যেও কিরকম অসাধ্য সাধন করিতে পারে, ষ্টালিনগ্রাদের প্রতিরোধ সম্মিলিত জাতিসমূহ ও হিটলারের পদানত দেশগুলির সম্মুখে তাহারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাদের মনোবল

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টে আমেরী, হালিফাকস ও সাইমনের মত লোকদের এখনও অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ফাসিষ্ট সমর্থক মিউনিকপন্থীদের সহিত সহযোগিতায় এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ করিয়া তোলার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি ও ভারতের সমস্যার সমাধানের পথেও তাহারা বাধা দিতেছে। শ্রমিকদলের এট্‌লী ও বেভিন পরিচালিত

পি, সি, জোশী

পার্লামেণ্টারী নেতৃত্ব ব্রিটীশ মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া আত্মসমর্পণের এই ভূমিকায়ই অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু একথাও সমানভাবেই সত্য যে, ষ্টালিনগ্রাডের মনোবল ব্রিটেন ও আমেরিকার শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতেছে, অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবী ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই দাবী বিশেষ জোরের সহিত সমর্থন করিতেছে। ব্রিটেনে 'ডেইলী ওয়ার্কারের ক্রমশঃ প্রচার বৃদ্ধি এবং মার্কস লেনিনবাদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা দ্বারা ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে ব্রিটীশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট সমর্থকদের একাংশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা ও ভারতীয় সমস্যার সমাধানের দাবীকে সমর্থন করিতেছে। আসল কথা এই যে, অবস্থা ক্রমশঃ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অন্তভুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং প্রগতিবাদীদের পক্ষে অনুকূল হইয়া চলিয়াছে।

জনগণের প্রতি ষ্টালিনের বাণী

গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে একজন আমেরিকান সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় রণাঙ্গণের প্রশ্ন সম্পর্কে কমরেড ষ্টালিন খোলাখুলিভাবে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের আভাসই পাওয়া যায়। কমরেড ষ্টালিন তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার প্রশ্নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। অবস্থা যে রকম দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহা এখন একান্ত দরকার। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন একা লড়িতেছে এবং জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর মূল সৈন্যদলকে সোভিয়েট এলাকায়ই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তৃতীয়তঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের পর্ব্বতসদৃশ কঠোর প্রতিরোধ এখনও অটুটভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত তুনিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিটলারের এই প্রচেষ্টার পথে অটুট হইয়া

(শেষাংশ ৫ পাতায় দেখুন)

তুর্জ্জয় সোভিয়েট গেরিলা
মজুর বীরত্বের আদর্শ

"হিটলার ফাসিজমের সশস্ত্র শক্তি নির্মূল করার অর্থ তুনিয়ার চরম নিষ্ঠুরতম শত্রু, জগতের সেরা অত্যাচারী বর্বর দস্যুদের খতম করা; সারা জগৎকে স্বাধীন করা। এই মহান উদ্দেশ্যই সোভিয়েট মজুরদের তুর্জয় সাহসের ভিৎ। তাই তারা অতুলনীয় বীরত্ব দেখাচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে ও কারখানায়। তাই তারা লড়ছে জার্মাণ কবলিত পল্লীতে ও শহরে।"

"উত্তপ্ত লাল লৌহদণ্ড দিয়ে হিটলারবাদকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে। পবিত্র সোভিয়েট ভূমিতে যতদিন পর্য্যন্ত হিটলারের একটী লোকও থাকবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন শ্রমিকেরই বিরাম নাই, শান্তি নাই—তারা লড়বেই লড়বে। আমরা জিতবই জিতব। আমাদের দেশ একতাবদ্ধ, আমরা সব এক।"

* * * * *

আকাশ-পথে

তরুণ গেরিলা

আজকের মত কোন রাতই এত শান্ত থাকে না। একটাও রাইফেলের আওয়াজ কাণে আসছে না। তবু যুদ্ধের ময়দান এখান থেকে একটী ঘণ্টার পথ মাত্র। শিপিলভের চোখে দৃঢ়তা, কপালে তুর্জয় সাহসের চিহ্ন। তার ওপর হুকুম, জার্মাণদের ঠিক মাথার ওপর কয়েকটী বোমা ফেলে আসতে হবে। সে উড়োজাহাজে করে উড়ে গেল—বোমা ফেলে ফিরে এল। কি কঠিন কাজ! অদ্ভুত এদের সাহস আর আশ্চর্য্য এদের কাজ করার ধারা!

আকাশে উড়ন্ত লাল-সেনার একটী দল নিয়মিতভাবে এই গেরিলা ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। শত্রু ব্যুহের পিছনে যেসব গেরিলা দিনরাত লড়াই করছে তাদের হাতে মাল-মশলা পৌছে দেওয়া, খবরাখবর করা ঘড়ির কাঁটার মত দিনের পর দিন চলছে।

যে গ্রামে এই ইউনিটটী রয়েছে কিছু দিন আগেও জার্মাণরা এখানে ছিল। এসে দেখা গেল তিনটী ট্যাঙ্ক ও কতকগুলো আটোমবাইল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রাম-ছাড়া হবার সময় জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা কিছু গোলাগুলি ছুঁড়ে গেছে—কয়েকজন সোভিয়েট গেরিলাকে হতাহতও করে গেছে। ভোর বেলায় মোরগ ডেকে উঠলো—বোঝা গেল সংযোগকারী উড়োজাহাজ আসার সময় হয়েছে। বাঁ দিক থেকে ঘরঘর আওয়াজ কাণে এল। উড়োজাহাজ থেকে কয়েকজন ছেলে ও একটী মেয়ে নামল। আহত তুজনকে তারা নিয়ে যাবে। কিছু ওষুধ-পত্র দিয়ে গেল—গেরিলাদের ব্যবহারের জন্য কিছু বোমা ও হাত-বোমা।

প্রাণে যাদের দেশরক্ষার উদগ্র কামনা, মনে যাদের স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা তারাই এমন সাহসের কাজ করতে পারে।

জলে

জেলে গেরিলা

জলপথেও জার্ম্মাণ দস্যুদের শান্তিতে চলবার জো নাই। সেখানেও সোভিয়েটের মাছ ধরা জেলে গেরিলারা তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। নীষ্টার নদীর একদল জেলে একটী গেরিলা ইউনিট তৈরী করেছে। ইউনিটের লীডার একজন সিভিল ওয়ারের যোদ্ধা।

চারখানি মোটর বোট নিয়ে তারা জার্ম্মাণদের নদী পারাপারের ঘাট ও পোল আক্রমণ করে। যে সব ফাসিষ্ট নদীর ধারে পাহারায় দাঁড়ায় তাদের তারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করে। রাত্রি বেলা গেরিলারা দাঁড় টেনে বা পাল তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করে। যে সব জায়গায় নদীর আঁক-বাঁক আছে, নদীর ধারে যেখানে বন-জঙ্গল, নদীর মাথায় যেখানে বড় বড় গাছ আছে—সেই সব জায়গায় তারা লুকিয়ে থাকে।

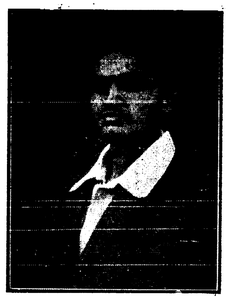

একবার চারটে বড় কামান নিয়ে নীষ্টার নদী পার হচ্ছিল জার্ম্মাণরা। পার হবার জায়গাটা খুব চওড়া ছিল। ঠিক যখন তারা নদীর মাঝখানে, হঠাৎ তখন গেরিলা নৌকাগুলি তুদিক থেকে ছুটে এল—কোথাও ছিল তারা লুকিয়ে। খুব জোর গতিতে এসেই আক্রমণ করল। কামান ছুঁড়ে তারা জার্ম্মাণদের কামানগুলি দিল ডুবিয়ে। এইভাবে তারা এক সময় তিন সপ্তাহের ভিতর সাত সাত বার জার্ম্মাণদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

রেল-পথে

মজুর-গেরিলা

রেল শ্রমিকরা শত্রুর অস্ত্র সরবরাহের যানবাহন ধ্বংস করার জন্য বিশেষ গেরিলা শিক্ষা নিয়ে থাকে। একবার এক ট্রেণ বোঝাই জার্ম্মাণদের অস্ত্রপাতি যুদ্ধের ফ্রণ্ট লাইনে যাচ্ছিল। মাঝপথে ট্রেণখানি থেমেছে জল নিতে। আর অমনি কোথায় ছিল একটা রেলশ্রমিকদের গেরিলা ইউনিট—তারা দৌড়ে এসেই গার্ড ও ড্রাইভারদের গুলি করে মেরে ফেল্ল। কতকগুলো অস্ত্রপাতি ও কয়েকটা মোটর গাড়ী নামিয়ে নিয়ে চলে গেল আর ট্রেণখানা ধূ ধূ করে পুড়তে লাগল। শুধু তাতেই তারা ক্ষান্ত হলো না—গাড়ী থেকে ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে অপর এক লাইনের রাস্তায় দিল চালিয়ে। চালকহীন ইঞ্জিনটা গেরিলাদের হাত থেকে হুকুম নিয়ে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ সেই লাইনে যাওয়ার পর জার্ম্মাণদের একটা মালবোঝাই ট্রেণে মারল এক জোর ধাক্কা। গাড়ীগুলো চুরমার হয়ে নষ্ট হয়ে গেল—অনেক মালও গেল নষ্ট হয়ে।

একবার একটা রেলের পোলের উপর দিয়ে একটা জার্ম্মাণদের ট্রেণ যাবে।

লেখক

সরোজ মুখার্জি

গেরিলা-নেতা সার্জেণ্ট মিরোশনিচেঙ্কোর ওপর আদেশ পোলটী উড়িয়ে দিতে হবে। তখন ফাসিষ্টদের একদল পোল ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্যে প্রায় পোলের মাথায় এসে গেছে। গেরিলা-নেতা হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে মাইন পেতে পলতেয় আগুণ দিয়ে পিছন ফেরা মাত্র দেখে জার্ম্মাণরা টমি-গান নিয়ে অন্য মাথায় হাজির। এদিকে আবার কি ভুল হয়েছে, পলতের আগুন ধরেছে, কিন্তু বিস্ফোরক ফাটছে না। জার্ম্মাণরাও কাছে এসে গেল প্রায়। মিরোশনিচেঙ্কোর ভয় নাই, শঙ্কা নাই। দৌড়ে গিয়ে দেশলাইএর কাঠি জ্বেলে আগুণ ধরান ছাড়া আর উপায় নাই। গেরিলার তুর্দ্দান্ত সাহস। জার্ম্মাণদের হাতে পোল কিছুতেই যেন ব্যবহারে না লাগে। বন্দুকের গুলি খেয়ে আহত মিরোশনিচেঙ্কো বুকে হেঁটে চার্জের কাছে পৌছল। বুকে হাঁটার কয়েক সেকেণ্ড তার কাছে মনে হচ্ছিল যেন কত ঘণ্টা। এইবার শেষ চেষ্টা—আর সমস্ত পোলটী গেল উড়ে, আকাশের সাথে মিশে। ফাসিষ্ট-দস্যুরা ওধারেই রয়ে গেল।

কারখানায়

শ্রমিক, পরেই আবার যোদ্ধা

জার্ম্মাণ পশুরা ষ্টালিনগ্রাদের একটা কারখানা অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। কারখানায় শ্রমিকরা ট্যাঙ্ক মেরামত করছিল। শপথরের বেঞ্চগুলি ছেড়ে দিয়ে মজুররা একজনের পর একজন ট্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্যাঙ্কগুলি কারখানার গেটে নিয়ে হাজির করল। কারখানার গেট হয়ে দাঁড়াল লড়াইএর ময়দান। অমনি তাদের সাহায্য করার জন্য ছুটে এল হোম-গার্ডের একটী দল। এই হোমগার্ড দলের নেতা হচ্ছেন মেকানিকস্ কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ। আর এক দল এল। তার নেতা হচ্ছে ষ্টালিনগ্রাদের পুলিশ প্রধান। অনবরত চলতে লাগল গুলি ছোঁড়াছুড়ি। কারখানার বাইরের রাস্তা ফাসিষ্ট দস্যুদের রক্ত ছাপিয়ে উঠলো শ্রমিক যোদ্ধাদের তাজা লাল রক্তকে। বীর সোভিয়েট মজুর কিছুতেই জার্ম্মাণদের হাতে ছাড়বে না তাদের কারখানা।

অন্য রাস্তা দিয়ে কারখানার মালপত্র, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সরিয়ে ফেলছে আর একদল মজুর। সবাই এক প্রাণ নিয়ে এক উদ্দেশ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করছে—ষ্টালিনগ্রাদ তারাই বানিয়েছে, ষ্টালিনগ্রাদ তারাই রক্ষা করবে—হিটলার দস্যুদের তারাই করবে নিঃশেষ।

হিটলার নিয়েছে কি

আমাদের দেশের অনেকে ভাবেন—এই তো হিটলার সোভিয়েটের কত জমি দখল করে নিল! তাঁরা কিন্তু আসল ব্যাপারের খবর রাখেন না। হিটলার রাশিয়ার যেসব জায়গা দখল করেছে, সেখানে এক একটা বড় বড় "গেরিলা দেশ" গঠিত হয়েছে। এই 'গেরিলা-দেশে' গোপনে গোপনে তাদের আছে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা। গোপনে তাদের আছে যাতায়াত ও খবরাখবরের ব্যবস্থা—ফৌজ আছে, শাসন-কর্ত্তা আছে, সবই আছে। হিটলার দস্যুরা তা সবই টের পায় কিন্তু কিছুই করতে পারে না। এই রকম একটা 'গেরিলা-দেশে' ২০,০০০ জার্ম্মাণকে তারা মেরে ফেলেছে। জার্ম্মাণরা দখল করেছে সত্য কিন্তু সোভিয়েটের একজন মানুষও তাকে মেনে নেয় নি। তারা দিনের পর দিন জীবনের সব কিছুই করে যাচ্ছে গোপনে গোপনে। এই গোপন শাসন ও ফৌজের অধীনে বহু গেরিলা-ইউনিট কাজ করছে। এক একটা ইউনিটে নানা ধরণের লোক আছে। কেউ আর্মির সার্জেণ্ট, কেউ কারখানার শ্রমিক, আবার কেউ ক্ষেতের চাষী। তার সঙ্গে আছে মেয়ে গেরিলা—এরা শত্রুর শিবিরে ঢুকে যায় খবর সংগ্রহ করতে। তারপর আছে ছেলের দলও। শিক্ষক, নার্স, ছাত্র—সব মিলেছে একটী ইউনিটে। তু'দিন আগে যে মাঠে ধান কাটছিল আজ তার কাঁধে বন্দুক আর পিঠে গুলি বারুদের থলি।

জঙ্গলের ফাঁকে, মাঠের নীচু জায়গায়, নদীর বাঁকে লুকান কিনারায় তারা করে বাস। নিজেদের গ্রাম, নিজেদের শহর। তারাই তো জানে কোথায় বেশ গোপনে থাকা যায়। তারা কোথাও যাচ্ছে শত্রুর শিবিরে, কখনও হঠাৎ আক্রমণ করছে ফাসিষ্টদের ট্রেণ, কখনও ধরে ফেলছে এক একটা দলকে—কেড়ে নিচ্ছে তাদের হাতিয়ার। কেটে ফেলছে শত্রুদের টেলিফোনের তার। শত্রুদের পোল, রেললাইন দিচ্ছে উপড়ে। জার্ম্মাণ ফাসিষ্টদের জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত এদের হাতে বিপন্ন। দখল করা জায়গাতে তো আরামে থাকতেই পাচ্ছে না—উপরন্তু এই সব দেশ পার করে যুদ্ধের ফ্রণ্টে মাল পাঠান, সৈন্য যোগান দেওয়া অত্যন্ত তুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোভিয়েটের মানুষ আজ বাঘের মত লড়ছে, কি কারখানায়, কি যুদ্ধের সামনের সারিতে আর কি শত্রু-কবলিত জায়গা-জমিতে। সোভিয়েট ভূমিতে যতদিন একটীও হিটলার দস্যু থাকবে ততদিন এরা এই ভাবেই লড়ে যাবে—দেশকে তারা বাঁচাবেই, স্বাধীনতা তারা রক্ষা করবেই। তাই তারা সব ঐক্যবদ্ধ, দালাল নাই একজনও।

সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ-এর শেষাংশ

আবেদন করল যে সবাই মিলে ইউরোপ থেকে বলশেভিজম্ নির্ম্মূল করার পুণ্য কাজে না লাগলে আর চলে না। এ আবেদন কেউ গ্রাহ্য করল না।

এই বৎসর মে মাসে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে, আর জুন মাসে আমেরিকান সরকারের সঙ্গে সোভিয়েটের চূড়ান্ত সন্ধি হল। রাজনীতি ক্ষেত্রে এ ব্যাপার হল হিটলারের পক্ষে একটা দারুণ পরাজয়। পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা সম্বন্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থার আলোচনা হল। হিটলারের হারের দিন ঘনিয়ে এল।

দ্বিতীয় রণাঙ্গণ এখনও খোলা হয়নি। কিন্তু সব দেশের জনগণ আজ একবাক্যে দাবী করছে যে এখনই যেন তার ব্যবস্থা হয়। ষ্টালিন স্পষ্ট বলেছেন যে মিত্রশক্তি-গুলির জন্য সোভিয়েট একা যা করছে, ফলে আজ তাদের মন স্থির হয়ে গেছে। লাভাল, পাভেলিচ্, কুইস্লিং প্রভৃতি হিটলারের তাঁবেদার আর প্রভুর মনো-রঞ্জন করতে পারবে না। জনশক্তির সাম্‌নে তারা তৃণের মত ভেসে যাবে।

হিটলার ভেবেছিল যে লালফৌজ পিছু হটলে সোভিয়েট জনসাধারণ আত্মবিশ্বাস হারাবে। হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। হিটলার আশা করেছিল যে সোভিয়েট দেশে অনেক জাতি, অনেক ভেদাভেদ, ভেবেছিল যে সেখানকার চাষীরা যৌথ কৃষিব্যবস্থা অপছন্দ করে, আর তারা সবাই বিজয়ী হিটলারকে বরণ করে নেবে। এ যে কত বড় আকাশকুসুম তা হিটলার বুঝেছে। সমস্ত য়ুক্রেন দখল করেও সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে একটা সরকার খাড়া করার সাহস সে আজও পায় নি। সোভিয়েটে ভেদাভেদ দূরে থাক্, সব জাত আজ একসাথে লড়ছে; মজুর-চাষী, লেখক-শিল্পীর মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে; রুষ, জার্জিয়ান, য়ুক্রেনী, আর্ম্মানী, কাজাক্, উজবেক্ দাঘেস্তানী, তুর্কমান সবাই এককাট্টা।

সোভিয়েট সংঘ আজ অটল বীরত্ব দেখিয়ে জগৎকে চমৎকৃত করছে। আর হিটলার বসে আছে এক আগ্নেয়গিরির মাথায়। লড়াই জেতার দিন তার ফুরিয়ে আস্‌ছে; সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের বিস্ফোরণ ফ্যাসিজমকে কবর দিয়ে দেবে।

যদি সোভিয়েট হিটলারের কাছে হারে তো দুনিয়াটা হবে একটা কয়েদখানা। আশার কথা এই যে সোভিয়েট অপরা-জেয়। কিন্তু ফ্যাসিজমের হার আমরা তাড়াতাড়ি চাই, এই মুহূর্ত্তে চাই। তাই হাতিয়ারে শাণ দিতে হবে, সর্ব্বদা তৈরী থাকতে হবে। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াইকে প্রচণ্ড করে তোলার কাজ হচ্ছে তাই আমাদের। তাই চাই ভারতে জাতীয় সরকার, তাই চাই ইউ-রোপে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট।

জনশক্তির জয় সুনিশ্চিত; কিন্তু আমরা সর্ব্বদা যেন মনে রাখি ষ্টালিনের কথা—"জয় কখনও আপনা থেকে আসে না, তাকে এগিয়ে গিয়ে টেনে আন্‌তে হয়।"

সোভিয়েটের নেতৃত্বে, ষ্টালিনের শিক্ষা আত্মস্থ করে, পৃথিবীর জনশক্তিকে আজ ফ্যাসিষ্ট পাশবিকতার উচ্ছেদ করতে হবে, স্বাধীন হতে হবে।

ককেশাস ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে

"১৯১৮ সাল হইতেই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য হইতেছে ইউক্রেন, ককেশাস, তুরস্কের বন্দর ট্রেবিজণ্ড ও সমগ্র এসিয়া মাইনর অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করা এবং এই ভাবে গোটা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করা। আজ আবার ফাসিষ্ট খবরের কাগজগুলি ১৯১৮ সালের ককেশাস আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া উল্লাস করিতেছে।

লালফৌজ শত্রুর অভিযানে বাধা দিতেছে। উত্তর ককেশাস রক্ষার জন্য ট্রান্সককেশীয় গণতন্ত্রগুলি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মাণরা ককেশীয় জন-সাধারণকে গোলাম বানাইতে চায় এবং পাহাড় ভেদ করিয়া **ভারতে ঢুকিবার পথ পরিষ্কার করিতে চায়।** আসুন আমরা ককেশাসকে শত্রুর গোরস্থানে পরিণত করি।"

—সোভিয়েট সভাপতি কালিনিন

তার তুলনায় সাহায্য অতি সামান্যই পেয়েছে। আগষ্ট মাসে চার্চ্চিলকেও তিনি ঐ কথা জানিয়ে দেন। দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার বিরুদ্ধে সামরিক কারণ আছে, এই অজুহাত কেউ কেউ দেখাচ্ছেন। কিন্তু অবস্থা যখন গুরুতর, দরকার যখন খুবই বেশী, তখন এই অছিলা জনসাধারণ মান্‌তে পারছে না। তাই সব দেশের লোক আজ দ্বিতীয় রণাঙ্গণের দাবী জানাচ্ছে। ব্রিটেনে ও আমেরিকায় এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলেছে; লণ্ডন টাইমসের মত আধা সরকারী কাগজ বলতে বাধ্য হয়েছে যে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ আজ সারা ইংরেজ জাত চাইছে। সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টি আওয়াজ তুল্‌ছে—"দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলো, ভারত-বর্ষকে স্বাধীন করো।"

জনশক্তির জয় নিশ্চিত

ভারতের জনসাধারণও ঐ রব তুল্‌ছে। আমাদেরই মুক্তির জন্য ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরদের হারাতে হবে, নির্ম্মূল করতে হবে। সোভিয়েটের নেতৃত্বে যে লড়াই চল্‌ছে, তাকে এখনই আরও ব্যাপক না করলে ফ্যাসিষ্টদের হিংস্র শক্তি চূর্ণ করা যাবে না। তাই আমরা চাই আমাদের দেশে জাতীয় সরকার আর পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন।

পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা যখন হবে, তখন আজ যারা হিটলারের পদানত তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। ইয়োরোপে নূতন ব্যবস্থার যে নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তারা পেয়েছে, তার

ইন্‌টারন্যাশনাল

জাগো জাগো জাগো সর্ব্বহারা
অনশন বন্দীকৃতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
সনাতন জীর্ণ কুআচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ,
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করে পণ।
শেষ যুদ্ধ সুরু আজ কমরেড
এস মোরা মিলি এক সাথ
ইনটারন্যাশনাল মিলাবে মানবজাত। ২

স্বরলিপিকার—সুধী প্রধান

অনুবাদক—মোহিত ব্যানার্জী

[র্সা, র্ঋা, র্জ্ঞা—তারার সা, রে, গা; ঋা, জ্ঞা, দা ও ণা—কোমল রে, গা, ধা ও নি]

সা সা দা দা পা ণা দা মা সা মা । ঋা
জা গো জা ॰ গো জা গো স র্ব্ব হা ॰ রা

সা ঋা ণা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা সা
অ ন শ ॰ ন ব ন্দী কৃ ত দা স

সা সা দা । পা ণা দা সা সা মা মা ঋা ।
শ্র ॰ মি ক দি য়া ছে আ জ সা ॰ ড়া ॰

ণা দা পা । পা র্সা । দা পা দা ।
উ ঠি য়া ॰ ছে মু ॰ ক্তির আ শ্বা স

র্সা ণা দা । দা জ্ঞা জ্ঞা সা সা মা । ঋা
স না ত ॰ ন জী ॰ র্ণ কু আ ॰ চার

সা ঋা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা ণা ণা দা পা
চূ র্ণ ক রি জা গো জ ন গণ

পা । ণা ণা ণা জ্ঞা জ্ঞা সা সা র্সা র্সা দা ।
ঘু ॰ চা ও এ দৈ ॰ ন্য হা হা ॰ কা র

পা পা ণা ণা পা মা জ্ঞা
জী ব ন ম র ণ ক রে পণ

র্সা ণা দা । দা জ্ঞা জ্ঞা সা মা মা মা মা ঋা ঋা
শে ষ যু ॰ দ্ধ সু রু আজ ক ॰ ॰ ম রে ড

ণা দা পা । পা মা মা মা মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা
এ স মো ॰ রা মি লি এ ক সা ॰ ॰ থ

র্সা র্সা র্সা সা ণা । ণা জ্ঞা দা দা পা পা পা মা মা মা ণা ণা ণা |
ই ॰ ণ্টা র ন্যা ॰ ॰ শ না ॰ ॰ ল মি লা বে মা নব জা ত |

আবার আগের মত একই পর্দ্দায় 'শেষ যুদ্ধ সুরু……মিলি এক' পর্য্যন্ত হয়ে

র্সা র্সা র্সা র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা র্ঋা র্সা ণা ণা র্সা র্ঋা
সা ॰ ॰ থ ই ণ্টা র ন্যা ॰ শ ন্যা ॰ ॰ ল

র্ঋা র্সা । র্সা ণা দাপা দা দা । । ||
মি লা ॰ বে মা নব জা ত ॰ ॰ ||

নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

(১ পাতার শেষাংশ)

দিবার কাজে বাধা জন্মাইতেছেন। লাল ফৌজের উপর হইতে বোঝা হাল্কা করিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু দুনিয়ার জনসাধারণ, আমেরিকা ও বৃটেনের মজুরশ্রেণী বিশ্ব-ফাসিজমের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে নিজদেশের গভর্ণমেন্টের উপর আগের চেয়ে অনেক বেশী চাপ দিতেছে। কোন ছল-ছুতাই তাহারা সহিতে রাজী নয়। তাহারা দাবী করিতেছে এখনই তাহাদের দেশের সমস্ত সম্পদ এই যুদ্ধে লাগানো হউক।

গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের বাধা সত্ত্বেও জনসাধারণ সোভিয়েটকে মুক্তিদাতা মনে করিতেছে ও তাহার চারিপাশে একত্র হইতেছে। সোভিয়েটকে তাহারা ত্যাগ করিবে না।

জুলুমকারীরা জানে, ফাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বজয়ের জন্য, দুনিয়ার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য, পৃথিবীর জনসাধারণ যে দুর্ব্বার গতিতে অভিযান সুরু করিয়াছে তাহার সামনে জুলুমকারীদের কোন আশা ভরসাই নাই।

সোভিয়েট হইতে সুরু করিয়া চীন এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের যে বিপুল সমাবেশ সুরু হইয়াছে, তাহার ভিতর ভারতের স্থান কোথায়? ভারতের সীমান্ত যে সোভিয়েট বীরত্বের সাথে রক্ষা করিতেছে, ভারতের কাছে কি তাহার কোন মূল্যই নাই? যে চক্রশক্তি গোটা দুনিয়াকে গোলাম বানাইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সেই চক্রশক্তি আমাদের সীমান্তে হাজির; আমাদের উপর মরণ আঘাত হানিতে আসিতেছে, আমাদের গোলাম করিবার আগে হাজারে হাজারে আমাদের খুন করিবার জন্য আসিতেছে, ক্ষমতার লালসা মিটাইবার জন্য আসিতেছে—ভারতের কাছে ইহার ফলাফল বিচার করিবার কি কিছুই নাই?

এক প্রভুর গোলাম হইতে আর এক প্রভুর গোলাম হওয়াই কি আমাদের ভাগ্য?

ভারতকে আজ সোজা পথ বাছিয়া নিতে হইবে। হয় ভারত দুনিয়ার জনসাধারণের সাথে থাকিবে, আর না হয় আক্রমণকারীর বুটের তলায় গুঁড়াইয়া যাইবে।

ভারত স্বাধীন হইতে পারে শুধু চক্রশক্তিকে পরাস্ত করিয়াই; স্বাধীনতার এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াই। ভারত স্বাধীন হইতে পারে শুধু সোভিয়েটের সাথে একযোগে। সোভিয়েট ও চীনের জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িলেই শুধু ভারত স্বাধীন হইতে পারে।

আমলাতন্ত্রের দমননীতি ও ক্ষমতা হস্তান্তরে আপত্তির ফলে জনগণ উত্তেজিত হইয়া ঠিক উল্টা পথই ধরিয়াছে। দেশরক্ষার ব্যবস্থা তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; চক্রশক্তির আক্রমণের বিপদ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের মিত্র সোভিয়েট ও চীন তাহাদেরই যুদ্ধ লড়িতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহাদের দেশের সামনে আক্রমণের দারুণ বিভীষকা। তাহারা দেশরক্ষার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে আমলাতন্ত্রের উপর, যে আমলাতন্ত্র দেশরক্ষা ব্যবস্থা চালাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

অন্ধ স্বাদেশিক উত্তেজনায় তাহারা দুনিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছে। যে চক্রশক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শত্রু, তাহারা সেই চক্রশক্তির শিবিরে পরিচালিত হইতেছে।

ইহাই কি আমাদের ভাগ্য? ইতিহাস কি এই ভূমিকাই আমাদের বাছিয়া দিয়াছে? দুনিয়ার সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সোভিয়েট ও চীন যে ডাক দিয়াছে, তাহাতে আমরা কি এই উত্তরই জানাইব?

না, তাহা হইতে পারে না। স্বাধীনতার ঘাতক ও চক্রশক্তির সমর্থক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কস্বরূপ হইয়া আমরা থাকিতে পারি না। না, কখনই না।

জাতীয় স্বাধীনতা আজ দাবী করে, দুনিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের যোগ দিতে হইবে। জাপানী আক্রমণকারীদের রুখিতে হইবে, যেমন বীরত্বের সাথে চীনারা রুখিতেছে, যেমন অসীম সাহসের সাথে সোভিয়েট রুখিতেছে।

দেশরক্ষা করা আজ আমাদের বিপ্লবী কর্ত্তব্য। দেশরক্ষা ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় একতা আজ আমাদের এই মুহূর্ত্তের রণধ্বনি। একতার হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া উন্মত্ত আমলা-তন্ত্রের বাধা আমাদের দূর করিতে হইবে, আমাদের দেশরক্ষার ভার আমাদের হাতে নিতে হইবে।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিকে ৪০ কোটী ভারত-বাসীর পূর্ণ শক্তি দিতে হইবে। জনগণের একতার জোরে দেশরক্ষার পথে সমস্ত বাধা ঝাঁটাইয়া দিতে হইবে। ইহাই হইবে আমাদের স্লোগান।

ইহাই মুক্তির পথ—নভেম্বর বিপ্লবকে অভি-নন্দিত করিবার পথ। আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি রক্ষাকারী বীর সোভিয়েট জনসাধারণকে অভিনন্দিত করিবার ইহাই পথ।

নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ!
মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও ষ্টালিনগ্রাদের বীর রক্ষাকারী দল জিন্দাবাদ!
গৌরবময় লালফৌজ, নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতা জিন্দাবাদ!
ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের একতা জিন্দাবাদ!

নভেম্বরের পথে-২ পাতার শেষাংশ

তাহার মধ্য হইতে ছন্ম-বিভীষণদের বার করিয়া দিবার চেষ্টা করে, সেখানে বার বার পিছু হটিতে বাধ্য হইলেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পিছনে সোভিয়েটবাসীর সমর্থন বাড়িয়াই চলে। ষ্টালিনের নেতৃত্বে লোকের ভরসা ও একতা বৃদ্ধিই পায়। তাই ধনবাদী টাইম্‌স পত্রিকা অবাক হইয়া বলে, এ রুশিয়ায় নূতন কিছু আছে!

আজ সোশ্যালিজম ও সোভিয়েট দেশ এক, সেখানে দেশরক্ষা মানে নভেম্বর বিপ্লবের লাভ ও গৌরবকে রক্ষা করা; তাই দেশভক্তিই সেখানে আজ শ্রেষ্ঠ বলশেভিজম এবং বলশেভিকরাই শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত। নভেম্বরের বিপ্লবী আন্দোলন এবং সোভিয়েটের মজুর শ্রেণী ও কমিউনিষ্ট পার্টি যে সোভিয়েটে পূর্ণতা লাভ করিতেছে, নবীন হইতে প্রবীণের যোগ্যতা অর্জন করিতেছে ইহা তাহারই চিহ্ন। (আগামী বারে সমাপ্য)

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্‌স্‌প্যান্‌শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK.151

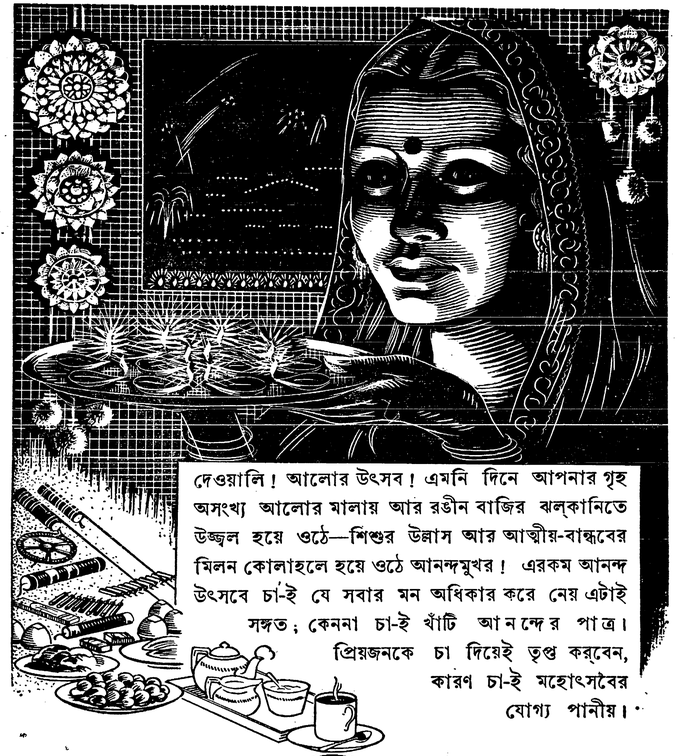

বিশ্ব-মুক্তি যুদ্ধে লালফৌজ

লালফৌজের ভূমিকা

ইউরোপে, আমেরিকায় ও এশিয়ায় যে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিতেছে তাহার মোহড়ায় রহিয়াছে রুষিয়ার লাল ফৌজ।

লাল ফৌজ শ্রমিক এবং কৃষকের সৈন্যবাহিনী, রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের রক্ষী। লালফৌজ সমগ্র রুষ দেশের সৈন্যবাহিনী, রুষীয় জাতিসমূহের স্বাধীনতার প্রহরা। লাল ফৌজ ফাসিজমের নির্ম্মম শত্রু, দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের গৃহরক্ষী। রুষিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে লালফৌজ তুলনাহীন বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া আমাদের মত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার পথই সুগম করিতেছে।

রুষিয়ার মজুর ও কৃষকের এই বিপ্লবী বাহিনী আজ শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে পা দিয়াছে। রুষিয়ার সমাজতন্ত্র গঠনের তিনটি পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া লালফৌজ তাহার বর্ত্তমান ভূমিকায় পা দিয়াছে। ১৯১৭ সালে লালফৌজ মজুরে শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছে। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত প্রথম দশ বৎসর লালফৌজের কাজ ছিল দেশের ভিতর ও বাহিরকার ধনিকদের প্রতি-আক্রমণ হইতে রুষীয় মজুর রাষ্ট্রকে বাঁচানো। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল এই দশবৎসর রুষিয়ার সমাজতন্ত্রগঠন সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই দশ বছর লাল ফৌজের কাজ ছিল সমাজতন্ত্র গঠন ব্যবস্থা রক্ষা করা এবং দেশরক্ষার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। ১৯৩৯ সালের মধ্যে রুষিয়া দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের অধিনায়ক হইবার অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ১৯৪১ সাল হইতে দুনিয়ার জাতিসমূহ রুষিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হইতেছে ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। তাই লালফৌজ আজ আর শুধু মজুর শ্রেণীর রক্ষী নহে, শুধু রুষিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার সৈন্যবাহিনী নহে, লালফৌজ আজ বিশ্বের প্রত্যেক দেশের স্বদেশপ্রেমিকের আশা এবং ভরসার স্থল।

লালফৌজ অন্যান্য দেশের বেতনভুক ফৌজের মত নয়

লাল ফৌজের মত সৈন্যবাহিনী পৃথিবীর অন্য কোন্ দেশে নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সৈন্য বাহিনী হইল রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্ম্মচারী দল। রাষ্ট্র জনগণ থেকে পৃথক এবং জনগণের উপরে চাপানো শোষণযন্ত্র মাত্র। তাই দেশে দেশে সৈন্যবাহিনীও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু রুষিয়ার রাষ্ট্র জনগণেরই অংশ, রুষিয়ার সৈন্যবাহিনী জনগণের সাথে সংযুক্ত। তাহারাও রাষ্ট্র হইতে বেতন পায় কিন্তু বেতনভোগী বৃত্তিই তাহার পরিচয় নহে। দেশের স্বার্থ, মজুরের স্বার্থ, সমাজতন্ত্রের স্বার্থ—এই সবের চেতনা লালফৌজের বিশেষত্ব। রুষায় লালফৌজের কাছে রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়। রাজনীতি শিক্ষা বরং লাল ফৌজের কাছে বাধ্যতামূলক। লালফৌজের কাজ নয় রাষ্ট্রকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা, সচেতন ভাবে নিজ রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মানা লাল ফৌজের শৃঙ্খলার বিশেষত্ব।

এই সব বিশেষত্বের জন্যই রুষিয়ার লালফৌজ আজ জগতে দেশরক্ষার এক বিস্ময়কর আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছে। তাই আজ দিগ্বিজয়ী হিটলার বাহিনীর সামরিক কৌশল অকেজো করিয়া দিয়া লালফৌজ জগতের সমস্ত যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠস্থান দখল করিয়াছে।

বিপ্লবের ভিতর জনগণের মাঝে

বর্ত্তমান লালফৌজের পিছনে রহিয়াছে একটা বিরাট বিপ্লবের ইতিহাস, এমন একটা বিপ্লবের ইতিহাস যাহা মানবজাতির ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই (কেবলমাত্র প্যারী কমিউনের ক্ষণস্থায়ী বিপ্লব ছাড়া)।

১৯০৫ সালে সর্ব্বপ্রথম জারের সাথে রুষীয় জনগণের সংঘর্ষ বাধে। তখন পর্য্যন্ত জারের সৈন্যবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরে নাই, তখনও পর্য্যন্ত বলশেভিক পার্টির কর্ম্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সামরিক অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। কিন্তু ১৯০৫ সাল দেশের অত্যাচারী রাষ্ট্রের উপর একটা জোর ধাকা দিয়া গেল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় রুষীয় শ্রমিক কৃষক যে রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল তাহা ১৯১৭ সালের বিপ্লবকে বিজয়ী হইতে সাহায্য করে। ১৯১৭ সালের এই দুইটি বিপ্লবে (ফেব্রুয়ারী ও নভেম্বর) জারের পুরাতন সৈন্যদল নূতন চেতনা ও নূতন শিক্ষা পাইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য হইতে বলশেভিক যোদ্ধারা যোগ দিয়া নূতন লালফৌজ গঠন করিল।

লালফৌজের নূতন অভিজ্ঞতা হইল ১৯১৯-২০ সালে দেশ অবরোধের সময়। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ তখন একযোগে রুষিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, লালফৌজ সে আক্রমণ হইতে রুষিয়াকে রক্ষা করিয়াছে। ইহার পর লালফৌজকে ধ্বংস করিবার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিরা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। ট্রটস্কী প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় তাহারা লালফৌজের মধ্যে বিদেশীয় গুপ্তচর ঢুকাইয়া পঞ্চমবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কমরেড ষ্টালিনের সতর্ক দৃষ্টি তাহাদের চক্রান্ত সফল করিতে দেয় নাই। ১৯৩৭—৩৮ সালে বিশ্বাসঘাতকদের ছাঁটাই করিয়া কমরেড ষ্টালিন লালফৌজকে আজিকার মত সুদৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন। সে সময় যাহারা পণ্ডিতের মত ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিল যে ছাঁটাইয়ের ফলে লালফৌজের দক্ষতা নষ্ট হইয়া গেল আজ তাহারাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে যে কি ঘোরতর ষড়যন্ত্রের বীজ সেদিন অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ফলে লালফৌজের মধ্যে এতটুকু অনৈক্য আসে নাই, বরং তাহার ঐক্য ও শৃঙ্খলা আজ দুনিয়ার সকল দেশের আদর্শ হইয়াছে।

লালফৌজ অপরাজেয়

২২ মাস সোভিয়েট জার্ম্মাণ চুক্তির ফলে লালফৌজ যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে এবং ঐ কয়মাসে হিটলারী যুদ্ধের কৌশল ধরিতে পারিয়াছিল। তাই লালফৌজ হিটলারী দ্রুতগতি যুদ্ধ-কৌশলকে পঙ্গু করিয়াছে। ম্যানারহাইম লাইন দুর্ভেদ্য—সামরিক বিশেষজ্ঞদের এই মত লালফৌজের বিক্রমে বাতিল হইয়া গিয়াছে। হিটলার সারা ইউরোপের সম্পদ লইয়া লড়িতেছে এবং লালফৌজ একাকী তাহার রোধ করিতেছে।

হিটলার সোভিয়েটের যত জমিই দখল করুক না কেন, আজ পর্য্যন্ত সোভিয়েটে সে তাহার একটিও রাজনৈতিক কিংবা সামরিক লক্ষ্য পূর্ণ করিতে পারে নাই।

প্রথম বৎসর হিটলারের প্রথম লক্ষ্য ছিল আকস্মিক ভাবে মস্কো দখল করিয়া রুশিয়ার আত্মরক্ষা পণ্ড করিয়া দেওয়া এবং লালফৌজকে ছত্রভঙ্গ করা। কিন্তু মস্কোর দ্বারদেশ হইতে হিটলারকে ফিরিতে হইয়াছে। হিটলারের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল লালফৌজকে ঘেরাও করিয়া ধ্বংস করা, কিন্তু জার্ম্মানরা লালফৌজকে কোথাও অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই।

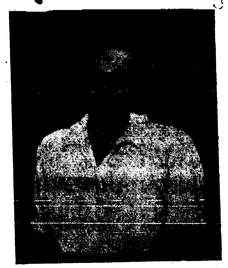

দ্বিতীয় বৎসরে হিটলারের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ককেসাস অঞ্চল দখল করিয়া মধ্য প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং এই লক্ষ্য পূরণ করিবার জন্য তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভরোনেজ দখল করিয়া ডন হইতে ভল্‌গা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া কিন্তু হিটলারের দস্যুবাহিনী ভরোনেজ দখল করিতে পারে নাই। ভরোনেজ দখল করিতে অসমর্থ হইয়া হিটলারের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল শীতের আগেই ষ্টালিনগ্রাড দখল করা কিন্তু ষ্টালিনগ্রাড আজ দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে। সোভিয়েট বাহিনী আজকাল শুধু আত্মরক্ষাই করে না, সোভিয়েট বাহিনী অনবরত বহুস্থানে প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া হিটলারের আক্রমণ করিবার শক্তি নষ্ট করিতেছে। জার্ম্মান সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশ সোভিয়েটের যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংস হইয়াছে।

হিটলার জানে এই ব্যর্থতার মানে কি? হিটলার জানে শীতের আগে ডন-ভলগা এবং কৃষ্ণসাগর ও ক্যাসপিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ দখল করিতে না পারার অর্থ শীতের সময় লালফৌজ

লেখক
ভবানী সেন

কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া। তাই সে মরিয়া হইয়া ষ্টালিনগ্রাড দখলের জন্য লাগিয়াছে, কিন্তু লালফৌজের লৌহদৃঢ় প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্ভব নয়।

রুষিয়া আক্রমণের সময় হিটলারের আশা ছিল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকাকে দলে আনা যাইবে—কিন্তু আজ সোভিয়েটের নেতৃত্বে দুনিয়া জোড়া যে ফাসিষ্ট বিরোধী ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে লালফৌজ তাহার মেরুদণ্ড। লালফৌজের জয়ের উপর আজ দুনিয়ার সকল দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করে।

১৯৪২-এর নভেম্বর দিনে "প্রাভদা"

সমস্ত শক্তি দিয়ে সোভিয়েটকে রক্ষা কর

নভেম্বর বিপ্লবের বাৎসরিক দিবস আসিয়া পড়িল। নাৎসীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার এক বিরাট যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। আমাদের জাতির ভাগ্য এই রণক্ষেত্রে নিনীত হইতেছে। এমন দিনে এবার নভেম্বর দিবস পালিত হইবে।

সোভিয়েট বাসীর মনে আজ এক আকাঙ্খা, এক চিন্তা—হীনতম শত্রুকে পরাজিত কর। ২৫ বছর আগে বিশ্বের বৃহত্তম বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের শিকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের দেশের জনসাধারণের সামনে স্বাধীন ও সুখী জীবনের সম্ভাবনা খুলিয়া দিয়াছে। সেই দিন হইতে সুরু হইল শান্ত ও সুন্দর জীবন। যুদ্ধের ঝড় ঝাপ্টার মাঝে সোভিয়েট দুর্ভেদ্য শিখরের মতই উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। সোভিয়েটের বিভিন্ন জাতির শান্তিময় ও সৌহার্দ্দপূর্ণ শ্রম ও সহযোগিতায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিল।

নভেম্বর বিপ্লব সোভিয়েটের প্রতিটি জাতির অন্তরে আশার আলো আনিয়া দিল। পুঁজিবাদী শিকল টুটিয়া গেল। জাতিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইল। সোভিয়েট সন্তানদের বীরত্বের ফলে অতীত বিধি ব্যবস্থা মুছিয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মাঝে অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সোভিয়েট দ্রুত আগাইয়া চলিল। পুঁজিবাদী জগৎ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। অতি অল্প সময়ের মাঝে গড়িয়া উঠিল সোশ্যালিষ্ট কারখানা-শিল্প, কৃষিতে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইল।

সোভিয়েট প্রথা রাশিয়ায় দৃঢ় সামরিক ভিত্তি গড়িয়া দিল। সোভিয়েটের সমস্ত মানুষ দৃঢ় মনোবল নিয়া দেশরক্ষা করিতেছে। গত ২৫ বছর ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগাইতেছিল। সোভিয়েটের সমস্ত জনগণ মুক্তি পাইয়াছে, তাই জীবনের সমস্ত কোঠায় আসিয়াছে বিরাট সাফল্য। তাইতো সোভিয়েট ভূমিকে সফলভাবে রক্ষা করিবার সুযোগ আজ যথেষ্ট। রাশিয়ার ইতিহাসে রুশরা চিরদিনই দৃঢ়ভাবে দেশ রক্ষা করিয়াছে। গত ২৫ বছরে এ দেশ আমাদের কাছে আরো প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিপ্লব রুশজনগণকে মুক্তি দিয়াছে, জীবনে প্রকৃত উন্নতি আনিয়া দিয়াছে। তাই আজ আমাদের শ্লোগানঃ

"সোভিয়েট জনগণ, গত ২৫ বছর সোভিয়েট আমলে তোমরা এক বিরাট দেশ গড়িয়াছ, শক্তিশালী কারখানা ও কৃষি গড়িয়াছ। সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে রক্ষা কর!"

কোটি কোটি সোভিয়েট জনগণের মনে আজ এই চিন্তা।

হিটলারী দস্যুরা ইউরোপের ১৫টি দেশ পদদলিত করিয়াছে। বহুজাতির সম্মান, সভ্যতা ও সংস্কৃতি পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দানা বাঁধিতেছে। ফ্রান্স, গ্রীস ও লুক্সেমবুর্গে রাজনীতিক ষ্ট্রাইক সুরু হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়াতে স্বদেশহিতৈষীদের সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জনগণ নাৎসীদের ধ্বংস করিতে দৃঢ়সংকল্প। ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জনগণ সর্ব্বত্র মাথা তুলিতেছে। ইউরোপের স্বদেশপ্রেমিকদের অভিনন্দন! নাৎসীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সফল হউক। গত ষোল মাস ধরিয়া লালফৌজ একা নাৎসীদের রুখিতেছে। স্বাধীনতাকামী জাতিরা দ্রুত মাথা তুলিতেছে। নাৎসীরা সাঁড়াশীর চাপে পড়িবে। সেদিন দূরে নয়।

সোভিয়েট, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা ও স্বাধীনতা সংগ্রামরত অন্যান্য দেশের মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হউক।

(সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয়)

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪২ ; ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷৹ ষাণ্মাসিক ১৷৵৹

বন্যা-পীড়িতদের দেশবাসীই বাঁচাইবে

মেদিনীপুর বন্যার নিজস্ব রিপোর্ট—ঝোপ-জঙ্গলে শত শত মৃতদেহ

বন্যা-ত্রাণের চেষ্টা একতা সংগ্রামেরই কাজ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমা, ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশ, এবং বালেশ্বর জেলার দক্ষিণ অংশ ঝড় ও বন্যায় ছারখার হইয়া গেল, কিন্তু সে খবর গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়া দেশবাসীর কাছ হইতে আঠারো দিন চাপিয়া রাখিয়াছিল। দেশের হাজার মানুষ অসহায় ভাবে মরিল, তখনই সকলে মিলিয়া সাহায্য করিতে পারিলে কত মানুষ হয়তো বাঁচিত। কিন্তু ভাইয়ের সাহায্যে ভাই আগাইয়া যাইতে পারিল না কারণ বিদেশী আমলাতন্ত্র দেশবাসীকে সে খবর জানিতেই দেয় নাই। আঠারো দিন পরে সরকারের অসীম অনুগ্রহে যে ছোট্ট বিজ্ঞাপন বাহির হইল তাহা যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ। তাহাতে লেখা আছেঃ

"......সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। বর্ত্তমান হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলায় অন্তত দশ হাজার এবং ২৪ পরগণায় এক হাজার লোক মারা গিয়াছে। গরু বাছুর শতকরা প্রায় ৭৫টাই মারা গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক কাঁচা ঘর ধ্বংস বা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে......।"

মেদিনীপুর জেলা হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা রিপোর্ট দিয়াছেনঃ "মৃত লোকের সংখ্যা গবর্ণমেন্টের হিসাবের চাইতেও সম্ভবতঃ অনেক বেশী হইবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে সমুদ্রের জল ৫।৬ হাত উঁচু হইয়া প্রবেশ করে এবং গ্রামের সমস্ত ঘরগুলিকে এক ধাক্কায় ধুইয়া মুছিয়া ৫ হইতে ১০ মাইল দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। সমস্ত এলাকাটী যেন লবণ-জলের সমুদ্র। যেখানে যেখানে ঝোপ জঙ্গলে কিছু বাধা পাইয়াছে সেখানে শত শত মানুষ ও পশুর মৃতদেহ আটকাইয়া আছে; এখন সেই সব পচিয়া অসহ্য দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। হাজার হাজার লোক মরিয়াছে কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক গুণ বেশী লোক আসন্ন শীতের মধ্যে খোলা মাঠে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই, ভবিষ্যতের কোন আশা পর্য্যন্ত নাই। পুকুর প্রভৃতিতে লোনা জল ঢুকিয়া সব মাছ মরিয়াছে, জল পানের অযোগ্য হইয়াছে, এখন খাবার জলের জন্যই হাহাকার পড়িয়াছে। কলেরা দেখা দিয়াছে। ঔষধ-পথ্য তো নাইই।

"এই অঞ্চলের সাড়ে পনের আনা লোক কৃষক। তাহাদের একমাত্র চাষ ধান গাছগুলি হয় এখনও জলের নীচে নয় জলে পচিয়া গিয়াছে। নারিকেল ও সুপারি ধ্বংস হইয়াছে, প্রায় সমস্ত পানের বরজ নষ্ট হইয়াছে। মরাই উড়িয়া সঞ্চিত ধান ও বীজ সব গিয়াছে, ভবিষ্যতে বুনিবার কিছুই নাই। গবাদি পশু প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, চাষ করিবার জন্য বোধ হয় কয়েক বছর ধরিয়া এই অঞ্চলে হালের গরু পাওয়া যাইবে না।

এখনি কি সাহায্য চাই

"যাহারা মরিয়াছে তাহারা তো দেশের ভাইদের অজ্ঞাতেই মরিয়াছে। আরও লোক যাহাতে না মরে তাহার জন্য এখনি দেশবাসীর প্রাণপণ সাহায্য প্রয়োজন। আপাততঃ হপ্তায় হপ্তায় চাউল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি বিলির ব্যবস্থা চাই। কলেরা-আমাশা-ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক এবং অন্যান্য ঔষধ পথ্য ও ডাক্তার চাই। শিশুদের জন্য বার্লি, দুধ, মিছরি প্রভৃতি চাই। কাপড়, কম্বল, শীতবস্ত্র এখনি বহু সংখ্যায় চাই। রিলিফ পার্টি দ্বারা মৃতদেহগুলি সরানো চাই, রাস্তা-খাল প্রভৃতির উপর হইতে ঝড়ে-পড়া গাছপালা সরানো চাই। অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য হোগলা ও বিচালি চাই। যে সামান্য পশু বাঁচিয়াছে তাহাদের খাদ্য চাই। পানীয় জলের জন্য টিউব ওয়েল চাই।"

ইহাদের ভার বাংলা দেশের সমস্ত মানুষকেই লইতে হইবে। আমলাতন্ত্র হেন করিয়াছি, তেন করিয়াছি বলিয়া খুব হাঁক ডাক করিতেছে বটে। কিন্তু আঠারো দিন পরে খবর দিয়াও তাহারা এতটুকু লজ্জিত হওয়া বা দুঃখ প্রকাশ করা দরকার মনে করে নাই। ধামাধরা ষ্টেট্‌সম্যান কাগজ তো নিত্য ইহার সাফাইই গাহিতেছে। সাহায্যের ব্যাপারেও তাহাদের হয়তো আঠারো মাসে বৎসর হইবে। এবং সরকারী সাহায্য গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট হইতে পারে না একথা সরকারী বিজ্ঞাপনেই স্বীকার করা হইয়াছে।

সাহায্যে সরকারী বাধা

দেশবাসী অন্ততঃ পক্ষে আশা করিতে পারে যে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে বিপন্নদের সাহায্য করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্র বাধা সৃষ্টি করিবে না; যতদুর সম্ভব সহযোগিতা করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে বাধা উপস্থিত হইতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা বিপন্নদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বন্যার পরেই জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ভূপাল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছে। পার্টির প্রাদেশিক অফিসের সঙ্গে সাহায্য তোলা ও বিলি সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া জেলায় যাইবামাত্র কমরেড জ্যোতিষ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাহির হইতেও দেশসেবকদের পক্ষে সাহায্য-ব্যবস্থা করিতে যাওয়া স্থানীয় আমলাতন্ত্র পছন্দ করিতেছে না বলিয়াই মনে হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ অঞ্চলের লোকেরা দমননীতির উত্তেজনায় "সংগ্রামে" মাতিয়াছিল। ভ্রান্ত-দেশভক্তদের পরিচালনায় তাহারা চলাচল, ডাক, তার প্রভৃতি দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কাজে নামিয়াছিল। এবং তাহার ফলে দমননীতির চোটও তাহাদের যথেষ্ট সহিতে হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও মিলিটারী ফিরিয়াছে।

দমননীতি উঠাও

শোনা গেল বন্যার অব্যবহিত পরেও রাত্রি ৮ টার পর ঘর হইতে বাহির না হইবার হুকুম রদ হয় নাই, তাহাতে যে সেবাকার্য্যেরই বিঘ্ন ঘটিবে এ খেয়ালও কি কর্ত্তৃপক্ষের ছিল না? তমলুক থানায় ১৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা হইয়াছে, কাঁথি ও ভগবানপুর থানায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। বন্যার এই বীভৎস ধ্বংসলীলার পরও তৎক্ষণাৎ সেই সব জরিমানা বাতিল হয় না কেন? বন্যার্ত্তদের কাছ হইতে জরিমানা তুলিবার মতলব না থাকিলে এখনি জরিমানা রদ হওয়া দরকার। সরকার হইতে নৌকা সরানোর ফলে এখন জলময় এলাকায় যাতায়াত প্রায় বন্ধ। নৌকা ফিরৎ দিবার কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি? লোকে তো এমনিই মর মর, তাহার উপর দমননীতি চলিতে থাকিলে আরও কষ্ট পাইবে। দমননীতি বন্ধ করিবার, যে-সব এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ, বা মিলিটারী পাঠানো হইয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

একা সরকার নিশ্চয়ই সব লোককে সাহায্য দিতে পারে না। এবং লোকেও সাধারণতঃ আমলাতন্ত্রের সাহায্য তত পছন্দ করে না। বাংলা দেশে কংগ্রেসের মধ্যে মেদিনীপুর কংগ্রেসই একমাত্র গণ-প্রতিষ্ঠান, গ্রামে গ্রামে অধিকাংশ লোক উহাকে একান্ত আপন মনে করে। সমস্ত জেলাময় তাড়াতাড়ি সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে কংগ্রেসের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। অথচ বন্যার খবরের তিন দিন পরেই সরকার আর কিছু করিতে পারুক বা না পারুক তাড়াতাড়ি ঐ জেলায় কংগ্রেসের ২২টী প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করিল এবং তারপর ঐ এলাকার ৬টী লোক্যাল ও ইউনিয়ন বোর্ড পর্য্যন্ত বাতিল করিল। আমরা শুনিয়াছি যে যে-সব স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী জেলে বা বাহিরে আছেন তাঁহারা চলা ফেরার স্বাধীনতা পাইলে আপাততঃ "সংগ্রাম" স্থগিত রাখিয়া সেবাকার্য্যে পুরাদমে যোগ দিতে প্রস্তুত—কিন্তু সরকার নাকি তাহাতে রাজী নয়।

নহিলে জাপানীরই সুবিধা

ইহাতে লোকের দুর্দ্দশার কথা, আমলাতন্ত্র না হয় নাই বুঝিল। কিন্তু ইহাতে জাপানীর পথও যে সুগম হইতেছে তাহা দেখে না কেন? বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে শত্রুর এমন নজর যে, বন্যা হইয়া যোগাযোগ প্রভৃতি ধ্বংস হইয়াছে জানিতে পারিলে জাপানী হয়তো তখনই মেদিনীপুর আক্রমণ করিত এবং সেইজন্যই বন্যার খবর আঠারো দিন চাপিয়া রাখা হইয়াছিল—এই কথা সরকারের সেবক ষ্টেটস্‌ম্যান জানাইয়াছে। যে-অঞ্চলের উপর শত্রুর আক্রমণ এমনই আসন্ন সে-অঞ্চলের লোকদের দেশপ্রেম ও লড়িবার শক্তি জাগানোই সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। অথচ এমনিভাবে তাহাদের সাহায্যে বাধা সৃষ্টি করিলে, তাহাদের প্রিয় কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের সাহায্য নিষিদ্ধ রাখিলে, তাহাদের প্রিয় কৃষকসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে তাহাদের কাছে পৌঁছিতে না দিলে তাহারা যে জাপানীর বন্ধুই হইয়া দাঁড়াইবে সে বুদ্ধি আমলাতন্ত্রের হয় না কেন? শুনিলাম এই সব ব্যাপার লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত আমলাতন্ত্রের নাকি মতান্তর হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীর যদি সত্যই বন্যার্ত্তদের জন্য এতটুকু দরদ থাকে তো আসল কথা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করুন, জনসাধারণ তাঁহাদের সমর্থন করিবে। কিন্তু এই চাকুরী-প্রাণ মন্ত্রীমণ্ডলীর সে সাহস কোথায়?

বন্যার্ত্তদের ভার দেশবাসীকেই লইতে হইবে। আজ বাংলার প্রত্যেক শহর ও গ্রাম হইতে বন্যার্ত্তদের সাহায্য আসিতেছে, আরও বেশী বেশী করিয়া আসুক। বাধা-নিষেধ ও ভ্রূকুটী তুচ্ছ করিয়া দেশসেবকেরা সাহায্য-কার্য্যে অগ্রসর হোন।

বন্যা ত্রাণ ঐক্য-সংগ্রামের কাজ

ঐক্যের আন্দোলন আমরা সুরু করিয়াছি।

(২-এর পাতায় দেখুন)

বন্যা-ত্রাণে সাহায্য করুন!

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা বন্যায় সাহায্যের জন্য আমরা শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি খুলিতেছি। কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখন হইতেই সাহায্য প্রয়োজন। যিনি যাহা কিছু পাঠাইতে পারেন—অর্থ, বস্ত্র, কম্বল, খাদ্য যাহাই হৌক—আপাততঃ আব্দুল্লা রসুল, কৃষক সভা, ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইবেন। "বন্যার জন্য সাহায্য" লিখিয়া দিবেন। জনযুদ্ধে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

যুদ্ধের গতি

"দ্বিতীয় ফ্রন্টের অভাবে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশেরই বিপদ"

নভেম্বর দিবসে ষ্টালিন বলিয়াছেন, "ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া ৬০ ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য ও ২০ ডিভিশন জার্ম্মাণ মিত্র বাহিনীকে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারিলে হিটলারী দলের নিঃশেষ সুরু হইত। জার্ম্মাণ বাহিনীর অবস্থা কাহিল হইত। লাল ফৌজ রস্তভ, মিন্স্ক, ঝিটোমির ও ওডেসার নিকট আসিয়া যাইত। গত গ্রীষ্মকালেই ফাসিষ্ট ফৌজ ধ্বংসের মুখে পড়িত। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের অভাবে জার্ম্মাণরা রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।" ষ্টালিন আরও বলিয়াছেন, "আমাদের মিত্র পক্ষের বোঝা উচিত ফাসিষ্ট জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্টের অভাবে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশেরই বিপদ, আমাদের মিত্রপক্ষেরও বিপদ।"

এ বিপদ যে কত বড় তাহা আর নূতন করিয়া বুঝাইবার দরকার হয় না। হিটলার বাহিনী সমস্ত ইউরোপ দখল করিয়া ফাসিষ্ট গোলামীর শিকল পরাইয়াছে। ফাসিষ্ট শক্তির কবলে ব্রহ্ম মালয়-ফিলিপাইন গিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের সামনে গোলামীর শিকল ঝুলিতেছে। একমাত্র সোভিয়েটই মদগর্ব্বী হিটলারকে রুখিয়াছে। ১৭২ ডিভিসন জার্ম্মাণ ফাসিষ্ট বাহিনীর সামনে লাল ফৌজ একলা লড়িতেছে। অসীম বীরত্ব ও শৌর্য্যের সাথে লাল ফৌজ ফাসিষ্ট গোলামীর হাত হইতে সমস্ত দুনিয়াকে রক্ষা করিতেছে। ৮০ লাখ জার্ম্মাণ সেনাকে লাল ফৌজের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আজ নতুন ইতিহাস রচিত হইতেছে। হিটলার চাহিয়াছিল ২৫শে জুলাইএর ভিতর ষ্টালিনগ্রাদ দখল করিতে। তাহার পর সাড়ে তিন মাস পার হইয়া গেল, ষ্টালিনগ্রাদের দরজায় হিটলার এগার সপ্তাহ ধরিয়া মাথা ঠুকিয়াও ষ্টালিনগ্রাদ দখল করিতে পারিল না। হিটলারের পরিকল্পনা ছিল ১৬ই সেপ্টেম্বরের ভিতর কুইবিশেভ ও ২৯শে সেপ্টেম্বরের ভিতর বাকু দখল করিবে। কিন্তু সে আশাও তাহার ভাঙ্গিয়া গেল ষ্টালিনগ্রাদের দুয়ারে। হিটলারের সময় নির্ঘণ্ট চুরমার হইয়া যাইতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদ আজ সমস্ত যুদ্ধের মোড় ঘুরাইতেছে। ষ্টালিনগ্রাদে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হিটলার ককেশাসে আঘাত হানিয়া পথ করিবার চেষ্টা করিতেছে। নালচিকও দখল করিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার পর হিটলারের অগ্রগতি থামিয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল একদিকে অরঝোনিকিদ্ব দখল করিয়া টিফলিসের সামরিক পথের উত্তর দিকটা হাত করিয়া আগানো। আর এক দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল মজদক দখল করিয়া কাসপিয়ান হ্রদের দিকে আগানো। কিন্তু পূর্ব্ব ককেশাসে নালচিক অঞ্চলে আজও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণরা কেন্দ্রীভূত আক্রমণ করিয়াও লালফৌজের আত্মরক্ষা ঘাঁটিতে ঢুকিতে পারে নাই। মজদক অঞ্চলেও লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের রুখিতেছে। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে তুয়াপ্সের উত্তরে লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের হটাইয়া দিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদে বীর লাল ফৌজের রক্তে আজ ফাসিষ্ট শক্তির অগ্রগতি রোধ হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ আজ মিশরে অষ্টম বাহিনীর জয়ের পথ খোলসা করিয়া দিতেছে।

একদিকে ষ্টালিনগ্রাদে হিটলার অজস্র মজুদ সৈন্য মোতায়েন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার ক্ষতিও হইতেছে অপরিসীম, তাই মিশরে অষ্টম বাহিনী রোমেল বাহিনীকে আঘাত করিবার সুযোগ পাইতেছে, অপরদিকে অবশ্য বৃটিশ ও আমেরিকার উড়োজাহাজের শক্তি অষ্টমবাহিনীর সহায় হইয়াছে। তাই আজ বৃটিশ অষ্টমবাহিনী ফাসিষ্ট ফৌজকে ৬০ মাইল হটাইয়া দিয়াছে। ২০ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে, ৩৫০টি ট্যাঙ্ক, ৪৪০টি কামান ও হাজার হাজার মোটর গাড়ী দখল করিয়াছে। শত্রুর আফ্রিকা বাহিনীর কমাণ্ডার বৃটিশের হাতে বন্দী হইয়াছে।

তাই ষ্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের মোড় ঘুরাইতেছে। আজ যদি ষ্টালিনগ্রাদের পতন হইত তাহা হইলে মিলিত শক্তির বিপদের অন্ত থাকিত না। তাহা হইলে মিশরের সফলতা তো দূরের কথা জার্ম্মাণরা মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল পাল্টা আঘাত হানিত, বৃটেনের বিরুদ্ধেও হয়ত আক্রমণ সুরু হইত। ভারতের পূর্ব্ব দুয়ারে হিটলারী ফৌজ হানা দিত। মিলিত জাতি সমূহের সমস্ত শক্তি সংহত করিবার আগেই হিটলার চরম আঘাত দিত। ইহাই ছিল হিটলারের পরিকল্পনা। ষ্টালিনগ্রাদের বীররা মধ্যপ্রাচ্য, মিশর ও ভারতকে বাঁচাইতেছে। মিলিত জাতিসমূহ ফাসিজমকে আঘাত দিবার সময় পাইতেছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও দশ লাখ আমেরিকান নাগরিক সোভিয়েটের প্রতি এক বানীতে তাই বলিয়াছেন, "তোমাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধেই আমরা অস্ত্র উৎপাদন করিবার সময় পাইতেছি—যাহাতে চূড়ান্ত সাফল্যের বিজয় অভিযানে আমরা উপযুক্ত সময়ে যোগ দিতে পারি।"

কিন্তু আজ আর দেরী করিবার সময় নাই। ষ্টালিনগ্রাদ মিলিত শক্তিকে যে সময় দিয়াছে, সে সময় ব্যবহার করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। আজ শুধু মিশরে আক্রমণ চালাইলেই হইবে না, আজ ইউরোপের পশ্চিমে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া আক্রমণ সুরু করিতে হইবে, বর্ম্মায় আগাইয়া যাইয়া জাপানকে আক্রমণ করিতে হইবে। সমস্ত ফ্রন্টে ফাসিজমকে আক্রমণ করিতে হইবে।

ষ্টালিন বলিয়াছেন, "আজ হউক, কাল হউক দ্বিতীয় ফ্রন্ট অবশ্যম্ভাবী। শুধু আমাদের প্রয়োজনেই নয়, মিত্রশক্তির প্রয়োজনেও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে হইবে।" বিশ্বের দেশে দেশে জনগণ আজ কোটি কণ্ঠে দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী তুলিয়াছে। জনগণের এই দুর্ব্বার দাবীতে ফাসিষ্ট ঘেঁসা শাসকদের বাধা ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্টকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতে হইবে। ৮-১১-৪২

(১-এর পাতার শেষাংশ)

বন্যার্ত্তদের সাহায্য ও দেশরক্ষার জন্য তাহাদের মনোবল দৃঢ় করা ঐক্য আন্দোলনেরই কাজ। বাংলায় যেখানেই আমাদের ঐক্য-প্রচার-দল বাহির হইতেছে তাঁহারা সেখানেই বন্যা-সাহায্য তুলুন এবং দাবী তুলুন "বন্যা-সাহায্যে সমস্ত সরকারী বাধা দূর কর" "বন্যা-ত্রাণের জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের স্বাধীনতা চাই" "বন্যা এলাকায় সমস্ত পাইকারী জরিমানা, ট্যাক্স ও খাজনা রদ হোক" ইত্যাদি। সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করিবার জন্য ইহার চেয়ে ভাল দাবী আর কি হইতে পারে?

বিধ্বস্ত এলাকায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের কাছে আমরা আবেদন করিতেছি—গবর্ণমেণ্ট কি করিল না করিল সেই ভাবিয়াই কি তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, না মরিয়া হইয়া লোককে আরও ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিবেন? তাহাতে তো লোকেরই সর্ব্বনাশ—তাঁহারা তাহা কিছুতেই করিতে পারেন না। এই সব মানুষকে বাঁচাইতে পারিলে তবেই তাহারা স্বাধীনতার জন্য লড়িতে পারিবে—এখন তাহাদের বাঁচানোই যে-কোন দেশভক্তের একমাত্র কাজ। তাঁহাদের কাছে আমাদের আবেদন—তাঁহারা সকলের সামনে ঘোষণা করুন—"সংগ্রাম" নয়, ধ্বংস কার্য্য নয়, আর্ত্তত্রাণই আমাদের একমাত্র কাজ। তাহা হইলে জনমতের চাপ তাঁহাদের গতিবিধির স্বাধীনতা দিতে সরকারকে নিশ্চয়ই বাধ্য করিতে পারিবে।

মরণজয়ী সোভিয়েট গেরিলা

সোভিয়েট মানুষ আজ বীরের মত সর্ব্বত্রই লড়াই করিতেছে। কারখানায়, শত্রু পরিখার সামনে ও পিছনে, হিটলার কবলিত অঞ্চলে, সর্ব্বত্রই তাহাদের এক পণ—সোভিয়েট ভূমিতে যতদিন একটিও হিটলারী দস্যু থাকিবে, ততদিন তাহাদের বিশ্রাম নাই, দেশকে তাহারা রক্ষা করিবেই।

শত্রু লাইনের অতি নিকটে একটি জঙ্গল। তবুও উহারই ভিতর একদিন সোভিয়েট গেরিলা জমায়েত পরস্পরের অভিজ্ঞতা বলিতেছে যাহাতে একজন আর একজন হইতে শিখিতে পারে। এদের সবাইয়ের কাঁধে রাইফেল, চোখে দৃঢ়তা, বক্ষে জ্বলন্ত উৎসাহ। এদের কাজ শত্রুর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালান, এমনি করিয়া তাদের কাবু করা, ধ্বংস করা।

একজন কাজাক বীর ৩৮ জন জার্ম্মান দস্যুকে হত্যা করিয়াছে। জমায়েতে সে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী জানাইল: আমি ও আমার সাথী ঠিক করলাম জার্ম্মান দস্যুদের একটি একটি করে মারতে হবে। সে রাত্রে আমার মেসিনগান পোষ্টে ডিউটী ছিল, তাই কিছু করা হল না। সকাল বেলা মুক্তি পেয়ে আমরা একটি স্থানে গুপ্তভাবে বসে রইলাম, জার্ম্মান দস্যুর অপেক্ষায়। কিছুকাল পরেই দুটা ফাসিষ্টকে যেতে দেখলাম—সাথে সাথে রাইফেলের নিশানা ঠিক করলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমার গুলি সার্থক হয়েছে, একটি দস্যু ধ্বংস হয়েছে। ইহাই ছিল আমার প্রথম শিকার। বুকখানা গর্ব্বে ভরে উঠল। তারপর একে একে ৩৮ জনকে হত্যা করেছি—আরও করব, আমার বিশ্রাম নেই, তাদের না তাড়িয়ে, আমার আর কোন কাজ নেই—আমাদের দেশে কেন তারা এল? আমরা তো তাদের ডাকিনি। কমরেড ষ্টালিনও তাই বলেছেন। যখন আমরা এমনি করে প্রত্যেকটি ফাসিষ্টকে নির্ম্মূল করতে পারব, তখন ষ্টালিনের কাছে গিয়ে বলব; আমরা তোমার কথায় জান কবুল করে শত্রু ধ্বংস করেছি, তাদের নিশ্চিহ্ন করেছি, আমরা আজ জয়ী হয়ে তোমার কাছে এসেছি।

জমায়েতের চেয়ারম্যান লাসেকো বলিল, এক এক করে আমি ৫৬ জন ফাসিষ্টকে মেরেছি। মাত্র একঘণ্টা আগে তার শেষটাকে মেরে এলাম। ফাসিষ্টদের যেমন করে হোক মারতে হবে। দরকার হলে এর জন্য অনেক রকম ফন্দি ফিকির বার করতে হবে। একদিন আমি শত্রুর অপেক্ষা করছিলাম হঠাৎ দূরের একটি ঝোপ নড়ে উঠল। শত্রু আছে কিনা বুঝলাম না, না জেনে একটি বুলেট নষ্ট করব? আমার সামনের একটি গাছে কাপড় চোপড় দিয়ে মানুষের মত একটি মূর্ত্তি দাঁড়া করে রাখলাম। অমনি একটি গুলি ঐ মূর্ত্তিটাকে ভেদ করল—আরও একটি, আরও একটি। জার্ম্মান দস্যু বোধহয় উত্তেজিত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। আমি এখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার শুধু একটি বুলেটই খরচ হয়েছিল, আমার পণ—প্রতিদিন একটি করে জার্ম্মান।

কালাশিঙ্কোভকে সোভিয়েট অনেকবার সম্মান দিয়াছে। সে তার কোটার ৩৮ জন পূরণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী বক্তা সে—"আমি রষ্টব বন্দরে কাজ করতাম। রষ্টোভ ও অন্যান্য সুন্দর সোভিয়েট সহরগুলি যে দস্যুরা ধ্বংস করেছে তাদের কাজের প্রতিশোধ নেওয়াই আমার এখনকার ব্রত। যে সব জার্ম্মান আড়াল থেকে গুলি চালায় তাদের ঘায়েল করাই আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ। আমরাও একটি ফন্দী বের করেছি। একটি খালি টিনের মাথায় খানিকটা তুলা এটে দিয়ে লাল সেনার মত মূর্ত্তি তৈরী করে দূরে রেখে দিই। জার্ম্মানরা ভাবে লাল ফৌজ, আর গুলি খরচ করে শুধু শুধুই। শুধু তাই নয়—আমাদের জানিয়ে দেয় তাদের নিশানা, আমরা তখন কাজ আরম্ভ করি।

গুলি যাতে একটিও নষ্ট না হয়, তার জন্য আমরা দারুন হুসিয়ার। আমরা বিশ্রাম ভুলে গেছি কারণ আজও জার্ম্মানরা আমাদের বুকের উপর বসে। এখন আমরা জানি যে প্রত্যেকটী জার্ম্মানের প্রাণ নেবার অর্থই আমাদের যুদ্ধরত বীর লালফৌজদের সাহায্য করা। তাই আমরা জার্ম্মান স্নাইপারদের জন্য তৈরী হয়েই আছি।"

জার্ম্মানীতে বিদ্রোহ

জার্ম্মাণীর ভিতরে দারুন অশান্তি দেখা দিয়াছে। হিটলারী জুলুমবাজীতে জার্ম্মান জনগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রমাণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁসির হিড়িক ও দীর্ঘ কারাদণ্ড। জার্ম্মান সৈন্যদের ভিতরও ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট ফ্রণ্টে যাইতে আপত্তি করাতে অনেক সৈন্যকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে; অনেক অফিসারকে চাকুরী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টক্‌হলমের ৫ই অক্টোবরে খবরে প্রকাশ যে পূর্ব্ব ফিনল্যাণ্ডে আলটায় বিদ্রোহ করার জন্য ৩০০০ হইতে ৪০০০ জার্ম্মান সৈন্যকে জেল দেওয়া হইয়াছে। ঐ স্থানেই সামরিক বিচারে সম্প্রতি ১৭ জন জার্ম্মান অফিসারকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ৪৩ জন সৈন্যকে বিদ্রোহ করার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অন্য আর একটি খবরে জানা যায় যে ১০০০ জার্ম্মান সৈন্যকে উত্তর নরওয়ের বন্দীশিবিরে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ যুদ্ধ করিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে।

নরওয়ের আর একটি খবরে প্রকাশ সোভিয়েট ফ্রণ্টে যাইতে আপত্তি করায় জার্ম্মান সৈন্যদলের উপর জুলুম চলিতেছে। একটি ব্যাটালিয়ন সৈন্য আদেশ লইয়াও যাইতে অস্বীকৃত হওয়াতে গোলমাল সুরু হয়। সৈন্যদল একটি স্কুলগৃহে আশ্রয় নেয়। হিটলারের ঝটিকাবাহিনীকে ডাকা হয়। রীতিমত যুদ্ধের পর সৈন্যদের কাছ হইতে অস্ত্র কাড়িয়া নেওয়া হয় এবং অনেককে গুলি করিয়া মারা হয়।

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রাঙ্কফার্টের সামরিক কোর্টে সাত জন জার্ম্মান অধিবাসীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ ছিল জার্ম্মান যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করা, যেদিন দণ্ড দেওয়া হয়, সেই দিনই তাহাদের মারা হইয়াছে।

১০ই অক্টোবরের আর একটি খবর 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে বার্লিনের ১০০০ জার্ম্মান অধিবাসীকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের ভিতর অনেক স্ত্রীলোকও আছে। জার্ম্মানীজয়ের সন্দেহ প্রকাশ করাতে এই পীড়ন।

কোনিসবুর্গের ৫ই অক্টোবরের খবর— রাজদ্রোহের অপরাধে দুই জন জার্ম্মানকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। ডারমষ্টাদে জেনসকেনডার নামক এক ব্যক্তিকে ধ্বংসমূলক কাজের জন্য গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। সামল্যাণ্ডের বার্গো মাষ্টারকে ঐ একই অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। গুজব রটাইবার জন্য বেক নামক এক ব্যক্তিকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

সম্পাদকীয়

"সংগ্রাম" কার বিরুদ্ধে ও কার জন্য?

সাচ্চা দেশভক্তেরা দেশের লোকের শক্তি ও একতা বাড়িবে এই ভুল ধারণায়ই "সংগ্রাম" করিতেছেন সত্য। কিন্তু একবারও স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখেন কি এই "সংগ্রাম" কোন্ দিকে চলিয়াছে? "সংগ্রামে" লোকের একতা বাড়িতেছে, না এখন বিদেশী আমলাতন্ত্রকে ছাড়িয়া দেশের লোকের উপরই "সংগ্রাম" আরম্ভ হইয়াছে—একথা দেশভক্ত একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

"বিক্ষোভ প্রদর্শন" এই হেডিং দিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিদিন "সংগ্রামের খবর খুব ফলাও করিয়া ছাপে। ৩রা নভেম্বরের আনন্দবাজার "কলিকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন"-এর মধ্যে বেশ ভাল হেডিং দিয়া খবর দিয়াছে:

"গত রাত্রে তিন স্থানে ট্রাম যাত্রীদের উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। ৪ জন লোক আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে।"

এই "বিক্ষোভ প্রদর্শন" কাহার বিরুদ্ধে? নিজেরই নিরীহ দেশবাসীর গায়ে এসিড ছুড়িয়া স্বরাজ আসিবে? না একতা আসিবে? উল্টা ইহাতে দেশের লোকেরই কংগ্রেসের উপর অশ্রদ্ধা আসিবে না কি? ট্রামযাত্রী কংগ্রেসের খাতিরে একদিন হয়তো ইহা সহিয়া যাইবেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যে-লোক এসিড ছুড়িয়াছে তাহাকে রুখিবেন না কি? তৃতীয় দিন হয়তো সকলে মিলিয়া তাহাকে পুলিশেই ধরাইয়া দিবেন। এম্‌নি করিয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের মধ্যে পরস্পরের লড়াইয়ে পরিণত হইবে এবং আমলাতন্ত্রই তখন আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিবে।

দেশভক্ত বলিবেন এ কাজ কখনো প্রকৃত কংগ্রেস কর্ম্মীর নয়, ইহা নিশ্চয়ই ফরওয়ার্ড-ব্লক-পন্থী কোনো জাপানী-দালালের কাজ। সত্য কথা, আমরাও তাহা জানি। কিন্তু সংগ্রামের নামে ক্রমশঃই যদি বেশী করিয়া এই ধরণের ব্যাপারই চলিতে থাকে এবং দেশভক্ত যদি তাহা ঠেকাইতে না পারেন—তাহা হইলে তাঁহার সংগ্রামের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনা তো এই জাপানী-দালালদের হাতেই চলিয়া গেল। দেশভক্ত বলিবেন এরূপ ঘটনা মাত্র দু একটা। মোটেই নয়। বোমা ফেলিয়া নিরীহ দেশবাসীকে ভয় দেখানো বা আহত করা, স্কুল বা হোষ্টেলে আগুন ধরাইয়া দিয়া ছাত্রদের সন্ত্রস্ত করা ইত্যাদি এখন "সংগ্রামের" রোজকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সংগ্রামের বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর হইতে গত সপ্তাহে পর পর মাত্র তিন দিনের কয়েকটা খবর বাছিয়া দিতেছি। উহা পড়িলেই দেশভক্ত বুঝিতে পারিবেন যে বর্ত্তমানে এই সব কিরূপ নিয়মিত ঘটিতেছে এবং এই সব জিনিষই প্রায় একমাত্র "সংগ্রাম-পদ্ধতি" হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আনন্দবাজার, ২৭শে অক্টোবর:—

"অদ্য বেলগাঁওয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউসের নিকট এক বিস্ফোরণ হইয়াছে। রুয়েপাদায় এক স্কুলের ক্লাসে আর একটী বিস্ফোরণ হইয়াছে। উহার ফলে এক বালিকা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।… বেলগাঁও চিন্তামণি রাও হাই স্কুলে একটী দেশী বোমা বিস্ফোরিত হয়।"

সাতারা। "জনৈক ডাক বিভাগীয় কর্ম্মচারী চিঠির বাক্সের মধ্যে একটী ছোট শিশি দেখিতে পায়। উহার উপর হাত পড়া মাত্র বিস্ফোরণ হয়।"

শিবসাগর। "কতিপয় লোক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের হিন্দু ছাত্রাবাসের একটী ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়।"

জামালপুর। "মিউনিসিপ্যাল স্কুলে অগ্নি-সংযোগ করা হইয়াছে।"

বোম্বাই। ২৫শে অক্টোবর "অপরাহ্নে তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনটী বিস্ফোরণ হইয়াছে।…তিনজন কনষ্টেবলসহ সাত জন আহত হইয়াছে।"

আনন্দবাজার ২৮শে অক্টোবর:—

বোম্বাই। "আজ অপরাহ্নে তুলার বাজারের নিকট তিনটী বোমা বিস্ফোরিত হয়; তিনজন কনষ্টেবল ও অপর একজন লোক আহত হইয়াছে।"

আমেদাবাদ। বানর সেনারা মিউনিসিপাল স্কুল সমূহের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে।… রত্নপোলে…বালকের একটা দল কতকগুলি দোকানের উপর ইটপাটকেল ছোড়ে।…মিউনিসিপাল বিদ্যালয়ে অগ্নিপ্রদানের চেষ্টা পুলিশের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়।"

সুরাট। "আজ সহরের একটী মন্দিরে ভীষণ শব্দে বিস্ফোরণ হয়। ফলে মন্দিরের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

আনন্দবাজার ২৯শে আগষ্ট:—

পুণা। "হুবলী-পুণা মেলের একখানি কামরায় একটী বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। তিনজন লোক আহত হইয়াছে। শিবাজী মারাঠি স্কুলের প্রাঙ্গণে… একটী বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে।"

সুরাট। "বার্দোলিতে একটী বাড়ীর বারান্দায় বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে।"

মীরাট।…"একখানা লরীতে তিনটী অবিস্ফোরিত বোমা পাওয়া যায় এবং স্থানীয় সিনেমায় একটী বোমা বিস্ফোরিত হয়।"

করাচী। "…সিন্ধু এক্সপ্রেস ট্রেনের একটী… কামরায় একটী বোমা পাওয়া যায়।"

ফেণী। "বারাইয়াতে একটী বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় দুইজন লোক নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে।"

মাণিকগঞ্জ। "…কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি পাটগ্রামস্থ এ, বি, হাই স্কুলের গৃহে অগ্নি-সংযোগ করে।"

দেশভক্ত লক্ষ্য করিবেন মাত্র তিনদিনেই এতগুলি ঘটিয়াছে এবং উহা প্রতিদিন ঘটিতেছে, কারণ পর পর তিন দিনের খবর আমরা তুলিয়া দিয়াছি। ইহার পরের খবরের কাগজেও প্রতিদিন এইরূপ খবর পাওয়া যাইবে।

মাত্র দু মাস চলিবার পরই যে "সংগ্রামকে" জীয়াইয়া রাখিবার জন্য নিজের দেশবাসীর উপরই বেশী বেশী করিয়া আক্রমণ করিতে হয় তাহা কি সংগ্রাম? যে-পথে চলিয়া জাতির একতা বাড়ার বদলে মাত্র দু মাসের মধ্যে নিজেদেরই ভিতরে বেশী বেশী করিয়া মারামারি করিতে হয় তাহা কি স্বাধীনতার পথ? অন্ধ উত্তেজনায় যে-কর্ম্মপদ্ধতি চালাইয়া জাপানী-গোলামের হাতেই কর্ত্তৃত্ব বেশী বেশী করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা কি জাপানীর গোলামিই লইয়া আসিবে না?

ইহা সংগ্রাম নয়, ইহা আত্ম-হত্যা। জাপানীর বোমা যখন দেশবাসীর রক্তে দেশের মাটি ভিজাইতে লাগিল, জাপানী দাসত্বের আক্রমণ যখন আগুন ও মৃত্যুর হল্কায় দেশের উপর নামিয়া আসিল, তখন দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করা মানে দেশবাসীর স্বার্থকেই ধ্বংস করা। তাই এই "সংগ্রামে" দেশবাসীর একতা বাড়ে না, ভেদ-বিবাদই বাড়ে। তাই এই সংগ্রামে আমলাতন্ত্রের হাত হইতে কর্ত্তৃত্ব কাড়া হয় না, শুধু দেশকে ধ্বংস করার জন্য জাপানীর পথ সহজ করিবার কর্ত্তৃত্ব জাপানী দালালদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়।

জাতির একতার শক্তিতেই কংগ্রেস এত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সেই একতাকে বাড়াইয়া জাতিকে যদি আজ আরও শক্তিশালী করিতে পারি তো জাপানীকে দেশ রুখিতে পারিবে, স্বাধীনতাও আদায় করিতে পারিবে।

যে একতার আন্দোলন আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহা তো "সংগ্রামের" মত আত্মকলহে পরিণত হইতেছে না, তাহার শক্তি তো দিন দিন বাড়িতেছে। কংগ্রেসের তুলনায় আমাদের পার্টির শক্তি অনেক কম, তাহার উপর কংগ্রেস প্রভৃতি দেশের সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতায়ই আমরা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু তবুও জাতির সুস্থ, সবল দেশপ্রেম এবং জাতির একমাত্র পরীক্ষিত অস্ত্র একতা এই দুইয়ের উপর ভরসা করিয়া নামিয়াছি বলিয়া বিরোধিতা সত্ত্বেও আন্দোলন আজ জাতির মধ্যে দিকে দিকে বাড়িতেছে। আপনি দেশভক্ত! আজ আত্মহত্যা ছাড়িয়া একতার মহান আন্দোলনে যোগ দিন—আমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব।

একতার অভিযান আগাইতেছে

বন্দী সংগ্রামপন্থী একতার পথে

বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে ১৫ জন স্বদেশপ্রেমিক বন্দী চিঠি লিখিয়াছেন। ইহার ভিতর ১১ জনই ছিলেন সংগ্রামপন্থ। তাঁহারা জানাইয়াছেন, — "আমাদের অনেকে মনে করিতেন এই সংগ্রামের ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দিতে বাধ্য হইবে। আজ তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, একতার আন্দোলন ছাড়া অন্য যে কোন সংগ্রাম আত্মহত্যারই সামিল।

আমরা সমস্ত দেশপ্রেমিককে অনুরোধ করিতেছি একতার আন্দোলনে যোগ দিয়া জাতীয় একতা গড়িয়া তুলুন, জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করুন। ষ্টালিনগ্রাদের বীরদের আদর্শ, চীনাভাইদের বীরত্ব আমাদের অনুপ্রাণিত করুক।"

সংগ্রামকারী দেশপ্রেমিকরাও আজ একতার পথে আগাইয়া আসিতেছেন।

সংগ্রামপন্থী গ্রাম ফিরিল

কমিউনিষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন একজন হিন্দুস্তানী রেলওয়ে মজুর। কিছুদিন আগে নিজ দেশে বালিয়া জিলায় ছুটিতে গিয়াছিলেন। যাইয়া দেখেন গ্রামশুদ্ধ লোক 'সংগ্রামে' মাতিয়া উঠিয়াছে। নিজ ভ্রাতুস্পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও 'সংগ্রাম' পন্থী। তিনি ভুলিয়া গেলেন ছুটিতে বিশ্রামের কথা। তিনি ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন, গ্রামের সবাইকে ডাকিয়া পর পর দুই দিন সভা করিলেন। হিন্দী "লোকযুদ্ধ" পড়িয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে গ্রামের অনেক লোক নিজেদের ভুল বুঝিতে লাগিল। ক্রমে একতা প্রচার সুরু হইল। পাশের গ্রামেও একতার ডাক পৌঁছিতে লাগিল। তিনজন 'লোক-যুদ্ধ' কিনিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

জাতীয় ঐক্য প্রচারে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের ছুটি নাই, বিশ্রাম নাই। একতা অভিযান জয়ের পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

গোলামী চাই না, একতা চাই

একতা স্কোয়াড ট্রামে 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করিতেছেন। "কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি আপনি নিশ্চয়ই চান, কংগ্রেস-লীগ একতা চান, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চান, দেশের স্বাধীনতা চান, তাহলে জনযুদ্ধ কিনুন" একজন যুবক বলিলেন, "চাই না মশায়, জনযুদ্ধ"। "আপনি নেতাদের মুক্তি চান না? দেশের স্বাধীনতা চান না?" "না, চাই না।" "আপনি বৃটিশেরও গোলামী চান, জাপানীরও গোলামী চান, নেতাদের জেলে আটক রাখতে চান?—তাহলে অবশ্য জনযুদ্ধ আপনি পড়বেন না"। যুবকের দেশপ্রেমে আঘাত লাগিল। "গোলামী কে চায় মশায়, আমি পরীক্ষা করছিলাম আপনি কতখানি আন্তরিকভাবে প্রচার করেন। এখন বুঝছি, একতার আন্দোলন সফল হবে। দিন এক কপি জনযুদ্ধ।"

অন্দর মহলে একতার ডাক

মধ্য কলিকাতার একটি অঞ্চলে মেয়েরা স্কোয়াডে বাহির হইয়াছেন। কয়েকজন মহিলা বলিলেন, বাড়ীতে পুরুষ ছেলে নেই আমরা সই দিই কি করে? তাঁদের মত তো চাই। মেয়ে প্রচারকরা আদৌ ঘাবড়াইলেন না। তাঁহারা জানেন, বাংলার নারী এমনি ভাবে সব কাজেই পুরুষের অধীন। তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া আন্তরিকতার সাথে বুঝাইতে লাগিলেন—কি দুর্দ্দিন আমাদের সামনে আসিয়াছে। মেয়েদেরও আজ কতখানি দায়িত্ব। অনেক কথা আলোচনা হইল। মহিলারা বলিলেন, এমন সব কথা তো কোনদিনই আমরা শুনি নাই। তোমরা মাঝে মাঝে এসো মা। আমরা যে একেবারে অন্ধ। তাঁহারা 'জনযুদ্ধ' কিনিলেন, নাম সইও দিলেন। একতার প্রচার অন্তঃপুরের নারীদেরও এমনিভাবে জাগাইতেছে।

সারা বাংলায় একতা সপ্তাহ সুরু

দলে দলে হিন্দু-মুসলমান একতায় সাড়া দিতেছে

বাংলার জিলায় জিলায় একতা সপ্তাহ সুরু হইয়াছে। সহরের রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় একতা স্কোয়াড প্রচারে বাহির হইয়াছে। প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া তাহারা প্রচার করিতেছে, ইস্তাহার বিলি করিতেছে, 'একতার ডাক', 'জনযুদ্ধ', 'পিপল্‌স ওয়ার' বিক্রি করিতেছে, চাঁদা তুলিতেছে, গণসই নিতেছে। সারা বাংলায় ধ্বনি উঠিয়াছে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! দমননীতি বন্ধ কর! কংগ্রেস-লীগ একতা চাই! জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন কর! জাপানকে রুখিয়া দেশ স্বাধীন কর! সরকারী দমননীতি ও ধ্বংসমুলক আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী যে হতাশা ও ব্যর্থতা দেখা দিয়াছিল, একতা-অভিযানে সে অন্ধকার কাটিয়া যাইতেছে। সমস্ত বাঙ্গালী এক হইতেছে।

কলিকাতার সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া ১লা নভেম্বর হইতে দেড় শত স্কোয়াড ঘরে ঘরে একতার প্রচারে বাহির হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির নেতারাও স্কোয়াডে যোগ দিয়াছেন। শত শত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী বলশেভিক দৃঢ়তা নিয়া একতা অভিযান সুরু করিয়াছেন। ছাত্ররা ছাত্র সমাজের ভিতর প্রচারে আগাইয়া গিয়াছেন। নারী কর্ম্মীদের ২০টি স্কোয়াড অন্দর মহলে একতার ডাক পৌঁছাইয়া দিতেছেন। মজুর বস্তী ও কারখানার গেটে মজুরদের ভিতর একতা আন্দোলন চলিতেছে। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত, চাকুরে, কেরানী, ব্যবসায়ী, উকীল-ব্যারিষ্টার সকলের মাঝেই স্কোয়াড প্রচার সুরু করিয়াছে। মুসলিম জনসাধারণকে একতা প্রচার জাগাইয়া তুলিতেছে।

একতা অভিযানের ইহাই সুরু নয়। একতা সপ্তাহের আগে হইতেই প্রচার সুরু হইয়াছে এবং কলিকাতায় জাতীয় দাবীতে প্রায় ৪ হাজার নাম সই করা হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিনেই এক হাজর সই যোগাড় করা হইল। দ্বিতীয় দিনে এক হাজারও ছাপাইয়া গেল। কিন্তু শুধু নাম সই দেখিয়াই প্রচারের বিস্তার বুঝা যায় না। শত শত লোক নাম সই দিতে সাহস পাইতেছেন না, কিন্তু একতার দাবী সমর্থন করিতেছেন। আরও শত শত লোক চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য সময় নিতেছেন। অবশ্য বাধাও অনেক আসিতেছে। কিন্তু তবু ধৈর্য্যের সাথে প্রচারের ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, দ্বিধা কাটিয়া যাইতেছে। পুলিসের দিক হইতেও বাধা আসিতেছে যথেষ্ট। প্রকাশ্য সভা-সমিতি নিষিদ্ধ। বৈঠক মিটিং ও ঘরে ঘরে প্রচারের ফলেও অনেক কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কিন্তু একতা অভিযান সমস্ত বাধা কাটিয়াই আগাইয়া চলিয়াছে।

সারা বাংলায় একতা ইস্তাহার বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দুতে মোট ৭৫ হাজারেরও উপর বিলি হইয়াছে। ২০ হাজার "একতার ডাক" বিক্রি হইয়াছে। গত সপ্তাহে জনযুদ্ধ বিক্রি হইয়াছে প্রায় ১২ হাজার। কলিকাতাতেই শুধু পিপল্‌স্ ওয়ার বিক্রি হইয়াছে ১৭ শত। এই সব পুস্তিকার চাহিদা এখনও প্রচুর কিন্তু চাহিদা মিটান সম্ভব হইতেছে না। একতা আন্দোলন যে বিপুল গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে, কমিউনিষ্টদের পথই আজ দেশের সামনে একমাত্র পথ—ইহা তাহারই কষ্ঠিপাথর।

ময়মনসিংহ—জেলা পার্টি অফিসে ১লা নভেম্বর ভোরে ৮টি স্কোয়াডের ৩২ জন ভলাণ্টিয়ার সমবেত হইলেন। আস্তে আস্তে জনসাধারণের ভীড় জমিল। লাল পতাকা উত্তোলন করা হইল। বিপুল ঐক্যধ্বনির পর স্কোয়াড প্রচারে বাহির হইল। একতা সপ্তাহ সুরু হইল।

১লা ও ২রা নভেম্বর এই দুই দিনে ময়মনসিংহ সহরে ৮টি স্কোয়াড মোট ২৫২টি বাড়ী ঘুরিয়া ৪২০ টি নাম সই নিয়াছে। ১১টি পথসভা ও ৭টি বৈঠক মিটিং করা হইয়াছে। চাঁদা উঠিয়াছে ১০ টাকা। মোট ১৬০০ লোকের নিকট একতার প্রচার করা হইয়াছে। 'একতার ডাক' বিক্রি হইয়াছে ১৩২ খানা। **চুরখাই** গ্রামে দুই দিনে ১৮০টি বাড়িতে ২২৫ জনের নিকট প্রচার করা হইয়াছে। ৮৩টি নাম সই জোগাড় হইয়াছে। বৈঠক মিটিং হইয়াছে ৬টি। **নেত্রকোণা** সহর, **ঈশ্বরগঞ্জ**, **মুক্তাগাছা** ও **ভুলসোমা** গ্রামে প্রথম দিনেই মোট ১৪টী স্কোয়াড বাহির হইয়া ৩টি হাটসভা ও ৯টি পথসভা ও ১৪টি বৈঠক মিটিং করিয়াছে। নেত্রকোণা সহরে একটি জনসভায় প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। একতার প্রয়োজন সবাই বুঝিতেছে। মুসলমান জনসাধারণ নাম সই দিতেছে। "সংগ্রামকারীরা" প্রথমেতো কমিউনিষ্টদের কথা শুনিতেই চায় না। স্কোয়াড ধৈর্য্য ধরিয়া সংগ্রামকারীর একটি দলকে বুঝায়, পরে ২ জন 'একতার ডাক' কিনে ও ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়া একতা অভিযান জয়ের পথে চলিয়াছে।

জলপাইগুড়ি—সহরে একতা সপ্তাহের উদ্বোধন হইল পার্টি অফিসে। সমস্ত কর্ম্মীরা একত্র হইলেন। একতা আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবার পর পোষ্টার ও ফেষ্টুন সহ ৫টি স্কোয়াড প্রচারে বাহির হইল। প্রথম তিন দিনে সহরে মোট ২২৫টি সই নেওয়া হয়, পথসভা হয় ২৪টি, বৈঠকী সভা হয় ১৪টি, ৬০ খানা একতা পোষ্টার সহরের সর্ব্বত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। ফরওয়ার্ডব্লব-পন্থীরা প্রথম দিন স্কোয়াডকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ধৈর্য্য ও সহসের সাথে স্কোয়াড আগাইয়া চলে। পঞ্চমবাহিনী ব্যর্থকাম হয়। ৫ জন "সংগ্রামকারী" কংগ্রেসকর্ম্মীকে স্কোয়াড ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইতে সমর্থ হয়। তাহারা একতার দাবীতে নাম সই দেন। একতার আন্দোলনে মুসলমান জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন।

যশোহর—১লা নভেম্বর বিকালে পাঁচশত লোকের এক বিরাট জনসভায় একতা সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়। সহরে ৫টি স্কোয়াড বাহির হইয়া একতা প্রচার সুরু করে। প্রথম চার দিনে ৩৯৫ টি বাড়ীতে যাওয়া হয় ও ১০৭৯ জনের কাছে প্রচার করা হয়। সই পাওয়া গিয়াছে ৪৭৪ জনের, চাঁদা উঠিয়াছে ২৬৷৵০। একটি **মহিলা স্কোয়াড** দুই দিনে ৪১টি বাড়ী ঘুরিয়া ৬২টি সই সংগ্রহ করে। একদল যুবক ভ্রান্ত হইয়া ফরোয়ার্ডব্লককে সমর্থন করিতেন, স্কোয়াডের বিশেষ প্রচারের ফলে তাঁহারাও একতার দাবী সমর্থন করিয়া নাম সই দিয়াছেন। একটি স্কোয়াড ১২ জন মুসলিম লীগ সভ্যকে একতার পথ বুঝাইতে সমর্থ হন ও তাঁহাদের নাম সই গ্রহণ করেন।

অভয়নগর কেন্দ্রে **নওয়াপাড়ায়** একটি একতা স্কোয়াডের শিবির খুলিয়া প্রচার সুরু করা হইয়াছে। ৪টি স্কোয়াড প্রচার চালাইতেছে। দুই দিনে ১৪০ জনের সই গ্রহণ করা হয়। ১৬৩ জনের কাছে প্রচার করা হয়, তাহার ভিতর ৫২ জন কৃষক মেয়ে। কৃষকরা পার্টিফাণ্ডে চাঁদা দেয়, ৩৯ সের চাল আর ৫ সের ধান।

বনগ্রাম, নূতনগ্রাম, মনোমোহনপুর, সেয়ানা ও তিলি গ্রামেও একতা স্কোয়াড প্রচার চালাইতেছে।

নদীয়া—প্রথম দিন দুইটি স্কোয়াড কৃষ্ণনগর সহরে প্রচার কার্য্যে বাহির হয়। মোট ৫১টি বাড়ীতে যাইয়া ২৮টি সই সংগ্রহ করা হয়। জনযুদ্ধ ও একতার ডাক বিক্রি হয়। স্কোয়াডকে একটি ফরওয়ার্ড ব্লক দলের ঠাট্টা-বিদ্রুপের সম্মুখীন হইতে হয়। ধৈর্য্যের সাথে স্কোয়াড প্রচার চালাইয়া যায় ফলে দুই-জন ব্যর্থকাম হইয়া চলিয়া যায় ও অপর দুইজন ফরওয়ার্ডব্লক পন্থী আরও আলোচনা চালাইতে চায়। একতা আন্দোলন ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের ফিরাইতেছে, পঞ্চম-বাহিনীর ঘাঁটি ভাঙ্গিতেছে।

হুগলী-চুঁচুড়া—সহরে দুইটি বড় স্কোয়াড সহরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে পোষ্টার ও ফেষ্টুন সহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া একতা সপ্তাহ সুরু করে। খড়ুয়া-বাজার হাটে, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে ১০টি পথ সভা হয়। বিকালে হারিট গ্রামে ২০০ হিন্দু-মুসলমানের এক জনসভা হয়। ৫০টি সই গ্রহণ করা হইয়াছে। একজন শিক্ষিত যুবক খুবই জাপ-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রচারের ফলে তাঁহাকেও ফিরান সম্ভব হইয়াছে। এমন কি তিনি পার্টি ফাণ্ডে সাহায্য পর্য্যন্ত দিয়াছেন। একতার আন্দোলন সফল হইতেছে।

হাওড়া—সালকিয়া ও ঘুঘুড়ি এলাকায় প্রথম চার দিনে ৩টি করিয়া স্কোয়াড বাহির হয়। প্রায় এক হাজার হিন্দু-মুসলমান, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও ছাত্রের নিকট প্রচার করা হয়। জাতীয় দাবীতে ৬৯১টি সই সংগ্রহ করা হয়। পথসভা হয় ৭টি, বস্তি ও গেট সভা হয় ৫টি। ৩রা নভেম্বর প্রায় ২০০ মজুরের একটি জনসভাও হয়। মুসলমান মজুররা যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন।

২৪ পরগণা—একতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ৩রা নভেম্বর বজবজ ষ্টার ময়দানে মজুরদের এক বিরাট সভা হয়। প্রায় ৪।৫ হাজার মজুর সভায় উপস্থিত হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন প্রভৃতি একতা সপ্তাহের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন। মজুরদের ভিতর একতা আন্দোলনের বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান—কাটোয়া মহকুমায় ১লা নভেম্বর বামুনগ্রাম, যবগ্রাম, ধারসোনা প্রভৃতি গ্রামে স্কোয়াড বাহির হয় ও বৈঠকী মিটিং করে। ২রা ও ৩রা তারিখে স্কোয়াড ক্ষিরগ্রাম, কারুলিয়া, করুই, পাঁজেয়া, মেজিয়ারী প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করে। জনসাধারণের মাঝে ভীতি ও হতাশার ভাব ছাইয়া গিয়াছে কিন্তু স্কোয়াডের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণ একতার ডাকে সাড়া দিতেছে।

বগুড়া—২৮শে অক্টোবর পাঁচবিবিতে প্রায় এক হাজার হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট ঐক্য সভা হয়। সভার পর একটি জাপ-বিরোধী দেওয়াল চিত্র প্রদর্শনী দেখান হয়। ৩১শে অক্টোবর আক্কেল-পুরে ঐক্য সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন লীগ সভাপতি মৌলভী মুজিবর রহমান। লীগ সভ্যরা উৎসাহের সাথে সভায় যোগ দেন। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ পর্য্যন্ত জাতীয় দাবীতে ৮০০ সই সংগ্রহ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম—বৈলতলীতে কৃষকপ্রজা পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টির মিলিত উদ্যোগে একটি ঐক্য সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় মুসলমান নেতা ছব্দর আহম্মদ। সুচীয়া কালীরহাটে প্রায় ৪০০ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের উপ-স্থিতিতে হাটসভা হইয়াছে। অনেকগুলি একতা ইস্তাহার বিলি করা হয়, পোষ্টার প্রদর্শনী করা হয়। কৃষক প্রজাপার্টির নেতা মনিরুজ্জমান এছলামবাদী, হাকিম আলী আহম্মদ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। এই সুচীয়াতে খাদি প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ফলে প্রায় ১৪০০ কাটুনীর জীবিকা মারা যায়। ইহারই সুযোগে পঞ্চমবাহিনী জনসাধারণকে ধ্বংসমুলক কাজের জন্য উস্কাইতে থাকে। কিন্তু কমিউনিষ্ট ও কৃষক প্রজাপার্টির মিলিত চেষ্টায় পঞ্চমবাহিনী ব্যর্থকাম হয়। জনসাধারণ একতা আন্দোলনের প্রয়োজন বুঝিতেছে।

বহরমপুর—পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলনের পর একতা সপ্তাহ সুরু হয়। প্রথমদিন ৮টি স্কোয়াড সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১০০টি বাড়ীতে প্রচার চালায়। দ্বিতীয় দিন ৩টি স্কোয়াড খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য গণদরখাস্তে ২৫০টি সই সংগ্রহ করে। সহরে যথেষ্ট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

যাত্রার আসরে ঐক্য সভা

গত ৩০শে অক্টোবর ২৪ পরগণার মহিষপোতা পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক একটি যাত্রা অভিনয়ের বন্দোবস্ত হয়। অভিনয়ের আসরে যখন বহুলোক সমবেত হয়, তখন পাণিহাটির কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী একতা আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্থানীয় ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ রায়ও একতা আন্দোলন সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। কমিউনিষ্টরা একতা প্রচারের জন্য যে কোন মঞ্চের সুবিধা গ্রহণ করে।

একতার লড়াইয়ে মুস্লিম জনগণ

দিকে দিকে মুসলমানদের মধ্যে সাড়া পড়িতেছে

দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস লীগ ঐক্য চাই

বোম্বাই লীগ সভ্যদের আবেদন

বোম্বাইএর মুসলীম লীগের সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নেতা মিঃ জিন্নার কাছে এক বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। ঐ বিবৃতির সারাংশ দেওয়া হইল: বিদেশী আক্রমণকে শিয়রে রাখিয়া গত কয়েক সপ্তাহে ভারতে যাহা হইয়া গেল তাহাতে দলনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী ভারতবাসী বিচলিত। প্রকৃত প্রতিনিধিমুলক, জনপ্রিয় এবং প্রকৃত ক্ষমতাবান সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ছাড়া বর্ত্তমানের সঙ্কট কাটিতে পারে না। ইহার জন্য প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের একতা চাই। এই সংকটের দিনেও কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের একতা না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। কিন্তু যাহারা এই একতার সম্ভাবনায় সন্দেহ করে, আমরা তাহাদের সঙ্গে একমত নহি। একতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা মানে স্বাধীনতার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা। একতা সম্ভব। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ, উভয়েই ভারতের স্বাধীনতা চায়। ভারতের আজ যে বিপদ তাহা দুই দলই জানে এবং দুই দলই সফলভাবে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য যে কোন দলের সঙ্গে সাময়িক গবর্ণমেন্ট গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র। কংগ্রেস ও মিঃ জিন্না সাময়িক গবর্ণমেণ্টের জন্য পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলিয়াছেন। পাকিস্তান লইয়া যা' কিছু পার্থক্য—তাহাও আজ কমিয়াছে। লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানাইতে চায়—এবং গণভোটের দ্বারা তাহার সমাধান করিতে চায়। বিগত এ, আই, সি, সি প্রস্তাব ও কংগ্রেস নেতাদের বক্তৃতায় দেখা যায় যে এইভাবে মিটাইবার সম্ভাবনা বেশী। এখনো যেসকল বাধা আছে তাহা আমরা ছোট করিয়া দেখাইতে চাই না, কিন্তু ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক দুর ঐক্য হইয়াছে। এখন তাহারই ভিত্তিতে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক ত্যাগ স্বীকার করিলে বাকী সমস্যাও সমাধান হইবে। কংগ্রেস অবৈধ, নামজাদা কংগ্রেস নেতারা জেলে। আজিকার এই দুঃসময়ে কায়েদে আজমই কেবল সমস্যার অনেক-খানি সমাধান করিতে পারেন। মুসল-মানদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাং-স্কৃতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় রক্ষার জন্য যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দরকার তাহাতে আমরা তাঁহার সহিত এক মত। বর্ত্তমানের অচল অবস্থা দুর করার জন্য মিঃ জিন্না তাঁহার বিরাট প্রভাব খাটাইবেন ইহা আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। কায়েদে আজমের ক্ষমতায় আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে তিনি এই বিপদের দিনে যথা কর্ত্তব্য করিবেন, সমস্ত দেশের এবং দুনিয়ার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। কংগ্রেস-লীগ চুক্তিই দেশরক্ষার কাজে ৪০ কোটী ভারতবাসীকে এক করিতে পারে—এবং অক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণের কাজে নামাইতে পারে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করি যে অবিলম্বে গান্ধীজী প্রমুখ ওয়ার্কীং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হউক—এবং অবিলম্বে আপোষ আলোচনা সুরু হোক। এই সংকটে এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলে না। আজ আমাদের এমনি একটী গবর্ণমেণ্ট আছে যা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর কাছে অপ্রিয়, প্রতিনিধিত্বমুলক নয় এবং স্বেচ্ছাচারী। ভারতের প্রত্যেকটী বিশিষ্ট দল এই গবর্ণমেণ্টের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলিব, গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতি (গুলি, লাঠি পাইকারী জরিমানা ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ) গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে শুধুই এ দেশ-রক্ষায়ই ক্ষতি হইবে না, সমগ্র মিলিত জাতির ক্ষতি হইবে। এই অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের বৃটিশ বিরোধী মনো-ভাব জাপ পক্ষীয় মনোভাবে পরিণত হইতেছে। বার্লিন ও রোমের বক্তৃতা শুনিয়া তাহা বোঝা যায়। ধ্বংসমুলক কার্য্যকলাপের আমরা যেমন বিরোধী তেমনি সরকারী প্রতিহিংসা নীতিরও আমরা নিন্দা করি। এই সকল নিষ্পেষণের নীতি ত্যাগ করিয়া সরকার আপোষের পথে আসিবেন আমাদের এ আশা কি আকাশ কুসুম ?

লীগ কাউন্সিল সভ্যের প্রস্তাব

২৭শে অক্টোবর নয়া দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে আগামী ৯ই নভেম্বরে নিখিল ভারত লীগ কাউনসিলের যে অধিবেশন হইবে—তাহাতে লীগনেতা মিঃ লারী ও মিঃ জাফরী এই মর্ম্মে প্রস্তাব আনিবেন যে যুদ্ধ চলা পর্য্যন্ত দেশ শাসনের পূর্ণ-ক্ষমতা অবিলম্বে একটী সাময়িক কোয়া-লিশন গবর্ণমেণ্টের হাতে আনিবার জন্য একটী যুক্ত কংগ্রেস-লীগ দাবী প্রণয়ন করিতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করা হোক এবং সর্ব্ব প্রকার বৈধ উপায়ে সেই দাবী সমর্থন করা হোক। কিন্তু ইহার পুর্ব্বে কংগ্রেসকে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী এবং পাকিস্তান সম্পর্কে গণভোটের দাবী স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটী লীগ সভাপতি কর্ত্তৃক গান্ধীজীর কাছে পাঠাইতে হইবে।

ভিবান্দী মুসলিম লীগের দাবী

২৩শে অক্টোবরে বোম্বাইএর সংবাদে জানা যায় যে ভিবান্দী মোছলেম লীগের উদ্যোগে এক বিরাট মুসলীম জনসভায় ডাঃ কাজি বলিয়াছেন: পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করা মুস্লীম লীগের কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের অবর্ত্তমানে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব মুস্লীম লীগের কাঁধে পড়িয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুস্লীম লীগ তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে নারাজ হইবে না। তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমানের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিতে অনুরোধ জানান।

আজাদ মুস্লিমদের আহ্বান

বিরাট ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তোলো

কমিউনিষ্ট ঐক্য-নীতির সমর্থন

আল্লাবক্সের সতেজ বিবৃতি

[সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স ৭ই অক্টোবর দিল্লীতে এক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেন। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে দিলাম। এই বিবৃতির গুরুত্ব হইতেছে এই যে হিন্দু মুসলমানের একতা গড়িবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি যে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে মিঃ আল্লাবক্স তাহা পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনিও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাহিয়াছেন, জনগণকে ঐক্য আন্দোলন চালাইয়া কংগ্রেস-লীগ একতার দ্বারা দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে মিঃ আল্লাবক্স আজাদ মুস্লিম বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এই বিবৃতি দিয়াছেন। ফলে আজাদ মুস্লিম বোর্ডের জমিয়ৎ-উল-উলেমা, মোমিন কনফারেন্স এবং অহ্‌র দলের সমর্থনও এই বিবৃতির পিছনে রহিয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িবার পিছনে প্রগতিশীল মুসলমানদের এমন একটি বিরাট অংশ রহিয়াছে যাহাদের প্রতি লীগের সর্ব্বদাই সন্দেহ ছিল যে লীগকে ভাঙ্গিবার জন্যই ইহাকে কংগ্রেস ব্যবহার করে। এই ব্যাপারে লীগের সে সন্দেহ দুর হইল। এবং কংগ্রেস লীগ একতার কাজে অনেক খানি সাফল্য লাভ হইল]

মিঃ আমেরি ও চার্চ্চিলের ভারত-সম্পর্কে সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চায় না। ইহার ফলে আত্ম-সম্মান সম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রদত্ত পদবী ত্যাগ করা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মিলিত রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের স্বার্থ পৃথক নয়। বৃটিশ যদি ৪০ কোটী ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া রাখে তো যুদ্ধের ফলে কোন নব বিধান দেখা দিবে এ সম্ভাবনা আমার কল্পনায় আসে না। **আমার মনে হয় যে শক্তি আমাদের পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে তাহারাই যে আবার রুশ জনগণকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেছে না—এই ঘটনা আকস্মিক নয়।**

মস্তিষ্কহীন সাম্রাজ্যবাদ

যুদ্ধের সুরুতে দলনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী বলিয়াছিল যে ক্ষমতা পাইলে তাহারা 'গণতন্ত্র' রক্ষার যুদ্ধে যোগ দিবে। ইহার উত্তরে বৃটেন কেবল বড়লাটের কাউন্সিলের মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাই বাড়াইয়াছে। জাপানী আক্রমণ সুরু হইবার পর ভারতরক্ষার প্রশ্ন চুড়ান্ত রকমের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। মালয় ও বর্ম্মার পতনের পর অনেকের মত আমারও ধারণা হইয়াছিল যে বৃটেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবে এবং ভারতের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টার পিছনে ভারতের জনগণের উৎসাহ বাড়াইবে। এইরূপ সংকট সময়ে আসিয়া ক্রিপসও ক্ষমতা না ছাড়িয়া ভারতের রাজনৈতিক দলের সমর্থন চাহিলেন এবং মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস যে প্রকৃত ভিত্তিতে মিলিত হইতে পারে তাহার জন্য কিছুই করিলেন না। মামুলী সাম্রাজ্যবাদীর মত তিনিও সাম্প্রদায়িক বিরোধের ধুয়া তুলিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

আমার মনে পরিষ্কার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারতের প্রকৃত ও গভীর সমস্যা হইল:—এক ভাষাভাষী, একই অর্থ-নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও অতীত ধারায় গঠিত ছোট ছোট জাতির (যেমন সিন্ধি, পাঠান, উড়িয়া, বাঙ্গালী, কাশমিরী, গুজরাটী প্রভৃতি) অবস্থা খোলসা করিয়া বলা এবং স্বাধীন ভারতের কাঠামোয় তাহাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া।

সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়ায় এই সমস্যা ধর্ম্মে খোলস পরিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সাময়িক ভাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার কোন বাধাই হয় না।

অন্ধ জাতীয়তাবাদ

৮ই আগষ্টের কংগ্রেস প্রস্তাবের পর ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত এতদুর গড়াইয়াছে। এই দেশকে বর্ত্তমান সংকটে ঠেলিয়া দিবার দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই। কংগ্রেস নেতারা মিলিত জাতির আদর্শে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ ভাবে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাদের দাবীছিল, ভারতের স্বাধীনতার দাবী বৃটিশ স্বীকার করিবে এবং জনপ্রিয় সাময়িক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে দিবে। ভারতের এই সহযোগিতার হাতকে ঠেলিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট সন্ত্রাস ও নিষ্পেষণের পথ লইয়াছে—জনগণের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করিতেছে যে ভারতবাসী যেন ভারতেরই শত্রু। সরকার বুঝিতেছে না যে কংগ্রেসের দাবীর পিছনে সমস্ত ভারত-বাসীর সমর্থন আছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই নিষ্পেষণ নীতি চলিবে ততদিন যিনিই এই গবর্ণমেণ্ট চালান না কেন তিনি ভারতের রক্ষা, জগতের গণতন্ত্রের রক্ষা কার্য্যে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবেন। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র পথ: সরকারের বর্ত্তমান নীতি অবিলম্বে রদ করা, বড় বড় রাজ-নৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আলোচনা চালাইতে সরকারকে বাধ্য করা। দমননীতির ফলে দেশের কতগুলি লোক ধ্বংসমুলক ও হিংসাত্মক কাজ করিতেছে, এই কাজ যে

(৬এর পাতায় দেখুন)

(আজাদ মুসলিম আহ্বান—৫ পাতার পর)

কংগ্রেসেরই কাজ তাহা কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি কিছুতেই নিঃসন্দেহে বলিতে পারিব না। মোটের উপর এই কাজের ফলে দেশে ও বিদেশে আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি ও আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে দুর্ব্বল করা হইতেছে।

এই মুহূর্ত্তের কাজ

সরকার আজ সর্ব্বত্র কোণ ঠাসা—তাই আজিকার দিনে জাতীয় দাবীর পিছনে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। কেননা আমাদের বিভেদেই সরকার কেবল বাঁচিয়া থাকিবার আশা করে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আজ চুপচাপ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের কর্ত্তব্য হইবে—জনগণের ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে হার মানানো। আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীর পিছনে সকলের সম্মতি থাকায় এই একতার বিরাট ভিত্তি রহিয়াছে—এবং মিলিত জাতি আমাদের দাবীর পিছনে ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের দাবী কেহ রুখিতে পারিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ভারতের জনগণের শক্তিকে নিশ্চয় বাড়াইতে পারি।

একতার আন্দোলন

আমাদের নেতারা যখন আপোষের মুল বিষয়ে অনেকখানি আগাইয়া এখন খুঁটিনাটি বিষয় সাব্যস্ত করিতেছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য ব্যাপক গণঐক্যআন্দোলন করা। শান্তিপুর্ণ ও সংগঠিত ভাবে—ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে এই আন্দোলন চালাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় সভা সমিতি করিতে হইবে। যেথানে সভার অধিকার নাই সেখানে গণ-দরখাস্তে সহি যোগাড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।... মিলিত জাতির গণতান্ত্রিক জনগণের সহযোগে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য এই গণ-অভ্যুত্থান ভারত ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীলদের কৌশল চুর্ণ করিয়া কেবল ফাশিজমকেই ধ্বংস করিবে না—এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদকেও শেষ করিয়া দিবে।

সকলে আগাইয়া চল

মুসলমানরা এ আন্দোলনে যোগ দিবে না—ইহা একেবারেই বাজে কথা। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যেখানে মুসলমানেরাই সংখ্যায় বেশী, সেখানে বিদেশী আক্রমণের আশু সম্ভাবনা মুসলমান নেতাদের অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে এবং তাঁহারা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন।

সংক্ষেপে: একতার ভিত্তি তৈয়ারী হইয়াছে—এখন আমাদের কাজ ইহাকে ব্যাপক ও দৃঢ় করা। যে সকল দেশভক্তেরা মিলিত জাতির সহযোগে এই দেশকে ফাশিজমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র তাহাদের সঙ্গে আমি ও আজাদ মুস্লিম কনফারেন্সের সহকর্ম্মিরা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব সমাধানের এই কর্ত্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই কাজে আমাদের দেশের সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা করি।

হিটলারী ইউরোপে বিদ্রোহ

ইউরোপের জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশগুলির ভিতর বিপ্লবের আগুন জলিয়া উঠিতেছে। হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফাসিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বদেশপ্রেমিকেরা নিজেদের জীবন বলি দিয়াও লড়াই চালাইতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের বাররক্ষীদলের দৃষ্টান্তে আজ সবাই এক নূতন প্রেরণা পাইতেছে। ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার জন্য সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটী মানুষ আজ সচেতন।

অজেয় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী

২রা অক্টোবরের খবরে প্রকাশ যে যুগোশ্লাভিয়ায় জেনারেল মিখেলোভিচের স্বদেশপ্রেমিক গেরিলা বাহিনী চক্রশক্তির মোতায়েন সৈন্যদের বিরুদ্ধে জান কবুল করিয়া লড়িতেছে। এক স্থানে ১৫০০০ সৈন্য নিয়া তাহারা ৫০,০০০ ফাসিষ্ট সৈন্যদের কাবু করিয়া দিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ায় বাঞ্জালুকা জিলায় ইতালীয়ান সৈন্যেরা জেনারেল মিখেলোভিচের বীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, তাহাদের সাথে ছিল অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, অনেক যুদ্ধের সরঞ্জাম। ফাসি-বিরোধী গেরিলাবাহিনীর প্রত্যেকটী সৈন্যই স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, স্বদেশ রক্ষায় বদ্ধপরিকর, কিন্তু অস্ত্রে শস্ত্রে তাহারা ছিল দুর্ব্বল। অথচ যুদ্ধের ফলাফল ইতালীয়ানদের বিপক্ষেই গেল, তাহাদের ৬০০০ সৈন্য মরিল, ৯০০০ আহত হইল এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র যুগোশ্লাভ গেরিলা বাহিনী কাড়িয়া লইল। জেনারেলের সৈন্যবাহিনীরও ৬০০০ লোক প্রাণ দিয়াছে, ১০০০ বন্দী হইয়াছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে যুগোশ্লাভিয়ায় আরও খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ফাসিষ্টরা বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অনেক নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। একস্থানে তিন দিন ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে চলে। যুদ্ধে ফাসিষ্টরা হারিয়া যায়, যুগোশ্লাভ স্বাধীন বাহিনী তিনটী সহর পুনরাধিকার করে। জেনারেল মিখেলোভিচের সৈন্যরাই শুধু আজ বিদেশী শত্রুদের ধ্বংস করিতেছে না, দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোসিয়ায় কৃষকনেতা ডাঃ ম্যাচেকের অনুবর্ত্তী চার হাজার কৃষকও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের ফলে **মণ্টেনিগ্রোর** সর্ব্বত্রই ছোট খাট লড়াই চলিতেছে। একস্থানে একদল ইতালীয়ান সৈন্যদের আক্রমণ করিয়া স্বদেশপ্রেমিক গেরিলা বাহিনী ৪৫০ জন শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছে।

গেরিলাদল লড়িতেছে

আলবেনিয়ায় দেশ প্রেমিকেরাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সর্ব্বত্রই ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে জনমতের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। উত্তর আলবেনিয়ার গেরিলা নেতা মুহারাম বারাক তারি যুগোশ্লাভ নেতা জেনারেল মিখেলোভিচের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া ইতালীয়ানদের পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিতেছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব আলবেনিয়ার নেতা ইব্রাহিম বাড়চী কোরিতজার অধিবাসী। ঐ অঞ্চলের বহু ছাত্র ইহার নেতৃত্বে ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সম্প্রতি চক্রশক্তির বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ২৪ জন ছাত্র গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ পাহারায় টীয়রানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পথিমধ্যে স্বাধীন আলবেনিয়া বাহিনীর একটি গেরিলাদল ইতালীয়ান সৈন্যদের হত্যা করিয়া ছাত্রনেতাদের মুক্ত করিয়াছে। ছাত্ররা আবার ইব্রাহিম বাড়চীর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

গ্রীসের গেরিলাদল ইপিরাস, মেসিডোনিয়া ও থেসালীয় পর্ব্বতের কন্দরে লুকাইয়া জার্ম্মান ও ইতালীয়ান সৈন্যদের হয়রান করিতেছে। গ্রীক গেরিলাদের নেতা কেরালিভেনস ও কন্টোইয়ার গোস। থেসালী ও দক্ষিণ মেসিডোনিয়ার অনেক গুলি অঞ্চলে ইহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়া, জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সম্প্রতি ইতালীয়ান সৈন্যদের সাথে এক সংঘর্ষে ইহারা ২০ জন ইতালীয়ান সৈন্যকে ধ্বংস করিয়াছে। উত্তর গ্রীসে মেজর বিনোস স্বাধীন গ্রীস বাহিনীর পরিচালক। জেনারেল মিখেলোভিচের সাথে ইহাদের যোগসূত্র রহিয়াছে, গ্রীসের জনমত পুরাপুরি চক্রশক্তির বিরুদ্ধে। ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জন্য সব দলগুলিই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। তাহাদের এক উদ্দেশ্য গ্রীসের স্বাধীনতা।

ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে ধ্বংসকাজ

নরওয়ের ভিতরকার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক আইন, বিশেষ আইন প্রভৃতি দিক দিয়া জনতাকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু নরওয়ের জনসাধারণ হিটলারী প্রভুত্ব চায় না, তাই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে হিটলারী দস্যুদের কোতল করিতে। কোথায়ও তাহারা জার্ম্মান সৈন্যদের দুর্ব্বল ঘাটিগুলির উপর আক্রমণ চালাইতেছে, কোথায়ও বা এক একটি করিয়া জার্ম্মান শত্রু নিঃশেষ করিতেছে। সম্প্রতি নরওয়ের বিভিন্ন স্থানে একটি একটি করিয়া জার্ম্মান সৈন্যকে ধ্বংস করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নার্ভিক এলাকায় স্থানীয় বেসামরিক জনসাধারণ একটি বন্দীশিবির আক্রমণ করিয়া বহু রুশ-সৈন্যদের উদ্ধার করিয়াছে। ফলে জার্ম্মাণ অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। সাধারণ লোকদের ধরিয়া ধরিয়া হত্যা করা হইতেছে। একজন জার্ম্মান সৈন্যের পরিবর্ত্তে একশ জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইতেছে। ধ্বংসমূলক কার্য্যের জন্য ট্রণ্ডহিম, পেয়ে রোসে, নার্ভিক প্রভৃতি স্থানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়—নরওয়েকে গ্রাস করিয়া রাখিতে হিটলারী দস্যুদের প্রাণান্ত হইতেছে।

নাৎসীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ **পোলাণ্ডের** সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। গত কয়েক মাসের ভিতর অনেক পোলিশ দেশভক্ত হাসিমুখে ফাঁসিকে বরণ করিয়াছে। কিন্তু পোলিশ বীররা ইহাতে দমে নাই। জার্ম্মাণ অধিকৃত রেল লাইন উড়াইয়া দিয়া, রেল সেতু ধ্বংস করিয়া, টহলদারী সৈন্যকে গায়েব করিয়া সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদের বাধা দিতেছে। পোলাণ্ডে ধ্বংসমূলক কার্য্যের জন্য জার্ম্মাণরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। গত ১১ই অক্টোবরের খবরে প্রকাশ যে ক্রাকোর নিকট একটি রেল সেতু, উড়াইয়া দেওয়ার জন্য প্রতিশোধ স্বরূপ ১৫০ জন পোলকে জার্ম্মানরা ফাঁসি দিয়াছে। রেল সেতুটী উড়াইবার ফলে সামরিক ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। ৩০জন অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়।

চেকোশ্লাভিয়ায় ও ঐ ধ্বংসমূলক নাৎসীবিরোধী কার্য্যকলাপ দারুনভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জুরিখের ৮ই অক্টোবরের খবরে প্রকাশ যে ধ্বংসমূলক কাজের সন্দেহে বিচার না করিয়াই সরাসরি ভাবে ১৩ জন চেক অধিবাসীকে প্রাগে হত্যা হইয়াছে। ইহার কিছুদিন আগে ব্রুনোতেও গুলি করিয়া জার্ম্মানরা অনেক চেক অধিবাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোকও বাদ পড়ে নাই।

নাৎসী বিরোধী ষ্ট্রাইক

ফরাসী মজুরেরা হিটলারী জুলুম প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। ১০০০০ ফরাসী শ্রমিক লাভালের জার্ম্মাণ তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। লিয়ঁ-এর রেলওয়ে ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেকগুলি গাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র **লুক্সেমবুর্গের** মজুরশ্রেণীও পিছনে পড়িয়া নাই। কিছুদিন আগে হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সর্ব্বত্র সাধারণ ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। ফাসিষ্ট দস্যুরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ২৫ জন শ্রমিক ও জনসাধারণকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। কিন্তু ইহাতে লুক্সেমবুর্গের অধিবাসীরা দমে নাই। সমানে হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে চাবুক চালাইতেছে।

মুসলমানদের উপর নাৎসী জুলুম

বুলগেরিয়ায় মুসলিম অধিবাসীরা নাৎসী প্রভাবান্বিত বুলগার গভর্ণমেণ্ট দ্বারা খুবই উৎপীড়িত হইতেছে। তুর্ক সংবাদপত্র 'ইয়ানীসফা' এই সম্পর্কে কতগুলি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা প্রকাশ করিয়াছে। জার্ম্মাণদের উস্কানীতে কোন কোন স্থানের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মুসলিম অধিবাসীদের কোন সময় না দিয়াই তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোক, শিশু প্রভৃতিদের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে মুসলিম অধিবাসীদের উপর নূতন নূতন কর ধার্য্য করা হইয়াছে। তামাকের কারখানায় মুসলিম মজুরদের বরখাস্ত করা হইতেছে। বুলগেরিয়ার সমস্ত অধিবাসীরা তাই নাৎসী শাসনের উপর খড়্গহস্ত। ইহা ছাড়া দেশের অন্যান্য জনসাধারণও সোভিয়েটের বিপক্ষে কোনরূপ কাজ করিতে নারাজ। বুলগার জনসাধারণের এই মনোভাব নাৎসীদের আরও হিংস্র করিয়া তুলিতেছে।

আলোচনা

ষ্টালিনের পূর্ণ বক্তৃতা চাই

৬ই নভেম্বর মস্কো সোভিয়েটে ষ্টালিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, রয়টার দয়া করিয়া তাহার চুম্বক মাত্র এদেশে পাঠাইয়াছে। আমেরির মিথ্যা বক্তৃতা, চার্চিলের লম্ফঝম্প ইহারা পাতার পর পাতা ভরিয়া এদেশে পাঠায়। ষ্টালিনের স্পষ্ট ও সত্য কাজের কথা শুনিবার জন্য পৃথিবীর লোকে উদগ্রীব। অথচ সে-বেলায় রয়টার নিজের মনের মত অল্প অংশ মাত্র বাছিয়া দেয়। এবং বক্তৃতাকে বিকৃত করিয়া তাহার অর্থও কিছু কিছু অদল বদল করে। গত বৎসর এই তারিখেই ষ্টালিন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে এশিয়া ও ইরাণের মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কথা রয়টার খানিকটা বদলাইয়া দিয়াছিল। এবারও দিয়াছে কিনা কে জানে? ইহার বিরুদ্ধে ভারতের সংবাদ পত্র সংঘ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় না ইহা খুবই আশ্চর্য্য। সরকারী সেন্সরের ফলে যদি ষ্টালিনের বক্তৃতা কাটা পড়ে বা বিকৃত হয় তো তাহার বিরুদ্ধে আরও জোর প্রতিবাদ প্রয়োজন। আমরা আশা করি সংবাদ পত্র সংঘ তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট না থাকায় হিটলারের রক্ষা

ষ্টালিনের বক্তৃতা যেটুকু বাহির হইয়াছে তাহা হইতে দুটি কথা বোঝা যায়। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, "ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন না থাকায় রুশিয়াকে ১৭২ ডিভিসন জার্ম্মাণ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়িতে হইতেছে।...গত প্রথম মহাযুদ্ধের মত যদি ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন থাকিত এবং তার ফলে যদি জার্ম্মানীর ৬০ ডিভিসন ও উহার মিত্রশক্তির ২০ ডিভিসন সৈন্যকে তথায় লিপ্ত থাকিতে হইত তাহা হইলে জার্ম্মান বাহিনীর দশা অতি শোচনীয় দাঁড়াইত এবং লাল ফৌজ বাস্কোভ, মিনস্ক, জিতোমির ও ওডেসার নিকটে থাকিত। তাহা হইলে গত গ্রীষ্মকালেই ফ্যাসিষ্ট বাহিনী ভাঙ্গিয়া পড়ার মত দশায় আসিত। ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খোলাতেই জার্ম্মানরা রক্ষা পাইয়াছে।"

যে-সব বাকপটু সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতা মিশরের আক্রমণ দেখাইয়া ইঙ্গিত করিতেছিলেন—এই তো দ্বিতীয় ফ্রন্ট—তাহাদের মুখে চড় দিয়া ষ্টালিন বলিয়াছেন যে মিশরে ব্রিটিশ অভিযানের ফলে মাত্র "৪ ডিভিসন জার্ম্মান ও ১১ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্যকে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে।"

সোভিয়েট ভারত রক্ষা করিতেছে

অনেক "স্বদেশী" সংবাদপত্র মনে করে যে, আমরা এখানে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া "সংগ্রাম" চালাইতে থাকিব, নিজেদের দাবীর জন্য একতা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিব না, অথচ ষ্টালিন, রুজভেল্ট চিয়াং-কাই-শেক মিলিয়া চার্চিলের কাছ হইতে স্বাধীনতার ফলটি আমাদের হাতে আনিয়া দিবে। এই সব কাগজ এখনই অনুযোগ তুলিয়াছে যে, ওই তো ষ্টালিন তো শুধু ইয়োরোপের কথা বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার কথা তো বলেন নাই। ইহারা দেখিয়াও দেখিতে পায় না যে, সোভিয়েট ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভাসা ভাসা আশা প্রকাশ করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে না, নিজেদের জীবন দিয়া সোভিয়েটবাসী আজ ভারতের অস্তিত্বই রক্ষা করিতেছে। হিটলার-জার্ম্মানীর বহু আশা ককেশাসের মধ্য দিয়া আসিয়া ভারত দখল করিবে, একবার ককেশাস ভেদ করিতে পারিলে তাহার বিদ্যুৎ-বাহিনীকে রোখে কে? কিন্তু সেই ককেশাসেই অজেয় লাল ফৌজ নিজেদের জীবন দিয়া তাহার পথ আটকাইতেছে। সোভিয়েট-সভাপতি কালিনিন ভারতবাসীকে ডাক দিয়া দৃঢ় ভরসার কথা শুনাইয়াছেন—"ককেশাসের মধ্য দিয়া হিটলার ভারতে যাইবার পথ পাইবে না, পাইবে মৃত্যু।"

কথা নয় কাজ

চার্চিলের কাছে ওকালতি করিয়া বা কট্টর সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের স্বাধীনতাও আসে না, দ্বিতীয় ফ্রন্টও আসে না—এ কথা ষ্টালিনের চাইতে ভালভাবে আর কে জানে? এবং বাজে দম্ভ করিবার লোকও তিনি নন। তাহা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় ভরসায় বলিয়াছেন "এখনই হোক আর পরেই হোক ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবেই। শুধু আমাদের প্রয়োজন আছে বলিয়াই নয়, মিত্র শক্তিপুঞ্জেরও উহাতে প্রয়োজন কম নয়—তাই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইবেই।" তিনি কিরূপে এ কথা বলিতে পারিলেন? কারণ তিনি জানেন যে মিত্র জাতির জনসাধারণ ক্রমশঃই দ্বিতীয় ফ্রন্টের জন্য নিজেদের প্রয়োজন বুঝিতেছে। যেদিন তাহাদের অধিকাংশ এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হইবে—এবং তাহারা সচেতন হইতে বাধ্য কারণ যুদ্ধ তাড়াতাড়ি জেতা তাহাদের স্বার্থ—সেদিন চার্চিল বা আর কেহ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে একটুও দেরী করিতে পারিবে না। এবং তাহাদিগকে সচেতন করিবার পক্ষে বক্তৃতার চাইতে সোভিয়েটের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামই অনেক বেশী কাজের, কারণ তাহাতে সকলে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিতে পায় সোভিয়েট কি ভাবে তাহাদের সকলের স্বার্থের জন্য একাই লড়িতেছে। তাই সোভিয়েট নেতারা বক্তৃতা দেন কম, সোভিয়েটবাসীরা লড়ে অনেক বেশী।

মার্কিণের উপরও সোভিয়েট আদর্শের চাপ

ষ্টালিন তো এক বৎসর আগেই সোভিয়েটের যুদ্ধের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া পরিষ্কার বলিয়াছেন, "ইয়োরোপের দেশ বা জাতিগুলিই হোক, কি ইরাণসহ এশিয়ার দেশ বা জাতিগুলিই হোক কোন পরদেশ গ্রাস করা বা পরজাতিকে গোলাম করা আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয় বা থাকিতে পারে না।" কোন পরদেশকে গোলাম করিয়া রাখা চলিতে পারে না—যুদ্ধের এই উদ্দেশ্য বলিয়াই সোভিয়েট ক্ষান্ত হয় নাই। দেড় বৎসর ধরিয়া সকল জাতির স্বাধীনতা তথা অস্তিত্বের জন্যই জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছে। পৃথিবীর মানুষ সেই লড়াইয়ের বীরত্বেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ সোভিয়েটের লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, নিজের নিজের দেশে সাম্রাজ্যনীতি যে যুদ্ধ জেতার বাধা তাহা বুঝিয়া স্বীকার করিতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত ও আমেরিকান রিপাব্লিকান পার্টির নেতা ওয়েণ্ডেল উইল্কি আবার ২৭শে অক্টোবর পরিষ্কার বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট এখনই চাই এবং ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের হাত দেওয়া দরকার। তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমাদের যুদ্ধ-লক্ষ্য পরিষ্কার করিয়া না বলার জন্য আমরা বন্ধু হারাইতেছি।" তাঁহার এই মতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টেরও মৌন সায় আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে আমেরিকার সাধারণ নির্ব্বাচনে উইল্কির রিপাব্লিকান পার্টি আগের বারের অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছে। ইহাতেও মনে হয় আমেরিকার জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হইতেছে।

চীনের যুদ্ধ-লক্ষ্য

সোভিয়েটের বীরত্বে তাহার যুদ্ধের লক্ষ্যের কথা ক্রমশঃই সবাই মানিতেছে। গত ৪ঠা নভেম্বর চীন পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ টি, ভি, সুং ঘোষণা করিয়াছেন, যুদ্ধের পরে কোন পরদেশ দখল করা চীনের উদ্দেশ্য নয়, সে শুধু তাহার পুরাতন অংশ মাঞ্চুরিয়া ও ফর্ম্মোসা ফিরৎ পাইতে চায়। স্বাধীন হইলে পর কোরিয়ার লোকেদের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা আছে চীন তাহা জানে। তাই কোরিয়া সম্বন্ধে পর্য্যন্ত চীন কোন দাবী করে নাই যদিও কোরিয়া আগে চীনেরই অংশ ছিল।

আর ব্রিটিশের যুদ্ধ-লক্ষ্য!

দেশে দেশে এম্নিভাবে পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে যে কোন পরদেশকে গোলাম করিয়া রাখা তাহাদের যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। অথচ এই সময়েই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন ব্রিটেন কর্ত্তৃক পৃথিবীর বহু দেশকে গোলাম করিয়া রাখার সমর্থনে এক বক্তৃতা দিয়াছেন! তিনি ৩০শে অক্টোবরে বলিয়াছেন, "ব্রিটেনকে বিশ্বশক্তি থাকিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের লজ্জা পাইবার কিছু নাই। আমরা দেশ-শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের দুর্ব্বলতাই প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি

ষ্টালিন বা উইল্কি এই সব প্রতিক্রিয়াশীল কট্টর সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন না। ষ্টালিনের কাজ ষ্টালিন করিতেছেন, এখন আমাদের কাজ যদি আমরা করি তবেই উহা পুরাপুরি সার্থক হয়। সোভিয়েটের বীরত্ব ও আদর্শ এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান সুস্পষ্টতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ যে ইডেনের মত নির্লজ্জ দম্ভ করিতে পারে তাহার কারণ আমাদের কাজ আমরা করি নাই। দেশরক্ষার জন্য আমরা জাতিকে এখনও একতাবদ্ধ করি নাই, উল্টা দেশরক্ষার ব্যবস্থাই ধ্বংস করিতেছি, তাই আমলাতন্ত্র আজও আমাদের ঘাড়ে বসিয়া আছে।

রাজাজীর ভুল

ভারতীয় সমস্যার সমাধান যে শুধু বৃটিশ ও আমেরিকার জনগণের হাতে নয় কিংবা বৃটিশ সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেও সমাধান হইবে না তাহা আমাদের দেশের নেতারা, যাঁহারা সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাঁহারাও বুঝিতেছেন না। রাজগোপালাচারী আজ দেশের এই সংকটে সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশকে প্রকৃত পথ তিনিও দেখাইতে পারিতেছেন না। তিনিও কাগজে খসড়া করিয়া বৃটিশ সরকারে কাছে নিবেদন করিবার পথ ধরিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য তিনি বিলাতে যাইতেও রাজী। তিনি ভাবিতেছেন, ব্যক্তিগতভাবে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলে, আইনজ্ঞ ও শাসনতন্ত্রবিদের সূক্ষ্ম ও চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারিলে তিনি আমলাতন্ত্রের লৌহ কাঠামো শিথিল করিতে পারিবেন, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করাইতে পারিবেন। কিন্তু দীর্ঘ দিনের জাতীয় আন্দোলনের শিক্ষা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। আবেদন নিবেদনে আমলাতন্ত্রের হৃদয় বদলানো যায় না। জাতীয় দাবী আদায় করিবার পথ আমলাতন্ত্রের দিকে নয়, জনসাধারণের দিকে। আজ সমগ্র জনসাধারণকে সমস্ত দলের সমস্ত সম্প্রদায়ের ভারতবাসীকে একতার আন্দোলনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য, দমননীতি রদের জন্য, কংগ্রেস-লীগ একতার ভিতর দিয়া দেশরক্ষা কল্পে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য জনসাধারণের একতা আন্দোলনই একমাত্র পথ। জাতীয় সংকটের সমাধান এই পথেই হইবে।

লীগ কাউন্সিলের বৈঠক

৯ই নভেম্বর মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন সুরু হইতেছে। দেশের এই মহাসংকটে মুসলিম লীগের দায়িত্ব আজ অনেক বেশী। কংগ্রেস নেতারা জেলে, বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আজ মুসলিম লীগকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। মুসলীম লীগের বহু নেতা সমস্যা সমাধানে আগ্রহশীল। তাঁহারা কংগ্রেস-লীগ একতার প্রস্তাব লীগ কাউন্সিলে উত্থাপন করিবেন। লীগের কাগজ "ডন" কাগজ পর্য্যন্ত বলিয়াছে তৃতীয় পক্ষের মুখাপেক্ষী না হইয়া কংগ্রেস ও লীগের "সোজাসুজি যোগ" হওয়া দরকার। খুব আশার কথা। দেশের বহু স্থান হইতে মুসলিম লীগের মেম্বররা কংগ্রেস-লীগ একতার দাবী জানাইয়াছেন (অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। মুসলিম জনগণ এই একতার আন্দোলনকে আগাইয়া নিলেই জাতীয় সংকটের সমাধান অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য এই কাউন্সিল মিটিংয়েই যে সমস্যা নিষ্পত্তি বা কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে তাহা নয়। সমস্যা নিষ্পত্তি নির্ভর করে একতা আন্দোলনের শক্তি কত বাড়িল তাহার উপর, কত হিন্দু মুসলমান এই আন্দোলনে আগাইয়া আসিল তাহার উপর। একতার সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই এখন প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের কাজ। তাহা হইলেই আজ হোক কাল হোক কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও দেশরক্ষার সফলতা আসিবেই।

৮-১১-৪২

ডক মজুরের দাবী মিটাও

কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্টে প্রায় ১৪ হাজার মজুর কাজ করে। জাপানী হাওয়াই হামলা নিকটে আসিয়াছে—ডক প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্য বস্তুরই উহাতে সবচেয়ে বিপদের ভয়। হাজার হাজার মজুরকে জীবন বিপন্ন করিয়া কাজ করিতে হইবে। পোর্টের কাজ নিয়মিত চালাইয়া দুষমণের কারসাজি রুখিতে হইবে। কিন্তু যে মজুরকে জীবন হাতের মুঠার মধ্যে নিয়া কাজ করিতে হইতেছে, সেই মজুরের মজুরী বাড়িতেছে না, উপযুক্ত মাগগী ভাতা মিলিতেছে না, হাওয়াই হামলার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য উপযুক্ত রক্ষাঘর, এ, আর, পি প্রভৃতির ভাল বন্দোবস্ত হইতেছে না।

জিনিষ পত্রের দর যেমন আগুন হইয়াছে সে অনুপাতে মজুরদের মজুরী বাড়ে নাই। মাগগী ভাতা দেওয়া হইয়াছে অতি সামান্য। তাই অভাব অনটনে পড়িয়া পোর্ট মজুররা গত সেপ্টেম্বর মাসে ষ্ট্রাইক করে। মাগগী ভাতা বাড়াইয়া ৮ টাকা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দিন গুজরান অসম্ভব। মজুদের দাবী ১২৷৷০ টাকা মাগগী ভাতা চাই। ষ্ট্রাইকের সময়কার মজুরীও মজুরদের দেওয়া হয় নাই। তাই আজ মজুররা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ড কোম্পানী ডকে মজুর সরবরাহের কাজ করিয়া থাকে। এখানে খাটে ১৫ হাজার মজুর। কিন্তু বার্ড কোম্পানী মুনাফার লোভে প্রায় ৩০ হাজার মজুর হাতে রাখে। তাহারা বেকারই থাকে। কাজ পায় না। যাহারা কাজ পায়, তাহাদের কাজের স্থিরতা নাই, নিয়মিত কাজ পাইবার গ্যারাণ্টি নাই। মজুরীও খুবই কম। মাগগী ভাতারও বন্দোবস্ত নাই। বার্ড কোম্পানীর মজুরদেরও দাবী ১২৷৷০ টাকা মাগগী ভাতা চাই।

কিন্তু লেবার কমিশনার, পোর্ট কমিশনার, বাংলা সরকার, ভারত সরকার সকলের নিকট দরবার করিয়াও মজুরদের দাবী মিটিতেছে না। তাই সমস্ত ওয়াটার সাইড মজুরদের ভিতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। মজুরদের এই ন্যায্য দাবী না মিটাইলে মজুররা হাসিমুখে ফাসিষ্ট দুষমণকে রুখিবে কি করিয়া? সরকার সে দিকে মোটেই তাকাইতেছে না।

(শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের দাবীতে সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা

[পিপল্‌স্ ওয়ারের সম্পাদকীয়]

গত ৮ই অক্টোবর বিলাতের হাউস অফ কমন্সের বক্তৃতায় আমেরি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনা চালাইবার কোন কথাই উঠে না। গভর্ণমেণ্টের তো একদফা জয় হইয়াই গিয়াছে। এখন কথা হইতেছে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোন সমাধান করা যায় কিনা।

আমেরির এই উদ্ধত বিবৃতির সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম, ইহাতে বৃটিশ ও আমেরিকার জনমতের প্রতি আমেরির ভীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ এই দুই দেশেরই জনসাধারণ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জোর দিতেছে।

গত সপ্তাহের সংবাদে স্পষ্টই বোঝা যায় আমেরি কেন এত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রিপশ মিশন ব্যর্থ হইল কেন সে সম্বন্ধে আমেরি এণ্ড কোং এতদিন যে মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছিলেন গত ২৬শে সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের 'নেশন' পত্রিকায় লুই ফিশার তাহা সম্পূর্ণরূপে ফাঁস করিয়া দিয়াছেন।

লুই জনসন, ক্রিপস্, নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের ভিতর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল আমেরিকার জনসাধারণ তাহার সঠিক খবর ইহাতে পাইল। কংগ্রেস নিজের জন্য একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা চাহিতেছে বলিয়াই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হইয়াছে—আমেরি কোম্পানীর এই মিথ্যা প্রচার ফিশার ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। ফিশার আমেরিকাবাসীর নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন—লিনলিথগো এণ্ড কোং, ভারতীয় আমলাতন্ত্র ও কয়েকজন সামরিক কর্ত্তার জন্যই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে কারণ আমলাতন্ত্র ক্ষমতা ছাড়িতে নারাজ, কর্ত্তারা ভারতবাসীদের দেশরক্ষার সংগঠন করিতে দিতে চাহে না। আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে কারণ লিনলিথগো ও তাঁহার উপদেষ্টাদের চাপে পড়িয়া ক্রিপস্ জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব তুলিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারতের অজানা অনেক বিস্ময়কর ঘটনাও ফিশার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ফিশারের মতে, ক্রিপস আগেই অনুমান করিয়াছিলেন, হয়ত বড়লাটের নিকট হইতে কোন বাধা আসিবে, তাই আলোচনা চালাইবার আগে বড়লাটকে ভারত হইতে বিদায় দিতে তিনি বলিয়াছিলেন। আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর ক্রিপস ব্যক্তিগতভাবে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার শত্রুদের হাতে তিনি পরাজিত হইলেন। রুজভেণ্ট শেষরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন।

কাজেই পার্লিয়ামেণ্টের সামনে আমেরি যে মিথ্যা প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করিয়া দেওয়ার ফলে আমেরিকাবাসীর মনে ইহার যথেষ্ট সুফল ফলিবে। এইবার আমেরি বোধ হয় বুঝিয়াছেন, খেলায় তাঁহার হার হইয়াছে, অন্ততঃ আমেরিকাবাসীর কাছে।

তবু আমেরি আবার নূতন করিয়া খেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। ফিশার তো আর সরকারী মুখপাত্র নন। লুই জনসন তো কিছু বলেন নাই! কোনঠাসা প্রতিক্রিয়াশীল ও এক্সিস-দরদী কাগজের মারফতে এখনও কংগ্রেসের নামে মিথ্যা প্রচার চালানো যায়।

কিন্তু পনের দিনের ভিতরই আমেরি ও তাঁহার মারফৎ চার্চ্চিল গভর্ণমেণ্ট এমন ধাক্কা খাইলেন যাহা কখনও ভুলিবার নয়। চীন ও সোভিয়েটে প্রেরিত রুজভেণ্টের ব্যক্তিগত দূত মিঃ উইল্কি মস্কো হইতে ফিরিয়া ভারতকে অধীন রাখার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি কশাঘাত করিলেন।

উইল্কি শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার লোক নন। তিনি চার্চ্চিল কোম্পানীকে সোজাসুজি বলিয়া দিলেন, ভারতের সমস্যা শুধু তাঁহাদের একলার সমস্যা নয়। তিনি আমেরিকা-বাসীদের বলিলেন ভারত তাঁহাদেরও সমস্যা। তাঁহাদেরও এই সোজা কথা বুঝিতে তিনি বলিলেন, "ভারত আমাদেরও সমস্যা। জাপান যদি এই বিরাট অর্দ্ধমহাদেশ দখল করে, আমাদেরই ক্ষতি হইবে। এই সহজ সত্যে আমাদের আস্থা থাকা চাই এবং জোর গলায় সে কথা বলা চাই। তাহা না হইলে অনেক কঠিন সমস্যারই সম্মুখীন হইতে হইবে।" ভারতবাসীরা ক্ষমতা ও স্বাধীনতা চাহিতেছে মানে তাহারা আপন ঘরোয়া সমস্যা সমাধান করিয়া দিবার জন্য বৃটিশ সরকারকেই অনুরোধ করিতেছে—এই ভণ্ড সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিই ছিল আমেরির আশ্রয়। ইহার উত্তরে উইল্কি বলিয়াছেন, "তাহারা তাহাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে আমাদের মুখ চাহিয়া নাই। নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই নিষ্পত্তি করিবার সুযোগ দেওয়া হোক শুধু ইহাই তাহারা চায় এবং তাহাতে আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সাহায্য তাহারা চায়।" তিনি আমেরিকাবাসীদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়, প্রাচ্যে যথেষ্ট খ্যাতি নষ্ট হইয়াছে। তিনি অবশেষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাবধান করিয়াছেন, "স্বাধীনতার অর্থ সুশৃঙ্খলভাবে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঔপনিবেশিক প্রথা তুলিয়া দেওয়া। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি কোন জাতির দ্বারা অন্য জাতির উপর শাসন চালানো স্বাধীনতা নয় এবং এই ব্যবস্থা রক্ষার জন্য আমরা লড়িতেছি না"।

বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে উইল্কি কর্তৃক এই তীব্র নিন্দার পর রুজভেণ্ট তাঁহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দিলেন। চার্চ্চিল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন আটলাণ্টিক সনদ ভারতের উপর খাটে না। উইল্কির বিবৃতির আলোচনায় সভাপতি রুজভেণ্ট তেমনি জোরের সাথে বলিয়াছেন আটলাণ্টিক সনদ দুনিয়ার সব মানুষের জন্য।

বৃটেনের মিত্র উইল্কি ও রুজভেণ্টের এই সোজা ও স্পষ্ট বিবৃতিতে ইহাই প্রকাশ পায় যে বৃটেনের গোঁড়া ও দমনমূলক নীতিতে আমেরিকার শাসক ও জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে আমেরিকাবাসী মনে করে ভারতে বৃটিশ নীতি সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পক্ষে বাধা। ইহাতে বুঝা যায় যে আমেরিকার জনমতকে ঠকাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চালের যুগ শেষ হইয়াছে, আমেরিকাবাসী ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আসিতেছে, এই ব্যাপারে দৃঢ় মত নিবার জন্য আমেরিকার শাসনযন্ত্রের উপর চাপ দিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বিশ্বের জনমতের কাছে বৃটিশ গোঁড়ানীতি কোণ ঠাসা হইতেছে। মিত্রপক্ষও আর তাহাদের বিশ্বাস করে না। ইহাই সহজ, সরল সত্য।

নিজ মিত্রশক্তির মাঝে বৃটিশ গোঁড়া নীতি আন্তর্জ্জাতিক পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। কট্টর রক্ষণশীলরা ইহা দেখিতেছে। জনমতের শক্তিও তাহারা দেখিতেছে। তাহারা জানে যদি কোনরকমের একটা গণতান্ত্রিক মুখোস দাঁড় করান না যায়, তাহা হইলে সব খেলাই সাঙ্গ হইবে। বিশ্বের জনমতকে ঠকাইবার জন্য মরিয়া হইয়া তাহারা একবার শেষ চেষ্টা দেখিতেছে।

তাহাদের বেতনভুক ও অবৈতনিক দালাল মারফৎ তাহারা আপোষের প্রস্তাব পাঠাইতেছে। এই সব প্রস্তাবের এক লক্ষ্য, কংগ্রেসকে বাদ দেওয়া। একদিকে সুষ্টার ও আরও অনেক ঝুনা রক্ষণশীল ও পাকা সাম্রাজ্যবাদী এবং আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদের ছলনায় ভ্রান্ত বার্টলেটের মত লোকরা রাতারাতি রাজনীতিক হইয়া উঠিয়াছেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সবাই নিজ নিজ খসড়া বাহির করিয়াছেন। ভারতবাসী চায় ভারতরক্ষার প্রকৃত ক্ষমতা। কিন্তু তাহারা কি দিতে চায়? ক্ষমতাহীন গভর্ণমেণ্ট—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন। তাহারা রাজাজীকে তোয়াজ করে। সব দলকেই তোয়াজ করে। শুধু কংগ্রেসকেই তাহারা চায় না। তাহারা ভারতের বন্ধু নয়। তাহারা আমেরির লোক, আমেরিকে তাহারা বাঁচাইতে চায়।

এই ব্যর্থ খেলায় সবাই যখন হাল ছাড়িয়াছে, আমেরি কোম্পানী তখন ইহাতে সাহস পায় কেন? আমেরিকার জনমত যখন স্পষ্টভাবে ভারতের দিকে ঝুকিতেছে, আমেরিকার রাষ্ট্রবিদরা যখন ভারত সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ থাকিতেও রাজী নয়, তখন ইহাদের মনে আশা জাগিতেছে কেন?

শুধু একটি মাত্র কারণ। ভারতবাসী আজও এক হইতে পারে নাই, নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিতে পারে নাই। আজের মত সুযোগ আর কোন দিন আসে নাই, জয়লাভের সম্ভাবনা এত সহজ আর কোন দিন হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের সবার সহানুভূতি হারাইয়াছে। মিত্র আমেরিকার সহানুভূতিও সে হারাইতেছে অথচ সে সহানুভূতি হারাইতে সে চায় না। খাস বৃটেনেও ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা সমাধানের জন্য দাবী বাড়িতেছে। কোন দিকেই সাহায্য সে আশা করিতে পারে না। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির আজ এক হইয়া একই দাবী জিতিতে হইবে—দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইতে হইবে। যদি আমরা এক না হই তো যে-সব জাতি আমাদের হইয়া লড়িতেছে তাহাদেরই আমরা পথে বসাইব, সাম্রাজ্যবাদকেই জয়ী হইবার সুযোগ দিব।

বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীলরা জব্দ হইতেছে

(নিজস্ব সংবাদদাতার বিশেষ তার)

লণ্ডন ২রা নভেম্বর

সলোমন দ্বীপের ব্যাপারে এখানে সবাই মনে করে জাপান শীঘ্রই ভারত আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। বড় বড় মহলে ইহার জন্য বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। অবশ্য এই সব মহলের সব প্রস্তাবে সবাই একমত নয়। কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় ভারতের ব্যাপারে শাসক-শ্রেণীর ভিতর ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

রাজাজীর প্রস্তাবে সমর্থন

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেক্রেটারী স্যর সেসিল ব্র্যাকেনবেরী রাজাজীর উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া সেই সাথে কংগ্রেসের উপর টিপ্‌পনী কাটিতেও ছাড়েন নাই। টাইমস পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন রাজাজীর প্রস্তাব, "কংগ্রেসের মত অবাস্তব নয়।" যাই হোক "লৌহ কাঠামোর" ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী রাজাজীর সাথে স্বীকার করেন যে "ভারতের অবস্থা বরাবর অচল থাকিতে পারে না।" তাই "ক্রিপস প্রস্তাব এখনও ভারতের সামনে আছে এ কথা অন্ধভাবে আওড়াইয়া" লাভ নাই, কারণ এ কথার অর্থ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু না করা।

লেবার পার্টির মুখপত্র ডেইলি হেরল্ড আজকাল সুর নামাইয়াছে। "এটলি লাইন" অর্থাৎ লেবার-রূপী চার্চ্চিল এমেরী লাইনেই হুঁসিয়ার হইয়া চলিয়াছে। কোন প্রস্তাবই এখন সে দিতেছে না; রাজাজী বিলাতে আসুন ইহাই সে চায়। আসলে যাহারা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ এড়াইতে চান তাহারাই রাজাজীর বিলাত আসার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, যেন রাজাজী বিলাতে আসিলে সব কিছু হইয়া যাইবে।

ঝুনা রক্ষণশীল স্যর গ্রীগ সাম্রাজ্যের একতা, দেশীয় রাজাদের স্বার্থ, ভারতের দলগুলির বিভেদ প্রভৃতিতে যেন কতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, এ ব্যাপারে "আমেরিকার রাষ্ট্রবিদ পণ্ডিতদের বিস্তৃত রাজনীতিক জ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।" ইহাতে আমেরিকানরা হাসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মজুর দুনিয়া

সমস্ত কারখানায়ই মজুররা উৎপাদন বাড়াইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক কারখানায় মজুররা নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা (ওয়ার্কার্স ম্যানেজমেণ্ট বোর্ড) গঠন করিয়া সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাথে কাজ চালাইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড কাউন্সিল, ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিষ্ট পার্টি ও লেবার পার্টির নেতারা জেনারেল স্মাটসকে তার করিয়াছেন, "মিত্র পক্ষীয় নেতাদের যতশীঘ্র সম্ভব ইউরোপের জমিতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার আবশ্যকতা ভাল করিয়া বলুন।" হিটলারী ফাসিজম ধ্বংসের জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

ডক মজুরের দাবী মিটাও (৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেশের ভিতর যে আত্মঘাতী "সংগ্রাম" চলিতেছে, তাহার সুযোগ নিয়া পঞ্চমবাহিনী দেশব্যাপী ধ্বংসকার্য্যে উস্কানী দিতেছে। ওয়াটার সাইডের মজুরদের ভিতরও পঞ্চমবাহিনীর লোক ঢুকিয়া মজুরদের উস্কাইতেছে, গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। সরকার মজুরদের দাবী মানিয়া না নেওয়ার ফলে পঞ্চমবাহিনী কাজ হাসিল করিবার সুযোগ পাইতেছে।

মজুরদেরও আজ এই দুষমণ পঞ্চমবাহিনীর উস্কানীতে ভুলিয়া ফাসিষ্ট ডাকাতদের হাওয়াই হামলার খোরাক বনিলে চলিবে না। মজুরদের ভিতর সংগঠন আজও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। ইউনিয়ানে আজও খুব কম মজুরই যোগ দিয়াছে। মজুররা এক কাট্ঠা হইতে পারে নাই। এই অবস্থায় হঠাৎ ষ্ট্রাইক করার মানে সরকারের দমননীতিতে মাথা দেওয়া ও ফাসিষ্ট দুষমণদের আসিবার পথ সহজ করা। আজ সমস্ত মজুরকে ইউনিয়নে টানিয়া আনিতে হইবে, ইউনিয়নের নিশানের নীচে প্রত্যেকটী মজুরকে এক করিতে হইবে। কাগজে কলমে ইউনিয়ন না বানাইয়া ইউনিয়নকে ইস্পাতের মত শক্ত করিতে হইবে। ইউনিয়নকে কার্য্যকরী করিতে হইবে। মজুররা তখনই ষ্ট্রাইক করে যখন দাবী আদায়ের সব চেষ্টা বিফল হয়। সব মজুর যদি ইউনিয়নে যোগ দেয় এবং দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞায় এক কাট্ঠা হইয়া দাবী আদায়ের আন্দোলন করে, তবে ষ্ট্রাইক না করিয়াও দাবী আদায় করিতে পারিবে।

ওয়াটার সাইড মজুর এক হও, সংগঠন মজবুত কর, দাবী আদায়ের আন্দোলন কর।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা | কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র | প্রতি সংখ্যা এক আনা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ | বুধবার, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪২ ; ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ | বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১॥৶০

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লীগ মহল

সমস্ত মুসলিম পত্রিকায় রাজনীতিক মিটমাটের জন্য ব্যগ্রতা

একতার আন্দোলনে এই ব্যগ্রতা শক্তি ও সাফল্য পাইবে

আমলাতন্ত্র ভাবিয়াছিল যে গান্ধীজির সহিত রাজাজিকে দেখা করিতে না দিয়া লীগ-কংগ্রেস মিটমাট হইতে দিবে না, লীগকে কংগ্রেস হহতে দূরে রাখিবে—কারণ কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্থাপিত হইয়া গেলে ভারতে আমলাতান্ত্রিক রাজত্বের দিন শেষ হইয়া আসিবে ইহাই তাহাদের সব চেয়ে বড় ভয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের এই প্রত্যাখ্যানে তাহার নীতির বিরুদ্ধে একতাই বাড়িতেছে, সমস্ত লীগপন্থী আজ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আগাইয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন লীগপন্থী কাগজের মতামত আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম।

খোদ জিন্না সাহেব প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "ডন" পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছে: মিঃ গান্ধীর সহিত মিঃ রাজাগোপালাচারিকে দেখা করিতে দিলে কোনই ক্ষতি হইত না; বিশেষতঃ রাজাজির পিছনে যখন প্রভাবশালী লোকেদের সমর্থন ছিল।...ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সামগ্রিক যুদ্ধের উপযোগী সব কিছুই ভারত হইতে আদায় করিতে পারিবেন—এই ধারণা একেবারে ভুল।...ভারতের গলায় শিকল পরাইয়া রাখিয়া তবুও যুদ্ধ জয়ের আশা কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ও অদূরদর্শী সমর-বিশারদদেরই মুখরোচক। দেশে যে অশান্তি আসিয়াছে শুধু কংগ্রেসই তাহার জন্য দায়ী নয়—কারণ আজ দেশময় ক্ষুধার যাতনা। মিঃ রাজাগোপালাচারিকে বিমানে করিয়া বিলাতে লইবার চেষ্টায় লর্ড ষ্ট্রাবলগি, লর্ড মার্লি প্রভৃতি...ব্যস্ত; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আপোষ নিষ্পত্তি ভারতের ভিতরেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহারই প্রথম আলোচনার সুযোগ দিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন নারাজ তখন বিমানে আর কি হইবে? মিঃ রাজাগোপালাচারি বলিয়াছেন যে বড়লাটের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের ফলাফল শুনিয়া মিঃ জিন্নাও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বোধহয় মনে করেন যে এইরূপ আলোচনা ছাড়াই তাঁহাদের চলিবে এবং ব্রিটিশ তরফ হইতে ডবল নন-কো-অপারেশন দ্বারাই তাঁহারা সফল হইবেন; এই মনোভাবের ফল কখনো ভাল হইতে পারে না।...এবার বিদেশে ব্রিটিশের প্রচার-বাহিনীর সামনে এমন ভীষণ প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যাহার জবাব দেওয়া সহজ হইবে না।"

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের বিশিষ্ট সভ্য ও লীগ-মনোনীত কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র আব্দুর রহমান সিদ্দিকি সম্পাদিত দৈনিক "মর্ণিং নিউজ" সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছে যে, যে-কারণে রাজাজি-গান্ধী সাক্ষাৎ বন্ধ করা হইয়াছে "তাহাতে দেশ সন্তুষ্ট হইবে না।...ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতিধ্বনি করিয়া বড়লাট দাবী করিতেছেন যে, দেখা করিবার বা মুক্তি পাইবার আগে কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে ইহবে। তাহার অর্থঃ ১। কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পরে ভারতকে স্বাধীনতা দিবে, ২। যুদ্ধের মধ্যে তাঁহারা প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতে পারিবেন না, ৩। তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান দাবীর জন্য আন্দোলন করিতে পারিবেন না।...কংগ্রেস নেতারা যদি বড়লাটের দাবী মানেন তাহা হইলে দেশবাসী আর তাঁহাদিগকে আপন প্রতিনিধি মনে করিবে না, তাঁহাদের সমস্ত প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই।"

কলিকাতার মুস্লিম লীগ সমর্থক দৈনিক "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছে, "মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জোর দিয়া বলিয়াছেন যে মিঃ জিন্না তাঁহার চোখের সামনে মিটমাটের ছবি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে 'আমরা পরস্পর খুবই নিকটে আসিয়াছি, সামান্য মাত্র ব্যবধান বাকী আছে'। এই অবস্থায় যাহারাই কংগ্রেসী "বিরাট চালের এই" দুঃস্বপ্ন শেষ করিয়া এক্সিস আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি একত্র করিতে চায় তাহারাই দুঃখের সহিত স্বীকার করিবে যে বড়লাট পরম সুযোগকে হেলায় হারাইয়াছেন।...রাজাজির ব্যর্থতাতে অন্তত একটী কাজ হইয়াছে...রাজনীতিক বোঝাপড়া সম্বন্ধে লীগের মনোভাব ইহাতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। লীগ রাজনীতিক মিটমাটের বিরোধী—লীগের বিরুদ্ধে এখন কি আর কেহ এই অপবাদ দিতে পারিবে?"

এমন কি কংগ্রেস-লীগ রাজনীতিক মিটমাটের সবচেয়ে বিরোধী দৈনিক "আজাদ" পত্রিকা পর্য্যন্ত —এই প্রত্যাখ্যানে জিন্না সাহেবও অসন্তুষ্ট হইবেন—রাজাজির এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, "মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়ার এ সকল উক্তি অনেকের চৈতন্য সম্পাদন করিবে।...ভারতের হিন্দু-মুছলমানের মধ্যে একটা সমঝোতা করিবার জন্য মিঃ জিন্না চিরকালই চেষ্টা করিয়াছেন।...পাকিস্তানের ভিতর দিয়া আজ কায়েদে আজম হিন্দু-মুছলমানের সম্পর্ককে স্থায়ী শান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। মিঃ রাজাগোপালের উক্তিতেও তারই ইঙ্গিত এবং প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।"

লীগের সমস্ত মহল হইতে আজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত লীগ মহল আজ রাজনীতিক মিটমাটের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। ইহার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করিতে অগ্রসর হও, ঐক্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া তাহাদের মিটমাট ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীকে মুখর করিয়া তোলো, আমলাতন্ত্রের বাধা নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।

বন্যা-ত্রাণ না গোয়েন্দাগিরি?

সেবাকার্য্যে আমলাতন্ত্রের বাধা চূর্ণ কর

বন্যা-ত্রাণ সম্পর্কে পিপল্‌স্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির সভাপতি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলির বিবৃতি এই কাগজের অন্যত্র (৭ পৃঃ দেখুন) প্রকাশিত হইল।

বন্যার হাহাকারের মধ্যে দুর্ভাগাদের সেবা করিবার জন্য সেবকদল পাঠানো বিষয়ে আমলাতন্ত্রের কি মনোভাব তাহা নওশের আলি সাহেবের বিবৃতি হইতে জানিতে পারিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। সেবাকার্য্য তদারকের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী মিঃ বি, আর, সেন বলিয়াছেন যে যাঁহারাই বন্যা-ত্রাণে সাহায্য করিবার জন্য মেদিনীপুর যাইতে চান আগে তাঁহাদের নাম-ধাম ইত্যাদি সরকারের "রাজনীতিক বিভাগে" পেশ করিতে হইবে এবং সেখান হইতে ছাড়পত্র পাইলে তবেই সেবকরা মেদিনীপুর যাইতে পারেন, নহিলে নয়। রাজনীতিক বিভাগ চিরকাল পুলিশের গুপ্তচরদের রিপোর্টেই কাজ করিয়া থাকে, সুতরাং ছাড়পত্রের অর্থ ইহাই যে পুলিশের গুপ্তচররাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইল এবং রাজনীতির সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ থাকিলে তাহার পক্ষে বন্যা-ত্রাণে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। তা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে একথা শুনিলে অনেক অ-রাজনৈতিক অথচ সেবায় ইচ্ছুক যুবকই বন্যা-ত্রাণের কাজে যাইতে চাহিবে না।

হইবার জন্য ভরসা দেওয়া হইল না কেন। এবং বন্যা সম্বন্ধে সমালোচনা করার অপরাধে যুগান্তর পত্রিকার উপর দমননীতির আক্রমণ কি অভিপ্রায়ে পরিচালিত হইল তাহাও বোঝা যাইতেছে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথ ব্যানার্জি কাউন্সিলে বন্যা বিষয়ে আলোচনার সময় "মানবতার" বড় বড় বুলি কপচাইয়াছেন এবং ভরসা দিয়াছেন যে "সকলকেই কাজ করিবার সমান সুযোগ দেওয়া উচিত।" কিন্তু যেখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, কৃষক সভা প্রভৃতিকে এলাকায় প্রায় ঢুকিতেই দেওয়া হইতেছে না এবং যাহারা স্থানীয় লোক তাহাদের জেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে সেখানে মন্ত্রী-পুঙ্গবের এই উক্তি ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কি?

লোকের ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, ১৫ লক্ষেরও বেশী লোক গৃহহারা ফিরিতেছে, ইউনাইটেড প্রেসের হিসাব মতে ৪০ হাজারেরও উপর লোক মরিয়াছে। একটা বড় যুদ্ধের মত এই ধ্বংসলীলা, অথচ প্রথম সরকারী সাহায্যের যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহাতে প্রকাশ মাত্র ৪টী সাহায্যকারী দল সেখানে প্রথমে পাঠানো হইয়াছিল। প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য প্রায় ঠাট্টার মতই শোনায়, এখন অবশ্য সাহায্য হয়তো কিছু উন্নত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে বিরাট ধ্বংসলীলার মধ্যে শুধু সরকারী সাহায্য কিছুই করিতে পারে না, দেশের সমস্ত সংগঠন

বন্যা-ত্রাণে সাহায্য করুন

ঝড় ও বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মিসেস এলা রীড, সৈয়দ নওশের আলি এম-এল-এ প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এবং কৃষক সভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি শক্তিশালী সংগঠন মিলিয়া "পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটি" নামে কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। চাউল, অর্থ, বস্ত্র, কম্বল, খাদ্য যাহা কিছু পারেন পাঠাইয়া কমিটিকে বন্যা-ত্রাণে সাহায্য করুন। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:

আবদুল্লা রসুল, সেক্রেটারী—২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি বন্যার হাহাকার আরম্ভ হইবার পর হইতেই মেদিনীপুর জেলায় এক এক করিয়া ত্রাণ-কার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেকটী কমিউনিষ্ট বা কৃষক-সভা কর্ম্মীকে কেন গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখা হইতেছে। বন্যার কয়েকদিন পরেই জেলার প্রধান কমিউনিষ্ট নেতা ভূপাল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে বন্দী রাখা হইয়াছে। তাহার পর বন্যা-ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার সময়ই কৃষক সভার ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কমিউনিষ্টরা বন্যায় বিপন্ন দেশবাসীর সাহায্যে অগ্রসর হয় দেখিয়াই বোধ হয় গত ৯ই তারিখে কমরেড নৃপেন সেন, আদিনাথ দাস, বলাই ভৌমিক, কানাই ভৌমিক প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার প্রায় সব কটী কমিউনিষ্ট ও কৃষককর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে বন্যার খবর প্রকাশের তিনদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের ২২টী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে তাড়াতাড়ি বে-আইনী ঘোষণা করা হইল কেন, কংগ্রেস কর্ম্মীদের সেবাকার্য্যে অগ্রসর প্রাণপণ শক্তিতে সাহায্যে আগাইয়া না আসিলে বন্যা-পীড়িতের খানিকটা সুরাহাও সম্ভব হইবে না।

সে পথেও আমলাতন্ত্র বাধা দিতেছে এ কথা আজ স্পষ্ট হইল। কিন্তু এ বাধা দেশবাসীকে চূর্ণ করিতেই হইবে। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা মেদিনীপুরের উপর নিয়ত ঝুলিতেছে, এখন সেবাকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিলে বন্যার্ত্ত মেদিনীপুরবাসীর মন আরও বিষাইয়া যাইবে, তাহারা পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচনায় জাপানীরই দিকে চাহিতে আরম্ভ করিবে। বিভিন্ন সমিতি হইতে যতটুকু সেবা চলিতেছে খুব ভাল, কিন্তু কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, কৃষকসভা প্রভৃতি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে না দিলে এত বড় সাহায্য-কার্য্য কখনই সম্ভব নয়, বন্যার্ত্তদের মনোবল ও দেশপ্রেমকে দৃঢ় করাও সম্ভব নয়। সমস্ত দেশভক্ত, সমস্ত রাজনীতিক বা অরাজনীতিক প্রতিষ্ঠান, মানবতার প্রত্যেকটী কল্যাণকামীকে আজ দৃঢ়ভাবে দাবী জানাইতে হইবে; "সেবাকার্য্যে সরকারী মোড়লি বন্ধ কর"; "বন্যা-ত্রাণে আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর কর," "সেবার জন্য সকলের অবাধ অধিকার চাই।"

যুদ্ধের গতি

আফ্রিকা অভিযান যথেষ্ট নয়

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো

আক্রমণের উদ্যোগ মিত্রশক্তির হাতে

বহুদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবার পর মিত্রশক্তি এইবার আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ সুরু করিয়াছে। বড় আকারে সামরিক অভিযান চালাইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় আটলাণ্টিক ও ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে ১ লাখ ৪০ হাজার আমেরিকান সৈন্য নামান হইয়াছে। মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা হইতে সুরু করিয়া আলজিরিয়ার আলজিয়ার্স ও আরও পূর্ব্বে বোন পর্য্যন্ত বিভিন্ন বন্দরে ৫ শত জাহাজে করিয়া ও সাড়ে তিন শত যুদ্ধ জাহাজের পাহারায় সেনাদল কূলে নামিয়াছে। ইহা ছাড়া উড়ো জাহাজে করিয়া আসিয়াছে প্যারাসুট সৈন্য।

এই বিরাট অভিযান একদিনে হয় নাই। ইহার তোড়জোড় হইয়াছে মাসের পর মাস। চার্চিল যখন রুজভেল্টের সাথে দেখা করিতে যান, তখন ইহার পরিকল্পনা তৈরী হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে ইহার আয়োজন। ইহা যে সামরিক কৌশলের পরিচয় দিয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

মরক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিসের সমস্ত উপকূল পাকাভাবে দখল করিয়া তাহার সমস্ত পথঘাট, রেল, বিমানঘাঁটি আয়ত্তে আনিতে পারিলে যুদ্ধের মাল মশলা আর উত্তমাশা ঘুরিয়া আসিতে হইবে না, সরাসরিই আসিতে পারিবে ও অষ্টম বাহিনীকে যোগান দিতে পারিবে। শুধু তাই নয়, ভিসি সরকারের প্রধান নৌঘাঁটি হইতেছে ওরান বন্দর। ইহাও মিত্রশক্তির হাতে আসায় রোমেলের প্রধান ঘাঁটি ট্রিপোলি আক্রমণের পথ সহজ হইল—ওরান হইতে ট্রিপোলি মাত্র আট শ' মাইল। বোমারু বিমানের চার ঘণ্টার পথ। এইভাবে পূর্ব্ব দিক হইতে অষ্টম বাহিনী ও পশ্চিম দিক হইতে আমেরিকান বাহিনীর সাঁড়াশীর চাপে রোমেল বাহিনীর প্রাণ বাহির হইবে। সব চেয়ে বড় সামরিক লাভ হইবে প্রায় গোটা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির প্রভুত্ব ফিরিয়া আসিবে। আলজিরিয়ান উপকূল ৬২৫ মাইল, তাহার সহিত টিউনিসিয়ার ৪০০ মাইল উপকূল যোগ দিলে, জিব্রাল্টার হইতে সুরু করিয়া সিসিলির অপর পারে কেপ বন পর্য্যন্ত পশ্চিম ভূমধ্য সাগরের একটানা স্থান মিত্রশক্তি পাইবে। রোমেল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলে গোটা ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তি শক্তিমান হইবে। তাই এই সামরিক অভিযান চক্রশক্তিকে অনেকখানি ঘায়েল করিয়াছে সন্দেহ নাই। চক্রশক্তির হাত হইতে আক্রমণের ক্ষমতা মিত্রশক্তির হাতে আসিয়াছে—ইহাই সব চেয়ে বড় সামরিক লাভ।

চক্রশক্তি কোণঠাসা

শুধু সামরিক দিক দিয়াই নয়, এই অভিযান চক্রশক্তির রাজনীতিক ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে। ফাসিষ্ট পোঁ-ধরা ফরাসী শাসকমহলে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সামরিক অধিনায়ক এডমিরাল দারলাঁ মিত্রশক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ফরাসী উত্তরআফ্রিকায় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়াছেন, মিত্রশক্তিকে কোনরূপ বাধা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। টিউনিস ও বিজার্টাতে ফরাসী সৈন্যরা ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই পর্য্যন্ত সুরু করিয়াছে। লাভাল-পেতাঁর দল মিথ্যাই দারলাঁর বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতেছে। হিটলার অনধিকৃত ফ্রান্সও দখল করিয়া নেওয়ার ফলে ফরাসী জনসাধারণের মাঝে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা বাড়িবে, ফরাসী জাতি একযোগে হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। স্পেনের মত নিরপেক্ষ দেশগুলিতে এতদিন হিটলারের যে খ্যাতি ছিল, আজ তাহা শেষ হইল, মিত্রশক্তির খ্যাতি বাড়িল।

উত্তর আফ্রিকা অভিযান ইহাই প্রমাণ করিয়াছে, হিটলার আকাশে ও সাগরে দুর্ভেদ্য নয়। আক্রমণের ক্ষমতা মিত্রশক্তির হাতে আসিয়াছে, সামরিক কৌশলে ও বৃহৎ আক্রমণ পরিচালনায় মিত্রশক্তি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। রাজনীতিক দিক দিয়া হিটলার দুর্ব্বল ও কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে।

এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই

কিন্তু উত্তর আফ্রিকা অভিযানই হিটলারী শক্তিকে ধ্বংস করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই অভিযানকেই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট বলিয়া প্রচার করা ধাপ্পাবাজী। ইহা দ্বিতীয় ফ্রণ্টের স্থান পূরণ করিতে পারে না। সোভিয়েট সীমান্তের চাপ যে ইহাতে কতখানি কমিবে তাহাও আজ বলা যায় না।

এই অভিযানের সাথে সাথেই হিটলার অনধিকৃত ফ্রান্সের গোটা স্থান দখল করিয়া নিয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে য্যহাতে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পথে বাধা জন্মান যায় তাহার জন্য আগে হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। তাহার উপর ফরাসী নৌবহরও হিটলারের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা। তাই আজ আর দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার জন্য বিন্দুমাত্রও দেরী করার সময় নাই। উত্তর আফ্রিকায় হিটলার যখন বিতাড়িত হইতেছে, রোমেলবাহিনী যখন শত শত মাইল পিছু হটিয়া ছুটিতে সুরু করিয়াছে, ভূমধ্যসাগর যখন মিত্রশক্তির প্রভুত্বের মধ্যে আসিতেছে এবং সবার উপরে ফ্রান্সের গোটা দেশ হিটলারের সরাসরি দখলে যাওয়ায় ফরাসী জাতির ভিতর যখন বিদ্রোহের সম্ভাবনা বাড়িয়াছে—তখন চক্রশক্তির এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাহাকে চরম আঘাত হানিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আজ চক্রশক্তিকে পিষিয়া মারিতে পারে।

কিন্তু চার্চিল-রুজভেল্ট আফ্রিকা অভিযান করিয়াই সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহারা সুর তুলিয়াছেন ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্ভব নয়। ১৯৪৩ সালের আগে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা যাইবে না। আফ্রিকা অভিযান দেখাইয়াছে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কোন সামরিক যুক্তি নাই। রাজনীতিক ভীতিই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পথে বাধা জন্মাইতেছে। দুনিয়ার জনসাধারণ আফ্রিকা অভিযানের সাফল্যকে এইখানেই শেষ হইতে দিবে না। আমেরিকার বৃহৎ মজুর সংঘ সি, আই, ও সম্মেলনে মিলিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, "আফ্রিকায় চক্রশক্তির উপর দুই ফ্রণ্টে আক্রমণের সাফল্যকে আগাইয়া নিতে হইবে। আমেরিকা, সোভিয়েট ও বৃটেনের মিলিত ও কেন্দ্রীভূত বিরাট শক্তি দিয়া ইউরোপে তাড়াতাড়ি দুই ফ্রণ্টে আক্রমণ করিয়া মূল নাৎসি-শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে হইবে।" দুনিয়ার জনসাধারণের ইহাই আজিকার দাবী।

হিটলারী প্লান ধূলিসাৎ

সোভিয়েট যুদ্ধক্ষেত্রে লাল ফৌজ হিটলারের সমস্ত প্লান ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। নভেম্বর দিবসে ষ্টালিন বলিয়াছেন, "দক্ষিণে আক্রমণ করিবার সময় হিটলারের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? অনেকের ধারণা বাকুর তেলখনিগুলি দখল করাই ছিল তাহার লক্ষ্য। কিন্তু উহা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, উহা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। হিটলারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব্ব দিক হইতে পার্শ্বদিক দিয়া মস্কোকে ঘিরিয়া ফেলা, ভল্গা ও পিছন দিকের যোগসূত্র ছিন্ন করা ও মস্কো হইতে মাল যোগানোর পথ বন্ধ করা। তাই বাকুর দিকে আগানো ছিল হিটলারের গৌণ উদ্দেশ্য। আমাদের প্রধান মজুদ সামরিক মাল মশলা ও ফৌজ দক্ষিণে নিযুক্ত রাখিয়া মস্কোর শক্তি দুর্ব্বল করা ও সহজে মস্কো দখল করাই ছিল তাহার লক্ষ্য। জার্ম্মান সামরিক অফিসারদের কাছে কিছু দিন আগে কতকগুলি দলিল পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি মানচিত্রের সাথে রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অগ্রসর হইবার নির্দিষ্ট তারিখও ছিল। তাহাতে দেখা যায়, জার্ম্মাণরা ২৫শে চুকিতে চাহিয়াছিল ষ্টালিনগ্রাদে; ১০ই আগষ্ট কুইবিশেভে ও ২৫শে সেপ্টেম্বর বাকুতে। এই দলিলে আমাদের অনুমানই সমর্থিত হইতেছে যে জার্ম্মাণদের গ্রীষ্ম অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব্ব দিক হইতে মস্কোকে পাশ দিয়া ঘিরিয়া ফেলা, মস্কো হইতে মূল রিজার্ভ সরাইতে প্রলুব্ধ করা ও মস্কো ফ্রণ্টকে দুর্ব্বল করা। তাই **হিটলারের গ্রীষ্ম অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল মস্কোকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘিরিয়া ফেলা ও এই বছরই যুদ্ধ শেষ করা।**

"গত বছর নভেম্বরে জার্ম্মাণরা চাহিয়াছিল—সামনাসামনি আক্রমণে মস্কো দখল করা ও লালফৌজকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করা হিটলারের এ প্ল্যান ব্যর্থ হইল। সম্মুখ আক্রমণে হিটলারের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। তাই এবার তাহার উদ্দেশ্য ছিল পাশ হইতে আক্রমণ করা ও যুদ্ধ শেষ করা। এবারও তাহার প্ল্যান ব্যর্থ হইয়াছে। হিটলার চাহিয়াছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে—তেল ও মস্কো। **তাহার সব প্ল্যান ধুলিসাৎ হইয়াছে,** কিছুই সে পায় নাই।"

জাপ কার্য্যসূচী বানচাল

ইউরোপে আজ হিটলার যেমন কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে, সলোমন দ্বীপের যুদ্ধে জাপানীদেরও কাজের তালিকা তেমনি বাধা পাইতেছে। চক্রশক্তির সমস্ত সামরিক পরিকল্পনা আজ বানচাল হইতে বসিয়াছে।

জাপান ভাবিয়াছিল ইউরোপে হিটলার ককেশাস ভেদ করিয়া মধ্য প্রাচ্যে আসিয়া পড়িবে, ষ্টালিনগ্রাদের পতন হইবে এবং ইতিমধ্যে জাপান সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পাকাপাকি দখল করিয়া পিছনের ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখিয়া সাইবিরিয়া বা ভারতে কিংবা একসাথে উভয় দিকেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সলোমন আয়ত্তে রাখিবার জাপানের অন্য উদ্দেশ্য ছিল পোর্ট মোরেসবির গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে আমেরিকার মাল যোগানের পথ বন্ধ করা। তাই জুন মাসে জাপান সলোমন দখল করিতে সুরু করে। ঠিক এই সময়ে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জও সে দখল করিতে আসে। উদ্দেশ্য ছিল টোকিওতে বোমা ফেলিবার জন্য যেন আমেরিকানরা ঘাঁটি বসাইতে না পারে এবং সোভিয়েটকে যেন আমেরিকা ঐ পথে মাল যোগাইতে না পারে। ইহার কিছুদিন আগে মিডওয়ে দ্বীপও দখল করিবার জন্য জাপান ব্যর্থ চেষ্টা করে।

কোন শেষ উদ্দেশ্যই জাপানের সফল হয় নাই। আগষ্ট মাসে আমেরিকানরা সলোমন আক্রমণ করিতে সুরু করে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সলোমনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানকে যথেষ্ট শক্তি সলোমনে নিয়োগ করিতে হইয়াছে। যদিও আমেরিকানদের কঠিন ভাবেই লড়িতে হইতেছে, তাহা হইলেও জাপানকে যে সলোমনে যথেষ্ট শক্তি ও সময় দিতে হইতেছে, তাহার কার্য্য-তালিকা পূরণ হইতেছে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

আজ ইউরোপে চক্রশক্তির পাণ্ডা হিটলার কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে, জাপানও বে-কায়দায় পড়িয়াছে, ঠিক সেই উপযুক্ত মুহূর্ত্তেই ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা ও এশিয়ায় আগাইয়া যাইয়া বর্ম্মায় অভিযান চালানো প্রয়োজন। সময় আর নাই। জাপান আগাইয়া আসিয়া বাংলা ও আসামে বোমা ফেলিয়াছে, সলোমনে যে সময় পাওয়া যাইতেছে তাহাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইয়া জাপানকে পিছু হটাইবার একমাত্র উপায় এখনই বর্ম্মায় বড় রকমের অভিযান চালানো। এবং তাহার জন্য ভারতের সঙ্গে মিটমাট করিয়া ভারতের সমস্ত শক্তি দিয়া এই অভিযান সফল করা। ১৫।১১।৪২

আফ্রিকা অভিযান সম্বন্ধে ষ্টালিন

উত্তর আফ্রিকার অভিযান সম্পর্কে মস্কোর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমরেড ষ্টালিন নিম্নলিখিত জবাব দেন :—

প্রশ্ন :—আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই নূতন অভিযানকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কি দৃষ্টিতে বিচার করিতেছেন?

উত্তর :—এই অভিযানকে সোভিয়েট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করে। মিত্রশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক শক্তিরই ইহা পরিচায়ক। ইহার ফলে ইউরোপে মিত্রশক্তির অনুকূলে রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং ইহা যুক্ত জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান শক্তিকে তাড়াতাড়ি ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। মিত্রশক্তি যে সফলভাবে সামরিক অভিযান চালাইতে পারে ইহা হইতে তাহাই ভালভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সফলতার সহিত স্থল ও জলপথে এইরূপ আক্রমণ এবং এইরূপভাবে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া সহরের পর সহর দখল করা কেবল প্রথম শ্রেণীর সংগঠনকারীদের পক্ষেই সম্ভব।

প্রশ্ন :—এই অভিযান সোভিয়েটের উপর হইতে চাপ কমাইবার পক্ষে কতটা কার্য্যকরী হইবে? সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে নূতন আর কি সাহায্য দরকার হইতে পারে?

উত্তর :—এই অভিযানের ফলে সোভিয়েটের উপর হইতে চাপ কতটা কমিবে **এত শীঘ্র তাহা বলা যায় না।** কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে যে ইহার প্রভাব কম হইবে না, শীঘ্রই সোভিয়েটের উপর হইতে চাপ অনেকটা কম হইবে এবং নিকট ভবিষ্যতে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। সব চাইতে বড় কথা এই যে ইহা দ্বারা লড়াইয়ের আক্রমণোদ্যোগ আজ আমাদের মিত্রশক্তির হাতে আসিয়া পড়িল এবং সামরিক অবস্থা ইঙ্গ-সোভিয়েট-মার্কিন যুক্তশক্তির অনুকূলে বদলাইয়া গেল। ইহার ফলে ইউরোপে হিটলারী জার্ম্মানীর শক্তি খর্ব্ব হইল এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশে হিটলারবিরোধী শক্তিগুলির কাজ সুরু করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আর একদিক হইতেও ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—ইহার ফলে ইটালী যুদ্ধের শক্তি হিসাবে অকেজো হইয়া পড়িবে এবং জার্ম্মানী একা পড়িয়া যাইবে।

ইহা দ্বারা ইউরোপে জার্ম্মানীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘাটিগুলির নিকটেই **দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার প্রাথমিক ব্যবস্থার পত্তন হইল** এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইবার পক্ষেও ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট।

প্রশ্ন :—সোভিয়েট সৈন্যদের উপর ইহার প্রভাব কি? যুদ্ধ জয়কে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আনিবার জন্য তাহারা কি মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিবে?

উত্তর :—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে **লালফৌজ তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।**

সম্পাদকীয়

হার নয়, জয়েরই সূচনা

আমলাতন্ত্র আবার আঘাত হানিয়াছে। জাতীয় নিষ্পত্তি ও কংগ্রেস লীগ মিটমাট সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের বুঝাইবার জন্য শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী গান্ধীজির সহিত দেখা করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহাকে দেখা করিতে দেন নাই। ৮ই অক্টোবর হাউস অব কমন্সে আমেরি যে উদ্ধত জবাব দিয়াছিলেন তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বড়লাট জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস-নেতাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন না হইলে বিপ্লবী কাজে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিশেষ সুবিধা দিবার কথাই উঠিতে পারেনা।

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকে আমলাতন্ত্র এত ভয় করে কেন? তাহার কারণ দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র লোকে আমলাতন্ত্রের ভারতনীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে। আমেরিকার জনসাধারণ পর্য্যন্ত উহার প্রতিবাদ করিতেছে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত অসন্তোষের ভাব দেখাইয়াছে। কংগ্রেস নেতারা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে জাতীয় নিষ্পত্তি করিয়া দেশরক্ষা করিতে রাজী নন, দেশের অন্যান্য দলের সঙ্গে মিটমাট করিতেও রাজি নন—এই মিথ্যা প্রচারের আশ্রয়েই আমলাতন্ত্র তাহার পলিসিকে টিঁকাইয়া রাখিতে চায়। আজ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ দিলে কণ্ঠরুদ্ধ কংগ্রেসের বক্তব্য জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমলাতন্ত্রের মিথ্যা প্রচারকে ধূলায় মিলাইয়া দিবে এই ভয়েই আমলাতন্ত্র গান্ধীজির সঙ্গে কিছুতেই দেখা করিতে দিবে না।

ইহা আমলাতন্ত্রের শক্তির চিহ্ন নয়, তাহার চরম দুর্ব্বলতারই পরিচয়। সকল দিক দিয়া আমলাতন্ত্র আজ এমন কোণঠাসা, বিদেশে তাহার মিথ্যা প্রচার আজ এমন ধরা পড়িয়া যাইতেছে, দেশে তাহার ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস, লীগ তথা অন্য সমস্ত দলের মধ্যে ঐক্য-কামনা এমন ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে যে দেখা করিতে না দিবার আদিম ও ভোঁতা অস্ত্রই তাহার শেষ সম্বল।

দেশবাসীর আপোষ চেষ্টার ইহা পরাজয় নহে, ইহা তাহার জয়েরই সূচনা। আমলাতন্ত্রের এই উদ্ধত প্রত্যাখান দেশের মধ্যে তাহাকে আরও কোণঠাসা করিবে, বিভিন্ন দলের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে একতা আরও বাড়াইবে। রাজাজি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "আমি যে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বড়লাটের অনুমতি চাহিতে যাইতেছি তাহা মিঃ জিন্না জানিতেন। তিনি এখন তাহার ফলও জানিতে পারিয়াছেন। (অনুমতি না দেওয়ায়) আমার মনে হয় মিঃ জিন্নাও আমারই মত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন"।

এখন আমলাতন্ত্রকে রেহাই দিলে চলিবে না, তাহার নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণে সকল দলের লোককে আরও জোরের সঙ্গে আগাইয়া যাইতে হইবে। "গান্ধী-জিন্না মুলাকাত চাই", "এখনি জাতীয় নিষ্পত্তি চাই"—সকল দলে মিলিয়া, সমস্ত জনসাধারণ মিলিয়া আরও জোর গলায় এই দাবী তুলিতে পারিলে আমলাতন্ত্রের শেষ অস্ত্রও তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে।

আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্যের মধ্যেও যে ফাঁক ও দুর্ব্বলতা রহিয়াছে তাহার ভরসায়ই আমলাতন্ত্র এখনও ঐক্য ও আপোষ চেষ্টায় বাধা দিবার সাহস করিতেছে। পাছে বড়লাট প্রত্যাখ্যান করিলে লীগের অমর্য্যাদা হয় সেই ভয়েই বোধহয় জিন্না সাহেব লীগ কাউন্সিলে তাঁহার সঙ্গে গান্ধীজির সরাসরি আলাপের যে প্রস্তাব আসিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন; হয়তো তাঁহার ইহাও ভয় ছিল যে, লীগ খোলাখুলি এবং উপরপড়া হইয়া কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব করিলে কংগ্রেসেরই চাপ দিবার সুবিধা হইবে, লীগের পক্ষে চাপ দিয়া নিজের দাবী পুরণ করিবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

ভুল, ভুল, মহা ভুল! দেশের মধ্যে যখন আগুন জ্বলিতেছে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই যখন এক গোলামির পেষণে সমভূমি হইয়া আর এক গোলামির পথ সমান করিতে বাধ্য হইতেছে তখন সংগঠন বা ব্যক্তির মর্য্যাদা কোথায় রহিল? দেশের লোক যে-দাবী উঠাইতেছে তাহা তো আমলাতন্ত্র বাতিল করিবার চেষ্টা করিবেই, তাহাতে আমাদের অমর্য্যাদা কোথায়? যতবার প্রত্যাখ্যান করিবে উহার পিছনে আরও বেশী লোক এক হইবে, অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় আমরা আক্রমণে অগ্রসর হইব—যতক্ষণ না আমাদের দাবী স্বীকৃত হয়। এবং দেশের আগুন নিভাইতে অগ্রণী হইলে, দেশরক্ষার জন্য মিটমাটে আগে কদম বাড়াইলে তাহাতে দেশের লোকের কাছে লীগের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াই যাইবে, আপোষ আলোচনায় তাহার সর্ত্ত গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আগাইয়াই চলিবে।

একতা ও আপোষ সফল করিবার জন্য অনুমতি, আলোচনা গৌণ ব্যাপার মাত্র। প্রধান ও গোড়ার কথা হইল দিকে দিকে জনসাধারণের মধ্যে একতার আন্দোলনকে বিস্তীর্ণ ও তীব্র করিয়া তোলা, কারণ অনুমতি ও নিষ্পত্তির জন্য জনগণের একতা ও আন্দোলনই একমাত্র শক্তি। তাহার উপর ভরসা করিয়া নেতারা যদি অগ্রসর হন তো অমর্য্যাদার আশঙ্কা থাকিবে না, পরাজয়েরও ভয় থাকিবে না। আজ যদি জিন্না সাহেব গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি চাহিয়া বিফল হন তো কাল তাহারই ভিত্তিতে দেশের সমস্ত হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্দোলন জাগানো যাইবে যে, আমলাতন্ত্র হার মানিবে—কারণ সে আন্দোলন হইবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য নয়, সে আন্দোলন হইবে দেশরক্ষা সফল করিবার জন্য।

আমরা একতার ডাক দিয়াছি—কংগ্রেস বা লীগপন্থী সমস্ত দেশভক্তকে জাতীয় নিষ্পত্তির জন্য এক হইবার ডাক দিয়াছি। অনেক মহল হইতে বিদ্রূপ উঠিয়াছে, সন্দেহ উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও একতার ডাক যে আজ লীগের অন্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে—রাজাজির পিছনে জিন্না সাহেবের পরোক্ষ সমর্থন তাহারই প্রমাণ। রক্ষণশীলতার আখড়া "আজাদ" পত্রিকা সেদিনও আমাদের এই চেষ্টাকে "অরণ্যে রোদন" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে—লীগ-শিশুগুলি রক্ষণশীলতার আওতার বাহিরে গিয়া "আজাদের" কায়েমী স্বার্থকে বিপন্ন না করে তাই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধ-প্রচার "আজাদের" নিত্য-কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথচ সেই "আজাদ" পত্রিকার সংবাদদাতাই নয়াদিল্লী হইতে ৯ই নভেম্বর খবর দিয়াছে, "একথা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক শ্রেণীর সদস্য আপোষ-মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরূপ রফার জন্য লীগকে অনুরোধ করিতেছেন।" [আজাদ, ১০ই নভেম্বর]। হিন্দুদের মধ্যেও ঐক্যের অনুরূপ আগ্রহের কথা স্বয়ং জিন্না সাহেব তাঁহার লীগ কাউন্সিল বক্তৃতায় স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "আমি দেখিতেছি এক দল হিন্দুর মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।" [আজাদ, ১২ই নভেম্বর]। উড়িষ্যা আইন সভায় কংগ্রেস দলের সহকারী দলপতি গত ২৮শে অক্টোবর দায়িত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি কেন্দ্রে মিঃ জিন্নার উপর এবং প্রদেশে মিঃ সোভানের (স্থানীয় লীগ দলপতি) উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহা হইলে কংগ্রেস অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। ইঁহারা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারিবেন বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" জেলে বন্ধ কংগ্রেস নেতাদের মত জানিয়াই নিশ্চয় তিনি এই বিবৃতি দিয়াছেন, সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যেও লীগ-কংগ্রেস একতা ও জাতীয় নিষ্পত্তির সমর্থন কতখানি বাড়িতেছে তাহা পরিষ্কার।

একতা ও নিষ্পত্তি শুধু আলোচনা বা অনুমতি প্রার্থনা নয়, উহা জনগণের সচেতন আন্দোলন ও সংগ্রাম এই কথা মনে রাখিয়া আক্রমণে আগাইয়া চল। আজ রাজাজি, জিন্নাজি এবং কংগ্রেস ও লীগের প্রত্যেকটী দেশভক্ত জনগণের মধ্যে নামিয়া আসুন, উহাদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আন্দোলনের ঝড় তুলুন—"জাতীয় নিষ্পত্তি ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই" "কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই"। তাহার পর শুধু সাক্ষাতের অনুমতি কেন, ক্ষমতা পর্য্যন্ত দিতে আমল্যতন্ত্র বাধ্য হইবে।

একতার আন্দোলনে মুস্লিম জনগণ

কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে দেশব্যাপী যে একতা আন্দোলন সুরু হইয়াছে, মুসলমান জনসাধারণ তাহাতে আগ্রহের সাথে যোগ দিতেছেন। হিন্দুমুসলমান একতার পথ সহজ হইয়া আসিতেছে, দেশব্যাপী একতা দানা বাঁধিতেছে।

৯ হাজার মুসলমানের দাবী

কলিকাতায় মুস্লিম ছাত্ররা প্রায় এক হাজার মুসলমান জনসাধারণের নাম সই নিয়া মিঃ জিন্নার নিকট এক আবেদন পাঠাইয়াছেন, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে এখনই কংগ্রেসের সাথে আপোষ আলোচনা করিবার দাবী তাহাতে করা হইয়াছে।

লীগকর্ম্মীরা একতার পথে

ঢাকার মত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত সহরেও হিন্দুমুসলমান একতা গড়িয়া উঠিতেছে। মুসলমানরা একতার পথে আগাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারাও জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় দাবীর গণদরখাস্তে নাম সই দিতেছেন। চক ও কলতাবাজার দাঙ্গার সময় ভীষণ আকার নিয়াছিল। এই অঞ্চলের বহু লীগ মেম্বারও কমিউনিষ্ট পার্টি আফিসে আসিয়া জনযুদ্ধ ও একতার ডাক কিনিয়া নিতেছেন, পার্টি ফাণ্ডে চাঁদাও দিতেছেন। একতা সপ্তাহে সিরাজদ্দৌল্লা পার্কের সভায় একজন মুসলমানকর্ম্মী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলে **উপস্থিত লীগ কর্ম্মীরা তাহাকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেন।** দুই জন লীগ কর্ম্মী আপনা হইতেই আগাইয়া আসিয়া বক্তৃতা দেন ও মুস্লিম জনসাধারণকে একতা আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আবেদন জানান। স্থানীয় খাকসার নেতা কমিউনিষ্ট পার্টি আফিসে আসিয়া জানাইয়া যান, "কলিকাতায় আপনাদের পার্টি আমাদের পার্টির সাথে চুক্তি করিয়া নিলে আমরা সবাই একসাথে কাজ করিতে পারি।" একতার পথে বাধাও আসিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্বেও শতকরা ২৫ জন মুসলমান গণদরখাস্তে সহি দিয়াছেন, আরো ২৫ জন দাবী মানিয়াছেন কিন্তু সহি দিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছেন।

মুসলমান মেয়েরাও একতার আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন। জাতীয় দাবীর গণদরখাস্তে সই দিতেছেন। মেয়েদের একটি একতা স্কোয়াড **কলিকাতার** একটি মুস্লিম মহল্লায় প্রচারে যাইয়া মেয়েদের ভিতর যথেষ্ট সাড়া পাইয়াছেন। তাঁহারা উর্দ্দু পত্রিকা 'কৌমিজং' পড়িয়া শুনাইতেছেন, উর্দ্দু একতার ইস্তাহার বিলি করিতেছেন। পর্দ্দার ভিতরে জেনানা মহলেও দেশের সামনের সমস্ত সমস্যা খুলিয়া বলিতেছেন। এই মহল্লায় ৭৫ জন মুসলমান মেয়ে নাম সই দিয়াছেন। ৮ জন মেয়ে পণ্যমুল্য ব্যাপারে ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লিখাইয়াছেন। একতার আন্দোলন সমাজের সব স্তরে সাড়া জাগাইয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার বিঠারী হাকিমপুর এলাকায় একতা সপ্তাহে জাতীয় দাবীতে ৭৫০ সই সংগৃহীত হইয়াছে, **তাহার ভিতর ৬০০ জনই মুসলমান। ইহার ভিতর স্থানীয় লীগের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীও আছেন। স্থানীয় হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীও দরখাস্তে সই দিয়াছেন।**

(শেষাংশ ৭পৃষ্ঠায় দেখুন)

একতা সপ্তাহ হইতে আন্দোলন সুরু

একতা সপ্তাহ শেষ হইল। সারা বাংলায় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের কাছে একতার ডাক পৌছান হইয়াছে। সপ্তাহব্যাপী কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অক্লান্ত চেষ্টায়, অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ, গালাগালি সহিয়া, পঞ্চম বাহিনীর গুণ্ডামী, সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করিয়া শান্ত মনে ধৈর্য্যের সাথে জনসাধারণকে একতার কথা বুঝাইয়াছেন।

জনসাধারণ ক্রমে বুঝিতেছে একতাই একমাত্র পথ, হিন্দু মুসলমান একতা যে অসম্ভব নয় সে কথাও আজ সবাই বুঝিতেছে। একতা সপ্তাহ শেষ হইয়াছে কিন্তু একতা আন্দোলন শেষ হয় নাই। একতা আন্দোলন সবে সুরু হইল।

কলিকাতায় একতা সপ্তাহ

বাংলার মহানগরী কলিকাতায় "সংগ্রামের" ঝাপ্টা তেমন না লাগিলেও জনসাধারণের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। সংগ্রামপন্থী ও পঞ্চমবাহিনীর শতরকমের ইস্তাহার জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল। একদিকে কারখানার মালিক আর একদিকে পঞ্চমবাহিনী মজুরদের ষ্ট্রাইকের জন্য উস্কাইয়াছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় কলিকাতায় আত্মঘাতী নীতি বেশী ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। আজ "সংগ্রামের" আগুন প্রায় নিভিয়াছে। জনগণ বুঝিতেছে এই "সংগ্রামের" পথে কিছু হইবে না। কিন্তু দেখা দিয়াছে বিরাট হতাশা। এমন দিনেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা একতার প্রচারে বাহির হইলেন।

কলিকাতার পার্টি অফিসে, বিভিন্ন রিজিয়নাল অফিসে অসম্ভব কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। সাত দিনে মোট ৬১৭টি স্কোয়াড কাজে নামিল। প্রায় ২০ হাজার লোকের নিকট তাঁহারা প্রচার করিলেন, প্রায় ১০ হাজার নাম সই তাহারা যোগাড় করিলেন। ৭টি বড় সভা হইল। ৩৮৮টি গ্রুপ মিটিং হইল। ইহা ছাড়া হাজার হাজার লোককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাইতে হইল। হাজারো রকমের প্রশ্নের সম্মুখান হইতে হইল। সমস্ত কলিকাতা নগরীর প্রায় প্রতি মহল্লায় চাঞ্চল্য দেখা দিল। এমন রাজনৈতিক প্রচার কখনও হয় নাই। জনসাধারণের মাঝে আশা দেখা দিল, অনেক গোঁড়া সংগ্রামপন্থীও ফিরিলেন, অনেকে সম্পূর্ণ সাঁয় না দিলেও চিন্তা করিবার সময় নিলেন। একতা সপ্তাহ সবাইকেই কঠিন বাস্তবের চেহারা দেখাইল। সমাধানের পথ দেখাইল। স্কোয়াড কর্ম্মীরা নিয়মিতভাবে পার্টি অফিসে রিপোর্ট দাখিল করিলেন, যে সব সমস্যা উঠিল তাহা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিলেন, নূতন সমস্যার নূতন যুক্তি তৈরী করিলেন। বাস্তব প্রচারের জন্য কর্ম্মীদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইল। জনগণের মাঝে এমন করিয়া মিশিয়া তাহাদের মনের কথা এমন করিয়া বুঝিবার সুযোগ তাঁহাদেরও রাজনীতিক চেতনা বাড়াইয়া দিল। একতা আন্দোলনের মাঝে অনেক নূতন কর্ম্মী আগাইয়া আসিলেন।

ময়মনসিংহে

একতা সপ্তাহ পালনের আগে একতা আন্দোলনের তাৎপর্য্য, দেশের বর্ত্তমান সংকট, আমাদের কর্ত্তব্য সমস্ত পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করিবার পর কর্ম্মীরা একতা প্রচারে নামেন। গোটা জিলায় ৩৫টি কেন্দ্রে ৭৯টি স্কোয়াড বাহির হয়। মোট ৬১৮ জন কর্ম্মী স্কোয়াডে যোগ দেন। ইহা ছাড়া ৩৫ জন পার্টি সমর্থক ব্যাক্তিগতভাবে প্রচার চালান। ৫টি গানের স্কোয়াড বিভিন্ন কেন্দ্রে জাপ-বিরোধী জনসঙ্গীত গাহিয়া প্রচার করেন।

একতা স্কোয়াড মোট ৪ হাজারেরও উপর বাড়ীতে প্রচারে যায়। জাতীয় দাবীতে সই সংগ্রহ হয় ৫ হাজারেরও উপর। জনসাধারণ চোখ বুজিয়া নাম সই দেয় নাই। অনেক প্রশ্ন তাহারা করিয়াছে। একতার পথ বুঝিয়া দেখিয়াছে। এক হাজারেরও উপর 'একতার ডাক' জনসাধারণ কিনিয়াছে, পড়িয়া দেখিয়াছে। যে কাগজ নিয়মিতভাবে এই একতার পথের সন্ধান দেয় সেই 'জনযুদ্ধের ৮২ জন নূতন গ্রাহক হইয়াছে, 'পিপলস ওয়ারের' নূতন গ্রাহক হইয়াছে ২৩ জন। যে কমিউনিষ্ট পার্টি একতার আন্দোলনে জাতিকে স্বাধীনতার পথে নিয়া চলিয়াছে সেই পার্টির প্রতি শুধু মৌখিক সহানুভূতিই নয়, এই সাতদিনেই পার্টিফণ্ডে ১৩০ টাকার উপর চাঁদা দিয়াছে।

একতা স্কোয়াড যেমন বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছে, তেমনি ১৬ টি বড় সভা করিয়াছে, প্রত্যেকটিতে গড়ে লোক যোগ দিয়াছে ৪ শত জন। বৈঠকী সভা হইয়াছে ৩৭৪, গড়ে লোক যোগ দিয়াছে ২০ জন, পথ-সভা হইয়াছে ৪০৪, হাট-বক্তৃতা হইয়াছে ১৩২। দুই দিন ৫০০ করিয়া কৃষক ভলাণ্টিয়ার সমাবেশ হইয়াছে। ইস্তাহার বিলি হইয়াছে ৪ হাজার। সমস্ত জিলায় বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

স্কোয়াড যখন প্রথম কাজে নামে তখন কেহ কথা শুনিতেই চায় না, একদিকে উত্তেজনা, অন্যদিকে ব্যর্থতা ও হতাশা। বলশেভিক দৃঢ়তা নিয়া ধৈর্য্যের সাথে কর্ম্মীরা যখন প্রচার করিতে লাগিলেন, জনসাধারণ তখন আস্তে আস্তে কান দিতে লাগিল, নিস্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল। মুসলমান জনসাধারণ উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, ছাত্রদের ভিতর উত্তেজনা অনেক কমিয়াছে। সব চেয়ে বেশী ও বিপুল সাড়া দিয়াছে কৃষকরা।

একতা আন্দোলন সৈন্যদেরও সহানুভূতি জাগাইয়াছে। ময়মনসিংহ ষ্টেশনে যখন একতা স্কোয়াড প্রচার চালাইতেছিল, ভারতীয় সৈন্যদের ট্রেনের কামরা হইতে উৎসাহোদ্দীপক ধ্বনি আসে, "এইতো ঠিক হ্যায়, হিন্দুমুস্লিম এক কাট্টা হো যাও!" অন্য একটি স্থানে একটি স্কোয়াডকে কমাণ্ডারের নিকট ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কমাণ্ডার সব শুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীদের উৎসাহ দিয়া ছাড়িয়া দেয়।

কাজের পথে বাধাও আসিয়াছে অনেক। ফরওয়ার্ডব্লকপন্থী দলগুলি যথেষ্ট কমিউনিষ্ট বিরোধী ইস্তাহার, পোষ্টার প্রভৃতি বিলি করিয়াছে, কোথাও গোল বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সফল হয় নাই। একতা আন্দোলন সফলতার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

হুগলীতে

সমস্ত জেলাব্যাপী ৩০টি স্কোয়াড একতা প্রচারে বাহির হয় এবং প্রায় ৪ হাজার হিন্দুমুসলমান জনসাধারণের নিকট তাহারা প্রচার করে। গণদাবীতে সই যোগাড় হয় প্রায় দেড় হাজার। সাত দিনে চাঁদা ওঠে ৭৫ টাকা। গ্রুপ মিটিং, পথ সভা প্রভৃতি হয় প্রায় ৭০টি।

১লা নভেম্বর শ্রীরামপুর মাহেশে ও হারিটি গ্রামে দুইটি জনসভা হয়। প্রায় ১ হাজার লোক যোগ দেয়। ৪ঠা নভেম্বর জনসভা হয় মুসলমান প্রধান বিলকুলী গ্রামে। মুসলমান জনসাধারণ যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। ৬ই নভেম্বর কৃষক সভা হয় ভুরিরভেড়ী গ্রামে। ৭ই নভেম্বর এক বিরাট মজুর সভা হয় তেলিনিপাড়ায়। প্রায় ১ হাজার মজুর সভায় যোগ দেন, তাহার ভিতর শতকরা ৬০ জনই মুসলমান। সভাপতি ছিলেন কমরেড ইসমাইল। স্থানীয় একজন মৌলভী সাহেব কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য আন্তরিক আবেদন জানান। একতা সপ্তাহের শেষ সভা হয় ৮ই নভেম্বর চুঁচড়া ময়দানে। পঞ্চমবাহিনী সভায় বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

হুগলী জেলায় কৃষক, মজুর, হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের মাঝে একতা প্রচার উৎসাহ জাগাইয়াছে। সরকারের বাধা, পঞ্চমবাহিনীর গুণ্ডামী, ভ্রান্ত-দেশপ্রেমিকদের প্রচার, গোঁড়া খাদিপন্থী কংগ্রেসকর্মীদের বিরোধিতা—পথে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ আজ বুঝিতে সুরু করিয়াছে "সংগ্রামে" আত্মহত্যা, একতায় স্বাধীনতা।

খড়্গপুরের মজুর মহল্লায়

বিরাট রেলওয়ে কলোনি খড়্গপুরে একতার ডাকে সাড়া জাগিয়াছে।

খড়্গপুরের মজুররা বরাবরই সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়াছে। কিন্তু সরকারের যথেষ্ট বাধা নিষেধ তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুররা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। আজ আবার দৈব দুর্য্যোগে সমস্ত মেদিনীপুর জিলা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বণ্যাত্রাণও আজ একতা আন্দোলনের সামনে এক বিরাট সমস্যা।

জাতীয় সংকটের এমন দিনে খড়্গপুরের মজুররা একতা আন্দোলনে নামিয়াছে। ৫টি স্কোয়াড প্রচারে বাহির হয়, গণদাবীতে সই যোগাড় হয় প্রায় ৫০০। ঘরে ঘরে প্রচার ছাড়াও ১৫টি বৈঠকী সভা করা হয়। কমিউনিষ্ট পত্রিকার বিক্রি দ্বিগুণ করা হয়। আগে জনযুদ্ধ যাইত ১৫ কপি, ৩০ কপি নিয়মিত বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে। আগে পিপল্‌স ওয়ার বিক্রি হইত ২৫ কপি, হিন্দি ১০ কপি, উর্দ্দু ১০ কপি, মারাঠি ১ কপি। এখন ইংরাজী ৫০, হিন্দি ২০, উর্দ্দু ১৫, মারাঠি ৫ কপি বিক্রি হইতেছে। উপরন্তু ১৫ কপি উড়িয়া ও ১৫ কপি তেলেগু পত্রিকাও বিক্রি হইতেছে। পিপল্‌স্ ওয়ারের জন্য ২৫ জন ও জনযুদ্ধের জন্য ১০ জন স্থায়ী গ্রাহকও যোগাড় করা হয়।

একতা সপ্তাহ খড়্গপুরে সফল হইয়াছে। মজুররা হিন্দু মুসলমান সবাই একতার আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে।

পঞ্চমবাহিনীর শেষ চেষ্টা

একতা আন্দোলন যতই আগাইয়া চলিয়াছে, দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীর পায়ের তলার মাটি ততই সরিয়া যাইতেছে। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া একতা সভা-মিছিল আক্রমণ করিতেছে। প্রকাশ্য সভায় তাহারা 'হিন্দু-মুসলমান একতা চাই না' ধ্বনি দিতেও কশুর করিতেছে না।

৮ই নভেম্বর একতা সপ্তাহের শেষ দিন **হুগলী** জেলার চুঁচুড়া ময়দানে প্রায় পাঁচশত লোকের এক বিরাট সভা হয়। সভাপাত ছিলেন কমরেড তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। সভায় যখন একতা প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একদল ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী সভার পিছন দিক হইতে গোলমাল করিয়া উঠে। তাহারা চীৎকার করিতে থাকে, "হিন্দু-মুসলিম একতা চাই না।" জনসাধারণ তাহাদের এই গোলমালে যথেষ্ট বিরক্ত হয়। পঞ্চমবাহনার এই প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন মারমা হইয়া তাহারা সভার মাঝে জ্বলন্ত পটকা ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু তাহাতেও সভা ভাঙ্গে না। শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণ সভায় থাকে। জনসাধারণ চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছে সংগ্রামের নামে পঞ্চমবাহিনী কেমন করিয়া গুণ্ডামীর প্রশ্রয় নিতেছে, তাই আজ একতার পথেই যে দেশের স্বাধীনতা—জনসাধারণ তাহা বুঝিতেছে। পঞ্চমবাহিনীর গুণ্ডামী তাহাদের একতার পথ হইতে ফিরাইতে পারিবে না।

ময়মনসিংহের সেরপুরেও পঞ্চমবাহিনীরা ধ্বনি তুলিয়াছে 'নেতাদের মুক্তি চাই না।' কিন্তু একতা স্কোয়াড ঘরে ঘরে প্রচার চালাইয়া জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতেছে। নিরুপায় হইয়া ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থীরা কমিউনিষ্টদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও গালাগালি সুরু করিয়াছে। তাহাতেও ব্যর্থকাম হইয়া তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সামনে আসিয়া কমিউনিষ্টদের আক্রমণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাই তাহারা জাপানের আগমন আশায় চাহিয়া রহিয়াছে। একদিন একতা স্কোয়াডের পথের সামনে তাহারা একটা ভাঙ্গা মোটর গাড়ীকে কামানের মত সাজাইয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। অর্থাৎ সাবধান, জাপান আসুক এমনি করিয়া কামানের মুখে তোমাদের উড়াইব। পঞ্চমবাহিনীর আশা জাপানী পশুদের দাসত্ব। দেশবাসী একতার জোরে জাপানকে রুখিয়া দাসত্বের শিকল ভাঙ্গিবে।

ভারতের স্বাধীনতার নামে

দুই লাখ টাকার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান

আমাদের পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির বর্দ্ধিত প্লেনাম গত অধিবেশনে স্থির করে যে ১৯৪৩ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবসের মধ্যে দু'লাখ টাকা পার্টি ফাণ্ডে তুলিয়া দিতে আহ্বান করিবে। বেআইনী ভাবে কাজ করিবার সময় পার্টি ফাণ্ড বলিতে আমাদের সভ্য ও অত্যন্ত ঘনিষ্ট সমর্থকদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদাই বুঝাইত। আমরা আমাদের পার্টির নামে আবেদন করিতে পারি নাই; তখন আমাদের পার্টি ফাণ্ডে টাকা দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত।

স্বাধীনতার প্রতি আমাদের মহান জনগণের অমর কামনার মধ্য দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়া যে সকল দেশভক্ত স্বকীয় রাজনৈতিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমাদের জাতির স্বাধীনতা ও জনগণের উন্নতি লাভের একমাত্র পথ হইতেছে রাশিয়ার জনগণের আদর্শ অনুসরণ করা ও তাহাদেরই পথ অনুসরণ করা যাহারা লেনিনের নেতৃত্বে জারের দাসত্বকে সাফল্যের সঙ্গে চূর্ণ করিয়া বিপ্লবী বলশেভিক পার্টির সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেই সকল দেশভক্তদের দ্বারা আমাদের পার্টি গঠিত হইয়াছে। অমর লেনিনের প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ও শিষ্য মহান ষ্টালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী ভ্রাতৃত্বের আধার কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের ভারতীয় পার্টি হইতেছে আমাদের পার্টি।

আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ডাঙ্গে (ইনি এখনো যারবেদা জেলে আবদ্ধ) প্রভৃতিরা সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হন এবং শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিয়া জাতীয় আন্দোলনে তাহার ভূমিকা গ্রহণ করাইবার জন্য সোজা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কাজ করিতে নামেন। যে কোন দেশ বা যে কোন সমাজের সেরা বিপ্লবীশ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীকে সাম্যবাদের পথপ্রদর্শকরা জাগ্রত ও সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া সাম্রাজ্যবাদী সরকার অবিলম্বে তাহার অস্তিত্ব বিপদাপন্ন বলিয়া মনে করে। আমরা যাহাতে বাড়িতে না পারি, আমাদের জনগণের কাছে প্রচার করিতে না পারি, তাহাদিগকে সংগঠিত করিতে না পারি, তাহার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের পার্টি জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়ন সুরু হইয়াছে এবং তাহা কখনও থামে নাই। দুইটী বিরাট নিখিল ভারতীয় মামলা আমাদের বিরুদ্ধে হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ছোট ছোট ষড়যন্ত্র মামলা চালানো হইয়াছে। আমাদের নেতাদের অধিকাংশই তাহাদের রাজনৈতিক জীবনের অর্দ্ধেক জেলে কাটাইয়াছেন এবং আমাদের সাধারণ সভ্যরাও প্রত্যেকে অন্ততঃ একবার করিয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছেন।

১৫ বছর ধরিয়া অত্যাচারে আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করা যায় নাই বরং আমরা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি। আট বছর বে-আইনী হইয়া থাকিবার পর যে গবর্ণমেন্ট আমাদের বে-আইনী করিয়াছিল তাহাই আমাদের বৈধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সকল রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা এদেশে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছি। প্রত্যেকটী শিল্পকেন্দ্রে আমাদের যে সকল সভ্য রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই শ্রমিক, তাহারা ধর্ম্মঘটের সংগ্রামে পুলিশ ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে লড়িয়া শক্ত হইয়াছে, তাহাদের শ্রেণীর কাছে তাহারাই একমাত্র স্থানীয় নেতা বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে।

শহর হইতে আমরা গ্রামে লালপতাকা লইয়া গিয়াছি। কৃষকদিগকে কৃষক সভা গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছি। কংগ্রেসের জাতীয় ভাবধারা ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের দ্বারা শ্রেণী চেতনায় কৃষকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং মালাবার প্রভৃতি প্রদেশে যেখানে কৃষকেরাই সংখ্যাধিক সেখানে আমাদের অধিকাংশ সভ্যই কৃষক-যুবক। ভারতীয় কৃষকদিগকে সংগঠিত করিতে আমাদের পার্টি সাহায্য করিয়াছে বলিয়া প্রতিদানে কৃষকেরাও পরম উদারতার সহিত তাহাদের সন্তানদিগকে আমাদের পার্টিতে দিয়াছে—তাহাদের সন্তানেরা তাহাদের নিজস্ব পার্টি হিসাবে গ্রামে গ্রামে আমাদের পার্টিকে গড়িয়া তুলিতেছে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তাহার নেতা, যুবক-ছাত্ররা, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক আন্দোলনে প্রভাবান্বিত হয় এবং আমাদের পার্টির কাছে নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য আসে, কারণ তাহারা দেখিতে পায় যে আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যাহা জনগণের প্রত্যেকটী অংশকে তাহাদের নিজস্ব দাবীর ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে সংগঠিত করিয়া জাতীয় আন্দোলনে তাহাদের নিজস্ব অংশ গ্রহণ করাইতে পারে এবং জাতীয় আন্দোলনকে দুর্জ্জয় করাইতে পারে। ছাত্রদিগকে আমরা সংগঠিত হইবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলাম, তাই ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরা আমাদের পার্টিতে যোগদান করিয়াছে।

শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে আমরা কাজ করিয়াছি এবং কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করিয়া কংগ্রেসকে আমাদের জনগণের জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছি বলিয়া আমরা আজ জাতির একটি রাজনৈতিক শক্তিরূপে গৃহীত হইতেছি। আমরা সকলে কংগ্রেসে ঢুকিয়াছি। আমাদের পতাকাতলে শত শত কংগ্রেস কর্ম্মী আসিয়া হাজির হয়। কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র ছাড়া সমস্ত প্রদেশে আমাদের পার্টির অধিকাংশ সভ্যই পুরাণো স্বদেশী কর্ম্মী, তাহাদের নিজ দেশের বা গ্রামের কংগ্রেসের নেতা।

ভারতীয় বিপ্লববাদীদের প্রথম যুগের বিপ্লবীরা, গুরুমুখ সিং, বাসাখা সিং ও রুর সিং প্রভৃতি পুরাণো বিপ্লবীরা লাল পতাকার তলায় আগেই আসিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভগৎ সিংএর কমরেড, আন্দামানের বন্দী, চাঁটগাঁর বীরেরা প্রভৃতি আমাদের পার্টিকেই আজিকার দিনের একমাত্র বিপ্লবী পার্টি মানিয়া একে একে পার্টিতে চলিয়া আসেন।

আমাদের পার্টি সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বদেশী বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। আমাদের পুরাতন জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য ১৫ বছর ধরিয়া আমাদের পার্টি নিষ্ঠার সহিত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে তাহার ফলে আমাদের জনগণের শ্রেষ্ঠ পুত্র কন্যারা, শ্রেষ্ঠ শ্রমিক কৃষক ও ছাত্র কর্ম্মীরা এবং অনেক ভাল ভাল কংগ্রেস দেশভক্ত ও ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বাছা বাছা কর্ম্মীরা আমাদের পার্টিতে আসিয়াছে। এই পার্টিতে থাকিয়া ইহার পতাকার তলায় দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারা গর্ব্বের বিষয়। আমাদের পার্টিতে সহজেই প্রবেশ লাভ করা যায় না। এই পার্টিতে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, জনগণের মধ্যে নিয়মিত কাজ এবং অত্যন্ত উচ্চস্তরের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রত্যেক সভ্যকে দেখাইতে হয়। কিন্তু এই পার্টিকে সাহায্য সকলেই করিতে পারে এবং সাহায্য করিবার অন্যতম কার্য্যকরী উপায় হইতেছে পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দেওয়া এবং এইরূপে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা।

আমরা আমাদের অতীতের কার্য্যকলাপের ভিত্তিতেই সাহাযোর আবেদন করিতেছি না—আমাদের আজিকার রাজনৈতিক কার্য্যক্রম, আজিকার দিনে যাহাই একমাত্র জাতীয় কার্য্যক্রম এবং কেবল যাহার ভিত্তিতেই জনগণকে সমবেত করিয়া জয় লাভ করা যায় সেই বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তিতে আমরা সাহায্যের আবেদন করিতেছি।

দেশব্যাপী গণ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিতে এবং জাতীয় সংকট সমাধান করিতে কমিউনিষ্ট পার্টি চেষ্টা করিতেছে।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় একতার অস্ত্র তৈয়ারী হিসাবে কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি হিন্দু মুসলমান জনগণকে সমবেত করিয়া একতার আন্দোলন সৃষ্টি করিতেছে।

জন্মভূমিকে ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি তাহার প্রত্যেকটি সভ্যকে কাজে লাগাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের একতাবদ্ধ শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় একতার সাহায্যে জাতীয় গবর্ণমেন্ট আমাদের সংগ্রাম করিতেছে এবং এই জাতীয় একতার দ্বারাই ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজিকার এই গভীর সঙ্কটের দিন আমাদের চরম সুযোগও আনিয়া দিয়াছে।

দেশভক্তরা যদি দেশের অবস্থাকে এই ভাবে চলিতে দেয়, এই ভাবে ধ্বংস কার্য্য চালাইতে থাকে তো আমাদের জাতি বৃটিশের হাত হইতে জাপানীর হাতে চলিয়া যাইবে। বৃটিশ শাসকেরা আমাদের কথা শুনিতেছেনা বলিয়া আমরা যেন আমাদের গলা কাটিয়া না ফেলি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অন্তিম দশায় পড়িয়া যে সকল কাজ করিয়া থাকে বৃটিশ শাসকেরা তাহাই করিতেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ দেশভক্তরা দেশের নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে অন্ধক্রোধের বশে বিদেশী আক্রমণ দরজার গোড়ায় আসিলে যাহা করা উচিত নয় তাহাই করিতেছে বলিয়া আমাদের নিরুপায়ের মত বসিয়া থাকা উচিত নয়। আমাদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম, ইহাতে বিশ্বাস আনিবার জন্য আমাদের সকলের শক্তি—৪০ কোটী ভারতবাসীর প্রবল একতার শক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগাইয়া আসুন। কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিবার জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিকরা একত্র হউন। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিবার জন্য কংগ্রেস লীগ এক হউক! জাপানী আক্রমণকে রুখিবার জন্য ৪০ কোটী ভারতবাসী এক হও! এক হও, একহও। আমাদের একতার শক্তি অপরাজেয়!

এই সহজ আবেদন—ইহার মধ্যেই আজিকার দিনের একমাত্র বাস্তব স্বদেশী কার্য্যক্রম রহিয়াছে—এই আবেদন লইয়া আমাদের পার্টি জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আন্দোলনে নামিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া না হওয়া পর্য্যন্ত, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় না করা পর্য্যন্ত এই ঐক্য আন্দোলন থামিবে না।

পার্টির প্রত্যেকটী সভ্য ও কর্ম্মিষ্ঠ সমর্থকেরা এই আন্দোলনে প্রেরিত হইতেছেন—তাই অনেক কর্ম্মী যেমন চাই—তেমনি আগে যাহা ব্যয় হইত তাহা হইতে অনেক বেশী অর্থও চাই।

আমরা যেরূপ ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কাজ করি কোন পার্টিই তাহা পারে না। পার্টির সব থেকে বেশী বেতন হইল ২৫৲ টাকা।

কাগজের দাম শতকরা তিনশো বা তারও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। হ্যাণ্ড বিল, ইস্তাহার, পোষ্টার তৈয়ারীর খরচ যুদ্ধের আগেকার তুলনায় প্রচুর লাগে এবং এত সংখ্যায় ঐগুলি ছাপাইতে হয় যাহা

(শেষাংশ ৬ পাতায় দেখুন)

দুই লাখ টাকার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান

(৫ পাতার শেষাংশ)

আমরা আগে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। পার্টির প্রত্যেকটী প্রাদেশিক মুখপত্রগুলি সেন্ট্রাল কমিটির বর্দ্ধিত প্লেনামের প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং নিজ নিজ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছে। অন্ধ্র ও মালাবারের কাগজ ৫ হাজার কপির বেশী অর্থাৎ নভেম্বরের কোটা অক্টোবরের শেষে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাংলা ও মালাবারের কমরেডরা নিজ নিজ প্রদেশের ভাষায় দৈনিক পত্রিকা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে "পিপল্‌স্ ওয়ারের" ইংরাজী সংস্করণ ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার উঠিয়াছে—লেনিন ডে'র মধ্যে ৫০ হাজার কপি সপ্তাহে প্রচার করার ইচ্ছা আছে। প্রচার সংখ্যা বাড়া মানে—আর্থিক ক্ষতি সহ্য করা, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করা। সুতরাং প্রয়োজন মত কাগজ কিনিবার জন্য যত অর্থ দরকার তাহা পার্টি এবং তার সমর্থকদের জোগাড় করিতেই হইবে।

শত শত পার্টি সংগঠকেরা এক জেলা হইতে আর এক জেলা, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে জাতীয় ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য যাইতেছে। তাহাদের কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর রেল মাসুল দেওয়া হয়—এবং যাহাদের যাতায়াতের অন্যান্য খরচের জন্য সব থেকে বেশী দিতে হয় তাহারাও দৈনিক এক টাকা হিসাবে পায়। আমরা আগে আমাদের সংগঠনের জন্য যে পরিমাণ খরচ করিতাম ইহাতে তাহার অনেক বেশী গুণ খরচ করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্টি অফিসে কর্ম্মীদিগকে ঐক্য আন্দোলনের ভাল প্রচারক, সংগঠক ও আন্দোলনকারী তৈয়ারী করিবার জন্য পার্টি স্কুল চালাইতে হইতেছে।

আমাদের জন্মভূমিকে সাফল্যের সহিত রক্ষা করিবার জন্য জাতীয় ঐক্য আন্দোলন আজ জনগণের ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। আমাদের প্রিয় দেশ ও দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার যুদ্ধ সুরু করিবার জন্য আমরা প্রত্যেকটী কমরেডকে কাজ করিতে আহ্বান করিতেছি। এই আন্দোলনকে সংগঠিত করিবার জন্য যত অর্থ তুলিতে পারি—তাহাই এই কাজে লাগিবে, তাহা আমাদের বিপ্লবী পার্টির যোগ্যতা প্রমাণ করিবে, পার্টি দেশভক্তদের যে একতাবদ্ধ করিতে পারে তাহা দেখাইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনগণকে একত্র করিবে।

পার্টির সভ্য ও সমর্থকেরা তাহাদের যথাসাধ্য দেয় খুব শীঘ্র দিবেন—ইহাই পার্টির আহ্বান।

সমস্ত পার্টি সভ্যেরা! আপনারা আপনাদের সামান্য আয় হইতে সাহায্য করিয়া পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং পার্টিকে বর্ত্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় বাড়িয়া উঠিতে দেখিতেছেন। পার্টির জন্য কমিউনিষ্টরা অশেষ আত্মত্যাগ করিতে পারে। আপনাদের নেতাদের আদর্শ আপনাদের প্রেরণা দিক। আমাদের মালাবারের নেতা কমরেড নাম্বূদ্রীপাদ পার্টি ফাণ্ডের জন্য তাঁহার ৫০ হাজার টাকা মুল্যের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এর সময় যখন আমরা দুই লাখ টাকা তুলিবার জন্য মনস্থ করিতেছিলাম—সেই সময় প্রথম চাঁদা ঘোষণা করেন আমাদের অন্ধ্র সেক্রেটারী কমরেড রাজ্যেশ্বর রাও—তাঁহার সমস্ত কারবারের বিক্রয় মুল্য ২৫০০০ টাকা।

প্রাদেশিক ইউনিটগুলি! যে কোটা আপনাদের জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা আপনারা সহজেই তুলিতে পারেন—যদি আপনারা যে সকল জনগণের মধ্যে কাজ করিয়াছেন তাহাদের নিষ্ঠাকে কাজে লাগাইতে পারেন। আমাদের অন্ধ্র কমরেডদের উদাহরণ আপনাদের প্রেরণা দিক। কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংএ তাহারাই প্রথমে ৫০,০০০ হাজার টাকা তুলিয়া দিতে স্বেচ্ছায় রাজী হইয়াছিল। নিজ প্রদেশে ফিরিয়া গিয়া জেলার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার পর তাহারা ১০০,৫০০ টাকা তুলিয়া দিতে রাজী হইয়াছে এবং তাহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে এই সংখ্যাও তাহারা ছাড়াইয়া যাইবে!

পার্টির শ্রমিক সভ্যরা! পার্টির রাজনৈতিক শ্লোগানের পিছনে আপনারা অসংখ্যবার শ্রমিকশ্রেণীকে সমবেত করিয়াছেন। আজ পার্টির এই বাস্তব প্রয়োজনে সমস্ত শ্রেণীকে একত্র করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে পার্টির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস টাকা, আনা ও পয়সায় প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের ধ্বনি হইল প্রত্যেক শ্রমিক তাহার এক দিনের বেতন পার্টি ফাণ্ডে দিবে। আমলনারের শ্রমিকের উদাহরণে আপনারা প্রেরণা লাভ করুন। এখানকার একটি মিলে ৩ হাজার শ্রমিক ছিল—তাহারা পিপ্‌লস ওয়ার ফাইটিং ফাণ্ডে সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশের কোটা ৫০০ টাকা নিজেরাই তুলিয়া দিয়াছে।

পার্টির কৃষক সভ্যেরা! আপনারা ও আপনাদের শ্রেণী অত্যন্ত গরীব, কিন্তু আপনাদেরই আত্মত্যাগের আদর্শে আগাইয়া যাইতে হইবে। কেননা—জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি স্বরূপ গ্রামে গ্রামে ঐক্য গড়িবার গুরু দায়িত্বভার আপনাদেরই স্কন্ধে পড়িয়াছে। ৭০ বছরের কৃষক জননী পালোরা মাতার আদর্শ আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। তাঁহার একটী মাত্র গাইগরু ছাড়া আর কিছুই ছিল না—কিন্তু আমাদের কমরেডরা যখন পিপ্‌লস-ওয়ার ফাইটিং ফাণ্ডের জন্য তাঁহার কাছে যায়—তখন তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এই গাইটি পার্টিকে দিয়া দিলেন। তিনি কেবল একা নন, আমাদের মালাবারের কৃষক কমরেডরা প্রাদেশিক অফিস থালা, গ্লাস ও বাসনে বোঝাই করিয়াছে। এইগুলি কৃষকদের সংসার হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের পার্টি যাহাতে বাঁচিতে পারে, কাজ করিতে ও বিজয়ী হইতে পারে তাহার জন্যই কৃষকেরা দিয়াছে।

সমস্ত কমরেড ও সমস্ত ইউনিটগুলির প্রতি! আপনারা নিজেকে দিয়াই সুরু করুন, প্রত্যেকটী সমর্থকের কাছে যান, যাহাদিগকে সেবা ও সংগঠিত করিয়াছেন—সেই জনগণের কাছে যান। আমরা সফল হইব। আমরা দুই লাখের বেশী টাকা লেলিনডে'র, ১৯৪৩ সালের ২১শে জানুয়ারীর আগেই তুলিয়া দিব। তাহার পরিমাণ কত এবং কত শীঘ্র তাহা আদায় করা যাইবে? আমি যত পরিমাণ আন্দাজ করিতে পারি এবং আমার কমরেডরা যত শীঘ্র সম্ভব মনে করেন তাহারও বেশী; ইহা শুধু কথায় নয়—কাজে করাই হইল বলশেভিক উত্তর।

প্রাদেশিক কোটা

বোম্বাই সহর	১০,০০০
পোলিট ব্যুরো ও পিপ্‌লস ওয়ার ষ্টাফ	১০,০০০
গুজরাট	২,৫০০
মহারাষ্ট্র	৫,০০০
মধ্য প্রদেশ	১,০০০
পাঞ্জাব	৩০,০০০
দিল্লী	৩,৫০০
যুক্তপ্রদেশ	১০,০০০
বিহার	২,৫০০
বাংলা	৫৩,০০০
উড়িষ্যা	৫০০
অন্ধ্র	৬০,০০০
মালাবার	৫,০০০
তামিলনাদ	৫,০০০
কর্ণাটক	১০০০
দেশীয় রাজ্য	১০০০

স্বাঃ পি, সি, জোশী

কমরেড তিলকধারী ও হরিপদ

বর্ত্তমান মাসে আমরা কমিউনিষ্ট পার্টির দুইজন কমরেডকে হারাইলাম। হাজিনগরের বিখ্যাত মজুর কর্ম্মী কমরেড তিলকধারী সিং ও ফরিদপুরের বিখ্যাত কৃষক কর্ম্মী কমরেড হরিপদ শিকদার ব্যাধিতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

তিলকধারী ছিলেন হাজিনগরের মজুরদের প্রাণ। জেল খাটিয়া, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সহিয়াও তিনি অম্লান বদনে কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে খাটিয়া গিয়াছেন।

হরিপদ সন্ত্রাসবাদী আমলে জেলে কারাদণ্ড ভোগের সময় কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করেন। বাহিরে আসিয়া কৃষক সমিতির কাজে তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

জাতির এই মহা সংকটের দিনে এই দুইজন অক্লান্ত কর্ম্মীকে হারাইয়া আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। অবনমিত লাল পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া বজ্রমুষ্ঠিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কমরেড যে আদর্শে তোমরা জীবন দিয়াছ তোমাদের সেই অসমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করিব।

একতা প্রচেষ্টায় আমলাতন্ত্রের বাধা

বাংলা আসামে বোমা পড়িয়াছে। দেশপ্রেমিকরা আত্মঘাতি পথ ধরিয়াছে। দেশবাসী বিভ্রান্ত। একমাত্র কমিউনিষ্টরাই একতার পথে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু আমলাতন্ত্র কমিউনিষ্টদের উপরই আঘাত হানিয়া একতা প্রচেষ্টায় বাধা জন্মাইতেছে।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর যখন ঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত, কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা যখন এই বন্যা-ত্রাণের জন্য আগাইতেছিলেন, তখন কমিউনিষ্টপার্টির জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড ভূপাল পাণ্ডাকে গত ২৮শে অক্টোবর ধরা হইয়াছে। তাঁহার সহিত যে সব একতা ইস্তাহার ছিল সমস্তই পুলিশ আটক করিয়াছে। স্থানীয় অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড নৃপেন সেন, আদিনাথ দাস, কানাই ভৌমিক, বলাই ভৌমিক প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার আগে গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার কমরেড মনসুর হাবিবকে। সরকার কমিউনিষ্টদের দমনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

কলিকাতা—দক্ষিণ কলিকাতার কমরেড মিহির বসুকে আশুতোষ কলেজে একতা দিবসে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্কটিশচার্চ কলেজ গেটের সামনে একতা ইস্তাহার বিলি করার সময় কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ট্রাম ইউনিয়নের কর্ম্মী কমরেড সুধীন ধরকে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর সামনে একতা প্রচারের সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফরিদপুর—২রা নভেম্বর ফরিদপুর জেলার কামারখালি হাটে একতা প্রচারের জন্য স্কোয়াড বাহির হইলে মধুখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্কোয়াডের কমরেড সত্যরঞ্জন মৈত্রকে প্রচারপত্রসহ এক ডিসপেনসারি ঘরে সারাদিন আটক রাখিয়া সন্ধ্যায় ছাড়িয়া দেয় কিন্তু প্রচার পত্রাদি ফেরৎ দেয় না। ফলে একতা সপ্তাহ পালনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়।

ময়মনসিংহ—রসিদাবাদ ইয়নিয়নের কমিউনিষ্ট কর্ম্মী হেম দেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরিষাবাড়ীর কমরেড শান্তি রায়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

চট্টগ্রাম—সীতাকুণ্ডে একতা প্রচারের সময় কমরেড যামিনী সেন, সুমতি মজুমদার ও ক্ষিতিশ শীলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নোয়াখালি-একতা প্রচার করিবার সময় কমরেড উমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, জীতেন দত্তগুপ্ত, কুমুদ দত্ত, সুশীল আদিত্য, অজিত রায় ও যামিনী মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলোচনা

হিটলারের কাঁদুনি

প্রায় দেড় মাস হইল হিটলার বড়াই করিয়া বলিয়াছিল 'যে ষ্টালিনগ্রাদ সে নিশ্চয়ই দখল করিবে, একথার কোন্ নড়চড় হইবে না। এখন আবার সেকথা বেমালুম হজম করিয়া নূতন সাফাই গাহিতে শুরু করিয়াছে। এ সাফাইকে হিটলারের কাঁদুনি বলাই ঠিক।

এবারও হিটলার জোর গলায় বলিয়াছে যে সে ষ্টালিনগ্রাদ দখল করিতে চায়। এই শহরের সঙ্গে ষ্টালিনের নাম সংযুক্ত আছে বলিয়াই যে তাহার এ আগ্রহ তাহা শুধু নয়; নানা কারণে ষ্টালিনগ্রাদের গুরুত্ব খুবই বেশী। এতদিনেও শহরটী লালফৌজের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া গেল না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে হিটলার বলে যে আবার এক নূতন 'ভেরদুন' সে চায় না।

গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ভেরদুন দুর্গ জয় করার জন্য জার্ম্মাণরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। দুর্গ প্রায় ধ্বংস হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সেখানে জার্ম্মাণরাই হার মানিতে বাধ্য হয়। ষ্টালিনগ্রাদের বীরবাহিনীর পরিচয় পাইয়া হিটলারের আজ ভেরদুনের কথা মনে পড়িতেছে। ভেরদুন প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল, ষ্টালিনগ্রাদ ধ্বংস হয় নাই, হইবেও না। ভেরদুনে ফরাসীরা পাল্টা আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণদের তাড়াইয়াছিল। হিটলারী পঙ্গপালকেও শীঘ্রই ষ্টালিনগ্রাদ হইতে পালাইবার পথ খুঁজিতে হইবে।

হিটলারের যেন বার বার গত মহাযুদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে। এই বক্তৃতায় সে বলিয়াছে যে ১৯১৮ সালে জার্ম্মাণ কাইজার রণে ক্ষান্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু হিটলার কথনও রণে ক্ষান্ত হইবে না, সে কথনও আত্মসমর্পণ করিবে না। এই ধরণের কথা শুনিয়া "ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি!"—মনে পড়িয়া যায়। হিটলার এত আত্মসমর্পণ করা সম্বন্ধে চিন্তাই বা করিতেছে কেন? আত্মসমর্পণ করা না করার প্রশ্ন তো এখনও উঠে নাই। তাহা হইলে এ বক্তৃতারই বা অর্থ কি?

অর্থ খুবই পরিষ্কার। নিশ্চিত পরাজয়ের দুঃস্বপ্ন হিটলারকে বিচলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

চার্চিলের বাগাড়ম্বর

বহু বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের বুরবন্ রাজবংশ ফরাসী বিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছিল। বুরবন্দের সম্বন্ধে বলা হইত যে তাহারা ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিয়া কোন শিক্ষাই পায় নাই, তাহাদের জীবনের ধারা যে ধূলিসাৎ হইতেছে, বুঝে নাই।

আজকের সাম্রাজ্যবাদীদেরও বুরবন্দের মত অবস্থা হইয়াছে। ফ্যাশিষ্টবিরোধী যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা বুঝিতে অনেকেই চায় না। আর যাহারা বুঝে যে তাহাদের প্রভুত্বের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, যাহারা দেখে যে এ যুদ্ধ জয়ের পর গণশক্তিকে দাবাইয়া রাখা চলিবে না, তাহারাও মরিয়া হইয়া গণশক্তিকে খর্ব্ব করার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে চায়।

চার্চ্চিল সাহেব সেদিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আজ সাম্রাজ্যবাদীর উভয়সঙ্কটের কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজ সাম্রাজ্যে লাল বাতি জ্বালাইবার জন্য আমি প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসি নাই।" ইংরেজ সাম্রাজ্য যে খুবই মোটা লাভের ব্যবসা, তাহা আমরা জানি। এই রকম শাঁসালো ব্যবসা উঠাইয়া দিবার মতলব যে চার্চ্চিল সাহেবের নাই, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু এই ব্যবসায় যে ঘুণ ধরিয়াছে, তাহা কি চার্চ্চিলের কাছে অজানা? এই ঘুণধরা ব্যবসা আঁকড়াইয়া থাকিতে যদি চার্চ্চিল চান্, তো থাকুন। কিন্তু আমরা জানি যে ঐ ভাবে বেশী দিন টিকিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের যদি হারাইতে হয়, তো সাম্রাজ্যের মোহ ছাড়িতেই হইবে। চার্চ্চিল সাহেব সতাই ভুল বকিতেছেন। জনমত শীঘ্রই এ ভুল ভাঙাইবে।

* * *

পাইকারী জরিমানা উঠাও

ভারত তথা বাংলার বহু জায়গায় লোকের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে, এখনও বহু জায়গায় ধার্য্য হইতেছে। অনেক জায়গায় জরিমানার পরিমাণও খুব মোটা। যেমন: ১৪ই নভেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশ যে বালুরঘাট মহকুমার মাত্র ৪০০ শত অধিবাসীর উপর ৭৫,০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা আদায়ও অনেক সময় খুব তাড়াতাড়ি হয়; ১৪ই নভেম্বরের অমৃতবাজারই লিখিয়াছে, "আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে জরিমানা দিবার জন্য পাঁচ দিন কিংবা আরও কম সময় দেওয়া হয়।" জরিমানা ধার্য্য করিবার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, দোষী-নির্দ্দোষী বিচার করিবারও প্রয়োজন হয় না, পাইকারীভাবে এলাকার সমস্ত বাসিন্দাদের উপরই জরিমানা ধার্য্য করা হয়। অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ আপন খুসী মত কাহাকেও রেহাই দিতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের মর্জি বা খুসীর সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক কি?

আমলাতন্ত্রের এই পাইকারী দমন নীতির ফলে নির্দ্দোষী জনসাধারণ যাহারা দেশরক্ষার পক্ষে ছিল, যাহারা ফাসিষ্ট জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার পক্ষে ছিল তাহারা পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিরোধী হইয়া উঠিতেছে, জাপানের দিকে মুখ ফিরাইতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চমবাহিনীর কবলে পড়িতেছে। দেশ রক্ষার নামে একটাকা পাইকারী জরিমানা মানেও অন্ততঃ একটী দেশভক্ত ভারতবাসীকে জাপানের অনুচরদের হাতে ঠেলিয়া দেওয়া। ইহাকে রদ করিতেই হইবে। সুখের বিষয় সরকার কোন কোন জায়গায় সুবুদ্ধি দেখাইতেছে। যেমন পাটনা সহরের দু'লাখ টাকা পাইকারী জরিমানা আপাতত স্থগিত রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অবস্থা শান্ত থাকিলে ইহা একেবারেই মকুব হইয়া যাইবে বলিয়াছে। খুবই ভাল কথা, কিন্তু শুধু ২।১ যায়গায় ইহা করিলে চলিবে না—অবস্থা শান্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিলেও পঞ্চম বাহিনীকে খোঁচাইবার সময় দেওয়া হইবে। আজই সব জায়গা হইতে পাইকারী জরিমানা উঠাইয়া লইতে হইবে। তবেই ক্রোধোন্মত্ত দেশভক্তরা শান্ত হইবে—পঞ্চম বাহিনী সুযোগ হারাইবে।

মুসলমান ভাইয়েরা জরিমানা হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় অনেক "স্বদেশী" সংবাদপত্র সুখী হইতে পারে নাই। অমৃত বাজার পত্রিকা ১২ই নভেম্বরের এক মন্তব্যে মুসলমানদের উপর জরিমানা সমর্থন করিয়া সরকারের ওকালতিতে লিখিয়াছে;"......জরিমানা সেই সব মুসলমানকেই করা হইয়াছে যাহারা ধ্বংস-কার্য্য করিবার সময় ধরা পড়িয়াছে অথবা যাহারা এমন কুখ্যাত জায়গার বাসিন্দা যেখানে তাহাদের রেহাই দিতে না পারায় অপ্রিয় কর্ত্তব্য সরকারকে করিতে হইয়াছে।" মুসলমানরাও পাইকারী জরিমানার আওতায় আসুক—প্রকাশ্যভাবে অমৃতবাজারের এই নির্লজ্জ ব্যগ্রতা খুবই কৌতুকজনক। আসলে ইহা সেই তথাকথিত "সংগ্রামেরই" কৌশল। স্কুলে ও কারখানায় বোমা ফেলিয়া ধর্ম্মঘট করানো, ট্রামে এসিড ছুড়িয়া যাত্রীদের আতঙ্কিত করা—যাহাদের উপর জরিমানা নাই বা উঠিয়া যাইতে পারে তাহাদেরও জরিমানা করাইয়া "সংগ্রামে টানিয়া আনা—এ সবই দেশ রক্ষার বিরোধী দল সৃষ্টি করা, দেশকে জাপানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া।

কোনও শ্রেণীর মধ্যেই জরিমানার স্বপক্ষে নয়, সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে জরিমানা রদ করার জন্য চেষ্টা করাই দেশভক্তের কর্ত্তব্য। সকল দলের লোককে জরিমানা রদের আন্দোলনে টানিয়া আনিতে হইবে। মুসলমানরা রেহাই পাইয়াছেন খুব ভাল কথা, এখন বাকী লোককে রেহাই পাওয়াইতে হইলে উপায় এই নয় যে মুসলমানরা কেন বাদ পড়িবে বলিয়া শোরগোল তোলা। উপায় হইল সেই এলাকার হিন্দু মুসলমান সকলের কাছ হইতেই এই জরিমানা উঠাইবার জন্য গণ-দরখাস্ত উঠানো, সম্মিলিত ডেপুটেশন পাঠানো, ধ্বংস কার্য্য হইতে অন্ধ দেশভক্তদের থামাইবার জন্য এলাকার সমস্ত লোকের সম্মিলিত চেষ্টা ইত্যাদি। যে মুসলমানের জরিমানা হয় নাই তিনিও অন্যদের উপর জরিমানা রদে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন কারণ উহাতে দেশ রক্ষারই ক্ষতি হইতেছে, জাপানীপন্থী মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। এলাকায় সমস্ত লোক ঐক্যবদ্ধভাবে দাবী করিলে ও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসকার্য্য থামাইতে চেষ্টা করিলে জরিমানা নিশ্চয়ই রদ হইবে।

* * *

ছাত্র আন্দোলনের উপর সরকারের রক্তচক্ষু

ছাত্র আন্দোলন যে সরকারের মনঃপূত নয়, তাহার প্রমাণ বহুবার মিলিয়াছে। কিন্তু সরকারী চোখ রাঙানীতে ছাত্রেরা যে সুবোধ, সুশীল বালক বনিয়া যাইবে, এ আশা যাহারা করে তাহারা বাতুল। বর্ত্তমান আন্দোলনে ছাত্রেরা সোৎসাহে যোগ দিয়াছে, এই অজুহাতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ছাত্রদের সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়ার কুচেষ্টা চলিতেছে। বিহারে স্থির হইয়াছে যে কলেজের ছাত্রদের কাছ হইতে কিছু টাকা জমা রাখা হইবে, আর তাহারা রাজনৈতিক কার্য্যে লাগিলে সে টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। স্কুলে বেতমারা প্রভৃতি বর্ব্বর প্রথা চালু করা হইবে। শিক্ষকেরাও রাজনীতির সংস্রব সম্পূর্ণ ছাড়িতে বাধ্য হইবেন, কলেজের অধ্যক্ষ ও স্কুলের হেড-মাষ্টাররা সরকারী শিক্ষাদপ্তরের বড় কর্ত্তার হুকুম তামিল করিবেন।

যুক্তপ্রদেশের ব্যাপারটা এখনও এতদূর গড়ায় নাই। কিন্তু এলাহাবাদের ভাইস্‌চান্সলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

সরকারের দমননীতিই ছাত্র সমাজকে বর্ত্তমান "সংগ্রামে" ঠেলিয়াছিল। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে যখন ছাত্রেরা ভূয়ো সংগ্রামের পথ ছাড়িয়া জাতীয় সরকার আদায় করার জন্য ঐক্য আন্দোলনে নামিতেছে, তখন আবার নূতন করিয়া দমননীতির প্রবর্ত্তন হইল। ছাত্রসমাজ এ স্পর্দ্ধার উচিত উত্তর দিবে। ছাত্র সমাজের অধিকারের উপর এই নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল দলের ও সকল মতের ছাত্রকে একতাবদ্ধ করাই সেই উত্তর।

মৌঃ নওশের আলির বিবৃতি

পিপ্‌লস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির সভাপতি মৌঃ সৈয়দ নওশের আলি এম, এল, এ, সেবা কার্য্যের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

মেদিনীপুর বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সেবকদল পাঠাইবার জন্য পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির তরফ হইতে আমি, কমিটির সহসভাপতি মিসেস এলা রীড, সম্পাদক মিঃ রসুল ও কমিটির মেম্বর মিসেস হেমলতা মিত্র মিঃ বি, আর, সেনের সহিত দেখা করি। তিনি বলেন যে সরকার সকল রিলিফ কমিটিকেই মেদিনীপুরে গিয়া সাহায্য দানের কাজ করিতে দিবেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মী সাহায্য দানের কাজ করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট পোঁছাইয়া দিতে হইবে। ঝড়ের পূর্ব্বে মেদিনীপুর জিলায় ভীষণ রাজনৈতিক গোলযোগ চলিতেছিল। সেই কারণে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া কাজ করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মীদের নাম সরকারী রাজনীতিক বিভাগে যাইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন লাভ করিলে কর্ম্মীদের ছাড়পত্র দেওয়া যাইবে, যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়। ছাড়পত্র ছাড়া মেদিনীপুর জিলায় কাহাকেও কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।

সুতরাং যে সমস্ত কর্ম্মী মেদিনীপুরে রিলিফে যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের কমিটির অফিসে দিয়া যাইবেন। আমরা ছাড়পত্রের অনুমতির জন্য সরকারের নিকট পাঠাইব।

(৩ পাতার শেষাংশ)

চট্টগ্রাম জেলার কোরেপাড়া গ্রামে স্থানীয় মুস্লিম কর্ম্মী কমরেড নুর মহম্মদ ও অন্যান্য কর্ম্মীদের উদ্যোগে গত ৩০শে অক্টোবর একতা সভা হইয়া গিয়াছে। দুইজন মুস্লিম লীগ কর্ম্মী একতার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, দমননীতি প্রত্যাহার, কংগ্রেসের সাথে আপোষ করিয়া জাতীয় সরকার গঠনের জন্য মিঃ জিন্নাকে আবেদন করিয়া তাঁহারা বক্তৃতা দেন। নুর মহম্মদকে আহ্বায়ক করিয়া একটি ঐক্য কমিটী গঠিত হয়। সভায় বহু মুসলমান যোগ দেন, অনেক মুসলমান নারীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বহরমপুরে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা স্থানীয় মুসলীম লীগের নেতাদের সহিত একতা আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মৌঃ আবদুল গণি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মৌঃ একরামুল হক, মৌঃ নুরুল হুদা, আবদুল মোমিন, আফাজুদ্দিন প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা একতা আন্দোলনে সহানুভূতি জানান।

যশোহর জিলায়ও মুসলমান জনসাধারণ একতার দাবীতে সাড়া দিতেছেন। আলুকদিয়ার বিখ্যাত পীর সাহেব একতা আন্দোলনে সহানুভূতি জানাইয়াছেন। চালিশা, ধোপালি প্রভৃতি মুসলমান প্রধান গ্রামে একতা স্কোয়াড ঘরে ঘরে প্রচার চালাইয়া ১৪৩ জন মুসলমান কৃষকের সই সংগ্রহ করে।

Regd. No. C. 2836

JANAYUDDHA

ভারতের জাতীয় দাবী সমর্থনে

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টি

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গত ৩রা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পরিষ্কার মনে করে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ন্যায্য ও প্রগতিশীল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভুল ও স্বেচ্ছাচারী নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে অনেক কুফলই ফলিবে। আফ্রিকা, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানের কোটি কোটি জনসাধারণের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কিছু কম হইবে না।

একথা সত্য ভারতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রগতি বিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে যুদ্ধের মূল রূপের পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই সব নীতি সত্ত্বেও হিটলারবাদ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা এবং সোভিয়েট ও চীনের জনগণের মৈত্রীকে প্রাণপণে কাজে পরিণত করা সমস্ত জনসাধারণের স্বার্থেই প্রয়োজন।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষকে জোরের সহিত ও বার বার এ কথা পরিষ্কার স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে ভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার, কংগ্রেস ও কংগ্রেসের পত্রিকা বে-আইনী করা, এবং জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম দমননীতি চালানোর ফলে জনসাধারণের মনে আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগিতেছে। অথচ যুদ্ধ জয়ের জন্য জনসাধারণেরই সহযোগিতা প্রয়োজন।

ভারতে যে গোলমাল ও বিক্ষোভ সুরু হইয়াছে তাহাতে আক্রমণ রুখিবার শক্তি ভারতের দুর্ব্বল হইবে, শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য উপযুক্ত অংশ নিতে পারিবে না।

দমননীতির ফলে ভারতের অনৈক্য দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষেও মহা বিপদের কারণ।

কংগ্রেস নেতাদের জাপানী সমর্থক বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হইতেছে কমিউনিষ্ট পার্টি তাহা মিথ্যা ও কাপুরুষোচিত উক্তি বলিয়াই মনে করে। নেহরুর মত ব্যক্তি, যিনি আজীবন যে কোনরূপ ফাসিজম ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন, তিনি কখনই পঞ্চমবাহিনী ও বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নামিতে পারেন না।

গ্রেট বৃটেনের শাসকরা বলে তাহারা বিভিন্ন জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে নামিয়াছে। কিন্তু ভারতের বেলায় ইহা প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ হইবার ফলেই বর্ত্তমান সংকট দেখা দিয়াছে ও মিত্রপক্ষের সমস্ত উদ্দেশ্য বিপন্ন করিয়া দিতেছে।

ভারতবাসী আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে, ইহা তাহাদের ন্যায্য দাবী। শুধু এই দাবী মিটাইয়াই ভারতবাসীকে হিটলারের পরাজয়ের জন্য নামাইতে পারা যায়।

হিটলার পরজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। তাই হিটলারকে পরাজিত করিতে হইলে মিত্রপক্ষের নিজের এলাকায় এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভুত্বের উপর ভিত্তি করিয়া যে সব প্রথা ও নীতি চলতি আছে, হিটলারকে হারাইতে হইলে সে সব ত্যাগ করিতে হইবে। নিজেদের স্বার্থে ও যুদ্ধজয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য ভারতীয় নেতাদের মুক্তি, সমস্ত দমননীতি প্রত্যাহার ও ভারতবাসীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকার দাবী করা।

সোভিয়েট মুশ্লিম নেতাদের আবেদন

ইশান মামুদ জায়ের মালিক, ইমাম মামুদোভ আরিফ গুলানী, ইশান কেনা হাইদার কুলি অগলি প্রভৃতি ছয় জন সোভিয়েট উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানের বিখ্যাত মুশ্লিম ধর্ম্মগুরু ফাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে যোগদানের জন্য বিশ্বের মুসলমানদের কাছে আরবী ভাষায় এক আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন :

"বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার উন্মাদ লোলুপতায় হিটলার বহু জাতির বুকে ছোরা বসাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ নির্দ্দোষ জনসাধারণের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে, ইউরোপের দেশে দেশে দাসত্বের শিকল পরাইয়া লুটপাট করিতেছে।

"যে দেশই ফাসিষ্ট বুটের তলায় গিয়াছে, সেই দেশেই মৃত দেহের পাহাড় জমিয়াছে। বৃদ্ধ ও শিশুর মর্ম্মভেদী চীৎকার ও দলিত নারীর ক্ষুব্ধ কান্নায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। গৃহহারা, ক্ষুধিত ও মরণাপন্ন জনগণ পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"হিটলার জিতিলে মুশ্লিমদের কপালে যে নির্ম্মম কষ্ট আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই নররূপী পশুর হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার একটিমাত্র পথ আছে। নির্ম্মমভাবে তাহাদের নিশ্চিহ্ন কর। দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া ফেল। যেখানে পাও সেখানেই তাহার উপর আঘাত হান। যেখান হইতে সে তোমাকে দূর করিয়াছে, সেইখান হইতেই তুমিও তাহাকে দূর কর—কোরাণের এই কথা ফাসিষ্টদের বেলায়ও খাটে। তাহারা সইলামের শত্রু। তাহাদের লক্ষ্য অন্য সকলের সাথে লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় মুসলমানকেও হত্যা করা।

"মুশ্লিম ভাই সব, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, মানুষের অন্তরের সুন্দরতম প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, ইউরোপের নিপীড়িত জনগণের ন্যায্য সংগ্রামে সাহায্য কর।

ইসলামের মুফতির আবেদন

সোভিয়েট রাশিয়ায় ইসলামের মুফতী আল্‌-সৈয়দ আব্দার রহমান রাশিয়ার মুসলমানদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দুনিয়ার সবাইকে আমি জানাইতে চাই, রাশিয়ার সমস্ত অধিবাসীর মত মুসলমানরাও লালফৌজে যোগ দিয়াছে। মিলিত জাতিসমূহের শেষ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত হিটলারী জুলুমের বিরুদ্ধে তাহারা লড়াই চালাইবে ঠিক করিয়াছে।"

"আমরা, সোভিয়েট রাশিয়ার মুশ্লিম প্রতিনিধিরা দুনিয়ার সমস্ত মুশ্লিমের কাছে আবেদন জানাইতেছি, নিজ পবিত্র দেশ বাঁচাইবার জন্য বিশ্বমানবের বিশ্বাসঘাতী শত্রু জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফাসিজমের বিরুদ্ধে সম সংগ্রামে যোগ দাও। আমরা জানি আল্লা আমাদের সহিত আছেন এবং জয় বেশী দূরে নয়।

"মুশ্লিমগণ! হিটলারবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশের সংগ্রাম তোমাদেরও সংগ্রাম হউক! শত্রুর প্রতি দয়া নাই, কারণ সে তোমাকে দয়া করিবে না।"

সোভিয়েটের বীর মেয়ে যোশিয়া

[সোভিয়েট লেখক লিনকভ]

যোশিয়া সোভিয়েটের মেয়ে। যুদ্ধের আগে তাকে খেলাধূলার আখড়ায় প্রায়ই দেখা যেত। সে খেলোয়াড়ও যেমন, গুলি ছোড়ায়ও তেমনি ওস্তাদ। তার সাধ ছিল ইলেকট্রিকের ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাই রোজগারের জন্যে দিনের বেলায় কারখানায় কাজ করত বটে, কিন্তু রাত্রে শিল্প-শিক্ষার স্কুলে গিয়ে রোজ পড়ত।

যুদ্ধ এল। তার তরুণ মনে তখন দুটী কথা: ভালবাসা আর ঘৃণা। দেশকে সে ভালবাসে। আর যে শত্রুরা হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার জন্যে তার দেশের সীমায় চড়াও হয়েছে তাদের সে ঘৃণা করে।

গুলি ছোড়ায় ওস্তাদ, তাই সৈন্যদলের পিছনে রিক্রুটদের সে গুলি চালানো শেখাতে লাগল। একবার তারই একদল গুলির ওস্তাদ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে যাচ্ছিল তখন আর জোশিয়া থাকতে পারল না। সেও যুদ্ধক্ষেত্রে চল্ল যুদ্ধকরতে।

খুব কাজের মেয়ে হয়ে উঠল সে। জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের কাছেই একদিন সে অপেক্ষা করছিল। ধূসর একটি মূর্ত্তি দেখা দিল। মিজকেভিচ ভালো করে নিশানা করলো। একটি মাত্র গুলির শব্দ, আর শত্রু ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। শুরুতেই তার এই সফলতা। অনেক অভিনন্দন পেল সে।

লালফৌজও শীগগীরই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলো মেয়ের উপস্থিতিকে। মেয়ে বলে তার উপর কারাগারের কড়া আইনের কিছু কমতি হল না। পুরুষের মতই ব্যবহার পেল সে।

ফৌজের লম্বা কোট গায়ে দিয়ে যখন সে কোন সামরিক অভিযানে বেরুতো, লালসেনারা তাকে অভিনন্দন জানাতো, মঙ্গল কামনা করতো তার।

কয়েক সপ্তাহ পরে এই ফ্রণ্টে আমি গিয়ে সোফিয়া মিজকেভিচের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। পাতলা, লম্বা লেফটেনাণ্টটি অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি কথাও না বলে সরে গেল। সবই বুঝলাম, আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলাম না। গভীর রাতে লেফটেনাণ্ট নিজেই সোফিয়ার কথা তুললেন। মৃদু কণ্ঠে এই সোভিয়েট বালিকার মৃত্যুর কাহিনী তিনি বললেন।

একটি অভিযানের পর সোফিয়া আর ফিরলো না। তের জন শেষ করে এইবার সে গিয়েছিলো চতুর্দ্দশ নাৎসীকে সাবাড় করতে। কাজ তার শেষ হয়েছে। একটি গুলির শব্দ। সোভিয়েট বালিকার বীর হৃদয়ের স্পন্দন চিরতরে থেমে গেল। জার্ম্মাণদের এত কষ্ট দিচ্ছিল যে রুষ, তাকে ধরবার জন্য জার্ম্মান বন্দুকধারী ছিল ওঁৎপেতে।

ষ্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে আসা হল। ভীষণ যুদ্ধে অবিচলিত কত সৈনিক, কত দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি, বালিকার কথা স্মরণ করে তারাও সেদিন ফেলেছে এক ফোঁটা অশ্রু।

একদিন সুন্দর প্রভাতে গাছের তলায় হল তার সমাধি। থমথমে মৌনতার মাঝে বীর বালিকার দেহ সমাধিস্থ করা হল।

তার বিদায় অভিনন্দনে বন্দুক গর্জ্জে উঠল। ফাঁকা কার্ত্তুজ নয়, তার সমাধির উপরে নয়। সে বন্দুক ছুড়লো ফ্রণ্ট লাইনে, আমাদের স্নাইপাররা। বালিকার কমরেড ও সহকর্ম্মীরা লেনিনগ্রাডের স্নাইপাররা বন্দুক ছুড়লো। উন্নতশির ও নির্ভীকচিত্ত এই বালিকার স্মৃতিতে সেদিন ২৬ জন মৃত নাৎসীকে উৎসর্গ করা হল।

কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হইতে গণেশ ঘোষের চিঠি

প্রিয় কমরেড জোশী,

ছ সপ্তাহ পরে শেষকালে 'পিপল্‌স্ ওয়ার' ফাণ্ডে কিছু চাঁদা পাঠাবার অনুমতি পেয়েছি। সেই অনুমতি অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মণিঅর্ডার যোগে 'একশ' টাকার সামান্য চাঁদা আপনার কাছে কাল পাঠিয়েছেন। আশা করি এর ভেতর টাকা পৌঁছেছে।

এই টাকা গ্রহণ করে, যৎসামান্য কাজের উপযোগী মনে করলেও আমরা সম্মানিত বোধ করবো।

আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন ও অন্যান্য কমরেডদেরও জানান।

আপনাদের কমরেড
গণেশ ঘোষ
ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল

২রা অক্টোবর, ১৯৪২

বন্দুক শিক্ষায় রত সোভিয়েট নারী

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪২ ; ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০

আমলাতন্ত্রই মালিক—মন্ত্রীরা পুতুল

পাইকারী জরিমানা রদে ও বন্যা-ত্রাণে বাধা

"প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণের স্বৈরতন্ত্র অবসানের জন্য" শ্যামাপ্রসাদের দাবী

বাংলা সরকারের অর্থমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন (আনন্দবাজার ৮ই অগ্রহায়ণ) তাহা হইতে এই কয়টী কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে (১) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা ছাড়িতে চায় না, সেই জন্যই আপোষ-মীমাংসার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন "একটী বিরাট ধাপ্পা।" জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা নাই। মন্ত্রীদের ইচ্ছা ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বহু গুরুতর বিষয়ে গভর্ণর নিজের খুশীমত ব্যবস্থা করেন। এ সব বিষয়ে স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীর অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের পরামর্শ মতই তিনি চলেন।

শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, "দোষী কিনা তাহা বিচার না করিয়াই হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে", অথচ বার বার বলা সত্ত্বেও গভর্ণর ইহার প্রতিকার করেন নাই। মেদিনীপুর সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেন "তথায় যে দমননীতি চালতেছে তাহা অভূতপূর্ব্ব", কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু করিবার বা সরকারী কর্ম্মচারীদের কিছু হুকুম দিবার "ক্ষমতা মন্ত্রীদের নাই। এমন কি সেখানে বন্যার পর" আবলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোনও কোনও সরকারী কর্ম্মচারী যে ঘোর উপেক্ষা দেখাইয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোনও কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর দীর্ঘসূত্রতা ও সহানুভূতির অভাবের জন্য এবং গভর্ণরের মনোভাবের জন্য আমরা (মন্ত্রীরা) কোনও প্রতিকার করিতে পারি নাই। মেদিনীপুরের অবস্থার যদি আমূল পরিবর্ত্তন না হয় তো সাহায্যদান নিরর্থক হইয়া পড়িবে।"

আমাদের কাগজের গত সংখ্যায় আমরা পরিষ্কার আভাস দিয়াছিলাম যে বন্যা-ত্রাণের কাজে আমলাতন্ত্র বাধা সৃষ্টি করিতেছে। আজ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতিতে সে-কথা প্রমাণ হইল। আমলাতন্ত্রের এই বাধা ভাঙ্গিতেই হইবে, তাহার জন্য দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত এক হইয়া এখনই দাবী করিতে হইবে। কারণ তা না হইলে সমস্ত মেদিনীপুরের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাপানী-প্রীতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে এই সংবাদ গোপন না রাখিয়া শ্যামাপ্রসাদ যদি দেশবাসীর উপর আরও আগে ভরসা করিতেন তাহা হইলে জনমতের চাপ এতদিনে প্রবল হইয়া আমলাতন্ত্রের বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। আশা করি অন্ততঃ এখন শ্যামাপ্রসাদ আমাদের সহিত আসিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিবেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যে 'বিরাট ধাপ্পা' এবং ব্রিটিশ যে 'ক্ষমতা ছাড়িতে চায় না' তাহা তো দেশের অধিকাংশ লোক জানে, ইহা বুঝিতে শ্যামাপ্রসাদের যে এতদিন লাগিল ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু ছাড়িতে চায় না বলিয়াই তো আমাদের নিজের শক্তিতে ক্ষমতা আদায় করিতে হইবে। দেশ আমাদের, দেশরক্ষা আমরা করিলে তবেই সফল হইবে, তাই জাতীয় গভর্ণমেণ্টও আমাদের শক্তিতেই আদায় করিতে হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দিল না বলিয়া রাগ করিয়া বসিয়া থাকা নয়, কিংবা রাগে দেশরক্ষা ব্যবস্থা বা স্কুল কলেজ ধ্বংস করা নয়; দেশরক্ষার জন্য দেশের মধ্যে ষোল আনা একতা গড়িতে পারিলে, মুসলমানদের ন্যায্য দাবী মিটাইবার ভরসা দিয়া কংগ্রেস লীগ একতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সে শক্তি আসিবে।

দেশের মধ্যে আমলাতন্ত্র কি রকম একঘরে, তাহাদের নীতি কি রকম অপ্রিয় শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ দেশে বিদেশে তাহা আর একবার জাহির করিল। এখন সকলে মিলিয়া একত্রে জাতীয় দাবীর সমর্থনে অগ্রসর হইতে পারিলে আমলাতন্ত্রের শেষ অবলম্বনও ধ্বসিয়া পড়িবে। আক্রমণে অগ্রসর হও।

এ, আর, পি-র সুব্যবস্থা চাই

চট্টগ্রাম ও আসামে বার বার বোমা পড়িয়াছে। আবার জাপানী বিমান আক্রমণ সুরু হইয়াছে। আধা সরকারী ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বলিতেছে, মিত্রশক্তির রেঙ্গুনে বিমান আক্রমণের পর "প্রতিশোধ স্বরূপ কলিকাতার মত ভারতীয় সহরে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা মোটেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। ভৌগোলিক দিক দিয়া মিত্রশক্তির কাছে রেঙ্গুণ যতদূরে তাহা অপেক্ষা জাপানীদের কাছে কলিকাতা বিমান আক্রমণের পক্ষে অনেক নিকট।...তাই 'সাইরেন বাজিলে আশ্রয় নাও' এই সাবধান বাণীর অর্থ আদৌ কমে নাই।"

কিন্তু জনসাধারণ আজও বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে এতটুকু হুঁশিয়ার নয়। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিমান আক্রমণের শিক্ষায় আজও অনেকের চোখ খোলে নাই। রেঙ্গুনে সাইরেন বাজিবার পর শত শত লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে যাইয়া কি নির্ম্মমভাবেই না মারা গিয়াছেন। পর পর দুইদিন এই শোচনীয় ঘটনা রেঙ্গুনে ঘটিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন সহরের ও রাজধানী কলিকাতার নাগরিকদের এই শিক্ষা আজ বিশেষ করিয়াই মনে রাখা দরকার। জাপানী বোমা পড়িয়া যে কত ধ্বংস, কত 'হালসিবাগান' সৃষ্টি করিবে তাহা আজ বোঝা দরকার।

বিমান আক্রমণের হাত হইতে বাঁচিবার তাগিদ যেমন জনসাধারণের নিজের—বাঁচাইবার বন্দোবস্ত করিবার ভারও তেমনি গভর্ণমেণ্টের। অথচ কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের বিজ্ঞাপন পড়িয়া মনে হয় লোককে চোখ রাঙাইয়া শাস্তির ভয় দেখাইলেই সরকারের কর্ত্তব্য পালন করা হইল।

সরকার হইতে কলিকাতায় যে এ, আর, পি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা আদৌ যথেষ্ট নয়। এক একটি পোষ্টে মাত্র ১২ হইতে ১৬ জন করিয়া ওয়ার্ডেন আছেন। আক্রমণ সুরু হইলে একটি অঞ্চলের ব্যবস্থা করা এই কয়জনের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অন্ততঃপক্ষে ৩০ জন করিয়া ওয়ার্ডেন প্রয়োজন। তাহার পর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, আক্রমণের মুখে তাহা মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ। ২২টি সাবএরিয়াতে মাত্র ৯টি ডিপো। তাহাও ওষুধপত্র, সাজ-সরঞ্জাম বিশেষ কিছুই নাই। হত ও আহত ব্যক্তিদের সরাইবার ব্যবস্থা যৎসামান্য। 'হালসিবাগানের' একটি অগ্নিকাণ্ডেই ইহার স্বল্পতা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। আক্রমণ সুরু হইলে যখন একই সাথে বহু হালসিবাগানের সৃষ্টি হইবে, তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কোথায়?

সব চাইতে শোচনীয় অবস্থা বস্তি অঞ্চলের। আগুনেবোমা বস্তিতে পড়িলে তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া বস্তি কে বস্তি পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে। কিন্তু বস্তিতে ফায়ার ব্রিগেড ঢুকিবার কোন পথ নাই। লোকজন সরিয়া যাইবার বা সরাইবার রাস্তা নাই। সরিয়া যাইবার পর কোন আশ্রয় স্থল নাই। উপযুক্ত পরিমাণ ষ্টিরাপ পাম্প নাই। বস্তির জন্য বিশেষ করিয়া কোন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র নাই। জল জমাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা নাই। উপযুক্ত পরিমাণ টিউবওয়েল বা জলের কল নাই। ইহার সুবন্দোবস্ত আজই প্রয়োজন। ইহার জন্য যেমন একদিক দিয়া সরকারের নিকট দাবী করিতে হইবে, আর একদিকে জনসাধারণকেই সচেতন হইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে, পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা বাহিনী গড়িতে হইবে।

এ, আর, পি ব্যবস্থার অনেক ত্রুটির ভিতর একটি বিশেষ ত্রুটী আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় ছয় হাজার কর্ম্মচারী এ, আর, পি-তে কাজ করেন। মৃত্যুকে হাতের মুঠির ভিতর নিয়া তাহাদের কাজ করিতে হয়। অথচ এই কর্ম্মচারীদের মাহিনা এত কম যে মাগ্‌গী বাজারে তাহাদের দিন গুজরান অসম্ভব। পেটে খাইয়া না বাঁচিলে মরণের সামনে দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহারা কি করিয়া পাইবেন? ওয়ার্ডেনদের মাহিনা মাত্র ৩০ টাকা। জিনিষপত্রের দর বাড়িবার পর সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারীরাও মাগগীভাতা পাইতেছেন কিন্তু, এ, আর, পি ওয়ার্ডেনদের মাহিনা আর বাড়িল না। তিন বছর আগের চেয়ে জিনিষ পত্রের দর এখন তিনগুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু ওয়ার্ডেনদের সেই তিন বছর আগের ৩০ টাকা মাহিনাই আছে। সর্ব্বত্র যখন কর্ম্মচারীরা মাগ্‌গী ভাতা পায়, তখন এ, আর, পি ওয়ার্ডেনদের বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? ওয়ার্ডেনদের অন্ততঃ মাসিক ৪৫ টাকা বেতন হওয়া প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া ওয়ার্ডেনদের চাকুরীর কোনও স্থিরতা নাই। চাকুরী বরখাস্ত হইলে মাহিনা হইতে জুতার দাম পর্য্যন্ত কাটিয়া লওয়া হয়। শীতবস্ত্রের কোন ব্যবস্থা নাই। খাইবার জল রাখিবার জন্য টিনের বোতল দেওয়া হয়—মরিচাপরা বোতলে জল খাইয়া যে অসুখ হইবে সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের নজর নাই। ভাল টর্চ ও ব্যাটারী প্রয়োজন। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে নাম মাত্র ওষুধ থাকে—বেশী ওষুধ পত্রের প্রয়োজন।

এ, আর, পি কর্ম্মচারীদের এই সব দাবী দাওয়া মিটিলেই তাহারা বিপদের মাঝে সানন্দ চিত্তে কাজ করিতে পারে। কর্ম্মচারীরা পেটের দায়ে কাজ চালাইতে অক্ষম হইলে, এ, আর, পি ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে, জনসাধারণেরই বিপদ। তাই জনসাধারণেরই নিজ স্বার্থে এ, আর, পি-র এই দাবী সমর্থনে আগাইতে হইবে।

বিমান আক্রমণ যখন আসন্ন, তখন এই সমস্ত প্রতিকার উপেক্ষা করার অর্থ জনসাধারণকে বোমা, আগুন ও মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া দেওয়া। জনসাধারণেরও হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার অর্থ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাওয়া। পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা বাহিনী গঠন করুন, এ, আর, পি-র দাবী মিটাইবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করুন।

লাল ফৌজের বিরাট পাল্টা আক্রমণ

এইবার লাল ফৌজের বিরাট পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণদিক হইতে লাল ফৌজ জার্ম্মাণদের হটাইয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের একশত মাইল উত্তর পশ্চিমে ডনের পশ্চিম কূলে সারাফিমোভিচের ২০ মাইল ও ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে ১৫ মাইল শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া লাল ফৌজ প্রায় **৫০ মাইল আগাইয়াছে।** ডনের পূর্ব্ব কূলে জার্ম্মাণদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কালাচ সহর আবার লাল ফৌজ দখল করিয়াছে, ক্রিভুমিনস্কায়া-সোভ্‌ট্রস্ক ও আবগোনেরোভ ও লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে। ডনের পূর্ব্ব কূলে শত্রুর রসদ যোগানোর পথ ছিন্ন হইয়া গেল।

এই অভিযানের ফলে নাৎসীদের ৬টি পদাতিক বাহিনী ও ১টি ট্যাঙ্ক বাহিনী সম্পূর্ণ পালাইয়া গিয়াছে, ৭টি পদাতিক বাহিনী অসম্ভব রকম ঘায়েল হইয়াছে। ৩ দিনে ১৩ হাজার নাৎসী বন্দী হইয়াছে, ১৪ হাজার মারা গিয়াছে। **গোটা ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ১ লাখ সৈন্য হত, ১ হাজার বিমান ও ৮ শত ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।**

জেনারেল টিমোশেঙ্কো

যুদ্ধের গতি

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের ইহাই উপযুক্ত সময়

লাল ফৌজের পাণ্টা আক্রমণ

গোটা দক্ষিণ ফ্রণ্ট জুড়িয়া লাল ফৌজ পাণ্টা আক্রমণ স্থরু করিয়াছে। তুয়াপ্স, নালচিক, কাল-মুখ, এমন কি ষ্টালিনগ্রাদেও সোভিয়েট আত্মরক্ষার স্তর পার হইয়া এইবার পাণ্টা আঘাত হানিতেছে। পূর্ব্ব ককেশাসের উপত্যকায় লাল ফৌজ গ্রামের পর গ্রাম দখল করিয়া চলিয়াছে। নালচিকের দক্ষিণ-পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা পিছু হটিতেছে। হিটলারী ফৌজ সব চেয়ে বেশী ঘায়েল হইয়াছে মধ্য ককেশাসে অরঝোনিকিদ্ঝের নিকটে, গ্রজনী তেল খনির ৬০ মাইল পশ্চিমে। অনেকদিন যুদ্ধ চলিবার পর এখানে জার্ম্মাণীর পরাজয় হইয়াছে। ১৩নং জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ব্রাণ্ডেনবার্গার রেজিমেণ্ট, ৪৫নং ব্যাটালিয়ান, ৭নং স্যাপার ব্যাটালিয়ান, ৫২৫নং ট্যাঙ্ক মারা রেজিমেণ্ট, ১নং জার্ম্মাণ আলপাইন ডিভিশন ও ৩৩৬নং সিগন্যাল ব্যাটালিয়ানকে লাল ফৌজ সম্পূর্ণ হটাইয়া দিয়াছে। দখল করিয়াছে ১৫০টি ট্যাঙ্ক, ৭০টি কামান, ২ হাজারেরও উপর মোটর লরি ও প্রচুর খাদ্য ও রণসম্ভার। ১৫ হাজার জার্ম্মাণ মারা গিয়াছে ও ইহার কয়েক গুণ আহত হইয়াছে। মস্কো বেতার বলিতেছে, "হাজার হাজার জার্ম্মাণ মৃতদেহ, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, মোটর লরি ও প্রচুর অটুট রণসম্ভারে যুদ্ধক্ষেত্র ছড়াইয়া আছে। বন্দীরা বলিতেছে, যে সব জার্ম্মাণ পালাইতে পারিয়াছে, তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

সোভিয়েট সীমান্তে হিটলারের বিষদাঁত ভাঙ্গিতেছে। আজ হিটলার আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ওদিকে শীত আসিয়া পড়িল। ভলগা নদীতে বরফ জমিতেছে। ডন এলাকায়ও শীত নামিয়াছে। হিটলারের প্লান ছিল শীতের আগেই মস্কোকে পার্শ্বদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া ১৯৪২ সালেই যুদ্ধ শেষ করা। হিটলারের সে স্বপ্ন লাল ফৌজ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধের প্রথম শীতে লাল ফৌজের পাণ্টা আক্রমণ হিটলার হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। তাই এবার হিটলারের তোড়-জোড়ের অন্ত ছিল না কিন্তু আবার লাল ফৌজের পাণ্টা আক্রমণ স্থরু হইল।

সোভিয়েট সীমান্তে লাল ফৌজ একা জার্ম্মাণদের রুখিতে পারিয়াছে বলিয়াই সমস্ত যুদ্ধের মোড় ঘুরিতেছে। আমরা বরাবরই (গত ১১ই নভেম্বরের সংখ্যায়ও) বলিয়াছি, "ষ্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের মোড় ঘুরাইতেছে।...মিলিত জাতিসমূহ ফাসিজমকে আঘাত দিবার সময় পাইতেছে।" লাল ফৌজ হিটলার বাহিনীকে রুখিতেছে ও আত্মরক্ষায় বাধ্য করিতেছে বলিয়াই মিত্রশক্তি আজ উত্তর আফ্রিকা অভিযানে আগাইতে সমর্থ হইয়াছে। রোমেল বাহিনীকে মিশর হইতে তাড়াইয়া নিয়া সাইরেনিকা পার করিয়া দিতেছে।

জাঁতাকলে রোমেল

বৃটিশ বাহিনী আবার বেনগাজী দখল করিয়াছে। মরুভূমির প্রবল ঝড় সত্ত্বেও অষ্টম বাহিনী খুব তাড়াতাড়ি আগাইয়া চলিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ আগে বৃটিশ বাহিনী মিশরের এল আলামিনে জার্ম্মাণ আত্মরক্ষার ব্যূহের সম্মুখীন হইয়াছিল। এখন তাহারা শত্রুকে হঠাইয়া দিয়া, সোলুম, বার্দিয়া, তব্রুক, বেনগাজি পর্য্যন্ত দখল করিয়াছে। বেনগাজি-আগেদাবীয়ার উপকূল পথ হইতেও নাকি শত্রু পিছু হটিতেছে। এল আঘেলিয়ায় রোমেল ঘাঁটি গাড়িয়া বাধা দিবার হয়ত চেষ্টা করিবে।

কিন্তু রোমেলের গলায় আজ জাঁতাকলের ফাঁস আঁটিতেছে। পশ্চিমদিক হইতে মিত্রবাহিনী আগাইয়া আসিতেছে। মিত্রশক্তি আলজিরিয়ার কূল দখল করিয়া এবার টিউনিসিয়ায় ঢুকিয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমান লক্ষ্য বিজার্তা ও টিউনিস। ইহা বুঝিতে পারিয়াই হিটলার তাড়াতাড়ি টিউনিসে সৈন্য নামাইয়া ঘাঁটি আগলাইয়া প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করিয়াছে। হিটলারের আশা ছিল উত্তর আফ্রিকার ফরাসী বাহিনীকে হাত করিয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লাগাইবে। কিন্তু হিটলারের সে চালও ব্যর্থ হইয়াছে। পেঁত্যাকে সরাইয়া লাভালকে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হইয়াছে। দারলাঁ লাভালকে অস্বীকার করিয়া মিত্রশক্তির সাথে আপোষ করিয়াছে। টিউনিসিয়ার ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল বার জার্ম্মাণদের চরম পত্র উপেক্ষা করিয়াই দারলাঁর সহিত যোগ দিয়াছে এবং মিত্রশক্তির সাথে একযোগে জার্ম্মাণ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। বিজার্তা ও টিউনিসের ৫০ মাইল স্থান ছাড়া অন্য সমস্ত স্থানই মিত্রশক্তি ও ফরাসী বাহিনীর হাতে আসিয়া পড়িতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদ মিত্রশক্তিকে আক্রমণের উদ্যোগ নিজ হাতে নিবার সুযোগ দিয়াছে, উত্তর আফ্রিকা অভিযানকে জয়যুক্ত করিতেছে, এবং আজই যখন লালফৌজ পাণ্টা আক্রমণ স্থরু করিয়াছে তখন খাস ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী

আমেরিকার মজুর সংঘ—সি, আই, ও-র বাৎসরিক অধিবেশনে ৫০০ প্রতিনিধি ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার জন্য একবাক্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব নিয়াছেন :—

"আমরা আমাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফকে জানাইতেছি, তিনি আমাদের নিকট যে কোন শ্রম দাবী করিতে পারেন, আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষ, অর্থ ও উৎপাদন, সব কিছু দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যাহাতে মিলিত জাতি-সমূহ যেন ইউরোপে যাইয়া ফাসিষ্ট চক্রশক্তিকে আঘাত হানে এবং শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর ভিতরে যাইয়া চূড়ান্তভাবে ফাসিষ্টদের পরাজিত করে।"

কূটনীতিক চাল নয়, জনগণের দিকে তাকাও

মিত্রশক্তি যেমন দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে চাহিতেছে না, তেমনি উত্তর আফ্রিকা অভিযানে এখনও কূটনীতিক চালেই রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিতেছে। দারলাঁ ছিলেন এতদিন চক্রশক্তির হাতের পুতুল, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। মিত্র-শক্তিকে এতদিন তিনি বাধাই দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সেই দারলাঁকেই মিত্রশক্তি আজ সামনে টানিয়া আনিয়া আনিতেছেন। ইহাতে চারিদিকে অসন্তোষও দেখা দিয়াছে। দারলাঁর সাথে সামরিক আপোষ হউক কিন্তু গণবিরোধী দারলাঁর হাতে ক্ষমতা দেওয়া চলিবে না।

সলোমনেও জাপানীরা ঘায়েল

গুয়াদালকানার সম্বন্ধে কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন, "একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে এখন এই দ্বীপে আমাদের ক্ষমতা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য একথা ঠিক যে জাপানীরা সব সময়েই আরও বেশী সৈন্য সামন্ত আনিতে পারে কিন্তু ইহাও ঠিক যে তাহাদের লড়িয়াই আগাইতে হইবে এবং তাহারা এখনও তাহা পারে নাই। জাপানীদের চেয়ে আমরা এখানে সংখ্যায় অনেক বেশী।"

সলোমনের নৌযুদ্ধে জাপানীদের যথেষ্ট ঘায়েল হইতে হইয়াছে। ১৩ই হইতে ১৫ই নভেম্বরের যুদ্ধে জাপানীদের ২৮ খানা যুদ্ধ জাহাজ ও পণ্য-বাহী জাহাজ ডুবিয়াছে ও ১০ খানা জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গুয়াদালকানারে ১০ হাজার জাপানী মারা গিয়াছে।

সলোমনের যুদ্ধেও আজ উদ্যোগ আমেরিকার হাতেই আসিতেছে, জাপানীরা ঘায়েল হইতেছে। কিন্তু মিত্রশক্তির সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থই হইবে যদি আজ এই পরম সুযোগে চক্রশক্তিকে ইউরোপ ও বর্ম্মায় আগাইয়া যাইয়া আঘাত না করা হয়। চক্রশক্তির ধ্বংস স্থরু করিবার ইহাই উপযুক্ত মুহূর্ত্ত। ২৩।১১।৪২

বীর লাল গেরিলা

চারজনের একটি গেরিলা দল একদিন আগাইয়া চলিয়াছে একটি জঙ্গলের শেষ সীমায়। কুড়িজন সাইকেল আরোহী জার্ম্মাণ সৈন্য তাহাদের পিছনে। ঠিক সেই সময়ই সামনের দিক দিয়াও আর একটি দল নাৎসী সৈন্য আসিয়া হাজির, সাথে অনেকগুলি 'অটোমেটিক' রাইফেল।

দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সেই চারজন সোভিয়েট বীর ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ৪০জন জার্ম্মানকে নাস্ত নাবুদ করিয়া তুলিল। চারজন আর চল্লিশ জন। কতক্ষণ পারা যায়? দুইজন গেরিলা মারা গেল। একজন জখম হইয়া আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, শত্রুর অগোচরে। আরও কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বাকী গেরিলা-সৈন্যটিকে জার্ম্মাণরা বন্দী করিয়া তাদের সাথে নিয়া চলিল।

গভীর রাতে সেই আহত গেরিলাটী জঙ্গল হইতে দেখিল দূরের গ্রামটীতে আগুন জ্বলিতেছে। তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। ভোরের দিকে আস্তে আস্তে সে গ্রামের নিকটে গেল। খবর লইয়া জানিতে পারিল বন্দী গেরিলাটীকে আগুনে পুড়াইয়া মারা হইয়াছে। বন্দী গেরিলাটীর আহত অবস্থা, ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। ফাসিষ্ট দস্যুরা তারই উপর নির্দ্দয়ভাবে তাকে আঘাত করে। সমস্ত গ্রামবাসীদের জড়ো করিয়া তাদেরই সামনে তাকে প্রশ্ন করে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। গেরিলাটী কিন্তু নীরব। একটি কথাও সে বলে নাই। জার্ম্মাণরা ক্ষেপিয়া গেল। যেমন করিয়াই হউক তার কাছ হইতে আর সব গেরিলাদের সম্বন্ধে কিছু জানা চাই-ই। বন্দী বীরের মনে তখন জাগিতেছিল,...কমরেড ষ্টালিন বলিয়াছেন 'শত্রুকে কোনরূপ সাহায্য করো না—মরণকে তুচ্ছ করে হিটলারবাদকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে'—

জার্ম্মাণ পশুরা তখন মরিয়া হইয়া গেরিলাটীর ক্ষতস্থানে 'বেয়নেট' বসাইয়া দিতে লাগিল। দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, তখনও তার মুখ দিয়া একটি টুশব্দও বাহির হয় নাই। তার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিল। শরীরের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। মৃত্যুর আর দেরী নাই। তবুও নীরব সে।

ক্ষিপ্ত জার্ম্মাণ বর্ব্বরেরা তখন মৃতপ্রায় গেরিলা-টীকে একটা খড়ের গাদার ভিতর রাখিয়া খড়ে আগুন ধরাইয়া দিল। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নীরবেই সে মরণকে বরণ করিয়া নিল। ফাসিষ্টদের কাছে দেশকে ভালবাসার পুরস্কার!

বন্যাত্রাণ দিবস

বাংলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত মেম্বর ও দরদীদের নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা যেন মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার দুর্গত জনগণের সাহায্যের জন্য আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর (১২ই, ১৩ই ও ১৪ই অগ্রহায়ণ) এই তিন দিন বিশেষভাবে অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

মুজফ্ফর আহমদ
সম্পাদক, বঙ্গীয় কমিটি (ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি)

ফাশিষ্টরাই শিক্ষা ও সভ্যতার শত্রু

(৩ পাতার শেষাংশ)

গোলা ও বোমায় সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়।

জাপানী বোমার ও কামানের গোলা উপেক্ষা করিয়া চীনারা সিংহুয়া, জাতীয় পিপিং ও নানকিং এই তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে হুনানের চাংসা সহরে নিয়া আসে। জাপানীরা এখানেও হামলা স্থরু করে। ১৯৩৮ এর ১০ই এপ্রিল এই মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়টির উপর ৪০।৫০টি বোমা ফেলে।

১৯৩৭-এ সাংহাই-এ যুদ্ধ হইবার সাথে সাথে জাপানীরা সেখানকার ১৪টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর বোমা ও কামানের গোলা বর্ষণ করে। তুংচি, ফুতান, তাসিয়া এবং কোয়াংহুয়া নামে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ দখল করিয়া সৈন্যদের আস্তানা করা হয়। সুচৌ ও হাংকাউ বিশ্ববিদ্যালয়েরও ঐ একই দশা ঘটে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস করিয়াই জাপানীরা নিরস্ত হইল না। অপসারণের পথেও ছাত্রদের তাহারা আক্রমণ করিতে স্থরু করে। অপসারিত বিদ্যালয়ের উপর ধ্বংসকার্য্য চালায়।

১৯৩৯-এ তাইকু সহরের ছাত্ররা যখন উনচেং সহরের দিকে রওনা হয়, পথে জাপানীরা ছাত্রদের উপর বোমা ফেলে। ১৯৩৯-এর জুন মাসে চেংটুর পশ্চিমে অপসারিত সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জাপানীরা বোমাবর্ষণ স্থরু করে। আগষ্ট মাসে ঝেচুয়ানের পশ্চিম প্রান্তে একটি ছোট সহরে অপসারিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। ১৯৪০-এ তিনবার বোমা ফেলা হয় শাপিংপা সহরে জাতীয় কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর।

১৯৪১-এর আগষ্টে কুনমিং-এর দক্ষিণ পশ্চিম মিলিত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর ভীষণভাবে বোমা ফেলা হয়। প্রাণীতত্ত্ব পরীক্ষাগার, পুস্তকাগার ও অনেকগুলি পড়াইবার ঘর ধ্বংস হয়। নর্ম্মাল কলেজ, ছাত্রী নিবাস, অধ্যাপকদের বাসগৃহ, অফিস প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোনটি বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে।

কিন্তু জাপানী বোমা চীনের ছাত্রদের এতটুকু দমাইতে পারে নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাহারা প্রাণ দিয়াও বাঁচাইতেছে। চীনা ছাত্র সমিতির একটি ইস্তাহারেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—

"শত্রু কর্ত্তৃক আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের এই বর্ব্বর চেষ্টাকে আমরা জঘন্য কার্য্য বলিয়া মনে করি। শত্রু বিমান আমাদের ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু আমাদের মনের বল তাহারা বিন্দুমাত্রও কমাইতে পারিবে না। এই সব ঘটনায় আমাদের ঘৃণা তীব্রতর হইবে, প্রতিরোধের স্পৃহা বিন্দুমাত্রও কমিবে না।"

[উপরের ঘটনাগুলি, চুংকিংয়ের চীন পাবলিশিং কোম্পানীর "চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঁচ বৎসর" বইখানি হইতে গৃহীত। বইখানির মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং ও বুক কোম্পানী।]

সম্পাদকীয়

শিক্ষার বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" কি দেশভক্তি?

"ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের হানা" এই বিরাট হেডিং দিয়া গত বৃহস্পতিবারের "আনন্দ বাজার পত্রিকা" ডবল কলমে বড় বড় হরফে নিম্নলিখিত সংবাদটী খুব ফলাও করিয়া ছাপিয়াছে :—

"ঢাকা, ১৮ই নভেম্বর। আজ...**জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে** যখন ক্লাস চলিতেছিল, সেই সময় কতকগুলি যুবক কলেজের **কেমিক্যাল লেবরেটরীতে** কয়েক দলে বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করে; উহারা **কতকগুলি জিনিষপত্র নষ্ট করে এবং গুদাম ঘরে অগ্নিসংযোগ করে**।...আর একদল যুবক কলেজের অফিস ঘরে হানা দেয়, কাউণ্টার ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং...অনুমান ৬ শত টাকা লুণ্ঠন করে। উহারা টাইপ রাইটার, খাতাপত্র ও কতকগুলি আসবাবপত্রের ক্ষতিসাধন করে।

"**কিশোরীলাল জুবিলী হাই স্কুলে** ক্লাস চলিবার সময় আর একদল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী হানা দেয়।......আলমারীটা মাটিতে ফেলিয়া দেয়, টাইপ রাইটারটী দূরে নিক্ষেপ করে এবং অনুমান ১৭৫৲ টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। আর একদল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী...**কলেজিয়েট স্কুলে** হানা দেয়। উহারা অফিস ঘরে ঢুকিয়া কিছু আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং খাতাপত্রগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দেয়। আর একদল যুবক...**গ্রাজুয়েট্‌স হাই স্কুলে** হানা দিয়া আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে ও ছোরা দেখাইয়া একজন কেরাণীর নিকট হইতে কিছু টাকা ও একটী ফাউণ্টেন পেন লইয়া চলিয়া আসে।"

দমননীতির অন্ধ প্রতিক্রিয়ায় দেশভক্ত "সংগ্রাম" করিতেছেন। হয়তো জেলে বসিয়া কিংবা হয়তো পলাতকের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া ভাবিতেছেন "সংগ্রাম" খুব জোরে চলিয়াছে, ব্রিটিশ দূর হইবার আর বেশী দেরী নাই! কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম যে আজ নিজেদেরই শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের উপর আক্রমণ এবং গরীব কেরাণীর ফাউণ্টেন পেন লুঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহার কারণ একবারও ভাবেন কি?

যিনি জাপানীর দালাল নন, সাচ্চা দেশভক্ত, শুধু সহজে স্বাধীনতা পাইবার আশায় ও অন্ধ উত্তেজনায় "সংগ্রামে" মাতিয়াছেন, তিনি বলিবেন—এ রকম ঘটনা এক আধবার আচম্‌কা ঘটিতে পারে, কংগ্রেস সংগ্রাম কখনই এ রকম চায় না। তাহার জবাবে আমরা গত সপ্তাহের আনন্দবাজার হইতেই পর পর ৬ দিনের খবর বাছিয়া দিতেছি :—

আনন্দবাজার ১৩ই নভেম্বর : **আমেদাবাদে** "১২টী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের জিনিষপত্র ও রেকর্ডের ক্ষতি করা হইয়াছে।" **পুনা**—"বেদকি-হানীতে স্কুল ভবনে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে, উহা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।"

১৪ই নভেম্বর : **বোম্বাই**—"অদ্য অপরাহ্নে উইলসন কলেজ ভবনে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।" **আমেদাবাদ**—"আজ অপরাহ্নে সহরের দুইটী মিউনিসিপাল স্কুলে আগুন দেওয়া হয়।...আসবাবপত্র ও রেকর্ড প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে।" **বহরমপুর**—"অগ্নিকাণ্ডের ফলে বেলডাঙ্গা হাই স্কুল প্রাঙ্গণস্থিত চালাঘরগুলি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে।"

১৫ই নভেম্বর : **লক্ষ্ণৌ** বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র আজ প্রাতে ক্লাস ত্যাগ করিয়া আসে এবং রেজিষ্ট্রারের অফিসে হানা দেয়, রেকর্ডপত্র নষ্ট করে ও কাঁচের জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়।...কতকগুলি ছাত্র ক্যানিং কলেজের অফিসে হানা দিবার চেষ্টা করে।

১৬ই নভেম্বর : "কয়েকজন লোক **ডিব্রুগড়** সরকারী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল।" "কয়েক ব্যক্তি **খাদিয়া** মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দরজা ভাঙ্গিয়া আসবাবপত্র নষ্ট করে এবং কাগজপত্র পোড়াইয়া দেয়।" **আমেদাবাদ**—"একটী মিউনিসিপ্যাল স্কুলে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। অপর দুইটী স্কুলের ক্ষতি করা হইয়াছে।...এলিস ব্রীজ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কাগজপত্র ও আসবাবাদি অগ্নিদগ্ধ হয়।" **বেগুসরাই**—"জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট...জে, কে, এইচ, ই, স্কুল ও বিষণপুর এম, ই, স্কুল পরিদর্শন করেন। এই স্কুল-ভবন দুইটীতে সম্প্রতি আগুন ধরাইয়া দেওয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

১৭ই নভেম্বর : **আমেদাবাদ**—"একটী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের রেকর্ড ও আসবাবপত্রে আজ অগ্নিসংযোগ করা হয়।" **আরা**—"কয়েকজন ব্যক্তি মডেল ইনষ্টিটিউট হাই স্কুলের রেকর্ডাদি পুড়াইয়া দিয়াছে।...সহরে এইটী লইয়া এই ধরণের ঘটনা চতুর্থবার ঘটিল। সব ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।"

১৮ই নভেম্বর : **ফরিদপুর** জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের অফিস ও লাইব্রেরী ঘরে আগুন দিবার চেষ্টা হয়। একটী বুকসেল্‌ফ ও স্কুলের রেকর্ডপত্র ভস্মীভূত হইয়াছে।"

এবং ইহার পরদিনই ঢাকায় প্রায় প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান স্কুল-কলেজের উপর দলবদ্ধভাবে এবং বেশ ভালরকম আয়োজন করিয়াই "হানা" দেওয়া হইল। শুধু শিক্ষালয়ের খাতা-বই, টাকা-পয়সা, আসবাবপত্রের উপরই আক্রমণ নয়, বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাবরেটরি পর্য্যন্ত ধ্বংস করার চেষ্টা হইল, বিজ্ঞানের শিক্ষা ও সরঞ্জামেই "অগ্নিসংযোগ" করা হইল।

আনন্দবাজারের মতে ইহা "বিক্ষোভ প্রদর্শন"! দেশভক্ত কি আনন্দ বাজারের ভাঁওতায় ভুলিবেন?

না, কখনই ভুলিতে পারেন না, কারণ এই বিক্ষোভ প্রদর্শন দেশভক্তিরই বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ এদেশে শিক্ষা-বিস্তার করে নাই, তাই দেশের প্রায় পনের আনা লোক আজও অশিক্ষিত। ইহা সত্ত্বেও দেশকে দুনিয়ার আসরে বড় করিয়া দাঁড় করাইবার আগ্রহে দেশের বহু নরনারী বহুদিন ধরিয়া দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া দিনের পর দিন দেশবাসী উহার জন্য অসীম আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। যে-টুকু শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা দেশবাসীর সংগ্রাম ও সাধনার ফল। আজ মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার কতকগুলি শত্রু "সংগ্রাম" বা "বিক্ষোভ প্রদর্শনের" মুখোস পরিয়া দেশবাসীর সেই সাধনার উপরই "হানা" দিয়াছে। দেশভক্ত ইহাকে বরদাস্ত করিবেন কি?

না, কখনই না, কারণ দেশভক্তি তাঁহাকে মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে শিখায় নাই, সমস্ত আক্রমণ হইতে উহাকে প্রাণ দিয়া বাঁচাইতে শিখাইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ ফ্যাশিজমেরই ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য, কারণ জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে ফ্যাশিজমের বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা দেয়, ফ্যাশিজমের রক্তাক্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের সাহস ও সংগঠন যোগায়—এ কথা ফ্যাশিষ্ট জহ্লাদেরা জানে। তাই বোমা ফেলিয়া দেশের পর দেশ ধ্বংস করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয়ও তাহারা ধ্বংস করে, আইনষ্টাইন, টমাসমান, রেমার্ক প্রভৃতির মত পণ্ডিত ও জ্ঞানীকে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য করে।

আজ ঢাকা শহরে সেই ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের অনুচরেরাই আপন প্রভুদের ছোট্ট অনুকরণে শিক্ষালয়ের পর শিক্ষালয়ে "হানা" দিতেছে—অথচ মুখে তাহারা "সংগ্রামের" মুখোস পরিয়া আছে। "সংগ্রাম"-পন্থী হোন বা না হোন প্রত্যেক দেশভক্তকে এই আদিম বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে একত্র হইতে হইবে—কারণ ইহা চলিতে থাকিলে জাতীয় আন্দোলনের দুর্নামে পৃথিবী ভরিয়া যাইবে, প্রত্যেক প্রগতিকামী দেশবাসী কংগ্রেসকেই ইহার জন্য দায়ী ভাবিয়া কংগ্রেসকেই ঘৃণা করিতে শিখিবে। স্কুল কলেজের প্রত্যেকটী ছাত্র ও শিক্ষককে ইহার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া জোর গলায় প্রতিবাদ জানাইতে হইবে, শিক্ষালয়গুলিকে এই বর্ব্বরদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজেদেরই একত্র হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা প্রতিদিনের ঘটনা হইতে উপরে যে খবর বাছিয়া দিয়াছি তাহা হইতে দেশভক্ত দেখিতে পাইবেন যে শিক্ষা ও স্কুল কলেজের উপর আক্রমণ এখন বিভিন্ন জায়গায় "সংগ্রামের" প্রধান ও রোজকার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল জায়গায়ই যে ইহা পঞ্চমবাহিনী করিতেছে তাহা না হইতে পারে, দু এক জায়গায় উন্মত্ত জনতা বা অন্ধ দেশভক্তও ইহা করিয়া থাকিতে পারেন। অথচ এই ধরণের জিনিষ ফ্যাশিষ্ট পঞ্চমবাহিনীরই সব চেয়ে মনঃপূত। যে "সংগ্রাম" এখন প্রধানতঃ পঞ্চমবাহিনীর মনঃপূত ধরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ রাজ ধ্বংস হইতেছে, না দেশবাসীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনোবল ধ্বংস করিয়া ফ্যাশিষ্ট প্রতিক্রিয়ারই পথ পরিষ্কার হইতেছে? যে "সংগ্রামের" পরিচালনা ও বিস্তার আজ দেশভক্তের হাত হইতে ক্রমশঃই জাপানী দালালের হাতে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে স্বাধীনতা আসিবে, না জাপানী আসিবে?

অন্যদিকে একতা আন্দোলনের শক্তি বাড়িতেছে, লীগ-কংগ্রেস মিটমাট পর্য্যন্ত এত নিকট হইয়া আসিয়াছে যে কারাগারের দরজা বন্ধ করিয়া আমলাতন্ত্র কোন রকমে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আপনি দেশভক্ত! আসুন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতার মহান আন্দোলনে সব শক্তি নিয়োগ করুন, দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস-লীগ মিটমাটের দাবীকে সমস্ত মানুষের সমর্থনে অনিবার্য্য করিয়া তুলুন, কারাগারের দরজা খুলিতে আমলাতন্ত্র এক মিনিটও দেরী করিতে পারিবে না।

ফ্যাশিষ্টরাই শিক্ষা ও সভ্যতার শত্রু

ঢাকা শহরে যাহারা স্কুল-কলেজে অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট করিতেছে তাহারা তাহাদের মনিব জাপানী ফ্যাশিষ্টদেরই নকল করিতেছে। জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে ফ্যাশিজমের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লড়িবার প্রেরণা দিবে এই ভয়ে জাপানী ফ্যাশিষ্টরা চীনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আগুনে পুড়াইয়া, বোমায় ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা-সভ্যতার কত অমূল্য সম্পদ নিঃশেষে পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে।

১৯৩৭-এর শেষের দিকে জাপানীরা নানকিং-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ চালায়। প্রথম বোমায় জাপানীরা লাইব্রেরী ও লেবরেটারী ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জাপানীরা মেশিন-গানের গুলি চালায়। চার দিন পর আবার শুধু একদিনে সাড়ে পাঁচশ' পাউণ্ডের ৭টি বোমা ফেলে। এই বর্ব্বর আক্রমণে ৮টি বিদ্যালয় গৃহ ধ্বংস হয়, ৭ জন লোক মারা যায়। দন্তচিকিৎসা শিক্ষার বিদ্যালয়টি পুড়িয়া যায়। ছাত্রীদের আবাসগৃহ ধ্বংস হয়। তৃতীয় আক্রমণে লেবরেটারি একেবারে ধূলিসাৎ হয়। চতুর্থ আক্রমণে ধ্বংস হয় শিল্প বিদ্যালয়।

সিংহুয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এখান হইতে ছাত্ররা পাস করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যাইত। জাপানীরা ইহার উপর নিল প্রতিশোধ। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে জাপানীরা বিশ্ববিদ্যালয়টি দখল করিয়া সৈন্য ব্যারাকে পরিণত করিল, থিওডোর রুজভেল্ট মেমোরিয়াল জিমনাশিয়ামটিকে করা হইল **ঘোড়ার আস্তাবল**!

চীনের দুইটি শিক্ষা কেন্দ্রের ভিতর উত্তর-চীন ছিল অন্যতম। পিপিং, তিয়েন-সিন এবং পাওটিং, এই তিনটি নগরে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১১টি কলেজ এবং ৩টি টেকনিক্যাল স্কুল ছিল। ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে পিপিং দখল করিয়াই জাপানীরা সামান্য কয়েকটি ছাড়া সব বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেয়। পিপিং-এর ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০টিই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

জাতীয় পিপিং বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় নর্ম্ম্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও এমনি লাঞ্ছনা করা হইয়াছে।

ইহার পর বর্ব্বর আক্রমণ স্থরু হয় তিয়েনসিনের নানকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ১৯৩৭ এর আগষ্ট মাসে **কামানের**

(শেষাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

একতার পথই একমাত্র পথ

জনসাধারণ এই পথেই আগাইয়া আসিতেছে

একতার দাম অনেক বেশী

ঢাকা সহরের একজন গরীব লোক একখানা 'একতার ডাক' কিনিলেন। দাম শুনিয়া বলিলেন, মাত্র দুই পয়সা! হইতেই পারে না! এত মূল্যবান জিনিষের আরও বেশী দাম হওয়া উচিত। তিনি চারি আনা পয়সা দিলেন পার্টির জন্য।

ছেলের সঙ্গে মা-ও

ঢাকার একজন কৃষক যুবক জাতীয় দাবীতে সই দিল। কিন্তু সে একা, তাই আর কাহারও সই সে জোগাড় করিতে পারিবে না জানাইল। তাহার বৃদ্ধা মাতা মন দিয়া একতার কথা শুনিতেছিল। পুত্রের এই দুর্ব্বল চিত্ত মাকে আঘাত দিল। মা আগাইয়া আসিলেন, পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, তুই কি শুধু একলা? গাঁয়ে আর লোক নাই? নিজেই একটা টিপ সই দিলেন ও ২০টি সই যোগাড় করিলেন।

ভুল ভাঙ্গিতেছে

পাবনা সহরে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রচারে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা মনে করিত—কমিউনিষ্টরাই বুঝি এই ধরণের, সরকারের গা ঘেঁষা, জাতীয়তাবাদ-বিরোধী। একতা সপ্তাহের পর জনসাধারণের সে ভুল ভাঙ্গিতেছে। একটি সভার পর শ্রোতাদের মন্তব্য হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"র‍্যাডিক্যাল পার্টির সাথে এদের অনেক তফাৎ, জাপানকে রুখবে বললেও এরা কিন্তু আসল কথা, স্বাধীনতার কথা স্পষ্টই বলে। এদের কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ।"

বিরোধীরাও আসিতেছে

ঢাকার মাণিকগঞ্জের এক তালুকদার এতদিন ছিলেন কমিউনিষ্টদের ঘোর বিরোধী। স্থানীয় কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টারও ত্রুটী ছিল না। কিন্তু একতার প্রচার তাঁহাকেও টলাইয়াছে। সব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি, আপনারাই খাঁটি দেশ প্রেমিক, জীবন দিয়াও আমাদের বাঁচাইতেছেন, দেশকে বাঁচাইতেছেন।" তিনি পার্টি ফাণ্ডে ৫ টাকা দিলেন। পিপ্‌লস ওয়ারের গ্রাহকও হইলেন।

একতার আন্দোলন সমস্ত দেশ-প্রেমিককেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে ইহাই একমাত্র পথ। তাই বিভিন্ন মতের কর্ম্মীরা আজ একতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিতেছেন। বরিশালে ৫ জন অন্ধ সুভাষ ভক্ত ও ৪ জন র‍্যাডিক্যাল পার্টির কর্ম্মী সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন একতাই একমাত্র পথ। তাঁহারা উৎসাহের সহিত একতার প্রচারে নামিয়াছেন।

বরিশালের একজন অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কথা শুনিয়া শুনিয়া আমি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। জনযুদ্ধের কথা বিশ্বাস না করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলাম। এখন বুঝিতেছি ধ্বংসমূলক কাজে স্বাধীনতা আসে না।"

মুস্লিম জনগণ একতার পথে

২৪ পরগণার মুসলমান-প্রধান স্বরূপ নগর থানায় জাতীয় দাবীর দরখাস্তে যে সই যোগাড় হইয়াছে, তাহার ভিতর শতকরা ৭৫ জনই মুসলমান। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁর বাড়ী এই থানায়। মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে মুসলমানদের ভিতর শতকরা ৫০ জনই পশ্চিমদেশীয়, লীগের প্রভাবও এইখানে যথেষ্ট। এই মেটিয়াবুরুজে তিন হাজার সই-এর ভিতর ৬০০ জন মুসলমান আছেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের স্থানীয় নেতা একতার আন্দোলন সমর্থন করেন ও পিপ্‌ল্‌স ওয়ারের গ্রাহক হইবার প্রতিশ্রুতি দেন। স্থানীয় একজন খাকসার নেতাও একতার আন্দোলন সমর্থন করিয়াছেন ও নিয়মিত জনযুদ্ধ ও কৌমিজং পড়িতেছেন।

নগরাহাট থানায় চাষবন্ধ এলাকায় একতা সভা হইবার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশের বাধায় সভা করা সম্ভব হয় না। সমবেত মুসলিম জনসাধারণ তখন অনুরোধ করে, "এবার পাকা হুকুম নিয়া আসিবেন, তাহা হইলে আর পুলিশ আমাদের সভা বন্ধ করিতে পারিবে না।"

পাবনা জিলা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত জিলা। এই পাবনায়ও হিন্দু মুসলমান একতার আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে। মুস্লিম ছাত্রদের মাঝে সাড়া জাগিয়াছে। একতার পথই যে একমাত্র পথ মুস্লিম ছাত্ররা তাহা বুঝিতেছেন। তাঁহারা অগ্রনী হইয়া পার্টি ফাণ্ডে ৫৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জ সহরে কোন গণপ্রতিষ্ঠানই নাই, কমিউনিষ্ট পার্টিরও কোন ইউনিট নাই। এইবার একতার সপ্তাহে পাবনা হইতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সিরাজগঞ্জে প্রচারে যান। স্থানীয় কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগ সমর্থকদের সহিত আলোচনা হয়। অনেকেই একতার আন্দোলন সমর্থন করেন। তাহাদের ভিতর তিনজন পিপ্‌ল্‌স্ ওয়ারের গ্রাহক ও দুইজন জনযুদ্ধের গ্রাহক হন।

বর্দ্ধমানের লীগের সভাপতি একতা আন্দোলনের কথা সহানুভূতির সহিত শোনেন ও জাতীয় দাবী সম্বলিত প্রচার-পত্র চাহিয়া নেন। বর্ত্তমানে সুস্পষ্ট মত না দিলেও দিল্লী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে একতার জন্য চেষ্টা করিবেন বলেন।

দেশের ঘরে ঘরে পার্টির ভাণ্ডার

কমিউনিষ্টরা টাকা পায় কোথায়? কমিউনিষ্টদের এই বিরাট সংগঠন, প্রচার ও জাতীয় একতার আন্দোলনে টাকা যোগায় কে? বুর্জোয়া দলগুলি বড় লোকের কাছ হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়াই আন্দোলন চালাইতে অভ্যস্ত, তাই গরীবদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টি কি করিয়া টাকা যোগাড় করে তাহা তাহারা ভাবিয়া পায় না। নিন্দুকেরা এতদিন রটাইত যে মস্কো হইতে কমিউনিষ্টরা টাকা পায়। এখন রটাইতেছে সরকার কমিউ-নিষ্টদের সাহায্য করে।

ভারতের জনসাধারণই কমিউনিষ্টদের চাঁদা দেয়। গরীব কৃষক মজুর তাহার কানা কড়িটি বাঁচাইয়াও তাহাদের প্রিয় পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখে। তাহারা জানে আজ জাতীয় মহা বিপদের দিনে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশকে বাঁচাইবার পথ দেখাইতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও সহানুভূতিকারকরা নিজ ধনসম্পত্তি জমি-জমা সর্ব্বস্ব বিক্রি করিয়াও পার্টির ফণ্ডের চাঁদা দিতেছেন।

মালাবারের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড নম্বুদ্রিপাদ তাঁহার ৫০ হাজার টাকার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়া পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিতেছেন। অন্ধ্র প্রদেশের পার্টি সেক্রেটারী কমরেড রাজেশ্বর রাও তাঁহার সমস্ত ক্ষেত খামার বিক্রি করিয়া ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। তেমনি আবার মালাবারের গরীব কৃষকেরা থালা, বাটি ঘটি বেচিয়া পার্টি ফাণ্ডে পয়সা দিতেছেন। ৭০ বছরের বৃদ্ধা কৃষক রমণী পালোরা মাতা তাঁহার জীবনের শেষ সম্বল গরুটিকেও পার্টি ফাণ্ডে দিয়া দিয়াছেন।

থালা-বাটি, সুপারি গাছ, সুট কেস সবই পার্টির জন্য

বাংলা দেশও অন্ধ্র-মালাবারের পথে চলিয়াছে। রংপুরের গরীব গ্রাম কাঠাল-বাড়ী। কাঠালবাড়ীর গরীব চাষীরা জানে কমিউনিষ্ট পার্টিই তাহাদের জীবনের সাথী। পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা চাই। চাষীরা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। অনশন-ক্লিষ্ট কমরেড দয়ামন দেখে ঘরে আছে একটি পিতলের থালা। সে তাহাই পার্টির জন্য বাহির করিয়া দিল। আর কি সে দিতে পারে? বাগানে ছিল সুপারী গাছ। তাহাই সে পার্টিকে দিল। দয়ামন পথ দেখাইয়াছে। সবারই মনে সাড়া জাগিল। কমরেড চিন্তাহরণের ঘরে ছিল পাট, ৫ সের পাট সে নিয়া আসিল। কমরেড হরেন্দ্র একটা জমি পার্টিকে দিয়া দিল, ২টি সুপারী গাছও সে দিল। ইহার আগে একটা গরুও সে দিয়াছে। লালসিংহারী গ্রামের কমরেড নুটকুলের দিবার মত কিছুই নাই। একটি সুপারী গাছ সে দিল। বৈন্তের বাজারের কমরেড ঈশ্বর ৪০।৫০ টাকা আয়ের একটা সুপারী বাগান দিল। কমরেড বসন্ত চক্রবর্ত্তী দিল ১০ টাকা আয়ের সুপারী বাগান, একটা ষ্টোভ, একটা পার্কার কলম। গরীব রাধারমণ দিল ৪।৫ টাকা আয়ের সুপারী গাছ ও একটা থালা। কমরেড নীরদের ছিল একটা হ্যাজাক বাতি, তাই সে পার্টিকে দিল। কমরেড রেবতীর দিবার মত কিছুই নাই, একটা মাত্র সুটকেশ। তাই সে দিল।

বরিশালে গভর্ণমেণ্ট হইতে নৌকা সরাইবার সময় নৌকামাঝিদের দাবীর সমর্থনে কমিউনিষ্টরা মাঝিদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারা নৌকা জমা দিবার সময় পাইয়াছে। পার্টিকে তাই তাহারা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। এক জলিসা গ্রামের মাঝিরাই দিয়াছে ২৫ টাকা।

পয়সা, চাল, মায় মাটির হাঁড়ি

কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে মালদহে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিয়াছে। তাই নঘরিয়ার কৃষকরা চাল, চিড়া, ভুট্টা, যাহার যা সামর্থ তাই আনিয়া দিয়াছে পার্টি ফাণ্ডে—মোট ১০।৵০ চাঁদা উঠিয়াছে। নরহাট্টার কৃষকরা দিয়াছে ২০ টাকার মত থালা, বাটি প্রভৃতি। তাহারা জানে কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদেরই পার্টি।

হাওড়া জিলার মাণিকপুরের কৃষকরাও কমিউনিষ্ট পার্টির ফাণ্ডে দিয়াছে তাহাদের সামান্য সম্বল থালা, বাটি। ডোমজুড়ের কুমাররা দিয়াছে মাটির পাত্র।

পঞ্চমবাহিনীর গুণ্ডামী

একতার আন্দোলনে পঞ্চম বাহিনীর পায়ের তলার মাটি সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহারা গুণ্ডামীর আশ্রয় নিয়া একতা ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। মিথ্যা প্রচার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। মাদারীপুরে ফরওয়ার্ড ব্লক-পন্থীরা প্রচার সুরু করে যে কমিউনিষ্টরা যে গণ-সই দিতেছে তাহা সরকারের কাছে গেলেই সইকারীদের গ্রেপ্তার করা হইবে। যে চাঁদা উঠান হইতেছে তাহা সরকারের যুদ্ধ তহবিলে যাইবে ও রাশিয়ায় পাঠান হইবে।

বাজিতপুরে একটি স্কোয়াডের হাত হইতে দরখাস্তের কাগজপত্র তাহারা ছিনাইয়া নিয়াছে। অন্য একটি স্থানে স্কোয়াডের লাল পতাকা ও পোষ্টার তাহারা ছিঁড়িয়া ফেলে ও কর্ম্মীদের প্রহার করে। রামভদ্রপুরে সভা হইবে খবর পাইয়া ফরওয়ার্ড ব্লকীরা পুলিশের নিকট জানায় যে সভায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। পুলিশও সেই অজুহাতে সভা হইতে দেয় নাই। আমলাতন্ত্র ও ফরওয়ার্ডব্লকের এক অপূর্ব্ব মিলন।

মজুরদের দাবী

ল্যাডকোর মজুররা বেতন বৃদ্ধি, যুদ্ধভাতা, খাদ্যদ্রব্যের দোকান খোলা ও বরখাস্ত মজুরদের কাজে ফিরাইয়া লওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইতেছিল। গত ১১ই ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে উক্ত দাবী লইয়া আলাপ আলোচনা চালায়। ম্যানেজার আশ্বাস দিয়াছেন বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে লওয়া হইবে ও অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে বিচার করা হইবে। সংঘবদ্ধ মজুরের জয় অনিবার্য্য।

বেলঘরিয়ায় টেক্সম্যাকো কারখানায় বিনা মজুরীতে ৩৩ জন মজুরকে জোর করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে একদফায় ১২জন ও ১৫ই হইতে আরও ১১ জনকে এই ভাবে বিনা মজুরীতে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। টেক্সম্যাকোর মজুররা ইউনিয়ন মারফৎ এককাট্টা হইয়া এই জবরদস্তির প্রতিকার দাবী করুন।

সব নরনারীকে ঐক্যের পথে আনিব

সুরমা উপত্যকায় একতা সপ্তাহে বিপুল সাড়া

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ আমাদের জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের গোড়া পত্তন। আমাদের প্রদেশের উপর জাপানী বিমান বার বার হানা দিয়াছে। অথচ দেশের অধিকাংশ দেশভক্ত এখনও অন্ধ ধ্বংসনীতিতে মাতিয়া রহিয়াছে, সাম্রাজ্য-বাদ এখন ঐক্যের আন্দোলন চুরমার করিতে ব্যস্ত। তবুও দৃঢ় ভরসায় আমাদের পার্টিই অগ্রসর হইল জনগণকে ঠিক পথে আনিবার জন্য। আমাদের প্রত্যেকটী স্কোয়াড এই গুরুভার, এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল তাই পার্টির ডাকে আমাদের উপত্যকার লোক সাড়া দিয়াছে, দিতেছে।

আমাদের আয়োজন

পার্টির নির্দ্দেশ পাইয়া আমাদের সুরমা উপত্যকায় পার্টি কমিটি ঐক্য সপ্তাহকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। ২৮শে অক্টোবর শ্রীহট্ট সহরে সমগ্র উপত্যকায় কর্ম্মী ও নেতাগণ মিলিত হ'ন। জিলা কমিটি সকাল বেলা বসিয়া সমস্ত সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা ঠিক করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার পর অন্যান্য স্থান হইতে সমবেত কমরেডদের বৈঠক হয়। অনেক রাত পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা চলে। আলোচনার পর কাজের ভার ঠিক করা হয়। সেই জমায়েতেই প্রত্যেক দায়িত্বশীল কমরেডকে তাহার কাজের ভার জানাইয়া দেওয়া হয়, প্রায় প্রত্যেকেই নূতন উৎসাহে কাজের দায়িত্ব লইয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান।

রোজ ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ

এই সপ্তাহে সমগ্র উপত্যকায় ৪৫টি স্কোয়াড প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে এবং স্কোয়াডগুলিতে মোট ৩৮১ জন সমবেত কাজ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া স্কোয়াডের ভিতর না থাকিয়া আরও ৩২ জন কর্ম্মী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সব স্কোয়াডের কাজ শুধু সহরে বা শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই আমাদের প্রচার কার্য্য সমভাবে চলিয়াছে।

কাজের পরিমান ও সময় বাড়ানোর জন্য স্কোয়াডগুলির ভিতর বলশেভিক প্রতিদ্বন্দিতা দেখা গিয়াছে। প্রথম দিন হয়ত একটি স্কোয়াড ১২ ঘণ্টা খাটিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অন্য স্থানের আর একটি স্কোয়াড কাজের সময় এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দিয়াছে, এমনি করিয়া কোন কোন স্কোয়াড গড়পড়তা দৈনিক ১৫ ঘণ্টা খাটিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দিতায় সমগ্র উপত্যকার কর্ম্মীদের ভিতরে ঐক্য সপ্তাহে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। বলশেভিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য সবাই ব্যগ্র, সবাই প্রাণপণ চেষ্টায় রত। আমাদের এখানে কাজের ভিতর ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। স্কোয়াডগুলির ভিতর কয়েকটী স্কোয়াড সম্পূর্ণভাবে মজুর কমরেড দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। কয়েকটী ছাত্র স্কোয়াডও ঐরূপ ছিল। শ্রীহট্ট টাউনে মজুর ও ছাত্র স্কোয়াডগুলি পর পর ৩ দিন ১৫ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়াছে। মহিলা স্কোয়াডগুলিও পিছনে পড়িয়া ছিল না। তাহাদের কাজের রেকর্ড দৈনিক ১১ ঘণ্টা। গ্রামের স্কোয়াডগুলির ভিতর পাথারকান্দীর ২টী স্কোয়াড ৫ দিন দৈনিক ১২ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়াছে।

উপত্যকার সর্ব্বত্র এই সপ্তাহে গণ-দরখাস্তে অসংখ্য নাম সহি সংগ্রহ হইয়াছে। শুধু নাম সহি সংগ্রহ করিয়াই জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করা যায় না। তাই সংগে সংগে পার্টি সাহিত্য প্রচার ও পার্টি পত্রিকায় গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর প্রচার কার্য্যেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সপ্তাহে আমরা 'একতার ডাক' বিক্রয় করিয়াছি ১১২৫। কৃষক, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরই অধিকাংশ কপি বিক্রয় হইয়াছে। উকীল, মোক্তার ও ডাক্তারদের ভিতরও অনেকে ইহা কিনিয়াছেন। 'জনযুদ্ধের' নূতন গ্রাহক হইয়াছে ১০৬ জন। পিপলস্ ওয়ারের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়াছে ৫০ জন। ইহা ছাড়া ফাসি বিরোধী সাহিত্যও খুব বিক্রয় হইয়াছে। পার্টি সাহিত্য বিক্রয় করার সময় আমরা প্রত্যেক ক্রেতার নিকট আমাদের বক্তব্য প্রচার করিয়াছি। কোন কোন স্থানে বইয়ের চাহিদা আরও ছিল আমরা দিতে পারি নাই। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাছাড়ের ইউরোপীয়ান সৈন্যেরা কয়েক কপি 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' কিনিয়াছে। তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ আমাদের খুবই উৎসাহিত করিয়াছে।

সরকারী বাধা কি জনতা হইতে সরাইতে পারে?

মৌলভী বাজারে সভার অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং কোনস্থানেই শোভা যাত্রা করা যায় নাই। কাছাড় জেলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কমিউনিষ্টদের নাম শুনিতে পারে না—সবাইকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছে। শ্রীমঙ্গল থানার ভার প্রাপ্ত অফিসার জাতীয় ঐক্যের পোষ্টার বরদাস্ত করিতে পারে নাই, আমাদের কর্ম্মীদের হাত হইতে তাহা জোর করিয়া ছিনাইয়া নেয় এবং কমরেড সূর্য্যমনি দেবকে ঐক্য প্রচারের জন্য কয়েক ঘণ্টা আটক করিয়া রাখে।

বাধা সত্ত্বেও আমরা দিকে দিকে জনতার মধ্যে পৌছিয়াছি। পার্টির প্রচারক দলগুলি এবং কোন কোন অঞ্চলে কর্ম্মীরা এককভাবে মোট ১৫টী সভা অনুষ্ঠান করেন, প্রতি সভায় গড়পড়তা ১০০ জন করিয়া লোক ছিল। এই সপ্তাহে মোট ১৫৭টী বৈঠক হইয়াছে, প্রতি বৈঠকে গড়ে ১৪ জন করিয়া লোক ছিল। তবে এটা উল্লেখ করা দরকার যে কোন কোন সভায় ৫০০ শতের উপরে লোক ছিল এবং কোন কোন বৈঠকে ৫০ জনের উপরেও লোক হইত, ১২৫টি গ্রামে আমাদের প্রচারকেরা প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন এবং ৮০০০ লোকের সাথে আলোচনা করিয়াছেন। উপত্যকায় ৪টী সহরে জোর প্রচার কার্য্য করিয়া জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে আমরা সক্ষম হইয়াছি। "সংগ্রাম" সুরু হওয়ার পর পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিবার প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সহর। আমাদের কর্ম্মীরা সেই সব সহরেই গণ দরখাস্তে নাম সহি বেশী করিয়াছে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা সেখানেই বেশী দেখা গিয়াছে।

পার্টির তহবিলে এই সপ্তাহে ৪১৮।৶১৫ আদায় হইয়াছে। কমরেড মহবুবুর রব চৌধুরী ১০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহার রেডিও সেটটীও দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একজন ইংরেজ সৈন্য পার্টি ফণ্ডে ৫৲ টাকা দিয়াছেন এবং একজন দেশীয় সৈন্য দিয়াছেন ১৲ টাকা। ইহা ছাড়া সোনা, রূপার জিনিষ অনেক পাওয়া গিয়াছে সবাই নিজেদের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে পার্টি ফণ্ডে যাহা পারিয়াছেন, তাহাই দিয়াছেন। পাথার কান্দিতে চা বাগানের মজুর ভাইদের কাছ হইতেও চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। একজন মজুর ভাই একাই দিয়াছেন ১৲ টাকা।

সুরমার কমনিষ্ট নেতা বীরেশ মিশ্র

সাবাস সিলেটের মেয়ে!

শ্রীহট্টে ১৪ জন মহিলা কর্ম্মী লইয়া ৩টী স্কোয়াড বাহির হয়। ইহারা পোষ্টার ও রক্তপতাকা লইয়া এবং গণসঙ্গীত গাহিয়া শহরের প্রায় প্রত্যেকটী এলাকা পরিভ্রমণ করে এই প্রচারের ফলে আমরা চারিদিকে প্রচুর সমর্থন পাইয়াছি। মহিলা স্কোয়াডগুলি গণদরখাস্তে সই সংগ্রহ করিয়াছে ৪১৭টী, ৬৯৲ টাকা চাঁদা আদায় করিয়াছে, ২৫৯ খানা 'একতার ডাক' ২০ খানা 'জাপানী শাসন' এবং ১২ খানা 'বহুগতির দেশ সোভিয়েট' বিক্রয় করিয়াছে। ইহা ছাড়া সোনার অলঙ্কার আদায় করিয়াছে প্রচুর। সব চেয়ে বড় আশার কথা, সর্ব্বহারা শ্রেণীর মহিলাদের ভিতর অভূতপূর্ব্ব সাড়া। ধাঙ্গড়, কুলী, মাঝি, মুচী, ধোপা প্রভৃতি আমাদের দেশের গরীব শ্রেণীর মহিলাদের ভিতর এত উৎসাহ আমরা আর কখনও দেখি নাই। আমাদের পার্টির কথা শুনিয়া তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছে "এতো আমাদের গরীবদেরই দল—আমরা সবাই একে সাহায্য ক'রব"। মুসলমান মেয়েদের ভিতরও বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা 'জনরক্ষা সমিতি' গড়িবার আভাস দেন। সাপুড়ে ও মাঝি মহিলারা ভীতবিহ্বল হইয়া তাহাদের শিশুদের আগাইয়া দিয়া বলে 'জাপানী দুষমনদের হাত হইতে এদের বাঁচাও, দোহাই তোমাদের, পার্টি ফাণ্ডের জন্য আবেদন করাতে একজন মহিলা তাহার হাতখালি করিয়া ২ গাছা রূপার চুড়িই দিয়াছেন এবং বলেন 'গরীব আমি আমার তো আর কিছু নাই'; আর একটী মহিলা তাঁহার একমাত্র সম্বল কানের দুল দুইটীই দিয়াছেন। মনিপুরী মেয়েরা ১ পয়সা ২ পয়সা করিয়া ১।০ চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একতা সপ্তাহে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই অঞ্চলের **মুসলমান-দের ভিতর অভূতপূর্ব্ব সাড়া।** অনেক স্থানে মুস্লিম লীগ সমর্থকেরা নাম সহি করিয়াছেন, 'একতার ডাক' কিনিয়া-ছেন, বৈঠক জমাইয়াছেন, 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক হইয়াছেন। পাথার কান্দীর মুস্লিম লীগের একজন সভ্য 'পিপলস্ ওয়ারের, গ্রাহক হইয়াছেন, পার্টি ফণ্ডে চাঁদা দিয়াছেন। গণদরখাস্তের ভিতর অনেক সই আমাদের মুসলমান ভাইদের।

আন্দোলনে গণ-সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি

ঐক্য আন্দোলন মানে শুধু নাম সহি সংগ্রহ বা সাধারণভাবে নেতাদের মুক্তি দাবী নয়, উহার অর্থ সঙ্গে সঙ্গে মজুদ গণ-সংগঠনগুলিকে আরও একতাবদ্ধ করা, তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করা। সে কাজ আমরা ভুলি নাই। তাই ঐক্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সভা, মজুর ইউনিয়ন প্রভৃতির সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে কৃষক সভায় নূতন সভ্য হইয়াছে ৪৪৪, দোকানকর্ম্মচারী সমিতিতে ৬১, চা-বাগান মজুর ইউনিয়নে ৩৫ জন।

আমরা জানি ঐক্য সপ্তাহে যেমন জোরের সঙ্গে আন্দোলন চলিয়াছে তাহার চেয়েও বেশী জোরে এখন প্রতিদিন আন্দোলন চালাইতে হইবে। তাহা পারিব বলিয়া আমাদের ভরসা আছে, উপত্যকার বেশীর ভাগ মানুষকে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পথে টানিয়া আনিতে পারিব বলিয়া আমাদের ভরসা আছে।

(৬-এর পাতার শেষাংশ)

ভাগ করিয়া, কোটা ধরিয়া আমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। পার্টির সমস্ত সমর্থকদিগকে প্রচারবাহিনীতে টানিয়া আনুন, প্রচারবাহিনীর কাজে শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করুন। এই কাজের ভিতর দিয়া পার্টি কর্ম্মীর পরীক্ষা হউক। প্রত্যেক স্কোয়াড প্রথম সপ্তাহের অভিজ্ঞতা লইয়া প্রচারকার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্ত্তিতা এবং পরিকল্পনা আনুন। ঠিকমত রিপোর্ট যথাসময়ে পাঠাইয়া কাজের ধারা উন্নত করুন।

আমাদের এখন অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে, দেশ ও জাতি ঐক্যের পথে অত্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হইতে সুরু করিয়াছে। চতুর্গুণ উৎসাহে কাজে নামিলে সাফল্য আমাদের করতলগত হইবে। সাম্রাজ্য-বাদের হাত হইতে আমরা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ছিনাইয়া আনিতে পারিব।

একতা সপ্তাহের শিক্ষা

[ভবানী সেন]

দেশের ভাগ্য লইয়া সাম্রাজ্যবাদ যখন ছিনিমিনি খেলিতেছে, এদেশ লুণ্ঠনের জন্ত জাপ-ফাসিষ্টরা যখন ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং দেশের ভিতর স্বদেশপ্রেমিকেরা যখন মুক্তির পথ চিনিতে না পারিয়া দিশাহারা অবস্থায় পঞ্চমবাহিনীর হাতের পুতুল হইয়া পড়িতেছে ঠিক সেই সংকটমুহূর্ত্তে কমিউনিষ্ট পার্টি একতা সপ্তাহে নামিয়াছে, ঐক্য আন্দোলন উদ্বোধন করিয়াছে।

আন্দোলনের বিশেষত্ব

আমাদের পার্টি একভাবে সমগ্র জাতির মধ্যে একটা সংগঠিত অভিযান পরিচালনা করিয়াছে। আগেও আমরা অনেক বার অনেক রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছি কিন্তু এবারকার আন্দোলনে যে সংগঠনের পরীক্ষা আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছিল এমন আর কখনও হয় নাই। এ পরীক্ষায় আমাদের পার্টি ইউনিটগুলি মন্দ ফল দেখায় নাই। এবারকার ঐক্য সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা পার্টি আগাগোড়া সংগঠিত ভাবে করিয়াছে—ইহাই ঐক্য সপ্তাহের প্রথম বিশেষত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটি ঐক্য সপ্তাহের ঘোষনা দিবার সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধারা ও শ্লোগান জানাইয়া দিয়াছে। প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক সংগঠিত পার্টি স্কুলে অধিকাংশ জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডদিগকে পার্টির শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শিক্ষক কমরেড পি, সি যোশী শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাদেশিক কমিটি ৭ দিনের বিস্তৃত কর্ম্মপন্থা তৈরী করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের কর্ম্মসূচি তৈরী করিয়া দিয়াছে। পার্টির জেলা কমিটি সমুহ স্থানীয় কম্রেডদের মধ্যে স্কোয়াড় গঠন করিয়া, কাজের কোটা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্দেশগুলি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনের কাজের ফলাফল প্রতিদিন পার্টি সভায় আলোচিত হইয়াছে। এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতে পরের দিনের কাজ উন্নত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন সংগঠিত ভাবে আমরা ইহার আগে আর কখনও কোন আন্দোলন পরিচালনা করি নাই।

ঐক্য সপ্তাহের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে এবার আমরা শুধু মামুলী কায়দায় সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া চলিয়া আসি নাই, এবার বিবিধ উপায়ে আমরা দেশবাসীর ঘরে ঘরে, জনে জনের কাছে পার্টির রাজনৈতিক শ্লোগান পৌঁছাইয়া দিয়াছি, তাঁহাদিগকে কথা বলাইয়াছি, আমাদের কথা শুনাইয়াছি, আমাদের নীতি প্রত্যেককে তাহার নিজের বোধ্য ভাষায় বুঝাইয়াছি। যেখানেই পারিয়াছি একটি করিয়া সহি আদায় করিয়া, পার্টি পুস্তিকা বিক্রয় করিয়া অথবা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রচার কার্য্যের ফলাফলকে মুর্ত্তি দিয়া বাস্তব করিয়া তুলিয়াছি। প্রচার বাহিনী, বৈঠক মিটিং, পথ সভা নানাভাবে আমরা জনগণকে বহু ঐক্য আন্দোলনে টানিয়াছি। কোন কোন জেলা ইউনিট এ কাজে বলশেভিক উদ্ভাবনী শক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন। হুগলি জেলার কমরেডরা শিক্ষিত প্রচার বাহিনী রেলগাড়ীতে রেলগাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ট্রেণ স্কোয়াড গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া কলিকাতা হইতে হুগলি পর্য্যন্ত জাতীয় ঐক্যের বাণী প্রচার করিতেন। দিনাজপুরে এই উপায়ে ট্রেনযাত্রীদের নিকট হইতে অনেক সই যোগাড় করিয়াছেন। এই অভিনব উপায়ে শত শত লোকের কাছে হুগলী ও দিনাজপুরের কম্রেডরা পার্টির বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন। যশোরের কম্রেডরা হাটের মাঝখানে যাইয়া ম্যাপ ও গ্লোব প্রভৃতি লইয়া রীতিমত আসর জমকাইয়া হাটের জনতা টানিয়া আনিয়াছেন। এইরকম নানা ভাবে আমাদের পার্টির শ্লোগান দেশের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

জাতীয় লাভ

ঐক্য সপ্তাহে আমরা কি লাভ করিলাম?

প্রথমতঃ পার্টির রাজনৈতিক ঐক্য নভেম্বর সপ্তাহের ভিতর দিয়া অনেক বেশী দৃঢ় হইয়াছে। যাঁহারা ভাবিতেন—আমাদের শ্লোগান জনসাধারণ বুঝিবে না কিংবা গ্রহণ করিবে না, যাঁহারা পার্টি নীতি নির্ভুল মনে করিলেও তাহার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই সন্দেহ ঘুচিয়াছে। প্রত্যেক জেলা ইউনিটের রিপোর্টের মধ্য হইতেই ফুটিয়া বাহির হইতেছে জ্বলন্ত আত্ম বিশ্বাসের পরিচয়।

দ্বিতীয়তঃ হাজার হাজার দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের নীতির প্রতি সমর্থন সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার একটা পরিচয় পাওয়া যায় আমরা কি পরিমাণ সহি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার ভিতর। উদাহরণ স্বরূপ এক সপ্তাহে আমরা সহি পাইয়াছি কলিকাতায় ১১৫০০, ২৪ পরগণায় ৬৭৮৫, হাওড়ায় ৫০০০, ফরিদপুর জেলায় ৪৩৭৫, ঢাকা সহরে ৪০০০ এবং সুর্ম্মাভ্যালীতে ৫০৯৪। ঢাকার মত সহর যেখানে পঞ্চমবাহিনী প্রবল সেখানে একটা মাত্র সহরে ৪০০০ এবং ফরিদপুর জেলা যেখানে পার্টি কর্ম্মীর সংখ্যা খুব কম সেখানে চার হাজারেরও বেশী সহি পাওয়া কথার কথা নয়! কিন্তু অন্যান্য অনেক জেলা এত ভাল রেকর্ড দেখাইতে পারেন নাই। তবু সমগ্রভাবে আমরা হাজার হাজার সাধারণ দেশবাসীকে (যারা কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক নয়) জাতীয় ঐক্য আন্দোলন সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিতে পারিয়াছি। যে কয়টি জেলার খবর আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ৫০ হাজারেরও উপর সই যোগাড় হইয়াছে। অনেক জেলার খবর এখনও পৌছে নাই।

তৃতীয়তঃ প্রায় প্রত্যেক পার্টিকর্ম্মী এই সপ্তাহে প্রচার কার্য্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। জনসাধারণের কথা শুনিয়া তাহাদের ভাষায় তাহাদিগকে পার্টির নীতি বুঝাইতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। আগের যুগে যে সব কমরেড হয়ত মিটিংয়ে বেঞ্চি টানা বা ঝাণ্ডা আনা ছাড়া আর কিছু করিতেন না, তাঁহারাও এবার বাধ্য হইয়াছেন কথা বলিয়া যুক্তি দিয়া সাধারণ লোককে জাতীয় ঐক্যের নীতি বুঝাইতে। এক কথায় ঐক্য সপ্তাহে পার্টির মধ্যে মুকের মুখেও ভাষা ফুটিয়াছে। প্রত্যেক কমরেড ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছেন জাতীয় ঐক্যের বাণী কিভাবে প্রচার করিলে জনগণ বুঝিতে পারে এবং তাহার সাফল্য সম্পর্কে আস্থা অনুভব করে।

চতুর্থতঃ মুসলমান জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের জন্ত আমরা অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইতে পারিয়াছি। মুসলমান জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝিতে পারিয়াছে যে আমরা মুশ্লিম লীগকে ভাঙ্গিতে চাই না, মুসলমান জনগণের স্বাধীনতার জন্য আমরা মুশ্লিম লীগকে কংগ্রেসের সাথে একতাবদ্ধ হইতে বলি। দেশের প্রত্যেক জায়গায় মুশ্লিম জনগণ এবং মুশ্লিম লীগের যথেষ্ট নেতা এবং কর্ম্মী জাতীয় ঐক্যের আহ্বানকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। ঢাকার মত সাম্প্রদায়িক ঝগড়ার জেলায়ও ৯ হাজার মুসলমান আমাদের গণ-দরখাস্তে সহি দিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ পঞ্চমবাহিনী এই ঐক্য-সপ্তাহে নগ্ন এবং কোনঠাসা হইয়াছে। সুভাষপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লক অধিকাংশ স্থানে এই সপ্তাহে মুখ দেখাইতে পারে নাই, যেখানেই সে দাপট দেখাইতে আসিয়াছে সেইখানেই জনগণের কাছে তাহার স্বদেশ ভক্তির মুখোসের তলা হইতে ঘৃণিত দেশদ্রোহিতার রূপ ধরা পড়িয়াছে। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা জনসাধারণকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে—"কমিউনিষ্টদের 'জাতীয় দাবীতে' সহি দিও না তাহা হইলে পুলিশে ধরিয়া লইবে।" মুসলমানদের তাহারা বলিয়াছে 'কমিউনিষ্টদের পন্থা জিন্নার ফতোয়ায় বিরোধী" আবার হিন্দুদের, বলিয়াছে, কমিউনিষ্টরা দেশটাকে মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই কৌশল তাহাদেরই স্বরূপ জনগণের কাছে ধরাইয়া দিয়াছে, আর আমাদেরই প্রচেষ্টাকে করিয়াছে জয়যুক্ত।

ষষ্ঠতঃ এবং প্রধানতঃ এই সপ্তাহে আমরা সাম্রাজ্যবাদের দমননীতিকে যোগ্যতম উপায়ে ব্যর্থ করিয়াছি। জাতীয় ঐক্য আমলাতন্ত্রের সমাধি রচনা করিবে তাহা বুঝিয়াই এই সপ্তাহে দমননীতির আঘাত আমাদের উপর বাড়িয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কমিউনিষ্ট নেতাগণ এবং একজন প্রাদেশিক সংগঠনকারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রংপুরে আমাদের দুইটি প্রচারবাহিনী গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রচারপত্রগুলি পুলিশে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় সভা-মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও অনেক জেলাতেই সভা সমিতির অনুমোদন পাওয়া যায় নাই, কোন কোন জায়গাতে সভা এবং মিছিল জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সভা-মিছিলের নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার দেশবাসীর কাছে আমরা আমাদের পার্টির বাণী পৌছাইতে পারিয়াছি, সভা যখন নিষিদ্ধ ছিল না তখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী লোকের কাছে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আমরা কখনো পৌছিতে পারি নাই।

আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি

ঐক্যসপ্তাহে আমরা যেমন আমাদের শক্তির পরিচয় দিয়াছি, তেমনি আমাদের দুর্ব্বলতাও ধরা পড়িয়াছে।

আমরা হাজার হাজার লোকের কাছে পৌছিয়াছি সত্য কিন্তু দেশে তো শুধু কয়েক হাজার লোক বাস করে না, বাস করে কয়েক কোটি লোক। আমরা আমাদের পার্টি কর্ম্মীদিগকে কাজে লাগাইয়াছি কিন্তু পার্টির পতাকাতলে যত সমর্থক আছেন তাঁহাদের সবাইকে কাজে লাগাইতে পারি নাই, তাই সমগ্র জনমত লইয়া জাতীয় ঐক্যের দুর্গ তৈরী করিতে পারি নাই। যাঁহাদের সমর্থন অর্জ্জন করিয়াছি তাঁহাদেরও সম্পূর্ণভাবে ঐক্যের পথে সক্রিয় করিতে পারি নাই।

যে সব জায়গায় আমরা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছি সে সব জায়গায় এখনও স্থায়ীভাবে কোন ঐক্যমণ্ডলী গড়ি নাই, অর্থাৎ প্রচারের সাফল্যকে সংগঠনে রূপান্তরিত করি নাই। সহি সংগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু সমর্থকদের লইয়া কোন স্থায়ী বৈঠক গড়ি নাই।

প্রত্যেক প্রচারবাহিনীর প্রতিদিনকার কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং কঠোর শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে প্রচারবাহিনী প্রচারে বাহির হইবার সময় এলোমেলো ভাবে এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়াছে, ঠিক সময় মত বাহির হইতে পারে নাই এবং বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট কাজের বিভাগ হয় নাই। শ্রমিকদের মধ্যে, মধ্যবিত্তের মধ্যে, সংগ্রামপন্থী ও সংগ্রাম বিরোধীর মধ্যে কে কোথায় কিভাবে প্রচার করিবেন তাহা ঠিক করিয়া স্কোয়াডের সভ্যদের কাজের বিভাগ হয় নাই।

ঐক্য সপ্তাহের রিপোর্ট দেওয়া সম্পর্কেও গাফলতি রহিয়াছে। অল্প কয়েকটি জেলাই সময়মত রিপোর্ট দিয়াছেন, কোন কোন জেলা হইতে ১৮ই নভেম্বর তারিখের মধ্যেও রিপোর্ট আসে নাই। কয়েকটি ক্ষেত্রের রিপোর্টে শুধুমাত্র কয়েকটি মামুলী গণিতের সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নাই। কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হইলাম সে কথা বহু রিপোর্টেই আছে কিন্তু কি উত্তর দিলাম এবং উত্তরের ফল কি হইল সেকথা মাত্র দু'একটি রিপোর্টে আছে, অন্য কোন রিপোর্টে নাই। অথচ এই ধরণের রিপোর্টের উপর আমাদের কাজের উন্নতি এবং চরম সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

এবার এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের দুর করিতে হইবে।

এখনকার কর্ত্তব্য

ঐক্য সপ্তাহই ঐক্য আন্দোলনের শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। এখন হইতে প্রত্যেক সপ্তাহই আমাদের কাছে ঐক্য সপ্তাহ। ঠিক এই সপ্তাহের মতই কাজের

(শেষাংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

আলোচনা

ধাপ্পা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র কোণঠাসা

আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধবাদী নয়, এই মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমেরিকার জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত করিয়া চলিয়াছে। এ অপবাদ যতই মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে, ততই যেন ইংরেজ সরকার মরিয়া হইয়া অছিলার পর অছিলা খুঁজিতেছে। গান্ধীজির সঙ্গে রাজাগোপালাচারীর সাক্ষাতের অনুমতি দিতে বড়লাট অস্বীকার করিলেন। বিলাতে যাইয়া রাজাজী এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সেখানকার লোককে ওয়াকিবহাল করিবেন বলাতে বিলাতের অনেকে উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু ভারতের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমেরী সাহেবের তাহা মনঃপুত হইল না, রাজাজীর বিলাত যাওয়া ঘটিল না। সকলেই বুঝিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করিয়া ভারতে জাতীয় সরকার প্রবর্ত্তন করা এখন চার্চ্চিল মন্ত্রীসভার মতলব নয়। বরং মিটমাটের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্যই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উদগ্রীব।

এ অবস্থায় জনসাধারণকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধোঁকা না দিলেই নয়। তাই সেদিন আমেরিকার জনমতকে উদ্দেশ্য করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ লিটল্টন প্রাণপণ ওকালতি করিয়াছেন। ভারতের লোক কেবলই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে, জাপানকে আটকাইবার কাজে কংগ্রেসকে কিছুতে বিশ্বাস করা চলে না, ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া গেলে তখনই জাপান আসিয়া ঢুকিবে—ইত্যাদি মিথ্যা ও অবান্তর কথা বলিয়া তিনি সরকারের সাফাই গাহিয়াছেন। কিন্তু ভবী ভুলিবে না, জনমতকে এত সহজে ধোঁকা দেওয়া চলিবে না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পরে যিনি সব চেয়ে প্রভাবশালী নেতা, সেই মিষ্টার উইল্কি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে আজ ভারতের জনগণ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে ইংরেজ-আমেরিকানের সাথী না হইলে যুদ্ধ জয় হইবে না, আর তাহাদের পরাধীনতার শিকল পরাইয়া রাখিলে চলিবে না। বিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক্ ঐ কথাই বলিয়াছেন। কংগ্রেস ও গান্ধীজিকে ফ্যাসিষ্ট পক্ষের সমর্থক বলা যে নির্জ্জলা মিথ্যা, তাহা মিত্রপক্ষের একজন প্রধান কর্ণধার, দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা জেনারেল স্মাট্‌স্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

ভারত সম্বন্ধে ধাপ্পাবাজী কোন দেশের জনমত বরদাস্ত করিতেছে না। এদিকে আমরা ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছি, জাতীয় সরকারের দাবী চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে, এমেরি-লিন্‌লিথগোর দল ক্রমেই কোণঠাশা হইতেছে।

আম্বেদকর গবর্ণমেণ্টের কৃতিত্ব

জাতীয় সরকারের দাবীর পিছনে সমস্ত ভারতবাসীর ঐক্যকে আমলাতন্ত্র যমের মত ভয় করে। তাই আমলাতন্ত্র যতই কোণঠাশা হইতেছে, লাট-পরিষদের জো-হুকুম ভারতীয় সদস্য কয়জন ততই মিথ্যা প্রচার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেদের চাকুরীও বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। বড়লাটের শ্রম-বিভাগের সদস্য ডাঃ আম্বেদকর সম্প্রতি এক রেডিও বক্তৃতায় শ্রমিকদের জন্ত গবর্ণমেণ্ট হেন করিয়াছে তেন করিয়াছে বলিয়া খুব গলাবাজী করিয়াছেন। তাহার স্পর্দ্ধা এতখানি যে মজুরদিগকে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন! জিনিষপত্রের দাম প্রতিদিন হু হু করিয়া বাড়িতেছে, কিন্তু এ সব হইতে মজুরদিগকে বাঁচাইবার জন্য মাগ্‌গি ভাতা বা মজুরি বৃদ্ধির কোন আইন আজ পর্য্যন্ত আম্বেদকরের গবর্ণমেণ্ট পাশ করে নাই। বরং মজুররা যে অন্যত্র বেশী মাহিনার কাজ পাইলে সেখানে যাইয়া নিজের উন্নতি করিবে তাহাও আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "এসেন্সিয়াল সার্ভিসে" গবর্ণমেণ্ট আইনমতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অথচ কলিকাতায় বিজলী, গ্যাস, কর্পোরেশন, ডক, ট্রাম প্রভৃতির মজুরেরা যাহাতে উপযুক্ত মাগ্‌গি ভাতা পায় আম্বেদকরের ডিপার্টমেণ্ট আজও তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিল না। যে সামান্যটুকু করিয়াছে তাও মজুররা ষ্ট্রাইক করার পর, নয়তো ষ্ট্রাইকের ভয়ে।

এহেন আম্বেদকর আবার গুমোর করিয়া বলিয়াছেন যে, এদেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দরকার নাই কারণ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের চেয়ে বেশী কিছু জাতীয় গবর্ণমেণ্টেও করিতে পারিবে না!

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে জিতিবার যে ব্যবস্থা করিতেছে তাহার আরও দু একটি নমুনা সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ অস্ত্র ও মোটরের যুদ্ধ—শিল্প না বাড়িলে অস্ত্র ও মোটর বাড়ে না, লড়াইয়েও জেতা যায়না। প্রাচ্য যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি ভারত, এখান হইতেই জাপানীকে খেদাইতে হইবে, এখান হইতেই ব্রহ্ম, মালয়, জাভা প্রভৃতিতে অভিযান চালাইতে হইবে, এখান হইতেই চীনকে সাহায্য দিতে হইবে। অথচ সেই ভারতেই শিল্প গড়ানোর কোন চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে 'গ্রেডী মিশন' আসিয়া এদেশে শিল্প সম্বন্ধে কতগুলি সুপারিশ করিয়াছিল। তাহাতে এমন কিছু অদলবদলের কথাও বলা হয় নাই, সামান্য কিছু শিল্পোন্নতি সম্বন্ধেই মিশন প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার তখনই এ বিষয়ে তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। সেদিন জানা গেল যে মিশনের প্রস্তাবগুলি আপাতত ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে। সামরিক পরিস্থিতির কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়াই নাকি এরূপ হইল!

বাংলাদেশে কাউন্সিলেও একটি তাজ্জব ব্যাপার ঘটিয়াছে। সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে মাত্র দশ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বাংলার শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা হউক। উত্তর আসিল যে একটী কমিটি কিছুদিন হইতে খাড়া করা হইয়াছে, তাহার রিপোর্ট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে সরকার কিছু করিতে রাজী নয়। জাপানীরা যেন কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে!

কংগ্রেসকে বাদ দিবার চালে ফাঁসিও না

জাতীয় সরকার থাকিলে আজ সব "কাজ" ফেলিয়া দেশের শিল্পবল ও সৈন্যবল বাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিত—এ কথা দেশের বিভিন্ন শ্রেণার লোক ক্রমেই বেশী বেশী করিয়া বুঝিতেছে। তাই "কংগ্রেস লীগ আপোষের জন্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত কর"—এই দাবীর ভিত্তিতে ঐক্য আন্দোলন ক্রমেই শক্ত হইতেছে। আমলাতন্ত্রও ততই সন্ত্রস্ত হইতেছে, ঐক্য চেষ্টার বিরুদ্ধে নানান্ ষড়যন্ত্র সুরু হইতেছে! যদি কংগ্রেসকে বাদ দিয়া নামকে ওয়াস্তে একটা "জাতীয়" গবর্ণমেণ্ট খাড়া করা যায় তাহা হইলেই এই ষড়যন্ত্র সফল হয়, তাই এই চেষ্টার আর অন্ত নাই।

মুসলিম লীগের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতিকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেন তাঁহারাও সকলেই জানেন যে, এদেশে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া এমন কোন গবর্ণমেণ্ট করা যায় না যাহার দ্বারা দেশের বেশীর ভাগ লোককে দেশরক্ষায় উপযুক্ত রকমে সংগঠিত করা যাইবে. তাঁহারা ইহাও জানেন যে কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দাবীর পিছনে না থাকে তাহা হইলে প্রকৃত ক্ষমতা ছাড়িতে আমলাতন্ত্রকেও কিছুতেই বাধ্য করা যাইবে না। এ কথা জানে বলিয়াই লীগ আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে আজও ফাঁসে নাই, অন্য পক্ষে কংগ্রেস-লীগ এক হয় নাই বলিয়া আমলাতন্ত্র আজও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে।

কিন্তু তবুও জিন্না সাহেব মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলেন, যেমন সেদিন জলন্ধরে বলিয়াছেন: ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলেন "কংগ্রেস ছাড়া সাময়িক গবর্ণমেণ্ট কিরূপে হইতে পারে?" আমরা (লীগ) বলি "ষোল আনা সমর্থন নাই যদি পাও তো দশ কোটী মুসলমান লইয়াই আরম্ভ করনা কেন?"

সম্ভবতঃ কংগ্রেসকে ভয় দেখাইয়া লীগের দাবীতে রাজী করাইবার জন্য চাপ হিসাবেই এই কথাটী লীগ মহল হইতে শোনা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান দিনে লীগের দাবী পাইবার পক্ষেও এই আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ শুধু যুক্তির বলে জাপানী আক্রমণে সন্ত্রস্ত মুশ্লিম-প্রধান প্রদেশগুলি কিংবা লীগ কাহাকেও আমলাতন্ত্র ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে না, অথচ ইহার সুযোগে একটা অসার গবর্ণমেণ্টের ঠাট কায়েম করিয়া ভারত ও দুনিয়াকে ধোকা দিবে। দেশভক্ত লীগ, কংগ্রেস বা যে-কোন প্রতিষ্ঠানেরই সভ্যই হোন না কেন তাঁহাকে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলিয়া একথা পরিষ্কার বুঝিতে ও বলিতে হইবে যে দেশরক্ষা করিবার জন্য, এমন কি মুসলমানদেরও জাপানী দাসত্ব হইতে বাঁচাইবার জন্য যে বিরাট প্রতিরোধ প্রয়োজন তাহাতে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে লড়া দরকার, তাই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি এখনই চাই।

জাপানীর তোড়জোড় কি ভরসায়?

নহিলে সমুহ বিপদ। আমলাতন্ত্রের দমননীতির ফলে লোকের মধ্যে বিরক্তি ও ধ্বংসকার্য্যের হিড়িক জাপানীকেই সাহসী করিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি চুংকিং হইতে খবর আসিয়াছে যে ব্রহ্মদেশ হইতে ৩০,০০০ জাপানী সৈন্য পশ্চিম য়ুনানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কুন্‌মিং আক্রমণ করিয়া চীন ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের রাস্তা নষ্ট করা তাহাদের মতলব।

বর্ত্তমান অবস্থায় চীনে সাহায্য পাঠাইবার পক্ষে ভারতবর্ষই একমাত্র ঘাঁটি। চীনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আমরা যে ব্যাকুল, তাহা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সম্প্রতি প্রকাশিত চিঠিতে খুবই জোর দিয়া বলা হইয়াছে। চীন যে সর্ব্বত্র ও বিশেষত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায়, তাহা চিয়াংকাইশেকের শেষ বিবৃতিতে পরিষ্কার ঘোষিত হইয়াছে। ভারতকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা করিবার জন্য জাপানী ফ্যাশিষ্টের দর্প চূর্ণ করিতে হইলে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া, এককাট্টা হইয়া আমাদেরই লড়াই করিতে হইবে।

কিন্তু তাহার উদ্যোগ কোথায়? কোন্ সাহসে জাপান ৩০,০০০ সৈন্য কুন্‌মিং অভিমুখে পাঠাইতেছে? ব্রহ্মদেশে জাপান কি এখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছে? ভারতবর্ষ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা কি তাহার নাই? সে আশঙ্কা থাকিলে কি জাপান চীনকে য়ুনান-অঞ্চলে আক্রমণের তোড়জোড় করিতে পারিত? দমননীতির ফলে ভারতে যে অশান্তি ঘটিয়াছে এবং লোকের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব যেরূপ কমিতেছে তাহাতেই জাপানীরা মনে করিতেছে যে, তাহাদের পিছনে ভারত হইতে তেমন জোর আক্রমণের ভয় নাই।

নাজিমউদ্দীনও একতার পথে

জিন্না সাহেব মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত ধরণের চাপ দিলেও বিপদ সম্বন্ধে ও একতার প্রয়োজন সম্বন্ধে লীগ মহল ক্রমশঃই অবহিত হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। খাজা সার নাজিমউদ্দীনের রাজনৈতিক মতামত ও মনোভাব সকলেই জানে। দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাকুলতা তিনি কখনও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেদিন লায়ালপুরে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ কনফারেন্সে সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মুসলিম সমাজে যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বুঝা যাইবে। নাজিমউদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন:—"কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে। যদি কংগ্রেস মুসলমানদের দাবী স্বীকার করিয়া লয় এবং হিন্দু ও মুসলমান এক হইয়া চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি কংগ্রেস ও মহাসভাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইবে তাহা নয়, বরং তাহারা আজাদের লড়াইয়ে সকলের আগে দাঁড়াইয়া সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিবে।" পাকিস্তান দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেন:—"আমরা এখনই পাকিস্তান চাহিতেছি না। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী, সেখানে মুসলমানদের মধ্যে গণভোট লইয়া মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হউক, ইহাই আমরা চাই। যে সময় ভারতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে বাধার সৃষ্টি হইতেছে, তখনই যদি হিন্দুরা এ প্রশ্ন সম্বন্ধে মন স্থির করিতে না পারেন, তবে ইংরেজের কাছ হইতে ক্ষমতা হাত বদল হওয়ার পর কি মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে?"

মুসলমানদের মনে এই যে সন্দেহ উঠিয়াছে, তাহা দুর করার জন্য জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা নিশ্চয়ই চিন্তা করিবেন। চিন্তা করিলে তাঁহারা সকলেই বুঝিবেন যে কমিউনিষ্টরা যে ঐক্যনীতি প্রচার করিতেছে, তাহা মুসলিম লীগের পক্ষে গ্রহণ করার কোন অকাট্য বাধা নাই। কমিউনিষ্ট ঐক্যনীতি আজাদ মুসলিমদের সমর্থন পাইয়াছে, সকল জাতীয়তাবাদীরই সমর্থন আজ না হয় কাল পাইবে। লায়ালপুরে ও জলন্ধরে মিষ্টার জিন্না স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মুসলিম লীগের এই দাবী স্বীকৃত হইলে এখনই সকল দলের সহযোগিতায় অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ঐক্য আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার সুবর্ণসুযোগ আজ উপস্থিত। এ সুযোগ অবহেলা করার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের হইতেই পারে না। জাতীয় সরকার আদায় না করা পর্য্যন্ত তাই আমাদের বিশ্রাম নাই, আপ্রাণ পরিশ্রম করিতে হইবে।

পাইকারী জরিমানা উঠাও

পাইকারী জরিমানার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। যুক্তপ্রদেশে লিবারল দলের এক সভায় পাইকারী জরিমানা চাপানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। নির্দ্দোষীরাই এ জরিমানার চাপে আজ বেশী ভুগিতেছে; যাহারা দোষী, তাহারাই হয়তো পার পাইয়া যাইতেছে। সরকার যে এ বিষয়ে চোখ কাণ বুজিয়া আছেন, তাহার প্রমাণ প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেবের বক্তৃতায় মিলিবে। কত টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে বা জরিমানা হইতে কত লোককে রেহাই দেওয়া হইয়াছে, তাহা তিনি এখনও জানেন না। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা করেন তাহাই হয়। কোন কোন জায়গায় মাত্র তিন দিনের নোটিশে জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁর পরামর্শদাতাদের মর্জ্জিতেই এ কাণ্ড ঘটিতেছে।

জনমতের চাপে হক্ সাহেবকে এবার বলিতে হইয়াছে যে মেদিনীপুরে ঝড় ও বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পাইকারী জরিমানা উঠাইয়া লওয়া সম্বন্ধে এখন বিবেচনা করা হইতেছে। বিবেচনা যেন অতি শীঘ্রই সাঙ্গ করা হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যাহারা নির্দ্দোষ, তাহারা জরিমানা মকুবের জন্য দরখাস্ত করুন। মুস্কিল এই যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই এ দরখাস্তের বিচার করিবেন। অর্থাৎ যিনি ভক্ষক, তাঁহাকেই রক্ষকের কাজ দেওয়া হইতেছে!

এ মুস্কিলের আসান দেশের লোকই করিবে। পাইকারী জরিমানার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমস্ত শ্রেণীর লোককে টানিয়া আনিতে হইবে।

পাট চাষীর দুর্দ্দশার প্রতিকার চাই

পাটের দর নাই

বাংলার পাট চাষীদের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র ক্রমাগত অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে কিন্তু চাষীরা "তিন মণ পাট না বেচিয়া এক মণ চাউলও কিনিতে পারে না" একথা প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায্য দর দূরে থাকুক, পেট চালানোর পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহাও চাষী পাইতেছে না। গরীব চাষীর পাট ঘরে ধরিয়া রাখিবার অবস্থা একেবারেই নাই—তাই মাটির দরে তাহাকে পাট বেচিয়া ফেলিতে হইল। যাহারা ধরিয়া রাখিতে পারে তাহাদেরও উচিত মূল্য পাওয়ার আশা নাই। অথচ সরকারের উপদেশে চাষীরা এ বৎসর ১০ আনা জমিতে পাট বুনিয়া গত বৎসরের প্রায় ডবল ফসল ফলাইয়াছে। এ বৎসরই কিন্তু বিদেশে পাটের চাহিদা আরও কমিয়া গিয়াছে। জাপানের আক্রমণ সুরু হওয়ার পর বিদেশে চালানের জাহাজ আরও কমিয়াছে। এমন কি দেশের মধ্যেও মালগাড়ী এত কমিয়াছে যে, বহু পাট মফঃস্বলে জমা থাকিয়া পচিতেছে।

আমাদের কাছে বিভিন্ন জেলা হইতে যে রিপোর্ট আসিতেছে তাহাতে চাষীর এই দুর্গতির ছবিই স্পষ্ট হইয়া উঠে। ময়মনসিংহের খবর, অধিকাংশ জায়গায় আউষ ধান হয় নাই। অথচ গত বৎসর যেখানে পাটের দর ছিল আট টাকা, এ বৎসর সেখানে দর চার টাকার বেশী নয়। কোন কোন যায়গায় দেড় টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ফরিদপুরে গত বৎসরে ছিল ৮৲ হইতে ১২৲ টাকা। এবারে ৬৲ টাকার বেশী নয়। খুলনায় গতবারের অর্দ্ধেক দাম হইয়াছে। নওগাঁয় (আসাম) ২৷৹ হইতে ৩৲ টাকায় অর্থাৎ গত বৎসরের অর্দ্ধেক দরে পাট বিক্রি হইতেছে।

ইহা তো গেল বাজার দর। আসলে গরীব চাষী এ দরও পায় নাই। জমিদার মহাজনের তাড়নায় ও ক্ষুধার জ্বালায় চাষীরা পূর্ব্বেই নামমাত্র মূল্যে তাহাদের সমস্ত মজুদ পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। ময়মনসিংহে তাহারা দুই বা আড়াই টাকার বেশী পায় নাই, রংপুরেও তাহাই। ফরিদপুর হইতে জানা গেল যে সেখানে ক্রেতারা চাষীর পাট ওজনে মণকরা দেড় সের কমাইয়া দেয় এবং খাজনার জন্য দু পয়সা ও "ধলতা" বাদ দিয়া দাম দেয়।

ঘরে খাবার নাই

অথচ ময়মনসিংহে (গৌরীপুরে) চাউলের দর ১৫।১৬ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল, সাধারণে বহু চেষ্টা করায় ১০।১২ টাকায় নামিয়াছে। যেখানে দর খুব কম সেখানেও সাড়ে ছয় টাকার কমে নামে নাই।

আজ তাই পাট চাষীর ঘরে খাবার নাই—হালের বলদ বেচিয়া অগ্নিমূল্যে চাউল কিনিতে হইতেছে। অনেককে কচুসিদ্ধ বা কালি কলাইয়ের ডাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইতেছে। অনাহার, অর্দ্ধাহার, ভিক্ষা, চুরি নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হালের বলদ ও পিতল-কাঁসার বাসন শেষ হইয়া যাওয়ায় রংপুরের কোন কোন চাষী ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এক বেলা খাওয়ার যোগাড় করিতেছে। কোন সভ্য দেশেই এমন অবস্থা মানুষ বরদাস্ত করিতে পারে না।

সরকারী অব্যবস্থা

এই অবস্থা প্রতিকারের দায়িত্ব আইনত বাংলা সরকারেরই। আমলাতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, কেরোসিন সমস্যা ও এমন কি পয়সা-আধলা সমস্যা—কোন সমস্যারই ব্যবস্থা করিতে পারিল না। পাট সমস্যাও সেই অব্যবস্থারই ফল।

গত বৎসর হইতে এবারে চাষীকে বেশী জমিতে পাট বুনিতে বলা হইল কিন্তু দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল না। এমনিতেই মফঃস্বলের চাষীরা কলিকাতার দর কখনো পায় না, :তাহার উপর এবারে যানবাহন তো একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য। ফলে ফড়িয়া ও ব্যাপারীদেরই শেষ পর্য্যন্ত আরো সুবিধা হইয়াছে। এই রকম ব্যাপার যে ঘটিতে পারে তাহা একটা সাধারণ লোকও বুঝিতে পারে, সুতরাং বাংলা সরকার তাহা বুঝেন নাই—আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু দেশের অন্যান্য ব্যাপারের মত এবিষয়েও সরকার চুপ করিয়া থাকা পছন্দ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাঙ্গা ব্যবস্থাটাকে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া রাখিবার জন্য হক সাহেব দিল্লী দৌড়াদৌড়ি করিয়া ভারত সরকারের নিকট হইতে এক কোটি টাকা কৃষিঋণ আনিয়াছেন। ব্যবস্থা হইয়াছে যে মোটের উপর বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা করিয়া পাটচাষীদের ধার দেওয়া হইবে এবং শতকরা ৬৷৹ সুদ সমেত এই টাকা পরে আদায় করা হইবে। যাহারা এই ঋণ পাইবে তাহারা সরকারের অনুমতি ছাড়া পাট বিক্রয় করিতে পারিবে না। তিন বিঘার বেশী যাহাদের পাটের জমি আছে তাহারা এই ঋণ পাইবে না।

কৃষি-ঋণ ধাপ্পা মাত্র

প্রথমে মনে হইতে পারে যে এ ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে চাষীকে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ সরকারের ঐ ঋণ পাইবার বহু আগেই অধিকাংশ গরীব চাষী নামমাত্র মূল্যে পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং এই ঋণের জোরে গরীব চাষী পাট ধরিয়া রাখিবার সময় পাইল না। ইংরেজ পুঁজিদারদের মুখপত্র "ক্যাপিটাল" কাগজও স্বীকার করিয়াছে যে পূর্ব্বেই এই ঋণের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, এখন দেরী হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অনেক চাষীকে পাটের লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই এবং লাইসেন্সের জন্য কিম্বা তাহার সংশোধনের জন্য দরখাস্ত দিলে তাহার কোন :প্রতিকার হয় না। তৃতীয়তঃ অনেক জেলা হইতে খবর আসিতেছে যে গত বৎসর যে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য কৃষকদের উপর নোটিশ জারী হইতেছে। ইহাই সব চাইতে মর্ম্মান্তিক পরিহাস। সরকার জিনিষপত্রের দাম বাঁধিয়া দিতে পারিল না, দিলেও ব্যবসাদারেরা পণ্ড করিয়া দিল। যানবাহনের ব্যবস্থা করিল না। এখন ঋণ দিয়া গত বৎসরের ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এবং গরীব চাষীর নামে ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়ৎদার ও অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোকেদের সুবিধা করিতেছে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর অবস্থাপন্ন সমর্থকেরাই কেবল ইহাতে লাভবান হইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক চালের শোচনায় পরিণাম ইহা হইতে আর কল্পনা করাও চলে না।

সমস্যা এড়াইলে চলিবে না

পাটচাষীর দুর্দ্দশা লইয়া সেদিন ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের পোঁ ধরিয়া বলিয়াছেন "ইহার উপর মানুষের হাত নাই।" অথচ পাটচাষের জমি আরো কমাইবার ও দর বাঁধিয়া দিবার কথা বলা হইলে সরকার পক্ষ উচ্চবাচ্য করে না। কারণ তাহা পুঁজিদাররা চাহে না, কেননা তাহাদের মোটা মুনাফাকে আরো মোটা করিবার পক্ষে তাহাতে অসুবিধা হইবে। ইংরেজ চটকলওয়ালাদের কাগজ "ক্যাপিটাল" দর বাড়ানোর কথাকে এড়াইয়া গিয়া পাটচাষের জমি কমানোর ব্যাপারে আপত্তি তুলিয়া লিখিয়াছে যে দুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা যথেষ্ট আছে, যুদ্ধের পরে চাহিদা আরো বাড়িবে, কলের মালিকদের গুদামে যথেষ্ট জায়গা আছে এবং মালিকরাও পাট ভরিয়া রাখার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু যানবাহনের অবস্থাই যত নষ্টের গোড়া, তাই পাটচাষ যেন কমানো না হয়। "ক্যাপিটালের" এই যুক্তি অচল। কেননা বাংলার গরীব চাষীরা মুনাফাখোর মিলমালিকদের মত সুদিনের আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের দিনান্তের খরচও আজ তাহার নাই।

পাটচাষীর দাবী

তাই "ক্যাপিটালের" যুক্তি শুনিতে গেলে পাটের দাম এখনি অন্ততঃ ১০৲ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। এবং যানবাহনের অব্যবস্থা যত দিন দূর না হয় ততদিন সরকারকে নিজেই বাড়তি সব পাট কিনিয়া মফঃস্বলের প্রতি ইউনিয়নে সরকারী গুদাম জাত করিয়া রাখিতে হইবে। গত বৎসরের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিত রাখিতে হইবে এবং এবছরের এই এক কোটী টাকা যাহাতে দুস্থ চাষীর হাতে যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভবিষ্যতে বৎসরের প্রথমে অর্থাৎ ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঋণ এবং চাষীর অন্যান্য ভার লাঘবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমিদারের খাজনা ও মহাজনের দেনা কিছুকালের জন্য মকুব করিতে হইবে। খাদ্য-শস্য বাড়াইবার জন্য চাষীকে এখন হইতে বীজ, সার, হালবলদ, সস্তা খাজনার জমি ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে।

একমাত্র এই পদ্ধতিতেই চাষীকে বাঁচানো যাইবে। আমলাতন্ত্র ১ কোটী টাকার ধোঁকা ও নজীর দেখাইয়া বিদায় লইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজেও ডুবিতেছে তাহার উপর ভরসা করিলে আমরাও ডুবিব!—তাই আজ দাবীগুলি লইয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি বাংলা দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন চালাইতেছে। জন ঐক্য সম্মেলনে এই দাবীর আলোচনা হইতেছে। গণসমাবেশ হইতে দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠানো হইতেছে।

জনমতের প্রবল চাপে সরকারী ঔদাসীন্য ভাঙ্গিতে হইবে। আজ বাংলার চাষীর খাবার জুটানোর সংগ্রাম আর হিন্দু মুসলমান একতার সংগ্রাম, কংগ্রেস লীগ ঐক্যের সংগ্রাম, জাতীয় সরকার আদায় করিবার সংগ্রাম—সব একই সংগ্রাম। লোকের দৃঢ় একতায় সব সংগ্রামই সফল হইবে।

কমরেড আশু হালদার

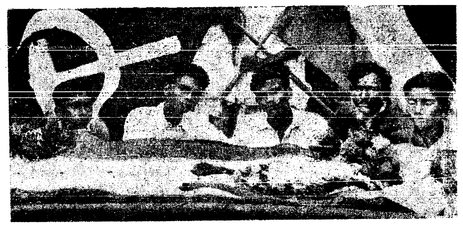

গত ১৬ই নভেম্বর জিলা কৃষক সম্মেলন হইতে ফিরিবার পথে ২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির সহকারী সম্পাদক, কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য কমরেড আশু হালদার মোটরের ধাক্কায় আহত হইয়া মারা যান।

কমরেড আশু ছিলেন ২৪ পরগণার এক গরীব কৃষক পরিবারের ছেলে। দারিদ্র্যের চাপে ১১ বছর বয়সেই তাঁহাকে কারখানার কাজে ঢুকিতে হয়। এই সময় তিনি সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে কাজ করিতে থাকেন। পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। একতা সপ্তাহে তাঁহার পরিচালিত স্কোয়াড নির্দ্দিষ্ট নাম সইর দ্বিগুণ যোগাড় করিয়া খাঁটি বলশেভিকের পরিচয় দেয়। তাঁহারা এক হাজার নাম সই করান।

মৃত্যু মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কমরেড আশু বলশেভিক বীরত্বের সাথে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিতে আমরা বজ্রমুষ্টিতে সম্মান জানাইতেছি।

জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটি প্রাপ্তি স্বীকার

মোট ৫১৮।৹ ও ৪৭৫ খানা কাপড়

কমরেড কল্যাণী মুখার্জি ৫৲ ও ১১ খানা পুরাতন কাপড়; শ্রীমতী দুর্গারাণী চৌধুরী ২৲ ও ২ খানা নূতন ধুতি; জনৈক ছাত্র ৩৲; জগদ্ধাত্রী থিয়েটার পার্টি, মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ১০৲; শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য, জলপাইগুড়ি ২৲; কিশোরগঞ্জ সহরে সংগ্রহ ৩৲; নৈহাটি সেবক সংঘ ১৩৯৲ ও ৪৪৫ খানা পুরাতন কাপড়; কমিউনিষ্ট কর্মিগণ, শান্তিপুর ৪০।৹ ও ৮ খানা পুরাতন কাপড়; শ্রীযুক্ত শিবপদ সেন, যশোহর ২৲; ক্রকবণ্ড শ্রমিক ইউনিয়ন, খিদিরপুর ৫০৲; কয়েকজন ভদ্র মহিলা, কলিকাতা ৩৸৹; বাবু করুণাময় দত্ত, কলিকাতা ১৲; গার্ল ষ্টুডেন্টস কমিটি, শিলং ১০১৲; মিঃ পি, কে, চৌধুরী ও মিঃ বি, এন, পাল, বারিপদ ৫৲; কলিকাতার ট্রাম মজুর ইউনিয়ন ৫০৲, মিসেস শেফালী সিংহ ও মিস অমিয়া দেবী, কলিকাতা ৫৲; জনৈক দরদী, কলিকাতা ১৲ ও ৯খানা কাপড়; মাদারীপুর পাঠাগার সংস্কৃতি সভায়ণ ৫৲; রংপুর সদর কংগ্রেস কমিটি ৪০৲; মিঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনগর ৫০৲।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—
জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটি
২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা | কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র | প্রতি সংখ্যা এক আনা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এস, এ | বুধবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪২; ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ | বার্ষিক ৩৷৹, ষাণ্মাসিক ১৸৵৹

সাবধান! দমননীতি স্থায়ী হইতেছে

এখনি না রুখিলে কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট-লীগ সবাইকে গ্রাস করিবে

জাপানীকে রুখিতে পারুক বা না পারুক, খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে না পারুক দমননীতি চালানোয় আমলাতন্ত্রের কি উৎসাহ ও অধ্যবসায়! অনেক স্থলে স্থানীয় আমলাতন্ত্র কংগ্রেস-সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে দমননীতি তাহারই সুযোগ লইয়া কমিউনিষ্টদের উপরও পুরাণো ঝাল মিটাইয়া লইতেছে। মেদিনীপুরে ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপাল পাণ্ডা, আদিনাথ দাস, বলাই ভৌমিক, কানাই ভৌমিক, নগেন ঘড়া, সুরেশ ভৌমিক, কুঞ্জবিহারী পট্টনায়ক প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট দরদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আগের দিনের মত তাঁহাদের অনেককেই পাকাপাকি ডেটিনিউ করিয়া রাখা হইয়াছে। বহরমপুরের গৌরী ও সন্তোষকেও তাহাই করা হইয়াছে। বালির পতিতপাবন পাঠক ও কেশব ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করিয়া দুই মাসেরও বেশী বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার কমিউনিষ্ট দরদী শ্রীমতী সুহাসিনী গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করিয়া ডেটিনিউ করা হইয়াছে। বিনা বিচারে কমিউনিষ্টদের বন্দী করিবার সুযোগ পাইয়া অনেক পুলিশ কর্ম্মচারীই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে ফাসিষ্টরা ও পঞ্চমবাহিনীর লোকেরাই খুশী হইতেছে।

সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার ঘটিয়াছে কলিকাতায়। ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক মিহির বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া ১৯৪২ সালের নূতন ২ নম্বর অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুলিশ অভিযুক্ত করিয়াছিল। যাহারা ধ্বংসমূলক কাজ ইত্যাদি করিবে তাহাদের তাড়াতাড়ি সাজা দিবার জন্য এই অর্ডিন্যান্স। ইহার বিচারের বিরুদ্ধে কোথাও কোন আপীল চলিবে না এবং সাজাও সাত বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। ছাত্র ফেডারেশন ফাসিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠান, ধ্বংস কার্য্যের পথ হইতে ভ্রান্ত দেশভক্তদের ফিরাইবার জন্য তাহার দৃঢ় ও অক্লান্ত চেষ্টার কথা আমলাতন্ত্রও জানে। অথচ সেই ছাত্র ফেডারেশনের হ্যাণ্ডবিল দিবার অভিযোগে ধ্বংসকার্য্যের ধারায় ইহাকে অভিযুক্ত করা হইল, ইহা আমলাতন্ত্রের কোন্ মতলবের পরিচয়? সুখের কথা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের এই কারসাজি নষ্ট করিয়া মিহিরকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও অতি উৎসাহী গোয়েন্দা বিভাগের চৈতন্য নাই।

কমিউনিষ্টরা ঐক্য আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতিকে একতাবদ্ধ করিতেছে। তাহা আমলাতন্ত্র চায় না, ফাসিষ্টদের রোখা যাক বা না যাক দেশের লোকের একতা তাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাই কমিউনিষ্টদের উপর আক্রমণ। কলিকাতায় একতা প্রচারের সময় সুধীন ধর, সন্তোষ ব্যানার্জি, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ ঝাঁ প্রভৃতি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বনগাঁতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তো সবকটী কমিউনিষ্টকে ধরিয়া তাহাদের উচ্ছেদেরই চেষ্টা করিতেছে। অন্য অধিকাংশ জেলায়ও এইরূপ চলিতেছে।

সবার উপরে টেক্কা দিয়াছে চট্টগ্রামের কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টি ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে ও আন্দোলনে সবার অগ্রণী এ কথা কর্তৃপক্ষই আগে স্বীকার করিয়াছিল। বার বার বোমা পড়িয়া চট্টগ্রামে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী প্রচার ও সংগঠনের প্রয়োজন বাড়িয়াই যাইতেছে। অথচ সেই প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জি চট্টগ্রামে পৌঁছিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তখনি জেলা ত্যাগের হুকুম দেন। জেলার কয়েকজন নেতাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইতে আমলাতন্ত্র বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু পার্টির কাজই নিষেধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের মধ্যে যে বিরাট দমননীতি চলিয়াছে তাহাকে যদি দেশের লোকের মিলিত শক্তিতে বন্ধ না করা যায় তো দমননীতিই দেশের উপর কায়েম হইয়া বসিবে। শুধু কংগ্রেস নয়, কোন সংগঠনেরই স্বাধীনতা থাকিবে না। এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি, এখন দিনে দিনে তাহার প্রমাণই বাড়িতেছে। কিছুদিন আগে "যুগান্তরের" উপর তিন দিন বন্ধ রাখিবার হুকুম জারি হইয়াছিল, কিন্তু তখন হিন্দু-মুসলমান সকলে এক হইয়া ইহার প্রতিবিধান করেন নাই। আজ মুশ্লিম পত্রিকা "ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার" উপর হুকুম জারি হইয়াছে। তেমনি আজ কংগ্রেস, কাল কমিউনিষ্ট, পরশু লীগ—এমনি ভাবে দমননীতির চোটও বাড়িতে থাকিবে—যদি না হিন্দু-মুসলমান সকলে এক হইয়া দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। হিন্দু-মুসলমান! কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট সমর্থক! দমননীতির বিরুদ্ধে :এক হও, আন্দোলন কর—আমলাতন্ত্র হুকুম উঠাইতে বাধ্য হইবে।

এই আন্দোলনে টানিতে হইবে—বিশেষ করিয়া মুশ্লিম ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, দোকানদার ব্যবসায়ী তথা লীগকেও ইহাতে টানিতে হইবে। তবে ইহার জোর আরও বাড়িবে, দাবী নিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

মজুরের স্বার্থে আমলাতন্ত্রের আঘাত

ষ্ট্রাইকের খবর বন্ধের হুকুম রদ করাও

বাংলা সরকার মজুরদের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। আইন জারি হইয়াছে যে, যে-সব কারখানায় যুদ্ধের কাজে লাগে এমন কোন জিনিষ তৈরী হয় সে সব কারখানায় মজুরদের কোন ষ্ট্রাইক হইলেও সে খবর সরকারের হুকুম ছাড়া কেহ ছাপিয়া জানাইতে পারিবে না। এমন কি এ ঘটনার নামও লওয়া চলিবে না। যুদ্ধের কাজে তো খাবার দাবার, কাপড়-চোপড় হইতে আরম্ভ করিয়া লোহালক্কড়, বন্দুক-কামান সবই লাগে। এই হুকুমের অর্থ হইল যে বেশীর ভাগ বড় বড় কারখানায়ই মজুরদের ধর্ম্মঘটের খবর কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না।

বেশীর ভাগ যুদ্ধের কারখানায় সরকারই মালিক। এই হুকুমের অর্থ সরকার ষ্ট্রাইকের সময় মজুরদের বিরুদ্ধে যেমন খুশী প্রচার করিতে পারিবে, কিন্তু মজুরেরা নিজেদের ষ্ট্রাইকের কথা দেশবাসীকে জানাইতে পারিবে না। সরকারের টাকা-পয়সা, আইন-কানুন; পুলিশ, জেল, লাঠি, গুলি সবই আছে, তাহাতেও সরকারের কুলাইতেছে না। মজুরদের আছে শুধু নিজেদের একতার শক্তি আর দেশের সমস্ত মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি। আজ এই আইনে মজুরকে দেশের লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে জবরদস্তি বঞ্চিত করা হইল।

ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞায় বাংলার আর সব শ্রেণীর মধ্যে মজুররাই সব চেয়ে আগে বাড়িয়াছে। কারখানায় অটলভাবে অনবরত সামরিক উৎপাদন করিয়া যুদ্ধের প্রধান আয়োজন তাহারাই করিয়া দিতেছে। অন্ধ দেশভক্ত যখন ডাক, রেল, তার ও সামরিক উৎপাদন ধ্বংস করিয়া জাপানীকে রুখিবার শক্তিই নষ্ট করিয়াছে, তখন এই মজুর শ্রেণীই আগাইয়া আসিয়া দেশভক্তকে বুঝাইয়াছে যে ইহাতে স্বাধীনতা আসে না, আসে জাপান।

কিন্তু বাংলার মজুর জানে যে মাগগী ভাতা, ভাল এ-আর-পি, সভা-মিছিল ও সংগঠনের স্বাধীনতা, ষ্ট্রাইকের অধিকার এগুলি পাইলে তবেই সে দেহে ও মনে জোর পাইয়া আরও বেশী মাল তৈরী করিতে পারে, জাপানীকে আরও জোরে রুখিতে পারে। মজুর জানে যে আজকের দিনে ষ্ট্রাইক না করিয়া মিটমাটের জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু যেখানে মালিকরা লাভের লোভে কিছুতেই মজুরের ন্যায্য দাবী মানে না সেখানে ধর্ম্মঘট করিলে যুদ্ধের ক্ষতি হয় না বরং এতগুলি মজুর শক্তি ও দাবী পাইয়া যুদ্ধকেই আরও শক্তিশালী করে।

মজুরদের ষ্ট্রাইক সফল করার একটা প্রধান উপায় দেশবাসীর সাহায্য এবং প্রকৃত ঘটনা সকলের সামনে উপস্থিত করা। মজুরের সেই অধিকার কাড়িয়া লওয়া মানে মজুরের দেহ ও মনের শক্তিকে দুর্ব্বল করা। তাহার অর্থ, মজুর যুদ্ধের কাজে উৎসাহ পাইবে না, যুদ্ধের মাল কম তৈরী হইবে, জাপানীরই সুবিধা হইবে। আর এই আইনের ফলে অনেক মজুর যুদ্ধের বিরোধীই হইয়া উঠিবে, তাহাতেও জাপানীরই পোয়া বারো। সরকারী আইনই আজ জাপানীর কাজ করিয়া দিতেছে।

বাংলার মজুর! তোমার অধিকার কাড়িতে দিও না। ষ্ট্রাইকের খবর জানাইবার পুরা অধিকার চাই—এই দাবীতে সমস্ত কারখানার মজুর এক হও। দেশের সমস্ত লোককে ইহার সমর্থনে এক কর। হুকুম রদ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম নাই।

সাধারণের কাগজ কাড়িতে দিও না

কাগজ-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জাগাও

হুকুম হইয়াছে ভারতে যত কাগজ তৈরী হয় তার সাড়ে চৌদ্দ আনা কাগজ সরকারকে দিতে হইবে, মাত্র দেড় আনা কাগজ জনসাধারণ পাইবে। এবং সেই হিসাবে সব মিলে কণ্ট্রোল বসানো হইয়াছে।

সেদিন একটী কাগজের দোকানে বসিয়াছিলাম। একজন স্কুলের শিক্ষক ছেলেদের পরীক্ষার খাতার জন্য কাগজ চাহিলেন, দোকানী বলিলেন সরকারী হুকুমে তাঁহার দোকান খালি, কাগজ নাই। শিক্ষক বলিলেন কোন দোকানেই কাগজ পাইলাম না, তো পরীক্ষা কিরূপে হইবে?

না হইল, তাহাতে আমলাতন্ত্রের কি আসে যায়? তাহারা শুধু হুকুম জারি করিতেই জানে। অথচ সরকারী দপ্তরে কাগজের যথেষ্ট অপচয় হয় বলিয়া ৩০ নভেম্বরের আধা সরকারী কাগজ ষ্টেট্স্‌ম্যানই স্বীকার করিয়াছে।

মাত্র দেড় আনা কাগজে দেশের স্কুল কলেজ চলিতে পারে না, পড়িবার বই হইতে পারেনা, ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে না, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী রাজনীতি প্রচারের জন্য পত্রিকা প্রভৃতি চলিতে পারে না, কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু টন টন কাগজ খরচ করিয়া যাহাতে ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্টের দেশ-বিরোধী প্রচার চলিতে পারে, নূতন নূতন দমননীতির অর্ডার লেখা যাইতে পারে, প্রত্যহ যাহাতে খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আমলাতান্ত্রিক অক্ষমতার সাফাই গাহিয়া বড় বড় বিজ্ঞাপন বাহির হইতে পারে, তাহার জন্য সাড়ে চৌদ্দ আনা চাইই।

এই হুকুম বদলাইতে না পারিলে দেশের সর্ব্বনাশ। দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। এক তরফা প্রচার শুনিয়া শুনিয়া দেশবাসীর মন তিক্ত হইয়া উঠিবে, জাপানীর বন্ধুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে।

সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের তুফান তোলো। কলিকাতার কাগজ ব্যবসায়ী, ছাত্র ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, শিক্ষক ও সাংবাদিক সমিতি প্রভৃতি সকলে মিলিয়া দেশের জন্য অন্ততঃ আট আনা কাগজ দাবী করিয়াছেন ইহা খুব আশার কথা। কিন্তু অন্য সমস্ত সংগঠনকেও

(দ্বিতীয় কলমের নীচে দেখুন)

কংগ্রেস-লীগ একতাই আমলাতন্ত্রের সমস্ত বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে

যুদ্ধের গতি

সমস্ত ফ্রণ্ট জুড়িয়া পাল্টা আক্রমণ

মধ্য সীমান্তেও পাণ্টা আক্রমণ

সোভিয়েটের মধ্য সীমান্তে মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে রেজেভ-তরবেজ অঞ্চলেও লালফৌজ প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ স্বরু করিয়াছে। স্মোলেনস্কের ১০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে বিখ্যাত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভেলিকী লুগীর পূর্ব্ব দিকে ১৯ মাইল জুড়িয়া এবং রেজেভের পশ্চিমে তিনটি স্থানে ৬ হইতে ১২ মাইল জুড়িয়া লাল ফৌজ জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। ভেলিকীলুগী ও নেভেল, ভেলিকীলুগী ও নভোসোকোলনিকী এবং রেজেভ ও ভিয়াজমার রেলপথও লালফৌজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এই অভিযানের ভিতর দিয়া লাল ফৌজ ৩০০টি স্থানের জনসাধারণকে মুক্ত করিয়াছে। নাৎসীদের ৪টি পদাতিক বাহিনী ও ১টি ট্যাঙ্ক বাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। ৩০ হাজার নাৎসী ফৌজ মারা গিয়াছে।

লাল ফৌজের এ আক্রমণের লক্ষ্য, লেনিনগ্রাদের অবরোধ চূর্ণ করা এবং বল্টিকের উপকূলের বন্দরগুলি বিশেষ করিয়া রীগা দখল করা। ভেলিকী লুগী হইতে লাটভিয়ার সীমান্ত মাত্র ১০০ মাইলেরও কম। তাই মধ্যসীমান্তের পাণ্টা আক্রমণ হিটলারের মাথায় বজ্রাঘাত হানিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাদের অবরোধ চূর্ণ

ষ্টালিনগ্রাদের অবরোধও চূর্ণ হইয়াছে। উত্তর দিক হইতে সহায়কারী লালফৌজ এইবার ষ্টালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চলের ফৌজের সাথে যুক্ত হইয়াছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া হিটলারী ফৌজ ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর অঞ্চল দখল করিয়া শক্ত ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল। চারিদিক হইতে ষ্টালিনগ্রাদকে ঘিরিয়া অবরোধ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল সহায়কারী লাল ফৌজ আসিবার আগেই ষ্টালিনগ্রাদ দখল করিয়া নিবে। কিন্তু লালফৌজের পাণ্টা আক্রমণের এক সপ্তাহের ভিতরই উত্তর অঞ্চলের জার্ম্মাণ ঘাঁটি চূর্ণ হইল। একদিক দিয়া সহায়কারী লালফৌজ ও আর এক দিক দিয়া ষ্টালিনগ্রাদের ভিতরের ৬২ নং বাহিনী বীরত্বের সাথে অবরোধের প্রাচীর ধ্বসাইয়া দিয়াছে।

সাঁড়াশীর চাপে নাৎসী ফৌজ

এইবার উল্টা অবরোধ স্বরু হইয়াছে। ডন ও ভল্গা নদীর মাঝে ৪০ মাইল স্থান জুড়িয়া প্রায় ৩ লাখ হিটলারী ফৌজ, লাল ফৌজের বিরাট সাঁড়াশীর চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। সেরাফিমোভিচ হইতে যে পাণ্টা আক্রমণ স্বরু হইয়াছিল, সাঁড়াশীর সেই উত্তর বাহু স্বরোভিকিনো দখল করিয়া দ্রুত আগাইয়া আসিয়াছে। বাম বাহু আসিয়া ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে কালাচের নিকট ডন নদীর কূলে উত্তর বাহুর সহিত মিলিত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের ১০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ক্লেটসকায়া সহরও আবার লাল ফৌজের হাতে আসিয়াছে। সাঁড়াশীর চাপ এইবার সম্পূর্ণ হইল। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় মেজর ফিল্ডিং বলিয়াছেন, "জার্ম্মাণরা যুদ্ধে বৃহত্তম সামরিক সর্ব্বনাশের সামনে আসিয়াছে।"

পাণ্টা আক্রমণ স্বরু হইবার ৭ দিনের ভিতর ৭০ হাজার জার্ম্মাণ সেনা বন্দী হইয়াছে, ১৮৬০টি কামান, ১৩২০ ক্ষত ও অক্ষত ট্যাঙ্ক, ৯ হাজার ঘোড়া ও ১০৮টি যোগানদারী ঘাঁটি লালফৌজের হাতে আসিয়াছে। ৪৭টি শহর ও গ্রাম দখল হইয়াছে। মোট প্রায় ১ লাখ নাৎসী সৈন্য গোটা সোভিয়েট সীমান্তে মারা গিয়াছে। সোভিয়েট পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া' তাই বলিতেছে, "তেরেক হইতে না পালাইলে এখানে জার্ম্মাণদের সমাধি হইবে। জার্ম্মাণ দস্যুরা এইবার বিভীষিকার সাথে দেখিতে পাইবে ষ্টালিনগ্রাদ, ভরোনেজ, তুয়াপ্সে কেমন করিয়া মৃত্যুফাঁস তাহাদের গলায় আঁটিতেছে। মুরমানস্ক ও লেনিনগ্রাডও ডন ও ভল্গার ভাষায়ই উত্তর দিবে"।

হিটলারী কল্পনার বিসর্জ্জন

নাৎসী ফৌজ ফ্রান্সের শেষ ঘাঁটি তুলোঁ বন্দর অধিকার করিয়া নিয়াছে। পেতাঁর নিকট হুকুমনামায় হিটলার বলিয়াছে, "আমার সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে আমি তুলোঁ দখল করিতে আদেশ দিয়াছি। যাহাতে কোন জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া না যায় এবং প্রয়োজন বোধ করিলে সমস্ত প্রতিরোধ চুরমার করে সেইজন্যই তাহাদের এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আন্দোলনকারীদের হাতে ইউরোপে আমি গোলমাল বাধাইতে দিব না।"

কিন্তু হিটলারের আশা পূর্ণ হয় নাই। দুইখানি ফরাসী সাবমেরিন সরিয়া পড়িয়াছে। নৌবহর অধিকাংশই আত্মবিনাশ করিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আগুনের মাঝে হিটলারী ফৌজ তুলোঁ বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। তুলোঁর এই আত্মবিসর্জ্জনের মাঝে হিটলারের নববিধানের কল্পনা সমাধিস্থ হইতে চলিয়াছে। সমস্ত ফরাসী দেশ হিটলারের বিরুদ্ধে এইবার এক হইয়া দাঁড়াইবে। 'প্রাভদা' বলিয়াছে, "গত রাত্রিতে শুধু ফরাসীবাহিনীর বিসর্জ্জনই হয় নাই, হিটলারের নব ইউরোপের কল্পনারও বিসর্জ্জন হইল। তুলোঁর বিস্ফোরণ মিত্রশক্তির কাণে পৌঁছিবে। ফ্রান্সের মহত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাহারা নূতন জয়ের পথে আগাইয়া চলিবে। গত রাত্রিতে সমস্ত ফ্রান্স মিত্রশক্তির রণব্যূহে যোগ দিল।"

শেষ আঘাত হানিতে হইলে জনগণের মুক্তি চাই

উত্তর আফ্রিকা অভিযানেও মিত্রশক্তি আগাইয়া চলিয়াছে। চারিদিক হইতেই হিটলারের চরম পরাজয়ের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। কিন্তু মিত্রশক্তি আজও ফাসিষ্ট ঘেঁসা তোষণকারীদের উপরই ভরসা করিতেছে। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িতে নারাজ। দারলা সম্বন্ধে মিত্রশক্তির অস্পষ্ট ব্যবহার জনগণকে তাই শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর আফ্রিকা অভিযানের ২ সপ্তাহ আগে দারলা আফ্রিকা পরিদর্শন শেষ করিয়া জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তাদের কাছে রিপোর্ট দেন ফরাসী মরক্কো ও এলজিরিয়াতে পেঁতা লাভালদারলা সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট গোপন আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার পরই দারলার আদেশে সমস্ত সংগঠন বে-আইনী করা হয় ও বিরাট আকারে গ্রেপ্তার স্বরু হয়। আফ্রিকা অভিযানের সময় এই দারলাই আবার আমেরিকার সামরিক কর্ত্তাদের সাথে আপোষ করে। উদ্দেশ্য মরোক্কোর মুক্তি আন্দোলন দমন করিয়া পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম রাখা।

কিন্তু জনসাধারণ দারলার এ ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবে। বৃটেনে ফরাসী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ঘোষণা করিয়াছে, "ফ্রান্সের আত্মসমর্পনের জন্য যাহারা দায়ী, শাস্তির হাত হইতে তাহাদের অব্যাহতি দেওয়া চলিবে না। এই কমিটি দাবী করিতেছে, জাতি নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হইবে, ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট হইতে গণতন্ত্র বিরোধী যে সব আইন-কানুন করা হইয়াছে, তাহা বাতিল করিতে হইবে।"

মিত্রশক্তির মনে রাখিতে হইবে বিশ্বাসঘাতকের স্থান এ শিবিরে নাই। মিলিত ফ্রন্ট প্রয়োজন কিন্তু রাজনীতিক সমস্যার স্থান সবার উপরে। এলজিরিয়া ও মরোক্কোর জনসাধারণের মুক্তি ব্যতিত কোন মিলিত ফ্রন্টই হইতে পারে না। উত্তর আফ্রিকা অভিযান সফল করিতে হইলে ইহাদের মুক্তি আজই চাই।

লাল ফৌজ যখন হিটলারকে পরাজয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহারই সুযোগে যখন আফ্রিকা অভিযান আগাইয়া চলিয়াছে, তখন ফাসিষ্টদের উপর শেষ আঘাত হানিবার জন্য চাই উপনিবেশের মুক্তি, ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। ৩০।১১।৪২

ধ্বংসের পথে স্বাধীনতা আসে না

(৩ পাতার শেষাংশ)

জন্য আসিতেছেন। প্রথমে যাঁহারা আমাদের কুৎসা রটাইয়াছেন, আজ তাঁহারাই পরোক্ষে আমাদের শক্তি মানিয়া লইয়া বলিতেছেন, কমিউনিষ্টরা সংগ্রামে যোগ দেয় নাই বলিয়া ইহা ব্যর্থ হইল। কিন্তু এ সংগ্রাম যদি সত্যিকারের জাতীয় সংগ্রাম হইত, তাহা হইলে আজ আমাদের পার্টি চূর্ণ হইয়া যাইত, আমাদের যোগদানের উপর জয় নির্ভর করিত না। তাহা হইলে এতদিনে আমাদের পার্টি শক্ত তো হইতই না, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

বিভেদ বাড়িয়াছে— মনোবল কমিয়াছে

স্বাধীনতার প্রকৃত সংগ্রাম দেশবাসীকে এক করে, এ সংগ্রাম দেশবাসীকে বিভক্ত করিতেছে। তাই ইহা জাতীয় সংগ্রাম নয়, জাতীয় বিভেদের প্রতীক।

এ সংগ্রাম শুধু কংগ্রেসকেই অন্য সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, কংগ্রেসের ভিতরও বিভেদ সৃষ্টি করে। যাঁহারা ইহাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সবচেয়ে অনুপ্রাণিত ও আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধা। কিন্তু তিন মাসের ভিতরই কংগ্রেসের দেশভক্তদের মনোবল ভাঙ্গিয়া গেল। এমন কি জয়ের আশাও তাঁহারা আজ ছাড়িয়াছেন। জিতিবেন বলিয়া আজ তাঁহারা আন্দোলন চালাইতেছেন না, কোন রকমে শুধু সংগ্রামের পতাকা উঁচু করিয়া রাখার জন্য আন্দোলন জিয়াইয়া রাখিতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন; সংগ্রামের পরাজয় হইয়াছে, শুধু যতদিন পারা যায় জিয়াইয়া রাখা, কারণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর অন্য পথ তাঁহারা দেখিতেছেন না। ভিতরের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা এই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন যে নেতাদের উপর কর্ম্মীদের অসন্তোষ বাড়িতেছে, নেতাদের ভিতরও দৈনন্দিন খুঁটিনাটিতে গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত সংগ্রামে দেশপ্রেমিকদের ভিতর যা কিছু মহৎ তাহাই প্রকাশ পায় কিন্তু এ সংগ্রামে যা কিছু নিকৃষ্ট তাহাই বাহির হইয়া পড়িতেছে, সাচ্চা দেশভক্তদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কারণ এ সংগ্রামের ধারাই নিকৃষ্ট।

শেষ স্তর—নিজ দেশবাসীরই বিরুদ্ধে সন্ত্রাস

এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী আমলাতন্ত্রের উপর আঘাত হানা। ইহার পরিণতিতে দেশভক্তরা নিজ দেশবাসীরই উপর আঘাত হানিতেছে। ছাত্ররা আবার স্কুল কলেজে ফিরিয়া যাইতেছে। দেশরক্ষার জন্য আজ ছাত্রদের অনেকেরই সৈন্যদলে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিদেশী সরকার সে প্রেরণা যোগাইতে পারে না, জাতীয় আন্দোলনও এমন একতাবদ্ধ নয় যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় করিয়া ছাত্রদের যুদ্ধফ্রণ্টে পাঠাইতে পারে। যে কাজ সমস্ত জাতির, বড় বড় দলের, সে কাজ ছাত্ররা সমাধা করিতে পারে না। যে কোন স্থির মস্তিষ্ক দেশভক্ত বুঝিতে পারিবেন, ছাত্রদের আজ পড়া চালানই উচিত, তরুণ দেশপ্রেমিক হিসাবে তাহাদের কাজ করা উচিত, জাতীয় ঐক্য গঠনের অবদান হিসাবে তাহাদের ছাত্র ঐক্য গড়িয়া তোলা উচিত। কিন্তু আসলে কি হইতেছে? স্কুল কলেজে বোমা ফেলা হইতেছে, ষ্ট্রাইক চালাইয়া যাইবার জন্য ছাত্রদের ভয় দেখান হইতেছে, অভিভাবকদের ভয় দেখান হইতেছে তাঁহারা যেন ছাত্রদের বিদ্যালয়ে না পাঠান। মজুররা মনে করে জাতীয় উৎপাদন বাড়াইয়া যাওয়া দেশরক্ষার জন্য তাহাদের স্বদেশী কর্ত্তব্য, অবশ্য উপযুক্ত মজুরী তাহাদের চাই। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মজুরদের ষ্ট্রাইকে নামানো যাইতেছে না। তাই কারখানায় বোমা ফেলা হইতেছে, কাজে লাগিয়া থাকিলে মজুরদের পুড়াইয়া মারা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিবার জন্য যে সংগ্রাম স্বরু হইয়াছিল, আজ তাহা জনগণের উপর চাপেই পরিণত হইয়াছে। এ সংগ্রামের ইহাই পরিণতি।

গ্রামাঞ্চলে ডাকাতদের প্রবেশ লাভ

গ্রামাঞ্চলে থানা আক্রমণের জন্য অনেক স্থানে গুণ্ডা ও ডাকাতরা আগাইয়া আসিয়াছে। এইসব গুণ্ডার দল থানা আক্রমণ করিয়া হাট-বাজার লুঠ করিতেছে, কৃষকদের সামান্য মালপত্রও ছিনাইয়া নিতেছে। আমলাতন্ত্র অচল করা ছিল যে সংগ্রামের উদ্দেশ্য, তাহা আজ জনসাধারণের বিরুদ্ধে অরাজকতায় পরিণত হইয়াছে। পুলিস ও ফৌজ যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়াছে, তখন তাহার ফল যে কি হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অংশে চাষীরা বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাছে শোনা সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরের সময়কার কথা স্মরণ করিতেছে। দেশপ্রেম মরে নাই, চাষীদের ভিতর ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। চাষীরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

ভাইয়ের মাথায় ভাই লাঠি মারিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতার সংগ্রাম? না, স্বাধীনতার সংগ্রামে ভাইয়ের সহিত ভাইয়ের একতা হয়?

সত্যাগ্রহের পরিণতি কোথায়?

ধ্বংসমূলক কাজে অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীই বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহা হইতে কংগ্রেস ও নিজেদের তফাৎ রাখিতেছেন। ইহা ভাল কথা। কিন্তু তাঁহারা আবার জনসাধারণকে সত্যাগ্রহ করিতে বলিতেছেন। ইহা মাঝামাঝি পথ। ইহাতে ধ্বংসমূলক কাজ বন্ধ হয় না, ধ্বংসকারীদের সাহায্য করা হয়। কংগ্রেসকর্ম্মীরা যদি আগাইয়া আসিয়া সাচ্চা দেশভক্তদের বুঝান যে এই ধ্বংসমূলক কাজ আত্মহত্যারই সামিল, তাহা হইলেই শুধু ধ্বংস বন্ধ করা যায়। নিরপেক্ষ থাকিলে চলিবে না। ধ্বংসমূলক কাজ জাতীয়তা বিরোধী বলিয়া ইহাকে বাধা দিতে হইবে। যতদিন সত্যাগ্রহ চলিবে, ততদিন পঞ্চমবাহিনী কংগ্রেসের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারে যে আলোড়ন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, জাপানী দালালরা তাহাতেই কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তরুণ দেশভক্তরা যখন দেখে সত্যাগ্রহ করার অর্থ শুধু জেলে যাওয়া, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়, পঞ্চমবাহিনী তখন তাহারই সুযোগে দল ভারী করে। বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের নামে সত্যাগ্রহ করার অর্থ পঞ্চম বাহিনীকে কাজ করিবার জন্য জনগণের ভিতরে শিকড় গাড়িতে দেওয়া। পঞ্চমবাহিনীকে কোণ ঠাসা করিতে হইলে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে হইবে। এমন করিয়াই পঞ্চমবাহিনীর মুখোস খোলা যায়।

ধ্বংসের বিরুদ্ধে ও একতার জন্য

আমাদের পার্টি মনে করে, আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী কর্ত্তব্য ধ্বংসমূলক কাজ বন্ধ করা। ধ্বংসমূলক কাজে ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদেরই সুরাহা করা হয়। ইহাতে আমাদের নিজেদেরই গলা কাটা হয়। ইহা ধ্বংসের পথ। স্বাধীনতার পথ নয়, ফাসিজমের পথ।

ইহা গেল, কি করিব না তাহার কথা। কিন্তু কি করিতে হইবে? সমস্ত দেশকে এক করিতে হইবে, সমস্ত পার্টি ও সংগঠনকে এক করিতে হইবে। দেশকে বাঁচাইতে হইবে, দেশবাসীর হাতে দেশকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মাতৃভূমি রক্ষার অমর আকাঙ্ক্ষা আমরা জনসাধারণের মাঝে জাগাইয়া তুলিব, স্বাধীন পৃথিবীতে স্বাধীন ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশরক্ষাই একমাত্র পথ।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায়ের জন্য আমরা এমন এক বিপুল ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে চাই যাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র পিছু হটিতে বাধ্য হয়, আমাদের প্রাচীন দেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লাগাইও না। ভাই ভাই এক ঠাঁই হও। ইহাই আজ শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম, দেশকে বাঁচাইবার ও স্বাধীনতা লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

ধ্বংসের পথে স্বাধীনতা আসে না

[পি, সি, জোশী]

৯ই আগষ্ট কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। নেতারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহার পর তিন মাস পার হইয়া গেল। জনগণের কাছে যন্ত্রণা ও বিভীষিকার তিনটি মাস! কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট লড়াইয়ে মাতিয়াছে। তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে? আজ দেশের অবস্থা কি?

দমন নীতির ফল

কংগ্রেস চাহিয়াছিল, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা ছাড়িতে রাজী হইল না। একমাত্র হাতিয়ার, দমননীতিই হইল তাহার ভরসা। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারা যায় না। জাতীয় আন্দোলন ধ্বংস করিতে হইলে সমস্ত দেশবাসীকেই ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু দেশবাসী অমর, দেশপ্রেমের আগুন কোন দিন নিভে না।

দমননীতির উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। আজিকার মত এমন ব্যাপক ও তীব্র বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব আর কোনদিন দেখা দেয় নাই, দমননীতির ইহাই ফল। কিন্তু এইখানেই শুধু শেষ নয়। পুলিস জুলুমের ফলে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাপ-প্রীতিতে পরিণত হইতেছে। লোকে ভাবিতেছে: জাপানীরা আর কি মন্দ করিবে! আসুক জাপানী, বৃটিশ শাসন শেষ করুক! আমাদের কপালে তো সেই দাসত্বই! যতদূর পারি সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। পুলিশ জুলুম জনসাধারণকে বৃটিশ রাজের কাছে মাথা নোয়াইতে পারে নাই, জনসাধারণের মনোবলই শুধু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভারতে অনেক ডিভিসন সৈন্য নামাইয়া জাপানীরা যাহা না করিতে পারিত, বৃটিশ জুলুম তাহার অপেক্ষা জাপানীদের বেশী সুবিধাই করিয়া দিয়াছে। রাজনীতির দিক দিয়া ভারতের যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হার হইয়াছে। আজ শুধু ভারতবাসীই অবস্থার মোড় ঘুরাইতে পারে।

ভ্রান্তি ও বাস্তব

কংগ্রেস নেতাদের মনে এই ভুল ধারণা ছিল যে, দেশরক্ষার কাজে অসহযোগ করিলেই গভর্ণমেণ্ট নামিয়া আসিবে। ইহা ছিল কিছুই-না-করার নীতি। ফলে হইলও না কিছুই। নেতারা তখন সংগ্রামের ভয় দেখাইলেন, ভাবিলেন অল্প কিছুদিন সংগ্রাম করিয়াই তাড়াতাড়ি জয়লাভ করা যাইবে।

তিন মাস পার হইয়া গেল। আজিকার দিনের এই সংকট মুহূর্ত্তের লম্বা তিনটি মাস! কংগ্রেসের তাড়াতাড়ি জয় হইল না। কংগ্রেসের নেতা, কর্ম্মী ও কংগ্রেস সংগঠন তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হইয়াই গেল। প্রত্যেক সাচ্চা কংগ্রেস সেবীই স্বীকার করিবেন সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আজও তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন ঠিক তাহার উল্টা ফলই ফলিয়াছে।

"সংগ্রামেরম" নীতি ও ফল

সংগ্রামের রাজনীতিক যুক্তি কি ছিল? জাপানকে রুখিতে হইলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। বিদেশী দাসত্ব বজায় থাকিলে জাপানীকে রুখিবার মনোবল জাগানো যাইবে না। বৃটিশ শাসনে জনগণের শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। জনশক্তিকে জাগাইতে হইলে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই। নেহেরুর মত নেতারাও এই কথাই বলিতেন কিন্তু সংগ্রামের পর আজ কি দেখা যাইতেছে? জাপ প্রীতি তো নষ্ট হওয়া দূরের কথা, বাড়িয়াই গিয়াছে। রাজনীতিক দিক দিয়া সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে। দেশবাসীর বৃটিশ-বিরোধী দেশপ্রেমের সুযোগ নিতেছে জাপানী দালাল পঞ্চম বাহিনী।

সংগ্রামের ফলে কি দেখা যাইতেছে? দেশভক্তরা ব্যর্থতায় ও হতাশায় ডুবিয়া যাইতেছেন। জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। জনগণের ঘাড়ে আমলাতন্ত্র শক্ত হইয়া চাপিয়া বসিতেছে। পুলিস ও ফৌজের অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। সংগ্রামের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়াছে। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হয় নাই, ফাসিষ্ট দাসত্ব ঘনাইয়া আসিয়াছে, বৃটিশ জুলুম শতগুণ বাড়িয়াছে।

নূতন অবস্থায় পুরাতন কৌশল—

দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস সংগ্রামে নামিয়াছে। জনসাধারণ মনে করিতেছে, ক্ষমতা দখলের জন্য ইহাই সত্যিকারের জাতীয় সংগ্রাম। তবু সংগ্রাম ব্যর্থ হইল কেন? কারণ, নূতন অবস্থা আসিয়াছে কিন্তু সংগ্রামের কৌশল আছে সেই পুরানো ধরণের। তাই তো সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে।

নূতন অবস্থাটা কি? ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম, দুই দিক হইতেই ফাসিষ্ট আক্রমণের আশঙ্কা। পশ্চিমে বীর লাল ফৌজ ভারতকে ফাসিষ্ট দাসত্বের হাত হইতে বাঁচাইতেছে কিন্তু পূর্ব্ব দুয়ারে জাপানীরা আসিয়া হাজির হইয়াছে।

দেশের সামনে যখন দুইটি মাত্র বিরোধী শক্তি ছিল, একদিকে ভারতবাসী আর একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক, তখনকার দিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের কৌশল ছিল আইন অমান্য আন্দোলন। কিন্তু আজ আর একটা নূতন শত্রু আসিয়াছে, ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর দল। আজ এই অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনের কৌশলে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইলে দেশরক্ষা ব্যবস্থাই ধ্বংস করা হয়, নূতন দাসত্বের পথ খোলসা করা হয়। নূতন অবস্থার কথা না ভাবিয়া পুরানো হাতিয়ার চালাইলে, জয়লাভ করা যায় না, নিজের মাথাই ভাঙ্গা হয়। আজ তাহাইতো হইতেছে।

পঞ্চমবাহিনীর আবির্ভাব—

নেতাদের গ্রেপ্তারের সাথে বিক্ষুব্ধ দেশপ্রেমের ঢেউ উঠিল। নেতারা সব জেলে। পঞ্চমবাহিনীর কাজের এইতো

সুবর্ণ সুযোগ। জনগণের মাঝে শিকড় গাড়িবার এইতো চমৎকার অবস্থা। শত শত, হাজার হাজার দেশভক্তকে ভুলাইবার এইতো সময়। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িবার একটিমাত্র হাতিয়ারই কংগ্রেস প্রেমিকদের জানা আছে। সে হাতিয়ার, আইন অমান্য আন্দোলন। নেতাদের গ্রেপ্তারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাই আপনা হইতেই তাহারা পুরাণো কায়দায় সংগ্রাম চালাইতে সুরু করিল। ফলে এই সংগ্রাম আপনা হইতেই ধ্বংসমূলক কাজে পরিণত হইতে লাগিল, আমরা বিনা-বেতনে জাপানী ফাসিষ্টদের দালালেই পরিণত হইলাম। পঞ্চম বাহিনীরা সুযোগ পাইলেই কংগ্রেস ভক্তদের বুঝাইতে লাগিল: ও সব গান্ধীপন্থায় শুধুমাত্র আইন ভাঙ্গিলে কোন লাভই হইবে না। এমন কাজ কর যাতে সত্যি গভর্ণমেণ্টের উপর আঘাত হানা যায়, তাড়াতাড়ি গভর্ণমেণ্টকে ঘায়েল করা যায়। অর্থাৎ, যানবাহন ব্যবস্থা অচল কর, উৎপাদন বন্ধ কর, পুল উড়াও। ইহা যে আসলে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথ তাহা ঢাকিবার জন্য, 'স্বাধীনতার জন্য ইহাই বিপ্লবের পথ' এই মিথ্যা প্রচারের জন্য তাহারা বিপ্লবী ও সোশ্যালিষ্ট বুলিও কপচাইতে কসুর করিল না। এ সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কমই আঘাত করিয়াছে, জাপানকে সাহায্য করিয়াছে ঢের বেশী। ইহার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজ রাজত্ব কায়েম রাখিবার জন্য দমননীতির পেষণ বাড়াইয়াই দিয়াছে। আর জাপানীরা বিনা পয়সায় তাহাদের অর্দ্ধেক কাজ সারিয়া নিয়াছে, জাতীয় মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জাপানী ভাড়াটিয়া পঞ্চম বাহিনী খুব দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়াছে।

সংগ্রাম ব্যর্থ হইল কেন?

সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে কারণ এ সংগ্রাম ছিল দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এ সংগ্রামে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দূর হয় না, জাপানী দাসত্ব আগাইয়া আসে। একটা পরাধীন দেশের গলায় যখন সাম্রাজ্যবাদের শিকল ঝুলিতেছে এবং আর একটি শিকল লইয়া আর এক সাম্রাজ্যবাদ যখন আগাইয়া আসিতেছে, তখন পরাধীন দেশের সামনে স্বাধীনতার একটিমাত্র পথই থাকে: জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মারফৎ সফল ভাবে দেশরক্ষা করা। আজ দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার অর্থ বৃটিশ দাসত্ব হইতে জাপানী দাসত্বের শিকল গলায় পরা। আর দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করার অর্থ বৃটিশের কব্জা হইতে মুক্ত হওয়া ও আসন্ন জাপানী দাসত্বকে রোখা। সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে কারণ এ সংগ্রাম ছিল দেশেরই বিরুদ্ধে। তাইতো ইহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কথাগুলি কঠিন হইলেও সত্য। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখিতে হইবে সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের কি ক্ষতি করিয়াছে।

দেশভক্তির ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য

জাতি হিসাবেই আজ আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। অথচ এই গভীর সংকটের মাঝেই নূতন অবস্থারও সৃষ্টি হইয়াছে। সার্ব্বজনীন জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টির অবস্থা আসিয়াছে। দক্ষিণপন্থী লিবারেল হইতে সুরু করিয়া বামপন্থী কমিউনিষ্ট পর্য্যন্ত সবাই আজ চায়, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট।

দেশের ভিতর কংগ্রেসই জনগণের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসেরই ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য ছিল জাতীয় দাবীর জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান ও দলগুলিকে একত্র করা, মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলা। 'সংগ্রাম' কংগ্রেসকে জাতির পুরোভাগে আনে নাই, সমস্ত জাতীয় শক্তি হইতে বিচ্ছিন্নই করিয়াছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসীই তো ভাবিতে পারে না দেশরক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম! তাই তো জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চায় সবাই। সংগ্রাম চায় শুধু কংগ্রেস।

দেশপ্রেমিকদের বিভক্ত করিতেছে

মুসলিম লীগ মনে করে সংগ্রাম শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধেই নয়, লীগেরও বিরুদ্ধে। লীগ মনে করে, নিজের হাতে ক্ষমতা নিবার জন্য সরকারের উপর কংগ্রেসের ইহা একটা চাপ। কংগ্রেস নিজের জন্য ক্ষমতা চায় না, সমস্ত ভারতবাসীর জন্যই চায়—এ যুক্তি আজ অর্থহীন। আসল কথা হইতেছে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইতে হইলে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি একান্ত দরকার। কিন্তু এ সংগ্রাম তাহার পথ রোধ করিয়াছে, কংগ্রেস-লীগের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি সাহসের সঙ্গেই দাঁড়াইয়াছে। দেশব্যাপী কংগ্রেস আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসাই রটাইয়াছে: আমরা গভর্ণমেণ্টের দলে ভিড়িয়াছি, সরকারের টাকা খাইতেছি ইত্যাদি। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আমরা আন্দোলন করিতেছি। আমরা মনে করি, ইহাই আমাদের প্রকৃত স্বদেশী কর্ত্তব্য। কুৎসার বদলে আমরা কুৎসা রটাই নাই। আমাদেরই একজন দেশপ্রেমিক হিসাবেই আমরা সবাইকে ধৈর্য্যের সাথে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। শত শত কংগ্রেসকর্ম্মী তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া আমাদের কাছে পথ নির্দ্দেশের

(শেষাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

একতা আন্দোলনে বাংলার মেয়েরা

মেয়েদের মধ্যে এত বড় আন্দোলন বাংলায় কখনো হয়নি

সারা দেশ জুড়িয়া যখন একতা আন্দোলন সুরু হইয়াছে, বাংলার মেয়েরা তখন চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাহারাও জাতীয় আন্দোলনে যোগ্য স্থান নিতেছে। বাংলার মেয়েদের অতীত আন্দোলনের ইতিহাস, গৌরবময় ইতিহাস। জাতীয় আন্দোলনে অনেক আত্মত্যাগ, কারাবরণ, সামাজিক লাঞ্ছনা মেয়েরা সহিয়াছে। আজ যখন সমস্ত দেশ মহা সংকটের মাঝে, জাতীয় আন্দোলন যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার মুখে, বাংলার মেয়েরা তখন অগ্রনী হইয়াই জাতীয় একতার আন্দোলনে নামিয়াছে।

একতা সপ্তাহে ২০টি মেয়ে স্কোয়াড সারা কলিকাতায় ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য নামিয়া পড়ে। গত আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের পর নারী-সাধারণের মাঝে এমন রাজনীতিক প্রচার আর হয় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, মধ্যবিত্ত, মজুর কোন সম্প্রদায়, কোন শ্রেণীর মাঝেই প্রচারে মেয়েরা কুণ্ঠিত হয় নাই। অনেক বাধা তাহাদের সামনে আসিয়াছে, হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাতীয় জীবনের আঁধারের মাঝে একতার আলো দেখাইতে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই।

কলিকাতায় প্রায় তিন হাজার নাম সই মেয়েরা যোগাড় করিয়াছে। ইহা শুধু চোখ বুজিয়া নাম সই দেয়া নয়। মেয়েরা বুঝাইয়াছে, জাতীয় দাবীর ইস্তাহারে সই দেওয়ার অর্থঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে নাম লিখান। দেশে দেশে যে মুক্তি ফৌজ গড়িয়া উঠিতেছে, ভারতেও সেই মুক্তি ফৌজে নাম লিখান।

কংগ্রেস পন্থীরা একতার পথে

কংগ্রেস পন্থী মেয়েরা অনেকে একতার আন্দোলন সমর্থন করিয়াছেন। বাংলার খ্যাতনামা কংগ্রেসনেত্রী মোহিনী দেবী জাতীয় দাবীতে নাম সই দিয়াছেন। একজন কংগ্রেস মহিলা কর্ম্মী ধ্বংসমূলক কাজ ও দমননীতিতে হতাশ হইয়া পড়েন। একতার পথ আলোচনা করিয়া, তিনি নিজেই একতার প্রচারে বাহির হন।

একজন গোঁড়া গান্ধীপন্থীর স্ত্রী বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী সংগ্রাম সমর্থক। স্বামী বলিলেন, দেশে যথেষ্ট একতা আছে, জাপানীরা আসিবে না। মেয়ে প্রচারকদের কথা শুনিয়া স্ত্রী বলিলেন, "দেশে সত্যিই যখন এখনও একতা গড়িয়া উঠে নাই, তখন শুধু চোখ বুজিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আত্মবঞ্চনার দরকার কি? অন্যের উপর দোষ না দিয়া, নিজেদের ক্ষমতায় যা পারি তাই তো করা উচিৎ।" তিনি নাম সই দিলেন।

মুস্লিম মেয়েরাও আগাইয়াছেন

মুসলমান মেয়েরাও স্কোয়াডে বাহির হইয়াছেন। পর্দ্দার অন্তরালে জেনানা মহলের কাছে মুসলমান মেয়েদের রাজনীতি প্রচার বিস্ময়ই সৃষ্টি করিয়াছে। সব চেয়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে মুসলমান মেয়েদেরই।

"তোমরা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাও? কংগ্রেস তো আমাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। গান্ধীজি তো পাকিস্তান মানে না, রাজাজীর প্রস্তাবও তো কংগ্রেস গ্রহণ করে না, একতা হইবে কেমন করিয়া?" এমনি শত প্রশ্ন তাহাদের সামনে আসিয়াছে। মেয়েরা উত্তর দিয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিবার পথে কংগ্রেস পা বাড়াইয়াছিল, একতার সম্ভাবনাও বাড়িয়াছিল, এমন সময়ই তো সরকারী আঘাত আসিয়াছে। তাই তো কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ একতা করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই। তবেই তো জাপানী দুষমণকে রুখিয়া হিন্দু মুসলমান সবাই স্বাধীন হইতে পারিব।" অনেকে যুক্তি মানিয়া নিয়াছেন, নাম সই দিয়াছেন। অনেকে নাম সই না দিলেও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। মুসলমান জনসাধারণের মাঝে একতার সাড়া জাগিয়াছে।

মধ্য কলিকাতায় প্রচার চলিতেছে। একজন মুসলিম মেয়ে চুপ করিয়া সব কথা শুনিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না। তিন দিন পর যখন অন্য একটি এলাকায় প্রচার চলিতেছে রহিমা তখন অগ্রনী হইয়াই প্রচারে যোগ দিলেন। আর একটি বস্তি। অনেক মুস্লিম মা জড় হইয়াছেন। একতায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রচারকরা বলিলেন, "একদিন বস্তিতে যদি হামলা সুরু হয় তখন তোমাদের ছেলে মেয়েদের বাঁচাইবার জন্য একতা চাও না? সেদিন কি রাম রহিমকে আলাদা করিয়া রাখিতে পারিবে? সমস্ত সন্তানের জন্যই কি মায়ের প্রাণ কাঁদিবে না?" মেরিয়ামের মাতৃ হৃদয় একতার জন্য উতলা হইয়া উঠিল। পরদিন হইতে একতার আন্দোলনে তাহারই উৎসাহ বেশী।

মুস্লিম শিশুদের মাঝে

একজন মুস্লিম মেয়ে ছোট বাচ্চাদের একটা স্কোয়াড গড়িয়াছেন। গান গাওয়া, শ্লোগান দেওয়া তাহাদের নিত্য কাজ। নভেম্বর দিবস আসিল। বাচ্চাদের মনে অপূর্ব্ব উৎসাহ জাগিল। সেদিন বাহির হইল তাহাদের প্রথম দেওয়াল পত্রিকা—লেনিন, ষ্টালিনের ছবি সুশোভিত। তাহারা শ্লোগান দিল—আমরা বাচ্চারা একত্র হইয়া আমাদের বাপ-মাদের একতার পথে টানিব!

ফরওয়ার্ডব্লকের গুণ্ডামী

একতার আন্দোলন সফল হইতেছে দেখিয়া ফরওয়ার্ডব্লক পন্থীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ফাসিষ্ট পন্থায় তাহারা গুণ্ডামী সুরু করিয়াছে। উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চলে পঞ্চমবাহিনী নূতন পন্থা নিল। তাহারা ভাল মানুষ সাজিয়া দুইটি মেয়ে প্রচারকের নিকটে একতা আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইল। একজন নাম সই-এর লিষ্টটি গ্রহণ করিয়া নাম সই দিল, আর একজন দিয়াশালাই জালিয়া লিষ্টটি পুড়াইতে উদ্যত হইল। মেয়েরা বলিলেন, "আপনারা নামের কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু একতার পথে যাঁহারা নামিয়াছেন, তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিবেন না। দশটি সইএর যায়গায় দশ হাজার সই যোগাড় হইবে।"

ভ্রান্ত ফরওয়ার্ডব্লকী ফিস্মিল

একদিকে যেমন পঞ্চমবাহিনী ফরওয়ার্ডব্লকীরা গুণ্ডামী সুরু করিয়াছে, আর একদিকে তেমনি ভ্রান্ত ফরওয়ার্ডব্লকীরা ফিরিতেছে। একজন ফরওয়ার্ডব্লকী বলিলেন, "আপনারা কমিউনিষ্ট? আপনাদের মুখে তো শুধু আন্তর্জ্জাতিকতা! বিশ্বের মুক্তি! দেশের স্বাধীনতার কথা কোথায়?" একতার ডাক পড়িয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ, এখন দেখিতেছি, আপনারা সুর বদলাইয়া দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতেছেন! এ পথে অবশ্য আমি রাজী।"

আর একজন ফরওয়ার্ডব্লকপন্থী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "পথ আপনাদের ভালোই। কিন্তু মুস্কিল এই যে আপনারা কমিউনিষ্ট!"

খৃষ্টানদের ভিতরে

দেশীয় খৃষ্টান পল্লীতেও মেয়েরা ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টান মেয়েরা অনেকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। বিশপ ও তাঁহার স্ত্রী একতার দাবীতে সহানুভূতি জানাইয়া নাম সই দিয়াছেন। ছাত্রদের মাঝে তাঁহারা একতার কথা প্রচারও করিতেছেন।

বাংলার জিলায় জিলায়

রংপুরে মেয়েদের একতা স্কোয়াড শুধু সহরেই প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ৩।৪ মাইল দূরে গ্রামে কৃষক মেয়েদেরও মাঝে তাঁহারা একতার প্রচার করিয়াছেন। **বাঁকুড়ায়** মেয়েরা মুচি ও মজুর মেয়েদের মাঝে বৈঠকী সভা করিয়াছেন। প্রতি সভাতেই ৩০।৪০ জন করিয়া মেয়ে উপস্থিত থাকিত। ফরওয়ার্ড ব্লকের ঘাঁটি **রাজসাহীতেও** মেয়েরা ৩ দিন সভা করিয়া একতার প্রচার করিয়াছেন। প্রতিদিনই ৩০।৩৫ জন করিয়া মেয়ে উপস্থিত হইতেন। **ফরিদপুরে** মেয়েদের ৩টি স্কোয়াড মধ্যবিত্ত ও জেলে মেয়েদের মাঝে একতার প্রচার করিয়াছেন। **পাবনায়** ৫টি মেয়ে স্কোয়াড ৯টি বৈঠক সভা করিয়াছেন, তাহার ভিতর মুস্লিম পল্লীতে ২টি। **যশোহরে** মেয়ে স্কোয়াড বুনোজাতির মেয়েদের মাঝেও একতা সভা করিয়াছেন।

গরু, জমি, ভিটা সবই

পার্টির জন্য

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গোড়াতে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমায় বিরাট কৃষক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কৃষকরা জানে, তাহাদের সে দিনকার লড়াইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিই তাহাদের আগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকরা দেখিতেছে আজ দেশের ঘোর বিপদের দিনেও কমিউনিষ্টরাই তাহাদের সাথী। তাই পার্টি ফাণ্ডে কৃষকরা সব কিছু দিয়াও সাহায্য করিতেছে।

গরীব কৃষকের ছেলে ডোমন। অনেক কৃষক লড়াইয়ে সে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে পা বাড়াইয়াছে। আজ যখন সে শুনিল পার্টির ডাক আসিয়াছে, সব কিছু দিয়াও পার্টিকে বাঁচাইতে হইবে, সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ১ বিঘা জমি, ৩ খানা ঘর, থালা বাটি—যা কিছু তার ছিল, সবই সে পার্টি ফাণ্ডে জমা দিল। যুগলও পিছাইয়া থাকিবার নয়, পার্টির ডাকে বরাবরই সে সাড়া দিয়াছে। আজও সে আগাইয়া আসিল। তাহার সম্বল ৫ বিঘা জমি, ৪টি গরু ও থালা-বাটি—সে পার্টির ফাণ্ডে জমা দিল। নবচাঁদও তাহার জমি, ঘর-বাড়ী দিল। কালিদাস দিল ২ বিঘা জমি। গরীব কৃষক কম্পলালের সম্বল মাত্র ৭টি গরু। অনেক আদরের গরু ৭টি। কিন্তু পার্টি তাহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। গরু ৭টি সে পার্টিকে দিল। তিলক দিল ১টি গরু ও অনেক কষ্টে যোগাড় করা ২টি টাকা। পষ্টরাম দিনমজুরী করিয়া খায়। সে জানে কমিউনিষ্ট পার্টি তাহার নিজের পার্টি। তাই সে তাহার থালা-বাটি—যা ছিল, সবই পার্টির জন্য আনিয়া দিল।

দিনাজপুরের কমরেডরা ভাবিয়াছিলেন, জেলায় এবার যে অর্থসংকট, কৃষকরা পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিবে কি করিয়া! তাঁহারা কৃষকদের দেশপ্রেম ও পার্টি-প্রীতিকে ছোট করিয়া দেখিয়াছিলেন। কৃষকেরা আজ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে, পার্টির শিকড় কৃষকের ঘরে ঘরে।

বন্যাত্রাণে

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যের ভিতর দিয়াও আজ সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত সম্প্রদায়ের একতা গড়িয়া উঠিতেছে। ঐক্যবদ্ধভাবে সভা, কমিটি, প্রচার ও সাহায্য তোলা হইতেছে। সবাই আজ বুঝিতেছে জাতীয় জীবনের সব দিকেই প্রয়োজন দেশবাসীর একতা।

ঐক্য সভা

বর্দ্ধমানে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও ধাঙ্গড় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও জেলা মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ আশ্রম, উকীল ও মোক্তার বারের সহযোগে বন্যায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার জন্য এক জনসভা হয়। সেবা-কার্য্যে সরকারী বিধিনিষেধ তুলিয়া নিবার দাবী করিয়া ও বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক আদায়ী ফাণ্ড বে-সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানকে দিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐক্য কমিটি

রংপুর জিলার কুড়িগ্রামে মেদিনীপুরে বন্যায় সাহায্য দানের জন্য স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে কংগ্রেস, মুস্লিমলীগ ও কমিউনিষ্টদের এক মিলিত সভা হয় ও একটি মিলিত কমিটি গঠিত হয়।

স্কোয়াড

কৃষ্ণনগরে ও রংপুর সহরে বন্যায় সাহায্যের জন্য নিয়মিত ভাবে স্কোয়াড বাহির হইয়া ঘরে ঘরে যাইয়া টাকা, কাপড়, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে। রংপুরের স্কোয়াড ৪ দিনে ১৫০টি বাড়ীতে যাইয়া ২৮৷০ আনা, ২ মণ চাল ও জামা-কাপড় তুলিয়াছে।

বাংলার বাইরে একতার আন্দোলন

লাহোরে

সৈন্যদের মাঝে

লাহোরে সৈন্যদের মাঝেও একতা আন্দোলন সহানুভূতি জাগাইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যেরা অনেকেই এক এক টাকা করিয়া পার্টি ফণ্ডে চাঁদা দিয়াছে। কি উৎসাহ তাহাদের! তাহারা বলে "আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করিব। তোমরা এই টাকা রাখ। দেশের মধ্যে জনগণকে তোমরা রক্ষা কর। মনে করিও না, আমরা দেশদ্রোহী। স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা তোমাদের সাথেই আছি।"

ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ মজুর

নভেম্বর দিবসে লাহোরে সভা হইতেছিল। একজন বৃটিশ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত। সকলের মনেই উৎসাহ জাগিল। আমাদের একতা আন্দোলনের পিছনে কি বিরাট শক্তি ও সম্ভাবনা বর্ত্তমান। সৈনিক কমরেড সবাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এই পোষাককে তোমরা ঘৃণা কর। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। চার্চিল, লিনলিথগোর ভাড়াটিয়া সৈন্যের কথাই ইহাতে মনে আসে। কিন্তু আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর। আমি জোর গলায় বলিতে পারি, বৃটেনের শ্রমিকদের নামে, এই দেশে যাহা করা হইতেছে, তাহা যদি তাহারা জানিতে পারে, তবে তাহারা কখনো ইহা সহ্য করিবে না। দেশের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ভারতের জনসাধারণের যে দাবী, তাহাতে বৃটিশ শ্রমিকদের পূর্ণ সমর্থন আছে।"

লাহোরে পার্টি দুর্ব্বল হইলেও একতা প্রচার সফল হইয়াছে। ৮ হাজার নাম সই যোগাড় হইয়াছে। চাঁদা উঠিয়াছে ২ হাজার টাকা। পিপ্‌লস ওয়ার বিক্রি হইয়াছে ১৪ শত।

অন্ধ দেশে

মেয়েরা আগাইয়া আসিয়াছে

বেজওয়াদা সহরে ১২ জন মেয়ে শিশু সন্তানের হাত ধরিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে একতা প্রচার করিয়াছেন। সংগ্রামের নামে বিভ্রান্ত হইয়াছেন মধ্যবিত্তরাই বেশী। এই মধ্যবিত্তদের মাঝেই মেয়েরা প্রচার করিয়াছেন। ৫ দিনে ৬ শত সই তাঁহারা যোগাড় করিয়াছেন। ৯০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন।

একতা সপ্তাহে বেজওয়াদার মোট নাম সই হইয়াছে ৪ হাজার ৬ শত। ইহার ভিতর ৪ হাজারই মজুর। মুসলমানরা এখানে সংখ্যায় কম, তাঁহাদের ভিতর ২০০ জন সই দিয়াছে।

বোম্বাইতে

সংগ্রামপন্থী মধ্যবিত্তের মাঝে

দমননীতি ও সংগ্রামের আগুন বোম্বাইতে প্রথম জ্বলিয়াছিল। মধ্যবিত্ত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কমিউনিষ্টদের ভুল বুঝিয়াছে, অভিসম্পাত করিয়াছে। একতা সপ্তাহে মধ্যবিত্তদের মাঝেও পার্টি প্রচার করিয়াছে—জনসাধারণ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়াছে। মাতুঙ্গা, শিবাজী পার্ক, গিরগাঁও,—সংগ্রামের এই সকল ঘাঁটিগুলিতেই একতা সভা হইয়াছে। নাপ্‌পু হলে আগে সভা করা সম্ভব হয় নাই। সেখানেও সভা হইয়াছে। 'পিপ্‌লস ওয়ারে'র অফিসের কমরেডরা মধ্যবিত্তদের পল্লীতে পথ সভা করিয়াছেন। একদিন মাত্র ২ ঘণ্টায় ৩৫০ কপি পত্রিকা বিক্রি হইয়া গিয়াছে। এমন কি সংগ্রাম পন্থীদেরই বলিতে শোনা গিয়াছে "এইবার কমিউনিষ্টদের বুদ্ধি হইয়াছে। তাহারা ঠিক পথ ধরিয়াছে।"

একতা সপ্তাহে বোম্বাইতে ১৩টি বড় সভা ও ২৫০ পথ সভা করা হইয়াছে। ৪০ হাজার পার্টি ইস্তাহার বিলি হইয়াছে।

মালাবারে

জাপ বিরোধী 'পুরাকলি'

উত্তর মালাবারে পুরাকলি জন-উৎসব বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। নাচ ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া বীরত্ব গাথা প্রকাশই ইহার বিশেষত্ব। যুবক বৃদ্ধ নরনারী সবাই যোগ দেয় এই উৎসবে। একতা সপ্তাহে মালাবারে বিশেষত্ব ছিল জাপ-বিরোধী পুরাকলি। দূর দূরান্তর হইতে শত শত জনসাধারণ আসিয়া পুরাকলিতে যোগ দেয়। 'কংগ্রেস-লীগ একতা জিন্দাবাদ', 'কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ' ধ্বনির ভিতর দিয়া সুরু হয় জননাট্ট, চীন জাপানীদের বীভৎস অত্যাচার ও লুণ্ঠনের দৃশ্য, জনঐক্যের ও জনপ্রতিরোধের কি বিরাট শক্তি সবই পুরাকলিতে দেখান হয়। জাতীয় একতার দাবীতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া জনসাধারণ ঘরে ফিরে। পুরাকলির পালা মুসলমান জনসাধারণকেও একতার ডাকে জাগাইয়াছে। একটি পুরাকলিতে ৩০০ মুসলমান পুরুষ ও ৬০ জন মুসলমান মেয়ে যোগ দেয়।

পার্টির সাহায্যে মুসলিম লীগ

বিভিন্ন জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য কংগ্রেস-লীগ একতা ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি—এই দাবীই যে আজিকার প্রকৃত দাবী, একথা ঠাকুরগাঁর মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতারা সকলেই স্বীকার করিলেন। শুধু মুখে স্বীকার করাই নয় যে পার্টি ইহার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে তাহাকে নিয়মিত সাহায্য করিতেও তাঁহারা রাজী হইলেন। একজন স্থানীয় মুস্লিম কমরেডকে কিছুদিন আগেও যাঁহারা নানা ভাবে লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েন নাই, আজ তাঁহাকে মাসিক সাহায্য দিয়া পার্টির স্থায়ী কর্ম্মী হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ দিতে তাঁহারাই অগ্রণী হইলেন।

ভ্রান্ত ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী

একতার পথে

হাওড়া জিলার থলিয়া ইউনিয়নে একতা স্কোয়াড ১২ জন ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থীর মাঝে প্রচারে আসেন। অনেক আলোচনার পর ১০ জন নাম সই দিলেন। তাঁহাদের ভিতর একজন হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহে জেল খাটিয়াছেন, আর একজন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচনে ফরওয়াড ব্লকের মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দীতায় নামিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা ছিলেন সংগ্রামপন্থী। একতা প্রচারের সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, সুভাষের পথে নয়, সংগ্রামের পথে নয়, একতার পথেই দেশের স্বাধীনতা। একজন ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী শুধু বলিলেন, কমিউনিষ্টদের পথই ধ্বংসের পথ, সুভাষবাবুই ঠিক পথ দেখাইয়াছেন। তিনিই প্রকৃত পঞ্চমবাহিনী।

ঐক্যের আন্দোলনে চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে যখন জাপানী আক্রমণ আসন্ন, সরকারী দমননীতি যখন মাথা তুলিয়াছে, পঞ্চমবাহিনীও সেই সুযোগে ধ্বংসমূলক কাজ সুরু করিয়াছে। পোষ্ট-আফিস, খাস মহল অফিস পুড়িতেছে, রেল লাইন তোলার চেষ্টা হইতেছে। সরকার পাইকারী জরিমানা করিতেছে, কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করিতেছে, আর অদূরে জাপানীরা দাঁড়াইয়া আনন্দোল্লাস করিতেছে।

কমিউনিষ্টরাই এই সংকটে দৃঢ়চিত্তে একতা আন্দোলনে আগাইয়া আসিয়াছে। একতা সপ্তাহে মেয়েদের ৩টি স্কোয়াড সহ মোট ৩৫টি স্কোয়াড প্রচারে নামে। সমস্ত জিলায় সাড়ে আট শ একতা পোষ্টার ও প্রায় ১৫ হাজার ইস্তাহার বিলি করা হয়। সাত হাজারেরও উপর নাম সই হয় একতার দাবীতে। হিন্দু-মুসলমান, মধ্যবিত্ত-কৃষক, সবার মাঝেই একতা আন্দোলন সাড়া জাগাইয়াছে। জনসাধারণ বুঝিতেছে ধ্বংসমূলক কাজে জাপানীদের রোখা যায় না, বোমার হাত হইতে বাঁচা যায় না, দেশ স্বাধীন করা যায় না।

একতা স্কোয়াড **মুসলমান পল্লীতে** ও মসজিদে মসজিদে যাইয়াও প্রচার করিয়াছে। ধলঘাটে ১৫০ জন মুসলমান একতায় সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। কোথাও কোথাও পার্টি ফাণ্ডে তাঁহারা চাঁদা দিয়াছেন।

একতা সপ্তাহে **পার্টি ফাণ্ডে** যে টাকা উঠিয়াছে চট্টগ্রামের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব। সাত দিনের ভিতরই প্রায় ছয় শত টাকা জনসাধারণ পার্টিকে চাঁদা দিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক পার্টি চট্টগ্রামের জনসাধারণ যে তাহা বুঝিতেছে, ইহা তাহারই প্রমাণ।

একতা সপ্তাহ একদিক দিয়া যেমন জাতীয় একতার প্রচার করিয়াছে, তেমনিই কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা বাহিনীকে শক্ত করিয়াছে। কৃষক সভায় প্রায় ৫ শত মেম্বর ও জনরক্ষা বাহিনীতে ৬ শত জন ভলাণ্টিয়ার যোগ দিয়াছে। ৪টি নূতন কৃষক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

প্রচারের আর একটি বিশেষত্ব ছিল দেওয়াল পত্রিকা। একতা সপ্তাহে ১৬ খানি দেওয়াল পত্রিকা বাহির করা হইয়াছে। জনযুদ্ধে স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছে ২৪, পিপ্‌লস্ ওয়ারে ২০।

চট্টগ্রাম একতার পথে আগাইতেছে, বাংলার পূর্ব্ব দ্বারে জাপানী ডাকাতদের চট্টগ্রাম রুখিবে—একতা সপ্তাহ সেই দৃঢ়তা আনিয়া দিয়াছে।

একতা প্রচারে সরকারী বাধা

আসাম—আসামে বোমা পড়িয়াছে, জাপানী আক্রমণও আসন্ন। এই সংকটের দিনে কমিউনিষ্টরাই দেশকে একত্র করিয়া জাতিকে বাঁচাইবার জন্য আগাইয়াছে। কিন্তু আমলাতন্ত্র এই ঐক্য প্রচারে বাধা জন্মাইতেছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিতেছে। **ডিব্রুগড়ে** কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহার সহিত একতা আন্দোলনের যে সব কাগজপত্র ছিল, তাহাও পুলিশ কাড়িয়া লইয়াছে। **শিবসাগর** ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ভদ্রকৃষ্ণ গোস্বামীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। **গৌহাটী**তে কমরেড গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও নন্দেশ্বর তালুকদারকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং প্রগ্রেসিভ ইউনিয়নে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। **যোরহাটের** কমরেড বিষ্ণু বড়ার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম—বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী ও বিশিষ্ট লেখক বিনয় ঘোষ চট্টগ্রাম পৌছিলে, তখনই তাঁহাদের উপর হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। ইহার আগে স্থানীয় কয়েকজন কমিউনিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে যখন জাপানী আক্রমণ আসন্ন, তখন আমলাতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ফাসিষ্ট-বিরোধী—কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার সুরু করিয়াছে। ফলে পঞ্চমবাহিনী অবাধে অরাজকতা চালাইয়া দেশপ্রেমিকদের ভ্রান্ত পথে টানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবে, জাপানী আক্রমণের পথ আরও খোলসা করিবে।

ময়মনসিংহ—একতার আন্দোলনে কমিউনিষ্টরা যতই আগাইতেছেন সরকারী বাধাও ততই বাড়িতেছে। নলিতাবাড়ী কৃষক সমিতির অফিস খানাতল্লাসী করিয়া পুলিস কৃষক সমিতির কাগজপত্র, জাতীয় দাবী ও ৩৭৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। অজুহাত, কংগ্রেসের অফিসও ঐ একই ঘরে ছিল।

বীরভূম—জিলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দেবেন রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি অন্তরীণাদেশ ভাঙ্গিয়াছেন। অনেক দিন আগেই সমস্ত কর্ম্মীদের উপর হইতেই অন্তরীণাদেশ তুলিয়া লওয়া হয়। কয়েকমাস পর হটাৎ কমরেড রায়কে সেই অজুহাতে গ্রেপ্তার করার কারণ কি?

দিনাজপুর—পার্ব্বতীপুর থানায় রাজারামপুর হাটে একতা সভার কথা ঘোষণা করিবার সময় কমরেড খোকা রায় ও কৃষ্ণহরি রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একতার আন্দোলনে আমলাতন্ত্র এমনি করিয়াই বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

চীনা মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

[মাদাম সুন-ইয়াৎ সেন]

[চীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা যে অংশ নিয়েছেন, এসিয়ায় তা আদর্শস্বরূপ। এই প্রবন্ধে চীনের শ্রেষ্ঠ নেতা মৃত সুন-ইয়াৎ সেনের পত্নী তারই চিত্র এঁকেছেন। মাদাম সুন-ইয়াৎ সেনও চীনের নারী আন্দোলনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। প্রবন্ধটি "এশিয়া" থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। —সম্পাদক]

১৯১১ সালে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন চীনের লড়াই শেষ হয় নি, বরং তখনই সে লড়াই শুরু হল। সরকারের চেহারা বদলেছিল, কিন্তু মোটের উপর ক্ষমতা আগে যাদের হাতে ছিল তাদের হাতেই রইল; জীবনযাত্রার ধারাতেও কোন অদলবদল ঘটে নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই মেয়েদের অধিকার ব্যাপারেও তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

১৯২৫-২৭ সালে উত্তর চীনের দুর্দ্ধর্ষ সামন্তসর্দ্দারদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য যে বিরাট সামরিক অভিযান গেছল, মজুর, কিষাণ ও ছাত্রদের মধ্য থেকে হাজার হাজার মেয়ে তাতে যোগ দিয়েছিল। তারা নানাভাবে যুদ্ধে সাহায্য করত, জাতীয় আন্দোলনের মূলসূত্রগুলি চারদিকে প্রচার করত, অনেকে সিপাহীদের সঙ্গে মিলে লড়াই পর্য্যন্ত করেছিল।

জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানেও তখন মেয়েদের দেখা গেল। ১৯২৪ সালে ক্যান্টনে যে প্রথম জাতীয় কুয়োমিনটাং কংগ্রেস বসেছিল, সেখানে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত হয়। এ কমিটিতে মেয়েদের মধ্যে ছিলেন হো সিয়াং-নিং এবং তেং য়িং-চাও। হো সিয়াং নিং কুয়োমিনটাঙের মহিলাবিভাগ সংগঠন করেন। তেং য়িং-চাও (এখন কম্যুনিষ্ট নেতা চু এন্-লাইয়ের স্ত্রী) ছিলেন যে কম্যুনিষ্ট দল আন্দোলনের অগ্রগতিতে খুবই সাহায্য করেছিল, তার একজন সদস্য।

প্রথম থেকেই আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের একটী প্রধান দাবী হয়েছে মেয়েদের মুক্তি। আন্দোলনের শুরু থেকেই আমাদের মেয়েরা শুধু স্ত্রীলোকের অধিকার নিয়ে লড়ে নি, সে লড়াইকে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই একটা অংশ মনে করে এসেছে।

চীনের জনগণের প্রথম বিরাট অভিযান যখন স্বদেশ ও বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে পরাজিত হল, গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা যখন অন্তর্যুদ্ধের পুনরাবির্ভাবের ফলে বিফল হল, তখন স্বভাবতই মেয়েদের মুক্তি আন্দোলনও বাধা পেল।

কুয়োমিনটাঙের সাফল্যে মহিলাবিভাগের কৃতিত্ব কম ছিল না। তবুও সেই কুয়োমিনটাংই প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের কবলে গিয়ে মহিলাবিভাগ উঠিয়ে দিল। যে সব মেয়েরা নামমাত্র কুয়োমিনটাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে রইলেন, তাঁরা শুধু তাঁদের মৃত স্বামীরা নেতা ছিলেন এই সুবাদে সেখানে জায়গা পেলেন, নিজেদের কৃতিত্বের সম্মান তাঁরা পেলেন না। নূতন পরিস্থিতিকে তাই সব মেয়েরা মেনে নেয় নি, অনেকে প্রবাস থেকে প্রগতি বিরোধীদের নিন্দা করে নিজেদের মত প্রচার করেছিলেন। এ সময়টা ছিল আমাদের দুঃখের যুগ; দশ বৎসর ধরে অন্তর্যুদ্ধ চলে, ক্রমাগত জাপানীর পেট ভরাবার জন্য আমাদের দেশের অনেকটা তাকে গ্রাস করতে দেওয়া হয়, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে জাপানের প্রভাব বেড়ে চলে।

জাপান যখন দেশের আরও অনেকটা দখল করে বসবে বলে আশঙ্কা হচ্ছিল, তখন ১৯৩৫ সালে নূতন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই দুঃখকাহিনীর অবসান ঘটায়। ১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। তখন থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জাপানের সঙ্গে লড়বার জন্য সরকারের উপর জোর চাপ দিয়ে আসছিল। তারা হাজারে হাজারে মিছিল করে সরকারী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নিজেদের মত প্রচারের জন্য পায়ে হেটে রাজধানীতে যায়, অনশন ধর্ম্মঘট করে, পুলিশের হাতে মার খায়, জেলে যায়, ফাঁসিকাঠে চড়ে। ১৯৩৫-এর শেষে পাইপিঙের ছাত্রেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, চীন সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রস্থলে জাপানীদের হাতে পুতুলের মত এক সরকার খাড়া করার চেষ্টা রোধ করতে তারা জীবনপণ করে। সংগ্রামের সময় তখন উপস্থিত হয়ে গেছল, তাই ছাত্রেরা সাফল্য লাভ করে আর এর ফলে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' (National Salvation movement) নামে এক নূতন সংস্থা কাজ শুরু করে। ছেলেদের মত মেয়েরাও খুবই সাহস নিয়ে সমান সংখ্যায় এ কাজের ভার নেয় ও বহু অত্যাচার সহ্য করে। তাদের এক মিছিলকে যখন শহরের গেট বন্ধ করে আটকানো হয়, তখন একটী মেয়ে দুই দরজার মধ্যে নিজের ছোট্ট দেহটাকে ঠেলে দেয়, প্রহরীদের মুক্ত তরবারি অগ্রাহ্য করে মিছিলের উদ্দেশ্য তাদের বোঝায়, ছাত্রদের মিছিলকে পার হয়ে যেতে দেবার জন্য অনুরোধ করে। এই বীর মেয়েটীর কথা চীনের মেয়েরা কখনও ভুলবে না।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, অনেক শাখা গড়ে তোলা হয়। পাইপিং শহরের ছাত্র-মিছিল বেরুবার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে শাংহাইয়ে মহিলাদের যে জাতীয় মুক্তি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তার গুরুত্ব কম নয়। সমিতি স্থাপনের দিন এর এক হাজার সদস্য শহরের মধ্য দিয়ে মিছিল করে যান। সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁরা আওয়াজ তুলেছিলেন—

"অন্তর্যুদ্ধ বন্ধ কর।" "চীনার সঙ্গে চীনা লড়বে না"। "জাতিকে বাঁচাবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গড়ে তোলো"।

"প্রতিরোধ কার্য্যে যোগ দিয়েই মেয়েরা স্বাধীনতা পাবে।"

নূতন সমিতি শীঘ্রই অনেকগুলি বিভিন্ন শাখা গড়ে তুলেছিল—শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, গৃহিণী, কর্ম্মচারী প্রভৃতির জন্য আলাদা শাখা হল। ওয়াই, ডবলু, সি, -এর মত যারা এক্ষেত্রে আগেই নেমেছিল, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। লেখিকারা আলোচনা সভা করে সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে লাগলেন। 'মেয়েদের জীবন' নামে একটী মাসিক, 'ছোট বোনগুলি' নামে এক পাক্ষিক প্রকাশ হল, 'সাধারণ মেয়ে' বলে একটী কাগজ দশদিন অন্তর প্রকাশ হতে লাগল।

ছাত্রদের অভিযান শুরু হবার পর জাপ-বিরোধী আন্দোলনে সাংহাই ও সিংতাওয়ের কাপড়কল মজুররা যোগ দিল। লক্ষ লক্ষ মজুর জাপানী মালিকদের কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। এরা যে চরিত্রবল ও বীরত্ব দেখিয়েছিল, তা ছাত্রদের চেয়ে বেশী। তারা শুধু অত্যাচার ভোগ করতে তৈরী হয়নি, তখনই তাদের অনাহারে থাকবার জন্যও তৈরী হতে হল। কারখানায় যে সব মেয়েরা কাজ করত, তারা মজুরী পেত অতি সামান্য। তালি দেওয়া কাপড় তারা পরে থাকত, তাদের চুলের মধ্যে তুলো উড়ে এসে লেগে থাকত, শৈশব থেকে দিনে ১৬।১৭ ঘণ্টা খেটে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত, অনেকেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হত। এদের বীরত্বের কথা চীনের নব জাগরণের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে।

ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ার সময় শাংহাইয়ের সবকটী জাতীয় মুক্তি সমিতি একত্র মিলে শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য দেশ-বিখ্যাত বিদ্বানদের নিয়ে একটী কমিটি খাড়া করে। জাপানী সরকারের চাপে চীনা সরকার এঁদের মধ্যে সাত জনকে গ্রেপ্তার করে। দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করছেন বলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারত। এই সাত জনের মধ্যে ছিলেন মহিলা আইনজীবী মিস্ জেলিয়াং। ১৯৩৭ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর পর্য্যন্ত তাঁরা জেলে আটক ছিলেন।

এই সাতজন দেশভক্তকে বন্দী করে রাখার ফলে সর্ব্বত্র আন্দোলন বেড়ে উঠল। জাপবিরোধী মনোভাব দৃঢ়তর হল। ফাসিষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে একতার সংগ্রামে এর পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিয়ানে চিয়াং-কাই-শেককে বন্দী করার বৃত্তান্ত। তখন চিয়াংকে যে সব দাবীর কথা জানানো হয়েছিল, তার মধ্যে এই সাতজন দেশপ্রেমিকের মুক্তি ছিল একটি। একদিকে জাপানী আক্রমণের ক্রমবর্দ্ধমান চাপ আর অন্যদিকে এরূপ ঘটনা ঘটতে থাকায় শীঘ্রই চীনের প্রত্যেক প্রগতিশীল ফাসিষ্ট-বিরোধী দেশভক্ত যা চাইছিলেন, তাই হল—অন্তর্যুদ্ধ বন্ধ হল, বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সহস্র চেষ্টা আরম্ভ হল।

সকল চীনাদের মত মেয়েদেরও যুদ্ধের এই বিরাট পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হল। এ পরীক্ষায় মেয়েরা হার মানে নি। মার্কো পোলো পুলের উপর প্রথম সংঘর্ষ ঘটার পরই তারা স্থানীয় ২৯শ সেনাবাহিনীর জন্য সেবাশুশ্রূষা, ব্যাণ্ডেজ তৈরী করা ও রাজনৈতিক প্রচারের ভার নিয়েছিল।

পাইপিং ও টিয়েন্টসিন শহর "জাপানী" দখলে এলে হাজারে হাজারে মেয়েরা ঐ দুই শহর ছেড়ে চীনের স্বাধীন অঞ্চলে চলে যায়। অনেকে নৌকাতে সিংতাও গিয়ে সেখান থেকে নানকিং যায়। অনেকে জাপানী সৈন্যদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যায় আর পাইপিং-হ্যানকাউ রেলপথ ও গ্রাণ্ড ক্যানালের ধারে যে চীনা সৈন্য বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে যোগদান করে। পাইপিঙের কাছাকাছি পাহাড় অঞ্চলে যে গেরিলা সংগঠন গড়ে উঠ ছিল, তাতে অনেকে যোগ দেয়। অনেকে আবার পশ্চিমমুখো চলে গিয়ে কম্যুনিষ্ট অষ্টম বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে, বাহিনীর স্কুলে সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা পায়। মেয়েরা সর্ব্বদাই দলে দলে ঘুরত, আর যেখানেই তারা থাক্—নৌকাতে হোক্, ট্রেণে হোক্, সুদূর গ্রাম্য অঞ্চলে হোক্—সর্ব্বত্র তারা জনসাধারণকে জাপানীদের রুখ্‌বার কথা বল্‌ত। যারা বেরিয়ে যেতে পারে নি, তারাও অকেজো হয়ে বসে থাকে নি। তারা গোপনে কাগজ বার করত, জাপ-অধিকৃত শহরগুলির সঙ্গে গেরিলাদের সংযোগ ঠিক্ রাখ্‌ত, জাপানী সৈন্যদের মধ্যেও প্রচারকার্য্য চালাত, সামরিক চলাচল সম্বন্ধে সংবাদ জোগাড় করত, অল্প কথায় বলতে গেলে শত্রুর পিছনে থেকে এক রকম লড়াই চালাত।

উত্তর চীনে যখন এই সব কাণ্ড হচ্ছিল, তখন শাংহাই নিয়েও বেজায় লড়াই শুরু হয়, তিন মাস ধরে লড়াই চলে। স্বেচ্ছাসেবিকারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের ফিরিয়ে আনে, ব্যাণ্ডেজ্ বানায়, সেবা-শুশ্রূষা করে, তাদের জন্য চিঠি লেখে, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে। দু মাসের মধ্যে তাড়াতাড়ি দু হাজার নার্স শুশ্রূষা শিক্ষা করে ফেলে। মেয়েদের অনেকে লড়াইয়ের আগুনের মধ্যে কাজ করেছে, পাশাপাশি কারখানার মজুর, গার্ল গাইড, ছাত্রী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা খেটে চলে। উচ্চকর্ম্মচারীদের দৃষ্টান্ত হিসাবে মাদাম কুং (ইনি মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন ও মাদাম চিয়াং কাই শেকের ভগ্নী) একটা নামজাদা প্রমোদ গৃহকে হাঁসপাতালে পরিণত করেন ও নিজের টাকায় সেটা চালিয়ে যান। মাদাম কুং ও তাঁর বন্ধুরা অনেক মোটর লরী কিনে সেগুলিতে সৈন্যদের দরকারী জিনিষপত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান, আহতদের সেই লরীতেই ফিরিয়ে আনেন। আরও হাজার হাজার মেয়ে টাকা দিয়েছে বা নিজেরা খেটেছে, কিম্বা টাকা ও খাটুনি দুই দিয়ে দেশের সেবা করেছে। চীনা বাহিনী যখন পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়, তখন যাতে অধিকাংশ ফিরতে পারে, সেইজন্য একটী ব্যাটেলিয়ন মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যায়। এই ব্যাটেলিয়নে য়াং হুই-মিন্ নামে একটী মেয়ে শত্রুর গোলাগুলি অগ্রাহ্য করে একটী নিশান নিয়ে যায়। শাং হাইয়ের মেয়েদের বিপুল বীরত্ব কাহিনীর এই ঘটনা একটী প্রতীকমাত্র। ("এশিয়া")

আলোচনা

ভারতের স্বপক্ষে মার্কিন তোলপাড়

মিত্র জাতিগুলিকে নিজের প্রয়োজনেই ভারতকে ক্ষমতা দিবার জন্য আন্দোলনে আগাইয়া আসিতে হইতেছে। কারণ ভারত আপন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া এশিয়ায় ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে না লড়িলে মিত্র জাতিগুলির যুদ্ধের স্বার্থই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সমস্ত মিত্র দেশে, বিশেষ করিয়া মার্কিণে সেই বোধ ও আন্দোলন প্রবল হইতেছে। আমেরিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি বল্ডইন, লেখিকা পার্ল বাক, লেখক জন গান্থার, আপ্টন সিনক্লেয়ার ও ষ্টুয়ার্ট চেস, নিউ রিপাব্লিকের সম্পাদক ব্রুস ব্লিভেন, কান্সাসের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ল্যাণ্ডন, বিশপ ম্যাককোনাল, অধ্যাপক হকিং প্রমুখ বহু বিখ্যাত আমেরিকান "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় মার্কিণ জনসাধারণের প্রতি এক আবেদনে লিখিয়াছেন "আমাদের সমূহ বিপদ। বর্ম্মায় ও মালয়ে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতে অধিকতর অনর্থের সহিত সেই বিপর্য্যয়েরই পুনরাবৃত্তি হইতে পারে।" জুলাই মাসে এডগার স্নো ভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন এতদিন পরে তাহা ভারতে পৌছিতে পারিয়াছে। তিনিও লিখিয়াছেন, "যতদূর সম্ভব ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য এখনি সকল রকম চেষ্টা করা একেবারে জরুরি এ কথা মানিতেই হইবে।" আমি সাম্রাজ্যে লালবাতি জ্বালাইবার জন্য মন্ত্রী হই নাই—চার্চ্চিলের এই দাম্ভিক ঔদ্ধত্যের জবাবে মিসেস জন গান্থার বলিয়াছেন এ ধরণের কথা "রাজনীতিক নীতিজ্ঞানহীনতা ও পাগলামি", "ভারত স্বাধীন না হইলে এ যুদ্ধে জিত আরম্ভ হইবে না।" "ভারতকে পরাধীনতার শিকল পরাইয়া রাখিলে চলিবে না"—ওয়েণ্ডেল উইল্কির এই কথার জ্বালাতেই চার্চ্চিলের উপরোক্ত গাত্রদাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারই দেশের লোক নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন কাগজের সম্পাদক কিংসলি মার্টিন (ইনি এখন আমেরিকায়) আমেরিকা হইতে তার করিয়া জানাইয়াছেন যে চার্চ্চিলের গলাবাজির বিরুদ্ধে উইল্কির মত প্রায় সমস্ত আমেরিকানেরই মত। তাই চার্চ্চিল মন্ত্রীপরিষদের আর একজন গলাবাজ উৎপাদন মন্ত্রী লিটল্‌টনকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "বিলাতের জনসাধারণ ও মার্কিণের জনসাধারণের মধ্যে মতের তফাৎ রহিয়াছে।" অবশ্য এই মন্ত্রীপ্রবর বিলাতের জনসাধারণ বলিতে চার্চ্চিল, আমেরির মত সাম্রাজ্যবাদী মনিবদেরই ধরিয়াছেন।

ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী সাম্রাজ্য হারাণোর ভয়ে এই সমস্ত খবর এদেশ হইতে চাপিয়া রাখিতেছে। আমেরিকায় কিরূপ তোলপাড় হইতেছে তাহার আভাস মাত্র আমরা পাই। এতদিনে জানা গিয়াছে যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পর একমাস ধরিয়া আমেরিকায় ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য হইয়াছে, মার্কিন সেনেটে পর্য্যন্ত এ বিষয় আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এদেশে কোন খবর আসিতে দেওয়া হয় নাই।

সরকারী সেন্সর ষ্টালিনের বক্তৃতাকে পর্য্যন্ত বিকৃত করিয়া এদেশে প্রচার করে, যুদ্ধ-জয়ের সম্বন্ধেও বিদেশী জনমতকে এদেশে পৌছিতে দেয় না। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এদেশের সংবাদপত্র-সেবীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিবিধান করেন না। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সাংবাদিকই এই সেন্সর পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনায়াসে এক হইতে পারেন এবং ভারতের সমস্ত সাংবাদিক একত্রে চেষ্টা করিলে সেন্সরের দুর্নীতি অনেকখানি বন্ধ করা যায়।

* * *

সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের জবাব কংগ্রেস-লীগ ঐক্য

ভারতের লোকের সঙ্গে মিত্রজাতির লোকের একতা বাড়িতেছে। আমাদের দেশের ভিতরকার যেটুকু অনৈক্য তাহাই বিদেশে প্রাণপণে প্রচার করিয়া আমলাতন্ত্র কোন রকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। আমলাতন্ত্রের হুকুম-বরদার জাফরুল্লা খাঁ নিউইয়র্কে বলিয়াছেন যে লীগের সহিত কংগ্রেস কোন আপোষ করিতে রাজী হইতেছে না বলিয়াই যত গোল। (অর্থাৎ ব্রিটিশ যেন ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে!) রামস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে যে কয়টী পোষা জীবকে আমেরিকায় পাঠানো হইয়াছে তাহাদের সকলকেই বোধ হয় এই বুলি শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেশের মধ্যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদী প্রতারণার শেষ মুখোসও খসিয়া পড়িবে।

* * *

সাপ্রুর সর্ব্বদল সম্মিলন

রাজাজিকে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিবাদ ও একতা আরও বাড়িয়াই উঠিতেছে। স্যর তেজবাহাদুর পর্য্যন্ত বলিতেছেন, "আমেরিকে দূর কর।" স্যর তেজ প্রমুখ নরমপন্থী নেতারা সম্ভবতঃ রাজাজির সমর্থনে একটী সর্ব্বদল সম্মিলন ডাকিয়া দেশবাসীর মধ্যে একতা ও নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন স্থির করিয়াছেন। নিজেদের মধ্যে একতা ও নিষ্পত্তির জন্য স্যর তেজের আবেদনকে প্রত্যেক দেশভক্তই সমর্থন করিবেন ও তাঁহার চেষ্টা যাহাতে সফল হয় তাহার চেষ্টা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্মেলনে কংগ্রেস ও লীগ ছাড়া আর প্রায় সব সংগঠনের প্রতিনিধিদেরই ডাকা হইয়াছে। অথচ সকলেই বোঝে যে কংগ্রেস-লীগ একতার উপরই দেশবাসীর একতা নির্ভর করিতেছে। সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমলাতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক যুক্তির চমৎকার জবাব দিয়া কোন চতুর শাসনতান্ত্রিক স্কীম বাহির করিলেই আমলাতন্ত্র ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে না। তাহাকে ক্ষমতা ছাড়াইতে হইবে। এবং তাহার জন্য দেশে যে শক্তি ও সমর্থন প্রয়োজন তাহা শুধু কংগ্রেস-লীগ মিটমাট তথা সমস্ত দেশবাসীর একতার মধ্য দিয়াই আসিতে পারে।

কংগ্রেস বা লীগকে বাদ দিয়া স্যার তেজের সম্মিলন আলাদাভাবে যদি কোন নিষ্পত্তির চেষ্টা করে তাহাতে আমলাতন্ত্রের কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রণ্ট বা যুক্তিতর্কেরই খোরাক জুটিবে। কোন কোন মহল হইতে কংগ্রেস ও লীগকে বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা "নিষ্পত্তিতে" আসার চেষ্টা হইতে পারে বলিয়াই আমাদের এই সাবধান-বাণী। এরূপ "নিষ্পত্তিতে" ক্ষমতা পাওয়া যায় না, শুধু ক্ষমতা ছাড়ার বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রের অপচেষ্টাকেই সমর্থন করা হয়।

আবার আর সকলকে বাদ দিয়া শুধু লীগ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা "নিষ্পত্তি" হইতে পারে এই ভয়েও অনেকে লীগকে বাদ দিয়া আরও "সহজ" সর্ত্তে আলাদাভাবে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাতেও ঐক্যের বদলে ভেদনীতির পথই খোলা হইবে।

এই সম্মিলনের পিছনে দেশবাসীর সংগঠিত শক্তি কংগ্রেস ও লীগ নাই, তাই ইহা আমলাতন্ত্রের হাত হইতে ক্ষমতা আদায় করিতে পারে না। সম্মিলনের এই দুর্ব্বলতা উদ্যোক্তাদের বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই সম্মিলনে দেশের অনেক প্রভাবশালী অংশ রহিয়াছে। জাতীয় দাবীর পিছনে তাঁহাদের একতা দেশের একতাকে বাড়ায়। কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা কংগ্রেস ও লীগের অনেক সমর্থককেই আকৃষ্ট করে, অন্যান্যদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ইহাই সম্মিলনের শক্তি। এই কথা পরিষ্কার বুঝিয়া কিরূপে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় একমাত্র সেই প্রশ্ন সমাধানের জন্যই সম্মিলনকে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের জাতিগুলির, বিশেষ করিয়া মুস্লিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পরিষ্কারভাবে কংগ্রেস স্বীকার করিলে তবেই কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রধান বাধা দূর হয়। সুতরাং সম্মিলনকে সেই কথা স্বীকার করিয়া তাহার ভিত্তিতে মিটমাটের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই সম্মিলন সার্থক।

* * *

সংবাদের উপর দমননীতি

সংবাদপত্রের উপর বাধা নিষেধ সম্বন্ধে বাংলা সরকার দমননীতি একটুও আলগা করেন নাই। হুকুম হইয়াছে যে, সরকারীভাবে ঘোষিত না হইলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলওয়ে, বিমান ঘাঁটি, তৈল, জল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, এবং তার, টেলিফোন ইত্যাদি ধ্বংস করা বিষয়ে কোন খবর ছাপা যাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত কারখানার ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে কোন খবর দিতে বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারা যাইবে না।

যুদ্ধ ব্যবস্থা ধ্বংসের কথা শত্রুরা না জানুক ইহা সকলেই সমর্থন করিবে। কিন্তু তাহা বিচারের ভার আমলাতন্ত্রের চাইতে জনসাধারণই ভালভাবে লইতে পারিবে, কারণ দেশ তাহাদের, শত্রুও তাহাদের। উপরোক্ত হুকুম সমর্থন করিলে মেদিনীপুরের খবর আঠারো দিন পরে দেওয়ার ব্যবস্থাও সমর্থন করিতে হয়। মজুররা ন্যায্য দাবীতে ষ্ট্রাইক করিলেও আমলাতন্ত্রের মর্জিমত তাহাদের দেশের লোক ও পরিবার-পরিজন সে কথা জানিবে বা জানিবে না—ইহাও সমর্থন করিতে হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, বঙ্গীয় সংবাদপত্র-মালিকদের প্রেস অ্যাডভাইজরি কমিটি ইহা মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এরূপ খবর গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বন্ধ করুন আপত্তি নাই, শুধু "কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন" নামে খবরগুলির উপর কড়াকড়ি বন্ধ রাখুন। অর্থাৎ মজুররা পেটের জন্য ও ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ শক্তি দৃঢ় করিবার জন্য ধর্ম্মঘট করিলে তাহাতে সংবাদপত্র-ওয়ালাদের মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু মিছামিছি কংগ্রেসের নাম লইয়া পঞ্চমবাহিনী স্কুল-কলেজ পুড়াইলে সে খবর তাঁহাদের "বিক্ষোভ প্রদর্শন" বলিয়া না ছাপিলেই চলে না। এবং আমলাতন্ত্রও তাহাতে রাজি! মজুরদের অধিকার জলাঞ্জলি দিলে কাগজওয়ালারা আজ যে অধিকার পাইবেন ভাবিতেছেন তাহাও টিকিবে না। সমস্ত শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় সাংবাদিকরা যদি একত্র হন তবেই তাঁহারা নিজেদের অধিকার বাঁচাইতে পারিবেন।

* * *

কাপড়-চিনি-পয়সা আদায় কর

কাপড়ের দাম আগুন। বোম্বে ডাইং কোম্পানীর যে ধুতির দাম ১৯৩৯ সালের অগাষ্ট মাসে ছিল একটাকা জোড়া, ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে তার দাম ২৷৵০; টাটা কোম্পানীর ধুতি ঐ সময়ের মধ্যেই ১৸৵০ হইতে ৫৷৵০ উঠিয়াছে। সাসুন কোম্পানীর লংক্লথ ছিল ৪৬৷১০, এখন ১৩৷০, ক্রাউন মিলে ৫৷৵০ হইতে ২১৲ উঠিয়াছে। অর্থাৎ কাপড়ের দাম মিল হইতেই প্রায় তিন চার গুণ বাড়িয়াছে, আর বাহিরে দোকানে তো পাঁচ ছয়গুণ। আমলাতন্ত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আনিয়া দিবে বলিয়া অনেক বার লম্ফঝম্প করিয়াছে, কিন্তু এতদিনেও তাহার ব্যবস্থা করিল না, শুধু অজুহাত দিয়া চলিয়াছে।

ব্যবস্থা হোক বা না হোক তাহাদের সব বিষয়ে মোটা মাহিনার চাকুরে আছে এবং তাঁহারা বিবৃতি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া, সাংবাদিকদের জলযোগে আপ্যায়িত করিয়া আমাদেরই পয়সার মাঝে মাঝে আরও সদ্ব্যবহার করেন। ক্যাপিট্যাল কাগজে প্রকাশ চিনি কণ্ট্রোলার মিঃ মেটা সম্প্রতি সংবাদ-বৈঠকে বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে চিনির ব্যবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এইরূপ বেহায়া সরকারী কর্ম্মচারীই আমলাতন্ত্রের নমুনা। কলিকাতায় নিয়ন্ত্রিত দরে চিনি পাইবার মাত্র ১০০টী দোকান আছে, তাহার মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক খোলা থাকে। আমাদের অফিসের কাছে যে দোকান আছে সেখান হইতে চিনি কিনিতে আমরা লোক পাঠাইয়াছিলাম। রাত্রি সাড়ে চারটার সময় গিয়া তাঁহাকে লাইনে দাঁড়াইতে হইয়াছিল (কারণ পরে গেলে চিনি ফুরাইয়া যায়) এবং বেলা আটটার সময় তিনি আধ সের চিনি লইয়া ফিরিলেন। কণ্ট্রোলার মেটাকে প্রত্যহ এই লাইনে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিলে বোধ হয় তাঁহার মোটা চামড়ায় কিছু লজ্জা ঢুকিত। কলিকাতার ২০ লক্ষ লোকের জন্য ঘণ্টা কয়েকের এই পঞ্চাশটী দোকানে দৈনিক আধ সের হিসাবে কয়জনের চিনি যোগান হয়? কিন্তু বাহিরে প্রায় প্রত্যেক মুদীর দোকানেই চিনি পাওয়া যায়। সের আট আনা হইতে বারো আনা। অথচ নির্লজ্জ মেটা সাহেব বলিতেছেন যে, বেশীর ভাগ চিনিই এখন সরকারী দামে পাওয়া যাইতেছে।

পয়সা-আধলা নাই। এক পয়সার জিনিষ দরকার হইলে দু পয়সার কিনিতে হয়, খুচরা পয়সা পাওনা হইলে ছাড়িয়াই আসিতে হয়। গরীবের জন্য আধ পয়সার কারবার তো উঠিয়াই গিয়াছে। দিনের পর দিন লোকে ইহার দুঃখ ভোগার পর আমলাতন্ত্র নড়িয়াছে। কিন্তু পয়সা আধলার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ নড়ে নাই, নিজেদের অক্ষমতার সাফাই গাহিবার জন্য নড়িয়াছে। একটী বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে লোকে খুচরা জমাইয়া বেশী দামে ধাতু বিক্রীর চেষ্টা করিতেছে বলিয়াই এই অভাব। বেশ তো তাই যদি হয় তো তাহার ব্যবস্থা কর। ধাতুর দাম নিয়ন্ত্রণ কর, যাহাতে অতি লোভী পুঁজিদারেরা জব্দ হয়—সঙ্গে সঙ্গে দেদার পয়সা আধলা তৈরী কর। কিন্তু সেদিকে তো কোন সুরাহা দেখা যায় না। পয়সা আধলার দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, আর গরীব মরিতেছে।

* * *

আমাদের জাতীয় গবর্ণণ্টে থাকিলে কবে ইহার বন্দোবস্ত করিত। কিন্তু এখনও বন্দোবস্ত আমাদেরই হাতে। কাপড় হোক, চিনি হোক, পয়সা আধলা হোক শুধু মুখে অসন্তুষ্ট হইয়া বসিলে আমলাতন্ত্রও সাফাই দিয়া বসিয়া থাকিবে। অথচ এই সব দুর্দ্দশায় হিন্দু, মুসলমান প্রত্যেকেই সমানভাবে ব্যথিত, সমানভাবে অসন্তুষ্ট। এই দুর্দ্দশার বিরুদ্ধেই যদি আমরা হিন্দু মুসলমান এক করিয়া আন্দোলন করিতে পারি তো এসব দুর্দ্দশা দূর করানো যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকার কায়েম করার মত ঐক্য ও জোর গড়িয়া উঠিবে, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ হইতেও আমরা দেশকে বাঁচাইতে পারিব। —৩০শে নভেম্বর।

বন্যাত্রাণের দাবীতে লীগকেও টানো

মুসলমানদের পাইকারী জরিমানা মকুব করাও

একদিকে আমলাতন্ত্রের পোঁ ধরিয়া অন্য দিকে লড়া যায় না

মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিয়া শ্যামাপ্রসাদ জনসাধারণের মধ্যে মেদিনীপুরের অবস্থা খোলাখুলি প্রচার করিতেছেন। ১২ই অগ্রহায়ণের আনন্দবাজারে তাঁহার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের যে বক্তৃতা বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় : "কোন কোন রাজ-কর্ম্মচারীর ঔদাসীন্য ও সহানুভূতিহীন মনোবৃত্তির দরুণ নিঃস্ব, সর্ব্বস্বান্ত হাজার হাজার মেদিনীপুরবাসীর দুঃখ কষ্ট শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।...এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর নিকট আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাষের সংবাদ পৌঁছা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বন্যার পরেও মেদিনীপুরে সাঁঝবাতির আইন ও অন্যান্য বাধা নিষেধ পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ ছিল।...ঝটিকার পর মেদিনীপুরে পানীয় জল সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ, এমন কি কেরোসিন তেলের কোন বন্দোবস্ত ছিল না।...সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আমরা উৎসুক, কিন্তু সাহায্যদান ব্যাপারে সরকারের নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে সহযোগিতা নিরর্থক। সমস্ত রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে এবং কর্ম্মীদের উপর হইতে বাধা নিষেধ অপসারিত করিতে হইবে।"

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি বা জাতীয় নিষ্পত্তির জন্য তিনি পদত্যাগ করেন নাই এ কথা শ্যামাপ্রসাদ নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের দুটী কারণ: হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা এবং বন্যা-ত্রাণ ব্যবস্থা। তাঁহার আর দুই জন সহযোগী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসু ও প্রমথ ব্যানার্জি প্রধান মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত দিয়াছেন যে, পাইকারী জরিমানা, বন্যা সাহায্য ও বন্দীমুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতি কিছুটা অদল বদল না হইলে তাঁহাদের পক্ষেও মন্ত্রীত্ব রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেছেন যে, মন্ত্রীত্ব ছাড়িলেই বা ছাড়িবার ভয় দেখাইলেই একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর সকলেই একমত ছিলেন এবং সকলে মিলিয়াই লাট সাহেবের উপর চাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন জন তিনেক মন্ত্রী ইস্তফা দিলেই কি বন্যা-ত্রাণের সব দাবী মিটিয়া যাইবে?

তাহার সম্ভাবনা খুবই কম সকলেই স্বীকার করিবেন। সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে যে সমর্থন তাহার জোরেও আমলাতন্ত্রকে টলানো যায় নাই। আজ তাহাকে টলাইতে হইলে আরও বেশী সমর্থনের সঙ্গে, আরও বেশী পার্টি ও লোকের সহযোগিতায় আমলাতন্ত্রের নীতিকে আক্রমণ করিতে হইবে। তবেই আমরা আমলাতন্ত্রকে টলাইতে পারিব।

বাংলা দেশের মধ্যে রাজনীতিক সংগঠন হিসাবে মুসলিম লীগের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কংগ্রেস বা প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি বা হিন্দু মহাসভার চাইতে লীগের প্রভাব বেশীই হইবে, কম তো নয়ই। মেদিনীপুরের বন্যা-ত্রাণে বাধা চূর্ণ করিতে হইলে সকলের আগে দরকার লীগকে ও মুসলমান জনসাধারণকে ইহার স্বপক্ষে টানিয়া আনা। মেদিনীপুরের ব্যাপারে লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হওয়া।

শ্যামাপ্রসাদ বলিবেন আমি তো সবাইকে ডাক দিয়াছি, নিখিল বঙ্গ সাইক্লোন ত্রাণ কমিটিতে সবাইকে মিলাইবার চেষ্টা করিতেছি। খুব ভাল কথা, এ চেষ্টায় আমরাও তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে কেন যে, শুধু মেদিনীপুরের জন্য তিনি পদত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পদত্যাগের অন্য কারণ হইল পাইকারী জরিমানা নীতি। মুসলমানদের পাইকারী জরিমানা হইতে বাদ দিতে হইলে হিন্দুদেরও বাদ দিতে হইবে—এই ধরণের কথা মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থক মহল হইতে বার বার শোনা গিয়াছে। যেখানে মুসলমানরা পাইকারী জরিমানার আওতায় পড়িয়াছে সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলী সেই জরিমানা সমর্থন করিয়াছে, আমলাতন্ত্রের সাফাই গাহিয়াছে। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি "স্বদেশী" কাগজগুলিও তাহার পোঁ ধরিয়াছে।

এখন বন্যা-ত্রাণের দাবীতে লীগ ও মুসলমানদের এক করিতে হইলে শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁহার সমর্থকদের সকলের আগে পরিষ্কার ঘোষণা করিতে হইবে যে 'মুসলমানেরা যেখানে পাইকারী জরিমানা হইতে রেহাই পাইয়াছে তাহার জন্য তাঁহারা আনন্দিত। যেখানে মুসলমানদের উপর জরিমানা হইয়াছে সেখানেও তাহারা যাহাতে রেহাই পায় তাহার জন্য তাঁহারা আমলাতন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধে লড়িবেন। হিন্দুদের জরিমানা উঠানোরও তাঁহারা চেষ্টা করিবেন, কিন্তু হিন্দুর উঠিল না বলিয়া মুসলমানেরও ওঠা উচিত নয় তাহা তাঁহারা কখনই বলিবেন না।' এই ভাবে সাহসের সঙ্গে মুসলমানদের কাছে আগাইয়া আসিতে পারিলে শুধু বন্যাত্রাণে কেন, হিন্দুদের উপর জরিমানা রদেও মুসলমানদের সমর্থন পাওয়া যাইবে।

কিন্তু একথা শ্যামাপ্রসাদ, প্রমথ ব্যানার্জি বা সন্তোষ বসু একবারও বলেন নাই। সেক্ষেত্রে মন্ত্রীত্ব ত্যাগও নিষ্ফল, কারণ মেদিনীপুর, বন্দীমুক্তি ও পাইকারী জরিমানা প্রভৃতিতে আমলাতন্ত্রের সব বাধা দূর করার শক্তি তাহাতে আসিবে না। মন্ত্রীত্ব ত্যাগ ও আন্দোলন শুধু হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চালেই পরিণত হইবে। যে প্রমথ ব্যানার্জি কাউন্সিলে বন্যা-ত্রাণ সম্বন্ধে এই আমলাতান্ত্রিক নীতিরই সাফাই সেদিনও নির্লজ্জ ভাবে গাহিয়াছেন তাঁহার মত লোকেদের মন্ত্রীত্ব ত্যাগের হুমকি শুধু প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চাল হওয়াই সম্ভব। শ্যামাপ্রসাদও কি সেই পথেই চলিবেন?

মন্ত্রীমণ্ডলী মুসলমানদের উপর পাইকারী জরিমানা বিষয়ে আমলাতন্ত্রের ওকালতি করিয়াছেন। এখন তাহার প্রতিক্রিয়ায় এবং মন্ত্রীত্বের লোভে লীগ-নেতা মহল বন্যা সম্বন্ধে আমলাতন্ত্রের ধামা ধরিতেছেন। এমনি ভাবেই আমলাতন্ত্র আমাদের দুর্ব্বলতাকে কাজে লাগাইয়া লয়।

বন্যা ত্রাণের পথ ইহা নয়। নিখিল বঙ্গ সাইক্লোন রিলিফ কমিটিতে অনেকে আছেন বটে, কিন্তু সব সংগঠনের সঙ্গে আগে হইতে পরামর্শ করিয়া পাকা ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাতে কি আমলাতন্ত্রের বাধা ভাঙ্গা যাইবে, না বাধা আরও শক্ত হইবে?

সকলে মিলিয়া এক দাবী উঠাও—কি পাইকারী জরিমানা সম্বন্ধে, কি বন্যা-ত্রাণ সম্বন্ধে, কি জাতীয় দাবী সম্বন্ধে। তাহার জন্য সকল নিয়ে মুসলমানদের ন্যায্য দাবী মানো, লীগকে টানিয়া আনো। আমলাতন্ত্রের বাধা ধূলায় গুঁড়াইয়া যাইবে।

জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রাপ্তিস্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত ৫১৮।০ ও ৪৭৫ খানি কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে:—অন্নদাপ্রসাদ মিত্র, কৃষ্ণনগর ১৲; সাধনা ঔষধালয়, কৃষ্ণনগর ১৲; পূর্ব্ব কলিকাতার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ (কুপন বিক্রি সমেত) ১৮৸০ এবং ৪১ খানা কাপড়; জাহেদ আলী, কলিকাতা ১০৲; দিলীপ বসু, কলিকাতা ৭৲; পাবনার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ (প্রথম কিস্তি) ৪৫৲; নৈহাটী সেবক সংঘ (দ্বিতীয় কিস্তি) ৬২৲; বলসিনি কৃষক সমিতি (হুগলী) ও চন্দননগর মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার ৫০৲; আফজাল কাদের, খণ্ডকোষ, বর্দ্ধমান ১৲; আমীর আলী, কলিকাতা ২৲; পাবনার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ (দ্বিতীয় কিস্তি) ২০৲; বাঁকুড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন ৫০৲; সুন্দরদিঘা (জলপাইগুড়ি) কৃষক সমিতি ৫৲; সলোমন, কলিকাতা ১৲; ফতেপুর সেবা সমিতি ও ফতেপুর কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ (মেটিয়াবুরুজ) ৭৮৲ ও ৯১ খানা কাপড়; বরিশাল কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ১৫৲ ও ৬ খানা কাপড়, মধ্য কলিকাতায় কমিউনিষ্ট মেয়েদের সংগ্রহ ৯৲; হুগলী চুঁচুড়া দেশরক্ষা সমিতি ও বৃটিশ চন্দননগর প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন ১০৫।০ ও ২০১ খানা কাপড়; ডি, এন, মিত্র, কলিকাতা ২০৲. মলিনা বসু, কলিকাতা ৩০৲ তরুণ ও মুকুল মিত্র, কলিকাতা ৩৲; উল্টাডাঙ্গা ও মাণিকতলায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ১৮/০ ও ৩৬ খানা কাপড়; কলিকাতায় ছাত্রদের সংগ্রহ ৬১৸০; কারখানা নং ২০, এনামেলিং ডিপার্টমেণ্ট, বি; এণ্ড এ, আর, কাঁচড়াপাড়া ৫৲।

মোট ১১২১৸৴০ ও ৮৫০ খানা কাপড়।

ইহা ছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি আপাতত ২০০৲ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রিলিফের কার্য্য সম্পর্কে কমিটির সেক্রেটারী আবদুল্লা রসুল গত মঙ্গলবারে কাঁথি গিয়াছেন।

দেশবাসী জনসাধারণের নিকট রিলিফ কমিটি দ্রুত সাহায্য পাঠাইবার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—

সম্পাদক, পিপ্‌লস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি,
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্যাত্রাণে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে

নিখিল বঙ্গ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রস্তাব

গত ২৭শে নভেম্বর কলিকাতার বিভিন্ন সংগঠন ও বন্যাত্রাণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রায় ১৫ হাজার লোকের বিরাট সভা হয়। সেখানে অধিকাংশ বন্যাত্রাণ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি নিখিল বঙ্গ সাইক্লোন রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার মেয়র, সার এ গজনবী, এচ, এস, সুরাবর্দ্দী, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, মৃণালকান্তি বোস, তুলসীরাম সরোগী, হোরেস আলেকজাণ্ডার, বিধান রায় প্রভৃতি উহার সভ্য। ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়:—

কলিকাতার অধিবাসীগণের এই জনসভা মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা এবং অন্যান্য ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দারুণ বিপদে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। অভূতপূর্ব্ব দৈবদুর্ব্বিপাকের ফলে বারো হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থান বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রায় ৪০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ২০ লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়াছে, সাত লক্ষাধিক গৃহ নষ্ট হইয়াছে এবং শতকরা ৯০টি গো মহিষাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। এই বিপদে দুর্দ্দশাগ্রস্তগণের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতে এই সভা সহৃদয় জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছে।

এই সভা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসেবকগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, রাজনৈতিক মতামত ও পক্ষাপক্ষ নির্ব্বিচারে তাঁহারা বিধ্বস্ত স্থানসমূহের ঝটিকাপ্রপীড়িত নরনারীর সেবায় একান্তচিত্তে প্রবৃত্ত হউন। এই দুর্গত লোকসমূহের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য জাতীয় কর্ম্মিগণ আপনাদের সমস্ত উদ্যম নিযুক্ত করুন।

দুর্ঘটনার সংবাদ যথাসময়ে প্রকাশ না হইবার ফলে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিতে যে অনর্থক বিলম্ব ঘটিয়াছে তাহাতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, যে নীতির ফলে ইহা ঘটিয়াছে এই সভা তাহার নিন্দা করিতেছে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা যথাসময়ে প্রতিকারে উদ্যোগী না হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা যে বাড়িয়াছে এবং লোকের দুর্দ্দশার মাত্রাও যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে এই সভা গভীর দুঃখবোধ করিতেছে।

যে সকল প্রতিবন্ধকের দরুণ এখনও উপযুক্ত ভাবে সেবাকার্য্য করা সম্ভবপর হইতেছে না এবং জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা যাইতেছে না, তাহা দূর করিবার জন্য এবং মেদিনীপুর জিলায় শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য দুর্দ্দশাপীড়িত মনুষ্যত্বের নামে এই সভা দাবী করিতেছে:—

(১) সেবাকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মিগণকে সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়া হউক, সেবাকার্য্য সুসঙ্গতভাবে চালাইবার জন্য উদারতর নীতি অবলম্বিত হউক এবং কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসম্ভব অধিক কেন্দ্রের ভার দেওয়া হউক।

(২) মেদিনীপুর জিলার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক।

(৩) যে সকল নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধে সেবা-কর্ম্মিগণের যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটিতেছে এবং লোকের মনে অবিশ্বাস জন্মাইতেছে, তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক।

(৪) সাঁঝবাতি আইন, বিনা অনুমতিতে যাতায়াতের নিষেধ প্রভৃতি আদেশের দ্বারা যে বাধার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা অপসারিত করা হউক। বিধ্বস্ত অঞ্চলে নৌকা, মোটর লরী, সাইকেল প্রভৃতি যানবাহনের অভাব, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যাদির একান্ত অভাব, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদির দরুণ আর্ত্তত্রাণের যে বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহা অবিলম্বে দূর করা হউক।

(৫) পুলিশ ও মিলিটারীর হানা বন্ধ করা হউক।

(৬) পাইকারী জরিমানা মকুব করা হউক, চৌকিদারী ট্যাক্স ও অন্যান্য ট্যাক্স আদায় স্থগিত করা হউক।

(৭) বিধ্বস্ত অঞ্চলে কুটীর শিল্প, বিশেষ করিয়া লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হউক; বাঁধ মেরামত, রাস্তা মেরামত, পুষ্করিণীর পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে স্থানীয় শ্রমিকদিগকে নিযুক্ত করা হউক।

(৮) বিধ্বস্ত অঞ্চলের নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ যাহাতে সমগ্র মনোযোগ ও শক্তি আর্ত্তত্রাণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে।

(৯) মেদিনীপুরের শোচনীয় অবস্থার জন্য তদন্ত করিবার জন্য এই সভা একটি প্রতিনিধি-মূলক তদন্ত কমিটীর দাবী করিতেছে। দুর্ঘটনা সংবাদের প্রকাশের বিলম্বের হেতু কি, কি কারণে উহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, আর্ত্তত্রাণ কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল কেন, উপযুক্ত আর্ত্তত্রাণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল না কেন, এই কার্য্যে কি কারণে বাধা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তৎসমস্ত তদন্ত করা হউক।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪২; ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০

সরকারী নোটে মেদিনীপুরের সাফাই

আমলাতন্ত্র যদি বেকসুর হয়—নিরপেক্ষ তদন্তে ভয় কি?

সাইক্লোনের আগে ও পরে মেদিনীপুরের আমলাতন্ত্রের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে জয় ঢাক পিটাইয়া এক বিরাট সরকারী বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "বন্যাত্রাণ ব্যাপারে মেদিনীপুরের কর্ম্মচারীদের তথাকথিত ত্রুটী সম্বন্ধে যে কুৎসা-রটনার অভিযান চলিয়াছে", এই বিজ্ঞাপন নাকি তাহারই জবাব। বিজ্ঞাপন আরও বলিয়াছে: একদিকে ঝড়ের প্রচণ্ডতা এবং অন্যদিকে ধ্বংসমূলক আন্দোলন এই দুই কারণে জেলা কেন্দ্র হইতে ঝড়ের এলাকায় পৌঁছান কয়েকদিন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যথেষ্ট সাহায্য পাঠানো হইয়াছিল। যাহারা গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিল—ঝড়ের ভীষণ অবস্থায়ও নাকি তাহাদের মনে মানবতার ভাব একটুও জাগে নাই। তাহারা এখনও ধ্বংসমূলক কাজ চালাইতে কৃতসঙ্কল্প। কোথাও কোথাও তাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতেও নাকি লোককে মানা করিতেছে, ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভয় পাইবে না, বন্যাত্রাণের জন্য যাহা দরকার মনে করিবে, তাহাই করিবে। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটী সমালোচনা করিয়া যাহারা রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছে তাহাদের গবর্ণমেণ্ট নিন্দা করে। এখন গবর্ণমেণ্ট চায় যে বন্যা-ত্রাণ সংগঠনগুলি রাজনীতি-নির্ব্বিশেষে গবর্ণমেণ্টের খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে একত্র হইয়া কাজ করে।

ইহাই বিজ্ঞাপনের সার কথা। অবশ্য মেদিনীপুরে "ধ্বংসকারীরা" জনসাধারণের উপর কিরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার চালাইতেছিল এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা জনসাধারণের প্রতি কিরূপ দেবদূতের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন ও করিতেছেন তাহার সবিস্তার বর্ণনাও উহাতে আছে। স্থানাভাবে তাহা আমরা বাদ দিতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী ফিরিস্তিতেই প্রয়োজন ও সাহায্যের মাঝে মাঝে যে-বিবরণ বাহির হয়, তাহার তথ্যগুলিকেও কি কুৎসা বলিব? ১২ই নভেম্বর মন্ত্রী প্রমথ ব্যানার্জি জানান যে মেদিনীপুরে "প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, ১৫ লক্ষের অধিক লোক গৃহহীন হইয়াছে।" ৫ই ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে ঐ মন্ত্রীই বলেন, "এ যাবৎ খয়রাতি দান হিসাবে মোট ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আর ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ ও গো-মহিষাদি পশু খরিদের জন্য সরকার ১০ লক্ষ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।... বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্ত্তৃক যে খাদ্য সামগ্রী বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে বা প্রেরণের আয়োজন হইয়াছে তাহার পরিমাণ: চাল—২৮ হাজার মণ, ডাল—৩৬০ মণ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ঝড় ও বন্যার সুদীর্ঘ ৫০ দিন পরেও সরকার অন্য সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এক করিয়াও সারা মেদিনীপুরে মাত্র ২৮ হাজার মণ চাল ও ৩৬০ মণ ডাল পাঠাইয়াছেন বা পাঠাইবার "আয়োজন" করিতেছেন! যেখানে ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়া অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে সেখানে সরকারী হিসাবমতেই ৫০ দিনের ভিতর তাহাদের মাথা পিছু মাত্র ৩ পোয়া চাল ও পৌনে এক কাঁচ্চা ডাল দেওয়া হইল বা দিবার আয়োজন হইতেছে, হয়তো আরও ৫০ দিন পরে পাইবে। সরকারের আমলাতন্ত্র ৩ পোয়া চালে ৫০ দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

১৫ লক্ষ নিরাশ্রয়ের জন্য সরকারী দান ৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা—অর্থাৎ মাথা পিছু সওয়া চার আনা, তাও কবে সকলের হাতে পৌঁছিবে আমলাতন্ত্রই জানে। ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে—তাহার জন্য সরকারী ঋণ ১০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গড়ে এক একটি বাড়ী তৈরী করিবার জন্য সরকার ১ টাকা ৭ আনা মঞ্জুর করিয়াছে—তাও দান নয়, ঋণ হিসাবে! এবং এইরূপ কাঙ্গালী-বিদায়ের ব্যবস্থাই সরকার যথেষ্ট মনে করিতেছে, কারণ গত ২৩শে নভেম্বর কাউন্সিলে একটী প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব মন্ত্রী জানান যে, ফেমিন ইনশুওরেন্স রিলিফ ফণ্ডে ১৫ লক্ষ টাকার বেশী মজুত থাকিলেও উহা হইতে বন্যা সাহায্যে কোন টাকা খরচ করা হয় নাই, বিশেষ জরুরি অবস্থার জন্য ঐ ফণ্ড রিজার্ভ রাখা হইয়াছে। মেদিনীপুরে কি বিশেষ জরুরী অবস্থা আসে নাই?

সরকারী বিজ্ঞাপন কংগ্রেস কর্ম্মীদের নামে লোককে ভয় দেখানো, বন্যাত্রাণে বাধা দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন সব অপবাদ দিয়াছে—যাহা কোনো সাচ্চা কংগ্রেস কর্ম্মীর পক্ষে ভাবাও অসম্ভব। কিন্তু কংগ্রেস কর্ম্মীদের পক্ষের কথা আজ শুনিবার উপায় নাই। তাহাদের কণ্ঠরুদ্ধ, হয় তাহারা জেলে বন্ধ, নয় তাহাদের খোঁজে হুলিয়া ঘুরিতেছে। সরকারী বিবৃতি ঠিক কিনা বিচার করার উপায় নাই।

কিন্তু বন্যায় সরকারী সাহায্যের যে মর্ম্মান্তিক তথ্য সরকারই বাহির করিয়াছে তাহার জবাব কে দিবে? একমাত্র দেশবাসীই তাহার জবাব দিতে পারে। অসীম পরিশ্রমের সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী মিলিয়া মেদিনীপুরের জন্য আরও সাহায্য সংগ্রহ কর, দেশবাসীর অকাতর দানে মেদিনীপুর ভরিয়া উঠুক, নিপীড়ন ও দুঃখের মধ্যেও মেদিনীপুরবাসী অন্ততঃ এই ভরসায় বুক বাঁধিতে পারুক যে দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ভাই তাহাদের সঙ্গে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্যাত্রাণের সমস্ত বাধা সরাইতেও দেশবাসী হিন্দু মুসলমান একত্রে অগ্রসর হও। নিজের ভাইয়েদের ভালমন্দ আমলাতন্ত্রের চাইতেও দেশবাসী অনেক ভাল বোঝে। কিন্তু দেশবাসীর সাহায্য কার্য্যে আমলাতন্ত্র কেন মোড়লি করিবে? মেদিনীপুরে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক লোক ও সংগঠনের অবাধ অধিকার চাই—এই দাবী সমস্ত দেশবাসীকে জোর গলায় তুলিতে হইবে।

যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী বন্যাত্রাণের সুযোগ পাইলেন না দেখিয়া ক্ষোভে ও হতাশায় আজ আবার দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের ভ্রান্ত পথেই মাতিতেছেন তাঁহাদের কাছে আমাদের আবেদন—খোলাখুলি তাঁহারা ঘোষণা করুন যে "সংগ্রাম" নয়, বন্যাত্রাণই তাঁহাদের একমাত্র কাজ। এই ঘোষণা করিয়া ধ্বংস হইতে যদি তাঁহারা নিবৃত্ত হন তো বিপন্ন মেদিনীপুরের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইবার পথে তাঁহাদের যাহা কিছু বাধা আছে দেশবাসীই তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে।

জিন্না ও কম্যুনিষ্ট ছাত্রদের আলাপ

জিন্নার বাণী: কংগ্রেস-লীগ আপোষই দেশরক্ষার পথ

জলন্ধরে নিখিল ভারত মুস্লিম ছাত্র কনফারেন্স আমাদের পাঞ্জাবের ছাত্র কমরেডদের বন্ধুত্বসূচক প্রতিনিধি পাঠাইতে নিমন্ত্রণ করেন। পাঞ্জাব কমরেডরা লিখিতেছেন:— আমাদের কমরেডরা আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ঐ উপলক্ষে মুসলমান ছাত্রদের কাছে তাঁহাদের বিশেষ আবেদন হাজার হাজার মুসলমান ছাত্র সাগ্রহে পড়িতে থাকেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য আমরা তোমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িব।...আসুন আমরা একত্রে মিলিয়া জাতীয় ঐক্যের পবিত্র কর্ত্তব্য আরম্ভ করি—যাহাতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অর্জন করা যায় ও জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা যায়।"

আবেদনে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। কেহ আসিয়া বলিলেন, "আমরা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনাদের আন্তরিকতায় আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" আর একজন বলিলেন, "এই সর্ব্বপ্রথম আমি সাচ্চা রাজনীতিক পার্টির সন্ধান পাইলাম। আল্লা তোমাদের মদত করুন!"

দশ হাজারের বেশী লোক জিন্না সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে জড়ো হইয়াছিল, আমরাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। খুশীমুখে লোকে আমাদের দেখাইয়া বলাবলি করিতেছিল, "দেখ, দেখ কমিউনিষ্টরাও অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছে!"

পরদিন সকালে আমরা জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিল্লীর বক্তৃতাতে আপনি বলিয়াছেন যে, দেশরক্ষার জন্য চেষ্টা করা আপনি নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কি উপায়ে আপনি দেশরক্ষা করিতে চান?"

পরিষ্কার ভাষায় জিন্না জবাব দিলেন, **"জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে।"**

"কেমন করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে?"

"আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ আপোষের মধ্য দিয়া"—মুস্লিম নেতা জবাব দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কোন পথ আছে কি?"

দৃঢ়, স্পষ্ট ভাষায় কায়েদে আজম বলিলেন, **"দেশরক্ষা করিবার জন্য ইহাই একমাত্র পথ।"**

হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য আজ হাতের কাছে আসিতেছে, দেশ আমাদের বাঁচিবেই—এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া কনফারেন্সে গেলাম। সেখানে জিন্না সাহেবের কণ্ঠস্বর আমাদের মনেরই প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিল:

দেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতের উভয় সীমান্তেই মুসলমানদের স্বদেশ। সেই স্বদেশ আজ বিপন্ন।"

আমলাতন্ত্র জবাব দিতে পারে কি?

১। ঝড়ের পরও মেদিনীপুরে সাঁঝবাতি আইন ও হুকুম-বিনা চলা-ফেরার বাধা-নিষেধ কায়েম রাখা হইয়াছিল কেন?

২। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় পাইকারী জরিমানার হুকুম বাতিল করা হয় নাই কেন?

৩। গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও মিলিটারীর হানা বন্ধ হইয়াছে কি?

৪। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা প্রভৃতি সংগঠন দেশভক্তদের ধ্বংসকার্য্যের পথ হইতে ফিরাইবারই চেষ্টা করে একথা আমলাতন্ত্রও স্বীকার করে। তবুও বন্যা-ত্রাণে নিযুক্ত মেদিনীপুরের প্রায় প্রত্যেকটী কৃষক ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছে কেন? এখনও গ্রেপ্তার চলিতেছে কেন?

৫। মেদিনীপুরের কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী সাধারণের কাছে আবেদন বাহির করিয়াছিলেন যে এখন সমস্ত ধ্বংসমূলক কাজ বন্ধ করা উচিত ও বন্যাত্রাণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। তাঁহারা সেই আবেদনের সমর্থনে স্থানীয় বহু লোকের সই পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন। তাহার পরও তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইল কেন?

৬। জেলে-বন্দী মেদিনীপুরের অধিকাংশ কংগ্রেস কর্ম্মী এখন কংগ্রেস "সংগ্রাম" স্থগিত রাখিয়া বন্যাত্রাণে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা? যদি তাই হয় তবুও তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয় না কেন?

৭। শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, "কোন বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর নিকট আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাষের সংবাদ পৌঁছা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।" এই গুরুতর অভিযোগের জবাব কি?

৮। আমলাতন্ত্রের যদি ভরসা থাকে যে তাহাদের কোনো কসুর নাই তো নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি দ্বারা অনুসন্ধানে আপত্তি করিতেছে কেন?

যুদ্ধের গতি

সময় আর নাই, আঘাত হানো !

জেনারেল জুকভের আক্রমণ

ইলমেন হ্রদের ৪৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ও লেনিনগ্রাদ-নেভেল রেলপথের ৮৫ মাইল পূর্ব্বে কৌশলপূর্ণ স্থান দেমিয়ানস্কে জেনারেল জুকভ প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছেন। ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিমে জার্ম্মাণদের সম্মুখ ব্যূহ ভেদ করিয়া লাল ফৌজ আগাইয়াছে—জার্ম্মানদের ২ হাজার সৈন্য মারা গিয়াছে।

জার্ম্মানদের ঘাঁটি বিখ্যাত স্মোলেনস্কও আবার বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান নিয়া লালফৌজ স্মোলেনস্কের ৭৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বাইয়েলি আক্রমণ করিয়াছে। রেজেভের পশ্চিমেও লাল ফৌজের অভিযান আগাইয়া চলিয়াছে। রেজেভ-ভিয়াজমা রেলপথ দখলের জন্য জার্ম্মানরা আপ্রাণ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু ৩ দিন যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা পিছনে হটিতে বাধ্য হইয়াছে।

রোষ্টভ ও তুয়াপ্স

ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে জার্ম্মান বাহিনীর ১০০ মাইল পিছনে গভীর আঘাত হানিয়া লালফৌজের একটী বাহিনী নভোচেরকাস্ক ও রোষ্টভের দিকে হটাৎ মোড় ঘুরিয়াছে। এই অভিযান চলিয়াছে ডন নদীর পশ্চিমে সরাসরি প্রধান রেল লাইন ধরিয়া। সুরোবিখিনোর ৮ মাইল পশ্চিমে সেক্রেটক রেল-ষ্টেশন ও ১০ মাইল পশ্চিমে পারশিন সহর লাল ফৌজ দখল করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

রোষ্টভই হইতেছে জার্ম্মান সরবরাহের ঘাঁটি। এই রোষ্টভ হইতে উত্তর ককেশাস রেলপথ ধরিয়া জার্ম্মাণরা যান্ত্রিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধের নূতন নূতন সাজ সরঞ্জাম অবরুদ্ধ নাৎসী বাহিনীর সাহায্যের জন্য ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে কালমুখ অঞ্চলে নিয়া আসিয়াছে। তাই রেলপথ ধরিয়া রোষ্টভের দিকে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে অবরুদ্ধ হিটলারী বাহিনীর শেষ আশাও মুছিয়া ফেলিবে।

একদিকে যেমন রোষ্টভের দিকে তেমনি দক্ষিণে ককেশাস ও তুয়াপ্সেও লালফৌজ প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। লাল নৌবহর পশ্চিম ককেশাসে কৃষ্ণসাগরের কূলে আক্রমণ চালাইয়াছে। মধ্য ককেশাসে তেরেক অঞ্চলে লাল ফৌজ আগাইতেছে। সব চাইতে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলিয়াছে তুয়াপ্সে। ৩ মাস ধরিয়া জার্ম্মাণরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তুয়াপ্স বন্দর দখল করিতে। পাহাড়ের মাঝে আঁকা বাঁকা পথে ছোট ছোট দলে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। লাল ফৌজ পাহাড়ের প্রতিটি পথ অসীম বীরত্বের সাথে রক্ষা করিতেছে। লাইসিয়া পাহাড়ের যুদ্ধ ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। নাৎসীরা একটা দিনে ৮ হাজার কামানের গোলা ফেলে, ৬০০ বিমান বোমা বর্ষণ করে। একটি একটি করিয়া উপত্যকারক্ষী লাল ফৌজ প্রাণ দেয় তবু পথ ছাড়ে না। নূতন সৈন্য আসিয়া তাহাদের শূন্য স্থান নেয়। নূতন করিয়া রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। পাহাড় কাটিয়া নূতন পথ তৈরী করা হয়। হাজার হাজার ফিট উঁচু পথ ধরিয়া শত শত ঘোড়া, গাধা, বলদের গাড়ী করিয়া আসে লাল ফৌজের যুদ্ধের মাল। দিনের পর দিন জার্ম্মাণদের প্রচুর ক্ষতি হয়। একজন জার্ম্মান কমাণ্ডারের নিকট প্রাপ্ত দলিলে লেখা ছিল, "১৭ টি টমি গানারের সাহায্যে আমি কৃষ্ণ সাগরের কূল ও ককেশাস দখল করিতে পারি না।" ১৭ জন লোকই তাহার মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

গোটা রুশ সীমান্ত জুড়িয়াই জার্ম্মাণদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। ইজভেস্তিয়া, বলিতেছে, "জার্ম্মাণ কমাণ্ডাররা তাহাদের হেড কোয়ার্টারে ঘন ঘন রেডিও সংবাদ পাঠাইতেছে, তিন দিক হইতে সাহায্য পাঠাও।

হিটলারের শেষ আঘাত

নাৎসী ফৌজ সোভিয়েট সীমান্তে বিপন্ন হইয়াছে সত্য কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ঘায়েল হয় নাই। হটাৎ পরাজয়ের প্রথম ঝোঁক কাটাইয়া জার্ম্মাণরা এইবার মরিয়া হইয়া পাল্টা আঘাত হানিতেছে। অন্যান্য সীমান্ত হইতে বহু রেজিমেণ্ট ও ডিভিশন সৈন্য তুলিয়া নিয়া আসিয়া জার্ম্মাণরা রেজেভে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে জার্ম্মাণদের প্রতিরোধ বাড়িতেছে। ইহাই জার্ম্মাণদের শেষ চেষ্টা।

জেনারেল জুকভ

ভূমধ্যসাগরে

সোভিয়েট সীমান্তে সামনাসামনি হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া হিটলার তাল সামলাইতে পারে নাই, আজ পাল্টা আঘাতের চেষ্টা করিলেও তাহার আশা ভরসা শেষ হইতে চলিয়াছে। কিন্তু উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণ হিটলারকে সরাসরি আঘাত হানে নাই। তাই তাড়াতাড়ি হিটলার ফ্রান্সের দক্ষিণ কূল দখল করিয়া নিয়াছে, ইতালি, সিসিলি, ক্রীটে প্রাণপণে রক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করিতেছে। ইতালি-জার্ম্মাণ সীমান্ত ও সমস্ত বল্কান সীমান্তেও সুদৃঢ় করার জন্য তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। বিজার্তা ও তিউনিস রক্ষা করিবার জন্য হিটলার প্রবল জোর দিয়াছে। তিউনিসের ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে জেদেরদা আবার জার্ম্মাণীর হাতে গিয়াছে, তিউনিসের ২৫ মাইল পশ্চিমে তেবুরবা সহরেও জার্ম্মাণরা প্রবল আঘাত হানিতেছে।

জন-দাবী মানো, আঘাত হানো

একথা সত্য, বৃটিশ ও আমেরিকান ফৌজ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আইভরি কোষ্টের ভিতর আসিয়া পড়ায় হিটলারী চাল যথেষ্ট ব্যর্থ হইবে। বিখ্যাত বন্দর ডাকারের সুবিধাও মিত্র-শক্তি পাইবে। ওদিকে লাইবিরিয়ার সাথে আমেরিকার চুক্তি হইয়াছে, বিমান ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটি মিত্রশক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহাতে আফ্রিকার আটলাণ্টিক কূলে মিত্রশক্তি দৃঢ় হইবে।

কিন্তু আজ শুধু সামরিক চুক্তিই যুদ্ধ জেতার পথ নয়। লাইবিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট বার্কলে বলিয়াছেন, "আতলান্তিক সনদের নীতির জন্য যাহারা লড়িতেছে লাইবিরিয়া তাহাদের জয় চায়। মিত্রশক্তির সাথে মিলিত থাকিয়াই লাইবিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাঁচিতে পারে।" তাই আজ যুদ্ধ জিতিবার প্রধান শক্তি আফ্রিকা, এসিয়ার উপনিবেশিক জনগণের স্বাধীনতা মানিয়া নেওয়া ও আগাইয়া যাইয়া ইউরোপ ভূখণ্ডে হিটলারকে আঘাত হানা।

চার্চিল-লিটলটনের মত নেতারা ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ শেষ করার কথা বলিতেছেন। তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব যদি ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হয়। ফ্রান্স ও ইতালিতে রাজনীতিক সংকট চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতেছে। রুমানিয়া-বুলগেরিয়াতে সংকট ঘনীভূত হইয়াছে। লাল ফৌজের পাল্টা আক্রমণ হিটলার পদানত ইউরোপের দেশে দেশে আশার সঞ্চার করিয়াছে, হিটলার বিরোধী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে।

ওদিকে জাপানীরা বর্ম্মা, ইন্দোচীন, শ্যামে খুব তোড়জোড় সুরু করিয়াছে। আবার চট্টগ্রামে বোমা পড়িয়াছে। ভারতের উপর আক্রমণ যে কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে, কিন্তু সরকার এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া আশ্বাস দিতেছে, আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। এখনও আমলাতন্ত্র দমননীতি চালাইয়া, জাতীয় দাবী পদদলিত করিয়া দেশব্যাপী জাপ-প্রীতি বাড়াইয়া তুলিতেছে। সময় আর নাই। ভারতবাসীকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়িয়া আমলাতন্ত্রের বাধা ভাঙ্গিতে হইবে, জাপানকে রুখিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ৭-১২-৪২

(৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাই। অন্যথায় দেশের সাহিত্য তমদ্দন, ব্যবসায় সবই লোপ পাইবে।"

ভারতীয় সংবাদপত্র সঙ্ঘ প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছে যে এই সংবাদে "সঙ্ঘ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছে; কেননা উহার ফলে জনশিক্ষা এবং জ্ঞান বিস্তারের একটি অঙ্গস্বরূপ অধিকাংশ সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ইহার ফলে স্কুল কলেজের পুস্তক মুদ্রিত হইবে না এবং দেশে শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হইবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবার জন্য সঙ্ঘ ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

মস্কোর কিশোর বীর ভানিয়া

চোদ্দ বছরের ছেলে ভানিয়া। মস্কো জেলার নভোমিখেইলোভস্কোয়া গ্রামে তাদের বাড়ী। জার্ম্মাণরা গ্রামটা দখল করে নিয়েছে। কি শয়তান এই জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা, ভানিয়া ভাবে। এই সেদিন ওরা তাদের বাড়ী এসে ভানিয়ার বোন নাদিয়াকে কি লাথিটাই মারলো। আর ঠাকুমাকে কি গালাগালি। খাবার দাবার ঘরে যা ছিল, রুটি; আলু, সবটাই কেড়ে খেয়ে ফেললো। ঘরে জামা-কাপড় রাখবার জো পর্য্যন্ত নাই। কোট থেকে ফার কলারটা পর্য্যন্ত কেটে নয়। মানুষ না পশু!

ভানিয়া খুব চালাক। জার্ম্মাণরা এলে সে ষ্টোভের পিছনে লুকিয়ে থাকে। কোটটাও লুকিয়ে রাখতে সে ভুলে না। সব চাইতে তাদের কৃতিত্ব, সে আর তার মা দুজনে মিলে কয়েক বস্তা আলু লুকিয়ে রেখেছে। ভানিয়া দু পকেট ভরে আলু নেয় আর চুপচাপ লুকিয়ে দিয়ে আসে লাল গরিলাদের। কি আনন্দ ভানিয়ার মনে। ভানিয়া শুনেছে শীগগীরই লাল ফৌজ আসবে, হটিয়ে দেবে জার্ম্মানদের।

একদিন হঠাৎ অনেক জার্ম্মাণ গ্রাম থেকে সরে গেল। শুধু ১০ জন করে রইল প্রতি ঘরে। তারা ঘরের দেওয়াল ফুটো করে ঘরে ঘরে বসালো মেসিনগান। ভানিয়ার মুখ শুকিয়ে উঠলো। লাল ফৌজ বুঝি আর এলো না।

গ্রামের শেষে পাহাড়ের উপরে ভানিয়াদের ঘরখানি। ভানিয়া বসে বসে দেখে নদী জমে হয়েছে বরফের মাঠ, তার ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে পথ। বরফেরই মত সাদা পোষাক পরা মানুষ দেখা দেয়। দ্রুত এগিয়ে আসে স্কি। লাল ফৌজ! ভানিয়া আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু তখনই আশঙ্কা জাগে, জার্ম্মাণদের লুকোন মেসিন গানের গোলা হয়ত এখনই ছুটবে! ভানিয়া ছুটে যায়। চীৎকার করে বলে, থামো, থামো। ক্ষুদ্র গলার আওয়াজ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মেসিন গান ছোটে। একটি দুটি করে লাল ফৌজ মারা যায়। আর এক মুহূর্ত্তও নয়। থামাতেই হবে। মেসিনগান আবার ছোটে। ভানিয়া উল্টে যায় হিম বরফের ওপরে। দেহ গড়িয়ে চলে। ছোট বোনরা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে, 'মরে গেছে ভানিয়া'।

ভানিয়া মরে নি। শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে সে অদৃশ্য হয়। তারপর প্রাণপণে দৌড়ে যায় লালফৌজের কাছে। থামো, থামো! অবাক হয়ে কমাণ্ডার তাকায়। তার সব কথা শুনে শেষ পর্য্যন্ত কমাণ্ডার বিশ্বাস করে। ভানিয়া গোপন পথ দেখিয়ে লাল ফৌজকে নিয়ে যায় গ্রামে। পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে জার্ম্মাণরা হেরে আত্মসমর্পণ করে। ভানিয়াদের গ্রাম নাৎসী মুক্ত হয়ে আবার নিজেদের হাতে ফিরে আসে। চারিদিকে জয় জয়কার পড়ে যায়। সবাই অভিনন্দন জানায় কিশোর বালক ভানিয়াকে। ভানিয়া পায় গৌরবময় সম্মান, "অর্ডার অফ দি রেড ষ্টার"। ভানিয়ার কাহিনী ছাপিয়ে আজ বিক্রি হয় মস্কোর ঘরে ঘরে।

বার্ণের মজুর! ছাঁটাই রোখো

হাওড়া বার্ণ কোম্পানীর মজুরদের সামনে নূতন বিপদ ঘনাইতেছে। সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই আবার নূতন করিয়া মজুর-ছাঁটাই আরম্ভ হইয়াছে। ও ডব্লুতে ২রা নভেম্বর ২০ জনকে বরখাস্ত করার পর মালিকরা আবার ১০ মিনিট দেরী হওয়ার অজুহাতে ৬ জনকে সসপেণ্ড করে। প্রেস ও স্মিথ শপে আগেই ২৮ জনকে জবাব দেওয়া হইয়াছিল, এখন আরও ১৮ জনকে তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বোল্ট শপে ২ মাস আগে ১২ জনের কাজ গিয়াছে, আবার আগামী হপ্তায় আরও ৮ জনকে জবাব দিবার জন্য নাম ঠিক করা হইয়াছে। এদিকে নূতন লোক দরকার হইলে পর্য্যন্ত এই সব ছাঁটাই করা পুরাণো মজুরদের সুযোগ দেওয়া হয় না—সেদিন প্রেস শপে চুপি চুপি দুজন আনকোরা নূতন লোক ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বার্ণের মালিক বোধ হয় মজুরদের উস্কাইয়া দিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে চায়। পূজার আগে কোম্পানী কাজ কমের আছিলা করিয়া প্রায় ২০০ জনের কাজ ছাড়াইয়া দেয়। সরকারের প্রতিনিধির মোকাবিলাতেই মালিক মজুরদের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিল যে কোন রকমেই ছাঁটাই করা হইবে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মালিক নিজের কথা খেলাপ করিল, মজুরদের বার বার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ছাঁটাই বন্ধ হইল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে মালিকের এই বেয়াদপি চোখে দেখিয়াও সরকার কোন ব্যবস্থা করিল না।

তাহাতেই মালিকের সাহস আরও বাড়িয়াছে, সে বেপরোয়া ছাঁটাই সুরু করিয়াছে। যুদ্ধের দিনে মালের উৎপাদন বাড়াইলে তবেই দেশ জাপানকে রুখিতে পারিবে একথা বলিয়া বলিয়া সরকার ও মালিকরা গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু আসলে সেই মালিকই লাভের লোভে উৎপাদন কমাইয়া মজুর ছাঁটাই করে, সেই মালিকই আজ ভাবিতেছে যে মজুরকে ষ্ট্রাইকে উস্কাইয়া দিতে পারিলে বর্ত্তমান দমননীতির সুযোগে মজুরের শক্তি গুঁড়াইয়া দিতে পারিবে—কিন্তু তাহাতে উৎপাদনও যে গুঁড়াইয়া যাইবে সে ভাবনা তাহার নাই। অর্থাৎ মালিকই জাপানী দুশমনের সুবিধা করিয়া দিতেছে। আর সরকারও ইহা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সরকারী নীতিতেও জাপানীরই পথ সাফ হইতেছে।

কিন্তু জাপানীকে রুখিয়া দেশকে বাঁচাইবার প্রতিজ্ঞায় বার্ণের মজুর অটল। বার্ণের মজুর! "এখনি ছাটাই বন্ধ কর"—দাবীর পিছনে সমস্ত মজুরের টিপসহি তুলিয়া মালিক ও সরকারের কাছে পাঠাও! মিটিং কর, মিছিল কর! আসানসোলের মজুরদের পর্য্যন্ত তোমাদের দাবীর পিছনে একত্র কর। মালিক তো এখনই ষ্ট্রাইক চায়, অলিতে গলিতে যে সব জাপানী দালাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারাও এখনই ষ্ট্রাইক চায়! কিন্তু বার্ণের মজুর মালিকের ষড়যন্ত্রে ফাঁসিবেনা, হঠাৎ বিনা আয়োজনে ষ্ট্রাইক করার চাইতে সমস্ত মজুরের একতা গড়িয়া ইউনিয়নকে মজবুত করিয়া দাবী আদায় করিবে।

সম্পাদকীয়

দেশবাসীর জন্য কাগজ চাই

বর্ত্তমানে ভারতের কাগজ-কলগুলিতে বছরে প্রায় এক লক্ষ টন কাগজ তৈরী হয়। গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছে ঐ কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টকে দিতেই হইবে ও মাত্র ১০ ভাগ সাধারণে পাইবে। দৈনিক খবরের কাগজের বেশীর ভাগগুলিই বাহির হইতে আমদানী কাগজের কোটা পায়। এই কয়েকটী দৈনিক কাগজ ছাড়া দেশের ৪০ কোটী লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রচার, বই-কাগজ ছাপানো ইত্যাদি যাবতীয় কাজের জন্য বছরে মাত্র ১০ হাজার টন, আর গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ ও দপ্তরের কাজের জন্য ৯০ হাজার টন—ইহাই হইল পরম বিবেচক আমলাতন্ত্রের ভাগাভাগির ব্যবস্থা!

সমস্ত ভারতের জন্য বছরে ১০ হাজার টন হইলে সারা বাংলা দেশের জন্য ধরুন তাহার দশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ১ হাজার টন পাওয়া যাইবে। বাংলা দেশের প্রয়োজনের হিসাবে বছরে এক হাজার টন মানে কতখানি তাহা একটী সামান্য উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হইবে। শুধু আমাদের "জনযুদ্ধ" কাগজের জন্যই মাসে প্রায় আড়াই টন অর্থাৎ বছরে ত্রিশ টন কাগজ লাগে। সমস্ত বাংলা দেশকে আমলাতন্ত্র দয়া করিয়া বছরে যে ১ হাজার টন কাগজ কিনিবার অনুমতি দিয়াছে তাহাতে বছরে প্রতি সপ্তাহে ৩৩ থানা করিয়া জনযুদ্ধের মত কাগজ মাত্র চলিতে পারে। অর্থাৎ দেশের সমস্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা, সমস্ত বই ও খাতা, সমস্ত হ্যাণ্ডবিল, বিজ্ঞাপন, মায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সমস্ত অফিস, কারখানা ও দোকানের হিসাবপত্র, বিজ্ঞাপন, ফর্ম্ম, ক্যাশমেমো ইত্যাদি, সমস্ত বাড়ী ভাড়া ও জমিদারি সেরেস্তার রসিদ, কাগজপত্র—মোট কথা দেশের যা কিছু কাগজে লেখা বা ছাপা হয় সে সবই জনযুদ্ধের মত ৩৩ থানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় যত কাগজ লাগে তাহার মধ্যেই সারিতে হইবে। এইরকম অদ্ভুত প্রস্তাব হঠাৎ শুনিলে মনে হয় যে ঠাট্টা বা পাগলামি। কিন্তু ঠাট্টাও নয়, পাগলামিও নয়। সুবিবেচক ও সবজান্তা আমলাতন্ত্র তাহাদের মূল্যবান মাথা অনেক ঘামাইয়া এবং ৯০ হাজার টনের মধ্য হইতেই অনেকটা কাগজ খরচ করিয়া পাকাপাকি ভাবে এই হুকুম দিয়াছে, সেই হুকুম তামিলও করাইতেছে।

জাপানী আক্রমণের পরে চীন দেশেও কাগজের এইরূপ সঙ্কট ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার সরকার নিজের জন্য সব কাগজ হজম করিবার হুকুম দিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে নাই। দেশবাসীর দাবীতে সরকার সাহায্য করিয়াছিল। দিকে দিকে কো-অপারেটিভ সোসাইটী গড়িয়া দেশের অতি নিভৃত অংশেও হাতে বা ছোট মেশিনে কাগজ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাই বাহির হইতে চালান না আসিলেও চীন আজ তাহার কাগজের অধিকাংশ প্রয়োজন মিটাইয়া লয়—কাগজের অভাবে শিক্ষা, শিল্প ও দেশভক্তি প্রচার বন্ধ থাকে না। ভারতে যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে কাগজের কলকব্জা আনাইবার সময় ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তাহাতে উৎসাহ দেয় নাই, ব্যবস্থাও করে নাই। এখনও প্রায়রিটী দিয়া কল-কব্জা আনাইলে নূতন কল বসানো যায়, মাল মশলা এদেশে যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমলাতন্ত্র তাহা করে না। এমন কি দর বাড়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিয়া জন-সাধারণকে বাঁচাইবার কোন দরকারও তাহারা বোধ করে নাই। ফলে আজ পাঁচ ছ আনা পাউণ্ডের কাগজ দেড় টাকা হইতে দু টাকা পাউণ্ডের কমে কোথাও পাওয়া যায় না এবং তাও বেশী পরিমাণে পাওয়া খুব শক্ত।

দেশের লোকের জন্য আমলাতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার মনে করে নাই। কিন্তু ২৮শে নভেম্বর তারিখের অমৃত বাজার হইতে জানা গেল—যাঁহারা সব খবর রাখেন তাঁহারা বলিতেছেন যে সরকার হইতে প্রায় ৮,৫০০ টন কাগজ শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যে পাঠান হইবে। অর্থাৎ আমাদের যাহা এক বছরের কাগজ তাহাই বিদেশে রপ্তানী করা হইবে। ফৌজের কাগজ লাগিলে দেওয়া দরকার; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের মত এই কাগজও বিলাত, ক্যানাডা বা মার্কিন হইতে আমদানী করা যাইত—আমাদের সামান্য কাগজে টান দিতে হইত না।

কাগজ নিয়ন্ত্রণের এই হুকুম বজায় থাকিলে দেশের সর্ব্বনাশ। সামান্য পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র করার জন্যই কাগজ পাওয়া যাইতেছে না এ খবর সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার অর্থ শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, ব্যবসা সব প্রায় শেষ হইয়া যাইবে, দেশের মধ্যে বর্ব্বর অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিবে। তাহাতে জাপানী দালাল পঞ্চমবাহিনী আনন্দে লাফাইবে, কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন এই অন্ধকারই ফাশিজমের বিরুদ্ধে লোকের জ্ঞান ও দৃঢ়তাকে ধ্বংস করিবে, শিল্প ও ব্যবসায়ে এই বিশৃঙ্খলা ফাশিষ্ট আক্রমণের বিপদ হইতে লোকের মন অন্য দিকে ফিরাইয়া দিবে। দেশের লোকের নিজের স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার আগ্রহ প্রচারের জন্য রহিল মাত্র শতকরা দশভাগ সুযোগ। আর আমলাতন্ত্রের দমনমূলক রাজনীতি প্রচারের জন্য রহিল শতকরা নব্বুই ভাগ সুযোগ। লোককে অনবরত এই প্রচার শুনিতে হইবে অথচ তাহার জবাবে দেশ-ভক্তদের দেশরক্ষার প্রচার তাহারা শুনিতে পাইবে না। একেতো দমননীতি দেশের লোকের মনকে এম্নিই জাপানীর পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছে। সেই দমন-নীতির একঘেয়ে প্রচার চলিলে লোকের মন আরও বিরক্ত হইবে, জাপানী-প্রীতি আরও বাড়িবে।

দেশরক্ষার জন্য দেশপ্রেমমূলক রাজ-নীতি প্রচার যুদ্ধক্ষেত্রে ফৌজের লড়াইয়ের চাইতে কিছুমাত্র কম জরুরি নয়। যুদ্ধের উৎপাদনের জন্য শিল্প ব্যবসা পুরাদমে চালানো ফৌজেরই হাথিয়ার গড়িয়া দেওয়া। অথচ সরকারের যুদ্ধের ও দপ্তরের প্রয়োজনের নামে এই দুটীকেই প্রায় শেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে, অর্থাৎ যুদ্ধেরই ক্ষতি করা হইতেছে। ইহা কি দেশবাসী নীরবে সহ্য করিবে?

খাদ্য, বস্ত্র, কেরোসিন, পয়সা, মাগগি-ভাতা—কোন সমস্যারই আমলাতন্ত্র আজও সমাধান করিতে পারিল না। শুধু নূতন নূতন ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়া, লম্বা লম্বা বিবৃতি দিয়া কাগজের শ্রাদ্ধ করাই তাহাদের প্রধান কাজ। অনেক ডিপার্ট-মেণ্টে এমন সব মোটা মোটা বই বাহির হয় যাহা সাধারণে কখন পড়েও না। গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া এই সব বন্ধ করাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের কাগজের প্রায় ২০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তাহার নিজের কাগজ ২০ ভাগ কমাক তবে জন-সাধারণকে কিছু বলিবার অধিকার পাইবে।

গভর্ণমেণ্টের এই হুকুম রদ করাইবার জন্য দেশের মধ্যে একতাবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন, মালিক-শ্রমিক, শিক্ষক-ছাত্র সবাই এই হুকুমে ক্ষতিগ্রস্ত, কাজেই সবাইকে এই হুকুম উঠাইবার আন্দোলনে এক করা যায় ও এক করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের মত নিজেদের চেষ্টায় কুটীর শিল্প হিসাবে হাতে কাগজ তৈরী করার জন্য যৌথ-সমিতি গড়িতে হইবে।

দিকে দিকে কাগজের দাবী

ভারতীয় কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ সরকার দখল করাতে দেশের সমস্ত শ্রেণী, সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত সংগঠন হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। সরকারের হুকুমে সকলে কিরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

ক্যাপিট্যাল কাগজ বাংলার চটকল মালিক প্রভৃতি জবরদস্ত ব্রিটিশ ধনিকদের কাগজ। ঐ কাগজ ৩রা ডিসেম্বর লিখিয়াছে, "বর্ত্তমানে ভারতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে কাগজ পাওয়া যায় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাহার পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে; কাগজের দারুণ অভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বহুলোক ও বহু সমিতি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। পরিমাণ এত কঠোরভাবে কমানো হইয়াছে যে, যে-পরিমাণ নহিলে সাধারণের চলিতেই পারে না তাহার চেয়েও অনেক কম পাওয়ারই সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিবাদ আরও উঠিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।...এখন শুধু একটি পথই খোলা। কাগজ ব্যবহারকারীদের গবর্ণমেন্ট উপদেশ দিতেছে কাগজের খরচ কমাও। গবর্ণমেণ্টের নিজের খরচ কমাইয়া দেখানো উচিত যে উপদেশ মত কাজ গবর্ণমেণ্ট নিজেই করিতে পারে।"

ষ্টেটসম্যান কাগজ ৩০শে নভেম্বর সম্পাদকীয় মন্তব্যে ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্ট লইয়া বৎসরের মাত্র ৯৬০০ টন বে-সরকারী কাজে ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "ইহা হাস্যজনক, এত কম করানো সম্ভবই নয়। গত সপ্তাহে ইহার প্রতিবাদে কলিকাতায় একটী জোর সভা হইয়াছিল। অন্যত্রও প্রতিবাদ নিশ্চয়ই হইবে।...তাছাড়া একটু ঘুরিয়া দেখিলে এখনও গবর্ণমেণ্ট নিজেই কিরূপ ভীষণ (কাগজের) অপচয় করিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।"

২৮শে নভেম্বরের **অমৃতবাজার পত্রিকা** সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছে, "...ভারত সরকারের নীতি কাজে খাটাইলে দেশের সংবাদপত্র ব্যবসা, ছাপাখানার ব্যবসা ও শিক্ষার প্রগতি বিষয়ে বিপজ্জক ফল ফলিবে। এইরূপ নীতি অবিবেচনা ও মন্দ পরামর্শের ফল; আমরা আবার ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি......"

মুস্লিম পত্রিকা **আজাদ** ২৯শে নভেম্বর লিখিয়াছে, "...সরকার যে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সমর্থন করা যায় না। এই অবস্থার ফলে যে সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও বিদ্যার্থীকে হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। খাদ্যদ্রব্য বাদ দিলে, কাগজের আবশ্যকতা যে সকলের উপরে একথা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁহাদের সাম্প্রতিক নির্দ্দেশ

(শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ষোলটা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ

ভারত গবর্ণমেণ্টের কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নূতন হুকুমের প্রতিবাদে গত ২৮শে নভেম্বর কলিকাতায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধভাবে একটী বিরাট সভা হয়। ইহাতে যে-সব সংগঠন যোগ দিয়াছিল তাহাদের নাম: (১) ভারতীয় সংবাদপত্র সঙ্ঘ (২) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (৩) মুদ্রাকর সমিতি (৪) বই-বাঁধাই সমিতি (৫) ভারতীয় ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিট্যুট (৬) বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (৭) দক্ষিণ কলিকাতা ট্রেডার্স এসোসিয়েসান (৮) ইণ্ডিয়া টু-মরো ক্লাব (৯) বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন (১০) বেঙ্গল ট্রেডস এসোসিয়েশন (১১) পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি (১২) কমিউনিষ্ট পার্টি (১৩) কলিকাতা দর্জি ও কাপড়-ব্যবসায়ী সমিতি (১৪) ছাপাখানা শ্রমিক সমিতি (১৫) ভারতীয় মিষ্টান্নকারক সমিতি (১৬) কলিকাতা কাগজ ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদি। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী একবাক্যে গৃহীত হয়:—

"ভারতের মিলে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করায় এই সভা শঙ্কিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কাজ হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, বাণিজ্য, সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং দেশের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থার ভীষণ ক্ষতি হইবে ও বহু সহস্র লোক বেকার হইয়া পড়িবে।

গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করা হইলে শুধু যে সাধারণের অসুবিধা হইবে তাহা নহে, গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-ব্যবস্থাও ব্যাহত হইবে। বিদেশ হইতে কাগজের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে। ফলে বাজারে নানা অনাচার চলিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নূতন সিদ্ধান্তের ফলে বাজারে কাগজওয়ালাদের অতিলাভের চেষ্টা আরও বাড়িয়া যাইবে। এই সভা গবর্ণমেণ্টকে একটী প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন আহ্বান করিয়া সকলের চাহিদামত কাগজ যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

"মিলসমূহ যাহাতে অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং কুটীরশিল্প হিসাবে কাগজ প্রস্তুত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই সভা অনুরোধ জানাইতেছে।"

বিপ্লবের পথে ফ্রান্স

হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের বীর সংগ্রাম আর ষ্টালিনের মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান ফরাসী জাতিকে হিটলারী দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাইতেছে। গত ১৩ই অক্টোবর লিওঁ সহরে 'রোন' বিমান কারখানায় মজুররা ষ্ট্রাইকের জন্য প্রস্তুত হয়। এই কারখানায় কাজ করে ৪ হাজার মজুর, তাহার ভিতর ৭০০ জনকে জার্ম্মাণীতে কাজ করিবার জন্য পাঠান ঠিক হয় কিন্তু ১৫ জন ছাড়া আর সবাই জার্ম্মাণীতে যাইতে অস্বীকার করে। ফলে তাহাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়। তখন সমস্ত মজুর ষ্ট্রাইক সুরু করিবে ঠিক করে। সংঘবদ্ধ মজুরের এই শক্তিতে বিমান তৈরী একদম বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়ে মালিকরা আর বেশী বড়াবাড়ি করিতে সাহস করিতেছে না।

সোভিয়েটের প্রতিরোধ আর উত্তর আফ্রিকার পরাজয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া হিটলারী ফৌজ যেদিন অনধিকৃত ফ্রান্সে ঢুকিল সেদিন ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়া মার্সাই বন্দরে বিরাট বিক্ষোভ ও মিছিল হয়। সমস্ত কাজ ও সিনেমা বন্ধ ছিল। কারখানা চলে নাই। যান বাহন অচল হইয়া গিয়াছিল। ডক মজুরেরা যেখানে পারিয়াছে জার্ম্মাণদের অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। তুলোঁ বন্দরে ইটালী ও জার্ম্মাণ ফৌজ ঢুকিবার সাথে সাথে ফরাসীরা ষ্ট্রাইক করে, ফরাসী ফৌজ ফাসিষ্ট ফৌজকে বাধা দেয়। তুরস্কের খবরে জানা যায় ফরাসী দেশের সমস্ত মোটর চালকদের জার্ম্মাণ ফৌজকে বহন করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মোটর চালকরা রাজী হইতেছে না। সুইৎজারল্যাণ্ডের খবরে জানা যায় জার্ম্মাণরা ফরাসী সৈন্যদেরও আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ফরাসী ফৌজদের হাত হইতে অস্ত্রশস্ত্র তাহারা কাড়িয়া নিতেছে।

জার্ম্মাণরা ফরাসী দেশের সর্ব্বত্রই বিভীষিকা দেখিতেছে। সর্ব্বত্র গ্রেপ্তার সুরু হইয়াছে। মন্ত্রী দফতরের পররাষ্ট্র বিভাগকেও লাভাল বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ৪০ জন পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এক মার্সাই বন্দরেই ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ রেডিওতে বলা হইয়াছে সঁ্যালো সহরে ১৩ জন ফরাসীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহারা জার্ম্মাণ ফৌজের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কাজ চালাইতেছিল।

বুলগেরিয়ায় ধ্বংসমূলক কাজ

বুলগেরিয়ায় সর্ব্বত্র গরিলারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কাজ সুরু করিয়াছে। সোফিয়ায় একটি কাপড়ের কলে আগুন লাগাইয়া গরিলারা শত শত মণ তুলা পুড়াইয়া দিয়াছে। এই তুলা জার্ম্মাণদের জন্য পাঠাইবার কথা ছিল। মেনবোডি ও সোপভ সূতা কারখানায় সমস্ত কলকব্জা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেকিশে জুতা ও টায়ার তৈরীর কারখানা ধ্বংস করা হইয়াছে। টিগরের

(৪র্থ কলমের নীচে দেখুন)

পরাধীন ইওরোপে বিদ্রোহের সাড়া

সোভিয়েটের আদর্শে দেশে দেশে জনগণের সংগ্রাম

"ইয়োরোপের সর্ব্বত্র, সমস্ত অধিকৃত দেশে ও রাজ্যে জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতা বেড়ে উঠছে, সকলেই প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করছে। জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান কার্য্যক্রমের এই ফল।...... ইয়োরোপের সমস্ত লোকে (মিত্র জাতিগুলির) সম্মিলনের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন, তারা তাদের সকল রকম সাহায্য দেবার আয়োজন করছে। আমাদের কার্য্যক্রমের এই ফল। আমাদের সম্মিলনের পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক সঞ্চয় দিন দিন বাড়ছে। সহানুভূতি-সম্পন্ন কোটী কোটী মানুষ এই পতাকা-তলে সমবেত হচ্ছে।"—ষ্টালিন, ১৯৪২ নভেম্বর দিবসে।

যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিক সৈনিকদল

নভেম্বর বিপ্লব দিবসে যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিকরা সোভিয়েট জনগণের নিকট অভিনন্দনে জানাইয়াছে: "লালফৌজ যেমন নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ রক্ষা করিতেছে, তেমনি বিশ্বের সমস্ত জনগণের মুক্তির জন্য লড়িতেছে। আমরাও লালফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িতেছি। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়া লড়িব। যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়, ততদিন আমরা লড়াই চালাইয়া যাইব। সোভিয়েট রুশ জিন্দাবাদ।"

যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিক বাহিনী তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও নাৎসী-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। সহরের পর সহরে তাহারা জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফৌজের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ৩ হাজার ফাসিষ্ট সৈন্য তাহারা নিহত করিয়াছে। এক বসনিয়াতেই অক্টোবর মাসে ১ হাজার ফাসিষ্ট সৈনিক পালাইয়া গিয়াছে।

একটা সহর হইতে বহু গম জার্ম্মাণরা লুঠিয়া নিতেছিল। দেশপ্রেমিক ফৌজ সেই সহরে হানা দিল। ৫০০ বস্তা গম তাহারা দখল করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত জেলায় পাঠাইয়া দিল। ফাসিষ্টরা মরিয়া হইয়া রক্তের বন্যা বহাইয়া দিতেছে। একটা সহরে ১৫০ জনকে হত্যা করা হইয়াছে। ৫ জন যুগোশ্লাভ জার্ম্মাণ সেনাদলে ভর্ত্তি হইতে রাজী হয় নাই। তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে। মারিভো সহরে জার্ম্মাণ ফৌজের ট্রেন উড়াইয়া দিবার অভিযোগে ১৭৫ জনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত আড়াই হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছে। মরণকে তুচ্ছ করিয়াই যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিকরা ফাসিষ্টদের সমাধি রচনা করিতেছে।

ফিনল্যাণ্ডের গরিলাবাহিনী

ফিনল্যাণ্ডও জার্ম্মাণ দস্যুদের স্বার্থে লড়িতে রাজী নয়। স্বাধীনতাকামী ফিনিশরা ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে গরিলা বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। এই গরিলা বাহিনীর নেতা লারসেন একজন নরওয়েবাসী। নরওয়ে হইতে একদল গরিলা নিয়া আসিয়া তিনি ফিনল্যাণ্ডে কাজ সুরু করেন। শত শত ফিনিশ তাঁহার বাহিনীতে যোগ দেয়। কিছুদিন আগে এই গরিলা বাহিনী জার্ম্মাণদের খাদ্য ও অস্ত্র বোঝাই ১৫টি মোটর লরি দখল করিয়াছে। ফিনিশ সৈনিকদের মাঝেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। বহু ফিনিশ সৈনিক হেলসিংকীতে আসে ছুটিতে। হেলসিংকীর পথে জার্ম্মাণ সৈনিকদের সাথে এই ফিনিশ সৈনিকদের বিরাট সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ফিনল্যাণ্ডে প্রবল নাৎসী বিরোধী প্রচার ও ধ্বংসমূলক কাজ সুরু হইয়াছে।

হিটলার পদানত রুমানিয়ায়

রুমানিয়ায় জার্ম্মাণ জুলুমের অন্ত নাই। সমস্ত কারখানা জার্ম্মাণরা দখল করিয়া নিয়াছে। রুমানিয়ার তেল ও খনিজ পদার্থ সবই জার্ম্মাণ প্রভুদের হাতে। ৮ই সেপ্টেম্বর রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়াছে চাষীদের সমস্ত ফসল জার্ম্মাণদের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। হুকুম না মানিলে গ্রেপ্তার করা হইবে ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। মাংস পর্য্যন্ত জোর করিয়া কাড়িয়া নেওয়া হইতেছে।

রুমানিয়াবাসীরা হিটলারী দাসত্বের এই চরম জুলুম শেষ করিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা গরিলা বাহিনী গঠন করিতেছে। বুখারেষ্টে গরিলারা দুই খানা ফৌজের ট্রেণ উড়াইয়া দিয়াছে। কিছুদিন আগে সাবিয়ার বাগোদিনা সহরে জনগণের সাথে নাৎসী ফৌজের এক সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে।

ইতালিতে প্রতিরোধ

উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সাথে সাথে ইতালীর উপকূল বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিত্রশক্তি ইতালীর সহরে সহরে বিমান আক্রমণ সুরু করিয়াছে। নাৎসী ফাসিষ্টদের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ইতালীর জনগণ মুক্তির পথে আগাইয়া আসিতেছে। ফাসিবিরোধী বিক্ষোভ ও অভিযান প্রকাশ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

জেনোয়া, তুরিন, মিলান ও ইতালীর অন্যান্য সহরে যুদ্ধবিরোধী গণ-শোভাযাত্রা সুরু হইয়াছে। কোন কোন শোভাযাত্রায় ৩ হাজার লোক পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে যোগ দিয়াছে। মজুররাও শোভাযাত্রায় যোগ দিতেছে। ইতালীর রাজা যখন জেনোয়া পরিদর্শনে যান, ইতালীর জনসাধারণ তাঁহাকে 'যুদ্ধ চাই না' ধ্বনি দিয়া অভিনন্দিত করে।

ইতালীর ফাসিষ্ট পার্টির ভিতরও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ফাসিষ্টদের সবাইকেও আর বিশ্বাস করা হইতেছে না। ফাসিষ্ট পার্টির কয়েক শত সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা নাকি "শত্রুদের" সহিত যোগাযোগ রাখিত। মুসোলিনীর পত্রিকা 'পপোলো দি'তালিয়া' শাসাইতেছে, "ইতালীর পরাজয়ে যুদ্ধ-বিরোধী ও নিষ্ক্রিয় জনসাধারণেরও ধ্বংস অনিবার্য্য।" 'রেজিমা ফাসিস্তা' বলিতেছে, "এই সব লোক গভর্ণমেণ্টবিরোধী ও ফাসিষ্ট বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেছে।"

ইতালীর সোশ্যালিষ্ট পার্টি সমস্ত ইতালী ব্যাপী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য ডাক দিয়াছে। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:

"সামরিক পরাজয় দূরে নয়। লাখ লাখ ইতালীবাসীর আকাঙ্খিত, জুলুমবাজ ফাসিষ্ট রাজত্বের অবসান আসন্ন। ফাসিষ্টরা বলিয়াছিল, ইতালী সাম্রাজ্য পাইবে, তাহারা আজ ইতালীকে জার্ম্মাণ উপনিবেশে পরিণত করিয়াছে। সামরিক স্বার্থে ফাসিজম আমাদের উপর অভূতপূর্ব্ব জুলুম চালাইয়াছে। ভাল অস্ত্র নাই, খাবার নাই, কাপড় নাই। বীর সৈনিকদের তাহারা যুদ্ধে পাঠাইয়াছে, দক্ষ অফিসার পর্য্যন্ত নাই।

"এখনই বিপ্লব বা সাধারণ ষ্ট্রাইকের দিন আসে নাই। কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া স্থগিত রাখ, যুদ্ধের মাল তৈরীর কারখানায় কাজ কমাও, ধ্বংসমূলক কাজ চালাও, যান বাহন চলাচলের গতি কমাইয়া দাও, কৃষকরা ফসল দিও না। ইহার ফলে শান্তি আসিবে সত্য কিন্তু শত বৎসর দাস থাকা অপেক্ষা একদিন স্বাধীন হওয়া ঢের ভাল। এই প্রতিরোধ আন্দোলন যখন জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে তখন এক বিপুল শক্তির সৃষ্টি হইবে। সে শক্তির সামনে ফাসিষ্টরাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

(১ম কলমের শেষাংশ)

একটি কারখানায় সমস্ত মজুদ তেলও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বুলগার গরিলারা জার্ম্মাণদের একফোঁটা মালও পাঠাইতে দিবে না।

জাপ দাসত্বের বিরুদ্ধে কোরিয়া

১৯১০ সালের কথা। সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীন মহাদেশের কোরিয়া দেশটা দখল করিয়া নেয়। সওয়া দু কোটি লোকের বাস কোরিয়াতে। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। আজ ফাসিষ্ট জাপানের যুদ্ধের বড় ঘাঁটি কোরিয়া। কিন্তু কোরিয়ানরা কোন দিনই জাপ দাসত্ব মাথা পাতিয়া নেয় নাই। ছোট দেশ কোরিয়ার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস গৌরবময় ইতিহাস। আজ একতাবদ্ধ কোরিয়া জাপ ফাসিজম ধ্বংসে আগাইয়া চলিয়াছে।

এই লেখাটি নামজাদা মার্কিণ সাংবাদিক এডগার স্নোর পত্নী বিখ্যাত লেখিকা নিম ওয়েলসের একটি প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

ফাসিষ্ট দাসত্বের শিকল

বাইরের জগতের কাছে কোরিয়া মৃত। জাপানী পুলিশ রাজের হাত গলাইয়া একটা খবরও বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। চীন দেশে জাপানী আক্রমণের পর হইতে এ কড়াকড়ি আরও বাড়িয়াছে। বিদেশী সাংবাদিক একজনও কোরিয়াতে নাই। ভিতরের খবর প্রকাশ্যে জানিবার কোন উপায় নাই। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা বিপদজনক। সব সময়েই পুলিস পিছনে আছে। ৩ জন এক সাথে হইলেই পুলিস আসিয়া হাজির হয়।

ফাসিষ্টদের কোন শিক্ষার বালাই নাই। বরং উচ্চশিক্ষাকে তারা ভয় করে। তাই সমস্ত কোরিয়ায় মাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে মোট ছাত্র ছিল ৬৭৫, তার ভিতর আবার ৪৬৫ জনই জাপানী। তাও আবার এই শিক্ষিত লোকদের পিছনে পুলিস লাগাইয়া "বিপদজনক ভাবধারা"র সন্ধানে ফাসিষ্ট শাসকরা সব সময়ই ব্যস্ত।

ফাসিষ্ট জুলুমের চাকার তলে পড়িয়া পরাধীন কোরিয়াবাসী গুঁড়াইয়া যাইতেছে। শতকরা ৭১ জন কোরিয়ানই কৃষক। দেনার দায়ে কৃষকের মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রি হইয়া গিয়াছে। এতদিন কোরিয়াবাসীদের কোন কারখানা খুলিবার অধিকার ছিল ছিল না। এইবার যুদ্ধের মাল তৈরীর কারখানা জাপানীরা নিজেরা খুলিতেছে। ব্যাঙ্কব্যবসা সবই জাপানীদের হাতে। কোরিয়াতে খনিজ সম্পদ প্রচুর। কোরিয়ার সোনা, রূপা, তামা, সিসা, দস্তা, কয়লা, লোহা ফাসিষ্ট জাপানের যুদ্ধের খোরাক। ফাসিষ্ট যুদ্ধে জাপানের মর্ম্মস্থল কোরিয়া। কোরিয়ার বিদ্রোহ তাই জাপানী ফাসিষ্ট রাজের সিংহাসন ধুলায় লুটাইয়া দিবে।

প্রবাসী কোরিয়ানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জাপানীরা বিন্দুমাত্র জাতীয় জাগরণ সহিতে রাজী নয়। তাই সামান্য সন্দেহেও শত শত কোরিয়ানকে জেলে আটক করা হয়, নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। দেশপ্রেমের অপরাধে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলান হয়। অতটুকু দেশ কোরিয়ায় জেলে ছিল ৬ হাজার রাজনৈতিক বন্দী, আজ ইহার সংখ্যা অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পুলিশের নিপীড়নে ৫ লাখ কোরিয়ান কোরিয়া ও সাইবিরিয়ার মাঝে পালাইয়া আসিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার অন্যান্য স্থানে আছে আরও ৫ লাখ কোরিয়ান। এই সব নির্ব্বাসিতের ভিতর আছে সাহিত্যিক, ছাত্র, শিক্ষক, সৈনিক প্রভৃতি।

এই প্রবাসী কোরিয়াবাসীরা বাহির হইতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। তাহারা জাপবিরোধী ভলাণ্টিয়ার গড়িয়া তুলিয়াছে। গরিলা লড়াই-এর শিক্ষা নিতেছে। কোরিয়ার ভিতরে স্বাধীনতা প্রচারের গোপন বন্দোবস্ত করিতেছে।

কোরিয়ার একজন নেতা কিম সানের মতে ৫০ হাজার হইতে ৭০ হাজার সশস্ত্র কোরিয়ান গরিলা বাহিনী তৈরী হইয়াছে আর ১০ হাজার ভলাণ্টিয়ার সৈনিক প্রস্তুত হইয়াছে। এই ১০ হাজারের ভিতর ৩ হাজার জাতীয়তাবাদী দলের ও ৭ হাজার কমিউনিষ্ট। কিন্তু সবাই আজ একই ফাসিষ্ট বিরোধী ফ্রণ্টে একসাথে কাজ করিতেছে।

কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে

চীনে চিয়াং-কাই-শেকের সেনাদলেও অনেক কোরিয়ান কাজ করিতেছে। বিখ্যাত কোরিয়ান যোদ্ধা কিম-ইয়াক-সানের নেতৃত্বে কোরিয়ান ভলাণ্টিয়ার বাহিনী চীনে লড়িতেছে। ওয়াশিংটনে চীন-কোরিয়ান লীগের সভাপতি কিলসু কানের হিসাবে ৩৭ হাজার কোরিয়ান সৈন্য সোভিয়েট সুদূর প্রাচ্য বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

এই সব প্রবাসী বিপ্লবীদের অনেকেই গোপনে কোরিয়া ও মাঞ্চুকুয়োতে ঢুকিয়া কাজ সুরু করিয়াছে। আজ মাঞ্চুরিয়াই হইতেছে কোরিয়ান বিপ্লবীদের বড় ঘাঁটি। এই সব বিপ্লবীরা গোপন কাজ ও সংগঠন, ধ্বংসমূলক কাজের আয়োজন প্রভৃতিতে ওস্তাদ। তাহাদের অধিকাংশই চীনা ও জাপানী ভাষায় পাকা। তাই গা ঢাকা দিয়া কাজে কোন অসুবিধাই তাহাদের হয় না। রেলে ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায়ও ইহাদের অনেকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই ধ্বংসমূলক কাজও চালান হইতেছে।

জাতীয় আন্দোলন

কোরিয়ার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। জাপ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের তিনটি স্তর দেখা যায়; (১) ১৯১৯-২৪ সাল, জাতীয় যুগ (২) ১৯২৪-৩৫, আন্তর্জ্জাতিক যুগ। এই সময় কমিউনিষ্ট ভাবধারা দেখা দেয়। (৩) জাতীয় ফ্রণ্টের যুগ (National Front for Korean Liberation) সুরু হয় ১৯৩৬ সাল হইতে। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৪ সালে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তদের হাতে (বুর্জোয়া নেতৃত্ব)। ১৯২১-২২ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯২৬-২৮ সালে একদিকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব আর একদিকে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৯২৬-২৮ সালে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের প্রভাবে আসে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। দক্ষিণপন্থীরা কমিউনিষ্টদের সাথে হাত না মিলাইলেও বাধাও দেয় না। ১৯২৮-৩৫ সালে দক্ষিণপন্থীদের সাথে গোলমাল বাধে। ১৯৩৬ সালে সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত দল একসাথে মিলিয়া জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলে। একথা অবশ্য না বলিলেও চলে যে এসব কাজই গোপনে করিতে হইয়াছে। ফাসিষ্ট রাজত্বে সমস্ত জাতীয় আন্দোলনই বেআইনী।

স্বাধীন কোরিয়া গভর্ণমেণ্ট

১৯১৯ সালে সাংহাইতে তিন হাজার প্রবাসী কোরিয়ান মিলিয়া সাময়িক স্বাধীন কোরিয়া গভর্ণমেণ্টের পত্তন করে। সভাপতি নির্ব্বাচিত হন রি সিংম্যান আর কোরিয়ান ফৌজের ভূতপূর্ব্ব কমাণ্ডার জেনারেল লি টুং হুই নির্ব্বাচিত হন প্রধান মন্ত্রী। ১৯২০ সালে স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রথম কংগ্রেস বসে। কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়। এই গভর্ণমেণ্ট কখনও ভাঙ্গিয়া দেয়া হয় নাই। ১৯৪০ সালে ইহার হেড কোয়ার্টার চুংকিং-এ স্থানান্তরিত হয়। রি সিংগম্যান এখন আছেন ওয়াশিংটনে।

এই গভর্ণমেণ্টের ভিতর ছিল দুইটি দল। 'আমেরিকান গ্রুপ' ও 'সাইবিরিয়ান মাঞ্চুরিয়া' গ্রুপ। আমেরিকান গ্রুপ ছিল আমেরিকার সমর্থক, তাহারা মনে করে আমেরিকার সাহায্যে কোরিয়ার স্বাধীনতা সম্ভব। আমেরিকা প্রবাসী ২ হাজার কোরিয়ান ও হাওয়াই দ্বীপের সাড়ে ছয় হাজার কোরিয়ান এই দলের সমর্থক। ইহারা সবাই জাপ-বিরোধী।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

সাইবিরিয়ান গ্রুপের নেতা ছিলেন জেনারেল লি টুং হুই। তাঁহার ধারণা আমেরিকার সাহায্যে বিশেষ কিছু হইবে না। চাই বিপ্লবী আন্দোলন। তাহারা রুশিয়ার সাথে সহযোগিতা চায়। অনেক দিন ধরিয়া ইহারা গরিলা সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। ১৯২২ সালে লির সাথে স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের মতভেদ হওয়ায় তিনি রুশিয়ায় যাইয়া লেনিনের সাথে দেখা করেন। ১৯২৪ সালে সাংহাইতে কোরিয়ান জন-প্রতিনিধি কংগ্রেস বসে। কোরিয়া, রুশিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও আমেরিকা হইতে ৬০০ কোরিয়ান প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দেয়। মতভেদের ফলে কংগ্রেসে দুইটি দল হয়। একদল আগের সাময়িক গভর্ণমেণ্টই চালাইয়া যাইতে থাকেন। আর একদল সুন ইয়াৎসেনের মত গণভিত্তিতে বিপ্লবী দল গড়িতে চেষ্টা করেন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

যখন জাতীয় আন্দোলনের একটা দিক এইভাবে মোড় ঘুরিতেছিল, তখন তরুণ কোরিয়ানরা গোপন সন্ত্রাসবাদী দল গড়িয়া জাপানী শাসকদের হত্যার পথ নিয়াছিল। ১৯১৯ সালে দুইটি গোপন সন্ত্রাসবাদী দল গড়িয়া উঠে। তাহাদের শাখা ছিল সাংহাই, পিকিং, তিয়েনসিন ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায়। ১৯২৭ সালের ভিতর ৩০০ সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে, ৩০০ জন কোরিয়ান যুবকের ফাঁসী হয়। ১৯২৭ সালের পর এই সন্ত্রাসবাদী দল উঠিয়া যায়। সভ্যরা কেহ জাতীয় দল, কেহ কমিউনিষ্ট দলে যোগ দেয়। বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা কিম জাক সান এখন চীনে কোরিয়ান ভলাণ্টিয়ার দলের কমাণ্ডার। ১৯৩৫ সালে তিনি কোরিয়ান জাতীয় ফ্রণ্টের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। অপর বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা উ-সেং-মুন কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়াছেন। এখন তিনি মাঞ্চুরিয়ায় ৭ হাজার কোরিয়ান ভলাণ্টিয়ারের নেতা।

কমিউনিষ্ট পার্টি

কোরিয়ার জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ অবদান কোরিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির। পার্টির অতীত ইতিহাসও অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ। জেনারেল লিটিং হুই যখন সাইবিরিয়ায় ছিলেন, তখন ১৯১৮ সালে ইর্কুটস্কে তিনি কোরিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়া পত্তন করেন। লি সাংহাইতে আসিবার পর কিম লিবের সাথে মিলিয়া কোরিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি পাকাপাকি ভাবে গড়েন। তখন সভ্য ছিল ১০০ জন। দুজনেই মস্কো যান পরামর্শের জন্য। ১৯২৮ সালে ভ্লাডিভোষ্টকে লি মারা যান। ১৯২৪ সালে কিমলিবকে সাংহাইতে গুপ্তচররা হত্যা করে। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সাংহাই ও ইর্কুটস্ক হইতেই পার্টির কাজ চালান হইত। ১৯২৪ সালে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোরিয়াতে ১৯২১ সালে প্রথম মজুর সংঘ গড়িয়া উঠে। ১৯২১-২৪ সালে গড়িয়া উঠে সিউল যুব সংঘ। ৪০০ বিভিন্ন সংঘের ৫০ হাজার সভ্য ইহার ভিতর মিলিত হয়। অপর ৫০০ প্রতিষ্ঠানের ৬০ হাজার সভ্য মিলিয়া 'মঙ্গলবারের সমিতি' নামে আর একটি সংঘ গড়িয়া তোলে। ১৯২৪ সালে যুব সংঘ কোরিয়ান কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সাথে মিলিত হয়। মঙ্গলবারের সমিতি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়। বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদেরও ১৪০টি জিলা শাখা ও ৫০ হাজার মেম্বর কমিউনিষ্টদের সাথে যোগ দেয়।

বরোদিন যখন চীনে আসেন তখন ৩০ জন কোরিয়ান মস্কো হইতে সামরিক শিক্ষা নিয়া তাঁহার সহিত আসে। ১৯২৭ সালে ২০০ জন কোরিয়ান চীনের ক্যানটনে মজুর বিপ্লবে যোগ দিয়া লড়াই করে। পরে অনেক কোরিয়ান চীন সোভিয়েটের পক্ষে যোগ দেয়।

ফাসিজম ধ্বংসে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া

আজ কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিই সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিশালী দল। সাইবেরিয়া মাঞ্চুরিয়া, চীন সর্ব্বত্রই ইহার শাখা আছে। আজ কোরিয়াতে সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণী মিলিয়া কোরিয়ান জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিয়াছে। জাতীয় ফ্রণ্টে কমিউনিষ্টদেরই সবচেয়ে বড় অবদান। কোরিয়াবাসী এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে— জাপ-ফাসিষ্ট শাসন তাহারা উচ্ছেদ করিয়া কোরিয়া স্বাধীন করিবেই। বিশ্বের মুক্তি যুদ্ধে কোরিয়ার জনসাধারণ আপনার স্থান করিয়া নিয়াছে। জাপানী ফাসিষ্ট শাসনের ধ্বংস বেশী দূরে নয়।

মেয়েরা আগাইয়া চলিয়াছে

আত্মরক্ষায়

ঐক্য সপ্তাহে দিনাজপুরের চিবিরবন্দরে কৃষক মহিলাদের ৪টী বৈঠক হইয়াছে। প্রত্যেক বৈঠকে ২০ জন করিয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। জাপানী আক্রমণের মুখে মেয়েদের আত্মরক্ষার কাজে ঐক্য আন্দোলনের সার্থকতা মেয়েরা বুঝিতে পারিতেছে। সহরের ছাত্রীরা মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণের জন্য এক জলসা করিয়া ১২৫৲ টাকা পিপ্‌লস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির কাছে পাঠাইয়াছে।

খুলনা জেলার মহিলা সংগঠক চারুবালা দেবীর নেতৃত্বে কাটিপাড়ায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন পাড়ায় দশ জন প্রতিনিধি স্থানীয়া মহিলা স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা করিতেছেন। ইহা ছাড়া প্রাথমিক রাজনীতি শিক্ষা ও আধুনিক খবর গ্রামের মহিলাদের পৌঁছাইবার জন্য কয়েকটী "জনযুদ্ধ" পাটচক্র গঠিত হইয়াছে। ঐক্য সপ্তাহে সাথী বসু ও চিন্ময়ী মুখার্জ্জীর নেতৃত্বে একটী স্কোয়াড একশত মহিলা স্বাক্ষর যোগাড় করিয়াছে।

বন্যাত্রাণে

বরিশালে মেয়েরা একতার আন্দোলনকে বন্যাত্রাণের উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়াছে। রাস্তায় তাহাদের স্কোয়াডের কথা শুনিয়া হিন্দু সভা ও মুস্লিম লীগের লোকেরা চাঁদা দিতেছেন এমন কি সভায় তাহাদের ২৬৷৶ সংগ্রহ হয় এবং হাটের মধ্যে কৃষকদের দেওয়া এক পয়সা দুই পয়সায় ১৩৲ ওঠে। ইহা ছাড়া বরিশালের মেয়েরা বন্যাত্রাণের উদ্দেশ্যে একটী চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করিতেছে।

বন্যাত্রাণের কাজে কলিকাতার মেয়েরাও আগাইয়া আসিতেছে। আমাদের পার্টির মহিলা ফ্রণ্টের নেতৃত্বে মেয়েরা কুপন ও বস্ত্র কালেকসন ছাড়া একটী চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করিয়াছে। কলিকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও এই উপলক্ষে চ্যারিটি-শো ও সিনেমার আয়োজন করিতেছে।

ছাত্রীদের মাঝে—কম্যুনিষ্ট ছাত্রীরাই কলিকাতার গার্ল ষ্টুডেণ্টস এশোশিয়েশনের নেতৃত্ব করিতেছে। তাহাদের চেষ্টায় "সংগ্রাম পন্থী' মেয়েরা জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। নভেম্বর মাসে গার্ল-ষ্টুডেণ্টস এশোশিয়েশনের ১৫০ জন নূতন মেম্বর হইয়াছে। বিভিন্ন কলেজ ও হোষ্টেলে ৭টী জনযুদ্ধ ও পিপ্‌ল্‌স ওয়ার পাঠকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন—এই সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতার সহর শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ২৯শে নভেম্বর খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের সভানেতৃত্বে হয়। আমলাতন্ত্রের বাধায় এই সভাকে জনসভা করা যায় নাই—দমননীতি যে কিভাবে চাপিয়া বসিতেছে ইহা তাহারই একটী উদাহরণ।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন সকল শ্রেণীর মহিলাদের নিজস্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের এই সম্মেলন দেশের এবং বিশেষ করিয়া মহিলাদের ফাশিষ্ট আক্রমণের সামনে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠিকই নির্দ্দেশ দিয়াছে যে আজিকার দিনে ভারতের প্রত্যেকটী মেয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য—আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা ও জনরক্ষায় বিশেষ সচেষ্ট হওয়া। এইজন্য স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও এ, আর, পি শিক্ষা, স্কুল-কলেজ খোলা রাখা ও ছাত্রীদের মধ্যে নেতাদের মুক্তির জন্য জনমত সংগ্রহ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বণ্যত্রাণের কার্য্যেও প্রত্যেকটী মেয়েকে আগাইয়া আসিবার আহ্বান করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

একতার আন্দোলনে জনগণ

দিনাজপুরে গণ সই

ঐক্য সপ্তাহে ফুলবাড়ী থানায় কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আবেদনে ১২০টী সহি এবং কমরেড শচীন্দু চক্রবর্ত্তী ও বরদা চক্রবর্ত্তীর মুক্তির দাবীতে ৩৫২টী সহি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এবং কায়ুর কমরেডদের মুক্তির দাবী করিয়া এই জেলা হহতে তের শত সইয়ের দাবী মাদ্রাজ সরকারের কাছে পাঠানো হইয়াছে।

মল্লারপুর (বীরভূম) রামপুর হাট মহকুমার ৭ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী একটী প্রচার দল গঠন করিয়া ২০শে নভেম্বর কাষ্টগড়া গ্রামে প্রচারে যান। এই গ্রামে একজন পার্টির কর্ম্মী ছিলেন তিনি বর্ত্তমানে উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রচারদলকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বলিলেন "আমি অনেক দেখেছি এখানে কিছু হবার আশা নেই—দেখুন আপনারা"। জনগণের উপর এবং পার্টির নীতির উপর যাহার বিশ্বাস আছে এইরূপ কমিউনিষ্ট কখনও নিরুৎসাহ হয় না। তাই প্রচারদল বরং উৎসাহের সঙ্গে ঐ গ্রামের ঘরে ঘরে হাজির হইলেন। জনগণের কাছে অপূর্ব্ব সাড়া মিলিল—অবস্থাপন্ন কৃষকেরা প্রত্যেকে টাকা, সিকি, আধুলি তো দিয়াছেনই—গরীব ভূমিহীন কৃষকও বিশেষ করিয়া গরীব মুস্লিম কৃষক পরম দরদের সঙ্গে পার্টিকে সাহায্য করিয়াছে। একটী মুসলমান মহিলা তাহার ডিম বেচা মাত্র দেড়টী পয়সাও দিয়া দিলেন। মোট আদায় হইল ১৮৲ টাকা। তারপরে সন্ধ্যায় মুসলিমপাড়াতে ঘরোয়া সভা হইল—সমস্ত মুসলমান স্ত্রীপুরুষ এই সভাতে যোগ দেন। এই সভায় তাহারা হিন্দু-মুসলমানের একতা গড়িবার কাজে লাগিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কৃষকসমিতির সভ্য হইতেও রাজী হইয়াছেন। সভার শেষে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে কমিউনিষ্ট পার্টিই তাহাদের মুক্ত দাতা।

কৃষকের দাবী আদায় ও জনরক্ষা কমিটি

আমতায় একতা সপ্তাহের বৈশিষ্ট ছিল খাজনা আদায় স্থগিতের জন্য কৃষকদের বিরাট অভিযান ও জনরক্ষা বাহিনী গঠন। আমতা, খোশালপুর, নড়িয়ালা, আওড়গাছি, পানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কৃষকরা শোভাযাত্রা করিয়া ভবানীপুরে জমিদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দাবী জানায়। বেতাই ও জয়ন্তীর চাষীদের দুরবস্থার কথা জমিদারকে জানান হয়। অনেক আলোচনার পর জমিদার খাজনা আদায় স্থগিত রাখিতে রাজী হন।

কমরেড কেশব সরকার ও মদন দাসের উদ্যোগে আমতা থানায় একতা সপ্তাহে ৭টি ইউনিয়ন জনরক্ষা কমিটি ও ১০টী গ্রাম্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। মোট ভলাণ্টিয়ার হইয়াছে ৫০০।

একতার কাছে আমলাতন্ত্র কোণঠাসা

শ্রীরামপুর মহকুমার বিঘাটি থলিসিনী ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর বাধ্যতা-মূলক রেল লাইন পাহারা দেওয়ার জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দেয়। সেই আদেশ জানাইয়া দিবার জন্য ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ১০।১২ খানি গ্রামের কৃষকদের লইয়া সভা করে। স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী কমরেড বিষ্ণু মুখার্জীর নেতৃত্বে সমবেত হিন্দু-মুসলমান কৃষক উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া বলেন যে রেল লাইন ঠিক রাখার ব্যাপারে সরকারের চাইতে কৃষকেরাই বেশী উৎসাহী। তা' ছাড়া এই অঞ্চলে কোনরূপ ধ্বংসমূলক আন্দোলন নাই—এ অবস্থায় এই অঞ্চলের লোকের উপর জোর করিয়া এই আদেশ বলবৎ করিলে পঞ্চম বাহিনীরই সুবিধা হইবে। কৃষকেরা সরকারকে জানায় যে সৈন্য-পুলিশ মোতায়েন করিয়া রেল লাইন রক্ষা করা যায় না—জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাই—কেবল দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে পারে। কৃষকদের এই কথার ফলে সমবেত জনগণ বিপুল ভোটাধিক্যে সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সরকারী মোসাহেবদের মুখ চুণ হইয়া যায়।

বর্দ্ধমান—সহরের ভেরী থানায় জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত মুল্যে জিনিষ পাইবার জন্য ব্যবসাদারদের নিকট দাবী জানাইলে—ব্যবসাদাররা অস্বীকার করে এবং দোকান লুট হইতেছে বলিয়া পুলিশের কাছে ফোন করে। জনসাধারণ তাহাতে না দমিয়া স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রতিনিধি পাঠান।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে আমলাতন্ত্র সুলভ টাল বাহানা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জনমতের জিদের কাছে তাহাকে হার মানিতে হয়। ব্যবসাদাররা নিয়ন্ত্রিত মুল্যে জিনিষ বিক্রি করিতে বাধ্য হয়।

কমিউনিষ্টদের উপরই প্রধান আঘাত

গত সংখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি কি ভাবে দমননীতি চাপিয়া বসিতেছে। কংগ্রেসকে দমন করিবার পর এখন কমিউনিষ্টদের উপর প্রধান আঘাত সুরু হইয়াছে এবং লীগও যে ইহার আঁওতায় পড়িতে যাইতেছে (ষ্টার অফ ইণ্ডিয়ার বন্ধের ব্যাপার) তাহা আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছি।

রংপুরে—পার্টির জেলা কমিটির কনফারান্সে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ডাঃ রণেন সেন ও প্রাদেশিক মহিলা ফ্রণ্টের নেতা মণিকুন্তলা সেনকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন।

হুগলীতে—জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সভা ও শোভাযাত্রা করিতে তো দেয় নাই তাহার উপর চুঁচুড়ায় **মেদিনীপুরের বন্যাত্রাণের** জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে সঙ্গীতদল বাহির করিবার অনুমতিও পাওয়া যায় নাই। বলাগড় থানায় রাস-মেলায় কয়েকজন কমরেড ঐক্য-প্রচার ও একতার ইস্তাহার বিলি করিতেছিলেন—সেখানেও পুলিশ আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেয়।

মুর্শিদাবাদে—জেলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড শৈলেন বিশ্বাসকে ভারত-রক্ষা আইনানুযায়ী এক নোটিশ দিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপাল এলাকায় গতিরুদ্ধ করা হইয়াছে—এবং তাহাকে দুইবেলা থানায় হাজিরা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদপুরে—কমরেড অনিল মুখার্জ্জী জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করার অপরাধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে—পার্টির হ্যাণ্ডবিল বিলি করিবার অপরাধে কমরেড কালিপদ মণ্ডলকে গ্রেফতার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়।

২৪ পরগণা—জেলার একজন উৎসাহী কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড হেমন্ত ঘোষালকে ১৩ই নভেম্বর শিয়ালদহ ষ্টেশনে গ্রেফতার করা হয়। আজো তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয় নাই, অথচ তাহার জামিনের দরখাস্তের কোন উত্তর দেওয়া হইতেছে না।

এই ভাবে দেশের সর্ব্বত্র কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত নামিয়া আসিতেছে। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিষ্টবাদের আক্রমণের কায়দা একই। প্রথমে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি তাহার পর এক এক করিয়া প্রধান প্রধান জনসংগঠন গুলিকে নিঃশেষ করা। জনগণের ঐক্যই কেবল এই দুই আক্রমণ রুখিতে পারে—তাই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে এ আঘাত ফিরাইয়া দাও।

হনুমান জুটমিলের মজুরদের দাবী

হনুমান জুটমিলের মজুররা অনেকদিন হইতেই মাগগী ভাতার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। মজুরের একতার জোরে মালিক সবাইকে চার টাকা মাগগী ভাতা মঞ্জুর করিয়াছে। আজিকার দুর্ম্মুল্যের বাজারে ইহা কিছুই নয়।

উপরন্তু মিস্ত্রিদের মাগগী ভাতা দেওয়া হইতেছে মাত্র ১ টাকা। ৪ টাকা যখন সব মজুর পাইতেছে, তখন মিস্ত্রিরাই বা পাইবে না কেন। মিস্ত্রিদের মাগগী ভাতা মঞ্জুর কর।

আলোচনা

চার্চ্চিলের গলাবাজী

সেদিন চার্চ্চিল সাহেব বক্তৃতায় বলেন যে ইংরেজ সরকার শুধু দেশরক্ষার জন্য লড়িতেছে না, রুষদের মত তাহারাও একটা বড় আদর্শের জন্য লড়িতেছে—সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনতার আদর্শ, ন্যায়বিচারের আদর্শ। সোভিয়েট যে স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, দুনিয়ার সকল জাতের আজাদীর জন্য জীবন পণ করিয়া লড়িতেছে, তাহা আর কাহাকেও চোখে আঙল দিয়া দেখাইতে হয় না, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু চার্চ্চিল সাহেবের কথা শুনিয়া দেশের লোক শুধু বাহবা দিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহারা প্রশ্ন করিবে যে এ যুদ্ধে স্বাধীনতার আদর্শ পালন করার কি চেষ্টা হইতেছে? এই সেদিন চার্চ্চিল বড় গলায় বলিয়াছিলেন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যে লাল বাতি জ্বালানো তাঁহার মতলব নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের গোলামখানাই যদি বজায় রহিল, তো "স্বাধীনতার আদর্শ" বস্তুটী রহিল কোথায়?

জনশক্তি যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার একটা প্রমাণ এই যে ক্রমাগত সরকারী বড় কর্ত্তাদের সাফাই গাহিতে হইতেছে।

"উত্তর আফ্রিকায় আমরা অগ্রসর হইতেছি, ভূমধ্যসাগর শীঘ্রই আমাদের আয়ত্তে আসিবে, ইটালীতে বারবার বোমা ফেলিয়া আমরা মুসোলিনির আসন টলাইব, সোভিয়েট খুবই চমৎকার লড়িতেছে,"—ইত্যাদি নানা কথা চার্চ্চিল কয়েকদিন আগে একটী বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকায় সাফল্য হউক্, ভূমধ্য সাগরে ফ্যাসিষ্টদের কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হউক খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যথাসম্ভব শীঘ্র হিটলারী ফ্যাসিষ্টদের পরাজয় নিতান্ত প্রয়োজন, আর সেজন্য ইউরোপের কোথাও সৈন্য নামাইয়া হিটলারকে পর্য্যুদস্ত না করিলেই নয়। তাই ব্রিটেন ও আমেরিকার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। জনগণের মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতেছে দেখিয়া চার্চ্চিল সাহেব ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মতলব স্থির করিয়াছেন। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইবে না, এমন একটি আশ্বাস দিয়া রণক্লান্ত জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। আগে হিটলারকে দাবাইয়া রাখিব, তাহার পর জাপানের সঙ্গে হিসাব নিকাশ করিব, বলিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণ এত সহজে ভুলিবে না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে যে এখনই জাপানকে ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না কেন? এখনই ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সে দেশের লোকবল লইয়া জাপানের বিষদাঁত ভাঙ্গার ব্যবস্থা হইতেছে না কেন? হিটলারকে তাড়াতাড়ি হারাইবার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিবার ব্যবস্থাই বা এখনই হইতেছে না কেন? ওয়েণ্ডেল উইল্কি মার্কিণ জনসাধারণের পক্ষ হইতে আবার পরিষ্কার বলিয়াছেন, "শ্বেতজাতিদের বিশেষ দায়িত্বের কথা যাঁহারা বলেন অথবা বর্ত্তমান যুগে অচল জানিয়াও যাহারা যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যিক স্বার্থকে বজায় রাখিবার স্বপ্নে মশগুল হইয়াছেন, তাঁহারা হয় এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানেন না অথবা জানিয়া শুনিয়াও উহাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য, চীন এবং সমগ্র সুদুর প্রাচ্যে দেখিয়াছি স্বাধীনতা বলিতে সুশৃঙ্খল অথচ সুনিশ্চিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসননীতি বর্জ্জনকেই বুঝে। এই ধরণের স্বাধীনতাই যে তাঁহাদের যুদ্ধের এক নম্বর উদ্দেশ্য ইহা বহুলোক্তি নহে। আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই কি না, সে বিষয়ে সম্প্রতি তাহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিবে।"

সাধারণ লোককে তুষ্ট রাখিবার জন্য বিলাতে সরকারী আওতায় বেভরিজ নামে এক পণ্ডিত যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অদল বদল সম্বন্ধে এক খসড়া পেশ করিয়াছেন। এ খসড়ার যে বিবরণ আসিয়াছে তাহা বিস্তৃত নয়। কিন্তু মোটের উপর ইহার প্রধান কথা এই যে বেকার বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। এ সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা পেশ হইতেছে; সরকারী মহলে ইহাকে একটা বিপ্লবেরই সামিল বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা বিপ্লবের কাছাকাছিও পৌঁছে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। পুঁজিবাদ অটুট থাকিবে, বড়লোকের মুনাফায় হাত প্রায় পড়িবে না বলাই চলে, অথচ বিপ্লব হইতেছে—এই তাজ্জব যুক্তি ইংরেজ জনসাধারণ অগ্রাহ্য করিবে। রাজার বক্তৃতার সমালোচনায় পার্লামেণ্টে যখন তর্ক হয় তখন সদস্য ম্যাক্সটন ফাস করিয়া দেন যে, "বিভারিজ রিপোর্ট সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বিক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে।"

বিলাতের জনশক্তি যখন আরও আগাইয়া যাইবে, তখন আর সরকারী বড়কর্ত্তাদের সাফাইয়ে কেহ তুষ্ট হইবে না। জনমতের স্রোতে সরকারী সঙ্কোচ তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে।

জামসাহেব-আমেরির মিতালি

নির্লজ্জ আমেরি সাহেব আবার দেশীয় রাজাদের স্বার্থরক্ষার কথা তুলিয়াছেন। পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন, দেশীয় রাজাদের সাথে বৃটিশের যে সনদ ও চুক্তিপত্র আছে দীর্ঘ আচার-ব্যবহারের ফলে তাহার যাহা কিছু রদবদল হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হইবে না। কোন শাসনতন্ত্র পরিষদই দেশীয় রাজাদের সম্মতি ছাড়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

নবনগরের জাম সাহেবও বিলাতে এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন, "মূলতঃ আমাদের দাবী সব সময়ই একই আছে। প্রথমতঃ সম্রাটের অধীনে সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী অধিকার রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকরী ও যথেষ্ট রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখা।" শুধু তাই নয় জাম সাহেব কংগ্রেসের প্রগতিশীল দাবীতে শঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন, "পণ্ডিত নেহেরুও অনেক বার ঘোষণা করিয়াছেন যে এই সব চুক্তি ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। এমন কি নেহেরু বলিয়াছেন দেশীয় রাজাদের সাথে যারা চুক্তির কথা বলে তারা হয় 'পাগল, শয়তান আর না হয় মুর্খ'।"

আমেরি সাহেব দেশীয় রাজাদের এই ভয় কাটাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতি বিরোধী শক্তিকে এক করিবার ডাক তিনি দিয়াছেন। আমেরি কোম্পানীর এই প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য ভাঙ্গিতে পারে একমাত্র একতাবদ্ধ ভারতবাসী।

জাপানী আক্রমণ দূরের কথা নয়

জাপান যে নূতন কোন জায়গায় আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। চুংকিং হইতে একজন সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে বার্ম্মা, ইন্দোচীন, থাইলাণ্ডে জাপান ২ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য লইয়া নূতন আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করিতেছে। সেদিন খবর আসিল যে মান্দালয়ের দক্ষিণে অন্ততঃ তিনশো জাপানী মোটরলরী লড়াইয়ের মাল মশলা লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের উপর বিমান আক্রমণ করা হইয়াছে। শ্যাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সরাসরি রেলপথ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাও যুদ্ধের প্রয়োজন। জেনারেল বিসেল পূর্ব্বসীমান্তে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে জাপানের এরোপ্লেন কম আছে বলিয়া যে ভারতবর্ষে আরও বেশী বোমা পড়িতেছে না, একথা ভুল। পূর্ব্ব সীমান্তে টহলদারী সৈন্যদের সঙ্গে কোন কোন স্থানে জাপানীদের সামান্য সংঘর্ষও হইতেছে। জাপান কিছুই করিবে না, বা তাহার কিছু করার শক্তি নাই মনে করা বাতুলতা। নিউজিলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ফ্রেজার বলিয়াছেন যে, কোন কোন ব্যাপারে জাপানীরা জার্ম্মাণদের চেয়েও বিপজ্জনক শত্রু। আমাদের দেশকে শুধুই রেহাই দিবার মত বৈষ্ণব মনোভাব জাপানের নাই। চট্টগ্রামে আবার বোমা পড়িয়াছে। যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণ হইতে পারে। কিন্তু ভারতকে ভারতবাসীই রক্ষা করিবে। জাপানী ফ্যাসিষ্টদের ঠেকাইবার জন্যও আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা কায়েম করার জন্য, জাতীয় সরকার স্থাপন না করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না।

নিরঙ্কুশ দমননীতি

একটীমাত্র কাজে আমলাতন্ত্র খুবই দড়। দেশভক্তদের উপর কড়া চাবুক চালাইবার কাজে তাহারা খুবই নিপুণ। সম্প্রতি দিল্লীতে বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য ম্যাক্সওয়েল্ সাহেবের নেতৃত্বে প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্রবিভাগের কর্ত্তাদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মারাঠি দৈনিক 'দ্যান প্রকাশে'র নয়া দিল্লীর বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে সরকারী মহল মনে করে কমিউনিষ্ট পার্টিকে আইন সঙ্গত করিয়া কোন লাভই হয় নাই। এই কনফারেন্সে তাই কোন কোন প্রাদেশিক সরকার মত দেন, কমিউনিষ্ট পার্টিকে আবার বে-আইনী করা হোক। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র অসন্তোষ বাড়িবার ভয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় "যাহারা সরকারী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিবে", সেই কমিউনিষ্টদের বাছিয়া আটক করা হউক।

চারিদিকের খবরে ইহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। সরকার কমিউনিষ্ট পার্টির উপর আঘাত হানিতে সুরু করিয়াছে। পাঞ্জাবে কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র জঙ্গ-এ-আজাদীর উপর ৩ হাজার টাকা জামানতের হুকুম হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ৯ই আগষ্টের পর ৮৬ জন কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশে আজ যত কমিউনিষ্টের জেল হইয়াছে, পার্টি বে-আইনী থাকার সময়ও এত হয় নাই। বাংলার প্রতি জেলায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে এবং কমিউনিষ্ট ডেটিনিউএর সংখ্যা আগের চাইতে বাড়িয়াই গিয়াছে। মেদিনীপুর বন্যাত্রাণে পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া হইতেছে।

কমিউনিষ্টদের নীতি সুস্পষ্ট। দমননীতি ও ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে তাহারা বাঁচাইবেই। তাহার জন্য আমলাতন্ত্র তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে আর পঞ্চমবাহিনী কুৎসা রটায় ও সুযোগ পাইলে পিছন হইতে ছুরী মারে। কিন্তু তবুও কমিউনিষ্টদের পথ দেশপ্রেমেরই পথ বলিয়া তাহার সমর্থন ও শক্তি বাড়িয়াই চলে।

শুধু কমিউনিষ্ট নয়, সকলের উপরই দমননীতি জাঁকিয়া বসিতেছে। ঐ দমনকর্ত্তাদের সম্মিলন হইতেই আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে দমনকার্য্যে পুলিশকর্ম্মচারীদের আগ্রহতিশয্যের ফলে কোন অপকীর্ত্তি ঘটিলে সে সম্বন্ধে কোন তল্লাস করা চলিবে না। সরকারী আইনকানুন এবং আদালতও কি নিরঙ্কুশ দমননীতির বাধা? যদি কেহ অন্যায় করে তো সরকারেরই আদালতে সরকারেরই আইন অনুসারে তাহার বিচার হইবে—ইহাতেও আশঙ্কার কারণ কি? অবশ্য মনে পাপ থাকিলে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা

মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণ ব্যাপারে আমলাতন্ত্র যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে তাহা লইয়া আলোচনার অন্ত নাই। একজন আমেরিকান মহিলা চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে সরকারী সাহায্য অল্পই গিয়াছে এবং অতিরিক্ত বিলম্ব করিয়া গিয়াছে, বিপদের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ যৎসামান্য। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমলাতন্ত্রের গাফিলি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী প্রমথ ব্যানার্জি সাফাই গাহিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কেহ ভুলিতেছে না।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে এতদিন আমলাতন্ত্র বলিত, আমরাও বিশ্বাস করিতাম যে যানবাহনের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া দরকার মত জিনিষ পৌঁছান যায় না। সেদিন বড়লাটের পারিষদ বেন্থল সাহেব বলিলেন যে রেলগাড়ী যথেষ্টই আছে, চাল, ডাল, চিনি, কাপড় উপস্থিত হইলেই গাড়ী সরবরাহ করা যায়! আমরা এখন কি বুঝি বা কি বলি? গাড়ী যদি থাকে তো জিনিষ আমরা পাই না কেন? জিনিষ তো যথেষ্ট আছে, এই কথাই সরকার বার বার আমাদের বলিয়াছে! জিনিষ কি কেহ আটক করিতেছে? তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীরা কি নাকে সর্ষের তেল দিয়া নিজেদের আরাম কেদারায় ঘুমাইয়া আছেন?

আসিবে তো আসিবে, এমনই সময় খবর আসিল যে দিল্লীতে খাদ্য-সরবরাহ সম্বন্ধে খবরদারী করার জন্য নূতন এক ডিপার্টমেণ্ট খোলা হইয়াছে। আমরা বলি, সাবাস্! সাবাস্! এই টুকুনই বাকী ছিল! কয়জন মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী এবার খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে আমাদের খাদ্য সমস্যা মিটাইবেন, এই খবরটী এবার সবিস্তারে আমরা যেন পাই।

আমলাতন্ত্র এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত যে আমাদের সত্যই কোন শক্তি নাই। আমলাতন্ত্র নিশ্চিন্ত থাকুক। আমরা শীঘ্রই তাহাদের এ মোহ ভাঙ্গাইয়া দিব।

লীগকে গালাগালি দিয়া লাভ নাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী সার মির্জা ইসমাইল বক্তৃতা করেন। দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু ইনি মুসলিম লীগের পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরোধী। ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে ইঁহার মত সুস্পষ্ট। ঢাকাতে বক্তৃতায় ইনি ঐ মতই প্রচার করেন।

মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপকের কাছে এরূপ বক্তৃতা মনোনত হয় নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবকে মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপকরা বয়কট করেন, সামাজিকভাবে সার মির্জ্জাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য যে সম্মেলন হইয়াছিল, সেখানেও যান্ নাই। মুসলিম লীগের প্রোপাগাণ্ডায় ভুলিয়া তাঁহারা সৌজন্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিতে রব উঠিয়াছে। লীগের বর্ব্বরতাকে সবাই তিরস্কার করিতেছেন।

সৌজন্যের বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন আমাদের নাই। কিন্তু কেন এমন একটী ঘটনা হইল? একথা আমাদের জাতীয়তাবাদীরা নিজেরাই জিজ্ঞাসা করিবেন কি? ঠিক হউক বা ভুল হউক, লীগের প্রোপাগাণ্ডায় এত মুসলমান ভুলিল কেমন করিয়া?

যদি আমরা ভারতবর্ষকে অখণ্ড দেখিতে চাই তো আমাদের উচিত এদেশবাসী মুসলমানদের সকল আশঙ্কা দুর করা। অধিকাংশের চাপে তাহারা যে পিষ্ট হইবে না তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। তাহা হইলে যেমন সোভিয়েটে হইয়াছে, তেমনই ভারতবর্ষেও কোন সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া যাইবে না।

কিন্তু আমরা যদি শুধু ভারতবর্ষের ঐক্যেরই কথা বলি আর সংখ্যাল্প সম্প্রদায়দের দুশ্চিন্তা দুর করার কোন চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ঐক্য লাভ করিব কেমন করিয়া? এ সহজ প্রশ্নের উত্তর কি জাতীয়বাদীরা দিবেন?

লীগের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমালোচনা চলুক, কিন্তু লীগের প্রভাবকে আজ অগ্রাহ্য করা যাইবে না। স্বাধীন ভারতে মুসলমানের স্থান সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আমাদের দুর করিতেই হইবে। তাহা হইলেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হইব, স্বাধীনতা নিজ শক্তিতে অর্জ্জন করিতে পারিব। কমিউনিষ্ট পার্টি এই কাজকেই আজ দেশের সব চেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য বলিয়া আহ্বান দিয়াছে।

Regd. No. C. 2836   JANAYUDDHA

পার্টি তহবিলের এখনো ৪১ হাজার টাকা বাকী !

আর মাত্র এক মাস সময় আছে—তার মধ্যে তুলতেই হবে

কমরেড্‌স !

পার্টির দু লাখ টাকা তহবিল সংগ্রহের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। দু লাখের মধ্যে বাংলা দেশের দেয় ৫৩ হাজার টাকা এবং তা জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রাদেশিক কমিটির হাতে পৌঁছান চাই। তবেই আমরা ২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবসের মধ্যে আমাদের পূর্ণ কোটা সেণ্ট্রাল কমিটির হাতে পৌঁছে দিয়ে আমাদের পার্টি-কর্ত্তব্য পালন করতে পারব, আমাদের মহান পার্টির অংশ হিসাবে চলবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারব। কিন্তু তহবিল সংগ্রহের ডাক আসার পর থেকে দু মাস কেটে গেছে, আর এক মাস মাত্র সময় হাতে আছে। অথচ দু মাসের মধ্যে আমরা সকলে মাত্র বারো হাজার টাকার মত তুলতে পেরেছি, এখনও ৪১ হাজার টাকা তোলা বাকী।

> **পার্টির মান রাখার ভার**
> # আপনার !
> **আপনার হাতে যেন**
> **পার্টি-পতাকার অপমান না হয়**

অবস্থার গুরুত্ব আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন। আমাদের প্রত্যেকের বলশেভিজ্‌ম আজ দারুণ পরীক্ষার সামনে। টাকা তোলা শুধু পার্টির অভাব পুরণ করাই নয়। টাকা তোলা আজ পার্টি-রাজনীতিরও যাচাই, দেশের মধ্যে আমাদের রাজনীতিকে আমরা তুলে ধরতে পারব কি না তার প্রমাণ। পূর্ণ তহবিল সংগ্রহ করতে পারলে তবেই পার্টির সম্মান আমরা রাখতে পারব।

পার্টির সম্মান আজ প্রত্যেক পার্টি-মেম্বর, দরদী ও সমর্থকের হাতে! আমাদের সমর্থন আজ দেশের দিকে দিকে। অন্ধ দেশভক্তের ভ্রান্ত উত্তেজনা আর পঞ্চমবাহিনীর চতুর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আজ বহু লোক আমাদের আশায় তাকিয়ে আছে, আমরাই শুধু দেশকে বাঁচানোর পথে সবাইকে একত্র করতে পারি।

আর এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নেই। অসীম ধৈর্য্য আর অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলে আরও জোরে কদম বাড়ান—যেমন ক'রে শুধু বলশেভিকরাই কদম বাড়াতে পারে। প্রত্যেক ইউনিট আজই একত্রে বসে পার্শ্বের তালিকা থেকে দেখুন তাঁদের দেয় কত বাকী আছে এবং এখনই প্ল্যান করে বাকী পুরণের ব্যবস্থা করুন। এক মাসের মধ্যে তহবিল আমরা পুরিয়ে দেবই এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। প্রত্যেক কমরেডই পার্টির সম্মান রক্ষা করবেন সে ভরসা আমাদের আছে।

মুজফ্‌ফর আহম্মদ, সম্পাদক
বাংলা কমিটি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

(Advertisement.

৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আদায়

	দেয়	প্রাপ্ত
প্রাদেশিক কমিটি ও স্পেশ্যাল সেল্‌স	১৭,৫০০৲	৫,৫২৭/০
কলিকাতা জেলা কমিটি	১০,০০০৲	২,০৬৩৶৭।
প্রাদেশিক মহিলা ফ্রণ্ট	২,০০০৲	৭০৯৷৶০
ঢাকা জেলা কমিটি	১,৫০০৲	৬৫০৲
চট্টগ্রাম "	১,৫০০৲	৫২৫৲
প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রণ্ট	১,৫০০৲	৪৮০৷০
হাওড়া জেলা কমিটি	৭৫০৲	৩৩১৲
হুগলী "	৭৫০৲	২৭৪৷৶০
২৪ পরগণা "	২৫০৲	২০৭৷১০
মালদহ "	২৫০৲	১৬৫৲
ত্রিপুরা "	৫০০৲	১১৫৲
নদীয়া "	৫০০৲	১১৫৲
ময়মনসিংহ "	১,৫০০৲	১১০৲
যশোহর "	৫০০৲	১০৩৶৫
নোয়াখালি "	২৫০৲	১০০৲
রাজসাহী "	৩০০৲	৯৫৲
বরিশাল "	৫০০৲	৯৩৲
রংপুর "	১,৫০০৲	৬৫৷০
ফরিদপুর "	৪০০৲	৫৯৸০
বর্দ্ধমান "	২৫০৲	৫৫৲
দিনাজপুর "	৫০০৲	৫০৲
মুর্শিদাবাদ "	২০০৲	৪৫৲
বগুড়া "	১০০৲	৩৫৲
আসাম "	৩০০৲	৩০৲
মেদিনীপুর "	৩০০৲	১৫৲
জলপাইগুড়ি "	২৫০৲	৯৶০
শ্রীহট্ট "	১৫০০৲	×
পাবনা "	২৫০৲	×
বীরভূম "	২০০৲	×
খুলনা "	২৫০৲	×
বাঁকুড়া "	২০০৲	×
জামশেদপুর	২৫০৲	×
		১২,০২৯৷৶২৷

দ্রষ্টব্য: তাড়াতাড়ি হিসাব করা হইয়াছে বলিয়া অল্প-স্বল্প ভুল থাকিতে পারে।

ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৯শে ও ২০শে তারিখে কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার ও বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের বহু খ্যাতনামা লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের জন্য এক টাকা এবং সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য চারি আনা চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। সম্মেলনে ফাসিস্তবিরোধী নাটক অভিনয়, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। সম্মেলন উপলক্ষে ফাসিস্তবিরোধী, প্রগতিশীল কবিতা ও ছোট গল্পের দুইখানি সঙ্কলন পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে। ফাসিস্ত-বিরোধী, প্রগতিশীল ছোট গল্প কোন্ কোন্ লেখকের কোথায় কখন প্রকাশিত হইয়াছে বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকরা সেই সম্পর্কে আমাদিগকে জানাইলে আমরা বাধিত হইব। সম্মেলনে যোগদান এবং উক্ত পুস্তিকা প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলার লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও সাহিত্যককে ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদকের সহিত চিঠিপত্র লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে—বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—যুগ্ম-সম্পাদক, ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ৪৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্যা-ত্রাণে এখনি আরো টাকা চাই

জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটির সম্পাদক মিঃ আবদুল্লা রসুল সম্প্রতি ডাঃ নীরদ মুখার্জির সহিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমার সাইক্লোন ও বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা কাঁথির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটির জন্য খেজুরি থানার ৩নং ইউনিয়নে রিলিফ কার্য্য করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অঞ্চল সাইক্লোন ও বন্যার দ্বারা বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

এই কমিটি শীঘ্রই রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু কমিটির হাতে এতদিনে মাত্র ১৭৩৯ টাকা ও ৯৮৭ খানা কাপড় জমা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সপ্তাহখানেক রিলিফের কাজ চালানোও শক্ত। অথচ বন্যার্ত্ত লোকের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন যে রিলিফের কাজে আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলে না। এখনি টাকা চাই, আরও অনেক টাকা চাই। আশা করি দেশবাসী শীঘ্রই আরো সাহায্য পাঠাইয়া কমিটিকে কাজের সুযোগ দিবেন। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

সম্পাদক, পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটি
Advt. ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

(তৃতীয় দফা)

পূর্ব্বে প্রকাশিত ১১২১৶০ ও ৮৫০ খানি জামা কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে:—দিনাজপুর ছাত্রী সংঘ ১২৫৲; বাঁকুড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১০৲; ঘাবারিয়া ইউনিয়ন কৃষক সমিতি, বরিশাল ৫৲; শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের টেগে সংগ্রহ ১৮/১০; মিসেস ঘোষ, কলিকাতা ২৲; কাঁচড়াপাড়ায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৯৲; মিস নীরজবাসিনী সোম, কলিকাতা ১৫৲; এস মিত্র ১০৲; পরেশ বাবু, কলিকাতা ১৲; এ, পি, ভট্টাচার্য্য ।০; জে, এন, চাটার্জি এণ্ড কোং ৫৲; এস, এন, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং ১৲; বি, এল, সেবক ২৲; রামনারায়ণ সাহা ২৲; বামদেও ইসালানি ১৲; সৌরেন মিত্র ১৲; দেবব্রত চৌধুরী ১৲; সুব্রত চৌধুরী ১৲; বাসন্তী চৌধুরী ১৲; সুজাতা চৌধুরী ১৲; অনিমা চৌধুরী ১৲; দনুসদলিনী চৌধুরী ১৲; গৌরীবালা দেবী ১৲; মঞ্জুলা চৌধুরী ৩৲; আরতি বসু ১৲; উত্তর কলিকাতা কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৩৷/০; বিমল মিত্র ১৲; ইউ, কে, দাস ১৲; সুশীতল ঘোষ ২৲; সুধাংশু ব্যানার্জি ১৲; চৈতন্য ধর ১৲; মিসেস ভবানী ব্যানার্জি ২৲; কেদারনাথ চন্দ্র ২৲; মিসেস অমিয়বালা বসু ১৲;

নহিলে রিলিফের কাজ সুরু হয় না
জল্‌দি সাহায্য পাঠান !

মিসেস প্রফুল্ল দেবী ১৲; ধীরেন্দ্রনাথ শীল ১৲; দীলিপকুমার মজুমদার ১৲; সত্যরঞ্জন ব্যানার্জি ১৲; জয়নারায়ণ চন্দ্র ১৲; গণেশচন্দ্র ১৲; পঞ্চানন চন্দ্র ১৲; নারায়ণ বসু ১৲; সুধাংশু দাসগুপ্ত ১৲; ব্যোমকেশ চ্যাটার্জি ১৲; জিতেন্দ্রমোহন মণ্ডল ১৲; জনৈক দরদী ৷০; জি, বসু এণ্ড কোংর কর্ম্মচারীগণ ৪২৲; প্রভাস ব্যানার্জি ১৲; আবুল খয়রাত ৫৲; আবদুর রহমান ১৲; এ, বি, রেলওয়ে কলোনির অধিবাসিগণ ৫৶০; কলিকাতার পথে ছাত্রদের সংগ্রহ ৩০৷/০ ও ১৬৷/০; আনন্দ মেলার তিনজন সভ্যার সংগ্রহ, দক্ষিণ কলিকাতা ৫৲ ও ২৯ খানা কাপড়; কালীঘাট কমিউনিষ্ট পার্টি সেল ৮৶০ ও ২২ খানা কাপড়; কালীঘাট সেলের পথে সংগ্রহ ২৶০ ও ২১ খানা কাপড়; বেহালা কমিউনিষ্ট পার্টি সেল ৮৷০ ও ৬ খানা কাপড়; কালীঘাট ট্রাম সেল ৮ খানা কাপড়; ভবানীপুর সেল ৩৫ খানা কাপড়, বারীন সরকার ১৬ খানা কাপড়; কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি ২০০৲; শ্যামসুন্দর ঘোষ ১৲; জলু বড়াল ১৲; জনৈক বন্ধু ৷০; আর ধর ১৲; এম, ভগ্ন ১৲, দিলীপ বসু ২৲, সুনন্দা ব্যানার্জি ১৲; পি, এন, রায় ২৲, ডলি মুখার্জি ১৲, কৃষ্ণ হালদার ১৲; ধীরেন্দ্র রায় ১৲, অলকেশ বড়ুয়া ১৲; মলিনা বড়ুয়া ১৲, নীহার বড়ুয়া ১৲; অনীতা বড়ুয়া ১৲; কল্পনা বড়ুয়া ১৲, প্রমথেশ বড়ুয়া ১৲, দীলিপ সেনগুপ্ত ২৲, কমিউনিষ্ট পার্টি, বড়ুয়া বাজার, ত্রিপুরা ৫৲; গৌহাটী প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন মারফত স্থানীয় কমিউনিষ্ট ছাত্র, ও রেলওয়ে শ্রমিকদের সংগ্রহ ৩০৲; রংপুর সদর কংগ্রেস কমিটি ৩০৲।

মোট ১৭৩৯৶১০ ও ৯৮৭ খানা জামা কাপড়।

বন্যাত্রাণে ট্রাম মজুর

নোনাপুকুরের ট্রাম কর্ম্মচারীরা মেদিনীপুর বন্যাত্রাণের সাহায্যে প্রকৃত একতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাই অগ্রনী হইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে পয়সা তুলেন, দোকানীদের নিকট হইতে চাল তুলেন। এ পর্য্যন্ত ১০০ টাকা তুলিয়া তাঁহারা পিপল্‌স্ সাইক্লোন রিলিফে দিয়াছেন। এমন কি নোনাপুকুর ডিপোর ওয়ার্কস ইনজিনিয়ার ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও ইহা সমর্থন করেন। বন্যাত্রাণ আন্দোলন ট্রামের সমস্ত ডিপোতেই চলিতেছে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা।
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ; ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০

জাপানী বোমার জবাবে হিন্দু-মুসলিম এক হও

"জাপানী আক্রমণের জন্য আমাদের সামরিক শক্তিই যথেষ্ট— যদি কিছু হয় তো তাহা নিতান্ত সামান্যই"

একথা বলিয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে আগাইতে দেয় না।

"আমরা জানি ভারতে জাপানী আক্রমণ হইবেই না। হইলেও তাহা কেবল বৃটিশকে তাড়াইবার জন্য। কারণ সুভাষ বাবু জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে আসিতেছেন তিনি কি দেশের লোকের ক্ষতি করিবেন? অতএব ধ্বংস কার্য্য চালাইয়া যাও"—এই কথা বলিয়া পঞ্চমবাহিনীর দালালরা অন্ধদেশভক্তকে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে বলে।

চট্টগ্রামে এই লইয়া ৫ বার জাপানী ডাকাতদের আক্রমণ হইল। পাঁচ পাঁচবার জাপ-ফাসিষ্ট গুণ্ডার হামলায় চট্টগ্রামের লাল মাটি আরো লাল হইয়া উঠিল। দস্যুরা নিরীহ দেশবাসীর উপর গুলি চালাইয়াছে। শয়তানেরা ভাবিয়াছে যে তাহাদের দালালদের সাহায্যে তাহারা সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবে, তাহাদের বোমার ভয়ে সকলে পালাইবে, দেশের সমস্ত কাজ বিকল হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা সহজেই এ দেশ অধিকার করিতে পারিবে; 'আমাদের 'স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎ নষ্ট' করিতে পারিবে। লক্ষ লক্ষ বোমা ফেলিয়া ষ্টালিনগ্রাদের রক্ষীদের, চুংকিঙের রক্ষীদের এক চুলও সরাইতে না পারিয়া ফাশিষ্টরা ভারতবর্ষে আক্রমণ তীব্র করিতে চায়। তাহারা দালাল সুভাষ বসুকে দিয়া বুঝি ভাবে যে সব ভারতবাসী এমনিই গোলাম রহিয়া গিয়াছে, ভারত অধিকার সহজ। কিন্তু ভারতবাসীর জ্বলন্ত দেশ প্রেমের আগুনে জাপ-ফাশিষ্টদের এই কামনা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। প্রত্যেকটী ভারতবাসীর হত্যার প্রতিশোধ ভারতবাসী গণিয়া গণিয়া লইবে। তাই দেশের যে কোন কোনে বোমাবর্ষণ আমাদের ক্ষেপাইয়া তোলে।

কিন্তু যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে নয়া দিল্লী হইতে ৬ই ডিসেম্বর খবর বাহির হইয়াছে: "৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চট্টগ্রামে জাপানী বোমারু ও জঙ্গী বিমানের একটী মিশ্রদল চট্টগ্রাম এলাকায় এক অল্পকালস্থায়ী আক্রমণ চালায়।...অধিকাংশ বোমা জলে পড়ে। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য—হতাহতের সংখ্যাও অতি সামান্য।" ইহার পরে বিস্তৃত বিবরণ দিবার কথা ছিল কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ৭ই তারিখের 'যুগান্তরে' ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ পরোক্ষে সরকার এক আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে: "...বস্তুতঃ এই দিন শত্রুরা ইচ্ছা করিয়াই বোমাবর্ষণ করিয়াছিল—তাহা নয়, কতগুলি বোমাভর্ত্তি জাপ-বোমারু মিত্রপক্ষীয় বিমান কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিজেদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বোমাগুলি ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ফেলিয়া চলিয়া যায়। তাহা না হইলে, সহরের উপকণ্ঠে যেখানে সামরিক লক্ষ্য বস্তু দূরের কথা মানুষ বা গৃহপালিত পশুও বিশেষ নাই সেখানে কেন তাহারা এতগুলি বোমাবর্ষণ করিবে? ফলে ক্ষতি যাহা হইয়াছে, তাহা কেবল ধান্যের ও নারিকেল বৃক্ষের। জীবন হানি বা সম্পত্তির যে ক্ষতি—তাহা তুচ্ছ।" এই সংবাদকে যেন উপহাস করিয়াই ১১ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লী হইতে আবার খবর বাহির হইয়াছে: "১০ই বিকালে জঙ্গী বিমান পরিবৃত একদল জাপ-বোমারু চট্টগ্রামে... আক্রমণ চালায়। বৃটিশ হারিকেন বিমানবাহিনী শত্রুকে বাধা দেয়। বহু বার বিমান যুদ্ধ হয়।... ক্ষতির পরিমাণ সামান্য, হতাহতের সংখ্যা অল্প।" এই খবরের পর এখনও সরকারী টিকা বাহির হয় নাই। এবারেও জাপানী বোমারু নিরীহ ভারতবাসীর সঙ্গে রসিকতা করিতে আসিয়া অরসিক বৃটিশ বিমানবহরের ধমকে নিরাপদ স্থানে কয়েকটী বোমা ফেলিয়া পালাইয়াছে কিনা—এবং তাহার ফলে কয়েকটী পাট ও সুপারী গাছ উপড়াইয়াছে বা সামান্য কয়েকজন পরাধীন ভারতবাসীর পরিবর্ত্তে কয়েকটী শেয়াল কুকুর মারা গিয়াছে কিনা—তাহা সরকারী মল্লীনাথ 'সেন্সার' আমাদের এখনও জানায় নাই। কিন্তু এসোসিয়েটেড প্রেস ১১ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম হইতে খবর দিয়াছে যে "চট্টগ্রামের জেলা উকীল সভা এক প্রস্তাবে চট্টগ্রাম সহরে সমুদয় আদালত, অফিস, ও শিক্ষায়তনের কার্য্য বন্ধ রাখা এবং অবিলম্বে সেগুলি জেলার আভ্যন্তরীণ স্থানে অপসারিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন।...প্রস্তাবে বলা বলা হইয়াছে: "সহরতলীতে বোমা পড়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম সহরের অধিবাসী বৃন্দ নির্ভীক ভাবে দৈনন্দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে শত্রু খাস সহরে বোমা ফেলিবে না। কিন্তু

অরাজকতা বন্ধ কর

সাম্প্রতিক বোমাবর্ষণে প্রতীয়মান হইয়াছে যে তাহারা সহরকেও রেহাই দিবে না।" এই অবস্থায় উকিল সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, আদালত প্রভৃতির কার্য্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়া এবং উহাদের সহর হইতে অপসারিত করিয়া বে-সামরিক অধিবাসীদের অকারণে প্রাণহানির হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন।"

সরকার বিস্তারিত খবর বাহির করিল না। এখন এই সংবাদের পর জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ স্বভাবতই জাগিবে যে মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে এই দুইবার বিমান আক্রমণের ফলে চট্টগ্রাম সহর রীতিমত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে আর জেলার প্রধান প্রধান কাজ, যেমন স্কুল-কলেজ, আদালত ও অফিস চালানো যায় না। অধিকাংশ বোমা জলে বা ইতস্ততঃ ধান্য ও নারিকেল বৃক্ষের উপর না পড়িয়া বেসামরিক অধিবাসীদের অকারণ প্রাণহানির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। সরকারি খবরে যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে যে সহরের এ-আর-পি ভালই কাজ করিয়াছে এবং বৃটিশ বিমান বহরের সঙ্গে জাপানীদের অনেকবার বিমান যুদ্ধ হইয়াছে। সকলেই জানে যে যুদ্ধের বিমানগুলির গতি ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৪০০ মাইল এবং যুদ্ধ করিবার সময় তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না—উড়িয়াই যুদ্ধ করে। সুতরাং শুধু চট্টগ্রাম সহর নয়—তাহারা যে সহরের আসেপাশে ২।১০ মাইলের মধ্যেও বোমা ফেলিয়া যাইতে পারে এ সন্দেহও জাগা অস্বাভাবিক নয়। সহরে বিমান প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে; এ-আর-পি আছে—কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কিছুই নাই—তাই লোকের মনে নানারূপ আশঙ্কা জাগিতেছে। ইহাতে সুবিধা হয় কার? সুবিধা হয় গুজব রটনাকারীদের ও পঞ্চমবাহিনীর দালালদের—যাহারা প্রকৃত খবরের অভাবে জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া অযথা উত্তেজিত করিয়া কাজ হাসিল করিতে চায়। "জাপান আমাদের সাহায্য করিবে বলিয়াই ইতস্ততঃ বোমা ফেলিয়া চলিয়া যায়—আমরা এখন সহর ছাড়িয়া গিয়া ধ্বংস কার্য্য চালাইলেই তাহারা ইংরাজের সামরিক ঘাঁটিকে নষ্ট করিয়া দিবে"—পঞ্চমবাহিনার লোক অন্ধ দেশভক্তদের কাণে কাণে এই কথা বলে। সরকারী অনুমোদনে ইউনাইটেড প্রেসও পূর্ব্বোক্ত সংবাদে পঞ্চমবাহিনীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলে "তাহা না হইলে সহরের উপকণ্ঠে কেন তাহারা এতগুলি বোমা বর্ষণ করিবে? ফলে ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা কেবল ধান্যের ও নারিকেল বৃক্ষের। জীবনহানি বা সম্পত্তির যে ক্ষতি তাহা তুচ্ছ।" কিন্তু ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতের প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল সাহেব সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মারফৎ দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন "৭।৮ মাস আগে ভারত আক্রান্ত হইবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল আজ তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে তবে জাপানীরা অন্যত্র যদি ধাক্কা খায় তাহা হইলে ভারতে আক্রমণ করিয়া তাহারা প্রতিশোধ লইতে পারে এ সম্ভাবনা এখন আছে।" চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক আক্রমণের উদ্দেশ্যকে জানিতে চাহিলে প্রধান সেনাপতি উত্তর দেন: "ক্ষতি আশ্চর্য্য রকম কম। সামরিক ক্ষতি তো একপ্রকার হয় নাই বলিলেও চলে—বে-সামরিক ক্ষতিও খুব কম হইয়াছে।" ইহা ছাড়াও প্রধান সেনাপতির বিবৃতিতে আছে, ভারতের সমরযন্ত্রের আধুনিক উন্নতি ও প্রস্তুতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজেদের সাফাই। চট্টগ্রামের উপর ঘন ঘন শত্রু বোমা-বর্ষণ জাপানী অভিযানের সূচনা কি না, যদি তাহারা আক্রমণ নাও করে তো আমরা আগাইয়া যাইয়া আক্রমণ করিব কি না এ সম্পর্কে প্রধান সেনাপতি কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সামরিক লক্ষ্যবস্তুর কোন ক্ষতিই হয় নাই এবং সামান্য কয়েকজন বে-সামরিক অধিবাসী মারা গিয়াছে বলিয়াই তিনি খুসী।

এমনি করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ এ দেশবাসীকে অজ্ঞান করিয়া রাখিতে চায়—এবং যখন প্রকৃত বিপদ আসে তখন দেশবাসীকে ফেলিয়া নিজেরা সাফল্যের সঙ্গে পিছু হটে। জনসাধারণের উপর ভরসা না করিয়া শুধু সামরিক শক্তির গর্ব্বে অন্ধ বলিয়া ফাশিষ্টগুণ্ডাদের তেমনি করিয়া রুখিতে পারিবে না—যেমন করিয়া চীন পারে—সোভিয়েট পারে। তাই সে নিজের ত্রুটি ঢাকিবার জন্য শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করে—অথবা চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ সারিতে চায়। এই নীতির ফলেই উহা এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফাশিষ্ট-বিরোধী জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী করিয়াছে, পৃথিবী-বিখ্যাত ফাসিষ্ট-বিরোধী নেতা জহর লালকে বন্দী করিয়াছে এবং দমননীতির সাহায্যে ভারতের ফাশিষ্ট-বিরোধী কংগ্রেস-লীগ ঐক্যকে বাধা দিতেছে। সাম্রাজ্য রক্ষার স্বপ্নে মসগুল হইয়া সাম্রাজ্যকে ফাসিষ্টদের হাতেই ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের নীতির একমাত্র ফল।

সমস্ত সংবাদ চাই—জাপানী অত্যাচারের ছবি চাই

সাম্রাজ্যবাদের ও অন্ধ স্বদেশ ভক্তের ক্রিয়ায় জাপানীরা আগাইয়া আসে—জনগণের নীতিতে জাপানী আক্রমণ হটিয়া যায়। তাই আজ ভারতের বুকে, চট্টগ্রামের মাটিতে জাপানী দস্যুদের যে নৃশংসতা প্রকাশ পাইয়াছে—ভারতের যে কয়েকজন ভাই, ভগ্নি, পুত্রকন্যা জাপানি ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়াছে, যে কয়জন দরিদ্র, নিঃস্ব ভারতবাসী গৃহহীন হইয়াছে—দেশবাসী তাহার পূর্ণ বিবরণ চায়, তাহার ছবি চায়। ফাশিষ্ট ডাকাতদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর যে তীব্র ঘৃণা আছে তাহা আমলাতন্ত্র জাগাইয়া তুলিতে পারে না—কারণ সে ঘৃণায় সেও পুড়িয়া যাইবে এই তাহার আশঙ্কা। কিন্তু জনগণের নীতিই সম্পূর্ণ পৃথক। সোভিয়েট সৈন্যেরা যখন পিছু হটিতেছিল তখনও মলোটভ সমস্ত জগতকে জার্ম্মান ফাশিষ্টদের বিভৎস অত্যাচারের কথা শুনাইতে ভয় পান নাই। তাই আজ তাঁহার দেশের লোক—জার্ম্মাণ দস্যুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় মরণ পণ করিয়া লড়ে! কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়—পৃথিবীর জনগণ তাহা জানে।

আমাদের দেশবাসী জানে যে ষ্টালিনগ্রাদ, মস্কো ও লেনিনগ্রাদের আইন জীবিরা স্কুল কলেজ আইন আদালত সহর হইতে উঠাইবার আবেদন জানান নাই, কারণ সেখানকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অনেক মজবুত, সেখানে শুধু ভাল এ, আর, পি ও বিমান প্রতিরোধের ব্যবস্থাই নাই—শুধু কয়েকটা খোলা ট্রেঞ্চ, যাহার উপর সহজেই মেসিনগানের গুলি আসিতে পারে, তাহাই নাই—অনেক মাটির নীচে কংক্রিটের শক্ত আশ্রয় স্থল আছে। বোমা পড়িলেই সেখানে চাউলের দর টাকায় ২।৩ সের হয় না, কেরোসিনের অভাবে সেখানে ছাত্রদের পরীক্ষার পড়া বন্ধ হয় না। তাহা ছাড়া বিপদ আসিয়া পড়িলে সেখানে জনসাধারণ নিজেদের নেতার নেতৃত্বে অস্ত্র লইয়া লড়িতে পারে। ভারতের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভারতের সমর ব্যবস্থা খুব ভালই চলিতেছে বলিয়া প্রধান সেনাপতি অনেক বড়াই করিয়াছেন—কিন্তু অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে যে সামরিক যন্ত্র বিকল হইয়া যায়—তাহার কথা তিনি কি ভাবিয়াছেন? বোমা পড়িবার পরই চট্টগ্রামে চাউল যে ২।৩ সের টাকায় হইলে লোকের সাহস কমে এ কথা আমলাতন্ত্রের মোটা মাথায় ঢোকে না। ১১ই ডিসেম্বরের খবরেই প্রকাশ যে তিনখানি হানাদার জাপ বিমান ঘায়েল হইয়াছে কিন্তু তাহাদের চালকরা মরিল, পলাইল কি ধরা পড়িল আমলাতন্ত্র তাহা দেশবাসীকে জানাইবার দরকার বোধ করে নাই। কিন্তু ১৫ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লী হইতে সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে শত্রুরা জল, স্থল ও আকাশ পথে এদেশে তাহাদের চর প্রেরণ করিতে পারে। ইহাদের ধরিবার কাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিলে সরকার ৫০০০৲ টাকা

(শেষাংশ ২এর পাতায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস-লীগ সরকার কায়েম কর

যুদ্ধের গতি

জনগণের দাবী মানিতেই হইবে

যুদ্ধের মোড় ঘোরাও

লাল ফৌজের আগুয়ান আক্রমণ ও উত্তর আফ্রিকায় অভিযানের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়াছে, কেল্লা শীঘ্রই ফতে হইবে—এইরূপ একটি ধারণা অনেকে পোষণ করিতেছেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু ফাসিষ্ট দানবকে ধ্বংস করিতে হইলে এখনও যথেষ্ট কাঠখড় পুড়াইতে হইবে। জাগ্রত জনশক্তি আরও সতেজে যুদ্ধ পরিচালনার ভার লইবার পূর্ব্বে কেল্লা ফতে হইবে না। গত সপ্তাহে যুদ্ধের গতি দেখিয়া এই কথাই প্রথমে মনে হয়।

উত্তর আফ্রিকা অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ইউরোপের স্থলভূমিতে যুদ্ধ বিস্তার করা। ইতালী ও ফ্রান্সে সৈন্য নামাইয়া স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থন পাইয়া ফ্যাসিষ্ট দানবকে দলন করাই আজ সব চেয়ে জরুরী কাজ। তাই আজ দরকার উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ঘোষণা। আজ চাই শুধু সেখানকার ফরাসী নয়, মরক্কো, আলজীরিয়া, তিউনিস, ত্রিপলি, লিবিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া লড়াই চালানো। যুদ্ধ জয় এই পথেই আজ সম্ভব। ইহাই জনগণের দাবী। এ দাবী মিত্র-শক্তিকে মানিয়া লইতেই হইবে।

ছদ্মবেশী কুচক্রীদের ভাগাও

কিন্তু সরকারী বড় কর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেই পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি ও ইউরোপের জনগণের বিপ্লবী জাগরণ সম্বন্ধে দারুণ ভীতি পোষণ করে। হিটলারের পতনের পর জার্ম্মাণীতে অরাজকতা আসিতে পারে, এই বলিয়া স্যার সামুয়েল হোর তাঁহার বিপ্লবভীরুতাই প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকার সামনার ওয়েলস্ নাকি বলিয়াছেন যে ফ্রান্সে খুব জবরদস্ত গবর্ণমেন্ট দরকার। এই সব কথা শুনা যাইতেছে বলিয়া আজ দারলাঁ রহস্য আরও গভীরতর রহস্য হইয়া উঠিতেছে।

দারলাঁর বহুরূপী চেহারা সকলে দেখিয়াছে। হিটলারের পদলেহনে সে যে বিশেষ পটুতা দেখাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ কি মতলবে সে মিত্রশক্তির ধামা ধরিতে রাজী হইয়াছে, আবার কবে কি রূপে সে দেখা দিবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অপযশের কলঙ্ক সে যথেষ্ট মাখিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করায় বিপদ কম নয়। একজন ফরাসী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে দারলাঁ মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়ায় যেন পাকা ফলে পোকা ঢুকিয়াছে!

এ হেন লোক সম্প্রতি নিজেকে ফরাসী উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এ ঘোষণা প্রত্যাহৃত করা হইবে বলিয়া একটী খবরও আসিয়াছে বটে, কিন্তু দারলাঁকে যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হইয়াছে তাহা নিশ্চয়। আমেরিকার কর্ণেল হাল বলিয়াছেন যে যুদ্ধ চালাইবার সময় যাহাদের সাহায্য মিলিবে তাহাদের নাম ঠিকানা লইয়া অতিরিক্ত মাথা ঘামানো যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু দারলাঁর নাম ঠিকানা এতই পরিচিত ও এতই জঘন্য যে তাহাকে বিশ্বাস করাই বিপদের কথা। সোভিয়েটও মিত্রশক্তির নিকট দারলাঁ সম্বন্ধে মন্তব্য জানাইয়া দিয়াছে।

দারলাঁ রহস্যকে সহজে ধামাচাপা দেওয়া চলিবে না। বার বার প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হইয়া বিলাতের মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের এক গোপন অধিবেশনে এ বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ দিবে বলিতে বাধ্য হইয়াছে। যুদ্ধ পরিচালনায় জন-দাবী মানিতেই হইবে।

লালফৌজের কৃতিত্ব

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র লালফৌজের অভিযান চলিয়াছে। ১৯শে নভেম্বর হইতে ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে ৯৪০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য মারা পড়িয়াছে। ৭২৪০০ জন বন্দী হইয়াছে। ঐ সময়ে মধ্য রণক্ষেত্রে ৭৫০০০ জার্ম্মাণ মারা গিয়াছে, ২,১০০ বন্দী হইয়াছে। এ ছাড়া ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, মেসিনগান প্রভৃতি নানা রকম যুদ্ধোপকরণ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে ও ধ্বংস করা হইয়াছে।

উত্তরে লেনিনগ্রাদ হইতে দক্ষিণে ককেশাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিটলারী ফৌজ বিপদে পড়িয়াছে, অবশ্য জার্ম্মাণ সৈন্য অনেক জায়গায় প্রতি-আক্রমণ করিয়া অবস্থা ফিরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোথাও তাহাদের প্রতি-আক্রমণ সাফল্যের কাছাকাছিও পৌঁছাইতে পারে নাই। ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে কোটেলনিকোভোর কাছে যে লড়াই হইতেছে, তাহার ফলে লালফৌজ রষ্টভ অভিমুখে আগাইয়া যাইতে পারিলে ককেশাস অঞ্চলে ফাসিষ্ট সৈন্যের দফা রফা হইবে। সম্প্রতি ভরোনেশ হইতে সোভিয়েট আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছিল। রিজেভ, ভেলিকিলুকি ও ভিয়াজমা—এই তিন অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলে লালফৌজ স্মলেন্স্ক্ হইতে ৭০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কীভ-লেনিনগ্রাদ রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিতে চলিতেছে।

অনেকে হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে অতি শীঘ্র হিটলারীদের চরম পরাজয় ঘটিবে, লালফৌজের হাতে ঘা খাইয়া তাহারা একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধ তো আর যাত্রার গদাযুদ্ধ নয়! হিটলার সমস্ত ইউরোপ গ্রাস করিয়া যে বিরাট সৈন্যদল লালফৌজের বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে, তাঁহার সমূহ পতন এত শীঘ্র হয় কেমন করিয়া? কোন সোভিয়েট মুখপাত্র কখনও বলেননি যে হিটলারীরা চট করিয়া হারিয়া যাইবে। তাঁহারা বরং বলিয়াছেন যে হিটলারী জন্তুরা বেদম মার খাইয়া মরিয়া হইয়া লড়িবে। তাই মাঝে মাঝে জার্ম্মাণরা আত্মসমর্পণ করিলেও মোটের উপর সর্ব্বত্র লড়িয়া চলিতেছে।

কিন্তু লালফৌজ যেভাবে শত্রুর শক্তিক্ষয় করিতেছে, তাহাতে আমরা স্বভাবতই উৎফুল্ল হইতেছি। "প্রাভদা" সংবাদপত্রে হিসাব করা হইয়াছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মোটের উপর ৮০ লক্ষ শত্রুসৈন্য হতাহত হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলা হইলে লালফৌজ ত্বরিতগতিতে আগুয়ান হইবে, জনগণের বিজয় ঘটিবে।

সাফল্যের চাবিকাটি কোথায়?

অন্যান্য রণক্ষেত্রে মোটের উপর যুদ্ধের খবর মন্দ নয়। এল্ আগিলাতে রমেলের বাহিনীকে আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া একটী সংবাদ আসিয়াছে। তিউনিস অঞ্চলে জার্ম্মাণরা তেবুরবা দখল করিয়া মেজেজ-এলবাব আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। জাপানীরা নিউগিনিতে গোনা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তিউনিস হইতে জার্ম্মাণদের তাড়াইবার ব্যবস্থা এখনও মিত্রশক্তি করিতে পারে নাই। জাপানীরা তিমর দ্বীপ দখলে রাখিয়াছে, নিউগিনি হইতেও বিতাড়িত হয় নাই। আবার তাহারা সৈন্য-সমাবেশ করিয়া চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে যুনান অঞ্চলে আক্রমণ করিয়াছে, চট্টগ্রামের উপর বার বার বোমা ফেলিয়া ভারত আক্রমণের পূর্ব্বাভাস দিতেছে। তাই শুধু লালফৌজের সাফল্য ও উত্তর আফ্রিকা অভিযানের কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দুর্ব্বুদ্ধির কাজ।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে মিত্রশক্তি আক্রমণমূলক লড়াই শুরু করিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু আক্রমণ চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা যাহাতে না কমে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জেনারেল স্মাটস্ বলিয়াছেন যে মিত্রশক্তি বিমানবলে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। আর বিমানবলই বর্ত্তমান যুদ্ধে সাফল্যের চাবিকাঠি।

বিমানবল খুবই প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় কর্ত্তারা ভুলিয়া যান যে সাফল্যের চাবিকাঠি হইতেছে জনগণের আন্তরিক সমর্থন। আজ তাই দারলাঁর মত স্বার্থপর কুচক্রীদের ঠেলিয়া এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের জনগণকে যুদ্ধে টানিতে হইবে। ইহাই সোভিয়েটের শিক্ষা, ইহাই লালফৌজের আশ্চর্য্য কৃতিত্বের প্রমাণ, আজ ইহাই সমরকৌশলের সবচেয়ে বড় কথা।

হিটলারকে মারিবার জন্য ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিয়া জনশক্তিকে টানিতে হইবে। উত্তর আফ্রিকায় সাফল্যের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার মানিতে হইবে। জাপানকে রুখিবার জন্য ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। জনগণের এ দাবী ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই। ১৪।১২।২৪

নৌযুদ্ধে বীর সোভিয়েট সেনা

ঘৃণ্য জার্ম্মাণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েট নৌবাহিনীকে অনেক সময় নিজেদের শক্তির তুলনায় সংখ্যায় বেশী শত্রুর মোকাবেলা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহারা কোনদিন ভয় পায় নাই বা এই অসুবিধার ভিতর পড়িয়া তাহারা কোনদিন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই। ধীর স্থির ভাবে সাহসের সহিত তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের জন্মভূমিকে রক্ষা করিতেছে।

* * *

গত বছরের শেষ দিকে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে ৬ খানা জার্ম্মাণ টর্পেডো বোটের বিরুদ্ধে একখানা সোভিয়েট টর্পেডো বোটের একটা যুদ্ধ হয়। লেঃ টেরেসেঙ্কো ছিলেন সোভিয়েট পক্ষের অধিনায়ক। শত্রুবোটগুলির সামনে পড়িতেই তিনি ঠিক করিলেন যে সংখ্যায় শত্রুপক্ষ বেশী হইলেও, সেখান হইতে সরিয়া আসার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সহকর্ম্মীদের সাহস ও নিজের শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল যথেষ্ট। তাই তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আক্রমণ সুরু করিয়া প্রথম গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইতেই শত্রুপক্ষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মরণকে পরোয়া না করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সোভিয়েট বীরেরা এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই সোভিয়েট যোদ্ধাদের আক্রমণের এই অসমসাহসিকতা শত্রুকে বিস্মিত ও হতভম্ব করিয়া দেয়। কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারার আগেই সোভিয়েট টর্পেডো বোটখানা হইতে ক্রমাগত গোলাবর্ষণের ফলে ২ খানা জার্ম্মাণ বোট ডুবিয়া যায়, ১ খানা ভীষণ-ভাবে জখম হয় এবং ভয়ে ৩ খানা পলাইয়া যায়।

লেঃ টেরেসেঙ্কোকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে শত্রুর এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা কি করিয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল এবং এতটা সফলতা লাভ করিল, তখন তিনি সগর্ব্বে উত্তর দেন, "আমরা জন্মভূমির জন্য, স্বাধীনতার জন্য এবং সকলের সুখের জন্য লড়াই করছি, কাজেই আমরা এক একজন ছ'জনের মত কাজ করতে সক্ষম কিন্তু যুদ্ধে জার্ম্মাণদের প্রেরণা দিতে পারে এমন কিছুই নাই।"

* * *

একদিন লেঃ ওসিপভ ৩ খানা মাত্র টরপেডো স্পীডবোট লইয়া শত্রুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। হঠাৎ পর্য্যবেক্ষণকারীরা খবর দিল যে দূরে জার্ম্মাণীর ২ খানা ডেষ্ট্রয়ার, ৮ খানা পেট্রল বোট, ৬ খানা মাইন সন্ধানী জাহাজ এবং ৬ খানা টরপেডো বোট দেখা যাইতেছে। ওসিপভ ঠিক করিলেন যে শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণ নৌবাহিনী স্পীড বোটগুলির হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এদিক ওদিক গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করে এবং সোভিয়েট স্পীড বোট-গুলির আক্রমণ নৈপুণ্য দেখিয়া ধূম্রার জালের আড়ালে পালাইতেও চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনী ইহাদের সমস্ত বাধা এড়াইয়া নৌজাহাজ গুলির সামনে আসিয়া পড়ে এবং ৫টী টরপেডো শত্রু জাহাজগুলির দিকে ছুড়িয়া দেয়। প্রত্যেকটী টরপেডোই তাহাদের লক্ষ্যস্থলে ঠিক ঠিক মত আসিয়া আঘাত করে, ফলে জার্ম্মাণীর ডেষ্ট্রয়ার ২ খানা, ১ খানা পেট্রল বোট ও ১ খানা স্পীড বোট ডুবিয়া যায়।

* * *

আর এক সময়ে জার্ম্মাণীর ১ খানা ক্রুজার ৫ খানা ডেষ্ট্রয়ার এবং ১ খানা টর্পেডো বোটের একটি নৌবহর সোভিয়েট এলাকায় অবস্থিত দূর পাল্লার কামান শ্রেণীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া যায়।

সিনিয়র লেঃ গুমেঙ্কো মাত্র ৪ খানা টর্পেডো বোট লইয়া এই বিরাট নৌবহরকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। মাত্র ৪ খানা টর্পেডো বোট এত বড় একটা বিরাট নৌবহরের বিরুদ্ধে! সোভিয়েট বোটগুলি দেখিতে পাইয়াই শত্রুপক্ষ তাহাদের বিমান বহর হইতে গোলাবর্ষণ সুরু করিয়া দিল। অবস্থা তখন খুবই গুরুতর। কিন্তু গুমেঙ্কো দমিবার পাত্র নন। এতদিন নৌযুদ্ধের যাহা কিছু শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা, তাহা তিনি কাজে লাগাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মেসিনগানের গুলি ছুড়িয়া শত্রুর বিমানবহরকে এতটা দূরে রাখিতে তিনি সক্ষম হইলেন যে বিমান হইতে গোলা বর্ষণ তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। অন্যদিকে নানা কৌশলে তিনি নিজের টর্পেডো বোটগুলিকে শত্রু বহরের এত কাছাকাছি লইয়া আসিলেন যাহাতে ঐগুলি নিজেদের টর্পেডোর পাল্লায় আসিয়া পড়ে। তখন তিনি লক্ষ্য স্থির করিয়া ক্রুজারখানার গায়ে টর্পেডো ছুড়িতে আরম্ভ করেন। তিন তিনটা টর্পেডো ক্রুজারের গায়ে লাগে, ফলে ক্রুজারখানা ডুবিয়া যায়।

* * *

আজ সারা রুষ রণাঙ্গণ জুড়িয়া সোভিয়েট যোদ্ধাদের—কি পদাতিক, কি নৌবাহিনী, কি বিমান বাহিনী—সকলেরই অপূর্ব্ব বীরত্ব, আত্ম-ত্যাগ, সাহস ও কৌশলের মূলকথা ইহাই যে তাঁহারা বিপদকে তুচ্ছ ও উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমিক বীর যোদ্ধা বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিপদকে বরণ করার মধ্যেই সফলতার বীজ লুকাইয়া আছে।

(১এর পাতার শেষাংশ)

পুরস্কার দিবে। নিরস্ত্র ভারতবাসীকে অস্ত্র না দিয়া শুধু টাকার লোভ দেখাইয়া কাজ সারিতে চায়। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের সমর-প্রস্তুতি।

শত্রু তাহার লোক কখন পাঠায়? আক্রমণ করিবার আগেই, ইহা সাধারণ লোক জানে কিন্তু আমাদের প্রধান সেনাপতি জানাইয়াছেন—অদূর ভবিষ্যতে ভারত আক্রমণের সমস্যা কম।

কাজেই দেশবাসী এ বিষয়ে আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। দেশের চারিদিকে আজ তীব্র জাপ-বিদ্বেষ আমাদের সমস্ত দেশ-প্রেমকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলুক; জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সরকার ও জাতীয় প্রতিরোধের আন্দোলন অন্ধ দেশভক্তকে ধ্বংস কাজ হইতে ফিরাইয়া আনুক; আমাদের দেশকে আমরাই রক্ষা করিব।

প্রত্যেক এ, আর, পি, পোষ্টের সঙ্গে খাদ্য-ভাণ্ডারের দাবী আদায় করিতে হইবে।

যে সকল যায়গায় অবিলম্বে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে সেখানে পাড়ায় পাড়ায়—মিলিত জনরক্ষী বাহিনী গঠন করিতে হইবে—

সকলকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা শিখাইতে হইবে। মাটির নীচে পাকা টেঞ্চের ব্যবস্থা আদায় করিতে হবে। দলবদ্ধভাবে শত্রুর গুপ্তচর ও প্যারাসুটিষ্টদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সশস্ত্র শত্রুকে আটকাইবার জন্য সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্র চাহিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সরকারীভাবে খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা দাবী করিতে হইবে।

সম্পাদকীয়

খাদ্য সম্মেলন ডাকো

সারা বাংলায় আগুন জ্বলিয়াছে। কলিকাতায় চালের দর ১৬ টাকা। জিলায় ১২ টাকা, ১৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের বছরও এমন চড়া দামে চাল বিক্রি হয় না। শুধু কি চাল? কেরোসিন তো পাওয়াই কঠিন। চিনির সের ৷৶০ আনা পর্য্যন্ত। কয়লা আড়াই টাকা মণ উঠিয়াছে। দেশবাসীর ঘরে হাহাকার পড়িয়াছে। আতঙ্কে সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সাংঘাতিক সংকট আর কোন দিন আসে নাই।

অপদার্থ আমলাতন্ত্র আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বে-সামাল করিয়া দিয়াছে। প্রায় বছরখানেক ধরিয়া ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট 'ফসল বাড়াও' বলিয়া ধূয়া তুলিয়াছে, অথচ ফসল বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতে প্রতি বছর ৬ কোটি টন খাদ্যশস্য লাগে। এবার দশ লক্ষ টন কম ফসল ফলিয়াছে। বাংলাতে এবার মাত্র শতকরা ৬৭ ভাগ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের পতিত জমি উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, দক্ষিণ পশ্চিম খুলনায় বহু একর জমি লোনা জলের জন্য পতিত রহিয়াছে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে পোকায় কাটিয়া বহু শস্য নষ্ট করিয়াছে। সময়মত বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল ভাল ফলে নাই; অথচ আমলাতন্ত্র এই সব দৈবদুর্য্যোগ হইতে ফসল রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে নাই। শুধু ফসল বাড়াও বলিয়া ইস্তাহার ছাড়িয়াছে, কাজের কাজ কিছু করে নাই।

আমলাতন্ত্রের ফসল বাড়াইবার নীতি যেমন ফসল না বাড়াইয়া কমাইয়াছে, আমলাতন্ত্রের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও তেমনি ফড়িয়াদিগকে দাম বাড়াইবার সুযোগ দিয়াছে। পণ্যের দাম কমাইবার জন্য সরকার কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে? সরকারী নীতির প্রথম কথা—ব্যবহার কমাও, যেন উপবাসী থাকাই সংকট সমাধানের একটা উপায়। দ্বিতীয়তঃ সরকার অনেক আগে হইতেই ঘোষণা করিয়া রাখে অমুক দিন হইতে মজুদ মালের হিসাব দিতে হইবে, অমুক দিন হইতে রপ্তানি বন্ধ হইল, অমুক দিন হইতে এই হারে দাম ঠিক হইবে, এই রকম ভাবে অর্ডার জারী করা হয়, যাহার ফলে ফড়িয়ারা কিছুদিন যাবত খুসীমত দাম বাড়াইবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহার সুযোগ পায়, অথচ দাম যখন চড়িতে থাকে তখন মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ তাহা আয়ত্তে আনিতে পারে না। নিয়ন্ত্রণ হইবার পরও অসাধু ব্যবসায়ীরা গোপনে চড়া দামে মাল বেচিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন হয় যে অসাধু ব্যবসাদারদের দামই বাজারের চলতি দাম হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গীয় সরকারের মার্কেটিং বিভাগ সম্প্রতি এক ফর্দ্দ দিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—মোটা চালের দাম ৬৷০ মণ আর সরু চালের দাম ১০৲ হইতে ১২৲ টাকা। কিন্তু বাজারে কোথাও সরু চাল ১৭৲ টাকার কম পাওয়া যায় না, আর মোটা চালের মণ ১০৲ হইতে ১৫৲। এই তথ্যের উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পণ্যের দাম আজ এত অসম্ভব মাত্রায় কেন বাড়িয়াছে? আমলাতন্ত্র ফসল বাড়ানোর ব্যবস্থা করে নাই, মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এমনভাবে চলিয়াছে যাহার ফলে ফটকা বাজারের জুয়ার মত দাম বাড়ে। তাহার উপর আছে বিদেশে চালান দিবার জন্য সরকারের খরিদ। অতিরিক্ত মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খুসীমত চড়া দাম হাঁকিতেছে আর মাল লুকাইতেছে। ইহার উপর ফাসিষ্ট আক্রমণের সম্ভাবনায় দেশবাসী আতঙ্কিত এবং জাতীয় ঐক্যের অভাবে ভবিষ্যত অনিশ্চিত বলিয়া ফড়িয়াদের মধ্যে দাম বাড়াইবার ধুম লাগিয়া গিয়াছে।

আজ আমাদের শঙ্কিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। খাদ্যসংকটের সমাধান আমরাই করিতে পারি, জাতীয় একতা এবং জনসমাবেশের জোরে। আমাদেরই অনৈক্য আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করিয়াছে, আমাদেরই জাতির ভেদ অর্থ-নৈতিক জগতে অরাজকতা ডাকিয়া আনিয়াছে। আমরা নিজেরাই এই ভেদ দূর করিতে পারি এবং আজিকার এ খাদ্যসংকটও সমাধান করিতে পারি।

অবিলম্বে দেশের সকল জায়গায় খাদ্যসম্মেলন ডাক। এই সব খাদ্যসম্মেলনে কংগ্রেসসেবী, লীগপন্থী ও অন্যান্য সকল দলকে একত্র কর। আজিকার খাদ্যসংকট এমন একটা গুরুতর ব্যাপার যাহা প্রত্যেক শ্রেণী, প্রতেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক দল সবাইকে সমান ভাবে আঘাত করিতেছে। দেশের মধ্যে এমন একটিও লোক নাই যে এই ডাকে সাড়া না দিবে। কৃষক, দোকানদার, ফড়িয়া সকলকেই এই সম্মেলনে ডাকিয়া আনিতে হইবে—খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য, পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই সম্মেলনে দাবী করিতে হইবে—আমলাতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ধান, চাউল আমদানী রপ্তানির ব্যবস্থা করুক এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করুক। এই সম্মেলনে প্রত্যেক ব্যবসাদারকে দেশসেবার নামে আবেদন করিয়া বলিতে হইবে দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে তাহারা অতিরিক্ত মুনাফার লোভ ত্যাগ করুক। এই সম্মেলনে দেশের সবাইকে ডাকিয়া বলিতে হইবে—তাহারা আতঙ্ক ছাড়িয়া ঐক্য ও সংগঠনের জোরে সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হউক। এই সম্মেলনে একতাবদ্ধ জনরক্ষা কমিটি বা পণ্য সরবরাহ কমিটি তৈরী করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনরক্ষা কমিটির কাজ হইবে গ্রামে গ্রামে মূল্য নিয়ন্ত্রণ স্কোয়াড্ গঠন করিয়া আমদানি, রপ্তানি, পুঁজি এবং দামের ব্যবস্থা আয়ত্তে আনা। সরকার প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে জনরক্ষা কমিটির সহায়তায় যথেষ্ট সংখ্যায় ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলুক এবং আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করুক। আগামী বর্ষায় যাহাতে যথেষ্ট আউস ধান হয় তাহার জন্য কৃষি বিভাগ হইতে আরও বীজ সরবরাহ করুক এবং পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করুক। ইহার জন্য একতাবদ্ধভাবে আমলাতন্ত্রের উপর চাপ দিতে হইবে। সকলে একতাবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করিলে প্রতিকার নিশ্চয়ই হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনে যে আগুন জ্বলিয়াছে একতার জোরে তাহা আমরা নিশ্চয়ই নিভাইতে পারিব।

খাদ্য সংকটের চরম অবস্থা

শান্তিপুর—

চাউলের মূল্য প্রতি মণ ১৫ টাকায় উঠিয়াছে। মোটা চাউল প্রতি মণ ১২৷০, ১৩ টাকা। জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমে উঠিয়াছে। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে স্বাভাবিক অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

নবদ্বীপ—

এক মাসের মধ্যে মোটা চাউলের দর প্রতি মণ ৮৷০ টাকা, ৯ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি মণ ১৩৷০, ১৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

নড়াইল—

মোটা চাল ১২৷০, চিনি ৷৹ সের, কেরোসিন পাওয়াই যায় না, যদি বা পাওয়া যায় ৷৶০ আনা হইতে ১৲ টাকা সের।

বাহিরগাছি—

নূতন চাল আমদানী হইলেও চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমন পুরাতন—১৩৲, নূতন—১২৲। যুগান্তর, ১২।১২।৪২

রাজবাড়ী—

মোটা আউস চাল টাকায় তিন সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। একজন দিন মজুর একদিনে যে মজুরী পায় তদ্দারা তাহার পরিবারের জন্য মাত্র এক সের চাউল কিনিতে পারে। জন-সাধারণের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

আনন্দবাজার, ১২।১২।৪২

বর্দ্ধমান—

বর্দ্ধমান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদন্ত করিয়া সরকারকে জানাইয়াছেন যে গত বৎসর নভেম্বর মাসে একজন মধ্যবিত্ত লোকের ভরণ-পোষণের জন্য গড়ে ৷৵৫ খরচ হইত। কিন্তু ১৯৪২ সালের নভেম্বরে ঐরূপ একজনের দৈনিক ১৷৵৫র কম খরচ হইতে পারে না।

আনন্দবাজার, ৭।১২।৪২

যশোহর—

চাউলের দর হঠাৎ বাড়িয়া প্রতি মণ ১৫৲ টাকা করিয়া হইয়াছে। আটা ও ময়দা কার্য্যতঃ পাওয়া যাইতেছে না। আনন্দবাজার, ৭।১২।৪২

একতার জোরে কেরোসিন আদায়

জন-কমিটির হাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সারা বাংলার খাদ্য-সংকট বরিশালেও ভীষণ আকারে দেখা দেয়। চালের জেলা বরিশাল। সেই বরিশালেই চালের দর আগুন হইয়া উঠে। চিনি-কেরোসিন তো পাওয়াই কঠিন হয়, সরকারের কোন ব্যবস্থা নাই, লোভী মহাজন-ব্যবসায়ীরা লাভের কড়ি গুণিতেই ব্যস্ত। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠে।

জেলার এই ভীষণ খাদ্য সংকটের মাঝে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিলেন। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য সমস্ত দলের ও সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের ভিতর আন্দোলন সুরু করিলেন। পাড়ায় পাড়ায় ডিফেন্স কমিটিগুলির মারফৎ মহাজন ও সরকারের নিকট গণদরখাস্ত করা হইল। অতিরিক্ত লাভ বন্ধ করিতে হইবে, চিনি-কেরোসিন উপযুক্ত পরিমাণ সরবরাহ করিতে হইবে, ন্যায্য বিতরণ ব্যবস্থা চাই। ইহাই হইল দাবী। সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত দলের লোক একতাবদ্ধ হইয়া এই দাবীর পিছনে সমর্থন জানাইলেন।

জনসাধারণের এই ঐক্যবদ্ধ দাবী মহাজনরা মানিতে বাধ্য হইলেন। সরকারী বাধাও কতকটা কমিল। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল ও চিনি পাওয়া যাইতে লাগিল। কেরোসিন সরবরাহের জন্যও একটা ব্যবস্থা হইল। সহরের জন্য মোট ৯০০ টিন কেরোসিন পাওয়া গেল কিন্তু শুধু কেরোসিন পাওয়া গেলেই হইবে না। সরকারী নিয়ন্ত্রিত দামে ইহার বিক্রি চাই ও সবাই যাতে কেরোসিন পায় তাহারও ব্যবস্থা চাই। ইহারই উদ্দেশ্যে সমস্ত সহরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কমিটি (আবশ্যকীয় মাল নিয়ন্ত্রনী কমিটি) গঠন করা হইল। এই কমিটিতে সহরের বিশিষ্ট নাগরিক সবাই আছেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট—সমস্ত মতবাদী লোকই ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এই কমিটির অধীনে ১০টি শাখা কমিটি সহরের বিভিন্ন পাড়ায় গঠন করা হইয়াছে। পাড়া কমিটিগুলি প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া মোট প্রাপ্ত কেরোসিন অনুযায়ী কাহার কত কেরোসিন প্রয়োজন তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক বাড়ীতে কার্ড দেওয়া হইয়াছে এবং কেরোসিন বিক্রে-তাদেরও সেই তালিকার কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে কমিটির ভলান্টিয়াররা উপস্থিত থাকিয়া কেরোসিন বিক্রির সময় শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ফলে আজ একতার জোরে বরিশাল সহরে সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সবাই কেরোসিন পাইতেছে। আগের মত অরাজকতা আর নাই। অতিরিক্ত মুনাফা নাই। কাহাকেও শূন্য হাতে ফিরিতে হয় না।

চিনির ব্যবস্থাও কতকটা এইভাবেই করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে চিনির সরবরাহ কিছু বেশী হওয়ায়, চিনি সংকট অনেক কমিয়াছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই যাহাতে এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত কমিটির মারফৎ পাওয়া যায়, এখন তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

শীঘ্রই একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্মেলন ডাকিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। জনসাধারণ বুঝিয়াছে আজিকার এই খাদ্য সংকটে আমাদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ সবাইকেই একজোট হইয়া খাদ্য সংকট সমাধানের আন্দোলন করিতে হইবে। বরিশাল সহরে কেরোসিন সাফল্য একতার জোর হাতে হাতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

অন্ধ্র দেশে একতা আন্দোলন

৯২১টি সহর ও গ্রামে আমরা গিয়াছি। নেতাদের মুক্তির দাবীতে গণসই তুলিয়াছি ৯০,৩৬৪। সমস্ত জাতিগুলির বিশেষ করিয়া মুস্লিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের নিকট আবেদন পত্রে সই তুলিয়াছি ৫৯,৬৩২। আর কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য জিন্নাকে আগাইয়া আসিবার আবেদনে ১১৩০ জন মুসলমানের সই তুলিয়াছি। ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত অন্ধ্র দেশের একতা আন্দোলনের ইহাই হইল মোটা হিসাব।

লোকে বলে, মুস্লিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কংগ্রেসকর্ম্মীরা মানিয়া নিবে না। আর, মুস্লিমলীগ কর্ম্মীরাও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য আগাইয়া আসিবে না। অথচ অন্ধ্র প্রদেশে, যেখানে মধ্যবিত্ত ও চাষীরা সংখ্যায় বেশী, কংগ্রেসের প্রভাব যেখানে যথেষ্ট সেই অন্ধ্র প্রদেশেই মুস্লিম জাতিগুলির দাবী মানিয়া নিতে রাজী প্রায় ৬০ হাজার অ-মুসলমান দেশপ্রেমিক। অন্ধ্র প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই কম, তবু তাঁহাদের প্রায় দেড় হাজার জন আপোষের দাবী করিয়াছেন। ইহাই প্রমাণ করিতেছে, একতা আন্দোলনে আমরা সধারণের ভুল ধারণা কতখানি ঘুচাইয়াছি।

অন্ধ্রের প্রায় সর্ব্বত্রই সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। আমরা এই বাধার মাঝেও ৯২১টি গ্রাম ও সহরের ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছি।

মজুরের মাঝে

আমাদের প্রদেশে মজুরও বেশী নাই। ভিজাগাপট্টমে কিছু পোষ্টাল, ডক, রেল-মজুর আছে। সেখানে মজুর মহল্লায় ৫টি প্রচার স্কোয়াড কাজ করিয়াছেন। বিরোধী দলের বাধা সত্ত্বেও রাজামান্দ্রীতে রেলমজুরের মাঝে আমরা প্রচার চালাইয়াছি। বিশেষ করিয়া সাড়া দিয়াছেন ধাঙ্গড়, মুচি ও পথমজুরেরা। ৪০০টি সই তাঁহারা দিয়াছেন।

কৃষকরা সাড়া দিতেছে

কৃষকদের মন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দেখিয়াছি। কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রতিই শুধু বিরক্তি নয়, কোন কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গ্রামেও কংগ্রেসেরই বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে। পূর্ব্ব গোদাবরী জিলার একটি গ্রামে ছিল কংগ্রেসের বিখ্যাত সিতানাগরম আশ্রম। সেখানকারও আজ এই অবস্থা!

সমস্ত কৃষকই আজ আমাদের দিকে ঝুঁকিতেছে। রেপালে ধনী কৃষক ও মহাজনেরা লুটপাটের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এ, আর, পি ও জনরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন বুঝিতেছে। গরীব কৃষক ও দিনমজুররাই সাড়া দিতেছে সব চেয়ে বেশী। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য ও কেরোসিনের ডিপো খোলার জন্য আমরা গোটা প্রদেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতেছি। ইহাতে কৃষকরা আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিতেছে। ভেনকাটাগিরিতে এমনি একটা দোকান খোলাইতে সাব-কালেক্টারকে আমরা বাধ্য করিয়াছি, তাই সেখানে কৃষকরা সবাই আমাদের আন্দোলনে নামিয়াছে। কিন্তু বাধা আসিয়াছে স্থানীয় রাজার কাছ হইতে। যে সব কৃষক আমাদের দাবীতে সই দিয়াছেন, রাজা তাঁহাদের অনেককেই শাসাইয়া দিয়াছে।

ছাত্ররাও ফিরিতেছে

প্রথম দিকে ছাত্রদের অধিকাংশই সংগ্রামের দিকে ঝুকিয়াছিল। দলত্যাগী কামেশ্বর রাও ফরওয়ার্ড ব্লকীদের সাথে মিশিয়া পাল্টা ছাত্রসংঘ গড়িয়া তোলে। আজ অনেক ছাত্রই আবার ফিরিতেছে। পূর্ব্ব গোদাবরীতে ছাত্রদের মাঝে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব একেবারেই শেষ হইয়া যাইতেছে। নেলোর, রাজামান্দ্রী, গুণ্টুরেও ছাত্ররা আমাদের পথ মানিয়া নিতেছে। রাজামান্দ্রীর এক সভায় উপস্থিত সমস্ত মুসলমান ছাত্রই আমাদের মত মানিয়া নেয়।

মুসলমানদের ভিতর

মুসলমানরা এই প্রদেশে সংখ্যায় কম হইলেও আমাদের প্রচার তাঁহাদের মাঝে বেশ সাড়া জাগাইয়াছে। রাজামান্দ্রীর শিক্ষিত মুসলমানরা আমাদের মত মানিয়া নিয়াছেন কিন্তু লীগের ভিতর দিয়াই তাঁহাদের মত জানাইবেন ঠিক করিয়াছেন। গুণ্টুরের মুস্লিম জনসাধারণ আমাদের উপর খুবই সহানুভূতিশীল। ভেনকাটাগিরির কয়েকজন মুসলমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হিন্দুরা কি মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিবে? কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট আমাদের আবেদন পত্রখানা দেখান হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। কোভুর তালুকে কয়েকজন মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও "আঞ্জুমান" এসোশিয়েসন আমাদের সমর্থন করেন ও গণসই গ্রহণে সাহায্যও করেন। মোটামুটি বলা যায় মুসলিম জনগণ চাহেন যে হিন্দুরা যেন তাঁহাদের দাবী মানিয়া নেন ও আমাদের আন্দোলনে যোগ দেন। মুসলিম নেতৃত্বের সামান্য অংশই কেবল আমাদের বিরোধী।

শেষ সম্বল!

গোঁড়া কংগ্রেসকর্ম্মীরা সবাই জেলে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আজ ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ফরওয়ার্ড ব্লক, রঙ্গের দল (কৃষক সভার ভিতর কমিউনিষ্ট বিরোধী দল), কয়েকজন দলত্যাগী কমিউনিষ্ট, প্রভৃতি মিলিয়া এক কুচক্র গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা "সংগ্রামের" এক প্রোগ্রামও ঠিক করিয়াছে। এ সংগ্রাম জাপ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নয়, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও নয়। এ সংগ্রাম কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে। কোন রাজনীতিক নীতির তাহারা ধার ধারে না। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানই তাহাদের কাজ। ঠিক এমনি কুৎসার আশ্রয়ই একদিন তাহাদের প্রভু জার্ম্মাণ-জাপান নিয়াছিল ইহুদী, গণতান্ত্রিক, সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, সবারই বিরুদ্ধে। আমাদের দেওয়াল পত্রের উপর তাহারা কংগ্রেসের নামে কমিউনিষ্টদের নিন্দাসূচক পোষ্টার মারিতেছে। কৃষ্ণা জেলার একজন নামকরা কৃষক নেতা রটাইয়াছেন, পিপল্স ওয়ার অফিস পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! পট্টভি সীতারামিয়া যে ধূয়া তুলিয়াছিলেন, কমিউনিষ্টরা ৩ লাখ টাকা খাইয়াছে, ইহারা তাহারই রেশ ধরিয়াছে। কিন্তু আজ তাঁহাদের মুখ বন্ধ হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণ আজ নিজের চোখে দেখিতেছে কমিউনিষ্টদের টাকা কোথা হইতে আসে। তাহারা দেখিতেছে কমিউনিষ্টরা ও কমিউনিষ্ট সহানুভূতিকারকরা কত আত্মত্যাগ করিতেছে। জনসাধারণ দেখিতেছে কমিউনিষ্টরা তাহাদের জমি-জমা, সোনা-গয়না, যথা সর্ব্বস্ব কমিউনিষ্ট পার্টিকে দিতেছে। তাই ফরওয়ার্ড ব্লকের অপচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া এবার তাহারা কমিউনিষ্টদের মারপিটের ভয় দেখাইতেছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের মাঝে

কিন্তু এই একতা আন্দোলনে আমরা অনেক কংগ্রেসী দেশপ্রেমিককে ফিরাইতে পারিয়াছি। নেলোর জিলার একজন দেশভক্ত সেদিনও সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আজ আমাদের কথা মানিয়া নিয়াছেন; পার্টিফাণ্ডে মাসিক ॥০ আনা চাঁদা দিতেও রাজী হইয়াছেন। তালমাঞ্চিতে ৫ জন দেশ-প্রেমিক আমাদের সাথে স্কোয়াডেও আসিয়াছেন। ভিজিয়ানাগ্রামে ৬ জন কংগ্রেস কর্ম্মী আগে সংগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আজ তাঁহারা আমাদের মততো মানিয়া নিয়াছেনই, আমাদের অকজিলিয়ারী গ্রুপেও যোগ দিয়াছেন। মসুলিপটমের ৩ জন কংগ্রেস কর্ম্মী আগে সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন আমাদের মত মানিয়া নিয়াছেন। মুসলিম দাবীর পত্রে সইও দিয়াছেন। নিজেরা একতা পতাকাও বিক্রি করিয়াছেন। কৃষ্ণা জেলায় কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী আমাদের পাঠচক্রে যোগ দিতেছেন। চিতুর জেলার একজন ছাত্র নেতা সেদিনও ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পুরোভাগে, আজ আমাদের কথা শুনিয়া বলিতেছেন, "এখন বুঝিতেছি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঠিক পথ নয়। এই অরাজকতায় জাপানীর আক্রমণই আগাইবে, আর কিছু নয়"। তিনি আমাদের পত্রিকা 'প্রজাশক্তির' গ্রাহক হইয়াছেন।

সর্ব্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, আমাদের পথের বাধা হইতেছে কংগ্রেসের নামে ফরওয়ার্ডব্লকীদের কমিউনিষ্ট বিরোধী কুৎসা। কোথাও কোথাও কংগ্রেস-ভক্তদের বলা হইয়াছে, আমরা গান্ধিজীর মৃত্যু চাই। আমরা রঙ্গকে পুলিসের কাছে ধরাইয়া দিয়াছি। আমাদের গণসইর উদ্দেশ্য ফৌজী দলে লোক নেওয়া, ইত্যাদি! কিন্তু একতা সপ্তাহ এই মিথ্যা প্রচারের মাথায় বাজ হানিয়াছে।

মেয়েরাও আগাইয়াছে

আমাদের একতা আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল, ইহারই ভিতর দিয়া আমরা প্রদেশে মেয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের প্রচারের ধারা ছিল, মাতৃভূমি বিপন্ন মানে, প্রতি মা, বোন, স্ত্রীর সম্মান বিপন্ন। জাপ আক্রমণ সহর ও গ্রামের মেয়েদের সর্ব্বনাশ করিবে। ফাসিষ্ট বর্ব্বরতা "আগে চায় মেয়ে ও শিশু"। তাই মেয়েদের আত্মরক্ষায় আগাইতে হইবে।

বেজওয়াদায় ৮টি মেয়ে স্কোয়াড শিশু সন্তানের হাত ধরিয়া প্রচারে নামিয়াছেন। সকাল ৭টা হইতে ১২টা, আবার বিকাল ২টা হইতে ৬টা! তাঁহারা ৯০টি টাকা তুলিয়াছেন, শত শত সই যোগাড় করিয়াছেন। কৃষ্ণা জিলা নারী সমিতিকে আমাদের পার্টি সরকারী আওতা হইতে বাঁচাইয়াছে। কৃষ্ণা জিলার ৩টি তালুকের মেয়ে কর্ম্মীদের এক সভায় টাকা সাহায্য চাহিলে সবাই সোনা গয়না খুলিয়া দেন। আদায় হয় সোনার বালা—১৫টি, আংটি, ২, হার ২, তালী ১। রূপার গয়নাও কিছু তোলা হয়। এ সব জিনিষের দাম ১৬০০ টাকার কম নয়।

টাকা দেয় কে?

একতা সপ্তাহে বিক্রির জন্য আমরা মোট ২৪,১৮৮ খানা টিকিট পাইয়াছিলাম। সব টিকিটই বিক্রি হইয়া গিয়াছে। বেশীর ভাগ পার্টি মেম্বরই তাহাদের সব কিছু বিক্রি করিয়া পাটিকে দিয়াছেন। শুধু ৪টি জেলাতেই ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত পার্টি মেম্বর ও সহানুভূতি-কারকদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ১১ হাজার টাকা। টিকিট বিক্রি বাবদ পাওয়া গিয়াছে ২৭০ টাকা আর সোনা গয়নায় ১৭০০ টাকা।

ইহা ছাড়া গরীব কৃষকরা দিয়াছে থালা, বাটি, ধান, চাল প্রভৃতি।

পুলিস রেহাই দেয় নাই

একতা আন্দোলনের পথে পুলিসের বাধাও আসিয়াছে যথেষ্ট। কোকনদে পুলিস আমাদের একতা পোষ্টার কাড়িয়া নিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। ৩ শত সই যুক্ত গণদাবী কাড়িয়া নিয়াছে। গুণ্টুরে সভার অনুমতি দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত সভা করিতে দেয় নাই।

তবু একতা সপ্তাহ সফল হইয়াছে।

লেখক
পি, সুন্দরায়া

বিয়ের তালিটিও পার্টিকে

গোদাবরী জিলার একটি মেয়ে লিখিতেছেন—

আমি ও আমার স্বামী প্রতি সপ্তাহে প্রজাশক্তি' পড়ি, আলোচনা করি। ইহাতে আমার একটু রাজনীতিকজ্ঞান হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি জাপ দস্যুদের হাতে আমাদের দেশ কত বিপদের মুখে।

দেশকে বাঁচাইবার জন্য আপনারা দিনের পর দিন কি অক্লান্ত চেষ্টাই না করিতেছেন। আমাদের দেশের সমস্ত মেয়ের উচিত আপনাদের এই আন্দোলনে সাহায্য করা। আমার শেষ সম্বল এই তালিটী পার্টি ফাণ্ডে দিতেছি। বিবাহের সময় প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ স্বামী আমাকে এই তালিটি দিয়াছিলেন।

(মাদ্রাজের মেয়েরা বিবাহের পবিত্র চিহ্নরূপেই গলায় সোনার তালি পরেন। স্বামীর মৃত্যু ছাড়া কখনও তালি তাঁহারা ত্যাগ করেন না। সেই তালিটিও ইনি পার্টিকে দিলেন।)

বন্যা-ত্রাণে একতা আন্দোলন

ত্রিপুরার চিঠি

প্রকৃত দেশের কাজ

বন্যাত্রাণে ঐক্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া পার্টির আগরতলা কমিটি জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে এই ষ্টেটে কোন পার্টির নামে লোকের কাছে আবেদন করা হয় নাই। কারণ এই ষ্টেটের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত রাজপুরুষেরা প্রায় সকলেই ষ্টেটের মুখাপেক্ষী বলিয়া ভয়ে কোন আন্দোলনে আসিতে চায় না। তাই কিছুটা ভয়ে ভয়ে আমরা অগ্রসর হই। কিন্তু আমাদের পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পার্টির নীতি ও কৌশল তৈয়ারী হয়। একতার আন্দোলন জনগণের কৌশল। তাই দলে দলে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ বন্যাত্রাণে আগাইয়া আসিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিল। পার্টির নামে আহ্বান জানাইলেও ষ্টেট-এর সরকারী কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু মুসলমান ও সামরিক অফিসার পর্য্যন্ত আমাদের ডাকে সাড়া দিল। আমরা ৪০ টাকা চাঁদা পিপ্‌লস সাইক্লোন রিলিফে পাঠাইয়াছি, আরো পাঠাইতে পারিব। মুসলমানেরা এখানে সংখ্যায় কম তবু তাঁহারা উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ৫৲ ও ১০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন। সকলেই বলিতেছে "হ্যাঁ, ইহারাই প্রকৃত দেশের কাজ করিতেছে।"

সৈনিকদের সমর্থন

সব থেকে বেশী উৎসাহ পাওয়া যায়—বিমানবহরের সৈনিকদের নিকট হইতে। দুই জন আমেরিকান সৈন্যের পকেটে এক টাকা ও একটী আধুলি ছিল তাহারা তাহাই দিয়া দেন—এবং ৪ জন ইংরেজ সৈন্য এক একটী টাকা দেন। পরের দিন দুজন উচ্চতন অফিসার একটী করিয়া টাকা দেন। ইহারা সকলেই কমিউনিষ্ট পার্টির নাম শুনিয়া খুব খুসী হন। একজন আমেরিকান সৈন্য বলেন: এখানেও তবে কমিউনিষ্ট পার্টি আছে? বেশ বেশ। পরের দিন একটী চায়ের দোকানে চার জন সৈন্যের কাছে বন্যাত্রাণের আবেদন জানানোয় প্রথমে তাহারা সকলে মিলিয়া ১৲ টাকা দেন—কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির নাম শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন একা এক টাকা দেন ও বলেন, ওঃ তোমরা কমিউনিষ্ট? তোমাদের নেতা ষ্টালিন? তিনি খুব ভাল ও মহৎ লোক। তোমাদের পার্টির যে কাগজ বোম্বে হইতে বাহির করে তাহা দিতে পার? কর্ম্মীদের কাছে পিপ্‌লস ওয়ার না থাকায় তাহার আগামী সপ্তাহে দিবে জানায়—সৈনিকরা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে লাল সেলাম জানাইয়া আবার আগামী সপ্তাহে আসিবে বলিয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জেও সৈনিকদের মাঝে

বন্যাত্রাণের চাঁদা তুলিবার সময় কয়েকজন সৈনিক কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বলেন: তোমরা দেশের লোককে বলিও, জনসাধারণ ছাড়া আমরা লড়িতে পারি না। হিন্দু-মুসলমানের একতা হইলে জাতীয় সরকার হইবে। তোমরা যাহা করিতেছ তাহাই ঠিক। তোমরা ভাল ভাবে কাজ কর একতা হইবেই। আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি।" তাহারা সকলেই মেদিনীপুরের জন্য চাঁদা দেয়।

বরিশালের চিঠি

হিন্দু-মুসলিম সবাই

জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটী ক্ষেত্রে আজ হিন্দু মুসলিম এক হইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির একতার পথ আজ সকলেই গ্রহণ করিতেছে। বন্যা ত্রাণের ব্যাপারে বরিশালের হিন্দু মুসলমান নিজ নিজ সম্প্রদায় গত ভিন্ন ভিন্ন সাহায্য সমিতি তৈয়ারী করিয়াছেন। পার্টির বরিশাল জেলা কমিটির উদ্যোগে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া বরিশাল মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ব্যানার্জির সভাপতিত্বে এক ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। পটুয়াখালিতেও অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

একতা সমাবেশ

বরিশালে ঐক্য সপ্তাহ পালনের পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে অনেক নূতন কর্ম্মী আসিয়াছেন এবং অনেক নূতন সমর্থক পাওয়া গিয়াছে। পার্টি বরিশালের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাকে কাজের মধ্য দিয়া আরো বাড়াইবার জন্য গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় মিউনিসিপাল গার্ল স্কুলে একটি পার্টি সমাবেশ হয়। পার্টি সমর্থক কৃষক, ডক মজুর, ধাঙ্গড়, ছাত্র, মহিলা, মুসলিম ও ভারতীয় খৃষ্টান প্রভৃতি প্রায় ২৫০ শত জন এই সমাবেশে যোগ দেন। সভাস্থলটী মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্টালিন ও পি,সি, যোশীর ছবি এবং প্রাচীর চিত্রে সাজান হয়। পার্টির কর্ম্মীরা "ইনটারন্যাশনাল" গাহিবার পর পার্টির জিলা কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কমরেড বিনোদ মজুমদারের নেতৃত্বে সামরিক কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। ইহার পর কমরেড অমিয় দাসগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন সেন ঐক্য আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস লীগ ঐক্য ও দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐক্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে আহ্বান করেন। বক্তৃতার পর পার্টি ফাণ্ডের জন্য অনুরোধ জানাইলে সভার মধ্যেই ৪টী আংটী ৪ গাছ চুড়ি এবং ৩॥৵০ সংগৃহীত হয় এবং আরো অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ইহার পর জননাট্য "মার্কো পোলো সেতু' ও জন সঙ্গীত গাহিবার পর বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে সভা শেষ হয়।

কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত

কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করার পর আমলাতন্ত্র পার্টিকে অন্য ভাবে পঙ্গু করিবার জন্য দমননীতির জাঁতা কল চালাইয়া দিয়াছে। দেশের এই দুঃসময়ে বিশিষ্ট কমিউনিষ্টদের গ্রেফতার করিয়া, পার্টির শাখা গুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছে। আমলাতন্ত্র ধীরে ধীরে কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া প্রত্যেক স্থান হইতে পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টায় আছে। এ সপ্তাহে খবর আসিয়াছে যে **বর্দ্ধমানের রায়ণা** কৃষক সমিতি ও পার্টির শাখা অফিস খানাতল্লাসী করিয়া কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত, পাঁচু গুহ ও কালীপদ মণ্ডলকে পোষ্টাফিস পোড়াইবার চার্জ্জে গ্রেফতার করিয়াছে। পরে পার্টির জেলা কমিটির সভ্য কমরেড বিপদবারণ রায় ও স্থানীয় কমরেড নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে থানায় ডাকাইয়া লইয়া তাহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলা হয় এবং জানানো হয় এ অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের কাজ করিতে দেওয়া হইবে না—চেষ্টা করিলে গ্রেফতার করা হইবে। ধ্বংসমূলক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের বিরোধিতার কথা জানিয়াও আমলাতন্ত্র এই ধরণের কাজ সর্ব্বত্র করিতেছে।

নোয়াখালীর ফুলগাজীতে কমরেড অমুল্য চক্রবর্ত্তীকে ধ্বংসমুলক কার্য্যের সঙ্গে জড়িত এই সন্দেহে গ্রেফতার করা হইয়াছে, কমরেড স্নেহময় দত্ত ও শচীন কর্ম্মকারের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা চলিতেছে এবং কমরেড ভগবান বিশ্বাসের আত্মীয় স্বজনেকে শাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আসামে ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শিবসাগরের কমরেড ভদ্রকৃষ্ণ গোস্বামী যখন জাতীয় দাবীতে জনসাধারণের সহি যোগাড় করিতেছিলেন তখন পুলিস তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা চালাইতেছে।

গোলাঘাটে কমরেড ধীরেন দত্ত যখন গ্রামে গ্রামে লোককে ধ্বংসমূলক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিতেছিলেন—তখন তাহাকে স্কুল পুড়াইবার অজুহাতে গ্রেফতার করা হইয়াছে। যুদু সাইকিয়া ও খগেশ্বর তাম্বুলীর বাড়ী তল্লাসী করা হইয়াছে।

গৌহাটীতে ছাত্রফেডারেশনের অফিস খানাতল্লাসী করিয়া ধ্বংসকার্য্য-বিরোধী পোষ্টার ও জাতীয় দাবী লইয়া যায় এবং ছাত্রনেতা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও নন্দেশ্বর তালুকদারকে গ্রেপ্তার করে এবং ৫ দিন পরে ছাড়িয়া দেয়।

রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য কমরেড রমেন ব্যানার্জ্জী ও বগুড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অরুণ মিত্র রাজসাহীতে ছাত্র কর্ম্মীদের একটী ঘরোয়া বৈঠক করিয়াছেন এই অভিযোগে তাহাদের গ্রেফতার করে। ছাত্রগণ থানার সম্মুখে শান্তভাবে তাহাদের মুক্তির দাবীর স্লোগান দিতে থাকিলে পুলিশ আসিয়া লাঠি চালায়।

জাতীয় ঐক্য দিবসে বক্তৃতা করার জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মী সলিল সেনগুপ্তের উপর "ভবিষ্যতে কোন সভায় তাহাকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না" এই নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। রাজসাহীর বিশিষ্ট কমরেড শুভ্রাংশু মৈত্রকে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন জনসভায় বক্তৃতা দিতে দেয় না।

মজুররা আগে বাড়িয়াছে

নারায়ণগঞ্জে

মজুরদের নিজস্ব পার্টি আজ জাতির এই দুর্দ্দিনে একতার সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। একথা মজুররা জানে যে আজ তাহাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে—এদেশ জাপানের গোলামে পরিণত হইবে, না জাপানী দস্যুদের রুখিয়া এদেশ স্বাধীন হইবে। তাই ঐক্য আন্দোলনের সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জের সুতাকলের মজুরদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। হিন্দু মুসলিম শ্রমিকের একতার ফলে ১১০০ শত সহি যোগাড় হয়। পূর্ব্বে ৭৫ খানা করিয়া জনযুদ্ধ বিক্রি হইত—একতা সপ্তাহে তাহা ১০৩ খানায় উঠে এবং বর্ত্তমানে তাহা ১২০ কপিতে উঠিয়াছে ও প্রতি সপ্তাহে ৫ কপি করিয়া বাড়িতেছে। জনযুদ্ধের ৪০ জন স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছে। একতার ডাক ১৫০ খানা বিক্রয় হইয়াছে। জনযুদ্ধের গ্রাহক সংখ্যা আরো বাড়িবে আশা করা যাইতেছে। শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিতেছে যে পার্টি তাহাদের জন্য বেশী দরের কাগজ কিনিয়াও জনযুদ্ধ ছাপাইতেছে। লেনিন ফাণ্ডে নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪০০ টাকা দিবার জন্য অগ্রণী শ্রমিক কর্ম্মীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। যাহারা ১৫।২০ টাকা বেতন পায় তাহারাও ১০।১২ টাকা দিতেছে।

ঢাকেশ্বরীর মজুর

একতার আন্দোলনে যেমন জাপানী দস্যুদের ঠেকাইবে তেমনি শ্রমিকদেরও শক্তি বাড়াইবে ইহা এক নং ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকেরা ভাল করিয়া জানে। গত আগষ্ট মাসে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহাদের একতার জোরে সরকার হস্তক্ষেপ করিলে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে। সম্প্রতি ২রা ডিসেম্বর সরকারী সালিশীর (adjudicator) রায় শ্রমিকদিগকে জানানো হয়। ইহাতে শ্রমিকদের যুদ্ধভাতা ২॥০ টাকা করিয়া মোট ৭॥০ টাকা হইয়াছে (আগে পাঁচ টাকা দেওয়া হইত) এবং কোম্পানীর নিয়োজিত মুলধনের বার্ষিক মুনাফা শতকরা ১০ ভাগ হইলে শ্রমিকরা আধা মাসের মাহিনা, ১৫ ভাগ হইলে তিন সপ্তাহের এবং ২০ ভাগ বা তাহার বেশী লাভ হইলে শ্রমিকেরা এক মাসের বেতন পুরা পাইবে।

ইহাতে শ্রমিকের একতার ফল কিছু

(শেষাংশ ৬এর পাতায় দেখুন)

ঐক্যের পথে কলিকাতার ছাত্র-সমাজ

"সংগ্রামের" ফল

দীর্ঘ দুইমাস পর স্কুল কলেজ খুলিল। ব্যর্থসংগ্রামের নৈরাশ্য ও অবসাদ নিয়া কলিকাতার ছাত্র সমাজ ২রা নভেম্বর ক্লাসে ফিরিয়া গেল। পুলিশের দমন-নীতি, শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও পঞ্চমবাহিনীর বিশ্বাসঘাতক নীতি ছাত্রদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা দূরে থাক দৈনন্দিন রাজনীতির সহিতও কোন সংশ্রব আর রাখিতে চাহে না।

তাহার উপর সামনে পরীক্ষা। সংগ্রামের কোন আশাই নাই দেখিয়া পঞ্চম বাহিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিভিন্ন ইস্তাহারে তাহারা জানাইতে লাগিল, সংগ্রাম থামিয়া যায় নাই পুনরায়োজন চলিতেছে। আবার দ্বিগুণ আকারে শুরু হইবে।

ছাত্রসমাজ ফিরিতেছে

কলিকাতার বৈপ্লবিক ছাত্রসমাজ কোনদিন কোন অবস্থাতেই রাজনীতি হইতে বেশীদিন দূরে সরিয়া থাকে নাই। ফরওয়ার্ডব্লক ও চতুর্থ আন্তর্জাতিকপন্থী-দের সহস্র অপচেষ্টা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে আবার ছাত্রসমাবেশ সুরু হইয়াছে। সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনের মধ্যে ভ্রান্ত ছাত্রসাধারণ ফিরিয়া আসিতেছে, ছাত্রফেডারেশনের আহ্বানে সাড়া দিতেছে। সে জন্যই এত অল্প সময়ে সাইক্লোন বিধ্বস্ত জনগণের সাহায্যের জন্য ছাত্র ফেডারেশনের প্রচেষ্টা এত ব্যাপক সাফল্য লাভ করিয়াছে। কমি-উনিষ্ট ছাত্রদের উদ্যোগে কলিকাতার প্রত্যেক কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়া রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই রিলিফ কমিটীগুলি প্রায় তিনহাজার টাকা ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে তুলিয়াছে। কলেজে কলেজে দল নির-পেক্ষ একশত ছাত্র ভলান্টিয়ার হিসাবে নাম লিখাইয়াছে। কমিউনিষ্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে স্কোয়াড করিয়া রাস্তায়, দোকানে, ট্রামে ও বাড়ীতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। পঞ্চমবাহিনীর এখনকার প্রধান ঘাটি রিপন কলেজে ছাত্রফেডারেশনের নামে বন্যার্ত্তদের জন্য এক আনা করিয়া কুড়িটাকা সংগৃহীত হয়, অর্থাৎ ছাত্র-ফেডারেশনের নামে ৩২০ জন ছাত্র সচেতনভাবে চাঁদা দেয়। "সংগ্রামের" সময় পঞ্চমবাহিনীর প্রধান ঘাটি যাদবপুর কলেজে গত এক মাসে ১৬০ জন ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ৯ই অক্টোবরের পর এই প্রথম গত ৩০শে নভেম্বর ছাত্রফেডারেশনের নামে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বন্যার্ত্তদের সাহায্য ও আমলাতন্ত্রের দমন-নীতির প্রতিবাদ করার জন্য দেড়হাজার ছাত্রের এক বিরাট সভা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বিভেদসৃষ্টিকারী ছাত্র-নেতার বিভেদমূলক বক্তৃতা সাধারণ ছাত্রদের প্রতিবাদে অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া শেষ করিতে হয়। ছাত্র ফেডারেশনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঞ্চমবাহিনীর শেষ চেষ্টা

ছাত্রদের ভিতর নিরাশা কাটিতেছে সত্য, কিন্তু দেখা দিয়াছে নূতন বিপদ। ফরওয়ার্ডব্লক, চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রভৃতি পঞ্চমবাহিনীর দল এইবার মরিয়া হইয়া গুণ্ডামী সুরু করিয়াছে। ছাত্র ফেডা-রেশনের পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। জনযুদ্ধ ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট পত্রিকা ছাত্রদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিতেছে, সভায় মারপিট করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আহুত দমননীতির প্রতিবাদ সভায় বাহিরের গুণ্ডা দিয়া মারামারি করান হয়। পোষ্ট গ্রাজুয়েটে পটকা ফাটার প্রতিবাদে রিপন ও বিদ্যাসাগর কলেজের শত শত ছাত্রের সভায় বর্ব্বরোচিত গুণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। রিপনের সভাস্থলে কমনরুমের আলমারীর কাঁচ ভাঙ্গিয়া বহু শত টাকার বই চুরি করা হয়, সভায় বিশিষ্ট ছাত্রনেতার উপর আক্রমণও চলে।

দেশবাসীর উপরই আক্রমণ

৯ই ডিসেম্বর হইতে আবার পুরাদমে সংগ্রাম চালাইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই দিন সমস্ত স্কুল কলেজ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হয়। নেতাদের গ্রেপ্তার ও দমননীতির প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট ছাত্ররাও ধর্ম্মঘট করে কিন্তু বে-আইনী শোভাযাত্রা করিয়া পুলিসের দমননীতি

পঞ্চমবাহিনীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা

কায়েম রাখিতে কমিউনিষ্ট ছাত্ররা রাজী হয় না। কমিউনিষ্ট ছাত্ররা এই দিন সর্ব্বত্র পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংসমূলক কার্য্য-কলাপের প্রকৃতরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। সিটি কলেজে দেড়শত ছাত্রের সভায় জোর করিয়া শোভাযাত্রা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমস্ত কলেজ হইতেই ছাত্ররা শুধু সভা করিয়া চলিয়া যায়। তাহারই ফলে কলিকাতার হাজার হাজার ছাত্রের ভিতর মাত্র দুইশত ছাত্র পঞ্চম বাহিনীর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। এই সভায় সভাপতি কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে বলিতে সুরু করিলে সাধারণ ছাত্ররা তাহার প্রতিবাদ জানায়। সভায় বাধা পাইয়া সভা শেষ না করিয়াই সংগ্রামপন্থীরা ছাত্রদের শোভাযাত্রা বাহির করিবার উদ্যোগ করিতে থাকে ও সভায় গুণ্ডামী সুরু করে, ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। অনেক কমিউনিষ্ট ছাত্রকে মারপিট করাও হয়। সাধারণ ছাত্ররা যখন পঞ্চম বাহিনীর শোভাযাত্রায় যাইতে রাজী হয় না, তখন অনেক ছাত্রকে জোর করিয়া টানিয়া শোভাযাত্রায় নিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। মাত্র জন পঞ্চাশেক ছাত্র শেষ পর্য্যন্ত শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পঞ্চমবাহিনী সুরু করে তাহাদের শেষ চেষ্টা—নিরীহ জনসাধারণের উপর, আমাদেরই দেশ-বাসীর উপর আক্রমণ। ট্রামে এসিড ছোড়া, পটকা ফেলা প্রভৃতি চলিতে থাকে।

বৃদ্ধাকে জখম

সব চাইতে নৃশংস ও শোচনীয় ঘটনা ঘটে যখন একটি বৃদ্ধা পঞ্চমবাহিনীর আঘাতে সাংঘাতিক জখম হইয়া হাঁস-পাতালে প্রেরিত হয়। একটি ট্রামের ড্রাইভারকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া ট্রামের হাতল পুরাদমে ঘুরাইয়া দিয়া পঞ্চমবাহিনী ট্রাম হইতে সরিয়া পড়ে। ট্রাম বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া আর একটি ট্রাম ও রিকশার সাথে সংঘর্ষ বাধায়। আমাদেরই দেশের কয়েকজন ভাই বোন আহত হন। একজন বুড়ী মা জখম হন। পঞ্চমবাহিনীর আঘাত পড়িল—সরকারের উপর নয়, জাপানের উপর নয়, আমাদেরই দেশের বৃদ্ধা নারীর উপর!

শিক্ষাভবনে বোমা

পঞ্চমবাহিনীর এই গুণ্ডামী আবার বোমা ফাটানোরও রূপ নিয়াছে। ৩রা ডিসেম্বর তাহারা সভা করিয়া ছাত্রদের জোর করিয়া সংগ্রামে নামাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ছয় শত ছাত্রের সেই সভায় পঞ্চমবাহিনী বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে বোমা ফাটায়। ইহারই আগে ভারতের বহু স্থানে ও সেদিন ঢাকায় পঞ্চমবাহিনী স্কুল-কলেজে আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেয়, লাইব্রেরী, লেবরেটরির উপর আক্রমণ চালায়। হিটলার-তোজো ফাসিষ্টরা শিক্ষা সভ্যতাকে যেমনভাবে চূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে অন্ধকার যুগ আনিয়া দিতেছে, এদেশেও এই 'সংগ্রামের' মাঝে তাহারই পুনরাবৃত্তির সূচনা হইতেছে। কিন্তু দেশ-প্রেমিক ছাত্ররা কখনই শিক্ষা-সভ্যতা এমনি ভাবে ধ্বংস হইতে দিবে না।

ছাত্ররা রুখিতেছে

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটার পর কমিউনিষ্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে সমস্ত ছাত্রের এক ডেপুটেশন সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বলেন, ছাত্ররা বোমার বিরুদ্ধে কলেজ-লেবরেটরী পাহারা দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু বোমার অজুহাতে কলেজ যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া না হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর এই সব বোমা ফাটান, গুণ্ডামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজে বহু পোষ্টার দেওয়া হয়। জনযুদ্ধে প্রকাশিত 'শিক্ষার বিরুদ্ধে আক্রমণ' প্রবন্ধটি দেওয়ালে ও ক্লাস রুমে আঁটিয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড়শত ছাত্রছাত্রীর এক সভায় এই আক্রমণের প্রতিবাদ করা হয়। সিটি ও আশুতোষ কলেজেও এমনি প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। রিপন ও বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ সভায় পঞ্চমবাহিনীরা আক্রমণ করে। শিক্ষার বিরুদ্ধে ধ্বংসকার্য্য ও গুণ্ডামীর প্রতিবাদে একটি স্মারকলিপিতে এ পর্য্যন্ত পাঁচ শতেরও উপর ছাত্রের সই উঠিয়াছে।

বাধা সহিয়াও কমিউনিষ্টরা আগাইতেছে

অনেক বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়াই আজ কমিউনিষ্ট ছাত্রদের শিক্ষা-সভ্যতা রক্ষার আন্দোলনে আগাইতে হইতেছে। পঞ্চমবাহিনীর ঘৃণ্য কার্য্য হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্ত চলিতে হইতেছে। এক-দিকে যেমন পঞ্চমবাহিনী কমিউনিষ্ট ছাত্রদের উপর গুণ্ডামী, মারপিট শুরু করিয়াছে, তেমনি সরকারী দমননীতির কোপও কমিউনিষ্ট ছাত্রদের মাথায় পড়িয়াছে। ১০ই ডিসেম্বর কমিউনিষ্ট ছাত্রকর্ম্মী অজিত ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ছাত্রসাধারণকে উত্তেজনা ও ধ্বংসমূলক কার্য্যের হাত হইতে বাঁচাইতেই গিয়াছিলেন।

এই সব বাধা অগ্রাহ্য করিয়াই কমিউনিষ্ট ছাত্ররা ছাত্রসাধারণকে একতা-বদ্ধ করিতেছে। মুস্লিম ছাত্ররাও একতার আন্দোলনে আগাইয়া আসিতেছে। রিপণ কলেজের স্থানীয় মুস্লিমলীগপন্থী ছাত্রগণ ছাত্রদাবীর আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন জানাইয়াছেন।

আর মুহূর্ত্তমাত্রও সময় নাই, পরিস্থিতি ও ছাত্রদের মনোভাব আমাদের অনুকূলে, পঞ্চমবাহিনী দুর্ব্বল। এ সময় সমস্ত শক্তি নিয়া ছাত্রদাবীর জন্য তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে।

আমাদের সামনে আজ তিনটি প্রধান কাজ। প্রথমতঃ প্রত্যেক সহরে 'ছাত্র ডিফেন্স কমিটি' গঠন করা। ইহাদের কাজ হইবে আমলাতন্ত্র ও পঞ্চমবাহিনীর সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করা। ইহাতে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংস্কৃতি সংঘ, শিক্ষক সবাইকে নিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্কুল ও কলেজ ডিফেন্স কমিটি গঠন। বিদ্যালয় পোড়ান, বিদ্যালয়ে গুণ্ডামী প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানই হইবে ইহার কাজ। তৃতীয়তঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারী বাধার বিরুদ্ধে সমস্ত জনসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা ও গণ-সই গ্রহণ।

এই মুহূর্ত্তেই দাবী করুন :—

—স্কুলে কলেজে সভা সমিতির অধিকার চাই।

—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিবে না।

—ছাত্রদের জন্য নিয়ন্ত্রিত দরে কাগজ সরবরাহ চাই।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছাইয়া দিতে হইবে।

(৫এর পাতার শেষ অংশ)

ফলিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু এমন কিছু হয় নাই যাহাতে আনন্দে গদগদ হইয়া ঘরে বসিতে হইবে। মুনাফাখোর মালি-কেরা মুলধনের শতকরা ১০, ১৫।২০ ভাগের কথা সর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া আসলে যুদ্ধভাতা বান চাল করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। এক আধ বছরে কদাচিৎ মুলধনের ১০।২০ ভাগ উঠিয়া আসে। এইভাবে লাভের হিসাব দেখাইয়া আসলে শ্রমিকদের ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইতে পারে। সুতরাং শ্রমিকদের ঢিলা দিলে চলিবে না ইউনিয়নকে আরো শক্ত করিতে হইবে—একতার আন্দোলনকে আরো প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে—এবং সঙ্গে সঙ্গে নজর রাখিতে হইবে যে জাপানীদের দালাল ফরোয়ার্ড ব্লকের উস্‌কানি হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

আলোচনা

যুদ্ধের উন্নতিতে সাম্রাজ্যবাদের অপ কৌশল

ষ্টালিনগ্রাদের অদ্ভুত আত্মরক্ষা ও সেই অবসরে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর আফ্রিকা অভিযানের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকায় প্রতিক্রিয়াশীল মহলের টনক নড়িয়াছে। জনমতের প্রবল বাতাসে পাছে তরী বানচাল হয় এই ভয়ে অস্থির হইয়া তাঁহারা নানা ফন্দী আঁটিতেছেন। এক সময়ে সোভিয়েটের জয়গান গাহিয়া অনুকূল জনমতের দাপটে যে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ মন্ত্রীত্বের গদীতে চড়িয়া বসিয়াছিলেন আজ তাহাকে নিঃসংকোচে সমর পরিষদ হইতে সরানো হইল। ক্রীপস্ জনসাধারণের স্বার্থ ভুলিয়া কর্ত্তাভজা বনিবার ফলেই অবশ্য ইহা ঘটা সম্ভব হইল। সোভিয়েটের সঙ্গে বোঝাপড়া কেমন চলিতেছে এ প্রশ্নও আজ তুলিবার যো নাই—তুলিলেই চার্চিলের হাঁক শোনা যায় "সব ঠিক হ্যায়! তোমরা মাথা ঘামাইও না।" লর্ড ক্র্যানবোর্ণ খোলাখুলি বলিয়াছেন "যুদ্ধশেষে বৃটিশ সাম্রাজ্য অটুট থাকিবে।" হ্যালিফ্যাক্সের তো-সাম্রাজ্যগর্বে মাটিতে পা পড়ে না। আমেরিকান নাছোড়বান্দাদের হাতে নাস্তানাবুদ হইয়াও তিনি হাল ছাড়েন নাই। ৬ই ডিসেম্বর তারিখের বক্তৃতায় তিনি আর একবার ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"শুধু ঝগড়াটে দলগুলির মধ্যে একটা মিটমাট হইলেই হয়।" যে দারলাঁ মাত্র কয়েকদিন আগেও নির্মমভাবে ভিসি-বিরোধীতা দমন করিয়াছে তাহার সহিত কেবলমাত্র সামরিক যুদ্ধবিরতি হয় নাই—তাহাকে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তার গদীতে চড়ানো হইয়াছে। অথচ "নিউ ইয়র্ক টাইমসের" খবরে প্রকাশ এই দারলাঁই নাকি মিত্রপক্ষের যুদ্ধ সংবাদ বিভাগের বেতার প্রচার বন্ধ করিয়াছে। ফরাসী উত্তর আফ্রিকার পদানত দেশগুলিকে মুক্তি না দিয়াই সেখান হইতে ইটালী ও ফ্রান্সের মুক্তি অভিযানের চেষ্টা চলিতেছে। ৭ই ডিসেম্বরের বক্তৃতায় যে ফ্রাঙ্কো "সমূলে গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়াছি" বলিয়া বড়াই করিয়াছে ও রাশিয়ার বর্ব্বর একনায়ক-তার বিরুদ্ধে বিষ ঢালিয়াছে তাহাকে "বাপু বাছা" করিয়া দলে ভিড়াইবার চেষ্টার অন্ত নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শুধু নয়া রণকৌশল বাতলাইয়াই যুদ্ধে জিতিতে চায়—নূতন রাষ্ট্রনৈতিক কৌশলকে প্রাণপণে এড়াইয়া চলে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের কৌশল।

কিন্তু কেমন করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইভাবে মতলব হাঁসিল করিতে সমর্থ হয়? সমর্থ হয় এই জন্য যে বৃটিশ মজুরের উপরে লেবার পার্টি নেতৃত্ব টলিলেও বজায় আছে। ইহারই সহায়তায় আজ বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ পুরাদমে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতে পারে। গত সেপ্টেম্বর মাসের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির সুর তাহাদের ভরসা দিয়াছে। "ট্রেড ইউনিয়নে কম্যুনিষ্টরা কর্মকর্ত্তা নির্বাচিত হইতে পারিবে না"—লেবার পার্টির বড় কর্ত্তারা এই অপসিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছে। সোভিয়েট, বৃটিশ ও আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পাকাপাকি ঐক্য গঠনের চেষ্টাও এই সিট্রিন-বেভিন ও আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবারের' মনিব-ঘেঁষা নেতাদের কারসাজীতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আজ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দারলাঁর সঙ্গে গলাগলি করিয়া হিটলার-বিরোধী ফরাসী ঐক্য নষ্ট করিতে, বারবার ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী অস্বীকার করিতে সাহসী হয়!

জনগণ আগাইয়া চলে

কিন্তু বৃটেনেও গণজাগরণ আগাইয়া চলিয়াছে। এমন কি যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জয়লাভ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভরসা দিয়াছে সেখানেও ভোটাভুটির দিকে নজর করিলে ইহা বোঝা যায়। দায়িত্বশীল পদ হইতে কম্যুনিষ্টদের ঠেকাইয়া রাখার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার পক্ষে ছিল ২,৫৫০,০০০ ভোট ও বিপক্ষে ২১,৩৭,০০০ ভোট। কারখানায় মজুরদের অধিকার প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তারা হার মানিয়াছেন। "নিউ ষ্টেটস-ম্যান ও নেশনের" মত লিবারাল পত্রিকাও ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় কম্যুনিষ্ট যুব আন্দোলনের অগ্রগতি স্বীকার করিয়াছে। "নেচার" পত্রিকায় ২৩ জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহাদের মধ্যে কয়েকজন F. R. S ও আছেন, বিলাতের পাব্লিক স্কুলের বড়লোক ঘেঁসা শিক্ষাদান বন্ধ করার ও সমাজ কল্যাণে বিজ্ঞান প্রয়োগের দাবী করিয়াছেন। ভারতে বড়লাটের কার্য্যকাল বাড়ানোর হুকুম "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" ভারতের প্রতি টালবাহনা-নীতি বজায় রাখিবার কৌশল বলিয়া নাম দিয়াছেন। আমেরিকায় 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' ও ভারতীয় সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। লর্ড ক্র্যানবোর্ণের 'সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখার' জিদের বিরুদ্ধে উইল্কি আবার বলিয়াছেন "পুরাণো পন্থায় চলিবে না। নূতন আদর্শ ছাড়া যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়।"

পঞ্চমবাহিনীর অপচেষ্টা

চট্টগ্রামে জাপানী ডাকাতদের ঘন ঘন বিমান হানা সুরু হইয়াছে। সমস্ত খবর পাওয়া যায় নাই কিন্তু যে ভাবে ক্রমাগত বিমান হানা চলিতেছে তাহাতে বোঝা যায় যে ব্যাপার সামান্য নয়। আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। ওদিকে সুভাষ চন্দ্র বেতারে হাঁকিতেছেন যে কয়েকদিন অসুস্থতার পরে তিনি আবার বাহাল তবিয়তে দেশোদ্ধারের কাজে লাগিয়াছেন। সমস্ত দেশ প্রেমিককে 'দেশ-গৌরব' দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে ডাক দিয়াছেন। অন্যদিকে কয়েকমাস চুপচাপের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে, রেল ষ্টেশনে নূতন করিয়া বোমা ফাটিতেছে—চেষ্টা চলিতেছে, যে কোনো উপায়ে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ ঘটানোর। সত্যকার দেশভক্তকে আর এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ভিড়াইতে পারা যাইতেছে না—তাই আজ বোমার ভয় দেখাইয়া তাহাদের দেশোদ্ধারের কাজে নামাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

খাদ্য-সংকট

একদিকে ক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিকদের উন্মত্ততা, অন্য-দিকে আমলাতন্ত্রের আপন অব্যবস্থায় পরম আত্ম-তুষ্টি, ভারতীয় রাজনীতিতে ইহাই সঙ্কটের রূপ। আমেরি হাঁক দিয়া বলিতেছেন "মাভৈ, আন্দোলন সাবাড় করিয়া আনিয়াছি। বোম্বাই, বাংলা, আসামে ছিটেফোঁটা গোলমাল চলিলেও সব ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি।" সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শত্রুকে রুখিবার জ্বলন্ত দেশপ্রেমও যে ঠাণ্ডা হইতেছে নির্ব্বোধ আমলাতন্ত্রের হুঁশ নাই। খাদ্যসামগ্রীর দর তো আকাশে ঠেকিতেছে। কোথাও বা দাম দিয়াও মাল পাওয়া যায় না।

সরকারী বড়কর্ত্তারা শুধু মাঝে মাঝে করুণ ভাবে ব্যবসায়ীদের মাল না আটকাইবার অনুরোধ জানাইতেছেন। লোকের খাদ্যাভাবে দুর্দ্দশার শেষ নাই কিন্তু 'খাবার কেন জুটিতেছে না' ইহারই সূক্ষ্ম কারণ লইয়া সরকারী দিগ্‌গজদের গবেষণার অন্ত নাই। এতদিন বলা হইতেছিল সামগ্রী মজুত আছে শুধু যানবাহনের অভাব বলিয়া সুবিধা হইতেছে না। এখন আবার ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্বয়ং বলিতেছেন "লোকেরা খাদ্যসামগ্রী পাইতেছে না বলিয়া চেঁচাইতেছে। ইহার জন্য যানবাহনের অসুবিধার নিন্দা করার ফ্যাসানও দাঁড়াইয়াছে। আসলে সত্যকার কারণ হইতেছে মুনাফার লোভে বা ক্ষতির ভয়ে খাদ্যদ্রব্য লুকাইয়া রাখা।" ব্যস, এতদিনে দুষমন চিনা গেল। কিন্তু দুষমন চিনিলেই কি পেটে ভাত জুটিবে? দুষমনী বন্ধ করার কি ব্যবস্থা হইতেছে? গরীব চাষী নিশ্চয়ই খাদ্যসামগ্রী লুকায় না। তাহারা যে দরে পারে বেচিয়া ফেলিতে উৎ-গ্রীব। ফড়িয়াদের সায়েস্তা করার কি উপায় হইল? বাণিজ্যমন্ত্রী নলিনী সরকারের মুখে 'ফসল বাড়াও'-এর বিড়ম্বনা শুনিয়া তো কান ঝালাপালা হইয়াছে। কিভাবে যে বাড়ানো সম্ভব তাহার তিনি কি জানেন? সম্প্রতি বোম্বাই হইতে তিনি খাদ্যসমস্যা মিটাইলাম বলিয়া, "ভয় নাই"—এই মর্ম্মে বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন। ভরসা যে কোথায় তাহাও লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। সৃষ্টির আদিযুগ হইতে "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" নামক এক অপূর্ব্ব চিজের বর্ণনা শুনিতেছি—কবে উহা চোখে দেখিব দিল্লীর নিরেটরাও তাহা বাতলাইতে পারিবে না। খাদ্যা-ভাব, বস্ত্রাভাবে চারিদিকে অসন্তোষের আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে অথচ আমাদের বোম্ ভোলা-নাথ নির্ব্বিকার। ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। জনগণের সঙ্গে নাড়ীর যোগ নাই এমন কয়েকটা সাক্ষীগোপাল খাড়া করিলেই কি আর দেশজোড়া অব্যবস্থা দূর করা যায়!

একমাত্র সত্যকার জাতীয় সরকারই দেশের সকল সমস্যা মিটাইবার কাজে সাহসের সহিত আগাইতে পারে। তার প্রতিটি নির্দ্দেশের পিছনে থাকে দেশের প্রতিটি লোকের সক্রিয় সহযোগিতা। কিন্তু এখন দেশবাসীর সরকার কায়েম হইলে তো আমলাতন্ত্রের দফারফা। তাই গবর্ণমেণ্ট প্রাণপনে জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টায় বাধা দিতেছে।

একতা চাই

এলাহাবাদে 'সর্ব্বদল সম্মেলন' হইয়া গেল। মুসলীম লীগ অবশ্য এই সম্মেলনে নাই তবু অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে লীগকেও একতার পথে আসিতে হইবে। কিছু দিন আগে জিন্না সাহেব পাঞ্জাব সফরে গিয়া শিখদলের সঙ্গে এক জোড়তালি দেওয়া মিটমাটের ভিত্তিতে অকংগ্রেসী 'জাতীয় গভর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠার হয়ত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার এই কাজে সব থেকে উৎসাহ দিয়াছিল আধা সরকারী কাগজ-গুলি। কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়া জাতীয় সরকার কায়েমের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। উহা বর্ত্তমানের বড়লাটের মন্ত্রীসভার আর এক সংস্করণ হইবে মাত্র। কারণ কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোনো 'জাতীয় দাবী' উঠাইলে উহা অবজ্ঞা করিবার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকিবে—তাই ঐ পথে সত্যকার শক্তি আসিতে পারে না। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রতিদিনের হাজারো সমস্যা দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহা মিটাইতে না পারিলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বে তাহাদের উপর আপন প্রভাব বজায় রাখিতে পারিবে না। অথচ ইহা মিটাইবার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাহা যে কোন প্রকার জোড়াতালা ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র কংগ্রেসলীগ চুক্তির ভিত্তিতেই সে শক্তি লাভ সম্ভব।

কৃষক সভার সভ্য সংগ্রহ

কৃষক সমিতি ও কর্ম্মীদের প্রতি আবেদন

বর্ত্তমানে বাংলার কৃষকদের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ ও দুরবস্থা রহিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ কৃষকদের উপযুক্ত সংগঠনের অভাব। কৃষক সভার ভিতরে আনিয়া বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষককে সংগঠিত করিতে না পারিলে এই অবস্থা দূর হইবে না।

সেজন্য বাংলার সমস্ত জেলা ও অন্যান্য কৃষক সমিতিগুলির এবং কৃষক সভার কর্ম্মীদের প্রথম দায়িত্ব হইতেছে দলে দলে কৃষকদের কৃষক সভার মেম্বর করিয়া তাহাদের সংগঠনের পথ খুলিয়া দেওয়া। লক্ষ লক্ষ কৃষক যত দিন না কৃষক সভার মেম্বর হইয়া সচেতন ভাবে নিজেদের শ্রেণী সংগঠনকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, ততদিন তাহাদের দুরবস্থার প্রতিকার হইবে না।

নিখিল ভারত কৃষক সভা সম্পর্কে নির্ব্বাচনের জন্য এবার কৃষক সভার মেম্বর হইবার শেষ তারিখ ধার্য্য হইয়াছে ৩১শে ডিসেম্বর। তার পরে যাঁহারা মেম্বর হইবেন তাঁহারা এ বৎসর (১৯৪৩) নিখিল ভারত নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারিবেন না। কাজেই এই সময়ের মধ্যে বাংলার কৃষক সভার মেম্বর অন্তত কয়েক লক্ষ হওয়া উচিত।

কিন্তু এখনো কৃষক সভার সভ্য সংখ্যা অতি সামান্য। অথচ ৩১শে ডিসেম্বর হইতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকী আছে। এখনো যদি আমরা সকলে মিলিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া এই কয় দিনে প্রাথমিক মেম্বর সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করি তাহলেও এই নগণ্য সংখ্যাকে বেশ বাড়াইয়া তুলিতে পারি।

তাই আমি বাংলার সমস্ত জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন কৃষক সমিতিগুলির এবং কৃষক সভার সমস্ত কর্ম্মীর নিকট বিশেষভাবে আবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা আগামী ২৫শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ কাল নিজেদের সমস্ত সময় ও শক্তি কেবল কৃষক সভার প্রাথমিক সভ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেন। এই উপায়ে আমরা পূর্ব্বেকার নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতি কতকটা পূরণ করিতে পারিব। আমি আশা করি কোন কৃষককর্ম্মী আমার এই আবেদনে সাড়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিবেন না।

মনে রাখিতে হইবে যে গত বৎসর বিহিটা সম্মেলনের পূর্ব্বে মেম্বার সংগ্রহের সময় ছিল মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত। কাজেই গত বৎসর যাঁহারা মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত মেম্বর তালিকা ভুক্ত হইয়াছিলেন এখন তাঁহাদেরও আবার চাঁদা দিয়া মেম্বর হইতে হইবে। না হইলে এবারকার নিখিল ভারত নির্ব্বাচনে তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন না।

আরো একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। নিখিল ভারত নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে এবার ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মেম্বর হইবার সময় ধার্য্য থাকিলেও ঐ তারিখের পরেও আমাদের কৃষক সভার সভ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, নানা দিক দিয়া সুবিধাজনক বলিয়া ঐ সময়ে বরং বিশেষভাবে মেম্বর সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যদি আগামী মার্চ্চ বা এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভালভাবে মেম্বর সংগ্রহের কাজ করা যায় তাহলে পরের বৎসর শেষ সময়ে আর সে জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া ঐ কাজ করিতে হইবে না, এই ডিসেম্বরের পরে তালিকাভুক্ত মেম্বররা পরের বৎসরের নিখিল ভারত নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারিবেন।

আবদুল্লা রসুল,
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা।

কমরেডদের প্রতি

পার্টি কনফারেন্সের রিপোর্ট পাঠাও

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে যে জেলার পার্টি সম্মেলন শেষ হইয়া যাইবে, ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে হাতে অথবা রেজিষ্টার্ড পোষ্টে তাহারা যেন রিপোর্ট ও প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তালিকা পাঠান। যে সব জেলার সম্মেলন প্রাদেশিক সম্মেলনের পরে হইবে সে সব জেলার জেলা কমিটিই প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে তালিকা পাঠাইবেন। জেলার প্রতিনিধি সংখ্যা সম্বন্ধে আগেই সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে। সার্কুলার না পাইয়া থাকিলে অবিলম্বে চিঠি লিখুন।

সম্পাদক—
ভারতের কমিনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি

রংপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

উদ্বোধন

১লা ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায় কংগ্রেস ময়দানে রংপুর জিলার কমিউনিষ্ট সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। মেবদার পাতায় সাজান গেটের সামনে বিরাট লালনিশান ও জাতীয় নিশান উড়িতেছে। সমস্ত সভামণ্ডপে সুসজ্জিত বহু পোষ্টার, একতার ছবি, লেনিন, ষ্টালিন, মাও-সে-তুং-এর ছবি।

বাংলাদেশে প্রকাশ্যভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির অধিবেশন এই প্রথম সুরু হইল। চিরাচরিত প্রথায় কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যে সব সম্মেলন হইয়া থাকে এ সম্মেলনে যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

আয়োজন

সারা নভেম্বর মাসে পার্টি সংগঠকরা জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন। জাতির এই মহা সংকট ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত কর্মীকে সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। সমস্ত কমিউনিষ্ট কর্মীদের এক রাজনৈতিক লক্ষ্য, এক কর্মধারা, এক পথে চালিত করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের মাঝে বিরাট একতা আন্দোলন সুরু করা হইল। মাত্র দশ দিনের ভিতর ২৯ জন নূতন কর্ম্মী আসিলেন। ১৩ হাজারেরও উপর জনসাধারণ একতার দাবীতে সই দিলেন। যাহার যাহা কিছু ছিল তাহাই পার্টি ফাণ্ডে দিতে লাগিলেন। পার্টি সম্মেলনের আগেকার ইহাই হইল কাজের ধারা।

৩০শে নভেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে কর্ম্মীরা সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহরবাসী সহানুভূতিকারকদের বাসায় ৪টি শিবির করা হইল। পার্টি-রিপোর্টাররা শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া কৃষকদের ভিতর রাজনীতিক আলোচনা করিতে লাগিলেন, রিপোর্ট নিতে লাগিলেন। গান, শ্লোগান, অর্থ সংগ্রহ ও সই সংগ্রহ এই চারিটি স্কোয়াড ঠিক করা হইল। তের জন স্থানীয় নেতাকে লইয়া প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি প্রায় ৮ ঘণ্টাব্যাপী একটি রাজনীতিক ক্লাস করিলেন।

অধিবেশন

অধিবেশনের আগে সমস্ত প্রস্তাব নিয়া পার্টি সভ্যরা আলোচনা বৈঠক চালান। সম্মেলনের নোটিশ বোর্ডে জিলা কমিটির স্থির করা নূতন জিলা কমিটি ও প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নামের লিষ্ট টাঙাইয়া দেওয়া হয় ও আরো উপযুক্ত নামের জন্য আহ্বান জানান হয়। তারপর সুরু হয় অধিবেশন। প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড সরোজ মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সংগীতের পর জিলার মৃত পার্টি কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। তারপর কমরেড মুখার্জী অধিবেশনের কার্য্যসূচী বলার পর প্রায় ১ ঘণ্টাকাল রাজনীতিক রিপোর্ট দেন। ভারতের কমিউনিষ্টরা জাতীয় আন্দোলনের স্তরে স্তরে কি ভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া সমগ্র পার্টিকে আন্তর্জাতিক পার্টির একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত করিয়াছে, তাহা তিনি বলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কিভাবে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়া সারা বিশ্বের কমিউনিষ্টদের উপর কঠোর ও চূড়ান্ত সংগ্রামের দায়িত্ব আনিয়া দিয়াছে, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন। কমিউনিষ্ট পার্টির যোগ্যতম জেলা কমিটি হিসাবে রংপুরের দায়িত্ব কতখানি তাহাও তিনি বুঝাইয়া বলেন। রাজনীতিক প্রস্তাব আনেন কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন ও সমর্থন করেন কমরেড শচীন ঘোষ। জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কর্মী রংপুরের কমিউনিষ্টদেরই এই সংকটের হাত হইতে জনসাধারণকে একতার আন্দোলনে টানিয়া আনিতে হইবে। একতা আন্দোলনের ভিতর দিয়াই কংগ্রেস-লীগ একতা সম্ভব, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্ভব, স্বাধীনতার ইহাই একমাত্র পথ। হর্ষধ্বনির ভিতর সবাই এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

জিলা কমিটির পক্ষ হইতে রাজনীতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করিলেন কমরেড সুধীর মুখার্জী। রংপুরে পার্টির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, কৃষক কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পার্টির গণ-ভিত্তির বিস্তার, আন্দোলন ও সংগ্রাম, আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন তুচ্ছ করিয়া কর্ম্মীদের বলশেভিক উদ্যমে সাফল্যের সহিত অভিযান—ইহাই ছিল তাঁহার রিপোর্টের গোড়ার কথা। কমরেড আব্দল কাদের চৌধুরী বগুড়ার রিপোর্ট দাখিল করেন। বিপুল হর্ষধ্বনির ভিতর তিনি বলশেভিক দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন, দুই মাসের ভিতর বগুড়াতে স্বতন্ত্র জিলা কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিবই।

একজন কৃষক একটি ফাসিষ্টবিরোধী গান গাহিবার পর কমরেড কমল বসু প্রাদেশিক ভলাণ্টিয়ার শিক্ষক হিসাবে ভলাণ্টিয়ার সংগঠনের রাজনীতিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে প্রকাশ্যে কাজ করিবার সুযোগের দাবী করিয়া ও জেলার কয়েকজন কর্ম্মীর গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও মামলা পরিচালনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এবং সকলের মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমরেড শিবদাস লাহিড়ী জিলার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী পাঠ করেন। কমরেড অবনী বাগচী ইহা সমর্থন করেন। সংগঠনের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য প্রাদেশিক কমিটি আমাদের ৫টি শ্লোগান দিয়াছেন—মিলিটাণ্টদের শিক্ষা, সেল নেতাদের শিক্ষা, পার্টি পত্রিকা বিক্রি দ্বিগুণ করা, ভলাণ্টিয়ার শিক্ষা ও দেশপ্রেমিক প্রচার স্কোয়াড অবিরাম চালানো। এই ৫টি শ্লোগান আমরা লেনিন-ডের ভিতর পূরণ করিবই। আগামী লেনিন-ডের ভিতর আমরা (১) তিন হাজার টাকা তুলিব (২) ১০টি কেন্দ্রে ২০।২৫ জন করিয়া কর্ম্মী নিয়া শিক্ষা কেন্দ্র সুরু করিব (৩) নিয়মিত স্কোয়াডের সংখ্যা তিনগুণ করিয়া ১৬৫ করিব (৪) জনযুদ্ধ বিক্রয় সংখ্যা ৬৩২ এ তুলিব (৫) পার্টিসভ্য ১৫০ হইতে ৩০০ তে পরিণত করিব এবং (৬) ৩ হাজার ভলাণ্টিয়ারের নিয়মিত বাহিনী গড়িয়া তুলিব ও কৃষক সভার সভ্য সংখ্যার কোটা পূর্ণ করিব। আর আমরা ঘোষণা করিতেছি আগামী মে-ডের মধ্যে পার্টির সভ্য সংখ্যা ১ হাজার করিব। ইহাই ছিল রিপোর্টের বক্তব্য। এই কর্ম্মসূচী পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে পার্টির কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তার আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি অঞ্চল ও ফ্রণ্টের জন্য বিশেষ শ্লোগানও দেওয়া হয়। সমবেত পার্টিসভ্য ও কর্ম্মীরা তুমুল প্রতিজ্ঞা ধ্বনির ভিতর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড জীবন দে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন রংপুরের আদর্শ হাওড়াকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

ইহার পর কমকারেলে ৬৮ জনকে পার্টির ক্যাণ্ডিডেট মেম্বর হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তাহার ভিতর ৫১ জনই কৃষক। পূর্ব্বতন জিলা কমিটির লিষ্ট অনুযায়ী ৭ জনকে লইয়া নূতন জেলা কমিটি নির্ব্বাচিত হয় ও ১০ জন প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের পর ৬ জন জেলা কমিটির সংগঠক এবং ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও মহিলা ফ্রণ্টের পার্টি নেতা নিযুক্ত হন। সমস্ত নির্ব্বাচনই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া পার্টির ভিতর লৌহদৃঢ় একতার কথাই জানাইয়া দেয়।

পার্টিতহবিলে এক হাজার টাকা

কমরেড সুধীর মুখার্জী পার্টি তহবিলের জন্য আহ্বান জানান। পার্টি তহবিলের জন্য পার্টির কর্ম্মীদেরই প্রথমে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। তার পরেই আমরা জনগণের কাছে যাইতে পারি। সবাই এ ডাকে সাড়া দেন। মহিলারা গয়না দেন, কর্ম্মীরা অর্থ দেন, অনেকে এক মাসের পুরা বেতন দিয়া দেন। কৃষক কর্ম্মীরা জমি ও অন্যান্য জিনিষ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে প্রায় ১ হাজার টাকা আদায় হয়। গরীব কৃষক ও জনসাধারণের মাঝে পার্টির শিকড় গজাইতেছে।

বিরাট জনসমাবেশ

২রা ডিসেম্বর বিকালে সুরু হয় জনসমাবেশ। ইহার জন্য আগের দিন সহরের পাড়ায় পাড়ায় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রচারের জন্য কর্ম্মীরা ছড়াইয়া পড়েন। দলে দলে জনসাধারণ সমাবেশে যোগ দেয়। প্রায় ৫ হাজার লোক উপস্থিত হয়। ধুবড়ী হইতে বহিষ্কৃত কমরেড সাধু সিং সভাপতি হন। কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড রণেন সেন ও প্রাদেশিক মহিলানেত্রী কমরেড মণিকুন্তলা সেন কলিকাতা হইতে এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন কিন্তু জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে তাঁহাদের সভায় বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয় না। মৌঃ আবু হোসেন সরকার ও কয়েকজন বক্তৃতা দিবার পর কমরেড অবনী লাহিড়ী পার্টি ফাণ্ডে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। একজনের পর একজন কৃষক দাঁড়াইয়া জমি ও সুপারী বাগান দেওয়ার কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বহু মা হাতের গহনা খুলিয়া দিলেন, মেয়েরা কানের দুল দিলেন, কেহ শাড়ী, কেহ ফাউণ্টেন পেন, কেহ সোনার বোতাম দিলেন। একটি ৫ বছরের মেয়ে দিল সোনার দুল। কাচনার এক কৃষক নিজে উপস্থিত হইতে না পারায় একখণ্ড জমি দিবার কথা জানাইয়া চিঠি দিলেন। পার্টির প্রতি কৃষকদের দরদ কতখানি তাহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল।

বিপুল সাফল্যের মাঝে এমনি ভাবে প্রথম প্রকাশ্য পার্টি সম্মেলন শেষ হইল।

পিপ্‌লস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটার প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত ১৭৩৯৮/০ ও ৯৮৭ খানা জামা কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে :—

সুবলচন্দ্র বসাক ২০৲; তুলসীচন্দ্র নায়েক ৫৲; ঘোষ গুপ্ত এ্যাণ্ড কোং ৫৲; মিসেস্ লীলা দাস ৬৷০; মিস্ এ, বোস ২৲; ২০ নং ওয়ার্কসপের (কাঁচড়াপাড়া, বি এ্যাণ্ড এ, আর) মজুরদের নিকট হইতে শ্যামলাল লালার সংগ্রহ ৩৩/০; ঐ ওয়ার্কসপ হইতে ভরদ্বাজ মিস্ত্রীর সংগ্রহ ৬৷০; মিস্ অমিয়া চক্রবর্ত্তী, ক্যালকাটা নার্শেস্ ইউনিয়ন ৫৲ ও কয়েকখানি বস্ত্র; খুলনা ব্যাঙ্ক অব কমার্সের কর্ম্মচারীবৃন্দ ৪৷/০; বহরমপুর নার্সিং ক্লাব, মুর্সিদাবাদ ৪৷/০; প্রসন্ন মজুমদার (নোয়াখালী) কর্ত্তৃক সংগ্রহ ৬৲, আহমদপুরের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা ১০৲, মুর্শিদাবাদ জেলা সাইক্লোন রিলিফ কমিটী ২০৲ ও ১০৪ খানি বস্ত্র; প্রোঃ এস্, আলতাফ করিম, রাঁচী ৫৲; শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী, কৃষ্ণনগর ৫৲; শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা রায় ১৲; মিসেস্ বিমল ভদ্র, কৃষ্ণনগর ১০৲ ও তাঁহার সংগ্রহ ৮৷০; কৃষ্ণনগর কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৪৷৶০; আগরতলা হইতে দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত ৫৲; এলাহি বক্স্ ৫৲; মন্মথ পোদ্দার ৬৲; মহম্মদ আবদুল কায়ুম ২৲; ৭ জন আর, এ, এফ সৈনিক ৮৷০ এবং শান্তি দত্তের সংগ্রহ ১০৷০। মেদিনীপুর রিলিফ কমিটী, সিলেট ২০০৲; হরেকৃষ্ণ দাস, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে ৩৶০; পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটার হাজীনগর ব্রাঞ্চ কর্ত্তৃক পথে সংগ্রহ ৪০৷০; নফর আলী খান, সম্পাদক, ব্যাঞ্জন হরিয়া আদর্শ সবিতি ৫৲; হেনলী কোম্পানীর কর্ম্মচারী বৃন্দ ৪৮৲; শ্রীরামপুর কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক মাহেশের মজুরদের নিকট হইতে সংগ্রহ ৮।৶০; হুগলী বালী মহিলা সমিতি ৩০৷০; ওয়াসিমুদ্দিন আমেদ, রাণীনগর স্কুল হোষ্টেল ১৷০; সম্পাদক কুড়ালগুলি কৃষক সমিতি আসাম ৩০৲; রামপুরহাট কৃষক সমিতি, বীরভূম ৩৪৷৶০; নৃপতিনাথ নন্দী মারফৎ কসৌলী, লেডি লিন্‌লিথগো স্যানাটোরিয়ামের রোগীগণ ১০৲; রমা গোস্বামী মারফৎ এইচ, এম, গুপ্ত, এম, এম, আমেদ, এস্ এ হুই, এ, কিউ, মেটা প্রভৃতি ১৪৲; উত্তর কলিকাতার কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক সংগ্রহ ২৩৮৶০; মহাদেব ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ ১৷০, মেটিয়াবুরুজের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ ও ফতেপুর সেবা সমিতি ২০৲, নোনাপুকুর ট্রামওয়ে ওয়ার্কসের কর্ম্মীগণ ১০০৲, কেষ্টবাবু, (বাদুড়বাগান, কলিকাতা) ৩।/০, হুগলী ছাত্র ফেডারেশন ২৲, নগরীর কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ (বীরভূম) ৬।৶১০, পূর্ব্ব কলিকাতা কম্যুনিষ্ট ইউনিটের সংগ্রহ ২৩৷।/০, সইদুল হাসান মারফৎ ৬২৲, কে, সি, মুখার্জ্জী (হাওড়া) ৩০৲, মিসেস্ পি, এন, মুখার্জ্জী (হাওড়া) ১০৲, পতিরাম (দিনাজপুর) এর কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীগণ ১৫৶০, পতিরাম সাহায্য ভাণ্ডার ৮৲, মধ্য কলিকাতা রিজিওন্যাল কমিটির (কম্যুনিষ্ট পার্টি) সংগ্রহ মোট ২৮৩৫ ও ৪৫ খানি কাপড়, ইহার মধ্যে আছে কুমার গোকুলচন্দ্র লাহা (কলিকাতা) ১০০৲, শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি আঢ্য ১০৲, শ্রীমতী তারকবালা মণ্ডল ৫৲, মুরারী চরণ লাহা ২৫৲, লক্ষ্মণচন্দ্র দাস ২৲ এবং মধ্য কলিকাতা সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সংগ্রহ ২৫৲ ও ৩০ খানা কাপড়), বহরমপুর গার্লস্ হাই স্কুল ১১৬ খানি পুরাতন বস্ত্র; দয়াবাড়ী মেডিকেল মিশন, রাণাঘাট ১০৷/; আবদুল হালিম মিস্ত্রি কর্ত্তৃক বি, এণ্ড এ, আর (কাঁচড়াপাড়া) ২০ নং ওয়ার্কসপের টুলরুমের মজুরদের নিকট হইতে সংগ্রহ ১১৶০, কাঁচড়াপাড়া কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ১।/০ ও পাঁচখানি বস্ত্র, বাঁকুড়া কলেজ ইউনিয়ন সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ৩২৶, চট্টগ্রাম জনগণের সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ১৫৲, কলিগ্রাম কমিউনিষ্ট ইউনিট (মালদহ) ৩০৲।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে ১৲ করিয়া দিয়াছেন :—

অনিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ যদুনাথ রায় (কৃষ্ণনগর); বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা রাজকুমারী ঘোষ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী, হিরালাল পাল, শ্রীমতী বাসন্তী রায় চৌধুরী, অব্দুল কাদের, কামিনী কুমার দেব, রাজেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী কল্যান কুমার কর, ইন্দ্রজিত সিংহ, সেস্তাক অফিসার, সি, কে, নায়ার, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জি, এ, কে, সেন, (হুগলী কটন মিল) মাখন চন্দ্র নীয়োগী, কেশব মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী, দিলীপ মুখার্জ্জি (২টী নূতন গেঞ্জি ও ৪২ খানি পুরাতন কাপড়); মলিনা মুখার্জ্জি মারফৎ কুপন বিক্রী, নৈহাটী কম্যুনিষ্ট ইউনিট কর্ত্তৃক কুপন বিক্রী, নেপালচন্দ্র হালুই, দুলালবাবু (কলিকাতা), বৈদ্যনাথ দত্ত, জে, কে, বোস, মেজর বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি, এল, এন, দত্ত; এ, কে, নন্দী, (কাঁচড়াপাড়া), ব্রজেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ("); মিস্ শান্তা ব্যানার্জী ("), পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জি ("); ডি, এন, ব্যানার্জ্জি (")।

খুচরা ।০ মোট ৩০৮৩৶১৫ এবং ১১৩৮ খানি পুরাতন জামা কাপড় ও ২৭ খানি নূতন গেঞ্জি।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম. এল. এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ; ৭ই পৌষ, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০

কলিকাতায় জাপানী হামলা সুরু

সকলে এক হইয়া বজ্রমুষ্ঠিতে জবাব দাও!

এইবার কলিকাতার উপর জাপানী হামলা সুরু হইল। গত রবিবার ও সোমবার পর পর দুই দিন ঘুমন্ত কলিকাতার সহরতলীর মাথায় বোমা পড়িয়াছে। একদিকে চট্টগ্রাম ও ফেণী, আর একদিকে কলিকাতায় ফাসিষ্ট পশুর হত্যালোলুপ হাত আগাইয়াছে। তাহারা এখন ভারতবাসীর মাথায় লোহা ও আগুনের বজ্র হানিবে, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করিবে।

কলিকাতা শুধু বাংলার নয়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। দেশরক্ষার ব্যাপারে কলিকাতার সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট। তাহা ছাড়া কলিকাতা ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ভাত-কাপড়ের সংস্থান কলিকাতার অবস্থা স্বাভাবিক থাকার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই জাপানী দস্যুরা কলিকাতার উপর বোমা ফেলিয়া দেশবাসীর জীবনে বিশৃঙ্খলা আনিতে চায়। সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগে দেশের বুকের উপর দিয়া তাহারা দস্যু অভিযান চালাইতে চায়। ধনে প্রাণে দেশের লোককে নিঃশেষ করিয়া তাহারা দেশবাসীর প্রতিশোধ স্পৃহা নষ্ট করিতে চায়। কলিকাতার বুকে শত শত হালসী বাগান সৃষ্টি করিয়া, সারা দেশ জুড়িয়া মেদিনীপুরের মত রক্ত বন্যা বহাইয়া জাপানী দস্যুরা তাহার কাজ হাসিল করিতে চায়।

কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরের অধিবাসীরা জাপানী ডাকাতদের উপযুক্ত জবাব দিবে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ষ্টালিনগ্রাদ, চুংকিং, লণ্ডনের বীর অধিবাসীদের মতই কলিকাতাও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

দুই দিনের বোমার পরও কলিকাতার মানুষ এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দোকান, পাট, সব নিয়মিত খুলিতেছে। সিনেমা, থিয়েটার চলিতেছে, দৈনন্দিন জীবন অটুট। সাবাস কলিকাতাবাসী!

মজুর, তোমার শক্ত মুঠি নিয়া কারখানায় বীরের মত দাঁড়াও, সহরের নিত্যকার জীবন চালু রাখ, পুরাদম কাজ চালাও, জাপানী শয়তানদের বুঝাইয়া দাও বীর ভারতবাসী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে জানে। কলিকাতার নাগরিক, সাহসের সাথে কাজ চালাইয়া যাও, বিশ্বের দরবারে আজ তোমার বীরের আসন প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বাধীন ভারতের ইহাই পাথেয়।

কলিকাতাবাসী! কলিকাতার আত্মরক্ষা আজ শুধু তোমার আমার জীবনের রক্ষা নয়, সারা বাংলা তথা সারা ভারতের আত্মরক্ষা। আমলাতন্ত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সময় নাই। আমলাতন্ত্রের বাধা সত্ত্বেও আজ আমাদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে। তোমার নিজের জীবন, পাড়াপ্রতিবেশীর জীবন রক্ষার জন্য তোমাকেই সচেষ্ট হইতে হইবে।

আপনি যে দল, যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায়েরই হউন আগাইয়া আসুন, কলিকাতার বিশ লাখ লোক বজ্রদৃঢ় শক্তিতে এক হইয়া দাঁড়ান। সরকারী এ, আর, পি,-র ভরসায় বসিয়া থাকিলে আজ চলিবে না।

আত্মরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থাকে আরো সবল ও নির্ভরযোগ্য করিবার জন্য সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতিনিধি লইয়া একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যাহাতে সরকারী এ, আর, পি'র সহযোগে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য সরকারের কাছে দাবী করিতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা দ্বারা প্রত্যেকটি এ, আর, পি ফৌজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। হয় ঐক্যবদ্ধ আত্মরক্ষার চেষ্টা, না হয় মৃত্যু ইহাই কেবল আমাদের সামনে আছে।

পার্টির কমরেডগণ! আজকের দিনে এ, আর পির কাজই আপনার প্রধান রাজনৈতিক কাজ। দেশবাসীকে রক্ষা করিতে না পারিলে কে জাপানীকে ঠেকাইবে? বিপদ আজ সকলের উপর নামিয়াছে। দেশবাসীর রক্ষা কার্য্যে সকল দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া আজিকার দিনে কার্য্যকরী জাতীয় একতা গড়িয়া তোলা যায়। এবং একাজ আপনাকেই করিতে হইবে। অন্যের ভরসায় থাকিলে চলিবে না। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রক্ষা করিয়া দেশের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই তবে তাহাদিগকে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পথে চালাইতে পারিবেন—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতে পারিবেন। আজকের দিনে এ, আর, পির কাজের ইহাই রাজনৈতিক তাৎপর্য্য।

সরকারী এ, আর, পি কে পুষ্ট করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সাধারণের ঐক্য গড়িয়া তুলুন। সাইরেনের সময় সকলকে আশ্রয় লইতে বলুন। আঘাত হইতে বাঁচাইতে পারিলে লোকের ভয় কমে। ঐক্য আন্দোলনের জোরে বেশী কংক্রিটের আশ্রয়স্থল, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, আগুন নেভানো দলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের সাহস বাড়ে, তাহাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয় না। তাই আজ অবিশ্রান্ত ভাবে আওয়াজ তুলুন :—

এ, আর, পি'র নিয়ম মান!
সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের দ্বারা এ, আর, পি'কে মজবুত কর!
সাইরেণের সময় আশ্রয় লও!
আরো বেশী পাকা সেণ্টার চাই!
প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র বাড়াও!
আগুন নেভানো দল বাড়াও!
প্রকৃত সংবাদ দাও!
গুজবের মুখ বন্ধ কর!

পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি চাই

বাংলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির মেম্বর কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীকে গত ১৮ই ডিসেম্বর পুলিস ময়মনসিংহের গৌরীপুর ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আজ যখন বাংলা দেশে ফাসিষ্টরা বিমান হানা দিয়াছে, দেশে যখন আজ একতা আন্দোলন গড়িয়া ফাসিষ্টদের রুখিবার আশু প্রয়োজন তখন কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মত অক্লান্ত কর্ম্মী, একনিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। আমরা অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি চাই। প্রত্যেক জেলায় জেলায় কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তির জন্য আন্দোলন করুন। প্রাদেশিক সরকারের নিকট গণদরখাস্ত প্রেরণ করুন।

ফাসিজমকে রুখিতে

হাতুড়ী, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে

তুলি-লেখনীর স্থান

ফাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সম্মেলনের দাবী

"ভারতের জনসাধারণ তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষিবর্গ কেউই চায় না ফাসিবাদী জার্ম্মাণ, জাপান অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা, বৃটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি ভারতে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্য্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।......

ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না, এবং চাইবে না।......

একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে : আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব, হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক।......

ভারতের জনগণকে বুঝাতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম।......"

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতির অভিভাষণের এই কথা কয়টির ভিতর দিয়াই নিখিল বঙ্গ ফাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের মর্ম্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে। গত ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও বিপুল জনসমাবেশের মাঝে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার, মিঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনকে লইয়া সভাপতি মণ্ডলি গঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীহিরণ কুমার সান্যাল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, শিল্পী শ্রীযামিনী রায়, কমরেড সাজ্জাদ জাহীর, বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গার্‌ট্রুড্ এমার্‌সন্ সেন, খ্যাতনামা তেলেগু কবি ও নাট্যকার অধ্যাপক শ্রীআব্বুরি রামাকৃষ্ণ রাও, যুক্ত প্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক প্রকাশ চন্দ্র গুপ্ত ও বেনারসের 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনন্দলাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। ঢাকা, নদীয়া, ময়মনসিংহ, বহরমপুর, বাঁকুড়া খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে, এমন কি বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতেও প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ফাসিষ্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ ও অন্যান্য লেখক-শিল্পী সংঘ, কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের তরফ হইতে সম্মেলনে অভিনন্দন জানান হয়। এই উপলক্ষে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পঞ্চান্ন জন কবির কবিতা লইয়া "একসূত্রে" নামক একটি সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিজম্‌কে রুখিবার সঙ্কল্পই এই কবিতা সঙ্কলনের অন্যতম প্রধান সুর।

প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম ও জঘন্যরূপ—ফাসিজমের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান করিয়া সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি রচিত হয়। ইহা ছাড়া "হংস" পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত চৌহানের গ্রেপ্তার, সঙ্ঘের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য শ্রীবিনয় ঘোষের উপর চট্টগ্রামে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা, 'যুগান্তর', 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' 'আজাদ' প্রভৃতি প্রত্রিকার মুদ্রণ স্থগিতের আদেশ ও সরকারী ব্যবহারে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলনের মূল সুরটী সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় পরিস্ফুট। ফাসিজমের শত্রুতা যে কয়েকটা উর্ব্বর মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র নয়—সত্যকার দেশপ্রেমের সহিত যে ইহার নাড়ীর যোগ আছে তারাশঙ্কর বাবু ব্যক্তিগত জীবনের পৃষ্টপটে তাহা প্রমাণ করেন। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় স্বাধিকার রক্ষার জন্যই ফাসিষ্ট নাগপাশের বিরুদ্ধে লেখক মাত্রেরই বিদ্বেষ ঘোষণা করেন। মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার "চট্টগ্রাম ও আসামে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে সব বাঙালী ফাসিবাদের হাত হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে গিয়া বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আমাদের গল্প, উপন্যাস কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই" বলিয়া দুঃখ করেন এবং আশা করেন যে "নূতন করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে।" যুগান্তর সম্পাদক ও কবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে জিজ্ঞাসা করেন, "রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্গত এই মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং পদদলিত হয় তখন মনুষ্যত্বের উত্তর সাধক যাঁরা সেই শিল্পী ও সাহিত্য সেবকগণ কোন যুক্তিতে আপন আপন গৃহকক্ষে উদাসীন জড়ত্বের মধ্যে দিন যাপন করিবেন?"

যুদ্ধের গতি

জাপানী হাম্‌লার জবাব চাই

লড়াই বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইতেছে

চট্টগ্রামে বার বার বোমা পড়িতেছে, সুভাষ বাবুর দেশ বলিয়া বাংলাকে যে জাপানী রেহাই দিবে, তার কোন লক্ষণ কোথাও নাই! বুধবারে ফেণীতে (নোয়াখালী) বোমা পড়ে, আকাশে দুই পক্ষে লড়াই হয়। তিনটী জাপানী এরোপ্লেন মারা হয়, মিত্রপক্ষের খোয়া যায় চারটী। কলিকাতা অঞ্চলে ফ্যাশিষ্ট বোমারুরা সদলে হানা দিয়াছে। আমরা চাই বা না চাই, লড়াই আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে পাণ্টা জবাব দিবার কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের নানা জায়গায় অনেকবার বোমা ফেলা হইয়াছে। আর সম্প্রতি আরাকান সীমান্ত হইতে পশ্চিম বার্ম্মা আক্রমণ করা হইয়াছে। আকিয়াবের ৬০ মাইল উত্তর মাউও পশ্চিমেদা-বুথিডাউং অঞ্চল আবার মিত্রশক্তি দখল করিয়াছে। শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া চুপ চাপ বসিয়া থাকার সময় যে আর নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছে।

ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলো জনগণ বহুদিন এই দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু ফ্যাশিষ্ট দর্প চুর্ণ করিবার পাকা ব্যবস্থা এখনও তো অবলম্বন করা হয় নাই। দেশকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে জাতীয় সরকার আমাদের কায়েম করিতেই হইবে। জনমতের চাপে আজ লড়াইয়ের মোড় অনেকটা ঘুরিয়াছে। কিন্তু এখনও কাজ অনেক বাকী রহিয়াছে। জন-ঐক্যের বলেই আমরা জাতীয় সরকার আদায় করিব, ফ্যাশিষ্ট জাপানের ঔদ্ধত্যের উচিত জবাব দিব।

হিটলারীরা নাস্তানাবুদ

লালফৌজের বিজয়-অভিযান চলিতেছে। ডন্ আর ভল্‌গা নদীর মধ্যে জার্ম্মাণ সৈন্য আটক পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে মরিয়া হইয়া তাহারা সোভিয়েটের বজ্রমুষ্টি ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু ফলে তাহাদেরই অবস্থা আরও সঙ্গীন হইতেছে, জার্ম্মাণ সৈন্য হাজারে হাজারে মারা পড়িতেছে, কামান, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন লাল ফৌজ কাড়িয়া লইতেছে।

সম্প্রতি ষ্টালিনগ্রাদের ১০৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে ডন নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত বগুচার বলিয়া গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটী লালফৌজ দখল করিয়াছে। রষ্টভ হইতে জার্ম্মাণরা এরোপ্লেনে সৈন্য ও সরবরাহ পাঠাইয়া ডন-ভল্‌গার মধ্যে বন্দী বাহিনীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য ভরোনেশ্ হইতে নূতন এক আক্রমণ লালফৌজ শুরু করিয়াছে। এই অঞ্চলে কয়েকদিনের যুদ্ধে লালফৌজ দুই শত গ্রাম হইতে শত্রুকে তাড়াইয়াছে, ৩২ থেকে ৫৬ মাইল অগ্রসর হইয়াছে, আর ২০০০০ ফ্যাশিষ্ট সৈন্যকে মারিয়াছে। ভরোনেশ্ হইতে রষ্টভ্ পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, সেটী কোন কোন স্থানে লালফৌজ কাটিয়া দিয়া শত্রুকে মহা বিপদে ফেলিয়াছে।

পশ্চিমে ককেশস্ অঞ্চলে তুয়াপ্সের উত্তরে লালফৌজ আগাইতেছে। এতদিন নভরসিস্ক্ বন্দর দখল করিয়াও জার্ম্মাণরা লালফৌজের চাপে সে বন্দর একেবারে ব্যবহার করিতে পারে নাই, বন্দর হইতে এক গজও আগাইয়া যাইতে পারে নাই। নাল্‌চিক্ অঞ্চলেও লালফৌজ আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।

মধ্য রণক্ষেত্রে রিজেভের পশ্চিমে শত্রু অধিকৃত বহু দুর্গ লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণরা মাঝে মাঝে পাণ্টা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছে। একটী লড়াইয়ে তাহারা আগাইতে তো পারেই নাই, বরং ১০০০ সৈন্য ও ৩০টি ট্যাঙ্ক হারাইয়াছে। ব্রিয়াস্ক্ অঞ্চলে রুষ গেরিলারা জার্ম্মাণদের নাস্তানাবুদ করিতেছে। দুইটী গ্রাম হইতে গেরিলাদের হটাইবার জন্য লড়িতে গিয়া জার্ম্মাণরা পালাইবার পথ পায় নাই। রিজেভ্ ও ভিয়াজ্‌মার মধ্যস্থিত রেলপথ দখল করিবার জন্য লালফৌজ আগাইতেছে, জার্ম্মাণদের বিপদ ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে।

আরও পশ্চিমে ভেলিকিলুকির চারদিকে গত দুইদিন যাবৎ দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে। এখানে জার্ম্মাণরা পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছে। ঐ অঞ্চলে এখন সমস্ত জলাভূমি বরফে জমিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ট্যাঙ্ক ও সৈন্য চলাচল সম্ভব। লড়াইয়ের বেগও তাই বাড়িয়াছে। গত পাঁচদিন ধরিয়া যে বিষম যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে জার্ম্মাণরা হারিয়াছে। একটীমাত্র রুষ ব্যাটেলিয়ানের উপর দুই ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ গোলা পড়িয়াছিল। কিন্তু অটল বীর্য্য লইয়া তাহারা শত্রুকে হটাইয়াছে। আরও উত্তরে ইল্‌মেন্ হ্রদ অঞ্চলে লালফৌজ সাফল্য লাভ করিতেছে।

জার্ম্মাণরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুদূর উত্তরে মুরম্যান্সক্ অঞ্চলে সৈন্য ও রসদ পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোথায় কখন সোভিয়েট আক্রমণ শুরু হইয়া যায় এই চিন্তায় তাহারা বিহ্বল হইতেছে। হিটলার তাই অনুচরদের মন্ত্রণা সভায় ডাকিয়াছে, ফ্রান্স হইতে পদলেহী লাভাল, ও পুরাণো পাপী চিয়ানো ও রিবেনট্রপ হিটলারের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছে।

আজ লালফৌজের জয় জয়কার সারা দুনিয়ার লোক গাহিতেছে। লালফৌজের রাস্তাই আজ আমাদের সকলের আগাইয়া যাইবার রাস্তা, আমাদের সকলের স্বাধীনতার রাস্তা।

আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে

উত্তর আফ্রিকায় রমেলের বাহিনী এখনও পিছু হটিতেছে। এল আগিলা হইতে ব্রিটিশ বাহিনী অনেকটা পশ্চিমে আগাইয়াছে। তিউনিসের লড়াইয়ে একটা থম্‌থমে ভাব আসিয়াছে। দুই পক্ষই এখন তৈয়ার হইবার চেষ্টায় আছে। তিউনিস্ শহরের ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে শীঘ্রই একটা জাঁকালো ধরণের লড়াইয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

নিউ গিনিতে গোনা ও বুনা গ্রাম মিত্রশক্তির দখলে আসিলেও সেখানকার লড়াই শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। এ অঞ্চলে মোটের উপর জাপানীরা জিতিতে পারিতেছে না। কিন্তু এখনও অনেকগুলি জাপানী ঘাঁটি বজায় রহিয়াছে।

চীনের উপর নূতন করিয়া আক্রমণের তোড়জোড় জাপান করিতেছে। চীন উপকূলে হাইনান্ দ্বীপের দক্ষিণে তিনটী যুদ্ধ জাহাজ হইতে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা তাহারা করিয়াছিল, কিন্তু সাফল্যলাভ করে নাই। চীনে ঢুকিবার খিড়কি দরজা, য়ুনান দিয়া যে আক্রমণের উদ্যোগ জাপানীরা করিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়াছে। আজ খবর আসিয়াছে যে শ্যামদেশ হইতে শান্ রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া জাপানীরা চীনে হামলা করিবার চেষ্টায় লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের দিকে জাপানের শ্যেনদৃষ্টি যথেষ্টই যে রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা রোজ পাইতেছি। ফ্যাশিষ্টদের বিষদাঁত ভাঙ্গিবার শিল নোড়া আমাদের দেশের লোকই গড়িতে পারিবে। আমলাতন্ত্রের শত বাধা দূর করিয়া তাহারা একাজে সাফল্য লাভ নিশ্চয়ই করিবে।

সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর

জেনারল স্মাট্‌স্ আবার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে হঠাৎ যেমন রাত ভোর হইয়া যায়, তেমনই আমরা জানিবার পূর্ব্বেই বিজয়-লক্ষ্মী আমাদের গলায় জয় মাল্য দিবে! লড়াইয়ের মোড় একটু ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রশক্তির সর্দ্দাররা বড় বেশী আনন্দে মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু আজকালকার যুদ্ধ ছেলেখেলা নয়। ফ্যাসিষ্ট শত্রুর শক্তি এখনই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, মনে করা ভুল। টপ্ করিয়া পাকা কলটির মত যুদ্ধজয় কোলের উপর পড়িবে ভাবা বাতুলতা।

জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকিলে যুদ্ধজয় হইবে না। একথা আজ সকলকে পরিষ্কার বুঝিতে হইবে। "যুদ্ধজয় আমরা করিতেছি, তোমরা নিশ্চিত থাক"—স্মাট্‌স্ সাহেবের এ আশ্বাস সাধারণ লোক মানিবে না। লালফৌজের অতুল বীর্য্যের মূল কারণ হইতেছে যোদ্ধা ও জনগণের মধ্যে একাগ্র সহযোগিতা। দারলার মত কতগুলি স্বার্থসর্ব্বস্ব কুচক্রীর সঙ্গে হাত মিলাইলে যুদ্ধজয় সুদূর পরাহত হইবে। ভারতবর্ষের জনগণকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে দূরে রাখিলে জাপানীর দর্প চুর্ণ করিবে কে।

লালফৌজ আজ সারা দুনিয়াকে যুদ্ধজয়ের রাস্তা বাৎলাইয়া দিতেছে। লাল ফৌজ জিন্দাবাদ!

২১-১২-৪২

পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিশোধ

যুদ্ধের সুরুতেই লিজা যারশোভা ফ্রণ্ট লাইনে গেল যুদ্ধ করতে। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসে বন্ধুরা বলল—"লিজা, সত্যিই তোমার ভাগ্য ভাল।" বন্ধুরাও সবাই যুদ্ধে যাবার জন্য এগিয়ে এসেছে। রণসাজে সবাই সজ্জিত। লেনিনগ্রাদের পথে পথে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। কাঁধে তাদের ওষুধের বাক্স। তারা স্বপ্ন দেখেছে যুদ্ধক্ষেত্রের, আর ভেবেছে কেমন করে নিজের রক্ত দিয়ে তারা তাদের বন্ধুত্বকে আরো সুনিবিড় করে তুলবে।

আনন্দে লাফাতে লাফাতে লিজা বলে উঠল, "চললুম ভাই, চললুম যুদ্ধে।" আনন্দে সে আত্মহারা। উজ্জ্বল চোখে তার খুসীর ঝিলিক। বয়স্কা একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝলে লিজা, এ সিনেমায় যাওয়া নয়, তুমি যাচ্ছ যুদ্ধে।" কোঁকড়ানো বাদামী চুলে ভরা মাথা দুলিয়ে লিজা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব জানি।" সত্যিকারের অভিজ্ঞতা অবশ্য তার কিছুই ছিল না। বয়স তার বাইশও পার হয় নি। কিন্তু একটি কথা সে জানত। সে জানত; জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা তার জন্মভূমি আক্রমণ করেছে। আর, দেশের তরুণরা সব গেছে যুদ্ধে। সেও যুদ্ধে যাবে, যদি অনুমতি পায়। তার ক্ষিপ্র অথচ কচি হাত দুখানিকে সে করেছে বজ্রদৃঢ়। যেমন সেবা-শুশ্রুষার কাজে, তেমনি গুলি ছোঁড়ায় সে আগেই নিজেকে সুনিপুণ করে তুলেছে। তাই লিজা কি যুদ্ধে যাবার এ সুযোগ ছাড়তে পারে?

কয়েক দিন পরে। ছেলেমানুষী চপলতা হারিয়ে তার মুখ হয়ে উঠেছে কঠোর। এসেছে গাম্ভীর্য্য। যুদ্ধ যে কী তা সে এখন জানতে পেরেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিকদের সে নিজে বহন করে এনেছে, দেখেছে তাদের বেদনায় বিকৃত রক্তাপ্লুত মুখ। দেখেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গোলা ফাটছে। মেসিনগানের অবিরাম খট্‌খটানি। সবই সে শুনেছে নিজের কানে। আগুন আর মাটি, মাটি আর আগুনে ছেয়ে গেছে দিগন্ত। তারি মাঝে গুঁড়ি মেরে তাকে চলতে হয়েছে। কী ভীষণ সে অভিজ্ঞতা।

আরও কিছুদিন পর। লিজাদের অঞ্চলটা নাৎসীরা দখল করে নিয়েছে। লাল সেনাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লিজাকে সেখানেই থাকতে হল। ফাসিষ্ট পোষাক পরা পশুর দল বেলোরুশিয়ার গ্রামের পর গ্রামে সুরু করল পৈশাচিক অত্যাচার। নিরীহ শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের ওপর চলল অকথ্য গালাগালি, বিদ্রূপ। বৃদ্ধ নরনারীকে এক সাথে বেঁধে তার ওপর দিয়ে তারা চালিয়ে দিল ট্যাঙ্ক। লোলুপ বাঘের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নারী ও বালিকাদের ওপর।

একদিন এক জার্ম্মাণ অফিসার একটি মেয়ের ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছে। মায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তার ছোট ছেলেটি। চোখের সামনে মায়ের এই অপমান দেখে পাগলের মত সে ছুটে গিয়ে ধর্ষণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তার হাত কামড়ে দিল। শিশু বীর ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠ্‌ল, "আমার মাকে অপমান, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর!" নরপশুর আর সইল না। মায়ের চোখের সামনে হত্যা করল শিশুকে! শোকে অপমানে মা পাগল হয়ে গেল। নিজ সন্তানের রক্তবন্যায় হতভাগিনী মা লুটিয়ে পড়ল। স্নেহভরে চুম্বন করল ছেলের জামা।

ফাসিষ্ট দস্যুর হাতে পড়েছিল আর একটি কিশোরী। ষোল জন জার্ম্মাণ একের পর এক তার ওপর অত্যাচার করেছে। বাধা দিতে চেষ্টা করায় ফাসিষ্টরা তার চোখ উপড়ে নিয়েছে। আর বালিকার আহত রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

জার্ম্মাণ সেনাপতি আর সৈন্যেরা মিলে সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গেছে বাগানে। হুকুম করেছে, "কাপড় খুলে ফেলে তোরা সবাই নাচ্ শীগগীর।" রুশ মেয়েরা প্রাণ দেয় তবু মান দেয় না। একটি মেয়েও এক চুল নড়ে নি। নাৎসীরা তাদের একটি একটি করে গুলি করে মেরেছে। নারীর মৃতদেহে ভরে উঠেছে বাগান।

নাৎসী অত্যাচারের এই নৃশংস কাহিনী লিজা সব শুনেছে। যে সব কৃষক মেয়ের ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের চোখে দেখা এ সব ঘটনা। আর লিজাতো নিজের চোখেও দেখেছে, নরমাংসাশী শিকারী পাখীর মত জার্ম্মাণ বিমান কেমন করে পথ-চলা শিশুদের ওপর চালিয়েছে মেসিনগান। রক্তাক্ত কচি দেহগুলো লুটিয়ে পড়েছে পথের ওপর।

লিজার সমস্ত হৃদয় উন্মত্ত ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে। সমস্ত অন্তর ফেটে যেতে চায়। "দেরী নয়, আর দেরী নয়। জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করে আমাকে যেতেই হবে আমার বাহিনীর কাছে। নৃশংস অত্যাচারের এই কাহিনী পৌঁছে দিতে হবে তাদের। সোভিয়েট মা বোনদের ওপর এ অত্যাচারের চাই নির্ম্মম প্রতিশোধ" লিজা মনে মনে ভাবে। কিন্তু প্রতিশোধের পথ? হাঁ, একটি পথ আছে, ফাসিষ্ট বাহিনীকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করা, সোভিয়েট দেশ নাৎসী মুক্ত করা। সে কি করতে পারে? নাৎসী সেনাদের সব খবর গোপনে জেনে নিয়ে লাল ফৌজকে জানিয়ে দিয়ে তাদের আসবার পথ করে দিতে পারে। তা হলেই নাৎসীরা একেবারে ধ্বংস হবে। সেই হবে প্রকৃত প্রতিশোধ!

লিজা পড়েছে কৃষক মেয়ের বেশ। গোপন খবর এবার সে জোগাড় করবে। অসম সাহসী লিজা নিজের জীবন বিপন্ন করে তার কাজ শেষ করেছিল। আর তারই নিয়ে-আসা সংবাদের জোরেই লাল ফৌজ বহু শত্রু শিবির ধ্বংস করে নাৎসী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

তার এই মহান কাজ ও আত্মত্যাগে নাস লিজা পেয়েছিল সোভিয়েটের বড় সম্মান—অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার।

সম্পাদকীয়

খাদ্য চোরদের শাস্তি চাই!

প্রায় মাসখানেক ধরিয়া ভীষণ খাদ্যসঙ্কট চলিবার পর সরকার এখন একটি ...তি প্রকাশ করিয়াছেন। গত এক মাসের মধ্যে সরকার কিছু করা দূরে থাকুক ...বলারও আবশ্যকতা দেখিতে পান নাই। ১৬ই ডিসেম্বর যে সরকারী প্রেস ...ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের সংকল্প নাই, ...হে শুধু সিভিল সার্ভিস বিশেষজ্ঞদের শুষ্ক কার্যকারণ ব্যাখ্যা। সরকারী ...শেষজ্ঞরা বলিয়া দিয়াছেন চাউলের মজুদ পরিমাণ কম নহে কিন্তু দেশের নিরাপত্তার ...তিরে পরিমাণের হিসাব দেওয়া হইল না। একমাস ধরিয়া খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার ... দেশময় হাহাকার চলিয়াছে, তাহাতে নিরাপত্তার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই, আজ ...দ চালের পরিমাণ প্রকাশিত হইলেই নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিবে! নিরাপত্তার ...হাতে এই অনর্থক গোপনতা চলিবে না, দেশবাসী একতাবদ্ধভাবে সরকারকে ... করিবে দেশের মজুদ ধান চাল এবং আমদানি রপ্তানির পুরা হিসাব দেশবাসীর ...খে প্রকাশ্যে উপস্থিত করিতে। কারণ আমরা জানিতে চাই মুনাফালোভী ...সায়ীরা কি পরিমাণ ধান চাল লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে খবর আমলাতন্ত্রের ...র হইতে কেন প্রকাশ করা হইবে না।

সরকারী বিবৃতি অতিরিক্ত মুনাফালোভীদের প্রতি ফাঁকা আওয়াজ করিয়াই ...ব হইয়াছে। সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—"গত তিন চার সপ্তাহ ধরিয়া ...লার সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলভাবে প্রভূত চাউল খরিদ করা হইতেছে, সম্ভবতঃ ইহাই ...বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাহার পর ভবিষ্যৎ লাভের আশায় কলিকাতা এবং ...ল-প্রধান জেলাগুলিতে ব্যাপক খরিদের দরুণও দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।" কিন্তু এই ...ও বন্ধ করিবার জন্য সরকার কি করিবেন সে কথা এখনও ঠিক হয় নাই। ...কার শুধু চাউল ব্যবসায়িদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। জনগণের খাদ্য ...া যাহারা জুয়া খেলে এবং মুনাফা লুটিবার ফন্দী ভাজে তাহাদের সম্পর্কে একমাস ...র্থপাত ঘটিবার পরও শুধুমাত্র মিহি সাবধান বাণী কেন তাহাই আজ জনগণ ...নিতে চায়। নিরাপত্তার অজুহাতে মজুদ চালের হিসাব দেওয়া সম্ভব হয় নাই, ... "বিশৃঙ্খলভাবে প্রভূত চাউল খরিদ"-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ...তেছে না কিসের অজুহাতে?

...যুদ্ধব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের যে চরম দৈন্য দেখিয়া আসিতেছি, দেশের খাদ্য ...স্থায়ও সেই দৈন্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লুকানো মাল বাহির করিবার অক্ষমতার ... বাজার হইতে ধান চাউল অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আমলাতন্ত্রের এই ব্যবস্থা ... চলিতে থাকে তবে দেশের অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে আরো সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে, ...তরাজ এবং অরাজকতায় দেশে আগুন জ্বলিবে। দেশের সমস্ত স্বদেশসেবীদের ...ত্র হইতে হইবে এই দুর্য্যোগ হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য। গত তিন ... সপ্তাহের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক দল এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে তাঁহাদের ...নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সকল দল ও সকল প্রতিষ্ঠানের ...বেত প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় নাই। অবিলম্বে চাই একতাবদ্ধ খাদ্য সম্মেলন। একতার ...রে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিতে হইবে জনগণের খাদ্য সম্পর্কে সক্রিয় পন্থা ...ণ করিতে।

...জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য দেশ এখনও একতাবদ্ধ হয় নাই তাই আমলাতন্ত্র ... নিশ্চিন্তভাবে জনগণের খাদ্য সম্পর্কে উদাসীন রহিয়াছে। কংগ্রেস এবং ...ম লীগ আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করুন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য একতাবদ্ধ ...য়া কত প্রয়োজনীয়। জনগণের খাদ্য সম্পর্কে আমলাতন্ত্র উদাসীন থাকিতে পারে ...ন্তু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পারে না। জাতীয় গভর্ণমেন্টের অভাব আজ দেশের ...ত্যেকটি নরনারীর খাদ্যসমস্যা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে।

আজ এই মুহূর্ত্তে খাদ্যের জন্য একতাবদ্ধ হইতে হইবে। আমরা চাই বাংলায় ...বিলম্বে কংগ্রেস-লীগ প্রভৃতি সকল দলের মিলিত মন্ত্রীসভা, সকল দলের সম্মিলিত ...সভা আমলাতন্ত্রের খাদ্যবিরোধী নীতি পরাস্ত করিতে পারিবে।

আমরা চাই দেশের প্রত্যেক মহল্লায় প্রতিনিধিমুলক সম্মিলিত খাদ্য কমিটি। ...কার এইসব খাদ্য কমিটির হাতে ক্ষমতা দিক এবং খাদ্য কমিটির সাথে সহযোগিতা ...ক। খাদ্য কমিটি আবিষ্কার করিবে কোথায় কোথায় মুনাফার লোভে কোন্ ...কারী ব্যবসায়ী ধান চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছে, কোথায় কোথায় মুনাফার জন্য ...ভাবিক ভাবে কেনাবেচা চলিতেছে। খাদ্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত ...নাফালোভীদের মজুদ মাল হস্তগত করা হউক এবং ন্যায্য দামে বিক্রীর জন্য অসংখ্য ...কান খুলিয়া তাহা দেশবাসীর কাছে বিক্রী করা হউক। মুনাফার জন্য যাহারা ... চাল লুকাইয়া রাখে তাহাদের মাল সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হউক। খাদ্য চোরদের ...স্তি দাও এবং আমদানি রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতিনিধিমুলক খাদ্য ...মিটির সুপারিশ গ্রহণ করো। বাংলার জেলায় জেলায় খাদ্য সম্মেলন বসাইয়া ...ই দাবী তুলিতে হইবে। মিলিত জনমত ও জন আন্দোলন ব্যর্থ হইতে পারে না।

দেড় হাজার মণ চাল আদায়

আমলাতন্ত্র ও লোভী মহাজনের বাধা চূর্ণ

বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশাল সহরে চালের দর হঠাৎ ৮।৯ টাকা হইতে ১২।১৩ টাকায় উঠে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে বাজারে বেশী পয়সা দিয়াও আর চাল পাওয়া যায় না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়! অতিলোভী ব্যবসায়ীরা গোপনে সমস্ত চাল গুদামজাত করে ও দেড় হাজার মণ চাল নৌকাযোগে বাহিরে চালান দিবার জন্য পাঠায়।

এমন সময়ে গত ১২ই ডিসেম্বর পুরাণ বাজার ডিফেন্স কমিটির ভলাণ্টিয়াররা দেখিতে পায় শত শত চাল বোঝাই নৌকা চলিয়া যাইতেছে। তাহারা তখন ঐ নৌকা আটক করে। পুলিস আসিয়া ঐ নৌকার ১৫৮০ মণ চাল ফিরাইয়া আনে। কিন্তু মুস্কিল বাধে বিতরণের বন্দোবস্ত লইয়া। সরকার হইতে সমস্ত চালের বিতরণের ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় না। ব্যবসায়ীরাও নিজেরাই মাল বিক্রি করিতে চায়। ইতিমধ্যে অবস্থা সংগীন হইতে থাকে, ক্ষুধিত জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া চাল লুঠ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কমিটির নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর, পর পর দুই দিন অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়। তাহারা দাবী করে, এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কমিটির মারফৎ পাড়ায় টিকেট অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল বিক্রি করিতে হইবে। প্রথম দিন ব্যবসায়ীদের গুদামেই ভলাণ্টিয়ারদের রক্ষণাবেক্ষণে ৫০ মণ চাল ৮।০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। পরে জনসাধারণের সমাবেশ ও আন্দোলনের চাপে সরকার ও মহাজন জনদাবী মানিতে বাধ্য হয়। সমস্ত চালই এখন এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণের বিরাট ঐক্য ও সুশৃঙ্খল সংগঠনের ফলে আমলাতন্ত্র ও লোভী মহাজনদের বাধা চূর্ণ হইয়াছে। খাদ্য সংকটে একতাই একমাত্র পথ।

হুগলীতে খাদ্য সম্মেলন

গত ১৩ই ডিসেম্বর হুগলী-চুঁচুড়া দেশরক্ষা সমিতির উদ্যোগে হুগলী টাউন হলে খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য হুগলী চুঁচুড়াবাসীর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মজুর, ছোট দোকানদার, বিড়িওয়ালা, কেরাণী, রিক্সা-চালক, ছাত্র, এমন কি মেয়েরাও দলে দলে সম্মেলনে সমবেত হইয়া খাদ্য সঙ্কটের সমাধানের প্রচেষ্টায় তাহাদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগীতা জানাইয়াছে। সর্ব্বসমেত এক হাজারেরও অধিক জন-সমাগম হইয়াছিল। এই সম্মেলন সহরের কমিউনিষ্ট, মুসলিম লীগ ও অদলীয় জন-সাধারণের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

এই সম্মেলনের পূর্ব্ব হইতেই মিউ-নিসিপ্যাল মজুরদের পক্ষ হইতে এবং সমগ্র সহর বাসীর পক্ষ হইতে সঙ্কটের সমাধানের দাবী করিয়া গণদরখাস্ত করার আয়োজন চলিতেছিল, দেশরক্ষা কমিটীর কর্ম্মীবৃন্দ পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কাছে প্রচার করিতেছিল —সেই প্রচারকে সংগঠনের আকার দিবার জন্য এবং সহরবাসীর সম্মিলিত মতের উপর ভিত্তি করিয়া একটি কার্য্যক্রম স্থির করিবার জন্যই এই সম্মেলন করা হয়।

সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে চাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যাদির মুল্য কমাইবার উপায় হিসাবে অবিলম্বে সকল প্রকার মধ্যবর্ত্তী বিক্রয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া সরকারের পক্ষ হইতে সরাসরি অথবা মিউনিসিপ্যালিটী মারফৎ সহরে সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হউক। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবার জন্য একটি ডেপুটেশনও গঠিত হয়।

ছাত্রদের পক্ষ হইতে কাগজ সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়া এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের উপযুক্ত কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ দত্ত। উক্ত প্রস্তাব দুইটীর উপর কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায়, অনিল বসু, শিশির দে বাহাদুর মিয়া প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপ্যালিটির অফিসার-ইন্-চার্জ্জ শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মল্লিক এবং জেলা মুস্লিম লীগের সম্পাদক আব্দুর রউফ ও এই প্রস্তাব দুইটীতে তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়া বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কমরেড আব্দুল রেজ্জাক খাঁ খাদ্য-সঙ্কট সমাধান কল্পে জনসাধারণের ঐক্য সংহতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া একটী বক্তৃতা করেন। সভাশেষে গণ দরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।

চাল লুঠ বন্ধ কর

পাবনায় চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে এক গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত দর ৯৲ টাকা মণ হইলেও স্থানীয় চাল ব্যবসায়ীরা হঠাৎ চালের দাম মণ পিছু ১৩৲ টাকা করিয়াছে। চাউল ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানে তালা লাগাইয়া দোকানে চাল নাই বলিয়া জানাইতেছে। ফলে চাউল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হয়। বৃহস্পতিবার রাত্রে একদল জনতা চালের একটা দোকান ঢুকিয়া এক বস্তা চাল ও এক বস্তা আলু লইয়া গিয়াছে। শুক্রবার প্রাতেও দোকানীরা দোকানে বন্ধ রাখে। দ্বিপ্রহরে বহু সংখ্যক লোক চাউল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে সমবেত হয় এবং দোকান বন্ধ দেখিয়া দোকানের দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে।

দামোদর নদে বহুসংখ্যক লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ৫ শত মণ চাল বোঝাই একখানি নৌকা আক্রমণ করে। ঐ সকল লোক মাঝিকে মারধর করিয়া উপরোক্ত চাল লইয়া পলায়ণ করে।

(এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন বিলাতের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড রজনী পাম দত্ত। ভারতের জাতীয় দাবীর সমর্থনে বিলাতের কমিউনিষ্টরা যে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে একত্র করিয়া এক বিপুল আন্দোলন সুরু করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভারতের সাথে আপোষের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রবল চাপ দিতেছেন—এই প্রবন্ধে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের এই মুক্তি-যুদ্ধে ভারতের দাবীর পিছনে বিশ্বের জনমতের সমর্থন আছে, আজ শুধু আমরা নিজেরা আগাইয়া আসিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিলেই দাবী সফল হইবে।)

সারা দুনিয়ায় ফাশিষ্টদের আক্রমণ সঙীন হইয়া উঠিয়াছে, সম্মিলিত জাতির ভাগ্য কাঁটায় দুলিতেছে, এমনি সময় মিত্রতা দাবী করিয়াছে বলিয়া ৪০ কোটী মানুষের প্রতি, সমস্ত মানব সমাজের এক পঞ্চমাংশের প্রতি, শত্রুর মত ব্যবহার করা হইল। শুনিতে অদ্ভুত লাগে, কিন্তু ইহাই ভারতের প্রকৃত ছবি।

ভারতীয় সঙ্কট

কংগ্রেস নেতৃত্বও কংগ্রেস কৌশলের বিরুদ্ধে সকল রকমের সমালোচনা ও দোষারোপ করিবার পরও একথা মানিতেই হইবে যে কংগ্রেস সম্মিলিত জাতির মিত্র হিসাবেই স্বাধীন ভারতের দাবী স্বীকার করাইতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু এই দাবী না মানা হইলে—আইন অমান্য আন্দোলনের ভয় দেখানো হইয়াছিল বলিয়া—গুলি, লাঠি, বেত্রদণ্ড ও কারাগারে তাহার উত্তর দেওয়া হইল। শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় নামিয়া আসায় শাসকবর্গ রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের যে দেউলিয়াপণা প্রকাশ করিয়াছে—তাহার সঙ্গে কেবল একটা চূড়ান্ত রকমের সামরিক পরাজয়েরই তুলনা চলিতে পারে। আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। ভারতের অবস্থা গুরুতর, কিন্তু এখনও তাহার প্রতিকার সম্ভব। সময় থাকিতে সংশোধন করিতে হইলে এখনই কাজে নামিতে হইবে।

ভারত ও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ

যুদ্ধ অবিভাজ্য,—ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রকে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা বা না খোলার ব্যাপার হইতে আলাদা করিয়া দেখা চলে না। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না কিন্তু আমাদের শাসকবর্গ একটি নূতন ধরণের রণাঙ্গন ভারতে খুলিয়াছে। এই রণাঙ্গন ফাশিজমের বিরুদ্ধে নয়—ফাশিজমের শত্রুর বিরুদ্ধে। যে অস্ত্র-শস্ত্র ফাশিষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই—তাহা ভারতের নিরস্ত্র জনতার উপর এইজন্য ব্যবহার করা হইল যে তাহারা ফাশিজমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিগুলির সমান অংশীদার রূপে লড়িবার অধিকার জানাইয়াছিল। যে কর্ত্তৃপক্ষ বৃটেনের ফাশিষ্ট সমর্থকদের প্রতি উদারতা ও ঢিলেমি দেখাইয়াছে তাহাদের আজ ভারতের ফাশিষ্ট-বিরোধী প্রচারকদের দ্রুত কারাগারে পাঠাইতে এতটুকু বাধিল না। একহাতে তাহারা বৃটেনের জেল হইতে ফাশিষ্ট ও মোজলে-পন্থীদের খালাস করিতেছে, অন্য হাতে তাহারা পণ্ডিত নেহেরুর মত সাচ্চা ও পরিক্ষীত জগদ্বিখ্যাত ফাশিষ্ট-বিরোধী নেতাদের ভারতের জেলে আটক করিতেছে। ব্যাপার একেবারে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহার সঙ্গে কেবল দালাদিয়ের বিশ্বাসঘাতক নীতির তুলনাই চলিতে পারে। এই নীতিই ফরাসীতে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল।

স্বাধীনতা পন্থীরাই ফাশিষ্ট-বিরোধী

ভারতের জনগণ ফাশিজমের মিত্র নয়। জাতীয় মুক্তির জন্য তীব্র কামনা তাহাদের আছে, ইহার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া আশ্চর্য্য রকম আত্ম-বলিদান, বীরত্ব ও একতার সহিত তাহারা লড়িয়াছে, এই লড়াইয়ের পথে তাহাদের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়া তাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের যে বিরাট জন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই, ফাশিজমের বিরুদ্ধে সম-সংগ্রামে আমাদের স্বাভাবিক মিত্র চীনাদের জাতীয় আন্দোলনের পরেই ইহার স্থান। ভারত স্বাধীনতার দাবী করে বলিয়াই তাহারা ফাশিজমের বিরুদ্ধে। বার্লিনে অবস্থিত সুভাষ বোসের নগন্য কয়েকটি চেলা ছাড়া, তাহারা ফাশিজমকে কম ঘৃণা করে না ; সোভিয়েট ও চীনের জনগণের প্রতি তাহারা দরদী, কাজেই সম্মিলিত জাতির আদর্শের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি আছে। সাধারণত নিছক জাতীয় আন্দোলনে যেটুকু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী

ফাসিজমের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য

থাকে তাহা হইতে অনেক বেশী আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তাহাদের নেতারা বুঝিয়াছেন, অনুগামীদের বারবার বুঝাইয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যাও ফাশিজমের পরাজয়ের সঙ্গে জড়িত। গত দশ বৎসর ধরিয়া তাহারা চীন, স্পেন ও আবিসিনিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ফাশিষ্ট-বিরোধী দলের অগ্রগণ্য রূপে লড়িয়াছেন। আজ যারা ইংলণ্ডে ক্ষমতার আসনে বসিয়া, ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িল না বলিয়া ইঁহাদের প্রতি অভিযোগ করিতে সাহস করে, তাহাদের অনেকেই তখন ফাসিজমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ফাশিষ্টদের সাহায্য করিয়া চীন, স্পেন ও আবিসিনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল। **বৃটেনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক মন্ত্রী অপেক্ষা ভারত অনেক বেশী আন্তরিক ও গভীরভাবে ফাশিষ্ট-বিরোধী।**

জাতীয় দাবী

কাজেই সম্মিলিত জাতির এই সংগ্রামের স্বার্থের বিরোধে তো নয়ই বরং তাহার অনুকূলে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অংশ পূর্ণ করিবার জন্য, ভারতের সম্পূর্ণ জনশক্তি ও সম্পদ অভূতপূর্ব্ব রূপে নিয়োগ করিবার জন্য তাহারা আজ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছে, কেননা জনগণের বিশ্বস্থ জাতীয় গবর্ণমেণ্টই ভারতের ফাশিষ্ট-বিরোধী কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে। কাজেই যখন তাহারা সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারিতেছে যে এই যুদ্ধই ভারত ও পৃথিবীর ভাগ্য নির্দ্ধারণ করিতেছে, এই যুদ্ধে ভারতের অংশ গ্রহণকে কার্য্যকরী করিতে হইলে একমাত্র জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আজিকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী দাবী এবং ইহাই ক্রমাগত অস্বীকার করা হইতেছে, তখন তাহারা ক্রিপসের নরম আলোচনা ও যুদ্ধের পর কি সব কাল্পনিক রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়া যাইবে তাহার সান্ত্বনা বাণী শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া ওঠে। এই দাবী আদায়ের জন্য তাহারা আইন অমান্য আন্দোলনের মত চূড়ান্ত অস্ত্র মরিয়া হইয়া ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া আমাদের সঙ্গে তাহাদের মতানৈক্য হইলেও নেহেরুর মত নেতারা যে ভারতের জাতীয়তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত, গভীর আন্তর্জাতিক ও ফাশিষ্ট-বিরোধী ভাবধারায় তীব্রভাবে উদ্বুদ্ধ, তাহা না বুঝিলে ভারতের সমস্তার প্রথম কথাই বোঝা যায় না। আজ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দাবী হইল : সম্মিলিত জাতির মিত্র হিসাবে ভারতকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হোক, জনগণের বিশ্বস্ত নেতাদেরর দ্বারা গঠিত জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে ফাশিষ্ট আক্রমণকে সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ করিবার জন্য জনগণকে সংগঠিত করিতে দেওয়া হোক, কিন্তু এই জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতির চূড়ান্ত সামরিক নেতৃত্ব ও পরিচালনা পুরাপুরাই গ্রহণ করিবে। কোন যথার্থ গণতান্ত্রিক বা ফাশিজমের পরাজয় কামী এই দাবীকে বিরুদ্ধতা করিতে পারেন কি ?

ক্রিপ্‌স আলোচনার অসারতা

দুর্ভাগ্যক্রমে এপ্রিল মাসে ক্রিপ্‌স মিশন এই সুযোগ নষ্ট করিয়া দেয়। ভারতের আধুনিক রাজনীতির ব্যাপারে এই মারাত্মক ঘটনাটী বোঝা অত্যন্ত দরকারী। কারণ এ দেশে (ইংলণ্ডে) সরকারী প্রচার এই পরাজয়কে ঢাকিবার জন্য এই দানের মহত্ত্ব ও ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগের উপকারিতার প্রচুর প্রশংসা করিয়া আত্ম-প্রতারণার কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। কঠোর সত্য হইল এই যে ভারতের মনোভাবের সম্পর্কে ক্রিপ্‌স মিশন অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে, বর্ত্তমানের নিদারুণ রাজনৈতিক অবস্থা ও সম্পর্কের তিক্ততা ইহার পর হইতেই বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পরে কি দিবে না দিবে তাহা অত্যন্ত সন্দেহজনক হওয়ায় বা ভারতের রাজনৈতিক দলাদলি, যাহাকেই পরে ক্রিপ্‌স মিশনের অসাফল্যের হেতু নির্দ্দেশ করা হইতেছে, ক্রিপ্‌স মিশন সফল না হওয়ার আসল কারণ এ দুটীর কোনটীই নয়। **অসাফল্যের কারণ** এই যে এই প্রস্তাব সন্দেহজনক যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার নামে আসল জিনিষই বাতিল করিয়া রাখিয়া ছিল—ইহা যুদ্ধে ভারতের অংশ গ্রহণের জন্য এখনি কার্য্যকরী ক্ষমতাবান দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব নাকোচ করিয়া দিয়াছিল। ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একমতই হোক আর ভিন্ন মতই হোক—এই নাকোচের ব্যাপারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। বর্ত্তমানের একমাত্র প্রকৃত

ভারতের … তা চাই
কংগ্রেসের সা…লোচনা চালাও

সমস্তা এড়াইয়া যাওয়াকে চুণকাম ক… জন্য যুদ্ধের পর কি মিলিবে না মি… তাহার বিরাট কাল্পনিক পরিকল্পনা… করা হইয়াছিল। অত্যন্ত উদারনৈতিক… হইতে সুরু করিয়া ভারতের সমগ্র… মত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট না দিবার প্রস্তা… বিরুদ্ধে যায়। কেবল কংগ্রেস … প্রত্যেকটী ভারতীয় দল ক্রিপ্‌স প্রস্তা… অগ্রাহ্য করে।

দুরবস্থা ও বিভেদ

ইহার পর রাজনৈতিক অবস্থা… খারাপ হইতে থাকে। বৃটিশ সর… ঘোষণা করে যে ইহার বেশী আর … করা যাইবে না। জাতীয় কংগ্রেস … যোগীতায় বিফল হইয়া কিছুকাল ইত… ও দ্বিমুখীণ যুক্তিতে চলিবার পর অ… যোগের টানেই নামিতে থাকে। নে… গান্ধীজীর হাতে চলিয়া যায়। … প্রবল নৈরাশ্যের ফলে ভারতের ইতি… এক বিপদজনক খেলার অবতারণা ক… নেহেরু ও আজাদের মত গভীর … ফাসিষ্ট-বিরোধী ও সম্মিলিত জা… সঙ্গে সহযোগীতার সমর্থকে… গান্ধীজির পথে চলিয়া যান এবং গান্ধী… অসহযোগীতার বিপদজনক নী… পাল্লায় পড়েন। বিবেকশূন্য প্রতিক্রি… শীল সাম্রাজ্যবাদী প্রচার অমনি গা… জির স্বভাব সুলভ কতগুলি শান্তিবা… তোষননীতি মূলক উক্তি তুলিয়া … জাতীয় আন্দোলনকে জাপানের স… পেক্ষী ও তাহার সঙ্গে শান্তি প্রতি… ব্যগ্র বলিয়া বিকৃত করিতে সুরু ক… অথচ প্রত্যেকটী কংগ্রেস প্রস্তাব… বিবৃতিতে অহিংসা ও তোষণ নীতি… গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জিনিষ বলি… ঘোষণা করা হইয়াছে। আনন্দ … খানাতল্লাসী করিয়া হঠাৎ কতগুলি … প্রকাশ করায় বেশ বোঝা যাইতে… সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে তৈয়ারী হইতে… কেননা ঐ দলিলগুলিতে যাহা … তাহা গান্ধীজীর লিখিত প্রবন্ধ হই… সকলেই আগে জানিত।

কংগ্রেসের অসহযোগীতার প্র… জুলাই মাসে উপস্থিত করা হয় … শেষে ৭ই আগষ্ট গৃহীত হয় (ক… উনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৩ জন … ইহার বিরোধীতা করে। এই পা… প্রভাব ও শক্তি বাড়িতে থাকায় ই… উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া ন… হয়)। এই প্রস্তাবে আবার সম্মি… জাতির প্রতি সহানুভূতি ও সম্মি… জাতির সহযোগীতায় ফাসিষ্টদের স… ভাবে প্রতিরোধ করিবার জন্য জা… গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতকে স্বা… মিত্র স্বীকার করাইবার দাবী জানা… হয়, কিন্তু এ দাবী স্বীকৃত না হই… অসহযোগীতা করা হইবে বলিয়া … দেখানো হয়। উপরের প্রতিক্রি… নিম্নেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মারাত্মক নী… সহিত এখন কংগ্রেসের মারাত্মক নী… হয়। উভয় নীতিই সাধারণ শত্রুর …খ বিভেদ সৃষ্টির পথে আগাইয়া চলে।

…রতের কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব

…গোড়া হইতেই জাতীয় আন্দোলনের …ষ্ট-বিরোধী অংশ ও ফাসিষ্ট-বিরোধী …কশ্রেণীর প্রতিনিধি ভারতীয় কমিউনিষ্ট … পরিষ্কার ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে …দেখায় যে যুদ্ধ জিতিবার পথে যে …দায়িত্ব ও সমস্তা আসিবে তাহাই …ধান করিবার পথে ভারতের স্বাধীনতা …দোলনের ও সম্মিলিত জাতির স্বাধীনতা …র লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে। ১৯৪২ …লর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত …তের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল …ক্রেটারী পি, সি, যোশী লিখিত …ধীনতার পথে অগ্রসর হও" …orward to Freedom" পুস্তিকায় … মত পাওয়া যাইবে। এই পুস্তিকা …শে (ইংলণ্ডে) শীঘ্রই ছাপা হইবে। …বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় তাহারা অসহ- …ীতার পরিবর্ত্তে তাহাদের নিজস্ব …্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, …া হইল, ভারতে যুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট … করা, ফাসিজমের বিরুদ্ধে এই … জাতীয় ফ্রণ্টে কংগ্রেস, লীগ ও …ন্য রাজনৈতিক দলকে একত্র করা, …র ভিত্তিতে মীমাংসা ও ভারতে …ীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী এবং ন্যায্য …নৈতিক দাবী আদায়ের জন্য জেদ …, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এবং জনগণকে …ঠিত করার কার্য্যে সর্ব্বান্তকরণে …াগাতা করা, অসহযোগীতা ভারতের …ণের স্বার্থহানিকর বলিয়া অসহ- …তার নীতিকে দৃঢ়রূপে প্রতিরোধ …। কিন্তু বর্ত্তমানের তিক্ত জাতীয় …ভাব ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী …প্রতিক্রীয়াশীল শাসক চক্রের দ্বারা …ক্ষিত হইয়াছে বলিয়া এই নীতি …া জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশের …ন পায় নাই।

এলাহাবাদ ও তারপর

…নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির …ই অধিবেশনে মীমাংসা ও আপোষ …াচনা করিবার জন্য কংগ্রেস সর্ব্ব- …ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রকৃত …সা এবং ফাসিজমকে সশস্ত্র প্রতি- …র ব্যাপারে সহযোগীতা করিবার … ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য …া প্রস্তাবের সংস্কার সাধন করা …ছিল। গান্ধীজী ও নেহরুর শেষ …ীয় আপোষ আলোচনা চালাইবার … প্রকাশ পাইয়াছিল। বিতর্কের …উত্তর দিতে উঠিয়া নেহেরু বলিয়া- …নঃ "এই প্রস্তাবের অর্থ ভয় …ানো নয়, ইহা আমন্ত্রন ও বুঝাইবার … ইহা সহযোগীতার আহ্বান।" …মাসে মার্শাল চিয়াংকাই শেককে … গান্ধীজীর চিঠি যাহা পরে …শিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি …ছেনঃ 'তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা হইবে না, এবং যাহাই করা হউক না কেন, চীনের পক্ষে ক্ষতিকর বা চীনও ভারতের উপর জাপানী আক্রমণের সুবিধা হয় এমন কিছু করা হইবে না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যাহাতে কোনরূপ লড়াই না হয় তাহার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।" ইহাও বলা হইয়াছিল যে কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিবার সমস্যা উঠিবার আগেই বড়লাটকে পত্রদ্বারা আপোষের প্রস্তাব করা হইবে। কংগ্রেস কমিটির বৈঠক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিঠির খসড়া তৈয়ারী হইতে ছিল—কিন্তু তাহা যে আর শেষ করিতে দেওয়া হয় নাই ইহাতো বোঝাই যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলকে গ্রেফতার করা হয়, ফলে জনগণ উত্তেজিত হইয়া গোলমাল করিতে প্ররোচনা পায় এবং কিছু বিচ্ছিন্ন অরাজকতা দেখা দেয়। চারিদিকে পুলিশ ও সামরিক শক্তিদ্বারা তাহা দমন করা হয়।

গ্রেফতারের ফলেই সংগ্রাম দানা বাঁধে

গ্রেফতার ফলেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দেয় এবং এই ভাবে ইহা প্রত্যক্ষ প্ররোচনার কারণ হইয়া উঠে, যেন আপোষের আমন্ত্রণকে আটকাইবার জন্যই ইহা ঘটে। সমস্ত অবস্থা

সমস্ত জাতির মুক্তির জন্য

বিবেচনা করিলে আপোষ আলোচনার পরিবর্ত্তে সুচিন্তিত ভাবে দমননীতি গ্রহণ কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝা কষ্টকর। গোলমাল সুরু হইলে গভর্ণমেণ্ট যে তাহা দমন করিবার ব্যবস্থা করিবে তাহা সুনিশ্চিত। **কিন্তু গ্রেফতারই গোলমাল সুরু করিয়াছিল, গোলমালের জন্য গ্রেফতার সুরু হয় নাই।** গ্রেফতারের সময়, কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হইলে পর এমন কিছু জরুরী সমস্যা উপস্থিত হয় নাই যাহার দরুণ সরকার পক্ষ হইতে আক্রমণ সুরু করিবার আবশ্যকতার কৈফিয়ৎকে সমর্থন করা যায়। আইন অমান্যের জন্য কোনরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। এই ধরণের কার্য্যের কোন পরিকল্পনা তৈরী ছিল বলিয়াও জানা যায় না। আপোষ আলোচনা করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং তাহা ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রেফতারের ফলে যে সব গোলমাল সুরু হয় তাহার ঝুঁকি কংগ্রেস প্রভাবান্বিত সংবাদপত্রগুলি অস্বীকার করিয়াছে। এই সব দেখিয়া এই ধারণা এড়ানো দুঃসাধ্য যে শাসকচক্রের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের নির্দ্দেশেই এই গোলমাল বাধানো হইয়াছে। জাপানের বিরুদ্ধে ভারতে সহযোগিতা অর্জ্জন করার চাইতে এই স্বার্থ সুযোগমত কংগ্রেস ও ভারতের জন আন্দোলন পিষিয়া মারাতেই বেশী মনোযোগী।

ভারতের জন্য বৃটিশ জনগণের দাবী

অবস্থা এতই গুরুতর হইয়াছে যে চুপ করিয়া দেখার সময় নাই। দুই জাতির অপরিহার্য্য স্বার্থের তাগিদে মিটমাটের সাধারণ ভিত্তি খুঁজিবার জন্য

লেখক
রজনী পাম দত্ত

অবিলম্বে বিনা সর্ত্তে আপোষ আলোচনা সুরু করা দরকার। কিন্তু একথা আজ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলা যায় যে আপোষ আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করিবার দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ মজুর ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান, নিউজ ক্রনিক্যাল, ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ড ও ডেলি হেরাল্ড (যতদিন পর্য্যন্ত লেবার পার্টি সরকারীভাবে ইহাকে ডিগবাজী খাওয়াইয়া মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য না করে) পর্য্যন্ত গ্রেফতারের সমালোচনা করিয়াছে এবং অবিলম্বে আপোষ মীমাংসা সুরু করিতে জিদ করিয়াছে। মাইনার্স ফেডারেশনের জাতীয় সম্মেলন ৫ লাখ খনি মজুরদের প্রতিনিধি স্বরূপ। ইহা ১লা আগষ্ট তারিখে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব করিয়াছে যে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকার করার ভিত্তিতে আবার আপোষ আলোচনা সুরু করা হোক। বড় বড় কারখানায় পরীক্ষামূলক ভাবে ভোট গ্রহণে দেখা গিয়াছে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রতি ১১ জনের মধ্যে ১০ জন ভোট দিয়াছে। ১৯৪২ সালের মে মাসে জাতীয় সম্মেলনে কমিউনিষ্ট পার্টি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অনুসারে কমিউনিষ্ট পার্টি এই আন্দোলন চালাইতেছে : সম-সংগ্রামে ভারতের ৪০ কোটী লোকের সহযোগিতা পাইবার জন্য আমাদের অবশ্যই ভারতের স্বাধীনতাকে সম্মিলিত জাতির সহযোগিতার সমান অংশীদার রূপে স্বীকার করিতে হইবে এবং পূর্ণ দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে পুনর্ব্বার আপোষ আলোচনা চালাইতে হইবে। এই ব্যবস্থায় কেবল ততটুকু বাধা নিষেধ আরোপ করা চলিবে যাহা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের ও ভারতবাসীর স্বার্থে ই ভারতবাসীরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

সমস্ত দেশে (ইংলণ্ডে) বিরাট বিরাট জনসমাবেশে এই নীতি উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইয়াছে। একথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দুনিয়ার মনোভাব, বিশেষ করিয়া সম্মিলিত জাতিগুলির অন্যান্য প্রধান অংশীদাররা ভারতের বর্ত্তমান সংকটে সকলের স্বার্থ বিপন্ন বুঝিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধানের জন্য তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইবে। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দায়িত্ব বৃটেনের উপর, এ দেশের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য অবশ্যই সর্ব্বাগ্রে আগাইয়া আসিতে হইবে। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা বর্ত্তমানের এই সঙ্কটকে অবসান করিতে হইবে, ফাশিজমকে হারাইবার জন্য, **ভারতের সহিত সমস্ত জাতির স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত জাতির মিত্রতায় মহান ভারতীয় জাতির সম্মানজনক ও স্বাধীন ভাবে যোগদানের ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।** গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে নীতি প্রয়োগ করিতেছে—আমাদের চাপে তাহাকে পরিবর্ত্তন করাইয়া এমন নীতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমাধান সম্ভব হয়। আমাদের নিজের স্বার্থের খাতিরে, ভারতের জনগণের স্বার্থের তাগিদে, ফাশিজমের বিরুদ্ধে সকলের জয়ের স্বার্থে আমাদের এই কর্ত্তব্য এইখানেই পালন করিতে হইবে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আসন্ন
দুর্ভিক্ষের প্রতিকার চাই

বর্দ্ধমান জেলা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম ধান্যপ্রধান জেলা। সেখানেও আজ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ধানের জমিতে ব্যাপকভাবে পোকার উপদ্রব দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী কৃষি-বিভাগ পোকাগুলি ধ্বংস করিবার উপায় নির্দ্ধারণে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, ঐ পোকা ৩ বৎসর স্থায়ী হইবে। যে কয়টি গাছে শিষ বাহির হইবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল ঝড়ে তাহারও সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহার ফলে বহু জমিতে অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণেও ধান হইবে না এবং এমন কি অনেক জমিতে কাস্তেরও প্রয়োজন হইবে না। গঙ্গা, অজয় ও দামোদর প্রভৃতি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে বহু জমিতে ধান একেবারেই হয় নাই। তিন তিনবার বন্যার ফলে দামোদর অঞ্চলে বহু জমিতে ধান একেবারেই হয় নাই। গত বৎসরও বন্যার ফলে এই সব জায়গায় শস্যহানি ঘটিয়াছিল। ফলে এখন হইতেই বহু স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ২।৪ মাসের মধ্যেই সমস্ত জেলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে ও তাহার ফলে যে অশান্তি ও লুটতরাজ আরম্ভ হইবে—এখন হইতে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া দুঃসাধ্য হইবে। কাজেই প্রতিকারের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সরকারকে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে : (১) এ বৎসরে জমিদারদের রাজস্ব, কৃষকদের খাজনা দেনা ও সর্ব্বপ্রকারের ট্যাক্স আদায় বন্ধ রাখা। ক্যানেল কর অর্দ্ধেক করা ও সেই অর্দ্ধেকও যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আদায় স্থগিত রাখা এবং হাজামজা ও বেনোজমির খাজনা রেহাই করা। (২) জেলা হইতে ধান রপ্তানী বন্ধ করা। (৩) সরকারী ভাবে ধান ও চাউল মজুত রাখা। জেলার কম্যুনিষ্ট ও কৃষক-কর্ম্মীগণ উপরোক্ত দাবী লইয়া কৃষকদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বিভিন্ন গ্রামের ৬০ জন প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া এই দাবী বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ইহা ছাড়া প্রথম দফায় ৫০টি গ্রামের ৩৫০০ লোকের সহিযুক্ত একটি আবেদন রাজস্বসচিবের নিকট পাঠানো হইয়াছে।

TIGHT BINDING

জামসেদপুরের মজুর অঞ্চলে

একতা আন্দোলন চলিতেছে

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ মত জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ পালন করার পরেও জেমসেদপুর কমিটি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ সম্পন্ন হওয়ার অনতিকাল পরেই জেমসেদপুরের বিভিন্ন এলাকায় পার্টির পক্ষ হইতে পর পর তিনটী জনসভা ডাকা হয়। পঞ্চমবাহিনীর হীন বিরোধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্ত জনসভায় বহু সংখ্যক শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণ যোগদান করে। টাটা নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জুগ সালাইর লোক সংখ্যা যথেষ্ট। সেখানে গত ১২ই নভেম্বর পার্টি কমিটির পক্ষ হইতে একটি সাধারণ সভা ডাকা হইয়াছিল। এই সভা পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে উহা 'দালালদের' কংগ্রেস বিরোধী সভা বলিয়া পঞ্চম বাহিনীর দল প্রাচীরপত্র দিয়া জনসাধারণকে সভায় যোগদান করিতে নিষেধ করে। কিন্তু জুগ সলাইর জনসাধারণ জানে যে জেমসেদপুরে বর্ত্তমানে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য, জাতীয় সরকারের জন্য দেশব্যাপী সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন করিতেছে। সুতরাং উহাদের এই মিথ্যা জঘন্য অপচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়। তাই পাটির ডাকে সভায় জনসাধারণ দলে দলে উপস্থিত হইল এবং সভার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কমরেডদের বক্তৃতা খুব মন দিয়া শুনিল। সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কংগ্রেসের লোক আমাদের কমরেডদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে তাহারা কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন। তাহারা এখন আমাদের পাটির সংস্পর্শে আরো ভাল ভাবে আসিতে চান এবং পাটির নীতি সম্বন্ধে আরো জানিতে চান।

লীগ পন্থী মুসলমানদের ভিতরও সাড়া

লীগ প্রভাবান্বিত অনেক মুসলমানও আমাদের পাটির বর্ত্তমান নীতির গুরুত্ব বুঝিতেছেন। এক মহল্লার একটি বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক স্থানীয় লীগের একজন পদস্থ সভ্য। তিনি আমাদের পরিচালিত ঐক্য আন্দোলনের কথা শুনা মাত্র অগ্রসর হইয়া সই দিলেন এবং বলিলেন "এই ত আন্দোলন।" এরূপ অপর আর একটি বস্তিতে কয়েকটী লীগের সভ্য আমাদের পাটির পরিচালিত হিন্দু মুসলমান ঐক্য আন্দোলনের নীতিতে একমত হইলেও প্রথমে সই দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহারা বলেন যে মিঃ জিন্নার নির্দ্দেশ ছাড়া তাহারা সই দিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কমরেডদের সাথে কিছু আলোচনার পর তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারেন। তাহারা বুঝিলেন জাপান ত মিঃ জিন্নার নির্দ্দেশ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না। জাপানীরা যে ইতিমধ্যেই তাহাদের দেশ আসাম এবং চট্টগ্রামের উপর বোমা ফেলিতে সুরু করিয়াছে। তাই আজ তাহাদেরই গরজ করিয়া মিঃ জিন্নার উপর চাপ দেওয়া উচিত অবিলম্বে কংগ্রেস লীগ মিলনের জন্য।

মজুরদের নিজের পার্টি

জনসাধারণ তাহাদের পার্টিকে চিনিতে পারিয়াছে। সম্প্রতি গোলমুড়ীতে কাজে নিযুক্ত প্রায় ৭০ জন কুলীর মজুরী আদায় লইয়া এক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ঠিকাদার উহাদের প্রায় ১৫ দিনের পাওনা মজুরী দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই গরীব মজুররা দিন আনে, দিন খায়। এই দুর্দ্দিনে মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে ছয় আনা আর আট আনা মাত্র দিনে মজুরী। মিস্ত্রীরা বড়জোর পায় এক টাকা চার আনা, ঠিকাদার নিতান্ত অন্যায় ভাবে উহাদের মজুরী বন্ধ করিয়া দেওয়ায় উহাদের দুর্দ্দশার চরম হয়। তাহারা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না—একেবার অসহায় হইয়া পড়ে। অতঃপর বেপরোয়া হইয়া গিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিবে ঠিক করে। ঠিক এই সময়ে স্থানীয় কমিউনিষ্টদের কথা তাহাদের মনে পড়ে। জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের সময় তাহারা জানিয়াছে যে কমিউনিষ্টরা গরীবদের দাবী লইয়া সংগ্রাম করে। তাহারা কমিউনিষ্টদের নিকট তৎক্ষণাৎ ছুটীল। জেমসেদপুর কমিউনিষ্ট অফিস নিকটেই ছিল। পার্টি তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপার হাতে নিল। অবিলম্বে মজুরদের প্রতিনিধি ও পার্টির কমরেডদের লইয়া একটি ডেপুটেশন গঠিত হইল এবং স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ব্যাপার মিটাইয়া দিল। মজুররা খুশী হইয়া পার্টির তহবিলে চাঁদা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহারা বুঝিতে পারিল এই পার্টি তাহাদের নিজেদের পার্টি—ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। এই দিনমজুররা শুধু ইহাতেই খুসী রহিল না—নিজেদের গরীব ভাই কৃষকদের কথাও তাহারা মনে আনিল। তাহাদিগকেও পার্টির নিকটে আনিতে হইবে। তাই পার্টি কমরেডদের তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আবেদন জানাইয়া গিয়াছে। সেখানে তাহারা শীঘ্রই কৃষকদের সভা ডাকিবে এবং তাহারা একত্র হইয়া পার্টির কথা শুনিবে।

আমাদের ধ্বনি জনসাধারণ গ্রহন করিতেছে

গত ৫ই ডিসেম্বর গোলমুড়ী ময়দানে "টিন প্লেট ওয়ার্কস্ ইউনিয়নের" এক সভা হয়। এই সভায় টিন প্লেট কারখানার একজন শ্রমিক এবং ইউনিয়নের সভ্য শ্রমিকদের সাধারণ ভাবে দেশের জনসাধারণের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা, দেশরক্ষা ব্যবস্থায় যে ধ্বংস নীতি চলিয়াছে তাহার কথা, জনসাধারণের উপর সরকারী জুলুমবাজী ও আসন্ন ফাসিষ্ট হামলার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তা স্থানীয় ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং পুরোপুরি একজন গান্ধীপন্থী। সভার শ্রমিকেরা ভাল ভাবেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিয়াছে এবং আমাদের পার্টির নীতি যে তাহাদের ভিতর প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে তাহা সভার শেষে সবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়াই বোঝা গিয়াছে।

এখানকার পার্টি সকল প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকুল অবস্থার ভিতর দিয়াও দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের পরে আমাদের কমরেডরা এখানে উল্লিখিত তিনটি জনসভা ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত প্রায় দশটি বস্তি ও বৈঠকী সভা করিয়াছে। পার্টির মোট ... বিক্রী গত তিন মাসের ভিতর ৮৪ ... হইতে ২৭০ খানা হইয়াছে। ... এখানে উল্লেখ করা যাইতে পা... সমস্ত ভারতবর্ষের অন্য ... জেমসেদপুরের মত এতখানি ... প্রাদেশিক পার্টির কাগজ বিক্রী ... না। এই কমিটি বিভিন্ন ভাষায় ... আটখানা প্রাদেশিক পার্টির কাগজ ... সপ্তাহে বিক্রি করে।

একতা আন্দোলন

সকল শ্রেণীর মাঝে

শুধু ঐক্য সপ্তাহে ফরিদপুরে ঐক্য আন্দোলনের শেষ হয় নাই; ঐক্য প্রচার আন্দোলন আরও জোর কদমে চলিয়াছে। ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ফরিদপুরের কমরেডরা ২০টি গ্রুপ সভা ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে লইয়া ১৪টি বৈঠক করিয়া ঐক্য প্রচার চালাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ১টি কিষাণদের লইয়া, ২টি বিভিন্ন শ্রমিকদের লইয়া, ৩টি মুসলিম লীগ ছাত্রদের লইয়া, ২টি অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া, ২টি মুসলিম ভদ্রলোকদের লইয়া ও ৪টি হিন্দু ছাত্রদের লইয়া। বৈঠকী সভার উপস্থিতি সংখ্যা গড়ে ১৫ জন। প্রত্যেকটি বৈঠকী সভার আলোচনার পর উপস্থিত সকলেই কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দ্ধারিত পথই যে একমাত্র বাঁচিবার পথ তাহা স্বীকার করেন এবং অনেকেই পার্টি পত্রিকার গ্রাহক হইবার প্রতিশ্রুতি দেন ও পার্টিফাণ্ডে অর্থ সাহায্য করেন। এই সময় ৫টি প্রচার স্কোয়াড বাহির হয়। ইহার মধ্যে একটি মহিলাদের স্কোয়াডও বাহির হয়। প্রচারকদল ৯টি পথসভা করে; পথসভায় উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে ৫০ জন। ঐক্য প্রচারের মধ্য দিয়া পার্টি তহবিলে ৫০৲ টাকা উঠিয়াছে। 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক সংখ্যা ৪০ হইতে ৬৫তে ও 'পিপ্‌ল্‌স ওয়ার' এর গ্রাহক সংখ্যা ১০ হইতে ২০-এ উঠিয়াছে।

ফরিদপুর জেলা ছাত্র ফেডারেশনও ৭ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছাত্র ঐক্য আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিপুল উদ্যমে কাজ সুরু করিয়াছে। ছাত্রকর্ম্মীরা ছাত্রদাবী ও জাতীয় দাবী সম্বলিত আবেদনে সহি সংগ্রহ করিতেছেন ও বিভিন্ন স্কুল, কলেজে ছাত্র সভার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৩ই ডিসেম্বর ফরিদপুর অম্বিকা হলে কবিরাজ অমরেন্দ্রকিশোর গুপ্তের সভাপতিত্বে ছাত্রদাবীর উপর একটি সভা হয়। এই সভায় বহু মুসলমান ছাত্র উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের ইতিহাসে ইহা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

কৃষকরা আগাইতেছে

গত ৩০শে নভেম্বর নোয়াখালি জেলার বসুরহাট গ্রামে দুই হাজার কৃষকের একটি জনসভা হয়। সভার আগেই কৃষকদের প্রচারবাহিনী বিভিন্ন গ্রামে প্রচার কার্য্য চালাইবার ফলে কৃষকদের মধ্যে খুব সাড়া পড়িয়া যায়। সভার দিন একজন কৃষক উৎসাহিত হইয়া নিজের ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া রক্ত পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা ক... কমরেড রসময় মজুমদার পতাকা উ... করিতে যাইয়া লাল পতাকার তা... বুঝাইয়া দেন। সমবেত কণ্ঠে বিভিন্ন... পর সভার কাজ শুরু হয়। লী... মহাসভার মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমর্থক... বাধা দিবার জন্য উপস্থিত হয়। ... পাকিস্থান সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের ... মতামত শুনিয়া অধিকাংশ লীগ ... সন্তুষ্ট হন। একজন হিন্দু মহা... সমর্থক অখণ্ড ভারতের দাবী ... বক্তৃতা করিলে বিভেদ সৃষ্টিকারী... মধ্যেই মতবিরোধ দেখা ... কয়েকজন বিভেদকারী লী... কৃষক সমিতির আবশ্যকতা অস্বী... করিয়া সভা হইতে লোক ভাঙা... ব্যর্থ চেষ্টা করে। একজন ... উন্নয়নের কর্ম্মী বিভেদ সৃষ্টি ক... শেষ চাল চালিল; সে বলিল, '... সার দিলেই সব সমস্যার মীমাংসা ... অতএব জমিতে সার দাও।' ইহার ... আসিল একজন কৃষকের কাছ ... 'আমার তো জমি নাই আমি কি ... সার দিয়া বেগুন গাছ বুনিব?' ... উত্তরে বিভেদকারীর মুখে রা সরিল ... এই সভা বিভেদকারীদের ... খুলিয়া দিয়াছে। সভায় কেরোসিন ... বিলি ব্যাপারে সরকারী তদন্ত, তাঁ... তাঁত বুনার জন্য কেরোসিনের সুব... ও বারুইদের পান চালানের অসুবি... দুরবস্থার জন্য খেসারতের দাবী ... কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কৃষিঋণ বিলিতে কা...

কোরকদি ইউনিয়নে সরকার ... মাত্র ৪০০০৲ ঋণ দিয়াছে এবং ... কৃষকের ভাগে ৫৲ টাকা করিয়া। ... এই অঞ্চলে প্রায় দেড় হাজার ... বাস। ইহার উপর বহু গ্রাম ... বৎসর ধরিয়া খালের জলে ... ডুবিয়া যাওয়ায়, কৃষকেরা ... হইয়াছে। এই অঞ্চলের অনেকেই ... খই খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে, ... টাকায় হালের গরু বেচিতেছে ... ১০।১২ টাকায় পাখী বিক্রয় ... চাহিলেও খরিদ্দার মিলিতেছে ... সরকার ইহার কোনো প্রতিক... ব্যবস্থাও গ্রহণ করে নাই। ... আক্রমণকে যে খালি পেটে রোখা ... আমলাতন্ত্র ইহা কতদিনে বুঝিবে?

আলোচনা

জনশক্তির চাপ

উত্তর আফ্রিকায় চক্রশক্তি হারিতেছে, কিন্তু তাহাতে বৃটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের জয় হয় নাই। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ যেমন উত্তর আফ্রিকা অভিযান সফল করিয়াছে, তেমনি দুনিয়ার জনসাধারণও আজ সামনে আগাইয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের চাপে পড়িয়াই বৃটিশ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরদের দারলাঁ চাল ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। দারলাঁকে প্রকাশ্যভাবে বলিতে হইয়াছে, "আমি ঘোষণা করিতেছি আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ফরাসী আফ্রিকাকে বাঁচানো ও স্বাধীন ফ্রান্সকে সাহায্য করা। তারপর এই আশায় ব্যক্তিগত জীবনে ফিরিয়া যাওয়া যাহাতে ফরাসী দেশের ভবিষ্যত নেতারা ফরাসী জনসাধারণ দ্বারাই নির্ব্বাচিত হয়, অন্য কাহারও দ্বারা নয়।" বন্দীমুক্তি নীতিও দারলাঁকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভায় প্রশ্নের উত্তরে ইডেন বলিয়াছেন, স্পেনের বিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর মুক্তির চেষ্টাও হইবে এবং তাহাদের যে আবার ফ্রাঙ্কোর হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না তাহার গ্যারাণ্টি আমি নিশ্চয়ই দিতে পারি। জনসাধারণের জোরে দারলাঁ চাল অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু দারলাঁকে না সরান পর্য্যন্ত বিপদ কাটিবে না।

জনসাধারণের চাপের ফলে ইতালির বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকেও বৃটিশ সরকার সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইডেন পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট "চায় ইতালির দাসত্ব হইতে আলবেনিয়া মুক্ত হউক, স্বাধীন হউক। আলবেনিয়ায় কি গবর্ণমেণ্ট হইবে, না হইবে, যুদ্ধের পরে সে দেশের জনসাধারণই তাহা ঠিক করিবে।"

বিশ্বের জনগণের এই জাগরণই অষ্ট্রেলিয়ার কমিউনিষ্ট পাটির পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিতে বাধ্য করিয়াছে। কমিউনিষ্ট পাটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

ভারতের দাবীর সমর্থনে

ভারতের জাতীয় দাবীর পিছনেও বিশ্বের জনমত আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার নিউইয়র্ক টাউন হলে ২ হাজার লোকের এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। শত শত লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক, লেখক প্রোফেসার সুম্যান, লিন-যু টাং প্রভৃতি এই সভায় যোগ দেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভায় প্রস্তাব পাশ হয়, রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাই-শেককে অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহারা ভারতীয় সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করুন। বিলাতের "ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় উক্তি আবার বলিয়াছেন যুদ্ধে জয়লাভ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান চাই। ১২ই ডিসেম্বর বিলাতের ভারতবন্ধু সমিতি কংগ্রেসের সাথে আপোষের পথে বাধা দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছে, "আমাদের অগ্রসর হইবার আগে ভারতকে এক হইতে হইবে এ কথা বলা হইতেছে, আবার তাহাদের একতার পথে বাধাও দেয়া হইতেছে। ইহা অন্যায়। এই সমিতি অন্যান্য খৃষ্টানদের সহযোগিতা চায় যেন (ভারতের সাথে) বোঝাপড়া হয়।" বিলাতের কনওয়ে হলের এক বিরাট সভায় মিঃ প্রিট বলেন, মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধের কৌশলের মাঝে ভারতের স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজসরকার বর্ত্তমান নীতি ত্যাগ করিয়া ভারতে সমস্ত পাটির মিলিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এখনই গড়ে সেজন্য ইংলণ্ডব্যাপী তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য তিনি ইংরেজ জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। আমেরিকার বৃহৎ মজুর সংঘ তাহাদের বোষ্টন কনফারেন্সে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছেন। ইহাতে বিলাতের ভারতীয় নাবিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি মিঃ সুরাট আলি আমেরিকার নাবিক সংঘের সভাপতির নিকট এক কৃতজ্ঞতা পত্রে জানাইয়াছেন, "আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি যে সি-আই-ও-র বোষ্টন কনফারেন্সে ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।" আমেরিকার ৭৫ জন বিখ্যাত সাহিত্যিক, অর্থনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, গির্জ্জার নেতা প্রভৃতি রুজভেল্ট ও আমেরিকার কংগ্রেসের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিয়া বলিয়াছেন আতলাণ্টিক সনদ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" সব দেশের উপরই প্রয়োগ করিতে হইবে। বিজেতা বা বিজিত কেহ যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইবে, আমরা তাহার বিরোধী।

সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা

ভারতের বাহিরে ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীরা জনমতের সামনে পিছু হটিতেছে বলিয়া তাহারা শেষ সম্বল আঁকড়াইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ফ্রাঙ্কোর মুসোলিনীপ্রীতি ও জার্ম্মাণদের জয়ের জন্য হিটলারকে পত্র দেওয়ার জন্য কোন প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে ইডেন বলেন, "কোন প্রতিবাদ জানানো হয় নাই।" প্রতিবাদ জানাইবার ইচ্ছাও তাহাদের নাই। ফ্রাঙ্কোর মত শয়তানকে হাত করিবার চেষ্টাই আজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ সম্বল। বিলাতের এক সভায় মিত্রশক্তিপুঞ্জের সর্ব্বোচ্চ সমর পরিষদ গঠন করা সম্পর্কে এটলি বলেন, "ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জনসভায় বসিয়া যুদ্ধ চালানো যায় না।" মিলিত শক্তিপুঞ্জের একটি রণকৌশল ছাড়া আজ যুদ্ধ জেতা অসম্ভব। কিন্তু জনসাধারণের জুজু আজ সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা হইয়া পড়িয়াছে। তাইতো জনসভার ভয়।

বড়লাটের বক্তৃতা

খাদ্যসংকট—মনের ধোকা

ভারতের গদিতে বড়লাট সাহেব আরও ছয় মাস রহিয়া গেলেন। আমেরি কোম্পানীর সর্ব্বনাশা নীতির কবলে ভারতকে আরও ছয় মাস রাখিবার পাকা বন্দোবস্ত কায়েম করা হইল। ছয় মাস আয়ু বাড়িবার পর বড়লাটসাহেব এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্শের বাৎসরিক সভায় লম্বা চোড়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। ভারতের ভাগ্য বিধাতা অনেক কথাই বলিয়াছেন। অনেক সমস্যাই তুলিয়াছেন। যুক্তিরও বাহাদুরী আছে। দেশব্যাপী যে বিরাট খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে, ইহা সবই নাকি মনের ধোকা, "বর্ত্তমান অবস্থার অসুবিধা খাদ্য যোগানের স্বল্পতার জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী হইতেছে এই অস্বাভাবিক যুগের বেশীর ভাগ লোকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল।" আর ব্যবস্থা তো সবই ঠিক আছে। "খাদ্যশস্য চলাচলের জন্য রেলে প্রথম স্থান দেওয়া হইতেছে।" "মাল যোগানো ও মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" "নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আরও প্রসার" হওয়া প্রয়োজন। আর ব্যবস্থাই কি কম করা হইয়াছে? "গম নিয়ন্ত্রণ আদেশ, রিজিওনাল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও যোগান বোর্ড, খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ফসল বাড়াও প্রচার" প্রভৃতি কত কাজই না করা হইয়াছে। এই বার "সবাই মিলিয়া মন খুলিয়া সহযোগিতা" কর। ব্যস, সব সফল হইবে। মূর্খ ভারতবাসী এই সহজ পথটাই দেখে নাই। বড়লাট সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন জনসাধারণ এই ভাঁওতায় আর ভুলিবে না। খাদ্যসংকটের পরিস্কার সমাধান তাহারা আদায় করিবে।

ভাঙ্গা নৌকার গুণগান

যাবার আগে বড় লাট সাহেব আর একবার সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করিতে ভুলেন নাই। আমেরির প্রতিধ্বনি তুলিয়া সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা নৌকায় বসিয়া অতীতের গুণগরিমায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের নাম মাহাত্মে যদি ভাঙ্গা নৌকা বাঁচানো যায় এই ভরসা। "সাম্রাজ্যের এমন কোন অংশ নাই যেখানে ভারতের চেয়ে বেশী কাজ করা হইয়াছে।" ইহার পর আছে লম্বা ফিরিস্তি। "আইন ও শৃঙ্খলা, উচ্চাঙ্গের ধন-সম্পদ, দুর্ভিক্ষ নাই, রোগ নাই" এবং আরও কত কি। আড়াই শত বৎসর শাসনের জীবন্ত ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য, মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এত করিয়াও ভাঙ্গা নৌকা বাঁচানো যাইবে না।

ভেদনীতির নয়া কৌশল

বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যায় আসিয়া বড়লাট সাহেব তাঁহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "আমি নিজে দাবী করিতে পারি জিন্না ও গান্ধীকে এক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ফল হয় নাই। বিভিন্ন পার্টি, সম্প্রদায় ও স্বার্থের মিল করিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হই নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন "বৃটেন ক্ষমতা ছাড়িতে নারাজ বলিয়াই যত গোলমাল, এই কথা বলা হয়। আমি বলি ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। বৃটেন ক্ষমতা ছাড়িতে রাজী বলিয়াই যত গোলমাল। ক্ষমতা কে নিবে তাহা নিয়া পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মাঝে কোন একতাই হইল না।" ভারতে ভেদ জীয়াইয়া রাখিবার কি চমৎকার যুক্তি। কিন্তু একথা আজ দুনিয়ার বাজারে অচল। বৃটিশ-আমেরিকান জনসাধারণ জানে একতার পথে বাধা কে। সেদিনও স্বয়ং বড়লাট সাহেব যে রাজাগোপালের সাথে গান্ধীজির দেখা করিতে দেন নাই তাহার গোড়ার কথা কি ছিল তাহাও কাহারও অজানা নাই।

হঠাৎ বড়লাট সাহেব ভারতের অখণ্ডতার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারত এক।" সাম্রাজ্যবাদের ইহা এক নূতন চাল। অখণ্ডতার অজুহাতে ইহা ভেদ বাড়াইয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র মাত্র। অথণ্ড হিন্দুস্থান-ওয়ালাদের ইহা প্রলুব্ধ করিবে। মুসলিম লীগের সাথে বিভেদ সৃষ্টির পথ খোলসা করিবে। দেশব্যাপী নেতারা যখন একতার পথে আগাইয়া চলিয়াছেন, জনসাধারণ যখন একতার আন্দোলনকে দৃঢ় করিতেছে, মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ যখন মানিয়া লইয়া একতার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বিভেদ সৃষ্টির এই অপকৌশল!

জিন্নার 'ডন' পত্রিকা বলিয়াছে, "বৃটিশ শাসনই যদি ভারতের ভাগ্যের শেষ কথা হয়, তাহা হইলে লর্ড লিনলিথগো বিজ্ঞের মত কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতবাসীর স্বাধীনতা হিন্দুরও লক্ষ্য, মুসলমানেরও লক্ষ্য। একতার নামে মিলিত দাসত্ব কেহই চায় না। কিন্তু বড়লাট সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিধি আরও বাড়াইতে হইবে। "ডন" হিন্দুদের আবেদন করিতেছে, "এই নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি হিন্দুরা বুঝিতে ভুল করেন এবং যখন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ নেতারা আপোষের পথ খুঁজিতেছেন তখন যদি তাহারা ইহাতে উত্তেজিত হন, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান সকলেরই ক্ষতি।"

হালিফাক্স-আমেরি-লিনলিথগো কোম্পানী আজও সাহস পায় কি করিয়া? দেশের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগ এক হইতে পারে নাই বলিয়াই। বড়লাট সাহেবের বক্তৃতার একমাত্র উচিতজবাব ঐক্য আন্দোলন শতগুণ বাড়াইয়া তোলা।

কংগ্রেস-লীগ একতায় আল্লাবক্স

এলাহাবাদে অদলীয় নেতাদের সম্মেলনের পর একটি বিবৃতি বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে দমননীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আপোষের পক্ষে সরকারই যে বাধা তাহাও ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোন কর্ম্মপন্থার উল্লেখ নাই। এই সম্মেলনের আগে আল্লাবক্স যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জানাইয়াছেন, "কনফারেন্স যাহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ মানিয়া নেয় ও কংগ্রেস লীগ একতার জন্য জনসাধারণের ভিতর আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটি গঠন করে তাহার চেষ্টা করুন।" লীগের বাহিরে যে সব মুসলিম আছেন তাঁহাদের সংগঠন আজাদ মুস্লিম বোর্ড। ইহারই সভাপতি কংগ্রেস লীগ একতার জন্য গণ আন্দোলন করিবার যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা সমস্ত দেশপ্রেমিকই সমর্থন করিবে। সিন্ধুর দৈনিক পত্রিকা "আজাদেও" আল্লাবক্স সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য বিবৃতি দিয়াছেন। দেশের সামনে যে আজ ইহাই একমাত্র পথ সমস্ত দেশপ্রেমিককেই তাহা বুঝিতে হইবে।

মাগগী ভাতা চাই

এম্প্লয়ার্স ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক সভা হইয়া গেল। মালিকদের এই সভায় সভাপতির অভিভাষণে স্যার আরদেশির দালাল মজুরদের অনেক কথাই তুলিয়াছেন। মাগগী ভাতার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধের আগে জিনিষের পাইকারী দর (ইনডেক্স নাম্বার) যেখানে ছিল ১০০, অক্টোবর মাসে তাহা দাঁড়াইয়াছে ২০৬-এ।" এখন যে ইহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু সে অনুপাতে মাগগী ভাতার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে? মিঃ দালাল বলিয়াছেন, "নভেম্বরে বোম্বে মিল মজুরদের মাগগী ভাতা ছিল ১৭।/০, আমেদাবাদে ইহার চেয়েও বেশী।" কিন্তু কলিকাতায় মাগগী ভাতা ট্রামে ৪৲ ইলেকট্রিকে ৫৲, গ্যাসে ৬৲। ইহার বেশী প্রায় কোথাও নাই। কলিকাতার মজুরদের মাগগী ভাতা কেন বাড়ান হইতেছে না, মালিকরা তাহার কি জবাব দিবেন? তাহাদেরই হিসাব অনুপাতে মজুরদের যুদ্ধের আগের চেয়ে ডবলেরও বেশী মজুরী পাওয়া উচিত। অথচ কলিকাতার বিভিন্ন কল-কারখানার মজুররা ১৫৲ টাকার বেশী মাগগী ভাতা কেহই দাবী করে নাই; বোম্বের সমান মাগগী ভাতাও তাহারা চাহিতেছে না। তাহাদের এ ন্যায্য দাবী পূরণের কি ব্যবস্থা হইতেছে? মিঃ দালাল অবশ্য মজুরী বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে নাকি সংকট বাড়িবে। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য যোগানোর কথা তিনি বলিয়াছেন ও সরকারের সহযোগিতা ব্যতিত যে তাহা সম্ভব নয়, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহেরইবা ব্যবস্থা কোথায়? কারখানা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রিত দোকানে যে দামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইতেছিল, তাহাও নাকি বাড়াইবারই কথা হইতেছে।

খাদ্য ও বস্ত্র সংকট সমাধানের জন্য তিনি জানাইয়াছেন, খাদ্যদ্রব্য ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা সরকারী আওতায় রাখিলে চলিবে না। বে-সরকারী সংগঠনের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সরকারের এই বাধা ভাঙ্গিবার জন্য, খাদ্য ও বস্ত্র সংকট সমাধানের জন্য আজ মালিকদেরও জনসাধারণের সহিত সহযোগিতায় নামিতে হইবে।

মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা চাই

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আজকাল আগুনের দরে বিকাইতেছে। মজুরদের উপরই আঘাত পড়িয়াছে সব চেয়ে বেশী। অথচ মাগগী ভাতা বাড়ে নাই। তাই মাগগী ভাতা আদায়ের গ্রাষ্য দাবীতে মজুরদের ভিতর সংগঠন বাড়িতেছে—একতার জোরে তাহারা জয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে।

বজবজ মজুর আগে বাড়ো

বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দাম ৪।৫ গুণ বাড়িয়া যাওয়ায় মজুরদের পক্ষে আধপেটা খাইয়া উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই বজবজ চটকল মজুর ইউনিয়নের জেনারেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে মিল ছুটীর পর ১ হাজার শ্রমিক ও ক্যালেডোনিয়ান মিলের প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক আপন আপন মিলের ম্যানেজারের নিকট দাবী করেঃ মাসিক ১৫৲ টাকা মাগগীভাতা চাই, সপ্তাহে ।৫ সের চাল ও /৫ সের আটা চাই। উক্ত দাবীগুলির উত্তর দিবার জন্য ম্যানেজারেরা সময় চাহিয়াছে। চিভিয়েট মিলের মজুররা দাবী জানাইবার জন্য ১ মিনিট কাজ বন্ধ রাখে। ঐদিনই দাবী জানাইবার পরই মজুররা মিল গেটে সভা করিয়া তাহাদের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করে। বজবজের মজুর শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে মালিক শ্রেণীর মাথা নোয়াইতে হইবেই।

এসেন্সিয়াল সার্ভিস মজুরদের দাবী

কলিকাতার বিভিন্ন এসেন্সিয়াল সার্ভিসের মজুরদের তরফ হইতে সম্প্রতি মজুর নেতা কমরেড ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন লেবার কমিশনারের সাথে দেখা করে। কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, ইলেকটি ক সাপ্লাই করপোরেশন মজদুর ইউনিয়ন, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী ওয়ার্কারস ইউনিয়ন, গৌরীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও করপোরেশন ওয়ার্কারস ইউনিয়নের শ্রমিকগণ এই ডেপুটেশনের সাথে যুক্ত ছিল। শ্রমিকদের পক্ষ হইতে লেবার কমিশনারের কাছে দাবী জানান হয় যে যেহেতু খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে, তাই অবিলম্বে শ্রমিকদের মাসিক ১৫৲ টাকা মাগগী ভাতা দেওয়া হউক। ইহা ছাড়া এ, আর, পির আরও ভাল ব্যবস্থা, মালিক ও শ্রমিকদের যুক্ত কমিটি গঠন করিয়া খাদ্য শস্য, চিনি প্রভৃতি বিক্রি করিবার সুবন্দোবস্ত ও কোম্পানীর চালু দোকান হইতে শ্রমিকদের যে জিনিষপত্র দেওয়া হয়, তাহার দাম আর না বাড়ানোর দাবী করা হয়। লেবার কমিশনারের সাথে এই দাবীগুলি লইয়া আলাপ আলোচনা চলে এবং লেবার কমিশনার দাবীগুলির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করেন। কিছুদিনের ভিতরই কোম্পানীর মালিকদের সাথে আলোচনা করিয়া তিনি তাহার অভিমত শ্রমিক প্রতিনিধিদের জানাইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

বালির মজুরদের জয়

বালির মজুররা চাউলের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার দাবী করিয়া প্রায় এক হাজার মজুরের সহিযুক্ত একটি গণদরখাস্ত মিলের হেড আফিসে পাঠাইয়াছিল। তাহার ফল ফলিয়াছে। চাউলের দর আরও কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাউলের দর ১৩।১৪৲ টাকা করা হইয়াছিল। এখন আবার উহা কমাইয়া ৭৸০ করা হইল। মজুরদের একতার জয় হইল।

বিড়ি কারিগরদের মজুরি বৃদ্ধি

হুগলী চকবাজারের বিড়ি কারিগরগণ মজুরী বৃদ্ধি দাবী করিয়া তাহাদের মালিকদের কাছে দরখাস্ত পেশ করে। প্রথমে একটি দোকান ছাড়া আর কোন দোকানের মজুরী বাড়িল না। তখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্মঘট করিল এবং দুইদিন কাজ বন্ধের ফলে মালিকরা অপর দোকানগুলিতেও মজুরী বাড়াইতে বাধ্য হইল। চকবাজার, বালি ও ব্যাণ্ডেল অঞ্চলের সমস্ত দোকানের মজুররা এখন প্রতি হাজারে ৸৴০ করিয়া পাইবে। ইহার আগে তাহাদের মজুরী ছিল ৸১০ আনা। একতায় তাহাদের আস্থা আসিয়াছে এবং ইউনিয়ন গড়িয়া তাহারা আরও শক্তিশালী হইতে চলিয়াছে।

মাগগী ভাতা দাবী

গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বরানগর জুটমিলের বড় সাহেবের নিকট ১৪।১৫ জন মজুর উপস্থিত হইয়া মাগগী ভাতার দাবী জানায়। বড় সাহেব বলে কলিকাতা হেড অফিস হইতে জানিয়া সন্ধ্যায় জবাব দিবে। সন্ধ্যায় ছুটীর পর আবার এক শতেরও বেশী মজুর বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়া জবাব চায়। বড় সাহেব আরও কিছু সময় নেয়। মজুরদের দাবী—কম দামে জিনিষ দাও, ১৫৲ টাকা মাগগী ভাতা দাও।

আই, জি, এন ওয়ার্কশপে

মজুরদের সপ্তাহে ২১ সের করিয়া চাউল দেওয়া হইতেছিল। হঠাৎ তাহা কমাইয়া সপ্তাহে ৭ সের করা হয়। ইহার প্রতিবাদে গত ৯ই ডিসেম্বর মজুররা এক দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করে, ১০ই তারিখ ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়। মজুরদের দাবী—আগের মত সপ্তাহে ২১ সের করিয়া চাউল দেওয়া হউক, নতুবা মাগগী ভাতা বাড়াইয়া দেওয়া হউক।

ক্ষুধিত শ্রমিকের অভিযান

গত ১২ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় ছুটীর পর **কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের** 'এ' সিফটের প্রায় ৭০০ শত শ্রমিক শোভাযাত্রা করিয়া স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদের দাবী জানাইতে যায়। শ্রমিকদের দাবী (১) প্রতিদিন ॥০ হিসাবে মাগগী ভাতা (২) বৎসরে চার মাসের অতিরিক্ত বেতন যুদ্ধবোনাস (৩) মিল হইতে কম রেটে শ্রমিকদের কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা (৪) কোম্পানী হইতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের দোকান খোলা ও কম মূল্যে দেওয়া (৫) এ, আর, পির ভাল বন্দোবস্ত। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সাধ্যমত এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

দমননীতির প্রতিবাদে

গত ৬ই ডিসেম্বর বেলঘরিয়ায় জনসভা হয়। সভায় চার শতাধিক শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সভায় দমননীতির প্রতিবাদ জানান ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়। অবিলম্বে জাতীয় সরকার কায়েম করার জন্য দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান একতার প্রয়োজনীয়তার কথা সভায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের দাবী আদায় করিবার জন্য দলে দলে ইউনিয়নের সভ্য হইবার জন্যও জোর দেওয়া হয়।

মজুর অধিকারে হানা

এলেনবারির শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাইতেছে। যখন সমস্ত দেশে মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা ও অন্যান্য অধিকারের জন্য আন্দোলন চলিতেছে, তখন এলেনবারি কোম্পানীর মালিকেরা এই দারুণ সংকটের দিনেও শ্রমিকদের যুদ্ধভাতা দিতে অস্বীকার করিতেছে; শুধু তাই নয়, যে সব মজুর ভাইরা তাহাদের সাধারণ অধিকারের কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে চেষ্টা করে তাহাদের ছাঁটাই রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি ২১১ জনকে বিনা অপরাধেই কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। শ্রমিকদের উপর কোম্পানীর এই হামলায় শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকার করিতে মজুররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং সম্প্রতি এক সভায় মজুরদের একটা ইউনিয়ন গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং "এলেনবারি ওয়ারর্কারস এণ্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন" নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ইউনিয়নটিকে রেজেষ্ট্রি করার জন্য কাগজপত্র যথাস্থানে পাঠান হইয়াছে। শ্রমিকরা সংঘবদ্ধভাবে সব বাধা দূর করিতে সংকল্প গ্রহণ করে।

বেহালায় সি, কমেন্স কারখানায় শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার উপর মালিকেরা একদম নজর দিতেছে না, ফলে শ্রমিকদের ভিতর অশান্তি দেখা দিয়াছে। ছোট খাট ব্যাপার লইয়া শ্রমিকদের উপর জুলুম চলিতেছে। বিনা কারণেও শ্রমিকদের বরখাস্ত করা হইতেছে। শ্রমিকদের এই সব দাবী জানাইবার জন্য ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তি ও কয়েকজন ছাঁটাই মজুর লেবর কমিশনারের কাছে যায়। শ্রমিকদের দাবী (১) ১৪ জন ছাঁটাই মজুরকে কাজে বাহাল করা (২) 'কণ্ট্রাক্ট সিষ্টেম' বন্ধ করা (৩) ৫০% যুদ্ধ বোনাশ (৪) চাকুরীর স্থায়িত্ব (৫) কোম্পানী হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিষ দেওয়ার ব্যবস্থা। লেবর কমিশনার আশ্বাস দিলেও কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া সমস্ত শ্রমিকের সহিযুক্ত গণদরখাস্ত প্রধান মন্ত্রীর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

রেল মজুরদের সংগঠন

গত ১৩ই ডিসেম্বর বি, এণ্ড এ, রেলওয়ের শ্রমিকদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান হলে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ভবানী সেন। কাঁচড়াপাড়া, চীৎপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে শ্রমিকদের কোন মজবুত সংগঠন নাই, কাগজ পত্রে নামে শুধু একটি পুরানো ইউনিয়ন আছে এবং তাহাও শুধু ই, বি শ্রমিকদের মধ্যে। পুরানো ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনও বাতিল হইয়া গিয়াছে। এই সব অবস্থা আলোচনা করিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিরা 'বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে ওয়ারর্কারস ইউনিয়ন' নাম দিয়া একটি নূতন ইউনিয়ন গঠন করেন। ইউনিয়নের সভাপতি হন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, তিনজন শ্রমিক সহকারী সভাপতি ও কমরেড জ্যোতি বসু সাধারণ সম্পাদক হন। সম্মেলনে রেলওয়ে শ্রমিকদের নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করা হয়—(১) ২৫% মাহিনা বৃদ্ধি (২) ২ মাসের বেতন বোনাস দেওয়া (৩) পরিবারের লোকজনকে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর জন্য ৩ মাসের মাহিনা অগ্রিম দেওয়া (৪) জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির হারে মাগ্‌গী ভাতা (৫) ফ্রি পাশ (৬) জখম হইলে পেন্সনের ব্যবস্থা (৭) এ, আর, পির ভাল বন্দোবস্ত (৮) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিষপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে শ্রমিকরা দাঁড়াইবে এই সংকল্প লইয়া প্রতিনিধিরা সম্মেলনের কাজ শেষ করেন।

গত ৩০শে নভেম্বর হাজরা রোডে অবস্থিত সিমেন্স কোম্পানীর এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নের নাম "সিমেন্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।" ২১ জন লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

৩০০০ শ্রমিকের দাবী

বি এণ্ড এ, বি, রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়া লোকো শপের তিন হাজার শ্রমিক সম্প্রতি নিম্নলিখিত দাবীগুলি ডেপুটি চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পেশ করিয়াছে—(১) শ্রমিকদিগের মাহিনা সর্ব্বনিম্ন ৩০ টাকা ঠিক করা (২) ৫০% মাহিনা বাড়ানো (৩) নিরাপদস্থানে নিজ নিজ পরিবারের লোকজন রাখিয়া আসিবার জন্য যে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা বোনাস হিসাবে দেওয়া (৪) একটির পরিবর্ত্তে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের চারটি দোকান (৫) এ, আর, পির খুব ভাল বন্দোবস্ত। পরে শ্রমিক প্রতিনিধিরা ডি, সি, এম, ইর সাথে আলোচনা করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ আরো দোকান খুলিতে রাজী হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বিবেচনা করিবে বলিয়াছে।

পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত ৩০৮৩৸১৫ এবং ১১৬৫ খানি জামা কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে :—

মিসেস লীলা গুপ্ত (দক্ষিণ কলিকাতা) মারফৎ ১৬৲; কালিঘাট কমিউনিষ্ট পার্টি সেল ১০৲; ভবানীপুর পার্টি সেল ১৭৷৴০, টালিগঞ্জ কমিউনিষ্ট পার্টি সেল ৩৲; মিসেস এস, সি, রাম ১৫০৲ মিসেস রায়ের মারফত—মিসেস ডি, পি, খৈতান ৩০৲; মিসেস পি সি গুপ্ত ২০৲ মিঃ বিমানি ১০৲ মিসেস্ টি পি ঘোষ ২৫৲ মিস্ সুশীলা সেন ১০৲ মিসেস জে সি গুপ্ত ১০৲ মিসেস সেন ৫৲; মিঃ রাজেন সেন ১০৲ মিসেস জে এন রায় ১০৲; মিসেস বসু ২৲ মিসেস এস এম বসু ২৫৲ মিসেস টি এন ব্যানার্জি ৫১৲ মিসেস এস সি রায় ৩৫৲ মিসেস সুকুমার রায় ৪০৲; মিসেস এস সি গুপ্ত ১০০৲ ও অন্যান্য ৮৯৲; ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারী ৮৪ পাঃ বার্লি; ট্রাম শ্রমিক পার্ক সার্কাস ট্রাফিক ৪৷৴১০; ট্রাম শ্রমিক হাওড়া কারখানা ৩৸৴১০; কালিঘাট ট্রাম শ্রমিকরা ৩২৸৴০ এবং দুই মণ চাউল ও এক মণ ডাল; পি কে চৌধুরী, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট ৫৲; বরিশাল মহিলা সাহায্য ভাণ্ডার ২০৲ ভি, এন বৈশ্য হোষ্টেল, গুণ্টুর ২৫৲; চাতলা ভ্যালী শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য, কাছার ৫৲; বি এণ্ড এ আর এস আই সিএর দমদম নৈহাটি চিৎপুর পাওয়ার ষ্টাফ ৬৲; মুর্শিদাবাদ সহর কমিউনিষ্ট সেলের সংগ্রহ ২৫৲ ঢাকা পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ১৫০৲ ও ১৯০ খানি কাপড়, ফরিদপুর ছাত্রদের রিলিফ কমিটি (স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম লীগ ছাত্রদের যুক্ত কমিটির সংগ্রহের অর্দ্ধাংশ) ৫৷৴১০; নৈহাটী কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ১।০; ধর্ম্মনগর হিতসাধিনী সভার (ত্রিপুরা রাজ্য) সংগ্রহ ১০৲; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল শ্রমিকগণ ৫৸০ কালিনগর রক্ষী বাহিনীর সংগ্রহ ১২৩।৫ এবং ১।০ চাল ও ৪২ খানি জামা কাপড়, রাজাবাজার ট্রাম শ্রমিকগণ এক মণ চাউল ও ।৫ সের ডাল; লেডি লিনলিথগো স্থানাটোরিয়ামের রোগীগণ (২য় কিস্তি); কাশৌলী ২৷০; জনৈক বন্ধু কলিকাতা ১০৲; পাবনা কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৪২ খানা জামা কাপড়; কিশোরগঞ্জ পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ১০১৲ গাইবান্ধা মহকুমা সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ৬০৲; কুড়োরাম চ্যাটার্জ্জির সংগ্রহ ২।০; জনৈক বন্ধু পাটনা ৪৲ রংপুর সদর কংগ্রেস কমিটির সংগ্রহ ৯৭ খানা জামাকাপড়; দক্ষিণ কলিকাতা কমিউনিষ্টদের সংগ্রহ ৬০ খানি কাপড়; রামপুরহাট মহকুমা কৃষক সমিতির সংগ্রহ ২৩ খানি কাপড়; মিসেস এস সি রায় ২২ খানা জামা কাপড় ও ২ খাবা কাঁথা; উত্তর কলিকাতা কমিউনিষ্ট ইউনিটের সংগ্রহ ৫৩৲ শচীন মিত্র কলিকাতা ১০৲; কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলা ফ্রণ্ট ৭০০৲ জে এন গুপ্ত কলিকাতা ২৲; প্রতিভা মজুমদারের সংগ্রহ ভবানীপুর ৮৲; ২৯ নং ব্রিজ রোড, চেতলার প্যাণ্ট ফ্যাক্টরী এক ডজন হাফ প্যাণ্ট; শিবনাথ ধর চুঁচুড়া ১৲। মোট ৫১৩২।১০, ১৮১৫ খানি জামা কাপড়, চাল ৪।০, ডাল ১।৫ ও ৮৪ পাউণ্ড বার্লি।

ম্যানেজারের নোটিশ

কাগজের বাজার আগুন হইয়া গিয়াছে; অগ্রিম দাম দিয়াও কাগজ পাওয়া কঠিন। এজেণ্টদিগকে আবার মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে অগ্রিম পুরা মাসের টাকা জমা না দিলে পত্রিকা পাঠান হইবে না।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা | কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র | প্রতি সংখ্যা এক আনা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ | বুধবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ; ১৪ই পৌষ, ১৩৪৯ | বার্ষিক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৴০

কলিকাতার শহরবাসীদের প্রতি আবেদন — **মজুর, কর্ম্মচারী, দোকানদার প্রভৃতির প্রতি আবেদন**

ভয়ে পালাবেন না ! সাহস করে ফিরে দাঁড়ান ! বোমার জবাব দিন !

মৃত্যুর কালো ছায়া আমাদের শহরের উপর নেমেছে। রাত্রির পর রাত্রি জাপানী শয়তানরা কলকাতার বুকে ধ্বংস, মরণ আর আগুনের বিভীষিকা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কেউ কেউ ভয় পেয়েছেন। কেউ বা পালিয়ে যেতে চাইছেন।

কিন্তু জাপানী ঘাতক এসে আমাদেরই বাংলার ভাইবোনকে খুন করে যাবে তাই দেখে আমরা পালিয়ে যাব? এই কি বাঙ্গালীর সাহস? এই কি বাঙ্গালীর দেশপ্রেম? না, বাঙ্গালী মরদের বাচ্চা, সে তার দুঃখী ভাই-বোনদের ফেলে পালায় না। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম বারে বারে বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহড়ায় মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে দাঁড় করিয়েছে। অবহেলায় বাংলার তরুণ তরুণী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আজ শত্রুর বোমার সামনেও বাঙ্গালী বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। বুক দিয়ে দেশের ভাই-বোনদের বাঁচাবে।

সত্য আমাদের বিপদের অন্ত নাই। চাল, ডাল, নুন, তেল পাওয়া যায় না, বাজার খালি হয়ে আসছে, দোকানী দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। চাকর বাকর, ধাঙ্গড় প্রভৃতি পাওয়াও মুস্কিল হয়ে গিয়েছে। যানবাহনের পর্য্যন্ত যথেষ্ট দুর্গতি। আর অপদার্থ সরকারী আমলাতন্ত্র যেন একেবারে দেউলে হয়ে হাত ধুয়ে বসেছে। দুর্গতি বেড়েই চলেছে অথচ আমলাতন্ত্র কোনই সুরাহা করতে পারে না, খালি লম্বা লম্বা বুলি কপচায়। বোমা পড়ার পর দিল্লী থেকে বড়লাট সাহেব, তস্য পত্নী এবং আরও অনেক হোমরা চোমরা আমাদের কলিকাতাবাসীদের প্রশংসা করে প্রকাণ্ড তার পাঠিয়েছেন। তার না পাঠিয়ে যদি কিছু চাল পাঠাতে পারতেন তো কলিকাতাবাসীর উপকার হ'ত। দিল্লীর রাজপ্রাসাদের পাকা আশ্রয়স্থল থেকে তাঁরা তার পাঠিয়েছেন কলকাতায়—যেখানে দু দশ হাজার লোকের এক একটা বস্তীতে হয়তো মাত্র দুশো পাঁচশো লোকের মত আশ্রয়স্থল আছে—যেখানে বোমার বিভীষিকার সময় বস্তির হাজার হাজার বাসিন্দা ভয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে শিউরে শিউরে ওঠে।

কিন্তু তাই বলে আমরা ভয়ে পালাব? এই নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মন্য আমলাতন্ত্রের হাতেই আমাদের দেশের ভাই-বোনদের ফেলে দিয়ে পালাব? না, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীই রাখবে। জাপানী শয়তানের হত্যাকাণ্ড আর আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা থেকে আমরাই আমাদের ভাই বোনকে বাঁচাব। সেবায়, আর্ত্তত্রাণে, কাজকর্ম্ম চালানোয়, খাদ্য-সরবরাহে আমরাই আমাদের দেশবাসীর অস্তিত্ব বজায় রাখব। দেশের ভাইকে খাবার দেবার জন্যে আমরাই দোকান চালাব, যাতায়াতের জন্য আমরাই ট্রাম চালাব, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমরাই রাস্তা সাফ করব।

বাইরে পালিয়ে গিয়ে কতদিন চলবে?

জমা ফুরালে খাবেন কি? থাকবেন কোথায়?

আপনারই দেশের নিরীহ বোন ও তার দুধের বাছাকে জাপানী বোমায় হত্যা করেছে

রাত্রির পর রাত্রি জাপানী ডাকাতরা এসে আপনারই ভাই-বন্ধুর ঘর চুরমার করছে

আপনার মা ও ছেলের রক্ত আজ আপনাকে ডাক দিয়েছে— প্রতিশোধ নাও! যে দেশের সোনার মাটিতে আপনি মানুষ, তাই আজ ডাক দিয়েছে— দেশের ভাই বোনকে বাঁচাও!

দেশপ্রেমের যে অনির্ব্বাণ শিখা বাঙ্গালীকে গৌরব দিয়েছে তাই আজ আগুনের অক্ষরে আপনাকে আবেদন জানাচ্ছে—

রুখে দাঁড়াও! বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে রক্ষা কর! জাপানী ডাকাতের ভয়ে পালিওনা!

রুখে দাঁড়াও! তোমার গর্ব্বের শহর কলকাতাকে রক্ষা কর! আমলাতন্ত্রের ভরসায় থেকোনা!

রুখে দাঁড়াও! সমস্ত সম্প্রদায়ের শক্তিতে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে শহর রক্ষার আরও ভাল ব্যবস্থা আদায় কর!

রুখে দাঁড়াও! সরকারকে বাধ্য কর দোকান বাজার পুরা চালু রাখতে, আরও ভাল শেণ্টার তৈরী করতে, যানবাহন জল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে, সমস্ত মজুরের মাগগি ভাতা বাড়াতে!

আর দেশরক্ষার অটল প্রতিজ্ঞায় দেশবাসীকে একত্র করে নিজেদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করব, জাপানী ডাকাতকে সোণার বাঙ্গলায় ঢুকতে দেব না।

ভয় পেয়ে যিনি পালাবেন ভাবছেন তিনি কতদিন বাইরে থাকতে পারবেন? পুঁজি তো শীঘ্রই ফুরিয়ে আসবে, রোজগার না থাকলে খাবেন কি? আর নতুন নতুন যায়গায় বেশী লোক জমা হলে সেখানেও খাদ্য, বস্ত্রের এমনি সমস্যাই উঠবে। না খেয়ে পথে পথে ফিরতে হবে।

তার চেয়ে ফিরে দাঁড়ান! প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেক বস্তীতে সমস্ত নগরবাসী একত্র হয়ে নিম্নলিখিত দাবী করুন যাতে বোমার আক্রমণ থেকে আরও নিরাপদ হওয়া যায়, লোকের জীবন চালানোর সমস্ত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে :—

১। এখনি সমস্ত পাকা বাড়ীতে বাধ্যতামূলক ভাবে একটা করে পাকা আশ্রয় করিয়ে দেওয়া হোক। বস্তীর সমস্ত বাসিন্দা আশ্রয় নিতে পারে এমনিধারা পাকা আশ্রয়স্থল এখনি গভর্ণমেণ্টের খরচায় বস্তিতে বস্তিতে গাঁথা হোক।

২। প্রত্যেক বস্তীতে ও পাড়ায় লোকসংখ্যার অনুপাতে এমন টিউব ওয়েল বসানো হোক যাতে খাবার জল সত্যিই পাওয়া যায়। সরকারী খরচায় পাড়ায় পাড়ায় বড় বড় চৌবাচ্চা গেঁথে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হোক।

৩। এ, আর, পি কর্মীর সংখ্যা এখনি ডবল বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং কর্মীদের অন্ততঃ ১৫ টাকা করে মাইনা বাড়ানো হোক।

৪। ট্রাম, বিজলী, কর্পোরেশান, ধাঙ্গড়, গ্যাস প্রভৃতি সহরবাসীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পের মজুররা যাতে নির্ভয়ে থাকতে পারে তার জন্যে কোম্পানী ও গবর্ণমেণ্টের খরচায় পাকা বাড়ী চাই। গবর্ণমেণ্ট থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা চাই, তাদের স্ত্রীপুত্রদের দেশে পাঠাবার খরচ ও ব্যবস্থা চাই।

৫। অস্বাভাবিক অবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের খরচায় এবং গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের চেষ্টায় পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে খাদ্য ও অন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দোকান খোলা হোক এবং যেখানে মাছ তরকারীর বাজার বন্ধের উপক্রম হবে সেখানে বাজারেরও ব্যবস্থা করা হোক। বর্ত্তমান দোকানদারদের সমস্ত জিনিষ সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করুক। যেখানে দোকানদার দোকান ফেলে পালাবে সে-সব দোকান সরকার নিজের দখলে নিয়ে খোলাবার ব্যবস্থা করুক। এসবের জন্য কর্ম্মচারী না পেলে সরকার সাধারণের কাছে স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করুক, জনসাধারণ নিশ্চয় সাহায্য করবে।

৬। মোটর বাসের পেট্রোল বাড়িয়ে দিয়ে বাসের সংখ্যা বাড়াক।

৭। সমস্ত কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের এখনি মাসিক ১৫ টাকা করে বিশেষ ভাতা দেবার আইন জারি করা হোক।

৮। লোকের মানসিক বল ও দেশপ্রেমকে দৃঢ় ও সংগঠিত করবার জন্যে সভা-মিছিলের সমস্ত বাধা দূর করা হোক, সংবাদপত্রের উপর থেকে দমননীতি উঠিয়ে নেওয়া হোক।

যাওয়ার পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে রুখে দাঁড়ান। সমস্ত সহরবাসী নিজের নিজের পাড়া থেকে কয়েকজন করে লোক বেছে নিয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে এই সব দাবীর ডেপুটেশন পাঠান। ভাববেন না যে এসব দাবী পাওয়া স্বপ্ন। নিজেদের শক্তিতে ভরসা রাখুন. মনে রাখুন যে আমাদের যেমন সঙ্কট, আমলাতন্ত্রের আজ তার চেয়েও বড় সঙ্কট, তার সমস্ত ব্যবস্থাই বানচাল হতে বসেছে। এখন সকলে একত্রে দাবী করলে কয়েকদিনের মধ্যেই দাবী আদায় করা যাবে।

নিজেদের সাহায্যে নিজেরাই এগিয়ে আসুন, ভাইকে বাঁচাতে ভাই বুক পেতে দিন। যাঁর পক্ষেই সম্ভব তিনি এ-আর-পি স্বেচ্ছাসেবক হোন। প্রত্যেক পাড়া ও মহল্লার দেশপ্রেমিক যুবক-যুবতী জনরক্ষী দলে যোগ দিন, যেখানে নাই সেখানে গড়ে তুলুন। পাড়ায় যাদের আশ্রয় নাই তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, জলের অভাব হলে যেখানে জল আছে সেখান থেকে জল আনবার ব্যবস্থা করা. ধাঙ্গড়ের অভাব হলে নিজেরাই পাড়া পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, লুঠপাটের বিরুদ্ধে ও পঞ্চমবাহিনী কর্ত্তৃক আতঙ্ক সৃষ্টির বিরুদ্ধে পাড়া পাহারার ব্যবস্থা করা, আহতদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা. চাল ডাল কেনার জন্যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা, আর সবাইকে সেবা, সাহস ও অভয় দেবার ব্যবস্থা করা—আজকের সাধারণ বিপদের দিনে এই হবে তাঁদের দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁদের সকলের সঙ্গে আছে। দেশবাসীর এই দারুণ বিপদ ও মৃত্যুর আতঙ্কের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি সর্ব্বত্র দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর মৃত্যু ও অপরিসীম দুর্গতির করুণ যন্ত্রণা আজ দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান খান খান করে ভেঙ্গে দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সবাই আজ একই মহাদুঃখের মধ্যে সমদুঃখতার মহান বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। দুঃখ ও বেদনার কালো অন্ধকারের ভিতরেও আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার এই যে সাধারণ অনুভূতির শিখা আজ জ্বললো তাকেই সমস্ত অন্ধকার দূর করার মত বিরাট অগ্নিশিখায় পরিণত করবার জন্যে কমিউনিষ্ট পার্টি দেশের সব ভাই-বোনকে ডাক দিচ্ছে। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা প্রভৃতি দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে, আর সকল মতের দেশবাসীকে কমিউনিষ্ট পার্টি আজ ডাক দিয়ে বলছে—নিষ্ঠুর মৃত্যুর সামনে কারও সঙ্গে কারও ব্যবধান নেই, এস আমরা সকলে সমবেত কণ্ঠে বাঁচবার দাবী তুলি, এস আমরা আমলাতন্ত্রকে দাবী মানতে বাধ্য করি, এস আমরা আর্ত্তসেবা আর আত্মরক্ষার সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশকে রক্ষা করবার সুদৃঢ় ঐক্য আর অসীম শক্তি গড়ে তুলি।

যুদ্ধের গতি

"আসল লড়াই শুরু হইল"

বাংলার হিন্দু মুসলমান, জাগো!

জাপানের প্রধান মন্ত্রী টোজো বলিয়াছে যে এতদিনে আসল লড়াই শুরু হইল। বাংলা দেশে আমরা তো এখন লড়াই চাক্ষুষ দেখিতেছি। চট্টগ্রাম, ফেণী ও পূর্ব্ব বাংলায় কোন কোন জায়গায় বারবার জাপানীরা হাওয়াই হামলা করিয়া যাইতেছে। খাস কলিকাতার উপর এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচবার আসিয়া হানা দিয়াছে, বে-সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলিয়াছে, একটী বাজারে নির্ব্বিরোধ ফড়িয়াদের মারিয়াছে, নিরীহ গৃহস্থদের প্রাণ লইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুসারে প্রথম তিন হানায় অন্তত ২৫ জন মরিয়াছে, ১০০ জন জখম হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত খবর মিলিয়াছে যে একটা জাপানী বিমান নষ্ট করা হইয়াছে ও অন্য কয়েকটী রীতিমত ঘায়েল হইয়াছে।

জাপানী হামলার উপযুক্ত জবাব আমরা চাই। বার্ম্মায় জাপানী ঘাঁটির উপর অবশ্য বোমা ফেলা হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াইয়ে যে জাপান সুবিধা করিতে পারিতেছে না, তাহা টোজোর কথা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু হামলার আসল জবাব দিতে পারে দেশের জনশক্তি। 'বোমায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কলিকাতার অধিবাসীরা যথেষ্ট মনের জোর দেখাইতেছেন', এই কথা বলা একেবারে যথেষ্ট নয়। বার্ম্মা আক্রমণের পূর্ণ উদ্যোগ কোথায় হইতেছে? বাংলাদেশে সবাই যাহাতে আজ রুষ্ট হইয়া জাপানকে খেদাইয়া দিবার কাজে নামিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা এখনই চাই। আমলাতন্ত্র এ কাজে একেবারে অক্ষম, একমাত্র জাতীয় সরকার এ কাজের ভার লইতে পারে। আজ বোমাবর্ষণের দিনে যে বিপদ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে, সেই বিপদকে কাটাইবার জন্যই একজোট হইয়া আমাদের জাতীয় সরকার আদায় করিতে হইবে।

লালফৌজের জয়জয়কার

বিরাট রুষ রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই লালফৌজ আগুয়ান্ হইতেছে। জার্ম্মাণরা যে তাহাদের আত্মরক্ষার দুর্গগুলিতেই চুপচাপ শীত কাটাইয়া দিবে, সে আশা ভণ্ডুল করিয়া দিতেছে। গত সপ্তাহের সব চেয়ে জাঁকালো খবর হইতেছে ডন্ নদীর মধ্য অঞ্চলে লালফৌজের জয় জয়কার। ভরোনেশ্ হইতে দক্ষিণে রষ্টভ পর্য্যন্ত যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইন গিয়াছে, সেটী কয়েক জায়গায় লালফৌজের দখলে আসিয়াছে। কেটিন্সকায়া নামে একটী জরুরী ষ্টেশন লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণরা এই স্থান হইতে এত তাড়াতাড়ি পালাইতে বাধ্য হয় যে তাহারা বিমানঘাঁটিতে ৩০০ এরোপ্লেন এবং রেলগাড়ীতে আরও ৫০টী ফেলিয়াই চম্পট দিয়াছে। মিলেরোভো নামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটী শহর ও রেলজংশনকে লালফৌজ প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ডন্ অঞ্চলে আক্রমণ শুরু হওয়ার সময় হইতে রবিবার পর্য্যন্ত লালফৌজ অন্তত ৫৬০০০ শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে, ৯৩ থেকে ১২৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে, প্রচুর সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে আর ৮১২টী বসতিপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে।

ভল্গা ও ডন্ নদীর মধ্যস্থলে যে দুই লক্ষ শত্রুসৈন্য আটক পড়িয়াছে, তাহারা লালফৌজের বজ্রমুষ্টি ভেদ করিয়া বাহির হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ককেশাস্ অঞ্চল হইতে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য ও সমরোপকরণ আনার যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহা বিফল করিয়া দিবার জন্য নাল্চিকের দক্ষিণপূর্ব্বে লালফৌজ আক্রমণ চালাইয়া ১৫।২০ মাইল আগাইয়াছে। জার্ম্মাণরা বাধ্য হইয়া পূর্ব্বদিকে হটিতেছে, কিন্তু সেখানে ষ্টালিনগ্রাদের বীর বাহিনী তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তৈয়ার রহিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদে জার্ম্মাণরা যে সব দুর্ভেদ্য আত্মরক্ষাকেন্দ্র বানাইয়াছিল, সেগুলি কাড়িয়া লইতেছে। ইহাতে যে দলে দলে শত্রুসৈন্য আত্মসমর্পণ করিতেছে তাহা খুবই স্বাভাবিক।

মধ্য রণক্ষেত্রে ভেলিকি লুকির দক্ষিণ-পশ্চিমে লাল ফৌজ আক্রমণ চালাইতেছে। এ জায়গাটা লাটভিয়ার সীমান্ত হইতে নিকটে। সোভিয়েট ভূমি ক্রমেই শত্রুকবল হইতে মুক্তি পাইতেছে। এই কথাই ষ্টালিন ও মলোটভ যুক্রেন সোভিয়েটের রাষ্ট্রপতিকে এক বাণীতে জানাইয়াছেন। যুক্রেনের ২০ লক্ষ অধিবাসীকে ফ্যাশিষ্ট দস্যুরা মারিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট যুক্রেন কিছুতেই পরাজয় মানিবে না। শীঘ্রই যে যুক্রেন আবার সোভিয়েট শাসনে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রমাণ হইতেছে লাল ফৌজের যুক্রেনে পুনঃ প্রবেশ।

লাল ফৌজের বিজয় অভিযানের ফলে ষ্টালিনগ্রাদে, ককেশস্ অঞ্চলে এবং মিলেরোভো, রষ্টভ্ ও কোটেলনিকোভের মধ্যে শত্রু সৈন্য বন্দী হইতেছে। যুক্রেণ ও ডনেৎস্ অঞ্চলের সমৃদ্ধি আবার সোভিয়েটের দখলে আসিবে। এ পরাজয়ের ধাকা সাম্লাইতে হিটলারীরা নাস্তানাবুদ হইবে।

উত্তর আফ্রিকায় স্তব্ধভাব

যে দারলাঁকে লইয়া এত হৈ চৈ পড়িয়াছিল, গুলি খাইয়া তাহার প্রাণ গিয়াছে। জেনারল জিরো তাহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'সব শেয়ালের এক রা' ধরিয়াছেন; ফরাসী সাম্রাজ্যের জন্য সকলকে লড়িতে বলিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকার আসল অধিবাসীদের স্বাধীনতার আশ্বাস না দিলে লড়িবে কে? দারলাঁর কায়দাই যদি কায়েম হইল তো লড়াইয়ে জিত হইবে কেন?

রমেল এখনও পিছু হটিয়া যাইতেছে। মনে হয় যে ত্রিপলিতে ঢুকিবার পূর্ব্বে সে ইংরজের সঙ্গে যুদ্ধে লড়িবে না। ত্রিপলি হইতে লড়াই চালাইবার ব্যবস্থাও ভাল আছে। তাই রমেলকে শুধু ধাওয়া করিয়া যাওয়া যথেষ্ট নয়। তাহার সঙ্গে এখনই লড়াই সুরু করিয়া পর্য্যুদস্ত করিয়া তোলা নেহাৎ দরকার।

ভিউনিসিয়াতে এখনও লড়াই জমিয়া উঠে নাই। মেজেজ-এল্-বাব অঞ্চলে দুই পক্ষ তোড় জোড় করিতেছে, মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতেছে। দুই পক্ষই বিমানযোগে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। পুরাণো কেতায় লড়াই চালাইবার সময় যে আর নাই, তাহা এখনও কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতেছে না। উত্তর আফ্রিকার জনগণের সহযোগিতা লইয়া ফ্যাশিষ্ট দলনে অবিলম্বে লাগিয়া যাও, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করো—তাহা হইলেই জনশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। ফাসিষ্টরা রণে ভঙ্গ দিবে, ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতাকে নিষ্পিষ্ট করা যাইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের খবর

এ অঞ্চলে লড়াইয়ের খবর মোটের উপর মন্দ নয়। নিউগিনিতে বুনা অঞ্চলে জাপানীরা রীতিমত কোনঠাসা হইতেছে। সুমাত্রার পশ্চিমে সাবাং দ্বীপে নৌ ও বিমান বহর যাইয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। গুয়াডালকানার অঞ্চলে আমেরিকান গেরিলা যোদ্ধারা জাপানীদের ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাপানীরাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। পাল্টা আক্রমণ সম্ভব হইলেই চালাইতেছে।

বার্ম্মা হইতে নূতন করিয়া চীন আক্রমণের যে চেষ্টা জাপানীরা করিয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। নানলাই ও তাপিং নদী পার হইয়া জাপানীরা অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু চীনারা পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের খেদাইয়া দিয়াছে। টোজোর বক্তৃতায় জানা যায় যে চুংকিং সরকারের ৩০ লক্ষ সৈন্য ও ৬ লক্ষ কমিউনিষ্ট যোদ্ধার সঙ্গে জাপানীদের নানা জায়গায় সংঘর্ষ হইতেছে। সলোমনস্ দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের পক্ষে লড়াইয়ের মালমশলা ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা নাকি এখন শক্ত হইয়া পড়িতেছে।

চীন ও ভারতবর্ষ হইতে বার্ম্মার নানা জায়গায় বোমাবর্ষণ যে হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসী ফাসিষ্ট হামলার যে জবাব দিতে চায়, তাহার ব্যবস্থা হয় নাই। সে ব্যবস্থা আমাদেরই আদায় করিতে হইবে। ঐক্যের জোরে জাতীয় সরকার অর্জ্জন করিয়া আমরা চীনের মত লক্ষ লক্ষ দেশভক্তকে দেশরক্ষার কাজে লাগাইলে, ফাসিষ্টরা পালাইবার পথ পাইবে না, আমাদের স্বাধীনতা আমরাই গড়িয়া তুলিব। ২৮।১২।৪২

পার্টি তহবিল সংগ্রহে

এখনো ৩১ হাজার টাকা বাকী!

উঠে পড়ে লাগুন—পার্টি পতাকার সম্মান রক্ষা করুন

৬ই ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বরের মধ্যে আর মাত্র ১০ হাজার টাকা উঠেছে। ২৬শে পর্য্যন্ত মোট আদায় ২৩ হাজার টাকারও কম! অর্দ্ধেক টাকাও আমরা এখনো তুলতে পারিনি। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে! প্রত্যেক জেলা এখনই উঠে পড়ে লেগে কোটার চেয়েও বেশী টাকা জমা করুন। আমরা আশা করেছিলাম যে বেশীর ভাগ টাকা কলকাতা থেকেই তোলা যাবে এবং সেই হিসাবে মোট ৫৩ হাজারের প্রায় ৩৫ হাজার টাকাই কলকাতার বিভিন্ন ইউনিট তথা পি-সির উপর ধার্য্য করা হয়েছিল, মফঃস্বল জেলাদের কোটা হাল্কা করেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু বার বার বোমা পড়ার পর কলকাতার অস্বাভাবিক অবস্থায় কলকাতার পক্ষে কোটা পূরণ করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজ মফঃস্বল জেলাগুলির উপরই বিশেষ দায়িত্ব এসেছে। কলকাতা চিরদিন তার কোটা পূর্ণ করেছে, আজ মফঃস্বলের সব জেলাগুলি নিজেদের কোটার চেয়েও বেশী তুলে কলকাতার উদাহরণকেই এগিয়ে নিয়ে জান। পার্টি পতাকার সম্মান আজ মফঃস্বলের জেলাগুলির হাতে। ভরসা করি তাঁদের হাতে পার্টি পতাকার অপমান হবেনা। ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট আদায়ের হিসাব নীচে দেওয়া হল:—

	দেয়	প্রাপ্ত		দেয়	প্রাপ্ত
প্রাদেশিক কমিটি ও			রাজসাহী	৩০০৲	১৫০৲
স্পেশ্যাল সেলস্	১৭৫০০৲	৯৭৩৩।৶০	বীরভূম	২০০৲	১৩৪৲
কলিকাতা জেলা কমিটি	১০,০০০৲	৪১২২৲১২॥	পাবনা	২৫০৲	১২৬৲
প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রণ্ট	৫০০০৲	১৭৩৫৷৶০	জামসেদপুর	২৫০৲	১২০।৶০
মহিলা ফ্রণ্ট	২০০০৲	৮৩২৶০	যশোহর	৫০০৲	১১৭।/৫
চট্টগ্রাম	১৫০০৲	৭২৫৲	নদীয়া	৫০০৲	১১৫৲
ঢাকা	১৫০০৲	৬৫০৲	নোয়াখালী	২৫০৲	১০০৲
হাওড়া	৭৫০৲	৫০৭৷৶০	মেদিনীপুর	৩০০৲	৯০/০
শ্রীহট্ট	১৫০০৲	৫০০৲	বর্দ্ধমান	২৫০৲	৮৫৲
ময়মনসিংহ	১৫০০৲	৪২৪৲	বাঁকুড়া	২০০৲	৫৯৲
হুগলী	৭৫০৲	৩৭০।০	দিনাজপুর	৫০০৲	৫০৲
বরিশাল	৫০০৲	৩০০৲	খুলনা	২৫০৲	৪৮৲
২৪ পরগণা	২৫০৲	২৫১৲১০	মুর্শিদাবাদ	২০০৲	৪৫৲
ত্রিপুরা	৫০০৲	২৫০৲	বগুড়া	১০০৲	৩৫৲
রংপুর	১৫০০৲	২১৯৷০	আসাম	৩০০৲	৩০৲
ফরিদপুর	৪০০৲	১৯২৶১৫	জলপাইগুড়ী	২৫০৲	৯৷০
মালদহ	২৫০৲	১৬৫৲			২২,২৯৪৲২।

পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত ৫১৩২।১০ ও ১৪৪৬ খানা জামা কাপড় (গত সপ্তাহে ভুলক্রমে বাহির হইয়াছে ১৮১৫ খানা জামা কাপড়)। পরে পাওয়া গিয়াছে:

খোকসা জানিপুর তরুণ মহামায়া নাট্য-সমিতি, নদীয়া ৪৬৲; জনৈক কমিউনিষ্ট দরদী, শেরপুর টাউন ৩৲; মিসেস রায় ১ খানা চাদর ও ১ খানা কাঁথা; মিস এস সেন ২৷০; রাজাবাজার ট্রাম ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরগণ এক থলে চাউল; ধনমন্দাই ক্লাব, রমনা, ঢাকা ৬৷০; মাউলতলা মহিলা সমিতি, বরিশাল ৫৲; এল আর এশ রেলওয়ে শ্রমিকগণ, লামডিং ২৫৲; জামসেদপুরের কয়েকজন শ্রমিক ৩৲; হরিচরণ সরকার ও ঈশ্বরচন্দ্র দেবনাথ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিং ৩৲, ময়মনসিং জেলার কুমারুল ও কায়েতগ্রাম হইতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৭৲; মিসেস এস, সি, রায়ের সংগ্রহ মিঃ নির্ম্মল লাহা ২৫৲; সেন্টারল্ প্রডাক্টসের শ্রমিকগণ ২০০৲; মিসেস ব্যানার্জ্জী ১০৲; চেতলা সেবা সমিতি (আলিপুর এ-আর-পি ষ্টাফের ৫০৲ টাকা সমেত) ১০০৲; কুষ্টিয়া তরুণ সম্প্রদায় ৬০৲; মেদিনীপুর রিলিফ কমিটি, ডিব্রুগড় ৬০৲; হালিসহর পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির রাস্তায় সংগ্রহ ১১/০ ও ২০ খানা কাপড়; প্রতীপ বসুর সংগ্রহ, কলিকাতা ২০৲; হুগলী, বালি মহিলা সমিতি, কাপড় ১২; কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন কাপড় ৩৮; সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, কাপড় ৭; নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এক টাকা করিয়া পাওয়া গিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; পরেশ তপাদার, বালিগাঁও, ঢাকা; হালিসহর পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির সংগ্রহ; ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কন্ট্রাক্টর; এল, আর, বেরিক; বি, এন, মুখার্জ্জী; এল, এন, মুখার্জ্জী; এল, ভট্টাচার্য্য; এম, বসু, কে, সি, গাঙ্গুলী; সুরকি মিল; ডি, কে, সরকার; এ, গোস্বামী; খুচরা সংগ্রহ ।৶০; ভবানীপুর ব্যায়াম সংঘ ২০৬।৶১০। মোট ৫৯২৩/০ ও ১৫২৫ জামা কাপড়।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার বনিয়াদ তৈরী কর

কলিকাতা অঞ্চলে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিমান হানায় সরকারী হিসাবে ২৫ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হইয়াছে। ২২শে রাত্রে একটি বাজার ও ২টি বস্তির উপর বোমা পড়িয়াছে। ঐ রাত্রে যাহারা অসহায়ের মত নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে একটি মহিলা এবং তাহার দুইটি শিশু সন্তান। ইহার পর ২৪শে তারিখে আবার বোমা বর্ষিত হয়। যে সব স্থানে বোমা বর্ষিত হইয়াছে সেগুলির লক্ষ্য সামরিক বস্তুই নয়, তাহার মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থানও আছে। এ বোমা ফেলিয়াছে ফাসিষ্ট জাপানের দস্যু সেনাদল যাহারা আমাদের দেশ দখল করিয়া আমাদের দেশবাসীকে শৃঙ্খলিত করিতে চায়।

২২শে ডিসেম্বর দুপুরে লায়ন্স রেঞ্জে দুইটী হাতবোমা বিরাট শব্দে ফাটিয়া যায়। ঐদিন রাত্রে দক্ষিণ কলিকাতায় টালিগঞ্জ সেক্সনের একখানি ট্রামগাড়ীতে আগুন ধরাইবার চেষ্টা হয়। প্রতাপাদিত্য রোড ও রসারোডের মোড়ে একখানি ট্রাম থামিলে উহার সম্মুখে দুইটি হাতবোমা বিস্ফোরণ হয়, ট্রামের যাত্রীরা তখন প্রাণের দায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়ে। এই বোমা জাপানীদের ফেলা বোমা নয়, এ বোমা ফেলিয়াছে এদেশেরই একটি দল যাহারা জাপানীদের আক্রমণের মুখে দেশরক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিতে চায়

এই দুই রকমের বোমাই পড়িয়াছে কলিকাতা সহরেরই নাগরিকদের উপর; জাপানী আর জাপানের সাহায্যকারী পঞ্চমবাহিনী এই দুয়ের বোমায় কোন পার্থক্য নাই। জাপানীরা বলে তোমাদের স্বাধীন করার জন্যই তোমাদের মাথায় বোমা ফেলিতেছি। পঞ্চমবাহিনী বলে আমরা স্বাধীন হইবার জন্যই অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছি। আজ স্বাধীনতার নামে তাহাদের এই ভণ্ডামিকে প্রত্যেক বাঙ্গালী ঘৃণা করিবে, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দশজনে যেমন একতাবদ্ধ হয় তেমন ভাবেই একতাবদ্ধ হইবে।

কিন্তু আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন আচরণ, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবেচনাহীন অব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কঠোর দমননীতি দেশবাসীকে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আজ বোমার ভয়ে লোক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বুঝিতেছে না, যে এদেশ আমাদের, এদেশ আমাদিগকেই রক্ষা করিতে হইবে। নিজঘর ছাড়িয়া পালাইলে চলিবে না; তাহারা বুঝিতেছে না যে আজিকার দিনের অরাজকতা আমাদিগকেই আহত করিবে।

কলিকাতাবাসী তথা বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে, ইহাই আমাদের রণধ্বনি; পলায়ন বাঁচিবার রাস্তা নহে, কাজ ছাড়িয়া অরাজকতা সৃষ্টি মৃত্যুকেই নিকটবর্ত্তী করিবে, ভয় এবং অন্ধ উত্তেজনায় জাপানী এবং জাপ-অনুচর পঞ্চমবাহিনীই সুবিধা পাইবে।

কলিকাতাবাসীর আদর্শ যেন রেঙ্গুন না হয়, কলিকাতাবাসীর আদর্শ হউক ষ্টালিনগ্রাদ্। ষ্টালিনগ্রাদ্ ফাশিষ্ট গুণ্ডাদের যে আঘাতের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশও এদেশে এখনও হয় নাই কিন্তু জাপ অনুচর পঞ্চমবাহিনী রং ফলাইয়া লোকের ভিতর ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। পালাও পালাও রব তুলিয়াছে।

আমরা বলিতেছি ভয় নাই। কলিকাতার শ্রমিক, কারখানা ছাড়িয়া পালাইও না, কারখানার কাজ চালু রাখো। তোমার হাতের মুটির উপরই কলিকাতার তথা সমস্ত দেশের জীবন নির্ভর করিতেছে। কলিকাতার দোকানদারগণ, দোকান বন্ধ করিয়া পালাইও না সহরবাসীর জীবন এ বিপদে আরও বিপন্ন করিও না। কলিকাতার সর্ব্বসাধারণ, পাড়ায় পাড়ায় দেশরক্ষা কমিটি তৈরী কর, সহরবাসী সকলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আশ্রয়, চিকিৎসা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা কর, পাড়ায় পাড়ায় খাদ্যভাণ্ডার খোল। কলিকাতার যুবক এক হও। মেয়েরা এক হইয়া দাঁড়াও। লুঠ তরাজ ও গুণ্ডামীর প্রতিরোধ কর, পাড়ায় পাড়ায় শৃঙ্খলা রক্ষা কর, আমলাতন্ত্র যাহা পারে না তাহা তোমাদেরই করিতে হইবে। জাপানী বোমার আঘাতে যাহারা বিপন্ন হয় তাহাদের শুশ্রূষা কর, আর পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দল তৈরী করিয়া অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের সায়েস্তা কর। কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য সকল দলকে লইয়া একত্র হও। সহরবাসীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর।

এ কাজ কঠিন নয়। অত্যন্ত সহজ কাজ। শুধু আমরা উদ্যোগী হইলেই হইল। শুধু আমরা দেশহিতব্রতীর সৎসাহস লইয়া ঐক্যবদ্ধ হইলেই হইল। বোমার ভয়ে কলিকাতা বর্জ্জন না করিয়া ভয় এবং ভেদ বর্জ্জন কর। তবেই বিপদ কাটিয়া যাইবে, আমরা সত্যকার ক্ষমতা হাতে পাইব, আমাদের স্বদেশবাসীর ধনপ্রাণ বাঁচিবে।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল নয়, বাঙ্গালী অসমর্থ নয়, হিন্দুস্থানের অধিবাসী কাপুরুষ নয়। কাপুরুষ তাহারা যাহারা সাধারণ নাগরিকের বাড়ী আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া জ্বালায়, কাপুরুষ তাহারা যাহারা পটকা ছুড়িয়া নিরীহ ট্রামযাত্রীর জীবন বিপন্ন করে।

কলিকাতার এই বিপদের মাঝে, আমাদেরই মা-বোন-ভাইয়ের রক্তের ভিতর দিয়া লৌহদৃঢ় একতা গড়িয়া উঠুক। সমস্ত দলের, সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর একতা আজ রক্তের দাগের ভিতর দিয়া বজ্র কঠিন হউক। ইহারই ভিতর দিয়া ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসী আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, ফাসিষ্ট-পঞ্চম-বাহিনীর চক্রান্ত ব্যর্থ করিব, স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়িয়া তুলিব।

বোমার সামনে সোভিয়েটবাসী

ষ্টালিনগ্রাদে

"দুই হাজার বোমারু বিমান একদিন সহর আক্রমণ করিল। ষ্টালিনগ্রাদের সহরতলী এ আঘাতও সহ্য করিল। জার্ম্মাণরা আগাইতে পারে নাই। বে-সামরিক লোকদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নাই, কিন্তু উৎসাহ তাদের প্রবল। সাধারণ লোকও অসীম বীরত্ব দেখাইতেছে। কারখানার মজুররা সিফটে সিফটে কাজ চালাইতেছে। হাজার হাজার মজুর লড়াই চালাইতেছে।

সহরে উত্তর পশ্চিমে দিনরাত বোমা ও কামানের গোলা পড়িতেছে। বোমা ও আগুনে রাস্তার পর রাস্তা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। তবু লোক ঘাবড়ায় নাই, নিয়মিত কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ৫০ বছরের এক বৃদ্ধ মজুর। তার বাড়ী বোমায় পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে, বোমায় আহত স্ত্রী রক্তাপ্লুত দেহে প্রাণ হারাইয়াছে। বৃদ্ধ তবু অটল। শিশু পুত্রকে সাথে করিয়া সে মজুর মহল্লায় আসিয়া হাজির হইল। তাহারই দেশ-বাসীর জন্য, তাহারই প্রিয় ষ্টালিনগ্রাদের জন্য সে কাজ করিয়া যাইবে।

রাস্তায় রাস্তায় যখন মেশিনগানের গুলি ছোটে ষ্টালিনগ্রাদের মজুররা তখন শৃঙ্খলার সাথে দোকানে আর কারখানায় আসিয়া আশ্রয় নেয়। দুই মাসের বোমা-কামান ষ্টালিনগ্রাদবাসীকে বজ্রদৃঢ় করিয়াছে।"

—মস্কো রেডিও, ২৭শে অক্টোবর।

সেবাস্তোপোলে

অন্ধকার রাত্রি। মেশিনগানের গোলা, রকেট, বোমার আগুনে আকাশ মাঝে মাঝে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। অতি বিস্ফোরক গোলা, বুলেট, কামানের গর্জ্জন ও মাইন ফাটার শব্দ মিলিয়া এক বীভৎস সুরের সৃষ্টি করিয়াছে।

জার্ম্মাণরা প্রচুর গোলা ছুড়িতেছে। তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য রাস্তা ঘাট সব সময় বিপন্ন করিয়া রাখা, একজন লোকও রেহাই না পায়। আমরা রাস্তার কতক অংশ হামাগুড়ি দিয়া পার হইলাম, কোন কোন স্থানে কয়েক মিনিট নিঃশব্দে পথের উপর শুইয়া পড়িলাম।

মাথার উপর দিয়া বিকট শব্দে গোলা চলিয়া যাইতেছে। কাহারও ভিতর এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। আশু বিপদ কাটিয়া যাইবার সাথে সাথে আমরা সবাই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধুলা-বালি ঝাড়িয়া উঠিলাম। ঠাট্টা-বিদ্রুপও চলিল, সিগারেটটি হাতে ঠিকই আছে।

পরদিন রাত্রি। এই রাত্রিটাই নাকি অনেক শান্ত। আমি কিন্তু ঘড়ির কাঁটা দেখিতেছি। সেকেণ্ডে একটি করিয়া গুলি, কখনও বা দুইটি। সেবাস্তোপোলের ইহাই শান্ত রাত্রি।

সেবাস্তোপোলের অধিবাসীরা রাত্রিকেই দিন করিয়া ফেলিয়াছে। রাত্রির আবরণে সবাই কাজ চালায়। সৈনিকেরা সৈন্য সাজায়, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র আনে, জিনিষ কেনা-বেচাও চলে রাত্রে

দিনের বেলায় দেখি সহরের কি ধ্বংসলীলাই না হইয়াছে! একদিন যে সেবাস্তোপোলে ছিল সবুজের খেলা, দালান-কোঠা, মনুমেণ্ট, পথ-ঘাট-পার্কে সমৃদ্ধ, সে সেবাস্তোপোল আজ ধ্বংসের স্তূপে পরিণত। যেসব দালান একেবারে ধ্বসে নাই, সেগুলি ক্ষতবিক্ষত, জানালা-দরজা দালান ছাড়িয়া পালাইয়াছে। পথ-ঘাট ভাঙ্গা কাঁচে আচ্ছন্ন। গোলা-বিধ্বস্ত পথ, ট্রামলাইন মাটি ছাড়িয়া উঠিয়াছে, ধুলায় লুণ্ঠিত গাছ-পালা, দালানের কড়ি-বরগা, ঘরের আসবাবপত্র পথে পথে ছড়ান।

প্রথমে জার্ম্মাণরা কামানের গোলা ফেলিয়া নগরের দৈনন্দিন জীবন অচল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, সেবাস্তো-পোলের অধিবাসীদের মনোবল ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণদের সে আশা ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা সেবাস্তো-পোলকে পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহিল।

—পিটার সাঝিন

ঢাকা জেলের ভিতর হইতে

কমরেড কালীপদ চক্রবর্ত্তী চাঁদপুরের তারিণী মুখার্জী হত্যা মামলায় সন্ত্রাসবাদী আমলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন কিশোর বয়সের জন্য তাঁহার ফাসির হুকুম হয় না। জেলখানায় তাঁহার সুদীর্ঘ ১৪ বছর কাটিয়া গেল। কারাগারে বসিয়া তিনি কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করিয়াছেন। ফাসিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি ইচ্ছুক। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকরা যে আত্মঘাতি সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করিয়াছে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন একতার আন্দোলনই যে একমাত্র পথ তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

আজ যখন চট্টগ্রাম, ফেণী, কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, যখন ফাসিষ্ট আক্রমণ বাংলায় আসন্ন, তখন কমরেড কালিপদর মত অসীম সাহসী শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের দেশ চায়। কালিপদর মেয়াদ ফুরাইয়া যাইতেছে। আমরা তাঁহার মুক্তি চাই। ঢাকা জেল হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর কালিপদ লিখিয়াছেন:—

আমাদের মুক্তি সম্বন্ধে আর কোন সম্ভাবনা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। জনযুদ্ধের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং তথাকথিত সংগ্রামের পথ থেকে পথভ্রষ্ট দেশপ্রেমিকদের ঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যাঁরা বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট তাঁদেরও আজ বাইরে থেকে জেলে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে সরলভাবে আমরা স্বীকার করলেও আমাদের জেলের ভেতর আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

বর্ত্তমানে আপনারা জাতীয় একতার জন্য যে সংগ্রাম সুরু করেছেন তা সাফল্যের পথে এগুচ্ছে। সেই বিরাট জাতীয় ঐক্যের চাপে আমলাতন্ত্রের সমস্ত রকম বাধা অপসারিত হতে বাধ্য হবে, এ বিশ্বাস রাখি।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে আমার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মুক্তির আশা করতে পাচ্ছি না, কারণ রমেশের দৃষ্টান্তই চোখের সামনে রয়ে গেছে" (১৫ বছর জেল খাটিবার পরও রমেশ চ্যাটার্জ্জীকে ছাড়া হয় নাই)।

খাদ্য-সংকটে

সরকার নয়, সমিতির দিকে তাকাও

বিপদ কোথায়

রংপুর জেলার একটি গ্রাম। ছয় সাত জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী জনযুদ্ধের কাজ করিতে করিতে স্কোয়াডে বাহির হইয়াছে। একটি 'খুলী'তে কৃষকদের বৈঠক বসিল। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিরা কৃষকদের বুঝাইল, "দেশের সামনে এক বড় বিপদ। এক দিকে আমাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়ছে, অপরদিকে চাটগাঁয়ে জাপানী বোমা পড়তে শুরু করেছে। এ বিপদ হতে দেশকে বাঁচাতে পারে এদেশের প্রিয়তম নেতারা এবং এদেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ, অথচ, আমলাতন্ত্র তাদের জেলে আটকাচ্ছে; দেশরক্ষার ভার, দেশের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ দূর করার ভার দেশবাসীর উপরে ছেড়ে দিচ্ছে না।" তাহারা নিত্যকার জীবনের দুঃখদুর্দ্দশার কথা বলিতেই একজন কৃষক বলিল, "দেখুন, কেরোসিন ত আমরা ছেড়েই দিয়েছি, তৈলের প্রদীপ ব্যবহার করতে শুরু করেছি।" আর একজন কৃষক চটকরিয়া বলিয়া উঠিল, "কেরোসিনের বেলায় না হয় তৈলের প্রদীপ, কিন্তু কাপড়ের পরিবর্ত্তে কি পড়বো বল্‌তে পারো।"

সরকারী অব্যবস্থা

কৃষকদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা নাই। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিরা আবার বুঝাইতে শুরু করিল, "গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের বাঁচবার জন্যই প্রয়োজন একতা। আজ যে ১৫৲ মণ চাল খেতে হচ্ছে, কেবল হিন্দুকে নয়, কেবল গরীব চাষীকে নয়, মুসলমানকে, মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদেরও খেতে হচ্ছে। তাই চালের দাম কমানো আজ সকলেরই স্বার্থ। কিন্তু চালের এ দর কি কমতে পারে যতক্ষণ না আমরা নিজেরা দাম কমাবার কাজে হাত দেই। আমলাতন্ত্রকে আজ দেশের কেউ চায় না, কেউ মানে না। তাই কাল যে বাজারে আমলারা চালের দর বাঁধে ১০৲, পর দিনই তাদের নাকের ডগার উপর সে চাল বিক্রি হয় ১৫৲। পারে আমলারা তাদের পুলিশ পাইক দিয়ে তাদের ঠেকাতে?" একজন কৃষক খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের লীগ যে কিছু বলছে না। লীগ বললেই আমরা একতার কাজে নামতে পারি।"

মিটিংএর অধিকার চাই

কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিরা বলিল, "লীগ ত মুসলমান জনসাধারণেরই সংগঠন। বিপদের দিনের বন্ধু বলেই না আপনারা লীগকে এত ভালবাসেন, মানেন, দুঃখ-দুর্দ্দশা হতে বাঁচাবে বলেই না আপনারা লীগের উপর এত ভরসা রাখেন। লীগ আপনাদের একতার শিক্ষাই দেয়। তা ছাড়া এই ধরুন মেদিনীপুরে যে বন্যা হয়ে গেল—এ বিপদের মধ্যে আপনারা কি একথা কখনো বলতে পারেন, লীগ বললেই আমরা সাহায্য তুলব, নতুবা নয়। যেখানে বিপদ সত্যিকারের, সেখানে একতা মানুষের স্বভাব। আগুন লাগলে, তখন কেউ নির্দ্দেশের জন্য বসে থাকে না।"

একজন বৃদ্ধ কৃষক খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল, "দেখ, আমি তোমাদের কংগ্রেসও বুঝি না, লীগও বুঝি না—বুঝি 'মিটিং'। আমরা বুঝি, মিটিংই আমাদের জোর। কংগ্রেস আমাদের মিটিং করতে শিখিয়েছে। আর তারই ফলে আমরা মুসলমানরা লীগ গড়তে পেরেছি, আমরা কৃষকরা সমিতি গড়তে পেরেছি। আমরা যে আজ এ "টারীর" লোকগুলি এত দাবী দাওয়ার কথা বলছি তার কারণ কংগ্রেস আমাদের "মিটিং" করতে শিখিয়েছে। এখন আমরা আমাদের শক্তি টের পেয়েছি।"

অমনি আর একজন কৃষক বলিয়া উঠিল, "সে ত সব বুঝলাম এখন কি করতে হবে বলত। ধান কাটায় মজুরী পাই পাঁচ আনা পয়সা, এক সের চাল। বাড়ীতে খাবার লোক ছয়টি।"

সমিতিই বল

কম্যুনিষ্ট কর্ম্মি বলিল, "গ্রামের কৃষক সমিতিই তোমার একতা, তোমার "মিটিং", তোমার ভরসা। "টারী"র প্রত্যেকটি কৃষক "সমিতির" সভ্য হও। তারপর নিজেদের বাঁচাবার পথ নিজেরা বৈঠক করে বের কর। দশ জনে বসে দেখো তোমাদের টারীতে, তোমাদের গ্রামে ও থানায়, কি ভাবে সস্তায় খাদ্য পেতে পার, কি ভাবে ফসল বাড়াতে পার, কি ভাবে কুটীর শিল্প গড়ে তুলতে পার, কি ভাবে খাজনা ও বাকী বকেয়া আদায় এবং ঋণের টাকা আদায় থেকে রেহাই পেতে পার। সস্তায় খাদ্য শস্য পাওয়ার জন্য হাট বাজার ও বন্দরে ভলাণ্টিয়ার দল পাঠাতে হবে, মুনাফা-লোভীদের শাসন ও মজুদ খাদ্যের উপর জনগণের অধিকার কায়েম করতে হবে; সরকারের কাছে গণ-ডেপুটেশন পাঠাতে হবে। ফসল বাড়াবার জন্য সরকারের কাছ থেকে বীজ শস্য, জমি এবং সেচের জল আদায় করতে হবে, বিনা সুদে কৃষিঋণ আদায় করতে হবে। কুটীর শিল্প গড়ে তুলবার জন্য চরকা ও তাঁত প্রচলন করতে হবে; শটী প্রভৃ'ত অন্যান্য শিল্পের উপর আরো নজর দিতে হবে, কাগজ শিল্পে হাত দিতে হবে। জমিদার ও মহাজনদের ডেকে বল্‌তে হবে, দেশরক্ষার জন্য তাদের সকল বাকী বকেয়া আদায় বন্ধ রাখতে হবে, দেশকে দেশবাসী না বাঁচালে বাঁচাবে কে? কৃষক সমিতির সভ্য হয়ে দেশ-রক্ষার সৈন্য হিসাবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী কর, দেশবাসীকে একতার পথ দেখাও!"

প্রত্যেকটি কৃষক 'সমিতি'তে যোগ দিতে আগাইয়া আসিল।

জেলায় জেলায় খাদ্য আন্দোলন

বিরাট ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের ভিতর **কৃষ্ণনগরে** চালের দর বাড়িয়া ১৪ টাকা মণ উঠে। সহরে এই ভীষণ চাল সংকট সমাধানের জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈঠক ও মিটিং করিয়া গরীব জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা হয়। ১৫ই ডিসেম্বর স্থানীয় টাউন হলে সহরের গরীব হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান অধিবাসীদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় বহু হিন্দু মুসলমান মেয়েও উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ এই সমাবেশের জোরে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং সভায় আসিয়া প্রতিশ্রুতি দেন আগামী ৪ দিনের ভিতর চালের দর নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। সভা শেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল ও বাজার পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রায় এক হাজারেরও বেশী লোক যোগ দেয়। গত ১০।১২ বছরের ভিতর কৃষ্ণনগর সহরে এমন শোভাযাত্রা দেখা যায় নাই। খাদ্যসংকটের ভিতর দিয়া কৃষ্ণনগরের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইহারই পর ১৮ই ডিসেম্বর **নবদ্বীপ** হইতে ৭০০ লোকের এক বুভুক্ষু অভিযান কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করে। ২০শে ডিসেম্বর **কৃষ্ণনগরে** আর একটি বিরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে প্রায় ৩ হাজার লোক যোগ দেয়। পর পর জনসাধারণের এই বিরাট ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের চাপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাধ্য হন প্রতিশ্রুতি দিতে। নিয়ন্ত্রিত মুল্যে দৈনিক ৪০ মণ চাল সরবরাহের জন্য তিনি কথা দেন।

ইহার আগে গত ১৩ই ডিসেম্বর দুই শত মণ ছোলা কৃষ্ণনগর হইতে নৌকাযোগে বাহিরে চালান যাইতেছিল। সংবাদ পাওয়ামাত্র স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ও সহিসদের সহযোগে ঐ ছোলা আটক করেন। ইহার ফলে গাড়োয়ান ও সহিসদের ভিতর প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা বুঝিতে পারে একতাই আজ একমাত্র পথ।

ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন

গত ২১শে ডিসেম্বর বিকালে **বর্দ্ধমান** টাউন হলে এক বিরাট খাদ্য সম্মেলন হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ও জিলা মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং বিশিষ্ট নাগরিক-গণের সহযোগিতায় এই সম্মেলন হয়। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রায় ছয় শতাধিক লোক সম্মেলনে যোগ দেয়। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মজুমদার। জেলা জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড সাহেদুল্লা সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং খাদ্যসংকট সমাধানে জনরক্ষা সমিতি এতদিন যাহা করিয়াছে তাহার বিবৃতি দেন। জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মৌঃ আবুল হাসেম বর্ত্তমান সংকটে জনগণের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। তিনি সরকারী ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থা এবং মোটা ব্যবসায়ীদের আত লোভ ও অসাধুতার তীব্র নিন্দা করেন এবং খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য তিনি জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে বলেন। মৌঃ আবুল হায়াৎ প্রভৃতি বক্তৃতা দিবার পর সম্মেলনে ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা হইতে ধান চাল রপ্তানী বন্ধ, ধান-চালের সাথে অন্যান্য জিনিষের সামঞ্জস্যমূলক দাম বাঁধা, বর্ত্তমান মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বোর্ডের বদলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিমূলক বোর্ড গঠন, প্রভৃতির দাবী করা হয়। কংগ্রেস; লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতি-নিধি লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়।

ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের জয়

গত ১০ই ডিসেম্বর জামালপুরের মহকুমা হাকিম **নলিতাবাড়ী** থানায় আসিলে বিভিন্ন গ্রামের শতাধিক হিন্দু মুসলমান কৃষক মিছিল করিয়া তাঁহার কাছে সম্মিলিত দাবী জানায়। ধানের ন্যায্য মুল্য, সরকার হইতে ধান খরিদ ও বাঁধা দরে কাপড় প্রভৃ'ত দাবী তাহারা উপস্থাপিত করে। হিন্দু-মুসলমান কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে মহকুমা হাকিম স্থানীয় কৃষকদের অধিকাংশ দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হন ও থানায় সেইমত নির্দ্দেশ দিয়া যান। ইহাতে অতিলোভী ব্যবসায়ীরা খুব বেকায়দায় পড়িয়াছে। অন্যান্য দাবী সম্পর্কেও তিনি দাবী পুরণের আশ্বাস দেন। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষকদের ঐক্যের জোর দেখিয়া পাশাপাশি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যেও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

সর্ব্বদলের একতা

খাদ্যাভাবে সম্প্রতি **মুন্সিগঞ্জে** সংক্রামকভাবে কলেরা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সেবাকার্য্যে সর্ব্বসাধারণের জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। খাদ্য সমস্যার সমাধানেও কমিউনিষ্টরা অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৮ই ডিসেম্বর কমরেড কালিপদ গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০টি ইউনিয়নের একটি সভায় একটি স্থায়ী মহকুমা জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্র লীগ, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, পিপলস্ এসোসিয়েশন ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। সভায় বাংলার বাহিরে ও অস্বাবলম্বী জেলা হইতে চাউল রপ্তানির বিরোধিতা করিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বণ্টন ও কৃষিঋণ দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। খাদ্যসংকট দূর করার জন্য সর্ব্বদলীয় এই আন্দোলন বাংলার জনসাধারণকে পথ দেখাইয়াছে।

ব্যবসায়ীরাও আগাইয়াছে

ডোমারের কৃষকেরা ঐক্যের জোরে সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে খাদ্যসংকট সমাধানের ভিত্তিতে মিলিত করিয়াছে! গত ৯ই ডিসেম্বর নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্মিলিত একটি সভায় একটি শক্তিশালী জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ সাময়িকভাবে চাউল রপ্তানি বন্ধ রাখিতে রাজী হইয়াছেন এবং সারা বছরের খাদ্য মজুদ রাখার নির্দ্দেশ দিয়া স্থানীয় জনমঙ্গল সমিতির নামে গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আয়োজন চলিতেছে।

খাদ্য সভা

রংপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ১৮ই ডিসেম্বর **বদরগঞ্জে** খাদ্য-সংকট বিষয়ে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের লইয়া এক সভা হয়। তাহাতে স্থানীয় ফসল রপ্তানি বন্ধ করার জন্য ও যে সমস্ত গৃহস্থের বছরের খোরাক বাদেও ধান উদ্বৃত্ত থাকে, তাহারা যেন তাহা মজুত রাখে ও আবশ্যকমত অভাবগ্রস্ত অধিবাসীদের মধ্যেই ন্যায্য দরে বিক্রয় করে, সেজন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে সকলেই সহযোগিতা করিতে রাজি হইয়াছেন। মহিলারাও বন্দরে ও মজুর পল্লীতে খাদ্যদাবীর ভিত্তিতে শক্তিশালী একতা আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছেন।

বুভুক্ষু সমাবেশ

গত ১৬ই ডিসেম্বর **হাওড়া** জিলার আন্দুল গোলাপ বাগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইলে আশে পাশের দশ বারটি গ্রামের প্রায় চার হাজার কৃষক-মজুর মেয়ে-পুরুষ জমায়েত হইয়া সস্তা দরে চাল ও কাপড়ের দাবা জানায়। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিশ্রুতি দেন ৫।৬ দিনের ভিতর ঐ অঞ্চলে কিছু চাল পাঠাইবেন।

জনরক্ষা কমিটি

খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য **বীরভূমে** গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা কমিটি গড়া হইতেছে। গত দুই সপ্তাহে আমেদপুর অঞ্চলে ৫টি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ২টি জনরক্ষা কমিটির ভিতর এ পর্য্যন্ত ৫৫ জন ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করা হইয়াছে। জনরক্ষা কমিটি খোঁজ নিতেছে গ্রামের কোন কৃষক কত ধান পাইয়াছে, কার কিরূপ অভাব ইত্যাদি। একটি গণ-দরখাস্তে সহি যোগাড় করা হইতেছে। তাহাতে দাবী করা হইয়াছে, হাল খাজনা মকুব চাই, কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখ, খয়রাতী দান দাও।

বোলপুর অঞ্চলে তথাকথিত 'সংগ্রামে'র ফলে গুলি চলে ও জনসাধারণ যথেষ্ট দমিয়া যায়। বর্ত্তমানে জনরক্ষা আন্দোলনের ফলে আবার লোকের উৎসাহ জাগিতেছে। স্থানীয় জমিদারের বাধা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের ৫খানি গ্রাম লইয়া পাড়গ্রাম জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। বীরভূমে জনরক্ষা আন্দোলন এমনি করিয়াই আগাইয়া চলিয়াছে।

খাদ্যসংকটে মেয়েরা

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলে খাদ্যসংকট চরম আকারে দেখা দিয়েছে। এই সংকটের দিনে মেয়ে কর্ম্মীরা বস্তিতে বস্তিতে যাইয়া বস্তি মেয়েদের সংগঠন করিতেছেন, খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য একতাবদ্ধ করিতেছেন। ইণ্টালি অঞ্চলের ৭টি বস্তি হইতে ৭ জন প্রতিনিধি লইয়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন ও কমিউনিষ্ট মহিলা ফ্রণ্টের নেত্রীরা সরকারের নিকট ডেপুটেশন পাঠান। তাঁহাদের দাবী ছিল, নিয়ন্ত্রিত মুল্যে বস্তিতে খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিতে হইবে, নিয়মিত ভাবে যাহাতে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, মুনাফালোভীদের অতি লাভ বন্ধ করিতে হইবে।

গণদরখাস্ত

ফরিদপুরে ভীষণ চাল সংকট দেখা দিয়াছে। সহরের ১০।১২ মাইলের ভিতর কোন হাট-বাজারেই চালের আমদানী নাই। দূরের গ্রাম হইতে কৃষকরা সহরের বাজারে চালের জন্য ধর্ণা দিতেছে। সহরে যে একটি মাত্র দোকানে সরকারী দরে চাল দেওয়া হইত তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শত শত কৃষক মাথায় হাত দিয়া বসিল। তখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বুভুক্ষু কৃষকদের লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হন। সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে কিছুই করিতে রাজী হন না, কিন্তু মিলিত জনসাধারণের দাবী শেষ পর্য্যন্ত তিনি আংশিক ভাবেও মানিতে বাধ্য হন। তিনি সরকারী দোকান আবার খুলিতে রাজী হন। বেলা ৫টা হইতে তিনটি দোকানে ৪ শতের উপর কৃষককে আড়াই সের করিয়া চাল ও পাঁচ সের করিয়া ধান সরকারী দরে দেওয়া হয়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা দোকানের সামনে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া কৃষকদের ধান-চাল কিনিতে সাহায্য করেন। কৃষকদের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

মজুর আন্দোলন

হিন্দু-মুসলমান মজুরের সভা

গত ৬ই ডিসেম্বর **বেলঘরিয়ায়** স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও সূতাকল ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রায় ৫০০ মজুরের এক সভা হয়। সভায় কমরেড ধীরেন দে, পূর্ণেন্দু সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বাড়তি রেট ও শতকরা ৫০৲ টাকা মাগগি ভাতা দাবী করিয়া এবং নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় কয়েক শত মুসলমান মজুর উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক শ্রমিক ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার সংকল্প লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করে।

রসা ডিষ্টিলারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

গত ২০শে ডিসেম্বর টালিগঞ্জ ময়দানে রসা ডিষ্টিলারী মজুরদের একটি সাধারণ সভায় রসা ডিষ্টিলারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে কমরেড ক্ষিতীশ ঘোষ ইউনিয়নের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এবং কমরেড মণি ভট্টাচার্য্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সভায় কমরেড ঘোষ বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা ও মজুরদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কমরেড ভট্টাচার্য্য ও কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মজুরদের মাগগী ভাতা ও অন্যান্য দাবীর স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিল।

ধাঙড়, মেথরের জয়

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল মজুররা একজোট হইয়া তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে। বহুদিন হইতে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইতেছিল, কিন্তু শুধু আবেদনে কোনই ফল হয় নাই। তাই তাহারা ১৫ই ডিসেম্বর সমস্ত মজুরের এক মিলিত সভা ডাকিয়া স্থানীয় কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে চেয়ারম্যানের কাছে মাহিনাবৃদ্ধি ও বাঁধাদরে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের দাবী জানাইয়া ২০০ শত প্রতিনিধির এক ডেপুটেশন পাঠাইল। কিন্তু ইহাতেও কর্ত্তৃপক্ষ কাণ দিল না। তখন সমস্ত মজুর মিলিয়া ১ দিনের ধর্ম্মঘটেই তাহাদের দাবী মানিতে চেয়ারম্যানকে বাধ্য করে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মিউনিসিপ্যাল মজুররা শুধু নিজেদের মাহিনাই বৃদ্ধি করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মাহিনাও বাড়াইয়াছে। বর্দ্ধমানের মেথর, ধাঙড়রা তাহাদের দাবী আদায়ের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছে, একতাই মজুরদের একমাত্র হাতিয়ার।

জনগণের ঘরে ঘরে পার্টির ভাণ্ডার

মেয়েরা পার্টির মান রাখিতেছে

বরিশালের মুলাদি অঞ্চলে মাউলতলা গ্রামের ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা তাঁহার শেষ জীবনের পুঁজি সামান্য কিছু রূপাও পার্টিকে দান করিয়াছেন। এ অঞ্চলে তাহাকে 'লাল ছেলেদের মা' বলিয়া সকলেই চেনে। পার্টির একতা প্রচারে সারাটা দিন খাটিয়া পার্টির জন্য তিনি আঁচল ভরিয়া সুপারী আনেন; আবার রাত্রে স্কোয়াডের বৈঠকে হাজির থাকিয়া বাকি সকলকে কাজে উৎসাহিত করেন। পার্টি আজ জনগণের কাছে তাহার আহ্বান পৌছাইয়া দিয়াছে; তাই বুড়ী মাও দেশের রক্ষার জন্য, পার্টিকে বাঁচাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে।

বরিশালের এক বিধবা মহিলা তাঁহার স্বামীর একটি কোট পার্টিকে দিয়াছেন। স্বামীর এই স্মৃতিচিহ্নটি তাঁহার বড় সাধের জিনিষ ছিল। আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই কোটটি পার্টি তহবিলে দান করিয়া তিনি স্বামীর প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করিলেন, পার্টির সম্মান বৃদ্ধি করিলেন।

জলপাইগুড়ির কমরেড অমিয়া নন্দী পার্টি তহবিলে একটি স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন। ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এক সশস্ত্র গুণ্ডাকে হত্যার জন্য তিনি এই পদকটি পুরস্কার পান। বীর বাঙ্গালী নারীর আকাঙ্খিত গৌরবের এই নিদর্শন তিনি পার্টি ভাণ্ডারে দান করিয়া বাংলার নারী সমাজের সম্মান রক্ষা করিলেন। আসন্ন জাপ অভিযানের সামনে বাঙালী নারী তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া শত্রুকে জবাব দিবে। বাংলার ঘরে ঘরে তাহারই বজ্রমুষ্ঠি প্রতিজ্ঞা শোনা যাইতেছে।

পার্টির জন্য সব কিছু

নেত্রকোণার কমরেড ললিত তাঁহার ঘর জমি সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া পার্টি তহবিলে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। পার্টির জন্য কমরেড ললিতের এই দরদ দেখিয়া মনে হয়, বাংলা দেশও অন্ধ্র, মালাবারের যোগ্য সাথী হইতে চলিয়াছে। বাড়ী বাড়ী দিনমজুরী করিয়া কমরেড নিকাশ সংসার চালায়; দিবার মত কিছুই তাহার নাই। কিন্তু সেও পার্টির জন্য ২০৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; না খাইয়াও হোক সে পার্টির জন্য এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবেই। কমরেড রণঞ্জয়ের কিছুই নাই; শেষ সম্বল একটি তাঁত তাহাও সে পার্টিকে দিল। ২৫০ গাছের আনারস বাগান আর ৪৲ টাকা দিল কমরেড বিপিন; তার বড় ভাই বৈকুণ্ঠ দিল ৫৲ টাকা। ছোট ভাই যোগেন্দ্র বাদ পড়িল না। এ অঞ্চলের কৃষক নেত্রী ছিল তাহাদের মা সুরধুনী। বীর জননীর যোগ্য ছেলে তাহারা। কমরেড কৃপানাথ একটি আনারস বাগান ও ৫৲ টাকা, কমরেড লব একটি কাঁসার গ্লাস পার্টিকে দিল। হরেন্দ্র, কলেশ্বর সবহারা কৃষক তাহারাও প্রত্যেকে পার্টিকে ১০৲ দিল। দিন মজুর দর্শন ও গিরীশ প্রত্যেকে ৪৲ টাকা দিল। মেয়েরাও পার্টির এই ডাকে পিছাইয়া নাই। এক ৮০ বছরের ভিখারিণীও তাহার ভিক্ষাপাত্র হইতে এক আনা পয়সা দিয়াছে। নেত্রকোণার ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ। কিন্তু পার্টির ডাক আসিয়াছে। তাই অনশনক্লিষ্ট কৃষকরাও প্রতিযোগিতায় মাতিয়াছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য পার্টিকে বাঁচাইতেই হইবে।

এইমাত্র বার হ'ল

ষ্টালিনের লেখা

জাতিসমস্যা ও মার্ক্সবাদ

অনুবাদক :—সোমনাথ লাহিড়ী

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আন্দোলনে মুশ্লিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। জাতি কি এবং তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কোথায় কখন দেওয়া দরকার সেইসব প্রশ্নের জবাব পাবেন এই বইতে। প্রায় একশো পৃষ্ঠা —দাম দশ আনা। ডাক মাশুল আলাদা। কাগজের অভাবের জন্য অল্প ছাপা হয়েছে, অগ্রিম দাম সহ এখনি অর্ডার দিন।

প্রাপ্তিস্থান—জনযুদ্ধ অফিস

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে রামপুর হাট কৃষক সমিতি হইতে ২৩ খানা কাপড়ের প্রাপ্তি সংবাদ বাহির হইয়াছে। উহা ২৩এর বদলে ৯০ হইবে।

জিলায় জিলায় পার্টি সম্মেলন

হাওড়া

জনসমাবেশ

ছয় হাজার লোকের এক বিরাট সমাবেশের ভিতর দিয়া ১২ই ডিসেম্বর হাওড়া জিলার পার্টি সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। রাজগঞ্জের ইতিহাসে ইহা এক নূতন ঘটনা। পার্টি সম্মেলনের উদ্বোধনে যোগ দিতে আসিয়াছে হাজার হাজার মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, পুরুষ ও মেয়ে। তাহাদেরই প্রিয় পার্টির সম্মেলন। তাই তাহাদের উৎসাহের অন্ত নাই।

সভাপতি কমরেড আব্দুল মোমিনকে এক হাজার লোকের এক মিছিল অভ্যর্থনা করে। শিশু পুত্র-কন্যা কোলে নিয়া মেয়েরাও শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সমাবেশে কমরেড বীরেন ব্যানার্জী রক্ত-পতাকা উত্তোলন করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত হইবার পর পার্টির জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর মুখার্জী বিভিন্ন জিলার পার্টি কমিটিগুলির ভ্রাতৃ-অভিনন্দন পাঠ করেন। বর্ত্তমান সংকট ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া তিনি মুল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। খাদ্য-সংকট সম্বন্ধেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন কৃষক ও মজুরের একতা ছাড়া তাহাদের দাবী মিটিবে না, সর্ব্বশ্রেণীর একতা ছাড়া জাতীয় দাবী মিটিবে না। আজ কমিউনিষ্ট পার্টির একতা আন্দোলনই জাতির সামনে একমাত্র পথ।

সম্মেলন

জনসমাবেশের পর সুরু হয় পার্টি সম্মেলন। পার্টি সম্মেলনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল নভেম্বরের মধ্য ভাগ হইতেই। পার্টি কর্মীদের শিক্ষার জন্য ৯টি পার্টি স্কুল খোলা হয়, গ্রামে গ্রামে সম্মেলনের কথা, বর্ত্তমান সংকট ও আমাদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি প্রচার করা হয়। সম্মেলনের জন্য এক রাজগঞ্জের মজুররাই চাঁদা দেন আড়াই শত টাকা।

পার্টির মেম্বর ও সমর্থক সমেত মোট সাড়ে তিন শত লোক লইয়া সম্মেলন সুরু হয়। জেলার মৃত কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সভাপতি কমরেড আব্দুল মোমিন তাঁহার রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। জাতীয় আন্দোলনের স্তরে স্তরে কমিউনিষ্ট পার্টির ক্রমবিকাশ কিভাবে জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন হাওড়া একটি বিশিষ্ট মজুর প্রধান জেলা, এ জিলায় পার্টির কর্ত্তব্য পার্টিকে গণমজুর পার্টিতে পরিণত করা।

ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী

রাজনৈতিক প্রস্তাব, খাদ্যসংকট জনিত প্রস্তাব ও জেল কমরেডদের অভিনন্দন গৃহীত হইবার পর কমরেড সমর মুখার্জী জেলার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। রিপোর্টের শেষাংশে বলা হয় আগামী ১লা মের ভিতর আমরা (১) ৩৫০ নূতন পার্টি সভ্য বাড়াইব (২) ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য ১৫ হাজার করিব (৩) কৃষক সমিতিতে ৫ হাজার সভ্য করিব (৪) ছাত্র ফেডারেশনের ১৫০০ সভ্য করিব (৫) মহিলা সমিতির সভ্য ১ হাজার করিব (৬) স্বেচ্ছাসেবক করিব ২ হাজার (৭) গণদরখাস্তে সই তুলিব ২৫ হাজার (৮) পিপল্স্ ওয়ারের বিক্রয় সংখ্যা ১ হাজার, জনযুদ্ধ দেড় হাজার এবং কৌমি-জং ও লোকযুদ্ধের বিক্রয় সংখ্যা ২৫০ করিব (৯) জেলা কমিটির মাসিক আয় ৮ শত টাকা করিব (১০) পার্টি লাইব্রেরীতে বই তুলিব ৫০০। প্রবল উৎসাহের ভিতর এই কর্ম্মতালিকা গৃহীত হয়। প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্টের তরফ হইতে সম্মেলনে যোগ দেন কমরেড কনক মুখার্জী ও বেলা লাহিড়ী। পার্টি সম্মেলন মেয়েদের ভিতরও যথেষ্ট উৎসাহ জাগাইয়াছে।

সুরমা উপত্যকা

আয়োজন

সুরমা উপত্যকা জেলা কমিটি ঠিক করিলেন ঢাকা দক্ষিণে (গ্রামের নাম) পার্টির সম্মেলন করা হইবে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১০ জন স্থানীয় নেতা লইয়া পার্টি স্কুল খোলা হইল। ঢাকাদক্ষিণ গ্রামেই পার্টির অফিস স্থানান্তরিত হইল। গ্রামে গ্রামে প্রচার চলিল। পূর্ব্বে সুদূর কাছারের পর্ব্বত সীমান্ত ও পশ্চিমে সুনামগঞ্জের প্রান্ত হইতে কর্ম্মীগণ পায়ে হাটিয়া প্রচার করিতে করিতে আসেন। পাথরকান্দির পর্ব্বত সীমা হইতে সমগ্র করিমগঞ্জের প্রায় সকল পার্টি কর্ম্মীও পায়ে হাটিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। ২৫ জন মহিলা কর্ম্মীও সম্মেলনে যোগ দেন।

অধিবেশন

১৩ই ডিসেম্বর সকালে সুরু হয় সম্মেলন। সম্মেলন হলটি পোষ্টার, পতাকা ও ছবিতে সুসজ্জিত করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কমরেড চিত্তরঞ্জন দাস। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী। আসামের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বড়া আসাম উপত্যকা কমিটির পক্ষ হইতে ভ্রাতৃ-অভিনন্দন জানান। কমরেড সভাপতি বিস্তারিত ভাবে পার্টি সম্মেলনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন।

বিকালে আবার অধিবেশন বসে। লাল পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধন সংগীতের পর কমিউনিষ্ট সহানুভূতিশীল বিখ্যাত স্থানীয় লেখক কমরেড হেমাংগ বিশ্বাস যক্ষ্মারোগশয্যা হইতে সভাপতিকে যে অভিনন্দন কবিতা পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা পড়া হয়। কমরেড বীরেশ মিশ্র মুল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংস নীতি ও বর্ত্তমান সংকট বিশ্লেষণ করিয়া বলেন জাতীয় ঐক্য আন্দোলনই জাতির সামনে একমাত্র পথ। কমরেড জ্যোতির্ম্ময় নন্দী প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

১৪ই ডিসেম্বর সকালে চারিদিকের গ্রামে প্রচারের জন্য স্কোয়াড বাহির হয়। শ্রীহট্ট কমরেডদের ২টি স্কোয়াড, করিমগঞ্জের ২টি, শিলচরের ১টি, সুনামগঞ্জের ১টি, হবিগঞ্জের ১টি এবং মহিলাদের ৩টি, মোট ১০টি স্কোয়াড প্রচারে যান। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০টি গ্রামে প্রচার করা হইয়াছিল। প্রায় ৪ হাজার কৃষক সমাবেশে যোগ দেয়।

রাত্রি ৭টা হইতে আবার সম্মেলনের অধিবেশন বসে। কমরেড চিত্তরঞ্জন দাস সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। কমরেড লালা শরদিন্দু দে দমননীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমরেড সভাপতি তাঁহার শেষ অভিভাষণে পার্টির ফাণ্ডের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা বলেন ও সকলকে অগ্রণী হইয়া চাঁদা দিতে অনুরোধ করেন। সভাস্থলেই প্রায় দুই হাজার টাকা নগদ ও দেড় হাজার টাকা সম্পত্তি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। অনেকে নিজ সম্পত্তি দান করেন। একজন তাঁহার ব্যবসার এক চতুর্থাংশ দেন, অনেক চাকুরীজীবি তাঁহাদের এক মাসের বেতন দেন। মেয়েরা দেন সোণার গহনা। কেহ দেন সোণার আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি।

ইহার পর নির্ব্বাচিত হয় নূতন জেলা কমিটি। বিপুল উৎসাহের ভিতর এই ভাবে সুরমা উপত্যকার পার্টি সম্মেলন শেষ হয়।

জলপাইগুড়ী

কিশোরী তোরণ

১৩ই ডিসেম্বর সুরু হইল পার্টি সম্মেলন। সম্মেলনের প্রবেশপথে ছিল সুসজ্জিত তোরণ—'কিশোরী' তোরণ। কৃষকের ছেলে কিশোরী এ জেলার বিরাট কৃষক আন্দোলনে ছিলেন সবার সামনে, পার্টি ছিল তাঁহার প্রাণেরও প্রিয়। ডোমার কৃষক সম্মেলনের আগে এক কৃষক সমাবেশে যাইবার পথে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিশোরী তোরণ মনে করাইয়া দেয় এ জিলায় পার্টির শিকড় কৃষকেরই ঘরে।

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের সফলতার বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া সম্মেলনের আয়োজন পর্ব্ব সুরু হয়। সম্মেলনের আগে ১৫ দিন ধরিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়, কেন্দ্রে কেন্দ্রে পার্টি স্কুল খোলা হয়। ২০টি স্কোয়াড নিজ নিজ এলাকায় গপ মিটিং করে। ৫০০ ভলান্টিয়ার করা হয়। এই আয়োজনের ভিতর দিয়াই সম্মেলন সুরু হয়।

রাজনীতিক রিপোর্ট

সম্মেলনের আগের দিন হইতেই দলে দলে কৃষক কর্ম্মীরা ২৫।৩০ মাইল পথ হাটিয়া গ্রামের পর গ্রাম প্রচার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৩ই ডিসেম্বর সকালে কমরেড সরোজ মুখার্জীর সভাপতিত্বে সম্মেলন সুরু হয়। মৃত কমরেড কিশোরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কমরেড সভাপতি রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কি করিয়া জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হইল, যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিষ্ট পার্টি কি কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং আজ কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিই যে জাতির সামনে একমাত্র পথ তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

মুল রাজনৈতিক প্রস্তাব আনেন কমরেড অরুণ সেন, সমর্থন করেন কমরেড বীরেন নিয়োগী। কমরেড অবনী লাহিড়ী রাজনৈতিক প্রস্তাবের বিশ্লেষণ করেন। রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পড়েন কমরেড শচীন দাসগুপ্ত। ৪ বৎসর আগে মাত্র ৩ জন পার্টি সভ্য লইয়া জেলার কাজ সুরু হয়, আজ সেখানে পার্টি সভ্য ৬৯ এবং প্রার্থী সভ্য ৫৫। পার্টি সভ্যের ভিতর কৃষক ও মজুরের সংখ্যাই বেশী। এমনি করিয়াই পার্টি আগাইয়া চলিয়াছে।

কার্য্যসূচী

প্রাদেশিক কমিটি হইতে প্রেরিত ভলান্টিয়ার শিক্ষক কমরেড কমল বসু ভলান্টিয়ার সংগঠনের রাজনৈতিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়া একটি বক্তৃতা দেন। রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কার্য্যসূচী পড়েন পরিমল মিত্র ও সমর্থন করেন সুধীন মৈত্র। প্রাদেশিক কমিটি এ জিলার জন্য ৫টি শ্লোগান দিয়াছেন : (১) মিলিটাণ্ট কর্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর (২) ছাত্র মিলিটাণ্টদের শিক্ষা দাও (৩) জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু কর (৪) জনরক্ষাবাহিনীকে শিক্ষা দিয়া কাজে লাগাও (৫) মজুর সংগঠকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মজুর সংগঠন গড়িয়া তোল। কার্য্যসূচীতে বলা হয় লেনিনডের ভিতর আমরা (১) পার্টি ফাণ্ডে ১ হাজার টাকা তুলিব (২) তিনটি কেন্দ্রে ১৫।২০ জন কেডার লইয়া শিক্ষা কেন্দ্র খুলিব (৩) স্কোয়াডের সংখ্যা ২২ হইতে ৬৬তে বাড়াইব (৪) জনযুদ্ধের বিক্রয় ২১১ হইতে ৫০০, পিপলস ওয়ার ৭৫ হইতে ১৫০, লোকযুদ্ধ ১৫ হইতে ৪০, কৌমি জং ২ হইতে ১০-এ বাড়াইব (৫) পার্টি সভ্য ৬৯ হইতে ১৫০ করিব (৬) ২ হাজার ভলান্টিয়ারের নিয়মিত বাহিনী গড়িব। বিরাট উৎসাহের ভিতর এই প্রস্তাব পাশ হয়। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, নৃপেন চক্রবর্ত্তী ও গুরুদাস রায়ের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর সম্মেলন শেষ হয়।

১৪ই ডিসেম্বর কমরেড বীরেন দত্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। সভায় কমরেড অবনী লাহিড়ী পার্টি ফাণ্ডের জন্য আবেদন করেন। কৃষকরা ধান, গরু, তামাক, সুপারী গাছ, থালাবাটি প্রভৃতি দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। অমিয়া নন্দী দেন তাঁহার সোনার পদক। এই পদকটি তিনি পাইয়াছিলেন ঢাকার দাঙ্গার সৎসাহসের পুরস্কার হিসাবে।

আলোচনা

চক্রশক্তির দিন ফুরাইতেছে

"ইউক্রেন পূর্ব্বেও সোভিয়েট ছিল—ভবিষ্যতেও থাকিবে। শত্রুদলের পিছনে আমরা সমস্ত জাতিকে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিব"—ইউক্রেনের মাটিতে লাল পল্টন পুনঃ প্রবেশ করার ৪৮ ঘণ্টা পরে ষ্টালিন ও মলোটভ তাহাদের এই বাণী দিয়া অভিনন্দিত করেন। হিটলার-পদানত দুনিয়ার আয়তন যে ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইবার উপক্রম হইয়াছে লালফৌজের বিজয় জ্ঞাপন করে তাহারই ইঙ্গিত। প্রাচ্যেও চীনাবাহিনী জাপানের নবতম অভিযানের সম্মুখে অটল এমন কি বর্ম্মার শান রাজ্যেও তাহাদের সংগ্রামের আগুন আজও নিভে নাই। যুগোস্লাভিয়ায় জেনারেল মিখেলোভিচের গেরিলাবাহিনীর বিদ্যুৎগতি আক্রমণে নাস্তানাবুদ জার্ম্মানী বিষবাষ্প ব্যবহারের তোড়যোড় করিতেছে। এই নৃশংসতা কিন্তু জার্ম্মানী ও তাহার মিত্রপক্ষের চরম দুর্বলতারই চিহ্ন, গণশক্তির অভ্যুত্থান কোনক্রমে ঠেকাইবার প্রাণান্ত চেষ্টা মাত্র। এত করিয়াও জনমতকে বাগে আনা যাইতেছে না! রয়টারের সংবাদে প্রকাশ ফিনল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করিতে নারাজ কারণ তাহারা ক্রমেই এই খুনী গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ বুঝিতেছে আর জানিতেছে জনশক্তির জয়লাভ ভিন্ন সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

* * *

একতা মানে আত্মবিলোপ নয়

বিলাতের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেবার পার্টিতে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বেও ফ্যাসিজমের স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহারা বারবার লেবার পার্টি কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরূপ দাবী জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু প্রিট্, লাস্কি, ক্রিপস্, কোল প্রভৃতির এই দাবী সমর্থন সত্বেও পার্টির কর্ত্তারা প্রতিবারই মুখ ফিরাইয়াছেন। ইতিহাসের চোখে এই অসম্মতির ফল কিরূপ তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুণের মধ্যে বসিয়া কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আজ ফ্যাসিজম্ যখন সমস্ত দুনিয়াকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদের মুখে একজোট হইবার তাগিদ যখন জনগণের মধ্যে ব্যাপকরূপে দেখা যাইতেছে তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদনের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা দেশ তথা মজুর দরদী মাত্রই বুঝিবেন। বিশেষতঃ ভাবী দুনিয়াতে মজুরের স্থান নির্দ্ধারণের জন্য মজুরদের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয় আর এই চেষ্টার উপরই নির্ভর করিতেছে অনেকাংশে সেই ঐক্যের ভবিষ্যত। আমাদের জাতীয়তাবাদের ঢাকী আনন্দবাজার কিন্তু এই প্রস্তাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির "স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ" লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এই "কম্যুনিষ্ট দরদী" প্রশ্ন করিতেছে "শ্রমিকদলের মধ্যে আত্মবিলোপ করিলেই যে কম্যুনিষ্টদলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বৃটিশ শ্রমিকদল তাঁহাদের বিঘোষিত নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া কতখানি নীচে নামিয়া আসিয়াছেন, পদে পদে তাঁহারা জাঁদরেল সাম্রাজ্যবাদী দলের সহিত কিরূপ অবাঞ্ছনীয় সর্ত্তে আপোষ করিয়া চলিতেছেন তাহা কি কম্যুনিষ্ট দল লক্ষ্য করেন নাই?" আনন্দবাজার দিগ্গজদের বৃটীশ পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ফাসিজমকে রুখিবার জন্য স্পেন ও ফ্রান্সের সোস্যালিষ্ট পার্টির নিকট সেখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদন স্মরণ করিতে বলি। ১৯৩৭ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন আসন্ন জাপানী সর্বনাশের মুখে কুয়োমিনটাং-এর সহিত একযোগে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলে তখনও এইরূপ অনেক "কম্যুনিষ্ট দরদী" কম্যুনিষ্ট পার্টির 'আত্মবিলোপ' অর্থাৎ অধঃপতন দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ঐক্যবদ্ধ চীনের গৌরবময় লড়াইয়ের পর তাঁহাদের জবাব কি? কম্যুনিষ্টদের অধঃপতন? রাজনৈতিক ন্যাকামিরও একটা সীমা থাকা উচিত।

* * *

হতাশা নয় একতা চাই

কলিকাতায় জাপানী বোমারুর উৎপাত সুরু হইয়াছে। বিহ্বল দেশবাসী 'নিরীহ নরনারী ও শিশুর রক্তে 'জাপানী স্বাধীনতা' প্রত্যক্ষ করিতেছে। অথচ সরকার ও পঞ্চমবাহিনী উভয়েই এতদিন ধরিয়া ইহাদের বুঝাইয়াছে কোন ভয় নাই জাপানী আসিবে না। একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিই সুদৃঢ়ভাবে প্রথম হইতেই বলিয়াছে দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সরকারকে টলাইতে পারিবে না কিন্তু নিশ্চিত করিবে জাপানী আক্রমণকে। তাই পার্টি দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পরিবর্ত্তে হিন্দু-মুসলমানকে একজোট হইয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থা আপন হাতে লইতে আহ্বান করিয়াছিল। সরকারের দিকে মুখ না ফিরাইয়া পার্টি জনগণকে আপন শক্তিতে ও ঐক্যে বিশ্বাস রাখিতে বলিয়াছিল। আজ যখন জাপানী হানা, একদিকে সরকারী অন্যদিকে পঞ্চমবাহিনীর 'জাপানী আক্রমণ হইবে না', এই প্রচার মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তখন এখানকার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে আতঙ্ক ও হতাশার সুর। কেহ বা শত্রুবিমান তাড়া খাইয়া বোমা ফেলিয়াছে—অতএব শত্রুবিমান তাড়ানো হইতে বিরত থাকাই ভালো, প্রকারান্তরে এই মতই প্রকাশ করিয়াছে। কেহবা সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া শুধু মাথা চাপড়াইতেছে। সরকারের দাক্ষিণ্যের উপরেই পরোক্ষভাবে যাহাদের এত বিশ্বাস তাহারাই আবার জাতীয়তাবাদের গরম বুলি কপচাইয়া কান ঝালাপালা করে। আন্দোলনের ঠিক আগেই নেহেরুর মুখে এই যুক্তি শুনিয়াছিলাম যে আন্দোলন জাপানীর বিরুদ্ধে মনোভাব দৃঢ়তর করিবে, পার্টি তখন বিচার করিয়া ইহার অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল। আজ সমস্ত জাতীয়তাবাদী মহলে যে অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা ও হতাশা দেখা দিয়াছে তাহা পণ্ডিতজীর যুক্তিকে বাস্তবের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া আর একবার ভুয়া প্রতিপন্ন করিল। চরম বিপদের মুখে এই অসহায়তা মুছিয়া ফেলিয়া আজ জনসাধারণকে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাহাদের দাবী আদায় করিতে হইবে—সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে কোন ফল হইবে না। হতাশা ও আতঙ্ক দুর করিতে হইলে অবশ্য 'জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট' মার্কা প্রচার চালাইলেই চলিবে না—দিল্লীতে বসিয়া 'বাহবা কলিকাতা' বলিলেও ফল হইবে না। যে মজুর, যে কর্ম্মচারী তাহাদের প্রাত্যহিক কাজে জীবন বিপন্ন করিতেছে তাহাদের উপযুক্ত রকম যথাসংখ্যক আশ্রয় কক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তাহাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান করিতে হইবে—শুধু কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। মজুরের এই সব দাবী বহুদিন হইতেই তোলা হইয়াছে। আজ বেগতিক দেখিয়া, অনিচ্ছায় কোনক্রমে কয়েকটা দাবী অসম্পূর্ণভাবে মিটাইলে চলিবে না—আজ অবিলম্বে সমস্ত দাবী মিটাইয়া মজুরকে জাপানী রুখিবার শক্তি যোগাইতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

* * *

এলাহাবাদ সম্মেলন

এলাহাবাদে দল নিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনের আলাপ আলোচনা হইতে বোধ হয় কংগ্রেস বা লীগ কাহাকেও বাদ দিয়া কোনক্রমে একটা জোড়া-তালা দেওয়া "জাতীয় সরকার" গঠন ইঁহাদের অভিপ্রেত নয়। জাতীয় বিশৃঙ্খলা দুর করিয়া সত্যকার জাতীয় সরকার গঠনে আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছুক, কৃপণ হস্ত হইতে উহা ছিনাইয়া লইবার ক্ষমতা ঐ সম্মেলনের ছিল না। এজন্য পূর্ব্বের বহু সম্মেলনের ন্যায় এই সম্মেলনও যদি শুধু ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থার মনগড়া 'ছক' ফাঁদিবার কাজেই আত্মনিয়োগ করিত তবে উহা নিষ্ফল হইত। এই সম্মেলন আপন দুর্ব্বলতা মনে রাখিয়া—স্বপ্নস্বর্গের চিন্তায় মন না দিয়া যে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যকেই প্রকারান্তরে প্রধান আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন ইহাই ভরসার কথা। হয়ত সম্মেলনের কোন কোন নেতা কংগ্রেসের সাময়িক অনুপস্থিতি স্বত্বেও 'জাতীয় সরকার' গঠন করিতে চান। ইহারই মধ্যে সুযোগ ঘটিলেই কংগ্রেসকে ঢুকাইতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। তাঁহাদের ব্যস্ততার কারণ তাঁহারা মনে করেন—মিত্রশক্তি জিতিতেছে, শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হইবে। আমরা যদি এখনই জাতীয় সরকার গঠন করিয়া যুদ্ধান্তের শান্তি সম্মেলনে না ভিড়িতে পারি তবে ত' সব মাটি! এই প্রকার চিন্তায় কিন্তু মস্ত গলদ রহিয়াছে। মনে রাখা দরকার "সব ঠিক আছে, শত্রু জয় হইল বলিয়া এখন যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার বিধি-ব্যবস্থায় মন দেওয়া যাক"—ইহা আমলাতন্ত্রের মনের কথা। ভারতীয় দেশপ্রেমিককে মনে রাখিতে হইবে বিপদ সম্মুখে। দাস দেশে দাসত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিলে, জনগণকে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের ফলাফলের অংশীদার করিতে না পারিলে আশু যুদ্ধ জয়ের আশা মরিচীকা মাত্র। তাই শান্তি সম্মেলন নয়—দেশরক্ষাই আমাদের প্রধান, এমন কি এই মুহূর্ত্তে একমাত্র সমস্যা। দেশরক্ষার ভার যত শীঘ্র সম্ভব জনগণের মুঠায় না আনিয়া শান্তি সম্মেলনের চিন্তায় বিভোর হইলে আমরা সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়িব—আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, দেশরক্ষা সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট থাকিব। কারণ সুবিধা বা আশু প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়া কংগ্রেস বা লীগকে এড়াইয়া 'জাতীয় সরকার' গঠন করিলে উহা বড়লাটের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার নয়া সংস্করণ হইবে মাত্র। সত্যকার দেশরক্ষা সেই জাতীয় সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই চালাকী খেলিয়া চোরাগলির পথে 'জাতীয় সরকারের' লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় নাই। সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সুদৃঢ় কংগ্রেস লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা ভিন্ন 'জাতীয় সরকার' গঠনের অন্য কোন পথ নাই।

* * *

জাতীয় ঐক্য ভিন্ন জাতীয় সরকার অসম্ভব—এলাহাবাদ সম্মেলন এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই কাজে হাত দিয়াছিলেন। জাতীয় ঐক্যের রূপ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু না বলিলেও আভাষে ইঙ্গিতে বোধ হয় একমাত্র বিভিন্ন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারই যে ঐক্যের ভিত্তি হইতে পারে সম্মেলনে এ সত্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে সম্মেলনে হিন্দু-মহাসভাপন্থীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত 'অখণ্ড হিন্দুস্থানের' নামে ভারতের বিভিন্ন জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্যের সমস্ত দাবী বিনা বাক্যব্যয়ে নাকচ করিয়া আসিয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর তারিখের 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'য় "ক্যাণ্ডিডাস" তো উল্লাসে নাচিয়া বলিয়াছেন—"রাজাগোপাল কি আর নাছোড়বান্দা হিন্দু-সভাওয়ালাদের ঘায়েল করিতে পারিবেন? শিখদের নিকটও তিনি কোন পাত্তা পাইবেন না। এমন কি তেজ বাহাদুরের মত উদারনৈতিক নেতাও ভারত বিভাগ সহ্য করিবেন না—তাঁহাকেও দলে ভিড়ানো অসম্ভব।" কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সাংবাদিক ভুলিয়া গিয়াছেন—আসন্ন জাপানী আক্রমণ, আমলাতান্ত্রিক দমননীতি, ভারতকে শক্তি সমর্পণে একটানা সরকারী অসম্মতি—দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিককে অবিলম্বে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বাধ্য করিতেছে। তাই আজ বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা তুলিলেই সভা পণ্ড হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। বরঞ্চ পঞ্জাবের মন্ত্রী স্যার চটুরাম ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর উষ্মা দেখিয়া বোধ হয় সম্মেলন এই অধিকার স্বীকারের পথে বেশ খানিকটা আগাইয়াছে। হয়ত এই স্বীকৃতি হিন্দু-মহাসভার সকল নেতার মনোমত হয় নাই—মুঞ্জের তড়িঘড়ি সম্মেলন পরিত্যাগের মর্ম্মও হয়ত ইহাই। তবু একথা মানিতেই হইবে যে সম্মেলন বিভিন্ন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্বন্ধে লিবারাল ও হিন্দুসভা দলের এক বৃহৎ অংশের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সূচিত করে। কলিকাতায় বড়লাটের মুখে সহসা 'অখণ্ড ভারতের' মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এই ঐক্যের স্রোতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। উদ্দেশ্য লিবারাল ও হিন্দুসভাপন্থীদের পুনরায় দলে ভিড়াইয়া মুসলীমদের নিকট হইতে দূরে সরানো—অর্থাৎ ঐক্য ঘটিতে না দেওয়া। ভারতের হিন্দু-মুসলীম জনগণ এই সরকারী চালবাজীতে বিভ্রান্ত না হইয়া একযোগে সত্যকার জাতীয় সরকার গঠনের পথে আগাইয়া চলিবে।

জেলা কৃষক সম্মেলন

কবে হইবে?

নিখিল ভারত কৃষক সভার গঠনতন্ত্রের ৬ ধারার ৩ উপধারা অনুসারে নিখিল ভারত কৃষক সভার বার্ষিক অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্ব্বাচন করিবে নব নির্ব্বাচিত জেলা কৃষক সমিতিগুলি। আগামী বৎসরে ঐ সকল ডেলিগেটদের নির্ব্বাচন শেষ করিতে হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের বোম্বাই অধিবেশন (সেপ্টেম্বর ১৯৪২) এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে, সেই অনুসারে জেলা কৃষক সম্মেলন করিয়া জেলা কৃষক সমিতি কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির নির্ব্বাচন যাহাতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ বা মাঘ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে শেষ করা যায় সেজন্য প্রাদেশিক কৃষক সভার ৫নং সার্কুলারে (১২-১১-৪২) নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলার জেলা কৃষক সমিতিগুলিকে এই নির্দ্দেশের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে কোন জেলা কৃষক সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নির্ব্বাচিত না হইলে ঐ সমিতি নিখিল ভারত কৃষক সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ও পাঠাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। সুতরাং প্রত্যেক জেলার কৃষক সমিতিকে জেলা কৃষক সম্মেলনের জন্য **এখন হইতে** আয়োজন করিতে হইবে, দিন তারিখ সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করা চলিবে না। নচেৎ ঠিক সময়ের মধ্যে সম্মেলন করা সম্ভব হইবে না।

জেলা কৃষক সমিতিগুলিকে আরো স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত তালিকাভুক্ত মেম্বরদের তালিকা চেকমুড়ি ও চাঁদার দেয় অংশ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৩-এর মধ্যে প্রাদেশিক কৃষক সভার অফিসে পৌছাইয়া দিতে হইবে, এ বিষয়ে যেন কোনরূপ অন্যথা না হয়। চাঁদার অংশ না পাইলে মেম্বরদের তালিকা গ্রাহ্য করা হইবে না।

আবদুল্লা রসুল
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

বোমার জবাবে বাহাদুর ট্রাম শ্রমিক

গোপাল আচার্য্য

ইসমাইল

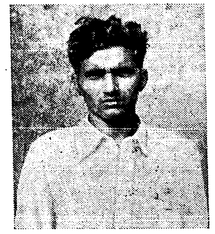

বিমান হানার আগে কলিকাতায় ট্রাম শ্রমিকরা আমলাতন্ত্র ও কোম্পানীকে বার বার বলিতেছিল : বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ভাল আশ্রয়স্থল ও খাদ্যের ব্যবস্থা কর, আমরা ট্রাম চালাইয়া যাইব—জাপানীদের মুখের মত জবাব দিব। কিন্তু দূরদৃষ্টিহীন কর্তৃপক্ষ একথায় কাণ দেয় নাই, নানারকমের টালাবাহনা করিয়া তাহারা অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছে।

প্রথম জয়

"ভালো বাসস্থান, এ-আর-পি শেণ্টার ও খাদ্যসমস্যা" বোমাপড়ার পর এই সমস্যাগুলি সমস্ত শ্রমিকদের মত ট্রামের শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়াও পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইবার জন্য তিন মাসের অগ্রিম বেতন, বোমায় নিহত হইলে পরিবারকে পেনসন ও মাগগী ভাতা বাড়াইবার সমস্যা জরুরী হইয়া উঠে। অন্যান্য শ্রমিকেরা যখন নিরুপায় হইয়া দেশে চলিয়া যাইবার সংকল্প করে এবং কিছু কিছু লোক চলিয়া যাইতে থাকে তখন ট্রাম শ্রমিকেরা গত বুধবারে এজেণ্টের নিকট প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু এজেণ্ট মাত্র দুই টাকা মাগগী ভাতা ও খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়াইয়াই খালাস হইতে চায়—দেশরক্ষার ব্যাপারে মুনাফাখোরদের কাছে মুনাফাই বড় হইয়া উঠে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় এবং ধর্ম্মঘট করিবার ঝোঁক দেখা দেয়। ঐ দিনই ট্রাম ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে প্রতিনিধিদের সভা হয় এবং নোনাপুকুর ওয়ার্কসপে শ্রমিকদের সাধারণ সভা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্কসপের ভিতর কোম্পানী কখনও সভা করিতে দেয় নাই, কিন্তু শ্রমিকের একতার জোরে কোম্পানী এবার এই দাবী মানিতে বাধ্য হয়। এই সভায় কমরেড চতুরালী শ্রমিকদের সামনে সোজা প্রশ্ন তোলেন : "আপনারা ভয়ে পালাইতে চান, না জাপানী বোমার জবাবে নিজেদের দাবী আদায় করিয়া বাহাদুর শ্রমিকের মত ট্রাম চালু রাখিতে চান?" বাহাদুর ট্রাম শ্রমিকেরা বাহাদুরের পথই বাছিয়া নেয়। কোম্পানীও নামিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় জয়

বৃহস্পতিবারে কোম্পানী নিম্নলিখিত দাবী মঞ্জুর করে।

(১) প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক ট্রাম শ্রমিক নিম্নলিখিত হারে খাদ্যদ্রব্য পাইবে :—

চাউল, আটা ও ডাল ১১ সের, লবণ ১ পোয়া, চিনি বা গুড় ১ সের, সরিষার তৈল ১ সের, কেরোসিন তৈল পোনে এক পাঁইট, ম্যাচ প্রতি মাসে ৪০ কাটির বাক্স এক ডজন। ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ পাওয়া গেলে দেওয়া যাইবে। জিনিষের দাম—বেসামরিক জিনিষপত্র যোগানের ডিরেক্টর ১৮ই সেপ্টেম্বরের নোটিশে যে দাম স্থির করিয়াছেন সেই অনুসারে।

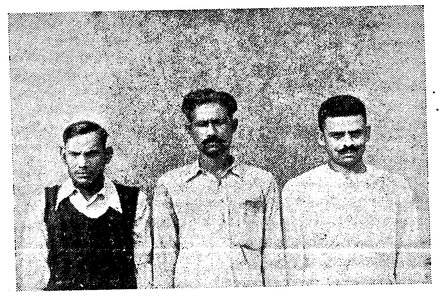

(২) মাগগী ভাতা ৫৲ হইতে ৭৲ (৩) ১২ আনা হারে সাইরেন ভাতা। (৪) বোমা বর্ষণের ফলে যদি কেহ আহত বা নিহত হয় তবে গবর্ণমেণ্ট-রিলিফ শ্রমিকেরা তো পাইবেই উপরন্তু কোম্পানী শ্রমিকদের নিম্নলিখিত রিলিফ দিবে : (ক) আহত হইলে ৬ মাস পর্য্যন্ত পুরা বেতনে সিক-লিভ। ছয় মাসের মধ্যে যদি কার্য্যক্ষম না হয় তবে আরো ছয় মাসের পুরা বেতন দেওয়া হইবে। (খ) যদি কেহ চিরকালের মত অক্ষম হয়—তবে তাহাকে আরো ছয় মাসের বেতন দেওয়া হইবে। (গ) যদি কেহ কাজে নিযুক্ত থাকার সময় মারা যায় তো তাহার পরিবারবর্গকে ১২ মাসের পুরা বেতন দেওয়া হইবে। (ঘ) আহক শ্রমিক ছুটিতে থাকার সময় মারা গেলে তাহার পরিবারবর্গকে পুরা ১২ মাসের বেতন দেওয়া হইবে।

এই নোটিশ পড়িবার পর কোম্পানীর অফিসের মধ্যেই আবার শ্রমিকদের সভা হয় এবং এই সভায় কমরেড গোপাল, ইসমাইল, ধীরেন মজুমদার ও মিশিরজী বক্তৃতা করেন। সভায় আরো তিনটী দাবী কোম্পানীর কাছে করা হয়। (১) থাকার ব্যবস্থা (২) খাবার ব্যবস্থা ও (৩) পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা।

তৃতীয় জয়

ইহার পর ট্রাফিক ম্যানেজার শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জানান যে কোম্পানী বর্ত্তমানে শ্রমিকদিগকে নিম্নলিখিত জিনিষ দিতে প্রস্তুত :

(১) শ্রমিকদের জন্য ফ্রি কোয়ার্টার।

তৎক্ষণাৎ কমরেড চতুরালী, ধীরেন মজুমদার ও মিশিরকে নিয়া একটী কমিটি হয়। স্থির হয় ইহারা বিভিন্ন ডিপো ও কারখানা এলাকায় বাড়ী খুঁজিয়া কোম্পানীকে খবর দিবেন এবং কোম্পানী সেই বাড়ী ভাড়া করিবে ও খাবার ব্যবস্থার জন্য এসষ্টাব্লিসমেণ্ট চার্জ বহন করিবে।

(২) যাহারা আগুন নিভানো দলে থাকিবে তাহাদের সাজ পোষাক ও ভাতা দেওয়া হইবে এবং সকলকেই এ, আর, পি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। (৩) ডিপোর ভিতর শ্রমিকেরা সভা করিতে পারিবে (৪) ১০৬ নং কনডাকটর ও ৭০৭ নং ড্রাইভারকে কাজে নিবার জন্য ট্রাফিক ম্যানেজার এজেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। (৫) পরিবারবর্গকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য যে ভাতা চাওয়া হইয়াছে—বড়দিনের ছুটির পর এই দাবী লইয়া এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করিতে ট্রাফিক ম্যানেজার অনুরোধ জানান।

এইভাবে বিপদের দিনে অটল থাকিয়া ট্রাম-শ্রমিক নিজেদের দাবীও আদায় করিয়াছে এবং জাপানী বোমার বিরুদ্ধে লড়িবার কায়দাও দেখাইয়াছে।

চতুরালি মিশিরজী ধীরেন মজুমদার

কর্পোরেশন কর্ত্তাদের ঝাঁটাইয়া দূর কর!

জল সরবরাহ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে দিও না

ময়লা সাফ করাইতে না পারিলে কর্ত্তারা মাহিনা লয় কেন?

কলিকাতা শহরে জল সরবরাহ ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার লইয়া কর্পোরেশনের মূঢ় কর্তৃপক্ষ ছিনিমিনি খেলিতেছে। টালা পাম্পিং ষ্টেশনের উপরই কলিকাতার জল সরবরাহ নির্ভর করে। বোমা পড়িবার বিপদ সত্বেও সেখানকার মজুররা শহরবাসীদের জন্য কাজ করিতেছেন। কিন্তু যাহাতে বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ করা যায় সেজন্য মজুররা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের কাছে দাবী করেন যে, পাম্পিং ষ্টেশন হইতে দূরে তাঁহাদের বাস করিবার মত নিরাপদ পাকা বাড়ী দেওয়া হোক এবং অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের যে-সামান্য মাগগি ভাতা দেওয়া হইয়াছে তাহা আরও বাড়ানো হোক। এমন কি থাকিবার বাড়ী তাঁহারা নিজেরাই খুঁজিয়া বাহির করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্তৃপক্ষ সাফ জবাব দেয় যে যাহা করা হইয়াছে তাহার বেশী কিছুই আমরা করিব না, তোমরা থাকিতে হয় থাক, যাইতে হয় যাও! এখন জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিলে শহরবাসীর কি ভীষণ দুর্গতি হইবে তাহা ভাবা ইহারা দরকার মনে করে না, তবুও ইহারা "কর্তৃপক্ষ"! জাপানী ফ্যাসিষ্টরা বোমা ফেলিয়া শহরের জীবনযাত্রা অচল করিতে চাহিতেছে, আর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ মজুরের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া সেই একই রকম অচল অবস্থা ডাকিয়া আনিতেছে। ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে এই "কর্তৃপক্ষের" তফাৎ আছে কি?

মেয়র মহাশয় পাকা অফিসের আরাম কেদারা হইতে বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন যে শহরবাসী, তোমরা পাড়ার ময়লা নিজেরা কুড়াইয়া রাস্তায় আনিয়া ফেল। কিন্তু বড় রাস্তায়ও ময়লা জমিয়া উঠিতেছে, মেয়র-পুঙ্গবের দেখা নাই! ইহারা শুধু মজুর, ধাঙ্গড় প্রভৃতির উপর চোখ রাঙ্গাইতে পারে, আর নিজেদের অকর্ম্মণ্যতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া তখন শহরবাসীকে দেশপ্রেমের ফাঁকা ডাক দেয়। আর ইহাদেরই দোসর সরকারী আমলাতন্ত্র চুপ করিয়া শহরবাসীর দুর্গতি দেখে। বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে তাহা তো বহুদিনই জানা ছিল। মজুরদের আগে হইতে সন্তুষ্ট করিয়াও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া কর্পোরেশন ও সরকারী আমলাতন্ত্র সময় থাকিতে প্রস্তুত হয় নাই কেন?

আজিকার বিপদের দিনে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের এই নির্লজ্জ অকর্ম্মণ্যতা দেশবাসীর প্রতি অপরাধ স্বরূপ—অন্য দেশে এরূপ ঘটিলে কর্তৃপক্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইত। শহরবাসী কি আরও বিপদের সম্ভাবনার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? কখনই না। মজুরদের ন্যায্য দাবী মানিতে সকলে মিলিয়া কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন, আর না শুনিলে এরূপ কর্তৃপক্ষকে ঝাঁটাইয়া দূর করুন।

মজুর ভাই সব! কলিকাতা সহরের সমস্ত মানুষের জীবন তোমরাই রাখিতেছ, বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তোমারই লক্ষ লক্ষ দেশের ভাই বিপদে পড়িবে। নিজের কাজে অটল থাকিয়া দেশবাসীকে বাঁচাও। দেশবাসীর সমর্থন পাইলে এই অপদার্থ কর্তৃপক্ষ তোমাদের দাবী কয়দিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে?

সাবাস কলিকাতার এ-আর-পি

এখনি এ-আর-পি কর্ম্মীদের মাহিনা বাড়াও

রাত্রির পর রাত্রি বোমার বিভীষিকার মাঝখানে কলিকাতার এ-আর-পি কর্ম্মীরা বাহাদুরীর সহিত কাজ করিতেছেন। সাইরেন বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই অবিচলিত ভাবে আপন কাজে নামিয়াছেন, সহরবাসীকে আশ্রয়স্থলে পাঠাইয়া বহু জীবন বাঁচাইয়াছেন। এমন কি বোমা বর্ষণ চলিতে চলিতেই বিধ্বস্ত জায়গায় এ-আর-পির উদ্ধারকারী দল গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আক্রমণ শেষ হইয়া নিরাপদ সঙ্কেতের আগেই তাঁহারা বিপন্নদের উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। দেখিলাম উদ্ধার সারিয়া অল-ক্লিয়ারের পর তাঁহারা দল বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে পোষ্টে ফিরিতেছেন। সাবাস এ-আর-পি কর্ম্মী, এই তো চাই! বিপদের মাঝে অটল, বিপদের পরে গান গাহিতে গাহিতে আবার নূতন বিপদের জন্য হাসিমুখে প্রস্তুত—এই তো বাংলার মরদ নওজোয়ান, এই তো দেশভক্ত বাঙ্গালী! সমস্ত কলিকাতার শহরবাসী আজ তোমাদের প্রশংসা করিতেছে, তোমাদের ভরসায় বুকে বল পাইতেছে।

আর এই কর্ম্মীদের তুলনায় ইঁহাদের মালিক সরকারী আমলাতন্ত্র কি অপদার্থ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন! এই দারুন শীতের মধ্যে কর্ম্মীরা কাজ করিবে অথচ মালিকরা প্রত্যেককে একটী করিয়া ওভারকোট দিতেও অস্বীকার করিতেছে। খাবার জিনিষ পাওয়াই যায় না, তবুও এখনও তাহারা কর্ম্মীদের তাড়াতাড়ি খাদ্য সরবরাহের কোন পাকা ব্যবস্থা করিল না। সব চেয়ে কষ্টের কথা কর্ম্মীদের মাহিনা মাত্র ত্রিশ টাকা। বোমা পড়ার পর এই কদিনে কলিকাতায় অধিকাংশ জিনিষের দাম তিন চারগুণ বাড়িয়াছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু মালিকরা কর্ম্মীদের মাহিনা বাড়াইবার বিষয়ে উচ্চবাচ্যও করে না। মন্ত্রী সন্তোষ ব্যানার্জি হইতে লাট সাহেব পর্যান্ত এ-আর-পি কর্ম্মীদের খুব প্রশংসা করিয়াছে—কিন্তু বর্ত্তমান দিনে মাহিনা না বাড়াইয়া প্রশংসা করা প্রায় ঠাট্টা করারই সামিল। মাসিক ত্রিশ টাকা রোজগারে সন্তোষ ব্যানার্জি বা লাট সাহেব বাঁচিয়া থাকিতে পারে? অথচ তাঁহাদের চাইতে আজ একজন এ-আর পি কর্ম্মীরও জনসাধারণের কাছে প্রয়োজন বেশী। এখনই প্রত্যেক এ-আর-পি কর্ম্মীর ১৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়ানোর জন্য সমস্ত জনসাধারণ দাবী করিতেছে।

এ-আর-পি কর্ম্মী ভাইদের কাছে তাহাদের দেশবাসী প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে তাঁহাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী তাঁহাদের হইয়া লড়িবে। তাঁহারা দেশের ভাই! বোমার বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য দেশবাসী তাঁহাদেরই উপর ভরসা করে—অপদার্থ আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা করে না। সেই ভরসার মান তাঁহারা রাখুন, হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও দেশবাসীকে বাঁচাইবার কাজে যেন তাঁহারা ঢিলা না দেন। কারণ ঢিলা দিলে আমলাতন্ত্রের বিশেষ ক্ষতি হইবে না; তাঁহাদেরই দেশের ভাই বোন মরিবে। তাঁহাদের কাজে তাঁহারা অটল থাকুন, দেশবাসী সকলের চাপে তাঁহাদের দাবী আদায় হইবেই।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা | কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র | প্রতি সংখ্যা এক আনা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ | বুধবার, ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ; ২১শে পৌষ, ১৩৪৯ | বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

বাঁধা দরের হুকুম ঠাট্টা না ধাপ্পা?

ফাঁকা হুকুম নয়, চাল-ডাল চাই, নুন-তেল চাই

দোকানীদের সরকার মাল যোগাইবে কবে?

১লা জানুয়ারীর কাগজে পড়িলাম যে সর্ব্বশক্তিমান সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের বড় কর্ত্তা স্বয়ং হুকুম দিয়াছেন, "৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ২১টী নির্ব্বাচিত বাজারে যে পুরাতন চাউল বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে তাহা ঠোঙ্গা ছাড়া নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় হইবে :—মোটা চাল /৫ সের ১।৶ পাই, /১ সের ।৩ পাই। মাঝারি চাল /৫ সের ১।৶৶ পাই, /১ সের ।৶ পাই। সরু চাল /৫ সের ১।৶৶ পাই, /১ সের ।/৩ পাই।" ঐ দিনের কাগজেই আরও জানিতে পারিলাম যে ২৯শে ডিসেম্বর হইতেই নাকি মহামান্য বড় কর্ত্তা সাহেবের হুকুম কায়েম হইয়া গিয়াছে যে কলিকাতা ও শহরতলীতে কলের সরিষার তৈল ১নং প্রতি সের ৸০ আনা ও ২নং ।৶১০ আনা হিসাবে বিক্রয় হইবে। কি আশ্চর্য্য! ৩১শে হইতেই আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহে কম দামে বাজারে চাল যোগান ও বিক্রী হইতেছে, তাও আবার ঠোঙ্গা ছাড়া। তাড়াতাড়ি বৌবাজার ছুটলাম চাল ও তেল কিনিতে।

কিন্তু একি কথা! বাজারের দোকানীরা বলেন আমরা ও সব কিছু জানি না, সরকার আমাদের কোন মালও দেয় নাই, কোন হুকুমও আমাদের হাতে আসে নাই—কাজেই দাম আগে যা ছিল তাই। ভাবিলাম এত বিরাট আমলাতন্ত্রের হুকুম ও মাল সামান্য দোকানী এক দিনেই কি করিয়া পাইবে। দুদিন অপেক্ষা করিয়া আবার ৩রা তারিখ বৌবাজার গেলাম। সরু চাল দেখাইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলাম, দোকানী বলিলেন ।৶০ আনা সের। একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলাম সরকার যে এই বৌবাজারেই সরু চাল ।/৫ আনা সের পাওয়া যাইবে লিখিয়াছে? দোকানী গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন 'লিখিয়া থাকে তো সরকারের কাছে গিয়া কিনুন। বাঁধা দরে বেচিবার মত এক ছটাক চালও সরকার আমাদের দেয় নাই।' আরও কয়েকটী দোকান ঘুরিলাম—সব জায়গায়ই এক কথা। সরিষার তেল ৸৶০ আনা সেরের কম পাইলাম না। সাধারণ দোকান ছাড়া সরকারী দোকানের কোথাও কোন চিহ্ন দেখিলাম না। বৈঠকখানা বাজারে গেলাম, সেখানেও ঐ অবস্থা।

তাহার পর দিন, অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর আবার বে-সামরিক সরবরাহ-কর্ত্তার দুটী বিরাট হুকুম দেখিলাম—অবশ্য এবারও খবরের কাগজে। তাহার মধ্যে একটীতে আছে, "ভবিষ্যতে বে-সরকারী ব্যবসায়ীরা যাহাতে ন্যায্য দামে মাল পাইতে পারেন তাহার জন্য স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ব্যবস্থা করিতেছে।" বুঝিলাম যে, সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। অর্থাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এই করিলাম, এই করিলাম বলিয়া গোটা ১৯৪২ সাল ধরিয়া আমলাতন্ত্র খবরের কাগজে বিনা পয়সায় যেরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া আসিয়াছে, ১৯৪৩ সালে সেরূপ বিজ্ঞাপনের আরও "ব্যাপক ব্যবস্থা" হইবে। তাহারও নমুনা পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে। তাহাতে লেখা হইয়াছে, "এখন কলিকাতার অবস্থা সহজ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিমান আক্রমণের পরই সরকার যে-সব জরুরী ব্যবস্থা লইতে বাধ্য হইয়াছিল, এখন তাহার অনেক কড়াকড়ি কমানো যাইতে পারে।" এবং সেজন্য ষ্টেশন প্রভৃতির গুদাম হইতে চাল-ডাল খালাস করা সম্বন্ধে যে সব কড়াকড়ি করা হইয়াছিল তাহা দূর করা হইল—অর্থাৎ চাল-ডাল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সরকার ছাড়িয়া দিল।

এই আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করা শুধু কাগজ নষ্ট। দরকার হইতেছে ইহাদিগকে মাল সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা। তাহা দেশের লোকের শক্তি ও পরস্পর সহানুভূতির উপর নির্ভর করে—কারণ খরিদ্দার ও দোকানদারের গরমিল ভাঙ্গাইয়াই আমলাতন্ত্র তাহার অক্ষমতা ঢাকিতে চেষ্টা করে। কখনও পাইকারের উপর, কখনও দোকানদারের উপর, কখনও খরিদ্দারের উপর দোষ চাপাইয়া নিজেদের অব্যবস্থার সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে।

পাইকাররা মাল লুকাইতেছে, চড়া দামে ছাড়া ছাড়িতেছে না—এবং সরকার পাইকারদের বাধ্য করিতেছে না; ইহাই ডাল-চাল-তেল প্রভৃতি সঙ্কটের কারণ। ইহার একমাত্র প্রতিকার সাধারণ খরিদ্দার ও খুচরা দোকানদার—দুজনে এক হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করা ও সরকারকে বাধ্য করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক পাড়ায় খরিদ্দারের প্রতিনিধি কমিটি করিয়া স্থানীয় সব দোকানদারদের সঙ্গে আপোষে মাল সরবরাহের একটা বোঝাপড়া করা। দ্বিতীয়তঃ সন্ধান নিয়া কোথায় কোন্ পাইকার মাল লুকাইতেছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা এবং পাইকারকে ন্যায্য দামে বিক্রী করিবার জন্য সকলে মিলিয়া চাপ দেওয়া, প্রয়োজন হইলে সামাজিক বয়কট পর্য্যন্ত করা। তৃতীয়তঃ এই সব খোঁজ নিয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের উপর অনবরত চাপ দেওয়া, প্রত্যেক পাড়া হইতে প্রত্যহ ডেপুটেশন পাঠাইয়া আমলাতন্ত্রের অপদার্থ কর্ম্মচারীগুলিকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলা। জোর দাবী করিতে পারিলে দোকানে দোকানে যাহাতে বাঁধা দরে চাল, ডাল বেচা যায় অথচ দোকানীরও লাভ থাকে সেরূপ দরে মাল যোগাইতে আমলাতন্ত্র নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে।

বোমা পড়া সবে সুরু হইয়াছে। পরে আরও বাড়িতে পারে, শহরের অস্বাভাবিক অবস্থা আরও অস্বাভাবিক হইতে পারে। সেই বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র পথ "দোকানদারদের সরকার ন্যায্য মূল্যে মাল দিক, মালের দাম ও যোগান নিয়মিত হোক"—এই দাবী লইয়া তুমুল আন্দোলন করা।

এ-আর-পি কর্ম্মীদের সন্তুষ্ট কর!

অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দাদের পুষিবার পিঁজরাপোল এ-আর-পি নয়

আরো শুশ্রূষা-কেন্দ্র, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক চাই

জাপানী বোমার আক্রমণ শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূর্খতা। ষ্টালিনগ্রাদ, মস্কো, লণ্ডন, এমন কি রেঙ্গুনের তুলনায়ও কলিকাতায় বোমার আক্রমণ এখন পর্য্যন্ত খুবই সামান্য হইয়াছে। সেই কারণে জাপানী বোমাবর্ষণের তেজ সম্ভবতঃ ক্রমশঃই বাড়িবে এবং তাহা হইতে বাঁচিবার জন্য আমাদের আয়োজনকে আরও অনেক বেশী মজবুত করিয়া তুলিতে হইবে এই ভাবিয়া এখন হইতে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাহার জন্য সকলের আগে দরকার কলিকাতার এ-আর-পি ব্যবস্থাকে এখনি বহুগুণে বিস্তীর্ণ ও শক্তিশালী করা। কলিকাতার মত ২১ লক্ষ লোকের শহরে মোট মাহিনা করা ওয়ার্ডেনের সংখ্যা মাত্র ৩৭০০। ডিপো অর্থাৎ সাহায্যকারী দল প্রভৃতি পাঠাইবার কেন্দ্র মাত্র ৯টী। ওয়ার্ডেন পোষ্টের সংখ্যা ২৩১। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সবশুদ্ধ মাত্র ৩৯টী কেন্দ্র আছে। যদি শহরের কোন এক অংশে ব্যাপকভাবে বোমা পড়ে এবং লণ্ডন প্রভৃতি শহরের মত এক রাত্রে ২।১ হাজার লোক জখম হয় তো সেই অংশের ২।১ শত ওয়ার্ডেনের পক্ষে তাহার সবগুলির খবর বাহির করিতেই দুই তিন দিন লাগিবে এবং গুটিকয়েক কেন্দ্রে এই ২।১ হাজার লোকের শুশ্রূষা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু শুশ্রূষা কেন্দ্র ও ওয়ার্ডেনের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনই চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। এমন কি বর্ত্তমান ওয়ার্ডেনরা যাহাতে খাইয়া পরিয়া সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে খাটিতে পারেন তাহার দিকেও কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য নাই। জনসাধারণ ওয়ার্ডেনদের ১৫ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি দাবী করিয়াছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের উচ্চবাচ্য নাই। উল্টা সিনিয়র ওয়ার্ডেন নামে বেশী মাহিনা দিয়া মাত্র দু তিন শো লোককে নিযুক্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ অসন্তোষের কারণ ঘটাইতেছে। শোনা গেল কয়েকটী এলাকায় ওয়ার্ডেনদের যোগ্যতা পরীক্ষা না করিয়া উপরওয়ালাদের মর্জ্জিমত তাঁহাদের প্রিয়পাত্রকে সিনিয়র ওয়ার্ডেন করা হইয়াছে। একথা সত্য হইলে এখনি প্রতিকার দরকার, নহিলে সাধারণ ওয়ার্ডেনদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ ঘটিতে পারে।

মাহিনা করা ওয়ার্ডেনের সংখ্যা এখনি দ্বিগুন করিতে হইবে এবং দেশভক্ত যে-সব যুবক-যুবতী মরণ তুচ্ছ করিয়া দেশের জন্য বারে বারে লড়িয়াছে তাহাদের ইহাতে টানিতে হইবে যাহাতে অতি বিপদের দিনেও এ-আর-পির মনোবল দৃঢ় থাকে। কিন্তু তাহার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। শুনিলাম পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ বনবিহারী মুখার্জি নামে একজন লোক কলিকাতার দক্ষিণ ভাগের কমাণ্ডিং অফিসার! এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দাকে এ-আর-পির ভার দিলে স্বভাবতঃই দেশভক্ত যুবক-যুবতীরা এ-আর-পিতে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। কাজের বয়স পূর্ণ হওয়ায় যে-সব লোক অবসর পাইয়াছে তাহাদের বড় চাকরী দিয়া ভরাইবার পিঁজরাপোল এ-আর-পি নয়। পূর্ণ কাজ করিবার মত বয়স, শক্তি ও দেশপ্রেমই এ-আর-পিকে মজবুত করিতে পারে।

স্বেচ্ছায় যাহারা বোমা হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য বিনা মাহিনায় এ-আর-পি ভলাণ্টিয়ার হইতে চাহিতেছে, অনেক স্থলে তাহাদের লওয়া হইতেছে না। মোটা মাহিনা দিয়া পুলিশের ভূতপূর্ব্ব গোয়েন্দাকে পুষিব, কিন্তু দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবকদের যোগদানে পর্য্যন্ত বাধা সৃষ্টি করিব—ইহাই কি এ-আর-পি কর্ত্তাদের অভিপ্রায়?

মাইনা করা ওয়ার্ডেনদের সংখ্যা ও তাহাদের মাহিনা এখনি বাড়াইতে হইবে, শুশ্রূষা-কেন্দ্র এবং সাজসরঞ্জাম বাড়াইতে হইবে, স্বেচ্ছাসেবকদের আদরে ডাকিয়া লইতে হইবে—ইহাই জনসাধারণের দাবী। ইহার জন্য সহরবাসী পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলন করুন। দাবী করুন এ-আর-পির কর্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে দাও।

জাপানীর পর জাপানী দালাল

এ, পির খবরে প্রকাশ গত রবিবার বোম্বাইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরাজী পত্রিকা "পিপল্‌স ওআরের" ছাপাখানায় একটী বোমা পড়িয়া কিছু ক্ষতি হয়।

ইহা জাপানী বোমা নয়, জাপানী-দালালের বোমা। সাচ্চা দেশভক্তদের অন্ধ উত্তেজনার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া যাহারা দেশবাসীকেই ধ্বংস করিয়া জাপানীর পথ পরিষ্কার করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে ইহা তাহাদেরই ঘৃণিত কাজ। কংগ্রেস ও দেশভক্তদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদিগকে উস্কাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় পঞ্চমবাহিনীর এই চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কমিউনিষ্টরা জানে যে সাচ্চা দেশভক্ত যতই ভ্রান্ত হোন এই ধরণের কাজ তাঁহার দ্বারা সম্ভব নয়। ইহাতে কমিউনিষ্ট ও সাধারণ কংগ্রেস-ভক্তের মধ্যে আন্তরিকতা আরও শক্ত হইবে। সমস্ত দেশভক্ত এইরূপ হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে খোলাখুলি প্রতিবাদ করুন, জাপানী-দালালকে আপনাদের নামের আশ্রয় হইতে দূর করুন।

নতুন বই পড়া দরকার

১। মুক্তিযুদ্ধে ভারত - ॥০

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি থিসিসের ১ অধ্যায়ের অনুবাদ

২। স্বাধীনতার ডাক - ১৲

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সরোজ মুখার্জীর প্রবন্ধ সঙ্কলন

যুদ্ধের গতি

সোভিয়েটের পথে চলো

সাবাস সোভিয়েট!

সারা দুনিয়া আজ যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েটের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লড়াই কাহাকে বলে, তাহা একমাত্র বাহাদুর লালফৌজই দেখাইতেছে। জার্ম্মাণরা এখন কেবল কাঁদুনি গাহিতেছে—"নিদারুণ হাড়-কাঁপানো শীত, চলাফেরা প্রায় অসম্ভব, খাবার জমে যায়, জল জমে যায়, জামা বদ্‌লানো যায় না, স্নান করা তো স্বপ্ন, এ অবস্থায় করি কি?" যদি কেউ মনে করেন যে জলের মধ্যে মাছের মত প্রচণ্ড শীতের মধ্যে রাশিয়ানরা সানন্দে লড়ে চলে, অসুবিধা গায়ে মাখে না, তবে খুবই ভুল হইবে। শীতে কষ্ট সকলেরই হয়, তবে ফাসিষ্টদের মহাপ্রভু হিটলার যদি শীতের উপযোগী ব্যবস্থা না করিয়া সৈন্যদের লড়াইয়ে পাঠায় তো জবাবদিহি একদিন তাহাকে করিতেই হইবে। জার্ম্মানী ও ইয়োরোপের অন্যান্য যে সব দেশকে হিটলার দাবাইয়া রাখিয়াছে, যুদ্ধের গতি এইভাবে চলিলে সেখানে যে দারুণ বিক্ষোভ উঠিবে, সে বিক্ষোভ সাম্‌লাইবার শক্তি কাহারও নাই।

জুকভ

গত কয়েক দিনের কয়েকটা বড় বড় খবর আছে। ষ্টালিনগ্রাদের ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মানদের একটা জরুরী সরবরাহ-ঘাঁটি কোটেল্‌নিকোভো লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। কাল্‌মুখ অঞ্চলের রাজধানী এলিষ্টা শহরটা জার্ম্মানরা হারাইয়াছে। উত্তর ককেশাস্ হইতে আজ একটা খুবই ভালো খবর আসিয়াছে। তাহা হইতেছে গ্রজ্‌নি তৈল-খনির ৭০ মাইল পশ্চিমে মজ্‌ডক্ শহর লালফৌজ দখল করিয়াছে! এখান থেকে প্রায় হাজার মাইল উত্তরে মধ্যরণাঙ্গনে ভেলিকি-লুকি শহর এখন আবার সোভিয়েট অধিকারে আসিয়াছে। আজকাল প্রায়ই মস্কো হইতে বিশেষ ঘোষণা প্রচার হইতেছে, লালফৌজের জয়জয়কারের খবর আসিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে যে দুইলক্ষ শত্রুসৈন্য আটক পড়িয়াছে তাহাদের বাঁচাইবার আশা ক্রমেই উবিয়া যাইতেছে। কোটেলনিকোভো হাতছাড়া হওয়ায় হিটলারের পক্ষে একটা বেজায় হার। দক্ষিণপূর্ব্বে হটিয়া যাইয়া যে ফাসিষ্টরা আবার লালফৌজকে বিপদে ফেলিবে, এলিষ্টা পতনের পর সে গুড়ে বালি পড়িল। তেলের খনি সম্বন্ধে হিটলারের সবচেয়ে বেশী লোভ ছিল; কিন্তু মজ্‌ডক হইতে পাত্তাড়ি গুটাইবার ফলে সে আশাও নিরাশা হইল। মধ্য ককেশাসে নাল্‌চিক অঞ্চলে হিটলারীরা প্রাণপণে লড়িতেছে বটে, কিন্তু লালফৌজ পাণ্টা আক্রমণ করিয়া নাল্‌চিক শহরের ১০ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমককেশাসে তুয়াপ্সের উত্তরপূর্ব্বেও শত্রুরা সুবিধা করিতে পারিতেছে না। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে প্রধান শহর রষ্টভ্ আবার দখল করিবার জন্য লালফৌজ আগাইতেছে।

রষ্টভ্ হাতছাড়া হইলে হিটলারের অবস্থা নিতান্তই সঙ্গীণ হইয়া উঠিবে। তাই রষ্টভ অভিমুখে উত্তরদিক হইতেও লালফৌজ নামিয়া আসিতেছে। ভরোনেশ্ হইতে রষ্টভ পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, তাহা কোন কোন জায়গায় লালফৌজের দখলে। সিম্‌লিয়ান্সকায়া বলিয়া যে বিরাট জংশন ষ্টেশন আছে, সেখানে ভরোনেশ ও ষ্টালিনগ্রাদ হইতে লাইন আসিয়া রষ্টভের দিকে গিয়াছে। লালফৌজ এই জংশনটার খুবই কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্ব্বদিক হইতে সাল্স্ক জংশনটা হস্তগত করিতে পারিলে ক্রাস্‌নোদার ও রষ্টভ্ দুই-য়েরই অবস্থা সঙ্গীণ হইবে। লালফৌজ যে বিপুল রণকৌশল দেখাইতেছে, তাহার সত্যই তুলনা নাই।

য়ুক্রেনে যে সোভিয়েট সেনা আবার প্রবেশ করিয়াছে, সে খবর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। মধ্য রণাঙ্গনের পশ্চিম ভাগে বিরাট যুদ্ধ চলিতে-ছিল। তাহারই পুরস্কার লালফৌজ পাইয়াছে ভেলিকিলুকি পুনরধিকার করিয়া। এ শহরটি হইতে লাটভিয়ার সীমান্ত মাত্র ৯২ মাইল। জার্ম্মাণরা এখানে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হয় নাই বলিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল, কিন্তু লালফৌজের প্রচণ্ড আক্রমণ সামলাইতে না পারিয়া জার্ম্মাণরা রণে ভঙ্গ দিয়াছে। আজের খবর যে ঐস্থান হইতে আরও ১৫ মাইল পশ্চিমে লালফৌজ আগাইয়াছে। ভেলিকি লুকির-পতনের ফলে রিজেভে জার্ম্মাণ সৈন্য রীতিমত সঙ্কটাপন্ন হইল। ১৩০ মাইল দক্ষিণে স্মলেন্সক্ হইতেছে জার্ম্মাণদের সবচেয়ে জরুরী ঘাঁটি। সেখানেও হিটলারীদের বিপদ বাড়িল। ভেলিকি লুকির ২০ মাইল পশ্চিমে নোভোসকলনিকিতে বেজায় লড়াই হইবে মনে হয়। এ জায়গাটী লইতে পারিলে মধ্য রণাঙ্গণে হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় হইবে। উত্তরে লেনিনগ্রাদ হইতে দক্ষিণে কীভ পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে তাহার খানিকটা লালফৌজের দখলে যাইবে। দক্ষিণে রষ্টভ ও মধ্য অঞ্চলে নোভোসকলনিকিতেই এইবার সবচেয়ে জাঁকালো লড়াই চলিবে। লালফৌজের জয়-জয়কার হউক।

হিটলারীদের লোকসানের ফিরিস্তি

কয়েকদিন আগে সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান হইতে ছয় সপ্তাহে হিটলারীদের লোকসান সম্বন্ধে একটা ফিরিস্তি প্রকাশ হইয়াছে। ১৯শে নভেম্বর হইতে ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আক্রমণ চালাইয়া লালফৌজ ৯৫০০০ শত্রুসৈন্য মারে ও ৭২,৪০০ জনকে বন্দী করে। শত্রুর বহু এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান, লরী ইত্যাদি খোয়া যায় ও লালফৌজের হাতে পড়ে। কোন্ কোন্ ডিভিশন সৈন্য ঐখানে আটক পড়ে, তাহারও তালিকা মস্কো হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

ডন নদীর বাঁকের মাঝামাঝি অঞ্চলে ১৬ই হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লালফৌজ যে আক্রমণ চালায়, তাহার ফলে ৫৯,০০০ শত্রুসৈন্য মারা পড়ে ও ৬০,০৫০ জন বন্দী হয়। এখানেও বিপুল যুদ্ধোপকরণ লালফৌজের হাতে যায়। ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে আক্রমণ করিয়া অবস্থার উন্নতি করার জন্য জার্ম্মাণদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এইখানে ১২ই হইতে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ২১০০০ শত্রু সৈন্য মারা পড়ে ও ৫,২০০ জন বন্দী হয়।

গত ছয় মাস ধরিয়া **জেনারেল জুকভ** যে পরিকল্পনা তৈয়ার করিতেছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ সাফল্যের দিকে চলিয়াছে। গত বৎসর মস্কো রক্ষার ভার ছিল জুকভের উপর। এবার দক্ষিণ রণাঙ্গণে তাঁহার রণকৌশল ও নেতৃত্বের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ মিলিতেছে। তাই জুকভ আজ টিমোশেঙ্কোর স্থানে উন্নীত হইলেন।

যুদ্ধের অন্যান্য খবর

উত্তর আফ্রিকায় স্তব্ধভাবে আর কাটিতেছে না। শোনা যাইতেছে যে এখন সেখানে বড়ই কাদা, না শুকাইলে ট্যাঙ্কবাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া মুস্কিল। রুশ রণাঙ্গণে যে বিপুল বাধা তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার কথা ভাবিলে এ অছিলাকে হাস্যকরই মনে হইবে।

"রমেল পিছু হটিতেছে, আমরা ধাওয়া করিয়া চলিতেছি"—এই খবরই বার বার নানারূপে আসিতেছে। রমেলকে লড়িতে বাধ্য করিয়া হারাইবার ব্যবস্থার কথা শুনিতেছি না। তিউনিসিয়াতে কখনও আমেরিকান বা ফরাসীরা কিছু আগাইতেছে, কখনও মিত্রশক্তি পিছাইতেছে। প্রধান খবর হইতেছে আকাশে লড়াই। 'শত্রুর অনেকগুলা এরোপ্লেন মারিয়াছি'—ইহার বেশী দাবী মিত্রশক্তি করিতে পারিতেছে না। এদিকে সময় যাইতেছে। কতদিন আর দুনিয়ার জনগণ শুধু লাল ফৌজের মুখ চাহিয়া থাকিবে। আফ্রিকায় পর্ব্ব যথাসম্ভব শীঘ্র চুকাইয়া ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলিতে বিলম্ব জনশক্তি কতকাল সহ্য করিবে?

এদিকে জাপানের সঙ্গে লড়াইও যে বেগে চালানো নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিশেষ লক্ষণ নাই। বর্ম্মায় অবশ্য বার বার বিমান আক্রমণ করা হইয়াছে। ভালো কথা। কিন্তু ইহা তো যথেষ্ট নয়। বিনা বাধায় আকিয়াবের উত্তরে মাউংদা ও বুথিডং দখলের খবর ও আরাকানে ছোটখাট সংঘর্ষের কথা আর কত দিন আমরা পড়িব?

জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তোড়জোড় করিতেছে। য়ুনানে বার বার বোমা ফেলিতেছে, ওদিকে হুপে প্রদেশে তাপিচান্ পাহাড় অঞ্চলে তাহারা একটা বড় রকমের আক্রমণ করিয়াছে। চীনারা মিত্রশক্তিগুলির নিকট এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ও লড়াইয়ের অন্যান্য সরঞ্জাম চাহিতেছে। আর চাহিতেছে ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানীকে খেদাইয়া চীনের পক্ষে সরবরাহ আনিবার ব্যবস্থা পাকা করিতে। অষ্ট্রেলিয়ার দিকে তেমন সুবিধা করিতে না পারিয়া জাপান যে এখন ভারতবর্ষ ও চীনের দিকেই লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইতেছে, তাহা তো পরিষ্কার।

নিউগিনির লড়াইয়ে জাপান হারিতেছে বটে, কিন্তু বুনা অঞ্চল এখনও মিত্রশক্তির পুরা দখলে আসে নাই। রাবাউল ও টিমরে অবশ্য বোমা খুবই ফেলা হইতেছে, মোটের উপর জাপান সুবিধা করিতে পারিতেছে না।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী কার্টিন ঠিকই বলিয়াছেন যে জাপান নিজেদের শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা খুবই করিতেছে, সে চেষ্টা ব্যর্থ না করিতে পারিলে সমূহ বিপদ।

আজ জনযুদ্ধে জনগণের পূর্ণ সাহচর্য্য লইয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টা চাই। লালফৌজের বিজয় অভিযানের ইহাই শিক্ষা। লালফৌজের রাস্তায় সবাই চলো।

৪।১।৪৩

পার্টি তহবিল সংগ্রহে

আর দুই সপ্তাহ সময়!

এখনো ১৯ হাজার টাকা বাকী

৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩৪ হাজার টাকা উঠিয়াছে। কমরেডরা অনেক আগাইয়াছেন সত্য কিন্তু এখনও ১৯ হাজার টাকা বাকী। আর মাত্র দুই সপ্তাহ সময়। কমরেডস্, বাংলাদেশ পার্টির ডাকে কোনদিনই পিছায় নাই। পার্টি পতাকার অপমান করিবেন না। এই দুই সপ্তাহ প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। কোটার চেয়ে বেশী টাকা তোলা চাই। বোমার সঙ্কটেও কলিকাতা জিলা তাহার কোটা প্রায় পূর্ণ করিয়া ফেলিল। মফঃস্বল জেলা অগ্রসর হউন।

৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট আদায়ঃ—

প্রাদেশিক কমিটি ও	দেয়	প্রাপ্ত		দেয়	প্রাপ্ত
স্পেশ্যাল সেল্‌স	১৭,৫০০৲	১৩,৯৩৫,৴০	পাবনা	২৫০৲	১২৬৲
কলিকাতা জেলা কমিটি	১০,০০০৲	৯,৫১৪॥১২॥	জামসেদপুর	২৫০৲	১২০।৶০
প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রণ্ট	৫,০০০৲	১,৮৩৫৸/০	বর্দ্ধমান	১৬০৲	১২০৲
ঢাকা	১,৫০০৲	১২০০৲	যশোহর	৫০০৲	১১৭f/৫
ময়মনসিংহ	১,৫০০৲	১০০৯৲	নদীয়া	৫০০৲	১১৫৲
মহিলা ফ্রণ্ট	২,০০০৲	৯৩২৶০	মেদিনীপুর	৩০০৲	৯০/০
চট্টগ্রাম	১,৫০০৲	৮৪৫৲	বাঁকুড়া	২০০৲	৬৭৲
শ্রীহট্ট	১,৫০০৲	৪৫৯৲	খুলনা	২৫০৲	৪৮৲
হাওড়া	৭৫০৲	৫০৭৸/০	মুর্শিদাবাদ	২০০৲	৪৫৲
হুগলী	৭৫০৲	৩৭৭৲	বগুড়া	১০০৲	৩৫৲
দিনাজপুর	৫০০৲	৩৫০৲	আসাম	৩০০৲	৩০৲
বরিশাল	৫০০৲	৩০০৲		মোট	৩৪২৭৯৷৶২৷০
রংপুর	১,৫০০৲	২৮৯৸০			
ফরিদপুর	৪০০৲	২৮৪।/১৫			
২৪ পরগণা	২৫০৲	২৫১৷১০			
ত্রিপুরা	৫০০৲	২৫০৲			
রাজসাহী	৩০০৲	২৩০৲			
নোয়াখালী	২৫০৲	২২৫৲			
বীরভূম	২০০৲	১৮৪।০			
মালদহ	২৫০৲	১৬৫৲			
জলপাইগুড়ি	২৫০৲	১২৯৸০			

ছাপার ভুল

গত ৩৪শ সংখ্যা জনযুদ্ধে "সাবাস কলিকাতার এ-আর-পি" শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় কলমের ১৭শ লাইনে "মন্ত্রী সন্তোষ ব্যানার্জ্জি"র বদলে 'মন্ত্রী সন্তোষ বসু' হইবে। ঐ কলমেই ১৯শ লাইনে 'করিয়াছে'র বদলে 'করিয়াছেন' হইবে এবং ২২শ লাইনে "বাঁচিতে পারে"র বদলে "বাঁচিতে পারেন" হইবে।

সম্পাদকীয়

সমস্ত মজুরের জন্য

এখনি পাকা শেল্টার চাই

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী গত ৩১শে জানুয়ারী যে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে মোটর লরী চালকদের ধর্ম্মঘট বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশনের মজুরদের সংখ্যা কম রহিয়াছে, তাই স্বাভাবিক ভাবে কাজ হওয়া এখনই সম্ভব নয়। পানীয় জল সরবরাহেও মজুরের ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপনে কলিকাতার খাদ্য, তৈল, দেশলাই প্রভৃতির দোকানদারদের জানাইয়াছেন যে, বোমার আক্রমণের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে-দোকান আবার খুলিবে না সেই সব দোকানের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবে।

গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে জাপানী বিমান হানা আরম্ভ হইয়াছে, জাপানী দস্যুরা নির্ব্বিচারে শহরের সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির উপর রাত্রির পর রাত্রি হামলা করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন হইতে বোঝা যায় যে, বর্ত্তমানে কলিকাতায় দোকানদারের সংখ্যা এমন কমিয়াছে যাহাতে গবর্ণমেণ্টকে জোর করিয়া তালা ভাঙ্গিয়া দোকান খুলিবার হুকুম দিতে হইতেছে। কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন হইতে বোঝা যায় যে মজুরের সংখ্যা এমন কমিয়াছে যাহাতে এখনও ভাল করিয়া শহরের ময়লা সাফ করা যাইতেছে না, পুরা মাত্রায় জলও সরবরাহ করা যাইতেছে না। কর্পোরেশনের মজুরদের বেলায় যাহা ঘটিয়াছে অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায়ের মজুরদের বেলায় তাহার কিছুই হয় নাই ভাবা মূর্খতা মাত্র। সম্ভবতঃ সকল জায়গায়ই মজুরের সংখ্যা কমিয়াছে, দোকানদার প্রভৃতির সংখ্যাও কমিয়াছে।

মজুরের সংখ্যা কেন ও কাহার দোষে কমিল সে আলোচনা না হয় নাই করিলাম। কিন্তু মজুরের সংখ্যা আরও কমিলে কলিকাতা শহরই ধ্বংস হইবে, গোটা বাঙ্গলা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অর্দ্ধেকই খসিয়া পড়িবে। শত্রুও তাই চায়, তাই নির্ব্বিচারে শহরবাসীর উপর বোমা ফেলিয়া সে শহরবাসীকে ভয়ে পালাইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর শত্রুর দালাল ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পঞ্চম বাহিনীও তাই লোকের কাণে কাণে মন্ত্র দিতেছে—'শহর ছাড়িয়া পালাও, জাপানীরা তোমাদের সময় দিতেছে' ইত্যাদি! মজুর, দোকানদার, কর্মচারী প্রভৃতির অভাবে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য বাধা পাইলে বাংলা দেশের অর্দ্ধেক লোক না খাইয়া মরিবে, সমস্ত বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের মধ্যে জাপানী শত্রুকে রুখিবার আগ্রহ ও শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিবে। শত্রু ও তাহার পঞ্চমবাহিনী ইহারই চেষ্টা করিতেছে।

শত্রু ও পঞ্চমবাহিনীর কারসাজি নষ্ট করিতেই হইবে। লোকে যাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া না যায় এখনই তাহার পাকা পোক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার জন্য সকলের আগে দরকার কলিকাতা ও শহরতলীর এ, আর, পি ব্যবস্থা এমন পাকা, মজবুত ও বিস্তীর্ণ করা যাহাতে সমস্ত লোক ভরসা পায় যে বোমা হইতে বিপদের ভয় খুবই সামান্য মাত্র।

প্রথম কথা আশ্রয়স্থল। এই বিষয়ে কলিকাতা ও শহরতলীর অবস্থা ভয়াবহ। যাহাদের তিন-চার তলা পাকা বাড়ী আছে তাহারা তবু কিছুটা নিরাপদ, কিন্তু বস্তি প্রভৃতি যেখানে মজুরেরা ও গরীব লোকেরা বাস করে সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন শোচনীয়। কিছুদিন আগে বাংলা কাউন্সিলে বলা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২০ হাজার লোকের মত আশ্রয়স্থল তৈরী করিয়াছেন। ইহার অর্দ্ধেক যদি পাকা বাড়ীর এলাকায় করা হইয়াছে ধরা হয় তো কলিকাতার পাঁচ ছয় লাখ বস্তীর অধিবাসীর জন্য মাত্র দশ হাজার লোকের মত সরকারী আশ্রয়স্থল আছে ধরিতে হইবে। অন্য কোন দেশে এইরূপ "ব্যবস্থা" হইলে সেই সরকারকে পরদিনই সরিয়া পড়িতে হইত। সেণ্টারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় লোকের পক্ষে ভয় না পাওয়াই আশ্চর্য্য।

যা শেল্টার আছে তাহার মধ্যেও অধিকাংশই খোলা গড়খাই, স্যাঁৎসেতে ও আবর্জ্জনায় পূর্ণ, শীতের রাত্রে ৩/৪ ঘণ্টা উহার মধ্যে বসিয়া থাকিলে বোমা হইতে যদি বা বাঁচে নিউমোনিয়া হইতে কেহই বাঁচিবে না। তা ছাড়া গড়খাইগুলি খোলা বলিয়া সেখানে বিমান-ধ্বংসী গোলার টুকরা বা বোমার টুকরা হইতে আহত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। রেঙ্গুনে জাপানীরা মেসিনগানের গুলি চালাইয়াছিল। এমনি গুলি চালাইলে গড়খাইয়ের লোকেদের মারা খুবই সহজ। **প্রত্যেক বস্তি এলাকায় সমস্ত লোক আশ্রয় নিতে পারে এরূপ পাকা শেল্টার ও গড়খাই এখনি করিতে হইবে।** গড়খাইয়ের তলায় সিমেণ্ট বা কাঠ দিয়া মেঝে করিয়া দিতে হইবে এবং মাথার উপরে পাকা গাঁথুনি যদি নেহাত না করা যায় তো অন্তত টিনের ঢাকনি ও তাহার উপর মাটি ও বালির মোটা আস্তরণ দিতে হইবে। বাসিন্দাদের কমিটির সাহায্যে স্থানীয় এ, আর, পি-কে নিজের নজরে রাখিতে হইবে যাহাতে সেণ্টারগুলি নোংরা না হয়। প্রত্যেক বস্তিতে যথেষ্ট টিউবওয়েল, চৌবাচ্চা, বালি, বালতি প্রভৃতির ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে।

কাছাকাছি সমস্ত খালি বড় বাড়ী, অফিস, থানা প্রভৃতিতে নিরাশ্রয় লোকেরা যাহাতে প্রতি রাত্রে আশ্রয় নিতে পারে তাহার হুকুম দিতে হইবে এবং মোটা দেওয়াল প্রভৃতি সরকারী খরচায় গাঁথিয়া দিয়া সেগুলিকে নিরাপদ করিতে হইবে। সমস্ত বাজার প্রভৃতির কাছে সব লোকের উপযুক্ত আশ্রয়স্থল করিতে হইবে। প্রত্যেক পাকা বাড়ীর নীচের তলায় সমস্ত বাসিন্দার উপযুক্ত নিরাপদ আশ্রয় ঘর করিতেই হইবে এইরূপ আইন জারি করিতে হইবে।

কারখানাগুলিতে অতি সহজেই লক্ষ্য করিয়া বোমা ফেলা যায় বলিয়া সেখানে শেণ্টারের জন্য আরও মজবুত ব্যবস্থা দরকার। এদেশে মাটির নীচে শেল্টার করা যায় না এইরূপ দোহাই দিয়া বসিয়া না থাকিয়া মাটির নীচে শেণ্টার করিয়া ও তাহার চারিদিকে কংক্রিটের আস্তরণ দিয়া দেখিতে হইবে হয় কিনা। আর মাটির উপরে অন্য জায়গার অপেক্ষাও ডবল পুরু দেওয়ালের পাকা শেল্টার বানাইতে হইবে। সেগুলিকে ঘাস পাতা দিয়া চাপা দিতে হইবে যাহাতে শত্রু বিমান বুঝিতে না পারে। প্রত্যেক বড় কারখানায় বিমান-ধ্বংসী কামান ও রক্ষা-বেলুনের ব্যবস্থা করিয়া যোঁৎমারা বিমানের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

শুধু মালিকদের উপর ছাড়িয়া দিলে কিছুই হইবে না। প্রত্যেক কারখানায় মজুরদের প্রতিনিধি ও ইউনিয়ন থাকিলে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আশ্রয়স্থল বানাইতে হইবে। মজুরদের প্রত্যেকটা পরামর্শ যাহাতে সুবিচার পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবেই মজুররা ভরসা পাইবে, মজুরের সংখ্যা কম হইয়া পড়িয়া শহরের জীবন ধ্বংস হইবার ভয় থাকিবে না।

এ-আর-পির অন্যান্য ব্যবস্থা এবং শহর রক্ষার অন্যান্য প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা পরে লিখিব। এখন প্রধান দাবী আশ্রয়স্থল। এই দাবী লইয়া কারখানায় কারখানায়, বস্তিতে বস্তিতে মজুরেরা এক হউন। কারখানার মালিক, স্থানীয় এ-আর-পি অফিসার, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ প্রভৃতিকে এই দাবী পূরণের জন্য উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলুন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক এলাকায় নিজেদের জনরক্ষা কমিটি গড়ুন, নিজেরাই গড়খাই কাটুন, আগুন নেভানো পাম্প আনুন ও ব্যবহার শিখুন, লোকে যাহাতে ভয় না পায় তাহার জন্য বোঝান, যথাসম্ভব পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করুন।

মস্কোর এ-আর-পি ব্যবস্থা

মস্কোতে সাইরেন বাজে বিমান আক্রমণের আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা আগে। তারপর সুরু হয় কামানের গোলা বর্ষণ। লোকে আশ্রয়কক্ষে ঢুকিতে যথেষ্ট সময় পায়। মস্কোর সাইরেন শুধু রাস্তার লোকের জন্য। বাড়ীর জন্যতো রেডিওই আছে। ঘরে ঘরে আছে লাউড স্পীকার। শত্রু বিমান যখন আগাইতেছে, লাউড স্পীকারে তখন বাজিয়া উঠে একটি শান্ত, অন্তরঙ্গ, মোলায়েম সুরঃ "ত্রেভোগা! সহরবাসী, আশ্রয় নাও"। মস্কোতে অল-ক্লিয়ারের সাইরেন নাই। এই লাউড-স্পীকারই শেষ কথা জানাইয়া দেয়।

সাইরেন বাজার সাথে সাথে প্রত্যেক সামর্থ্যসম্পন্ন নাগরিকের কোন না কোন কাজ করিতে হয় এবং কোন না কোন পোষ্টে যাইতে হয়। স্থায়ী ফায়ার-ব্রিগেড, উদ্ধারকারী ও ঘরভাঙ্গা স্কোয়াড অবশ্য আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা বাহিনীর প্রায় সবই মেয়ে ভলাণ্টিয়ার।

মস্কোতে কোন ওয়ার্ডেন নাই। আগুন-দেখা ও আগুনে বোমা নিভানোর দায়িত্ব হাউস কমিটির (গৃহ কমিটি) উপর। এই গৃহ কমিটিগুলিকে সোভিয়েট সরকার মানিয়া নিয়াছে। গৃহ কমিটির অধীনে যতগুলি বাড়ী আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিন বা তাহার বেশী লোক নিয়া এই কমিটি গঠিত হয়। আগুন দেখা ও আগুন নিভানোর কাজ গৃহ কমিটির অধীনে প্রত্যেক বাড়ীর লোকদের পালা করিয়া করিতে হয়। আগুন দেখার কাজ মেয়ে-পুরুষ সবারই, শুধু বাড়ীতেই নয়, কারখানা, লেবরেটারী ও যে কোন প্রতিষ্ঠানেই।

আশ্রয়স্থল সম্বন্ধে মস্কোতে কান গোলমাল নাই। প্রত্যেক বাড়ীতে আশ্রয়কক্ষ আছে, হয় বাড়ীর ভিতরে, না হয় বাড়ীর কাছে। সাইরেন বাজার সাথে সাথে প্রত্যেককেই আশ্রয়স্থলে যাইতে হয়, কোন অজুহাত নাই। বাড়ীর ভিতরকার আশ্রয়স্থলগুলি ফাটা বোমার টুকরা, ভাঙ্গাবাড়ীর উড়ন্ত কাঠ-লোহা, কাঁচ প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট নিরাপদ। বোমার ঝাপটাও অনেকটা সহিতে পারে।

প্রফেসার কাপিৎসা পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহার বাড়ীতে আহার সবে শেষ করিয়াছি, এমন সময় বাজিল সাইরেন। আমরা সবাই বাড়ীর আশ্রয়কক্ষে গেলাম। চমৎকার আশ্রয় কক্ষটি, চমৎকার তার ব্যবস্থা। ঘরটির ভিতর কয়েকটা ব্যাফ্‌ল্ দেওয়াল আছে, বাতাস চলাচলের কি সুবন্দোবস্ত। বিজলী বাতি, ঘর গরম করার বন্দোবস্ত, ঠাণ্ডা ও গরম জল সবই আছে। খাট, বিছানা, কম্বল, টেবিল-চেয়ার সব ব্যবস্থা আছে। বই, দাবা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জামও আছে। আশে পাশের বাড়ীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও তাঁহাদের পরিবাররা এই-খানেই আশ্রয় নেন। এটা একটা দস্তুর মত বৈজ্ঞানিকদের ক্লাব হইয়া দাঁড়ায়। বাইরের প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ এই আশ্রয়স্থলে খুব সামান্যই শোনা যায়।

বাড়ীর বাহিরে ভাল আশ্রয়স্থল হইতেছে মাটির নীচের রেলষ্টেশন (মেট্রো)। অনেক ষ্টেশন যথেষ্ট গভীর ও খুব ভাল আশ্রয়কক্ষ। লণ্ডনের টিউব রেল ষ্টেশন হইতে মস্কোর ষ্টেশন অনেক বেশী চওড়া, প্লাটফরম, গাড়ী সবই চওড়া।

বিমান আক্রমণের সময় মেট্রোর সমস্ত ট্রেন থামাইয়া দেওয়া হয়, গাড়ীগুলি প্লাটফরমের নিকট ভিড়ান হয়। যে সব মায়ের ছোট ছেলেপেলে আছে, গাড়ীর ভিতরের সিটে তাহাদেরই প্রথম স্থান। ছোট শিশুদের জন্য আছে ভাঁজ করা কাঠের খাট। লোক বেশী হইয়া গেলে মায়েরা গাড়ীর ভিতরে যাতায়াতের স্থানেই বসিবার স্থান নেয়। ষ্টেশনে পায়খানা আছে, একটা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও একজন শিক্ষিতা নার্স আছে। একটি ছোট লাইব্রেরীও আছে। পাঠক-পাঠিকারা সেখানে বসিয়া বই, কাগজ, পত্রিকা পড়ে। কোন পয়সা লাগে না। কেহ ইচ্ছা করিলে নিজ যায়গায় বসিয়া পড়িবার বই নিয়া যাইতে পারে, অল-ক্লিয়ারের সময় ফেরত দিলেই হইল।

—লার্ড হ্যালডেন

খাদ্য ঐক্য সম্মেলনে মুসলিম-লীগ

বাংলার এই চরম খাদ্যসংকটে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধি এক হইয়া খাদ্যসংকট সমাধানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মুসলিম লীগও আজ আর বসিয়া নাই। বাংলাদেশের এই বিপদের মাঝে বিরাট একতার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বাংলার জিলায় জিলায় এই একতাকে ভিত্তি করিয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। বিরাট ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলন স্থরু করিতে হইবে। জিলায় জিলায়, গ্রামে গ্রামে সমস্ত দলের মিলিত খাদ্যকমিটি গড়িতে হইবে। জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাংলার এই খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্যদলের নেতাদের সহিত একটি ঐক্যবদ্ধ খাদ্য সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা চালান। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক নেতারা প্রায় সমস্ত দলের নেতাদেরই ঘরোয়া বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। গত ২২শে ডিসেম্বর মিঃ সারওয়ার্দ্দির বাড়ীতে এই সম্মেলন বসে। কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস ও অন্যান্য দল যোগ দেন। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে একটি প্রস্তাব এই সম্মেলনে পেশ করা হয়। বণিকস্বার্থের কয়েকজন প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলেই ইহা সমর্থন করেন। এই কনফারেন্সে একটি কমিটিও গঠিত হয়। মূল প্রস্তাবের সারমর্ম্ম :

সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের দর অসম্ভব চড়িয়া যাওয়ায় এক সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ লোভী ব্যবসায়ীরা মাল গুদামজাত করিয়া দর বাড়াইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিবিধান করিতেছে না। দর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে না। উপযুক্ত পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত দরের দোকান খুলিতেছে না। জনসাধারণের সাথে সহযোগিতারও কোন চেষ্টা নাই। উপরন্তু সরকার নিজেই বাজারে নামিয়া মাল কিনিয়া রপ্তানী করিতেছে, অথচ ফসল বাড়াইবার ব্যবস্থা নাই।

জাপানী বোমার ফলে এই সংকট আরও বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু সরকার ও লোভী ব্যবসায়ীদের দোষ দিয়া বসিয়া থাকিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। আজ প্রয়োজন সমস্ত দল এক হইয়া ইহার সমাধানে নামা। সমস্ত দল একত্র হইয়া গণসমাবেশের আয়োজন করিয়া সরকারের নিকট দাবী করিতে হইবে :—(১) অতিলোভী ব্যবসায়ীদের ঠাণ্ডা কর, দরকার হইলে তাহাদের মাল আটক কর (২) মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু কর (৩) চোরা বাজার আড়তদারদের শাস্তি দাও (৪) বেশী সংখ্যায় সর্ব্বত্র নিয়ন্ত্রিত দরের দোকান খোল (৫) বাহির হইতে তাড়াতাড়ি খাদ্য আমদানী কর (৬) খাদ্যদ্রব্যের জন্য আরও বেশী যানবাহনের ব্যবস্থা কর (৭) ফসল বাড়াইবার জন্য কৃষকদের সাহায্য দাও।

সমস্ত পার্টি ও দলের কর্ত্তব্য সমস্ত জিলায়, মহকুমায় ও ইউনিয়নে খাদ্যকমিটি গঠন করা। এই কমিটির কাজ হইবে অতিলোভী ব্যবসায়ীদের লুকান মাল খুঁজিয়া বাহির করা, চোরাই কেনা-বেচা বন্ধ করা, নিয়ন্ত্রিত দরের দোকান খোলার ব্যবস্থা করা। গভর্ণমেণ্টের উচিত এই সব কমিটির সহিত সহযোগিতা করা।

গত ৩০শে ডিসেম্বর আবার সর্ব্বদলের মিলিত কমিটির একটি বৈঠক হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, সোমনাথ লাহিড়ী ও ভবানী সেন যোগ দেন। কৃষক সভার তরফ হইতে যোগ দেন কমরেড আবদুল্লা রসুল। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি ছিলেন মিঃ সারওয়ার্দ্দী। এংলো ইণ্ডিয়ান, লেবার পার্টি ও র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনিবার্য্য কারণে এইদিন কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধিরা যোগ দিতে পারেন নাই। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয় লাট সাহেবের নিকট একটি মিলিত দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। তাহাতে দাবী করা হইবে, জনকমিটির সাথে সরকারের সহযোগিতা চাই, নিয়ন্ত্রিত দরে প্রয়োজনীয় জিনিষ চাই, বস্তির জন্য সাধারণ আশ্রয়স্থল ও ঢাকনা দেয়া গড়খাই এখনই চাই, সভাসমিতির অধিকার চাই। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক থানায়, কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে জন কমিটি গঠন করার জন্য প্রত্যেক দলকে অনুরোধ করা হইতেছে। প্রত্যেক দলের সম্মতি পাইলেই প্রকাশ্য সম্মেলন ডাকা হইবে। ইতিমধ্যে সম্মেলনের পক্ষে জনমত গ্রহণের জন্য সমস্ত দলকে সভা করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

খাদ্য আন্দোলন

রংপুর

গত ১০ ডিসেম্বর রংপুর মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। জেলা হইতে চাল রপ্তানী বন্ধ করা ও চালের দর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট ডেপুটেশন পাঠান হইবে ঠিক হয়। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি জিলা সম্মেলন আহ্বান করাও ঠিক হয়।

মালদহ

গত ২০শে ডিসেম্বর কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে বহু মুসলমানের এক ডেপুটেশন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী করে চাউল রপ্তানী বন্ধ কর, নিয়ন্ত্রিত দরে চাল বিক্রির দোকান খোল। পরদিন প্রায় ২ হাজার লোকের এক বিরাট ভুখ মিছিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হাজির হয়। এত বড় মিছিল মালদহে আর হয় নাই। ইহার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাজনদের এক সম্মেলনে ডাকেন ও তাহাতে ঠিক হয় ৮৲ মণ চাল ও ৪৲ মণ ধান বিক্রি করা হইবে। এদিকে বাজারে চাল পাওয়া যাইতেছিল না দেখিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে মহানন্দা চাল কলের সাথে বন্দোবস্ত করিয়া পার্টি অফিস হইতে বস্তির মজুর, ধাঙ্গড়, মধ্যবিত্ত প্রায় ১ হাজার লোকের নিকট চাল বিক্রি করা হয়।

শান্তিপুর

গত ১১ই ডিসেম্বর প্রায় ৪০০ হিন্দু মুসলমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ধান চালের দর কমাইবার দাবী জানায়। ১৪ই ডিসেম্বর প্রায় ১ হাজার লোক স্থানীয় শ্যামচাঁদ পাড়ার মোড়ে জমায়েত হয়। কনট্রোলার অফিসার এইখানে আসিয়া জনসাধারণের দাবী শুনিতে বাধ্য হন ও প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে কয়েকদিনের ভিতর চালের দর ২৲ হইতে ২॥০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে।

বাঁকুড়া

কমিউনিষ্টদের প্রচেষ্টায় সহরের উকীল, ডাক্তার প্রফেসার, ব্যবসায়ী ও সমস্ত স্তরের জনসাধারণের একটি জনস্বার্থরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। ২ হাজারেরও উপর জনাধারণের সহিযুক্ত এক গণদরখাস্ত লইয়া এই কমিটির এক ডেপুটেশন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া জনসাধারণের দাবী পেশ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। চালের দর কিছু কমিয়াছে। একটি খাদ্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে।

বোমার জবাবে মেয়েরা

সরকারী অব্যবস্থা

কলিকাতায় জাপানী গুণ্ডারা মা ও তার কোলের শিশুকে হত্যা করেছে, তাই কলিকাতার মা বোনেরা আজ সব থেকে বেশী চঞ্চল। বস্তি অঞ্চলগুলিতে সব থেকে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। একে তো বস্তি অঞ্চলে কল বা টিউব ওয়েল নেই, তার উপর জল দেবার ভিস্তিগুলি শহর থেকে চলে গেছে। তারপর রাত্রিতে যখন সাইরেন বাজে তখন ছোট ছোট ছেলে পিলে নিয়ে বস্তির মেয়েরা একেবারে অসহায় বোধ করতে থাকে। কারণ অধিকাংশ বস্তিতে সারফেস শেল্টার নেই, শ্লিট ট্রেঞ্চ নেই, কাছাকাছি আশ্রয় নেবার মত পাকা বাড়ীও খুব কম। এ ছাড়া শহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডেন পোষ্টে গড়ে একজনও মেয়ে ওয়ার্ডেন না থাকায় এ, আর, পি-র নির্দ্দেশ মেয়েদের কানে পৌঁছায় না বল্লেও চলে। এই ভাবে আমলাতন্ত্র মেয়েদের জীবন মরণের সমস্যা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নির্লজ্জের মত বসে আছে।

মেয়েরা নিজেরাই এগিয়েছে

আমলাতন্ত্র ও শহরের কর্ত্তৃপক্ষ চুপ করে বসে আছে বলে মেয়েরা হাল ছেড়ে দেয় নি। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কলিকাতার মেয়েরা আজ খাদ্য-সমস্যা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে লড়াইয়ের পথে এগিয়ে আসছে। বস্তির মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বেশী সাড়া পড়েছে। বস্তির মেয়ে, কলেজের মেয়ে বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সকলেই আজ খাদ্য-সমস্যা ও বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চিন্তা করছে, বৈঠকে আলোচনা করছে এবং প্রয়োজন হলে সরকারের কাছে দল বেঁধে দাবী আদায় করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সরকারী নিযুক্ত মেয়ে ওয়ার্ডেন ছাড়াও অনেক মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা ওয়ার্ডেন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতার স্কুল, কলেজ, মধ্যবিত্ত পাড়া ও বস্তিতে গিয়ে মেয়েদের সংগঠন করছেন—অন্ততঃ ১৫টি বস্তির মধ্যে প্রায় প্রতি বস্তিতে ১৫ জন করে মেয়েদের মধ্যে কাজ চালাচ্ছেন। এদের কাজ হ'ল : প্রত্যেক পাড়ায় কত লোক, ক'টি সারফেস সেণ্টার, কটা পাকা বাড়ী, কতগুলি চাল-ডালের দোকান, কল ও টিউবওয়েল আছে তার হিসাব করা এবং এই গুলির অসুবিধা এ, আর, পি, কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা দূর করার চেষ্টা করা, প্রত্যেক ঘরে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা, ষ্টিরাপ পাম্প ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া, বিমান হানার পর দরকার হলে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ করা, জনসাধারণকে সাহস দেওয়া ও বেশী বেশী স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ করা।

একতার পথে

আত্মরক্ষার তাগিদে আজ সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে একতা গড়ে উঠছে। কলিকাতার বিভিন্ন পার্টি ও স্বেচ্ছাসেবিকা সংঘ মিলে আজ এক "স্বয়ং সেবিকা সংঘ" প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বোক্ত কাজগুলি ছাড়াও মাঝে মাঝে ইস্তাহারের সাহায্যে দেশের সমস্ত মা-বোনকে আত্মরক্ষার কাজে আহ্বান করছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) যাঁরা বাইরের কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁরা বিমান আক্রমণের পর এ, আর, পি, অথবা বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সেবা শুশ্রূষা করবেন, রিলিফ কেন্দ্রে খাদ্যাদি বিতরণ করবেন, আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে ভীত ও আহতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন। (২) যাঁরা বাইরের কাজ করতে পারবেন না তাঁরা ব্যাণ্ডেজ সেলাই করবেন এবং গৃহহীন ও পথিকদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবেন।

কলিকাতার মা-বোনদের কাছে আজ রুশ ও চীনের মা-বোনেদের শিক্ষা যে ভাবে ফুটে উঠেছে এমন আর কখনো হয় নি—ফাসিষ্ট জাপানের বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মা-বোন মাতৃত্ব ও নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।

ডোমারের মেয়েদের সাড়া

ডোমারের মেয়েদের মধ্যেও একতার ডাক সাড়া তুলেছে। তাঁরা আত্মরক্ষা শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, সুতা কাটা ও কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ শিখিবার জন্য একটি "মহিলা সমিতি" গঠন করেছেন, প্রতি শনিবারে তাঁরা একত্র হয়ে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন। সংবাদ পত্র, প্রগতিশীল পুস্তক ও সাপ্তাহিক কাগজ পড়ে দেশের রাজনীতি ও মেয়েদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

২৪ পরগণা

শিল্পাঞ্চলের পাশেই

কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে জাপানী হামলা শুরু হইয়াছে। আতঙ্কিত জনতা প্রাণভয়ে পালাইতেছে। আত্মরক্ষার অব্যবস্থায়, মালিকের দুর্ব্ব্যবহারে মজুরদের মাঝেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় খিদিরপুর ও গার্ডেনরীচের সন্নিকটে, জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা ও মেটিয়াবুরুজ সুতাকলের পাশে ২৪ পরগণা জেলায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলন আহুত হইল। সম্মেলনে সভা ও মিছিলের হুকুম মিলিয়াছে, কিন্তু সরকারী আদেশে সভাপতি, জেলা সম্পাদক ও অন্যান্য বক্তাদের মুখ বন্ধ হইয়াছে। তাই সভা ও জমায়েতের স্থান এক মাইল দূরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আয়োজন

জেলার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট দেখিয়া প্রাদেশিক কমিটি জেলা কমিটির দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ৫টি শ্লোগান দিলেন : (১) জেলা কমিটিকে শিক্ষা দাও, (২) ট্রেড ইউনিয়নের মিলিটান্টদের শিক্ষার জন্য পার্টি স্কুল খোলো, (৩) অবিরাম দেশপ্রেমিক প্রচার স্কোয়াড চালাও, (৪) ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য সংগ্রহে শক্তি নিয়োগ করো, (৫) সাধারণ কোটা পূরণ করো। কমরেড যোশীর পার্টি ক্লাসের নোট অবলম্বনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী ২৮শে অক্টোবর জেলা কমিটির সভ্য ও সেল ইউনিটের সভ্য ও সংগঠকদের লইয়া ঐক্য সপ্তাহ পালনের শিক্ষা দিলেন। ইহার পর পার্টি সংগঠকেরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়া ঐক্য আন্দোলনের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে আলোড়ন জাগাইলেন। সকল দল ও সকল মতাবলম্বীদের নিকট হইতে সাড়া মিলিল। ৬৭১৫ জন গণ-সহি দিলেন। কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ৭৫ জন মুসলমান সহি দেন। পার্টি ফাণ্ডে শ্রমিক ও কৃষকরাই বেশী অর্থ দিল। পিপলস্ ওয়ার ও জনযুদ্ধ বিক্রয় বাড়িল। ঐক্য সপ্তাহের মধ্য দিয়া ১৫ হাজার নরনারীর কাছে ঐক্যের আহ্বান পৌছাইল।

২০শে হইতে ২৩শে নভেম্বর জেলা পার্টির অফিসে ১০জন স্থানীয় নেতাদের লইয়া পার্টি স্কুল খোলা হইল। ইহার পর জেলার পার্টি সম্পাদক, রাজনৈতিক শিক্ষক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া সভ্য ও প্রার্থীসভ্যদের লইয়া রাজনৈতিক ক্লাস করিলেন। ইহাতে ৬ জন নূতন কর্ম্মী পার্টিতে আসিল।

অধিবেশন

হাওয়াই হামলার আশঙ্কার মধ্যেই সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড আবদুল হালিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মৃত কমরেড আশু হালদারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কমরেড সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে আক্রান্ত কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের শিল্পাঞ্চলগুলির দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক পার্টি সভ্য, কর্ম্মী ও সমর্থকদের দৃঢ়চিত্তে আসন্ন সঙ্কটের সামনে দাঁড়াইতে আহ্বান জানান। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী রাজনৈতিক প্রস্তাব আনেন। জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী জেলার রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। ঐ রিপোর্টে ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রাথমিক অবস্থা হইতে সম্মেলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্টি সংগঠনের শক্তি ও সামর্থ এবং তাহার দুর্ব্বলতাগুলি স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়। এই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর করিবার উপায়গুলিও উহাতে দেখানো হয়। ৫ বছর পূর্ব্বে ৮ জন পার্টিসভ্য লইয়া এই জেলার কাজ আরম্ভ হয় ; আজ সেখানে ৪৬ জন পার্টিসভ্য ও ১৬ জন প্রার্থীসভ্য। আগামী ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে আরও ২৪ জন প্রার্থীসভ্য পাওয়া যাইবে। ইহার পর তাঁহারা সংকল্প গ্রহণ করেন : আগামী লেনিন-ডের মধ্যে কোটার বেশী টাকা তুলিব, মে-ডের মধ্যে অন্যান্য কোটা পূর্ণ করিব এবং ভলাণ্টিয়ার সংখ্যা ৫ শত বাড়াইব।

ইহার পর প্রাদেশিক কমিটির সভ্য কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী সমবেত প্রতিনিধিদের আহবান করিয়া বলেন যে, পার্টি ফাণ্ডই পার্টির দর্পণ। জনগণের কাছ হইতে সহজেই অর্থ সংগ্রহ করা যায়, যদি আমরা তাহাদের কাছে পার্টির রাজনীতি পৌছাইয়া দিতে পারি। ইহার পরে বিমান হানার ফলে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এবং কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তী ও হেমন্ত ঘোষালের মুক্তিদাবী করিয়া দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন জেলা কমিটির সভ্য ও প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইবার পর সভাস্থলে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সভাস্থলে ২৬ টাকা উঠে। জেলা সম্পাদকের আহ্বানে ৪৮ জন কমরেড ২৪ ঘণ্টার কর্ম্মী হিসাবে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা জানান।

জনসমাবেশ

পার্টি সম্মেলন শেষ হইতে বিলম্ব ঘটায় অনেকে জনসভায় থাকিতে পারে নাই। তা সত্বেও সভায় দু' হাজারেরও বেশী শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। তাহার মধ্যে শতকরা ৬০।৭০ জন অবাঙালী হিন্দুমুসলমান শ্রমিক। সরকারী হুকুমের জন্য হিন্দী ও উর্দ্দু বক্তা পাওয়া যায় নাই। ইহাতে শ্রোতাদের খুবই অসুবিধা হয়। সভায় সমবেতকণ্ঠে 'কারখানা চালু রাখো', 'পাকা আশ্রয়স্থল চাই', 'দ্বিগুণ বেতন চাই', 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই' প্রভৃতি ধ্বনি শোনা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলা সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

ত্রিপুরা

গত ১৭ই ডিসেম্বর, সকাল ১০টায় গালিমপুরে জেলা কমিটির প্রথম আইনসঙ্গত অধিবেশন হয়। সভা শোভাযাত্রার জন্য অনুমতি না থাকায় প্রকাশ্য সম্মেলন ও জনসমাবেশ করা সম্ভব হয় নাই। সভাগৃহ লেনিন, ষ্ট্যালিন ও ভরোশিলভের ছবি এবং বিভিন্ন পোষ্টারে সজ্জিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কমিটির সভ্য কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড ফণী মজুমদার তাঁহার অভিভাষণে জেলার কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়া কি ভাবে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন রূপ নেয় তাহার বিবরণ দেন। কমরেড সভাপতি বুর্জ্জোয়া সম্মেলন ও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনের মধ্যে প্রভেদ কোথায় তাহা বলেন ও পার্টিকে বৈধ করিতে সরকার কেন বাধ্য হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা ২ টায় হয়। কমরেড যোশীর সাংগঠনিক রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি পার্টির ইতিহাস ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। বৈকালিক অধিবেশনে শ্রীহট্ট ও নোয়াখালি হইতে আগত কমরেড বীরেশ মিশ্র ও রসময় মজুমদার বর্ত্তমান সঙ্কটকালে পার্টির কঠোর দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক কর্ম্মীকে সচেতন হইতে অনুরোধ জানান ও কমরেড মজুমদার ফেণীতে জাপানী হামলার বিবরণ দিয়া ভাল এ, আর, পি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ইহার পর কমরেড মোহাম্মদ ইয়াকুব রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সান্ধ্য অধিবেশনে জেলা সম্পাদক সুবোধ মুখার্জ্জি জেলার রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। এই রিপোর্টে কমরেড মুখার্জ্জি জেলার পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ইহার শক্তি ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও পার্টিকে শক্তিশালী করিবার পথ নির্দ্দেশ করেন। ইহার পর নূতন জেলা কমিটি ও প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হয়। কমরেড সভাপতি পার্টি তহবিলের জন্য আবেদন জানাইলে সভাস্থলে নগদ ৪০৲ টাকা ও একটি আংটি সংগৃহীত হয়। ৩ জন কৃষককর্ম্মী কিছু জমি দেন ও অন্যান্য অনেকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সভা শেষ হয়।

দিনাজপুর

সরকারী বাধা

"যেহেতু জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কমিউনিষ্ট পার্টির মিটিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে, সেইজন্য (কনফারেন্সের) সংগঠকদের জানাইয়া দেওয়া হউক উক্ত পার্টির কোন মিটিং (ফর্ম্যাল অথবা ইনফরমাল), প্রকাশ্য বা ঘরোয়া, কিছুই করা চলিবে না"......।

দিনাজপুর সহরের কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৭শে ডিসেম্বর এই হুকুম জারী করেন। ফলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানীয় হলে পার্টির সম্মেলন করা সম্ভব হয় না।

অধিবেশন

কাজেই পার্টি অফিসেই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত পার্টিসভ্য ও পার্টি কর্ম্মীর সংখ্যা ছিল ১৬৫। স্থানীয় একটি হলে কমরেড অবনী লাহিড়ী লাল পতাকা উত্তোলন করেন। পার্টির কৃষকপ্রধান ভলাণ্টিয়ার বাহিনী মুষ্টিবদ্ধ হাতে পতাকার প্রতি সম্মান দেখায়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সরকারী বাধার জন্য পার্টি অফিসের বারান্দায় পার্টি সমাবেশ সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। মৃত কমরেডদের প্রতি স্মৃতি প্রদর্শনের পর সভাপতি কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী রিপোর্টিং করেন। পর দিন সকাল ৯টায় অধিবেশন আবার সুরু হয়। অন্যান্য জেলা কমিটির পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইহার পর কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও কংগ্রেসকে বৈধ ঘোষণার দাবী করিয়া এবং কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, শচীন চক্রবর্ত্তী, বরদা চক্রবর্ত্তী, বসন্ত চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতির মুক্তি দাবী করিয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড সুশীল সেন জেলার সাংগঠনিক-রাজনৈতিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি বলেন কি ভাবে দিনাজপুরে পার্টি বিভূতি গুহ প্রমুখ মাত্র ২।৩ জন কর্ম্মী হইতে সুরু হয় ও আজ পার্টির সভ্য ও কর্ম্মীসংখ্যা ১৬২ জনে পরিণত হইয়াছে (যাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষক)। কমরেড রূপনারায়ণের নেতৃত্বে কৃষকেরা মার্চ্চিং ও জাপবিরোধী গান গায়।

কর্ম্মসূচী

দিনাজপুর জেলা কমিটি সাংগঠনিক কাজের নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। (১) লেনিন-ডের মধ্যে কৃষক ক্যাডারদের কাজের শিক্ষাকেন্দ্র খুলিব ; (২) পার্টি তহবিলে ২ হাজার টাকা তুলিব ; (৩) ৫ হাজার ভলাণ্টিয়ারের নিয়মিত বাহিনী গড়িব ; (৪) 'জনযুদ্ধ' বিক্রয়ের সংখ্যা বাড়াইব (৫) মে-ডের মধ্যে ৫০০ সভ্য বাড়াইব এবং কৃষক সভার কোটা পূর্ণ করিবই। সম্পাদক হিসাবে কমরেড সুশীল সেন আবেদন জানান যে, অন্ধ্র ও মালাবারের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করিব। টাকার আবেদনে ৫০০৲ নগদ ও প্রতিশ্রুতি বাবদ ৮০০৲ টাকা উঠে। কৃষকেরা জমি ও মেয়েরা গহনা পার্টিকে দান করেন। অলকা মজুমদার সোণার চুড়ি ও আশা চক্রবর্ত্তী শেষ সম্বল ৪ গাছি রূপার চুড়ি দেন। বহু কৃষক তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়া পার্টির ফাণ্ড বাড়ান। ইহার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন জেলা কমিটি নির্ব্বাচিত হয় ও ৭৩ জনকে প্রার্থী সভ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার পর অলকা মজুমদারের নেতৃত্বে মেয়েদের আন্তর্জ্জাতিক গানের পর সভা শেষ হয়। পরে ৭টি গ্রুপে সভ্য ও প্রার্থীসভ্যেরা আলোচনা বৈঠক করেন ও ৪ ঘণ্টা ব্যাপী সেল সেক্রেটারীদের একটি শিক্ষা ক্লাস করেন। পরে নিজ নিজ এলাকায় প্রোগ্রাম লইয়া কমরেডরা উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া যান।

ইউরোপে বিদ্রোহের আগুন

হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে আজ পরাধীন ইউরোপে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই ইহা আরও ব্যাপক ও তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। অধিকৃত ইউরোপের স্বদেশ প্রেমিকেরা আজ নাৎসীবাদকে ধ্বংস করিতে লৌহদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ফাসিষ্ট দস্যুদের অত্যাচার তাহাদিগকে টলাইতে পারিতেছে না। মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়াও তাহারা চরম বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছে। সোভিয়েটের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজ তাহাদের উৎসাহ দিতেছে। তাহারা জানে হিটলারী দানবকে ধ্বংস করাই আজ তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কাজ।

আলবেনিয়ায় বিদ্রোহবহ্নি

ইতালীয়ান শাসনের বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার জনসাধারণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি নরস্কো রেডিওর একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে আলবেনিয়ার রাজধানী টায়রানাতে অশান্তি দমন করার জন্য বহু ইতালীয়ান সৈন্য জমায়েত করা হইয়াছে। এই অশান্তির মূলে রহিয়াছে দেশপ্রেমিক আলবেনিয়াবাসীদের ফাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম। নূতন সৈন্য আমদানীতে টায়রানার জনসাধারণ ক্ষেপিয়া যায়। ইতালীয়ান সৈন্যদের অধিনায়কের বাসগৃহের সাম্নে এক বিরাট জনতা ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং দালানের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়।

ইতালীর অধীনে আলবেনিয়ার সৈন্য বাহিনীর ভিতরেও দারুণ ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। কিছুদিন আগে দুই ব্যাটালিয়ান আলবেনিয়ান সৈন্য এবং কয়েক জন অফিসার গেরিলাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। গেরিলারা ফাসিষ্টদের তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হয় এবং সেই অঞ্চল দখল করিয়া রাখে। তাহারা কিছুকাল ওখানে থাকিয়া ফাসিষ্টদের দারুন ক্ষতি করিতে থাকে এবং পরে অন্যত্র চলিয়া যায়। ফাসিষ্ট শাসনকর্ত্তারা ইহার প্রতিশোধে নির্ম্মম অত্যাচার আরম্ভ করে। ৮০ জন আলবেনিয়াবাসীকে জেলের ভিতরে হত্যা করা হয়। তাহার ভিতর ১৩ জন মেয়ে। গেরিলাবাহিনীও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। দেশের সর্ব্বত্র এই অত্যাচারের কাহিনী তাহারা প্রচার করিতেছে—ইতালীয়ানদের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগাইয়া তুলিতেছে।

মরণজয়ী স্বদেশপ্রেমিক

ফাসিষ্ট দস্যুদের হাতে একটি বালক ধরা পড়িয়াছে। আলবেনিয়াকে স্বাধীন করিতে সেও তার জান কবুল করিয়া লড়িতেছে। ধরা পড়ার সময় তাহার নিকট কতকগুলি ফাসিবিরোধী ইস্তাহার পাওয়া যায়। এই অপরাধেই তার ফাঁসীর হুকুম হয়। ফাঁসীর মঞ্চে বীরের মতই সে উঠে এবং মৃত্যুর ঠিক পুর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে তার মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে—'মা, তুমি গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিবে, দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমার ছেলে জীবন দিতেছে'।

আর একটি ঘটনা। ১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্র সে। দেশকে স্বাধীন করার লড়াইতে সেও যোগ দিয়াছে। ইতালীয়ান সৈন্য বোঝাই একটি দালানে তারা কয়েকজনে আগুন ধরাইয়া দেয়। ছাত্রটি ধরা পড়ে। ধরা পড়িয়া কাহারও নাম বলিতে সে অস্বীকার করে। বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মরার সময় তাহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে 'ফাসিষ্ট ইতালী ধ্বংস হউক!' 'আলবেনিয়া দীর্ঘজীবি হউক!'

স্বাধীনতাযুদ্ধে গ্রীস

সোফিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে লামিয়ার নিকটবর্ত্তী জর্জ্জোপটামস নামক স্থানে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রেলওয়ে সেতু গ্রীক গেরিলারা ধ্বংস করে। এথেন্স নগরীর সাথে অন্যান্য ২।১টী দরকারী স্থানের যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে এই সেতুটীর খুবই গুরুত্ব ছিল। স্বাধীনতাকামী গেরিলারা ইহা জানিত বলিয়াই উহাকে নষ্ট করে। নাৎসীরা ইহা সহ্য করিতে পারে নাই। ফলে লামিয়াতে তিন শতের বেশী গ্রীক অধিবাসীকে গুলী করিয়া মারা হয় এবং লোকজনের উপর নানা প্রকার জুলুম জবরদস্তি চালান হয়।

গেরিলাদের সাহায্য করে বলিয়াও প্রায়ই অনেককে হত্যা করা হইতেছে। এই অত্যাচারেও গ্রাকরা দমিতেছে না—গেরিলারা গ্রীসের সর্ব্বত্রই আশ্রয় পাইতেছে, জনসাধারণের সাহায্য পাইতেছে।

মিশরে সম্মিলিত জাতিসমুহের জয়ের খবরে এথেন্সের জনসাধারণ একটি উৎসবের আয়োজন করে। অনেক গ্রীক সৈন্য ইহাতে যোগ দেয়। খুব বড় বড় অনেকগুলি শোভাযাত্রা রাস্তায় বাহির হয়। জার্ম্মান বেতনভোগী পুলিসের দল ইহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করে—তাহারা শোভাযাত্রা গুলি করিয়া ছত্রভঙ্গ করে। স্থানে স্থানে মেসিনগানের গুলিও ছোড়া হয়। এই অত্যাচারের জবাব দেয় দেশপ্রেমিক গেরিলারা। জার্ম্মাণ অত্যাচারের খবর পাইয়া তিন শতের একটি গেরিলাদল সহরে ঢুকিয়া পড়ে এবং ২০ জন পুলিসকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়।

নাৎসীদের হুমকী

যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থা জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষের কাছে খুবই চিন্তার কারণ হইয়া পড়িতেছে। দেশের সর্ব্বত্রই নাৎসী বিদ্বেষ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। জেনারেল মিখেইলোভিচের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা তাহাদের সংকল্পে অটুট রহিয়াছে। নাৎসীবাদকে ধ্বংস করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জন করার পিছনে জনমতের সম্পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। খবর পাওয়া গিয়াছে যে এই মনোভাবকে দমন করার জন্য নাৎসীরা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিবে। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যেই লোকের বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, মেয়ে, শিশু ও বেসামরিক অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে। যুগোশ্লাভ প্রতিরোধ দমন করিতে জার্ম্মানীর নামজাদা জেনারেল লোড়কে আনা হইয়াছে, কিন্তু গেরিলারা দমিবার পাত্র নয়। তেব্রিঞ্জে ১৬ জন ফাসিষ্ট ইতালীয়ান এবং তাহাদের ১১ জন সমর্থককে গেরিলারা মারিয়া ফেলিয়াছে। জার্ম্মানদের করায়ত্তে যে সব শস্য ভাণ্ডার ছিল তাহার অনেকগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে।

সেরাজেভোর নিকটে মষ্টার কিছুটা বাইরে একটি মালগাড়ী গেরিলারা নষ্ট করিয়া দেয়। ভিঙোল কারভেলাইকাতে তিনজন ইতালীয়ান সৈন্যকে গুলি করিয়া মারা হয়। ইহা ছাড়া দেশের স্থানে স্থানে রেললাইন তুলিয়া দিয়া ফাসিষ্ট সৈন্যদের চলাচলের বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে।

জাগ্রেবের একটি স্থানে নাৎসীবিরোধী প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। অনেককে প্রশ্ন করার পরেও যখন কোন নাম বাহির করিতে পারা যায় নাই, তখন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও বয়স্ক ছাত্রদের ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে।

বুলগেরিয়াতে গেরিলাদল

বুলগেরিয়ার স্বদেশপ্রেমিকরা জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। নাৎসীদের ঘায়েল করার জন্য ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ দেশের সর্ব্বত্র তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ফলে জার্ম্মাণী হইতে বুলগেরিয়াতে গেষ্টাপোর লোক আমদানী করা হইয়াছে অশান্তি দমন করিতে। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ বুলগেরিয়াতে কমিউনিষ্টদের উপরই সব দোষ চাপাইয়া দিতেছে।

রুমানিয়ার সীমানায় ৩০০ মাইল দুরে পপোভা বুলগেরিয়ার একটি শহর। এখানকার একটি রেলওয়ে সেতুকে গেরিলারা ধ্বংস করে। সোফিয়াতে দুইটী জার্ম্মাণ গুদামকে নষ্ট করা হয়। ভারনাতে 'ব্লাক-আউটের' সময় অনেকবার গেরিলারা বহু বিমান-বিধ্বংসী কামান অকেজো করিয়া ফেলে। ভারনার রেলওয়ে ষ্টেশনে তিনটী তৈলবাহিনী গাড়ীকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। প্লবডিবে চারখানা এরোপ্লেনকে পুড়াইয়া ফেলা হয়। বাসি তেল পরিষ্কার করার কারখানাটীকে ধ্বংস করা হয়। সামরিক গাড়ীগুলির উপরই আক্রমণ বেশী হইতেছে—কারখানাগুলিতে ধ্বংসমূলক কাজকর্ম্ম অসম্ভব রকমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সিলভনোর শ্রমিকদের সাথে জার্ম্মাণ তাবেদার বুলগেরীয় পুলিশ ও জার্ম্মাণ সৈন্যের এক হাঙ্গামা সুরু হয়। এই সংঘর্ষ দুইদিন ব্যাপী চলিতে থাকে। তিন শতেরও বেশী শ্রমিক জার্ম্মাণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া পর্ব্বতে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া অন্যান্য দেশপ্রেমিক গেরিলাদের সাথে কাজ করিতে আরম্ভ করে।

স্বদেশপ্রেমিকদের আটক করিয়া রাখার জন্য প্লবডিবের নিকটে একটি 'ক্যাম্প' আছে। এখানে প্রায় ৬০০ বন্দী আছে। কিছুদিন আগে একদল গেরিলা বন্দীদের মুক্ত করিবার জন্য ক্যাম্পটী আক্রমণ করে এবং আট ঘণ্টা ব্যাপী এই লড়াই চলে। কর্ত্তৃপক্ষ তারপরে সৈন্য আনাইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ফাসিবিরোধী এই সব ধ্বংসমূলক কাজের জন্য বুলগেরিয়ার জনসাধারণকে মুল্য দিতে হইয়াছে অনেক। কিছুদিন আগে ৬০ জন লোককে ধ্বংসমূলক কাজের জন্য সামরিক আদালতে বিচার করিয়া ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। কারলোভো সহরের ৪ জন অধিবাসীকে রাজদ্রোহের অপরাধে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ফাসিবিরোধী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ২০ জনকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। নাৎসী বিরোধী ইস্তাহারের জন্য প্লেভনা ও সোদিয়ায় ৫ জনকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তরুণ।

ফাঁসীর হিড়িক

চেকোশ্লাভাকিয়ায় পর পর কয়েক দিনের ভিতর অনেক লোককে জার্ম্মান বিরোধী কার্য্য কলাপের জন্য ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। প্রাগে কিছু দিন আগে ৩৫ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়। নভেম্বরের শেষে অন্য একটী সহরে এক দিনেই ২৯ জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়। রাজদ্রোহ, শত্রুকে সাহায্য করা, আগ্নেয়াস্ত্র লুকাইয়া রাখা প্রভৃতি অপরাধেই এই প্রাণদণ্ড।

এই সব অত্যাচারে চেক অধিবাসীরা এতটুকুও দমে নাই, বরঞ্চ দেশকে স্বাধীন করার দুর্জ্জয় সংকল্প লইয়া তাহারা আরও আগাইয়া চলিয়াছে।

বাংলায় কম্যুনিষ্ট দলন

শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুর বঙ্গেশ্বরী মিলের শ্রমিক কমরেড অধীর বিশ্বাস কমিউনিষ্ট সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে সংগ্রামকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে খালাস হইলেও তাঁহাকে তখনই আবার সিকিউরিটি বন্দী করা হয়। সংগ্রাম সমর্থন করুন আর না করুন তবু রেহাই নাই।

বেলঘরিয়া

বাসন্তী কটন মিলের ষ্ট্রাইকের সময় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড পরিমল ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বিচারে তাঁহার ৬ মাস সাজা হইয়াছে। কলিকাতায় বোমার পর যখন মজুরদের উৎসাহিত ও সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজন বেশী তখনও ফাসিষ্ট বিরোধী মজুর কর্ম্মীদের জেলে পচিতে হইতেছে।

রংপুর

বদরগঞ্জ থানার কুতুবপুরে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বুভুক্ষু জনসাধারণ হাট লুঠের চেষ্টা করে কিন্তু কমরেড জিতেন দত্ত ও অন্যান্য কর্ম্মীদের চেষ্টায় জনসাধারণ শান্ত হয়। অথচ জিতেন দত্তকেই হাট লুঠ মামলায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহারই জের হিসাবে কমরেড তারা রায়, মৌলবী দারাজউদ্দীন মণ্ডল প্রভৃতির বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার নোটিশ জারী হইয়াছে।

আলোচনা

হিটলারের কাঁদুনী

সোভিয়েটের জয়যাত্রা অবাধে চলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের আশ্চর্য্য প্রতিরোধ কোটেলনিকোভো ও ভেলিকিলুগির পুনরধিকার সম্ভব করিয়াছে। ইউক্রেনের মাটিতে লালফৌজের পা পড়িয়াছিল—এইবার ল্যাটভিয়ার সীমানাও নিকটতর হইতেছে। নববর্ষ উপলক্ষে কমরেড কালিনিন বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"গত বৎসরের তুলনায় এবারের অবস্থা আমাদের অনেক ভালো। এ বৎসর শত্রুপক্ষ সমস্ত রণখণ্ডে যুদ্ধ না চালাইয়া শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণক্ষেত্রে ঝোঁক দিয়াছিল, তবু বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। তাহাদের আক্রমণ ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে।...আমাদের জনগণের আক্রমণের ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িতেছে ও দিন দিনই দেশপ্রেমে তাহারা অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতেছে। ১৯৪৩ সালের গোড়াতেই যুদ্ধজয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।" ওদিকে হিটলার ও তাহার দুই সাঙাত, গোয়েরিং ও গোয়েবেল্‌সের লম্ফ-ঝম্ফ অনেক কমিয়াছে। তিনজনই জার্মান জাতিকে বিনা বাক্যব্যয়ে আরও দুঃখ স্বীকার করিতে আহ্বান করিয়াছে। "ষ্টালিনগ্রাদ লইবই"—এই ধরণের লম্বা-চৌড়া বুলিও আজ আর শুনা যায় না। হিটলার বলিয়াছে "পূর্ব্বেকার বৎসরগুলির মত আগামী বৎসরও নিশ্চয়ই অত্যন্ত সঙ্কটময় হইবে। জার্ম্মাণ সৈন্যদের আত্মদান বৃথা যাইবে না।" অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও জয় লাভের জন্য হিটলার ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছে। এই একটানা কাঁদুনীর সুরের মধ্যে "শীতের অবসানে অগ্রাভিযান আরম্ভ করিব" এই বীরপনা মনকে বুঝ দেওয়া মাত্র।

* * *

এখনও শুধু তোড়জোড়!

গত শুক্রবার এক বক্তৃতায় রুজভেল্ট বলিয়াছেন "সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের আত্মরক্ষার পালা শেষ হইয়াছে—এইবার শুরু হইবে আক্রমণ।" ইঙ্গ-মার্কিন বড় কর্ত্তাদের মুখে এই ধরণের কথা বার বার শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত শুধু তোড়জোড়ই চলিতেছে। কিন্তু এখনও উত্তর আফ্রিকায় শুধু পাঁয়তারাই চলিতেছে। স্পষ্ট ভাষায় মরোক্কো, টিউনিস, আলজিয়ার্সবাসীর স্বাধীনতা স্বীকারের ভিত্তিতে দ্রুত এক সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী গড়িয়া তোলার কোন চেষ্টা নাই। এমন কি দারলাঁর অপমৃত্যুর পরেও প্রতিক্রিয়াশীল মহলে নানা অছিলায় এই স্বীকৃতি ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। দ্যগল্‌ ও জিরোর মধ্যে হয়ত একটা মিটমাট ঘটিয়া যাইতে পারে কিন্তু দুই পক্ষের বক্তৃতার কোনখানেই আফ্রিকাবাসী জাতি গুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ নাই। অথচ এ যুদ্ধে জনগণের প্রাণপাত চেষ্টা ছাড়া যে জয়লাভ অসম্ভব বারে বারে ঠেকিয়াও কায়েমী স্বার্থের মোহে সরকারী নিরেটের দল কি এ শিক্ষা লাভ করিবে না?

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক যুদ্ধবোর্ড চক্রশক্তির আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিয়া এই মত দিয়াছেন যে "আর্থিক দিক হইতে জার্ম্মাণী এখনও বিশেষ শক্তিশালী এবং ১৯৪৩ সালে তাহার আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা নাই। তবে জার্ম্মাণীর উৎপাদন হার চরমে পৌছিয়াছে। কাঁচা মালের দিক হইতে জাপান গত বৎসরের তুলনায় এবার অনেকটা শক্তিশালী হইয়াছে এবং একটা সুদৃঢ় আর্থিক অবস্থার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। তবে মাল জাহাজ চলাচল সম্পর্কে জাপানের বড় রকম দুর্ব্বলতা রহিয়াছে।" এহেন পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে কিন্তু তাঁহারা এখনও পুরাণো পদ্ধতিই বজায় রাখিতে চান কারণ অর্থনৈতিক যুদ্ধবোর্ড ইহার পর মত দিয়াছেন "জার্ম্মাণীতে জোর বোমা বর্ষণ চলিলে ও জাপানের জাহাজডুবি হইতে থাকিলে অবিলম্বেই তাহাদের সমরোপকরণ উৎপাদনে মন্দা পড়িবে।" ষ্টালিনগ্রাদে সোভিয়েট প্রতিরোধ যে সময় ও সুযোগ দিয়াছে আজও শুধু বোমা ফেলিয়াই তাহার সদ্ব্যবহার করা হইল বলিয়া ইহারা মনে করে।

জনগণ আগাইতেছে

ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে চরম আঘাত হানিবার জন্য সমস্ত দুনিয়ার জনগণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—যুদ্ধ জয়ের জন্য তাহারা ক্রমশঃই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতেছে। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ হাঙ্গেরীতে শান্তির জন্য জন-বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদনের কারখানাগুলিতে ধর্ম্মঘট এবং অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে চক্রশক্তি-বিরোধী ছোট ছোট দল গঠন আরম্ভ হইয়াছে। টুলোঁতে অসন্তোষ দমনের জন্য ব্যাপক গ্রেপ্তার চলিতেছে—ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে দেশপ্রেমিক ফরাসী নৌ-সেনাদলের আত্ম-বিসর্জ্জনের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই তো গেল হিটলার পদানত ইউরোপের কথা। বৃটিশ ও আমেরিকায় ঐ গণশক্তিই সঙ্ঘবদ্ধ রূপ লইতেছে। বিলাতে "ন্যাশনাল কোল্ বোর্ডে" কমরেড মোফাট ও হর্‌নার্ এই দুইজন কমিউনিষ্ট নেতার নিয়োগ এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতে মোশলেপন্থী ফ্যাশিষ্টরা প্রতিক্রিয়াশীলদের কারসাজীতে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া গোপনে গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট দৈনিক-পত্র "ডেলী ওয়ার্কার" এই প্রসঙ্গে আলোচনা চালাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে একটা সত্য—সে সত্য এই যে ভাবী দুনিয়া গড়িবার ভার জনসাধারণের উপর এবং তাহারা সে ভার গ্রহণে পিছপাও নয়।

* * *

বড় লাটের ভেদনীতির ফাঁদে

বড়লাটের মুখে অখণ্ড ভারতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ ও গৃহীত প্রস্তাব বহুলাংশে দেশের সত্যকার ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবে। সভারকার সোজাসুজি বলিয়াছেন "বড়লাট সম্প্রতি ভারতের ভৌগোলিক গুরুত্বের উপর যে জোর দিয়াছেন এবং ভারতের সংহতি রক্ষার যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে আমি সুখী হইয়াছি।" অর্থাৎ বড়লাটের বক্তৃতায় জোর পাইয়া সভরকার আজ প্রত্যক্ষভাবে ঐক্য-বিরোধের পথে পা বাড়াইলেন। কারণ সত্যকার ঐক্য কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতেই সম্ভব। এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া ক্রীপস্ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিলে বা সচল অবস্থার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিলে এমন কি 'ভারতবর্ষ ভারতবাসীর স্বার্থে শাসিত হউক' এই ঘোষণা করিলেও কোন লাভ হইবে না। মহাসভার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে "মহাসভার অভিমত এই যে মুসলিম লীগের জেদ বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশ্যে উৎসাহ দিবার দরুণ সম্ভব হইয়াছে।" প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে, "বর্ত্তমানে বড়লাট কলিকাতায় তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনীতিক অখণ্ডতা স্বীকার করিবার পর ক্রীপস্ প্রস্তাবে ভারত বিচ্ছেদের যে সম্ভাব্যতার উল্লেখ রহিয়াছে, বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহার সংশোধন করা উচিত"। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সবাই বড়লাটের ফাঁদে পা দিবার পক্ষপাতী নন। এলাহাবাদ 'দল নিরপেক্ষ সম্মেলনে' দেখা গিয়াছে শ্যামাপ্রসাদ, মহেশ্বর দয়াল প্রমুখ নেতারা মুসলিম জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিতে রাজী। হিন্দু মহাসভার এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সুরও স্বতন্ত্র। তিনি বলেন "কংগ্রেস যে সর্ব্বদাই মুসলমানদিগকে সুবিধা দিতে চাহিয়া তাহাদের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তজ্জন্য এখন কংগ্রেসের দোষ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।......এই যুদ্ধ চলিতে থাকার সময় আমরা যদি স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে এই সমস্ত বিবেচনার উর্দ্ধে উঠিতে এবং সমস্যার একটি সমাধান আবিষ্কার করিতে হইবে।" জাপানী বোমারু যখন ভারতের আকাশ হইতে দেশবাসীর উপর মৃত্যু হানিতেছে তখন হিন্দু মহাসভার নয়া সিদ্ধান্ত শুধু রাজনৈতিক সঙ্কট তীব্র ও স্থায়ী করিবে ইহা বুঝিলে মহাসভার নেতারা আজ বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের মধ্যেই এই সমাধান খুঁজিয়া পাইবেন।

হুকুম জারীতেই চলিবে না

৩১শে ডিসেম্বরের খবরের কাগজে প্রকাশিত এক ঘোষণায় বাঙলা সরকার সাইরেন ধ্বনির ২৪ ঘণ্টা পরেও দোকানপাট বন্ধ রাখিলে তাহা জোর করিয়া খোলা ও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও কারখানা এলাকা হইতে চাল, ডাল, চিনি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরকারী আদেশ ভিন্ন চালান দেওয়া চলিবে না ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে। বোঝা যাইতেছে বিলম্বে হইলেও জনমতের চাপ আত্ম-সন্তুষ্টির পুরু চর্ব্বি ভেদ করিয়া কিছু পরিমাণে সরকারের টনক নড়াইয়াছে। কিন্তু শুধু পুলিশী হুকুমজারী করিলেই চলিবে না। দোকানীদের মাল সরবরাহ করিতে হইবে।

শুধু সরকারী চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আজও অবাধে চোরাবাজারের নৃশংসতা চলিতেছে। খাদ্যাভাবে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই ত সেদিন ।পাড়াঙ্গার হাট লুট হইয়া গেল। দল-নির্ব্বিশেষে সমস্ত সহরবাসীকে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় এখনই খাদ্যকমিটি গঠন করিয়া লোভী মুনাফাখোরদের সায়েস্তা করিতে হইবে, নহিলে চোরা গুদামের তল্লাস শুধু সরকারী খবরদারীতে হইবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি ইতি-মধ্যেই উদ্যোগী হইয়াছে। মুসলীম লীগও আগাইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় সর্ব্বদলের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নও এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। আজ প্রয়োজন জিলায় জিলায় গ্রামে গ্রামে সর্ব্বদলের মিলিত খাদ্য-কমিটি গঠন।

কমিউনিষ্ট দলন

একদিকে যখন জাপানীরা চট্টগ্রাম, ফেণী ও কলিকাতায় ঘন ঘন বোমা ফেলিয়া মিত্রশক্তির দুর্ব্বলতম স্থানে আঘাত দিয়া ভারতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে ঠিক সেই সময়ে বাংলা দেশে আমলাতন্ত্র ফাসিষ্টবিরোধী কমিউনিষ্টদের দলন করিতেছে ফলে জাপানীদের পথই সাফ হইতেছে। দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সবার উপরে টেক্কা দিয়াছেন। কমিউনিষ্টদের কোন সভাই তাঁহার সহ্য হয় না, প্রকাশ্য-ঘরোয়া, ফর্ম্ম্যাল-ইনফরম্যাল কমিউনিষ্টদের কোন সভাই তিনি হইতে দিবেন না। হিটলারী আক্রমণের মুখে ফরাসীদেশের দৃষ্টান্তেও মুর্খ আমলাতন্ত্রের শিক্ষা হয় নাই। সেখানেও সরকার ফাসিষ্টদের রোখার চেয়ে কমিউনিষ্ট দমনেই সমস্ত শক্তি দিয়াছিল। তাহার শোচনীয় ফল আজ সুবিদিত।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর মৃত্যু

আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চারি জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর মৃত্যু সংবাদ জানাইতেছি। জাতির এই মহাসংকটে তাঁহাদের হারাইয়া জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহাদের স্মৃতিতে অবনমিত পতাকার তলে দাঁড়াইয়া বজ্রমুষ্টিতে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—কমরেড আমাদের সোনার বাংলায় জাপানী দস্যুদের বোমা পড়িয়াছে, আমরা তাহার উপযুক্ত জবাব দিব, তোমাদের প্রাণেরও প্রিয় আদর্শ সফল করিব।

অনন্ত মাইতি—১৭ বৎসরের তরুণ চকদুর্গাপুর নিবাসী কমরেড অনন্ত মাইতি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছেন। অনন্ত ছিলেন জাপ-বিরোধী প্রচার বাহিনীর অধিনায়ক। ভলাণ্টিয়ার গঠনে তাঁহার উৎসাহ ছিল প্রচুর। ১৯৪১ সালে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন।

খগেন পাল—নোয়াখালির কমরেড খগেন পাল গত ৫ই ডিসেম্বর কলেরায় মারা গিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসংখ্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কমরেড খগেন পার্টি দায়িত্বকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। পার্টির বেআইনী অবস্থায় অনেক বিপদ সহিয়াও তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন।

প্রভাত মণ্ডল—গার্ডেনরীচ লৌহ শিল্প কারখানার মজুর কর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য কমরেড প্রভাত মণ্ডল গত ৩০শে ডিসেম্বর কলেরায় মারা গিয়াছেন। মজুর দাবীর সংগ্রামে প্রভাত ছিলেন অগ্রনী। ঐক্য সপ্তাহে জাতীয় দাবীতে তিনি একাই দুইশত গণসই সংগ্রহ করেন। বর্ত্তমানে তিনি খাদ্য আন্দোলনে জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতেছিলেন।

যোগেন গুপ্ত—পূর্ব্ব কলিকাতার কমরেড যোগেন গুপ্ত গত ৩০শে ডিসেম্বর টাইফয়েডে মারা গিয়াছেন। ১৯৩১ সালে তিনি রাজবন্দী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিষ্টদের সাথে কাজ করিতে থাকেন। কর্পোরেশন শ্রমিকদের কাজে তিনি ছিলেন অগ্রনী। দুইবার তিনি কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্ম্মঘট চালনা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কর্পোরেশন শ্রমিকদের মাঝেই কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ম্যানেজারের নোটীশ

১। এজেণ্ট কমরেডদের জানান যাইতেছে তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত সংবাদগুলি আগামী **১৫ই জানুয়ারীর** পূর্ব্বেই জনযুদ্ধ অফিসে জানাইয়া দেন :—

(১) আপনার এলাকায় যে সব গ্রামে আপনি কাগজ বিলি করেন সেই সব গ্রামের নাম। (২) কোন্ গ্রামে কতখানা কাগজ বিলি হয়। (৩) আপনার থানায় কতগুলি গ্রামে একখানাও জনযুদ্ধ যায় না। (৪) আপনার এলাকায় একখানা জনযুদ্ধ গড়ে কতজনে মিলিয়া পড়ে। (৫) কতগুলি নিয়মিত জনযুদ্ধ পাঠচক্র আছে—তাহার সভ্য সংখ্যা কত? (৬) সহরের এজেণ্টরা (৪) ও (৫) নং-এর জবাব দিন। তাহা ছাড়া জানান কোন পাড়া বা ওয়ার্ডে কতখানা কাগজ বিলি হয়, কোন পাড়া বা ওয়ার্ডে একখানাও জনযুদ্ধ যায় না।

২। এজেণ্ট কমরেডদের আবার মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে এক মাসের পুরা দাম অগ্রিম না পাঠাইলে কাগজ পাঠান হইবে না। যাঁহাদের টাকা বাকী পড়িয়াছে, আগামী ডাকে ঐ টাকা না পাঠাইলে কাগজ দেওয়া হইবে না।

৩। অনেকেই চেক, ড্রাফট্ প্রভৃতি পাঠাইতে জনযুদ্ধ বানান ভুল করিতেছেন, ফলে চেক-ড্রাফট্ ফেরৎ আসিতেছে। শুদ্ধ বানান হইতেছে—

JANAYUDDHA

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

কলিকাতার নাগরিক! **মজুর ও ছাত্রদল!**

দেশপ্রেমের পতাকা উন্নত রাখো

[পি, সি, জোশী]

জাপানীরা আসিবে কি আসিবে না—এ জল্পনা কল্পনা জাপানী বোমাই শেষ করিয়া দিয়াছে। সোণার বাংলায় জাপানী বোমা পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর রক্ত তাহারা নিয়াছে, বাঙ্গালীর ঘর তাহারা ভাঙ্গিয়াছে। আমাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী, আমাদেরই নিহত দেশবাসী আজ আমাদের ডাক দিয়াছে।

এই বিমান আক্রমণ গত বসন্তকালের মত দুই চারিটা বোমা ফেলিয়া সামরিক আয়োজন ও লোকের মনোভাব পরীক্ষা করা নয়। ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী, কারণ আজিকার পরিস্থিতি অনেক বেশী সংকটপূর্ণ।

পশ্চিমে সোভিয়েটের প্রতিরোধ ও পূর্ব্বে চীনের প্রতিরোধ এতদিন ভারতকে আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। ইহাতে জাপানের বিরুদ্ধে পাণ্টা আক্রমণ চালাইবার আয়োজনের জন্য মিত্রশক্তি সময়ও পাইয়াছে। আকিয়াবের দিকে অগ্রগতি মিত্রশক্তির প্রথম ধাপ। জাপানের এই বিমান আক্রমণ তাহারই উত্তর। এই ভাবে জাপানীরা চায় মিত্রশক্তির ঘাটি (কলিকাতা) ও যাতায়তের পথ (কলিকাতা, ফেণী, চট্টগ্রাম) বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে।

ইহাই সব নয়। বৃটিশ ও মিত্রশক্তির সামরিক ও টেকনিক্যাল আয়োজন যত সুষ্ঠ ও সুসম্পন্নই হউক না কেন, দেশের ভিতরকার অবস্থা দুর্ব্বল এবং কিছুদিন হইল আরো বেশী দুর্ব্বল হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থপর নীতি ভারতকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দিতেছে না। আর, তাহারই ফলে ভারতবাসীকে জোর করিয়া যুদ্ধের বাহিরে রাখা হইয়াছে। ভারতবাসী এ যুদ্ধকে বৃটিশের যুদ্ধ মনে করিতেছে, নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না। দেশব্যাপী দমননীতি যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধ বিরোধিতায় পরিণত হইয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় অন্ধ হইয়া ও বর্ত্তমান দমননীতিতে ক্ষিপ্ত হইয়া লোকে ভাবিতেছে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করার অর্থ আমাদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব কায়েম করা। কোন আক্রমণকারীর পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল অবস্থা আর কি হইতে পারে? মিলিত জাতিসমূহের ফ্রণ্টে ইহাই দুর্ব্বলতম স্থান। আর, কলিকাতার উপর বোমা এই দুর্ব্বলতম স্থানের উপর জাপানীদের প্রথম আঘাত। এইভাবে তাহারা ভারত দখল করিতে চায়।

কলিকাতায় বোমা ফেলিয়া জাপানীরা আতঙ্ক ছড়াইতে চায়, লোকের মনোবল ভাঙ্গিতে চায়, উৎপাদন ব্যবস্থা নষ্ট করিতে চায়। এইভাবে তাহারা পঞ্চম বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে, পঞ্চম বাহিনী যেন স্বাদেশিকতার নাম ভাঙ্গাইয়া কাজ হাসিল করিতে পারে, আতঙ্ক ছড়াইতে পারে, দেশময় গোলমাল ও অরাজকতা সৃষ্টি করিতে পারে।

লোকের ঘরে চাল নাই, দেশের শাসন ক্ষমতা জনসাধারণের নিজের লোকের হাতে নাই। এমনি বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মাথায় বোমা পড়িতেছে। জনসাধারণকে ঠকাইবার ও জাপানী প্রভুদের কাজ হাসিল করিবার ইহার চেয়ে সুবর্ণসুযোগ পঞ্চম বাহিনীর আর কি হইতে পারে? কলিকাতা যদি দ্বিতীয় রেঙ্গুন হইয়া দাঁড়ায়, লোক যদি ভয়ে পালায়, মজুর কাজ ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে জাপ আক্রমণকারীদের মহাসুবিধা হয়। তাহাতে মিলিত জাতিদের বর্ম্মায় পাণ্টা আক্রমণেই শুধু দেরী হইবে না, বর্ম্মা হইয়া উঠিবে ভারত আক্রমণের জন্য জাপানীদের ঘাঁটি। চুংকিংএর খবরে জানা যায় জাপানীরা বর্ম্মায় সৈন্য সমাবেশ করিতেছে।

কলিকাতার নাগরিকদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব। যদি ভয়ে তাহারা আত্মহারা হয় তাহা হইলে জাপানীরা ভারতে ঢুকিয়া পড়িবে। যদি তাহারা জাপানী বোমায় সুদৃঢ় থাকে, তাহা হইলে ফাসিষ্টরা আগাইতে পারিবে না। আজ কলিকাতার নাগরিকদের উপর নির্ভর করিতেছে জাপানীদের বর্ম্মা হইতে হটান যাইবে, না জাপানীরা আমাদের দেশে ঢুকিয়া পরিবে। ভারতরক্ষা ও জাপ আক্রমণকারীদের ধ্বংসের চাবিকাঠি আজ কলিকাতার নাগরিকদের হাতেই। গৌরবে মাথা তুলিয়া কলিকাতার নাগরিকদের বলিতে হইবেঃ "আমাদের এই গৌরবময় সহর ছাড়িয়া আমরা যাইব না। কাপুরুষের মত কাজ আমরা করিব না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর হাতে তুলিয়া দিব না।"

কলিকাতা ও সহরতলীর মজুর ভাই! ভারতের বেশীর ভাগ যুদ্ধের মাল আপনাদেরই হাতে। জাপানীরা আপনাদের কারখানা ও বস্তি হইতে বোমা মারিয়া সরাইতে চায় যাহাতে আপনারা ভারতরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিতে না পারেন, যাহাতে আপনারা দলে দলে চলিয়া গেলে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিচ্ছিন্ন হয়, যাহাতে তাহারা সহজে আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে পারে। ভারতের সমস্ত মজুরশ্রেণী আপনাদের দিকেই চাহিয়া আছে। লাল নিশানের লড়াইয়ের ইতিহাস ভুলিবেন না। সোভিয়েট ভাইদের জ্বলন্ত আদর্শের কথা মনে রাখিবেন। কাজে লাগিয়া থাকুন; তাহা হইলেই কলিকাতার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকিবে। দেশ রক্ষা হইবে। আপনাদের ন্যায্য দাবী নিশ্চয়ই আদায় হইবে।

সস্তায় খাদ্য ও বেশী খাদ্যের দোকান দাবীর জন্য এক হউন। দোকানে সারি ঠিক রাখিবার জন্য আপনারা ভলাণ্টিয়ার হউন ও দেখুন যেন সবাই প্রয়োজন মত ও সমান ভাবে জিনিষ পায়। আপনারা নিশ্চয়ই খাদ্য পাইবেন। সীমান্তে ফৌজেরই মত আপনাদের গুরুত্ব।

বস্তিতে এ-আর-পির সুবন্দোবস্ত দাবীর জন্য এক হউন। দলে দলে সবাই ওয়ার্ডেন, আগুন-দেখা ও আগুন-নিভানো দলে ভর্ত্তি হউন। যতদুর সম্ভব কলিকাতাকে আপনারা নিরাপদ করিতে পারেন।

মাগগী ভাতা আদায়ের জন্য সবাই ইউনিয়নে যোগ দিন। আপনারা যখন দেশের কাজে নিযুক্ত, দেশরক্ষার মালমশলা তৈরী করিতেছেন, তখন আপনারা এক হইলে আপনাদের দাবী কে ঠেকাইতে পারে? দামের অনুপাতে মজুরী চাই—ইহা তো আপনাদের ন্যায্য দাবী।

আপনারা এক হইলে কেহ আপনাদের রুখিতে পারিবে না। আপনাদের একজোটই আজ মনুষ্যত্ব, ভয়ে আত্মহারা হওয়া হীন কাপুরুষতা।

কলিকাতার ছাত্রদল! আপনারাই ছিলেন ভারতের ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে। আপনারাই ছাত্র আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সংঘবদ্ধ বাহিনী। গত কয়েক বছরে জাতীয় আন্দোলনে আপনাদের সহরে আপনারা অনেক গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত ছাত্র আপনাদের দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকাইয়া আছে। আপনাদের তরুণ জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ আজ উপস্থিত। আপনাদের জ্বলন্ত বক্তৃতায়, অন্তরস্পর্শী গানে ও নিঃস্বার্থ কাজে আপনারা জাপ-বিরোধী চেতনা জাগাইয়াছেন। যে মহান জাতি আপনাদের জন্ম দিয়াছে, তাহাদেরই উপর জাপানী বোমা পড়িতেছে। জাপানীদের আতঙ্ক সৃষ্টির কাজ কি সফল হইবে? এই কলঙ্কের বোঝা কি আপনারা ও আপনাদের বয়োবৃদ্ধরা মাথা পাতিয়া নিবেন? অতীতের আদর্শে দৃঢ় থাকুন। আতঙ্ক দুর করুন। দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলুন। দেশের লোকের উপর বিশ্বাস রাখুন। তাহারা নিশ্চয়ই কথা শুনিবে, পালাইবে না। লোকে যেন নিজ কাজে ঠিক থাকে। পঞ্চমবাহিনীকে কোনঠাসা করুন। জাতীয় প্রতিরোধের ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলুন। দেশের কাজে আপনাদের মত খুব কম লোকই আত্মত্যাগ করিয়াছে। দিনরাত, অবিরাম দেশবাসীর কাজে লাগিবার বৃহত্তম সুযোগ আজ আপনাদের সামনে।

দেশের লোককে রক্ষা করিবার জন্য দলে দলে এ-আর-পিতে যোগ দিন। এ-আর-পির দোষ ত্রুটি আছে বলিয়া যুক্তি তর্কের সময় আর নাই। আপনাদের উৎসাহই সমস্ত বাধা দুর করিয়া দিবে। দেরী করার অর্থ আপনাদের নিজের দেশের লোকেরই সর্ব্বনাশ।

দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগে যোগ দিন, প্রাথমিক শিক্ষা নিন। যে দেশবাসীকে আপনারা ভালবাসেন, যাহাদের মুক্তির জন্য আপনারা লড়িতেছেন তাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সরকারী, বে-সরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিন। যে কোন প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর কাজে লাগে, আতঙ্ক দূর করে, আক্রমণকারীকে রুখে তাহাতেই স্বেচ্ছাসেবক হউন।

কলিকাতার নাগরিকগণ! সমস্ত ভারতবাসী আপনাদের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া আছে। আপনাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন ভারতে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ আমাদের আছে দৃঢ়চিত্ত ও ভবিষ্যতের নিশ্চিত আশা। ভারতীয় দেশপ্রেমের সেই পতাকা উন্নত রাখিবার গৌরবময় ও মহান দায়িত্ব আজ আপনাদেরই। বিদেশী দাসত্বের শিকল সত্ত্বেও মাতৃভূমি রক্ষায় সাহায্য করিবার দায়িত্বও আপনাদের।

কলিকাতায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখুন। আতঙ্ক দুর করুন। ভাই ভাইকে সাহায্য করুন। সবাই দুঃখকষ্ট বীরের মত গ্রহণ করুন। ইহাতে শুধু আপনাদেরই সহর রক্ষা হইবে না আমাদের এ প্রাচীন দেশও রক্ষা হইবে।

যতদিন আপনারা সুদৃঢ় থাকিবেন, ততদিন জাপানীদের ভারত আক্রমণে বিলম্ব হইবে, ততদিন আমরা আপনাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবার সময় পাইব। তাহা হইলে আমরা সমস্ত ভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের দেখাইতে পারিব ধ্বংসমূলক কাজের ফলে আপনাদেরই পিঠে ছুরি মারা হইতেছে। তাহাদের ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য আন্দোলনে নামাইতে পারিব। তাহাতে দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিত হইবে। আমরা আপনাদের ঋণ শোধ করিবার সুযোগ পাইব। সমস্ত দেশকে জাপানী আক্রমণকারীদের রুখিবার জন্য দাঁড় করাইতে পারিব। চীনের মতই জবাব আমরা দিতে পারিব।

সমস্ত পার্টি ও সমস্ত সম্প্রদায়ের মাঝে কাজের ভিতর দিয়া আতঙ্ক দূর করিবার জন্য, খাদ্যের জন্য ও দেশ রক্ষার অসামরিক কাজের জন্য আপনারা যত সুদৃঢ় একতা গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, ততই আপনাদের আদর্শে আমরা দেশপ্রেমিকদের সহজে একত্র করিতে পারিব ও জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পারিব।

সকলের সমান স্বার্থে আপনাদের একতা গঠন ও দুঃখকষ্ট আমাদের সমস্ত কাজে উৎসাহ জাগাইবে।

ভাইরা! মা-বোনেরা! লাগিয়া থাকুন। আমরা আপনাদের সাথে আছি। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু ও চট্টগ্রাম বীরদের গৌরবময় পতাকা আমাদের মাথারও উপর উড়িতেছে।

কৃষক সমিতি ও কর্মীদের প্রতি

১। নিখিল ভারত কৃষক সভার আগামী অধিবেশনের জন্য ডেলিগেট ইত্যাদি নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক মেম্বর সংগ্রহের শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর গত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন মেম্বর সংগ্রহের কাজ বন্ধ করা চলিবে না, বরং আরো জোর দিয়া এই কাজ করিতে হইবে।

বাংলা দেশে মেম্বর সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক সময় জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাস। এই তিন মাস ভাল ভাবে মেম্বর সংগ্রহ করিলে বৎসরের শেষ দিকে মেম্বর সংগ্রহের মেয়াদ বাড়াও বলিয়া কমরেডদের আর চীৎকার করিতে হইবে না।

মেম্বর সংগ্রহের জন্য রসিদ বই এখন যে সমস্ত জেলার প্রয়োজন, সেখান হইতে এখনি অর্ডার পাঠাইতে হইবে। কাগজের বাজারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্ডারের সহিত অগ্রিম টাকা পাঠান দরকার। রসিদ অনধিক চার টাকা হাজার হিসাবে দেওয়া যাইবে। অর্ডার ও অগ্রিম টাকা পাইলে রসিদ বই তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পার্শেল করা হইবে।

২। আমাদের ৫নং সার্কুলারের নির্দ্দেশ মত ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রাথমিক মেম্বরদের তালিকা ও তাঁহাদের দরুন দেয় চাঁদার অংশ প্রাদেশিক কৃষক সভার আফিসে না পৌছাইয়া দিলে নিখিল ভারত কৃষক সভার প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

৩। প্রাদেশিক কৃষক সভার ২নং সার্কুলার বাহির করা হইয়াছে দেড় মাসের উপর কিন্তু উহার নির্দ্দেশ অনুসারে খাদ্যসমস্যা লইয়া কোন জেলায় কিরূপ কাজ হইতেছে তাহার রিপোর্ট পাওয়া যায় না কেন? কৃষক সভার নির্দ্দেশ বাহির হয় কিন্তু কমরেডরা উহা পড়িবার পর ফেলিয়া রাখিবেন বলিয়া নয়, নির্দ্দেশ অনুসারে যাহাতে তাঁহারা কাজ করেন সেই উদ্দেশ্যে। খাদ্য সঙ্কট সম্বন্ধে ২নং ও ১০নং সার্কুলারে যে সমস্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেই অনুসারে কোথায়, কি ভাবে, কতখানি কাজ করা হইয়াছে ও কি ফল হইয়াছে তাহার একটা বিবরণ এতদিনের মধ্যে আমাদের পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু জেলা সমিতিগুলির কর্ত্তব্যে বিচ্যুতি দেখা যাইতেছে। কমরেডরা যেন এ বিষয়ে নজর রাখিতে না ভোলেন, তাঁহারা যেন বোঝেন যে খাদ্য সমস্যার কাজ আজ বাংলার কৃষক আন্দোলনের একটি সবচেয়ে বড় কাজ।

৪। খাদ্য শস্য বাড়াও আন্দোলন সম্পর্কে একটা কাজ এক্ষনি আরম্ভ করা দরকার। যে সমস্ত অঞ্চলে বোরো ধানের চাষ হয় সেখানে যাহাতে চাষের ব্যবস্থা ভালো ও ব্যাপক হইতে পারে, তাহার জন্য এখন হইতেই কমরেডদের প্রচার সুরু করিতে হইবে। বীজ ধানের অভাবে চাষের কাজে যাহাতে বাধা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের সস্তায় বা বিনামূল্যে সরকার হইতে বা অন্যভাবে বীজধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। কৃষক সমিতিগুলি যেন প্রাদেশিক সভার নিকট প্রত্যেক বিষয়েই নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানকে তাঁহাদের সাংগঠনিক কর্ত্তব্যের একটি প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আবদুল্লা রসুল

সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ; ২৮শে পৌষ, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

দেশভক্তদের এ-আর-পি নেয়না কেন?

উহা কি গুপ্তচরের আড্ডা না পঞ্চমবাহিনীর ঘাঁটি?

গুপ্তচর দূর কর, দেশভক্তদের ডাকো!

এ কয়দিন রাত্রি অন্ধকার ছিল, শহরবাসীও অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আবার আকাশে চাদ উঠিবার রাত যেমন কাছে আসিতেছে জাপানী বোমার দুর্ভাবনাও তেমনি ধীরে ধীরে লোকের মনে জাগিতেছে। কলিকাতা বাংলার আর্থিক ও রাজনীতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল। যেমন করিয়া হোক কলিকাতাবাসীকে এখানেই মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে। মাথা বাঁচাইবার চিন্তা সকলেরই; তাই শহর রক্ষার জন্য এ-আর-পি ব্যবস্থার দিকে ক্রমশঃই সকলের নজর পড়িতেছে। শুধু কলিকাতাই বা কেন? চট্টগ্রাম, ফেণী প্রভৃতি মফঃস্বলের শহরে এবং আসামের কয়েক জায়গায় বোমার আক্রমণ ঘটিয়াছে। বাংলা দেশের কোন শহরই জাপানী বোমারুর পাল্লার বাহিরে নয়। জাপানী ঘাতকের দল যখন অন্ধকারের আড়ালে নির্ব্বিচারে এতগুলি জায়গায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে কাপুরুষের মত হত্যা করিয়াছে তখন অন্য শহরগুলিও তাহাদের হত্যাকাণ্ড হইতে বাঁচিবেই এমন কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? তাই বাংলার সমস্ত শহরের লোকের কাছেই এ-আর-পি ও বোমা প্রতিরোধের ব্যবস্থা সবচেয়ে জরুরি কথা।

কিন্তু তবুও লোকে দলে দলে ইহাতে যোগ দেয় না কেন? কংগ্রেস তো এ-আর-পি প্রভৃতি নাগরিক রক্ষার ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেই সকলকে উপদেশ দিয়াছে; মুসলীম লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দেশের অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজনীতিক দলও তাহাই বলিয়াছে। তবুও বেশীর ভাগ দেশভক্ত যুবক-যুবতী আজও এ-আর-পির বাহিরে কেন? ভারত সরকারের নাগরিক রক্ষা বিভাগের কর্ত্তা স্যর জ্ওলাপ্রসাদ মাত্র দেড় মাস আগে জানাইয়াছিলেন যে, কলিকাতায় এ-আর-পিতে যেখানে স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন সেখানে সাড়া খুব কমই পাওয়াগিয়াছে—১৩ হাজার ওয়ার্ডেন দরকার অথচ পাওয়া গিয়াছে মাত্র ১২ শত। বাড়ী বাড়ী আগুন-রক্ষা দলেও প্রায় ৪০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের অভাব রহিয়াছে ইহাও তিনি বলিয়াছিলেন। কলিকাতার মত বিরাট শহরে মাহিনা করা ওয়ার্ডেনের সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন হাজার। সেক্ষেত্রে হাজারে হাজারে বিনা মাহিনার স্বেচ্ছাসেবক নহিলে কাজই চলিতে পারে না এ কথা খুবই সত্য। ময়মনসিংহের মত মফঃস্বলের বড় শহরের বিবরণ আমরা অন্যত্র দিলাম। সেখানেও একই অভাব। বাংলার দেশভক্ত তরুণ-তরুণীরা দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য বহু বার বহু বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশের সেবা করিয়াছে, এবারকার মেদিনীপুর বন্যাত্রাণে নূতন করিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবুও তাহারা এ-আর-পিকে শক্তিশালী করিবার জন্য আগাইয়া আসে না কেন?

কারণ পুলিশের গুপ্তচর দিয়া এ-আর-পির বড় বড় পোষ্টগুলি ভরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হঠাৎ লিষ্ট দেখিলে ঘাবড়াইয়া যাইতে হয়, মনে হয় ইহা এ-আর-পি না পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ? আমরা গত বারে জানাইয়াছি যে দক্ষিণ বিভাগের কমাণ্ডিং অফিসার মিঃ বনবিহারী মুখার্জি নামে একটী ভূতপূর্ব্ব গোয়েন্দা। কিন্তু এখন খোঁজ করিয়া দেখা গেল পুলিশ বাছিতে গাঁ উজাড়! কমাণ্ডিং অফিসার অধিকাংশই অবসরপ্রাপ্ত বা বদলিকৃত গোয়েন্দা আর নয়তো পুলিসের অন্য বিভাগের কর্ম্মচারী। রায় সাহেব পুলিন চ্যাটার্জি নামে একটী ভূতপূর্ব্ব গোয়েন্দা উত্তর ভাগের কমাণ্ডিং অফিসার, মিঃ শামসুদ্দোহার নামে আর একজন গোয়েন্দাকে বোধ হয় বদলিতেই আগুন-রক্ষী দলের কমাণ্ডিং অফিসার করা হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই তিনজন লোক প্রত্যেকেই পুলিশের **রাজনীতিক গুপ্তচর** বিভাগে (আই, বি ও এস, বি) ছিলেন। ইহা ছাড়া যোগাযোগের কমাণ্ডিং অফিসার মিঃ রবার্টসন এবং শিক্ষাদানের কমাণ্ডিং অফিসার মিঃ কার্ম্যান—এই দুইজনও নাকি পুলিশেরই লোক। ভাল করিয়া খোঁজ করিলে আরও কত বাহির হইবে কে জানে?

এখন বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এ-আর-পিতে স্বেচ্ছাসেবক হইতে দেশের লোকের কেন আগ্রহ হয় না এবং এ-আর-পিতে স্বেচ্ছাসেবকের অভাব বলিয়া স্যার জওলাকে কেন কাঁদিতে হয় (ইহা কি জানিয়া শুনিয়া ন্যাকা-কান্না না বোঝার ভুলে সত্য কান্না!)। রাজনীতিক গোয়েন্দাদের লোকে সাধারণতঃ দমননীতির অস্ত্র বলিয়াই জানে, সুতরাং সেই বড় বড় গুপ্তচরের পাল্লায় সখ করিয়া কে পড়িতে যাইবে? এবং যে সংগঠনে ইঁহারাই কর্ত্তা সে সংগঠন লোকের দেশপ্রেম জাগাইয়া দেশভক্তদের টানিবে কিরূপে?

স্যার জওলার কান্না ন্যাকা-কান্নাই মনে হয়, কারণ গুপ্তচর-বহুল এ-আর পি কর্তৃপক্ষ এ-আর-পিতে স্বেচ্ছাসেবকদের যোগদানে দস্তুরমত বাধাই সৃষ্টি করিতেছে। ষ্টেটসম্যানে সেদিন কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর যে চিঠি বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় "এখন আমরা আর স্বেচ্ছাসেবক লইব না" এই কথা বলিয়া, যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হইতে চাহিতেছে তাহাদেরও ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। উহার পর আমরা অনেকগুলি দেশভক্ত যুবকের কাছ হইতে নালিশ পাইয়াছি যে তাঁহাদিগকেও ঐরূপ কোন না কোন ছুতায় ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই।

শহরবাসীর জন্যই এ-আর-পি অথচ তাহাদের সহিত এ-আর-পি সংগঠনের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। প্রথম দিকে প্রত্যেক পাড়ার অধিবাসীদের কমিটি করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া এ-আর-পি চালানো হইবে বলিয়া মন্ত্রীদের আশ্বাস শোনা গিয়াছিল। এখন কি গুপ্তচরদের পিছনে সে আশ্বাসও গুপ্ত হইল? কারখানায় মজুরদের জীবন বাঁচানোই প্রধান সমস্যা, অথচ সেখানে কর্ত্তাদের অনুগ্রহে মালিকই ব্যবস্থার মালিক, মজুরদের কথা কানে তোলা না তোলা তাহার মর্জি। যে জাপানী বোমা আমাদের মারিতেছে, বার্লিনে নিরাপদে বসিয়া জাপানী দালাল সুভাষ বোস তাহাকেই বাহবা দিতেছেন। আর সেই সুভাষ বোসেরই প্রিয়তম ভ্রাতার প্রিয়তর শিষ্য মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষ বসুই নাকি বোমা হইতে আমাদের বাঁচাইবার ব্যবস্থার জন্য "ভারপ্রাপ্ত"। দালাল সুভাষের মনিবদের বোমা ও

(৩য় ও ৪র্থ কলমের নীচে দেখুন)

মৈমনসিংহ এ-আর-পিও তথৈবচ

বোমার বিপদ বাড়িল আর ওয়ার্ডেন কমিল!

ময়মনসিংহ হইতে কমরেড সুনির্ম্মল সেন লিখিয়াছেন:

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলায় যখন বোমার আক্রমণ হইয়াছে তখন আমাদের ময়মনসিংহ সহরেও আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ ৪০ হাজার লোকের এই সহরের জন্য মাত্র ৬টী এ-আর-পি পোষ্ট এবং মোট ১৫০ বা ১৭৫ জন বেতনভুক এ-আর-পি কর্ম্মী আছেন। ৩।৪ মাস আগে ২০ জন দেশভক্ত ছাত্রকর্ম্মী ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন হইয়াছিলেন। শিক্ষা পাওয়ার পর তাঁহারা কাজের পরোয়ানাও পাইয়াছিলেন। বাংলায় বোমার আক্রমণের বিপদ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আশা করা গিয়াছিল যে ময়মনসিংহে আরও এইরূপ স্বেচ্ছাসেবক ওয়ার্ডেন নিযুক্ত করিয়া অল্পসংখ্যক বেতনভুক ওয়ার্ডেনের শক্তি ও সাহায্য-ক্ষমতা বাড়ানো হইবে। কর্ত্তৃপক্ষও তখন সেইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের উপর বোমা পড়ার পর গত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ময়মনসিংহে মাত্র চারজন স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া বাকী সকলের পরওয়ানা প্রত্যাহার করিয়া স্থানীয় এ-আর-পির শক্তিবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে শক্তি হ্রাসের ব্যবস্থা হইল! এমন কি ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহারের আগে এই সব স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষা পাওয়ার পর শহরবাসীকে নিজেরাই সেই শিক্ষা দিবার অনুমতি চাহিলে অনুমতি দেওয়া হয় নাই—অজুহাত দেখানো হইয়াছিল যে শিক্ষা ভুল হইতে পারে। অথচ ব্যাপকভাবে শহরবাসীকে আত্মরক্ষা, প্রাথমিক শুশ্রূষা প্রভৃতি শিখাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাও কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

এখানে বেতনভুক এ-আর-পি কর্ম্মীদের মাহিনা মাত্র ২৫ টাকা। এই দুর্মূল্যের দিনে ইহাতে তাহাদের খাওয়া পরা কিরূপে চলিবে এবং সত্যই বোমা পড়িলে এই অর্দ্ধ-উপবাসী কর্ম্মীদের মনোবলই বা কিরূপে দৃঢ় থাকিবে তাহা কি কর্ত্তৃপক্ষ ভাবেন না? ময়মনসিংহের জনসাধারণ ইহাদের মাহিনা বাড়াইবার জন্য ও বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য দিবার জন্য দাবী করিয়াছে। কর্ম্মীদের কাছে আমাদের আবেদন যে কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলিতে তাঁহারা যেন দেশবাসীকে বাঁচাইবার মহান কর্ত্তব্য না ভোলেন। কর্ত্তব্যে অটল থাকিলে দেশবাসীই তাঁহাদের দাবীর জন্য লড়িবে।

এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের দ্বিতীয় জয়

বিনামূল্যে প্রত্যেককে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা

এ, আর, পি'র সাধারণ ওয়ার্ডেনেরা মাত্র ত্রিশ টাকা মাহিনা পান। বোমার বিভীষিকার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ হাতে করিয়া তাঁহাদের কাজ করিতে হয়। তাঁহাদের অত্যন্ত ন্যায্য দাবী ছিলঃ (১) মাহিনা বাড়াও (২) বিনা মূল্যে সরকার হইতে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা কর। কিন্তু এই ন্যায্য দাবীও কর্ত্তৃপক্ষ পূরণ করে নাই। এমন কি বোমা পড়ার পর বাজারে জিনিষ পাওয়ার মুস্কিলের মধ্যেও কর্ত্তৃপক্ষ খাদ্য সরবরাহ লইয়া টালবাহানা করিয়াছে।

এই অবস্থার সুযোগ লইয়া ফরওয়ার্ডব্লক প্রভৃতি জাপানী-দালালেরা এ, আর, পি কর্ম্মীদের ফুসলাইয়াছেঃ কাজ বন্ধ কর, একশো টাকা মাহিনা দাবী কর, না দিলে কাজ ছাড়িয়া দাও, তাহাতে এই শয়তান সরকার ধ্বংস হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু এ, আর, পি কর্ম্মীরা দেশের ছেলে মেয়ে। তাঁহারা জানেন বোমার আক্রমণে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা না হোক তাঁহাদেরই দেশের ভাই-বোনেরা মরে, আহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের ভাই-বোনদের সাহায্য করার ভার দেশের ছেলে সাধারণ এ, আর, পি কর্ম্মীরই উপর—একথা তাঁহারা বুঝেন বলিয়াই জাপানী দালালের ফুসলানিতে ভুলেন নাই। তাঁহারা বোমার আতঙ্কের মধ্যে অটলভাবে দেশবাসীর সেবা করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে আরও বিপদের মধ্যেও অটল থাকিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দৃঢ়ভাবে পেশ করিয়াছেন। দেশবাসীও তাঁহাদের হইয়া দাবী করিয়াছে।

আজ দেশবাসীর চাপে ও এ, আর, পি কর্ম্মীদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের খাদ্য সরবরাহের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। নোটিস জারি হইয়াছে যে ৭৫৲ পর্য্যন্ত যাঁহাদের মাহিনা তাঁহারা বিনা মূল্যে প্রত্যহ ৯ ছটাক চাল, ২ ছটাক ডাল, আধা ছটাক সরিষার তৈল, আধা ছটাক লবণ, ১ ছটাক চিনি, ১০ ছটাক কয়লা, এক চতুর্থ আউন্স চা ও তিন আনা করিয়া বাজার খরচ পাইবেন। ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন ও উচ্চ কর্ম্মচারীরা সরকারী বাঁধা দরে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পাইবেন। শোনা গেল এই সব খাদ্যদ্রব্য প্রত্যেক পোষ্টে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। ভাল কথা। কিন্তু বোমা পড়ার সময় যে কয়দিন সরকার খাদ্য সরবরাহ করিয়াছিল তাহাও এই বিনা মূল্যে সরবরাহের মধ্যে ধরিতে হইবে, এখন তাহার দাম কাটিলে চলিবে না।

জাপানী বোমার প্রথম আক্রমণ হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইয়া এ, আর, পি ওয়ার্ডেনরা বিজয় গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এবার বিনা মূল্যে খাদ্য আদায় করিয়া তাঁহাদের দ্বিতীয় জয় হইল। এখন তাঁহাদের ১৫ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি ও কাজের সময় আহত বা নিহত হইলে বর্দ্ধিত হারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা—এ, আর, পি কর্ম্মীদের জন্য দেশবাসী ইহাই দাবী করিতেছে। পঞ্চম-বাহিনীর ফুসলানিতে কাণ না দিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের টালবাহানা ও মুরুব্বিয়ানাতে অধৈর্য্য না হইয়া তাঁহারা যদি বোমা-প্রতিরোধের কর্ত্তব্যে অটলভাবে অগ্রসর হন তবে দেশবাসীই তাঁহাদের বাকী সমস্ত ন্যায্য দাবী আদায় করিয়া দিবে।

সাধারণের জন্য এ-আর-পি

উহার কর্ত্তৃত্বও সাধারণের হাতে চাই

হত্যার বিরুদ্ধে তিনি নিশ্চয় দৃঢ়পদে দাঁড়াইবেন। কিন্তু দুঃখ শুধু এই যে, একদিকে পুলিশের গুপ্তচর অন্যদিকে মাননীয় "ভারপ্রাপ্ত"——এই ডবল ব্যবস্থার মধ্যে শহরের সাধারণ মানুষের এ-আর-পি পরিচালনায় কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, শুধু ক্ষতি সহ্য করিবার ও প্রয়োজন হইলে মরিবার ভারই আছে।

শহরের প্রত্যেকটী অধিবাসী! দেশভক্ত প্রতিটী ছেলে মেয়ে! অগ্রসর হইয়া দাবী কর—এ-আর-পির উপর জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব চাই। আমরা গুপ্তচর চাই না, প্রত্যেকটী দেশভক্তকে এ-আর-পির মধ্যে চাই। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের বাধা চূর্ণ কর! আমাদের জীবন, আমাদেরই রাখিতে হইবে। প্রত্যেক বড় বড় বাড়ী, পাড়া ও বস্তীতে আগুন-রক্ষীদল গড়ো, পাড়ার লোকেদের লইয়া এ-আর-পি কমিটি কর, নিজেদের প্রয়োজন কমিটি মারফৎ স্থানীয় এ-আর-পির কাছ হইতে আদায় কর, দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকে নাম লেখাও, কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিলে এমন আন্দোলন কর যাহাতে সব বাধা চূর্ণ হয়।

যুদ্ধের গতি

হিটলারের বিপদ ঘনাইতেছে

জাপান লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার

জাপানের প্রধান মন্ত্রী টোজো আবার বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব এশিয়াতে বারবার জয়লাভ করিয়া জাপান অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হস্তগত করিয়াছে বলিয়া এখন নূতন লড়াইয়ের জন্য বেশ তৈয়ার রহিয়াছে। একথা যে শুধু ধাপ্পাবাজি নয়, অষ্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক সচিব তাহা স্বীকার করেন। সম্প্রতি জাপানীরা কয়েক জায়গায় ঘা খাইলেও তাহারা থামিয়া যাইবার পাত্র নয়। জাপান যে এখন জোরে লড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকান সেনাপতি যে জাঁকের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যকর। একজন আমেরিকান কুড়িজন জাপানীর সমকক্ষ, জাপানীরা বানর-বিশেষ, এই ধরণের কথার সত্যই কোন দাম নাই। বাগাড়ম্বর না করিয়া সেনাপতি মহাশয় যদি লড়াই ভাল করিয়া চালাইবার দিকে নজর দেন তো সময় ও কাগজের অনেক অপব্যবহার কমিবে।

নিউগিনির যুদ্ধের একটা পর্ব্ব চুকিয়াছে বলা যায়। পাপুয়া অঞ্চল হইতে জাপানীরা বিতাড়িত হইয়াছে। সলোমনস দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলে আমেরিকানদের সাফল্যের সঙ্গে ইহার খানিকটা তুলনা চলে। মিত্রশক্তির এই জয় সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও যত কাজ বাকী রহিয়াছে, তাহার তুলনায় এ জয়ের গুরুত্ব সামান্য। জাপানকে তাহার নিজের দেশে আঘাত না দিলেই নয়, অথচ যে গতিতে লড়াই চলিতেছে, তাহাতে জাপানের সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালানো সুদূর-পরাহত।

অনেকের আজকাল ধারণা হইয়াছে যে চীন-জাপান যুদ্ধ প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ ধারণাটা একদম ভুল। হুপে-হোনান সীমান্তে জোর লড়াই চলিতেছে। আন্‌হোয়াই প্রদেশের প্রধান শহর লিহুয়ান্ জাপানীদের কবলে গিয়াছিল, চীনারা আবার শহরটী উদ্ধার করিয়াছে। নান্‌কিঙে জাপান খেলনা হিসাবে যে তথাকথিত চীনা সরকার খাড়া করিয়াছে তাহার নায়ক, দেশদ্রোহী ওয়াংচিং ওয়াইকে দিয়া জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে।

বার্ম্মায় মিত্রপক্ষ খুবই বোমাবর্ষণ করিতেছে। আরাকান অঞ্চলে দুই পক্ষের টহলদারী সিপাহীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। জাপান আকিয়াব রক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লইবে কি না বুঝা শক্ত। তবে রাথিডং অঞ্চলে লড়াই হইবে মনে হয়।

গত বৎসর জাপান যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, সে গতি অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু জাপানকে খেদাইয়া, জাপানী ফাসিষ্টদের পর্য্যুদস্ত করার পূর্ণ ব্যবস্থার চিহ্ন এখনও দেখা যায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় লড়াই চালাইলে জাপান কাবু হইবে না।

লালফৌজের জয়যাত্রা

বিজয়ী লালফৌজের অভিযান চলিতেছে। হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে লালফৌজের চাপে হিটলারীরা নাস্তানাবুদ হইতেছে। ফাসিষ্টরা যেখানে সম্ভব সেখানেই পাণ্টা আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোথাও সুবিধা পাইতেছে না। জার্ম্মাণ রেডিও কেবলই হারের খবর দেশের লোকের কাছে চাপিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের কথায় দারুণ অস্বস্তির ভাব আর লুকানো যাইতেছে না। ইতালিয়ান রেডিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে জার্ম্মাণ সৈন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লালফৌজের চাপে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। লালফৌজের বাহাদুরী লড়াইয়ের বাহবা ইতালিয়ান রেডিও পর্য্যন্ত করিয়াছে।

দক্ষিণ রণক্ষেত্রে জেনারেল জুকভের পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে চলিয়াছে। জার্ম্মাণরা এই খবরের অছিলায় মিথ্যা প্রচার করিতেছে যে মার্শাল টিমোশেঙ্কো এখন পদচ্যুত। আসল খবর হইতেছে এই যে মস্কোতে ষ্টালিনের নেতৃত্বে সমস্ত যুদ্ধপ্রচেষ্টা চালাইবার জন্য যে কমিটি আছে তাহাতে টিমোশেঙ্কোর ডাক পড়িয়াছে। মার্শাল ভরোশিলভ ও শাপোশনিকভ এই কমিটিতে আছেন। জার্ম্মাণদের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা টিমোশেঙ্কোর সবচেয়ে বেশী। সেনাদলকে সুশিক্ষিত করা ও নূতন অস্ত্রশস্ত্রের উপযোগিতা পরীক্ষা করার কাছে টিমোশেঙ্কোর চেয়ে দক্ষতাও কাহারও নাই। সেইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব ফাসিষ্টদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটাইবার চেষ্টায় টিমোশেঙ্কো ষ্টালিনের সহকারী হিসাবে মস্কোতে অত্যন্ত জরুরী কাজে লাগিয়া আছেন।

দক্ষিণ রুশিয়ায় হিটলারীদের একেবারে পরাভূত করিতে হইলে রষ্টভ্ শহরটী নিতান্ত প্রয়োজন। তাই নানাদিক থেকে রষ্টভ্ আক্রমণ করার জন্য লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। গত সপ্তাহে অনেকগুলি জায়গা সোভিয়েট কাড়িয়া লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে নাল্‌চিক্, সিম্‌লিয়ান্স্‌কায়া ও জিমভ্‌নিকি। মজ্‌ডক্ ও নালচিক অধিকার করিয়া লালফৌজ সমগ্র ককেশস্ অঞ্চলে ফ্যাশিষ্ট সৈন্যদের সমূহ বিপদে ফেলিয়াছে। পূর্ব্ব ও মধ্য ককেশসে জার্ম্মাণরা পরাজিত হইয়াছে; উভয় ককেশসে তাহাদের ২৫টী ডিভিসন প্রাণপণ লড়িতেছে। কিন্তু মজডক্ ও কালমুক্ অঞ্চল হইতে লালফৌজ অটলভাবে অগ্রসর হইতেছে। কোটেল্‌নিকোভো দখল করিয়া তাহার দক্ষিণপশ্চিমে জিমভ্‌নিকি লালফৌজ কাড়িয়াছে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সল্‌স্ক জংশনের ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। উত্তর সিম্‌লিয়ান্‌স্‌কায়া ভরোনেশ-রষ্টভ ও ষ্টালিনগ্রাদ-রষ্টভ এই দুই রেলপথের প্রধান জংশন; উহা এখন লালফৌজের হাতে। সল্‌স্ক গেলে হিটলারের পক্ষে রষ্টভ রাখা অসম্ভব হইবে।

মধ্য ডন্ অঞ্চল এখন প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে। ডনেৎস্ নদীর পূর্ব্বকূলেও ফ্যাশিষ্ট ঘাঁটি আর বিশেষ নাই। মিলেরোভো-রষ্টভ রেলপথের পাশাপাশি লালফৌজ রষ্টভ অভিমুখে ছুটিয়াছে। রষ্টভ হইতে লালফৌজের দূরত্ব এখন ৬০ মাইলেরও কম। হিটলারের বিপদ ঘনাইতেছে।

জানুয়ারীর প্রথম পাঁচ দিনে শুধু ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে ২০০০০ জার্ম্মাণ মারা গিয়াছে, ৬৫০০ বন্দী হইয়াছে। ১৯শে নভেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে ১,৪৪,১৫০। ইহাতে হিটলার যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনের উপর কঠোর শাস্তির হুকুম হিটলার জারি করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে কখনও এত শত্রুসৈন্য হতাশ হইয়া আত্মসমর্পণ করে নাই বলিয়া এ ব্যবস্থা।

ককেশাস্ হইতে হাজার মাইল উত্তরে মধ্য রণক্ষেত্রে ভেলিকি লুকির দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে নভোসকলনিকির অভিমুখে দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে। ভেলিকি লুকিতে জার্ম্মাণদের পৈশাচিক কাণ্ডের খবর আসিতেছে। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অর্দ্ধেক মারা গিয়াছে, অপর অর্দ্ধেক অর্দ্ধাহারে থাকিত, বেয়নেট খোঁচাইয়া জার্ম্মাণরা তাহাদের কাজ করাইত। শহরের চারদিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী গ্রাম ফ্যাসিষ্টরা পুড়াইয়া ছারখার করিয়াছে। ভেলিকি লুকি পুনরধিকারে মধ্য এশিয়ায় উজবেক ও কাজাক্ সৈন্য যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

রিজেভ এখনও জার্ম্মাণদের দখলে আছে বটে, কিন্তু মস্কোর সঙ্গে রিজেভের আরও পশ্চিমে ভেলিকি লুকি পর্য্যন্ত রেলচলাচল আবার শুরু হইয়াছে। রিজেভে জার্ম্মাণরা প্রায় পরিবেষ্টিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণরা মরিয়া হইয়া কেবলই পাণ্টা আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু কোথাও লালফৌজের কাছে সুবিধা করিতে পারে নাই।

যুদ্ধের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রুশিয়ার যুদ্ধ যে কত বিরাট, তাহার প্রমাণ সহজেই মিলিবে। শুধু দক্ষিণ রুশিয়ায় এক সপ্তাহে ফ্যাশিষ্টদের এরোপ্লেন খোয়া গিয়াছে ৩৩১ খানা, সোভিয়েটের গিয়াছে ৯৩ খানা। উত্তর আফ্রিকা বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াই ইহার তুলনায় গায়ে ফু দিয়া বেড়ানো বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্যাকুল হইয়া হিটলার ফ্রান্স হইতে সৈন্য সরাইয়া রুশিয়ায় আনিতেছে। কিন্তু তাহার পাকা ফলে পোকা ঢুকিয়াছে। ক্রোয়াট, যুগোশ্লাভ, গ্রীক্ গেরিলারা সুযোগ পাইয়া ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেছে। যে ক্রোয়াট সৈন্যেরা রুশিয়ায় লড়িতেছিল, তাহাদের হতাশ মনোভাব দেখিয়া জার্ম্মাণ সেনানায়করা তাহাদের ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইতালিয়ান রেডিও ভয় পাইয়া বলিতেছে যে মিত্রশক্তি ইতালী আক্রমণ করিলে জার্ম্মাণী যেন সর্ব্বশক্তি দিয়া তাহাদের সাহায্য করে। জার্ম্মাণীর সাহায্য করার শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ইতালীর সন্দেহ জাগিয়াছে, নহিলে এমন কথা রেডিও মারফৎ শোনা যাইত না। ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিয়া ফ্যাশিষ্ট-নিধন পর্ব্ব সমাপ্ত করার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে।

আফ্রিকার পালা চুকিবে কবে?

কিন্তু উত্তর আফ্রিকার লড়াইয়ে মিত্রশক্তির ছোটখাট সাফল্যের খবর আসিলেও এ মাহেন্দ্রক্ষণের পূর্ণ সুযোগ লওয়া হইতেছে মনে হয় না। আকাশে উভয় পক্ষে লড়াই চলিতেছে। বিজেরটার ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাতুর বলিয়া একটি জরুরী জায়গা ইংরাজ সৈন্য দখল করিয়াছে। তিউনিস্‌-ত্রিপলির সীমান্তে ফরাসীরা কিছু কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিউনিসে হিটলার নাকি জেনারেল নেরিঙের স্থানে নূতন প্রধান সেনাপতি ফন্ আর্ণিমকে নিযুক্ত করিয়াছে। আকাশে লড়াইয়ের ফলে এক দিনে শত্রুর ৬২ খানা এরোপ্লেন খোয়া যায় বা জখম হয়। আমেরিকান বোমারুরা ক্রীট দ্বীপে হানা দিয়া আসিতেছে। রমেল এইবার ফিরিয়া লড়িবে, এরূপ আন্দাজের খবর পাইতেছি।

মোটের উপর নানা কারণে লড়াই যে পুরাদমে চলিতেছে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখনও ডিসেম্বরের বৃষ্টির ফলে যে কাদা হইয়াছিল, তাহা শুকায় নাই শুনিতেছি। কিন্তু এ রকম অছিলা আর বেশী দিন শুনিতে ভাল লাগে না। উত্তর অফ্রিকার কাণ্ড চুকাইয়া ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র যথাসম্ভব চট্‌পট্ খুলা হউক। শোনা গেল যে জিরো ও দ্য গোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিটমাটের কথা হইতেছে। উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা লইয়া ফ্যাশিষ্টদের উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা এখনও হইতেছে না।

জনশক্তির চাপে যতদিন সে ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন মিত্রপক্ষের জয় জয়কার হইবে না। শুধু লালফৌজের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে জনশক্তি যে রাজী নয়, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই মিলিবে। ১১।১

বিশ্বাসঘাতকদের কারসাজি ভাঙ্গো

[পিপলস ওয়ারের সম্পাদকীয়]

৩রা জানুয়ারী ভোরবেলায় বোম্বেতে 'পিপ্‌লস ওয়ার' ছাপাখানায় বোমা পড়িয়াছে। মেসিনঘরের কাঁচ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। জানালার ফ্রেম উড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। জানালার শিক বাঁকিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ইলেকট্রিক বাল্‌ভও চুরমার হইয়া গিয়াছে। পার্টির ছাপাখানা ধ্বংস করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

কে এই বোমা ফেলিয়াছে? যত ভ্রান্তই হউক কোন দেশপ্রেমিকের কাজ ইহা নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির মতের সাথে যত অমিলই হউক কোন সাচ্চা কংগ্রেসসেবীর কাজও ইহা নয়। ইহা পরিষ্কার পঞ্চমবাহিনীর কাজ। পঞ্চমবাহিনীই চায় বর্ত্তমান দমননীতির ও রাজনীতিক অবস্থার সুযোগ নিয়া পরাজয়ের মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে, জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ নষ্ট করিয়া দিতে।

৯ই আগষ্টের পর পঞ্চমবাহিনীর দল নিজেদের দেশপ্রেমিক বলিয়া জাহির করিতে লাগিল, পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইতে সুরু করিল। কমিউনিষ্ট পার্টিকে হেয় করিবার জন্য লোকের সামনে তাহারা দেশপ্রেমিক হিসাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। জনসাধারণের দেশপ্রেমিক বিক্ষোভের সুযোগ তাহারা নিল। আর তাহারা ভাবিল, জাতীয় প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার জন্য যে পার্টি লড়িতেছে তাহার সাথে জনগণের বিভেদ প্রাচীর তুলিতে তাহারা সমর্থ হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল, তাহাদের প্রভু জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের পর এক কমিউনিষ্ট পার্টিই জনগণকে একত্র করিতে পারে।

কমিউনিষ্ট পার্টিকে কোণঠাসা করিবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। শুধু তাই নয়, জাতীয় একতার ডাক, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ডাক ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। দিনের পর দিন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব বাড়িয়াই চলিল।

আমলাতন্ত্রের দমননীতির ফলে যে হতাশা ও ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে পঞ্চমবাহিনী তাহারই উপর ভরসা করিল। জনসাধারণের অসহায়ভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা জাপ-প্রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমিউনিষ্ট পার্টি দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইতেছে, খাদ্যসংকট সমাধানে আগাইয়া আসিয়াছে—এই সব মিলিয়া জনসাধারণের ভিতর আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িয়াছে। আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা সত্ত্বেও আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য স্বদেশী অনুপ্রেরণা ও সাহস বাড়িয়াছে।

পঞ্চমবাহিনী জাতীয়তাবিরোধী যানবাহন ধ্বংসের কাজ সংগঠন করিয়া, স্কুল কলেজ পুড়াইয়া অন্ধ দেশপ্রেমিকদের মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। অনেক অন্ধ দেশপ্রেমিক প্রথমে বুঝিতে পারিল না যে জাতীয়তাবিরোধী বিশ্বাসঘাতক কাজে তাহাদের লাগান হইতেছে। পরে অবশ্য তাহাদের চোখ খুলিতে লাগিল। তাহারা

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

সর্ব্বত্র, সকল দল মিলাইয়া

এখনি জনগণের কমিটি গড়ো

বাংলা দেশের যেখানেই যান শুনিবেন একই হাহাকার—চাল চাই, ডাল চাই, কেরোসিন চাই, চিনি চাই, আটা চাই! কম দরে চাই, বাঁধা দরে চাই, প্রত্যেকের জন্য চাই! দেরীতে বা সুদূর ভবিষ্যতে নয়, এখনি চাই! কাগজে কলমে হুকুম নয়, হাতে হাতে চাই!

দেশ-জোড়া অভাব ও চাই চাই আওয়াজের মধ্যে গত সপ্তাহে একটা বড় খবর প্রায় চাপাই পড়িয়া গিয়াছিল। আনন্দবাজার প্রভৃতির মত "স্বদেশী" খবরের কাগজগুলিও এ খবরটিকে প্রাধান্য দেয় নাই; স্বদেশীর নামে ট্রাম জ্বালানো, দেশের বুড়ী-মাকে ট্রাম চাপা দেওয়া, কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসের উপর জাপানী দালালের বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি খবরকে "বিক্ষোভ প্রদর্শন" বলিয়া ফলাও করিয়া ছাপিতেই বেচারীরা ব্যস্ত ছিল। দেশের কোন্ কোণে বিভিন্ন দেশভক্ত সংগঠন দেশবাসীর অভাব দূর করিবার জন্য এক হওয়ার প্রয়োজন বুঝিতে আরম্ভ করিল সেই তুচ্ছ খবরকে বেশী বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার পক্ষে বেচারীদের সময়ই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়।

তবুও এই খবরটাই ছিল গত সপ্তাহের সব চেয়ে বড় খবর। বাংলা দেশের কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা, ফিরিঙ্গি সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, লেবর পার্টি, র‍্যাডিক্যাল পার্টি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত দল ও সংগঠন গত ২২শে ডিসেম্বর একত্র বসিয়া আলোচনা করে এই অভাব ও চাই চাই কিরূপে দূর করা যায়। দেশের লোকের সব চেয়ে বড় সংকট দূর করিবার জন্য বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান সংগঠনের একত্র হওয়া বাংলা দেশের ইতিহাসে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম। দেশের দিকে দিকে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষের মধ্যে এই অভাব ও বিপদের জাঁতা তাহাদের সমস্ত তফাৎ ও মনান্তর গুঁড়াইয়া দিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে নিজেদের একতাবদ্ধ চেষ্টাই দুঃখ দূর করিবার একমাত্র পথ এবং সেই বুঝিয়া তাহারা একতায় আগাইয়া আসিতেছে, নিজ নিজ সংগঠনের কর্তৃপক্ষের উপরও সেই একতার ধাক্কা আসিয়া পৌছিতেছে। তাহার প্রথম পরিচয় এই একত্র আলোচনা।

ঐ আলোচনা হইতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রথম অধিবেশনের দিন কয়েকটী সংগঠনের প্রতিনিধি হাজির হইতে পারেন নাই, তবে আশা করা যায় যে কমিটির সিদ্ধান্ত তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। দেশের অভাব দূর করিবার জন্য কমিটি হইতে গবর্ণমেণ্টের কাছে যে-সব সুপারিশ উপস্থিত করা ঠিক হইয়াছে তাহার মর্ম্ম গত সংখ্যা "জনযুদ্ধে" পাওয়া যাইবে।

কিন্তু সুপারিশগুলি বড় কথা নয়। বড় কথা হইল সুপারিশ মানিতে আমলাতন্ত্রকে কিরূপে বাধ্য করা যায় এবং যতদিন সমস্ত সুপারিশ গ্রাহ্য না হইবে ততদিন দেশবাসীর কষ্ট কমাইবার জন্য এই সমস্ত বিভিন্ন সংগঠন কি উপায়ে সব চাইতে ভাল কাজ করিতে পারে। বিশেষ করিয়া বাংলার বিভিন্ন শহরে বোমা পড়ার পর দেখা যাইতেছে সঙ্কট দূর করিতে হইলে এখনি কোন না কোন ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে সমস্ত দেশবাসী ভরসা ও সাহস পাইতে পারে।

বাংলা দেশের বিভিন্ন জনপ্রিয় সংগঠন ইহার জন্য আজও এক হইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগে নাই তাই লোক ভরসা পাইতেছে না, আর আমলাতন্ত্র ও তাহার তাঁবেদার মন্ত্রীমণ্ডলী উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াও পার পাইয়া যাইতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য যদি আমরা আগে করি তবেই লোকে ভরসা পাইবে, আমাদের দাবীকে বহু সংখ্যায় সমর্থন করিবে এবং তাহার চাপে আমলাতন্ত্রও দাবী মানিতে বাধ্য হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের এখনি করিতে হইবে। মনে করুন বোমার আতঙ্কের কথা। বিভিন্ন সংগঠন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই ভরসা পাইতেছে না, বিশৃঙ্খলা দূর করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না, এমন কি এতদিনেও শহরের ময়লা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া সাফ হইতেছে না। অথচ শহরের কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুসভা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংগঠন যদি প্রথমেই এক হইয়া সমস্ত লোকের কাছে ভয় না পাইবার জন্য আবেদন করিত তো তাহাতে লোকে যথেষ্ট সাহস ও উৎসাহ পাইত না কি? এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব সংগঠন যদি শহরকে ঠিক রাখিবার জন্য সকলের কাছে ভলাণ্টিয়ার হইবার জন্য এক হইয়া আবেদন করিত তো শহরের হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যাইত। পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত দলের মিলিত হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অনায়াসেই শহরের ময়লা সাফের ব্যবস্থা করিতে পারে, যাহাদের আশ্রয় নাই তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি দোকানীদের বুঝাইয়া ও বজ্জাত চোরা ব্যবসায়ীদের ফাঁস করিয়া দিয়া মাল ও দরের দুঃখও দূর করিতে পারে।

সেইজন্য কমিটি প্রস্তাব করিয়াছে যে সব দল ও সংগঠন মিলাইয়া প্রত্যেক থানা, মহকুমা, জেলা ও প্রদেশে এবং কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে "জনগণের কমিটি" গঠন করা হোক। এই কমিটিই মাল যোগানো, দর বাঁধা, মাল লুকানো বন্ধ করা, ফসল বাড়ানো প্রভৃতি তদারক করিবে এবং জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজন মত পরামর্শ দিবে।

আর দেরী নয়, এখনি প্রত্যেক এলাকায় এরূপ কমিটি করা হোক এবং ইহার অধীনে সম্মিলিত জনরক্ষা বাহিনী সংগ্রহ করা হোক। সমস্ত জায়গায় সব দল মিলিয়া জনসভা, বৈঠক প্রভৃতি করিয়া জনসাধারণকে ভরসা দিক, উপায় বাৎলাক এবং সঙ্গে সঙ্গে দাবীগুলির পিছনে একত্র করুক।

যে সংগঠনের যতই প্রভাব থাকুক একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে দেশের বেশীর ভাগ লোকের মন নিস্তেজ ও হতাশ হইয়া আসিতেছে। শুধু আমলাতন্ত্র বা মন্ত্রীমণ্ডলীকে গালাগালি দিয়া তাহা দূর করা যায় নাই, স্কুল-কলেজে পটকা ছুড়িয়াও তাহা দূর করা যায় নাই। অথচ হতাশা দূর করিয়া বাঁচিবার অধিকারের দাবীতে সমস্ত মানুষকে আবার উৎসাহী করিয়া তুলিতে না পারিলে আমলাতন্ত্রও দাবী মানিবে না, জনসাধারণের উপরও কোন সংগঠনেরই কোন প্রভাব থাকিবে না।

স্পষ্টভাবে হোক বা অস্পষ্টভাবে হোক বিভিন্ন সংগঠন ইহা ক্রমশঃ অনুভব করিতেছে বলিয়াই একত্রে চলিবার তাগিদ আসিতেছে। সময় নষ্ট না করিয়া যদি সমস্ত সংগঠন এখনি একত্রভাবে সমস্ত লোকের মধ্যে কাজে নামিতে পারে তো তাহাদের ঐক্যের প্রেরণা সমস্ত লোককে আবার নূতন প্রেরণা দিবে।

এখনি সে কাজ আরম্ভ করা হোক।

সকলে মিলিয়া লড়িলে খাদ্য পাইবেই

বোম্বাইয়ে খাদ্যসঙ্কট

বোম্বাই শহরের সামনে বিরাট খাদ্য সংকট মাথা তুলিয়াছে। সরকার নির্ব্বিকার। পঞ্চমবাহিনী ইহারই ভিতর ধ্বংস ও অরাজকতার সুযোগ খুঁজিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি সুদৃঢ় পদে আগাইয়া আসিল। সমস্ত বোম্বাই সহর জাগাইয়া তোল। সবাইকে এক কর। খাদ্যের লড়াই—হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান, হরিজন, সমস্ত সম্প্রদায়েরই লড়াই। মজুর, শিল্পী, মালিক, ব্যবসায়ী—সমস্ত শ্রেণীরই লড়াই। নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—সবারই চাই খাবার। খাদ্যের লড়াইয়ে সবাইকেই এক করিতে হইবে। ছোট-বড় সভা, ইস্তাহার বিলি, প্রচার চলিতে লাগিল। কমিউনিষ্টরা সবার কাছে উপস্থিত হইল।

বড় পুঁজিদার হইতে কমিউনিষ্ট পর্য্যন্ত

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নেতা, সবচেয়ে বড় পুঁজিদার—তিনি বলিলেন, তাঁহাদের কমিটির কাছে তিনি প্রস্তাব তুলিবেন। তাঁহারা মিলিত জনসভায় নিশ্চয়ই আসিবেন। বড় পুঁজিদার হইতে সুরু করিয়া কমিউনিষ্টরা পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া দাবী করিলে সরকারের উপর চাপ পড়িবেই। কিন্তু তাঁহারা পাকা কমিটিতে থাকিতে রাজী নন। খুচরা শস্য ব্যবসায়ীদের নেতা ভুজপুরিয়া যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইলেন। বড় বড় ব্যবসায়ীদের চেয়ে একধাপ বেশী আগাইতে তিনি প্রস্তুত। খুচরা ব্যবসায়ীরা মাল পায় না। মাল চলাচলের গাড়ী পাওয়া যায় না। ব্যবসার অবস্থা কাহিল। তাই তাহারা নিজের গরজেই সবার সাথে একতা চায়। মুসলীম লীগ ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারী ফজলুল্লা খাঁ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও তাঁহার কমিটির সামনে ইহা উপস্থিত করিবেন জানাইলেন। আম্বেদকারের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির নেতারাও খাদ্য সংকটে একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন ও কার্য্যকরী কমিটির মিটিংএ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন জানাইলেন।

বাধা আসিল শুধু কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ডব্লক পন্থীদের তরফ হইতে। তাহাদের কথা হইল: খাদ্য সংকটের সমাধান চাই না, খাদ্য সংকট নিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা হউক! লোক না খাইয়া মরুক, তবেই তাহারা সংগ্রামে নামিবে!

বিরাট জনসমাবেশ

১লা জানুয়ারী কামগার ময়দানে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ৩০ হাজার লোকের এক বিরাট জনসভা হইল। পার্টি বৈধ হওয়ার পর, ৫ মাস ধরিয়া পঞ্চমবাহিনীর (ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি) তীব্র আক্রমণের পর এতবড় সভা আর হয় নাই।

সভায় বেশীর ভাগই ছিল মজুর—হিন্দু, মুসলমান, গোয়ানিজ, নর-নারী, বৃদ্ধ, শিশু। চাকুরে ও ছোট ব্যবসায়ীও ছিল।

কমরেড শহিদ হইলেন সভাপতি। উদ্বোধন অভিভাষণে তিনি বলিলেন, "আমাদের পার্টি জনগণের অবস্থা ঠিকমত বুঝিতে পারিয়াছে। সমস্ত নগরবাসীর একতা চাই, সমস্ত দলের একতা চাই, অনাহারের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য চাই একতা। আমরা একত্র হইবই, খাদ্য আদায় করিবই।"

বিখ্যাত মজুর নেতা এন, এম, যোশী বলিলেন, "খাদ্যসংকট প্রমাণ করিয়াছে বর্ত্তমান সরকার দেশ শাসনের অনুপযোগী। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এই মুহূর্ত্তেই খাদ্য-সংকটের সমাধান করিতে পারিত। আজ আমাদের ভলাণ্টিয়ার গঠন করিতে হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই কাজে হাত দিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। এই আন্দোলনে আমার পূর্ণ সহানুভূতি জানাইতেছি।"

শস্য ব্যবসায়ী সমিতির নেতা ভুজপুরিয়া বলিলেন, "আমরা ব্যবসায়ীরা অনেক কিছু করিয়াছি, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাদের কথা শোনে না। কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের পার্টি, গভর্ণমেণ্ট আপনাদের কথা শুনিতে বাধ্য হইবে। কংগ্রেস যাহা করিত, আপনারা তাহাই করিতেছেন। আমরা ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে আপনাদের সাফল্য কামনা করি।"

সংঘবদ্ধ মজুর পথ দেখাইয়াছে

৩০ হাজার শৃঙ্খলাবদ্ধ মজুর শেঠজীকে উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি চমৎকার একতার বক্তৃতা দিলেন। খাঁটি দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীর মতই তিনি বলিলেন। ব্যবসায়ীরা যতই শেঠজীর পথ নিবেন, যতই ব্যবসায়ীদের জনসাধারণের সাথে মিলিত করিবেন ততই সরকারের কাছ হইতে তাঁহারা মাল পাইবেন, জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিবেন।

এই বিরাট খাদ্য সমাবেশ বোম্বের রাজনীতিক জীবনের মোড় ঘুরাইয়াছে। সমস্ত দলের, সমস্ত সম্প্রদায়ের এই একতা নির্ব্বিকার আমলাতন্ত্রের উপরও আঘাত দিয়াছে। সরকারী দোকানে মাল আমদানী বাড়িয়াছে। সরকারী কর্ত্তারা এখন সহযোগিতায় নাক সিটকান না। লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নের লোক সারিতে দাঁড়াইলে পুলিসও আর তাহার মাথার উপর লাঠি ঘুরায় না।

নৈহাটীর পত্র

কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় কাজ চালু

মজুরদের মাঝে

কলিকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে বোমা পড়ার পরদিন হইতেই আমাদের সামনে নূতন পরিস্থিতি, নূতন রকমের কাজ দেখা দেয়। শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়—কি তাহারা করিবে। ২৪শে তারিখ বোমা পড়ার পরে অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং কেহ কেহ পলাইয়া যাওয়া ঠিক করে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ সমস্ত দায়িত্ব লইতে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া আসে। ২৫শে তারিখ গৌরীপুর ও নদীয়া মিলের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে। কিন্তু দেশকে বাঁচাইতে এ অবস্থার মোড় ঘুড়াইতে হইবে—কাজ চালু রাখা দরকার। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা ইতি মধ্যেই শ্রমিকদের ভিতরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে লাগিল এবং অবিরত আলোচনা চালাইয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই মিল পুরাদমে চালু করিতে পারিল। অথচ এই দারুণ অবস্থায়ও মিল কর্ত্তৃপক্ষের সেই উগ্রমূর্ত্তি, সেই ধমকানী। একস্থানে একজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী কয়েকজন শ্রমিককে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুঝাইতেছিলেন—তাহা শুনিতে ক্রমে ক্রমে প্রায় ৫০০ মজুর জমায়েত হয়। মিল ম্যানেজার আসিয়া তাহাদের ধমকায়,—কাজে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। শ্রমিকরা খাপ্পা হইয়া ম্যানেজারকে মারিতে যায়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীটি মাঝখানে পড়িয়া অবস্থা আয়ত্বে আনেন। প্রচার ও আলোচনার ফলে শ্রমিকরা বুঝিতে পারে যে কম্যুনিষ্ট কমরেডটি যাহা বলিতেছে তাহাই করা উচিত। তাই সবাই কাজে ফিরিতে রাজী হয়। কিন্তু শ্রমিকদের বাঁচিবার জন্য আজ দরকার পাকা আশ্রয়-স্থল, মাগ্‌গী ভাতা, অল্পমূল্যে দরকারী জিনিষপত্র ইত্যাদি। স্থানীয় কম্যুনিষ্টরা এ সম্বন্ধে হুসিয়ার, তাহারা এই দাবী লইয়া শ্রমিকদের সঙ্গে করিয়া মিল ম্যানেজারের নিকট যায় এবং জানায় যে শ্রমিকদের এই সব দাবী পূরণ হওয়া একান্ত দরকার—দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ জয়ের জন্য। কিন্তু মালিকরা দেশরক্ষা, যুদ্ধজয় লইয়া মাথা ঘামায় না, তাহাদের মুনাফার থলিয়া ভর্ত্তি হইলেই হইল। তাহাদের মতে "সবই করা হইয়াছে"—নূতন কিছু করার নাই। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে খুবই অসন্তোষ দেখা দেয়, অনেকে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু মালিক ও আমলাতন্ত্রের বহু বাধা বিপত্তির সামনেও কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা চালাইতে থাকে—অবস্থার একটু উন্নতি হয়। কম্যুনিষ্টদের দৃঢ়তার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিলের কাজ আগের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়াছে।

অন্যদিকে পঞ্চমবাহিনীর চেষ্টাও এখানে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহারা শ্রমিকদের ভিতর একটা আতঙ্ক আনিতে চাহিয়াছিল—সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একটা গোলমাল যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহারা তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ট্রেনযাত্রীদের মাঝে

২৬শে ডিসেম্বর নৈহাটী ষ্টেসনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়ে। সেখানে প্রায় ১৫ হাজার যাত্রীর ভীড় হয়—ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধদের কি দুর্গতি! অবস্থা এমন হয় যে পানীয় জল পর্য্যন্ত সেখানে বিক্রী হইতে থাকে। যাত্রীদের কোন রকম সুবিধা সুযোগের ব্যাপারে রেল কর্ত্তৃপক্ষের এবং স্থানীয় আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য সবারই কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে যাহাদের স্থান, অসহায় আর্ত্তনরনারীর পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের সেবা করাই যাহাদের কাজ, তাহারা তো চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরাই এখানেও আগাইয়া আসিল। অনেক চেষ্টার পরে এখানে একটি "রিলিফ কেন্দ্র" খোলা হয়—এক রাত্রিতেই ১৫ জন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। ইহাদের চেষ্টায় প্রথম দিন ৩ হাজার লোক গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অসহায়, রোগগ্রস্ত ১৭টী পরিবারকে রিলিফ কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ষ্টেশন কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতার ফলে সমস্ত দায়িত্ব ভলান্টিয়ারদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

জনগণের প্রিয় কমিউনিষ্ট পার্টি

উপস্থিত জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের কর্ম্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়—ইহারাই তাহাদের আপন লোক ইহা মনে করিয়া যাত্রীরা তাহাদের উপর নির্ভর করিতে থাকে। স্বদেশ প্রেমিক কম্যুনিষ্টরাও প্রত্যেক লোকটির দিকে দৃষ্টি দিয়াছে—প্রত্যেক পরিবারকে সহজ ভাষায় পার্টির কথা জানাইয়াছে। পার্টিকে জনসাধারণের কাছে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এ সম্বন্ধে ২।১টি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। কোন একটি পরিবারের একটি ভদ্রলোক চলিয়া যাওয়ার সময়ে একজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীকে ডাকিয়া বলেন "দেখুন আপনাদের কাজ আমি অনেক সময় হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম। এই কাজের দাম দেওয়ার সামর্থ কারো নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বাধীনতা চায়—এই ভরসা নিয়াই আমি যৎসামান্য (১৲ টাকা) পার্টির তহবিলে দিতে চাই। আমিও স্বাধীনতা চাই বলিয়াই এ অধিকার আমার আছে।" একটি বুড়ী পরদিন সকাল বেলা যাওয়ার সময়ে বলে "দেখ বাবা, আমার ছেলেও স্বদেশী কাজ করে। আমি তাকে গালাগালি দিতাম, কিন্তু এই যদি স্বদেশী কাজ হয়, তো আমি আর তাহাকে নিষেধ করিব না। সে স্বদেশী হউক।"—ইহার পরের দিন ভলান্টিয়ারের সংখ্যা ১০০ হয়। এদের বেশীর ভাগই ছাত্র। সে দিনও পুরাদমে কাজ চলে, ফলে অবস্থা অনেকটা আয়ত্বে আসে। ষ্টেশনে "পিপলস্ ওয়ার" ও "জনযুদ্ধ" বিক্রী করা হয়। সবাই আগ্রহে কাগজ কিনিয়া পড়ে।

বোমা পড়ার পরে "ইলেকট্রিক সাপ্লাইর" শ্রমিকদের মধ্যেও কিছু চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দিনে ২।৩টি করিয়া গ্রুপ মিটিং হইত। অনবরত আলোচনা চালানর জন্য ফল খুব ভাল হয়। ৩১শে ডিসেম্বর কারখানার সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি লইয়া একটি মিটিং হয় এবং একদিন সমস্ত শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা হয়। সমস্ত শ্রমিককে ইউনিয়নের সভ্য করার চেষ্টা হইতেছে।

পাশের গ্রাম গরিফাতে যে কাজ হইতেছে তাহার প্রধান দিক হইতেছে গ্রামরক্ষীদল গঠন করা। স্থানীয় যুবকদের লইয়া ঐরূপ একটি দল গঠন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভলান্টিয়ার ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। নৈহাটীতে এ, আর, পির জন্য ২৫ জন ভলান্টিয়ার ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

জেলায় জেলায় খাদ্য আন্দোলন

কৃষ্ণনগর—কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে জাপানী হাওয়াই হামলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগরে চাল, ডালের দাম আবার বাড়িতে থাকে। ইহাতে স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য একটি খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। সহরের বিভিন্ন পাড়ায় ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ স্কোয়াডের সাহায্যে প্রচার চালাইতে থাকেন। খাদ্য সংকটের উপর প্রাদেশিক কমিটির প্রস্তাবের খসড়াকে ভিত্তি করিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের প্রস্তাব রচিত হয়। ৩রা জানুয়ারী টাউন হল প্রাঙ্গনে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলীম লীগের সম্পাদক আবদুল হালিম ও বিশিষ্ট লীগ সদস্য সিরাজুল হক বলেন যে, সরকারের দিকে না তাকাইয়া হিন্দু-মুসলমানের একতাবদ্ধ শক্তির দ্বারাই খাদ্য সংকটের সমাধান করিতে হইবে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সুধীন মৌলিক বলেন যে, চাল খরিদ ও সহরে সস্তা দরে বেচিবার জন্য এখনি তিনি ৫০,০০০৲ টাকা তুলিতে সক্ষম। জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মৌলিক সরকারকে অবিলম্বে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে দাবী জানান। পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড সুশীল চ্যাটার্জ্জী, নিখিল মৈত্র ও কমরেড ফণী প্রভৃতি তাঁহাদের বক্তৃতায় হীন মুনাফা-লোভী ও উদাসীন সরকারের চক্রান্তকে ব্যর্থ করিবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

ফরিদপুর—গত ২৭শে ডিসেম্বর ভোজেশ্বর বন্দরে খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য যোগেশচন্দ্র কাব্যতীর্থের সভাপতিত্বে কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০০ লোকের একটি সভা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক অনুকূল চ্যাটার্জ্জী, কৃষক নেতা শান্তি সেন প্রভৃতি খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য একতাবদ্ধ হইবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। সভায় কমরেড রোহিণী ভট্টাচার্য্যকে আহ্বায়ক করিয়া একটি জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। মহাজনদের পক্ষ হইতে সভা ভাঙ্গার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বহরমপুর—রাণীনগর, গোকর্ণ, গাঁথলা, মহলন্দী, যাগুয়া, হুমাইপুর প্রভৃতি গ্রামে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ খাদ্য সংকট সমাধানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ঐক্য প্রচার করিতেছেন। ইহাতে বহু মুসলমান কমিউনিষ্টপন্থায় আস্থাবান হইয়া নিজেরাই ঐক্য আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছেন। কৃষকেরা দলে দলে কৃষক সভার সদস্য হইয়া খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতেছেন। একতার জোরে গোকর্ণ গ্রামে কেরোসিন, মহলন্দী ও নবগ্রামে ধান আদায় হইয়াছে।

ফরাসী চন্দননগর—অন্য শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অধীন হওয়ায় ফরাসী চন্দননগরে খাদ্য সংকট আরও গুরুতর রূপে দেখা দিয়াছে। জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা এই সংকট সমাধানের জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বিভিন্ন স্কোয়াডের সাহায্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকেন। ৪ দিনের মধ্যে হাজারটি সই উঠে। ২৭শে ডিসেম্বর কমরেড কালী ঘোষের সভাপতিত্বে খাদ্য সংকট সমাধান ও এ, আর, পি, ব্যবস্থার দাবীতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু মজুর উপস্থিত ছিলেন। কমরেড বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও কমরেড কৃপা চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের বক্তৃতায় বাঁচিবার একমাত্র পথ যে ঐক্যের পথ তাহা সকলকে বুঝাইয়া বলেন। সভায় খাদ্য সংকট, এ, আর, পি, ও ছাত্রদের কাগজ সমস্যা সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানীয় এডমিনিষ্ট্রেটারের সহিত কথা চালাইবার জন্য সভায় একটি ডেপুটেশন গঠিত হয়।

হুগলী—গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে হুগলী জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 'খাদ্য সঙ্কট পক্ষ' পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষে ইউনিয়নে ইউনিয়নে, গ্রামে গ্রামে কৃষক সমাবেশ হইতেছে। খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষের দাম বাঁধিয়া দেওয়া ও ভালভাবে সরবরাহের ব্যবস্থার দাবী করিয়া হাজার হাজার চাষী এস, ডি. ওর নিকট দরখাস্ত পাঠাইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া জনরক্ষা কমিটিগুলিও সক্রিয় হইতেছে।

শ্রীরামপুরের মাহেশ স্নানপিড়ির মাঠে প্রায় পাঁচ শতাধিক মজুরের এক সভা হয়। জাপানী বোমা মজুর ভাইদের দমাইতে পারে নাই। তাঁহারা সভার দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়াছেন, আমরা কাজ চালাইব; জাপানী দস্যুদের উপযুক্ত জবাব দিব। কিন্তু তাহার জন্য উপযুক্ত শেল্টার চাই, মাগগী ভাতা চাই।

শ্রীহট্ট—শ্রীহট্টের দেবপুর মৌজায় ২৪০ ঘর হিন্দু মুসলমান কৃষকের বাস। এখানে জমিদারকে ধান দিয়া খাজনা দিতে হয়। এ বছর ধান দিয়া খাজনা দিতে গেলে কৃষকের উপবাস অনিবার্য্য। একে তো ধানের আমদানী নাই, তাহার উপর জেলা হইতে হু হু করিয়া ধান বাহির হইয়া যাইতেছে। অপদার্থ আমলাতন্ত্র হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। তাই দেবপুরের কৃষকরা পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট সভায় আওয়াজ তুলিয়াছে, 'ধানের খাজনা বন্ধ করো, টাকায় খাজনা আদায় করো।' দেবপুরের বাহাদুর কৃষক ভাইরা পার্টির নেতৃত্বে রসদ কমিটি, এ-আর-পি ব্যবস্থা ও জনরক্ষীবাহিনী গড়ার দিকেও আগাইয়াছে। মেয়েরা আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে জোরদার করিবার জন্যও তাঁহারা ৮০০৲ চাঁদা উঠাইয়াছেন, লেনিন ডে ফাণ্ডে ৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

ঢাকা

গত ২৫শে ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ হাই [স্কু]ল প্রাঙ্গণে ঢাকা জিলা কমিউনিষ্ট পার্টি [স]ম্মেলনের উদ্বোধন হয়। সম্মেলন মণ্ডপের [স]ম্মুখস্থ গেটটি রক্তপতাকা, জাতীয় [প]তাকা এবং কয়েকটি ঐক্য পোষ্টার দিয়া [সা]জানো হয়। এই গেটটীর নামকরণ [হ]য় "সোমেন-প্রদ্যোত" তোরণ।

আয়োজন—সম্মেলনের এক মাস [পূ]র্ব্বে পার্টির কর্ম্মীগণ জিলার সর্ব্বত্র [ছ]ড়াইয়া পড়েন। কমরেড যোশী কলি[কা]তাতে পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডদের [যে] ক্লাস নেন, তাহা ভিত্তি করিয়াই [জি]লা কর্ম্মীদের মধ্যে প্রচার চালানো [হ]য়। সমগ্র জিলাতে একমাসে ১৬২ জন কর্ম্মী লইয়া ১৫টী ক্লাস করা হয়। এই প্রচার ও সংগঠনের ফলে লেনিন দিবস ফণ্ডে ১৬০০৲ টাকা উঠে এবং পার্টি সভ্য সংখ্যা ৭৬ জন বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া ঢাকাতে একটি জিলা জনরক্ষা সংগঠনী সমিতি ও মুন্সীগঞ্জেও একটি মহকুমা জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। মুসলিম লীগ, মহাজন সমিতি প্রভৃতি সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের লোকই এই সমিতিতে যোগদান করেন।

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যারাত্র হইতে জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ আসিতে থাকেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০ জন প্রতিনিধি ও ১৭০ জন দর্শক উপস্থিত হন।

অধিবেশন—২৫শে ভোর ৮॥০তে কমরেড গোপাল বসাক রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। ৩৬ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা ও ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক সামরিক কায়দাতে পতাকা অভিবাদন করেন।

প্রতিনিধি ও দর্শকদের বৈঠক আরম্ভ হয় বেলা ১০টাতে। স্কুলের একটি হলঘরে সভার কাজ সুরু হয়। সমস্ত কক্ষটি বহু পোষ্টার ও ছবিতে সুসজ্জিত করা হয়। সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্য কমরেড রণেন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাহিলে পর কমরেড সোমেন ও প্রদ্যোতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ষ্টালিন, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনগণ, গ্রেটবৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি, আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কারাগারের আবদ্ধ কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মেলন উপলক্ষে যেসব অভিনন্দন পাওয়া গিয়াছে কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত তাহা পাঠ করেন।

বেলা ২টায় পুনরায় সভার কাজ সুরু করা হয়। কমরেড সভাপতি সহজ ভাষায় পার্টির রাজনৈতিক রির্পোট দেন। তিনি বলেন সম্মেলনের প্রধান দায়িত্ব পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের স্তরে স্তরে সংগ্রাম চালাইয়া কি ভাবে আন্তর্জাতিক পার্টির একটি বিশিষ্ট অংশে পরিণত হইয়াছে তাহা তিনি উল্লেখ করেন।

রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড গোপাল বসাক ও সমর্থন করেন করেন কমরেড অনিল মুখার্জি। ২৬শে ভোর ৯টায় সম্মেলনের কাজ সুরু হয়। ৭ জন লইয়া নূতন জিলা কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়। অতঃপর কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রির্পোট পাঠ করেন। প্রত্যেক অঞ্চলের দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া কর্ম্মসূচী স্থির করা হয়। জানুয়ারী মাসের মধ্যে পার্টিফণ্ডে ৩৫০০৲ টাকা তোলা, ১২৫ জন নূতন পার্টি সভ্য করা, ৩০০ জন পার্টি ভলান্টিয়ার করা, জনযুদ্ধের গ্রাহক সংখ্যা ১০০০ করা, এক মাসের মধ্যে সকল সভ্যদিগকে এ, আর, পি শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

জনসমাবেশ—২৭শে ভোর সাড়ে সাতটা হইতে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ বিভিন্ন স্কোয়াডে বিভক্ত হইয়া সহরের নানা অঞ্চলে ও আশে পাশের গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে সর্ব্বত্র তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বেলা ২টা হইতে দলে দলে সাধারণ লোক সমাবেশে যোগ দিতে থাকে। প্রায় ২০০০ শ্রমিক সহ ৪০০০ লোক এই সমাবেশে উপস্থিত হয়। প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অংশে কর্ম্মিগণ বিভিন্ন পোষ্টার বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং পার্টি প্রকাশিত পুস্তক প্রভৃতি বিক্রয় হইতে থাকে। তারপর এক সাধারণ সভা হয়। কমরেড রণেন সেন সভাপতি হন। বিভিন্ন কমরেড সভায় বক্তৃতা দেন। তারপর বিভিন্ন শ্লোগানের পর সভার কাজ শেষ হয়।

হুগলী

গত ৩রা জানুয়ারী হুগলী জিলা পার্টি সম্মেলনের অধিবেশন চুঁচুড়াতে হইয়া গিয়াছে। পার্টিসদস্য এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, পার্টির মহিলাকর্ম্মী ও পার্টির সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের লইয়াই এই সম্মেলন হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে পার্টি অফিস নানাবিধ সময়োপযোগী পোষ্টার ও দেশ-বিদেশের পার্টিনেতাদের ছবি দ্বারা সাজানো হইয়াছিল। কমরেড হামিদুল হক রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। সামরিক কায়দায় পতাকা অভিবাদন করা হইলে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত দ্বারা সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড আবদুল মোমিন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমেই কমরেড মোমিন রাজনীতিক রিপোর্ট হিসাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্রমবৃদ্ধি ও বর্ত্তমান জাতীয় সংকটে পার্টির গুরু-দায়ীত্বের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। এই দায়ীত্ব পালন করিবার মত যোগ্যতা পার্টি কিরূপ অর্জ্জন করিয়াছে, তিনি তাহার হিসাব নিকাশ দেন। বাংলার পার্টি সংগঠনে কোনখানে শক্তি ও কোন দিক দিয়া পিছাইয়া আছে এবং হুগলী জিলার পার্টি শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছে তাহাও কমরেড সভাপতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান।

তারপর প্রাদেশিক কমিটির মহিলা ফ্রাকশনের কমরেড কল্যাণী মুখার্জ্জি মহিলা ফ্রন্টের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায় মুল রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বর্ত্তমান সংকট ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝাইয়া বলেন। কমরেড সুশীতল রায় চৌধুরী এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জেলায় ইহাকে কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা আলোচনা করেন। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তী, কমরেড অধীর বিশ্বাস ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট কমরেডদের স্বাধীনতা ও মুক্তির দাবী করিয়া কমরেড বিজয় মোদক দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমরেড প্রমথ দত্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কমরেড কমল চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে খাদ্য সমস্যা ও এ-আর-পি প্রভৃতি কাজের ভিত্তিতে জনগণকে সংহত করার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কমরেড অজিত বসু ও প্রতিভা গাঙ্গুলী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনটী প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

ইহার পর জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড কালী ঘোষ জিলা কমিটির রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি হুগলী জিলার পার্টি সংগঠনের ইতিহাস বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। জিলা সংগঠনের ক্রটীবিচ্যুতির দিক গুলিও রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। রিপোর্টের শেষে নিম্নলিখিত কর্ম্ম-তালিকা পালনের বলশেভিক সংকল্প গ্রহণ করা হয়—(১) দেড়শত পার্টিসভ্য বাড়াইব, (২) পাঁচ হাজার কৃষক সমিতির সভ্য করিব, (৩) এক হাজার ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য করিব, (৪) তিন শত নূতন ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য অবিলম্বে করিব, (৫) 'পিপলস্ ওয়ার' বিক্রয় সংখ্যা ১৫০ ও 'জনযুদ্ধের' ৭০০ করিব, (৯) জিলা কমিটির মাসিক আয় ২ শত টাকা করিব, (৭) পার্টি লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিব। তুমুল হর্ষধ্বনির সহিত কার্য্যতালিকা গৃহীত হয়। ইহার পর নূতন জিলা কমিটি ও প্রাদেশিত সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া দারুণ উৎসাহের মধ্যে সম্মেলনের শেষ হয়।

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমান জিলায় কমিউনিষ্টপার্টি সম্মেলন উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর বৈকালে ৫টার সময় হাট গোবিন্দপুর গ্রামে এক জন সমাবেশ হয়। পার্টি হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাওয়ার পর কমিউনিষ্ট পার্টির ইহাই প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন ও জন-সমাবেশ। বহু গ্রামের প্রতিনিধিও স্থানীয় ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হন। বীর শহিদ কমরেড সুকুমার ব্যানার্জীর নামানুসারে সম্মেলনের স্থানটীর নামকরণ হয় 'সুকুমার ময়দান'। কমরেড হারিস ও নীরদ দাসের নামেও ২টী তোরণ করা হয়। ময়দানের সম্মুখভাগে কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উড়িতে থাকে। প্যাণ্ডালের অদূরে একটি পোষ্টার প্রদর্শনী খোলা হয়। ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীগণ ফাসিবিরোধী সঙ্গীত গাহিয়া জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে। বৈকাল ৪টার সময় ইউনিফরম পরিহিত ভলান্টিয়ার বাহিনী ও সমবেত জনতা হাট গোবিন্দপুর কৃষক সমিতির অফিস হইতে মার্চ্চ করিয়া নির্ব্বাচিত সভাপতি কমরেড আবদুল মোমিনকে সভামণ্ডপে লইয়া যায়। ৫টার সময় বাঁকুড়ার কমরেড প্রমথ ঘোষ রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। ভলান্টিয়ারগণ সামরিক কায়দায় পতাকা অভিবাদন করে। কমরেড আবদুল হায়াৎ খান সভা উদ্বোধন করেন। কমরেড বিনয় চৌধুরী অভিনন্দন বাণীগুলি পাঠ করেন। প্রথমেই কমরেড গদাধর কোঙার, সুকুমার বানার্জী, নীরদ দাস ও মহম্মদ হারিসের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর কমরেড সভাপতি জাতীয় সংকট ও তার সমাধান, আন্তর্জাতিক অবস্থা, খাদ্যসংকট প্রভৃতি সম্পর্কে সহজ ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। উপরোক্ত মর্ম্মে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহার পর পার্টি সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয় রাত্রি ১০টার সময়। ৩৪ জন পার্টি সভ্য, ২৮ জন একটিভিষ্ট ও পার্টি সমর্থক ও ২ জন মহিলা কমরেড সম্মেলনে যোগ দেন। জিলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারী কমরেড বিনয় চৌধুরী জিলার রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন। সেক্রেটারীর রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া জিলার দোষ গুণ সমালোচনা করিয়া আলোচনা চালান হয় এবং পরে রিপোর্টটী গ্রহণ করা হয়। পরদিন কমরেড সভাপতি পার্টির ধারাবাহিক ইতিহাস, কার্য্যক্রম ও ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। জাতীয় সংকটের সমাধান, খাদ্য সংকট ও আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে ৩টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যত কার্য্য সূচী গৃহীত হয়। যে ডের ভিতরে কৃষক সমিতির সভ্য ১০ হাজার, ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য আরো ১ হাজার, ভলান্টিয়ারের সংখ্যা এক হাজার এবং পার্টির সভ্য ৪৭ হইতে ১০০ করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

জমশেদপুর

গত ৩০শে ডিসেম্বর কমরেড ধরনী গোস্বামীর সভাপতিত্বে জমসেদপুর জিলা পাটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩৫ জন পাটিসভ্য ও সমর্থক এই সম্মেলনে যোগ দেন। সভার কাজ আরম্ভ হইলে কমরেড সভাপতি রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। রিপোর্টে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, বর্ত্তমান সঙ্কট ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সহজ ভাষায় পার্টির নীতি আলোচনা করেন। ইহার পর জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অরবিন্দ দত্ত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট দাখিল করেন। চরম সংকট মুহূর্ত্তেও কি ভাবে দৃঢ়তার সহিত পার্টি কমরেডরা কাজ করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার আলোচনা করেন। কমরেড হাজরা সিং মেমোরিয়াল লাইব্রেরী গঠন করা, কমরেড হারিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি ও কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীর স্বাধীনতা দাবী ও জমসেদপুর হইতে বহিস্কৃত কমরেডদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া এবং অন্যান্য আরও কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত গাহিয়া তুমুল উদ্দীপনার ভিতর সম্মেলনের কাজ শেষ করা হয়।

কলিকাতার ছাত্রা আগাইয়াছে

কলিকাতায় বোমা পড়ার পর ছাত্রদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ছাত্ররা এতদিন পুস্তিকা, পোষ্টার, গানে বক্তৃতায় ফাসিষ্ট বিরোধী প্রচার করিয়াছে, ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিবার জন্য যেমন ছাত্রসাধারণ তেমনি জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ জাপানী ডাকাতরা যখন কলিকাতার বুকে বোমা ফেলিল, ছাত্ররা তখন ছাত্র-আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কথা স্মরণ করিয়াই আগাইয়া আসিল।

.এ-আর-পির কাজে

সরকারের উপর ভরসা না করিয়া দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য নিজেদেরই আগাইতে হইবে। ছাত্ররা তাই এ-আর-পির কাজে নামিল। কলিকাতার তিনটি এলাকায় তিনটি ক্লাস খোলা হইল। ৭৩ জন ক্লাসে শিক্ষা নিলেন। এখনও ৪০ জন প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষা নিতেছেন। ৩৯ জন ছাত্র এ-আর-পিতে ভলাণ্টিয়ার হিসাবে যোগ দিয়াছেন। আরো অনেকে দরখাস্ত দিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তারা নানা ছলছুতায় এখনও তাহাদের গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ছাত্ররা দমে নাই। দেশবাসীকে বাঁচাইবার অধিকার তাহাদের নিকট হইতে কেহ কাড়িয়া নিতে পারিবে না।

নিজেরা শিক্ষা নিয়াই ছাত্ররা বসিয়া নাই। ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ১৮টি ছাত্র-স্কোয়াডে ৯৬ জন ছাত্র সকালে ও সন্ধ্যায় কলিকাতার ১৮টি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারে বাহির হইয়াছেন। বোমার হাত হইতে রক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে বোঝান, সেণ্টার, ষ্টিরাপ পাম্প, আগুন-নেভান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচার, পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের কথা বলা—ইহাই হইল স্কোয়াডের কাজ। দুই সপ্তাহের ভিতর ৪১৬টি বাড়ীতে ও ২১টি বস্তিতে প্রচার করা হইয়াছে। ১২৩ জন নূতন কর্ম্মী এই প্রচারের ভিতর দিয়া কাজে আগাইয়া আসিয়াছে।

একটি বস্তিতে ৫০০ জন লোকের বাস ছিল। আজ সেখানে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২০০। আশ্রয়স্থল নাই। আজও যাহারা আছে, তাহারা শুধু মনের জোরের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। ছাত্ররা বস্তি-বাসিন্দাদের নিয়া নিকটস্থ পাকা বাড়ীর মালিকের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। মালিক প্রথমে অস্বীকার করিলেও পরে রাজী হইলেন সাইরেনের সময় বস্তি-বাসিন্দাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে তাঁহার বাড়ীর নিচের তলা ব্যবহার করিতে দিবেন। এমনি ভাবে কলিকাতায় ৫টি বস্তি অঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার গরীবের উপযোগী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আত্মরক্ষা সমিতি

এ পর্য্যন্ত ৭টি পাড়ায় নূতন আত্মরক্ষা সমিতি গড়া হইয়াছে। ৫টি অর্দ্ধমৃত পুরাতন সমিতিকে আবার কার্য্যকরী করা হইয়াছে। প্রচার বৈঠক করা হইয়াছে ১৯টি। প্রত্যেকটিতে লোক যোগ দিয়াছে ২৬ হইতে ৬০ জন।

হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের আত্মরক্ষা সমিতি গঠনে স্থানীয় জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন। একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার বৈঠকখানা ঘর অফিসের জন্য দিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক যৌথ ষ্টোরের জন্য দিয়াছেন একখানি ঘর। একজন ব্যবসায়ী টাকা ও প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কয়েকজন ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার ভার নিয়াছেন।

হ্যারিসন রোডের আত্মরক্ষা সমিতি ঐ অঞ্চলে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। কয়লা পাওয়াই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। গত ৩১শে ডিসেম্বর কর্ম্মীরা বাসায় বাসায় যাইয়া দেখিয়া আসিলেন কাহার কত কয়লা দরকার। ১লা জানুয়ারী ৪০ জন ভলাণ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ডিপো হইতে কয়লা আনাইয়া নিজেরাই বাড়ীতে বাড়ীতে সরবরাহ করিলেন।

কলিকাতার ছাত্ররা আজ জাতীয় বিপদের দিনে এমনি করিয়াই আগাইয়া আসিয়াছে।

শ্রমিকদের উপর মালিকের জুলুম

টালা

টালা এবং পলতার জলকলের মজুররা জাপানী বোমাকে তুচ্ছ করিয়া দৃঢ় ভাবে সাইরেনের সময় তাহাদের ইঞ্জিন ও বয়লার ঘরে থাকিয়া সহরবাসীকে জল যোগাইয়াছে। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া যাহারা দায়িত্ব পালন করিয়া চলিতেছে—তাহাদের দাবী সম্পর্কে কর্পোরেশন ও সরকার কিছুই করিতেছে না। সহরবাসী আজ আগাইয়া আসুন—কর্পোরেশন ও সরকারের উপর চাপ দিন ইহাদের দাবী মিটাইয়া দিতে।

কাঁচড়াপাড়ায় জুলুম

কলিকাতায় বোমা পড়িবার পর গত ২৮শে ডিসেম্বর কাঁচড়াপাড়ার ৩ হাজার মজুর ডেপুটি চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সামনে আসিয়া দাবী করে, ঢাকনাওয়ালা কংক্রীট শেণ্টার, নিয়ন্ত্রিত দরে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ও মাগগী ভাতা চাই। বড় সাহেব দাবী না শুনিয়া তাহাদের চলিয়া যাইবার হুকুম দেয়।

ইতিমধ্যে গোলমালের ভিতর এ[...] মজুরকে মালিকের দালাল ছোরা মা[...] মজুররা শান্তভাবে কাজে যাওয়া ম[...] ফিটার অজিত নন্দীকে বরখাস্ত করা[...] তিনি বি, এণ্ড এ, রেল মজুর ইউনি[...] একজন কর্ম্মকর্ত্তা। তাঁহার মত ফা[...] বিরোধী দেশপ্রেমিককে বরখাস্ত ক[...] কাঁচড়াপাড়ার মত দেশরক্ষার প্রয়ো[...] কারখানায় মজুরদের পালাইবার [...] আতঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব[...] বাধা সৃষ্টি করাই হইল।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিংএর শ্রমি[...]

এখানে ২ মাস পূর্ব্বে ষ্ট্রাইকের [...] দাবী সম্বন্ধে এডজুডিকেশনের ব্যবস্থা [...] বিচারক কোম্পানীকে নিম্নলিখিত দা[...] গুলি মঞ্জুর করিতে আদেশ দেন:

(১) ১৯৪২ সালের নভেম্বর হই[...] ৭॥০ টাকা করিয়া মাগগী ভাতা; [...] মাসিক বেতনের নিম্নতম হার ১৫৲ অ[...] ॥/০ আনা—যেটা বেশী হয়; (৩) ব[...] বেতন সহ ৭ দিন ক্যাজুয়াল ছুটি ও [...] দিন মেডিকেল ছুটি; (৪) শ্রমিক[...] প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার [...] কোম্পানীকে দোকান খুলিয়া কেনা দা[...] জিনিষ দিতে হইবে এবং এ সম্ব[...] শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত পরা[...] করিতে হইবে; (৫) আয় অনুপা[...] প্রত্যেক শ্রমিককে এক মাসের প্র[...] বোনাস দিতে হইবে; (৬) এ, আর, [...] শিক্ষার ব্যবস্থা।

শ্রমিকদের প্রধান দাবী ছিল বরখ[...] ইউনিয়ন কর্ম্মীদের কাজে ফিরাইয়া লও[...] কিন্তু কোম্পানী জানুয়ারী মাস হই[...] মাগগী ভাতা দিতেছে, অন্য কোন দাবী[...] দেয় নাই। সরকারী বিচারকের সুপারি[...] এখনই কার্য্যকরী করিতে হইবে—ইহা[...] তাহাদের দাবী।

কাইয়ুর কমরেডদের
একতা ও দেশরক্ষার ডাক

কাইয়ুর কমরেডদের কথা

ইঁহারা দক্ষিণ কানাড়ার কাসাড়গড়ের কমিউনিষ্ট কৃষক নেতা। ইঁহাদের সকলেরই জন্ম কৃষকের ঘরে; জমিদার ও সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৩৮—৪১ সালে ঐ জেলায় যে কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠে, ইঁহারাই তাহার নেতা ও সংগঠক। ১৯৪১ এর ২৮শে মার্চ্চ যখন ইঁহাদের নেতৃত্বে এইরূপ একটি প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়, তখন একজন পুলিশ কনষ্টেবল্ মিছিলকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয় ও পরে মারা যায়।

সেসন্স জজ রায়প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তির আঘাতে লোকটির মৃত্যু হয়, সে হয়ত কাঠগড়াতেই উপস্থিত নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইঁহাদের চারজনকে হত্যার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করেন ও ও বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়।

আমাদের এই কমরেডরা প্রকৃত দেশভক্তের মত সাহসের সহিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। ফাঁসিমঞ্চের নিকট হইতেও তাঁহারা এই আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী পাঠাইয়াছেন। আমাদের মহান্ দেশের ৪০ কোটি মানুষের কাছে এই দৃপ্ত ডাক ঐক্যের জন্য;—যে-ফ্যাসিষ্ট দানবেরা আমাদের মাতৃভূমির অসম্মানের জন্য উদ্যত, তাহাদের ধ্বংসের জন্য এই আহ্বান। জাতীয় স্বাধীনতার বেদীমূলে সব কিছু উৎসর্গের জন্য এই আবেদন আসিয়াছে।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণে গর্ব্বিত

অনুকম্পা চাহিয়া বড়লাটের কাছে আমরা যে আবেদন জানাইয়াছিলাম, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; এখন আমরা ফাঁসিমঞ্চের নিকটতর হইয়াছি। এ খবর হয়ত আপনারা এর মধ্যেই পাইয়া থাকিবেন। অন্যের কাছে এই প্রত্যাখ্যান অবাঞ্ছিত হইলেও, আমরা ইহাতে বরং আনন্দিতই হইয়াছি। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করাই শুধু এখন বাকি আছে। আপীল সম্বন্ধে আমরা এতটুকু চিন্তিত নই। এর ফলাফলেও আমাদের আসক্তি নাই। আমাদের জীবন আমাদের নিজের নয়; কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের স্থান দুনিয়ার জনগণের মধ্যে। দেশের জন্য আত্মনিবেদনে আমরা গর্ব্ব বোধ করি। আমরা পলাতক কাপুরুষ নই; প্রকৃত দেশভক্ত ও শহীদের মত বীর হৃদয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে আমরা সম্পূর্ণ তৈয়ার। আমরা যদি আজ ফাঁসিকাষ্ঠ আলিঙ্গন করি, আমাদের আত্মোৎসর্গ ভবিষ্যতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমাদের কাছে ইহা আশীর্ব্বাদ; জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণের এই শুভক্ষণে আমরা গর্ব্বিত। বন্দীজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমরা সানন্দে পবিত্র মাতৃভূমির বন্দনাগানে পূর্ণ করিতেছি। ভগৎ সিং-এর মত দেশপ্রেমিকদের বীরত্ব পূর্ণ আত্মবলি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়া জারতন্ত্রকে নির্মূল করার আগে দুনিয়ার সর্ব্বহারার নেতা কমরেড লেনিনকে কত দুঃখই না স্বীকার করিতে ও পার হইতে হইয়াছিল—আমরা তাহা স্মরণ করি।

কমরেড কুমার মঙ্গলের পত্রে জানিতে পারিলাম, প্রিভি কাউন্সিলে আপীল লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সমস্ত জনসাধারণ ও বিশেষভাবে, আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি যথাসম্ভব সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে আমাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। কেরালার কমরেডদের কাছেও আমরা ঐরূপ সংবাদ পাই; তাহারা প্রায়ই আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে।

জনগণের জয় নিশ্চিত

জেলের বাহিরে আমাদের কমরেডরা সম্মিলিত জাতিবর্গের জনগণের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিতে এবং দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আক্রমণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের হাত হইতে ভবি[...] পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য ভারতে[...] জনগণকে প্রাণপণে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছেন[...] ইহাতে আমরা কী যে আনন্দিত হইয়াছি[...] আমাদের দুঃখ এই যে, জাপানী দানবে[...] বিরুদ্ধে ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার যু[...] আমাদের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করি[...] অক্ষম।

আমাদের কমরেডরা নিজেদের কঠো[...] ও আন্তরিক পরিশ্রমের দ্বারা জনগণে[...] সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন এবং জাতি[...] লক্ষ্যে একজোট হইয়া ও সর্ব্বস্ব প[...] করিয়া আগাইয়া আসিতে তাহাদে[...] সাহস ও উৎসাহ দিন—তাহাদের কা[...] ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা[...] আমরা মোটেই বিচলিত কিম্বা নিরুৎসা[...] হই নাই। দেশের মহান্ স্বার্থে বীরে[...] মত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যাইয়া দেশ[...] মাতৃকার অসংখ্য শহীদের জীবন হইতে[...] আমরা শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতেছি[...] আমরা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, দুনিয়া[...] জনগণ শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিবেই এ[...] ভবিষ্যৎ পৃথিবী উজ্জ্বল ও গৌরবময় হইবে[...] সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠি[...] করুন; জাতীয় মুক্তির উহাই একমাত্র পথ[...]

কমিউনিষ্ট পার্টি দীর্ঘজীবি হউক

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

স্বাঃ মদথিল আপ্পু, চিরুকণ্ডন, আবু বকর, কুনহাম্বু নেয়ার

আলোচনা

আজও গড়িমসি

"সম্মিলিত জাতিসমূহ য়ুরোপে কবে, কোথায় আঘাত হানিবে এ বিষয়ে আমি আগে ভাগে কিছু বলিতে চাই না কিন্তু যে আঘাত আমরা করিব তাহার মাত্রা প্রচণ্ড রকমেরই হইবে।......স্থলপথে যেদিন যেখানেই আমরা আক্রমণ সুরু করি না কেন এ কথা আমি বলিতে পারি যে আমরা, বৃটিশ ও রুশেরা প্রবল ও নির্ম্মমভাবে তাহাদের উপর বোমা চালাইব।"—রুজভেল্টের ৭ই জানুয়ারী তারিখের বক্তৃতার মূল সুর এই—অর্থাৎ 'দ্বিতীয় ফ্রণ্ট' প্রসঙ্গ কোনক্রমে এড়াইয়া আবার বোমার সাহায্যে কেল্লাফতে করিবার পুরাণো ধুয়া চালাইবার চেষ্টা। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে খোঁচাখুঁচি করা অপেক্ষা চীনের বিস্তৃত রণাঙ্গনই যে জাপানকে ঘায়েল করিবার প্রকৃষ্ট স্থান এ কথা আজ সকলেই বুঝে। সেই চীনা প্রতিরোধ কোনমতে টিকাইয়া রাখিবার মত সামগ্রীই এতাবৎকাল চীন আমেরিকার কাছে পাইয়াছে। তবু ১৯৪৩ সালেও রুজভেল্ট বড় গলা করিয়া বলিতেছেন "পূর্ব্বে বর্ম্মা সড়কে চীনে যে যুদ্ধ সামগ্রী পাঠানো হইত—এখনও আমরা বিমানযোগে তাহার পরিমাণ বজায় রাখিয়াছি।" বক্তৃতায় শোনা গেল "১৯৪২ সালে আমরা ৪৮,০০০ বিমান অর্থাৎ জার্ম্মাণী, জাপান ও ইতালীর মিলিত উৎপন্ন সামরিক বিমান অপেক্ষাও অধিক বিমান বানাইয়াছি।" সেই বিমান কি শুধু আমেরিকার আকাশ ছাইয়াই উড়িতেছে? ষ্টালিনগ্রাদ বা চীনের প্রতিরোধে ইহার কত অংশ ব্যবহার হইয়াছে?

ওদিকে উত্তর আফ্রিকায় দিব্য গড়িমসি চলিতেছে। "নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রামের" সংবাদদাতা ওরান হইতে লিখিতেছেন "আমেরিকানরা যদি মনে করে যে উত্তর আফ্রিকা অভিযান একটা ছেলেখেলা মাত্র, শীঘ্রই উহার শেষ হইবে—আমাদের ক্ষতি যৎসামান্য, অথবা ফরাসী মাত্রই আমাদের প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে কিম্বা সমস্ত জার্ম্মাণ প্রভাব ঝাঁটাইয়া তাড়ানো হইয়াছে—তবে তাহারা মারাত্মক ভুল করিবে।" উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকার নীতিকে তিনি গৃহশত্রুকে বাপুবাছা করিবার সামিল মনে করেন। তিনি বলেন, "জার্ম্মাণরা যে সব ছোটোখাটো কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিল তাহারা আজও বাহাল আছে, এমন কি ফ্যাশিষ্ট সংগঠনগুলি যে আজও বাঁচিয়া আছে ইহা ফরাসী দেশপ্রেমিকের নিকট পরম বিস্ময়ের কারণ।" আসল ব্যাপার যদি এই হয় তবে দ্য-গল-জিরোকে মিলাইলেই কি ফরাসী ঐক্য গড়িয়া উঠিবে? উত্তর আফ্রিকা অভিযানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাশিষ্টবিরোধী বন্দীদের ছাড়া হইবে এ আশ্বাস স্বয়ং রুজভেল্টের মুখে শোনা গিয়াছিল। 'দ্বিতীয় ফ্রণ্টের" মত উহাও মূলনীতি স্বীকারের ছলে আশু কর্ত্তব্য এড়ানোর কৌশলমাত্র।

জনগণ গড়িমসি ভাঙ্গিবে

সোভিয়েট অগ্রগতি সমানে চলিয়াছে। মজদক্ সেল্লিন্স্কায়া, জিনভ্লিকি আবার লালপল্টনের হাতে আসিয়াছে, ডনের বাঁকে প্রায় ২০,০৫০ বর্গ মাইল এলাকা হইতে শেষ জার্ম্মাণ সৈন্য বিতাড়িত হইয়াছে—ষ্টালিনগ্রাড ও রেজেভের জার্ম্মাণবাহিনী আরও এক ধাপ সর্বনাশের মুখে আগাইয়াছে—লালপল্টন পৌছিয়াছে রষ্টোভের ৬০ মাইলের মধ্যে। গ্রীষ্মকালীন আক্রমণে জার্ম্মাণী যে ভূখণ্ড কবলিত করিয়াছিল আজ দুই মাসও হয় নাই সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণে তাহার অর্দ্ধেক হস্তচ্যুত হইয়াছে। আগুন অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রকাশ বুলগেরিয়ায় শতকরা ৮৫ জনের মধ্যে সোভিয়েট অনুকূল মনোভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। ২৫ হাজার কম্যুনিষ্টকে আটক করিয়াও এই গণ-জাগরণ ঠেকানো যাইতেছে না। রুমানিয়ায় আয়রণগার্ডদলের মধ্যেও জার্ম্মাণ বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়াছে। যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসে গেরিলাবাহিনীর শক্তি ক্রমেই বাড়িতেছে—ফ্রান্সেও নাৎসীদের বিরুদ্ধে 'ধ্বংসকার্য্য জোর চলিতেছে। সমস্ত য়ুরোপ যখন এইভাবে বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছে তখন অপেক্ষা শুধু 'দ্বিতীয় ফ্রণ্টের' স্ফুলিঙ্গের। প্রতিক্রিয়াশীল মহলে নানা অজুহাতে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কথা এড়ানোর চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু দিকে দিকে গণজাগরণ এই অপচেষ্টার অবসান ঘটাইবে।

খাদ্যের বেলায় কথার মারপ্যাঁচ

সমস্ত দেশের সামনে আজ খাদ্যসমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বল হইতে হাট লুট ও সরকারী গুলিচালানোর খবরও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্যা সমাধানে বিলম্ব শুধু পঞ্চমবাহিনীর কাজই হাঁসিল করিতেছে। অথচ সরকার হয় এখনও নানা কথার প্যাঁচ কষিয়া আসল কথা এড়াইতেছেন নয় ত ঢিমাতেতালায় "লালফিতের" আদব কায়দা পুরাদস্তুর বাঁচাইতেই ব্যস্ত। দেশের লোক যখন চালের অভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সম্বন্ধে কি বন্দোবস্ত করা যায় তাহারই নক্সা করিতেছেন। 'অর্থাৎ জমিদার খেদাইব' এই শূন্য আওয়াজে যদি দুঃস্থ চাষীকে কতকটা নিজের দিকে ফিরানো যায় তিনি তাহারই ফন্দী আঁটিতেছেন।

ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিব নলিনী সরকারের এতদিনে হুঁশ হইয়াছে যে লোকের পেটে ভাত নাই। কলিকাতায় ৬ই তারিখের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "দেশে খাদ্যসমস্যা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে এবং পদেপদে অসুবিধা অনটন অবস্থার গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রার জন্য লাইনবাঁধা সহরের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।" কি সাঙ্ঘাতিক আবিষ্কার! আবিষ্কার এইখানেই থামে নাই। তিনি বলিতেছেন, "গরীব লোক, বিশেষতঃ কারখানা শ্রমিকদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা মালিকরাই করিয়াছে।" ব্যাস! তবেত ল্যাঠা চুকিয়াই গেল! গরীবদের ব্যবস্থা তো হইয়াই গিয়াছে এখন গোটা-কয়েক নিরামিষ হোটেল খুলিলেই মধ্যবিত্তর দুঃখও ঘুচিবে। ইহারই নাম প্রতিভা! সমস্যা সমাধানের সত্যকার চেষ্টার কথা জানিলেই কিন্তু সরকারের মুখে সেই চিরন্তন সরকারী জবাবই মিলে। ভারত হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী রদ করিবার জন্য চারিদিক দিয়া তাঁহার নিকট আবেদন জানানো হয়। মার্চ্চের পরে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের সন্তুষ্ট করিয়াছেন—অর্থাৎ দেশের লোক এত সহিল আর মাস তিনেক অনাহারে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে না!

কাগজের অভাবে পুস্তক বা সংবাদপত্র ছাপানো, কলেজ স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ হইবার সামিল। বাণিজ্য সচিব বলিতেছেন "মাভৈ"—এ বিষয়ে তিনি নাকি বিবেচনা করিতেছেন। খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও বাংলা পরিষদের য়ুরোপীয় সভ্যদের আর্জির উত্তরেও ঐ ভবিষ্যত বিবেচনার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব সমস্যা হঠাৎ একদিন দেখা দেয় নাই—দিনে দিনে বাড়িয়াছে। বিবেচনাটা প্রথম অবস্থায় করিলেতো আজ বিবেচনা অপেক্ষা মূল্যবান কিছু হয়ত মিলিত।

ভাণ্ডারীর অভাবেও বাজারে লেনদেন বন্ধ হইবার যোগাড়—খুচরার অভাবে ট্রামে বাসে মারামারি বকাবকি লাগিয়াই আছে। অথচ ১০ই জানুয়ারীর 'অমৃতবাজারে' প্রকাশ, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বলিতেছে সরকারী ট্যাঁকশাল নাকি অষ্ট্রেলিয়ার জন্য মুদ্রা বানাইতে ব্যস্ত! খুচরার অর্ডার মিটাইতে হইলে শুধু যাহারা খুচরা ধরিয়া রাখে তাহাদের শাস্তি দিলেই চলিবে না—সরকারের সমস্ত মুদ্রা বানাইবার ক্ষমতা এই দিকে নিয়োগ করিতে হইবে।

সংবাদপত্র দলনে তড়িঘড়ি

জনস্বার্থের এই সব বব ব্যাপারে সরকারের যত টালবাহানা, যত গড়িমসি। কিন্তু সংবাদ পত্রের উপর দমননীতির প্রয়োগে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। সেন্সারের ব্যাপারের প্রতিবাদ হিসাবে ভারতের সমস্ত প্রদেশের সমস্ত ভাষার শতাধিক দৈনিক ৬ই জানুয়ারী প্রকাশ বন্ধ রাখে। সরকারী খেতাব প্রকাশ করিতেও তাহারা রাজী হয় না। ইহার প্রতিশোধে মাদ্রাজ সরকার সমস্ত পত্রিকার সরকারী ইস্তাহার, সংবাদ প্রভৃতি ছাপিবার অধিকার কাড়িয়া নিয়াছে। ছাপাখানার অধিকার একেইতো আজ নাই বলিলেই চলে। তাহার উপর আবার মড়ার উপর খাড়ার ঘা। সমস্ত দেশ ইহার প্রতিবাদ করিবে।

দেশরক্ষার সর্ব্বব্যাপী সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটোখাটো হাজারে সমস্যা দিনদিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের সমাধান করিতে পারে একমাত্র জনগণের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যকার জাতীয় সরকার। জাতীয় ঐক্য এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম ও অপরিহার্য্য সোপান এ কথাও আজ দেশপ্রেমিক মাত্রই আপন অভিজ্ঞতার চাপেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাই ইহার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করাই আজ সত্যকার দেশপ্রেমের পরিচয়। আজাদ মুসলীম বোর্ডের সভাপতি মিঃ আল্লাবক্সের ২রা জানুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে অবিলম্বে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। অখণ্ড ভারতের আধুনিকতম পাণ্ডা লিনলিথগোর ফাঁদে হিন্দুমহাসভার পাণ্ডারা পা বাড়াইয়াছেন দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন "এই সংকট মুহূর্ত্তে আমি মিঃ জিন্নাকে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কংগ্রেসের সহিত আপোষ মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা যাহারা আজাদ মুসলীম দলভুক্ত তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসলীগ আপোষের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রত্যেকটা চেষ্টা সমর্থন করি।" ইহাই সত্যকার দেশপ্রেমিকের কথা। খাকসার নেতা আল্লামা মাসরিকীও কংগ্রেস লীগ দুই দলকেই সাহায্য করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শুধু নেতাদের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আজ প্রয়োজন ছোটোবড়ো সকল সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণকে ডাকিয়া আনিয়া সত্যকার কার্য্যকরী ঐক্য গঠন—সরকারী অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে আপন ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে জনসাধারণকে বিশ্বাসী করিয়া তোলা। খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতায় কংগ্রেস লীগ, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন কিষাণসভার, সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সেই পথের ইঙ্গিত।

(২ পাতার শেষাংশ)

বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁস কাটিল। ধ্বংসমূলক কাজ ও বোমা ফেলার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কংগ্রেস সংগঠনগুলি এই সব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে লাগিল—যেমন বোম্বের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি করিয়াছে।

পঞ্চমবাহিনী বুঝিতে পারিল জনসাধারণের বিরুদ্ধে ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামে হার হইতেছে। কলিকাতায় জাপানী বোমা তাহাদের ইঙ্গিত দিল দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় অরাজকতা সৃষ্টি করিতে ও দাঙ্গা বাধাইতে। ইহারই জন্য এই কয়মাস ধরিয়া পঞ্চমবাহিনী প্রস্তুত হইতেছিল। ইহাই ছিল তাহাদের মনের স্বপ্ন। তাহারা জাপানী প্রভুদের কথা দিয়াছে যে জাপানীদের বোমা সারা ভারতে লুঠ ও অরাজকতা সৃষ্টি করিবে।

খণ্ডসংকট চরমে পৌছিলেও পঞ্চমবাহিনী ব্যর্থ হইয়াছে, এমনকি কলিকাতায় বোমা পড়া সত্ত্বেও তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। অরাজকতার পথরোধ করিয়া জনগণের সামনে কমিউনিষ্টরা দাঁড়াইয়াছে, কমিউনিষ্টরা জনসাধারণের দেশপ্রেম জাগাইয়াছে, তাহাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। দেশের অর্থনীতিক জীবন বিকল করিয়া অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এই সব বিশ্বাসঘাতকের দল যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কমিউনিষ্টরা তাহা ব্যর্থ করিতেছে। এই সব কারণেই পঞ্চমবাহিনী বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। সামান্য দুই চারিটা স্থানে মুদীর দোকান লুঠ ছাড়া তাহারা আর কিছু করিতে পারে নাই।

ইহা মোটেই আশ্চর্য্য নয় যে পঞ্চমবাহিনী ব্যর্থতার গ্লানি বোধ করিতেছে। তাই কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধেই তাহাদের যত বিষ। এই কয় মাস ধরিয়া একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই জনসাধারণকে এক করিয়াছে, দমননীতির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, হতাশা দূর করিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, আক্রমণকারীকে রুখিবার জন্য জনগণের দেশপ্রীতি জাগাইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই ছিল পঞ্চমবাহিনীর পথে প্রচণ্ড বাধা। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি, পার্টির নীতি ও পলিসির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়া জনগণের সমর্থন পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া পঞ্চমবাহিনী সন্ত্রাসবাদের পথ নিল। পার্টির ছাপাখানা ধ্বংস করিতে চাহিল। পার্টি পত্রিকা জাতীয় নেতাদের মুক্তি, জাতীয় একতা, দেশরক্ষা ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য যে পথনির্দ্দেশ দিতেছিল, হাজার হাজার লোককে সেই নির্দ্দেশ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিল। তাহারা কমিউনিষ্ট নেতাদের হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, যেমন বাংলা দেশে।

পার্টি ছাপাখানায় বোমা ফেলা জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণের বৃহৎ পরিকল্পনারই একটি অংশ। দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া জাপানী ফৌজের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর সংগ্রামের ইহা অংশ মাত্র। জাপানী বোমারু আক্রমণ যত বাড়িবে, পঞ্চমবাহিনী ততই চেষ্টা করিবে দেশের ভিতরটা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে, খাদ্যসম্ভার পুড়াইয়া, কাজের স্থান ও বিশেষ জরুরী কাজগুলি ধ্বংস করিয়া হাজার হাজার লোকের মাঝে অনশন ও বুভুক্ষা সৃষ্টি করিতে। জনগণের বিরুদ্ধে ও জাপানী প্রভুদের জন্য ইহাই তাহাদের সংগ্রামের রূপ। এই ভাবেই তাহারা অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চায়। শত্রু-প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি বিকল করিয়া দিতে চায়।

জনগণকে বাঁচাইতে হইলে পঞ্চমবাহিনীকে পরাজিত করিতেই হইবে। পঞ্চমবাহিনীর সাথে কংগ্রেসসেবীর কোন সাদৃশ্যই নাই। কংগ্রেস ও অন্য সব দেশপ্রেমিক দলগুলি পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পঞ্চমবাহিনীকে পরাজিত করিতে হইলে প্রত্যেক সংব্যক্তি, প্রত্যেক দলকে তাহাদের প্রতিবাদে দাঁড়াইতে হইবে, তাহাদের সম্পূর্ণ কোনঠাসা করিতে হইবে, তাহাদের জনশত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। তাহাদের প্রত্যেকটি ধ্বংসমূলক কাজের বিরুদ্ধে জনগণের একতাদ্বারা লড়িতে হইবে। তাই কমিউনিষ্ট পার্টির ছাপাখানায় এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, দেশরক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের পার্টি—কমিউনিষ্ট পার্টির চারিদিকে জনসাধারণকে একত্র করুন। সবাই মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন:—যাহারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে অরাজকতা সৃষ্টি করে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে—যাহারা দেশপ্রেমিক দল ও তাহার জিনিষপত্রের উপর আক্রমণ করে আমরা তাহার বিরুদ্ধে—যাহারা জাপানীদের কাছে দেশ বিক্রি করিতে চায় আমরা সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে।

Regd. No. C. 2836 — Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta. Telephone :—Burrabazar 2020 — JANAYUDDHA

পার্টি তহবিল সংগ্রহে কে বাকী আছে খোঁজ নাও—কে আরো দিতে পার এগিয়ে এসো।

শেষ দমে আগে চলো কমরেড ! কোটা ছাপিয়ে যাবই এই প্রতিজ্ঞা !

মাত্র ১১ হাজার বাকী ? ২২ হাজার তুলব !

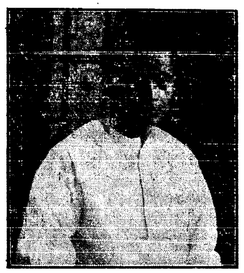

দশটী জেলা সময় শেষ হবার আগেই তাদের দেয় সমস্ত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। যে দশটী জেলা পার্টি পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে আজ সকলের সামনে এগিয়ে এল আমরা সবাই তাদের অভিনন্দিত করি। শুধু দেয়ই তারা পূরণ করেনি, তাদের অনেকেই জানিয়েছে যে বাকী কয়দিনের মধ্যে আরও টাকা তারা নিশ্চয়ই তুলে পাঠাবে। এই সব জেলার বাহাদুর কমরেডরা আজ অন্য সব জেলা ও ইউনিটের কমরেডদের কাছে ডাক দিচ্ছে—'কোটা আমাদের ছাপিয়ে যেতেই হবে !' সে ডাকের মর্য্যাদা আমরা রাখব।

১০ই তারিখ পর্য্যন্ত কোটা পূর্ণ করার বাকী মাত্র সাড়ে ১১ হাজার টাকা। আরও ১১ দিন সময় আছে—এর মধ্যে প্রতি দিন এক হাজার নয়, দু হাজার করে আমরা তুলবই এই সঙ্কল্প সকলের হোক। তাহলেই কোটার চেয়েও দশ হাজার টাকা বেশী উঠবে। পূর্ণ সাফল্যকেও ছাপিয়ে যাবার বিজয় পতাকা আজ আমাদের চোখের সামনে। শেষ দমের মধ্যে প্রতি বিন্দু শক্তি ভরে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে আগে চলো কমরেড্স ! পতাকা আমরা জিতবই।

কলকাতা আরো ৫০০০৲

বোমা পড়ার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও কলকাতা জেলা তার কোটার চেয়েও বেশী টাকা তুলে দিতে পেরেছে বলে আমি আমাদের মেম্বর, দরদী ও বিশেষ ক'রে মজুর কমরেডদের দৃঢ়মুষ্টিতে লাল সেলাম জানাচ্ছি। অবশ্য টাকা ওঠাবার মোটা বোঝা প্রাদেশিক কমিটি নিজের ঘাড়েই নিয়েছে এবং তাকেও এই কলকাতা থেকেই তুলতে হবে। এখন আমাদের সংগ্রহের পর এবং কলকাতার অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রাদেশিক কমিটির বোঝা কত বেশী ভারী তা আমরা বুঝতে পারি। বোঝার ভার আমরাও নেব। আমাদের সমস্ত কমরেডদের পক্ষ থেকে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে লেনিন দিবসের মধ্যে আরও অন্ততঃ ৫ হাজার টাকা আমরা তুলে দেবই।

কুমুদ বিশ্বাস

১০।১।৪৩ কলিকাতা জেলা পার্টি কমিটির পক্ষে

সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অল্প কিন্তু সবার আগে

আমাদের সামর্থ্য অল্প, তাই কোটাও ছিল অল্প। কিন্তু বোমার হিড়িক সত্ত্বেও সকল জেলার আগেই যে আমরা কোটা পুরিয়ে দিতে পেরেছি তা প্রধানতঃ আমাদের মজুর কমরেড ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদেরই কৃতিত্ব। আরও তুলবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

৫।১।৪৩ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষে

চট্টগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

পাটি তহবিল সংগ্রহ অভিযানে আমরা আমাদের দেয় কোটা ১৫০০৲ তুলে দিয়েছি। আমাদের পাটি সদস্য, সমর্থক ও ছাত্র, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনগণ পাটি তহবিলকে শক্তিশালী করার জন্য অতুলনীয়

(২য় কলমের নীচে দেখুন)

মৈমনসিং আরো ১০০০৲

শেষ সময় পার হয়ে যাবার আগেই আমরা পার্টি তহবিলে আমাদের জেলার দেয় সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে পেরেছি বলে খুব আনন্দিত। পার্টির সমস্ত সাধারণ কমরেড, দরদী এবং কৃষক ও মজুর ভাইদের মধ্যে আমাদের যে অসংখ্য নতুন সমর্থক এগিয়ে এসেছেন তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায়ই আমরা সফল হয়েছি।

কিন্তু কোটা পূর্ণ করা আজকের দিনে মোটেই যথেষ্ট নয় তা আমরা বুঝি। পার্টির প্রভাব ও কাজ দিকে দিকে যেমন বিস্তীর্ণ হচ্ছে তাতে কোটার দু' গুণ, তিন গুণ টাকা তুলতে পারা উচিত।

আমরা একজন কমরেডের কাছে দশ হাজার টাকার যে জমি পেয়েছি সেটা বিক্রী করার খুব অসুবিধা হচ্ছে, নইলে অনায়াসেই পাটি তহবিলে আমাদের উচিত সংগ্রহ জমা করে দিতে পারতাম। তবুও আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কোটার উপরে আরও অন্ততঃ এক হাজার টাকা আমরা নিশ্চয়ই প্রাদেশিক কমিটিকে তুলে দেব।

৯।১।৪৩ সুধীন্দ্র রায়

ময়মনসিংহ জেলা কমিটির পক্ষে

১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আদায়

১০ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত আদায়ের হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল। তাড়াতাড়ি হিসাব করায় কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। সব টাকা উঠে গেলে ভাল করে দেখে নির্ভুল হিসাব দেওয়া হবে। সব কমরেডদের যেন মনে থাকে যে আদায় টাকা পাঠাতে একটুও দেরী না হয়। যে দিনের যা আদায় সে দিনই তা পাঠাবেন যাতে ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে সব টাকা এখানে জমা হয়। যে সব জেলার কোটা পূর্ণ হয়েছে তাদের নামের আগে তারা চিহ্ন দেওয়া হ'ল।

সম্পাদক, প্রাদেশিক কমিটি, সি-পি-আই।

প্রাদেশিক কমিটি ও	প্রাপ্ত	দেয়
স্পেশাল সেল্স	১৩,৯৯৩।৶০	১৭,৫০০৲
*কলিকাতা জিলা কমিটি	১০,৭২৮/১২।	১০,০০০৲
প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রণ্ট	৪,৩০৯৸/০	৫,০০০৲
*ময়মনসিংহ	১,৫৫২৲	১,৫০০৲
*চট্টগ্রাম	১,৫০৫৲	১,৫০০৲
মহিলা ফ্রণ্ট	১,৩৩৬।৶০	২,০০০৲
ঢাকা	১,২০০৲	১,৫০০৲
রংপুর	৭৫৫৸০	১,৫০০৲
হাওড়া	৬৫৭৸/০	৭৫০৲
শ্রীহট্ট	৮০০৲	১,৫০০৲
হুগলী	৫২৭।০	৭৫০৲
*দিনাজপুর	৫০০৲	৫০০৲
*ফরিদপুর	৪২৮।/১৫	৪০০৲
বরিশাল	৩০০৲	৫০০৲
*রাজসাহী	৩০০৲	৩০০৲
*নোয়াখালী	২৬৫৲	২৫০৲
*২৪ পরগণা	২৫১।১০	২৫০৲
ত্রিপুরা	২৫০৲	৫০০৲
*বর্দ্ধমান	২০০৲	১৬০৲
খুলনা	২০০৲	২৫০৲
বীরভূম	১৯০৲	২০০৲
মেদিনীপুর	১৭০।/০	৩০০৲
মালদহ	১৬৫৲	২৫০৲
যশোহর	১৬১।/৫	৫০০৲
পাবনা	১৫৬৲	২৫০৲
জলপাইগুড়ী	১২৯৸০	২৫০৲
জামশেদপুর	১২০।৶০	২৫০৲
নদীয়া	১১৫৲	৫০০৲
*বগুড়া	১০০৲	১০০৲
বাঁকুড়া	৯৮৸০	২০০৲
মুর্শিদাবাদ	৬৫৲	২০০৲
আসাম	৩০৲	৩০০৲
মোট	৪১,৫৬৩৲২।	

(Advertisement)

আত্মত্যাগ ও বলশেভিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি এই টাকা এখনও যথেষ্ট নয়। আমাদের অন্ধ্রের কমরেডরা ৬০ হাজার টাকা কোটার জায়গায় বিপুল বলশেভিক উৎসাহ নিয়ে সম্পূর্ণ ২ লক্ষ টাকা তুলে দেবার জন্য অভিযান সুরু করেছেন। আমরাও পিছিয়ে থাকবো না, আগামী লেনিন দিবসের মধ্যে আমরা পাটি ফাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করার জন্য জিলাব্যাপী ব্যাপক অভিযান সুরু করবো—এই প্রতিজ্ঞা করছি।

৭।১।৪৩ মনোরঞ্জন সেন

চট্টগ্রাম জেলা কমিটির পক্ষে

বোমার বিপদ সত্ত্বেও জনসাধারণের খাতিরে

ট্রাম মজুর কাজে আগাইয়া আসিয়াছে

জাপানী গুণ্ডাদের বোমার হামলা কলিকাতার ট্রাম মজুরকে টলাইতে পারে নাই। ট্রাম মজুর দেশভক্ত। তাঁহারা জানেন যে কর্ত্তৃপক্ষ বা সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। দেশের ভাইদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেশের মজুরকেই ভার লইতে হইবে, ট্রাম গাড়ী চালু রাখিতে হইবে। তাই শহরের মধ্যে এত গণ্ডগোল সত্ত্বেও ট্রাম মজুর অটলভাবে ট্রাম চালাইয়া আসিতেছেন।

জান বাঁচাইয়াই কাজ করিতে হয়, নইলে পরে কাজ চালাইবে কে ? সাইরেন বাজিলে যেখানে ট্রাম সেখানেই থামাইয়া আশ্রয় খুঁজিতে হয়। অথচ রাস্তার ধারে সব জায়গায় পাকা শেল্টার নাই, অনেক সময় রাস্তার ধারের বাড়ীতেও ড্রাইভার কণ্ডাক্টর ঢুকিতে পায় না। তো তাঁহারা কি খোলা যায়গায় দাঁড়াইয়া খামোখা জাপানী বোমার শিকার বনিবেন ? সেজন্য ট্রাম মজুরেরা রাত্রে ট্রাম চালানোরসময় কমাইয়া দিয়াছিলেন, ডিপো হইতে তাঁহারা শেষ গাড়ী বাহির করিতেন সন্ধ্যা ৬ টায়।

ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতেন, এই সুযোগে লাভখোর কোম্পানী তাঁহাদের মজুরিও কাটিয়া লইতেছে তাহাও তাঁহারা বুঝিতেন। তাই তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই, রাস্তার ধারে ধারে পাকা শেল্টারের জন্য আন্দোলন করিয়াছেন। তাহাতে সাইরেনের সময় শুধু তাঁহাদেরই সুবিধা নয়, ট্রামযাত্রী দেশের ভাইদেরও সুবিধা। ট্রাম মজুরদের আন্দোলনের ফলে সরকারের টনক কিছুটা নড়িতে বাধ্য হয়।

মন্ত্রী মহাশয় ভরসা দেন যে শীঘ্রই ট্রাম মজুরদের জন্য রাস্তার ধারে উপযুক্ত শেল্টারের ব্যবস্থা করা হইবে। ভরসা পাওয়া মাত্র মজুরেরা ইউনিয়ন মারফৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ১০ই জানুয়ারী হইতে কাজের সময় ১ ঘণ্টা বাড়াইয়া দিয়া সন্ধ্যা ৭ টায় শেষ গাড়ী বাহির করা হইবে। এখন মন্ত্রী মহাশয় যদি একটু গা ঘামাইয়া শেল্টারের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করিতে পারেন তো পরে আরো দেরী পর্য্যন্ত ট্রাম চলিতে পারে এবং জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম্ম চালাইতে পারে।

ট্রাম মজুররা জাপানা বোমার ভয়ও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের গুমোর ও বিরোধিতাও ভাঙ্গিয়াছে। কাজে ও নিজেদের একতায় অটল থাকিয়া আজ তাহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ মীমাংসার জন্য মজুরদের মধ্য হইতেই সেকসনে সেকসনে কমিটি গড়িয়াছে এবং ট্রাম কর্ত্তৃপক্ষকেও সেই কমিটিগুলিকে মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে। আর আগের দিনে ইউনিয়নের মেম্বর হইলে এই কর্ত্তৃপক্ষই মজুরদের চোখ রাঙ্গাইত।

শ্রমিকদের পরিবার প্রভৃতিকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার জন্য অগ্রিম তিন মাস মাহিনার দাবী লইয়া কোম্পানী এখনও টালবাহানা করিতেছে, এতদিনে অতি কষ্টে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত অগ্রিম দিতে রাজী হইয়াছে। এই দাবীও মজুরেরা আদায় করিবে—কাজ ছাড়িয়া নয়, কাজ পুরাদমে চালু রাখিয়া জনসাধারণের সাহায্য ও নিজের একতার জোরে। বাহাদুর ট্রাম মজুর, আগে চলো।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা | সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ; ৬ই মাঘ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা | বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৶০

সরকারী নিয়ন্ত্রণের দোকান হইতেই

গাড়ী গাড়ী আটা পাচারের চেষ্টা !

পাড়ার লোক হাতে হাতে ধরিল—তবু পুলিশ নড়েনা কেন ?

শ্রীযুক্ত ধীরেন ধর লিখিতেছেন :

"চাল, আটা, চিনি, কয়লা প্রভৃতি অগ্নিমূল্য, তাও সর্ব্বদা মিলে না। এই সব জিনিষের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের পাড়ার লোকদের লইয়া আমরা একটী "আত্মরক্ষা কমিটি" গঠন করি।

"সকলের আগে সরকারী বাঁধা দরের দোকানগুলি তদারক করিব এই ভাবিয়া গত ১৭ই জানুয়ারী সকাল বেলা ঐ কমিটির কয়জন পাড়ার ৩৪বি শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটের বাঁধা দরের দোকানের সামনে দাঁড়াইলাম। এই দোকানে নিয়মিত বাঁধা দরে চাউল ও চিনি বিক্রয় হয়। আগে আটাও বিক্রি হইত। কিন্তু মাল নাই এই অজুহাতে কিছুদিন হইতে বন্ধ হইয়াছে। যদিও দোকান খুলিলেই কাতারে কাতারে লোক জমা হয়—তবুও রোজ দোকান খোলে না। সেদিন সকালে দোকান খোলা কিন্তু মাল বিক্রি করা হইতেছে না। দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আজ বেচাকেনা হইবে না। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে এটা সরকারী বাঁধা দরের দোকান, এটা খোলা বা না খোলা তো তাঁর মর্জ্জিমত করিলে হয় না। সকলের প্রয়োজনের জন্য রোজই খোলা দরকার।

"এইরূপ অনুরোধ ও পরে কথা কাটাকাটি চলিতেছে। এমন সময় লক্ষ্য করিলাম দোকানের সামনে দুটী গাড়ী উপস্থিত এবং দোকান হইতে তাহাতে আটার বস্তা বোঝাই হইতেছে—বোধ হয় অন্য কোথাও চালান দিবার জন্য। দোকানদারকে আমরা অন্যত্র আটা চালান না দিতে অনুরোধ করিলাম। বলিলাম এই পাড়ায় (১১নং ওয়ার্ড) বাসিন্দারা যখন আটা পাইতেছে না তখন এখানেই বিক্রয় করুন, অন্যত্র পাঠানো অন্যায়।

"দোকানদার আমাদের অনুরোধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গাড়োয়ানকে আটা লইয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া আমরা পাড়ার লোকের সাহায্যে গাড়ী দুটী থামাইয়া ফেলি। পাড়ার লোককে বুঝাইয়া দিই যে দোকানদার পাড়ার অভাব সত্ত্বেও বোধ হয় শুধু লাভের লোভেই মাল কিরূপে অন্যত্র চালান করিতেছে। পাড়ার সকলে একবাক্যে দাবী করেন, "ঐ মাল আমাদেরই বিক্রি করতে হবে।" গাড়ী দুটী থানায় জমা দেওয়া হয়।

"পাড়ার লোকের সতর্কতায় ও চেষ্টায় মাল ধরা পড়িল কিন্তু তাহার পরে যাহা ঘটিল তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনি করুণ। আমাদের থানা হইতে লালবাজারে ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে পাঠান হয়। কোর্টে ইন্সপেক্টররা অতি মোলায়েম ভাবে বলিলেন, "ও নিয়ে আর আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না—ও **আটা আমরা কিনে নিয়েছি** বাঁধা দরে।" আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে পাড়ার কণ্ট্রোল্ড দোকানের মাল—তাও আবার পাড়ার লোকে ধরাইয়া দিয়াছে—এখন সেই মাল পাড়ার লোককেই কিনিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কে কার কথা শোনে ?

"একেবারে হাল না ছাড়িয়া আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া ডেপুটী কমিশনারের সাক্ষাৎ পাইলাম। কিন্তু হায় ! তিনি সোজা বলিয়া দিলেন, "আটা তো আপনাদের প্রাপ্য নয়—আর তা' ছাড়া আটা আমাদের ষ্টাফের প্রয়োজন—আমরা বাঁধা দরে কিনে নিয়েছি।"

"সেখান হইতে বিদায় লইয়া সাধারণকে মাল দিবার কণ্ট্রোলার সাহেবের কাছে গিয়া দরবার করিলাম। তিনি বলিলেন তদন্ত হইবে। আমরা বলিলাম, "তদন্ত হতে হতে তো মাল সাবাড় হয়ে যাবে—মাল আপনাদের হুকুম ছাড়া আগে বিক্রি না হয় তার ব্যবস্থা করুন"। তিনি খোলাখুলি বলিলেন, "পুলিস যখন মাল জিম্মায় নিয়েছে আমরা আর কি করতে পারি ? আপনাদের উচিত ছিল আমাদের আগে খবর দেওয়া।" সকাল সাড়ে আটটায় মাল ধরিয়াছি, তখন কণ্ট্রোলার অফিস। বন্ধ তাঁহাকে খবর দিবার জন্য অপেক্ষা করিলে মালতো পগার পার হইয়া যায়—বলিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা !

"পরে শুনিতে পাইলাম পুলিস এই মাল নাকি দোকানীকেই ফেরৎ দিয়াছে এবং দোকানী আবার অন্যত্র পাঠাইয়াছে। এই খবরের সত্য মিথ্যা জানি না, খোঁজ করিতেছি।

"এই ঘটনার জবাবদিহি কে করিবে ? অবশ্য আমরা হাল ছাড়ি নাই। পাড়ার আরো বেশী লোককে আমরা এক করিতেছি। কমিটিতে টানিয়া আনিতেছি। পাড়ার সমস্ত লোক মিলিয়া খবরদারী করিলে এমনি ধারা অনেক মাল ধরা পড়িবে। এবং পাড়ার সব লোক যদি গবর্ণমেণ্টের কাছে সেই মাল দাবী করেন তো সরকার দিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে।" ইতি—শ্রীধীরেন ধর।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ! সরকারী কণ্ট্রোলের দোকান হইতেই গাড়ী গাড়ী মাল পাচার ! অথচ আমদের নাগরিক সরবরাহের মোটা মাহিনার কণ্ট্রোলার আছেন, তাঁহার সহকারী, তস্য সহকারী বহু আছেন ! ভাল ভাল কুর্সী-টেবিল সজ্জিত বিরাট দপ্তর আছে, তাহার হুকুম আছে হাঁকডাক আছে ! এদিকে অসংখ্য পুলিশ, কমিশনার, ডেপুটী, অ্যাসিষ্টাণ্ট, আই-বি, এস বি, ডি ডি ইত্যাদি মোটা মাহিনা বিতরণের ও ডিপার্টমেণ্ট সাজাইবার কি এলাহি বন্দোবস্ত রহিয়াছে। জেল, লাঠি, গুলি, অর্ডিন্যান্স, ডিফেন্স অ্যাক্ট এমন কত অস্ত্র তাহাদের হাতে গিসগিস করিতেছে। তবুও এই ব্যাপার কিরূপে ঘটিতে পারে "কর্ত্তৃপক্ষ" বলিবে কি ? এবং এরূপ ব্যাপার ঘটিবার পরও চালানকারী দোকানদারকে সাজা দেওয়ার কোনো আইন নাই ইহাই কি কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বুঝাইতে চায় ?

সরকারী বাঁধা দরের আইন ঠাট্টা না ধাপ্পা ? দর যখন বাঁধা হইয়াছে তখন সেই দরে না বেচা নিশ্চয়ই আইনে দণ্ডনীয়। পুলিশ কংগ্রেসের উপর লাগিতে পারে কিন্তু বাঁধা দরের আইন চালু করিতে পারে না। এখন যখন পাড়ার লোকেই মাল ধরাইয়া দিল তখনও পুলিশ ব্যবস্থা করিতে পারে না কেন ? কণ্ট্রোলারই বা পুলিসের ভয়ে পিছপাও হন কেন ? কণ্ট্রোলের আইন পুলিশের কর্ত্তাদের উপর খাটে না নাকি ?

পুলিশের ধরিবার মুরোদ নাই কিন্তু খাইবার মুরোদ আছে ! আমরা সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ডেপুটী কমিশনার কোন্ সাহসে পাড়ার লোককে এই আটা হইতে বঞ্চিত করেন ? যে ব্যবসায়ী এরূপে মাল পাচার করিতেছিলেন তাঁহার কণ্ট্রোল্ড দোকানের লাইসেন্স কাড়িয়া লইয়া পাড়া কমিটির হাতে দেওয়া হয় না কেন ? সরকারের কণ্ট্রোল কি শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য ?

আর কণ্ট্রোল্ড দোকান তো খাস সরকারের তাঁবে। সরকার মাল দেয়, সরকারী ইনস্পেক্টর নাকি চেকও করে এবং এই সবের খরচ জনসাধারণকেই যোগাইতে হয়। সেই দোকান সম্বন্ধেও সরকার ব্যবস্থা করিতে পারে না ? জনসাধারণ ইহারও জবাব চায়।

ইহার তদন্ত ও প্রতিকারের ভার জনসাধারণকেই লইতে হইবে। পাড়া কমিটিকে আরও মজবুত করুন, সবাইকে ডাকিয়া আনুন নিজেরা পাহারা দিয়া ও খাদ্যচোরদের ধরিয়া আন্দোলনের তুফান তুলুন, আমলাতন্ত্রের সাত পুরু চামড়া ভেদ করে এরূপ ভাবে বার বার খোঁচা দিন। ব্যবস্থা করিতে আমলাতন্ত্র বাধ্য হইবেই

এই দোকানে রোজ এত ভিড় তবু এরাই আটা চালান দিতেছিল

সব এসেন্শ্যাল মজুরকে খাদ্য দাও

পুলিশের চাইতে ট্রাম গ্যাস বিজলী ধাঙ্গড়ের দরকার বেশী

সরকারের হুকুম হইয়াছে যে পুলিশ, এ-আর-পি প্রভৃতি এসেন্সিয়াল সার্ভিসের (অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় কাজের) লোকেরা বিনামূল্যে একজনের মত চাল-ডাল ইত্যাদি সরকারের কাছ হইতে পাইবে। পুলিশের লোকের কথা জানিনা। এ-আর-পির লোকেরা সম্প্রতি পাইতেছেন, তবে নিয়মিত নয়। অবশ্য হুকুম হইয়াছে। এখন এ-আর-পির সকলে মিলিয়া ঠেলিলে কর্ত্তারা হয়তো তৎপর হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু ট্রাম গ্যাস, বিজলী, কর্পোরেশন প্রভৃতিও এসেন্সিয়াল সার্ভিস। এই সবের মজুরদেরও এসেন্সিয়াল সার্ভিস ব্যাজ পরানো হইয়াছে। হুকুম শুনানো হইয়াছে যে বোমাই পড়ুক বা শত্রুর আক্রমণই হোক, কাজে না আসিলে এসেন্সিয়াল সার্ভিস অর্ডিন্যান্স মতে তাহাদের সাজা দেওয়া হইবে।

ইহারা এসেন্সিয়াল সার্ভিস কি শুধু কাজ ও সাজা পাইবার বেলায় ? খাদ্য পাইবার বেলায় নয় ? পুলিশ ও এ-আর-পির মত ইহাদেরও বিনামূল্যে খাদ্য কেন দেওয়া হইবে না ?

বিনা মূল্যে দেওয়া তো দূরে থাক—কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধা দরে মজুরদের চাল-ডাল বেচিবার জন্য সরকারের কাছে মাল চাহিয়াছিল। সরকার বলিয়াছে যে শুধু একজনের মত মাল বাঁধা দরে দেওয়া যাইতে পারে। তবে মজুরেরা কি নিজের মত চাল-ডাল ঘরে নিয়া গিয়া বৌ-ছেলেমেয়েকে আড়াল করিয়া আলাদা রাঁধিয়া খাইবে আর বৌ-ছেলেমেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে থাকিবে ? সরকার আরও বলিয়াছে যে মাত্র ১ হপ্তার মত মাল তাহারা কর্পোরেশনকে দিতে পারে, পরে কর্পোরেশনকে বাজার হইতে কিনিয়া মজুরদের দিতে হইবে ! সরকারী আমলাদের কর্ম্মপটুতায় সমস্ত বাজারই আজ চোরা-বাজার, নিয়ন্ত্রিত দরে মাল কেহই বেচে না। সুতরাং সরকারী ফতোয়া মতে কর্পোরেশনকে বেশী দামে মাল কিনিয়া কম দরে বেচিতে হইবে। অর্থাৎ সরকারী অকর্ম্মণ্যতার দাম কর্পোরেশনকে দিতে হইবে।

পুলিশের চাইতে আজ ট্রাম, বিজলী, ধাঙ্গড় প্রভৃতির দাম জনসাধারণের কাছে অনেক বেশী। আলাতন্ত্রের হোমরা চোমরাদের চাইতে বেশী তো বটেই। এই সব মজুরকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ বিনামূল্যে দিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, যাহাতে বোমা পড়ার অস্বাভাবিক অবস্থায় এসব চালু থাকে তাহার জন্য—জনসাধারণ ইহাদের হইয়া জোর দাবী করিতেছে।

যুদ্ধের গতি

● লাল ফৌজের অগ্রগতি
● হাজার হাজার নাৎসী হতাহত, বন্দী
● এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই

রষ্টভের দিকে লালফৌজ

এবার সব চেয়ে টাট্‌কা খবর হইতেছে যে ভরোনেশ-রষ্টভ রেলপথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর মিলেরোভো ও রসশ্‌ লালফৌজ দখল করিয়াছে। শহরটি কিছুকাল তিন দিক হইতে ঘেরাও করা হইয়াছিল, কিন্তু মিলেরোভোর পতন হয় নাই বলিয়া জাঁক করার মুখ আর জার্ম্মাণদের রহিল না।

ভরোনেশের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে ৫০ ক্রোশ জায়গা ব্যাপিয়া লড়াইয়ের ফলে লালফৌজ যুক্রেণের শ্রেষ্ঠ শহর খারকভের ৩৫ ক্রোশের মধ্যে পৌঁছাইয়াছে। এই খারকভে গত জুন মাসে মার্শাল টিমোশেঙ্কো ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া এমন ঘায়েল করিয়াছিলেন যে হিটলারের মস্কো ও বাকুর তেলের খনি দখল করার মতলব চূর্ণ হইয়াছিল।

দক্ষিণে হিটলারের প্রধান ঘাঁটি রষ্টভে আগুয়ান লালফৌজ সব বাধা দূর করিয়া যে শীঘ্রই ঢুকিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। রষ্টভের উত্তর-পশ্চিমে চল্লিশ ক্রোশ দূরে ডনেৎস্‌ নদীর তীরে লালফৌজ পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রধান রেল জংশন সাল্‌স্ক হইতে লালফৌজের দূরত্ব মাত্র ১৫ ক্রোশ। উত্তর ককেশসে ক্রমাগত লালফৌজ আগাইয়া আসিতেছে; নয় দিনে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫০ ক্রোশ তাহারা দখল করিয়াছে। জর্জিয়েভস্ক, মিনেরাল্‌নি ভডি ও পিয়াটিগর্স্কের মত দরকারী জায়গা অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চলে আড়াই লক্ষ ফ্যাশিষ্ট সৈন্যের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। রষ্টভের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইলে ষ্টালিনগ্রাদের সম্মুখে আটক জার্ম্মাণদের মত বিপদে তাহারাও পড়িবে।

সাল্‌স্ক জংশনটী এখন দুই দিক হইতে বিপন্ন। উত্তর হইতে লালফৌজ আগাইয়া আসিতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে ভরোশিলভস্ক অঞ্চলে লড়িতেছে, মাইকপ তেলের খনি দখল করিতে লালফৌজের বিশেষ বিলম্ব হইবে না। পূর্ব্ব ককেশসে হিটলারের পঙ্গপাল ক্রমেই এমন অবস্থায় পড়িতেছে যে হয় তো শীঘ্রই তাহাদের পগার পার হইয়া কার্চ্চে পালাইতে হইবে। একজন বিশেষ সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে ১৯৪০ সালে যেমন ইংরেজ সৈন্য ডানকার্ক হইতে বিলাতে পালাইয়া আসিয়াছিল, তেমনই শীঘ্রই জার্ম্মাণরা ককেশস্‌ হইতে কার্চ্চে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে।

শস্য শ্যামলা কুবান্‌ অঞ্চলে এখন লালফৌজ ঢুকিয়াছে। এখানে সোভিয়েট গেরিলারা লালফৌজ আসিবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। একজন সেনাপতি ও ১০২ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সমেত ৪,৫৪৩ জন তাহাদের হাতে মারা যায়।

ককেশস্‌ ছাড়িয়া জার্ম্মাণরা যে পালাইবে এমন জল্পনা-কল্পনা আজকাল প্রায়ই শোনা যাইতেছে। জার্ম্মাণদের অবস্থা যে সঙ্গীন, তাহা এখন আর অস্বীকার করার দুঃসাহস হিটলারের প্রচার-বিশারদদেরও নাই।

হিটলারের হার সুনিশ্চিত

ষ্টালিনগ্রাদের অঞ্চলে যে দুই লক্ষ জার্ম্মাণ আর পালাইবার পথ পাইতেছে না, তাহারা দিন দিন নির্ম্মূল হইতেছে। হিটলার বড়াই করিয়া বলিয়াছিল যে ষ্টালিনগ্রাদ সে নিশ্চয়ই দখল করিবে। ঐ অঞ্চলে হিটলারী সেনাকে যখন লালফৌজ একেবারে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তখনও হিটলারের সমর পরিষদ বৃথা আশ্বাস দিয়াছিল যে শীঘ্রই তাহাদের উদ্ধার করা হইবে। এই আশ্বাসে ভরসা করিয়া তাহারা লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হয় নাই। হিটলারের কথার দাম যে কত, তাহা আজ ঐ দুই লক্ষ সৈন্য বুঝিতেছে।

অকারণ রক্তপাত সোভিয়েট চায় না। তাই হিটলারের সৈন্যদের জানানো হইয়াছিল যে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদের সকল রকম সুব্যবস্থা দেওয়া হইবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে তাহারা রাজী হয় নাই বলিয়া নির্ম্মমভাবে এই ফাসিষ্টবাহিনীকে নিঃশেষ করা হইতেছে। দুই লক্ষেরও অধিক সৈন্য যেখানে ছিল, আজ সেখানে ৮০ হাজারেরও কম বাঁচিয়া আছে। লালফৌজের আক্রমণে, ক্ষুধার জ্বালায় ও শীতের প্রকোপে সেখানে রোজ গড়ে দেড় হাজার যোদ্ধা মারা যাইতেছে। প্রচুর সমরোপকরণ লালফৌজ কাড়িয়া লইতেছে।

গত বৎসর শীতকালে যখন লালফৌজ আক্রমণ চালাইতেছিল, তখন তাহারা অনেকটা অগ্রসর হইলেও খুব বেশী সংখ্যায় ফাসিষ্ট সৈন্যদের বন্দী করিতে পারে নাই। এবার প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই লালফৌজ হাজার হাজার শত্রুকে বন্দী করিতেছে। ভরোনেশের দক্ষিণে তিনদিনের লড়াইয়ে ৯টি জার্ম্মাণ ডিভিশন বিধ্বস্ত হইয়াছে; ৫০ হাজার মারা গিয়াছে, ১৭ হাজার বন্দী হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে লেনিনগ্রাদে এখন মার্শাল টিমোশেঙ্কো নূতন এক অভিযানের ব্যবস্থা করিতেছেন। সোভিয়েট পক্ষ হইতে এখনও এ সংবাদের সমর্থন আসে নাই। ভেলিকিলুকির উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণরা বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কোথাও সফল হয় নাই। রুষ রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র লালফৌজের জয়যাত্রা আজ দুনিয়ার সবদেশে নূতন আশা আনিয়া দিয়াছে। হিটলার দানবের পতনকে ক্রমেই সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতেছে।

দারলাঁর ভূত নামিবে কবে?

উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী রমেলকে তাড়া করিয়া এখন ত্রিপলির ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ফরাসী সৈন্যরা চাদ অঞ্চল হইতে ১৫০০ মাইল পথ পার হইয়া এখন অষ্টমবাহিনীর সঙ্গে মিলিয়াছে, দক্ষিণ তিউনিসিয়াতে ইংরেজ আমেরিকানদের সহিতও একত্র হইতে পারিয়াছে।

তিউনিসিয়াতে জেবেল-বুদ-আবুস অঞ্চলে মিত্রশক্তি কয়েকটি ছোটখাট সংঘর্ষে জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও সেখানে বড় কোন লড়াই হয় নাই। লড়াইয়ের উদ্যোগ হইতেছে একথা বার বার শোনা যায় বটে, কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া এখনও নাকি খারাপ, আর অনেক রাজনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে যাহা চুকাইতে না পারিলে ফাসিষ্ট বিতাড়নের কাজে জোর কদমে নামা সম্ভব নয়। উত্তর আফ্রিকায় খবর এমনই গোলমেলে যে একটি আমেরিকান পত্রিকা বলিয়াছিল যে সে খবর কাহারও বোধগম্য হইবার মতই নয়। এরূপ অনিশ্চিত অবস্থার কারণ এই যে দারলাঁর মৃত্যুর পরেও দারলাঁর ভূত সেখানকার বড়কর্তাদের কাঁধ হইতে সরে নাই! উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই তাই শোনা যায় না।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের দাবী

ক্যানাডার একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়াছেন যে গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণ করা হইবে। এখন আক্রমণ করা হইবে না, এইরূপ আশ্বাস হিটলারকে দেওয়াই কি ইহার উদ্দেশ্য? আক্রমণের মহেন্দ্রক্ষণ এখন উপস্থিত। রুষদেশে হিটলার পর্য্যুদস্ত। দিশাহারা হইয়া সে নাকি গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়াতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিতেছে। যুগোশ্লাভ গেরিলারা তাহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিতেছে না। এ অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব, উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়া ইয়োরোপ আক্রমণ যে কত প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। দ্বিতীয় রণক্ষেত্র এখনই খোলা হউক, জনগণের এই দাবীর চাপেই ক্যানাডার মুখপাত্র বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "মাভৈঃ, ইয়োরোপ আক্রমণ আমরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই করিব।" কিন্তু আরও চার পাঁচ মাস ধরিয়া গড়িমসি করিতে জনগণ দিবে না, লালফৌজের নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট-ধ্বংসের কাজে অবিলম্বে নামিবার দাবীকে সফল করিবে। বার্লিনে সেদিন বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে, এবারে ইয়োরোপে হিটলারের টুঁটি চাপিয়া ধরা দরকার।

আবার জাপানী হাম্‌লা

নিউ গিনিতে পাপুয়ার প্রায় সর্ব্বত্র এখন জাপানীদের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। সানানন্দা দখল হইলে পাপুয়ার পর্ব্ব চুকিবে। এখানে জাপানীদের ক্ষতি খুবই হইয়াছে। গুয়াডালকানার অঞ্চলে আমেরিকানরা নূতন করিয়া আক্রমণ চালাইলে সেখানে জাপানের অবস্থা খারাপ হইবে মনে করা অন্যায় নয়।

এদিকে বার্ম্মায় বোমা ফেলা হইতেছে। আরাকান জেলায় লড়াই চলিতেছে, রাথেডংয়ের পর্ব্ব এখনও সাঙ্গ হয় নাই। জাপানীরা ইতিমধ্যে কলিকাতার উত্তরে হামলা করিয়া কয়েকজন মজুরের প্রাণ লইয়াছে, ফেণীতে বিমানঘাটি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। রেঙ্গুনের দক্ষিণে অনেক জাপানী জাহাজ আসিতেছিল, আকাশ হইতে তাহাদের আক্রমণ করা হইয়াছে, কয়েকটা জখমও হইয়াছে। এদেশের দিকে জাপান যে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া আছে, তাহা নিশ্চয়।

এশিয়ায় ইয়োরোপে সর্ব্বত্র ফ্যাশিষ্টদের বিষদাঁত ভাঙিবার জন্য জনশক্তি তৈয়ার। আমলাতন্ত্রের শত বাধা চূর্ণ করিয়া আজ জনশক্তি অগ্রসর হইবে। লালফৌজ সারা দুনিয়াকে পথ দেখাইতেছে। ১৮-১-৪৩

মস্কো হইতে অলেকজাণ্ডার মিঙ্গনের বিশেষ তার

নাৎসীদের কারসাজির উত্তর

[সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সৌজন্যে]

মস্কো, ১৪ই জানুয়ারী

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধসীমান্তের একটী অংশ। ককেশাসের যুদ্ধক্ষেত্র। সোভিয়েট 'আউটপোষ্ট' নিশানা করিয়া সময় সময় অনেকক্ষণ ধরিয়াই জার্ম্মাণ মেসিনগানের গুলি অবিশ্রান্ত ধারায় পড়িতে থাকে। সকাল বেলা লালফৌজের খাওয়ার সময়ই সাধারণতঃ আক্রমণটা বেশী হয়। পাহাড়ের আড়ালে নাৎসীরা গুলি ছুড়িতে খুব সুবিধা পায়। কায়দা করিয়া মেসিনগানগুলি লুকাইয়াও রাখে। রুশরা কোনমতেই সেগুলির হদিস পায় না। আবার কখন কখন সোভিয়েট লাইনের সাম্‌নেই জার্ম্মাণরা কৃত্রিম বাধা তৈরী করিয়া রাখে, লাল ফৌজকে ধোঁকা দিতে। অবশ্য সেগুলি সোভিয়েট গোলন্দাজরা টিঁকিতে দেয় না। লড়াইয়ের দিনগুলি এম্‌নি করিয়াই কাটিতে থাকে।

সিনিয়ার সার্জ্জেণ্ট কোলিয়াকিন ও লালফৌজ টেলিনিকভের উপর ভার পড়িল শত্রুর একটি মেসিনগান কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে। তখনি তাহারা ইহার সন্ধানে রওনা হয়, পায়ে হাটিয়া নয়, হামাগুড়ি দিয়া। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু শত্রুর মেসিনগানের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। সমস্ত দিনের মেহনতে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতে থাকে। টেলিনিকভ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশে পাশের স্থানগুলি পরীক্ষা করে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়ে দূরে একরাশ শুকনা ঘাস এবং খুব ভারী জিনিষ লইয়া হামাগুড়ি দিয়া গেলে যে দাগ পড়ে তাহারই চিহ্ন। এই দাগ ধরিয়া খোঁজা সুরু হইল। একটু আগাইতেই দেখা গেল একটি জার্ম্মাণ সৈন্য অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়া গোলাগুলির একটি বাক্স নিয়া চলিয়াছে। তাহার গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইল না। সাথে সাথে যে জায়গা হইতে গোপনভাবে মেসিনগানের গুলি ছোড়া হয় তাহাও বাহির হইয়া পড়িল। পরের দিন আধঘণ্টার মধ্যেই লাল ফৌজের গোলায় জার্ম্মাণ মেসিনগানটী ধ্বংস হইল।

যে সব রুশ সৈন্যেরা আড়ালে থাকিয়া গুলি ছোড়ে, জার্ম্মাণরা তাহাদের খুবই ভয় করে। সকল সময়ই তাহারা চেষ্টা করে ঐ সব লাল ফৌজদের খুঁজিয়া বাহির করিতে। একদিন লাল ফৌজ রানচুগভ লুকাইয়া দূর হইতে জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের ভিতরে কি হইতেছে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার চোখে পড়ে, একটি লোহার টুপী এদিক ওদিক নড়াচড়া করিতেছে। রানচুগভ নিশানা ঠিক করিল—গুলি ছুড়িবে। টুপী পড়া লোকটির নড়াচড়ার ধরণ দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। সে বুঝিতে পারিল ঐ টুপীটি ধোকা হিসাবে রাখা হইয়াছে, যাহাতে নিকটে যদি কোন সোভিয়েট সৈন্য লুকাইয়া থাকে তবে সে নিশ্চয়ই গুলি ছুড়িবে ঐ টুপীটির দিকে এবং সাথে সাথে তাহার খোঁজ পাওয়া যাইবে। রানচুগভ অপেক্ষা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে জার্ম্মাণ সৈন্যটী নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল এখানে কোন লাল ফৌজ লুকাইয়া নাই। তাই ট্রেঞ্চের ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। রানচুগভ আর অপেক্ষা করিল না—একটি গুলিতেই তাহাকে সাবাড় করিল।...

আর একদিনের ঘটনা। রানচুগভ গুলি ছুড়িবার জন্য তৈরী হইতেছিল। হঠাৎ দেখিতে পাইল একটি জার্ম্মাণ সৈন্য একটা ভারী বোঝা লইয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইতেছে। রানচুগভ থামিল। জার্ম্মানটা তাহার বোঝা নামাইয়া গাছে চড়িতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে ঐ বোঝাটিও গাছে চড়াইতে লাগিল। রানচুগভ দেখিতে পাইল ঐ বোঝাটি আর কিছুই নয়, সোভিয়েট সৈন্যকে ঠকাইবার জন্য নাৎসী সৈন্যের পোষাক পড়াইয়া একটি কৃত্রিম মানুষ রাখা হইতেছে। যদি নিকটে কোন লাল ফৌজ থাকে নিশ্চয়ই জার্ম্মাণ সৈন্য ভাবিয়া উহাকে গুলি করিবে। রানচুগভ মনে মনে জার্ম্মাণদের কারসাজি দেখিয়া হাসিল। তারপর জার্ম্মাণ সৈন্যটি যখন ঐ বোঝাটি লইয়া গাছের উপর চড়িয়া উহা ঠিক করিয়া রাখিতে যাইবে তখনি সে গুলি ছুড়িল। জার্ম্মাণ সৈন্যটীর মৃতদেহ বোঝা সমেত নীচে পড়িয়া গেল।

[illegible]াদকীয়

[illegible]ভক্ত কংগ্রেসসেবীদের চরম পরীক্ষা

[illegible]সারা বাংলা জাপানী বোমার আতঙ্কে দিন কাটাইতেছে। পূর্ববঙ্গের শহরগুলি [illegible]কাতা মহানগরীর প্রতিটী অধিবাসীর একই আশঙ্কা—কখন বুঝি আবার সাইরেন [illegible] বোমার বিপদ মাথায় করিয়া নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ কোনগতিকে জীবন [illegible]তেছে। বাংলার মানুষ যেন ভাবনায় শুকাইয়া যাইতেছে।

[illegible] আবার অপর দিকে কি বিরাট খাদ্য-সংকট। ধান, চাল, আটা, কয়লা পাওয়া [illegible]স্কিল। বেচা কেনার কোনই স্থিরতা নাই। দর-দামের তো মাথামুণ্ডই খুঁজিয়া [illegible] যায় না। খাদ্য-পণ্য লুঠতরাজও বেশ চলিতেছে। চারদিনের খবরের [illegible] চারটী হাঠলুঠের সংবাদ বাহির হইয়াছে। দিনাজপুরে গোবিন্দপুর, [illegible]াটে মঙ্গলবাড়ী, হুগলীর চাঁপাডাঙ্গা, মেদিনীপুরে কুলটিকরী প্রভৃতি কত জায়গায় [illegible]ও পণ্যদ্রব্য লুঠ হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থায় কেহই ভরসা পায় না। [illegible]ণী খাদ্য-সমস্যা মিটাইতেছে না। আবার এদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস-[illegible]লিষ্ট প্রভৃতি পঞ্চমবাহিনী। দেশবাসী তাহাদের ধ্বংসকার্য্যের উপর বিরক্ত [illegible]উঠিতেছিলেন, দেশভক্ত সাজিয়া বেড়াইবার সুযোগ তাহারা ক্রমেই হারাইতেছিল, [illegible]বাধ্য হইয়া তাহাদের ধ্বংসকার্য্য ঝিমাইয়া আসিতেছিল। এখন তাহাদের [illegible]ী মনিবদের বোমার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবার মাথা চাড়া দিতেছে। [illegible]ী বোমা-পড়ার সাথে সাথে কলিকাতায় ট্রাম পোড়ান শুরু হইল। হাতবোমা [illegible]কা ছোঁড়া আরম্ভ হইল। বোমা পড়ায় যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল, লোকের মন দিশাহারা [illegible]পড়িল—তাহারই সুযোগ নিয়া পঞ্চমবাহিনী আজ বিশৃঙ্খলা ও দুর্দ্দশা বাড়াইবার [illegible] নামিয়াছে। লোকের দেশভক্তিকে তাহারা এখন আর নিজেদের পথে [illegible]ইয়া আনিতে পারে না। এখন লোকের ভয় ও দুর্দ্দশাকেই তাহারা কাজে [illegible]ইয়া জাপানী মনিবদের ধ্বংসকার্য্যের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাহিতেছে। সাধারণ [illegible] কয়লার অভাব ও দুর্মূল্যতায় হাহাকার করিতেছে। আর কলিকাতারই কোনো [illegible]এলাকায় পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা বলিতেছে 'বেশ তো, কয়লা না পাওয়াই ভাল। [illegible]ইলেই লোকে আরও গোলমাল করিবে, আরও লোক কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবে, [illegible]করিয়া আরও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো যাইবে।' এই বলিয়া তাহারা কয়লা-সরবরাহে [illegible]দিতেছে। সাধারণ মানুষ খাদ্য পায় না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকলের প্রয়োজন [illegible] করিয়া খাদ্য বণ্টন ও গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা না [illegible]ল গোলমাল আরও বাড়ে। এখানে সেখানে দুচারটী লুঠপাট হইলে আরও [illegible]লা হয়, খাদ্যের অভাব আরও বাড়িয়া যায়, লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। [illegible]বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পঞ্চমবাহিনী এই লুঠপাটকেই ডাকিয়া আনিতেছে। [illegible]রা ইস্তাহার দিয়াছে "...কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে শস্যের দোকান ও গাড়ীর উপর [illegible] ঘটনা দেখুন। ...খাদ্যের জন্য লুঠপাট হইতেই সমস্ত দেশে আরও বিরাট [illegible]হ উপস্থিত হইবে।"

[illegible] এই ঘোর বিপদের দিনে বাংলার নরনারীকে কে বাঁচাইবে? খাঁটি দেশভক্ত [illegible] জনসাধারণের সাথী আর কে হইতে পারে? ঘৃণিত পঞ্চমবাহিনীকে দেশ [illegible] দূর করিতে দেশভক্তরাই পারে, চিরদিনের দুঃখ কষ্টে জনসাধারণের পাশে [illegible]য়া দাঁড়াইয়াছে দেশভক্ত কংগ্রেসসেবীরা। তাই দেশের শোচনীয় অবস্থা খাঁটী [illegible]স কর্মীদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। বোম্বাইএর এক রাজনৈতিক সংবাদদাতা [illegible]তেছেন—"সত্যকার খাঁটী সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা আক্রমণকারী জাপানকে [illegible]র আসিতে দেখিয়া বুঝিতেছে, যানবাহন অচল করা ও ধ্বংস কার্য্য চালানর যে [illegible]ালন তাহা শুধু জনসাধারণকেই আঘাত করে মাত্র।"..."জেলের ভিতরে বসিয়া [illegible]স কর্মীরা কাজের ফলাফল বিচার করিতেছে। তাহাদের মনে আজ নানা [illegible] জাগিতেছে। এই সন্দেহ ও সংশয় তাহাদের যথার্থ দেশপ্রেমের আসল পথ [illegible]ার করিয়া দিতেছে।" বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিষ্কার ধ্বংসকার্য্যের [illegible] করিয়াছে, বলিয়াছে উহার সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক [illegible] অস্থির ও চঞ্চল না হইয়া পারে না। চিরদিনই যাহারা দেশের জনসাধারণের [illegible]দের সাথী সেই খাঁটী কংগ্রেসকর্মীরা আজ আর পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংস কার্য্যের [illegible]ধিতা না করিয়া পারে না। তাই কংগ্রেস-কর্মীদের মনে এই গভীর চাঞ্চল্য।

[illegible] কিন্তু বিপদ কাহারও প্রতীক্ষা করে না। শত্রু কাহাকেও সময় দেয় না। [illegible]কে আমাদের রুখিতেই হইবে। শত্রুর সুযোগ নেওয়া আমাদের বন্ধ করিতে [illegible]। জনসাধারণের খাদ্য-সমস্যা মিটাইতে হইবে। শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত [illegible]াধারণের মন আমরা ভাঙ্গিয়া যাইতে দিব না। এইখানেই দেশভক্তির চরম [illegible]া। শুধু চঞ্চল ও অস্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কি অন্নের সংস্থান হইবে? [illegible]দ্রব্য না পাওয়ার সংকট কাটিবে? জাপানী উড়োজাহাজ উড়িয়া আসা বন্ধ [illegible]? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। দেশপ্রেমিক কংগ্রেসসেবী আমরা [illegible]াধারণকে রক্ষা করিবই। দেশপ্রেমিকরাই অসহায় মানুষের মনে সাহস সঞ্চার [illegible]বে। জনসাধারণের মনে তাহারাই স্বদেশী অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে। [illegible]র পথে মানুষকে তাহারাই টানিয়া নামাইবে। আজ শুধু কাজের মধ্যেই তাহা [illegible]। চুপচাপ বসিয়া থাকিলে, আপশোষ ও উৎসাহহীনতার মধ্যে শুধু চঞ্চল [illegible]া কংগ্রেসসেবীর দেশভক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না। কাজের ময়দানে প্রত্যেক [illegible]গ্রেস কর্ম্মীকে পা বাড়াইতে হইবে।

[illegible] ঠিক তেমনই জঘন্য পঞ্চমবাহিনীর বিশৃঙ্খলা ও দুর্দ্দশা সৃষ্টির কারসাজি হইতে [illegible]াসীকে বাঁচাইতে হইলেও শুধু চঞ্চল ও অস্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কিছু [illegible] না। প্রত্যেক দেশভক্তকে খোলাখুলি আগাইয়া আসিয়া পরিষ্কার ঘোষণা [illegible]তে হইবে, ধ্বংসকার্য্য বন্ধ কর—কারণ উহাতে দেশবাসীরই ক্ষতি হয়। পরিষ্কার বলিতে হইবে যে পঞ্চমবাহিনীই ধ্বংসকার্য্য করিতেছে, দেশভক্তদের উহার সহিত সম্বন্ধ নাই। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মত বাংলার প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটির উপস্থিত নেতাদের পরিষ্কার একথা বলিতে হইবে—সভায় সংবাদ-পত্রে, ইস্তাহারে জনসাধারণকে একথা বুঝাইতে হইবে, জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে ধ্বংসকার্য্য ঠেকাইতে হইবে। তবেই পঞ্চমবাহিনী একঘরে হইবে, দেশের লোকের মনে শক্তি, সাহস ও শৃঙ্খলা আসিবে।

বাংলা ধ্বংস মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। আমাদের মাথার উপর জাপানী বোমা—পেটের ভিতর ক্ষুধার জ্বালা। দেশের ভিতর স্বদেশী আন্দোলন নাই—পঞ্চমবাহিনীর স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে। খাদ্য-সংকট কাটাইতে না পারিলে লুঠতরাজ বাড়িতে থাকিবে। আর তাহারই উপর পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংস-তাণ্ডব তালে তালে নৃত্য করিবে। বাঁচার মত অন্ন আমাদের দেশেই আছে। আমাদের নিজেদের শক্তির জোরেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ সকলে মিলিয়া আমাদেরই খাদ্যব্যবস্থার উপায় বাহির করিতে হইবে। সকলে একজোট হইয়া কমিটি করিলে নিজেদের খাদ্য ব্যবস্থার হদিস বাহির করিতে পারিব। আবার এই একই একতার জোরে দেশের এমন ঘোরতর দুর্দ্দিনে জাতীয় নেতাদের জেল হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারিব।

প্রত্যেকটী কংগ্রেস কর্ম্মীকে আজ জনসাধারণের মধ্যে এই কাজের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে। কংগ্রেসের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল ইতিহাস কেহই ভুলে নাই। কংগ্রেস কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত কেহই বিস্মৃত হয় নাই। আজিকার এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এতদিনের জাতীয় আন্দোলন সার্থক হইয়া উঠিবে। আজিকার এই জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেস কর্ম্মীদের নূতন দৃঢ়তা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। কংগ্রেস কর্ম্মীদের আজ দেশের লোকের সহিত মিশিয়া পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংসকার্য্য বন্ধ করিতে আগাইয়া আসিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের আজ খাদ্য-কমিটী বানাইতে হইবে। দেশের সমস্ত লোকের একযোগে লৌহদৃঢ় একতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। দৈনন্দিন পরিশ্রমে এই জাতীয় ঐক্য ও খাদ্য-আন্দোলনের সফলতা কংগ্রেসসেবীদের চরম পরীক্ষার সহিত জড়িত। আমরা জানি, প্রকৃত কংগ্রেসসেবীরা জনগণের পাশে আসিবেই, পঞ্চমবাহিনীকে বাংলার বুক হইতে ধ্বংস করিয়াই জনগণের বাঁচার আন্দোলনে তাহারা প্রাণপণে কাজ করিবেই।

গুণ্ডামি ও লুঠপাট পঞ্চমবাহিনীর অস্ত্র

সংগ্রাম সম্বন্ধে কংগ্রেসসেবীদের ভিতর আজ সন্দেহ জাগিতেছে। জেলের ভিতর বসিয়া তাঁহারা সমস্ত হিসাব নিকাশ কারতে সুরু করিয়াছেন। হাজার রকমের সরকারী বিধি নিষেধের ভিতর তাঁহারা যতটুকু বাহিরের খবর পান তাহাই তাঁহাদের খোরাক জোগাইতেছে। সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে আশা-ভরসা ছিল আজ তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা নেতাদের বহু প্রশ্ন করিতেছেন।

দেশব্যাপী এত ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও 'অল্প সময়ে দ্রুত' সাফল্য আসিল না কেন? এই সব নানা চিন্তার ভিতর দিয়া সাচ্চা দেশভক্তরা একমাত্র প্রকৃত পথের দিকেই আসিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের জেলের ভিতর হইতে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায় কংগ্রেস দেশভক্তরা আগ্রহের সাথে কমিউনিষ্টদের কথা শুনিতেছেন এবং কমিউনিষ্ট পথই যে আজ দেশের সামনে একমাত্র পথ সে কথা ভাবিতেছেন।

কংগ্রেসসেবীদের অনেকে ভাবেন বুঝিবা সংগ্রাম ভালভাবে গড়া হয় নাই বলিয়াই ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিষ্টদের কথা আলাদা। দেশভক্তরা যে 'সংগ্রামের' পথ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পথ গ্রহণ করিতেছেন, কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ডব্লক পন্থীরা তাহা চায় না। একজন খ্যাতনামা কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট যিনি নিজেকে সংগ্রামের সংগঠক বলিয়া গর্ব্ব করেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যে সংগ্রাম চালাইতেছি, তাহাতে সংগঠনের কোন দরকারই হয় না। কথা হইতেছে পাকাপাকি সংগঠনের জন্য অপেক্ষা করিবার দরকার নাই, তাড়াতাড়ি দ্রুত আঘাত করাই হইল বড় কথা। অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য আমরা যে ধ্বংসমূলক কাজ চালাইয়াছি, তাহাতো কয়েকজন গুণ্ডা দ্বারাই সংগঠিত হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট অচল হইবার পরই জনসাধারণ ও জনসাধারণের আপনা-আপনি গঠিত সংগঠনের দরকার হইতে পারে, তাহার আগে নয়।"

আর একটি জেলে একজন সোশ্যালিষ্ট নেতা বলিয়াছেন, মিল মালিকদের সাহায্যে তাহারা বোম্বের কারখানায় মজুরদের ষ্ট্রাইক চালাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মালিকরা রাজী না হওয়ায় বোম্বেতে "ষ্ট্রাইক" হয় না। আর তাহারই ফলে বোমা ফেলিয়া মজুরদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করিতে হয়।

শুধু ইহাই নয়, মালিকদের রাজী করাইতে না পারিয়া তাহারা কর্ণাটক, খান্দেশ ও সিন্ধুর বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংঘের নিকট যাইয়া অনুরোধ করে। তাহারা যেন তুলা ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী না করে। ইহাও ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহারা চাহিয়াছিল, কৃষকদের নিদারুণ আর্থিক সংকটের মাঝে ফেলিয়া, সংগ্রাম চালু রাখিতে।

আর একজন সোশ্যালিষ্ট নেতা বলিয়াছেন, প্রোগ্রামের পরবর্ত্তী কাজ হইতেছে মধ্যবিত্ত ও ধনী চাষীদের বলা তাহারা যেন শস্য বিক্রী না করে। সাধারণ কর্ম্মীরা তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কৃষকরা রাজী না হয়? উত্তরে তিনি বলেন, তখন কয়েকজন কৃষকের উপর বোমা ফেলিলে, বাকী সবাই রাজী হইবে। যে কর্ম্মীটি এই কাহিনী বলিয়াছেন, এই সব কথা শোনার পর সংগ্রামের মোহ তাঁহার ঘুচিতে থাকে।

কমরেড লেনিনের ১৯ বার্ষিক মৃত্যুদিনে ভারতে রশ্রেণী আমরা—আমরাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি

ফাসিষ্ট আক্রমণ হইতে দেশকে বাঁচাইব ! সমস্ত একতাবদ্ধ করিব ! জাতীয় সরকার কায়েম করিব !

লেনিনের মৃত্যু দিনে

লেখক

হ্যারী পলিট

মস্কোর ইতিহাস অনেক পুরানো, অনেক বৈচিত্র্যময়। অনেক দৃশ্যই মস্কোতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সেই বেদনাময় দিনে মস্কোর যে দৃশ্য হইয়াছিল, এমন আর কোন দিনই হয় নাই। ট্রেড ইউনিয়নের যে বাড়ীখানি ছিল জার-অভিজাতদের বিলাস ঐশ্বর্য্যে ভরপুর; বিপ্লবের পর সেই বাড়ীতেই সোভিয়েট ও আন্তর্জাতিকের অনেক জরুরী অধিবেশন হইয়াছে। এইখানেই ঠিক হইল কমরেড লেনিনের চির বিশ্রামের স্থান, যাহাতে রুশিয়ার চাষী মজুরের নেতা, দুনিয়ার মজুরের এই মহান নেতাকে তাঁহার প্রিয় জনসাধারণ শেষ শ্রদ্ধা জানাইতে পায়।

গার্ড অফ অনার

এই বিরাট হলে কমরেড লেনিনকে যে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় তাহারই একজন হিসাবে গণ্য হইবার সম্মান আমি পাইয়াছিলাম। ব্যক্তি হিসাবে আমি নির্ব্বাচিত হই নাই, বৃটিশ মজুর আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবেই আমি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম।

বেদীর উপরে লেনিন চির শয়ান। উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত বেদী। হলের চারিদিকে ফুল সাজানো। কমিউনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন সংগঠনের নানা পতাকায় ঘর সুশোভিত। হলের বাইরে দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী লোকের সারি। চার দিন চার রাত ধরিয়া সারি চলিয়াছেই। চাষী মজুররা অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের প্রিয় নেতাকে শেষ বারের জন্য দেখিতে, শেষ অভিবাদন জানাইতে। ট্রেণের পর ট্রেণ মস্কোতে আসিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি সহর, প্রতি গ্রাম হইতে আসিতেছেন প্রতিনিধির দল।

কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

শবাধারের পাশ দিয়া জনতার সারি চলিয়াছে। সুস্পষ্ট তাদের মনের ভাব। নিজের মনে মনে তাহারা বলিতেছে :

"আমাদেরই কমরেড এইখানে চির শয়ান, তিনি শুধু আমাদের নেতা ছিলেন না, আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাই !" তাহাদের চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে অশ্রু—লেনিনের প্রতি ভালবাসার চিহ্ন, লেনিন ও তাঁহার পার্টির প্রতি অনুরাগের নিদর্শন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কারখানায় কারখানায় হইয়াছে অগণিত সভা। মজুররা শোক জানাইয়াছে, আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, রুশ বিপ্লবের আদর্শ তাহারা রক্ষা করিবে, সোশ্যালিজমের জন্য তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। লেনিন যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়া গেলেন সে আদর্শ তাহারা সফল করিবে। সোশ্যালিজমের লাল পাতাকা যাহাতে বিজয় গৌরবে আগাইয়া চলে তাহার জন্য লড়িবে।

আমি দাঁড়াইয়া আছি গার্ড অফ অনারের সাথে। দেখিতেছি এক অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় দৃশ্য। চলিয়াছে সহজ সরল নরনারীর দল—কৃষক, মজুর, তাদের স্ত্রী-পুত্র। চলিয়াছে তাহাদের আজীবনের বন্ধু, চির সাথীকে শ্রদ্ধা জানাইতে। হলের ভিতর বাজিতেছে এক অন্তরস্পর্শী করুণ সুর।

সরকারী কর্ম্মচারীর জাঁকালো পোষাকের চটক নাই, বুকজোড়া মেডেল নাই, সরকারী কেতা দুরস্ত জাঁকজমক নাই। তবু কোন রাজা, কোন সম্রাট, কোন জারই এমন অন্তরের শ্রদ্ধা, এমন সম্মান পায় নাই।

শেষ বিদায়

রবিবার সাতটায় 'হল অফ কলমে' শেষ বিদায় দিতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তিল ধারণেরও স্থান নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নেতারা—শেষ গার্ড অফ অনার নিজ আসন নিলেন। কমরেড ক্রুপসকায়া—লেনিনের বিশ্বস্ত সাথী, লেনিনের পাশে দাঁড়াইয়া ৩০ বছর ধরিয়া লড়িয়াছেন। তিনি কমরেডদের পাশে দাঁড়াইলেন। শেষ বারের মত শবযাত্রার করুণ সুর বাজিল। এইবার সুরু হইবে বিষাদময় শবযাত্রা রেড-স্কোয়ারের দিকে। সুরের শেষ কলিটি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। রেড গার্ডের ব্যাণ্ডে বাজিল ইন্টারন্যাশনাল !

সেই দিনকার 'ইন্টারন্যাশনালের' সুর এত স্পষ্ট মনে পড়ে। এমন আশা ও বিজয়ের বাণী আর কোনদিনই শুনি নাই। সেদিনের ইন্টারন্যাশনালের প্রতিটি কলি যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হতাশা ও পরাজয়ের বিরুদ্ধে সবলে বাজিতেছে। মনে হইতে লাগিল সংগীতের ভিতর মূর্ত্ত হইয়াছে রুশ চাষী-মজুরের গর্ব্বিত উত্তর। যারা ভাবে লেনিনের মৃত্যুতে বাধা দূর হইল, রুশ বিপ্লব ও তার সাফল্য ধূলিসাৎ করিবার পথের বাধা দূর হইল—তাহাদের সেই দুরাশার উত্তর।

সব নিস্তব্ধ। শবাধার বন্ধ করা হইল। সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নামান হইল। এইবার রাস্তায়। ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে। বাহিরে নর-সমুদ্র। চারিদিকে সাদা বরফ—তাহার মাঝে উড়িতেছে লাল নিশান। সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিন। ১৮১২ সালের পর এমন ঠাণ্ডা নাকি আর পড়ে নাই। তবু সারারাত জনতা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল রাস্তায়।

রেড স্কোয়ার। এইখানে কতদিন লেনিন তাঁহার কমরেডদের কত কথা বলিয়াছেন, কত শিখাইয়াছেন, কত বুঝাইয়াছেন, কত বিপদের বিরুদ্ধে নব নব সংগ্রামের নেতৃত্ব করিয়াছেন। আজ এই রেড স্কোয়ারে এক উচ্চ মঞ্চে লেনিনের শবাধার স্থাপিত হইল। মৌন জনতা দাঁড়াইয়া আছে—স্থির, নিশ্চল। সেই তুহিন শীতল ঠাণ্ডার মাঝেও জনতার মাথা শ্রদ্ধায় আবরণহীন।

কোন বক্তৃতা হইল না। এমন দিনে বক্তৃতার ভাষা কোথায়? একজন কমরেড আগাইয়া আসিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও সহর হইতে যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছেন তাঁহাদের নাম পড়িলেন।

শবাধার ৪টা পর্য্যন্ত মঞ্চের উপর রাখা হইবে এখন সকাল ১০টা। বিভিন্ন প্রদেশ, কারখানা, সংগঠন ও লালফৌজ বাহিনী হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের গার্ড অফ অনার প্রতি ১০ মিনিট অন্তর বদল হইবে। চারিদিকে স্তব্ধতা। শুধু ক্রেমলিনের ঘণ্টাধ্বনি মৌনতা ভাঙ্গিতেছে। একজন কমরেড আগাইয়া আসিয়া ধ্বনি দিলেন : দুনিয়ার মজুব এক হও ! তারপর বাজিল ইন্টারন্যাশনাল। সুরু হইল বিদায় অভিবাদনের মার্চ্চ।

শেষ অভিবাদন

চারটা বাজিল। কামান গর্জ্জিয়া শেষ অভিবাদন জানাইল। আমি অনুভব করিলাম কামানের গর্জ্জন দুনিয়ার দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সোভিয়েটের প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে সমস্ত নরনারী মৌন শ্রদ্ধায় দাঁড়াইল।

(৬ পাতায় দেখুন)

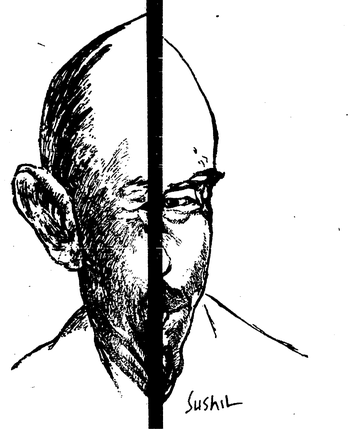

"তোমার দেওয়া দা পালন করিবই—"

"আমরা কমিউনিষ্ট; য় আমরা, আলাদা ধাতুতে গড়া। সর্ব্বহারার শ্রেষ্ঠ না আমরাই—আমরাই কমরেড লেনিনের সৈন্যবাহিনী। এ সেন্য হওয়ার চাইতে চূড়ান্ত সম্মান আর কিছুতেই নাই। প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা কমরেড লেনিন, সে পার্টির সভ্য পদবী গৌরব।

"কমরেড লেনিন আজ ভ্যর মহান্ মর্য্যাদা উন্নত ও অকলঙ্কিত রাখার গুরুভার অ কমরেড লেনিন, আমাদের শপথ—তোমার অর্পিত দায়িত্ব ার সাথে পালন করিবই।

"কমরেড লেনিন আজ র্টির সংহতিকে চোখের মণির মত রক্ষা করিতে আমরা প্রতি লেনিন, আমাদের শপথ—তোমার অর্পিত এ দায়িত্বও আ বই।

"কমরেড লেনিন সর্ব্ব ত্য সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিবার ভার আমাদেরই উপর রাখি কমরেড লেনিন, আমাদের সঙ্কল্প—এ কর্ত্তব্যও আমরা জয়

"আমাদের দেশের ভি র স্বেচ্ছামিলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে কমরেড লেনিন বার বলিয়াছেন। এই সংযুক্ত গণরাষ্ট্রের ভিতর সমস্ত জাতির হযোগিতা সম্পর্কে তাঁর বাণী আমাদের স্মরণীয়। কমরেড ই; কিন্তু তাঁর চিহ্নিত পথে এই সংযুক্ত গণরাষ্ট্রের শক্তি ও ভার আমাদের। কমরেড লেনিন, আমাদের সংকল্প— ও আমরা পালন করিব।

"লাল ফৌজকে উন্নত মান্ করাই পার্টির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য—এই নির্দ্দেশ আসুন কমরেড, আমরা প্রতিজ্ঞা নিই—জীবন পণ ক ল ফৌজ ও লাল নৌবহরকে শক্তিশালী করিব।

"কমরেড লেনিন আজ কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের নীতিতে অবিচলিত থাকিতে আ । কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক দুনিয়ার সমস্ত শ্রমিকের সংঘ; ন আমাদের শপথ—আমরা কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিককে শক্তি রত করিবই।"

—লেনিনের ন লিনের শপথ

যুদ্ধ ও লেনিনের শিক্ষা

লেখক :—বিভূতি গুহ

বিপ্লবী নেতা লেনিন

কাল ২১শে জানুয়ারী। দুনিয়ার শোষিত মানুষের মনে রাখিবার মত দিন। ১৯ বছর আগে (ইংরাজী ১৯২৪ সালে) ঠিক এই দিনে লেনিন মারা যান।

লেনিন ছিলেন এ যুগের দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বিপ্লবী। রাশিয়ায় ধনি-জমিদার, মালিক-মহাজনের বিরুদ্ধে গরীব চাষী-মজুরের বিপ্লবে লেনিন ছিলেন নেতা। লেনিনেরই নেতৃত্বে রাশিয়ায় চাষী-মজুর সোভিয়েট রাজ কায়েম হইয়াছে। কিন্তু লেনিন শুধু রুশ বিপ্লবেরই নেতা ছিলেন না, গোটা দুনিয়া হইতে কি করিয়া মালিক-জমিদার-মহাজনের জুলুম শেষ হইবে, কি করিয়া দুনিয়ায় চাষী-মজুর রাজ কায়েম হইবে তিনি তাহারও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার জন্য লড়িয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের মত পরাধীন দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা, জুলুম-অত্যাচার শেষ করিবার উপায় কি, কি করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারি, সে পথও লেনিন দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তো লেনিন শুধু রাশিয়ার নয়, সারা দুনিয়ার নেতা।

ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ

আজ গোটা দুনিয়ায় এক মহাযুদ্ধ চলিতেছে। জাপানী ফাসিষ্টরা আমাদের সোনার বাংলায় বোমা ফেলিতেছে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া আমাদের ঘরবাঁড়ী লুঠিয়া নিবার জন্য আসিতেছে। চীনদেশ আক্রমণ করিয়া জাপানীরা হাজার হাজার লোক খুন-জখম করিতেছে, অত্যাচার করিতেছে। হিটলারী ফাসিষ্ট গুণ্ডারা লেনিনের দেশ, চাষী-মজুরের একমাত্র সোভিয়েট রাজ, দুনিয়ার সব দেশের মানুষের আশার আলো—রাশিয়ার উপর আক্রমণ করিয়াছে।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধেও লেনিন আগেই চিন্তা করিয়াছেন। লেনিন বলিয়াছেন, যুদ্ধ দুই রকমের আছে। এক রকমের যুদ্ধ হইতেছে ন্যায় যুদ্ধ। আর এক রকম হইতেছে অন্যায় যুদ্ধ। যে যুদ্ধ অন্য দেশ দখল ও লুঠপাট করার জন্য করা হয় না, যে যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়া হয়, বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত হইতে দেশের লোককে বাঁচাইবার জন্য যে যুদ্ধ লড়া হয়, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হয়—তাহাই ন্যায় যুদ্ধ। জাপানী ডাকাতদের রুখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকের যে যুদ্ধ তাহা ন্যায় যুদ্ধ। চীনের সাহসী লোকেরা বুকের রক্ত দিয়া স্বাধীনতার জন্য জাপানীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়িতেছে তাহা ন্যায় যুদ্ধ। সোভিয়েটের বীর লাল ফৌজ, লাল গেরিলা ও সমস্ত সোভিয়েটবাসী নিজেদের স্বাধীনতা ও দুনিয়ার স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহা ন্যায় যুদ্ধ। লেনিন বলিয়াছেন, এই ন্যায় যুদ্ধে যোগ দিতে হইবে, এই যুদ্ধ সমর্থন করিতে হইবে। এই যুদ্ধে জিতিয়া স্বাধীন হইতে হইবে, শোষণ ও জুলুম শেষ করিতে হইবে।

অন্যের দেশ দখল করিয়া, লুঠ-পাট, শোষণ জুলুম করার জন্য যে যুদ্ধ চালানো হয়, অন্য দেশের লোকের গলায় পরাধীনতার শিকল পরাইবার জন্য যে যুদ্ধ—সে যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ। এই যে ইতালী-জাপানী ফাসিষ্টরা ও হিটলারী ফাসিষ্টরা গোটা দুনিয়া দখল করিয়া, সমস্ত মানুষকে গোলাম বানাইবার জন্য যুদ্ধ চালাইতেছে, গোটা দুনিয়ায় শোষণ জুলুম করিবার জন্য লড়িতেছে—এ যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ। লেনিন বলিয়াছেন, অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িবে।

যুদ্ধের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদ

এই যে সাড়ে তিন বছর হইতে চলিল দুনিয়ার লাখো লাখো মানুষকে খুন জখম করিয়া যুদ্ধ চলিতেছে—ইহার গোড়ার কথা কি? এই যে ফাসিষ্ট ডাকাতরা গোটা দুনিয়াকে গোলাম বানাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে, চীন আক্রমণ করিয়াছে, ভারত দখল করিবার জন্য আসিতেছে—এ যুদ্ধ কেন হয়? প্রায় ২৫ বছর আগে যে ইংরাজ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই বা কারণ কি? লেনিন পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন কেন যুদ্ধ বাধে।

লেনিন বলিয়াছেন. দুনিয়ার দেশে দেশে যতদিন কলকারখানার মালিক, পুঁজিদার, মুনাফাখোর ব্যবসাদারের শ্রেণী মাতব্বরি করিবে, দেশের শাসন চালাইবে, ততদিন যুদ্ধও চলিবে। প্রায় ৫০ বছর আগে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি পুঁজিদারের দল গোটা দুনিয়াটাই নিজেদের মাঝে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া নিয়া কোটি কোটি মানুষকে গোলাম বানাইয়াছে; ভারত আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি পিছাইয়া-পড়া দেশগুলির ধন-দৌলত লুঠিতেছে দুনিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদীরাজ কায়েম করিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের লোভের শেষ নাই। তাহারা চায় আরও মুনাফা, আরও লুঠ, আরও রাজত্ব। কিন্তু রাজত্বতো আর বাকী নাই। সবইতো সাম্রাজ্যবাদীরা ভাগ করিয়া নিয়াছে। তাই লুঠের বখরা নিয়া, কোন দেশকে কে গোলাম বানাইবে, তাহাই নিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের ভিতর যুদ্ধ বাধে। এমনি করিয়াই ২৫ বছর আগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ আর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদের ভিতর লড়াই বাধিয়াছিল। এবার সাড়ে তিন বছর আগে যে প্রথম যুদ্ধ বাধে তাহারও গোড়ার কথা ঐ লুঠের বখরা।

স্বাধীনতার লড়াই

লেনিন শুধু যুদ্ধের কারণ দেখাইয়াই কাজ শেষ করেন নাই। সাম্রাজ্যবাদের

(৬ পাতায় দেখুন)

দরদী লেনিন

আজীবন লেনিন বিপ্লবের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে ছিল তাঁর এক চিন্তা, এক কাজ : নিপীড়িত মানবের মুক্তির সংগ্রাম। তাই বলিয়া লেনিন শুধু বজ্রের মত কঠোরই ছিলেন না, কুসুমের চেয়েও কোমল ছিল তাঁর অন্তর।

মজুর কৃষককে তিনি প্রাণের চেয়েও ভাল বাসিতেন। শিশুর মত সরল চিত্তে তাহাদের সাথে মিশিতেন। যে কোন সাধারণ কৃষক-মজুরের তাঁহার কাছে ছিল অবারিত দ্বার। সভায়, সম্মেলনে সবার সাথে তিনি প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন, প্রতিটি খুঁটিনাটি শুনিতেন।

কমরেডদের কাছে তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু। অন্যের মাঝে উৎসাহ জাগাইতে তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। ক্রুপসকায়া বলিয়াছেন, "লেনিনের সাথে যে কোন কমরেড কাজ করিয়াছেন তিনিই অনুভব করিয়াছেন যেন তিনি লেনিনেরই অংশ। বোধ হয় সেই জন্যই কমরেডরা লেনিনের প্রতি এত অনুরক্ত।" বন্ধু বিচ্ছেদে লেনিন মনে বেদনা বোধ করিতেন খুবই। একবার অৎসোভিষ্টদের সাথে তীব্র আলোচনার পর যখন তিনি ঘরে ফিরিলেন, ক্রুপসকায়া লিখিতেছেন, "তখন তাঁহাকে চেনাই কঠিন হইল, তাঁহার মুখ এত ম্লান, একটি কথাও বলিবার শক্তি নাই।" একবার পারীতে 'ফরওয়ার্ড' গ্রুপের সাথে সংঘর্ষ ও হাতাহাতি হয়। সেই ঘটনার দিন লেনিন সারারাত পারীর পথে পথে ঘুরিয়া কাটাইয়াছেন।

কমরেড কামো জার্ম্মাণী ও রাশিয়াতে জেল খাটিয়া ও অনেক নির্য্যাতন সহিয়া পারীতে পলাইয়া আসেন। তাঁহার চোখের অপারেশনের জন্য লেনিন তাঁহাকে বেলজিয়ামে যাইতে বলেন। পাছে পথে তাঁহার কষ্ট হয় তাই লেনিন কামোর সব জামা-কাপড় পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু দেখেন যে কামোর গরম কোট নাই। লেনিনের কাছে ছিল মায়ের দেওয়া অতি প্রিয় একটি কোট, তাহাই তিনি কামোকে পরাইয়া দিলেন।

পারিবারিক জীবনেও লেনিন ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁহার মা, বোন, শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার দরদের অন্ত ছিল না। স্বামী হিসাবেও তিনি ছিলেন আদর্শ স্থল। পত্নীর দৈনন্দিন সুখ-সুবিধা, অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধেও তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। একবার ক্রুপসকায়া খুব অসুখে পরেন, লেনিন তাঁহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসেন। দিনের অর্দ্ধেক সময়ই পত্নীর শয্যাপাশে তিনি থাকিতেন। ক্রুপসকায়ার অসুখে তিনি এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজেই ক্রুপসকায়ার রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারী বই পড়িতে সুরু করেন ও যথেষ্ট নোট নেন।

রাজনীতির কঠিন পারিপার্শ্বিকে থাকিয়াও লেনিনের সুকুমার বৃত্তি মরে নাই। তিনি সংগীত ও চিত্রকলা খুবই পছন্দ করিতেন, আর ভালবাসিতেন পাহাড়ের কোলে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে।

TIGHT BINDING

পার্টির জন্য ট্রাম-মজুর

নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এই তিন মাসে **ট্রাম শ্রমিকেরা** মাহিনা খুবই কম পাইয়াছে। কারণ পূজা ও ঈদের সময় কোম্পানী যে আগাম দিয়াছিল তাহা এই তিন মাসে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কম মাহিনার মধ্যেও ট্রাম শ্রমিক লেনিন ডে ফণ্ডে টাকা দিতে ভুলে নাই। বোমা পড়ার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ট্রাম শ্রমিককে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়িয়া তাহার দাবী আদায় করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাহাকে নজর দিতে হইয়াছে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রাম শ্রমিকরা লেনিন ডে ফণ্ডে যে পরিমাণ টাকা জমা দিতে পারিত হয়ত সে পরিমাণে টাকা তাহারা তুলিতে পারিবে না—কিন্তু পার্টির জন্য টাকা তুলিবার উৎসাহ তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়।

রাজাবাজার—৮ই ও ৯ই জানুয়ারী কণ্ডাক্টর ড্রাইভারদের মাহিনার দিন। ১০টার সময় মাহিনা আরম্ভ হইল। বেশীর ভাগ শ্রমিকই ৫।৭৲ টাকা মাহিনা নিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। ডিপোর গেটে তাহারা ইউনিয়নের চাঁদা দিল এবং নিজেরাই আগাইয়া আসিয়া পার্টি ফণ্ডে এক আনা দু আনা চাঁদা দিতে আরম্ভ করিল, একজন শ্রমিক ইউনিয়নের চাঁদা দিল, অমনি আর একজন শ্রমিক বলিয়া উঠিল কমিউনিষ্ট পার্টির লেনিন ডে ফণ্ডে কিছু দিবে না? কমিউনিষ্ট পার্টি যে মজুরদেরই পার্টি, আমাদের পার্টির চেষ্টায়ই আমাদের ট্রাম ইউনিয়ন এত বড় হইয়াছে। "শ্রমিক ভাইটা তখনই পার্টি ফণ্ডে খুশীমনে পয়সা দিল। দুই দিনে ৯১ জন শ্রমিক পয়সা দিয়াছে মোট আদায় হইয়াছে সাত টাকা দুই পয়সা।

হাওড়া—৭ই জানুয়ারী ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের মাহিনার তারিখ। মাহিনা পাবার সাথে সাথেই নিজেরাই আগাইয়া আসিয়া দুই চার আনা করিয়া পার্টি ফণ্ডে জমা দিতে লাগিল। একজন শ্রমিক ৩৲ টাকা দিল, একজন দিল ২৲ এবং দু'জনে দিল ১৲ করিয়া। ৯ই জানুয়ারী ছিল ট্রাফিকের মাহিনার দিন। পার্টি ফণ্ডে টাকা চাহিতেই সবাই সাধ্যানুসারে পয়সা দিতে লাগিল। মোট ৮২ জন শ্রমিক ৩০।৵০ দিয়াছে।

পার্ক সার্কাস—১৫ জনের কাছ হইতে একদিনেই ১০॥০ টাকা পার্টি ফণ্ডে চাঁদা উঠিয়াছে।

কালীঘাট কমরেডরা ট্রাম শ্রমিকদের মেসে মেসে ঘুরিয়া একজনে উঠাইলেন ১৮৲ টাকা, আর একজন উঠাইলেন ১৫৲ টাকা এবং আর একটি কমরেড উঠাইলেন ১০৲ টাকা; কালীঘাটের কমরেডরা এখনও মেসে মেসে ঘুরিয়া টাকা উঠাইতেছেন।

নোনাপুকুর— নোনাপুকুরের অগ্রণী শ্রমিকেরা মিটিং করিয়া ঠিক করিয়াছেন সাইরেন এলাউন্সের অর্দ্ধেক করিয়া প্রত্যেকে লেনিনডে ফণ্ডে জমা দিবেন। শেষ দমে তারা আগে চলিবে এই তাদের পণ।

খাদ্যসঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ কৃষক

ময়মনসিংহ

কিশোরগঞ্জ মহকুমার মাইজখাপন ইউনিয়নে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। টাকায় ৮ সের দর ধান বিক্রি হইতেছে। কৃষকদের ঘরে অন্নাভাব। আগে কৃষকরা সস্তা দরে পাট বিক্রি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং চাউল কিনিবার সামর্থ্য এখন তাদের নাই। তার উপর গত বৎসর সরকার হইতে যে বীজধান কৃষকদের দেওয়া হইয়াছিল সেই ঋণ সার্টিফিকেট যোগে ক্রোক করিয়া আদায় করিবার জন্য গত ২৮শে ডিসেম্বর সার্টিফিকেট অফিসার নীলগঞ্জে গিয়া ক্রোকী পরওয়ানা জারী করিতে চেষ্টা করে। স্থানীয় কৃষকগণ তখনি এই সংবাদ কৃষক সমিতিতে দেয়। কৃষককর্ম্মী কমরেড নিবারণ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ কৃষক সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সার্টিফিকেট অফিসারের কাছে গিয়া তাদের অবস্থার কথা জানায় এবং দাবী করে যে ক্রোকীপরওয়ানা যেন জারি না করা হয়। সঙ্ঘবদ্ধতার জয় হইয়াছে—ক্রোকীপরওয়ানা জারী হয় নাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০০ কৃষক মহকুমা কৃষক সভার সভাপতি ডাঃ মহিনুদ্দিনের নেতৃত্বে সাত মাইল হাটিয়া আসিয়া মহকুমা হাকিমের সাথে দেখা করে। তাহাদের দাবী (১) গত বৎসরের বীজধান হইতে রেহাই (২) এ বৎসর নূতন ঋণ আদায় স্থগিত। মহকুমা হাকিম এ সম্বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

ফরিদপুর

গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম হইতেই **ফরিদপুর জিলার কোরকদি অঞ্চলে** ধানের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাঁচ টাকা হইতে দর সাড়ে আট টাকায় উঠে। চারিদিকে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দেয়। লুটতরাজ হইবার আশঙ্কাও হইতে থাকে। ঠিক এই সময়ে স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই অবস্থা সমাধানে আগাইয়া আসেন। ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া ধানের দর বাঁধিয়া দেন, ফলে কৃষকরা কিছুটা আশ্বস্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দরে ধান কিনিতে থাকে।

(লেনিনের মৃত্যু দিনে—৪ পাতার পর)

দুনিয়ার দেশে দেশে মজুর শ্রেণী নেতার মৃত্যুতে শোক জানাইল। শেষ বারের মত দেখিলাম কমরেড লেনিনের দেহ—উপরে তুলিয়া ধরা হইল, মসোলিয়ামের নীচে লওয়া হইল। মৃতদেহ বহন করিলেন লেনিনের অতি পুরাতন কমরেডরা। এই কমরেডরা লেনিনের নেতৃত্বে নির্ব্বাসনে, কারাগারে বা বে-আইনী অবস্থায় পার্টি গড়িয়াছেন। এই পার্টি বিপ্লব পরিচালিত করিয়াছে, মজুর শ্রেণীর বিজয় সাফল্য আনিয়াছে। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া এই কমরেডরা বিপ্লব-বিরোধীদের আঘাত সহিয়াও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অবরোধ, দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ, বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা তাঁহারা কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের জয় হইয়াছে। **বৃটেনেও আমরা এমনি জয়লাভ করিব।**

সেইখানে দাঁড়াইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার ও আমার কমিউনিষ্ট পার্টির উপর যে গুরুভার ন্যস্ত—উপযুক্ত ভাবে তাহা পালন করিব। বৃটেনে এমন এক বিপ্লবী পার্টি গড়িয়া তুলিব, যাহার জন্য আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি।

পুঁজিবাদ ধ্বংসের যুগব্যাপী সংগ্রামে মজুর শ্রেণীকে পরিচালিত করিবার ও মজুরের মুক্তি আনিবার পার্টি—বৃটেনে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের চেয়ে কমরেড লেনিনের প্রতি আর কি বেশী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হইতে পারে, লেনিনের স্মৃতিরক্ষা ইহার চেয়ে আর কিসে বেশী হইতে পারে?

যুদ্ধ ও লেনিনের শিক্ষা

(৫ পাতার পর)

জুলুম, শোষণ, যুদ্ধ, খুন-জখম প্রভৃতি শেষ করিবার পথ কি, দুনিয়ার সব দেশের অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের গোলামীর শিকল ভাঙ্গিবার উপায় কি তাহাও লেনিন দেখাইয়া গিয়াছেন। লেনিন বলিয়াছেন, পরাধীন দেশের জনসাধারণ সবাই মিলিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িবে, দুনিয়ার সব দেশের মজুর কৃষক এক যোগে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িবে। দুনিয়ার উপর হইতে সাম্রাজ্যবাদী-রাজ শেষ করিয়া চাষী-মজুরের সোভিয়েট রাজ কায়েম করিবে। তবেই শোষিত মানুষ জুলুমের হাত হইতে বাঁচিবে। এই আদর্শের জন্যই লেনিন সারা জীবন প্রাণ দিয়া খাটিয়া গিয়াছেন।

লেনিন বলিয়াছিলেন, পুঁজিদার-মালিক, জমিদার-মহাজনরা যখন জনসাধারণের সাথে লড়াইতে হারিয়া যাইবে, মালিকদের সুখের রাজত্ব যেদিন হাতছাড়া হইয়া যাইবে, সেদিন তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিবে। তাহাদের সুখের রাজত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহারা প্রাণপণে লড়িবে। তাই গত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সোভিয়েট রাশিয়া হইল তাহাদের চক্ষুশূল। সোভিয়েটকে ধ্বংস করিবার জন্য কত ষড়যন্ত্রই না তাহারা করিল। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ ফাসিষ্টরা হিটলারের সর্দ্দারীতে দেড় বছর আগে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিল। দুনিয়ার সমস্ত দেশকে গোলাম বানাইবার আগে চাই সোভিয়েট দেশকে ঘায়েল করা। কারণ সোভিয়েটই সমস্ত দেশের স্বাধীনতা চায়, শোষিত মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়ে। এই দিন হইতেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে এই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ—জনযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে জিতিয়া সাম্রাজ্যবাদ-ফাসিবাদকে শেষ করিয়া স্বাধীনতা পাওয়াই হইল জনসাধারণের উদ্দেশ্য।

কমিউনিষ্ট পার্টি

লেনিন বলিয়াছেন, জুলুম-শোষণের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে, জনসাধারণের স্বাধীনতার লড়াই চালাইতে হইলে চাই মজুরের বিপ্লবী পার্টি—কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টিই জনসাধারণকে—চাষী-মজুরকে তাহার লড়াইয়ের পথ দেখায়। লড়াইয়ের মাঝে জয়ের পথে জনসাধারণকে নিয়া যায়।

দেশের ভিতর যারা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, যারা জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে কোন স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত, দুঃখ-কষ্ট [illegible] রাজী, যাদের জনসাধারণের আন্দো[illegible] অভিজ্ঞতা আছে, যারা জনসাধা[illegible] নিজের প্রিয়, যারা আন্দোলনের [illegible] কানুন বোঝে তারাই কমিউনিষ্ট [illegible] মেম্বর হয়।

দুনিয়ার সব দেশের বিপ্লবী [illegible] নিষ্টদের নিয়া লেনিন ইস্পাতের মত [illegible] দুনিয়ার সংঘবদ্ধ একটি কমিউনিষ্ট পা[illegible] কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক গড়িয়া[illegible] পৃথিবীর ৬০টিরও বেশী দেশে এই ক[illegible] নিষ্ট পার্টি আন্দোলন চালাইতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই সোভিয়েট রাশিয়ার [illegible] রুশ জনসাধারণকে জলুমহীন, শোষ[illegible] সমাজে আগাইয়া নিয়া আসিয়া[illegible] এই কমিউনিষ্ট পার্টি ও লেনিনের উ[illegible] শিষ্য, শ্রেষ্ঠ নেতা ষ্টালিনের [illegible] সোভিয়েট রাশিয়ার বীর জনসা[illegible] বীর লাল ফৌজ হিটলারী ডাকা[illegible] বিরুদ্ধে বাহাদুরের মত লড়িতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই চীন দেশে [illegible] মানুষকে, সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সম্প্রা[illegible] লোককে একজোট করিয়া, এক [illegible] একতা আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া [illegible] জাপানী ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বীরে[illegible] লড়িতেছে। হিটলারী ফাসিষ্টরা ইউরো[illegible] সমস্ত দেশ দখল করিয়া যে জুলুম অত্যা[illegible] চালাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ইউরো[illegible] সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি [illegible] সাধারণকে এক করিতেছে। প্র[illegible] মুহূর্ত্তে মৃত্যু মাথার উপর রাখিয়া, [illegible] জুলুম-অত্যাচার সহিয়া সেই সব [illegible] কমিউনিষ্ট পার্টি গোপনে বিদ্রোহের [illegible] চালাইতেছে। তাহারা গরিলা দল [illegible] করিতেছে, ফাসিষ্টদের ট্রেণ উল্টাইতে[illegible] গোলামীর শিকল ভাঙ্গিবার জন্য জীবন [illegible] করিতেছে। লেনিন-ষ্টালিনের প[illegible] সম্মান তাহারা রাখিতেছে।

আমাদের দেশের সামনেও আজ [illegible] বিপদ। একদিকে আমাদের [illegible] বিদেশী আমলাতন্ত্র সরকার দমন[illegible] চালাইয়া, কংগ্রেসী নেতাদের জেলে [illegible] জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, [illegible] একদিকে জাপানী ডাকাতরা আসি[illegible] আমাদের সোণার দেশ লুঠিয়া নিতে। [illegible] মহা বিপদের দিনে আমাদের দে[illegible] কমিউনিষ্ট পার্টি—লেনিন-ষ্টালিনের আ[illegible] সামনে রাখিয়াই দেশের সমস্ত [illegible] সাধারণকে স্বাধীনতার জন্য এক[illegible] করিতেছে। জাপানী ডাকাতদের রুখি[illegible] জন্য দেশের লোককে সংঘবদ্ধ করিতে[illegible]

উনিশ বছর হইল লেনিন [illegible] গিয়াছেন। কিন্তু লেনিনের আদর্শ [illegible] দুনিয়ার দেশে দেশে—জনসাধা[illegible] মাঝে। সেই আদর্শে জনসাধারণ [illegible] রক্ত দিয়া লড়িতেছে—লেনিনের [illegible] তারা সফল করিবেই। ফাসিষ্ট-সাম্রা[illegible] বাদীদের রুখিয়া তারা দুনিয়া [illegible] শোষণ জুলুম শেষ করিবার রাস্তা [illegible] করিবেই।

আমরাও ভারতের চাষী মজুর—[illegible] জনসাধারণ লেনিনের এই মৃত্যু [illegible] প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জাপানকে রুখি[illegible] জন্য আমরা সবাই একজোট হইব, [illegible] দের মুক্ত করিব, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট [illegible] করিব, দেশ স্বাধীন করিব।

আলোচনা

আফ্রিকায় এখনও পাঁয়তাড়া ভাঁজা

লালফৌজ রষ্টোভের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের জার্ম্মাণবাহিনীর অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর নাৎসী বর্ব্বরদের হাতছাড়া হইতেছে। রুশিয়ার দুরন্ত শীত এই অগ্রগতি ব্যাহত করিতে পারে নাই—দুর্দ্ধর্ষ শত্রু সারা পদানত য়ুরোপের সৈন্য লইয়াও এই লাল অভিযানকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। জার্ম্মাণীকে আজ তাই বাধ্য হইয়া অনুগত ফরাসী সরকারের উপরেও পুরাপুরি সহযোগিতার জন্য চাপ দিতে হইতেছে। প্রকাশ, হিটলার মরিয়া হইয়া হুমকী দিয়াছে সাহায্য আশানুরূপ না হইলে দাসানুদাস ভিসি সরকারকেও সরানো হইবে। তাহার এই প্রাণান্ত চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে নাৎসীদের মরণদশা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

অথচ উত্তর আফ্রিকায় ইংরাজ ও মার্কিন এখনও শুধু পাঁয়তাড়া ভাঁজিতেছে। তড়িৎগতিতে আফ্রিকার উপকূলে সৈন্য নামাইয়া নভেম্বর মাসে যে সুযোগ আরম্ভ করা গিয়াছিল আজ অবধি রাজনৈতিক প্যাঁচ কষিতে কষিতেই তাহা নষ্ট করা হইতেছে। আফ্রিকার পদানত দেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকারের ভিত্তিতে ইংরাজ, মার্কিণ, ফরাসী ও আফ্রিকাবাসীদের লইয়া অবিলম্বে য়ুরোপ আক্রমণের উপযোগী সৈন্যবাহিনী গড়াই ছিল মিত্রশক্তির একমাত্র কৌশল। ইহারই সূচনা হিসাবে আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অবতরণ ফ্রান্সে ও অন্যান্য পদানত দেশে অশেষ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। অন্যদিকে ফাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোও বাধ্য হইয়া সুর নরম করিয়াছিল। আজ মাসাবধি কালের টালবাহানার ফলে একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ য়ুরোপের উদ্দীপ্ত আশাও যেমন খানিকটা স্তিমিত হইবার উপক্রম করিতেছে, অন্যদিকে তেমনই ফ্রাঙ্কোও আবার চক্রশক্তির দিকে হেলিতেছে। অর্থাৎ এই দিক দিয়া আক্রমণের সুবিধা আবার ফাসিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। তবুও প্যাঁচ কষাকষির শেষ নাই।

দারলাঁ এখন জিরো-দ্যগলের মিলন লইয়া নানা কায়দা চলিতেছে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছে "উত্তর আফ্রিকা সম্বন্ধে ঢাকচাক গুড়গুড় ভাঙিয়া স্পষ্ট কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। যে রহস্যজালে সমস্ত ব্যাপারটা ঘোরালো করিয়া তোলা হইয়াছে উহা নানা বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। নভেম্বর মাসে উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য নামানোর পর আর স্পষ্ট সহজবোধ্য খবর মেলা ভার হইয়াছে।" ফাসিষ্টবিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী গোড়া হইতেই তোলা হইয়াছে। আজও তবু শুধু ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিনের যুক্ত কমিশন বসাইবার প্রস্তাব দিয়াই এ বিষয় ধামাচাপা দেওয়া হইতেছে। প্রায় একমাস হইল পার্লিয়ামেণ্টে ইডেন সাহেব 'আন্তর্জাতিক বাহিনীর' অন্তরীণাবদ্ধ সৈনিকদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহাদেরই বা কি হইল?

চীনে সাহায্য কই?

চীন হইতে পলাইয়া আসিয়া চীনে বিশেষ অধিকার ত্যাগের বড়াই করিয়া লাভ কি? ওয়াং-চিং-ওয়ের তাঁবেদার চীনা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও ত জাপান ও ইটালীও ঐ ধরণের বিশেষ অধিকার ত্যাগের চুক্তি করিয়াছে। বাহাদুর চীনকে অবিলম্বে যুদ্ধ জিতিবার উপযোগী মালমশলা না দিয়া যুদ্ধ জয় হইলে চীনের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হইবে তাহারই সাড়ম্বর বর্ণনা করিলে জাপান ইতালীর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে উহার পার্থক্য কোথায়? কিন্তু কতদিন আর এইভাবে কাজ চলিবে? রুশ, চীন, পদানত য়ুরোপ ও এসিয়ার সারা দুনিয়ায় যে জনশক্তি অকাতরে অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া ফাসিজমকে রুখিতেছে, বুকের তাজা রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুর্বার গতির সম্মুখে কায়েমী স্বার্থের সমস্ত কূটনীতি তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে।

কর্ত্তাদের আত্মতুষ্টি ভাঙ্গো

বৃটিশ মন্ত্রী হারবার্ট মরিসনের সাম্রাজ্য গর্ব্বে মাটিতে পা পড়ে না। 'যে বিপুল সাম্রাজ্যের ভার আমাদের উপর তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য পালনে আমাদের চেষ্টার ত্রুটী নাই' এমনই ধরণের সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্ত্তন আর কতদিন শুনিব? সমস্ত সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকারই যেখানে অবিলম্বে যুদ্ধ জিতিবার একমাত্র কৌশল সেখানে 'আমরা সাম্রাজ্যের জন্য হান করিয়াছি, ত্যান করিয়াছি' বলা ঠাট্টারই সামিল। হাজারো অব্যবস্থা আজ যখন ভারতের জনগণকে পীড়িত, বিক্ষুব্ধ, নিষ্ক্রিয়, এমন কি মিত্রশক্তি বিরোধী করিয়া তুলিতেছে তখনও বিলাতী কর্ত্তাদের আত্মসন্তুষ্টির শেষ নাই। রাজাগোপালাচারী তাঁহার শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন 'এই অচলাবস্থা অবসানের যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে তিনি আর একবার চেষ্টা করিবেন।' এই মারাত্মক অচলাবস্থা ভাঙ্গিতে হইলে কিন্তু শুধু নেতাদের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিলেই চলিবে না। হাজারো সমস্যার ভিত্তিতে জনগণকে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা ও ঐক্যের জোরে সত্যকার জাতীয় সরকার কায়েম করাই উহার একমাত্র পথ। সরকারী আত্মসন্তুষ্টি বা রাজনৈতিক দলগুলির নিশ্চেষ্টতায় হতাশ হইলে চলিবে না। একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই ভারতের সমস্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জাতীয় সরকার গড়িবার নির্দ্দেশ দিয়াছে।

চিমুরে মিটমাট

চিমুর অভিযোগের ব্যাপারে অধ্যাপক ভানসালী ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। ফলে অধ্যাপকও অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যদিকে সরকারও চিমুর ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশের ও চিমুরে লোক যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইয়াছেন। এই ঘটনায় যে অত্যাচারের অভিযোগ আনা হইয়াছিল উহা অত্যন্ত গুরুতর। জনমতের চাপে পড়িয়া আজ সরকারকে অনেকখানি নামিতে হইয়াছে। অবশ্য এখনও খোলাখুলি প্রকাশ্য তদন্তের দাবী মানিয়া লওয়া হয় নাই। ফলে আনে সাহেব অনেক মারপ্যাঁচ করিয়া উহা এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। ঐক্যবদ্ধ জনমত যে কতখানি ফলপ্রদ হইতে পারে এই ব্যাপারে তাহা লক্ষ্য করা গেল। আবার এই প্রশ্নের সহিত সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নও ছিল জড়িত। এই মিটমাটের ফলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও সরকারী বিজ্ঞপ্তি, প্রভৃতি না ছাপিবার নির্দ্দেশ বাতিল করিয়াছেন ও ফলে সরকার ও সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও একটা মিটমাট হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকল সংবাদপত্র একযোগে প্রতিবাদ করার ফলেই জনগণের এত শীঘ্র জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে।

এসেনসিয়াল কর্ম্মচারীদের চাল-ডাল কই?

চাল, ডাল, চিনি, কয়লার সমস্যা আজ দিনের পর দিন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এতদিন পরে পুলিশ ও এ, আর, পি'কে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। বিজলী বাতি, জলকলে, গ্যাস প্রভৃতি 'এসেনশিয়াল সার্ভিসের' কর্ম্মচারীরা আজও সরকারী দাক্ষিণ্যের ভাগ হইতে বঞ্চিত রহিল অথচ কলিকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নয়। কর্পোরেশনের কর্ত্তারা অনেক গড়িমসি করিয়া কর্ম্মচারীদের প্রয়োজনীয় [illegible] দিবার জন্য লেবার কমিশনারের সুপারিশ মঞ্জুর যদি বা করিলেন ত বাংলার জনপ্রিয় সরকার মত দিলেন "তোমাদের ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর রকম উদার, শীঘ্র সাহায্যের হার কমাও।" সরকারী মতে প্রত্যেক কর্ম্মচারী শুধু আপন প্রয়োজনের উপযোগী মাল বাঁধা দরে কিনিতে পারিবে। কর্ম্মচারীরা কি তবে অভুক্ত স্ত্রীপুত্রের চক্ষের সম্মুখে বসিয়া আপন আহারে মনোনিবেশ করিবে?

রেজকী চাই

সরকারের কৃপার অন্ত নাই। কাগজে কলমে কোথাও কোথাও যদি বা 'বোনাস' মিলিল'ত অমনই সরকার সার্কুলার জারী করিলেন ঐ বোনাসের অর্দ্ধেক এখন খরচ করিতে পারিবে না কারণ ঐরূপ খরচ করিলে মুদ্রাধিক্যের জন্য জিনিষপত্রের দাম আরও চড়িয়া যাইবে। বাঁচিবার জন্য প্রযোজনীয় সামগ্রীর মূল্যও যেখানে চতুর্গুণ বাড়িয়াছে সেখানে 'বোনাস পাইবে কিন্তু খরচ করিতে পারিবে না' ইহা কোন দেশী ঠাট্টা! 'মুদ্রার সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া সামগ্রীর দর বাড়িয়াছে' এই যুক্তি দিয়া কি সরকার জনসাধারণকে অনাহারে রাখিতে চান? অন্যদিকে আবার 'চাষী ফসল ধরিয়া রাখিতেছে বলিয়া পণ্য মিলিতেছে না—তাই দর বাড়িতেছে'—এই বলিয়া নিঃস্ব চাষীর উপরেই সব দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেন চাষীর ফসল ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় আছে—যেন চাষীকে তাহার দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্যই তাহার ফসল বাজারে আনিতে হয় না—সখ করিয়া বিক্রী করে! অথচ দর বাঁধাবাঁধি খেলার ফলে যে ফাটকা বাজার ও দালালদের পোয়াবারো হইতেছে তাহার দিকে কর্ত্তাদের হুঁস নাই। খুচরাওত আজকাল চোখে দেখিবার যো নাই। অথচ জানানো হইয়াছে দু টাকার নোট ছাপা হইবে। টাকার ভাঙানী লইয়া যখন মারামারি হাতাহাতি চলিতেছে তখন দু টাকার নোটে যে কাহার কি সুবিধা হইবে তাহা শুধু সরকারী নিয়েটরাই জানে। ট্রাম কোম্পানীকে কুপন ছাপাইবার অধিকার দিয়া দেখা গেল যে সাধারণে প্রয়োজনের তাগিদে কিরূপ সাগ্রহে উহা গ্রহণ করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঐরূপ ক্ষমতা দিলে হয়ত বিশৃঙ্খলা হইতে পারে কিন্তু সরকারী টাকশালকে ভারতের খুচরা বানাইবার জন্য পুরোপুরি লাগাইতে হইবে অন্যদেশের জন্য টাকা বানাইলে চলিবে না। যদি ধাতু যথা পরিমাণে না পাওয়া যায় তবে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, শক্ত পেষ্টবোর্ডের উপর ছাপানোর ব্যবস্থা করিয়া দেখা যাইতে পারে। যে কোনো উপায়েই হউক বর্ত্তমান অসহ্য অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে—ইহাই জনগণের দাবী।

পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির কাজ

পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার খেজুরী থানায় সাহায্য দিয়া আসিতেছে। রিলিফ এলাকায় জনসংখ্যা অন্তত দশ হাজার। এ পর্য্যন্ত সেখানে কয়েক শত মণ ধান ও প্রায় দেড় হাজার খানা জামা কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণে বার্লি, এরারুট, চিড়া, গুড় ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে, স্থানীয় তাঁতীদের সূতা দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে, এবং শত শত লোককে কলেরা প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ও সাগর থানায়ও কমিটির রিলিফ বিতরণ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে, ধান ও কাপড় দেওয়া ছাড়া জল সরবরাহের জন্য কুয়া কাটান এবং গ্রামবাসীদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থার জন্য নানা রকম কুটীর শিল্প সম্বন্ধে সাহায্য দেওয়া। কলেরা প্রতিরোধক ইঞ্জেকশনও দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে মোট ৫৯২৬/০ ও ১৫২৫ খানা জামা-কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে:—সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, ভোলা, বরিশাল ১০৲; অধ্যক্ষ বর্দ্ধমান রাজকলেজ ৯৸৵০; বিশরপাশায় (ময়মনসিং) কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৪৵০; ঠাকুরদাস রামচন্দনী, কাসৌলি ৫৲; গোয়ালপাড়া চা বাগানের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীগণ ৪০৲ এ, ই, রেলওয়ে মেদিনীপুর সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড, ডিব্রুগড় ১৩০৲, সিটি ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়ন, গুণ্টুর (অন্ধ্র) ১৫০৲; নবদ্বীপ কমিউনিষ্ট ছাত্র ও কর্ম্মীদের সংগ্রহ ২০৲; চট্টগ্রাম পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি মারফত বিনয়কৃষ্ণ সেন ১০৲; সীতাকুণ্ডের কমিউনিষ্ট ৪॥৵০, কানুনগোপাড়া কলেজ ছাত্র ফেডারেশন ২॥/, কোয়েপাড়া কমিউনিষ্ট কমিটি ৪৲, ডবলমুরিং কমিউনিষ্টগণ ৮৲, খরন্দীপ কমিউনিষ্টগণ ১২৵০ এবং পোপাদিয়া কমিউনিষ্টগণ ৮॥৵০ মোট ৫০৲, (পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রথম কিস্তির ১৫৲ দিয়াছেন চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ম্যাকইনিস ১০৲ ও কোয়েপাড়া নারী সমিতি ৫৲,) কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলাফ্রণ্ট ১৩৭৲ ও ২৭৲, বেহালা সেল এ ৪৲১০ ও গড়চা জনরক্ষা সমিতি ৭॥৵১০ (দক্ষিণ কলিকাতা), মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (রূপালি সিনেমার এক ছবির জন্য টিকিট বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত) ৩৪০॥০, মেদিনীপুর সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, সিলেট ২০০৲ (দ্বিতীয় কিস্তি) কোকাড়াঝাড় চা বাগানের শ্রমিকগণ গোয়ালপাড়া ৮/০, মেদিনীপুর বন্যারিলিফ কমিটি, কঠিয়াদি, ময়মনসিংহ ৩০॥০, শ্রীযুক্তা সুজাতা ভৌমিক, কলিকাতা ১০৲, মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার, আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া ৯৲, নোয়াপাড়া পল্লী হিতৈষিণী সভা, ময়মনসিংহ ৬৸০, নওগাঁ জেলা ছাত্র ফেডারেশন, আসাম ৩৲, ডাঃ বিষ্ণুপদ রাণা, বর্দ্ধমান ২॥০, ভবানীপুর কমিউনিষ্ট সেল ৪॥১০, কালীঘাট সেল (অজয় সিং) ৪৲, ভবানীপুর সেল (আর্ট ও ভ্যারাইটি) ১০৲ গড়চা জনরক্ষা কমিটি ১৮৲, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) কমিউনিষ্ট ছেলেদের সংগ্রহ ৬৲, পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, কিশোরগঞ্জ ৪০৲, অমলেন্দু দাশগুপ্তের সংগ্রহ, বদরপুর, শিলেট—মৃত্যুঞ্জয় দে ৫৲ এবং প্রিয়রঞ্জন বিশ্বাস, শ্যামকান্তি গুহ, পুরঞ্জয় দাশগুপ্ত, এচ, সি, দেব, পি, সি, চক্রবর্ত্তী ও এ, বি, দাশগুপ্ত প্রত্যেকে ১৲, রাজশাহী কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ৩॥০, খুলনা কৃষক সমিতির সংগ্রহ—দেবীপুর বালিকা বিদ্যালয় ২৲, দেবীপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ২৲, অতুল দাস ২৲, লক্ষ্মীনারাণ সাহা ১৲, বিমল রাণা ১৲, খুচরা সংগ্রহ ।৵০।

নিম্নলিখিত দাতাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ১৲ টাকা করিয়া পাওয়া গিয়াছে:—কামিনীকুমার ধুপী, ছোট কমলদহ, চট্টগ্রাম; মীরা চৌধুরী, কলিকাতা; অসিত চৌধুরী, সুধীরকুমার ভৌমিক, আলিপুর; টি, কে, রায়, হাজেরাখাতুন, রাণীনগর, রাজসাহী; খুচরা সংগ্রহ ৩॥০।

জামাকাপড়:—আর, কে, মজুমদার, ভবানীপুর ১, দক্ষিণ কলিকাতা কমিউনিষ্ট কমিটি ৪৯, মেদিনীপুর আর্ত্তত্রান সমিতি, নারায়ণগঞ্জ ৩৭৭, গাইবান্ধা সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ১০, দিলীপ মুখার্জ্জি, খিদিরপুর ৬ খানি নূতন গেঞ্জি (পূর্ব্বে তিনি ২৭ খানি নূতন গেঞ্জি দিয়াছিলেন, ভুলক্রমে ছাপা হইয়াছে ২ খানি), কৃষ্ণনগর কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ ৪১।

বি, এম, ব্রাদার্স এক মণ এরারুট, ক্যালকাটা ক্লিনিকাল রিসার্চ অ্যাসোশিয়েসন ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের পাবলিক হেলথ্ বিভাগ প্রত্যেকে ১০০০ শিশি কলেরা ভ্যাকসিন।

যাদবপুর কমিউনিষ্ট পার্টি সেল ৫৲, এন, চক্রবর্ত্তী ২০৲, চিন্ময় সেহানবিশ ২১ খানা কাপড়, আর্য্যনাট্য সমাজ, জলপাইগুড়ী ৫০।৶১৫, গুণ্টুর জেলা ছাত্র ফেডারেশন মারফত অন্ধ্র কৃষকগণ ৩৭।৵, মহিলা সমিতি, কাউরিয়া বন্দর, বরিশাল ৩৲, গৈলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ, বরিশাল ১০৲, কাউরিয়া মাউলতলা মহিলা বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার বরিশাল ২৮ খানা কাপড়, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল কমরেডগণ ২০৲, রাজঘাট ছাত্র ফেডারেশন, যশোহর ২॥০, শিলচর টাউন কমিউনিষ্ট সেলের সংগ্রহ ৩৸৵০, সরিষাবাড়ী ছাত্র ফেডারেশন, ময়মনসিংহ ১০৲, শিবগঞ্জ মহিলা সমিতি, মালদহ ৫৲, চট্টগ্রাম পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফকমিটি মারফত কুতুবুদ্দৌলা ৫৲, পটিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি ২৲, কেলিশহর কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি ৯৲, ফটিকছড়ি কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি ৭৲, মিসেস এস, এন, বসু, জামসেদপুর ১৩২ খানা কাপড়।

মোট ৭৪৪১।৶৫ ও ২১৯০ খানা কাপড়।

সত্যমুক্ত কমরেড আনন্দ গুপ্তের বাণী

কমিউনিষ্ট পার্টির একতার পথই একমাত্র পথ

মৃত্যুশয্যায়ও আনন্দের উপর দমননীতির চোট

দীর্ঘ ১২ বছর পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দী কমরেড আনন্দ গুপ্ত গত ১২ই জানুয়ারী মুক্তি পাইয়াছেন। এই মুক্তিও আমলাতন্ত্র উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া দেয় নাই, বহুদিন হইতে কমরেড আনন্দ কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগিতেছিলেন। আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁহার মৃত্যুর দায়িত্ব এড়াইতেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সরকার এখন শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ঢাকা ও দমদম জেলের ভিতর হইতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে এ যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ, ইহার অধিকার আমাদের হাতে আনিতে হইবে, ইহার জয়ের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বাধীনতা আসিবে—কমরেড আনন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময়ে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী ও দেশবাসীর কাছে এই আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন :

কিন্তু মুক্তির সাথে সাথেই তাঁহার উপর হুকুম হইয়াছে তিনি বাংলা দেশে থাকিতে পারিবেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি কটকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সেখানেও আমলাতন্ত্র এই মুমূর্ষু রোগীকে রেহাই দেয় নাই। কটকের পুলিস সাহেব তাঁহার উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীর সীমানার ভিতরই আটক থাকিতে হইবে। মৃত্যুশয্যায়ও তাঁহার রেহাই নাই।

১৬ বছরের কিশোর বালক আনন্দ একদিন দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুন বুকে নিয়া সন্ত্রাসবাদের পথে পা দিয়াছিলেন। তারপর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিল জেলখানার কঠোরতার মাঝে। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আজ তিনি মৃত্যুমুখে।

জেলে বসিয়া তিনি সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করেন। যে সব বীর বন্দীরা

"জাপানী দস্যু আজ আমাদের দেশের মা, বোন ও নিরীহ শিশুর উপরে ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা চালিয়া দিতেছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আজ বিপন্ন। এই সময়ে মুক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘৃণ্য ফাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদের পাশে মৃত্যু বরণ করিয়া লইব। কিন্তু আমলাতন্ত্র আমাকে এবং এখনও যাহারা জেলে আবদ্ধ আমার সেই প্রিয় সহকর্ম্মীদের সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। আজ দেশের কাছে একটিই মাত্র পথ—তাহা কমিউনিষ্ট পার্টি নির্দ্দেশিত পথ, সে পথ একতার পথ। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিষ্টবাদকে প্রতিরোধ করার পথ। ঐক্যের পথেই সাম্রাজ্যবাদের চাল ব্যর্থ হইবে, ফাসিষ্টবাদ পরাজিত হইবে।"

কমরেডদের প্রতি সার্কুলার

স্বাধীনতা দিবস পালন করুন

জাতীয় দাবীতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করুন

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই! জাতীয় সরকার চাই!

১৯৪৩ সালের স্বাধীনতা দিবস দেশব্যাপী দারুণ সঙ্কটের মধ্যেই আসছে। দেশের স্বাধীনতার প্রধান সংগঠন কংগ্রেসের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ, তার নেতারা আজও বন্দী। আমলাতন্ত্রের নীতি দেশপ্রেমকে আজও আঘাত করছে, তার প্রতিক্রিয়ায় অন্ধ দেশভক্তের দেশপ্রেম জাপানী প্রীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ও অব্যবস্থা সেই মনোভাবকেই আরও ইন্ধন জোগাচ্ছে।

এরই সুযোগে জাপানী দস্যুরা এগিয়ে এসেছে কলকাতা ও বাংলার অন্য শহরে বোমার বিভীষিকা সৃষ্টি করতে। তারা আশা করছে যে দেশবাসীর ব্যর্থতার বিক্ষোভ ও হতাশাকে তারা বোমার বিভীষিকা দিয়ে আরও বাড়িয়ে তুলবে, দেশের কেন্দ্রগুলিকে বিপর্য্যস্ত করে দেবে, দেশবাসীর জীবনকে আরও ছন্নছাড়া ও বিশৃঙ্খল করে দেবে—যাতে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের শক্তি দুর্ব্বল হয়, সুবিধামত জাপানীরাই আক্রমণ করতে পারে। আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা জাপানীকেই উৎসাহ দিচ্ছে।

তেমনি আবার পরম সুযোগের মধ্যে ১৯৪৩এর স্বাধীনতা দিবস এগিয়ে আসছে। বোমার নিষ্ঠুর মৃত্যু, আর অভাব ও দৈন্যের সাধারণ হাহাকার দেশের মানুষের সমস্ত ব্যবধানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমদুঃখতার এক মহান বন্ধন সৃষ্টি করছে। আজ কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য জাগছে যে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা নিজেদেরই মৃত্যুর পথ। আজ কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, মজুর সংগঠন, কমিউনিষ্ট সবাই এগিয়ে এসে এক হবার পথ খুঁজছে—দেশের খাদ্য সমস্যা, বোমা থেকে বাঁচবার সমস্যা মেটাবার জন্যে।

এই সাধারণ সমস্যা, সমদুঃখতার বন্ধন, ঐক্যের দিকে এই বর্দ্ধমান আগ্রহ—এবারকার স্বাধীনতা দিবসের এই হবে বিশেষ পটভূমিকা। সমস্ত জাতিকে মিলতে হবেই এবং সমস্ত জাতি স্বাধীনতার দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ হলে বৃটিশ বা জাপানী কোন পরাধীনতাই আমাদের বেঁধে রাখতে পারবে না—এবারকার স্বাধীনতা দিবসের এই রাজনীতি। **খাদ্যের জন্য এক হও, আত্মরক্ষার জন্য এক হও, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য এক হও, কংগ্রেস-লীগ মিটমাটের জন্য এক হও, দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য এক হও—এই হবে এবারের বিশেষ শ্লোগান।**

এখনি আপনার জেলার এলাকায় এলাকায় এর প্রচার আরম্ভ করুন। স্বাধীনতা দিবসে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বৈঠক করুন। জাতীয় দাবী ও নেতাদের মুক্তির জন্যে গণদরখাস্ত অভিযানকে আবার জোরদার বানান। যেখানে বড় সভা করায় বাধা নেই সেখানে হাজারে হাজারে লোককে জড়ো করে স্বাধীনতার সঙ্কল্প যে শুধু ঐক্যের মধ্যে দিয়েই সার্থক হবে তা বোঝান। সাচ্চা দেশভক্তদের সবাইকে এর মধ্যে টেনে আনুন। সঙ্গে সঙ্গে বোঝান যে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জিত হয় অপরের স্বাধীনতা স্বীকার করলে—তাই মুসলমান-প্রধান ভূখণ্ডগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারও আমাদের স্বীকার করতে হবে।

মনে রাখবেন যে জাপানী বোমায় উৎসাহিত হয়ে পঞ্চমবাহিনী হয়তো স্বাধীনতা-দিবসে লোকের দেশভক্তিকে আবার দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে টানবার চেষ্টা করতে পারে। আপনাদের এই ক'দিনের প্রচার ও সংগঠন যেন আগে থেকেই তার পথ বন্ধ করে।

আপনার এলাকায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ও তার আগের প্রচার সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট জনযুদ্ধ অফিসে পাঠাতে ভুলবেন না।

সম্পাদক, প্রাদেশিক কমিটি, সি, পি, আই
১৮।১।৪৩

সাম্রাজ্যবাদী ও সোশালিষ্ট দুনিয়া

মরিসনের "আদর্শ" ন্যাকামির জবাব জনগণই দিবে

ভারতে ও অন্যান্য উপনিবেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হারবার্ট মরিসন গত ১০ই জানুয়ারী এক বিরাট বক্তৃতায় বলেন : ঐ সব দেশে "ব্রিটিশ সম্পর্কের শুরু হইতে সাধারণ শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, লোকের আয়, শিক্ষা, সমাজ-সেবা এবং নাগরিক মর্য্যাদা বোধে উন্নতি হইয়াছে। বাণিজ্য-বৃত্তির উদ্দেশ্য ও পলিসি থাকিলে এ উন্নতি হইতে পারিত না, অন্য উদ্দেশ্য ও পলিসি ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। আইন ও পরিচালনার এক চমৎকার ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি। আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে যে সব পশ্চাৎপদ জাতি রহিয়াছে তাহাদের প্রতি সদয়, সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত মনোভাব দেখাইয়াছি বলিয়াও আমরা মোটের উপর গর্ব্ব বোধ করিতে পারি। এই সব ব্যাপারে আমরা যে আদর্শ দেখাইয়াছি, সভ্য জগতের লোক আনন্দের সঙ্গে তাহারই অনুসরণ করিয়াছে।"

সোভিয়েট রুশ ভারতের মতই বিরাট উপ-মহাদেশ। বিপ্লবের আগে সে দেশেও ভারতের মতই অধিকাংশ লোক ছিল কৃষক—অশিক্ষা, অত্যাচার ও দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত। তাহারা ভারতের কৃষকদের মতই মান্ধাতা-আমলের পশ্চাৎপদ পদ্ধতিতে জমি চাষ করিয়া কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন করিত। ১৯১৭র বিপ্লব তাহাদের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িল। ঘটনাচক্রে ১৯৩৭ সালে যেদিন রুশ দেশবাসীর জীবনে অগ্রগতির ২০ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিনই ভারতে ব্রিটিশ শাসনেরও ১৮০ বৎসর পূর্ণ হইল। ২০ বছরে সোভিয়েট যাহা করিয়াছে আর ১৮০ বছরে অর্থাৎ সোভিয়েটের চাইতে ৯ গুণ বেশী সময়ে ভারতে যে "অগ্রগতি" হইয়াছে তাহা পাশাপাশি সাজাইয়া দিলাম। হারবার্ট মরিসনের তাহাতে শিক্ষা হোক বা না হোক আমরা নিশ্চয়ই শিক্ষা পাইব। এবং সঙ্কল্প করিব যে সোভিয়েটের বীর জনতার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধে ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করিব, দুনিয়ার সমস্ত দেশ তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব। সোভিয়েটের মত করিয়াই ভারতের জীবনকেও গড়িয়া তুলিব।

ভারত ও সোভিয়েট

	সোভিয়েট	ভারতবর্ষ
জাতীয় আয়	২৯০০ কোটি টাকা (১৯৩৭)	২০০ কোটি টাকা (১৯৩১-৩২)
১৯১৭-১৮ সাল হইতে বৃদ্ধি	সাড়ে চারগুণ	বিশেষ বাড়ে নাই
কারখানায় উৎপাদন (১৯৩৮) (১৯১৩=১০০)	৯০৮·৮	১৬০
বাৎসরিক ইস্পাত উৎপাদন (১৯৩৮)	১ কোটি ৮০ লাখ টন	৯ লাখ টন
১৯১৭-১৮ সাল হইতে বৃদ্ধি	৭০০%	৬০%
মোট ফসলের জমি বৃদ্ধি (১৯১৪ ও ১৯৩৭ সালের ভিতর)	৩০%	১০%
ফসল বৃদ্ধি	৫০%	১০%
কতজন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে	২ কোটি ১৩ লাখ (১৯৩৮)	২২ লাখ (১৯৩১)
উহা মোট জনসংখ্যার কত অংশ	১২%	০·৮%
মৃত্যুর হার	মস্কো: ২৩·১ (১৯১৩), ১৩·৪ (১৯২৬)	বোম্বে: ৩২·৭ (১৯১৪), ৭৭·৬ (১৯২৬)

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ; ১৩ই মাঘ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০ ষাণ্মাসিক ১৷৵০

অন্ন চাই! বস্ত্র চাই! শেল্টার চাই! রেজকী চাই!

৫ হাজার নরনারীর জবরদস্ত দাবী

বাগবাজার হইতে, মাণিকতলা হইতে, ইটালী হইতে পার্ক সার্কাস হইতে, কলিকাতার দূর দূর প্রান্ত হইতে গৃহস্থের মেয়েরা, বস্তির মেয়েরা আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের সংখ্যা চার পাঁচ শোর কম হইবে না। পথশ্রম ক্লান্ত, কোলের শিশুর ভার আরও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, জনতার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াবার অনভ্যাস পদে পদে লজ্জার বাধা সৃষ্টি করিতেছে—তবুও দারুণ দুর্দ্দশা এই মা ও মেয়েদেরই টান দিয়া পথে বাহির করিয়াছে। তাহাদের ক্ষীণ কিন্তু আত্মসম্মানে গর্ব্বিত দৃঢ় কণ্ঠ গত রবিবার টাউন হলের জনরক্ষা ও খাদ্য সম্মেলনে আওয়াজ তুলিয়াছে : সরকার নয়, নিজেদের শক্তির উপর ভরসা কর! কলিকাতার সমস্ত নরনারী জনরক্ষা সমিতিতে একত্র হইয়া পরস্পরের সাহায্য কর, অটল ভাবে দাবীর জন্য লড়াই কর—আমাদের অন্ন-বস্ত্রের দাবী, বোমা হইতে বাঁচিবার দাবী আমলাতন্ত্র মানিতে বাধ্য হইবেই!

কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের মোট প্রায় ৩০টি জনরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি আসিয়া জড়ো হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই নিরীহ চাকুরীজীবি গৃহস্থ, যাঁহারা সভা সমিতিকে বিপজ্জনক স্থান বলিয়াই চিরকাল ভাবিয়া আসিয়াছেন। একজন সাধারণ প্রতিনিধি বলিলেন, "মশাই পাড়ায় আপনাদের ছেলেরা, যারা স্বদেশী করে, তারা তো সত্যিই প্রাণপণে জনরক্ষার ব্যবস্থার জন্য খাটছে। কিন্তু আমরা সাধারণ লোক, জেল-পুলিশকে যমের মত ভয় করি, আমরা এর ভেতর মাথা গলাবার সাহস কি ক'রে পাই?" এমনি ধারা নিরীহ মানুষকেও আজ খাদ্য-বস্ত্র আশ্রয়স্থলের হাহাকার সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, 'জেল-পুলিশের হাঙ্গামার' মধ্যেই টানিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে! আর হাজারো মানুষের একতাবদ্ধ জবরদস্ত আওয়াজ তাঁহাদের প্রশ্নের জবাব দিয়াছে, "দেশের মানুষের অভাব দূর করার জন্য আমরা দেশের প্রত্যেকটি ভাই বোন কোমর বাঁধলে সেই শক্তিকে রোখে কে?"

সমস্ত মতের লোক, কংগ্রেসী মত, লীগ মত, কমিউনিষ্ট মত, হিন্দুসভার মত; সাধারণ উকীল-ব্যারিষ্টার, খিলাফৎ কমিটির লোক, স্বয়ং মেয়র মহাশয়, কাউন্সিলার, দোকানদার, সলিসিটর আর সবার চেয়ে বেশী সংখ্যায় মজুর ভায়েরা সবাই আসিয়া জমা হইয়াছিলেন, একই দাবী তুলিয়াছিলেন : খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, কয়লা চাই, রেজকি চাই, শেল্টার চাই! হুকুম চাই না, হাতে হাতে চাই! সুদূর ভবিষ্যতে চাই না, এখনই চাই।

মেয়র বলিলেন, বাঁধা দরের দোকানের সংখ্যা নগণ্য, উহাতে অভাব একটুও মিটে না, আরও দোকান খুলাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট শহরবাসীকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের জন্য রেশন কার্ড বা রসদ পত্র বিলি করুন এবং সেই হিসাবে মাল যোগানোর ব্যবস্থা করুন—এই বলিয়া তিনি আবেদন করিলেন। আলিপুর জনরক্ষা সমিতির সংগঠক আচার্য্য বলিলেন, পোর্ট ক্যানিং হইতে চাল বোঝাই নৌকার পর নৌকা আসে, কিন্তু আমলাতন্ত্রের এমনি সুব্যবস্থা যে, কুলটীর কাছে সেই সব নৌকাকে পর দিন আটকাইয়া রাখা হয়, যত দিন যায় সেই চালের দাম ততই বাড়িতে থাকে, কলিকাতার অধিবাসী অন্নাভাবে হাহাকার করে! তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন অনেক হইয়াছে, এখন আমাদের নিজেদের শক্তিতে আদায় করিতে হইবে। আসুন আমরা সমস্ত জনরক্ষা সমিতি মিলাইয়া ঐক্যবদ্ধ এক জবরদস্ত সংগঠন গড়ি। আসুন আমাদের সমস্ত দলের সাধারণ মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার চাপে

আমাদের কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা প্রভৃতি দলের নেতাদের ইহার মধ্যে টানিয়া আনি—তাহার পর দেখিব পা পাই কিনা! খিলাফৎ কমিটির আবদুল হক বক্তৃতা... মা মরিয়ম বিবি একই দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন। ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীফণীন্দ্র ব্রহ্ম বলিলেন, দুধের বাছারা চালের জন্য ভোর ৭টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত লাইনে দাঁড়াইয়া থাকে তাও হয়তো পায় না। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যবস্থা না করিলে লোকে শান্তি বজায় রাখিবে কিরূপে? আবদুর রেজাক খাঁ বলিলেন, "ব্যবস্থার জন্য আগে নিজেরাই দল বাঁধো, পাড়ার ভলাণ্টিয়ার দল গড়ো, দোকানদারদের বুঝাইয়া দলে আন, বজ্জাত পাইকারদের খোঁজ বাহির কর, বোমায় যাহাদের আশ্রয় নাই তাহাদের আশ্রয় দাও, জল ধরিয়া রাখার জন্য পাড়ায় পাড়ায় চৌবাচ্চা গাঁথ, আর সকলে মিলিয়া এমন আওয়াজ তোল যে আমলাতন্ত্র শুনিতে বাধ্য হয়।"

তাহার পর সমস্ত জনরক্ষা কমিটি মিলাইয়া একটী কেন্দ্রীয় সংযোগ সমিতি গঠিত হইল এবং সমস্ত দল ও অন্য সমস্ত সমিতিকে ইহার সহিত একত্র হইবার জন্য সাদরে ডাক দেওয়া হইল।

লক্ষ লক্ষ কলিকাতাবাসীর অন্ন-বস্ত্র-শেল্টারের হাহাকার মিটাইবার জন্য এই পাঁচ হাজারের আওয়াজ শুধু আরম্ভ মাত্র। যে দিন পাঁচ হাজার পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইবে সেদিন খাদ্য আদায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত বাধা কলিকাতার ২১ লক্ষ লোকের পায়ের তলায় ধূলায় গুঁড়াইয়া যাইবে। কলিকাতাবাসী, অগ্রসর হও!

পাঁচ হাজারকে পঞ্চাশ হাজার কর!

গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত! চোরা-ব্যবসায়ীদের দাম আইনে বাধিবে না

সরকার চোরা-বাজার মানিয়া লইল

দেশবাসী সাবধান! চাল-ডালের দিনও ঘনাইতেছে

২৫শে জানুয়ারী দিল্লী হইতে ষ্টেটসম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি খবর দিয়াছেন যে দেশের খাদ্য-সঙ্কট দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নাকি দুটী ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রধান : **(১) গমের পাইকারী দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করা,** (২) অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর পরিকল্পনা করা।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীর "পরিকল্পনার" কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন পরিকল্পনাই আজ পর্য্যন্ত খাদ্য সঙ্কট মিটায় নাই; গম এখনো অষ্ট্রেলিয়াতেই আছে, তাহা এদেশে কোন্ বছর পৌছিবে এবং পৌছিলেও কি দামে, কিরূপে বিক্রয় হইবে তাহা ভুক্তভোগী জনসাধারণ কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

কিন্তু গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত করা এখনই আরম্ভ হইবে, জনসাধারণের পক্ষে উহা অত্যন্ত ভয় ও বিপদের কথা। মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের অপদার্থতায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে আটা পাওয়া যায় না, বাজার মাত্রেই চোরা বাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন নিয়ন্ত্রণ হুকুম একেবারে রদ করায় চোরা-ব্যবসায়ীদেরই জয়জয়কার হইল। সরকারী হুকুমই আজ অসাধু ব্যবসায়ীদের ডাক দিয়া বলিতেছে মাভৈঃ, তোমরা যত খুশী দাম বাড়াইতে পার, আমরা তোমাদের কিছুই বলিব না।

আমলাতন্ত্রও কি অতি-লোভী ব্যবসায়ীদের দলে ভিড়িল? চিনির দাম তো বাড়াইয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর ৫ই জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকা হাটের মধ্যে আমলাতন্ত্রের কেলেঙ্কারির হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া লিখিতেছে, যে-চাল সরকার গত বছর খুব বেশী পক্ষে ৬ টাকা মণ দরে কিনিয়াছিল "সেই মজুত চালই জরুরী দোকানগুলিতে মোটা ১০।০ মণ দরে, মাঝারি ১১।০ দরে ও সরু ১৩।০ দরে বিক্রয় হইতেছে," অর্থাৎ টাকায় টাকা লাভ রাখা হইতেছে! ইহা হইতেই বোধ হয় চোরাব্যবসায়ীরা প্রেরণা লাভ করিতেছে।

গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হুকুম রদ করায় চোরা ব্যবসায়ীদের গলাকাটা দামই আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হইল। আজ গম সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, কাল চাল, ডাল ও অন্যান্য শস্য সম্বন্ধেও তাহা হইতে পারে। ১০ই জানুয়ারীর "বোম্বে ক্রণিকল" পত্রিকা লিখিয়াছে যে অল্পদিনের মধ্যে জওয়ারের (ঐ প্রদেশের গরীবদের প্রধান খাদ্য) দাম ডবল বাড়াইয়া তুলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

অনেক গলাবাজি, দামী কাগজ নষ্ট করিয়া বিজ্ঞাপন, মোটা রাহাখরচ দিয়া ঘন ঘন দিল্লী-কলিকাতা কনফারেন্স ও সফর ইত্যাদির পর খাদ্য সঙ্কট সম্বন্ধে আমলাতন্ত্রের ইহাই নূতন নীতি স্থির হইল বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাতে সঙ্কট আরও বাড়িবে, অতি-লোভীরা আরও ফাঁপিয়া উঠিবে, অসম্ভব ও অনিয়ন্ত্রিত চড়া দামের ফলে জনসাধারণ এখন যাহা কিনিতে পারিতেছে তাহাও পারিবে না। জনসাধারণ! এখনি ইহার বিরুদ্ধে তুফান তোলো, নহিলে সকলেই মরিবে।

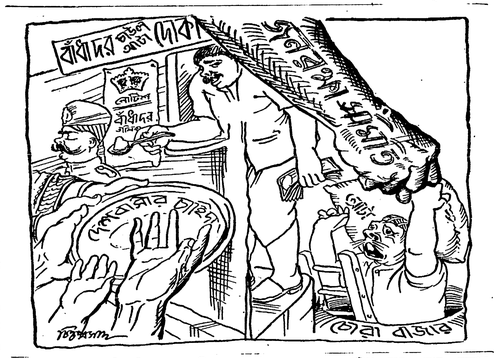

যুদ্ধের গতি

● লালফৌজের সহরের পর সহর দখল
● সোভিয়েট দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অপেক্ষা করিতেছে
● ইউরোপে ও বর্ম্মায় জোর আঘাত হানো

হিটলারের মতলব ফাঁসিয়া গেল

রুশদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে হিটলার সমস্ত ইউরোপের ফাশিষ্ট বাহিনী একত্র করিয়া গ্রীষ্মকালে যে তুমুল আক্রমণ করিয়াছিল এবং পূর্ব্বে ষ্টালিনগ্রাদ ও দক্ষিণে ককেশস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, আজ সে হঠকারিতার শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র লাল ফৌজ আগাইয়া চলিয়াছে, হিটলারের স্বপ্ন ক্রমেই আকাশকুসুম হইয়া পড়িতেছে, তাহার সমস্ত মতলব ভাঙিয়া চুরমার হইতেছে।

লেনিনের মৃত্যুবার্ষিকীর ঠিক পূর্ব্বে লেনিনগ্রাদের অবরোধ লালফৌজ চূর্ণ করিয়াছে। ষোল মাস ধরিয়া হিটলারীরা এই শহর ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতেছিল, ভাবিয়াছিল যে খাদ্যের অভাবে, অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে, শ্রান্ত হইয়া শহরের রক্ষকরা আত্মসমর্পণ করিবে। লেনিনগ্রাদের বীরবাহিনী ফাশিষ্ট স্পর্দ্ধার যোগ্য উত্তর দিয়াছে। শ্লুসেলবার্গ দখল করিয়া লালফৌজ লেনিনগ্রাদের সহিত বাহিরের যোগাযোগ খুলিয়া দিয়াছে। মস্কো হইতে প্রচুর রসদ রেলপথে আসিতেছে। লেনিনগ্রাদ অঞ্চল হইতে আবার লালফৌজ আক্রমণ চালাইতেছে, ফাশিষ্ট ফিনল্যাণ্ডের বিষ দাঁত ভাঙার ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে।

রষ্টভ ঘেরাও হইবে

প্রধান লড়াই এখন হইতেছে দক্ষিণে। ডন্ নদীর মোহনার নিকটে বিরাট শহর রষ্টভ হিটলারের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। এই শহরটাকে প্রায় লালফৌজ ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। উত্তর ককেশস্ অঞ্চলে আর্ম্মাভির ও ভরোশিলভস্ক, খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মাইকপে তেলের খনি হিটলার দখল করিয়াছিল, কিন্তু আর্ম্মাভির হাতছাড়া হওয়ার পর তাহার সমস্ত মতলব ফাঁসিয়া গেল। এখন লালফৌজ টিখোরেট্স্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ হইতে এ চাপ দেওয়ার ফলে হিটলার কিছুতেই রষ্টভ রাখিতে পারিবে না।

রষ্টভের পূর্ব্বেও লালফৌজের অগ্রগতি রোধ করার শক্তি ফ্যাশিষ্টদের নাই। সাল্স্ক ও প্রোলেটার্স্কাইয়া দখল করিয়া লালফৌজ মানিচ্ নদী পার হইয়াছে, রষ্টভ হইতে ৩০।৩৫ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

রষ্টভের উত্তরে ভরোনেশ হইতে যে রেলপথ নামিয়া আসিয়াছে তাহার অনেকটাই এখন লালফৌজের দখলে। কামেন্স্ক অধিকার করার পর এখন রষ্টভের উত্তর পশ্চিমে ভরোসিলভগ্রাদের মত প্রকাণ্ড শিল্পকেন্দ্র কাড়িবার জন্য সোভিয়েট সেনা তৈয়ার। হিটলার আর বেশী দিন এ জায়গাটাও রাখিতে পারিবে না। তখন রষ্টভ হইতে ফ্যাশিষ্টরা পগার পার না হইতে পারিলে ষ্টালিনগ্রাদের শিকলবদ্ধ সৈন্যের মত দুর্দ্দশায় পড়িবে।

খারখোভের দিকে লালফৌজ

ভরোনেশের দক্ষিণে ও পশ্চিমে লড়াই চলিতেছে। ভালুইকি ও অষ্ট্রোগস্ক দখল করিয়া লালফৌজ কুপিয়ান্সক্ জংশনের দিকে আগাইতেছে। খারকভ ও কুর্স্ক—এই দুইটী প্রধান জায়গা এখন তাহাদের লক্ষ্য। সব চেয়ে টাট্কা খবর ভলোকনভকা অধিকার। এ জায়গাটা খারকভ ও কুর্স্কের মধ্যস্থলে। ফ্যাশিষ্টদের প্রধান কেন্দ্রগুলিকে নানাদিক হইতে আক্রমণ করিয়া ঘিরিয়া ফেলার অপূর্ব্ব কৌশল লালফৌজ দেখাইতেছে।

হাজার মাইল উত্তরে ভেলিকি লুকির পশ্চিমে লড়াই চলিতেছে। জার্ম্মাণরা মরিয়া হইয়া ভেলিকি লুকি আবার দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। লালফৌজ বজ্রমুষ্টির আঘাত করিয়া তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছে।

ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের হিসাব

লেনিনের মৃত্যুদিনে মস্কোতে যে স্মৃতিসভা হইয়াছিল, সেখানে কমরেড ষ্টালিনের উপস্থিতিতে মস্কো সোভিয়েটের চেয়ারম্যান শেরবাকভ হিটলারীদের লোকসানের এক ফিরিস্তি দেন। তিনি বলেন যে দুই মাসে ৫ লক্ষ শত্রু মরিয়াছে ও ২ লক্ষেরও বেশী বন্দী হইয়াছে। ঐ সময়ে শত্রু ৬০০০ ট্যাঙ্ক, ১২০০০ কামান ও প্রায় ৩৫০০ এরোপ্লেন খোয়াইয়াছে। শত্রুর ৩৬ ডিভিসন সৈন্য মারা গিয়াছে, ২২ ডিভিশন ঘেরাও হইয়াছে।

মস্কো হইতে বেতার বক্তৃতায় একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান সাংবাদিক বলিয়াছেন যে লালফৌজের সম্প্রতিকার আক্রমণে প্রায় ১৫ লক্ষ শত্রুসৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে।

রুশদেশে যুদ্ধের গতি যে কিরূপ প্রবল, তাহার প্রমাণ মাত্র একটী রণক্ষেত্রে হতাহত শত্রুসৈন্যের তালিকা হইতে মিলিবে। ভরোনেশ অঞ্চলে ১৭ ডিভিশন্ সৈন্য মারা পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে ৯ ডিভিশন রুমেনিয়ান্ সৈন্য। এখানে বন্দী হইয়াছে ৬৪,০০০। মাত্র একদিনে—গত শনিবার এই অঞ্চলে ১২০০০ শত্রুসৈন্যকে কয়েদী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্র কই ?

লালফৌজের এ বিরাট প্রচেষ্টার সমর্থনে পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র এখনই চাই। কিন্তু তাহার লক্ষণ কোথায় ? সোভিয়েট সেনাপতি মালিনোস্কি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে সোভিয়েট জনসাধারণ অধীরভাবে দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের অপেক্ষা করিতেছে। উত্তর আফ্রিকার লড়াইকে ইয়োরোপে রণক্ষেত্র খুলার মহড়া ছাড়া কিছু মনে করা চলে না।

সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকার মিত্রপক্ষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। দুই মাস ধাওয়া করার পর ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী জার্ম্মাণ সেনাপতি রমেলকে ত্রিপলি হইতে ভাগাইয়াছে। আফ্রিকায় ইটালিয়ান সাম্রাজ্যের অবসান হইল বলা চলে। পশ্চিম ত্রিপলির খানিকটা এখনও শত্রুহস্তে। কিন্তু জুয়ারা ছাড়া অন্য কোন নাম করার মত জায়গা তাহাদের নাই। জুয়ারাতে মিত্রপক্ষ বোমা ফেলিতেছে।

রমেলকে ধাওয়া করা যথেষ্ট নয়

রমেল এক রকম যুদ্ধই করে নাই। কি মতলবে সে পলাইয়াছে, সে সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতেছে, কিন্তু জল্পনার বদলে কাজই এখন দরকার। কেবলই শুনা যাইতেছে যে তিউনিস্ হইতে সে লড়িবে এবং সেখানে নাকি ফরাসীদের বানানো শক্ত সামরিক ঘাঁটি অনেক আছে। তিউনিস্ হইতে শত্রু লড়িবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কাদার জন্য লড়িতে পারিতেছি না এই কাঁদুনি শুনিয়া সকলের কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। তিউনিসে লড়াই পুরা কদমে চলুক্, এখনই চলুক্। রুষদের প্রচণ্ড শীতে, বরফে-জমা দেশের উপর চমকপ্রদ যুদ্ধ চলে আর তিউনিসে চলে না? তিউনিসে মিত্রপক্ষের দুই একটা ছোটখাট সাফল্যের খবর একেবারেই পর্য্যাপ্ত নয়।

তিউনিসের সঙ্গে সমুদ্র দিয়া ফাসিষ্টদের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দেওয়ার সুযোগ মিত্রশক্তির আসিয়াছে। একদিকে আল্জিয়ার্স ও অন্যদিকে ত্রিপলি তো এখন তাহাদের হাতে। তিউনিসের পালা চটপট সাঙ্গ করিয়া ইউরোপে লড়াই শুরু করা হউক। হিটলার এখন ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ হইতে সৈন্য সরাইয়া লালফৌজের আক্রমণ ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সুযোগে এখনই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের ব্যবস্থা হউক। ইহাই দুনিয়ার জনগণের দাবী।

শকুনিদের তাড়াও

এ দাবী না শুনিবার চেষ্টাও চলিতেছে। দারলাঁর ভূত তো এখনও নামে নাই। বরং এমন কয়েকটা কার্য্য চলিতেছে, যাহার অবসান এখনই করিতে হইবে। জিরো ও ডগোলের সাক্ষাৎকার এখনও হইল না। ফাসিষ্টদের সমর্থক বলিয়া যাহাদের কুখ্যাতি, তাহাদের ঝাঁটাইয়া বিদায় করার বদলে দেখা গেল যে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে পেইরুর্ত নামে এক বদমায়েস কুচক্রীকে আমদানী করিয়া আলজীরিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে বসানো হইয়াছে। সাধে কি লালফৌজের তুলনায় উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের লড়াই এরকম হাস্যকর? এ দুরবস্থার অবসান এখনই চাই।

জনযুদ্ধ জনগণই চালাইবে

এদিকে ঘরের কাছে জাপানী ফাসিষ্টদের টুঁটি টিপিয়া মারার ব্যবস্থা এখনও তৈয়ার হয় নাই। কিছুকাল ধরিয়া একই কথা কেবল শুনা যাইতেছে—পাপুয়াতে জাপানীরা হারিয়াছে, গুয়াডালকানারে আমেরিকানরা তাহাদের দখল কায়েম করিতেছে, আরাকান অঞ্চলে লড়াই চলিতেছে, বার্ম্মার বোমা ফেলা হইতেছে। জাপানীর বিষদাঁত ভাঙার ব্যবস্থা এ নরম চালে চলিলে হইবে না। আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতা অঞ্চলে শত্রু বোমা ফেলিতেছে, দিনদুপুরে চট্টগ্রামে হানা দিতেছে, বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিমান আক্রমণ করিতেছে। চীনারা যে চুপচাপ বসিয়া আছে, তাহা নয়। জাপানীরা সেখানে এখনও জোর কদমে লড়িতেছে। জাপানকে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের সময় না দিয়া আঘাত করিতে হইবে। লালফৌজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজ পৃথিবীর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সাবেকী ঢিমে-তেতালা ধরণে লড়াই চলিবে না, জাগ্রত জনশক্তি আগুয়ান হইয়া যুদ্ধের গুরুভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইবে। ২৫।১।৪৩

লালফৌজ গঠনের ২৫ বার্ষিকীতে

সোভিয়েট চাষী মজুর-যুবকের সঙ্কল্প

ট্যাঙ্ক ও বিমান ক্রয়ে চাষী

সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন জুড়িয়া পঞ্চায়েতি খামারের শ্রমিকদের তরফ হইতে একটা চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে যাহাতে লালফৌজকে একটি ট্যাঙ্ক বহর দিয়া সাহায্য করা যায়। মধ্য এশিয়ার একটি পঞ্চায়েতি খামার হইতে এই চেষ্টা সুরু হয়। লাল ফৌজ গঠনের ২৫ বাৎসরিক উপলক্ষে এই ট্যাঙ্ক বহরের জন্য টাকা তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়। মধ্য এশিয়ার খামারগুলি হইতে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৪ কোটি রুবল পাওয়া যায়। মস্কোর অঞ্চলের খামার হইতে ইতিমধ্যে ৩০ লক্ষ রুবল উঠে। অন্য আর একটি জিলাও ২৫ লক্ষ রুবল তুলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত পঞ্চায়েতি খামারগুলিই আজ এই কাজ হাতে নিয়াছে। কাজাকস্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানকার মাত্র একটি অঞ্চল হইতেই ১ কোটি রুবল উঠিয়াছে। এমনি ভাবে দেশের সব পঞ্চায়েতি খামারগুলির শ্রমিকেরা নিজেদের যা করার তা ভাল ভাবেই করিতেছে। যুদ্ধের নানা অসুবিধার মধ্যেও তাহারা নিজেদের চাষ আবাদের দিকে খুব বেশী নজর দিতেছে। নির্দ্দিষ্ট যা কাজ তার চেয়ে অনেক বেশী আগাইয়া চলিতেছে।

ভল্গা অঞ্চলের পঞ্চায়েতি খামারের শ্রমিকরা লালফৌজকে একটি জঙ্গী বিমান বহর দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। তার জন্য তারা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ রুবলেরও বেশী উঠাইয়াছে। এমনি ভাবে তারা ষ্টালিনের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে।

দ্বিগুণ বন্দুক তৈরী

মেসিন গান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় উৎপাদন বাড়াইবার প্রতিযোগিতা আরও ব্যাপক করার জন্য কিছু দিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐ সমস্ত কারখানার মজুরদের কাছে একটি আবেদন জানান হয়। লালফৌজ গঠনের ২৫ বাৎসরিক উপলক্ষে ১৯৪২ সালের শেষ দিকে একটি কারখানার মজুররা সুরু করে এই প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে ১৯৪২ সাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে বন্দুকের উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে যে হারে ঐ কারখানায় বন্দুক উৎপাদন হইত তাহার দশ গুণ বেশী এখন হইতেছে। ইহা ছাড়া উন্নত ব্যবস্থায় কাজ করার ফলে ২ কোটি ২০ লক্ষ রুবল খরচ বাঁচিয়া যায়।

ট্যাঙ্ক, বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি

সাইবেরিয়া অঞ্চল হইতে খবর আসে যে কুজনেটস্ অঞ্চলের ইস্পাত কারখানার মজুররা লালফৌজের জন্য একটি ট্যাঙ্ক বহর পাঠাইতেছে। লালফৌজ গঠনের ২৫ বাৎসরিক উপলক্ষে তাহারা সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে যে উৎপাদনের যে কোটা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে তাহারা ১০০০ টন লোহা এবং ৩০০০ টন ইস্পাত বেশী উৎপাদন করিবে। বিমান তৈরীর কারখানায় মজুররা নূতন বৎসরের প্রথম কয়েক দিনেই যাহা উৎপাদন করিয়াছে, সেই উৎপাদনের হার ১৯৪২ সালের হার হইতে তিন গুণেরও বেশী।

ম্যাগনিটোগরস্ক অঞ্চলে ইস্পাত উৎপাদন খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সরকার কায়েম হওয়ার আগে সমগ্র উরাল অঞ্চলে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন হইত বর্ত্তমানে এক ম্যাগনিটোগরস্কেই তাহার দ্বিগুণেরও বেশী ইস্পাত উৎপাদন হইতেছে।

দুই লাখ বই প্রকাশ

মস্কো অঞ্চলের যুবকরাও পিছনে পড়িয়া নাই। যুদ্ধরত বীর লালফৌজের জন্য তাহারা নানা রকম বই প্রকাশ করার কাজ হাতে নিয়াছে। ইহার মধ্যেই তাহারা ২ লক্ষেরও অধিক বই প্রকাশ করিয়াছে। পুস্কিন, সেখভ, সলোকভ—এই তিন জনের বই ইহার ভিতর বেশী।

পিপল্স সাইক্লোন রিলিফ কমিটীর প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে ৭৪৩১।৶৫ ও ২১৯০ খানা জামা কাপড়।

পরে পাওয়া গিয়াছে:—কলিগ্রাম কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংগ্রহ, মালদহ ১৪৲; কলিকাতা সংবাদপত্র সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ৭৫০৲; কৈলাসহর মহিলা সমিতির সংগ্রহ, ত্রিপুরা রাজ্য ২৫৲; সিটি কলেজ সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ড, কলিকাতা ৫০৲; মনোমোহন দে কমলদহ, চট্টগ্রাম ১১০। মোট—৮২৮১।৶৫ ও ২১৯০ খানা জামা কাপড়।

Are you interested in the Soviets?
Then Read the
INDO-SOVIET JOURNAL
Fortnightly Organ of the
Friends of the Soviet Union.
Annual : Rs. 1/8/- Per copy -/1/-
46, Dhurramtola Street, Calcutta.

সম্পাদকীয়

বাংলার মজুর! নূতন আঘাত রোখো

গত ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা এলাকায় জাপানী বিমানের ষষ্ঠ আক্রমণ সম্বন্ধে পরদিন সকালে গভর্ণমেণ্টের নাগরিক রক্ষা কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়: "...আমাদের [illegible] বিমানগুলি শত্রু বোমারু বিমানগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। ... যে এলাকা [illegible] ছিল তাহার বাহিরেই বোমা ফেলিয়া দিতে শত্রুদের বাধ্য করে।...এখন পর্য্যন্ত কেহ হতাহত হওয়ার খবর নাই এবং ক্ষতির পরিমাণ তুচ্ছ।"

তাহারও পরদিন ঐ বিভাগেরই আর এক বিবৃতিতে লেখা হয়: "...কারখানায় ও পাব্লিক ইউটিলিটি সার্ভিসে (মজুরদের) হাজিরা ঠিকই আছে। কলিকাতার উত্তরে ...দুর্ভাগ্যক্রমে দুটী বোমা কতকগুলি কুলীদের কোয়ার্টারে পড়ে। তাহাতে অতি সামান্য লোক হতাহত হয়।"

রাত্রি ১০টা নাগাত বোমা পড়িয়াছিল, অথচ ভোর বেলা রিপোর্ট বাহির করিবার সময়ও তাহাতে হতাহতের খবর দেওয়া গেল না। পরদিন অতি তাচ্ছিল্যভরে খবর দেওয়া হইল যে সামান্য কয়েকজন **কুলী** (মজুর বলিলে বোধ হয় তাহাদের দাম বাড়িয়া যাইত, তাই কুলী!) হতাহত হইয়াছে।

সেই দিনই মহামান্য বাঙ্গলার লাট আমাদের বিমান বহরের কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া চিঠি দিলেন, আগের দিন তাড়াতাড়ি খবর বাহির হওয়ারও তারিফ করিলেন। কুলীদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় নাই কেন তাহার উল্লেখ তাঁহার চিঠিতে নাই। হতভাগ্য হতাহতদের জন্য সহানুভূতির একটী শব্দও তাঁহার চিঠিতে নাই।

তাহারা কুলী বলিয়াই বোধ হয়

আমলাতন্ত্রের রিপোর্টের এই ভাষা, "কুলীর" মৃত্যুকে বিশেষ কোন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই না আনা—ইহা আকস্মিক বলিয়া বোধ হয় না। দু চারটী জাপানী বিমান ঘায়েল হইবার পর হইতে এক শ্রেণীর লোকের মনে আবার দস্তুরমত ভাব জাগিতেছে যে কুলী অর্থাৎ মজুররা তুচ্ছ, মালিক শ্রেণী এবং আমলাতন্ত্রই সব। সম্প্রতিকার কয়েকটী ঘটনা আমরা নীচে দিলাম, তাহা হইতেই এইরূপে মনে হয়।

কলিকাতা এলাকায় বোমা পড়ার পর বজবজ চিভিয়ট জুট মিলের মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য আসে, কারখানার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। চাঞ্চল্য স্বাভাবিক কারণ মজুরদের বস্তীতে যথেষ্ট পাকা শেল্টার প্রভৃতির অভাব; জিনিষপত্রের দাম লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িতেছে, কিন্তু মজুরদের মাগগি ভাতা বাড়ে না। এই ভীষণ অবস্থা ও কাজ বন্ধের মধ্যেও কারখানার কমিউনিষ্ট মজুরেরা দৃঢ়পদে আগাইয়া আসে। কমরেড অমূল্য রঙ্গের নেতৃত্বে তাহারা রাতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মজুরদের বুঝায় যে আমাদের দেশ, আমাদেরই বাঁচাইতে হইবে, তাই কারখানায় উৎপাদন চালু রাখিতে হইবে আর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে ভাল শেল্টার, খাদ্য ও মাগগি ভাতা আদায় করিতে হইবে। তাহাদের কথায় উৎসাহিত হইয়া মজুরেরা কাজে ফিরিয়া আসে, কারখানা চালু হয়। ফল কি হয় জানেন? দিন পনের পরে সম্প্রতি মালিকরা বাছিয়া বাছিয়া অমূল্য রঙ্গ ও অন্য ১৫ জন অগ্রণী মজুর—যাহারা সমস্ত মজুরকে কাজে ফিরাইয়াছিল—তাহাদের এক কথায় জবাব দেয়। জবাবের কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই, কোন কারণ পর্য্যন্ত দেখানো হয় নাই। লেবর কমিশনারকে জানানো হইয়াছে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তিনি ইহার কোন প্রতীকার করেন নাই।

ঐ সময় ট্রামের মজুরদের মধ্যেও চাঞ্চল্য আসিয়াছিল, অল্প সংখ্যক মজুর চলিয়াও গিয়াছিল। কিন্তু ইউনিয়নের আন্দোলনে উৎসাহ পাইয়া অধিকাংশই জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য নির্ভয়ে ট্রাম চালাইয়া যায়। কোম্পানী সে সময় তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিতে বাধ্য হয়—স্বীকার করে যে মজুরদের নিরাপদে থাকিবার জন্য কোম্পানীই পাকা বাড়ীর ভাড়া দিবে। মজুরদের স্ত্রী-পুত্রদের দেশে পাঠাইবার জন্য বিশ টাকা অগ্রিম দিতেও কোম্পানী রাজী হয়। ইউনিয়নের দৃঢ়তায় সাহস পাইয়া যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদেরও অনেকে ফিরিয়া আসে এবং কাজে যোগ দেয়। কিন্তু সম্প্রতি কি হইয়াছে জানেন? যাহারা ফিরিয়া আবার কাজ করিতেছিল, তিন চার দিন পরে কোম্পানী হঠাৎ তাহাদের ডিসচার্জ্জ করে। তা ছাড়া এজেণ্ট সম্প্রতি বলেন যে, পাকা বাড়ীর ভাড়া ফেব্রুয়ারী হইতে মজুরদেরই দিতে হইবে এবং কোম্পানী যে কুড়ি টাকা অগ্রিম দিতে রাজী হইয়াছিল তাহা দেওয়া হইবে না।

একই অবস্থায় গ্যাসের মজুরদের কাছেও মালিকরা কথা দিয়াছিল যে এই মাস হইতে আরও দু টাকা মাগগি ভাতা দিবে। কিন্তু ৭ই জানুয়ারী বলা হইল কিছুই দিব না। বোমার আক্রমণের প্রথম দিকে দক্ষিণ কলিকাতার ধাঙ্গড়দের নিরাপদে থাকিবার জন্য কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ পাকা বাড়ী দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি ধাঙ্গড়দের সেই সব বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। টালা ও পলতার জলের কলের মজুরদের পাম্পিং ষ্টেশন হইতে দূরে পাকা বাড়ী দেওয়া হইবে বলিয়া লেবর কমিশনারই আশা দিয়াছিলেন, এখন উচ্চ বাচ্য নাই।

পুলিশের সিপাহীদিগকেও বোমার প্রথম হিড়িকে মাসে প্রায় ১৩।১৪ টাকা দামের খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে দিবার ব্যবস্থা হয়। কয়দিন হইল তাহাদিগের মাগগি ভাতা মাত্র পাঁচ টাকা বাড়াইয়া দিয়া বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া বন্ধ হইয়াছে।

আর উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নাই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে মালিকের দল আবার মজুরদের আঘাত করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। আর তাহার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের রিপোর্টের ভাষা—'সামান্য কুলী মরিয়াছে' মিলাইয়া পড়িলে বোঝা যায় কোথা হইতে মালিকরা উৎসাহ পাইতেছে।

দেশরক্ষার কেন্দ্র কলিকাতা ও আশেপাশের শিল্প অঞ্চলকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেওয়া, উৎপাদন, যাতায়াত প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া ইহাই জাপানী বোমার উদ্দেশ্য। মজুরেরাই নির্ভয়ে কাজ চালু রাখিয়া জাপানীর উদ্দেশ্য বিফল করিয়াছে। আজ মালিকদের আক্রমণ ও আমলাতন্ত্রের তাচ্ছিল্য সেই বিশৃঙ্খলাই ডাকিয়া আনিতেছে, জাপানীর মনস্কামনাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহাকে রুখিতেই হইবে।

সুশিক্ষিত বিমানবহরের যে সব বীর সৈনিক জীবন তুচ্ছ করিয়া জাপানী বোমা হইতে কলিকাতাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। মজুরেরা [illegible] তাহারাও জাপানীর উদ্দেশ্য বিফল করিতেছে; ব্যাপক বোমা ও হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা ও বিশৃঙ্খলা হইতে ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতাকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদেরই বীরত্বের আশ্রয় লইয়া মালিক শ্রেণী আজ মজুরদের আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছে; যে বিশৃঙ্খলা হইতে কলিকাতাকে বাঁচাইবার জন্য বীর সৈনিক নিজের রক্ত ঢালিতেছে, মালিকশ্রেণী তাহাদের পিছন হইতে কলিকাতায় সেই বিশৃঙ্খলাই ডাকিয়া আনিতেছে। ইহা আমাদের বীর সৈনিকদের জীবনপাতকেও বিফল করিয়া দিতেছে, জাপানীদের মনস্কামনাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহাকে রুখিতেই হইবে।

মজুরেরা ইহাকে রুখিতে পারে, সে শক্তি আছে। কুলীর মৃত্যু বলিয়া যে-আমলাতন্ত্র তাচ্ছিল্য করিয়াছে সেই আমলাতন্ত্রের রিপোর্টই ঐ দিনের বোমা পড়ার পর তাড়াতাড়ি লিখিয়াছে, "কারখানা ও পাব্লিক ইউটিলিটিতে মজুরের হাজিরা ঠিক আছে।" এখানে আর কুলী বলিতে সাহস হয় নাই!

ইহাই মজুরের শক্তি। জাপানী বোমাই হোক, আর মালিক বা আমলাতন্ত্রের আক্রমণই হোক—মজুর কারখানায় হাজিরা ঠিক রাখিবে। জাপানীর বদলে এখানকারই যাহারা মজুরকে আক্রমণ করিয়া উৎপাদনে, দেশরক্ষায় ও জনসাধারণের সুবিধায় বিঘ্ন ঘটাইতে উদ্যত হইতেছে তাহাদের মতলব মজুরেরা ধ্বংস করিবে। আর নিজেদের সংঘশক্তি ও দেশবাসীর সাহায্যে নিজেদের দাবী আদায় করিবে।

জাপানী বোমা গরীবের কুঁড়েই ভাঙ্গে

(১৫ই জানুয়ারী বোমার আঘাতে কলিকাতার কাছে কুঁড়ে ঘর ধ্বংসের দৃশ্য)

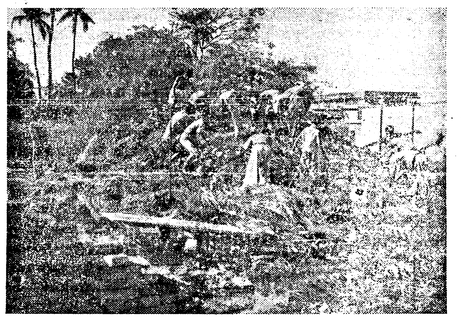

খড়ের গাদায় আগুন জ্বালায়

(বোমায় জ্বলন্ত খড়ের গাদায় আগুন নিভানোর দৃশ্য। জাপানীকে না রুখিলে ধানের গোলাও জ্বলিবে)

আর আমলাতন্ত্র বলে সামান্য "কুলী" মরিয়াছে!
যাহারা তাহার ঘর ভাঙ্গিয়াছে, আগুন জ্বালিয়াছে
বাংলার চাষী-মজুর তাহাদের ক্ষমা করিবে না

চাষী-মজুরই বোমার জবাব দিবে

আমলাতন্ত্রের তাচ্ছিল্য চূর্ণ করিবে
মালিকদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিবে

BLEED THROUGH

খাদ্য-সংকটে সর্ব্বদলের একতা

দিনাজপুরের চিঠি

খাদ্য সংকটে গণদাবী

সব জেলার মতই দিনাজপুরেও খাদ্যসংকট তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জিলায় চাল বেশী হয় তবু আজ টাকায় তিন সের চাল। সেতাবগঞ্জে চিনির কল আছে তবু আট আনা, নয় আনা চিনির সের। সরিষার তেল এক টাকা সের। দিনাজপুরে এমন অবস্থা কোন দিনই হয় নাই। কিন্তু জনসাধারণের এই বিপদে কোন দলই আগাইয়া আসিল না। লোকে অসহায় বোধ করিতে লাগিল।

তখন কমিউনিষ্ট পার্টি আগাইয়া আসিয়া আওয়াজ তুলিল: জনসাধারণের খাদ্য লইয়া আমলাতন্ত্রকে ছিনিমিনি খেলিতে দিও না। খাদ্যসংকট সমাধানে সবাই মিলিয়া আগাও। দাবা করা হইল—(১) জিনিষের দর কমাও (২) আড়তদারের গুদামের খবর জনসাধারণকে জানাও (৩) খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কর (৪) জিলার প্রয়োজনের হিসাব না লওয়া পর্য্যন্ত সব রপ্তানা বন্ধ কর (৫) যাহারা রেজকী লুকাইতেছে তাহাদের খোঁজ ও শাস্তি দাও।

এই দাবীর ভিত্তি সহরের পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত বাড়ীতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা প্রচার করিতে লাগিলেন ও গণসই যোগাড় করিতে লাগিলেন। সহরের হতাশা কাটিতে লাগিল।

সকল দলের সমর্থন

সহরের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও প্রভাবশালী কন্ট্রাক্টর কমিউনিষ্টদের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠিতেন, তিনিও শেষ পর্য্যন্ত খাদ্যসংকট সমাধানে একতার আন্দোলন সমর্থন করিলেন ও যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি বলিলেন, আমি সরকারী পণ্যনিয়ন্ত্রণ কমিটিতে আছি কিন্তু সবাই মিলিয়া চেষ্টা না করিলে কিছুই হইবে না। তিনি সাগ্রহে সই দিলেন। হিন্দুসভার সম্পাদক নিরাশাবাদী হইলেও সই দিলেন।

জমিদার সভার সেক্রেটারী জনশক্তিতে সন্দিহান হইলেও সবাই এক হইয়া চেষ্টা করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। তিনি সই দিলেন। সংগ্রামপন্থী একজন বিশিষ্ট উকীল খাদ্যসংকটে একতার আন্দোলন সমর্থন করিয়া সই দিলেন। হিটলারভক্ত একজন প্রবীণ ডাক্তারও সই দিলেন।

মুসলিম লীগের উৎসাহ

মুসলীম লীগের সম্পাদক উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, সকল দলের মিলিত জনসভা ডাকুন। আমি আপনাদের সাথে আছি। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাইলেন জনৈক লীগনেতা বিশিষ্ট মোক্তারসাহেব। তিনি নিজে কমিউনিষ্টদের সাথে মুসলিম পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম সই যোগাড় করিলেন ও লোককে বুঝাইলেন। একজন মুসলিম যুবক বলিলেন, আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, আপনাদের ইস্তাহারে সই দিতে চাই।

মেয়ে, ছাত্র, সবাই

মেয়েরাও খাদ্য আন্দোলনে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। পাহাড়পুরের বিখ্যাত অমিয়াবালা দেবীও নাম সই দিলেন। মহিলা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সহি দিলেন। কমরেড আশা চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে ৪০ জন মুসলিম মহিলাও আন্দোলন সমর্থন করিয়া সই দিলেন। শুধু মেয়েরাই ৪ দিনে ৩৬৫টি সই তুলিলেন।

ছাত্ররাও পিছে পড়িয়া থাকিলেন না। তাঁহারা একশত সই তুলিলেন। মুসলিম ছাত্রলীগকেও তাঁহারা খাদ্য-আন্দোলনে নামাইলেন।

সকল দলের সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক হইয়া খাদ্যসংকট সমাধানে আগাইয়াছেন। দিনাজপুরে অবসাদ কাটিতেছে, জনগণের মাঝে সাড়া জাগিতেছে, পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা হইয়াছে।

খাদ্য আন্দোলন যেমন দিনাজপুরে সবাইকে এক করিয়াছে, তেমনি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি লোকের আস্থা বাড়াইয়াছে। এই আন্দোলনের মাঝে ৯ জন নূতন মেয়ে কর্ম্মী আসিয়াছেন। জনযুদ্ধের ১০ জন নূতন ক্রেতা ও পিপলস ওয়ারের ৮ জন ক্রেতা বাড়িয়াছে।

রাজসাহীর চিঠি

খাদ্য সংকট

অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ—চাল, ডাল, লবণ, কেরোসিন, চিনি, কয়লা প্রভৃতি অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ৬/৭ মাস আগে হইতে এই সঙ্কট আরম্ভ হয়। এবং কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় পার্টির রাজসাহী জিলা কমিটি, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কৃষকসমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, মিউনিসিপালিটী এবং সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের লইয়া "জনরক্ষা কমিটি" গঠিত হয়। ইহাতে মহাজনদের প্রতিনিধিও লওয়া হয়। গণভিত্তি সংগঠন করার দিকে জোর না দিয়া ঘরোয়া আলাপ আলোচনার উপরে বেশী জোর দেওয়ায় কমিটি নামেই থাকিয়া যায়।

দুই হাজার নাম সই

কিন্তু এদিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম আগুন হইয়া উঠিতে থাকে এবং আরও দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকে, জনরক্ষা কমিটির কাজ ঘরোয়া আলাপ আলোচনার ধাপ হইতে গণসংগঠনের পথে অগ্রসর হয়। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গণসহি লওয়া হয়। সংগ্রামপন্থীদের মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও ২০০০ সহি সংগ্রহ হয়। পরে মুসলীম লীগ কর্ম্মীদের সহযোগিতায় এক সভা ও জনসমাবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু পুলিসের বাধায় তাহা হইতে পারে নাই।

কেরোসিন আদায়

সহরে এই সময়ে কেরোসিনের খুব অভাব দেখা দেয়। স্থানীয় কমিউনিষ্টরা সহরের অধিবাসীদের লইয়া মহকুমা হাকিমের সাথে দেখা করিয়া কেরোসিন ডিপোর মালিককে কেরোসিন দিতে বাধ্য করেন। সহরে কেরোসিনের অভাব কিছু মিটিয়াছে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কেরোসিন বিলির কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং বাঁধা দরে ইহা বিক্রয় হইতেছে—জনমতের জয় হইয়াছে। এই জয় যে একতার ফলে সম্ভব হইয়াছে, ইহা সকলের কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। নূতন উৎসাহে জনরক্ষা কমিটির কাজ চলিতেছে।

হঠাৎ চালের দর বাড়িয়া যাওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একটা সুরাহা করার জন্য জনরক্ষা কমিটির বৈঠক হয়। কমিটির চেষ্টায় মহাজনদের নিকট হইতে ৯০ মণ চাউল উদ্ধার করা হয় এবং ২টী ব্যাঙ্কের মারফত তাহা বিক্রি হয়।

মিলিত সভা

গত ২৫শে ডিসেম্বর জনরক্ষা কমিটির নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম জনসভা হয়। সভাপতি ছিলেন জনরক্ষা কমিটির মেম্বর, স্থানীয় মুসলীম লীগের বিশিষ্ট সভ্য মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান খানসাহেব আজিজুল আলম। কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড অরুণ চৌধুরী, মহকুমা মুসলীম লীগের সেক্রেটারী মোঃ মাদার বক্স সাহেব, কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুত গোপেন্দ্র সুন্দর মজুমদার এবং অন্যান্য বক্তারা বক্তৃতা করেন। সকলেই জনগণের সংগঠন ও একতার উপরে জোর দেন এবং একমাত্র হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথেই যে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য যে সম্ভব তাহা উপস্থিত জনসাধারণ পরিষ্কার বুঝিতে পারে।

রাজসাহী জেলের কমিউনিষ্ট বন্দীদের তার

"পিপল্‌স ওয়ার" ছাপাখানার উপর আক্রমণ সমস্ত দেশের উপর আক্রমণ, দেশরক্ষার উপর আক্রমণ। আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমাদের বিশ্বাস আছে পার্টি ও অন্যান্য দেশভক্তরা জাতীয়তাবিরোধী গুণ্ডামীর অবসান করিবে।

রাজসাহী জেলের কমিউনিষ্ট সিকিউরিটি বন্দীদের পক্ষে

নন্দদুলাল সিংহ

যশোহরের চিঠি

একতার জোরে চাল আদায়

যশোহর জিলায় খাদ্য সংকট ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। পনর টাকার উপরে চাউলের মণ—সাধারণ লোকের ভিতর দারুণ হাহাকার। অথচ এই জিলায় ধান হয় যথেষ্ঠ। নানা রকম তরি তরকারী হয়—খেজুর গাছ হইতেও কৃষকদের আয় মন্দ হয় না। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসেই যে অভাব জিলার সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতের ভাবনায় গরীব লোক মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

জিলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ এই সঙ্কট সমাধানের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে, সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই যাতায়াত করিতেছে, যাহাতে সকলে এক হইয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারে। কমিউনিষ্টদের এই কাজের ফলে লোকের মনে খানিকটা সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে।

কেশবপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগ একযোগে কাজ করিতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী সহরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে লরী বোঝাই করিয়া একশত মণ চাউল পাঠাইতেছিল। জনসাধারণ জানিতে পারিয়া উক্ত সংগঠনগুলির নেতৃত্বে গাড়ী আটক করে। কমরেড গঙ্গা চাটার্জী ও নীরেন সাহা তৎক্ষণাৎ টাকা তুলিয়া ঐ চাউল কেনেন, পরে ঐ অঞ্চলের লোকের [illegible] বিক্রি করিতে আরম্ভ করেন। [illegible] অঞ্চলে জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে ব্যবসায়ীরা বাঁধা দরে কেরোসিন বিক্রি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কেরোসিন সংকট

সহরের অবস্থা বেশ গুরুতর। চালের দর খুব চড়া, ১৪৷১৫৲ টাকা, কেরোসিন কেনা মানে জান দেওয়া, সরিষার তেল ১৷০, তাও পাওয়া যায় না, আটা ময়দা নাই, অবশ্য বেশী দাম দিলে কিছু কিছু মেলে, লবণ ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বস্তা বিক্রী হইতেছে। ব্যবসায়ীদের লোভ ইহার জন্য কতকটা দায়ী।

গত ১৯[illegible] মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ হালদার একটা কেরোসিনের টিন কাটিয়া তেল মাপিয়া দেখেন। টিনে ২২ আউন্স মাপের ২৯ বোতলের মত তেল হয়। এই ব্যাপার নিয়া তিনি, শ্রীযুত গুরুক্রম মজুমদার এবং কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড সুকুমার মিত্র ও কমরেড গোবিন্দ কুণ্ডু সাপ্লাই অফিসারের সাথে দেখা করেন। পরে মুল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির এক বৈঠক বসে। কমরেড সুকুমার মিত্র যে প্রস্তাব দেন মোটামুটিভাবে সকলেই তাহা সমর্থন করেন।

ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়া এক টিনে ২৪ বোতল হিসাবে প্রতি কেরোসিনের বোতল তিন আনা ধার্য্য হয়। সরিষার তেল ৸৵০ ও ১৲ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। হিসাব করিয়া লাভ থাকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা তীব্র আপত্তি জানায়। কিন্তু সকল দলের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত চাপে সে আপত্তি তখনকার মত টেঁকে নাই, যদিও সরকারী কর্ম্মচারীরা যেন খানিকটা দুঃখিত হইয়াছিল। সহরের বাড়ী হিসাব করিয়া ৯৫০ টিন তেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মফঃস্বলের প্রায় জায়গায়ই বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ও বিক্রির কোন সুবন্দোবস্ত না থাকাতে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৫৷২০ মাইল দূর হইতে লোকে সহরে এক ফোঁটা কেরোসিনের জন্য আসে। গ্রামে ১৲—১৷০ তেও বোতল কিনিতে পাওয়া যায় না। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিয়া অনেক স্থান হইতেই গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছে যে জনসাধারণের কমিটির হাতে তেলের টিন দেওয়া হউক। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বিকার।

জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এবং মুল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সাদা কেরোসিনের ২২ আউন্সের এক বোতল তিন আনা ঠিক করা হইয়াছিল। ২৷৪ দিন এই দরেই তেল বিক্রি হয় কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ধনী ব্যবসায়ীদের লাভ অল্প হইতেছে এই অজুহাত দাম বাড়াইয়া ১৪ পয়সা করিয়াছে। জনসাধারণও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ইহার তীব্র প্রতিবাদ কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে, এবং এক জোট হইয়া ইহার প্রতীকারের জন্য আন্দোলন চালান হইতেছে।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই

ময়মনসিংহের শেরপুর টাউনে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একতা আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে। স্থানীয় লীগ ও আঞ্জুমান নেতাদের সাথে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কয়েকটি বৈঠক হয়। লীগ ও আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য একটি মেমোরেণ্ডাম লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর দেন।

খাদ্যসংকট সমাধানেও একতা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। মুসলিমলীগ, হিন্দুসভা ও আঞ্জুমানের সহযোগিতায় এবং কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি খাদ্য সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন মৌলভী ফজলুর রহমান এম, এল, এ,। এক হাজারেরও উপর হিন্দু মুসলমান সভায় যোগ দেন। সমস্ত জনসাধারণ বুঝিতেছে একতাই একমাত্র পথ।

আমলাতন্ত্রের বাধা

খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহা আরও সুসংহত করার জন্য জনরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে জন সভার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল, তাহা মেলে নাই। ইহাতে না দমিয়া কমিউনিষ্ট ও কৃষকসভার কর্ম্মীরা ৭ই জানুয়ারী হইতে সহরে তিনটি স্কোয়াড বাহির করিয়া প্রচার চালাইতেছে এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে। মুসলীম লীগ সমর্থক অন্যান্য সাচ্চা দেশভক্তেরা কমিউনিষ্ট ও কৃষকসভা কর্ম্মীদের এই কাজের সমর্থন করিতেছেন।

কুইনাইন সমস্যা

সারা বাংলায় ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া হাজার হাজার লোক মারা যায়। 'যশুরে' ম্যালেরিয়া তো বহু আগেই কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সাধারণ অবস্থাতেই এই জিলার লোক প্রয়োজনের অনুপাতে কম কুইনাইন পাইয়াছে। আর এখনও কুইনাইন সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কুইনাইন পাওয়া যায় না—আর যদিও বা পাওয়া যায় তার দাম এত যে গরীব লোক তা ছুঁইতে পারে না। ফলে জিলায় ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। শত শত গরীব লোক জীবন দিতেছে। জীবন দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি? সরকার দয়া করিয়া সম্প্রতি সারা জিলার জন্য ৪২৫ পাউণ্ড কুইনাইন মঞ্জুর করিয়াছে। রোগী পিছু ১০৫ গ্রেণ কুইনাইন হিসাবে ৪২৫ পাউণ্ডে ৩৮,২০০ রোগীর চিকিৎসা হয়। কিন্তু এই জিলায় রোগে লক্ষ লক্ষ নরনারী ভুগিতেছে। আবার আজ মাসখানেক ধরিয়া শুনা যাইতেছে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইনও এখন পর্য্যন্ত কোন ডাক্তারের ঘরেই পৌঁছায় নাই। আমলাতন্ত্রের গদাইলস্করী চালের কোন পরিবর্ত্তন নাই—লোকে বাঁচুক আর মরুক।

ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হও

মুসলিম-লীগ সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

"কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন পূর্ব্বে একই মণ্ডপে পর্য্যন্ত হইয়াছে—কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন কংগ্রেসীরা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিল না, তখন হইতেই এই বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আজিকার সংকটে ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হওয়া খুব দরকার। আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার কংগ্রেস মানিয়া নিলেই এই সংকট দূর হইতে পারে।······জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা সুরেন্দ্র নাথের পর সমগ্র ভারতে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই একতার আন্দোলন সঠিক ভাবে পরিচালিত করিয়া স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার কাজে আগাইয়াছেন।" —এই কথা বলিয়া করিমগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মৌলভী বক্রুল হক চৌধুরী তাঁহার অভিভাষণ সুরু করেন। জাতীয় ঐক্য যে অসম্ভব নয়, কংগ্রেস-লীগ একতা যে কঠিন নয়, ইহাই এই সম্মেলন প্রমাণ করিতেছে।

সম্মেলনে কমিউনিষ্টদের বিশেষ করিয়া আমন্ত্রণ জানানো হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময় বিরাট জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। সভাপতি সাহেব মুস্লিম জনগণকে 'পিপল্‌স ওয়ার' ও 'জনযুদ্ধ' পড়িতে বলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় নীতির প্রতি শুভেচ্ছা জানান। সভাপতি সাহেব শেষ বক্তৃতায় বলেন, "কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি কিন্তু সম্মেলনে প্রস্তাব নিতে পারিতেছি না। কারণ উপর হইতে কোন নির্দ্দেশ পাইতেছি না—এ জন্য আমি দুঃখিত। আলোচনার মারফৎ এ বিষয়ে আমি চেষ্টা করিব।"

মুসলিম নেতারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন, কংগ্রেস নেতাদেরও মুসলিম লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। এ জন্যে চাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভ্যদের ও কর্ম্মীদের জোর আন্দোলন, তাহা হইলেই একতা গড়িয়া উঠিবে, নেতারাও মিলিতে বাধ্য হইবেন।

জনরক্ষা কমিটিতে একতা

খুলনা জিলায় রাড়ুলীকটিপাড়া বাঁকা ইউনিয়নে স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, ইউনিয়ন কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের সহিত একযোগে সহস্রাধিক ইউনিয়নবাসীর স্বাক্ষর দিয়া বাঁধা দরে কেরোসিন তেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক গণদরখাস্ত পাঠায়, কিন্তু তাহার কোনই উত্তর পাওয়া যায় না। গত ৩১শে অক্টোবর স্থানীয় হাই স্কুলের মাঠে কমরেড আবদুল্লা রসুলের সভাপতিত্বে চার হাজার লোকের সমাবেশে দক্ষিণ খুলনা জন ঐক্য সম্মেলন হয় সরকারের কাছে অবিলম্বে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সরবরাহের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্ত্তৃপক্ষ সামান্য পরিমাণ কেরোসীন তেল ইউনিয়ন কমিটির হাতে দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই সামান্য।

ইউনিয়নের সংগঠনের কাজ আগাইয়া চলিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ৩টি গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত গ্রামবসৌদের লইয়া পৃথক পৃথক জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির অধীনে একটি করিয়া জনরক্ষা ফৌজ তৈরী হইয়াছে। ইউনিয়নের অধিবাসীরা নিজেদের একতা ও সংগঠনের জোরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত দামে কেরোসিন তৈল, সরিষার তৈল, লবণ, আটা আদায় করিয়া লইয়াছে।

সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকের ধর্ম্মগোলা

মৈমনসিংহের কুমারগতি একটি গণ্ডগ্রাম। এপর্য্যন্ত কৃষকেরা মহাজনের জমিতে চাষ করিয়া জমির ফসল মহাজনের খামারেরই তুলিত। মহাজনকে ধানের অর্দ্ধেক ও সুদ বাবদ আরও কিছু করিয়া এজন্য দিতে হইত। ফলে, প্রতি বৎসরই প্রায় শুধু হাতে কৃষকদের ফিরিতে হইত। কিন্তু এবার কৃষক সমিতির নির্দ্দেশে হিন্দু, মুসলমান, হাজং, ডালু সকলে একজোট হইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে ধান তোলে। মহাজনেরা নালিশের ভয় দেখাইয়াও কৃষকদের একতা ভাঙিতে পারে নাই। পাশাপাশি গ্রামগুলিতে সমস্ত কৃষক একজোট হইয়া 'ধর্ম্মগোলা' খুলিয়াছে। একতার জোরে কৃষকরা মহাজনকেও কিছু ধান 'ধর্ম্মগোলা'য় রাখিতে বাধ্য করিয়াছে।

সর্ব্বদলের খাদ্যপ্রচেষ্টা

গত ৯ই জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি সম্মিলিত সভা হয়। এই সভায় ১২টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া 'আবশ্যক পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' গঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জে একটি কেন্দ্রীয় জনরক্ষা অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে ও বিভিন্ন এলাকায় জনরক্ষা কমিটি গঠনের জন্য একজন করিয়া অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতি পরিবার যাহাতে এলাকা জনরক্ষা কমিটির সভ্য হয় ও যাহাতে প্রতি পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন কর্ম্মী ও এক আনা চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়—তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

ময়মনসিংহ জেল হইতে

কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর অভিনন্দন

ময়মনসিংহ জেল, ১২-১-৪৩

কাগজে দেখিলাম বিমান আক্রমণের পরও মজুরদের কলিকাতা ত্যাগ ঠেকাইতে কমরেডরা সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের কমরেডদের আমার অভিনন্দন।

পাঁচু ভাদুড়ী

খাদ্য সম্মেলন

হাওড়া

একেই হাওড়া জিলায় খাদ্যশস্য চাহিদার চেয়ে কম উৎপন্ন হয়, তাহার উপর এবারকার সংকটের ফলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ও গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের ভিতর প্রচার [illegible]। স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি দলের সহিত আলোচনার ফলে, তাঁহারাও একটি মিলিত কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটি গড়িতে রাজী হন।

গত ৩রা জানুয়ারী খুরুট ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন হলে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় [illegible], মধ্য হাওড়া ও শালিখায় তিনটি স্থানীয় কমিটিও হইয়াছে। ১০ই জানুয়ারী ডোমজুড়ে কাপড়দহ বাজারে ৫০০ লোকের এক সভায় কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি, দোকানদার প্রভৃতি [illegible] শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া [illegible] গঠিত হয়। এই [illegible] ডোমজুড়, দক্ষিণ কাপড়দহ, উত্তর [illegible] ও [illegible] ইউনিয়নে কাজ করা স্থির করেন।

১৭ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটি ও সহরের বিভিন্ন দল, শ্রেণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত আবেদনে এক জনসভা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা প্রভৃতি সকল দলের মিলিত সভা হাওড়ায় এই প্রথম। বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন বন্দোপাধ্যায় সভাপতি হন। প্রোফেসর গঙ্গাধর মুখার্জী, কমরেড সমর মুখার্জী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভায় বহু মজুর, দোকানদার ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়: জনরক্ষা কমিটির সহযোগিতায় বাঁধা দরে মাল দিবার জন্য আড়ৎ ও গুদাম খুলিতে হইবে। কমিটির নির্দ্দিষ্ট দোকানগুলিতে ন্যায্য দরে মাল সরবরাহ করিতে হইবে। এখনি উপযুক্ত পরিমাণে রেজকী ও পয়সা চাই। পাকা সেণ্টার ও এ-আর-পির উন্নত ব্যবস্থা চাই।

চট্টগ্রাম

গত ১৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম পরৈকাড়া ইউনিয়ন খাদ্যসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বেলা দুইটা হইতে লাল নিশান ও পোষ্টার হাতে এক বিরাট মিছিল সভায় আসিয়া যোগ দেয়। পাটানিকোটা হইতে কৃষক, ছাত্র ও প্রায় ৬০ জন মেয়ের এক মিছিল সভায় উপস্থিত হয়। মুসলমান এলাকা হইতে মুস্লিম নেতা খাঁন বাহাদুর আব্দুল সত্তার, মোঃ মহম্মদ মিঞা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও মুসলমান কৃষকরা সভায় যোগ দেন। পাঁচশত লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

খান বাহাদুর আব্দুল সত্তার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, দেশের এই ভীষণ সংকটেও যদি হিন্দু মুসলমান এক না হয় তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। একদিকে সবাই একজোট হইয়া জনরক্ষা কমিটি গঠন করুন ও আর একদিকে সরকারকে চাপ দিন। তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

চট্টগ্রাম

সামরিক বেশে সুসজ্জিত ২০০ ভলান্টিয়ার জনরক্ষা ফৌজের অধিনায়ক কমরেড সুখেন্দু দস্তিদারের পরিচালনায় কুচকাওয়াজ করিতেছিল। একদিকে বার বার জাপ বিমানের আক্রমণ, অন্য দিকে আমলাতান্ত্রিক নিপীড়নের মধ্যে স্বাধীনতার সেনাবাহিনী গণশক্তির উদ্বোধন করিতেছে, চট্টগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা সম্মেলনের এই দিকটি সবাইকে আকৃষ্ট করে। ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ২॥০টার সময় পার্টি সম্মেলন আরম্ভ হয়। কমরেড যশোদা চক্রবর্ত্তী সভাপতি হন। জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড মনোরঞ্জন সেন তাঁহার রিপোর্টে জিলার বিভিন্ন সমস্যার কথা জানাইয়া তাহার সমাধানের কথাও আলোচনা করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলনে চট্টগ্রামের বীর নেতা কমরেড অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, মোক্ষদা, প্রিয়দা ও অন্যান্য ফাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের কথা উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।

পার্টি তহবিলে ৩৬০০৲

জনসমাবেশে কমরেড সেক্রেটারী পার্টি তহবিলের জন্য আহ্বান জানান। এই ডাকে অদ্ভুত সাড়া পাওয়া যায়। মহিলারা গহনা দেন, কর্ম্মীরা টাকা, শীত-বস্ত্র, এমন কি গায়ের গেঞ্জিটী পর্য্যন্ত খুলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। অভূতপূর্ব্ব বলশেভিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়। শ্লোগান উঠিল—'কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য পার্টি ফণ্ড' 'ঐক্য আন্দোলনের জন্য পার্টি ফণ্ড,' উৎসাহ ও উদ্দীপনার জীবন্ত পরিচয়। পার্টি যে জনসাধারণের ভিতর শিকড় গাড়িতেছে, পার্টি ফণ্ডে যথাসাধ্য দিয়া দেওয়ার এই ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ। ৪০০০ লোকের বিরাট জন-সমাবেশ, কমিউনিষ্ট পার্টির কথা প্রত্যেক মুখে, টাকা তুলিবার আগ্রহ, ভলান্টিয়ার-দের কুচকাওয়াজ,—চট্টগ্রামের জেলা সম্মেলনে ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় মুস্লিম লীগ নেতা মৌঃ নুরচ্ছবা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া জন-সমাবেশে একটি বক্তৃতা দেন। ইহার পর দারুণ উৎসাহের মধ্যে সম্মেলনের কাজ শেষ করা হয়।

বরিশাল

কমিউনিষ্টপার্টির জিলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর। ২৮শে তারিখ বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কমরেডগণ পৌছিলেন। বেলা ২টার সময় পার্টি সভ্য, প্রার্থী সভ্য ও মিলিটাণ্টদের মার্চ সমেত ২৫০ জন কমরেড লইয়া সম্মেলন সুরু হয়। সমস্ত হলটি লেনিন, ষ্টালিন, মাও-সে-তুং, যোশীর ছবি এবং পার্টি ও গণসংগঠনগুলি গড়িয়া তুলিবার শ্লোগানে সজ্জিত ছিল। হলটি শিক্ষকের কাজ করিতেছিল। জিলার রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট দেন জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড জ্যোতি দাশ গুপ্ত। রিপোর্টে সাংগঠনিক দুইটি শ্লোগান তিনি তুলিয়া ধরেন—'আমরা আরও বেশী সেল সেক্রেটারী চাই'—'আমরা আরও এজিটেটর চাই'। নূতন জিলা কমিটি নির্ব্বাচনের পর তুমুল উৎসাহের ভিতর পার্টি সম্মেলন শেষ হয়।

জনসমাবেশ—২৯শে ডিসেম্বর জন-সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড হীরালাল দাশগুপ্ত। কমরেড সুধীর সেন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ পতাকার মধ্যে রক্তপতাকা উত্তোলন করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির উপর জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন। কমরেড অমিয় দাশগুপ্ত বিভিন্নস্তরে পার্টির ইতিহাস বর্ণনা করেন। আন্দামান প্রত্যাগত কমরেড নলিনী দাস, রমেশ চাটার্জ্জী ও শচীন করের মুক্তির দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর সম্পর্কেও এরূপ আর একটি প্রস্তাব তুমুল হর্ষধ্বনির ভিতর সভায় গৃহীত হয়।

শিক্ষা—এই গেল সম্মেলন ও সমাবেশের একদিক। আর এক দিকে চলিতেছিল সকল কেন্দ্রের কমরেডগণের সহিত আলাপ আলোচনা। প্রত্যেকটী ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত কমরেড সমবেত কমরেডদের সহিত সকল সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করিতেছিলেন। প্রত্যেকটী কমরেডদের মধ্যেই নূতন বোধ, নূতন কর্ম্মোৎসাহ। সাম্রাজ্যবাদী নীতি জাপানী আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যর্থতার যে শোচনীয় ইতিহাস গড়িয়া যাইতেছে, এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস কার্য্যের মধ্য দিয়া অন্ধ দেশভক্তগণ যখন আত্ম-হত্যার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখনই জনগণের নেতৃবৃন্দ জনগণকে সাথে লইয়া দেশরক্ষার দায়িত্বের পথে নূতন ও স্বাধীন ভারত গড়িবার দিকে দৃঢ়পদে আগাইয়া চলিয়াছে,—ইহাই সম্মেলনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নদীয়া

গত ১০ই জানুয়ারী কুষ্টিয়াতে কমরেড আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সভাপতি আন্তর্জাতিক ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড সুশীল চাটার্জ্জী জিলার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মুক্তি দাবী করিয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর নূতন জিলা কমিটির সভ্য নির্ব্বাচনের পর রাত্রি ১॥০ টার সময় তুমুল হর্ষধ্বনির ভিতর সম্মেলন শেষ হয়।

জনসমাবেশ—কুষ্টিয়া হাই স্কুলের মাঠে সম্মেলন উপলক্ষে বিরাট জন-সমাবেশ হয়। লোক হইয়াছিল প্রায় ৩০০০, তার মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫০০-এর উপর। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী। কুমারখালি মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মৌঃ আতোয়ার রহমান কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্য আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া বক্তৃতা করেন। সভাপতি কমরেড মোমিন পার্টির নীতি সুন্দর ভাবে সমবেত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। নদীয়া জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া একখানি চিঠি দেন, সভায় তাহা পাঠ করা হয়।

মজুরদের দাবী মানো

টালা মজুরের দাবী

লেবর কমিশনারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা জানুয়ারী হইতে মজুরদের ৪৲ হিসাবে মাগ্‌গী-ভাতা দিতে রাজী হন। কিন্তু আসলে মজুররা বহু স্থানে জানুয়ারীর মাহিনার সাথে এই ভাতা পাইল না। টালা ও পলতার সাধারণ মজুর মাত্র ১৫৲ টাকা মাহিনা পায় ও দৈনিক ৮ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। মজুররা মাগ্‌গী ভাতা তো অনেক স্থানে পাইলই না, তার উপর আবার পলতাতে যে দোকান খোলা হইয়াছে, তাহাতে জিনিষের দাম অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাউলের দাম ৭॥০ টাকা মণ হইতে ১০৷৵০ হইয়াছে, মসুর ডাল ।০ হইতে ।৶০ সের হইয়াছে। এর উপর করপোরেশন সপ্তাহে ২৲ টাকার কুপন জিনিষ কিনিবার জন্য দেয়। মাত্র ১ বেলা খাইয়া টালা ও পলতার মজুররা সমস্ত সহরবাসীদের জল যোগায়। করপোরেশনের এই ঔদাসীন্যের প্রতিকার হওয়া দরকার। সহরবাসী দাবী করুন গরীব মজুরদের মেহনতের মূল্য দিতে।

বাহাদুর রেলওয়ে মজুর

গত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বি এণ্ড এ রেলের চীৎপুর লোকোর প্রায় ৩৫০ জন মজুর ফোরম্যানের নিকট যাইয়া তাঁহাদের বাঁচিবার আশ্রয়স্থল করিয়া দিবার দাবী করেন। ফোরম্যান আশ্বাস দেয় যে দাবী বিবেচনা করিবে।

মীরজাবাগান বস্তি, চীৎপুর ট্রাফিক কোয়াটার এবং পি, ডব্লিউ, আই কোয়াটারে মজুররা নিজেরাই তাহাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৬টী শ্লিটট্রেঞ্চ তৈয়ার করেন এবং মীরজাবাগান বস্তী মজুররাই আগাইয়া আসিয়া বস্তি কমিটি করার চেষ্টা করিতেছেন।

মেঘনা মিল মজুরদের জয়

মেঘনা জুটমিলের মিস্ত্রিরা মাসিক বেতন পাইত। বাজারে ধার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মজুররা হপ্তা প্রথা চালু করার জন্য ম্যানেজারকে সমবেত ভাবে জানায় কিন্তু কোনই ফল হয় না। পরে ইউনিয়নের তরফ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী লেবর কমিশনারের সহিত মিস্ত্রিদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করেন। মিস্ত্রিরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চাপ দেওয়াতে ম্যানেজারকে মজুরদের দাবী স্বীকার করিতে হয় ও হপ্তা প্রথা কায়েম হয়।

হুগলী মজুরদের দাবী

ইতিপূর্ব্বে বোমাবর্ষণের ফলে হুগলী জিলার মজুররা ভয়ে পাইয়াছিল, অনেকেই কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৫ই জানুয়ারীর বোমাবর্ষণে মজুরদের দৃঢ়তা দেখা গিয়াছে। মজুর ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচারের ফলে মজুরদের মধ্যে সাহস ও চেতনা আসিয়াছে। ১৬ই জানুয়ারী রিষড়া যমুনাতলায় ৫০০ মজুরের এক সভা হয়। মজুরদের দিক হইতে দাবী করা হয়—যথেষ্ঠ এ, আর, পি শেল্টার চাই, ১৫৲ মাগগী ভাতা চাই, ২০% মজুরী বৃদ্ধি চাই। ১৭ই জানুয়ারী তেলিনীপাড়া ও মাহেশেও সভা হয়। সেই সব সভাতেও ঐ দাবীই জানান হয়। সর্ব্বত্র কারখানার গেটে সমবেত মজুরদের মধ্যে সভা ডাকিয়া প্রচার করা হইতেছে—কাজে দৃঢ় থাকিয়া নিজেদের দাবী আদায় করিতে হইবে।

দর্শনার কারখানায় লাল ঝাণ্ডা

দর্শনার 'সুগার এণ্ড ডিস্‌টিলারী ওয়ার্কসের' মজুররা সম্প্রতি 'ইউনিয়ন সপ্তাহ' পালন করিয়াছেন। আন্দোলনকারী মজুরদের ন্যায্যদাবী আদায় করার চেষ্টা, জনসাধারণের জন্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মজুরদের বোঝান এবং ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুরদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতার উপর জোর দেওয়া—এইগুলিই ছিল 'ইউনিয়ন সপ্তাহের' কাজ। কাজের পর প্রত্যেক দিনই মজুরদের সমাবেশ হইত—কাজে যাইবার আগে প্রত্যেকে ইউনিয়ন অফিসে জমায়েত হইতেন এবং একজোট হইয়া লাল পতাকা অভিবাদন করিতেন। পরে শৃঙ্খলার সহিত শ্লোগান দিতে দিতে কারখানায় ঢুকিতেন। তিন দিন এইভাবে চলার পর, চতুর্থ দিনে 'বয়লার ডিপার্ট-মেণ্টের মজুরা কারখানার ভিতরেই লাল ঝাণ্ডা তুলিলেন, শ্লোগান দিলেন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ,' 'মজুরদের দাবী মানো' 'কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ'—ম্যানেজার আসিয়া তাহাদের ধমকাইতে সুরু করিল। মজুর ভাইরা জানাইলেন, উৎপাদন চালু রাখিতে এবং বাড়াইতে তাহাদের দাবী পূরণ করা দরকার। ম্যানেজার আরও রাগিয়া তাহাদের কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দেয়, কিন্তু মজুররা তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। ফলে ম্যানেজার 'টাইমকিপারকে' তিনজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককে কাজ হইতে সসপেণ্ড করার জন্য বলিল। ইহাতে ঐ ডিপার্টমেণ্টের সব শ্রমিকই তাদের কার্ড ফেরত দিলেন। তাহারা ম্যানেজারকে ইহাও জানাইলেন যে তাহারা স্থান ত্যাগ করিবেন না—উৎপাদন করিয়া যাইবেন এবং তাহাকে তাঁহাদের দাবী মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কারখানার সমস্ত শ্রমিকই এই আওয়াজ তুলিলেন। ম্যানেজার বেগতিক দেখিয়া কলিকাতার হেড অফিসে তার করিয়া সব জানায়। ম্যানেজিং এজেণ্ট স্বয়ং গিয়া দর্শনার শ্রমিকদের আবশ্য ৩৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা মঞ্জুর করে। শ্রমিকদের এই জয়ে ইউনিয়ন আরও জোরদার হইয়াছে।

চট্টগ্রাম চা-মজুরদের দুর্দ্দশা

চট্টগ্রাম জিলার চা বাগান মজুররা প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতেছে। ইহার ফলে তদন্ত হইয়াছে। তদন্তে প্রমাণ হইয়াছে মজুরদের বেতন অত্যন্ত কম, অতিরিক্ত খাটুনির তলব পায় না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ৩৫ পয়সা তলব দিয়া কাজ করায়, চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত নাই, ছুটী বা বিশ্রামের ব্যবস্থা নাই। লেবর অফিসার আশ্বাস দিয়াছে ইহার প্রতিকার করিবে। সদর মহকুমা হাকিম আশ্বাস দিয়াছে, যে শীঘ্র অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু শুধু ঘন হয়ে গেল তাহাদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। এই অসহ্য অবস্থায় পড়িয়া মজুররাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাহাদের ইউনিয়নকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে আবার আন্দোলন চালাইবে, তাহাদের ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিবে এই তাহাদের পণ। তাহারা বুঝিয়াছে অপদার্থ আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপর ভরসা না করিয়া নিজেদের একতার জোরেই তাহারা জিতিবে।

আলোচনা

লালফৌজের জয়যাত্রা

লেনিন দিবসের পূর্ব্বেই লেনিনগ্রাড অবরোধ-মুক্ত হইয়াছে। বর্ব্বর নাৎসী বাহিনী গত ১৬ মাস ধরিয়া ইহারই দরজায় হানা দিয়াছে। আজ লাল ফৌজের তড়িৎ আক্রমণের ফলে তাহাদের পলায়নের পথও ক্রমে বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। মধ্য ও দক্ষিণ রণক্ষেত্রেও লাল অভিযান অবাধে আগাইয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রশক্তির বড় কর্ত্তাদের কথাবার্ত্তায়ও আসন্ন সর্ব্বনাশের আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিতেছে। তুর্কীর জার্ম্মান দূত নাৎসী-চালবাজ পাপেন স্বীকার করিয়াছে যে "একাদশ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার নেভস্কীর হাতে প্রুশিয়ান বীরবৃন্দের পরাজয়ের পর জার্ম্মানীর ভাগ্যে এত বড় দুর্ভাগ্য আর আসে নাই।" ইটালীর বেতার প্রচারকের মুখে শঙ্কার সুর আরও পরিস্ফুট। "জার্ম্মান বুলেটিনের ভাষা ইটালীর জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের সঞ্চার করিতেছে। অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে বিপুল আঘাত হানিয়া রুষেরা পূর্ব্বসীমান্তে চক্রশক্তির সমস্ত সমর ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। 'দুই মাসের মধ্যে রুষ আক্রমণ বিন্দু-মাত্রও কমিয়া আসে নাই—তাহাদের ক্লান্তিরও চিহ্নমাত্র নাই। "শেষ সৈন্য ও শেষ অস্ত্র পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাও" ষ্টালিনের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইতেছে। "কিন্তু লালফৌজের জয়যাত্রা শুধু ফাসিষ্ট শিবিরকেই আতঙ্কিত করে নাই। ১৯শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ বিলাতী কর্তৃপক্ষ সুলেখক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ডি, এন, প্রিট্ লালফৌজের নিকট বক্তৃতার ব্যবস্থা বাতিল করিয়াছে।

সেকেণ্ড ফ্রন্ট কোথায়?

মিউনিক আমলের যে মনোভাব ইহার পিছনে রহিয়াছে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে—যুদ্ধ জয়ের ইহাই একমাত্র কৌশল।

"সেকেণ্ড ফ্রন্ট কোথায়"—দুনিয়ার সমস্ত জনসাধারণের মনে আজ এই প্রশ্ন জাগিতেছে। ষ্টালিনগ্রাডে জার্ম্মান সেনাদের অবরোধকারী রুষ সেনাদলের অধিনায়ক কমরেড মালিনোভস্কি বলিয়াছেন "পশ্চিম ইউরোপে আমাদের মিত্রশক্তি-বর্গের অভ্যুত্থানের জন্য আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছি।" উত্তর আফ্রিকার ঘটনাবলী য়ুরোপে যা ঘটিবে তাহার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। যদি জার্ম্মান বাহিনীর এক অংশকে পশ্চিম য়ুরোপের কোন রণাঙ্গনে ব্যস্ততার সঙ্গে চলিয়া যাইতে হয় তবেই এই অবস্থার পূর্ণ-সুযোগ লাভ করা যাইতে পারে।

ফ্রান্স হইতে নূতন জার্ম্মান সেনাদলের আগমন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মানী পশ্চিম য়ুরোপে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়া রাশিয়ায় তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। অথচ ইংরাজ-মার্কিণ মহলের বড় কর্ত্তাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য নামাইয়াই যেন নিশ্চিন্ত। মার্কিন সমরবিভাগের সেক্রেটারী ষ্টিমশন্ বলিতেছেন "প্রায় সমস্ত রণক্ষেত্রই রুশেরা বিমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার কারণ ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে বহু জার্ম্মান বিমান সরানো হইয়াছে।" কমরেড মালিনোভস্কি কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সোভিয়েটের ব্যাপক তৎপরতার ফলেই ষ্টালিনগ্রাডে জার্ম্মান বিমানবাহিনী কাবু হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার দরুণ গোয়েরিংকে তাহার বিমানবাহিনী নানাদিকে ছড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে।" পূর্ব্ব প্রান্তে সোভিয়েটের প্রচণ্ড আঘাতে নাৎসীবাহিনী বিপর্য্যস্ত। নাৎসীপদানত দেশগুলিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে—এমন অবস্থাতেও ইংরাজ মার্কিন কর্তৃপক্ষ শুধু জিরো না দগল কাহার প্রিয়পাত্রকে উত্তর আফ্রিকার গদীতে বসানো হইবে তাহা লইয়াই মাথা ঘামাইতেছে। এই টালবাহানা শুধু রক্তাক্ত যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতেছে মাত্র। অবিলম্বে জয়লাভ করিয়া এই যুদ্ধের অবসানের জন্যই দুনিয়ার জনগণ এই মুহূর্ত্তে 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খোলার দাবী ঘোষণা করিতেছে।

কাগজ চাই

ভারতীয় সংবাদপত্রের বিপদের অন্ত নাই। সর্ব্বগ্রাসী ভারতরক্ষা আইন তো আছেই, ইহা ছাড়াও মধ্যে মধ্যে সরকারী নিষেধাজ্ঞার ঠেলা আছে। সাম্রাজ্যভুক্ত সংবাদপত্র য়ুনিয়নের কাউন্সিল এক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সংবাদপত্রের বিলাতী সংবাদ দাতারা তাহাদের প্রেরিত খবর পৌছানোর বিলম্ব ও তাহার অযথা অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। কতটুকু বা কাটা গেল বা খবর একেবারেই বাদ গেল কি না ইহাও তাঁহাদের বুঝিবার যো নাই।

৯ই আগষ্টের বিপর্য্যয়ের সুযোগ লইয়া আমলাতন্ত্র এদেশের সংবাদপত্রগুলিকে একেবারে নিজ খপ্পরে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। সমস্ত সংবাদপত্রের মিলিত প্রতিবাদে যদি বা সে অপচেষ্টা বন্ধ হইল তো এখন আবার সরকারী বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছে যে সংবাদপত্র ছাপানোর কাগজের পরিমাণ এ বৎসর আরও কমানো হইবে। বর্ত্তমানে যে হার বজায় আছে তাহাই ভারতের মত বিপুল দেশের সংবাদপত্র চালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহার উপরে আবার যদি খড়্গাঘাত হয় তবে যে বহু পত্রিকা উঠিয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংবাদপত্র সমিতি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

জাহাজে স্থানাভাবের অজুহাতে কাগজ আমদানী কমানো যাইতে পারে না কারণ দেশের পক্ষে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। এখনও অপেক্ষাকৃত কম দরকারী বহু মাল এদেশে আমদানী হইতেছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে বিলাস সামগ্রীর পরিমাণ কমাইয়া সংবাদপত্রের কাগজের আমদানী অব্যাহত রাখিতে হইবে। সংবাদপত্র ছাপানোর কাগজ ছাড়াও সরকার কর্তৃক এদেশে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও চারিদিক হইতে প্রতিবাদ হইয়াছে। বাণিজ্য মন্ত্রী নলিনী সরকারও শীঘ্রই কিছু একটা করিব বলিয়া বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহারই বা কি হইল? ভারতের জনমত ঘুমায় নাই। অবিলম্বে যথেষ্ঠ পরিমাণ কাগজের ব্যবস্থা চাই—এই দাবী সরকারী দপ্তরখানার কর্ত্তাদের নিশ্চিন্ত নিদ্রা ভাঙিয়া সচকিত করিয়া তুলিবে। পূর্ব্বের মত এই উপলক্ষে ভারতের সমস্ত সংবাদ-পত্র ঐক্যবদ্ধ হইলে সরকারকে নিশ্চয়ই এবিষয়েও নতি স্বীকার করিতে হইবে।

জনগণকে খাদ্য দাও

আমেরি সাহেব শুনিয়াছেন যে ভারতে খাদ্যাভাব হইয়াছে। 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেসন' কংগ্রেস অপেক্ষা খাদ্য সমস্যাকেই সরকারের বড় শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমেরি কিন্তু অন্য ফ্রন্টে ব্যস্ত বলিয়া এই শত্রু দমনের জন্য খুব বেশী উদ্বিগ্ন নন। বণ্টনের ব্যবস্থা যথোপযুক্ত ছিল না—তাই খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়াছে। এখন আমরা বণ্টন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিয়াছি, অতএব সমস্যা মিটিল বলিয়া; এই আশ্বাস দিয়া তিনি বিলাতী বিরুদ্ধ দলকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ আশ্বাস অনেক পাইয়াছে—খাদ্য পায় নাই। কাহার দোষে খাদ্য পাওয়া যাইতেছে না তাহার গবেষণা অপেক্ষা খাদ্যের দিকেই তাহাদের ঝোঁকটা বেশী। তাই সরকারী কথার তোড়েও আজ চিঁড়া ভিজিতেছে না। নাসিকে ত' সেদিন প্রচণ্ড লুটপাট হইয়া গেল। শুধু গুলি চালাইলেই সমস্যা মিটিবে না—জনগণকে খাদ্য দিতে হইবে। শুধু তবেই লুটপাট বন্ধ হইবে। এ কথা সরকারী মগজে ঢোকানোর প্রয়োজন হইয়াছে।

সরকার তো পুলিশের জন্য নূতন করিয়া মাগগী ভাতা ও সঙ্গত মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণের কি হইবে? কয়লার মূল্য পাঁচ টাকা, ছয় টাকা পর্য্যন্ত চড়িবার পর ঘোষণা হইল এইবার সমস্যা সমাধান হইল—গাড়ী গাড়ী কয়লা আনা হইয়াছে। কিন্তু কয়লা আসিয়াই উবাও হইয়া যাইতেছে। পয়সাওয়ালা লোকেরা চড়াদরে চোরা গুদাম হইতে মাল পাইতেছে অথচ গরীবের অবস্থা ঠিক আগের মতই। বাংলা সরকার বহু-দিন ধরিয়াই শুনিতেছি এ বিষয়ে মাথা ঘামাইতেছে। নূতন দপ্তর খুলিয়া বা নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া কিম্বা 'না আমরা ঐসব কথা ভাবিতেছি না' বলিয়া কাগজে ঘোষণা দিলেই চলিবে না। পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য-কমিটির সঙ্গে সরকার কতটা সাহায্য করিবেন ইহার উত্তরের দ্বারাই খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী চেষ্টার আন্তরিকতা যাচাই হইবে।

আনন্দ গুপ্তকে ফিরাইয়া দাও

দেশের সামনে যে বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে সরকার তাহার একটাও মিটাইতে পারিতেছে না। অথচ এখনও সরকারী জুলুমের শেষ নাই। বহু ফাসিষ্ট বিরোধী আজও কারাগারে অবরুদ্ধ। বাহিরে হাজারো সমস্যা সমাধানের জন্য এইসব সুযোগ্য কর্ম্মীরই দরকার। আগামী 'স্বাধীনতা দিবসে' ইঁহাদের মুক্তির দাবীই ভারতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইবে। ইঁহাদেরই একজন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম আসামী কমরেড আনন্দ গুপ্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় মুক্তি পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বাংলা দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়। এখন আবার শোনা যাইতেছে যে কটক গিয়াও তাঁহার নিস্তার নাই। সেখানে তাঁহার বাসস্থানের চারিদিকে সিপাই-শান্ত্রী বসাইয়া কেল্লা বানাইয়াও উড়িষ্যা সরকার ভরসা পান নাই। সম্প্রতি তাঁহাকে পুলিশ হেফাজতে বাংলায় ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন মৃত্যু শয্যাশায়ী ব্যক্তির উপর এই টানাহ্যাঁচড়ার অর্থ কি? এইরূপ মুক্তিরই বা সার্থকতা কোথায়? অবিলম্বে বিনা সর্ত্তে কমরেড আনন্দ গুপ্তকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই ফাসিষ্ট-বিরোধী মাত্রেরই দাবী।

পাট চাষীর দাবী

[মনসুর হবিব]

সরকারী অব্যবস্থা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলার বিভিন্ন 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিমণ্ডলী পাটচাষীদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন। ১৯৪১ সনে জনসাধারণের চাপে ও অবস্থা অত্যন্ত সঙীন হইয়া পড়ায় বাংলা সরকার ১৯৪০ সনের তুলনায় ১/৩ অংশ পরিমাণ জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে পাটের উৎপাদন অনেকটা কমিয়া যায় ও চাষীদের কিছু সুবিধা হয়।

কিন্তু বিগত বৎসরে মজুত পাটের পরিমাণ কমিয়া আসায় ১৯৪১ সনের ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার বেলের স্থানে ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজারে আসিয়া পড়ায় মিল মালিকরা দেখিতে পান পাটের দাম চড়িয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা বাংলা সরকারের উপর চাপ দেন যাহার ফলে বাংলা সরকার ১/৩ অংশ হইতে বাড়াইয়া ২/৩ অংশ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেন। ইহাতে পাট চাষীর ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া যায়। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের মুখ বাঁচাইবার জন্য পাটচাষীদের ২॥০ কোটী টাকা ঋণ দানের ব্যবস্থা করেন। ঐ ঋণ যাহারা পাট বেচিতে পারে নাই মাত্র তাহাদিগকেই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ইহা সকলেরই জানা কথা যে গরীব পাটচাষীর পাট উঠিলে নানা দাবী মিটাইবার জন্য যে দামেই হোক পাট না বেচিয়া উপায় থাকে না তাহার উপর পাট যখন চাষীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তখন ঋণদানের ব্যবস্থা হইল কাজেই পাটচাষীরা এ বৎসর যে ঘা খাইয়াছে তাহা হইতে চাষীকে বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

পাট মালিকদের কারসাজি

এবার যাহাতে পাটচাষের জমির পরিমাণ বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়া হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা পরিষদ ও বাহিরে সব জায়গাতেই দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু পাটকলের মিল মালিকরা ইহার ভীষণ বিরোধীতা করিতেছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে দৈনিক সংবাদপত্রে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সনের তুলনায় ১/৩ অংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের আদেশ দিবেন। কলওয়ালাদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' বলিয়াছে যে এই সংবাদ নাকি মোটেই পাকা খবর নয়। ভারতসচিব নাকি বিলাতের চাহিদা সম্বন্ধে একটী বিবৃতি শীঘ্রই দিবেন এবং ঐ বিবৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত বাংলা গভর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

১৩ই জানুয়ারীর আর এক সংবাদে প্রকাশ যে বাংলার কৃষিমন্ত্রি ও পাটকল সমিতির সভাপতি মিঃ ওয়াকার উভয়ে মিলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী সরকারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। মন্ত্রীমণ্ডলী ও মালিকদের এই সলাপরামর্শ ভয়ের কারণ সন্দেহ নাই।

ক্যাপিটাল ও পাটকল সমিতির মত হইতেছে যে বাংলায় আসলে পাটের চাহিদা কম নাই কেবল মালবাহনের অসুবিধার জন্যই পাটের দর উঠিতেছে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে পাটের চাহিদা কমা ছাড়া বাড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। আমেরিকায় হেসিয়াণের চাহিদা দ্রুত গতিতে কমিয়া যাইতেছে। ব্রেজিল, আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু পাট চাষ হইতেছে। ঐ সব দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলেও পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য তন্তু ব্যবহারের ব্যবস্থাও হইতেছে।

বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানির পরিমাণ অবনতির দিকেই রহিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে যেখানে ২৮ লক্ষ ৮৩ হাজারবেল কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছে, সেখানে ১৯৪০-৪১ সনে হইয়াছে ১৩ লাখ ৮৮ হাজার। ১৯৪১-৪২ সনে হইয়াছে ১৫ লাখ ৪২ হাজার। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় জাহাজের ব্যবস্থা যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে তাহা মনে হয় না।

পাটকলে কাজের সময় কমানোই হইতেছে—এদিকে বোমার ভয়ে মজুররাও কিছু কিছু কলিকাতা ছাড়িয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ মাল-বাহনের ব্যবস্থার কোন উন্নতি যে বর্ত্তমানে হইবে না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সারা বৎসরে বাংলায় ৬০ লক্ষ বেলের বেশী মাল কাটতি হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় বাংলার পাট চাষীর অবস্থার কথা না ভাবিয়া মিল মালিকদের কথায় বাংলার পাট-জমি যদি অবিলম্বে কমানো না হয় তাহা হইলে সকল দিক দিয়া বাংলার চাষী ডুবিবে।

এবার বাংলায় খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দিয়াছে। খাদ্য শস্যের জমি যদি বাড়ানো না হয় তাহা হইলে "খাবার ফসল বাড়াও" বলিয়া চীৎকার করার কোন অর্থ হয় না।

পাটের জমি কমাও, ১৫৲ দর বাঁধো

বিগত ১৯৪২ সনের জুন পর্য্যন্ত বাংলার উদ্বৃত্ত পাট ছিল ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার বেল, যদিও ১৯৪১—৪২ সনে পাট জমি তিনভাগের ১ ভাগ করা হইয়া-ছিল। বর্ত্তমান বৎসরে যে কত উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা এখনও বলা যাইতেছে না। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে অন্ততঃ ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার বেলের দ্বিগুণ থাকিবার সম্ভাবনা। ওদিকে মোট ৫০-৬০ লক্ষ বেলের কাটতি সম্ভাবনা সামনে রাখিয়া কোনমতেই এবার তিন ভাগের এক ভাগ জমির বেশী জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া অন্যায় হইবে। ইহা অপেক্ষাও কম করা যায় কিনা তাহা দেখা দরকার।

যদিও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলার রহিয়াছে—এবং বিশেষ করিয়া এ বৎসরে যখন যানবাহনের ব্যবস্থার উপর কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে তখন নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ জমির পাট সরকারের কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ও বর্ত্তমানে সমস্ত জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্ততঃ ১৫ টাকা দরে পাটের দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আর কোন মতেই গড়িমিসি করা চলিতে পারে না। অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা দরকার। বাংলার কৃষক সমিতিগুলি হইতে এখনই দাবী তোলা দরকার মনে করি।

১। বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করা হউক।

২। নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে করা হউক যাহাতে যে জমিতে পাট চাষ ছাড়া অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা কম সেই সব জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা রাখিয়া অন্যান্য জমিতে বেশী করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হউক। অর্থাৎ সমান ভাবে সব চাষীকে তিন ভাগের এক ভাগ নিয়মে না ফেলিয়া জমি হিসাবে ও মোট কত জমি সে চাষ করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হউক।

৩। এখন চাষীর প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের যে অনুপাতে দাম বাড়িয়াছে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাটের নূনতম দর অন্ততঃ ১৫ টাকা মণ বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

৪। দুর্ভিক্ষ বন্যার মতই আজ পাট চাষীর মহা সংকট। তাই পাট চাষীর দাবী—খাজনা ও রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখো।

BLEED THROUGH

Regd. No. C. 2836 Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta. Telephone :—Burrabazar 2020 JANAYUDDHA

লাল সেলাম কমরেড ! কোটা ছাপিয়ে গেছে ! আপনাদের সঙ্কল্প সার্থক !

কমরেড মজফ্‌ফরের অভিনন্দন

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দু'লাখের একটা তহবীলের জন্যে যে আবেদন করেছিল তার মধ্যে বাংলার ওপরে ধরা হয়েছিল তিপান্ন হাজার টাকা। ২১শে জানুয়ারীর অর্থাৎ লেনিন-দিবসের ভিতরে এই টাকা তুলে দেওয়ার জন্যে বলা হয়েছিল। বাংলার পার্টির সভ্য ও দরদীরা ২১শে জানুয়ারীর আগেই তিপান্ন হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন। ২১শে জানুয়ারী নাগাত **নগদ উঠেছে সাতান্ন হাজার টাকা, আর পাওয়া গেছে ছ' হাজার টাকার দলীল** যা কিছু কাল পরে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তিত হবে।

এই টাকা তোলার জন্যে আমরা প্রায় ছ' হাজার রসিদ কেটেছি, আর দু' আনার টিকেট ইসু করেছি প্রায় বিশ হাজার খানা। কোথা থেকে কত টাকা পাওয়া গেছে তার খতিয়ান পরে প্রকাশ করা হবে।

আমরা যখন টাকা তোলার কাজ শুরু করব তখনই হলো মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় প্রবল ঝড় ও বন্যা। তারপরে বাংলার ওপরে ঘন ঘন জাপ-বিমানের আক্রমণও হতে লাগল। এই দু'মুখো দুর্যোগ মাথায় নিয়ে পার্টির সভ্য ও দরদীরা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সাড়া দিয়েছেন, কর্ত্তব্যের প্রতিপালনে এতটুকুও দ্বিধা তাঁরা করেননি। এই টাকা তোলার ভিতর দিয়ে আমাদের কমরেডরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টি কত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের কমরেডদের ঐকান্তিকতা ও আনুগত্য দেখে আমি শুধু মুগ্ধ হইনি, ধন্যও হয়েছি। বাংলার প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে, প্রত্যেক পার্টি-দরদীকে, প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে আজ আমি তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনার জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

"বাংলা জিতিয়াছে"—কমরেড জোশী

টেলিগ্রাম পাইলাম। গৌরবময় সংবাদ। পার্টির ২ লাখ ফাণ্ডে বাংলার কমরেডরা ৫৩ হাজার টাকা পুরণ করিয়াছেন। শুধু যথাসময়েই নয়, লেনিন-দিবসের আগেই। মাথার উপরে জাপানী বোমা পড়িতেছে, তবু বাংলা কোটা পূর্ণ করিয়াছে।

ইহাতে সমস্ত পার্টি জীবন্ত প্রেরণা পাইবে। পার্টি বাংলার কমরেডদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, বাংলার কমরেডরা জাপ আক্রমণকারীদের হাতে লেনিনের পতাকার অপমান হইতে দিবে না। নিঃস্ব কৃষক, বোমায় আক্রান্ত মজুর ও তরুণ ছাত্রদের কাছ হইতে আপনারা যখন জাপানী বোমা সত্ত্বেও ৫৩ হাজার টাকা তুলিতে পারিয়াছেন, তখন আমরা নিঃসন্দেহ আপনারা জাপানী বোমার বিরুদ্ধেও সবাইকে এক করিতে পারিবেন।

আমরা জানি আপনারা সবাইকে দিনের পর দিন এক করিয়া চলিয়াছেন। যতই আপনারা এ কাজে আগাইয়া চলিবেন, ততই আপনারা ভালভাবে একাজ করিতে পারিবেন। ততই ভারতের মাটিতে জাপ আক্রমণকারীদের পা দেওয়া কঠিন হইবে। সম্মিলিত জাতিসমূহ সময় পাইবে জাপানী আক্রমণকারীদের বর্ম্মা, মালয় ও চীন হইতে তাড়াইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের জলে সমাধি দিতে। এসিয়ার জনগণ—জাপানের জনগণও, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ এসিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। সবাই মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

ইহার মধ্যে আপনারা যাহা করিয়াছেন ও করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, আপনারা পথের সমস্ত বাধা চূর্ণ করিতে পারিবেন। জাপানী বোমার জবাবে আমাদের কমরেডরা অনুপ্রাণিত হইয়া কোটা পূর্ণ করিয়াছেন। জাপানীবোমা শেষ হয় নাই, সবে সুরু। জনগণের সাথে থাকুন। আতঙ্কের বিরুদ্ধে জনগণের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম তুলিয়া উৎপাদন চালু রাখুন, খাদ্য ও ভাল

এ-আর-পি ব্যবস্থা আদায় করুন। আপনাদের এই কাজের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় লিখিত হউক। রামমোহনের বাংলা, রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর বাংলার যোগ্য ইতিহাস লেখা হউক। আমরা জানি আপনারা ব্যর্থকাম হইবেন না।

জাপানী ডাকাতদের হাত হইতে বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য লেনিনের পার্টির পতাকাতলে জনগণের ভিতরে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ কাজে দৃঢ় থাকুন। বাংলার জন্য যুদ্ধ সারা ভারতের যুদ্ধে পরিণত হইবে। এ যুদ্ধ জিতিতেই হইবে। আমাদের ভিতর এ বিশ্বাস আপনারা জাগাইয়াছেন। এ সাহস আপনাদের সুদৃঢ় করুক। লাল সালাম।

Advt. পি, সি, জোশী

ট্রাম মজুরের দাবী সমর্থন করুন

কোম্পানী ও সরকারের কারসাজি ভাঙ্গুন

বোমার বিপদ মাথায় করিয়াও বাহাদুর ট্রাম মজুররা সন্ধ্যার পরেও ট্রাম চালাইয়া যাইতেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁহারা ডিপো হইতে গাড়ী ছাড়ার শেষ সময় আরও দেড় ঘণ্টা বাড়াইয়া দিলেন। ২৬শে জানুয়ারী হইতে রাত্রি সাড়ে আটটায় শেষ গাড়ী ছাড়িবে।

ট্রাম মজুররা তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অটল। পঞ্চম বাহিনীর উস্কানীতে তাঁহারা টলেন নাই। কোম্পানীর উস্কানীতে তাঁহারা ভুলেন নাই। তাঁহারা জানেন যত বিপদ, যত বাধাই আসুক, তাঁহারা জাপানী বোমার উপযুক্ত জবাব দিবেন। নিজ দেশবাসীর কজে তাঁহারা দৃঢ় থাকিবেন।

কিন্তু এই দেশভক্ত, সাহসী, বাহাদুর মজুরদের দেশভক্তির সুযোগ নিয়া কোম্পানীর মালিক ও সরকার তাঁহাদের দাবী পায়ে দলিয়া যাইতেছে। বোমা পরার পর কাজে দৃঢ় থাকিয়া মজুররা যখন কোম্পানীকে একজোটে চাপ দিয়াছিল, তখন দায়ে পড়িয়া কোম্পানী তাঁহাদের কতগুলি দাবী মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। তাহার ভিতর একটা শর্ত্ত ছিল, মজুরদের জন্য ফ্রি কোয়ার্টার দেওয়া হইবে। সেই কথামত কয়েকটা সেকসনে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। মজুররা সেই বাড়ীতে উঠিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু এখন কোম্পানী বলিতেছে ফেব্রুয়ারীর পর হইতে প্রত্যেকের কাছ হইতে বাড়ী ভাড়া আদায় করা হইবে। এমনি করিয়া কোম্পানী কথার খেলাপ সুরু করিয়াছে।

মজুরদের আর একটি দাবী ছিল, স্ত্রী-পুত্রকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য তিন মাসের মাহিনা অগ্রিম দেওয়া হউক। কোম্পানী প্রথমে ২০ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিল কিন্তু এখন এক পয়সাও দিতে রাজী নয়। ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি দাবী পুরণের কথা দেওয়া সত্ত্বেও সে সব পূরণ করা হয় নাই। সামান্য ছুতানাতায় মজুরদের কাজে জবাব দিবার চেষ্টাও হইতেছে।

ওদিকে দেশরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় মজুরদের শেল্টারের জন্য ব্যবস্থা করিবার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহাও কাজে পরিণত করা হয় নাই।

মজুরদের সাহস, বীরত্ব, দেশভক্তি ও একতা কোম্পানীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। কোম্পানী ও সরকার ইহাতে ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাই কোম্পানী চায় মজুরের এই একতা ভাঙ্গিতে, মজুরের মনোবল ভাঙ্গিয়া, জুলুমের পথ সাফ রাখিতে। তাই আজ কোম্পানী মজুরদের উত্তেজিত করিতেছে, যাহাতে মজুররা ক্ষেপিয়া যাইয়া ষ্ট্রাইক করে। আর সেই সুযোগে কোম্পানী ও সরকার তাঁহাদের দমন করিয়া একতা ভাঙ্গিয়া দিবে, কাজ হাসিল করিবে।

কিন্তু বাহাদুর ট্রাম মজুররা একতার জোর জানে, নিজেদের প্রিয় ইউনিয়নকে চিনে। দেশবাসীর উপর ভরসা রাখে। তাই তাঁহারা মালিকের উস্কানীতে ভুলেন নাই, মালিকের ফাঁদে পা দেন নাই। কোম্পানীর এই সব কারসাজীতে বিচলিত না হইয়া গত ২৩শে জানুয়ারীর এক সভায় তাঁহারা ঠিক করিয়াছেন, কোম্পানী ও সরকার তাঁহাদের দাবী না মানিতে পারে—কিন্তু দেশবাসীকে তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। দেশবাসীর স্বার্থ তাঁহারা দেখিবেনই। তাই ট্রামগাড়ী ছাড়ার শেষ সময় তাঁহারা দেড় ঘণ্টা বাড়াইয়া দিয়াছেন। আর তাঁহারা ঠিক করিয়াছেন, দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইবেন। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুসভা, ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম ছাত্র সংঘ সকলের কাছে যাইয়া তাঁহাদের দাবীর পিছনে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিবেন।

ট্রাম মজুররা দেশের সামনে আজ মহান আদর্শ রাখিয়াছেন। জাপানী বোমা পঞ্চমবাহিনী ও কোম্পানীর উস্কানী, সরকারের টালবাহানা—কিছুই ট্রাম মজুরদের দমাইতে পারে নাই। দেশের ভাই-বোনদের স্বার্থে তাঁহারা অটল। দেশবাসীর আজ কর্ত্তব্য—তিনি যে দল, যে শ্রেণী ও যে সম্প্রদায়েরই হউন একজোটে ট্রাম মজুরদের দাবী সমর্থন করা। আমরা সবাই মিলিয়া আন্দোলন করিলে বাহাদুর ট্রাম মজুর ভাইদের দাবী আদায় করিতে পারিবই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

৮৩ হাজার সভ্য সংগ্রহ

এবার বাংলা হইতে মোট ৮৩,১৫৭ জন সভ্যের কোটা নিখিল ভারত কিষান সভার দপ্তরে পাঠানো হইয়াছে। নিচে কোন্ জেলা কত সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

রংপুর	২১,১১৯
ময়মনসিং	৭,৯৬৮
দিনাজপুর	৬,৪০০
ত্রিপুরা	৬,০০০
খুলনা	৫,২১৮
ঢাকা	৩,১৯২
জলপাইগুড়ি	৩,০১৪
নোয়াখালী	২,৬৬১
চট্টগ্রাম	২,৫০০
নদীয়া	২,৩০১
হুগলী	২,২৮৬
বর্দ্ধমান	২,২৫১
যশোহর	২,০৯৫
হাওড়া	২,০৭৪
মুর্শিদাবাদ	১,৮২৭
২৪ পরগণা	১,৭২৪
মালদহ	১,৬৭৩
বগুড়া	১,৬১৬
মেদিনীপুর	১,৪৬৬
বরিশাল	১,৩৮০
বীরভূম	১,২৬৩
ফরিদপুর	১,১৫১
রাজশাহী	৯৩৮
পাবনা	৬২৫
বাঁকুড়া	৫১২
মোট	৮৩,১৫৭

আসাম

আসাম উপত্যকা	১,০০০
ইহার ভিতর,	
গোলাঘাট	৫০০
শিবসাগর	১০০
জোড়হাট	১৫০
গৌহাটি	১০০
গোয়ালপাড়া	৫০
ডিব্রুগড়	৫০
নওগাঁ	৫০
সুরমা উপত্যকা	১১,৫২০

শেষ সংবাদ

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল :—

২৩শে জানুয়ারীর সভায় ট্রাম মজুররা একজোট হইয়া দৃঢ়ভাবে যে প্রস্তাব নিয়াছেন, আংশিকভাবে তাহার জয় হইয়াছে। ট্রাম মজুরদের তরফ হইতে কমরেড ধীরেন মজুমদার, বসির প্রভৃতি ট্রাফিক ম্যানেজারকে সভার সিদ্ধান্ত ও তাঁহাদের দাবী জানান। ট্রাফিক ম্যানেজার শেষ পর্য্যন্ত রাজী হন :

(১) সন্ধ্যার পর যতটুকু কাজ হইবে তাহাতে পুরা মাহিনাই দেওয়া হইবে।

(২) যাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া ১৯শে তারিখের ভিতর কাজে হাজিরা দিবেন তাঁহাদের বহাল করা হইবে।

(৩) দুই-সপ্তাহ পর হইতে আবার প্রিভিলেজ লিভ দেওয়া হইবে।

(৪) প্রত্যেক সেকসন হইতে মজুরদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত মজুর কমিটিকে ট্রাফিক ম্যানেজার মানিয়া লইবেন।

ট্রামের মজুর ভাই ! একতার জোরে তোমার জয় হইয়াছে। খাঁটি দেশভক্তের মত, সাহসী মরদের মত, বাহাদুরের মত কাজ চালাইয়া যাও। দেশবাসীর স্বার্থ রাখো, দেশবাসী তোমার সমস্ত দাবী পুরণের জন্য আসিয়া দাঁড়াইবে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ; ২০শে মাঘ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷৹, ষাণ্মাসিক ১৷৵৹

জনরক্ষা সমিতির চেষ্টায়

পাঁচ হাজার মণ কয়লা আদায়

সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হও ! খাদ্য-বস্ত্রও আদায় হইবে

বালিগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত নিখিল চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন :

কয়লার হাহাকার

"কলিকাতার অন্য সমস্ত অঞ্চলের মত আমাদের বালিগঞ্জেও কয়লার হাহাকার। ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জ ষ্টেশনে কয়েকটী কয়লার মালগাড়ী আসিয়া পৌছায়। অভাব এমনি যে এ খবর তথনই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কয়লা কিনিবার আশায় প্রায় পাঁচ শো লোক সেখানে জমা হয়। কিন্তু সেদিন গাড়ী খালাস করিতেই সময় গেল, কয়লা বিক্রয় হইল না।

লোকের এত চাহিদা, অথচ আড়তদার হয়তো বাহিরের বেশী লাভে বেচিবার লোভে সাধারণকে কয়লা দিবে না, ফলে হয়তো সেখানেই একটা অনর্থ সৃষ্টি হইবে। তাই আমরা পাড়ার জনরক্ষা কমিটি হইতে স্থির করিলাম যে যথাসাধ্য লোকের অভাব মিটানোর ভার অথচ শান্তিরক্ষা করিবারও ভার আমাদেরই লইতে হইবে। আমলাতন্ত্র ব্যবস্থা করে নাই বলিয়া গালি দিয়া কোন লাভ নাই, জনসাধারণকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একত্র করিয়া ও আড়তদারকে বুঝাইয়া সুজাইয়া নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। আমাদের ভলাণ্টিয়াররা পরদিন সকালেই ষ্টেশনে হাজির হইল।

ভলাণ্টিয়ারের শৃংখলায় কয়লা বিলি

ষ্টেশনের কয়লা ডিপোতে লোকে লোকারণ্য। মাত্র দুটী দোকানে কয়লা নামানো হইয়াছে, আর দোকান দুটীকে ঘিরিয়া হাজার দুই লোক। কয়লা লইয়া প্রায় কাড়াকাড়ির অবস্থা, এমন কি লুঠপাটও আরম্ভ হইতে পারে—পুলিশ, সিভিক গার্ড কেহ নাই। আমাদের ভলাণ্টিয়ার দল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। সংখ্যায় তাহারা সামান্য দশ বারো জন। কিন্তু তাহারা দেশেরই ছেলে, দেশবাসীর আপনার জন। তাহারা কাহাকেও অনুরোধ করিল, কাহারও হাতে-পায়ে ধরিল কাহাকেও বুঝাইয়া বলিল। পাঁচ মিনিটের ভিতর এতবড় এলোমেলো জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা গড়িয়া তুলিল, সকলকে সার বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দিল ! আমাদের দেশবাসী শৃঙ্খলা রাখিতে জানে—তাহার জন্য নাতে একটী চোরকে ধরিয়া দোকানদারের প্রায় ১২ মণ কয়লা বাঁচাইয়া দিল। সুতরাং সকলে আগ্রহের সঙ্গে ভলাণ্টিয়ারদের ব্যবস্থায় রাজী হইলেন। কাহাকেও বেশী, কাহাকেও কম কয়লা দিলে হাঙ্গামা হইবে দেখিয়া ভলাণ্টিয়াররা নিয়ম করিয়া দিল যে এক এক জনে এক মণ করিয়া কয়লা পাইবে এবং ডিপোর নিয়ন্ত্রিত মুল্য হিসাবে তাহার দর হইবে ১৷৹ আনা মণ।

সেদিন সকালে ও বিকালে এইরকম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রায় ১২০০ মণ কয়লা ১২০০ জন খরিদ্দারকে বিক্রী করানো হয়।

বিকালে সারিতে বিক্রী চলিতেছে এমন সময় এক স্থূলকায় বাঙ্গালী আসিয়া ভলাণ্টিয়ারদের উপর হাম্বি তাম্বি সুরু করিলেন যে এক মণের বেশী একজনকে দেওয়া হইবে না এ কথা বলিবার তারা কে ? পুলিশের ডেপুটী কমিশনার নাকি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।—বেশী কয়লা লইবার জন্য। ভলাণ্টিয়াররা সবিনয়ে বলিল, 'হুকুম নয়, এটা ব্যবস্থা'! পাড়ার লোক স্বেচ্ছায় এতে রাজি হয়েছে, নইলে খালি কজন বড়লোক পাবে, আর বেশীর ভাগ পাবে না। এখন কমিশনার কেন, লাট সাহেব এলেও তাঁকেও ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে এক মণ কয়লা নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য কমিশনার সাহেবের বদলে ভদ্রলোক নিজে লাইনে দাঁড়িয়ে কয়লা নিয়ে যেতে পারেন, তাতে আপত্তি নেই।' কিন্তু লোকটী ইহাতেও না বুঝিয়া বেশী করিয়া কয়লা তুলিতে চেষ্টা করে। তখন লাইনের সবাই তাকে এমন টিটকারী দিতে থাকে যে বেচারা লজ্জায় সরিয়া পড়ে।

পরদিন। মণ্ডল ব্রাদার্সের পাঁচ গাড়ী মাল ষ্টেশনে রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সেদিন কিছুতেই গাড়ী খুলিয়া বেচিতে রাজী হইলেন না। আমাদের ভয় হইল, রাত্রে মাল সরাইয়া ফেলা না হয়। ষ্টেশন মাষ্টার ভরসা দিলেন রাত্রে গাড়ী খোলার নিয়ম নাই। কিন্তু ভলাণ্টিয়াররা লুকাইয়া লুকাইয়া পাহারা দিল, এবং ফলে দেখা গেল মাঝ রাত্রে গাড়ী খুলিয়া ঠেলা বোঝাই হইতেছে।

পরদিন (মঙ্গলবার) ভোর হইতেই প্রচণ্ড ভিড়, কিন্তু অতি সহজেই তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াইয়া গেল। মণ্ডল ব্রাদার্স তবুও মালগাড়ী খোলেন না, কিন্তু দেশের এত লোকের চাপ কি আর একেবারে অগ্রাহ্য করা যায়। হাজার হইলেও এই দেশবাসীর সঙ্গেই এক পাড়ায় একত্রে বাস করিতে হইবে তো, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া জীবন বিষময় করা তো আর ভাল নয় ! শেষ পর্য্যন্ত মণ্ডল ব্রাদার্স তিনটী মালগাড়ী খুলিলেন।

ভলাণ্টিয়াররা বিনা গোলমালে প্রায় ১৭০০ মণ কয়লা বিক্রয় করে। সেদিনও কোন এক পুলিশ সাহেবের আরদালি এক সঙ্গে ৬ মণ কয়লা নেবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু এক মণেই তাদের সন্তুষ্ট হইতে হয়।

কচুরীপানার নীচে কয়লা

জনসাধারণের একতাবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চাপের শক্তি এমনই। আইন জনসাধারণকে বাঁচায় নাই। কয়লাওয়ালা সাধারণকে কয়লা না দিয়া অন্যত্র একসঙ্গে বেশী মাল বিক্রী করিলে আইন কিছু বলিবে না। এবং অন্যত্র প্রায়ই বেশী দামে বিক্রী হয় তাহা সকলেই জানে, কিন্তু তাহা বন্ধ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আমলাতন্ত্র করিতে পারে না। জনসাধারণের পক্ষে কিছু নাই, তবু এলাকার সমস্ত লোকের একতাবদ্ধ দাবীতে দোকানদার কয়লা দিলেন। সরাসরি দিব না কেহই বলিতে পারে না, চক্ষুলজ্জায় কেহ কেহ লুকাইয়া রাখে, তাহাও ভলাণ্টিয়ারেরা ধরিয়া ফেলিল ! ঐ দিনই বিভিন্ন দোকানের তরফ হইতে কচুরিপানার নীচে লুকানো প্রায় দুশো মণ কয়লা তাহারা বাহির করিল, খড়ের গাদায় কয়লা লুকানোর চেষ্টা তাহারা বন্ধ করিল, জল দিয়া কয়লার ওজন বাড়াইবার চেষ্টাও তাহারা বিফল করিল। শোনা গেল দূরে একজন দোকানী ২৮০ মণ বেচিতেছে। ভলাণ্টিয়াররা সেখানে পৌছিতে না পৌছিতে তাহা বন্ধ হইল।

পরদিন সকালে ডিপোয় আবার তেমনই ভিড়, অথচ কয়লা পাওয়া যায় না। ভিড়ের অজুহাতে মণ্ডল ব্রাদার্স পুলিশ আনাইলেন। পয়সাওয়ালা বড় ব্যবসাদারের অনুরোধ—একেবারে বন্দুকধারী সশস্ত্র পুলিশ হাজির ! এবং পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় মণ্ডল ব্রাদার্স এক এক ঝাঁকে দশ, বিশ মণ করিয়া কয়লা বাহিরে অন্যত্র বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। এ কয়লা কোথায় যায়, কত দামে বিক্রয় হইবে দেখিবার প্রয়োজন পুলিশের নাই কি ? যদি চোরাবাজারেই যায় তো পুলিশের কি বলিবার থাকিবে ? শনিবার হইতে পুলিশ পাহারা চলিয়াছে এবং খুচরা বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমরা মাননীয় মন্ত্রী ঢাকা-নবাবের কাছে আবেদন করিলাম যে বালিগঞ্জে যে কয়লা আসিয়াছে ও আসিবে তাহা যেন স্থানীয় ছোট দোকানদারদের বিলি করা হয় ও ঠেলা ওয়ালাদের দিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিলি করানো হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ কয়লা পাইবে। অথচ বড় ব্যবসায়ীকে দিলে পাওয়ার কোন স্থিরতা নাই, চোরাবাজারেও যাইতে পারে। সরকারের লোক না থাকিলে আমরা বিনা খরচে ভলাণ্টিয়ার দিয়া বিলির ব্যবস্থা করিয়া দিতেও রাজি আছি। মন্ত্রী মহাশয় "বিভাগীয় তদন্ত করিবেন"—এই মামুলি ও অকেজো আশ্বাস দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। তাঁহার মোটা মাহিনা করা "বিভাগ" থাকা সত্ত্বেও লোকে কয়লা পায় না। এখন লোকে যখন ব্যবস্থার ভার বিনামূল্যে নিজেরাই লইতে চাহিতেছে তখনও যদি তিনি কয়লা জোগাইতে না পারেন তো তিনি কিসের মন্ত্রী ? "নাগরিক সরবরাহ বিভাগকে" ফোন করা হইল। যিনি কথা বলিলেন তিনি তো একেবারে লাটসাহেবেরও বাড় ! নাগরিকদিগকে ঠিকভাবে সরবরাহ করার মুরোদ নাই, অথচ মোটা মাহিনা খাইতেও লজ্জা নাই, তিনিই আবার তম্বি করিয়া জবাব দিলেন যে সরকারী বন্দোবস্ত খুব চমৎকার আছে, ভলাণ্টিয়ারদের এ সব ব্যাপারে হাত দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। লোকটীকে বালিগঞ্জের কয়লার লাইনে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিলে বোধ হয় একটু আক্কেল হইত।

যাই হোক বালিগঞ্জের সাধারণ অধিবাসী আমরা সবাই ঠিক আছি। গত রবিবারে টাউন হলে মেয়র মহাশয়ের নেতৃত্বে খাদ্য, কয়লা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিরাট জনরক্ষা সম্মেলন হয় এবং তাহাতে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর নেতারা আসিয়া যে পরামর্শ দেন তাহা আমাদের উৎসাহ দশগুণ বাড়াইয়াছে। তাঁহাদের পরামর্শ মত আমরা জনরক্ষা সমিতিকে আরও মজবুত করিতেছি, এলাকার সমস্ত লোককে উহার মধ্যে টানিয়া আনিতেছি, পাড়ায় পাড়ায় ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিতেছি। **আমাদের সে চেষ্টার প্রথম সাফল্য হইল যে এই কয় দিনে প্রায় পাঁচ হাজার মণ কয়লা আমরা সর্ব্বসাধারণকে পাওয়াইয়া দিতে পারিয়াছি।**

কিন্তু ইহা সবে সুরু। এখনও আরও কয়লার গাড়ী খোলা বাকী রহিয়াছে, চাল-ডাল-চিনি-কাপড় প্রভৃতি হাজারো সমস্যা রহিয়াছে। আড়তদারদের রাজি করাইতে হইলে ও আমলাতন্ত্রকে নড়িতে বাধ্য করাইতে হইলে পাড়ার সমস্ত লোককে এক

কয়লা চাই বস্ত্র চাই খাদ্য চাই রেজকি চাই

সিভিকগার্ডের ডাণ্ডার প্রয়োজন হয় না, পুলিশের হুমকিরও প্রয়োজন হয় না—তাহা আমাদের চোখের সামনে সেদিন প্রমাণ হইল।

দোকানদারেরাও দেখিলেন যে ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্য ছাড়া কয়লা বেচিতে গেলে লুঠপাট হইয়া যাইবে। একটি দোকানের বেড়া ভাঙ্গিয়া কিছু কয়লা চুরি হইয়াই গেল, তবে ভলাণ্টিয়াররা হাতে-

বালিগঞ্জ ষ্টেশনে ভলাণ্টিয়ারদের শৃংখলায় কয়লা বিক্রি

হইতে হইবে। নিজেদের ভুলচুক প্রথম প্রথম কিছু তো হইবেই। কিন্তু 'ও পাড়ায় গেল, এ পাড়ায় আসিল না', কিংবা 'বস্তীর লোকেরা থাক আমরা ভদ্রলোকেরা আগে নিই' ইত্যাদি বলিয়া আমরা যদি নিজেদের মধ্যে গোলমাল করিতে সুরু করি তবে আমাদের কয়লার দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই থাকিবে। তাই অনুরোধ ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলে জনরক্ষা কমিটিতে আসুন—শুধু কয়লা কেন, আমরা সব জিনিষই আদায় করিতে পারিব।"

যুদ্ধের গতি

- ● দুই মাসে ২ লাখ নাৎসী বন্দী ৬ লাখ হতাহত
- ● গোয়েরিং-গোয়েবেলসের কান্নাকাটি
- ● ফাসিষ্টদের আপোষের আশা চূর্ণ কর

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ শেষ

হিটলার ৩ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে লড়িবার জন্য পাঠাইয়াছিল। 'ষ্টালিনগ্রাদ আমি জয় নিশ্চয়ই করিব' বলিয়া দর্প করিয়াছিল। তাহার সাধের ষষ্ঠ বাহিনীর আর প্রায় চিহ্ন মাত্র নাই। যে সেনাপতি পাউলুস্‌কে হিটলার কয়েক দিন পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'ফিল্ড মার্শাল' পদে উন্নীত করিয়াছিল, সেই সেনাপতি এবং আরও কয়েকজন ইতালিয়ান ও রুমেনিয়ান সেনাপতি আজ লালফৌজের হাতে বন্দী। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে কমপক্ষে আড়াই লক্ষ শত্রু সৈন্য নিহত হইয়াছে, ষাট হাজার বন্দী হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের উত্তরে সামান্য কিছু শত্রু সৈন্য পড়িয়া আছে। তাহাদের আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন পথ নাই।

ককেশসে হিটলারের পরাজয়

কয়েকদিন পূর্ব্বে কমরেড ষ্টালিন এক বিবৃতিতে প্রচার করিয়াছিলেন যে দুই মাসের যুদ্ধে সোভিয়েট সেনা প্রায় ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে, ১০২টী শত্রু বাহিনী ধ্বংস করিয়াছে, দুই লক্ষেরও অধিক শত্রুসৈন্য বন্দী করিয়াছে, ১৩০০০ কামান কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার পর কয়েকদিনের যুদ্ধের ফলে এই ফিরিস্তিতে আরও বেশ কিছু যোগ করিতে হইবে।

লালফৌজ ককেশস অঞ্চলে ও ভরোনেশের পশ্চিমে যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। ককেশসে যুদ্ধের পর্ব্ব প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিল। ক্রপট্‌কিন ও টিখোরেট্স্ক লাল ফৌজ দখল করার ফলে হিটলারীদের রষ্টভের দিকে পালাইবার যে ক্ষীণ আশা ছিল, তাহা নষ্ট হইল। মাইকপ তেলের খনি এখন আবার সোভিয়েটের হাতে। ক্রাস্‌নোদার ও নভোরসিস্ক বন্দরের পুনরুদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। রষ্টভের সহিত এখন আর আওয়ান শত্রুসৈন্যের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। ষ্টালিনগ্রাদে যেমন বিরাট ফ্যাশিষ্ট বাহিনী ঘেরাও হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনই অবস্থা শীঘ্রই রষ্টভের হইবে বলা যায়।

শত্রু পালাইবার পথ পাইবে না

শত্রু যাহাতে পিছু হটিয়া শক্ত ঘাঁটি পাতিয়া বসিবার সুযোগ না পায়, লালফৌজের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। রষ্টভ হইতে হিটলারীরা যেদিন ছুটিতে আরম্ভ করিবে, সেদিন লালফৌজ তাহাকে সহজে থামিয়া দম লইবার সুযোগ দিবে না। এই কারণে ভরোশিলভগ্রাদকে লালফৌজ প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। ভরোনেশের পশ্চিমে কুর্স্ক ও খারকভের দিকে বিপুল উল্লাসে অগ্রসর হইতেছে। হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

ভরোনেশের পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা অনেকটা রাস্তা আগাইয়াছে। এখন লালফৌজ কুর্স্ক হইতে মাত্র ৪৫ মাইল ও খারকভ হইতে ৬০ মাইল দূরে রহিয়াছে। ঐ দুই প্রধান জার্ম্মাণ ঘাঁটির মাঝামাঝি জায়গা বিয়েলগরড প্রায় লালফৌজের দখলে আসিয়াছে। এই অঞ্চলে নভোঅস্কল্ দখল করিয়া ও কাষ্টর্নায়াতে বিরাট শত্রুসৈন্যকে প্রায় আটক করিয়া লালফৌজ অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এরূপ বেগে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে যে অনেক স্থানে শত্রুর ঘাঁটিগুলি ঘেরাও হইয়া পড়িতেছে, পরে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া তিলে তিলে বিনষ্ট হইতেছে কিম্বা আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। ভরোনেশ অঞ্চলে এখন তাই ৭ ডিভিসন শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ধ্বংসের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এখানকার যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রায় এক লক্ষ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে।

আসন্ন পরাজয়ে শত্রুর অবসাদ

লালফৌজের অতুলনীয় বীর্য্য ও যুদ্ধকৌশল শত্রুর পরাজয়কে ক্রমেই নিশ্চিত করিতেছে। কিন্তু যুদ্ধজয় সহজে ঘটিতেছে মনে করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ক্রপটকিন্ শহরটী দখল করিবার সময় রাস্তায় রাস্তায় তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল, শহরের ভিতরেই ১ হাজার জার্ম্মাণকে মারিতে হইয়াছিল। ইহার তুলনায় লিবিয়ার লড়াই একরকম হাস্যকর; সেখানে শত্রু ছুটিয়া পলাইতেছিল আর ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী ধাওয়া করিয়াই চলিতেছিল, দুইপক্ষে সংঘর্ষ অতি অল্পই হইয়াছিল।

মস্কো রেডিও সেদিন সংবাদ দিয়াছে যে যাহার নাম লইয়া হিটলার গর্ব্ব করে সেই নেপোলিয়ন ১৮১২ সালে ৬ লক্ষ সৈন্য লইয়া রুষদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৯ সপ্তাহের লড়াইয়ে লালফৌজের হাতে ৬ লক্ষেরও বেশী হিটলারী সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

ফাসিষ্টরা যে এখন সোভিয়েট সাফল্যের দরুণ বিশেষ চিন্তিত, তাহার বহু প্রমাণ মিলিতেছে। যুদ্ধবর্ণনা করিতে গিয়া এখন আর তাহারা দাপট করিতে পারে না, বরং বলে যে ষ্টালিনগ্রাদে দৈব ছাড়া কেহ তাহাদের সাহায্য করিতে পারে না। জার্ম্মাণীতে হিটলার ঠিক দশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে এবার হিটলার নিজে বার্লিনে যাইয়া বক্তৃতা করার সাহস পায় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে গোয়েরিং ও গোয়েবেলস্ কেবলই কাঁদুনি গাহিয়াছে, যুদ্ধের গতিতে জার্ম্মাণরা ব্যতিব্যস্ত যে হইতেছে তাহা অস্বীকার করিয়াছে, আর চটিয়া উঠিয়া ধমকাইয়াছে। "হিটলারের হুকুম, সুতরাং ষ্টালিনগ্রাদে জার্ম্মাণ সৈন্য মুখ বুজিয়া প্রাণ দিয়াছে—যাহারা এই ব্যাপার লইয়া অভিযোগ করিতেছে তাহাদের দেখিয়া লইব"—এই ধরণের কথা এবার শুনা গিয়াছে। হিটলার এক বাণী পাঠাইয়াছিল; তাহাতে বলা হইয়াছে যে হয় জার্ম্মাণী জিতিবে, নয় বলশেভিকরা সারা ইয়োরোপ দখল করিবে, সুতরাং এখন জীবনপণ করিয়া না লড়িলে চলিবে না।

গত বৎসর শীতকালে লালফৌজ জিতিয়াছিল, কিন্তু এবার যে জিত হইতেছে তাহার প্রকৃতিই আলাদা। পূর্ব্বে কখনও লক্ষ লক্ষ শত্রুসৈন্য আত্মসমর্পণ করে নাই, এবার সেনাপতি পর্য্যন্ত ধরা দিতেছে। জার্ম্মাণ সৈন্যের শিরদাঁড়া আজ লালফৌজের আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্র কই?

সোভিয়েটের চমকপ্রদ জয়যাত্রার সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিবার জন্য দেশে দেশে জনগণ আজ উৎসুক। এখনই দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা হউক, ইহাই তাহাদের দাবী।

এ দাবীকে একেবারে ধামাচাপা দিবার শক্তি কাহারও নাই। তাই কাসাব্লাঙ্কায় রুজভেল্ট ও চার্চিলের যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহার পর প্রচার করা হইয়াছে যে হিটলার সপরিষদ আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ শান্তি হইবে না, তাই এখন জোর কদমে লড়াই চালাইবার ব্যবস্থা হইবে। এ বিষয়ে মস্কো হইতে টিপ্পনী আসিয়াছে যে মস্কো কথা চায় না, চায় কাজ। সব দেশের জনগণ একথারই প্রতিধ্বনি করিবে।

ফ্যাসিষ্টরা যে মরিয়া হইয়া অমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্ম্মানী হইতে অবশ্য খবর আসিয়াছে যে শান্তির প্রস্তাব হিটলার কোথাও পাঠায় নাই। কিন্তু ফ্যাশিষ্টদের হইয়া ওকালতি করার মতলব না থাকিলে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো ক্যাসাব্লাঙ্কায় নিশ্চয়ই যাইত না। জাপান চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে নূতন করিয়া মিতালি পাতিবার চেষ্টা করিতেছে, এ খবরও যে একেবারে ভূয়ো, বলা শক্ত। আর বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বার্লিনে গোয়েরিং বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছে যে "ভদ্রলোকদের সঙ্গে বুঝাপড়া সম্ভব, বলশেভিকদের সঙ্গে সম্ভব নয়।" বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই করা যে কি বস্তু, তাহা জার্ম্মানী আজ ভালভাবেই বুঝিতেছে আর ভূতের মুখে রাম নামের মত ভগবানের নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু "ভদ্রলোক"দের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তের আশা ফ্যাশিষ্টরা যে ছাড়ে নাই, তাহা স্পষ্ট।

এ আশাকে জনশক্তি চূর্ণ করিয়া দিবে। পূর্ব্বে, পশ্চিমে সর্ব্বত্র ফ্যাশিষ্ট-ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ করা হউক্, ইহাই জনগণের দাবী।

জাপানের মতলব

বার্ম্মায় বোমা ফেলা হইতেছে, আরাকান অঞ্চলে মায়ু উপদ্বীপের কাছে লড়াই যথাপূর্ব্বম্ চলিতেছে—এই খবরই নানা চেহারায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসিতেছে। কিন্তু ওদিকে বার্ম্মা সীমান্ত হইতে পশ্চিম যুনান আক্রমণ করিয়া চীনকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য জাপান অগ্রসর হইতেছে। বার্ম্মা হইতে জাপানকে হটাইতে হইলে আরও অনেক জোর কদমে লড়িতে হইবে।

পাপুয়াতে মিত্রশক্তির জয় হইলেও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। সেখানে জাপানের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়া ভীত হইয়া পড়িতেছে। বলিতেছে যে জাপানকে আগে না মারিতে পারিলে ফ্যাশিষ্ট-ধ্বংস হইবে না। পশ্চিমে জার্ম্মানী ও পূর্ব্বে জাপানকে মারিবার ব্যবস্থা পাকা করা হউক্, বিলম্বে বিপদ রহিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় গড়িমসি

ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী জুয়ারা দখল করিয়া তিউনিসিয়াতে ঢুকিয়াছে। পশ্চিম হইতে আমেরিকানরা অগ্রসর হইতেছে। রমেল ও ফণ আর্নিম্ একত্র মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের পরাজিত করাই আজ সব চেয়ে প্রয়োজন। কিন্তু এখনও জার্ম্মাণরা তিউনিসিয়াতে ইচ্ছামত সামরিক চলাচল বজায় রাখিয়াছে। সব চেয়ে টাট্‌কা খবর হইতেছে এই যে মধ্য তিউনিসিয়াতে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা আক্রমণ শুরু করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

পশ্চিম জার্ম্মানীতে বার বার বোমা ফেলিয়া ও দিনদুপুরে বার্লিনে হামলা করিয়া ব্রিটিশবিমানবাহিনী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। আফ্রিকার পর্ব্ব যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়োরোপে হিটলারকে চাপিয়া ধরা হউক। এদিকে দূরপ্রাচ্যে জাপানকে খেদাইবার সত্যকার ব্যবস্থা হউক। দুনিয়ার লোক গলা মিলাইয়া আজ এই আওয়াজ তুলিতেছে। ১।২।৪৩

ভারতের জনসাধারণের প্রতি

চীনদেশের যুবকদের বাণী

[দু তিন মাস আগে চীনের যুবসমাজের মুখপত্র "চিং নেন মুআন সুং ওদদ" (যুব-জীবন) নামক চীনা পত্রিকায় ভারতের জনসাধারণের প্রতি এই বাণীটি প্রকাশিত হয়। আমরা বাণীটা চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ করে দিলাম। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চীনা তরুণ-তরুণীর কীর্ত্তি অতুলনীয়, ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও সংগ্রামের প্রতিও তাঁদের গভীর সহানুভূতি। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, ফাশিজমকেই সমস্ত দেশের স্বাধীনতার চরম শত্রু বলে চিনতে পেরেছেন—সেই অভিজ্ঞতার আবেদনই তাঁদের বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের যুবকদের আহ্বান করে তাঁরা বলেছেন, 'হাজার উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও শুধু মনের তিক্ততায় আপনারা পরিচালিত হবেন না, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করুন, ফাশিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আপনাদের সমস্ত শক্তি সংহত করুন।' আমরা আশা করি তাঁদের এই বাণী ভারতের যুব-সমাজকে উপলব্ধি ও প্রেরণা দেবে।—সম্পাদক]

এই ক্ষুদ্র বাণী লিখতে বসে আমাদের অন্তর অসীম আশা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠছে। আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও ন্যায্য দাবীর সংগ্রাম সম্বন্ধে আমরা চীনের যুবকরা যথেষ্ট চিন্তা করি, গভীর ভাবে অনুভব করি। আমরা আশা করি আমাদের এ বার্ত্তা আগত দিনের জন্য আপনাদের সাহস ও প্রেরণা জোগাবে।

চীনের জাতীয়তার জন্মদাতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন তাঁর মৃত্যু শয্যা থেকে আমাদের চীনবাসীর কাছে এই বাণী দিয়ে গেছেন: দুনিয়ার যে সব জাতি আমাদের সমান মর্য্যাদা দেবে, তাদের সাথে মিলিত হও, একযোগে সংগ্রাম কর। তিনি তাঁর 'তিনটি জননীতিতে' আরও বলেছেন, "জাতীয়তার শেষ লক্ষ্য, সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তি ও সমস্ত বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা"। আমাদের চীনবাসীর অন্তরে অন্তরে এ কথা গাঁথা আছে।

ডাঃ সানের এই মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই বিশ্বের তরুণরা সংগ্রাম চালাচ্ছেন। তাই আমরা চীনের তরুণরা আমাদের মহান নেতার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বের তরুণদের সাথে মিলতে চাচ্ছি।

এমনি দিনে, ভারতের তরুণ, আপনারা কোন পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাচ্ছেন সেটা বড়কথা নয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা বা যে কোন পার্টির নেতৃত্বই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনারা কোন জাতি বা কোন ধর্ম্মের লোক তাও আজ বড় কথা নয়। আজ সব চেয়ে বড় কথা, সমস্ত ধর্ম্মগত ও জাতিগত বিভেদ ভুলে গিয়ে আপনাদের জাতীয় একতা গড়ে তুলুন, পরস্পরের ভিতর বিশ্বাস সৃষ্টি করুন। কারণ বিশ্বমানবের শত্রু, ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনাদের অংশ নিতে হবে।

আমরা জানি পণ্ডিত নেহরুর মত ভারতের বিশ্ববরেণ্য নেতাদের আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের এ বিশ্বাস আছে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ও ফাসিজমের বিরুদ্ধে, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন, জাতীয়তার পতাকা উন্নত রাখবেন।

কিন্তু বন্ধুগণ, আগাগোড়া আপনাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের জাতীয় ঘৃণা আপনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি যেন অন্ধ করে না দেয়, জাতীয় স্বাধীনতার সত্যিকারের পথ থেকে বিচ্যুত না করে। আজ এই সংকট মুহূর্ত্তে অন্তরের আবেগই যেন বড় না হয়, স্থির মস্তিষ্ক যেন আপনাদের কাজে পথ দেখায়। তাহলেই আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, ফাসিষ্ট দস্যুদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, তারা আপনাদের দেশে পদার্পণ করতে পারবে না।

আপনাদের জাতীয় সংকটের কঠোর বাস্তবের দিকে আপনারা চোখ বুজে থাকতে পারেন না। ফাসিষ্ট ডাকাতদের কোন আমলই দেবেন না। যুদ্ধের গতি ও পরিণতি কি এবং দুনিয়ার আজকের অবস্থার তাৎপর্য্যই বা কি, সে কথা আপনাদের স্পষ্ট বুঝতে হবে। শয়তান, লুণ্ঠনকারী জাপানীরা আপনাদের দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পরবার জন্য ওঁৎপেতে বসে আছে। তাই আপনাদের দেশের ভেতরে জাপ পঞ্চমবাহিনীর কাজের উপর নজর রাখুন। ভারতের তরুণ, তরুণী সর্ব্বদা সতর্ক থাকুন, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হোন।

ভারতের যুবক ভায়েরা, এই বিপদের দিনে আপনাদের মাথায় প্রকাণ্ড দায়িত্ব রয়েছে। আজ শুধু বুদ্ধিজীবিদের এক করলেই চলবে না। যে দিন ফাসিষ্ট দস্যুরা আপনাদের দেশের যে স্থানে পা দেবে, সে দিন যেন এই শয়তান ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমস্ত যুব সমাজকে আপনারা একযোগে দাঁড় করাতে পারেন।

মিলিত জাতিসমূহের মাঝে যে সহানুভূতি বাড়ছে, আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেন সে কথা আপনারা ভুলে না যান। সোভিয়েট ও চীনের যুবসমাজ, আমেরিকা ও বৃটেনের যুবকদল—এককথায় বিশ্বের সমস্ত তরুণ আপনাদের কমরেড। তারা আপনাদের আদর্শ সমর্থন করবে। তারা ভারতের ভাই বোনদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে ব্যগ্র, বৃটেনের গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে আগ্রহান্বিত। তারা আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। মনে রাখবেন আজকের জগতে সংগ্রামে আপনারা একলা নন।

কিন্তু এ সংকট থেকে মুক্ত হবার প্রধান দায়িত্ব আপনাদেরই। আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে থাকব। আমরা একথাও বিশ্বাস করি মিলিত শক্তি সমূহের জনগণ আপনাদের সাথে আছে, আপনাদের স্বাধীনতা তারা সমর্থন করে, তারা দুনিয়ার স্বাধীনতা সমর্থন করে।

বিশ্বের স্বাধীনতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

সম্পাদকীয়

আমার দেশ! মহান বাঙ্গালী জাতি!

সেই জাতির মুখে আজ কলঙ্কের কালো ছাপ পড়িয়াছে। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে ভীরুতা, অপমান ও পরাজয়ের কদর্য্য গ্লানি আমাদের দেশভক্তির সমস্ত গৌরবকে ধুলায় মিলাইয়া দিয়াছে। হাজার দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের মধ্যেও যে সাহস ও দেশাত্মবোধ বাঙ্গালীর মাথা উঁচু রাখিয়াছিল, সেই মাথা আজ হেঁট হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার পথে বাহির হইলাম। আগের দিনের কথা স্মরণ করিয়া আগ্রহে ও আশায় মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মনে পড়িল বৎসরের পর বৎসর-স্বাধীনতা সঙ্কল্পের এই পুণ্য দিনে কলিকাতার পথে পথে জাতীয় পতাকার কি বিপুল সমারোহ। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে, কলেজে, হোষ্টেলে, দোকানে জাতীয় পতাকা উড়িতেছে, পাড়ায় পাড়ায় বন্দেমাতরম্ এর গম্ভীর আওয়াজ উঠিতেছে, ছোট ছোট শিশুরা পর্য্যন্ত পতাকা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে—জাতীয় পতাকার তিন-রঙ্গা ছটায় কলিকাতায় রঙ্গের ও উৎসাহের ছোপ লাগিয়াছে।

আর এবার? উত্তরে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, দক্ষিণে বৌবাজার, পশ্চিমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট এই চৌকোণ এলাকায় হাজারো পরিবার বাস করে—যে শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আজও পর্য্যন্ত দেশের জাতীয় আন্দোলনে সব চেয়ে আগে বাড়িয়াছে সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীই এই এলাকার প্রধান বাসিন্দা। ইহারই এক কোণে সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের সভাস্থল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক এবং আর এক কোণে ছাত্র-আন্দোলনের পীঠস্থান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ গুণিয়া দেখিলাম এই চারটী রাস্তার এতখানি দূরত্বের মধ্যে মোট মাত্র ৮।৯টি পতাকা দেখা যায় এবং সমস্ত এলাকাটীতে গোটা কুড়ির বেশী নয়। একটী দুটী ছাড়া কোনো দোকানেই পতাকা তোলে নাই, জোয়ান ছেলেদের মেস, হোষ্টেল পর্য্যন্ত বহু বাদ পড়িয়াছে। অথচ আগের দিনে শুধু এই একটী এলাকায় অন্ততঃ পাঁচশো পতাকা উড়িত।

বিশ লক্ষ লোকের সারা কলিকাতা শহরে মোট চার পাঁচ শোর বেশী পতাকা উড়ে নাই।

একটী ছোট দোকানদারকে পতাকা না তোলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "ইচ্ছা তো করে, প্রতিবার পতাকা তুলিও, কিন্তু ভয় করে শেষে একটা পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামে পড়ব!" একজন পথিককে পতাকার অভাবের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন "ঠিক বলেছেন মশাই, এমন ধারা তো আগে কখনো হয় নি! কি করবে লোকে, পুলিশের গুঁতোর ভয় আছে তো! সুভাষ বাবুই বা কি করলেন? বেশ দিচ্ছিল জাপানীরা ব্যাটাদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে, তাও তো প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এল!"

শিহরিয়া উঠিলাম। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম ও সাহস এতই নীচে আসিয়া ঠেকিয়াছে যে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের এই স্মরণীয় দিনেও নিজের পতাকা সে নিজের হাতে তুলিয়া ধরিতে পারে না; কাপুরুষের মত মুখ লুকাইয়া থাকে আর পৌরুষহীন হতাশায় জাপানীর রক্তাক্ত শৃঙ্খলের দিকে লুব্ধ, চকিত দৃষ্টি মেলিয়া দেয়!

ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিট্যুটের কাছে দেখিলাম কয়েকটী কমিউনিষ্ট ছেলে পার্টির পোষ্টার মারিতেছে: "স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের ও নেতাদের স্বাধীনতা দাবী কর! স্বাধীনতার জন্য জাপানী আক্রমণ হইতে দেশকে বাঁচাও! ধ্বংসকার্য্য বন্ধ কর! সঙ্কল্প কর: কংগ্রেস ও লীগকে মিলাইয়া জাতীয় সরকার কায়েম করিব।"

তাহারা পোষ্টার লাগাইয়া চলিয়া যাইবার অল্প পরেই দেখিলাম সাইকেল করিয়া দুটী যুবক আসিল। তাড়াতাড়ি সাইকেল হইতে নামিয়া পোষ্টারগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল। আবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আগাইল, আমিও যত শীঘ্র পারি তাহাদের পিছনে গেলাম। দেখিলাম আর একটী জায়গায় ঐ পোষ্টার মারা রহিয়াছে, তাহারা তাড়াতাড়ি সেটীকেও ছিঁড়িতেছে।

এই দুটী যুবক পুলিশের লোক নয়। উহাদের আমি চিনি, উহারা নিজেদের দেশভক্ত বলে। স্বাধীনতা দিবসে পতাকার অভাবে স্বাধীনতার অপমান উহারা বোধ করে না, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া স্বাধীনতার সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিবার জন্য উহারা লোককে অনুরোধ করে না। কমিউনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আহ্বান, আত্মঘাতী ধ্বংসকার্য্য বন্ধের অনুরোধ যাহাতে লোকের দেশাত্মবোধ জাগাইতে না পারে তাহাই উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমি উহাদের চিনি। উহারা জাপানী-দালাল।

অগাষ্ট মাসে "সংগ্রাম" আরম্ভ হইয়াছিল—দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারা ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'ব্রিটিশের সঙ্গে লড়িয়াই আমরা জাপানীকে রুখিবার শক্তি অর্জন করিব, ব্রিটিশ ও জাপান। দুই শৃঙ্খল হইতেই আমরা মুক্ত হইব'। আজ "সংগ্রামের" মাত্র পাঁচ মাস পরে ব্রিটিশের ভয়ে নিজেদের স্বাধীনতার পতাকা তুলিয়া ধরিবার সাহসও দেশবাসী হারাইয়াছে, আর জাপানীকে রুখিবার সঙ্কল্প জাপানী-দালালেরা রাস্তায় রাস্তায় ছিঁড়িয়া বেড়াইতেছে। দমননীতি তো নির্ম্মমভাবে বারে বারে জাতির জীবনে হানা দিয়াছে, কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতাকামী সাহসকে তো কোনদিন ভাঙ্গিতে পারে নাই! আজ সে সাহস ভাঙ্গিতেছে কেন? কারণ এই "সংগ্রামই" ছিল ভুল, ছিল স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধে, ছিল জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে। তাই আজ সে "সংগ্রামের" প্রতিক্রিয়া লোককে স্বাধীনতার সাহস হইতেই বঞ্চিত করিতেছে, আর সে "সংগ্রামের" নিভন্ত রেশ দেশের মধ্যে জাপানী-দালালেরই জন্ম দিতেছে।

বাঙ্গালী! তুমি কোথায়? তোমার দেশপ্রেম কোথায়? যে বিদ্যাসাগর তোমাকে দৃঢ়তা ও আদর্শ-নিষ্ঠা শিখাইয়াছিলেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র তোমাকে বন্দে মাতরম্-এর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ তোমার ললাটে পৃথিবীর গৌরব তিলক আঁকিয়া দিয়াছিলেন—সেই ললাটেই তুমি আজ ভীরুতা ও পরাজয়ের কলঙ্ক দাগিবে! জনধারার পর জনধারা বাহিয়া বাংলার যে অসংখ্য জোয়ান ফাঁসীর মঞ্চে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া তোমারই স্বাধীন জীবনের জয়গান গাহিয়া গেল, আজ সেই তোমারই হাত হইতে স্বাধীনতার পতাকা ভয়ে ও হতাশায় খসিয়া পড়িবে!

ওঠ! বাঙ্গালী, জাগো! সাত কোটী হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী একসঙ্গে চলো! স্বাধীনতার পতাকাকে দুজনে মিলিয়া সবল হস্তে উর্দ্ধে তুলিয়া ধর! তাহাতে লেখো: মুসলমান জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা মানিব, আর হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী এক হইয়া আমরা স্বাধীনতার পতাকার মান রাখিব, জাতীয় সরকার কায়েম করিব, দমননীতি বন্ধ করিব।

ওঠ! বাঙ্গালী, জাগো! অগ্রসর হও! সাতকোটী হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা কর: জাপানী দুশমনের শিকল আমাদের লুব্ধ করিবেনা, আমাদের কংগ্রেস ও লীগকে এক করিব, একতার বজ্র আঘাতে জাপানী শয়তানকে সমুদ্র পার করিয়া দিয়া আসিব।

ওঠ! বাঙ্গালী, জাগো! দেখো দিকে দিকে, দুনিয়ার দেশে দেশে তোমার স্বাধীনতার জন্য মানুষ আগাইয়া আসিয়াছে। দেখ দেশে দেশে তাহারা তোমারই পতাকার জন্য লড়িতেছে। ওঠো, তাহাদের সঙ্গে যোগ দাও, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভ কর, নিজের স্বাধীনতাও অর্জ্জন কর। প্রতিজ্ঞা কর: আমার দেশ! আমাদের মহান বাঙ্গালী জাতি! তাহার মান আমরা রাখিব।

দেশে দেশে ভারতের স্বাধীনতার দাবী

ভারতের স্বাধীনতার দাবী আজ দুনিয়ার জনসাধারণ সমর্থন করে। চীনের যুবকরা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহানুভূতি জানাইয়াছে (২ পৃষ্ঠা দেখুন)। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা দিবসে বৃটিশ ও আমেরিকার জনসাধারণ সভা, শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিয়াছে, তাহারা পুলিশ জুলুমেও ক্ষান্ত হয় নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবাসী আমরা একলা নই। বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে ভারতবাসী আমরা বিশ্বের জনসাধারণের সাথে একযোগে মিলিয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের পরাজিত করিয়া স্বাধীন পৃথিবীতে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করিব।

লণ্ডন, ২১শে জানুয়ারী

২৪শে জানুয়ারী হইতে ইংলণ্ডে 'ভারত সপ্তাহ' উদযাপিত হইবে। সারা ইংলণ্ডে প্রায় ৪০টি সভা হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের লেবার ও লিবারেল সভ্যরা বক্তৃতা দিবেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, প্রগতিশীল শিল্পী, লেখক ও ইংলণ্ডপ্রবাসী খ্যাতনামা ভারতবাসী সবাই যোগ দিবেন। ম্যাঞ্চেষ্টার, নিউক্যাস্‌ল, শেফিল্ড, হারো, বার্মিংহাম, সর্ব্বত্রই সভা হইবে।

আমেরি যে স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেই স্পারব্রুকেও সভা হইবে। সেই সভায় বক্তৃতা দিবেন, পাম দত্ত, ডাঃ প্রেম, সোরেনসেন প্রভৃতি। ২৬শে তারিখ লণ্ডনে হলবর্ণ হলে সৈয়দ মোহামেদীর সভাপতিত্বে বিরাট সভা হইবে। এই সভায় বক্তৃতা দিবেন ব্রেলসফোর্ড, ব্রামলি, লর্ড ফারিংডন প্রফেসর লেভী, এডোয়ার্ড টমসন। এখানে স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পড়া হইবে।

৩১শে তারিখ লণ্ডনের কলিসিউম হলে বিরাট জনসমাবেশ হইবে। সভাপতি হইবেন আর্ল হান্‌টিংডন। এই সভায় বক্তৃতা দিবেন প্রফেসর হ্যালডেন, মিসেস অ্যাসবি, বিল্ডিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি হ্যারি অ্যাডামস, সাউথ ওয়েলস খনি মজুরদের নেতা ডেভিস প্রভৃতি। বিখ্যাত নিগ্রো গায়ক রবার্ট অ্যাডামস ও রুডল্‌ফ্ ডানবার গান করিবেন। রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতারাও যোগ দিবেন।

—পিপ্‌ল্‌স ওয়ারের বিশেষ তার

[পরের সংবাদে জানা যায় এই সব সভাই উপরোক্ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে]

ম্যানচেষ্টার, ২৫শে জানুয়ারী

ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে গত রবিবার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সভায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দমননীতির প্রতিবাদ করা হয়। আপোষের আবশ্যকতার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রস্তাবে দাবী করা হয়: ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া হউক, জাতীয় ঐক্যের জন্য সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হউক। ইহারই ভিত্তিতে এখনই আলোচনা চালান হোক।

—অমৃতবাজারের বিশেষ তার

ওয়াশিংটন, ২৭শে জানুয়ারী

মঙ্গলবার বৃটিশ দূতাবাসের সামনে ৫ জন পিকেটিং করে। তাহার ভিতর ছিলেন ৩০ বছরের একজন তরুণী ও ৩২ বছরের একজন ধর্ম্মযাজক। তাঁহাদের হাতে যে সকল প্রচার পত্র ছিল তাহাতে ভারতের স্বাধীনতার দাবী ঘোষণার ত্রয়োদশ বার্ষিক দিবস এবং বৃটেনকে সাম্রাজ্য ত্যাগ করার অনুরোধ মূলক বাণী লেখা ছিল।

—রয়টার

নিউ ইয়র্ক, ২৭শে জানুয়ারী

গত মঙ্গলবার আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডিনারের আয়োজন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত লেখিকা মিস পার্ল বাক।

—রয়টার

নিউ ইয়র্ক, ২৭শে জানুয়ারী

স্বাধীনতা দিবসের দিন বৃটিশ দূতাবাসের সামনে পিকেটিং করায় ১৫ জন যুবক ও ৮ জন বালিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওয়াশিংটনের পুলিশও ৪ জন পুরুষ ও ১ জন মেয়েকে গ্রেপ্তার করে। তাহারাও বৃটিশ দূতাবাসের সামনে পিকেটিং করিতেছিল। তাহাদের হাতে পোষ্টারে লেখা ছিল, 'ভারতের স্বাধীনতা চাই'।

—অমৃতবাজারের বিশেষ তার

লেনিন দিবসের শপথ

স্বাধীনতার পতাকা উঁচু রাখিব

জাপানী বোমার নীচে

২১শে জানুয়ারী কলিকাতার কয়েক সহস্র নাগরিক মিলিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে লেনিন দিবস পালন করেন। বক্তৃতামঞ্চে লাল নিশানের পাশে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা উড়িতেছিল। একদিকে লেনিন ও ষ্টালিনের ছবি অন্য দিকে একতার বাণী। সভার মধ্যে হইতে মাঝে মাঝে সহস্র কণ্ঠে শ্লোগান ধ্বনিত হইতেছিল। সভাপতি ছিলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী।

সভার প্রারম্ভে বাংলা কমিটির কাছে কমরেড পি, সি, জোশীর প্রেরিত ধন্যবাদজ্ঞাপক তারটি পড়িয়া শুনান হয়। ছাত্রদের পক্ষ হইতে কমরেড অজিত ভট্টাচার্য্য, মহিলা কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে কমরেড কনক মুখার্জ্জী, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কমরেড চতুরালি লেনিনের শিক্ষা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন। কলিকাতা জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড কুমুদ বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতায় বলেন, লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়া জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার পর সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত বক্তৃতা করেন। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, লেনিন দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা—আমরা ফাসিষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গঠন করিব, স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস-লীগ মিলনের মধ্য দিয়া আমরা জাতীয় সরকার কায়েম করিব। ইহার পর সাকিনা বেগম ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী বক্তৃতা করেন। আন্তর্জ্জাতিক গানের পর সভা শেষ হয়। সভাস্থলে লেনিন ডে ফাণ্ডে প্রায় ৭০৲ টাকা সংগৃহীত হয়।

সুসঙ্গে ও লেঙ্গুরায়

লেনিন দিবসে সুসঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটি প্রভাত ফেরি বাহির হয়। পরে যে জনসমাবেশ হয়, তাহাতে কমরেড চারু ভট্টাচার্য্য রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ও লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। লেঙ্গুরায়ও লেনিন দিবস উপলক্ষে একটি সভা হয় ও কমরেড মণি রায় তাহার সভাপতিত্ব করেন।

লেনিনের পার্টির জন্য সব কিছু

বীরভূমের রামপুর হাটে কমরেডরা একটি ঘরোয়া বৈঠকে লেনিন দিবস পালন করেন। বৈঠকে জানানো হয়, রামপুরহাট লোকালের লেনিন ডে কোটা পূর্ণ হইতে এখনও ৩০৲ টাকা বাকি। তখনি কোটা পূর্ণ করার জন্য কমরেডরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কমরেড সত্যবালা দেবী ১টি সোনার দুল ও কমরেড চারু মণ্ডল একটি পিতলের ঘড়া এবং অনেকেই টাকাপয়সা দিয়া বাকি কোটা পূর্ণ করিলেন। লেনিন দিবসে সব থেকে স্মরনীয় ঘটনা হইল, যখন **কমরেড চারু মণ্ডল ঐ দিন তাঁর ১৯০০৲ টাকা মূল্যের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পার্টির ভাণ্ডারে দান করিলেন।** কমরেড মণ্ডল নিজে একজন কৃষক; তাঁর দুটি নাবালক পুত্রও আছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকে সবার বড় বুঝিয়া তিনি পার্টির প্রয়োজনে নিজের সর্ব্বস্ব পার্টির কাছে তুলিয়া দিলেন।

বর্দ্ধমানে মজুর, নাগরিকের সভা

বর্দ্ধমানে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে লেনিন দিবসে সন্ধ্যায় ধাঙড়, মজুর ও নাগরিকদের একটি বৈঠক হয়। সভায় কমরেড বলাই মল্লিক, কমরেড শান্তব্রত চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কমরেড শাহেদুল্লা ও. কমরেড মহেন্দ্র উর্দ্দু ভাষায় ধাঙড়দের কাছে লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। লেনিন দিবস যে বীরপূজা হয়, বিপ্লবী শপথ গ্রহণের দিন—প্রত্যেকের বক্তৃতায় এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

লেনিনের নামে দেশরক্ষার শপথ

বগুড়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে লেনিন দিবস পালন করা হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলনের পর কমরেড সুধেন্দু চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে কর্ম্মীরা সামরিক কায়দায় রক্ত পতাকার প্রতি সম্মান জানান। বিকালে পার্টি সভ্য ও দরদীদের সভায় লেনিনের নামে ফ্যাশিষ্ট দস্যুর হাত হইতে দেশরক্ষার শপথ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ সহর ও মিলে

কমরেড ব্রজেন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ পার্টি অফিসে লেনিন দিবস পালিত হয়। কমরেড শান্তি ব্যানার্জ্জী ও কমরেড বারীন্দ্র দত্ত খাদ্য সংকট ও সংখ্যা লঘিষ্টদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কমরেড ব্রজেন্দ্র দাস লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া বলেন। ঢাকা জিলা টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ মিল অঞ্চলে এক সভা হয়। সভায় ৪০০ হিন্দু মুসলমান মজুর উপস্থিত ছিলেন। মজুর কমরেড মজিবল হক সভাপতিত্ব করেন। কমরেড অমর গাঙ্গুলী এবং মজুর কমরেড নলিনী ভট্টাচার্য্য ও উপেন ধর তাঁহাদের বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বর্ত্তমান সংকটে মজুর শ্রেণীর দায়িত্ব কী তাহা বুঝাইয়া বলেন। সভায় উৎপাদন বৃদ্ধির বিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও উৎপাদন বাড়াইবার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

খুলনা পার্টি অফিসে

কমরেড পুলিন পিপলাই-এর সভাপতিত্বে খুলনার পার্টি সভ্য, অ্যাক্‌টিভিষ্ট ও দরদীদের এক সভায় লেনিন দিবস পালিত হয়। কমরেড প্রমথ ভৌমিক লেনিনের শিক্ষা ও বলশেভিক পার্টির ইতিহাস আলোচনা করেন।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ পার্টি অফিসে লেনিন দিবস পালিত হয়। এক নেত্রকোণা ভিন্ন কোথাও সভা ও শোভাযাত্রার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন পোষ্টার ও ফেষ্টুন দ্বারা পার্টি অফিস সজ্জিত হয়। সমবেত কণ্ঠে বিপ্লবাত্মক ধ্বনির মধ্যে কমরেড পবিত্র শঙ্কর রায় রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন ও লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

স্বাধীনতা দিবসে জাতির সঙ্কল্প

মুস্লিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিব!
হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া দমননীতি বন্ধ করিব!
নেতাদের মুক্ত করিব! জাতীয় সরকার কায়েম করিব!
জাপ-দস্যুদের রুখিব! দেশ স্বাধীন করিব!

প্রাদেশিক কমিটির অফিসে

সকাল ৮টা। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অফিসে সবাই সমবেত হইলেন। ধ্বনি উঠিল, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ! কংগ্রেস-লীগ এক হও! জাতীয় সরকার কায়েম কর! এই ধ্বনি দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। বহুবাজারের বিস্তৃত রাস্তায় পথিক জনতা সসম্ভ্রমে তাকাইল। এত বড় বিরাট রাস্তার কোথাও পতাকা নাই, স্বাধীনতার ধ্বনি নাই। পার্টির অফিসে জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকা উড়িতেছে। তাহাদের মনে করাইয়া দিল আজ স্বাধীনতা দিবস। বাঙ্গালী মরে নাই। কমিউনিষ্টরা স্বাধীনতার পতাকার সম্মান রাখিতেছে। কমরেড হালিম পতাকা তুলিলেন। জাতায় ও আন্তর্জাতিক গানের পর উৎসব শেষ হইল।

হাওড়া সালকিয়ায় পার্টি অফিসে

শিবপুর মন্দিরতলায় কমরেড আগম দত্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলে পর ছাত্রকর্ম্মীদের পোষ্টার ও জাতীয় পতাকা সজ্জিত একটি সাইকেল শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়া শোভাযাত্রাটি ফিরিয়া আসিলে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে জাতীয় পতাকা ও ছাত্র পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইহার পর জেলা পার্টি অফিসে কমরেড সমর মুখার্জ্জী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পার্টি অফিসের সামনে এই উপলক্ষে বিরাট জনসমাবেশ হয় ও জনতার মধ্য হইতে 'জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ' 'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই' 'কংগ্রেস-লীগ এক হও' ইত্যাদি শ্লোগান ধ্বনিত হইতে থাকে।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের সঙ্গে একযোগে

সালকিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও হোসিয়ারী মজুরদের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা ও রক্তপতাকা লইয়া একটি স্কোয়াড বাহির হয়। এই স্কোয়াড সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা দিবসের বাণী প্রচার করে। ইহার পর কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জী এক জনসভায় পতাকা উত্তোলন করেন। বালি, ডোমজুড়, আন্দুল, রাজগঞ্জ, বেলকুলাই, বেতাই, ইসলামপুর, শেয়ালডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে কমিউনিষ্টরা কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত একযোগে পতাকা উত্তোলন ও স্কোয়াড বাহির করেন। এই মিলিত স্কোয়াডগুলিতে 'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই', 'কংগ্রেসকে বৈধ করো', 'জাতীয় প্রতিরোধের জন্য চাই জাতীয় একতা' প্রভৃতি আওয়াজ উঠানো হয়।

হাওড়া টাউন হলে জনসমাবেশ

'কংগ্রেসকে বৈধ করো' 'আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই' ধ্বনিযুক্ত পোষ্টারে হাওড়ার টাউন হলটি সাজানো হইয়াছিল। প্রারম্ভে সালকিয়া হইতে একটি বিরাট মিছিল সভায় উপস্থিত হয়। কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড সমর মুখার্জ্জী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, জাতীয় ঐক্যের জোরেই আমরা জাতীয় নেতাদের মুক্ত করিব ও জাপানী ফাসিষ্টদের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইব। কমরেড জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ও কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জী সভায় বক্তৃতা করেন। স্বাধীনতা দিবসের সংকল্পকে কাজে পরিণত করিব—এই শপথ লইয়া সকলে ফিরিয়া যান।

লীগপন্থীর চিঠি

জাতীয় সরকার চাই, জাপদস্যু ধ্বংস হউক

জনযুদ্ধ সম্পাদক মহাশয়,

আমি একজন লীগপন্থী এবং দুষ্ট জাপানীর পরম শত্রু। আজ প্রায় এক বৎসর হইল কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখে প্রশংসা করিলেই তো চলিবে না—কাজেও দেখাতে হয়। গৌরনদী থানার অন্তর্গত গৈলা কমিউনিষ্টদের মহিলা সেক্রেটারীর নিকট হইতে অনেক উপদেশ আমি পাইয়াছি এবং তাঁহার নিকট আমি জনযুদ্ধের গ্রাহকের জন্য টাকা দিয়াছি—পার্টির শক্তি বাড়াবার জন্য।…

এই দল, লীগ এবং অন্যান্য দলের সহিত মিশিয়া একযোগে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করুক, জাপানী দস্যুদের তাড়াইয়া দিক। এই দলই ভারতের বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করুক।…

মৌলভী নুর মহম্মদ খাঁ
গৌরনদী, বরিশাল।

বাঁকুড়ায় সভা ও শোভাযাত্রা

লেনিন দিবসে বাঁকুড়ায় ৪।৫ শত মজুর ও ছাত্রের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিভিন্ন ধ্বনি ও গণ-সঙ্গীত সহযোগে শোভাযাত্রাটি সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরিলে পর বিড়ি কারখানার মজুর নেতা শিবপ্রসাদ পাণ্ডার সভাপতিত্বে দোলতলায় এক জনসভা হয়। কমরেড উদয়ভানু ঘোষ পতাকা উত্তোলন করেন এবং কমরেড প্রমথ ঘোষ ও কমরেড শিশির মুখার্জ্জী লেনিনবাদের আদর্শ ও তদনুযায়ী পার্টির জাতীয় ঐক্য আন্দোলন সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া বলেন।

বদরগঞ্জ

লেনিন দিবস উপলক্ষে বদরগঞ্জ পার্টি অফিসে পার্টি সভ্য ও দরদীদের একটি সভা হয়। কমরেড শঙ্কর রায়, কমরেড বিজয় রায় ও কমরেড নগেন সাহা লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলেন। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীতের তুমুল ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

খাদ্য-সংকটে একতার জয়

খুলনার চিঠি

কেরোসিন সঙ্কট সমাধান

অক্টোবর মাসে খুলনা জিলায় সহরের সর্ব্বত্রই দারুণ কেরোসিন সংকট দেখা দেয়। স্কুল কলেজের ছাত্ররা রাতের পড়া বন্ধ করে, রোগীর ঘরে পর্য্যন্ত আলো জ্বলে না। এক পোয়া কেরোসিনের জন্য চার পয়সার স্থলে আট পয়সা দিতে হয়, শুধু তাই নয়, প্রত্যেক দোকানের সামনে শত শত লোকের ভীড়। ভীড় ঠেলিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যদিও বা দোকানীর কাছে পৌছান যায়, খালি হাতেই ফিরিতে হয়, কেরোসিন নাই, ফুরাইয়া গিয়াছে। এদিকে সরকারের খরচের জন্য সাদা কেরোসিনের কোন অভাব নাই, আবার দোকানের পিছন হইতে ৫৲ টিন ১০৲ দিলে পাওয়া যায়।

জনসাধারণের এই অসুবিধায় তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল জিলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা। তাঁহারা সদর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করিলেন—মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সম্পাদককে বাধ্য করিলেন জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতে কেরোসিন বিক্রয়ের ভার ছাড়িয়া দিতে। সহরের ৫টি কেন্দ্রে কেরোসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। তার মধ্যে একটি কেন্দ্রে জিলা কৃষক সমিতির অফিস এবং আর একটি ছাত্র ফেডারেশনের অফিস। স্থানীয় খুচরা দোকানীদেরও বুঝান হইল যে তাহারা যেন ঐ সব নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে কেরোসিন বিক্রয় করে। এমনি করিয়া দৈনিক ৪।৫ ঘন্টা খাটিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা যাহাতে সকলে ন্যায্য মূল্যে কেরোসিন পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। শৃঙ্খলার সহিত বিক্রয়ের সাহায্য করিতে পাড়ার প্রত্যেক লোক আগাইয়া আসিলেন, সঙ্কট কিছুটা কমিল, ছাত্রেরা আবার পড়িতে পাইল, রোগীর ঘরে আলো জ্বলিল।

কিন্তু এইটুকুতেই কাজ ফুরাইল না। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সকলকে একত্র করিয়া গণ-দরখাস্ত পাঠাইলেন, সকল দলের সাথে এক হইয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসারকে চাপ দিলেন কেরোসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরো ভাল করিতে হইবে। জনসাধারণের দাবীই তাহাকে ভাল ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সহরের সমস্ত বাড়ী ও লোকের হিসাব লওয়া হইল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেরোসিন পাইবার কার্ড বিলি হইল। সহরের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সহরের সমস্যা মিটিল গ্রামের মিটিল না

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন সহরবাসীর সামান্য মিলিত চেষ্টায় সহরের সমস্যা দূর হইয়াছে। গ্রামবাসীরা মিলিত চেষ্টা করিলে গ্রামের সমস্যা তাহারাই দূর করিতে পারিবে। একতাই এইরূপ দুরবস্থা প্রতিকারের একমাত্র অস্ত্র।

গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা কমিটি গড়িবার ধুম লাগিয়া গেল। গ্রামের কৃষকরা আগাইয়া আসিয়া জনরক্ষা কমিটি গড়িল। কেরোসিনের জন্য সরকারকে চাপ দিল। নিজ নিজ ইউনিয়নের প্রত্যেকটি বাড়ী ও লোকের হিসাব লইল। প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় কেরোসিন সরকারের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করিল, ভালো ভাবে চিনি পাওয়ারও বন্দোবস্ত হইল।

সরকারের গাফিলতি

কিন্তু সরকারের গাফিলতি তাহাদের পথে বাদ সাধিতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে সময় মত তেল দিতে সরকার গাফিলতি করিতেছে। সমস্ত ইউনিয়নের জনরক্ষা কমিটির হাতে তেল ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে না। সরকারের বাধা ভাঙ্গিবার জন্য জনসাধারণের উদ্যম বাড়িয়া গিয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশনের সবাই একত্র হইয়া **খাদ্য কমিটি** গঠন করিয়াছে। চিনি, আটা, ময়দা, কেরোসিন, সরিষার তেল, সোডা, দেশলাই ইত্যাদি সরবরাহের জন্য **কাটিপাড়া ও শোভনার** জনগণ সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে, একতার জোরে এই সব জিনিষপত্র তাহারা আদায় করিতেছে।

তামার পয়সার অভাব দূর

একতাই তামার পয়সার অভাব দূর করিয়াছে। ভাঙ্গানী পয়সার অভাবে জিলায় দারুণ সংকট দেখা দিয়াছিল। কাটিপাড়া জনরক্ষা সমিতি গ্রামের দোকানদারদের সাথে আলাপ করিয়া পয়সার অভাব দূর করিবার উপায় বাহির করিয়াছে। জনরক্ষা কমিটির শীল করা পোষ্ট কার্ডের চাকতী দিয়া তাহারা ভাঙ্গানী পয়সার অভাব মিটাইতেছে—গ্রামের সবাই সাগ্রহে এই প্রথায় সায় দিতেছে। গ্রামের সবাই একত্রিত হইয়া নিজেদের অভাব দূর করিতেছে।

এই সাফল্যে অন্যান্য গ্রামেও জনরক্ষা কমিটি ভালোভাবে গড়িবার চেষ্টা দেখা দিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই আগাইয়া আসিতেছে। কৃষকদের ভিতর **ফসল বাড়াইবার** আগ্রহ দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের কৃষকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাঁধ বাঁধিতেছে। পতিত জমিতে ফসল বাড়াইতে তাহারা একতাবদ্ধ হইতেছে।

খাদ্যসংকট সমাধানে মেয়েরা

রংপুরে অন্নবস্ত্র সঙ্কট সমাধানের জন্য মহিলা কর্ম্মীরাও আগাইয়াছেন। রংপুরের মহিলাকর্ম্মী কমরেড লীলা রায় জেলার মহিলা আত্মরক্ষা আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ও গ্রামে গ্রামে তাঁত, চরকা, শটী প্রভৃতি প্রচলন করিবার জন্য প্রচারকার্য্যে বাহির হন। বহু গ্রামে মহিলাদের সভা হয় ও আত্মরক্ষা সমিতির দুই শতাধিক সভ্য হয়। সর্ব্বত্র আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে গ্রামগুলিতে খুবই উৎসাহ দেখা যাইতেছে। চরকা ও তাঁতের চাহিদা বাড়িতেছে। শটী তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এবার কৃষক সমিতির যত সভ্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৩০ জন মহিলা। ইহার মধ্যে অনেক মুসলমান মহিলা আছেন।

মেয়ে কর্ম্মীর চিঠি

কন্‌ট্রোল দোকানে অনাচার

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের গভর্ণমেণ্ট কনট্রোলের দোকান। সেখানে সকাল বেলা চিনি দেয়, আর বিকাল বেলা দেয় চাউল। রবিবার বন্ধ থাকে। বাকী ছয় দিনের একদিন মেয়ে ও একদিন পুরুষের জন্য নির্দ্ধারিত। এমনি করিয়া জিনিষ দেওয়ার নিয়ম। এখানে দিনে ২৫ মণ চাল দেওয়ার নিয়ম এবং প্রত্যেককে ২ সেরের বেশী দেওয়া হয় না। খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলাম দোকান সাধারণতঃ বিকাল বেলা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে—চিনির ব্যবস্থা করে সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানীর লোকেরা, পাড়ার সিভিক গার্ড প্রভৃতি।

ঠিক করিলাম আজ বিকালে চাল দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকিব। সকালে দশটার সময় একবার আমি একা ওখানে গেলাম। এর মধ্যেই সেখানে প্রায় ২০০ মেয়ে সারি বাঁধিয়াছে। খোঁজ নিয়া জানিলাম তাহারা সকাল সাতটা হইতে এখানে দাঁড়াইয়া আছে, কারণ পরে আসিলে চাল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তখন ১১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমি এবং আর এক জন মেয়েকর্ম্মী ২॥০টা ৩টার সময় আবার গেলাম। দোকান তখনও খোলে নাই। প্রায় ৭০০ মেয়ে জমা হইয়াছে। ২১শে তারিখ প্রায় ১০০০ মেয়ে এখানে জমা হয়, কিন্তু মাত্র ৫০০ জন ২ সের করিয়া চাল পায়। বাকী ৫০০ মেয়ে চাল না পাইয়া নিকটবর্ত্তি থানায় গেল। থানা হইতে বলা হইল আগামী দিন টিকেট দেওয়া হইবে যাহাতে সকলে চাল পায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে একজনে দুইবার পাইয়াছে, অপর আর একজন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও এক সের চাল পায় নাই। তাছাড়া এখানের দোকানীরা ২৫ মণ চালের মধ্যে দুশো, তিনশো জনকে চাল দেয়। তিনটাতে দোকান না খুলিয়া ৪টা হইতে ৫টায় মাত্র এক ঘণ্টায় যে কয়জনকে দেওয়া যায় তাহাই দেয় এবং বলে দোকান আর বেশীক্ষণ খোলা রাখার নিয়ম নাই। কিছু চাল বাঁচইবার জন্য ইহা প্রায়ই চলে।

আমরা যখন গেলাম, তখন মাত্র ৩০০ জনকে টিকিট দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েক জন সিভিক গার্ড মিলিয়া বাকী মেয়েদের ধাক্কা দিয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিতেছে। আমরা মাঝে পড়িয়া বলিলাম, আপনাদের কাছে আরো টিকিট আছে, তবে কেন দিতেছেন না?" তাহারা নির্ব্বিকার, একজন বলিল "আপনারা তো চাল নিবেন না, ভাল মানুষের মত ঘরে চলিয়া যান, এসব ছোট লোকদের কি করিয়া সায়েস্তা করিতে হয় আমরা জানি।"

এই কথা কাটাকাটিতে প্রায় ৩০০ মেয়ে আমাদের ঘিরিয়া ধরিল। আমরা যেন তাদের অতি আপন জন। মনের ব্যথা দুঃখ সবই আমাদের কাছে বলিতে লাগিল। অনেকে বলে "আমাদের এখনই থানায় নিয়া চলুন, আমরা এর প্রতিকার করিতে চাই।" থানায় এর প্রতিকার হইবে! হাসি পাই। আমরা বলিলাম "একটু দাঁড়ান আমরা ব্যবস্থা করিব অন্ততঃ আজিকার মত চাল দিতে পারি কি না দেখি—পরে না হয় থানায় যাওয়া যাবে।" সবাই তখন আমাদের ঘিরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। একটি মেয়ে সমস্ত দিনে অনাহারে, এতক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকার ফলে ফিট হইয়া পড়িল।

আমরা সিভিকগার্ডদের সাথে ঝগড়াঝাটি করিয়া বাকী টিকিটগুলি বিলি করিলাম। কিন্তু তবুও ২০০ মেয়ে টিকিট পাইল না। আমরা তখন বলিলাম "এখন আপনারা ১ সের করিয়া চাউল দিন, তাহা হইলে বাকী সবাই কিছু কিছু পাইবে।" অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহারা রাজী হইল। আমরা বেলা আড়াইটা, তিনটা হইতে রাত সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম—সবাই চলিয়া গেলে বাসায় ফিরিলাম।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম ৫০০র জায়গায় সাতশো জনকে চাল দেওয়া হইল তবুও ঘরে চাউল ছিল। অথচ ওদের নিয়ম সব চালই দিয়া দেওয়া। ৫০০ জনে ২ সের করিয়া পাইল, আর বাকী সবাই এক সের করিয়া পাইল, অথচ তারপরও চাউল কয়েক মণ রহিয়া গেল। প্রশ্ন জাগিল—এ চাল কোন চাল—বেশীই বা কেমন করিয়া হইল? অথচ দোকানী বলিয়াছে, প্রতিদিনের জন্য ২৫ মণ চাল পায়।

আসার আগে ওদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ওরা জবাব দিল 'আগামী দিন পুরুষদের সারিতে ওটা বিক্রি করিবে' সত্য মিথ্যা কে জানে! ওরা ইহাও বলিল, যে চাউল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আগামী সোমবার পর্য্যন্ত চলিবে, তারপর মাল না পাইলে দোকান বন্ধ রাখিতে হইবে; অথচ আমরা দোকানের জানালার খড়খড়ি দিয়া দেখিলাম, এখনও দুই সপ্তাহ দেওয়া যায় এতগুলি বস্তা ঘরের ভিতর সাজান রহিয়াছে। মেয়েদের কাছে আর একটি খবর জানিলাম। উহাদের ভিতর প্রায় প্রত্যেকেই ২ সেরের দামের মত রেজকী সঙ্গে নিয়া আসে, কিন্তু তবুও ২।১ জন যদি আট আনার পয়সাও ভাঙ্গাইতে যায় তবুও তাহাদের চাল না দিয়া ভাগাইয়া দেওয়া হয়। আমরা দাঁড়াইয়া আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি; অনেক ফিটফাট বাবুরা আসিয়া নোট দিয়া রেজকী লইয়া যায়।

—ইতি জনৈক মেয়েকর্ম্মী।

[কণ্ট্রোলের দোকানে আজ যে শয়তানী, অবিচার ও অরাজকতা চলিতেছে এ চিঠি তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় পাড়ার সমস্ত জনসাধারণ, ধনি-গরীব নির্ব্বিশেষে, দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে একজোটে মিলিত খাদ্য কমিটি গড়িয়া ইহার ব্যবস্থা করা।]

কৃষক আন্দোলনে বাধা

বাঁকুড়া জেলার বড়পোড়া থানার দারোগা স্থানীয় কৃষক সমিতির কাজে বাধা দিতেছে। কৃষকেরা যাহাতে কৃষক সমিতির সভ্য না হয় সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের নানা রকম ভয় দেখানো হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলা হইতেও খবর আসিয়াছে রায়নার কৃষক সমিতির কর্ম্মী রামসহায় ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বজবজের মজুর এলাকায়

পঞ্চমবাহিনীর ব্যর্থ চেষ্টা

গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা অঞ্চলে প্রথম জাপানী বোমা পড়ে। ইহাতে অন্যান্য জায়গার মত বজবজের মজুরদের মধ্যেও একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দেয়। সকালের দিকে একটি মিলের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য পঞ্চমবাহিনী দলগুলি সুবিধা পাইয়া মজুরদের মধ্যে নানা রকম গুজব রটায়। 'প্রাণে বাঁচিতে চাও তো পালাও, জাপানীরা আমাদের মিল ছাড়িয়া বাড়ী যাইবার জন্য ইস্তাহার দিয়াছে'—ইহাই তাহাদের প্রচারের নমুনা।

কিন্তু কমিউনিষ্ট মজুর ভাইরা সকাল হইতেই মিলের ভিতর ছোট খাট দলে মজুরদের এই কথা বুঝাইয়া দেন যে আজিকার যুদ্ধে বোমার মধ্যেও মিল চালু রাখা প্রত্যেক দেশভক্ত মজুরের প্রধান কর্ত্তব্য। কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় নেতারা মিল গেটে গেটে বক্তৃতা দিয়া, গুরুপ-বৈঠক করিয়া মজুরদের সাহস দেন এবং উৎপাদন চালু রাখিয়া দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আগাইয়া আসিতে আহ্বান করেন। ফলে পঞ্চমবাহিনীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিকালের দিকে সকল মিলেই পূর্ণভাবে কাজ করিতে থাকে।

সরকার ও মালিকের বাধা

এই বিপদের মধ্যেও আমলাতন্ত্র তার আসল রূপ বজায় রাখে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় মজুর নেতাদের ডাকিয়া বলে—'আপনারা কোনরূপ মিটিং বা প্রচার করিতে পারিবেন না, এই আমাদের আদেশ।' মজুরদের দাবীর উত্তরে মিল ম্যানেজাররা জবাব দেয়, 'মাগগীভাতা দিবার জন্য কোম্পানীর টাকা নাই'। ধনিকের লোভ ও আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য এই ভাবেই জাতীয় দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ব্বল করে, ধ্বংস করে। বজবজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুবই কম এবং তাদের উপর সুভাষবাবুর প্রভাব খুবই বেশী। তাহারা এই অবস্থার সুযোগ নিয়া যা খুসী প্রচার করিতে থাকে। ফলে কলিকাতা অঞ্চলে দিনের পর দিন বোমা বাড়িতে থাকায় ২৫শে ডিসেম্বর সকল মিলগুলি বন্ধ হইয়া যায়।

বজবজ চটকল মজদুর ইউনয়নের তরফ হইতে সাহসী মজুররা মিল ম্যানেজারদের জানান যে যদি মজুরদের মাগগী ভাতা, পাকা শেল্টার ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা না হয়, তবে মজুরদের বুঝাইয়া রাখা অসম্ভব হইবে। ইহার ব্যবস্থা হইলেই তাহারা মিল চালু রাখার সকল দায়িত্ব নিতে রাজী আছে। কিন্তু ইউনিয়নের এই বাহাদুর মজুরদের কথায় কোম্পানী কোনরূপ সাড়া দেয় না। শুধু তাই নয় মিল ম্যানেজার নিজেরাই আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া মজুরদের কোম্পানীর পাকা লাইন ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে বলে, কিন্তু কোথায় থাকিবে তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করে না। ইউনিয়ন ৫০০ শত মজুরের জন্য পাশের গ্রামগুলিতে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই কম।

মজুরদের জয়

এই সব কারণের জন্যই ২৫শে ডিসেম্বর মিলগুলি বন্ধ হইয়া যায়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা দিশাহারা না হইয়া অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারের ফলে মজুরদের উজ্জ্বল দেশপ্রেম তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে মিলে ফিরাইয়া আনে। কোন কোন মিল ম্যানেজার নানা রকম অছিলায় কল চালু করাইতে অস্বীকার করে—কিন্তু মজুর ভাইরা সংঘবদ্ধ ভাবে চাপ দেওয়াতে তাহারা মিল খুলিতে বাধ্য হয়। ইউনিয়নের একজন সাচ্চা মজুর কমরেড মজুরদের জড়ো করিয়া জুট মিল এসোশিয়েসনের স্থানীয় লেবর অফিসে নিয়া সেখানে লেবর অফিসারকে না পাইয়া তাহাকে কলিকাতায় ফোন করিয়া ম্যানেজারকে মিল খুলিবার জন্য চাপ দিতে দাবী করেন। ফলে পরের দিনই লোথিয়ান মিলের ইঞ্জিন ঘুরাইতে সাহেব বাধ্য হয়। কিন্তু কোম্পানী মজুরদের কাজ চালু রাখার এই উদ্যোগ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে সুনজরে দেখে না।

অমূল্য রং ও ২৪ জন কমরেডকে বহাল কর

তাহারা চিভিয়ট ও এলবিয়ন মিলের অমূল্য রং প্রভৃতি বাছা বাছা ২৪ জন কমিউনিষ্ট মজুরকে জবাব দিয়াছে। বজবজে চটকল মজদুর ইউনিয়ন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট ভাবে আন্দোলন চালাইতেছে। তাহাদের পুনরায় কাজের বহালের দাবী জানাইয়া ৭টি মিলের ১৫০০ মজুরের সহিযুক্ত এক দরখাস্ত লেবর কমিশনার প্রভৃতির নিকট পাঠাইয়াছে। কোম্পানীর এই দেশদ্রোহী কাজকে বজবজের মজুররা কখনই সহ্য করিবে না। কারণ এই জবাব দেওয়ার ফলে বোমা ও মৃত্যুর মধ্যেও উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে যাঁহারা উৎসাহ দিতেন তাঁহাদেরই সরান হইয়াছে।

এদিকে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি সরকার ঘেঁষা লোকের দ্বারা পরিচালিত। বজবজে খাদ্য সমস্যা অতি তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। বোমার ভয়ে দোকানদার অনেকেই পালাইয়া গিয়াছে। বাজারে চাল ডাল এক রকম কিনিতেই পাওয়া যায় না। দামের কথা না লেখাই ভাল। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের সাথে খাদ্য সমস্যার জন্য আলাপ করিতে গেলে তিনি বলেন আমার সময় নাই। কিন্তু চারিদিকে এত বাধার মধ্যেও বজবজের মজুর তার মাথা ঠিক রাখিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে আরও অনেক দিন বোমা পড়িয়াছে—কোন মজুরই আর পালায় নাই। মজুরদের সাহস দেখিয়া অনেক দোকানদার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বাংলার চটকল মজুরদের নেতা বজবজ মজুর দেশরক্ষার জন্য জান কবুল করিতে রাজী।

বন্যার সাহায্যে মেয়েরা

রাজসাহীর ছাত্রী সঙ্ঘের উদ্যোগে মেদিনীপুর আর্ত্তত্রাণের সাহায্যের জন্য নাটিকাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে ছাত্রীসঙ্ঘের সম্পাদিকা ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় আমলাতন্ত্রের সমালোচনার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট অশোভন ভাবে তাহাতে বাধা দেন। টিকিট বিক্রয় লব্ধ ২২৮৲ টাকা পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটিতে পাঠানো হয়।

মজুররা আগাইয়া চলিয়াছে

দালালের কারসাজী ব্যর্থ

গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপের মজুররা কর্তৃপক্ষের কারসাজির আচ্ছা জবাব দিয়াছে। গত পনর দিন পর্য্যন্ত মজুরদের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ওয়ার্কশপ কমিটিকে ভাঙ্গিয়া কর্তৃপক্ষের দালাল দ্বারা নূতন কমিটি খাড়া করিবার জন্য খুবই চেষ্টা চলিয়াছিল। নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করাইয়া যাহাতে পুরাণ কমিটিকে বানচাল করা যায় এই উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশপের মজুরদের মধ্যে জোর প্রচার চলিতেছিল, তিনটি ডিপার্টমেণ্টে নূতন নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ঠিক করা হইল। এই ডিপার্টমেণ্ট গুলির ফোরম্যানেরাই খোলাখুলি ভাবে মজুরদের ভয় দেখাইতে লাগিল, যদি তাহাদের ঠিক করা লোককে ভোট না দেওয়া হয় তবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে, বলা হইল। কিন্তু মজুররা ইহাতে ভয় পাইল না, সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহারা কর্তৃপক্ষের চাল ব্যর্থ করিল। নিজেদের বাছা বাছা মজুর কমরেডদেরই তাহারা ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করিল। প্রত্যেকটী দালাল অনেক ভোটে হারিয়া গেল।

এই দুর্দ্দিনে যাহাতে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় করা যায়, সেই সম্পর্কেও মজুরদের তরফ হইতে ওয়ার্কশপ কমিটি সজাগ রহিয়াছে। ইতিমধ্যে দুইখানা দরখাস্ত করা হইয়াছে। জেনারেল ম্যানেজারের মতলব মজুরদের কোন কিছু নায্য দাবী পূরণ না করা। লেবর কমিশনার দরখাস্তের উপরে ওয়ার্কশপ কমিটির সেক্রেটারীকে ইউনিয়নের তরফ হইতে আর একখানি দরখাস্ত দিতে বলিয়াছে।

আই, জি, এনের কর্তৃপক্ষ মজুরদের দাবী পূরণ করিতে পারিবে না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। জাপানী বোমা মাথায় করিয়া যে মজুরভাইরা দিনরাত পরিশ্রম করিতেছে, তাহাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থায় এইরূপ ঔদাসীন্য যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করিবে।

ম্যানেজারের কীর্ত্তি

অকল্যাণ্ড জুটমিলের ম্যানেজার এক নোটিশ জারী করিয়াছে যে কারখানার ভিতর কোন মজুর লড়াইয়ের কথা, জাপানী বোমার অত্যাচারের কথা কিম্বা দেশকে ভালবাসার কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিবে না। যদি এই হুকুম কেহ না মানে তবে তাহাকে বরখাস্ত করা হইবে। জাপানী বোমা যখন গরীব মজুরদের রেহাই দিতেছে না, তখন বোমার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজেদের সংঘবদ্ধ করা ম্যানেজার সাহেবের কাছে অপরাধ হইতে পারে, কিন্তু কোন দেশভক্ত মজুর এই আদেশকে ভাল চোখে দেখিতে পারে না।

পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন

গত ২২শে জানুয়ারী পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং মজদুর ইউনিয়নের মজুরদের এক সাধারণ সভা হয়। সভায় সমস্ত সভ্য উপস্থিত ছিল। ১৫ জন মজুর ও ৩ জন ইউনিয়ন কর্ম্মীকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং ইউনিয়নকে শীঘ্র রেজিষ্ট্রি করার জন্য চেষ্টা করার প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে। পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মজুররা ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে যে তাহাদের দাবী দাওয়া আদায় করিতে হইলে, তাহাদের আগাইয়া চলিতে হইলে, চাই শক্তিশালী ইউনিয়নের নেতৃত্ব কায়েম করা। তাই ইউনিয়নকে ভাল ভাবে গড়িবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

সোভিয়েট সুহৃদ আন্দোলন বাড়িতেছে

হুগলীর সিংটিতে কমরেড আদিত্য মুখার্জ্জীর চেষ্টায় স্থানীয় সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতি গঠিত হইয়াছে। চাষী পাড়ায় সমিতি গৃহ ঠিক হইয়াছে। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার মার্ক্সবাদী গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমিতির প্রথম অধিবেশনে কমরেড আদিত্য মুখার্জ্জী, কমরেড গোকুল দত্ত ও চাষী কমরেড বসন মোড়ল প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ইহাতে স্থানীয় কৃষক মজুরের মধ্যে খুবই উৎসাহ বাড়িয়াছে।

একতাবিরোধী একতার পথে

কোপাই-এর কমিউনিষ্ঠ কর্ম্মীরা স্বাধীনতা দিবসে গোপীকান্তপুরে সমবেত হয়। সেখান হইতে একটি স্কোয়াড করিয়া জনযুদ্ধের গান গাহিয়া বাহির হইয়া খায়েরপাড়া যান। খায়ের পাড়ায় একজন ডাক্তার, যিনি এতদিন কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁহার সহিত আমাদের কর্ম্মীদের পার্টির একতার নীতি লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। ইহাতে পার্টি সম্বন্ধে তাঁর মত বদলায় ও তিনি তখনই পার্টি ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা ও পাঁচ সের চাল দান করেন। চাল ও টাকায় ২২৶০ আনা আদায় হয়। ইহার পর সেই ডাক্তার ভদ্রলোক আমাদের কর্ম্মীদের সহিত ঘুরিয়া একতার বাণী প্রচার করেন।

পঞ্চমবাহিনীর ছুরিকাঘাতে

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভের সুযোগ লইয়া পঞ্চমবাহিনীর আজও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ধ্বংসকার্য্য চালাইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের জন্য কমিউনিষ্টরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছে। ঘৃণ্য পঞ্চমবাহিনী আজ দেশবাসীর খাদ্য লুট করিতেছে, মেয়েদের গলার হার ছিনাইয়া লইতেছে, দেশের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের বুকে ছোরা মারিয়া দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে।

ঢাকার গ্যাণ্ডারিয়ার এই পঞ্চমবাহিনীর একদল গুণ্ডা যখন একজন মেয়ের গলার হার ছিনাইয়া লইয়া ও পাশের বাড়ীর একজন ৬০ বছরের বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া পলাইতেছিল তখন স্থানীয় এ-আর-পির কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড ভোলা ঘোষকে একা সামনে পাইয়া তাহাকে পিছন দিক হইতে তরবারির আঘাত করা হয়। কমরেড ভোলা ঘোষ আজ মৃত্যুশয্যায়। পঞ্চমবাহিনীর এই গুণ্ডাদের দেশপ্রেমের আশ্রয় হইতে দূরে রাখুন।

আলোচনা

শুধু শলাপরামর্শতে চলিবে না

বহু ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কাসাব্লাকায় রুজভেল্ট-চার্চ্চিল মন্ত্রণা হইয়া গেল। ইহার আগেও দফায় দফায় এইরূপ সাক্ষাৎ হইয়াছে তবে যে পরিমাণে হাঁকডাক হইয়াছে তাহার তুলনায় কাজের কাজ হইয়াছে অল্পই। লালফৌজ ষ্টালিনগ্রাডে ও অন্যান্য স্থানে ফাঁদ পাতিয়া যে নাৎসী বাহিনী আটক করিয়াছিল, হয় তাহারা আত্মসমর্পন করিতেছে—নয়ত নিঃশেষ হইতেছে। সর্ব্বত্রই লালফৌজ নাৎসীদের খেদাইয়া লইয়া যাইতেছে। অবিশ্রান্ত রক্তক্ষয়ে জার্ম্মানীর সৈন্য শক্তিতে টান ধরিয়াছে। তাই আজ ১৬ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করার আদেশ হইয়াছে। পাকে পড়িয়া আজ গোয়েরিংও চেঁচাইতেছে—"ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ দেখিয়া আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম।" এমন অবস্থায় শলা পরামর্শ করিতে করিতেই যদি সময় যায় তবে খাস ইউরোপে অভিযান কবে সুরু হইবে?

'জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পন করিতে হইবে'—ভালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে বিবৃতি ঝাড়িয়া সময় নষ্ট করিলেই কি উহা সম্ভব হইবে? এখনও আফ্রিকা হইতে নৎসীরা বিতাড়িত হইল না। দ্যগল-জিরোকে হাতে হাত মিলাইয়া দিলেই কি রাজনৈতিক গণ্ডগোল অমনই মিটিয়া যাইবে? এত হট্টগোলের পর জানা গেল এতদিন শুধু নাকি দুই দলে আলাপ আলোচনার পাকা ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বর্ণচোরা ভিসিপন্থী কর্ম্মচারীরা নিশ্চিন্ত মনে জিরোকে সামনে রাখিয়া তাহাদের কুমতলব হাসিলের তালে আছে, তাহাদের সরানোর কি হইল? বোঝা যাইতেছে যে রাজনৈতিক চালবাজী দ্বারা এখনও চেষ্টা চলিতেছে। সমরপ্রচেষ্টা তাই মাসের পর মাস ঢিমাতেতালায় চলিয়াছে।

আজও চালবাজী

'কুচক্রীদের যুদ্ধব্যবস্থা যে তাহাদের চালবাজী দ্বারাই পরিচালিত হয়' তাহার আর এক নমুনা বিলাতে আমেরী সাহেবের নয়া বক্তৃতা। বন্দী কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে কাহারও সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই'—ইহার পুনরাবৃত্তি আর কত শুনিব? আজ ফাশিষ্ট দস্যুকে ঠেকাইতে বা নির্ম্মূল করিতে ভারতের জনগণের প্রাণপণ চেষ্টার মূল্য দুনিয়ার সকলেই বুঝিতেছে। আমেরিকায় বৃটিশ কন্সালের অফিসের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে রীতিমত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ফলে ধরপাকড় হইয়াছে। বৃটেনেও 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে 'ভারতীয় সপ্তাহ' পালন করা হইতেছে। বিখ্যাত মনিষী, শিল্পী, সাহিত্যিকরা সপ্তাহকাল ধরিয়া পৃথিবীর স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ্য অংশ গ্রহণের জন্য ভারতকে স্বাধীনতা দিবার দাবী জানাইতেছেন। নিউ ইয়র্কেও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তা মহিলা সাহিত্যিক পার্ল বাক ঐরূপ দাবীই করিয়াছেন। এতকাণ্ড ঘটিতেছে কিন্তু আমেরী কিছুই শিখিবেন না বা কিছুই ভুলিবেন না, এই পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে যদি দুনিয়াজোড়া ফাশিষ্ট ধ্বংসী রণকৌশল ব্যবহৃত হয় হোক—তবু কায়েমী স্বার্থ আঁকড়াইয়া থাকিতেই হইবে।

সাম্রাজ্যবাদের উপর ভরসা কেন

ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটিবে কি ভাবে? এই অবস্থা কায়েম রাখিবার সাম্রাজ্যবাদী চালবাজীই বা ব্যর্থ করা যাইবে কি করিয়া? সমস্ত দুনিয়া জুড়িয়া ভারতের মুক্তির জন্য যে মিলিত দাবী উঠিতেছে তাহার সঙ্গে ভারতের ঐক্যবদ্ধ জনগণের স্বর মিলাইতে হইবে—তবেই সে দাবী কায়েমী স্বার্থের মুষ্টি শিথিল করিতে পারিবে। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবে কে? কংগ্রেসী নেতারা তো কারাগারে। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া ভারতের দ্বিতীয় দল, মুসলীম লীগের উপরেই স্বভাবতঃই এই দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। লীগ নেতা মিঃ জিন্না কিন্তু ২৪শে জানুয়ারী তারিখে বক্তৃতায় কংগ্রেসী নেতাদের মুক্ত কারয়া ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "উঁহাদের কারাগারে পাঠাইবার ক্ষমতা আমার ছিল না—উঁহাদের মুক্ত করিবার ক্ষমতাই বা কোথা হইতে পাইব?" অর্থাৎ যাহারা নেতাদের জেলে পাঠাইয়াছেন শুধু তাঁহারাই উঁহাদের মুক্তি দিতে পারে। এই কথা বলাও যা সাম্রাজ্যবাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকাও তাই। উহার অর্থ আপন ক্ষমতায় অবিশ্বাস।

আর এক জায়গায় মিঃ জিন্না বলিয়াছেন "বর্ত্তমান অচল অবস্থা অবসানের চাবিকাঠি মুখ্যতঃ মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতাদের হাতে।" অর্থাৎ আর যাহারই হাতে সমস্যা মিটানোর হদিশ থাকুক না কেন তিনি নিরুপায়। অথচ আজ হিন্দু-মুসলমান সকল নরনারী ও শিশুর উপর জাপানী বোমা পড়িতেছে। খাদ্যাভাবও কাহাকেও রেহাই দিতেছে না।

সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সম্পাদক মৌলানা সালাউল্লা এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "জাপানী বোমা বঙ্গ ও আসাম অধিবাসীদের উপর নির্ব্বিচারে পড়িতেছে···ক্ষুধা তো হিন্দু-মুসলমানের বাছবিচার করে না।"

সরকারী দমননীতিও আজ ক্রমেই দেশের উপর কায়েম হইয়া বসিতেছে। সিন্ধুতে হুরদমনের জন্য জঙ্গী আইন চালু হইয়াছিল। আজ কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধেও তাহার প্রয়োগ চলিতেছে। বহু লোকের আবেদন সত্ত্বেও তরুণ বয়স্ক ছাত্রের রেল লাইন তুলিবার জন্য মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। পাইকারী জরিমানা আদায় সর্ব্বত্রই অবাধে চলিয়াছে। দিল্লীতে, কাণপুরে, কলিকাতায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা গ্রেপ্তার হইতেছেন।

এমন অবস্থায় ভারতের দ্বিতীয় প্রধান দলের নেতা যদি বলেন "আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়" তবে কি তিনি দেশ এমন কি মুসলীম জনগণের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করেন? এই সর্ব্বগ্রাসী দমননীতি ঠেকাইবার একমাত্র উপায় লীগ-কংগ্রেস মৈত্রী। ইহার জন্য কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করার অর্থ প্রকারান্তরে আমলাতন্ত্রকেই শক্তিশালী করা। বাস্তবিক মিঃ জিন্নার নিশ্চেষ্টতার নীতি মুসলীম লীগের পক্ষেও মারাত্মক হইতেছে। মুসলীম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ দূরের কথা আজ আমলাতন্ত্র বড়লাটের জবানীতে 'অখণ্ড হিন্দুস্থানের' জয়গান করিতেছে। বাংলাদেশেও মুসলীম লীগকে কোণঠাসা করিবার পিছনে অলক্ষে আমলাতন্ত্রের হাতই সুতা টানিতেছে।

আজ মুসলীম লীগকে বুঝিতে হইবে যে আমলাতন্ত্র কি ভারতের স্বাধীনতা, কি মুসলীম জাতির স্বাধিকার—কোনটাই স্বেচ্ছায় দিবে না। এই দুইটী আদায়ের মূল কথা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। ইহার জন্য চাই এখনই কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি। এই মুক্তির জন্য মুসলীম লীগ যে পরিমাণ চেষ্টা করিবে ঠিক সেই পরিমাণেই "অখণ্ড হিন্দুস্থান"-ওয়ালা বড়লাট, হিন্দু মহাসভা—এমন কি কংগ্রেস দলভুক্ত ঐক্য বিরোধী অংশের মুখ বন্ধ হইবে। মুসলীম জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণও নিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

এ-আর-পিতে অনাচার

দিল্লীতে অসামরিক দেশরক্ষা সম্মেলনে স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতা বিমানহানার শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "শত্রুর প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে ভীতিসঞ্চার করা দেশবাসীকে ভয় দেখাইয়া নাগরিক জীবনে বেবন্দোবস্ত আনা। বহুলোক আগুপিছু তাকাইয়া ভয়ের তাড়ায় পলাইয়া যায়। সব দিক হইতে বিবেচনা না করিয়া জীবিকার মায়া ছাড়িয়া পালানোর অর্থ শত্রুর পরোক্ষে সুবিধা করিয়া দেওয়া।

সবই 'ত বুঝিলাম কিন্তু স্যার জওলা আজ পর্য্যন্ত কলিকাতাবাসীর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শেল্টার বানাইয়াছেন কি? বস্তিবাসীরা কোথায় আশ্রয় লইবে? কি উপায়ে জনসাধারণের নিকট হইতে চূড়ান্ত সহযোগিতা লাভ সম্ভব—ইহাই স্যার জওলার মতে সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার আগেও তিনি একবার কলিকাতায় এ, আর, পিতে উপযুক্ত সংখ্যায় স্বেচ্ছাকর্ম্মী নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ৬৬ জন উপযুক্ত দেশপ্রেমিককে কিন্তু 'প্রয়োজন নাই' এই যুক্তিতে এ, আর, পি, কর্ত্তারা ঢুকিতে দেন নাই। এমন কি কম্যুনিষ্ট অজুহাতে যাহারা এ, আর, পি'তে রহিয়াছে তাহাদেরও অনেককেই সরানো হইতেছে।

জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের ইহাই কি উপায়? বাংলার প্রধান মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত সম্মেলনে 'জন-বিরোধী আমলাতান্ত্রিক হুকুমরাজীর প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। এ সব সত্ত্বেও সহযোগিতার অভাবের জন্য শ্রীবাস্তবের কান্নাকাটি করা ডাকাতী কি? এদিকে আবার নিজের পিঠ চাপড়ানোর অন্ত নাই। "যুদ্ধের অবস্থা ভালো হইয়াছে তাই সে সব স্থানে এখনই বিমানহানার সম্ভাবনা কম সেখানে এ, আর, পি প্রভৃতির নীতি কমানো যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এত পয়সা খরচ করিয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে চমৎকার সংগঠন বানাইয়াছি তাহা নষ্ট হইতে দিব না।"

বিমানহানার উপদ্রব হইতে বহুদূরের জায়গাগুলিতে কি প্রচণ্ডবেগে এ, আর, পি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা জানি না। বিমানহানার অন্যতম সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য কলিকাতায় এ, আর, পির উদ্যম যদি নমুনা হয় তবে শ্রীবাস্তবের বক্তৃতার পর এবার সেখানকার এ, আর, পি লাটে উঠাইয়া দেওয়া ছাড়া বোধ হয় আর পথ রহিল না। বিমানহানা সুরু হইলে তবেই এ, আর, পি ব্যবস্থার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে—যুদ্ধের গতি ফিরিলেই সব শিকায় তুলিয়া রাখো, 'এই যুক্তি অদ্ভুত আমলাতন্ত্রের নিরেট বুদ্ধিতেই সম্ভব। জনসাধারণের দাবী: দ্বিগুণবেগে এ, আর, পি ব্যবস্থা পাকা করো। এ, আর পিতে দলে দলে স্বেচ্ছাকর্ম্মী নাও, সমস্ত সহরে পাকা শেলটার গড়িয়ে তোলো, এ আর, পি পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক জনবিরোধীতা ও হুকুমবাজী শেষ হউক।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা কই

বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে লোক পলাইলে কর্ত্তারা গোঁসা হন। অবশ্য মজুর, কর্ম্মচারী দোকানদার বোমা উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ কাজ করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা অটুট করুন ইহা সকলেই চায়। কিন্তু তাহার জন্যও পেটে ভাত চাই। এ পর্য্যন্ত সরকার তাহার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আসিয়াছে এই অছিলায় গমের বাঁধা দর নাকচ হইয়াছে। বাণিজ্য সচিব নলিনী সরকার বলিতেছেন "আইন করিয়া গমের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধা হইয়াছিল—স্থির হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। আশা করা যাইতেছে ইহার ফলে ফসল উৎপাদনের জায়গাগুলিতে লেনদেন ব্যাপারে আশ্বাস পাইবে।" সোজা কথায় ইহার অর্থ, পাঞ্জাবের যে সব দালাল গম ধরিয়া রাখিতেছে সরকার তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীসভা পর্য্যন্ত এই বাঁধা দর নাকচে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

ওদিকে আমেরী হাঁকিতেছেন 'ভারতে দুর্ভিক্ষ নাই—ব্যাপকভাবে তেমন কিছু খাদ্যাভাবও নাই।" আমেরী সাহেবকে চাল, চিনি কয়লার লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া "মাল নাই" শুনিতে হয় না। হইলে খাদ্যাভাব আছে কি নাই তিনি ঠিকই বুঝতেন। খাদ্য সামগ্রীর খুচরা মূল্য বাঁধিয়া দিতে সরকার রাজী আছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে আমেরী বলিতেছেন "এই সব ব্যাপার ভারত গভর্ণমেণ্টের ঘরোয়া ব্যাপার। যদিও ভারত সরকার ডোমিনিয়ন পর্য্যায়ে উঠে নাই তবুও এই সব ব্যাপার তাহার আয়ত্তাধীন এবং সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের এইখানে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়।" বেচারা আমেরীর ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ জানিয়া তাঁহার জন্য করুণা হয়! প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপেক্ষা করিয়া যিনি ভারতে সরাসরি পুলিশী শাসন চালাইতেছেন তাঁহার নিয়মতান্ত্রিকতার কেতাদুরুস্ত আচরণও উপভোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই পিঠে কিছু দিবার উৎসাহ যাঁহার এত অধিক পেটে কিছু দিবার বেলায়ই কি তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই!

বাংলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন "ন্যায্য মূল্যে ক্রয় ও সততার সহিত বণ্টন" তাঁহাদের নীতি। ভারত সরকার পাঞ্জাবে যে দরে গম ক্রয় করিতেছেন তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ন্যায্য মূল্যে ব্যবসায়ীদের উহা বিক্রয় করিতে হইবে। এই সর্ত্তেই ব্যবসায়ীদের গম সরবরাহ করা হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষার উদ্দেশ্য কলিকাতার কয়েকটী রুটী তৈয়ারীর কারখানায় সরকার চলতি দরে ময়দা সরবরাহ করিবেন। সর্ত্ত থাকিবে যে তাহার ময়দার মূল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাঁউরুটী বিক্রয় করিবে। অন্যথায় ময়দা বাজেয়াপ্ত হইবে, ভবিষ্যতে আর সরবরাহ করা হইবে না এবং আইনকানুনে অভিযুক্ত করা হইবে।

সবই'ত বুঝিলাম কিন্তু ইহার পরে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বলিতেছে "অনুরূপ সর্ত্তে কলিকাতা ও বিভিন্ন জিলার কয়েক জন নির্বাচিত ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই চিনি ও কয়লা পাইয়াছে।" চিনি ও কয়লা আমরা কি চমৎকার বাঁধা দরে পাইতেছি তাহা ভাবিয়া পাঁউরুটীর জন্য পুলকিত হইতে পারিলাম না। কলিকাতার যে সব জায়গায় পাড়ার লোকেরা দর ও পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য নিজেরা চেষ্টা করিতেছেন সেখানে তাহাদেরও সরকারী বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। গাড়ী গাড়ী কয়লা কলিকাতায় আসিয়া সর্বদর্শী পুলিশের নাকের সামনে উধাও হইয়া যায় এত বড় তাজ্জব ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিতেছে! কলিকাতাবাসী হিন্দু মুসলমানকে মিলিত কণ্ঠে এই প্রশ্ন তুলিতে হইবে—ভাঙিতে হইবে সরকারী নিশ্চেষ্টতা—খাদ্য সরবরাহের ভার জনরক্ষা কমিটির হাতে তুলিয়া লইতে হইবে।

নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন

এবছর পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হইবে

নিখিল ভারত কিষাণ সভার অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জগজ্জিৎ সিং জানাইতেছেন যে, এ বছর নিখিল ভারত কিষাণ সভার সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হইবে ঠিক হইয়াছে। নিখিল ভারত কিষাণ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বাবা সোহন সিং এর (বর্ত্তমানে গুজরাট জেলে বন্দী) জন্মভূমি ভাকনা গ্রামে ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে কমরেড আতাউল্লা জাহানিয়া (সভাপতি), কমরেড জগজ্জিৎ সিং (সাধারণ সম্পাদক), কমরেড বি, পি, এল, বেদী (প্রচার সম্পাদক) ও কমরেড তপিয়ালা (কোষাধ্যক্ষ)-কে লইয়া একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪০টি স্কোয়াডের সাহায্যে সম্মেলনের প্রচার চালানো হইতেছে। এখন হইতেই সভামণ্ডপ, প্রতিনিধি-ক্যাম্প ও প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত চলিতেছে। সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতির পাঞ্জাব-শাখা সম্মেলনে সোভিয়েট শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ফৌজ ব্যবস্থা বিষয়ে একটি প্রদর্শনী দেখাইবার ভার লইয়াছেন। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের একটি প্রদর্শনী খোলারও চেষ্টা চলিতেছে। ভাক্‌না গ্রাম অমৃতসহর-লাহোর রেলওয়ে লাইনের অন্তর্গত খাসা ষ্টেশন হইতে মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।

পিপলস সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্বে প্রকাশিত ৮২৮১৸৴৫ ও ২১৯৪ খানা জামা কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে; গুণ্টুর জেলা ছাত্র ফেডারেশন (অন্ধ্র) ৭৸৶০; কুপন বিক্রি বাবত সন্তোষ কুণ্ডু ১৲; মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ডেটিনিউগণ ১০৲; রাজসাহী ছাত্রীসংঘ (অভিনয় করিয়া প্রাপ্ত) ২২৮৲; হুগলী মোহসিন কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ৫৮৷/০। আগড়তলা হইতে শান্তি সেন মারফত: অবিনাশ চক্রবর্ত্তী ৫৲, নিমু দত্তের সংগ্রহ ২৲, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় হইতে বাসন্তী চৌধুরীর সংগ্রহ ১৷৶০ ও সাহানা সেন চৌধুরীর সংগ্রহ ৭৲। মোট ৮৬০২৸৫ ও ২১৯০ খানা জামা কাপড়।

দু' লাখ ফাণ্ডের হিসাব

দু লাখ ফাণ্ডের বাংলার কোটার হিসাব শেষ করা হইল। সুতরাং আর চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। বিস্তৃত হিসাব শীঘ্রই 'জনযুদ্ধে' বাহির করা হইবে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

সবার সামনেই বিপদ

আমাদের সুপ্রাচীন দেশ বিদেশীর অধীন, তাই বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা দেখা দিতেছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম দীর্ঘদিনের; জাপানী জঙ্গীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিজমের নূতন বিপদ আজ আমাদের সামনে। আমাদের জাতীয় নেতারা ভিন্ন আর কেহই সার্থকভাবে দেশরক্ষা করিতে পারে না—ইহা সকলেরই জানা কথা। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাজারে আজ পণ্য নাই। বর্ত্তমান সরকার আমাদের শুধু স্বাধীনতাই হরণ করে নাই, দেশের লোককে খাদ্য জোগাইতেও তারা অক্ষম। কে না জানে দেশের অর্থনৈতিক ভিৎ ধ্বসিয়া পড়িতেছে! আমাদের সামনে খাদ্যের বদলে খাদ্যলুটের ভবিষ্যৎ।

ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণ-সমাবেশের বদলে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র-শাসিত জনমণ্ডলী আজ হতাশাগ্রস্ত ও বিভক্ত। জাপানী বোমার নিচে দেশপ্রেমের তুফান বহিতেছে না, দিন দিন মনোবল হ্রাস পাইতেছে। গর্ব্বান্ধ আমলাবাদের ফাইল লইয়া ছেলেখেলা আর অলস গণসম্পর্কহীন পরিকল্পনার ফলে, খাদ্যলুট ও উৎপাদন বিপর্যায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

গণস্বার্থের সামনে আমলাতন্ত্রকে নোয়াইবার ও বিদেশী আক্রমণকারীকে রুখিবার একমাত্র অস্ত্র জনগণের ঐক্য। বর্ত্তমান অবস্থার দারুণ গুরুত্ব দিন দিন দেশের সমস্ত শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় ও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে সেই পথে সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

একতাই পথ

একতা! আরও সংহতি! আরও আরও ঐক্য! —আমাদের পার্টি ইহার জন্যই আন্দোলন চালাইতেছে। এই পুণ্য আদর্শের উদ্দেশ্যে কোন আত্মোৎসর্গই যথেষ্ট নয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিয়া জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের জন্য লীগ যে ঘোষণা করিয়াছে, তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাইয়াছি। আপনাদের নীতি ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়াছে, তাই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও আমরা আপনাদের নীতি প্রচার করিয়াছি। এই কাজে আমরা আশাতীত সাড়া পাইয়াছি। অমুসলমান দেশভক্তেরা আজ আপনাদের কাছে ঘোষণাপত্রের চেয়েও বেশী কিছু আশা করে; আপনারা আপনাদের কথা কাজে পরিণত করুন—ইহাই তাহারা চায়।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা আন্তরিকভাবে একতা কামনা করিলেও, এখনও আপনারা একতা প্রতিষ্ঠার কাজে আগাইয়া আসিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। আপনাদের কতকগুলি কাগজ ও কয়েকজন নেতা বলিতেছেন, অমুসলমানেরা আগে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিক, তবে আমরা ঐক্যের জন্য কাজে নামিব।

আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃটিশের হাতে মিলিবে না

আমরা মানি, একমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, কাদের নিকট হইতে এবং কি ভাবে আপনারা নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবেন?

আশা করি আপনারা বুঝিবেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হইতে এই অধিকার মেলেও নাই, মিলিবেও না। সম্প্রতি লিনলিথগোর বক্তৃতার পর কোন লীগপন্থীরই আর এ সম্বন্ধে কোন মোহ থাকা উচিত নয়। বৈধ থাকার সময় কংগ্রেসকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল ছিল বিভেদমূলক ও সাম্প্রদায়িক দাবী সমূহের পোষকতা করা। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করার পর লীগ যাহাতে কংগ্রেস ও অমুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে কোনরূপ সমর্থন না পায়, সেজন্য 'অখণ্ড ভারতের' ধ্বনি তুলিয়া এক নতুন চাল চালা হইল। ঐই প্রসঙ্গে আপনারা একবার বানরের পিঠা ভাগের কাহিনী স্মরণ করুন।

আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হাত হইতে মিলিবে না, মিলিবে দেশভক্ত ভাইদের নিকট হইতে। সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসকে বেআইনী করিয়াছে, নেতাদের জেলে পুরিয়াছে, কারণ তারা আমাদের দেশকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে ধরিয়া রাখিতে চায়; কিন্তু কংগ্রেস আমাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল।

মুসলিম লীগের দেশভক্তদের প্রতি
কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদন

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই

কাজেই আমাদের গোড়ার কর্ত্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট; অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণলাভের জন্য এবং দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি আদায় করিতে হইবে। তাঁহারা আপনাদেরই স্বদেশবাসী ভাই। যুক্তফ্রণ্টে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের অর্থ ভারতীয় জনগণের সম্মিলিত দুর্জ্জয় জাতীয় ফ্রণ্টের প্রতিষ্ঠা।

এই কথাটাই আপনাদের কোনো কোনো কাগজ ও কোনো কোনো নেতা বুঝিতেছেন না। তাঁরা বলিতেছেন, মুক্তিলাভের জন্য আজ কংগ্রেস নেতাদের বর্ত্তমান আন্দোলন অস্বীকার অথবা প্রত্যাহার করা দরকার এবং একমাত্র তখনই কংগ্রেসের সহিত লীগ আপোষ করিবে।

যারা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য চায় না, তাদের মধ্যে বিভেদই চালু রাখিতে চায়, এ রাস্তা তাহাদেরই।

ভাইসব, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন একজন কংগ্রেসসেবী এই মনোভাবকে কী চোখে দেখিবেন। এর উত্তরে তিনি বলিবেন, মুক্তি ভিক্ষার জন্য সরকারের সম্মুখে কংগ্রেস গলবস্ত্র হইয়া দাঁড়াক ইহাই কি আপনারা চান?

ভাবিয়া দেখুন ভাই! কংগ্রেসের উপর প্রথম আঘাত হানিয়া সরকারই সংগ্রাম সুরু করিয়াছে।

ভাই, মনে রাখিবেন! কংগ্রেসের উপর সরকার আক্রমণ চালাইয়াছে, কারণ সে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে চায় না, সে চায় না ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আপনাদের মধ্যে যারা ভীতু ও সংকীর্ণ বিশ্বাসের লোক তারাই এই ধরণের কথা বলিয়া বেড়ায়। এমন কি তারা বিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছে যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ হিন্দু আধিপত্য স্থাপনের যে সংগ্রাম তারই মুখোষ মাত্র। কোন কোন কংগ্রেসসেবী আবার মনে করে আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী আসলে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ছলাকৌশল মাত্র। দুটি ধারণাই সমান ভ্রান্ত। আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান সম্পর্কে আপনাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইলে অধিকাংশ কংগ্রেসসেবীই আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে আবার ইহাও সত্য যে, কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিলে অধিকাংশ লীগপন্থীই কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য রাজী। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী। দুঃখের বিষয় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ এত বেশী যে, এজন্যে একদল আর এক দলকে অযথাই উল্টা বোঝেন। কংগ্রেসের দাবী স্বাধীনতা এবং লীগের দাবী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার; দুটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেশভক্ত সহযাত্রী হিসাবে আমরা এই দুটি ন্যায্য দাবীই সমর্থন করি। আমরা এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে একজোট করিতে ও পরস্পরের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি।

কংগ্রেস-লীগের ঐক্য চাই

বর্ত্তমান অবস্থাকে সমগ্রভাবে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যতক্ষণ কংগ্রেস ও লীগ আলাদা থাকিবে, ততক্ষণ বর্ত্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থাই চালু থাকিবে। বরং ব্রিটিশের অধীনে অবস্থা এমন খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে যে, জাপানীদের এদেশে ঢুকিয়া পড়ার পক্ষে সে অবস্থা খুবই কাজে লাগিবে। তখন জাতীয় সরকারের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীও শুধু কথার কথা হইবে।

প্রত্যেক লীগভক্তের নিকট আমাদের আবেদন, যদি আপনারা সত্যই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ চান, তবে আপনারা অহেতুক সন্দেহের বিরুদ্ধে ও ভ্রাতৃত্বমূলক বিশ্বাস অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম করুন। সাফ সাফ বলিতে গেলে তাহা এই—

—কংগ্রেস ভক্তদের নিকট হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আপনাদের মধ্যে যাদের কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব আছে, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। কংগ্রেসসেবীরা যতই দেখিবে যে, আপনাদের মধ্যে প্রগতিভাবাপন্নেরা অদূরদর্শিদের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন, ত :: ততই আপনাদের অনুসরণ করিতে থাকিবে

—আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসেবীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করুন। একাজে আপনাদের আগ্রহ যত বাড়িবে, আপনারা যে ব্রিটিশের সমর্থক নন এই ধারণা কংগ্রেসীদের মধ্যে ততই দৃঢ়মূল হইবে। বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের ঠিক পূর্ব্বে নেহরু ও আজাদ ঘোষণা করেন যে, জগৎ নারায়ণ লালের প্রস্তাব এখন আর খাটে না এবং ক্রিপস্ আলোচনার সময় কংগ্রেসের যে মত ছিল, এখনও তাই আছে। মনে রাখিবেন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব আপনাদের দাবীর কাছাকাছি। আপনারা যদি ব্রিটিশের কবল হইতে কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি আদায় করিতে পারেন, তবেই কংগ্রেসের প্রতি আপনারা আপনাদের ভ্রাতৃত্বমূলক কর্ত্তব্য পালন করিবেন। এর পর কংগ্রেসও আপনাদের ভ্রাতৃত্বমূলক দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না এবং তা করিবেও না।

আপনারা কংগ্রেসনেতাদের মুক্তির জন্য যত চেষ্টা করিবেন, আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের সম্ভাবনা ততই নিকটতর হইবে। একমাত্র জাতীয় সরকারই আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা করিতে পারে ও আমাদের স্বাধীনতা আনিতে পারে। এই পথে চলিলে, জাতীয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারও ক্রমে সহজ লক্ষ্য হইবে।

কমিউনিষ্টরা সংকীর্ণতা চায় না

সংকীর্ণ বিশ্বাস লইয়া কখনই প্রকৃত দেশভক্ত হওয়া যায় না। একমাত্র নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সার্থক নীতি হইতে পারে। সম্প্রতিলব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইয়াছি।

আমরা কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিই নাই, কারণ—আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম এই পথে জাতীয় সরকার ত' আসিবেই না, বরং, ইহাতে দেশরক্ষার ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কংগ্রেস-ভক্তেরা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের ব্রিটিশের পঞ্চমবাহিনী বলিয়া কুৎসা রটাইল। আমরা কংগ্রেসের বৈধতা ও দেশের জন্য জাতীয় সরকারের দাবীর উপর আন্দোলন চালাইয়া এই মিথ্যার জবাব দিলাম।

আবার আমরা যখন কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য আন্দোলন সুরু করিলাম, তখন আমাদের নেতৃবৃন্দের কেউকেউ আমাদের অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন ও কংগ্রেসের পঞ্চমবাহিনী বলিয়া আমাদের ভুল বুঝিতে থাকেন। ইহার কারণ, আমরা মুসলিম জনসাধারণকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও জাতীয় সরকারের দাবী সমর্থন করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলাম। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইয়া আমরা সহস্র সহস্র লীগভক্তের কাছে আমাদের ঐকান্তিকতা প্রমাণ করিয়াছি। কংগ্রেসের প্রতি লীগের মনোভাব উপেক্ষা করিয়াই আমরা এই আন্দোলন চালাই।

আজ আমাদের পার্টি কংগ্রেস ভক্তদের হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আসন লাভ করিয়াছে। তার কারণ, ভ্রান্ত কংগ্রেস সেবকদের কটূক্তি সত্ত্বেও আমরা কংগ্রেসের দাবীর সমর্থন করিতে পিছপাও হই নাই।

আজ আমাদের পার্টি অধিকাংশ লীগভক্তের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। কারণ, আমরা প্রমাণ করিয়াছি, একমাত্র আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই উদার সংকীর্ণতাহীন দেশ-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র আমরাই অমুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের ন্যায্য দাবীর পক্ষে আন্দোলন চালাইয়াছি। তাহাদের মহান প্রতিষ্ঠান লীগও এ কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আজ আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। আগুনের হাত হইতে ভাইকে ভাইই রক্ষা করিবে। আমরা আজও যদি সংকীর্ণ বিশ্বাস ও অতীত কলহে অন্ধ হইয়া থাকি, তবে আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। মুসলমানদের উদার হৃদয় ও অসম-সাহসের প্রসিদ্ধি আছে। আজকের দিনে সংকীর্ণ দলাদলিকে কেউ প্রকৃত দেশপ্রেম বলিয়া ভুল করিবে না, উহা বিকৃত ঔদাসীন্য মাত্র।

ভাইয়ের সহিত ভাইয়ের মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু পণ চাই!

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য লীগভক্তদের আন্দোলন চাই। জাতীয় ঐক্যের এই সংগ্রামে কমিউনিষ্টরা আপনারই পাশে দাঁড়াইবে। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন চালাইব—ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞা। আপনারা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে কবে আন্দোলন চালাইবেন—আমরা তারই পথ চাহিয়া আছি। আপন ভাইয়ের নিকট হইতে ন্যায্য দাবী আদায়ের ইহাই একমাত্র রাস্তা। এই পথে সম্মিলিত হইয়া মাতৃভূমি রক্ষার পুণ্য যুদ্ধ সুরু করুন।

কলিকাতা টাউন হলে সর্ব্বদলের মিলিত খাদ্য-সম্মেলন। বস্তীর শত শত মেয়ের উপস্থিতি।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ২৭শে মাঘ, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷০, ষাণ্মাসিক ১৸০

এ-আর-পি কর্ত্তাদের গুপ্ত ইস্তাহার?

স্বেচ্ছা-ওয়ার্ডেনে কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দেয় কেন তার জবাব চাই

দেশবাসী! এ-আর-পির সংস্কার কর

আবার চাঁদনী রাত কাছে আসিতেছে, বোমা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এ-আর-পি ব্যবস্থার কথাও আবার লোকের মনে জাগিতেছে। কলিকাতার এ-আর-পি যাহাতে সকল দিক দিয়া শক্তিশালী হয়, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা সত্ত্বেও এ-আর-পি কর্ম্মীরা যাহাতে রক্ষাকার্য্যে অটল থাকেন, দেশবাসী যাহাতে এ-আর-পির প্রয়োজন বুঝিয়া উহার সহিত প্রাণপণে সহযোগিতা করেন ও উহার পরিচালনা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের হাতে লইবার চেষ্টা করেন সে সব সম্বন্ধে আমরা বার বার লিখিয়াছি ও আন্দোলন করিয়াছি। তাহার কিছু কিছু ফলও হইয়াছে। প্রথম দিকে কোন কোন এ-আর-পি কর্ম্মীর মনে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, এমন কি কেহ কেহ কাজ ছাড়িয়া যাইবার কথাও ভাবিতেছিলেন। পঞ্চমবাহিনীও উহাদের উস্কাইতেছিল যে অসম্ভব দাবী কর, না দিলে কাজ ছাড়, সরকারের সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু আমাদের প্রচার ও আন্দোলন সেই সব ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে, এ-আর পি কর্ম্মীর দেশভক্তি ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া আমরা তাঁহাদের কাজে অটল থাকিতে সাহায্য করিতে পারিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চেষ্টা এবং আমাদের তথা দেশবাসীর আন্দোলনে তাঁহারা বিনামূল্যে রসদের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে আদায় করিতে পারিয়াছেন। আরও দু একটী ছোটখাট উন্নতি হইয়াছে।

এ-আর-পি ব্যবস্থার ত্রুটী বা কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতি সম্বন্ধে আমরা নির্ভয়ে স্পষ্ট সমালোচনা করিয়াছি এবং যতদিন না সেইসব ত্রুটী ও গাফিলতি দূর হয় ততদিন আরও স্পষ্ট সমালোচনা করিতে থাকিব—কারণ দেশবাসীর জন্যই এ-আর পি। ত্রুটী ও গাফিলতি দূর না হইলে দেশবাসীরই ক্ষতি হইবে, তাই দেশবাসীকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া আন্দোলন করিতে হইবে। এ-আর-পির উন্নতি করা যদি কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হয় তো এই সমালোচনা ও সজাগ দৃষ্টি হইতে কর্ত্তৃপক্ষেরও লাভ হইবে। কিন্তু তাহারা যদি মনে করে যে নিজেরা সবজান্তা অথবা হুকুম দেওয়া ছাড়া দেশবাসীর সহিত তাহাদের আর কোনো সম্বন্ধ নাই তাহা হইলে আমাদের সমালোচনা তাহাদের খুবই খারাপ লাগিবে। সেরূপ লোকের এ-আর পিতে থাকা দেশবাসীর পক্ষে এবং এ-আর-পি সংগঠনের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেরূপ লোককে এ-আর-পি হইতে দূর করিবার জন্য এবং সেরূপ মনোভাব এ আর-পি হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য আমরা নির্ভয়ে আরও স্পষ্ট ও তীব্র সমালোচনা দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিব এবং দেশবাসীর চাপে এই সব কুগ্রহ হইতে এ-আর-পিকে মুক্ত করিব।

কলিকাতার মত বিরাট শহরে, মাত্র সাড়ে তিন হাজার মাহিনা-করা ওয়ার্ডেন ও হাজার খানেক ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। আরও মাহিনা-করা ওয়ার্ডেনের জন্য সরকার যখন টাকা মঞ্জুর করিতেছে না তখন এখনই অন্ততঃ হাজার দশেক ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন লইয়া এ আর-পির শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার বলিয়া আমরা আন্দোলন করিতেছি। **কিন্তু সম্প্রতি এ আর পি মহলে প্রচণ্ড গুজব রটিয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এক গুপ্ত নোটিশ জারি করিয়াছে যে মাহিনা করা যে হাজার তিনেক ওয়ার্ডেন আছে, কলিকাতার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, এখন আর ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন লইবার প্রয়োজন নাই।** সম্প্রতি ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন ভর্ত্তি করাতে কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির অনেক অভিযোগ উঠিতেছে দেখিয়া মনে হয় গুজব হয়তো সত্য।

এ কথা সত্য হইলে খুবই বিপদের বিষয়। এ-আর-পির একজন বড় কর্ত্তা মিঃ এস, কে, দে স্বয়ং ট্রেনিং সম্বন্ধে যে সরকার পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন: "কলিকাতায় (ওয়ার্ডেন) সার্ভিসের জন্য প্রতি ৫০০ অধিবাসী পিছু একজন করিয়া ওয়ার্ডেন মঞ্জুর করা হইয়াছে। কলিকাতা এ-আর পি কণ্ট্রোলারের এলাকায় ২০,৭০,৫০০ লোক—সে হিসাবে কলিকাতায় ১৬,৫৬৪ জন ওয়ার্ডেন সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা প্রথম লাইন। ইহা ছাড়া ইহার আরও অর্দ্ধেক, অর্থাৎ আরও ৮,২৬২ জন ওয়ার্ডেনকে রিজার্ভ হিসাবে শিক্ষিত ও ভর্ত্তি করিবার অনুমতি আমরা পাইয়াছি।" স্যার জওলাপ্রসাদ, মন্ত্রী সন্তোষ বসু প্রভৃতিও দিল্লীতে সম্প্রতি এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন, জনসাধারণের সহযোগিতা আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

অথচ কলিকাতা এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষের উপরোক্ত নোটিশ সম্বন্ধে গুজব যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ও স্বীকৃত এ-আর-পি পলিসির বিরোধিতা করিতেছে, এবং প্রয়োজন মত ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন সংগ্রহে বাধা দিয়া কলিকাতাবাসীকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করিতেছি এই গুজব সত্য কিনা তাহা এখনই প্রকাশ করা হোক। গুজব সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে কলিকাতা এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষ এমন সমস্ত লোকে ভর্ত্তি যাহারা দেশবাসীর স্বার্থ দেখে না এবং দেশবাসীকে সহযোগিতা হইতে দূরে রাখিতে চায়। গুজব সত্য হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করি যে এইরূপ লোককে এখনি এ-আর-পি হইতে দূর করা হোক। এই গুজব ছাড়া আরও কয়েকটী কথা আমাদের কানে আসিয়াছে, পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

> # আপনাকে!
> ## বাঁচাইবার জন্যই এ-আর-পি
> দলে দলে স্বেচ্ছা ওয়ার্ডেন হোন! আগুনরক্ষী দলে নাম লেখান!
> ষ্টিরাপ পাম্প আনুন ও ব্যবহার করুন! সাইরেনের সময় আশ্রয় নিন!
> এ আর পি নিয়ম শিখুন! প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে সাহায্য করুন!
> আশ্রয়হীনদের শেল্টার দিন!
> ## নির্ভয়ে এ-আর-পির সমালোচনা করিয়া
> # আপনি!
> ## এ-আর-পিকে বাঁচান

রেসক্যু ওয়ার্ডেন ৩০৲ পায় না কেন?

সাহায্য কেন্দ্রের কর্ত্তারা বসিয়া বসিয়া খাইলে দোষ হয় না!

বোমা পড়িয়া ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে বা লোক আহত হইলে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য এ-আর-পির যে সব "উদ্ধারকারী" কর্ম্মী আছেন তাঁহাদের রেসক্যু ওয়ার্ডেন বলা হয়। অন্যান্য ওয়ার্ডেনদের মতই ইঁহারাও এ-আর পির অংশ। অন্যান্য ওয়ার্ডেনদের মতই ইঁহাদেরও বিপদ মাথায় করিয়া কাজ করিতে হয়, হয়তো বোমা পড়িতে পড়িতেই উদ্ধারে অগ্রসর হইতে হইবে। অথচ আমরা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্য হইলাম যে অন্যান্য ওয়ার্ডেনদের মাহিনা ত্রিশ টাকা হইলেও রেসক্যু ওয়ার্ডেনদের মাহিনা মাত্র ২৫৲ টাকা। আরও শোনা গেল ইঁহাদের পরিবার বুটজুতা দিব দিব করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আজও দেয় নাই, উপরন্তু আগে ইঁহারা বিনা খরচায় সাবান পাইতেন তাহাও নাকি বন্ধ হইয়াছে।

মাত্র ২৫৲ মাহিনায় আজিকার দিনে একজন লোকও খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারে না। বিশেষ করিয়া অন্য ওয়ার্ডেনেরা যখন ৩০৲ পাইতেছেন তখন ইঁহাদের ২৫৲ দিবার পিছনে কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালির অর্থ আমরা বুঝিলাম না। আজ কালকার দিনে এ-আর-পি কর্ম্মীদের খামোখা অসন্তুষ্ট করার মানে পঞ্চমবাহিনীরই খোরাক জোগানো। ইহা কিছুতেই চলিতে পারে না। আমরা রেসক্যু ওয়ার্ডেনদের জন্যও ৩০৲ মাহিনা দাবী করিতেছি।

আহতদের সাহায্য কেন্দ্র

বোমার আক্রমণে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় কয়েকটি সাহায্য কেন্দ্র আছে। উহা প্রথমে কর্পোরেশনের হাতে ছিল, এখন সরকারের হাতে গিয়াছে। এই কেন্দ্রের কর্ম্মীদের মাহিনা ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা। ইঁহারা সস্তায় খাদ্যদ্রব্য চাহিলে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সাফ জবাব দেয় যে সরকারী দোকান হইতে কিনিতে পার। ইঁহাদের ২৪ ঘণ্টা ডিউটী দিতে হয়, মাত্র ২ ঘণ্টা খাওয়ার ছুটী, আর সরকারী ব্যবস্থার কল্যাণে কণ্ট্রোল দোকানে ৫।৬ ঘণ্টা না দাঁড়াইয়া থাকিলে মাল পাওয়া যায় না। তবে ইঁহারা কিনিবেন কখন? বিনা মূল্যে খাওয়া, মাগগি ভাতা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্যও ইঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ নাকি জবাব দিয়াছে যে এতদিন তোমাদের তো কোন কাজ ছিল না, বসিয়া বসিয়া খাইয়াছ, এখন যাহা পাইতেছ তাহাই যথেষ্ট! বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের বেশীর ভাগই এখনও লড়াইয়ে নামে নাই—উপরোক্ত রিলিফ কর্ত্তার মতে তাহারাও বসিয়া বসিয়া খাইতেছে—তবে তাহাদের বিনামূল্যে রসদ ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় কেন? রিলিফ কর্ত্তা নিজেই বা বসিয়া বসিয়া খান কেন? রিলিফ কেন্দ্রের কর্ম্মীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা দেশরক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এবং কর্ম্মীদের পরামর্শ দিতেছি দেশরক্ষা দপ্তরে আবেদন জানাইতে।

বাহির হইল!
On Crganisation By Stalin
Price -/4/-
Stalin by Marx-Enge!s Institute
Price -/12/-
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সব বই এখানে পাওয়া যায়।
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জনসাধারণের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁহারা কোনরূপ হুমকি বা ষড়যন্ত্রে না ঘাবড়াইয়া দলে দলে এ-আর-পিতে যোগ দিন, উহার সহিত সহযোগিতা করুন, সঙ্গে সঙ্গে এ-আর-পির ত্রুটী দূর করিবার জন্য স্থানীয় জনরক্ষা সমিতি মারফৎ সরকারের উপর চাপ দিন।

যুদ্ধের গতি

● বহু স্থান হইতে নাৎসীরা বিতাড়িত
● নভরসিস্ক বন্দরে লালফৌজ
● ষ্টালিনের অভিনন্দন

ককেশস্ পুনর্দখল

তিন দিক থেকে রষ্টভ শহরকে ঘিরিবার উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। ফ্যাশিষ্টদের রষ্টভ হইতে তাড়াইলে ককেশসের শেষ হইবে। তাহার আর বিলম্ব নাই।

সাল্‌স্ক হইতে রষ্টভ পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, সেখানে রষ্টভের পরের ষ্টেশন হইতেছে বাটাইস্ক। এ জায়গাটী রষ্টভ হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে। লালফৌজ বাটাইস্ক দখল করিয়াছে ও সেখান থেকে রষ্টভের উপর কামান দাগিতেছে।

রষ্টভ হইতে জার্ম্মাণরা পশ্চিমে পলাইবার পথ যাহাতে সহজে না পায়, সেজন্য লালফৌজ অদম্য তেজে অগ্রসর হইতেছে। এবার সব চেয়ে টাটকা খবর হইতেছে এই যে ইজিয়ুম নামে একটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া লালফৌজ আরও অনেকটা আগাইয়াছে এবং কীভ-ডনবাস্ রেলপথ কাটিয়া দিয়া রষ্টভের সহিত পশ্চিমদিকে যোগাযোগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ডনেৎস্ নদীর উত্তর অঞ্চল পুরোপুরি ফ্যাশিষ্ট কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

উত্তর ককেশসে ফ্যাশিষ্ট সৈন্যের অবস্থা ক্রমেই ষ্টালিনগ্রাদে শত্রু সৈন্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেইরূপ হইতেছে। পালাইবার রাস্তা আর তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। রষ্টভ পৌঁছিবার উপায় তাহাদের নাই। একমাত্র পথ হইতেছে সাগর পার হইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করা। হয় আজভ সাগর তাহাদের পার হইতে হইবে, কিম্বা তরঙ্গসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ কার্চ্চ প্রণালী টপ্‌কাইতে হইবে। ফ্যাশিষ্টদের পলাইবার চেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য লালফৌজ তামান্ উপদ্বীপে নামিয়াছে। কিছু দক্ষিণে প্রসিদ্ধ বন্দর নভরসিস্ক আবার দখল করার জন্য অতুলনীয় সাহসে লালফৌজ কৃষ্ণসাগর হইতে ঐ অঞ্চলে নামিয়াছে। হিটলারের ককেশস্ অভিযানের ফল এবার ফ্যাশিষ্টরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। সোভিয়েট ভূমির স্বাধীনতা হরণ করার শক্তি হিটলারী দস্যুদের নাই। প্রবল পরাক্রমে তাহারা লালফৌজের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় লাগিয়াছিল, সমস্ত ইয়োরোপকে পদানত করিয়া সোভিয়েট ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। লালফৌজ হিটলারকে সমুচিত শিক্ষা দিবে।

খার্কভ-কুর্স্ক্ অঞ্চলে সাফল্য

ফ্যাশিষ্টদের বিষ দাঁত ভোঁতা করিবার জন্য সোভিয়েটের আয়োজন এবার হাজার হাজার মাইল ব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থানে চলিয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ব্বত্র হিটলারের মতলব একেবারে ভণ্ডুল করিয়া দিবার জন্য তাহার দুইটী প্রধান কেন্দ্র খারকভ ও কুর্স্ক লালফৌজকে দখল করিতে হইবে। ইজিয়ুম কাড়িয়া লওয়ার ফলে ফ্যাশিষ্টরা খারকভের সহিত দক্ষিণ পূর্ব্বের যোগাযোগ বজায় রাখিতে পারিবে না। ঐ অঞ্চলে ভরোশিলভ্‌গ্রাদের ৭০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ক্রাস্‌নি-লিমান্ লালফৌজের হাতে পড়ায় হিটলারীদের মুস্কিল বাড়িয়াছে। খারকভের পূর্ব্বে কুপিয়ান্‌স্ক্ নামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটী রেলজংশন লালফৌজ দখল করিয়াছে। আবার খবর আসিয়াছে যে ষ্টারিঅস্কল্ অধিকার করিয়া লালফৌজ বজ্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে। খাস খারকভে শত্রু নিশ্চয়ই প্রবল বাধা দিবে। কিন্তু এবার লালফৌজের অগ্রগমনে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার হইতেছে এই যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘাঁটিগুলি কাড়িয়া লইয়া লালফৌজ আগাইয়া যায় এবং ইহার ফলে সেখানকার শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া তাহাদের মনোবলও ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহারা দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। খারকভেও এরূপ ঘটনা হইবে আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কুর্স্কের উত্তরে জলটুখিনো এবং ভোজি বলিয়া দুইটা বড় জায়গা লালফৌজ দখল করিয়াছে। ইহার ফলে কুর্স্কের সহিত উত্তরে ওরেলের যোগাযোগ ছিন্ন হইল। কুর্স্কের পূর্ব্বে ও দক্ষিণপূর্ব্বে শিগ্রি ও টিম্ শহর দুইটী লালফৌজ কাড়িয়াছে। কুর্স্ক্ ও খারকভের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বিয়েলগরড্ খুবই বিপন্ন। শীঘ্রই কুর্স্ককে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হওয়ার ফলে লালফৌজ সেখানকার শত্রুসৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিবে মনে হয়।

কমরেড ষ্টালিনের বাণী

ষ্টালিনগ্রাদ ও ডন্ অঞ্চলের যুদ্ধজয় উপলক্ষে কমরেড ষ্টালিন সোভিয়েট সেনাপতি ফীল্ড মার্শাল ভরোনভ ও কর্ণেল-জেনারেল রকোসভ্‌স্কিকে একটী বাণী পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন:—"ডন্ রণক্ষেত্রের সৈনিক, সেনাপতি ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের চমৎকার সাফল্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।" যে তারের উত্তরে ষ্টালিন এই বাণী পাঠান, তাহাতে বলা হইয়াছিল:—"ডন্ রণক্ষেত্রের যোদ্ধারা আপনার আদেশ অনুযায়ী শত্রুসৈন্যকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে যুদ্ধ একেবারে শেষ হইয়াছে।" এই বাণী-বিনিময়ে সোভিয়েট দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যে যে অদ্ভুত ঐক্য আছে, তাহার প্রমাণ মিলিবে। এই ঐক্যই সোভিয়েট জনসাধারণকে এরূপ অতুলনীয় বীরত্ব দেখাইবার শক্তি দিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাদের লড়াইয়ে শত্রু যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, ১০ই হইতে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে ৭৪৪ খানা উড়োজাহাজ, ১,৫১৭ ট্যাঙ্ক, ৬,৫২৩ কামান, ৭,৪৮৯ মেসিন্ গান, ৭৬৮৮৭ রাইফেল্, ৬০,৪৫৪ মোটরলরী, ৭,৩৪১ মোটর-সাইকেল, ৪৭০ ট্র্যাক্টর, ৫,৭০০ প্যারাশুট, ৩০৪ রেডিও ষ্টেশন, ৩টী সশস্ত্র ট্রেণ, ৫৭৫ রেলগাড়ী, ২২৯টী অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ও অন্যান্য নানা প্রকার লড়াইয়ের সরঞ্জাম লালফৌজ শত্রুর কাছ থেকে কাড়িয়া লয়।

উত্তরে লেনিনগ্রাদের নিকটে লাডোগা হ্রদ অঞ্চলে জোর লড়াই হইতেছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। জার্ম্মাণরা বলিয়াছে যে মধ্য অঞ্চলে রিজেভে লালফৌজ বেজায় আক্রমণ শুরু করিয়াছে। হিটলারের তাঁবেদার ফিনল্যাণ্ড বুঝি এখন আর লড়াইয়ের চোট সামলাইতে না পারিয়া যুদ্ধশান্তির প্রস্তাব আনিবার কথা ভাবিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাদে হিটলারের প্রধান সেনাপতি ফীল্ড-মার্শাল পাউলুসের সঙ্গে আরও বহু রুমেনিয়ান, ইতালিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান সেনাপতি বন্দী হইয়াছে। হিটলারী পঙ্গপাল যে শীঘ্রই লালফৌজের আক্রমনের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে, এ ঘটনা তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

উত্তর আফ্রিকার একঘেয়ে কাহিনী

ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী রমেলকে ধাওয়া করিতে করিতে এখন মাটমাটা অঞ্চলে পৌঁছিয়াছে। এইখানে মারেথ লাইন নামে আত্মরক্ষার দুর্গশ্রেণী আছে। দেখা যাক এখানে লড়াই কেমন হয়। মধ্য তিউনিসিয়াতে অষ্টমবাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণেও আমেরিকানরা সেনেদ নামে একটা জায়গা দখল করিয়াছিল কিন্তু আবার তাহারা গাফজার নিকট সরিয়া গিয়াছে। কোন এক ইতালিয়ান সেনাপতি নাকি আমেরিকানদের হাতে বন্দী হইয়াছে।

উত্তরে পন্টাকাসের নিকট জেবেলমনসুর নামে এক উচ্চ ভূমিতে যে লড়াই হইয়াছিল, সেখানে মিত্রশক্তি হারিয়াছে। এখানে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবার ব্যবস্থা এখনও পাকা হয় নাই। রমেল অবশ্য এখনও তিউনিসে ফন্ আর্ণিমের মূল বাহিনীর সহিত মিলিতে পারে নাই, মিত্রশক্তি বাধা দিবার জন্য বোমাও খুব ফেলিতেছে। কিন্তু ইহা একেবারে যথেষ্ট নয়। আফ্রিকার পর্ব্ব চুকাইয়া ইয়োরোপে ফাসিষ্ট ধ্বংসের জন্য শীঘ্রই নামিতে হইবে। বোমারুরা যাইয়া অবশ্য নাৎসি অধিকৃত বহু স্থানে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু আরও জোর ব্যবস্থা খুবই দরকার।

প্রশান্ত মহাসাগরের খবর

সলোমনস দীপপুঞ্জের কাছে একটা বড় রকমের আকাশ ও নৌযুদ্ধ হইয়াছে। জাপানীরা সাফল্যের দাবী করিতেছে বটে, কিন্তু মিত্রশক্তি তাহা অস্বীকার করিয়াছে। যুদ্ধের খুঁটিনাটি খবর এখনও আসে নাই। গুয়াদালকানারে আমেরিকানরা একটু অগ্রসর হইয়াছে। বার্ম্মার লড়াই একই ভাবে চলিতেছে। চীনের উপর চাপ জাপান দিয়া যাইতেছে, নানকিং সরকারের কাছ থেকে বহু চীনা সৈন্য যোগাড় করিয়া জাপান লড়াইয়ে নামাইতেছে।

এদিকের লড়াইয়ে ঢিমে তেতালা ভাব এখনও কাটে নাই। কিন্তু সলোমন্সের নূতন লড়াই বড়দরেরই হইয়াছে মনে হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা যে জাপানের অগ্রগতিতে খুবই আশঙ্কা পাইয়াছে তাহা পরিষ্কার। জার্ম্মাণী লালফৌজের হাতে যে শিক্ষা পাইতেছে, সে শিক্ষা দিতে পারে প্রাচ্যদেশের জনশক্তি। এ জনশক্তিকে কাণ্ডজ্ঞানহীন সাম্রাজ্যতন্ত্র আর কতদিন দাবাইয়া রাখিতে পারিবে? সোভিয়েটের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া জনশক্তিই জনযুদ্ধের ভার কাড়িয়া লইবে, ফ্যাসিজমের ধ্বংস হইবে। ৭।২।৪৩

লেনিনগ্রাদ রক্ষায় তরুণ দল

(লেনিনগ্রাদ সোভিয়েটের বড় গর্ব্বের সহর। যোল মাস অবরোধের পর লালফৌজ নাৎসী সৈন্যের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া সহরটিকে মুক্ত করিয়াছে। কি ভাবে তরুণ কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অবরোধের সময় সহরের দৈনন্দিন কাজ চালু রাখিয়াছে, 'ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগের' লেনিনগ্রাদ শাখার সেক্রেটারী কমরেড আইভানভ তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।)

শীতকালে যখন জার্ম্মাণ দস্যুরা লেনিনগ্রাদ সহরটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তখন আমাদের খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। লেনিনগ্রাদ বলশেভিকদের নেতা কমরেড ঝাডনভ সেই সময় আমাদের বলিয়াছিলেন, "যুবকরাই জনসাধারণের মধ্যে সব চেয়ে উদ্যোগী ও কাজের লোক। সহরের যাহারা খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহাদের সাহায্যে যুবকদেরই আগাইয়া যাইতে হইবে।" তাঁহার এই কথাকে আমরা শুধু কথা হিসাবেই নিই নাই, আদেশ হিসাবেই নিয়াছিলাম।

'জনসাধারণের সাহায্যে আগাইয়া যাইতেই হইবে'—এই নীতিকে সামনে রাখিয়াই তখন 'ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগ' নূতন করিয়া গঠিত হয়। প্রত্যেকটি জিলা কমিটির সহিত ৫০০ হইতে ৭০০ জনের এক একটি বিশেষ বাহিনী দেওয়া হইয়াছিল। দারুণ শীতে নিজেরা অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়া সত্ত্বেও, এই সব যুবকেরা ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর সেবা করিত, সহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত, সহরবাসীদের অসুবিধায় সাহায্য করিত ও নদী হইতে জল আনিত।

প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিত। খাদ্য দ্রব্যের খুবই অভাব, লোকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। 'পাইন কাটা' দিয়া এক রকম খাদ্য তৈরী করা যায়—তাতে ভিটামিনের কাজ করে। আমাদের এই পাইন কাটা যোগাড় করিতে হইত।

পর মুহূর্ত্তেই হয়ত কোন রুটি তৈরীর কারখানা হইতে ফোন আসিত, "পাওয়ার ষ্টেশন চলিতেছে না, ইলেক্‌ট্রিক পাম্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজই আমাদের ৪০০০ বালতি জল চাই, নতুবা সহরে রুটিই মিলিবে না।"

জল আনিতে হইবে অনেক দূর হইতে, জমাট শীতের আবহাওয়া, দারুণ বরফ পড়িতেছে। জলের বালতি হাতে অনেক ধাপ সিঁড়িও ভাঙ্গিতে হইবে। এই কাজের জন্য ২০০০ নওজোয়ান বাছা হইল। রুটি তৈরী হইল, ডিপোতে ডিপোতে তাহা বিলি করাও হইল।

ডাক বিভাগের কাজও অচল হইয়া পড়িল। চিঠিপত্র বিলি করা যাইতেছে না। তরুণ কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসিয়া ডাক হরকরার কাজ করিতে লাগিল।

জ্বালানী কাঠের অভাবে দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উঠিল। কিন্তু অনেক কারখানা হাতের সাহায্যেই কাজ চালু রাখিল। কয়লা যখন ফুরাইল, তখন বয়লারগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া বানান হইল, যাতে কাঠ, খড়, ঘাস প্রভৃতি দিয়া বয়লারকে তাপ দেওয়া যায়। জ্বালানী কাঠ যোগাড়ই তখন বড় কাজ। ভার পড়িল 'ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগের' কর্ম্মীদের উপর। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। মেয়েরা আসিল, ছাত্রের দল আসিল, অফিসের কেরানীরা আসিল—জীবনে প্রথম এই তাহাদের কাঠ কাটা। কাঠ আনিতে তাহারা চলিয়া গেল, কাহারও মুখে কোন ওজর আপত্তি নাই।

লেনিনগ্রাদে জ্বালানী কাঠ আসিল, আলো আবার জ্বলিয়া উঠিল, ট্রাম চলিল, চাকা ঘুরিতে লাগিল। সহরবাসী যেন ঘুমের ঘোর কাটাইয়া উঠিল।

লেনিনগ্রাদের 'পাইওনিয়ার্স প্যালেস' সোভিয়েট ইউনিয়নের তরুণদের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র। সমস্ত ইউনিয়ন জুড়িয়া ইহার খ্যাতি। আমাদের বালক বালিকারা ইহার জন্য গর্ব্ব অনুভব করে। শীতের শেষে সহরটি যখন আবার জাঁকিয়া উঠে, 'পাইওনিয়ার্স প্যালেস'ও তখন কর্ম্মমুখর হইয়া উঠে। ইহাকে মেরামত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমরা স্কুলের ছাত্রদের একটি নাচ গানের আয়োজন করিয়া নতুন ভাবে এখানে কর্ম্ম জীবন সুরু করিলাম।

মেয়েদের ট্রেণিং স্কুল

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী মেয়েদের যে ট্রেণিং স্কুল আরম্ভ হইবার কথা ছিল, তাহা অনিবার্য্য কারণে ঐ তারিখে না হইয়া আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে সুরু হইবে।

কনভেনর

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রণ্ট

সম্পাদকীয়

খাদ্য-সঙ্কটে লীগের কর্ত্তব্য নাই?

১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাস ও পরের ছয়মাস বিভিন্ন দেশে জিনিষের পাইকারী দর ও জীবন ধারণের খরচা শতকরা কত বাড়িয়াছে তাহার একটী হিসাব লীগ-অব-নেশন্‌সের 'মন্থলি বুলেটিন অফ ষ্ট্যাটিসটিক্‌স'-এর অক্টোবর সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। তাহা নীচে দেওয়া হইল:

	শতকরা পাইকারী দর বৃদ্ধি		জীবনধারণের শতকরা খরচা বৃদ্ধি	
	প্রথম ছয় মাস	শেষ ছয় মাস	প্রথম ছয় মাস	শেষ ছয় মাস
গ্রেট ব্রিটেন	৬·০	·৭	·৮	০
মার্কিণ	৬·৩	২·০	৬·৬	৩·৫
জার্ম্মানী	১·২	১·২	১·১	০
জাপান	৬·০	১·৯	২·১	·৭
ডেনমার্ক	১·৬	১·০	·৬	১·৯
স্পেন	৬·৩	·৫	৭·০	·৪
ভারতবর্ষ	৬·৮	২৩·৬	৮·৭	?

ইহাতে বুঝা যায় যে অন্যান্য দেশের চাইতে ভারতে পাইকারী দর অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অন্য সমস্ত দেশে পাইকারী দর ও জীবনধারণের খরচা ঐ বৎসরের শেষ ছয় মাসে প্রথম ছয় মাসের তুলনায় অনেক কম রেটে বাড়িয়াছে, বা একেবারেই বাড়ে নাই, **অথচ ভারতবর্ষে শেষের দিকে পাইকারী দর প্রথম দিকের চাইতে ৬ গুণ বেশী রেটে বাড়িয়াছে!** ভারতে শেষ ছয় মাসের জীবন ধারণের খরচা বাড়ার পাকা হিসাব তখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দর বাড়ার হিসাবে উহাও যে প্রায় ছয় গুণের কাছাকাছি রেট বাড়িয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ঐ বৎসরের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দর ও খরচা যে আরও প্রচণ্ড বেগে বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা ভারতবাসী নিজের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

কেন এমন হয়? আমাদের খাদ্য ও মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্কট, আমাদের দুর্দ্দশা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ বেগে কেন বাড়িয়া চলে?

তাহার কারণ দুইটী। প্রথমতঃ আমাদের দেশের লোকের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট নাই, তাই সঙ্কট সমাধানের জন্য আমলাতন্ত্রের পক্ষ হইতে তেমন কোন জোরালো বা কার্য্যকরী ব্যবস্থা হয় না। ব্রিটেনে চোরা-বাজারের উচ্ছেদ করিয়া দেশের লোককে উচিত মূল্যে খাদ্য জোগাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ পুলিশ নিযুক্ত করিয়াছে, আর আমাদের দেশে যাও পুলিশ আছে তাও দেশভক্তদের উপর দমননীতি চালাইতেই ব্যস্ত; চোখের সামনে খোলাখুলি চোরাবাজার চলিতেছে অথচ পুলিশ লোককে তাহার দুঃখ হইতে বাঁচাইতে পারে না। চীন দেশে লোকের খাদ্য বিক্রয় সম্বন্ধে অতি-লাভের লোভীদিগকে ফাঁসীর সাজা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, তাই চোরাবাজার সে দেশে ঢিট আছে; আর আমাদের দেশে চোরাবাজারের যা-খুসী দামের ছমকিতে আমলাতন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত হার মানিয়া গমের নিয়ন্ত্রণ মূল্যের হুকুমও রদ করিল, গমের চোরা-ব্যবসায়ীরা যত খুসী চড়া দামে গম বিক্রয় করিতে পারিবে ইহাই গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইল।

দ্বিতীয় কারণ, এই সঙ্কট মিটাইয়া দেশবাসীকে খাদ্য জোগাইবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতেও আজ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা নাই। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতা ও বেশীর ভাগ সাচ্চা কর্ম্মী জেলে, তাঁহাদের পক্ষে সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসা শক্ত তাহা খানিকটা বুঝা যায়। কিন্তু মুসলিম লীগ কি করিতেছে? পাকিস্তান হোক বা না হোক মুসলমান জনসাধারণকেও খাইতে হইবে, খাদ্য ও দামের সঙ্কট মুসলমান জনসাধারণকেও সমানভাবেই পিষিয়া চলিয়াছে। লীগ আপন মুস্লিম সমর্থকদের খাদ্য জোগাইবার জন্যই বা কি করিতেছে? প্রত্যেক মুসলমান আজ মুস্লিম নেতাদের একথা জিজ্ঞসা করিতে পারে।

অনেক লীগ নেতা বলেন, গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা না করিলে আমরা কি করিতে পারি, আমাদের কি অধিকার আছে?

আমরা দুটী কাজ করিতে পারি। প্রথমতঃ এলাকার সমস্ত হিন্দু মুসলমান জনরক্ষা কমিটিতে এক হইয়া এলাকার ব্যবসায়ীদের উপর চাপ দিতে পারি—যেমন সেদিন বালিগঞ্জে সমস্ত লোকের চাপে ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে পাঁচ হাজার মণ কয়লা আদায় হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ খুচরা দোকানদারদের সঙ্গে মিলিয়া উচিত মূল্যে তাহাদের মাল দিবার জন্য (যাহাতে পাড়ার লোকে তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্য দামে কিনিতে পারে) বড় ব্যবসায়ী ও গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিতে পারি। যেমন গবর্ণমেণ্ট এখন বালিগঞ্জে জনরক্ষা কমিটির সুপারিশ মত কয়েকটী ছোট দোকানদারকে কয়লার গাড়ী দিতে রাজি হইয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য এলাকার সমস্ত হিন্দু-মুসলমান, এলাকার সমস্ত কংগ্রেস-লীগ কর্ম্মীকে একত্র হইয়া চাপ দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্য সঙ্কট পুরাপুরি মিটাইবার জন্য কংগ্রেস ও লীগকে মিলাইয়া আমাদের নিজস্ব জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য আমরা এক হইয়া চেষ্টা করিতে পারি। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তো নিজের মৃত্যু চায় না—কাজেই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে কংগ্রেস-লীগ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গড়িবার ব্যবস্থা করিবে না তাহা তো অতি-বড় মূর্খও বোঝে। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নহিলে মুসলমানদেরও মূল্য-সঙ্কট ও খাদ্যের হাহাকার ঘোচেনা, সুতরাং অন্ততঃ মুসলমান জনতার প্রতি কর্ত্তব্যের খাতিরেও লীগকেও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টায় আগাইতে হয়। শুধু লীগ একা দাবী করিলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হয় না তাহা বড়লাটের 'অখণ্ড ভারতের' উল্টা সুর হইতেই বুঝা যায়। কংগ্রেস ও লীগের একতাবদ্ধ দাবী ও চেষ্টাই শুধু গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিতে পারে। সেখানে জিন্না সাহেব যদি এই বলিয়া বসিয়া থাকেন যে, 'কংগ্রেস তো জেলের মধ্যে আপন কর্ম্মের ফল পাইতেছে, আমি আর কি করিব'—তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে মুসলমান জনতার খাদ্য-সমস্যা তথা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি বলিতেছেন—'আমি আর কি করিব'! এবং বড়লাট তো 'অখণ্ড ভারতের' স্তুতি গাহিয়া পাকিস্তান নাকচই করিয়া দিয়াছেন, বুঝা যায় গবর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের দাবী মানিবে না। এখন মুসলমান জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে পারিলে তবেই মুসলমানদের দাবী হাসিল হইতে পারে এবং তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করার প্রয়োজন হয়। জিন্না সাহেব যদি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী না করেন তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে মুসলমান জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সম্বন্ধেও তিনি বলিতেছেন, 'আমি আর কি করিব'!

লীগপন্থী দেশভক্ত কি চান যে মুসলমান জনসাধারণ তথা দেশের সমস্ত জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের হাহাকারে আর্ত্তনাদ করুক আর লীগ 'কি করিব' বলিয়া বসিয়া থাকুক? আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, জাতীয় সরকারের দাবী আমলাতন্ত্রের বুটের নীচে গুঁড়াইয়া যাক তবুও লীগ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও তাঁহাদের সঙ্গে বুঝাপড়ার চেষ্টা না করিয়া বসিয়া থাকুক? এমন করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্যকেই ধূলায় মিলাইয়া দিলে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও লীগের প্রভাব বেশী দিন থাকিতে পারিবে না। 'কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আমরা বুঝাপড়া করিব, সেজন্য এখনি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই'—এই দাবীতে লীগ অগ্রসর হোক। তাহাতে লীগের নিজস্ব দাবী ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ দেশে উৎসাহ ও একতার এমন প্রবল জোয়ার আসিবে যে খাদ্যের দাবী তো মিটিবেই, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও সফল দেশরক্ষাও নিশ্চিত হইবে।

সোভিয়েটের দেশভক্ত মুস্লিম বীর

সোভিয়েটের মুস্লিম জাতিরা অন্য সব জাতির সাথে অসীম বীরত্বের সাথে সোভিয়েট দেশরক্ষার জন্য লড়িতেছে। নাৎসীরা প্রচার করে, তারা নাকি মুসলমানদের বন্ধু।

কিছুদিন আগে কাবারডিনো-বালকারিয়া সোভিয়েটের মুস্লিম গ্রাম কিজবুরুন লালফৌজ নাৎসীদের হাত হইতে মুক্ত করে। অল্প দিন মাত্র নাৎসীরা সেই গ্রামে ছিল। কিন্তু এই অল্প দিনেই তাহারা মুসলমানদের সমস্ত বাড়ীঘর লুঠ করে, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, কম্বল কিছুই বাদ দেয় না। অবশিষ্ট যা নিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না তা ধ্বংস করিয়া দিয়া যায়। মুস্লিম অধিবাসীদের উপর অমানুষিক জুলুম ও অত্যাচার চালায়। মুস্লিম হত্যায় গ্রামের পথ লাল করিয়া দেয়—শিশু, বৃদ্ধ, নারী, কেহই বাদ যায় না। নাৎসী অফিসাররা মুস্লিম নারীদের সতীত্ব নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কিজবুরুন গ্রামটি মুক্ত হইবার পর অনেক বৃদ্ধ মুসলমান সেই গ্রাম দেখিতে যান। এ গ্রামের ধ্বংস, লুণ্ঠন ও পৈশাচিকতা দেখিয়া তাঁহারা শিশুর মত কাঁদিয়া উঠেন। অনেকে জীবনে এই প্রথম চোখের জল ফেলিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "কেহ কোন দিন আমাদের চোখে জল দেখে নাই। লুণ্ঠিত, নিপীড়িত, বিধ্বস্ত মুস্লিম গ্রামখানির দিকে তাকাইয়া যদি চোখে জল আসে—তাহা হইলে সে ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা করিও। অস্তু ঘৃণায় তপ্ত আমাদের অশ্রু! হিটলারী পশুদের প্রতি প্রতিহিংসায় নির্ম্মম আমাদের অন্তর।"

এমনি করিয়া সোভিয়েট মুসলমান ফাসিষ্ট দস্যুদের প্রতি ঘৃণায় ও প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন ক্ষমা নাই। যুদ্ধে যাইবার আগে দাগীস্তানের জাতীয় কবি আবু তালিব জেফুরব বলিয়া গিয়াছেন, "এইবার আমার কলম নয়, এইবার রাইফেলের মুখে ধ্বনি ফুটুক।" ষ্টালিনগ্রাদের বীরদের মাঝে মুসলিম দেশভক্ত বীরের অভাব ছিল না। এমনি একজন মুসলিম দেশভক্ত বীর হোজিয়েভ আরও ৩ জন লাল সেনার সাথে আগাইয়া চলিলেন জার্ম্মাণ ঘাঁটির দিকে। মূল বাহিনীকে ছাড়াইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। জার্ম্মাণরা মেসিনগানের গুলি চালাইল। মুসলিম বীর হটিলেন না। ২৪ ঘণ্টা জীবনপণ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ চালাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল। বীর মুস্লিম সেনার জয় হইল। হোজিয়েভ ও তাঁহার কমরেডরা আহত, ক্ষত বিক্ষত। ষ্ট্রেচার আসিল। হাঁসপাতালে যাইতে হইবে। মুসলিম দেশভক্ত বলিলেন, কমাণ্ডারের সাথে দেখা না করিয়া তিনি যাইতে পারেন না। যুদ্ধ সম্বন্ধে জরুরী খবর আছে! রক্তপাত হইতেছে?—কি যায় আসে তাতে? কমাণ্ডার আসিলে পর—তবেই তিনি গেলেন। এমনি করিয়াই মুসলিম বীরেরা লড়িতেছে।

আর একজন উজবেক মুসলিম বীর। রুস্তম রুস্তমবেকভ তাঁর নাম। আগে তিনি ছিলেন তুলার চাষী। আজ তিনি কঠোর সোভিয়েট যোদ্ধা। ২৫ বার তিনি নাৎসীদের ভিতরে সৈন্য চালাইয়াছেন, শত শত নাৎসীকে নিহত করিয়াছেন, বন্দী করিয়াছেন। নাৎসীরা কত চেষ্টাই না করিয়াছে এই বীরকে ধরিতে। ১৬ বার তাহারা রুস্তম ও তাঁর ফৌজকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু ব্যর্থ নাৎসীদের অভিযান! নাৎসীরা সাড়ে তিনশো জনকে খোয়াইয়া পালাইয়াছে।

৯৩ বছরের বৃদ্ধ মুসলিম কাজাক কবি মুসলিম সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "আগুনের নিঃশ্বাসে ফাসিষ্টদের জ্বালাইয়া দাও, উদ্যত তরবারিতে ধ্বংস হানো।"

আলি শেমবায়েভরা তিন ভাই। কাজাক মুস্লিম। তাঁরা তিনজনেই মেসিনগান চালক। লেনিনগ্রাদের এক যুদ্ধ ফ্রণ্টে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে এক ভাই মারা গেলেন, আর এক ভাই আহত হইলেন। গুলিও ফুরাইল। আহত ভাই চলিলেন গুলি আনিতে। আলি নিজেই চলিলেন খালি রাইফেল হাতে।

এমনি করিয়াই সমস্ত মুসলিমজাতি বীরের মত লড়িতেছে, মুস্লিমজাতির ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করিতেছে। ধন্য মুসলিম দেশভক্ত!

(এম, জেইটুলিনের লেখা হইতে

থাদ্য ও কেরোসিন সঙ্কট সমাধানে সকল দলের একতা

* মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট সবাই
* একতার জোরে কেরোসিন আদায়
* সম্মেলনে সরকারী বাধা

বিরাট খাদ্য সম্মেলন

দিনাজপুর সহরে গত ২২শে জানুয়ারী কংগ্রেস ময়দানে সাফল্যজনক ভাবে এক খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদলের মিলিত সম্মেলন এই প্রথম। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ হাছান আলি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে যোগ দেন: মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি, ছাত্রী সংঘ, ছাত্র ফেডারেশন, মুস্লিম ছাত্র লীগ, জমিদার সভা, শিক্ষক এসোশিয়েসন, উকীল সভা, মোক্তার সভা ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ, এম,এল,এ, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রভৃতি। কংগ্রেস নেতাদেরও অনেকে যোগ দেন। সম্মেলনে খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য কতকগুলি দাবী গ্রহণ করা হয়। জিলার বিখ্যাত মুস্লিম নেতা মৌলানা অবদুল্লাহিল বাকী সাহেবকে সভাপতি করিয়া সর্ব্বদলের মিলিত একটি 'খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য কমিটি' গঠন করা হয়। একটি ভলান্টিয়ারবাহিনী গড়িবার সিদ্ধান্তও লওয়া হয়। দিনাজপুরে যে হতাশা ও প্রতিক্রিয়া মাথা তুলিতেছিল কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় সর্ব্বদলের এই মিলনে তাহা দূর হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর সাড়া জাগিয়াছে।

সম্মেলনের আগে একটি গণদরখাস্তে সই সংগ্রহ করা হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত উহাতে প্রায় ১২ শত সই যোগাড় হইয়াছে, তাহার ভিতর ৫ শত মেয়ে, ২০০ মুসলমান, ২৫০ মজুর আছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে মেয়েদের অভিযান

দিনাজপুরের মেয়েরা খাদ্য-সংকটে চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাঁহারাও খাদ্য আন্দোলনে পা বাড়াইয়াছেন। গত ২০শে জানুয়ারী সহরের প্রায় তিন শত মেয়ে খাদ্যসংকটের প্রতিকারের জন্য মিছিল করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে হাজির হন। অনেকে ক্ষুদ্র শিশু পুত্র-কন্যা কোলে করিয়াও উপস্থিত হন। মেয়েদের এই অভিযানে আমলাতন্ত্র শঙ্কিত হইয়া উঠে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বেকায়দা বুঝিয়া বাড়ী হইতে সরিয়া পড়েন। মেয়েরা তখন ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর সহিতই দেখা করিতে চান। তিনিও অসুস্থতার অজুহাতে দেখা করেন না। মেয়েরা তখন সভায় মিলিত হন ও তিন শত মেয়ের মিছিলকে তিন হাজারে পরিণত করিয়া খাদ্য আন্দোলন জোরদার করিবার শপথ গ্রহণ করেন।

খাদ্য ভাণ্ডার সম্মেলন

চট্টগ্রামের বরমা ডিফেন্স কমিটি, মুস্লিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল ঘোর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বরমা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে খাদ্যভাণ্ডার সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫ শত লোক উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে খাদ্যভাণ্ডার গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দেন। খাদ্যভাণ্ডারের জন্য সভায় ১৫ শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত ২১ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি খাদ্যভাণ্ডার কমিটি গড়া হয়।

চীপ ষ্টোর খুলিবার প্রস্তাব

বরিশাল টাউন হলে গত ২৪শে জানুয়ারী সহরের এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কমিটির এক সভা হয়। সভায় মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, সহাজন সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার প্রভৃতি যোগ দেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপতি বক্সী। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদা ব্যানার্জী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে চীপ ষ্টোর খুলিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। চীপ ষ্টোরের প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য ও ব্যবস্থা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি ডেপুটেশন পাঠান ঠিক হয়।

খাদ্যসংকটে কৃষক অভিযান

হুগলী জেলার বলাগড় থানার সোমড়া ইউনিয়নে খাদ্যসংকট ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে। চাল ১৩।১৪ টাকা মণ। এই সংকটের প্রতিকারের জন্য গত ৩১শে জানুয়ারী ২০।২৫টি গ্রামের প্রায় ৪ শত চাষী মিছিল করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থিত হন। প্রেসিডেন্ট ভয়ে আগে হইতেই সরিয়া পড়েন। কিন্তু কৃষকেরা দমে নাই। তাহারা পূর্ণবেগে আন্দোলন চালাইতেছে।

একতার জোরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়

সুরমা উপত্যকার **করিমগঞ্জ** সহরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দোকানে একজন মাত্র কর্ম্মচারী! দিনে কয়েক ঘণ্টার বেশী দোকান খোলা থাকে না। ফলে শত শত লোককে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। কমিউনিষ্টরা ইহার প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসেন। ক্রেতাদের নিকট হইতে শত শত সই যোগাড় করিয়া তাঁহারা মহকুমা হাকিমের নিকট গণদরখাস্ত পেশ করেন। ফলে দোকানে একজন কর্ম্মচারী বড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সময়ও বাড়ান হইয়াছে। একতার এই জয়ে আশে পাশের গ্রামগুলিতে জনরক্ষা কমিটি গঠনের জন্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

নড়াইলে খাদ্য সম্মেলন

গত ২৭শে জানুয়ারী নড়াইল টাউন হল ময়দানে অধ্যাপক রমেশ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও ছাত্রফেডারেশন মিলিত ভাবে যোগ দেয়। সম্মেলনে খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করা হয় ও একটি মহকুমা খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়।

খাদ্যসম্মেলনেও বাধা

খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য **রংপুরে** মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সকল সংগঠন একযোগে মিলিয়া ৩১শে জানুয়ারী খাদ্য সম্মেলন ডাকা ঠিক করে। কিন্তু সরকারী অনুমতি মিলে নাই।

২৪ পরগণা জিলায় গার্ডেনরীচে ৭ই ফেব্রুয়ারী খাদ্যসম্মেলন ডাকা ঠিক হয়। কিন্তু এখানেও সরকার অনুমতি দেয় নাই।

যশোরের খবরে জানা যায় সদর মহকুমায় ২৮শে জানুয়ারী খাদ্য সম্মেলন ডাকিবার অনুমতি পাওয়া যায় নাই।

সরকার খাদ্যসংকট সমাধানের বিশেষ কোন চেষ্টা তো করিতেছেই না উপরন্তু জনসাধারণ যাহাতে মিলিত হইয়া দাবী করিতে না পারে তাহারই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এমনি করিয়া জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করা যায় না। জনসাধারণ খাদ্যসংকট সমাধান করিবেই।

৭০ হাজার লোকের ভিতর কেরোসিন বিলি

চৌমুহনী নোয়াখালী জেলায় সবচেয়ে বড় বাজার। এই বাজারে প্রতি মাসে প্রায় ৭ হাজার টিন কেরোসিন আমদানী হয়। কিন্তু ৪ মাস হইল কেরোসিন সংকট চরমে উঠে। আশে পাশের ১৪।১৫টি ইউনিয়নের লোক এক কোঁটা কেরোসিন পায় না। ৪৷৷৵০ দরের টিন ২০ টাকাতে উঠে।

জনসাধারণের এই নিদারুণ সংকটে কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসেন। কেরোসিন সংকট সমাধানের জন্য তাঁহারা জনসাধারণের ভিতর প্রচার করেন, জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রতিনিধিরা স্থানীয় তেলের এজেন্টের কাছে কমিটির হাতে তেল দিবার দাবী করেন। জনসাধারণের মিলিত চাপে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর এজেন্ট কিছু তেল দিতে রাজী হন। জনসাধারণের প্রথম জয় হয়।

কিন্তু এইবার আসিল সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিলি করিবার পালা। কমিটি দায়িত্ব নিয়া আগাইয়া আসিল। তিনটি ইউনিয়নে ১৬০ টিন কেরোসিন বিলি করা হয়। ৩টি ইউনিয়নে ৮ হাজার ঘর ও ৭০ হাজার লোকের বাস। ১৫টি কেন্দ্রে জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররা কেরোসিন বিলি করিতেছেন। প্রত্যেক পরিবারকে একখানা করিয়া ছাপান কার্ড দেওয়া হইয়াছে—প্রতিবারে তিন ছটাক কেরোসিন দেওয়া হয়, দাম এক আনা। জনগণের একতার জোরে এমন সুশৃঙ্খলভাবে কেরোসিন বিলি হওয়ার ফলে সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

দিন ১০ টিন কেরোসিন

বেহালায় দুইজন কেরোসিনের এজেন্ট গোপনে চড়া দরে বাসওয়ালাদের কাছে কেরোসিন বিক্রি করিত। কমিউনিষ্ট ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে জনসাধারণ এই চোরাবাজার ধরিয়া ফেলে। জনসাধারণের চাপে শেষ পর্য্যন্ত এজেন্ট দিন ১০ টিন হিসাবে ৪ দিন কেরোসিন বিক্রি করিতে রাজী হয়। কিন্তু গোল বাধে শৃঙ্খলার ব্যবস্থা নিয়া। পুলিস ও সিভিক গার্ডের মাতব্বরি জনসাধারণ সহিতে রাজী নয়। একটি দোকানী ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতা চাওয়ায় ভলান্টিয়াররাই শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে।

কেরোসিনের নৌকা আটক

বরিশালের বানড়িপাড়া হইতে ২৮২ টিন কেরোসিন বোঝাই এক নৌকা গোপনে উজিরপুর খাল দিয়া যাইতেছিল। কমিউনিষ্ট ভলান্টিয়াররা টের পাইয়া নৌকা আটক করে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তার করা হয় ও গুঠিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মৌঃ আসমত আলি সহ এক ডেপুটেশন মহকুমা হাকিমের নিকট পাঠান হয়। দাবী করা হয় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কেরোসিন উজীরপুর থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিলি করা হউক। তদন্তের জন্য সার্কেল অফিসার আসিলে প্রায় তিন শত গ্রামবাসী সমবেত হইয়া ঐ দাবী জানায়। ফলে সার্কেল অফিসার কেরোসিন বিলিতে সম্মত হয়।

মাদারীপুরে কেরোসিন আদায়

মাদারীপুরে কেরোসিন পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সংকট সমাধানে আগাইয়া আসেন। কৃষক সমিতি হইতে প্রচার করা হয় ও গণদরখাস্ত করা হয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসারের নিকট ডেপুটেশনও পাঠান হয়। ফলে বর্ত্তমানে ফেরিওয়ালা মারফৎ কেরোসিন বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেরোসিন সংকটে জনকমিটি চাই

যশোরের **মাগুড়ায়** এতদিন কেরোসিনের সের বিক্রি হইতেছিল ৷৵০ হইতে ১৲ দরে। কেরোসিনের এই সংকট সমাধানের জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জনসাধারণের ভিতর প্রচার করে। দুইটি গ্রামে জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে জানুয়ারী একটি গ্রামের জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সহযোগিতায় ৪৬ টিন চোরাই কেরোসিন ধরিয়া ফেলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাহেব নাকি ঘুষ খাইয়া ব্যবসায়ীদের হাতে টিন ছাড়িয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসীরা এই অভিযোগে মামলা দায়ের করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা এইবার বুঝিতে পারিয়াছেন নিজেরা কমিটি করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা নিজেদের হাতে না নিলে কোনো উপায় নাই। এই গ্রামে খাদ্য-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কৃষক-সমিতির চেষ্টা

গত ভাদ্র মাসে যখন **ডোমারে** কেরোসিন সংকট দেখা দেয় তখন কৃষক সমিতি আগাইয়া আসিয়া সমিতির দোকান খুলে ইহাতে কেরোসিনের অনেক সুরাহা হয়। আবার সব দোকানেই তেল পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিন পর আবার সংকট দেখা দেয়। তখন কৃষক ভলান্টিয়াররা ডোমার, বোড়াগাড়ী, মীরাগঞ্জ, লক্ষ্মীচাপ প্রভৃতি হাটে প্রচার করে ও জনসাধারণের তরফ হইতে মহকুমা হাকিমের নিকট দাবী জানায়। শেষ পর্য্যন্ত এস-ডি-ও নূতন করিয়া দোকানীদের লিষ্ট করেন ও মাসিক পরিমাণ ঠিক করিয়া দেন। কৃষক সমিতির দোকানেও তেল দিবার ব্যবস্থা হয়।

একতাই মজুরদের হাতিয়ার

ট্রাম কোম্পানীর কারসাজি

গত ২৯শে জানুয়ারী হাওড়া ওয়ার্কশপ হইতে ৩০ জন মজুর ভাইকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। হাওড়ার নূতন পুল খোলায় এখন নোনাপুকুর ওয়ার্কশপেই গাড়ী মেরামতের জন্য পাঠান হইবে, তাই হাওড়া ওয়ার্কশপে এত বেশী লোকের দরকার হইবে না, কোম্পানী ছাঁটাইয়ের সময় এই কারণ দেখাইয়াছে। অথচ কোম্পানী আবার এদিকে নূতন লোকও ভর্ত্তি করিতেছে। জাপানী গুণ্ডারা যখন কলিকাতায় বোমার আতঙ্ক ছড়াইতেছিল, তখন বোমার আঘাত মাথায় করিয়াই এই সব মজুর তাঁহাদের কাজ করিয়াছেন, মরদের মত জাপানী বোমাকে তুচ্ছ করিয়া ট্রাম গাড়ী চালু রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন। কোম্পানী যাহাদের ছাটাই করিয়াছে তাহাদের ভিতর অধিকাংশই ইউনিয়নের উদ্যোগী কর্ম্মী। কমরেড মোকসেদ আলি হাওড়া সেকসনের ইউনিয়নের নেতা, তিনিও ছাঁটাই মজুরের মধ্যে একজন। কোম্পানী কারসাজি করিয়া ইউনিয়নকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে—মজুরদের একতায় আঘাত হানিতেছে। ট্রামের মজুর ভাইরা কোম্পানীর এই চাল ব্যর্থ করিয়া দিবে। ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন চালাইয়া ছাঁটাই মজুরদের কাজে বহাল করিতে কোম্পানীকে বাধ্য করিবে।

সংগঠনই হাতিয়ার

খিদিরপুরের ভিক্টোরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুররা তাহাদের কোন দাবী আদায় করিতে পারেন নাই। অথচ তাদের আয় অতি সামান্য। সকলের মাহিনাই রোজ ৷৵০ আনা হইতে ১৲ টাকার ভিতর। যুদ্ধের বাজারে এই অল্প আয়ে দিন চলা অসম্ভব। একজোট হইয়া দাবী করিতে না পারিলে কোম্পানী মজুরদের দাবী মানিয়া লইবে না। ভিক্টোরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুররা ইহা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা সমবেত ভাবে দাবী করিয়াছেন (১) মাথা পিছু ১৫৲ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি (২) ২৫% যুদ্ধ ভাতা (৩) স্বল্প মূল্যে মাল পাওয়ার ব্যবস্থা (৪) পাকা চাকুরী, ইত্যাদি। তাঁহারা লেবর কমিশনারের কাছেও এই দাবী জানাইয়া একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন। তাহাছাড়া কমরেড রাজকুমার সিং এর নেতৃত্বে তাঁহারা একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী হইয়াছেন রাজকুমার সিং। সংগঠনই মজুরদের প্রধান হাতিয়ার, এই কারখানার মজুররা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

একতার জোরে মাগ্‌গী ভাতা

যুদ্ধের দরুণ জিনিষপত্রের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ অনেক স্থানে মজুরদের এখনও মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হয় নাই। মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির মেথর ও ঝাড়ুদাররা একজোট হইয়া মাগ্‌গী ভাতার দাবী জানায়। চেয়ারম্যান তাহাতে কান দেয় না। ফলে মজুররা ধর্ম্মঘটের জন্য তৈরী হইতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটী বেগতিক দেখিয়া পরে তাহাদের দাবী মানিয়া লইয়াছে। মেথর ও ঝাড়ুদার ভাইরা ঐক্যের জোরেই লড়াই না করিয়াই দাবী আদায় করিয়াছে।

বরিশাল ডক মজুরদের দাবী

আর, এস, এন, ষ্টীমার কোম্পানীর বরিশাল ডকে প্রায় ৬০০ মজুর কাজ করেন। দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কাজ চালু রাখা দরকার। কিন্তু কাজ চালু রাখিতে হইলে মজুরদের অন্ততঃ সাধারণ ভাবেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। বরিশালে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রচারের ফলে তাঁরা এই সোজা কথাটা বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাই গত ২২শে জানুয়ারী প্রায় ৫০০ মজুর সমবেত হইয়া জেনারেল ম্যানেজারের নিকট এক গণদরখাস্ত পাঠান, তাঁহাদের দাবী (১) মাগগী ভাতা (২) অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা (৩) পাকা শেল্টার। একতার জোরেই ডক মজুররা ইহা আদায় করিতে পারিবেন।

কোম্পানীর আঘাত ঠেকাও

জাপানী বোমার মধ্যেও যে সব বাহাদুর মজুররা কাজ করিয়াছে, অন্যকে উৎসাহ দিয়াছে, যুদ্ধজয়ের জন্য সবরকম মেহনত করিতে রাজী আছে,—সি, কমেন্স কোম্পানীর মালিক আজ বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ ত্রিশজন মজুরকে ছাঁটাই করিয়াছে। লেবর কমিশনারের কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া কোন ফল হয় নাই। এমন কি প্রধান মন্ত্রীর কাছেও মজুর ভাইরা এই অন্যায়ের প্রতিকার চাহিয়াছে কিন্তু লাভ কিছুই হয় নাই। বরখাস্ত অগ্রণী মজুরদের কাজে বহাল কর,—সি, কমেন্স কারখানার মজুররা আজ এই আওয়াজ তুলিয়াছেন। ইউনিয়নকে জোরদার করিয়া তাহার নেতৃত্বে সব মজুর ভাইরা আগাইয়া আসিতে পারিলেই কোম্পানী তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

সাবাস ভারতীয়ার বিজলী মজুর !

একতার জোরে দাবী আদায়

একতাই মজুরদের যুদ্ধ জয়ের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। ভারতীয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর বাহাদুর মজুর ভাইরা তাহা খুব ভাল ভাবেই প্রমাণ করিয়াছে। ৩৬ দিন ধর্ম্মঘট করিয়া তাহারা তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে, তাহাদের সংগঠনের শক্তি কোম্পানীকে বুঝাইতে পারিয়াছে।

গত আগষ্ট মাসে কোম্পানীকে ভারতীয়া কারখানার মজুররা তাহাদের দাবীগুলি জানাইয়াছে। ইহার পর অনেক বার ইহা নিয়া কোম্পানীর সাথে লেখালেখি হইয়াছে, লেবর কমিশনারকেও সমস্ত ঘটনা জানান হইয়াছে, তবুও কোন ফলই হয় নাই! যুদ্ধের দরুন জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে, মাগগী ভাতার জন্য মজুররা পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু মালিকদের সে দিকে খেয়াল নাই।

তারপর সুরু হয় কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বোমার উৎপাত। জিনিষের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া চলে—মজুররা বিপদ মাথায় করিয়া কাজ করিতে রাজী, কিন্তু পেট না চলিলে কাজ করিবে কি করিয়া?

কয়েকদিন বোমা পড়ার পর ২৭শে ডিসেম্বর মজুররা ধর্ম্মঘট করে। সাথে সাথে মজুররা কোম্পানীকে একথা জানায় যে বোমার ভয়ে আমরা ধর্ম্মঘট করি নাই—আমরা কাজ চালু রাখিতে রাজী; কিন্তু কাজ চালু রাখিতে হইলে আমরা সাধারণ ভাবেও খাইয়া বাঁচিতে চাই, তার জন্য দরকার আমাদের দাবী মিটান।

ধর্ম্মঘট করার পর মজুররা তাহাদের সংগঠনকে আরও মজবুত করিতে থাকে। তাহাদের এ ধারনা ছিল যে সংগঠনকে মজবুত না করিলে তাহারা তাহাদের দাবী আদায় করিতে পারিবে না। কোম্পানী দালাল দিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল, পুলিশ চাহিল কোন অজুহাতে ধর্ম্মঘটকারীদের গ্রেপ্তার করিতে। কিন্তু ইউনিয়নের ঝাণ্ডার নীচে সব মজুর এক হইল। কোম্পানীর ধোকাবাজি, অন্যান্য স্বার্থপরদের কারসাজি বিফল হইল। ভারতীয়া মজুরদের একতাই জয়ী হইল; ৩৬ দিনের পর কোম্পানী হাল ছাড়িয়া দিল, হার মানিল। মজুরদের দাবী মিটাইতে রাজী হইল।

টাকায় যে দেড় আনা দু'আনা মাগগী ভাতা আগে দেওয়া হইত তাহা থাকিবে। তাহা ছাড়া আরও সাড়ে পাঁচ টাকা করিয়া মাগগী ভাতা দেওয়া হইবে। ৷৵০ করিয়া সাইরেণ ভাতা, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের দোকান খোলার ব্যবস্থা, পাকা সেল্টার, প্রতি সপ্তাহে মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা এবং ধর্ম্মঘটের জন্য কাহাকেও ছাঁটাই করা হইবে না, এই সর্ত্তে ধর্ম্মঘট মিটান হইল। ধর্ম্মঘটের মাসেও কিছু দিতে কোম্পানী রাজী হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট মিটিল, ১৫০০ মজুর সংগঠনের উপর আস্থা রাখিবে শপথ করিল, বজ্র মুষ্টিতে লাল ঝাণ্ডাকে অভিনন্দন জানাইয়া কাজে ফিরিয়া গেল। (নীচে ছবি দেখুন)

ময়মনসিংহ পার্টি সম্মেলন

কমিউনিষ্ট পার্টির ময়মনসিংহ জিলা কমিটির প্রকাণ্ড সম্মেলন গত ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী সুসং গ্রামে হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষা ও কার্য্যের দ্বারা গত দুই মাসের ভিতর ৪৫ জন মিলিটাণ্ট সভ্য পদের গৌরব অর্জ্জন করেন।

২৯শে তারিখ অন্ধকারে রাত্রের জল ঝড় মাথায় লইয়া ১৫।২০ মাইল হাটিয়া কমরেডগণ সম্মেলনে সমবেত হন। ৩০শে জানুয়ারী সকাল ৮-৩০ টার সময় রংপুরের কৃষকনেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সম্মেলন আরম্ভ হয় বেলা ৯-৩০ টায়। সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক নেতা কমরেড ভবানী সেন। প্রথমেই কমরেড সুধীন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। কমরেড সভাপতি প্রাদেশিক কমিটির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাহার পর বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দায়ীত্বের কথা তিনি বলেন, পার্টি ক্রমবিকাশের ইতিহাস দেন, গত এক বছরের হিসাব দিয়া দেখান পার্টির কত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এই উন্নতি দায়ীত্বের তুলনায় কিছুই নয়। জাতির এই রকম দুর্দ্দিনে যখন দেশরক্ষায় দায়ীত্ব পড়িয়াছে আমাদের উপর তখন গণসংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করিতে হইবে—পার্টিকে করিতে হইবে গণ পার্টি। অতঃপর সেক্রেটারী জিলা কমিটির রিপোর্ট পাঠ করেন। প্রাদেশিক মহিলা ফ্রণ্টের নেত্রী কমরেড মণিকুন্তলা সেন মহিলা সমিতি সংগঠনের কথা বলেন।

৩১শে তারিখ জনসমাবেশের ঘোষণা করা হইয়াছিল। তিন দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, ৩১শে তারিখ সকালবেলাও বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু পার্টির নির্দ্দেশ ছিল ঐ অঞ্চলের সমস্ত ভলান্টিয়ারদের জমায়েত হইতে হইবে। বেলা ১০টা হইতেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ঐক্যের গান গাহিতে গাহিতে ভলান্টিয়ারগণ আসিতে থাকেন। সারিবদ্ধভাবে, কাঁধে লাঠি ফেলিয়া, প্রায় ১০০০ মেয়ে-পুরুষ ভলান্টিয়ার আসেন। কেহ কেহ আসেন ২।৩ মাইল দূর হইতে, আবার কেহ কেহ ২০।২২ মাইল দূর হইতে পর্য্যন্ত। বেলা ১২ টার সময় মিছিল বাহির হয়। সুসং গ্রামের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও হয় নাই। হাজার হাজার লোক জানাইলেন তাহাদের অভ্যর্থনা।

৩০০ মহিলাকর্ম্মী ও ভলান্টিয়ার, সামনে পিছনে প্রায় হাজার লাঠীধারী ভলান্টিয়ার সুসংবদ্ধভাবে স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলে যখন গেলেন, তখন খোলা মাঠ লোকে ভরিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিতে লোক কম আসিল, তবু জনসমাবেশ হইল দশ হাজার লোকের। ঐক্য ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি জমিদারপ্রধান স্থানের সামাজিক বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিল, শত শত স্থানীয় ভদ্রলোক ও মহিলা সভায় আসিলেন। কমরেড সভাপতিকে ভলান্টিয়ারগণ বজ্রমুষ্টিতে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় জাতীয় সংকটের কথা বলিয়া মুক্তির একমাত্র পথ যে জাতীয় ঐক্য, তাহারই নির্দ্দেশ দিলেন। কি ভাবে এই ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তারপর দারুণ উৎসাহের ভিতর সমাবেশের কাজ শেষ হইল।

সারা বাংলায় স্বাধীনতা দিবস

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ

২৬শে জানুয়ারী চলিয়া গিয়াছে। বাংলার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়াছে। বাঙ্গালী স্বাধীনতার সংকল্প নিয়াছে। জাপানের বোমা, সরকারের দমননীতি, পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংসমূলক কাজ—বাঙ্গালীকে ক্ষণিকের তরে বিভ্রান্ত করিলেও স্বাধীনতা দিবসে বাঙ্গালী আবার জাগিতে সুরু করিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা জেলে। তাই জিলায় জিলায় স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলিয়া কমিউনিষ্টরাই স্বাধীনতা দিবসের কথা বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে—একতার সংগ্রামে ডাক দিয়াছে।

কলিকাতায় কমিউনিষ্টরা সঙ্কল্প নিলো

কলিকাতার রাস্তায় দিনরাত ধ্বনিত হইতেছে, 'অন্নবস্ত্র চাই, 'রেজকি চাই'। মাথার উপরে জাপানী হাওয়াই হামলা। একদিকে সরকারের চোখ রাঙানি, অন্যদিকে জাপানী দালালের উস্কানি। স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতার সে জৌলুষ নাই। সহস্র সহস্র বাড়ীতে ত্রিবর্ণ নিশান উড়ে না, সহস্র সহস্র কণ্ঠে স্বাধীনতার সংকল্প ধ্বনিত হয় না। পরিচিত পার্কগুলি ফাঁকা। মিটিং-পাগল লোক হতাশ হইয়া বাড়ী ফেরে। এই অবসাদ একমাত্র কমিউনিষ্টরাই ভাঙিয়াছে।

সভা, মিছিল নিষিদ্ধ। তাই বলিয়া বিদেশীর আইন আমাদের স্বাধীনতা সংকল্পের কণ্ঠ রোধ করিতে পারে না। কমিউনিষ্ট পার্টি কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় পতাকা উত্তোলন ও ঘরে ঘরে প্রচারের জন্য আওয়াজ তুলিলেন। পাড়ার জনরক্ষা কমিটিগুলিও আগাইয়া আসিল। সহরবাসী বুঝিয়াছে, অন্ন বস্ত্রের সমস্যা দেশ রক্ষার সমস্যা হইতে আলাদা নয়।

উত্তর কলিকাতায় হাতিবাগান, আর, জি, কর রোড প্রভৃতি জায়গায় তিনশর উপর লোক স্বাধীনতা দিবস পালন করিল। কাশীপুরে বিজলী ও ব্যাটারীর মজুর, টালায় জলকলের মজুর, এবং চীৎপুরে রেল ও জুটের মজুরের সভা, বৈঠক হইল। পার্টি অফিস ও অন্যান্য জায়গায় জাতীয় পতাকা উঠিল। ইস্তাহার, পথসভা, বৈঠক ও জনসঙ্গীত ঐক্য প্রচারের হাতিয়ার হইল। মধ্য কলিকাতায় কলেজ, মেস, হোষ্টেলগুলিতেও পতাকা উত্তোলন করা হইল। শাঁখারীটোলা, নাপিত বাগান, অখিল মিস্ত্রী লেন প্রভৃতি স্থানে বৈঠক ও স্কোয়াডের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল। পার্ক-সার্কাসে ট্রাম মজুরদের ও বেলেঘাটায় কর্পোরেশনে মজুরদের সভা হইল। দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে পতাকা উত্তোলন করা হইল। ডোভার লেনে মেয়েরা পতাকা তুলিলেন। বালিগঞ্জে, ও টালিগঞ্জে বৈঠকী সভার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১০টি স্কোয়াড, ১৩টি পথসভা, ৩টি বস্তি সভা ও ২টি বৈঠকী সভার বন্দোবস্ত হয়। বেলঘরিয়ার বাজার ও দোকানে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। গৌরীপুরে জুট ইউনিয়ন অফিসে জাতীয় পতাকা উঠিল। সহরের বিভিন্ন স্থানে হিন্দী, উর্দ্দু ও বাংলা পোষ্টার মারা হয় ও ১১টি বস্তি সভা হয়।

প্রচারে বাধা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেবল কমিউনিষ্ট পোষ্টার ছিঁড়িয়াই পুলিশ (ও পঞ্চমবাহিনী) বাধা সৃষ্টি করে নাই। উত্তর কলিকাতায় পুলিশ একটি প্রচার স্কোয়াডের ৪ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য তাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কমিউনিষ্টদের হাতেই স্বাধীনতার পতাকা

বদরগঞ্জে কংগ্রেস প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলনের উৎসব। সকলে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মধ্য দিয়া জাতীয় সরকার ও জাতীয় স্বাধীনতার সংকল্প নিতেছেন। এক কোণ হইতে এক হঠাৎ দরদী সুভাষ-পন্থীর ক্ষীণ গলা শোনা গেল, 'এত কংগ্রেসের নয়, কমিউনিষ্টদের স্বাধীনতা দিবস' 'এরা কমিউনিষ্ট, তবু এরা কংগ্রেসের মান রাখিয়াছে'—বৃদ্ধ কংগ্রেস-সেবীর কাছ হইতে জবাব আসিল।

পুলিশ ও জাপানী দালাল

রংপুর জেলা কংগ্রেস অফিস হইতে পঞ্চম-বাহিনী স্বাধীনতার পোষ্টার চুরি করে। ইহাই তাহাদের স্বাধীনতা দিবস পালনের নমুনা।

নীলফামারীর একটী ছাত্র স্কোয়াড যখন স্বাধীনতা দিবসে দেশরক্ষার বাণী প্রচার করিতেছিল, তখন পুলিশ আসিয়া তাহাদের থানায় ধরিয়া নিয়া যায়। পরে অবশ্য তাহারা ছাড়া পাইয়াছে। কিন্তু পুলিশ ও জাপানী দালালের বাধা সত্ত্বেও দিনের পর দিন স্থানীয় ঐক্য আন্দোলন বাড়িতেছে। স্বাধীনতা দিবসে একজন লীগভক্ত একটি জাতীয় পতাকার কুপন কিনিলেন ও ঐক্য ফাণ্ডে আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন, 'ঐক্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আপনারা কমিউনিষ্টরাই একমাত্র ভরসা।' একজন নেতা-গোছের 'রেভলুশনারী সোশালিষ্ট' বলিলেন, 'আপনাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল; এখন থেকে আপনাদের বিরোধী কথা তো বলিবই না, বরং একসাথে কাজ করিব।

কংগ্রেসভক্তের চোখ খুলিতেছে

স্বাধীনতা দিবসে মুক্তাগাছার এক কংগ্রেস নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'আমরা যাকে কংগ্রেস আন্দোলন বলিতেছিলাম, তা কংগ্রেস আন্দোলন নয়; আন্দোলনের নামে দেশদ্রোহিতা চলিতেছে ও জাপপ্রীতি বাড়িতেছে। কংগ্রেস কর্ম্মীদের ইহার ভিতর থাকা আদৌ উচিত নয়।'

পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা

কুষ্ঠিয়ায় পঞ্চমবাহিনীর লোকে প্রচার করে যে জাতীয় পতাকা যাহারা কিনিবে, তাহারা গ্রেপ্তার হইবে এবং কমিউনিষ্টরা কংগ্রেস-বিরোধী, কাজেই তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিও না। কিন্তু কমিউনিষ্টদের পতাকা হু হু করিয়া বিক্রী হইল; দলে দলে লোকে কমিউনিষ্টদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসবে যোগ দিল। জাপানী দালালদের মুখের উপর জবাব মিলিল।

'কমিউনিষ্ট পথই একমাত্র পথ'

শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গে কংগ্রেস সমর্থক সংগ্রামপন্থীদের মধ্যে পঞ্চমবাহিনী মাথা গলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কমিউনিষ্টরা দেশভক্তদের নিকট হইতে আজ বিভীষণদের তফাৎ করিয়াছে। একজন সংগ্রামপন্থী কংগ্রেসভক্ত প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, 'কমিউনিষ্টদের পথই আজ একমাত্র পথ; মিথ্যাই কমিউনিষ্টদের দুর্ণাম রটিয়াছে।' শ্রীহট্ট সহরের একজন সংগ্রামসমর্থক বলিলেন, 'শ্রীহট্টে স্বাধীনতা দিবসে যা কিছু প্রচার ও যা কিছু অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার শতকরা ৮০ ভাগই কমিউনিষ্টদের।'

মাদ্রাজের সৈনিক ভাই

গৌহাটিতে স্বাধীনতা স্কোয়াড বার হইয়াছে। মজুর, কিষাণ, দোকানদার সকলেই পার্টি ভাণ্ডারে সাধ্যমত দিতেছে। পার্টির নাম শুনিয়া রাস্তার ধার হইতে একজন মাদ্রাজী সৈনিক ছুটিয়া আসিল—বাড়ী তার নেলোর জেলায়। গোপালনের দেশের লোক সে। তার ভাইও এই কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী, এখন সে জেলে। কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে সে নিশ্চয় যাইবে। পার্টি ফাণ্ডেও সাহায্য দিবে। কমিউনিষ্ট পার্টি যে তারও পার্টি।

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্ভব

'এবার আমরা এক দারুণ বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করিতেছি। এক দিকে জাপানী বোমা, অন্য দিকে অন্ধ আমলাতন্ত্র। আজ সবাইকে একজোটে দাঁড়াইতে হইবে। একদল কংগ্রেসের নামের আড়ালে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে লুঠ-তরাজ ও গুণ্ডামীর আশ্রয় নিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস এ কাজ করিতে বলে নাই, কংগ্রেসের প্রোগ্রাম এ নয়।' 'সরকারী দমননীতি পঞ্চমবাহিনীর পথই প্রশস্ত করিতেছে। মুসলমানদের পাকিস্তানের মূলকথা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী; এ দাবী মানিয়া নিলেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সম্ভব। স্বাধীনতার দাবীর জন্যই কংগ্রেস নেতারা আজ কারারুদ্ধ। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য আনিতে হইবে।'

স্বাধীনতা দিবসে হুগলীতে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক সভা হয়; উপরের দুটি উক্ত কোনো কমিউনিষ্ট বক্তার নয়। প্রথম উক্তিটি জেলার একজন সর্ব্বজনমান্য কংগ্রেস নেতার; দ্বিতীয়টি জেলা মুসলীম ছাত্র লীগের সম্পাদকের। বিকালের সভায় সংগ্রামপন্থী এক অধ্যাপক তাঁহার অভিভাষণে কমিউনিষ্ট নীতিরই সমর্থন করেন। খাঁটী দক্ষিণপন্থী দুজন কংগ্রেসসেবী 'পিপলস ওয়ারের' গ্রাহক হইয়াছেন।

তিস্তাকে লাল তিস্তা করিব

তিস্তাগঞ্জের কমরেডরা স্বাধীনতা দিবসে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। সমস্ত কর্ম্মীরা একত্র হইয়া স্বাধীনতা দিবসের গান করেন। কমরেড বীরেন দাস ও কমরেড অনিল দে এই গান দুটি লেখেন। গ্রামে প্রচারের সময় কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। ৭৫ বছরের বৃদ্ধ কৃষক বলিলেন, 'কৃষক সমিতি আমার সমিতি, তাকে আমি জোরদার করিবই।'

শৃঙ্খল নয়, স্বাধীনতা

স্বাধীনতা দিবসে বর্দ্ধমানের আলালপুরের স্কুল যাইবার পথে একটি স্কুলের বালককে এক পথিক ভদ্রলোক বলিলেন, 'ইংরাজী ছেড়ে জাপানী বর্ণ পরিচয় ধরো' 'জাপানী শিকল চাই না, স্বাধীনতা চাই'—বালকটির কাছ থেকে সাফ সাফ জবাব আসিল।

বহরমপুরের এক মৌলবী সাহেব একতার কথা শুনিয়া উৎসাহিত হইলেন। তিনি নিজেই অন্যান্য মুসলমান ভাইদের মধ্যে একতা প্রচারের জন্য আগাইয়া আসিলেন। তিনি খুশী হইয়া আমাদের প্রচার স্কোয়াডকে জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন।

এ-আর-পি পোষ্টে পুলিশ

গৌরীপুরে এক এ-আর-পি পোষ্টের পাশে কমিউনিষ্টদের পোষ্টার দেখিতে পাইয়া পুলিশ এ-আর-পির প্রত্যেক পোষ্টে খোঁজ খবর করে। শেষে খোঁজ না পাইয়া শাসাইয়া যায় যে প্রত্যেক পোষ্ট ওয়ার্ডেনকে এ জন্য তলব করা হইবে। যারা জাপানী বোমার বিরুদ্ধে লড়ে, তারাও যে স্বাধীনতা চায়—এ ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল (শৃঙ্খলা নয়) রক্ষীদের তাজ্জব ঠেকিয়াছে।

স্কোয়াড, বৈঠক, ব্যাজ বিক্রি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মালদহে ২০শে হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত একতা সপ্তাহ পালন করা হয়। শত শত পোষ্টার মারা হয়, হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়, স্কোয়াড পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করে। শত শত কংগ্রেস পতাকা বিক্রয় করা হয়। এই দিনে 'রেজকী চাই' দাবীর গণদরখাস্তে সই নেয়া হয়। পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তির জন্য সই তোলা হয়। লীগ পল্লীতেও বৈঠক করা হয়।

লীগপন্থীদেরও যোগদান

মুন্সীগঞ্জে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা, লীগ পতাকা, লালপতাকা ও ছাত্রপতাকা উত্তোলন করা হয়। লীগ-পতাকা তোলেন স্থানীয় লীগের সদস্য একজন বিশিষ্ট মোক্তার। জনসভায় সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রবীন কংগ্রেসী নেতা। বহু মুসলমান সভায় যোগ দেন।

সহর-গ্রামে স্বাধীনতার সঙ্কল্প

উপরের স্থানগুলি ছাড়াও নিম্নোক্ত স্থান সমূহে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, বিক্রমপুর (বীরভূম) সাঁওতাল পল্লীতে, বাঁকুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, রামপুরহাট, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর, দর্শনা, তিলকপুর, খোকসা, হরিনারায়ণপুর, ডিব্রুগড়, বহরমপুর, ফুলকোচা ও নিমগাছি (যশোর), মালদহ, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, লাঙ্গলবন্ধ, সোনারগাঁ, বন্দর-বাজার, কিশোরগঞ্জ, নরহাট্টা (মালদহ), পাবনা, কাঁচড়াপাড়া, ঢাকা বিক্রমপুরের হাষড়া, কাজির পাগলা, গৌরগঞ্জ, আটপাড়া প্রভৃতি গ্রামে।

আলোচনা

সোজা কথা চাই

"ষ্টালিন সম্মেলনের সঙ্গে একমত হইয়াছেন কি না" সাংবাদিকদের এক বৈঠকে রুজভেল্টকে এই খোলাখুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে, "বিষয়টী গোপনীয়—মতৈক্য বা মতানৈক্য সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিবেন না' এই মাত্র বলিয়া তিনি এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "সম্মেলনে রাশিয়ার তরফ হইতে কোন সামরিক বা বেসামরিক প্রতিনিধি না থাকার আসল কারণ কি" বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রশ্নের উত্তরে এ্যাটলী সাহেব বলিয়াছেন "এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্ব সোভিয়েট সরকারের, আমাদের নয়।"

নাছোড়বান্দা তবু ছাড়ে নাই। "ক্যাসাব্লাঙ্কা বা অন্যত্র কোন সম্মেলনে যোগ দেওয়া ষ্টালিনের পক্ষে সম্ভব নয় জানিবার পর সোভিয়েট সরকারকে কি অন্য কোন সামরিক বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য বলা হইয়াছিল? তুরস্কের সঙ্গে যে সম্মেলন হয় তাহাতেই বা রুশ নেতাদের আমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন?"—এ্যাটলী সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই।

জনমতের সমর্থন সত্ত্বেও ষ্ট্যালিনকে উপেক্ষা করা হইতেছে এমন একটা সন্দেহ অনেকের মনে জাগিতেছে। এদিকে এধার ওধার হইতে সন্ধির গুজব জোর রটানো হইতেছে। সব মিলিয়া ব্যাপারটা রহস্যের আবহাওয়ায় ঘোরালো ও সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের জনমতকে আজ সজাগ হইয়া ক্যাসাব্লাঙ্কার রহস্যভেদ করিতে হইবে—সোজাসুজি 'অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের' দাবী তুলিতে হইবে।

'দ্বিতীয় ফ্রণ্ট' লইয়া মাসের পর মাস ইঙ্গমার্কিন মহলের টালবাহানা সোভিয়েট সরকারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক মিঃ এ, জে, কামিংস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সোভিয়েটের এই অধৈর্য্যের কারণ আছে। মাসের পর মাস সোভিয়েট বাহিনী চক্রশক্তির স্থলবাহিনীর দাপট একা সহিয়াছে। আমাদিগকে শত্রুর যে বাহিনীর মুখোমুখি হইতে হইয়াছে তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। সোভিয়েটবাসীদের যে দারুণ দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে তাহা যে কোন দুর্ব্বলতর জাতিকে বহুপূর্ব্বেই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিত।" লর্ড বিভারব্রুকও সময় নষ্ট না করিয়া এখনই 'দ্বিতীয় ফ্রণ্ট' খুলিবার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। 'সমস্ত হিটলারপদানত য়ুরোপের বিপ্লবী নেতাদের সহিত আমরা যোগাযোগ রাখিয়াছি—তাহাদের হিটলারবিরোধী ধ্বংসকার্য্য আরও জোরকদমে চালাইতে বলিয়াছি'—এই সব মুখরোচক কথা বলিয়া জনমতকে ভুলানো যাইবে না।

বিলাতে ভারতের দাবী

ভারতের দাবী লইয়া বিলাতে ও মার্কিনদেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ডে 'ভারতীয় সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে লিবারল, শ্রমিক, কম্যুনিষ্ট, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত মনিষীদের কণ্ঠ হইতে এই দাবীই বারবার ঘোষিত হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষ দিনের সভায় সভাপতি লর্ড হাণ্টিংডনের ভাষণ এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। "ভারতের জনগণ যে ফাশিষ্ট বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাই যে তাহাদের লক্ষ্য এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসের এই সঙ্কটময় সময়ে যে নেহেরুর মত লোক আজ কারাগারে আবদ্ধ ইহা অত্যন্ত শোচনীয়"। অধ্যাপক হলডেনও এই সভায় বলিয়াছেন যে "যে নেহেরু মাঞ্চুরিয়ার সময় হইতেই ফাশিষ্টবিরোধী, তাঁহার সহিত আমাদের ফাশিষ্টবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করা সম্ভব নয় এই কথা বলা কপটতার চূড়ান্ত।" আজ বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের জন্য ভারতকে অবিলম্বে মুক্তিদানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শুধু এদেশে নয় বিদেশেও জনমতকে ক্রমশঃই প্রভাবান্বিত করিতেছে—এই সভা তাহারই এক নমুনা।

জিন্নার বক্তৃতা

ভারতের স্বাধীনতা যে শুধু ভারতের জাতীয় ঐক্যের উপরেই নির্ভর করে—এই সত্য আজ নানা বাধাবিঘ্নের পথে দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মনে কাটিয়া বসিতেছে। বোম্বাইএ এক বক্তৃতায় মিঃ জিন্না বলিয়াছেন "দেশের দুইটী দল (অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগ) সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অচল অবস্থা স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। এই ঘোষণা আন্তরিক কি না, কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহার জবাবে তিনি বলিতে চান যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বদেশ ও বিদেশে যে যুক্তি দেখাইতেছে আমরা তাহা খণ্ডন করিব না কেন? তাঁহাদিগকে বলুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছি, আমাদিগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।" খুবই ভালো কথা। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা'ত জেলে। ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রথম চেষ্টা হিসাবে তাঁহাদের মুক্তির দাবী তোলা কি আজ মিঃ জিন্না বা মুসলিম লীগের কর্ত্তব্য নয়? গত কয় মাস লীগের চুপচাপ বসিয়া থাকার ফল আজ যে লীগের পক্ষেও ভালো হয় নাই—একথা আজ মিঃ জিন্নাও বুঝিতেছেন। ডাঃ লতিফ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে "কয় মাস আগেও মুসলিম লীগের হাতে ভারতীয় রাজনীতির চাবীকাঠি ছিল।" কিন্তু আজ মিঃ জিন্নার কথায়ই প্রকাশ যে সে চাবীকাঠি হস্তান্তর হইয়াছে।

কংগ্রেস-লীগ একতাই পথ

পাকিস্থান সম্পর্কে ডাঃ লতিফ বলেন যে কংগ্রেস এই ব্যাপারে আপন মনোভাব পরিস্ফুট করিয়াছে। বিভিন্ন অংশের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রভৃতিও কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছে। কুখ্যাত জগৎনারায়ণের আধা-অখণ্ড ভারত প্রস্তাব যে কংগ্রেস নাকচ করিয়া ক্রমে লীগ দাবীর মূল সত্যকে স্বীকারের পথে পা বাড়াইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকারী কারসাজিতে কংগ্রেসের এই ঐক্য-প্রচেষ্টা আগাইতে পারে নাই। বরঞ্চ আমলাতন্ত্র অখণ্ড ভারতের জয়গান গাহিয়া ভারতের সমস্ত ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার মধ্যে যে অংশ একটা মিটমাটের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের কণ্ঠও ঐক্য-বিরোধীদের সোরগোলে চাপা পড়িয়া গেল।

আজ ডাঃ মুঞ্জে বলিতেছেন "পাকিস্থান যেরূপ জিন্নার মূলমন্ত্র অখণ্ড ভারতও তেমনই গান্ধীজীর ও হিন্দু মহাসভার মূলমন্ত্র।" মুঞ্জের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দু মহাসভার ঐক্যবিরোধী পথে কোনরূপে কংগ্রেসকেও টানিয়া আনিয়া পুরাতন দরকষাকষির খেলা অবাধে চালাইয়া যাওয়াই তাঁহার মতলব। পঞ্জাবে শিখ সম্মেলনেরও বৃহত্তর অংশ সরকারী 'অখণ্ড হিন্দুস্থানী' উস্কানীতে প্রলুব্ধ হইয়া ঐক্যবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তবে এইখানে বেশ শক্তিশালী সংখ্যাল্প দল ঐক্য-প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়াছে।

মুসলীম লীগ মহলেও কিন্তু ভারতের অচল অবস্থার মারাত্মক ফল সম্বন্ধে ক্রমশঃই চেতনা বাড়িতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধান ব্যাপারে লীগ, কংগ্রেস, মহাসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে হাত মিলাইয়া কাজ করিতেছে। দিল্লীতে স্বাধীনতা দিবসে কম্যুনিষ্টরা সম্মিলিত কংগ্রেস ও লীগ পতাকা বিক্রয় করিতে গিয়া মুসলিম জনসাধারণের প্রচণ্ড সমর্থন লাভ করিয়াছে। মুসলিম লীগের অন্যতম মুখপত্র 'ডন্' এই বিবরণ ভাল করিয়াই ছাপিয়াছে। মিঃ জিন্নার বক্তৃতাগুলিতে ক্রমশঃই ঐক্যের সুর পরিস্ফুট হইতেছে। পাকিস্থান দাবীতেও আজ আর পুরাতন উগ্র ধর্ম্মান্ধতার ঝাঁঝ নাই। ক্রমেই উহাকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীর পর্য্যায়ে তোলা হইতেছে। 'ডন' পত্রিকাও এই মর্ম্মেই পাকিস্থানের ব্যাখ্যা করিতেছে।

রাজাজী বলিতেছেন যে তিনি ভাল করিয়া জানেন যে পাকিস্থানের দাবীর পিছনে পঞ্জাব ও বাংলার বর্ত্তমান সীমানার কথা নাই—যে সব অংশে জনসাধারণের বিপুল অংশই মুসলমান শুধু সেখানকার কথাই বলা হইয়াছে। আজ মিঃ জিন্না যদি মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে স্পষ্টভাবে পাকিস্থানের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া তাঁহারই শেষ বক্তৃতা মত কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের জন্য হাত বাড়ান তবে কংগ্রেসের মধ্যেকার 'অখণ্ড ভারত' ওয়ালারাও ঠাণ্ডা হইবে—মুসলিম জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারও সম্ভব হইবে। ইহার জন্য চাই মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তির দাবী তোলা।

গবেষণা আর কত কাল?

গমের বাঁধা দর নাকচ করিবার সময় বাণিজ্য সচিব ভরসা দিয়াছিলেন অষ্ট্রেলিয়া হইতে রাশি রাশি গম আসিল বলিয়া। এখন কিন্তু তিনি সুর নামাইয়া বলিতেছেন "জাহাজের সুব্যবস্থা হইলেই গম আমদানী করা ও গমের অভাব মিটানো সম্ভব হইবে।" জাহাজের সুব্যবস্থা ব্যাপারটী খুব সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হয় না। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা ১৯৪৩ সালে প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জাহাজ অন্য কাজে লাগান সম্ভব কি না এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া গমের বাঁধা দর প্রত্যাহার করা হইল সেই যুক্তির গোড়াইতেই রহিয়াছে গলদ।

নলিনী সরকার এখনও হাঁকিতেছেন সরকার খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথে সমস্ত বাধা দূর করার জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। সরকারী খাদ্য বিভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী প্রদেশ হইতে বোম্বাইএর মত কম শস্য উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছে।

কড়া ব্যবস্থার কথা শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত লোকের পেটে ভাত পড়িতেছে না কেন? যুদ্ধকালে যে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে একথা তো নির্ব্বোধেও জানে। তবু আগে থাকিতে র‍্যাশান বা খাদ্যবরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তনের তোড়জোড় কতটা করা হইয়াছে? এতদিন পরে বোম্বাই সহরে ইহার বন্দোবস্ত চলিতেছে। কলিকাতা সহরে একথা উঠাইলেই কর্ত্তারা বলেন কোন এক ওয়ার্ডে বা পাড়ায় এ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—সমস্ত সহর জুড়িয়া করিতে হইবে। সবই তো বুঝিলাম কিন্তু সহরব্যাপী খাদ্যবরাদ্দ প্রথা প্রচলনের পূর্ব্বে যে হিসাবপত্র করিতে হয় তাহা আগেভাগে করা হয় না কেন? বর্ত্তমান জিনিষপত্রের চড়াদামের জন্য মুদ্রাবাহুল্য ঠিক কতটা দায়ী—এই সব বিষয়ে চুলচেরা পণ্ডিতী গবেষণা না করিয়া নলিনী সরকার এই দিকে নজর দিলে ভাল হইত।

আহতদের জন্য রক্ত দাও

কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন

কলিকাতার উপর পর পর অনেকবার বিমান আক্রমণ হইয়া গেল। ভবিষ্যতে আরও আক্রমণ হইতে পারে। ফলে বে-সামরিক আহতের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়িবে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদের এখনই সাবধান হওয়া দরকার। সেই জরুরী অবস্থায় গুরুতর ভাবে আহত নাগরিকদের জীবন বাঁচাইবার জন্য কলিকাতার চিকিৎসকদের প্রাণান্ত কাজ করিতে হইবে। সে বিষয়ে এখনই সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা দরকার। ফাসিষ্ট আক্রমণকারীর দল যখন দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসাধারণের উপর যথেচ্ছ ও অবিরাম বোমা ফেলিতেছে তখন নাগরিকদের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যে সকল ব্যবস্থা ও বিভাগ আছে তাহাকে আরও শক্তিশালী করা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রধান স্বদেশী কর্ত্তব্য। বোমায় আহতদের শরীরে রক্ত ভরিয়া দিবার জন্য চিকিৎসা বিভাগের যথেষ্ট রক্ত মজুদ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটান প্রত্যেক দেশভক্তের কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের দেশেরই ভাই বোনদের সুচিকিৎসা হইবে, সকলের সমান বিপদে মনোবল ও একতা অক্ষুণ্ন থাকিবে।

কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত পার্টি মেম্বর, সমর্থক ও জনসাধারণকে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। পার্টি মেম্বর ও সমর্থকদের অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন পার্টির প্রাদেশিক অফিসে এখনই নাম দিয়া যান। শীঘ্রই পার্টি একটী সমাবেশের ব্যবস্থা করিবে। সেখানে পার্টির সকলের রক্ত দানের গুরুত্ব আলোচিত হইবে এবং রক্তদানের পাকাপাকি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
সেক্রেটারী বাংলা প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

শুধু হুকুমজারীতে চলিবে না

বার বার কয়লার কথা তুলিতে আমাদেরই লজ্জা হয়। আমলাতন্ত্রের কিন্তু লজ্জা নাই। বহু ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করা হইল 'এইবার কয়লায় সহর ভরাইব'—কয়লা আসিয়া যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হইয়া গেল। গভর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন "বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে চিনি ও কয়লা আমদানী হইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার জন্য কলিকাতা এলাকায় ৫৮ জন পাইকারী চিনি ব্যবসায়ী ও ৪১ জন খুচরা কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। এই সকল ব্যবসায়ী গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য অন্যথায় তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে, তাহাদের নাম তালিকা হইতে কাটা যাইবে ও ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর সরবরাহ করা হইবে না।"

এই ধরণের ঘোষণা আমরা বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু ইহার ফল আজ অবধি দেখিলাম না। সরকারী ভয় দেখানো সত্ত্বেও সরকারের নাকের উপরেই প্রতিবারেই সরবরাহের বেশ মোটা অংশ চড়া দরেই বিক্রয় হয়। এখন পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মজুত মাল তদারক করিবার বন্দোবস্ত সরকার করিতে পারিলেন না। অথচ বেসরকারী প্রচেষ্টা মাত্রকেই বাধা দিবার জন্য পুলিশ কোমর বাঁধিয়াই আছে। ছ্যাঁদা পয়সা তো দেখা দিয়াই মুখ লুকাইল। রাশি রাশি খুচরা ধরিয়া যাহারা মুনাফা করিতেছে তাহাদের পাকড়াইবার জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত কি সরকার করিয়াছেন? জনগণকে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কাজে টানিয়া আনিতে না পারিলে শুধু সরকারী খবরদারীতে কাজ হইবে না। চাই জনসাধারণের আপন খাদ্য, আপন প্রয়োজনের সামগ্রী যোগাড়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা। হিন্দু মুসলমানকে এক হইয়া এই বেবন্দোবস্তের অসহ অবস্থা দূর করিতে হইবে, পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা কমিটি গঠন করিয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

সোভিয়েটের বিজয় অভিযানে মেয়েরা

চাষী, মজুর, শিল্পি, কবি, মুসলিম মেয়ে সবাই

সোভিয়েটের বিজয় অভিযান সুরু হইয়াছে। লালফৌজের অমর বীরত্বে ষ্টালিনগ্রাদ নাৎসী মুক্ত হইয়াছে। লেনিনগ্রাদের অবরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। ফাসিষ্ট দস্যুরা নিশ্চিত পরাজয়ের বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিতেছে।

সোভিয়েটের এই বিজয় অভিযানে সোভিয়েট মেয়েরা যে অসীম আত্মত্যাগ, অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব, সাহস ও শৌর্য্য দেখাইতেছে ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। সোভিয়েটের মাটিতে মেয়েরা যে লড়াই চালাইতেছে তা শুধু সোভিয়েট মেয়েদের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই-ই নয়, দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের মুক্তির লড়াই। সোভিয়েট মেয়েদের আদর্শ দুনিয়ার মেয়েদের অনুপ্রাণিত করিবে। বাংলার মেয়েরা সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবে।

১৯৪২ সালের ১০ই মে মস্কোতে ফাসিষ্ট বিরোধী সোভিয়েট মেয়ে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তৃতার এই কয়েকটি অংশ হইতে দেখা যাইবে সোভিয়েট মেয়েদের মহান অভিযানের কাহিনী।...

জয়া মরে নাই

দুই দিন আগে আমার মেয়ে জয়ার দেহ সমাধি দেওয়া হইয়াছে। মায়ের স্নেহ, প্রিয়জনের সুকোমল হাতের পরশ সে মৃত্যুদিনে পায় নাই। পাইয়াছে ফাসিষ্ট দস্যুদের দুইশত চাবুকের ঘা। পিশাচরা তাহার দেহ আগুনে ঝলসাইয়াছে, করাতের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। জয়াকে তাহারা জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, বরফের উপর খালি পায়ে জোর করিয়া হাঁটাইয়াছে। তৃষ্ণায় আকুল হইয়া কন্যা আমার জল চাহিয়াছে, ফাসিষ্টরা দিয়াছে আগুন। মেয়ে তবু একটি কথাও প্রকাশ করে নাই।

সমাধির নীচে তার মৃতদেহ আমি দেখিয়াছি, ঘৃণায় বদ্ধ ঠোট দুটি। মৃত্যুও তার মুখ খুলিতে পারে নাই। জয়াকে তারা একমাস ফাঁসির মঞ্চে ঝুলাইয়া রাখিয়া ভাবিয়াছে, জয়াকে তারা ফাঁসি দিল। না, না, জয়া মরে নাই। হাজার হাজার মানুষের মাঝে জয়া বাঁচিয়া আছে। যারা জয়ার ঝুলান মৃতদেহ দেখিয়াছে, মনে মনে তাহারা ভাবিয়াছে, আমরা কি জয়ার মত হইতে পারি না? অন্তরের ভিতর হইতে উত্তর মিলিয়াছে—পারি, পারি, নিশ্চয় পারি। জয়া মরে নাই, জয়া ফাসিষ্টদের মৃত্যু ঘনাইয়া আনিয়াছে।

—কসমোডোমিয়ানস্কায়া

বীর প্রসবিনী মা

সেবাস্তোপোলের মেয়ে আমি। আমি একজন শিক্ষয়িত্রী। জীবনের ৩৭ বছর কাটাইয়াছি শিক্ষার কাজে। আমার ছাত্রদের মাঝে আছে ট্যাঙ্ক চালক, বিমানচালক, পদাতিক সেনা, নৌ-সেনা। ক্রিমিয়ার গেরিলা বীরদের মাঝেও আমার অনেক ছাত্র আছে। এ আমার পরম গৌরব। আমার চার ছেলে। বড় ছেলে ক্রিমিয়ায় বিমান-মারা কামানের কমাণ্ডার। দ্বিতীয় ছেলে সাবমেরিণ কমাণ্ডার; লেনিনগ্রাদ রক্ষার কাজে সে নিযুক্ত। তৃতীয় ছেলে ট্যাঙ্ক চালক। চতুর্থ ছেলে বন্দুক ছোঁড়ায় ওস্তাদ, এখন গেরিলা দলে। আমি সোভিয়েটের মেয়ে। এমন ছেলের মা হওয়ার জন্য গৌরব বোধ করি।

—ফেডোরিন্চিক

"ষ্টালিনের পথ"

আমি একজন সাধারণ সোভিয়েট মেয়ে। মস্কো অঞ্চলের চাষীর মেয়ে। ফাসিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলে আমি তিন মাস ছিলাম। সে দিনের কাহিনীই আমি বলিতে চাই।...

আমি গেরিলা দলে যোগ দিয়াছিলাম। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। খোঁজ নিতাম কোথায় জার্মাণরা আছে, কোথায়ই বা তারা এইবার যাইবে। শত্রুর সৈন্য, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক গুনিয়া মনে মনে সংখ্যা মুখস্ত করিয়া রাখিতাম, আর গোপনে গেরিলা হেড কোয়ার্টারে খবর দিতাম। লোকে বলে এ নাকি ভয়ানক বিপদের কাজ। বিপদ? বোন, স্বদেশ রক্ষার কাজে যদি আমার সমস্ত শক্তি নাই দিতে পারিলাম তো সোভিয়েটের মেয়ে বলিয়া গর্ব্ব করিবার কি আছে?

আমাদের দলে ছিলেন দুইজন মা—ইউডোসিয়া ও আনা। তাঁরা ছেলেদের সাথেই গেরিলা দলে যোগ দিয়াছিলেন। ছেলেরা নাৎসীদের হাতে মরিয়াছে বৃদ্ধা মায়েরা তবু অকম্পিত চিত্তে শতগুণ দৃঢ়তায় আগাইয়া আসিয়াছেন। প্রয়োজনে রাইফেল কাঁধে করিতেও তাঁরা কুণ্ঠা করেন নাই।...

প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু মাথায় করিয়াও কৃষি-পঞ্চায়েতের শত শত মেয়ে গেরিলাদের জন্য কাজ করিয়াছেন। গেরিলাদের খাবার জোগানো, খবর জোগানো, কাপড় কাচা, আশ্রয় দেওয়া—সবই তাঁহারা করিয়াছেন। কুজমিচেভ, কনষ্টানটিনোভা ও জাইসেভের পরিবারের কথা কোন দিন ভুলিব না।

বনের মাঝে ছিল আমাদের গোপন ছাপাখানা। গোপনে কাগজ বাহির হইত। আমরা মেয়েরা গোপনে সে কাগজ বিলি করিতাম। সাপ্তাহিক কাগজ—'ষ্টালিনের পথ'। হাঁ, আমরা ষ্টালিনের পথে চলিয়াছি। গেরিলা দলে যোগ দিয়াছি, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছি। আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ—ষ্টালিনের পথ, বিজয়ের পথ।

—ভেরা প্রোখোরোভা

মুসলিম মেয়েদের পণ

মুস্লিম দেশ আজার বৈজানের মেয়েদের তরফ হইতে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের দেশের সূর্য্যকিরণের মতই স্নিগ্ধ, আমাদের সঙ্গীতের মতই আন্তরিকতায় ভরা আমাদের মেয়েদের অন্তর।

নভেম্বরে বিপ্লবের আগে আমাদের মুখ ছিল বদ্ধ। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা আকাঙ্খার গতিপথ ছিল রুদ্ধ। নভেম্বর বিপ্লবে আমরা সব পাইয়াছি। পাইয়াছি, স্বাধীনতা, সুখ, সম্পদ।

অশিক্ষিত চাষীর ঘরের মেয়ে আমি। শৈশবে একদিন ঘোমটার আড়ালে দাঁড়াইয়া অবাক বিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম এক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। তার পর ১৬ বছর আগে যেদিন আমার প্রথম মেয়ে জন্মিল সেদিনও আমি অশিক্ষিতা। কিন্তু সোভিয়েট আমাকে দিয়াছে শিক্ষা। আজ আমি নিজেই ইঞ্জিনিয়ার। আমার শৈশবের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাইয়াছে।

আমরা আজার বৈজানের মেয়েরা প্রাণ দিয়াও আমাদের এ সুন্দর জীবনযাপন রক্ষা করিব। আমরা শপথ করিতেছি, অশেষ আত্মত্যাগের সাথে আমরা কাজ করিয়া যাইব যেন আমাদের ছেলে-মেয়েরা বলিতে পারে, "মায়েরা যুদ্ধে যায় নাই বটে কিন্তু জয়লাভ আগাইয়া দিয়াছে।" *

—আগালারোভা

উজবেকিস্তানের মুস্লিম মেয়ে আমি। সে দিনও আমাদের গলায় ছিল দাসত্বের শিকল। উজবেক মেয়েদের মুক্তি দিয়াছেন লেনিন ও ষ্টালিন। আমরা দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়া, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত নভেম্বর বিপ্লবের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিব। নাৎসী ডাকাতদের পরাজয়ের জন্য আমরা উজবেকিস্তানের মেয়েরা আমাদের দেশের ফসল বাড়াইব, কারখানার উৎপাদন বাড়াইব, যুদ্ধফ্রণ্টের সৈনিকদের প্রাণপণে সাহায্য করিব।

—কারিমোভা

লেনিনগ্রাদের মেয়েরা

লেনিনগ্রাদের মেয়েদের তরফ হইতে জঙ্গী অভিনন্দন আমি আনিয়াছি। ফাশিষ্টরা চাহিয়াছিল লেনিনগ্রাদ অবরোধ করিয়া আমাদের পিষিয়া মারিবে, রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবে। পিটারের পথে—যে পথে মহান নেতা লেনিনের বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সেই পথ নাৎসী বুটের তলায় গুঁড়াইয়া দিবে। মিথ্যা আস্ফালন নাৎসীদের! লেনিনগ্রাদ নাৎসীদের রুখিয়াছে। গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া আমি বলিতে পারি মেয়েরা সে ঐতিহাসিক যুদ্ধে উপযুক্ত অংশ নিয়াছে। মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া মেয়েরা কামানের মুহুর্মুহু আগুনের ভিতর দিয়াও আহত সৈনিকদের বহিয়া নিয়াছে। কত কঠিন মুহূর্ত্তে তারা রাইফেল ধরিয়াছে। যুদ্ধে নিহত কমাণ্ডারের স্থানেও মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েরা ট্যাঙ্ক-মারা খাল খুঁড়িয়াছে, প্রাকার তৈরী করিয়াছে, ব্যারিকেড বাঁধিয়াছে। স্কুলের মেয়েরা আগুনে বোমা নিভানোর কৌশল শিখিয়াছে। কারখানায় কারখানায় পুরুষের স্থান মেয়েরা নিয়াছে।

শত্রুর কামানের গোলা ও বোমা সহর বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ভোরে যখন কাজের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাইতাম, জানিতাম না ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী ঘর আস্ত দেখিব কি না, ছেলে-মেয়ের মুখ দেখিতে পাইব কি না। তবু একটা দিনের তরেও মেয়েরা কাজ বন্ধ রাখে নাই। লেনিনগ্রাদের হাজার হাজার মেয়ের মত আমিও অস্ত্রের কারখানায় কাজ করি। প্রতিটি মাংসপেশী, প্রতিটি শিরা উপশিরা খাটাইয়া আমরা গোলাগুলি তৈরী করি। উৎপাদন আমরা দ্বিগুণ বাড়াইয়াছি। খুব কঠোর কাজ? সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রিয় বোনেরা, আমাদের পণও কঠোর—নেভার পবিত্র তীরে, লেনিনের সহরে শত্রুকে ঢুকিতে দিব না।

—মাৎভেয়েভা

সোভিয়েট মেয়েদের শপথ

"আমরা শপথ করিতেছি, কমরেড ষ্টালিন, আমরা সোভিয়েটের সমস্ত মেয়ে—যে কোন বয়সের, যে কোন জাতির, যে কোন কার্য্যে রতই হোক, আমরা আমাদেরই লালফৌজ ভাইদের পাশে দাঁড়াইয়া হিটলারী দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িব। লালফৌজের সাথে যুদ্ধ সীমান্তেই হউক, আর কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায়, রেল-জাহাজ চালনায়, তেলের খনিতে, কয়লার খাদে, বিজ্ঞানাগারে যে কোন কাজেই আমাদের মেয়েদের হাত প্রয়োজন পড়িবে সেখানেই আমরা প্রাণপাত করিয়া খাটিব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেন বলিতে পারে—আমাদের মায়েরা দেশরক্ষার মহান্ সংগ্রামে সুযোগ্য অংশ নিয়াছিল।...

"শত শত মেয়ে লালফৌজের সাথে যুদ্ধ ফ্রণ্টে বীরত্বের সাথে লড়িতেছে। সীমান্তে কেহ বা সিগন্যালার, ফিল্ডনার্স, ডাক্তার-সার্জেন, ষ্ট্রেচার বাহক, এমনি আরও কত কাজে তারা নামিয়াছে। সোভিয়েট নারীদের আজ অতি বড় গৌরবের কথা যে সোভিয়েট পিতৃভূমি রক্ষার জন্য লালফৌজের সাথে লড়িবার মহান সুযোগ দেশ তাহাদের দিয়াছে কমরেড ষ্টালিন, আমরা শপথ করিতেছি এ দায়িত্ব আমরা পালন করিবই।"

(রাইফেল ছোড়ায় ওস্তাদ সোভিয়েট মেয়েরা)

শিল্পি ও কবি

কমরেড, শিল্পি আমি। সোভিয়েটের হাজার হাজার শিল্পি, চিত্রকর, লেখক, নট, কবি আজ যুদ্ধফ্রণ্টে লড়িতেছে। কিন্তু যুদ্ধ আমাদের সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্রের সুর থামাইতে পারে নাই। যুদ্ধফ্রণ্টে আজও শোনা যায় সঙ্গীতের রেশ, আজও চলে নাটক অভিনয়।...আমরা লেখক কবিরা অন্তরের সমস্ত উপলব্ধি দিয়া লিখিতেছি ফাসিষ্ট বিরোধী গান, আঁকিতেছি পোষ্টার। শহীদ বীরের জীবন্ত মূর্ত্তি আঁকিয়া দিতেছি মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়।...

—ভেরা মুখিনা

আমি কবি। এ যুদ্ধে আমরা কি চাই? ইউক্রেনের মায়েরা আবার শিশু কোলে করিয়া গাহিবে প্রাণমাতানো গান, বাইলোরাশিয়ার মেয়েরা জাতীয় উৎসবে নাচিবে, ইহুদী মায়েরা ধর্ষিতা মেয়ের মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া অশ্রুজল ফেলিবে না, রুশ সন্তানেরা আবার পড়িবে পুশকিন, জর্জিয়ানরা পড়িবে রুস্ত' ভেলি। আমাদের দেশে শান্তিতে আমরা ফসল বুনিব, সহর গড়িব, মধুর জাতীয় ভাষায় মন খুলিয়া কথা কহিব। তার আগে চাই, নাৎসীদের পরাজয়।

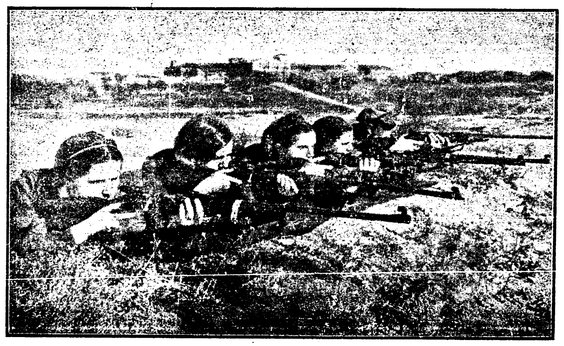

—ভেরা ইনবের

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা
সম্পাদক:- বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১|৵০

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

দমননীতির বিরুদ্ধে! ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে!
কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য! খাদ্য-সঙ্কট সমাধানের জন্য!
জাতীয় সরকারের জন্য! জাতীয় প্রতিরোধের জন্য!
সংখ্যাল্প জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ মান!
গান্ধীজীকে মুক্ত কর!

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া অনশন ব্রত যাপন করিতেছেন। গত ৯ই আগষ্ট হইতে কংগ্রেসের উপর সরকারী দমননীতি প্রয়োগের ফলে ক্ষিপ্ত দেশভক্তদের ধ্বংস কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় দেশের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরদী নেতা চুপ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। দেশের সর্ব্বত্র যে ব্যাপক অন্নাভাব দেখা দিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী যে দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে—অসহায় দর্শকের মত তাহা তিনি দেখিতে প্রস্তুত নহেন। যে দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, দুর্দ্দশাগ্রস্থ নরনারীর স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় গান্ধীজী পুষ্ট, নেতা বলিয়া, দেশের পরমতম আদর্শের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া দেশের অসহায় নরনারী এতদিন যাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে, তাহাদের বিপদের দিনে গান্ধীজী কারাগারে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। দমননীতি আরম্ভ হইবার ৭ দিনের মধ্যেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহিয়াছেন। আমলাতন্ত্র তাঁহার কথা দেশবাসীকে জানিতে দেয় নাই। তাই তিনি কারাগার হইতে নিজের দেশকে তাঁহার নির্দ্দেশ জানাইতে এই অনশন সুরু করিয়াছেন। এই অনশন কেবল নিজের বা কংগ্রেস নেতাদের বাইরে আনার জন্য বড়লাটের দরবারে ভিক্ষা নহে, ইহা গান্ধীজীর মুখ হইতে সমস্ত ভারতবাসীর সমবেত দাবী। কংগ্রেস ফাশিজমের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া জাতীয় সরকার ও জাতীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে উৎসুক, কংগ্রেস চীন ও রুশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যগ্র, সরকারের দমননীতি আজ দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করিয়াছে, হিংসার সৃষ্টি করিয়াছে, এর সমস্ত দায়িত্ব সরকারেরই, কংগ্রেস কখনো হিংসাত্মক আন্দোলন চালাইতে পারে না, সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, দমননীতি প্রত্যাহার ও কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ কর—ইহাই হইল বড়লাটের কাছে গান্ধীজীর লিখিত পত্রের মর্ম্ম। দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহাই হইল গান্ধীজীর নির্দ্দেশ।

ভারতবাসী নেতার এই আদেশ মান্য করিবে। সাম্রাজ্যবাদের শত নির্য্যাতনে, জাপানী গুণ্ডার বোমার আঘাতে, পঞ্চমবাহিনীর ফুসলানীতে ভারতের জাতীয়তাবাদ মরে নাই, ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনগণের জাগ্রত দেশপ্রীতি আজ তাই দিকে দিকে জাগিয়া উঠিতেছে। গান্ধীজীর অনশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য তাহাদের কাছে সূর্য্যের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে।

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ পাওয়ার এক দিনের মধ্যেই সর্ব্বদলের একতা ও দাবীর চাপে গান্ধীজীকে মুক্ত করিবার জন্য দিল্লীতে সম্মেলন ডাকার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সম্মেলনে মিঃ জিন্না, রাজাগোপালাচারী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি উপস্থিত হইবেন। ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ নোপানী, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ জি, এল, মেটা, ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজাসমিতি প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া বড়লাটকে তার করিয়াছেন। অনশনের সংবাদ পাওয়া মাত্র নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে গান্ধিজীর অনশনের মধ্য দিয়া যেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন সার্থক হইয়া উঠে। মাদ্রাজ মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ আল্লা পিচাই বলিয়াছেন যে মহাত্মাজীর উপবাসে কে না উদ্বেগ বোধ করিবে? তিনি ভারতের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে কে না শ্রদ্ধা করিবে? কলিকাতার মুসলিম নেতা খান বাহাদুর মহম্মদ জান গান্ধিজীর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই উপলক্ষে দিল্লীতে নেতৃসম্মেলনের যে আহ্বান করা হইয়াছে তাহা তিনি সমর্থন করেন এবং আশা করেন যে এই সময় মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমানের আপোষের চেষ্টা করিবেন। মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ আব্বা বেগ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য লীগকে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং একমাত্র ইউরোপীয় দল ছাড়া অন্য সকল দলের সম্মতিতে এই প্রস্তাব পাস হইয়া যায়। সরকার সমর্থক দলও এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন।

শুধু ইহাই নহে। আমরা খবর পাইতেছি যে গান্ধীজীর অনশনে অন্ধ দেশভক্তদেরও চোখ খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মেদিনীপুর ও হুগলীর গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতারা সকল রকম ধ্বংস কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যে বেসুরা কথা শুনা যাইতেছে মিঃ সাভারকারের মুখ হইতে। তিনি গান্ধীজীর মুক্তি চান, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলন চান না। গান্ধীজীর অনশনের মধ্যে পাছে কংগ্রেস-লীগের মিলন হইয়া যায় তাহা তিনি বরদাস্ত করিবেন না।

সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার মানিয়া লইয়া কংগ্রেস-লীগ চুক্তির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য কায়েম করিতে পারার উপরই গান্ধীজীর ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আজিকার দিনে এই কাজ করিতে না পারা মানে দেশের ক্ষতি করা, সাম্রাজ্যবাদের চালে জড়াইয়া যাওয়া, প্রকারান্তরে গান্ধীজীর মুক্তির দাবীকে বাণচাল করা। গান্ধীজীর অনশনে ধ্বংসকার্য্যকে প্রবল করিবার আহ্বান যারা দেয় তাহারা যেমন জাপানের দালাল, তেমনি এই সময় জাতীয় ঐক্যের পথে যাহারা বাধা দেয় তাহারা সাম্রাজ্যবাদেরই সাহায্য করে এবং জাপানী আক্রমণের সুবিধা করিয়া দেয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হিন্দুমহাসভার সমর্থকেরা এই নীতি কখনই বরদাস্ত করিবে না।

গান্ধীজীর নামে আজ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের ডাক দিয়া বলিতেছে সংখ্যাল্প জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার মানুন, লীগের সঙ্গে একত্রে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করুন।

দিল্লী সম্মেলনে জিন্না উপস্থিত হইতে রাজী হন নাই। ঐক্যের এই সুযোগ্যতম মুহূর্ত্তে মিঃ জিন্না পিছাইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ লীগকে পিছাইতে দিবে না। ঐক্য গড়িয়া তুলিবে।

আশু জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত বাংলা ও আসামের মুসলমান ভাইদের নামে কমিউনিষ্ট পার্টি মুসলীম লীগকে আহ্বান করিতেছেঃ জেল হইতে গান্ধীজী আপনাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়াছেন, আপনাদের সংগঠনের সমস্ত প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লইয়া আপনারা তাঁহার মুক্তি দাবী করুন। কংগ্রেসের দাবী উপেক্ষা করিয়া সমগ্র মুসলমান সমাজের স্বাধীনতার সুযোগ নষ্ট করিবেন না। কোটী কোটী নিরন্ন মুসলমান ভাইদের দুর্ভিক্ষে ও জাপানী অত্যাচারের কবলে ঠেলিয়া দিবেন না।

★ খাদ্য-সংকট সমাধানে সর্ব্বদল ★

পাড়ায় পাড়ায় মিলিত জনসভা ও সর্ব্বদল সম্মেলনের ব্যবস্থা

দমননীতি ও ধ্বংসমূলক আন্দোলন দেশের বুকে চাপিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংকট আরম্ভ হওয়া মাত্রই কমিউনিষ্টরা গত ডিসেম্বর মাস হইতে বাংলার সকল দলের কাছে যায় এবং ঐ মাসের ২২শে ও ৩০শে তারিখে কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় লীগ-নেতা মিঃ সুরাবর্দ্দীর বাড়ীতে বাংলার সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের সভা হয়। এই সভায় কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিন্তু তাহার পর এতদিন চলিয়া গেল। এই সর্ব্বদলের সভার মধ্যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া আর সকলে এই বিষয় লইয়া সাংগঠনিক সহযোগিতায় কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তথাপি কমিউনিষ্টরা দমে নাই—জনগণের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা লইয়া কাজ করার ফলে, পাড়ায় পাড়ায় ন্যায্য দরে কয়লা, নিয়ন্ত্রিত দোকানে নজর রাখিয়া জনগণের হাতে খাদ্যদ্রব্য বাঁধা দরে দিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং টাউন হলে সকল দলের না হইলেও সকল মতের লোক কর্ত্তৃক খাদ্য-সম্মেলন করিয়া তাহারা অন্যান্য দলকে আবার সক্রিয় করিতে পারিয়াছে।

ইহার ফলে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুরাবর্দ্দী সাহেবের বাড়ীতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, কিষাণ সভা ও রেডিকাল ডেমক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার নাজিমুদ্দিন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী, কিরণশঙ্কর রায়, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, ডি, পি, খৈতান, মুজফ্ফর আহমদ, কে, পি, সিং ও জে, সি, গুপ্তের নাম উল্লেখ যোগ্য।

এই সভায় ঠিক হয় যে দেশে সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে খাদ্য-সংকট এমনি প্রধান এবং ব্যাপক আকার নিয়াছে যে সমস্ত দল বা উপদল যদি জাতি, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতামত নির্ব্বিশেষে এক হইয়া এই গুরুতর সংকটের বিরুদ্ধে জনগণকে একত্রিত করিতে পারে—কেবল তাহা হইলেই দেশ বাঁচিতে পারে। এই কাজের জন্য একটা অস্থায়ী কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির কাজ হইবে খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইবার দাবীগুলির যথাযথ খসড়া করা, দাবীগুলির পিছনে জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে একত্র সভা-সমিতি করা এবং এই মাসের মধ্যেই একটা প্রতিনিধিমূলক খাদ্য-সম্মেলন করা। এই কমিটিতে আছেনঃ খাজা নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দ্দী (লীগ), ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী (হিন্দু-মহাসভা), কিরণশঙ্কর রায় ও নলিনাক্ষ সান্যাল (কংগ্রেস), এম, এল, শা ও ডি, পি, খৈতান (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স), বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও গোপাল হালদার (কিষাণ সভা), মুজফ্ফর আহমদ ও রণেন সেন (কমিউনিষ্ট পার্টি), মৃণাল কান্তি বসু ও সুধীন প্রামানিক (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), মৌঃ নওশের আলি, জিয়াউদ্দিন আহমদ, ডাঃ মালেক এবং রেডিকেল পার্টির দুইজন প্রতিনিধি।

দেশের দুর্দ্দিনে এমনি করিয়াই সমস্ত বিপরীত মতাবলম্বী দেশভক্ত প্রতিষ্ঠান এক হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য সকল দলের এই মিলন জাতীয় ঐক্যের সূচনা। এই ঐক্যকে কাজের মধ্য দিয়া পাড়ায় পাড়ায়, বস্তীতে বস্তীতে, গ্রামে গ্রামে বন্যার বেগে বহাইয়া দিতে হইবে—যাহার সামনে শুধু খাদ্য-সংকট নয়, জাতীয় সংকটও ভাসিয়া যাইবে।

গান্ধীজির জীবনের জন্য

কমিউনিষ্টের রক্তদান

পঞ্চমবাহিনীর ছুরিকাঘাতে অজিত ভট্টাচার্য্য আহত

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গান্ধীজির মুক্তি দাবী করিয়া ছাত্রদের এক সভা হয়। কমিউনিষ্ট ছাত্ররা ছাত্রসাধারণকে একযোগে গান্ধীজির মুক্তির দাবী করিতে বলেন। ছাত্র সাধারণও একবাক্যে গান্ধীজির মুক্তি দাবী করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকী পঞ্চমবাহিনী ইহাতে প্রমাদ গণে, তাহারা দেখে তাহাদের দিন ফুরাইল। তাই তাহারা কমিউনিষ্ট ছাত্রকর্ম্মী কমরেড অজিত ভট্টাচার্য্যকে সভায় ছোরা মারে। কমিউনিষ্টদের রক্ত নিয়া গান্ধীজির মুক্তির দাবীর কণ্ঠরোধ করা যাইবে না। দেশবাসী কোটি কণ্ঠে গান্ধীজির মুক্তির দাবী করিবে। পঞ্চমবাহিনীর এই হীন ও জঘন্য কাজকে আর মুহূর্ত্তের তরে একজন ভারতবাসীও প্রশ্রয় দিবে না।

যুদ্ধের গতি

★ রষ্টভ ও ভরোশিলভগ্রাদে লালফৌজ
★ হিটলারী পঙ্গপালের দর্পচূর্ণ
★ দ্বিতীয় রণাঙ্গন কই?

রষ্টভ লালফৌজের হাতে

১৯৪২ সালের জুন হইতে অক্টোবর, এই পাঁচ মাসের আপ্রাণ চেষ্টায় হিটলারীরা যতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, লালফৌজ তিন মাসের আক্রমণে ততটা শত্রুর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, কোন কোন স্থানে আরও বেশী আগাইয়া চলিয়াছে। লালফৌজের জয় জয়কারের খবর প্রতিদিনই আসিতেছে। "সোভিয়েট একদিন আমাদের ধাপ্পা দিয়াছিল, সোভিয়েটের যে এত শক্তি, তাহা আমরা জানিতাম না"—এই ধরণের কাঁদুনি হিটলার পক্ষ যে প্রচার করিতেছে তাহার খবরও আসিতেছে। জার্ম্মাণ সৈন্যের পক্ষে সাফাই গাহিতে গিয়া সেদিন একজন হিটলারী বেতার-বক্তা বলিয়াছেন, "রাতের পর রাত ঘুম নাই, শত্রু একমুহূর্ত্তও রেহাই দেয় না, দারুণ শীতে হাত জমিয়া যায়, বন্দুক বাগাইয়া ধরা শক্ত।" ইহার জবানবন্দী একদিন তাহাদের হিটলারকেই দিতে হইবে। সোভিয়েট ধ্বংসের যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, তাহা চূর্ণ হইতেছে। অজস্র রক্তপাত ও অকথ্য অত্যাচারের ফল তাহার শীঘ্রই ফলিবে।

রষ্টভ এখন লালফৌজের হাতে। ডন কসাকদের প্রধান শহর রষ্টভের গুরুত্ব খুবই বেশী: শহরের উপকণ্ঠে ফ্যাশিষ্টরা খুব জোরে লড়িয়াছিল। কিন্তু উত্তরপূর্ব্বে প্রাচীন সহর নভোচেরকাস্ক্ দখল করিয়া লালফৌজ পশ্চিম দিক হইতে রষ্টভকে বিপন্ন করিয়াছিল। শত্রু পালাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। কত লোক হতাহত ও বন্দী, কিম্বা কত অস্ত্রশস্ত্র লালফৌজের হাতে পড়িয়াছে, সে বিবরণ এখনও আসে নাই।

ককেশসে লড়াই শেষ হইয়াছে। লালফৌজ, ক্রাসনোদার দখল করার পর আর কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান শত্রুর কবলে ছিল না। আজভ সাগরের পূর্ব্ব কূল এখন সম্পূর্ণ সোভিয়েটের হাতে। কৃষ্ণসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর নভোরসিস্ক হইতে খুব সম্ভবত ফ্যাশিষ্টরা পালাইয়াছে; ষ্টকহল্‌ম্ হইতে এই সংবাদটী আসিয়াছে। না পালাইয়া থাকিলেও সেখানে ফ্যাশিষ্টদের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। লালফৌজ এখানে চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিল। কার্চ্চ প্রণালী পার হইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে বড় সহজ কথা নয়।

হিটলারের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। লালফৌজ জিন্দাবাদ।

থারকভ পড়িল বলিয়া

সমগ্র যুক্রেন হিটলারীরা দখল করিয়াছিল। আজ যুক্রেনের অনেকাংশে আবার লাল ঝাণ্ডা উড়িতেছে। যুক্রেনে ফ্যাশিষ্টরা যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছিল, সেজন্য জার্ম্মাণ ফীল্ড মার্শাল পাউলুস্ ও অন্যান্য চব্বিশজন জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সেনাপতির বিচার শীঘ্রই সোভিয়েট সামরিক আদালতে হইবে। সমস্ত যুক্রেন হইতে হিটলারী পঙ্গপালকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা চমৎকার চলিতেছে।

থারকভ এখন প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত। সহরের সাত মাইলের মধ্যে লালফৌজ পৌঁছিয়াছে। বিয়েলগরড, ভল্‌চান্সক, চুগুয়েভ, রোগান ইত্যাদি জায়গা দখল করিয়া সোভিয়েট সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে। [illegible]ভ হইতে যে সমস্ত রেলপথ গিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া দিয়া শত্রুর পলায়নের রাস্তা যেমন বন্ধ করা হইয়াছিল, তেমনই থারকভের বেলাতেও হইতেছে। থারকভ বিরাট শহর, সোভিয়েট ইউনিয়নে ইহার স্থান তৃতীয়, মস্কো ও লেনিনগ্রাদের পরেই। আটটা রেল লাইন এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। তাহার মধ্যে ছয়টা এখন লালফৌজের দখলে। পশ্চিমে যেটুকু রাস্তা খোলা আছে, সেখান দিয়া জার্ম্মাণরা মরিয়া হইয়া যুদ্ধসম্ভার ও যোদ্ধাদের সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু লালফৌজের বজ্রমুষ্টি শীঘ্রই তাহাদের সব আশা বিফল করিয়া দিবে।

সোভিয়েট মার্শাল ভরোশিলভের নামে যে শহর, যুক্রেনের সেই প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র ভরোশিলভগ্রাদ্ লালফৌজ দখল করিয়াছে। এখানে রেলগাড়ী তৈয়ার করার যে কারখানা আছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রষ্টভের ৯০ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই শহরে আজ লাল ঝাণ্ডা উড়িতেছে।

হিটলার বোধ হয় শীঘ্রই থারকভ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইবে। আরও দক্ষিণপশ্চিমে লজোভায়া অধিকার করিয়া লালফৌজ যেখানে আসিয়াছে, সেখান হইতে নীপার নদী মাত্র ৬০ মাইল দূরে। ১৯৪১ সালের আগষ্ট—সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার যে সমস্ত স্থান দখল করিয়াছিল, আজ সেগুলিও লালফৌজ কাড়িবার উপক্রম করিয়াছে।

থারকভ হইতে যে রেললাইন ক্রাইমিয়াতে গিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে লালফৌজ পৌঁছিয়াছে। গত বৎসর শীতকালে জার্ম্মাণরা রষ্টভ হইতে সামান্য পশ্চিমে সরিয়া ঘাঁটি বানাইয়াছিল। এবার তাহাদের উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হইবে, কোথাও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর লালফৌজ তাহাদের দিবে না। নীপার নদীর সীমানা পর্য্যন্ত শীঘ্রই যে লালফৌজ তাহাদের ছুটাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মধ্যরণাঙ্গনের কথা

কুর্স্‌ককে জার্ম্মাণদের মস্ত ঘাঁটি ছিল। সেটী লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণরা পূর্ব্বে তাহাদের সাঁড়াশীবাহিনীর জাঁক খুবই করিত। এখন দেখা যাইতেছে যে লালফৌজের সাঁড়াশি তাহাদের একেবারে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, তাহারা যতদূর সম্ভব নাজেহাল হইতেছে। শত্রু মিত্র সকলে লালফৌজের অপূর্ব্ব কৌশলকে বাহবা না দিয়া পারিতেছে না।

কুর্স্‌ক্ দখল করিয়া মধ্যরণাঙ্গণে ফ্যাশিষ্টদের ঘাঁটি ওরেল ও ব্রিয়ান্সকের দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। অগ্রসর হওয়ার অর্থ শুধু সোজাসুজি শহরের দিকে যাইয়া আঘাত দেওয়া নয়। অর্থ হইতেছে শহরগুলিকে চারিদিক হইতে গিরিয়া ফেলিয়া শত্রুসৈন্যকে নিষ্পিষ্ট করা, এবং যাহারা আত্মসমর্পণ করিতে চায়, তাহাদের আটক করা। ব্রিয়ান্সক্-কীভ-থারকভ এই ত্রিকোণ লইয়া এবার যুদ্ধ চলিবে, সোভিয়েটভূমি শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

ষ্টালিনের অদ্ভুত নেতৃত্ব

লালফৌজের বিজয় অভিযানের পিছনে শুধু সেনাপতি ও যোদ্ধাদের সহযোগিতা নাই, আছে জনসাধারণের অটল সাহস ও কৌশল, আছে কমরেড ষ্টালিনের অদ্ভুত নেতৃত্ব। একথা সোভিয়েট সমর নেতারা স্পষ্ট বলিতেছেন।

জনযুদ্ধে জনসাধারণ কী অদম্য তেজে লড়িয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যহ মিলিতেছে। কসাকদের দেশ আজ আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু তাহাদের অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। অমানুষিক সাহস লইয়া তাহারা লড়িয়াছে। গ্রাচেভ নামে এক কসাকের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। তাহার ছয় পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়া সে নিজে ঘোড়া ছুটাইয়া বন্দুক চালাইয়াছে। ট্যাঙ্কবাহিনী শত্রুর আগমন বন্ধ করিলে অশ্বারোহীরা গিয়া তাহাদের পর্য্যুদস্ত করে। এই বৃদ্ধও কসাকভূমির জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। লালফৌজের মত ফৌজ দুনিয়ায় আর কোথায় আছে বা থাকিতে পারে?

উত্তর আফ্রিকায় যথাপূর্ব্বম্

উত্তর আফ্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য কোন নূতন খবর নাই। রমেলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ কোথাও হয় নাই, মারেথ লাইনে দাঁড়াইয়া সে লড়িবে এই জল্পনাই প্রত্যহ আসিতেছে। তিউনিসিয়াতে অবশ্য অষ্টমবাহিনী ঢুকিয়াছে। এ অঞ্চলে যুদ্ধের খবর তেমন নাই, কিন্তু হয়তো আশা করা অসঙ্গত নয় যে কাসারাঙ্কায় রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের কথা-বার্ত্তার ফলে জোরালো লড়াই শীঘ্রই হইতে পারে। চীন, আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষদের আবার মোলাকাৎ হইয়াছে, একত্র মিলিয়া রণনীতি প্রয়োগ করা হইবে এ আশ্বাসও আসিয়াছে। ইহার কি ফল ঘটে, দেখিবার জন্য জনগণ উৎসুক রহিয়াছে।

ইয়োরোপ আক্রমণের উদ্যোগপর্ব্ব হিসাবেই উত্তর আফ্রিকায় লড়াইয়ের গুরুত্ব। ইংরেজ বোমারুরা হিটলারী ইয়োরোপের অনেক জায়গা সেকাজে সাহায্য করিতেছে। লোরিয় ও ব্রেস্ট বন্দর হইতে জার্ম্মাণরা লোক সরাইতেছে। এটা সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিটলারীদের উচ্ছেদ করিতে হইলে আরও চট্‌পট্ অগ্রসর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রাচ্য রণক্ষেত্রের খবর

এদিকে সব চেয়ে বড় খবর হইতেছে যে আমেরিকানরা জাপানকে সলেমন্স দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ গুয়াদালকানার হইতে তাড়াইয়াছে। এ অঞ্চলে জাপানের যে একটা পরাজয় ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চিত।

বর্ম্মার লড়াই একই ভাবে চলিতেছে। চীন-বর্ম্মা সীমান্তেও তাই। জোর কদমে যুদ্ধ চালাইতে হইলে রাজনীতির দিক হইতে যে সব পরিবর্ত্তন দরকার, সেগুলি চাই, শীঘ্রই চাই। প্রাচ্য রণাঙ্গন হইতে ফ্যাশিষ্টদের উৎখাত করিতে হইলে প্রাচ্য-দেশের জনগণের সতেজ সমর্থন চাই। সে সমর্থন যেদিন মিলিবে, স্বাধীনতার আশ্বাস যেদিন সকলে পাইবে, ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার যেদিন কায়েম হইবে সেদিনই যুদ্ধ জয় একেবারে সুনিশ্চিত হইবে। জনগণের এ দাবী আট্‌কাইবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপুল উৎপাদন

সোভিয়েটের পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন বছরের প্রথম দিনে লৌহ ও ইস্পাত তৈরীর অনেকগুলি নূতন কারখানা কাজ আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৫ বছর ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে যে বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিতেছিল, এই যুদ্ধের ফলেও তাহার গতি যে মোটেই ব্যাহত হয় নাই—এই নূতন কারখানাগুলি নির্ম্মাণে তাহাই খুব পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের আগে সোভিয়েট শিল্পের প্রসার এই ঘটনা হইতেই খুব ভালভাবে বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯২৯-৩৩) অনুসারে ১৫০০ শত নূতন মিল, ফ্যাক্টরী ও বিজলী কারখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্প প্রসারের যে ব্যয় তাহা প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ের দ্বিগুন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই সোভিয়েট মজুরদের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে এমন ৫২টি নূতন কারখানা গড়িয়া তোলে। খুব বেশী সংখ্যায় ট্যাঙ্ক, বিমান-ধ্বংসী কামান ও গোলাবারুদ তৈরীর জন্য আরও বেশী পরিমাণ লোহা প্রভৃতি ধাতুর এবং বিশেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীর ইস্পাতের চাহিদা বাড়িয়া যায়। সোভিয়েট শিল্প ইহা যোগাইতেও সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যেও সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে এবং পুরাণ কারখানাগুলিকে আরও বাড়ান হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাহা তৈরী হইতেছে তাহার সংখ্যাও যথেষ্ঠ। যুদ্ধের আগে সোভিয়েটের পূর্ব্ব অঞ্চলে যে বিরাট লোহা এবং ইস্পাতের কারখানা বসান হইয়াছিল, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আনাইয়া সেগুলির কাজ আরও বাড়ান হইয়াছে এবং ফলে লোহা, ইস্পাত ও এই জাতীয় অনেক জিনিষের উৎপাদন অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ম্যাগনিটোগরস্কের বিরাট লোহা এবং ইস্পাতের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি বড় ইস্পাতের কারখানা আছে তাহাদের একটি।

এখানকার ডিরেকটর ইঞ্জিনীয়ার মঃ [illegible] এই কথা বলিয়াছিলেন: গত বছর আমাদের কারখানা এমন গতিতে প্রসার লাভ করিয়াছে যে যুদ্ধের আগে আমরা তেমনটা কল্পনাও করিতে পারি নাই। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টই প্রথম শ্রেণীর উন্নত ধরণের এবং খুব বেশী উৎপন্ন হইতে পারে এই ধরণের নূতন নূতন যন্ত্রপাতি পাইয়াছে। ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'ব্লাষ্ট ফারনেস' এখানে গত ডিসেম্বর মাসে তৈরী হইয়াছে। তাহার সাহায্যে দৈনিক লোহার উৎপাদন পরিমাণ এখন ১৫০০ শত টন।

বাড়তি উৎপাদন

নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার ফলে বছরের শেষে অর্দ্ধেক ইস্পাতের উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ এবং লোহা কারখানার জন্য অন্যান্য জিনিষের উৎপাদন ৩৪ ভাগ বাড়াইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। বাড়তির মাত্র এই পরিমাণ অংশটুকুই বিপ্লবের আগে সমস্ত উরাল অঞ্চলের লৌহ মিলগুলির উৎপাদনের দ্বিগুন। এ বছর এই কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা আরও তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইবে। কোক তৈরীর এবং লোহা গালাইবার জন্য নূতন নূতন আরও মিল এবং কারখানা খোলার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

(অবশিষ্টাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

লালফৌজের বিজয়ে

বাংলার নট, শিল্পী, সাহিত্যিক ও জনগণের উৎসব

৬ই ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী হলে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে 'সোভিয়েট বিজয় দিবস' পালিত হইয়াছে। এই সভার সভাপতি ছিলেন বাংলার নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা ও নির্য্যাতীত দেশভক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান বক্তাদের মধ্যে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ডাঃ ভূপেন দত্ত ছিলেন।

সোভিয়েটের সভ্যতা, সোভিয়েটের বিপদ ও লালফৌজের জয়যাত্রা আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জনগণকে এমনি প্রেরণা দিয়াছে যে শিল্পী, অভিনেতা ও লেখক যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে নিজেদের পৃথক করিয়া রাখিতেন—তাঁহারাও আজ সোভিয়েটের বিজয়ে নিজেদের অকুণ্ঠ উল্লাস জানাইতে রাস্তায় ও জনসভায় ছুটিয়া আসিতেছেন। মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "সোভিয়েট দেশ এই দুনিয়ায় একমাত্র সভ্য দেশ—আজ তাহাকে বর্ব্বরেরা আক্রমণ করিয়াছে। আমরা এখনও বর্ব্বরতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই আজ যে লালফৌজ সেই সভ্য দেশকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই—কেননা তাহারা আমাদেরও আদর্শকে রক্ষা করিতেছে।"

সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ! লালফৌজ জিন্দাবাদ!

সম্পাদকীয়

গান্ধীজির মুক্তি চাই!

১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় দেশবাসী শঙ্কিত। ভারতের বুকে বিপদের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে।

গান্ধীজির অনশনের জন্য দায়ী কে? নেতাদের মুক্তির জন্য দেশবাসী বহুদিন হইতেই দাবী জানাইয়াছে, সরকার তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। বরং একের পর এক কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিয়াই চলিয়াছে, দমননীতির অরাজকতায় দেশ ছাইয়া দিয়াছে। এই দুর্য্যোগের অবসানের জন্য গান্ধীজী নিজেই আগুয়ান হইয়া বড়লাটের কাছে চিঠি লিখিলেন। যে সুযোগে গান্ধীজিকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া সরকারের উচিত ছিল, দম্ভভরে সরকার সেই সুযোগ গ্রহণ করিল না। বরং নির্লজ্জের মত প্রস্তাব করিল—অনশনকালের জন্য সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে। গান্ধীজির সরল প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সরকার গান্ধীজিকে অনশন করিতে বাধ্য করিল। গান্ধীজির অনশনের জন্য দায়ী সরকার।

গান্ধীজির অনশন কেন? গান্ধীজির অনশন সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে, কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতাদের সম্বন্ধে সরকারের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে কারারুদ্ধ নেতার তীব্র প্রতিবাদ।

২৯শে জানুয়ারীর চিঠিতে গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'আমি এই কথাই বলিতে চাহি, গভর্ণমেণ্টই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপক গ্রেপ্তার করিয়া তাহারাই সিংহবিক্রম দেখাইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অপ্রয়োজনীয় কঠোর কার্য্যই কি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য দায়ী নহে?' সঙ্কট ডাকিয়া আনিয়াছে গভর্ণমেণ্টই, অরাজকতা ও ধ্বংসলীলার ইন্ধন জোগাইছে গভর্ণমেণ্টই, অথচ ৬ মাস ধরিয়া দেশে বিদেশে গভর্ণমেণ্ট নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, কংগ্রেস ফ্যাসিজমকে রুখিতে চাহে না, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া দেশকে জাপানের পদতলে তুলিয়া দিতে চাহে। গত আগষ্ট মাস হইতে গান্ধীজি বড়লাটকে যে সব চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট ধামা চাপা দিয়াছে। গান্ধীজির কথা জনসাধারণকে জানিতে না দিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া গভর্ণমেণ্ট দমননীতিকে চালু রাখিতে চাহিয়াছে। কারার অন্তরাল হইতে দেশনেতারা গভর্ণমেণ্টের এই চাতুরী দেখিয়াও কিছু করিবার সুযোগ পান নাই।

গান্ধীজির অনশন দেশনেতাদের পক্ষ হইতে সরকারের এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। গান্ধীজির অনশন তাঁর ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার মুক্তির দাবী।

গান্ধীজিকে ও কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করিয়া রাখিবার কোনও অধিকার গভর্ণমেণ্টের নাই। জনগণের পক্ষ হইতে গত ৬ মাস ধরিয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ দাবী জানান হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট সে দাবীতে কর্ণপাত করে নাই। আজ গান্ধীজি পরিষ্কার ভাষায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বড়লাটকে চিঠি লিখিয়াছেন—'কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠন করিতে আগষ্ট প্রস্তাব এখনও বলবৎ রহিয়াছে।' ১৯শে জানুয়ারীর পত্রে গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'কংগ্রেস পক্ষ হইতে আমাকে দিয়া কোন প্রস্তাব করাইতে হইলে আমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাখিতে হইবে।' ইহার চেয়ে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে? গান্ধীজি চাহেন এই অচল অবস্থার সমাধান করিতে। দেশের এই চরম সঙ্কটে দেশবাসীর দুঃখের ভাগী হইয়া জনগণকে দেশরক্ষার পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ গান্ধীজির চিঠিতে ফুটিয়া উঠিতেছে। সরকারের ঔদ্ধত্য গান্ধীজিকে এই সুযোগ দিল না। গান্ধীজির অনশন দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কারারুদ্ধ দেশনেতাদের পক্ষ হইতে সরকারের এই ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ।

গান্ধীজীর অনশন আজ দেশবাসীকে ডাক দিয়াছে—আত্মহত্যাকর সংগ্রাম বন্ধ কর। ফ্যাসিষ্ট ও পঞ্চমবাহিনীকে কোনঠাসা কর, দমননীতি বন্ধ কর, নেতাদের মুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ দাবী কর।

গান্ধীজীর অনশন দেশভক্তদের ডাক দিয়া বলিয়াছে—দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য নয়—দেশদ্রোহী ফ্যাসিষ্ট দালালদেরই স্বার্থসিদ্ধির পথ উহা।

গান্ধীজীর অনশন হিন্দু মুসলমানকে ডাক দিয়া বলিয়াছে ঐক্যবদ্ধ হও, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব করিতে হইবে, ইহাই আজিকার দুর্দ্দিনে একমাত্র দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য।

গান্ধীজীর অনশন স্বাধীনতাকামী দেশবাসীকে পথ দেখাইয়াছে—জাপ দালালদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।

গান্ধীজির মুক্তি চাই। দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে যে প্রিয় নেতা দেশবাসীকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহাকে অনশনে মরিতে দিতে দেশবাসী প্রস্তুত নহে। গান্ধীজীকে মুক্ত করিতেই হইবে—দেশবাসীকেই তাহা করিতে হইবে। গান্ধীজীর অনশন আজ এই গুরুতর কর্ত্তব্য দেশের সমস্ত নরনারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে।

গান্ধীজীকে মুক্ত করিবার পথ কি?

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন—দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় সরকারের জন্য, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য, দেশনেতাদের মুক্তির জন্য। গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে আজ সম্প্রদায়-দল-নির্ব্বিশেষে জনগণ একতাবদ্ধ হইতেছে। এই একতা আরও গড়িয়া তুলিতে হইবে, গান্ধীজী যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পথেই এই একতার কার্য্যকরী রূপ দিতে হইবে। পঞ্চমবাহিনীর দল আজ নূতন কায়দায় জনগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিবে—তাহারা ধ্বংস মূলক কার্য্য করিতে প্ররোচিত করিবে। হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে সেই পথে গান্ধীজীর মুক্তি আসিবে না, আসিবে দেশের আরও সর্ব্বনাশ। পঞ্চমবাহিনীর মুখোস আজ খুলিয়া পড়িয়াছে, দেশভক্তের কাছ হইতে তারা তফাৎ হইয়া গিয়াছে; তাই তারা শেষ চেষ্টা করিবে গান্ধীজীরই নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে, যাহাতে জাপ-ফ্যাসিষ্টদের স্বার্থসিদ্ধি হয়, সাম্রাজ্যবাদীর নূতন সুযোগ মেলে।

আজ মুস্লিম লীগের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে! অচল অবস্থা সমাধানের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধীজী অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই অবস্থা জিয়াইয়া রাখিতে চায়, তাই তারা গান্ধীজীকে মুক্তি দিল না। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে মুস্লিম লীগকে আগুয়ান হইতে হইবে গান্ধীজীর মুক্তির জন্য। মুসলমান জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী সমগ্র দেশবাসীর দাবীর সহিত মিলিত করিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের বিরাট ঐক্য অভিযান গান্ধীজীর মুক্তি আনিবেই।

গভর্ণমেণ্ট আজ দেশে, বিদেশে কোনঠাসা। সারা জগতের, বিশেষ করিয়া ব্রিটেন ও আমেরিকার জনগণের মত ভারতের পক্ষে। দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে, জনগণের প্রগতিশীল শক্তির অভ্যুত্থান এক নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি করিতেছে। এই অপূর্ব্ব সুযোগে ভারতের জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, তবে গান্ধীজীর মুক্তি হইবেই।

এই সংকটে অসহায় দর্শক থাকিতে পারি না

বড়লাটের কাছে গান্ধীজির চিঠির কয়েকটি অংশ

"আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে আপনি যদি বিরত থাকিতেন এবং ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যাহা ঘোষণা করিয়াছিলাম, তদনুযায়ী আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে ভাল ফল ছাড়া আর কিছুই হইত না।" —(১৯শে জানুয়ারী)

"আমার অনশন ব্রত গ্রহণ করা উচিত। দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপক অভাব দেখা দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখ দুর্দ্দশার এবং বর্ত্তমানে দেশে যাহা ঘটিতেছে, আমাকে তাহার অসহায় দর্শক হইয়া থাকিতে হইবে।" (১৯।১।৪৩)

"আমাকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনি যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের মধ্যে আমাকে রাখিতেন, তাহা হইলে আমি উহা করিতে পারিতাম। এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য মনস্থির করিতে আপনার নিকট আমি অনুরোধ জানাইতেছি।" (১৯১৪২)

"আমি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে পারি যে, পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অহিংসার প্রতি আমার আস্থা অবিচলিত আছে। আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কংগ্রেস কোনক্রমেই অহিংসা নীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই। সর্ব্বতোভাবেই উহাতে ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র যে অবস্থায় কার্য্যকরী এবং সমগ্র দেশব্যাপী সহযোগিতা সম্ভব হইত, সে অবস্থা সৃষ্টি করিয়া উহাতে যুদ্ধ আয়োজনে সহযোগিতার ইচ্ছাও ব্যক্ত হইয়াছে।" ২৯।১

গভর্ণমেণ্টের অপ্রয়োজনীয় কঠোর কার্য্যই কি হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য দায়ী নহে? · গভর্ণমেণ্টই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিয়া তাহারাই সিংহবিক্রম দেখাইয়াছে। …সর্ব্বশক্তিমান ভারত গবর্ণমেণ্টের দমনমূলক নীতিকে আর কোন প্রকারেই আমি বিশ্লেষণ করিতে পারি না। ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী অভাব অনটনের কথাও চিন্তা করিয়া দেখুন। এ সময় যদি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে এই দুঃখদুর্দ্দশা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও অনেকাংশে লাঘব হইত।"—(২৯শে জানুয়ারী)

"৯ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার করা হইবার ফলেই হিংসার উদ্ভব হইয়াছে।"—৭ই ফেব্রুয়ারী

"আমার মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একমাত্র নির্ভুল পন্থা হইতেছে কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবর্গকে মুক্তি দেওয়া, সমস্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা এবং আপোষ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করা। —(২৩শে সেপ্টেম্বর)

"কংগ্রেস ভারতের ন্যায় বৃটিশ জনসাধারণ ও মানব সমাজের স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ চায়। ইহা অস্বীকার করা হইলেও আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে সমগ্র ভারতের ও জগতের স্বার্থ ব্যতীত কংগ্রেসের নিজের কোন স্বার্থ নাই।"

"ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং আমাদের ঘোষিত আদর্শ একই। সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, চীন এবং রুশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে আমরা একই মত পোষণ করি।" —(১৪ই আগষ্ট)

"কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটা সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে যদি কংগ্রেসকে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহা হইলে লীগকেও ঐরূপ গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে অনুরোধ করা উচিত। লীগ কর্ত্তৃক গঠিত যে কোনও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস মানিয়া লইবে।" —(১৪ই আগষ্ট)

"দেশের সমগ্র জনসাধারণের জন্যই কংগ্রেসের সকল দাবী আপনি নিশ্চয়ই জানেন। গভর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্নাকে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় আপোষ ব্যবস্থানুসারে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনে আহ্বান করিলে কংগ্রেস তাহাতেও রাজী হইত।" —(২৯শে জানুয়ারী)

বাংলার গ্রামে গ্রামে খাদ্য-সমস্যা

বীজ ধান চাই ! অতি লোভীদের সায়েস্তা কর !

খাদ্য কমিটিতে গ্রামবাসী এক হও !

রংপুর জেলায় এ বছর ধান হইয়াছে অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্দ্ধেক। তার অবশ্যম্ভাবী ফলে জেলায় দেখা দিয়াছে নিদারুণ অন্নাভাব। হাজারে হাজারে লোক নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্য জায়গায় কাজের সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে। নতুন আবাদের সময় আসিয়াছে বটে, কিন্তু চাষীদের বীজ ধান নাই, যা ছিল অভাবের তাড়নায় পূর্ব্বেই তা খাইয়া ফেলিয়াছে। এই সাংঘাতিক অবস্থা চোখের সামনে দেখিয়াও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা করে নাই। বরং শুনা যাইতেছে যে এই জেলা হইতে নাকি কয়েক লাখ মণ ধান গভর্ণমেণ্ট খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ইতিমধ্যেই শুধু ডোমার হইতেই ৫০০০ মণ চাউল গভর্ণমেণ্ট লইয়া গিয়াছে। বদরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার সাঁওতাল কোনরকমে বন্য ফলমূল খাইয়া দিন কাটাইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া ইতালীয় মিশনারীর দল তাহাদের ধ্বংসমূলক কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিতেছে—কিন্তু সে দিকে গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য নাই।

গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা ভাঙ্গিবার জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জনরক্ষা কমিটী, কংগ্রেস, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী সকলের সম্মিলিত জেলা খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন হইতেছিল। কিন্তু সম্মেলনের মঞ্জুরী এখন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির ফাইলের মধ্যেই ইহা আটকাইয়া রহিয়াছে। জনসাধারণের খাদ্য সমস্যার বিষয়ে কর্ণপাত করিবার কর্ত্তৃপক্ষের সময় কোথায় ?

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে পারে জনগণই। ডোমার, লক্ষ্মীচাপ এবং মীরগঞ্জের জনসাধারণ একজোটে কেরোসিন তেলের বেশী দরের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া এস্, ডি, ওর কাছে ডেপুটেশন যায়! তাহাদের দাবীর ফলে কৃষক সমিতির হাতে কেরোসিন তেল বিক্রয়ের ভার দিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। কৃষক সমিতি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, লোভী মহাজনদের ফন্দী অচল হইয়া পড়িতেছে, সাধারণ দোকানদাররা ক্রমশঃই কৃষক সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতেছে। রামচন্দ্রপুর ও গাইবান্ধা মহকুমায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছিল। দোকানদারদের সঙ্গে সাধারণ লোকের সংঘর্ষ হইতে লাগিল। কৃষক সমিতির উদ্যোগে সম্মিলিত খাদ্যকমিটী গঠিত হইল। ছোট দোকানদাররা আসিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা জানাইয়া বলিল—বড় ষ্টকিষ্টরা যদি নির্দ্দিষ্ট দরে জিনিষ না দেয়, তবে আমরা কি করিব? সাপ্লাই অফিসারের কাছে যাওয়া হইল, জনতার দাবীর কাছে কর্ত্তৃপক্ষ নত হইল—এই ব্যবস্থা হইল যে খাদ্য কমিটীর অনুমতিপত্র দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট দরে মাল বিক্রয় করিতে হইবে।

কিন্তু কৃষকদের আসল সমস্যা বীজ ধানের অভাব, সে সমস্যা এখনও মিটে নাই। স্থানীয় জোতদারদের হাতে প্রচুর বীজধান থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট তাহা বিলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে না। খাদ্য-সম্মেলনের অনুমতি পাওয়া যাইতেছে না। জেলা কৃষক সমিতির শ্লোগান: 'বীজ ধান চাই' এই শ্লোগান জেলার কৃষককে সংহত করিতেছে। গভর্ণমেণ্টের বাধা কাটাইয়া উঠিয়া তাদের দাবী তারা পূরণ করিবেই।

কুড়িগ্রাম এবং উলিপুর

থানায় এবার আমন ধানের আবাদ খুবই খারাপ হইয়াছে। শতকরা পঞ্চাশ জন কৃষকের ঘরে এখনই ভাত নাই। তেল, লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি অগ্নিমূল্য। ফলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে। গ্রামে ধান নাই অথচ মুনাফালোভী মহাজন দালালদের কাছে ধান বিক্রয় করিতেছে। কৃষক সমিতি আগাইয়া আসিল। 'দালালদের কাছে ধান বিক্রী বন্ধ কর, গ্রামের ধান গ্রামে রাখ' এই ধ্বনির পিছনে কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইল; ভলাণ্টিয়ার দল হাটে হাটে প্রচার করিতে লাগিল। বাহিরের ধান চালান প্রায় বন্ধ হইল। কৃষক সমিতির বর্ত্তমান দাবী 'আউষের বীজ দেওয়া হোক'—ইহার উপর গণদরখাস্ত, ডেপুটেশন প্রভৃতির জন্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে।

যশোহর জেলার কর্ত্তৃপক্ষ

সম্প্রতি দুধ ও মাছের দর বাঁধিয়া দিয়াছে। ধান চাউলের সুবন্দোবস্ত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অক্ষম, বড় বড় কারবারীদের শাসন করিতে কর্ত্তৃপক্ষ পারে না; কিন্তু গরীবের উপর জুলুম করিতে পিছপাও নয়। সরকার চায় মধ্যবিত্ত আর ছোট উৎপাদনকারীদের সঙ্গে ভেদ সৃষ্টি করিতে। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দুধ মাছ সহরে আসা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, সহরের জীবন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। তখন সরকার গরীব দুধওয়ালা ও মাছওয়ালাদের উপর জুলুম আরম্ভ করিল। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা দুধওয়ালা ও মাছওয়ালাদের দলবদ্ধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

ফরিদপুর জেলায় যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা মাত্র ৩ মাস এই জেলার লোক খাইয়া থাকিতে পারে। বরিশাল হইতে চাউল, ধান আমদানী না করিলে চলে না। বাংলা সরকারের নতুন অর্ডিনান্স জারীর ফলে তাই জেলায় নতুন করিয়া খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশনে গিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিরুত্তর। এমন কি খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে সভা করার অনুমতি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। পাঁচ হাজার স্বাক্ষর লইয়া এক গণদরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইয়াছে। কোড়কদী ইউনিয়নের ১১টী গ্রামের ৩০০ শত কৃষকের একটী দল ৫ মাইল দূরবর্ত্তী জামালপুরে রিলিফ অফিসে গিয়া অফিসারের কাছে বীজ ধানের জন্য দাবী জানায়।

নোয়াখালী জেলার আলীপুর গ্রামের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ একত্র হইয়া জনরক্ষা কমিটি গঠন করিয়াছে এবং এই কমিটীর পক্ষ হইতে 'খাদ্য-গোলা' তৈরী করা হইয়াছে। এই গোলার জন্য জনসাধারণ কমিটীর হাতে প্রথম দিনেই নগদ ১৪৮।০ ও এক মণ ধান দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। পরে আরও ৫০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

কয়লা আদায়

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী খবর পাওয়া যায় যে চুঁচুড়া বড়বাজারের একজন গোলার মালিক গোপনে ২৫ মণ কয়লা চড়া দরে বেচিতেছেন। এই খবর পাইয়া তখনই জনরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়াররা আগাইয়া আসেন ও কয়লা ধরিয়া ফেলেন। পাড়ার লোকের সাহায্যে তাঁহারা দোকানীকে বাধ্য করেন কণ্ট্রোল দরে কয়লা বেচিতে।

দার্জ্জিলিংয়ে 'জনযুদ্ধ' স্কোয়াড

দার্জ্জিলিংয়ের ছাত্র ও মহিলাদের মধ্যে 'জনযুদ্ধ' পাঠে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। 'জনযুদ্ধ' পাঠচক্রে আলাপ আলোচনার পর ইঁহারা ক্রমে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির প্রতি ঝুঁকিতেছেন। স্থানীয় ছাত্র ও মহিলাদের লইয়া দুইটি 'জনযুদ্ধ' স্কোয়াড গঠিত হইয়াছে।

খুলনা জেলা পার্টি সম্মেলন

গত ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খুলনায় শোভনা গ্রামে কমরেড মোমিনের সভাপতিত্বে জেলা পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮ জন সভ্য ও ৫০ জন জঙ্গীকর্ম্মী লইয়া প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। সভায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদের মুক্তি দাবী করিয়া ও নৃপেন চক্রবর্ত্তী, পাঁচু ভাদুড়ী, আনন্দ গুপ্ত ও অন্যান্য চট্টগ্রাম মামলার বন্দীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৮।৯ হাজার কৃষকের বিরাট সমাবেশ হয়। তাহাতে **সহস্রাধিক কৃষক মহিলা যোগদান করেন। খুলনায় এত কৃষক মহিলার উপস্থিতি এই প্রথম।** সম্মেলনে কৃষকদের স্থানীয় দাবী লইয়া প্রস্তাব পাশ হয়। সম্মেলনের শেষে পার্টি তহবিলের জন্য আহ্বান জানানো হইলে সভাস্থলেই ২২৩৲ টাকার উপরে উঠে। এ ছাড়াও বহু প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

কেরোসিন তেল চাই

খুলনার গ্রামে কেরোসীন তেলের অভাব দূর করিবার জন্য জনরক্ষা কমিটীর পক্ষ হইতে দাবী করা হইল কমিটীর হাতে তেল বিক্রয়ের ভার দেওয়া হউক। কিন্তু সাপ্লাই অফিসার জনরক্ষা কমিটীর হাতে দায়িত্ব না দিয়া, প্রেসিডেণ্টের উপরই ভার ছাড়িয়া দিল। প্রেসিডেণ্ট নিজের খেয়াল খুসীমত ধনী গরীব ভেদাভেদ করিয়া কম বেশী তেল দিতে লাগিলেন

বরিশাল জেলার মুলাদী অঞ্চলে কেঃ তেলের অভাব এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রায় শতকরা ৯০ জনের ঘরে সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে না, অথচ স্বার্থপরায়ণ লোকের সহযোগিতায় মহাজনেরা গোপনে বেশী দামে এদিকে ওদিকে তেল চালান দিতেছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় ৪৮ টিন তেল ধরা পড়িল।

চট্টগ্রামের পাটানী কোটা জনরক্ষা কমিটীর উদ্যোগে ৫ শত লোকের এক বুভুক্ষু অভিযান গ্রামের পর গ্রাম এই শ্লোগান দিতে দিতে যায়: চাল-ডাল, নুন-তেল চাই, ঘরের অন্ন ঘরে থাক, অতি লোভী ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা কর। শোভাযাত্রা ৩ মাইল পথ আসিয়া কেরোসিনের এজেণ্টের কাছে উপস্থিত হয়, দারোগার নিকট দাবী জানায়। দারোগা ভয় দেখানো সত্ত্বেও জনসাধারণ এক পা-ও নড়ে না। সার্কেল অফিসারের সহিত দেখা করার ফলে ৪ টিন কেরোসিন আদায় হয়।

তেলের দোকানে শৃংখলা

শ্রীরামপুরের চ্যাপেল ষ্ট্রীটে কেরোসিন তেলের দোকানে এত ভিড় ও বিশৃঙ্খলা যে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াও বহু লোককে খালি হাতে ফিরিতে হয়। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য শ্রীরামপুরের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসেন। তাঁহারা ৭ই ফেব্রুয়ারী মিউনিসিপ্যালিটির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে যাইয়া দাবী করেন – ভলাণ্টিয়ারদের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া শৃংখলা রক্ষা করিবার অধিকার দিতে হইবে। অফিসার ডিপোর অবস্থা দেখিয়া ইহাতে রাজী হন। তখন ভলাণ্টিয়াররা সুশৃংখল ভাবে পুরুষ ও মেয়েদের সারি বাঁধিয়া দেন। ফলে বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত ৩০০ জন পুরুষ ও ১০০ জন মেয়ে তেল পান। বিকালে এইভাবে আরও ২০০ জন পুরুষ ও ৫০ জন মেয়েকে তেল দেওয়া হয়। একজন লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভলাণ্টিয়াররা তাঁহাকে প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ করেন। ভলাণ্টিয়ারদের এই কাজের ফলে লোক জনরক্ষাবাহিনীর উপকারিতা বুঝিতেছে।

ভুল সংশোধন

৩রা ফেব্রুয়ারীর জনযুদ্ধে 'বজবজের মজুর এলাকায়' শীর্ষক সংবাদে ভুলবশতঃ বাহির হইয়াছে, "বজবজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুবই কম এবং তাদের উপর সুভাষ বাবুর প্রভাব খুবই বেশী।" উহার স্থলে হইবে "...এবং তাদের কাহারও কাহারও উপর"...ইত্যাদি।

সংগঠনের পথে মেয়েরা

আজ ঘরে বাইরে যে বিপদ দেখা দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য বাংলার মেয়েরাও আগাইতেছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদেরও একজোট হইতে হইবে। বোরখা ঘোমটার কারাগার ভাঙ্গিয়া একতার কাজে নামিতে হইবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর নাই।

খাদ্য আন্দোলনে চাঁটগাঁর মেয়েরা

গত ১৭ই জানুয়ারী পরৈকোড়ায় খাদ্যসম্মেলন উপলক্ষে পাটনিকোটার মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রায় এ অঞ্চলের ৭।৮ বছরের বালিকা হইতে ৬০ বছরের বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। কোলে শিশুসন্তান লইয়াও হাতে পোষ্টার ও নিশান লইয়া তাঁহারা ৩ মাইল পথ হাঁটিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। কমরেড প্রভা দেবী ও কমরেড প্রতিভা দাসগুপ্তা পুরোভাগে থাকিয়া শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করেন। খাদ্যের দাবীতে চট্টগ্রামের মেয়েদের এই সঙ্ঘশক্তি অন্ধ আমলাতন্ত্র ও গুণ্ডা জাপানের ষড়যন্ত্রে বজ্র হানিবে।

লজ্জা নিবারণের পথ—আন্দোলন

কমরেড কনক মুখার্জ্জি সম্প্রতি উত্তর বঙ্গ সফরে গিয়াছিলেন। তিনি জেলাগুলিতে মেয়েদের ভিতর প্রবল উৎসাহ দেখিয়া আসিয়াছেন। এ জাগরণ যত সংগঠিত হইবে, আমরা ততই জাতীয় সমস্যার সমাধানের পথে আগাইব।...

রংপুরে একটি পাড়া মিটিংয়ে কমিউনিষ্টদের আলোচনা শুনিয়া একজন কৃষক মহিলা বলিলেন, 'আমি গোড়ায় ভেবেছিলাম ছেঁড়া কাপড়ে কোন লজ্জায় সভায় আসবো, কিন্তু এখন বুঝছি আমাদের লজ্জা নিবারণের একটিমাত্র উপায়—আন্দোলন।'

বদরগঞ্জ ছোট সহর হইলে কি হয়, সহরের সমস্ত বাড়ী হইতে ছেলে কোলে করিয়া মা-বোনেরা আসিয়াছেন। মিটিংয়ের শেষে সকলেই কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আমাদের কর্ম্মীদের সহিত পাড়ায় পাড়ায় প্রচারে বাহির হইলেন। একটি আখের খেতের একজন মেয়ে মজুর বলিলেন, 'আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলো, বস্তীর মেয়েদের কাছ থেকে আন্দোলন শিখে আসবো।' **নোহালী** গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা কৃষক সমিতির কাজে যোগ দিয়াছেন। এই গ্রামের এক মুসলমান মেয়ে একজন হিন্দু মেয়েকে বলিলেন, 'পর্দ্দাই আমাদের বাধা। তোমরা গ্রামে মেয়েদের এক সভা ডাক। আর সহর থেকে একজন বক্তা আনো। আমরা জোর ক'রে সভায় যাবো।' **কুড়িগ্রামে** মেয়েরা ৫টি আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়াছেন। তাঁরা রংপুরের মেয়েদের কাছ হইতে তুলা ও চরকা চাহিয়াছেন, নিজেদের কাপড়ের সমস্যা নিজেরাই মিটাইবেন। রংপুরের মেয়ে আন্দোলনের নেতা কৃষক মেয়েরাই, সহরের মেয়েরা নয়। শুধু রংপুরেই ৩ হাজার মেয়ে কৃষক সমিতির সভ্য।

চাই সংগঠন

দিনাজপুরে ৩০।৩৫ জন মেয়ে নালিশ জানাইলেন, 'আমরা তাঁত চরকা বসাবো, তার জন্য সংগঠন চাই।' অন্যান্য জেলায় ও অন্যান্য প্রদেশের মেয়ে আন্দোলন কেমন ভাবে আগাইতেছে, সকলেই সে সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক। সকলেই সমিতি গড়িতে চায়—কারণ, তারা বুঝিয়াছে সংগঠনই মেয়েদের জোর। কৃষক মেয়েরাও সংগঠনের জন্য উৎসুক। তাঁরাও মেয়েদের গ্রামে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। অল্প সময়ের চেষ্টায় পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের সভা ডাকা হইল। সভায় মেয়েদের মাঝে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল।

দমননীতির বিরুদ্ধে

রাজসাহী জেলা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে কমরেড বিজন রায়, গণেশ মৈত্র, প্রভাস সিংহ, সিতাংশু মৈত্র ও কুমুদ দাসগুপ্ত একটি যুক্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সিন্ধু প্রদেশের ম্যাট্রিকের ছাত্র হিমু কালানীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিভিন্ন পত্রিকার মারফৎ এই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনমত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। আজ যখন আমাদের দেশ ফ্যাসিষ্ট জাপানের হাতে বিপন্ন, তখন আমলাতন্ত্রের এই দমননীতি দেশের জনগণকে ক্রমেই ধ্বংসকার্য্যে উৎসাহিত করিবে। অন্ধ আমলাতন্ত্রের অপকৌশলকে পরাস্ত করিবার একমাত্র পথ জাতীয় একতা। জাতীয় ঐক্যই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে। ছাত্রদের কর্ত্তব্য, দমননীতিকে জাতীয় ঐক্যের আঘাতে চূর্ণ করা।"

ঢাকায় সরিষার তেল আদায়

আমলাতন্ত্র ও লোভী দালালের বাধা চূর্ণ

জনরক্ষা কমিটির হাতে বিলি-ব্যবস্থা

গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকায় হটাৎ সরিষার তেলের অভাব দেখা দেয়। প্রকাশ্য বাজারে মাত্র শ খানেক টিন, আর হাজার হাজার টিন চোরাবাজারে গায়েব হইয়া যায়। জনরক্ষা আন্দোলনের চাপে সরকারী দর ঠিক হয় ২৭ টাকা। কিন্তু পঞ্চম বাহিনীরা জনরক্ষা কমিটিগুলিকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে ও দুর্ব্বল করিয়া দেয়। সেই সুযোগে চোরাবাজার ফাঁপিয়া উঠে, আর তেলের সরকারী দর ওঠে টিন সমেত ৩০ টাকা মণ। কিন্তু বাজারে ৪০ টাকা মণেও সরিষার তেল পাওয়া কঠিন হয়—খুচরা ১ টাকা, পাঁচসিকায়ও তেল পাওয়া যায় না।

ঢাকার জনসাধারণ তেল সমস্যার সমাধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ফলে তিনজন বড় তেল মহাজনের একজনের দোকানে হাজার হাজার গোপন টিন ধরা পড়ে। কিন্তু আমলাতন্ত্র ইহার বিলি ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেয় সিভিকগার্ডের উপর। কয়েক দিনের ভিতর হাজার হাজার টিন তেল আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। সবার মুখে হতাশা ও একই কথা—তেল খাওয়া এবার ছাড়িতেই হইল।

এই হতাশার মাঝে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিলেন। ৩০শে জানুয়ারী দ্বিতীয় মহাজনের চোরাবাজারও ধরা পড়িল। কিন্তু এবার নবাবপুরের জনরক্ষা কমিটি জনসাধারণকে একজোট করিল ও সরকারের নিকট দাবী করিল—জনরক্ষা কমিটির মারফৎ তেল বিতরণ করিতে হইবে। **এই দাবীর পিছনে পাড়ায় পাড়ায় দোকানদার ও জনসাধারণ এক হইয়া দাঁড়াইল। সরকার তখন দাবী মানিতে বাধ্য হইল।** জনরক্ষা কমিটি অনুমোদিত দোকানের তালিকা ঠিক করিলেন, প্রতি বাড়ীর প্রয়োজন অনুযায়ী রেশ্যান কার্ডের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম কিস্তিতে সরকার হইতে ৮০ টিন তেল দেয়, দ্বিতীয় কিস্তিতে দেয় ১৫০ টিন, তৃতীয় কিস্তিতে পাওয়া যায় ৩ শত টিন। দাম ঠিক হয় ৮০ সের। ৩৫টি দোকানের সামনে জনরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়াররা দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলায় সাথে তেল বিলির ব্যবস্থা করিতেছেন।

জনসাধারণের এই জয়ে ঢাকায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পাড়ার অধিবাসী ও দোকানীরা একযোগে জনরক্ষা কমিটিতে আসিতেছে। **পঞ্চম বাহিনীর শেষ ঘাঁটি শাখারী-বাজারেও জোরদার জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। মুসলিম মহল্লায়ও জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইতেছে।** তেল সংকট সমাধানের ভিতর দিয়া জনসাধারণ এক হইতেছে, পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা হইতেছে।

আমলাতন্ত্রের চাকার তলে

কণ্ট্রোল দোকানের শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা

কলিকাতার ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীটে একটি কণ্ট্রোলের দোকানে দিন মাথাপিছু আধসের চিনি ও দু সের চাল দেয়। দিন ২৫ মণ করিয়া চাল দিবার কথা কিন্তু ২৫ মণ শেষ হইবার আগেই দোকান বন্ধ করা হয় ও ৩।৪ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বহু লোককে খালি হাতে ফিরিতে হয়। খিদিরপুর জনরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়াররা এই দোকানে খরিদ্দারদের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অগ্রসর হন। সিভিকগার্ডরা প্রথমে ভলাণ্টিয়ারদের উপস্থিতি আদৌ পছন্দ করে নাই। প্রথমদিন ভলাণ্টিয়াররা দেখেন দিনভর মাত্র ১৯ মণ ২২ সের চাল দেওয়া হয়। পরদিন আবার ভলাণ্টিয়াররা যান। সে দিন তাঁহাদের অনেককে থানায় ধরিয়া নিয়া যায়।

কমরেড বীরেন মজুমদার, সীতাংশু ও কমরেড সুরেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের জামিন পর্য্যন্ত দেয়া হয় নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি চার্জ্জ তাহাও জানা যায় নাই। জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মী ও জনসাধারণ এই কর্ম্মীদের মুক্তি দাবী করুন।

ছাত্র নেতা গ্রেপ্তার

গত ২রা ফেব্রুয়ারী সিউড়ীর পুলিশ জিলা ছাত্র ফেডারেশনের অফিস খানাতল্লাসী করে ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফেডারেশনের সম্পাদক কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড নরহরি দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ইহার আগে গত আগষ্ট মাসে তাঁহার তিন মাস কারাদণ্ড হয়। আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার কর হইল।

বরিশাল

কমরেড অমৃত নাগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কারাদণ্ড

দীর্ঘদিন বিচারের পর যশোর বনগাঁর কমরেড অজিত গাঙ্গুলীর ৬ মাস, সুধীর চক্রবর্ত্তী, শান্তি ব্যানার্জী ও কৃষ্ণ মুখার্জীর দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

শ্রীহট্টে

স্বাধীনতা দিবসে ঢাকাদক্ষিণে কমরেড অমৃত ভট্টাচার্য্য, নীরেন্দ্র দেব, লালমোহন রায় ও ক্ষীরোদ দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীহট্টে ঐ দিন ৫ জন ছাত্রকর্ম্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। কমরেড মানিক চৌধুরীকে শ্রীহট্ট সহরে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

<u>পার্টির বাংলা দৈনিকের জন্য</u>

হুগলী জেলা কমিটির দান

কমিউনিষ্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির এক সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে, বাংলার জনগণের মধ্যে পার্টির নীতিকে আরও ব্যাপক ভাবে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য পার্টির একটি **বাংলা দৈনিক পত্র** অত্যন্ত জরুরী। এই পত্রিকা প্রকাশে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তুলিবার দায়িত্ব প্রাদেশিক কমিটির একার নয়। কাজেই হুগলী জেলা কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, লেনিন ডে ফাণ্ডে জেলা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৭৫০৲ টাকার যে এক-চতুর্থাংশ প্রাদেশিক কমিটির নিকট সংরক্ষিত আছে, তাহা জেলার সামান্য দান হিসাবে বাংলা দৈনিকের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হউক। আমরা আশা করি, হুগলী জেলা কমিটির আদর্শে অন্যান্য জেলা কমিটিগুলিও আগাইয়া আসিবেন।

দিকে দিকে সংঘবদ্ধ মজুরদের জয়

টেক্সমাকো মজুরদের বাহাদুরী

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলঘরিয়ার টেক্সমাকো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুরদের উপর কোম্পানীর দারোয়ানরা অযথা মারপিট চালায়, কয়েকজন ভীষণভাবে আহত হয়। কোম্পানীর নজর মজুরদের সুখ সুবিধার জন্য নয়—নিজেদের লাভের বখরা বাড়াইতে।

তাই মজুররা আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে একতার হাতিয়ার লইয়া আগাইয়া আসিতেছে তাহাদের উপর সব রকম জুলুম বন্ধ করিতে। টেক্সমাকোর মজুররাও তাহাদের উপর মারপিটের ব্যাপার মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়া নেয় নাই—এর প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাবী জানাইয়াছে—দোষী দারোয়ানদের কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া দাও। কোম্পানী ইহাতে গা দেয় নাই তাই সমস্ত মজুর একজোট হইয়া নিম্নলিখিত দাবী জানাইয়া ধর্ম্মঘট করে। তাহাদের দাবী (১) **ইউনিয়নকে মানিয়া লও** (২) দোষী দারোয়ানদের বরখাস্ত কর (৩) ধর্ম্মঘটের সময়কার বেতন চাই (৪) আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ চাই ও চিকিৎসার ব্যয় কোম্পানীকে বহন করিতে হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ মজুর শক্তির নিকট কোম্পানী মাথা নোয়াইয়াছে, **মজুরদের সব দাবীই মানিয়া লইয়াছে।** টেক্সমাকোর মজুর ইউনিয়নকে আর জোরদার কর—ইউনিয়নের নেতৃত্বে আগাইয়া চল।

তেলিনীপাড়া চটকল মজুরদের দাবী আদায়

তেলিনীপাড়ার মজুররা তাহাদের নিম্নলিখিত দাবী আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করিতেছে—১৫ টাকা মাগ্‌গী ভাতা চাই, শতকরা ২৫ টাকা মজুরী বৃদ্ধি চাই, এ-আর-পি সেণ্টার চাই। সম্প্রতি মজুরদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিছু ফল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মিলের যে দোকান হইতে চাউল সরবরাহ করা হইত, সেখানে চাউল খুবই কম পরিমাণে থাকিত। মজুরদের দাবীর ফলে দোকানে দেয় চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আংশিক জয় মজুরদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী তেলিনীপাড়ায় একটি সভায় সমবেত মজুররা তাহাদের অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা জানায়।

কারখানার ভিতর স্বাধীনতা দিবস

বঙ্গেশ্বরীর মজুররা মিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইয়াছিল যে তাহারা মিলের মধ্যেই স্বাধীনতা দিবস পালন করিবে। মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী মালিক অস্বীকার করিতে পারে নাই। ২৬শে জানুয়ারী উক্ত মিলের মধ্যে বিপুল জনসমাবেশের ভিতর জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। মজুর ইউনিয়নের এবং মিল মালিকদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

দর্শনার বাহাদুর মজুর

একতার জোরে সিপ্ট বদল

দর্শনার চিনিকলে আগে সিপ্ট ছিল বেলা ১০টা হইতে ৬টা, ৬টা হইতে রাত ২টা এবং রাত ২টা হইতে সকাল ৬টা। ম্যানেজারের নূতন নিয়মে সিপ্ট হইল সকাল ৮টা হইতে ৪টা, ৪টা হইতে রাত ১২টা এবং রাত ১২টা হইতে সকাল ৮টা। ইহাতে অনেকের না খাইয়া কাজে যাইতে হইত। ম্যানেজার ইউনিয়নের দাবী গ্রাহ্য করিল না—বরঞ্চ জানাইল ধর্ম্মঘট করিলেও সিপ্ট বদল হইবে না। মজুর ভাইরা সিদ্ধান্ত করিলেন সিপ্ট বদল করা দরকার। লেবর কমিশনারকে তার পাঠান হইল, জবাব পাওয়া গেল না। ২১ জন কর্ম্মচারী পরামর্শ দিলে 'ষ্ট্রাইক কর'। মজুরদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইল—'সিপ্ট বদল এখনই চাই', আওয়াজ উঠিল। ইউনিয়নের নেতা ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী কমরেড খাদেম আলী বলিলেন 'ষ্ট্রাইক করা হইবে না, উৎপাদন চালু রাখিব, কিন্তু সিপ্ট বদল করিব।'

ইউনিয়নের তরফ হইতে বলা হইল 'সি' সিপ্টের মজুররা সকাল ৮টায় না বাহির হইয়া ১০টায় বাহির হইবে এবং 'এ' সিপ্টের মজুররা সকাল ৮টায় না গিয়া বেলা ১০টায় যাইবে। ইহাতে কাজ চালু থাকিবে অথচ মজুরদের সুবিধা হইবে। ইউনিয়ন অফিসে এই ভাবে কাজের প্লান ঠিক হইল। বস্তিতে প্রচার দ্বারা রাত ১২টা পর্য্যন্ত ইউনিয়নের রায় জানান হইল।

পরদিন বেলা ৮টার সময় সিটি বাজিয়া উঠিল। কোন মজুরই কারখানা হইতে বাহিরে আসিল না বা বাহির হইতে কারখানায় গেল না। ম্যানেজার ব্যস্ত হইয়া উঠিল—মজুররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া বলিতে লাগিল। 'সি' সিপ্টের মজুররা বলিল—'না আমরা ধর্ম্মঘট করি নাই—'এ' সিপ্টের বদল কাজ করিতেছি। তাহারা বেলা ১০টায় আসিবে'। ম্যানেজার 'এ' সিপ্টের মিস্ত্রিদের ডাকিয়া পাঠায়। তাহারা বলিয়া পাঠায় 'বেলা ১০টায় গিয়া সেলাম দিব।' দু' ঘণ্টার মাহিনা কাটা যাইবে বলিয়া ম্যানেজার ভয় দেখায়, মজুররা পরোয়া করে না—কেননা তাহারা তাহাদের একতার জোরে দাঁড়াইয়াছে। 'সি' সিপ্টের মজুরদের ২ ঘণ্টার ওভার টাইমের লোভ দেখাইয়া ম্যানেজার মজুরদের ভিতর ভাঙ্গন আনিতে চাহিল—মজুররা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। ১০টা বাজিল। 'সি' সিপ্টের লোক বাহিরে আসিল 'এ' সিপ্টের মজুর কাজ করিতে গেল। ইউনিয়নের এই বিরাট ঐক্য ও সংগঠন ক্ষমতা দেখিয়া ম্যানেজার ইউনিয়নের সিপ্ট সিষ্টেম মানিতে বাধ্য হইল। উৎপাদনের হারও বাড়িয়া গেল।

একজন মিস্ত্রি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কাজে গিয়াছিল তাহার ছুটির সময় মজুরদের এক বিরাট মিছিল গেটে গিয়া 'জুতার মালা' লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল 'বিশ্বাসঘাতকতার এই পুরস্কার।' দর্শনার মজুররা একতার হাতিয়ারে কোম্পানীর চাল ভাঙ্গিল—বিশ্বাসঘাতককে লজ্জা দিল। ইউনিয়ন জোরদার হইয়া উঠিল। 'লেনিন ডে' সভায় মজুররা প্রতিশ্রুতি লইয়াছিল যে ২০০ ইউনিয়ন সভ্য বাড়াইবে; তাহার ঢের বেশী নূতন সভ্য হইয়াছে—আজ দর্শনা ইউনিয়নের শ্লোগান 'এক জন মজুর ও ইউনিয়নের বাহিরে থাকিবে না।'

জামসেদপুর টিন-প্লেট মজুরদের দাবী

গত ১৮ই জানুয়ারী হইতে টিনপ্লেট কারখানার মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। টিনপ্লেট কারখানার বিজলী সরবরাহ করে টাটা। সম্প্রতি টাটা হইতে বিজলী পাওয়ার অভাবে টিনপ্লেট কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের কারখানার দুইটি মিল বন্ধ রাখিতে চায়। কারখানার মজুরদের এই সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় নাই। কারখানার দুইটী মিল বন্ধ হইলে প্রায় ৩০০ মজুর বেকার হইয়া যায়। মজুর ভাইরা কর্ত্তৃপক্ষের এই কৌশল টের পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কারখানার ম্যানেজারের নিকট প্রতিবাদ জানায়।

তাহাদের দাবী মিল বন্ধ করিলে, হয় তাহাদের অন্য কাজ দেওয়া হউক কিম্বা এই দুইটি মিল যতদিন চালু না হইবে ততদিন তাহাদের পুরা হাজিরা দেওয়া হউক। এই দুই মিলের মজুরদের সাথে কারখানার সব মজুররাই যোগ দেয়। অতঃপর সেদিনকার মত স্থির হয় যে মিল না চলিলেও তাহাদের পুরা হাজিরা দেয়া হইবে। একতার জোরেই মজুররা সেইদিন জয়লাভ করিল।

৭ দিন কাজ চলার পর আবার গোলমাল উপস্থিত হইল। ২৬শে জানুয়ারী কারখানার ম্যানেজার পুনরায় জানায় যে উক্ত দুইটী মিল বন্ধই থাকিবে এবং কাম্পানী মজুরদের পুরা মজুরী ও প্রডাকসন বোনাস দিবে না। ২৭শে জানুয়ারী সকাল ৮টায় কারখানার গেটের সম্মুখে মজুররা দলে দলে জমায়েত হইতে থাকে। তাহারা পুরা হাজিরা দাবী করে এবং কারখানায় ঢুকিতে চায়। ম্যানেজার তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহারা অর্দ্ধেক মজুরী পাইবে এই সর্ত্তে কারখানায় ঢুকিতে পারে। মজুররা ম্যানেজারকে জানায় যে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে অর্দ্ধেক মজুরীতে তাহাদের পেট ভরিবে না। তাহাদের দাবী—পুরা হাজিরা ও পুরা মজুরী। ইহার কোন জবাব না দিয়াই ম্যানেজার সরিয়া পড়ে। মজুররাও ম্যানেজারের অপেক্ষা না করিয়াই কারখানায় ঢুকিয়া পড়ে।

ইউনিয়নের সাথে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৩০শে জানুয়ারী গোলমুড়ী ময়দানে টিন প্লেট কারখানার ৭০০ মজুরের এক সভা হয়। কমরেড ধরণী গোস্বামী বক্তৃতা করেন। সভায় সবাই ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মজুরদের দাবী :

(১) যুদ্ধ ভাতা, টাটা কোম্পানী যে হারে দেয়।
(২) মুনাফার বোনাস।
(৩) উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের দোকান।
(৪) শতকরা ২৫% মজুরী বৃদ্ধি।
(৫) পাকা সেণ্টার।

ইউনিয়নের তরফ হইতে মালিক ও বিহার সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। জামসেদপুর লেবর এডভাইসরের সাথে ইউনিয়নের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

ট্রাম মজুর ! অনাচার রোখো

কালীঘাট ট্রাম সেকসনের কমরেড ধীরেন মজুমদার লিখিতেছেন—

"ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। একজন মজুরের পরিবারের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমরা কোম্পানী হইতে পাই না। কোম্পানী আমাদের যাহা দেয় তাহাও আবার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের ব্যবস্থায় মাঝপথে উধাও হইয়া যায়। কি হারে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জিনিষ উধাও হয় তাহার একটি প্রমাণ আমি দিতেছি।

"গত ২রা ফেব্রুয়ারী দুপুর বারোটার সময় আমি টালিগঞ্জের ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টে যাই। যাহারা সেখান হইতে রসদ নেয় তাহারা কি পরিমাণ রসদ পায় তাহা আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। আমাদের দেবার জন্য যে গুড় মাপিয়া রাখা হইয়াছে তাহার একটি সরা আমি উঠাইয়া নেই—সাধারণতঃ প্রত্যেক সরাতে এক সের গুড় থাকিবার কথা। কিন্তু ঐ সরাখানা মাপিয়া দেখি আধপোয়া গুড় কম। আর তিনখানা সরা ওজন করিয়া ঐ পরিমাণ কম গুড়ই দেখি। এক একটা ঠোঙায় দুই সের ডাল ওজন করিয়া রাখা হইয়াছিল—পর পর তিনটি ঠোঙা ওজন করি, প্রত্যেকটিতেই দুই ছটাক, আড়াই ছটাক ডাল কম। পরে সরিষার তেল ওজন করি, তাতেও পুরা মাপ নাই। যে কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমি এ বিষয় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি শুধু তেলের ব্যাপারে তাহার ভুল স্বীকার করেন। তখন আমি যে পাথর দিয়া গুড় মাপা হয় তাহা ওজন করি, সেখানে দোষ সেই পাথরেরই ওজন কম। সেখানে সেই সময় অনেক ড্রাইভার কণ্ডাক্টর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইহা দেখিয়াছেন। আমরা যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য পাই, তাহা মাঝপথে এরকম চুরী হয়। প্রত্যেক সেকসনের ট্রামের ভাইদের আমি সাবধান করিয়া দিতেছি যে কোম্পানীর ষ্টোর হইতে জিনিষ নেওয়ার সময় যেন ঠিক ঠিক হারে জিনিষ মাপিয়া নেন।"

মজুরদের সামান্য জিনিষ হইতে যাহারা এইভাবে জিনিষ চুরী করে, কোম্পানী তাহাদের কেন পুষিতেছে? মজুররা দিনরাত খাটিয়া যদি তাহাদের সামান্য পাওনা হইতেও এইভাবে বঞ্চিত হয়, তবে কোম্পানীর দায়িত্ব কি? মজুররা কখনই এ অনাচার সহ্য করিবে না। জুয়াচোর তাড়াইতে বাধ্য করিবে।

আলোচনা

চার্চিল-রুজভেল্টের সাফাই

"ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে যত শীঘ্র সম্ভব প্রচণ্ড ভাবে শত্রুপক্ষকে জলে, স্থলে ও আকাশে আক্রমণ করাই ছিল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য"—পার্লিয়ামেণ্টের সভায় চার্চিল সাহেব এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু উহার সিদ্ধির কোন পথ চার্চিল সাহেব দয়া করিয়া বাতলান নাই। পূর্ব্বের মতই রাশিয়াকে পিঠ চাপড়াইয়া বলা হইয়াছে "সাবাস ভাই, সবুরে মেওয়া ফলিল বলিয়া—জার্ম্মান সাবমেরিণ ঘায়েল করিয়াই তোমাদের সাহায্যে লাগিয়া পড়িব।" "আপাততঃ জাপানের বিরুদ্ধে সমরোদ্যোগ ভারতীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এশিয়ায় লড়াই বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ হইয়াই। চীনাদের যথাসম্ভব সাহায্যের জন্য বর্ম্মা সড়ক পুনরায় খোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সম্মুখে ইহাই বিশেষ কর্ত্তব্য"—চার্চিল সাহেবের এই বক্তৃতাতে আশান্বিত হওয়া গেল না। কারণ বর্ম্মাসড়ক পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা গত ছয় মাস যাবৎ তিমাতেতালায় চলিতেছে তাহাকে বড় জোর সীমান্তরক্ষীদের খোঁচাখুঁচি বলা চলিতে পারে। ইহাই যদি চীনকে সাহায্যদানের নমুনা হয় তবে ভরসা কোথায়? জার্ম্মানীকে আগে ঘায়েল করিয়া পরে ধীরে সুস্থে জাপানী লইয়া পড়িব বলিলে চলিবে না। রুশভেল্ট সম্প্রতি এক বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন "প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের পর দ্বীপ অধিকার করিয়া জাপশক্তিকে পরাজিত করার পরিবর্ত্তে আমরা চীনের ভিতর দিয়া জাপানকে সরাসরি আঘাত করিব।" ইহা করিবার ব্যবস্থা কতদূর হইল তাহা না চার্চিল, না রুজভেল্ট কাহারও বক্তৃতাতে পাওয়া গেল না। চীনের দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন বা চীনের বীরত্বে বুক ফুলাইয়া কার্য্যতঃ ইহা করিবার চেষ্টা করিলে বরং কাজ হইত।

"উত্তর আফ্রিকায় আমাদের অবতরণকে ষ্টালিনের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে উহা সামরিক দিক দিয়া নিখুঁত"। আফ্রিকায় অবতরণের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য চার্চিলের মুখে এইরূপ ষ্টালিনের দোহাই শোনা গিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ সর্ব্বত্র আজ সজাগ হইয়াছে। আফ্রিকা অভিযান যে বিপুল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা কতকটা কাজে পরিণত করা হইয়াছে ইহার পরিমাপেই তাহারা পরবর্ত্তী ঘটনাবলী যাচাই করিবে। রুজভেল্ট বলিয়াছেন টিউনিশিয়ায় মিত্রপক্ষের জয়লাভের পরিণাম হিটলার ভালভাবেই জানে। ইহার পর খাস য়ুরোপেই আক্রমণ চালানো হইবে।" কিন্তু য়ুরোপ অভিযান দূরের কথা—আফ্রিকার পর্ব্বও আজ শেষ হইল না। এখনো ফরাসী উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক জট ছাড়ানো হয় নাই। ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন এই বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ দিতে পারে নাই। ফ্যাশিষ্টবিরোধী ফরাসী জনগণের প্রতিনিধি দ্য-গল্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'ফরাসী গণতন্ত্রের আইন্-কানুন—বিশেষ করিয়া মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আজ একান্ত প্রয়োজন।...আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে মিত্রশক্তির অবতরণের চারি মাসের মধ্যে মিত্রশক্তি ও ফ্রান্সের পক্ষ প্রথম হইতেই সংগ্রামরত বহু ফরাসীর আজও মুক্তি মিলে নাই।" কয়েকজন কম্যুনিষ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী সদস্যকে ছাড়া হইয়াছে ভালো কথা, কিন্তু দ্য গলের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে কর্ত্তাদের কি বলিবার আছে? দ্যগল বলিয়াছেন "উত্তর আফ্রিকার ব্যবস্থা সাময়িক হইতে পারে কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। জিরোর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ইহার সমাধান হয় নাই। মিত্রপক্ষীয় জঙ্গী ফরাসীদের ঠিক সেই জায়গাতেই বাদ দেওয়া হইয়াছে যেখানে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইতে পারিত।...ইহা ফরাসী জনসাধারণের নিকট পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।" রুজভেল্ট বড় গলায় বলিয়াছেন "পৃথিবীর কোথাও কুইসলিং বা লাভালকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সংগ্রাম চালানো হইতেছে না।" উত্তর আফ্রিকার প্যাঁচ কষাকষি কি সেই সাক্ষ্য দেয়? সারা দুনিয়ার জনগণকে সতর্ক-দৃষ্টিতে আজ রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিটী চাল লক্ষ্য করিতে হইবে। এবং ঘোরপ্যাঁচের রাজনীতি হইতে তাহাদের দূরে থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে।

আমলাতন্ত্রের ফ্যাঁসাদ

গান্ধিজীর উপবাসে শশব্যস্ত হইয়া আমলাতন্ত্র গান্ধী-বড়লাটের পত্রাবলী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজ বিদেশী ফ্যাশিষ্টবাহিনীর হাতে সমগ্র দেশ যখন বিপন্ন ও দেশের মধ্যে উন্মত্ত দেশপ্রেমিকের আত্মঘাতী অভিযান, পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র যখন দেশকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে, খাদ্যাভাব বস্ত্রহীনতা যখন দেশজোড়া হইবার উপক্রম করিতেছে, তখন গান্ধিজীর উপবাস ও পত্রগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে এই দুর্দিনে ভারতবাসীর পাশে দাঁড়াইয়া দেশরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিবার উৎকণ্ঠা। অন্যদিকে বড়লাটের পত্রের ছত্রে ছত্রে মূর্ত্ত হইয়াছে সেই পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দম্ভ; দেশব্যাপী অচল অবস্থা যে কোনো উপায়েই হোক বজায় রাখিবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। ১৩ই জানুয়ারীর পত্রে লিন্‌লিথগো লিখিতেছেন—"আপনার পত্রের মর্ম্ম যদি এই হয় যে পরবর্ত্তী ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আপনি পূর্ব্ব পথ বর্জন করিতে চান ও গত গ্রীষ্মকালে গৃহীত নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে চান তবে আমাকে জানাইলেই আমি ব্যাপারটীর পুনর্বিবেচনা করিব।...আপনার দিক হইতে কোন প্রস্তাব থাকিলে আমায় জানাইবেন।" এই পর্য্যন্ত বেশ সুস্পষ্ট এমন কি ইহার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শও আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। গান্ধিজী উত্তরে লিখিলেন : যদি আপনি আমাকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন প্রস্তাব করিতে বলেন তবে আমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বর্ত্তমানের অসহ্য অচল অবস্থা দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করিতেছি।" এই সুস্পষ্ট প্রস্তাব কিন্তু বড়লাট এড়াইয়া গিয়া 'কংগ্রেস হ্যান করিয়াছে, ত্যান করিয়াছে—কংগ্রেসই সব নষ্টের গোড়া বলিয়া তার স্বরে চীৎকার করিয়াছেন। স্যার সনাতন আমলাতান্ত্রিক দম্ভের মাত্রা চড়াইয়া লিখিয়াছেন "যদি আপনি ৯ই আগষ্টের প্রস্তাব ও উহার নীতি বর্জ্জন করিতে চান এই কথা আমাকে জানাইবার জন্য ব্যস্ত হন এবং যদি আপনি আমাকে আপনার ভবিষ্যত আচরণের সম্বন্ধে যথাযথ আশ্বাস দিতে পারেন তবে ব্যাপারটী আবার বিবেচনা করিব।" অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাকে দন্তে তৃণ লইয়া, করজোড়ে আমলাতন্ত্রের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে—ইহাই বড়লাটের বক্তব্য। "নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে ছাপানো গুপ্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী ধ্বংসমূলক কার্য্য ঘটিতেছে, নামকরা কংগ্রেসীরা হিংসামূলক কার্য্যের সঙ্গে জড়িত... কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক সভ্যের স্ত্রী এখনও একটী গুপ্ত সংগঠনের ভিতর দিয়া বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি হিংসামূলক কার্য্য চালাইতেছেন" বড়লাটের এই সব অভিযোগের উত্তরে গান্ধিজী স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন : ইহার দায়িত্ব তাঁহার নয়—তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের আকস্মিক গ্রেপ্তারের পরই ঐ সব সুরু হইয়াছে—"ঐ ব্যাপক গ্রেপ্তারকেই আমি চরম হিংসার কার্য্য বলিয়া মনে করি।" বড়লাট ইহার উত্তর না দিয়া আর এক দফা কংগ্রেসকে গালি পাড়িয়াছেন। গান্ধিজী, আজাদ, নেহেরু শেষ পর্য্যন্ত আপোষ মীমাংসার জন্য আলোচনার চেষ্টা করিতেছিলেন—গান্ধিজী ১৯শে জানুয়ারীর পত্রে লিখিয়াছেন "৮ই আগষ্ট রাত্রিতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের যে অভিপ্রায় আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম সেই অনুসারে যদি আমাকে আপনার সহিত দেখা করিতে দিতেন, যদি শক্তি প্রয়োগ না করিতেন তবে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি সুফলই ফলিত।" গ্রেপ্তারের ঠিক পূর্ব্বে রাজাজীর তারের উত্তরেও তিনি মুসলীম লীগের সহিত আলোচনা চালাইবার ইচ্ছা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বড়লাট লিখিয়াছেন "আপনার গত জুন জুলাই মাসের বিবৃতি, ১৪ই জুলাই-এর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের প্রথম খসড়া এবং আলাপ আলোচনায় আর ফল নাই, ইহা খোলাখুলি বিদ্রোহ "এই মর্ম্মে আপনার ঘোষণা—প্রত্যেকটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক।" ইহারই ভিত্তিতে ভারতব্যাপী দমননীতির প্রয়োগ-অবধি চালানো হইল—ভাড়াটিয়া দেশদ্রোহীর মুখে দেশ-বিদেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্জ্জলা মিথ্যা নিন্দা রটানো হইল—আর সেই দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় যে আত্মঘাতী আন্দোলন দেখা দিল তাহাকেই দেশবিদেশে কংগ্রেসী আন্দোলন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত করিয়াও শেষ রক্ষা হইল না—গান্ধিজীর উপবাস সমস্ত আমলাতান্ত্রিক কারসাজী ফাঁক করিয়া সারা দুনিয়ার সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে তুলিয়া ধরিয়াছে। গান্ধিজীর জীবনের জন্য শুধু নয়—আত্মঘাতী আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য, সম্মিলিত জাতীয় সরকার গঠনের জন্য—বর্ব্বর শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য—জাতির ছোট বড় প্রত্যেকটী সমস্যা সমাধানের প্রথম সোপান হিসাবে চাই বিনা সর্ত্তে গান্ধিজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি। সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে মিলিতকণ্ঠে এই দাবী তুলিতে হইবে

সরকারী বেবন্দোবস্ত দূর কর

কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ নীতির নিন্দা করিয়া বইজনাথ বাজোরিয়া এক মুলতুবী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন; মুস্লিম লীগ, জাতীয় দল এমন কি য়ুরোপীয়ান দলের প্রতিনিধিরা পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া দেশের সম্মুখে সরকারী অপদার্থতাকে আর একবার প্রকট করিয়াছেন। নলিনী সরকার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এখনও মধ্য প্রাচ্যে কাগজ রপ্তানী চলিতেছে এবং এপ্রিল অবধি যে ইহা অবাধে চলিবে তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। চাউল সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর আরও চমৎকার! "ভারতে চাউলের অনটন—এজন্য সরকার কি সিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ করার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করিবেন"—এন, এম; যোশীর এই প্রশ্নের উত্তরে নলিনী সরকার বলিয়াছেন "যতদিন সম্ভব সিংহলে বর্ত্তমান হারে চাউল রপ্তানী করাই ভারত সরকারের নীতি। তবে ভারতে খাদ্যসঙ্কট যদি অতি তীব্র হইয়া উঠে তবে রপ্তানী বন্ধ করা হইবে।" অর্থাৎ খাদ্যসঙ্কট এখনও বাণিজ্য সচিবের মতে তীব্র হইয়া উঠে নাই! ঠিক কতখানি তীব্র হইলে রপ্তানী বন্ধ হইবে—তীব্রতার মাপকাঠি কি—দয়া করিয়া তিনি খাদ্যাভাবপীড়িত দেশবাসীকে জানাইয়া ধন্য করিবেন কি?—তবে তাহারা বুঝিতে পারিবে শূন্য উদরে হাত বুলাইয়া আর তাহাদের কত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে!

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য নলিনী সরকারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য কাউন্সিলেরও এক সভা হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্য সচিব অনেক আঁক কষিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে সংখ্যাবিজ্ঞানের দিক দিয়া খাদ্যাভাবের কোন কারণ নাই। অতএব নিরন্ন দেশবাসীকে পেটের জ্বালা জুড়াইবার সংখ্যা বিজ্ঞানের চর্চা করিতে হইবে—ইহাই বোধ করি তাঁহার বক্তব্য! কাউন্সিল এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে বণ্টনের সমস্যাই প্রধান সমস্যা—তাই ইহার জন্য ভারতব্যাপী কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হওয়া চাই। ওদিকে আবার জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জনের কথা তোলা হইয়াছে। যদিও কিছুদিন আগেই এই বিশ্বাস অর্জনের নামেই গমের বাঁধা দর নাকচ করিয়া প্রকারান্তরে চোরাবাজারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। 'ফসল বাড়াও' নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য রকমারী সুপারিশ করা হইয়াছে অথচ খাজনা ও ঋণভার মকুব করিয়া চাষীদের ফসল বাড়াইবার শক্তি যোগাইবার কথা নাই।

খুচরা ভাঙানীর যথাযথ ব্যবস্থা না করার জন্যও শ্রীযুক্ত বাজোরিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে এক মুলতুবী প্রস্তাব আনেন। মুসলিম লীগ ও জাতীয় দলের সমর্থন সত্ত্বেও মাত্র ছয় ভোটে উহা গৃহীত হয় নাই। কংগ্রেসী সভ্যরা উপস্থিত থাকিলে সরকারকে এই উপলক্ষে আর একবার পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। সমস্ত দেশে সরকারের বেবন্দোবস্তের নীতি যে কি পরিমাণে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একত্রে অভিযান কর

কিন্তু সরকারী বেবন্দোবস্তের নমুনাগুলিকে শুধু সমালোচনা করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। গান্ধিজী তাঁহার অনশনের দ্বারা আজ দেশবাসীকে একত্র হইবার আহ্বান করিয়াছেন। সকলে মিলিয়া আজ চেষ্টা করিলে গান্ধিজীকে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করা যাইবে, কংগ্রেস-লীগের মিলন ঘটানো যাইবে এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দ্বারা—জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতিকে সর্ব্বপ্রকারের সংকট হইতে মুক্ত করা যাইবে।

পার্টি সম্মেলন

কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির সম্মেলন আগামী ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে হইবে। অন্যান্য জেলার কমরেডদের এই সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিতেছি।

কুমুদ বিশ্বাস
সম্পাদক, কলিকাতা কমিটি

পিপলস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটির

প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে ৮৬০২৮৶৫ ও ২১৯০ খানা জামা কাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে মেদিনীপুর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার, চন্দননগর ২৪০৲ (ইহার মধ্যে আছে আমিনান ইউনিয়ন কৃষক সমিতি, ডুবির ভেড়ীর সংগ্রহ ২৫৮৶১০; মিলন সমিতি ও বি, কে স্পোর্টিং, নন্দননগরের সংগ্রহ ১৪।৵০; নীলমণি দাস, মোসালপুর ১৲); মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, বগুড়া ১১০৲ ও ১৪৭ খানা কাপড়। শ্যামাপ্রসন্নের সংগ্রহ ৫৲—মোট ৮৯৫৭৮৶৫ ও ২৩৪৭ খানা জামা কাপড়। ৪।২।৪৩

কমরেডদের প্রতি

এখন হইতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটী কিংবা প্রাদেশিক কমিটির দ্বারা প্রকাশিত সমস্ত বই **ন্যাশনাল বুক এজেন্সী** ১২নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা, ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। প্রাদেশিক কমিটীর আফিসে এই সকল বই আর বিক্রয় হইবে না। বইএর জন্য "জনযুদ্ধ"-এর ম্যানেজারের নামে আর কেহই টাকা কিংবা অর্ডার পাঠাইবেন না। বইএর জন্য টাকা ও অর্ডার সোজাসুজি ন্যাশনাল বুক এজেন্সীতে পাঠাইবেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
সেক্রেটারি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি
(ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি)

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

কারাগারে গান্ধীজি আজ মৃত্যুমুখে

মুহূর্ত্তেই জীবন শেষ হইয়া যাইতে পারে

কোটি কণ্ঠে দাবী কর

গান্ধীজির মুক্তি চাই

৪০ কোটি ভারতবাসীর সামনে আজ সব চাইতে বড় দুশ্চিন্তা—গান্ধীজির মৃত্যু আসন্ন! ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী সাম্রাজ্যবাদীর কারাগারে মৃত্যুশয্যায়! ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক মহাত্মা গান্ধী মৃত্যু প্রতীক্ষায়! দেশের ৫০ বছরের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের অবদান আমলাতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামোয় দলিত!

কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসীই ইহা সহিবে না

উদ্ধত ম্যাক্সওয়েল মহাত্মাজীকে নাকে খৎ দিয়া অপরাধ স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বড়লাট গান্ধীজি ও কংগ্রেসের ঘাড়ে ধ্বংস ও অরাজকতার সব দোষ চাপাইয়া লৌহ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। দিল্লী সম্মেলনে সর্ব্বদলের নেতাদের আবেদনে আমলাতন্ত্র বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিয়াছে—

মুক্তি মিলিবে না

অতীতে আমলাতন্ত্রের অনেক 'না'-কেই মিলিত ভারতবাসী 'হাঁ'-তে পরিণত করিয়াছে। ৫ কোটি বাঙ্গালী একযোগে বঙ্গভঙ্গকেও রদ করিয়াছে।

আজও চল্লিশ কোটি ভারতবাসী মিলিতকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিবে

গান্ধীজিকে মুক্ত করিবই

ভারতের বুকে আজ যে মহাসংকট—ভাত-কাপড়ের হাহাকার, জাপানী বোমার বিভীষিকা, ধ্বংস ও অরাজকতা—তাহারই সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন গান্ধীজি। কিন্তু আমলাতন্ত্র পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গান্ধীজি কংগ্রেস-লীগের মিলনের জন্য আবার হাত বাড়াইয়াছেন। সেজন্য রাজাজীর সাথে দেখা করিতে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। জিন্নার হাতে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়া মিটমাট করিতে তিনি রাজী। তাই,

কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য
জাতীয় সরকার গঠন করিবার জন্য দাবী কর

গান্ধীজির মুক্তি চাই

গান্ধীজি সুস্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন, তিনি অহিংসায় আগের মতই বিশ্বাসী, ধ্বংস ও অরাজকতার দায়িত্ব সরকারের—কংগ্রেসের নয়। ছয় মাসের শোচনীয় তাণ্ডবলীলা আজ মুহূর্ত্তে অবসান হইয়া যাইবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। তাই,

ধ্বংস ও অরাজকতা দূর করিয়া দেশরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য
দাবী কর

গান্ধীজির মুক্তি চাই

কংগ্রেসের ফাসিষ্টবিরোধী মনোভাব গান্ধীজি আবার দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। রাশিয়া ও চীনের বীরদের সাথে ফাসিষ্টবিরোধী স্বাধীনতার লড়াইয়ে কংগ্রেস যোগ দিতে প্রস্তুত, জাপানকে রুখিতে প্রস্তুত। তাই,

কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফেণীতে জাপানী দস্যুরা যে বাঙ্গালীর রক্ত নিয়াছে তাহার উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য ৬ কোটি বাঙ্গালী
মিলিত কণ্ঠে দাবী কর

গান্ধীজির মুক্তি চাই

★ গান্ধীজীর মুক্তি দাবীতে ★

ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণ

গান্ধীজির মুক্তির দাবী আজ বিলাত ও আমেরিকার জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। জাতীয় সংকট সমাধানের এ মহান দাবীতে ভারতবাসী আমরা একলা নই। ৪০ কোটি ভারতবাসীর বজ্রমুষ্ঠি বিশ্বের জনসাধারণের সাথে মিলিত করিলে গান্ধীজিকে আমরা মুক্ত করিতে পারিবই। জাতীয় সংকট সমাধান করিয়া, জাতীয় প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করিতে পারিবই।

বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের কমিউনিষ্ট সভ্য কমরেড গ্যালাকার আমেরির নিকট তারে বলিয়াছেন—গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দিন। রাজনীতিক সংকট সমাধান করুন।

সোরেনসেন প্রমুখ ৮ জন লেবার পার্টির সদস্যও গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনে বলিয়াছেন, "অবিলম্বে গান্ধীজির মুক্তির আদেশ দিন। ভারতের সংকট সমাধানের জন্য প্রথম ও প্রধান কাজ ইহাই।"

বিলাতের 'ভারত আপোষ সমিতি'ও ঐ একই দাবী জানাইয়াছেন। বিলাতের কনওয়ে হলে মিঃ সোরেনসেনের সভাপতিত্বে গান্ধীজির মুক্তির দাবী জানাইবার জন্য এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় ছিলেন লর্ড ষ্ট্রাবোলগি, মিঃ হেডেন গেষ্ট, মিস আগাথা হ্যারিসন প্রভৃতি।

বিলাতের 'ভারতীয় কংগ্রেসীদের কমিটি' গান্ধীজিকে তার করিয়াছেন, "অভিনন্দন! আপনার অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তি ও ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিতেছি।" ইহাতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন ডেভিড কার্কউড, জেমস ম্যাক্সটন প্রভৃতি। অমিয় বোস ইহার সেক্রেটারী।

আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক, 'নেশন' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার রবার্ট বাইওয়ার ও আরও ১৫ জন বিখ্যাত আমেরিকাবাসী সভাপতি রুজভেল্টকে তারে আবেদন করিয়াছেন, "অবিলম্বে ব্যবস্থা না করিলে গান্ধীজির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আপনি গান্ধীজির মুক্তির চেষ্টা করুন!"

আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের তরফ হইতে জে, জে, সিং-ও সভাপতি রুজভেল্ট, চার্চিল, বড়লাট প্রভৃতির নিকট গান্ধীজির মুক্তির দাবী করিয়া তার পাঠাইয়াছেন।

আপনি!

দেশপ্রেমিক কংগ্রেসসেবী

জাতীয় সংকটের এই চরম মুহূর্ত্তে আমলাতন্ত্রের বাধা চূর্ণ করিয়া গান্ধীজিকে মুক্ত করিবার জন্য আগাইয়া আসুন। ধ্বংস ও অরাজকতা, তথাকথিত সংগ্রাম ও সত্যাগ্রহ গান্ধীজিকে মুক্ত করিবার পথ নয়। গান্ধীজিকে বাঁচাইবার, গান্ধীজিকে মুক্ত করিবার, কংগ্রেসের মাথা উঁচু রাখিবার দায়িত্ব আপনার। গান্ধীজির মুক্তির দাবীতে কংগ্রেস-লীগের একতা প্রতিষ্ঠা করুন, মুসলমান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানুন, ৪০ কোটি ভারতবাসীকে এক করুন।

আপনি!

দেশভক্ত মুসলিম লীগপন্থী

কংগ্রেস-লীগ আপোষের এই সুবর্ণ মুহূর্ত্তে আগাইয়া আসুন। গান্ধীজিকে মুক্ত করিয়া মুসলীম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। কংগ্রেস-লীগ আপোষের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েম করুন।

আপনি!

হিন্দু, পার্শি, খৃষ্টান, কৃষক, মজুর, ছাত্র, মধ্যবিত্ত

যে কোন জাতির হউন, যে কোন শ্রেণীর হউন, দেশের এই মহাসংকট সমাধানের জন্য, দেশের এই খাদ্যসঙ্কট, বস্ত্রসঙ্কট, দেশের এই আর্থিক হাহাকার সমাধানের জন্য জাতীয় সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করুন।

প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে, স্কুল, কলেজ, কারখানায়

সভা করিয়া, বৈঠক করিয়া, গণদরখাস্ত করিয়া, সরকারের নিকট তার পাঠাইয়া গান্ধীজির মুক্তির জন্য বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন:

গান্ধীজির মুক্তি চাই

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, [illegible]
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

★ ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ★

আমেরিকার ও ইংলণ্ডের জনগণের দাবী

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এ বৎসর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিরাট শোভাযাত্রা ও জন সমাবেশ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রতিটী সহরে 'ভারত-সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। জনসাধারণ প্রত্যেক স্থানেই ভারতের ন্যায্য দাবী সমর্থন করেন। বিরাট ভাবে সপ্তাহ ব্যাপী এ আন্দোলন চলিয়াছে।

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার চাই।

লণ্ডনের হলবর্ণ হলে ২৬শে জানুয়ারী হাজার লোকের সমাবেশে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করা হয়। ভারতের সংকট সমাধানের জন্য কাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে কমিউনিষ্ট পার্টির লণ্ডন জিলা কমিটির সেক্রেটারী টেড ব্রেমলী বলেন "লণ্ডনের জনসাধারণের হাতেই এই সংকট সমাধানের চাবিকাটি। তাহারা আজ জোর গলায় দাবী জানাইলেই সংকট সমাধান হইবে।"

পার্লামেণ্ট সদস্য সোরেনসেন ও লর্ড ক্যারিংডন, অধ্যাপক লেভির মত বিখ্যাত লোকেরাও আজ মুল্করাজ আনন্দ এবং কৃষ্ণ মেননের পাশে দাঁড়াইয়াই ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছে।

যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহাতে **কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার** কায়েম করার জন্য আলোচনা চালান হউক এই দাবী ছিল।

আমেরি-লিনলিথগোর কর্তৃত্ব অবসান হোক

গ্রেট-বৃটেন কমিউনিষ্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা পাম দত্ত ভারতের স্বাধীনতা দিবসে **আমেরির নির্ব্বাচন কেন্দ্র** স্পার্কব্রুকে একটি সভায় যোগ দেন। বিরাট জনতাকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন—**আমেরি ও লিনলিথগোর কর্ত্তৃত্বের অবসান করা হউক** এবং অবিলম্বে কংগ্রেস নেতাদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করা হউক। সভায় আমেরির নীতিকে নিন্দা জানাইয়া তাহাকে একটি টেলিগ্রামও পাঠান হয়।

ভারতের স্বাধীনতায় ইংরেজেরও স্বাধীনতা

"ভারত-সপ্তাহের" শেষ দিনে লণ্ডনের বৃহৎ কলিসিয়াম হল লোকে একদম ভরিয়া যায়। বিখ্যাত গায়ক রুডলফ্ ডানবার ও রবার্ট এডাম্‌স্, নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রী সিবিল থর্ণ ডাইক ও ওয়াল্টার হাড, সুপরিচিত শ্রমিক নেতা ও পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ডেভিড এবং উদার নৈতিক দলের মিসেস করবেট এসবি প্রভৃতি সবাই এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এতবড় সম্মেলন বৃটেনে আর হয় নাই।

'ডেইলি ওয়ার্কারের' অন্যতম সম্পাদক জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক জে, বি, এস, হালডেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলকে যোগ দিতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন "আজ যদি আমরা ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে যোগ দেই ত ইহাতে আমাদের স্বাধীনতাও আগাইয়া আসিবে।"

ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ভারতের জন্য সপ্তাহ ব্যাপী সভা ও আন্দোলন হইয়াছিল। বৃটেনের সমর-শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র টেনসাইড অঞ্চলেই সাত দিনে নয়বার জনসমাবেশ হইয়াছে।

বৃটেনের জনসাধারণের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—"ভারত সপ্তাহের" ভিতর দিয়া তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রত্যেক সভাতেই উদারনৈতিক দল, শ্রমিক দল, ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট, কমিউনিষ্ট, এমন কি রক্ষণশীলদের মধ্যেও যাহারা কিছুটা প্রগতিকামী, এই সব বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিনিধি একই দাবীর জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের নামজাদা মনীষিরা সবাই একযোগে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছেন।

যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবীর পিছনে ইংলণ্ডের জনসাধারণের যে সমর্থন দেখা যাইত, এবার 'ভারত সপ্তাহের' সভাগুলিতেও তাহার তুলনায় অনেক বেশী সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকাতেও

আমেরিকাবাসীরাও পিছনে পড়িয়া নাই। ২৬শে জানুয়ারী নিউ-ইয়র্কে ভারতের দাবী সমর্থনে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশ হয়।

লসএঞ্জেলসের পার্শিং স্কোয়ারে এই সম্পর্কে একটি বড় সভা হয়। লালসিং নামে একজন ভারতীয় ঐ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। আমেরিকার 'ফেডারেশন অব লেবরের' সভাপতি মিঃ উইলিয়াম গ্রীন ঐ সভাতে ভারতের দাবী সমর্থন করেন। ইহার অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের প্রগতিপন্থীদের প্রতিষ্ঠান সি, আই-ও আগেই ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল এ, এফ, এল-এর নেতৃত্বই আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এখনও দলাদলি সৃষ্টি করিতেছে। বৃটেনের লেবর পার্টির নেতৃত্বের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাই ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে মিঃ গ্রীনের সমর্থনের অর্থ আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন একত্রযোগেই ভারতের দাবীর পিছনে আছে।

ডেইলি ওয়ার্কারের প্রশ্নের উত্তর

কিছু দিন পূর্ব্বে 'ডেইলি ওয়ার্কার' 'যুদ্ধ কি ভাবে জয় করা যাইতে পারে?' এইরূপ একটি প্রশ্ন সাধারণে প্রচার করে। বর্ত্তমান কালের গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করাই এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য। ভারতীয় সমস্যাও এই প্রশ্নাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ইহার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল "গভর্ণমেণ্টের এখন আগাইয়া আসিয়া ভারতীয় অচল অবস্থা সমাধানের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা কি উচিত নয়?" ইহার কতকগুলি তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি এখানে দেওয়া হইতেছে। এমালগামেটেড ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ জ্যাক টার্ণার বলেন: নিশ্চয়ই **"ভারতের সংকট সমাধানের জন্য আমাদের সবরকম চেষ্টা করিতেই হইবে।"** ব্রিটিশ আয়রন এণ্ড ষ্টীল ট্রেডস্ ফেডারেশনের প্রসিদ্ধ সভ্য মাইকেল ডেভিন বলেন **'অবিলম্বে আপোষের জন্য চেষ্টা, কংগ্রেস বন্দীদেরমুক্তি এবং জাতীয় সরকার কায়েম করার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা গভর্ণমেণ্টের উচিত।"** পার্লামেণ্টের বিখ্যাত শ্রমিক সদস্য ডি. এন. প্রিট বলেন **"ইহা না করা পর্য্যন্ত আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় খুবই ক্ষতি হইবে।"** লেবর পার্টির এক্রোতের সদস্য রবার্ট টমসন বলেন **"ভারতবাসীদের স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হউক। ইহার ফলে সম্মিলিত জাতি সমূহের সুবিধা হইবে। এবং ৪০ কোটী লোককে আমাদের দিকে আনা হইবে।"**

সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপুল উৎপাদন

(২এর পাতার শেষাংশ)

যুদ্ধকালীন বাড়তির গতি

পশ্চিম অঞ্চলে যুদ্ধের ফলে সোভিয়েট শিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে এই নূতন শিল্প প্রসারের সাহায্যে তাহা পূরণ করিতে সোভিয়েট সমর্থ হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার দ্বারা যুদ্ধের চাহিদা আমরা মিটাইতে পারিতেছি। যুদ্ধের আগে যাহা সম্ভব হইত কোন কোন স্থানে এখন তাহা শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেই এমন সমস্ত কারখানা হইতে যুদ্ধের মাল মসলা তৈরী হইতেছে যাহা মাত্র তিন কি চার মাস আগে উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছে। সোভিয়েট মজুর ও ইঞ্জিনীয়াররা মিলিয়া মাত্র তিন মাসে বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সমেত একটি বড় লৌহ কারখানা তৈরী শেষ করিয়াছে। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় মোটর গাড়ীর কারখানাও ঐরূপ দ্রুত সময়ের মধ্যেই তৈরী হইয়াছে। এই সব হইতে ইহাই বুঝা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ দ্রুত শিল্প প্রসারের কারণ, সমস্ত স্থানেই তাহারা নিজ দেশজাত কাঁচা মাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাজে লাগায় এবং খুব সোজা উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যেই সবকিছু তৈরী করে। একস্থানে কয়েকটি বড় কারখানার জন্য বিজলী সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেজন্য মাত্র ৬ সপ্তাহে একটি বিজলী কারখানা তৈরী করা হয়, যদিও স্বাভাবিক সময়ে উহা তৈরী করিতে অন্ততঃ ৮ মাস সময় লাগে।

জনসাধারণের উৎসাহ

শীতের বরফ বৃষ্টিও সোভিয়েট মজুরদের উৎসাহ দমাইতে পারে না। উরালের একটি সহরে শূন্য ডিগ্রির নীচে আরও ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রি শীতের মধ্যে মাত্র ১২ দিনে একটি বিরাট ট্যাঙ্ক কারখানা তৈরী হয়। উরালের আর একটি সহরেও একটি সম্পূর্ণ নূতন ট্যাঙ্ক কারখানা মাত্র একমাসে তৈরী করা হয়। ইহা শুধু মাত্র মজুরদেরই সাধারণ উৎসাহেরই ফল নয়—ইহার পিছনে রহিয়াছে প্রত্যেক মজুর, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারখানার প্রত্যেকটী কর্ম্মচারীর উৎসাহ এবং উদ্যম।

ইহা বলিলে মোটেই বাড়াইয়া বলা হইবে না যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের খনি অঞ্চলে শত নূতন কয়লার খনি খোলা হইতেছে, ডজন ডজন নূতন বিজলী কারখানায় কাজ চলিতেছে এবং নূতন তেলের খনি হইতে দেশের পেট্রোল উৎপাদন বাড়িতেছে।

সোভিয়েটের যন্ত্র এবং শিল্পশক্তিই নাৎসীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের চরম জয়ের বড় নিশ্চয়তা। সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পকে ধ্বংস করার যে আকাঙ্খা নাৎসীদের ছিল তাহা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হইয়াছে।

"—রোগকে জয় করিয়া এই মুক্তিযুদ্ধে ★ ★ ★ ★ অগ্রণী সৈনিক হিসাবে আসিয়া দাঁড়াইব"

—ভরদ্বাজ

(ভারতের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আর, ডি. ভরদ্বাজকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই মুক্তি আসিয়াছে খুব দেরীতে। তিনি এখন যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন, তাঁহার দুইটী ফুসফুসই আক্রান্ত। কমরেড পি, সি, যোশীর কাছে চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ যখন বুঝিয়াছে যে তাঁহাকে অনেক কালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইবে, তখনই তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জবরদস্ত যোদ্ধা কমরেড ভরদ্বাজ যক্ষ্মা-রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরোভাগে আসিয়া আবার যোগ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।)

প্রিয় যোশী,

কাল সকালে সুলতানপুর জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছি, ইচ্ছা ছিল নিজেই আসিয়া আপনার সাথে দেখা করিব এবং জাতির এই সংকটের দিনে পার্টিকে যে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করিতে হইতেছে, তাহাতে আসিয়া যোগ দিব। কিন্তু আফশোষ এই যে ইহা সম্ভব নয়। সুলতানপুর ও বেরেলীর ডাক্তাররা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আমি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। এই কারণেই আমাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সুলতানপুরের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ, আমার সম্বন্ধে তাহার মত এই যে আমার দুইটী ফুসফুসই আক্রান্ত। ডান ফুসফুসটী খুবই বেশী এবং বাম ফুসফুসটী স্থানে স্থানে আক্রান্ত। আমার বিকালের দিকে জ্বর, রাত্রিতে ঘাম এবং বুকে ব্যথা হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা এই মনে করিয়াই আমাকে মুক্তি দিয়াছে যে আমাকে খুব লম্বা সময়ের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইবে।

সে যাহা হউক, মনে করিবেন না যে আমি আমার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। এমন কি গত তিন মাসে অসুস্থ অবস্থায়ও আমি এই রোগের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি, ওজনে ১১ পাউণ্ড বাড়িয়াছি। আগে জ্বর ১০২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিত, খুব যত্ন ও সম্পূর্ণ বিশ্রামের ফলে তাহা এখন ৯৯ ডিগ্রিতে নামিয়াছে।

বলশেভিক ধৈর্য্যের সহিত এই নিকৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আমি বদ্ধপরিকর এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় আমি পার্টির কাজে আসিয়া যোগ দিব, মনে করিবেন না যে আমি কোন রকম ঘাবড়াইয়া গিয়াছি বা সাহস হারাইয়াছি।

উপর হইতে আমার স্বাস্থ্য এত ভাল দেখায় যে আমাকে দেখিলে যক্ষ্মারোগী বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। সুলতানপুরের ডাক্তারেরও এই মত যে আমার অসুখ এখনও বেশী দূর গড়ায় নাই এবং ঠিকমত যত্ন ও চিকিৎসার সাহায্যে ইহাকে আয়ত্বে আনা সম্ভব।

বাইরের ঘটনার সহিত আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত কারণ গত ৫ মাস আমি খবরের কাগজ পর্য্যন্ত দেখিতে পারি নাই। দুই বছর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে যতটা পিছাইয়া পড়িয়াছি, আমাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে।

আমি 'পিপল্‌স ওয়ার' পড়িতে সুরু করিতেছি এবং আশা করি যে ইহা পড়িয়া নূতন অবস্থার সম্বন্ধে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হইবে। অনেক কিছুই পড়িতে হইবে। যে সময়টা আমাকে বাধ্য হইয়া অলস থাকিতে হইবে, তাহার ভিতর যতদূর সম্ভব পড়া শুনা করিব।

আর, ডি. ভরদ্বাজ

২৩নং [illegible] লেন, কলিকাতা, [illegible] প্রেসে [illegible] ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জি দ্বারা প্রকাশিত।

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজের জন্মদিনে অভিনন্দন
★ গেরিলার হাতে ৪ লাখ নাৎসী হত
★ চারিদিকেই লালফৌজের অগ্রগতি

টিমশেঙ্কো

খারকভ লালফৌজের হাতে

গত সপ্তাহের সব চেয়ে বড় খবর হইতেছে লালফৌজের খারকভ দখল। শুধু গত সপ্তাহ কেন, এই যুদ্ধের সমস্ত ঘটনার মধ্যে খারকভ বিজয়ের গুরুত্ব খুবই বেশী। খারকভ সোভিয়েট ইউনিয়নের তৃতীয় শহর; মস্কো ও লেনিনগ্রাদের পরই এর স্থান্। রেলজংশন হিসাবে খারকভের স্থান দ্বিতীয়, একমাত্র মস্কো ছাড়া অন্য কোথাও এতগুলি রেল লাইন আসিয়া মিশে নাই। খারকভ হাত ছাড়া হওয়ার ফলে সারা যুক্রেনে জার্ম্মাণদের অবস্থা টলমল করিতেছে। সেইজন্য হিটলারীরা এখানে প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল। লালফৌজের অপূর্ব্ব রণকৌশল তাহাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছে।

মঙ্গলবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী লালফৌজের জন্মোৎসব পালিত হইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লেনিন-ষ্টালিনের নেতৃত্বে মজুর চাষীর লালফৌজ গঠন করা হয়। মজুর চাষীদের লালফৌজকে আজ সারা দুনিয়া অভিনন্দন জানাইতেছে।

এবার লালফৌজের রণকৌশলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কোন শহর বা ঘাঁটি কাড়িয়া লইতে হইলে সোজাসুজি আক্রমণে নানাদিক হইতে লালফৌজ আগাইয়া যায়, জায়গাটীকে ঘিরিয়া ফেলার বন্দোবস্ত করে। ইহার ফলে শত্রুকে হয় আত্মসমর্পণ করিতে হয়, নয় কিছুদিন মরিয়া হইয়া লড়িবার পর বিনষ্ট হইতে হয়; ফ্যাশিষ্টদের লোকক্ষয় যে হারে হইতেছে, ইহাই তাহাদের আসন্ন পরাজয়ের লক্ষণ। শত্রুকে যথাসম্ভব ক্ষীণবল করিয়া সময় মত চরম আঘাত দেওয়াই লালফৌজের রণনীতি। এই নীতির অপূর্ব্ব প্রয়োগ দেখিয়া সারা দুনিয়া বাহবা দিতেছে।

নীপার অভিমুখে অগ্রগতি

খারকভ, কুর্স্ক, বিয়েলগরড জার্ম্মাণরা হারাইয়াছে। লালফৌজ ইহার উত্তরে ওরেলের দিকে চলিতেছে। এদিকে জার্ম্মাণরা প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। মরিয়া হইয়া লড়িয়া যাওয়া ছাড়া শত্রুর উপায়ান্তর নাই। ওরেল তাহাদের হাত ছাড়া হইলে সমস্ত মধ্যরণাঙ্গণে ফ্যাশিষ্টদের সমূহ বিপদ আসিবে। ওরেল দখল করিবার জন্য লালফৌজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

খারকভের দক্ষিণ পশ্চিমে ও পশ্চিমে লালফৌজের বিজয় অভিযান চলিতেছে। নুরোটিন, মেরেফা, ক্রাস্নোগ্রাদ ও পাভলোগ্রাদ এখন সোভিয়েট পুনরধিকার করিয়াছে। এ সব জায়গা প্রায় ষোল মাস শত্রুরা অধিকার করিয়াছিল। নীপার নদী হইতে লালফৌজ এখন ৩৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। নীপ্রোপেট্রভস্ক শহর হইতে খারকভ পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, ক্রাসনোগ্রাদ সেই রেলপথের উপর। ঐ শহরের পক্ষে এখন উত্তর হইতে সরবরাহ পাওয়া অসম্ভব হইল। নীপ্রোপেট্রভস্কের পতন এখন আসন্ন। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত 'নীপার ড্যাম্' ছিল; সারা দুনিয়াতে এত বড় বাঁধ আর কোথাও ছিল না, এখানে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমস্ত যুক্রেনে বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্ম চালানো হইত। যখন ফ্যাশিষ্টরা এটা অধিকার করার উপক্রম করে, তখন সোভিয়েট জনসাধারণ আশ্চর্য্য মনোবল দেখায়, কত কষ্টে গড়া এই বিরাট বাঁধকে ভাঙিয়া দেয়, সোভিয়েটের সম্পদ কিছুতেই শত্রুর হস্তে যেন না পড়ে, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। আজ আবার সেই নীপার নদীর দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে, সকলের মনে গত কুড়ি মাসের লড়াইয়ের বহু স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে।

উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটী লাইন টানিয়া গেলে দেখা যায় যে এখন ওরেল, সুমি, পল্টাভা, ষ্টালিনো, নীপ্রোপেট্রভস্ক এবং নভরসিস্ক বন্দর এইবার লালফৌজ দখল করিতে চলিতেছে। ওরেল পল্টাভা হইতে লালফৌজের দূরত্ব এখন ত্রিশ মাইলের চেয়ে কম। ষ্টালিনো প্রায় চারিদিক থেকে লালফৌজ ঘিরিয়াছে।

দক্ষিণ অঞ্চলের খবর

ষ্টালিনো যুক্রেণের বিরাট শিল্পকেন্দ্র। কয়েকদিন থেকে এই শহরটী পাকাপাকি ঘিরিয়া ফেলার ব্যবস্থা চলিতেছে। ইহার ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আজভ সাগর তীরে টাগানরগ বন্দর এখন লালফৌজের কবলে পড়িল বলিয়া। এই শহরের উপকণ্ঠে এখন যুদ্ধ চলিতেছে।

ককেশসের পশ্চিমে অবশিষ্ট ফ্যাশিষ্টদের নির্ম্মূল করার বন্দোবস্ত চলিতেছে। কৃষ্ণসাগর ও টামান উপদ্বীপের দিকে তাহাদের ঠেলিয়া নেওয়া হইতেছে। ক্রাইমিয়াতে পলায়ন ছাড়া তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই। তাহাদের মধ্যে কয়জন ক্রাইমিয়া যাইতে পারিবে সন্দেহ। আর ক্রাইমিয়াতে আশ্রয় লওয়াও খুব নিরাপদ নয়। খারকভ হইতে যে রেলপথ ক্রাইমিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেটী লালফৌজের হাতে ক্রমশই যাইতেছে। তখন ক্রাইমিয়াতে ফ্যাশিষ্টরা ইঁদুরকলে বন্দী হওয়ার মত অবস্থায় পড়িবে।

শত্রুর আপ্রাণ প্রতিরোধ

শত্রুর চেষ্টা এখন হইতেছে কোনক্রমে লালফৌজের গতিরোধ করা। নীপার নদী খুবই বিস্তৃত। এখন ইহা জমিয়া রহিয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই যখন বরফ গলিবে তখন ট্যাঙ্কবাহিনীর পক্ষে নদী পার হওয়া কঠিন হইবে। তাই জার্ম্মাণরা প্রাণপণে আরও সময় কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ওরেল এবং ষ্টালিনোর কাছে জার্ম্মাণদের প্রতিরোধ বহু গুণ তীব্র হইতেছে। নুতন নুতন ডিভিসন আনিয়া ফ্যাশিষ্টরা এখানে মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। লালফৌজের সংবাদপত্র 'রেড ষ্টার' খবর দিতেছে যে যাহাদের হিটলার দারুণ বিপদের সময় লড়াইয়ে নামাইবার জন্য তৈয়ার রাখিয়াছিল, তাহারাই এখন লড়িতেছে। এরা অমানুষের মত ব্যবহার করে, বন্দী হইলে গায়ে কামড়ায়, আঁচড় কাটিতে থাকে।

লেনিনগ্রাদ কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান বলিয়াছেন যে ১৯৪২ সালে লেনিনগ্রাদ প্রদেশে গেরিলা যোদ্ধারা ৪ লক্ষ ৬ হাজার শত্রুসৈন্য ও ৫ জন সেনাপতিকে মারিয়াছে। যুদ্ধের ভীষণতার ইহা এক বিশেষ উদাহরণ।

লালফৌজের জন্মোৎসব উপলক্ষে নানা দেশ থেকে অভিনন্দন যাইতেছে। চীন, আমেরিকা ও ব্রিটেন হইতে সব দলের প্রতিনিধিরা লালফৌজের জয়গান করিতেছে। ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসপর্ব্ব শেষ হইবার বিলম্ব নাই। তাই হিটলারের অনুচরেরা কেবল এখন প্রচার করিতেছে যে সমস্ত ইয়োরোপ বলশেভিকদের করায়ত্ত হইতে চলিল, ইহার উপায় করিতেই হইবে। লালফৌজের বিজয় অভিযানের সম্মুখে আজ সকল বাধাই দূর হইতেছে।

উত্তর আফ্রিকার খবর

তিউনিসিয়ার উপকূলের নিকটে জেরবা দ্বীপ থেকে ফ্যাশিষ্টদের তাড়ানো হইয়াছে। মেদেলিন বলিয়া স্থানটীও মিত্রশক্তি দখল করিয়াছে। আকাশ যুদ্ধ সর্ব্বত্র চলিতেছে। কিন্তু আমেরিকান সৈন্যকে জার্ম্মাণরা পিছু হটিতে বাধ্য করিয়াছে। মোটের উপর যুদ্ধ এমনভাবে চলিতেছে যাহা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। এত মন্দগতিতে লড়াই চলিতে থাকিলে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলা হইতে কেবলই অযথা বিলম্ব হইবে।

সম্প্রতি একটা খবর আসিয়াছিল যে সোভিয়েট মার্শাল টিমোশেঙ্কো একটী মিলিটারী মিশন লইয়া আমেরিকা গিয়াছেন। অনেকে ভাবিলেন যে বোধ হয় এতদিনে মিলিত ভাবে ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের পরিকল্পনা পাকাপাকি করিবার যথার্থ চেষ্টা হইবে। কিন্তু মস্কো হইতে খবর আসিয়াছে যে এ খবর ভুল। মিলিত শক্তিগুলি কবে সত্যই একত্র হইয়া ফ্যাশিষ্টদের উচ্ছেদ করার কাজে লাগিবে, তাহা সব দেশের জনমতের উপর নির্ভর করিতেছে। জনমত এখনও পূর্ব্ব শক্তি আয়ত্ত করে নাই বলিয়া এ বিলম্ব ঘটিতেছে। ইউরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র চাই, শুধু ইংলণ্ড হইতে যাইয়া বোমা ফেলিলে কেল্লা ফতে হইবে না।

যুকভ

প্রাচ্য রণাঙ্গণের খবর

বার্ম্মায় লড়াইয়ের খবর আগের মতই সম্পূর্ণ একঘেয়ে। বোমা ফেলা হইতেছে, একটু আধটু সৈন্য চলাচল এদিক ওদিক হইতেছে ব্যস্!

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। এখানে সেখানে বোমা ফেলায় বা জাহাজ ডোবানোর ফিরিস্তির কোন প্রয়োজন নাই।

চীনের উপর জাপানের চাপ বাড়িয়াছে। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনে যুদ্ধ চলিতেছে। বার্ম্মা-চীন সীমান্তের কাছে জাপানীরা অগ্রসর হইয়াছে। চিয়াংকাইশেক স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শুধু হাতে, বিনা হাতিয়ারে চীনের পক্ষে লড়িয়া যাওয়া ক্রমেই শক্ত হইতেছে তিনি স্বীকার করেন যে একমাত্র সোভিয়েট ছাড়া কেহই আর চীনকে যথার্থ সাহায্য করে নাই।

সোভিয়েটই আজ দুনিয়ার নেতা, দুনিয়ার আশা। সোভিয়েটের রাস্তায় দুনিয়ার জনগণকে আজ চলিতেই হইবে। ২১।২।৪৩

★ নাৎসী ট্রেণধ্বংসে লাল গেরিলা ★

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ লড়াইয়ের একটি অঞ্চল। নাৎসী ব্যূহের পিছনে সোভিয়েট গেরিলাদের এক লুকানো আড্ডা। একদিন গেরিলাদের গুপ্ত সংবাদ দাতা আসিয়া খবর দিলেন, আগামী কাল সামনের রেলপথ ধরিয়া ফ্রন্ট লাইনের জার্ম্মাণ সৈন্যদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই একটি গাড়ী যাইবে।

ট্রেনটি ধ্বংস করিতে হইবে। চারজন গেরিলা সেই রাত্রেই কাজটি হাসিল করার জন্য রওনা হইলেন। দলের নেতা ডিনামাইট ব্যবহারে খুবই ওস্তাদ। আগে তিনি ছিলেন একটি পঞ্চায়েতী খামারের চেয়ারম্যান। রাস্তায় তখন দারুণ বরফ পড়িতেছিল। তাঁহারা এতে সন্তুষ্টই হইলেন, কারণ বরফের তলায় পায়ের দাগগুলি মিলাইয়া যাইতেছে। অতি সাবধানে তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন, যেন কেউ টের না পায়। খানিক পরে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। তাঁহাদের মন উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। জার্ম্মান দস্যুগুলি কিছুই জানিতে পারে নাই। তাঁহারা যে কাজে আসিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। আস্তে আস্তে তাঁহারা শুইয়া পড়িলেন।

জার্ম্মান ঘাঁটিগুলি হইতে মাঝে মাঝে গুলি আসিয়া পড়িতেছিল। এমন ভাবে কিছু সময় কাটিয়া গেল। গুলি ছোড়ার ফাঁকে একজন গেরিলা আগাইয়া গেলেন। মৃত্যু মাথায় করিয়াই অতি কৌশলের সাথে গাড়ী যাইবার পথটিতে একটি মাইন পুঁতিয়া রাখিলেন। অন্য আর একজন মাইনপাতার স্থানটিকে বেশ ভালভাবে ঢাকিয়া দিলেন, যাহাতে জার্ম্মাণরা উহার কোন হদিস না করিতে পারে। কাজ সারিয়া তাঁহারা চারজনে একটি ঝোপের আড়ালে গেলেন।

দিনের আলোতে দুইজন জার্ম্মাণসৈন্য ঘাটি হইতে বাহিরে আসিল। কম্বলের টুকরাতে তাঁহাদের পা জড়ানো, মাথা গরম শালে ঢাকা। কান পর্যান্ত সার্ভিস টুপী। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা পথ ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল। কোটের পকেটে হাত, বগলে রাইফেল। মাইনটি যেখানে পোতা হইয়াছিল, তাহারা সে স্থানটি ছাড়াইয়া গেল, মাইনের কোন হদিসই পাইল না। টহল দিয়া তাহারা ঘাটিতে ফিরিয়া গেল। নাৎসী পশু দুইটিকে গুলি করার জন্য গেরিলা দলটির সবাই উসখুস করিতে লাগিলেন। এমন কি তাহাদের ভিতর সব চেয়ে ছোট গেরিলা যোদ্ধাটি টমি-গান তুলিয়া ধরিলেন, গুলি করিয়া ওদের সাবাড় করিতে। কিন্তু দলের নেতার কঠোর দৃষ্টি তাহাকে নিরস্ত করিল। গুলি করিলে তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন হইবে, উহার শব্দে তাহারা ধরা পড়িবে সাথে সাথে সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইবে। গেরিলা বীরটি তাহার টমি-গান নামাইলেন। জার্ম্মান দু'টাকে মারা গেল না…

এমন সময়ে দূর হইতে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি গাড়ীও দেখা গেল। কিন্তু গাড়ীটি বিনা বাধায় চলিয়া গেল। জার্ম্মাণদের শয়তানি তাঁহাদের অজানা নাই। এই গাড়ীটি যে ধোকা ইহা তাঁহারা বুঝিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে খুব বেগে আর একটি গাড়ী আসিতেছিল। এই গাড়ীর ইঞ্জিনের সাথে খড় বোঝাই দু'টী ওয়াগন ছিল। যাত্রী যাওয়ার দু'টী কামরাও ছিল। গেরিলারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাড়ীটির দিকে চাহিলেন। এইটিই কি সেই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ী? না, পথ ঠিক আছে কিনা তাহা দেখার জন্য এই গাড়ীটি? গাড়ী আগাইয়া আসিতে লাগিল মাইন পোতার স্থানটিতে। গেরিলা নেতা হঠাৎ আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "না, এই খড়ের গাড়ীর ভিতর নিশ্চয়ই কোন কারসাজি আছে, নতুবা খড় এমন ভাবে কেন সাজানো হইয়াছে?" আর অপেক্ষা না করিয়া মাইনের বোতাম টিপিলেন। তারপর কানে তালা লাগান শব্দ, ইঞ্জিনটি উপরের দিকে উঠিয়া সমস্ত গাড়ীগুলি লইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বাহির হইল ট্যাঙ্কের অনেকগুলি টুকরা টুকরা অংশ। জার্ম্মান দস্যুদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইল। স্বদেশ প্রেমিক সোভিয়েট গেরিলাই জয়ী হইলেন। (টাস্)

সম্পাদকীয়

সঙ্কট সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও

গান্ধীজীর অনশন হিন্দু-মুশলিম ঐক্য—কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রশ্নকে আজ আমাদের চোখের সামনে বড় করিয়া ধরিয়াছে। কেননা, দেশের যে সঙ্কট সমাধানের জন্য গান্ধীজী অনশন করিয়াছেন, সেই সঙ্কটের সমাধান একটী পথেই হইতে পারে—সে পথ হইল কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট।

আজ সম্প্রদায়, দল, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মিলিত হইতেছে গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে। মডারেট, লিবারেল প্রভৃতি নেতারা আগুয়ান হইয়াছেন সঙ্কট সমাধানের জন্য। বড়লাটের কাউন্সিলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সঙ্কট সমাধানের ব্যাকুল আগ্রহ দেশবাসীকে একতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

কিন্তু, শুধু আগ্রহের দ্বারাই একতা গড়িয়া উঠিবে না। আসল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মীমাংসা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ গান্ধীজীর মুক্তির দাবীকে সঙ্কট সমাধানের একমাত্র নিশ্চিত উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে আমরা পারিব না। আর, যতক্ষণ তা না পারিতেছি, ততক্ষণ গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করিয়া গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে বাধ্য করিতে পারিব না।

সুতরাং, সঙ্কট যত বাড়িয়া যাইতেছে, তত বেশী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, কংগ্রেস লীগ ঐক্য সম্পাদন করিবার দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে।

মুশ্লিম লীগের যতদুর আগাইয়া আসিয়া এই ঐক্য গঠন করিতে সাহায্য করা উচিত, ততদুর আগাইয়া আসে নাই। মুশ্লিম লীগ এখনও সন্দেহ করিতেছে, কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইবে কি না। কেন্দ্রীয় পরিষদের লীগ-নেতা লিয়াকত আলি এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া গান্ধীজীর মুক্তি প্রস্তাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। মিঃ জিন্না এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। মুশ্লিম লীগের এই সন্দেহে আরও খোরাক জোগাইতেছেন সাভারকর।

কিন্তু মুশ্লিম-লীগ নেতৃত্ব আগাইয়া না আসিলেও আমরা দেখিতেছি মুশ্লিম লীগের অনেক বিশিষ্ট নেতা সঙ্কট সমাধানের এই অপূর্ব্ব সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। খাজা নাজিমুদ্দিন আশা করিয়াছেন যে গান্ধীজীর অনশনের মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলন সার্থক হইয়া উঠিবে। মাদ্রাজ মুশ্লিম লীগের সম্পাদক ও কলিকাতার মুশ্লিম নেতা খান বাহাদুর মহম্মদ জান এই সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের মুসলীম লীগ সভাপতি আব্বা বেগ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য লীগকে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন। মুশ্লিম জনগণও একতার পথে আগাইয়া যাইতেছে।

মিঃ জিন্না সন্দেহ করিতেছেন—কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া না লইলে সঙ্কটের সমাধান হইবে কিরূপে? কিন্তু গত আগষ্ট প্রস্তাবে কি কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয় নাই? আজ গান্ধীজী পুনর্ব্বার সেই প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণার তাৎপর্য্য পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্কট হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য গান্ধীজী উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, তাহারই জন্য তিনি আজ নিঃসন্দেহ চিত্তে লীগের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়াছেন। তাহারই জন্য তিনি রাজাজীর সহিত দেখা করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার চেয়ে বড় কথা—গান্ধীজী আজ সঙ্কট-সমাধানের জন্য কারাগার হইতে বাহিরে আসিতে চাহেন। দেশবাসীকে ধ্বংসের পথ হইতে সরাইয়া মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে চাহেন। জনগণের মুখে খাদ্য দিতে চাহেন, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই আজ কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িয়া উঠিবার অবস্থা তৈরী হইতেছে।

আজ যদি মুশ্লিম লীগ অগ্রসর হইয়া এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, তবে সকল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। ঐক্যের এই অপূর্ব্ব সুযোগ লীগ যদি হারায় তাহাতে শক্তিশালী হইবে কে? মুশ্লিম লীগ নয়। মুসলমান জনগণ নয়। শক্তিশালী হইবে আমলাতন্ত্র—যে চায় জনগণের হাতে ক্ষমতা না আসুক। শক্তিশালী হইবে পঞ্চমবাহিনী, যাহারা চায় দেশের এই সঙ্কট আরও ভয়াবহ হইয়া উঠুক।

কিন্তু দেশবাসী চোখের সামনে এই সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইতে দিতে পারে না। সঙ্কটকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। মুশ্লিম লীগকে সঙ্কট সমাধানের জন্য টানিয়া আনিতেই হইবে।

মুশ্লিম লীগের এখনও যে সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমাদের মুক্তচিত্তে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। হিন্দুমহাসভার নেতা সাভারকরের যে বিবৃতি মুসলমান জনগণকে ও মুশ্লিম লীগকে প্ররোচিত করিতেছে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গঠন না করার জন্য, তাহাকে ব্যর্থ করিতে হইবে। কংগ্রেসের প্রস্তাব ও গান্ধীজীর ঘোষণার তাৎপর্য্য সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার করিয়া ধরিতে হইবে।

মডারেট, লিবারেল প্রভৃতি নেতাদের কাছে আমাদের বলিতে হইবে যে সঙ্কট সমাধানের জন্য দায়িত্ব তাঁরা যদি অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন মানিয়া লওয়া ও তাহার ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার পথ প্রস্তুত করা। বড়লাটের কাউন্সিলের যে সভ্যরা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে, শুধু শাসনতন্ত্রের অচল অবস্থা সৃষ্টি করিলেই সঙ্কটের সমাধান হইবে না, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্পাদন করিতে হইবে।

মুসলমান জনগণের কাছে আমাদের যাইতে হইবে। নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার কল্পে, ভয়াবহ খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান কল্পে তাহাদের একতাবদ্ধ করিতে হইবে হিন্দুজনগণের সঙ্গে। এই ঐক্যের ভিতর দিয়াই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, গান্ধীজীর মুক্তি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীর পিছনে তাহাদের সংহত করিতে হইবে। মুশ্লিম লীগ নেতৃত্বের কাছে মুসলমান জনগণের দাবী উচ্চকণ্ঠে জানাইতে হইবে।

সমস্ত দেশপ্রেমিককে, কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী, হিন্দু, মুসলমান দেশভক্তদের কাছে প্রচার করিতে হইবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, না হইলে এই সঙ্কটের অবসান হইবে না, গান্ধীজীর মুক্তি হইবে না।

জনগণ আজ যত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, এমন আর কোনও দিন হয় নাই; আমলাতন্ত্র আজ যত কোণঠাসা হইয়াছে, এমন আর কোনও দিন হয় নাই। জনগণ যদি দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে পারে, তবে জয়ী হইবেই।

গান্ধীজীর মুক্তিতে মুশ্লিম নেতারা

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য **স্যার নাজিমুদ্দিন**ঃ- "আমি আশা করি গান্ধীজী যে কঠিন ব্রত লইয়াছেন তাহা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহায্য করিবে।"

মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক **মিঃ এ, এম, আল্লাপিচাই**ঃ—"ভারতে এমন কেহ আছে কি যে গান্ধীজীর ২১ দিন ব্যাপী এই অনশন ব্রত গ্রহণ করায় উদ্বিগ্ন হইবে না? আমাদের সঙ্গে তাঁর ও কংগ্রেসের বিরাট মতভেদ আছে; তবু তিনি দেশের জন্য যে মঙ্গলজনক কাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি অনুভব করিয়াছেন যে দেশবাসীর প্রতি তাঁর এখন কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং একবার যখন তিনি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হিংসামূলক কার্য্যের সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সেই সমস্ত কাজ বন্ধ করিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবেন। যাহাতে দেশের এই অচল অবস্থা দূর হয় এবং যাহাতে জাতির সমগ্র শক্তি ফাসিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়, তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা বড়লাটের কর্ত্তব্য।"

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য লীগ নেতা **নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ**ঃ—"যত দিন না প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, ততদিন এই দেশে স্বাধীনতা আসিবে না।…সভ্যদের আমি এই অনুরোধই করিতে চাই যে তাঁহারা আমাকে বুঝাইয়া দিন যে গান্ধীজীর মুক্তির ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পাদিত হইবে।"

মুসলিম লীগ নেতা **মিঃ জিন্না**ঃ- "আমি আশা করি যে আপনাদের চেষ্টা সফল হউক এবং এমন একটী সুযোগ আসুক যাহাতে এই দেশের শুধু হিন্দু মুসলমানই নহে, অন্যান্য জাতির মধ্যেও পারস্পরিক মীমাংসা করিবার জন্য আলোচনা চলিতে পারে।"

কলিকাতার মুসলিম নেতা **খানবাহাদুর মহম্মদ জান** গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই উপলক্ষে দিল্লীতে যে নেতৃসম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে তাহা তিনি সমর্থন করেন এবং আশা করেন যে এই সময় মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমানের আপোষের চেষ্টা করিবেন।

মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি **মিঃ আব্বা বেগ** কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য লীগকে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমিতির সম্পাদক **মিঃ হুমায়ুন কবির** বড় লাটের কাছে তার করিয়াছেন:—"হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমিতি মহাত্মা গান্ধীর অনশনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে এবং বিনাসর্ত্তে মুক্তি দানের জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

আবদুল হালিম গজনভীঃ- ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে গান্ধীজীর মুক্তি হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সব চেয়ে বেশী সাহায্য হইবে। দেশের এই বিশৃঙ্খলা দূর করিতে একমাত্র গান্ধীজীর প্রভাবই কার্য্যকরী হইবে।…গান্ধীজী স্পষ্টভাবে ফাশিজমের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং বাস্তব রাজনীতিতে তাঁহার সহিত আমার ও অন্যান্যের যতই মতভেদ থাকুক না কেন, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে দেশের জন্য তিনি যে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর মধ্যে তাঁহার যত বেশী প্রতিষ্ঠা, সেরূপ আর কাহারও নহে। এই জন্যই আমি গান্ধীজীর মুক্তি চাই এবং তাই আমি নেতৃসম্মেলনের অন্যতম স্বাক্ষরকারী হইতে আগাইয়া গিয়াছি।"

বাংলার প্রধান মন্ত্রী **মিঃ ফজলুল হক**ঃ—"প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে।… পরিষদের এই প্রস্তাব শুধু সুপারিশ করা হিসাবেই পাঠান হইবে। গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার দাবী করা মনুষ্যত্বের দাবী। এই দাবীতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।…গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কি আমি বলিতে পারি না। তবে গান্ধীজীর মুক্তি সম্বন্ধে আমার নিজের মনোভাব পরিষ্কার। পরিষদের আলোচনার বিবরণ আমি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাইতেছি।"

★ লালফৌজ জিন্দাবাদ ★

লেখক
হীরেন মুখার্জী

সারা দুনিয়া আজ লালফৌজের জয়গানে মুখরিত। হিটলারের দর্প তারা চূর্ণ করছে। নিজের হাতে গড়া সোভিয়েট দেশ থেকে তারা শত্রুকে দূর করছে। ফ্যাশিষ্টদের বিষ দাঁত ভেঙে সব দেশে স্বাধীনতার রাস্তা সোজা করছে। সবাই অবাক্ হয়ে তাদের অদ্ভুত বীরত্ব ও কৌশলকে বাহবা দিচ্ছে। লালফৌজ যে দুনিয়ার সেরা লড়িয়ে, তা আজ সবাই বুঝ্ছে।

মজুর চাষীর আপন দেশ হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। লালফৌজ হচ্ছে মজুর চাষীর স্বাধীনতার হাতিয়ার। তাই লালফৌজের জয় জয়কারে সব দেশের মজুর চাষীর এত আনন্দ।

পঁচিশ বছর আগে লালফৌজের প্রথম পত্তন হয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক বিপ্লব যখন হয়, তখন ঘরে বাইরে শত্রুর অভাব ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটি থেকে মজুরদের অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। পুরাণো সৈনিক ও নাবিক অনেকে তাদের সঙ্গে মিলেছিল। প্রথম তিন মাস এদের ৫০।৬০ হাজার জনকে নিয়ে "লাল রক্ষীদল" খাড়া করা হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এই সংগঠনকে পাকা করা হয়। "মজুর চাষীর লালফৌজ," নামে এরা পরিচিত হয়। তখন থেকে লালফৌজের ইতিহাস শুরু হয়েছে।

হিটলারের সর্দ্দার পাণ্ডা গোয়েরিং সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছে যে "ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিটমাট করা যেতে পারে, কিন্তু বলশেভিকদের সঙ্গে কিছুতেই তা হতে পারে না।" নিজেদের "ভদ্রলোক" বলে যারা আনন্দ পায়, যাদের খাটুনির দরুণ খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে দিনগুজরানের সুবিধা জোটে, তাদেরই "ছোট লোক" বলে নাক সিঁটকানো যাদের অভ্যাস, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে গোয়েরিঙের কথায় ভুলবে, তা আশ্চর্য্য নয়। এই ধরণের "ভদ্রলোকেরা" জানে যে লালফৌজের জয় হলে তাদেরই সমূহ বিপদ।

মজুর চাষী মিলে লালফৌজকে গড়েছে। লালফৌজের নেতাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন কমরেড ষ্টালিন। গরীব মুচির ঘরে ষ্টালিনের জন্ম। বাকুতে মজুর আন্দোলনে তাঁর সাম্যবাদে হাতে খড়ি হয়। ভরোশিলভের বাবা ছিলেন রেল মজুর, মা ছিলেন ঠিকা মজুরাণী। সাত বৎসর বয়সে খনিমজুরের কাজে ইনি লাগেন, পরে বাপের মত রেলে কাজ করেন। বুদিয়েনি নিরক্ষর কসাক পরিবারের ছেলে। টিমোশেঙ্কোর বাবা ছিলেন বেসারাবিয়ার চাষী।

পৃথিবীর আর সব দেশে যাদের কেবলই লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তারাই সোভিয়েট দেশের মালিক। তাদেরই লালফৌজ আজ জগৎকে চমৎকৃত করছে।

প্রথম পাঁচ বৎসর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে লালফৌজকে যেতে হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ ও এক সঙ্গে সমস্ত ধনিক শক্তির আক্রমণ থেকে সোভিয়েটকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। যে আগুন তখন জ্বলেছিল, তাতে দুনিয়ার নানা দেশের দুষমণকে লালফৌজ ছাই করেছিল, আর ঐ আগুনেই লালফৌজ সোণা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সবাই অবাক্ হয়ে দেখ্ল জনশক্তি কেমন করে লড়ে, দেখল যে সোভিয়েট সরকার, লাল ফৌজ আর জনসাধারণের ঐক্য বিপর্য্যয়ের মধ্যেও অটুট হয়ে রয়েছে, জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে সব দেশের লোককে অনুপ্রাণিত করছে।

১৯২১-২২ সালে দেখা গেল যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিদেশী আক্রমণ ইত্যাদির ফলে দেশের শিল্পসম্পদ একেবারে কমে গেছে। ১৯১৩ সালে জারের আমলে যতটা উৎপাদন হত, তখন হল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দারুণ দুরবস্থা থেকে কেমন করে সোভিয়েট আবার জগৎসভায় বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, পঞ্চ-বর্ষ-সঙ্কল্পগুলি পূর্ণ করে অসাধ্যসাধন কাকে বলে দেখিয়ে দিল, তা নিয়ে একটা মহা কাব্য রচনা করা চলে।

স্পেনে ফ্যাশিষ্টরা যখন পালের গোদা হিটলার-মুসোলিনির নির্লজ্জ সাহায্য নিয়ে সেখানকার গণতন্ত্রকে পর্য্যুদস্ত করছিল, তখন সোভিয়েট একা স্পেনের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সব রকমে সাহায্য করেছিল। তখন প্রথম সবাই দেখে যে সোভিয়েটের এরোপ্লেন, সোভিয়েটের ট্যাঙ্ক অন্য যে কোন দেশের চেয়ে অনেক ভাল।

ফাসিষ্টরা ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করছিল যাতে সবাই মিলে সোভিয়েটকে ধ্বংস করা যায়। ভণ্ড তপস্বী সেজে ইংরেজ ও ফরাসী সরকার কেবলই এ ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছিল, ফাসিষ্টরা যেখানে যা চায় তাই দিয়ে সন্তুষ্ট করছিল, আর প্রাণপণে আশা করছিল যে আক্রমণ যেন শীঘ্রই সোভিয়েটের ঘাড়ে পড়ে। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েট অক্লান্ত প্রচার চালিয়েছিল, জনশক্তি একত্র হলে ফাসিষ্টরা হারবে, যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে জগৎ বাঁচবে, এই কথা সবাইকে জানিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েট নেতারা রঙীন স্বপ্ন দেখতেন না। তাঁরা জানতেন যে, যে কোন দিন ফাসিষ্টরা সোভিয়েট ধ্বংসের কাজে নামতে পারে। তাই লালফৌজ শত্রুকে বজ্রমুষ্টির আঘাতে প্রতিহত করার জন্য সর্ব্বদাই তৈরী রইল।

১৯৩৮ সালে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের কাছে হাসান হ্রদের ধারে, আর ১৯৩৯-এ মঙ্গোলিয়াতে সোভিয়েটের হাতে প্রহার খেয়ে জাপানী ফাসিষ্টরা যে শিক্ষা পেল, সে শিক্ষার ফলেই আজও তারা সাইবিরিয়া আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাতে পারছে না।

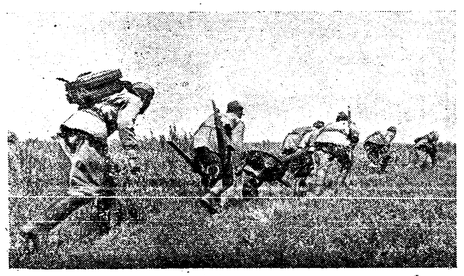

১৯৩৯-এ জার্ম্মাণী যখন বিনা বাধায় পোলাণ্ড জয় করল, তখন লালফৌজ এগিয়ে এসে হিটলারের টনক নড়িয়ে দিল। পূর্ব্ব পোলাণ্ড ও বলটিক দেশগুলি যে সে অবলীলাক্রমে দখল করতে পারবে আশা করেছিল, তা চূর্ণ হয়ে গেল।

ফিনল্যাণ্ড থেকে সোভিয়েটকে আক্রমণ করার যে আন্তর্জ্জাতিক চক্রান্ত বহুদিন চলছিল তাকে নষ্ট করে দেবার জন্য সোভিয়েট ১৯৩৯-এর শেষে ফিনল্যাণ্ডের কাছে কয়েকটি নির্দ্দোষ প্রস্তাব দিল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ সকলেরই উপর ভরসা রেখে ফিনল্যাণ্ড সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সোভিয়েট ঐ দেশ আক্রমণ করে। ইয়োরোপের সবচেয়ে নিদারুণ শীতে, তিন মাসের মধ্যে 'মানারহাইম লাইন' নামে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী চূর্ণ করে লালফৌজ জিতল। কিন্তু পূর্ণ বিজয় সত্ত্বেও ফিনল্যাণ্ডকে সোভিয়েট অতি সহজে রেহাই দিল। জিঘাংসা প্রবৃত্তি লালফৌজ কখনও দেখায় না।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় সব দেশের কাগজ প্রচার করত যে লালফৌজ লড়তে জানে না, সেনাপতিরা অকর্ম্মণ্য। ১৯৪১-এ যখন হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করল, তখনও ঠিক ঐ ধরণের জঘন্য প্রচার চলেছিল। "সোভিয়েট ডুবেছে, আর তার কোনও ক্ষমতা নেই; জার্ম্মাণীর সঙ্গে কি চাষী মজুরা দাঁড়াতে পারে, তারা হেরে ভূত হয়েছে"—এই কথাই কেবল শোনা গেল।

আজ লাল অক্ষরে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। লালফৌজের বিরাট বিজয় অভিযান দৃপ্তগতিতে চলেছে। বাহাদুর লালফৌজ দুনিয়ার লোকের চোখ খুলে দিয়েছে।

এখনকার যুদ্ধে নতুন উপায় যা কিছু প্রচলিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই উদ্ভাবন করেছে লালফৌজ। একথা যে স্বীকার করে না, সে সত্যই কোন খবর রাখে না।

হিটলারীরা সোভিয়েট দেশের মধ্যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল বলেই যে তারা লালফৌজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একথা যে বলে সে বাতুল। সমস্ত ইয়োরোপকে পদানত করে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ লালফৌজের চেয়ে অনেক বেশী জড় করে হিটলারীরা এগুতে পেরেছিল। সোভিয়েটের মতলব ছিল আঘাতের পর আঘাত করে হিটলারীদের যথাসম্ভব শক্তিক্ষয় করা, আর সময় এলে পাল্টা আক্রমণ করে অবসন্ন শত্রুকে নির্ম্মূল করা। এই নির্ম্মূল করার কাজই আজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

এতদিন একলা লালফৌজ দুর্জ্জয় সাহস নিয়ে লড়ে এসেছে। তার পশ্চিমী মিত্ররা প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হলেও কার্য্যকালে নিজ নিজ পথ খুঁজতেই ব্যস্ত থাকে। ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণ-ক্ষেত্র খুলে যেদিন লালফৌজকে সত্যই সাহায্য করা হবে, সেদিনই নতুন দুনিয়া গড়ার দিন আসবে। সব দেশের লোক একজোট হয়ে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের উৎখাত করবে, ফাসিষ্ট বন্ধুদের মুখোস খুলে দেবে, স্বাধীনতার বনিয়াদ পাকা করবে।

লালফৌজের জন্মোৎসবে আমরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। সব দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও আওয়াজ তুলছি—লালফৌজ জিন্দাবাদ।

লালফৌজের শপথ

সোভিয়েট ভূমির নাগরিক আমি; মজুর-কৃষকের যে লালফৌজ, তার একজন হইয়া আজ আমি শপথ নিতেছি। সম্ভ্রম আর সাহসে, শৃঙ্খলা আর সতর্কতায় আমি হইব একজন একনিষ্ঠ সৈনিক। সামরিক ও রাষ্ট্রগত গোপনতা কঠোর ভাবে পালন করিব। সামরিক সমস্ত বিধান এবং আমার কমাণ্ডার ও চীফদের সমস্ত আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইব। ইহা আমার প্রতিজ্ঞা।

সামরিক বিদ্যার অনুশীলনে নিজেকে আপ্রাণ নিয়োগ করিব। সামরিক ও জাতীয় সম্পদ অতন্দ্রভাবে রক্ষা করিব। জনগণের প্রতি, সোভিয়েট পিতৃভূমির প্রতি ও মজুর-কৃষকের সরকারের প্রতি আমরণ আমার নিষ্ঠা থাকিবে। ইহাই আমার পণ।

মজুর-কৃষকের সরকারের নির্দ্দেশে আমার পিতৃভূমি সোভিয়েট ইউনিয়ন রক্ষার কাজে আগে বাড়িতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব। মজুর কৃষকের লালফৌজের একজন আমি; শৌর্য্যে ও চাতুর্য্যে, সসম্মানে ও সগৌরবে আমি আমার দেশকে রক্ষা করিব। শত্রুর পরাভবের জন্য নিজের রক্ত ও জীবনপাতে দ্বিধা করিব না।

যদি কোনদিন বিদ্বেষবশে এই পূত শপথ হইতে বিচ্যুত হই, তবে যেন সোভিয়েট বিধির সুকঠিন দণ্ড আমার উপর বর্ষিত হয়, সকলের ধিক্কার ও বিশ্বশ্রমিকের ঘৃণা আমাকে দগ্ধ করে।

যুদ্ধ-সীমান্তে লালফৌজ

★ গৌরবে উন্নত ষ্টালিনগ্রাদ ★

ষ্টালিনগ্রাদের একটা বিকাল।... ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান আসছে ষ্টালিনগ্রাদের ওপর। ওয়ার্ডেন খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে বিপদ-ঘণ্টা। কাছেই কোথাও একটা মাইন ফাটলো। ধুলোর ঝড়ে চারদিক আচ্ছন্ন।...এক মুহূর্ত্ত পর। ওয়ার্ডেন লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সবাই ছুটলো তার সাহায্যে। আগেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আবার বাজছে ঘণ্টা। এবার ডান হাতে নয়, বাঁ হাতে। ডান হাত তার ক্ষতবিক্ষত।...

আর একটা দিনের কথা।

অন্ধকার রাত। ভলগা নদীর বুকে ছোট্ট একটা নৌকা চলেছে, কালো ছায়ার মত। অন্ধকারের বুক চিরে সশব্দে একটা বোমা এসে পড়ল নৌকার ওপর। যাত্রীরা সব ঝাঁপিয়ে পড়লো কালো জলে। তার মাঝে ছিল এক যুবক—লালফৌজের লেফ্টনাণ্ট। ভারী কোট জলে ভিজে আরও ভারী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যুবক তলিয়ে যেতে লাগলো নদীর তলায়। বৃদ্ধ মাঝি চেপে ধরলো তার কোট, নিজের 'লাইফ বেল্টটি' ঠেলে দিয়ে বললো—জান্ বাঁচাও! তরুণ ধীরে বেল্টটি সরিয়ে দিলো। বৃদ্ধমাঝি ঝাঁঝিয়ে উঠলো—মূর্খ, জান্ বাঁচাও! আমি বৃদ্ধ, তার ওপর আমার হাতটা দেখো উড়ে গেছে, আমি আর ষ্টালিনগ্রাদের জন্য কি করতে পারবো। তুমি তরুণ, বাঁচো, ষ্টালিনগ্রাদকে বাঁচাও! ধীরে ধীরে বৃদ্ধের দেহ জলের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।...

ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষায় লালফৌজ

ষ্টালিনগ্রাদ বেঁচেছে। লালফৌজ ও সোভিয়েট জনসাধারণের এমনি আত্মত্যাগ ও অসীম বীরত্বে ষ্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েছে, নাৎসীদের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছে।

ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষার মত এত কঠিন কাজ যুদ্ধের ইতিহাসে মেলে না।

ষ্টালিনগ্রাদ সহরটি ছোট ফালির মত ভলগার গা ঘেঁসে চলেছে। এক গজ জমি নেই যে রক্ষাকারীর দল সহজভাবে ফৌজ সাজাতে পারে। ষ্টালিনগ্রাদের মাটি কামড়েই তাদের লড়তে হয়েছে।

ফেরি বেয়ে ষ্টালিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পেতে এমন দৃশ্য যা যুদ্ধের কোন সীমান্তেই দেখা যায় না, যা ষ্টালিনগ্রাদেই শুধু সম্ভব। গাড়ী গাড়ী বোঝাই দিনরাত চলেছে কামানের গোলাগুলি, মাইন, নদীর পার দিয়ে। অবিরাম চলেছে মাল বোঝাই ফেরী নৌকা। ফৌজ চলেছে, চলেছে ডাক্তারী সাজ সরঞ্জাম, খবরের কাগজ।

২৩শে আগষ্ট জার্ম্মাণরা হানলো প্রথম আঘাত। এক এক বারে এক হাজার করে বিমান ধ্বংস ও মৃত্যু হানলো ষ্টালিনগ্রাদের ওপর। গড়ে গোটা সহরে আধ মাইল স্কোয়ার জায়গার ওপর ৪ লাখ ১ হাজার করে ভারী বোমা ফেলা হল। সহরের চার ভাগের তিন ভাগই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। লোহা, মাটি আর রক্ত মিশে এক বীভৎস দৃশ্য হলো নগরীর।

হিটলার ভাবলো, ষ্টালিনগ্রাদ শেষ। নাৎসীরা আকাশ থেকে ইস্তাহার ছাড়লো—"আত্মসমর্পণ কর"! সে ইস্তাহার মাটিতে পৌঁছলো না, ছাই হয়ে আকাশে উড়লো ... নগ্রাদের বীররা আগুনের উৎসবে ইস্তাহারের দিলো প্রকৃত উত্তর।...

চারদিকে জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড ঢেকে রেখেছে ষ্টালিনগ্রাদ। অনির্ব্বান সে আগুনের মাঝে মানুষ বাঁচতে পারে? ভাবাও যায় না। আগুনের শিখা বিচিত্র রঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কখনও সবুজ কখনও লাল, কখনও সাদা রকেটের শিখা। কখনও বা সার্চ লাইটের নীল আলো। জানিয়ে দিচ্ছে—আগুনের মাঝে বীর মানুষের দল স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে। ইতিহাসের অতুলনীয় অভূতপূর্ব্ব লড়াই।

জার্ম্মাণরা সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ষ্টালিনগ্রাদের ওপর। ২২ ডিভিসন নাৎসী সেনা! তারা ঘোষণা করল ষ্টালিনগ্রাদের যানবাহনের সব যোগাযোগ কেটে দেবে—অবরুদ্ধ নগরীকে গলা টিপে মারবে।

এক এক ঝাঁকে ৫০ থেকে ৭০টী করে বোমারু বিমান হানা দিলো রেলপথ আর ষ্টেশনের ওপর। অবিরাম বোমা বর্ষণের মাঝেও রেলমজুররা অসীম বীরত্বে কাজ করে চলেছে—ভাঙ্গা লাইন আবার জুড়ছে। দেড়শো ইনজিন চালক অকম্পিত চিত্তে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তারা পেছু হটে নি।

নাৎসীরা রেলপথ দখল করলো। দম্ভভরে দুনিয়ার কাছে প্রচার করলো—এইবার ষ্টালিনগ্রাদের নাড়ী কেটে গেছে। ষ্টালিনগ্রাদের জীবন শেষ! তিন মাস ধরে বার্লিনের সাথে ষ্টালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে চললো নাৎসীদের যোগাযোগ।

তারপর এলো ১৯শে নভেম্বর। লাল ফৌজের বুটের ঘায়ে দম্ভী হিটলারের মাথা নত হলো। দুনিয়ার ইতিহাসে সুরু হল অভূতপূর্ব্ব অবরোধ। হিটলারী সেনার যোগাযোগ গেল কেটে। ২২ ডিভিসন নাৎসী সেনা অবরুদ্ধ হলো। নিশ্চিত মৃত্যু ও পরাজয়ের পথে দাঁড়াল লালফৌজের সাঁড়াশীর চাপে।

তারপর। ষ্টালিনগ্রাদ আবার মুক্ত হলো। সমস্ত রেলপথ মুক্ত হলো। বিপুল ধ্বংসের মাঝে সুরু হল আবার জীবনের স্পন্দন। ধ্বস্ত বিধ্বস্ত রেলপথ, সেতু, ষ্টেশন ঘরে আবার বীর মজুরের হাত পড়লো। নাৎসীদের শেষ গুলির শব্দ আকাশে মিলিয়ে যেতে না যেতেই কাজের কোলাহল জাগলো। মুহূর্ত্ত বসে থাকবার সময় নেই। বরফে ঢাকা বোমায় বিধ্বস্ত গুদাম খুঁজে মজুররা বের করল ভাঙ্গা হাতিয়ার, তাই দিয়েই সুরু হল কাজ। ভাঙ্গা বাড়ীর কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, নষ্ট হয়ে যাওয়া তেল, খড়কুটো—এই সব হল ইনজিনের খোরাক।

মুক্ত ষ্টালিনগ্রাদে আবার ট্রেণের বাঁশি বাজলো নাৎসীদের বুক চিরে, দুনিয়ার জনসাধারণের সাফল্য ঘোষণা করে।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

● নিশীথ রাতের কণ্ঠস্বর ●

আলকাতরার মত অন্ধকার রাত্রি। জার্ম্মাণরা তিনদিক হইতে ঘেরাও করিতে চায়—বীর লালফৌজ বজ্রমুঠি তোলে। অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে চোখ ঝলসানো আগুন আর বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ উঠে। নাৎসিদের চোখে ঘুম নাই।

আগুনের ফুলকি ক্রমে অদৃশ্য হয়, আর অন্ধকারে হঠাৎ এক স্বরতরঙ্গ ভাসিয়া আসে। কণ্ঠস্বর জার্ম্মাণের। বেতারে ধ্বনিত হয়, '১৫শ পদাতিক বাহিনীর পল্টন ভাই সব! আমি সাইকেল ব্যাটালিয়নের এন, সি, ও, সীগফ্রিড উইট কথা বলছি। রুশদের হাতে আমি বন্দী হয়েছিলাম। বন্দী অবস্থায় ভেবেছিলাম, আমার দিন ঘনিয়েছে। তোমরাও ত অফিসারদের মুখে শুনেছো রুশরা নাকি বন্দীদের গুলি করে। মিথ্যে কথা। সমস্তই বানানো...'

নদীর ওপারে অগ্নিবর্ষণ শান্ত হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় জার্ম্মাণদের চমক লাগে, তারা কান পাতিয়া শোনে, "আমার ব্যাটালিয়নের ভাইসব! সার্জ্জেণ্ট শেফার, অ্যালবার্ট হার্বষ্ট, আর্থার—জানো তোমাদের সব নামই আমি বলে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা এর পরে অন্তত নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে আমিই কথা বলছি। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ ভাই! লড়াই থামাও। অফিসারদের তোমরা বিশ্বাস করো না। যে যুদ্ধ হিটলার তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তোমরাই সে যুদ্ধের অবসান করো। লালফৌজে চলে এসো ভাই। তবেই অচিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলেই আমরা মাথা উঁচু করে অক্ষত দেহে আবার আমাদের ঘরে ফিরতে পারবো।"

জার্ম্মাণ ঘাঁটি নিস্তব্ধ। সৈন্যেরা কান খাড়া করিয়া তাহাদের পুরাণো সহকর্ম্মীর সম্ভাষণ শুনিতেছে। অশরীরি কণ্ঠস্বর বলিয়া চলে, '১৫শ পদাতিক বাহিনীর পল্টন ভাই সব! তোমাদেরই বন্ধু উইট, কর্পোরাল বেচার ও স্মিডট, এন, সি, ও বার্ক আর বাটোনিৎস এবং আরো অনেকেই নিজেরাই ধরা দিয়েছে। তারা সকলেই এখানে সুখে আছে। তোমরাও তাদের পথ অনুসরণ করো। লালফৌজের নেতৃত্ব তোমাদের প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছে—তোমাদের নিরাপত্তা, তোমাদের স্বাচ্ছন্দে কোনই বিঘ্ন ঘটবে না। তোমরা যুদ্ধ শেষে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবে।'

কণ্ঠস্বর থামিয়া গেলে সঙ্গীতের সুর শোনা যায়। আকাশে আগুনের ঝলক নাই, গুলিগোলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেছে। জার্ম্মাণরা লালফৌজের গান শোনে, 'মস্কো আমার, মস্কো আমার।'

লালফৌজের চারজন সৈনিক এই বেতারটি পরিচালিত করে। তারা তাদের ভাঁজ করা যন্ত্রটি রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে চড়াও হয়। কিন্তু সবদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটে না। জার্ম্মাণ অফিসারদের কামানের মুখ হইতে আগুনের ঝড় উঠে। কিন্তু সোভিয়েটের এই বীরের দল শত্রু ঠকানোতে ওস্তাদ। কোন কোন দিন আবার ৪০ মিনিট ধরিয়া বেতারে প্রচার চলে। জার্ম্মাণ সৈনিকদের বেতারে বলিতে দেওয়া হয়। খোদ জার্ম্মানীতে নাৎসিদের জুলুমের কথা বিশেষভাবে ঘোষিত হয়।

আহারে রত লালফৌজের সাধারণ সৈনিক ও টিমোশেঙ্কো

হাজার হাজার কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী—১৩ই ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়া ও রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলনে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী বীরভূম, ২৪ পরগণা, দিনাজপুর ও ফরিদপুর জেলা কৃষক সম্মেলনে সহস্র সহস্র কৃষক দাবী করিয়াছে 'গান্ধীজীর মুক্তি চাই।' ১৫ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলা কৃষক সম্মেলনে পাঁচ হাজার কৃষক নরনারী এই দাবী জানাইয়াছে। গ্রামে গ্রামে কৃষক ভলান্টিয়ার দল প্রচার করিতেছে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই, জাতীয় সরকারের জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই। ছিনাই ইউনিয়ন কৃষক সমিতিতে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মহিলা সম্মেলনে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডোমজুর গ্রামে হাওড়া জেলা মহিলা সম্মেলনে ১৫০০ মহিলা দাবী জানাইয়াছে—গান্ধীজীর মুক্তি চাই। মহিলাদের একটী শোভাযাত্রা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই দাবী ঘোষণা করিয়াছে।

খাদ্য-সংকট সমাধানে

খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরামপুর মাহেশে খাদ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে সমবেত ৫০০ ছাত্র, যুবক, চাকুরীজীবি, মজুর গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে।

গরচা জনরক্ষা কমিটির এক সভায় গান্ধীজীর অনশন সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী **ওরিয়েণ্ট্যাল গ্যাস শ্রমিকদের** এক সভায় উক্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে। **জগদ্দল চটকল** মজুর ও **জগদ্দলের বিজলী মজুররা** দুইটী সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইয়াছে। গৃহিত প্রস্তাবটী বড়লাট ও জিন্নার নিকট পাঠান হইয়াছে।

কাদাপাড়া মিলগেটে ৩০০ মজুরের সভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। সুরা মিল গেটে এরূপ ৪টী সভা হয়।

ইণ্ডিয়ান হেলথ ইনষ্টিটিউট মজুরেরা মিঃ জিন্না ও বড়লাটের কাছে তার পাঠাইয়াছে। **ইউনিয়ন জুট মজুররা** গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া গণদরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে।

নারিকেলডাঙ্গা রেলওয়ে মজুররা গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করিতেছে ও বড়লাট ও জিন্নার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য পয়সা সংগ্রহ করিতেছে।

ডোমারের—(রংপুর) মহিলা সমিতি ও কৃষক সমিতির তরফ হইতে অবিলম্বে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করিয়া বড় লাটের নিকট তার ও গণদরখাস্ত পাঠান হইয়াছে। বোরাগাড়ী ও মীরগঞ্জ কৃষক সমিতির উদ্যোগেও এই মর্ম্মে বড় লাটের নিকট গণদরখাস্ত পাঠান হইয়াছে।

★ গান্ধীজীর মুক্তি চাই ★

কৃষক, মজুর, ছাত্র, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দাবী

বাংলার সর্ব্বত্র - সহরে, গ্রামে, মজুর-ছাত্র-কৃষক সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী, মুসলিম লীগ সকলেই এক বাক্যে দাবী করিতেছে—জাতীয় সঙ্কট সমাধানের জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই।

ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ দাবী

কলিকাতায় ১১ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে প্রত্যেক কলেজে প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট ও সাধারণ সভা হয়। দুপুরে ইউনিভার্সিটী হলে সাধারণ সভা হয়। সভায় ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। সভায় পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা মারামারি করিয়া সভা পণ্ড করার চেষ্টা করে এবং কমরেড অজিত ভট্টাচার্য্যের পিঠে ছুরিকাঘাত করে। কিন্তু তাহাতেও সভা ভাঙ্গিতে পারে নাই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা এক ছাত্র কনভেনশন ডাকিয়া ছাত্রদের সত্যাগ্রহ ও বিরামহীন ধর্ম্মঘট করিতে প্ররোচিত করে, কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়।

ময়মনসিংহে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে ১৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীকে অনশন করায় বাধ্য করার প্রতিবাদে ও তাঁহার মুক্তির দাবীতে আনন্দমোহন কলেজ, মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, এডওয়ার্ড স্কুল এবং সিটি স্কুলের ছাত্ররা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে সভা করে। কলেজে মেয়েরাও সভায় যোগদান করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয় দাবী সম্বলিত পোষ্টার চতুর্দ্দিকে দেওয়া হয়। কংগ্রেসী ছাত্ররাও কমিউনিষ্ট ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে গান্ধীজীর মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রচার করিতেছে। সভায় পঞ্চমবাহিনীর দল কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। একতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য ছাত্র ফেড়ারেশন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিতেছে।

শ্রীরামপুরের কলেজের ছাত্রগণ ১৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া কলেজ হলে সভা করে। এই সভায় ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকগণও যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন ছাত্র-ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড অরুণ স্যান্যাল। গান্ধীজীর বিনাসর্ত্তে মুক্তির দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বহরমপুরে কলেজের ছাত্রগণ এক সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করে।

হুগলী চুঁচুড়ায় অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট টেলিগ্রাম পাঠানো হইয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় গান্ধী-মুক্তি স্কোয়াড বাহির করা হইয়াছে।

সৈয়দপুরে—মার্চেন্টস্ এসোশিয়েসনের সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে: ভারতের অচল অবস্থার সমাধানের জন্য ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য এই সভা অবিলম্বে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিতেছে। এই প্রস্তাবের কপি বড় লাটের নিকট পাঠানো হইয়াছে।

ট্রাম মজুরের দাবী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার শত শত হিন্দু-মুসলমান ট্রাম মজুর এক বিরাট জনসভায় মিলিত হন। ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড গোপাল আচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ট্রাম মজুররা একযোগে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন। সভায় অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ট্রাম মজুররা ট্রাম চালাইতে চালাইতেই কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহারা গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে জনমত জাগাইয়া তুলিবেন।

ট্রাম মজুরদের তরফ হইতে বড়লাটের নিকট একখানি তার পাঠান হইয়াছে। সকল দলের সহিত মিলিয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিবার জন্য মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ করিয়াও তার পাঠান হইয়াছে।

গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া গড়পাড়, বেলগাছিয়া, পার্ক-সার্কাস, কালিঘাট, রাজাবাজার, হাওড়া, নোনাপুকুর, খিদিরপুর প্রভৃতি জায়গায় ট্রাম মজুররা সভা করে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতিদিনই সভা হইয়াছে। প্রত্যেক সভায় বিনাসর্ত্তে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে।

ধাঙ্গড়রাও পিছাইয়া নাই—১৬ই ফেব্রুয়ারী হরিশ মুখার্জী রোডে ও হাজরা রোডের বস্তিতে সভা করিয়া ধাঙ্গড়রা গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়াছে।

কলিকাতায় বাগবাজারে এক সভায় বড়লাটের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। জমাদার সমিতির সভ্যরাও আন্দোলন চালাইতেছে।

'গান্ধিজীর মুক্তি চাই' ধ্বনিতে আপত্তি

ক্যানিং থানার অন্তর্গত মঠের দীঘিতে ২৪ পরগণা জিলা কৃষক সম্মেলনে যোগদান করিয়া জিলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ও ট্রাম ইউনিয়নের কর্ম্মী কমরেড ফণি মুখার্জ্জি কলিকাতার দিকে আসিতেছিলেন। আসার সময় পথে তাহারা শ্লোগান দিতেছিলেন "দেশরক্ষার জন্য মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি চাই" "ফাসিষ্ট জাপান ধ্বংস হউক" ইত্যাদি। সেই সময় গাড়ীতে যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক ছিল তাহারা ঐ কর্ম্মীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, তাহাদের উপর হুকুম আছে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনিলে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। সামরিক শিবিরে লইয়া গেলে লেফট্‌নাণ্ট সাহেব নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এবং নাম ঠিকানা লইয়া রাত্র ১০॥০ সময় তাঁহাদের ছাড়িয়া দেয়।

মুসলমান-জনগণের দাবী

কমরেড সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী, **নিত্যানন্দ চৌধুরী**, হেমন্ত ঘোষাল ও প্রভাস রায়ের নেতৃত্বে কলিকাতার মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই তারিখে কয়েকটী সভা হয়। প্রত্যেক সভায় গান্ধিজীর মুক্তির দাবীতে মুসলমান-জনসাধারণ তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন জানায়। মুস্লিম লীগের গোঁড়া সমর্থকরাও এই দাবীতে সমর্থন জানায়।

মুস্লিম লীগের নেতৃস্থানীয় বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান মৌলভী আবদুল গণি মিঃ জিন্নার কাছে এক মেমোরেণ্ডাম পাঠাইয়াছেন যে গান্ধিজীর মুক্তিসাধন করিয়া ভারতের অচল অবস্থা সমাধান করা উচিত।

মুর্শিদাবাদে গান্ধিজীর মুক্তির দাবীতে গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করা হইতেছে। ব্যাপারী সম্প্রদায় এই দাবী সমর্থন করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটীর পক্ষ হইতে বড়লাটের কাছে গণদরখাস্ত পাঠান হইতেছে।

জাতীয় সংকট সমাধানে

মুক্তাগাছার সংগ্রাম সমর্থক কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী বলিয়াছেন যে এই সংগ্রাম যে কংগ্রেসের আন্দোলন নয়, তাহা এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ঢাকার জনগণের দাবী—১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা করোনেশন পার্কে এক জন সভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি, শ্রমিক, কৃষক ও হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের পক্ষ হইতে এই দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। জেলা কমিটীর পক্ষ হইতে বড়লাট ও মিঃ জিন্নার নিকট টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে। আউটশাহী গ্রামের জনসাধারণ এক সভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করে ও বড়লাটের নিকট টেলিগ্রাম করে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ছাত্রফেডারেশনের পক্ষ হইতে অনুরূপ টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে।

পুলিশের কারসাজী

কিশোরগঞ্জ মহকুমার জঙ্গলবাড়ীর কমিউনিষ্ট ও কৃষক সভার কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনসাধারণকে কৃষক সমিতি গঠন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রচার চালাইতেছেন। দেশে যাহাতে অশান্তির সৃষ্টি না হয়, চুরি ডাকাতি না হয়, লুঠতরাজ না হয় ইহার জন্য জনরক্ষা কমিটি গঠন করারও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু স্থানীয় পুলিস ইহা সহ্য করিতে পারে নাই। একটি চুরীর ব্যাপারে উক্ত কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব উদ্দীন প্রভৃতি চারজন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেছে। কমরেড কাছিমদ্দীনকে কৃষক সমিতির কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখাইতেছে। প্রকাশ্য বাজারে ঐ চার জন কর্ম্মীর পায়ের মাপ নিয়াছে। আমলাতন্ত্রের এই কার্য্যকলাপ ও দমননীতির ফলে কৃষক সভার কাজের ভীষণ বাধা জন্মাইতেছে এবং পঞ্চমবাহিনীর কাজের ইন্ধন যোগাইতেছে।

আলোচনা

গান্ধীজীর অবস্থা গুরুতর

গান্ধীজীর সম্বন্ধে শেষ খবর এই: "যদি অবিলম্বে অনশন ভঙ্গ না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনরক্ষা করার সময় থাকিবে না।" এই খবর রবিবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর, অনশনের আরও ৯ দিন সামনে রহিয়াছে। শনিবারেরই খবর ছিল—'অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।' রবিবার আরও খারাপ হইয়াছে। দেশের সমস্ত লোকের মনে আশংকার সীমা-পরিসীমা নাই। এখনই তাহাদের আশংকা বাড়িতেছে, ক্ষোভ গভীর হইতেছে, ধৈর্য্য যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। সরকার এখনো মত পরিবর্ত্তন করিতেছে না। রুজভেল্টের দূত মিঃ ফিলিপস্ বলিতেছেন—ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকারের মধ্যে ভারতীয় পরিস্থিতির সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে।

নেতারা দিল্লীতে একত্রিত হইয়াছিলেন। শুক্রবার তাঁহারা সরকারকে অনুরোধ করেন—মহাত্মাকে মুক্তি দেওয়া হউক। তখনি প্রস্তাবের খসড়া বড়লাটের কাছে পাঠানো হয়। বড়লাটের খাশ মুন্সিও তখনি সম্মেলনের সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুকে জানান—"অনশনের দায়িত্ব গান্ধীজীর—গভর্ণমেন্টের নয়।"

অনশনের দায়িত্ব কাহার—

তাহা গান্ধীজী ও বড়লাটের চিঠিতে আগেই স্পষ্ট হইয়াছে। গান্ধীজী মুক্তি চান—তিনি তথাকথিত 'সংগ্রাম' আরম্ভ করেন নাই, সরকারের দমননীতিতে লোকে বিভ্রান্ত হইয়া ঐরূপ 'সংগ্রাম' করিয়াছে। গান্ধীজী চাহেন—ঐরূপ 'সংগ্রাম' থামুক, তিনি চাহেন দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক, এমন কি জিন্না সাহেবের নেতৃত্বেই জাতীয় সরকার গঠিত হউক। এই সব কাজ করিবার জন্যই তিনি মুক্তি চান—সরকার তাহা দিবে না। তিনি গোলমালের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, সরকার তাহাকে দিয়া সে দায়িত্ব কবুল করাইবেই—না হইলে মুক্তি দিবে না। ইহাই গান্ধীজীর অনশনের কারণ। গান্ধীজীর অনশনের জন্য দায়ী তাহা হইলে কে? গান্ধীজী নন।

শাসন পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ

কিন্তু সরকার বাহাদুর অটল। গান্ধীজী মৃত্যুর পথে। বড়লাটের শাসন পরিষদের তিনজন মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা মিষ্টার অ্যানে, নলিনী সরকার, বোম্বাই'র পার্শী বণিক এচ, পি, মোদী। ইঁহারা গান্ধীজীর বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে। ইঁহারাও একদিন কিন্তু গান্ধীজীর ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার সমর্থন করিয়াছিলেন। আজ ইঁহারা তবে গান্ধীজীর মুক্তির পক্ষপাতী কেন? গান্ধীজীর চিঠিপত্র হইতে বুঝা যায়, তিনি দেশে অশান্তি চাহেন নাই; তিনি জাপান-জার্ম্মনি ও ফাশিষ্টদের পরাজয়ই চাহেন, তিনি সেজন্যই জাতীয় সরকারও কায়েম করিতে চাহেন। আণে, নলিনী সরকার ও মোদী দেখিতেছেন—গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিলে সু-মীমাংসার চেষ্টা করিবেন, তিনি মুক্তিলাভ না করিলে মীমাংসার পথও বন্ধ থাকিবে। কিন্তু ভারত সরকার সে দিকে উদাসীন, তাহারা গান্ধীজীকে মুক্তি দিবে না; তাহারা মীমাংসার পথ গ্রহণ করিতে এখনো রাজী নয়। সরকার জানে, আণে, নলিনী সরকারের জোর কতটুকু।

জোর দেশের লোকের, তাহারাই সরকারের এই জবরদস্তি মনোভাব ঘুচাইয়া দিতে পারে। কিন্তু দেশের লোক তো এখনো এক হইতে পারে নাই—তাই তাহাদের শক্তি তাহারা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। সরকারই এখন পর্য্যন্ত জবরদস্ত রহিয়াছে। বড়লাটের খাশ মুন্সী তাই তেজবাহাদুরকে বলিলেন—১০ই ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারেই তো সব কথা বলা হইয়াছে। আবার নূতন কি হইল?

ঐক্য স্থাপনে নেতাদের চাই

নূতন কিছু হয় নাই? নেতাদের বুঝা দরকার 'নূতন কিছু' চাই; তা না হইলে সরকার টলিবে না। সে নূতন—জনগণের চাপ, জনগণের ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। নেতৃ-সম্মেলন কিন্তু তাহা বুঝিলেন না। তাঁহারা বড়লাটের উত্তর পড়িয়া দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। আবার (শনিবার) তখনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন: "আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিক হইতে মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে বিনাশর্ত্তে মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য।" প্রস্তাব হিসাবে ইহা ভালো। কিন্তু ইহা তো সরকার মানিতে নারাজ। সরকারকে মানাইতে হইলে যাহা করা দরকার তাহাও এই সঙ্গেই নেতাদের করা দরকার, উহাই ঐক্য—জাতীয় ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমানের একযোগে চাপ দেওয়া। একমাত্র তাহাতেই সরকার মানিতে বাধ্য হইবে—'হাঁ নূতন কিছু হইয়াছে বটে।'

ঐক্যের বাধা

কিন্তু সে পথে এখনো বাধা আছে। গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করিতেই সাভারকার বলিলেন—সর্বনাশ, হিন্দুর স্বার্থ বিনাশ করিয়া বুঝি মুসলমানের দাবী পূরণ হইবে। নেতৃ-সম্মেলনে মোস্লেম লীগের নেতারাও কেহ আসেন নাই। জিন্না সাহেব আসিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"গান্ধীজীর অনশন শুধু মাত্র হিন্দুদের ব্যাপার। তিনি বরং পাকিস্তানকে ঠেকাইবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন।"

তাঁহার এই কথার পরে মোস্লেম লীগের অন্য কোন নেতাও আর নেতৃ-সম্মেলনে উপস্থিত হন নাই। জিন্নার কথা কিন্তু ঠিক নয়। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, এমন কি জিন্নারই নায়কত্বে জাতীয় সরকার চালানো। তাহা ছাড়া, কংগ্রেস তো প্রায় মুসলমানদের দাবী মানিয়া লইতে চাহিয়াছিল, এমন সময়ে কংগ্রেস নেতাদের জেলে পুরিয়া সরকারই সেই কংগ্রেস-লীগের মীমাংসার পথেও বাধা দেয়। তার পরে আবার নিজেই বড়লাটও কলিকাতায় জিন্নার আশার স্বপ্ন চুরমার করিয়া দেন—বলেন, 'ভারতবর্ষের ঐক্য' ইংরেজ নষ্ট হইতে দিবে না।

ঐক্যের দিকে

নেতৃ-সম্মেলনে না গিয়া মোস্লেম লীগের নেতারা ঠিক কাজ করেন নাই। মোসলেম লীগের সাধারণ সদস্যদের তাই দায়িত্ব বাড়িয়া গেল—জিন্নাকে ফিরাইতে হইবে, লীগকে ঠিক পথে চালাইতে হইবে, ঐক্যের পথে নিজেদেরও অগ্রসর হইতে হইবে।

মাদ্রাজের মোস্লেম লীগের সেক্রেটারী গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিতেছেন; সিন্ধুর লীগমন্ত্রী মিঃ গজদারও তাহাতে আরও জোর দিয়াছেন। মুসলিম ছাত্ররা অনেকখানে লীগের কর্ত্তাদের এই মর্ম্মে তার করিতেছেন। অন্যান্য মুসলমানরাও অগ্রসর হইতেছেন। বাংলার এ্যাসেম্ব্লিতে (১২ই ফেব্রুয়ারী) দেশীয় দলগুলি গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছে। সকল দলই ইহা সমর্থন করে—ইহাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, মোস্লেম লীগেরও সবাই আছেন। নাই কেবল ইউরোপীয়েরা—তাহারাই শুধু বড়লাটের বুলি কপচাইয়াছে।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লিতেও (১৫ই ফেব্রুয়ারী) গান্ধীজীর মুক্তির দাবী উঠে। মোস্লেম লীগের পক্ষ হইতে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ বলেন: "মোস্লেম লীগ দলের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নাই।" খুব ঠিক কথা—যতক্ষণ লীগ-কংগ্রেস একত্র না দাঁড়াইতে পারিবে ততক্ষণ এই ক্ষমতা লীগেরও হইবে না, কংগ্রেসেরও হইবে না। এই কারণেই আজ গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসের নেতাদের মুক্ত করা লীগেরও দায়িত্ব, তাহাদেরও স্বার্থ। কিন্তু নবাবজাদা ঠিক উল্টা কথা বলিতে চান, ক্ষমতা নাই, "সুতরাং লীগ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির দাবী কিংবা জেলে আটক রাখার ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারে না।"

ম্যাক্সোয়েল বলিয়াছেন—"গান্ধীজী বিদ্রোহী, বিদ্রোহীর কথা সরকার শোনে না।" তর্কে লাভ নাই—কিন্তু বর্ত্তমান দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্রকে কে চাহে? তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না কে? স্বয়ং রুজভেল্টও এমন বিদ্রোহ সমর্থন করিবেন।

ভাত-কাপড়ের অভাব

আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থাই দেশকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে, আর বিশৃঙ্খলা বাড়ায়। সামান্য খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও আমলাতন্ত্র করিতে পারে না। চাউল ও গম লইয়া তাহারা আলোচনাই করে, আর মুনাফাদার ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে, এদিকে লোকে অনাহারে মরে। দিল্লীতে খাদ্য পরামর্শ সমিতির সভা হইল। ঠিক হইল জমিতে খাদ্য শস্য বেশি করো। সেচের কথা নাই, বীজ ধানের কথা নাই, কৃষকদের খাজনা কমানো, সুদ আদায় বন্ধ রাখা প্রভৃতি কোনো কথা নাই—চাষের জমি বাড়াও। বাঙলা সরকারও তেমনি—দিল্লীর কর্ত্তাদের লেজুড় ধরিয়া চলিয়াছেন। দুই দিন ব্যবস্থাপক সভায় খাদ্য লইয়া আলোচনা হইল। বেসরকারী দলগুলি খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের একটা সুচিন্তিত নীতিগ্রহণ, রেশানিং ও খাদ্য-সমিতি প্রভৃতি গঠন করিবার অনুরোধ জানাইল। বাংলা সরকার শুনিলেন। এদিকে মফঃস্বলেও চাউলের দাম আগুন, কেরোসিন কোথাও মিলে না—আর কাপড়ের কথা না তোলাই ভাল।

পাটের কলওয়ালার জয়

ইহারই মধ্যে চট্‌কলওয়ালার ধমকে বাংলা সরকার পাটের চাষ এবার আট আনা করিবার পক্ষে মত দিলেন। পূর্ব্বে নিজেরা নাকি ভাবিতেছিলেন— পাঁচ আনা জমিতে পাট দিলেই যথেষ্ট। কলওয়ালাদের সভায় তাহার নেতা ওয়াকার সাহেব বলিয়াছেন—কলওয়ালারা খুশী হইয়াছেন। তবে, পাটচাষী যদি পাটের দর না পায় সে কাহার দোষ?

বাংলা দেশে তো চাউল যথেষ্ট হয় না, আরও বেশি জমিতে খাদ্য ফসল দিবার কথাও ভারত সরকার বলেন। তবে পাটের চাষ কমাইয়া সে জমিতে ধান দিলে কি অনিষ্ট হইত?

গোয়েবেলের গোঙ্‌রাণি

যুদ্ধের মোড় আজ জনগণের পক্ষে ঘুরিতেছে। তুনিসিয়াতে একবার আমেরিকানরা মার খাইয়াছে বটে, আর চীনেও জাপান খুব আক্রমণ চালাইয়াছে—কিন্তু লালফৌজের সামনে আর ফ্যাশিস্ত সৈন্যরা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এখন আর হিটলারের গলা শোনা যাইতেছে না। জার্ম্মানীর প্রচার নায়ক গোয়েবেল্ কান্না শুরু করিয়াছে—"জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্য আজ একেবারে বিপন্ন। আমাদের ইহা কাটাইয়া উঠিতে হইবে।" মিত্রশক্তির দিকেই গোয়েবেলের একটা চোখ—'দেখিতেছ না আমরা না থাকিলে ইউরোপে বলশেভীদের আর কে ঠেকাইবে?'

অবশ্য মিত্রশক্তির আর পুরাণো নাৎসি-মোহে ভুলিবে না। তবু তাহাদের সবাই এখনো সম্পূর্ণ সচেতন হয় নাই। ব্রিটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি চাহে এই ফ্যাশিস্ত ধ্বংসের জন্য মজুরদের এক করিতে। তাহারা "লেবর পার্টির" শাসন মানিয়া লইয়া লেবার পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিল। লেবর পার্টি তাহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইহার কারণ, লেবর পার্টির নেতারা মজুরদের একতার অপেক্ষা নিজেদের নেতৃত্বই বড় করিয়া দেখে আর সেই নেতৃত্বও আবার ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণীর নেতাদের হাতে-ধরা। তাই, লেবার পার্টির নেতারা বিভারিজ প্রস্তাবও পুরাপুরি গ্রহণ করিল না—মজুরের স্বার্থ, মজুরের ঐক্য, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের দেখিবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার এই জোর নষ্ট করাই আজ প্রধান কথা।

★ বার্ণপুর মজুরদের দাবী মানো ★

বার্ণপুর, কুলটি ও কুমারডুবি অঞ্চল ভারতের লৌহ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।

যুদ্ধোৎপাদন ব্যবস্থায় এই অঞ্চলের কারখানাগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমলাতন্ত্র ও কোম্পানীগুলির মজুর বিরোধী নীতি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অতি দুর্ব্বল ও বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে। জিনিষপত্রের দাম হইয়াছে আড়াই গুণ, অথচ মজুরদের বিশেষ মাগগী ভাতা দেওয়া হয় নাই। (যুদ্ধের গোড়ার দিকে বার্ণ কোম্পানীর মজুরদের টাকা প্রতি মাত্র ছয় পয়সা হিসাবে মাগগীভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং বার্ড কোম্পানীর মজুররা পাইয়াছে মাত্র চার পয়সা। ইহার পর শ্রমিকদের সাধারণভাবে কোন মাহিনা বৃদ্ধিও হয় নাই এবং মাগগীভাতাও বাড়ান হয় নাই। খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা ত্রুটীপূর্ণ ও অতি অপ্রচুর। মজুরদের পরিবার বর্গের জন্য কোন রসদ দেওয়া হয় না।) অথচ অধিকাংশ মজুরই স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করে। কারখানা হইতে প্রতি শ্রমিক পিছু মাত্র এক জনের রসদ দেওয়া হয়। (বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।)

কয়লাখনিগুলির অবস্থাও খারাপ

(লোহা কারখানার মজুরদের অপেক্ষা কয়লা খনির মজুরদের অবস্থা আরও খারাপ। কারণ ইহাদের মাহিনা লোহাকারখানার মজুরদের অপেক্ষা অনেক কম। উদাহরণ স্বরূপ নিউ বীরভূম কোল কোম্পানীর ভিক্টোরি ওয়েষ্ট ও ভিক্টোরিয়া ইষ্ট নামক দুইটী কলিয়ারীর কথা বলা যাইতে পারে। এখানকার মজুর ভাইরা আজ পর্য্যন্ত কোন মাগগী ভাতাই পায় নাই।)

ফলে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ

(মালিকদের এই সব মজুর স্বার্থ বিরোধী কাজের জন্যই লোহা ও কয়লা খনির মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া চলিয়াছে) উৎপাদন ব্যাপারে তাহারা উৎসাহ পায় না। যদি তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি না করা হয়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাগগী ভাতা না দেওয়া হয়, অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য না দেওয়া হয়, পরিবারবর্গের জন্য রসদ না দেওয়া হয় এবং সর্ব্বোপরি বিমানাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য পাকা সেণ্টারের ব্যবস্থা না হয়, তবে বিপদের দিনে মজুরদের নিরুৎসাহ ও অসন্তোষ মনোভাবের সুযোগ লইয়া পঞ্চমবাহিনীর দলই যুদ্ধোৎপাদনে বিশৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইবে। (সুতরাং অবিলম্বে এখানকার মজুরদের জন্য চাই: (১) ২৫% মাহিনা বৃদ্ধি (২) ২৫% মাগগী ভাতা (৩) অল্প দামে খাদ্যদ্রব্য (৪) পরিবারবর্গের জন্য রসদ (৫) পাকা সেণ্টার।)

মজুররা জাগিতেছে

(নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে মজুররাও দিন দিন সচেতন হইতেছে।) তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে দেশরক্ষার জন্য তাহাদের দুর্দ্দশার প্রতীকার করার প্রয়োজন। তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিতেছে যে আমলাতন্ত্র ও কোম্পানীর উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। (নিজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যেই এই সব দাবী আদায় করিতে হইবে।)

(কিছুদিন পূর্ব্বে কুমারডুবি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মজুররাও সস্তা দামে রসদের জন্য ম্যানেজারের কাছে এক গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছে।) ম্যানেজার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে মাথা নোয়াইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সস্তা দামে চাল, ডাল ও আটা দেওয়া হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া ইগল রোলিং মিলের মজুররা, সিলিকা কারখানার মজুররা ও (ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারীর মজুররাও তাহাদের দাবী জানাইয়া গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছে। দাবী আদায়ের জন্য আরও ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আন্দোলনও চলিতেছে)—তাহাদের পণ, একতার হাতিয়ারে তাহারা লড়াই জয় করিবে, তাহাদের দাবী আদায় করিবে।

সাবাস চট্টগ্রামের এ-আর-পি !

বাংলার দক্ষিণ পূর্ব্ব দুয়ারে চট্টগ্রামে জাপানী বিমান বার বার বোমা ফেলিয়াছে। নাগরিক জীবন বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছে, লোকের মনোবল ভাঙ্গিয়া অরাজকতার পথ খুলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু জাপানী দস্যুদের শয়তানী ব্যর্থ হইয়াছে। জাপানীর বোমায় চট্টগ্রামের অধিবাসীর ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, বুকের রক্ত তাহারা দিয়াছে কিন্তু মনোবল তাহাদের ভাঙ্গে নাই। বোমার ধ্বংস ও আগুনের মাঝে মৃত্যু মাথার উপরে রাখিয়াও চট্টগ্রামের এ-আর-পি কর্ম্মীরা অসীম সাহসিকতা দেখাইয়াছেন—প্রকৃত দেশভক্তের কাজ করিয়াছেন।

কোন একটি দিনের বিমান আক্রমণের নিম্নলিখিত রিপোর্টেই ইহা সুপরিস্ফুট :—

"বেলা প্রায় ১২-৫ মিঃ-এর সময় সহরে বিপদ সঙ্কেত করা হয়। তারপরই জাপানীদের পৈশাচিক আক্রমণ সুরু হয়। বেলা প্রায় ১২-৩০ মিঃ-এর সময় ফায়ার ব্রিগেড স্কোয়াড এবং ফার্ষ্ট-এড স্কোয়াড রওনা হয় আক্রান্ত স্থানে। মাথার উপর জাপানী প্লেনের গর্জ্জন তখনও শোনা যাচ্ছিল। তার পর দ্বিতীয় স্কোয়াড রওনা হল। তখনই আবার জাপানী প্লেন থেকে মেসিন গানিং করা হয়।...... প্রথম স্কোয়াডের নেতৃত্ব করেন আমাদেরই একজন কমরেড। সেই স্কোয়াডের একজন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে আগুনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একজন মিলিটারীকে নামিয়ে আনে। দ্বিতীয় স্কোয়াড যেখানে যায়, সেখানে চারিদিকে আগুন, আর তার সাথে যুদ্ধ করছে আমাদের ফায়ার স্কোয়াডগুলি অসম সাহসের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে আমাদের কমরেডরা অনেক আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।...সেদিন জাপানী হামলা এ-আর-পিতে কোনও ভাঙ্গন আনতে পারে নি বরং সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার প্রেরণা এনে দিয়েছে। প্রথম থেকেই আমাদের কমরেডরা সাহস দেখিয়েছে এবং তার জন্য সমালোচনা সহ্য করেও যে শেষ পর্য্যন্ত মনোবল ঠিক রাখতে পেরেছে, সেজন্য তারা ধন্যবাদের পাত্র। ক্রমশঃই ফার্ষ্ট এড্ সার্ভিস্ এবং ফায়ার স্কোয়াডগুলিতে আমাদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে।"

পার্টি ফাণ্ডে ৫৩ হাজারের স্থানে ৬৫ হাজার
জনসাধারণের ঘরেই পার্টির ভাণ্ডার

পার্টির দুই লাখ ফাণ্ডে বাংলার কোটা ছিল ৫৩ হাজার টাকা। বাংলা দেশ ৬৫ হাজার টাকা তুলিয়াছে।

এত টাকা কে দিল ? মুষ্টিমেয় বড়লোকের কাছ হইতে এই টাকা আসে নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী কাজের জন্য টাকা তাহারা কেন দিবে ? তাহাদের স্বার্থের বিরোধী ইহা। কমিউনিষ্ট পার্টি জনসাধারণেরই পার্টি। গরীব কৃষক, মজুর, ছাত্র, চাকুরীজীবী তাদের কানা কড়িটি বাঁচাইয়াও তাদের প্রিয় পার্টির জন্য অর্থ সাহায্য করে। তারা জানে জাতির এই মহা সঙ্কটের দিনে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশকে বাঁচাইবার পথ দেখাইতেছে, এই পার্টিকে শক্তিশালী করিতেই হইবে।

পার্টি ফাণ্ডে অর্থসংগ্রহ করিতে গিয়া পার্টি-কর্ম্মীরা জনগণের কাছে গিয়াছে, পার্টির রাজনীতি তাহাদের বুঝাইয়াছে—যত বেশী জনগণের কাছে যাইতে পারিয়াছে, তত বেশী সাড়া পাইয়াছে।

জনগণের মধ্যে

ট্রামওয়ে মজুরেরা নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এই তিন মাসে অত্যন্ত কম মাহিনা পাইয়াছে। কিন্তু তা হইলেও লেনিন ডে ফাণ্ডের আহ্বানকে তারা উপেক্ষা করিতে পারে না। মাহিনার দিন তারা প্রত্যেকে দু আনা চার আনা করিয়া চাঁদা দিয়াছে। সাইরেনের পয়সার অর্দ্ধেক তাহারা পার্টিকে দিয়াছে। পাথার কান্দিতে চা বাগানের মজুররাও সামান্য মজুরী হইতেই পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়াছে।

মালদহের নঘরিয়ার কৃষকেরা চাল, চিঁড়া, ভুট্টা, যাহার যা সামর্থ তাই আনিয়া দিয়াছে। নরহাট্টার কৃষকেরা দিয়াছে থালা বাটি। হাওড়া জিলার মাণিকপুরের ও ডোমজুরের কৃষকরাও তাদের সম্বল থালাবাটি পার্টি ফাণ্ডে দান করিয়াছে। বরিশাল জেলার একটী গ্রামের মাঝিরাই দিয়াছে ২৫৲। রংপুরের চাষী দিয়াছে বাগানের সুপারী গাছ, মজুত সম্বল পাট, থালাবাটি—যার যা ছিল। নেত্রকোনার চাষীরা কেহ দিয়াছে টাকা, কেহ দিয়াছে তার বাগানের জিনিষপত্র। দিন মজুররাও তাহাদের সামান্য উপার্জ্জন হইতে পার্টিকে সাহায্য করিয়াছে। ৮০ বছরের একজন ভিখারিণী তার ভিক্ষাপাত্র হইতে পর্য্যন্ত পার্টিকে চাঁদা দিয়াছে। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, চট্টগ্রাম, খুলনা, প্রভৃতি জেলার কৃষকেরাও তাহাদের সামান্য সম্বল হইতে এই ফাণ্ডকে পুষ্ট করিয়াছে।

হাওড়া, বজবজ, কুষ্টিয়া প্রভৃতির মজুররাও পিছাইয়া থাকে নাই।

আমাদের মা-বোনেরাও পিছাইয়া যায় নাই। সিলেটের গরীব মেয়েরা আগাইয়া আসিয়া তাদের হাতের গহনা খুলিয়া দিয়াছে। একজন মহিলা তাহার হাত খালি করিয়া ২ গাছা রূপার চুড়িই দিয়াছেন। মণিপুরী মেয়েরা এক পয়সা দুই পয়সা করিয়াও চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছে। যাঁহাদের আরও দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁরা বিপুল উৎসাহে পার্টি ফাণ্ডের জন্য দান করিয়াছেন। প্রায় সব জায়গাতেই মেয়েরা পার্টির আহ্বানে তাঁদের গহনা খুলিয়া দিয়াছেন। বরিশালের মুলাদি অঞ্চলে ঘাউলতলা গ্রামের ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা তাঁর শেষ জীবনের পুঁজি সামান্য কিছু রূপা পার্টিকে দান করিয়াছেন।

পার্টি দরদী সকলেই

পার্টি ফাণ্ডের কাছে প্রমাণ হইয়াছে যে পার্টির দরদী বন্ধুরা পার্টিকে কতখানি ভালবাসে, পার্টিকে বাঁচাইবার জন্য কতখানি দায়িত্ব অনুভব করে। আগে যাঁহারা হয়ত সাধ্যমত সামান্য চাঁদা পার্টিকে দিতেন, আজ এই ফাণ্ডের জন্য তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিতে কুণ্ঠিত নন। কেহ সোনার ঘড়ি দিয়াছেন, কেহ সোনার বোতাম দিয়াছেন, কেহ দিয়াছেন তাঁর সোনার আংটী। যাঁর এরূপ কিছু নাই, তিনি দিয়াছেন ফাউণ্টেন পেন, হ্যাজাক লণ্ঠন, সুটকেশ। কেহ দিয়াছেন তাঁর এক মাসের মাহিনা, কেহ দিয়াছেন তাঁর মজুত টাকা।

পার্টি ফাণ্ডের পুরা হিসাব

প্রাদেশিক কমিটী ও	দেয়	প্রাপ্ত		দেয়	প্রাপ্ত
স্পেশ্যাল ষ্টাফ	৫,৭৫০৲	৯,২৭৭৵০	ত্রিপুরা	৫০০৲	৫০৯৲
*সোভিয়েট সুহৃদ সেল	১০,০০০৲	১০,১৪৩৵০	ফরিদপুর	৪০০৲	৪০৯৻১৫
প্রাদেশিক অফিস সেল	১,০০০৲	৩,৯৪৪৶০	মেদিনীপুর	৩০০৲	৩০৫।৫
জনযুদ্ধ সেল	৫০০৲	৫১৫৲	রাজশাহী	৩০০৲	৩০০৲
প্রাদেশিক কৃষক সেল	২৫০৲	৩৪৮॥০	পাবনা	২৫০৲	২৫০৲
প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকসন	২,০০০৲	২,৪৭৯৸০	মালদহ	২৫০৲	২৫০৲
*প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রাকসন	৫,০০০৲	৪,৬৪১।০	খুলনা	২৫০৲	২৫০৲
কলিকাতা জেলা	১০,০০০৲	১৫,৯৮৯।১০	২৪ পরগণা	২৫০৲	৫১৭॥৵১০
ঢাকা	১,৫০০৲	২,৫০০৲	নোয়াখালী	২৫০৲	২৫০৲
ময়মনসিংহ	১,৫০০৲	১,৮০২৲	বর্দ্ধমান	২৫০৲	২৫২৲
চট্টগ্রাম	১,৫০০৲	১,৫০৫৲	*জলপাইগুড়ি	২৫০৲	২১৫৸০
শ্রীহট্ট	১,৫০০৲	১,৬৩৩৸০	মুর্শিদাবাদ	২০০৲	২০০/০
রংপুর	১,৫০০৲	১,৫২০৸০	বীরভূম	২০০৲	২০৫৲
হাওড়া	৭৫০৲	৮১২৸৵০	বাঁকুড়া	২০০৲	১৫০৸০
হুগলী	৭৫০৲	৭৫১৲	বগুড়া	১০০৲	১০০৲
নদীয়া	৫০০৲	৫২৩৸০	আসাম	৩০০৲	৫২০৲
দিনাজপুর	৫০০৲	৫১৫৲	জামশেদপুর	২৫০৲	২৯৮॥৵০
বরিশাল	৫০০৲	৭২৩৲	কোচবিহার		২৫৲
যশোহর	৫০০৲	৫২৬৶০			৬৫,০৫৯॥৶০

*দ্রষ্টব্য—সোভিয়েট সুহৃদ সেল যে চাঁদা দিয়াছেন তাহার ভিতর ৫৮৫৫৲ টাকার চেক এখনও ভাঙ্গান হয় নাই। শীঘ্রই ইহা টাকায় পরিণত হইবে।

প্রাদেশিক ছাত্র ফ্রাকসন এই চাঁদা ছাড়া আরও ১ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় কমিটীতে দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

জলপাইগুড়ি এই চাঁদা ছাড়া একটি সোনার মেডেল দিয়াছেন, ইহার মূল্য ধরিলে কোটা পূর্ণ হইবে।

কোচবিহারে কোন কোটা না ধরা সত্বেও তাঁহারা এই চাঁদা দিয়াছেন।

পার্টির জন্য সর্ব্বস্ব

পার্টির কর্ম্মীরা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। পার্টির জন্য সর্ব্বস্ব তাঁহারা দিয়াছেন। অনেক কমরেড তাঁহাদের ঘরবাড়ী জমি-জায়গা বিক্রয় করিয়া টাকা দিয়াছেন। অনেক চাষী কমরেড বাগান, ক্ষেতজমি, গরুবাছুর যাহা ছিল তাহাই পার্টির জন্য দিয়াছেন। ছাত্র কমরেডদের নিজের সম্বল বিশেষ কিছু নাই। তাও তাহারা যার যা আছে, হাতের আংটী, ভাল জামা, গায়ের কাপড়, সুটকেশ পার্টিকে দিয়াছেন। যাঁরা পার্টিরই উপর নির্ভর করিয়া কাজ করেন, সেই কমরেডরা দিয়াছেন গায়ের জামা, গেঞ্জী, কাপড়, হাত খরচার পয়সা। পার্টি কর্ম্মীদের এই দৃষ্টান্তই জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

আবেদন করিলে সাড়া পাওয়া যায়

অনেক কমরেড গোড়ায় মনে করিতেন কেমন করিয়া এত টাকা তুলিব ? জনসাধারণ দিবে কি ? কিন্তু প্রত্যেক স্কোয়াডে, প্রত্যেক সভায়, সম্মেলনে ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করিতে পারিলেই সাড়া পাওয়া যায়। এক একটী সম্মেলনে দুইশত চারশত করিয়া টাকা উঠিয়াছে। এক একটী স্কোয়াডে প্রতিদিন ১০।১৫ টাকা উঠিয়াছে। যাহারা কোনও দিন পার্টিকে অর্থ সাহায্য করে নাই, এরূপ বহু নূতন লোক আগ্রহ সহকারে পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়াছে।

বলশেভিক প্রতিযোগিতা

পার্টির আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য বিপুল বলশেভিক প্রতিযোগিতা কর্ম্মীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। কোটা পূর্ণ করিতেই এই দায়িত্ব প্রত্যেক ইউনিট ও প্রত্যেক কর্ম্মী অনুভব করিয়াছেন। কোটা পূর্ণ করিতে পরস্পরকে ছাপাইয়া যাইব এই প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রত্যেকে কাজ করিয়াছেন। তাই লেনিন ডের পূর্ব্বেই প্রায় সব জেলা তাঁহাদের কোটা পূর্ণ করিয়াছেন। শুধু কোটা পূর্ণ করেন নাই, স্কোয়াডে স্কোয়াডে প্রতিযোগিতা হইয়াছে, দরদী বন্ধুদের মধ্যেও হইয়াছে। কে কত টাকা তুলিতে পারে ইহাই ছিল শ্লোগান।

এই প্রতিযোগিতার ফলেই শুধু যে ফাণ্ডই পূর্ণ হইয়াছে, তাহা নহে, **পার্টি সংগঠন দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে,** নূতন নূতন কর্ম্মী কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন, জনসাধারণ পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, পার্টির রাজনীতি দেশবাসীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কিন্তু এখনও আমাদের পুরাণ অভ্যাস কাটে নাই, তাই যত বেশী টাকা তুলিতে পারিতাম, সংগঠনকে যত বেশী বাড়াইয়া তুলিতে পারিতাম, তাহা করিতে পারি নাই। নভেম্বর, ডিসেম্বর এই দুই মাসের অর্থ সংগ্রহ ও জানুয়ারী মাসের অর্থ সংগ্রহের মধ্যে বিরাট পার্থক্যই তাহা প্রমাণ করে। প্রথম দিকে আমরা পূর্ণ শক্তি লইয়া কাজে নামি নাই, ভাবিয়াছিলাম শেষদিকে ঠিক করিয়া দিব। অথবা শুধু আত্মমর্য্যাদা রাখিবার জন্যই শেষ দিকে বেশী করিয়া খাটিয়া কোটা পূর্ণ করিয়াছি। প্রতিদিনকার কাজে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলে যে আরও অনেক বেশী ভাল ফল হইত ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই ত্রুটীর জন্য দুই লাখ ফাণ্ড সংগ্রহের মধ্য দিয়া কৃষক, মজুর, ছাত্র প্রভৃতির মধ্যে সংগঠন বাড়াইতে আমরা পারি নাই। পার্টির মধ্যে যত বেশী কর্ম্মী আনিতে পারিতাম তাও পারি নাই।

দুই লাখ ফাণ্ডের এই শিক্ষা আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। জনগণ পার্টির কাছে আসিবার জন্য ব্যগ্র, তাহাদের কাছে আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে। এই কাজে গাফিলতির অর্থ আজিকার পার্টি-দায়িত্ব পালন না করা, দেশপ্রেমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৩রা মার্চ্চ, ১৯৪৩ ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১॥৵০

৩রা মার্চে — আশা ও ঐক্য

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় সোমবার বিকাল পর্য্যন্ত (উপবাসের ২০ দিন) গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার লিখিয়াছে : "তাঁহার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে এবং তিনি প্রফুল্ল আছেন।" আশা করিতে ভয় হয়—তবুও যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে অনশনের অগ্নি-পরীক্ষায় গান্ধীজী উত্তীর্ণ হইবেন। তাঁহার অনশন ব্যর্থতার হতাশা নয়—মৃত্যুর কঠোরতার কাছে জীবনের বলিষ্ঠ আবেদন; তাঁহার অনশন ব্যক্তিগত অভিযোগ নয়—পৃথিবীর ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী সমস্ত মানুষের দ্রুত-বর্দ্ধমান চেতনা ও শক্তির কাছে ভারতের গৌরবময় জাতীয় আন্দোলনের দাবী ও প্রতিজ্ঞা; তাঁহার অনশন ব্রিটিশ শৃঙ্খল-জর্জর মনের জাপানী শৃঙ্খলের প্রতি অন্ধতা নয়—ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতার আত্মঘাতী সঙ্কট হইতে একতা ও দেশরক্ষার পথে ফিরিবার জন্য প্রত্যেকটী দেশভক্তের প্রতি দ্বিধাহীন আহ্বান ! তাঁহার স্বভাবদৃঢ় মনে ইহা আরও দৃঢ়তা আনিবে এবং তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে ইহাই আমাদের ভরসা। যে অনশন-ক্লিষ্ট মানুষটীর জন্য উদ্বেগে ভারতের প্রতিটী নরনারী রুদ্ধশ্বাসে দিন গণিতেছে, দেশের সমস্ত নরনারীর কল্যাণ কামনা বন্দীশালার রুদ্ধদ্বার সত্ত্বেও যাহাকে ঘেরিয়া আছে তাহাই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে ইহাই আমাদের ভরসা।

কারামুক্তির দাবীতে গান্ধীজী অনশন করিয়াছিলেন। জেলের বাহিরে আসিয়া ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা থামাইবেন, দেশের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য চেষ্টা করিবেন, এবং দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রুশ ও চীনের মত ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়িবেন—এই ইচ্ছাই তাঁহার চিঠিগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের সকলের কাছে এই প্রয়োজনগুলি বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্যই তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দাবী ও আবেদন দেশে বিদেশে অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছে। সেন্সরের কৃপায় বাহিরের অনেক খবর এখানে চাপিয়া রাখা হইয়াছে, রয়টার প্রথম দিকে রোজ রোজ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তথা বিদেশে লোকে গান্ধীজীর দাবী ও অনশনের কথা খেয়ালও করিতেছে না। কিন্তু তবুও শেষের দিকে যে সামান্য সামান্য খবর আসিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে ব্রিটেন ও আমেরিকায় গান্ধীজীর মুক্তির জন্য যেরূপ আন্দোলন হইয়াছে অন্ততঃ আগে কোন দিন ভারতের স্বপক্ষে কখনও এত বড় আন্দোলন হয় নাই। অন্যান্য দেশের তো কথাই নাই। সিংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রায় একবাক্যে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছে। চীনের সমস্ত সংবাদপত্রে গত কয়দিন গান্ধীজীর উপবাসের খবরই ছিল প্রধান আলোচনা ও উদ্বেগের বিষয়।

দেশের মধ্যে আন্দোলন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কোটি কোটি মানুষ প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়া দাবী করিয়াছে—সঙ্কট সমাধানের জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই। বন্দীশালার অনশন-শয্যায় যে কৃশতনু মানুষটীর জীবনশিখা এই কয়দিন অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল, যাহার নিভিয়া যাইবার দুরাশঙ্কায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেশবাসীর মন দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতেছিল—তাহা তো একটী মানুষের জীবন-দীপই নয় ! সেই জীবনের মৃত্যু-শঙ্কাহীন প্রতিজ্ঞার মধ্যে সমস্ত ভারতের ৫০ বছরের সংগ্রামলব্ধ জাতীয় মর্য্যাদা-বোধ ও স্বাধীন জীবনের শিখাই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে যাহার রাজনৈতিক বিরোধ আছে সেও দ্বিধাহীন চিত্তে দাবী করিয়াছে—গান্ধীজীর মুক্তি চাই। স্বয়ং জিন্না সাহেবের ডন পত্রিকা পর্য্যন্ত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছে :

"মতভেদের জন্য যে মুশ্লিম সম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উদাসীন রহিয়াছে—এরূপ অর্ব্বাচীন মন্তব্য আমরা শুনিতে প্রস্তুত নহি। মুশ্লিম সম্প্রদায় গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ শুভেচ্ছা পোষণ করে এবং চাহে যে তিনি মুক্ত হইয়া অনশন ত্যাগ করুন অথবা তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবলে এই অনশনকাল উত্তীর্ণ হইয়া উঠুন। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনাকে বিদেশী মন্তব্যে যদি বিকৃত করিয়া দেখায়, তাহা হইলে কোন ভারতবাসীই তাহাতে খুশী হইতে পারে না।"

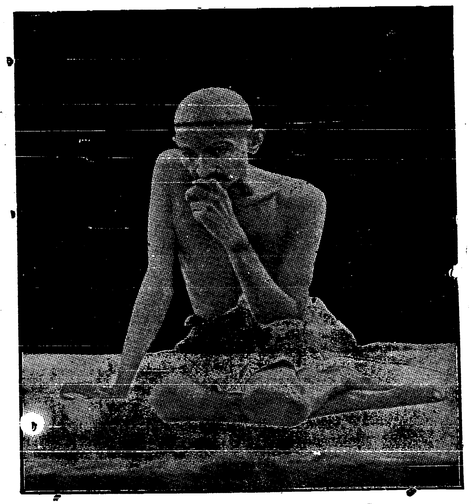

ডনের এই মন্তব্য খুব সাবধানী, সত্য। কিন্তু দিকে দিকে মুসলমান জনতার মধ্যেও সংকট সমাধানের জন্য ও গান্ধীজীর মুক্তির জন্য যে ঐক্য ও কংগ্রেস-লীগ মিটমাটের আগ্রহ উদগ্রীব হইয়া উঠিতেছে তাহাকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই—ডনের মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝা যায়। আমরা ৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন মুসলিম কাগজের মতামত তুলিয়া দিলাম; সেখানেও একই সুর দেখা যায়। কংগ্রেস মহল ও লীগ মহল এত নিকটে আর কোনদিন আসিয়া দাঁড়ায় নাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা এত উজ্জ্বল আর কোনদিন হয় নাই।

পাছে আমরা ভুলিয়া যাই !
গান্ধীজী জীবন পণ করিয়াছিলেন

যাহাতে ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা বন্ধ হয়

"বড়লাটের কাছে আমি যে চিঠি লিখিতে চাহিয়াছিলাম তাহার জন্য ও তাহার ফলের জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট একটু সবুর করিতেন তো দেশে কোনো বিপদই ঘটিত না। যে বেদনাদায়ক ধ্বংসকার্য্যের খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই এড়ানো যাইত।" (সেক্রেটারি অব ষ্টেটের কাছে লেখা গান্ধীজীর ২৩শে সেপ্টেম্বরের চিঠি)।

যাহাতে কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধিতা আরও স্পষ্ট হয়

(যুদ্ধে) "ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত উদ্দেশ্য ও আমাদের উদ্দেশ্য একই। খুব স্থূলভাবে বলিতে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য হইল রুশ ও চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করা।" (১৪ই আগষ্টের চিঠি)। কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব "যে কোন ধরণ বা আকৃতির ফ্যাসিজমের সুস্পষ্ট বিরোধী।" (২৯শে জানুয়ারীর চিঠি)

যাহাতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়

"গবর্ণমেণ্ট যদি জিন্না সাহেবকে ডাকিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে বলিতেন—এবং যুদ্ধের সময়ের মত তাহাতে সকলের সম্মতিতে কিছু ব্যবস্থা করিতেন তো কংগ্রেস সেরূপ গবর্ণমেণ্টের জন্যও ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিল। (কংগ্রেস ওয়ার্কিং) কমিটির এই মত এখন বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" (২৯শে জানুয়ারী)

যাহাতে খাদ্যাভাবে কংগ্রেস জনগণকে সাহায্য দিতে পারে

"দেশে যাহা ঘটিতেছে, সারা দেশময় খাদ্যাভাবে কোটী কোটী লোক যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে তাহা যদি আমাকে অসহায়ভাবে দেখিতে হয়...তবে আমি উপবাস করিব।" (২৯শে জানুয়ারী)

দেশের মধ্যে আত্মঘাতী ধ্বংসকার্য্যের অনিবার্য্য বিফলতায় ও দমননীতির প্রতিক্রিয়ার যে হতাশা জাগিয়াছিল, গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলন সেই হতাশাকে অনেক পরিমাণে ধ্বংস করিয়াছে। যে কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতার পতাকা তুলিয়া ধরিবার সাহসও অনেকে হারাইয়াছিল সেই কলিকাতায় তাহার এক মাসের মধ্যে গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে হাজারে হাজারে লোক নির্ভয়ে আগাইয়া আসিয়াছে। আন্দোলন ও বিরাট জনসমাবেশের উৎসাহ লোকের নিস্তেজ মনে আবার আশা জাগাইয়াছে, ব্যর্থতার তিক্ততাপূর্ণ দেশভক্তের মনে আবার ভরসা জাগাইয়াছে। কংগ্রেসী দেশভক্তদের মধ্যেও একতার প্রয়োজন-বোধ ও আগ্রহ অনেক বাড়িয়াছে। কংগ্রেসী ছাত্র মহল তো প্রায় সকলেই মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিতে রাজী হইয়াছে, অরাজকতার বদলে লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক করিবার জন্য তাহারা গত কয়দিন তুমুল আন্দোলন করিয়াছে। অন্যান্য কংগ্রেসপন্থীর মনেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা আমাদেরই দেশরক্ষার সম্ভাবনা অচল করে, আমলাতন্ত্র ও জাপানীকে শক্তিশালী করে, দেশেরই লোকের উপর বোমা ফাটিয়া, লুঠপাট ঘটিয়া জাতির মধ্যেই বিচ্ছেদ ও মারামারি আনিয়া দেয় ইহা গত ছয় মাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেশবাসী অনেকখানি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহার উপর এই সব কাজ-কর্ম্মের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সুস্পষ্ট অভিমত দেশবাসী তথা দেশভক্তের চোখ খুলিয়া দিয়াছে, জাপানী দালালের গুপ্ত ছুরিকা হইতে দেশবাসীকে যথেষ্ট বাঁচাইয়াছে। তাই উপবাসের সময় লোকের উত্তেজনার সুযোগ লইয়া ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করিবার জন্য কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, ঠাকুর দল প্রভৃতির নেতাদের দৈনিক প্ররোচনাও দেশবাসীকে ধ্বংসের পথে টানিতে পারে নাই।

একতার প্রতি লোকের শুধু বর্দ্ধমান আগ্রহই নয়, তাহার জন্য কোন কোন অংশের সংগঠিত চেষ্টায় আগাইয়া আসা (যেমন কলিকাতার ছাত্ররা) এবং হতাশা কাটিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিরাট জনসমাবেশে একত্র হওয়া—গান্ধীজীর উপবাস ও মুক্তি-আন্দোলন বাংলায় ইহাই আনিয়া দিয়াছে। আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটী ইহাকে রোধ করিতে পারে নাই, পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচনা ইহাকে ভুল পথে লইতে পারে নাই। গান্ধীজীর মুক্তি এখনও মিলিল না, সঙ্কট কাটিল না একথা খুবই সত্য। কিন্তু এই সত্য ৯ই আগষ্টের মত আজ আর জাতিকে বিচ্ছেদ, ধ্বংস ও হতাশার পথে লইতে পারিবে না—ইহার মধ্যে নূতন ঐক্য, নূতন উৎসাহ, নূতন জনসমাবেশ ও নূতন আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। সঙ্কটের গভীরতার মধ্যেও ৯ই আগষ্ট হইতে ৩রা মার্চের এইখানেই মূল প্রভেদ।

এই জনসমাবেশকে আরও বাড়াইয়া তোল ! গান্ধীজী তথা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী আরও বেশী হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে বিরাটভাবে ছড়াইয়া দাও ! গান্ধীজীর নামে ধ্বংসকার্য্যের ভ্রান্ত পথ ছাড়িয়া একত্র হইবার জন্য দেশভক্তের ঘরে ঘরে পৌছাও ! সংখ্যাল্প জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানার জন্য আরও বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ কর, দিকে দিকে সভা করিয়া এই দাবী স্বীকার করাও ! লীগপন্থীদের আরও বেশী করিয়া টানো, কংগ্রেসপন্থীর সঙ্কল্পের সঙ্গে তাহাদের সঙ্কল্প যুক্ত কর ! ৩রা মার্চ ইহারই বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে, প্রাণপণে সেই সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া তোলো !

যুদ্ধের গতি

★ কমরেড ষ্টালিনের ঘোষণা
★ চারিদিকেই লালফৌজের অগ্রগতি
★ সোভিয়েটের জয় সুনিশ্চিত

কমরেড ষ্টালিনের ঘোষণা

লালফৌজের জন্মদিনে কমরেড ষ্টালিন গত তিন মাসের বিজয় অভিযান সম্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমানে যুদ্ধের গতি কিরূপ চলিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গত বৎসর ১৯শে নভেম্বর তারিখে ষ্টালিনগ্রাদে লালফৌজের বিরাট আক্রমণ শুরু হইয়াছিল। তখন হইতে তিন মাসের মধ্যে লালফৌজ ১০০ মাইল লম্বা রণক্ষেত্র ব্যাপ্রিয়া ৩০০ মাইল অগ্রসর হয়। হিটলারের ১১২টা ডিভিসন লালফৌজের আঘাতে চুর্ণ হইয়াছে, ৭ লক্ষ শত্রুসৈন্য নিহত ও ৩ লক্ষেরও বেশী বন্দী হইয়াছে। ৭০০০ ট্যাঙ্ক, ৪০০০ এরোপ্লেন ও ১৭০০০ কামান লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে জার্ম্মাণদের অন্তত ৯০ লক্ষ সৈন্য খোয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আবার অন্ততঃ ৪০ লক্ষ নিহত হইয়াছে। রুমেনিয়ান, ইতালিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান সৈন্য প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

কমরেড ষ্টালিন বলিয়াছেন যে লালফৌজ অন্য দেশ দখল করিবার জন্য গঠিত হয় নাই। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হিটলার যখন সোভিয়েট ভূমি গ্রাস করিবার জন্য সহসা আক্রমণ করিল, তখন তাহাকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য লালফৌজ লড়িয়া আসিতেছে। সোভিয়েট দেশে হিটলারীরা যে জঘন্য ও অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার ভার লালফৌজের উপর পড়িয়াছে। দুই বৎসর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লইয়া জার্ম্মাণরা আক্রমণ করিয়াছিল। সমস্ত ইয়োরোপের শক্তি একত্র করিয়া হিটলার সোভিয়েট ধ্বংসের কাজে নামিয়াছিল, তাহার যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ লালফৌজের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এই কারণে লালফৌজকে প্রথম দিকে অনেক ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছে। ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা হয় নাই বলিয়া এই বিরাট সংগ্রামের ভার লালফৌজকে একা বহিতে হইয়াছে। কিন্তু এখন লালফৌজের আশ্চর্য্য সাফল্যের ফলে অবস্থা বদলাইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্য আর পূর্ব্বের মত নাই। জার্ম্মাণীর ফাশিষ্ট মিত্রদের দম্ভ লালফৌজ চূর্ণ করিয়াছে। দিন দিন লালফৌজের শক্তি বাড়িতেছে। সোভিয়েটে ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, কামান উৎপাদন বাড়িতেছে। হিটলারের চরম পরাজয়ের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

লালফৌজের নূতন সাফল্য

খারকভ, কুর্স্ক, রষ্টভ দখল করিয়া লালফৌজ বসিয়া নাই। জার্ম্মাণদের ক্রমবর্দ্ধমান বাধা ভাঙিয়া দিয়া লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। কুর্স্কের উত্তরে এখন ওরেলের দিকে তাহারা চলিতেছে। জার্ম্মাণেরা মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণের বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ওরেল ফাশিষ্টদের হাতছাড়া হইলে সমস্ত মধ্য রণাঙ্গনে তাহাদের অবস্থা অচল হইয়া উঠিবে।

খারকভ হইতে পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজ আগাইতেছে। এই অঞ্চলে সুমি, আখটির্কা ও মালো আর্কেঞ্জেল্‌স্ক অধিকারের খবর উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ-পশ্চিমে পন্টাভা জংশনের দিকেও লালফৌজ দৃপ্তগতিতে অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি খবর আসিয়াছিল যে নীপ্রোপেট্রভস্ক হইতে লালফৌজ ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়াছে। নীপার নদীর লাইন পৌঁছিলে লালফৌজ ফাশিষ্টদের আরও বহুদূর খেদাইয়া যাইতে পারিবে। এই জায়গাটী জার্ম্মাণরা ছাড়িয়া পলাইবে বলিয়া জল্পনাও শুনা গিয়াছিল। কীভ শহরের দিকে যে রেলপথ গিয়াছে সেদিকেও লালফৌজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

দনেৎস্ নদীর অববাহিকায় এখন ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। ভরোশিলভগ্রাদ হইতে দক্ষিণপশ্চিমে যাইয়া আজভ সাগর কুলস্থ টাগানরগ বন্দরকে পাশ কাটাইয়া লালফৌজ আগাইতেছে। টাগানরগ ও মারিউপল বন্দরের মাঝামাঝি মিউস্ নদীর কাছে দুই দলে ভয়ানক লড়াই চলিতেছে।

যুক্রেনে ক্রামাটস্কায়া ও ক্রাস্‌নোআর্ম্মাইস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণরা প্রাণপনে বাধা দিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের নিকটে যেমন কোটেলনিকোভোতে কিছু কাল জার্ম্মাণরা ষ্টালিনগ্রাদে পরিবেষ্টিত জার্ম্মাণ বাহিনীকে বাঁচাইবার জন্য মরিয়া হইয়া লড়িয়াছিল, এখানেও তেমনই লড়িতেছে। কিন্তু এবারও তাহারা বিফল হইবে, আবার এক বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনী ইঁদুর কলে আটক পড়িবে।

আরও দক্ষিণে কুবান্ প্রদেশের পশ্চিমে কিছু জার্ম্মাণ সৈন্য আছে। তাহারা নভরসিস্ক বন্দর এখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের ক্রাইমিয়াতে পলাইবার মতলব রহিয়াছে। লালফৌজ সে মতলব ফাঁসিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। আর নীপার নদীর দিকে যে লড়াই চলিতেছে, তাহা চুকিলে ক্রাইমিয়াতে পালাইয়াও ফ্যাশিষ্টদের নিস্তার নাই। সেখানেও তাহারা আটক পড়িবে। পলাইবার পথ পাইবে না।

মধ্যরণাঙ্গণে ব্রিয়ান্সক্ অঞ্চলে সুদূর উত্তরে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণে লালফৌজের আক্রমণের খবর আসিয়াছে। যথাসম্ভব সর্ব্বত্র আক্রমণ করিয়া লালফৌজ শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে, সময় আসিলে একেবারে চরম ওস্তাদের মার দিয়া পূর্ণ বিজয় লাভ করিবে।

সোভিয়েটের জয় সুনিশ্চিত

বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষকরা বলিতেছেন যে সোভিয়েটের জয় সুনিশ্চিত। হিটলারীরা আবার বাগ্‌বিস্তার করিয়া বলিতেছে যে শুধু শীতের জন্য তাহারা লাইন গুটাইতেছে। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে হিটলারীদের মেরুদণ্ড ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেশ বলেন যে জার্ম্মাণরা নীপার নদী ছাড়িয়া নীষ্টার নদী পর্য্যন্ত পলাইতে বাধ্য হইবে আর সেখানে তাহাদের চরম পরাজয় ঘটিবে। আরও অনেকে এ ধরণের কথা বলিয়াছেন। সমৃদ্ধ যুক্রেন যে হিটলারের হাতে কিছুতেই যাইল না, যুক্রেন যে সোভিয়েট অধিকারেই রহিয়া যাইবে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবসন্ন হিটলারীদের দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। লণ্ডন হইতে এক বিশেষ সংবাদ আসিয়াছে যে ৩০ লক্ষ নূতন সোভিয়েট সেনা শত্রুকে চরম আঘাত দিবার জন্য তৈয়ার রহিয়াছে।

কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধজয়ের ভার লালফৌজের হাতে তুলিয়া দিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না। কমরেড ষ্টালিন কখনও বাগাড়ম্বর করেন না, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে সোভিয়েটকে একা লড়িতে হইয়াছে, আর শত্রুর শক্তি যে এখনই নষ্ট হইয়াছে তাহা একেবারেই নয়। লণ্ডনে সোভিয়েট দূত কমরেড মাইস্কি বলিয়াছেন যে কাসাব্লাঙ্কায় যে রণনীতি গৃহীত হইয়াছে, সেই অনুসারে ইউরোপে ইংরেজ ও আমেরিকানরা দ্বিতীয় রণক্ষেত্র না খুলিলে শত্রুর চরম পরাজয় তাড়াতাড়ি ঘটিবে না। লালফৌজকে যে দারুণ ভার এতদিন বহিতে হইয়াছে তাহাতে সোভিয়েটের তো কম ক্ষতি হয় নাই। সোভিয়েটের পশ্চিমী মিত্রদের এখন এ গুরুভারের অংশ বহন করিতেই হইবে।

সোভিয়েটের জয়ে সাম্রাজ্যদর্পীদের ভয়

কিন্তু পশ্চিমী মিত্রেরা এখনও গা-তিলা দিয়া আছে। প্রাচ্য রণক্ষেত্রে জাপানকে খেদাইবার যথার্থ চেষ্টা কোথায়? ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ, একঘেয়ে খবর আসিতেছে—বোমা ফেলিলাম, হেন করিলাম, তেন করিলাম, কিন্তু আসল কাজ কিছুই বিশেষ হইতেছে না। তিউনিসিয়াতে মাত্র কয়েক ডিভিসন জার্ম্মাণের দাপটে মিত্রশক্তি যেন ভোঁতা হইবার উপক্রম! সম্প্রতি অবশ্য কাসেরিণ অঞ্চলে একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু এত গড়িমসির পর এই সাফল্যের দাম খুব বেশী নয়।

ইংলণ্ড, আমেরিকায় অনেক ফ্যাশিষ্ট বন্ধু এখন মুখোস পরিয়া রহিয়াছে। সোভিয়েটের সাফল্যে তাহাদের গাত্রদাহ। ইহারাই ভাড়াটিয়ারা সেদিন লণ্ডনে লেনিনের প্রতিমূর্ত্তি ভাঙিবার চেষ্টা করে। ইহাদেরই সর্দ্দাররা ভাবিতেছে যে সোভিয়েট জিতিলে ইয়োরোপে কমিউনিষ্ট প্রভাব বাড়িবে, সাম্রাজ্য বজায় রাখা অসম্ভব হইবে। ইহাদেরই বড় কর্ত্তারা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় বসিয়া গান্ধীজীর মুক্তি দিতে বার বার অস্বীকার করিয়াছে। ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম করার চেষ্টাকে নাকচ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ইহারাই এখন আফ্রিকার পর্ব্ব চুকাইয়া ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলার প্রস্তাবকে কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে দিতেছে না। ইহাদের চক্রান্ত জনশক্তিকেই ভাঙিতে হইবে। সর্ব্বদেশের সংহত জনশক্তি সোভিয়েটের অনুপ্রেরণায় অগ্রসর হইবে।

লালফৌজ গঠনের ২৫ বার্ষিকীতে

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ কর্ত্তৃক 'লালফৌজ দিবস' প্রতিপালিত হইয়াছে। ২৫ বৎসর আগে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া পন্থীদের হাত হইতে সোভিয়েট ভূমিকে বাঁচাইবার জন্য লালফৌজের জন্ম হয়। ইহার প্রধান স্রষ্টা ষ্টালিন। সেদিন সোভিয়েটের বিপ্লবী জনগণ এবং লালফৌজ ১৪টী সীমান্তে সাম্রাজ্যবাদী-দস্যুদের রুখিয়াছিল, ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করিয়াছিল।

আজ ২৫ বৎসর পরে লালফৌজ শুধু মাত্র সোভিয়েটভূমির জন্য নয়, সমস্ত দুনিয়াকে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়া লড়াই করিতেছে। গত দেড় বৎসরের লৌহদৃঢ় প্রতিরোধের ভিতর দিয়া তাহারা দুনিয়ার জনগণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, নিকৃষ্ট শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিতে সময় ও সুযোগ দিতেছে। হিটলারীবাহিনী ধ্বংস করিতে করিতে তাহারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা আজ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের প্রতীক। তাহারা আমাদের পথ প্রদর্শক।

আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানেও লালফৌজের এই জন্ম বাৎসরিকি সগৌরবে প্রতিপালিত হইয়াছে।

কলিকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এই দিবস পালিত হয়। এখানে শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা এবং সর্ব্ব শ্রেণীর জনসাধারণের বিপুল সমাবেশ হয়। এই বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজফফর আহম্মদ। হলটি লাল পতাকা, লেনিন, ষ্টালিন ও সোভিয়েটের অন্যান্য নেতা এবং বীরদের ছবি, পোষ্টার প্রভৃতিতে সজ্জিত করা হয়।

প্রথমে শ্রমিক নেতা কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত হিন্দিতে লালফৌজের গৌরবময় লড়াইয়ের প্রসঙ্গে বলেন যে সোভিয়েটের দৃঢ় গণঐক্যের প্রতীক লালফৌজ। তাহাদের আদর্শ অনুসারে আমরাও যদি আমাদের দেশে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই আমরা গান্ধীজীর মুক্তি আনিতে পারিব, কংগ্রেস নেতদের মুক্ত করিতে পারিব, জাতীয় সরকার কায়েম করিতে পারিব।

কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত বলেন যে আজিকার এই জাতীয় সংকটের দিনে ঐক্যের পথই আমাদের সকলের পথ, এ বিষয়ে লালফৌজ আমাদের আদর্শ।

বিখ্যাত কবি শ্রীযুত হারীণ চট্টোপাধ্যায় লালফৌজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে লিখিত এক উদ্দীপনাময়ী কবিতা আবৃত্তি করেন। ছাত্রনেতা কমরেড অন্নদা ভট্টাচার্য্য বলেন যে লালফৌজ আমাদের শিখাইয়াছে যে জনগণের ঐক্যই স্বাধীনতা পাওয়ায় ও তাহা রক্ষা করার একমাত্র পথ। সভায় লালফৌজকে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর কমরেড বিনয় রায় ও অন্যান্য কমরেডরা একটি গণসঙ্গীত গাওয়ার পর সভার কাজ শেষ হয়।

হাওড়া—কমরেড বীরেন ব্যানার্জ্জির সভাপতিত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির উদ্যোগে পার্টি অফিসে ঐ দিবস পালিত হয়। সোভিয়েট নেতাদের ছবি, পোষ্টার ও লাল পতাকা ও কংগ্রেস পতাকা দিয়া সভাস্থল সাজান হয়। জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর মুখার্জ্জি ও কমরেড সভাপতি লালফৌজের ইতিহাস ও বীরত্ব খুব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। সভায় পার্টি ফণ্ডের জন্য আবেদন করা হইলে ৮৲ টাকা আদায় হয়।

হুগলী—কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির অফিস প্রাঙ্গণে এই দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। কমরেড তুষার চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। ৯ বৎসরের বালক কমরেড অরিন্দম কুমার ফ্যাসিষ্ট বিরোধী একটি কবিতা আবৃত্তি করে। তারপর কমরেড দয়াল কুমার 'লালফৌজ দিবস' উপলক্ষে লিখিত তাহার একটি কবিতা পাঠ করেন। কমরেড অনিল বসু, শিশির দে, অজিত নন্দী, কালী ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে লালফৌজের আদর্শ, শৃঙ্খলা ও কার্য্য-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং লালফৌজের কাছ হইতে আমরা কি শিক্ষা করিব তাহা বলেন। সভাপতির বক্তৃতার পর লালফৌজের জয়ধ্বনি ও গান্ধীজীর মুক্তির দাবীর মধ্যে সভা শেষ হয়।

বালিতে রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লালফৌজ দিবস পালিত হইয়াছে। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র ফেডারেশনের কমরেড বেণীমাধব গাঙ্গুলী সভার উদ্বোধন করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির বালি কমিটির তরফ হইতে কমরেড স্মৃতিশ বানার্জ্জি লালফৌজেয় অবদান ও তাহার সহিত ভারতের জনগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মুস্লিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ মানব কেন?
তা বুঝতে ষ্টালিনের লেখা পড়ুন:
জাতি সমস্যা ও মার্ক্সবাদ
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

দেশবাসীর ক্ষুধাই গান্ধীজির অনশন

খবরের কাগজে প্রকাশ: রাজসাহী জেলার মান্দা থানায় একটী গ্রামে ধানের নৌকা লুঠ হয়। লুণ্ঠনকারী জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ চলে। ফলে কয়েকজন নিহত হইয়াছে।

বুভুক্ষু জনতা খাদ্য পাইল না, পাইল পুলিশের গুলি। সমস্যার সমাধান হইল না, বরং, খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ও হতাশা শুধু লুণ্ঠনকারী জনতার মধ্যেই নহে, সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। খাদ্যাভাব যা ছিল, তা আরও বাড়িয়া গেল।

ইহাই আজিকার দিনের খাদ্য-সমস্যার ভয়াবহ চিত্র। বাংলার গ্রামে ও সহরে সর্ব্বত্রই এই ছবিই ফুটিয়া উঠিতেছে। কোটি কোটি নর-নারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। তাহার খবর সংবাদপত্রের পাতায় উঠে না। চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িতেছে—রোধ করিবার কোনও উপায় নাই। কেরসিন তেল, কয়লা, চিনি কোথাও সামান্য কয়েক দিনের জন্য পাওয়া যায়, কোথাও একেবারেই পাওয়া যায় না। চাষীর ঘরে বীজ ধান নাই—আবাদ বন্ধ। যার ঘরে ধান আছে, জলের দামে ধান বিক্রী করিয়া তাকে চড়া দামে অন্যান্য জিনিষ কিনিতে হইতেছে। খুচরা পয়সার অভাবে গরীবের দিন অচল। চোরা বাজার ফাঁপিয়া উঠিতেছে—জনগণের মুখে অন্ন নাই

খাদ্য-সংকটের এই ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সেদিন ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-বিভাগের সহকারী জেনারেল উড্ বিবৃতি দিলেন; 'গত মাসের চেয়ে এখন খাদ্যের অবস্থা অনেক ভাল হইয়া উঠিয়াছে।' দিল্লীতে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে খাদ্য-বিশারদ আনাইয়া অবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে হইবে। বাংলার এসেম্বলিতে খাদ্য-সমস্যার জরুরী অবস্থা আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য আমদানী রপ্তানী হইবে—এইটুকু জানাইয়াই বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য শেষ করিল। বাংলার কতকগুলি জেলা হইতে চাউল ও ধান বাহিরে যাইতে পারিবে না—এই আদেশও জারী হইল। উপর উপর অনেক কিছু পরিকল্পনা হইতেছে আমরা দেখিতেছি—কিন্তু সেই পরিকল্পনাগুলিই বা কবে কাজে পরিণত হইবে, তাহাতেই সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেও গভর্ণমেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণের লম্বা চওড়া কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু গরীব জনসাধারণ তাহার ফল ভোগ করিতে পারে নাই। আজিকার ব্যবস্থাও যে আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত অব্যবস্থার মধ্যে ধামা চাপা পড়িয়া যাইবে না, তাহার ভরসা দেশবাসী করিতে পারিতেছে না।

সংকট সমাধান করিতে আমলাতন্ত্র অক্ষম, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে আমলাতন্ত্র অনিচ্ছুক—তাই এই ভয়াবহ সমস্যাকে ছোট করিয়া দেখাইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ। কিন্তু তার ফল কি হইতেছে? আমলাতন্ত্রের এই উদাসীনতা সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। ক্ষুধাতুর জনগণের উত্তেজনার খোরাক জোগাইতেছে। পঞ্চমবাহিনীকে সুযোগ দিতেছে ধ্বংস ও অরাজকতার পথে জনগণকে টানিয়া আনিতে। দমননীতির বিভীষিকা দেখাইয়া আমলাতন্ত্র অবস্থা 'আয়ত্তে' আনিতেছে, কিন্তু খাদ্য-সমস্যার অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

উপরের ঘটনা তাহারই জলন্ত প্রমাণ। এইরূপ শত শত ঘটনার বীজ আজ দেশের প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে ছড়াইয়া আছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নির্ভীক প্রচার ও দৃঢ়প্রচেষ্টাই গত কয়েক মাসে জনগণকে লুটতরাজ হইতে অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছে—আমলাতন্ত্রের নির্ব্বুদ্ধিতা ও পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচনায় যে অরাজকতায় দেশ ছাইয়া যাইত, তাহা হয় নাই।

কিন্তু সমস্যা প্রতিদিন ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে জনগণের মুখে খাদ্য দিতে হইবে—ইহাই আজিকার আসল প্রশ্ন। জেলের মধ্য হইতে গান্ধীজী এই নিদারুণ সমস্যার কথা ভাবিয়া তাই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ কি? গান্ধীজী আহ্বান জানাইয়াছেন, সেই আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতে হইবে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ভার দেশভক্তকে লইতে হইবে, জনগণের নিজের হাতে লইতে হইবে—এবং তাহার জন্য দেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে মীমাংসা ও ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথের ইঙ্গিতই বড়লাটের কাছে গান্ধীজীর চিঠি হইতে পাওয়া যায়। লুট-তরাজ বুভুক্ষুর মুখে খাদ্য দিতে পারে না, অরাজকতা খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারে না—একমাত্র জনগণের মিলিত প্রচেষ্টায় শান্তি স্থাপনের ভিতর দিয়াই খাদ্য-সংকট ঘুচিতে পারে—ইহারই জন্য গান্ধীজী বাহিরে আসিতে চাহিয়াছেন। মুক্ত হইয়া জনগণের খাদ্য সমস্যার ঐক্যবদ্ধ সমাধান করাই গান্ধীজীর অনশনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমলাতন্ত্র ও পঞ্চমবাহিনী উভয়েই গান্ধীজীর সঙ্কট সমাধানের জীবন-পণ প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া সঙ্কটই চালু রাখিতে চাহে। গান্ধীজী যখন বর্ত্তমান অরাজকতা ও খাদ্য-সঙ্কট কমাইবার জন্য এবং দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিলে তিলে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন তখন পঞ্চমবাহিনী গান্ধীজীকে মুক্ত করার মুখোস পরিয়া বলিতেছে: আবার ধ্বংসকার্য্য সুরু কর, খাদ্যের জন্য লুটপাট কর, সঙ্কটকে বাড়াইয়া তোল—তবেই গান্ধীজী মুক্তি পাইবেন! ইহারা গান্ধীজীর মুক্তির বিরুদ্ধেই 'সংগ্রাম' করিতেছে, গান্ধীজীর অনশনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই 'সংগ্রাম' করিতেছে।

কিন্তু, দেশের কোটী কোটী লোক আজ পঞ্চম-বাহিনীর কৌশল ধরিয়া ফেলিয়াছে। এতদিনের খাদ্যাভাবের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের সমস্যা সমাধানের শিক্ষা দিয়াছে। তাই আমরা দেখিয়াছি বাংলার বহু জেলায়, বহু সহরে, গ্রামে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া খাদ্য-সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধানও করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি জনগণের মিলিত কমিটীর চেষ্টায় আমলাতান্ত্রিক উদাসীনতা নষ্ট করা যাইতেছে, মুনাফালোভী সায়েস্তা হইতেছে, জনগণের চাহিদা মিটিতেছে।

যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমরা এতদিন পাইয়াছি, সেই শিক্ষা, আজ এই চরম দুর্দ্দিনে আরও ভাল করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, পঞ্চমবাহিনীকে পরাস্ত করিতে হইবে, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে। ঐক্যের বিপুল সম্ভাবনা আজ শত গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালা আজ হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেসী, লীগপন্থী সকলকে এক করিতেছে। দেশকে বাঁচাইবার জন্য গান্ধীজীর আহ্বান আজ সকলের কানে মন্ত্রের মত ধ্বনিত হইতেছে। আমলাতন্ত্রের মুখোস আপামর জনসাধারণের কাছে খুলিয়া পড়িয়াছে—ভারতের ৪০ কোটী নরনারী প্রত্যেকেই ভাবিতেছে—আমার দেশকে আমাকেই বাঁচাইতে হইবে—আমার খাদ্য, আমাকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই বিপুল ঐক্য আমরা গড়িয়া তুলিবই—এবং এই ঐক্যের জোরেই খাদ্য সমস্যার সমাধান করিব। খাদ্য-সমস্যার সমাধানে এই ঐক্য জাতীয়-ঐক্যের বনিয়াদ রচনা করিবে।

ঐক্যের জোরে কয়লা ও তেল আদায়

উত্তর কলিকাতায় জনরক্ষা কমিটীর ভলা-ন্টিয়ারদের চেষ্টায় ৪০০ মণ কয়লা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। কমিটী ঠিক করিয়া দেয় যে প্রত্যেকে ১০ সের করিয়া কয়লা পাইবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী উল্টাডাঙ্গায় কয়লার ওয়াগন আসিয়া পৌঁছিলে জনরক্ষা কমিটীর ভলান্টিয়াররা দল বাঁধিয়া সেখানে যায়। প্রথম সকলকে সারিতে দাঁড় করায়, তারপর যাহাতে প্রত্যেকে ১৵০ দরে কয়লা পায়, তাহার ব্যবস্থা করে। আগে গাড়ী ভাড়া ৬৲ টাকা লওয়া হইত, ভলান্টিয়ারদের চাপে ভাড়া ৩৲ টাকায় নামে। ছোট দোকানদাররাও যাহাতে কয়লা পায়, তার ব্যবস্থাও করা হইল। দূর হইতে আগত গৃহস্থরাও বঞ্চিত হইল না। শুধু যে সকলের চাহিদা মিটিল তা নয়, জনরক্ষা কমিটীর সহিত সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের সহযোগিতা বাড়িয়া গেল, জনসাধারণ বুঝিল যে, একতা দ্বারাই খাদ্যসমস্যার সত্যিকারের সমাধান হয়।

হুগলী-চুঁচুড়ায় গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন পাড়ায় ১৩টী খাদ্য-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটীর মধ্যে ১১০ জন ভলান্টিয়ার কাজ করিতেছে। সহরে কয়লা ও চিনি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এই কমিটীই করিতেছে। জনসাধারণ খাদ্য-কমিটীর সহিত ক্রমশই বেশী সহযোগিতা করিতেছে।

যশোহরে—ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই গাড়ী কয়লা আসে। বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা অমনি এক একজনে ১০।২০ মণ করিয়া লইতে ছুটে। কিন্তু কয়লা ব্যবসায়ী জনরক্ষা কমিটীর সভ্য হওয়ায় সরকারী কর্ম্মচারীদের খুসী মত কয়লা দিল না। জনরক্ষা কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেককে এক মণ করিয়া বিক্রয় করিল। ইহাতে অন্য লোকেরাও কয়লা পাইল।

কেঃ তেলের জন্য গ্রামবাসী চাষীরা সহরের দোকানে আসিয়াছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। একশ লোক তেল পায় না। দল বাঁধিয়া মহকুমা হাকিমের কাছে যাওয়া হইল, তিনি ৫ টিন তেল দিবার ব্যবস্থা করেন। কর্ম্মীরাই ভার লইয়া সকলকে তেল বিক্রয় করে।

হুগলী জেলার আমনাল ইউনিয়নে যারা ট্যাক্স দেয় না, তাদের কেঃ তেল দেওয়া হইত না। জনরক্ষা কমিটী ২০টী গ্রামের প্রতিনিধি সমেত ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের কাছে গিয়া দাবী করে যে সকলকেই তেল দিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট জনরক্ষা কমিটীর সহিত সহযোগিতা করেন। কমিটীর হাতেই রেশন কার্ড এবং তেল বিক্রয়ের ভার দেওয়া হয়। গ্রামের লোক উৎসাহিত হইয়া কমিটীকে আরও জোরালো করিতেছে।

মুন্সীগঞ্জে কৃষক অভিযান—মহকুমা জনরক্ষা কমিটীর উদ্যোগে বিক্রমপুরের ৩২টী ইউনিয়ন হইতে ৮০০ লোক (৩০০ স্ত্রীলোক) ১৩ই ফেব্রুয়ারী মহকুমা হাকিমের কাছে গিয়া দাবী করে—চাউলের দর ৮৲ করা হউক, বিনা সুদে কৃষিঋণ ও বীজ ধান দেওয়া হউক। মহকুমা হাকিম এই সমস্ত দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জনরক্ষা কমিটীর তত্ত্বাবধানে দোকানদারদের মারফৎ মাল বিতরণ করিতে তিনি রাজী আছেন।

সুরমা উপত্যকার সুনামগঞ্জ মহকুমার তহিরপুর অঞ্চলে গত ২৬শে জানুয়ারী খাদ্য-সম্মেলন হয়। হিন্দু-মুসলমান জনগণের এই ঐক্যের ফলেই আজ তাহিরপুর বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতেছে।

ছাত্রদের কেঃ তেল আদায়

মাণিকগঞ্জে কেরোসিন তেলের অভাবে ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থাতে প্রতি স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়া বিদ্যালয় কমিটি গঠন করিয়া সরকারের নিকট কেরোসিন তেলের দাবী করিবার জন্য প্রচার করা হয়। একটী বিদ্যালয় কমিটীর দাবীতে কেরোসিন তেল আদায় হয়। তাহার পরেই সকল স্কুলে কমিটী গঠনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

খুলনার শোভনা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিটীই কেরোসিন তেল বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল, সম্প্রতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই কমিটির জনপ্রিয়তা দেখিয়া কেরোসিন তেল বিক্রয়ের ভার কমিটির হাত হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

★ জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলন ★

জলপাইগুড়ী—১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী সুন্দরদিঘী গ্রামে ৫০০০ কৃষক নরনারীর সমাবেশের মধ্যে এই সম্মেলন হয়। বগুড়ার কৃষক নেতা কমরেড আবদুল কাদের চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। জেলার বিভিন্ন জায়গা হইতে ৬২ জন কৃষক প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী, কমিউনিষ্ট নেতাদের মুক্তির দাবী, খাদ্য-সংকট সমাধানের দাবী প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজসাহী—১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী পালশা গ্রামে কমরেড অবনী লাহিড়ীর সভাপতিত্বে রাজসাহী জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। ১৮০০ হিন্দু কৃষক ও ৩০০০ মুসলমান কৃষকের এতবড় সমাবেশ এই অঞ্চলে আর কোনও দিন হয় নাই। সমবেত কৃষক নরনারী উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তুলিল : 'আত্মরক্ষা সমিতি গড়' 'স্বাধীনতার জন্য লড়', 'শত্রুকে রোখো। এই সম্মেলনের পর নূতন নূতন জায়গায় কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে।

ত্রিপুরা—৮ই ফেব্রুয়ারী বরুরা গ্রামে প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক কমরেড আবদুল্লা রসুলের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন হয়। প্রায় দশ হাজার কৃষক এই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিল। ২০।২৫ মাইল দূর হইতে কৃষকগণ শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত এম-এল-সি ও মৌলভী অছিমুদ্দিন এম-এল-এ সাহেবও সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার কারণ, দেশময় খাদ্য সংকট, বর্ত্তমান যুদ্ধে কৃষকদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া বলেন।

বরিশাল—১৩ই ও ১৪ই কাশীপুর এলাকায় এক হাজার কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও মহিলার সমাবেশের মধ্যে এই সম্মেলন হয়। ময়মনসিংহ জেলার কৃষক নেতা কমরেড হবিবুদ্দিন আহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। প্রথম দিন ৭০ জন প্রতিনিধির এক সভায় জেলার খাল, বাঁধ ও বিল সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। সম্মেলনে এই দাবী উঠে যে "খাদ্য শস্য বাড়াইবার জন্য খাল, বিল, বাঁধের সমস্যার প্রতিকার চাই।"

বগুড়া—১০ই ফেব্রুয়ারী পাঁচবিবি গ্রামে কমরেড মনসুর হাবিবের সভাপতিত্বে ৪০০০ হাজার লোকের সমাবেশে সম্মেলন হইয়াছে। বগুড়া জেলায় কৃষক সম্মেলন এই প্রথম। এই সম্মেলন এই জেলার কৃষক-আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা গড়িয়া তুলিল। সম্মেলনে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ৪টী কৃষক-শোভা যাত্রা আসিয়াছিল। সম্মেলনের পরে একটী কর্ম্মী-বৈঠকে স্থির হয় যে আগামী মার্চ্চের মধ্যে ১৫০০ সভ্য সংগ্রহ করিবে।

ফরিদপুর—১৫ই ফেব্রুয়ারী মাদারীপুর মহকুমার শিরফল গ্রামে কমরেড সুজাত আলি মজুমদারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কৃষক ও পাঁচ শত মধ্যবিত্ত এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ১৫।১৬ মাইল দুর হইতে কৃষকেরা দলে দলে পায়ে হাঁটিয়া আসে। খাদ্য-সংকটের প্রস্তাবের উপর স্থানীয় কৃষক-প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতারা সমর্থন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

২৪ পরগণা—১৪ই ফেব্রুয়ারী ক্যানিং থানার অন্তর্গত মঠেরদিঘীতে ৫৫০০ কৃষক নরনারীর সমাবেশে এই সম্মেলন হয়। দিনাজপুরের কৃষক নেতা কমরেড বিভূতি গুহ সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—অবাধে নুন বিক্রির অধিকার চাই, খাল-বিলের সংস্কার চাই, লোকাপসারণ অঞ্চলে চাষ বন্ধের ক্ষতিপূরণ, ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরদের ক্ষতিপূরণ চাই। জাতীয় সংকট, খাদ্য সংকট প্রভৃতি বিষয়েও প্রস্তাব গৃহিত হয়। কমরেড কমলা চাটার্জ্জি ও আবদুর রেজাক খাঁও এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের পরে ঘরোয়া বৈঠকে জেলা পার্টি ফণ্ডের জন্য আবেদন করায় সেইখানেই নগদ ৩০৲ টাকার বেশী ও অন্যান্য জিনিষপত্র সংগৃহিত হয়।

বাঁকুড়া—১লা ফাল্গুন বড়জোড়া গ্রামে রংপুরের কৃষক নেতা কমরেড সুধীর মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে সম্মেলন হয়। সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয় যে আগামী মে-দিবসের মধ্যে ৫০০০ কৃষক সভার সভ্য, ৫০০ সেচ্ছাসেবক, ৩০০৲ টাকা সংগ্রহ করা হইবে। সম্মেলনেই ৭০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়!

বর্দ্ধমান—৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী রায়না থানার অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে কমরেড অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। ছয় হাজারেরও বেশী জনসমাগম হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ কৃষক-মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের জন্য প্রচার করিতে গিয়া কর্ম্মীরা কৃষক সাধারণের কাছ হইতে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাইয়াছেন। সম্মেলনের বিরাট জনতা সমস্বরে আওয়াজ তোলে : আমাদের কৃষক-সভাকে আমরা গড়ে তুলবই।' সম্মেলন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে এক মাসের মধ্যে ৫০০০ সভ্য ও ৫০০ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হইবে।

হুগলী—১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গুড় থানার বলরামবাটী গ্রামে ৫০০০ কৃষকের সমাবেশে জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। খুলনার কৃষক নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন কেন্দ্রের পক্ষ হইতে কর্ম্মীরা রিপোর্ট দাখিল করেন এবং আগামী মাসের কার্য্যতালিকা পেশ করেন। কমরেড মণিকুন্তলা সেন, সরোজ মুখার্জ্জী, শিবশঙ্কর মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। জেলা কৃষক সমিতির ফাণ্ডের জন্য সভাপতি আবেদন করায় সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণ অর্থ সাহায্য করে। দুইটী ছোট ছেলেও অর্থ দেয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে আগামী মাসের মধ্যে ৫০০০ সভ্য সংগ্রহ করা হইবে।

রংপুর—১৩ই ও ১৪ই গাইবান্ধা সহরে দিনাজপুরের কৃষক নেতা কমরেড হাজী দানেশ মহম্মদের সভাপতিত্বে রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। প্রায় ৩০০০ কৃষক নরনারী সমবেত হইয়াছিল। ৪০।৪৫ মাইল দূর হইতেও পায়ে হাঁটিয়া কৃষক প্রতিনিধিরা আসেন। জাতীয় সঙ্কট, খাদ্যসঙ্কট প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহিত হয়।

দিনাজপুর—১৪ই ফেব্রুয়ারী জেলা কৃষক সমিতির অফিসে ৮০ জন প্রতিনিধির সমাবেশে জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। প্রতিনিধিদের মধ্যে ১২ জন মহিলাও ছিলেন। স্থানীয় কৃষক নেতা ডাঃ নগেন্দ্র সরকার সভাপতিত্ব করেন। দমননীতি, জাতীয় সঙ্কট, খাদ্যসমস্যা ও সংগঠনের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামী মাসের মধ্যে ৩০ হাজার সভ্য ও ১৫ হাজার ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত সম্মেলনে লওয়া হয়। সম্মেলনের পর ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে জাপ-বিরোধী একটী জন-নাট্য অভিনীত হয়।

মেদিনীপুর—১০ই ফেব্রুয়ারী কমরেড সুশীল চাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে ঘাটাল মহকুমার জোত-ভগবান গ্রামে জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। প্রায় ৬০০০ কৃষক ও ৮০০ মহিলা যোগদান করে। জেলার খাজনা, পাইকারী জরিমানা, ট্যাক্স প্রভৃতি মকুবের দাবী ও সাইক্লোন রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত কমরেডদের মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড কনক মুখার্জ্জী মহিলা আত্মরক্ষা কমিটী গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন।

নদীয়া—৭ই ফেব্রুয়ারী কমরেড হামিদুল হকের সভাপতিত্বে নবদ্বীপ সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন হইয়াছে। ৫০০০ কৃষক নরনারী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে—একতার জোরে আমাদের দাবী আদায় করিব।

বীরভূম—প্রকাশ্যভাবে সম্মেলন করিতে অনুমতি না পাওয়ায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিক্রমপুর গ্রামে প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠকে সম্মেলনের কাজ হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ৫০০০ সভ্য করিতে হইবে, কৃষক রমণীদিগকেও সভ্য করিতে হইবে; প্রত্যেক ইউনিয়ন সমিতিতে ৫০ জন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হইবে, মাসে ২ বার কর্ম্মী শিক্ষা স্কুল হইবে

হাওড়া—১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডোমজুর গ্রামে কমরেড আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে সম্মেলন হয়। হিন্দু-মুসলমান চাষী ও চাষী মেয়েরা মিলিয়া ৫০০০ লোক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। একটী পোষ্টার প্রদর্শনী করা হইয়াছিল, তাহাতে রুশিয়ার চাষী-মজুরের অবস্থা দেখান হয়। প্রায় ৬০০ প্রতিনিধির সভায় সমস্ত প্রস্তাব আলোচিত হয়। পরের দিন ১২০ কৃষক স্বেচ্ছাসেবকের এক শোভাযাত্রা আশে-পাশের গ্রাম পরিভ্রমণ করে। অপরাহ্ণে ৬০০ স্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট সমাবেশ হয়। সম্মেলনে বর্ত্তমান সঙ্কট ও কৃষকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জীর বক্তৃতা কৃষকদের প্রাণে এক নূতন স্পন্দন আনিয়া দেয়। সম্মেলন প্রতিজ্ঞা নেয় যে এক মাসের ২০০০ ভলান্টিয়ার, ৫০০ সভ্য, ২০০ কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে হইবে।

পাবনা—১৪ই ও ১৫ই সিরাজগঞ্জ মহকুমার মোহনপুর গ্রামে কমরেড সুরেশ রায়ের সভাপতিত্বে জেলা সম্মেলন হয়। ২০০০ কৃষক ও ৪০০ মহিলা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল। খাদ্যসমস্যা, জাতীয়সঙ্কট প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

● গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে ●
বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনগণ

রংপুর—সহরে সকালে ও সন্ধ্যায় গান্ধীজীর স্বাস্থ্য ও জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইতেছে। গণদরখাস্তে সহি লওয়া হইতেছে। অনেক মুসলমানও সহি করিতেছে। মুশ্লিম লীগের অনুগামী অনেক মুসলমান অন্য একটী দরখাস্তে সহি দিতেছেন—সেই দরখাস্তে জিন্না সাহেবকে গান্ধীজীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটি ও বদরগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে আন্দোলন করা স্থির হইয়াছে। কুড়িগ্রাম সহরে রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা হইতেছে—গণ-দরখাস্তে হিন্দু-মুসলমানের সহি সংগ্রহ হইতেছে। মুশ্লিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও আগ্রহের সঙ্গে সহি দিতেছেন। কাঁঠালবাড়ীতে ১৫ই হইতে ২২শে পর্য্যন্ত গান্ধী-মুক্তি সপ্তাহ পালন করা হইতেছে।

নারায়ণগঞ্জে—গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ৮০০ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের এক সভায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুন্সীগঞ্জে—১৯শে তারিখে এক জনসভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হয়। স্থানীয় এক প্রধান উকিল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

হাওড়ায়—২১শে ফেব্রুয়ারী শতাধিক লোকের একটী শোভাযাত্রা বাহির হয় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া। সমস্ত শ্রেণী ও দলের লোকই এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। সংগ্রামপন্থী অনেকেও শোভাযাত্রায় আসিয়া মিলে। গান্ধীজীর মুক্তির প্রশ্নে দেশপ্রেমিকদের এক অপূর্ব্ব ঐক্য গড়িয়া উঠে। মেয়েরাও পিছাইয়া থাকে নাই। প্রায় ২০ জন গ্রাম্য মহিলা কোলের ছেলে সঙ্গে লইয়া এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। এই শোভাযাত্রা ঝাপড়দহ বাজারের কাছে আসিলে সেখানে একটী সভা হয় ও তাহাতে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হয়। ঐদিন আন্দুল মৌরীতেও দুইটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। ২২শে তারিখে শিবপুরে আর একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐদিন দুইটী স্কুলের ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা 'গান্ধীজীর মুক্তি চাই' এই শ্লোগান দিতে দিতে সহর পরিভ্রমণ করে ও পরে সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশনে ছাত্র ও শিক্ষক একত্র মিলিয়া এক সভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করে।

বাঁকুড়ায়—৭০০ মজুর একটী সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানায়।

বিভিন্ন জেলায় কৃষকের দাবী
বীজধান চাই, ঋণ আদায় স্থগিত রাখ

শ্রীহট্ট জেলায় প্রতি বৎসরই প্রয়োজনের চেয়ে ধান কম হয়। এবার আমন ফসল শতকরা ৬০ ভাগ জন্মিয়াছে। উত্তর শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ মহকুমাতে ফসল শতকরা ৩০ ভাগও হয় নাই। অথচ আসাম সরকার 'অতিরিক্ত ধান হইয়াছে' এই কথা বলিয়া দুইটী বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বেপরোয়া ধান খরিদ করিবার সুযোগ দিতেছে।

ঠিক এমনি সময়ে আবার কৃষিঋণ আদায় করিবার জন্যও সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেবপুরের কৃষকরা কৃষিঋণ আদায় এ বৎসরের মত স্থগিত রাখার দাবী করিয়া এক গণদরখাস্ত করিয়াছে। কৃষকেরা আরও দাবী তুলিয়াছে যে 'ধানী খাজনার পরিবর্ত্তে ন্যায্য হারে টাকার খাজনা প্রবর্ত্তন কর।' এই দাবী লইয়া আন্দোলন করায় জমিদার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—১৩ জনের বিরুদ্ধে খাজনার মামলা দায়ের করা হইল। তার উপর আবার সরকারী নোটিশ জারী হইল—১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কৃষিঋণ আদায় দাও, নতুবা পরোয়ানা বাহির হইবে।

রংপুর জেলায় এ বৎসর আউসের আবাদ যদি না হয়, তাহা হইলে দেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অধিকাংশ কৃষকই আউসের বীজ ধান রাখিতে পারে নাই। যে সকল ধনী জোতদারদের গৃহে প্রচুর বীজ জমা হইয়া আছে, তাহারা এই সময় মোটা লাভ মারিবার আশায় বসিয়া আছে এবং চাষীর কাছে বীজের চড়া দর হাঁকিতেছে। রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন হইতে বীজ ধানের দাবী করা হয়। সদর মহকুমার তপোধন ও মড়াই ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ কৃষক একত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া বীজধান দাবী করে। এ পর্য্যন্ত দুইটী ইউনিয়নে মাত্র ২০০ মণ বীজ বিতরণের আদেশ জারী হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নয়।

যশোর—খাদ্য সংকট ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। চালের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। মোটা চাউল আবার ১৫৲ মণ হইয়াছে। বাহির হইতে চাউল না আসিলে এ জেলার চলে না, কিন্তু ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে চাউল আমদানী করিতেছে না। সরকারও উদাসীন। যশোরের সমস্ত দল মিলিয়া খাদ্য-সম্মেলন করিতে অনুমতি চাহিয়াছিল, কিন্তু অনুমতি মিলে নাই। কিন্তু জনসাধারণ তাতে দমে নাই। নিজেদের তাগিদেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইতিমধ্যেই সদর মহকুমায় ১৫টী, নড়াইল মহকুমায় ৫টী ও মাগুরা মহকুমায় ৩টী খাদ্যকমিটী গঠিত হইয়াছে। খাদ্য-কমিটীগুলির প্রচেষ্টায় কেরোসিন সমস্যার কিছু সমাধান হইয়াছে। প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের প্রয়োজন এ জেলায় খুব বেশী। কিন্তু ৪২৫ পাউণ্ডের জায়গায় মাত্র ২০ পাউণ্ড কুইনাইন এখন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। খাল সমস্যাও যশোরের চাষীদের অবস্থাকে খারাপ করিয়া রাখিয়াছে। আড়ুয়ার খালে কোন বাঁধ দেওয়ার হুকুম না থাকায় প্রায় ৫ হাজার বিঘা জমিতে ফসল হয় না। কৃষক সমিতির তরফ হইতে বাঁধের দাবী লইয়া আন্দোলন করা হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এখনও উদাসীন, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ চাষী দাবী আদায় করিবেই।

হুগলী জেলায় মগরা ও বলাগড় থানার অন্তর্গত ৩১টী গ্রামের চার হাজার নরনারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই দিন মজুর। আবাদের কাজ না থাকায় তারা এক রকম বেকার হইয়া আছে। চাউলের অভাবে অনেকে বুনো আলু খাইয়া দিন কাটাইতেছে। তার ফলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কৃষকেরা গণ-দরখাস্ত করিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালা চাষীদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে একতার জোরে তারা খাদ্য আদায় করিবেই।

ময়মনসিংহ—এই বৎসর ধান ফসল মোটেই ভাল হয় নাই, মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় সমস্ত কৃষকই তাদের বীজ ধান খাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে তাদের ঘরে একটুও পাট নাই, এক মুঠা ধান নাই, এমন কি একটী পয়সাও হাতে নাই। নিরুপায় হইয়া কৃষকরা যার যা সম্বল—গরু বাছুর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। চাউলের দর উঠিয়াছে ১৪৷৷০, রোজই দর বাড়িয়া যাইতেছে। অথচ সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া কৃষিঋণ আদায় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ঢোল পিটাইয়া জানান হইয়াছে যে তিন দিনের মধ্যে কৃষিঋণ শোধ না দিলে কৃষকের গরু বাছুর ক্রোক করা হইবে। কৃষকেরা গণদরখাস্তে সহি করিয়া সার্কেল অফিসারের কাছে ডেপুটেশন গিয়াছিল, কিন্তু সার্কেল অফিসার কৃষকদের অভাবের কথা স্বীকার করিতে রাজী নন। সার্কেল অফিসার কৃষকদের অবস্থা মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষকে অনুসন্ধান করিতে বলেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেন যে সত্যই কৃষকদের ঋণ শোধ করিবার মত অবস্থা নাই। কৃষকের তরফ হইতে অনবরত গণ-দরখাস্ত পাঠান হইতেছে—কর্ত্তৃপক্ষকে উদাসীন থাকিতে দিবে না—ইহাই কৃষকদের পণ।

মানিকগঞ্জ—এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। গতবার অনাবৃষ্টির ফলে দশ আনা ধানই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ কৃষকই এখন মাসকলাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া আছে। জেলা কৃষক সমিতি সমগ্র মাণিকগঞ্জ মহকুমাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সরকার এখনও কোনও প্রতিকার করিতেছে না। এমন কি যে এক হাজার মণ বীজ ধান এই মহকুমার জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও নগদ মুল্যে কৃষকের নিকট বিক্রী করিতেছে। কিন্তু সরকারের এই উদাসীনতা ভাঙ্গিবার জন্য কৃষকগণ বদ্ধপরিকর। জনরক্ষা কমিটীর মধ্যে আসিয়া কৃষকগণ তাহাদের দাবী জানাইতেছে। এ পর্য্যন্ত সারা মহকুমায় ১৫টী জনরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভাপন্থী সকলেই এই সব জনরক্ষা কমিটীর প্রতিনিধি হিসাবে একটী মহকুমা কমিটী গঠন করিয়াছে। এই কমিটীর চাপে সরকার কমিটীর দাবী মত ঋণ হিসাবে বীজ ধান দিতে রাজী হইয়াছে।

নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার অধিকাংশ গ্রামে অনাহার চলিয়াছে। দিনমজুরদের হাতে পয়সা নাই, কৃষকের হাতে ধান নাই। বীজধানের চাহিদা সর্ব্বত্র, বীজধান না পাইলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। কৃষক সমিতি দাবী করিয়াছে :

(১) রিলিফ কেন্দ্র খুলিতে হইবে (২) বীজধান দিতে হইবে (৩) ধান্য-চাউল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্যাপীড়িত মেদিনীপুরে

ধানের দাম অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ৩৷৷০ টাকা হইতে ৮৲ টাকায় উঠিয়াছে, কেরোসিন ২৷৷০ সের, বার্লি ৫৲ সের, সাবু ৮৲ সের। যাহারা টেষ্ট রিলিফের কাজে সাহায্য পাইতেছে, তাহাদেরও অনাহারে থাকিতে হইতেছে। কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী জানাইতেছে—ধান আমদানী করা হউক, বাঁধা দামে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হউক। ৪টী গ্রামে জনরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে, গণ-দরখাস্তে সহি সংগ্রহ হইতেছে।

শ্রীরামপুর—মাহেশে ২১শে তারিখে কমরেড হামিদুল হকের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের এক সভা হয়। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহিত হয়। বড়লাটের কাছে এই প্রস্তাব টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান হয়। টেলিগ্রামের খবরের জন্য সভায় অর্থ সংগ্রহ করা হয়, মুসলমানগণও আগ্রহভরে পয়সা দেয়। গান্ধী-মুক্তি আন্দোলনের জন্য সভায় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হয়। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জ্ঞাপক একটী ব্যাজ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। বিপুল আগ্রহে জনসাধারণ এই ব্যাজ কিনিতেছে।

ছাত্র, মজুর, কৃষক জনগণের মধ্যে সাড়া—সহরে ও পল্লীতে সর্ব্বত্র ছাত্র, মজুর, কৃষকের মধ্যে স্কোয়াড প্রচার করিতেছে, গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করিতেছে। বৈঠকী সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির দাবীর পিছনে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে। যাদবপুর কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত সভা হইয়াছে। নেত্রকোনা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতায় সভা হয়। নৈহাটী ছাত্ররা প্রায় ১০০ জন মিলিয়া সভা করে। নদীয়া মিল বস্তিতে মেয়ে-পুরুষ মজুর সভা করে। রাজসাহী কলেজের ছাত্ররা কলেজ প্রাঙ্গণে সভা করে। শ্রীরামপুরে মজুররা স্কোয়াড বাহির করিয়া প্রচার করে। হুগলী জেলার ৯টী গ্রাম্য কেন্দ্রে নিয়মিত স্কোয়াড প্রচার চলিতেছে। মহিলা সমিতিও স্কোয়াড করিয়া গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ ও টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। কিশোরগঞ্জে এক হাজার সহি সংগ্রহ করিয়া বড়লাটকে পাঠান হইয়াছে।

মুশ্লিম নেতারাও আগাইয়া আসিয়াছেন—যশোহরের লীগপন্থী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক মিলিত সভায় গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া বড়লাটকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। বহরমপুরের লীগ নেতা মোঃ আবদুল গণি মিঃ জিন্নার কাছে একটী মেমোরাণ্ডামে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

জনগণের দাবী রোখা যায় না

গান্ধীজীর মুক্তির প্রশ্নে অধিকাংশ জায়গাতেই সভা করার অধিকার সরকার দেয় নাই। হাওড়া জেলা কমিটী (কমিউনিষ্ট পার্টি) কর্ত্তৃক আহূত জনসভা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাকচ করিয়া দেয়। হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভা, বালী-বেলুড়ের ছাত্রদের সভা, খুলনার জনসভা ও আরও অনেক সভা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের দাবীকে রুখিতে পারে নাই।

গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে টেলিগ্রাম ও গণদরখাস্ত

নিম্নলিখিত জায়গা হইতে বড়লাটের কাছে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইয়া টেলিগ্রাম করা হইয়াছে—কমিউনিষ্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটী, হাওড়া জেলা কৃষক সমিতি, চেঙ্গাইল চটকল মজুর ইউনিয়ন, হাওড়া জেলা মহিলা আত্মরক্ষা কমিটী, বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঘুসুরী চটকল মজুর ইউনিয়ন, পোর্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, শিবপুর চটকল ইউনিয়ন, শিবপুর তরুণ সাধনা সমিতি, শ্রীরামপুর কলেজ, ইউনিয়ন স্কুল, চাতরা স্কুল, শ্রীরামপুর ছাত্র ফেডারেশন, ডুপ্লে কলেজ ও স্কুল, হুগলী কলেজ, গড়বাটী স্কুল, হুগলী চুঁচুড়া মহিলা সমিতি, চন্দননগর ন্যাশন্যাল ক্লাব, শ্রীরামপুরের অধিবাসীবৃন্দ, পাণ্ডুয়ার অধিবাসীবৃন্দ, ভিক্টোরিয়া ও শ্যামনগর জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রিষড়া চটকল মজুর, বৌবাজার কৃষক সমিতি, বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, জামালপুর বার লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট বার এশোসিয়েশন, মদনমোহন কলেজের ছাত্রবৃন্দ, সিলেট প্রেস ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশন, সুরমা উপত্যকা কমিটী (কমিউনিষ্ট পার্টি) বাঁকুড়া মহিলা আত্মরক্ষা কমিটী, গৌরীপুর ইউনিয়ন, বহরমপুর পার্টি কমিটী, জগদ্দল ও শ্যামনগরের চটকল মজুর, ২৪ পরগণা পার্টি-কমিটী, মেটিয়াবুরুজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

কলিকাতা

যে চরম সংকটের মধ্যে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ডুবিয়া যাইতেছে, সেই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়ার ঠিক পথ একমাত্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিই দেখাইয়াছে। দেশকে বাঁচাইবার জন্য, দেশপ্রেমের পতাকা উন্নত রাখার জন্য আজ ভারতের প্রত্যেকটী কমিউনিষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সংগঠনের গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কেন্দ্র হইতেছে কলিকাতা জিলা কমিটি। প্রথম কেন্দ্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, দ্বিতীয় কেন্দ্র বোম্বাই কমিটি, তৃতীয় কেন্দ্র হইতেছে কলিকাতা জিলা কমিটি। কিন্তু কলিকাতা জিলা কমিটি এখনও পার্টির তৃতীয় কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। কলিকাতাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক বিরাট শিল্পাঞ্চল। বিভিন্ন প্রদেশের লক্ষ লক্ষ মজুর সমাবেশ এই শিল্পাঞ্চলগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ মজুরকে সুসংবদ্ধ করিয়া পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত করা এখনও সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা ভারতের একটি প্রধান উৎপাদন ঘাঁটি—জাপদস্যুর লোলুপ দৃষ্টি আজ কলিকাতার উপরে নিবদ্ধ।

এই অবস্থায় কলিকাতা জিলার পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলনে পার্টির ২৬৭ জন সভ্য, ১৬১ জন ক্যাণ্ডিডেট এবং ১০০০এর উপর সমর্থক বজ্রমুষ্টিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন—আমরা কলিকাতাকে পার্টির তৃতীয় কেন্দ্র করিয়া তুলিব। পার্টিকে আমরা গণপার্টিতে পরিণত করিব। শতগুণ উদ্যমের সহিত পার্টি নীতিকে কাজে লাগাইয়া কলিকাতাকে আমরা রেঙ্গুনের শোচনীয় ভাগ্য হইতে রক্ষা করিব। দরকার হইলে কলিকাতাকে আমরা ভারতবর্ষের ষ্টালিনগ্রাদ করিয়া তুলিব। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য, জাতীয় সরকারের জন্য আমরা গান্ধীজীকে মুক্ত করিয়া আনিব।

★ কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন ★

সম্মেলন—গত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে কলিকাতা জিলার প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয়। হলের প্রবেশ পথে শহীদ কমরেড হারিসের নামে একটি তোরণ করা হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট নেতাদের ছবি এবং নানা শ্লোগান দ্বারা হলটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সভা মণ্ডপের পুরোভাগে ছিল কংগ্রেস পতাকা, মুসলিম লীগ পতাকা এবং দুইখানি রক্ত পতাকার মাঝে কমরেড যোশীর ছবি।

প্রথম দিনের অধিবেশন

কমরেড সভাপতি রক্তপতাকা উত্তোলন করিলে ভলাণ্টিয়ার কমরেডরা সামরিক কায়দায় রক্ত পতাকাকে অভিবাদন করেন। এই দিনের অধিবেশনে পার্টি সভ্য, ক্যাণ্ডিডেট ও সমর্থকগণ যোগ দেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মৃত কমরেড হারিস, পাঁচু ব্যানার্জি, যোগেন গুপ্ত ও তিলকধারীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কমরেড সভাপতি গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন—সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি তাহার বক্তৃতায় প্রত্যেক পার্টি সভ্য, কর্ম্মী ও সমর্থকদের গান্ধীজীর মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অভিযানকে জোরদার করিতে আহ্বান করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্তরে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মনীতি এবং এবং কি ভাবে সে নীতিকে কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা হইয়াছিল, কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হইল এবং জনযুদ্ধের স্তরে পার্টির কর্ম্মনীতি কি তাহা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন।

কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া, সোভিয়েটবাসীদের বিজয়ে অভিনন্দন জানাইয়া, খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দিনের সম্মেলনে কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি ও রণেন সেন বক্তৃতা দেন। কলিকাতা জিলা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড কুমুদ বিশ্বাস, কমরেড পি, সি, যোশীর অভিনন্দন পাঠ করেন এবং যে যে জিলা হইতে অভিনন্দন পাঠাইয়াছে, তাহাদের নাম উল্লেখ করেন। ইণ্টারন্যাশনাল গানের পর প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

এই দিনের অধিবেশনে জিলা কমিটির সেক্রেটারী জিলার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। কলিকাতা জিলা কমিটির জন্ম, প্রাথমিক অবস্থা হইতে সম্মেলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্টি সংগঠনের শক্তি ও সামর্থ্য ও তাহার দুর্ব্বলতাগুলি স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়। এই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর করিবার উপায়গুলিও উহাতে দেখান হয়। কলিকাতা জিলায় পার্টি সভ্য সংখ্যা ২৬৭ জন, ইহার ভিতর মজুরশ্রেণীর অনুপাত শতকরা ২৯ এরও কম। পার্টিকে গণপার্টিতে পরিণত করার গভীর দায়িত্ব সম্বন্ধেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত এই রিপোর্টের হিন্দি তর্জ্জমা করেন। সম্মেলনে ভবিষ্যত সাংগঠনিক কাজের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সভায় নূতন জিলা কমিটির সেক্রেটারী ঘোষণা করেন যে বর্ত্তমানে পার্টির সভ্য পদপ্রার্থীর সংখ্যা ১৬১, এক মাসের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ইহাদের সভ্য করিয়া লওয়া হইবে। সম্মেলনে প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারী কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি, আবদুল মোমিন, বিশ্বনাথ মুখার্জী, রণেন সেন প্রভৃতি কমিউনিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমবেত কণ্ঠে ইণ্টারন্যাশনাল গানের পর রাত্রি ৯টার সময় সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

মেদিনীপুর

বন্যা ও সাইক্লোনে বিধ্বস্ত, দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে, পুলিশ জুলুম উপেক্ষা করিয়াই জিলা পার্টি সম্মেলন ডাকা হয়। জিলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ভূপাল পাণ্ডা, দেবেন দাস, নন্দ সিং প্রভৃতি অনেকেই জেলে আবদ্ধ, তবুও পার্টি সম্মেলন বিপুল দৃঢ়তা ও উৎসাহের মধ্যেই শেষ হয়। গত ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী খড়গপুরে পার্টি সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতেই পার্টির কর্ম্মীরা জিলায় বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া পার্টি সম্মেলনের গুরুত্ব ও দেশের সংকটময় মুহূর্ত্তে পার্টির কর্ত্তব্য সম্পর্কে সমর্থকদের সহিত আলোচনা করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৪টার সময় প্রাদেশিক কমিটির সভ্য কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব, কংগ্রেস নেতা অন্যান্য সকল ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বন্দী ও জিলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের মুক্তির প্রস্তাব এবং খাদ্যসংকট ও জিলার সাইক্লোন রিলিফ সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। পার্টি সম্মেলনের অধিবেশনে কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি উপস্থিত ছিলেন।

জনসমাবেশ—৭ই তারিখ সকাল ৭টায় প্রচার-স্কোয়াড সহরের সমস্ত মজুর ও নিকটস্থ পল্লী অঞ্চলে পূর্ণ উদ্যমে প্রচার চালায়। অল্প সময়ের ভিতরই ৩০৲ টাকার পার্টি সাহিত্য বিক্রি হয়। বেলা ৪টার সময় খড়্গপুর 'ষ্ট্রাইক গ্রাউণ্ডে' কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে বিরাট জনসমাবেশ হয়। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত ও মোহিত ব্যানার্জ্জী, বি এণ্ড এ রেলওয়ের পক্ষ হইতে কমরেড জ্যোতি বসু বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মুসলমান নেতা ফজল করিম বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের এই গভীর সংকটে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ যুক্তি দেখান। কমরেড সভাপতি একটি জোরালো বক্তৃতায় কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি সমবেত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। সম্মেলনের সফলতার মূলে খড়্গপুর রেলওয়ে মজুরদের সহানুভূতি ও সক্রিয় চেষ্টা ছিল।

● আমলাতন্ত্রের কবলে ●

আমলাতান্ত্রিক দমননীতি দিন দিন স্থায়ী হইতেছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নানা ছল ছুতায় গ্রেপ্তার করিয়া দেশ রক্ষার ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে কসুর করিতেছে না। **বাঁকুড়ার** কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড প্রমথ ঘোষকে বর্দ্ধমান জিলা পার্টি সম্মেলনে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বক্তৃতায় নাকি রাজদ্রোহের গন্ধ ছিল। **ঢাকা জিলায় পাঁচদোনার** কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড শীতল দে যখন গ্রামে গ্রামে ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছিলেন তখন স্থানীয় পুলিশ তাহাকে পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত এক মেল ডাকাতির সংশ্রবে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কমরেড শীতল পার্টির একজন কর্ম্মী, ধ্বংসমূলক কাজের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ ঐ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আন্দোলন ও জনরক্ষা কমিটি গঠন প্রচেষ্টা ব্যাহত করা। বর্দ্ধমানের **ভাতাড় থানার** পুলিস কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সন্তোষ মণ্ডল ও বনোয়ারী ঘোষকে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ভারতরক্ষা আইনের ৩৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বর্দ্ধমান জেলে চালান দিয়াছে। প্রকাশ যে ক্যানেল অঞ্চলে কোন এক কৃষকের উপর অযথা জুলুমের প্রতিবাদ করাতেই এই গ্রেপ্তার। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী **আসাম** ছাত্র-ফেডারেশনের সহ-সভাপতি কমরেড দেবব্রত দত্ত হবিগঞ্জের ছাত্রদের মধ্যে গান্ধীজীর অনশনের কারণ আলোচনা করিয়া যখন ধ্বংসকার্য্য বন্ধ করিয়া খাদ্যসংকট প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য মহাত্মাজীর মুক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছিলেন তখন স্থানীয় পুলিস তাহাকে ভারতরক্ষা বিধানের ৫৬(৪) ধারায় গ্রেপ্তার করে। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের কাজে সেখানে গিয়াছিলেন। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী **জামসেদপুর** কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই শোভাযাত্রার জন্য অনুমতি লওয়া হয়। কিন্তু শোভাযাত্রাকারীগণ যখন "গান্ধীজীর মুক্তি চাই" প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকে, তখন তাহাদের নেতৃস্থানীয় (কমরেড অরবিন্দ দত্ত, বারীন দে, শচীন সেন, আর কে শর্ম্মা ও মুকুন্দ সিং) এই পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলের মধ্যেই তাঁহাদের বিচার করা হইতেছে।

● সংগঠনই মজুরের জোর ●

হাওড়া পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং

কারখানায় প্রায় ১০০ জন মজুর এতদিন ঠিকাদারের অধীনে কাজে নিযুক্ত ছিল—হঠাৎ মজুরদের পাওনা না দিয়াই ঐ ঠিকাদার সরিয়া পড়ে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে শতাধিক মজুর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও লেবর কমিশনারের সহিত তাহাদের দাবী লইয়া সাক্ষাৎ করে। লেবর কমিশনারের আশ্বাসে মজুররা কাজে যোগ দেয়। সম্প্রতি ইউনিয়নের চাপে ঐ সব মজুরদের 'ডেলীতে' নিযুক্ত করা হইয়াছে। মজুররা আজ শিখিয়াছে একতাই তাহাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

ঘুসুড়ী মজুরদের অসুবিধা

কিছু দিন যাবৎ **হনুমান জুট মিলের** কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল, বর্ত্তমানেও উক্ত ব্যবস্থা চালু আছে, কিন্তু যে চাল সরবরাহ করা হইতেছে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নয়, মূল্য বেশী এবং অত্যন্ত খারাপ। মজুরদের দাবী—সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। দাবী আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে চাপ দিতে হইবে, ঘুসুড়ীর মজুররা ইহা বুঝিতে পারিয়াছে।

আলোচনা

ভাঁওতার দিন ফুরাইয়াছে

"বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভের জন্য মিঃ গান্ধী যে চেষ্টা করিতেছেন ভারত সরকারের তাহার নিকট হার না মানিবার সিদ্ধান্ত বৃটিশ সরকারও অনুমোদন করেন"—পার্লিয়ামেণ্টে আমেরী সাহেব এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্যার তেজবাহাদুর প্রভৃতি নেতাদের তারের উত্তরে চার্চিল সাহেবও স্বয়ং ঐ জবরদস্ত নীতিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীকে আলাপ আলোচনা করিতে দেওয়া হউক পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাবের উত্তরেও সাফ জবাব মিলিয়াছে 'না'। অর্থাৎ খোলাখুলি জবরদস্তি ছাড়া আমলাতন্ত্রের আজ আর গতি নাই। অবশ্য প্রকাশ্য জুলুমবাজীর পাশাপাশি এখনও দুনিয়ার জনমতকে ধোঁকা দিবার শেষ চেষ্টা চলিতেছে। ইহার নমুনা ভারত সরকার কর্ত্তৃক 'কংগ্রেস আন্দোলনের' বিরুদ্ধে ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী নালিশের ফর্দ্দ। সংবাদপত্রে ইহারই চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে গান্ধীজী বা কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে চক্রশক্তি বা জাপানীদের ষড়যন্ত্রের কথা ভারত সরকারও তুলিতে সাহস করে নাই। হিংসামূলক আন্দোলন, ধ্বংসকার্য্য প্রভৃতি কংগ্রেসেরই উৎসাহে হইয়াছে ইহাই সরকারী অভিযোগের মূলকথা। ইহা প্রমাণের জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের চিঠি হইতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া দাখিল করা হইয়াছে। অথচ কংগ্রেসী নেতারা যখন কারারুদ্ধ হন জয়প্রকাশ নারায়ণ তখনও জেলে। আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরে তিনি জেল হইতে পলায়ন করেন। কাজেই তাঁহার পত্র কিরূপে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বা গান্ধীজীর মতামত ব্যক্ত করিতে পারে তাহা সরকারই জানেন। ইহা ছাড়া রাজনীতির দিক হইতে কিছুদিন হইল জয়প্রকাশনারায়ণ কংগ্রেস অপেক্ষা ফরোয়ার্ড ব্লকের দিকেই ঝুঁকিয়া ছিলেন ইহা সকলেই জানে। কাজেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য তাঁহার কথার মূল্য কি? তাহা হইলে বার্লিণ রেডিও মারফৎ সুভাষ বসুর ফ্যাশিষ্ট প্রচারকেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবেই খাড়া করিলেই হইত। আসল কথা কোন মতে বৃটেন ও আমেরিকার জনগণকে ভাঁওতা দিবার জন্যই এই সরকারী প্রচারের অবতারণা। কিন্তু ক্রিপ্‌স মিশনের পর হইতে সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বাজারে সরকারের যেরূপ সুনাম রটিয়াছে তাহাতে এই অপপ্রচার বিন্দুমাত্রও ফলপ্রসূ হইবে না।

একজোটে গান্ধীজীকে ছাড়াও

গান্ধীজীর অনশনকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর প্রগতিশীলতা দানা বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে। সরকারী খবরদারীতে অবশ্য সব খবর মিলিতেছে না কিন্তু ৯ই আগষ্টের পরের অভিজ্ঞতায় বুঝা যায় যে বিলাতে, আমেরিকায় ও চীনে ভারতের মুক্তির প্রশ্ন জনসাধারণকে বিপুলভাবে নাড়া দিতেছে। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "মিঃ গান্ধীকে মরিতে দেওয়া চলিতে পারে না এবং এই অনশনকে উপলক্ষ করিয়াই মিঃ রাজাগোপালচারী, স্যার তেজ বাহাদুর প্রভৃতি নেতাদের তাঁহার ও কংগ্রেসের সহিত মিলিতে দেওয়া উচিত। পূর্ব্বেই ইহার বন্দোবস্ত হইলে আজ এরূপ দুরবস্থা হইত না। 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশনও' কংগ্রেসের সহিত অবিলম্বে মিটমাটের দাবী জানাইয়াছেন। চীনা গভর্ণমেণ্টের সরকারী মুখপত্র 'সেণ্ট্রাল ডেলী নিউস' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার মুক্তির জন্য আবেদন করিয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস্'ও লিখিয়াছে: 'যদিও বড়লাট গান্ধীজীকে মুক্তি না দিতে কৃতসংকল্প তবু গান্ধীজীর কারাগারে মৃত্যু ঘটিলে বৃটিশের পক্ষে যে অবস্থা জটিল হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে সমস্ত দল একমত।" বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছেন: "এই ব্যাপারে প্রথম হইতেই বেবন্দোবস্ত হইয়াছে।" ইহা ছাড়া গান্ধীজীর মুক্তি ও ভারতের সহিত মিটমাটের দাবী করিয়া বৃটেনে ও আমেরিকায় সহস্র সহস্র সভা হইতেছে এবং এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সরকারের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে। ভারতে নেতৃসম্মেলনের মধ্যে দিয়া অকংগ্রেসী বহু নেতা অবিলম্বে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। এমন কি বড়লাটের কার্য্যকরী পরিষদেও ভাঙন ধরিয়াছে। যে তিনজন পদত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ছাড়াও স্যর সুলতান আমেদ ও স্যর যোগীন্দ্র সিংও গান্ধীজীর মুক্তির পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং স্যর যোগীন্দ্র সিংকে পদত্যাগ করিতে দেন নাই। এইখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার এই যে স্যর জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব পদত্যাগ ত করেনই নাই—এমন কি তিনি গান্ধীজীর মুক্তির পক্ষেও ভোট দেন নাই।

মুসলীম লীগ সরকারীভাবে নির্ব্বাক থাকিলেও লীগের প্রভাবাধীন সংবাদপত্র মহলে গান্ধীজীর মুক্তির প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা নাই। বরঞ্চ 'ডন' পত্রিকায় বিলাতে ও আমেরিকায় এই ব্যাপারে যে ভাবে ভারতীয় সংবাদ বিকৃত করিয়া অবস্থা জটীলতর করা হইতেছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে: 'ভারতের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের জন্য মুসলমানগণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন মৃত্যু ব্যাপারে উদাসীন—এইরূপ অভিসন্ধিমূলক প্রচার বর্ত্তমান অবস্থায় চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না।' ইনক্লাব, আঞ্জাম প্রভৃতি মুসলীম লীগের সংবাদপত্রেরও সুর ইহাই। দেশের সমস্ত দলের মতামতকে আজও সরকার উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন তাহার কারণ-আজও বিভিন্ন দলের সম্মিলিত নেতৃত্বে ভারতব্যাপী ঐক্য সমাবেশ হয় নাই। অবিলম্বে ইহারই সংগঠনের সাহায্যে সরকারী জবরদস্তি চুরমার করিতে হইবে—হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলিতে হইবে "গান্ধীজী ও কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি চাই।" এই দিক দিয়া মুসলিম লীগের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

লেবার নেতৃত্বের ঐক্যভীতি

ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ভিত্তি হইতেছে বৃটিশ লেবার পার্টির সহযোগিতা। ব্যক্তিগতভাবে বহু লেবার পার্টির সভ্য একা একা বা দল বাঁধিয়া গান্ধীজীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব নির্বিকার। কি 'দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার ব্যাপারে, কি কারখানায় মজুরের অধিকার বৃদ্ধির প্রশ্নে এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতারাই বারবার সাম্রাজ্যবাদের হস্তে শক্তি যোগাইয়াছেন। মিউনিক আমলে মজুরদের মধ্যে ইহারা যে ভেদনীতি বজায় রাখিয়াছিল তাহার ফল যে কি মারাত্মক হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। আশ্চর্য্য এই যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের তাণ্ডবেও ইহাদের শিক্ষা হয় নাই আজও ইহারা মজুরশ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য যে কোন মতে জিয়াইয়া রাখিতে চায়। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি লেবার পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিল লেবার পার্টির জাতীয় কার্য্যকরী সমিতি উহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। কারণ "কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দলে ভিড়াইলে যুদ্ধোত্তর যুগে মজুরদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে তাহা নষ্ট না হউক অন্ততঃ বিড়ম্বিত হইবে।" বারবার লেবারপার্টি নেতৃত্ব কি ভাবে 'বিপুল সম্ভাবনা' কাজে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে গত কয়েক বৎসরেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। কিন্তু বিলাতের মজুর কর্ত্তাদের এই স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করিবে না। বড় বড় ইউনিয়ন হইতেও লেবার-কম্যুনিষ্ট ঐক্যের যে পরিমাণে সমর্থন মিলিতেছে তাহাতে লেবার নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার বাঁধ ধ্বসিয়া পড়িতে বাধ্য।

স্বস্তিবাচন নয়—খাদ্য চাই

"একমাস পূর্ব্বের তুলনায় খাদ্যের অবস্থা বর্ত্তমানে অনেক ভালো"—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী জেনারলে উড্ এই বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু "বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বেলগাঁও জিলার ২৯টী গ্রামে খাদ্যাভাব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন"; "মুন্সিগঞ্জ মহকুমার দূরস্থিত এলাকা হইতে প্রায় ১০০০ নরনারী মহকুমা হাকিমের বাংলোতে উপস্থিত হয় ও খাদ্য প্রার্থনা করে" কিম্বা কয়েকজন বুভুক্ষু গ্রামবাসী হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি মিঃ নারায়ণদাস ধর্ম্মদাসের মুল্লাপাশ গ্রামের শস্য ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৪০ মণ গম লুঠ করিয়াছে"—এই ধরণের অজস্র খবরের সহিত জেনারেলের স্বস্তিবাচন কেমন জানি খাপ খাইতেছে না। সরকারী ন্যাসনাল্ ওয়ার ফ্রণ্টও এবারকার দেশের খাদ্যাভাব যে অন্য পাঁচবারের খাদ্যাভাবের তুলনায় কিছুই নয়—এই তথ্যটী প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। নিরন্ন দেশবাসী এই তথ্য হজম করিয়া পেটের জ্বালা জুড়াইবে গতিক দেখিয়া তাহা মনে হইতেছে না। অবশ্য সরকার নিশ্চয়ই বসিয়া নাই। নূতন নূতন দপ্তর বসিতেছে, খবরদারীর জন্য নূতন নূতন মোটা মাহিনার আমলা নিয়োগ নিত্যই চলিতেছে এমন কি খাস বিলাত হইতে খাদ্যবিশারদ আনাইবার বন্দোবস্তও চলিতেছে। ইহা ছাড়াও আপন আপন এলাকায় কর্ত্তারা নিজ নিজ মর্জ্জি মত রপ্তানী বন্ধ বা চালু করিতেছেন—তড়িঘড়ি মূল্য বাঁধা ও ছাড়া হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শাসানী চলিতেছে "খবরদার! শস্য আটকাইলেই মারিয়া গুঁড়া করিব।" ইহা সত্ত্বেও কে বলিবে সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটী করিতেছেন। সবই হইতেছে শুধু বুভুক্ষুর পেটে ভাত পড়িতেছে না। এই খাদ্যসঙ্কটের ব্যাপারে সরকারী অপদার্থতাকে গালাগালি করিতেও লজ্জা হয়। দেশবাসীকে একজোট হইয়া এই অপদার্থতা দূর করিয়া আপন হাতে আপন খাদ্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে খাদ্য-সম্মেলনের মধ্যে ইহারই সূচনা দেখা যাইতেছে।

হাওড়া জিলা মহিলা সম্মেলন

গত দুই মাসের মধ্যে হাওড়ায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এখন তাহার ১০০ জন কর্ম্মী তৈরী হইয়াছে। এই কর্ম্মীদের চেষ্টায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডোমজুড় গ্রামে জিলা মহিলা সম্মেলন হয়। সভানেত্রী হন কমরেড কনক মুখার্জ্জী। আন্দুল মৌরী, বড়গাছি, রাজাপুর, জঙ্গলপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে কৃষক মহিলারা শোভাযাত্রা করিয়া সম্মেলনে আসে। সম্মেলনে প্রায় ১৫০০ মহিলা সমবেত হইয়াছিল। হাওড়ার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সমর মুখার্জ্জী ও অবনী মুখার্জ্জী মা-বোনদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভানেত্রী বর্ত্তমান সঙ্কট, মহিলাদের সামাজিক জীবন, বর্ত্তমান কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন। অন্যান্য জিলার মহিলা আন্দোলনের অগ্রগতির কথাও তিনি বলেন। সম্মেলনে জিলা আত্মরক্ষা কমিটীর নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

জনযুদ্ধের পথেই স্বাধীনতা

উত্তর কলিকাতার গোপাল ব্যানার্জ্জি আগে 'সংগ্রামপন্থী' ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী জেল হইতে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন—'ধ্বংসাত্মক সংগ্রামে' স্বাধীনতা আসিবে না। স্বাধীনতা জনযুদ্ধের পথেই আসিবে।

পার্টির বাংলা দৈনিকের জন্য

কমিউনিষ্ট পার্টির দিনাজপুর জিলা কমিটির সম্পাদক জানাইয়াছেন যে জিলা কমিটির 'লেনিন ডে' ফণ্ডের যে অংশ প্রাদেশিক কমিটির নিকট সংরক্ষিত আছে তাহা পার্টির বাংলা দৈনিকের জন্য ব্যয় করা হউক।

বর্দ্ধমান জিলা কমিটিও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া প্রাদেশিক কমিটিকে জানাইয়াছে।

কায়ুর কমরেডদের প্রতি

হুগলী জিলা কমিটির পক্ষ হইতে একটি পত্র কায়ুর কমরেডদের লেখা হইয়াছে। নয় বৎসরের একটি বালক কায়ুর কমরেডদের একটি চিঠি লিখিয়াছে: "আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আপনাদের আদর্শে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাপানকে রুখিব এবং ভারতকে স্বাধীন করিব।"

রিলিফ কমিটির প্রাপ্তি স্বীকার

চুঁচুড়া এস, সি, সোম ট্রেনিং একাডেমির ছাত্রগণ ৮৸৹; সুনামগঞ্জ জনরক্ষা সমিতি, শ্রীহট্ট ১৩৸৹; গয়ঘর হেমচন্দ্র পাঠমন্দির, ফরিদপুর ৭৲; চেতলা সেবাসমিতি (দ্বিতীয় কিস্তি) ১০০৲; অনিল কাঞ্জিলালের সংগ্রহ, কলিকাতা ৫৲। মোট ৯১৮৭।/৫ ও ২৩৪৭ খানা জামা কাপড়।

সংবাদপত্রের দাম বাড়াইতে দিওনা

সরকারী হুকুম জারি হইয়াছে যে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সমস্ত খবরের কাগজ বর্ত্তমান সাইজ হিসাবে যে দামে বিক্রয় করিতে পারে হয় উহার অর্দ্ধেক সাইজ কমাইতে হইবে নয়তো দাম ডবল বাড়াইতে হইবে। সরকারী দমননীতিতে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রগুলির মনের কথা খুলিয়া বলিবার স্বাধীনতা খুবই কম। এখন কাগজ আমদানী ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারী অর্থনীতিও সংবাদপত্রের বলিবার কথাকে অর্দ্ধেক কমাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়াইবার হুকুম বহু লোককে খবরের কাগজ কিনিবার উপায় হইতে বঞ্চিত করিল। ইহা শুধু সংবাদপত্রের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, দেশের প্রত্যেকটী সংবাদপত্র-পাঠক জনসাধারণের পক্ষেও ক্ষতিকর, জাতীয় আন্দোলনের পক্ষেও ক্ষতিকর। দেশময় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উঠাইতে হইবে, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সংবাদপত্রসেবী ও পাঠক সকলকে এক হইয়া হুকুমের প্রত্যাহার দাবী করিতে হইবে কারণ হিন্দু-মুসলমান কেহই ইহার অনিষ্ট হইতে বাঁচিতেছে না।

খুব আশ্চর্য্যের কথা যে ভারতীয় সম্পাদক সম্মেলন ও দেশী-বিদেশী ভাষার কাগজ মালিকেরাই গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছেন—অথচ তাঁহাদেরই অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকা এখন দাম বাড়াইবার জন্য কাঁদুনি গাহিয়া বলিতেছেন যে আমরা কি করিব, সরকারের হুকুম ইত্যাদি! কাগজ আমদানী কমায় তাঁহারা যদি সরকারের দুয়ারে ধর্ণা ও পরামর্শ না দিয়া লাভের লোভ সংযত করিয়া কাগজ স্বেচ্ছায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দামও অর্দ্ধেক কমাইতেন তো কাগজ আমদানীর সমস্যাও মিটিত, দেশের লোকও সস্তায় কাগজ পড়িতে পারিত। আমরা আশা করি এখনও তাঁহাদের সুবুদ্ধি হইবে এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক হইয়া এই ব্যবস্থা মানিতে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিবেন।

আমাদের গ্রাহক ও ক্রেতাদের কাছে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে হুকুম রদ না হইলে ১লা এপ্রিল হইতে "জনযুদ্ধের" দামও প্রতি সংখ্যা অন্ততঃ ছয় পয়সা করিতে হইবে! আমাদের ভরসা আছে যে জনযুদ্ধের সমর্থক ও ক্রেতারা জনযুদ্ধ বজায় রাখার গুরুত্ব বুঝিয়া দাম বাড়া সত্ত্বেও ইহাকে আরও বেশী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

কমিউনিষ্ট ছাত্রের ডায়রী

একতার পথেই গান্ধীজীর মুক্তি

১০ই ফেব্রুয়ারী

গান্ধীজীর :অনশন সঙ্কল্প!...ছাত্রকর্ম্মীরা বিকালের সভায় কমরেড বিশ্বনাথের বক্তৃতা শুনিল। প্রত্যেকটি কর্ম্মী কঠিন শপথ নিল—স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর মুক্তি চাই। প্রত্যেকের মনে স্থির প্রতিজ্ঞা—৯ই আগষ্টের দিন শেষ হোক!...কলেজে কলেজে সভা? মুস্লিম ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের জন্য চাই ভলান্টিয়ার!... গান্ধীজীর নামে ধ্বংস থামাও! পুলিশের চাল ব্যর্থ করো! আত্মনিয়ন্ত্রণ মানো, এক হও!

১১ই ফেব্রুয়ারী

কলেজে কলেজে আমাদের পোষ্টার...ধ্বংসের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর বাণী! কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে গান্ধীজীর দেশরক্ষার দাবী! ক্লাসে ক্লাসে আমাদের কমরেডদের বক্তৃতা, দলে দলে প্রচারী প্রশ্ন ওঠে: 'ধ্বংস দিয়ে স্বরাজ হবে না বুঝেছি, আসুন তবে সত্যাগ্রহ করি', কিম্বা 'ধ্বংস, সত্যাগ্রহ কোনটাই খাঁটি পথ নয়, কি করলে গান্ধীজীর মুক্তি হবে বলুন।' ছাত্রসমাজ মরিয়া যায় নাই! তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষোভ। আমরাও গর্ব্ব বোধ করিলাম। একদিকে জাপানী চরদের ধ্বংসপথে প্ররোচনা, অন্যদিকে পুলিশের দমন-উন্মুখ লাঠি—এ দুইই ব্যর্থ করিতে হইবে! পঞ্চমবাহিনী মিছিলের ধূয়া তুলিল! তাদের ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্র আমরা ভাঙিলাম। আমাদের আবেদন ছাত্র সাধারণের কাছে...দমননীতির অগ্নিতে যারা ঘৃতাহুতি দেয়, তারা গান্ধীজীর মুক্তি-বিরোধী, তারা কংগ্রেসের নীতিবিরোধী।... কলেজে কলেজে সভা হইল। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বাদে (এখানে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহনীতি গৃহীত হয়) সর্ব্বত্র আমাদের প্রস্তাব জয়যুক্ত। এই সমস্ত সভায় এবার আমরা পঞ্চম বাহিনীকে খোলাখুলি আক্রমণ করিলাম। গান্ধীজীর চিঠি তাদের মুখোস ছিঁড়িয়াছে...তাদের পায়ের নীচে মাটি সরিয়া যাইতেছে। বঙ্গবাসীতে ব্রিটিশের পঞ্চম-বাহিনী লেবার পার্টি! লিন্‌লিথগোর এই নির্লজ্জ প্রতিধ্বনি দেশপ্রেমিক ছাত্রদের সভায় উচিত জবাবই পাইয়াছিল। রিপণ কলেজে স্কুলবালকদের মিছিল পৌঁছাইল পঞ্চমবাহিনী নেতা। আমাদের ছাত্রকর্ম্মীরা বালকদের কলেজ সভায় ডাকিয়া নিল। জুলুমের মুখে বালকদের ঠেলিয়া দেবার' বদ্ চেষ্টা একবার ব্যর্থ হইল। দেড়টার সময় ইউনিভার্সিটি কোয়াড্রাঙ্গলে বিরাট সভা; সভাপতি কমরেড শঙ্কর। পঞ্চমবাহিনী গোলমাল বাধাইয়া কমরেড অজিত ভট্টাচার্যকে ছুরি মারিল। কিন্তু পঞ্চমবাহিনীর ছুরি গান্ধীজীর মুক্তি দাবী বন্ধ করিতে পারে না। সভা চলিল। সভার পরও আমরা দলে দলে আলোচনা চালাইলাম। পঞ্চমবাহিনীর ছুরি আত্মহত্যার পথে পা বাড়াইল।

১২ই ফেব্রুয়ারী

আগের দিনের গুণ্ডামিতে পঞ্চমবাহিনী ছাত্র-সাধারণের কাছে একঘরে হইল। সাধার ছাত্ররা আমাদের গালাগালি দিল, ভলান্টিয়ার দিয়ে কেন আপনারা মিটিং পাহারা দেন নি? আমরা বলিলাম, কয়েকজন ছাত্র দিয়ে মিটিংএ শান্তি রাখা অসম্ভব। মিটিং করার অধিকার যদি বজায় রাখতে চান, তবে, আপনারাই নিজেদের দাবীর ওপর পাহারা রাখুন।' স্কুল বালকদের দিয়ে পঞ্চমবাহিনীর মিছিলের চেষ্টা দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হইল। আজ আমরা মোট ৮০০ শত ছাত্রের সঙ্গে কথা বলিয়াছি।

১৫ই ফেব্রুয়ারী

'ছাত্রসমর পরিষদ' হরতাল, মিছিল ও সভা ঘোষণা করিয়াছে। তাদের আপ্রাণ বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্লাসে আমরা সভা ডাকিলাম। পঞ্চম-বাহিনীর অস্ত্র ভাবপ্রবণতা। ছাত্রসাধারণের চিন্তাশক্তিকে তারা ভয় করে। আমরা ২৮ জন ভলান্টিয়ার পাইলাম—তার মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছাত্র। কোয়াড্রাঙ্গলে ৫০০ ছাত্রের সভায় গান্ধীজীর মুক্তিদাবীতে ঐক্যবদ্ধ অভিযান চালাইবার আবেদন জানাইয়া কমরেড অন্নদা বক্তৃতা দিল। পঞ্চম বাহিনীর একজন কমিউনিষ্ট-দের গাল দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ধ্বংসবাদের আহ্বান জানাইল। একজন 'সংগ্রাম'পন্থী প্রকৃত দেশভক্ত উঠিয়া ধ্বংসকাজের বিরুদ্ধে ও অহিংস সত্যাগ্রহের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিল। সভায় সত্যাগ্রহ ও একটানা হরতালের বিরুদ্ধে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব তুলিতে না দিয়া সভাপতি মিটিং ভাঙ্গিয়া দিলেন। ৩০০ ছাত্র লইয়া আমরা সভা চালাইলাম। আমাদের প্রস্তাব পাশ হইল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

একটানা ষ্ট্রাইকের ষড়যন্ত্র আমরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। পঞ্চমবাহিনীর ডাকা সভায়ও আমাদের প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশনের জয় জয়কার। বিদ্যাসাগরে বক্তৃতার জন্য আমাদের কমরেড সত্যেনকে প্রিন্সিপাল বিতাড়নের ভয় দেখাইলেন। সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রদের বিরাট ডেপুটেশনে প্রিন্সিপাল মত বদলাইতে বাধ্য হইলেন। রিপণের ছাত্রসভায় আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবী গৃহীত হইল। একজন মুসলিম দেশভক্ত বলিল, 'আমাদের সন্দেহ দূর করো, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানো। আমরা তোমাদের পাশে দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিব, গান্ধীজীকে মুক্ত করিব।' সিটি কলেজে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে পঞ্চমবাহিনীর গালিগালাজ চলিতেছে। 'ফেডারেশনের আমি একজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী, তারজন্য আমি গর্ব্ব বোধ করি। কংগ্রেসবিরোধী তোমাদের কলঙ্কিত ইতিহাস ভুলিবার নয়।' মুখের উপর জবাব আসিল। পঞ্চমবাহিনী সরিয়া পড়িয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পাশ হইল। স্কোয়াডের জন্য ভলান্টিয়ার পাওয়া গেল।

১৯শে ফেব্রুয়ারী

'হিমু কালানি দিবস' ছাত্র সমর পরিষদের ঘোষণা। কিন্তু কলেজে কলেজে হরতাল ও সভার পুরোভাগে আমরা। ছাত্রদের ধৈর্য্য বাঁধ-হারা হইয়াছে, তারা কিছু একটা করিতে চায়। কমিউনিষ্টরা হিমু কালানীর শত্রু—পঞ্চমবাহিনীর এই প্রচার ব্যর্থ হইল। দেওয়াল পত্রে কমিউনিষ্ট-দের হস্তাক্ষর শত কণ্ঠে মুখর হইল: আমরা তার দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করি। তাই তার কথা মনে রেখে ধ্বংসের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। বিদ্যাসাগরের কমিউনিষ্ট বিরোধী এক ছাত্র বন্ধু 'দি ষ্টুডেন্ট' কিনিয়া সহপাঠীদের পড়াইল এবং সকলকে বলিল, 'কমিউনিষ্টদের পথই খাঁটি পথ।' কলেজে কলেজে সভা হইল, আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গান্ধীজীর মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ দাবীর জন্য নেতাদের কাছে তার পাঠানো হইল। কোয়াড্রাঙ্গলে আবার সভা, এত বড় সভা আগষ্ট মাসের পর এই প্রথম। সভায় পাহারা দিতে আসিয়াছে বিভিন্ন কলেজের ভলান্টিয়ার। কমরেড অন্নদার বক্তৃতায় টু শব্দ ওঠে নাই। পঞ্চমবাহিনীর দুজন বক্তা কিন্তু আজ ধ্বংসের কথা উচ্চারণে তাদের সাহস নাই। নিষ্ঠুর ইতিহাস তাদের মাথায় বজ্র হানিয়াছে। খবর আসিল আশুতোষ কলেজে কমরেড বিনয় প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়াছে, স্কটিশের প্রিন্সিপাল কমরেড দেবকুমার ও হিরণ্ময়কে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছেন। ছাত্রস্রোত স্কটিশে ছুটিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী

অবস্থা আমাদের অনেকটা আয়ত্তে আসিয়াছে। ১২৫ জন নূতন ছাত্রের স্কোয়াড হিন্দু ও মুসলিম হোষ্টেলে প্রচার চালাইতেছে। কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদ, নাজিমুদ্দিন প্রভৃতির কাছে আমাদের ছাত্র স্কোয়াড গান্ধীজীর মুক্তিদাবীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাহির হইয়াছে। বেকার হোষ্টেলের ছাত্ররা গান্ধীজীর অনশনে উৎকণ্ঠিত। তারা বলিল, নাজিমুদ্দিনের উপর তারা চাপ দিবে। স্কোয়াডের ছাত্ররা প্রচারের মধ্য দিয়া ঐক্যে আরও বিশ্বাসী হইতেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর বিরোধী একজন রিপণ-এর ছাত্র প্রচার হইতে ফিরিয়া বলিল, 'এখন বুঝছি, কেন আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি গান্ধীজীর মুক্তির একমাত্র উপায়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

পঞ্চমবাহিনী শেষ চাল চালিল। তারা তাদের সমর্থক ছাত্র, অছাত্র সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। কলেজে কলেজে তারা ঘাঁটি গাড়িয়াছে। আজ শক্তি পরীক্ষা হইবে। মিছিলের শতকরা ৭০ জন স্কুল বালক, ২০ জন কলেজ যুবক ও বাকি ১০ জন রাস্তার লোক। পঞ্চমবাহিনীর কারসাজি ভাঙ্গিল। মিছিল ক্ষিপ্ত উন্মত্ততা হইতে রক্ষা পাইল। লালবাজারের সামনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে দিই নাই। আমাদের নীতির জয় হইল। গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিলাম। কিন্তু পঞ্চমবাহিনী দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিল, যখন স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের মাথায় পুলিশের লাঠি ভাঙ্গিল। তাহাদের সাধ এতক্ষণে পূর্ণ হইল। আমরা ছেলেদের বাঁচাইবার জন্য পুলিশের লাঠি মাথায় করিয়া নিলাম। ৩ জন ট্রাম মজুর নিজেদের দেহ দিয়া কয়েকজন ছাত্রকে রক্ষা করিল। ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে। আমাদের পরাজয় কলিকাতাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে। আমরা প্রগতির প্রাণশক্তি। আমরা জয়ী হইবই।

গান্ধীজীর মুক্তি চাই!

কলিকাতায় ৩০ হাজার লোকের দাবী

গত দু তিন বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় এত বড় বিরাট জনসভা আর কোন দিন হয় নাই। বৃহস্পতিবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী একত্র হইয়া একবাক্যে দাবী জানাইল—'গান্ধীজীর মুক্তি চাই'! সভার ঠিক আগে পর্য্যন্ত প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া বেশ জোর বৃষ্টি নামিয়াছিল, মাঠ কর্দ্দমাক্ত, তাহার উপর মিছিল করিয়া লোককে টানিয়া আনিবার উপায় নাই কারণ পুলিশের নিষেধ—তবুও দলে দলে মজুর, ছাত্র ও শহরের অন্যান্য নাগরিক আসিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্ক প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস, হিন্দুসভা, কৃষকসভা, কৃষক-প্রজা পার্টি প্রভৃতি প্রধান প্রধান দল ও সংগঠনের উদ্যোগে সভা ডাকা হইয়াছিল—দল নির্ব্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—মুসলমানের সংখ্যাও ইহাতে কম ছিল না। সভার প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে জনসাধারণের দাবীকে অস্বীকার করার ফলে গান্ধীজীর জীবন যদি বিপদ-গ্রস্ত হয় তবে তাহাতে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বিরোধ ও তিক্ততা সৃষ্টি হইবে এবং ফাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনগণের সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাই সভা সমস্ত শ্রেণীর জন-সাধারণকে এই দাবী পূরণের আন্দোলন অবিরাম ভাবে চালাইয়া যাইতে আহ্বান জানাইল।

সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, এ-আর মলিহাবাদী, নওশের আলি, হুমায়ুন কবীর, নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী, পুরুষোত্তম রায়, শ্রীমতী মনিকুন্তলা সেন প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইলেন। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ দাবী ও চেষ্টাই যে গান্ধীজীকে মুক্ত করিতে পারে ইহাই অধিকাংশ বক্তার বক্তৃতায় পরিষ্কার ধ্বনিত হইল।

সভার মধ্যে নানা মত ছিল—কোন কোন বক্তার মনে হতাশা ছিল। যে অরাজকতা ও ধ্বংসকার্য্যের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সুস্পষ্ট মত দিয়াছেন এবং মুক্ত হইয়া বিভিন্ন দলের মিটমাট ও জাতীয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবার জন্য অনশনে জীবন পণ করিয়াছেন—উপস্থিত দু একজনের মনে সেই অরাজকতার নিষ্ফল ও আত্মঘাতী পথের কথাই আবার জাগিতেছিল। কিন্তু যে বিরাট জনতা গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মনে এই আত্মঘাতী পথের কথা একটুও দাগ কাটিতে পারিল না—কারণ জনতা গত ছ মাসের অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অনেক কিছু শিখিয়াছে, গান্ধীজীর চিঠিও অরাজকতার বিফলতা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে সেদিনকার জনতার ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য। মাঠের উপর আকাশের মেঘ তখনও কাটে নাই জনতার মধ্যেও গান্ধীজীর জন্য উদ্বেগে তেমনি চাপা, থমথমে ভাব। কিন্তু উদ্বেগ ও উত্তেজনাও সেই জনতাকে নাচাইতে পারে নাই, নিষ্ফল পথের জন্য তাহাদের সমর্থন টানিতে পারে নাই, গম্ভীর ও বিচারপূর্ণভাবে তাহারা বক্তৃতা শুনিয়াছে, মনে মনে হয়তো নিজেদের কর্ত্তব্য বিচার করিয়াছে।

৯ই আগষ্ট হইতে সেদিনকার অবস্থার এই-খানেই প্রভেদ। যে কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবসে তিন চার শো'র বেশী পতাকা উড়ে নাই সেই কলিকাতার ত্রিশ হাজার নরনারী গান্ধীজীর মুক্তির জন্য একত্র হইয়াছে, উত্তেজনায় না ভাসিয়া গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

মেঘ কাটিতেছে। এই জনসমাবেশ দাঁড়াইয়া চলো, লোকের এই বিচারেচ্ছু মনে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ও জাতীয় নিষ্পত্তির পথ লইয়া বার বার আবেদন কর—লোকে ঠিক পথে একত্র হইবে, গান্ধীজীর মুক্তি নিশ্চয় হইবে, জাতীয় সরকার ও ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধ অনিবার্য্য হইবে।

মুস্লিম জনমত কোন দিকে

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য যাঁদের কাছে অবাস্তব ঠেকে, আজ জাগ্রত মুস্লিম জনমত তাঁদের চোখ খুলিয়া দিবে। মুস্লিম জনমত বর্ত্তমান সঙ্কট সম্পর্কে উদাসীন নয়। বরং, অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের মতই তাহারাও আজিকার অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। লীগভক্ত সমস্ত উর্দ্দু পত্রিকায় গান্ধীজীর মুক্তি কামনা করা হইয়াছে। সুতরাং মুসলিম লীগ গভর্ণমেন্টের দিকে আগাইয়া যায় নাই, কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণের দিকেই বেশী আগাইয়া আসিয়াছে।

মুস্লিম পত্রিকাগুলির এই সমস্ত মন্তব্যে গবর্ণমেণ্ট কতটা খুসী হইবে?

গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ—

১৪ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর লীগ-দৈনিক 'আঞ্জাম' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিতেছে: "গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে আমরা গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। আমরা আশা করি নির্ব্বিঘ্নে তিনি এই সংকল্পে উত্তীর্ণ হইবেন। তাঁহার সহিত আমাদের সমস্ত মত বিরোধ সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি গভীর বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্রের ভাব পোষণ করি।"

গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎ চাই—

'অঞ্জামে'র মতে 'এই (অনশনের) সময়ে গান্ধীজীর বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে মিঃ রাজাগোপালাচারী ও সার তেজ-বাহাদুর সাপ্রুর নাম বিশেষভাবে আমরা অনুমোদন করি। এবং আমাদের মতে কায়দে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার সহিতও গান্ধীজীর সাক্ষাৎ খুবই প্রয়োজন।'

গান্ধীজীকে বাঁচাও—১৭ই ফেব্রুয়ারী

বোম্বাইয়ের লীগ দৈনিক 'খিলাফতে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য: আজ মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব সকলেই জানে। হিন্দুদের প্রিয় নেতা গান্ধীজীর জীবন বিপন্ন হউক, ইহা মুসলমানেরা চায় না। এই কারণেই বঙ্গীয় আইন পরিষদে মুসলিম লীগ দল গান্ধীজীর মুক্তির দাবী সমর্থন করিয়াছে। মুসলিম লীগের অনেক নেতাই গান্ধীজীর জীবন রক্ষার কথা বলিয়াছেন, কারণ হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের যত বিরোধই থাকুক না কেন, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করিবার নয়। তাই যে কারণে গান্ধীজী বর্ত্তমান সংকল্প গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না।'

হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই—

১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোরের লীগ দৈনিক 'এহসান' বলিতেছে; 'গান্ধীজী জোরের সহিত বলিয়াছেন গত ছয় মাসের অরাজকতার জন্য তিনি দায়ী নন—অর্থাৎ গত আগষ্ট মাসের পরে যা ঘটিয়াছে তাঁর মতে তাহা সঙ্গত হয় নাই। সব চেয়ে ভাল হয় কংগ্রেস যদি দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য সমগ্রভাবে গান্ধীজীর বর্ত্তমান নীতি মানিয়া লইয়া আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে এবং মুসলিম লীগ ও ব্রিটেনের সহিত আপোষ মীমাংসা করে...এবং তাহা হইলে ঐক্যবদ্ধ ভারত ব্রিটেনের সহযোগিতায় জাপানী আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হইতে পারিবে।'

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৪৩ ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৷০, ষান্মাসিক ১৷৶০

রেশনিং কি কন্‌ট্রোলের মত তামাসা?

শহরবাসী! চালের দর কমাইতে কোমর বাঁধুন

জনরক্ষা সমিতি মারফৎ এখনি দাবীর জন্য লড়ুন, নহিলে মরিবেন

কলিকাতায় চালের দর গত কয়েকদিন ধরিয়া রোজ আট আনা, এক টাকা করিয়া বাড়িতেছে। আজ ৮ই মার্চ্চ অত্যন্ত সাধারণ চালের মণ কুড়ি টাকা, আগামী কয়েক দিনে উহা হয়তো আরও চড়িয়া যাইবে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ চালের দর কেন হু হু করিয়া চড়িতে আরম্ভ করিল?

মোটা মাহিনা দিয়া পিনেল সাহেবকে রাখা হইয়াছিল আমাদের খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য। বোমা পড়ার পর হইতে চালের দাম যখন আরও চড়িল, পিনেলের সরবরাহ ব্যবস্থার গুণে বাজারে চাল ও অন্যান্য খাদ্য যখন প্রায় লোপাট হইল তখন বোধ হয় পিনেল সাহেবের কৃতিত্বের তারিফ করিবার জন্যই তাঁহাকে আরও মোটা পোষ্ট দেওয়া হইল। তিনি খাদ্য-সরবরাহের বিশেষ প্ল্যান তৈরী করিবেন! আর তাঁহার আগের চাকুরীর মোটা মাহিনাটা পাছে বাঁচিয়া যায় সেজন্য হাইকোর্ট হইতে রক্সবরা সাহেবকে আনিয়া সেখানে বসাইয়া টাকার সদ্ব্যবহার করা হইল। কিন্তু তাহাতেও নাকি কুলাইতেছে না। তাই মহামান্য মন্ত্রী ফজলুল হক ২রা তারিখে অ্যাসেম্বলিতে খাদ্যাভাবের কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া বলিয়াছেন—'মা ভৈঃ! আমরা শীঘ্রই এই খাদ্য-বিভাগের জন্য নূতন একজন মন্ত্রীকে চাকুরী দিব, আর ভাবনা কি?' সত্যই তো, লোকে খাদ্য পাক বা না পাক খাদ্য সমস্যা হইতে নূতন নূতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর যদি মোটা মাহিনায় ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা হয় তো মন্ত্রী-পক্ষের দেশী 'লীডাররাই' বা তাহা হইতে বঞ্চিত হন কেন!

এহেন আমলাতন্ত্র নাকি কলিকাতায় খাদ্য-বিলির পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ঘন ঘন মিটিং করিতেছে, প্রায়ই খবরের কাগজে বাহির হইতেছে যে এবার হেস্তনেস্ত একটা কিছু না করিয়া তাহারা ছাড়িবে না। এদিকে বাঙ্গালোর, ঝাঁসি প্রভৃতি দু একটা শহরে রেশনিং (অর্থাৎ শহরের প্রত্যেক লোককে রোজ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য কিনিতে দেওয়ার সরকারী ব্যবস্থা—এবং সাধারণতঃ কাহাকেও তাহার বেশী কিনিতে না দেওয়া) চালু হইয়াছে, বোম্বাইয়েও তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায়ও আমলাতন্ত্র এই ব্যবস্থাই চালু করিবে বলিয়া রব উঠিয়াছে।

যদি সকল লোকে প্রয়োজনমত চাল-ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বাঁধা দামে প্রত্যহ বা হপ্তায় হপ্তায় পাইতে পারে তো বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের দিনে তাহা ভালই। কিন্তু কর্ত্তাদের বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জন অনেক বেশী। রেশনিং করিতে হইলে আগে সমস্ত রেশন (খাদ্য) হাতে আনিতে হইবে, প্রত্যেক এলাকায় যত খাদ্য দরকার তাহা আগে মজুত করিতে হইবে, তবেই তো বিলির ব্যবস্থা হইতে পারে। নহিলে খাদ্য নাই অথচ বিলির ব্যবস্থা—উহা তো ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দারের মত হইবে। ফলে লোকের আতঙ্ক এবং চোরা-ব্যবসায়ীদের বজ্জাতিই বাড়িবে।

ঘটিতেছেও তাহাই। গৃহস্থ ভাবিতেছে সরকারের হাতে তেমন মাল নাই, রেশনিং হইলে প্রত্যেকের ভাগে এত কম পড়িবে যে কাহারও পেট ভরিবে না, সুতরাং এই বেলা কিছু চাল জমা করিয়া রাখ। চোরা ব্যবসারী ভাবিতেছে 'সরকারী বরাদ্দ সামান্য হইবে, তাহাতে লোকের পেট ভরিবে না, তাহার উপর আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থায় প্রায়ই যে-সব অকর্ম্মণ্যতা, দেরী, মুখ ঝামটা প্রভৃতি লোককে সহিতে হয় তাহাতেও অনেক লোক বিরক্ত হইবে, সুতরাং রেশনিং সত্ত্বেও অনেকেই বেশী দাম দিয়া চোরাবাজারে চাল কিনিতে আসিবে। এই বেলা বস্তা বস্তা চাল লুকাইয়া জমা করিয়া রাখ, তখন মোটা লাভ মারা যাইবে।' এবং ইহার ফলে বাজারে চালের চাহিদা বাড়িতেছে, অথচ চালের যোগান কমিতেছে, কাজেই চালের দর হু হু করিয়া চড়িতেছে

বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে ন্যায্য দামে চাল-ডাল পাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা শহরবাসী যদি এখন হইতেই কোমর না বাঁধি তো আমরাই মরিব, আমলাতন্ত্রও না খাইয়া থাকিবে না, হক সাহেবেরও খানা বন্ধ হইবে না। প্রত্যেক এলাকায় জনরক্ষা সমিতিগুলিকে এখনি আবার জোর চেষ্টা ও আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে।

শহরবাসী এখনই কি চান? এই বৎসর হৈমন্তিক ধানের ফসল সম্বন্ধে কয়েক দিন আগে যে সরকারী পূর্ব্বাভাষ বাহির হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যায় বাংলা দেশে গত বৎসরের চাইতে এ বৎসর প্রায় সাড়ে ছয় কোটী মণ চাল কম ফলিবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক ফসলের চাইতে প্রায় ছয় আনা ফসল কম হইবে। কাজেই প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। এখনই যে যে এলাকায় যত চাল দরকার তাহার হিসাব করিয়া এবং বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে তাহার অধিকাংশ কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিতে না পারিলে ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে বা গোপনে অন্যত্র চালান দিবে, রেশনিং ব্যবস্থা মূল্য-নিয়ন্ত্রণের মত কাগজেই থাকিবে। সুতরাং শহরবাসীর প্রথম দাবী **—এলাকার প্রয়োজন মত চাল আগে সরকার জমা করুক, সেজন্য কোন এলাকায় কত চাল আছে তাহার হিসাব করুক, চোরাব্যবসায়ী ও পাইকারদের মাল কিনিয়া লউক।**

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরের রেশনিংয়ের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে দেড় মাসেও সকলে বরাদ্দ-চিঠি পায় নাই, এবং প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দও কম হইয়াছে। যাহাতে কলিকাতায় ইহা না ঘটে তাহার জন্য শহরবাসীর দাবী: **প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ককে হপ্তায় ৬ সের করিয়া চাল দিতে হইবে, যাহারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে এবং গরীব বলিয়া চাল ছাড়া আর বিশেষ কিছু খায় না তাহাদের আরও ২ সের বেশী দিতে হইবে, ছোটদের উহার অর্দ্ধেক দিতে হইবে, এবং জনরক্ষা সমিতি ও কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বরাদ্দ-চিঠি বাটিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে কাজ তাড়াতাড়ি হয় ও কেহ বাদ না পড়ে।**

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

সত্যই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আসিতেছে!

দাবী করুন: উহার জন্য হাজার দোকান চাই

জনরক্ষা সমিতি মারফৎ উহার মূল্য ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ চাই

কাপড়ের দুঃখের কথা তুলিলেই আমলাতন্ত্রের রাঘব বোয়াল হইতে চুনাপুঁটি পর্য্যন্ত গত বছর দুই ধরিয়া শুনাইয়া আসিতেছে এইবার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আসিল বলিয়া! এবার নাকি সত্যই বাঘ আসিয়াছে। শোনা যাইতেছে দুই এক হপ্তার মধ্যেই কলিকাতায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় হইবে, তাহার জন্য দু তিনশো দোকানও ঠিক হইয়া গিয়াছে। খুব ভাল কথা, জনসাধারণের আন্দোলন এতদিনে সফল হইতেছে তাহাও মন্দের ভাল।

কিন্তু ভয় হয়! কয়েকদিন আগে সরকারী এক বিজ্ঞাপনে দেখিলাম অনেক হোমরা চোমরা লোক লইয়া সরকার একটি প্যানেল (কমিটি) বসাইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈরী, দাম নির্ণয়, চালান, বিলি প্রভৃতি সব বিষয়ে উহাদের পরামর্শ মতই সরকার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু গোড়ায়ই গলদ। উহাতে ধনিক-বণিক, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সবাই আছেন কিন্তু প্রধানত যে গরীব মজুর ও চাষীদের জন্যই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সেই মজুর চাষীদের বা তাঁহাদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিসান সভার কোন প্রতিনিধি লওয়া সরকার দরকার মনে করে নাই। কলিকাতার যে নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের আশায় দিন গুনিতেছেন তাঁহাদের বা তাঁহাদের জনরক্ষা সমিতিরও ইহাতে কোন প্রতিনিধি নাই। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের লাভই পুরামাত্রায় বজায় থাকিবে; লাভের লোভে তাহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ লইয়া ছিনিমিনি খেলিলে ক্রেতাদের তরফ হইতে এমন কেহই নাই যে তাহাদের রুখিতে পারে। এখনই অনেক গোলমাল শোনা যাইতেছে—আমেদাবাদে তৈরী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ নাকি রেলভাড়া খরচ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে আর কলিকাতায় তৈরী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ নাকি রেলভাড়া খরচ করিয়া বিক্রয়ের জন্য বাহিরে যাইতেছে। এমনই সুব্যবস্থা! আমরা ইহার তদন্ত দাবী করিতেছি।

কলিকাতায় মাত্র দু তিন শো দোকানে এই কাপড় বিক্রী হইলে প্রথমেই তো মারামারি লাগিয়া যাইবে—কণ্ট্রোল্ড দোকানের দুরবস্থা দেখিয়াও কি কর্ত্তাদের শিক্ষা হয় না? যাই হোক, কিছু কাপড়ও যাহাতে দেশবাসী পায় তাহার জন্য দেশবাসীকেই চেষ্টা করিতে হইবে। মারামারি হইলেও দেশবাসীরই লোকসান, তাহাও দেশবাসীকেই সামলাইতে হইবে। তাই এই সব দোকানে লাইন ও বিক্রীর সুব্যবস্থার জন্য কলিকাতার জনরক্ষা সমিতি ভলান্টিয়ারের আবেদন করিয়াছেন। আশা করি প্রত্যেক দেশভক্ত যুবকযুবতী ইহাতে সাড়া দিবেন।

জনরক্ষা সমিতির নূতন জয়

খাদ্য-সঙ্কটে কলিকাতার বাসিন্দাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় শহরবাসীরা মিলিয়া জনরক্ষা সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সব সমিতির চেষ্টায় বহু চোরা মাল ধরা পড়িয়াছে, বহু জায়গায় জনসাধারণের জন্য ন্যায্য দামে কয়লা, চাল, আটা, তেল প্রভৃতি আদায় হইয়াছে। কণ্ট্রোল্ড দোকানগুলিতে যাহাতে জুয়াচুরি না হয়, লাইনে দাঁড়াইয়া অধিবাসীদিগকে যাহাতে সিভিক গার্ডের ধমক ও ধাক্কা খাইতে না হয় সেজন্য সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরা লাইনে লাইনে শান্তিরক্ষা করিতেছিলেন, ধমক ও ধাক্কা হইতে বাঁচাইতেছিলেন। পুলিশ এই সব স্বেচ্ছাসেবককে অনেক ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে, দোকানদার প্রভৃতির কাছ হইতে অনেক গালমন্দ ও লাঞ্ছনা ইঁহাদের সহিতে হইয়াছে, তবুও অটল-ভাবে ইঁহারা কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন ও জনরক্ষা সমিতিতে আরও বেশী লোককে একত্র করিয়া জনরক্ষাবাহিনী মানিয়া লওয়াইবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন।

আজ সেই আন্দোলনের ফল ফলিতেছে। জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক স্নেহাংশু আচার্য্য জানাইতেছেন যে কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাইজ নাকি লাইন হইতে সিভিক গার্ড সরাইয়া লইয়া জনসাধারণের এই নিজস্ব ভলান্টিয়ারদিগকে লাইনে দেখাশুনা ও লোককে সাহায্য করিবার অধিকার দিতে রাজি হইয়াছেন। শীঘ্রই ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের যেসব দোকান খুলিবে সেখানেও ইঁহাদেরই ভলান্টিয়ারি করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাই প্রত্যেক পাড়ায় দেশভক্ত যুবক-যুবতীর কাছে জনরক্ষা সমিতি আবেদন জানাইতেছে—

জনরক্ষা ভলাণ্টিয়ারে যোগ দিন

পাড়া-পড়শীকে খাদ্য বস্ত্রের জন্য সাহায্য করুন

খাদ্য-লুঠ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে পাড়াকে বাঁচান

পাড়ার হিন্দু-মুসলমান! জনরক্ষা সমিতিতে একত্র হোন

লালফৌজের বিজয় অভিযান চলিতেছে

এবার আর লালফৌজের অগ্রগতিকে রোধ করিবার শক্তি হিটলারের নাই। উত্তর ও মধ্য রণক্ষেত্র হইতে রোজ নূতন নূতন সাফল্যের খবর আসিতেছে। লেনিনগ্রাদের দক্ষিণে ইলমেন হ্রদ হইতে ওরেল অঞ্চল পর্য্যন্ত ৭০০ মাইল জুড়িয়া এখন যুদ্ধ প্রবলতম বেগে চলিতেছে। সর্ব্বত্র ফ্যাশিষ্টরা ক্রমাগত নাস্তানাবুদ হইতেছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে এক গুজব রটিয়াছিল যে মার্শাল টিমোশেঙ্কো যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু অথচ ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা সম্বন্ধে কেবলই গড়িমসি করেন, তাঁহাদের সহিত মোলাকাৎ করার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী কাজে টিমোশেঙ্কো লাগিয়া ছিলেন। ইলমেন হ্রদের দক্ষিণ অঞ্চল প্রায় দেড় বৎসরের উপর হিটলারীদের কবলে রহিয়াছে। সামরিক কৌশলের দিক হইতে স্থানটীর গুরুত্ব খুবই বেশী। এখানে টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে শত্রু পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। দেমিয়ান্‌স্ক্ দখল করিয়া টিমোশেঙ্কো পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছেন। যে ষ্টারায়া রুসায় গত বৎসর বহু সহস্র শত্রুসৈন্য প্রাণ হারায়, তাহা শীঘ্রই লালফৌজের দখলে আসিবে। টিমোশেঙ্কোর এই আক্রমণের ফলে মধ্য রণাঙ্গনেও লালফৌজের চমকপ্রদ সাফল্যের পথ সহজ হইয়াছে।

রিজেভ আবার সোভিয়েটের হাতে

শীত অভিযানের প্রথম দিকে লালফৌজ মস্কো হইতে অনেকটা পশ্চিমে ভেলিকিলুকি কাড়িয়া লয়। কিন্তু ভেলিকিলুকি যাইবার পথে হিটলারীদের একটা প্রধান ঘাঁটি ছিল রিজেভ। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানটী লালফৌজ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দখল করিয়াছে। বার বার তিনবার লালফৌজকে আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। শহরের উপকণ্ঠে যুদ্ধে ২০০০ জার্ম্মাণ মারা পড়ে, প্রচুর সমরোপকরণ লালফৌজের হাতে যায়। শহরের ভিতরে প্রত্যেক রাস্তায় লালফৌজকে শত্রুকে নির্ম্মূল করিতে হইয়াছিল।

রিজেভ দখল করার গুরুত্ব খুবই বেশী। মধ্য-রণাঙ্গনে শত্রুর অবস্থা ক্রমেই বেজায় সঙ্গীন হইতেছে। ভিয়াজমার দিকে এখন লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে, ঐ শহরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। ভিয়াজমার পথে গেজাটস্ক দখল করার খবরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রিজেভ, গেজাটস্ক, ভিয়াজমা এই তিনটী ঘাঁটি মিলিয়া যে ত্রিকোণ ছিল, তাহাই মধ্য-রুষিয়ায় হিটলারের প্রধান কেন্দ্র স্মোলেন্সক্‌কে রক্ষা করিতেছে। এখন স্মোলেন্সকের অবস্থা খুবই খারাপ হইতেছে। স্মোলেন্সকের পতন ঘটিলে হিটলারকে যারপরনাই পর্য্যুদস্ত হইতে হইবে। সে টাল সামলাইবার শক্তি তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না।

ওরেল হইতে স্মোলেন্সকের দিকে

শুধু রিজেভের দিক হইতে যে স্মোলেন্সকের বিপদ ঘনাইতেছে, তাহা নয়। স্মোলেন্সকের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ওরেল এখন খুবই বিপন্ন। কুরস্কের উত্তর হইতে লালফৌজ অগ্রসর হইয়া এখন ওরেলকে তিন দিক হইতে ঘিরিয়াছে এবং অপ্রতিহত গতিতে ব্রিয়ান্সকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মধ্য রণক্ষেত্রে হিটলারের পরাজয় যে ঘটিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

লালফৌজের রণকৌশলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হইতেছে এই যে শত্রুকে নানা জায়গায় যেন থলির মধ্যে পাকড়াও করা হইতেছে, সময় আসিলে থলির মুখটী সেলাই করা হইবে, হিটলারের চরম পরাজয় ঘটিবে।

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজ আগাইয়া চলিয়াছে
★ ওরেলের পতন আসন্ন
★ ষ্টালিনের নূতন সম্মান

দক্ষিণের লড়াইয়েও বিরাম নাই

এবার আমাদের মনোযোগ উত্তর ও মধ্য-রণাঙ্গণের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণেও যুদ্ধের বিরাম নাই। উত্তর ও মধ্য-রণাঙ্গনের মধ্যে হিটলারীদের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের মধ্যেও সেই অবস্থা আসিতেছে। তখন ওস্তাদের মার দিয়া শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করাই লালফৌজের মতলব।

দনেৎস্ অঞ্চলে হিটলার মরিয়া হইয়া লড়িতেছে, কিন্তু জার্ম্মাণ রেডিও দুই একটী মিথ্যা দাবী করিলেও তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না। এ অঞ্চলে হিটলারের শেষ বড় ঘাঁটি হইতেছে ষ্টালিনো নামে শিল্পনগরী। এখানে দশ দিনের যুদ্ধে তাহার অন্ততঃ ৩০০ ট্যাঙ্ক খোয়া গিয়াছে। রষ্টভের দক্ষিণে টাগানরগের কাছে মিউস নদী অঞ্চলে লালফৌজ খুব জোর আক্রমণ করিতেছে। আরও দক্ষিণে পশ্চিম কুবানে ও নভোরসিস্ক অঞ্চলেও ফ্যাশিষ্টরা রেহাই পাইতেছে না। তাহাদের যে কয় হাজার সৈন্য সেখানে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের শীঘ্রই বিনষ্ট হওয়া বা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না।

পুনর্গঠনে সোভিয়েটের আগ্রহ

যুদ্ধ যে একটা দারুণ বিভীষিকা, তাহা সোভিয়েট জনসাধারণ জানে। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য আগ্রহের অভাব তাহাদের নাই। দক্ষিণ রুশিয়ায় আবার স্বাভাবিকভাবে সমাজজীবন চালাইবার কাজে সোভিয়েট লাগিয়াছে। মাইকপ হইতে হিটলার এক ফোঁটা তেল পায় নাই। এখন সেখানে আবার সোভিয়েট তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। মস্কোর সহিত উত্তর ককেশসের শহরগুলির টেলিগ্রাফে যোগাযোগ আবার হইয়াছে। রেল-লাইন সরানো, নদী ও খালের উপর পুল তৈরী করা প্রভৃতি নানা রকম কাজ এখন পুরা কদমে চলিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদ পুনর্গঠনের কাজে সোভিয়েট জনসাধারণ এক অপূর্ব্ব প্রতিযোগিতায় নামিতেছে। যুদ্ধ সোভিয়েট দেশকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। সে ক্ষতের উপর এখন প্রলেপ লাগানো হইতেছে, শীঘ্রই ক্ষত শুকাইবে, সোভিয়েট দেশ আবার পূর্ব্বের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ষ্টালিনের নূতন সম্মান

লালফৌজের অতুল যুদ্ধব্যবস্থার প্রধান পরিচালক কমরেড ষ্টালিনকে সম্প্রতি সর্ব্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'মার্শাল' উপাধি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য দেশের রাজনীতিকদের মত ষ্টালিন শুধু কাগজে কলমে রণনায়ক নহেন। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যখন যেখানে সোভিয়েটের বিপদ ঘটিয়াছে, সেখানে তিনি গিয়াছেন। যে ষ্টালিন-গ্রাদ দুনিয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহার নাম এক সময় ছিল জারিৎসিন। এইখানে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় অসম্ভব অবস্থা হইতে শহরটীকে কমরেড ষ্টালিন গৃহশত্রু ও বহিঃ-শত্রুর হাত হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে রক্ষা করেন। যুদ্ধবিন্যাসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এত ব্যাপক যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সোভিয়েট জনসাধারণ যে লাল-ফৌজের বিজয় অভিযান দেখিয়া কমরেড ষ্টালিনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক।

বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধের খবর

এবার মিত্রশক্তি অনেকটা চাঙ্গা হইয়া কাজ শুরু করিয়াছে মনে হয়। কয়েকবার বার্লিন শহরের উপর বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। সেখানে গোয়েরিংএর অফিস—বিমান বিভাগের প্রধান কেন্দ্রটীকেও নাকি আঘাত করা হইয়াছে। এ ছাড়া পশ্চিম ইয়োরোপে জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলের বহু স্থানে বোমা ফেলা হইয়াছে।

তিউনিসিয়াতেও লড়াই এখন আর নেহাৎ ঢিমে তেতালা গতিতে চলিতেছে না। কাসেরিণের পর ফেরিয়ানা মিত্রশক্তির হাতে পড়ে। উত্তরে সেজেনানি স্থানটীতে শত্রু খানিকটা অগ্রসর হয়। কয়েকটী পার্ব্বত্য পথ দখল করিবার জন্য দুই দলে জোর লড়াই চলে। দক্ষিণ তিউনিসিয়াতে রমেল ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে রমেল এবার সফল হইল না।

পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরে বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধে জাপানীরা বেশ খানিকটা ঘায়েল হইয়াছে। অনেকগুলি জাহাজ এরোপ্লেন ও বহুসংখ্যক সৈন্য তাহাদের খোয়া গিয়াছে। কোরাল সাগরের যুদ্ধের চেয়েও নাকি জাপানীদের এবার বেশী হার হইয়াছে।

জনগণকে তৈয়ার হইতেই হইবে

কিন্তু লালফৌজ যে রাস্তা দেখাইতেছে, সে রাস্তায় চলিবার সত্যকার উদ্যোগ এখনও নাই। উত্তর আফ্রিকার পর্ব্ব চুকাইতে বিলম্ব ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। জাপানকে আঘাত দিলেও বলা হইতেছে যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ কাটে নাই। বর্ম্মাতে বিশেষ কিছু ঘটিতেছে না। চার্চ্চিল সাহেব বলিলেন যে এবার আমরা 'বার্ম্মা রোড' খুলিয়া দিয়া চীনকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছি। অথচ বার্ম্মা হইতে সামরিক সংবাদদাতা বলিতেছেন যে শীঘ্রই বর্ষা নামিবে, বার্ম্মা হইতে জাপানীদের খেদাইবার কাজ বন্ধ করিতে হইবে, আগামী বৎসরের প্রথম দিক নাগাদ কিছু করা যাইতে পারে!

জনগণকে বিশ্বাস না করার ফলভোগ শাসকদের করিতেই হইবে। কিন্তু ফ্যাশিষ্টধ্বংসের কাজ যখন আমাদেরই, তখন জনগণ বড় কর্ত্তাদের মর্জ্জির উপর ভরসা না করিয়া নিজের জোরে এ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নামিবে। লালফৌজের অনুপ্রেরণায় যুদ্ধ জয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতার বনিয়াদ পাকা করিবে।

সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্ত চলিবে না

সম্প্রতি কুচক্রীমহলে কিছু সোরগোল পড়িয়াছে। সোভিয়েটের চমকপ্রদ সাফল্যে যাহাদের গাত্রদাহ, তাহাদের সকলকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মিলাইবার অপচেষ্টা চলিতেছে। শান্তির মিথ্যা ধুয়া উঠাইয়া এই মতলব হাঁসিল করার ষড়যন্ত্র যে চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিটলারের বৈদেশিক সচিব রিবেনট্রপ কিছুকাল রোমে ছিল। মুসোলিনীর সঙ্গে মোলাকাৎ করায় তাহার নানারকম উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু আমেরিকা হইতে আগত নিউইয়র্কের আর্চ্চবিশপ স্পেলমানের সহিত তাহার বাতচিৎ কি বিষয় হইল তাহা রহস্যাবৃত। খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু পোপের কাছে রিবেনট্রপ, মুসোলিনির জামাই সিয়ানো, আর্চ্চবিশপ স্পেলমান প্রভৃতির কাণাঘুষার অর্থ কি? শোনা যাইতেছে যে ক্যাথলিক খৃষ্টান-দের পক্ষ হইতে স্পেন ও আর্জেণ্টাইনের গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান যুদ্ধে একটা মিটমাট ঘটাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। স্পেনের ফ্যাশিষ্ট বন্ধুদের সর্দ্দার ফ্র্যাঙ্কো যে ক্যাসাব্লাঙ্কায় চার্চ্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকারের সময় সেস্থানে উপস্থিত ছিল, এ গুজব কেহ অস্বীকার করে নাই। ধর্ম্মগুরু পোপ তো সময়ে অসময়ে কমিউনিজম্ ও সোভিয়েটকে গালিগালাজ করিতে ছাড়েন না। তাঁহার কাছে এতগুলি সোভিয়েট শত্রুর সমাগম একেবারে অর্থহীন হইতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কথা উঠিতেছে যে ফিনলাণ্ড সোভিয়েটের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্যগ্র। হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়াও নাকি ঐ কথা ভাবিতেছে। এ সমস্ত সংবাদের মধ্যে সঙ্গতি কোথায়?

মিত্রশক্তি পোলাণ্ডের যে সব মুখপাত্রের পৃষ্ঠ-পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জনমত উস্‌কাইয়া দিবার জন্য এমন দাবী দিয়াছে যাহা সোভিয়েট সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে বাধ্য।

মতলব কি এই যে, যখন অনেকেই যুদ্ধের দরুণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন তাহাদের কাণে কেবল বলা যে সোভিয়েটের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি, সোভিয়েট ফ্যাশিষ্টদের সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করার আগে শান্তির কথায় কাণ দিতে রাজী নয়?

মতলব কি এই যে, সোভিয়েট বিরোধী যে যেখানে আছে, তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া কেবল বলা যে সোভিয়েট জিতিলে বিপ্লবের জয়। ইয়োরোপে আর পুঁজিদার আধিপত্য চলিবে না?

মতলব কি এই যে, ব্রিটেন ও আমেরিকায় যাহারা সাম্যবাদের পক্ষপাতী নয়, তাহাদের ভয় দেখাইয়া ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া সোভিয়েটকে কোণঠাসা করা হইবে?

মতলব কি এই যে হিটলারীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্ব্বে মিথ্যা মানবতার নাম করিয়া যুদ্ধ শান্তির চেষ্টা চলিবে?

কুচক্রীদের মতলব যাহাই হউক্, জনসাধারণ সে মতলবকে পিষিয়া মারিবে। কাসাব্লাঙ্কা কন্‌ফারেন্সের সময়ে ও পরে হয়তো এমন কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা আশঙ্কাজনক। কিন্তু সেখানে চার্চ্চিল-রুজভেল্টকে স্পষ্ট বলিতে হইয়াছে যে হিটলারীদের আত্মসমর্পণ বা সম্পূর্ণ পরাজয়ের পূর্ব্বে শান্তির কথা উঠিতে পারে না।

ফ্যাশিষ্ট নিধনের পর্ব্ব চুকিবার পূর্ব্বে যাহারা শান্তির কথা বলে, তাহারা শত্রু। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যাহারা কৌশলী প্রচার চালায়, জনসাধারণ তাহাদের শিক্ষা দিবে।

সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী যুদ্ধ চলিতেছে। যখন শান্তি আসিবে, তখন ফ্যাশিজমের চিহ্নমাত্র থাকিবে না, তখনই সমস্ত পৃথিবী স্বাধীনতার আস্বাদ পাইবে।

প্রাদেশিক কমিটি-মিটিং-এর নোটিশ

আগামী ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই মার্চ্চ প্রাদেশিক অফিসে প্রাদেশিক কমিটীর মিটিং হইবে। এই সভায় প্রাদেশিক কনফারেন্সের জন্য রিপোর্ট, প্রস্তাবাদি এবং কনফারেন্স সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে। প্রাদেশিক কমিটীর সমস্ত সভ্য ও সংগঠকগণ ১৪ই মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত থাকিবেন। প্রত্যেকে জিলাগুলি টাটকা রিপোর্ট লইয়া আসিবেন।

সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি কনফারেন্স

আগামী ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ, ১৯৪৩ কলিকাতায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স হইবে। ১৮ই ও ১৯শে প্রতিনিধিদের সম্মেলন হইবে এবং ২০শে সাধারণ সমাবেশ ও প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে।

যে সব জেলা ইউনিট এখনো প্রতিনিধিদের নামের লিষ্ট পাঠান নাই, তাহারা অবিলম্বে প্রাদেশিক অফিসে প্রতিনিধিদের নামের তালিকা রেজিষ্টার্ড খামে পাঠাবেন।

সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি

সম্পাদকীয়

বজেটে যুদ্ধ জয়ের সংকল্প কই?

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ভারত সরকারের বাজেট পেশ হইয়াছে। কঠিন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে স্বভাবতই যুদ্ধের খরচাই বাজেটের প্রধান কথা। এবং এবারকার বাজেট-বরাদ্দের ভিতর দিয়াই ভারত সরকারের ভবিষ্যৎ যুদ্ধনীতি তথা রাজনীতি অতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৩-এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত যুদ্ধের জন্য খরচ হইতেছে মোট প্রায় ২৩৯ কোটী টাকা। আর ১৯৪৩-এর মার্চ্চ হইতে আগামী এক বৎসরে যুদ্ধের জন্য খরচ স্থির হইয়াছে মোট প্রায় ২০০ কোটী টাকা। অর্থাৎ সরকারী অর্থসচিবের মতে আগামী বৎসরে যুদ্ধের জন্য অনেক কম খরচ করিলেই চলিবে।

ইহার অর্থ কি? অর্থ-সচিব বলিতে চান যে ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিপদ হইতে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ যেভাবে চলিতেছে তাহা শুধু যথেষ্টই নয়, তাহাই চরম; ভবিষ্যতে আরও কম খরচ অর্থাৎ আরও কম যুদ্ধ করিলেও চলিবে!

ভারতকে বিপদমুক্ত করিতে হইলে জাপানী দস্যুদের চরম আঘাত দিতে হইবে। অন্ততঃ বর্ম্মা হইতে তাহাদের এখনই দূর করিতে হইবে এবং চীনের সঙ্গে মিত্র-বাহিনীর পূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যেদিন চীনা বাহিনী ও মিত্র বাহিনী বর্ম্মার ভূখণ্ডের উপর একত্রে মিলিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিবে সেইদিন জাপানী বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের সূচনা হইবে। তবেই ভারতের বিপদ কাটিবে।

এবং তাহার আয়োজন ভারতকেই করিতে হইবে। সত্য বটে বর্মায় যখন যুদ্ধ হইবে তখনকার খরচ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের। কিন্তু তাহার জন্য ভারতের খরচায়ই বাহিনী গড়িতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে হইবে, বিরাটভাবে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে—তবেই বর্মায় গিয়া বিজয় অভিযান সম্ভব।

অথচ ভারত সরকারের যুদ্ধের খরচা ঠিক এই সব বিষয়েই আগামী বৎসরে আগের চাইতে দুগুণ তিনগুণ কম করা হইবে বলিয়া ধরা হইতেছে। ১৯৪২-৪৩এ বিমান-বাহিনী ও ঘাঁটির খরচ সওয়া ১৮ কোটি টাকা, আর আগামী বছরে তাহা হইবে মাত্র আড়াই কোটী টাকা; যুদ্ধের জন্য উৎপাদন বিস্তারে ১৯৪২-৪৩ এ ১২ কোটী টাকা, আর আগামী বৎসরে মাত্র ৪ কোটী; ভারতীয় নৌবহর তৈরীর খরচা ১৯৪২-৪৩ এ পোনে পাঁচ কোটী, আর আগামী বৎসরে মাত্র সওয়া তিন কোটী; ইত্যাদি। এই সব খাতে ১৯৪২-৪৩ এ মোট খরচ ৪৯'১৪ কোটী টাকা আর আগামী বৎসরে মাত্র ১৬'৮৫ কোটী টাকা।

চলতি বৎসরে যুদ্ধের জন্য অনেক বেশী খরচ করিয়া বর্মা সীমান্তে যুদ্ধ কি এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে এখন সামান্য খরচ করিয়াও অতি সহজে মিত্র-বাহিনী অগ্রসর হইতে থাকিবে?

গত বৎসর বর্ম্মা হইতে পশ্চাদপসরণের পর বুঠিডং-মংড এলাকা জাপানী বা ব্রিটিশ কাহারও হাতেই ছিল বলা চলে না—উভয় দলের মধ্যে সীমান্ত বা বেদখল জমির মতই (নোম্যান্স ল্যাণ্ড) উহা পড়িয়াছিল। ১৯শে ডিসেম্বর দিল্লীর খবর যে 'কয়দিন পূর্ব্বে আমাদের ফৌজ বুঠিডং অধিকার করে।' অর্থাৎ ঐ ১৯শে ডিসেম্বর বুঠিডং হইতে জেনারেল ওয়াভেলের তথাকথিত "বর্ম্মা অভিযান" আরম্ভ হইল বলিয়া ধরা যায়। অভিযান সুরু হইবার পর আজ ৬ই মার্চ্চ উহা কোথায় পৌঁছিয়াছে? এখনও ওয়াভেলের বাহিনী রাঠেডং পৌঁছিতে বা দখল করিতে পারে নাই। বুঠিডং হইতে রাঠেডং-এর সোজাসুজি দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। অর্থাৎ আমাদের বাহিনী চলতি বছরের যুদ্ধের খরচা ও আয়োজনে যে শক্তি জমাইতে পারিয়াছে তাহাতে ৭৭ দিনের অভিযানে প্রায় ২০ মাইল আগাইয়াছে।

ভারতের পক্ষ হইতে যুদ্ধের এই আয়োজন ও অগ্রগতিকে অর্থসচিব নিশ্চয়ই শুধু যথেষ্ট নয়, চরম বলিয়া মনে করিতেছেন। নহিলে আগামী বছরে আয়োজনের বরাদ্দ কমাইবেন কেন?

এই বাজেট হতাশার বাজেট, যুদ্ধজয়ের দৃঢ় সংকল্প বা যুদ্ধ জিতিবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা ইহাতে নাই। ভারতের সীমান্তে ফ্যাশিষ্ট দস্যুকে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া নিরাপদ হইবার জন্য ভারতকে প্রায় নিরুপায়ভাবে ব্রিটেন ও মার্কিনের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে ইহাই এই বাজেটের মর্ম্ম। যুদ্ধ জয় করিবার জন্য ও নিজের দেশকে বাঁচাইবার জন্য ভারতের পক্ষেও যে তাহার প্রাণপণ শক্তি ও সমস্ত সম্পদ লাগাইবার প্রয়োজন আছে তাহা এই বাজেট স্বীকার করে না। তাই রুশ, চীন, মার্কিণ, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে প্রত্যেক বছরে যুদ্ধের বাজেট যখন দু গুণ, তিন গুণ বাড়িতে থাকে, লোকে খুশী মনে আরও দুঃখ বরণ ও সম্পদ ত্যাগে আগাইয়া আসে—তখন ভারতের অর্থসচিব ভারতবাসীকে বাহাদুরি শুনাইবার চেষ্টা করেন যে আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করিয়াছি, বর্ম্মায় যুদ্ধের খরচ তাহারাই বহিবে—দেখ আমি কি বাহাদুর, এ বছর আমাদের যুদ্ধের জন্য বেশী খরচ করিতে হইবে না ইত্যাদি'।

অর্থসচিবের মত আমলাতন্ত্র আজ ভারতে একেবারে একঘরে, আমলাতন্ত্রের নীতির এতটুকু সমর্থন দেশের মধ্যে কোথাও কাহারও কাছে নাই—ইহা তাহারই পরিচয়। তাহারা দেশবাসীর পূর্ণ শক্তি ও সম্পদকে যুদ্ধ-জয়ে লাগাইতে চায় না, তাই তাহাদের বাজেটে তাহা লাগাইবার কথা বলিবার সাহসও নাই, উল্টা কম খরচ করিলাম বলিয়া সমর্থন জুটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। গরীবের ছিলিম, পোষ্টকার্ড প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া আমদানী বাড়াইবার চেষ্টার তাহাদের কসুর নাই। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মিটমাটের যে পদ্ধতিতে সত্য সত্য সমস্ত ভারতের সম্পদ ও শক্তিকে যুদ্ধ জয়ে টানা যায় তাহা তাহাদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী, তাই সে পদ্ধতির প্রয়োজন নাই, এরূপ হওয়া ছাড়া উপায় নাই—এই সব কথা বলিয়াই আমলাতন্ত্র ও তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ পৃথিবীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেইজন্যই ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে লর্ড ক্র্যানবোর্ণ সেদিন চীনকে সাহায্যের পরিমাণ কম হওয়ার অজুহাত দেখাইয়াছেন যে 'ইহার চেয়ে বেশী সাহায্য করা এখন আর সম্ভব নয়।'

এই অসম্ভবকেই আমাদের সম্ভব করিতে হইবে, ভারতের সমস্ত শক্তি যাহাতে দেশরক্ষায় ব্যবহার হয়, রুশ ও চীনের পিছনে আমরা যাহাতে দাঁড়াইতে পারি তাহার জন্য আমাদেরই চেষ্টা করিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের বাজেটই প্রমাণ করিতেছে দেশের মধ্যে তাহারা কত দুর্ব্বল, কত কোণঠাসা, তাহাদের নীতি কত ভুল। ভারতের ৪০ কোটী হিন্দু-মুসলমান যদি কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথে আজ দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞায় এক হয় তো আমলাতন্ত্রের হাত হইতে যুদ্ধের কর্তৃত্ব তথা দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা মোটেই শক্ত নয়—জাপানীকে চরম আঘাত হানাও মুস্কিল নয়।

সোভিয়েট-ই স্বাধীনতার অগ্রদূত

লণ্ডনে আশ্রয় প্রার্থী পোলিশ সরকার এক ফতোয়ায় যুদ্ধের পরে পোলাণ্ডের সীমানা কি হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। যুদ্ধের আগে পোলাণ্ডের পদানত ইউক্রেনিয়ান ও বেলো-রাশিয়ানদেরও পুনরায় এই সীমানার ভিতর টানিয়া আনা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাণ মনোবৃত্তিই ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আটলাণ্টিক সনদের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিয়া দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছে। আটলাণ্টিক সনদে সোভিয়েটের সমর্থনে অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন, সোভিয়েট বুঝি রুজভেল্ট-চার্চ্চিলের খপ্পরে পড়িয়া তাহাদের নীতি অনুযায়ীই পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু আজ পোলাণ্ডের ব্যাপারে এই সন্দেহ কাটিয়া যাইবে। তখনও যেমন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিষ্কার ভাবে ঘোষিত হইয়াছিল, এখনও তেমনি সেই নীতি অব্যাহত রাখার জন্য সোভিয়েট দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়াছে। জনগণের কাছে আজ ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে যে আটলাণ্টিক সনদের প্রবর্ত্তক চার্চ্চিল-রুজভেল্ট হইলেও তাহার মূলনীতি কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব একমাত্র সোভিয়েটই লইতে পারে। কেন না, সোভিয়েটই দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সোভিয়েটই দুনিয়ার জনগণকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। আজ সোভিয়েটের বিজয় তাই দুনিয়ার জনগণের কাছে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। ভবিষ্যৎ জগত গঠনে সোভিয়েটই যে অগ্রদূত হইবে সে বিশ্বাস জনগণের বাড়িতেছে।

আটলাণ্টিক সনদের কয়েকটি মূল কথা

(১) কোন দেশের স্বাধীনতা হরণ করার কোনরূপ চেষ্টা করা হইবে না।

(২) কোন দেশের জনসাধারণের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে সেই দেশের সীমানা পরিবর্ত্তনের অধিকার থাকিবে না।

(৩) প্রত্যেকটি দেশের জনসাধারণের নিজ নিজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঠিক করার যে অধিকার তাহাকে সম্মান করিয়া চলা হইবে এবং যে সব দেশের স্বাধীনতা জোর করিয়া হরণ করা হইয়াছে সেই সেই দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তাহাদের স্বায়ত্বশাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

১৯৪১এর সেপ্টেম্বরে সম্মিলিত জাতি-সমূহের সম্মেলনে মঃ মেইস্কির বক্তৃতা:

"প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার অধিকারকে এবং জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নিজেদের প্রয়োজনমত রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের অধি-কারকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব্বদাই রক্ষা করে।...চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের ঘোষণার মূলনীতিকে গ্রহণ করিবার ঘোষণা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট করিয়াছে। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই মূলনীতি অত্যন্ত দামী। এই মূলনীতির প্রয়োগ করার জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও সোভিয়েট জনগণ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে।"

পোলাণ্ডের ঘোষনায় সোভিয়েটের জবাব

পোলিশ সরকার গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট-পোলিশ সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ঘোষণা করে, তাহার উত্তরে সোভিয়েট সরকার নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়াছে: ইউক্রেনিয়ান ও বেলো-রাশিয়ান জাতির নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার যে ঐতিহাসিক অধিকার আছে, পোলিশ সরকার তাহা স্বীকার করিয়া লইতে নারাজ।

সোভিয়েট নেতাদের অভিমত এই যে স্বজাতীয় ভ্রাতাদের সহিত ইউ-ক্রেনিয়ান ও বেলো-রাশিয়ানদের মিলিত হইবার অধিকার অস্বীকার সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং পোলিশ সরকার আটলাণ্টিক-সনদের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন। এই সনদে কাহাকেও ইউক্রেনিয়ান ও বেলো-রাশিয়ানদের জাতীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই বরং পক্ষান্তরে জাতিসমূহের জাতীয় অধিকার স্বীকারের নীতিই উহার মূলে রহিয়াছে। এমন কি যে লর্ড কার্জ্জন সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে অত্যন্ত শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করিতেন, তিনি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইউক্রেনিয়ান ও বেলো-রাশিয়ান দেশগুলি সম্বন্ধে পোলাণ্ড কোনরূপ দাবী উপস্থিত করিতে পারে না।

বাস্তব ঘটনার সহিত এ কথার কোন মিল নাই যে এ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর সহিত কোনরূপ সহযোগীতা করিতে সম্মত হয় নাই। পোলিশ সরকার ও তাহাদের মন্ত্রী বেকের নীতির কথা সমস্ত পৃথিবীর লোকের জানা আছে—ঐ নীতি ছিল জার্ম্মাণীর সহিত মিতালি করিয়া ফ্যাসিজমকে সমর্থন করার নীতি।

(৬ পতায় দেখুন)

খাদ্য, কেরোসিন ও কাগজ সংকট সমাধানে
হিন্দু-মুসলমান জনগণের একতা

চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটী—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসে হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট ইত্যাদি সকল দলের প্রতিনিধির এক সভা হয়। সেই সভায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটী গঠিত হয়। জেলার খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য এই কমিটী চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটী গঠিত হইতেছে। কুমিরা ইউনিয়নে সকল দলের লোকদের লইয়া একটী কমিটীর উদ্যোগে খাদ্য-গণনা সুরু হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান ৩০ জন ভলান্টিয়ার সমস্ত ইউনিয়নে কেরাসিন তৈল বিলি করিবার ভার নিজেরা লইয়াছে।

উত্তর কাট্টলী, রতনপুর, বরমা, বাঁশখালী ইত্যাদি গ্রামের খাদ্য কমিটীর উদ্যোগে রিলিফ ষ্টোর্স গঠিত হইয়াছে এবং ধান চাল কিনিয়া ভলান্টিয়ার মারফৎ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। এই অঞ্চলে কেরাসিন তেল বিক্রয়ও এই কমিটীর তত্ত্বাবধানে হইতেছে। জেলা খাদ্য কমিটী দাবী জানাইয়াছে যে সরকারী দোকান খুলিতে হইবে।

ঐক্যের জোরে কাগজ আদায়—কাগজের দাবী জানাইয়া সুনামগঞ্জ বিভাগীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্রী কমিটীর নেতৃত্বে সহরের ৩০০ ছাত্র ছাত্রীর স্বাক্ষর সহ এক আবেদন এস-ডি-ও-কে পাঠান হয়। ইহার ফলে ছাত্রদের উপযুক্ত মূল্যে কাগজ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জ টাউনহলে সকল দলের মিলিত সভায় খাদ্য-সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভা মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে অবিলম্বে সরকারী দোকান খুলিবার দাবী জানায় ও জনরক্ষী বাহিনী গঠন করিয়া জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মুনাফা লোভীর কারসাজী ফাঁস—মাদারীপুরের ভোজেশ্বর বন্দর হইতে ২৪শে তারিখে গোপনে দুই নৌকা কেরোসিন তেল চালান হইতেছিল। কৃষক সমিতির ভলান্টিয়াররা খবর পাইয়া নদীর ধারে ধারে গিয়া সেই নৌকা ধরিয়া ফেলিল। গ্রামে চাষীরাও আসিয়া ভলান্টিয়ারদের সাহায্য করিল। গরীব জনসাধারণ তেল পায় না, অথচ মুনাফার লোভে বাহিরে তেল চালান যাইবে—ইহা গ্রামবাসীরা সহ্য করিবে কেন? মুনাফা লোভীর কারসাজী ফাঁস হইল। কিন্তু সে মরিয়া হইয়া ভলান্টিয়ারদের নামে লুটের অভিযোগ আনিয়া মামলা রুজু করিয়াছে।

নৈহাটির জনগণের উদ্যোগ

সমস্ত শ্রেণীর সহরবাসীর এক সভায় নৈহাটীতে খাদ্য-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী একটী মেমোরাণ্ডাম তৈরী করিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাখিল করিয়াছে। খাদ্য সঙ্কটে জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি তাহা জানাইয়া ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে। তারপর এক বিরাট সভায় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গণদরখাস্ত করিবার জন্য সহি সংগ্রহ করা হইতেছে। এই কমিটীর ভলান্টিয়াররা দোকানে দোকানে তত্ত্বাবধান করিতেছে, সরবরাহকারীর কাছ হইতে তারা ঠিক মত চিনি, তেল প্রভৃতি পাইতেছে কি না। স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে এখন তিনটী দোকানে নিয়মিত চিনি বিক্রয় হইতেছে।

বালীর ছাত্রদের দাবী—কাগজের দাবী জানাইবার জন্য বালী রিডার্স টমসন স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগ একটী সভা হয়। স্কুলের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের সহিত সহযোগিতা করেন। পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা একটী শোভাযাত্রা করিয়া হাওড়ায় যায় ও সেখানে সভা করে। 'কাগজ চাই'—এই দাবীতে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক সকলে ঐক্যবদ্ধ হইতেছে।

নিখিল ভারত কৃষক সভা

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী এম-এল-এ নিখিল ভারত কৃষক সভার ৭ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ২রা এপ্রিল পাঞ্জাবের ভখনা কালানে উক্ত অধিবেশন হইবে।

বহরমপুর কলেজের—ছাত্র ও ছাত্রীরা এক সম্মিলিত দরখাস্ত করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জানায়—আমাদের কাগজ চাই। ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মূল্যে কিছু কাগজ আদায় হয়।

কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী—যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার আড়পাড়া ও কুচিয়াপোতা ইউনিয়নের কৃষকেরা গণদরখাস্ত সমেত এক প্রতিনিধি দল মহকুমা হাকিমের কাছে পাঠায়। তারা দাবী জানায়: বাঁধা দরে কেরাসিন তেল, ধান, চাউল প্রভৃতি চাই; চাষের জন্য বীজ ধান চাই; হাটে বাজারে খুচরা সরবরাহ চাই। সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকের দাবী উপেক্ষা করিতে মহকুমা হাকিম পারে নাই, কেরাসিন তেল ও কৃষিঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হতাশা বা উত্তেজনা নয়, চাই একতা—১লা মার্চ্চ কলিকাতার ৫নং ওয়ার্ডের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের একটী স্কোয়াড যখন প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন একটী চালের সারিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল। জনসাধারণ এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে, কেহ কেহ উত্তেজিত হয়। কর্ম্মীরা তখন জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিল: হতাশ হইলে বা উত্তেজিত হইলে চলিবে না, দলবদ্ধ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য কমিটী গড়, ভলান্টিয়ার দিয়া ঠিক পাহারা দাও। পরের দিন ঐ দোকানে শৃঙ্খলার সহিত চাল বিক্রী হইল। দোকানদার বেশীক্ষণ দোকান খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইল।

★ একতাই জনগণের পথ ★

৭ শত মণ চাল বিলি

মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ হাটে ধান চালের আমদানী দশ হাজার মণের উপর। অথচ সব ধান পাইকারদের হাত দিয়া জেলার বাইরে চালান হইতেছে। খুচরা ক্রেতাদের উপবাস ছাড়া কোন উপায় নাই। আমলাতন্ত্র এ বিষয়ে চোখ কান বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। ফলে ক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত্তের দল লুটতরাজের দিকে ঝুঁকিয়াছে। দেশকে দুনিয়াকে ফ্যাসিষ্টদের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে জনগণকে শুকাইয়া মারিলে চলিবে না; লুটতরাজের পথেও খাদ্য মিলিবে না। খাদ্যের একমাত্র পথ, প্রতিরোধের একমাত্র দেয়াল জাতীয় একতা। কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের একতাকেই জাতীয় সঙ্কট সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে। নবাবগঞ্জের হাটে এই পথেই কৃষকদের জয় হইল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী কমিউনিষ্ট পার্টির ১০ জন হিন্দু মুসলমান ভলান্টিয়ার ৮টি স্কোয়াডে ভাগ হইয়া হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রচার চালাইতে লাগিল। পুলিশের হুকুমজারীতে বিক্রেতার দল বাঁকিয়া বসিল। আমাদের ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় ব্যবসায়ীরা ধানের দর ৮৲ টাকা মণ বাঁধিয়া দিল। ব্যবসায়ীরা এবার ভিড়ের জন্য দাম আদায়ের অসুবিধার ওজর তুলিল। আমরা খুচরা খরিদ্দারদের লাইনবন্দী করাইয়া ৭ শত মণ চাল ১ হাজার জনের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করিলাম। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছে আমাদের ভলান্টিয়াররা প্রিয় হইয়াছে। জনগণ একতার শক্তি ও সংগঠনের জোর কত তাহা বুঝিয়াছে। আমাদের ভলান্টিয়াররা প্রিয় হইয়াছে। জনগণ একতার শক্তি ও সংগঠনের জোর কত তাহা বুঝিয়াছে। আমাদের ভলান্টিয়াররা পাইকারদের লুকানো ৫০ মণ ধান খুঁজিয়া বার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ৮৲ টাকা দরে বেচিয়াছে। সমিতিই যে কৃষকের জোর, বুঝিয়া হাটের মধ্যেই কৃষকরা বলিতেছেন, আমাদের গ্রামে যাবেন—আমরা সমিতি গড়বো, ভলান্টিয়ার হবো।

> **কমরেড শান্তি সেনের**
> **অকাল মৃত্যু**
>
> ২৪ পরগণা জেলার তরুণ কর্ম্মী কমরেড শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার দমদমের বাসায় মারা গিয়াছেন। ছাত্র আন্দোলনের ভিতর দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কৃষক আন্দোলনে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। কাজের মধ্য দিয়া তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। সাগর দ্বীপের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য করিবার কালে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বাড়ী ফিরিয়া ২ দিনের জ্বরে মারা যান।
>
> তিনি ছিলেন কর্ম্মঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা বজ্রমুষ্টিতে এই বীরকে সম্মান জানাইতেছি।

রংপুরের কৃষক ঐক্যের পথে

'ফসল ফলাও।' কিন্তু গরীব চাষী কি করিয়া ফসল ফলাইবে? গত কার্ত্তিকে পেটের দায়ে সব বিজ শেষ হইয়াছে; অথচ বিছনের অভাবে আউস ধান ছড়ান হইতেছে না। সামান্য বিছন বাজারে মেলে, তাও অগ্নিমূল্য। (শোনা যাইতেছে যে, কার বাড়ীতে কত বিছন আছে তার সরকারী হিসাব লওয়ার হুকুম হইয়াছে। এক মাসের মধ্যেই বিছন ছড়ান শেষ হইবে, অথচ এখনও গদাইলস্করী চালে হিসাবই চলিতেছে। কৃষক সমিতির তরফ হইতে কার কত বিছনের দরকার, তার হিসাব লওয়া হইতেছে।) দাবী আদায়ের জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। দাবীর পিছনে সমস্ত জনগণকে টানিয়া আনিয়া শক্তিশালী 'জনরক্ষা সমিতি' গড়িতে হইবে। ফুলছড়ি, কুড়িগ্রাম, পিয়ারাবন্দ প্রভৃতি ইউনিয়নে গণস্বাক্ষর ও ভুখমিছিলের মধ্য দিয়া ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলন চালানো হইতেছে। আমলাতন্ত্রের সমস্ত বাধা এই পথেই চূর্ণ হইবে। কৃষক সমিতির চরকা, তাঁত ও তকলির আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক হইতেছে। এজন্য জনসাধারণের কাছ হইতে অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে। চিমাই, পিয়ারাবন্দ, ডোমার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাতে খুবই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কৃষকরা আজ বুঝিতেছে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন খাদ্য আন্দোলন হইতে আলাদা নয়। কুড়িগ্রামের মুসলিম লীগের সম্পাদক গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া গণদরখাস্তে সই দিয়াছেন।

ফসলের জমি চাই

বালুর ঘাটের পতিরাম ইউনিয়নের কৃষকরা গত বছর অভাবের তাড়নায় জোতদারের কাছে ধান কর্জ্জ নেয়। আজকের অন্নাভাবের মধ্যেও তাহারা ধার শোধ দিয়াছে। কিন্তু জোতদাররা ইহাতে খুশী নয়; জমি হইতে তাড়াইয়া নতুন লোক বসাইতে চায়! তাহারা জবরদস্তভাবে জমি দখলের চেষ্টা করিতেছে ও অনেককে বেকসুর কাজ হইতে বরখাস্ত করিতেছে। কিন্তু ইহাতে কৃষকেরা ঘাবড়ায় নাই। কৃষক সমিতির মধ্যে আসিয়া, নিজেরা ভলান্টিয়ার হইয়া তাহারা একজোট বাঁধিতেছে। তাহারা মহকুমা হাকিমের কাছে সদলবলে দাবী পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সমিতিই জোর, সমিতির বনিয়াদি পাকা করো—ইহা তারা বুঝিয়াছে। জোতদাররা নিজেদের স্বার্থে জাতীয় সঙ্কট ঘোরালো করিতেছে, ঐক্যবদ্ধ কৃষকরা তাদের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিবে।

জনরক্ষা কমিটিতে সকল দল

ভাওয়াল পরগণার টোক ইউনিয়নে দারুণ অন্নাভাব দেখা গিয়াছে। এই খাদ্যসংকট দূর করিবার জন্য কমিউনিষ্ট ও কৃষককর্ম্মীদের চেষ্টায় স্থানীয় কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া সর্ব্বদলের একটি শক্তিশালী '[illegible]ক্ষা কমিটি' গঠিত হইয়াছে।

★ গান্ধীজীকে মুক্ত কর ★
কংগ্রেস-লীগ ঐক্য কায়েম কর

গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে সকল দল:—

কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুমহাসভা, ছাত্র-ফেডারেশন, মুস্লিম লীগ, মোক্তার উকীল সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সংযুক্তভাবে মিঃ জিন্নার নিকট তার করা হইয়াছে যে তিনি যেন গান্ধীজীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন।

অগ্রবর্ত্তী শ্রমিকদের দাবী

ক্রুকবণ্ড কারখানার মজুরগণ এক সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছে ও বড়লাটের নিকট এক সম্মিলিত দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। গান্ধীজীর অনশন সংবাদে জামসেদপুরে শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে জনসভায় কংগ্রেস কর্ম্মীরাও বক্তৃতা করেন। পার্টির নেতৃত্বে একটি ঐক্য ও ফ্যাশী-বিরোধী শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, কিন্তু পুলিশ তাহা অর্দ্ধপথে বন্ধ করিয়া দেয় ও পাঁচজন কমরেডকে গ্রেপ্তার করে। মেটিয়াবুরুজ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গার্ডেনরীচ চটকল মজদুর ইউনিয়ন, ও বজবজ চটকল মজদুর ইউনিয়ন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্রিত হইয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া সম্মিলিত ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। বাঁকুড়ায় সাত শত শ্রমিকের এক সভা গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নেতাদের মুক্তি ও ঐক্য আন্দোলনে মহিলাগণ

ঢাকুরিয়াতে মহিলা সভার উদ্যোগে এক সভায় এক শত মহিলা সমবেত হইয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছেন। কোড়কদীতে মহিলা সমিতি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভায় বড়লাট মিঃ ফিলিপস্ ও জিন্নাজীর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন, ও গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া এক স্মারক লিপিতে এ পর্য্যন্ত তিন শত মহিলার সহি সংগ্রহ করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় পুরুষদের মত মেয়েরাও আন্দোলনে আগাইয়া আসিয়াছেন। রুকুনপুর ও কলাবাগের মেয়েরা বড়লাটের নিকট গণদরখাস্ত পাঠাইয়াছেন, ও বহরমপুর কলেজের ছাত্রীরাও গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রগণ

নিম্নলিখিত স্থানে ছাত্র ও ছাত্রীগণ গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া সভা করিয়াছে। নেত্রকোণা, বালী, কুষ্টিয়া, জলপাইগুড়ী, সীলেট, কীর্ত্তিপাশা, চট্টগ্রাম, যশোহর, সিঙ্গিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মাগুরা, কৃষ্ণনগর। জলপাইগুড়ী কলেজের মুসলমান ছাত্রেরা সাহেবকে এই সংকটে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া তার করিয়াছে। কলিকাতায় আশুতোষ, স্কটিশ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বেথুন, উইমেন্স কলেজ, বেলতলা গার্লস স্কুলের ছাত্রীগণ সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়াছে। কুড়ি জন ছাত্রের একটি স্কোয়াড স্যার নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করিলে, তিনি এই সংকট সমাধান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

কৃষাণদের দাবী

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কৃষাণরা সভা করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়াছে: বড়জোড়া ইউনিয়ন, (বাঁকুড়া) জগদীশপুর ইউনিয়ন (হাওড়া), ডোমজুড় (হাওড়া), মুন্সীগঞ্জ, বড়াহত ইউনিয়ন ও কাহেত গ্রাম (ময়মনসিংহ), কলাবাতা, গোকর্ণ, পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)।

জনসভা

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দাবী করিয়া গণসভা হইয়াছে:—মুন্সীগঞ্জ, বাঁকুড়া, সীলেট, কৃষ্ণনগর, বগুড়া, পতিরাম, রাজবাড়ী কাসিয়া, কাটিপাড়া (খুলনা), বালী, যশোর, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, দারজিলিং। দারজিলিংয়ে গুর্খারাও আগাইয়া আসিয়াছে, ও পঞ্চাশজন গুর্খা গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে।

গান্ধীজীর মুক্তি দাবীতে বাধা

জব্বলপুর কমিউনিষ্ট পার্টি গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া এক সভা করে। সভার কার্য্য চলিতেছিল, এমন সময় পুলিশ সভা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে ও কয়েকজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে।

শ্রীরামপুর বঙ্গলক্ষ্মী সূতা কলের মজুরদের কাছে যখন কমরেড সজনী দাস গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে সই করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

বরাহনগরে গত ২৮শে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী জানাইবার জন্য একটী জনসভা হয়। পুলিশ অতর্কিতে আসিয়া এই সভায় হস্তক্ষেপ করে।

খুলনার ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী সন্তোষ দাসগুপ্ত, বলাই ব্যানার্জ্জী ও হিমাংশু বিশ্বাসকে একটী শোভাযাত্রা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের জামিনও দেওয়া হয় নাই।

চট্টগ্রাম কৃষক সম্মেলনে বাধা

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জিলার শাম্বুরহাট গ্রামে জিলা কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং নির্ব্বাচিত সভাপতি কমরেড আবদুল্লা রসুলও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের জন্য অনুমতির দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হয় ঠিক সম্মেলনের ধার্য্য দিনের পূর্ব্বদিন। সম্মেলনের জন্য যে বিরাট মণ্ডপ করা হইয়াছিল তাহা স্থগিত রাখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে গ্রামে সংবাদ পাঠান হয়, তৎসত্ত্বেও সম্মেলনের ধার্য্য দিনে শত শত কৃষক আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান।

★ চেঙ্গাইলে মজুরের উপর গুলী ★
চটকল মজুরদের মধ্যে সঙ্গীন অবস্থা

কিছুদিন যাবৎ চেঙ্গাইল প্রেমচাঁদ জুট মিলের মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কয়লা নাই এই অজুহাতে মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বন্ধ থাকিবার সময়ের কোন প্রকার মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না। মজুররা ইহার প্রতিবাদ করে, দাবী জানায়। পরে তাহারা ইউনিয়ন গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে। ফলে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে মালিক নত হয়—মিল বন্ধের সময়ের খোরাকী দিতে বাধ্য হয়, অন্যান্য জুলুমও বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু মজুর সঙ্ঘবদ্ধ হইবে ইহা মালিকের বোধ হয় পছন্দ হয় নাই। তাই মজুরের সঙ্ঘশক্তি ইউনিয়নের ভিতর অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে।

কলিকাতা অঞ্চলে বোমা পড়ার সময় ভীত হইয়া অনেক মজুর চলিয়া যায়। যাহারা চলিয়া যায় তাহারা অধিকাংশই মালিকের পেটোয়া লোক কিন্তু মালিক তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। অথচ যাহারা পলায় নাই, মিল চালু রাখিয়াছে তাহারা সকলেই ইউনিয়নের লোক। এই ব্যাপার দেখিয়া মালিক আরও চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং বোমার আতঙ্ক কমিয়া যাওয়ার পর যখন পলাতক মজুররা ফিরিয়া আসে তখন বাছিয়া বাছিয়া তাহার পেটোয়া লোকগুলিকে কাজে ভর্ত্তি করে এবং ইউনিয়নের লোককে ছাটাই করিতে থাকে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুইজন মজুরের জবাব হয়। তাহার প্রতিবাদের জন্য তাঁত ঘরের মজুররা ম্যানেজারের সাথে দেখা করিতে চায়, কিন্তু ম্যানেজার দেখা করিতে অস্বীকার করে। উপরন্তু মিল বন্ধ করিবার হুকুম দেয়। পুলিসও মিলে আসিয়া হাজির হয় এবং মজুরদিগকে মিল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। মজুররা তাহাতে আপত্তি করে এবং বলে যে তাহারা তো ধর্ম্মঘট করে নাই, সুতরাং মিলের বাহিরে যাইবে কেন? তখন মালিক ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে তাহারা বাহিরে আসিতে বাধ্য হয়। পরদিন বিনা নোটিশে "লক-আউট" ঘোষণা করে। তখন ৭ জন মজুর ২৫শে তারিখে লেবার কমিশনারের সাথে দেখা করিয়া সমস্ত অভিযোগ জানায়। তাহাতে লেবার কমিশনার বলেন যে তিনি ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করিয়া মিল খোলা ও ছাটাই দুইজন মজুরকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। পরের দিনও মিল বন্ধ থাকে। ২৭শে তারিখে ম্যানেজার নোটিশ দেয় যে সকাল ৫॥টার বদলে ৮॥টার সময় মিল চালু হইবে। ১লা মার্চ সকলেই মিলে যোগ দেয়।

পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মিল খুলিবার পরে সকাল ৯॥ টার সময় ম্যানেজার বামাচরণ নামক একজন অগ্রণী মজুরকে ডাকিয়া পাঠায়। সেখানে যাওয়া মাত্রই নাকি পুলিশ তাহাকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করে। বেলা ১১টার সময় বাবুলাল নামক আর একজন অগ্রণী মজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পর ম্যানেজার প্রায় ১৫০ জন মজুরকে ছাঁটাই করে। এই ব্যাপার লইয়া মজুরদের মধ্যে খুব অসন্তোষ বাড়িয়া উঠে। এরূপ শোনা যায় যে, বেলা দেড়টার সময় তাঁত ঘরের মজুররা যখন ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল তখন একজন সর্দ্দার তাহার দলবল সহ মজুরদের নাকি ম্যানেজারের কাছে যাওয়াতে বাধা দেয় এবং একটা মারামারি সৃষ্টি হয়। ফলে বহু লোক আহত হয়। পুলিসও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। গোলমাল দেখিয়া তাহারাও মজুরের উপর গুলি চালায়। ফলে ৪ জন আহত হয়।

ঘটনার কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাজির হন এবং সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করেন। ইতিমধ্যে উলুবেড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৪ঠা মার্চ হারাণ পাড়ুই প্রভৃতি ৪০ জন মজুরের উপর এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করিয়াছেন যে কেন তাহাদের উপর ১০৭ ধারা অনুসারে ১ বৎসরের জন্য জামিন মুচলেকা লওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শানো হউক।

বোমার ভয়ের সময়ও যে সব মজুর সাহসের সঙ্গে কাজে লাগিয়া থাকিয়াছে আজ বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই জবাব দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি। এইরূপভাবে অসন্তোষ ও অশান্তি জাগাইয়া মালিকই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জমি তৈয়ারী করিতেছে। ইহার প্রতিবিধান দরকার।

মামলা এখন বিচারাধীন বলিয়া ইহার উপর আমরা বর্ত্তমানে কোন মন্তব্য করিতেছি না। কিন্তু পুলিশের গুলি চালনা ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। আমরা প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ পুরাতন মালদহের কমরেড উপেন সরকারকে গ্রেপ্তার করে। পরে জেলা পার্টির সম্পাদক কমরেড নরেন চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে দেখিতে গেলে পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করে। তাঁহারা এখন হাজতে আছেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ জেলা পার্টি অফিসে হানা দেয়। পরে কমরেড অমল সান্যালকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ যে গত ১৮ই তারিখে জেলা কৃষক প্রতিনিধিদের সম্মেলনের জন্যই এই গ্রেপ্তার।

একতার জোরে খাজনা মকুব

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে **জগদীশপুর** ইউনিয়নের দুঃস্থ কৃষকরা বকেয়া খাজনা মকুবের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালায়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তাহাদের এই দাবী মানিতে বাধ্য হন। স্থানীয় কৃষকরা সমিতির নেতৃত্বে একতার জোর বুঝিতে পারিয়াছে।

মালিকের হামলা রোখো

বজবজ বাংলা দেশের একটি বড় চটকল এলাকা, চটকলগুলি বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্প। ইহার ভাল-মন্দের উপর সমস্ত বাংলার ভাগ্য নির্ভর করে। যুদ্ধের বাজারে চটকল মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। কিন্তু যাহাদের রক্ত জল করিয়া যুদ্ধের এই অতি দরকারী মাল তৈরী হয় সেই লক্ষ লক্ষ মজুরদের মুনাফার অংশ পাওয়া ত দূরের কথা, নিজেদের বাঁচাইবার জন্য যাহা না হইলে নয় তাহা হইতে পর্য্যন্ত তাহারা বঞ্চিত। চাউল, আটা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম আগুন হইয়াছে। এই এলাকায় অনেক মজুর পরিবারকেই একবেলা খাইয়া থাকিতে হইতেছে। এখানে এই নিদারুণ অবস্থার মর্ম্মস্পর্শী ছবি এই ঘটনা হইতে পরিষ্কার হইবে। সপ্তাহ শেষে কাজের পর বাড়ী ফিরিলে একটি চটকল মজুরকে তাহার শিশুপুত্র বলে, "বাবা তুমি যখন বাড়ী এস তখন মা দু' বেলা রান্না করে—কিন্তু চলিয়া গেলে আমাদের রান্না হয় এক বেলা। তুমি রোজই বাড়িতে আসিও, তাহা হইলে দু' বেলা রান্না হইবে।"

ইহার উপর মালিকের জুলুম আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী দস্যুরা যখন আমাদের দেশে বোমা ফেলিয়া যুদ্ধের মাল-মসলা তৈরী বন্ধ এবং ত্রাস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তখন যে সব মজুর কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে অক্লান্ত এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মিলের কাজ চালু রাখিয়াছিল, আজ মালিকদের জুলুম তাহাদের উপর সবচেয়ে বেশী। ইহা প্রথম সুরু হইয়াছে কমরেড অমূল্য রং ও আরও ১৭ জন নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্ট মজুর কর্ম্মীর উপর। সেই আক্রমণ এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। সম্প্রতি লোথিয়ান জুটমিলের আরও ৫ জন মজুরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। অসুস্থতার জন্য তাঁহারা ৭ দিন কাজে অনুপস্থিত ছিলেন—ইহাই নাকি অজুহাত। একটি মিলে মজুর বস্তি হইতে একটি বাবুর্চ্চি কোন মজুরের নিকট হইতে তাহাদের রান্নার জন্য চাউল লইয়া যাইতেছিল। মিলের সাহেব ইহা দেখিতে পাইয়া তখন তখনই মজুরটিকে জবাব দেয়।

বোমার সময়ে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে এবং যে কোন উপায়ে এখন চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। যে সব মজুরা নিজেদের দাবী দাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন, সংগঠনে চেষ্টা করিতেছেন বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মালিকরা এখন ফেরৎ আসা মজুরদের কাজে লাগাইতেছে, সামান্য অজুহাতে পুরাণ মজুরদের জবাব হইতেছে এবং নতুন মজুরদের কাজে নেওয়া হইতেছে।

দেশকে জাপানীদের হাত হইতে রক্ষার জন্য, মালিকদের এই আক্রমণ-কেও রুখিতে হইবে, কারণ মজুর অসন্তুষ্ট থাকিলে যুদ্ধের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হইতে বাধ্য। উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিলে জাপানীদেরই সাহায্য হইবে। ইহার জন্য চাই নিজেদের সংগঠন—ইউনিয়ন ও পার্টি সংগঠন।

চটকল মজুর! সংগঠন বাড়াও
একতার জোরে দাবী আদায় করো

ছাঁটাই, ঘুষ বন্ধ করো!

কলিকাতার আশেপাশে বোমা পড়ার পর **তেলিনীপাড়া—ভদ্রেশ্বর** অঞ্চলে চটকল হইতে অনেক মজুর চলিয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে মজুররা আবার কাজে ফিরিয়া আসিতেছে এবং এখন নূতন ও পুরাতন লইয়া আগের চেয়ে বেশী মজুর জুটিয়া গিয়াছে। প্রথম দিকে মিল মালিক মজুরদের অনেক মিষ্টি কথা বলিয়া কাজে টানিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু এখন মজুরের সংখ্যা বেশী হইয়া যাওয়ায় মিল মালিক আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! কথায় কথায় ছাঁটাই চালাইতেছে। মজুরদের অভিযোগ: ঘুষ না দিতে পারিলে চাকুরী পাওয়া যায় না। মাকু খারাপ থাকা সত্ত্বেও কাজের সামান্য ত্রুটীর জন্যও বেপরোয়াভাবে তাঁতীদের ছাটাই করা হইতেছে। সম্প্রতি তেলিনীপাড়ায় ১৫ জন তাঁতীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ—মাকু খারাপ থাকায় ১৬ খানার জায়গায় ১৫ খানা কাপড় তুলিয়াছিল। এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইউনিয়ন হইতে আওয়াজ তোলা হইয়াছে: কম কাপড়ের জন্য কাহাকেও ছাঁটাই করা চলিবে না। মজুররা দাবী তুলিয়াছে: ছাঁটাই, ঘুষ বন্ধ করো।

ইউনিয়নকে জোরদার করো

হাওড়া—শিবপুর বেঙ্গল জুট মিলের মজুরগণ নানাভাবে উৎপীড়িত হইতেছে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও তাহারা উপযুক্ত মজুরী পায় না। উপরন্তু সূতার দোষে কাজ খারাপ হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের কাছ হইতে জরিমানা আদায় করে, অন্যান্য নানারূপ জুলুম করিতেও কসুর করে না। ইহার প্রতিবাদে তাহারা মালিকের কাছে দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল পায় নাই। তবুও তাহারা হাল ছাড়ে নাই, মিলিত-ভাবে দাবী আদায়ের জন্য সমস্ত মজুরকে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা শিবপুর চটকল মজুর ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী হইয়াছেন কমরেড জীবন মাইতি। ইউনিয়নকে জোরদার করিতে তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

বিড়ী মজুরদের জয়

যুদ্ধের দরুণ সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। সেই অনুপাতে মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করার দিকে মালিকের খেয়াল নাই। তাই **মুক্তা-গাছার** ময়না বিড়ী ইউনিয়নের কারিগরগণ বাধ্য হইয়া মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করে। ইউনিয়ন মজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আগাইয়া আসে। সেক্রেটারী কমরেড জ্যোতির্ম্ময় ভাদুড়ী ও আর ২।১ জন অগ্রণী মজুর মালিকের সাথে আলোচনা করিয়া প্রত্যেক মজুরের দৈনিক দুই আনা মজুরী বৃদ্ধি আদায় করার ফলে ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়। গরীব মজুররা সংগঠনকে আগে রাখিয়া চলাতেই জয়ী হইয়াছে।

মজুরদের রসদ চাই-ই

প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে **কুমারডুবির** তিনটী কারখানার মজুররা সমবেতভাবে কোম্পানীর কাছে দাবী করে যুদ্ধের পূর্ব্ব দামে রসদ সরবরাহ করিতে হইবে। কোম্পানী জবাবে জানায় শীঘ্রই ইহার বন্দোবস্ত করা হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা হইতেছে না। ইহাতে মজুরদের দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা ব্যাপারে মজুরদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই দাবী অবিলম্বে মানিয়া লওয়া দরকার।

মজুর দাবী মানো

গোপালপুর নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ১০ বৎসরের মধ্যে সাধারণভাবে কাহারও বেতন বাড়ান হয় নাই। গরীব মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ারও কোন নাম নাই। কোম্পানী হইতে ষ্টোর খোলা হইয়াছে, কিন্তু ঠিক ওজনের বালাই নাই। মজুররা দৈন্যের চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তারপর উপর ওয়ালা বড় বড় কর্ম্মচারী-দের ব্যবহার খুবই খারাপ। এই সব জুলুমের প্রতিবাদে ৯৫ জন মজুর কাজ ছাড়িয়া ম্যানেজিং এজেন্টের প্রতিনিধির সাথে দেখা করিতে যায়। তিনি না থাকাতে সেক্রেটারী মজুরদের আশ্বাস দিয়া কাজে লইয়া যান। মজুরদের এই একতা দেখিয়া মালিক বিরক্ত হয়—ফলে খোঁজ খবর চলিতে থাকে, কাহারা এইসব মজুরদের নেতা। কমরেড মহাদেব ভট্টাচার্য্য ও ক্ষিরোদেশ্বর পালকে কাজ হইতে জবাব দেওয়া হয়।—মজুরদের অধিকারের বিরুদ্ধে এই যে হামলা সুরু হইয়াছে, তাহা রুখিবার জন্য মজুররাও চুপ করিয়া নাই। তাহারা সমবেতভাবে দাবী জানাইয়াছে (১) মহাদেব ভট্টাচার্য্য ও ক্ষিরোদ পালকে কাজে বহাল করা হউক (২) চাকুরীর পাকা বন্দোবস্ত (৩) ২৫% মাহিনা বৃদ্ধি (৪) যথেষ্ট মাগ্‌গী ভাতা ইত্যাদি।

বিভিন্ন জেলায় কৃষক সম্মেলন

ঢাকা—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী নারায়ণ-গঞ্জ মহকুমায় মোগরাপাড়া গ্রামে কমরেড আবদুল্লা রসুলের সভাপতিত্বে ঢাকা জিলা কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ৫০০০ কৃষক ও অনেক স্থানীয় ভদ্রলোক সম্মেলনে যোগদান করেন। মুন্সীগঞ্জ হইতে হাঁটিয়া তিন জন নারী কর্ম্মী ও বহু কর্ম্মী কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেন। গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া সভায় বিনা প্রতিবাদে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি খাদ্যসমস্যা, পাটের দর ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করার পর উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এবার পাট চাষের জমি সরকারী ব্যবস্থায় আট আনা ধার্য্য হইলেও উপস্থিত কৃষকেরা চার আনার বেশী জমিতে পাট চাষ করিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

খুলনা—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মৌঃ খোন্দকার উকিলুদ্দিনের সভাপতিত্বে খুলনা জিলা কৃষক সমিতির প্রতিনিধি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আগামী মার্চ্চের মধ্যে ১০,০০০ সভ্য করিব, ১৫টী ইউনিয়ন কমিটি সক্রিয় করিব, জিলা কমিটির স্থায়ী তহবিলে ১০০৲ টাকা তুলিব ইত্যাদি ধ্বনির ভিতর দিয়া জিলা কমিটি তার কাজের পরিকল্পনা তুলিয়া ধরে, সম্মেলনে নূতন জিলা কমিটি নির্ব্বাচিত হয়।

মুর্শিদাবাদ—গত ৩১শে জানুয়ারী জিলা কৃষক সমিতি অফিসে কমরেড মনসুর হবিবের সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জিলা কৃষক কর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে আগামী মার্চ্চের ভিতর ৩০০০ কৃষক সভ্য ও সমিতির পাকা তহবিলে ২৫০৲ টাকা তোলা স্থির হয়। গোকর্ণ কৃষকদের সেচ সমস্যা ও আখচাষীদের সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়।

যশোহর—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার যশোহর জিলা কৃষক সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশন কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। জিলা সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠের পর একটি কাজের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নোয়াখালি—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী চৌমহনীতে নোয়াখালি জিলা কৃষক কর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দেড় শতাধিক কর্ম্মি সম্মেলনে যোগদান করেন। নোয়াখালি জিলায় প্রয়োজনা-রূপ ধান হয় না—বর্ম্মার আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই বাহির হইতে ধান্য আমদানী দাবী করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩ পাতার শেষাংশ)

শ্লাভ জাতিদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিলে চলিবে না। জার্ম্মাণ কবলের বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে বন্ধুর মত বাস করিতে হইবে।

পোলিশ নেতৃ মহলের এইরূপ নীতি দ্বারা প্রথমতঃ পোল্যাণ্ড নিজে দুর্ব্বল হইবে এবং তদুপরি জার্ম্মাণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্লাভ জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পোলিশ সরকারের ঘোষণা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বর্ত্তমান পোলিশ শাসকমহল এই ব্যাপারে পোলিশ জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাবের প্রতি-নিধি নহেন। স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে এবং দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ পোল্যাণ্ডের পুনরুজ্জীবনে পোলিশ জাতি ইউক্রেণ ও বেলো রাশিয়ার ভ্রাতৃস্থানীয় জাতি-দ্বয়ের সহিত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলির সহিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব দৃঢ় না করিয়া পারে না—তাহার স্বার্থ ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

আলোচনা

গান্ধীজীর অনশনের পরে

বুধবার (৩রা মার্চ্চ) বেলা ৯টায় গান্ধীজীর অনশন শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর সংকট দশার যে-সব নিয়ম-কানুন ছিল তাহা আবার বলবৎ হইয়াছে—কেবল ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীরা এখনো প্রয়োজন মত তাহাকে দেখিতে শুনিতে পারিবেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে শেষ খবর (শনিবারের) এই—শুক্রবার তিনি ছাগলের দুধ পান করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থার উন্নতি সন্তোষজনক। দরকার না হইলে আর সরকার ইস্তাহার বাহির করিবেন না।

দেশের লোকের উদ্বেগ এখন একটু কমিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তব্য কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। পুণা হইতে ফিরিয়া নেতারা বোম্বাইতে ডাক্তার জয়াকারের গৃহে এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা করেন। জানা গিয়াছে যে, প্রথমে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও আণে বড়লাটের নিকট চিঠি লিখিবেন, সুস্থ হইলে পর গান্ধীজীও বড়লাটের নিকট চিঠি লিখিবেন। এদিকে ৯ই মার্চ্চ (মঙ্গলবার) বোম্বাইতে নেতৃ-সম্মেলনের স্থায়ী কমিটিরও বৈঠক ডাকা হইয়াছে। মিঃ রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপস বোম্বাইতে গিয়াছেন। সেখানকার বেসরকারী লোকদের সঙ্গে এখন তিনি আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। অনশনের সময় হইতে দেশবাসীর মধ্যেও ঐক্য বাড়িয়াছে। নেতৃ সম্মেলনের ফলে কাজ হইয়াছে। অনশনের সময় গান্ধীজীর সঙ্গেও রাজাজীর দেখা হইয়াছিল। তাহাতে রাজাজী আশার আলো দেখিয়াছেন। অবশ্য বেশী কিছু আভাস দেন নাই। নলিনী সরকার পদত্যাগ করিয়া একটা সুমীমাংসার দাবি করিয়াছেন। দেশের নানা প্রতিষ্ঠান, সকল পত্রিকা প্রায় একবাক্যে গান্ধীজীর মুক্তি দাবি করিতেছেন এবং একটা মীমাংসার কথা বলিতেছেন। সাহেবদের কাগজ 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্'ও মীমাংসা চায়। গান্ধীজীর অনশনের জন্য এই কাগজ গান্ধীজীকে দায়ী ও দোষী করিতে ছাড়ে নাই। এখন সে-ও একটু সুর নামাইতেছে—"গান্ধীজীর মনে কোথাও যদি একটা মীমাংসার সূত্র থাকে, কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা হাতছাড়া করা উচিত হইবে না।"

বোম্বাই'র 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'ও এইরূপ সাহেবী কাগজ। তাহার সাহেব সম্পাদকও বলিতেছে—'গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছেন, সরকার কি তাহা দিবেন?'

বিদেশের হাওয়া

বিদেশের কাগজের মারফৎ গান্ধীজীর অনশনের সম্পর্কে বিদেশের হাওয়ারও খোজ পাওয়া যাইতেছে। ব্রিটনের গোড়া প্রতিক্রিয়াশীল কাগজগুলি ভারত সরকারের গোঁড়ামির তারিফ করিবেই। কিন্তু তাহারাও দলে আর তত ভারী নাই। টাইমস তাহাদেরই কাগজ, তবু জিদ বড় করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী নয়। 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' উদারনীতিকদের কাগজ। উহা বলিতেছে "গান্ধীজী আর অন্য লোক সমান নয়। তাঁহার দেশের লোকের অধিকাংশেরই কাছে আর দুনিয়ারও অনেকের কাছে—গান্ধীই ভারতবর্ষ।" 'ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ডে' হিলডেন সমস্যাটা আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন—"বড়লাটের পলিসি বড় জোর সাময়িক পলিসি—যুদ্ধের দায়েই তাহার মূল। গান্ধীর পলিসি কিন্তু দূরদর্শীর পলিসি—তাহার মূলকথা স্বাধীনতা। এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা একদিন করিতেই হইবে।'

মার্কিন কাগজগুলির মতামতও এইরূপ। কিছুতেই সেদেশে গান্ধীজীর কথা একেবারে চাপা পড়ে নাই। তাঁহার অনশন শেষ হওয়ায় মার্কিন মহলে একটা স্বস্তি আসিয়াছে। নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ট্রিবিউন বলিতেছে—"দুইপক্ষ আহ্বান করিলে আমেরিকা সানন্দে মধ্যস্থতা করিবে।" 'নেশন' বলিতেছে—"মিটমাট করিতে হইলে গান্ধীজীকে ছাড়িয়া তাহা করা চলিবে না।" আর 'টাইমস' একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে গান্ধীজীর অনশন তিন কারণে সার্থক প্রমাণ হইয়াছে। ভারতবর্ষ শুধু ইংরেজের দায়িত্ব মাত্র নয়, মিত্রশক্তির সকলকার দায়িত্ব, গান্ধীজীর প্রভাব তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে আরও বাড়িয়াছে। আর ইহাতে ভারতের পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একতাবদ্ধ হইল।

এইটাই গান্ধীজীর অনশনের খাঁটি ফল—এক দিকে ভারতের আমলাতন্ত্র দেশের ও বিদেশের চোখে ক্রমশ একঘরে হইয়া পড়িতেছে, আর দিকে ভারতের সকল দল ও জাতি একতাবদ্ধ হইতেছে।

একতার পথে

মিঃ জিন্নার বিবৃতি সত্ত্বেও মোস্‌লেম লীগের অনেক নেতা গান্ধীজীর মুক্তি চাহিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই চাহিতেছেন জাতীয় একতা ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। কটকের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগঠক মিঃ এম, এ, আমিন এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলা দেশের মুসলিম লীগের নেতাদের মত পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। ইউ, পির-ও অনেক লীগ নেতা এই মতের। লীগের মুখপত্র 'ডন' পর্য্যন্ত শেষে বলিয়াছে—মুসলমানরা গান্ধীজীকে মুক্ত দেখিতেই চাহে। তিনি যেন অনশন উত্তীর্ণ হন, তাহাই কামনা করে।" ইহা ছাড়া খাকসার, জমিয়েত-উল-উলেমা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কথাতো স্পষ্টই।

হিন্দু সভারও অন্য পথ নাই। শ্রীবাস্তব অনশনের পরে বলিতেছেন—একটা মিটমাট হইলেই ভালো হয়। এদিকে তাঁহাকে লাট পরিষদে থাকিতে বলেন মুঞ্জে-সাভারকার। তাই আজ তাঁহারও হিন্দু সভার অনেক জাতীয়তাবাদীর শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। জাতীয় ঐক্য যতই দৃঢ় হইতেছে ততই প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা একা পড়িয়া যাইতেছে—সে লীগের নেতাই হউক আর মহাসভার নেতাই হউক।

তাই একতাই আজ আমাদের দায়িত্ব। উহার বলেই গান্ধীজীকে মুক্ত করিতে হইবে। জাতীয় আত্মরক্ষা ও জাতীয় সরকার সম্ভব করিতে হইবে।

উপনিবেশের স্বত্ব

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমেই একা পড়িয়া যাইতেছে। মার্কিণ মহলে তাহাদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের নীতি ও কাজকর্ম্ম লইয়া সমালোচনা বাড়িতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের তাহাতে আরও আক্রোশ ও বিদ্রোহ বাড়িয়া যাইতেছে। উপ-নিবেশের মন্ত্রী অলিভার ষ্টানলির বক্তৃতায় সেই জ্বালাই ফুটিয়া উঠিতেছে—ইহাই দুর্দ্দশার একটা চিহ্ন। ষ্টান্‌লি বলিতেছেন—আমাদের উপনিবেশ আমাদেরই দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক শাসনে উহাদেরও মঙ্গল হইবে না, দুনিয়ারও মঙ্গল হইবে না। আর উপনিবেশিক জাতীরাও আমাদেরই শাসন চায়—অন্য শাসন চাহিবে না। তাহাদের উন্নতির জন্য আমরা কি কম টাকাকড়ি ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতেছি। দুইদিন পূর্ব্বে হ্যালিফাক্‌স বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের ট্রাষ্ট। সমস্ত সাম্রাজ্যই দেখা যাইতেছে ট্রাষ্ট!

খাদ্য কোথায়?

কিন্তু এদিকে যে ট্রাষ্টও যাইতে বসিয়াছে—তার অদৃষ্টে অন্নজলও জোটে না। খাদ্য-সমস্যায় দেশবাসী একেবারে মরিতে বসিয়াছে। বাংলাদেশে কলিকাতায় চাউলের মণ ২২।০ টাকা হইয়াছে। হৈমন্তিক ধানের চাষের সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—এবার এ ধানের ফলন হইয়াছে বরাবরের তুলনায় শতকরা মাত্র ৬৮ ভাগ, গতবার ৯৬ ভাগ হইয়াছিল। তাহাতেও দেশের লোক খাইতে পায় নাই। এবার তাহা হইলে মোট পাঁচ আনি ফসলই ফলে নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর একটি হিসাব বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন—চাউল শতকরা ৬৮ ভাগ হয় নাই, হইয়াছে আরও কম, মাত্র ৬০ ভাগ। আর চাউল মজুতও নাই। তাহা হইলে আজ প্রত্যেককে সমান ভাগ দিলেও সকলকেই ক্ষুধায় থাকিতে হইত। কিন্তু প্রত্যেকে সমান ভাগ পায় না; কেহ কেহ বেশী পায়। বাকী কেহ তাই আধপেটা খাইবে, কেহ তাই খাইতে পাইবে না। এখনই তাহাই হইতেছে—যাহাদের সুবিধা আছে তাহারা টাকার জোরে আর মামার জোরে চাউল হাত করিতেছে। ব্যবসায়ীরাও তাই চুপ চাপে বা চড়া দামে গোপনে এইরূপ মাল বেচিতেছে। গরীবের দল বেপরোয়া হইয়া দুই এক জায়গায় লুঠ করিতেছে। লুঠের মাল কেহ বড় পায় না, নষ্টই হয়—বরং কর্ত্তৃপক্ষ লুঠের অজুহাতে কড়া আইনে দেশের উপরে দমননীতি চালায়।

কলিকাতায় জল্পনা-কল্পনা

দরকার একটা মোটামুটি সুব্যবস্থার। চাউল আমদানী দরকার, সকলকে মোটামুটি সমানভাবে খাইতে পরিতে দেওয়াও দরকার। তাহারই নাম রেশ্যানিং। কলিকাতার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার কথা শোনা যাইতেছে—কার্য্যতঃ কিছু দেখা যাইতেছে না। ৬ই মার্চ্চ বিভিন্ন বণিক সভার সঙ্গে বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ পিনেল আলোচনা করেন। ৪ঠা মার্চ্চ নাকি বিভিন্ন বিভাগের কমিশনার ও জেলার কর্ত্তাদেরও চাউল সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনা হইতেছে বহুদিন, আর আলোচনা হইতেছেও বহু জিনিসপত্র সম্বন্ধে। চাউল, রুটি, ডাল, চিনি, কেরোসিন, লবন, সর্ষের তেল—আলোচনা হইতে কিছুই বাদ যায় নাই। শোনা যাইতেছে কলি-কাতায় গৃহস্থ হিসাবে হয়ত টিকেট ধার্য্য হইবে, আর নির্দ্দিষ্ট পরিবারের খাদ্যসামগ্রীর জন্য দোকানও নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। বে-সরকারী লোকদের লইয়া পরামর্শ কমিটিও নাকি গঠন করিবার কথা আছে, অবশ্য এইরূপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ডিপার্ট-মেণ্টও থাকিবে।

কিন্তু কথা থাকিলেই হইবে না। কথার চেয়ে কাজটাই আজ বেশী দরকার। তাহা ছাড়া দেশ জুড়িয়া আছে চোরা বাজার, সরকারী অকর্ম্মণ্যতা, নানা রকমের ঠকবাজি ও ঘুষ। এই সবের জন্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইলেও তাহা পণ্ড হইবে। তাই শহরের লোকদের বসিয়া না থাকিয়া নিজেদের পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য কমিটী গঠন করাই দরকার। খাদ্য কমিটী কাজ চালাইতে থাকুক, কর্ত্তাদের আলোচনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলে না খাইয়া মরিতে হইবে। ঘুষের আর চোরা বাজারের রাজত্ব চলিবে।

ব্যাপার যে কত সঙ্গীন তাহা কর্ত্তারা বুঝিতে চান্ না, অন্যকেও বুঝিতে দিতে চায় না। তবু বিলাতের লোকেরও একটু চিন্তা হইয়াছে—ভারত-বর্ষে বুঝি দুর্ভিক্ষ আসে। আজ ইকনমিষ্টের মত কাগজও বলিতেছে—দুর্ভিক্ষের কথা। তবে তাহাদের বিশ্বাস অষ্ট্রেলিয়ার গম ভারতবর্ষে আসিতেছে। কিন্তু গম আসিবে কি? আসিলেই বা লোকে ঠিকমত পাইবে কি? আর লোকে যদি খাইতে পরিতে না পায় তাহা হইলে এদেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মে যুদ্ধ চালানো বা চীনে সাহায্য পাঠানো কি সম্ভব হইবে? বরং উল্টা হইবে লোকের এই দুর্দ্দশা বুঝিয়া জাপানই বোমা ফেলিতে অগ্রসর হইবে। কারণ খাদ্যাভাবে যে দেশের লোক দেহের বল, মনের সাহস সবই হারাইয়া ফেলিবে।

পাট চাষ কমাও—খাদ্য ফসল বাড়াও

একেইত খাদ্য বাংলা দেশে কম হইয়াছে, তাহাতে পাটের জমিতে পাট না দিয়া ধান দিতে বলিলে অন্যায় হইত না। কিন্তু খাদ্য ফসল বাড়াইবার কোনো খাটি পথই গ্রহণ করা হইতেছে না। ১৯৪০ সনের মোট পাটের জমি আট আনি জমিতে আগামী বৎসর (১৯৪৩) পাট দিতে বলা হইয়াছে। এটা কলওয়ালার চাপেই হইল। কারণ এত পাটের দরকার নাই। পাট বেশী হইলেই কলওয়ালারা সস্তা দামে পাট কিনিতে পারে—এই বৎসরও তাহারা তাহাই করিয়াছে। পরে যখন দর বাড়িল তখন পাটচাষীর লাভ হয় নাই, লাভ হইয়াছিল ফড়ে ও দালালদের; তাহাদের হাতেই তখন পাট মজুত ছিল। এবার সকলের মতে পাটের দরকার ছিল মাত্র চার আনির কেবল কলওয়ালারা বলে, না, এবার পাটের চাহিদা বাড়িবে। আর তাহাদেরই পিছনে পিছনে কেন্দ্রীয় পাট কমিটি বলিল—জানুয়ারী মাসেই তো পাটের দর বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে লাভ ফড়ে ও দালালেরই হইল—চাষীর হয় নাই। এই কথা বলিলে ভলো হইত। তাহা ছাড়া, এই কমিটিই বলিতেছে—মার্কিন দেশে, আরজেন্টিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে পাটের বদলে অন্য জিনিস ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। তাহা হইলে পাটের চাহিদা বাড়িবে কিরূপে? আসলে দরকার আছে—পাট নয়, খাদ্য ফসলের চাষ বাড়ানো। বেশী জমিতে ধান দেওয়া চাই, নূতন আবাদ বাড়ানো চাই; খাজনা ও সুদ মকুব চাই; জল সেচের ব্যবস্থা চাই; বীজধানের সরবরাহ চাই; ভালো সারের বন্দোবস্ত চাই—তাহা না হইলে খাদ্য ফসলের পরিমাণ বাড়িবে কিরূপে?

★ মুস্লিম লীগ নেতার ঘোষণা ★

"আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করিয়া লইলে, মুস্লিম সমাজ উদ্দীপিত হইয়া উঠিত"

[গান্ধী-মুক্তির জন্য বর্দ্ধমানে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে জনসভা হইয়াছিল, তাহাতে বর্দ্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলভী আবদুল হাসেম, এম, এল, এ নিম্নলিখিত বাণী পাঠান]।

"আজ গান্ধীজীর মুক্তির জন্য আপনারা যে দাবী তুলিয়াছেন তাহার সহিত আমি আমার সম্পূর্ণ ঐক্যমত ঘোষণা করিতেছি। ভারতবর্ষের যে অতি অল্প কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা দেশের বর্ত্তমান সংকট সমাধান করিতে পারেন, গান্ধীজী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মুক্ত হইলেই সংকট সমাধান হইয়া যাইবে কিনা, সে সব বিষয় উত্থাপন নিস্প্রয়োজন। শুধু ইহাই বিবেচনার বিষয় যে তিনি মুক্ত না হইলে এই সমাধান একরূপ অসম্ভব। ইহার জন্যও আজ তাঁহার আশু মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। অথচ অনশনের ফলে এই গান্ধীজীর জীবনই আজ বিপন্ন হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে সকলের কর্ত্তব্য—তাঁহার আশু মুক্তির দাবী করা।

মুসলীম লীগের দাবী সম্বন্ধে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে মত-পার্থক্য রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে গান্ধীজীর প্রয়োজন। লীগের স্বার্থেও তাঁহার মুক্তি দাবী করা কর্ত্তব্য।

ভারতের সমস্ত জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বাধীনতার দাবীর মধ্যেই নিহিত। আজ যদি সেই দাবী ভারতের প্রতি অংশ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লইত, তাহা হইলে সমস্ত মুসলিম সমাজে যে দুর্ব্বার শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে এবং প্রকাশের আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এক মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত এবং সেই অবস্থায় সারা ভারতের মিলিত দাবী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না।

আজ সমস্ত দেশবাসীর বোঝা উচিত জাতীয় আত্মস্বাতন্ত্রের দাবী দেশের সংকট সমাধানে অপরিহার্য্য।

গান্ধীজীর মুক্তির জন্য আপনারা জনমতের অভিব্যক্তি দিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি"

স্বাঃ আবুল হাসিম

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থনে কলিকাতার ছাত্রসমাজ

"এই সভা সমস্ত লীগভক্ত দেশপ্রেমিককে নিঃসংশয়ে গান্ধীজীর মুক্তির আন্দোলনে যোগদানের জন্য এই আশ্বাস দিতেছে যে হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তির মধ্য দিয়া যে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে যে কোনও সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের অধিবাসী, কোন বিশেষ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও আচরণ-সম্পন্ন সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে—তাহারা প্রয়োজন বোধে পৃথক ভাবেও বসবাস করিতে পারিবেন।"

বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে প্রায় দুই হাজার ছাত্র ছাত্রীর এক বিরাট সমাবেশে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। বহু মুসলিম ছাত্রও সমাবেশে যোগ দেন। গত আগষ্ট মাসের পর কলিকাতায় এত বড় সুশৃংখল ছাত্র সমাবেশ আর হয় নাই। গান্ধীজীর মুক্তি দাবী ও বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নেওয়াই ছিল এই সমাবেশের উদ্দেশ্য।

সভাপতিত্ব করার কথা ছিল মৌলভী সৈয়দ নৌশের আলির। তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় সমাবেশের সাফল্য কামনা করিয়া অভিনন্দন পাঠান। তাঁহার অনুপস্থিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কমরেড প্রভাত দাসগুপ্ত। সভাস্থল কংগ্রেস, লীগ ও ছাত্র পতাকায় এবং বিভিন্ন পোষ্টারে সাজানো হয়। মুসলিম লীগ নেতা স্যর নাজিমুদ্দিনের অভিনন্দন বাণী যখন পড়া হয় তখন বিরাট ছাত্রমণ্ডলী তুমুল হর্ষ ধ্বনি করিয়া উঠেন। মূল প্রস্তাবটি উত্তোলন করেন কমরেড অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী সম্পর্কে জনৈক সংগ্রামপন্থী ছাত্র বলেন, "বৃটিশ শাসন ধ্বংস না করিয়া গান্ধীজীকে মুক্ত করা যাইবে না। গান্ধীজী মুক্তি পাইবার জন্য অনশন করেন নাই। সংগ্রাম চালাইবার জন্যই অনশন করিয়াছেন। সুতরাং সংগ্রাম আরও জোরে চালাও, বৃটিশ শাসন ধ্বংসের জন্য অচল অবস্থার সৃষ্টি কর।"

তুমুল হর্ষধ্বনির ভিতর কমরেড অন্নদাশঙ্কর ইহার উত্তরে বলেন, তিন সপ্তাহ অনশনের পরও যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া গান্ধীজীকে মুক্ত করিতে পারা যায় নাই, তারও একমাত্র কারণ এই যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত জাতি, সম্প্রদায় ও দল নির্ব্বিশেষে কোটি কোটি নর-নারীর যে বিরাট শক্তিশালী সক্রিয় একতা আন্দোলন প্রয়োজন তাহা আজও গড়িয়া উঠে নাই। জাতীয় সংকট সমাধানের জন্য, জাতীয় সরকার আদায়ের জন্য, কংগ্রেস-লীগ একতার উপায় হিসাবে গান্ধীজীকে মুক্ত করার জন্য আজ নির্ভীকভাবে মুস্লিম ও অন্যান্য জাতিগুলির আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকার করিয়া সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূর করিয়া মুস্লিম লীগ ও অন্যান্য দলকে গান্ধীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে টানিয়া আনিতে হইবে।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিলে যে ভারতবর্ষ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে না—কমরেড অন্নদা তাহা সোভিয়েট দেশের বহু জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আজ ইস্পাতের মত দৃঢ় একতায় দেশরক্ষার যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াইএর উদাহরণ দিয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সমবেত ছাত্রমণ্ডলী তুমুল করতালিধ্বনি দ্বারা ইহার সারবত্তা মানিয়া নেন।

কমরেড সুব্রত সেন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জনৈক সংগ্রামপন্থী ছাত্র নেতা মূল প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধন প্রস্তাব আনেন।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সংশোধন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ১৭৬ ও বিপক্ষে ৭৮৮ ভোট হওয়ায় সংশোধন প্রস্তাবটি বাতিল হয়। এক হাজার ছাত্রের ভোটাধিক্যে মূল প্রস্তাবটি বিপুল জয়ধ্বনির ভিতর গৃহীত হয়।

মুসলিম নেতা নাজিমুদ্দিনের বাণী

ছাত্র ফেডারেশনকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি; মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পাকাপাকি আপোষের ভিত্তি; আপনারা ইহা মানিয়া লইয়াছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। ছাত্রফেডারেশন বাংলার যুবশক্তির প্রাণচ্ছবি। ছাত্রফেডারেশন যদি সমগ্র প্রদেশে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সমর্থনে সক্রিয়ভাবে প্রচারকার্য্য চালায় এবং ইহার পক্ষে জনমত গঠন করিতে পারে, তা হইলে শুধু দুটি জাতিতেই মিলন সাধিত হইবে না, মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তিও সম্ভব হইবে।

★ ★ ৮ই মার্চ্চ! ★ ★

৮ই মার্চ্চ! বাংলার লেখক, শিল্পীর লাল তারিখ! কমরেড সোমেনের খুনে লেখা!

কমরেড সোমেন চন্দ গত বছর ৮ই মার্চ্চ পঞ্চম-বাহিনীর ছোরায় নিহত হন। কমরেড সোমেন চন্দ ছিলেন তরুণ সাহিত্যিক। তিনি বুঝিয়াছিলেন সাহিত্য জীবন হইতে আলাদা নয়। যেখানে জীবন সঙ্কুচিত, সাহিত্য সেখানে শীর্ণ। তাই জীবনকে তিনি গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশরক্ষার পথই আজ স্বাধীনতার একমাত্র পথ। তাই তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক।

স্পেনের রণাঙ্গণে যে সব শিল্পী প্রাণ দিয়াছেন, সোমেন তাঁদের সহযাত্রী। যে সব সাহিত্যিক সোভিয়েটের সভ্যতা রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কমরেড সোমেন তাঁদের সাথী। মৃত্যুকে আমরা ঘৃণা করি; কিন্তু এঁদের আত্মদানে মৃত্যু মহীয়ান।

ফ্যাসিজম্ ইতিহাসের গলিত প্রত্যঙ্গ; ফ্যাসিজমের গোরস্থান মুক্তির জন্মভূমি। আমরা যদি এই সর্ব্বনাশ চূর্ণ করিতে পারি, তবে জীবনকে সহস্র শাখায় মুকুলিত করিতে পারিব। আজকে আমাদের আঘাত হইবে সৃষ্টির উদ্যম, অস্ত্র হইবে শিল্পের বাহন।

বাংলার লেখক, বাংলার শিল্পী আগাইয়া এসো। তোমার সংস্কৃতি, তোমার সাহিত্যে আজ দুষ্ট ছায়া পড়িয়াছে এ ছায়া আসন্ন গ্রহণের; তোমার বাণী যদি আজই বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত না হয়, তোমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হইবে।

বাংলার কবি, গায়ক, নাট্যকার, শিল্পী! যে যেখানে আছো সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ো! আপন জনগণের পাশে দাঁড়াও! ইস্পাতকঠিন ঐক্যের চূড়ায় মুক্তির জয়মাল্য আনো। মনে রেখো ৮ই মার্চ্চের চিহ্নিত পথ! এ পথ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রত্নাগার রক্ষার পথ। এই পথে এক হও, বজ্র হানো!

জাতীয় সঙ্কট মিটাইতে গান্ধীজী প্রাণ দিতেছিলেন দেশবাসী ক্ষুদ্রতা বলি দিতে পারে না?

হিন্দু-মুস্লিম এক হোন: একত্রে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করুন!

অনশনের অগ্নি পরীক্ষায় গান্ধীজী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জীবন পণ করিয়া দেশবাসী তথা পৃথিবীর জনগণের কাছে যে কথা তিনি জানাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। বিদেশে জনমত আবার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে—এখনই ভারতের সঙ্গে রফা হওয়া দরকার। দেশেও হতাশার অন্ধকারের মধ্যে গান্ধীজীর অনশন নূতন জীবনের সাড়া জাগাইয়াছে, দিকে দিকে হিন্দু-মুসলমান গান্ধীজীর জন্য একত্র হইয়াছে। সেদিনও কলিকাতা কর্পোরেশনে গান্ধীজীর অনশন সাফল্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাইয়া একবাক্যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। লীগ প্রভৃতি দল উহাতে আপত্তি তো করেই নাই বরং লীগ দলের সভ্য মিঃ হামুদুর রহমান নিজেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

এই ঐক্যকে প্রাণপণে বাড়াইয়া যাইতে পারিলে, গান্ধীজীর চিঠির কথামত তাঁহার অনশনের উদ্দেশ্যে সকলকে এক করিতে পারিলে দেশবাসী গান্ধীজীকে মুক্ত করিয়া সঙ্কট নিশ্চয়ই মিটাইতে পারিবে। সেদিকে আমাদের এখনো অনেক ত্রুটী রহিয়াছে বলিয়াই আমরা এখনো গান্ধীজীকে ছাড়াইতে পারি নাই।

গান্ধীজী ধ্বংসকার্য্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বাহিরের কংগ্রেসকর্ম্মী অনেকেই এ সম্বন্ধে চুপচাপ আছেন, গান্ধীজীকে সমর্থন করিয়া খোলাখুলি ঘোষণা করিতে অনেকেই এখনও নারাজ। তাই গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলন পূর্ণ শক্তি পাইতেছে না।

গান্ধীজী দেশের খাদ্যাভাবে চুপ করিয়া থাকা যায় না বলিয়া অনশন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে জনগণের খাদ্য আদায়ের জন্য দিকে দিকে যে জনরক্ষা ও খাদ্য আন্দোলন জাগিতেছে অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীই আজও তাহা হইতে দূরে, অনেকের সমর্থন এখনো শুধু মুখের কথায়। তাই গান্ধীজী তথা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি আন্দোলন পূর্ণ শক্তি পাইতেছে না।

গান্ধীজী জাতীয় গভর্ণমেণ্টে জিন্না সাহেবের সঙ্গে মিটমাটের প্রয়োজন অনশনের মধ্য দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক কংগ্রেসকর্ম্মী আজও মুসলমান জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার খোলাখুলি স্বীকার করিয়া মিটমাটে আগাইয়া আসিতেছেন না। তাই গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলন পূর্ণ শক্তি পাইতেছে না।

জিন্না সাহেব তথা মুসলিম লীগের হাতেও যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা যায় তাহাতেও তিনি রাজী ও খুশী ইহা গান্ধীজী অনশনের সময় ঘোষণা করিয়াছেন। তবুও এখনো অনেক লীগ-সমর্থক গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে আগাইয়া আসিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবীকে নিশ্চয় করিয়া তুলেন নাই। তাই গান্ধীজীর মুক্তি তথা মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী এখনো পূর্ণ শক্তি পাইতেছে না।

এই সব দুর্ব্বলতা এখনই দূর করুন। গান্ধীজী নিজের জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আর আমরা আমাদের তুচ্ছ সংস্কার, ক্ষোভ ও ক্ষুদ্র-স্বার্থ ছাড়িতে পারিব না? গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহার খোলাখুলি সমর্থনে প্রত্যেকে আগাইয়া আসুন। সর্ব্বত্র খাদ্য-সঙ্কট সমাধানে হিন্দু মুসলমান একত্রে অগ্রসর হোন! ধ্বংসকার্য্য ও পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় মত ঘোষণা করুন। সংখ্যাগুরু মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার খোলাখুলি সমর্থন করুন। যে দলেরই লোক হন বিনা দ্বিধায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করুন। দেখিবেন আমাদের জাতীয় সঙ্কট নিশ্চয়ই কাটিবে।

(১ পাতার শেষাংশ)

বাঙ্গালোরে দেখা গিয়াছে যে "রাগি" নামক খাদ্য-শস্য রেশনিংয়ের আগে টাকায় সাড়ে দশ সের (এই সের কলিকাতার সেরের চেয়ে ছোট) ছিল, অথচ রেশনিংয়ের সময় তাহার মূল্য ধার্য্য হইল সওয়া নয় সের! এখানে এরূপ হইলে চলিবে না, তাই শহরবাসীর তৃতীয় দাবী: বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের হুকুমের খাতায় ও কণ্ট্রোল্ড দোকানে চালের যে দর বাঁধা আছে সেই দরেই রেশনিং করিতে হইবে—এবং উহার অদল বদল করিতে হইলে জনরক্ষা সমিতি, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি জনসাধারণের নিজস্ব সংগঠনের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে।

কিন্তু কবে রেশনিং হইবে সেই ভরসায় তো লোকে এখন কুড়ি টাকা মণ চালের দিকে ক্ষুধাতুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া পেটে কিল মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না! উহার ব্যবস্থাও আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। এখনি পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকটী বাসিন্দাকে ডাকিয়া জনরক্ষা সমিতির মিটিং করুন, নিজেরা ভলাণ্টিয়ার হইয়া যে-সব বড় ব্যবসাদার মাল লুকাইতেছে তাহাদের খোঁজ বাহির করুন, খুচরা দোকানীদের নিজেদের দলে টানুন, পাড়ার লোককে বুঝাইয়া বলুন যে ভয় পাইয়া চাল জমা করিবেন না, পাড়ার সমস্ত বাড়ীর প্রয়োজন হিসাব করিয়া পাড়ার দোকানীদের সঙ্গে সরবরাহের ব্যবস্থা করুন—এবং সরকারের কাছে লোক পাঠাইয়া, আন্দোলন করিয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করুন। আগের দিনে কলিকাতায় এমনি করিয়া আমরা হাজার হাজার মণ কয়লা পাইয়াছি, আটা পাইয়াছি, বোমার ভয়ের মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত খাদ্য আদায় করিতে পারিয়াছি। আজ আরও বেশী লোক এই কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, একত্রে ও সদ্ভাবে চেষ্টা করিলে দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচিবে।

অনেক চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দু-সভাকে আমরা এই সব কাজে একত্রে চলিতে রাজি করাইতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনও তাঁহারা ভাল করিয়া নড়িতেছেন না। আপনি কংগ্রেস বা লীগ বা হিন্দু সভা যাহারই সমর্থক হোন তাহারই নেতাদের গিয়া নাড়া দিন, সকলের সঙ্গে একত্রে গা ঘামাইতে বলুন। দেখিবেন কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুসভা প্রভৃতি এক হইয়া পুরা দমে এই কাজে নামিলে আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা হইবেই।

কমিউনিষ্ট নেতা ডাঙ্গে ও বাটলিওয়ালা আবার জনগণের মধ্যে

ভারতের কমিউনিষ্ট নেতা ডাঙ্গে ও বাটলিওয়ালা জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের কামগার ময়দানে ৬০,০০০ মজুরের এক সভায় তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৪৩ ৩রা চৈত্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০

—আইন পরিষদের ফাঁকা তর্কে দেশবাসীর পেট ভরিবে না—

চালের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা চাই—

খাদ্য-সমস্যার দাবীতে কংগ্রেস-লীগকে মিলিত কর

কলিকাতায় চালের দোকানের লাইন দেখিয়াছেন? হাজার হাজার ক্ষুধাতুর নরনারীর ভিড়। কচি ছেলেকে বুকে করিয়া এক মুঠি চালের জন্য উপবাসী, শীর্ণ মায়েরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিতে দাঁড়াইয়া। অনেকেরই যখন পালা আসে তখন চাল ফুরাইয়া যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে তারা ঘরে ফেরে। কলিকাতা সহর যেখানে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদের আস্তানা, সেইখানেই যদি এই অবস্থা, তবে মফঃস্বলে যে কি হইতেছে, তা আন্দাজ করাই যায়। তবু এখানে কন্ট্রোল্ড রেটের দোকান কয়েকটা আছে, মফঃস্বলের অধিকাংশ জায়গাতে তাও নাই। বাজারের চড়া দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিল তো লোকে চাল পাইল, না হইলে উপবাস করে, নয়তো বুনো আলু বা কচু খাইয়া ক্ষুধা মিটাইল। প্রতিদিন লোকে আশা করিয়া আছে কর্ত্তৃপক্ষ কি একটা কোনো বন্দোবস্ত করিবে না? কিন্তু আশাই সার। এই শোনা গেল চাল আসিতেছে, আর ভাবনা নাই, সস্তা দরে পাওয়া যাইবে। দুদিন বাদে শোনা গেল—না চাল পাওয়া গেল না, মুনাফালোভী দর কমাইতে নারাজ। ম্যাজিষ্ট্রেটও পারিল না, সাপ্লাই অফিসারও পারিল না, অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসাদারও পারিল না চাল আনিতে। কর্ত্তাদের কাছে হাঁটাহাটিই সার হইতেছে—তাঁরা ভরসাই দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু হইতেছে না।

কর্ত্তাদের কাছে আশা করিয়া কিছু হইবে না বুঝিয়া লোকে আসিতেছে জনসাধারণের নেতাদের কাছে। কিন্তু জনসাধারণের নেতা হইয়া যাঁরা বসিয়া আছেন, তাঁরা এ বিষয়ে কতটুকু সজাগ, কতটুকু সচেষ্ট? কলিকাতার মত জায়গায় যদি সকল শ্রেণী ও দলের লোকেরা মিলিয়া চাল সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যিকারের চেষ্টা করে, তা হইলে ফল পাইতে দেরী হয় কি? প্রত্যেক জেলায় খণ্ড খণ্ড ভাবে যতটুকু চেষ্টা হইতেছে, কেন্দ্রীভূত চেষ্টার অভাবে তার ফল কিছু দাঁড়াইতেছে না।

আমরা কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে অনেকদিন আগেই এই প্রশ্নের উপর সমস্ত দল ও শ্রেণীকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক হাঁটাহাটি, অনুরোধ উপরোধ করিয়া কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছি। কিন্তু তাঁদের ঘুম ভাঙ্গিলেও তাঁরা নড়েন নাই। একটী কেন্দ্রীয় খাদ্যকমিটী গড়িয়া উঠিল, তার কার্য্য-প্রণালীও ঠিক হইল। আমরা ভরসা পাইলাম যে খাদ্য-সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়া বিভিন্ন দলের যে মিলিত প্রচেষ্টা সুরু হইল, তাহা কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে এবং তাহার মধ্য দিয়া এই মিলন দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল অন্যরূপ। কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ কারুরই মাথায় জনসাধারণের খাদ্যাভাব দূর করিবার আগ্রহ তেমন নাই। তাঁরা ভুলিয়া গেলেন যে খাদ্য-কমিটীকে সক্রিয় করিতে হইবে, পাড়ায় পাড়ায় কমিটী বাড়াইতে হইবে, হাজার হাজার ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে, জনসাধারণের কাছে যাইতে হইবে, তাদের অভাব ও অসুবিধার সন্ধান লইতে হইবে, জনসাধারণের দুঃখের ভাগী হইতে হইবে, চোরা-ব্যবসায়ীদের লুকানো মাল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, সেই মাল জনসাধারণ ও ছোট দোকানদারদের দেওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সকলে মিলিয়া চাল আদায়ের জন্য লড়িতে হইবে। এ সব কাজ ভুলিয়া গিয়া তাঁরা কোমর বাঁধিতে বলিলেন—কি করিয়া এই খাদ্য-সমস্যার ব্যাপারটাকে মূলধন করিয়া একবার মন্ত্রিত্বের গদি লইয়া কামড়াকামড়ি করা যায়।

মন্ত্রীমণ্ডলীর অক্ষমতা ও উদাসীনতা জন-প্রতিনিধিদের সামনে খুলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু জন-প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সেইখানেই শেষ হইয়া যায় না। কি করিলে দেশবাসীর খাদ্যাভাব ঘুচিতে পারে, তার স্পষ্ট মতলব দেওয়া ও সেই মত ব্যবস্থা করাই তাদের আসল দায়িত্ব। কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও বোঝা-পড়া করিয়া যদি একটা কার্য্যকরী পরিকল্পনা পরিষদে উপস্থিত করিতে পারিত তাতে পরিষদের আলোচনার মোড়ও ঘুরিয়া যাইত। শুধু পরস্পরকে খেলো করিবার চেষ্টার বদলে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য মাথা ঘামাইবার আগ্রহ সকলের হইত। তার ফলে সত্যিকারের একটা ব্যবস্থা হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। জনসাধারণের মনেও ভরসা আসিত—তাদের চেষ্টা ও একতা বাড়িয়া যাইত। খাদ্য কমিটীতে যত লোক আসিতেছে, তার শত গুণ বেশী লোক আসিয়া জুটিত। ভলাণ্টিয়ারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেসী, মুসলিম লীগ পন্থী সকলে একত্র হইয়া এই সংকট সমাধানের চেষ্টা করিত। অন্যদিকে, এই উপায়ে মন্ত্রীমণ্ডলীকেও আমলাতন্ত্রের তাঁবেদারী হইতে টানিয়া জনমতের প্রভাবের মধ্যে আনা সম্ভব হইত। খাদ্য-সমস্যার বড় বড় বুলি আওড়াইয়া এখন যে তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারের ও কারবারী মহলের খোসামুদী করিবারই চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন, সে সুবিধা আর থাকিত না। প্রস্তাব কাগজে-কলমেই থাকিত না, তাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইত। তাতে দেশের লোকের অন্নাভাব কিছুটা ঘুচিত।

আর যদিই বা কংগ্রেস-লীগের প্রস্তাব ভোটে হারিয়া যাইত, তা হইলেও তাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর জোর বাড়িত না। তাদের স্বরূপ দেশের লোকের কাছে খোলাখুলি প্রকাশ হইয়া পড়িত। স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া যাইত যে মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়াছে জনসাধারণের সামান্যতম উপকার করিতেও নয়, আমলাতন্ত্রের তাঁবেদারী করিতে। জনসাধারণের শেষ সমর্থনটুকুও তারা হারাইত। জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যে আসিত ঐক্য, দায়িত্ব-বোধ—কংগ্রেস-লীগের মধ্যে আরও স্থায়ী ঐক্য গড়িয়া উঠিত, সত্যিকারের কাজের দিকে তারা আগাইয়া যাইত।

কিন্তু কংগ্রেস বা লীগ কেহই সে দিক দিয়া গেল না, তার কারণ তারা কেহই খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। বড় রকমের একটা অজুহাত পাওয়া গেল, তাই লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে কোণঠাসা করা যাক্—ইহাই হইল তাদের চিন্তা। মুস্লিম লীগ ভাবিল—এই সুযোগে মন্ত্রীত্বের গদি দখল করার চেষ্টা করা যাক্। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন চুলায় গেল, তাঁরা মন্ত্রিত্বকে হটাইতে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের সঙ্গেও হাত মিলাইতে ইতস্ততঃ করিল না।

বর্ত্তমানে বাংলার গবর্ণমেণ্ট চালানোর ব্যাপারে, এমন কি খাদ্য-সরবরাহের ব্যাপারেও আমলাতন্ত্রই প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা, মন্ত্রীদের ক্ষমতা অনেক কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীদের কথা আমলাতন্ত্র নাকচ করিয়া দেয় তাহা আজ সকলেই জানে। মন্ত্রীমণ্ডলী চাল যোগানোর জন্য সাহস করিয়া আমলাতন্ত্র ও চোরা-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই, তাহার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহাও দেশবাসীর চাল জোগানোর জন্য ব্যবহার করে নাই। ইহা দেশের কাছে অপরাধস্বরূপ। কিন্তু আমলাতন্ত্রের অপরাধ আরোও বেশী। অথচ সেই আমলাতন্ত্রই আজ শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেদের

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

"জনযুদ্ধে"র দাম হইল ছয় পয়সা

উহার প্রচার আরও বাড়াইয়া কমিউনিষ্টের পরিচয় দিন!

দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের দাম বাড়ানোর হুকুম সরকার বদলায় নাই, এপ্রিল মাস হইতে সমস্ত কাগজের হয় সাইজ কমাইতে হইবে নয় দাম বাড়াইতে হইবে। সেজন্য অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা আমাদের সমস্ত ক্রেতা ও পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে **আগামী ৭ই এপ্রিলের ৪৮ সংখ্যা হইতে "জনযুদ্ধ" প্রতি কপির নগদ দাম হইবে ছয় পয়সা। এই হিসাবে গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা হইবে ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক চাঁদা ২৷০ টাকা।** এখন হইতে নূতন গ্রাহক এই দামেই করা হইবে। যাঁহারা আগেই গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহারা যেন উপরোক্ত হিসাবে আমাদের যাহা বাকী পাওনা হয় তাহা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন। নহিলে বাড়া চাঁদার হারের অনুপাতে তাঁহাদের যত সংখ্যা পাওয়া উচিত হয় আমরা শুধু তাহাই পাঠাইতে বাধ্য হইব।

দাম বাড়াতে মজুর, চাষী, ছোট দোকানদার প্রভৃতি "জনযুদ্ধে"র অসংখ্য গরীব পাঠকের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে তাহা আমরা বুঝিতেছি, কিন্তু সরকারী হুকুম আমাদের নিরুপায় করিয়াছে।

"জনযুদ্ধ" কাগজ লাভের জন্য নয়, তাহা প্রত্যেক "জনযুদ্ধ" পাঠক জানেন। "জনযুদ্ধ" যে বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার করে এবং দেশরক্ষার পথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে, তাহাই "জনযুদ্ধ"কে বাংলা দেশের জনসাধারণ ও দেশভক্তদের মহলে জনপ্রিয় করিয়াছে। "জনযুদ্ধে"র পাঠকেরা নিষ্ক্রিয় দর্শক নন, তাঁহারা প্রত্যেকেই "জনযুদ্ধে"র নীতির জন্য সক্রিয় ভাবে সংগ্রামও করেন। তাহারই ফলে আজ "জনযুদ্ধে"র বিক্রয়ের সংখ্যা **বাংলা দেশের যে কোন সপ্তাহিকের চেয়ে বেশী।**

এই বিরাট সমর্থন আমাদের নীতি ও সংগঠনের মূলধন। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে দাম বাড়া সত্ত্বেও "জনযুদ্ধে"র বিক্রয় একখানিও কমিবে না, বরং এতদিন যেমন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে তেমনি বাড়িতে থাকিবে। ইহাতেই কমিউনিষ্টের পরিচয়। তাই আমরা সাহসের সঙ্গে সমস্ত সমর্থক ও পার্টি কমরেডদের কাছে শ্লোগান দিতেছি: **১লা মের মধ্যে "জনযুদ্ধে"র প্রচার ২ হাজার বাড়ানো চাই!**

আজকাল কাগজ যে রকম দুর্মূল্য অথচ পাওয়া মুস্কিল সেজন্য একত্রে কিছু কাগজ পাইলেই কিনিয়া রাখিতে হয় অথচ তাহার জন্য একসঙ্গে প্রচুর টাকা লাগে। পাকা গ্রাহক সংখ্যা বাড়িলে আমাদের হাতে কিছু টাকা জমা হয় এবং কাগজের স্থায়িত্বও বাড়ে। তাই সমস্ত কমরেডদের কাছে অনুরোধ যে এবার হইতে **পাকা গ্রাহক করার উপর যেন বিশেষ জোর দেওয়া হয়।** এজেণ্টদের কাছেও নিবেদন যে তাঁহারা যদি ৪ সপ্তাহের টাকা আগ্রিম পাঠান তো আমাদের অন্ততঃ মাসিক কাগজ কেনার সুবিধা হয়।

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজের ভিয়াজমা দখল
★ জার্ম্মাণদের পাণ্টা আক্রমণ
★ ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলো

যুদ্ধের নূতন অধ্যায়

বিরাট রুশ রণাঙ্গনের সর্ব্বত্র আজ দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে। উত্তরে লেনিনগ্রাদ হইতে মধ্য অঞ্চলে কুর্স্ক্ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। হিটলারীরা ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইতেছে। কিন্তু দক্ষিণে খারকভ অঞ্চলে ও দনেৎস নদীর নিকটে তাহারা মরিয়া হইয়া আক্রমণ করিতেছে, কিছু কিছু সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছে। ৪০০ মাইল অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইবার পর লালফৌজ এইবার বাধা পাইল। ঐ অঞ্চলে বরফ গলিয়া রাস্তাঘাট জলকাদায় ভরিয়া উঠিতেছে, যুদ্ধকার্য্য চালানো সেখানে খুবই কষ্টসাধ্য। দুই লক্ষেরও অধিক জার্ম্মাণ সৈন্য কেবল খারকভে লড়িতেছে। শত্রুর সমস্ত শক্তি যে এখনও ক্ষয় পায় নাই, লালফৌজ তাহা খুবই জানে। এ অঞ্চলে শত্রুর সাময়িক সাফল্যে তাই বিচলিত হইবার কারণ নাই।

লালফৌজের অগ্রগতি থামে নাই

উত্তরে মার্শাল টিমোশেঙ্কো ইলমেন হ্রদের দক্ষিণে ষ্টারায়া রুসায় শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করার পাকা বন্দোবস্ত বরিতেছেন। বলটিক সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তরে ও মধ্য অঞ্চলে শত্রুর বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ লালফৌজ ছিন্নভিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

সব চেয়ে বড় সাফল্য হইয়াছে মধ্যরণাঙ্গনে। জার্ম্মাণদের বিরাট ঘাঁটি ভিয়াজমা এখন লাল ফৌজের দখলে। হিটলার দেড় বৎসর এই জায়গাটী আয়ত্ত রাখিয়াছিল। রিজেভ হইতে ভিয়াজমা পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, তাহা লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারা সিচেভ্কা দখল করিয়া ভিয়াজমা আক্রমণ করার ফলে শত্রু পালাইতে বাধ্য হয়। মধ্য রণাঙ্গনে হিটলারের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি হইতেছে স্মোলেন্স্ক। এ জায়গাটী আর বেশীদিন শত্রুর হাতে যে থাকিবে না তাহা নিশ্চয়।

স্মোলেন্স্কের বিপদ যে ঘনাইয়াছে, উহার ৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে বিয়েলি লালফৌজের দখলে যাওয়া হইতেছে তাহার প্রমাণ। বিয়েলি হইতে দক্ষিণমুখো অগ্রসর হইয়া একদিন লালফৌজ ৩০০ গ্রামকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিয়াছে। ভিয়াজমা হইতে দক্ষিণপশ্চিমে লালফৌজ স্মোলেন্স্কের দিকে চলিয়াছে এবং উত্তরপশ্চিমে অগ্রসর হইয়া নীপার নদী পার হইয়াছে, শত্রুর সকল বাধা চূর্ণ করিয়াছে।

দক্ষিণ হইতেও স্মোলেন্স্ক আক্রমণের তোড়-জোড় চলিয়াছে। ভিয়াজমা হইতে দুইদিনে ৫৬ মাইল অগ্রসর হইয়া ব্রিয়ান্স্কের ৯৫ মাইল উত্তরে মিলাটিন্স্কি জায়গাটী লালফৌজ দখল করিয়াছে। ব্রিয়ান্স্ক আর স্মোলেন্স্কের মধ্যে যে রেলপথ আছে সেদিকেও লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। ওরেল আর ব্রিয়ান্স্ককে যেমন ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা লালফৌজ করিতেছে, তেমনই শীঘ্রই উত্তর দক্ষিণ হইতে স্মোলেন্স্ককেও ঘেরাও করা হইবে। মধ্যরণাঙ্গনে হিটলারের চরম পরাজয় আসন্ন।

জার্ম্মাণদের পাণ্টা-আক্রমণ

দক্ষিণে জার্ম্মাণরা প্রাণপণে পরাজয়ের প্রতিহিংসালাভের জন্য আক্রমণ করিতেছে। একেবারে দক্ষিণে কুবানের পশ্চিম অঞ্চলে সামান্য জার্ম্মাণ সৈন্য অবশিষ্ট আছে, হিটলার হুকুম দিয়াছে যে তাহারা যেন শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া যায়। এদের সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতে বিলম্ব নাই।

দনেৎস্ নদী অঞ্চলে পাভলোগ্রাদ, ক্রাস্নোগ্রাদ, লজোভায়া, লিসিচান্স্ক, ক্রাস্নোআর্ম্মাইস্ক শত্রু আবার দখল করিয়াছে। এখন খারকভের উপরও শত্রু বেজায় চাপ দিতেছে। শত্রু সংখ্যায়, যুদ্ধোপকরণে এখানে লালফৌজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; সেইজন্যই ঐ কয়েকটী জায়গা লালফৌজকে ছাড়িতে হইয়াছে, খারকভ অঞ্চলেও খানিকটা পিছু হটিতে হইয়াছে। নীপার নদীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রায় লালফৌজ পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সেখানে এখন শত্রু খানিকটা সুবিধা আবার পাইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে চমকাইবার কিছু নাই। মধ্য-রণাঙ্গণে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণে যদি এই কয় সপ্তাহেই ওডেসা ও কীভ পর্য্যন্ত লালফৌজ যাইতে পারিত, তাহা হইলে সমস্ত য়ুক্রেনে জার্ম্মাণদের সমূহ পরাজয় ঘটিত, ক্রাইমিয়াতে তাহারা আটক পড়িত, যুদ্ধ একরকম শেষ হইয়া আসিত। আমরা অবশ্য তাহা হইলে খুবই আনন্দিত হইতাম। কিন্তু যুদ্ধ তো অত সহজ ব্যাপার নয়। হিটলারীরা যে মরণকামড় দিবারও সামর্থ্য রাখে না, তাহা সোভিয়েটের কেহ ভাবে নাই, বলে নাই। ষ্টালিনগ্রাদ ও ককেশাস্ হইতে ফ্যাসিষ্টদের এতদূর খেদাইয়া আনা হইয়াছে, তিন মাস ধরিয়া লালফৌজ বজ্রগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শত্রু এখনই যে সম্পূর্ণ নাকাল হইয়া যাইবে, এমন কথা মনে করাটাই ভুল। যত মরিয়া হইয়া সে লড়িবে, ততই তাহার আক্রমণ বাড়িবে। ভুলিলে চলিবে না যে সমস্ত ইয়োরোপকে পদানত করিয়া হিটলার লড়িতেছে, কিন্তু সোভিয়েট এখনও একাই ইয়োরোপের যুদ্ধ চালাইতেছে।

এখনকার যুদ্ধ যাত্রার দলের গদাযুদ্ধ নয়। হিটলারের প্রচণ্ডশক্তিকে নির্ম্মূল করার কাজে এত অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। আমাদের মনে রাখিতেই হইবে যে সোভিয়েট কখনও আজই হিটলারের চরম পরাজয় হইবে বলে নাই। মধ্যরণাঙ্গণে লালফৌজের অটুট অগ্রগতি আমাদের ভরসা দেয় যে সে চরম পরাজয় একদিন আসিবেই।

মিত্রশক্তি ও জাপানের ধস্তাধস্তি

আমাদের দেশের কাছে লড়াই এখনও একঘেয়ে ধরণে চলিতেছে। বরং বার্ম্মা থেকে একটু খারাপ খবরই আসিয়াছে। জাপানীদের অনেক ঘাঁটির উপর বোমা ফেলা হইয়াছে বটে, কিন্তু রথেডং অঞ্চলে শত্রু আক্রমণ করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। চীন-জাপান লড়াইয়ের খবর আজকাল বুঝা দায়। বার্ম্মাকে জাপানীদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া চীনে সরবরাহ পাঠাইবার পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের অবস্থা খুব ভাল হইতে পারে না। সে বন্দোবস্তের তেমন উদ্যোগও হইতেছে না।

কিন্তু চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জাপানের ক্ষতি খুবই হইয়াছে। ১৯৪২ এ ৬৪,২৬৫ জাপানী সৈন্য মারা গিয়াছে, ১২৮৭,৫৮২ জখম হইয়াছে ও ২১,৩৪১ জন বন্দী হইয়াছে।

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে দুইটী বড় জাপানী জাহাজের উপর বোমা ফেলা হইয়াছে। সম্প্রতি বিস্মার্ক সাগরের যুদ্ধেও জাপান হারিয়াছে। কিন্তু জেনারল ম্যাকার্থর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে এখনও অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ কাটে নাই, জাপানী বিমান খুবই ভাল, জাপানী বিমান চালকরাও খুব দক্ষ। জাপানের ক্ষমতা যে কম তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

জাপানের দর্পচূর্ণ করিবার ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব হউক, ইহাই জনগণের দাবী।

উত্তর আফ্রিকা ও ইয়োরোপের খবর

জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত ইয়োরোপের নানাস্থানে কয়েকদিন খুবই বোমা ফেলা হইয়াছে। মিউনিক, ন্যুরেমবার্গ, ষ্টুটগার্ট, এসেন্ প্রভৃতি জায়গাতে অনেক টন বোমা পড়িয়াছে। ফ্রান্সের সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানগুলি হইতে লোক সরাইবার বন্দোবস্ত নাকি হইতেছে।

উত্তর আফ্রিকায় এখনও শত্রুকে জোর আঘাত করা হয় নাই। কয়েকদিন বরং শত্রুই আক্রমণ করিতেছে, মিত্রশক্তি সেগুলি ঠেকাইতেছে। সম্প্রতি টেমারা অঞ্চলে বিটিশ বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু বড়দরের আক্রমণ এখনও হয় নাই।

মিত্রশক্তি এখানে সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ। রমেল ও ফন্ আর্ণিম তাই বিভিন্ন স্থানে মিত্রশক্তির বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। জেনারেল মণ্টগোমারি বলিয়াছেন যে মিত্রশক্তি আস্তে আস্তে নিজের জোর বাড়াইতেছে, সময় আসিলে ঝোপ বুঝিয়া কোপ তিনি নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু এদিকে বিলম্ব বড়ই হইতেছে, আফ্রিকার পর্ব্ব চুকাইয়া ইয়োরোপ আক্রমণ হইবে কবে?

ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলো

পৃথিবীর জনগন আজ একবাক্যে দাবী করিতেছে, "ইয়োরোপে এখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলো।" গড়িমসি বহুদিন ধরিয়াই তো চলিয়াছে, আসল কাজ শুরু হইবে কবে?

সোভিয়েট সংবাদপত্র "প্রাভদা" বলিতেছেন যে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও অন্যান্য অধিকৃত দেশ হইতে নূতন নূতন সৈন্য সরাইয়া আনিয়া হিটলার দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রাণপণে লড়িতেছে'। জার্ম্মাণরা নিজের দেশেও একেবারে মরিয়া হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় রণাঙ্গণ পশ্চিম ইয়োরোপে খোলা না হইলে হিটলারের পরাজয়ের দিন পিছাইয়া যাইবে। তাই অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির দিন আজ নয়।

জার্ম্মাণী যে দুই লক্ষের বেশী সৈন্য শুধু খারকভে জড় করিয়াছে, তাহার পরিষ্কার অর্থ এই যে পশ্চিম ইয়োরোপ হইতে বহু যোদ্ধাকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে।

কিন্তু কয়েকজন কুচক্রী এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেছে। সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার এই যে আমেরিকার দূত অ্যাডমিরাল ষ্ট্যাণ্ডলি বলিয়াছেন যে সোভিয়েট তাহার মিত্রদের সাহায্য স্বীকার করে না, শুধু বলিতে চায় যে যুদ্ধ সে একাই লড়িতেছে। যুদ্ধের অনুপাতে মিত্রদের সাহায্য যে অকিঞ্চিৎকর তাহা তো বটেই, কিন্তু সোভিয়েট কখনও সাহায্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করে নাই। মস্কো রেডিও শুনিলে বা সোভিয়েট কাগজ পড়িলে তাহা বুঝা যায়। কমরেড লিটভিনফ ওয়াশিংটনে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডলিকে তিরস্কার করিয়া মিষ্টার উইল্কি প্রমুখ অনেকেই বিবৃতি দিয়াছেন। এমন কি ষ্ট্যাণ্ডলিকে ফেরৎ আনিবার কথা উঠিয়াছে। জনগণের হাতে সোভিয়েট বিরোধীদের এটা একটা বড় রকমের হার।

"মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" মত কাগজ দ্বিতীয় রণাঙ্গণের দাবীকে খুব জোরে সমর্থন করিয়াছেন। ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী মিষ্টার ইডন্ এখন আমেরিকায়। রুজভেণ্টের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইবে। এখনই ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলিতে হইবে, জনগণের এ দাবী মিত্রশক্তিকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ১৫-৩-৪৩

● এই আক্রমণ কার উপর? ●

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটীকে

বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া কাগজে প্রকাশ। কি কারণে বে-আইনী করা হইল সরকার পক্ষ হইতে তাহার সম্বন্ধে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। তবে এই সঙ্গে অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠানকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে ধ্বংসমূলক 'সংগ্রামের' অংশ গ্রহণ করিবার অভিযোগেই সরকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ১৭ই আগষ্ট বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে যে নির্দ্দেশ ইস্তাহার আকারে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে জেলা কংগ্রেস পরিষ্কার ভাবে জনসাধারণকে উত্তেজনা ও ধ্বংসের পথ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

এই ইস্তাহারে জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সর্ব্বসম্মত প্রস্তাবে লেখা হইয়াছে:—

"...জনসাধারণকে আত্মবিস্মৃত হইয়া উত্তেজনার আত্মঘাতী পথে না যাইতে অনুরোধ করিতেছে। এই সভা আরও মত প্রকাশ করিতেছে যে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীকে জয়যুক্ত করিবার একমাত্র পথ হইল এই দাবীর পিছনে সারা জাতির মিলিত শক্তিকে সমবেত করা। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য এই মিলিত শক্তির ভিত্তি।" ইস্তাহারে ইহাও জানান হইয়াছে উপরোক্ত প্রস্তাব হইতে ভিন্নরূপ কোনও নির্দ্দেশ বা ইস্তাহার পাইলে তাহার সহিত জেলা কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

প্রকাশ্যভাবে এরূপ কার্য্যপন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আজ হঠাৎ জেলা কংগ্রেসকে বে-আইনী করা হইল কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এ বিবয়ে কংগ্রেসের কাঁধে ধ্বংসমূলক কাজের দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে যে সরকার অতিমাত্রায় তৎপর, তাহা গান্ধীজী-বড়লাট পত্রাবলী ও ভারতগভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেসের এই প্রকাশ্য ঘোষণাকে সামনে রাখিয়া সত্যিকারের কৈফিয়ৎ দিবার কি আছে, তাহা জনসাধারণ নিশ্চয়ই জানিতে চাহে।

জেমসেদপুরের কমিউনিষ্টগণ দণ্ডিত

জেমসেদপুরে যে ৫ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁদের বিচার জেলের মধ্যেই করা হয়। একজন উকীল ব্যতীত আসামী পক্ষের আর কাহাকেও বিচারের সময় হাজির থাকিতে দেওয়া হয় না। বিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে এরূপ শোনা যায় যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শেষ হইয়া যাইবার পরে রায় দিবার ঠিক পূর্ব্বে একজন নতুন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

ঐ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় একটী শোভাযাত্রায় যোগ দিবার অপরাধে। অথচ এই শোভাযাত্রার অনুমতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়াছিল।

পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটির প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে ৯১৮৭।/৫ ও ২৩৪৭ খানা জামাকাপড়। পরে পাওয়া গিয়াছে:— কুলাউড়ার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ, সিলেট ৫।•; কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকগণ ৫৮/১৫ ও কুপন বিক্রি বাবত ১১/•; মেদিনীপুর রিলিফ কমিটি, সিলেট (৩য় কিস্তি) ৩০০৲। মোট ৯৫০০।• ও ২৩৪৭ খানা জামা কাপড়।

সম্পাদকীয়

ক্ষুধার অন্ন জোগাইতে সম্মিলিত চেষ্টা চাই

দেশের খাদ্য-সমস্যা আজ এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে দেশকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এতদিন জনসাধারণকে খাদ্যদ্রব্যের যে অভাব ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাদের অসুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে অনাহারে থাকিতে হয় নাই। কয়লা, কেরোসিন তেল, চিনি প্রভৃতি জিনিষের অভাব বা মূল্যবৃদ্ধিতে জনসাধারণ কষ্ট পাইয়াছে; কিন্তু কোনও রকমে খরচ কমাইয়া বা অন্য উপায়ে দিন চালাইয়াছে। কিন্তু চালের সমস্যায় আজ তার পেটের ভাতে টান পড়িয়াছে। মাসের সমস্ত রোজগার দিয়াও একমণ চাল কিনিবার সাধ্য গরীব লোকের নাই। যদিও বা শেষ পয়সাটী পর্য্যন্ত খরচ করিয়া সহরের বাজারে চাল কিনিতে আসিল তবু হয়ত চাল তার ভাগ্যে জুটিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের সামনে লাইনবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া তারপর হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল।

ইহাই আজিকার খাদ্য-সমস্যার প্রকৃত অবস্থা। যে চালের দর একমাস আগেও ১৪।১৫ টাকার বেশী ছিল না, আজ এই কিছুদিনের মধ্যেই সেই দর উঠিয়া গেল ২২।২৪ টাকায়। হঠাৎ কি এমন চালের অভাব হইল যে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ৭।৮ টাকা দর বাড়িয়া যাইবে? আসল কথা—দেশের আর্থিক অব্যবস্থা এত চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে সামান্য কারণেই বাজারে ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে। বিক্রেতা খরিদ্দারে কোন সম্বন্ধ নাই, আমদানী চাহিদার কোন মিল নাই, দরদস্তুরের কোন নিয়ম নাই—মুনাফালোভী সামান্য ছুতায় ইচ্ছামত দর বাড়াইতেছে, যার প্রচুর টাকা আছে সেই কোন রকমে খাইতে পাইতেছে, যার টাকা নাই সে থাকিতেছে অনাহারে।

এই দারুণ অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য কি চেষ্টা হইতেছে? দেশের লোক যখন খাদ্যের অভাবে হাহাকার করিতেছে, তখনও আমলাতন্ত্র তার ঢিমে তেতালা চালে শুধু মতলবের পর মতলবই ভাঁজিতেছে—নিত্য নূতন ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের সন্দিগ্ধ মনকে আরও সন্দিগ্ধ করিয়া দিতেছে। লোকে হতাশ হইয়া ভাবিতেছে—বোধ হয় খাদ্য আর মিলিবেই না। তাদের হতাশা শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ ও রাগে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে—আর তারই সুযোগে পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা দাঙ্গা উস্কাইতেছে, লুটতরাজ বাধাইতেছে—অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিতেছে।

চালের দর যখন হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল, ঠিক তখনই বাংলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার চালের দর-নিয়ন্ত্রণ বাতিল করিয়া দিলেন। গভর্ণমেণ্ট যুক্তি দেখাইলেন যে এবার চাষী ও ব্যাপারীরা তাদের মজুদ চাল নির্ভাবনায় বাজারে বিক্রীর জন্য আনিবে, সুতরাং চোরাবাজার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু গরীব জনসাধারণ তাদের সহজ বুদ্ধিতে এই যুক্তির কোন অর্থই বুঝিতে পারিল না। তারা আরও ধাঁধায় পড়িল। চাল বাজারে আসিলেই যে তার দর কমিবে, তার নিশ্চয়তা কি? বরং মূল্য নিয়ন্ত্রণের বালাই না থাকায় এবং জনসাধারণের প্রচণ্ড চাহিদার দরুণ এখন চালের দর আরও চড়িবে—তাহা ঠেকাইবার কোনও উপায় আর কারুর হাতে রহিল না।

সরকারী ব্যবস্থার উপর ভরসা করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া থাকিলে জনসাধারণের এরূপ আশা ভঙ্গ হইবেই। কেননা শুধু অর্থনীতির দিকে তাকাইয়া কয়েকটী মামুলী নিয়ম বাঁধিয়া দিলে এ সমস্যা ঘুচিবে না। এ সমস্যার মূল রাজনীতি। সমগ্র জনসাধারণের—কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসায়ী, খরিদ্দার প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত চেষ্টার সহিত গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা না হইলে কিছুতেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আমলাতন্ত্রের দৃষ্টি সেদিকে নাই—জনসাধারণের চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করিতে তারা চায় না, জনসাধারণের দাবী পূরণ করিতে তারা অনিচ্ছুক। তাই সমস্ত মতলবই মাঝ রাস্তায় আসিয়া হাওয়ার ফানুষের মত ফাঁসিয়া যাইতেছে।

সেদিন বাংলার আইন পরিষদে প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট জমিতে ধান হয় না। যদি তাই হয়, তবে এবার পাটের চাষ কমান হইল না কেন? আট-আনা জমিতে পাট না বুনিয়া যদি পাঁচ-আনি জমিতে বুনিবার পূর্ব্বকার ঘোষণা বজায় রাখা হইত, তবে চাষী বাকী জমিতে ধান চাষ করিবার উৎসাহ পাইত। কিন্তু সে দূরদর্শিতা বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর নাই। গ্রামের চাষীরা আজ বীজ ধানের অভাবে বিনা-আবাদে ধানি জমি ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছে। যদি ধানি জমি বাড়াইবার মতলব মন্ত্রীমণ্ডলীর থাকিত তবে এই সমস্ত কৃষকদের বীজ ধান সরবরাহ করা হয় নাই কেন? চাষীর চেষ্টাতেই ধানের অভাব ঘুচিতে পারে, এ জ্ঞান যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর থাকিত তবে সেই চাষীকে এই দুঃসময়েও জবরদস্তি আদায় উশুলের দ্বারা উদ্ব্যস্ত করা হইতেছে কেন?

কিন্তু আজিকার জীবন-মরণ সমস্যার সামনে দাঁড়াইয়া আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আমরা পারি না। আজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অর্থ শুধু আমারই খাদ্যের অভাব নয়, খাদ্য-সমস্যাকে অবাধে বাড়িয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া। আজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অর্থ দেশের সংকটকে আরও ভয়াবহ করিয়া তোলা, দেশময় অরাজকতা ও অশান্তির আগুন জ্বালান। ক্ষুধার জ্বালায় জনসাধারণ পাগলের মত হইয়া উঠিতেছে—লুঠপাট দাঙ্গা হাঙ্গামার দিকে তারা ঝুঁকিতেছে। অনাহার সহিতে না পারিয়া কত লোক আত্মহত্যা করিতেছে। দেশময় এক শোচনীয় অবস্থা ঘনাইয়া আসিতেছে। এই অবস্থাকে আমাদেরই পাণ্টাইতে হইবে।

সংকট সামলাইবার একটী মাত্র উপায়—জনসাধারণের উদ্যোগ ও চেষ্টা বাড়ান। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার গলদ দূর করিবার জন্য জনসাধারণকেই কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। নিয়ম করিয়া দিয়াই আমলাতন্ত্র খালাস। কিন্তু সে নিয়ম কতটুকু পালিত হইল, তা দেখিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীও ব্যস্ত নয়, সরকারের উপরওয়ালারাও ব্যস্ত নয়। এই অবস্থাকে ভাঙ্গিতে হইবে জনসাধারণকেই। সহস্র সহস্র চক্ষুকে ফাঁকী দিয়া কখনও চোরা-ব্যবসায়ী কারবার করিতে পারে না, মুনাফালোভী জনগণের অন্ন কাড়িতে পারে না। সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের দেশপ্রেমিক আবেদন কখনও কোন ব্যবসায়ী, বড়লোক উপেক্ষা করিতে পারে না—পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে তাহারা অনুপ্রাণিত হইবেই। সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণের আশা ও ভরসার মাঝে কখনও কেহ উত্তেজিত হইয়া লুঠপাটের পথে যাইতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণের দাবী কখনও কোনও আমলাতন্ত্র অস্বীকার করিতে পারে না। এমনি করিয়া উৎপাদন, বেচা-কেনা, সরবরাহ, আমদানী-রপ্তানী, মূল্য নির্দ্ধারণ, রেশনিং প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণ যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা হস্তক্ষেপ করে, তা হইলে অব্যবস্থা দূর হইয়া যায়। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা লইয়া, সমবেত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া, সাহস এবং ভরসায় বুক বাঁধিয়া আমরা যদি কাজে অগ্রসর হই, তবে ক্ষুধার অন্ন আমরা পাইবই, দেশকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে পারিবই।

★★ অভাবগ্রস্তদের জন্য চাল চাই ★★

জনগণের একতাই কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে পারে—গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রায়না থানার অন্তর্গত ৩৩টী গ্রাম হইতে আগত ৮০০ কৃষক সমবেত ভাবে মহকুমা হাকিমের কাছে খাদ্যের দাবী জানাইতে আসে। এই অভিযানের প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় মুসলিম লীগ সেক্রেটারী মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে খবর দেন, কিন্তু তিনি কৃষকদের কথা শুনিতে রাজী হন না। তিনি বলেন: 'এ সমস্ত কমিউনিষ্টদের কাণ্ড-কারখানা।' কৃষকদের পক্ষ থেকে কমরেড বিনয় চৌধুরী তাঁর সঙ্গে কথা বলিতে গেলেও তিনি তাঁর কথা শুনিতে চান না। পরে বাহিরে আসিয়া মহকুমা হাকিম জনতাকে বলেন যে কৃষিঋণ দেওয়া সম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিবেন। ভিন্ন অঞ্চলে ধান চালান যাইতেছে এই অভিযোগ করিলে তিনি বলেন যে এই সব ব্যাপারে যা আইন আছে, তাহা ছাড়া তিনি আর কিছু করিতে অক্ষম। একজন কৃষক মহকুমা হাকিমের সামনেই স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, হাকিমরাও নিজেদের আইনের সম্মান রাখিতে অক্ষম, অথচ যখন জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টা দ্বারা গোপন-চালান বন্ধ করে, তখন তাদের বাধা দেওয়া হয় কেন? মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাতে নিরুত্তর থাকেন। জনতার ঐক্যবদ্ধ দাবীর ফলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করেন যে শীঘ্রই তিনি রায়না থানায় গিয়া বীজ ধানের বন্দোবস্ত করিবেন।

অভাবগ্রস্তদের জন্য চাল চাই

—বালিগঞ্জের জনরক্ষা কমিটীর মেয়ে ভলাণ্টিয়াররা জানাইতেছেন:—"৯ই মার্চ্চ গড়িয়াহাটা বাজারে চালের দোকানে গিয়া দেখিলাম যে ভোর ৭টার মধ্যে ২০০০ লোক জমিয়াছে। ৫।৬ মাইল দূর থেকে মেয়েরাও চাল নিতে আসিয়াছে। ভোর ৪টা হইতে তাহারা অপেক্ষা করিতেছে। দোকানদারের কোনও গরজ দেখা যায় না, ফলে জনতার মধ্যে গোলমাল হইতে লাগিল। মেয়েদের অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। শিশু কোলে করিয়া মেয়েরা সকলের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে এক সের চালের জন্য। আমাদের দিকে তারা করুণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। বেলা ১১টার সময় দোকানদার হুকুম করিল: 'আর চাল নাই—টিকিট দেওয়া বন্ধ।' হাজার খানেক লোক তখনও বাকী। দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে দৈনিক গড়ে ৮০ মণ করিয়া চাউল দিবার কথা। কিন্তু দুটী দোকান চাউল দিয়াছে মাত্র ১২ মণ। দোকানদারদের অনেক বলিয়া কহিয়া আরও দুই মণ চাল দেওয়া গেল। চোখের সামনে ৭।৮ শত স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।" যারা সত্যই অভাবগ্রস্ত তাদের জন্যই চাল দরকার, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও বে-বন্দোবস্তের দরুণ তারাই হয় বঞ্চিত। জনরক্ষা কমিটীর ভলাণ্টিয়ারদের চেষ্টাই এই অব্যবস্থা দূর করিতে পারে।

জনগণের মধ্যে কর্ম্মীরাই—রংপুরের সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "সহরে চালের দরকার প্রতিদিন ৪০০ মণ। সে জায়গায় দোকানে সরবরাহ হইতেছে মাত্র ৭০।৮০ মণ! তাও সরকার রোজই সাবধান করিয়া দিতেছেন যে এই চালও আর পাওয়া যাইবে না। জনসাধারণ চালের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু যারা দু পয়সা বেশী দিতে পারে, তারাই চাল পায়। তারই ফলে গোলমাল, মারামারি লাগিয়া যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ খবর আসে—ভলাণ্টিয়ার দলকে এখুনি যেতে হবে, না হলে গোলমাল ঠেকান যাবে না।' আমাদের ভলাণ্টিয়াররা যায়, গিয়া দেখে জনতার মধ্যে উত্তেজনা। আমাদের কমরেডেরা বুঝান যে উত্তেজিত হইলে চাল পাওয়া যাইবে না, আরও অভাব বাড়িবে। সিভিক গার্ডের চোখ রাঙাণী, দোকানদারের হুমকি—এই সবের মধ্যে জনতাকে শান্ত করিতে হয়, অভাবগ্রস্তদের জন্য চাল আদায় করিয়া দিতে হয়। এমনি করে খাদ্যসংকট দূর করার কাজের মধ্য দিয়া আমাদের পার্টি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের একজন কমরেডকে বলিয়াছেন, 'আপনারা সব গ্রামের লোকদের বোঝাচ্ছেন তো?'—অন্য দিকে আমাদের কোন সভার অনুমতি দেওয়া হবে না বলিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন!"

খাদ্যাভাব ঘুচাইতে—চাই বীজধান

গ্রামে ধানের আবাদ কমিয়াছে। বীজ ধানই নাই, তা চাষীরা আবাদ করিবে কি করিয়া? আগের সংখ্যা 'জনযুদ্ধে' গ্রামের অভাবের অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও ঐ একই কথা—আবাদ হয় না, বীজ ধান নাই, চাষী খাইতে পায় না।

কাঁঠালবাড়ী—ছিনাই এলাকা—বীজ ধানের অভাব তীব্রতর হইয়াছে। যাদের কোন সংস্থান ছিল, কেহ টাকা ধার নিয়া, কেহ জিনিষপত্র বিক্রী করিয়া, কেহ বীজ কর্জ করিয়া আবাদ করিয়াছে। কিন্তু শতকরা ২০ জনের কোন ব্যবস্থা করার উপায় নাই। হাটে ঘাটে তারা আমাদের বলিতেছে—'বীজধানের ব্যবস্থা করুন, না হলে মারা যাই।' এই আতঙ্কের উপর আবার গত বারের কৃষিঋণ আদায়ের জন্য হাটে হাটে সার্টিফিকেটের হুমকী দেখান হইতেছে।

কুড়িগ্রাম—অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বীজ ধান বিতরণের ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। দুর্গাপুর, বুড়াবুড়ি, বেলগাছা প্রভৃতি ইউনিয়নে কৃষক সমিতি বীজধানের জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে গণ-দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

নিলফামারী—এই অঞ্চলে এবার দরকারের চেয়ে কম ফসল হইয়াছে। মহকুমা হাকিম সরকারী রিপোর্টে, মার্চ মাসে দুর্ভিক্ষ হইবে—ইহা লেখা সত্ত্বেও ধান-চাল আমদানীর কোন ব্যবস্থা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ ধান-চাল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইতেছে। বীজ ধানের অভাবে কৃষকরা জমি চষিয়া বসিয়া আছে। সরকারকে জানান হইলে তাঁরা বলেন—বীজধান নাই, ধনীলোকের কাছ হইতে কর্জ লও। কিন্তু স্থানীয় জোৎদাররা 'আমাদের ধান নাই' এই কথা বলিয়া সমানে ধান বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। সকল দলের প্রতিনিধি মিলিয়া মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করে, কিন্তু মহকুমা হাকিম কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রতিনিধি দল হইতে বাদ দিতে বলে।

লালমণির হাট—কৃষিঋণ আদায়ের জন্য এবার খুব চাপ দেওয়া হইতেছে। অথচ এবার কাহারও দিবার ক্ষমতা নাই। এই আদায় স্থগিত রাখিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট টেলিগ্রাম ও মহকুমা হাকিমের নিকট ২০শে ফেব্রুয়ারী গণদরখাস্ত ও ডেপুটেশন পাঠান হয়।

ময়মনসিং—কলমাকান্দা থানার এলাকায় খাদ্যসংকট চরম আকার ধারণ করিয়াছে। এই এলাকা হইতে বহু ধান পূর্ব্বেই রপ্তানী হইয়াছে এখনও রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। চাউলের দর বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে লুটতরাজ ও অরাজকতার আশঙ্কা আছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ জনরক্ষা কমিটী গঠন করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে।

খাদ্যাভাব ও অব্যবস্থা

কুষ্টিয়া—বাজারে চাল মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিদিন শত শত চাষী, দিনমজুর প্রভৃতি ৩।৪ ঘণ্টা লাইনে থাকিয়া চাউল না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। সহরে প্রতিদিন অন্ততঃ দেড়শত বস্তা চাল দরকার, কিন্তু তার চার ভাগের এক ভাগও এখন পাওয়া যাইতেছে কিনা সন্দেহ।

যশোর—পাঁজিয়া ইউনিয়নের অধিবাসিগণ অনেক আন্দোলনের ফলে গত ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য ৩৫ টিন কেঃ তেল আদায় করে। কিন্তু এই মাসে আবার তেলের অভাব হইতেছে। দোকানদাররা বলিতেছে সমস্ত তেল কুপনে ও বিনা-কুপনে বিক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। অথচ বিনা কুপনে তেল বিক্রয়ের হুকুম ছিল না। জনসাধারণের তেল এমনি করিয়াই মুনাফালোভীরা সরাইয়া ফেলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেয় না।

লোক দেখান তদন্ত নয়, চাই কার্য্যকরী ব্যবস্থা

বদরগঞ্জে ৫ই মার্চ্চ জেলা সাপ্লাই অফিসার তদন্ত করিতে আসিলেন চিনি সম্বন্ধে। তিনি শুধু মহাজনদের কাছেই খবর লইলেন। তারা ত বলিয়া দিল যে কন্ট্রোল্ড রেটে চিনি দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণের কাছে কিছুই খোঁজ লওয়া হইল না। কিন্তু জনসাধারণ নিজেরাই আসিয়া জানাইল যে বেশী দরে চিনি বিক্রী হইতেছে। তখন সাপ্লাই অফিসারের হুঁস হইল ও তিনি মহাজনের খাতা বাজেয়াপ্ত করিলেন। জনরক্ষা কমিটীর হাতে লাইসেন্স না দিলে এইরূপ বে-বন্দোবস্ত রোখা যাইবে না।

চোরাবাজার বন্ধ কর

বিক্রমপুরের জনরক্ষা কমিটীর ভলাণ্টিয়াররা গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটী লোককে গোপনে চিনির বস্তা সরাইতে দেখিয়া আটকাইয়া ফেলে। ৪।৫ খানা গ্রামের লোক আসিয়া তাহাদের সাহায্য করে। পরে দোকানদার জনমতের কাছে মাথা নীচু করিতে বাধ্য হয়।

চট্টগ্রাম খাদ্য-কমিটী

এই কমিটী স্থির করিয়াছে সহরে ৫টী রিলিফ ষ্টোর খুলিবে ও রেশন কার্ড দিয়া গরীব লোকদের ন্যায্য মূল্যে চাল বিক্রী করিবে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতেছে। কেলিসহর ইউনিয়নে কয়েকটী গ্রামে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের কাছ হইতে ২৫ টিন কেঃ তেল আদায় হয়। গ্রামরক্ষী বাহিনী শৃঙ্খলার সহিত বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে এই তেল বিতরণ করিতেছে।

ঢাকার গ্রামবাসীর খাদ্য দাবী

—২৫শে ফেব্রুয়ারী কুকুটিয়া গ্রামে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের এক সভায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবী করা হয়। ২৭শে তারিখে মাওয়া গ্রামে এরূপ আর একটী সভা হয়। ৪ঠা মার্চ্চ মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নের ৫০০ নর-নারী ইউনিয়ন বোর্ডে জমায়েত হইয়া খাদ্য-সমস্যার প্রতিকার দাবী করে।

কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন

—বাংলা দেশের শেষ সীমানায় অবস্থিত **নোয়াখালী জিলা** জাপানী বোমার পরিচয় কিছুটা পাইয়াছে। তাহা ছাড়া অভাবের তাড়নায় জিলার অধিকাংশ লোকই খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছে। আক্রমণ ও অভাবের আতঙ্ক জনসাধারণের মধ্যে সহজেই হতাশা আনিয়া দেয় এবং হতাশাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং আক্রমণকারীর রাস্তা পরিষ্কার করাই হইল পঞ্চমবাহিনীর কাজ। হতাশার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের ভিতর দেশপ্রেমের উদ্দীপনাকে জিয়াইয়া রাখা প্রত্যেক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর পবিত্র কর্ত্তব্য। নোয়াখালীর কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিল পার্টির প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সভাপতিত্বে বেলা ২টার সময় চৌমুহনীতে সম্মেলনের কাজ সুরু হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড আবদুল মোমিন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মৃত কমরেড খগেন পাল ও নবীন মালীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কমরেড সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান কর্ম্মনীতি এবং কি ভাবে তাহাকে কার্য্যকরী করিতে হইবে তাহা বর্ণনা করেন। সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইতে আগত কমরেডরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরদিন পার্টি কমরেডদের বৈঠকে কমরেড আবদুল মোমিন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট করেন। অতঃপর জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড রসময় মজুমদার জিলার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। পরে আগামী তিন মাসের কর্ম্মসূচী সভাতে গৃহীত হয়। ইহার পর নূতন বৎসরের জন্য জিলা কমিটী নির্ব্বাচিত হয়। পার্টির তহবিলে অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানান হইলে খুব সাড়া পাওয়া যায়। ২৩০।৶০ নগদ, ৪৪২৸০ প্রতিশ্রুতি এবং ৫ ভরি সোনার গহনা আদায় হয়। বিপুল উৎসাহের ভিতর সভার কাজ শেষ হয়।

জন-সমাবেশ ও খাদ্য সম্মেলন

১লা মার্চ্চ বেলা ৩টায় খাদ্য সম্মেলন ও জন-সমাবেশের আয়োজন সুরু হয়। ৩॥টার সময় এক বিরাট শোভাযাত্রা রক্ত পতাকা ও ব্যাণ্ডসহ বাহির হয়। ৭।৮ হাজার লোক শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। খাদ্য সম্মেলন সুরু হয় বেলা ৪টায়। সভার প্রথমেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বক্তৃতা করেন। তারপর বক্তৃতা করেন কমরেড সুজাত আলি, আরও ২।১ জনের বক্তৃতার পর কমরেড মোমিন খাদ্য সংকট ও আজিকার এই দুর্দ্দশা সম্পর্কে পরিষ্কার করিয়া পার্টি নীতি বুঝাইয়া দেন। অতঃপর খাদ্য সংকট ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া জিলা কমিটী আগামী ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত "খাদ্য সপ্তাহ" পালন করিবে বলিয়া সঙ্কল্প নেয়। এই সভায় ১২ হাজারেরও বেশী লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

'পিপলস্ ওয়ার' পাঠকদের সাম্মিলনী

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হাওড়ায় 'পিপলস ওয়ার' পাঠকদের এক প্রীতি সম্মিলনী হয়। প্রায় ২০০ কর্ম্মী ও পাঠক সমবেত হইয়াছিল। একজন উৎসাহী পাঠকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। চারিপাশের দেওয়ালে মার্কস, এঞ্জেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, আর পি দত্ত, যোশী প্রভৃতির ছবি, পোষ্টার ও লাল পতাকা দিয়ে সাজান হয়। ডাঃ পান্নালাল রায় এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। হাওড়া জেলা কমিটীর সম্পাদক এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া এবং 'পিপলস্ ওয়ার' কাগজের রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সভ্য জীতেন চট্টোপাধ্যায়, অমিয় নাগ প্রভৃতি পাঠকরাও বক্তৃতা করেন। ছাত্রদের তরফ থেকে 'চিরজয়ী', নিপারের বাঁধ' ও 'প্রতিরোধ' এই তিনটী কবিতা আবৃত্তি করা হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাওয়ার পর বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা শেষ হয়। সভায় ৩৪ জন পাঠক পিপলস ওয়ারের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন।

খাদ্যের দাবীতে মেয়েরা—৪ঠা মার্চ্চ **রংপুরে** প্রায় ৪০০ মেয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খাদ্য দাবী করিবার জন্য হাজির হয়। মধ্যবিত্ত, দিনমজুর, চাষী সকল রকমের মেয়েরাই এই দাবীতে সম্মিলিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলে এস্ ডিও আসিয়া বুভুক্ষু মেয়েদের দাবী শুনেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কোনও সহানুভূতি দেখান নাই। কিন্তু তাতেও মেয়েরা দমিয়া যায় নাই। তারা বলে, 'আবার কোর্টে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে।' ফিরিয়া যাইবার পথে এই বিরাট নারী-অভিযান দেখিয়া প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—'কি বলিল?' 'সত্যি, এরকম একতা না হলে কিছু হবে না।' কেউ কেউ বলিল: 'আমরা ভাবিতাম মেয়েরা কিছু পারে না, কিন্তু দেখ্‌ছি আপনারা যা করলেন, তা ছেলেরাও পারে না।'

খাদ্য সমস্যায় ছাত্রদের কর্ত্তব্য

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী **বগুড়া** জেলার ধুপচাঁচিয়া স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের এক মিলিত সভায় খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্কুলের ছাত্রগণ এই সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্ঘবদ্ধতাই মজুরদের হাতিয়ার

একতার জোরে রসদ আদায়

নদীয়া চটকলে মজুররা এতদিন সপ্তাহে পাঁচ সের চাল পাইতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি মালিকেরা অভাবের অজুহাতে তিন সের করিয়া চাল দিবার সিদ্ধান্ত করে। মজুররা চাল লইতে অস্বীকার করে ও এই জুলুমের প্রতিবাদ করিয়া লেবর কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করার জন্য সই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। তখন মালিকদের চেতনা হয় ও গুদামে চাল থাকা পর্য্যন্ত পাঁচ সের চাল দিতে রাজী হয়। কাদাপাড়া চটকলে শ্রমিকরা এতদিন টাকায় পাঁচ সের চাল পাইত, হঠাৎ মালিকেরা দাম বাড়াইয়া ১৷৵০ করে। শ্রমিকেরা সম্মিলিত হইয়া এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে মালিকেরা নামিয়া আসিতে বাধ্য হয় ও আগেকার দামই বহাল হয়।

হাজিনগর হুকুমচাঁদ জুটমিলে সপ্তাহে পাঁচ সেরের জায়গায় সাড়ে তিন সের চাল দেওয়া হইবে বলিয়া হুকুম দেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত শ্রমিক একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও কোম্পানী আবার পাঁচ সের চাল দিতে স্বীকার করিয়াছে।

একতাবদ্ধ মজুরদের খাদ্য ও শেল্টার আদায়

সৈয়দপুরে রেলওয়ে কারখানার মজুরদের আন্দোলনের ফলে তাহাদের খাদ্যসরবরাহ করার জন্য একটি দোকান খোলা হইয়াছে। কিন্তু দোকানের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে একজন মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদারকে। সব সময় সব জিনিষ পাওয়া যায় না। অনেক সময় বাজারের চেয়ে বেশী দামে জিনিষ কিনিতে হয়। মজুররা দাবী করিতেছে, দোকানটি কর্ত্তৃপক্ষ নিজের হাতে লইয়া সুবন্দোবস্ত করুক ও বাজার দরের চেয়ে কমে জিনিষ সরবরাহ করুক। আগে সৈয়দপুরে যে কয়টি পাকা শেল্টার ছিল সেগুলিতে কারখানায় ষ্টীম হাতুড়ী চলিলেই ফাট ধরিতে থাকিত। মজুরদের দরখাস্তের ফলে এরূপ নয়টি সেল্টার ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় ও অনেকগুলি শ্লিটট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়। আরও ট্রেঞ্চ চাই এবং শ্রমিকের ১০০% মাগগী ভাতা ও তিন মাসের বোনাসের দাবী মানিয়া নেওয়া চাই।

মিলের দোকান হইতে চাল উধাও

২৫।২।৪৩ তারিখে রিষড়া ওয়েলিংটন মিলের দোকানের বাবু বস্তা বস্তা ডাল গায়েব করিতেছিলেন। প্রায় একশত শ্রমিক একত্র হইয়া বস্তা আটক করে ও বাবুকে ম্যানেজারের নিকট হাজির করে। কিন্তু ম্যানেজার মজুরদের কথায় বিশেষ কান দেয় না এবং পরে শোনা গেল যে, যে মজুরটি বস্তা বাহিরে লইয়া যাইতেছিল তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে, অথচ বাবুটির কিছুই হয় নাই। মজুরদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজেদের জিনিষের এই চুরী বন্ধ করিতেই হইবে।

মজুরদের ইউনিয়ন শক্তিশালী কর

পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারীং মজুরদের মধ্যে একতার প্রেরণা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে মাত্র একমাসের মধ্যে ৪২৫ জন নূতন সভ্য ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে—নির্দ্দিষ্ট কোটা ধরা হইয়াছিল ১০০।

শিবপুর এলাকায় এতদিন কোনও ইউনিয়ন না থাকায় হাওড়া, কোঁলে ও ফোর্টইউলিয়ম চটকলের মালিকরা মজুরদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচর চালাইাবার সুযোগ পাইত। বোমা পড়ার আতঙ্কের পর তাহাদের জুলুম পুরাদস্তুর চলিতে থাকে।

২২শে ফেব্রুয়ারী এই তিন মিলের মজুরদের সংঘবদ্ধ করার জন্য ২৫ জন সভ্যকে লইয়া শিবপুর চটকল ইউনিয়ন সংগঠন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। পনের দিনের মধ্যে সভ্য সংখ্যা হইয়াছে ৬২ জন, ইহার মধ্যে ৪২ জন মুসলমান। এই ইউনিয়ন মজুরদের মধ্যে একটা নূতন উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে। গত ৩রা মার্চ্চ বেঙ্গল মিলের একটি বাবু একজন মজুরকে বিনা কারণে মারপিট করিলে, শ্রমিকদের মিলিত দাবীতে ম্যানেজার বাবুকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হয়।

বজবজ মজুরের উপর মিল মালিকের আক্রোশ

বজবজে সাতটি মিল হইতে ছয় সাত জন শ্রমিককে হঠাৎ বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহারা মজুরদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য মজুরদের জন্য পাকা গড়খাই দাবী করে। ইহাদের পুনরায় কাজে বহাল করার জন্য স্থানীয় মজুর ইউনিয়ন প্রচার চালাইতেছে ও সাধারণ মজুরদের কাছ হইতে তাহাদের সাহায্যের জন্য ৮৲ টাকা চাঁদা তোলে। মজুরগণ দাবী তোলে: দেশরক্ষার দায়িত্ব লইয়া যাহারা কাজ চালু রাখিয়াছে, তাহাদের ছাঁটাই চলিবে না।

সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের চাপে মালিকদের চাল ব্যর্থ

মাণিকপুর চটকলের ম্যানেজার মজুরদের উপর নানারকম জুলুম চালাইতেছে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী নলী ভাঙ্গার অপরাধে নলীখোলা ডিপার্টমেণ্টের ৫ জন মজুরকে বরখাস্ত করা হয়। ইহার প্রতিবাদে ঐ ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত মজুর কাজ বন্ধ করে। মালিকরা প্রথমে চেষ্টা করে মজুরদের ভয় দেখানো ও অন্য লোকদের দিয়া কাজ চালানো, কিন্তু তাহারা মজুরদের একতা টলাইতে পারিল না। নলীখোলা ডিপার্টমেণ্ট চালু না হওয়ায় অন্য সব ডিপার্টমেণ্টই বন্ধ হইয়া গেল। ২৬শে তারিখে ম্যানেজার ছাটাই মজুরদের আবার কাজে নিতে বাধ্য হয়। ম্যানেজারের খামখেয়ালী আদেশ ও জুলুমের প্রতিবাদ করার জন্য 'পেশাই' ঘরের মজুররাও প্রায় সকলেই ১লা মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করে। একজন মজুরকে ম্যানেজার ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মজুরদের একতাবদ্ধ দাবী ম্যানেজার উপেক্ষা করিতে পারে নাই, মজুরকে আবার কাজে বহাল করা হয়।

একতার পথে চা-শ্রমিক

চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার সীমা নাই। তাহাদের মজুরী ত বাড়ানো হয়ই নাই, তাহাদের রসদ ইত্যাদিরও কোন ব্যবস্থা মালিকরা করিতেছে না। এই কষ্টকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই শ্রমিকেরা ঐক্যের প্রেরণা পাইতেছে। কৈয়াছড়া বাগানের শ্রমিকগণ ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড কল্পতরু সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে সভা করিয়া স্থির করিয়াছে:—(১) তাহারা মালিকদের দোকান খোলার জন্য বাধ্য করিবে, সকল শ্রমিক সমবেত করিয়া ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত করিবে। (২) বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে নিবার জন্য শ্রমিকগণ সমবেত হইয়া প্রস্তাব নিয়া ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হইবে। (৩) এই বিষয়ে লেবার কমিশনারকে জানাইবে ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে মেটারনিটি বেনিফিট না দিবার জন্য মামলা দায়ের করিবে। (৪) সকল শ্রমিককে ইউনিয়নের মেম্বার করিবে। (৫) শ্রমিক ও ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের মজুরদের উপর দমননীতি

বেঙ্গল কেমিক্যালের মজুরদের দাবী সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে মজুররা সন্তুষ্ট হয় নাই। মাসিক ৩০ সের চাউল বরাদ্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তাহাও পাওয়া যায় না। মজুররা মাসিক ১ মণ চাউলের দাবী করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে এই দাবী সম্পর্কে মজুররা আলোচনা করিবার জন্য ২৪শে ফাল্গুন কারখানার মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দাবী লইয়া কোনও মীমাংসা না হওয়ায় তারা সেইখানেই সারাদিন বসিয়া থাকে। পরে নাকি পুলিশ জোর করিয়া তাহাদের কারখানা হইতে হটাইয়া দেয়।

গান্ধীজীর মুক্তিদাবীতে এক হও!

গান্ধীজীর অনশন শেষ হইয়াছে, কিন্তু গান্ধীমুক্তি আন্দোলন শেষ হয় নাই। জাতির সামনে আজ দারুণ সঙ্কট—সকল দলের একতায় আজ সেই সঙ্কটের অবসান ঘটাও। বাংলার জেলায় জেলায় মিলিত আন্দোলনে তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। গান্ধীমুক্তি আন্দোলনকে আরো জোর কদমে চালাও—আত্ম নিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবী মানিয়া প্রত্যেক লীগ-ভক্তকে কাছে টানো। আমাদের ঐক্যবদ্ধ দাবীর সামনে বাধার সমস্ত দেয়াল চূর্ণ হইবেই।

গান্ধীজীর অনশনের সময় **পাবনায়** জনসাধারণের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য দেখা গেল। ইহার সুযোগ লইয়া পঞ্চম-বাহিনী ধ্বংসের কাজে জনগণকে উত্তেজিত করিতে থাকে এবং ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করে। জাতিকে পরহস্তে তুলিয়া দিবার জন্য তাদের অস্ত্র জনগণের মধ্যে বিভেদ বাড়ানো আর জাতীয় প্রতিরোধের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের হাতিয়ার দুর্ভেদ্য একতা। তাই ঠিক হইল, হতাশ কংগ্রেসীদের নিষ্ক্রিয় 'প্রার্থনা' নয়, আমাদের ঐক্যবদ্ধ নিরলস মুক্তিদাবীই সঙ্কট অবসানের একমাত্র পথ। ২৩শে হইতে ২৫শের প্রচারের ভিতর দিয়া ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, প্রভাত ফেরী, গানের স্কোয়াড গঠন ও মুক্তিদাবীতে সই যোগাড় চলিতে থাকে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত গান্ধীমুক্তি সপ্তাহ পালন করা হয়। মহিলা ও ছাত্রীরা পোষ্টার ও কংগ্রেস ব্যাজ তৈরী ও স্কোয়াড প্রচার চালাইতে লাগিলেন। ২রা মার্চ্চ সকালে ৫ মিনিটের জন্য 'কার্য্য বিরতি' ঘোষণা করা হইল। ছাত্র ফেডারেশন, কংগ্রেস, নাগরিক, গাড়োয়ান, দোকানী, মজুর ইহাতে সাড়া দিল। পুলিশের হুমকি ও র‍্যাডিক্যালপন্থীদের শ্লেষ টিকিল না। কলেজে ও টাউন হলে সভা হইল। ৩রা মার্চ্চ মহিলা, ছাত্র, নাগরিকের যুক্ত প্রচারবাহিনী সহর প্রদক্ষিণ করে ও সাধারণ সভা ডাকে। সেদিন সবাইকে বলা হয় গান্ধীমুক্তি আন্দোলন আজ শেষ হইল না বরং তা দিন দিন বাড়িয়া চলিবে। ফুলকোচা, বেঁচগাতি, সাড়দহ, বাগবাটি, ঘোড়চরা, ছোনগাছ প্রভৃতি গ্রামে গান্ধীমুক্তির দাবীতে প্রচার চালানো হয়।

মাগুরায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া ২রা মার্চ্চ কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের একটি মিলিত জনসভা হয়। সভায় **৩ জন লীগপন্থী** বক্তৃতা করেন এবং **স্থানীয় লীগের সভাপতি মৌলবী সিরাজুল ইসলাম** গান্ধীজীর মুক্তিদাবী করিয়া বলেন যে, ধ্বংসমূলক আন্দোলানর জন্য আসলে দায়ী আমলাতন্ত্র, কংগ্রেস নয়। বরিশালের **পটুয়াখালীতে** স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে এস, ডি, ওর কাছে গান্ধীমুক্তি সম্পর্কে জনসভার অনুমতি চাওয়া হইলে সরকার পক্ষ তেমন গা দেখায় না। তখন এস, ডি, ওর বাড়ীর সামনে মিছিল করিয়া সভার অনুমতি দাবী করা হয়। একতার জোরে অনুমতি মিলিল। ২রা মার্চ্চ বিরাট সভা হইল। **দিনাজপুরে** কংগ্রেস ময়দানে ১ হাজার লোকের সভায় (মহিলা ৩০০) গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করা হয়। মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে সভায় যোগ না দিলেও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক লীগ নেতা যোগ দিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে গান্ধীজীর মুক্তিদাবী করিয়া জনসভা অনুষ্ঠিত হয়: **মেটিয়াবুরুজের** বি, আই, এস, এন কোম্পানীর গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসপ, রাজাবাগানের আই, জি, এন কোম্পানীর ডক ইয়ার্ড, কেশোরাম কটন মিল, ক্লাইড এবং ইউনিয়ন সাউথ জুট মিলের মজুরদের মিলিত সভা; মার্টিনের মজুররা; **খিদিরপুর** হেমচন্দ্র লাইব্রেরী হলে জনসভা এবং খিদিরপুর একাডেমি ও সেণ্ট বার্ণাবাস স্কুলে ছাত্র সভা।

● হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে ●

ইউরোপের সর্ব্বত্র জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান-অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতা চরমে উঠিয়াছে। লালফৌজের বিজয় অভিযান হিটলার পদানত দেশগুলির স্বদেশ প্রেমিকদের ভিতর নূতন আশা ও উত্তম আনিয়া দিয়াছে। ফাশিষ্ট দস্যুদের ধ্বংস করিবার জন্য সবাই আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সোভিয়েটের আদর্শে সবাই আজ অনুপ্রাণিত।

সাহসী ফরাসী গেরিলা—

বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীদের বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই। হিটলারী দাসত্বের বিরুদ্ধে তাহারা আজ মরিয়া হইয়া উঠিতেছে, গোপনে অতি সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। বৃটানীতে গেরিলাবাহিনীর তৎপরতা সবচেয়ে বেশী ও ব্যাপক। একটি খবরে প্রকাশ, ব্রেষ্টে জার্ম্মাণ সৈন্য দলের জন্য সংরক্ষিত সিনেমায় যে সময় হিটলারের ছবি দেখান হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে ফরাসী দেশপ্রেমিকগণ বিপদকে পরোয়া না করিয়াই দিনের বেলায় হাতবোমা লইয়া সেখানে আক্রমণ চালায়। ফলে দুইজন জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক জন আহত হয়। একটি হোটেলে কয়েক জন নাৎসী সৈন্য খানা খাইতেছিল, গেরিলারা সেই সুযোগ নিয়া কয়েকটি হাত বোমা ছোড়ে—দুই জন জার্ম্মাণ তখন তখনি মারা যায়।

লোরিয়েণ্টে জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর খাদ্য বিতরন কেন্দ্রে আক্রমণ চালাইয়া গেরিলারা কয়েক জন জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্যকে ধ্বংস করে। সম্প্রতি আর একটি খবরে প্রকাশ যে ফরাসী বীরদের নাৎসী বিরোধী ধ্বংসমূলক কাজের ফলে সঁা পেলের নিকট দুইখানি জার্ম্মাণ সৈন্য বাহী ট্রেনে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ৫০ জন জার্ম্মাণ মারা যায়। আর একখানি ট্রেন প্যারী এলাকায় ধ্বংস করা হয়।

অন্য একটি জায়গায় গেরিলারা লাইন কাটিয়া ট্রেন থামাইয়া দেয়। পরে হাত বোমা লইয়া আক্রমণ চালাইয়া অনেক জার্ম্মাণ সৈন্যকে মারিয়া ফেলে। এই ট্রেনে জার্ম্মাণ সৈন্যেরা ছুটী উপভোগের জন্য দেশে যাইতেছিল।

লিয়ঁতে মজুর বস্তি দিয়া একদল জার্ম্মাণ সৈন্য মার্চ্চ করিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গলি হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালান হয়। জার্ম্মাণরা দিশাহারা হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে আরম্ভ করে এবং মেসিনগান চালাইতে থাকে। গেরিলারা হাতবোমা দিয়াই কয়েক জনকে সাবাড় করে এবং ২৯ জনকে ভীষণভবে আহত করে।

লীলে গেরিলারা ২৩ জন জার্ম্মাণ অফিসারকে হত্যা করিয়াছে। গেরিলাদের ভিতর একজনও আহত হয় নাই।

কিছু দিন আগে লীলের নিকট লাঁবাসি নামক স্থানে গেষ্টাপোর এক জন কর্ম্মচারীকে গেরিলারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ীও উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার্সেল ডীট হিটলারের একজন অন্ধ তাঁবেদার। যে সব স্বদেশদ্রোহী দেশকে নাৎসীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, এ তাদেরই একজন, তাই স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীরা একে ঘৃণা করে, এর ধ্বংস কামনা করে। ডীটকে মারার জন্য এর আগেও চেষ্টা হইয়াছে। প্যারীর একটি খবরে প্রকাশ, দু' একদিন আগে পুনরায় এভ্রসে তাহাকে গুলি করা হইয়াছিল, আক্রমণ করার আগে গেরিলারা তাহার বাসগৃহের টেলিফোন লাইনটি ধ্বংস করিয়া দেয়।

● ইউরোপের সর্ব্বত্রই ●

বীর, নির্ভীক প্যারী—

প্যারী নগরীর যে সমস্ত বাড়ী জার্ম্মাণরা দখল করিয়া আছে গেরিলারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই সব বাড়ীতে চার বার হানা দিয়াছে। রাত্রে বাড়ীগুলি ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া জানালা দিয়া দিয়া হাতবোমা মারিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায়ও সেই একই ব্যাপার। সহরের অনেক স্থানেই পুলিশ ও গেরিলাদের ভিতর সংঘর্ষ চলিতেছে। প্যারীর এই সঙ্গীন অবস্থায় জার্ম্মাণরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক রাস্তায় জার্ম্মাণরা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। কাঁটাতার দিয়া হোটেলগুলি ঘেরাও করা হইয়াছে এবং চারি পাশে বালির বস্তা বসান হইয়াছে। শীঘ্রই হিটলারের দেহরক্ষী সৈন্য দলের দুইটী রেজিমেণ্ট প্যারীতে আসিয়া পৌছার কথা। অনুমান প্যারীতে ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণরা ছয় শত ট্যাঙ্ক আনিয়া ফেলিয়াছে। প্যারীর নির্ভীক জনসাধারণ হিটলারী শাসনকে রেহাই দিবে না, হিটলারী দানাকে গোর দিবে।

প্রবল নাৎসী বিরোধিতা

অষ্ট্রিয়ার খবর, সেখানে খুব বেশী রকম নাৎসী বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র ধ্বংস মূলক কার্য্যকলাপ চলিতেছে। হাজার হাজার গেরিলা সৈন্য দেশের ভিতর নাৎসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইতেছে।

বেলজিয়ান স্বদেশ প্রেমিকরাও পিছনে পড়িয়া নাই। সেখানে গেরিলারা প্রতিদিন জার্ম্মাণদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা, বিজলী সরবরাহ কেন্দ্র এবং রেলওয়ে ইয়ার্ডগুলি ধ্বংস করিতেছে। জার্ম্মাণ দস্যুদের বিরুদ্ধে এইরূপ কাজে গেরিলারা জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন খুবই পাইতেছে। নাৎসী বর্ব্বরতাকে ভয় না করিয়া, নিষ্ঠুর অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়া দেশের সাধারণ নরনারীরা গেরিলাদের আশ্রয় দিতেছে, আহার্য্য যোগাইতেছে, দরকার মত তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া বীরের মত লড়াই করিতেছে। সবাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—'হিটলারী দানবকে ধ্বংস করিব – ফ্যাসিজমকে নির্ম্মূল করিব।'

'হিটলারীদের ধ্বংস কর'

সম্প্রতি জার্ম্মাণ অধিকৃত পোল্যাণ্ডে গোপনে সর্ব্বত্র প্রাচীর পত্র লাগান হইয়াছে 'হিটলারীদের ধ্বংস কর।' ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের গেরিলারা জান কবুল করিয়া লড়িতেছে। লালফৌজের বিজয় তাহাদের উৎসাহ দিতেছে—তাহারা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। একটি খবরে প্রকাশ যে জার্ম্মাণদের জন্য স্থান করিতে লুবলিন এলাকায় চৌদ্দটী গ্রাম হইতে পোলদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পোলিশ গেরিলারা ইহা মাথা পাতিয়া নেয় নাই। এই গ্রামগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া জার্ম্মাণদের থাকিতে দেয় নাই। কিছু দিন আগে লুবলিনের নিকট কয়েকটি রেল সেতু উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—ফলে জার্ম্মাণ সৈন্যের ২টী ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়। বহু জার্ম্মাণ সেখানে মারা যায়।

সাইলেশিয়ার কয়লা খনিগুলিতে পোলিশ মজুররা নিয়মিতভাবে কয়লা উৎপাদনে বাধা জন্মাইতেছে। কোথাও উৎপাদনের হার অসম্ভব কমাইয়া দিয়াছে, কোথাও যন্ত্রপাতিগুলি গোপনে ধ্বংস করিয়া উৎপাদন একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নাৎসীরাও ক্ষিপ্ত হইয়া দলে দলে মজুরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। ইহাতে ধ্বংসকার্য্য এত টুকু বন্ধ হইতেছে না—স্বদেশ প্রেমিক মজুররা আরও বেশী করিয়া ধ্বংসকার্য্য চালাইতেছে।

মস্কো রেডিওর খবরে প্রকাশ যে পোলিশ গেরিলারা টোমাসজোভ-লুবেলস্কী নামক ছোট একটি সহর জার্ম্মাণ সৈন্যদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। সেখানকার জার্ম্মাণ সৈন্যেরা ঐ স্থান হইতে সরিতে বাধ্য হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের হইয়া লড়াই করিবার বিরুদ্ধে দেশের সর্ব্বত্র জনমত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ্য সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া এই নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইতেছে। জনমতের চাপে নাৎসী তাবেদার শাসন টিকিতে পারিবে না—হাঙ্গেরী নাৎসী কবল মুক্ত হইবেই।

নরওয়েতে দারুণ অশান্তি

কয়েকদিন আগে অসলোতে ৮ জন জার্ম্মাণ অফিসার গেরিলাদের হাতে প্রাণ দিয়াছে। ট্রণ্ডহিমে দুইজন জার্ম্মাণ প্রহরীকে হত্যা করিয়া বিজলী সরবরাহের একটি বড় কেন্দ্রকে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নরওয়ের ছোট বড় সব লোকই জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। অনেকেই কোন না কোন উপায়ে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে দেশভক্তদের সাহায্য করিতেছে। নাৎসীরাও সমানে অত্যাচার চালাইতেছে। হত্যা করা, জেলে দেওয়া, বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া—জার্ম্মাণ শাসনের এই নিত্য নৈমিত্তিক কাজে জনসাধারণ এতটুকুও ভয় পাইতেছে না, হাসিমুখেই সব বরণ করিয়া নিতেছে। সম্প্রতি নাৎসী-বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য যে ১৭ জন নরওয়েজিয়ানের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে, তার ভিতর কমিউনিষ্ট নেতা ওটার লি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● বিদ্রোহের আগুন ●

কমিউনিষ্টরা পথ দেখাইতেছে

হাঙ্গেরীতে নাৎসীবিরোধী বিপ্লবাত্মক কাজের পুরোভাগে আছে কমিউনিষ্টরা। বে আইনী ভাবে কাজের ভিতর দিয়া অবিরাম প্রচার চালাইয়া তারা হাঙ্গেরীর জনসাধারণের মনে নাৎসী লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণা আনিতে পারিয়াছে। হাঙ্গেরীর সাধারণ লোক আজ হিটলারী প্রভুত্বকে খতম করিয়া স্বাধীন হাঙ্গেরীর গোড়া পত্তন করিতে চায়। জনগণের এই মনোভাবে নাৎসী সমর্থক শাসকদের মনে ত্রাস সঞ্চার হইয়াছে। তাই বিপ্লবের আয়োজন ও বেআইনী ভাবে কমিউনিষ্ট কার্য্যকলাপ চালাইবার অভিযোগে প্রায় ৭০০ জন সাচ্চা দেশভক্তকে বিচারের নামে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে হাঙ্গেরীয়ানরা দমিতেছে না—পুরা কদমে আগাইয়া চলিয়াছে—নাৎসী তাবেদারদের অচল করিতে।

যুগোশ্লাভ গেরিলাদের কৃতিত্ব

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে যুগোশ্লাভ গেরিলাদল একটী বড় সহর দখল করিয়া বহু শত্রুসৈন্য বন্দী করিয়াছে। গেরিলা বীররা বহু কামান, দুই হাজার রাইফেল, ৮টী রেলওয়ে ইঞ্জিন, ১৩টী রেলওয়ে ওয়াগন ও কয়েকটী গোলাবারুদ ও খাদ্যদ্রব্যের গুদাম দখল করিয়াছে।

মস্কো রেডিওর খবরে প্রকাশ যে আর একস্থানে গেরিলারা ৫০টী জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং ১৫০০ জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে।

ক্রোসিয়া ও বসনিয়াতে যে সব গাড়ী চলাচল করিত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য জার্ম্মাণরা তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট শাসন এই অঞ্চলে অচল হইতে চলিয়াছে।

★ গান্ধীজীর মুক্তি দাবীতে ★

মুন্সিগঞ্জে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০ জন মহিলার একটি সভায় গান্ধীজির মুক্তি দাবী করা হয়। ২রা মার্চ্চ একটি বিরাট জনসভা হয়; সভায় ১০০ জন মুসলমান উপস্থিত ছিল। মৈমনসিংহের **বিশরপাশায়** গান্ধীমুক্তির দাবীতে স্থানীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি জনসভা হয়। সভায় বহু লীগপন্থী যোগ দেয়। গান্ধীমুক্তি দাবী করিয়া **বাজিতপুর** হইতে প্রায় ২ হাজার সইযুক্ত গণদরখাস্ত বড়লাটের কাছে পাঠানো হইয়াছে। রাজসাহীর **নওগাঁয়** ১লা মার্চ্চ মহিলা ও ছাত্রদের দুটি সভায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিড়ি মজুররা একটি সভা করে ও গান্ধীমুক্তির দাবী জানাইয়া বড়লাটের কাছে তার পাঠানো হয়। **বাঁকুড়ায়** ২রা মার্চ্চ ৬ হাজার ছাত্র, ছাত্রী, মহিলা, মজুরের একটি জনসভায় গান্ধীমুক্তির দাবী জানানো হয়। তিলুটী, বড়জোরা, মালিয়ারা প্রভৃতি জায়গায় এই উপলক্ষে সভা মিছিল প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মেয়েরাও ৫টী বৈঠক করে।

রাজসাহীর মেয়েরা গান্ধীমুক্তি দাবী প্রচার করিবার জন্য ১১টী বৈঠক ও একটী পথসভা করে। পথ সভাতে ৫০ জন মুসলমান মেয়ে একবাক্যে গান্ধীমুক্তি দাবীতে তাদের সমর্থন জানায়। গান্ধীমুক্তির দাবীতে মেয়েদের সহি সংগ্রহ করা হইতেছে। সকল সম্প্রদায়ের মেয়েদের লইয়া একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়।

আলোচনা

নেতাদের বিবৃতি

বোম্বাইতে জয়াকরের গৃহে গান্ধীজীর উপবাস সম্পর্কে নেতাদের যে ঘরোয়া বৈঠক হয় তাহার পরে নেতাদের এক বিবৃতি বাহির হয়। উহাতে তাহারা বলিয়াছেন—গান্ধীজীর সহিত আমাদের কাহারও কাহারও যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি যে, এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আপোষ মীমাংসার জন্য কোনও চেষ্টা হইলে তাহাতে সুফল হইবারই সম্ভাবনা আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলে তিনি আভ্যন্তরীণ অচল অবস্থা দূর করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনই প্রয়োজন আমরা দেখিতে পাই না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে এবং আপোষ মীমাংসার কোনও উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর কিনা তাহা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর সহিত প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আমাদের পক্ষ হইতে বড়লাটকে অনুরোধ করা প্রয়োজন।" ৩৫ জন নেতা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, অনেকে অনুপস্থিত ছিলেন। তাহারাও পরে তার করিয়া মত জানাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সব রকমের গণ্যমান্য লোকই আছেন। কেবল মুসলিম লীগের কোন নামকরা কেহ নাই। আর নাম দিতে আপত্তি জানাইয়াছেন হিন্দুমহাসভার সাভারকার।

মুসলিম লীগের মিঃ জিন্নার প্রথম দিকের মনোভাব আমরা জানি। সম্প্রতি লীগের কাউনসিলের এক অধিবেশন দিল্লীতে হয়। তাহাতে সবই জিন্নার কথা মত হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা জিন্না আগামী বৈঠক পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন। সংবাদদাতারা বলেন—ইতিমধ্যে নাকি তাঁহার সঙ্গে রাজাগোপালাচারীর আবার কথা হইবে। তাহা হইলে সাধারণ মুসলমানরা যাঁহারা ঐক্য চান তাঁহাদের মিঃ জিন্নাকে আরও তাগিদ এখন দিতে হইবে।

মিষ্টার সাভারকরের ব্যাপারটা কিন্তু মজার। তিনিও এক বিবৃতি ছাড়িয়াছেন। বলিয়াছেন, "বন্ধুবান্ধবের কথায় আমি প্রথম দিন ঘরোয়া বৈঠকে যাই কিন্তু দ্বিতীয় দিন যাই নাই। আর এই বিবৃতিতে আমার সই নাই।"—তাহা হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করিলেও চলে, এই কি তাঁহার মত? হিন্দুসভার সঙ্গে কথা বলাই যথেষ্ট। কিন্তু এদিকে হিন্দুসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ নেতাদের বিবৃতিতে তার করিয়া মত জানাইয়াছেন;—তিনি সাভারকারের সঙ্গে একমত নন। এমনি করিয়াই হিন্দুসভার নেতৃত্বের সংকট দেখা দিতেছে।—হয় সামনে আসিতে হইবে ঐক্যের দিকে, নয় একঘরে হইতে হইবে সাভারকারী প্রতিক্রিয়ার বশে, সরকারের লেজুড় হইয়া। এমন হিন্দু কে আছে যে তাহা চায়?

নেতাদের প্রস্তাব সামান্য। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সরকারকে রাজী করাতে হলেও চাই তাহাদের পিছনে দেশের লোকের একতা, সকলের সমবেত চাপ।

ম্যাক্সোয়েলের জোর

দিল্লীতে ভারতীয় এ্যাসেমব্লিতে দমননীতির বিরুদ্ধে সদস্যরা ছ'টাই প্রস্তাব তোলেন। তাঁহাদের সদস্য বিহারের কৈলাশবিহারী আটক রহিয়াছেন; তিনি কংগ্রেসের সদস্য পদও আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তবু তাঁহাকে নাকি মুক্তি দেওয়া হয় নাই, পাছে তিনি বিহারে দমননীতি সম্বন্ধে গত সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে কোনো কথা ফাঁক করিয়া দেন। সরকারের পক্ষে জবাব এসব ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব, ভারত সরকারের দায়িত্ব নয়। মনে রাখা দরকার, অন্য দেশে আইন পরিষদের সদস্যদের এভাবে গায়ে হাত দেওয়াই চলে না। ম্যাক্সোয়েল যে সরকারের হোম মেম্বার সেখানেই শুধু ইহার ব্যতিক্রম। ম্যাক্সোয়েল সাহেব দমননীতির উত্তরে গান্ধীজীর কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—বিড়াল ইঁদুরকে মারিতে আসিলে ইঁদুরের পক্ষে দাঁত দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হিংসা নয়। পুলিশও তাহাই করিয়াছে—তাহাদের উপরে জনতা যে আক্রমণ করিয়াছিল। গান্ধীজীর নামও ম্যাক্সোয়েলের মুখে বেশ শোনায়, অহিংসার যুক্তিও শোনায় ভালো। দেশে পাইকারী জরিমানা হইয়াছে; নানা অজুহাতে অনেকের কড়া সাজা হইতেছে। তাহা ছাড়া সিন্ধু, মেদিনীপুর, চিমুর এসব জায়গায় এই ইঁদুর পুলিশের আত্মরক্ষার রকমটা তদন্ত করিতে আপত্তি কেন?

খবরের কাগজের উপর দমননীতি বিষয়েও কথা উঠে। ম্যাক্সোওয়েল বলেন: সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর তিনি হাত দেবেন না। আর সংবাদপত্রের উপরও খবরদারি করে প্রাদেশিক সরকার। অথচ কৃষ্ণমাচারি সেখানেই জানান—দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌সএ আনে, নলিনী সরকার ও মোদীর ছবি ছাপাইতেও নিষেধ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ম্যাক্সোয়েল সাহেবেরও কর্ম্মকাল লর্ড লিনলিথগোর মত বাড়িয়াছে।

মেদিনীপুরের দায়িত্ব

বাংলার আইন সভায় মেদিনীপুরের বিষয় তদন্ত কমিটি বসাইতে হক সাহেব রাজী হন। কিন্তু তাঁহার রাজী হওয়া আর কাজ করা, এক জিনিস নয়। এদিকে সাহেব সদস্যরা মেদিনীপুরে যে কংগ্রেস কত পাপ করিয়াছে তাহার ফিরিস্তি জানিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহা ছাড়াও মজা মন্দ হইতেছে না। একজন দেশী সদস্য প্রশ্ন করেন—ঝড়ের পূর্ব্বে তমলুকের কর্ত্তারা তার পাইয়াছিলেন কিনা। ছাপানো উত্তরে হক সাহেব বলেন, পাইয়াছিলেন। তারপর ছাপানো উত্তরে ছিল "কংগ্রেস টেলিগ্রামের তার প্রভৃতি নষ্ট করায় লোকজনকে তাহা জানানো সম্ভব হয় নাই।" উত্তরদান কালে হক সাহেব বলেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন এই দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর চাপানো চলে না। অতএব ছাপানো উত্তরের এই কথা কয়টি বাতিল হইল। তাহা না হয় হইল, কিন্তু প্রথমে এই উদ্ভাবনাটি জোগাইয়াছিল কে? তাহার দায়িত্বটা কি ধরণের?

বর্দ্ধমান কংগ্রেস

আগষ্ট মাসেই বর্দ্ধমান জিলা কংগ্রেস কমিটি ধ্বংস মূলক কাজকে নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। তবু সেই কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়। এইটাই বা কি ধরণের দায়িত্ব?

চটকলের সময় বৃদ্ধি

ভারতীয় চটকল সমিতি স্থির করিয়াছে—৫৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে শীঘ্রই দুই মাস ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ হইবে, কারণ মার্কিন রাষ্ট্র অনেক চটের ফরমাইস দিয়াছে। কিন্তু চটকলের অনেক শ্রমিক তো বেকার। সেই বেকারেরা কাজ চায়। তাই একটা দাঙ্গাও হইয়া গিয়াছে। সময় না বাড়াইয়া ইহাদের কাজে লইলে অনেক বেকারের কাজ হইত।

রেলওয়ে মজুরের সংকট

জি-আই-পী ও বি-বি-সি-আই, পশ্চিম-মধ্য ভারতের দুই বড় রেল লাইন। তাহার শ্রমিকেরা দিনের পর দিন দরখাস্ত করিয়া, ডেপুটেশান লইয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে—কিছুতেই মাগগী ভাতা আর বাড়িবে না। জানুয়ারী মাসে একবার ২০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটও করে। এখনো আবার ধর্ম্মঘটের জন্য শেষ মত লওয়া হইতেছে। গত ১৯৪২ এর আগষ্ট মাসের পরে আর তাহাদের কিছুই মাগগী ভাতা বাড়ে নাই। তখনো বাড়িয়াছিল—যাহাদের সব থেকে বেশী বাড়িয়াছে শতকরা জোর ৩০৲ হারে। জায়গা বিশেষে মাগগী ভাতা কম বেশী হয়। এদিকে আজ বোম্বাইতে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে ১০০ গুণ। অন্যদিকেও রেলের কর্ত্তা বেন্থল জোর গলায় বলেন—গাড়ী চলাচল বাড়িয়াছে ৩০ গুণ। আর দুই বছর যাবৎ রেলের আয় বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৬ কোটিতে। তবু শ্রমিকের 'মাগগী ভাতার' দাবীতে কর্ত্তারা কাণ দেন না। অত বড় রেলওয়েতে সংকট দেখা দিলে তা সমস্ত রেলপথে ছড়াইয়া পড়িবে—দেশের আত্মরক্ষার পক্ষে যে তাহা বিষম কথা হইবে। কর্তৃপক্ষের তবু চেতনা নাই।

(১ম পাতার অবশিষ্টাংশ)

অপরাধ ঢাকিতে চায়, এবং ইহারই সুযোগ লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে হঠাইয়া নিজেদের অপদার্থতায় আরও নিরঙ্কুশ হইতে চায়। তাই তাহাদের পৃষ্টপোষক ইয়োরোপীয় দল মুসলিম লীগকে এই ক্ষমতার লড়াইয়ে মহানন্দে শক্তি জোগাইল এবং লীগও অন্ধের মত তাহাদের ফাঁদে পা দিল। ইয়োরোপীয়দের প্ররোচনায় লীগনেতা সুরহাবর্দী তো বক্তৃতায় পরিষ্কার আমলাতন্ত্রের ওকালতি করিয়া বলিলেন যে, ডিরেক্টরেট অফ সিভিল সাপ্লাইজ অর্থাৎ আমলাতন্ত্র চালের জন্য যাহা সম্ভব সবই করিয়াছেন।

মন্ত্রী-মণ্ডলীকে হঠানোর এই ধরনের প্রস্তাবে সায় দিলে আমলাতন্ত্রেরই শক্তিবৃদ্ধি হয়, চাল না জোগানোর জন্য তাহাদের অপরাধেই সায় দিতে হয়—তাহাকে দেশবাসীর চালের দুঃখ আরও বাড়িয়াই যায়। এমন কি এই অবস্থায় লীগ যদি মন্ত্রীমণ্ডলীকে হঠাইয়া নিজেদের মন্ত্রীত্বও গঠন করিতে পারে তো তাহাকেও এই ইয়োরোপীয়ান দলের সমর্থনের জন্য আমলাতন্ত্রের তাঁবেদার হইয়া থাকিতে হয়, খাদ্য সম্বন্ধে আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা ঢাকিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রেরই শক্তি বাড়ে, দেশবাসীর খাদ্যের দাবী দুর্ব্বল হয়, ক্ষুধার যন্ত্রণা বাড়িয়া যায়। তাই পরিষদের কমিউনিষ্ট সদস্য আমলাতন্ত্রের এই চক্রান্তে সায় দেন নাই।

কংগ্রেস যে মুসলিম লীগের সঙ্গে এই অনাস্থা প্রস্তাব, যাহা পরোক্ষে আমলাতন্ত্রের উপর আস্থার প্রস্তাব, তাহা সমর্থন করিতে যায় নাই, তা মন্দের ভাল। কিন্তু তাঁরাও চিন্তা করিতেছেন খাদ্য সমস্যা নয়, ক্ষমতার লড়াই। কোনোরকমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে বজায় রাখাই তাঁদের কাছে একমাত্র প্রশ্ন দাড়াইল। ইহার বদলে আগে হইতে লীগের সঙ্গে খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে একমত হইয়া, একসঙ্গে যদি তাঁহারা প্রস্তাব দিতেন, তা হইলে মন্ত্রীমণ্ডলী সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। আর না করিলে তার পতন হইত। তখন কংগ্রেসের সমর্থনে বা সহযোগে লীগ মন্ত্রিত্ব গড়িয়া উঠিত—তাহাতে আমলাতন্ত্র কোণঠাসা হইত, দেশবাসীর শক্তি বাড়িত, সেই মন্ত্রীত্ব দেশবাসীর জন্য চাল আদায় করিতে পারিত। কিন্তু সে দিকে কংগ্রেস নেতারা গেলেন না, কারণ খাদ্যাভাব এখনো ইহাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন নয়।

কংগ্রেস ও লীগপন্থী উভয়েরই ফল দাঁড়াইল একই: খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইল না। বরং যে মন্ত্রীমণ্ডলী কার্য্যতঃ কিছু না করিয়া শুধু গলাবাজি করিয়াই আসর মাৎ করিতেছে ও চোরাবাজারের সামনে নত হইতেছে তাদেরই অপদার্থতার জোর বাড়িয়া গেল এবং তার পরিচয় পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পরই মন্ত্রীমণ্ডলী কলিকাতার চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাতিল করিয়া দিল। যাতে অবাধে মুনাফালোভীরা আরও লাভ করিতে পারে এবং চোরাবাজার আরও ভাল করিয়া চলিতে পারে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আধা-চেষ্টার বাধাও যাহাতে তাহাদের সহিতে না হয় তারই ব্যবস্থা হইল।

মন্ত্রীমণ্ডলী লোককে বোকা বুঝাইবার জন্য জানাইল যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলে চাষী ও ব্যাপারীরা বাজারে চাল বেশী করিয়া আনিবে এবং তখন চালের আর অভাব হইবে না। তারপর গভর্ণমেণ্ট ত 'ষ্টক' কিনিয়া লইবার ভার লইয়াছেই। বড় সুন্দর কথা! লোকে চালের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, যেখানে এতটুকু চাল সেইখানেই হরেক রকমের খরিদ্দার টাকা লইয়া বসিয়া আছে—ব্যাপারীদের ত চৌদ্দ পোয়া। যথেচ্ছ দামে তারা বিক্রয় করিবে। আর গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ষ্টক কিনিয়া তারপর তা সরবরাহ করার ব্যবস্থা যে কবে হইবে, তা জানিতে ত আর লোকের বাকী নাই। এডভাইসারী বোর্ড বসিয়াছে, তার পরামর্শ শেষ হউক, কর্ম্মচারীদের দপ্তরের লাল ফিতা খুলুক তবে তো হইবে। ততদিন ব্যাপারীদেরই 'পারমিট' দেওয়া হইতেছে তাই চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ আর একবার চোরাবাজারের কাজ নূতন করিয়া সুরু হইল।

আটার উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইবার আগে দশ বারো আনা সেরে কলিকাতায় আটা পাওয়া যাইত। এখন নিয়ন্ত্রণ উঠানোর দু মাস পরে আটার সের চৌদ্দ আনা।

এই অনর্থ দূর করিবার উপায় নাই কি? উপায় আছে। কিসের জোরে আজ মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের অনাহারকে উপেক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা পাইতেছে। তাদের জোর তাদের সমর্থকদের সংখ্যা নয়, তাদের জোর হইল সেইখানেই, যেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ভুলিয়া গিয়া শুধু রেষারেষি করিয়াই শক্তি ক্ষয় করিতেছে। এই জোর কাড়িয়া লইতে হইবে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দাবীতে পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস ও লীগকে মিলাইতে হইবে।

অনাস্থা প্রস্তাবের পর যে কংগ্রেস লীগের মীমাংসার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে তা নয়। বরং কংগ্রেস নিরপেক্ষ থাকার দরুণ প্রমাণ হইয়াছে যে কংগ্রেস ও খাদ্য সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর অপদার্থতা পছন্দ করে না—সেজন্যই মন্ত্রীমণ্ডলীর দলে গিয়া ভিড়ে নাই। প্রধানতঃ কমিউনিষ্টদের আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট সদস্যের চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ফলে কংগ্রেস-লীগ একত্র হইবার সম্ভাবনা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। এখন যদি আসল খাদ্য-সমস্যার দিকে তাদের উভয়কার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, তা হইলে মিলন নিশ্চয়ই কার্য্যকরী হইতে পারে।

কিন্তু ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে জনসাধারণকেই। পরিষদ ঘরে কি হইতেছে, তার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। খাদ্যের দাবী লইয়া জনগণের বিরাট সংহতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের ঘরের কোন হইতে টানিয়া বাহির করিয়া যেখানে সহস্র সহস্র বুভুক্ষু নরনারী এক মুঠি চালের অভাবে হাহাকার করিতেছে, সেখানে নিয়া যাইতে হইবে। খাদ্য-কমিটির মধ্যে যেখানে জনসাধারণ আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়া মিলিতেছে, সেইখানে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের আনিতে হইবে একযোগে কাজ করিবার জন্য। হাজার হাজার ভলাণ্টিয়ার যেখানে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য কাজে ব্রতী হইয়াছে, সেখানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া তাদের কঠোর কর্ত্তব্যের অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে হইবে এই নেতাদের। তবেই তাঁদের চোখ ফুটিবে। তবেই তাঁরা খাদ্য-সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিবেন এবং পরিষদের মধ্যে কংগ্রেস-লীগের ঐক্যবদ্ধ এবং কার্য্যকরী প্রস্তাব উঠিতে পারে। যার কাছে হক্ সাহেবের গলাবাজী, পিনেল সাহেবের মুরুব্বিয়ানা, আমলাতান্ত্রিক উদাসীনতা কিছুই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। চালের সমস্যার মীমাংসা হইবেই।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

পাটের চাষ কমাও

গোপাল হালদার
(বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা)

বাংলা সরকার অবশেষে স্থির করিয়াছেন—এ বৎসর (১৯৪৩ সালে) কৃষকরা পাটের জমির আট আনা জমিতে পাট চাষ করিতে পারিবে। অনেক দিন হইতেই এই বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল। মাঝখানে খবর বাহির হইয়াছিল বাংলা সরকারের মত এই যে, এবার পাঁচ আনার বেশী জমিতে পাট চাষ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তখনি ইংরাজ চটকলের মালিকরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। তাদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি কাগজ প্রমাণ করিতে বসে যে, আগামী বৎসরে পাটের বাজারে চাহিদার আর শেষ থাকিবে না, সুতরাং পাটের চাষ এত কমিলে চলিবে কি করিয়া? চটকল মালিকদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাংলা সরকারও অমনি তার কথা ঘুরাইয়া লইল। সরকারই পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছিল যে পাটের চাহিদা এবার কম হইবে, সুতরাং চাষীকে 'পাঁচ আনা' জমিতে পাট বুনিতে হইবে, নতুবা চাষী মারা যাইবে। এখন সরকার বলিতেছে, "পাটের জমি বলিয়া ১৯৪০-এ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার আট আনা জমিতে পাট চাষ চলুক।" চটকলওয়ালাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ ওয়াকার এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, "ঠিকই হইয়াছে। তবে আমরা মালিকেরা দশ আনা জমিতে পাটের চাষের পক্ষপাতী ছিলাম।"

মিল মালিকের উৎসাহ ত হইবেই। কিন্তু চাষীর পক্ষে এবং দেশবাসীর পক্ষে অবস্থাটা দাঁড়াইল কি? দেশে আজ সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন, সেটা পাট কেনা-বেচার প্রশ্ন নয়, খাদ্য-ব্যবস্থার প্রশ্ন। সমস্ত হিসাবেই খাদ্য দেশে কম উৎপন্ন হয়। বাংলা দেশে এবার ঝড়-বন্যায় আরও কম হইয়াছে। (সরকারী হিসাবমতে শতকরা ৩৭ ভাগ শস্য কম হইয়াছে। অর্থাৎ এবার আমাদের দেশে আট আনার বেশী ধান জন্মে নাই।) এই সমস্যার সমাধানই এখন আসল কথা। ধানের আবাদ যাতে বেশী হয়, তার জন্য 'খাদ্য উৎপাদন বাড়াও' এই আওয়াজ তোলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু আওয়াজ তুলিলেই খাদ্য উৎপাদন বাড়ে না, তার জন্য সম্ভবমত সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থারই একটী হইতেছে পাটচাষ যতদূর সম্ভব কমান। পাটচাষ কমাইলে সেই জায়গায় যতটা সম্ভব ধানের চাষ চাষী করিতে পারে। নতুন জমি বেশী নাই। থাকিলেই বা তাহা চাষের জন্য পাওয়া যায় কই? সুতরাং যেভাবেই হউক বেশী জমিতে ধান আবাদ করিবার সুযোগ আজ লইতেই হইবে।

তাছাড়া পাটের অনিশ্চিত চাহিদার বাজারে পাটচাষ বেশী করিলে কি ফল হয়, তা চাষীরা নিজেরাই জানে। পাটের চালান কমিয়াছে, তাই দরও কমিয়াছে। একে এই কম দর, তার উপর ভবিষ্যতে দর বাড়িবার আশায় পাট যে ধরিয়া রাখিবে, সে অবস্থাও চাষীর নাই। গরীব চাষী পাট উঠিলেই সস্তা দামে তাহা বিক্রয় করিয়া মহাজনের পাওনা, জমিদারের খাজনা মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। ফড়িয়ারা ঐ পাটই পরে চড়া দরে মিল মালিককে বিক্রয় করে। লাভ যদি পায় তা ঐ ফড়িয়ারাই, চাষীরা নয়। কাজেই বেশী পাটচাষ করিলে চাষী আরও ঠকিবে, পাটের দর সে প্রায় কিছুই পাইবে না। এ বৎসর এই সর্ব্বনাশই চাষীর হইয়াছে। পাটের দরই ছিল না, অথচ চালের, কাপড়ের, তেলের দাম হইয়াছে আগুন। তাই চাষীকে এখন হইতেই হুঁশিয়ার হইতে হইবে। ঠিক যতটা জমিতে পাট বুনিলে পাটের দর থাকিবে, সেই বুঝিয়া চাষীকে পাটচাষ করিতে হইবে এবং বাদবাকী জমিতে ধান চাষ করিতে হইবে। তাহা হইলে পাটেরও দর থাকিবে, খাদ্যেরও অভাব হইবে না।

সরকারী হিসাব মত বাংলা দেশে ১৯৪০ সনে মোট 'পাটের জমির' পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ একর। 'আটআনি' জমিতে পাট চাষ করিলে পাট চাষ হইবে ২৪·৫ লক্ষ একর জমিতে। বাংলা দেশের বাহিরেও আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায় সবশুদ্ধ আরও ৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয়। সেখানে সব জমিতেই চাষ হইবে—চাষ কমিবে না। তাহা হইলে ১৯৪৩ সালে পাট চাষ হইবে মোট প্রায় ৩২ লক্ষ একর জমিতে। এক একর জমিতে গড়পড়তা পাট হয় ১৬ মণ অর্থাৎ ৩·২ গাঁট। তাহা হইলে ৩২ লক্ষ একর জমি হইতে পাট হইবে ১ কোটী গাঁট। কিন্তু এ বৎসরে ব্যবসায়ীদের হাতে এখনও ৩০ লক্ষ গাঁট পাট আছে, আর কলওয়ালাদের হাতে আছে ২৫ লক্ষ গাঁট। তাহা হইলে ১৯৪৩ সালে নূতন পুরাণ মিলাইয়া মোট পাটের পরিমাণ দাঁড়াইবে দেড় কোটী গাঁটের উপর।

ইহার সহিত মিলাইয়া দেখা যাক—১৯৪৩ সনে চাহিদা কত হওয়া সম্ভব। যুদ্ধ চলিয়াছে, জাহাজে পাট রপ্তানি সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমেরিকা এখন পাট নেয় কম। সম্প্রতি নূতন কিছু অর্ডার দিলেও এটা সাময়িক। তাহারা আবার পাটের মালের উপর কম আমদানির হুকুম জারি করিয়াছে। এ দেশের কলগুলিতে বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ গাঁট পাট দরকার হয়। বাইরে রপ্তানী হইতে পারে আর মাত্র ১৩ লক্ষ গাঁট। অর্থাৎ মোট ৮৩ লক্ষ গাঁটের চাহিদা হইতে পারে। তখন হাতে থাকিবে ৭৪ লক্ষ গাঁট। কিছু পাট অবশ্য প্রত্যেক বছরেই ভবিষ্যতের জন্য হাতে রাখা উচিত। কিন্তু ২০ লক্ষ গাঁটের বেশী হাতে রাখিবার দরকার নাই। **তাহা হইলে বাড়তি থাকিতেছে ৫৪ লক্ষ গাঁট —যার কোনই দরকার নাই, অর্থাৎ ১৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করিবার কোন প্রয়োজন নাই করিলে তাহা চাহিদার বেশী হইয়া যাইবে, অর্থাৎ দর পড়িবে।**

অথচ এই পরিমাণ জমিতে যদি ধান চাষ করা যায়, **তাহা হইলে মোট ধান হইবে দেড় কোটী মণ।** বর্ত্তমান খাদ্য-সমস্যার দিনে এত বাড়তি ধান সহজ কথা নয়।

চারআনি জমিতে পাট চাষ কর:

ঐ ১৭ লক্ষ একর জমি বাদ দিলে দরকার হয় চার আনি জমিতে পাট চাষ করা। এই হিসাব মনে রাখিয়া আমরা কৃষক ভাইদের বলিতেছি—পাটের জমির চার-আনি জমিতেই এবার পাট চাষ করুন, আট-আনি জমিতে নয়। বাকী বারো আনি জমিতে করুন ধান চাষ, যাতে খাইতে পরিতে পারেন। **ইহা বে-আইনী হইবে না।** ব্যবসাদার, কলওয়ালা নানাভাবে ভুল বুঝাইতে পারে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য কৃষককে আজ একজোট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শুধু চার আনি জমিতে পাট চাষ করিয়া বাজার দরের ভরসায় বসিয়া থাকিলেই যে চাষী পাটের ন্যায্য দর পাইবে, তার কোনও ঠিক নাই। চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলিতে হইবে— **পাটের দর ১৫৲ মণ বাঁধিয়া দাও,** কেননা এখানকার বাজারে ১৫৲ মণের কম দর হইলে চাষীর হাতে কিছুই আসিবে না।

শুধু দর বাঁধিয়া দিলেও দর বাজারে পাওয়া যায় না। ব্যবসাদাররা মাল না কিনিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, তাহাদের হাতে মজুত মাল আছে, তখন কম দরেই চাষীকে পাট বিক্রী করিতে হইতে পারে। তাই চাষীকে দাবী করিতে হইবে— **পাট কিনিবার দায়িত্ব সরকারকে লইতে হইবে, হাটে বাজারে সরকারী গুদাম করিতে হইবে।**

সুতরাং, আজ পাট চাষীদের কর্ত্তব্য :—

(১) পাটের জমির চার-আনার বেশী জমিতে পাট দিবেন না।

(২) বাকী পাটের জমিতে ধান চাষ করুন, খাইয়া বাঁচিবার পথ করুন।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী করুন :—

(৩) পাটের সর্ব্বনিম্ন দর এবার ১৫৲ মণ বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

(৪) সরকারকে বাঁধা দরে সর্ব্বত্র পাট কিনিবার দায়িত্ব লইতে হইবে।

(৫) হাটবাজারে বাঁধা দরে সরকারী পাটের গুদাম করিতে হইবে।

মেয়েদের প্রাদেশিক শিক্ষা শিবির

বাংলার জিলায় জিলায় আজ মেয়ে আন্দোলন নূতন রূপ নিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। জাতীয় জীবনের এই সংকটে, বিভিন্ন সমস্যার সামনে মেয়েরাও মাথা তুলিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন। প্রদেশ ব্যাপী এই মেয়ে আন্দোলনকে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় পরিচালিত করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল মিলিত কর্ম্ম পন্থার। এই আন্দোলনের মাঝে যে সব মেয়েরা পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, প্রয়োজন ছিল তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষার। এই উদ্দেশ্যেই গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মেয়েদের প্রাদেশিক শিক্ষা শিবির খোলা হয় কলিকাতায়।

বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, হুগলী ও নদীয়া এই ৯টি জেলা হইতে ১৪ জন মেয়ে শিক্ষাশিবিরে যোগ দেন। কলিকাতা হইতে যোগ দেন আরও ১৪ জন। মোট ২৮ জন মেয়ে নিয়া স্কুল সুরু হয়। প্রাদেশিক কমিটি ও প্রাদেশিক মেয়ে ফ্রাকসন এই স্কুল পরিচালনা করেন। ক্লাসের বিষয়বস্তু ছিল: (১) ক্লাসের উদ্দেশ্য (২) পার্টি সংগঠন (৩) যুদ্ধের বিভিন্ন স্তর ও কমিউনিষ্ট নীতি (৪) জাতীয় সংকট ও ঐক্য আন্দোলন (৫) মেয়ে আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি (৬) মেয়ে ফ্রণ্টের সাথে বিভিন্ন ফ্রণ্টের সম্বন্ধ (৭) ছাত্র ও ছাত্রী আন্দোলন।

গতানুগতিক ভাবে শুষ্ক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ক্লাসের উদ্দেশ্য ছিল না। বাস্তব জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়া আলোচনার ভিত্তিতে ক্লাস চালানো হয়। ক্লাসে সবাই নোট নিয়াছেন। ক্লাসের শেষে নেত্রীস্থানীয়া কমরেডরা ছাত্রীদের সাথে নোট নিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শিবিরের শৃংখলা ছিল চমৎকার। মোটামুটি রুটিন ছিল: ভোর ৬ টায় শয্যাত্যাগ, ৬টা—৭টা হাতমুখ ধোয়া, টিফিন; ৭টা—৯টা ব্যায়াম ও বিশ্রাম; ৯টা—১১টা স্নানাহার; ১১টা—২টা ক্লাস; ২টা—৩টা টিফিন; ৩টা—৬টা ক্লাস; সন্ধ্যা ৬টা—৮টা গান, বিশ্রাম ও খাওয়া; ৮টা হইতে ১০টা আলোচনা; ১০-৩০টার ভিতর শয়ন।

বাংলা দেশের মেয়ে আন্দোলনের ধারা যে নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় দিল এই শিক্ষা শিবির। মেয়েদের প্রাদেশিক শিক্ষা শিবির বাংলায় এই প্রথম। নবজাগ্রত মেয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধিরা এক সাথে আসিয়া মিলিয়াছেন শিক্ষা শিবিরে। তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত নাই। ভাবের আদানপ্রদান, পরস্পরের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের সমৃদ্ধ করিয়াছে। ক্লাসের বিষয়বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ করিয়াছে। এক সাথে বসিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা।

মেয়ে আন্দোলন আজ আর গণ্ডীবদ্ধ নাই। গোটা বাংলায় মেয়ে আত্মরক্ষা সমিতির মোট মেম্বর সাড়ে পাঁচ হাজারেও উপর। কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বর আছেন ১৪০ জন মেয়ে আর মিলিটাণ্ট আছেন ৪২৩ জন। আন্দোলনের গতির সামনে এ সংখ্যাই যথেষ্ট নয়। মেয়েরা সেদিকে সচেতন। তাই ক্লাস হইতে ফিরিবার আগে ছাত্রীরা বজ্রমুষ্টিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন: দুই মাসের ভিতর এই সংখ্যাকে ৫ গুণ বাড়াইব।

সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের মেয়েদের সামনে রাখিয়া বাংলার মেয়েরাও আগাইয়া চলিবে।

সুরমা উপত্যকা কৃষক সম্মেলন

৭ই মার্চ্চ শ্রীহট্ট জেলায় সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কলায়া গ্রামে সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। কমরেড আবদুল্লা রসুল সভাপতিত্ব করেন। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও সভায় প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক যোগদান করেন। তাহার মধ্যে অন্ততঃ তিনশত মেয়ে ছিলেন।

সম্মেলনে যুদ্ধ ও খাদ্য সংকটের কৃষকদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। সরকারী জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের কৃষক সভা বিরোধী মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করা হয়। জনরক্ষা ও খাদ্যসংকটের মীমাংসা সম্পর্কে কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৪৩ ১০ই চৈত্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৵০

★ সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই ★

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে মন্ত্রীত্ব গঠন করো

- খাদ্য-সমস্যা দূর করিবার জন্য
- ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য
- মজুরের দাবী পূরণের জন্য

আইন পরিষদের রাজনীতির আসর জাঁকিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রীদের দশা কি হইবে—থাকিবে না যাইবে—এই কথা লইয়া পরিষদী রাজনীতির ধুরন্ধরগণ মাথা ঘামাইতেছেন। বিভিন্ন দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন দলভারী করিবার জন্য। এ করা হয় নি, সে করা হয় নি, ইত্যাদি ফিরিস্তি লইয়া তর্ক বিতর্ক আলোচনা চলিতেছে এবং সকলেই বলিতেছেন যে আমরা যদি ক্ষমতা হাতে পাইতাম, তা হইলে সব কিছুই করিতাম। এই রকম পরিষদী রাজনীতিতে যখন অধিকাংশ বড় বড় নেতারা মশগুল, তখন তাঁদের পাশে, রাজনীতির আসল ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে কি হইতেছে? সেখানে ক্ষুধিত নরনারীর আর্ত্তনাদ ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে। অসহায় নরনারী ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া যাইতেছে বড় বড় নেতাদের কাছে, যাঁরা তাদেরই দুঃখ দূর করিবার জন্য, তাদেরই ভোটের জোরে আজ পরিষদে সমাসীন। তাঁদের কাছে এক মুঠি চালের জন্য কাতর অনুনয় করিতেছে। কিন্তু সে সব আর্ত্তনাদে কাণ দিবার মত ফুরসৎ তাঁদের কোথায়? তাঁরা বলিয়া খালাস: আমরা কি করিতে পারি? আমাদের হাতে ক্ষমতা কই? মন্ত্রীমণ্ডলী বলেন: আমরা ত চাই জনসাধারণের দুঃখ দূর করিতে, কিন্তু করিবার আসল ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তারা বলেন: কি করিব না করিব, তা আমরাই বুঝিব। এইখানেই আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তা, মন্ত্রী-মণ্ডলী, পরিষদ সদস্য সকলেরই দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়, বরং তাঁরা ভাবেন—বঞ্ঝাট দূর হইল, বাঁচা গেল।

কিন্তু বাঁচা এত সহজে যায় না। ক্ষমতার লড়াইয়ে মশগুল হইয়া যাঁরা আত্মতৃপ্ত, তাঁদের চোখের অন্তরালে দেশ ধ্বংসের পথে যাইতেছে। চোখ চাহিয়া দেখিবার ইচ্ছাও তাঁদের নাই। যে দেশরক্ষার জন্যই আজ ক্ষমতার লড়াই, সেই দেশরক্ষার প্রকৃত অবস্থা কি? বর্ম্মায় জাপানী-বাহিনী আবার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, বাংলার অবস্থা প্রচণ্ড বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তার উপযুক্ত কি ব্যবস্থা হইতেছে? জাপানী-আক্রমণ আর হইবে না এই কথা বলিয়া আমলাতন্ত্র জনসাধারণকে ভরসা দিতেছেন, আর যাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দেশকে বাঁচাইবার জন্য বড় বড় কথা বলিতেছেন, তাঁরাও ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন—লড়াইয়ের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টই যা হোক কিছু করিবে। অব্যবস্থার মাঝে বোমা বর্ষণের ফলে জনসাধারণের মনোবল যতটা ভাঙ্গিয়া যায়, তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের দৃঢ় চেষ্টা সেদিন যে ভয়াবহ অবস্থা হইতে বাংলা ও কলিকাতাকে বাঁচাইয়াছিল, আজ তার চেয়ে শত গুণ ভয়াবহ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। কেননা, খাদ্যাভাব আজ বাড়িয়াছে, জনসাধারণের জীবন আজ এমনিই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনোবল অটুট রাখিয়া বাংলাকে বর্ম্মা মালয়ের দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচাইবার জন্য নেতারা কতটুকু সচেষ্ট?

বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি সেদিকে নাই। কেননা, সেদিকে দৃষ্টি থাকিলে আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছা ও ক্ষমতাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার জন্য সংসাহস দেখাইতে হইবে। আর সেই সংসাহস আসিতে পারে তখনই, যখন জনসাধারণের সংগঠন ও শক্তির উপর তাঁরা দাঁড়াইতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে সে সংগঠন ও শক্তি কই? দেশের প্রধান যে দুইটী সংগঠন—কংগ্রেস ও লীগ, তাদের সহিত মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনো সম্বন্ধ নাই। কংগ্রেস ও লীগের পিছনে দেশের অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান জনতার যে সমর্থন রহিয়াছে, তাহার উপর ভরসা ত মন্ত্রীমণ্ডলী করিতে পারেই না, বরং মন্ত্রীমণ্ডলীর অনবরত আশঙ্কা—জনসাধারণের সমর্থন হারাইয়া কবে তাঁরা গদিচ্যুত হইবেন। তাই প্রতিনিয়ত তাঁদের চেষ্টা কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়া মন্ত্রীত্ব রক্ষা করা। আমলাতন্ত্রের খেয়াল-খুসীকে সহ্য করিয়া, তাদের তাঁবেদারী করিয়া চলা ছাড়া তাঁদের আর গতি নাই। অন্যদিকে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'সব কিছুই করিব'—এই কথা জাহির করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থন পাইবার চেষ্টা। চালের ব্যাপারে যা কিছু করিবেন পিনেল সাহেব, মজুরদের মাগগী ভাতা দেওয়া না দেওয়া ঠিক ঠিক করিবেন লেবার কমিশনর, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষণ করা না করা ঠিক করিবেন আমলাতন্ত্র পুষ্ট গোয়েন্দা-বিভাগ—অথচ মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিবেন যে খাদ্যাভাব দূর করিব, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিব, মজুরদের দুঃখ ঘুচাইব। জনসাধারণের সমর্থনচ্যুত মন্ত্রিত্বের পরিণতি ইহার চেয়ে ভাল আর কি হইবে?

সেই জন্যই আজ সব চেয়ে যাহা জরুরী, তাহা হইতেছে এমন একটী সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব, যার পিছনে জনসাধারণের সত্যিকার শক্তি ও সমর্থন থাকিতে পারে। এই সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব হইতে পারে প্রধানতঃ কংগ্রেস ও লীগের মিলিত প্রচেষ্টায়, এবং তার আসল ভিত্তি হইবে সেই খাদ্য-ব্যবস্থার দাবী, যে দাবী আজ বাংলার প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে জনসাধারণের প্রত্যেক স্তর হইতে সমস্বরে ধ্বনিত হইতেছে।

মন্ত্রিত্ব কায়েম করিতে ব্যগ্র সকল দলই আজ বলিতেছেন—খাদ্য-সমস্যার সমাধান তাঁরা করিবেন। কিন্তু খাদ্য-সমস্যার সমাধান শুধু মুখের কথায় করা যায় না। আমলাতন্ত্র যেখানে জনসাধারণের সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া নিজেদের খেয়ালে চলিতেছে, সেখানে যতক্ষণ না জনসাধারণের শক্তি দিয়া আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করা যায় কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিতে, ততক্ষণ খাদ্য সমস্যার সমাধান কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তার জন্য পরিষদের বিভিন্ন দল চিন্তা করিতেছেন কি? দল বাড়াইবার জন্যই সকলে সচেষ্ট, কিন্তু কোন দল সত্যই খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আমলাতান্ত্রিক বাধা কাটাইবার চেষ্টা করিবে, তাহার হিসাব করিতেছেন না। যদি সে হিসাব করা হইত, তা হইলে যে ইউরোপীয় দল আমলাতান্ত্রিক শক্তিকেই পুষ্ট করিবে সেই ইউরোপীয় দলের সহযোগিতায় সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা হইত না বা শুধু অপর দলের লোক ভাঙ্গাইবার জন্যই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হইত না। যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে মন্ত্রিত্বই হয়ত মিলিতে পারে, কিন্তু খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে না, দেশরক্ষা হইবে না, জনসাধারণের দুঃখ ঘুচিবে না।

এই ক্ষমতা লাভের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে জনসাধারণের দিকে, তাহাতেই সমস্যার সত্যিকার সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কংগ্রেস ও লীগের পিছনে যে বিপুল জনসাধারণ রহিয়াছে, কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় জনগণের মধ্যে ঐক্যের যে প্রয়াস গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার উপর দাঁড়াইয়াই আজ বাংলার ভাগ্য নির্ণয় করিতে হইবে। তাই আজ পরিষদে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যের কর্ত্তব্য খাদ্য-সমস্যা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মজুরদের সমস্যার প্রশ্নে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক বোঝাপড়া করা ও তাহারই ভিত্তিতে এমন একটী কার্য্যক্রম রচনা করা, যার পিছনে সমগ্র জনসাধারণ শক্তি জোগাইতে পারিবে। কংগ্রেস-লীগের এই মিলনই পরিষদে এমন একটা শক্তি গঠন করিতে পারে, যাহার সহিত প্রগতিশীল সমস্ত শক্তি আসিয়া মিলিতে বাধ্য হইবে এবং যাহার কাছে আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকের শক্তি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। এই শক্তিই বাংলায় সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠন করিবে এবং আমলাতন্ত্রের বাধা চুরমার করিয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে।

পরিষদের কংগ্রেস ও লীগের সদস্যের কাছে আমাদের আবেদন—এই মিলন গড়িয়া তুলুন। দেশের কংগ্রেস ও লীগ সমর্থক জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন—দেশের, এই চরম দুঃসময়ে বাংলাকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কংগ্রেস-লীগের ঐক্যের ভিত্তিতে এইপ্রকার সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য তুমুল আন্দোলন করুন। খাদ্য-সমস্যার দাবীতে, ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে, মজুরদের অভাব অভিযোগ ঘুচাইবার দাবীতে কংগ্রেস ও লীগকে কার্য্যকরী ব্যবস্থার জন্য আগুয়ান হইতে বাধ্য করুন। বাংলার সকল দেশপ্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন—আমলাতন্ত্রের এই চরম দুর্ব্বলতার সময় জনগণের ঐক্যের বনিয়াদ দৃঢ় করিয়া দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অগ্রসর হউন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবেদন—

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য পারস্পরিক মতভেদ বিস্মৃত হইয়া এক সাথে চিন্তা ও কাজ করুন।

রোগ ও বার্দ্ধক্যে আমি শয্যাশায়ী। এখানেও দুঃখ দুর্দ্দশার বহু কাহিনী আমার কানে আসিয়া পৌছিতেছে। আমাদের সম্মুখে অনশনের বিভীষিকা এবং অচিরে পরিচ্ছদও হয়ত আমাদের জুটিবে না।

বর্ত্তমান খাদ্য-সমস্যা এরূপই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদিগকে এই সমস্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে ধরণের ব্যবস্থা হইয়াছে উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ জানাইতে পারি। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে যে সব জেলায় খাদ্যের ঘাটতি পড়িতেছে, সেই জেলার কোনও সাহায্য হইতেছে না। জনসাধারণকে এখন অন্নবস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দ্রুত বর্দ্ধমান মূল্যজনিত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতীকার সাধনের জন্য আমাদের সকলকে সমবেত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজ আমাদের অস্তিত্ব বিলোপের উপক্রম হইয়াছে। জাতিকে বাঁচাইতেই হইবে। কাজেই সকলের নিকট আমার নিবেদন এই দুঃসময়ে পারস্পরিক বৈষম্য ও মতভেদ বিস্মৃত হইয়া এক সাথে চিন্তা ও কাজ করুন।

যুদ্ধের গতি

★ ফিন্‌ সীমান্তের নিকটে লালফৌজ ★
★ হিটলারী দস্যুদের ধ্বংসলীলা ★
★ জাপানকে এখনই জোরে রোখো ★

ফ্যাশিষ্ট বন্ধুদের মুখোস খুলিয়া দাও

উত্তর আফ্রিকার আলজিয়ার্স রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মিত্রশক্তি শীঘ্রই আক্রমণমূলক যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে যুদ্ধের আবহাওয়া একদম বদলাইয়াছে, শত্রু মরিয়া হইয়া লড়িতে থাকিলেও তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত, প্রতিদিনই মিত্রশক্তি বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে। এসব গালভরা কথা শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু যুদ্ধের গতি যেভাবে চলিতেছে তাহাতে অবিলম্বে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খুলিলে প্রকারান্তরে ফ্যাশিষ্টদেরই সাহায্য করা হইবে। সোভিয়েটের জুজু যাহাদের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, লালফৌজের বিপুল সাফল্যে যাহারা হিংসায় জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে, সোভিয়েট জিতিলে নয়া দুনিয়াতে তাহাদের কোন জায়গা থাকিবে না ভাবিয়া যাহারা উৎকণ্ঠিত হইতেছে, সেই ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট বন্ধুরাই আজ ব্রিটেন ও আমেরিকায় দ্বিতীয় ফ্রন্টের আন্দোলনকে ভণ্ডুল করিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে মৌখিক আশ্বাস দিতে তাহারা পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু কাজের বেলাতেই যত গলদ। যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাতে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে ফ্যাসিষ্টরা পলাইবার পথ পাইবে না। জনগণের জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হইতে চলিবে। প্রচ্ছন্ন ফ্যাশিষ্ট বন্ধুদের মুখোস খুলিয়া দিতে হইবে, তাহাদের চালাকি পণ্ড করিতে হইবে, সমস্ত পৃথিবীর জনগণের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আর কিছুতেই তাহাদের দেওয়া হইবে না। পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র ফ্যাশিষ্ট বিরোধী যুদ্ধ পুরা কদমে চালাইয়া নূতন পৃথিবীর গোড়াপত্তন করিতে হইবে।

স্মোলেন্সকের দিকে লালফৌজ

উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ হইতে রুশিয়ায় হিটলারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি স্মোলেন্সকের দিকে লালফৌজ আগাইয়া চলিতেছে। শোনা যায় যে এইখানেই হিটলারের কর্ম্মকেন্দ্র। বিয়েলি হইতে অগ্রসর হইয়া খল্‌ম জিরকভস্কি, খোল্মি, ভ্‌গোরিয়েভস্কয়, বাটুরিণো প্রভৃতি জায়গা দখল করিয়া তাহারা স্মোলেন্সক হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। ভিয়াজমা হইতে পশ্চিমমুখো যাইয়া লালফৌজ ইজডেস্কোভো অধিকার করিয়াছে। এখান থেকে স্মোলেন্সকের দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল। যে প্রসিদ্ধ নীপার নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে বাহিয়া আসিয়াছে, তাহার উত্তর অঞ্চলে লালফৌজ ঘাঁটি বনাইয়াছে। কোন কোন জায়গায় নদী পার হইয়াছে। স্মোলেন্সকের ৫০ মাইল পূর্ব্বে ডুগোভো নামে জায়গাটীতে হিটলারের বিপদ ঘন হইয়াছে।

ওয়েল ও ব্রিয়ানসক্‌ অঞ্চল হইতে যে আক্রমণ লালফৌজ চালাইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য দক্ষিণ হইতে স্মোলেন্সক শহরকে ঘেরাও করা। জার্ম্মাণরা স্বীকার করিতেছে যে ওয়েলের অবস্থা সঙ্গীন। ব্রিয়ান্সকের পাশ কাটাইয়া ও ভিয়াজমার সহিত রেল যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া লালফৌজ উহার প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে জানোজানিয়াতে সুখিনিচি স্মোলেন্সক রেলপথ কাটিয়া দিয়াছে। লালফৌজের একটা কৌশলই হইতেছে যে বড় ঘাঁটিগুলির উপর সোজাসুজি আক্রমণের আগে চারদিক থেকে তাদের ঘেরাও করা ও সৈন্য ও সরবরাহ আমদানীর রাস্তা বন্ধ করা। বিশেষ বিশেষ জায়গা দখল করার চেয়ে এই দিকেই লালফৌজ অনেক বেশী মনোযোগ দিয়া থাকে।

লালফৌজের অন্যান্য সাফল্য

সুইডেন হইতে বিশ্বস্তসূত্রে এক খবর আসিয়াছে যে সুদূর উত্তরে পেৎসামো বন্দরের আধ মাইলের মধ্যে লালফৌজ হাজির হইয়াছে। পেৎসামো ফিনল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তের অতি নিকটে। এ বন্দরটী হাতে থাকিলে সোভিয়েটের পক্ষে জলপথে বেশী সরবরাহ পাওয়া সহজ হইবে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কো ইল্‌মেন হ্রদের দক্ষিণে আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছেন। জার্ম্মাণরা স্বীকার করিয়াছে যে এ অঞ্চলে তাহাদের সুরক্ষিত ঘাঁটি ষ্টারায়া রুসার উপর লালফৌজ জোর চাপ দিতেছে। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে শত্রু এখন কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আক্রমণ করার শক্তি আর সে সেখানে রাখে না।

শত্রু যখন পিছু হটিয়া যায়, তখন সে পথে সমস্ত শহর ও গ্রাম পুড়াইয়া ছারখার করে। এই মর্ম্মে সামরিক হুকুম পর্য্যন্ত লালফৌজের হস্তগত হইয়াছে। খারকভের মত বড় শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করা অবশ্য সহজ নয়, কিন্তু জার্ম্মাণদের যখন আবার খারকভ হইতে হটানো হইবে, তখন ধ্বংসাবশেষ কতটুকু থাকিবে বলা শক্ত। ভিয়াজমা, ভরোনেশ, রিজেভ প্রভৃতির মত ছোট শহরে মেরামত করা চলে এমন বাড়ীর সংখ্যা খুবই কম। পশ্চিম রুশিয়া হইতে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের নিশ্চিহ্ন করার পর সর্ব্বত্র নূতন করিয়া শহর ও গ্রামগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

হিংস্র পশুর মত ফ্যাশিষ্টদের এ ব্যবহার প্রমাণ করে যে লালফৌজের হাতে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য না করিতে পারিয়া অমানুষিক কাণ্ড করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে শত্রুর চাপ

পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা না হওয়ার সুযোগ লইয়া হিটলার প্রচুর সৈন্য দক্ষিণ রুশিয়ায় আনিয়া পরাজয়ের প্রতিহিংসা লইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। খারকভ শহরটী একমাস দখলে রাখিবার পর সংখ্যা ও যুদ্ধের উপকরণে অধিক শক্তিশালী শত্রুর চাপকে দিনের পর দিন বিপুল বীরত্বের সহিত ঠেকাইয়া শত্রুর প্রচুর ক্ষতি করাইয়া দিয়া লালফৌজ খারকভ এবং বিয়েলগরড পরিত্যাগ করিয়া আসে। খারকভের ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চুগুইয়েভ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। মরিয়া হইয়া শত্রু কেবলই নূতন নূতন সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া ফেলিতেছে। দনেৎস নদীর বাঁকে নানা জায়গায় জোর লড়াই চলিতেছে। ইজিয়ুম অঞ্চলে ও ভরোশিলভগ্রাদের নিকটে জার্ম্মাণরা প্রাণপণে পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। অপরিমিত লোকক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শত্রু যেন যুদ্ধজয়ের শেষ চেষ্টায় লাগিয়াছে।

দনেৎস নদী পার হইয়া উত্তরে কুর্স্ক্‌-বিয়েলগরড অঞ্চলে সোভিয়েটের ঘাঁটিকে বিপন্ন করিয়া তোলা শত্রুর মতলব। দুই পক্ষই একবার হটিতেছে, আবার আগাইতেছে। শত্রুর নদী পার হওয়ার চেষ্টা লালফৌজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কোন কোন জায়গায় পার হইয়া যাইলে তাহাদের নিশ্চিহ্ন করা হইতেছে। দনেৎস নদী এতদিন বরফে জমিয়াছিল, এখন বরফ গলিতে শুরু করিয়াছে। অসংখ্য সৈন্য লইয়াও শত্রুর পক্ষে নদী পার হওয়া ক্রমেই আরও দুরূহ হইবে।

লালফৌজ যেখানে হটিতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানেই তাহারা শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছে। আঘাতে আঘাতে শত্রুকে জর্জ্জর না করিয়া একগজ জমি তাহারা ছাড়ে নাই। যে হারে শত্রুর লোকসান হইতেছে, সে হার চলিলে শত্রুর বিষদাঁত চূর্ণ হইবেই।

মিত্রশক্তি কোথায়?

কয়েকদিন পূর্ব্বে মস্কো হইতে বেতারে প্রচার করা হয় যে সোভিয়েটের তিন মাসব্যাপী আক্রমণে শত্রুর দশলক্ষ সৈন্য খোয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে তিনলক্ষ লালফৌজের হাতে বন্দী। শত্রুর শক্তিক্ষয় চূড়ান্তই হইতেছে, কিন্তু চরম আঘাত দিবার ব্যবস্থা করিতে মিত্রশক্তিরা এখনও গড়িমসি করিতেছে। এ জড়তা এখনই দূর করিতে হইবে, ইহাই জনগণের দাবী।

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকা বলিয়াছে যে ব্রিটেন যেন একটা বিরাট এরোপ্লেনবাহী জাহাজ, যেখান থেকে বিমান যাইয়া ফ্যাশিষ্ট অধিকৃত ইয়োরোপকে উদ্ব্যস্ত করিতেছে। কিন্তু শুধু বোমা ফেলিয়া যে কেল্লা ফতে হয় না, তাহা বিলাতের শাসক সম্প্রদায় বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না।

তিউনিসিয়ার লড়াইয়ের খবরে যে একঘেয়েমি আছে, তাহা অসহ্য হইতে অসহ্যতর হইতেছে। অষ্টম বাহিনী মারেথ্‌ লাইনে আক্রমণ করিয়াছে খবর আসিল। আবার শুনা গেল যে আক্রমণ শুরু হয় নাই, খবরটা ভুল।

মধ্য তিউনিসিয়াতে আমেরিকানরা গাফসা দখল করিয়া কিছুটা আগাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের লড়িতে হয় নাই, শত্রুই নিজের মতলবে সরিয়া গিয়াছে।

উত্তরে সেজানানির কাছে শত্রুই অগ্রসর হইয়াছে। এ দড়ি টানাটানিতে কে যে কোথায়, আর কি যে ঘটিতেছে তাহা "বুঝহ সাধু, যে জানো সন্ধান"। অথচ সময় যাইতেছে; জলকাদার তুচ্ছ অছিলায় কতদিন উত্তর আফ্রিকার পর্ব্ব চুকাইতে বিলম্ব হইবে?

জাপানকে দাবানোর কত দূর?

বার্ম্মার নানা জায়গায় বোমা ফেলা হইতেছে, কিন্তু আমাদেরই চট্টগ্রামের অতি নিকটে আরাকান জেলায় জাপানীরা আগাইয়া আসিয়াছে। রাথেডং ও মায়ু নদী অঞ্চলে শত্রুর চাপ বেশ বাড়িয়াছে, বুথিডঙের দিকেও সে চলিতেছে। এমন কি কালাদান নদীর কাছেও শত্রু ফিরিয়াছে। যে ভাবে ঢাকঢোল বাজাইয়া বার্ম্মা আবার দখল করার কথা হইয়াছিল, তাহা কতদিন পিছাইয়া গেল?

বার্ম্মা দখল না করিলে চীনকে পূর্ণ সাহায্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং সকলে কি চুপচাপ অপেক্ষা করিয়াই থাকিবে?

দক্ষিণপূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হইতে একজন নৌসেনাপতি বলিয়াছেন যে রেঙ্গুন হইতে রাবাউল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জাপান তাহার ঘাঁটিগুলি শক্ত করিতেছে। তাহারা কোথায় যে আক্রমণ করিবে বলা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ অবশ্যই রহিয়াছে। ভারতবর্ষের যে নাই তাহা কে বলিবে? নৌসেনাপতি বলিয়াছেন যে এখনই জাপানের মতলব ফাঁসাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা কোথায় এবং কতদূর?

শত্রুকে ঠেকাইলে চলিবে না, মারিতে হইবে

এখনও মিত্রশক্তিগুলির পরিচালকরা যেন ফাশিষ্ট শত্রুকে শুধু ঠেকাইয়া রাখিতে ব্যস্ত, শত্রুকে মারিবার বন্দোবস্ত করেন নাই।

সম্প্রতি খবর আসিয়াছিল যে লালফৌজের হাতে মার খাইয়া জার্ম্মাণী ব্রিটেনকে ভড়কাইয়া দিবার জন্য হঠাৎ 'কমাণ্ডো' আক্রমণ করিতে পারে কিম্বা বিষবাষ্প ছাড়িতে পারে। বাংলা ও আসামের উপর জাপানীদের আকস্মিক 'কমাণ্ডো আক্রমণ' অসম্ভব একেবারেই নয়। এভাবে জনগণের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা যে শত্রু করিবে না মনে করা বাতুলতা মাত্র।

জনগণকে লইয়া আজ জনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট তাই এখনই চাই। ইয়োরোপের অত্যাচারিত জনগণ অনুপ্রাণিত হইয়া ফাশিষ্ট ধ্বংসের কাজে লাগিবে, লালফৌজের অধিনায়কত্বে নবযুগের সূচনা হইবে।

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর পূর্ব্বদেশে জাপানকে খেদাইবার পূর্ণ ব্যবস্থার দাবী জনগণ করিতেছে। লালফৌজের গৌরবময় দৃষ্টান্ত যাহাদের অনুপ্রেরণা দিতেছে, তাহারা কুচক্রীদের সোভিয়েট বিদ্বেষ ও নিস্তেজ শাসকশ্রেণীর ভীতিসর্ব্বস্ব সঙ্কোচকে চূর্ণ করিয়া দিবে। ২১।৩।৪৪

ষ্টালিনগ্রাদকে আবার গড়িতে হইবে

—মস্কো, ওকা ও ভলগা নদী বহিয়া যে জলপথ গিয়াছে, সেই জলপথই ষ্টালিনগ্রাদ ও মস্কোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ। আষ্ট্রাখান হইতে ষ্টালিনগ্রাদ হইয়া আবার জাহাজ মস্কোতে যাতায়াত করিবে। মস্কো ও ষ্টালিনগ্রাদবন্দর এই বিরাট জলপথেরই একটা অঙ্গ বিশেষ। ষ্টালিনগ্রাদকে শত্রু কবল মুক্ত করার অর্থ এই যে, মস্কো হইতে ভলগা পর্য্যন্ত এই জলপথ ও শত্রু কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই জলপথকে আবার চালু করিতে হইলে ষ্টালিনগ্রাদ জাহাজঘাটাকে পুনরায় ভালভাবে মেরামত করিতে হইবে। জার্ম্মাণরা এই জাহাজঘাটার সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে—কনভেয়ার, ক্রেন, মোটর, টেলিগ্রাফের সাজ সরঞ্জাম, কলকব্জা সমস্তই বিকল করিয়া দিয়াছে। যাহা তাহারা নিয়া যাইতে পারে নাই, তাহা নদীতে ফেলিয়া দিয়াছে।

মিখেইল বোলটিন মস্কো বন্দরের একটি কারখানার মিস্ত্রি। তাহার মা ছেলের জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গত তিন সপ্তাহ যাবত তাহাকে রবিবারেও অন্যান্য বারের মত কারখানার কাজে যাইতে হইতেছে। মা বলিলেন "তোমাকে ত বড় দেখিতেই পাই না। তোমাকে এত খাটিতে হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না"। মায়ের কথাই ঠিক। মস্কো বন্দর বেশ ভাল অবস্থায়ই রহিয়াছে, কাজেই এত খাটিতে হইবে কেন?

ছেলে বলিল—"কিন্তু, মা; তুমি ষ্টালিনগ্রাদের কথা ভুলিয়া যাইতেছ। আমরা ষ্টালিনগ্রাদে সরবরাহ পাঠানোর জন্য খাটিতেছি।"

মস্কো-ওকা শিপিংএর যুবক কর্ম্মীরা দেশের ঐ বিভাগের সমস্ত যুবক কর্ম্মীদের কাছে আবেদন জানাইয়াছে, ষ্টালিনগ্রাদকে সাহায্য করিতে হইবে।

গত রবিবার মিখেইল বোলটিনকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল কেন? সে ও তাহার সাথীরা ষ্টালিনগ্রাদের জন্য একটা কনভেয়ার মেরামত করিতেছিল। আগের দুই রবিবার এবং সপ্তাহের সমস্তদিন রাত্রে তাহারা তিন টন ওজনের একটি ক্রেন মেরামত করে। উহাই তাহারা ষ্টালিনগ্রাদকে উপহার দিবে। বাড়ী ফিরিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহেনা—কাজেই কারখানায়ই রাত কাটায়।

নদীর তীরে শিপিংইয়ার্ড ও জাহাজঘাটাগুলি এখনও বরফে ঢাকা। মস্কো, ভলগা এমন কি সুদূর আমুর নদী অঞ্চলের যুবকরা তবু চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ষ্টালিনগ্রাদকে ঠিক আগের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এই তাদের পন। তারা লোক সংগ্রহ করিতেছে, ষ্টালিনগ্রাদের জন্য সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করিতেছে। সমস্ত দেশের লোক সাড়া দিয়াছে—ষ্টালিনগ্রাদকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মস্কো টেলিগ্রাফ বিভাগের মেয়ে কর্ম্মীরা যখন শুনিল ষ্টালিনগ্রাদকে সাহায্য করিতে হইবে, তখনই তাহারা ষ্টালিনগ্রাদ বন্দরের অফিসগুলির জন্য অনেকগুলি 'মোর্স' যন্ত্র যোগাড় করিয়া ফেলিল। তাহারা জানিত জার্ম্মাণরা একটি যন্ত্রও রাখিয়া যায় নাই। এই সব মেয়ে কর্ম্মীরাও ষ্টালিনগ্রাদ বন্দরকে পুনর্গঠনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে চায়—গৌরবউন্নত ষ্টালিনগ্রাদকে আবার আগের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চায়। (টাস)

সম্পাদকীয়

আগে খাদ্য, পরে জমিদারী লোপ

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করিয়াছেন যে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চাষীদের সরাসরি সরকারের অধীনে লইয়া আসিবার নীতি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রথম দফায় কোর্ফা প্রজার উপরে যে সব স্বত্ব আছে, তা দখল করিয়া লওয়া হইবে। ইহার বদলে জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীকে খাজনার দশ বা পনের গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে এখন মাত্র একটী জেলায় প্রবর্ত্তন করা হইবে।

জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবী বাংলার কৃষক সমাজ এবং কৃষক সংগঠন বঙ্গীয় কৃষক সভা ও অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই উত্থাপন করা হইয়াছিল। তাহারই ফলে চার বৎসর আগে বাংলা সরকার ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকদিন ধরিয়া অনুসন্ধান ও পরামর্শের পর কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিল যে কৃষকের আর্থিক অবনতি রোধ করিতে গেলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা দরকার এবং জমিদারদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়া স্বত্ব কিনিয়া লওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কৃষক সমাজ করিয়াছে, কেন না, ইহার ফলে তাদের ঘাড়ে নূতন করিয়া ট্যাক্সের বোঝা চাপান হইল, যা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মূলনীতির বিরোধী। কিন্তু তাহইলেও, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের প্রয়োজনীয়তা ফ্লাউড কমিশন যেরূপ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে লোকে আশা করিয়াছিল যে হাজার ত্রুটী সত্ত্বেও যদি এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করিবার চেষ্টা হয়, তবে বাংলার কৃষক সমাজ একটী চিরস্থায়ী শোষণের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় এবং সমগ্র বাংলার আর্থিক ব্যবস্থায় একটী বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু দেখা গেল যে বাংলার সরকার ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কাজে পরিণত করিতে মোটেই আগ্রহান্বিত নয় এবং তাই নানা অজুহাতে অনেক দিন ধরিয়া এই প্রস্তাবকে পুনর্বিবেচনা করা, ইহার কার্য্যকারিতা বিচার করা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সময় কাটাইয়া দিল। তারপরও যখন জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষেই সুপারিশ আসিল, তখনও ইহাকে কার্য্যকরী করার কোনও প্রয়াস বাংলা গভর্ণমেণ্টের দেখা যায় নাই। বরং বলা হইল যে লড়াই যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন ইহা কার্য্যকরী করা সম্ভব নহে।

এতদিন পরে আজ মন্ত্রীমণ্ডলীর হঠাৎ টনক নড়িয়া উঠিল কেন? প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। অধিকাংশ সদস্যেরই মত যে এখনই কিছু করা দরকার এবং তাই তাঁরা সত্যিকারের একটী কিছু করিতে চাহেন।

এই সত্যিকারের কাজটাই বা কতটুকু? মন্ত্রীমণ্ডলী বেশ জোর গলায় জাহির করিলেন যে জমিদারী প্রথা বিলোপের নীতি তাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর? তারপর এখন আংশিকভাবে এই নীতি প্রবর্ত্তন করা হইবে এবং একটী জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে ইহা প্রয়োগ করা হইবে। তার জন্য এখনই দরকার ৩০ লাখ ২৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা। অর্থাৎ কৃষকের আর্থিক দুর্গতি মোচনের নাম করিয়া এখন হইবে শুধু একটা ছেলে খেলা, আর তার মধ্য দিয়া কয়েকজন জমিদারী স্বত্বভোগীর ঘরে মোটা টাকা আসিবে। মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থনের একটী জমি তৈরী হইবে। আর তারই জন্য দেশবাসীর অর্থপুষ্ট সরকারী তহবিল হইতে ৩০ লাখের উপর খরচ জোগাইতে হইবে।

তাই যদি না হয়, তবে আজ আসল সমস্যা যে খাদ্যাভাব, সে সমস্যার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা না করিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করার কি দরকার হইল? অধিকাংশ সদস্যের মত বলিয়া প্রধান মন্ত্রী যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কি এই জমিদারী প্রথা থাকা না থাকার ব্যাপার? চালের অভাবে দেশবাসী যখন দু বেলা খাইতে পাইতেছে না, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, জুয়াচুরী, চোরা কারবারে দেশ যখন ছাইয়া গিয়াছে, তখন অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টি কি জমিদারী প্রথার দিকে পড়িয়া আছে? হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারী মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে গিয়া প্রতিকার দাবী করিতেছে, তাহা কি এই জমিদারী প্রথা বদলাইবার জন্য? আসল সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য আমরা দেখিতেছি কোন চেষ্টা নাই, কোন পরিকল্পনা নাই—বৈঠকের পর বৈঠকই বসিতেছে, টাকা খরচ করিয়া নূতন নূতন কর্ম্মচারীই নিয়োগ করা হইতেছে। এদিকে চালের দর বাড়িয়াই চলিতেছে, বাজার হইতে খাদ্য উধাও হইয়াই যাইতেছে। আর ক্ষুধিত লোকের অর্ত্তনাদ নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত মন্ত্রীমণ্ডলী দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, তাদের ভরসা দিবার সৎসাহসও তাঁদের নাই। কার্য্যকরী ব্যবস্থার দাবী করিলে তাঁরা তাঁদের অক্ষমতা জাহির করিয়া আমলাতন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। আর এই অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্য নির্লজ্জের মত তাঁরা দেশবাসীকে শুনাইলেন আর ভাবনা নাই, আমরা সত্যিকারের একটা কিছু করিতেছি।

সত্যিকারের একটা কিছু করার জন্যই জনসাধারণ দাবী করিতেছে। বাজে কাজে অর্থব্যয় না করিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী তহবিল হইতে অর্থব্যয় করা হোক। কৃষকদের চাষের সুবিধার জন্য বিনা খাজনায় পতিত জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, বিনা সুদে কৃষকদের ঋণ দেওয়া হোক, ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখা হোক। তাতে কৃষকদের সত্যিকারের উপকার হইবে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়িবে এবং তাহাতেই কৃষকদের এখনকার যে সমস্যা, তা ঘুচিবে—জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় কিছু হইবে না।

এই সব জরুরী কাজের দিক দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু উদাসীন তাহাই নহে, আমলাতন্ত্রের হাতে খেলার পুতুল। কৃষকদের আর্থিক শোষণ হইতে মুক্ত করা দূরে থাকুক, সর্ব্বত্রই শোষণের চাকা আরও জোরে ঘুরান হইতেছে। বাকী খাজনার নালিশ-মোকর্দ্দমার কোন কামাই নাই—সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলী নির্ব্বাক। বীজধান সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই—সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলী নির্ভর করিয়া আছেন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর। কৃষিঋণ আদায়ের জন্য কড়াকড়ি চলিতেছে, অস্থাবর ক্রোক হইতেছে—সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় দর্শক। 'খাদ্য ফসল বাড়াও' এই ধ্বনি তুলিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী বসিয়া আছেন—ফসল বাড়াইবার মত শক্তি কৃষককে জোগান দূরে থাক, শক্তি ক্ষয়েরই ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই অবস্থায় আজ ফ্লাউড কমিশনের ধুয়া তুলিয়া অনাহার ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষককে উপহাস করিবার যে স্পর্দ্ধা মন্ত্রীমণ্ডলী পাইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিতে হইবে কৃষককেই, জনসাধারণকেই। তারই জন্য আজ গ্রামে গ্রামে কৃষকের যে দাবী ধ্বনিত হইতেছে, তাকে আরও জোরালো আরও ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। আদায়-উশুল স্থগিত রাখা, চাষের জন্য বীজধান সরবরাহ করা, বিনা খাজনায় পতিত জমিতে চাষের অধিকার দেওয়া, হাট-বাজারে ধান-চালের দর বাঁধিয়া দেওয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে দোকান খোলা, অল্পমূল্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহ করা প্রভৃতি সমস্ত দাবীর উপর সকল স্তরের চাষী ও সকল স্তরের গ্রামবাসীকে আজ মিলিত করিতে হইবে। গণ-দরখাস্ত, ডেপুটেশন প্রভৃতি পাঠাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে হইবে। সমগ্র জনসাধারণকে কৃষকের এই দাবীর উপর সংহত করিতে হইবে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলিতে হইবে: আগে খাদ্য চাই, তারপর জমিদারী প্রথা লোপ।

শুধু পরিষদ গৃহের তর্ক ও রেষারেষিতে মন্ত্রীমণ্ডলীর এই দায়িত্বহীনতা ও অক্ষমতা ভাঙ্গা যাইবে না। দেশে সব চেয়ে আজ যে বড় সমস্যা—খাদ্য সমস্যা, তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের ও শ্রেণীর ঐক্য চাই, জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিয়া কিভাবে এই সমস্যা সমাধানের কার্য্যকরী ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া সকল দলকে পরস্পরের সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইবে। তাহারই পিছনে জনসাধারণের সমর্থন ও শক্তি আসিয়া জুটিবে এবং তাহাতেই আমলাতন্ত্র ও তার অনুগামীরা কোণঠাসা হইবে। এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার দায়িত্ব জনগণেরই।

★ কৃষকের ক্ষুধিত অভিযান ★

মালদহে—চালের ও ধানের দর বাড়িয়াই চলিয়াছে। বন্যায় আউস ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়াতে সদর থানার জনসাধারণ চাল কিনিয়া খাইতেছে। কিন্তু চালের দর যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে গরীব চাষীর পক্ষে চাল কিনিবার সামর্থ্য নাই। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণের নেতৃত্বে নঘরিয়া অঞ্চলের অমৃতি, মিল্কী ও কাজীগ্রাম ইউনিয়নের ৬১টী গ্রামের ও নরহাট্টা ও কোকলাচারী ইউনিয়নের ৩১টী গ্রামের ও রোতোয়া ও কালিয়াচক থানার ১০টী গ্রামের কৃষকগণ গত ১৪ই মার্চ্চ এক ভুখ-মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সহরে আসে। ৭০০০ কৃষক সহরে সমবেত হইয়া একটী সভা করে এবং সেই সভায় একটী জনরক্ষা কমিটী গঠন করে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পেশ করিবার জন্য দাবী ঠিক করে। তাহাদের দাবী :—১। চালের দর টাকায় ৬ সের ও ধানের দর টাকায় ১০ সের চাই। ২। জেলায় প্রয়োজন মত ধান মজুত করিতে হইবে এবং সরকারী গোলা খুলিতে হইবে। ধান ও খাদ্য ফসল বিক্রয়ের ভার জনরক্ষা কমিটীর হাতে দিতে হইবে। ৩। বাঁধ বাঁধিয়া দিতে হইবে। ৪। সস্তা দরে কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জনরক্ষা কমিটী মারফৎ তাহা বিক্রয় করিতে হইবে। ৫। কেঃ তেলের সমস্যার সমাধানের জন্য জনরক্ষা কমিটীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। ৬। রেজকী সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষকদের দাবী পূরণের জন্য সচেষ্ট হইবেন আশ্বাস দেন।

দাবী পূরণের আশ্বাস দেওয়ার পর ৪ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিলে জনতার উপর লাঠি চার্জ্জ করা হয়। কৃষকগণ বুঝিল আমলাতন্ত্র আজ কত দুর্ব্বল। কৃষকের দাবী অস্বীকার করিবার সাহস আমলাতন্ত্রের নাই, কিন্তু একতাকে আমলাতন্ত্র ভয় করে। তাই সামান্য অজুহাতেই দমননীতি চালাইতে তৈরী হইয়া আছে। মিছিলের মধ্যে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান চাষী এই কথাই বলাবলি করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া গেল :—আমাদের দাবী যদি ম্যাজিষ্ট্রেট পূরণ না করে, তবে ইহার চারগুণ লোক নিয়া আবার অভিযান করিব। একটী অভিযানেই সমস্যার সমাধান হইবে না, আরও অভিযান করিতে হইবে, আরও শক্তিশালী হইতে হইবে।

৬০০ মেয়ের ভুখ মিছিল

খাদ্য-সংকট মেয়েদেরই বেশী আঘাত দিয়াছে। স্বামী পুত্রের অনাহার দেখিয়া মেয়েরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? তাই আজ ঘরের আগল ভাঙ্গিয়া মেয়েরা দলে দলে বাহির হইতেছে খাদ্যের দাবী লইয়া। পাবনার মেয়েরা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গত ১৫ই মার্চ্চ ভুখ-মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া হাজির হইল। **৬০০ মেয়ের মধ্যে ৫০০ মেয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের।** এই মিছিলের জন্য মহিলা-আত্মরক্ষা কমিটী চতুর্দ্দিকে প্রচার করে। শত শত বুভুক্ষু অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দু-মুসলিম মেয়ের এই অভিযান কর্ত্তৃপক্ষকে ঘাবড়াইয়া দেয়, তাই ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক সেই সময় অন্য জায়গায় চলিয়া যান। তখন ভুখ-মিছিল স্থানীয় টাউন হলে এক সভা করে। সভায় ৬০০ মেয়ে প্রতিজ্ঞা নেয়: এই মিছিলকে ১০ হাজার মেয়ের মিছিলে পরিণত করিতে হইবে, সংগঠনকে আরও জোরালো করিতে হইবে। তবেই আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে পারা যাইবে।

খাদ্য কমিটিতে এক হও!

সমবেত চেষ্টায় সরকারী ঢিলেমি ভাঙো!

জন-কমিটির চেষ্টায় কেরোসিন আর কয়লা

বালীতে জনসাধারণ একতার জোরে কেরোসিন ও কয়লা আদায় করিয়াছে। জন-কমিটির জয় হইয়াছে। আগে যখন স্থানীয় এ, আর, পির চীফ ওয়ার্ডেনের হাতে কেরোসিন বিলির ভার ছিল তখন প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কেরোসিন মেলা মুশকিল ছিল। জন-কমিটি সে মুশকিল আশান করিয়াছে। আজ আর মাপ কম, দাম বেশী—এ লইয়া লাঠালাঠি হয় না। দরের সুবিধা হইয়াছে, মাপও দ্বিগুণ। তা ছাড়া ঘরে ঘরে তেলের 'কুপন' পৌছাইয়াছে। কেরোসিনের চোরাবাজার কানা পড়িয়াছে, দোকানি ও খরিদ্দারের মধ্যে রোজকার কষাকষি, সিভিক গার্ডের জুলুম বন্ধ হইয়াছে। বালীর জনসাধারণ নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। কয়লার জন্যও তাঁরা কোমর বাঁধিলেন। জন-কমিটি 'কুপন' করিয়া ৩ হাজার মণ কয়লা বিলি করিল। বালীর ৩০ হাজার লোক একজোট হইয়া এবার চাল আদায়ে লাগিতেছেন। গত ১৪ই মার্চ্চ সমস্ত দলের একটি মিলিত সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত অবনী মুখোপাধ্যায় 'জন-কমিটি'র হাতে ২০০০৲ টাকা দেন চালের ব্যবস্থা করার জন্য। সভায় অন্যান্য দাবীও পেশ করা হয়। জনতার মধ্যে আজ ঐক্যের জোয়ার আসিয়াছে। দেহ হইতে জড়তা, মন হইতে হতাশা মুছিয়া আগে বাড়ুন।

কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় **কুষ্ঠিয়ায়** কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সব দলের মিলিত একটি 'খাদ্য কমিটি' গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কমিটির ভলাণ্টিয়াররা সুশৃঙ্খল ভাবে চাল বিলি করিতেছে কিন্তু সরকার হইতে চালের ঠিকমত সরবরাহের অভাবে হাজার হাজার লোক শুধু হাতে ফিরিতেছে। সরকার রেশন কার্ডের প্রয়োজন স্বীকার করিতেছে, কিন্তু চাল সরবরাহ ও আমদানী ব্যাপারে তারা কথা দিতে নারাজ। সরবরাহের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত লোক কয়েক বস্তা চাল ফেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়েন। ক্ষুধাতুর নরনারীর সামনাসামনি হইতে আমলাতন্ত্র ভয় পায়। কিন্তু সরকারের উদাসীনতা ভাঙিবার অস্ত্র জনগণের হাতেই। তারা তাই ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহকুমা হাকিমের উপর চাপ দিয়া চাল আদায় করিতেছে। জনগণের দাবী আদায়ের কায়দা তারা রপ্ত করিয়াছে। বুঝিয়াছে, একতাই জয়ের একমাত্র রাস্তা। নদীয়ার **জানিপুর** বাজারে একজন মহাজন বালি মিশাইয়া ধান বিক্রি করিতেছিল। গরীব চাষীরা সকলে মিলিয়া তার 'নাকে খৎ' দেওয়ায়। ঢাকার **মাণিকগঞ্জে** ২টি ভুখ মিছিল মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করে এবং বিনা সুদে বীজধান ও দুর্ভিক্ষ ফাণ্ড হইতে সাহায্য দাবী করে। মহকুমা হাকিম বীজধান দিতে স্বীকৃত হন। রংপুরের **নীলফামারীতে** একটি জনরক্ষা কমিটি আছে। কিন্তু স্থানীয় দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদের কাছে জনগণের একতা চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। জনরক্ষা কমিটির প্রতিনিধি-দল তাঁরা মানিতে চান না। তাঁদের মতে জনসাধারণের কচু, কুমড়া, লাউ খাইলেই চলিবে। আর খাদ্য সঙ্কটের কর্ত্তা ভগবান। সরকার করিবেন কি? কিন্তু সরকারের চোখ খুলিবারও লোক আছে। দেশের লোক আজ একতার জোর বুঝিতে পারিয়াছে। এখুনি নীলফামারীকে ঘাট্তি অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা না করিলে দুর্ভিক্ষ মহামারী হইয়া দেখা দিবে। আসন্ন সর্ব্বনাশের মুখে জনগণ বসিয়া থাকিবে না। তাই আজ গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে জনগণের নিজেদের চেষ্টায় খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে। পেটের জ্বালা কোনো একটি দলের, কোনো একটি সম্প্রদায়ের এক চেটিয়া নয়—আজ ইহা সকলকে গ্রাস করিতেছে। তাই ইহার বিরুদ্ধে চাই তেমনি সকলের সম্মিলিত চেষ্টা, সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটি। ফরিদপুরে **মামুদপুর** গ্রামে কৃষক সমিতি, লীগ, কৃষক-প্রজা ও জমিয়ৎ-উলেমা মোমিন প্রভৃতি দলের সম্মিলিত একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই একটি খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকার

কীর্ত্তিপাশায় গত ১৩ই মার্চ্চ সর্ব্বদলের বৈঠকে একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। খাদ্য সংকটের সামনে আজ স্থানীয় মেয়েরাও তাদের সমিতিকে আগে বাড়াইয়াছে। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইউনিয়ন বোর্ডে খাদ্যের দাবী করিয়াছে। **মাদারীপুর** সহরে ৬০০ লোকের একটি সভায় কংগ্রেসী, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুসভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির প্রতিনিধি লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভায় বহু ধাঙড়, বিড়ি মজুর ও মেয়ে উপস্থিত ছিল। গত ১৪ই মার্চ্চ **কলিকাতায়** দর্জ্জিপাড়া জনরক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক একটি জনসমাবেশ হয়। সভায় স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করিতেই অনেক নাম আসিতে থাকে, এমন কি বস্তীর মেয়েরাও আগাইয়া আসেন। সভায় কয়েকটি দাবী পেশ করা হয়।

বহু জায়গায় কণ্ট্রোলের দোকান সম্বন্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ আসিতেছে। মেটিয়াবুরুজের **ফতেপুর** হইতে একজন লিখিতেছেন:—ফতেপুরের সমস্ত লোকের জন্য একটি মাত্র কণ্ট্রোলের দোকান আছে। তাও কোন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা নাই। দোকানদার রোজ নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের কম চাল বিক্রী করে এবং কেউ ধরিয়া ফেলিলে দোকানে মোতায়েন সিভিক গার্ড দোকানদারের পক্ষ নেয়। এইভাবে রোজ শত শত ক্ষুধাতুর মেয়ে পুরুষকে ফিরিতে হয়।—এ সব জুলুম ভাঙিতে হইলে ভলাণ্টিয়ার দরকার। সিভিক গার্ড দিয়া তদ্বি করাইলেই জনগণের পেটের জ্বালা দূর হয় না। দোকানদারকে জনগণের স্বার্থে চালাইবার একমাত্র উপায় জনরক্ষা সমিতির ভলাণ্টিয়ার।

কলিকাতার **পার্শী বাগান** বস্তী হইতেও একটি চিঠি আসিয়াছে। সরকারী কণ্ট্রোলের দোকানটির সামনে ভোর ৪টা হইতে লাইন বাঁধে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাল ঠিক মত দেওয়া হয় না। ৮টা সাড়ে ৮টায় টিকিট বিলি হয় চারশোর মত। ৮০।৯০ জন মাত্র চাল পায়—সের পিছু তের পয়সার জায়গায় চোদ্দ পয়সা হাঁকে। এই বস্তীর লোকেরা লিখিতেছেন, সিভিকগার্ডরা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যবহার করে; অনেকে মাতাল অবস্থায় মেয়েদেরও লাঞ্ছনা করে। দোকান হইতে রোজ চাল সরানো হয়। সিভিক গার্ডদের জন্য বেশী বেশী চাল আদায় করা হয়। ও সরীতে করিয়া কয়েক বস্তা চাল সরান হয়। এ ছাড়া দোকানদার সিভিক গার্ডদের ঘুঁষ দিয়া বেশী দামে চাল বিক্রী করে। এ ছাড়া ইহাদের হাতে নাকি কয়েকটি গুণ্ডা আছে, যারা লাইনের লোকের ওপর দরকার মত জুলুম করে।

লাল সেলাম! কায়ুর কমরেডস্

কেরালার কায়ুর গ্রামের চারজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী আজ ফাঁসীর প্রতিক্ষায়—অপপু, নায়ার, চিরসুন্দন ও আবুবকর। গরীব ও অশিক্ষিত কৃষক ও মজুরদের ঘরে তাঁদের জন্ম, কিন্তু তাঁরা আজ একটা তালুকের কৃষক আন্দোলনের নেতা। ১৯৩৩-৪১ সালে তাঁদের নেতৃত্বে কেরালায় যে কৃষক আন্দোলন হয়, তাতে সমগ্র কেরেলা প্রদেশ আলোড়িত হইয়া উঠে।

এই জাগ্রত কৃষক-আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য পুলিশ উঠিয়া পড়িয়া লাগে। একটী প্রতিবাদ সভায় গোলমাল হয়। একজন অত্যাচারী পুলিশ কনষ্টেবল তাতে মারা যায়। এই অভিযোগেই এই ৪জন কর্ম্মীর ফাঁসী।

যে জেলা-জজ ফাঁসীর হুকুম দেন, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে পুলিশ-কনষ্টেবলের হত্যার জন্য আসল দায়ী যে সম্ভবতঃ তাকে এখনও পাওয়া যায় নাই। তা সত্ত্বেও ইহাদের ফাঁসীর হুকুম হইল।

এই চারজন কর্ম্মীর প্রাণ রক্ষার জন্য সারা দেশে তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতারা গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানাইয়াছিলেন। সমস্ত প্রদেশের জনগণ দাবী তুলিয়াছে—ইঁহাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে হইবে। প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হইয়াছিল। গ্রেট-বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় বিখ্যাত আইনজীবী ডি-এন প্রিট ইঁহাদের মামলার পক্ষ সমর্থন করেন।

জেলের মধ্য হইতে এই চারজন কমরেড জানাইয়াছেন যে তাঁরা মৃত্যুর জন্য ভীত নহেন, তাঁদের একমাত্র আপশোষ যে দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামে রণক্ষেত্রে প্রাণ বলি দেওয়ার সুযোগ হইতে তাঁরা বঞ্চিত হইলেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় দেশকে জাপানী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রাণবলি দিতে তৈরী। কিন্তু আমলাতন্ত্র তাঁদের সে সুযোগ দিল না—ফাঁসীর মঞ্চে পাঠাইয়া দিল।

কায়ুর কমরেডরা দেশরক্ষার জন্য যে দাবী করিয়াছেন, সেই দাবী আজ সমগ্র দেশবাসীর দাবী। তাঁদের আত্মত্যাগ আজ সারা দেশকে উজ্জীবিত করিবে—দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিবে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া তাঁরা যে আহ্বান দেশবাসীর কাছে জানাইলেন, তাহা ব্যর্থ হইবে না। **সমস্ত দেশের নরনারী তাঁদের অভিনন্দন জানাইতেছে—"লাল-সেলাম"।**

বরিশালের চাষীও পিছাইয়া নাই

বরিশাল জেলার মুলাদী অঞ্চলে গত ১২ই মার্চ্চ ২৫০ বুভুক্ষু কৃষক কৃষক সমিতির ও খাদ্য কমিটীর নেতৃত্বে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া দাবী করে:—১। খাদ্যকমিটির তত্ত্বাবধানে আটক করা চাউল ধান বিলির ব্যবস্থা চাই। ২। কৃষি-ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হোক এবং বীজ ধান ঋণ দেওয়া হোক। ৩। ন্যায্য দামে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক। ৪। খাদ্য কমিটীর মারফৎ কেঃ তেলের সরবরাহের ব্যবস্থা হোক। মহকুমা হাকিম সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকের দাবী মানিয়া লইয়া সেই মত কাজ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখিতে রাজী হন নাই;

কৃষকগণ একদিকে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সঙ্ঘবদ্ধ দাবী জানাইতেছে, অপর দিকে মহাজনদের কাছে প্রচার করিয়া, বুঝাইয়া তাদের গোপনে ধান চাউল বিক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। একতার জোরে যে খাদ্য-সমস্যা ঘুচান যায়, সে বিশ্বাস কৃষকদের বেশী হইতেছে। গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়ন খাদ্য-কমিটী ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত একযোগে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া তাহাদের দাবী জানাইয়াছে।

বাগবাটী ও ব্রহ্মগাছা

ইউনিয়নের কৃষকগণ খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে গণ-দরখাস্ত করিয়া দাবী জানাইয়াছিল, সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে ধান ও বীজধান সরবরাহ করা হোক। কিন্তু মহকুমা-হাকিম এই দরখাস্তের কোনও জবাব দেয় না। কৃষকগণ তাতে নিরাশ হয় নাই। গত ৮ই মার্চ্চ মহকুমা হাকিম যখন বাগবাটী ইউনিয়নে আসেন, তখন ৪০০ **কৃষক একত্র হইয়া** তাঁহার কাছে গিয়া দাবী জানায়। মহকুমা হাকিম কোনো-রকমে চাষীদের প্রশ্নের জবাব দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়েন। কিন্তু পথে ঘোড়াবরাতে ৪০০ মেয়ে হাকিমের মোটর থামাইয়া ধানের দর কমানর জন্য ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য আবেদন জানায়। এবার আর হাকিম কথা এড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। তিনি বলেন, 'আপনাদের জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি, একলক্ষ টাকার কথা লিখিয়াছি, আসিলে আপনারা পাবেন'।

জাতীয় সংকট মিটাইতে

★ গান্ধীজীর মুক্তি চাই ★

গান্ধীজীর অনশন শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, গান্ধীজীর অনশন জনগণের কাছে দেশরক্ষার মহান কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়াছে, ধ্বংসকার্য্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়াছে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের গুরুদায়িত্ব সকলের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আত্মতুষ্টি, নিশ্চেষ্টতা, বিহ্বলতা ছাড়িয়া সকলকে এখনই গান্ধীমুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, জোর কদমে আগাইয়া যাইতে হইবে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া মুসলমান দেশভক্তদের এই আন্দোলনে টানিয়া আনিতে হইবে, যাহাতে সকল দলের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দাবীর কাছে আমলাতন্ত্র মাথা নোয়াইতে বাধ্য হয়—গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া কংগ্রেস-লীগ ও অন্যান্য সকল দলের ঐক্যের পথ সুগম করে।

জলপাইগুড়ীতে—গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনের ভিতর দিয়া অনেক কংগ্রেস সেবক ও লীগপন্থী ঐক্য আন্দোলনে সমর্থন জানান, স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ১৫ জন মুসলমান ছাত্র মিঃ জিন্নার নিকট গান্ধীজীর মুক্তির জন্য তার পাঠান। এই ১৫ জন ছাত্র সবাই লীগ নেতৃত্ব মানিয়া চলেন।

স্থানীয় মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্টের সাথে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আলোচনার ফলে তিনি বার লাইব্রেরীর অন্যান্য মুসলমান উকীলদের কাছেও গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনের যৌক্তিকতা বুঝাইতে সুরু করেন। জলপাইগুড়ীর স্থানীয় লীগ অনুরক্ত জন সাধারণ এই মুসলিম এসোসিয়েশনের নেতৃত্বেই চলেন।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা প্রবীন উকীল প্রীতিনিধন রায় বলেন যে 'সংগ্রামের' পথে ভারতের ও গান্ধীজীর মুক্তি আসিতে পারে না। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ দাবীই গান্ধীজীর মুক্তি আনিতে পারে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ শৈলেন ভৌমিক ঐক্য আন্দোলনে তাঁহার সমর্থন জানান।

বরিশাল—কীর্ত্তিপাশায় মহিলারা গান্ধীজীর অনশন ব্যাপারে যে ভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব্ব। মহিলারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলকে বুঝাইয়াছেন "আমরা গান্ধীজীকে মরিতে দিতে পারি না, আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া দাবী করিতে পারিলে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিব"। তাহারা ৬০০ মহিলার কাছে এই সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছেন। গান্ধীজীর মুক্তি দাবীর ভিত্তিতে ৭টী মহিলা সভা হইয়া গিয়াছে, সাথে সাথে তিনটী মহিলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাছাড়া বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৫০০ মহিলা পোষ্টার নিয়া তিনদিন শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন।

ফরিদপুর—গান্ধীজীর মুক্তি দাবীতে সহরে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়, ২৫টী স্কোয়াডে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী প্রচার করা হয়। স্কোয়াডের ভিতর ৫টী মেয়েদের, ৪টী ছাত্রদের। অনেকগুলি বাড়ীতে যাওয়া হয়—২৫০ জন ছাত্রের কাছে প্রচার চালান হয়। মাদারীপুরে ১০০ পোষ্টার দেওয়া হয় এবং কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটী হইতে ৪০০০ ইস্তাহার জিলার সর্ব্বত্র বিলি করা হয়। ফরিদপুরে ও মাদারীপুরে দুইটী মহিলা সভায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করা হয়। জিলা মুসলিম লীগের সম্পাদক বলেন যে গান্ধীজীর মৃত্যু দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। নিম্নলিখিত সংগঠন ও সভা হইতে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া তার পাঠান হইয়াছে: মাদারীপুর মোক্তার ও উকীল লাইব্রেরী, ফরিদপুর উকিল লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যালিটী, মহিলা সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি, জিলা ছাত্র ফেডারেশন, গয়ঘর ও ডোমশার জনসাধারণ, মাদারীপুর জুট-মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশন, পণ্ডিতসার ও কার্ত্তিকপুর হাই স্কুলের ছাত্র দল, রামভদ্রপুর কৃষক সমিতি ও জেলে সমিতি, সখিপুরা কৃষক সমিতি, ভেদেরগঞ্জ মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশন।

রংপুর—কুড়িগ্রামের অন্যান্য সকলে যখন হতাশ হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া আছে, তখন ছাত্রসমাজ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনে আগাইয়া আসিয়াছে। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকার করিয়া গান্ধীজীর মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমানের সক্রিয় একতা আনিতে উদ্যোগী হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে সহি সংগ্রহ এবং জোর প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রদের ভিতর যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা দূর করো

সুরমা উপত্যকা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ **কাছাড়ের** বিখ্যাত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড গোপেন রায়কে ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তিনি একজন ভূতপূর্ব্ব আন্দামান প্রত্যাগত রাজবন্দী।

গত ৩রা মার্চ্চ পুলিশ কমিউনিষ্ট পার্টির **চাতলা সেল অফিস** ও সিভিল ডিফেন্স কমিটির অফিস খানা-তল্লাসী করিয়া জনযুদ্ধের সমস্ত কপি, চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের ইস্তাহার ও অন্যান্য সমস্ত কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে।

কুচবিহার

কুচবিহার হইতে সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"গত মঙ্গলবার দিন 'পিপলস্ ওয়ারের' স্থানীয় এজেণ্ট কাগজ আনার জন্য পোষ্ট অফিসে গেলে আই, বির একজন এ, এস, আই 'পিপলস্ ওয়ার' সহ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং দুই ঘণ্টা জেরার পর ছাড়িয়া দেয় কিন্তু পিপলস্ ওয়ার রাখিয়া দেয়। পরদিন 'পিপলস্ ওয়ার' আনিতে গেলে তাহাকে প্রায় তিন ঘণ্টা হাজতে রাখা হয় এবং বলা হয় গ্রাহকদের নাম না দিলে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। পরের দিনও ঠিক একই ব্যাপার—স্থানীয় এজেণ্টকে 'পিপলস্ ওয়ার' দেওয়া হয় নাই। জনযুদ্ধও আমরা এই সংখ্যা পাই নাই।"

কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস্ ওয়ার, জনযুদ্ধ প্রভৃতি কাগজ সম্বন্ধে পুলিশের এ সজাগ দৃষ্টি কেন? ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার জন্য, আসন্ন জাপানী আক্রমণ রুখিতে দেশের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য, দেশরক্ষার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ বন্ধ করার জন্য এই কাগজ দুইটী বরাবরই নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছে, জনসাধারণের দেশপ্রেমকে সত্য পথে পরিচালিত করিয়াছে, আজকের দিনে এর প্রচারে বাঁধা জন্মান কি দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করা নয়?

বীরভূম

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও বীরভূমের কৃষক নেতা কমরেড দেবেন রায় সিউড়ী জেলে আছেন। খবর পাওয়া গিয়াছে জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের একজন বড় শত্রু, আজ যখন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে দেশের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, তখন এই দেশপ্রেমিকের মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। আমরা তাই দাবী করিতেছি, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হোক।

বরিশালের চিঠি

বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশাল

★ এখানেও খাদ্য-সংকট কম নহে ★

গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা গেল বরিশাল সহরে কিনিবার মত চাউল নাই। বাঁধা দরে তো জনসাধারণ পাইতেছিলই না কিন্তু তখন বেশী দরেও মিলিতেছে না।

কমিউনিষ্টদের কাছে অজানা ছিল না যে আমলাতন্ত্রের দর নিয়ন্ত্রণনীতির অযোগ্যতা কোথায় ঠেলিয়া নিতেছে। প্রচার করিয়া, প্রাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা কমিটিগুলিকে সজাগ করিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ এই অপদার্থতার বিরুদ্ধে লড়িয়া চাউল পাইবার আন্দোলনের ভিত গড়িয়াছিল। তাই সকলেই জানে এই অভাব কোথা হইতে আসে এবং কেমন করিয়া সকলে একজোট হইয়া দাঁড়াইলে ইহার প্রতিকারও তাহাদেরই হাতে। একদিকে হাজার হাজার মণ গোপন ব্যবসাদারের চালান দেওয়া চাউল তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং নিয়ন্ত্রিত মুল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করিল এবং আর একদিকে মিউনিসিপ্যালিটি, বারলাইব্রেরী, মুস্লীম লীগ, হিন্দুসভা সকল প্রতিষ্ঠানকে জড়ো করিয়া দাবী করিল—'নিয়ন্ত্রিত মুল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা চাই।'

ছাত্র, ধাঙ্গড়, ডক-মজুর, মহিলা—সকলেই একত্র হইল; 'গোপন গুদাম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, মিউনিসিপ্যালিটিকে চাউলের ষ্টক করিতে হইবে—সরকারকে নিয়ন্ত্রিত মুল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিতে হইবে। প্রত্যেকটি অলিগলিতে পোষ্টার, প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে স্কোয়াড, নেতৃবৃন্দের বাড়ীতে ও অফিসে পাড়া প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন, কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার ও বৈঠক খাদ্য-আন্দোলন দানা বাঁধিল।

গান্ধীজী অনশন সুরু করিলেন—তিনি খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে মুক্তি চান, ধ্বংস ও অরাজকতার পথে ইহার মীমাংসা নাই। খাদ্য-আন্দোলন দশগুণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কমিউনিষ্টদের সাথে দেশপ্রেমিকদের কর্ম্মক্ষেত্রে একতা গড়িয়া উঠিল।

মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, খৃষ্টান সম্প্রদায়—সকলে মিলিয়াই প্রস্তাব নিল—মিউনিসিপ্যালিটি গুদাম খুলিতে চায়—নিয়ন্ত্রিত মুল্যে সরকারকে চাউল দিতে হইবে।

জিলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌঃ আফতাবুদ্দিন আহাম্মদ বলিলেন—খাদ্য সমস্যায় আজ সকলকেই একত্র হইতে হইবে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য খাদ্য আন্দোলনের পথে কোন অন্তরায়ই সৃষ্টি করিতে পারে না।

কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী বলিলেন যে সমস্ত দল ও জনসাধারণের একতাই আজ সরকারী অযোগ্যতার ফলে লোভী মহাজনদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া খাদ্যের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠন করা হইল। ৯ মার্চ্চ এই কমিটির সভায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা দর নিয়ন্ত্রণ অফিসার উপস্থিত হইল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি মাসে দশ হাজার মণ চাউলের আদেশ পত্র দিতে পারেন কিন্তু 'দরনিয়ন্ত্রণ অফিসার' বলিলেন যে নিয়ন্ত্রিত মুল্য বলিয়া বাজারে কোন কিছু নাই—সুতরাং নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল দেওয়া সম্ভব হইবে না।

১০ই তারিখ বাংলা সরকারের দর-নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠিয়া গেল—ইহা লোভী মহাজনদের ষড়যন্ত্রের কাছে সরকারী অযোগ্যতারই পরিচয়। কিন্তু বরিশালের 'খাদ্য কমিটি' দাবী করিল যে জনসাধারণের কমিটির হাতেই জিলার সর্ব্বত্র চাউল ক্রয় ও ভিতরে ও বাহিরে চালান দিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক এবং সেই কমিটিই মহাজনদের 'এজেন্সিতে' ন্যায্য মুল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। অনেক মহাজনও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন।

বন্দরে, বন্দরে, গ্রামে গ্রামেও 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। উজিরপুর, গৌরনদী, মুলাদি প্রভৃতি বন্দরে জনরক্ষা কমিটি হাজার হাজার গোপন ব্যবসার চাউল আটকাইয়া বিলি ব্যবস্থা করিয়াছে।

বরিশাল জিলার সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই এই বোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সরকারী অযোগ্যতার মধ্যেও জন-আন্দোলনই কৃষক ও অকৃষক সকল শ্রেণীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায্য মুল্যে পাইবার আন্দোলন গড়িয়াই বাঁচিবার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

বরিশালের খাদ্য আন্দোলন ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে—সকল দলের পিছনে সর্ব্বসাধারণের জমায়েৎ গড়িয়া উঠিতেছে।

★ ছেলের দল পেছিয়ে নেই ★

বাঁকুড়ার চিঠি

বাঁকুড়ায় এবার ছোট ছেলে মেয়েদের কাজ দেখলাম। বিশেষ করে বালিকা দলের কাজ চোখে পড়লো। আমাদের মহিলা ফ্রণ্টের কর্ম্মীদের ঘিরে একটি ছোট বালিকা দল আছে যারা সর্ব্বদা তাদের মহিলা সমিতি ও আত্মরক্ষা সমিতির কাজে সাহায্য দিচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক দিবসগুলো পালনেও এরা এগিয়ে এসে সাহায্য করে। মেদিনীপুর সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করা, হাসপাতালের জন্য মেয়েদের কাপড়, গেঞ্জি সংগ্রহ করতে এদের জুড়ী নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ করছে বলে এরা জানে এবং গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের বালিকাদের নিয়ে কোন সঙ্ঘ গড়ে উঠেনি যার ভিত্তিতে আমরা সমস্ত বালক বালিকাকে সংহত করতে পারি। আমরা অবহেলা করেছি কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লকীদল অবহেলা করেনি। তারা এদের দিয়ে কমিউনিষ্ট বিরোধী বাহিনী গঠন করতে চেষ্টা করছে। তারই চেষ্টা দেখলুম বাঁকুড়ায় মণিমালার মধ্যে দিয়ে। মৌমাছি মণিমালাদলকে উপদেশ দিয়েছে "আমরা রাজনীতি করি না"। মেয়েদের কাছে তার উপদেশ, "কি ভাবে আলনা গোছাতে হয় শেখো, বাপ মা পরম গুরু এবং সংসারই মুল", অর্থাৎ অগ্রগতি সংস্কৃতিমুলক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে যেমন করে হ'ক রুখবার জন্য প্রতিক্রিয়ার প্রাচীর তুলে ধরছে।

বাঁকুড়ার মহিলা সমাজে তরুণী সঙ্ঘের অবদান অসামান্য। 'জাগরণ' কাগজ বের করে তারা শুধু বাঁকুড়া নয় সমস্ত বাংলার বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, এ ছাড়া মহিলা সমিতি ও আত্মরক্ষা সমিতির মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার সংস্কৃতিমূলক, রাজনৈতিক আন্দোলনে এরা অগ্রগামী দল।

তাই মৌমাছির উপদেশ হচ্ছে—"তরুণী সঙ্ঘের সাথে মিশবে না, মেয়েদের কাগজ বের করে দরকার নাই।"

এবার স্বাধীনতা দিবসে তরুণী সঙ্ঘের উদ্যোগে মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ছোটরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে—সভা সংগঠন থেকে আরম্ভ করে যোগদান পর্য্যন্ত।

মৌমাছি দেশের শিশুদের কি বিষাক্ত হুল দিচ্ছে তা এই থেকে বোঝা যাবে যে তার নির্দ্দেশ ছিল, 'মণিমালা স্বাধীনতা দিবসে যোগ দিবে না'। পাল্টা তারা সেদিন অনুষ্ঠান করলো—কিশোর কল্যান দিবস। এই দিবসের প্রোগ্রাম 'আত্মার প্রার্থনা।" সভায় একজন বিশেষ গার্ডিয়ানকে সভাপতি করে প্রত্যেক গার্ডিয়ানের পদধূলি মাথায় নিয়ে প্রার্থনা করবে।

কিন্তু শিশু মনের স্বাভাবিক প্রেরণা এতে সায় দেয় না, কেহ কেহ কমিউনিষ্টদের মত করে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে চায়। তাতে উপদেশ হয় 'তোমরা শিশু—শিশুর মত কথা বল।

এই অরাজনৈতিক আবরণ হচ্ছে এর রাজনীতির স্বরূপ ঢেকে রাখবার প্রচেষ্টা। স্বাধীনতা দিবসে এরা নাটক করে "পুতুলের দেশ।" তার বিষয় হ'ল—একটি দেশে কারো চেষ্টায় স্বাধীনতা এল না—অবশেষে এক ঐন্দ্রজালিক এসে স্বাধীনতা দিয়ে গেল। এই ঐন্দ্রজালিককে বুঝতে কষ্ট হয় না—সুতরাং রাজনীতি বুঝতেও অসুবিধা হয় না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তাকে বজায় রাখবার শ্লোগান নিয়ে তারা অনায়াসে তাদের মুখ্য রাজনীতিতে এসে পড়ে।

কিন্তু আমাদের রাজনীতি, আমাদের কর্ম্মতৎপরতায় শিশুদেরও আমাদের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। এমন কি মৌমাছি রুখতে পারছে না। তাই দেখা গেল—স্বাধীনতা দিবসে একটা মণিমালা দল আমাদের সাথে স্বাধীনতা দিবস পালন করলো।

গান্ধী উপবাসের সময় আমাদের বালিকাবাহিনী মেয়েদের সভা সংগঠন করেছে, খবরাখবর দিয়েছে। কৌটা নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে। সমস্ত সভাতে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করা তাদের একটি বিশেষ কাজ ছিল।

গান্ধি-মুক্তি আন্দোলনে আমাদের বালিকা দল কাজ করেছে। আবার এই আন্দোলনের মধ্যে যেমন যুবকগণ দলে দলে নাম দিয়ে স্কোয়াডের কাজে নেমে এল, তেমনি ছোটরাও পিছনে থাকতে চাইল না। ২৪।২।৪৩ তারিখের সভায় তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে ছোট ছেলের দল কর্ম্মী তালিকায় নাম দেয়। এই জোয়ারে মৌমাছির মণিমালা দলের কিছুও এসে যোগ দেয়, যদিও মণিমালার দাদারা বাধা দিয়াছে প্রচুর।

বাঁকুড়াতে ছোটদের সংগঠন গড়বার তাগিদ দিয়েছে স্কুল ভাঙ্গার শিশুর দল। নিয়মিত সংগঠন এদের চাই।

সিলেটের শিশুদল এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছে। 'রেড ষ্টার' নামে এদের শিশুফৌজ গড়ে উঠেছে। এদের নিয়মিত বৈঠক হয়। চোরাবাজারের বিরুদ্ধে প্রচার করে, পাহারা দেয়। মূল্যনিয়ন্ত্রণে সতর্ক পাহারা দেয়।

একজন মহাজন তাদের জিজ্ঞেস করে চোরা বাজার কি? তখনি একজন ফৌজ উত্তর দেয়—'আমরা দোকানে কিছু কিনতে গেলে তোমরা বলো নাই, কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে বেশী দামে বিক্রী কর,—এর নাম চোরা বাজার। স্কুলের ছুটীর পর এই ফৌজ জনযুদ্ধের গান গেয়ে গেয়ে প্রচার স্কোয়াডে বের হয়।

সম্প্রতি আসাম পার্টি সম্মেলনের সময় ছোটদের ভলান্টিয়ার বাহিনী, সংবাদ আনা দেওয়া, যোগাযোগ রক্ষা, সভা পাহারা প্রভৃতি ব্যাপারে চমৎকার কাজ দেখিয়েছে।

সব দেখে আজ বেশ উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে মালাবারের আদর্শে বাংলায়ও দ্রুত শিশুবাহিনী গড়ে উঠবে।

সংগঠনই মজুরদের হাতিয়ার

ইউনিয়নকে জোরদার কর্‌হ্মো

গত ১৩ই মার্চ্চ মালদহের বিড়ি ইউনিয়নের মজুররা এক সাধারণ সভায় দুই আনা মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানায় এবং ঠিক করে যে মালিকরা দাবী মানিতে অস্বীকার করিলে তাহারা একযোগে কাজ ছাড়িয়া দিবে। সাথে সাথে ধর্ম্মঘট কমিটী নির্ব্বাচিত হয় ও ধর্ম্মঘট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও হয়। পরের দিন ইউনিয়নের তরফ হইতে কমরেড সুশীল ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন কর্ম্মী মালিকদের সাথে মজুরদের দাবী লইয়া আলোচনা চালায়। সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে মালিকরা মাথা নোয়ায়, মজুরী বৃদ্ধির দাবী মানিয়া লয়। ইউনিয়নের এই জয়ে মজুরদের ভিতর খুবই সাড়া পড়িয়া যায়—সবাই উৎসাহিত হয়। ইউনিয়নের বাইরে যে সব মজুর ছিল, তাহারাও ইউনিয়নের সভ্য হইতে থাকে। আর একটি জিনিষ মজুররা খুবই লক্ষ্য করিয়াছে—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে মজুরদের দাবী মানিতে মালিক বাধ্য হয়—ধর্ম্মঘট আর করার দরকার হয় না। তাই মালদহের বিড়ি মজুরা তাহাদের সংগঠনকে দিন দিন শক্তিশালী করিতেছে।

দাবী আদায় করিতে সংগঠন বাড়াও

বি, এন, রেলওয়ের মজুরদের ন্যায্য দাবী দাওয়া সম্বন্ধে কোম্পানী কোন কিছুই করিতেছে না। তাহাদের দাবী: উপযুক্ত মাগগী ভাতা, অল্পমুল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তাহাদের আধ পেটা খাইয়া দিন চালাইতে হয়। এই দুর্দ্দিনে কোম্পানীর নীরবতা তাহাদের ভিতর অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে। ইহা ছাড়া আর এক নূতন অবস্থাও কোম্পানী টানিয়া আনিয়াছে। জাপানী দস্যুরা যখন কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে, তখন ভাল সেণ্টারের অভাবে ও অন্যান্য নানারকম অসুবিধার জন্য প্রায় ৭০০ মজুর কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোম্পানীও এই সুযোগে কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই তাহাদের সরাসরি বরখাস্ত করে, অথচ কোম্পানী নিজেদের অযোগ্যতার দিকে চাহিল না। কাজ চালু রাখিতে হইলে আধপেটা মজুরদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বোমা পড়ার সম্ভাবনা থাকিলে মজুরদের পাকা ও উপযুক্ত সেণ্টারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এসব কথা তাহারা ভাবিয়াও দেখে নাই, শুধু অনাহারগ্রস্ত গরীব মজুরদের বরখাস্ত করার দিকেই নজর পড়িল। মজুররাও তাহাদের দাবী আদায় করিতে না পারিলে চুপ করিয়া থাকিবে না, তাহাদের সংগঠন বাড়াইবে—সংগঠনের জোরে তাহারা কোম্পানীকে বাধ্য করিবে দাবী মঞ্জুর করিতে।

গত ৭ই মার্চ্চ চক্রধরপুরে বি, এন, রেলওয়ে ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এক সভায় উপযুক্ত মাগগী ভাতা, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, গান্ধীজীর মুক্তি এবং উপরোক্ত বরখাস্ত মজুরদের পুনর্নিয়োগে দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। বরখাস্ত মজুরদের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাবে ইউনিয়নের সভাপতিকে কোম্পানীর সাথে আলাপ আলোচনা চালাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে কোন ফল না হইলে রেলওয়ে কনসিলিয়েসন অফিসারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। সমস্ত মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সভাপতিকে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

একতার জোরে দাবী আদায়

গত সপ্তাহ হইতে জগদ্দলের মজুরদের ভিতর ভীষণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। চালের অভাব চরমে উঠিয়াছে। সংকটের কারণ এই যে, মিলে যে সমস্ত দোকান আছে তাহাতে চালের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে যেখানে ১২ সের চাল দেওয়া হইত এখন সেখানে মাত্র ৫ সের করা হইয়াছে। যখন এই দোকানগুলি খোলা হয়, তখন মজুরদের এই ভরসা দেওয়া হইয়াছিল যে মাগ্‌গী ভাতার পরিবর্ত্তে চাল, ডাল যুদ্ধের আগেকার দামে দেওয়া হইবে। অথচ মালিকরা তারপর চাল ডালের দাম বাড়াইয়াছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাল দিতে পারে নাই। ফলে মজুররা ৬০ ঘণ্টা কাজ করিয়াও খাইতে পাইতেছে না—তাদের ভিতর তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। যাহারা খাদ্য দাবী করিতেছে, কোম্পানী আবার তাহাদেরই জবাব দিবে বলিয়া চোখ রাঙ্গাইতেছে। ইহাতে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি, স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি এবং জগদ্দল চটকল মজদুর ইউনিয়ন মজুরদের দাবী পুরনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। মজুরদের দাবী: (১) সস্তাদামে সমস্ত দরকারী জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে মিল দোকান হইতে দিতে হইবে (২) ১৫৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা দিতে হইবে (৩) মিল ও বাহিরের দোকান জনসাধারণ ও মজুরদের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকিবে।

মজুরদের এই অভাব অভিযোগ দুর করিতে হইলে মজুরদের আগাইয়া আসিতে হইতে তাহাদের সংগঠনের ভিতর দিয়া—সংগঠনকে আরও জোরদার করিয়া দাবী জানাইলে মালিকরা দাবী মানিতে বাধ্য হইবে।

একতাবদ্ধ আন্দোলনের জয়—লালমণিরহাট থানার অন্তর্গত তিস্তা অঞ্চলে ৬টী ইউনিয়নে কৃষিঋণ আদায়ের জন্য সরকার হইতে কৃষকের উপর অত্যন্ত চাপ দেওয়া হইতেছিল। প্রতি হাটে ঢোল দিয়া জানান হইত যে ঋণ শোধ না দিলে মাল ক্রোক করা হইবে। কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঋণ আদায় স্থগিতের দাবী জানায়। গণ-দরখাস্ত, অভিযান, টেলিগ্রাম প্রভৃতি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। তার ফলে আদায়কারী হাকিম জানাইয়াছেন যে ঋণের পুরা টাকা এখন দিতে হইবে না, অর্দ্ধেক এখন দিলেই চলিবে এবং বাকী অর্দ্ধেক কার্ত্তিক মাসে দিতে হইবে।

আলোচনা

খাদ্যসংকট

দেশের অধিকাংশ লোকের মুখে আর ভাত জুটিতেছে না! অন্ন কথা মুখে জোগাইবে কি? এই চরম দুর্দ্দশার মধ্যেও সরকারী অব্যবস্থা যেন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। গত সপ্তাহে বাংলা সরকার বলিলেন,—মূল্য নিয়ন্ত্রণ আর রহিল না, খোলা হাটে কেনা বেচা চলিবে। আমরা বলিয়াছিলাম, সরকারী দোকান বা সরকারের মনোনীত দোকান সর্বত্র ও যথেষ্ট নাই, কাজেই এই আদেশের ফল হইবে এই যে, চোরাবাজার খোলাখুলি চলিবে। কার্য্যতঃ কি হইয়াছে, তাহা এক সপ্তাহের মধ্যেই সকলে দেখিতেছেন। আর ইহার মধ্যেই ১৬ই মার্চ সরকার আবার আর এক রকমের দর বাঁধার হুকুম জারি করিয়াছেন। এই দরে চাউল, আটা, ময়দা, কয়লা পাওয়া যাইবে—কণ্ট্রোলের দোকানে বা অনুমোদিত বাজারগুলিতে।

কণ্ট্রোলের দোকানের বাঁধা দর

মোটা চাউল প্রতি সের সওয়া চারি আনা, মাঝারি চাল প্রতি সের চারি আনা তিন পয়সা এবং সরু চাউল প্রতি সের সাড়ে পাঁচ আনা।

প্রত্যেক ক্রেতাকেই ২ সের করিয়া চাউল বিক্রয় করা হইবে। প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা এবং বৈকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় করা হইবে।

কর্পোরেশনের আটটী বাজার এবং ৭৫টী কণ্ট্রোলের দোকানে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আটা ও ময়দা বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক ক্রেতাকে কাগজের ঠোঙ্গায় করিয়া আধ সের হিসাবে হয় আটা অথবা ময়দা বিক্রয় করা হইবে। আধ সের আটার মূল্য লাগিবে তিন আনা ও আধ সের ময়দার দাম চারি আনা।

রেলওয়ে ডিপো হইতে প্রতি মণ সফ্‌ট কোক ১৲ টাকা, সহরের ডিপো হইতে প্রতি মণ ১৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইবে।

হার্ড কোক রেলওয়ে ডিপো হইতে প্রতিমণ ১৷৵০ আনা, সহরের ডিপো হইতে প্রতিমণ ১৵০ আনা। ষ্টীম কোল রেলওয়ে ডিপো হইতে প্রতিমণ ৸৵০ আনা, সহরের ডিপো হইতে ১।০ আনা। দর বাঁধাটা বড় কথা নয়। কাজের কথা হইল—বাঁধা দরে জিনিষপত্র পাওয়া যায় কিনা?—তাহার অর্থ—বাঁধা দরের দোকান ('কণ্ট্রোলের দোকান') যথেষ্ট আছে কিনা, তাহাতে যথেষ্ট মাল থাকে কিনা, সত্যই লোকে সেই সব দোকানে মাল কিনিতে গিয়া কিনিতে পায় কিনা,—না ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারে দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসে—দোকানের মাল ফুরাইয়া যায়, কিংবা সময় শেষ হইয়া যায়। কোথায় বাঁধা দরের চাউল? হাজারে হাজারে লোক কলিকাতার পথে পথে 'হা অন্ন', 'হা অন্ন' করিতেছে। হাজারে হাজারে মেয়ে আসিয়া পথে জড় হইতেছে। চাউল-ডাল লুঠ-তরাজের খবর যাহা কাগজে বাহির হয় তাহাও দেখিলে বুঝা যায় মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। 'দর বাঁধা' আজ নিষ্ঠুর হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে।

"খাদ্যের অভাব নাই"

ইহারই মধ্যে সরকার করিতেছেন এখানে ওখানে খাদ্য-সংকট 'বৈঠক।' ভারত সরকারের খাদ্য বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ ভিগর সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন (১৩ই মার্চ) "সমগ্রভাবে ভারতবর্ষে চাউল বা গমের সত্যিকার কোনো গুরুতর অভাব নাই; তজ্জন্য উদ্বেগেরও হেতু নাই।" কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উদ্বেগের হেতু আরও বাড়িয়া যায়। কারণ বুঝা গেল দেশে খাদ্যবস্তু আছে, নাই তাহা পাইবার ব্যবস্থা, নাই তাহা জোগাইবার মত সরকারের ক্ষমতা আর গরজ।

আরও বৈঠক, আরও জটলা

অথচ ঘণ্টা কম হইতেছে। গত সপ্তাহে বাংলা সরকার ডিভিশনের কমিশনার ও জেলার কর্ত্তাদের লইয়া জটলা করিয়াছে। ঘটা করিয়া তাহার খবর দেওয়া হইল। এই সপ্তাহে আবার দুই দিন ১৮ই-১৯শে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের প্রতিনিধিদের কলিকাতায় ঐ বৈঠক হইয়াছিল—তাহারও খবর যথারীতি বাহির হইয়াছে। একযোগে একটা কিছু উপায় তাহারা করিতে চায়—এখন ভারত সরকারের সে বিষয়ে অনুমোদন পাইলেই হইল।

এদিকে ভারত সরকারও বসিয়া নাই। ১৩ই তারিখে তাহাদেরও একটা ইস্তাহার বাহির হইয়াছে—নিতান্ত ছোটও তাহা নয়, আর বেশ ভারিকী চালের। সার কথাটা এই—নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্ব্বত্র খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কয়েকজন "রিজিয়নেল ফুড কমিশনার" নিযুক্ত হইবেন। খাদ্য সমস্যা সমাধানের যে সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা রহিয়াছে, উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার ব্যাপারে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যও করিবেন। বলা হইয়াছে, সমগ্র ভারতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই। কেন না উৎপাদন ও সরবরাহের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য রহিয়াছে। অবশ্য জরুরী অবস্থার জন্য পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। এলেকায় এলেকায় এই কমিশনাররা পরস্পরে সহযোগিতা করিবেন, ভারত সরকারের সহিত প্রত্যেক এলেকার যোগ রাখিবেন, আর ভারত সরকারের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। তবে এখনও তাঁহারা নিযুক্ত হন নাই, নিযুক্ত হইলে একবার দিল্লীতে তাঁহাদের বৈঠক হইবে। তারপর তিন সপ্তাহের মত তাঁহারা নিজ নিজ এলেকায় ঘুরিয়া অবস্থা বুঝিবেন; তারপর দিল্লী ফিরিয়া আবার আলোচনা হইবে। এখন মার্চ মাসের প্রায় শেষ দিক!

আচার্যদেবের নির্দেশ

সরকার টলিতেছেন না—কারণ, 'দেশে খাদ্য আছে।' কিন্তু আমাদের বাঁচিতে হইবে। প্রতিদিন দেশে যে অরাজকতা ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাও ঠেকাইতে হইবে। দেশে খাদ্য আছে—সেই খাদ্য আমাদের চাই। তারপর দেশে খাদ্য যদি থাকে, তবু আমরা খাদ্য ফসল আরও বাড়াইব। এই সংকটের দিনে রোগশয্যা হইতে বৃদ্ধ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকে আমাদেরই অনুরূপ নির্দেশ দিয়াছেন—

বর্ত্তমানে খাদ্য সমস্যা এরূপই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদিগকে এই সমস্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে ধরণের ব্যবস্থা হইয়াছে উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ জানাইতে পারি। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে যে সব জেলায় খাদ্যের ঘাটতি পড়িতেছে, সেই জেলার কোনও সাহায্য হইতেছে না। জনসাধারণকে এখন অন্নবস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যজনিত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজ আমাদের অস্তিত্ব বিলোপের উপক্রম হইয়াছে। জাতিকেই বাঁচাইতেই হইবে; কাজেই সকলের নিকট আমার নিবেদন এই দুঃসময়ে পারস্পরিক বৈষম্য ও মতভেদ বিস্মৃত হইয়া একসাথে চিন্তা ও কাজ করুন।

ইহাই যেন দেশপ্রেমিকের কথা, মহর্ষী বৈজ্ঞানিকের নির্দেশ। চাই সকলে একত্র হওয়া, একসাথে চিন্তা করা। একসাথে কাজ করা। সকলকে মিলাইয়া খাদ্য কমিটি বানানো, কোন্ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী চাউল আটকাইয়াছে তাহার খোঁজ করা, সকলকার চাপে চাউল বাহির করিয়া আনা—সমানভাবে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীর ভাতা

জিনিষপত্রের মূল্য যখন দ্বিগুণ মজুরেরা তখন যে আর মাগ্‌গী ভাতা না হইলে বাঁচিতে পারে না, এই কথা সবাই বুঝে। কিন্তু মালিকেরা তাহা বুঝিতে রাজী নয়। রেলে মজুরেরা প্রায় ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইতেছিল, সেই কথা আমরা গত সপ্তাহে জানিয়াছি। ১৫ই তারিখ রেল বিভাগ এক ইস্তাহার জারি করিয়া কর্ম্মচারীদের ভাতা খানিকটা বাড়াইয়াছে। মজুরেরা চাহিয়াছিল এখনি শতকরা ৩০৲টাকা হারে 'মাগগী ভাতা', আর পরে মুল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাতাও বাড়ানো। কোম্পানি এখন দিল—কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুরের ২০০৲ পর্য্যন্ত যাহাদের মাহিনে তাদের মাসিক ভাতা ১৬৲; ১২৫০০ লোক যে সব জায়গার বাসিন্দা সেখানে ১৭৫৲ পর্য্যন্ত মাইনের কর্ম্মচারীদের ভাতা ১১৲; অন্য জায়গায় যাহারা ৯০৲ মাইনের কর্ম্মচারী তাহাদের মাসিক ভাতা ৮৲; অবশ্য ভাতা বাড়িল। কিন্তু এইভাবে জায়গা ভাগ করায় পূর্ব্বেও গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। এখন সেই গোলমাল আরও বাড়িল। তাহা ছাড়া কোথায় মজুরদের দাবি, আর কি-ই বা কোম্পানির বিচার। জিনিষপত্রের দর হইয়াছে আড়াই গুণ, আর এই ভাতা যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পাইবে সে-ও দেড় গুণও পাইবে না।

পাটের দালালি

খাদ্য ফসল বাড়ানো চাই—পাট চাষ কমাইলে অনেকটা জমিতে খাদ্য ফসল দেওয়া চলে। পাটের জমির চার আনিতে এবার পাট দেওয়াই যথেষ্ট। বাংলা সরকার বলিয়াছেন আট আনি জমিতেও পাট দেওয়া চলিবে। ইহা লইয়া আইন সভায় বিতর্ক হয়। হক্ সাহেব যুক্তি দেখান—ভারত সরকারই আট আনি জমি নির্দ্ধারণ করিবার পরামর্শ দেন; বাংলা সরকার তাহা গ্রহণ করে। কারণ পাট রপ্তানি হয় তাহার আদায়ী কর হইতে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে কিছু ভাগ দেন। সে টাকা প্রায় ১ কোটি। ভারত সরকারের কথা না শুনিলে বাংলা সরকার এই টাকাটা হারাইত। এখন চাষীরা আট আনি জমিতে চাষ না করিলেও তাহা বে-আইনী হইবে না। যুক্তি খাশা। তবে কত পাট এমন রপ্তানি হয়?' বাংলা সরকার এখন কত টাকা এই বাবদে পান? সোয়া কোটির বেশি কি? আর এই সোয়া কোটির জন্যই কি এই ব্যবস্থা হইল না কলওয়ালার চাপে হইল? আর সোয়া কোটির জন্য পাট চাষীকে এমন ভুলে ফেলা কিংবা খাদ্য ফসল বাড়ানোর চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করা ঠিক? তবে সরকার 'পাটের দালালি' করিতে পারে। কিন্তু আজ খাদ্য ফসলের যা দর তাহাতে কৃষক খাদ্য ফসলই চাষ করিবে, সে নিজে খাইয়াও বাঁচিবে, দেশের ভাই বোনদেরও খাওয়াইয়া বাঁচাইবে।

নেতাদের অসহায়তা

নেতৃ-সম্মেলন বেশ অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়াছেন। ১লা ও ২রা এপ্রিল তাহাদের ষ্টাণ্ডিং কমিটির আবার বৈঠক হইবার কথা। হয়ত তাহা হইবে না—সভাপতি সাপ্রু অসুস্থ। কিন্তু গোল ঠেকিতেছে কোথায়? গোল এইখানে আমলাতন্ত্র তাহাদের কথায় কাণ দেয় না। কারণ নেতারা এখনো নিজেদের শক্তি সংহত করিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর উপবাসে তাহার সূচনা হইয়াছে। দেশের সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় খুব পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি নিঃ ভাঃ খ্রীষ্টান সম্মেলনও গান্ধীজীর মুক্তি ও সর্ব্বদলীয় সরকারের দাবী জানাইয়াছেন। তবে তাঁহারা চান সেইসব সরকারে একজন দেশী খ্রীষ্টান মন্ত্রী থাকেন। এইখানেই নেতাদের এখনো কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তাহারা এই সব সম্প্রদায়ের সকলকে একত্রিত করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া পারেন নাই মুসলীম লীগকে সঙ্গে লইতে। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি সংবন্ধে কথা দিতে দেরী করিতেছেন বলিয়াই নেতারা আর আগাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু থামিলে চলিবে কেন? অসহায়তা আর অক্ষমতা প্রায় একই কথা।

লঙ্কা-ভাগ চলিবে না

যুদ্ধের এখনো শেষ নাই—এমন কি, সম্প্রতি বরং আবার ফ্যাশিষ্টরা জোর করিতেছে। তবু এখনি 'লঙ্কাভাগের' দরাদরি চলিয়াছে। উপনিবেশের মন্ত্রী অলিভার ষ্টানলি একটু চড়া সুরেই বলিয়াছেন—আমাদের উপনিবেশে শাসনের ভার সম্পূর্ণ আমাদের; আমাদেরই তাহা থাকিবেও। আমেরিকা অনেক সময়ে সদুপদেশ দিতে আসে, কথাটা তাহাদের বুঝা উচিত। এই কথাকেই আবার সমর্থন করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল। ব্রিটিশ উপনিবেশের ভার একমাত্র ব্রিটেনেরই। চার্চিলের কথায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা খুশী হইয়াছে। 'ডেলিমেল' বলিতেছে, "এখনো ব্রিটেনে অনেক মূর্খ অন্তরূপ ভাবে, মালয়, বর্ম্মা, সিংগাপুরের শিক্ষা তাহাদের মাথায় ঢুকে নাই।" সত্যই বটে। ঢুকিলে জানিত—আমেরিকার টাকাকড়ি, অস্ত্র ও সৈন্য না হইলে মালয়, ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুরের আশাই ছাড়িতে হইবে। রুশিয়া না হইলে ফ্যাসিষ্টদের হারাণোও সম্ভব হইবে না। ব্রিটেন তাহার উপনিবেশ উদ্ধারেরও চেষ্টা করিতে পারে না—মিত্রশক্তির সাহায্যের দরকার হয়। যুদ্ধশেষে আমেরিকা, রুশিয়া ও চীনের কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না কেন?

"স্বাধীনতা যুদ্ধে রংপুর"

অন্যান্য জেলার কমরেডদের কেন পড়া দরকার?

এই বইখানি কমিউনিষ্ট পার্টির রংপুর জেলা কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট। জেলা কমিটীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্য্যধারার বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া ভারতের ও বাংলার পার্টি নেতাদের বাণী ও বিবৃতি ইহাতে আছে। রংপুরের গ্রামে পার্টি গড়ার কায়দা, গণ-ফ্রণ্টে কাজের সাফল্য প্রভৃতি যে কোনো জেলার পক্ষে শিক্ষনীয়। তাই আমরা প্রত্যেক কমরেডকে এই বইখানি পড়িতে বলি। ইহার প্রয়োজনীয়তার আরো একটা দিক আছে। জাতীয় সংকট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল প্রস্তাবের একটি সুন্দর সারাংশও ইহাতে আছে—জাতীয় সংকট ও ঐক্য আন্দোলন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় পুস্তকাকারে এভাবে আর বাহির হয় নাই।

নোট:—পুস্তক সম্পাদকের ত্রুটী মার্জ্জনা: লেনিন ডে ফাণ্ডের রিপোর্টে ভুল করিয়া লেখা হইয়াছে—পাদুর মণিবরা প্রথমে টাকা দিতে চান নি। ইহা ঠিক নয়, তাঁহারা প্রথম থেকেই টাকা দিয়াছেন ও টাকা তুলিয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন

সঙ্কট সমাধানে দৃঢ় সঙ্কল্প

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন সুরু হইল ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতায়। জাতীয় জীবনে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা। সম্মেলনের অধিবেশন বসিল জাতীয় জীবনের এমন এক মহা-সংকটের দিনে যা আর কোন দিনই দেখা যায় নাই। কি রাজনীতিক জীবনে কি অর্থনীতিক জীবনে দেশের সামনে এমন সংকট আর কোন দিনই আসে নাই। বাংলার হাজার হাজার গ্রামে, শত শত সহরে কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারীর বুকফাটা আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—খাবার চাই। উপবাসখিন্ন কৃষক পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া দলে দলে সহরে আসিয়া আমলাতন্ত্রের লৌহ কবাটে মাথা ঠুকিতেছে—খাবার চাই। অনশন ক্লিষ্ট শিশু পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বুভুক্ষু মাতা লজ্জার আবরণ ঠেলিয়া, পথের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া হাজারে হাজারে আসিয়া দাবী করিতেছে—খাবার চাই।

খাদ্যসংকটে চঞ্চল এই উত্তেজিত আবহাওয়া কলিকাতায়ও দেখা দিল। তাহারই পটভূমিতে বসিল পার্টি সম্মেলন। দেশের মাঝে যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ দেখাইতেছে তাহাও কাজের ভিতর প্রতিফলিত হইল সম্মেলনে। বুভুক্ষু জনতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন কমিউনিষ্টরা।

১৯৩৮ সালে গোপন প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কাটিয়া গিয়াছে পাঁচটি বছর। জাতির সে ঐতিহাসিক বছরগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টি দর্শকের ভূমিকায় বসিয়া থাকে নাই, দেশের ইতিহাস রচনায় সক্রিয় অংশ নিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া পার্টি চক্রান্তর হইতে উঠিয়া ক্রমশঃ গণপার্টিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

গত পাঁচ বছরের এই রাজনীতিক-সাংগঠনিক পটভূমিকায় বসিল প্রাদেশিক সম্মেলন। লেনিন-ষ্টালিনের ছবি, গান্ধী, নেহেরু, আজাদ, জিন্না, যোশীর ছবি, বিভিন্ন পোষ্টার, লাল পতাকা, কংগ্রেস ও লীগ পতাকায় সুসজ্জিত ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন হলটী। বিভিন্ন জেলা হইতে ১৮৬ জন আসিয়াছেন ডেলিগেট। পার্টি জীবনে এক নূতন প্রেরণা। ১৮ই মার্চ্চ বেলা ১১টায় লাল পতাকা তুলিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। ভলাণ্টিয়ার সমাবেশ ও সংগীতে উৎসব পূর্ণ হইল।

সম্মেলনের কাজ চালাইলেন সভাপতি পরিষদঃ কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, চতুর্বালি, সুধীন রায় ও বীরেশ মিশ্র। সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন কমরেড সোমনাথ। তাঁহার বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিল অতীত দিনের পার্টি ইতিহাসের উদ্দীপনাময় চলমান ছবি। ২০।২২ বছর আগে একদা এক তরুণ অসীম সাহস, প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়া লাল পতাকা হাতে জনগণের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় দুই চারিজন সাথী মাত্র তাঁহার ছিল সম্বল। চারিদিকে ছিল পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা। তাহার পর কাটিয়াছে প্রায় এক চতুর্থ শতাব্দী। সেই তরুণ আজ ভগ্ন স্বাস্থ্য বৃদ্ধ, পেশী তাঁহার দুর্ব্বল, কিন্তু সেই কমরেড মুজফ্ফরের দুর্ব্বল বাহুকে সবল করিয়া তুলিয়াছে শত শত নূতন কর্ম্মী, লাল পতাকাকে বজ্রদৃঢ় মুষ্টিতে করিয়াছে প্রতিষ্ঠা। কমিউনিষ্ট পার্টি আজ ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্টি।

সম্মেলনে অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন মেদিনীপুর, দমদম, আলিপুর ও রাজসাহী জেলের কমিউনিষ্ট বন্দীরা, কর্ণাটক প্রাদেশিক কমিটি, অন্ধ কমিটি, মালাবারের তরফ হইতে কমরেড নাম্বুদিরিপাদ, যুক্তপ্রদেশের তরফ হইতে কমরেড মামুদজাফর, মহারাষ্ট্রের তরফ হইতে কুলকার্ণি, গুজরাটের তরফ হইতে দিনকার মেটা।

কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ হইতে অভিনন্দন জানাইলেন কমরেড রণদীভে। তিনি বলিলেন, প্রাদেশিক সম্মেলন নূতন নির্ব্বাচনের জন্য আহুত হয় নাই। নিজেদের কাজের আলোচনা করিয়া নূতন কর্ম্মপন্থা গ্রহণই ইহার মূল উদ্দেশ্য। সংকট আজও কাটে নাই, দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। এ যেন দেরীতে ফাটিবার বোমার মত। কখন যে বিপুল আকারে ফাটিয়া পড়িবে তাহার ঠিক নাই। একমাত্র আমাদের পার্টিই এই সংকটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ গুরু দায়িত্ব আমাদের বহন করিয়া আগাইয়া চলিতে হইবে লাল ফৌজের দৃঢ়তা নিয়া।

সম্মেলনে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন কমরেড ভবানী সেন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের প্রস্তাব আনিয়াছেন কমরেড সরোজ মুখার্জী। কৃষক, মজুর, সোভিয়েট সুহৃদ ছাত্র, মেয়ে ফ্রণ্টের ও পার্টি পত্রিকা জনযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও রিপোর্ট পেশ করা হয়। খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধেও একটি বিশেষ রিপোর্ট পেশ করা হয়। ডেলিগেটরা এই সব রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন ও সামান্য সংশোধনের পর সমস্ত রিপোর্ট সকলে একবাক্যে গ্রহণ করেন।

রাজনীতিক প্রস্তাব আনেন কমরেড ভবানী সেন। এই প্রস্তাবে কমিউনিষ্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিল যে জাতীয় সংকটের এই চরম মুহূর্ত্তে জাপানী আক্রমণের সামনে, আমলাতান্ত্রিক দমননীতির মধ্যে, খাদ্যাভাবের ভয়াবহ অবস্থায় দেশকে বাঁচাইবার একমাত্র পন্থা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আদায় ও দেশরক্ষার দায়িত্ব জনগণের হাতে নেওয়া এবং তাহার জন্য খাদ্য-সমস্যার দাবীতে, জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও দেশরক্ষার দাবীতে, জাতীয় ঐক্য সাধন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। ডেলিগেটরা, যাঁরা পার্টির এই রাজনীতি লইয়া জনগণের কাছে গিয়াছেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া জনগণকে এই ঐক্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তাঁরা সমবেতভাবে আবার পার্টির এই রাজনীতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিলেন।

(সম্মেলনের সভাপতি কমরেড রণদীভে বক্তৃতা দিতেছেন)

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন

পরের দিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ৫০০০ পার্টি সদস্য ও দরদীর সমাবেশের মধ্যে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হইল। সম্মেলন উপলক্ষে বাংলার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বাণী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষ হইতে আগত ডাঃ নলিনাক্ষ স্যান্যাল সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানাইয়া বক্তৃতা করেন। মুস্লিম লীগ দলের লাল মিঞা সাহেবও সম্মেলনে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

এই অধিবেশনের সভাপতি কমরেড রণদিভ বাংলার পার্টি কমরেডদের অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে বাংলার অবস্থা সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন, তাই বাংলার কমরেডদের দায়িত্বও সবচেয়ে বেশী। বাংলার কমরেডরা বাংলাকে বর্ম্মায় পরিণত হইতে দেয় নাই, পঞ্চমবাহিনীকে ব্যর্থ করিয়াছে, নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কটকে সামলাইতেছে—বাংলার কমরেডদের এই যোগ্যতা পার্টির শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে শত প্রচার, শত বাধাও ব্যর্থ হইয়াছে, কেননা কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি জনগণের নীতি, কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি জনগণের শক্তি, কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ জনগণের কাজ। এইজন্যই আজ ক্রমশঃ বেশী লোক আসিয়া পার্টিতে জুটিতেছে, যদি আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাইতে পারি, তা হইলে এমন একদিন আসিবে যেদিন কোনো দেশপ্রেমিকই কম্যুনিষ্ট পার্টির বাহিরে থাকিবে না।

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও তা সমর্থন করেন কমরেড রণেন সেন। সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী প্রস্তাব আনেন। কমরেড বীরেশ মিশ্র এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সম্মেলনের পক্ষ হইতে কাযুর কমরেডদের, বন্দী কমরেডদের ও লালফৌজের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জানান হয়।

সম্মেলনের কাজ যখন শেষ হইল, তখন বিরাট জনতা সমস্বরে গাহিতে লাগিল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাজার হাজার কমরেডের মুখে ফুটিয়া উঠিল বলশেভিক সংকল্প—দেশকে সংকট হইতে বাঁচাইবার দুর্দ্দম প্রতিজ্ঞা।

(কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনের দৃশ্য)

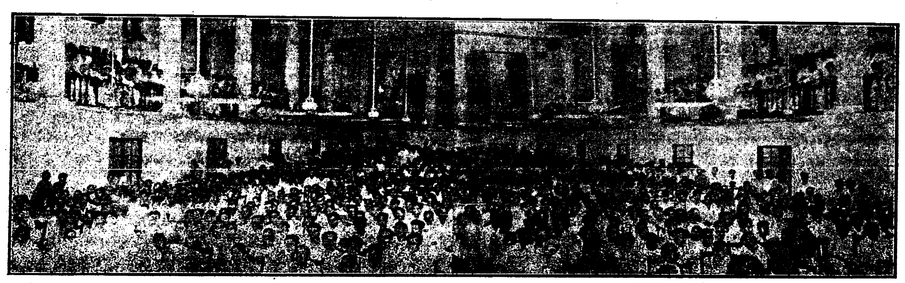

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে আত্রকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৪৩ ১৭ই চৈত্র, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা এক আনা
বার্ষিক ৩।০, ষাণ্মাসিক ১।৵০

★ আমলাতন্ত্রের কারসাজী ব্যর্থ ★

'হোয়াইট পেপার' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণকে টানিতে পারিল কি ?

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের ৮৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী অভিযোগের ফিরিস্তির পর আবার 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশিত হইল। এবারকার ফিরিস্তি আরও বড় এবং তা ভারতের জনসাধারণের কাছে জানাইবার জন্য নয়, ভারতের বাহিরে ভারতের পক্ষে যে সব জনসাধারণ আছে, তাদেরই জানাইবার জন্য। সেইজন্যই দরকার হইল একেবারে 'হোয়াইট পেপার।'

এই দ্বিতীয় দফার ফিরিস্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মামলা ভাল করিয়া সাজাইবার জন্য কি কি নূতন মাল মশলা হাজির করা হইয়াছে, তা লইয়া মাথা না ঘামাইলেও চলিতে পারে। কেন না, ম্যাক্সওয়েল সাহেবের ৮৫ পৃষ্ঠার পর, আবার যখন ৫০ হাজার শব্দের সংযোজনা দরকার হইল, তখনই বুঝা যায় যে মামলা সাজাইতে গভর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছে। আসল কথা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যোগ করিয়াও যদি কোন রকমে জনমতকে ধাঁধাইয়া দেওয়া যায়, তারই ব্যর্থ চেষ্টা সরকার বাহাদুর করিতেছেন। দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে আমলাতন্ত্রের টিঁকিয়া থাকিবার ইহাই একমাত্র উপায় !

গান্ধী-বড়লাট পত্র প্রকাশিত হইবার পর আমলাতন্ত্রের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে উন্মুক্ত হইয়া গেল। গান্ধীজীর মুক্তির দাবীতে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণ সম্মিলিত হইল। আমলাতন্ত্রের পক্ষে একদিকে গান্ধীজীকে আটক করিয়া রাখা, আর অন্যদিকে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লড়াইয়ে সম্মিলিত জাতিসমূহের শক্তি বৃদ্ধি করা—এই দুই কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। দেশে বিদেশে জনমতের সামনে আমলাতন্ত্রকে দাঁড়াইতে হইল। ভারতে সর্ব্বদলীয় সম্মেলন বসিল, বড়লাটের কাউন্সিলেও ভাঙ্গন ধরিল, মুস্লিম লীগের নেতারাও গান্ধীজীর মুক্তির জন্য ব্যগ্র মত প্রকাশ করিল। আমলাতন্ত্র তাড়াতাড়ি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মামলা সাজাইতে তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু এত করিয়াও আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ভারতে জনমতের ঐক্য ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল—আমলাতন্ত্র ভাবিয়াছিল জনমতের মধ্যে ভেদ ঘটাইয়া গান্ধীজীকে আটক রাখার সমর্থন জোগাড় করা যাইবে। কিন্তু জনমতে ভেদ আসিল না, আমলাতন্ত্রই কোণঠাসা হইল—গান্ধীজীকে আটক রাখিতে হইল জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, সম্মিলিত জাতিসমূহের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ করিয়া, আমলাতান্ত্রিক দমননীতির আশ্রয় লইয়া।

গান্ধীজীকে মুক্তি না দিলেও, নিজেদের দুর্ব্বল অবস্থা সামলাইবার জন্য আমলাতন্ত্র চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের দাবীর পিছনে সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিশীল জনমত প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এবার মিঃ সাপ্রুর আবেদন উপেক্ষা করা বড়লাটের পক্ষে সম্ভব হইল না—সর্ব্বদলীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করিতে তিনি রাজী হইলেন। কিন্তু দেখা করার ভিতর দিয়া নানারকম অজুহাত সৃষ্টি করিতে তো আমলাতন্ত্রকে হইবেই—না হইলে অচল অবস্থা অবসানের প্রস্তাব অস্বীকার করা যায় কি করিয়া ?

তাই আর একবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও ভাল করিয়া মামলা সাজাইবার দরকার হইয়া পড়িল। ঠিক যে সময়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে, ঠিক যে সময়ে ভয়াবহ সংকটের সমাধানের জন্য জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়ার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়িতেছে, ঠিক যে সময়ে অচল অবস্থা অবসানের সুযোগ মিলিতেছে, সেই সময়েই দরকার হইল 'হোয়াইট পেপার' বাহির করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করা যদি বৃটেন ও আমেরিকার জনমতকে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যায়, যদি ভারতে এখনও যতটুকু ভেদ রহিয়াছে, তাকে আরও বাড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আগের মতই এবারও আমলাতন্ত্রের চাল ব্যর্থ হইল।

বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' 'ডেলি হেরাল্ড', 'নদার্ণ ইকো' প্রভৃতির মতো কাগজের ভিতর দিয়াও যে জনমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের জোর বাড়ে না, বরং প্রত্যেক কাগজই বিরক্তির সহিত এই কথাই বলিয়াছে যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিতে তাহারা আগ্রহান্বিত নয়, তারা জানিতে চায় ভারতে অচল অবস্থা অবসানের জন্য কংগ্রেসের সহিত কি বোঝা পড়া করা হইতেছে।

ভারতেই আমলাতন্ত্রের ভরসা যে ইউরোপীয় শ্রেণী, তাদের মুখপত্র ষ্টেটসম্যান 'হোয়াইট পেপার' সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে যে, ঠিক যে সময়ে অদলীয় নেতারা একটা মীমাংসার জন্য বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, সেই সময় এই রকম অভিযোগ প্রকাশ করা অত্যন্ত অসমীচীন হইয়াছে।

আমলাতন্ত্র হয়ত ভাবিয়াছিল, এই ফিরিস্তি প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস লীগের মধ্যে ঐক্যের যে সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সময় থাকিতে নষ্ট করা যাইবে, মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যাইবে। কিন্তু এখানেও ফল হইয়াছে উল্টা।

মিঃ জিন্নার দৈনিক কাগজ 'ডন' এই হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে বলিতেছে : 'ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট বিফল হইয়াছে।'

শুধু তাই নয়, এই 'হোয়াইট পেপার' মুস্লিম লীগকে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও সজাগ করিয়া দিয়াছে। তাই 'ডন' বলিতেছে : আসল দাবী যে বৃটিশ শাসনের অবসান, সে সম্বন্ধে সকল ভারতীয় একমত। এই সমস্ত দায়িত্বের কথা তুলিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নকে গভর্ণমেণ্ট দূরে সরাইয়া দিতেছে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আজ যে সকল দলই দাঁড়াইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। দায়িত্ব অর্পণের কথাই এখন আসল প্রশ্ন, গভর্ণমেণ্ট সেই প্রশ্নই তুলুক।'

'ডন' দৃঢ়ভাবে বলিয়াছে : 'দমননীতির দ্বারা স্বাধীনতার জবাব দেওয়া যায় না—গভর্ণমেণ্টের মনোভাব আজ কারুর কাছেই সন্তোষজনক নয়। এখনও যদি গভর্ণমেণ্ট দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে না চায়, তবে গভর্ণমেণ্টের নীতি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইবে না।'

এই ভাবেই 'হোয়াইট পেপার' যে ভারতের দেশপ্রেমের উপর আঘাত হানিতে গিয়া শুধু বিফল হইল তাহাই নহে, সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বদলের দেশপ্রেমকে আরও জাগাইয়া দিয়াছে। সেই দেশপ্রেম লইয়া আমরা ঐক্যের পথে আরও আগাইয়া যাইব—কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িব, কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিব, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিব। তাহাই হইবে 'হোয়াইট পেপার'-এর শেষ জবাব।

মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে !

সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলীতে বাধা দিবার জন্যই ফজলুল হককে তাড়ানো হইয়াছে

কংগ্রেস-লীগ-হিন্দুসভার মন্ত্রীত্ব গড়িয়া ইহার জবাব দাও

বাংলা দেশে "জাতীয়" মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিবার জন্য বাংলার গভর্ণরের নাকি চোখে ঘুম নাই ! তাই তিনি প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হককে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

একথা সত্য যে হক মন্ত্রীমণ্ডলী দেশের লোকের খাদ্যের অভাব, দমননীতির নিষ্পেষণ, মাগগি ভাতার অভাব প্রভৃতি কিছুই দূর করে নাই। এমন কি দেশের বিভিন্ন লোক ও দলকে এক করিয়া এই সবের জন্য সাহস করিয়া আমলাতন্ত্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধেও দাঁড়ায় নাই। সেজন্যই এবারের আইন সভায় হক মন্ত্রীমণ্ডলী দ্রুত সমর্থন হারাইতেছিল, কংগ্রেস দল পর্য্যন্ত মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপদার্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুসভা প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শক্তিশালী সংগঠন মিলাইয়া জোরদার মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার চেষ্টাও চলিতেছিল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই হক মন্ত্রীমণ্ডলী নিশ্চয়ই হয় হারিত নয় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইত।

কিন্তু তাহার অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ গভর্ণর সাহেব দেশের লোকের দুঃখে গদগদ হইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন কেন ? কারণ যে-আমলাতন্ত্র গভর্ণরের মন্ত্রণাদাতা তাহারা কিছুতেই চাহে নাই যে লীগ-কংগ্রেস-হিন্দুসভা প্রভৃতি মিলাইয়া প্রকৃত শক্তিশালী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হোক, তাহা হইলে তো আমলাতন্ত্রেরই দিন ফুরাইবে। এসেম্বলির ভিতর লীগ এবং কংগ্রেস ও হিন্দুসভার মধ্যে ঐক্যের যে সম্ভাবনা আসিতেছিল তাহা নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া সঙ্কট সৃষ্টি করা হইল।

ইহার ফল কি হইবে ? লীগ ভাবিবে মন্দ হইল না, আপদ গেল, এখন আমরা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করি। কংগ্রেস প্রভৃতি ভাবিবে, 'কি ! গভর্ণরের এত বড় স্পর্দ্ধা যে এসেম্বলির মতামত না লইয়াই মন্ত্রীকে দূর করে ! 'লাগো গভর্ণরের বিরুদ্ধে !' লীগ হয়তো তাহাতে রাজি হইবে না (কারণ আগে হইতে মন্ত্রীত্ব গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া না হইয়া গেলে তাহারা ইয়োরোপীয়ানদের সমর্থন কোন ভরসায় ছাড়ে !) ফলে রাগটা গিয়া পড়িবে লীগেরই উপর। একদিকে কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভা অন্যদিকে লীগ—ইহাদের মিলনের সম্ভাবনা দূরে যাইবে, ইহারা ঝগড়াই করিতে থাকিবে—ফলে আমলাতন্ত্রেরই পোয়া বারো !

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে কংগ্রেস, হিন্দুসভা এবং লীগ আমলাতন্ত্রের পোয়াবারো ঘটাইয়া দিবার দিকেই চলিয়াছে। কেহ নিজের কোট ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। আমলাতন্ত্রকে হারাইতে হইলে ঠিক তাহাদের মিলন-বিরোধী মতলবকেই হারাইতে হইবে। অর্থাৎ লীগ,-কংগ্রেস, হিন্দুসভা প্রভৃতি নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীর জন্য বোঝাপড়া করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে কিছুটা ত্যাগও স্বীকার করিতে হইবে। গভর্ণরের কাজের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করিতে হইবে, কিন্তু তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ হইল লীগ-কংগ্রেস-হিন্দুসভার বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রকৃত শক্তিশালী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে আগাইয়া আসা। তবেই আমলাতন্ত্র পরাস্ত হইবে, লোকে খাদ্য পাইবে, দেশরক্ষা নিশ্চিত হইবে। নহিলে তর্জ্জন গর্জ্জনই সার হইবে, এমন কি হক সাহেবকে মন্ত্রীত্বে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেও লোকের দুঃখ এখনকার মতই থাকিবে। তাহা সঙ্কট সমাধান নয়, সঙ্কট সমাধান করিতে অস্বীকার করা।

পরের সংখ্যা থেকে জনযুদ্ধ ছ' পয়সা

গ্রাহক চাঁদা : ১ বছর ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

আগামী ৭ই এপ্রিলের ৪৮ সংখ্যা হইতে "জনযুদ্ধের" উপরোক্ত দাম হইবে। এখন পাকা গ্রাহক করার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। তাহার সুবিধার জন্য আমরা তিন মাসের জন্যও গ্রাহকের ব্যবস্থা করিলাম। —ম্যানেজার, জনযুদ্ধ।

লালফৌজের সাফল্য সুনিশ্চিত

খারকভ বিজয়ের পর হইতে লালফৌজ যখন আবার ফ্যাশিষ্টদের যাহারা বন্ধু তাহাদের উল্লাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এ উল্লাস যে বেশী দিন টিকিবে না তাহা বুঝিতে বিলম্ব নাই। ১৯৪১ সালে মস্কোর পশ্চিমে ও ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে ষ্টালিনগ্রাদ ও ককেশস হইতে পলাইতে বাধ্য হইয়া হিটলারীরা লালফৌজের হাতে যে মার খাইয়াছে, সহজে সে মার ভুলিবার নয়। হিটলারের যে দারুণ শক্তিক্ষয় হইয়াছে তাহাও পূরণ হইবার নয়। অপরদিকে লালফৌজ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। ফ্যাশিষ্টদের নিজের শক্তির উপর ভরসা কমিতেছে, হিটলারের বাগাড়ম্বর পর্য্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সামরিক মুখপাত্র ফন্ শ্রাম্ খারকভ সম্বন্ধে বলিয়াছে যে জার্ম্মাণরা যদি এবার ঐ জায়গাটা ফিরিয়া দখল করিতে না পারিত, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা এখনই নিতান্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিত। ইহার সহিত তুলনা করা যায় লালফৌজের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড মিটিনের বাণী। তিনি বলিয়াছেন ঃ—"দনেৎস্ অববাহিকায় হিটলারী দস্যুরা যে সব জায়গা আবার দখল করিয়াছে, সেখান হইতে তাহাদের খেদাইয়া দাও। শত্রু মরিয়া হইয়া যত চেষ্টাই করুক্ না কেন, তাহার আক্রমণকে চূর্ণ করিবার ক্ষমতা সোভিয়েটের যথেষ্ট আছে।" হিটলার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ফ্যাশিষ্ট বাক্যবীরই আজ শুধু ফাঁকা আওয়াজ তুলিতেছে, শত্রু যে ক্রমেই লালফৌজের হাতে মার খাইয়া আত্মবিশ্বাস হারাইতেছে, তাহা নিশ্চিত।

দক্ষিণে প্রচণ্ড যুদ্ধ

দনেৎস্ নদীর লাইন ধরিয়া লালফৌজ সিংহ-বিক্রমে লড়িতেছে। শত্রু নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বিয়েলগরড অঞ্চলে, এবং খারকভের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে চুগুইয়েভ হইতে ভরোশিলভগ্রাদ পর্য্যন্ত লালফৌজ শত্রুর আক্রমণ ক্রমাগত হটাইয়া দিতেছে। সম্প্রতি এখানে শত্রুর আক্রমণ পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়াছে। বার বার লালফৌজের হাতে ঘা খাইয়া শত্রু যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শত্রুর মতলব এখনও পরিষ্কার এই যে দনেৎস্ পার হইয়া পিছন হইতে মধ্যরণক্ষেত্রে সোভিয়েট সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করা হইবে, দনেৎস্ অববাহিকার বিরাট শিল্প অঞ্চলও আবার দখল করা যাইবে। এই মতলব লইয়া একটী অঞ্চলে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেনের সমাবেশ করিয়া শত্রু সোভিয়েটের শক্তি পরীক্ষা করিতেছে। লালফৌজের দৃঢ় প্রতিরোধ তাহার মতলব ফাঁসাইয়া দিবে। ইয়োরোপের পশ্চিমে যদি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইত, তাহা হইলে লালফৌজ এতদিনে আরও অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিত, রুষ দেশ হইতে হিটলারকে কুকুরের মত পালাইতে হইত। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা না হওয়ার সুযোগ লইয়া হিটলার এই আক্রমণ শুরু করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বিপদ যাহাই হউক, মিত্রশক্তির গড়িমসি যতই হউক্ লালফৌজ যে অপরাজেয়, তাহার প্রমাণ যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিতেছে। মিত্রশক্তির পূর্ণ সাহায্য যেদিন আসিবে, সেদিন লালফৌজকে ঠেকাইবার শক্তি হাজার হিটলারেরও থাকিবে না।

মধ্য রণাঙ্গণে লালফৌজ আগুয়ান

তিনদিক হইতে স্মোলেন্সক অভিমুখে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। উত্তর-পূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে সোভিয়েট বাহিনী আগাইতেছে। এই অঞ্চলে জঙ্গল ও জলা অনেক আছে। স্মোলেন্সকের যত নিকটে লালফৌজ আসিতেছে, ততই জার্ম্মাণদের প্রতিরোধও বাড়িতেছে। রাস্তাঘাট তাহারা 'মাইন' করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শত বাধা সত্ত্বেও লালফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই।

স্মোলেন্সক্ হইতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে জুকভশিনা অঞ্চলে লালফৌজ পৌছিয়াছে। দুরোভো ও দরোগোবুজ রেল জংশন এখন সোভিয়েটের দখলে। স্মোলেন্সকের দক্ষিণে জার্ম্মাণরা লালফৌজকে ঠেকাইবার জন্য ব্রিয়ান্সকের উত্তর-পূর্ব্বে জিডরা অঞ্চলে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। সেখানে মাত্র ছয়দিনে তাহাদের ৭০০০ যোদ্ধা মারা পড়িয়াছে, ১৪০টী ট্যাঙ্ক খোয়া গিয়াছে। ওরেল হইতে ভেলিকিলুকি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সোভিয়েট বিরাট সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, স্মোলেন্সকের পতনের বেশী দেরী নাই, মধ্য রণাঙ্গণে হিটলারের চরম পরাজয় তখন ঘটিবে।

উত্তরে লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণে এবং ষ্টারায়া রুসার কাছে লালফৌজের আক্রমণ চলিতেছে। মাঝে মাঝে ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তের নিকট লালফৌজ শত্রুকে আঘাত দিতেছে। একেবারে দক্ষিণে কুবাণ অঞ্চলে অবশিষ্ট ফ্যাশিষ্টদের নির্ম্মূল করা হইতেছে। ক্রাইমিয়া অভিমুখে পলাইবার পথ তাহারা পাইতেছে না।

যুদ্ধের গতি

★ হিটলারের সামরিক জয় মাত্র
★ লালফৌজ আগাইতেছে
★, এখন শুধু দ্বিতীয় ফ্রণ্ট চাই

অন্যান্য জায়গার খবর

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইলে এবারই হিটলারের দর্পচূর্ণ হইত। মিত্রশক্তির ক্রমাগত গাফিলতি সত্ত্বেও লালফৌজের বিজয় অভিযান চলিতেছে।

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের মহড়া হিসাবে মহাসমারোহে উত্তর আফ্রিকায় ইংরেজ-আমেরিকানদের অভিযান শুরু হইয়াছিল। কিন্তু ডঙ্কানিনাদ সত্ত্বেও সেখানে সাফল্য এখনও একেবারেই আশানুরূপ নয়। এক ব্রিটিশ অষ্টম-বাহিনী কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কিন্তু সেনাপতি আইজেনহাওয়ার ও আলেকজাণ্ডারের কৌশলের পরিচয় এখনও মিলে নাই। রমেল প্রায় অক্ষত অবস্থায় তিউনিসে ফিরিয়া ফন্ আর্ণিমের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। সংখ্যায় মিত্রসেনার চেয়ে অনেক কম হইলেও সঙ্কীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মাণরা বেশ পাল্লা দিয়া চলিতেছে। সম্প্রতি মারেথ লাইনের উপর মিত্রশক্তি আক্রমণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মিত্রশক্তি শামুকের মত মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছে, মধ্যে মধ্যে পিছু হটিতেও ভুলিতেছে না। চার্চ্চিল সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শীঘ্রই একটা সুরাহা হইবে আশা করা ভুল। তাহা হইলে সোরগোল করিয়া যে অভিযান আরম্ভ হইল, তাহা কি 'পর্ব্বত মূষিক প্রসব' করিয়াই ক্ষান্ত হইবে?

বার্লিনের উপর দিবালোকে জোর বোমা ফেলা হইয়াছে। ফ্যাশিষ্ট অধিকৃত ইয়োরোপে নানাস্থানে বোমা পড়িতেছে। ভালো কথা। কিন্তু বোমা ফেলিয়া কেল্লা ফতে করার আশা হইতেছে নির্বুদ্ধির চূড়ান্ত।

এদিকে জাপান নিজের ঘাঁটি সর্ব্বত্র সুদৃঢ় করিতেছে। আরাকান অঞ্চলে বেশ আগাইতেছে, বাংলার উপর বারবার বোমা ফেলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এখনও ভয়ে কম্পমান। চীনও জাপানকে আঘাত দিবার সুযোগ পাইতেছে না। মিত্রশক্তি কি ঘুমাইয়াই থাকিবে?

চার্চ্চিলের বক্তৃতা

দুনিয়ার সর্ব্বত্র জনসাধারণ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিতেছে—"ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো, জাপানকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটী লোককে জাতীয় সরকার দিয়া উদ্বুদ্ধ করো, স্বাধীনতার সংগ্রাম যেমন করিয়া লড়িতে হয় তেমনই লড়ো।"

এই আওয়াজকে ধামা চাপা দিবার জন্য চার্চ্চিল সাহেব সরু মোটা খেলাইয়া বক্তৃতা করিলেন। যুদ্ধের পর হেন করিব, তেন করিব, তিনি বলিলেন। আর আপাততঃ বিশেষ কিছু না কি করা যাইবে না। হিটলারকে ধীরে সুস্থে ১৯৪৪ সালে হারানো যাইবে, তাহার পর ১৯৪৫ নাগাদ জাপানকে দেখা যাইবে!

সাম্রাজ্যকে বাঁচাইবার গরজ চার্চ্চিল সাহেবের এতই বেশী, যে আজকের কর্ত্তব্য তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন। যুদ্ধের পর কি হইবে ভাবিয়া কালনেমির লঙ্কাভাগ লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকুন্, কিন্তু সাম্রাজ্য তাঁহার যে টিকিবে না এ বিষয়ে কি এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে? সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিতে পারে মাত্র এক সর্ত্তে যদি হিটলারের জয় হয়। কিন্তু তাহা হইবে না, চার্চ্চিল নিজেই হিটলারের বিজয় মানিয়া লইতে পারিবেন না, আর হিটলার-তোজোকে হারাইতে হইলে তাঁহাকে মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া জনমতের চাপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেই হইবে, জনযুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ ও চীনের জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেই হইবে।

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ও ভারতে জাতীয় সরকার চাই

কমরেড ষ্টালিন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে মিত্রশক্তি এখনও সোভিয়েটকে প্রতিশ্রুত সাহায্য সম্পূর্ণ দেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে নিজের স্বার্থেই মিত্রশক্তি যুদ্ধজয়ের জন্য দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বাধ্য হইবে।

ইয়োরোপে হিটলারের অত্যাচার সহ্য করিবে না, ফ্রান্সে, যুগোস্লাভিয়ায়, ডেনমার্কে ও অন্যান্য দেশে অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। অবিলম্বে উত্তর আফ্রিকায় মহড়া চুকাইয়া ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেই হইবে।

ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্য চীনকে সাহায্য করিবার জন্য, জাপানী ফ্যাসিষ্টদের কবল থেকে এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি লইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে, আরাকানের পরাজয় পর্ব্ব শেষ করিতেই হইবে। তাই আজ চাই ভারতে জাতীয় সরকার, যুদ্ধে ভারতে জনগণের সক্রিয় সাহায্য।

সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি আজ অচল। আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি আজ বেয়াকুবীর নামান্তর। জনগণকে বাদ দিয়া জনযুদ্ধে জয়ের আশা সুদূরপরাহত। একথা আজ চার্চ্চিল-গোষ্ঠীকে বুঝিতেই হইবে।

● ব্রিটিশ জনগণের দাবী ●

অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো

—ইউরোপে অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার সমর্থনে লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। এই সমাবেশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বেই হইয়াছিল। ওয়েলসের মাইনারস ফেডারেশনের কমিউনিষ্ট নেতা আর্থার হর্ণার এই সমাবেশের একজন প্রধান বক্তা ছিলেন।

সরকার ঘেঁষা ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী লেবর পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি হেরাল্ড' পর্য্যন্ত এই জমায়েতকে যুদ্ধের সময়কার সবচেয়ে বড় সমাবেশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বিপুল লোক সংখ্যার কথা বাদ দিলেও অন্যান্য বিষয়েও এই সমাবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৃটেনের মজুর ও সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন ফরাসী ও যুগোস্লাভ গেরিলাদের প্রতিনিধি। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার এই অযথা বিলম্বে অধিকৃত ইউরোপের অধিবাসীরা যে খুবই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রয়াল এয়ার ফোর্সের অনেক অফিসার এই সভায় যোগ দিয়া অবিলম্বে ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী সমর্থন করিয়াছেন।

অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্পর্কে বৃটেনের জনসাধারণের মনোভাব যে কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে ট্রাফালগার স্কোয়ারের বিরাট জমায়েত তাহারই পরিচয়। এই আন্দোলন যে কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে সৃষ্টি হয় নাই তাহা বোঝা যায় বৃটেনের বিভিন্ন স্তরের খবরের কাগজগুলির এই সংবাদ প্রকাশ ও সমালোচনার ভিতর দিয়া।

লিবারেল পার্টির কাগজ 'নিউজ-ক্রনিকেলের' রাজনীতিক সমালোচক এ, জে, কামিংস বলেন: সরকারের তরফ হইতে জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতর যদি কাহারও কাহারও সংযোগ থাকিত, তবে অবশ্যই তাহারা জানিতে পারিতেন যে সাধারণ লোকের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে শুধু দুইটী প্রশ্নই অনবরত জাগিতেছে—কবে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইবে? সময়মত তাহা হইবে কি? সর্ব্বত্রই আজ এই একই কথা, একই প্রশ্ন।

সোভিয়েট সৈন্যরা যে খারকভ ছাড়িয়া গিয়াছে তাহা সম্পর্কে 'লণ্ডন-টাইমস'এর সম্পাদকীয় মন্তব্য খুবই স্পষ্ট। ইহাতে বলা হইয়াছে যে লালফৌজ এখনও এমন এক শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত আছে যে ইউরোপের অন্য কোথায়ও তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ না চালাইলে, ইউরোপের পূর্ব্ব রণাঙ্গনে নাৎসীদের এই জোরদার আক্রমণ চলিতেই থাকিবে।

'রেনল্ড-নিউজ'এর প্রচার লিবারেল ও লেবর পার্টির সমর্থকদের ভিতর খুবই বেশী। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খোলাতে এই কাগজে বেশ ঝাঁঝালো ও তীক্ষ্ণভাবে মন্তব্য করে: হিটলারের যে সৈন্যদল পশ্চিম ইউরোপের উপকূলভাগ পাহারা দিতেছিল, নাৎসী সমর নায়কেরা তাহাদিগকেই আজ ডনেজের রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া সোভিয়েটের উপর প্রবল চাপ দিতেছে, এই সংবাদে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জনগণের ভিতর তীব্র বিক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কাসাব্লাঙ্কার বৈঠকে ইউরোপে অতি শীঘ্র দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও নাৎসীবাহিনী এখনও পূর্ব্ব রণাঙ্গনে আগাইয়া যাইতেছে......পশ্চিমে অতি শীঘ্র দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলাই ইহার একমাত্র যোগ্য প্রত্যুত্তর।

ঐ কাগজের সামরিক সংবাদদাতা ঠিকই মন্তব্য করিয়াছে যে খারকভের যুদ্ধ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় জার্ম্মাণীর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্ব রণাঙ্গনকেই বিপজ্জনক মনে করে।

বৃটেনের বনেদী শ্রেণীর কাগজ 'অবজারভার'এর সম্পাদক মিঃ জে, এল, গারভিন পর্য্যন্ত বলেন যে ইউরোপে যদি সময়মত ও জোরদারভাবে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হয় তবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাহাতে নিজেদের মুক্তির পথই সুগম করিবে।

এই মতামতের ভিতর দিয়া একটি ব্যাপার মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—বৃটেনের অধিকাংশ লোক আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে **সামরিক কারণে নয় রাজনৈতিক কারণেই** দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার বিলম্ব হইতেছে।

আজ এই সব ঘটনার সমাবেশে বৃটিশ জনসাধারণের মনে অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতেছে—ট্রাফালগার স্কোয়ারের বিরাট জনসমাবেশ তাহারই নিদর্শন।

দকীয়

কংগ্রেস-লীগ না মিলিলে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব হইতে পারে না

...ংলার আইন পরিষদে মন্ত্রমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে নিন্দা প্রস্তাব আসিয়াছিল, ...পাশ হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী টিকিয়া গেলেন। আইন পরিষদের ...ইহা লইয়া একটা তুমুল ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু বাংলার জনসাধারণের উপর ...প্রতিঘাত কতটুকু হইল, তাহাই আজ ভাবিবার বিষয়। বাংলার কোটী কোটী ...ধারণ যে অভাব ও দুর্দ্দশার মধ্যে ছিল, তাহার মধ্যেই রহিয়া গেল। নিন্দা-...বের মধ্যেও জনসাধারণের এই অভাব ও দুর্দ্দশা মোচনের দাবী প্রতিফলিত ...নাই, মন্ত্রিত্বের টিকিয়া থাকার মধ্যেও তাহা হইল না। সমস্ত ব্যাপারটাই ...জনগণের সহিত সম্পর্ক বাদ দিয়া—শুধু আইন পরিষদের সদস্যদের ঘরোয়া ...রের মত।

...মন্ত্রিত্ব গঠনের প্রশ্নকে পরিষদ সদস্যদের ক্ষমতা লাভের প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ...লে এইরূপ হইতে বাধ্য। মুস্লিম লীগ চাহিয়াছিল—বর্ত্তমান অক্ষম মন্ত্রীমণ্ডলীকে ...ইয়া তার জায়গায় নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা, যে মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের কাছে ...পদে মাথা নত করিয়া থাকিবে না, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে নির্ভীক ...দাঁড়াইতে পারিবে। লীগ নেতা মিঃ সুরাবর্দ্দী কংগ্রেসের প্রস্তাবে ইহাই ...শ করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু লীগের আসল উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ...-প্রস্তাব যে ভাবে রচিত হইল, তাহাতে এই আসল উদ্দেশ্য ধামা চাপা পড়িয়া ...। উল্টা, ইহা দাঁড়াইল আমলাতন্ত্রকে বলবান করারই একটা প্রস্তাবে। ...রোপীয় দল জোর পাইয়া গেল। তাদের নেতা মিঃ হেনড্রীর এতদূর স্পর্দ্ধা ...ল যে, তিনি প্রকাশ্য ভাষায় মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের গোলামী ...বার জন্য হুকুম দিলেন। এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া আসিল কংগ্রেসী দলের ...। কংগ্রেসী দলের নেতা ঘোষণা করিলেন যে, মিঃ হেণ্ড্রীর বক্তৃতার পর ...আর কোনক্রমেই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ...মতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তাঁহারা বাধ্য।

...সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের যতটুক চেষ্টা হইতেছিল, এই আবহাওয়ায় তাহা বানচাল ...য়া গেল। ইউরোপীয় দলকে হাতে রাখিতে গিয়া মুসলিম লীগ তাদেরই ফাঁদে ...পড়িল, আর, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য ব্যগ্র হইয়াও কংগ্রেস হাল ছাড়িয়া ...অক্ষম মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতেই ক্ষমতা দিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার ফল হইল কি? জনগণের সমর্থন বিচ্যুত হইয়াও মন্ত্রীমণ্ডলী টিকিয়া গেল, শুধু ...নয়। আমলাতন্ত্রের কাছে তাদের অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। ...হেণ্ড্রীর ধমকের সামনে প্রধান মন্ত্রী সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, ...কোন রকমে মান বাঁচাইলেন। অর্থাৎ আমলা-...দের অসহায়তা জাহির করিয়া কোন রকমে মান বাঁচাইলেন। ...ন্ত্রের জোর আরও বাড়িয়া গেল জনসাধারণের দাবীকে উপেক্ষা করার।

...ক্ষমতা লাভের অন্ধ আবেগে মুস্লিম লীগ ভুলিয়া গেল যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান জন-...ধারণের মুখপাত্র হিসাবে আমলাতন্ত্রকে পুষ্ট করা তার আদর্শও নয়, কাজও নয়—...সলমান জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা, তাদের অভাব দূর করাই তার কাজ। কংগ্রেসও ...লিয়া গেল দায়িত্ব এড়াইয়া বসিয়া থাকিলে আমলাতন্ত্রই শক্তিশালী হইবে, তাতে ...দেশের সংকট আরও বাড়িবে, দেশবাসীর দুর্দ্দশা আরও শোচনীয় হইবে। শুধু ...নিজেদের মধ্যেই দলবৃদ্ধি করার চিন্তায় মশগুল হইয়া তাঁরা উভয়েই জনগণের প্রতি ...দের দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম হইলেন। তাই বাংলার জনসাধারণের দুঃখ ...দশা, অভাব অভিযোগের প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, হইল শুধু ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু ...ই জন্যই কি জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিদের পরিষদে পাঠাইয়াছে?

নিশ্চয়ই নয়। বাংলার প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান ...হাকার আজ পরিষদ সদস্যদের এই কথাই জানাইয়া দিতেছে যে তারা ক্ষমতার ...ড়াই দেখিতে চায় না, তারা চায় তাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা ...মন্ত্রীমণ্ডলী করিতে পারিবে, সেই মন্ত্রীমণ্ডলীই অবিলম্বে গঠিত হউক। জনগণের ...ই দাবী কার্য্যে ফুটাইয়া তোলার দায়িত্ব আজ কংগ্রেস ও লীগেরই। তাই ...কংগ্রেস ও লীগকে মিলিতেই হইবে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য।

এই মিলনের পথে বাধা কি? বাধা আজ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ...মুস্লিম লীগের সাম্প্রতিক ঘোষণায় বহু জায়গায় এই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে যে ...তারা আমলাতান্ত্রিক গোলামী হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র এবং তাহার জন্য ...আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গঠন করিতে প্রস্তুত। ...কংগ্রেসের দিক হইতেও গান্ধীজী আজ লীগের সহিত মিলিতে ব্যগ্র রাজাজীর ...সহিত সাক্ষাতে এই সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার পরিষদের ...কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে ...জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব করিতে হইলে কোনও একটী দল লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী ...গঠন করিলে চলিবে না, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই। মতামতের দিক দিয়া এই ...যে অগ্রগতি তাহাকে কাজে লাগাইবার দায়িত্ব বাংলার কংগ্রেস ও লীগেরই সব চেয়ে ...বেশী—কেননা, তাঁদের পিছনেই আজ দুর্য্যোগ সব চেয়ে বেশী ঘনাইয়া আসিয়াছে, ...তাঁদের পিছনেই আজ সারা বাংলার কোটী কোটী নর-নারী ক্ষুধার জ্বালায় ...আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাঁদের পিছনেই আজ জাপানী আক্রমণের বিভীষিকা বাংলাকে ...ভয়-কাতর করিয়া তুলিয়াছে।

...জনসাধারণের মিলিত শক্তির উপর দাঁড়াইয়া যদি কংগ্রেস ও লীগ পরিষদের মধ্যে সম্মিলিত দল গঠন করিতে তৎপর হন, তাহা হইলে তাঁদের পারস্পারিক সন্দেহ ও আশঙ্কাও কাটিয়া যায়। কংগ্রেসকে না পাইয়াই আজ মুস্লিম লীগ ইউরোপীয়ান দলের দিকে ঝুঁকিতেছে। আবার ইউরোপীয়ান দলকে দেখিয়াই কংগ্রেস পিছাইয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি কংগ্রেস-লীগ মিলন সম্ভব হয়, তবে ইউরোপীয়ান দলের গুরুত্ব এক নিমেষেই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। অন্যদিকে, কৃষক-প্রজা দলকে লওয়া না লওয়া লইয়া কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে মতভেদ হইতেছে, তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু? যতক্ষণ পরিষদের মধ্যে কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়া দল ভারী করিবার চেষ্টা হইবে, এবং সেই জোরেই মন্ত্রীত্ব গঠনের কথা চিন্তা করা হইবে, ততক্ষণ মাত্রই কৃষক-প্রজা দলের গুরুত্ব কিন্তু কংগ্রেস-লীগ মিলনের ভিতর দিয়া যদি সমগ্র হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমর্থন ও শক্তিকে সংহত করা যায়, তাহা হইলে তারপর কৃষক-প্রজা দল বা অনুরূপ অন্য কোনো দলের স্বতন্ত্র গুরুত্ব কিছুই থাকিবে না, সম্মিলিত শক্তির মধ্যে স্থান লইতে তারা বাধ্য হইবে।

আজ পরিষদ গৃহের তর্ক বিতর্ক এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই শিক্ষা কংগ্রেস ও লীগের মিলনের পথকেই আরও প্রশস্ত করিয়াছে। জনগণের অভাব মোচন করিতে হইবে, দেশকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে হইবে, আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য ভাঙ্গিতে হইবে এবং তা করিতে হইলে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাইই—এই দায়িত্ব যে কংগ্রেস ও লীগেরই তাহা আজ সুস্পষ্ট হইয়া গেল। এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁদের মধ্যে ঐক্য গঠন করা আজ জনগণের দাবী।

● কংগ্রেস-লীগ মিলনে ●

লীগ-নেতা নাজিমুদ্দিন

"ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বিদেশী শাসন মুক্ত স্বাধীন জাতি হিসাবে নিজেদের শাসন ব্যবস্থার অধিকারই ভারতবাসীর আসল কাম্য। যাঁরা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার বিরোধী, তাঁরা বলেন যে ভারতীয় ঐক্য বা অখণ্ড ভারতই আসল উদ্দেশ্য। আমি এই মত সমর্থন করি না। আমার মনে হয় ভারতকে ভাগাভাগি করিয়াও স্বাধীন করা উচিত। সমস্ত দেশের জন্য একটী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকিলেই যে ভাল হয়, এই যুক্তি আমি সমর্থন করি। কিন্তু তাহা যদি সম্ভব না হয় এবং যদি মাত্র দুইটী পথই আমাদের সামনে খোলা থাকে—পরাধীন থাকা বা দেশকে ভাগাভাগি করিয়াও স্বাধীন হওয়া—তা হইলে আমার কাছে শেষ পথটা বেশী কাম্য।

ভারতকে ভাগ করিয়া ফেলিলে যে সমস্ত অসুবিধা ও বাধা উপস্থিত হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন, সে সমস্ত বাধা সত্যই থাকিবে না। কেননা, লড়াইয়ের পরে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহাতে কোনো দেশই শুধু নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। ভারত যদি অখণ্ডই থাকে, তাহা হইলেও শুধু নিজের শক্তি দ্বারা ভারত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বা দেশরক্ষার পরিকল্পনা করিতে পারিবে না, অন্য জাতি সমূহের সহিত সম্মিলিত ভাবে দেশরক্ষা প্রভৃতির পরিকল্পনা করিতেই হইবে। সুতরাং, দেশরক্ষার প্রশ্নই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও অখণ্ড ভারত না থাকিলে কোনো ক্ষতি হয় না।

লীগ-নেতার আবেদন

বহরমপুরের মুসলিম লীগ নেতা মৌঃ আফাজুদ্দিন আমেদ এক স্মারকলিপিতে মিঃ জিন্নার নিকট আবেদনে জানান যে ভারতরক্ষার জন্য, জাতীয় সরকার গঠনের জন্য, গান্ধীজীর মুক্তির জন্য তাঁহার প্রভাব বিস্তার করা আশু প্রয়োজন।

রুকুনপুর গ্রামের ৭৫ জন মুসলমান কৃষক ও মধ্যবিত্ত মিঃ জিন্নার নিকট এইরূপ একটি আবেদন জানাইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী

সম্প্রতি গান্ধীজীর সহিত রাজাজীর যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে রাজাজী ওরিয়েণ্ট প্রেস করেসপণ্ডেণ্টকে যা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

গান্ধীজী কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত। তিনি উহা উপলব্ধি করিতেছেন যে, লীগের কাছ হইতে এখনও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। লীগের কাছ হইতে সাড়া পাওয়া গেলে পরস্পরের সহিত আলোচনার একটা ভিত্তি তৈরী হয় এবং তাহাতে রাজাজী ও তাঁহার মতো অন্যান্য নেতাদের কাজের পক্ষে আরও সুবিধা হইত। রাজাজীর মতও এই যে, জিন্নার কাছ হইতে যদি আরও একটু উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার পথ তৈরী করিতে পারিবেন।

এই মীমাংসার জন্য লীগকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

ঠিক সেইরূপ, অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির নীতি স্বতন্ত্র তো হইবেই না, বরং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাবেই হইবে।

স্বাধীনতা পাইতে হইলে অবিলম্বে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুশলিম লীগের সহিত মীমাংসা হওয়া দরকার এবং এই মীমাংসা হইতে পারে যদি মুস্লিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লওয়া হয়।"

এই বক্তৃতা হইতে কি বোঝা যায়?

মুস্লিম লীগ ভারতকে বৃটিশ শাসনের অধীনে রাখিতে চায় না, **স্বাধীন করিতে চায়।**

মুস্লিম লীগ ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু ও মুসলমান জাতি সমূহের মধ্যে অর্থনীতিগত ও দেশরক্ষার ব্যবস্থার দিক দিয়া **পরস্পরের সহযোগিতা বজায় রাখিতে চায়।**

মুস্লিম লীগ **ঐক্যবদ্ধ ভারতের** শক্তি অস্বীকার করে না।

মুস্লিম লীগ চায় যে **কংগ্রেস লীগ-মহাসভার মধ্যে মীমাংসা হউক।**

এই ঐক্য গঠন করিতে হইলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লও।

★ জনসাধারণের ভুখ-মিছিল ★

বর্দ্ধমান জিলার রায়না অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। গরীব কৃষকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। গত ৬ই মার্চ্চ রায়না থানা হইতে প্রায় ৭৫০ জন কৃষক (তন্মধ্যে ২১ জন স্ত্রীলোক) বর্দ্ধমানের সদর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ভুখ-মিছিল করিয়া নিজেদের দাবী জানাইতে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে দেখা করিতে চায় না, মন্তব্য করে, এ কমিউনিষ্টদের কারসাজি। কিন্তু জনমতের চাপে তাহাকে দেখা করিতে হয়। কৃষকদের দাবী :— (১) বকেয়া কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখো (২) নূতন কৃষিঋণ ও সাহায্য চাই ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিশ্রুতি দেয় যে ইহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে। ১৪ই মার্চ্চ তারিখ সহজপুর হাটতলায় এক সভাও ডাকা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসিবে মনে করিয়া প্রায় ৮০টী গ্রামের হাজার হাজার কৃষক ঐ হাটতলায় উপস্থিত হয়—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট না আসাতে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। আমলাতন্ত্রের টালবাহানার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, জনগনের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

গত ২১শে মার্চ্চ **কাটোয়া** মহকুমার গতিষ্ঠা ইউনিয়ন হইতে প্রায় ৩৫০ জন ক্ষুধিত কৃষক জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুরূপ দাবী লইয়া বর্দ্ধমান আসিয়াছিল। আরও বহুলোক আসিতেছিল, কিন্তু পথে পুলিশ তাহাদের অনেককে আটকায়।

হাওড়া জিলায় ধান চাউলের দর অসম্ভব বাড়িয়াছে। গরীব কৃষকের অনাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। **হাটাল অনন্তবাটী** ইউনিয়নের কৃষকেরা গত ১৫ই মার্চ্চ ভুখ-মিছিল করিয়া ১৪ মাইল পথ হাটিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। এখানকার বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও কয়েকজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অনাহার ক্লিষ্ট কৃষকদের সাথে ছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২।৩ দিনের মধ্যে চাউল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৮ই মার্চ্চ ১৫০ মণ চাউল দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৪ই মার্চ্চ **ডোমজুড় দক্ষিণ ঝাপড়দার** শতাধিক কৃষক মেয়ে মিছিল করিয়া চাউল ব্যবসায়ী ধনকৃষ্ণ বাবুর কাছে হাজির হয়। ডোমজুড়ে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির মেয়েরাও এই মিছিলে ছিল। ধনকৃষ্ণ বাবু চাউল আমদানী ও সরবরাহ করার আশ্বাস দেন এবং কৃষকমেয়েদের খাওয়ার জন্য ১০৲ টাকা দেন।

জুজুরসাহা হইতে কংগ্রেস কর্ম্মী ভবদা মান্নার নেতৃত্বে ১৫? জন দুঃস্থ অনশনক্লিষ্ট নরনারী মিছিল করিয়া জিলা কর্ত্তৃপক্ষের সাথে চাউল সংকট সম্বন্ধে কথা বলিতে আসে। কিন্তু জিলা কর্ত্তৃপক্ষ ইউনিয়ন বোর্ডের কোন প্রতিনিধি নাই এই অজুহাতে তাহাদের সাথে দেখা করে নাই।

ঢাকা—১৯শে মার্চ্চ বজ্রযোগিণীতে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইলে ব্রজযোগিণী ও আশে পাশের গ্রামগুলি হইতে ৪।৫ শত লোকের একটি গণ-অভিযান চাউল ধানের সরবরাহ ও কম দরে কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। কমরেড সুশীল ঘোষ তাহাদের তরফ হইতে আলোচনা চালান। আলোচনার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যবসায়ীদের হিসাবপত্র পরীক্ষার পর ১৬৲ দরে চাউল বিক্রীর আদেশ দেন্ এবং অন্য জেলা হইতে চাউল ও ধান আমদানীর চেষ্টা করা হইবে ও কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কেরোসিন তেল, বিলির ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় জনরক্ষা কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিবে বলিয়াও রাজী হন। এই জনরক্ষা কমিটিতে কমিউনিষ্ট, কৃষক সভা, হিন্দু-মহাসভা, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আছেন।

গত ১৪ই মার্চ্চ **মাণিকগঞ্জ থানার** অন্তর্গত গড়পাড়া ও জয়রা ইউনিয়ন হইতে ৩০০ শত কৃষকের (২৫ জন স্ত্রীলোক) একটি ভুখমিছিল মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হয়। মহকুমা হাকিম উপস্থিত না থাকাতে, ঐ মিছিল সেকেণ্ড অফিসারের নিকট বিনামূল্যে বীজধান, অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চালের আমদানী ও ঋণের দাবী জানায়। হাকিম বীজ ধান দিতে রাজী হন, এবং অন্য দুইটী দাবী উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। উপস্থিত সকলকে এক বেলার চালও দেওয়া হয়।

নোয়াখালী—ধান ও চাউলে নোয়াখালী বরাবরই ঘাটতি জিলা। অথচ এই জিলা হইতে সরকার বহু পরিমাণ ধান ও চাউল ক্রয় করিয়া নিয়া গিয়াছে। এদিকে আসাম হইতে যে ধান এই জিলায় আসিত তাহাও আসাম সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফলে জিলাতে ধান চাউলের অভাব এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে ধানের দর ১৪-১৫৲ টাকা মণ ও চাউলের দর ২৪-২৫৲ টাকা উঠে। এই অবস্থায় স্থানীয় কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় জনসাধারণের প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের লইয়া একটি 'খাদ্য কমিটি' গঠিত হয়।

ঐ খাদ্য কমিটির সভায় ঠিক হয় যে মজুত ধান প্রতি মণ ১১৲ ও চাউল ১৮৲ টাকায় বিক্রী করিতে হইবে। সরকারের নিকটও এই ভয়াবহ অবস্থার কথা জানাইয়া প্রতিকারের জন্য তার করা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির নোয়াখালী জিলা কমিটির তরফ হইতে ১০ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চ পর্য্যন্ত 'খাদ্য সপ্তাহ' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সম্পর্কে হাজার হাজার ইস্তাহারও বিলি করা হয়। এই সংকট সমাধানের দাবী জানাইতে সপ্তাহের শেষে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে জনসাধারণের এক ডেপুটেশন পাঠানও ঠিক হয়। কিন্তু ইতি মধ্যে জনসাধারণের অবস্থা এত চরমে উঠে যে পূর্ব্বের তারিখ বাতিল করিয়া ১৪ই মার্চ ডেপুটেশনের তারিখ ধার্য্য করা হয়। প্রতিনিধিরা ১৪ই মার্চ সকালেই সহরে চলিয়া যান। জনসাধারণ ১৫।২০ জন করিয়া বেলা আটটা হইতে ছোট ছোট মিছিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর সামনে জমায়েত হইতে থাকে। ১৫।২০ মাইল পথ হাটিয়া কাতারে কাতারে নরনারী মিছিল করিয়া জমায়তে যোগ দেয়। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দাবীতে দশ হাজারেরও অধিক লোক মিলিত হয়—তাহার ভিতর ১০০০ উপর মেয়ে। এত বড় জনসমাবেশ এই জিলায় এই প্রথম। জনতা সমবেত কণ্ঠে দাবী জানায় (১) সরকার হইতে এখনই বাঁধা দরে ধান চাউলের ব্যবস্থা করা হউক (২) সরকারের মজুত খাদ্য হইতে খাদ্য কমিটির মারফৎ জনসাধারণকে খাদ্য দেওয়া হউক (৩) অন্যান্য জিলা হইতে ধান চাউল আমদানী করা হউক। জন-প্রতিনিধিদের চাপে ম্যাজিষ্ট্রেট এই বিরাট জনতার সামনে আসিতে বাধ্য হন—সংকট সমাধানের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। সমবেত জনসাধারণও খাদ্য সংকট সমাধানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়।

রংপুর—গত ১৯শে মার্চ **বড়রাউতা** গ্রাম হইতে ২৫০ জনের এক ভুখ মিছিল ডোমার বন্দরে আসিলে ডোমারেরও প্রায় ১৫০ লোক ঐ মিছিলে যোগ দিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সমগ্র শোভাযাত্রাটী পরিচালনা করে। শোভাযাত্রা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী, চাউল ব্যবসায়ীদের বাড়ী ও সার্কেল অফিসারের অফিসে গিয়া নিজেদের দাবী জানায়। তাহাদের দাবী :—(১) ধান ও চাউ[ল] চালান বন্ধ কর (২) আউষ ধানে[র] বিছন চাই (৩) কৃষিঋণ আদায় স্থগি[ত] রাখ। স্থানীয় অন্যান্য লোকও এ[ই] দাবীর পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার আগ্র[হ] দেখাইতেছেন।

রংপুরের মহিশপুর ইউনিয়নে[র] লক্ষ্মীচারী গ্রামের ৫০ জন কৃষক গত ১[…] মার্চ্চ কৃষি বিভাগের অফিসারের সা[থে] দেখা করিয়া বীজ ধান দাবী করে[।] অফিসার কৃষকের দাবী স্বীকার করি[তে] বাধ্য হয় এবং বীজ ধান দিবার প্রতিশ্রু[তি] দেয়। কিন্তু এখনও কার্য্যকরী কো[ন] ব্যবস্থা হয় নাই। কৃষকদের হত[াশ] হইলে চলিবে না, দাবী আদায় করিতে হইবে।

আলামবাজারে প্রায় ৪৮ মণ চা[উল] বেশী দামে বিক্রয় করিবার জন্য বাহি[রে] চালান হইতেছিল। শুনা যায় সরকা[রী] কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ এই ব্যাপা[রে] লিপ্ত। জনসাধারণ সমবেত ভা[বে] ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া ইহার প্রতি[বাদ] করে। গতিক দেখিয়া ম্যাজি[ষ্ট্রেট] চাউল চালান বন্ধ করিয়া দিল ও চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকানদা[রের] হাতে দিল।

মেদিনীপুরের তমলুক মহকু[মার] কয়েকটী গ্রামের ৭০০ কৃষক [লাল] পতাকাসহ এক বিরাট শোভাযা[ত্রা] করে। তাদের দাবী কর্ত্তৃপক্ষ[কে] জানাইবার জন্য একটী গণদরখাস্ত শোভাযাত্রাকারীরা সঙ্গে লইয়া যা[য়।] কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছিবার পূ[র্ব্বে] মাঝপথে পুলিশ বাধা দেয়। কয়েক[জন] কর্ম্মীকে গ্রেপ্তারও করে। কিছু [পরে] ছাড়িয়া দেয়। কৃষকদের একতা[বদ্ধ] দাবীর ফলে নিম্নলিখিত দাবী [পূরণ] হইয়াছে :—১। টেষ্ট রিলিফ কা[জের] রেট ৫।০ টাকার জায়গায় ৭॥০ টা[কা] ২। রিলিফ কমিটীর মধ্যে আপত্তিজ[নক] লোককে বাদ দেওয়া হইল। [৩।] সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ান হই[ল] ৪। চাউলের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হই[ল]।

★ ★

আনন্দ গুপ্ত আবার জেলে

চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র" মামলার বন্দী, কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী কমরেড আনন্দগুপ্ত যখন হাঁপানী রোগে মৃত্যুশয্যায়, তখন আমলাতন্ত্র তাঁহাকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেয়। কটকে তাঁহার আত্মীয়ের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। কিন্তু সেখানে এরূপ কড়া পুলিসের ব্যবস্থা করা হয় যে স্বাভাবিক ভাবে চিকিৎসা করানও কঠিন হইয়া উঠে। বাড়ীর সবাইকেই পুলিসের বিধি-নিষেধের জালে পড়িতে হয়। এই অবস্থায় কটকে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অজুহাতে তাঁহাকে আমলাতন্ত্র সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে পুনরায় বাংলার জেলে নিয়া আসে। তাঁহার রোগ আবার বাড়িয়া চলে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের সে দিকে নজর রাখিবার প্রয়োজন কি? উপরন্তু গত ২০শে মার্চ্চ তাঁহার উপর নূতন হুকুমজারী করিয়া বলা হইয়াছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বাকী অংশ আবার তাঁহাকে খাটিয়া দিতে হইবে।

কমরেড আনন্দ মৃত্যুশয্যায়। তবু তাঁহার উপর আমলাতন্ত্রের এই কঠোর আঘাত কেন? ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী আনন্দ, কমিউনিষ্ট আনন্দ, মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনন্দকে দেশবাসী তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া চায়।

★ ★

খাদ্যের দাবীতে [ক্ষে]তের অভিযান

খাদ্যাভাব ঘু[চা]তে একতা চাই

সকল দল মিলি[য়া খাদ্য] কমিটি গড়ো

অন্নবস্ত্রের জন্য আজ চারিদিকে [হাহাকার]। বাংলার সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্রই বুভুক্ষু নরনারীর বুক ফাটা আর্ত্তনাদ [।] নরনারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। উপবাসী সন্তানের [মুখ] চাহিয়া কোথায়ও অসহায় মাতা চোখের জল ফেলিতেছে, কোথায়ও [ছে]লে বুকে করিয়া একমুঠি অন্নের জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। [সমস্যা] সমাধানে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা ভালভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ [লো]কের হাতে তাহারা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও নারাজ। সমস্ত দেশ আ[জ সংক]টের এই ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। কিন্তু আজিকার এই জী[বন মরণ সমস্যা]র সামনে দাঁড়াইয়া আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া [থা]কিলে না—জনসাধারণের উদ্যোগ ও চেষ্টাকে বাড়াইতে হইবে, সংহত [হইতে হ]ইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া, সমবেত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া আজ আগাইয়া [আসিতে হ]ইবে—খাদ্যসমস্যা দূর করার জন্য—উপবাস-খিন্ন দেশবাসীর অন্নাভাব [দূর করার] জন্য। কোন দেশপ্রেমিকই এই সংকটে চুপ করিয়া থাকিতে পা[রে না। …]ত নরনারীর ক্ষুধার জ্বালাকে আর বাড়িতে দিতে পারে না—তাই প্র[…]্য, দেশকে বাঁচাইতে, খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে, বিপুল ঐক্য গড়িয়া তোলা [… ঐ]ক্যের জোরেই সংকটের হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইবে—জনসাধারণের [...]

লুঠ-তরাজ ঠেকাইবার জন্য একতা চাই

ফরিদপুরে খাদ্যসংকট ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। জন-সাধারণ খাদ্যের অভাবে উত্তেজিত হইয়া লুঠপাটের দিকে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় সহরে ও গ্রামে যে সব খাদ্য কমিটী হইয়াছে, তাহাদের চেষ্টায় শুধু লুঠপাটই বন্ধ হইতেছে, তা নয়, জনসাধারণের হাতে খাদ্যও আসিতেছে। এই সব খাদ্য কমিটীতে মুশ্লিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সকলেই সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতেছে। পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা জনসাধারণকে উস্কানী দিতেছে লুঠতরাজ করিবার জন্য। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

একতার জোরে কেরোসিন আদায়

যশোর অভয়ানগরে কেঃ তেলের বিক্রেতা নিজেদের ইচ্ছা মত তেল বিক্রয় করিতেছিল। তাহাতে জনসাধারণের অভাব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং জন-সাধারণ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট ও কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা কমিটী গঠন করিয়া জনগণকে সংহত করিল। তাহারই জোরে তেলের কোম্পানীকে বাধ্য করা হইল ইউনিয়ন খাদ্য কমিটীর হাতে তেল বিক্রয়ের ভার দিতে।

নোয়াখালির বেগমগঞ্জের ছাত্ররা বহুদিন যাবত কেরোসিনের অভাবে লেখাপড়ার অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতেছিল। বিশেষ অসুবিধা হইয়া-ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের। কমিউ-নিষ্টদের সহযোগিতায় সমস্ত হিন্দু-মুসলমান প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা এক-জোট হইয়া স্থানীয় কেরোসিন ব্যবসায়ীর নিকট তেলের দাবী জানায়। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ চাপে ব্যবসায়ী মাসে ২ টিন করিয়া কেরোসিন তেল ছাত্রদের দিতে রাজী হইয়াছেন।

খাদ্য সম্মেলন

মেদিনীপুর—গত ২২শে মার্চ **তমলুক থানার** অন্তর্গত ৬ নং ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে ও স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় গোবিন্দপুর স্কুল প্রাঙ্গনে ৬০০০ হিন্দু-মুসলমান নরনারীর সমাবেশে খাদ্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি হন স্থানীয় কমিউনিষ্টকর্ম্মী কমরেড জসিমুদ্দিন। সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া কমরেড আদিনাথ দাস বর্ত্তমান খাদ্য-সংকট যে জাতীয়-সংকটের একটি বিশেষরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিয়া জাতীয় সরকার আদায়ের জন্য সকলকে একত্র হইতে আহ্বান করেন। কমরেড গুণধর সামন্ত রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। আরও অনেক কমরেড সভায় বক্তৃতা দেন। কমরেড সভাপতি তাহার বক্তৃতায় একতার উপর জোর দিয়া গ্রামে গ্রামে খাদ্যকমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইয়া দেন। প্রায় ৩০০ মহিলাও সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

বগুড়া—কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় কমিটির উদ্যোগে লীগ, মহাসভা ও কংগ্রেসের সহযোগীতায় গত ১৪ই মার্চ এখানে খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বহু দূর হইতে অনেক কৃষক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। লোকসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৩০০০। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন লীগের সহ-সভাপতি আহম্মদার রহমান চৌধুরী, উদ্বোধন করেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা কমরেড হাজী দানেশ। সম্মেলনের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে কর্ম্মীরা জিলায় বিভিন্নস্থানে সভা, পথ সভা প্রভৃতি দ্বারা প্রচার চালাইয়াছেন। সহরে সম্মেলনের দিন খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়াররা সকল দলের পতাকাসহ একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া জনসাধারণের ভিতর বিপুল সাড়া আনিয়াছে। কমরেড বিভূতি লাহিড়ী ও কমরেড দানেশ জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেদন করাতে সমবেত জনসাধারণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বিপুল হর্ষধ্বনি মধ্যে নিজেদের সংকল্প প্রকাশ করে। রাত্রি সাড়ে আটটায় সম্মেলন শেষ হয়।

ময়মনসিংহ—গত ১৪ই মার্চ কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে **নেত্রকোণা মহকুমার কলসিন্ধু গ্রামে** এক জনসভায় ছয় সাত শত কৃষক সভায় যোগ দেন। বর্ত্তমান খাদ্যসংকটে কংগ্রেস লীগ ঐক্য ও কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন। কৃষকরা বিপুল উৎসাহে কৃষক সমিতিকে জোরদার করিতে আগাইতেছেন।

★ মেয়েরাও আগাইয়া চলিয়াছে ★

বাঁকুড়ায় ভুখ মিছিল

গত ১৩ই মার্চ্চ প্রায় ৪০০ মজুর ও কৃষক মেয়ে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ভুখ-মিছিল করিয়া আসিয়া হাজির হয়। তাঁহাদের দাবী ছিল : যে কণ্ট্রোল দোকানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা আবার খুলিতে হইবে, ইহা ছাড়া আরও ৬টি নূতন দোকান খুলিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট মৌখিক আশ্বাস দেন বটে কিন্তু কাজে কিছুই হয় না। মেয়েরা এতে আদৌ হতাশ হন না। ১৫ই মার্চ্চ বহু দূরের গ্রাম হইতে প্রায় ১০০ জন মেয়ে মজুর আবার ভুখ মিছিল করিয়া ম্যাজিষ্ট্রের কাছে যায়। ২৭ই মার্চ্চ হয় এক বিরাট গণঅভিযান। প্রায় এক হাজার মজুর, কৃষক ও মেয়ে এবার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া দাবী করে। জনতার এই চাপে ম্যাজিষ্ট্রেট ৫টি দোকান খুলিতে রাজী হইয়াছেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা পাড়ায় পাড়ায় লোক গুণে টিকিট বিলির ব্যবস্থা করিতেছেন।

দিনাজপুর আত্মরক্ষা সমিতি

দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে কৃষক মেয়েরা আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তুলি-তেছেন। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ মেয়ে আত্মরক্ষা সমিতির মেম্বর হইয়াছেন। সম্প্রতি কমরেড আশা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-গাঁও মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে কৃষক মেয়েদের বৈঠক করিয়া তাহাদের আত্ম-রক্ষা সমিতি গঠন করিয়া আসিয়াছেন। এই সব বৈঠকে উপস্থিত মেয়েদের সংখ্যা ছিল : সিঙ্গিয়াতে ২৯, শিবরামপুরে ২৬, ধনগাঁওতে ৯১, খাগড়ায় ৬০। খাগড়ায় বিশেষভাবে অগ্রনী ছিলেন কমরেড নেলী বর্ম্মন। পতিরামে কমরেড প্রভা দাসের উদ্যোগেও আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে। মুসলমান মেয়েরাও উৎসাহ দেখাইতেছে। সহরের আত্মরক্ষা সমিতি, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিড়ি ও চুরুট প্রস্তুত, ব্যাণ্ডেজ তৈরী, চরকাকাটা, সহরের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের হিসাব গ্রহণ প্রভৃতি কাজ করিতেছে।

ব্যারাকপুরে ছাত্রীদের মাঝে

ব্যারাকপুরে স্কুলের ছাত্রীদের ভিতর পাঠচক্র গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা নিয়মিত 'জনযুদ্ধ' 'অরণি' প্রভৃতি পড়েন ও আলোচনা করেন। হাতে লেখা একটি পত্রিকাও তাঁহারা বাহির করিবেন ঠিক করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরি-স্থিতিতে মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বিতর্ক বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। শিক্ষয়িত্রীরা নিজেরাই প্রাথমিক চিকিৎসা শিখিয়া মেয়েদেয় শিখাইতেছেন। নারী সমস্যা মূলক ছোট নাটিকা অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে।

গত ১৩ই মার্চ তারিখে ঐ মহকুমার **জারিয়া গ্রামে** আর একটি জনসভা হয়। দারুণ দুর্য্যোগ সত্ত্বেও ৩০০।৪০০ হিন্দু-মুসলমান কৃষক সভায় উপস্থিত হন। কৃষকনেতা কমরেড আবদুল হান্না ও ভুপেন ভট্টাচার্য্য সভায় বক্তৃতা দেন। খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য সকল দলের একতা দরকার এই বিষয়ে সমবেত কৃষকরা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কারণ সভার শেষে তাহাদের মন্তব্য হইতে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

চালের দর বাড়াচ্ছে কে?

রংপুর জিলার সৈয়দপুরের মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, সেনগুপ্ত লিখিতেছেন—

"…বর্ত্তমান চাউলের দর বৃদ্ধির একটা কারণ গভর্ণমেণ্টের চাউল ক্রয়। ইহার সমর্থনে প্রত্যক্ষ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বাংলার সর্ব্বত্র হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাইতেছি।

"(১) গত সপ্তাহে রংপুর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দপুরের তিনজন চাল-কলের মালককে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাদের নিকট কয়েক হাজার মণ চাউল ক্রয় করিতে চাহেন। নিলফা-মারীকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা করা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে স্থানীয় দর ১৫৲ টাকার বদলে ১৮৲ টাকা করিয়া ৩ হাজার মণ চাউল কিনিয়া লন।

(২) দিনাজপুর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিলির চাউল কলগুলির নিকট চাউল ক্রয়ের ইচ্ছা জানান। স্থানীয় দর ১৭৲ টাকা থাকা সত্ত্বেও ২০ টাকা দরে সরকার ৩ লক্ষ মণ চাল কিনিবে বলিয়াছে।"

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই অপচেষ্টা কার?

মাদারীপুরের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড অনুকূল চাটার্জ্জি সম্প্রতি বরিশাল জেল হইতে একটী চিঠি পাইয়াছেন। চিঠিখানির অংশ বিশেষ তর্জ্জমা করিয়া নীচে দেওয়া হইল :—

"অনেকদিন ধরিয়া আপনার কোনো খবর পাই নাই। তাই আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, তা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।… পার্টির কাজ এখন কেমন চলিতেছে? খোলাখুলি কাজ ছাড়াও, গোপন কাজ এখন কি হইতেছে?…"

চিঠিখানি জেল কর্ত্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা বিভাগ কর্ত্তৃক যথারীতি সেন্সর হইয়াই আসিয়াছে। যে সেন্সরের বেড়াজাল কাটাইয়া বন্দীদের সাধারণ বক্তব্যই অনেক সময় বাহিরে আসিতে পারে না, সেই সেন্সর 'গোপন কাজ কর্ম্মের' কথা নির্ব্বিবাদে চিঠিতে রাখিয়া দিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। চিঠির লেখকের সহিত কমরেড অনুকূল চাটার্জ্জির বিশেষ কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা কোনো সংগঠনগত বা রাজনীতিগত সম্বন্ধ নাই। অথচ তিনি 'গোপন কাজকর্ম্মের' খবর লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন ইহাও বড় কৌতুহলের ব্যাপার।

এই চিঠির পিছনে রহস্যটা কি? সেন্সর সম্বন্ধে জেল কর্ত্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা বিভাগ কি সাধারণভাবেই সমস্ত কড়াকড়ি তুলিয়া লইয়াছে, না শুধু কমিউ-নিষ্টদের বিরুদ্ধে একটা অজুহাত তৈরী করিবার উদ্দেশ্যেই এই ধরণের চিঠি লিখিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে?

এ সম্বন্ধে উপযুক্ত তদন্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমরা দাবী করি।

মজুরের দাবী—খাদ্য চাই ● ★ ঐক্যবদ্ধ হইলে খাদ্য মিলে

ইউনিয়নকে জোরদার করো

ভারতীয়ার লোহা মজুর একজোট হইয়া নিজেদের দাবী আদায় করিয়াছে। কিন্তু কাঞ্চ চালুর সঙ্গে সঙ্গে কারখানার কর্তৃপক্ষ আবার মজুরদের উপর জুলুম শুরু করিয়াছে। একজন মজুর এখনও বরখাস্ত অবস্থায়। শেল্টার মেলে নাই। মালিক ভাবিতেছে বোমা পড়া বন্ধ হইয়াছে, আর পড়িলেও সস্তায় ঢের মজুর মিলিবে। তাই কর্ত্তৃপক্ষ পদে পদে কথার খেলাপ করিতেছে, মজুরদের নানাভাবে নাকাল করিতেছে।

সেদিন কারখানার এক দারোয়ান কয়েকজন মজুরকে তো মারিতেই বসিয়াছিল—মজুররা কোনমতে তাকে ঠেকায়। কর্ত্তৃপক্ষ দারোয়ানকে শাস্তি দিতে রাজী হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। তাছাড়া চালডালের দোকান খোলা হইল বটে, কিন্তু দর এত চড়িল যে ৩ সপ্তাহ ধরিয়া মজুররা দোকান বয়কট করিল। শেষকালে বাজারের দোকানে যখন চালের মণ ২০ টাকার উপরে উঠিল তখন মজুররা বাধ্য হইয়া ১৩৮০ আনা মণে কোম্পানীর দোকানে চাল কিনিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা দাবী উঠাইল ট্রাম কোম্পানীর সমান দরে চাল চাই।

কর্ত্তৃপক্ষ এবার নতুন ধুয়া তুলিল, সাপ্তাহিক মজুরীর বদলে মাসে ২ বার করিয়া মজুরী মিলিবে। মজুররা একজোট হইয়া এর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। লেবার কমিশনারের প্রতিনিধির সামনে ভোট নেওয়া হইল। সাপ্তাহিক বেতনের পক্ষে শতকরা ৯৫ জন মজুর সই দিল। মালিকের মিথ্যা অজুহাত টিকিল না। সংগঠনই জোর—একথা মজুররা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাই ইউনিয়নকে জোরদার করার জন্য তারা একদিনের মজুরী দিয়া ইউনিয়নের বিশেষ ফাণ্ড তুলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

কাজের জন্য খাদ্য চাই

কুমারডুবির ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ও ঈগল রোলিং মিলের মজুররা এই মাগগীগণ্ডার বাজারে এখনও মাত্র শতকরা ১০ টাকা যুদ্ধভাতা ও সপ্তাহে ১০ সের চাল পাইতেছে। জানুয়ারী মাসে ম্যানেজারের কাছে গণদরখাস্ত গেলে ম্যানেজার শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার আশ্বাস দেন। কিন্তু মাসের পর মাস কাটিয়া গেল গুদামও হয় না, মজুরের সওদাও মেলে না। মজুররা লেবার কমিশনার ও ম্যানেজারের কাছে স্মারক দরখাস্ত পাঠাইল। যখন দ্বিতীয় দফা দরখাস্তে ডিপার্টে ডিপার্টে, বস্তিতে বস্তিতে গণসই নেওয়া হইতেছিল, তখন কোম্পানী নোটিশ দিল কণ্ট্রোলে ।১৫ সের দরে আটা দেওয়া হইবে, টিকিট জোগাড় করো। কিন্তু মজুররা কোম্পানীর কাছে কণ্ট্রোল দরে আটা চায় না, চায় যুদ্ধপূর্ব দরে। সব মজুর, মোটা মাহিনার মিস্ত্রি পর্য্যন্ত এক হইল। কয়েকজন সাহেব ডিপার্ট ম্যানেজার ছাড়া কেউই আটা নিতে আগাইল না। শেষে একতার জয় হইল—ম্যানেজার হার মানিলেন। নোটিশ আসল—সপ্তাহে মাত্র ১ সের আটা সাড়ে ন' পয়সা দরে, এগারো পয়সা দরে সপ্তাহে ১ সের ডাল। তবে কতদিন দেওয়া যাইবে বলা যায় না। মজুররা একজোট হইয়াই দাবী আদায় করিয়াছে। এই একতার জোরেই খাদ্যের পাকাপাকি ব্যবস্থাও করিতে হইবে। খালি পেটে কাজ চালানো যায় না। ফ্যাশিষ্ট শত্রুকে রুখিতে হইলে বেশী করিয়া মাল তৈরী করিতে হইবে। তার জন্যই খাদ্যের দাবী। মালিকরা আজ বেশী মুনাফার লোভে মজুরদের অনশনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাতে ফ্যাসিষ্টদেরই সুবিধা হইতেছে না কি?

খাদ্যের দাবীতে সঙ্ঘবদ্ধ হও

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী মজুরদের চালের বরাদ্দ ৯ সের হইতে ৬ সেরে কমাইয়া দিয়াছে। এজেণ্ট মজুরদের সহিত দেখা করিবে না। তারা লেবার কমিশনারকে এ বিষয়ে জানাইয়াছে। কিন্তু আসল শক্তি মজুরদের নিজেদের একতা। তাই ট্রামের মজুররা ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহে বিশেষ জোর দিয়াছে। সংগঠনকে মজবুত করিলে তবেই মজুরের জোর বাড়িবে, দাবী আদায় হইবে। তারা কলকাতার সমস্ত মজুরদের নিয়া একটি খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন করিতেছে।

সংগঠন চাই

রাজসাহীর গোপালপুর চিনি-কল মজুরদের এতদিন কোন ইউনিয়ন না থাকায় মালিকরা মজুরদের উপর জুলুমের দিব্যি সুবিধা পাইত। কিন্তু সম্প্রতি তারা একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। মজুররা ইউনিয়নের জোর বুঝিয়া দলে দলে সভ্য হইতেছে। তারা বুঝিয়াছে খাদ্য সমস্যা দূর করিতে হইলে ইউনিয়নে একজোট হইতে হইবে।

একতার জোরে দাবী আদায়

বেলুড়ের ইউনাইটেড আয়রণ ইঞ্জিনিয়ারিং মজুরদের কোন ইউনিয়ন নাই। কিন্তু নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতার জোরেই তারা নিজেদের দাবী আদায় করিয়াছে। মেসিনশপের একজন মজুর ওভারটাইম না খাটিয়া কণ্ট্রোলের দোকানে চাল আনিতে যায়—এই অপরাধে ম্যানেজার তাকে মারধর করে। এর প্রতিবাদে সমস্ত মজুর অবস্থান ধর্ম্মঘট করে। মজুরদের সমবেত দাবীর ফলে ম্যানেজার সমস্ত মজুরের দৈনিক হার ।০ আনা হইতে ।৶০ আনা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেয় ও সকলকে কণ্ট্রোলে খাদ্য জোগানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

রিষড়ার হেষ্টিংস মিলের মজুরদের আগে সপ্তাহে ১০ সের করিয়া চাল দেওয়া হইত, এখন হইতে তারা ৫ সের করিয়া চাল সপ্তাহে পাইবে—কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়া দিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে রিষড়ার চটকল মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে গণদরখাস্ত পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছে।

রাজসাহীতে গত ২০শে মার্চ্চ ভুবনমোহন পার্কে প্রায় ৩০০০ হিন্দু মুসলমান নরনারীর এক সভায় এই দাবী জানান হয়—এখনই গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর খোলা হোক, চাউলের দর ৮৲ ও ধানের দর ৫৲ করা হোক, এ জেলা হইতে ধান চাল রপ্তানী বন্ধ করা হোক। সভায় কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সহর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ৩৫০ জন মেয়ে আসিয়াছিলেন। যদিও এই সভা কৃষক সমিতির তরফ হইতে করা হয়, তবু জনরক্ষা কমিটী ও মুসলিম লীগ বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই সভার পূর্ব্বে কয়েকদিন ধরিয়া খাদ্যের দাবীতে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য প্রচার করা হইতেছিল। জনরক্ষা কমিটীর তরফ হইতে সাপ্লাই অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাহাতে কোনো ফল না হওয়ায় স্থানীয় চাউল ব্যবসায়ীদের ও মহাজনদের জনরক্ষা কমিটীর সঙ্গে মিলাইয়া চালের দর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ভিতর দিয়া জনরক্ষা কমিটীর কাজ আরও সফল হইতে থাকে। ধৃত চাউল প্রভৃতি জনরক্ষা কমিটীর একজন নেতা ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান খানবাহাদুর আজিজুল আলমের পরিচালনায় তিনটী কেন্দ্রে টাকায় ৪ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। প্রথম দিন ১০০০ লোক চাউল পাইয়াছে। বাকী চাউল আবার দেওয়া হইতেছে। এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য মুসলমান ছাত্ররাও ভলণ্টিয়ার হইতেছে।

চৌমোহনীর খাদ্য কমিটী ... সাধারণের চালের অভাব দেখি... ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাবী জানাইল অবিলম্বে তাদের হাতে চাল বা ... দিতে হইবে, যাহাতে অভাবগ্রস্তদের ... বিলি করিবার বন্দোবস্ত হয়। ... কমিটীর দাবী গ্রাহ্য করিতে ম্যাজি... বাধ্য হয়। দুই গাড়ী ধান খরিদ কা... তিনি খাদ্য-কমিটীর হাতে বিলি ক... ভার দেন। পরদিনই ৬।৬ মণ ধান বি... করার বন্দোবস্ত হয়। সন্ধ্যায় খাদ্য-কমি... বৈঠক বসে। কমিউনিষ্ট পার্টির ষ্টা... দিয়া কার্ড বিলি করিয়া প্রত্যেককে ... সের হিসাবে ধান দেওয়া ঠিক হয়।

২৫ জন ভলণ্টিয়ার কাজে লাগি... গেল। প্রথমে জনতাকে লাইনব... করিয়া পরপর সকলকে ধান দেও... হইতে থাকে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে ... দশ পনের হাজার লোক জমা হই... যায়। প্ররোচকরা লুঠপাঠ করাইব... চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ভলণ্টিয়ার... বুঝাইয়া, বক্তৃতা দিয়া জনতাকে শা... রাখিল। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট আসি... হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। কি... তাঁহাকেও বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় ... কমিউনিষ্ট পার্টি যে পদ্ধতিতে ধান বি... করিতেছে, তাহাই ঠিক। ম্যাজিষ্ট্রে... জনতাকে সামলাইতে না পারিয়া চলি... গেল। তখন কমিউনিষ্ট ভলণ্টিয়াররা ... সকলকে শান্ত করিয়া যতজনকে সম্ভ... ধান দিয়া সেদিন কাজ বন্ধ করি... রাখিল। পরের দিন গোলমাল আর... বাড়িয়া যাওয়ায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করে... কিন্তু পার্টির ভলণ্টিয়াররা তাদের কর্ত্তব্য... করিয়া গেল। তাদের চেষ্টায় ধান... বিলিতে কোনো বে-বন্দোবস্ত হইল না।

নারিকেলডাঙ্গা রেলওয়ে ওয়ার্কশপের দোকানের সামনে মজুররা জড়ো হইলে দোকানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দোকান বন্ধ করিয়া দেন। তখন আমাদের একজন জঙ্গী মজুর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের দোকান খুলিতে বলিলে তারা লুণ্ঠতরাজের ভয়ের কথা বলেন। তখন জঙ্গী মজুরটি সমস্ত মজুরের দায়িত্ব নিয়া তাদের লাইনবন্দী হইতে বলে ও অল্পক্ষণের মধ্যেই চাল বিলি হইয়া যায়। শৃঙ্খলার পথই বাঁচবার পথ। এই পথেই মজুরের সংগঠন বাড়িবে, মজুর শক্তিশালী হইবে।

ঠাকুরগাঁও কৃষক সম্মেলন

গত ১৮ই মার্চ্চ প্রায় ৪ হাজার পুরুষ ও মেয়ে কৃষকের এক বিরাট সমাবেশে দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লালপতাকা উত্তোলন করেন সদ্য কারামুক্ত কমরেড শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জিলার বিখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মহম্মদ দানেশ। সভাপতিত্ব করেন রংপুরের বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী। সম্মেলনের বিশেষত্ব ছিল ১৫০ শৃংখলাবদ্ধ লাঠিধারী কৃষক ভলাণ্টিয়ার। প্রায় ১০০ জন ভলাণ্টিয়ার ২২।২৩ মাইল পথ মার্চ্চ করিয়া আসিয়া সম্মেলনে যোগ দেন। লালফৌজকে অভিনন্দন, গান্ধীজীর মুক্তি প্রভৃতি প্রস্তাব পাশ হয়।

ব্যবসায়ীদের বুঝাও

ডোমার অঞ্চলে গত ১৭ই মার্চ্চ ৩০০ বুভুক্ষুর একদল স্থানীয় ধান-চাল রপ্তানীকারকের বাসায় বাসায় গিয়া বুঝায় যে ধান-চাল রপ্তানী করিলে জনসাধারণই অনাহারে পড়িবে। এই প্রচারের ফলে ব্যবসায়ীরা আশ্বাস দেন যে তাঁরা আর রপ্তানী করিবেন না।

ছোটদের জন্য লেখা ও খবর চাই

'জনযুদ্ধ' ছোটদের জন্য একটী বিভাগ খোলা হইতেছে। প্রত্যেক মাসে একবার করিয়া ছোটদের উপযুক্ত নানাধরণের লেখা ও খবর ইহাতে থাকিবে। ইহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে লেখা ও খবর আমরা চাই। দেশের কাজে আজ ছোট ছেলে মেয়েদের অবদান কম নয়। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের রূপ দিতে হইবে। তাদের সজীব মনে সত্যিকারের দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লেখা ও খবর দরকার।—জঃ যুঃ সম্পাদক।

ভুল সংশোধন ঃ ৪৫ সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' 'ছেলের দল পেছিয়ে নেই'—লেখাটির মধ্যে ২য় কলমের ৫ম প্যারায় 'স্কুল ভাঙ্গার' বদলে 'স্কুল-ডাঙ্গার' (স্থানের নাম) হইবে।

আলোচনা

চাল আসিল বলিয়া!

কলিকাতায় চালের মণ ২৭৲ টাকা। বাংলার জিলায় জিলায়ও প্রায় ঐ একই দর। বাংলার জীবনে এমন খাদ্য সংকট আর কোন দিনই আসে নাই। বুভুক্ষু জনসাধারণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতেছে। রংপুর, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, ঢাকা, প্রভৃতি স্থান হইতে লুঠের খবর আসিতেছে। জিলায় জিলায় শত শত বুভুক্ষু কৃষক নরনারী ভুখ মিছিল করিয়া সরকারের কাছে ধর্ণা দিতেছে। কলিকাতা ও আশে পাশের বস্তীর শত শত নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম বাহিনী ইহার পূর্ণ সুযোগ নিবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্য-সংকটে হাহাকার উঠিয়াছে, সমস্ত বাংলা বারুদের স্তূপে পরিণত হইতেছে।

কিন্তু বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এখনও কাগজে কলমে শুধু ছক্কই আঁকিতেছেন। নিজেদের জান বাঁচাইবার আকুল চেষ্টায় অনেক কথাই বলিতেছেন। অসহায় অবস্থার কাঁদুনী গাহিয়া কৃপা-ভিক্ষা করিতেছেন।

গত ২২শে মার্চ্চ মাননীয় মন্ত্রী মিঃ বর্ম্মণ অঙ্কের হিসাব দেখাইয়া বলিয়াছেন, গোটা ১৯৪২ সালে ও জানুয়ারী ১৯৪৩-এ ২ লাখ ৮৪ হাজার টন চাল বাংলার বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে, আর আমদানী হইয়াছে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজার টন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নাকের ডগার উপর দিয়া এই যে ১ লাখ ৫৪ হাজার টন চাল বেশী রপ্তানী হইয়া গেল, তখন কি মন্ত্রী সাহেবেরা নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছিলেন, খাদ্য সংকটের আসন্ন চরম অবস্থা সম্বন্ধে কি কোন হুঁসই তাঁদের ছিল না?

মিঃ বর্ম্মণ আরও একটি হিসাবে দেখাইয়াছেন ১৯৪২ সালের আগের ৩ বছরে গড়ে ফসল ছিল ৭৬ লাখ টন, আর চাহিদা ছিল ৯২ লাখ টন। অর্থাৎ নাজাই ছিল ১৬ লাখ টন। ইহার পূরণের জন্য সরকার নাকি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যে সব প্রদেশে চাল বাড়তি আছে সেখান হইতে বাংলায় চাল আমদানীর চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য এ বিষয়ে খোদ কর্ত্তা ভারত সরকারের মারফৎই কারবার চলিবে। এর পর নাকি নাজাই খুব কমই থাকিবে। 'এই মুহূর্ত্তেই বেশ মোটা রকমের' চালের বন্দোবস্ত নাকি হইয়াছে। কিন্তু কতখানি চাল আসিবে, কবে আসিবে, সাধারণ লোকে কি ভাবে পাইবে, দামই বা কত পড়িবে—সে সব বিস্তৃত খবর দিবার বালাই মন্ত্রীমহাশয়ের নাই। 'জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরেই, এই সব সংখ্যা প্রকাশ করা উচিত নয়।' মন্ত্রীমহাশয়ের গা ঢাকা দিবার চমৎকার বর্ম্ম তো আছেই।

তাহার পর কণ্ট্রোল দোকানের সংখ্যাও নাকি দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়ান হইবে, মাননীয় মন্ত্রী প্রমথ ব্যানার্জী বলিয়াছেন। শুধু কি তাই, মেয়েদের জন্য আলাদা দোকানও খোলা হইবে। আইন সভার মহিলা সদস্যদের এই সব দোকানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করা হইবে।

মাভৈঃ! এবার হাতে স্বর্গ লাভ! বিলাস ঐশ্বর্য্যময় আইন সভার বিরাট প্রাসাদে মন্ত্রীমণ্ডলীর আরাম আসন হইতে অভয়বাণী আসিয়াছে।

এদিকে ২৭৲ টাকা মণ চাল চলুক, লোভী মহাজন জনসাধারণের মাংস শকুনীর মত খাইতে থাকুক, বুভুক্ষু লুঠতরাজ চালাক, পঞ্চমবাহিনী উস্কানী দিক—ক্ষুধিতের বুকফাটা আর্ত্তনাদ চলুক। ব্যবস্থা হইল বলিয়া!

ডিনায়েল অঞ্চলের চাল

জোকাপসারিত অঞ্চলের চাল সরান বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী প্রমথ ব্যানার্জী গত ২৬শে মার্চ্চ আইন সভায় বলিয়াছেন, বাংলার সমুদ্রতীরের জিলাগুলি হইতে বাড়তি খাদ্য সরাইয়া নিরাপদ অঞ্চলে আনিবার ব্যবস্থা করা ঠিক হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে চাল এইসব অঞ্চলে কেনা হয় (১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) তাহার ভিতর ৬৮,৭৫০ মণ চাল বিক্রি করা হয়। সিংহল গভর্ণমেন্টের নিকট, আর বাকী ৪,৭৬,০০০ মণ চাল বাংলার বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকার কিনিয়া রাখে। ইহার পরও নাকি আরও অনেক চাল কেনা হইয়াছে এবং কলিকাতার দোকান মারফৎ ইহার অনেক অংশ বিক্রি করা হইয়াছে। একেই বাংলা দেশে চাল নাই, তাহার উপর আবার ডিনায়েল চাল সিংহলে বেচা হইয়াছে, মন্ত্রীমণ্ডলী বাহাদুর বটে!

ডিনায়েল অঞ্চল হইতে বাড়তি চাল সরাইয়া আনা হউক, ইহা সবাই চায়। শত্রুর হাতে খাদ্য দ্রব্য যাহাতে না পড়ে তাহার জন্য বিশেষ বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যাহারা এই সব জিলায় বাস করে তাহাদের সাম্বৎসরিক খাদ্যের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও জানা দরকার। খুলনা ও মেদিনীপুর জিলায় জনসাধারণের এক বৎসরের খাদ্য রাখা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে মাননীয় মন্ত্রী তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন।

বরিশালের ঝালকাঠির মত অঞ্চল, যাহা ডিনায়েল অঞ্চল নয় সেখান হইতে চাল কিনিয়া লইবার ফলে বরিশালে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নেরও উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় এড়াইয়া গিয়াছেন।

কাপড়ের ব্যবস্থা কই?

একদিকে যেমন ভাতের সমস্যা, আর একদিকে তেমনি কাপড়ের সমস্যা। কাপড়ের সমস্যা সম্বন্ধেও সরকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর ভয় কি? মাননীয় মন্ত্রী মিঃ বর্ম্মণ বলিয়াছেন জানুয়ারী মাসে বাংলার বরাদ্দ ছিল ৩০ লাখ গজ কাপড়! ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিলে বরাদ্দ আছে ৭৫ লাখ গজ। এপ্রিলে আরও ৭৭ লাখ গজের নাকি আশা করা যায়, অবশ্য তখনও ইহার অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

৬ কোটী বাঙ্গালীর দেশে এই কয়েক লাখ গজ কাপড় সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। কিন্তু তাহাও বা মিলিতেছে কই? ১৯৪১ সালের অক্টোবরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের প্রথম ঘোষণা করা হয়। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে কাপড়ের নমুনা মঞ্জুর করা হয়। জল্পনা-কল্পনা, বিধি-ব্যবস্থা করিতে মাত্র আড়াই বছর লাগিয়াছে! জনসাধারণের হাতে কাপড় পৌঁছিতে যদি আরও কিছু দেরী হয়, তাহাতে ঘাবড়াইলে চলিবে কেন?

কিন্তু 'ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ে'র দ্বারাই কাপড়ের সমস্যা ত সমাধান হইবে না। গোটা ভারতের কাপড়ের সমস্যা এক শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে কাপড়ের দাম সাড়ে চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, যেখানে ১৯৩৮-৩৯ সালে লোকে গড়ে ১৮ গজ কাপড় কিনিত, আজ সেখানে ১২ গজ কাপড় কিনে। কাপড়ের ব্যবহার এত কম হওয়া সত্ত্বেও ৫০০ কোটি গজ কাপড় দরকার। কিন্তু বে-সামরিক অধিবাসীর জন্য কাপড় পাওয়া যায় মাত্র ৩০০ কোটি গজ।

বর্ত্তমানে কাপড়ের কলে যে কাপড় তৈরী হয় তাহা হইতে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য রিজার্ভ রাখিলে, মোট কাপড় তৈরী বাড়িল না। কাপড়ের সমস্যা সমাধানের জন্য চাই কাপড় তৈরী বাড়াইবার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা। কাপড়ের কলের মালিক ও মজুরদের সংগঠনের মিলিত চেষ্টায়ই ইহা সম্ভব। মজুরদের উপযুক্ত মাহিনা দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির খোরাক জোগাইতে হইবে, মজুর সংগঠনগুলির সাথে সহযোগীতা করিয়া প্ল্যান নিতে হইবে।

ট্রামের এজেন্ট থাকিলই!

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ট্রাম কোম্পানীর সাথে চুক্তি শেষ হইলে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী কর্পোরেশন ট্রাম ব্যবসা কিনিয়া লইবেন। ট্রামের সমস্ত ভার থাকিবে একজন এজেন্টের উপর। চীফ ইনজিনিয়ার চীফ ল অফিসারের সাথে পরামর্শ করিয়া এজেন্টের নিয়ম ঠিক করিবেন।

কর্পোরেশনের সভায় আলোচনার নমুনা দেখিয়া মনে হয় এজেন্টই ট্রাম ব্যবসা কিনিবার টাকা দিবে; কর্পোরেশনকে টাকা ধার করিতে হইবে না। সোজা কথায় এজেন্টই হইবে ট্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা। অর্থাৎ বর্ত্তমান যে ব্যবস্থা আছে তাহার চেয়ে ইতর বিশেষ কিছুই হইবে না।

কলিকাতায় ট্রাম ব্যবসা একটা বিরাট ব্যবসা। যেমন বিদেশী পুঁজি ইহার মূল কথা, দেশী পুঁজিবাদীরা ইহা হইতে বঞ্চিত, তেমনি এই এসেনশিয়াল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদেরও নানা অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। কলিকাতায় বার বার বোমা পড়ার পরও ট্রামের কর্ম্মচারীরা অসীম সাহস ও বীরত্বের মাঝে কাজ চালাইয়া গিয়াছে, অন্যান্য শিল্পের মজুরদের উৎসাহ যোগাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পুরা দাবী আজও মিটান হয় নাই।

কলিকাতার এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসাটি কর্পোরেশনের হাতে আসা খুবই দরকার। কিন্তু ইহার বিধিব্যবস্থা পাবলিকের হাতেই থাকা চাই—এজেন্টের হাতে নয়। পাবলিকের স্বার্থের খাতিরে ট্রাম মজুরদের দাবী তখন তাহারা স্বেচ্ছায়ই মিটাইবে।

রাজবন্দীদের দুরবস্থা

গত ২৫শে মার্চ্চ কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাজনীতিক বন্দী ও ডেটিন্যুদের প্রতি আচরণ ও তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি যে নিতান্ত শোচনীয় সে কথা নূতন করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা নিয়া অনেক বারই কেন্দ্রীয় সভায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রাজবন্দীদের চিঠিপত্র লেখা, দেখা সাক্ষাৎ করা, অসুখ বিসুখের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা—এ সবকে সরকার উদাসীন। জওহরলাল নেহেরুকে তাঁহার কন্যার নিকট কোনরূপ চিঠিপত্র লিখিতে দেওয়া হয় না। রোগের শেষ অবস্থায় সত্যমূর্ত্তিকে কারামুক্ত করা হইয়াছে—তাহার শোচনীয় পরিণামে, তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে।

সরকারী জাঁদরেল ম্যাক্সওয়েল সাহেবের মুখে সেই একই চিরন্তনী উত্তর। তিনি কায়দা বুঝিয়া সোজা আঙুল দেখাইয়া দেন, বন্দীদের ব্যবস্থার বিষয়ে কর্ত্তৃত্বতো প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের—আমরা কি করিব। সেখানে জনপ্রিয় মন্ত্রীরাইতো আছেন। আর যেখানে মন্ত্রী নাই, সেখানেই বা আমরা কি করিব? মন্ত্রি না থাকার দায়িত্ব তাদেরই যারা আজ বন্দী। ব্যস্ সব ল্যাঠা চুকিয়া গেল।

তারপর, বিধি নিষেধের কড়াকড়ি হ্রাস করিবার সময় এখনো আসে নাই। কারণ "যুদ্ধে জয়লাভ এখনো হয় নাই, বিপদ এখনো আছে, কংগ্রেসী আন্দোলন এখনও মরে নাই। কংগ্রেসের গোপন সংগঠন এখনো আছে।" ইহাদের উপর হইতে কড়াকড়ি কমাইলে "জেলে বিদ্রোহ" হইবে।

যখন মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ অহিংসার কথা আবার ঘোষণা করিয়াছেন, যখন রাজাজী প্রমুখ নেতারা গান্ধীজীর উপবাসের সময় আলাপ করিয়া আসিয়া মনে করিতেছেন গান্ধীজী মুক্ত হইলে অচল অবস্থার অবসান হইবে, যখন অদলীয় নেতারা গান্ধীজীর সহিত দেখা করিবার জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্থিরনিশ্চিত যে গান্ধীজী বাহিরে আসিলে যুদ্ধ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত জন্মিবে না, সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে, তখন ম্যাক্সওয়েল সাহেব বিদ্রোহের বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, দেশের নেতাদের কারারুদ্ধ রাখিয়া, কড়া বিধি নিষেধের জালে, তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইহা যুদ্ধ জয়ের পথ নয়—বর্ম্মা-মালয়ের পথ! ভারতবাসী ইহা হইতে দিবে না।

দেশভক্তদের বোঝাবার জন্য! কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য!

নতুন পুস্তিকা

গান্ধীজীর উপবাসের পর

লেখক ঃ সোমনাথ লাহিড়ী

দাম পাঁচ আনা

গান্ধীজীর উপবাসে দেশভক্তদের মধ্যে যে উপলব্ধি এসেছে এবং হতাশা কাটিয়ে যে জনসমাবেশের গোড়াপত্তন হয়েছে তাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার জন্যেই এই পুস্তিকা। এটা বিশেষ করে কংগ্রেস ও লীগপন্থী দেশভক্তদের জন্য ও তাঁদের মত ক'রে লেখা। সুতরাং কংগ্রেস ও লীগ মহলে এই পুস্তিকা বিক্রয় করার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। তা ছাড়া পার্টির কমরেডরাও এর থেকে শিখতে পারবেন যে কেমন করে সোজাসুজি দেশভক্তদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

রাজনীতির চলতি সমস্যা সম্বন্ধে পার্টির কথা সাধারণের কাছে ভালভাবে পৌঁছে দেবার শ্রেষ্ঠ বাহন হ'ল ছোট ছোট পুস্তিকা। এখন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা প্রায়ই বার হবে—কমরেড লাহিড়ীরটা তার প্রথম। কোনো চলতি সমস্যার পুস্তিকা বিক্রী করার সময় মাত্র দু' এক মাস, কারণ সমস্যাটা সরে বা বদলে গেলে পুস্তিকা তখন পুরানো হয়ে যায়। সুতরাং পুস্তিকা বিক্রীর জন্যে প্রত্যেক জেলা ও ইউনিটকে এখনি সাহিত্য তহবিল গড়তে হবে এবং প্রত্যেক পুস্তিকা কত কপি করে নেবেন তার বাঁধা অর্ডার আগে থাকতে দিয়ে রাখতে হবে। তার দামও বই বার হবার সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সম্পাদক, বাংলা পি. সি., সি. পি. আই.

আরও বার হ'ল ঃ

১। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে জনযুদ্ধ (ডাঙ্গে) ।৶০
২। প্রাদেশিক পার্টি কনফারেন্সের সাংগঠনিক রিপোর্ট ও প্রস্তাব ৷১০
৩। পার্টি কনফারেন্সের রাজনীতিক প্রস্তাব ৴১০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জনযুদ্ধ কার্য্যালয়েও পাওয়া যাবে

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

★ "ভারতবাসীকে দমন করিয়া ★ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব"

মার্কিণ কমিউনিষ্ট নেতা আর্ল ব্রাউডারের বিবৃতি।

মার্কিণ সমালোচকরা যখন ভারতে অবিলম্বে জাতীয় সরকারের দাবীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে "ভয় দেখানো একটা কৌশল" হিসাবে বর্ণিত করেন, তখন দেখা যায় তাঁদের অন্ধতা ইচ্ছাকৃত। এই ইচ্ছাকৃত অন্ধতা মুর্খামির চরম। উদারনীতিকরাও এই দলে পড়েন। এঁদের মতে ভারতীয় জনগণ "স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্বাধীনতা আদায় করিতে পারে নাই, আজ বৃটিশের অসুবিধার মধ্যে তার সুযোগ নিতেছে।" ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন স্রেফ ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিণ সমালোচকরা এর ভিতর 'নৈতিক অজুহাত' টানিয়াই কেবল তাঁদের মুর্খতার পরিচয় দেন নাই; তাদের সব থেকে বড় আহাম্মকি এইখানেই যে, তাঁরা দেখেন নাই দুনিয়ার ক্ষমতার সম্পর্কগুলি বদলাইয়াছে।

ভারতীয় জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে উপনিবেশ হিসাবে বজায় রাখার ক্ষমতা আর গ্রেট ব্রিটেনের নাই। দেশরক্ষার কাজে ভারতীয় জনগণ যদি স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে না পারে, তবে জাপানী আক্রমণের হাত হইতে গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমান ভারত সরকার লণ্ডনের সৃষ্ট বস্তু। যদি সে এমন ক্ষমতা রাখিত যার জোরে জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়াই জাপানী আক্রমণের হাত হইতে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিতে পারিত, তা হইলে অন্ততঃ 'বাস্তবতার' দোহাই দিয়াও তার পক্ষে ভারতের মুক্তিদাবী অগ্রাহ্য করা বা স্থগিত রাখা সম্ভবপর হইত—যদিও সেই গর্হিত আর আত্মঘাতী 'বাস্তবতায় চূড়ান্ত জয়ের পথ দুরূহ ও কঠিন হইবে। কিন্তু একথা যখন পরিস্কার যে সে ক্ষমতা, বা সে শক্তি ভারতের বর্ত্তমান সরকারের নাই—তখন কথাবার্ত্তা বা চালচলনে ক্ষমতার ভাব দেখানো মানেই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনা। এ সর্ব্বনাশে শুধু ভারতবর্ষ বা ব্রিটেন নয়, সমগ্র সম্মিলিত জাতির ভাগ্য জড়িত।

সোজা কথা, ভারতের জনগণ দেশরক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশের অস্ত্রবলে আস্থা হারাইয়াছে। সেই সঙ্গে তারা ব্রিটিশের পীড়নদণ্ড, তার গুলি লাঠির ভয়ও কাটাইয়া উঠিয়াছে। মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মায় ব্রিটিশ অস্ত্রের পরিণামে, এখানকার রূঢ়, অকাট্য বাস্তবে তাদের ধারণা পুষ্ট হইয়াছে।

স্রেফ কাজের সুবিধার দিক হইতে, কিম্বা কেবলমাত্র রাজনীতির দিক হইতেও—ভারতীয় জনসাধারণকে 'কড়া কথা' শোনানোর নির্ব্বুদ্ধিতা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ আমলার দল ও তাদের ঢাকী কয়েকজন মার্কিণ এই ব্যাপারে অতি উৎসাহী। বার্মা, সিঙ্গাপুর ও মালয়ে তাঁরা ত' বেশ ভালভাবেই জাপানীদের 'কড়া কথা' শুনাইয়াছেন; আর যে পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে হিটলারকে তাঁরা 'কড়া কথা' না শুনাইতে পারিতেছেন সে পর্য্যন্ত তাঁরা এইভাবেই চালাইবেন।

তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ওদিকে চীনে বাইরের কোন সরবরাহ নাই। দেশের মধ্যে অসম্পূর্ণ জাতীয় ঐক্য আর আভ্যন্তরীণ বিরোধ। কিন্তু তবু আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ এখানে সার্থক। সামরিক বিচারে ব্রিটিশের চেয়ে চীনই জাপানীদের বিরুদ্ধে বেশী সাফল্য দেখাইয়াছে। ভারতের জনগণ ও গণপ্রতিষ্ঠানের নেতাদের কাছে চীনের শিক্ষা নিরর্থক হয় নাই।

আটলাণ্টিক সনদের করুণা দুঃখী ভারতের উপরও বর্ষিত হোক—স্বাধীনতার যাঁরা সুহৃদ তাঁরা এ চান। কিন্তু তাঁদের ভাবপ্রবণ তাগিদ হইতেই ভারতবর্ষের মুক্তির এই তাগিদ আসে নাই।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন আটলাণ্টিক সনদ হইতে প্রেরণা পায় নাই; বরং আটলাণ্টিক সনদের যে গুরুত্ব, তার অনেকখানিই আসিয়াছে ভারতের মুক্তি আন্দোলন হইতে।

এই কঠিন ও বিপজ্জনক সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সমাধানের একটি সরকারী কর্ম্মপন্থা আছে—অবশ্যই এই কর্ম্মপন্থাকে আমরা যদি ঝাঁকালো অলঙ্কার হিসাবে না রাখিয়া ইহাকে কাজে রূপ দিতে চাই।

রাজনীতিক ও নৈতিক দিক বাদ দিয়া সমস্যাটিকে শুধু মাত্র সামরিক দৃষ্টিতে দেখিলেও বলা যায় যে, এই অবস্থা এমন ভাবে বাড়িতেছে যে, সম্মিলিত জাতিসমূহের কপালে নূতন পরাভবের কলঙ্ক পড়িবে। কারণ, 'কড়া কথা' কাজে ফলানোর শক্তি ব্রিটিশের নাই। আর ভারতস্থ মার্কিণ সৈন্যদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আদেশ, তারা যেন ভারতীয়দের ওপর জুলুম চালানোর অংশ না নেয়।

আপোষ হইবেই। কিন্তু দমননীতি সে আপোষের পথ বন্ধুর ও ব্যাহত করিতেছে। ভারতের জনগণ দেশরক্ষার অধিকার চায়। আপোষে এই একতাবদ্ধ দাবী মানিতেই হইবে।

এই মুহূর্ত্তে এই দাবী মানা রাজনীতিক ও নৈতিক কারণের চেয়ে সামরিক কারণেই বেশী দরকার। ভারতের গণপ্রতিষ্ঠানগুলির দাবী মানিয়া লইয়া তাদের তুষ্ট করিতে হইবে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় পূর্ণ সামরিক সহযোগিতা দিতে পারে। সামরিক দিক হইতেই ইহা একান্ত দরকার। ইহা হইতে অবশ্য একথা বুঝায় না যে রাজনীতিক ও নৈতিক দিকগুলি ভুলিতে হইবে। শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সামরিক প্রশ্নে এই দুটি দিকই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। সামরিক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতি সমূহের সংহতি ভাঙে নাই—কারণ রাজনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠাই এদের মিলনগ্রন্থি। এই দুটি চেতনাই মনোবলের ভিত্তি। আবার মনোবলই এই যুদ্ধের জয় পরাজয় চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত করিবে। নীতি ও ন্যায়ের দিক হইতে দেখিলে ভারতের মুক্তিদাবী মানিতেই হয়। না হইলে আটলাণ্টিক সনদ হইবে আর একটি অর্থহীন বিজ্ঞপ্তি মাত্র।

ভারতবর্ষকে বরাবরের মত পরাধীন রাখার একমাত্র যুক্তি থাকিতে পারে—সে যুক্তি হইতেছে শক্তিমত্তার। নাৎসীরা তাদের শয়তানির স্বপক্ষে এই যুক্তিই দিয়া থাকে। ভারতের শাসন কর্ত্তারা যখন একই সঙ্গে ভারতের জনগণকে দমন ও যুদ্ধ জয় করিতে পারেন না, তখন তাঁদের পক্ষে এ যুক্তিও খাটিতে পারে না।

ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার পক্ষে আজ এমন কি কোন সাম্রাজ্যবাদী কারণও থাকিতে পারে না—অবশ্যই যদি সেইসব সাম্রাজ্যবাদীর দল যুদ্ধজয়ের স্বার্থও বর্জ্জন করিতে চান। ভারতকে পরাধীন রাখার পক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে না—যদি না তাঁরা চক্রশক্তির অধীন দুনিয়াতে কিছু সাম্রাজ্যবাদী লুটের উচ্ছিষ্টের বিনিময়ে চক্রশক্তির সহিত রফায় রাজি থাকেন।

ভারতীয় সমস্যা কি ভারতের জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকারের একটা নিজস্ব ব্যাপার? মার্কিণ কাগজের সম্পাদক ও প্রবন্ধকাররা প্রায়ই এই কথা বলিয়া ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মাথা না ঘামাইতে পরামর্শ দেন। এই মতের লোকেরা বুঝিতে পারেন না যে, দুনিয়াজোড়া যুদ্ধের ভাগ্য ভারতবর্ষের মাটিতেও বিপন্ন। যদি ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে আপোষ না হয় ও তার ফলে সম্মিলিত জাতিসমূহের ভিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধে

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল

জাতীয় সপ্তাহে জাতীয় ঐক্য গড়ো

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে জালিয়ান ওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহারই স্মৃতি লইয়া প্রতি বৎসর জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হয়। এই জালিয়ান ওয়ালাবাগ হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা। এই জালিয়ান ওয়ালাবাগ সে দিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতে এক নব জাগরণ আনিয়াছিল, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুষ্ট করিয়াছিল। সেই ইতিহাসের উপর দাঁড়াইয়া আজ আমরা জাতীয় সপ্তাহ পালন করিতেছি।

এমন সময় আজ জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হইতেছে, যখন দেশের সংকট চরমে উঠিয়াছে। বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তে জাপানী আক্রমণ চলিতেছে, বোমার ঘায়ে বাংলারই নরনারীর রক্তপাত হইতেছে। খাদ্যাভাবে কাতর দেশবাসী এক মুঠি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। এই সংকটের মধ্যে দেশবাসীকে পরিচালনা করিতে যাঁরা পারেন, সেই দেশনেতারা কারারুদ্ধ, দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস বে-আইনী, চারিদিকে দমননীতির বিভীষিকা।

এই সংকটের মধ্যে দেশবাসীকে ফেলিয়া আমলাতন্ত্র দম্ভ করিতেছে, যে জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকেই তারা দেশরক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রতিপদে তাদের অক্ষমতা জাহির হইয়া পড়িতেছে, সংকট সমাধান দূরে থাকুক প্রতিদিন সংকট বাড়িয়া যাইতেছে।

দেশকে এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব জনসাধারণেরই। জাতীয় সপ্তাহ আমাদের সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেশের নেতারা যখন জেলের মধ্যে আবদ্ধ, তখন প্রত্যেক দেশবাসীকে দায়িত্ব লইতে হইবে জাতীয়তার আমরা হারিয়া যাই—সে ব্যাপার খুবই দুঃখের হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অবস্থায় কিছুই তখন করিবার থাকিবে না। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপার—ইহাই তাঁদের গোঁড়ামির শেষ কথা।

যুদ্ধে জয়লাভের মিলিত স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষ যাতে তার জনবল ও অর্থসম্পদ পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে পারে, তারজন্য ব্যবস্থা করাতে যুক্তরাষ্ট্রের শুধু অধিকার নয়, কর্ত্তব্যও রহিয়াছে।

যদি ব্রিটেনের শাসনকর্ত্তারা তাদের বিশেষ স্বার্থ ও পুরাণো সঙ্কীর্ণতার জন্য এই কাজে অপারগ হয়, তবে সম্মিলিত জাতি সমূহের বাকি সকলের উচিত সমবেত স্বার্থের খাতিরে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। আমরা সবাই আজ এক নৌকায়—অন্ততঃ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। আমরা আশা করি যুদ্ধজয়ের পরেও এই নৌকা কাজে লাগিবে। কিন্তু যদি সেই বিজয়ের ঘাটে পৌঁছাইতে হয়, তবে "সম্মিলিত জাতি সমূহকে" সেই সময়ে হাল ধরিতে হইবে যাতে ভারতীয় সমস্যার মত বিঘ্নসঙ্কুল পথ পার হইতে পারে। না হইলে ভরাডুবির সম্ভাবনা।

মর্য্যাদা রক্ষা করার, দেশকে বাঁচাইয়া স্বাধীনতার পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার।

আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছুক হাত হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা জনগণের হাতে আনিবার জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করাই আজ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। তাহার জন্য আজ কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই। কংগ্রেস-লীগ একতাই দেশের সমস্ত জনসাধারণকে একত্র করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তৈরী করিতে পারে, যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট খাদ্য-সমস্যা সমাধানের, দেশরক্ষার, জাপ-প্রতিরোধের দায়িত্ব লইতে পারে।

জাতীয় সপ্তাহে কংগ্রেস-লীগ একতা গড়ো।

জাতীয় সপ্তাহে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমান একতাকে দৃঢ় করো।

জাতীয় সপ্তাহে ইহাই আজিকার শ্লোগান। এই শ্লোগান কাজে পরিণত করিবার জন্য যাইতে হইবে জনগণের মধ্যে। বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে, খাদ্যের দাবীতে তাহাদের একতাবদ্ধ করো, জনসংগঠন গড়িয়া একতাকে স্থায়ী ও কার্য্যকরী করো। তাহাই হইবে কংগ্রেস লীগ একতার বনিয়াদ।

কংগ্রেসপন্থী দেশপ্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন—কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িয়া তুলিবার জন্য মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লও।

লীগপন্থী দেশপ্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন—কংগ্রেস যখন বে-আইনী, কংগ্রেস নেতারা যখন কারারুদ্ধ, তখন কংগ্রেস-লীগ একতার জন্য লীগকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

সমস্ত দেশপ্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন—জাতীয় সপ্তাহে জাতীয় ঐক্য গঠনের জন্য আগুয়ান হও। ইহাই আজিকার একমাত্র দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য।

কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্করের বাণী

অসুস্থ থাকার জন্য আপনাদের সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিলাম না, তাহার জন্য আমি দুঃখিত।...

কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্য্যধারার সহিত মতভেদ থাকিলেও আমি বিশ্বাস করি যে জগতে যে সমস্ত অন্যায় চলিতেছে, একমাত্র সমাজের বিপ্লবী পরিবর্ত্তন দ্বারাই তাহা দূর করা যাইতে পারে। আমি জানি যে রুশিয়ায় আজ যে বিরাট পরীক্ষা হইতেছে, তাহা ভারতের ও জগতের ভবিষ্যৎ রচনা করিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহাও আমি উপলব্ধি করি যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে পারে না, জগতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ইহাকে মিলাইতেই হইবে। সমস্ত জগতের মানব সমাজের অগ্রগতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যদি ভারতের স্বাধীনতা না আসে, তাহা হইলে ইহার কোনো অর্থ হয় না। সেই জন্য, আপনাদের পার্টির এই সম্মেলন উপলক্ষে আমি আমার ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিতেছি। স্বাঃ কিরণশঙ্কর রায়

মিখেইলোভিচ বিশ্বাসঘাতক

যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টের সমর সচিব মিখেইলোভিচের সম্বন্ধে লোকের মনে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে তাহাকে স্বদেশপ্রেমিক গেরিলা বাহিনীর নেতা বলিয়া জানিত। রয়টারের সংবাদের কৃপায়ই সে যুগোশ্লাভ গেরিলাদের শ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে—কিন্তু আসলে মিখেইলোভিচ একজন বিশ্বাসঘাতক। অষ্ট্রেলিয়ার কমিউনিষ্ট সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড' লিখিতেছে—ইহা সঠিক ভাবেই জানা গিয়াছে যে মিখেইলোভিচ বিশ্বাসঘাতক। স্পেনের 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে'র অভিজ্ঞ যোদ্ধা কর্ণেল নাগী যুগোশ্লাভ গেরিলাদের নেতা—তাঁহারই নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়াতে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লড়াই চলিতেছে

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ২৪শে চৈত্র, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

★ বোমার আশঙ্কা বাড়িতেছে ★

এ-আর-পির সংস্কার ও বিস্তৃতি হইতেছে কি?

চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর পর জাপানী বোমারুর হানা আবার সকলকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সজাগ করিলেও, যাহারা কলিকাতা ও আশে পাশে কারখানা অঞ্চলে বাস করে, তারা ভাবিতেছে যে—বিপদ বটে, তবে এতদিন এদিকে ঠাণ্ডা গিয়াছে, আবার কি শীঘ্র বিমান হানা হইবে? এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে সুখেরই কথা, কিন্তু সারা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার অর্থ কলিকাতা অঞ্চলের বিপদও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। যে কোনো দিন আবার বোমা পড়িতে পারে। এবং এখন যেখানে বোমা পড়িতেছে, তাহার অনেক জায়গায় জাপানী বোমারুগুলি জঙ্গী বিমানের পাহারায় আসিতেছে। উহার অর্থ ভারতীয় রক্ষী বিমানগুলি বোমা-বর্ষণে বাধা দিতে গেলে জাপানী জঙ্গী বিমান তাহাদের সঙ্গে লড়িয়া ব্যস্ত রাখিবে আর জাপানী বোমারু নির্ব্বিঘ্নে বোমা ফেলিয়া পালাইবার সুবিধা দেখিবে। এরূপ ভাবে যদি কলিকাতা অঞ্চলেও বোমার হানা হয় তো আগের চাইতে অনেক বেশী ক্ষতি হইবার ও অনেক বেশী মানুষ মরিবার সম্ভাবনা। সুতরাং নিশ্চিন্ত হইবার কিছু তো নাইই বরং, আগের চেয়ে বেশী করিয়া তৈরী হইবার দরকার আছে।

তৈরী হইবার প্রধান ক্ষেত্র হইতেছে এ-আর-পি। এ-আর-পির কর্ত্তারা বলিবেন, এ-আর-পি তো ঠিকই আছে, ভাবনা কি? কিন্তু এ-আর-পির ঠাট থাকিলেই তো শুধু চলে না, এ-আর-পিকে কার্য্যকরী করিতে হইবে।

গত বোমাবর্ষণের পর প্রয়োজনের তাগিদে এবং জনসাধারণের চেষ্টায় এ-আর-পি ব্যবস্থা খানিকটা কার্য্যকরী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তা দরকারের তুলনায় কতটুকু? কলিকাতায় যেখানে দশ বারো হাজার ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন দরকার, সেখানে লওয়া হইয়াছিল মাত্র কয়েক শ। কলিকাতার আশে পাশে মফঃস্বল সহরে বোধ হয় তাও হয় নাই। তারপর কিছুদিন ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন লইবার পর, যখন বেশী সংখ্যক দেশপ্রেমিক যুবকেরা এ-আর-পিতে ঢুকিতে গেল, তখন হঠাৎ হুকুম জারী হইল যে আর ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন লওয়া হইবে না। তা ছাড়া, যে সব এ-আর-পি ওয়ার্ডেনরা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া জনসাধারণের জীবন বাঁচানর দায়িত্ব লইয়াছে, তাদের মাহিনা ও রেশন সম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে বিশেষ মাথা ঘামান নাই, অনেক আন্দোলন করিয়া, অনেক দাবী জানাইয়া তবে শুধু রেশন আদায় হইলেও, মাহিনা বাড়ে নাই। আবার তার পাণ্টা আঘাত হানিতেও কর্ত্তৃপক্ষ কসুর করে নাই। গোপন সার্কুলার জারী করিয়া ওয়ার্ডেনদের সাবধান করা হইয়াছে যে রাজনীতিক লোকদের বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্টদের ওয়ার্ডেন রাখা হইবে না। অর্থাৎ আসলে এ-আর-পিকে দেশরক্ষা আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মীদলে পরিণত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ নারাজ।

বোমার ভয় অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপদ আবার ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং এবারের বিপদ আগের চেয়েও যে বেশী তা সরকারী ঘোষণা হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এ-আর-পি-কে আরও কার্য্যকরী, আরও বিস্তৃত করিবার ব্যবস্থা কি হইতেছে? সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে কর্পোরেশন প্রভৃতিকে এখনি হিসাব দিতে হইবে ডিফেন্স ব্যবস্থা কিরকম হইয়াছে। তা না হয় হইল। কিন্তু যে এ-আর-পি ব্যবস্থার উপরই আসলে সমগ্র জনসাধারণের জীবন নির্ভর করিতেছে, তাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোনো চেষ্টা এখনও দেখা যাইতেছে না। কোনো রকমে ওয়ার্ডেনদের কাজে আট্‌কাইয়া রাখিবার মতো যতটুকু না করিলে নয়, মাত্র সেইটুকুই এখন পর্য্যন্ত হইতেছে।

তা না হইলে রেশন দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াও এখনও ইহা ঠিক হইল না কেন যে কতদিন ওয়ার্ডেনরা রেশন পাইবে? এক মাসের জন্য রেশন মঞ্জুর হয়, যাতে সেই মাসটী ওয়ার্ডেনরা কাজে লাগিয়া থাকে, আবার নূতন মাসে নূতন করিয়া ঠিক হয় যে পরের মাসে রেশন দেওয়া হইবে কি না। ওয়ার্ডেনদের লইয়া এরকম ছেলে খেলা করার অর্থ কি? অথচ জাপ-আক্রমণের অবস্থায় এ-আর-পির কাজ মিলিটারী বা পুলিশের চেয়ে কম জরুরী তো নয়ই, বরং অনেক বেশী জরুরী।

নানা অজুহাতে ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেনদের ছাড়াইয়া দেওয়ার খবরও পাওয়া যায়। যেহেতু তারা মাহিনার চাকর নয়, সেইহেতু তাদের সহ্য করা অনেক এ-আর-পি কর্ত্তাদের পক্ষে যেন সম্ভব হইয়া উঠে না। তাছাড়া কমিউনিষ্ট মতবাদীদের প্রতি কর্ত্তাদের বিতৃষ্ণা তো আছেই। অর্থাৎ এ-আর-পির কাজ ভাল হইবে কি না, সেদিকে যত লক্ষ্য, তার চেয়ে বেশী লক্ষ্য এ-আর-পি বিভাগটী কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম চালাইবার একটী ভাল ক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে কি না।

যদি এ-আর-পিকে কার্য্যকরী করিতে হয়, তবে এই সব অব্যবস্থা দূর করিতে তো হইবেই, তাছাড়া এখনই ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন লইবার নিয়ম পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাব্রতী দেশপ্রেমিক এ-আর-পির কাজ করিতে প্রস্তুত, তাদের লইয়া এ-আর-পিকে জনসাধারণের প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। জন-প্রতিষ্ঠানের সহিত যাহাতে এ-আর-পির পূর্ণ সহযোগিতা গড়িয়া উঠে, তার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তার জন্য বিশিষ্ট নাগরিক ও কর্ম্মীদের লইয়া কমিটী করিতে হইবে, যে কমিটী এ-আর-পির কাজের তত্ত্বাবধান করিবে। এইভাবে এ-আর-পিকে জনসাধারণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মতো গড়িয়া তোলা যদি যায়, তবেই তা আসন্ন বিপদের মুখে দেশবাসীর জীবন বাঁচাইতে পারিবে।

এ-আর-পির উপরওয়ালা কর্ত্তারা তা চান না, কেননা তাতে তাঁদের অবাধে কর্ত্তৃত্ব করিবার সুবিধা থাকিবে না। কিন্তু দেশরক্ষার জন্যই এ-আর-পি, ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তৃত্ব খাটাইবার জন্য নয়—এই কথা সরকারকে মনে করাইয়া দিতে দেশবাসী চায় এবং তারই জন্য এ-আর-পির সংস্কার ও বিস্তৃতি দাবী করে।

বাংলার বক্ষে আবার জাপ-হানা!

বাংলা বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষিত!

আপনার কর্ত্তব্য কি?

আত্মরক্ষার জন্য, সকলের জীবন রক্ষার জন্য
এ-আর-পিকে ভালভাবে চালু করুন!
সেণ্টারের বন্দোবস্ত করুন!
আগুন-নেভানো দল বাড়ান!
দলে দলে ভলাণ্টিয়ার ওয়ার্ডেন হইবার দাবী করুন!
এ-আর-পির গলদ দূর করুন!

● এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কমিউনিষ্ট দমন ●

ইহাতে দেশরক্ষার কাজই দুর্ব্বল হইবে না কি?

রংপুরের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড শচীন ঘোষ ও কমরেড শঙ্কর রায়ের উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে ভারতরক্ষা আইনের বলে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। এই নিষেধাজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে

১। তাঁরা নিজ নিজ সহর এলাকার বাহিরে যাইতে পারিবেন না।

২। প্রতি রবিবারে থানায় তাঁদের হাজিরা দিতে হইবে।

৩। তাঁরা কোনো সভা, শোভাযাত্রায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ লইতে পারিবেন না।

৪। ছাপানো, টাইপকরা বা হাতে লেখা কোনো কাগজপত্র কাহাকেও বিলি করিতে পারিবেন না।

৫। যখনই কোনো পুলিশ অফিসার তাঁদের দেহ তল্লাসী করিতে চাহিবে, তখনই তল্লাসী করিতে দিতে হইবে।

অর্থাৎ এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উক্ত কমরেডদের সমস্ত প্রকার জনহিতকর কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তাঁরা কি কাজ করিতেছিলেন? জনসাধারণ খাদ্যের অভাবে যখন হাহাকার করিতেছিল, আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা যখন এই খাদ্যের অভাব দূর করিতে সক্ষম হয় নাই, তখন এই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই জনসাধারণের মুখে খাদ্য দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। বুভুক্ষু জনসাধারণকে পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা যখন উস্কাইয়া দিয়া লুঠতরাজের পথে ঠেলিয়া দিতেছিল, তখন এই কর্ম্মীরাই জনতার মাঝে গিয়া তাদের বুঝাইতেছিলেন, তাদের একতাবদ্ধ করিতেছিলেন, লুঠতরাজের পথ হইতে তাহাদের সরাইয়া রাখিতেছিলেন। চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য, গোপন-মজুত মাল বাহির করিবার জন্য, বাহিরে গোপনে ধান-চাল চালান বন্ধ করিবার জন্য, খাদ্য-বিলির ভাল বন্দোবস্তের জন্য যখন সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজের অক্ষমতা ও অব্যবস্থা দেখা যাইতেছিল, তখন এই কর্ম্মীরাই জনসাধারণের সহযোগিতায় এই সমস্ত কাজ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়া জনগণের অভাব মিটাইতেছিলেন। এক কথায়, বর্ত্তমান সংকটে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁরা সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা তাঁদের সেই কাজ হইতেই দূরে সরাইয়া রাখিল।

কমিউনিষ্টদের উপর এই সাঙ্ঘাতিক দমননীতিমূলক নিষেধাজ্ঞা জারী হইল আজ এমন সময়ে, যখন বাংলাকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিষ্টদেরই কার্য্যকলাপ সব চেয়ে বেশী দরকারী। বিমান আক্রমণ আবার শুরু হইয়াছে বাংলার উপর। সমস্ত বাংলায় বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই বিপদের মুখে দাঁড়াইয়া বাংলার নর-নারী আজ অসহায় হইয়া ভাবিতেছে—খাদ্যই জুটে না, তো জাপানকে ঠেকাইব কি করিয়া? এই সাংঘাতিক অবস্থায় জনগণের খাদ্যাভাব দূর করিয়া তাদের

(শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

সোভিয়েট রণক্ষেত্রের খবর

মধ্য রণক্ষেত্রে বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে সব নদী গত কয়েকমাস জমিয়াছিল, এখন সেগুলি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, জলের তোড়ও প্রচণ্ড। রাস্তা-ঘাটে চলাচলও এখন সহজ নয়। স্মোলেন্সক্ অভিমুখে আগুয়ান লালফৌজের গতিবেগ তাই কিছু কমিয়াছে। এখানে শত্রু প্রাণপণে প্রতিরোধ করিতেছে, আবার আক্রমণ করিবার সুযোগেরও অপেক্ষা করিতেছে। লালফৌজও তাই নিজের ঘাঁটিগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। স্মোলেন্সক হইতে ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে লালফৌজ রহিয়াছে।

বিয়েলির দক্ষিণে ও ভিয়াজমার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বড় ত্রিকোণ এখন লালফৌজের দখলে। নীপার নদীর উত্তর অঞ্চলে লালফৌজ উহার পশ্চিম কূলের অনেকটা দখল করিয়াছে। এ অঞ্চলে লড়াই সর্ব্বক্ষণই চলিতেছে, প্রতিবারই শত্রু হটিতে বাধ্য হইতেছে।

খারকভের উত্তরে বিয়েলগরড অঞ্চলে জার্ম্মাণরা যে আক্রমণ করিয়াছিল, লালফৌজ তাহাকে পরাজিত করিয়াছে। আরও দক্ষিণে দনেৎস নদীর কাছে ইজিয়ুম অঞ্চলে শত্রু ৪৫ মিনিট ধরিয়া অনবরত বোমাবর্ষণ করে, সারাদিন ধরিয়া ট্যাঙ্ক ইত্যাদি লইয়া আক্রমণ করে। একবার শত্রু কিছুটা অগ্রসর হয়, কিন্তু তারপর লালফৌজ তাহাকে খেদাইয়া দিয়াছে। দনেৎস রণক্ষেত্রের খবর মোটের উপর ভাল।

একেবারে দক্ষিণে কুবান প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল ও প্রস্থে ১৫ মাইল ব্যাপী স্থান জার্ম্মাণরা অধিকার করিয়াছিল। এই অল্প পরিসর ক্ষেত্রে তাহাদের পিষিয়া মারার ব্যবস্থা হইতেছে।

যুদ্ধের গতি

★ সাড়ে ৪ মাসে ৩ লক্ষ বর্গ মাইল মুক্ত
★ দক্ষিণ পূর্ব্ব রণাঙ্গণে তোড়জোড়
★ এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো

লালফৌজ এখন নভোরসিস্ক বন্দরের খুবই নিকটে পৌঁছিয়াছে। আনাষ্টা-সিয়েভকায়া ও ত্রিকুবান্সকায়া দখল করিয়া শত্রুকে উদ্ব্যস্ত করিতেছে।

শীত-অভিযানের সাফল্য

মস্কো হইতে সোভিয়েট প্রচার বিভাগ জানাইয়াছে যে ৪ মাস ২০ দিন ধরিয়া লাল-ফৌজের যে শীত-অভিযান চলিয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় তিন লক্ষ বর্গ মাইল শত্রুর কবলমুক্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে লালফৌজ ৩৫০ থেকে ৪৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। শত্রুর ১,৪৯০টী এরোপ্লেন, ৪,৭৬০ ট্যাঙ্ক, ১৫,৮৬০ কামান, ৩০,৭৫০ মেশিনগান ও অন্যান্য সমরোপকরণ লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ সময়ে জার্ম্মাণ-দের সাড়ে ৮ লক্ষ সৈন্য মারা গিয়াছে, ৩,৪৩,৫২৫ জন বন্দী হইয়াছে। শত্রুর ৩,৬০০ এরোপ্লেন, ৪,২৫০ ট্যাঙ্ক ও ৪,৫০০ কামান লালফৌজের আক্রমণে খোয়া গিয়াছে।

প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া নিদারুণ যুদ্ধের পর এখন যে একটা শুব্ধ ভাব আসিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। দুই পক্ষই এখন আবার নূতন করিয়া আক্রমণ চালাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত। শত্রু যে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সোভিয়েটকে ধ্বংস করার জন্য উন্মত্ত আগ্রহে লড়িবে, তাহাও নিঃসন্দেহ।

সোভিয়েট দেশে ফ্যাশিষ্টরা যে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই। যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিষ্ঠুরতাও বাড়িতেছে। খবর আসিয়াছে যে বিয়েলি শহরে যখন লালফৌজ প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সেখানে জনমানবের চিহ্ন ছিল না। এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা যে সমস্ত স্থানে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, সেখানেও লালফৌজ যাইয়া অন্ততঃ কয়েকজন অধিবাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বিয়েলিতে একজনও লুকাইয়া থাকিতে পারে নাই। শহর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফ্যাশিষ্টরা ছারখার করিয়াছিল।

তুয়াপ্সের নিকট লড়াইয়ের সময় একটি স্লোভাক রেজিমেণ্ট লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পন করা স্থির করে। এ খবর জার্ম্মাণদের কাণে পৌঁছাইয়া যায়। রেজিমেণ্টের অনেককে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া জার্ম্মাণরা মারিয়া ফেলে।

শত্রু আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে

"প্রাভ দার" সংবাদদাতা বলিতেছেন যে সোভিয়েট রণাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে জার্ম্মানরা আবার প্রাণপণ আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে। য়ুক্রেনে শত্রু-অধিকৃত প্রদেশে গেরিলাদের নিকট হইতে এ সংবাদ আসিয়াছে। অনবরত ট্রেনে করিয়া নূতন যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে যাইতেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি কালিনিন্ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে শত্রুর এই চেষ্টার কথা লালফৌজ জানে। ১৯৪১-৪২ সালে মস্কোর কাছে, এবং ১৯৪২-৪৩ সালে ষ্টালিনগ্রাদের সম্মুখ হইতে জার্ম্মাণদের খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছে, শত্রুর নিদারুণ ক্ষতিও হইয়াছে। শত্রু আবার চেষ্টা করিবে, আবার লালফৌজ তাহাকে চরম শিক্ষা দিবে। কিন্তু সকলের মনে রাখা দরকার যে ফ্যাশিষ্টদের বিষদাঁত এখনও ভোঁতা হয় নাই। তাহাদের দর্প চূর্ণ করিতে হইলে হিটলারীদের একেবারে নির্ম্মূল করিতে হইবে। এইজন্যই পশ্চিম ইউরোপে এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলার গুরুত্ব এত বেশী।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী মানিয়া লও

উত্তর আফ্রিকা হইতে সম্প্রতি কিছু ভালো খবর আসিয়াছে। কিন্তু সেখানে মিত্রশক্তির অগ্রগতি এখনও মন্থর ও অনিশ্চিত। মারেথ্ লাইন এখন ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী পার হইয়াছে, গাবেস্ ও এল্ হামা দখল করিয়াছে। আমেরিকানরা গাফ্সা হইতে গাবেসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তরে ব্রিটিশ প্রথম বাহিনী বিজেরটার ৪০ মাইল পশ্চিমে কাপসেরাট্ অধিকার করিয়াছে। রহস্যের বিষয় শুধু এই যে জার্ম্মাণরা কোথাও তেমন প্রতিরোধের চেষ্টা করে নাই, অনেক সময় নিজেরাই সরিয়া গিয়াছে। মিত্রবাহিনীতে যে সমস্ত ভারতীয় যোদ্ধা আছে, তাহাদের কৃতিত্বের খবরও আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে যে উত্তর আফ্রিকার পর্ব্ব পুরাপুরি চুকাইতে হইলে সংখ্যাল্প শত্রুর বিরুদ্ধে আরও অনেক জোর কদমে অগ্রসর হওয়া উচিত ও সম্ভব ছিল। এখনও আড়াতাড়ি এ অধ্যায় সাঙ্গ করিয়া ইউরোপে সৈন্য নামাইবার ব্যবস্থা হউক্।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হিটলার প্রাণপণ শক্তিতে যথাসম্ভব শীঘ্রই নামিয়া পড়িবে। তাহার মতলব ফাঁসাইয়া দিবার ব্যবস্থা এখনই অবিলম্বে চাই। ইয়োরোপে নানাজায়গায়, বিশেষতঃ বার্লিন ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের উপর বোমা ফেলা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা একেবারেই যথেষ্ট নয়।

খবর আসিতেছে যে নরওয়ে কিম্বা হলাণ্ডে মিত্রবাহিনী নামানো খুব দুঃসাধ্য নয়। ফরাসী দেশে মিত্রশক্তির সমর্থকদের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু তাহাদের বলা হইতেছে যে জার্ম্মাণরা চোখে ধূলা দিবার জন্য ফ্রান্সের উপকূল আক্রমণ করিয়া মিত্রশক্তির যাহারা বন্ধু তাহাদের চিনিয়া লইবে, গ্রেপ্তার করিবে, গুলি করিয়া মারিবে। সুতরাং মিত্রশক্তির কাছে সঠিক্ সংবাদ না পাইলে তাহারা যেন হিটলারীদের খেদাইবার কাজে অকালে নামিয়া না পড়ে। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে সঠিক্ সংবাদ মিত্রশক্তি কবে ইয়োরোপের অত্যাচারিত জনগণের কাণে পৌঁছাইয়া দিবে? ধীরে সুস্থে কেল্লা ফতে করিবার যে দুরাশা মিত্র-শক্তির নেতাদের মনে ঢুকিয়াছে, তাহাকে উপ্ড়াইতে হইবে। লণ্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে সম্প্রতি যে বিরাট জনসভা হইয়াছিল, সেখানে তাই একবাক্যে দাবী করা হইয়াছে যে অবিলম্বে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া সোভিয়েটের প্রতি কর্ত্তব্য পালন যেন মিত্রশক্তি করে। এ দাবী সকল জনসাধারণ জোর গলায় সমর্থন করিতেছে।

জাপানকে খেদাইবার কতদূর?

প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেব সম্প্রতি খোস-মেজাজে বাহাল তবিয়তে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে তিনি এমন কথাও বলিলেন যে ১৯৪৪ কিম্বা হয় তো ১৯৪৫ নাগাদ জার্ম্মাণীকে দাবানো যাইবে, তাহার পর জাপানকে তুড়ি মারিয়া ঠাণ্ডা করা চলিবে। এ ধরণের প্রলাপ কেমন করিয়া দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন লোকের মুখে শোনা যায়, এ একটা তাজ্জব কাণ্ড। ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ১৯৪২ সালে খোলা হইলে গতবৎসরই হিটলারের পরাজয় ঘটিত; একথা ষ্টালিন স্বয়ং বলিয়াছেন। বাগাড়ম্বর তাঁহার ধাতে সয় না, কাজের কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন। গত শীতকালে হিটলারের কল প্রায় বিগ্ড়াইয়াছিল, লালফৌজের অপূর্ব্ব কৌশলে বার বার তাকে হার মানিতে হইয়াছিল। মিত্রশক্তি তো গড়িমসি বহুদিন ধরিয়া করিতেছেন, এইবার একটু উদ্যম দেখাইয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলুন, হিটলারের বিষদাঁত চূর্ণ হইবেই। পাছে ইয়োরোপের জনগণ ফাশিজমকে মারিয়া নিজেদের মনোমত সমাজ গড়ে, পাছে সর্ব্বত্র বিপ্লবী পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, এই ভয়ে চার্চ্চিলের দল আর কত দিন জনমতকে ঠেকাইয়া রাখিবে? ষ্টালিন বলিয়াছিলেন যে হিটলারকে দাবাইতে হইলে নিজের স্বার্থেই মিত্রশক্তিকে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে হইবে। আফ্রিকার মহড়াকে বাহবা দিবার মনোবৃত্তি আর জনসাধারণের নাই।

১৯৪৫ সালে জাপানকে দেখিয়া লইব, একথার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রমাণ রোজই মিলিতেছে; জাপানকে হারাইবার ব্যবস্থা কতদূর?

ভারতবর্ষের বিপদ বাড়িতেছে—

কোথাও জাপানী জাহাজ বোমা মারিয়া ডুবাইয়াছি, বর্ম্মায় রোজই বোমা ফেলিতেছি— এ ছাড়া অন্য কোন কথা মিত্রশক্তি বলিতে পারিতেছে না। এদিকে আরাকানে যে খানিকটা পথ বৃটিশবাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল, আবার সেখান হইতে সরিয়া আসিতে হইয়াছে। অনেক আড়ম্বর করিয়া যে অভিযান শুরু হইয়াছিল, চীনে সরবরাহ পাঠাইবার রাস্তা পরিষ্কার করিবার যে প্রতিজ্ঞা চার্চ্চিল হইতে আরম্ভ করিয়া সামরিক মুখপাত্রের দল পর্য্যন্ত বারবার প্রচার করিয়াছিল, তাহার অসারতা প্রমাণ হইয়াছে। কাউন্সিল অব ষ্টেটে সেনাপতি ওয়াভেলের সাগরেদ হার্টলি সাহেব চটিয়া উঠিয়া বলিলেন যে ভারতবাসীদের মনে আশার সঞ্চার করার জন্য এ অভিযান হয় নাই, কেবল বার্ম্মা থেকে চীনের য়ুনান প্রদেশ জাপানী যাহাতে আক্রমণ না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই কিছু শত্রু সৈন্যকে আট্কাইয়া রাখিবার জন্যই নাকি আরাকান অভিযান হইয়াছিল। কিন্তু সামরিক বড়কর্ত্তাদের মেজাজ যতই চড়া হউক, দেশের লোক জানিতে চাহিবে যে বার্ম্মা হইতে শত্রুকে তাড়াইবার আশা কি একেবারেই সুদূরপরাহত? আপাতত বৎসর খানেক চীনে সাহায্য পাঠাইবার আশাও তাহা হইলে মরীচিকা? এদিকে চট্টগ্রামে, ফেনীতে, দক্ষিণপূর্ব্ব বাংলায় অন্যত্র, আসামে যে বারবার বোমা পড়িতেছে, বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যে কোন সময় বিমান আক্রমণ সম্ভব একথা সরকারী ভাবে যে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? ১৯৪৫ সালে দেখিয়া লইব বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতে হইতে কম্পমান অবস্থায় তাল ঠুকিলেই কি জাপান পাত্তাড়ি গুটাইয়া লইবে?

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতেই হইবে, ভারতবর্ষের জনগণকে লইয়া জাতীয় সরকারের আহ্বানে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া জাপানকে খেদাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ইহাই জনগণের দাবী, মিত্রশক্তিকে আজ হউক কাল হউক নিজের স্বার্থেই এ দাবীকে মানিতে হইবে। ৪-৪৩

(১ পাতার শেষাংশ)

মনোবলকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও জাপ-প্রতিরোধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে যারা চেষ্টা করিতেছে, তারা কমিউনিষ্টরাই। পঞ্চমবাহিনীর কৌশলকে ব্যর্থ করিয়া বাংলাকে বর্ম্মার দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচাইতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা কমিউনিষ্টরাই। গত বোমা বর্ষণের সময় যখন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটী-বিচ্যুতির ফলে কলিকাতার জনসাধারণের সাহস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই কমিউনিষ্টদেরই চেষ্টায় কলিকাতায় এ-আর-পি ব্যবস্থা ভাল হইয়াছিল, কলিকাতা ও আশেপাশের কারখানা অঞ্চলের কাজকর্ম্ম চলিয়া-ছিল. জাপানীদের আতঙ্কসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা যখন নিজ কর্ত্তব্যের প্রতি সকলের উৎসাহ কমাইয়া দিয়াছিল, তখন এই কমিউনিষ্টরাই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের মাহিনা বৃদ্ধির জন্য, মজুরের দাবী—শেণ্টার ও মাগ্‌গী ভাতার জন্য। আত্মরক্ষার জন্য এ-আর-পির সহিত সহযোগিতা করিতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল কমিউনিষ্টরাই, সর্ব্বশ্রেণীর লোককে মিলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষা কমিটী গড়িয়াছে, হাজার হাজার ভলাণ্টিয়ার তৈরী করিয়াছে—জাপ প্রতিরোধের জন্য বাংলার নর-নারীকে সংহত করিয়াছে কমিউনিষ্টরাই। কমিউনিষ্টরাই চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের মধ্যে নির্ভীকভাবে এ-আর-পির কাজ করিয়া দেখাইয়াছে যে দেশরক্ষার জন্য তারাই সব চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেদিনের চেয়ে বিপদ আজ আরো বেশী। কেননা, জাপানী বোমার সঙ্গে খাদ্যাভাবের বিভীষিকাও আজ যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজই কমিউনিষ্টদের উপর আমলাতন্ত্রের আঘাত আসে কেন? আসে, তার কারণ, কমিউনিষ্টরা মনে করে, শুধু আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে দেশরক্ষা হইবে না, দেশরক্ষার সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্যোগী হইতে হইবে, দায়িত্ব লইতে হইবে—যা আমলাতন্ত্র পছন্দ করে না। কেননা, তাতে আমলাতন্ত্রের কাজের মধ্যে যা কিছু অব্যবস্থা সবই ধরা পড়িয়া যায়। এ-আর-পি-র মধ্যে তাই কমিউনিষ্টদের স্থান দেওয়া আমলাতন্ত্র সহ্য করিতে পারে নাই।

মেদিনীপুরের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্য হইতে তাই স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের সরাইয়া লওয়া হইল। বাংলার অনেক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীকে তাই এখনও জেলের মধ্যে আট্কাইয়া রাখা হইয়াছে ও এখনও নানা অজুহাতে অনেক কর্ম্মীকে জেলে পাঠানো হইতেছে।

'লাল' রংপুর দেখাইয়াছে কমিউনিষ্ট কার্য্যপন্থা জনগণের কাছে কত প্রিয়। রংপুরের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ অক্লান্ত প্রচার ও সংগঠনের দ্বারা সেখানকার কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতির সকল দেশপ্রেমিককে মিলাইয়াছে। পঞ্চমবাহিনী সেখানে আজ কোণঠাসা। জাতীয় ঐক্যের নীতিতে সেখানে আজ সকল জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ। সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা তাই খাদ্য-কমিটীর মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে, কৃষকরা তাদের কৃষক সভাকে মজবুত করিয়া গ্রামে গ্রামে দৃঢ় সংগঠন গড়িয়াছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য সহরের লোক ও গ্রামের কৃষক মিলিত ভাবে চেষ্টা করিতেছে এবং তার ফলও ফলিতেছে। রংপুর 'লাল রংপুর' বলিয়াই আজ আমলাতন্ত্রের কঠোর দমননীতি সেখানকার কমিউনিষ্টদের উপর নূতন ভাবে প্রয়োগ করা হইল।

কমিউনিষ্টদের এইভাবে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখার ফল কি? ইহার ফল—জনগণকে সংকট সমাধানের কাজ হইতে সরাইয়া রাখা। খাদ্য-সমস্যা প্রতিকারের জন্য সম্মিলিত খাদ্য-কমিটী গড়িতে না দেওয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠনের ভিতর দিয়া জনগণের দাবী জানান বন্ধ করা, দেশের নেতাদের মুক্তির দাবী নিস্তেজ করিয়া দেওয়া, হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ একতাবদ্ধ হইতে না দেওয়া, পঞ্চমবাহিনীর পথ প্রশস্ত করা। ইহা জনগণের স্বার্থের উপর দেশরক্ষার জন্য তাদের চেষ্টার উপর প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দেশকে সংকট হইতে বাঁচাইবার জন্য আজ প্রত্যেক দেশবাসীকে আগুয়ান হইতে হইবে। কমিউনিষ্টদের পিছনে, কমিউনিষ্ট পন্থার সমর্থনে সমগ্র দেশবাসীকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে হইবে—খাদ্যের জন্য, জাপ-প্রতিরোধের জন্য, নেতাদের মুক্তির জন্য, জাতীয় সরকারের জন্য হিন্দু মুসলমান-কংগ্রেস-লীগ সকলকে মিলাইতে হইবে. তাহাই সরকারকে বাধ্য করিবে কমিউনিষ্টদের উপর দমননীতি বন্ধ করিতে, দেশরক্ষার পথ খুলিয়া দিতে।

সম্পাদকীয়

সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের বণিয়াদ গড়ো
শাসন ব্যবস্থার উপর আমলাতন্ত্রের আঘাত রোখো

বাংলার গভর্ণর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার জোরে বাংলার শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়াছেন। মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার পর এইরূপই একটা কিছু ঘটিবে, ইহা সকলেই মনে করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১লা এপ্রিলের মধ্যে বাজেট কার্য্যকরী করার সম্বন্ধে কোনো ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, তারই জন্য বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা অনিবার্য্য হইল এবং গভর্ণর যখনই বুঝিতে পারিবেন যে আইন সভার আস্থা-ভাজন মন্ত্রিত্ব গঠনের অবস্থা হইয়াছে, তখনই তিনি পুনরায় পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে গভর্ণর যখন প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করিয়াছিলেন, তখনও নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'জাতীয় গভর্ণমেণ্ট' গঠনের জন্যই প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করা দরকার। ৯৩ ধারা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের এই ধরণের কথা অর্থাৎ 'জাতীয় গভর্ণমেণ্ট' গঠনের আগ্রহ, আইন সভার 'আস্থাভাজন' মন্ত্রিত্বের জন্য ব্যাকুলতা প্রভৃতি যেন 'ভূতের মুখে রাম নামের' মতই শোনায়। জনস্বার্থের কথা বলিয়া জনমতকে অস্বীকার করিবারই একটা ছুতা খুঁজিবার জন্যই যে গভর্ণর বাহাদুর উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আর কাহারো বাকী নাই।

আসলে আমলাতন্ত্র কি চাহিয়াছিল? 'জাতীয় গভর্ণমেণ্টের' কথা মুখে উচ্চারণ করিলেও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনে বাধা দেওয়াই ছিল আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য। আমলাতন্ত্র চাহিয়াছিল এমন একটা মন্ত্রীমণ্ডলী, যাহা পুরাদস্তুর তাদের তাঁবেদারী করিবে। হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীকে দিয়া আমলাতন্ত্রের এই উদ্দেশ্য পুরাপুরি সিদ্ধ হইতেছিল না। কেননা, যদিও হক মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস ছিল না, তা হইলেও জনমতের কাছে জবাবদিহী করিতে গিয়া তাঁদের স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে আমলাতন্ত্রের কাছ হইতে তাঁরা প্রতিপদে বাধা পান। ইহা দ্বারা আমলাতন্ত্রের স্বরূপই জনসাধারণের কাছে আরও প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাই আমলাতন্ত্রের পক্ষে হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে সহ্য করা আর সম্ভব হইল না।

অন্যদিকে, হক মন্ত্রীমলীণ্ডলীর বদলে নিছক তাঁবেদার আর এক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সম্ভাবনাও আমলাতন্ত্র দেখিতে পাইল না। তাদের ভরসা একমাত্র ইউরোপীয়ান দলের উপর। এই ইউরোপীয়ান দলের সঙ্গে মিলিয়া তাদেরই নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মুস্লিম লীগ মন্ত্রিত্ব গঠন করে—এই আশায় আমলাতন্ত্র অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বাজেট আলোচনার ভিতর দিয়া ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, শুধু ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে মিলিয়া মুস্লিম লীগ বর্ত্তমান অবস্থায় কখনই সংখ্যাগুরু হইতে পারে না; যদিও বা হয়, তা হইলেও মুস্লিম লীগ কখনই আমলাতন্ত্রের তাঁবেদারী করিবে না। কেননা, ইহা দেখা গিয়াছে যে দল ভারী করিতে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে হাত মিলাইলেও মুস্লিম লীগ জনসাধারণের খাদ্য-সমস্যা প্রতিকারের প্রশ্ন এড়াইতে পারে নাই এবং তার জন্য আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধিতা করিতে তাকে দাঁড়াতেই হইবে।

আমলাতন্ত্র এই দুই অবস্থার কোনটাই বরদাস্ত করিতে পারে না। অথচ অপেক্ষাও করিতে পারে না। কেননা, অবস্থা এমন ঘনাইয়া আসিতেছে, যাতে আমলাতন্ত্রের নিজেদের পছন্দমত মন্ত্রিত্ব পাওয়া দূরে থাক্, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনাই ক্রমশঃ বেশী হইয়া উঠিতেছে। তাই আমলাতন্ত্র সুযোগ খুঁজিল সময় থাকিতে এই সম্ভাবনা নষ্ট করিতে।

সুযোগও পাইল ঠিক। পরিষদের দলাদলির মধ্যেই যখন অধিকাংশ দলের চেষ্টা আবদ্ধ রহিয়াছে, পরস্পরের প্রতি সংশয় ও সন্দেহে যখন সম্মিলিত শক্তি দানা বাঁধিয়া উঠিতে দেরী হইতেছে, তখনই আমলাতন্ত্র আঘাত হানিয়া সব চুরমার করিয়া দিল। 'জাতীয় মন্ত্রিত্বের' কথা বলিয়াই জাতীয় মন্ত্রিত্ব গঠনকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার কৌশলকে জয়ী করিল।

পরিষদ সদস্যরা আমলাতন্ত্রের এই আঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এই আঘাত পরিষদ সদস্যদের উপর যত, জনসাধারণের উপর তার চেয়ে অনেক বেশী। বাংলার অবস্থা দিনের পর দিন এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, যে জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রকৃত সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট এখানে তৈরী না হইলে, অবস্থার আংশিক প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীদের হাতে দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অবাধ অধিকার থাকিলে কি হয়, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটী দেশবাসীর হইয়াছে। তার উপর বাংলায় জাপ-আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। আগের বছরের চেয়ে আক্রমণ আশঙ্কা যে এবার আরও বেশী, তা বাংলাকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হইতেই বুঝা যায়। এই সাংঘাতিক অবস্থায় খাদ্যাভাবে জর্জ্জর, বোমার আতঙ্কে অভিভূত জনসাধারণের পক্ষে একটা কথা বলিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না, দেশরক্ষা ব্যবস্থায় সামান্য অংশ লইবার বা পরস্পরকে সাহায্য করিবার সুযোগ থাকিবে না—প্রতিপদে আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের হুমকী সকলের চেষ্টাকে ব্যাহত করিবে। জাপানী আক্রমণের মুখে দাঁড়াইয়া বাংলার এই অবস্থা বড় চমৎকার বটে!

আপশোষের বিষয় এই যে, এই সর্ব্বনাশা অবস্থার সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কংগ্রেস ও লীগ দেশবাসীকে বাঁচাইবার চেষ্টায় ব্যগ্র নয়। মন্ত্রিত্ব বাতিল হইয়া যাওয়ায় তাঁরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁদের বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিতেছে শুধু এসেম্ব্লির দলাদলির প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে কোটী কোটী বুভুক্ষু ও আতঙ্কিত জনসাধারণের দুর্দ্দশা যে এই অবস্থার ভিতর দিয়া শত গুণ বাড়িয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা নাই। তাই এক দিকে লীগ অন্যান্য দলের সঙ্গে তর্ক সুরু করিয়া দিয়াছে—এসেম্ব্লিতে দল ভারী কার? তাদের, না ফজলুল হক্ দলের? আর অন্য দিকে কংগ্রেস সরকারের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। জনগণের স্বার্থে সংকট সমাধানের প্রকৃত পথে কেহই আগাইতেছে না।

গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, বিপন্ন বাংলাদেশকে বাঁচাইতে হইলে আজ পুনরায় আইন পরিষদের কাজ ফিরাইয়া আনিতেই হইবে। ইহাই কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা সকলের এখনকার দায়িত্ব। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া বা 'আমার দোষ নয়' বলিয়া বসিয়া থাকিলে, তাতে বর্ত্তমান অবস্থা বদলাইবে তো না-ই, বরং, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই অচল অবস্থা চালু রাখার সুবিধা আমলাতন্ত্র পাইবে। আইন পরিষদের দলাদলির কথা না ভাবিয়া, জনসাধারণের দুর্দ্দশা মোচনের কথাই যদি তাঁরা বেশী করিয়া ভাবেন, তা হইলে আজই তাঁরা খোলা মন লইয়া পরস্পরের সহিত আলোচনা করিতে পারেন। জনসাধারণের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিলে নিজেদের পক্ষ হইতে সম্ভব মত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও তাঁরা পরস্পরের কাছে আগাইয়া যাইতে পারিবেন। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলে কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে আজই খানিকটা মিল নিশ্চয়ই হইতে পারে। সেইটুকু মিল লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, তাহারই ফলে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য আরও বাড়িয়া উঠিবে। কেননা, জনসাধারণের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সেই দায়িত্ববোধই বিভেদের ছোট খাটো প্রশ্নকে আপাততঃ ধামা চাপা রাখিয়া বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাঁদের মিলনের পথকে প্রশস্ত করিবে।

একমাত্র এই প্রকার মিলনের দ্বারাই এসেম্ব্লিতে সম্মিলিত দল তৈরী করা যাইবে, যার ভিত্তি শুধু পরিষদ সদস্যদের ভোটের উপরই গড়িয়া উঠিবে, তা নয়, যার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে বাংলার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে সংগঠিত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে। তখন মন্ত্রীমণ্ডলীর স্থায়িত্ব এত দৃঢ় হইবে যাহাতে সামান্য কয়েকজন সদস্যের ভোটের কম বেশীর জন্য সে স্থায়িত্ব নষ্ট হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না; গভর্ণরের পক্ষেও তখন 'আস্থাভাজন' মন্ত্রিত্বের অভাবের কথা তুলিয়া শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। ৯৩ ধারা প্রয়োগ উঠাইয়া লইতে গভর্ণর বাধ্য হইবেন, জনসাধারণের স্বার্থে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব কায়েম হইবেই।

খাদ্য-সংকট ও আসন্ন জাপ আক্রমণ
এমনদিনে শাসনতন্ত্র বাতিল

ক্ষুধিত নরনারীর হাহাকার

২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক কলিকাতায় আসিতে থাকে। পেটের জ্বালায় দিশাহারা হইয়া তারা ভাবিল কলিকাতায় গেলেই বুঝি চাল পাওয়া যাইবে। তাই অসম্বদ্ধ জনতা অনবরত আসিতে লাগিল কলিকাতা অভিমুখে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তারা হতাশ হইল। দেখিল এখানের বাসিন্দাদেরই ঠিকমত চাল মেলে না, তা বাহিরের লোকের মিলিবে কি? হতাশা তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এই সুযোগে পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা তাদের উস্কানী দিতে লাগিল। জনরক্ষা কমিটী, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা ছুটিয়া গেল তাদের কাছে। ২৪ পরগণা কমিটির কর্ম্মীরা গ্রামের মধ্যে গিয়া তাদের বুঝাইল। এই প্রচারের ফলে গ্রামবাসী জনসাধারণ বুঝিল যে খাদ্য-কমিটীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া, সকলকে একতাবদ্ধ না করিয়া এলোমেলোভাবে শুধু কলিকাতায় আসিলেই চাল আদায় হইবে না। রহিলাবাদ, পদ্মপুকুর, মুলটী, বরত, টেকা, কোদালিয়া প্রভৃতি গ্রামে খাদ্য-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারাই বারুইপুর হাটের আশঙ্কিত লুঠপাট বন্ধ হয় এবং চালের দাম মণ প্রতি ২১৲ টাকার জায়গায় ১৬৲ টাকা হয়।

খাদ্যের দাবীর জন্য পুলিশের জুলুম

২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মগরাহাট থানার প্রায় ২০০০ হিন্দু-মুসলমান জন-সাধারণ জেলা হাকিমের নিকট তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিতে আসে। কলিকাতার হাজরা রোডের মোড়ে আসিলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। তারপর ৫।৬ জন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিকে জেলা হাকিমের কাছে লইয়া যাইবার নাম করিয়া থানায় লইয়া গিয়া আটক করা হয়। পর দিন তাদের জামিনে খালাস দেওয়া হয়। অসম্বদ্ধ জনতাকে পাইয়াই পুলিশ এই জুলুম করিতে সাহস পাইল। কমিটী গড়িয়া, হাজার হাজার গণদরখাস্ত পাঠাইয়া, সকল দলকে মিলাইয়া প্রতিনিধি দল পাঠাইয়া খাদ্য-দাবী করিলে পুলিশের এইপ্রকার জুলুম করিবার ছুতা নষ্ট হইয়া যায়। সেই পথই খাদ্য পাইবার পথ।

জাপ-আক্রমণ সুরু হইয়াছে
ভারতীয় সমর বিভাগের ইস্তাহার:—

২১শে মার্চ্চ পূর্ব্ব বঙ্গে ফেণী বিমানঘাঁটির উপর শত্রু বিমানের আক্রমণ।

২৩শে মার্চ্চ দক্ষিণ পূর্ব্ব বাংলায় বিমান ঘাঁটিতে জাপ-বিমানের হানা।

২৪শে মার্চ্চ চট্টগ্রাম এলাকায় জাপ-বিমানের হানা।

২৫শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে বিমাণ ঘাঁটির উপর আক্রমণ।

২৭শে মার্চ্চ দ্বিপ্রহরের একটু পরে ঝাঁকে ঝাঁকে জাপ্ বিমান কক্সবাজারে আক্রমণ চালায়।

২৯শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে কক্সবাজারের দক্ষিণে ১২ খানা জাপ জঙ্গী বিমানের সহিত তুমুল যুদ্ধ হয়।

৩০শে মার্চ্চ প্রাতে ২২টী জাপ বোমারুর দল দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে আক্রমণ করে।

১লা এপ্রিল অপরাহ্ণ দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে ফেণীতে আক্রমণ করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া আকাশ যুদ্ধ হয়।

বগুড়ায় হাট লুঠ

বগুড়া জেলায়—এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর ৩টী হাট লুঠ হইয়া গিয়াছে। পীরগাছা হাট লুঠ হওয়ার পর সেখানে দমননীতি চলিয়াছে পুরামাত্রায়। গ্রামের মহাজনরা এখনও চাউল ছাড়িতেছে না। পাঁচবিবির এক বিবরণে প্রকাশ যে সেখান হইতে প্রচুর চাউল ও ধান বাহিরে রপ্তানী হইতেছে। অথচ সেইখানকার লোক কচু সিদ্ধ খাইয়া আছে। খাদ্য সমিতির তরফ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বাহিরে চাল রপ্তানী বন্ধ করিবার দাবী জানান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা হইতে চাউল ধান রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিনেল সাহেবের হুকুম অনুযায়ী তিনি আবার তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। খাদ্য-কমিটীর ভলাণ্টিয়ারগণ হাটে হাটে প্রচার করিয়া লুঠপাঠ হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করিতেছে। অন্যদিকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জনসাধারণের দাবী মানিতে বাধ্য করিবার জন্য খাদ্য-কমিটী চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার ফলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে ৫০ হাজার মণ চাউলের এক আড়ৎ করিয়াছেন। খাদ্য-কমিটীর ভিতর দিয়া চেষ্টা করিলে সমস্যার সমাধান হইবে, এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

জাপানী-বোমা হইতে, খাদ্যাভাব হইতে,
দেশবাসীকে বাঁচাইতে—
সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই

বাংলার চারিদিকে খাদ্য-সংকট
সংকট সমাধানে খাদ্য-কমিটী
হাজার হাজার ক্ষুধিত নরনারীর সমাবেশ

বর্দ্ধমানে খাদ্যের দাবীতে একতাবদ্ধ জনগণ

গত ২০শে মার্চ্চ সদর ও কাটোয়া মহকুমার ভাতার ও মাপলকোট থানা হইতে ১৬টী গ্রামের ৪৩৫ জন কৃষক ১৪ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া খাদ্যাভাব দূর করিবার দাবী লইয়া বর্দ্ধমান আসে। জেলা মুস্‌লিম লীগের সভাপতি মৌলভী অবুল হাসিম কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও একতাবদ্ধভাবে কাজ করিতে বলেন। পরের দিন কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন ও সহরের অনেক বিশিষ্ট নাগরিকের সহায়তায় বুভুক্ষু কৃষকদের খাওয়ার জন্য চাল ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। তারপর বেলা ৫টায় শোভাযাত্রা করিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাওয়া হয়। তিনি নিজের অক্ষমতা জাহির করেন ও সিনিয়ার ডেপুটীর কাছে যাইতে বলেন। তারপর ডেপুটেশন সিনিয়ার ডেপুটীর কাছেই যায়। তিনি কৃষকদের দরখাস্ত গ্রহণ করেন এবং কৃষকদের দাবী সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিবেন—এই কথা বলেন।

২৬শে মার্চ্চ **কাশিয়াড়া গ্রামে** এক হাজার গ্রামবাসীর একটী সভা হয়। জেলা মুস্‌লিম লীগের সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায় একটী খাদ্য-কমিটী গঠিত হয়। সভায় ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হইয়াছে।

২৫শে মার্চ্চ **আটঘর** গ্রামে ১৫০ জনের একটী প্রতিনিধি-সভা হয়। সভায় একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হয়। ২৩ জন ভলাণ্টিয়ার সভাতেই সংগৃহীত হয়।

২৮শে মার্চ্চ গতিষ্ঠা, চানক, লাকুরিয়া, পালিগ্রাম, নিগম, ঝিলু ইউনিয়নের ২০০০ লোক ৮।৯ মাইল দূর হইতে হাঁটিয়া কাটোয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমবেত হইয়া খাদ্য-সংকট দূর করিবার জন্য দাবী জানায়। এই মার্চ্চে বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৪০০ মহিলা যোগ দেয়। পরে সভা করিয়া খাদ্য-কমিটী গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝান হয়।

হুগলী জেলায় ক্ষুধিত অভিযান

২৩শে মার্চ্চ **তারকেশ্বর** জনরক্ষা কমিটীর নেতৃত্বে ৮০০ কৃষিমজুর এস-ডি-ওর নিকট উপস্থিত হইয়া খাদ্যের দাবী করে। এস-ডি-ও বলেন—আটা সরবরাহ এখনই করিতে পারা যায়। চাউলের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে বিতরণের ভার না দিয়া স্থানীয় কমিটীর হাতে ভার দিবার দাবী জানাইলে এস-ডি-ও তাহাতেই সম্মত হন।

আরামবাগ মহকুমার পুরশুরা থানার চাষীদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাপাডাঙ্গা হইতে বস্তা বস্তা চাউল বাহিরে চালান যাইতেছে অথচ গ্রামের লোকেরা খাইতে পায় না। এই চালান বন্ধ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গণ-দরখাস্ত করা হইতেছে।

বীরভূম জেলায় গত ২৬শে মার্চ্চ শিঙ্গটী গ্রামে বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের একটী সভা হয়। ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য একতাবদ্ধ হইতেছে।

একতার জোরে লুঠ বন্ধ ও চাউল আদায়

২৫শে মার্চ্চ **কৃষ্ণনগরের** এক বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙ্গিয়া লুঠ করিবার জন্য প্রায় এক হাজার লোক শাবল, খোন্তা লইয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণনগর সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটীর ভলাণ্টিয়ার ও জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের চেষ্টায় জনসাধারণকে নিবৃত্ত করা হয় এবং একতার জোরে তখনই ৪০ মণ চাউল প্রায় দেড় হাজার লোকের মধ্যে কনট্রোল্ড দামে বিক্রয় করা হয়। লুঠ করিবার জন্য প্ররোচনা দিয়াছে পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা, কিন্তু তাদের কৌশল বিফল হইয়া গেল, জনসাধারণের খাদ্যও মিলিল।

জনরক্ষা কমিটীর সাফল্য

গত ২০শে মার্চ্চ **রাজসাহীতে** ভুবনমোহন পার্কে ৩০০০ লোকের একটী সভা হইল। সকল দল সম্মিলিত হইয়া খাদ্য-সমস্যার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিতে আসিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আজিজুল আলম সকলকে জনরক্ষা কমিটীর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইলেন। তিনি দেখাইলেন যে এই কমিটীর চেষ্টায় আগের দিন ৪৩ বস্তা ধান-চাল গোপন কারবারীদের হাত হইতে উদ্ধার করা হয়। সমস্ত জনতা জনরক্ষা কমিটীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই সভার পর ২ দিন ধরিয়া আটকানো-চাউল গরীব লোকের মধ্যে বিক্রয় হইল। ২০৪৬ জন ক্ষুধিত লোক এইভাবে খাদ্য পাইল। পরের দিন আরও কিছু চাউল গোপন-কারবারীর হাত হইতে উদ্ধার করা হইল। নূতন নূতন ভলাণ্টিয়ার বিপুল উৎসাহে জনরক্ষা কমিটীর কাজে আগাইয়া আসিতেছে।

ফরিদপুরে খাদ্য-আন্দোলন

২০শে মার্চ্চ সহরে অম্বিকা ময়দানে কমিউনিষ্ট পার্টি ও ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এক বিরাট সভা হয়। পুরুষ ও মহিলা লইয়া এক হাজারের উপর জনসমাগম হয়। সকলেই খাদ্য-কমিটির নেতৃত্ব মানিয়া লইতে স্বীকৃত হন। লীগ, হিন্দুসভা, কৃষক প্রজা, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সকলের প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য-কমিটি গঠিত হয়।

২২শে মার্চ্চ **ঝিল মামুদপুর** গ্রামে ৬০০ লোকের এক সভা হয়। সভায় এই আওয়াজ উঠান হয় যে সরকারের কাছে বীজ ধানের জন্য দাবী করিতে হইবে। কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া খাদ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

ঢাকা জেলায়

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় খাদ্য-সংকট তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ অঞ্চলে মোটা চাল টাকায় দেড় সের, পৌণে দু সের বিক্রয় হইতেছে। ধানের দর টাকায় আড়াই সের নামিয়াছে। চারিদিকে চোরা বাজার ছড়াইয়া আছে। জনগণ এই সংকট সমাধান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—দিকে দিকে তাদের একতা গড়িয়া উঠিতেছে।

১১ই মার্চ্চ আউটসাহী, সোণারং প্রভৃতি গ্রাম হইতে ১০০০ নরনারী মহকুমা হাকিমের কাছে সস্তায় চাউল সরবরাহ করিবার দাবী জানায়। ১৪ই মার্চ্চ মহকুমা হাকিম বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে উপস্থিত হইলে স্থানীয় লোকেরা সরকারী গাফিলতির জন্য তাঁকে জবাবদিহি করে।

২২শে মার্চ্চ বাঘের, কোণ্ডা প্রভৃতি গ্রাম হইতে ২০০ পুরুষ ও মেয়ে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে যায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্বাস দেন যে উক্ত গ্রামগুলিতে টেষ্ট রিলিফ কেন্দ্র খোলা হইবে।

ময়মনসিং-এ খাদ্য আন্দোলন

২১শে মার্চ্চ খড়মপাড়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে সকল দলের প্রতিনিধিদের লইয়া এক খাদ্য সম্মেলন হয়। মুস্লিম লীগের প্রতিনিধিরা আলোচনার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাদ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব এই সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়।

বাঁকুড়ায় খাদ্যের দাবীতে জনগণ

২১শে মার্চ্চ বড়জোড়া, মালিয়াড়া, ঘুটগড়িয়া ইউনিয়নের কৃষক ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে ৪০০০ নরনারীর একটী মিছিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়া তাদের খাদ্যাভাবের প্রতিকার দাবী করে। এই সঙ্ঘবদ্ধ দাবীর ফলে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকদের নিয়া একটী ইউনিয়ন খাদ্য-কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীর তরফ হইতে একটী ডেপুটেশন জেলা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া ঠিক হয়। সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোটী স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে বাহির হয়।

বহরমপুরে ভুখ-মিছিল—একতাবদ্ধ দাবীর ফল

২৮শে মার্চ্চ বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় ৫০০০ কৃষকের এক জনতা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হয়। কৃষকদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে খাদ্যাভাবের কথা আলোচনা করেন এবং এই গরীব জনসাধারণ যাতে অল্প মূল্যে চাউল পায়, তার দাবী জানান। এই দাবীর ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট চাউলের সের ॥/০ আনার বদলে গরীবদের পক্ষে ।/০ করিয়া দেন। জনসাধারণ আরও দাবী করে যে সস্তাদরে কাপড়ের ব্যবস্থা ও আরও দোকানের ব্যবস্থাও দরকার। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সব ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ভুখ-মিছিলে প্রায় অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং প্রায় ১০০০ মহিলা। এই ভুখ-মিছিল ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে হাজার হাজার স্বাক্ষর লইয়া গণ-দরখাস্ত জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইতেছে।

জনরক্ষা কমিটির কাজ

২৩শে মার্চ্চ ঢাকা বার এশোসিশেন হলে ৫৬টী কমিটীর প্রতিনিধিদের এক সভায় ঢাকা মহকুমা জনরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত কমিটী ঢাকার জনসাধারণের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। এই কমিটী সরকারের কাছ হইতে ৩৫০০ মণ চাউল বিক্রয়ের দায়িত্ব লয়। রেশন কার্ড দিয়া ১৪৲ দরে দোকানদারদের মারফৎ এই চাল বিক্রয় হইল। জনরক্ষা কমিটীর তত্বাবধানে চাল বিক্রয় ঢাকায় এই প্রথম। একতার ফলেই ইহা সম্ভব হইল।

★ ★ ★ ★

কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি চাই

কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীকে মেদিনীপুর জেলে লওয়া হইয়াছে। হিজলি জেল হইতে পালাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হইবে। কমরেড ভাদুড়ী বাংলা দেশের অন্তভম কমিউনিষ্ট নেতা, ফাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার মত জননায়ক আজ যদি জনগণের ভিতরে আসিয়া দাঁড়ান, দেশরক্ষার ব্যাপারে তাহাদিগকে সংগঠিত করেন, তবে জনগণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে, ফাসিষ্ট-প্রতিরোধের জন্য সংগঠন মজবুত হইবে। তাই আজ বাংলার প্রত্যেক জেলায়, সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্র আওয়াজ তুলিতে হইবে—দাবী করিতে হইবে—'আমরা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি চাই।'

★ ★ ★ ★

লালপুর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে গত ২৫শে মার্চ্চ ভলাণ্টিয়ারদের চেষ্টায় ৮ খানা গাড়ী বোঝাই ৫৮ বস্তা চাউল অতি লোভী ব্যবসায়ীর হাত হইতে উদ্ধার করা হইল। এই চাল অন্যত্র গোপনে চালান যাইতেছিল। কৃষক সমিতির জোরেই এই কাজ সম্ভব হইয়াছে।

বোদা অঞ্চলে প্রত্যেকটী হাটে পাইদের সঙ্গে ধান-চাল ক্রেতাদের হাতাহাতি লাগিয়াই আছে। কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়ারদের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত ধান চালের দর ন্যায্যভাবে ঠিক হয়। প্রত্যেক হাটেই ভলাণ্টিয়ারেরা খাদ্য-সমস্যা ও পাটের আবাদ সম্বন্ধে বুঝাইতেছে। গত ২২শে মার্চ্চ বোদা বন্দরে জোতদার, স্কুল মাষ্টার, লীগপন্থী ব্যবসাদার সকলকে লইয়া একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে।

গোপন চাল উদ্ধার

২৩শে মার্চ্চ জনরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় মহকুমা হাকিম টালিবাড়ীগঞ্জে প্রায় দেড় হাজার মণ ধান ও ২০০ মণ চাউল গোপন গুদাম হইতে উদ্ধার করিতে বাধ্য হয়। এই ধান চাউল জনরক্ষা কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদের তত্বাবধানে ন্যায্য দরে বিক্রয় হইতেছে।

মহাজনদের সহযোগিতা

উক্ত গ্রাম সমূহের ৫০০ নরনারী কমলাঘাটের মহাজনদের কাছে গিয়া তাদের সহযোগিতা দাবী করে! মহাজনরা জনসাধারণের দাবী উপেক্ষা করিতে পারে না। সকলে একত্র হইয়া চাউল বিক্রেতা সমিতি গঠন করা হইয়াছে, এই কমিটী জনরক্ষা-কমিটির সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতেছে।

★

প্রাদেশিক ভলাণ্টিয়ার ক্যাম্প

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রাদেশিক ভলাণ্টিয়ার ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। ভলাণ্টিয়ার সংগঠন মজবুত করা ও তাহাদের কাজ সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনানই এই ট্রেনিংএর উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী ও বরিশাল হইতে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পে সমবেত হইয়াছিলেন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র, কমল বসু ও অমর দে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থিত কমরেডদের ট্রেনিং দেন।

ইহার আগে প্রাদেশিক কমিটির ভলাণ্টিয়ার ট্রেনার রংপুর, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর ও শ্রীহট্ট জিলায় ট্রেনিং দিয়া আসিয়াছেন। খুলনা, কুমিল্লা ও কলিকাতায় প্রান্তিক শিক্ষাশিবির খোলা হয়। তাহাতে বরিশাল, যশোহর, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার কমরেডগণ এখানে ট্রেনিং পান। প্রায় ৯০ জনকে অফিসার হওয়ায় ট্রেনিং দেওয়া হয়, তন্মধ্যে ৬০ জন অফিসার হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছেন। সভা ও শোভাযাত্রায় শৃঙ্খলা কি ভাবে রক্ষা করিতে হয়, লুঠ তরাজ কি করিয়া বন্ধ করিতে হয়। গ্রামগুলিকে কি ভাবে আত্মনির্ভর করা যায় এবং এইসব কাজের মধ্য দিয়া পার্টিনীতি কিভাবে জনসাধারণের কাছে পৌছানো যায় ও তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া কিভাবে দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় ট্রেনিং ক্যাম্পে এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

আন্দোলনের মাঝে মেয়েরা
খাদ্য সংকট সমাধানে! সমিতি গঠনে!

ঢাকা

গত ১৯শে মার্চ্চ **নারায়ণগঞ্জে** ঢাকা জিলা মহিলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। জিলার বিভিন্ন এলাকা হইতে এক শতের উপর প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলন উপলক্ষে যে সাধারণ সমাবেশ হয় তাহাতে উপস্থিত ছিলেন সাত শতেরও উপর মহিলা। গান্ধীজীর মুক্তি দাবী, খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যার সমাধান ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নারায়ণগঞ্জের আশে পাশের গ্রাম হইতে প্রায় ১০০ বৃদ্ধা কৃষক মহিলা শোভাযাত্রা করিয়া সভায় যোগ দেন। কমরেড সভানেত্রী যুঁইফুল বসু, বরিশালের মহিলা নেতৃ সরযু সেন, নিবেদিতা চৌধুরী এবং কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড জ্ঞান চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা দ্বারা উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ভাল ভাবে বুঝাইয়া দেন। ভবিষ্যত কাজের সম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা হয়।

গত ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার **কামারখাড়ার** মহিলাগণ এক সভায় মিলিত হইয়া একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা মনতোষিণী ঘোষ ও কুমারী রমা সেন যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমরেড চারুশীলা দেবী সভায় সমিতির উদ্দেশ্য আলোচনা করেন। বিনা সর্ত্তে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গত ১৪ই মার্চ্চ **হাসাইলে** মহিলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হয়। বহু মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন। সভানেত্রীত্ব করেন কমরেড চারুশীলা বানার্জী। ঢাকা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা কমরেড নিবেদিতা চৌধুরী সম্মেলন উদ্বোধন করেন। গান্ধীজীর মুক্তি ও খাদ্য সমস্যার সমাধান দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামী বৎসরের জন্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

কৃষক মেয়েরাও দলবদ্ধ

জলপাইগুড়ী জেলার কালিয়া গঞ্জ হাটে পাইকারদের ষড়যন্ত্রে ধানের দর হঠাৎ ৭॥০ হইতে ১১৲ উঠিয়া যায় এবং তার ফলে হাটে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হাটে জমায়েত প্রায় ২০০ কৃষক রমণী নিজেদের ভিতর আলোচনা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাইকারদের কাছে দাবী করে—ধানের দর ৮৲ চাই। বেগতিক দেখিয়া পাইকার ৮৲ হারে ধান বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষুধিত অভিযান

গত ২৫শে মার্চ্চ **মাদারীপুরে** কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ২০০০ মেয়ের একটী ক্ষুধিত অভিযান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া খাদ্যের দাবী করে। মহিলা প্রতিনিধিরা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁদের দাবী শুনিতে বাধ্য হন এবং আদেশ জারী করেন যে বাজারে যত চাউল আছে, তাহা খাদ্য কমিটীর সহায়তায় খুঁজিয়া বাহির করা হইবে এবং হিসাব লইয়া ১৫৲ দরে চাউল এবং ১০৲ দরে ধান বিক্রয় করা হইবে।

জনতা চলিয়া যাইবার পর ভলাণ্টিয়ারগণ চরমুগরিয়া ও মাদারীপুরের বাজারে গিয়া জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রায় ২৫০০ মণ চাউল ও ৫০০ মণ ধানের লুকানো ষ্টক বাহির করে।

ইহা ছাড়া ২ খানা চাউল বোঝাই ও ৬ খানা ধান বোঝাই নৌকাও আটক করে।

একদিকে খাদ্য কমিটির চেষ্টার সাফল্য হইতেছে, কিন্তু অপর দিকে সরকারী অব্যবস্থার ফলে বাহির হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের অভাব ঘুচিবার পথ পরিষ্কার হইতেছে না।

★ 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস্ ওআর' ★
বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে

ময়মনসিংহ

গত ১৪ই মার্চ্চ **নেত্রকোণা** পার্টি অফিসে 'পিপলস্ ওয়ার' ও 'জনযুদ্ধের' সমর্থক ও গ্রাহকদের এক প্রীতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। ১৫০ জন পাঠক জলসায় যোগ দেন। রক্তপতাকা ও বিভিন্ন পোষ্টারে সুসজ্জিত পার্টি অফিসে স্থানীয় বারের উকীল কমরেড রাজকুমার আইচের নেতৃত্বে সভার কাজ সুরু হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির সভ্য কমরেড মনি সিংহ জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং উপস্থিত সকলকে পার্টি পত্রিকার **স্থায়ী গ্রাহক হইতে** ও সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। জিলার গণ-সঙ্গীত স্কোয়াড সংগঠক কমরেড জিতেন সেনের নেতৃত্বে স্থানীয় সঙ্গীত স্কোয়াড কয়েকটী গান করেন। একজন ছাত্র একটি কবিতা পাঠ করেন। সভায় বসিয়াই তিনজন 'জনযুদ্ধের' এবং ছয় জন 'পিপলস্ ওয়ার'এর স্থায়ী গ্রাহক হন্। উপস্থিত বহু লোক গ্রাহক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

চা পানের পর ইন্‌টারন্যাশনাল সঙ্গীত গাওয়া হয়। দারুণ উৎসাহের ভিতর জলসার কাজ শেষ হয়।

দিনাজপুর

গত ২৪ মার্চ্চ **লাহিড়ীতে** 'জনযুদ্ধের' পাঠকদের এক বৈঠক হয়। 'জনযুদ্ধে'র দাম ছ' পয়সা হওয়াতে পাঠকদের মতামত আলোচনার জন্যই এই সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উপস্থিত সকলে 'জনযুদ্ধকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য ও প্রচার আরো বাড়ানোর সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সভায় স্থির হয়—**'জনযুদ্ধের' প্রচার এক মাসে দেড়গুণ করা হইবে।** তাহা ছাড়া বাংলা দেশের প্রত্যেকটী পাঠক ও সমর্থককে সভা হইতে এই অনুরোধ জানানো হইয়াছে যে তাঁহারা যেন 'জনযুদ্ধের' আরও ব্যাপক প্রচারের জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। প্রত্যেক বলশেভিক লাহিড়ীর পাঠক ও সমর্থকদের এই উৎসাহ হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

মূলাদি অঞ্চলে জনসাধারণের চেষ্টায় খাদ্য-বিলি

কিছুদিন পূর্ব্বে ধান চাউল বোঝাই কতকগুলি নৌকা মুস্লিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত চেষ্টায় আটক করা হয়। প্রায় ২৫০ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ একত্র হইয়া এস, ডি, ওর নিকট এই ধান-চাউল বাঁধা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার দাবী জানায়। সম্মিলিত জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ড এবং খাদ্য-কমিটীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। এস, ডি, ও তাদের দাবী স্বীকার করিয়া লইল। ভলাণ্টিয়াররা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কার ঘরে কতজন লোক, কতটুকু চাউলের দরকার তার লিষ্ট করিয়া ঠিক মত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল।

আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীনতা দেশবাসীকেই ভাঙ্গিতে হইবে

১৩ই মার্চ্চ **নৈহাটীতে** জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খাদ্য-কমিটী ডেপুটেশনে যায় চাউল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য। ম্যাজিষ্ট্রেট কোনো প্রকার ভরসা দিতে তো পারনই নাই, বরং বলিয়াছেন নাকি যে ২৩৲।২৪৲ টাকা কি, মার্চ্চ মাসের শেষে চালের দর উঠিবে ৩০৲।৩১৲ টাকা। যাহাতে দর না উঠে, যাহাতে কম দরে গরীবলোকেরা চাল পায়, তারই জন্য তো ম্যাজিষ্ট্রেটকে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টা কতটুকু হইতেছে, জনসাধারণ তাহাই জানিতে চায়।

★ ১৫ হাজার কৃষকের সম্মেলন ★

দিনাজপুর

অভূতপূর্ব্ব খাদ্য-সংকট, লুটতরাজ করিবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর প্রচার ও উস্কানী সত্ত্বেও **বালুরঘাট মহকুমা কৃষক সম্মেলনে** ১৫০০০ কৃষক দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় সংকট ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য পাতিরামে সমবেত হন। ২০।২২ মাইল দূর হইতেও কৃষক ভাইরা মার্চ্চ করিয়া আসিয়া সম্মেলনে যোগ দেন। এই বিরাট সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন রংপুরের কৃষকনেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড নাসীর মণ্ডল। কৃষক প্রজা পার্টির তরফ হইতে মৌঃ ফজলে হক এবং আবদুর রহমান সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বহু কৃষক মহিলা সম্মেলনে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিবেন না। খাদ্য সমস্যা সমাধান, গান্ধীজীর মুক্তি এবং কায়ুর কমরেডদের মুক্তি দাবী করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। দিনাজপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড আশা চক্রবর্ত্তী ও বগুড়া জিলা কৃষক সমিতির তরফ থেকে কমরেড মিহির মুখার্জী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর বিশেষ উৎসাহের মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়।

সালগা ইউনিয়নের পারদ্ধা গ্রামে

৫০০০ কৃষকের উপস্থিতিতে সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন আরম্ভ হইবার কিছু আগে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড বীণা সেন। উপস্থিত ভলাণ্টিয়ারগণ বজ্রমুষ্টিতে লালপতাকাকে অভিবাদন করেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন জিলার বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড হাজী দানেশ। খাদ্য-সংকট সমাধান ও গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব লওয়া হয়। সম্মেলনের পর ছাত্রকমরেডরা জাপ-বিরোধী গণনাট্য অভিনয় করেন।

খুলনা—গত ২৪শে মার্চ্চ **রাড়ুলীকাটিপাড়া বাঁকা** ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কৃষক নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কমরেড পীযুষ কর রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। কৃষক ফৌজ সামরিক কায়দায় রক্তপতাকে অভিবাদন জানায়। সভায় খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, ফসল বাড়ান প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড কুমার মিত্র ও হাজরা দাস সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। কমরেড সভাপতি তাহার বক্তৃতায় এই দারুণ সংকটে কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। সভায় সংগঠন বাড়াইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তাহাতে ১০৲ টাকা উঠে। সভায় উপস্থিত কৃষকের সংখ্যা ছিল ২৫০০, তার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান কৃষক। বিপুল উৎসাহের ভিতর সভা শেষ হয়।

মেদিনীমণ্ডলে দূরাবস্থা

শুনা যাইতেছে মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নে টাকায় মাত্র সওয়া সের চাল ও ২ সের ধান বিক্রয় হইতেছে। ইহার ফলে গরীব লোকের বাড়ীতে চলিয়াছে অনশন। অনাহারে মৃত্যুর খবরও আসিতেছে। স্থানীয় জনরক্ষা সমিতি যথাসাধ্য রিলিফ দিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই নিদারুণ অবস্থায় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কি করিতেছে?

শ্রীরামপুরে খাদ্য-সম্মেলন

গত ২৮শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীরামপুর টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় কমিউনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক উত্থাপিত খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটী যুক্ত খাদ্য-কমিটী-গঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক, উকীল, ছাত্র, মিউঃ কমিশনর, ব্যবসাদার সকলেই একযোগে এই কার্য্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত সহযোগিতা করিতেছে। শত শত বভুক্ষু নরনারী খাদ্য-সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

বরিশাল :—গত ২৫শে মার্চ্চ কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৮০০ নরনারীর একটী ভুখ-মিছিল খাদ্য ও বস্ত্রের দাবী করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডে মার্চ্চ করে। ইহার মধ্যে ৩০ জন কৃষক মহিলা সহ ৫০০ মেয়ে ছিল। এই সঙ্ঘবদ্ধ দাবীর ফলে ইউনিয়ন বোর্ড লোক সংখ্যার হিসাব অনুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের তালিকা করা, মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ বাহির করার ও অবিলম্বে সকল দলের সহযোগিতায় খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

কমরেড সুধীর পোদ্দারের অকাল মৃত্যু

গত ২রা মার্চ্চ রাত্রে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রাস্তার উপর একটি মোটর দুর্ঘটনাতে কমরেড সুধীর পোদ্দার মারা গিয়াছেন। ১৯৪০ সালে কমরেড সুধীর পার্টির সংস্পর্শে আসেন—তখন তাহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। ঢাকা সহরে যখন ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তখন কমরেড সুধীর অসীম সাহস ও নির্ভীকতার সহিত পলাতক কর্ম্মীদের ভিতর সংযোগ রক্ষা করিতেন। পার্টি প্রকাশ্যভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর কমরেড সুধীর মজুর আন্দোলনকে মজবুত করিতে নিজের শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ঢাকা জিলা টেকসটাইল ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। মজুরদের ভিতর তাহার প্রভাব যখন বাড়িয়া উঠিতেছিল, ঠিক এই সময়ে তাহার মৃত্যুতে ইউনিয়নের খুবই ক্ষতি হইল। আমরা বজ্রমুষ্টিতে এই বীরকে সম্মান জানাইতেছি।

★ খাদ্যের দাবীতে মজুরেরা ★

সারা বাংলায় আজ বিপদের লাল সঙ্কেত। কিন্তু যারা প্রাণ হাতে করিয়া কলকারখানায় ফ্যাসিষ্টদের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র আর রসদ তৈরী করিতেছে, তাদের খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নাই। বোমার আগুন মজুরের যে মনোবল ভাঙিতে পারে নাই, আজ তাদের পেটের আগুন নেভাইতে না পারিলে বাংলা দেশ জাপানী আক্রমণের সামনে গুঁড়াইয়া যাইবে। আজ মজুরের যে মাগগী ভাতা তাহাতে প্রাণ ধারণ অসম্ভব; তাহার উপর অনেক জায়গায় চাল, আটার বরাদ্দ অর্দ্ধেক হইয়াছে—তাও এ অর্দ্ধেকেরও কোন গ্যারাণ্টি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা মজুরদের ধর্ম্মঘটের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। মালিক সরকারকে, সরকার আড়তদারকে দোষ দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছে। কিন্তু এ অবস্থা বজায় রাখিলে বাংলা দেশকে আত্মঘাতী হইতে হইবে। কাজেই আজ সমস্ত দেশবাসী, সমস্ত মজুরকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। খাদ্যের ক্ষেত্রে সকলকে সামিল করিব—ফ্যাশিষ্ট শত্রুর সামনে ইহাই মজুরের প্রতিজ্ঞা।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মজুরদের খাদ্যের অবস্থা বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাব হইয়াছে যে, মজুরদের মাসিক কুপন ৮৲ টাকার বদলে ৬৲ টাকা করা হউক এবং তাহারা মাসে ১৫ সেরের বেশী চাল বা আটা পাইবে না। এর কারণ দেখাইতে গিয়া কর্পোরেশন সব দোষ বাংলা সরকারের উপর চাপাইতেছে। কিন্তু মজুরদের সম্পর্ক কর্পোরেশনের কাজেই, মজুরদের দাবী পূরণের দায়িত্বও কর্পোরেশনের। কাজেই মজুররা মিলিত হইয়া গণদরখাস্ত পাঠাইতেছে ও মেয়রের কাছে দাবী পেশ করিতেছে। তারা সস্তা দরে বস্তীর দোকান, মাগগী ভাতা ও মাহিনা বাড়ানো চায়। সহর রক্ষার কাজে মজুরদের বড় দায়িত্ব আছে; তাদের দাবী মানিয়া নিলে তারা প্রাণ তুচ্ছ করিবে।

এলেনবেরী কারখানার মালিকরাও মজুরদের বরাদ্দ অর্দ্ধেক করিবার নোটিশ দিয়াছে। (মেটিয়াবুরুজের **ক্লাইভ জুট মিল ও ইউনিয়ন সাউথ জুটমিলের**) মজুররা পরিবারশুদ্ধ আগে এক ইউনিটে ৪ সের করিয়া আড়াই ইউনিট চাল পাইত কিন্তু এখন ৫ সের চালের ইউনিট হিসাবে মাত্র ১ ইউনিট চাল তারা প্রত্যেকে পাইতেছে। যে চাল দেওয়া হয়, তাহাতেও আবার বেজায় ময়লা থাকে। এ বিষয়ে কিছু করিতে ম্যানেজার অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

বজবজে মজুরদের চালের পরিমাণ কমানোয় (**ক্যালিডোনিয়ান, বজবজ ও লোথিয়ান**) মিলের ২।৩ হাজার মজুর ২।৩ বার ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া বেশী চালের জন্য দাবী জানায়। ইহাতে ম্যানেজার বলে, এতে যদি না পোষায় কাজ বন্ধ করো। কিন্তু ম্যানেজারের পঞ্চমবাহিনী সুলভ প্ররোচনায় মজুররা ভুলিবে না। কারখানা চালু রাখার স্বার্থ সমস্ত দেশের। কাজেই মজুরদের সমবেত দাবী জয়যুক্ত হইবেই।

(হাওড়ায় **প্রেমচাঁদ জুট মিলের**) মজুররা চাল ছাঁটাইয়ের কথা শুনিয়া ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া চালের জন্য দাবী করে। (**লরেন্স জুট মিলেও**) একই অবস্থা দেখা দিলে ম্যানেজার বলে জুট এসোসিয়েশন রাজি হইলে মাগগীভাতা মিলিবে। মজুররা দাবী করে যে, (১) বাজারে চাল আমদানীর ব্যবস্থা হউক ও (২) বাজারে কেনা পাঁচ সের চালের দাম চাই। ম্যানেজার বাজারে চাল আমদানীর প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মাণিকপুর জুট মিলেও চাল কমাইবার নোটিশ দিলে মজুররা ইউনিয়নের মারফৎ একজোট হইয়া চাল সরবরাহের দাবী করিয়া একটি গণদরখাস্ত পাঠায়। ম্যানেজার এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিবে না বলেন। পরদিন ১ হাজার মজুর কাজ বন্ধ করে ও ৩০ জন মজুর প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে যায়। তারা বলে যুদ্ধের উৎপাদনের ১ দিনের ঘাটতি তারা রোজ বাড়তি খাটিয়া পূরণ করিবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লেবার অফিসারের মারফৎ চাল বিলি ও স্থানীয় বাজারে চাল আমদানীর প্রতিশ্রুতি দেন। মজুররা আজ জনসাধারণের দাবী লইয়া লড়িতেছে দেখিয়া মজুর সংগঠনের উপর স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে।

গত ২৮শে মার্চ্চ **জয়া, মায়া, ভার্ত্তিয়া, ম্যাকিন্‌টস্‌** প্রভৃতি লোহা কারখানার মজুরদের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সভা হয়। তাহাতে ঠিক হয় যে, মালিকরা চাল সরবরাহ কমাইয়া মজুরদের উপর যে আক্রমণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য শীঘ্রই মজুরদের একটি সম্মেলন ডাকা হইবে। ইতিমধ্যে মালিকের নিকট 'রেশন কাটা চলিবে না' এই মর্ম্মে একটি গণদরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। এই বিষয়ে ট্রাম মজুররাও একটি সভা করে। সভায় ৫ শত ট্রাম মজুর উপস্থিত ছিল।

গাইবাঁধার বিড়ি মজুরের জয়

কিছুদিন আগে গাইবাঁধার মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতি হাজারে ।৹ আনা মজুরী আদায় করিয়াছে। এই সঙ্ঘবদ্ধতা বাড়াইয়া মজুরদের জোরদার করার জন্য তারা ১৭ই মার্চ্চ ১০টি ফ্যাক্টরী হইতে ২৯ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। কমরেড জহিরউদ্দিন সভাপতি ও কমরেড সুরেশ সরকার ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় ২ হাজার বিড়ি মজুরের দাবী

২৬শে মার্চ্চ কমরেড ইসমাইলের সভাপতিত্বে বিড়ি মজুরদের একটি বিরাট সভা হয়। সভায় ২ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয় যে, পয়সায় ৫টি করিয়া বিড়ি বিক্রি হইবে; পুরুষ মজুররা হাজারে ১।৵৫ আনা ও মেয়ে মজুররা হাজারে ৵১৫ আনা মজুরী পাইবে। সভায় আরও ঠিক হয় যে, তামাক ও পাতার দর বাঁধিয়া দেবার জন্য সরবরাহ সচীবের কাছে ডেপুটেশন পাঠানো হইবে। বর্ত্তমানে ইহার দর ৩০ টাকা মণ হইতে ৬০ টাকা মণ চড়িয়াছে।

বিরলা জুট মিলে ইউনিয়ন গঠিত

বজবজ থানার অন্তর্গত বিরলা জুট মিলে কয়েক বছর আগে যে নামমাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়, তা কিছুদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া যায়। যাতে কোন নূতন ইউনিয়ন না গড়িয়া ওঠে তার জন্য কোম্পানী এতদিন চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মজুরদের চেষ্টায় মালিকের সে চাল ব্যর্থ হইয়াছে। কমরেড আবদুল মোমিনকে সভাপতি ও কমরেড প্রভাস রায়কে সম্পাদক করিয়া সম্প্রতি তারা 'বিরলা চটকল মজদুর ইউনিয়ন' গঠন করিয়াছে। মজুররা দলে দলে এই ইউনিয়নে যোগ দিতেছে।

শৃঙ্খলা ও সংগঠনই জনগণের জোর

নোয়াখালির চিঠি

১লা মার্চ্চ চৌমুহনীতে ১২০০০ লোকের এক খাদ্য-সম্মেলন হইয়া যাওয়ার পর হইতে খাদ্য-আন্দোলন আরও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে। প্রথমে এক সপ্তাহ ব্যাপী প্রচারের জন্য খাদ্য সপ্তাহ ঘোষণা করা হয়। ১২টী কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাজ সুরু হয়। চৌমুহনী জেলার প্রধান কেন্দ্র—সেখানে ১১ই তারিখে একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীতে স্থানীয় সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সম্মিলিত করা হয়—ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক, কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতিও কমিটীতে আসেন। কমিটীর তরফ হইতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হোম মেম্বর, বাংলার প্রধান মন্ত্রী, আসামের প্রধান মন্ত্রী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত প্রভৃতির কাছে খাদ্য-সমস্যার কথা জানাইয়া টেলিগ্রাম করা হয়। এই টেলিগ্রামের ফলে গভর্ণমেণ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফৎ আমাদের জানান যে কয়েকটী সরবরাহ কেন্দ্র হইতে চাল আমদানীর জন্য চৌমুহনীতে বুকিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছে।

এদিকে ঠিক হয় যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটী গণ ডেপুটেশন লইয়া যাওয়া হইবে। তার জন্য আমরা সমস্ত কেন্দ্রে লোক পাঠাই। তাঁদের আগে থেকে ঠিক করিয়া দেওয়া হয় অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া কি কি দাবী উত্থাপন করা হইবে। এই সব বিষয় লইয়া সমস্ত কর্ম্মীদের লইয়া একদিন আলোচনাও হইয়া গেল। কর্ম্মীরা নিজের নিজের কেন্দ্রে চলিয়া গেলেন। গণ ডেপুটেশনের আয়োজন চলিতে লাগিল—১৪ই মার্চ্চ গণ ডেপুটেশন হইবে।

১৪ই তারিখে সকালে জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বাস নোয়াখালী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ ঠিক করা হইল। ১২০০০ জনতা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর কাছে পৌছিলে তাদের দুই সারিতে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। ৬০ জন ছাত্র ভলাণ্টিয়ার তাদের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব করিলেন কমরেড রসময় মজুমদার ও মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চৌধুরী।

পুলিশ এই গণ-ডেপুটেশনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে শুনিয়া আমাদের কর্ম্মীরা সরাসরি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিল। পুলিশ সাহেব বলিলেন—'এত লোককে কি আপনারা সমবেত করিয়াছেন? ইহাদের শান্ত রাখিবেন কি করিয়া?' আমরা জবাব দিলাম, 'ইহাদের শান্ত রাখিবার দায়িত্ব আমরা লইতেছি, কিন্তু ইহারা সকলেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কথা বলিবে।' আমাদের দৃঢ় মনোভাব দেখিয়া পুলিশ সাহেব আর কিছু বলিলেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা হইল। আমাদের দৃঢ় মনোভাবকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহিত আমাদের কথা হইল। তিনি খাদ্য-দাবী সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখাইলেন। পরে সমবেত ১২ হাজার লোকের সামনে তাঁকে আসিতে হইল। তিনি বলিলেন যে তিনি অল্প দামে ধান কিনিয়া সকলকে বিলি করিবেন। তখন জনতা জিজ্ঞাসা করিল—বিলি করিবে কে? ইউনিয়ন বোর্ডের লোকদের হাতে বিলি করার ভার দিলে চলিবে না।'

তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমরা আমাদের প্রস্তাব তুলিলাম। তিনি বলিলেন যে নোয়াখালী জেলাকে বাড়তি জেলা বলিয়া ঘোষণার জন্য তিনি দায়ী নন, তাঁর উপরওয়ালা দায়ী। আসাম প্রদেশ হইতে চাউল আনানো সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, ইহা তাঁর অধিকারে নয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধিকারে। জনরক্ষা কমিটীর হাতে ধান চাউল বিক্রয়ের ভার দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে তাঁর যতদূর ক্ষমতা তিনি তা করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কহিবেন। আমাদের আলোচনার পর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ৮০০০ স্বাক্ষর যুক্ত এক মেমোরাণ্ডাম দেওয়া হইল। তার সঙ্গে আরও দুইটী মেমোরাণ্ডাম দাখিল করা হইল—হিন্দুসভা ও উকীল মহলের পক্ষ হইতে।

তার পর আমরা বাহিরে সমবেত জনতার কাছে আসিয়া তাদের সব কথা বলিলাম। এই কথাই তারা জানিয়া গেল যে খাদ্য কমিটীর ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ হইলে যে জোর হয়, তাতেই কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করা যায় খাদ্যের ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে। তারা আরও শিখিল যে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতার কাছে দমননীতি চলে না। তাই তারা উৎসাহিত হইয়া গেল গ্রামে গ্রামে আরও খাদ্য-কমিটী গঠন করিতে।

মিলিত চেষ্টায় ছুটি আদায়

বালি চটকল মজদুর ইউনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষ হোলির ছুটি নাকচ করিয়া নোটিশ দিল। মজুরদের জোর তাদের ইউনিয়ন। সমস্ত মজুর, সমস্ত সর্দ্দার একজোট হইয়া ম্যানেজারের কাছে দরখাস্ত পাঠাইল। ম্যানেজার মজুরদের মিলিত জোর দেখিয়া ছুটি না দিয়া পারিল না। কিন্তু গত বছরের 'হোলি'র গোলযোগ এবার যাতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ না বাধায় তার জন্য মজুররা ১৫০ জন ভলাণ্টিয়ার ঠিক করিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে 'হোলি'র দিন পালন করে।

আমলাতন্ত্রের দমননীতি

বরিশাল—কীর্ত্তিপাশা অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড গৌরাঙ্গ কুণ্ডু ও রাধিকা বানার্জির উপর তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়াছে।

আসাম—শিলচর সেলের কমরেড দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের বাসা তল্লাসী করিয়া পুলিশ গান্ধীজীর অনশন সম্পর্কিত পার্টি চিঠি ও 'বৃটেন ইন্ দি ওয়ারল্ড ফ্রণ্ট' বই খানি নিয়া গিয়াছে। ভারতরক্ষা আইনে তাহার বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হইয়াছে। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

রাজসাহী-গোপালপুর চিনি কলের মজুরদের সংগঠক কমরেড ক্ষিরোদ পাইল ও মহাদেব ভট্টাচার্য্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছে। ওখানকার মজুরদের ভিতর ফাসিষ্ট বিরোধী মনোভাব তৈরী করার দিক দিয়া এরা ছিলেন অগ্রনী। আজ তাহাদিগকে সাজা দেওয়ার অর্থ ফাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলনকে পঙ্গু করা।

হাওড়া—হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড মদন দাসকে ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া—গত ২৪শে মার্চ্চ খাদ্য সমস্যা নিয়া আলোচনার জন্য স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যান। খাদ্যসমস্যা সমাধানের বদলে আসিল পুলিশের হাতকড়ি। কমরেড অজিত সিং, উদয়ভানু ঘোষ, শিশির মুখার্জী, বিমল সরকার ও মহেন্দ্র পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলোচনা

আমেরির আস্ফালন

বিলাতে ভারতের কর্তা মিঃ আমেরী আবার পুরানো সুর ভাঁজিয়াছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড় কর্ত্তারা ৯ই আগষ্ট যে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারই আগুন আজও মিঃ আমেরী ছড়াইতেছেন। ভারতের যা কিছু গোলমাল, যা কিছু দোষ সবই 'নন্দ ঘোষ' কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়া আমেরী সাহেব চমৎকার হাত পরিষ্কার করিবার পথ ধরিয়াছেন।

৯৩ ধারার জোরে ভারতের ৬টি প্রদেশে যে আমলাতান্ত্রিক ডিক্টেটারী চলিতেছে তাহারই আয়ু আরও ১ বছর বাড়াইয়া কায়েম করিবার জন্য প্রস্তাব তুলিতে যাইয়া তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঝাল ঝাড়িয়াছেন। মিঃ আমেরী এইবার আবিষ্কার করিয়াছেন, ভারতে কি সাংঘাতিক ডিক্টেটারীই না গড়িয়া উঠিতেছিল! ভাগ্যিস্ আমেরীর মত ঝুনা রাজনীতিকরা ছিলেন। আমেরী বলিয়াছেন, "আগে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ কংগ্রেস ডিক্টেটারীতে পরিণত হইয়াছে"। শুধু কি তাই? 'হিন্দু' 'সাধু' গান্ধী কংগ্রেসের "অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিক্টেটর" এবং যেমন তেমন সংগঠনের নয়—'সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে বেশী টাকা পয়সাওলা, সব চেয়ে শক্ত সংগঠনের' ডিক্টেটর তিনি।"

এই ডিক্টেটারীর বিভীষিকা হইতে ভারতকে তাঁহারা বাঁচাইয়াছেন। ৯ই আগষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন, "ভারতে শক্ত লোকও আছে"। "দ্রুত ও দৃঢ় গ্রেপ্তারেই" তাহা প্রমাণ হইয়াছে। তাই তো আজ ৬টি প্রদেশে আমলাতান্ত্রিক ডিক্টেটারী অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার এই চেষ্টা!

কংগ্রেসী ৬টি প্রদেশের বাহিরে তো চমৎকার শাসন চলিতেছে! "ভারতীয় আইন সভার কাছে দায়ী ভারতীয় মন্ত্রীরাই" তো সেখানকার কর্তা! কিন্তু হায়, আমেরী সাহেবের মুখের কথা না মিলাইতেই আর একটি প্রদেশের দায়িত্বপূর্ণ শাসনও খতম হইল! বাংলাদেশেও কি কংগ্রেসের ডিক্টেটারী ইহার জন্য দায়ী? কথায় আছে—দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। আমেরি সাহেবেরও কৈফিয়তের অভাব হইবে না। বাংলার জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে আমেরি মার্কা দায়িত্বপূর্ণ শাসনের চেহারা কি? শাসনের লাগাম কাহার হাতে আছে সে কথাও বাংলার জনসাধারণকে আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে না।

কিন্তু আমেরী সাহেবদের প্রাণপণ এই অপচেষ্টা কেন? ইহারই কয়েক দিন আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মামলা সাজাইবার জন্য ওকালতীর মারপ্যাচে চমৎকার একটি দলিল তৈরী হইয়াছে। ইহার নাম 'হোয়াট পেপার'। হোয়াইট পেপারকেই জোরদার করিবার জন্যই আবার আমেরীর এই বক্তৃতা। এই সব গায়ের জ্বালা ও মনের কালের পিছনে আছে আমেরী কোম্পানীর বিভীষিকা। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, ভারতের সমস্যাকে আর ধামাচাপা দেওয়া যায় না। ভারতের বাহিরে বিশ্বের জনমতের সামনে আমলাতন্ত্রকে জবাবদীহি করিতে হইতেছে। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য ভারতের সমস্যা সমাধানে মিত্রশক্তিরা আগ্রহান্বিত। গান্ধীজীর উপবাসে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়া আমেরী কোম্পানীর এই কুপ্রচারের অপপ্রয়াস।

কিন্তু এই প্রচারেও আর চিঁড়া ভিজিতেছে না। বিলাতের জনমত আজই সমস্যার সমাধান চায়—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগালি আর শুনিতে চায় না। বিলাতের লিবারেল, লেবার প্রভৃতি কাগজগুলি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। কমিউনিষ্ট দৈনিক 'ডেইলি-ওয়ার্কার' বলিয়াছে, "হোয়াইট পেপার, এই দলিল রচনাকারীদের সততা ও কার্য্যক্ষমতার উপরে যথেষ্ট সন্দেহ আনে। 'যে কোন ভাবেই অচল অবস্থা চালু রাখিবার' যে নীতি এই হীন দলিলে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিতেই হইবে। ভারতের সাথে আন্তরিক মিটমাট এখনই চাই"।

আমেরি সাহেবের বক্তৃতায়ও আর বিলাতের লোক ভিজিতেছে না। আমেরির বক্তৃতায় প্রতি তারা এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে সে বক্তৃতা শুনিবার ধৈর্য্যও তাহাদের নাই। পার্লামেণ্টে আমেরি সাহেবের বক্তৃতার দিন ৮০।৯০ জন মাত্র পার্লামেণ্টের মেম্বর উপস্থিত ছিলেন (মেম্বর সংখ্যা প্রায় ৭০০)। শেষ পর্য্যন্ত ৪০।৫০ জনের বেশী মেম্বর সভায় ছিলেন না। দর্শকের ভিতরও বিশিষ্ট লোকদের দেখা যায় নাই।

আমেরির প্রতি বিলাতী জনমত যে কতখানি বিরক্ত হইয়াছে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকায়। নিউজ ক্রনিকল বলিয়াছে, ভারতের সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হিসাবে আমেরিকে সরাইয়া কোন সহানুভূতিশীল ভারত সচিবকে আনিতে হইবে। "ভারতের মঙ্গলের জন্য আমরাই দায়ী, গান্ধী নন। আমাদের যুক্তিতে যতই আত্মতুষ্টির ভাব থাকুক না কেন; আমাদের আবার ভাবিতে হইবে। কাগজের পাতায় গান্ধীকে ধ্বংস করার সমস্যা নয়, ভারতের ভবিষ্যৎই আজ আমাদের সমস্যা।" লেবার পার্টির মুখপত্র ডেইলি হেরাল্ড বলিতেছে, "রাজনীতিক অচল অবস্থার ইতিহাসে আর একটি শোচনীয় অধ্যায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভুলের কি সংশোধন নাই? আমরা দাবী করি আবার পুনর্ব্বিবেচনা করা হউক। এ কথা পরিষ্কার ভাবে তাড়াতাড়ি বলা দরকার যে বড়লাট ও দায়িত্বশীল ভারতবাসীদের ভিতর খোলাখুলি আলোচনা চালান হউক। মাজা-ঘসা বক্তৃতায় আর চলিবে না।"

বিলাতের বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজকেরা ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন ব্রাডফোর্ডের বিশপ, ব্যাপ্টিষ্ট মিশনরী সোসাইটির হার্বার্ট এণ্ডারসন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপের জেনারেল ডিরেক্টর হাওয়েলস প্রভৃতি। তাঁহারা বলিয়াছেন, "......বিলাতের জনসাধারণের বেশীর ভাগ লোকই ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চায়। আরও প্রশস্ত ও বাস্তব ভিত্তিতে গঠিত সুখ-স্বাচ্ছন্দময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি নূতন করিয়া আবার আলোচনা চালান সম্ভব এবং করিতেই হইবে। সন্দেহ দ্বিধা কায়েম হইবার আগেই আন্তরিক সহযোগীতার জন্য দৃঢ় ভিত্তি গড়িতে হইবে। বড় বুলি কপচাইয়া কিছু হইবে না।" আজিকার এই অবস্থায় যদি আমরা চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ও জাতির উপর এক দুরপণেয় কলঙ্ক চিরতরে থাকিয়া যাইবে। আমাদের দেশে, ভারতে ও বিশ্বে খ্রীশ্চান জনমত এই ব্যাপারে নেতৃত্বের অপেক্ষায় থাকিল।" নেতৃত্বের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, ক্যাণ্টেরবারী ও ইয়র্কের আর্কবিশপ, ভারতের মেট্রোপোলিটান প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুদের।

ভারতেও একই সুর

বিলাতে আমেরি কোম্পানী যে সুর তুলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ভারতের বড়লাট বাহাদুর। গান্ধীজির সাথে দেখা করিবার জন্য ভারতের বিশিষ্ট নেতারা বড়লাটের অনুমতি চাহিয়া যে মেমোরেণ্ডাম পাঠাইয়াছিলেন বড়লাট সাহেব ঔদ্ধত্যের সাথেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার চিঠির মাঝে আমেরি কোম্পানীর প্রতিচ্ছবিই ভাসিয়া উঠিয়াছে।

নেতারা চাহিয়াছিলেন এই কয়েক মাসের ঘটনার ফলে গান্ধীজির মনোভাব কি হইয়াছে তাহা আলাপ করিয়া জানিয়া আসিতে ও আপোষের পথ খোলসা করিতে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, গান্ধীজির পত্রাবলী পড়িয়া তাঁহারা মনে করেন, হিংসা ও ধ্বংসকার্য্যে যে গান্ধীজির সমর্থন নাই তাহা তিনি জানাইয়াছেন এবং আমাদের কোন সন্দেহই নাই যে দেশে শান্তি ও আপোষের জন্য তিনি তাঁহার প্রভাব খাটাইবেন। গান্ধীজির চিঠিপত্র প্রকাশের ফলেই গোলমাল অনেক ঠাণ্ডা হইয়াছে। আমরা দেখা করিলে এ বিষয়ে আরও সাহায্য হইবে।" নেতারা আরও মনে করেন সমস্যা সমাধান ও হিন্দু-মুস্লিম মিলনের জন্য গান্ধীজীর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।

কিন্তু বড় লাটসাহেবের এ সব যুক্তিতর্কের ধার ধারিবার কোন প্রয়োজন নাই। অপরাধী গান্ধীকে দোষ স্বীকার করিতেই হইবে, আর কোনদিন অপরাধ করিব না বলিয়া মুচলেকা দিতে হইবে, তবেই দেখা করিবার অনুমতি পাওয়া সম্ভব। "মিঃ গান্ধীকে গত আগষ্টের কংগ্রেসের প্রস্তাব পুরাপুরি বর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি যে 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ', 'কর বা মর' প্রভৃতি কথা বলিয়াছেন এবং এই সব উস্কানীর ফলে যে হিংসাত্মক কাজ হইয়াছে তাহাও সমানভাবেই প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ও কংগ্রেস পার্টিকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট গ্রহণযোগ্য, তবেই পুনর্বিবেচনা সম্ভব"।

শুধু তাই নয়। নেতাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার সম্বন্ধেও তিনি কথা তুলিয়াছেন। মান্ধাতার আমলের সেই ভেদনীতির বুলি কপচাইয়া বলিয়াছেন, তোমাদের এই স্বাক্ষরকারীদের ভিতর মুস্লিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কই, তপশীলি দল কই, দেশীয় রাজারা কই? হিন্দু মহাসভার নেতাও তো নাই, মুস্লিম লীগও তো নাই। 'অখণ্ড ভারতের' উপাসক বড়লাট সাহেব আজ ভারতের বিভিন্ন জাতির স্বার্থের জন্য হঠাৎ দরদী হইয়া পড়িলেন। মুসলমান জাতির জন্য তাঁহার দরদ উথলিয়া উঠিল। তাহার অখণ্ড ভারতের মাঝে বিভক্ত ভারতের বিভীষিকা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে।

কিন্তু এই সব পুরানো যুক্তি আজ আর চলে না। ভারতের জনসাধারণ এ যুক্তিতে আজ আর ভোলে না। ভারতের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দলের কাছে সাম্রাজ্যবাদের এ পুরানো ভেল্কি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ আজ সবার কাছ হইতেই কোণঠাসা।

ভারতের সামনে যে মহাসংকট আজ চরম আকার নিয়াছে, দেশব্যাপী খাদ্য ও বস্ত্র সংকট যে হাহাকার তুলিয়াছে, জাপানী বিমান বাংলার বুকে নিয়মিত যে ধ্বংসলীলা সুরু করিয়াছে, জাপানীর আক্রমণ যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—দেশের এই সর্ব্বনাশী অবস্থায় বড় লাট সাহেবের নীতি কোন সমাধান তো দিবেই না, সংকটকে আরও তীব্র করিবে।

★ নিখিল ভারত কিষাণ সভার ★

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জীর অভিভাষণ

গত ২রা এপ্রিল হইতে ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের ভাক্‌না কালানে নিখিল ভারত কিষাণ সভার ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি। বাংলা দেশ হইতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহম্মদ, আবদুল্লা রসুল, মনসুর হাবিব, গোপাল হালদার, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কিষাণ নেতাগণ সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন। প্রতিনিধিদের আহ্বান করিয়া কমরেড সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"দেশের এক গুরুতর সংকট মুহূর্ত্তে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। যে গভীর সংকটের মধ্য দিয়া গোটা দেশ চলিতেছে কিষাণ সভা সেই সংকটের অবসান ঘটাইতে পারে এবং তাহার জন্য তাহাকে উদ্যোগী হইতে হইবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সংকট সমাধানের জন্য কিষাণ সভা যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সে কিয়ৎপরিমাণে সুনিশ্চিত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। কিষাণ সভা নূতন করিয়া সংগঠিত হইতেছে। আজকের দিনে কিষাণ সভা দেশের সংঘবদ্ধ বিভিন্ন শক্তির অন্যতম শক্তিরূপে পরিচালিত হইতেছে। কিষাণ সভায় বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে কিষাণ সভা অধিকতর সংখ্যক প্রদেশে কাজ চালাইতেছে। নিখিল ভারত কিষাণ সভার পরিচালনাধীনে থাকিয়া বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংঘবদ্ধ হইয়াছে। কিষাণ সভাগুলি অনেক বেশী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ত্রুটী রহিয়াছে অনেক। ধ্বংসমূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে এবং ঐক্য আন্দোলনের স্বপক্ষে কিষাণ দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালান হয় নাই। বিভ্রান্ত কিষাণদের ফিরাইয়া আনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের এখনও কিষাণ সভার প্রচারকে পরিণত করা হয় নাই এবং লক্ষ লক্ষ কিষাণ এখনও কিষাণ সভার সংস্পর্শে আসে নাই।

"মাত্র সাধারণ আন্দোলন ক্ষেত্রেই আমরা সাফল্য লাভ করিয়াছি। কিষাণদের দৈনন্দিন দাবী লইয়া আমরা এখনও তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ বা শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের উপর যতটা জোর দেওয়া উচিত ছিল তাহা দেওয়া হয় নাই। গোটা দেশটায় চাষের যোগ্য জমির মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে চাষ হইয়া থাকে, সম্ভবমত বাকী ৭০ ভাগ জমি যাহাতে চাষ হইতে পারে সে বিষয় কিষাণ সভাকে উদ্যোগী হইতে হইবে। সাথে সাথে চাই কিষাণদের বকেয়া খাজনা ও ঋণ আদায় স্থগিত রাখা।

কিষাণ সভায় প্রচার আন্দোলনের ফলে মুসলীম লীগ এখন ঐক্য আন্দোলনের ফল ধীরভাবে শ্রবণ করে। এক বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ কথা লইয়া মুস্লীম লীগের সদস্যদের নিকট উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে লীগের 'পাকিস্থান' দাবীকে যদি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের দাবীতে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান একতার প্রতিবন্ধক বহু সমস্যাই দূরীভূত হইয়া যায়। কংগ্রেসের সম্প্রতি প্রস্তাবেও এই আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকারের দাবী অনেক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে।

উপসংহারে কমরেড মুখার্জি বলেন, "১৯৪৩ সালের মধ্যে কিষাণ সভা সংগঠিত কর এবং কিষাণদের সংখ্যার মতই ইহাকে বিরাট ও শক্তিশালী করিয়া তোল—আজিকার দিনে কিষাণ সভার ইহাই মূলমন্ত্র। কিষাণ সভা সংগঠিত করিয়া এবং খাদ্য ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করিয়া আমরা জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। এই জাতীয় ঐক্যের দ্বারাই আমরা দেশরক্ষার জন্য এবং স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করিতে পারিব।"

ভ্রম সংশোধন

৪৭ সংখ্যার ৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের পর ৩য় কলমের ৩২ লাইনের পর 'আমরা হারিয়া যাই...... না হইলে ভরাডুবির সম্ভাবনা।' পড়িতে হইবে।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

ছোটদের জন্য

★এম্‌নিভাবে তোমারও দল গড়ো★

পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছেলে-মেয়েদের একত্র করো

রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের আঠার জন ছোট ছেলে। সবাই মিলিয়া তারা 'জনযুদ্ধে' চিঠি পাঠাইয়াছে যাতে ছোটদের সম্বন্ধে নিয়মিত লেখা 'জনযুদ্ধে' বাহির হয়। ছোটরা নিজেরাই কাজের প্লান নিয়াছে। এখন থেকে পাড়ার সভা সমিতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য তারা পয়সা তুলিবে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় খবরাখবর দেওয়া ও নেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে। তাহা ছাড়া জনসমাবেশ, বড় বড় সভা ও শোভাযাত্রাগুলিতে লোক-জনদের জল দিবে ও অন্যান্য জনহিতকর কাজেও আগাইয়া যাইবে। পাড়ায় পাড়ায় গানের দল তৈরী করিবে, কিশোর সংঘের ভিতর খেলা-ধূলার বন্দোবস্ত করিবে। সহজভাবে আলোচনা ও গল্পের ভিতর দিয়া রাজনীতি জ্ঞান সঞ্চয় করিবে। আগামী ১লা বৈশাখ কলিকাতা নববর্ষ অনুষ্ঠানের জন্য এখন থেকেই তারা আয়োজন করিতেছে।

কলিকাতায় শিশু আন্দোলন

মালাবারের শিশু আন্দোলনের জোয়ার কলিকাতার শিশুদের মনেও সাড়া আনিয়াছে। নিদারুণ খাদ্য সংকটের ফলে ব্যাপক ও গভীর রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ঘরের মেয়েরাও হাজারে হাজারে কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বানে জাতীয় ঐক্য সমাবেশে সক্রিয় আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করিয়াছে তখন ছোট ছোট শিশুর দলও আর পুরাণ কায়দায় চলিতে বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে রাজী নয়। তাই গান্ধীমুক্তি আন্দোলনের ফলে কলিকাতায় একদিকে শত শত স্কুলের ছাত্র সর্ব্বপ্রথম ছাত্র-ফেডারেশনের আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। আর তারই সাথে সাথে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরী প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও পাঁচ বছর, ছয় বছর থেকে সুরু করিয়া বার তের বৎসরের বহু ছেলে দিনের পর দিন অধিক সংখ্যায় ছাত্রফেডারেশনের সংস্পর্শে দারুণ উৎসাহ নিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাই মার্চ্চের শেষ দুই সপ্তাহে এ ধরণের প্রায় একশত ছোট ছেলে সংগঠনের ভিতর আসিয়াছে। শিশুরাই রোজ নূতন নূতন বন্ধু নিয়া আসে ছাত্র-ফেডারেশনের অফিসে। এদের অধিকাংশের বাড়ীতেই কোন রাজনৈতিক কর্ম্মী নাই, তবুও এদের রাজনৈতিক মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার তিনটি বাজারে কুড়িটি ছেলে বর্ত্তমানে খাদ্য সারিতে কাজ করে। অনেক জায়গায় গোপনে এরা দোকানদারদের উপর নজর রাখে যাতে তারা মাল সরাইতে না পারে, ছাত্র ফেডারেশনের উপর এদের ভালবাসা এত গভীর যে ছাত্র ফেডারেশনের ব্যাজ না পরাইয়া দিলে তারা দুঃখিত হয়। বয়স এদের ১০ বছরের বেশী হইবে না। অনেকে ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য হইয়াছে জলখাবারের পয়সা জমাইয়া। আরও অনেকে হইতে চায় কিন্তু দুই আনা পয়সা যোগাড় করা সম্ভব হইতেছে না।

শোভাবাজার অঞ্চলের কুড়িটি শিশু নিজেরাই নিজেদের চেষ্টায় মাত্র ৭ দিনের মধ্যে একটি কিশোরসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছে। তাদের মধ্যে ছোট ছেলেদের সংখ্যাই বেশী। দল বাঁধিয়া তারা বিকালে ছাত্রফেডারেশনের অফিসে আসে, বিভিন্ন গণ সঙ্গীত শেখে। গানের সময় অফিসের সামনে রীতিমত ভীড় জমিয়া যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির ডাক আজ এই সব ছোট শিশুদের সবুজ মনেও সাড়া দিয়াছে। এই কিশোর সংঘের সভ্যদের সাথে, সোভিয়েট ও চীনের শিশুদের কাহিনী আলোচনা করিবার জন্য একদিন একটি জমায়েত হয় উত্তর কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের ছাত্র অফিসে। অনেকেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, কারণ শোভাবাজারের কিশোর দল তখন পৌছায় নাই। হঠাৎ ফ্যাশিষ্ট বিরোধী কায়দায় হাত তুলিয়া মার্চ্চ করিয়া ঘরে ঢুকিল একদল শিশু-বাহিনী। দু'টী গণ-সঙ্গীত এরা গাইল। তাদের জিজ্ঞাসা করা হইল—কমিউনিষ্ট পার্টির নাম তারা কে কে জানে। সমবেত কণ্ঠে জবাব আসিল "আমরা সবাই"। একটি ছোট ছেলে একটু গর্ব্বের সাথে বলিল "আমরা যে 'জনযুদ্ধ' পড়ি।"

'দি ষ্টুডেণ্ট' ইংরাজী কাগজ বলিয়া ছোট ছেলেরা বিশেষ কিছু বোঝে না, তবু অনেকেই শোনে। মার্চ্চ মাসের 'ষ্টুডেণ্টের' পিছনে যে বাংলা দেশের মানচিত্র দিয়া ছাত্রফেডারেশনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা নিয়া তারা প্রচুর উৎসাহের সাথে আলোচনা করিয়াছে। সোভিয়েট শিশুদের সম্বন্ধে লেখাটী লইয়া বাংলাতে আলোচনা হইয়াছে।

এই নব জাগ্রত কিশোরদের রাজনীতি জ্ঞানের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ কলিকাতায় ছোট ছেলেদের একটি বৈঠক। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয় 'জাতীয় সংকট কবে থেকে সুরু হল বল্‌তে পার?' একটি ছেলে উত্তর দেয় "যেদিন থেকে মহাত্মা গান্ধী জেলে গেছেন।"

'জনযুদ্ধের' ৪৬ সংখ্যায় 'ছেলের দল পিছিয়ে নেই' বলে যে লেখাটি বাহির হইয়াছে, তাহার দরুণ শিশু মহলে বিপুল চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই লেখাটির উপর তিন চারটি আলোচনা বৈঠক ছেলেরা করে। 'মৌমাছির' পুতুলের দেশের ঐন্দ্রজালিকের সাথে যে মীরজাফরী ষড়যন্ত্র আছে তা এদের কাছে ধরা পড়িয়াছে। একটি মন্তব্য—"দেশ স্বাধীন করবে দেশের লোকেরা, অন্য দেশের ঐন্দ্রজালিক কেন দেবে আমাদের স্বাধীন করে?"

ছেলেরা ঠিক করিয়াছে যে কিশোর সংঘকে তারা আরও জোরদার করিয়া তুলিবে। 'মৌমাছি'র বিষের হুল থেকে শিশুদের দূরে সরাইয়া তাদের মনে জাগাইয়া তোলা হইবে স্বাধীনতার আকাঙ্খা—তাদের দেখাইয়া দেওয়া হইবে খাঁটি পথের সন্ধান।

'জনযুদ্ধ' সম্পাদকের কাছে ছোটদের আবেদন

কমরেড,—

আমরা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ কিশোরেরা নিয়মিত 'জনযুদ্ধ' পড়ি। ৪৬ সংখ্যা 'জনযুদ্ধের' "ছেলের দল পিছিয়েই নেই" প্রবন্ধ পড়ে 'মনিমালার' আসল উদ্দেশ্য বুঝলাম। মনিমালায় আমাদের মধ্যে অনেকে সভ্য ছিল, এবং ইহার কিছুকাল পরে 'পঞ্চ সম্পাদক দ্বারা' পরিচালিত ফ্যাশিষ্ট বিরোধী রূপ নিয়ে আমাদের 'উন্মেষ' বলে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বেরুলো। 'জনযুদ্ধে' যে ছোটদের দল গড়া হবে বলা হয়েছে তাতে বিশেষ উৎসাহিত হলাম। 'মৌমাছি'র হুল যে আমাদের কত বিষ দিচ্ছিল তা বুঝিনি। সোভিয়েট ও চীনের বীর শিশুদের সংগে আমরা পা মিলিয়ে চলতে চাই, তাই ইতিমধ্যেই আমরা জনযুদ্ধের গান শেখা সুরু করেছি। আমরা চাই 'জনযুদ্ধের' মধ্যে অন্তত পক্ষে একটি পাতা শিশুদের জন্য রাখতে হবে এবং অবিলম্বে যেন তা করা হয়। আমরা ১৮ জন বর্ত্তমানে আছি। সে রকম উৎসাহ পেলে বহু ছেলে যোগাড় হবে।

ইতি—

মন্তু, গৌর, নিতু, খোকন, গোপাল, হাবু, বুলবুল, কুলকুল,
কেষ্ট, রঞ্জিত, গেঁদ, অমর, কানু, গাবুল, দেবু, সুকুমার, তিনকড়ি, ফরিজার রহমান।

উৎপাদন সম্মেলনে চটকল মজুর

কারখানার কাজ বাড়াও মজুরদের দাবী পূরণ কর

(৪ঠা এপ্রিল হুগলী জেলার রিষড়ায় চটকল মজুরদের উৎপাদন সম্মেলন হইয়া গেল। উৎপাদন বাড়ানোর সম্মেলন বাংলায় এই প্রথম) সম্মেলনের মণ্ডপ হইতে চটকলের মজুররা জোর গলায় ঘোষণা করিল—জাপানী আক্রমণের বিভীষিকা বাড়িয়া চলিয়াছে। দস্যু জাপানের অগ্রগতি রোধ করিতে পারে কে? বাংলার মজুররা। মজুরদের মাল তৈরীর কাজ শত গুণ বাড়াইতে হইবে—যুদ্ধে জিতিবার জন্য মাল জোগাইতে হইবে মজুরদেরই। কিন্তু আমলাতন্ত্র ও মিল মালিকরা মজুরদের বেশী কাজ করিবার শক্তি বাড়ানোর বদলে ক্রমাগতই তাকে খর্ব করিয়া চলিয়াছে। জাতির এই প্রতি-রোধ শক্তিকে বাড়াইতেই হইবে—মজুরদের দাবী পূরণ করিয়া দেশের লোককে বোমা ও আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে।

(গত ফেব্রুয়ারী মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতের মজুরদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বত্র সম্মেলন করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। এই ঘোষণার পরই কমিউনিষ্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির ৩টী স্থানীয় মজুরদের সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।)

অপরাহ্ণ পাঁচটায় সম্মেলনের কাজ সুরু হইল। স্থানীয় মজুর-নেতা বঙ্কিম রক্ষিত সমবেত মজুরদের ও সম্মেলন উপলক্ষে আগত কমিউনিষ্ট নেতাদের সাদর-সম্ভাষণা জানাইলেন। (বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রমিকদের পরিচিত কমিউনিষ্ট নেতা আব্দুল রেজাক খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সোমনাথ লাহিড়ী) স্বচ্ছ ও সরল হিন্দীতে চটকলের মজুরদের উৎপাদন বাড়ার রাজনীতি বুঝাইয়া দিলেন। জাপানী দস্যুরা বাংলার শহরে শহরে বোমা ফেলিবার সাহস কোথায় পাইল? আমলাতন্ত্র ও মিল মালিকদের অন্ধতা বাংলার মজুরদের দুর্জয় প্রতিরোধ শক্তিকে অবহেলা করিয়াছে। লড়াই চালাইবার প্রধান সরঞ্জাম বেশী বেশী মাল তৈরী করার জন্য মজুরদের মেহনতের শক্তি বাড়িবে কি করিয়া? তাহাদের পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয় না তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতিই করা হয় না। মালিকদের লক্ষ্য কেবল মোটা মুনাফা। তাহাদের শিক্ষা আর কবে হইবে? মিলমালিক ও আমলাতন্ত্রের মূর্খতার জন্য আমাদের দেশ কি জাপানের পদানত হইবে? ঘৃণ্য পচা মনোবৃত্তির দুই একটী লোক ছাড়া আর কে চাহিবে জাপানের দাসত্ব? হিন্দুস্থানের প্রত্যেকটী মানুষ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোনও দাসত্বই বরদাস্ত করিবে না। তাই মজুররা আমলাতন্ত্র ও মিল-মালিকদের শত বাধা ঠেলিয়া নিজেদের সংগঠনের জোরে দেশ রক্ষা করিবেই। মজুরদের সংগঠন শক্তিই একদিকে তাহাদের মূর্খতা ও মুনাফা-লোভ ভাঙ্গিয়া দিবে, অন্যদিকে জাপানী বোমারুকে ঘায়েল করিবার জন্য কারখানায় উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সংগ্রাম করিবে।

(হুগলীর শ্রমিক নেতা কমরেড শিশির গাঙ্গুলী) উৎপাদন সম্মেলনের প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়:—পূর্ব্ববঙ্গে শহরে বোমার লড়াই চলিতেছে। সারা বাংলায় খাদ্য-সংকট। এই দুই সংকট হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কারখানায় মাল উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। কিন্তু আমলাতন্ত্র ও মিলমালিকরা সেদিকে নজর দিতেছে না। (তাই এই সম্মেলন দাবী করিতেছে—

(১) উৎপাদনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিলের মিল-কমিটি ও মজুরদের ইউনিয়নকে মানিয়া লইতে হইবে।

(২) শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া উৎপাদন ব্যবস্থা ভাল করিবার জন্য যুক্ত কমিটি বানাইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক পরিবারের জন্য উপযুক্ত রসদ সরবরাহের জন্য মাথাপিছু ৫ সের চাউল ও ৮ সের আটা দিতে হইবে। রসদ সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যুক্ত ডেপুটেশন পাঠাইবার জন্য শ্রমিকদের সহিত মালিকদের আগাইয়া আসিতে হইবে।

(৪) ১৫৲ টাকা মাগগী ভাতা দিতে হইবে—দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাতা বাড়াইতে হইবে।

(৫) সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার বেশী কাজ করান চলিবে না—বেকারদের কাজে লাগাইতে হইবে এবং মজুরী বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৬) মিলে ও বস্তিতে এ-আর-পির পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে—মজুরদের এ-আর-পি শিক্ষা দিতে হইবে।)

(স্থানীয় নেতা দীনেশ ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।) মজুররা উচ্চকণ্ঠে সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

(বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের উদীয়মান নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত) তারপর এই প্রস্তাবের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া বলেন: এই প্রথম উৎপাদন সম্মেলন। রিষড়ার মজুরদের এই ক্ষুদ্র পা বাড়ান সারা বাংলায় মজুরদের উৎসাহ দিবে। এই সম্মেলন ছোট হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আজ কম সংখ্যায় মজুররা আসিয়াছে, আবার এক মাস পরে সম্মেলন ডাকিলে ১০ হাজার মজুর আসিবে।' আমরা এই ক্ষুদ্র অগ্রগতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা এইখানেই গ্রহণ করিলাম। ধীরে ধীরে এই স্থানীয় সম্মেলন হইতে শুরু করিয়া আমরা নিখিলবঙ্গ উৎপাদন সম্মেলনের দিকে আগাইয়া চলিব। চটকল মজুরদের দাবীর দরখাস্তে আমরা অন্ততঃ এক লক্ষ সই সংগ্রহ করিতে চাই।

অবশেষে কমরেড সভাপতি এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় মজুরদের আহ্বান করেন। বাংলার মজুর! তোমাদের এই ঘোরতর বিপদের দিনে পরম সুযোগ আসিয়াছে। আজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব স্থাপন করার মানে দেশের ভাগ্য নিজেদের হাতে লওয়া। জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে রুশিয়া ও চীনের বীর মজুরদের মত সাহস করিয়া দাঁড়াও। কারখানার মধ্যে কাজ করিয়া তোমার দেশের যোগ্য সন্তানের সম্মান রক্ষা কর। তোমাদের দেশপ্রেম কর্তৃপক্ষ ও মালিক-দের বাধাবিঘ্নকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।

খাদ্য-সংকটে ছেলের দল দিনাজপুরের কালীতলাকে

সবাই বলে সোভিয়েট-পাড়া! রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও খেলাধূলা—প্রত্যেক দিক দিয়াই এই পাড়া বিশেষ অগ্রগামী। তাই এই পাড়ার বালকদলও পিছনে পড়িয়া নাই। তাদের একটি ক্লাব আছে। ক্লাবে বই আছে, খেলার বন্দোবস্ত আছে। এতদিন এরা বই পড়িত, খেলাধূলা করিত, কমিউনিষ্ট পার্টির সভা ও শোভাযাত্রায় ছোট খাট কাজ করিত। কিন্তু দারুন খাদ্য-সংকটের ঢেউ ইহাদিগকেও আঘাত দিয়াছে। এরা চঞ্চল হইয়া উঠিল—আগাইয়া আসিল। বালক বাহিনীও এই সমস্যা সমাধানের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উন্মুখ। তারা কাজ নিল নিয়ন্ত্রিত দরে যাতে জিনিষ বিক্রয় হয় তার উপর কড়া নজর রাখা। তারা দল করিয়া যায় কেরোসিনের গাড়ীর পিছনে। পাহাড়া দেয় যাতে কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী না নেয়, কেহ না ঠকে, কেহ অতিরিক্ত দাম না দেয়। কোন কোন স্থানে বালক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য অংশ পাইয়াছে, জাল-জুয়াচুরি চলিতে পারে নাই। এমনি ভাবে দিনের পর দিন বালক বাহিনী শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে—জনসাধারণের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতেছে, দেশের এই দারুন দুর্দ্দিনে শুধু খেলাধূলাতেই আটকা থাকেনাই, লোকের দুঃখ কষ্টের মাঝে ছুটিয়া আসিয়াছে, যদি কোনভাবে কিছু সাহায্য করিতে পারে।

বাহির হইল!

বাংলার মন্ত্রীত্ব সংকট

লেখক: সোমনাথ লাহিড়ী

দাম ছ' পয়সা

এক সপ্তাহের ভিতরই বিক্রয় শেষ করিতে হইবে।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা
সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৩, ৩১শে চৈত্র, ১৩৪৯

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

কাইয়ুর কমরেড জিন্দাবাদ

কাইয়ুর কমরেডদের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

সে দিন ২৯শে মার্চ্চ। দুনিয়ার বুকে তখনও দিনের আলো জাগে নাই। ভোরের ম্লান আঁধারে ফাঁসির মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল চারিটি কৃষক তরুণ: মাডাথিল আপ্পু, কুনহাম্বুনায়ার, চিরুকুন্দন, আবুবেকার। মুখে তাদের স্মিত হাসি। কণ্ঠে তাদের—'কমিউনিষ্টপার্টি জিন্দাবাদ'! মাথার উপরে তাদের নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ।

কিন্তু এমনি করিয়াতো তাহারা মরিতে চাহে নাই। এই নীল আকাশেরই নীচে দাঁড়াইয়া সোভিয়েটের রণক্ষেত্রে বীর লালফৌজ যে ভাবে বিশ্বমুক্তির সংগ্রাম চালাইতেছে, চীনের প্রান্তরে প্রান্তরে এই নীল আকাশেরই নীচে দাঁড়াইয়া চীনের বীর নরনারী যেমন করিয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিতেছে—তেমনি মৃত্যুই তো ছিল ইহাদের কাম্য। কিন্তু তাহা হইবার নয়।

ভোরের আলোর সাথে সাথে চারিজন কমিউনিষ্ট, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, কৃষকের শ্রেষ্ঠ সন্তান ইহলোক হইতে চিরতরে বিদায় নিল।

বাংলার হাজার হাজার কৃষক, মজুর, ছাত্র, যুবক, দেশপ্রেমিকের আকুল আবেদন তাহাদের বাঁচাইতে পারিল না। ভারতের লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বিলাতের মজুর, বিলাতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল।

কাইয়ূর কমরেডরা ছিল শোষিত চাষীর ছেলে। শোষিত বিশ্বমানবের একমাত্র মুক্তির পথ—কমিউনিজম ছিল তাদের অন্তরের মহান্ আদর্শ।

দুনিয়ার দেশে দেশে—সারা বিশ্বে মানবমুক্তির মহা অভিযানে যে কমিউনিষ্ট পার্টি সভার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল তাদেরই নিজের পার্টি। জীবনে তাদের ছিল জ্বলন্ত দেশপ্রেম, বরণ করিল তাহারা শহীদের মৃত্যু।

কাইয়ুর কমরেড জিন্দাবাদ

ফাঁসির আগে

কানানোর সেণ্ট্রাল জেলের রুদ্ধ দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পিছনে আকাশ চিড়িয়া ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে হাজার কণ্ঠের ধ্বনি: কাইয়ুর কমরেড জিন্দাবাদ!

সামনে আমাদের কারার লৌহ কবাট। সব জেলেই তো এমনি। তেমনি করিয়াই তো ফাটক খুলিল তেমনি খাতায় সই করা। তবু কতই না তফাৎ।

কাঁকরের পথ ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিলাম। আর একটি ছোট ফাটক খুলিল। এই বার মৃত্যু-দণ্ডিতদের সেলের সামনে আসিলাম।

ঐ তো তাহারা! সহজ সরল দাঁড়াইয়া আছে। চারিটি বজ্রমুষ্ঠি উঠিল। কানে আসিল—লাল সালাম! চারিটি সেলের সামনে দিয়াই ঘুরিয়া আসিলাম। মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাকাইলাম তাহাদের মুখের দিকে। সুন্দর চারিটি তরুণ মুখ। ক্ষীণ দেহ—আলো-হাওয়া বঞ্চিত রুদ্ধ কারার ছাপ। কিন্তু সাহসে উজ্জ্বল চোখগুলি। চোখের পলকে বুঝিলাম, সাহসী তরুণ তারা, ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে তাঁদের পা কাঁপিবে না, ফাঁসির দড়িটি গলায় পড়িয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিবে—কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ!

আমরা সাথে আনিয়াছিলাম একগাদা চিঠি। বিরাট ভারতের সব ভাষাতেই লেখা চিঠি। চাষীর চিঠি, মজুরের চিঠি, ছাত্রের চিঠি—পুরুষের চিঠি, মেয়ের চিঠি; শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সবারই চিঠি। তাদের প্রিয়তম কমরেডদের কাছে লেখা অন্তরের অভিনন্দন। চিঠি দেখিয়া তাহাদের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

তাঁরা ইংরাজী জানে না, হিন্দুস্থানী জানে না। আমি মালয়ালাম জানি না। জেলরের অনুমতিতে আমার প্রতিটি কথা কমরেড পিলাই অনুবাদ করিয়া চলিলেন। কি বলিব আমি? আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, হয়তো আমি জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িতাম। দুই চোখ বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিল, আমার কথা জোগাইবার শক্তি দিল। বলিলাম:—

কমরেড, তোমাদের চারজনকে পাইয়া পার্টি সবচেয়ে গৌরবান্বিত। যেদিন তোমরা পার্টিতে আসিয়াছিলে সেদিন আমরা ছিলাম মাত্র কয়েক শত। আজ আমাদের পার্টিতে ৯ হাজার মেম্বর, ৮ হাজার ক্যাণ্ডিডেট মেম্বর। কমরেড, আজ আমরা ১৭ হাজার কমিউনিষ্ট তোমাদের কাছে শপথ করিতেছি, যে পতাকা গৌরবের সাথে তোমরা তুলিয়া ধরিয়াছিলে সে পতাকার সম্মান আমরা রাখিব, যে সংগ্রামে তোমরা ছিলে বীর সৈনিক, সে সংগ্রাম আমরা চালাইয়া যাইব।

আমাদের দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এক মহান আদর্শে তোমরা প্রাণবলি দিতে চলিয়াছ। আমাদের আদর্শ ন্যায়ের আদর্শ—জয় ইহার অবশ্যম্ভাবী। এই আদর্শ বিজয়ের জন্যই তো তোমাদের এ জীবন দান! আমরা জানি কমরেড—এ তোমাদের মৃত্যু নয়। তোমরা চলিয়াছ তোমাদের স্বপন সফল করিতে।

তোমাদের মত চারজন প্রিয়তম কমরেডকে পার্টি আর ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু কমরেড, তোমাদের কাজ, তোমাদের আদর্শই তো পার্টিকে আজ বড় করিয়াছে। মালাবারে প্রথম যেদিন তোমরা পার্টিতে যোগ দিয়াছিলে সেদিন পার্টি ছিল তরুণ দেশপ্রেমিকদের ছোট একটি দল, আর আজ আমরা তোমাদের প্রদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক পার্টি। দেশব্যাপী ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ পার্টিতে যোগ দিতেছে। ভারতের যে কোন প্রান্তে পার্টির নাম জানে, সেখানেই তারা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে তোমাদের কথা। যে পার্টি তোমাদের মত তরুণ শহীদের জন্ম দিয়াছে—দেশের তরুণ নরনারী সে পার্টিতে যোগ দেওয়া এক মহান গৌরব বলিয়াই মনে করে। পার্টি তোমাদের হারাইতেছে না, পাইতেছে চারজন শহীদ। আজ আমাদের চোখের সামনে তাহারা আমাদের প্রিয় চারজন কমরেডকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবে। কিন্তু তোমাদের চার জনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা ৪ শত, ৪ হাজার…নূতন পার্টি সভ্য পাইব। ইহা তো তাহারা রুখিতে পারিবে না। কমরেড নিশ্চিত থাকিও আমরা ইহা করিবই। আমাদের আদর্শের যেমন মৃত্যু নাই, তেমনি আমাদের পার্টিও অমর। নিপীড়ন কোন দিনই আমাদের দুর্ব্বল করিতে পারে নাই—আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি। তোমাদের শহীদী মৃত্যু শুধু পার্টিকে গৌরবই দিবে না, পার্টিকে দিবে অসীম শক্তি। কোন কমিউনিষ্টই ইহার চেয়ে মহত্তর গৌরব কামনা করে না।

তোমাদের পরিজন তোমাদের হারাইবে। আমরা জানি যেদিন তোমরা পার্টিতে যোগ দিয়াছিলে সেদিন তোমরা দেশের জনগণকে তোমাদের পরিজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। সেদিন তোমাদের পণ ছিল, তোমাদের বাপ মা জীবনে যে দুঃখকষ্ট পাইয়াছেন এমন দুঃখকষ্ট যেন আর কোন বাপ মাকেই না পাইতে হয়। নিশ্চিত থাকিও কমরেড আমরা ১৭ হাজার কমিউনিষ্ট তোমাদের পরিজনদের আমাদেরই পরিজন মনে করিব। তোমাদের বাপ মাকেও আমরা এই কথাই বুঝাইতে শিখাইব পার্টি তাহাদেরই সংসার, পার্টির প্রতিটি মেম্বর তাহাদেরই সন্তান।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন আজ, কমরেড,

শেষ দেখা

তোমাদের সাথে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছি। তোমাদের জীবনের চেয়ে প্রিয় যে পার্টি—সেই পার্টির অভিনন্দন আমি আনিয়াছি।

তোমাদের গ্রামে আমি ফিরিয়া যাইব। তোমাদের পরিজনবর্গের সাথে দেখা করিব। কিছু বলিবে কি?

সবাই একই সাথে বলিয়া উঠিল: তাদের উৎসাহ দিও। বলিও দুঃখ করিবার কিছু নাই।

—আর কিছু বলিবে?

—আমাদের অন্তরে যে কথার ঢেউ উঠিয়াছে কমরেড, তাহার সবই তো তুমি বলিয়াছ।

—না, না কমরেড, বল যতটুকু সময় আছে, তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত ধরিয়া বল। বাহিরের কমরেডরা তোমাদের কথার প্রতিটি শব্দ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তোমাদের প্রতিটি কথা আমি বহিয়া নিব, আমার স্মরণশক্তি ভালই—হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম।

জেলর সাহেব তাঁহার ঘড়ির দিকে তাকাইলেন। বলিলাম, বল কমরেড, সময় আর নাই।

কুনহাম্বু প্রথম সেল হইতে বলিল: জনগণের জন্য আমি যা কিছু করিয়াছি, তাহার শিক্ষা পাইয়াছি পার্টির কাছ হইতেই। পার্টি যদি মনে করে আমার কাজ আমি সমাধা করিয়াছি তাহা হইলে ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাম্য আর কি হইতে পারে?

আপ্পু বলিল: পার্টির শক্তি বাড়িতেছে—এ এক মহান্ সংবাদ আনিয়াছ কমরেড। এবার ফাঁসির মঞ্চে উঠিব বর্দ্ধিত শক্তি নিয়া। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িয়া মরিব বলিয়াইতো পার্টিতে যোগ দিয়াছি।

চিরুকুন্দন বলিল: আমরা তো শুধু চারটি কৃষকের ছেলে। কিন্তু ভারতে আছে কোটি কোটি কৃষক। আমাদের ফাঁসি হইতে পারে কিন্তু তাহাদের সবাইকে তো ধ্বংস করা যায় না। এই বিশ্বাসই আমাদের শক্তি জোগাইয়াছে। গোটা ভারতবর্ষ হইতে আগত এই চিঠিগুলি পাইয়া বেদনা অনুভব করিতেছি যে তাহাদের কাজে লাগিবার জন্য আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আর আমাদের কোন দুঃখ নাই। আমাদের যদি অনন্ত জীবন থাকিত, বার বার আদর্শের জন্য জীবন দিতে পারিতাম।

চিরুকুন্দন দুইটি কৃষক সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছে।

শেষ সেল হইতে উত্তর দিল আবু বেকার: আমাদের শহীদদের জীবন হইতে আমরা পাইয়াছি প্রেরণা। আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে শহীদদেরই একজন হইবার সৌভাগ্য আমাদেরও মিলিবে। সমস্ত কমরেডদের বলিও, নির্ভীক চিত্তে আমরা

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

লেখক—পি, সি, জোশী

যুদ্ধের গতি

★ লিটভিনভের বক্তৃতা
★ নভোরসিস্কের দিকে লালফৌজ
★ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোল

সোভিয়েটের সাথী হওয়ার যোগ্যতা চাই

১০ই এপ্রিল তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট দূত মঃ লিট্‌ভিনভ্‌ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে 'আমরা জিতিয়াছি, জিতিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিলেই চলিবে না। সোভিয়েটের যারা মিত্র তাদের এখনই সামরিক প্রচেষ্টা বাড়াইতে হইবে। হিটলারী বর্ব্বরতাকে চূর্ণ করিতে না পারিলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং শত্রুর যখন এখনও বিষ দাঁত ভাঙা হয় নি, তখন ব্রিটেন ও আমেরিকাকে বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

সোভিয়েটের মিত্র হইবার যথার্থ যোগ্যতা মিত্রশক্তিকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে দেরী করিতে থাকিলে নিজের পায়ের কুড়ুল মারার সামিল হইবে। পৃথিবীর জনগণ তাই একবাক্যে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী করিতেছে।

হিটলারের মতলব বাঞ্চাল হইতেছে

জার্ম্মাণ ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর প্রধান চেষ্টা এখন হইতেছে দনেৎস্ নদী পার হইয়া পিছন হইতে লালফৌজকে ঘিরিয়া ফেলা। এ চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছে। ইজিয়ুম্ ও বালাক্লায়ার দক্ষিণে শত্রু যতবার আক্রমণ করিয়াছে ততবারই লালফৌজ তাহাকে হটাইয়াছে। শত্রু ক্রমাগত নূতন নূতন সৈন্য সমরোপকরণ আনিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সুবিধা করিতে পারে নাই।

দক্ষিণে কুবান্ অঞ্চলে প্রচণ্ড বর্ষা সত্ত্বেও সোভিয়েট সৈন্য অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। এখানকার প্রধান রেলপথ নভোরসিস্ক বন্দর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তার অধিকাংশই লালফৌজের হাতে। নভোরসিস্ক থেকে ১২ মাইল দূরে বাকান্সক্ শহরটি এখন লালফৌজের দখলে। বন্দরটীর উপর লালফৌজের গোলা পড়িতেছে। এ বন্দর হাতছাড়া হইলে হিটলারের আবার ককেশস্ আক্রমণ করার স্বপ্ন আকাশকুসুম হইয়া যাইবে।

মধ্যরণাঙ্গণে লালফৌজের অগ্রগতি কিছুটা থামিয়া যাইবার কারণ হইতেছে এই যে ঐ অঞ্চলে এখন বসন্ত ঋতুর প্রাদুর্ভাবে বরফ গলিয়া রাস্তাঘাট কাদায় ভরিয়াছে। নদীগুলিতে জলের তোড় প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। এ ছাড়া স্মোলেন্সক্ হিটলারের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি বলিয়া উহার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও যথাসম্ভব দৃঢ় করিয়াছিল। লালফৌজ তাই জয়কে নিশ্চিত করার জন্য আগের তুলনায় ধীরপদক্ষেপেই অগ্রসর হইতেছে।

ফ্যাশিষ্টদের অমানুষিকতা

ফ্যাশিষ্ট শত্রু যে সোভিয়েট নাগরিকদের উপর কি জঘন্য পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তার প্রমাণ পূর্ব্বে মিলিয়াছে, এখনও নূতন করিয়া পাওয়া যাইতেছে। রিজেভ শহরে বহু নরনারী ও শিশুকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোশ হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাশিষ্টরা শুধু জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মারিয়াছে। ফাঁসি দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, পুড়াইয়া মারিয়াছে। বন্দীদের সোজাসুজি গুলি মারিয়া তাহারা হত্যা করিয়াছে। ভিয়াজমা, গেজাটস্ক, রিজেভ, সিচেৎকা ইত্যাদি অঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার অনাচার সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে চতুর্থ জার্ম্মাণ বাহিনীর সেনাপতি হেইড্রিংস্ এই সব পাশবিকতার জন্য দায়ী। সরে আসলে এর মত পশুর বিচার জনসাধারণ করিবে।

সোভিয়েট নারীর দেশপ্রেম

কী অসাধারণ নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সোভিয়েট নরনারী আজ লড়িতেছে, অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করিতেছে, শত্রুপক্ষে চলিয়া যাওয়ার বিষয় ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিতেছে না, অটল সাহস লইয়া নিজস্ব সোভিয়েট শাসনকে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেছে,—ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জনসাধারণ যখন নিজের রাষ্ট্র নিজের চেষ্টায় গড়িয়া তুলে, তখনই শুধু এ অসাধারণ মনোবল ও দেশপ্রেম সম্ভব হয়।

৭৮ বৎসর বয়স্ক এক কাজাক, আশিম ইব্রাইয়েভ, ৪২টী নাতিকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য নিজে বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। সোভিয়েট দেশে বহু জাতির মধ্যে যে অটুট ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এ খবরটী তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

উত্তর আফ্রিকার খবর

অষ্টম বাহিনী মারেথ লাইন পার হইয়া স্ফ্যাক্স্‌ দখল করিয়াছে। এখন সুস্ শহরটীর অভিমুখে তাহারা অগ্রসর হইতেছে। পশ্চিম দিক থেকে মিত্র-সেনা কাইরুয়ানের দিকে আগাইয়া ১৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি লড়াইয়ে ইতালিয়ান সেনাপতি মানেরিনি সদলে বন্দী হইয়াছে মিত্রশক্তির সাফল্য নিশ্চই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে রমেল তার বাহিনী লইয়া সরিয়া যাইতে পারিয়াছে। ফন অর্নিমের সঙ্গে মিলিয়া মিত্রশক্তিকে জোর বাধা দিবার শক্তি তার খুব যে কমিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে নাই। এমন কি বার বার আমাদের জানানো হইতেছে যে যুদ্ধ শেষ হইতে দেরী আছে, কাজটা নাকি একেবারেই সহজ নয়, উত্তর তিউনির্সিয়াতে জোর শক্তি পরীক্ষা হইবে ইত্যাদি।

রমেলকে আঘাত করিয়া হারানো হইয়াছে, এ খবর আসিতেছে না। রমেল উত্তরমুখো পালাইয়া গিয়াছে, এ খবরই আসিতেছে। অর্থাৎ রমেলের মতলব ফাঁসাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

জাপানীদের তেজ বাড়িতেছে

আমাদের দেশে চট্টগ্রাম, ফেণী ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলায় নানা জায়গায় বারবার জাপানী বোমারু হানা দিতেছে। একদিন ৫০টী বিমান লইয়া তাহারা আসিয়াছিল। আরাকান অঞ্চলে মিত্রশক্তির অভিযান এখন যে সাঙ্গ হইয়াছে, সরকারী সামরিক বিবৃতিতে তা স্বীকার করা হইয়াছে। বর্ম্মাতে জাপানীরা যে বেশ মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, মিত্রশক্তি কিছু করিবার আগে তাহাদের বিপদে ফেলিবার জন্য জাপান যে তৈয়ার, তাহা বর্ম্মায় আমেরিকান বিমান বিশেষজ্ঞ কর্ণেল সণ্ডার্স নিজে বলিয়াছেন। আমাদের দেশের বিপদ যে দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপান খেদাইবার আসল হাতিয়ার—জাতীয় সরকার—দেশের লোকের হাতে যাহাতে না আসে, এমেরি-লিন্‌লিথগোর দল সে চেষ্টাতেই ব্যস্ত। ঐক্য বলে আমলাতন্ত্রের এ দাম্ভিকতার উত্তর আমাদেরই দিতে হইবে।

হিটলার-পদানত ইয়োরোপের নানা জায়গায় জনসাধারণের অসন্তোষ খুবই বাড়িয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগের জন্য জনগণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। হল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলে যে কোন জায়গায় মিত্রশক্তির পক্ষে সৈন্য নামানো যে শক্ত নয়, তা জার্ম্মাণ সেনাপতি ক্রিষ্টিয়ান্সন্ নিজে স্বীকার করিয়াছে। ফরাসী উপকূলে মিত্রশক্তি নামিলে যে অধিবাসীরা উৎফুল্ল হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ।

পশ্চিম ইয়োরোপে জনগণ দ্বিতীয় ফ্রণ্টের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কেবল মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে এখন অভিযান আরম্ভ হইবে না, জার্ম্মাণরা ধোঁকা দিয়া মিত্রশক্তির সমর্থকদের বাছিয়া লইয়া চরম শাস্তি দিবার জন্য 'কমাণ্ডো' আক্রমণের অভিনয় করিতে পারে! এর পরিষ্কার অর্থ এই যে জনগণ দ্বিতীয় ফ্রণ্টের জন্য ব্যাকুল হইলেও এখন কিছু করা হইবে না। যে সোভিয়েট নিজের দারুণ বিপদের সময় মিশরে ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যের জন্য এরোপ্লেন পাঠাইয়াছিল, সেই সোভিয়েটকে সাহায্য করিয়া ফ্যাশিজম্‌কে ধ্বংস করিবার সুবর্ণ সুযোগকেও অবহেলা করা হইবে।

ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্টদের মুখোস খুলিতেছে

কেন এমন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখা যায় যে এখনও অনেক ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট মিত্রশক্তির মধ্যে রহিয়াছে। সার স্যামুয়েল হোরের মত ফ্যাশিষ্ট বন্ধু এখন স্পেনে ব্রিটিশ রাজদূত। স্পেনে ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে দোস্তী করিবার জন্য আমেরিকান ও ইংরেজ সেনানায়করা মোলাকাৎ করিতেছে। উত্তর আফ্রিকার সকল ফরাসীকে একত্র করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহাও আগায় নাই। ফ্রান্সের হিটলার বিরোধীরা যাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সে দ্য গোলকে উত্তর আফ্রিকায় আসিতে বারণ করা হইয়াছে, অথচ বোয়ার্স ও নোগুর মত যারা সেদিন পর্য্যন্ত ফ্যাশিষ্টদের সমর্থক ছিল, তারাই সেনাপতি জিরোর সঙ্গে রহিয়াছে। স্বয়ং চার্চ্চিলের পুত্র এক চিঠিতে আফ্রিকার এই সব প্রচ্ছন্ন ফ্যাশিষ্টদের সমর্থন করিয়াছে, চার্চ্চিলও ছেলের কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই।

জনগণের সংকল্প

যাদের কায়েমী স্বার্থ আজ বিপন্ন, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই আজ এত দর্প তারা দেখাইতে সাহস পাইতেছে। ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা হ্যারি পলিট এ বিষয়ে জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার আদায় করিয়া, পূর্ব্বে পশ্চিমে ফ্যাশিজম্‌কে ধ্বংস করিবার ব্রত জনশক্তি গ্রহণ করিয়াছে। শাসক-সম্প্রদায় কেবলই সাধারণের চোখে ধুলি দিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। কিন্তু আজ কোন্ রাস্তায় অগ্রসর হইতে হইবে, জনসাধারণ তা জানে। আমাদেরই ঐক্য ও সংগঠনের বলে আমরা এদেশে জাতীয় সরকার আদায় করিব, ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলাইব, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ নিজ হাতে গড়িবার ব্যবস্থা আমরাই করিব। ১২।৪।৪৩

●রিজেভ দখলে লালফৌজের বীরত্ব●

রিজেভ হইতে ষ্টালিনগ্রাদের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার। একমাস পূর্ব্বে ভল্গানদীর নীচের বাঁকে ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে লালফৌজের হাতে জার্ম্মানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। এখন আবার বিরাট এই ভল্গানদীর উপরের দিককার অঞ্চলেও নাৎসীদের উপরে এক কঠিন আঘাত হানা হইয়াছে। ভল্গার তীরে আজ আর একজনও জার্ম্মান নাই।

রিজেভ রুশিয়ার একটি বিখ্যাত সহর। আট শত বৎসর পূর্ব্বেও এই সহরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেড় বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মানরা ইহাকে নিজেদের দখলে রাখে। শুধু তাই নয়, এখানে জার্ম্মান সমর নায়কগণ একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার পক্ষে এই সহরের ঘাঁটিগুলি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহা নাৎসীদের গোপন আদেশগুলিতে এখন পাওয়া যাইতেছে।

১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে জার্ম্মানরা মস্কোর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও রিজেভ সহরটী নিজেদের অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে হিটলারবাহিনী সমগ্র ফ্রণ্ট ব্যাপিয়া অভিযান চালাইতে সক্ষম হয় নাই, তাই রিজেভের দিক হইতে মস্কোর উপর আঘাত হানা সম্ভব হয় নাই। জার্ম্মানরা মস্কো দখলের জন্য উপায় স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং পুরাপুরিভাবে ষ্টালিনগ্রাদের পরাজয়ের সাথেই তাহার সমাধি হয়।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানরা দক্ষিণ রণাঙ্গনে ভরোনেজের দিকে আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট সৈন্যেরা তখন কালিনিন ফ্রণ্টে হিটলারীদের ঘায়েল করিয়া রিজেভের অতি নিকটে আসিয়া পড়ে, এমন কি সহরটীও তখন দূর হইতে দেখা যাইত। কিন্তু ভীষণ যুদ্ধ ব্যতীত এই সহরকে দখল করা যাইবে না লালফৌজের কাছে ইহা অজ্ঞাত ছিল না। আগষ্ট মাসের শেষে জেনারেল ষ্টাটনিটস্ যখন ৮৭নং জার্ম্মান ডিভিসনের সৈন্যদের কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন একথার উপর জোর দিয়া যায় যে রেজিভকে যে কোন রকমে দখলে রাখিতে হইবে। ৯নং জার্ম্মান আর্ম্মির নূতন অধিনায়ক জেনারেল মডেলও 'অর্ডার অফ দি ডে' তে ঐ একই বিষয় খুবই জোর দেয়। জার্ম্মানরা দক্ষিণ রণাঙ্গনেই তখন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া যুদ্ধের একটা সুরাহা করিতে চাহিয়াছিল, তাই রিজেভফ্রণ্টে ফুয়েরার আর কোন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে পারিবে না ইহাও জেনারেল মডেল তাহার অর্ডারে বলে। কিন্তু আসলে জার্ম্মানরা সে সংকল্প রাখিতে পারে নাই। লালফৌজের আঘাত জার্ম্মানদের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। ফলে গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকেই তাহারা অধিকৃত ইউরোপ হইতে ছয় ডিভিসন সৈন্য রিজেভ অঞ্চলে আনিতে বাধ্য হইল। নভেম্বরেও আর এক ডিভিসন সৈন্য আসিল ফরাসী দেশ হইতে। এই ফ্রণ্টের গুরুত্বপূর্ণ সেকটরগুলি এস, এস সৈন্যেরাই রক্ষা করিতেছিল। অবশেষে কতকগুলি প্যারাসুট বাহিনীও এই ফ্রণ্টে নিয়োগ করিতে হয়। মস্কো দখল করিতে পারিবে বলিয়া ১৯৪১ সালে ইহার মধ্যে একটা বাহিনীর নাম রাখা হইয়াছিল 'মস্কো বাহিনী', রিজেভের যুদ্ধে ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়।

জার্ম্মানরা রিজেভকে দৃঢ় ও শক্ত রক্ষা ব্যূহে পরিণত করিয়াছিল। প্রত্যেক রাস্তায়ই রক্ষাকারী সৈন্যদের আস্তানা গড়া হইয়াছিল। প্রত্যেক কামানগুলিতেই মেসিন গানের পোষ্ট তৈরী হইয়াছিল। সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থা দিনের পর দিন উন্নত করিতেছিল।

এত চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও জার্ম্মানরা রিজেভ নিজেদের কবলে রাখিতে পারে নাই। কিছুদিন আগে লালফৌজ রিজেভ দখলের জন্য দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চালায়; জার্ম্মান রক্ষাব্যূহের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবল ভাঙ্গন ধরে—আবার পশ্চিম দিক দিয়াও সোভিয়েট সৈন্যেরা ভল্গানদী পার হইয়া রিজেভের উপর আক্রমণ চালায়। এই সৈন্যদলের দক্ষিণ বাহু রিজেভ ভেলিকি লুকি রেল পথ ধরিয়া আগাইয়া আসে। বাম বাহু পিছন হইতে সহরটীকে ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করে।

সহরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লাল ফৌজকে প্রত্যেক রাস্তাটীর জন্য লড়াই করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক মোড় ও দালানকে দখলে আনার জন্য সে কি বিরাট সংগ্রাম! ৩রা মার্চ্চের সন্ধ্যার দিকে রিজেভ সহর সম্পূর্ণভাবে নাৎসী কবল মুক্ত হইল। রিজেভ অধিকারের এই দিনটি যুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ হইয়া থাকিবে।

(টাস্)

সম্পাদকীয়

★ জাতীয় সপ্তাহের ডাক ★

২৪ বৎসর আগে এমনি দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটী ভারতের নিরীহ নর-নারী-শিশুর রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘুমন্ত দেশ সেই রক্তের স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সে জাগরণের সাড়া আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে, সমগ্র দেশবাসী এক স্বার্থে, এক আদর্শে পরস্পরের সঙ্গে হাতে হাত ধরিয়া স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য বিপুল জাতীয় ঐক্য গড়িতে হইবে—ইহাই ছিল প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের সেদিনকার আওয়াজ।

২৪ বৎসর পরে আজ আবার ভারতের আর এক প্রান্ত দেশবাসীর রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী-বোমা চট্টগ্রাম ও ফেণীর নরনারী-শিশুর রক্তস্রোত বহাইয়াছে। পুরাণো শাসনের বাঁধন এখনও কাটে নাই, তার উপর নূতন শাসক দরজায় আসিয়া হানা দিয়াছে—ভারতবাসীর খুনে তাদের শোষণের লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবার জন্য।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হইতে চট্টগ্রাম—ভারতের এক বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগ। জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় অন্দোলনে প্রথম নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল। তারপর হইতে স্তরে স্তরে জাতির শক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর জনসাধারণ তাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি লইয়া জাতীয় আন্দোলনের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের বনিয়াদ রচনা হইয়াছে ভারতের প্রত্যেক সহরে, পল্লীতে মজুর, কৃষক, ছাত্র, নারী সকলের মধ্যে। নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া জনগণের সংগঠন জোরালো হইয়াছে, তাদের বিপ্লবী শক্তি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এই ২৪ বৎসরে ভারতবর্ষ আজ এমন এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে দুনিয়ার জনগণের মুক্তি সংগ্রামে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সফল করার দায়িত্ব ও যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু, তারই সঙ্গে বিপুল বাধা আজ দেশবাসীর এই শক্তিকে ভাঙ্গিতে উদ্যত। আমলাতন্ত্র চায় না—দেশরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসী নিজের হাতে তুলিয়া লউক। তাই জাপানী আক্রমণের মুখে দাঁড়াইয়াও জাতীর সরকার গঠনের সম্বন্ধে দেশবাসীর সঙ্গে কোনো মীমাংসা করিতে আমলাতন্ত্র রাজী হইল না, উপরন্তু, ঠিক যে সময়ে কংগ্রেস দেশরক্ষার জন্য জাতিকে সংহত করিতে আগুয়ান হইয়াছিল, সেই সময়েই তার উপর আঘাত হানিয়া দেশের সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। দেশের অবস্থা যখন আরও সঙ্কটাপন্ন এবং সেই অবস্থায় গান্ধীজীর আহ্বান যখন দেশবাসীকে নূতন করিয়া সংকট সমাধানের দায়িত্ব লইবার জন্য অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করিল, তখনও আমলাতন্ত্র আবার বাধা হানিল। গান্ধীজীকে আটক রাখিয়া, কংগ্রেসের নামে নানা কুৎসা রটনা করিয়া, দেশবাসীর সমবেত দাবী অস্বীকার করিয়া, অবাধ দমননীতি চালাইয়া জাতীয় শক্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিল।

আমলাতান্ত্রিক দমননীতির সুযোগে পঞ্চমবাহিনীও তৎপর হইল জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করিতে। কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ঐতিহ্যকে তারা ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কংগ্রেসে নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে কংগ্রেসের নামেই তারা দেশবাসীকে উত্তেজিত করিল দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে। গান্ধীজীর নামেই তারা লুঠতরাজ ও ধ্বংস কার্য্যের উস্কানী দিতে লাগিল। কোণঠাসা হইয়াও দেশের এই অবস্থা নিজেদের দেশদ্রোহিতার কাজে লাগাইবার জন্য তারা সচেষ্ট।

এই দুই বাধার উপরে দেশের মধ্যে ভয়াবহ খাদ্য-সংকট। পেটের জ্বালায় জনসাধারণ তাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানে প্রতিপদে আমলাতন্ত্রের গাফিলতি ও কর্ত্তৃপক্ষীয় কর্ম্মচারীদের উদাসীনতা দেশবাসীকে হয় উত্তেজিত, না হয় হতাশ করিয়া তুলিতেছে। ২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জনসাধারণ যে শক্তি ও সংহতি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা আজিকার এই খাদ্য-সংকট যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিতেই হইবে—এই দায়িত্বের কথাই জাতীয় সপ্তাহ দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং যাহা জাতীয় শক্তির ভিত্তি রচনা করিয়াছে, আজিকার চরম দুর্দ্দিনে সেই ঐক্যকে নষ্ট হইতে দিলে তো চলিবেই না, সেই ঐক্যকে আরও জোরালো, আরও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সেই জোরেই আমলাতান্ত্রিক দমননীতি, পঞ্চমবাহিনীর কারসাজী ও খাদ্য-সংকট কাটাইয়া উঠিয়া জাতিকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে আমরা পারিব।

জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তি—হিন্দু-মুসলিম একতার সেই আদর্শকে আজ কমিউনিষ্ট পার্টি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া আগুয়ান হইয়াছে। সে দিন যে একতা হিন্দু-মুসলিমের ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ কমিউনিষ্ট পার্টি তাহা কাজের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতেছে। খাদ্যের দাবীতে হিন্দু-মুসলমান জনগণকে এক করিতেছে। খাদ্য-কমিটীর কাজের মধ্যে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা—সকল দলের সমর্থকরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে, আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যুবকদল এক সাথে ভলাণ্টিয়ার হইয়া নিজেদের সহর, পল্লী, বস্তি রক্ষা করিতেছে। জাপানী বোমার হাত হইতে দেশবাসীর জীবন বাঁচাইবার চেষ্টায় সকলে সম্মিলিত হইতেছে। এই ভাবেই হিন্দু-মুসলমান একতার ক্ষেত্র আজ আগের চেয়ে আরো বিস্তৃত হইয়াছে। প্রয়োজনের তাগিদে, বাঁচিবার সম-স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান জনগণের যে সংহতি এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় ঐক্য গঠনের আসল শক্তি।

জনগণের বাঁচিবার এই ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাকে সার্থক করিয়া তোলা আজ নির্ভর করিতেছে কংগ্রেস ও লীগের উপর। কংগ্রেস লীগ মিলিলে, এই প্রতিষ্ঠান দুইটীর পিছনে সকল দেশের যে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ রহিয়াছে, তাদের ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে। অবস্থার চাপে এখন স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে যে মিলিত চেষ্টা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা দেশব্যাপী স্থায়ী ঐক্যে পরিণত হইবে। সেই ঐক্যই জনগণের মনে সাহস ও ভরসা আনিবে। তাহার ফলে দমননীতিকে ব্যর্থ করিয়া, পঞ্চমবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করিয়া জনগণের বিপুল উদ্যম ফুটিয়া উঠিবে খাদ্য-সংকট সমাধানের ও জাপ প্রতিরোধের কাজে। সেই উদ্যমকে কোনো আমলাতন্ত্র ঠেকাইতে পারে না—জাতীয় সরকার কায়েম হইবেই। জাপানী আক্রমণের মুখে ও খাদ্য সংকটের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেশের এই আহ্বান কংগ্রেস ও লীগের কাছে উচ্চস্বরে ঘোষিত হইতেছে:

জাতীয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু জাতীয় দায়িত্ব পালন এখনও শেষ হয় নাই—এই কথাই আজ সকল দেশপ্রেমিকের মনে জাগিতেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদের স্মৃতি এখনও দেশবাসীর মনে সজাগ রহিয়াছে। ২৪ বৎসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়া শত শত দেশভক্ত যে আত্মত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তার কাহিনী দেশবাসীর প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাইতেছে। জাপানী বোমার আঘাতে বাংলার নিরীহ নরনারীর মৃত্যুর ছবি দেশবাসীর চোখের সামনে ভাসিতেছে। কায়ুরের শহীদ বীরদের আহ্বান আকাশে বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। তাহাদের সকলের নামে দেশবাসীর মনে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আজ জাগিয়া উঠুক—

দেশপ্রেমকে বিপথে যাইতে দিব না!
ধ্বংস কার্য্য বন্ধ করিব!
জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিব!

১লা মে-র মধ্যে বাংলায় ১৫000 সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভলাণ্টিয়ার করিতে হইবে

যাঁরা খাদ্য-সংকট সমাধানে
এ-আর-পির কাজে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়
জনগণকে পরিচালিত করিতে ও সাহায্য দিতে পারিবেন।
যাঁরা পঞ্চমবাহিনীকে কোণঠাসা করিতে পারিবেন।
যাঁরা বোমার হামলার সময় দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।

আপনি!

মে-ডে কোটার কতখানি পূর্ণ করিয়াছেন?

১0,000 লোকের জনরক্ষা সম্মেলন

গত ছয় মাস ধরিয়া ঢাকায় জনরক্ষার কাজ নিয়মিত চলিয়া আসিতেছিল বটে কিন্তু তেমন ব্যাপক হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ চালের দর ১২ টাকা হইতে ১৭ টাকা ও ক্রমে ২৩ টাকায় উঠিয়া চরম সংকটের রূপ নিল, তখনই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মাঝে জনরক্ষা কমিটি গড়িবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। ৫ দিনের মধ্যে ঢাকা সহরে ও নিকটবর্ত্তী পল্লীতে ৬৫টির বেশী জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইল। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জিলায় প্রায় ২ শত প্রাইমারী কমিটি গঠিত হইয়াছে। জনরক্ষা আন্দোলন যখন এমনি দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে তখনই প্রয়োজন হইয়া পড়িল জেলা সম্মেলনের।

গত ২৮শে মার্চ্চ সমস্ত প্রাইমারী কমিটির প্রোতিনিধি ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল, খাকসার দল, কৃষক প্রজা, বাইশ পঞ্চায়েৎ, ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা সম্মেলনে মিলিত হন। সভার কাজ চালাইবার জন্য নবাব বাড়ীর খাজা বখ্‌ত সাহেব, মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল হাসানত সাহেব, ডাঃ সত্যেন দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশ ঘোষ ও কমরেড গোপাল বসাককে লইয়া একটি সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়।

খাজা বখ্‌ত সাহেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আজ চালের দোম ও জাপানী বোমা দুইই সমান ভাবে আমাদের আঘাত করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের শক্তিতেই দাঁড়াইতে হইবে। ইহার জন্য চাই ব্যাপক ঐক্য। জনৈক প্রতিনিধি বলেন, তাঁহার এলাকায় কথা উঠিয়াছে কমিউনিষ্টদের কাছ হইতে দূরে থাক। ইহার উত্তরে প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত কালি সাহা বলেন, আমাদের বিপদে একমাত্র কমিউনিষ্টরাই পথ দেখাইয়াছে। আগে হয়ত আমাদের সন্দেহ ছিল। আজ সে সন্দেহ দূর হইয়াছে।

সম্মেলনের পর বিকালে প্রায় ১০ হাজার লোকের এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার বিশেষত্ব ছিল, প্রায় ১ হাজার মেয়ে সভায় যোগ দেন, তাহার ভিতর বোরখা পরিহিত বহু মুসলমান মেয়েও উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার ইতিহাসে এ দৃশ্য এই প্রথম। খাদ্য-সংকট মেয়েদেরও আন্দোলনের সামনে আগাইয়া দিয়াছে।

১লা মের কোটা

'জনযুদ্ধের' বিক্রয় ২000 বাড়াইতে হইবে।

এই সপ্তাহে আপনি কত সংখ্যা বিক্রয় বাড়াইয়াছেন?

মাদারীপুরে কৃষক অভিযান

গত ২৩শে মার্চ্চ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মাদারীপুর নদীর অপর পারের গ্রামগুলি হইতে ১ হাজারেরও উপর কৃষক ভুখ মিছিল করিয়া মহকুমা হাকিমের অফিসে সমবেত হয়। তাহাদের দাবী হইল: নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দোকান খোল, বীজ ধান চাই, কৃষি ঋণ চাই ইত্যাদি। এই সমাবেশের তরফ হইতে স্থানীয় মুসলিম লীগের নেতা খাঁ সাহেব অলিমুদ্দীন আহমেদ, খাদ্য কমিটি ও হিন্দুসভার সম্পাদক মতিলাল চক্রবর্ত্তী, জিলা কৃষক সমিতির সম্পাদক শান্তি সেন, রণজিৎ রায় প্রভৃতি মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করেন। মহকুমা হাকিম কোন কোন দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন জানান। এই অভিযানের পর স্থানীয় নাট মন্দিরে কৃষকরা এক সভায় মিলিত হয়। কমরেড শান্তি সেন ও চন্দ্রশেখর পাঠক কৃষকদের বুঝাইয়া দেন কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা কমিটিতে কৃষকরা একজোট হইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করিলে তবেই দাবী মিলিবে।

★ বিভিন্ন জেলায় খাদ্য-সম্মেলন ★

যশোহর

যশোহর জিলায় অন্যান্য জিলার ন্যায় ভীষণ খাদ্য-সংকট দেখা দিয়াছে। জিলার প্রতি গ্রাম হইতে প্রত্যহ ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খাদ্য-সমস্যা আজ ব্যাপক খাদ্য-সংকটে পরিণত হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী প্রত্যহ উপবাসে দিন কাটাইতেছে—মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষক ও মজুর নারীগণ লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেন না। এমন কি কোন কোন স্থান হইতে আত্মহত্যার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র জেলায় চালের দাম অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে—সবচেয়ে মর্ম্মন্তুদ অবস্থা মাগুড়া ও ঝিনাইদহ মহকুমাতে। চাউল সেখানে ৩০।৩২৲ টাকা দরে বিকাইতেছে। এখন আবার টাকা দিয়াও অনেক স্থানে ধান চাউল পাওয়া যাইতেছে না, তাহার উপর সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত ক্রেতাগণ প্রতি গ্রামে ও গঞ্জে ধান, চাউল কিনিতেছে—তাহার ফলে যাহাও বা পাওয়া যাইতেছিল এবং পাওয়া যাইবার সম্ভবনা ছিল, তাহাও আর থাকিতেছে না।

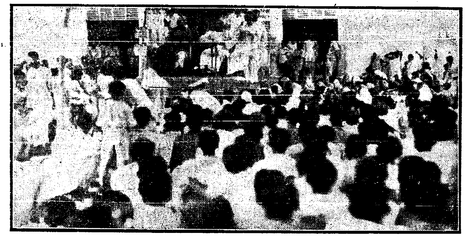

জেলায় সমস্ত জনসাধারণ হতাশা ও ভয়ে ম্রিয়মান। কৃষকভাইরা অভাবের দারুণ তাড়নায় আগামী বৎসরের বীজধান হয় খাইয়া ফেলিতেছে অথবা বিক্রী করিয়া ফেলিতেছে। সরকার নামে মাত্র 'খাদ্য বাড়াও' আন্দোলন করিতেছে, কৃষকদের সাহায্যের নামে নামমাত্র কৃষিঋণ দিতেছে, তাহাও সকলের ভাগ্যে জুটিতেছে না। এদিকে জনসাধারণের দুর্দ্দশার সুযোগে ও সরকারের খাদ্যনীতির প্ল্যানের অভাবে অতি লোভী মহাজনেরা মাল লুকাইয়া রাখিয়া প্রয়োজনের অনেক কম খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়িয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই ভীষণ ও জটীল অবস্থার মধ্যেই যশোহর জেলা খাদ্য-সম্মেলনের আয়োজন সুরু হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম হইতেই সমস্ত দলগুলিকে একত্র করিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের বাস্তব ভিত্তিতে জনসাধারণকে সংগঠিত করার চেষ্টা সুরু করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের নেতাদের আহ্বানে মিউনিসিপ্যাল হলে এক বৈঠক হয়। সভায় সমস্ত দলের নেতারাই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সমস্ত দলের প্রতিনিধি লইয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুকুমার মিত্রকে আহ্বায়ক করিয়া একটি সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রের নিকট খাদ্যসম্মেলনের অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। পুনরায় সমস্ত দলের প্রতিনিধিগণের এক মিলিত ডেপুটেশন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিনিধিমুলক সম্মেলনের অনুমতি দাবী করেন। অনুমতি পাওয়া গেল শেষ সময়ে। সম্মেলনের দিন ধার্য্য হইয়াছিল ২৮শে মার্চ্চ, অনুমতি মিলিল ২০শে মার্চ্চ। সম্মেলনের অনুমতি ব্যাপারে সরকারের এই মনোবৃত্তিতে কাজের যথেষ্ট অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মীরা নিরুৎসাহ হইলেন না—বরং আগাইয়া আসিলেন সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে। কিছু দিন আগেই খাদ্যসম্মেলন সম্পর্কে ও উহাকে সফল করিতে সহরের বিভিন্ন দলের নেতাদের ও জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার বিলি করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ওয়ালিয়র রহমান এম-এল-এ, সম্পাদক হন কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং মুসলিম লীগ জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক মোঃ অহেদ আলী আনছারী ও কমরেড সুকুমার মিত্র যুগ্ম সম্পাদক হন।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী। ইহাছাড়া প্রত্যেক মহকুমা হইতে আগত বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সহরের কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা দেন। সমস্ত শ্রেণীর ২০০০ নরনারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ৭০০। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসেন তাহার মধ্যে অভয়নগর থানার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ স্কোয়াড করিয়া বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়া প্রচার করিতে করিতে সম্মেলনে যোগ দেন। খাদ্যসংকট সমাধানের সংকল্পে অবিচলিত থাকিবার দৃঢ়তা সম্মেলনের কর্ম্মী ও উদ্যোক্তাদের ভিতর দেখা যায়। এই আয়োজনের ভিতর দিয়া জেলা কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খাদ্যসংকট সমাধানের উদ্যোগ আজ আর অতিলোভী মহাজন, সরকার বা লুঠওয়ালাদের হাতে নাই। সংগ্রামপন্থীরা তাদের নীতির ভুল এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির সত্যতা বুঝিতে পারিতেছেন। সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় নূতন নূতন কর্ম্মী ও ভলাণ্টিয়ার আগাইয়া আসিতেছেন।

বীরভুম

জেলার খাদ্যসংকটের প্রতি জেলা কর্ত্তৃপক্ষের দারুণ উদাসীনতা জনসাধারণকে খুব অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়াছে। চারিদিকে হাহাকার, খাদ্যাভাবে সাধারণ লোক যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। জেলার কমিউনিষ্ট উদ্যোগী হইয়া খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য গত ২৮শে কর্ম্মীগণ মার্চ্চ সিউড়ীর দীননাথ মেমোরিয়াল হলে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। কংগ্রেস, মুসলিমলীগ, হিন্দু-সভা, কিষাণ-সভা, বণিক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিভিন্ন জায়গা হইতে প্রায় ৮০০।৯০০ প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন।

সমস্ত প্রধান প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া সম্মেলনে একটি জেলা খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে মুসলিম-লীগের মিঃ নূরল আফসার সভাপতি, কংগ্রেসের ডাঃ শরৎ মুখার্জ্জী ও হিন্দু মহাসভার ডাঃ কালীগতি বানার্জ্জী সহকারী সভাপতি এবং কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড জ্যোতির্ম্ময় রায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার পর ৯টী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হুগলী

গত ২রা এপ্রিল কমরেড তিনকড়ি মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে **পাণ্ডুয়া থানায় মারসিট রেনের পারে** একটি বিরাট খাদ্যসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় ৩০০০ হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তৃতা করেন কমরেড পরিতোষ চাটার্জ্জী, বিনোদ দাস, ডাঃ প্রফুল্ল মুখার্জি, মনোরঞ্জন হাজরা, বিষ্ণু মুখার্জ্জি প্রভৃতি। ক্ষেত মজুর, চাষী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি লইয়া একটি 'ফুড কমিটি' গঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ড মারফত সপ্তাহে ২০০০ মণ চাউল দিবার বন্দোবস্ত করার দাবী জানাইয়া সভাস্থলে সহি লওয়া হইয়াছে। ভলাণ্টিয়ারের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৩০ জন।

খাদ্যের দাবীতে ভূখ-মিছিল

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জিলার **তমলুক** অঞ্চলে খাদ্য সংকট ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শাকসব্জী খাইয়া লোকে দিন কাটাইতেছে। চাউলের মূল্য ২৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। এই অসহনীয় অবস্থা দূর করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিয়াছেন এই বিপদে জনগণের পাশে দাঁড়াইতে। গত ১৬ই মার্চ্চ কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণের নেতৃত্বে তমলুক থানার ৬নং ইউনিয়নের ২৩ খানি গ্রামের এক হাজারেরও উপর হিন্দু-মুসলমান নরনারী ভূখ-মিছিল করিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকা সত্বেও তাহাদের সাথে দেখা করে না। উপস্থিত সবাই ইহাতে নিরুৎসাহ হয় নাই—বরং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে সম্মিলিতভাবে এই সমস্যা সমাধান করিতে। ইতিমধ্যেই পোলন্দা ও রাণীচক গ্রামে ২টী খাদ্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গণ দরখাস্ত পেশ করার জন্য খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়ারগণ জনসাধারণের সহি সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ঢাকা

মাণিকগঞ্জ সহরে ও গ্রামে

অতি সঙ্গীন অবস্থা। চাউলের দর অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। গত ২৪শে মার্চ্চ সহরে ১৮৲ টাকা মূল্যের চাউল ২২।০ টাকায় উঠে। জনরক্ষা কমিটি হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হয়। জনরক্ষা কমিটীর সেক্রেটারী স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সমর ঘোষ কয়েকজন ভলাণ্টিয়ার লইয়া চাউল বিলি ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য দোকানের কাছে যান। সাধারণের সংঘবদ্ধ চাপে বণিক-সমিতি জনরক্ষা সমিতির সাথে সহযোগীতা করিতে করিতে রাজী হয়। কিন্তু আমলাতন্ত্র নিজের হাতেই বিলি ব্যবস্থার ভার রাখে। জনসাধারণ এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ২৯শে মার্চ্চ দোকানের সামনে গোলমালের আশঙ্কা দেখা দেয়। কমরেড সমর ঘোষ ধীর ভাবে জনতাকে বুঝাইয়া শান্ত করেন এবং সমবেত জনতাকে লইয়া ভূখ-মিছিল করিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত হন। জনগণের দাবী—জনরক্ষা কমিটির হাতে সমস্ত বিলির ভার দিতে হইবে। সংঘবদ্ধ দাবীর কাছে কর্ত্তৃপক্ষ মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। এখন জনরক্ষা কমিটিই রেশন কার্ডের সাহায্যে চাউল চিনির ব্যবস্থা করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ

গত ২৮শে মার্চ্চ **বহরমপুরে** প্রায় ৫০০০ লোকের একটি ভুখ-মিছিল জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যায়। তাহাদের দাবী ছিল টাকায় ৪ সের চাউল, সস্তা দরের কাপড়, জনরক্ষা কমিটির হাতে চাউল বিলির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ম্যাজিষ্ট্রেট ৭ জন প্রতিনিধির সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করিয়াছেন কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা ইউনিটের সম্পাদক কমরেড সনৎ রাহা। সহরে চাউল কম থাকায় আপাততঃ টাকায় সোয়া তিন সের দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়—এবং ভবিষ্যতে ৪ সের দরে দিবার আশ্বাসও পাওয়া যায়। সমস্ত দলের লোক লইয়া একটি অস্থায়ী 'জনরক্ষা কমিটি' গঠিত হইয়াছে। কমরেড সনৎ রাহা ঐ কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটির নেতৃত্বে এক ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার জন্যই স্থানীয় জনসাধারণ কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির উপর জনসাধারণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে।

বীরভূম জিলায় খাদ্য সংকট অতি চরমে পৌঁছিয়াছে। চাউলের মণ ২০৲ টাকার উপরে। তাও আবার পাওয়া যায় না। গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুর আজ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাইতেছে। **মল্লারপুর, করিধ্যা, মগরী** প্রভৃতি স্থান শত শত জনসাধারণের ভুখ-মিছিল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে খাদ্য দাবী করে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই করিতেছে না, এদের দাবীর জবাবে অতি মামুলী ধরণের কথা বলে—সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই করিতেছে না। সম্মিলিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ দাবীই সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ভাঙ্গিতে পারে—জনগণের সমস্যা সমাধান করিতে পারে। সম্মিলিত খাদ্য কমিটি গড়িয়া তাহার ভিতর দিয়াই আজ আগাইয়া যাইতে হইবে সংকট সমাধানের জন্য।

চট্টগ্রামে মেলার ভিতর প্রচার

আসন্ন জাপানী আক্রমণের সামনে দাঁড়াইয়া বোমা বিধ্বস্ত **চট্টগ্রাম** চুপ করিয়া নাই। যে কোন অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহারা জনগণের মাঝে দেশরক্ষার বাণী পৌঁছাইতেছে, জাতীয় সংকট সমাধানে সবাইকে ডাক দিতেছে, একজোট করিতেছে।

এ বৎসর মন্দাকিনী মেলা উপলক্ষে হাটহাজারী থানায় প্রায় ১২ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে তারাপদ ভট্টাচার্য্য, হরিহর মল্লিক ও গোপাল দে প্রমুখ কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা স্কোয়াড বাহির করেন। স্কোয়াড ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্লোগান দেয় ও গ্রুপ মিটিং করে। ইহার ফলে জনসাধারণের মাঝে উৎসাহের সঞ্চার হয়। ৮৫ খানা পার্টি পতাকা বিক্রি হয়, দু পয়সা, চার পয়সা করে ১৩।০ পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা আদায় হয়।

ফরিদপুরে ব্যাপক খাদ্য-আন্দোলন

জনগণের একতায় সমস্ত বাধা চূর্ণ করো!

ফরিদপুরে দারুণ অন্নসঙ্কট দেখা দিয়াছে। রোজ অনশনে মৃত্যু আর আত্মহত্যার খবর আসিতেছে। চালের দর জায়গায় জায়গায় ৪০৲।৪২৲ টাকায় উঠিয়াছে। শিলাবৃষ্টিতে রবিশস্য নষ্ট হইয়াছে। ক্ষেতে এক দানা ফসল নাই। বাজারে চালের আমদানী বন্ধ। তার উপর গরুবাছুরের ভিতর বসন্তের মড়ক লাগিয়াছে। কণ্ট্রোলের দু' একটা দোকান খোলা হইয়াছে—পুলিশের অকথ্য ব্যবহারে জনসাধারণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমলাতন্ত্রের চরম অব্যবস্থায় চতুর্দ্দিকে লুঠের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভাতের বদলে আলু, থিরাই, গাছের পাতা খাইয়া হাজার হাজার লোক কোন মতে প্রাণ বাঁচাইতেছে। একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশবাসীর জন্য খাদ্য আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণ বুঝিতেছে, একতার পথই খাঁটি পথ। বড় লোকের কাছে হাত পাতিলে, মহাজনের মাথায় লাঠি মারিলে সকলের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে না। সকলকে খাদ্য কমিটির মধ্যে মিলাইতে হইবে; সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণীকে এই পথে টানিতে হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি তাদের দরদ তাই দিন দিন বাড়িতেছে।

খাদ্য কমিটিতে এক হও

ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে। বিলাসখান, হগলী গ্রাম, স্বর্ণঘোষ, কাগদী, কাঠালবাড়ি, মজিদখোলা, বালুচারায় হিন্দু মুসলমানের মিলিত খাদ্য কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠিত হইয়াছে। ধনী মহাজনের বাড়ীতে ধর্ণা দিয়া চাল মিলিবে না, তাদের সমস্ত গ্রামবাসীর স্বার্থে দাঁড় করাইতে হইবে—গরীব গ্রামবাসী একথা বুঝিতেছে। একজন মহাজন যখন বেশী মুনাফার লোভে ধান চালান করিতেছিল, তখন ডিঙ্গামাণিক খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়াররা সেই গাড়ী আটক করে, ঐ ধান কিনিয়া গ্রামবাসীর মধ্যে বিক্রি করে। ইহাতে জনসাধারণ খাদ্য কমিটির জোর বুঝিতে পারিয়াছে। দেড় শতাধিক কৃষক মালব্যের ৩ জন মধ্যবিত্তের বাড়ী যাইয়া খাদ্যের দাবী করে এবং ২ ছালা ধান ও ২০৲ টাকা আদায় করে। আমাদের কর্ম্মীরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাদের বুঝাইয়া বলে যে, এভাবে চালের সমস্যা মিটিবে না। সকলকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে, যাতে এ সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হয়। ইহাতে সকলেই খুব উৎসাহিত হয় ও ঐ টাকা ও ধান গৃহস্থকে ফিরাইয়া দেয়। রামভদ্রপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে একটি মেয়ে পুরুষের ভুখ মিছিল খাদ্যের দাবী জানায়। প্রেসিডেণ্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এ সম্বন্ধে তার পাঠাইতে ও কয়েকজন অভাবগ্রস্তের চৌকিদারী ট্যাক্স কমাইতে রাজি হন। ডামুড্যা বন্দর হইতে চাল আনা ব্যাপারেও চৌকিদার দিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মেয়েরাও পিছাইয়া নাই

২০শে মার্চ্চ ফরিদপুর সহরে ১১ শতাধিক ও ২২শে মার্চ্চ বিলমামুদপুরে সাড়ে ৬ শত লোকের জনসভা হয়। ৫টি খাদ্য কমিটি ও ১টি ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়। ১লা এপ্রিল জেলা হাকিমের কাছে ৫ শত মহিলার একটি ভুখ মিছিল যাইয়া অন্নবস্ত্র দাবী করে। ম্যাজিষ্ট্রেট মামুলি ভরসা দিয়া পুলিশ সাহায্যে সরিয়া পড়েন। স্থানীয় ৪।৫টি দোকানে আমাদের কর্ম্মীরা দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতেছে। ২৬শে মার্চ্চ পালং থানায় ৬ হাজার লোকের এক জমায়েত (মহিলা দেড় হাজার) অন্য জেলা হইতে চাল আমদানীর জন্য সর্ব্বদলের মিলিত একটি কমিটি গঠিত হয়। পরদিন ৮ শত অনশনক্লিষ্ট নরনারীর মধ্যে সাড়ে ৩ মণ চাল বিলি করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব আসিতেছে। ভোজেশ্বরে ২৬শে মার্চ্চ ৪ হাজার লোকের একটি ভুখ মিছিল বাহির হয়। শিরঙ্গলে এক ধনী মহাজন ১ হাজার অনাহারী লোককে মুড়ি খাওয়ায় ও ভোজেশ্বর বন্দরের ব্যবসায়ীরা প্রত্যেককে ১ পোয়া চাল দেয়। নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জনতাকে খাদ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আশ্বাস দেয়। নড়িয়া ও লোনসিংহ, হইতে ৫ শত মহিলার সহিযুক্ত একটি দরখাস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয় ও ৫ শত মহিলার একটি জনসভায় খাদ্যের দাবী জানানো হয়।

৩ হাজার মণ ধান উদ্ধার

খাদ্য আন্দোলনে মাদারীপুরও পিছাইয়া নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণ দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। স্থানীয় খাদ্য কমিটির চাপে মহকুমা হাকিম একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছেন। অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ একজন কমিউনিষ্টকে কমিটির সহসম্পাদকের পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। অথচ কমিউনিষ্টরাই রিলিফ কমিটির সব থেকে উৎসাহী কর্ম্মী বলিয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। জনগণের একতা যত বাড়িবে বিরোধী দলের এইসব বাধা তত চূর্ণ হইবে। গত ২৯শে মার্চ্চ মহকুমা হাকিমের কাছে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে ১০ হাজার লোকের একটি ভুখ মিছিল লইয়া যাওয়া হয়। মহকুমা হাকিম চাল আমদানী ও কৃষিঋণ বিলি সম্বন্ধে আশ্বাস দেন ও চাল বণ্টনের ভার খাদ্য কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন। তারপর তিনি ৫০ মণ ধানের প্রলোভন দেখাইয়া কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধতা ভাঙিবার চেষ্টা করেন। এই সময় অন্যান্য অঞ্চল হইতে আরও ১ হাজার লোকের একটি মিছিল আসে ও আমাদের কর্ম্মীদের উদ্যোগে একটি বিরাট সভা হয়। সভায় প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা নেয়, কখনই জোট ভাঙিতে দিব না। স্থানীয় একজন লীগকর্ম্মীও এই মর্ম্মে বক্তৃতা দেয়। ৩৭শে মার্চ্চ চরমুগরিয়া বন্দরের একটি গোলার খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়াররা ৩ হাজার মণ ধানের সন্ধান করে ও পুলিশের সাহায্যে সেই ধান বাহির করিয়া হাজার হাজার লোকের মধ্যে তাহা ১৫৲ মণ দরে বিক্রির সুবন্দোবস্ত করে।

★ খাদ্য-আন্দোলনে মেয়েরা ★

একতার জোরে দাবী আদায়

বাংলার এই চরম খাদ্য-সংকটের দিনে মেয়েরাও আন্দোলনে আগাইয়া আসিয়াছেন। জেলায় জেলায় ভুখ মিছিল ও সভা করিয়া, আত্মরক্ষা কমিটি গড়িয়া দাবী আদায় করিতেছেন। বস্ত্র-সমস্যা সমাধানে তাঁহারা চরকাকেন্দ্র খুলিতেছেন।

গত ২২শে মার্চ্চ **বাঁকুড়ার** প্রায় ৫ শত মজুর মেয়ে ভুখ মিছিল করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া চাল দাবী করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগকে খাদ্য কমিটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন। একতার জোরে সেদিন সবাই চাল পান। পরদিন প্রায় ৪ হাজার মেয়ে পুরুষদের সাথে একযোগে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালের জন্য হাজির হন। ফলে ২৫শে মার্চ্চ ৪টি সরকারী চালের দোকান খোলা হয় ও এই দোকানে আত্মরক্ষা সমিতির ভলাণ্টিয়াররা শৃংখলা রক্ষা করিবার অনুমতি পান। ১৮ জন মজুর মেয়ে এই আন্দোলনের মাঝে ভলাণ্টিয়ার হইবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন।

বাঁকুড়ার মেয়েরা কাপড় সংকট সমাধানের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাধ্য করিয়াছেন চরকা কেন্দ্র খোলাইতে। বর্ত্তমানে মোট ১৫টি সুতা-কাটার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এক সের সুতার জন্য প্রত্যেক মেয়েকে ১৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে ও ঐ টাকায় যাহাতে ৫ সের চাল পাওয়া যায় তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনপিছু এক সের চাল বিনামূল্যে দেওয়া হয় সাহায্যের জন্য। সুতাকাটুনীদের উপর যাহাতে কোন জুলুম না হয় সেজন্য সমিতির ভলাণ্টিয়াররা নিয়মিত দেখা শোনা করিতেছে।

বাঁকুড়ার মেয়েদের আদর্শে অন্য জিলার মেয়েরাও আগাইয়া আসুন।

রাজসাহীর মেয়েরা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে উৎসাহের সাথেই নামিয়াছেন। পাড়ায় পাড়ায় তাঁহারা প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। গত ২০শে মার্চ্চ আত্মরক্ষা সমিতির সভায় যোগ দিবার জন্য প্রায় ২ শত মেয়ে মিছিল করিয়া আসেন। মোট সাড়ে তিন শত মেয়ে সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করেন—দেশের এই মহাসংকটে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সবাই একযোগে আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তুলিবেন। মেয়েরা শুধু সমিতি গঠনের সংকল্প লইয়াই কাজ শেষ করেন নাই। জনরক্ষা সমিতির সাথে সহযোগে কাজ করিতেছেন। জনরক্ষা সমিতি হইতে নৌকা আটক করিয়া ৮১ মণ চাল, ১৬ মণ ধান ও ৩৬ মণ ভুট্টা আদায় করা হয়। মেয়েরা এই সব খাদ্য বিতরণের কাজে ভালাণ্টিয়ারের কাজ করিয়াছেন।

গান্ধীমুক্তি আন্দোলনে **রংপুরের** মেয়েরা ২৮টি পাড়া বৈঠক করিয়া মেয়েদের ঘরে ঘরে জাতীয় সংকট সমাধানের জন্য নেতাদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন, কংগ্রেস-লীগ একতার বাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ৩০শে মার্চ্চ **নোয়াখালীতে** মেয়েদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা সৌদামিনী সেনগুপ্তা। কমরেড উষা সুর, জ্যোতি দেবী, সুনীতি বসু, সুশীলা মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সহরের পাড়ায় পাড়ায় নারী আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খাদ্য সমস্যা সমাধানে চণ্ডীতলার মেয়েরা

বেহালার নিকট **চণ্ডীতলা গ্রামে** পূর্ব্বে অনেকগুলি ধানের কল ছিল—সেইসব কলে দশ হাজারের উপর নারী ও পুরুষ কাজ করিত। আজ সেই সব কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ফলে সমস্ত শ্রমিকেরাই আজ বেকার। এই অঞ্চলে একটীও কণ্ট্রোলের দোকান নাই। এইসব শ্রমিকেরা ভোর ৪টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত মোমিনপুর বা চেংলার কণ্ট্রোলের দোকানে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াও রীতিমত চাউল পায় না। চণ্ডীতলার নারী ও পুরুষ শ্রমিকেরা বেহালা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া বেহালা অঞ্চলে একটী কণ্ট্রোল দোকান খোলার দাবী করে, কিন্তু চেয়ারম্যান মহাশয় তাহাদের দাবী উপেক্ষা করে। কিন্তু ইহাতে শ্রমিকেরা একটুও দমে নাই—কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ছয়জন নারী শ্রমিক বস্তিতে ঘুরিয়া কণ্ট্রোল দোকানের দাবীর পিছনে সমস্ত শ্রমিককে একতাবদ্ধ করে। গত ২৮শে মার্চ্চ রবিবার চণ্ডীতলায় এই সকল শ্রমিকদের এক সভা হয়—সভায় নারী শ্রমিকেরাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। প্রায় পাঁচ শত নারী ও পুরুষ শ্রমিক সভায় উপস্থিত ছিল। সভায় কমরেড কনক মুখার্জ্জি বর্ত্তমান খাদ্য-সংকট কি ভাবে সমাধান হইতে পারে তাহা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন। শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত করে যে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ চাপের জোরে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষকে বেহালা অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকান খুলিতে বাধ্য করিবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই খাদ্য-সংকট থেকে বাঁচাইতে পারে

চট্টগ্রাম জিলার কেলিসহর গ্রামে খাদ্যসংকট তীব্রতর হইয়াছে। টাকায় এক সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে। টাকা দিয়াও চাউল মিলিতেছে না। অনেকেই মৃতপ্রায়। কেলিসহর জনরক্ষা সমিতি এই বিপদ হইতে গ্রামবাসীদের বাঁচাইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে। কিছু ধান ও টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। সরকারের কাছে চাউল সংগ্রহের লাইসেন্সের জন্য জনরক্ষা সমিতি দরখাস্ত করিয়াছে, কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সরকারের এই নিশ্চেষ্টতায় না দমিয়া গ্রামের উৎসাহী কর্ম্মীগণ সম্মিলিতভাবে এই সংকট হইতে গ্রামকে বাঁচাইবার জন্য সংকল্প নিয়াছেন।

রংপুর জিলায় কুড়িগ্রাম অঞ্চলে চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় কোন দোকানেই চাউল নাই। গ্রাম হইতে যে চাউল আমদানী হইতেছে তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। ইহার উপর সরকার উচ্চহারে কনট্রাক্টরের মারফৎ চাউল কেনায় অবস্থা আরও গুরুতর হইয়াছে। সহরের কয়েকজন প্রতিনিধি খাদ্যসংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য মহকুমা হাকিমের নিকট যান কিন্তু সেখানে সরকারের তরফ হইতেও কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। এই বিপদে সাধারণ লোক আজ বুঝিতে পারিতেছে যে সবাই একজোট হইয়া না দাঁড়াইলে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না।

দেশের বর্ত্তমান সংকটময় অবস্থায় **হাওড়ার বেল কুলাইয়ে** বহুদিনকার গ্রাম্য-দলাদলি কৃষক সমিতির চেষ্টায় মিটিয়া যায়। আশে পাশের গ্রামের চাষীভাইরা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা মিলিয়া 'খাদ্য কমিটি' গঠন করিয়াছে। বেলডুবি ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের কাছে 'খাদ্য-কমিটি' মারফৎ চাউল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য দাবী পেশ করা হয়। ফলে জিলা কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ওখানকার জন্য একশত মণ ধান চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহাতে খাদ্যকমিটির প্রতি জনসাধারণের আস্থা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে এবং কমিটির ব্যবস্থা সবাই মানিয়া নিতেছে।

বগুড়া—এই জিলায় চাউলের বাজার অত্যন্ত চড়া। সহরে ও গ্রামে সরকারী লোকেরা প্রচুর চাউল কিনিতেছে, ফলে সাধারণের অভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, হতাশায় সবাই ম্রিয়মান। এর উপর আবার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে উদাসীন 'খাদ্য সমিতির কর্ম্মীগণ এই বিপদের মধ্যেও দৃঢ়তার সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন—যে কোন উপায়ে সংকটের হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করিতে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা চালাইয়া যাহাতে খাদ্য সমিতি মারফৎ নির্দ্দিষ্ট দামে জনসাধারণের কাছে চাউল বিক্রী হইতে পারে এই বন্দোবস্তের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও রাজী হইয়াছেন, পাকা বন্দোবস্তের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে দেখা করার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে **মাঝিরা** গ্রামে খাদ্য সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ভলাণ্টিয়ারগণ জোর প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। গ্রামবাসীরা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ক্রমশঃ সমিতির পিছনে জমায়েত হইতেছেন।

ইউনিয়নের জোরেই খাদ্য মিলিবে

মজুরের খাদ্যের দাবী আদায় হইতে পারে একমাত্র ইউনিয়নের জোরে। কিন্তু শুধু কোনো রকমে একটা ইউনিয়ন খাড়া করিয়া রাখিলে বা দু-একজন কর্ম্মীর উপর ভরসা করিয়া থাকিলে, সে ইউনিয়ন মালিককে বাধ্য করিতে পারে না মজুরের দাবী পূরণ করিতে। মালিক যতক্ষণ দেখে যে মজুরের জোর মজুরের মধ্যে নয়, অন্য লোকের মধ্যে, ততক্ষণ মজুরদের দাবী অস্বীকার করিবার বা জুলুম করিবার সাহস তার থাকে। কিন্তু যেখানেই মজুররা সংগঠনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে লইয়া নিজেরাই আগাইয়া গিয়া কাজ করে, তখন মালিক মজুরের একতা দেখিয়া ভয় পায়, দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হয়। এইরকম জোরালো ইউনিয়ন যেখানে, সেখানে ইউনিয়নের সভ্য হইবার জন্য কাকেও ছাঁটাই করিতেও মালিক সাহস করে না। তাই মজুরদের আজ এই রকম জোরালো ইউনিয়নই তৈরী করিতে হইবে—যার মধ্যে কাজের দায়িত্ব লইবে মজুরই, নেতৃত্ব করিবে মজুরই, একতা গড়িবে মজুরই। মজুরের এই একতা সমস্ত জনসাধারণকে আজ একতাবদ্ধ করিবে, তখন মজুরের খাদ্যের দাবীই যে শুধু পূরণ হইবে, তা নয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে মজুরের অধিকারও কায়েম হইবে। দেশরক্ষা ও জাতীয় সরকারের বনিয়াদ তৈরী হইবে।

দাবী পূরণের বদলে
ইউনিয়ন সেক্রেটারী বরখাস্ত

(বেঙ্গল কোল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ভিক্টোরিয়া ওয়েষ্ট শাখার সম্পাদক কমরেড রমেশচন্দ্র দেকে ১লা এপ্রিল কোনো কারণ না দেখাইয়াই কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।) কমরেড রমেশের একমাত্র দোষ এই যে তিনি শ্রমিকদের প্রিয় কমিউনিষ্ট নেতা। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ উৎপাদনের জন্য প্রচার করিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছিলেন।

(এই কলিয়ারীর অবস্থা যে কত শোচনীয় তা তাদের মাহিনার হার দেখিয়াই বুঝা যায়। অধিকাংশ মজুরের গড়পড়তা মজুরী দৈনিক পাঁচ-ছয় আনা, স্ত্রী-মজুরদের ২।৩ আনা। যুদ্ধের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো মাগগী ভাতা দেওয়া হয় নাই। সপ্তাহে ৬ সের চাউল ব্যতীত কোনো খাদ্য সরবরাহ করা হয় না।) বাজারে সমস্ত জিনিষের দাম এত বেশী যে গরীব মজুরদের পক্ষে তাহা খরিদ করা একরূপ দুঃসাধ্য। চাল বর্ত্তমানে টাকায় পৌনে দু সের মাত্র। কোনো কার্য্যকরী এ-আর-পি ব্যবস্থা নাই। জলের ব্যবস্থাও অত্যন্ত সামান্য।

দেশরক্ষা ও যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে মজুররা এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য কমরেড রমেশের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। (জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মজুররা রসদ ও পোষাক সরবরাহ, এ-আর-পি ব্যবস্থা প্রভৃতির দাবী করিয়া সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিকট এক গণদরখাস্ত পাঠায়। ইহার কোনো উত্তর না পাওয়ায় মজুররা পরে দুই দুইবার আগের দরখাস্তের কথা স্মরণ করাইয়া নূতন দরখাস্ত দেয়। কিন্তু কোম্পানী এই সব দরখাস্তের আজ পর্য্যন্ত কোনো জবাব দেয় নাই। জবাব আসিল তাদের নেতার বরখাস্তে।)

(৩রা এপ্রিল ১০ জন শ্রমিকের এক প্রতিনিধি দল ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্ট কমরেড অবলা সিংহের নেতৃত্বে নিজেদের অভাব অভিযোগ ও রমেশের বরখাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ম্যানেজারের নিকট গিয়াছিল। ম্যানেজার তাহাদের কথা শুনিতে অস্বীকার করে) এবং অফিস হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেয়। (উপরন্তু কমরেড অবলা সিংকেও বরখাস্ত করা হইল বলিয়া জানাইয়াছে। এইখানেই শেষ নয়। ৩রা এপ্রিল লেবুরামকে, ৪ঠা এপ্রিল আবদুল আজিজকে ও ৬ই এপ্রিল ঠাকুর সিং ও মোহন রত্তিকে বরখাস্ত করা হয়।)

মজুররা মালিকের এই প্রকার জুলুমে হতাশ তো হয়ই নাই, বরং তাদের দৃঢ়তা আরও বাড়িয়াছে। তাদের প্রতিজ্ঞা—তাদের কমরেডদের কাজে ফিরাইয়া নিতেই হইবে। তাদের দাবী পূরণ করিতেই হইবে।

মানিকতলা মজুরদের জয়—
মাগ্‌গী ভাতা ও চাউল আদায়

মজুরদের ইউনিয়ন এখানে খুব জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিয়নের দাবীর ফলে মজুরদের মাসিক ৯৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা আদায় হয় ও চাল-ডালের জন্য মিলে দোকান খোলা হয়। কিন্তু এই দুই বিষয়েই এখনও অনেক অব্যবস্থা আছে। সকলকে সমান রেটে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হয় না। চালের দামেরও কোনো ঠিক নাই। কখনও ১৫৲ টাকা মণ, কখনও আরও বেশী দরে চাল বিক্রী হইতেছে। সম্প্রতি মিল কর্তৃপক্ষ চালের দর বাড়াইয়া ১৮ টাকা দশ আনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মজুররা সমবেত ভাবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে গিয়া প্রতিবাদ জানায় এবং তার ফলে সাড়ে বারো টাকা দর ঠিক হয়। এই দাবীর ফলে ম্যানেজার কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুরদের সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

দাবী আদায়ের জন্য ইউনিয়নকে
জোরালো কর

(গত ৩১শে মার্চ্চ **লোথিয়ান মিলের** প্রায় আড়াই হাজার মজুর ম্যানেজারকে ঘিরিয়া ধরিয়া দাবী জানায় যে তাদের ১৫ সের চাল, ১৫৲ মাগ্‌গী ভাতা ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় চাই।) তারা বলে যে যদি কোম্পানী বাজারে চাল না পায়, তা হইলে 'মজুরদের সাথে একযোগে সরকারকে চাল সরবরাহের জন্য চাপিয়া ধরুক এবং চাল সরবরাহ না করা পর্য্যন্ত চলতি বাজার দরে ২০ সের চাল কিনিতে যত টাকা লাগে, তা দিক।' ম্যানেজার এই দাবী স্বীকার করা দূরে থাক, মজুরদের সঙ্গে অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করে। ইহার প্রতিবাদে মজুররা হেড অফিসে এক গণ দরখাস্ত পাঠায়।

(ঐ একই দিনে ক্যালিডোনিয়ান মিলের মজুররাও ম্যানেজারের কাছে গিয়া ঐ দাবী জানায়।) কিন্তু ম্যানেজার কিছুই করিতে রাজী নয়। মজুররা ইহাতে দমিয়া যায় নাই। তাদের শ্লোগান—দাবী আদায়ের জন্য সকলে ইউনিয়নের মেম্বর হও। মিলে মিলে উক্ত দাবীর পিছনে গণ সহি জোগাড় করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ৩ হাজার সহি জোগাড় হইয়াছে।

জনসাধারণের দাবীর জন্য
মজুররা আগাইয়াছে

বজবজের মজুর শুধু নিজের দাবীর জন্যই লড়াই করিতেছে না। গত সপ্তাহে ২।৩ শত মজুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট যায়। এই বক্তব্য জানায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশরক্ষার জন্য মজুরদের দাবী যাহাতে স্বীকৃত হয়, তার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে চেষ্টা করিতে হইবে—সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া খাদ্য কমিটী গড়িতে হইবে এবং জনসাধারণের জন্য সরকারী দোকান খুলিতে হইবে। মজুরদের এই দাবীর ফলে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ মিটিং ডাকিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বাধ্য হয়।

খাদ্যের দাবীতে
সৈয়দপুরের মজুররা

গত ২৪শে মার্চ্চ ২০০০ রেল মজুরদের স্বাক্ষর লইয়া একটী গণদরখাস্ত দেওয়া হয় কারখানার বড় সাহেবের নিকট। এই দরখাস্তে সরকারী দোকান খোলার ও মাগ্‌গী ভাতার দাবী করা হইয়াছে। সহরে ফুড কমিটীর কাজের সঙ্গেও মজুররা যোগ রাখিয়াছে। মজুররা দল বাঁধিয়া মাড়োয়ারী ও দোকান কমিটীর কাছে চালের দাম কমানোর দাবী করে। তার ফলে চালের দর ১২॥০ টাকায় নামাইতে দোকানদার বাধ্য হয়। পরে আবার চালের দর লইয়া গোলমাল হয়। দোকানদার বেশী দাম হাঁকে। মজুররা একযোগে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে টেলিগ্রাম করে। তার ফলে এনকোয়ারী হয় এবং আবার ১২॥০ টাকা দর ধার্য্য হয়।

রাজসাহীর ধাঙ্গড়দের জয়

রাজসাহী সহরের মিউনিসিপালিটীর অধীনে ৩০০ শত মেথর ও ঝাড়ুদার কাজ করে। এদের মাহিনা অত্যন্ত কম। মাহিনা বাড়াবার দাবীতে তারা বার বার দরখাস্ত করিয়াও ফল পায় নাই। তখন ১৫০ জন মজুর দলবদ্ধ ভাবে চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থিত হয়। চেয়ারম্যান তাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাইতে বলে। মজুররা সরাসরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া দাবী জানায়। ম্যাজিষ্ট্রেট মজুরদের দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর মিউনিসিপালিটী হইতে রাস্তায় চাল ডাল প্রভৃতি সরবরাহের জন্য দোকান খোলা হয়।

সূতা কলের মজুরদের দাবী
খুলনার প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলের

মজুররা ২৫০ জনের স্বাক্ষর লইয়া একটী গণদরখাস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইল। তাদের দাবী: টাকায় ১২ আনা মাগগীভাতা, কণ্ট্রোল রেটে চাউল সরবরাহ, মাসিক ৫৲ যুদ্ধভাতা। দরখাস্ত দেওয়ার পর প্রায় ১০০ মজুরের এক ডেপুটেশন কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়া হাজির হইল এবং তাদের দাবী জানাইল। কর্তৃপক্ষ মজুরদের একতা দেখিয়া তাদের দাবী পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

রেলওয়ে মজুরদের দাবী
আদায়

ঢাকার রেলওয়ে মজুররা গত ২৯শে মার্চ্চ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করিয়া জানাইল যে তাদের জন্য ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করিতে হইবে। এই দাবীর চাপে ৩০শে মার্চ্চ মজুরদের জানান হইল যে তারা প্রত্যেকে ১২।৵০ হারে প্রতি সপ্তাহে দশ সের চাউল পাইবে।

মজুর-একতা নষ্ট হইবে না

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কাপড়ের কলের মজুররা ঢাকা টেকসটাইল ইউনিয়নের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ। এই ইউনিয়নের জোরে তারা তাদের দাবী আদায় করিয়াছে। ইউনিয়নের জোর দেখিয়া এখন স্বার্থান্বেষী লোকেরা চেষ্টা করিতেছে রাতারাতি দালাল ইউনিয়ন তৈরী করিয়া মজুরদের একতা নষ্ট করিতে। কিন্তু মজুররা এই অপ-চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দালাল ইউনিয়ন মজুরদের আসল দাবী কখনই পূরণ করিতে দিবে না—ইহা সকল মজুরই বুঝিয়াছে।

মজুররাই জনগণের একতা
গড়িতে পারে

বালিগঞ্জের নিকটে তারাবাগান বস্তির ২০০ মজুরের (ভারতীয় ষ্টীল কোম্পানীর) সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে স্থানীয় অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের লইয়া মিলিত জনরক্ষা কমিটী গঠিত হয় এবং তাহার মধ্যে অনেক দোকানদার পর্য্যন্ত যোগ দেয়। এই কমিটীর তরফ হইতে একটী গণদরখাস্ত করা হয় টিউবওয়েল, সেণ্টার ও চাউলের দোকানের দাবী লইয়া। এই চেষ্টার ফলে সেখানে একটা টিউবওয়েল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দাবী আদায়ের দিক দিয়া ইহা খুব সামান্যই বটে, তবু এই দৃষ্টান্ত সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

ধাঙ্গড়দের সভা

৩রা এপ্রিল কাশীপুরের ধাঙ্গড়, মেথর ও টালার শ্রমিকদের এক সভা হয়। মেয়ে মজুররাও সভায় উপস্থিত ছিল। সকলে ইউনিয়ন গঠন করিতে উৎসাহী হয়।

সঙ্ঘবদ্ধতার জোরে
বিরোধ মিটিল
কালীঘাট হোসিয়ারী কারখানার

শ্রমিক এবং মালিকদের ভিতর কিছুদিন যাবৎ একটা বিরোধ চলিতেছিল। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কমরেড আবদুল মোমিন ও কমরেড নীরদ চক্রবর্ত্তীর মধ্যস্থতায় গত ৭ই এপ্রিল নিম্নলিখিত সর্ত্তে তাহা মিটিয়া গিয়াছে।

১। মজুরের সর্ব্বনিম্ন বেতন মাসিক ১৫৲ টাকা ধার্য্য হইল।

২। সম্প্রতি যে সমস্ত মজুরের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বহাল থাকিল এবং যাহাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় নাই তাহাদের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

৩। সমস্ত মজুরের শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে বোনাস ধার্য্য হইল। গত মার্চ্চ মাস হইতে এই বোনাস দেওয়া হইবে।

৪। ইহা ছাড়া, 'ডিরেক্টর অব সাপ্লাই' এর নিকট হইতে চাউল সরবরাহ হইলেই নির্দ্ধারিত মূল্যে মজুরদের চাউল দেওয়া হইবে।

ছাঁটাই বন্ধ করো

হনুমান জুটমিলে কয়েক জন মজুরকে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করিলে তাহারা লেবার কমিশনারের কাছে অভিযোগ করে। তিনি কোম্পানীকে লিখিলে জবাব দেওয়া হয় যে উক্ত মজুরগণকে ডিসমিস করা হয় নাই। তাহারা কাজ করিতে আসিলেই কাজ দেওয়া হইবে। তদনুসারে তাহারা গত ৫ই এপ্রিল মিলে উপস্থিত হইলে, মালিক পুনরায় বলিয়াছে যে তাহাদের কাজে লওয়া হইবে না। নির্দ্দোষ মজুরকে লইয়া এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহারের অর্থ কি? ইহার পর আরও কয়েক জনকে ঠিক এইভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। আমরা এই বিষয়ে লেবার কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চালের দর কমাইতে হইবে

কিছুদিন পূর্ব্বে **রেজাক হোসিয়ারীর** মালিক ও মজুরের ভিতর ইহা স্থির হয় যে সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে শ্রমিকগণকে চাউল সরবরাহ করা হইবে। সর্ত্ত অনুযায়ী কয়েক সপ্তাহ চাউল দেওয়া হইতেছিল। তাহার পর হঠাৎ মালিক পুনরায় দাম বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউলও দেওয়া হইতেছে না। উপরন্তু এই সপ্তাহ হইতে চাউলের দর বাড়াইয়া ১৮।০ করা হইয়াছে। মজুররা দাবী করিতেছে যে হয় চাউলের দর কমাইয়া পূর্ব্ব দর ৯।৵০ করা হউক আর না হয় মাগগী ভাতা বাড়াইয়া ডবল করা হউক। এই দাবী আদায়ের জন্য মজুরেরা নিজেদের ইউনিয়নের জোর বাড়াও।

আলোচনা

এই ধান চাউল কোথায় যায়?

৬ই এপ্রিল বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক বিবরণে বলা হইয়াছে যে "বর্ত্তমানে কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইতেছে এবং হইতে থাকিবে।" দেশবাসী জানিতে চায় যে ইহা যায় কোথায়? কলিকাতায় যে কয়টি সরকারী চাউলের দোকান আছে তাহার সংখ্যা বাড়ে নাই। দোকানের সম্মুখে কিউ লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলিকাতার বাজারে এখনও চাউলের দর পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা মণ, গরীব মানুষ একটি দানাও বেশী চাউল পাইতেছে না। মফঃস্বলের জেলায় জেলায় হাহাকার উঠিয়াছে। বাংলার যেখানেই যাও, চাউলে হাত দিলেই ২০৲ মণ দর দিতে হইবে।

সরকারী প্রেস নোটে মানুষের পেট ভরিবে না, সরবরাহের ব্যবস্থা যদি না হয়, আমদানির ঢাক পিটাইয়া লাভ কি? বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের একজন কমিশনার বিচারপতি মিঃ ব্রঞের বিবৃতেই জানা যায় যুদ্ধের আগে ভারতে ২৯৫ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইত, বর্ম্মা হইতে আসিত মাত্র ১৫ লক্ষ টন বা শতকরা ৪ ভাগ। মাননীয় বিচারপতি বলিয়াছেন বর্ম্মার আমদানি বন্ধ হওয়ায় এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি করায় অতি সামান্য চাউলই কম পড়িবার কথা, "ইহাতে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না।" দেশে যে ধান চাউল আছে তাহা যে ভাবে উধাও হইতেছে, নূতন আমদানি যাহা আসিতেছে তাহাও ত সেই ভাবেই উধাও হইতে পারে। শুধু আমদানি করিলেই চলিবে না, সরবরাহের ব্যবস্থা চাই, দেশের প্রত্যেক নরনারী যাহাতে উহা পায় তাহার গ্যারাণ্টি চাই। খাদ্যের একটি কনাও যেন মজুতকারীর হাতে না পড়ে তা বে-সরকারী মজুতকারীই হউক আর সরকারী মজুতকারীই হউক।

কে কাহার সঙ্গে
সহযোগিতা করিবে

বিচারপতি ব্রঞ বলিয়াছেন এখন বাংলার সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ধান, চাউল এবং গম পাওয়া যাইবে এবং অসাধু মজুতকারীকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হইবে। মাননীয় বিচারপতি দেশবাসীর উপর কেবল একটি শর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন—"ন্যায্য ও কার্য্যকরী বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য, দুর্নীতি ও অসাধুতা দেখিতে পাইলেই তাহা নির্ম্মূল করিবার জন্য এবং ভারতের জন্য যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য আপনাদের নিজস্ব গভর্ণমেণ্টকে সততা ও উদ্যমের সহিত সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাদিগের সহায়তা করিতে হইবে।"

মাননীয় বিচারপতি অন্ধও নন, অজ্ঞও নন কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দপ্তর হইতেই তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেই দপ্তরের এক খাতায় লেখা আছে 'সাধারণের সহযোগিতা পাই না'; অন্য খাতায় লেখা আছে 'খাদ্য-বণ্টনের ক্ষেত্রে পুলিশ এবং সিভিক গার্ডই যথেষ্ট, কোন জনসংগঠনের কোন ভলাণ্টিয়ার সাহায্য করিতে আসিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা চলিবে।' বিচারপতি ব্রঞের দোষ নাই, রেডিওতে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছিল, তিনি যাহা বলা উচিত তাহা বলিয়াছেন, জনগণের সহযোগিতা চাহিয়াছেন। কিন্তু যাহা করা উচিত তাহা বলার আবশ্যকতা ছিল না কারণ আমলাতন্ত্র তাহা করিবে না। জনগণের সাথে আমলাতন্ত্র সহযোগিতা করিতে চায় না যতক্ষণ না একতাবদ্ধ জনসমাবেশের জোরে সে সহযোগিতা করিতে বাধ্য হয়।

আমলাতন্ত্র কি করিতেছে?

৬ই এপ্রিলের প্রেস নোটে আরও বলা হইয়াছে—'রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ এই তিনটি এলাকায় ধানচাউল চলাচলে কোন বাধা থাকিবে না। তবে বিনা লাইসেন্সে দার্জ্জিলিং জেলা, চট্টগ্রাম জেলা এবং কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল হইতে কোনরূপ রপ্তানি চলিবে না।' ধান, চাউল ও গম প্রচুর আমদানী হইতেছে সুতরাং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যের হুকুম মিলিল। অতিরিক্ত মুনাফাখোর অসাধু মজুতকারী ইহাতে খুসীই হইবে। এতদিন আমলাতন্ত্র উহাদের কেনাবেচা বন্ধ করিয়া নিজেরা কিনিয়া মজুত করিতেছিলো, এখন আমদানি বাড়িয়াছে সুতরাং উহারাও কিনিয়া মজুত করুক, পারে ত অতিরিক্ত মুনাফাও করুক। সাধারণ লোকে খাদ্য পাইবে কি করিয়া? তাহার ব্যবস্থা কই? সে ব্যবস্থা করিতেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি, তাহার ভলাণ্টিয়ারবাহিনী এবং সর্ব্বদলের মিলিত জনরক্ষা কমিটি। ইহারা অতিরিক্ত মুনাফাখোর এবং মজুতকারীদের উপর কড়া নজর রাখিয়া তাহাদের অসুবিধা ঘটাইতেছিল। সুতরাং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। 'ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সহরের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্টের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে তাঁহারা চাউল খরিদ, বিক্রী এবং আমদানি রপ্তানির ব্যাপারে যেন কোন রকমে হস্তক্ষেপ না করেন, যদি তাহা করেন তবে তাঁহাদিগকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হইতে পারে।' (অমৃতবাজার, ৯ই এপ্রিল)। রংপুর জেলায় ৬ জন কমিউনিষ্ট নেতাকে অন্তরীন করা হইয়াছে, তমলুকে ১৩ জন কমিউনিষ্টকে এই সেদিন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কয়জন অতিরিক্ত মুনাফাখোর বা অসাধু মজুতকারীকে অন্তরীন করা হইয়াছে, দীর্ঘ মেয়াদে জেল দেওয়া হইয়াছে—এমন খবর আমরা কোথাও পড়ি নাই।

আমলাতন্ত্রের এই নীতিকে ব্যর্থ করিতেছে কমিউনিষ্টরাই। খাদ্য আন্দোলন এবং খাদ্যের ঐক্য দেশে যে জনশক্তি সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই প্রভাবে আজ "প্রচুর ধান চাউল আমদানি হইতেছে." তাহারই প্রভাবে কাল জনগণের মধ্যে উচিত দামে উহার সরবরাহের ব্যবস্থাও হইবে।

কাপড়ের দশাও
ভাতের মতই

বম্বে মিল মালিক সমিতির বিদায়ী সভাপতি মিঃ কৃষ্ণরাজ বলিয়াছেন ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৪০০ কোটি গজ কাপড় তৈরী হইয়াছে, গত বৎসর হইয়াছিল ৪৫০ কোটি গজ। আমলাতন্ত্র ও কলের মালিকেরা যে নীতিতে উৎপাদন বাড়ায় তাহার ফলে ৫০ কোটি গজ কাপড় কম তৈরী হইয়াছে। বিপজ্জনক এলাকা ছাড়িয়া বোমার ভয়ে মজুরেরা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় এবং ধর্ম্মঘটের ফলে উৎপাদন কমিয়াছে। অথচ মাগগী ভাতা চাহিয়া চাহিয়া মজুরেরা হয়রাণ হইলেও মাগগী ভাতা মেলে না, যদিও কলের মালিক মুনাফা লুঠিতেছে দেদার। বোমার বিপদ হইতে মজুরদের বাঁচাইবার জন্য উপযুক্ত আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা হয় না, শিল্পঅঞ্চলে মজুরদের পুরা খাদ্যও জুটিতেছে না। মজুরদের সম্পর্কে এই দুর্ব্যবস্থা এবং দুর্ব্যবহার যদি না থাকিত তবে ৫০ কোটি গজ কাপড় কম তৈরী না হইয়া ৫০ কোটি গজ বেশী তৈরী অনায়াসে হইতে পারিত। অথচ আমলাতন্ত্রের থিওরী হইল মজুরদের যদি মাগগী ভাতা দেওয়া হয় তবে কাপড় চোপড়ের দাম আরও বাড়িবে। মিল মালিক সমিতির নূতন সভাপতি মিঃ চন্দভারকর ইহার জন্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া সরকারকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। যার ব্যথা সেই বোঝে, ঝাঁকের পাখী ঝাঁকেই ওড়ে। তাই আমরা দেশবাসীকে ডাকিয়া বলি, নিজেদের অভাব দূর করিবার জন্য নিজেরা একতাবদ্ধ হও, জাতীয় একতার জোরে মজুরদের দাবী আদায় করিয়া দাও, উৎপাদন বাড়াও।

একতার পথে বাধা কি?

বাংলার গভর্ণর সার জন্ হারবার্ট হক সাহেবের নিকট হইতে পদত্যাগ পত্র আদায় করিবার পর ৯৩ ধারা অনুযায়ী স্বৈরশাসন চালাইতেছেন কিন্তু বাংলার বিভিন্ন দল সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য একত্র হইতে পারেন নাই। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড বলিতেছেন—হক সাহেবকেই ডাক, তিনিই অধিকাংশের শ্রদ্ধাভাজন, তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব না দিলে ৯৩ ধারার অবসান ঘটিবে না। আজাদ পত্রিকা ও মর্ণিং নিউজ বলিতেছেন—সার নাজিমুদ্দিনকেই ডাক, তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব গঠন করিতে না বলিলে ৯৩ ধারার অবসান ঘটিবে না। হক পার্টি ১০৯ জনের সহি সংগ্রহ করিয়াছেন, সংখ্যা নাকি আরও বাড়িয়াছে। সুরাবর্দ্দি সাহেব বলিয়াছেন—আমাদের সমর্থকের সংখ্যা ১৩৩। এই দুনো পাল্লার মধ্যে একতার আহ্বান থৈ পাইতেছে না। অথচ কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা সকলেই চান সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব। তবু তাঁহারা একতাবদ্ধ হইতে পারিতেছেন না কেন? কেন তাঁহাদের জেদ বিরোধ আমলাতন্ত্রের হাতে চাবিকাটি ছাড়িয়া দিল?

মুসলিম লীগ পত্রিকা মর্ণিং নিউজ ৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় বলিয়াছে "আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য যাহাই থাকুক, বাংলার সর্ব্বসাধারণ আশা করে যে বাংলার জনগণের হাতে বাংলাদেশ ফিরাইয়া আনিতে হইবে এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অবিলম্বে ৯৩ ধারার অবসান চাই" মর্ণিং নিউজের এই উক্তি প্রত্যেক স্বদেশ সেবীরই যুক্তি। লীগ পত্রিকার এই উক্তি প্রমাণ করে যে আজ আমাদের সোনার বাংলা একতার অনেক কাছাকাছি আসিয়াছে। কিন্তু তবু নেতাদের মনে বিশ্বাস আসে নাই। অমৃতবাজার লীগকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে—সার নাজিমুদ্দিন ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া রুজভেল্ট-চার্চ্চিলের মত যুদ্ধ ও শান্তির লক্ষ্য ঘোষণা করুন, তারপর দেখি তাহার প্রতিক্রিয়া কি হয়। আজাদ ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে "আমরাই বাংলা এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চের আমরাই হ্যামলেট" এই ধুয়া ছাড়িয়া "প্রস্তাবিত লীগ মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করা উচিত"।

একতার জন্য সবাই ব্যগ্র তবু একতা প্রতিষ্ঠিত হয় না কেন? কারণ কোন দল নিজের দলগত স্বার্থ ছাড়িয়া জনগণের ভাতকাপড়ের জন্য সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠনে রাজী নয়। বাংলার নরনারী একজোট হইয়া সকল দলের নেতাদের কাছে দাবী কর—সংকীর্ণ দলগত স্বার্থ ছাড়িয়া সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠনের জন্য একতাবদ্ধ হও, আমাদের ভাত কাপড়ের জন্য লড়ো, ৯৩ ধারার অবসান ঘটাও।

কিশোর বাহিনীর সমাবেশ

আগামী ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন হলে বৈকাল সাড়ে চারটায় কিশোর বাহিনীর সমাবেশ হইবে। কিশোররা দলে দলে যোগ দাও।

কিশোরের চিঠি

জনযুদ্ধ সম্পাদক

আমরা একটি বালক সমিতি খুলেছি। তার ২৪ জন সভ্য হয়েছে, অধিকাংশই মুসলমান চাষীর ছেলে। ২।১ মাসের মধ্যেই আশা করি ৫০ জন সভ্য করিতে পারিব। আমাদের ৯টি নিয়ম আছে। তার ভিতর প্রধান ৩টি হইতেছে (১) সকলের ভিতর ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখা (২) দেশ বিদেশের খবর রাখা (৩) কোনরকম নেশা না করা।

আমাদের বাসায় পিপলস ওয়ার ও জনযুদ্ধ আসে কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না। জনযুদ্ধে আমাদের মত লেখা চাই।

ইতি, বাবুল

বাগুয়া, রংপুর

দরিদ্র দিবস

চট্টগ্রামে খাদ্য-সংকট পীড়িত বুভুক্ষু জনসাধারণের সাহায্যের জন্য ছাত্র ফেডারেশন হইতে দরিদ্র দিবস পালন করা হয়। গত ২৬শে মার্চ্চ পটিয়া থানার কচুখাই ইউনিয়নে এই দিবস পালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এইদিন উপবাস করিয়া তাহাদের একদিনের খাবার দান করে। জনসাধারণের মাঝেও ইহাতে সাড়া পড়িয়া যায় এবং অনেকেই খাদ্য ও বস্ত্র দান করে। এই দিন ছাত্ররা মিছিল করিয়া জনসাধারণকে খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন করে।

১লা এপ্রিল কেলিসহরে দরিদ্র দিবস পালিত হয়। সকালে ছাত্রদের শোভাযাত্রা সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া চাল সংগ্রহ করে, ২টি স্কোয়াড ঘরে ঘরে যাইয়া প্রচার করে।

ছেলে-মেয়েদের নতুন বই
সোভিয়েটের
কিশোর বীরদের
কাহিনী
সোমনাথ লাহিড়ী সম্পাদিত
দাম—চার আনা
ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী
★
পড়ার আর একটা বই
লেনিন
যতীশ দাশশর্ম্মা : দাম ৷৵০

Regd. No. C. 2836
Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020
JANAYUDDHA

★★ অগ্রণী শিল্পীর দল ★★

একেকটি ছবিই একেকজন প্রচারক

গোপন যুগের অনভ্যস্ত অক্ষরে কমিউনিষ্ট শিল্পীর হাতে খড়ি। অদৃশ্য হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষর দেয়ালের গায় ক্রমে রূপবান্ হইয়া উঠিল। তারপর আসিল দেশরক্ষার ডাক। শিল্পীর দেশপ্রেম প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিলো। ফ্যাশিষ্টদের বর্ব্বরতা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সাম্রাজ্যবাদীর অন্ধতা ছবির এলাকায় আসিল। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রাণহীন জনগণদ্রোহী বিজ্ঞাপন নয়, এ ছবি জনগণের জীবন ও সাধনার কথাচিত্র। শিল্পী হইল দেশরক্ষার সৈনিক। হাটে, মেলায়, সম্মেলনে ছবির প্রদর্শনী খুলিল। বাংলার জেলায় জেলায় শিল্পী আগাইয়া আসিল। দেশরক্ষার যুদ্ধে মজুর, তার শ্রম, তার কর্ম্মিষ্ঠতা লইয়া আগাইয়া আসিল, দেশপ্রেমিক শিল্পী আসিল তার শ্রম ও শিল্পনৈপুণ্য লইয়া। শিল্প হইল জীবনের সুহৃদ্।

আরো ছবি! আরো প্রদর্শনী!

এবার প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের একত্র করিল। ৪৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ছবির প্রদর্শনী হইল। এবারে প্রদর্শনীর স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখা গেল। লেখার চেয়ে ছবির পোষ্টার অনেক বেশী। নদীয়ার মাটির পুতুল প্রচার শিল্পে এক নতুন অধ্যায় আনিল। এ ছাড়া প্রাচীর পত্রের প্রদর্শনীও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হইয়াছিল। সকলের চোখ পড়িয়াছিল খবরের কাগজে লেখা পোষ্টারগুলির উপর। কাগজ ও রং-সঙ্কটের দিনে ছাপা কাগজের পটভূমিতে হলুদ আর কালিতে লেখা জ্বলন্ত অক্ষর—ইহাতে শুধু বাধা জয় করার পরিচয়ই নয়, শিল্পীর গভীর দৃষ্টির সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। সেদিন যাঁরা ছবি দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁরা বুঝিয়া গিয়াছেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির প্রত্যেক বিভাগে তার নেতৃত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই সেদিন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্করহিত দর্শকদের কাছেও শিল্পীর চেয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিই বেশী স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্যই পঞ্চম-বাহিনীর লোক প্রদর্শনী পণ্ড করিবার জন্য হীন প্রচারে তৎপর হইয়াছিল। আমাদের ছবির প্রদর্শনীই তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়াছিল। দেশপ্রেমিক দর্শকেরা যাবার সময় বলিলেন, এই রকম আরো ছবি, আরো প্রদর্শনী চাই।

সোভিয়েটের ছবি আমাদের প্রেরণা

প্রদর্শনীতে সোভিয়েট ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল। শিশুদের উপর নাৎসীদের অত্যাচার ফ্যাশিজম সম্বন্ধে অন্ধ দর্শককেও ঘৃণায় উদ্বুদ্ধ করিল। অন্যদিকে সোভিয়েট শিশু-পালনের আদর্শ ব্যবস্থা। সমস্ত ছবিগুলির মধ্যে প্রতিরোধের বলিষ্ঠ সংকল্প। অন্য সব ছবির মধ্যে বেশীর ভাগই কমরেড চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের আঁকা। ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর প্রতিরোধ শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের একটি পথ—জাতীয় ঐক্য। আজকের খাদ্য সমস্যা, দমননীতি ইত্যাদি হইতে দেশের ৪০ কোটি লোককে বাঁচাইবার ইহাই যে একমাত্র পথ—প্রত্যেকটি ছবিতে এই ধ্বনি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কমরেড চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল এক একটি কশাঘাত। কলিকাতা ছাত্রফ্রন্টের প্রাচীরপত্র দুইটি খুবই উন্নত ধরণের হইয়াছিল। নদীয়ার সচেতন শিল্পীদের মাটির কাজ বাংলা দেশের প্রচারশিল্পে সম্পূর্ণ নূতন। স্থানীয় শিল্প ঐতিহ্যের এই নূতন বিকাশ সহজ পথেই আসিয়াছে। আজকের নূতন চেতনা যে জনগণের হৃদয়ে সাড়া পাইতেছে। নূতন লোকশিল্পে তাহারই স্বাক্ষর। জাপ বোমায় বিধ্বস্ত চাষীর বাড়ী, নিহত মা ও শিশু আর আহত পিতার করুণ মূর্ত্তি—সমস্ত মিলিয়া এক জীবন্ত ছবি। ইহার মধ্যেই দেশরক্ষার মূর্ত্ত আবেদন—এক হও!

শিল্পের দ্বার অবারিত কর!

গণ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন শিল্প আজ চারিদিকে ধুঁকিয়া মরিতেছে। সাধারণের কাছে শিল্পের আবেদন সহজ করিয়া তুলিতে হইবে। তুলি যেমন রং ছাড়া নিরুপায়; শিল্পীও তেমনি গণজীবনকে বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। আজ সেই যোগাযোগ সহজ ও প্রাণবান্ করিয়া তুলিতে হইবে। শিল্পীকে আজ এজন্য নতুন পথ কাটিয়া চলিতে হইবে—ছবির পদ্ধতি ও ধরণে সারল্য অথচ উৎকর্ষ আনিতে হইবে। গণশিক্ষা ও গণপ্রচারে তবেই শিল্পী বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করিতে পারিবেন। শিল্পের এই মুক্তধারা তবেই প্রগতির নূতন নূতন পথে প্রবাহিত হইতে পারিবে।

জনযুদ্ধ পাঠকদের প্রতি

'জনযুদ্ধের' দাম আমরা ছয় পয়সা করিয়াছিলাম; কেননা, গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার অনুযায়ী খবরের কাগজে যে দাম ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে 'জনযুদ্ধের' দাম অন্ততপক্ষে ছয় পয়সা করিতেই হয়। কিন্তু তার পরে কাগজের খরচ, ওয়ার রিস্ক ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম, ছাপাই খরচ ও অন্যান্য অনিবার্য্য খরচ হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ছয় পয়সা দাম রাখিলে প্রতি সংখ্যা 'জনযুদ্ধের' জন্য আমাদের প্রায় ৫০৲ অর্থাৎ মাসে ২০০৲ লোকসান দিতে হয়।

এরূপ লোকসান দিতে থাকিলে কাগজ কেনা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে এবং ছাপাই সংখ্যাও দিনের পর দিন কমিতে থাকিবে। অর্থাৎ এইভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে 'জনযুদ্ধ' বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা।

তাই মে-মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে 'জনযুদ্ধের' দাম দুই আনা করা হইবে।

দু-আনা দাম হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি 'জনযুদ্ধের' প্রচার কমিবে না। কেননা, যাঁরা 'জনযুদ্ধের' পাঠক, তাঁরা সাধারণ একটি কাগজ হিসাবে 'জনযুদ্ধ' পড়েন না, 'জনযুদ্ধের' নীতির সহিত তাঁরা একমত বলিয়াই এবং সংকট সমাধানের জন্য জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে সফল করিবার দায়িত্ব তাঁরা অনুভব করেন বলিয়াই, 'জনযুদ্ধ' আগ্রহ সহকারে পড়েন। 'জনযুদ্ধের' পাঠক শুধু পাঠকই নন, জাতীয় আন্দোলনের কর্ম্মী। তাই 'জনযুদ্ধের' প্রচার তো কমিবেই না, বরং বাড়িবে। এবং একজনের জায়গায় দুইজন চারিজন মিলিয়াও যাতে কৃষক ও মজুররা নিয়মিত কাগজ কিনে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

কমরেডদের একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'জনযুদ্ধ' শুধু প্রচারকই নয়, সংগঠকও। তাই শুধু মূল্য বৃদ্ধির জন্য 'জনযুদ্ধের' বিক্রয় কমিতে পারে না। 'জনযুদ্ধ' বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়িলে 'জনযুদ্ধের' বিক্রয় কমা দূরে থাক, বাড়িবে। সেই দিকেই কমরেডদের লক্ষ্য দিতে হইবে।

কমিউনিষ্টদের আটক করার অর্থ
খাদ্য-সংকট আরো বাড়াইয়া তোলা
ইহাকে রুখিতেই হইবে

৬ই এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহরে কৃষক সমিতির অফিস উদ্বোধনের অনুষ্ঠান করা হইতেছিল। জেলার কমিউনিষ্ট নেতাগণ ও অন্যান্য অনেক কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ একদল পুলিশ সঙ্গে লইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট সেখানে হাজির হইলেন। তারা জোর করিয়া অফিসের মধ্যে ঢুকিয়া সেখানে যতজন কমরেড ছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। এরূপ প্রকাশ পুলিশ নাকি ঘরের মধ্যে যে জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকা ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং অনেকের গায়ে হাতও দিয়াছে। সব শুদ্ধ যে ১১ জন কমরেডকে গ্রেপ্তার করা হইল, তাঁরা হইতেছেন :—তারাপদ চক্রবর্ত্তী, আদিনাথ দাস, পূর্ণেন্দু দত্ত রায়, বংশীধর সামন্ত, বঙ্কিম মাইতি, বিষ্ণু জানা, নগেন ঘরা, কার্ত্তিক সাঁতরা, কানাই মুলা, অজিত গুঁই, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক।

রংপুরের দুইজন কমিউনিষ্ট নেতার উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। তারপর আবার কমরেড বিজয় রায়, মণি মজুমদার, পানু পাল ও নির্ম্মল বর্ম্মণ—এই চার জনের উপর একই রকম নিষেধাজ্ঞা জারী হইল।

ময়মনসিংহের কয়েকজন বিশিষ্ট কমিউনিষ্টকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিত আদেশ দ্বারা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাঁরা চাউল ক্রয় বিক্রয় ও চলাচলে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

জনগণের একতা গড়িয়া তুলিয়া খাদ্য ব্যবস্থার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে, তাদের দমন করিতে আমলাতন্ত্র যত ব্যস্ত, খাদ্য ব্যবস্থার জন্য তত ব্যস্ত নয়। আমলাতন্ত্রের এই মুর্খামী খাদ্য সঙ্কটকে আরও বাড়াইয়া দিবে—ইহা রুখিতে হইবে জনগণকেই। খাদ্য কমিটির মধ্যে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হও, খাদ্যের দাবীতে হিন্দু-মুসলিম একতা গড়ো, লুঠতরাজের পথ হইতে জনসাধারণকে সরাইয়া একতার পথে লইয়া এসো, কমিউনিষ্টদের কাজের দায়িত্ব সকলের হাতে তুলিয়া লও—তাহাই হইবে কমিউনিষ্টদের উপর আমলাতন্ত্রের এই দমন নীতির জবাব।

★ জনযুদ্ধ বার্ষিক সংখ্যা ★

আগামী ২৮শে এপ্রিল 'জনযুদ্ধের' বার্ষিক সংখ্যা, বর্দ্ধিত আকারে বহু ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইবে। ইহার দাম প্রতি কপি তিন আনা। কত কপি লাগিবে এখনই জানান।

ফাঁসির আগে শেষ দেখা

(১ পাতার শেষাংশ)

ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইব। আমার মা অতি বৃদ্ধা। তাহাকে সান্ত্বনা দিও। আমার ভাইরা বয়সে তরুণ। পার্টি কাজের জন্য তাদের গড়িয়া তুলিও। সংসারে আমিই ছিলাম সব চেয়ে বয়সে বড়। তাহাদের দেখিবার কেহই থাকিল না।

তাহার কথা শেষ হইবার সাথে সাথে জেলর সাহেব বলিয়া উঠিলেন—সময় শেষ। আমি করমর্দ্দন করিবার সম্মতি চাহিলাম। সম্মতি মিলিল।

কিন্তু তাদের ও আমাদের মাঝে কতখানি ব্যবধান—সেলের লোহার শিকগুলি তো আছেই, তাছাড়া একটি বারান্দা। হায় জেলের বিধান!

তাহাদের কাছে গেলাম, হাত চাপিয়া ধরিলাম। এক অভূতপূর্ব্ব আবেগে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল। একদিন তাহারা ছিল ভলাণ্টিয়ার। করমর্দ্দনের পর তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বজ্রমুষ্ঠি তুলিয়া অভিনন্দন জানাইল—লাল সালাম!

আপ্পু মুহূর্ত্ত কয়েক বেশী আমার হাতে হাত রাখিল। শান্ত অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'কমরেড'…। কিন্তু তাহার কণ্ঠে আর ভাষা জোগাইল না। চোখের দিকে তাকাইলাম। অশ্রুসিক্ত চোখ দুখানি। চোখ ফিরাইয়া নিলাম। অদূরে দেখিলাম ফুলের রাশি। আমার অন্তরের সমস্ত আবেগ কথার রূপ নিয়া বলিল—"ঐ ফুল তো একদিন ঝরিয়া যাইবে কমরেড, কিন্তু মানবসমাজের সুন্দর ফুলকলি তোমরা—তোমাদের তো বিনাশ নাই!" তরুণ আপ্পু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

আবু বেকারের হাত আমি সহসা ছাড়িতে পারিলাম না। মনে পড়িল মহান্ মোপলাদের কথা। মনে পড়িল তাদের বীরত্বময় অতীত ইতিহাস। এই চার জন শহীদদের একজন সেই মোপলা! হিন্দু দেশপ্রেমিক আছে। কিন্তু মুস্লিম ভাইদের দেশপ্রেমে কি কোনও সন্দেহ আছে? আমি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি। সে বলিয়া চলিল—লাল সালাম, কমরেড! অতি সুন্দর করিয়া গড়া তার মুখখানি, চোখে তার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুন।

দেখা শেষ হইল। দুই দিকেই আবার বজ্রমুষ্ঠি উঠিল। আগের চেয়ে অনেক মৃদুপদক্ষেপে আমরা ফিরিয়া চলিলাম। আমাদের মন শান্ত হইয়া আসিল। গৌরবে অন্তর ভরিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে এমন কমরেডও আমাদের হয়।

সুন্দরায়া চিন্তাকুল চিত্তে এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। এইবার বলিল—তুমি গিয়াছিলে তাহাদের উৎসাহ দিতে, উল্টা তাহারাই তোমাকে দিয়াছে প্রেরণা।

শুধু একটি উত্তর আমার কণ্ঠে আসিল; তারা তো শহীদ, তাদের তো উৎসাহ যোগাইতে হয় না। আমি তাদের কমরেড রহিলাম পিছনে পড়িয়া। আমার তো প্রেরণার প্রয়োজন আছে। সে প্রেরণা আমি পাইয়াছি।"…

আজ যখন বসিয়া লিখিতেছি, সেই মুহূর্ত্তে খবর পাইলাম ২৯শে মার্চ্চ তাদের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। আগের দিন রাতে তারা জানিতে পারে ভোরের আঁধারে ফাঁসির দড়িটি তাদের কণ্ঠে ঝুলিবে। সারা রাত তারা মিলিত কণ্ঠে গাহিয়াছে স্বদেশী গান, তুলিয়াছে ধ্বনি। ঘন ঘন গগনভেদী ধ্বনি উঠিয়াছে—কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ! সেদিন কানানোর সেণ্ট্রাল জেলের কোন বন্দীই সারা রাত ঘুমায় নাই।

ভোরের আলোতে ৩ হাজার মানুষ জেলের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তারা তাদের প্রিয় কমরেডদের মৃতদেহ চায়। সে আবেদন ব্যর্থ হইল। জনসমাবেশ ভাঙ্গিবার হুকুম আসিল।

এই তরুণ বীরদের মত অমর সন্তানের জন্ম দিয়াছে মালাবারের কৃষকরা। হাসিমুখে যারা শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়া নেয় তেমন দেশপ্রেমিকের জন্ম দেয় আমাদের পার্টি। মৃত শহীদের স্মৃতিতে লাল পতাকা আমরা অবনমিত করিতেছি।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

১ম বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৩, ৭ই বৈশাখ, ১৩৪৯
প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা।
বার্ষিক ৪৷৷০, ৬ মাস ২৷৷০, ৩ মাস ১৷০

★ ট্রাম মজুর পথ দেখাইল ★
৩০০০ মজুরের সংকল্প
দেশরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য গঠন করিব!
দাবী আদায় করিব, জাপানী বোমার জবাব দিব!

তিন হাজার ট্রাম-মজুরের বিরাট সমাবেশে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হল ভরিয়া গেল। কোম্পানীর পোষাকের উপর ইউনিয়নের ব্যাজ লাগাইয়া দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় একশত মজুর ভলাণ্টিয়ার। সমস্ত হলটী পোষ্টার, ছবি ও পতাকায় সুসজ্জিত। মজুর ভাইদের নিজেদেরই হাতে আঁকা এই সব পোষ্টার ও ছবি। সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জায়গায় জায়গায় দাঁড়াইয়া মজুর ভলাণ্টিয়ার। সম্মেলন গৃহে হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোনো গোলমাল নাই; সব কিছু [illegible] মাফিক চলিতেছে। মজুরদের মধ্যে [illegible]সিয়াছে ট্রামওয়ে কারখানার মজুর, ট্রাফিকের [illegible]র, উঁচু ষ্টাফেরও মজুর। সাড়ে চারটার সময় সম্মেলন আরম্ভ হইবে, কিন্তু ট্রাম মজুরের কাজ পাঁচটা পর্য্যন্ত। মজুররা সকলে দলবদ্ধ হইয়া কোম্পানীর কাছে দাবী জানাইল ৪টায় ছুটী দিতে হইবে। একতার জোরে তারা ছুটী আদায় করিল। ট্রাফিকের মজুর ভাইদের মন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল—গাড়ী চালানো একদম বন্ধ করিয়া সম্মেলনে যোগদান করিবার ইচ্ছা সকলেরই; কিন্তু জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে ট্রাম মজুরের তাকাইতে হয়, তাই তারা একদল রহিয়া গেল বিকালের গাড়ী চালাইতে। ১৬ই এপ্রিল ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ট্রাম মজুর ইউনিয়নের তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে ট্রাম মজুরদের একতা ও সংগঠনের জোর এমনিভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে যখন সম্মেলন হইয়াছিল, তখন প্রায় সব কাজই সংগঠনকারী কমরেডদের করিতে হইয়াছিল। এবার সম্মেলনের সমস্ত দায়িত্ব লইল মজুর ভাইরা। এ শক্তি তারা অর্জ্জন করিয়াছে গত ৩ বছরে। ১৯৪২-এর তিন তিনটী ধর্ম্মঘটে ট্রাম মজুর দেখাইয়াছে কি করিয়া একতার জোরে দাবী আদায় করিতে হয়। ট্রাম মজুর দেখাইয়াছে প্রয়োজন মত ধর্ম্মঘট উঠাইয়া লইবার ক্ষমতাও ইউনিয়নের আছে। বোমার হামলার মধ্যে নির্ভীকভাবে নিজেদের কাজ চালু রাখার দৃষ্টান্তও একমাত্র ট্রাম মজুরই দেখাইয়াছে। সংগঠনের এই জোর লইয়াই আজ ট্রাম মজুররা এই সম্মেলনকে নিজেদের চেষ্টায় সফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

ইউনিয়ন অফিসে ৭ দিন ধরিয়া উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হইল—মজুরদের নিয়াই গঠিত হইল ভলাণ্টিয়ারবাহিনী, হল সাজাইবার এবং পোষ্টার লিখিবার ভারও পড়িল মজুরদের উপর, গানের স্কোয়াড তাহারা নিজেরাই গঠন করিল। ইউনিয়ন অফিসের ছাদের উপর এক জায়গায় চলিল ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর কুচকাওয়াজ, আর এক জায়গায় চলিল মজুরদের পোষ্টার লেখা, আর এক জায়গায় চলিল গানের রিহার্শাল। সমস্ত ট্রাম-মজুরদের এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গেল—মজুররা নিজেরাই গান রচনা করিল, পত্রিকা-কাগজের উপর শুধু লাল, নীল কালি ও হলুদ দিয়া তাহারা লিখিল সুন্দর সুন্দর পোষ্টার। পোষ্টার লেখার এই সুন্দর অথচ সহজ উপায় তাহারা শিখিয়াছে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনের পোষ্টার হইতে। মজুররা যেটুকু শিখে তাহাই কাজে লাগায়—ট্রাম-মজুররাও তাই নতুন ভাবে পোষ্টার লিখিল।

সম্মেলনের প্রবেশপথের তোরণটীর নাম দেওয়া হইয়াছিল মানিক-পণ্টু-নাজিম তোরণ। ইহারা তিনজনেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল ইউনিয়নের উৎসাহী কর্ম্মী। তোরণ পার হইয়া গেলে হলের গেটে গেটে ইউনিফরমপরা ট্রাম মজুর ভলাণ্টিয়ার বজ্রমুষ্টিতে অভিবাদন জানাইল। মণ্ডপের দুই পার্শ্বে লেনিন-ষ্টালিনের ও মধ্যস্থলে কমরেড যোশীর ছবি। তারই পাশে কংগ্রেস, লীগ ও রক্ত পতাকা। হলঘরটী সাজাইয়াছে মজুররা নিজেরাই।

সম্মেলনের সুরুতেই পার্ক সার্কাসের কণ্ডাক্টার মজুর কমরেড বসির রক্তপতাকাকে অভিবাদন জানাইল।

সম্মেলনের কাজ চালাইবার জন্য প্রিসিডিয়ম তৈরী হইয়াছিল ট্রাম কমরেড বসির খাঁ, রামভজু, বিশু, টালার মজুর কমরেড বিভূতি ও ট্রাম ইউনিয়নের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট সোমনাথ লাহিড়ীকে লইয়া। প্রথমেই ট্রামমজুররা গাহিল 'আজাদ করেঙ্গে'—এই গানটী। কাইয়ুরের শহীদদের প্রতি অভিনন্দন জানান হইল।

সম্মেলনে অভিনন্দন জানাইলেন কমিউনিষ্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, ফাসিষ্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘ, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। ভার্ত্তিয়ার কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইলেন কমরেড রহমান। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় অভিনন্দন বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পড়া হইল। শ্রীযুক্ত ফণি সান্যাল, মুজফ্‌ফর আহম্মদ ও ডাঃ ভূপেন দত্ত ট্রাম-মজুরদের অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

তারপর বেলগাছিয়ার ড্রাইভার কমরেড হিন্দীতে তাঁর স্বরচিত 'স্বাগতম' গানটী গাহিলেন। সম্মেলনের মাঝে মাঝে ট্রাম মজুরদের নিজেদের লেখা আরও গান গাওয়া হইল। সম্মেলনের শেষে ধন্যবাদ দেওয়া হইলও একটী গানের মধ্য দিয়া। মজুরদের মধ্যে যে যথার্থ শিল্পী আছে, তার পরিচয় পাওয়া গেল। গানের মধ্যদিয়া জনগণকে কতটা অনুপ্রাণিত করা যায়, তা বাহাদুর ট্রামমজুররা দেখাইল।

ইউনিয়নের রিপোর্ট পেশ করিলেন ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড গোপাল আচার্য্য। কিভাবে ১৯২৭ সাল থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া আজ ট্রামমজুর ইউনিয়ন শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হইয়াছে, এবং যোগ্যতার সঙ্গে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করিয়াছে, তাহা তিনি রিপোর্টে বর্ণনা করেন। তারপর সম্মেলনে দুইটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। একটীতে সমস্ত ট্রাম মজুরকে ইউনিয়নের পতাকা তলে সমবেত হইতে আহ্বান করা হইল, আর একটী প্রস্তাবে গান্ধীজীর ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী জানান হইল। ট্রামওয়ের সিনিয়র ষ্টাফের পক্ষ হইতে দুইজন ভাই দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন যে তাঁহারাও ইউনিয়নের মধ্যে আসিয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া লড়িবেন।

সম্মেলনের শেষ বক্তৃতা করেন কমরেড লাহিড়ী। তিনি বলিলেন যে আজ এই ইউনিয়নের শক্তি এত বেশী যে দেশের বড় বড় নেতারাও এই সম্মেলনে অভিনন্দন জানায়। এই শক্তির জোরেই ট্রামমজুর নিজের হাতে ইউনিয়নকে পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু আরও শক্তি ইউনিয়নকে সঞ্চয় করিতে হইবে। সমস্ত মজুরকে ইহার মধ্যে আসিতে হইবে, মজুর শ্রেণীর ঐক্য গড়িয়া জাতীয় ঐক্য, কংগ্রেস লীগ ঐক্য গড়িতে হইবে তাদেরই।

শেষে ট্রামমজুররা কোরাসে গাহিল 'ইন্‌টারন্যাশনাল।' সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠিল 'কমিউনিষ্ট পাটি জিন্দাবাদ।' পার্টির তহবিলের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে মজুর ভাইরা আগাইয়া আসিল। সম্মেলনের ৩০০০ ট্রাম মজুর এই সংকল্প করিয়া গেল—সমস্ত ট্রাম মজুরকে ইউনিয়নের সভ্য করিব, ঐক্যের জোরে দাবী আদায় করিব, জাপানী বোমার জবাব দিব, দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করিতে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিব।

কমিউনিষ্ট দমন বন্ধ কর! দেশরক্ষার শক্তি বাড়াও!
দমননীতির বিরুদ্ধে সবদল এক হও

বাংলার খাদ্য-সংকট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী খুনীদের উড়ো জাহাজ প্রতিদিনই চট্টগ্রামে ও ফেণী অঞ্চলে বোমা ফেলিতেছে। ঠিক এই অবস্থাতে হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করাইয়া বাংলার গবর্ণর অটোক্র্যাশী চালাইতে লাগিলেন।

তার ঠিক তিন দিন পূর্ব্বেই বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করিয়া ইহার আভাস জানাইয়াছিল এবং সঠিক পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনের মণ্ডপ হইতে দীপ্ত-আহ্বান জানাইল : বাংলার এই ঘোর সংকটে সকল দলকে মিলিতে হইবে, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মিলিত মন্ত্রীত্ব গড়িতে হইবে, এই মিলিত মন্ত্রীত্বের সাহায্যে এবং হিন্দু-মুসলমান জনগণের সম্মিলিত চাপে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিবে বাংলার জনসাধারণের খাদ্য-সমস্যা মিটাইতে, বাংলাকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে আমলাতন্ত্র অন্ধই রহিয়া গেল। কিন্তু বাংলার দেশ-নেতারা জনগণের শক্তিকে চিনিল না। গবর্ণর অটোক্রাশী চালাইতে শুরু করিল।

দেশের মধ্যে সংকটের পর সংকট আসিয়াছে। বাংলার ব্যুরোক্রাসী তাহার কোনটারই সমাধান করিতে পারে নাই। দমনই তাহার কাছে একমাত্র পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংকট যখন আরো তীক্ষ্ণ হইল, খাদ্যের জন্য জনসাধারণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল তখন জনগণের শেষ অধিকারটুকুও কাড়িয়া লইতে বুরোক্রাশী আগাইয়া আসিল—যাহারা জনগণকে সংকট হইতে উদ্ধারের পথ দেখাইতেছে সেই কমিউনিষ্টদের উপর একটানা দমন আরম্ভ হইল। সংকট সমাধানে অক্ষম হইয়া বুরোক্রাশী তাহার শেষ অস্ত্র দমননীতি পুরাদমে চালাইতে লাগিল।

৩০শে মার্চ্চ ও তার পরবর্ত্তী কয়েকদিনের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির রংপুর জিলা কমিটির সেক্রেটারী শচীন ঘোষ, কমিউনিষ্ট নেতা মণিকৃষ্ণ সেন এবং শঙ্কর রায়, বিভূতি লাহিড়ী, বিজয় রায়, মণি মজুমদার, পূর্ণেন্দু পাল, নির্ম্মল বর্ম্মণ, মনীশ রায় প্রভৃতি ৮ জন কমিউনিষ্টকর্ম্মীর উপর অন্তরীণ আদেশ হইল।

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

জনযুদ্ধের উপর সতর্কবাণী
বাংলা গভর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট (পলিটিক্যাল)

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৩

সাবধান বাণী

৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৩-এর জনযুদ্ধে 'কয়েকটি স্থানে ভুখ মিছিল' শীর্ষক যে নূতন বিষয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি জনযুদ্ধ সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। ভারতরক্ষা আইনের ৩৪(৬) (জি) রুল ও ২৪শে মার্চ্চ ১৯৪৩-এর ৩২৮-পি-আর নং মেমোরেণ্ডামে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, এই নূতন বিষয়টি (ভুখ মিছিল) তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছে।

সম্পাদককে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যেন ভবিষ্যতে এইরূপ বিষয় প্রকাশ করা না হয়। ভবিষ্যতে ইহার ব্যতিক্রম হইলে ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

স্পেশাল প্রেস এডভাইসার, কলিকাতা।

যুদ্ধের গতি

★ কুবানে ১৫ হাজার নাৎসী হতাহত
★ জার্ম্মাণীতে লালফৌজের বোমা বর্ষণ
★ ফাসিষ্ট-বন্ধুদের কুচক্র ভাঙ্গো

কুবান্ অঞ্চলে সোভিয়েট সাফল্য

রুষ যুদ্ধক্ষেত্রে এখনও বরফ গলিয়া রাস্তাঘাট কাদায় ভরিয়া রহিয়াছে বলিয়া যুদ্ধের বেগ শীতের তুলনায় স্তব্ধভাবেই চলিতেছে। উভয় পক্ষই এখন চেষ্টা করিতেছে যাহাতে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখলে রাখিয়া গ্রীষ্মের অভিযান সজোরে চালাইতে পারা যায়। সেজন্য জার্ম্মাণরা প্রাণপণে পশ্চিম ককেশসে কুবান্ অঞ্চলে লড়িতেছে, ক্রাইমিয়া হইতে কার্চ্চ প্রণালী পার হইয়া সম্ভব হইলে আবার ককেশস্ আক্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের রহিয়াছে। এই কুবান্ অঞ্চলের পশ্চিমে লালফৌজ ক্রমাগত শত্রুকে পিছু হটিতে বাধ্য করিতেছে। নভোরসিস্ক বন্দর এখন আর শত্রু ব্যবহার করিতে পারে না। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সোভিয়েট বিমান এই বন্দরের উপর ঘুরিতেছে, লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলিতেছে।

প্রায় দুইমাস আগে লালফৌজ কুবানের রাজধানী ক্রাস্নোদার দখল করিয়াছিল। তাহার পর হইতে সেখানে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা অনেক কমিয়াছে। কিন্তু শুধু এইখানে দুই মাসে জার্ম্মানদের মধ্যে ১৫০০০ হতাহত হইয়াছে। কয়েক শত ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন খোয়া গিয়াছে। শত্রু যখনই এখানে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পর হার মানিতে হইয়াছে।

মধ্যরণাঙ্গণের খবর

মধ্যরণাঙ্গণে চলাচলের ব্যবস্থা এখনও ভাল বলিয়া আগের মত জোর যুদ্ধের খবর আসিতেছে না। বিয়েলির দক্ষিণে লালফৌজ স্মোলেন্সক্ অভিমুখে অগ্রসর অবশ্য হইতেছে, কিন্তু রাস্তাঘাট খারাপ এবং জার্ম্মাণরা প্রাণপণে এ অঞ্চলে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পাকা করিয়াছে বলিয়া চট করিয়া স্মোলেন্সক্ দখল করা সম্ভব নয়। মাটী শুকাইলে এখানে প্রচণ্ড লড়াই হইবে। হিটলারীরা যে এখানে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে, সন্দেহ নাই।

আরও দক্ষিণে দনেৎস্ অঞ্চলে যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া একই ভাবে চলিতেছে। ইজিয়ুম, ও বালাক্লিয়া অঞ্চলে শত্রু বার বার আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু একবারও সোভিয়েট লাইন ভেদ করিতে পারে নাই। দুই পক্ষের বিমানবহর এ অঞ্চলে খুবই তৎপর রহিয়াছে

উত্তরে আবার জোর লড়াই

সম্প্রতি শোনা গিয়াছিল যে জার্ম্মাণরা মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে আত্মরক্ষা চালাইয়া উত্তরে জোরে আক্রমণ শুরু করিবে। খবরটা যে নেহাৎ ভুল নয়, তাহার প্রমাণও মিলিয়াছে। লেনিনগ্রাদ ও ইল্‌মেন হ্রদের মাঝামাঝি ভল্‌কভ্ অঞ্চলে শত্রুর আক্রমণ একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। লেনিনগ্রাদের সঙ্গে পূর্ব্বদিকে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিন্ন করাই শত্রুর মতলব ছিল। এ মতলব ফাঁসিয়া যাওয়ায় শত্রু ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য লইয়া সাম্‌নাসাম্‌নি লেনিনগ্রাদ আক্রমণেরও চেষ্টা করে। এ অঞ্চলে জার্ম্মাণ বিমানবহরও বেশ মজুদ আছে। ফিন্‌লাণ্ড যাহাতে সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনা না করে, এই উদ্দেশ্যেই নাকি এ অঞ্চলে যুদ্ধের বেগ বাড়ানো হইয়াছে। কিন্তু শত্রু এখানে কোন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বরং ক্রমাগত প্রভূত ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে।

উত্তর পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে কোয়েনিগস্‌বার্গ, দান্‌ৎসিগ, টিল্‌সিট্ প্রভৃতি শহরের উপর লাল-বিমানবহর যাইয়া বার বার বোমা ফেলিয়া আসিতেছে।

সোভিয়েট সাফল্যের পরিচয়

সম্প্রতি মস্কো থেকে যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে একটী ম্যাপ প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে লেনিনগ্রাদের পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের খানিকটা এখনও সোভিয়েটের দখলে আছে। ষ্টারায়া রুসা ও খল্‌ম্ শহরের খুব কাছেই লালফৌজ রহিয়াছে। ভেলিকি লুকি থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া লালফৌজ নোভোসকল্‌নিকি পর্য্যন্ত গিয়াছে, নেভেল থেকে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত যে রেলপথ উত্তরমুখো গিয়াছে, তাহা আর শত্রু ব্যবহার করিতে পারে না। হোয়াইট রাশিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে ভেলিজ শহরের কাছে লালফৌজ হাজির হইয়াছে।

লালফৌজের চমকপ্রদ অভিযান শুরু হইবার আগে শত্রু যে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও এই ম্যাপে বুঝানো হইয়াছে। ক্যাস্‌পিয়ান্ সাগরকূলে অ্যাষ্ট্রাখান্ শহর থেকে ৮০ মাইলের মধ্যে শত্রু পৌছিয়াছিল, মজ্‌ডকের ৩০ মাইল পূর্ব্ব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সোভিয়েট সাফল্যের পরিচয় এই ম্যাপে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়।

জাপানী ফ্যাশিষ্টদের মতলব

অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী মহল একটু যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়াই খবর দিতেছে যে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের জন্য বড় একটা নৌবহর নিকটস্থ অনেকগুলি ঘাঁটিতে জড় করিয়া নানারকম তোড়জোড় জাপানীরা করিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্প্রতি চারটী জাপানী জাহাজের উপর বোমা ফেলিয়া ডুবানো হইয়াছে। উত্তরে কিস্‌কা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে নানাস্থানে মিত্রশক্তি জাপানী ঘাঁটির উপর বোমা ফেলিতেছে বটে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে যুদ্ধ ঠিকমত চালাইবার মত উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত যথেষ্ট সংখ্যায় এরোপ্লেন, মিত্রশক্তির কাছ হইতে পাওয়া যাইতেছে না।

এদিকে বার্ম্মাতে আমেরিকান ও ব্রিটিশ বিমানবহর খুব বোমা ফেলিয়া চলিতেছে। কিন্তু আরাকান অঞ্চলে এখন মিত্রশক্তি অনেকটা সরিয়া আসার পক্ষে দুই পক্ষের টহলদারীর খবরই আসিতেছে। আমেরিকান বিমানবিভাগের একজন বড়কর্ত্তা ক্লেটন বিসেল্ বলিতেছেন যে বার্ম্মায় জাপানীদের এরোপ্লেন সংখ্যা বাড়িতেছে। বাংলা ও আসামের বিপদও যে বাড়িতেছে, বলাই বাহুল্য।

একদিকে ভারতবর্ষের বিপদ বাড়িতেছে, অথচ জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লইয়া ফ্যাশিষ্টদলনের কাজ সরকারই বার বার ভণ্ডুল করিয়া দিতেছে। অন্যদিকে চীনকে সাহায্য করার দারুণ গুরুত্ব সম্বন্ধে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ প্রভৃতি প্রায়ই বক্তৃতা করিতেছেন, কিন্তু বার্ম্মা থেকে জাপানীকে খেদাইয়া চীনে সরবরাহ ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইবার বন্দোবস্ত কিছুই আগাইতেছে না।

উত্তর আফ্রিকার খবর

কয়েকদিন খুব উল্লসিত সুরে খবর আসিল যে উত্তর আফ্রিকায় কেল্লা ফতে হইয়া আসিতেছে। মিত্রসেনা একজায়গায় তিউনিস্ হইতে ২৫ মাইলের মধ্যে নাকি পৌছিয়াছে। পাহাড় অঞ্চলে লড়াই যে খুব জোরে চলিবে না, এমন কথাও কিন্তু শুনা গিয়াছে। মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি জেনারল আইজেনহাওয়ার আবার ষ্টালিনগ্রাদের সঙ্গে তিউনিসের তুলনা করিয়াছেন। এ কথায় অর্থ বুঝা ভার। তবে মনে হয় যে এই মহাবীর আগে থেকে সাফাই গাহিতে চান্ যে তিউনিস্ দখল করিতে যথেষ্ট কাঠখড় পুড়াইতে হইবে, সময়ও অনেক লাগিবে—সুতরাং কবে যে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্ভব হইবে, তাহা অজানা ভবিষ্যতের ব্যাপার! এই ধরণের মহাবীরের মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া লণ্ডনে এক সভায় লর্ড ষ্ট্যাবল্‌গি বলিয়াছেন যে উত্তর আফ্রিকার প্রত্যেকটী বাড়ী দখল করিয়া তবে ইয়োরোপ আক্রমণ করিব, এরকম মনোবৃত্তি ছাড়িতেই হইবে। ইয়োরোপে অধিকৃত দেশগুলিতে হিটলারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অসন্তোষ রহিয়াছে, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বিলম্ব হইতে থাকিলে সেখানকার অধিবাসীদের মনোবল ক্রমেই নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে।

বিভীষণদের চক্রান্ত চূর্ণ করো

কিছুকাল আগে লণ্ডনস্থ পোলিশ সরকার সোভিয়েটের কাছে দাবী করিয়াছিল যে যুদ্ধের পর ১৯৩৯ সালের সীমান্ত পোলাণ্ডকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ যে সব অঞ্চল পূর্ব্বে পোলিশ সরকারের কুশাসন ছাড়িয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের আবার পুরাণো ব্যবস্থায় ফিরিতে হইবে। সোভিয়েট এ দাবী অস্বীকার করে, পোলিশ সরকারও চুপ করিয়া যায়।

আবার ঐ পোলিশ সরকার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণরা অভিযোগ করিয়াছে যে সোভিয়েট নাকি কয়েকহাজার পোলিশ সামরিক কর্ম্মচারীকে খুন করিয়া স্মোলেন্সকের কাছে কবর দিয়াছিল। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য তাহারা রেডক্রস্ প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করিয়াছে। এ বিষয়ে সোভিয়েট যে উত্তর দিয়াছে, তাহা পোলিশ সরকারের মনঃপূত নয়।

ফ্যাশিষ্টদেরই বন্ধু বলিয়া এই পোলিশ সরকারের বহুদিন কুখ্যাতি আছে। চার্চ্চিল সরকারের পৃষ্ঠপোষণ তাহারা যে পায়, তাহা লণ্ডন থেকে প্রচারিত এই সব ফতোয়া দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

সোভিয়েট এ চক্রান্তের উপযুক্ত উত্তর দিবে, কিন্তু মিলিত জাতিসমূহের এ বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে।

এ ছাড়া সম্প্রতি যে স্পেনের সামরিক নেতাদের সঙ্গে আইজেনহাওয়ারের প্রতিনিধিরা মোলাকাৎ করিয়াছিল, সেই স্পেন বার বার যুদ্ধ শান্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে কথা বলিতেছে কেন? হিটলার স্পেনে নূতন দূত পাঠাইয়াছে; পূর্ব্বে সে যুক্তরাষ্ট্রে ছিল, সুতরাং সে একটা কেও কেটা নয়।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা চালাও, এদিকে যুদ্ধ শান্তির রব তুলিয়া দাও—এই যে বিভীষণ চক্রান্ত চলিতেছে, বিলাত ও আমেরিকার মুষ্টিমেয় ফ্যাশিষ্টবন্ধুদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এ চক্রান্ত জনশক্তি চূর্ণ করিবে।

জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া, জাতীয় সরকার কায়েম না করিতে দেওয়ার যে চক্রান্ত এদেশের আমলাতন্ত্র করিতেছে, তাহাও ভারতের জনশক্তি চূর্ণ করিবে। (১৯।৪।)

নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন

(৮ পাতার শেষাংশ)

সম্মেলনের সময় সামিয়ানার ভিতরে উর্দ্দু, পঞ্জাবী ও ইংরেজী ভাষায় নানা রকম শ্লোগান লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই সব শ্লোগানের মধ্যে ছিল: (১) বেশি খাবার ফসলের জন্য বেশি জমি দাও; (২) বেশি খাবার ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কৃষক নেতাদের মুক্তি দাও; (৩) কৃষকদের শিকল ছিঁড়িয়া ক্ষুধার দৈত্যকে বধ কর; (৪) জল বেশি দাও, কর কম নাও; (৫) কণ্ট্রোল দামে দরকারী জিনিষ চাই; (৬) দমন আইন তুলিয়া লও; (৭) যুদ্ধের বোঝা ধনীর উপর চাপাও; (৮) কৃষকদের জন্য এক বছরের খোরাক রাখ (৯) যুদ্ধের সময় খাজনা-দেনা আদায় বন্ধ রাখ।

কৃষক সভার এই অধিবেশনের সুযোগে অধিবেশনের স্থানে কৃষক মেয়েদের একটি আত্মরক্ষা সম্মেলন হয়। তাহাতে অন্তত পাঁচ হাজার মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলন এবং কৃষ্টি সম্মেলনেরও অধিবেশন হয়। পঞ্জাব সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্রদর্শনীতে বোম্বাই ও পঞ্জাব হইতে অনেক ছবি ও পোষ্টার লাগান ছিল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ হইতে ২৩ খানি পোষ্টার ছিল এবং সোভিয়েটের টাস্ এজেন্সির ভারতস্থ প্রতিনিধি ২০০ রুশীয় ফোটো দিয়াছিলেন। ২০০০ মেয়ে সমেত ১২,০০০ কৃষক প্রদর্শনী দেখিতে যান। সোভিয়েট দেশের যৌথ কৃষি সম্বন্ধে ছবি ও পোষ্টারগুলি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইবার সময় অনেক কৃষক আগ্রহের সহিত তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কুড়ি জন কমরেড প্রদর্শনীর ব্যাখ্যার কাজে ছিলেন। প্রদর্শনীকে শিক্ষাক্ষেত্র করিবার জন্য একদিকে যেমন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কৃষকদের মধ্যেও তেমনি শৃঙ্খলা রক্ষার আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

এই সমস্ত বিষয় ছাড়া একটি কবি সম্মেলন হয় এবং কয়দিন ধরিয়া রাত্রে বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া মোট ছয়টি নাটক অভিনয় করা হয়। কৃষকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া তাহা দেখিতে ও উপভোগ করিতে থাকে। কৃষক জীবন লইয়া স্থানীয় একটি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। অভিনয়ের ফলে দর্শক কৃষকদের মধ্যে গভীর উৎসাহের সঞ্চার হয়।

সম্মেলনে যে সমস্ত বাণী আসে ও পড়া হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে সম্পাদক কমরেড পি, সি, জোশীর বাণী। পার্টির অন্যতম নেতা ডাক্তার অধিকারী তাহা সঙ্গে আনেন। যে সমস্ত প্রস্তাব পাস হইয়াছিল তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রস্তাব ছিল—জাতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি, খাদ্য সংকট, খাবার-ফসল বাড়াও আন্দোলন ও কৃষক সভার সংগঠন সম্বন্ধে। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়—বর্ত্তমানে কৃষকরা তাঁহাদের অর্থনীতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিক জীবন সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। রাজনীতিক প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলিম গণঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবার এবং এই ঐক্যের সাহায্যে জাতীয় নেতাদের মুক্ত করিয়া দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করিবার কথা বলা হইয়াছে।

খাদ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে একদিকে যেমন কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর ঐক্যের প্রয়োজনকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, তেমনি দেশরক্ষার জন্য অধিক ফসল উৎপাদন করা যে কৃষকদের জাতীয় কর্ত্তব্য তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সাংগঠনিক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে কৃষক সভার সংগঠনকে মজবুত করিয়া না গড়িলে চলে না। তাই এবারকার একটি প্রধান শ্লোগান ছিল "কৃষক সভাকে গড়িয়া তোল"।

এই সকল প্রস্তাব সম্পর্কে এবার প্রতিনিধিদের মধ্যে যত বেশি মতৈক্য ছিল, পূর্ব্বের কোন অধিবেশনে তাহা দেখা যায় নাই। কৃষক সভার ভিতরের একতা এখন পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি কাইয়ুর (কেরল) যে চার জন কমরেডের ফাঁসি হইয়াছে (সম্মেলনের সময় ফাঁসির সংবাদ পাওয়া যায় নাই) তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বীর লাল ফৌজ এবং চীনের জনগণকেও অভিনন্দন জানান হয়। এই প্রস্তাবগুলির উপর যে সকল বক্তৃতা হয় তাহা শুনিয়া সমবেত কৃষকদের মধ্যে আবেগ ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে।

আগামী বৎসরের নিখিল ভারত কৃষক সভার অধিবেশন অন্ধ্রদেশে হইবে বলিয়া স্থির হয়।

সম্পাদকীয়

★ ৯৩ ধারার অবসান করিয়া ★

সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের দ্বারা দেশবাসীর অভাব ঘুচাও

বাংলার মন্ত্রিত্ব সংকট কাটিয়া যাইবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবেই কি না, বা হইলেও কি রকম মন্ত্রীমণ্ডলী হইবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হইবার এখনও কিছু নাই। তবু, ৯৩ ধারার অবসান হইবে এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতেই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিবে—এইটুকু খবরের আভাস পাইয়াই আশান্বিত হইবার কথা। কেননা, ৯৩ ধারা প্রবর্ত্তনের মানে প্রতিনিধিমূলক আইন সভার মৃত্যু। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর ক্ষমতা যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, আইন সভা বা শাসন পরিষদ জনগণের দাবী এবং জনগণের অধিকারের জন্য লড়িবার একটা স্থান। মন্ত্রীমণ্ডলী যদি দুর্ব্বল না হয়, যদি আমলাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, যদি পরিষদের সকল দলের একতাবদ্ধ শক্তির জোরে মন্ত্রিত্ব পরিচালনা করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সংকটের মধ্যেও জনসাধারণের শক্তি বাড়াইতে পারে; খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য এবং দমননীতি বন্ধ করিয়া দেশরক্ষার কাজে দেশবাসীকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমলাতন্ত্রের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে। ৯৩ ধারা চালু রাখা মানে আমলাতন্ত্রের হাতে অবাধ শক্তি দেওয়া এবং জনগণকে তাদের একটী লড়াইয়ের অস্ত্র হইতে বঞ্চিত করা। তাই ৯৩ ধারার অবসান চাই এবং এমন মন্ত্রীসভা চাই যে আমলাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে না, যে বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হইবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য, ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য, দেশরক্ষার কাজে জনগণের উৎসাহ ও সংগঠন সৃষ্টি করিবার জন্য, ইহাই জনগণের আজিকার চাহিদা। সেইজন্যই ইতিপূর্ব্বে যখন হক্ মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা প্রতিপদে জাহির হইয়া পড়িতেছিল, তখনও দেশবাসী দাবী করিয়াছে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব। ১৫ দিনের সংকটের পর আজ যখন পুনরায় মন্ত্রিত্ব গঠনের চেষ্টা চলিতেছে, তখন জনসাধারণের মনে এই আশা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে এই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে পুরাতনের অভিনয় করিবার জন্য নয়, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার মতো দৃঢ় শক্তি ও আগ্রহ লইয়াই আজ নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে।

মুস্লিম লীগের নেতা স্যার নাজিমুদ্দিনকে গভর্ণর ডাকিয়াছেন মন্ত্রিত্ব গঠনে সাহায্য করিতে। নাজিমুদ্দিন সাহেব তাহাতে রাজী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় একটী মন্ত্রীসভা গঠন করা যায়। নাজিমুদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় সবচেয়ে জরুরী আটটী সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনে সচেষ্ট এবং ইহারই জন্য তিনি সকলের সাহায্য কামনা করিতেছেন।

মুস্লিম লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহার আভাষ স্যার নাজিমুদ্দিনের এই বিবৃতি হইতেই জানা যায়। এই বিবৃতি অস্পষ্ট হইলেও এ কথা বলা চলে যে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভার মধ্যে আলাপ আলোচনা চালাইবার ইহা উপযুক্ত ভিত্তি। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল প্রত্যেকেই ঘোষণা করিয়াছে যে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই; এখন নাজিমুদ্দিনের বিবৃতির পর তাঁহাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে ইহা কাজে পরিণত করা যায় তাহারই জন্য চেষ্টা করা।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতেছি? সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া প্রত্যেক দলই নিজ দলগত দাবী আঁকড়াইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। কৃষকপ্রজা পার্টির লোককে মন্ত্রিত্বের মধ্যে লইতে লীগ চায় না। এবং সেই প্রশ্নের উপরই কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার সঙ্গে লীগের মিলন আটকাইয়া যাইতেছে। দীর্ঘ আট দফা কার্য্য তালিকা দেওয়ার পরও যদি এই ছোট প্রশ্নে গিয়া সব বাধা পায়, তবে জনস্বার্থের জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের সার্থকতাই বা কোথায় থাকে, আর আট দফা কার্য্যতালিকাই বা কোথায় থাকে?

অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা নাজিমুদ্দিনের বিবৃতির জবাব হিসাবে বলিয়াছে যে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠন করার প্রস্তাবকে তাঁরা বরণ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নানা ভাবে শুধু সমালোচনাই করিয়া গিয়াছেন যে মুস্‌লিম লীগের দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা হইবে না। কি ভাবে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব হইতে পারে, তার কোনো আভাষ পর্য্যন্ত তাঁরা দেন নাই। অথচ, আজকে মুস্‌লিম লীগের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই কংগ্রেস-লীগ-মহাসভার মিলনের সবচেয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিয়াছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে রহিয়াছে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন—সেই প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া মুস্‌লিম লীগকে অন্যান্য দলের সহিত মিলিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। এবং সে মিলন হইলে তাহা দলগত স্বার্থের মিলন হইবে না, তাহা হইবে জনস্বার্থের মিলন। তাহারই ফলে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠনের শক্তি গড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের কথা, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা বা লীগ ইহাদের মধ্যে যে জল্পনা কল্পনা বা কষাকষি হইতেছে, তার সঙ্গে এই কার্য্যতালিকার কোনো সম্বন্ধই নাই। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কাকে লওয়া হইবে, কাকে লওয়া হইবে না—ইহাই এখন সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডার বিষয়। এবং তারই জন্য চারিদিকে ছুটাছুটী চলিয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার কথাটা যেন একদিনের জন্য একটু ঝিলিক দিয়াই মেঘের আড়ালে লুকাইয়া গেল! এখন সামনে আসিয়া দেখা দিয়াছে ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কে জিতিবে, তারই মহড়া।

কিন্তু, হক মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া গভর্ণরের ৯৩ ধারা প্রয়োগ পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ক্ষমতা লাভের মহড়ায় সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব গঠন হয় না, হয় শুধু আমলাতন্ত্রেরই শক্তি বৃদ্ধি। আজকে শাসনতন্ত্রের কাজ ফিরাইয়া আনা দরকার আমলাতন্ত্রের হাতে, নূতন শক্তি দিবার জন্য নয়, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব দ্বারা দেশবাসীর অভাব অভিযোগ ঘুচাইবার জন্যই। সেই আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা পরস্পরের সঙ্গে বুঝাপড়া করুক, তাতে অনেক সহজে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস কাটিয়া যাইবে, সম্মিলিত মন্ত্রিত্বও গঠিত হইবে।

কংগ্রেস সমর্থনে মুস্লিম লীগ নেতা

হিন্দু-মুস্লিমের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে

"হোয়াইট পেপারে' ও মিঃ আমেরী ও অন্যান্যের কথায় যাহাই বলা হউক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে, যে সমস্ত ধ্বংস কার্য্য ও অন্যান্য অনুরূপ কাজ হইতেছে তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্বন্ধ নাই। যদি গভর্ণমেন্টের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট স্বভাবতঃই সেই সমস্ত কংগ্রেস-কর্ম্মীকে আদালতে হাজির করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করিত। কিন্তু তা যখন করা হয় নাই; তখন শুধু শুধু কংগ্রেসের মতো এত বড় একটী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোনো অর্থ হয় না। যে গান্ধীজী সর্ব্বসময়েই অহিংসার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে হঠাৎ হিংসার পথ ধরিবেন—ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের সম্পাদক মিঃ আল্লা পিচাই গুইণ্ডী ইঞ্জীনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের এক সভায় উপরিউক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন: ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে এ দেশের মুসলিম ও হিন্দু জনসাধারণের কাজের উপর। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলিম একতা সব চেয়ে বেশী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তারপর এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির উপায় আছে।

মিঃ আল্লা পিচাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সদ্ভাব সৃষ্টির জন্যই সকলের কাছে আবেদন জানান।

মিঃ পিচাই আরও বলেন: বৃটেনের বা মনোভাব তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তারা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মতো সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে রাজী নয়। এই মনোভাব দ্বারা বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান হইবে না। অচল অবস্থা সমাধান করিতে হইলে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিতেই হইবে। মুস্লিম লীগ, কংগ্রেস ও মহাসভা বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, এই সহযোগিতা গ্রহণ করাব জন্য বৃটেনকেই আগাইতে হইবে।

মাদ্রাজের মুস্লিম লীগ নেতার এই বক্তৃতা ভারতের মুস্লিম জনমতের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। মুস্লিম লীগ বর্ত্তমান সংকটে নির্ব্বাক দর্শক নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রের প্রচার যে সমস্ত ভারতবাসীরই স্বার্থের প্রতিকূল এবং কংগ্রেস-লীগ একতাই যে আমলাতন্ত্রের অনিচ্ছুক হাত হইতে জাতীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব আদায় করিতে পারে তাহা মুস্লিম লীগ আজ ক্রমশঃই স্পষ্টভাবে জানাইতেছে—মিঃ আল্লা পিচাই-এর কথা তাহারই প্রমাণ।

লীগের এক একটী বিশিষ্ট অংশের এই স্পষ্ট ঘোষণা আজ কংগ্রেস-লীগ একতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। কংগ্রেস লীগের সম্বন্ধে এখনও যে সন্দেহ পোষণ করে, এই ঘোষণা তাহারই নিরসনের সুযোগ দিতেছে। অনেক গোঁড়া লীগপন্থী এখনও কংগ্রেস সম্বন্ধে যে উদাসীনতার ভাব পোষণ করে, তাহাদেরও দৃষ্টি খুলিয়া দিতেছে আল্লা পিচাই-এর এই বক্তৃতা।

মে দিবসের কোটা

জনযুদ্ধের স্থায়ী গ্রাহক ১ হাজার বাড়াইতে হইবে

আপনার কোটা পূর্ণ করিয়াছেন কি?

পাঠক সম্মিলনী

গত ৪ঠা এপ্রিল কুষ্টিয়ার জালিরাম ধর্ম্মশালা হলে জনযুদ্ধ ও পিপল্‌স ওয়ার পাঠকদের এক প্রীতি সম্মিলনী হয়। সভায় ৫০ জন পাঠক উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সুরেশ রায় পিপল্‌স ওয়ার ও জনযুদ্ধ পাঠকদের দায়িত্ব, এই পত্রিকাগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং পাঠকদের কাজ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। সভাস্থলেই ১ সপ্তাহের মধ্যে ৭ জন পিপল্‌স ওয়ার ও ৯ জন জনযুদ্ধের গ্রাহক হইবার প্রতিশ্রুতি দেন। আরও বেশী লোককে পত্রিকা পড়াইবেন সবাই অঙ্গীকার করেন।

দেশকে বাঁচাইবার জন্য জনযুদ্ধকে বাঁচাইতে হইবে

গত ৭ই এপ্রিল যশোহরে বনগ্রামে ছাত্রদের ভিতর যাহারা জনযুদ্ধের নিয়মিত পাঠক তাহাদের লইয়া এক বৈঠক ছাত্র ফেডারেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত লাইব্রেরী 'পাঠচক্রে'র অনুষ্ঠানে এই শপথ গৃহীত হয়। হলের চারিদিকে লেনিন, ষ্টালিন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল ও মৃত ছাত্র সৈনিক নরেশ সেনের ছবি সমূহে সজ্জিত ছিল। বৈঠকে ২০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড হক বৈঠকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন ও সকলকে জনযুদ্ধের স্থায়ী গ্রাহক হইতে অনুরোধ জানান। ছাত্রদের ভিতর বিপুল সাড়া পড়ে এবং ৯ জন স্থায়ী গ্রাহক হন। এমন কি যাহাদের নিজে গ্রাহক হইবার সামর্থ্য ছিল না, তাহারা জুড়ি খোঁজ করিয়া বাহির করেন।

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

আগামী ১২ই-১৩ই মে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার নালিতাবাড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। নালিতাবাড়ী সিংজানি রেল ষ্টেশন হইতে ২২ মাইল দূরে। ইহার মধ্যে ১২ মাইল পথ মোটর বাসে যাওয়া যাইবে বাকি পথ গো-যানে যাইতে হইবে। এবারকার বার্ষিক অধিবেশনে বহু সংখ্যক কর্মি কৃষক প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিবেন।

সভ্য সংগ্রহ

সভ্য সংগ্রহের যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়। আজ পর্য্যন্ত যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কৃষক সভার সভ্য সংখ্যা মোট এক লাখ ত্রিশ হাজার দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ১লা মের মধ্যে দুই লাখ কোটা পূরণ করিবার জন্য জেলা কৃষক সমিতিগুলিকে পুনরায় বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষে যেরূপ জোর দিতে হইয়াছিল—সেইরূপ জোর দিতে হইবে।

ঐক্যবদ্ধ হইয়া খাদ্য-সংকট দূর কর

জলপাইগুড়ী সহরের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের লইয়া গত ১৩ই মার্চ্চ একটি 'পিপলস্ ফুড কমিটি' গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির উদ্যোগে সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড কমিটি' ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠিত হইতেছে। গত ৪ঠা এপ্রিল সহরের দুই সহস্রাধিক জনসাধারণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন মতাবলম্বী ও সমস্ত সম্প্রদায়ের এইরূপ মিলিত সমাবেশ এই জিলায় পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। জিলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে দুই শতাধিক মহিলা সভায় যোগদান করেন। এই জিলার প্রবীণ জননায়ক শ্রীযুত তারিণীপ্রসাদ রায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ এম, এল, সি, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীযুত কুমুদিনী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, মৌলবী তজম্মল হোসেন, কমরেড শচীন দাশগুপ্ত, কমরেড পরিমল মিত্র, শ্রীযুত বলাই বসু ঠাকুর প্রভৃতি। মূল প্রস্তাবে কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট দাবীর ভিত্তিতে জিলাময় আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য এলাকায় এলাকায় ঐক্যবদ্ধ 'ফুড কমিটি' ও 'ভলাণ্টিয়ার বাহিনী' গঠনের জন্য আহ্বান জানান হয়। বর্ত্তমানে ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় ভলাণ্টিয়ার দল খাদ্য সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

ময়মনসিংহ জিলার জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীগণ খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই করিতেছে না বরং জনরক্ষা কর্ম্মী কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড আলতাব আলী, পানু মজুমদার এবং বিনোদ রায়ের উপর নোটিশ জারী করিয়া তাহাদের এই সংকটে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছে। জনসাধারণের এই বিপদে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তাহাদের স্থান বাছিয়া নিয়াছে। ৬ জন পার্টি সভ্য, ২০ জন মিলিটাণ্ট ও ২০ জন ভলাণ্টিয়ার কিছুদিন আগ ইহতেই একতার পথে খাদ্য সংকট সমাধানে অগ্রসর হইবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাইয়া আসিতেছিলেন এবং ইতি মধ্যেই এই সম্পর্কে ২টী জনসভা ও ২০টী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। আজ জনরক্ষা কমিটির ভিতর দিয়া করিতে হইয়া সংকট সমাধানের জন্য আগাইয়া যাইতে হইবে, জনসাধারণকে আজ ঐক্যবদ্ধ হইবার অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

বালী

গত ৩রা এপ্রিল কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় শাখা ও চটকল মজদুর ইউনিয়নের আহ্বানে **তেলিনীপাড়াতে** একটি জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বালী চটকল মজুর নেতা কমরেড মকরু। সভায় বর্ত্তমান খাদ্যসংকট কি ভাবে সমাধান করা যায় তাহা নিয়া আলোচনা চলে। নিম্নলিখিত দাবীগুলি লইয়া সভায় একটি প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—(১) প্রতি পরিবারের প্রতিটি জন পিছু সপ্তাহে ৫ সের চাউল বা আটা (২) মিল কোম্পানীর দোকানের সংখ্যা আরো বাড়ানো (৩) সরকারের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত চাউল আদায়ের জন্য মজদুর ইউনিয়নকে মানিয়া লইয়া তাহাদের সহযোগীতায় যুক্ত ডেপুটেশন পাঠাইতে মিল কোম্পানীকে আহ্বান করা। (৪) জনসাধারণের জন্য সস্তা দরের সরকারী দোকান খোলা। সভা ক্ষেত্রেই উক্ত দাবীসহ এক গণদরখাস্তে বহু মজুরেরের সহি পাওয়া যায়। সভায় বহু মজুর ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় গাটিয়াডেঙ্গা গ্রামে ২৮শে মার্চ্চ তারিখ খাদ্য-কমিটির এক সভা হয়। গাটিয়া গ্রামটিতে সাধারণতঃ গরীব মুসলমান কৃষক বাস করে। সভায় শতাধিক লোক উপাস্থত ছিলেন তন্মধ্যে কিছু স্ত্রীলোকও ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নরেন্দ্রকুমার দাস। কৃষক কর্ম্মী কমরেড সলিম বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যা ও উহার সমাধানের উপায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং খাদ্যকমিটির মারফৎ সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। ইহাতে উপস্থিত সবাই খুবই উৎসাহিত হন। মৌঃ মণির আহামদ কেরাণীকে সভাপতি ও কমরেড সলিমকে সম্পাদক করিয়া একটি 'খাদ্য-সংরক্ষণ ও বণ্টন কমিটি' গঠিত হয়। মজুদকারীরা যাহাতে রাত্রে ধান অন্যত্র সরাইয়া না ফেলে তজ্জন্য ২০ জন মুসলমান কৃষক রাত্রিতে পাহারা দিতেছেন। কার্ড প্রথা করিয়া কেরোসিনও বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষকদের অনেকেই এখন কৃষক সমিতির সভ্য হইতেছেন।

হাওড়া

এই জিলায় **আন্দুলে** জনসাধারণের মিলিত চাপে মাত্র প্রতিদিন ২৫ মণ চাউল সরবরাহ হইতেছে। ২নং ওয়ার্ডে চাষী ও মজুরের সংখ্যা বেশী। সেখানে দৈনিক দশমণ চাউল পাওয়া যায়। স্থানীয় কো-অপারেটিভ এই ১০ মণ চাউল বিক্রয় করে। জনরক্ষা কমিটির ১৪ জন ভলাণ্টিয়ার নিয়মিতভাবে চাউল বিলি ব্যবস্থায় সাহায্য করেন। এই ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে ৪ জন মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়ার আছেন।

রংপুর

সরকার **নীলফামারী মহকুমাকে** 'ঘাটতি অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা করিলেও এ পর্য্যন্ত ধান, চাউলের সমস্যা দূর হয় নাই। সমস্যা সমাধানের জন্য এখন সবাই আগাইয়া আসিতেছে। জনরক্ষা কমিটিকে মজবুত করিতে সবাই আগ্রহান্বিত। জনরক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে সহরের কয়েকজন ব্যবসায়ী ও পাইকারদের ধান চাউল চালান না দিতে অনুরোধ জানান হয়। সকল ব্যবসায়ীই আর রপ্তানী করিবেন না বলিয়া কথা দেন। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের কাছেও যাওয়া হয়। তাহারাও এই ব্যাপারে জনরক্ষা কমিটির নির্দ্দেশ মত কাজ করিবেন বলিয়া মত করেন। হাটে হাটে জনরক্ষা কমিটি প্রচার চালাইতে থাকে—খাদ্য-সংকটে সবাইকে এক হইতে হইবে, সংকট সমাধানের জন্য জনরক্ষা কমিটির পিছনে সমস্ত জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে, এবং এই চেষ্টার ভিতর দিয়াই খাদ্যের অভাবকে দূর করিতে হইবে। প্রচারের ফলে জনসাধারণের ভিতর বিশ্বাস জন্মিতেছে, ইতিমধ্যেই দেখা গিয়াছে চালান না হওয়াতে চাউলের দাম কিছুটা কমিয়াছে।

ভাত-কাপড়ের দাবীতে এক হও!

মুনাফাখোরদের শাস্তি দিতে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করো

চালের কণ্ট্রোল উঠাইয়া লওয়ায় **পাবনায়** এখন চোরাবাজার বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। ফলে জনসাধারণের অন্ন কষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত দলকে একতাবদ্ধ করিয়া অন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, মহাসভা, র‍্যাডিকেল ও ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত বৈঠকে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পাঠানো হইয়াছে। এ বিষয়ে লীগ সম্পাদকের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সহরের বিভিন্ন পাড়ায় বাড়ী বাড়ী খাদ্যের সেন্সাস সংগ্রহ করা হইতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিষ্ট পার্টির ৪৬টি স্কোয়াড ৬টি পাড়ায় ২ সপ্তাহে ৪০৯টি বাড়ী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। স্কায়াডে ১০টি 'জনযুদ্ধ' বিক্রী হয় ও ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক (তার মধ্যে ১৪ জন মুসলমান) তালিকাভুক্ত হয়। ২টি পাড়ায় কৃষক খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সমাবেশের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

উলিপুর থানায় কৃষকের ঘরে একে চাল নাই তার উপর খাজনা ও তামাদির চাপ। বিছন ধানের অভাবে আবাদের অবস্থা কাহিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উলিপুর থানায় গণদরখাস্ত ও জনসমাবেশের ফল দেখা গিয়াছে। সরকার হইতে বিছন ধান কেনার জন্য কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু বণ্টন ব্যবস্থায় এখনও মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে। ঋণের জন্য দলপতিদের উপর দায়িত্ব চাপানোর ফলে, কোন কৃষকই এই দায়ীত্ব নিতে রাজী হইতেছে না। জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে। বকেয়া কৃষি ঋণ আদায় স্থগিত এবং নূতন কৃষিঋণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হরিপুরে কিছুদিন হইতে আর বাঁধা দরে জিনিষপত্র পাওয়া যাইতেছে না। সরবরাহের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। মুনাফাখোর মহাজনেরা তার সুযোগ ভালভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। কিছুদিন আগে মহকুমা হাকিম ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদের এক সভা ডাকিয়া কয়েকটি ইউনিয়নে ৫৲ টাকা হিসাবে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিছন ধানের যা দর তাতে ঐ টাকাতে কিছুই হইবে না। যে সমস্ত জায়গায় কৃষক সমিতি আছে ও জনসমাবেশ হইয়াছে, সেই সমস্ত জায়গায় এখনও নানা অজুহাতে কৃষিঋণ খুব কম লোককেই দেওয়া হইতেছে। জনগণের সঙ্ঘবদ্ধতাকেই আজ আমলাতন্ত্র পছন্দ করিতেছে না। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার জোরেই জনগণ আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে দাবী আদায় করিবে।

নীলফামারী শহর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে অন্নবস্ত্রের সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমলাতন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া জনসাধারণ নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতেছে। রপ্তানী বন্ধ করার জন্য তারা হাটে পাইকারদের ধান চাল কিনিতে দিতেছে না। এই মহকুমায় ফসল বাড়ানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বীজ কর্জ্জ মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু যে বীজ দেওয়া হইতেছে তাতে ফসল হইবে না। স্থানীয় সেণ্ট্রাল কে-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে বীজ ধান কিনিবার জন্য দালালী দেওয়া হইয়াছিল। অথচ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বাজার দর ৭৲। ৮৲ টাকা হইলেও ৯৲ টাকা দরে ফেরত দিতে হইবে এই দলিলে সই করাইতেছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কৃষক সমিতি দেখা করিয়া দাবী জানায় যে, হয় ভাল বীজ দেওয়া হউক, না হয় টাকা দেওয়া হউক। ইহার উত্তরে সরকার হইতে বলা হয় যে, বীজ আসলে ভাল, কৃষক সমিতিই গোল পাকাইতেছে। ফসল যদি বাড়াইতেই হয় তবে এভাবে দায় সারিলে চলিবে না; ভাল বীজের বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকদের এই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

বিশরপাশা এলাকার কেন্দ্রস্থল মধ্যনগর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে ভাতকাপড়ের সমস্যা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বাজার বক্তৃতা ও প্রচারবৈঠকের সাহায্যে খাদ্য দাবীর ভিত্তিতে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে থাকে। মধ্য-নগর খাদ্য সম্মেলনের জন্য সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় না।

কীর্ত্তিপাশায় খাদ্য সমস্যার ভিত্তিতে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, জমিদার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক সমস্ত শ্রেণীর লোক মিলিতহইয়াছেন। ১৭ই এপ্রিল এখানে একটি সম্মিলিত খাদ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদের সইযুক্ত একটি আবেদনে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হইতে অহ্বান জানানো হইয়াছে। এই সঙ্গে কমরেড রাধিকা বানার্জ্জী ও গৌরাঙ্গ কুণ্ডুর উপর হইতে অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহারের দাবীও জানানো হইয়াছে।

কৃষক সমিতির সভা ও সম্মেলন

গত ১লা এপ্রিল **খুলনা জেলার ভাণ্ডারপাড়া** ইউনিয়ন কৃষক সমিতির একটি সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় শিক্ষক মনিলাল বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন। সভার আগে স্থানীয় ৩০ জন কৃষক পার্শ্ববর্ত্তী ১০ মাইল অঞ্চল ঘুরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সভার প্রচার কার্য্য চালায়। সভায় খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, ফসল বৃদ্ধি ও জনরক্ষা সমিতি গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় প্রায় ৪০০ হিন্দু মুসলমান কৃষক উপস্থিত ছিল। সভায় ১০ জন কৃষক সভ্য হন ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরদিন আরও ২৩৫ জন কৃষক সমিতির সভ্য হন।

গত ১৩ই মার্চ্চ **শোভনা ও খার্ণিয়া** ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে মৌঃ তফেলউদ্দীন মুন্সী সভাপতিত্ব করেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ২৫০ জন হিন্দু মুসলমান কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, রাজনীতিক বন্দীমুক্তি ও সরকারের নিকট হইতে বীজধান ও বিনা সুদে কৃষিঋণের দাবী মূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সত্ত্বেও রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভার কাজ চলে।

গত ২৭শে মার্চ্চ **গৌরীঘোনা, আটলিয়া** কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচিত সভাপতি ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসকর্ম্মী বাগেরহাটের উকীল মৌঃ ওফিলুদ্দীন খন্দকার সাহেবের অনুপস্থিতিতে বার্ম্মা মিশনরী কলেজের প্রফেসর আফতাবউদ্দীন শেখ সভাপতিত্ব করেন। বিখ্যাত কৃষকনেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সম্মেলনে খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, বন্দীমুক্তি, ফসল বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কৃষক উপস্থিত ছিল। ইঁহার অধিকাংশই মুসলমান কৃষক।

★ কলিকাতায় জাতীয় সপ্তাহ ★

একদিকে জাপানী বিমান আক্রমণ, অন্যদিকে চরম খাদ্য সংকট, তাহার উপর দেশের নেতারা জেলে, জাতির এই মহাসংকটের মাঝে এবার জাতীয় সপ্তাহ পালিত হইয়াছে। জাতীয় সপ্তাহ পালনে কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসিয়াছেন। ঘরে ঘরে যাইয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, বৈঠক ও পথ-সভা করিয়াছেন, গণ সই তুলিয়াছেন, পার্টি সাহিত্য বিক্রয় করিয়াছেন, জাতীয় ঐক্যের পথে জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

পূর্ব্ব কলিকাতার **কাদাপাড়া** অঞ্চলে মজুর বস্তিতে খুব উৎসাহের সাথে জাতীয় সপ্তাহ পালিত হয়। স্কোয়াড বাহির হইয়া ঘরে ঘরে যাইয়া প্রচার করে, ছোট ছোট ঘরোয়া সভা ও পথ সভা করে। একজন মুসলমান যুবক স্কোয়াডে যোগ দেয়। খাদ্য সমস্যা, দেশরক্ষা, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৫ শত লোকের ভিতর প্রচার করা হয়। ইহাদের ভিতর বেশীর ভাগই মজুর। যথেষ্ট মেয়েও ছিল। 'মন্ত্রীত্ব সংকট' পুস্তিকাখানি অনেকেই আগ্রহের সাথে কিনেন। জাতীয় সপ্তাহের এই প্রচারে বাধাও আসে অনেক। ৭ই তারিখে নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোডে স্কোয়াড যাইবার সময় পুলিশ একজন কমরেডের নিকট হইতে মন্ত্রী সংকট পুস্তিকাখানি লইয়া যায়। ৯ই তারিখে সভা করিবার পথে বাধা দেয় রায় পন্থীরা। এই বাধা সত্ত্বেও সভায় প্রায় দুই শত লোক হয়। সভার পর কমরেড ইন্দুকে পুলিশ নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

নারিকেল ডাঙ্গা অঞ্চলে গ্যাস মজুর ও মহল্লার অন্যান্য অঞ্চলের মজুরদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি ও জাতীয় সপ্তাহ সম্বন্ধে প্রচার করা হয়। সাহেব বাগান অঞ্চলে একটি বস্তি সভা হয়। সভায় মহল্লার অনেক হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিল। নারিকেল ডাঙ্গা, বাদুড় বাগান, সাহেব বাগান, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার করা হয় ও "লোকযুদ্ধ" এবং "স্বাধীনতা" পত্রিকা বিক্রি করা হয়। 'মন্ত্রীত্ব সংকট' ও 'গান্ধীজীর উপবাসের পর' পুস্তিকাও অনেক বিক্রি হয়। জাতীয় সপ্তাহের এই প্রচারের মাঝে একজন সংগ্রামপন্থী যুবক তাহার ভুল বুঝিতে পারে ও উৎসাহের সাথে স্কোয়াডে যোগ দেয়।

১১ই এপ্রিল সকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মধ্য কলিকাতার ভলাণ্টিয়ারদের একটি সমাবেশ হয়। এই দিন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কেশব সেন ষ্ট্রীট অঞ্চলে স্কোয়াড বাহির হয়। তাহারা জাতীয় পতাকা, পুস্তিকা ও পিপল্‌স্ ওয়ার বিক্রি করে। এই প্রচারের ফলে একজন কমিউনিষ্ট-বিরোধী কংগ্রেসপন্থীকে ফিরান সম্ভব হয়। দুইজন পিপল্‌স্ ওয়ারের গ্রাহক পাওয়া যায়।

গড়বা বস্তিতে সভা হয় ১১ই এপ্রিল। এইদিন ছিল জাপবিরোধী দিবস। এই সভায় বস্তির অনেক মেয়েও উপস্থিত ছিল। বস্তিরই একজন বাসিন্দা সভায় বক্তৃতা দেন। আসন্ন জাপ আক্রমণ, খাদ্যসমস্যা, ইহার প্রতিকারে জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা হয়।

উত্তর কলিকাতার ৫নং ওয়ার্ড অঞ্চলে দিন ২টি করিয়া মোট ১৪টি স্কোয়াড বাহির হইয়াছে, প্রত্যেক স্কোয়াডে ৪।৫ জন করিয়া কমরেড ছিলেন। মোট প্রায় ১ হাজার লোকের নিকট প্রচার করা হইয়াছে। রিক্সাওয়ালা, কাঠগোলা ও আলুপোস্তার মজুর, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতির নিকট জাতীয় ঐক্যের ডাক পৌছান হইয়াছে। মুসলমানদের নিকটও প্রচার করা হইয়াছে। ১০টি বস্তি সভা ও ১০টি পথসভা করা হইয়াছে। ২২৲ চাঁদা উঠিয়াছে।

এই প্রচারের ফলে একজন লীগসদস্য কমিউনিষ্ট নীতির সহিত একমত হন ও একখানি কৌমি জং কেনেন ও ১৲ টাকা চাঁদা দেন। বস্তিতে প্রচারের সময় ৪খানা স্বাধীনতা বিক্রি হয় ও অনেক মজুর দুই পয়সা করিয়া চাঁদা দেয়।

একটি বাজারে যখন স্কোয়াড প্রচার করিতে-ছিল তখন ৩টি ছেলে স্কোয়াডের কথা শুনিয়া নিজেরা বলাবলি করিল—এই সেই কমিউনিষ্ট পার্টি, যারা 'জনযুদ্ধ' বাহির করে। তাহাদের একজন চারআনা, একজন দু আনা ও একজন দু পয়সা চাঁদা দেয়।

জাতীয় সপ্তাহের প্রচারের ভিতর দিয়া যেমন পার্টি পত্রিকা ও পার্টি সাহিত্য বিক্রি হইয়াছে, তেমনি নূতন কর্ম্মীও পাওয়া গিয়াছে। ১২ জন নূতন সমর্থক ও ১৫ জন ভলাণ্টিয়ার আসিয়াছেন। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে গণসহি তোলাও ছিল জাতীয় সপ্তাহের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় ৩ শত গণসই যোগাড় করা হইয়াছে।

জাতীয় সপ্তাহে মেয়েরা

মধ্য কলিকাতায় মেয়েরা বস্তিতে বস্তিতে সভা করিয়াছে, ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছে, পার্টি সাহিত্য বিক্রি করিয়াছে। জাতীয় সপ্তাহের উদ্দেশ্য গান্ধীজীর মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ২ শত মেয়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে।

ঐক্য সপ্তাহের প্রচারের একটি বিশেষত্ব ছিল মুসলমান জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে সকলকে বোঝান। আজ অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন জাতীয় ঐক্য গঠনের পথে এই দাবী মানিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী।

রেল ও ডক মজুরদের মাঝে

জাতীয় সপ্তাহ রেল ও ডক মজুরদের মাঝে উৎসাহ জাগাইয়াছে। ৭ই এপ্রিল রেলওয়ের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের মজুরদের একটি বৈঠক সভা হয়। সভায় ৬০ জন মজুর যোগ দেয়। কমরেড জুড়ান গাঙ্গুলী, সীতারাম, পরমানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। তাঁহারা বলেন জাতির এই মহাসংকটের দিনে মজুরদের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী! পোর্টের কাজ চালু রাখার গুরুভার মজুরদেরই। মালিকেরও উচিত দেশরক্ষার উদ্দেশ্যেই মজুরদের দাবী মানিয়া নিয়া পোর্ট চালু রাখিতে সাহায্য করা।

৮ই এপ্রিল বৈঠক হয় জেঠি ও চা গুদামের মজুরদের মাঝে। কমরেড চতুরালি প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভায় গণসই গৃহীত হয় ও ৪ খানি স্বাধীনতা ও ৩ খানি জনযুদ্ধ বিক্রি হয়। ৯ই এপ্রিল ৩টি স্কোয়াড পোর্ট মজুরদের বস্তিতে ঘুরিয়া প্রচার করে ও ৩টি ছোট বৈঠক মিটিং হয়।

দক্ষিণ কলিকাতায়

চক্রবেড়ে জনরক্ষা কমিটির অফিসে কমরেড অজিত সেনের উদ্যোগে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। বৈঠকে কয়েকজন মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মৌঃ রশিদ। কলিকাতার মুস্লিম লেখক মিঃ আনসারী একটি বক্তৃতা দেন ও নিজের লেখা একটি উর্দ্দু কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ হইতেছে—জাতির সামনে মহা বিপদ, জননী জন্মভূমির ডাক আসিয়াছে, হে ভারতের নওজোয়ান, ওঠো, জাগো, সাড়া দাও। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল মান্না, কমরেড বিজন সেন, অজিত সেন প্রভৃতি খাদ্য সংকট, জাপানী আক্রমণ, আমাদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বলেন। সভাপতি মিঃ রসিদ তাঁহর বক্তৃতায় বলেন, জালিয়ান ওয়ালাবাগে একদিন হিন্দু মুসলমানের রক্ত এক সাথে মিলিয়া গিয়াছিল, আজ জাপানী বোমায় ও খাদ্যসংকটে আমরা সবাই এক সাথে মিলিতেছি। যে সব নেতারা আজও একতার পথে বাধা জন্মাইতেছেন, তাঁহারা জনসাধারণের ক্ষতিই করিতেছেন।

দিনাজপুরে জাতীয় সপ্তাহ

টাউনে জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে গত ৭ই হইতে প্রত্যহ বিভিন্ন পাড়ায় প্রভাতফেরী বাহির হইতেছে। পাড়া বৈঠক ও জনযুদ্ধ বিক্রয়ের ভিতর দিয়া তিনটী স্কোয়াড নিয়মিত কাজ করিতেছে। মেয়েদের দুইটী স্কোয়াড কাজ করিতেছে। কালিতলা, বালুবাড়ী, ঘাসিপাড়া প্রভৃতি মহল্লায় এ পর্য্যন্ত ৪টী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বালুবাড়ীর বৈঠকে প্রায় ৪০ জন বালক সঙ্ঘের সভ্য যোগদান করে।

সম্মিলিত খাদ্য-কমিটিই সঙ্কট ঘুচাইবে

খুলনা—গত জানুয়ারী মাসে জনসভা করিয়া কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি সকল দলের লোক লইয়া **খুলনায়** 'খাদ্য কমিটি' গঠিত হয়। চাউল, কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি সরবরাহ ও বিলি সমস্যা সমাধান করিবার উপায় ঠিক করিয়া সরকারের নিকট একটা পরিকল্পনা দাখিল করে, কিন্তু ৫ মাস যাবত সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ গত ৩০শে মার্চ্চ খাদ্যকমিটির ৭ জন সভ্যের সহিত সমস্ত পরিকল্পনাটী লইয়া আলোচনা করেন। জনগণের খাদ্যকমিটির সাথে সহযোগীতা করার মৌখিক সম্মতি পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু খাদ্য কমিটির কাজ এখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। প্রত্যেক সভ্যই এটা বুঝিয়াছেন যে সকল দলের সকলশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগঠনই এই অসুবিধার হাত হইতে সকলকে বাঁচাইতে পারে। তাহারা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের খাদ্য সংকটের গুরুত্ব বুঝাইলেন। কমিশনারদের মিটিংএ প্রস্তাব লওয়া হইল যে জনগণের খাদ্যকমিটির সহায়তায় তারা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা সংগ্রহে সাহায্য করিবেন, সস্তায় খাদ্য শস্য বিক্রয়ের দোকান খুলিতে সরকারকে চাপ দিবেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যেরাও প্রস্তাব নিলেন সরকারকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে গ্রামে গ্রামে সস্তা দরে খাদ্যের দোকান খোলা যায়।

খাদ্য কমিটি স্থির করিলেন, ২রা এপ্রিল সাধারণ সভা করিয়া এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাজের হিসাব জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ভবিষ্যতের কর্ম্ম তালিকা তৈয়ার করিবেন। কমিটির সভ্যেরা ২০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া সহরে ২০০০ ইস্তাহার বিলির ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবসায়ীদের স্বদেশপ্রেমের কাছেও আবেদন করা হইল। ২রা সকালে সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে ৩৪ খানা পোষ্টার লাগাইয়া সভার কথা জানাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করা হইল। বৈকাল ৬৷০ টার সময় প্রায় এক হাজার লোকের জমায়েত হইল তার ভিতর মুসলমান ভাইদের সংখ্যা ২০০-র উপরে। সভায় বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজারে খাদ্যের অবস্থা বর্ণনার পর গান্ধীমুক্তি, জাতীয় সরকার ও খাদ্যসংকট সমাধানের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য কমিটি গঠন ও তাহার অধীনে সম্মিলিত ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন করিবার জন্য খাদ্য কমিটির সভ্য ও ভলাণ্টিয়াররা ৩রা এপ্রিল হইতে ৬ই পর্য্যন্ত একটি ওয়ার্ডে কাজ করার প্রোগ্রাম নেন। ইহার পর বিস্তৃত প্রোগ্রামসহ প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও মেডিক্যাল এসোশিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ কালীপদ পই। সভার পর ৩রা হইতে খাদ্যকমিটির কাজ করিবার জন্য ভলাণ্টিয়ারের জন্য আবেদন জানাইলে ১০ জন নাম দেন তাহার ভিতর একজন মুসলমান।

কলিকাতা—গত রবিবার ৪ঠা এপ্রিল **ঢাকুরিয়াতে** একটি জনরক্ষা সম্মেলন হয়। কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় জনসাধারণ ও জনরক্ষা সমিতির প্রচেষ্টায় এই সম্মেলন হয়।

সভায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০ মহিলা ও সমবেত জনগণের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী শ্রমিক শ্রেণীর। এই অঞ্চলে এই প্রথম জনরক্ষা সম্মেলন। সম্মেলনের ফলে চারিদিকের গ্রামগুলিতে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। গ্রামবাসী সকলে জনরক্ষা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।

কাঁঠালবাড়িতে ১৫০ জন ভলাণ্টিয়ার জনরক্ষা কমিটির কাজ করিতেছে। কয়েকদিন আগে আমাদের ভলাণ্টীয়ার ও জনসাধারণ এক গাড়ী ধান আটকায়। ধানের মালিক ইউনিয়ান বোর্ডওয়ালার ধমক ও পুলিশের হুমকি দেখাইয়াও ঐ ধান বার করিতে পারে না। ফলে মালিক দাম লইয়া গ্রামবাসীর নিকট ধান বিলি করিতে বাধ্য হয়। হাটেও ভলাণ্টিয়াররা পাইকারদের না দিয়া জনগণের মধ্যে ধান চাল নিজেরাই বিলির বন্দোবস্ত করিতেছে। খেদাবাগে মুসলমান পল্লীতে খাদ্যরক্ষা কমিটি হইয়াছে। এই কমিটি গান্ধীজীর মুক্তির জন্য জিন্নাকে সচেষ্ট হইবার অনুরোধ জানাইয়া গণ-সই সংগ্রহ করিতেছে। সমগ্র এলাকায় ৯ খানা তাঁত বসিয়াছে, চরকা ৪০টি।

শান্তিপুরে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বিভিন্ন পাড়ার লোককে একত্র করিয়া ২৭শে মার্চ্চ তারিখে দোকানে যাইয়া দর কমানোর দাবী জানায়। সকলের চাপে দোকানদার চালের দর কমাইতে বাধ্য হয়। তারপর জনরক্ষা কমিটির ভলাণ্টিয়াররা শৃঙ্খলার সহিত চাল বিলি করেন। সকলকে বলা হয়, যে ঐক্যের জোরে চালের দর কমানো সম্ভব সেই ঐক্য আরও বাড়াইয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েম করিতে হইবে। তা না হইলে চালের সমস্যা বরাবরের মত মিটিবে না। স্থানীয় জনসাধারণ বুঝিতে পারে, সকলে এক হইয়া দাঁড়াইলে মুনাফা-খোর ব্যবসায়ীর কারসাজী ও পুলিশের অক্ষমতা ব্যর্থ করা যায়।

সংগঠনের জোরে চাল আদায়

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের মজুররা সংঘবদ্ধভাবে ম্যানেজারের উপর চাপ দেওয়ার ফলে নিজেদের জন্য চাল আদায় করিতে পারিয়াছে। বাজারে টাকায় এক সের চৌদ্দ ছটাক চাল বিক্রয় হয়, সেখানে তাহারা নিজেদের একতার জোরে টাকায় আড়াই সের চাল পাইতেছে। মজুরদের মধ্যে তাই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা বাড়িতেছে। ফলে তাহাদের সংগঠনও বাড়িতেছে।

মালদহের মেথরদের জয়

গত ২৬শে মার্চ্চ মালদহের মেথররা তাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২০০ সহি যুক্ত এক গণদরখাস্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিয়া টাকায় ৪ সের চাল দিবার দাবী করে। চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন ১লা এপ্রিল হইতে তাহাদের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ১লা এপ্রিল পার হইয়া গেল, অথচ কোন ব্যবস্থাই যখন হইল না তখন ইউনিয়নের নেতারা আবার চেয়ারম্যানের সহিত দেখা করেন, ফলে গত ৬ই এপ্রিল হইতে তাহারা টাকায় ৪ সের দরে চাল পাইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাহাদের চাল বিলি করা হইতেছে।

মেথররা বুঝিতেছে একতাই জোর। তাহারা ইউনিয়নকে জোরদার করিতেছে। নিয়মিত তাহারা 'লোকযুদ্ধ' পড়িতেছে এবং ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিতেছে। ইহার আগে নভেম্বর মাসে একটি ধর্ম্মঘট হইয়া যায়। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কমিউনিষ্টদের সুনজরে দেখিতেন না। কিন্তু কমিউনিষ্টরা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে মজুরদের দাবী মানিয়া তাদের নিয়মিত কাজে উৎসাহ দেওয়াই আজ প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ। চেয়ারম্যান নিজে 'পিপলস ওয়ারের' গ্রাহক হইয়াছেন। লীগের নেতা হিসাবে তিনি মালদহ জিলা জনরক্ষা কমিটিতেও যোগ দিয়াছেন।

বিড়ি মজুরদের দাবী

তামাকের উপর বর্ত্তমান ট্যাক্স ধার্য্যের প্রতিবাদে ও স্থানীয় মহাজনদের অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে কলিকাতার বিড়ি মজুররা গণদরখাস্তে সই নেওয়া সুরু করিয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল বিড়ি মজুরদের একটি বিরাট প্রতিবাদ সভাও হইয়া গিয়াছে।

দুই মাস আগে বিড়ির পাতার দাম ছিল ৪০৲ হইতে ৪৫৲, তামাকের দাম ছিল ২০৲ মণ। বর্ত্তমানে তামাকের উপর ট্যাক্স বসিয়াছে মণ করা ৩১৸০ এবং ইহার উপর মহাজনরা মুনাফা খাইতেছে মণকরা ৩০৲। তাই ৮১৸০ মণে তামাক বিক্রয় হইতেছে। পাতার দাম ১২৫৲। অথচ মহাজনরা এই সব পাতা কিনিয়াছে যুদ্ধের আগে। ইহা ছাড়া কোন কারখানায় ২ জনের বেশী মজুর খাটাইলে তাহাকে ৫৲ টাকার লাইসেন্স দিতে হইবে এবং এক মণের বেশী তামাক রাখিলে ৫ টাকার ষ্ট্যাম্প কিনিতে হইবে।

ইহার ফলে প্রায় ২৫০ বিড়ি মজুর ও তাহাদের ১ হাজার পরিজনের আজ চরম দুর্দ্দশা। তাই তাহারা দাবী করিয়াছে: (১) বিড়ির তামাকের উপর ট্যাক্স কমাও (২) যতদিন ট্যাক্স না কমিবে, ততদিন বিড়ির তামাকের ২ মাস আগের দাম বহাল রাখিয়া (২০৲ মণ) তাহার উপর ট্যাক্স ধর (৩) অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ রাখিয়া পাতার দাম ২ মাসের আগের দাম বহাল রাখ (৪) অতিরিক্ত মুনাফালোভী মহাজনদের নিয়ন্ত্রিত দরে মাল বেচিতে বাধ্য কর, অন্যথায় আইনের কবলে আনিয়া শাস্তি দিতে বাধ্য কর। বিড়ি কারখানার মালিকরাও অনেকে মজুরদের এই দাবী সমর্থন করিতেছে।

বাঁকুড়ার বিড়ি মজুরদের দাবী

তামাকের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বিড়ি মালিকরা ২/১০ হাজারের স্থলে বিড়ির দাম বাড়াইয়া ২৸/০ করিয়াছে। কিন্তু তামাকের দাম বাড়ার অনুপাতে হাজারে ।/১০ দাম বাড়া উচিত ছিল। দাম বৃদ্ধির বোঝা খরিদ্দারদের উপরই পড়িতেছে। তাই ২২২নং বিড়ি কারিগর ইউনিয়নের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে তাহারা মালিকের নিকট দাবী করিবে যে বিড়ির দাম বাড়াইয়া খরিদ্দারদের উপর যে বোঝা চাপান হইয়াছে তাহা হাজার প্রতি ।৵০ আনা করিয়া কমান হউক। আর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মজুরদের হাজারে ৵০ করিয়া মজুরী বাড়ান হউক এবং এই মজুরী বৃদ্ধির জন্য বিড়ির দাম বাড়ান চলিবে না। তাহারা ইহাও ঠিক করিয়াছে যে এই দাবী আদায়ের জন্য তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে না! বিড়িমজুরের একতা ও খরিদ্দারদের সমর্থনের জোরেই তাহারা দাবী আদায় করিতে পারিবে। বিড়ি মালিকরা এতদিন বিড়ির দাম বৃদ্ধির জন্য বিড়িমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির অজুহাত দিত। কিন্তু এবার মজুররা মালিকের এই চাল ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

ক্রকবণ্ড মজুররা দমে নাই

গত বোমা বর্ষণের সময় ক্রকবণ্ড কারখানার যে সব মজুর নিজ পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ছুটি নেন, তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদের আর কাজে নেওয়া হয় না। তার পর সর্দ্দারী প্রথা চালু করিয়া মজুরদের ভিতর ভেদ সৃষ্টির চেষ্টাও হয়। বারুইপুরে অনেক মজুর বাস করে। সেখানেও ইউনিয়নে যোগ না দিবার জন্য মজুরদের ভিতর প্রচার চালানো হয়। মজুরদের সাধারণ বাৎসরিক সভাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মজুররা ইহাতে ঘাবড়ায় নাই। তাহারা ইউনিয়নের উপর বিশ্বাস রাখে।

এই কারখানার মজুর সেখ হারুণের সভাপতিত্বে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। ৬০ জন সভ্য ও ১০ জন ভলান্টিয়ার লইয়া একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভাস্থলে ৮ খানি পার্টি পত্রিকা বিক্রী হয়।

সংঘবদ্ধ দাবীর জয়

ম্যাকিনটস কারখানায় মালিকেরা পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রমিককে ১০ সের করিয়া চাউল দিত—তখন চাউলের দাম ১০৷৷০ টাকা মণ হিসাবে কাটা হইত। কিছুদিন পরে চাউলের পরিমাণ ১০ সেরের স্থলে ৭ সের, এবং দাম ১০৷৷০ টাকার স্থলে ১২৷৷০ টাকা করা হইল। আবার কিছুদিন পরে চাউলের পরিমাণ কমাইয়া ৫ সের এবং দাম বাড়াইয়া ১৪৷৴০ করিল। সম্প্রতি ৭ই এপ্রিল মালিকেরা চাউলের দাম বাড়াইয়া ১৮৲ করিতে চাহে—ইহাতে শ্রমিকদের ভিতর অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা ইহার প্রতিবাদে ৭ই এপ্রিল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত অবস্থান ধর্ম্মঘট করে। ইউনিয়নের অগ্রণী শ্রমিকেরা সমস্ত শ্রমিকের এক ডেপুটেশন নিয়া মালিকের কাছে হাজির হয় এবং এবং জমায়েতের জোরে মালিককে বাধ্য করে ১২৷৷০ দরে চাউল দিতে। মালিক শ্রমিকদিগকে আরো প্রতিশ্রুতি দেয় যে তেল, লবণ ও ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথও শ্রমিকদিগকে দেওয়া হইবে।

খাদ্যের দাবীতে মজুররা

গত ৩রা এপ্রিল **ট্যাংরায় ম্যাকফারলেন কারখানার** মজুরদের এক সাধারণ সভা হয়। কোম্পানী চাউলের দাম অত্যধিক বাড়াইয়া দিবার বিরুদ্ধে সভায় প্রতিবাদ করা হয়। কম মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও মাগ্‌গী ভাতার দাবী করিয়া, এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত পার্টিকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিতে আগাইয়া আসিতে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইণ্ডিয়া ফ্যানের কারখানার

মালিকরা চাউলের দাম হঠাৎ বাড়াইয়া দেয়—তাহারা মজুরদের জানায় যে ৭ সের চাউল ৩/০ দিয়া কিনিতে হইবে। ফলে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়—তাহারা কিছুতেই এই আদেশ মানিয়া নিতে রাজী হয় না। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকের কাছে ডেপুটেশন নিয়া যায় এবং একতার জোরে মালিককে চাউলের দাম কমাইতে বাধ্য করে। মালিকরা ২৷৷৴১৫ আনায় ৭ সের চাউল দিতে স্বীকৃত হয়।

গত ৪ঠা এপ্রিল ভুতনাথ মহামায়া স্কুল প্রাঙ্গণে **ইণ্টালী ও বেলিয়াঘাটার বিভিন্ন অঞ্চলের** কারখানার মজুর ও কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ, হিন্দুসভার প্রতিনিধিদের নিয়া খাদ্য সঙ্কট ও বর্ত্তমান জাতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক সভা হয়। কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড আবদুল হালিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হিন্দুসভার তরফ হইতে প্রশান্ত বসু, মুসলিম লীগের তরফ হইতে মৌলবী ফজলর রহমান, কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে মহম্মদ ইসমাইল, চটকল মজুর আবদুল গণি, ভূতনাথ স্কুলের শিক্ষক বসন্তকুমার দাশ ও কমরেড বিকাশ গুহ সভায় বক্তৃতা করেন।

খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী জানাইয়া, কায়ুর কমরেডদের মুক্তির দাবী করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় ২১ জন ব্যক্তিকে নিয়া একটী খাদ্য কমিটি গঠিত হয়।

একতা ও সংগঠনই মজুরের জোর

ছাটাইর প্রতিবাদে গণদরখাস্ত

গত ২৯শে মার্চ্চ তেলিনিপাড়া ভিক্টোরিয়া চটকলের তাঁত ঘরের ১৪।১৫ জন মজুরকে চটের কাপড় কম উৎপাদন করার অজুহাতে ছাঁটাই করা হয়। অথচ উৎপাদন কমের জন্য মজুররা দায়ী নয়। মেসিন ঠিক মত অয়েলিং না করাইয়া দেওয়া ও খারাপ পাট চালাইয়া দেওয়ার জন্য উৎপাদন কম হয়। তাঁতীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বেশী কাপড় তৈরী করিতে পারিতেছে না। মাহিনাও পাইতেছে কম। মজুররা এই অন্যায় ছাঁটাই ও কম মজুরীর প্রতিবাদে গণ দরখাস্তে সই তুলিতেছে।

কর্পোরেশন মজুরদের বৈঠক

দক্ষিণ কলিকাতায় কর্পোরেশন মজুরদের এক বৈঠকে ট্রামের মজুর কমরেড মুরলীধর সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন, মজবুত ইউনিয়নই মজুরদের একমাত্র হাতিয়ার। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়া দেন ট্রামের মজুররা একতা ও সংগঠনের জোরে কি ভাবে তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে। কর্পোরেশনের মজুরদের ভিতরও ইউনিয়নকে জোরদার করিবার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে।

বি, ডি, রেল মজুরের দাবী

বি, ডি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের জন্য বাঁকুড়ায় সস্তা দরে জিনিষ দিবার জন্য দোকান খুলিয়াছেন। এই দোকান হইতে মজুররা ধারেই জিনিষপত্র কিনে। ইহাতে দেখা যায় মাসের শেষে মাহিনা হইতে ধার শোধ করিয়া কাহারও হাতে ৸০ বা ১৲ টাকার বেশী থাকে না। সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যখন অন্যান্য সরকারী দোকানে ১২৷৷০ মণ চাল বিক্রি হইতেছে, তখন এই দোকানে চালের দর ১৯৷৷০ মণ। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে মজুরদের ভিতর অসন্তোষ বাড়িতেছে। নিয়মিত কাজ চালু রাখিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য মালিকদের এখনই উচিত অন্যান্য সরকারী দোকানের দামে চাল দেওয়া ও মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বাড়ান।

সঙ্ঘবদ্ধতাই মজুরদের একমাত্র হাতিয়ার

বেলঘরিয়া—হিন্দুস্থান মিলের

মজুররা কোম্পানীর কাছে এক গণদরখাস্ত করিয়াছিল। তাহাদের দাবী (১) কোম্পানীকে অল্প দামের চাউল ডালের দোকান খুলিতে হইবে (২) প্রতি মাসে প্রত্যেক মজুরকে কোম্পানীর দরে এক জোড়া কাপড় দিতে হইবে (৩) শতকরা ৫০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দিতে হইবে। নিজেদের অসুবিধার কথা কোম্পানীকে জানাইবার সাথে সাথেই কোম্পানীর তরফ হইতে জুলুম সুরু হইল। যে সব মজুর দরখাস্তে সহি করিয়াছে তাহাদের 'বি সিপ্ট-এ দিবার হুকুম হইল এবং তাহাদিগকে জবাব দিবার ছলছুতাও যোগাড় করার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ মজুর এ অন্যায় মাথা পাতিয়া লইল না—তাহাদের সংগঠন আগাইয়া গেল এর প্রতিকারের জন্য। কোম্পানী মজুরদের একতা দেখিয়া, যাহাদের অন্য সিপ্ট-এ দেওয়া হইয়াছিল, পুনরায় তাহাদের নিজ নিজ সিপ্ট-এ বদল করিল। মজুরদের অন্যান্য দাবী কোম্পানী এখনও মানিয়া লয় নাই, তবে মজুরদের একতাই তাদের জয়ের পথে লইয়া যাইবে ইহা মজুররা বুঝিতে পারিয়াছে।

হুগলীতে জনরক্ষা কমিটি

গত ৩০শে মার্চ্চ **ডুবীর ভেরী** ফুটবল মাঠে একটি জনরক্ষা সভা হয়। ২০টি গ্রাম হইতে এবং ৫।৬ মাইল দূর হইতে প্রায় সাড়ে তিন শত লোক সভায় যোগ দেয়। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়ার দল কুচকাওয়াজ করে, ইতিমধ্যে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ স্কোয়াড, খাদ্য দরখাস্তে সই সংগ্রহ স্কোয়াড, তথ্য সংগ্রহ স্কোয়াড, প্রভৃতি উৎসাহের সাথে কাজ সুরু করে। ইহাদেরই একদল স্কোয়াড ঐক্য আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈঠকী আলোচনা করিতে থাকে। সভায় ৫ খানি পোষ্টার সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে গান্ধীজীর মুক্তি, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রভৃতি দাবী করা হয় ও খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য ইউনিয়নে ইউনিয়নে ১ হাজার মণ চাল সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট দাবী করা হয়। কমরেড উমাচরণ পালকে সম্পাদক ও অন্নদা সামন্তকে সভাপতি করিয়া ২০ জন সভ্য লইয়া একটি থানা জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

...গ্রণী ...মুস্কিলে ... করিয়া বলিতে ... ধ্বংস কার্য্যের জন্য দায়ী।

...নে ভারতীয় দিবস

...৩ই এপ্রিল লণ্ডন সহরে সেণ্ট্রাল হলে ভারত-...র জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। সভায় এক হাজারেরও বেশী ইংরেজ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা কমরেড পামদত্ত এবং পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ সোরেনসেন প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা ভারত সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত হোয়াইট পেপারকে কঠোর ভাবে নিন্দা ...হইয়াছে। এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে অবিলম্বে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, ...দের মুক্ত করা হউক এবং আপোষ মীমাংসার ...কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানো হউক।

...এমেরীর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় ...মেণ্টের দাবী ইংলণ্ডের জনগণের মধ্যে আরও ...প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এ দাবী সাম্রাজ্যবাদ ...দিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? যতদিন আমরা ...তীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া এই দাবীর পিছনে ...কার জাতীয় শক্তি সৃষ্টি করিতে না পারিতেছি, ...দিনই শুধু ইহা সম্ভব।

...ংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র

ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সপ্তম ...বিবেশন হইয়া গিয়াছে এডিনবরা সহরে। এই ...ভায় ভারতীয়, ইংরেজ, আমেরিকান, চীনা, নীগ্রো ...ত বক্তা ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন ... বক্তৃতা দেন। বন্দীদের মুক্তি, জাতীয় ...ণ্ট এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান দাবী করিয়া ...ভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

...রতীয় ছাত্র আন্দোলনের স্রোত মহাসাগর ...য়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আমলাতন্ত্র ...ক্তির বিরুদ্ধে যে তীর ছুড়িতেছে তাহা ...আসিয়া লাগিতেছে তাহারই গায়।

...র ব্যবস্থা

...এপ্রিল তারিখে ভারত সচিব কমন্স সভায় ...নে—"ভারতে খাদ্য ব্যবস্থার মোটামুটি বেশ ...হইয়াছে। এখন আমাদের প্রধান উদ্বেগ ...প্রধান প্রধান সহর লইয়া, এই সব জায়গায় আগের যুগের তুলনায় চাউলের দাম বাড়িয়াছে ...। কাছাকাছি প্রদেশ হইতে এখানে এখন আমদানির ব্যবস্থা হইতেছে এবং আমার ...যে আশু চাহিদা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট আমদানী করা হইয়াছে।"

—রয়টার, ১৫ই এপ্রিল।

...এদিকে বাংলার সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টর ঘোষণা ...রাছেন,—"এপ্রিল মাসেই কলিকাতায় ৬০ ... মণ আটা সরবরাহ করা হইবে।......

...বাসীকে পরামর্শ দেওয়া ...তছে আটার জন্য প্রতি সের ...নার বেশী কিছুতেই যেন ...দেন।"

...ংলার চাউল এবং আটার আমদানী ...তেছে তাহা আমরা দেখিতেছি। অথচ ...টের প্রবল ধাক্কায় আমরা শুনিতেছিলাম খাদ্য ...নের কোন উপায় নাই। ক্ষুধার্ত্ত জনতার ...ছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিব না, কি আর করিব, আমি নিজেও একবেলা খাইব।

দু মাস আগে একেবারে যাহা অসম্ভব ছিল আজ তাহা সম্ভব হইল কিসের জোরে? এ প্রশ্নের শুধু এক উত্তর। জনগণের খাদ্য কমিটির এবং খাদ্য-সমাবেশের জোরে, খাদ্যের জন্য যেটুকু জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই জোরে।

আমলাতন্ত্রের অভিনন্দনে আমলাতান্ত্রিক

এই সাফল্য যে জনগণের সাফল্য তাহা সকলের চেয়ে বেশী বুঝিতেছে আমলাতন্ত্র, তাই আমলাতন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক টাইসন সাহেব ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়াছেন—দেখ আমলাতন্ত্র কি কঠিন কাজটাই করিল। এতদিন তোমরা বলিতে সরকার দাম বাঁধিয়া দিলে কি হইবে সরবরাহের ব্যবস্থা করে না কেন। তোমরা ত বুঝিতে না দাম বাঁধা আর সরবরাহ ব্যবস্থা একই সঙ্গে করা কত কঠিন। তাহার উপর আবার একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ কাণ্ডজ্ঞানহীন দল তাহার সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। এত সত্ত্বেও দেখ সরকার দেদার চাউল, আটা ও চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন।

কিসের জোরে এ ব্যবস্থা হইল তাহা টাইসন সাহেবকে স্বীকার করিতে হইবে না, কিন্তু এত বাহাদুরী জাহিরের পর আমরা না বলিয়া পারি না—সরবরাহ ত আসিতেছে কিন্তু তাহা যাইতেছে কোথায়? দাম তেমন কমে না কেন? খাদ্যের দোকানের সংখ্যা বাড়ে না কেন? জনগণের খাদ্য কমিটি এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী খাদ্য সরবরাহের ব্যাঘাত দূর করে, তাহাদের সহযোগিতা আগে গ্রহণ করা হউক, তাহা হইলেই যে চাউল, আটা আসিতেছে তাহার ন্যায্য বিতরণ ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

রেশনিং এর ব্যবস্থা

কলিকাতায় অবিলম্বে রেশনিং ব্যবস্থা আরম্ভ হওয়া দরকার। সরকারী ইস্তাহারে জানা যায় যে শীঘ্রই সহরের আদমসুমারী লওয়া হইবে। খাদ্য ব্যবস্থার জন্য আদমসুমারী লইতে হইলে তাহা মামুলি ধরণে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। সেন্সাসে যদি সত্যকার সংখ্যার অতিরিক্ত সংখ্যা ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে রেশন কার্ডে মাথা পিছু খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে, আবার কোন একটি লোক যদি তালিকা হইতে বাদ যায় তবে কার্ড পাইবে না, ফলে তাহাকে না খাইয়া মরিতে হইবে।

কাজেই কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য কলিকাতায় যে কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি আছে তাহার সংগে এ বিষয়ে সহযোগিতা করা এবং ঐ খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ার দিয়া সেন্সাস্ সংগ্রহ করা।

দমননীতির বিরুদ্ধে সবদল এক হও

(১ পাতার শেষাংশ)

৩০শে মার্চ্চ ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট নেতারা মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা কৃষক সম্মেলন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ডাকিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেন। কর্ত্তৃপক্ষ জবাব দিলেন: আপনাদের সভা-সমিতি করিবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইল।

তারপর ময়মনসিংহ জেলার কর্ত্তৃপক্ষ সভা-সমিতি করার জন্য কমিউনিষ্টদের উপর কয়েকটী সর্ত্ত আরোপ করিল। কয়েকজন কমরেডের উপর নির্দ্দেশ আসিয়াছে, খাদ্য-ব্যাপারে কিছু করিতে পারিবে না।

৬ই এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহরে কৃষক সমিতির অফিস উদ্বোধন করার জন্য সন্ধ্যায় একটী ঘরোয়া-সভার আয়োজন করা হয়। সেই সময় মেদিনীপুরের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৩ জন নেতা ও কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১০ই এপ্রিল হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী আনন্দ পাল ও মহীতোষ নন্দীর উপর সাবধানী-নোটীশ জারী করে এবং বর্ত্তমানের মত প্রচার চালাইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে।

ঐ দিনই জলপাইগুড়ির কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ডাঃ শচীন দাসগুপ্ত এবং ১২ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর উপর সাবধানী-নোটীশ জারী করা হয়। তাহার মধ্যে পাঁচজন আত্ম-রক্ষা সমিতির কৃষক-মেয়ে কর্ম্মীও আছেন।

ঐ দিনই বর্দ্ধমান জেলার আসানসোলের মহকুমা হাকিম কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠক কে, এল মহেন্দ্র ও বিজয় পালের উপর নোটীশ জারী করে: কোন কয়লার খাদের সীমানায় আপনারা যাইতে পারিবেন না।

এ ছাড়াও মালদহের ১৪ জন বাছাই করা কমিউনিষ্টদের গত ১০ই এপ্রিল এক মাস করিয়া জেল দেওয়া হইয়াছে। এপ্রিলের জাতীয় সপ্তাহে সভা করিতে দেওয়া হয় নাই!

বরিশাল কীর্ত্তিপাশার কর্ম্মী গৌরাঙ্গ কুণ্ডু ও রাধিকা ব্যানার্জির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ জারী করিয়াছে।

আসাম-শিলচরের কমরেড দ্বিজেন্দ্রলাল সেন গুপ্তের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইনে মামলা চলিতেছে।

রাজসাহী জেলায় গোপালপুরের চিনি কলের মজুরদের সংগঠক কমরেড ক্ষীরোদ পাল ও মহাদেব ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়া মামলা চালান হইতেছে।

হাওড়ার জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড মদন দাসকে ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৪শে মার্চ্চ বাঁকুড়ায় খাদ্য-সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার জন্য কমিউনিষ্টকর্ম্মীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়াছিলেন, তখন ৫ জন কমরেডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সবার উপরে, কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা পত্রিকা "জনযুদ্ধের" উপর খাদ্য-সংবাদ ছাপানো সম্পর্কে নিষেধের হুমকী আসিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির উপর বাংলার অটোক্র্যাশীর দুই সপ্তাহের দমননীতির প্রকোপ এই ঘটনাগুলির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। যে পার্টি বুভুক্ষু জনসাধারণের পেটে অন্ন যোগাইবার একমাত্র পথ দেখায়, যে পার্টি জাপ-আক্রমণের সম্মুখে দেশের লোককে মাতৃভূমি রক্ষা করিবার অসীম প্রেরণা জোগায়—সেই কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের উপর একটী একটী করিয়া আঘাত হানিয়া অটোক্র্যাশী ভাবিতেছে—ফ্যাসিজমের দানবীয় অভিযানকে প্রতিরোধ করিতেছি! অন্ধতার একটা সীমা আছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির দেশপ্রেমের নীতি কে না জানে? ইহাও সকলে জানে, প্রতিটি কমিউনিষ্ট জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু ঢালিয়া দিয়া ফ্যাশিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম সফল করিবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বার আয়োজন ও প্রচেষ্টার জ্বলন্ত সাক্ষ্য গত বিশ বছরের আন্দোলনের ইতিহাস। এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারত সরকারের এই নীতি বাংলার আমলাতন্ত্র মানিতেছে না। বাংলার বুরোক্রাসী কমিউনিষ্ট পার্টির উপর দমননীতি চালানর আক্রোশ সংবরণ করিতে পারিতেছে না। এইখানেই আমলাতন্ত্রের দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আর এই অন্ধতা ও দৈন্যই ফ্যাশিষ্টশক্তির পরম আনন্দের বিষয়।

বৈধ কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের উপর দমন চালাইয়া দেশরক্ষার প্রচণ্ড শক্তিকে দুর্বল করার অর্থ কি? দেশরক্ষার কাজে জীবন পণ করিয়া লড়িতেছে কমিউনিষ্টরা আর আমলাতন্ত্র তাহাদের উপর অত্যাচার চালাইয়া জাতীয় প্রতিরোধ শক্তি ক্ষয় করিবার পথ ধরিয়াছে। এ পথে জাপানীকে রোখা যাইবে না। এ পথে বাংলার নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় মরিতে থাকিবে। এ পথ পঞ্চমবাহিনী ও জাপানী দস্যুর শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

জাপানী দস্যুর বোমা বাংলার মা ও শিশুদের রক্তে দেশের মাটি লাল করিতেছে। খাদ্যের সংকটে পড়িয়া বাংলার নরনারী হাহাকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছে। আর তাহাদেরই মাঝে দাঁড়াইয়া বাংলার কমিউনিষ্টরা অক্লান্ত পরিশ্রমে খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হইতেছে, ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের রুখিবার জন্য জনসাধারণের মনে দেশপ্রেমের প্রেরণা জোগাইয়া জাতির প্রতিরোধ শক্তি বাড়াইতেছে। তাই শত আঘাত ও দমনেও কমিউনিষ্ট পার্টিকে দুর্বল করা কখনই সম্ভব নয়। আমলাতন্ত্র ভুল বুঝিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগে কমিউনিষ্ট পার্টিকে দমনের চাপে নোয়ান যায় নাই। জনগণের এই গতিশীল পার্টির চলমান বেগ বাড়িয়াই চলিয়াছে—পার্টির শক্তি সংগঠনের বর্ম পরিয়া বৃদ্ধির পথেই দ্রুত আগাইতেছে।

জনগণের স্বার্থই কমিউনিষ্ট পার্টির স্বার্থ। জনগণের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মাঝেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের স্থান। শুধু তাই নহে, প্রত্যেক দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনসাধারণ আজ ভারতের কমিউনিষ্টদের ও জনসাধারণের সঙ্গে রহিয়াছে। এই নূতন বল বাংলার কমিউনিষ্টদের একটী প্রচণ্ড শক্তি। আমাদের দেশের মানুষ ও বিদেশের জনসাধারণ ভারতকে রক্ষা করার কাজে বিপুল শক্তি জোগাইতেছে। এই বিরাট শক্তির সামনে আমলাতন্ত্রের দমননীতি চূর্ণ হইতে বাধ্য। কমিউনিষ্টরা প্ররোচনায় উত্তেজিত হয় না; তাহারা আমলাতন্ত্রের চোখ রাঙানীতেও ভয় পায় না। জনগণের সমর্থনে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার যুদ্ধে তাহারা সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আগাইয়া চলে।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ! বাংলার কংগ্রেস ও লীগের কর্ম্মীগণ! আমলাতন্ত্রের দমননীতি ক্রমশই আমাদের দেশের উপর চাপিয়া বসিতেছে। দমননীতির জাঁতার নীচে কংগ্রেস-নেতারা আবদ্ধ। সেই দমননীতি আজ চলিয়াছে কমিউনিষ্টদের উপর। অব্যাহতভাবে চলিতে দিলে সে-দমননীতি আরো প্রসারিত হইয়া সাধারণ কংগ্রেস-কর্ম্মী, এমন কি লীগ-কর্ম্মী এবং হিন্দু-মহাসভার উপরও আসিয়া পড়িবে। বাংলার সাধারণ মানুষের সংকটে বিপন্ন জীবন পঙ্গু হইয়া পড়িবে। খাদ্য সমস্যার সমাধান ও দেশকে রক্ষা করার শক্তি অবলুপ্ত হইতে থাকিবে। আমলাতন্ত্রের এই দমননীতি বন্ধ করিতেই হইবে।

সারা বাংলায় হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের দুর্ভেদ্য ঐক্যই তাহা রুখিবার অমোঘ অস্ত্র: বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আহ্বানে দেশের ঘরে ঘরে মানুষের জীবনে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে। নব জীবনের এই দীপ্তিমান উৎসাহের কর্ম্মে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এবং পঞ্চমবাহিনী ও জাপ-দস্যুর বাংলা-আক্রমণের অভিলাষ চূর্ণ হইয়া যাইবে। কমিউনিষ্টদের গভীর দেশপ্রেম বাংলার বুকে নবীন আশা জাগাইতেছে! বাংলার প্রতিটি মানুষকে আজ এক সঙ্গে মিলিয়া দস্যু-শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। তাহাদের সম্মিলিত আওয়াজ নেতাদের একত্র করিবে। সকলকে বুঝাইবে সকল দলের মিলিত মন্ত্রীত্ব জনসাধারণের দাবী পূর্ণ করিতে পারে, খাদ্য-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে, দেশকে বাঁচাইতে পারে। জনসাধারণ মিলিত হও। নেতারা মিলিত হও। এই বিরাট সম্মিলিত শক্তির চাপে আমলাতন্ত্র দেশরক্ষার পথে দমননীতির বাধা আনিতে পারিবে না। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টির উপর দমননীতি বন্ধ হইবে। লীগ-মহাসভার উপর দমননীতির আকাঙ্ক্ষা ঘুচিয়া যাইবে। সারা দেশ এক হইয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান করিবে—বাংলাকে জাপানের হাত হইতে বাঁচাইবে।

TORN PAGES.

Regd. No. C. 2836
Telegrams:—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

★ কিশোর বাহিনীর উদ্বোধন ★

তিন শ' কিশোরের সমাবেশ

(চেয়ারে-বসা কিশোর বাহিনীর সভাপতিরা—বীরেন, হরপ্রসাদ ও শেফালিকা)

বাংলার নতুন বছর—১লা বৈশাখ। কলকাতার কিশোর দল—তিন শ' ছোট্ট ছেলেমেয়ে সমবেত হয়েছে ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন হলে। সব পাড়ার ছেলেমেয়েরা একসাথে এসে মিলেছে। বড়লোক-গরীব, মধ্যবিত্ত-মজুর—সব ছেলে-মেয়েরাই হাতে হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। সবারই মনে আনন্দ, মুখে হাসি। তাদের আজ নিজেদের ফৌজ গড়ে উঠবে—তাদের 'কিশোর বাহিনীর' উদ্বোধন আজ। তিন চার বছরের খোকাখুকু থেকে শুরু করে তের চৌদ্দ বছরের কিশোর-কিশোরী সবাই উৎসবের সাজে সেজে এসেছে। তাদের বাপ মা-রাও কেউ কেউ এসেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাহিনীকে আশীর্বাদ জানাতে।

কিশোরদের নিজেদের সভা। তারা কি কারু চাইতে কম? তারা নিজেরাই সভা চালাবে, নিজেরাই বক্তৃতা দেবে, নিজেরাই নিজেদের দল গড়বে। কে বলে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে ঘরকুণো, ভীরু? তারা বুঝি সোভিয়েট আর চীনের কিশোর ছেলেমেয়েদের গল্প শোনে নি? তারাও তেমনি দেশকে ভালবাসে।

পাঁচটায় সভার কাজ শুরু হল। উত্তর কলিকাতার কিশোর ছেলেরা গাইল 'কিশোর বাহিনীর' গান। তার পর ঠিক হল সভাপতি-মণ্ডলী। তিনজন কিশোর এগিয়ে এল। অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখল—৫ বৎসরের ছোট্ট মেয়ে শেফালিকা, ১২ বছরের হরপ্রসাদ, আর ১৪ বছরের বীরেন। এরাই সভাপতি। চারিদিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। কিশোররা আনন্দে মেতে উঠল। কোন হোমড়া চোমড়া বা বৃদ্ধ নন—তাদেরই নিজেদেরই সভাপতি।

সভা শুরু হল। এইবার মধ্য কলিকাতার কিশোর মেয়েরা গাইল রবীন্দ্রনাথের 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও' গানটি। বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার উদ্বোধন-আশীষ জানালেন—"তোমরা সোণার বাংলার ছেলেমেয়েরা যারা আজ দেশের প্রতি ভালবাসার টানে সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এসেছ, তাদের আমি অভিনন্দন জানাই, আর কামনা করি তোমাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক"।

মজুর ছেলেরা এগিয়ে এসে বজ্রমুষ্ঠি তুলে গাইল, মজুর-কৃষকের গান। বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে ৩ বছরের খোকা দীপঙ্কর গাইল 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ'।

এইবার সভাপতিমণ্ডলীর অভিভাষণ। সবাই উৎসুক হয়ে তাকালো। সভাপতিমণ্ডলীর হরপ্রসাদ বলল: আমরা কিশোর কিশোরীরাও আর চুপ করে থাকতে রাজী নই, দেশের অবস্থা যখন যাচ্ছে বদলে তখন আমাদেরও আর সেই পুরাণ কায়দায় দিন কাটান চলে না—তাই নতুন ভাবে জীবন গড়ে তুলবার জন্য আমরা আজ থেকে সংঘবদ্ধ হ'ব, সারা বাংলায় শুধু নয় সমস্ত ভারতবর্ষে শক্তিশালী কিশোর আন্দোলন গড়ে তুলব।" ছোট্ট মেয়ে শেফালিকা অল্প কথায় জানাল "নতুন বছরে খুসীমনে আমরা সবাই মিলে আজ প্রতিজ্ঞাই করছি যে পাড়ায় পাড়ায় কিশোরবাহি[নী] গড়ে তুলে আমরা আমাদের আনন্দ, গান, হাসি, অভিনয়ে সবার মনে জাগিয়ে তুলব জ্বলন্ত দেশপ্রেম"।

বীরেন বল্ল "সোভিয়েট আর চীনের বীর শিশুদের কাহিনী আমাদের বুকে সাহস এনে দিয়েছে—দেশ আমাদেরও ডাক দিয়েছে। তাই আর ঘরের কোণে বসে না থেকে আমরাও দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বীর সৈনিক হিসেবে এখন থেকেই গড়ে উঠতে চাই।"

এর পর অনেকক্ষণ ধরে চল্ল গান, আবৃত্তি আর নাচ। এর ভেতর দীব্য ভট্টাচার্য্যের আবৃত্তি, তাপসের মাউথ অর্গান বাজান ও গোপালের গান আর রেবা ও অনিলার নৃত্য সঙ্গীত খুবই ভাল হয়েছিল। এর পর সমাগত অতিথিদের পক্ষ থেকে কিশোর কিশোরীদের অভিনন্দন জানাতে বিপুল করতালির মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী।

কিশোর বাহিনীর সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন 'যে কিশোর বাহিনী আজ গড়ে উঠছে সেটা শুধু ছেলেমেয়েদের একটা মিলনের স্থানই নয়। এটা হচ্ছে কিশোর বীরদের সৈন্যদল—বাহিনী কথার মানেই হচ্ছে তাই। শৃংখলার সাথে তারা এগিয়ে চলবে। তাদের নিজেদের তৈরী করবে, সাহসী ও নির্ভীক হবে। আবার দেশের কথাও ভাববে লেখাপড়াতেও ভাল হবে।

আরও কয়েকটী গান ও আবৃত্তির পর 'কিশোর-বাহিনী'র আবেদন পত্র সভায় পেশ করল নৃপেন আর তা' সমর্থন করল চিন্ময়। সবাই সে আবেদনপত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার পর একদিকে নববর্ষের জলযোগ আর একদিকে উত্তর কলকাতার ছেলেদের অভিনয়ের পর বিপুল 'কিশোর বাহিনী জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে এইদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। সভার শেষে ষাট জন ছেলেমেয়ে তখনি কিশোর বাহিনীর সভ্য হয়।

কলকাতায় 'কিশোর বাহিনী'র যে উদ্বোধন হল, বাংলার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে সেই 'কিশোর বাহিনী' গড়ে উঠবে—বাংলার কিশোর ছেলেমেয়েরা এক হবে।

(ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন হলে কিশোর সমাবেশের একটি দৃশ্য)

নিখিল ভার[ত ...]

পঞ্জাব

সেদিন পঞ্জাবে নিখিল ভারত কৃষক সং[...] অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহা কোন কোন পূর্ব্বের যে কোন অধিবেশনের চেয়ে বেশি লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রায় সমস্ত [...] হইতেই এবার প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। [...] উপকূলে কেরল বা মালাবার হইতে পূর্ব সীম[ান্ত] মণিপুর পর্যন্ত এবং গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও

ই[...]

সমা[...]

আর বো[...]

সম্মেলনে পঞ্জাবে[র ...] হাজার কৃষক জাথা বা দল [...]থে প্রচার করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালে ও তাহার পূর্বদিন লাল পতাকা হাতে এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে জাথার পর জাথা আসিতে থাকে। জাথাগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিরোজপুর জেলা হইতে ৬০ মাইল হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন ১০ জন মেয়ে সহ ১৬০ জন ভলাণ্টিয়ার। সুদূর কাংড়া জেলা হইতে আসেন ৩৫ জন ভলাণ্টিয়ার। এই দলকে প্রথম পুরস্কার একটি লাল পতাকা দেওয়া হয়। লায়ালপুর জেলা হইতে প্রথম শ্রেণীর ২৫ জন মুসলিম ভলাণ্টিয়ার আসে[ন]। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল আজিজ কাসে[র] আর দুই জন গ্রাম্য কবি। কাসেরের [...] চমৎকার পঞ্জাবী কবিতা সম্মেলনের মধ্যে [...] নূতন আগ্রহ ও উৎসাহ জাগাইয়াছিল। [...] গোমারি জেলা হইতে ১৫০ জন মুসলিম [ও] ৫৪ জন মেয়ে ভলাণ্টিয়ারের জাথা আসে। প[...] রাজ্যে কৃষক সভাকে বে-আইনী অবস্থ[ায় ...] করিতে হইলেও সেখান হইতে এক[...] কমরেড সহ একটি জাথা ১৫ দিন ধ[রিয়া ...] মাইল হাঁটিয়া আসে। সম্মেলনের [...] ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত লোকের খাবার আয়োজন [...] হইয়াছিল। বিরাট লঙ্গর বা অন্নস[ত্র ...] হইয়াছিল। তাহাতে দুই দিন [...] হাজার করিয়া লোককে বিনা পয়সায় খা[ওয়ান] হইয়াছিল। এজন্য অর্থ ও আটা, চাল, [...] প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। অমৃতসহর [...] হইতে সব চেয়ে বেশি চাঁদা ওঠে। এই জে[লা ...] নগদ তোলা হয় আট হাজার টাকার উপর। [...] মধ্যে অমৃতসর হইতে পাওয়া যায় মাত্র ১৭৫ টা[কা ...] গ্রামের কৃষকদের দান।

৩রা এপ্রিল নির্ব্বাচিত সভাপতি এবং ভাক[না] বাসী সদ্যমুক্ত বৃদ্ধ রাজবন্দী ও নিখিল ভারত কৃ[ষক] সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বাবা সো[...] ভাকনাকে দুইটি ঘোড়ায় চড়াইয়া প্রায় [...] লোকের মিছিল বাহির হয়। তার [...] বৎসরের সভাপতি কমরেড ইন্দুলাল যাজ্ঞি[ক] সভার রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। [...] প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। গ্রামের মাঠে তাঁবু ফেলিয়া প্রতিনিধিদের থাকিবার [ব্যবস্থা] করা হয়। বিরাট শামিয়ানার নিচে [...] বসে। তাঁবু ও শামিয়ানা দিয়া স্থানটি [...]পাত ফৌজী ছাউনির মতো গড়িয়া তোলা হয়। [...]নরক্ষা

(শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

[...] দ্বারা মুদ্রিত [...] কলিকাতা হইতে [...] সম্পাদিত ও প্রকাশিত

TORN PAGES.